বিশ্বকোষ

অর্থাৎ

ভারতীয় সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও গ্রাম্য শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি, আরবী, পারসী, হিন্দি প্রভৃতি ভাষার প্রচলিত শব্দ ও তাহাদের অর্থ; প্রাচীন ও আধুনিক দর্শনশাস্ত্র ও তাহাদের মত ও বিচার, সম্প্রদায় এবং আর্য্য ও অনার্য্য জাতীর বৃত্তান্ত; বৈদিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক সর্ব্বজাতীয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের বিবরণ; বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দোবিদ্যা, ন্যায়, জ্যোতিষ, অঙ্ক, উদ্ভিদ, রসায়ন, ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, বিজ্ঞান, অ্যালোপ্যাথী, হোমিওপ্যাথী, বৈদ্যক, ও হকিমী মতের চিকিৎসাপ্রণালী ও ব্যবস্থা, শিল্প, ইতিহাস, ভূবিদ্যা, গানবিদ্যা প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের সারসংগ্রহ অকারাদি বর্ণানুক্রমিক বৃহদভিধান

একবিংশ ভাগ

স—স্বপ্রজ্ঞ

২০ নং কাঁটাপুকুর লেন, বাগবাজার, বিশ্বকোষ-কার্য্যালয় হইতে

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সঙ্কলিত ও

প্রকাশিত।

কলিকাতা

২।১৩ নং অভিরাম ঘোষের ষ্ট্রীট, বাগবাজার, বিশ্বকোষ প্রেসে
শ্রীরাখালচন্দ্র মিত্র দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৭

বিশ্বকোষ

স, দন্ত্য সকার, ব্যঞ্জন বর্ণের দ্বাত্রিংশ বর্ণ; ইহার উচ্চারণ স্থান দন্ত।

"স্যুর্দন্ত্যা ঋতুরসা দন্ত্যা লৃতুলসাঃ স্মৃতাঃ॥" (শিক্ষাশাস্ত্র)

কামধেনুতন্ত্রে এই বর্ণ শক্তিবীজ, কোটিবিদ্যুল্লেখাসদৃশ, কুণ্ডলীত্রয়সংযুক্ত, পঞ্চদেবতাময়, পঞ্চপ্রাণাত্মক এবং ত্রিবিন্দু সহিত সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণযুক্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

লেখন প্রকার—একটী রেখা বামদিক্ হইতে ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া অধোদিকে গোমুণ্ডসদৃশ লম্বমান রাখিয়া ক্রমশঃ একটু দক্ষিণ দিকে লইয়া গিয়া পুনরায় ঊর্দ্ধদিগ্‌ভাগে অঙ্কন পূর্ব্বক আরম্ভ স্থানে মিলিত করিতে হইবে। এই বর্ণে চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি বিরাজমান এবং ইহার মাত্রা প্রদেশে স্বয়ং ভবানী অধিষ্ঠিতা। নিম্নোক্ত ধ্যান উচ্চারণপূর্ব্বক আত্মতত্ত্বসমন্বিত ত্রিশক্তিসম্পন্ন এই বর্ণকে ধ্যান ও দশধার ইহার মন্ত্রজপ এবং প্রাণায়ামত্রয় সতত হৃদয়ে ভাবনা করিতে হয়। ধ্যান যথা—

"শুক্লাম্বরাং শুক্লবর্ণাং দ্বিভুজাং রক্তলোচনাম্।
শ্বেতচন্দনলিপ্তাঙ্গীং মুক্তাহারোপশোভিতাম্॥
গন্ধর্ব্বগীয়মানাঞ্চ সদানন্দময়ীং পরাম্।
অষ্টসিদ্ধিপ্রদাং নিত্যাং ভক্তানন্দবিবর্দ্ধিনীম্॥
এবং ধ্যাত্বা সকারন্তু তন্মন্ত্রং দশধা জপেৎ।
ত্রিশক্তিসহিতং বর্ণং আত্মাদিতত্ত্বসংযুতম্।
প্রণমামি সততং দেবি হৃদি ভাবয় সুন্দরি॥" (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র)

পর্য্যায়—হংস, ঈশ্বরঃ, বিষ্ণু, ক্ষত, ঈশ, চন্দ্রের যাবতীয় নাম, অপবীজ, শক্তির নাম সমস্ত, প্রকৃতি, ঈশ্বর, শ্বেত, প্রভা, [illegible]জ্জল, দক্ষপাদ, অমৃত, ব্রাহ্মী, প্রাণাদ্যা, লক্ষ্মী, পরমাত্মা, [illegible], মলয়, সুরূপ, গণেশ, গো, কলকণ্ঠ, দুর্বোধ, লোহ, [illegible] (তন্ত্র)

[illegible] ঈশ্বর, শিব, মহাদেব। ২ সর্প। ৩ পক্ষী। ৪ বিষ্ণু। ৫ পূর্ব্বোক্ত কোন বস্তু, ব্যক্তি বা বিষয়। ৬ বায়ু। ৭ জীবাত্মা। ৮ চন্দ্র। ৯ ভৃত্য। ১০ দীপ্তি। (স্ত্রী) ১১ জ্ঞান। ১২ চিন্তা। ১৩ গাড়ী যাইবার উপযুক্ত রাস্তা। ১৪ ব্যাকরণের সূত্রানুসারে তদ্ শব্দের পুংলিঙ্গে প্রথমার একবচনে এবং সমাস ও কৃৎ প্রকরণে সহ ও সমান শব্দ স্থানে আদিষ্ট বর্ণবিশেষ। যেমন তদ্-সু=সঃ; পুত্রের সহ=সপুত্র; গোত্রের সমান=সগোত্রঃ; 'সমান ইব দৃশ্যতে' সমানের ন্যায় দৃষ্ট হয়, সমান-দৃশ-টক্=সদৃশ (স্ত্রিয়াং টাপ্) সা=১৫ লক্ষ্মী। ১৬ গৌরী। ১৭ শান্তি। ১৮ শ্রী। ইত্যাদি।

সই, (দেশজ) ১ সখি শব্দার্থ, সোহী শব্দের অপভ্রংশ। ২ সহ্য করি। ৩ সহি বা নামাঙ্কন।

সইতে (দেশজ) সহ্য করিবার নিমিত্ত, সহ্য করিতে।

সইস (আরবী সাইস শব্দের অপভ্রংশ) অশ্বপাল, যাহারা অশ্বের পরিচর্য্যা করে।

সঙ্গি (সখী শব্দজ) সঙ্গিনী, বয়স্যা।

সঋক্ষ (ত্রি) নক্ষত্র সহিত। নক্ষত্রের সান্নিধ্যবিশিষ্ট।

সওয়ার (পারস্য) ১ অশ্বারোহী, চলিত চড়ন্দার। ২ রাজাদিগের বহির্গমণ।

সওয়ারি (পারস্য) ১ যানবিশেষ, পাল্কী, প্রভৃতি। ২ বাদ্য যন্ত্র বিশেষ, যেমন রসনচৌকী, ডঙ্কা প্রভৃতি। রাজাদিগের বহির্গমন কালে এই সব গুলি বাদিত হইত বলিয়া ইহাদের নাম সওয়ারি হয়।

সওয়াল (আরবী) ১ প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা। ২ অনুরোধ। ৩ পূর্ব্বপক্ষ।

সওদা (পারস্য) ১ বাণিজ্য, ব্যবসা। ২ বাণিজ্য দ্রব্য।

সওদাগর (পারস্য) বণিক্, বাণিজ্য-ব্যবসায়ী।

সং [স্] (অব্যয়) ১ শোভনার্থ। ২ সমার্থ। ৩ স[illegible]র্থ।

৪ প্রকৃষ্টার্থ। ৫ প্রকর্ষ, শ্রেষ্ঠ, নৈরন্তর্য্য, ঔচিত্য ও আভিমুখ্য অর্থ-বিজ্ঞাপক উপসর্গবিশেষ।

সং (দেশজ) নটাদির কৌতুকাবহ বেশ।

সংক.গুকণ্ঠান্বিক (Pharyngognatha) যাহাদের কণ্ঠের অস্থি সকল একত্র সংলগ্ন হইয়া একখণ্ড হয়। যেমন কাদাখোঁচা, মৎস্য। এই সকল জন্তুর উক্ত লক্ষণটী প্রধান এবং সর্ব্বত্র সমান।

সংক্রম [ক্রাম] (পুং ক্লী) ১ গমন। ২ সংক্রমণ, সংক্রান্তি, সূর্য্যাদি গ্রহবর্গের রাশ্যন্তর সঞ্চার। যেমন সূর্য্যের মেষ-সংক্রমণ অর্থাৎ মীনরাশি হইতে মেষরাশিতে গমন। ৩ প্রাপ্তি। ৪ প্রবেশ। সেতু, সোপান। ৬ উপায়।

সংক্রমণ (ক্লী) [সংক্রম দেখ]

সংক্রমনি (স্ত্রী) তোরণবাটীবিশেষ। (দিব্যা° ৩৩৩।১৭)

সংক্রমণিকা (স্ত্রী) সোপানমঞ্চ (Gallery)। (দিব্যা° ২২০।২২)

সংক্র[ক্রা]মিত (ত্রি) ১ নিবেশিত, স্থাপিত। ২ প্রবেশিত। ৩ গমিত। ৪ প্রতিবিম্বিত।

সংক্রান্ত (ত্রি) ১ সংক্রমণবিশিষ্ট। ২ সম্বন্ধীয়। ৩ প্রতিবিম্বিত। ৪ গত, প্রাপ্ত। ৫ যুক্ত। ৬ প্রবিষ্ট। ৭ সঞ্চারিত। ৮ ব্যাপ্ত।

সংক্রান্তি (স্ত্রী) ১ সঞ্চার, গমন। ২ সূর্য্যাদির রাশ্যন্তরে গমন। ৩ প্রতিবিম্বন। ৪ ব্যাপ্তি। [সঙ্ক্রান্তি শব্দ দেখ]

সংক্রামক (ত্রি) একস্থান হইতে স্থানান্তরে প্রবেশকারী। (Infectious) যাহা কোন বস্তুর সংস্রবে উৎপন্ন হয়। যেমন, সংক্রামক রোগ।

সংক্ষোভ, একজন হিন্দুনরপতি। ইনি পরমবৈষ্ণব ছিলেন, এই কারণে পরিব্রাজক মহারাজ নামে আখ্যাত হইতেন। শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, ইনি গুপ্তসম্রাটগণের অধীনে ৫২৮-২৯ খৃঃঅঃ বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত ডাহল নগরে রাজত্ব করিতেন। ইনি ধর্ম্মপ্রাণ রাজা হস্তীর পুত্র ও ভরদ্বাজ-গোত্রীয় ছিলেন।

সংগণিকা (স্ত্রী) ১ সমাজ। ২ জগৎ। (দিব্যা° ৪৬৪।১৯)

সংগৎ, (দেশজ) গীতের সঙ্গে বাদ্যের তানলয় মিলাইয়া বাওয়া।

সংগৃহীত (ত্রি) সঙ্কলিত, আহৃত।

সংগোপন (ক্লী) সম্পূর্ণরূপে-গোপন, লুকান।

সংগোপিত (ত্রি) লুক্কায়িত, গুপ্তভাবে অবস্থিত।

সংগ্রহ (পুং) ১ একত্রীকরণ।

সংগ্রহবস্তু (ক্লী) যে সকল বস্তু সংগ্রহ করিয়া মানুষ লোক সমাজে পরিচিত হইতে পারে। (দিব্যা° ৯৫।১৫)

সংগ্রামদেব, একজন হিন্দু নরপতি। (রাজতরঙ্গিণী ১০৪)

সংগ্রামপুর, বাঙ্গালার চম্পারণ্য জেলার অন্তর্গত একটী নগর। গণ্ডক নদীর তীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬° ২৮´ ৩৮´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৪° ৪৫´ পূঃ।

সংগ্রাম শাহ, দক্ষিণ বেহারের অন্তর্গত খড়্গপুরের একজন হিন্দু নরপতি। ইনি মোগল সম্রাট্ অকবর শাহের অধীনতা স্বীকার না করায় সম্রাট্ তাঁহার বিরুদ্ধে মোগলবাহিনী প্রেরণ করেন। ঘোরতর যুদ্ধের পর সংগ্রামশাহ যুদ্ধে নিহত হন এবং তাঁহার সন্তানদিগকে বলপূর্ব্বক ইস্লামধর্ম্মে দীক্ষিত করা হয়।

সংগ্রাম শাহ, (হাস বৈদ্য) একজন রাজপুত সেনাপতি। ইহার আদি নাম লালা নীলকণ্ঠ। মোগল সম্রাট্ অরঙ্গজেব ইহার রণপাণ্ডিত্যে প্রীত হইয়া ইহাকে "রাজা সংগ্রাম শাহ" উপাধি দান করেন। এই সময়ে পূর্ব্ববঙ্গে পর্ত্তুগীজ ও মগদস্যুগণ বিশেষ উৎপীড়ন দ্বারা প্রজাগণকে নিগৃহীত করিতেছিল। বাদশাহ সেনাপতি সংগ্রাম শাহকে দস্যুদমনে নিযুক্ত করিয়া পূর্ব্বাঞ্চলে পাঠাইয়া দেন। সংগ্রাম বীর ভুজবলে দস্যু দমন করিয়া বাখরগঞ্জে খনামে সংগ্রামগড় নগর স্থাপন করেন।

বৈদ্যজাতির কুলগ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, সংগ্রাম শাহ শালাকায়ন গোত্রসম্ভূত ছিলেন। প্রবাদ আছে, এতদঞ্চলে আসিয়া ইনি স্বইচ্ছায়, আপনাকে "হাস বৈদ্য" বলিয়া পরিচিত করিয়া বৈদ্য সমাজভুক্ত হন। ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জে এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, সংগ্রামশাহ বাঙ্গালায় বাস করিয়া বঙ্গসমাজ-ভুক্ত হইবার প্রয়াস পাইলে তথাকার ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ পরামর্শ করিয়া বৈদ্যদিগের ঘাড়ে চাপাইয়া দেন। তিনিও বৈদ্যকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া 'হাস্ বৈদ্য' বলিয়া বৈদ্যসমাজভুক্ত হন। কবিকণ্ঠহার, চন্দ্রপ্রভা, ও ভরতের প্রভৃতি বৈদ্যকুলগ্রন্থে লিখিত আছে যে ইঁহার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া অনেক বৈদ্যকুলীন কুল হারাইয়াছেন।

নোয়াখালী ও চট্টল অঞ্চলে এই বংশীয় বৈদ্যদিগের বাস আছে। তত্তৎ স্থানে ইঁহাদিগের কীর্ত্তিও যথেষ্ট। [বৈদ্যশব্দ দেখ।]

সংগ্রাম সা, গড়মণ্ডলার ৫৮ সংখ্যক গোঁড়রাজ। ইনি বীর, যোদ্ধা ও বদান্য ছিলেন। রাজা সংগ্রাম সা বীর ভুজবলে সাগর ও জব্বলপুর সমীপস্থ প্রদেশসমূহ জয় করিয়া স্বীয় রাজ্য সীমা বর্দ্ধিত করেন। অতঃপর তিনি নরসিংহপুর ও শিওনি প্রদেশে স্বীয় রাজদণ্ড বিস্তৃত করিয়া ছিলেন।

সংগ্রাম সিংহ, মিবারের একজন প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি। রাণা সঙ্গ নামেই পরিচিত। ইনি রাণা রায়মল্লের জ্যেষ্ঠ [illegible] চিতোর সিংহাসনের অধিকার লইয়া তাঁহার সহিত [illegible] পৃথ্বীরাজ ও জয়মল্লের বিরোধ উপস্থিত হয়। এই [illegible] একযোগে একদা সঙ্গকে নিঃসহায় অবস্থায় আক্র[illegible]

পরস্পরের যুদ্ধে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ হইয়া অবশেষে সঙ্গ উদাবৎ বংশীয় বীদা নামক জনৈক রাঠোর রাজপুতের আশ্রয়ে জীবন-রক্ষায় সমর্থ হন।

রাণা রায়মল্ল পুত্রদিগের এরূপ ব্যবহারে পীড়িত হইয়া পৃথ্বীরাজকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। পিতার মৃত্যুর পর রাণা সঙ্গ চিতোরসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ১৫১২ খৃষ্টাব্দে তিনি ৮০ হাজার অশ্বারোহী ও ৫০০ নিষাদী দলে পুষ্ট হইয়া রাজপুতজাতির শীর্ষ স্থান অধিকার করেন। এই সময়ে রাজপুতনার সমগ্র অধীশ্বরবর্গ, এমন কি জয়পুর ও মারবাড়ের রাজন্যেরা তাঁহার ছত্রতলে আসিয়া রাজপুতজাতির গৌরব-রক্ষায় বদ্ধপরিকর হইয়া ছিলেন।

১৫২৭ খৃষ্টাব্দে তিনি দিল্লীশ্বরের পক্ষাবলম্বন করিয়া রাজপুতরাজগণ সহ মোগলবিজেতা বাবর শাহের সম্মুখীন হন। এই সময়ে তাঁহার ছত্রতলে লক্ষাধিক রাজপুত সৈন্য অগ্রসর হয়। বিয়াণার নিকটবর্ত্তী কাণুয়া রণক্ষেত্রে অগ্রগামী পঞ্চদশ শত মোগলসৈন্য রাজপুত হস্তে পরাভূত ও বিধ্বস্ত হইয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করে।

অতঃপর পিলাখালের তটে বাবর পুনরায় সেনা সন্নিবেশ করিলেন। প্রথমে সন্ধির প্রস্তাব চলিল। বাবর রাণাকে কর দিতে এবং পিলাখাল উভয়ের অধিকৃত সীমা রূপে নির্দ্দিষ্ট রাখিতে স্বীকৃত হইলেন; কিন্তু শিলাহেদি নামক জনৈক বিশ্বাস-ঘাতকের কৌশলে সে সন্ধিবন্ধন ভঙ্গ হইয়া গেল, যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। শিলাহেদি রাণার পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন,কিন্তু কার্য্যকালে সে রাণাকে বিড়ম্বিত করিয়া বাবরের সহিত সম্মিলিত হইয়া রাণা সঙ্গের বিরুদ্ধে অস্ত্র চালনা করিলেন। রাজপুতগণ সেই গোলযোগে রণক্ষেত্রে নিহত হইল। সংগ্রাম যুদ্ধে পরাজিত হইয়া চিতোর রাজধানী পরিত্যাগপূর্ব্বক মেবারের পার্ব্বত্য প্রদেশে পলায়ন করেন। সেই দুর্দ্দৈবসময়ে মেবারের মধ্যস্থ বশ্‌বা নামক স্থানে ভগ্নমনোরথ সংগ্রামের প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।

সংগ্রাম সিংহ (২য়), উক্ত বংশের অপর একজন রাণা। রাণা ২য় অমর সিংহের পুত্র। যে সময়ে রাণা সংগ্রাম মেবারের সিংহাসনে অভিষিক্ত, সেই সময়ে মহম্মদশাহ দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। ১৭১৬—১৭৩৪ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত তিনি মিবার রাজ্য শাসন করেন। তাঁহার সুযোগ্য মন্ত্রী বিহারী দাস পাঞ্চোলীর বিচক্ষণতায় মিবার রাজ্য পুনরায় প্রণষ্ট গৌরব উদ্ধারে সমর্থ হয়। অপহৃত অনেক গুলি রাজ্যও পুনর্ব্বার অধিকৃত হইয়া- সংগ্রামের পরলোকপ্রাপ্তির পর, তিনি আর বুদ্ধি বলে দিগের আক্রমণ হইতে রাজ্যরক্ষায় সমর্থ হন নাই। মহারাষ্ট্র সর্দ্দার সংগ্রামতনয় ২য় জগৎ সিংহের নিকট হইতে চৌথ আদায় করিয়াছিল।

সংগ্রাহিন্ (পুং) সংগৃহ্লাতীতি সংগ্রহ-ণিনি। ১ কুটজ বৃক্ষ। (ত্রি) ২ গ্রাহক।

"দীপনং মধুসংগ্রাহিবাতকফাস্রপিত্তনুৎ।" (সুশ্রুত ১।৪৫)

৩ সংগ্রহকারক। "প্রখ্যাতবংশমক্রূরং লোকসংগ্রাহিণং শুচিং।" (কামন্দকীয় নীতি ৪।১০)

সংঘ (ক্লী) সঙ্ঘ। সঙ্ঘসমূহ।

সংঘাটি (স্ত্রী) বৌদ্ধযতিদিগের পরিচ্ছদভেদ। (দিব্যা° ৩৭।১)

সংঘাত (ক্লী) ১ নরকভেদ। (দিব্যা° ৩৭।২১) ২ সম্যক্ আঘাত।

সংজ্ঞ (ত্রি) সম্যক্ প্রকারেণ জানাতি যঃ সং-জ্ঞা-ক। ১ যিনি সম্যক্ প্রকার জানেন, যিনি সকল বিষয় অবগত আছেন। (পুং) ২ সম জানুক।

"প্রজ্ঞুঃ প্রগতজানুঃ স্যাৎ প্রজ্ঞোহপ্যেব চ দৃশ্যতে।
সংজ্ঞুঃ সংহতজানুশ্চ জবেৎ সংজ্ঞোহপি তত্র হি॥"
(অমরটীকায় ভরতধৃত শাহসাঙ্ক)

(ক্লী) পীতকাষ্ঠ।

'আরকং বালুকং সংজ্ঞং প্রচেলং প্রাবিরঃ পুমান্।' (শব্দচন্দ্রিকা)

সংজ্ঞপন (ক্লী) সংজ্ঞা-ণিচ্-ল্যুট্। ১ মারণ।

"দৃষ্ট্বা সংজ্ঞপনং যোগং পশূনাং স পতির্মখে।
যজমান পশোঃ কস্য কায়াৰ্ত্তেনাহরচ্ছিরঃ॥" (ভাগবত ৪।৫।২২)

২ বিজ্ঞাপন।

সংজ্ঞপ্তি (স্ত্রী) সংজ্ঞা-ণিচ্-ক্তিন্। ১ মারণ। (হেম) ২ বিজ্ঞাপন।

সংজ্ঞা (স্ত্রী) সংজ্ঞা ভাবে অঙ্। ১ চেতনা।

"রতিখেদসমুৎপন্না নিদ্রাসংজ্ঞাবিপর্য্যয়ঃ।" (কুমার ৮।৯০)

২ বুদ্ধি। ৩ জ্ঞান।

"অথবা ত্রিবিধা সংজ্ঞা প্রথমা দীর্ঘকালিকী।
দ্বিতীয়া হেতুবাদাখ্যা দৃষ্টিবাদাভিধাপরা॥"
(লোকপ্রকাশ ৩।৪৪৫)

৪ যাহার দ্বারা সকল বস্তু জানা যায়, নাম, আখ্যা।

"লোকসংব্যবহারার্থং যাঃ সংজ্ঞাঃ প্রথিতা ভুবি।
তাম্ররূপ্যসুবর্ণানাং তাঃ প্রবক্ষ্যাম্যশেষতঃ॥" (মনু ৮।১৩১)

৫ হস্তাদির দ্বারা অর্থসূচনা, সঙ্কেত, হস্ত, ভ্রূ ও লোচনাদি দ্বারা প্রয়োজন জ্ঞাপন। (অমর) ৬ গায়ত্রী। ৭ নামকথন, ব্যাকরণে প্রথমে সংজ্ঞা অভিহিত হইয়াছে, ইহাকে সঙ্কেত বলা যাইতে পারে। যথা অণ্ 'অইউণ্'; অণ্ সংজ্ঞা, অণ্ বলিলে অকার, ইকার ও উকার বুঝিতে হইবে।

"ব্যবহারার্থং শাস্ত্রে কৃতঃ সঙ্কেতঃ সংজ্ঞা।" (মুগ্ধবোধটীকা)

ব্যবহারসিদ্ধির জন্য শাস্ত্রে যে সঙ্কেত অভিহিত হইয়াছে, তাহাকে সংজ্ঞা কহে। সংজ্ঞা ষট্‌বিধ সূত্রের মধ্যে একটী।

"সংজ্ঞা চ পরিভাষা চ বিধির্নিয়ম এবচ।
অতিদেশোঽধিকারশ্চ ষড়্‌বিধং সূত্রলক্ষণম্॥" (ব্যাকরণ)

৮ সূর্য্যপত্নী। মার্কণ্ডেয়পুরাণে লিখিত আছে যে, সংজ্ঞা বিশ্বকর্ম্মার কন্যা, বিশ্বকর্ম্মা সূর্য্যের সহিত ইঁহার বিবাহ দেন। সংজ্ঞা ভগবান্ সূর্য্যের অসহনীয় তেজ সহ্য করিতে পারিতেন না, ইনি সূর্য্যের দৃষ্টিপাত মাত্রই নয়নযুগল নিমীলিত করিতেন, এই জন্য সূর্য্য জাতক্রোধ হইয়া তাহাকে নিষ্ঠুর বাক্যে অভিসম্পাত করেন যে, সংজ্ঞে! তুমি আমাকে দেখিলেই নেত্র সংযমন করিয়া থাক, অতএব তুমি প্রজাগণের সংযমন যমকে প্রসব করিবে। তখন সংজ্ঞা শাপে ভয়বিহ্বলা হইয়া চপলদৃষ্টি আশ্রয় করেন। সূর্য্য তখন ইঁহার লোল দৃষ্টি দেখিয়া পুনর্ব্বার বলেন যে, তুমি আমাকে দেখিয়া লোলদৃষ্টি হইলে; সুতরাং চঞ্চলস্বভাবা নদীকে তনয়ারূপে প্রসব করিবে। অনন্তর এই শাপে সংজ্ঞার গর্ভে যম এবং অতি চঞ্চলা যমুনা জন্ম গ্রহণ করেন। সংজ্ঞা সূর্য্যের অসহনীয় তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি করি, কোথায় যাই এবং কোথায় গেলে আর স্বামীর কোপে পতিত হইতে হইবে না, বারংবার এইরূপ চিন্তা করিয়া ইনি পিতার আশ্রয় প্রশস্ততর মনে করিলেন। অনন্তর সংজ্ঞা আপনার অনুরূপ ছায়া নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকে কহিলেন, তুমি আমার ন্যায় স্বামিগৃহে অবস্থিতি করিবে। আমি যেরূপ আমার পুত্রগণের প্রতি ব্যবহার করি, তুমিও সেইরূপ ব্যবহার করিবে। সূর্য্যদেব যদি জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে আমি গমন করিয়াছি, তাহা বলিবে না, এবং সর্ব্বদাই বলিবে আমি সেই সংজ্ঞা।

ছায়া সংজ্ঞাকে এই কথা বলিলেন, দেবি! রবি যে পর্য্যন্ত না আমার কেশাকর্ষণ অথবা শাপ প্রদান করেন, তাবৎ আপনার আদেশ পালন করিব। শাপ দিলে বা কেশাকর্ষণ করিলে সকল কথা বলিব। সংজ্ঞা তাহাকে এইরূপে উপদেশ দিয়া পিতৃভবনে গমন এবং কিছুদিন তথায় অবস্থান করিলেন।

একদা পিতা ইঁহাকে কহিলেন, পুত্রি! পিতৃগৃহে বহুদিন বাস করা স্ত্রীদিগের পক্ষে যশস্কর নহে। অতএব পিতৃগৃহে আর অধিককাল অবস্থিতি করা তোমার আর ভাল দেখায় না, অতএব স্বামিগৃহে গমন কর। পিতা এইরূপ আদেশ করিলে সংজ্ঞা পিতৃভবন হইতে প্রস্থান করিয়া উত্তরকুরুতে গমন করিলেন, এবং সূর্য্যতেজে ভীতা ও তদীয় তাপসহনে অনিচ্ছান্বিতা হইয়া বড়বারূপ ধারণপূর্ব্বক তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন। এদিকে সূর্য্য সংজ্ঞাজ্ঞানে দ্বিতীয় পত্নীতে দুই পুত্র এবং এক কন্যা উৎপাদন করিলেন। কিন্তু ছায়া আপনার পুত্রগণের প্রতি যেরূপ বাৎসল্য প্রকাশ করিতেন, সংজ্ঞার পুত্রদিগের প্রতি সেরূপ করিতেন না। মনু ইহাতে কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হইতেন না, কিন্তু যম ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া জননীকে মারিবার জন্য পাদদ্বয় উত্তোলন করিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই ক্ষমার বশবর্ত্তী হইয়া ঐ কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইলেন। তখন ছায়া অতিক্রুদ্ধা হইয়া যমকে শাপ দিয়া কহিলেন, আমি তোমার পিতার পত্নী। তথাপি তুমি মর্য্যাদাশূন্য হইয়া আমাকে পাদপ্রহারে উদ্যত হইয়াছ, অতএব অদ্যই তোমার এই পদ পতিত হইবে।

তখন যম জননীর প্রদত্ত শাপে ভয়াতুর হইয়া পিতার নিকট গমন করিয়া কহিলেন, তাত! মাতা আমাদের প্রতি বাৎসল্য ত্যাগ করিয়া শাপ প্রদান করিয়াছেন, ইহা অতিশয় আশ্চর্য্য, মনু সর্ব্বদা বলিয়া থাকেন, উনি আমাদের মাতা নহেন। আমারও তাহাই অনুমান হইতেছে, কারণ পুত্র বিগুণ হইলেও জননী বিগুণা হন না।

তখন ভগবান্ সূর্য্য যমের এই কথা শুনিয়া ছায়াকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সংজ্ঞা কোথায় গিয়াছেন? ইহাতে ছায়া ছলপূর্ব্বক কহিলেন, আমিই ত্বষ্টার কন্যা সংজ্ঞা, এবং এই সকল পুত্রের জননী। সূর্য্য বারংবার জিজ্ঞাসা করিয়াও প্রকৃত উত্তর পাইলেন না। তখন তিনি ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাকে শাপ দিতে উদ্যত হইলেন। তদ্দর্শনে ছায়া তাহার নিকট যথাযথ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন। তখন সূর্য্য তৎক্ষণাৎ ত্বষ্টার গৃহে গমন করিয়া তাঁহাকে সংজ্ঞার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ইহাতে ত্বষ্টা কহিলেন, সংজ্ঞা এইস্থানে আসিয়াছিল, তৎপরে আমি তোমার গৃহে যাইতে বলিয়াছিলাম, কিন্তু সংজ্ঞা যে কোথায় গিয়াছে, তাহা জানি না।

তখন সূর্য্য সমাধিস্থ হইয়া দেখিলেন, সংজ্ঞা বড়বারূপ ধারণ পূর্ব্বক উত্তরকুরুতে আমার স্বামী সৌম্যমূর্ত্তি ও শুভাকারবিশিষ্ট হউন এই কামনার বশবর্ত্তী হইয়া তপশ্চরণ করিতেছেন। সূর্য্য তাহার তপস্যার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া ত্বষ্টাকে কহিলেন, অদ্য আপনি আমার তেজের ক্ষয় করিয়া দিন। তখন বিশ্বকর্ম্মা যন্ত্র দ্বারা তাহার তেজের ক্ষয় করিয়া দিলেন।

অনন্তর ভগবান্ সূর্য্য অশ্বরূপ ধারণ করিয়া উত্তরকুরুতে গমন এবং বড়বারূপিণী সংজ্ঞাকে দর্শন করিলেন। সংজ্ঞা তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া পরপুরুষ বোধে পৃষ্ঠরক্ষণতৎপরা হইয়া তাঁহার সম্মুখে সমাগতা হইলেন। অনন্তর পরস্প… সম্মিলিত হইলে উভয়ের নাসায় নাসায় যোগ হইল। তাহা… রেতঃপাত হইলে অশ্বীরূপী সংজ্ঞার বক্ত্র হইতে অশ্বিনী… বিনির্গত এবং খড়্গ, চর্ম্ম, বর্ম্ম, বাণ ও তূণধারণপূর্ব্ব…

সমুদ্ভূত হইলেন। তখন ভগবান্ সূর্য্য স্বরূপ প্রদর্শন করাইলেন। ঐ রূপের তুলনা নাই, উহা অতি স্নিগ্ধ ও সৌম্য। তখন সংজ্ঞা তাহার স্বরূপ দর্শনে পরম পুলকিতা হইয়া নিজ রূপ গ্রহণ করিলেন। সংজ্ঞা তখন পুনরায় স্বামীর সহিত স্বামিগৃহে আগমন করিলেন।

সংজ্ঞার প্রথম পুত্র বৈবস্বত মনু, দ্বিতীয় পুত্র যম, ইনি জননীর শাপে ধর্ম্ম-দৃষ্টি হইয়াছিলেন। পিতা স্বয়ং এই বলিয়া ইহার শাপান্ত করেন যে কৃমি সকল ইহার পাদ হইতে মাংস গ্রহণ করিয়া মহীতলে পতিত হইবে। ইনি শত্রু ও মিত্রে সমদর্শী ছিলেন, এই জন্য পিতা ইঁহাকে যমের পদে নিযুক্ত করেন। যমুনা কালিন্দাম্বরবাহিনী নদী হইলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় পিতা কর্ত্তৃক দেববৈদ্যপদে প্রতিষ্ঠিত ও রেবন্ত গুহ্যকগণের আধিপত্যে নিযুক্ত হন। (মার্কণ্ডেয়পু° ৭৭–৭৯ অ°)

সংজ্ঞান- (স্ত্রী) সংজ্ঞা-ল্যুট্। ১ সঙ্কেত। ২ জ্ঞান।

সংজ্ঞাসুত (পুং) সংজ্ঞায়াঃ সুতঃ। ১ শনি। ২ সংজ্ঞাপুত্র।

সংজ্ঞু (ত্রি) সংহতে সংলগ্নে জানুনী যস্য (প্রসংভ্যাং জানুনোর্জ্ঞুঃ। পা ৫।৪।১২৯) ইতি জ্ঞু। সংহতজানুক। মিলিত জানু, যাহার জানুদ্বয় পরস্পর মিলিত। (অমর)

সংজ্ঞাপন (স্ত্রী) সম্-জ্ঞা-ণিচ্-ল্যুট্। বিজ্ঞাপন।

সংজ্বর (পুং) সং জ্বরয়তীতি সংজ্বর-ণিচ্-অচ্। অগ্নির তাপ। সম্যক্ জ্বর, অতিশয় সন্তাপ। (অমর)

"কদলীপত্রপবনৈর্বীজ্যমানাং সখীজনৈঃ।

পাণ্ডুক্ষামামভিব্যক্তস্মরসংজ্বরলক্ষণাম্ ॥" (কথাসরিৎ ৫৫।৬৩)

সংদৃষ্টিক (ত্রি) দৃষ্টিগোচর।

সংধাবেণিকা (স্ত্রী) ক্রীড়াবিশেষ। (দিব্যা° ৫৭৫।১)

সংনিধানিন্ (ত্রি) সামাজিক। (দিব্যা° ৫৫৬।৪)

সংপুট (স্ত্রী) অঞ্জলি। (দিব্যা° ৩৮০।১)

সংপ্রসিদ্ধি (স্ত্রী) সাফল্য। সফলতা জন্য সম্যক্ খ্যাতি।

(দিব্যাবদান ৫৮৮।১৬)

সংপ্রস্থিত (ত্রি) বুদ্ধত্ব প্রাপ্তিপথে সংরূঢ়। (দিব্যা° ২৯৩।১৮)

সংভিন্নপ্রলাপ (পুং) বাজেকথা, এলোমেলো কথা। (দিব্যা° ৩০২।৮)

সংমোদমান (ত্রি) ১ আনন্দবর্দ্ধক। প্রীতিদায়ক। ২ বন্ধুত্ব। (দিব্যাবদান)

সংয (পুং) কঙ্কাল। (শব্দচন্দ্রিকা)

সংযৎ (পুং স্ত্রী) সংযন্ত্যস্যামিতি সংযম-ক্বিপ্, (গমাদীনাং। পা ৬।৪।৪০) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা মলোপঃ তুক্। যুদ্ধ। (নৈষধ ২।১৭)

"উত্থাপিতঃ সংযতি রেণুরশ্বৈঃ -

শ্রীকৃষ্ণঃ জ্বলনবংশচক্রৈঃ।" (রঘু ৭।৩৯)

ত্রি) সম্-যম-ক্ত। ১ বদ্ধ। ২ কৃতসংযম, যাহারা আহার ও ইন্দ্রিয়াদির সংযম করিয়াছেন। সংযত হইয়া ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়। ইহাই শাস্ত্রের আদেশ। অসংযত চিত্তে কোন ধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায় না এবং করিলে তাহার সম্যক্ ফল লাভ হয় না। ৩ উদ্যত। (পুং) ৪ শিব ৫ কৃতসংযমী সন্ন্যাসী।

সংযতচেতস্ (ত্রি) কৃতসংযমচিত্তবিশিষ্ট। সংযতমানস।

সংযতপ্রাণ (ত্রি) ১ যিনি প্রাণায়াম দ্বারা শ্বাসবায়ু দমনে অভ্যস্ত আছেন। ২ ইন্দ্রিয়নিরোধসমর্থ।

সংযতবৎ (ত্রি) কামক্রোধাদি রিপুদমনশীল।

সংযতবস্ত্র (ত্রি) যথাযথভাবে বিন্যস্ত হইয়াছে বস্ত্র যাহার।

সংযতবাচ্ (ত্রি) যিনি কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন না। বাক্যালাপনিরত।

সংযতাক্ষ (ত্রি) নিমিলিতনেত্র।

সংযতাঞ্জলি (ত্রি) বদ্ধাঞ্জলি।

সংযতাত্মন্ (ত্রি) যিনি স্বীয়:চিত্তবৃত্তি দমনে সমর্থ হইয়াছেন।

সংযতাহার (ত্রি) স্বল্প বা পরিমিতাহারী।

সংযতিন্ (ত্রি) সংযমনশীল।

সংযতেন্দ্রিয় (ত্রি) সংযতানি ইন্দ্রিয়াণি যস্য। যিনি ইন্দ্রিয় সংযম করিয়াছেন।

সংযত্ত (ত্রি) ১ প্রস্তুত। ২ অনুরক্ত। ৩ সতর্ক।

সংযদ্বর (পুং) ১ বাগ্ যতি, যাহারা বাক্য সংযম করিয়াছেন। ২ অবলম্বন। (সংক্ষিপ্তসার উণাদি)

সংযদ্বর (পুং) সংযচ্ছতীতি সংযম (ছিত্বরচ্ছত্বরেতি। উণ্ ৩।১) ইতি ষ্বরচ্ প্রত্যয়েন সাধুঃ। নৃপ। (উজ্জ্বল)

সংযদ্বসু (ত্রি) যজ্ঞ। "অয়মুত্তরাৎ সংযদ্বসুস্তস্য" (শুক্লযজু° ১৫।১৮) 'সংযৎবসুঃ যজ্ঞঃ সম্যক্ যন্তি গচ্ছন্তি যজ্ঞে ধনানি যং প্রতি জনাঃ স সংযদ্বসুঃ' (বেদদীপ)

সংযদ্বাম (ত্রি) অবিচ্ছিন্নপ্রেম বা আকাঙ্ক্ষাযুক্ত।

(ছান্দোগ্য ৪।১৫।২)

সংযদ্বীর (ত্রি) বীরদিগের পোষণক্ষম (খাদ্য)। সংযত বীরযুক্ত, যাহাতে সংযত বীর আছে।

"অগ্নে সংযদ্বীরঃ বৃহন্তং ক্ষুমন্তং" (ঋক্ ২।৪।৮)

'সংযদ্বীরঃ সংযতা বীরা যস্মিন্' (সায়ণ)

সংযন্তৃ (ত্রি) সংযম-তৃচ্। ১ নিয়ন্তা। পরিচালক।

"তং বিসংজ্ঞমপোবাহ সংযন্তা রথবাজিনাং।

উপদেশমনুস্মৃত্য রক্ষমাণো মহারথং ॥" (ভারত ৪।৬২।৩৮)

২ সংযমকারক।

সংযন্তব্য (ত্রি) সংযমনযোগ্য।

সংযন্তৃ[স্ত্রী] (ত্রি) সংযমনকারী।

সংযন্ত্রিত (ত্রি) ১ বদ্ধ। ২ রুদ্ধ।

সংযপন (ক্লী) জল বা পিষ্ট দ্রব্যের মিশ্রীকরণ। "অপাং পিষ্টানাঞ্চ মিশ্রীকরণং সংযপনং" (ভরত" মহীধর ১।২২)

এই শব্দের পাঠান্তর 'সংবপন' এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

সংযম (পুং) সং-যম (যমঃ সমুপনিবিষু চ। পা ৩।৩।৬৩) ইতি অপ্। ব্রতাদির অঙ্গ, পূর্ব্বদিনকর্ত্তব্য আচারবিশেষ। ব্রতাদির অনুষ্ঠান করিতে হইলে তাহার পূর্ব্বদিন সংযম করিতে হয়। পর্য্যায়—বিরাম, বিরম, যাম, যম, সংযাম, সংযমন, নিয়ম। (শব্দর°) যে দিন উপবাস ও ব্রতাদি করিতে হয়, তাহার পূর্ব্বদিন সংযম করিতে হয়। সেই দিন কাংস্য অর্থাৎ কাংস্যপাত্রে ভোজন, মাংস, মসুর, চণক, কোরদূষক, শাক, মধু, পরান্ন ও রাত্রিকালে ভোজন, আমিষ, দ্যূত, অত্যম্বুপান, লোভ, মিথ্যাকথন, ব্যায়াম, ব্যবায়, দিবানিদ্রা, অঞ্জনলেপনকার্য্য ও তিলপিষ্টাদি আহার্য্য ভোজন করিতে নাই এবং এই দিন ইন্দ্রিয় সকল নিগ্রহ করিয়া থাকিতে হয়।

"তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ।" (পাত" সূ" ৩।৫)

'তস্য সংযমস্য জয়াৎ সমাধিপ্রজ্ঞায়া আলোকো, যথা যথা সংযমো স্থিরপদো ভবতি তথা তথা সমাধিপ্রজ্ঞা বিশারদী ভবতি' (ব্যাসভাষ্য)

সংযমের জয় অর্থাৎ ইচ্ছা মাত্রেই সংযম করিতে পারিলে সমাধিজনিত প্রজ্ঞার (জ্ঞান-শক্তি বিশেষের) আলোক অর্থাৎ বিজাতীয় জ্ঞান দ্বারা অনন্তরিত হইয়া স্বচ্ছ প্রবাহে অবস্থান হয়, সংযম যেমন যেমন স্থির হইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে সমাধিপ্রজ্ঞাও লাভ হয়, অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম ব্যবহিত অর্থের অবধারণে সমর্থ হয়।

ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বায়ুকে একত্র সংযত করিলে তাহাতে শক্তি বিশেষের প্রাদুর্ভাব হয়। বর্ষাকালে চারিদিকের প্রবাহ রুদ্ধ করিয়া একটী ধারা প্রবাহিত রাখিলে তাহাতে যেমন বিষম বেগ হয়, তদ্রূপ নানাবিষয় হইতে চিত্তবৃত্তি প্রতিনিবৃত্ত করিয়া একটী বিষয়ে রাখিতে পারিলে তাহাতে এমন একটী অপূর্ব্ব শক্তির প্রাদুর্ভাব হয়, যে তাহার প্রভাবে সমস্তই সিদ্ধ হইতে পারে। একবারে রুদ্ধ করিয়া নদীর বেগ ছাড়িয়া দিলে যেমন আরও অতিরিক্ত বেগ জন্মে, তদ্রূপ সমস্ত চিত্তবৃত্তি রোধ করিয়া তাদৃশ পরিশুদ্ধ চিত্তকে বিষয়বিশেষে অবস্থাপিত করিলে তাহাতেও অত্যধিক শক্তির প্রাদুর্ভাব হয়। সংযমের পূর্ব্বভূমি অর্থাৎ অবস্থা বিশেষ বিজিত হইয়াছে দেখিয়া অজিত অব্যবহিত উত্তরভূমিতে নিয়োগ করিতে হয়। (পাতঞ্জল" বিভূতিপা°)

৩ বন্ধন।

"কাপি কুণ্ডলসংস্থানসংযমব্যপদেশতঃ।

বাহুমূলং জনো নাভিপঙ্কজং দর্শয়েৎ স্ফুটং॥" (সাহিত্যদ" ৩।১৪৫)

৪ সঙ্কোচ।

"যদি দৃষ্টে ক্ষণা যস্মাৎ কুরুতে নেত্রসংযমং।

তস্মাজ্জনিষ্যতে মৃত্যে প্রজাসংযমনং যমম্॥" (মার্ক" পু" ৭৭।৩)

সংযমক (ত্রি) সংযচ্ছতীতি সংযম-ণ্বুল্। নিয়ন্তা।

সংযমন (ক্লী) সংযম-ল্যুট্। ১ বন্ধন। ২ রুদ্ধ। (মেদিনী) ৩ চতুঃশাল। (ভরত সঞ্জীবনটীকা) ৪ যমগৃহ।

"এতৎ সংযমনং পুণ্যাযত্তীর্তাদুত্তদর্শনং।

প্রেতরাজস্য ভবনমৃজ্ঞা পরমদারুণং॥" (ভারত ৩।১৬৩।৯)

৫ শাসন। ৬ যমন। (ভাগবত ১০।১৩।৩)

(পুং) সংযচ্ছতীতি সংযম-ল্যু। ৭ নিয়ন্তা।

সংযমনিন্ (ত্রি) ১ রাজা। ২ শাসনকর্ত্তা। (দিব্যা° ৬০।১৫)

সংযমনী (স্ত্রী) সংযম্যতেহস্যামিতি সংযম অধিকরণে ল্যুট্। যমপুরী। (মেদিনী)

"ততঃ সংযমনীং নাম যমস্য দয়িতাং পুরীং।

গত্বা জনার্দ্দনঃ শঙ্খং প্রদধ্মৌ স জলান্তিকঃ॥" (ভাগ" ১০।৪৫।৪২)

সংযমবৎ (ত্রি) সংযম-অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। সংযমবিশিষ্ট, কৃতসংযম।

সংযমিত (ত্রি) সংযমোহস্য জাতঃ তারকাদিত্বাদিতচ্। জাত সংযম, যাহারা সংযম করিয়াছেন।

সংযমিন্ (পুং) সংযমোহস্যাস্তীতি সংযম-ইনি। ১ মুনি। (শব্দর°) (ত্রি) ২ নিগৃহীতেন্দ্রিয়, যিনি ইন্দ্রিয় সংযম করিয়াছেন।

"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।

যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥" (গীতা ২।৬৯)

সংযাজ (পুং) ১ যজ্ঞ বা বলি। ২ সম্যক্‌ভাবে যাজন করা। ভজনাকারী।

সংযাজ্য (ত্রি) ১ বলি দিবার উপযুক্ত। ২ বলিকার্য্য। ৩ স্বিষ্টকৃৎ যজ্ঞে ব্যবহৃত যাজ্যা ও পুরোনুবাক্যা মন্ত্রভেদ।

(ঋক্ ৩।১১।২)

সংযাত (ত্রি) সঙ্গে গত।

সংযাতি (পুং) ১ নহুষের পুত্রভেদ। (ভাগ" ৯।১৮।১)

২ প্রাচীনন্বতের পুত্রভেদ। (ভারত আদিপ°) ৩ বহুগবের গর্ভজাত পুরুবংশের পুত্রভেদ। (নৃসিংহপু° ২৮।৯)

সংযাত্রা (স্ত্রী) ১ দ্বীপান্তর-গমন। ২ সম্যক্ যাত্রা। ভরত এই শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ লিখিয়াছেন—

'সংপূর্ব্বো যাতি দ্বীপান্তরপ্রাপ্তিজনকত্ত্বাদ্যম্মিণিতি ষ্ট্রঃ,

স্ত্রিয়াষাপ্, দ্বীপান্তরগমনং সম্যক্‌যাত্রা বা' (ভরত)

সংযান (ক্লী) সংযা-ল্যুট্। ১ সম্যক্‌গমন। ২ প্রেতনির্হার, প্রেতের সহিত গমন, শবানুগমন।

"অলং শোকেন ভদ্রং তে রাজপুত্র মহাযশঃ।
প্রাপ্তকালং নরপতেঃ কুরু সংযানমুত্তমম্॥" (রামায়ণ ১।৭৬।২)
(পুং) ৩ ছাঁচ।

সংযাম (পুং) সম্ যম (যমঃ সমুপনিবিষু চ। পা ৩।৩।৬৩) ইতি পক্ষে ঘঞ্। সংযম। (অমর)

সংযাব (পুং) সং যু-(সমি যুদ্রু দুবঃ। পা ৩।৩।২৩) ইতি ঘঞ্। ঘৃতক্ষীরাদি পক গোধূম।

'সংযাবস্তু ঘৃতক্ষীরগুড়গোধূমপাককঃ॥' (শব্দচ°)

ঘৃত, দুগ্ধ, গুড় ও গোধূম একত্র পাক করিলে সংযাব হয়। ২ পিষ্টকবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ লিখিত আছে,—ময়দায় অধিক পরিমাণে ময়ান দিয়া রোটী প্রস্তুত করিবে, তৎপরে উহা ঘৃতে ভাজিয়া পরে ঐ ভাজা রুটি উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া চিনি মিশ্রিত করিয়া মর্দন করিবে, তৎপরে উহার সহিত এলাচি, লবঙ্গ, মরিচ, নারিকেল, কর্প্‌ূর ও চারদানা প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য মিশ্রিত করিবে। তৎপরে—ময়দার মধ্যে ইহার পুর দিয়া মুদ্রার মতন প্রস্তুত করিয়া ঘৃতে ভাজিয়া লইবে। এই রূপে উহা প্রস্তুত করিলে ইহাকে সংযাব কহে। গুণ—শরীরের উপকারক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, অত্যন্ত রুচিজনক, মধুর, বিপাক, হৃদয়গ্রাহী, লঘু ও ত্রিদোষনাশক।

"পর্পটাঃ সাজ্যসমিতা নির্ম্মিতা ঘৃতভর্জ্জিতাঃ।
চূর্ণিতাশ্চালিতাঃ শুভ্রাশর্করাভির্বিমর্দ্দিতাঃ॥
তত্র চূর্ণং ক্ষিপেদেলা লবঙ্গমরিচানি চ।
নারিকেলং সকর্পূরকারবীজান্যনেকশঃ॥
ঘৃতাক্তসমিতাপূরৈরোটিকা রচিতা ততঃ।
ততাস্তৎপূরণং তত্র কুর্যান্ মুদ্রাং দৃঢ়াং সুধীঃ॥
সর্পিষি প্রচুরে তাস্তু সুপচেন্নিপুণো জনঃ।
প্রকারৈরেঃ প্রকারোঽয়ং সংযাব ইতি কীর্ত্তিতঃ॥"
(ভাবপ্রকাশ পূর্ব্বখ°)

সংযুক্ত (ত্রি) সংযুজ্-ক্ত। সংযোগাশ্রয়। সংযোগবিশিষ্ট, সংলগ্ন, একত্র, মিলিত।

সংযুক্তক (ত্রি) যাহা আসিয়া সংযুক্ত হয়। আগম।

সংযুক্তসঞ্চয়পিটক, বৌদ্ধধর্ম্ম-শাস্ত্রবিশেষ।

সংযুক্তাগম, বৌদ্ধাগমভেদ।

সংযুক্তাভিধর্ম্মশাস্ত্র, বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মগ্রন্থবিশেষ।

...গ (পুং) যুজিঃ যোগে ঘঞ্, উঞ্ছাদিষু যুগশব্দস্য পাঠাৎ ...তস্যান্তগুণত্বং, বিশেষোঽসৌ নিপাতনসিদ্ধত্বে কালবিশেষে ...গণকরণে চ। সঙ্গতা গুণযুক্তা বদিন্ বা। (নিরুক্তটীকায় ...া ২।১৭।২৯) ১ যুদ্ধ। ২ সংযোগ।

...(ত্রি) সংযুজ-ক্বিপ্। গুণবান্, গুণাঢ্য।

'সদ্বী গুণবান্ সংযুক্ মিত্রযুক্, মিত্রবৎসলঃ।' (ত্রিকা°)
২ সংযুক্ত। (পুং) ৩ জামাতা।

সংযুত (ত্রি) সংযুক্ত।

"চতুর্থীসংযুতা কার্য্যা পঞ্চমীপরয়া সহ।" (তিথ্যাদিতত্ত্ব)

সংযুতি (স্ত্রী) গ্রহসমাবেশ। (গণিত)

সংযুযুৎসু (ত্রি) সম্-যুধ্-সন্-উ। সম্যক্ প্রকারে যুদ্ধ করিবার ইচ্ছুক। (রাজতর° ৮।২৮১০)

সংযুযুষু (ত্রি) সম্-যু-সন্-উ। সম্যক্ প্রকারে মিশ্রণ করিতে ইচ্ছুক, যে উত্তমরূপে মিশাইতে ইচ্ছা করিয়াছে।

"সংযুযুষুং দিশো মাঁস্যরকং বিষবিমুক্তৈঃ।" (ভট্টি ৯।৩৫)

সংযোগ (পুং) সম্-যুজ্-ঘঞ্। ১ মিলন, মিশ্রণ, দুই বা বহু দ্রব্যের সংহতীকরণ। ২ ন্যায়মতে চতুর্ব্বিংশতি গুণপদার্থান্তর্গত অন্যতম গুণ, ইহা একটী সম্বন্ধবিশেষ, অর্থাৎ অপ্রাপ্তদ্রব্যের পরস্পর প্রাপ্তি বা উহাদের গাঢ় সন্নিকৃষ্টতা। ইহা এককর্ম্মজ, উভয় কর্ম্মজ ও সংযোগজ ভেদে তিন প্রকার। ক্রমশঃ উদাহরণ যথা—পর্ব্বতে পক্ষীর সংযোগ; এখানে পর্ব্বতের কোন ক্রিয়া নাই। কেবল পক্ষীর চেষ্টাতেই উভয়ের মিলন সংঘটন হওয়ায় ইহাকে এককর্ম্মজ সংযোগ বলা হয়। 'মেষদ্বয়ের সংযোগ'। মেষ যুদ্ধকালে উভয়ে উভয়কে আক্রমণপূর্ব্বক মিলিত হয় বলিয়া এখানে উভয়-কর্ম্মজ সংযোগ হইল। 'অঙ্গুলি ও তরুসংযোগ হেতু হস্তের সহিতও তরুসংযোগ'। এস্থলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, পরম্পরা সম্বন্ধ ব্যতীত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হস্তের সহিত তরুর কিছুতেই সম্বন্ধ ঘটিতে পারে না; কেন না প্রথমে হস্তের সহিত অঙ্গুলের, অনন্তর অঙ্গুলের সহিত তরুর সম্বন্ধ ঘটায় অঙ্গুল ও তরুর সংযোগই হস্ততরুসংযোগের কারণ হওয়ায় এখানে সংযোগজ সংযোগ হইল। অভিঘাত ও নোদন ভেদে কর্ম্মজ সংযোগ আবার দ্বিবিধ। উভয়ের কর্ম্মজন্য যেখানে যেখানে শব্দোত্থিত হয় তথায় অভিঘাত, আর যেখানে উহা না হয় সেখানে নোদন বলিতে হইবে।

"অপ্রাপ্তয়োস্তু যা প্রাপ্তিঃ সৈব সংযোগ ঈরিতঃ।
কীর্ত্তিতস্ত্রিবিধস্ত্বেষ আদ্যোঽন্যতরকর্ম্মজঃ।
তথোভয়োঃকর্ম্মজন্যো ভবেৎ সংযোগজোঽপরঃ।
দ্বিতীয়ঃ স্যাৎ কর্ম্মজোঽপি দ্বিধৈব পরিকীর্ত্তিতঃ।
অভিঘাতো নোদনঞ্চ শব্দহেতুরিহাদিমঃ।
শব্দাহেতুর্দ্বিতীয়ঃ স্যাদিত্যাগোঽপি দ্বিধা ভবেৎ॥"
(ভাষাপরিচ্ছেদ)

৩ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব ও দশমীর শেষ ভাগ, সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে দশমী শেষ হইলে তাহাকে সংযোগ বলে।
"উদয়াৎ প্রাক্ দশম্যাস্ত শেষঃ সংযোগ ইষ্যতে।" (তিথ্যাদিতত্ত্ব)

৪ সম্পর্ক, সম্বন্ধ।

সংযোগপৃথক্‌ত্ব (ক্লী) সংযোগেন কলসম্বন্ধভেদেন পৃথক্‌ত্বং নানাবিধত্বং যত্র। ন্যায়বিশেষ। (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

সংযোগবিরুদ্ধ (ত্রি) সংযোগেন বিরুদ্ধম্। সংযোগহেতু বিরুদ্ধভাবাপন্ন, অর্থাৎ যে সকল দ্রব্য পরস্পর সংযুক্ত হইলে শরীরের অপকার করে। যেমন, পুষ্করচর্ব্বিদ্বারা ভর্জ্জিত বলাহক মাংস জীবননাশক এবং ঘৃত বা আকাশাম্বুর সহিত মধু মিশ্রিত করিলে উহা বিষের সমান কার্য্য করে।

"বরাহবসয়া ভৃষ্টা বলাকা তু হরত্যসূন্।
বিষং ঘৃতসমং ক্ষৌদ্রং মধুনা গগনাম্বু চ॥" (রাজবল্লভ)

[বিস্তৃত বিবরণ বিরুদ্ধ শব্দে দ্রষ্টব্য]

সংযোগিত (ত্রি) সংযোগ-ইতচ্। জাতসংযোগ, যাহা সংযোগ করা হইয়াছে। (ভরত)

সংযোগিন্ (ত্রি) সংযোগোঽস্ত্যস্যেতি সংযোগ-ইনি। সংযোগ-বিশিষ্ট।

"অগ্রে বৃক্ষঃ কপিসংযোগী ন মূলে" (সিদ্ধান্তলক্ষণ জাগদীশী)
বৃক্ষটী অগ্রভাগে কপিসংযোগবিশিষ্ট, কিন্তু মূলপ্রদেশে নহে।

সংযোজন (ক্লী) সম্-যুজ-ল্যুট্। ১ মৈথুন। ২ একত্রীকরণ, মিশ্রণ।

সংযোগী, বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভেদ। রামাৎ নিমাৎ প্রভৃতি চারিটী সম্প্রদায়ভুক্ত যে সকল বৈরাগী দারপরিগ্রহপূর্ব্বক স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহারা সংযোগী নামে আখ্যাত। তত্তৎসম্প্রদায়ের হিন্দুস্থানবাসী অপরাপর বৈরাগি-বৃন্দ ইহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখে এবং ভ্রষ্টাচার বলিয়া কখন ইহাদিগের সংস্পর্শে আইসে না। এমন কি, তাহারা ইহাদের সহবাসকে পাপজনক মনে করে, কদাচ ইহাদের সহিতে এক পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া ভোজন করে না। শ্রীসম্প্রদায়ী আচারী ব্রাহ্মণেরা ও বল্লভাচারী গোস্বামীরাও বংশপরম্পরা ক্রমে গৃহাশ্রমী, এজন্য তাহারাও সংযোগী বলিয়া পরিগণিত।

এতদ্ব্যতীত মটুকাধারী বৈষ্ণবেরাও সংযোগী বলিয়া আখ্যাত। ইহারা গৃহস্থ এবং মটুকা বা বৃহৎ হণ্ডা স্কন্ধে করিয়া নানাদেশ পর্য্যটন করিয়া ভিক্ষা করে। কখন দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করে না।

[মটুকাধারী দেখ।]

সংযোগী স্বামিন্, হিন্দুস্থানবাসী সম্প্রদায়বিশেষ।

সংযোজিত (ত্রি) সম্-যুজ-ণিচ্-ক্ত। এক পদার্থকে পদার্থান্তরের সহিত একত্রীকৃত। পর্য্যায়—উপাহিত,সংযোগিত। (ভরত)

"যথা মেষীভক্ত অবক্রমনপদয়ঃ সংযোজিতাঃ।" (ভাগ° ৪।২৩।৩)

সংযোজ্য (ত্রি) সংযোগের উপযুক্ত, যাহা সংযোগ করা যাইতে পারে।

সংযোদ্ধৃ (ত্রি) সমান বীর। যিনি প্রতিপক্ষতা করিয়া যুদ্ধ করিতে সমর্থ।

সংযোদ্ধব্য (ত্রি) প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ব্বক যুদ্ধ করিবার উপযুক্ত।

সংযোধকণ্টক (পুং) যক্ষভেদ। (ভারা° ৭।১৪।২১)

সংরক্ষ (ত্রি) সম্যক্ প্রকারে রক্ষা করা।

"পরস্পরং হি সংরক্ষা রাজ্ঞা রাষ্ট্রেণ চাপধি।" (ভারত ১২পর্ব্ব)

সংরক্ষণ (ক্লী) ১ পরিরক্ষণ, পরিত্রাণ, সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা। ২ তত্ত্বাবধারণ।

"সংরক্ষণার্থং জন্তূনাং রাত্রাবহনি বা সদা।" (মনু ৬।৬৮)

সংরক্ষণীয় (ত্রি) সম্যক্ প্রকারে রক্ষার যোগ্য, যাহাকে রক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

সংরক্ষিত (ত্রি) যাহাকে সম্যক্ প্রকারে রক্ষা করা হইয়াছে।

সংরক্ষিন্ (ত্রি) সংরক্ষণকারী, যিনি সম্যক্‌প্রকারে রক্ষা করেন।

"সংরক্ষিণস্ততো দস্যা হানিকঞ্চ" (হরিবংশ)

সংরক্ষ্য (ত্রি) সংরক্ষণীয়।

"সংরক্ষ্যাশ্চ যত্নং দেবৈরপাত্তিরপি সেবকাঃ।" (হরিবংশ)

সংরঞ্জনীয় (ত্রি) সম্যক্ প্রকারে তুষ্টিসাধনের যোগ্য।

সংরম্ভ (পুং) সম্-রভ-ঘঞ্-মুম্। ১ ক্রোধ।

"তাড়য়িত্বা তৃণেনাপি সংরম্ভাৎ মতিপূর্ব্বকম্।" (মনু ৪।১৬৬)

২ আটোপ। ৩ সম্ভ্রম। (ভাগবত ৮।৬।২৪) ৪ বেগ।

"সংযম্য মন্যুসংরম্ভং মানয়ন্তো মুনের্ব্বচঃ।" (ভাগবত ৮।১১।৪৪)

৫ উৎসাহ।

"কার্য্যারম্ভেষু সংরম্ভঃ স্থেয় উৎসাহ ইষ্যতে।" (সাহিত্যদ° ২প°)

৬ আক্রোশ। ৭ গর্ব্ব, অহঙ্কার। ৮ শাকবসক। ৯ যুদ্ধ। ১০ শোক। ১১ আরতি, বিস্তৃতি।

সংরম্ভণ (ক্লী) সম্-রভ-ল্যুট্। সংরম্ভ। (ত্রি) সংরম্ভকারক।

সংরম্ভিন্ (ত্রি) সংরম্ভযুক্ত। (ভাগবত ৩।২২।৮)

সংরুদ্ধ (ত্রি) বিশালায়ুল। (সুশ্রুত চি°)

সংরাগ (পুং) অনুরক্তি। অত্যাসক্তি।

সংরাজিতৃ (ত্রি) সম্-রাজ্-তৃচ্। সম্যক্ প্রকারে দীপ্তিমান্। (পা ৮।৩।২৫)

সংরাদ্ধি (স্ত্রী) সম্-রাধ-ক্তি। সংরাধন,সম্যক্ প্রকারে সিদ্ধিকরণ।

সংরাধন (ত্রি) আরাধনা, সেবা।

সংরাধি (স্ত্রী) সম্পূর্ণভাবে কার্য্য সুসিদ্ধ করা।

সংরাধিত (ত্রি) আরাধিত, সেবিত, অর্চ্চিত।

সংরাধ্য (ত্রি) সম্যক্ প্রকারে আরাধনার যোগ্য। স্ত্রী আরাধনার পাত্র। (ভাগবত ১।৪।২৩)

সংরাব (পুং) সম্-রু-ঘঞ্ (উপসর্গে রুবঃ। ... শব্দ। (অমর)

"ততস্তত্র সরিৎপাতে যুক্তসংরাবমগ্রতঃ।" (রাজতর° ৫৩৪২)

সংরাবিন্ (ত্রি) প্রশস্ত শব্দবিশিষ্ট।

সংরুগ্ন (ত্রি) সং রুজ্-ক্ত। সম্যক্ পীড়িত।

সংরুজন (ক্লী) রুক্, পীড়া।

সংরুদ্ধ (ত্রি) নিরুদ্ধ, প্রতিরুদ্ধ, প্রতিবদ্ধ।

সংরুধ্ (স্ত্রী) সম্-রুধ্-ক্বিপ্। সম্যক্ রোধকারী।

সংরূঢ় (ত্রি) সম্-রুহ-ক্ত। ১ প্রৌঢ়। ২ অঙ্কুরিত। ৩ উৎপন্ন, জাত। ৪ প্রবৃদ্ধ।

সংরোদন (ক্লী) সম্যক্ প্রকারে ক্রন্দন।

সংরোধ (পুং) সম্-রুধ-ঘঞ্। ১ প্রতিবন্ধ। ২ অবরোধ। (ভাগবত ১০।৭২।২) ৩ নিক্ষেপ। (মেদিনী)

সংরোধন (ক্লী) সংরোধ, অবরোধ করা। (ভাগবত ১০।৭৩।৭)

সংরোধ্য (ত্রি) অবরোধের যোগ্য, যাহাকে অবরোধ করা যাইতে পারে।

সংরোপণ (ক্লী) ১ সম্যক্ প্রকারে রোপণ করা।

"উত্থানি বিবাদৃগ্‌ভিঃ পাদপসংরোপণে জানি।" (বৃহৎস° ৫৫।৩১)

২ ক্ষতাদির শুষ্কতা প্রাপ্তি, ক্ষতনিবৃত্তি। (সুশ্রুত)

সংরোহ (পুং) ১ অঙ্কুর। ২ উৎপত্তি, জন্ম।

সংরোহণ (ত্রি) সংরোপণ, ব্রণাদির শুষ্কীকরণ।

"ব্রণসংরোহণং চাত্র তত্র দেবি! ত্বরা কুরু।" (রামা° অযোধ্যা)

সংরোহিন্ (ত্রি) উৎপন্ন, জাত।

সংলক্ষ্য (ত্রি) সন্দর্শনীয়। সম্যক্ প্রকারে দর্শনের যোগ্য।

"যতঃ সর্ব্বৌকসাং নারীঃ সংলক্ষ্যা ছায়থাদিব।"(রাজতর° ৫৩৬০)

সংলগন (ক্লী) মিলন, সংযোগ, ঐক্য, সংশ্লেষ।

সংলগ্ন (ত্রি) সম্-লগ-ক্ত। ১ সংযুক্ত, মিলিত, সঙ্গত, একত্রীভূত। ২ নিষ্পন্ন।

"কিঞ্চিদ্দ্বীপসংলগ্নো মহাবংশোহবসরবান্।"
(কথাসরিৎসা° ১২৩।১১১)

সংলপন (ক্লী) সংলাপ, প্রলাপ। (সুশ্রুত)

সংলয় (পুং) ১ নিদ্রা। ২ প্রলয়।

সংলয়ন (ক্লী) সংলয়, প্রলয়।

সংলাপ (পুং) ১ অন্যোক্ত-ভাষণ, পরস্পর প্রীতির সহিত কথা বলা। ২ নির্জ্জনে কথা বলা। (কৌমুদী) ৩ উক্তি প্রত্যুক্তি ভাবে পরস্পর কথা বলা।

"উক্তি-প্রত্যুক্তিমদ্বাক্যং সংলাপ ইতি কীর্ত্ত্যতে।"(উজ্জ্বলনীলমণি)

[সং]লাপক (পুং) প্রলাপকারী।

[সং]লিপ্ত (ত্রি) যুক্ত। মিলিত।

[সংলি]প্সু (ত্রি) সম্যক্ প্রকারে লাভ করিতে ইচ্ছুক।

[সংলোকি]ন্ (ত্রি) সন্দর্শক, সম্যক্ প্রকারে দর্শনকারী।

সংলোড়ন (ত্রি) সম্-লোড়ি-ল্যুট্। সম্যক্‌প্রকারে বিলোড়ন।

সংবৎ (অব্যয়) ১ বৎসর। ২ রাজা বিক্রমাদিত্যাদির প্রচলিত অব্দ। [সংবৎসর শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।] (স্ত্রী) ৩ ভূমিবিশেষ।

"বরিষ্ঠামস্য সংবতম্" (শুক্লযজুঃ ১১।১২)

'বন সম্ভক্তৌ সংবন্নতে সম্যগ্‌ভজ্যতে যুদ্ধকার্য্যং সেব্যতে ইতি সংবৎ সংপূর্ব্বস্ত বনতেঃ ক্বিপ্যন্তরূপম্। মৃৎখননযোগ্যা ভূমিঃ সংবৎ ■ চ পাষাণাদ্যভাবেনাতি প্রশস্তামাহরিত্যুচ্যতে।' (মহীধর) ৪ সংগ্রাম। (নিঘণ্টু) (ত্রি) ৫ সামন্তের। (পঞ্চবিংশব্রা° ১৫।৩।৩৬)

সংবৎসম্ (অব্যয়) সংবৎসর পর্য্যন্ত, বৎসরাবধি।

"যৎ সংবৎসমৃভবো যাগয়ন্" (ঋক্ ৪।৩৩।৪)

'সংবসন্তি ভূতানি অস্মিন্নিতি সংবৎসা সংবৎসরঃ। সংবৎসর-পর্য্যন্তং সংবৎসম্' (সায়ণ)

সংবৎসর (পুং) সংবসন্তি ঋতবো যত্র সম্-বস-ৎসরন্ (সং পূর্ব্বাৎ চিৎ। উণ্ ৩।৭২) যদ্বা সংবসন্তি ঋতবোঽত্র সংবৎসরঃ, বস ও নিবাসে সারীতি সরঃ সঞ্জ ভঃ। সংবসতি তাবান্ ইতি বরৌ রূপং বা। (অমরটীকায় ভরত) ১ বৎসর। (অমর) ২ পঞ্চবিধ বৎসরান্তর্গত প্রথম বৎসর। পঞ্চ যথা,—সংবৎসর, পরীবৎসর, ইদাবৎসর, অনুবৎসর ও উদাবৎসর। এই বৎসরে তিলদান করিলে মহাফল হয়।

"শকাব্দাৎ পঞ্চভিঃ শেষাৎ সমাত্তাদিষু বৎসরাঃ।
সংপরীদানুপূর্ব্বাশ্চ তথোদাপূর্ব্বকা মতা॥
সংবৎসরে তথা দানং তিলস্য চ মহাফলম্॥" (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

☞ সংবৎসর হইতে সংবৎ শব্দ হইয়াছে।

সংবৎ বলিলে সাধারণে বিক্রমসংবৎ বুঝিয়া থাকেন, কিন্তু বহু পূর্ব্বকাল হইতে এই ভারতবর্ষে বহু প্রকার সংবৎ প্রচলিত ছিল। এখন অব্দ, সন বা সাল বলিলে যেমন বর্ষ বুঝায়, পূর্ব্বকালে সংবৎসর ■ সংবৎ বলিলে সেইরূপ বিভিন্ন রাজবংশের রাজ্যাঙ্ক নির্দ্দেশক বিভিন্ন বর্ষ বুঝাইত। পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে প্রধানতঃ এই কয়টী সংবৎ ব্যবহৃত হইত—

নাম	আরম্ভকাল
১ সপ্তর্ষিকাল বা লৌকিক সংবৎ	৬৭৭৭ খৃঃ পূঃ
২ বার্হস্পত্য কাল বা ষষ্টি সংবৎসর	৩১২৮ খৃঃ পূঃ
৩ কলিযুগগতাব্দ বা কল্যব্দ	৩১০২ খৃঃ পূঃ
৪ ভারতযুদ্ধাব্দ বা যৌধিষ্ঠির সংবৎ	ঐ
৫ পরশুরাম চক্র বা সহস্র সংবৎসর	১১৭৭ খৃঃ পূঃ
৬ বুদ্ধনির্ব্বাণাব্দ বা বৌদ্ধ সংবৎ	৫৪৩ খৃঃ পূঃ
৭ মহাবীরমোক্ষাব্দ বা বীর সংবৎ (জৈন)	৫০৭ খৃঃ পূঃ
৮ মৌর্য্যাব্দ বা মৌর্য্যসংবৎ	৩১২ খৃঃ পূঃ

৯ সলোকী সংবৎ (Era of the Seleukidæ) ৩১২ খৃঃ পূঃ
১০ পার্থিব সংবৎ (Era of Parthia) ২৪৭ খৃঃ পূঃ
১১ মালব-শকাব্দ বা বিক্রম-সংবৎ ৫৭ খৃঃ পূঃ
১২ গ্রহপরিবৃত্তিচক্র ২৪ খৃঃ পূঃ
১৩ শকনৃপকাল, শকাব্দ, বা শকসংবৎ ৭৮ খৃষ্টাব্দ।
১৪ চেদী বা কলচুরি সংবৎ ২৪৯ খৃঃ অঃ
১৫ গুপ্তকাল বা গুপ্ত সংবৎ ৩১৯ খৃঃ অঃ
১৬ বলভীকাল বা বলভী সংবৎ ঐ
১৭ হর্ষাব্দ বা শ্রীহর্ষ সংবৎ ৬০৭ খৃঃ অঃ
১৮ ত্রৈপুরাব্দ (পার্ব্বত্য স্বাধীন ত্রিপুরায় প্রচলিত অব্দ) ৬২১ খৃঃ অঃ
১৯ কোলম্বাব্দ (কোল্লম্ আন্দু) বা পরশুরাম-শক বা পরশুরাম সংবৎ ৮২৪ খৃঃ অঃ
২০ নেমার অব্দ বা নেপালী সংবৎ ৮৮০ খৃঃ অঃ
২১ চালুক্য সংবৎ ১০৭৬ খৃঃ অঃ
২২ সিংহ সংবৎ (শিবসিংহ সংবৎ) ১১১৪ খৃঃ অঃ
২৩ লক্ষ্মণসেনাব্দ বা লক্ষ্মণসংবৎ (ল° সং) ১১১৯ খৃঃ অঃ
২৪ চৈতন্যাব্দ (মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের জন্মদিন হইতে) ১৪৮৬ খৃঃ অঃ
২৫ রাজ্যাভিষেকাব্দ বা শিবসংবৎ ১৬৭৪ খৃঃ অঃ

উপরোক্ত বিভিন্ন অব্দ ব্যতীত পাশ্চাত্য, প্রাচ্য ও মুসলমান সমাজে আরও কএকটি অব্দ প্রচলিত হইয়াছে, যথা—

২৬ বুদ্ধ সংবৎ (ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধদিগের পবিত্র অব্দ খৃঃ পূঃ ৫৪৩ অব্দে আরম্ভ)
২৭ খৃষ্টাব্দ (যীশু খৃষ্টের জন্মদিন ১লা জানুয়ারী হইতে রোমক পঞ্জিকার ৭৫৩ অব্দ বা জুলিয়ান্ অব্দের ৪৪৭ অব্দ হইতে আরম্ভ)
২৮ যবদ্বীপে প্রচলিত শকাব্দ ৭৪ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ।
২৯ বালিদ্বীপে প্রচলিত শক ৮১ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ।
৩০ হিজিরা (পেগম্বর মহম্মদের মক্কা হইতে মেদিনায় পলায়ন দিবস ৬২২ খৃষ্টাব্দে ১৬ই জুলাই তারিখ হইতে আরম্ভ)
৩১ পারসী জলালী (Yazdezard Era) ৬৩২ খৃষ্টাব্দে ১৬ই জুন আরম্ভ।
৩২ ব্রহ্মদেশে প্রচলিত মঘী ৬৩৯ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ।
৩৩ মালিকী জলালী ১০৭৯ খৃষ্টাব্দে মার্চ মাস হইতে আরম্ভ।
৩৪ সুর সন (আরবী অব্দ, হিজিরার ১৩৭ অব্দে আরম্ভ) ১৩৪৪ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্র দেশে প্রচলিত হয়।
৩৫ বাঙ্গালা সন—সুলতান হোসেন শাহের সময় এই সন প্রচলিত হয়।
৩৬ ফসলী সন—হিজিরার ৯ বর্ষ বাদ দিয়া গণিত হয়, ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রচলিত হইয়াছে।
৩৭ বিলায়তী বা অম্লি সন—উৎকলে প্রচলিত, ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ।
৩৮ তারিখ্-ই-ইলাহী—সম্রাট্ অকবর কর্ত্তৃক ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে প্রবর্ত্তিত।
৩৯ বিজাপুরী জুলুস্ সন—বিজাপুরের ২য় আদিল শাহ কর্ত্তৃক ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে প্রবর্ত্তিত।
৪০ পরগণাতি সন—পূর্ব্ব বঙ্গে মুসলমান আমলে এই অব্দ প্রচলিত ছিল, প্রাচীন কাগজ পত্রে পাওয়া যায়।

উল্লিখিত বিভিন্ন সংবৎ বা অব্দ ব্যতীত পাশ্চাত্য জগতে আরও কএকটী অব্দ প্রচলিত ছিল। তন্মধ্যে—

১ তুর্ক বা কনস্তান্তিন্ অব্দ (Constantinople Era) জগৎ সৃষ্টি ধরিয়া গণিত। খৃষ্টানদিগের গ্রীক চার্চ্চে অদ্যাপি এই অব্দ প্রচলিত আছে। তাঁহারা খৃষ্ট জন্মের ৫৫০৯ বর্ষ পূর্ব্ব হইতে এই অব্দারম্ভ ধরিয়া থাকেন।

২ নাবোনাসরের অব্দ (Era of Nabonassar) ৭৪৭ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে ২৬এ ফেব্রুয়ারী এই অব্দ আরম্ভ।

৩ চীনাব্দ—২৩৫৭ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ হইতে আরম্ভ।

৪ রোমকাব্দ (Roman Era)—রোমনগরের প্রতিষ্ঠা-কাল ৭৫২ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ হইতে এই অব্দ ধরা হয়।

৫ অলিম্পিয়াব্দ—৭৭৬ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ ১লা জুলাই হইতে আরম্ভ।

উদ্ধৃত সংবৎ গুলির মধ্যে প্রধান প্রধান কএকটীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল—

সপ্তর্ষি বা লৌকিক সংবৎ।

পঞ্জাবের পার্ব্বত্য প্রদেশে ও কাশ্মীরে অদ্যাপি এই সংবৎ প্রচলিত রহিয়াছে। পার্ব্বত্যপ্রদেশে চলিতেছে বলিয়া সাধারণে ইহাকে "পাহাড়ী সংবৎ" বলিয়া জানে। ইহার অপর সাধারণ নাম "লোক-কাল"। এই সংবতের আরম্ভ সম্বন্ধে দুইটী মত প্রচলিত আছে,—১ম বরাহমিহির ও তদনুবর্ত্তী জ্যোতির্বিদ্গণের মত এবং ২য় বৃদ্ধগর্গ ও পুরাণসমূহের মত। বরাহমিহিরের অনুবর্ত্তী জ্যোতির্বিদ্গণ সপ্তর্ষি সংবতের আরম্ভ সম্বন্ধে নিম্নের প্রাচীন শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"কলের্গতৈঃ সায়কনেত্রবর্ষৈঃ সপ্তর্ষিবর্য্যাস্ত্রিদিবং প্রয়াতাঃ।
লোকে হি সংবৎসরপত্রিকায়াং সপ্তর্ষিমানং প্রবদন্তি সন্তঃ॥"

কলির সায়কনেত্র অর্থাৎ ২৫ বর্ষ গত হইলে সপ্তর্ষিগণ স্বর্গ-গমন করেন। (সেই সময় হইতে) লোকসাধারণে সংবৎসর-পত্রিকায় সপ্তর্ষিমান গণনা করিয়া থাকে। সাহে[illegible] রাজতরঙ্গিণীসংগ্রহে দেখা যায়—

"তন্ত্রাঙ্গশাকে ১৭৮৩ কলিগতে ৪৯৬২ সপ্তর্ষিচারানুমতেন সংবৎ ৪৯৩৮।"

শকাব্দ ১৭৮৩ = ৪৯৬২ কল্যব্দ = ৪৯৩৮ লৌকিকসং।
(= ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ)।

এইরূপ স্থলে খৃষ্টজন্মের ৩০৭৬ পূর্ব্ব অব্দে সপ্তর্ষি সংবৎ এবং ৩১০১খৃঃ পূর্ব্বাব্দে কল্যব্দ আরম্ভ পাওয়া যাইতেছে।

কহ্লণের রাজতরঙ্গিণীতেও উক্ত মত সমর্থিত দেখা যায়—

"লৌকিকেঽব্দে চতুর্বিংশে শককালস্য সাম্প্রতম্।
সপ্তত্যাভ্যধিকং যাতং সহস্রং পরিবৎসরাঃ॥"

অর্থাৎ লৌকিকাব্দের ২৪শ বর্ষ শককালের ১০৭০ বর্ষে পড়িয়াছে। লৌকিক ■ সপ্তর্ষিমান সর্ব্বত্র শতাব্দ ধরিয়া গণিত হয়। কহ্লণ রাজতরঙ্গিণীর সর্ব্বত্রই এইরূপ ভাবেই গ্রহণ করিয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বৃদ্ধ গর্গ ও পুরাণসমূহের মত স্বতন্ত্র। বরাহ মিহির বৃদ্ধগর্গের মত এইরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

"সৈকাবলীব রাজতি সসিতোৎপলমালিনী সহাসেব।
নাথবতীব চ দিগ্‌যৈঃ কৌবেরী সপ্তভির্মুনিভিঃ॥১
ধ্রুবনায়কোপদেশান্নরিনর্ত্তীবোত্তরা ভ্রমদ্ভিশ্চ।
যৈশ্চারমহং তেষাং কথয়িষ্যে বৃদ্ধগর্গমতাৎ॥ ২
আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।
ষড়্‌দ্বিকপঞ্চদ্বিযুতঃ শককালস্তস্য রাজ্ঞশ্চ॥৩
একৈকস্মিন্নৃক্ষে শতং শতং তে চরন্তি বর্ষাণাম্।
প্রাগুত্তরতশ্চৈতে সদোদয়ন্তে সসাধ্বীকাঃ॥" ৪

(বৃহৎসংহিতা ১৩অঃ)

শ্বেতোৎপলের মালাধারিণীর ন্যায় উত্তরদিক্ যে সপ্তর্ষিমণ্ডল দ্বারা একাবলীহারভূষিতা সহাস্যবদনা ও নাথবতী বলিয়া শোভিত আর ধ্রুবনক্ষত্ররূপ নায়কের উপদেশে ইতস্ততঃ ভ্রমণশীল সপ্তর্ষিগণের সহিত যে উত্তর দিক্ সতত নৃত্য করিতেছে বলিয়া বোধ হয়, বৃদ্ধগর্গের মতানুসারে তাঁহাদের গতির বিষয় বলিতেছি। রাজা যুধিষ্ঠির যখন পৃথিবী শাসন করেন, তখন মঘানক্ষত্রে মুনিগণ ছিলেন, শকাব্দের অঙ্কের সহিত ২৫২৬ যোগ করিলে, যুধিষ্ঠিরের সময় জানা যায়। এক একটী নক্ষত্রে সপ্তর্ষি শত বর্ষ করিয়া বিচরণ করেন। ইহারা উত্তরপূর্ব্বদিকে সর্ব্বদা সাধ্বী অরুন্ধতীর সহিত উদিত হন।

কিন্তু বরাহমিহিরের টীকাকার ভট্টোৎপল যে গর্গবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়,—

"কলি ও দ্বাপর যুগের সন্ধিকালে বিশ্ববাসিগণের রক্ষায় উৎপন্ন পিতৃগণের অধিষ্ঠিত নক্ষত্রে অর্থাৎ মঘা নক্ষত্রে ছিলেন।'

উদ্ধৃত গর্গবচন হইতে জানা যায় যে, দ্বাপর ও কলির সন্ধিস্থলে সপ্তর্ষিগণ মঘানক্ষত্রে ছিলেন। গর্গ যুধিষ্ঠিরের নাম করেন নাই। বরাহমিহির নিজের গণনার সুবিধার জন্য যুধিষ্ঠিরকে আনিয়া ফেলিয়াছেন।

এখন দেখা যাইতেছে যে, সপ্তর্ষিগণ এক একটী নক্ষত্রে ১০০ বর্ষ ভোগ করেন। সপ্তর্ষিগণের ২৭টী নক্ষত্র ভোগ করিতে ২৭০০ বর্ষ যায়। জ্যোতিষ ও পুরাণাদির মতেই ২৭টী নক্ষত্রের প্রথম অশ্বিনী। সকলেরই মতে সপ্তর্ষিগণ যখন মঘানক্ষত্রে সেই সময় কলিযুগারম্ভ ও যুধিষ্ঠিরের অভ্যুদয় হইয়াছিল। এদিকে আবার অধিকাংশ পুরাণপাঠেই জানা যায় যে,কুরুক্ষেত্রের মহাসমরকালে সপ্তর্ষি মঘায় ৭৫ বর্ষ অতিবাহিত করিয়াছেন। অবশ্য বরাহমিহিরের সহিত এই মতের মিল না হইলেও অদ্যাপি পঞ্জাবের পার্ব্বত্য প্রদেশে সকলেই পুরাণমতানুসারেই লোক-কালের স্থিতি গণনা করেন। তাঁহাদের মতেও বর্ত্তমান কলি-যুগারম্ভের পূর্ব্বে অর্থাৎ দ্বাপরে সপ্তর্ষিগণ ৭৫ বর্ষ মঘায় অতিবাহিত করিয়া কলিযুগের ২৫ বর্ষ পর্য্যন্ত মঘায় কাটাইয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, ৩১০১ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে কল্যব্দ আরম্ভ। এরূপস্থলে সপ্তর্ষি ৩০৭৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত মঘানক্ষত্রে থাকিয়া পূর্ব্বফল্গুনীতে গমন করেন। মঘা ১০ম নক্ষত্র, সুতরাং অশ্বিনী হইতে ধরিলে আরও ১০০০ বর্ষ পিছাইয়া ৪০৭৭ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে আসিয়া পড়ে।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কানিংহাম্ মহাবীর আলেকসন্দরের ভারত-আক্রমণ সম্বন্ধে তাঁহার সহযাত্রিগণের বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়াছেন, 'তাঁহারা (পঞ্জাববাসী) বকাস্ হইতে আলেকসন্দর পর্য্যন্ত ১৫৪ জন রাজা এবং তাঁহাদের রাজ্যকাল ৬৪৫১ বর্ষ ৩ মাস গণনা করিয়া থাকে।'* আলেকসন্দর ৩২৬ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে পঞ্জাবে উপস্থিত হন এবং উক্ত বর্ষের শেষেই পঞ্জাব পরিত্যাগ করেন। এরূপ স্থলে ৬৪৫১¼ + ৩২৬ = ৬৭৭৭ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে সপ্তর্ষি কাল আরম্ভ স্বীকার করিতে হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ৪০৭৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে সপ্তর্ষিগণ প্রথম অশ্বিনী নক্ষত্রে প্রবেশ করেন অর্থাৎ সপ্তর্ষিচক্র আরম্ভ হয়। উহার সহিত অপর একটী সপ্তর্ষিচক্রের ২৭০০ বর্ষ যোগ করিলে ৬৭৭৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে গিয়া পড়ে। পুরাবিদ্ ডাক্তার কানিংহামের মতে উক্ত বর্ষই "Starting point of Indian Chronology।"* আলেকসন্দরের পূর্ব্ব হইতে ঐ অব্দ পঞ্জাবে প্রচলিত ছিল এবং অদ্যাপি প্রচলিত রহিয়াছে।

বার্হস্পত্যমান বা ষষ্টিসংবৎসর।

বৃহস্পতি গ্রহের বিভিন্ন নক্ষত্রে অবস্থান ধরিয়া এই অব্দ

* Cunningham's Indian Eras, p. 15.

গণিত হয় বলিয়া ইহার নাম বার্হস্পত্য-মান। এই বার্হস্পত্য-মান আবার ষাইট ভাগে (বিভিন্ন ষাইট নামে) বিভক্ত বলিয়া ইহার অপর নাম ষষ্টিসংবৎসর। কোন কোন পাশ্চাত্য পুরাবিদ্ মনে করেন যে, এই অব্দটী আধুনিক, কিন্তু যখন বরাহমিহির ও তাঁহার বহু পূর্ব্ববর্ত্তী বৃদ্ধগর্গ এই সংবতের উল্লেখ করিয়াছেন, তখন ইহা যে খৃষ্টজন্মের বহুপূর্ব্ব হইতেই ভারতে প্রচলিত আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বরাহমিহির এই অব্দ নির্ণয় করিবার জন্য এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন—

'শক নৃপতির সময় হইতে যত বৎসর অতীত হইয়াছে, তাহাকে দুই স্থানে রাখিয়া এক স্থানের অঙ্ককে ১১ দিয়া গুণ করিতে হইবে। পরে ঐ গুণফলকে আবার ৪ দিয়া গুণ করিবে। পরে ঐ গুণফলের সহিত ৮৫৮৯ যোগ দিবে। ঐ যোগফলকে ৩৭৫০ দিয়া ভাগ করিতে হইবে। পরে অপর স্থানের শক-বৎসরের অঙ্কের সহিত ঐ ভাগফল যোগ করিবে। সেই যোগফলকে ৬০ দিয়া ভাগ করিবে। অবশিষ্ট অঙ্ককে ৫ দিয়া ভাগ করিলে যে অঙ্ক লব্ধ হইবে, সেই সংখ্যায় নারায়ণ (বিষ্ণু) প্রভৃতি যুগ এবং অবশিষ্ট অঙ্ক দ্বারা সেই যুগান্তর্বর্ত্তী যে (প্রভবাদি) বৎসর চলিতেছে, তাহা জানা যাইবে। উক্ত বৎসর-সংখ্যা যত হইবে, তাহাকে (৬০এর বেশী হইলে ৬০ বাদ দিয়া কেবল বৎসরাঙ্ককে) ৯ দিয়া গুণ, পরে আবার ঐ বৎসর সংখ্যাকে ১২ দিয়া ভাগ করিবে। ভাগফল ঐ নবগুণিত অঙ্কে যোগ করিয়া ৪ দিয়া ভাগ করিলে যাহা পাওয়া যাইবে, তৎসংখ্যক নক্ষত্রে বৃহস্পতি বিদ্যমান বুঝিতে হইবে। কিন্তু গণনায় সময় ২৪ নক্ষত্র হইতে গণনা করিতে হইবে। (অর্থাৎ ১ লব্ধ হইলে জানিবে যে ২৫ নক্ষত্র বা পূর্ব্বভাদ্রপদ্ নক্ষত্র, ২ থাকিলে উত্তর-ভাদ্রপদ ইত্যাদি) প্রভবাদি ষষ্টি সংবৎসরের প্রত্যেক পাঁচবর্ষে এক একটী যুগ ধরিয়া (এক বার্হস্পত্য মানে) ১২টী যুগ হয়। ১২টী যুগের ১২ জন অধিপতি এবং সেই অধিপতির নামেই সেই যুগের নাম হয়। (বৃহৎসংহিতা ৮ অঃ)

নিম্নে দ্বাদশযুগ ও তদন্তর্গত বর্ষের নাম দেওয়া গেল—

যুগের নাম	বর্ষের নাম
১ম বিষ্ণুযুগ	১ প্রভব, ২ বিভব, ৩ শুক্ল, ৪ প্রমোদ, ৫ প্রজাপতি।
২য় বৃহস্পতি	৬ অঙ্গিরা, ৭ শ্রীমুখ, ৮ ভাব, ৯ যুবা, ১০ ধাতা।
৩য় ইন্দ্র	১১ ঈশ্বর, ১২ বহুধান্য, ১৩ প্রমাথী, ১৪ বিক্রম, ১৫ বৃষ।
৪র্থ অগ্নি	১৬ চিত্রভানু, ১৭ সুভানু, ১৮ তারণ, ১৯ পার্থিব, ২০ ব্যয়।
৫ম ত্বষ্টা	২১ সর্ব্বজিৎ, ২২ সর্ব্বধারী, ২৩ বিরোধী, ২৪ বিকৃতি, ২৫ খর।
৬ষ্ঠ উত্তরপ্রোষ্ঠপদ	২৬ নন্দন, ২৭ বিজয়, ২৮ জয়, ২৯ মন্মথ, ৩০ দুর্মুখ।
৭ম পিতৃগণ	৩১ হেমলম্ব, ৩২ বিলম্বী, ৩৩ বিকারী, ৩৪ সর্ব্বরী, ৩৫ প্লব।
৮ম বিশ্ব	৩৬ শোভকৃৎ, ৩৭ শুভকৃৎ, ৩৮ ক্রোধী ৩৯ বিশ্বাবসু, ৪০ পরাভব।
৯ম সোম	৪১ প্লবঙ্গ, ৪২ কীলক, ৪৩ সৌম্য ৪৪ সাধারণ, ৪৫ বিরোধকৃৎ।
১০ম ইন্দ্রাগ্নি	৪৬ পরিধাবী ৪৭ প্রমাদী ৪৮ আনন্দ ৪৯ রাক্ষস ৫০ অনল।
১১শ অশ্বি	৫১ পিঙ্গল ৫২ কালযুক্ত ৫৩ সিদ্ধার্থ ৫৪ রৌদ্র ৫৫ দুর্মতি।
১২শ ভগ	৫৬ দুন্দুভি ৫৭ রুধিরোদ্গারী ৫৮ রক্তাক্ষ ৫৯ ক্রোধ ৬০ ক্ষয়।

এখন তিন প্রকার উপায়ে বার্হস্পত্যমান নির্ণীত হইয়া থাকে; তন্মধ্যে বরাহমিহিরের অবলম্বিত গণনাপ্রথাই সর্ব্ব প্রাচীন। এই গণনা দ্বারা কল্যব্দের ১ অব্দে বার্হস্পত্যমানের ২৪য় বর্ষ পড়ে। এই অব্দ ধরিয়াই কল্যব্দের আরম্ভের ২৩ বর্ষ পূর্ব্বে অর্থাৎ ৩১২৮ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে ষষ্টিসংবতের আরম্ভ স্থির করা হইয়াছে

বরাহমিহিরের মত সংশোধন করিয়া ২য় উপায় বা জ্যোতিস্তত্ত্বের গণনা প্রচলিত হইয়াছে। এই মতে বার্হস্পত্যমানের ১ম বর্ষ কল্যব্দের ১ম বর্ষেই পড়ে। এই উভয় গণনাপ্রণালীই আর্য্যাবর্ত্তে প্রচলিত এবং ইহাতে বার্হস্পত্যমানের প্রত্যেক ৮৬ম বর্ষ বাদ দেওয়া হইয়া থাকে।

৩য় প্রকার গণনাপ্রণালী দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত। তথায় বার্হস্পত্যমান ও সৌরবর্ষের গণনায় কোন পার্থক্য নাই। বার্হস্পত্যমানের ষষ্টিসংবৎসরে প্রভবাদি নাম গুলি এক একটী সৌর বর্ষের নাম বই কিছু নয়।

মহাবার্হস্পত্যচক্র।

উপরোক্ত বার্হস্পত্যমান বা ষষ্টিসংবৎসর ভিন্ন আর একটী দ্বাদশবর্ষাত্মক বার্হস্পত্য অব্দ আছে। ইহা মহাবার্হস্পত্যচক্র নামে খ্যাত। বৃহস্পতির উদয় ও অস্ত অনুসারে এই অব্দ গণিত হয়। যেমন ১—কৃত্তিকা বা রোহিণী এই দুই নক্ষত্রের কোনটীতে বৃহস্পতির উদয় বা অস্ত হইলে তাহার নাম কার্ত্তিক বর্ষ। ২—এইরূপ মৃগশিরা বা আর্দ্রায় মার্গশীর্ষ। ৩—পুনর্ব্বসু বা পুষ্যায় পৌষ বর্ষ। ৪—অশ্লেষা বা মঘায় মাঘ বর্ষ। ৫—পূর্ব্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী বা হস্তায় ফাল্গুনবর্ষ। ৬—চিত্রা বা স্বাতিতে চৈত্রবর্ষ। ৭—বিশাখা বা অনুরাধায় বৈশাখবর্ষ। ৮—জ্যেষ্ঠা বা মূলায় জ্যৈষ্ঠবর্ষ। ৯—পূর্ব্বাষাঢ়া বা উত্তরাষাঢ়ায় আষাঢ়বর্ষ। ১০—শ্রবণা বা ধনিষ্ঠায় শ্রাবণবর্ষ। ১১—শতভিষা, পূর্ব্বভাদ্রপদ বা উত্তরভাদ্রপদে ভাদ্রবর্ষ। ১২—রেবতী, অশ্বিনী বা ভরণীতে বৃহস্পতির উদয় বা অস্ত হইলে আশ্বিনবর্ষ।

কলিগতাব্দ বা কল্যব্দ।

খৃষ্টজন্মের ৩১০২ বৎসর পূর্ব্বে কলিযুগ প্রবর্ত্তিত [illegible]। ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগ লইয়া এক মহাযুগ। যুগ পরিমাণ লিখিত হইয়াছে—

	বৎসর	দেবপরিমাণ
কৃতযুগ	১৭২৮০০০ ÷ ৩৬০ = ৪৮০০ বৎসর	
ত্রেতাযুগ	১২৯৬০০০ ÷ ৩৬০ = ৩৬০০ "	
দ্বাপর	৮৬৪০০০ ÷ ৩৬০ = ২৪০০ "	
কলিযুগ	৪৩২০০০ ÷ ৩৬০ = ১২০০ "	
মহাযুগ	৪৩২০০০০ ÷ ৩৬০ = ১২০০০	

বরাহমিহিরের সময় পর্য্যন্তও কলি গতাব্দ ব্যবহৃত হইত। বরাহমিহিরই সর্ব্বপ্রথমে জ্যোতিষগ্রন্থে শকাব্দ প্রবর্ত্তিত করেন। বরাহমিহিরের প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যভট্ট জীবিত ছিলেন। আর্য্যভট্ট ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণও কলিযুগাব্দ দ্বারাই সৌর ও চান্দ্রসৌরের কাল-গণনা করিতেন। যে যে স্থলে কেবল কলিযুগাব্দই কাল-গণনার মানরূপে পরিগৃহীত হয়, সেই সেই স্থলে মাসের তারিখ সৌর ও চান্দ্রসৌর ভিন্নরূপে নির্ণীত হইতে পারে। জ্যোতিষের ভাষায় চান্দ্র দিন তিথি ও সৌরদিন সাবন দিন নামে সংজ্ঞিত হইয়াছে।* সাবন ও চান্দ্রমাস দ্বারাই সাধারণতঃ বৎসর গণনা হইয়া থাকে। উত্তরভারতে কলিযুগ ও শক সাধারণতঃ সাবন মাসে গণিত হয় না, কিন্তু দক্ষিণ-ভারতে চান্দ্র সাবন মানই প্রচলিত।

যুধিষ্ঠিরাব্দ বা ভারত-যুদ্ধাব্দ।

যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে মতভেদ আছে, বার্হস্পত্যমান বা ষষ্টিসংবৎসর-প্রসঙ্গে সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বরাহমিহিরের মতে, শকাব্দের সহিত ২৫২৬ যোগ করিলে (অর্থাৎ শকাব্দের ২৫২৬ বর্ষ পূর্ব্বে) যুধিষ্ঠিরের কাল জানা যায়। ভাস্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—

"নন্দাদ্রীন্দুগুণাস্তথা শকনৃপস্যান্তে কলের্বৎসরাঃ।"

কলির ৩১৭৯ বৎসর গত হইলে শকাব্দ আরম্ভ হয়। এরূপ স্থলে ৩১৭৯—২৫২৬ অর্থাৎ কলির ৬৫৩ বর্ষ গত হইলে (বরাহমিহিরের মতে) যুধিষ্ঠির আবির্ভূত হন। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বরাহমিহিরের পূর্ব্বে কল্যব্দ প্রচলিত ছিল। তাঁহার মত উত্তরভারতে প্রচলিত হইলেও দক্ষিণ-ভারতে প্রথমতঃ বিশেষরূপে প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। বরাহমিহির ৫০৯ শকে স্বর্গারোহণ করেন।† তাঁহার ৪৭ বর্ষ পরে উৎকীর্ণ প্রাচীন চালুক্যরাজ ২য় পুলিকেশীর শিলাফলকে লিখিত হইয়াছে—

"ত্রিংশৎসু ত্রিসহস্রেষু ভারতাদাহবাদিতঃ।
সপ্তাব্দশতযুক্তেষু গতেষ্বব্দেষু পঞ্চসু॥
পঞ্চাশৎসু কলৌ কালে ষট্‌সু পঞ্চশতাসু চ।
সমাসু সমতীতাসু শকানামপি ভূভুজাম্॥"

অর্থাৎ ভারতযুদ্ধ হইতে এখন পর্য্যন্ত ৩৭৩৫ বর্ষ এবং এই কলিকালে শকাধিপতির ৫৫৬ বর্ষ গত হইয়াছে।

উক্ত খোদিত লিপির শ্লোকানুসারে শকাব্দের ৩১৭৯ বর্ষ পূর্ব্বে ভারতযুদ্ধ হইয়াছিল, আবার ভাস্করাচার্য্য ও মকরন্দের মতে ঐ বর্ষ হইতেই কল্যব্দ আরম্ভ। সুতরাং উক্ত প্রাচীন খোদিত লিপি অনুসারে ভারতযুদ্ধের কাল হইতেই কল্যব্দ আরম্ভ। জ্যোতির্বিদাভরণে (১০ম অধ্যায়ে) দেখা যায়—

"যুধিষ্ঠিরোবিক্রমশালিবাহনাঃ কলৌবিধেশ্চ্যবধাষ্টকুম্বকঃ।
ততোহবুভং শকচতুষ্টয়ং ক্রমাৎ ধরানৃপটীবিতি শাকবৎসরাঃ॥"

উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, যুধিষ্ঠির হইতে ৩০৪৪ বর্ষ, তৎপরে বিক্রমাদিত্যের ১৩৫ বর্ষ গত হইলে শাক বর্ষ বা শকাব্দ আরম্ভ, এরূপ স্থলে যুধিষ্ঠিরের (৩০৪৪ + ১৩৫ =) ৩১৭৯ বর্ষ পরে শকাব্দের প্রচলন। সুতরাং ভাস্করাচার্য্য ও বরাহমিহির যাহাকে কল্যব্দ বলিয়া ধরিয়াছেন, তাহাই যৌধিষ্ঠিরাব্দ বা ভারতযুদ্ধাব্দ হইতেছে।

পরশুরামচক্র বা সহস্র সংবৎসর।

এক সহস্র বৎসরে পরিশুরাম অব্দ হইয়া থাকে। খৃষ্ট জন্মের ১১৭৬ বৎসর পূর্ব্বে এই অব্দের প্রবর্ত্তন হয়। ত্রিবাঙ্কোড় ও কুমারিকা অন্তরীপ অঞ্চলে এই অব্দ ব্যবহৃত। পরশুরামচক্র সৌর মাস অনুসারে গণিত। এস্থলে খৃষ্টাব্দের সহিত পরশুরামচক্রের তুলনা করা যাইতেছে।

পরশুরামী	১ম চক্র	১১৭৬ খৃঃ পূঃ।
"	২য় চক্র	১৭৬ খৃঃ পূঃ।
"	৩য় চক্র	৮২৫ খৃষ্টাব্দ।
"	৪র্থ চক্র	১৮২৫ "

ভারতের অন্যত্র ইহার প্রচলন নাই।

বুদ্ধনির্ব্বাণাব্দ।

শেষবুদ্ধ শাক্যমুনির নির্ব্বাণদিন হইতে বৌদ্ধসমাজে একটী অব্দ গণিত হইয়া থাকে। সিংহল ও ব্রহ্মদেশের বুদ্ধসম্বন্ধীয় ইতিবৃত্ত পাঠে জানা যায় যে, খৃষ্টাব্দের ৫৪৩ বৎসর পূর্ব্বে শাক্যমুনির তিরোভাব ঘটে; কিন্তু কথিত আছে, শাক্যসিংহের মৃত্যুর ২১৮ বৎসর পরে অশোকের রাজ্যাভিষেক হয়। ইহাতে প্রোক্ত গণনায় কিঞ্চিৎ ভ্রম পরিলক্ষিত হয়। কেন না এক্ষণে অশোকের সময়-নিরূপণ একরূপ নিশ্চিতরূপেই নির্দ্ধারিত হইয়াছে। প্রথমে অশোকের রাজাভিষেক

* সূর্য্যোদয় হইতে যে দিন গণিত হয়, তাহাকে সাবন দিন বলে। কিন্তু উহার অর্থ অন্য রূপ। সবন অর্থে যজ্ঞ বা সোমরসাভিষবণ। তৎকালে সূর্য্যোদয় হইতে যজ্ঞারম্ভ হইত এই নিমিত্ত সাবন অর্থে সৌরদিন।

† "নবাধিকপঞ্চশতসংখ্যশাকে বরাহমিহিরাচার্য্যো দিবং গতঃ॥"
(ব্রহ্মগুপ্তের খণ্ডখাদ্যকের আমরাজকৃত টীকা)

মধ্যে কাহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করা হইবে, এই বিবাদের মীমাংসা করিতে প্রায় চারি বৎসর অতিবাহিত হয়, তৎপরে অশোক সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। [প্রিয়দর্শী দেখ।]

বুদ্ধনির্ব্বাণ অব্দের দুইটী শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। রূপনাথ ও সাসেরামের অশোকের শাসনপত্রে এই অব্দের উল্লেখ আছে। গয়ার বুদ্ধগয়ামন্দিরেও বুদ্ধনির্ব্বাণাব্দ দৃষ্ট হয়।

শাক্যমুনির নির্ব্বাণপ্রাপ্তির সময় সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন কালের উল্লেখ আছে। কেহ বলেন, খৃষ্টাব্দের ৮৫০ বৎসর পূর্ব্বে, কেহ বলেন ৬৫০ বৎসর পূর্ব্বে, আবার অপর কেহ বলেন ২২১ বৎসর পূর্ব্বে শাক্যসিংহ অন্তর্হিত হয়েন। হুয়েন্ চুয়াংএর সময়ে বুদ্ধনির্ব্বাণকাল সম্বন্ধে এইরূপ মতভেদ ছিল। ফা-হিয়ান্ বলেন, চীনসম্রাট্ পিংওয়াঙ্গের শাসনসময়ে (৭৭০-৭১৯ খৃঃ পূঃ) বুদ্ধদেব নির্ব্বাণলাভ করেন। রূপনাথ, সহস্রাম ও বৈরাটে ১৮১৩ বর্ষে অশোকচন্দ্রের যে তৃতীয় শিলালিপি পাওয়া যায়, তাহাতে জানা যায় খৃষ্টাব্দের প্রায় ৬৩০ বৎসর পূর্ব্বে শাক্যমুনির নির্ব্বাণ ঘটে।

বৌদ্ধগ্রন্থ সমূহ হইতে জানা যায়, অশোকের রাজ্যাভিষেকের ২১৮ বৎসর পূর্ব্বে শাক্যমুনির নির্ব্বাণ ঘটে।

উপরিউক্ত গণনা হইতে খৃষ্টাব্দের ৫৪৩ বৎসর পূর্ব্বে শাক্যসিংহের নির্ব্বাণপ্রাপ্তিই বহু বিচারলব্ধ সিদ্ধান্ত বলিয়া অনুমিত হয়।

মহাবীরের নির্ব্বাণকাল বা বীরনির্ব্বাণাব্দ।

জৈনগণ তাঁহাদের শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীরের তিরোভাব বা নির্ব্বাণের সময় হইতে এক অব্দ গণনা করেন। শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের গণনানুসারে জানা যায়, বিক্রমাব্দের ৪৭০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ খৃষ্টাব্দের ৫২৭ বর্ষ পূর্ব্বে মহাবীরের তিরোভাব ঘটে। দিগম্বর জৈনগণের মতে বিক্রমসংবতের ৬০৫ বৎসর পূর্ব্বে মহাবীর তিরোধান করেন। কিন্তু বহু আলোচনায় স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, বিক্রমাব্দের ৪৭০ পূর্ব্বে (৫২৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে) মহাবীর নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মৌর্য্যাব্দ।

খণ্ডগিরির সুপ্রসিদ্ধ হাতিগুম্ফায় কলিঙ্গের জৈনাধিপ খারবেল ভিখুরাজের যে সুবৃহৎ শিলানুশাসন উৎকীর্ণ আছে, তাহাতে একটী অব্দ দেখা যায়। অনেকে ঐ অব্দটীকে মৌর্য্যাব্দ বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের মতে মাকিদনবীর আলেকসন্দরের সমসাময়িক মৌর্য্যাধিপ চন্দ্রগুপ্ত হইতে মৌর্য্যাব্দ প্রচলিত হইয়াছিল। আমরা প্রিয়দর্শী শব্দে দেখাইয়াছি যে মহাবীর আলেকসন্দরের বহু পূর্ব্বে চন্দ্রগুপ্তের অভ্যুদয়, সুতরাং আলেকসন্দরের আগমনের পূর্ব্ব হইতেই মৌর্য্যাব্দ পূর্ব্বভারতে প্রচলিত ছিল। সুপ্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্ররচিত পরিশিষ্টপর্ব্বে লিখিত আছে—

"এবং চ শ্রীমহাবীরমুক্তের্ব্বর্ষশতে গতে।
পঞ্চপঞ্চাশদধিকে চন্দ্রগুপ্তোঽভবন্নৃপঃ॥" (৮।৩৩৯)

অর্থাৎ মহাবীরের নির্ব্বাণের পর ১৫৫ বর্ষ গত হইলে চন্দ্রগুপ্ত রাজা হইয়াছিলেন। বীরনির্ব্বাণাব্দ প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে যে, ৫২৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে মহাবীর নির্ব্বাণলাভ করেন, এ অবস্থায় ৫২৭—১৫৫ = ৩৭২ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে চন্দ্রগুপ্তের অভিষেক বা মৌর্য্যাব্দ আরম্ভ।

সলোকাব্দ (Era of Seleukidæ)

কারনেল ক্লিন্টনের মতে, খৃষ্টাব্দের ৩১২ বৎসর পূর্ব্বে ১লা অক্টোবরে এই অব্দের প্রথম প্রচলন হয়। উদাস বেগের গণনায় প্রকাশ আলেকসন্দরের মৃত্যুর ১২ বৎসর পরে এই অব্দ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। খৃষ্ট অব্দের ৩২৪ বৎসর পূর্ব্বে আলেকসন্দরের মৃত্যু হয়। ইহার ১২ বৎসর পরে অর্থাৎ ৩১২ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে এই অব্দের প্রবর্ত্তনকাল হইতেছে। সলোকস্ যে বৎসর আন্তিগোনাসের সেনাপতি নিকানোরকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন, সেই বৎসর হইতে তাঁহার নামানুসারে এই অব্দের প্রচলন হয়।

এস্থলে সলোকসের (Seleukus) কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করা যাইতেছে। ইঁহার পূর্ণ নাম সলোকস্ নিকতর (Seleukus Nicator), ইনি সলোকিদ্ (Seleukidæ) রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। প্রাচীন কোন কোন মুদ্রায় ইঁহার প্রবর্ত্তিত অব্দের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্ব্বকালে হেড্রিয়ান (Hadrian) নামে একজন রাজা ছিলেন। ইনি ১১৭ খৃষ্টাব্দের ১১ই আগষ্ট তারিখ রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার সময়ে যে সকল মুদ্রা প্রচলিত ছিল, তাহাতে সলোকী মুদ্রার নিদর্শন আছে।

অতঃপরে কারকলা (Caracalla) নামক এক রাজা ২১৭ খৃষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল তারিখ হইতে রাজ্যভার প্রাপ্ত হন। ইঁহার সময়েও উক্ত অব্দের প্রচলন ছিল।

মাকিদোনার পঞ্জিকায় যেরূপ মাসের নাম আছে, সলোকাব্দেও সেই সকল মাস-নাম উল্লিখিত হইত। এই অব্দ অক্টোবর মাস হইতে আরম্ভ হয়। মাকিদোনিয়ার পঞ্জিকায় অক্টোবর মাসের নাম হাইপারবেরেতস্ (Hyperberetæus), কিন্তু তাহার অক্টোবর মাসকে তিস্‌রী (Tisri) নামে অভিহিত করা হয়। এই হাইপার-বেরেতাস্ মাস হইতেই সলোকাব্দ আরম্ভ।

এই অব্দের মাস গুলি চান্দ্রমানে গণিত। [illegible] গণনা মিটনিক চক্র (Metonic Cycle) অনু[illegible]

হয়। কাবুলে ও উত্তরপশ্চিম ভারতে সলোকী অব্দ প্রচলিত ছিল। সিন্ধুনদের পশ্চিমতীরস্থ ভূখণ্ড সলোকসের শাসনাধীন থাকায় উক্ত প্রদেশসমূহে সলোকী অব্দ প্রচলিত হয়। ভারতীয় যবন ও শক (Indo-scythian) রাজগণের শিলালিপিতে এ সম্বন্ধে বহুল নিদর্শন পাওয়া যায়। কাবুল ও তক্ষশিলায় অনেক গুলি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, সেই সকল শিলালিপিতে সলোকী অব্দের প্রচলন দেখা যায়।

পারদ সংবৎ (Era of Parthia)

মিঃ স্মিথ বাবিলনের কতকগুলি বিষয়পত্রে পার্থিব সংবতের পরিচয় প্রথম প্রাপ্ত হন। বাবিলনে উহার তিন খানি তালিকা পাওয়া যায়. তন্মধ্যে দুই খানি অসম্পূর্ণ, এক খানি মাত্র সম্পূর্ণ। খৃষ্ট অব্দের ২৪৭ বৎসর পূর্ব্বে এই সংবৎ প্রবর্ত্তিত হয়। ২য় অন্তিয়োকের মৃত্যুর পর হইতেই পারদ বা পার্থিব সংবৎ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ষ্ট্রাবো, এরিয়ান, এবং যুষ্টিডাস্ প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ একবাক্যে স্থির করিয়াছেন যে খৃঃ পূঃ ২৪৬ অব্দের জানুয়ারী মাসে ২য় অন্তিয়োকসের মৃত্যুর পরে পার্থিবগণ রাষ্ট্রবিপ্লবের সূচনা করে। এই সময় হইতেই পার্থিব রাজ্যের ইতিহাসে এক অভিনব অধ্যায় আরম্ভ হয়। সুতরাং খৃষ্টাব্দের ২৪৭ বর্ষের এপ্রিল ও অক্টোবর মাসের মধ্যবর্ত্তী কোনও মাসে এই সংবৎ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

মালব-কাল বা বিক্রম-সংবৎ।

গুজরাত হইতে বঙ্গ পর্য্যন্ত সমস্ত হিন্দুস্থানে বিক্রম সংবৎ প্রচলিত। নর্ম্মদার উত্তরে এই বর্ষ চৈত্রাদি ও পূর্ণিমান্ত; কিন্তু গুজরাতে কার্ত্তিকাদি ও অমান্ত। আবার কাঠিয়াবাড়ে এই বর্ষারম্ভ আষাঢ়াদি ও মাস অমান্ত দেখা যায়।

অধ্যাপক কিলহোর্ণ ৮৯৮ হইতে ১১৭৭ পর্য্যন্ত বিক্রম সংবতে উৎকীর্ণ প্রায় সেতুশত বর্ষের প্রাচীন লিপি আলোচনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, প্রথমে কার্ত্তিক হইতেই এই বর্ষের গণনা হইত। পরে শকাব্দ বিশেষভাবে প্রচলিত হইলে নর্ম্মদার উত্তর ভাগে চৈত্রমাস হইতে গণনা চলিতে থাকে, কিন্তু দক্ষিণাত্যে চৈত্র ও কার্ত্তিক উভয় মাস হইতেই আরম্ভ দেখা যায়। কার্ত্তিকাদি বর্ষারম্ভে কোথাও পূর্ণিমান্ত এবং কোথাও অমান্ত। কিন্তু চৈত্রাদি বর্ষারম্ভে পূর্ণিমান্ত মাস ধরা হয়।

৩১৮ হইতে ৮৫০ অব্দ পর্য্যন্ত এই অব্দ বিক্রমাব্দ বলিয়া প্রচলিত ছিল না, 'মালব কাল', 'মালবানাং সংবৎ' 'মালবগণ-স্থিত্যা' বলিয়াই প্রচলিত ছিল। ৮৯৮ অব্দে সর্ব্ব প্রথম 'বিক্রম' উল্লেখ পাওয়া যায়। ৫৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে এই অব্দারম্ভ

গ্রহপরিবৃত্তি-বর্ষ।

দক্ষিণভারতে এই সংবৎ প্রচলিত আছে। প্রত্যেক ৯০ বর্ষে এই অব্দচক্র পূর্ণ হয়। এই অব্দ খৃষ্টাব্দের ২৪ বর্ষ পূর্ব্বে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। বার্হস্পত্য চক্রের সহিত এই অব্দের সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

শককাল বা শকাব্দ।

এই অব্দ 'শকনৃপকাল' ও 'শক নরপতির অতীতাব্দ' বলিয়া প্রচলিত। ইহাতে জানা যায় যে কোন শক নরপতি হইতেই এই অব্দ প্রচলিত হইয়াছে। কোন্ শক নরপতি এই অব্দ প্রচলন করেন, তৎপক্ষে যথেষ্ট মতভেদ আছে। কনিংহাম্ প্রমুখ প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের মতে উজ্জয়িনীপতি চষ্টন হইতে শকাব্দ প্রচলিত হয়। কিন্তু এক্ষণে অনেক ঐতিহাসিকের বিশ্বাস যে শক-সম্রাট্ কনিষ্ক হইতেই শকাব্দ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

সমস্ত জ্যোতিষগ্রন্থে এই শকাব্দের উল্লেখ আছে। পূর্ব্ব ভারতে ও আর্য্য অঞ্চলে এই অব্দ সৌরমানে এবং পশ্চিম ভারতে চান্দ্রমানে গণিত হইয়া থাকে। যেখানে চান্দ্রমান সেখানে চৈত্রাদি বর্ষ এবং যেখানে সৌরমান সেখানে মেষাদি বর্ষ গণিত; এ ছাড়া নর্ম্মদার উত্তরে পূর্ণিমান্ত এবং দক্ষিণভাগে অমান্ত মাস ধরা হয়।

চেদী বা কলচুরি সংবৎ।

প্রাচীন চালুক্যরাজ মঙ্গলীশের খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মহাকূট স্তম্ভলিপিতে একটী রাজবংশ কলচ্ছুরি নামে উল্লিখিত। এই রাজগণ আপনাদিগকে সহস্রার্জ্জুনের বংশধর বলিয়া পরিচিত করেন। সম্ভবতঃ মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের প্রয়াগস্থ স্তম্ভলিপিতে ইঁহারাই আর্জ্জুনায়ন নামে উক্ত হইয়াছেন। ইঁহারা আপনাদের রাজত্বে যে সংবৎ প্রচলন করেন, তাহাই শিলালিপি-তাম্রশাসনে চেদী সংবৎ বা কলচুরি সংবৎ নামে লিখিত আছে।

এই রাজবংশের রাজত্বকালে ৭৯৯ হইতে ৯৩৪ অব্দের মধ্যে উৎকীর্ণ অনেকগুলি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে উচ্চকল্পের মহারাজের দান-প্রশস্তিই সর্ব্ব প্রাচীন। ডাঃ কনিংহাম্ ও কিলহোর্ণ ঐ সকল শিলালিপি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ২৪৯ খৃষ্টাব্দ বা ২৪৯-২৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তী সময়ে চেদী সংবতের আরম্ভকাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উক্ত মহারাজ উচ্চকল্পের একখানি শিলালিপিতে উক্ত বংশীয় মহারাজ সর্ব্বনাথের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। রাজা সর্ব্বনাথ গুপ্তরাজগণের পরিব্রাজক মহারাজ হস্তীর সমসাময়িক ছিলেন। গুপ্তসংবৎ অনুসারে মহারাজ হস্তীর সমসাময়িক বলিয়া যদি মহারাজ সর্ব্বনাথের রাজ্যকাল কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে ডাঃ কনিংহাম কথিত উক্ত ২৪৯-২৫০ খৃষ্টাব্দ সময়ের উপর

অন্ততঃ ২১ বৎসর যোগ করাই মীমাংসা ; কিন্তু দুঃখের বিষয় উদ্ধৃতের প্রদত্ত তারিখগুলি হইতে তাহার কোন সঠিক সিদ্ধান্তের প্রত্যাশা নাই। এ কারণ অনেকের মতে ২৪৯-৫০ খৃষ্টাব্দে চেদিসংবতের আরম্ভ। অধ্যাপক কীলহোর্ণ সাহেব অনুমান করেন যে, চৈত্রাদি বিক্রম সংবৎ ৩০৫ আশ্বিন শুক্ল প্রতিপদ হইতে চেদিকালারম্ভ। কিন্তু মহারাষ্ট্র জ্যোতির্বিদ্ শঙ্কর বালকৃষ্ণদীক্ষিতের মতে, অমান্ত ভাদ্রপদের কৃষ্ণ প্রতিপদ্ হইতে কলচুরী কাল প্রচলিত হইয়াছে।

গুপ্তসংবৎ।

মগধের গুপ্তবংশীয় রাজগণের প্রবর্ত্তিতাব্দ। মহারাজ কুমারগুপ্তের ও বন্ধুবর্ম্মার মন্দশোরস্থ শিলালিপি প্রাপ্তির পূর্ব্বে গুপ্তরাজবংশের কালনির্ণয় লইয়া ভারতের ইতিহাসে একটা মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছিল এবং অনেক ঐতিহাসিকই সেই ভ্রমাত্মক পথে বিচরণ করিয়া ভারতেতিহাসের অনেক রাজবংশের রাজ্যকাল সম্বন্ধে বিভ্রাট উপস্থিত করিয়া গিয়াছেন।

শিলালিপি ও মুদ্রাই গুপ্তকালনির্ণয়ের প্রধান অবলম্বন। আমরা রৌপ্যমুদ্রা হইতে চন্দ্রগুপ্তের ৯৪ বা ৯৫ সংবৎ, কুমারগুপ্তের মুদ্রা হইতে ১২৯-১৩০ সংবৎ, স্কন্দগুপ্তের মুদ্রা হইতে ১৪৪, ১৪৫, ১৪৮, ১৪৭ বা ১৪৯ সংবৎ এবং বুধগুপ্তের মুদ্রা হইতে ১৭৫ ও ১৮০ সংবতের উল্লেখ পাই। কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রায়ও ২য় চন্দ্রগুপ্তের বিক্রম বা বিক্রমাদিত্য, কুমারগুপ্তের মহেন্দ্র বা মহেন্দ্রাদিত্য এবং স্কন্দগুপ্তের ক্রমাদিত্য নামও পাওয়া যায়।

প্রথমে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অল্‌বিরুণীর কালনির্ণয় হইতে স্ব স্ব যুক্তি ও মীমাংসারূপ গুপ্তকাল নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন ; তদনুসারে মিঃ টমাস শকাব্দের সহিত গুপ্তকাল সমকালবর্ত্তী অর্থাৎ ৭৭-৭৮ খৃষ্টাব্দ, তৎপরে জেনারল কনিংহাম ১৬৬-৬৭ খৃঃ, ড্রাইভ বেলী ১৯০-৯১ খৃঃ এবং মিঃ ফার্গুসন ৩১৮-১৯ খৃষ্টাব্দেই গুপ্ত কালারম্ভ স্বীকার করিয়া যান। অল্‌বেরুণীর মতে প্রাচীন গুপ্তবংশের রাজ্য বিলুপ্ত হইবার পরই গুপ্তরাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিষ্ঠা স্মরণ রাখিতেই গুপ্তাব্দের প্রচলন হয়। গুপ্ত ও বলভী রাজবংশীয়গণের শিলালিপিসমূহের বিশেষতঃ মন্দশোর লিপি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে প্রাচীন গুপ্ত রাজ্য ১০১৯ খৃষ্টাব্দে বিলুপ্ত হয় নাই বরং উক্ত অব্দের বহু পরেও গুপ্তরাজবংশের রাজ্য চলিয়াছিল। [গুপ্ত রাজবংশ দেখ] তদনুসারে ২৪২ শকবর্ষে চৈত্র শুক্ল প্রতিপদ হইতে গুপ্তকাল আরম্ভ।

বলভী সংবৎ।

আবু রিহান্ (অল্ বেরুণী) লিখিয়াছেন যে 'গুপ্তবংশের পতনের সহিত বলভী সংবৎ আরম্ভ। এই অব্দ শকাব্দের ২৪১ বর্ষ পরবর্ত্তী।'

আবুরিহানের বর্ণনানুসারে গুপ্তকাল ও বলভীকাল একই সময়ে পড়ে। তিনি যে গুপ্তবংশের পতনের পর বলভীকাল আরম্ভ লিখিয়াছেন সেটী তাঁহার ভুল। গুপ্ত ও বলভীরাজবংশের অভ্যুদয় একই সময়ে এবং একই সময়ে উভয় বর্ষারম্ভ। ২৪১ শকাব্দে বা ৩১৯ খৃষ্টাব্দে কাঠিবাড় প্রদেশে বলভী হইতে এই বর্ষ প্রবর্ত্তিত হয়। তাম্রপটাদিতে ৮২ হইতে ৯৪৫ পর্য্যন্ত এই অব্দের অঙ্ক পাওয়া গিয়াছে, ইহাতে স্বীকার করিতে হয় যে খৃষ্টীয় ৪র্থ হইতে খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দ পর্য্যন্ত এই অব্দ প্রচলিত ছিল। এখনও সৌরাষ্ট্রে কোথাও কোথাও এই অব্দ প্রচলিত আছে। এই বর্ষ কার্ত্তিক হইতে আরম্ভ, কিন্তু পূর্ণিমান্ত ও অমান্ত এই দুই প্রকার মাসগণনাই দেখা যায়।

শ্রীহর্ষ সংবৎ।

আবুরিহান্ কাশ্মীরী পঞ্জিকার প্রমাণে লিখিয়াছেন, বিক্রমাব্দের ৬৬৪ বর্ষ পরে শ্রীহর্ষকাল আরম্ভ হইয়াছিল। মথুরা ও কান্যকুব্জ অঞ্চলে এই অব্দ প্রচলিত ছিল। স্থাণ্বীশ্বরের বর্দ্ধনবংশীয় সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধন ৬৬৪ বিক্রমাব্দে (৬০৬-৬০৭ খৃষ্টাব্দে) সিংহাসনারোহণ করেন। তাঁহার অভিষেক হইতে এই বর্ষ গণিত হইত। উত্তর ভারতের বহু শিলালিপি ও তাম্রশাসনে এই অব্দের অঙ্ক দৃষ্ট হয়।

নেবার সংবৎ।

নেপালে নেবার সংবৎ প্রচলিত। রাজা রাঘবদেব ৮৭০ খৃষ্টাব্দে এই অব্দ প্রবর্ত্তিত করেন। পণ্ডিত ভগবান্ লাল ইন্দ্রজী এই অব্দে উৎকীর্ণ বহু লিপি প্রকাশ করিয়াছেন। কার্ত্তিক মাস হইতে এই সম্বতের বর্ষারম্ভ হয়।

ভাটগ্রাম, কাটামুণ্ড ও পাটনে নেবারী রাজাদের মুদ্রায় নেবার সংবৎ ব্যবহৃত হইত। বিজয়ী গোর্খারাজ পৃথ্বী নারায়ণ শাহ ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে এই সংবৎ পরিত্যাগ করিয়া নেপালে শকসংবৎ প্রবর্ত্তিত করেন। এখনও নেপালের মুদ্রায় শকসংবৎ প্রচলিত রহিয়াছে।

চালুক্য বিক্রম সংবৎ।

চালুক্য শিলালিপিসমূহে সাধারণতঃ শক সংবৎ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ১০৭৬ খৃষ্টাব্দে চালুক্যরাজ বিক্রমাদিত্য ত্রিভুবনমল্ল এক নূতন সংবৎ প্রবর্ত্তন করেন। উহা চালুক্য বিক্রমবর্ষ নামে অভিহিত। উক্ত ভূপতির নিজ শিলালিপিতেই প্রকাশ যে তিনি প্রাচীন শকসম্বৎ পরিহার করিয়া নিজের নামে বিক্রম সংবৎ প্রবর্ত্তন করেন। তিনি ৯৯৮ শক হইতে ১০৪[illegible] শক পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। ৯৯৮ শক হইতে তাঁহার [illegible] প্রবর্ত্তিত হয়। তিনি অতীব ক্ষমতাশালী নৃপতি ছিলেন। [illegible] রাজ্যের পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য রাজাদের রাজ্যেও এই অব্দ [illegible] হইয়াছিল। কদম্বরাজ জৈকেশ দেবও এই সংবৎ স্বী[illegible]

সিংহ সংবৎ।

১১১৩ খৃষ্টাব্দ হইতে সিংহ সম্বৎ প্রচলিত হয়। ইহা শিব-সিংহ সংবৎ নামেও খ্যাত। গুজরাত হইতে জৈনব্রাহ্মণগণ বিতাড়িত হওয়ার সময় হইতে এই সংবৎ প্রবর্তিত হয়।

লক্ষ্মণসেন সংবৎ (লং সং)

মিথিলায় প্রবাদ আছে যে গৌড়াধিপ বল্লালসেন যুদ্ধযাত্রা উপলক্ষে যে সময় মিথিলায় উপস্থিত, সেই সময় তিনি রাজধানীতে লক্ষ্মণসেনের জন্ম সংবাদ পাইয়াছিলেন, পুত্রের জন্ম ও মিথিলা-জয় দুইটী চিরস্মরণীয় করিবার জন্য এখানে তিনি পুত্রের নামানুসারে লক্ষ্মণাব্দ বা লং সং প্রবর্তন করেন।* সেই পর্য্যন্ত অদ্যাপি মিথিলা ও ত্রিহুত অঞ্চলে লং সং প্রচলিত রহিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই অব্দটী গৌড়াধিপ কর্তৃক প্রবর্তিত হইলেও গৌড়বঙ্গে এই অব্দটী কোন কালে প্রচলিত ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। বোধগয়া হইতে খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর অক্ষরে এই অব্দাঙ্কিত একটী শিলালিপি বাহির হইয়াছে,—

"শ্রীমৎ লক্ষ্মণসেনদেবপাদানামতীত রাজ্যে সং ৭৪, বৈশাখ বদি ১২, গুরৌ" উক্ত পাঠানুসারে অনেকে মনে করেন যে লক্ষ্মণসেন দেবের রাজ্য অতীত হইলে পর এই অব্দ প্রচলিত হয়। তাহা হইলে এই অব্দটী গৌড়াধিপ বল্লালসেনপুত্র লক্ষ্মণসেন হইতে বিভিন্ন অপর কোন নৃপতির নামানুসারে প্রচলিত অব্দ বলিয়া সন্দেহ উপস্থিত হয়।

এই অব্দটীর আরম্ভকাল লইয়াও মতভেদ আছে। যথা—

১, কোলব্রুক্ সাহেব এই অব্দটী সম্বন্ধে সর্ব্ব প্রথম সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে ১৭ই ডিসেম্বর ৬৯২ লং সং চলিতেছিল।† এতদনুসারে এই অব্দের আরম্ভ কাল ১১০৪-৫ খৃষ্টাব্দ হইতেছে।

২, বুকানন সাহেব ১৮১০ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছেন যে তৎকালে লক্ষ্মণাব্দের ৭০৫।৭০৬ অব্দ চলিতেছে।‡ এ অবস্থায়ও ১১০৪। ১১০৫ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণাব্দের আরম্ভ হয়। আবার তিনি মিথিলার পঞ্জিকা দেখিয়া বলিয়াছেন যে ১১০৮ কি ১১০৯ খৃষ্টাব্দ মধ্যেও এই অব্দারম্ভ হইতে পারে। তাঁহার মতে পূর্ণিমান্ত শ্রাবণ কৃষ্ণ প্রতিপদ হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

৩, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও জেনারল কনিংহাম্ সাহেবের মতে ১১০৬-৭খৃঃ মধ্যে এই অব্দারম্ভ ও মাঘ কৃষ্ণ-প্রতিপদ হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

৪, অধ্যাপক কীলহোর্ণ ১১৯০ হইতে ১৫৫১ খৃষ্টাব্দ মধ্যে লিখিত এই অব্দাঙ্কিত নানা পুথি ও লেখ্যাদি আলোচনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে ১০৪০।৪১ শকে কার্ত্তিক মাস অমাবস্যা হইতে এই অব্দারম্ভ হইয়াছে।* আশ্চর্য্যের বিষয় যে আকবরনামায় আবুল্ ফজলও ১০৪০ শকে অর্থাৎ ১১১৮।১১১৯ খৃষ্টাব্দে এই অব্দারম্ভ বলিয়া নিজ মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা গৌড়ের সেনবংশের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, ১১১৮।১৯ খৃষ্টাব্দে বল্লালসেনের রাজ্যারম্ভ। এই বর্ষে তৎকর্তৃক মিথিলাবিজয় ও তথায় পুত্রের নামানুসারে অব্দ প্রচার কিছু বিচিত্র নহে। মিন্হাজ তাঁহার তবকাত্-ই-নাসিরিতে লিখিয়াছেন যে, লছমনিয়ার যখন ৮০ বর্ষ বয়স, সেই সময় (১১৯৮।৯৯ খৃষ্টাব্দে) বখ্তিয়ার নদীয়া-বিজয় করেন। মিন্হাজের প্রমাণেও ১১১৮।১৯ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণসেনের জন্ম পাইতেছি। এরূপ স্থলে ১১১৮।১৯ খৃষ্টাব্দেই লক্ষ্মণের জন্ম ও লক্ষ্মণাব্দের আরম্ভ কাল হইতেছে। এখন কথা হইতেছে যদি লক্ষ্মণসেনের জন্ম হইতে এই অব্দপ্রচার হইয়া থাকে, তাহা হইলে বোধগয়ার কএকটী শিলালিপিতে "লক্ষ্মণসেনদেবপাদানামতীতে রাজ্যে" অথবা "শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনস্যাতীতরাজ্যে" এই উক্তি কেন? সম্ভবতঃ দূরবর্ত্তী ভিন্ন দেশীয় লোক প্রকৃত অবস্থা না জানিয়া বিক্রম, শক প্রভৃতি প্রচলিত অব্দের ন্যায় এটীকেও অতীতাব্দ বলিয়া গণ্য করিয়া থাকিবেন।

রাজশক বা রাজ্যাভিষেকাব্দ।

মহারাষ্ট্র-রাজ্যপ্রতিষ্ঠাতা ছত্রপতি শিবাজীর রাজ্যাভিষেক হইতে এই সংবৎ প্রবর্তিত। ১৫৯৬ শকাব্দে আনন্দ সংবৎসরে জ্যৈষ্ঠ শুক্ল ত্রয়োদশী তিথি হইতে এই অব্দ আরব্ধ। দক্ষিণা-পথের অমান্ত চান্দ্রসৌর বর্ষের ন্যায় এই অব্দ গণিত হয়।

সন।

সন মুসলমানী শব্দ, বর্ষজ্ঞাপক। সন বলিলে মূলতঃ হিজরী সনই বুঝাইত। পৈগম্বর মহম্মদ ৫৪৪ শকে শ্রাবণ শুক্ল ১ শুক্রবার রাত্রিকালে (৬২২ খৃষ্টাব্দে ১৫ই জুলাই) মক্কা হইতে মেদিনায় পলায়ন করেন, সেই তারিখ হইতে হিজরী সন আরম্ভ। এই অব্দ চান্দ্রমানে গণিত হয়, সুতরাং ৩৫৪ কি ৩৫৫ দিবসে এক হিজরী বর্ষ। শুক্ল প্রতিপদ বা শুক্ল দ্বিতীয়া তিথিতে চন্দ্র দর্শন ধরিয়া মাসারম্ভ। ১লা চন্দ্র, ২রা চন্দ্র ইত্যাদিরূপ গণিত হয়। সুতরাং চন্দ্র ধরিয়া ২৯ দিন বা ৩০ দিনে এক হিজরী মাস। সূর্য্যাস্ত ও চন্দ্রোদয় ধরিয়া বার ও তারিখ ধরা হয়। যেমন আমাদের বৃহস্পতিবার রাত্রিকালে হিজরী শুক্রবার রাত্রি।

হিজরী সন—মুসলমান সংস্রব হইতেই ভারতে প্রচলিত। এই সন হইতেই আবার সুরসন বা শাহুর সন, বাঙ্গালা সন, আমলী

* লঘুভারত।
† Colebrookes Miscellaneous Essays, I. p. 472.
‡ Buchanan's Eastern India, III, 41 and 139.

* Indian Antiquary, XIX. p. 7 ff.

সন, ফসলী সন, ইলাহী সন ইত্যাদি বিভিন্ন সনের উৎপত্তি হইয়াছে।

সুরসন বা শাহুর সন—ইহা আরবী সন। ১৩৪৪ খৃষ্টাব্দে বা ৭৪৫ হিজরী সনে ইহার আরম্ভ। মহারাষ্ট্রপ্রভাবকালে মহারাষ্ট্রপতি শাহুর নামে সম্ভবতঃ ইহা 'শাহুর সন' বলিয়া সমস্ত মহারাষ্ট্র অধিকারে প্রচলিত হয়। বোম্বাই অঞ্চলে যে ফসলী সন প্রচলিত আছে, তাহা হইতে ইহা ৯ বর্ষ অন্তর। ইহা সৌর বর্ষ। সূর্য্যের মৃগশিরা নক্ষত্রে গমন হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

বাঙ্গালা সন—এখন ১৩২৯, অথচ হিজরী সন ১৩৪১।৪২ হইতেছে। মুসলমানী পঞ্জিকাকারের মতে হিজরী হইতে ১০ কম করিয়া ধরিয়া অকবর বাদশাহ এই বাঙ্গালা সন প্রচলিত করেন। কিন্তু এ কথা প্রকৃত বলিয়া মনে হয় না। অকবর ৯৬৩ বাঙ্গালা সনে বা ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন, কিন্তু আমরা ৯০৫ বাঙ্গালা সনের হস্তলিপি দেখিয়াছি। এরূপ স্থলে বাদশাহ অকবরের পূর্ব্ব হইতেই এই অব্দ প্রচলিত ছিল স্বীকার করিতে হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি হিজরী সন চান্দ্রবর্ষ, আর বাঙ্গালা সন সৌরবর্ষ, চান্দ্রবর্ষ সৌর বর্ষাপেক্ষা কোন বর্ষে ১০ দিন, কোন বর্ষে ১১ দিন কম হইয়া থাকে। বর্ত্তমান বর্ষে বাঙ্গালা সনে ও হিজরী সনে ১১ বর্ষ ৩ মাস ১০ দিনের কিছু বেশী প্রভেদ হইতেছে। সুতরাং হিজরী সনের কোন্ অব্দ হইতে বাঙ্গালা সন পৃথক্ হইয়া আসিয়াছে? প্রথমে দেখিতে হইবে প্রতি বর্ষে ১০ দিন হইলে কত বর্ষে ১১ বর্ষ ৩ মাস ১০ দিন হয়।

$\frac{১১×১২+৩×৩০+১০}{১০}$ = ৪০৬ বর্ষ পূর্ব্বে অর্থাৎ ৯৩৫ হিজরী সনে বাঙ্গালা সনে মিল হয়। এদিকে আবার দেখা যায় যে কোন কোন বর্ষে ১১ দিন কম। তাহা হইলে গড় পড়তা আরও ৩৬.৯ বর্ষ বাড়িয়া যায়, এরূপ স্থলে আরও পিছাইয়া গিয়া ৯০০ হিজরী সনে বাঙ্গালা সনের আরম্ভ ধরিতে হয়। এদিকে এদেশে প্রবাদও আছে, গৌড়াধিপ সুলতান আলাউদ্দীন্ হোসেন শাহ দেশীয় প্রচলিত সৌর মাসের সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য চান্দ্র হিজরী সনকে সৌর বাঙ্গালা সনে পরিণত করেন। ৯০০ হিজরী বা ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে সুলতান হোসেন শাহের রাজত্বারম্ভ এবং ঐ সময়ে বা কিছু পরে বাঙ্গালা সন আরম্ভ ধরা যায়।

বিলায়তী সন—বাঙ্গালা ও প্রধানতঃ উৎকলে এই সন প্রচলিত। ইহার বর্ষ সৌর, কিন্তু মাসগুলি চান্দ্র মাসে গণিত। কন্যাসংক্রান্তি দিবস হইতে বর্ষারম্ভ। সংক্রান্তির ২য় বা ৩য় দিবস হইতে বাঙ্গালা সনের মাসারম্ভ, কিন্তু সংক্রান্তি দিবস হইতেই বিলায়তী সনের মাসারম্ভ। বিলায়তী সনের সহিত ৫৯২।৯৩ যোগ করিলে খৃষ্টাব্দ হয়।

আমলী সন—এই সন উৎকলে প্রচলিত। তথায় একটী অদ্ভুত প্রবাদ আছে যে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার জন্মতিথি ভাদ্রপদ শুক্ল দ্বাদশী হইতে এই আমলী সন আরম্ভ। সংক্রান্তি দিবস হইতে ইহার মাসারম্ভ। ইহার মাসগুলি সৌর, কিন্তু বর্ষ চান্দ্রসৌর। তথায় বিলায়তী সন ও আমলী সনের বর্ষারম্ভে প্রভেদ নাই।

ফসলী সন—৯৬৩ হিজরী সন (১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে) অকবর সাম্রাজ্য লাভ করেন, তাঁহার অভিষেক দিবস হইতে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে এবং তৎপরে শাহজাহানের সময়ে ১০৪৬ হিজরী সনে (১৬৩৬ খৃষ্টাব্দে) দাক্ষিণাত্যে ফসলী সন আরম্ভ হয়। সাধারণ প্রজাবৃন্দ ফসল হইলে সৌরমাসে খাজনা দিত, হিজরীর চান্দ্রমাসে বড়ই গোলযোগ হইত। এ কারণ সকলের সুবিধার জন্য সৌর বর্ষ হিসাবে ফসলী সন প্রচলিত হইয়াছিল। ৯৬৩ হিজরী সনে উত্তর-ভারতে এবং ১০৪৬ হিজরী সনে দাক্ষিণাত্যে ফসলী সন প্রচলিত হয়, এ কারণ উত্তর-ভারত অপেক্ষা দক্ষিণ-ভারতের অঙ্ক বেশী হইয়া থাকে। মাদ্রাজ প্রদেশে আড়ী বা কর্ক মাসের ১লা হইতে ফসলী সন আরম্ভ গণিত হইত। কিন্তু ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ গবর্মেণ্ট কার্য্যের সুবিধার জন্য ১লা জুলাই হইতে বর্ষারম্ভ স্থির করিয়া দিয়াছেন। বোম্বাই প্রদেশে কোথাও কোথাও সূর্য্য যে দিবস মৃগনক্ষত্রে গমন করেন (অর্থাৎ ৫ই, ৬ই কি ৭ই জুন) সেই দিন হইতে ফসলী বর্ষারম্ভ। এই বর্ষটী সৌর, কিন্তু মাস গুলি মহরম ইত্যাদি চান্দ্রমান মাসেও ধরা হইয়া থাকে। হিন্দুস্থানের প্রায় সর্ব্বত্রই পূর্ণিমান্ত মাসে আশ্বিন কৃষ্ণ প্রতিপদ হইতে ফসলী বর্ষারম্ভ হয়।

বাঙ্গালার ফসলী সনে ৫৯৩।৯৪ বর্ষ, এবং দক্ষিণী ফসলী সনে ৫৯২।৯৩ বর্ষ যোগ করিলে খৃষ্টাব্দ পাওয়া যায়। উল্লিখিত বঙ্গাব্দ, বিলায়তী, আমলী ও ফসলী এই সকল সনের মূলই এক, কেবল আরম্ভ হইতে গণনার প্রভেদে ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

ইলাহী সন বা অকবরী সন—হিজরী সন ৯৬৩ রবি উস্সানী মাসে ২ শুক্রবার (১৫৫৬ খৃষ্টাব্দ ১৪ই ফেব্রুয়ারী) অকবর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার ৩০ অঙ্কে ৯৯২ হিজরী সনে (১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে) 'তারিখ-ইলাহী' বা সংবৎ প্রচলিত করেন। আবুল ফজল লিখিয়াছেন যে তৎকালে প্রচলিত নানা তারিখের গোল নিবারণের জন্য এই অব্দ প্রবর্ত্তিত হয়। এই সন সৌর (সায়ন) হিসাবে গণিত হইত। ইলাহী সনে ১৫৫৫।৫৬ যোগ করি খৃষ্টাব্দ হয়।

পরগণাতি সন—মুসলমান আমলে পূর্ব্ববঙ্গে এই সন ছিল। ঢাকা, নোয়াখালী ও ত্রিপুরা প্রভৃতি জেলা

ত্রিপুরা পত্রে এই সনের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাঙ্গালা সন হইতে এই সন ২ বর্ষ অধিক। এই সনের সহিত ৫৯০ যোগ করিলে খৃষ্টাব্দ হয়।

ত্রিপুরী সন বা ত্রিপুরাব্দ—পার্ব্বত্য স্বাধীন ত্রিপুরায় এই অব্দ প্রচলিত। ত্রিপুরায় প্রবাদ আছে যে জনৈক ত্রিপুরপতি দিগ্বিজয় উপলক্ষে গঙ্গার পশ্চিম তীরে আসিয়া জয়পতাকা উড়াইয়া একটী অব্দ প্রবর্ত্তিত করেন, তাহাই এখন ত্রিপুরী সন বা ত্রিপুরাব্দ নামে প্রচলিত হয়। ত্রিপুরাব্দে ও শকাব্দে ৫১২ বর্ষ এবং ত্রিপুরাব্দে ও খৃষ্টাব্দে ৫৯০ বর্ষ প্রভেদ। সুতরাং বাঙ্গালা সন হইতে ৩ বর্ষ বেশী অর্থাৎ বর্ত্তমান ১৩১৬ বাঙ্গালা সনে ১৩১৯ ত্রিপুরাব্দ চলিতেছে।

পরগণাতিসন ও ত্রিপুরীসন আলোচনা করিলে মনে হয় যে পরগণাতিসনই ত্রিপুরা-রাজবংশের চেষ্টায় ত্রিপুরাব্দে পরিণত হইয়াছে এবং এই উভয় অব্দই বাঙ্গালা সন প্রচলিত হইবার প্রায় শতাধিক বর্ষ পরে প্রচারিত হইয়া থাকিবে।

মগী সন—চট্টগ্রাম অঞ্চলে এই অব্দ প্রচলিত। বাঙ্গালা সন আরম্ভের ৬৫ বর্ষ পূর্ব্বে এই অব্দ আরম্ভ। ১৩১৬ বাঙ্গালা সনে ১২৭১।৭২ মগী পড়িয়াছে। এই অব্দের অপরাপর গণনা-প্রণালী সমস্তই বাঙ্গালা সনের অনুরূপ।

সংবৎসরকর (পুং) শিব।

সংবৎসরতম (ত্রি) সংবৎসরস্য পূরণঃ সংবৎসর-তমট্ (নিত্যং শতাদিমাসার্দ্ধমাসসংবৎসরাচ্চ। পা ৫।২।৫৭)। সংবৎসরের পূরক, যে সংবৎসরের পূরণ করে।

সংবৎসরদীপব্রত (ক্লী) দীপদানরূপ উৎসববিশেষ।

সংবৎসরপর্ব্বন (ক্লী) সম্বৎসরকৃত্য পর্ব্বসমূহ।

সংবৎসর-প্রবর্হ (পুং) সবাযজন যাগভেদ। (লাট্যা° ৪।৫।৩)

সংবৎসর-প্রবল্হ (পুং) ক্রতুবিশেষ। [প্রবল্হ দেখ]

সংবৎসরভ্রমিন্ (ত্রি) ১ বর্ষভ্রমণকারী (সূর্য্য)।

সংবৎসরভৃত (ত্রি) সম্বৎসরপালনকারী। (শতপথব্রা° ৯।৭।১।১৯)

সংবৎসরময় (ত্রি) সংবৎসরযুক্ত।

সংবৎসররয় (পুং) এক বৎসর ব্যাপিয়া যাহা হয়।

সংবৎসরসত্র (ক্লী) সোমযজ্ঞ।

সংবৎসরসদ্ (ত্রি) সংবৎসর বাসকারী। (শতপথব্রা° ১২।৩।৫।৩)

সংবৎসরসম্মিত (ত্রি) সংবৎসর পরিমিত।

সংবৎসরসহস্র (ক্লী) বর্ষসহস্র।

সংবৎসরাবর (ত্রি) ন্যূনকল্প একবৎসর। (কাত্যা° শ্রৌ° ১।৩৪।৫)

সংবৎসারক (ত্রি) সংবৎসরসম্বন্ধীয়, সাংবৎসরিক।

সংবৎসরীণ (ত্রি) সংবৎসরেণ নির্বৃত্তম্ সংবৎসর-খ, সংপরিপূর্ব্বাৎ (পা ৫।১।৯২)। সংবৎসর ব্যাপিয়া উৎপন্ন।

"সংবৎসরীণং পয় উস্রিয়ায়াস্তস্মাদিদ্বাতুধানো বৃশ্চতঃ।"

(ঋক্ ১০।৮৭।১৭)

'সংবৎসরীণং সংবৎসরেণ ক্বতং যৎ পয়োহস্তি' (সায়ণ)

সংবৎসরীয় (ত্রি) সংবৎসরোৎপন্ন। (পা ৫।১।৯২)

সংবৎসরোপাসিত (ত্রি) ১ সংবৎসরযুক্ত। ২ সংবৎসর ধরিয়া উপাসিত।

সংবদন (ক্লী) সম্-বদ ল্যুট্। ১ আলোচন। ২ বশীকরণ।

"এতজ্জানাম্যহং কর্ত্তুং ভর্ত্তুঃ সংবদনং মহৎ।"

(মহাভারত ৩।২৩২।৪৭)

৩ সংবাদ। ৪ কথন। ৫ সদৃশীকরণ। ৬ দৃষ্টি।

সংবদনা (স্ত্রী) ১ সংবদন। ২ বর্ণক্রিয়া, মহৌষধাদির শুদ্ধকরণ। কোন কোন গ্রন্থে 'সংচলন' এই পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

(অমরটীকায় ভরত)

সংবদিতব্য (ত্রি) ১ সংবদনের উপযুক্ত। ২ সম্যক্ প্রকারে কথিতব্য।

সংবনন (ক্লী) সম্-বন-ল্যুট্। ১ সংবদন। (অমরটীকায় রামাশ্রম)

"হৃদয়ানু প্রবেশো হি প্রোক্তঃ সংবননং মহৎ।"

(কথাসরিৎসা° ৫।১৬৯)

সংবন্দন (ক্লী) সম্যক্ প্রকারে বন্দন।

সংবর (ক্লী) সং-বৃ-অপ্ (গ্রহবৃদৃনিশ্চিগমশ্চ। পা ৩।৩।৫৮) ১ জল। ২ ধন। ৩ বৌদ্ধব্রতবিশেষ।

রত্নাকোষে সম্-অম=সম্বর, এইরূপ মকার-মধ্য পাঠও দৃষ্ট হয়।

(পুং) ৪ দৈত্যবিশেষ। [শম্বর দেখ] ৫ মৎস্যবিশেষ। ৬ হরিণবিশেষ। ৭ শৈলবিশেষ। ৮ বৌদ্ধবিশেষ। ৯ সেতু। ১১ সঞ্চয়।

রভস-কোষে এই তিনেও সম্বর ও শম্বর এই দ্বিবিধ পাঠ দেখা যায়।

সংবরণ (ক্লী) সম্-বৃ-ল্যুট্। ১ বরণ, ব্রতী করা। ২ বরমাল্য-দান। ৩ সংগোপন। ৪ আবরণ। ৫ নিবারণ। (পুং) ৬ অশ্বথগাছ, পশা গাছ। (বৈদ্যকনিঘ°)

সংবরণীয় (ত্রি) ১ সংবরণ করার উপযুক্ত, নিবারণের যোগ্য। ২ সঙ্গোপনীয়, সম্যক্ প্রকারে গোপন করার উপযুক্ত।

'সংবরণীয়ং সঙ্গোপনীয়মাত্মগতং কৃত্বা' (মনু ৩।১০২ মেধাতিথি)

সংবরিত (ত্রি) ১ গোপিত। ২ আচ্ছাদিত।

সংবর্গ (ত্রি) ১ সমভেদ। ২ একত্রীভূত, সমূহ।

সংবর্গজিৎ (পুং) লামকায়ন গোত্রসম্ভূত বৈদিক আচার্য্যভেদ।

সংবর্গম্ (অব্যয়) সম্যক্ প্রকারে বর্জ্জনকারী, যিনি সম্যক্ প্রকারে ত্যাগ করেন।

"সংবর্গং মঘবা সুবীং জয়ৎ" (ঋক্ ১০।৪৩।৫)

'সংবর্গং সম্যগ্ বৃক্তে বর্জ্জয়িতারং' (সায়ণ)

সংবর্গ্য (ত্রি) বর্গের দ্বারা গুণনের উপযুক্ত।

সংবর্জ্জন (ক্লী) সংগ্রহণ, সংগ্রহ। সম্যক্ প্রকারে গ্রহণ অথবা গ্রাস করা।

'সংবর্জ্জনাৎ সংগ্রহণাৎ সংগ্রসনাদ্বা সংবর্গঃ'

(ছান্দোগ্য উপ° শাঙ্করভাষ্য)

সংবর্ণন (ক্লী) ব্যাখ্যাকরণ।

সংবর্ত্ত (পুং) সং-বৃৎ-ঘঞ্। ১ প্রলয়। (ভাগবত ৮।১৫।২৬) ২ মুনিবিশেষ। ইনি একজন ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক, ইঁহার পিতার নাম অঙ্গিরস এবং ভ্রাতার নাম বৃহস্পতি। (মার্ক° পু° ১৩০।১১) ৩ কবকল বৃক্ষ। (মেদিনী) ৪ মেঘ।

"স্তনয়ে সুমহান্ শব্দঃ সংবর্ত্তানিলয়ো যথা।" (হরিবংশ ১২০।৯০)

৫ মেঘনায়কবিশেষ। আবর্ত্ত, সংবর্ত্ত, পুষ্কর ও দ্রোণ, এই চারিটী মেঘনায়কের মধ্যে সম্বর্ত্ত মেঘের অধিকারকালে বহু পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া থাকে।

"আবর্ত্তং বিদ্ধি সংবর্ত্তং পুষ্করং দ্রোণমুল্বণম্।

আবর্ত্তো নির্জ্জলো মেঘঃ সংবর্ত্তশ্চ বহূদকং।

পুষ্করো দুষ্করজলো দ্রোণঃ শস্যপ্রপূরকঃ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

সম্বর্ত্ত—এইরূপ মকারযুক্তপাঠও হইতে পারে।

৬ বিভীতক বৃক্ষ। (রাজনি°)

সংবর্ত্তক (পুং) সংবর্ত্তয়তীতি সং-বৃৎ-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ বলদেব। ২ বলদেবের লাঙ্গল। ৩ বড়বানল। (ভাগবত ১২।৪।৯) ৪ বিভীতক বৃক্ষ। (রাজনি°)

সংবর্ত্তকিন্ (পুং) সংবর্ত্তকমাস্ত্যস্যেতি ইনি। ১ বলদেব। (ত্রিকা°)

সংবর্ত্তগ (পুং) মনু সাবর্ণের পুত্রভেদ। (হরিবংশ)

সংবর্ত্তন (ক্লী) মহাশক্তিসম্পন্ন সুকাস্ত্রবিশেষ। (হরিবংশ)

সংবর্ত্তম্ (অব্য) সম্যক্ প্রকারে আবর্ত্তন।

সংবর্ত্তমরুত্তীয় (ত্রি) সম্বর্ত্ত ও মরুত্তসম্বন্ধীয়। (ভারত আদিপ°)

সংবর্ত্তি (স্ত্রী) সম্যক্প্রকারেণ বর্ত্ততে ইতি সম্-বৃৎ-ইন্ (কৃপিবিচ্ছীতি। উণ্ ৪।১১৮) সংবর্ত্তিকা। (অমরটীকায় ভরত) [সংবর্ত্তিকা দেখ]

সংবর্ত্তিকা (স্ত্রী) ১ পদ্মের কেশর সমীপস্থ দল। ২ পদ্মাদির অটিকাকার নূতন পত্র, অর্থাৎ যে কোন বৃক্ষলতাদির কচিপাত। (হেমচন্দ্র) ৩ পত্র মাত্র। (মধু)

'সম্যক্ বর্ত্ততে বর্ত্ততে ইতি সংবর্ত্তিকা শব্দঃ। সংবর্ত্তয়তি বেষ্টয়তি ইতি বা নাম্নীতি ই প্রত্যয়ে সংবর্ত্তিরপি। সংবর্ত্তির্ব-পত্রিকেতি গোপালিতঃ। পাদ্মোপাদীতি ঙীপি সংবর্ত্তী চ অতঃ স্বার্থে কে সংবর্ত্তিকা। সামান্য-নূতনপত্রেহপি সংবর্ত্তিকেতি হড্ড চন্দ্রঃ। মূলমাত্রে চ সংবর্ত্তিকেতি মধুঃ। দুর্ব্বাণাং সমকোচন্ত-ক্রমণতাস্তন্তোমসংবর্ত্তিকেতি সুভাষিঃ। (অমরটীকায় ভরত)

৪ দীপাদির দশা, বর্ত্তি।

সংবর্দ্ধক (ত্রি) সংবর্দ্ধয়তীতি সম্-বৃধ-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ সংবর্দ্ধনকারী। (হেম) ২ দীপন।

সংবর্দ্ধন (ক্লী) সম্ বৃধ-ল্যুট্। ১ সম্যক্ বৃদ্ধি। ২ সন্দীপন।

"ধর্ম্মসংবর্দ্ধনার্থায় প্রবক্ষ্যেহ্ণকবৃত্তিম্" (মহাভারত ১৩।৩৩।১০১)

৩ প্রীণন।

"নিত্যঞ্চ প্রিয়বাক্যেন তথা সংবর্দ্ধনেন চ।" (রামায়ণ ২।১১১।১০)

৪ সম্বাদন।

সংবর্দ্ধনীয় (ত্রি) ১ সম্যক্ প্রকার বৃদ্ধি করিবার উপযুক্ত। ২ প্রতিপালনীয়, পরিরক্ষণীয়।

'কৃত্বা অবশ্যসংবর্দ্ধনীয়াঃ বৃদ্ধমাতাপিত্রাদয়ঃ' (মনু ৩।৭২ কুল্লূক)

সংবর্দ্ধিত (ত্রি) সম্-বৃধ-ণিচ্-ক্ত। ১ সম্যক্ প্রকারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত। ২ বৃদ্ধি প্রাপিত, বাড়ান।

"উবাচ ধাত্রী প্রণম প্রজাভিঃ

সংবর্দ্ধিতোরঃস্থলতারকাঃ॥" (রঘু ৫সর্গ)

সংবর্ম্মিত (ত্রি) বর্ম্মাচ্ছাদিত, সাঁজোয়া পরা।

সংবর্ষণ (ক্লী) বৃথানুমান। মিথ্যা অনুমান।

সংবল [শম্বল দেখ]

সংবলন (ক্লী) ১ সম্মিলন। ২ সম্যক্ গঠন।

সংবলিত (ত্রি) সম্ বল-ক্ত। ১ মিশ্রিত, একত্রীকৃত।

"ততঃ সংবলিতঃ সর্ব্বো বিত্তবদ্ভিঃ সচেতসাম্।"

(সাহিত্যদ° ৩প°)

২ চলিত। ৩ যোজিত। ৪ চূর্ণিত। ৫ বেষ্টিত।

সংবসথ (পুং) সংবসন্ত্যত্রেতি সম্-বস্-অথ (উপসর্গে বসেঃ। উণ্ ৩।১১৬) গ্রাম, পল্লী, বাসস্থান। (অমর)

সংবসন (ত্রি) বাস করার উপযুক্ত, যেখানে বাস করা যাইতে পারে।

"বিপশ্যাবঃ পরস্পরঃ সংবসনেষ্বক্রতুঃ" (ঋক্ ২।১৬।১৭)

'সংবসনেষু সংবাসযোগ্যেষু বাসগৃহেষু প্রাক্রিয়ুঃ' (সায়ণ)

সংবসু (ত্রি) সম্যক্ প্রকারে বাসকারী।

"অগ্নির্বেষু সংবসুঃ" (ঋক্ ৮।৩২।১৭)

'বেদেষু মধ্যে অগ্নিঃ সংবসুঃ সংবসতি' (সায়ণ)

সংবহ (পুং ; সংবহতীতি সম্-বহ-অচ্। ১ বায়ুবিশেষ, যে বায়ু মেঘ সমুদায়কে পৃথক্ রূপে সঞ্চালন ও আকাশমার্গে প্রাণিগণের বিমান বহন করে।

"চতুর্থঃ সংবহো নাম বায়ুঃ স গিরিমর্দ্দনঃ।

যেন বেগবতা রুগ্না রুক্ষেণারুজতা নগান্॥

সংবিধ্ (স্ত্রী) সংবিধা, সেবার সামগ্রী, উপচারদ্রব্য।
"বাল্মীকির্ভগবান্ কর্ত্তা প্রাপ্তোঽথযজ্ঞসংবিধম্" (রামায়ণ)

সংবিধা (স্ত্রী) ১ সেবার সামগ্রী, সেবার উপকরণ। ২ রচনা, সজ্জা, উপচার। ৩ আয়োজন। ৪ ঘটনা। ৫ বৈচিত্র, বিচিত্রতা।

সংবিধাতৃ (ত্রি) সং-বি-ধা-তৃচ্। সংবিধানকারী।

সংবিধাতব্য (ত্রি) সংবিধানযোগ্য।

সংবিধান (স্ত্রী) সংবিধা শব্দার্থ।

সংবিধানক (স্ত্রী) অলৌকিক ঘটনা। যাহা সাধারণতঃ ঘটে না।

সংবিধানবৎ (ত্রি) সংবিধানযুক্ত, উপচারবিশিষ্ট।

সংবিধি (পুং) সংবিধা শব্দার্থ।
'মধ্যাহ্নাবিভূতান্নিবৈধানাং সমাগ্বিধয়ো রচনাঃ সংবিধয়ঃ।'
(ভারত ৫ পর্ব্ব নীলকণ্ঠ)

সংবিধেয় (ত্রি) সংবিধাতব্য, সংবিধানের যোগ্য।
"সংবিধেয়ং হিতং মম" (হরিবংশ)

সংবিস্ময় (ত্রি) বিস্ময়, জানবার। (নৃসিংহতাপনীয়)

সংবিভক্ত (ত্রি) সম্-বি-ভজ-ক্ত। সম্যক্ প্রকারে বিভাগীকৃত, পৃথক্কৃত।

সংবিভক্তৃ (ত্রি) বিভাগকর্ত্তা, যিনি বিশেষরূপে ভাগ করেন।

সংবিভজনীয় (ত্রি) সম্যক্ প্রকারে বিভক্তব্য, উত্তমরূপে ভাগ করিয়া দেওয়ার উপযুক্ত, যাহা রীতিমত ভাগ করিয়া দেওয়া উচিত।
"রাজা চ অপৃথগ্জিতং সহজিতং সর্ব্বযোধেভ্যো যথাপৌরুষং সংবিভজনীয়ম্" (মনু ৭।৯৭ কুল্লূক)

সংবিভজ্য (ত্রি) সংবিভজনীয়।

সংবিভাগ (পুং) সম্যক্ প্রকারে ভাগ, অংশ দিয়া।
"সংবিভাগশ্চ ভূতেভ্যঃ কর্ত্তব্যোঽনুপরোধতঃ" (মনু ৪।৩২)
'সংবিভাগশ্চ অল্পেনাপি ধনেন সন্নিধানেৎবাহ্যাপযোগিন্য বৃক্ষাদীনামপি জনসেকাদ্যর্থো ধনসংবিভাগঃ কর্ত্তব্যঃ' (মেধাতিথি)

সংবিভাগিতা (স্ত্রী) সংবিভাগকারিতা, সংবিভাগকারীর ভাব।

সংবিভাগিত্ব (স্ত্রী) সংবিভাগিতা।

সংবিভাগিন্ (ত্রি) প্রবিভাগকারী, যিনি সম্যক্ প্রকারে বিভাগ করেন।

সংবিভাজ্য (ত্রি) সম্যক্ প্রকারে বিভাগ করার যোগ্য।

সংবিভাব্য (ত্রি) সংচিন্ত্য, সম্যক্ প্রকারে ভাবনার পাত্র।
(ভাগবত ৩।১৩।৮)

সংবিমর্দ্দ (পুং) সম্যক্ প্রকারে বিমর্দ্দন।

সংবিবর্দ্ধয়িষু (ত্রি) সম্-বি-বৃধ-ণিচ্-সন্-উ। সম্যক্ প্রকারে বর্দ্ধন করিতে ইচ্ছুক।

সংবিবাদিন্ (ত্রি) সং-বি-বদ-ণিনি। সম্যক্ বিবাদযুক্ত। পরস্পর বিরুদ্ধমতবিশিষ্ট।

সংবিষা (স্ত্রী) অতিবিষা, আতইচ্। (শব্দচন্দ্রিকা)

সংবিষ্ট (ত্রি) সম্-বিশ-ক্ত। ১ শয়িত, নিদ্রিত, সুপ্ত। ২ নির্বিষ্ট। সং-বিষ্-ক্ত। ৩ পরিচ্ছদবিশিষ্ট।

সংবিহার (পুং) সম্যক্ প্রকারে বিহার।

সংবীক্ষণ (স্ত্রী) সম্-বি-ঈক্ষ-ল্যুট্। ১ অন্বেষণ। ২ অপহৃত বস্তুর জন্য তাৎপর্য্যের সহিত অন্বেষণ। ৩ সম্যক্ তাৎপর্য্যের সহিত বিবিধপ্রকারে পরিদর্শন (ভরত)

সংবীত (ত্রি) সম্-ব্যে-ক্ত। ১ রুদ্ধ। ২ আবৃত।
"নিযতা প্রযতো বাচং সংবীতাঙ্গোঽবগুণ্ঠিতঃ" (মনু ৪।৪৯)
৩ সংমিলিত, সঙ্গত। ৪ একত্রীকৃত।
(পুং) ৫ শ্বেতকিণিহী। (বৈদ্যকনিঘ')

সংবুবূর্ষু (ত্রি) সম্-বৃ-সন্-উ। সংবরণ করিতে ইচ্ছুক।
"সংবুবূর্ষুঃ যথাকৃতমাত্মানং বিবরিতুং ক্রতুম্।" (ভট্টি ৯।২৩)

সংবৃক্তধৃষ্ণু (ত্রি) ধর্ষণশীল অর্থাৎ শত্রুগণদিগের ছিন্ন বিচ্ছিন্নকারী।
"সংবৃক্তধৃষ্ণুমুক্থ্যম্" (ঋক্ ৯।৪৮।২)
'হে সোম সংবৃক্তধৃষ্ণুং সংবৃক্তাঃ সংছিন্না বৃক্ণো ধর্ষণশীলাঃ শত্রবো যেনাসৌ সংবৃক্তধৃষ্ণুঃ' (সায়ণ)

সংবৃজ্ (ত্রি) স্বীকর্ত্তা, স্বীকারকারী।
"দ্বিষঃ সংবৃক্" (শুক্লযজুঃ ৩৮।২৮)
'হে দ্বিষঃ সংবৃক্ কায়েঃ স্বীকর্ত্তঃ' (মহীধর)

সংবৃৎ (ত্রি) আচ্ছাদিত। (তৈত্তিরীয়সং ৪।৪।১।৩)

সংবৃত (ত্রি) সম্-বৃ-ক্ত। ১ আবৃত, আচ্ছাদিত। ২ গুপ্ত, গোপিত। ৩ একান্তে স্থিত, লুক্কায়িত।
(পুং) ৪ জলবেতস। (বৈদ্যক নিঘ')

সংবৃতকোষ্ঠ (ত্রি) বদ্ধকোষ্ঠ। (চরক সিদ্ধি)

সংবৃতমন্ত্র (ত্রি) গুপ্তমন্ত্র, গুপ্তমন্ত্র।

সংবৃতি (স্ত্রী) ১ গোপন। ২ আবরণ, আচ্ছাদন।

সংবৃত্ত (পুং) সম্-বৃৎ-ক্ত। ১ বরুণ। ২ সম্পাদিত, নিষ্পন্ন। ৩ জাত। ৪ গোপিত।

সংবৃত্তি (স্ত্রী) সম্-বৃৎ-ক্তিন্। ১ সম্যক্ প্রকারে প্রবর্ত্তন।
"কৃতসংবৃত্ত্যুপচারসংক্রিয়ঃ" (কথাসরিৎসা' ৫৩।৪১)
২ আবরণ। ৩ গোপন, লুকায়ন। ৪ নিষ্পত্তি, সিদ্ধি। ৫ দেবীবিশেষ।
"সংবৃত্তিরাশা নিয়তিঃ ধৃতির্দ্দেবী রতিস্তথা।
একাশ্চান্যাশ্চ বৈ দেব্য উপতস্থুঃ প্রজাপতিম্।"
(মহাভারত)

সংশংসন (ক্লী) সম্যক্ প্রকারে উল্লেখ করা।

"প্রাগব্যাগীতারসংশংসনাদ্‌ধ্বস্তোহধিকারঃ" (পা ৩।২।১০৩)

২ স্তুতি করা, প্রশংসা করা।

সংশংস্য (ত্রি) ১ সম্যক্ উল্লেখনীয়। ২ স্তুতিবাদযুক্ত।

(ভারত বনপর্ব)

সংশম (পুং) চিত্তশান্তি। প্রবৃত্তিনিরোধ। (শতপথব্রা° ৩।৪।৩।১২)

সংশমন (ক্লী) সম্যক্ শমবতীতি সম্-শম-ল্যুট্। ১ আকাশভূপ-ভূমিষ্টদ্রব্য। ২ পঞ্চকর্মদ্বারা দুষ্ট দোষের নির্হরণ এবং অদুষ্ট-দোষের অনুদীরণপূর্ব্বক শান্তিকরণ।

"নাশোধয়তি যদ্দোষান্ সমান্নোদীরয়ত্যপি।

সমীকরোতি চ ক্রুদ্ধান্ তৎসংশমনমুচ্যতে ॥" (ভবনাচার্য্য)

নিম্নে যথাক্রমে বাত, পিত্ত ও কফপ্রশমক কতকগুলি সংশমন দ্রব্যের উল্লেখ করা যাইতেছে ; যথা—

বাতসংশমনদ্রব্য—দেবদারু, কুড়, হরিদ্রা, বরুণছক্, মেষ-শৃঙ্গী, বলা, অতিবলা, অর্জ্জুনমুষ্কক, আলকুশী, সহচরী, শ্বেতপাটলা, শর, কাটা, গণিয়ারী, ।

গোলক, এরণ্ড, পাষাণভেদ, অলর্ক, অর্ক, শতমূলী, পুনর্ণবা, বকফুল, সূর্য্যাবর্ত্ত, ধুস্তুর, বামনহাটী, বনকাপাস, বৃশ্চিকালী, বকমকাঠ, যবব, যব, কোল, ও কুলথ প্রভৃতি এবং বিদারীগন্ধাদিগণ ও উভয় পঞ্চমূল।

পিত্তসংশমন—রক্ত চন্দন, বকম, বালা, বেণারমূল, মঞ্জিষ্ঠা, ক্ষীরকাকোলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, গোলক, শৈবাল, কহ্লার, কুমুদ, নীলোৎপল, কদলী, দূর্ব্বা ও মূর্ব্বা প্রভৃতি এবং কাকোল্যাদি, সারিবাদি, অঞ্জনাদি, উৎপলাদি, ন্যগ্রোধাদি ও তৃণপঞ্চমূল।

শ্লেষ্মসংশমন—কালেয়ক, অগুরু, তিলপর্ণী, কুড়, হরিদ্রা, কর্পূর, গুলঞ্চ, সরলা, রাস্না, কাঁটাকরঞ্জ, ডহরকরঞ্জ, ইঙ্গুদী, জাতী, হিঙ্গু, বিষলাঙ্গলী, হস্তিকর্ণ, মুঞ্জ, পীলুমূল প্রভৃতি এবং বল্লীপঞ্চমূল, কণ্টকপঞ্চমূল, পিপ্পল্যাদি, বৃহত্যাদি, মুষ্ককাদি, বচাদি, সুরসাদি ও আরগ্বধাদিগণ।

সংশমনীয় (ত্রি) সংশমনের যোগ্য।

সংশয় (পুং) সম্-শী-অচ্। সন্দেহ।

"স সংশয়ো যতির্যা স্যাদেকত্রাভাবভাবয়োঃ।

সাধারণাদিধর্ম্মজ জ্ঞানং সংশয়কারণম্ ॥" (ভাষাপরিচ্ছেদ ১২৯)

'একধর্ম্মিকবিরুদ্ধভাবাভাবপ্রকারকং জ্ঞানং সংশয় ইত্যর্থঃ। সাধারণেতি উভয়সাধারণো যো ধর্ম্মস্তজ্জ্ঞানং সংশয়কারণম্। যথা উচ্চৈস্তরত্বং স্থাণুপুরুষসাধারণং জ্ঞাত্বা অয়ং স্থাণুর্ন বা ইতি।" (মুক্তাবলী)

একই ধর্ম্মবিশিষ্ট পদার্থে একই সময়ে প্রতিপরীত ভাব ও অভাব এই উভয় প্রকারের জ্ঞান উপস্থিত হইলে তাহাকে সংশয় বলে। দুই সন্নিহিত পদার্থদ্বয়ের মধ্যে যেটী উভয়ের সাধারণ ধর্ম্ম, আপাততঃ তাহার উপলব্ধিই সংশয়ের কারণ। যেমন, 'অয়ং স্থাণুর্বা পুরুষো বা' এটী শাখাপত্রবিচ্ছিন্ন তরু না একটী পুরুষ ; যে সময়ে এই উভয়ের কোন একটীর বিশেষ ধর্ম্ম অবগত না হইয়া কেবলমাত্র উহাদের সাধারণ ধর্ম উচ্চতার উপলব্ধি হয়, তখনই পুত্তলিকার ন্যায় স্থিরভাবে দণ্ডায়মান পুরুষকে স্থাণু বা শাখাপত্রবিহীন বৃক্ষ এবং তাদৃশ বৃক্ষকে পুরুষ বলিয়া সংশয় হয়।

আয়ুর্ব্বেদমতে বিসদৃশ হেতুদ্বয়ের দর্শন ও সন্দিগ্ধার্থের অনিশ্চয় এই উভয় প্রকার জ্ঞানকে সংশয় বলে। ক্রমশঃ উদাহরণ যথা—

উভয়হেতুদর্শন—পাণি ও পাদের অভ্যন্তরস্থ তলহৃদয় নামক মর্ম্ম আহত হইলে উহা প্রাণ নাশক হয়, কিন্তু সমস্ত পাণি ও পদের ছেদন প্রাণনাশক নহে। (সুশ্রুত উ° ৬১অঃ)

সন্দিগ্ধার্থানিশ্চয়—অকাল মৃত্যু আছে, কি না ? এই সন্দিগ্ধার্থের নিশ্চয় হয় না, কেন না কেহ কেহ অকাল মৃত্যু আছে বলিয়া স্বীকার করেন, কেহ কেহ নাই বলেন ; এ কারণ উহা চিরকালই সংশয় মধ্যে পরিগণিত। (চরক বিমান ৮অঃ)

সংশয়চ্ছেদ (পুং) সন্দেহনাশ, সংশয় দূরীকরণ।

সংশয়শমহেতু (পুং) সংশয়চ্ছেদনহেতু।

সংশয়সম (পুং) মিথ্যা তর্ক। কুতর্ক। যুক্তিহীন তর্ক।

সংশয়স্থ (ত্রি) সন্দেহযুক্ত, সংশয়াপন্ন।

সংশয়াক্ষেপ (পুং) অলঙ্কার বিশেষ। সংশয়স্থলে যদি কোন কারণ সন্দর্শনে পুনর্ব্বার তাহার অপলাপ হয়, তাহা হইলে তথায় সংশয়াক্ষেপ অলঙ্কার হইয়া থাকে। যেমন, এখানে কি শরৎকালীন মেঘ না হংসমালা ? আপাততঃ উভয়েরই সমান শুভ্রতায় এরূপ সন্দেহ হওয়ার পর, যখন ঐ হংসগণের নূপুর শিঞ্জনবৎ ধ্বনি শ্রুত হওয়া গেল, তখন স্থিরীকৃত হইল যে ইহা মেঘ নহে, হংসই বটে, অতএব এখানে হংসকণ্ঠশ্রবণে মেঘের আশঙ্কা দূরীকৃত হওয়ায় সংশয়াক্ষেপ অলঙ্কার হইল।

"কিময়ং শরদম্ভোদঃ কিং বা হংসকদম্বকম্।

রুতং নূপুরসংবাদি শ্রূয়তে তন্ন তোয়দঃ ॥

ইত্যয়ং সংশয়াক্ষেপঃ সংশয়ো যন্নিবর্ত্ত্যতে।

ধর্ম্মেণ হংসমুলভেনাস্পৃষ্টঘনজাতিনা ॥"(কাব্যাদর্শ ২।১৬৩-৬৪)

সংশয়াত্মক (ত্রি) সন্দেহজনক, সন্দেহের কারণ, যাহাতে সন্দেহ জন্মাইতে পারে।

সংশয়াত্মন্ (ত্রি) সন্দেহকারক, যাহার মন নিয়ত সংশয়পূর্ণ হয়।

সংশয়ান (ত্রি) সংশয়যুক্ত, সন্দেহপরায়ণ।

থাকায় সন্নিকৃষ্ট পদার্থ দ্বারা পরমাণু সকল সংসক্ত অর্থাৎ মিলিত হয়, তাহাকে সংসক্তি কহে। (Chemical attraction or affinity)

সংসক্তি, রাসায়নিক পরমাণুনিচয়ের আণবিক আকর্ষণবিশেষ। যে শক্তিপ্রভাবে সন্নিকৃষ্ট ভিন্ন ভিন্ন প্রকার অণু সকল পরস্পরে আকৃষ্ট হইয়া সম্মিলিত বা সংযুক্ত হয়, তাহার নাম সংসক্তি। পক্ষান্তরে একদ্রব্যের অণুনিচয়ের পরস্পর একত্র আকর্ষণরূপ শক্তিপ্রভাবের নাম সংহতি। বিভিন্ন জাতীয় দ্রব্য পরস্পরের সন্নিকৃষ্টতানিবন্ধন পরস্পরে এরূপভাবে সংসক্ত হয় যে তাহা সহজে বিচ্ছিন্ন হয় না। এই সংযোগের একমাত্র কারণ ঐ সংসক্তি শক্তি। কি কঠিন, কি তরল, কি বায়বীয়, সকল অবস্থাতেই অন্য প্রকার অণুসকল সংসক্তিপ্রভাবে পরস্পরে মিলিত হইয়া থাকে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে কতকগুলি বিভিন্ন পদার্থের পারমাণবিক সংসক্তির পরিচয় দেওয়া হইল;—দুই খানি পরিষ্কার মসৃণ কাচ অথবা সীসকের পাত পরস্পরে একত্র করিয়া চাপ দিলে এরূপ মিলিত হইয়া যায়, যে তাহাদের পুনরায় পৃথক্ করিতে বলের প্রয়োজন হয়। ঐরূপ সীসকের পাতের সহিত টিনের ও রৌপ্যের পাতের সহিত তাম্রপাতের সংসক্তি দেখা যায়। ছুরি দ্বারা এক খণ্ড রবার কাটিয়া অবিলম্বে তাহার কর্ত্তিত মুখ দুইটাই যথাযথ চাপিয়া ধরিলে পরস্পরের সংসক্তি স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। এক জাতীয় দ্রব্যের সহিত অন্য জাতীয় দ্রব্যের সংসক্তি না থাকিলে আমরা কখন পেন্সিল দিয়া কাগজে অথবা খড়ি দিয়া কাষ্ঠফলকে লিখিতে সমর্থ হইতাম না।

কঠিন দ্রব্যের সহিত তরল দ্রব্যেরও সংসক্তি প্রত্যক্ষসিদ্ধ। একটী অঙ্গুলী জলে মগ্ন করিয়া তুলিয়া লইলে উহা জলসিক্ত হয় এবং অঙ্গুলীর অগ্রভাগেও এক-বিন্দু জল থাকে। অঙ্গুলীর সহিত জলের সংসক্তিই উহার একমাত্র কারণ।

জলের সহিত সংসক্তি থাকাতেই বস্ত্র, কাষ্ঠ বা কাচ প্রভৃতি দ্রব্যকে জলসিক্ত হইতে দেখা যায়। কিন্তু যাহার সহিত জলের সংসক্তি নাই, তাহা কখন আর্দ্র হয় না। আবার দেখা যায় যে, জলের ন্যায় তরল হইলেও পারদের সহিত তাদৃশ সংসক্তি না থাকায় তদ্দ্বারা অঙ্গুল্যাদি আর্দ্র হয় না। ফলতঃ সংসক্তি না থাকিলে কঠিন বস্তু সকল তরল বস্তুর সংস্পর্শে আর্দ্রতা প্রাপ্ত হয় না। চিনি ও লবণের সহিত জলের সংসক্তি অধিক, এই জন্য জলসংস্পর্শমাত্রেই দ্রব হয়। কর্পূরের সহিত জলের সংসক্তি নাই এই কারণে কর্পূর জলে দ্রব হয় না। পরন্তু [illegible] সহিত কর্পূরের পরমাণুর সংসক্তি দৃষ্ট হয়, [illegible] সহজে দ্রব হইয়া যায়।

সংসঙ্গ (পুং) সং-সন্জ-ঘঞ্। সম্যক্ মিলন। একত্র গ্রহণ। (লাট্যায়ন ৭।২।৫)

সংসঙ্গিন্ (ত্রি) সং-সন্জ-ইনি। মিলনকারী, সঙ্গকারী।

সংসৎ [দ্] (স্ত্রী) সংসীদন্ত্যস্যামিতি সং-সদ্-ক্বিপ্। সভা।

"ততস্তুং সংসদি রাজিবৃন্দ
প্রোতর্দ্দিবেভ্যো নৃপতিঃ সমগ্র॥" (রঘু ১৬।২৪)

সংসমক (ত্রি) সমানগমন। (অথর্ব্ব ৬।৭১।১)

সংসরণ (ক্লী) সম্-সৃ-ল্যুট্। ১ প্রাণি-জন্ম। ২ অবাধ সৈন্যগমন। ৩ ঘণ্টাপথ। প্রধান পথ, বড় রাস্তা। (অমর) ৪ রণারম্ভ। (মেদিনী) ৫ গমন। ৬ সংসার।

"পুংসো ভবেদ্ যর্হি সংসরণাপবর্গ-
স্তুহ্যচ্যুতাত সৎসমাগমো মতিঃ স্যাৎ॥" (ভাগ° ১০।৭০।২৮)

সংসর্গ (পুং) সং-সৃজ্-ঘঞ্। সঙ্গ, সংসর্গ। ন্যায়দর্শন মতে সমবায়াদি সম্বন্ধকে সংসর্গ কহে। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, দুষ্টের সহিত সংসর্গ করিতে নাই, দুষ্টের সংসর্গে পাতিত্য জন্মে। একটী ন্যায় আছে যে, প্রায়ই সহচর সকল সমান গুণবিশিষ্ট হয়। "প্রায়েণ সমানগুণাঃ সহচরা ভবন্তি" (ন্যায়) সুতরাং দুষ্টের সংসর্গে থাকিলে দুষ্ট হইতে হয়। এইজন্য শাস্ত্রকারগণ দুষ্টের সংসর্গ ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। শাস্ত্রে আরও বর্ণিত দেখা যায়, পতিত ও অযাজ্যাদির সহিত যদি অজ্ঞান বশতঃ এক বৎসর সংসর্গ করা হয়, তাহা হইলে তাহার পাতিত্য জন্মে এবং জ্ঞানপূর্ব্বক সংসর্গ করিলে ৬ মাসে পতিত হইতে হয়। সংসর্গ নিম্নোক্ত প্রকারেও হইয়া থাকে। যথা—পতিত ব্যক্তির যাজন, তাহাকে অধ্যাপন, তাহার সহিত যৌন-সম্বন্ধ, এক শয্যাসন এবং একত্র ভোজন ইত্যাদি রূপে সংসর্গ হইলে পতিত হইতে হয়।

"অজ্ঞানতো বৎসরেণ পাতক্যং—
সংবৎসরেণ পততি পতিতেন সহাচরন্।
যাজনাধ্যাপনাদ্ যৌনাদেকশয্যাসনাশনাৎ॥
ইতি বাহীকবচনাৎ জ্ঞানতো বৎসরার্দ্ধেনেতি।"
(প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

মহাপাতকীর সহিত সংসর্গ করিলেও মানবকে মহাপাতকী হইতে হয়।

"ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ।
মহান্তি পাতকান্যাহুঃ সংসর্গশ্চাপি তৈঃ সহ॥
প্রায়শ্চিত্তমপি মনুনা দর্শিতং—
এষাং পাপকৃতামুক্তা চতুর্ণামপি নিষ্কৃতিঃ।
পতিতৈঃ সংপ্রযুক্তানামিমাঃ শৃণুত নিষ্কৃতীঃ॥
যো যেন পতিতেনৈষাং সংসর্গং যাতি মানবঃ।
স তস্যৈব ব্রতং কুর্য্যাৎ তৎসংসর্গবিশুদ্ধয়ে॥

হয়, তত দিন সংসার অবশ্যম্ভাবী। জ্ঞান দ্বারাই এই মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্তি হয়, সুতরাং যত দিন জ্ঞান না হয়, ততদিন সংসার নিবৃত্তি হয় না, সংসারই দুঃখের কারণ, যতদিন সংসরণ অর্থাৎ যাতায়াত বা জন্ম-মৃত্যু থাকে, ততদিন দুঃখের হাত হইতে এড়াইবার যো নাই। এইজন্য যতদিন সংসার থাকে, ততদিন দুঃখ থাকে, সংসার নিবৃত্তি হইলে দুঃখেরও নিবৃত্তি হয়। সংসারের মূলই অজ্ঞান। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারাই অজ্ঞান তিরোহিত হয়, অজ্ঞান অপগত হইলে অজ্ঞানমূল যে সংসার তাহারও অপগম হয়।

"অশ্বাদিমায়য়ৈব বিশ্বমেতৎ প্রবিলীয়তে।
অনাদীমায়য়া বদ্ধঃ করোতি বিবিধাস্তনূঃ॥
ন চাপ্যয়ং সংসরতি ন চ সংসারয়েৎ প্রভুঃ।
নায়ং পৃথ্বী ন সলিলং ন তেজঃ পবনো ন খং॥
ন প্রাণো ন মনোঽব্যক্তং ন শব্দঃ স্পর্শ এব চ।
ন রূপরসগন্ধাশ্চ নাহং কর্ত্তা ন বাগপি॥
ন পাণিপাদৌ নো পায়ুর্ন-চোপস্থো দ্বিজোত্তমাঃ
ন কর্ত্তা ন চ ভোক্তা বা ন চ প্রকৃতিপুরুষৌ॥
ন মায়া নৈব চ প্রাণশ্চৈতন্যং পরমার্থতঃ।
অহং কর্ত্তা সুখী দুঃখী কৃশঃ স্থূলেতি যা মতিঃ॥
সা চাহঙ্কারকর্তৃত্বাদারোপ্যতে জনৈঃ।
বদন্তি বেদবিদ্বাংসঃ সাক্ষিণং প্রকৃতেঃ পরম্॥
ভোক্তারমক্ষরং শুদ্ধং সর্ব্বত্র সমবস্থিতং।
তস্মাদজ্ঞানমূলোঽয়ং সংসারঃ সর্ব্বদেহিনাং॥"
(কূর্ম্মপু° ঈশ্বরগীতা ২ অ°)

ব্রহ্ম হইতে এই বিশ্বের উৎপত্তি এবং ব্রহ্মেই বিশ্বের লয় হইয়া থাকে। আমায়ী পুরুষ মায়া দ্বারা বদ্ধ হইয়া বিবিধ প্রকার শরীর উৎপাদন করেন। যথার্থ ইহার কোন সংসার অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু নাই, পৃথিবী, জল, তেজ, প্রাণ, মন প্রভৃতি কিছুই নাই, অতএব দেহীদিগের এই সংসার অজ্ঞানমূলক, বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ ইহাকে প্রকৃতির পর এবং সাক্ষীস্বরূপ বলিয়া থাকেন।

পর্য্যায়—দুঃখলোক, ভব, কষ্টকারক। (ত্রিকা°)

২ মর্ত্ত্যলোক। জগৎ। ৩ পরিবার।

সংসারগমন (ক্লী) জন্মান্তর পরিগ্রহ। আত্মার দেহান্তরাবগমন।

সংসারগুরু (পুং) সংসারস্য গুরুঃ। ১ কামদেব। (ত্রিকা°) ২ জগদ্গুরু।

সংসার-ধারা, যুক্তপ্রদেশের দেরাদুন জেলার অন্তর্গত একটী পার্ব্বত্য জলধারা। অক্ষা° ৩০° ২১´ উঃ এবং ৭৮° ৬´ পূঃ। উক্ত জলধারা পর্ব্বতগাত্র ভেদ করিয়া জল-প্রপাতাকারে নিম্নে নিপতিত হইয়াছে। উহার পার্শ্বে একটী সুবৃহৎ গহ্বর আছে। ঐ গহ্বরের অভ্যন্তর ভাগ স্বভাবজাত চুণা পাথরের স্তম্ভাবলীর (Stalactites) দ্বারা পরিশোভিত। ঐ স্তম্ভগুলি স্বতঃই গহ্বরের ছাদ তল হইতে ঝুরির ন্যায় নামিয়া নিম্নে প্রস্তরতলে আসিয়া সংলগ্ন হইতেছে। কতকগুলি এখনও অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে। দেখিলেই বোধ হয়, এই স্থান কোন দেবতার নিভৃত নিকুঞ্জরূপে শিল্পকর্ম্মী কর্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল, কাল বশে তাহা ক্রমশঃই লয় প্রাপ্ত হইতেছে।

স্থানীয় লোকে ঐ স্থানকে দেবাদিদেব মহাদেবের পবিত্র বিহারভূমি জ্ঞান করে। বর্ত্তমানে উহা হিন্দুদিগের একটী পুণ্য তীর্থ বলিয়া গণ্য। বহুসংখ্যক তীর্থযাত্রী ঐ স্থলে আসিয়া মহাদেবের পূজা দিয়া থাকে। মসৌরী-শৈলাবাস হইতে এই স্থান ১২ মাইল দূরে অবস্থিত।

সংসারণ (ক্লী) অগ্রগমন। (কাত্যা° শ্রৌ° ১।৬।৩৭)

সংসারতরণী (স্ত্রী) ভবনৌকা।

সংসারমণ্ডল (ক্লী) ভূ-মণ্ডল, জগন্মণ্ডল।

সংসারমার্গ (পুং) সংসারস্য মার্গঃ। যোনি। যোনিদ্বার দিয়া জীবের উৎপত্তি হয়, এই জন্য উহা সংসারের পথ বলিয়া বিবৃত। (ত্রিকা°)

সংসারমোক্ষণ (ক্লী) সংসারস্য মোক্ষণং। ১ ভবমোচন, ভববন্ধনমুক্তি, জন্মমৃত্যুর হাত হইতে মুক্তিলাভ, মোক্ষ-প্রাপ্তি। যে সকল মানব অমৎসরচিত্তে জিতেন্দ্রিয় হইয়া ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করেন, তাঁহাদেরই সংসারমোক্ষণ হয়।

"যে মানবা বিগতরাগপরাবরজ্ঞা
নারায়ণং সুরগুরুং সততং স্মরন্তি।
তে ধৌতপাণ্ডরপটা ইব রাজহংসাঃ
সংসারসাগরজলস্য তরন্তি পারং॥" (বামনপু° ৯ অ°)

(ত্রি) সংসারস্য মোক্ষণং যস্মাৎ। ২ সংসার-বারক, যাহা হইতে সংসারের মোক্ষণ বা যাঁহার কৃপায় ভববন্ধন মোচন হয়।

সংসারবৎ (ত্রি) সংসার অস্ত্যর্থে মতুপ্, মস্য ব। সংসার বিশিষ্ট, সংসারী।

সংসারসাগর (পুং) সংসাররূপ সমুদ্র। সংসারমহোদধি।

সংসারসারথি (পুং) জন্ম হইতে মুক্তকারী। সংসারের নায়ক, সংসাররূপ তরণীর কর্ণধার বা রথের চালক। ২ শিব

সংসারাবর্ত্ত (পুং) জলাবর্ত্তের ন্যায় সংসারচক্রে জীব পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করে, এই জন্য সংসার আবর্ত্তরূপে উক্ত হইয়া থাকে।

সংসারিত্ব (ক্লী) সংসারিণো ভাবঃ ত্ব। সংসারীর ভাব বা সংসার। শরীরিত্ব।

সংসারিন্ (পুং) সংসারোঽস্ত্যস্যেতি ইনি। সং

শরীরী। "সংসারিপ্যমিতি সংসারিবৎ শরীরিবৎ"
(বৌধায়নিকার পাদাধরী)

সংসিচ্ (ত্রি) সেচনকারী, সিঞ্চন। (অথর্ব ১১।৮।১৩)

সংসিদ্ধ (ত্রি) সং-সিধ-ক্ত। ১ স্বভাবসিদ্ধ। ২ সু-নিষ্পন্ন, সুসম্পাদিত।

সংসিদ্ধি (স্ত্রী) সং-সিধ-ক্তিন্। ১ প্রকৃতি, স্বভাব। (অমর) ২ সম্যক্ সিদ্ধি। ৩ মহোগ্রা। (মেদিনী)
৪ পরমাসিদ্ধি। ৫ মোক্ষ।
"মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥" (গীতা ৮।১৫)
৬ ফল।
"অতঃ পুংভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ।
স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্॥" (ভাগবত ১।২।১৩)

সংসী, রাজপুতনা ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশের পাদের অন্তর্বর্তী-বাসী নিম্ন শ্রেণীর জাতিবিশেষ। আচার-ব্যবহারে ইহারা উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু হইতে অনেক নিকৃষ্ট। চৌর ও দস্যুবৃত্তিই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। অর্থ-লালসায় ইহারা নরহত্যা করিতেও কাতর হয় না। এই কারণে ইংরাজরাজের শাসন-বিবরণীতে ইহারা "ক্রিমিনাল ট্রাইব" বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

সংসী (সঙ্গী), বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কোল্হাপুর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। পালসথে নগরের (১৬° ৩৪´ উঃ এবং ৭৩° ৫৩´ পূঃ) এক মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে শেষশায়ী নারায়ণের একটী মন্দির বিদ্যমান আছে।

সংসুতসোম (পুং) সংসব। (লাট্যা° ১।১১।১০)

সংসুদ্ (ত্রি) সুষ্ঠু দানকারী। "অয় সংসুদে মধুমান্ ভবে ভব" (ঋক্ ৮।১৭।৬) 'সংসুদে সম্যক্ সুষ্ঠু দাত্রে' (সায়ণ)

সংসূচক (ত্রি) সূচনাকারী, নির্দ্দেশক। (মার্কণ্ড° পু° ৫০।৩৪)

সংসূচন (ক্লী) সম্যগ্‌ভাবে দর্শান। প্রকাশকরণ। কথন জ্ঞাপন।

সংসূচিত (ত্রি) অভিহিত, জ্ঞাপিত, নির্দ্দেশিত।

সংসূচ্য (ত্রি) সূচনাযোগ্য।

সংসৃপ (পুং) পশ্বাদির সুখস্থিত অনুভাগ। (তৈত্তিরীয়স° ৫।৭।১১।১)

সংসৃজ্ (স্ত্রী) মিশ্রণ। সংসর্গ।
"মহাধনস্য পুরুহূত সংসৃজি।" (ঋক ১০।৯৪।৬) 'মহাধনস্য। সংগ্রামনামৈতৎ। সংগ্রামস্য সংসৃজি সর্গে।' (সায়ণ)

সংসৃতি (স্ত্রী) সং-সৃ-ক্তিন্। সংসার। (শব্দরত্না°)
"অপারঃ সংসৃতিং ঘোরাং যদ্যান্বিষশোৎসুখম্।
ততঃ সদ্যো বিমুচ্যেত যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্॥" (ভাগ° ১।১।১৪)
২ প্রবাহ। (ত্রিকা°)

[illegible] (স্ত্রী) দেবগণ। অগ্নি, সরস্বতী, সবিতা, পূষা, বৃহস্পতি, ইন্দ্র, সোম, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতা। রাজসূয়যজ্ঞের দশপেয়যাগে এই দেবগণের একত্র আবাহন বিধান আছে। "তৎ-সংসৃষ্টিহবির্দশমসর্পৎ; তৎসংসৃপাং সংসৃপ্ত্বম্।" (শতপথব্রা° ৫।৪।৫।৩)

সংসৃপাংহবিস্ (ক্লী) সংসৃপাদেবগণের প্রীত্যর্থে প্রদত্ত হবিঃ।
(কাত্যায়নশ্রৌ° ১৫।৮।১)

সংসৃপেষ্টি (স্ত্রী) দশপেয়যাগে অগ্ন্যাদিদেবতাগণের উদ্দেশক উৎসর্গাদি যজ্ঞক্রিয়া।

সংসৃষ্ট (ত্রি) সং-সৃজ-ক্ত। সংসর্গযুক্ত, সংসর্গবিশিষ্ট, মিলিত।
"বিভক্তো যঃ পুনঃ পিত্রা ভ্রাত্রা চৈকত্র সংস্থিতঃ।
পিতৃব্যেণাথবা প্রীত্যা স তু সংসৃষ্ট উচ্যতে॥" (দায়তত্ত্ব)
বিভাগের পর পুনর্ব্বার পরস্পর প্রীতিপূর্ব্বক পিতৃ, ভ্রাতৃ ও পিতৃব্য ভ্রাতৃপুত্রাদির সহিত যে একত্রাবস্থান, তাহাকে সংসৃষ্ট কহে। প্রীতিপূর্ব্বক মিলিত পরিবারই সংসৃষ্ট পদবাচ্য।

সংসৃষ্টজিৎ (ত্রি) সংসৃষ্টং জয়তি জি-কিপ্। সম্মিলিত ব্যক্তি-দিগকে জয়কারী, যাহারা যুদ্ধার্থ একত্র মিলিত হইয়াছে, তাহাদিগকে সংসৃষ্ট কহে, ইহাদিগের জেতা।
"সংসৃষ্টজিৎ সোমপা" (ঋক্ ১০।১০৩।৩)
'সংসৃষ্টজিৎ যে পরস্পরৈকমত্যেন যুদ্ধায় সংসৃষ্টা ভবন্তি তেষাং জেতা' (সায়ণ)

সংসৃষ্টত্ব (ক্লী) সংসৃষ্টস্য ভাবঃ ত্ব। সংসৃষ্টের ভাব বা ধর্ম।

সংসৃষ্টি (স্ত্রী) সং-সৃজ-ক্তিন্। ১ সংসর্গ, মিলন, সহবাস। ২ অলঙ্কারের একত্র মিলন, একটী শ্লোকে দুই বা তিনটী অলঙ্কার থাকিলে সংসৃষ্টি হয়। অলঙ্কারশাস্ত্রে সঙ্কর ও সংসৃষ্টি পৃথক্ রূপে অভিহিত হইয়াছে। যে স্থলে উপমাদি অলঙ্কারসমূহের প্রত্যেক অলঙ্কারের প্রাধান্য থাকে, তথায় সংসৃষ্টি হয়।
"মিথোঽনপেক্ষয়ৈতেষাং স্থিতিঃ সংসৃষ্টিরুচ্যতে।"
(সাহিত্যদ° ১০।৭৫৬)
'পরস্পর অনপেক্ষরূপে অলঙ্কারসমূহের যে একত্র স্থিতি তাহার নাম সংসৃষ্টি, যেকোন অলঙ্কার কোন অলঙ্কারের অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ং প্রধানরূপে থাকে, তথায় সংসৃষ্টি হয়। পরস্পরের অপেক্ষা থাকিলে সঙ্কর হয়।'
উদাহরণ—
"দেবঃ পায়াদপায়ান্নঃ স্মেরেন্দীবরলোচনঃ
সংসারধ্বান্তবিধ্বংসহংসঃ কংসনিসূদনঃ॥"
(সাহিত্যদ° ১০।৭৫৬ টীকা°)
এই স্থলে 'পায়াদপায়াৎ' যমক অলঙ্কার এবং 'সংসার-ধ্বান্তবিধ্বংসহংস' অনুপ্রাস অলঙ্কার হইয়াছে; অতএব এই শ্লোকে যমক ও অনুপ্রাস এই দুই অলঙ্কার কাহারও কোন অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ংই প্রধানরূপে হইয়াছে, সুতরাং এস্থলে

গুরুগৃহে বেদাভ্যাস সমাপন করিয়া সমাবর্ত্তনের পর বিবাহ করিতে হয়. এই দশবিধ সংস্কার দ্বারা বীজগর্ভ জন্ম দোষের প্রশমন হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের এই দশবিধ সংস্কার হইবে, স্ত্রী ও শূদ্রের উপনয়ন ভিন্ন সকল সংস্কারই হইয়া থাকে। [তত্তৎ শব্দ দ্রষ্টব্য]

পুরাণ মতে দেবগৃহ প্রতিষ্ঠা করিলে যে ফল লাভ হয়, দেবগৃহ সংস্কার করিলে তাহা হইতে অধিক ৮ গুণ ফললাভ হইয়া থাকে, সুতরাং স্বীয় বা পরকীয় দেবগৃহ হইলেও বিত্তানুসারে জীর্ণসংস্কার করিবে. ইহাই শাস্ত্রের বিধান।

"অথ তে জীর্ণসংস্কারবিধিঃ পুণ্যো মহামুনে।
দেবতাদিষু কর্ত্তব্যো মহাভোগফলেপ্সুভিঃ॥
মূলাদষ্টগুণং পুণ্যং জীর্ণসংস্কারতো ভবেৎ।" (দেবীপুরাণ)

৩ নির্ম্মলীকরণ। ৪ ভূষিতকরণ। ৫ জীর্ণোদ্ধার, দোষমুক্ত। ৬ ব্যাকরণাদি-শুদ্ধি. ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি, যেমন অমুকের সংস্কার আছে। ৭ প্রাক্তকরণ। ৮ উদ্দীপ্তকরণ। ৯ মার্জ্জন। ১০ মন্ত্রাদি দ্বারা শোধন। ১১ প্রোক্ষণ। ১২ ধারণা, বিশ্বাস।

সংস্কারক (ত্রি) সং-কৃ-ণিচ্-ণ্বুল্। সংস্কারকারী, যিনি সংস্কার করেন।

সংস্কারজ (ত্রি) সংস্কারেণ জাতঃ জন-ড। সংস্কার দ্বারা জাত, সংস্কার দ্বারা নিষ্পন্ন।

সংস্কারনামন্ (স্ত্রী) নামকর্ম্ম।

সংস্কারময় (ত্রি) ১ সংস্কারবিশিষ্ট। ২ সংস্কৃত। (মনু ১০।৭৫)

সংস্কারবৎ (ত্রি) সংস্কার অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। সংস্কারবিশিষ্ট, সংস্কারযুক্ত।

সংস্কারবর্জ্জিত (পুং) সংস্কারেণ বর্জ্জিতঃ। উপনয়ন সংস্কারহীন, সংস্কারের মধ্যে উপনয়ন সংস্কারই প্রধান, এই জন্য সংস্কারহীন বলিলে উপনয়নসংস্কার রহিত বুঝায়, ব্রাত্য।

(ত্রি) ২ দশবিধ সংস্কারহীন, যাহাদের দশবিধ সংস্কার হয় নাই।

সংস্কারাদিমৎ (ত্রি) সংস্কারাদিবিশিষ্ট, সংস্কার প্রভৃতি যুক্ত।

সংস্কারহীন (পুং) সংস্কারেণ হীনঃ। সংস্কাররহিত, ব্রাত্য, যাহাদের উপনয়ন সংস্কার না হইয়াছে। উপনয়ন সংস্কারের কাল অতীত হইয়া নিম্নোক্ত সময় গত হইলে তাহাকে সংস্কারহীন বলা যায়। ব্রাহ্মণের ১৬ বৎসর, ক্ষত্রিয়ের ২২ বৎসর এবং বৈশ্যের ২৪ বৎসর, অতীত হইলে তৎপরে ১৫ বৎসর সাবিত্রী-পতিত থাকিলে তাহাকেই সংস্কারহীন হয়। ঐ কাল অতীত হইলে ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তবে তাহার সংস্কারকার্য্য হইবে।

"সংস্কারহীনস্তৎকালমাহ যমঃ
পতিতা যস্য সাবিত্রী দশবর্ষাণি পঞ্চ চ।
ব্রাহ্মণস্য বিশেষেণ তথা রাজন্যবৈশ্যয়োঃ।
প্রায়শ্চিত্তং ভবেদেষাং প্রোবাচ বদতাং বরঃ॥ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—
ষোড়শাব্দা হি বিপ্রস্য রাজন্যস্য দ্বিবিংশতিঃ।
বিংশতিঃ সচতুর্থী চ বৈশ্যস্য পরিকীর্ত্তিতা।
সাবিত্রীনাতিবর্ত্তেত অত ঊর্দ্ধং নিবর্ত্ততে॥" (মলমাসতত্ত্ব)
[ব্রাত্য শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ]

সংস্কার্য্য (ত্রি) সং-কৃ-ণ্যৎ। সংস্কারার্হ, সংস্কারের উপযুক্ত। ২ ভূষণার্হ, অলঙ্করণের উপযুক্ত।

সংস্কৃত (স্ত্রী) সং-কৃ-ক্ত। লক্ষণোপেত। (মেদিনী) অর্থাৎ পাণিন্যাদি কৃত ব্যাকরণসূত্র দ্বারা উপেত সাধু শব্দ, ব্যাকরণ লক্ষণাধীন সাধনযুক্ত শব্দ, যে সকল শব্দাদি ব্যাকরণ সূত্রাদির দ্বারা সাধুরূপে নিষ্পন্ন, তাহাকে সংস্কৃত কহে। পবিত্রভাষা, দেববাণী। [সংস্কৃত ভাষা দেখ]

(ত্রি) ২ কৃত্রিম, কর্ম্ম দ্বারা নির্ব্বৃত্ত। যথা "স্বক্রিয়ো ঘটাদি" (ভরত) ঘটাদি ক্রিয়া দ্বারা নির্ব্বৃত্ত। ৩ পক্ব। ৪ দ্রব্যে গুণাস্তরাধান, স্বাভাবিক গুণান্তরাধান। (অমরটীকায় স্বামী) ৫ শস্ত। ৬ ভূষিত। (মেদিনী) ৭ শোধিত। (জটাধর) ৮ মন্ত্রপূত। ৯ বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত। ১০ পরিষ্কৃত, নির্ম্মলীকৃত।

সংস্কৃতত্র (স্ত্রী) বিশসনাদি সংস্কার।

"সংস্কৃতত্রমুপবধি ত্বা অভি" (ঋক্ ৭।১০৪।৩)

'সংস্কৃতত্রং বিশসনাদি সংস্কারং' (সায়ণ)

সংস্কৃতভাষা, ভারতে প্রচলিত একটী সর্ব্ব প্রাচীন ভাষা। আমরা ঋক্‌সংহিতায় প্রাচীনতম সংস্কৃত ভাষার নিদর্শন পাই।

"সংস্কৃত" শব্দের প্রয়োগ হইতেই স্বতঃই মনে হয় যে, এদেশে বহু প্রাচীন সময়ে এক প্রকার ভাষা প্রচলিত ছিল। সেই ভাষার সংস্কার সাধন করিয়া সংস্কৃতভাষা গঠিত হয়। যে নিয়মাবলী দ্বারা সেই আদিম প্রাকৃত ভাষার সংস্কার হয়, সেই সমস্ত নিয়মাবলী শব্দানুশাসন বা ব্যাকরণ নামে অভিহিত। সুপ্রাচীন বৈদিকযুগে আর্য্যগণ ম্লেচ্ছভাষার সংমিশ্রণ হইতে স্ব স্ব ভাষা বিশুদ্ধভাবে সংরক্ষিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। সেই চেষ্টার ফলে বর্ত্তমান সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তি হইয়াছিল। মহাভাষ্যকার লিখিয়াছেন—

"তেঽসুরা হেলয়ো হেলয় ইতি কুর্ব্বন্তঃ পরাবভূবুস্তস্মাদ্ ব্রাহ্মণেন ন ম্লেচ্ছিতবৈ নাপভাষিতবৈ ম্লেচ্ছো হ বা এষ যদপশব্দঃ। ম্লেচ্ছা মা ভূমেত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্।

যস্তু প্রযুঙ্‌ক্তে কুশলো বিশেষে
শব্দান্ যথাবদ্‌ব্যবহারকালে
সোঽনন্তমাপ্নোতি জয়ং পরত্র
বাগ্‌যোগবিদ্ দুষ্যতি চাপশব্দৈঃ।

যোহি শব্দান্ জানাতি অপশব্দানপ্যসৌ জানাতি। যথৈব হি শব্দজ্ঞানে ধর্ম্ম এবমপশব্দজ্ঞানেঽপ্যধর্ম্মঃ অথবা ভূয়ানধর্ম্মঃ প্রাপ্নোতি ভূয়াংসোঽপশব্দা অল্পীয়াংসঃ শব্দাঃ। একৈকস্য শব্দস্য বহবোঽপভ্রংশাঃ, তদ্ যথা—গৌরিত্যস্য শব্দস্য গাবীগোণী, গোতা গোপোতলিকেত্যেবমাদয়ো বহবোঽপভ্রংশাঃ। * * "প্রয়াজাঃ সবিভক্তিকাঃ কার্য্যাঃ।" ন চান্তরেণ ব্যাকরণং প্রয়াজাঃ সবিভক্তিকাঃ শক্যাঃ কর্ত্তুম্। "যো বা ইমাং পদশঃ স্বরশোঽক্ষরশো বাচং বিদধাতি স আর্ত্বিজীনো ভবতি।"

এতদ্দ্বারা স্পষ্টতঃই সপ্রমাণ হইতেছে যে, অপশব্দ পরিহার ও বিভক্তি প্রভৃতির প্রয়োজন দ্বারা বৈদিক কার্য্যবিশুদ্ধির জন্য আর্য্যগণ ব্যাকরণ গঠন করিয়া ভাষাকে সংস্কৃত করিয়া লইয়া ছিলেন। সেই পরিশোধিত ভাষা "সংস্কৃত ভাষা" নামে খ্যাত।

ঋঙ্মন্ত্র প্রকাশের পূর্ব্বে সংস্কৃত ভাষা কি প্রকার ছিল এবং প্রাকৃতই বা কি প্রকার ছিল, তাহার কোনও নিদর্শন নাই। ঋক্ মন্ত্রের প্রকাশকাল হইতে বৈদিক সংস্কৃতের নিদর্শন পাওয়া যায়, কিন্তু তৎসময়ে প্রাকৃত ভাষা কিরূপ ছিল তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় না।

অতঃপর বৈদিক যুগের তিরোধানের পরে, লৌকিক সংস্কৃত ভাষার প্রচলনারম্ভ হয়। বৈদিক যুগে অবশ্য এই সুপ্রাচীন ভাষা 'সংস্কৃত' নামে প্রচলিত ছিল না। মহাভারতে সংস্কৃত ভাষাই 'ব্রাহ্মী বাক্' বা 'ব্রাহ্মী ভাষা' নামে পরিচিত হইয়াছে। যথা—"ব্রাহ্মং রূপমথো কে ব্রাহ্মীং বাচং বিভর্ষি চ।"(১।৮১।১৩) বাল্মীকির রামায়ণে "সংস্কৃতং বদন্" ইত্যাদি উক্তি হইতে আমরা প্রথম সংস্কৃতভাষার প্রয়োগ এবং বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃতের পার্থক্য উপলব্ধি করি। পাণিনির বহু পূর্ব্বে লৌকিক সংস্কৃত ভাষার বহুল ব্যাকরণ গ্রথিত হয়। সেই সকল ব্যাকরণের পরিচয় ব্যাকরণ শব্দে বিবৃত হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষার প্রকৃতি ব্যাকরণ বা শব্দানুশাসনশাস্ত্রে আলোচিত হইয়াছে। ব্যাকরণের আলোচনা ভিন্ন সংস্কৃত ভাষার গঠনপ্রণালী জানা যাইতে পারে না। বাহুল্যবোধে এস্থলে তাহার কোনও উল্লেখ করা হইল না। [ব্যাকরণ দেখ।]

আমরা সংস্কৃত ভাষার লিখিত গ্রন্থাদির পর্য্যালোচনা দ্বারা দুই প্রকার সংস্কৃত দেখিতে পাই—বৈদিক ও লৌকিক। ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্বসংহিতা, ব্রাহ্মণ-গ্রন্থ ও উপনিষদসমূহ বৈদিক সংস্কৃত ভাষায় গ্রথিত। পরবর্ত্তীকালের সূত্রগ্রন্থ, সংহিতা গ্রন্থ, ইতিহাস, পুরাণ ও কাব্যাদিগ্রন্থ লৌকিক সংস্কৃতভাষায় বিরচিত। বৈদিক সংস্কৃতভাষা ব্যাকরণের নিয়মাধীন হইলেও তাদৃশ বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। পরবর্ত্তী সময়ে ব্যাকরণ যেরূপ পূর্ণাঙ্গ হইয়া পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল এবং লৌকিক সাহিত্যে ব্যাকরণের নিয়মবন্ধন যেমন সুদৃঢ়ভাবে প্রতিভাত হইয়াছিল, বৈদিক ভাষা ব্যাকরণের নিয়মে তাদৃশ আবদ্ধ নহে। লৌকিক সংস্কৃত ভাষার উন্নতির সঙ্গে প্রাচীন বৈদিক শব্দেও বিভক্তিসমূহের বিস্তর পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। লৌকিক সংস্কৃতে বহু বৈদিক পদ একবারে অব্যবহৃত ও পরিত্যক্ত হয় এবং বিভক্তিরও যথেষ্ট রূপান্তর ঘটে। শব্দগুলির মধ্যে অনেকগুলি শব্দ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইতে থাকে; এই পরিবর্ত্তনের ফলে বৈদিক সংস্কৃত ভাষার এবং লৌকিক সংস্কৃত ভাষার এমন বিশাল পরিবর্ত্তন ঘটে, যে লৌকিক সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করিলেও বৈদিক সংস্কৃতভাষা এক প্রকার অবোধ্য হইয়া পড়ে। লৌকিক সংস্কৃত ভাষাবিদ্‌গণ কিছুতেই বৈদিক সংস্কৃত ভাষার অর্থ বুঝিতে সমর্থ হন না এবং বৈদিক সংস্কৃত বুঝিতে বা শিখিতে হইলে তদ্বিষয়ে পারদর্শী একজন শিক্ষকের আশ্রয় গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। তাহা ভিন্ন বৈদিক শব্দের অর্থবোধ দুষ্কর। উহাতে বিভক্তি সম্বন্ধেও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন সংসাধিত রহিয়াছে।

বৈদিক সংস্কৃতে বহুল অপ-শব্দের সংমিশ্রণ ছিল। অধিকন্তু বৈদিক সংস্কৃত ভাষাতে শব্দের অত্যধিক বাহুল্য ছিল। মহাভাষ্যকার ভগবান্ পতঞ্জলি লিখিয়াছেন—

"এবং হি শ্রূয়তে বৃহস্পতিরিন্দ্রায় দিব্যং বর্ষসহস্রং প্রতিপদোক্তানাং শব্দানাং শব্দপারায়ণং প্রোবাচ—নান্তং জগাম। বৃহস্পতিশ্চ প্রবক্তা, ইন্দ্রশ্চাধ্যেতা, দিব্যং বর্ষসহস্রমধ্যয়ন-কালো নান্তঞ্চ জগাম।"

অর্থাৎ—এই প্রকার শুনা যায় যে, বৃহস্পতি ইন্দ্রকে দিব্য সহস্র বর্ষকাল পর্য্যন্ত প্রতিপদোক্ত শব্দসমূহের শব্দপারায়ণ বলিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি শব্দপারায়ণের অন্ত প্রাপ্ত হন নাই। বৃহস্পতি প্রবক্তা, ইন্দ্র অধ্যেতা এবং দেবপরিমাণের এক সহস্র বর্ষ অধ্যয়নকাল; তথাপি তিনি শব্দপারায়ণের অন্ত প্রাপ্ত হয়েন নাই।

সংস্কৃত ভাষায় শব্দপারায়ণের এইরূপ বাহুল্য নিবন্ধন বৈয়াকরণগণ অনেক শব্দ পরিত্যাগ করিয়া এবং অনেক প্রকার পদপ্রয়োগ পরিহার করিয়া প্রাচীন ভাষার লাঘবতা সাধন করিয়াছিলেন। লাঘবতাব্যাপারও ভাষা-সংস্কারের অন্তর্গত। সুতরাং পরবর্ত্তী বৈয়াকরণগণ যদিও ব্যাকরণের বহু নিয়মে ভাষাকে পরিশোধিত, পূর্ণাঙ্গ ও সংস্কৃত করিয়া লইয়াছিলেন, তথাপি এই ব্যাপার নিষ্পাদনের নিমিত্ত তাঁহারা বহুল শব্দ ও পদাদি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

যে লৌকিক সংস্কৃত ভাষায় আমরা অসংখ্য গ্রন্থ দেখিতে পাই, সেই সংস্কৃতভাষা কোনও সময়ে জনসাধারণ বা পণ্ডিতগণের মধ্যে বাক্যালাপে ব্যবহৃত হইত কি না তাহাও আ[illegible]

বিষয়। প্রাচীন সময়ে সংস্কৃত ভাষায় যে সকল নাটক লিখিত হইয়াছিল, সেই সকল নাটকেও স্ত্রীলোকের মুখে কথিত প্রাকৃত ভাষাই কবিগণ ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাতে বোধ হয় অশিক্ষিত ভদ্রলোকেরা কখনও সংস্কৃত ভাষাতে বাক্যালাপ করিত না। সংস্কৃত ভাষা শিক্ষিত পণ্ডিতগণের ভাষা। জনসাধারণ দেশভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃত ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিত। এই কারণ প্রাকৃত ভাষাও বহু প্রকার দাঁড়াইয়াছে।

ভারতবর্ষের বহুস্থলে পালি-নামায় ভাষায় প্রচলন ছিল। শাক্যসিংহের আবির্ভাবের বহুকাল পূর্ব্ব হইতে পালিভাষা পুষ্টি লাভ করে এবং ভারতবর্ষের অনেক স্থলেই মাতৃভাষারূপে প্রচলিত হয়। শাক্যসিংহের সময়েও এই ভাষার যথেষ্ট প্রচলন ছিল। শাক্যসিংহ তাঁহার শিষ্যগণকে সংস্কৃত ভাষার পরিবর্ত্তে দেশীয় লোকসমাজে প্রচলিত মাতৃভাষায় উপদেশ প্রদান করিতে অনুমতি প্রদান করেন। বৌদ্ধপ্রভাবে সংস্কৃত ভাষার গৌরব অনেক পরিমাণে হীন হইয়া পড়ে। অশোকের সময়েও সংস্কৃত ভাষার গৌরব ভারতের সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হইত না। বৌদ্ধসম্রাট্ অশোকের রাজ্যকালে ভারতের সর্ব্বত্র তাঁহার অনুশাসন প্রচারিত হয়, এই সকল আদেশ ভারতবর্ষের বহুস্থানে বহু পর্ব্বতে ও প্রস্তর-স্তম্ভে অদ্যাপি খোদিত রহিয়াছে। অশোক সংস্কৃত ভাষার পরিবর্ত্তে স্থানীয় কথা-ভাষায় এই সকল আদেশ লিপিবদ্ধ করিতে অনুমতি করেন। উত্তরপশ্চিম প্রদেশে কাবুল, দক্ষিণে মহীশূর(?), এমন কি পূর্ব্বে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত ভূখণ্ডে মহারাজ অশোকের যে সকল খোদিত প্রশস্তি দৃষ্ট হয়, সেই সকল আদেশলিপি তৎস্থানীয় ভাষায় উৎকীর্ণ। এই সকল ভাষা সংস্কৃত হইতে বিভিন্ন। ফলতঃ বৌদ্ধপ্রভাবে সংস্কৃত ভাষার যে গৌরব কমিয়া গিয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহ।

চুল্লবগ্‌গ নামক একখানি গ্রন্থপাঠে জানা যায়, শাক্যসিংহ সংস্কৃত ভাষার পরিবর্ত্তে জনসাধারণের কথিত ভাষারই অধিকতর আদর করিতেন। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে, শাক্যসিংহের কতিপয় ব্রাহ্মণ-শিষ্য শাক্যসিংহের উপদেশগুলি সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করিয়া তাঁহার উপদেশের গৌরব সংবর্দ্ধন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। কিন্তু শাক্যসিংহ ইহাতে বাধা দিয়া বলেন প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় মাতৃভাষায় আমার উপদেশ শিক্ষা করিবে। শাক্যসিংহ নিজে মাগধী ভাষায় কথোপকথন করিতেন।

ইহাতে বোধ হয়, শাক্যসিংহের পূর্ব্বে এদেশে সংস্কৃত ভাষার বহুল প্রচলন ছিল। অনেকেই সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতেন, সংস্কৃতভাষায় আলাপ করিতেন, পত্র-ব্যবহারাদিও সংস্কৃত ভাষাতেই চলিত। শাক্যসিংহের আবির্ভাবের পরেও ভারতে সংস্কৃত ভাষার যথেষ্ট প্রচলন ছিল। তবে তাঁহার প্রভাবে তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যগণের মধ্যে সংস্কৃত-শাস্ত্র পাঠ ও সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ লেখার প্রচলন বহুল পরিমাণে হ্রাস হইয়া পড়ে। অধিকন্তু বৌদ্ধাচার্য্যগণ তৎকালে সংস্কৃত ভাষায় ব্যাকরণ ও কোষাদি বহুল গ্রন্থ লিখিয়া সংস্কৃত ভাষার সম্মান রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। সেই সকল গ্রন্থ চিরদিনই সংস্কৃত পাঠার্থীদের তত্ত্বজ্ঞান লাভের পরম সহায়রূপে গণ্য। বৌদ্ধযুগেও রাজকীয় দলিল ও শিলালিপি প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইত। শাক্যসিংহ নিজে সংস্কৃত ভাষায় স্বীয় উপদেশ প্রচার না করিলেও বৌদ্ধগণ সংস্কৃত ভাষার যথেষ্ট আলোচনা করিতেন। সংস্কৃত ভাষায় প্রতিকূলবাদী ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের সহিত সংস্কৃত ভাষাতে বিচার এবং নিজেদের ধর্ম্মমত সংস্থাপন ও হিন্দু-দার্শনিক সিদ্ধান্তাদি খণ্ডনের নিমিত্ত সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থরচনা তাঁহাদের সংস্কৃত শাস্ত্রপাঠের অকাট্য প্রমাণ।

জৈনদিগের দ্বারাও সংস্কৃতভাষায় যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছিল। জৈনদিগের মধ্যে বহুল পণ্ডিতের আবির্ভাব হয়; ঐ সকল পণ্ডিত যথারীতি সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন এবং বৌদ্ধ ও জৈনগণ পাণিনীয় ব্যাকরণের প্রণালী অবলম্বন করিয়া বিশুদ্ধ সাধুসংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা মাতৃভাষার ন্যায় বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় আলাপাদিও করিতেন।

যদিও হিন্দুসমাজে বহুল বিপ্লব সাধিত হইয়াছে, যদিও হিন্দুধর্ম্মের মধ্য হইতে বহু অহিন্দু সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে, যদিও বৈদেশিক রাজাদের শাসনপ্রভাব হিন্দুসমাজে বহুল পরিবর্ত্তন সংঘটিত করিয়াছে, তথাপি আজ পর্য্যন্তও সংস্কৃত ভাষার গৌরব অটুট ও অটল। সমগ্র ভারতে চির গৌরবার্হ সংস্কৃত ভাষা এখনও গৌরবান্বিত।

সংস্কৃত ভাষা, ব্যাকরণ ও কোষ।

ব্যাকরণ দ্বারাই এই ভাষার সংস্কার সাধিত হইয়াছিল, এই নিমিত্তই এই ভাষা "সংস্কৃতভাষা" নামে অভিহিত; এই অবস্থায় ব্যাকরণই যে সংস্কৃত ভাষার কর্ণধার রূপে গণ্য হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি। সংস্কৃত ভাষা এখন কথোপকথনের ভাষা নহে। সংস্কৃত ভাষায় রচনা ব্যাকরণের নিয়মেই আবদ্ধ; সুতরাং ব্যাকরণ-শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ না করিলে সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান লাভ হয় না। এই নিমিত্ত সংস্কৃত ভাষাশিক্ষার্থীর পক্ষে ব্যাকরণ ও কোষগ্রন্থ অধ্যয়ন সর্ব্বপ্রথমে কর্ত্তব্য। ব্যাকরণ ও কোষগ্রন্থে অধিকার না জন্মিলে সংস্কৃত ভাষায় অধিকার লাভের উপায়ান্তর নাই। যদিও কথোপকথনে সংস্কৃতভাষার ব্যবহার না থাকায় সংস্কৃত ভাষা মৃতভাষা বলিয়াই গণ্য হইয়াছে, কিন্তু হিন্দুগণের যাবতীয় ধর্ম্মকর্ম্মে এখনও সংস্কৃত ভাষাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুতরাং আমরা এখনও সংস্কৃত ভাষাকে একবারে

মৃতভাষা বলিয়া মনে করিতে পারি না। যত দিন হিন্দুর সংসারে হিন্দুদের ধর্মকর্ম চলিবে, ততদিন সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার বিষয়ে কোনরূপ সঙ্কোচ ঘটিবে না।

সংস্কৃত ভাষায় যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা করার উপায় নাই। সম্ভবতঃ কোটি কোটি গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং এখনও প্রতিবৎসর বহুল গ্রন্থ অনাদরে পণ্ডিতজনের অজ্ঞাতসারে কীটদষ্ট হইয়া অরণ্য-কুসুমের ন্যায় বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। মহামারীর শোকঝড়ের ন্যায় অসংখ্য বিপ্লবে এবং কালের পরিবর্ত্তনে সংস্কৃত ভাষাভাষা-দের কত কোটি গ্রন্থরত্ন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে তাহার সংখ্যা করা অসম্ভব। মহাকালের সর্ব্বগ্রাসী করাল বদন হইতে যে সকল গ্রন্থ এখনও প্রচররূপে বর্ত্তমান, সেই সকল গ্রন্থের সংখ্যা করাও সুদুষ্কর। সংস্কৃত ভাষারূপ অসীম অনন্ত মহাসাগরে এখনও যে সকল গ্রন্থরত্ন বিদ্যমান আছে, তাহাদের অতি অল্প সংখ্যক গ্রন্থের তালিকা দেখিলেও প্রতীয়মান হইবে যে, সংস্কৃত ভাষায় বহু বিষয়ে বহু অনুসন্ধানময় জ্ঞানগর্ভ তত্ত্বগ্রন্থ, ইতিহাস, ব্যাকরণ, দর্শন, যোগ, জ্যোতিষ, চিকিৎসা, কাব্য প্রভৃতি সহস্র সহস্র গ্রন্থ বিদ্যমান রহিয়াছে। নিম্নে উহার অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করা যাইতেছে,—

ধর্ম্মগ্রন্থ।

বেদসংহিতা, ব্রাহ্মণ-গ্রন্থ, উপনিষদ্, পুরাণ, স্মৃতি, ও তন্ত্র ধর্ম্মগ্রন্থ মধ্যে গণ্য। এই সকল গ্রন্থের পরিচয় বেদ, উপনিষদ্, সংহিতা, পুরাণ ও তন্ত্র শব্দে দ্রষ্টব্য। শ্রৌতসূত্রগুলিও এই শ্রেণীর পরবর্ত্তী বৈদিক গ্রন্থ।

(২) স্মৃতিসংহিতা—আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র, গোভিল গৃহ্যসূত্র প্রভৃতি ধর্ম্মসূত্রগ্রন্থ এবং মন্বাদি সংহিতা ও অপরাপর স্মার্ত্তগ্রন্থসমূহ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। সংহিতা গ্রন্থের বিবরণ সংহিতা শব্দে বিবৃত হইয়াছে। সংহিতা গ্রন্থগুলি সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত। ইহার একভাগে আচারশিক্ষা, বিবাহ, ঔর্দ্ধদেহিকক্রিয়া ও রাজধর্ম ; অপরভাগে ব্যবহার-শাস্ত্র, সাক্ষ্যগ্রহণের রীতি, বিচারপ্রণালী, দায়ব্যবস্থা, পোষ্যপুত্রাদি গ্রহণের নিয়ম, উত্তরাধিকারিত্বের বিধান এবং তৃতীয় অংশে প্রায়শ্চিত্তাদির ব্যবস্থা। মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, আপস্তম্ব, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, শাতাতপ, বশিষ্ঠ প্রভৃতির সংহিতার নাম উল্লেখযোগ্য। মিতাক্ষরা, বীরমিত্রোদয়, চিন্তামণি, ব্যবহার-ময়ূখ, স্মৃতিচন্দ্রিকা, ব্যবহারমাধবীয়, দায়ভাগ ও দায়তত্ত্ব প্রভৃতিও স্মৃতিবিষয়ে প্রামাণ্যগ্রন্থ। স্মৃতি শব্দে এই সকল গ্রন্থের সংক্ষেপ বিবরণ আলোচিত হইয়াছে। এই সকল স্মৃতিসংহিতা দ্বারা হিন্দু-জীবনের যাবতীয় কার্য্য নিয়মিত হইয়া থাকে।

(৩) পুরাণ—অষ্টাদশ মহাপুরাণ সংস্কৃত ভাষার অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ। কেবল শ্রীমদ্ভাগবত ব্যতীত সকল মহাপুরাণের ভাষাই সরল। পুরাণে বিবিধ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে—মহাপুরাণ ব্যতীত আরও অনেকগুলি উপপুরাণ আছে। [পুরাণ শব্দে তাহা সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে।]

(৪) তন্ত্র—একশ্রেণীর ধর্ম্মগ্রন্থ। ইহাতে শাক্তগণের উপাসনা বিধান দৃষ্ট হয়। এই সকল গ্রন্থ সাধারণতঃ শিববাক্যে শিবানী সমক্ষে বর্ণিত। রুদ্রযামল, কুলার্ণব, তারারহস্য, কালিকাতন্ত্র, শারদাতিলক, চীনাচার প্রভৃতি শতশত প্রাচীন ও আধুনিক তন্ত্র দৃষ্ট হয়। [তন্ত্র ও শাক্ত শব্দ দেখ।]

(৫) কাব্য—ভারতবর্ষ কাব্যশাস্ত্রের আদি নিকেতন, এই নিমিত্ত ইহার খ্যাতিও সর্ব্বাধিক। সুদূর যুরোপবাসী পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট এই ভারতীয় কাব্যশাস্ত্র গৌরব লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষ কবি ও দার্শনিকের জন্মভূমি। এখানে সহস্র সহস্র কবি সংস্কৃত ভাষায় কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন, তৎসমুদায়ের প্রকৃত ও ঐতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। অধুনা অল্প কয়েকখানি কাব্য সেই অতীত গৌরব রক্ষা করিতেছে। প্রসিদ্ধ কবিগণের মধ্যে কালিদাস, মাঘ, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা সাধারণতঃ মহাভারত ও রামায়ণ হইতে বর্ণিত বিষয় গ্রহণ করিয়া স্বকীয় প্রতিভাবলে রচনানৈপুণ্যে কাব্যে ভাব ও ভাষায় যে সৌন্দর্য্য প্রতিফলিত করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই অতুলনীয়। বাঙ্গালীরা সেক্সপীয়ার প্রভৃতি ইংরাজ কবিদের রচনাসৌন্দর্য্য অনুভব করিয়া যেরূপ বিমোহিত, অপর পক্ষে জর্ম্মণ দেশীয় সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকেই সংস্কৃত কাব্য পাঠে সেইরূপ বিমোহিত হইয়াছেন।

সংস্কৃত ভাষায় অলঙ্কারশাস্ত্রে কাব্যসমূহের যে শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে সাধারণতঃ মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, চম্পূকাব্য, দৃশ্য-কাব্য, শ্রাব্য-কাব্য প্রভৃতি বহু শ্রেণীতে কাব্যসমূহ বিভক্ত।

(ক) মহাকাব্য—বর্ত্তমান আলঙ্কারিকগণ যে সকল কাব্যকে মহাকাব্য নামে উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে কালিদাসের কুমারসম্ভব, রঘুবংশ, ভারবির কিরাতার্জ্জুনীয়, মাঘের শিশুপালবধ, ভর্ত্তৃহরি কবির ভট্টিকাব্য বা রাবণবধকাব্য, এবং শ্রীহর্ষের নৈষধচরিতের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কবিরাজকৃত রাঘবপাণ্ডবীয় নামক আর একখানি মহাকাব্য আছে, এই মহাকাব্যখানিতে শব্দপ্রয়োগ-কৌশলের চমৎকারিত্বে রামচরিত ও পাণ্ডুপুত্রগণের চরিত এই উভয় বিষয়ই এক অর্থেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

(খ) খণ্ডকাব্য—কালিদাসের মেঘদূত খণ্ডকাব্যে [illegible]

(৬) কথা, গল্প ও আখ্যায়িকা—সংস্কৃত ভাষায় বর্ত্তমান নভেলের ন্যায় গ্রন্থও যথেষ্ট ছিল। এই শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে বাণ কবিকৃত কাদম্বরী, সুবন্ধুকৃত বাসবদত্তা এবং দণ্ডীকৃত দশকুমার চরিতের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। পঞ্চতন্ত্র একখানি সংক্ষিপ্ত হিতোপদেশ, কথাচ্ছলে পশুপক্ষীর গল্পে নীতিশিক্ষা দিবার জন্য লিখিত হইয়াছে। বেতালপঞ্চবিংশতিও একখানি অদ্ভুত গল্পের গ্রন্থ। ইহার গ্রন্থকার কে তাহা নির্ণয় করা যায় না। কেহ বলেন জম্ভলদত্ত, কেহ বলেন বেতালভট্ট, অপর কাহারও মতে শিবদাস এই গ্রন্থের রচয়িতা। আরও একখানি গল্প গ্রন্থ আছে, উহার নাম শুকসপ্ততি, বাঙ্গালা 'তোতার ইতিহাসের' ন্যায় গল্প পুস্তক। ইহাতে ৭০টী গল্প আছে। ক্ষেমেন্দ্রকৃত দ্বাত্রিংশৎসিংহাসন গ্রন্থখানিও অদ্ভুত গল্পপূর্ণ সুখপাঠ্য গ্রন্থ। এতদ্ব্যতীত ক্ষেমেন্দ্র রচিত বৃহৎকথা, সোমদেব রচিত কথাসরিৎসাগর প্রভৃতিও কথা বা গল্পের গ্রন্থ।

এইরূপ আরও বহু গ্রন্থ সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডারে এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই সকল গ্রন্থের শতকরা দশখানিও মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে প্রকাশের সুবিধা প্রাপ্ত হয় নাই। এমন কি,সংস্কৃত সাহিত্যসেবিগণও এরূপ অনেক গ্রন্থের সংবাদ রাখেন না।

(৭) দার্শনিক গ্রন্থ।—ভারতীয় ঋষিগণ দর্শনশাস্ত্রের যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের রচিত দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে সাংখ্য, বেদান্ত, পূর্ব্বমীমাংসা, ন্যায়, বৈশেষিক, পাতঞ্জল বা যোগদর্শন একযোগে ষড়্দর্শন নামে খ্যাত। এই সকল দর্শনশাস্ত্রের বিশেষ বিবরণ তত্তৎ শব্দে বিবৃত হইয়াছে। এই ষড়্দর্শন ব্যতীত চার্ব্বাকদর্শন, বৌদ্ধদর্শন, জৈনদর্শন প্রভৃতি আরও বহু দর্শন শাস্ত্রের নাম ও তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ মাধবাচার্য্যকৃত সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ নামক গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। এই সকল দর্শনের বহু ভাষ্য টীকা ও বিবৃতি প্রভৃতি দ্বারা সংস্কৃত ভাষায় দার্শনিক গ্রন্থের সংখ্যা যথেষ্ট গৌরবান্বিত হইয়াছে। ন্যায় ও বেদান্ত শব্দে পাঠকগণ তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাইবেন।

[দর্শন, বেদান্ত ও ন্যায় দেখ।]

(৮) ব্যাকরণ—সম্ভবতঃ বেদের সময় হইতেই শব্দানুশাসন বা ব্যাকরণ গ্রন্থের আরম্ভ। বেদের প্রাতিশাখ্য গ্রন্থে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। [বিস্তৃত বিবরণ ব্যাকরণ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

(৯) ছন্দঃশাস্ত্র—এ সম্বন্ধেও সংস্কৃত ভাষায় বহুল গ্রন্থ আছে। বৈদিক সাহিত্যের সময় হইতে সংস্কৃত ভাষায় ছন্দোবন্ধে রচনাপ্রণালী অনুষ্ঠিত হয়; আর আধুনিক কাল পর্য্যন্তও দিন দিন ছন্দোশাস্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইতেছে। পিঙ্গলসূত্র, বৃত্তরত্নাকর, ছন্দোমঞ্জরী, শ্রুতবোধ ও বৃত্তদর্পণ এ সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। [অপরাপর বিবরণ ছন্দঃশব্দে দ্রষ্টব্য।]

(১০) অভিধান বা কোষগ্রন্থ—সংস্কৃত ভাষায় যে সকল কোষগ্রন্থ অধুনা প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়,তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহের নাম উল্লেখযোগ্য। অনেকার্থসমুচ্চয়, অমরকোষ, উৎপলিনী, হলায়ুধকৃত অভিধানরত্নমালা, মহেশ্বরকৃত বিশ্বপ্রকাশ, হেমচন্দ্র প্রণীত অভিধানচিন্তামণি বা হৈম-কোষ, অজয়পালকৃত নানার্থসংগ্রহ, পুরুষোত্তম দেবকৃত ত্রিকাণ্ডশেষ ও মেদিনী প্রভৃতি বহুল কোষ গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়।

(১১) সঙ্গীত—বহু প্রাচীন কাল হইতে এদেশে সঙ্গীত শাস্ত্রের চর্চ্চা চলিয়া আসিতেছে। সঙ্গীত সম্বন্ধে অতি প্রাচীন গ্রন্থের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। শার্ঙ্গদেব প্রণীত সঙ্গীতরত্নাকর ও দামোদরপ্রণীত সঙ্গীতদর্পণ এই দুই খানি গ্রন্থের নামই অধুনা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(১২) অলঙ্কারশাস্ত্র—কাব্যশাস্ত্রপ্রিয় হিন্দুগণ কাব্যশাস্ত্রের যে কীদৃশী উন্নতিবিধান করিয়াছিলেন, একমাত্র অলঙ্কারশাস্ত্রপাঠেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সংস্কৃত সাহিত্যে অলঙ্কারশাস্ত্র সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ আছে। আমরা নিম্নে কয়েক খানি মাত্র গ্রন্থের নামোল্লেখ করিতেছি—ভরতনাট্য, কাব্যাদর্শ, বামনবৃত্তি, বাগ্‌ভটালঙ্কার, কাশ্মীরবাসী রুদ্রট প্রণীত কাব্যালঙ্কার, ধনঞ্জয়প্রণীত দশরূপ, সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, মম্মটমিশ্রপ্রণীত কাব্যপ্রকাশ, বিশ্বনাথ প্রণীত সাহিত্যদর্পণ, কর্ণপুর প্রণীত অলঙ্কারকৌস্তুভ, শ্রীরূপগোস্বামিপ্রণীত নাটকচন্দ্রিকা প্রভৃতি অলঙ্কার গ্রন্থ।

(১৩) চিকিৎসাশাস্ত্র—প্রাচীন ভারতে বৈদিক যুগের সময় হইতেই চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, অথর্ব্ববেদে তাহার প্রভূত প্রমাণ রহিয়াছে। সুশ্রুতাদি সংস্কৃতভাষা লিখিত শত শত চিকিৎসা গ্রন্থ এখনও বিদ্যমান। [আয়ুর্ব্বেদ ও বৈদ্যক শব্দ দ্রষ্টব্য।]

(১৪) গণিত ও জ্যোতিষ বেদাঙ্গ বলিয়া কীর্ত্তিত। হিন্দুগণ বৈদিক যুগ হইতেই জ্যোতিষের আলোচনা করিতে আরম্ভ করেন। জ্যোতিষ, গণিত ও বীজগণিত সম্বন্ধে সংস্কৃত ভাষায় বহু গ্রন্থ আছে। এই সকল বিষয় তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।

এতদ্ব্যতীত শিল্পাদি আরও বহু বিভাগে প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যগণের গভীর গবেষণাত্মক বিবিধ জ্ঞানবিজ্ঞানের পরিচায়ক বহুবিধ গ্রন্থ আছে। প্রত্নানুসন্ধানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কালে বিলুপ্তপ্রায় আরও বহু গ্রন্থের উদ্ধার সাধন হইতে পারে। কিন্তু এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে ভারতে বহু বিপ্লবে এবং কালের অপ্রতিহতপ্রভাবে সহস্র সহস্র সারগর্ভ গ্রন্থাবলী বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

সংস্কৃতি (স্ত্রী) সং-কৃ-ক্তিন্। সংস্কার।

সংস্ক্রিয়া (স্ত্রী) সং-কৃ (কৃঞশ্চ শ। পা ৩।৩।১০০) ইতি শ। শবদাহাদি ক্রিয়া, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া (ত্রিকা°) ২ সংস্কার। ৩ শোধন, পরিষ্কারকরণ।

সংস্কৃত্রিম (ত্রি) সংস্কারেণ নির্বৃত্তিঃ সং কৃ-ক্রিমক্। সংস্কার দ্বারা নির্বৃত্ত, সংস্কৃত।

সংস্তম্ভ (পুং) সং-স্তম্ভ-ঘঞ্। ১ স্থিরীকরণ, ২ দৃঢ়ীকরণ। ৩ নিবারণ, চলিত থামান।

সংস্তম্ভন (ক্লী) সং-স্তম্ভ-ল্যুট্। সংস্তম্ভ।

সংস্তম্ভনীয় (ত্রি) সং-স্তম্ভ-অনীয়র্। সংস্তম্ভনার্হ,সংস্তম্ভনযোগ্য, নিবারণ-যোগ্য।

সংস্তম্ভয়িতৃ (ত্রি) সং-স্তম্ভ-ণিচ্-তৃচ্। সংস্তম্ভকারক, নিবারক। (মনু ৭।৬১)

সংস্তম্ভয়িষু (ত্রি) সংস্তম্ভয়িতুমিচ্ছুঃ, সং-স্তম্ভ-ণিচ্-সন্ উ। সংস্তম্ভ করিতে ইচ্ছুক, নিবারণ করিতে অভিলাষী।

সংস্তর (পুং) সং-স্তৃ-অচ্। ১ শয্যা। ২ পল্লবাদি-রচিত আস্তরণ। ৩ যজ্ঞ।

সংস্তরণ (ক্লী) সং-স্তৃ-ল্যুট্। সংস্তর, শয্যা। ২ আস্তরণ, কুশাদির আস্তরণ, অজিনাদির বিছানা।

সংস্তব (পুং) সং-স্তু-অপ্। ১ পরিচয়, আলাপ। (রঘু ৪।২৫) ২ সম্যক্ স্তুতি, প্রশংসা।

সংস্তবন (ক্লী) সং-স্তু-ল্যুট্। ১ সংস্তব,পরিচয়। ২ প্রশংসা, স্তুতি।

সংস্তবান (ত্রি) সংস্তবীতীতি সং-স্তু (সম্যানচ্ স্তুবঃ। উণ্ ২।৮৯) ইতি আনচ্। ১ সংবক্তা। ২ বাগ্মী। ৩ উদ্গাতা। ৪ হর্ষ।

সংস্তার (পুং) সং-স্তৃ-ঘঞ্। ১ সংস্তর, শয্যা। ২ আস্তরণ।

সংস্তারপঙ্‌ক্তি (স্ত্রী) বৈদিক ছন্দোভেদ। (ঋক্‌প্রাতি° ১৬।৩১)

সংস্তাব (পুং) সমেত্য স্তুবন্তি যস্মিন্ দেশে ছন্দোগা ইতি সংস্তু (যজ্ঞে সমি স্তুবঃ। পা ৩।৩।৩১) ইতি ঘঞ্। যজ্ঞস্থলে ব্রাহ্মণদিগের স্তুতিভূমি, যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণ যে স্থলে মিলিত হইয়া স্তব পাঠ করেন। (অমরটীকা ভরত) ২ পরিচয়। ৩ স্তুতি।

সংস্তির (পুং) সং-স্তৃ-ক। আচ্ছন্ন।

"স সংস্তিরো বিষ্টিরঃ" (ঋক্ ১০।৩১।৭) 'সংস্তিরঃ আচ্ছন্নঃ, সংপূর্ণাৎ ভূম্যাত্তে দুর্গবিষ্টারিতাৎ চ প্রত্যয়ঃ' (সায়ণ)

সংস্তুত (ত্রি) সংস্তু-ক্ত। সম্যক্ প্রকারে স্তুত। সম্যক্‌রূপে স্তুতিপ্রাপ্ত। ২ পরিচিত। ৩ প্রশংসিত।

সংস্তুতি (স্ত্রী) সংস্তু-ক্তিন্। ১ সম্যক্ স্তুতি। (ভাগ° ৩।২২।২৮)

সংস্তোভ (পুং) সং-স্তুভ-ঘঞ্। ১ সম্যক্ যোগ। (স্ত্রী) ২ সামভেদ।

[illegible] (পুং) সং-স্ত্যৈ-ঘঞ্, আতো যুক্। ১ সংঘাত, সমূহ। ২ নিবিড় সন্নিবেশ। ৩ সংস্থান। ৪ বিস্তার, বিস্তার। (মেদিনী) ৫ গৃহ। (হেম) ৬ আলাপ।

সংস্থ (পুং) সংতিষ্ঠতে স্বপররাষ্ট্রেষু ইতি সং-স্থা-ক। ১ চর, দূত। ২ নিজরাষ্ট্রক, স্বরাজ্যবাসী। (ত্রি) ৩ অবস্থিত। ৪ মৃত।

সংস্থা (স্ত্রী) সংতিষ্ঠতেঽনয়েতি সং-স্থা অঙ্। ২ যজ্ঞ মাত্র। ৩ প্রতিজ্ঞা। ৪ ব্যবস্থা। (মনু ৮।২১) ৫ স্থিতি। ৪ জীবনকাল। ৫ শেষ, নাশ, মৃত্যু। ৬ সাদৃশ্য। (মেদিনী) ৭ ব্যক্তি। ৮ ক্রতুভেদ। ৯ সমাপ্তি। ১০ প্রলয় চতুষ্টয়, নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক ও আত্যন্তিক এই চারি প্রকার প্রলয়কে সংস্থা কহে। ১১ প্রকাশ। ১২ মূর্তি, আকৃতি। ১৩ সমাজ। ১৪ রাজাজ্ঞা।

সংস্থাত্ব (ক্লী) সংস্থায়াঃ ভাবঃ ত্ব। সংস্থার ভাব বা ধর্ম।

সংস্থান (ক্লী) সং-স্থা-ল্যুট্। ১ সন্নিবেশ। (মনু ৮।৩৭১) ২ চতুষ্পথ। (অমর) ৩ আকৃতি। ৪ মৃত্যু, নাশ। (মেদিনী) ৫ চিহ্ন। (অজয়পাল) ৬ সম্যক্ স্থিতি। ৭ ব্যবস্থা। ৮ বিন্যাস। ৯ নির্মাণ। ১০ সঞ্চয়।

সংস্থানবৎ (ত্রি) সংস্থান অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। সংস্থানবিশিষ্ট, সংস্থানযুক্ত।

সংস্থাপক (ত্রি) সং-স্থাপয়তি সংস্থা-ণিচ্ ণ্বুল্। সংস্থাপন-কর্তা, যিনি সংস্থাপন করেন।

সংস্থাপন (ক্লী) সং-স্থা-ণিচ্-ল্যুট্। সম্যক্ স্থিতিপ্রাপণ, স্থাপিতকরণ, স্থিরীকরণ, স্থির রাখা। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন যে যখনই ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই ভগবান্ সাধুদিগের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতের বিনাশ এবং ধর্মসংস্থাপনের জন্য অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। (গীতা ৪অ°)

সংস্থাপিত (ত্রি) সং-স্থা-ণিচ্ ক্ত। যাহা সংস্থাপন করা হইয়াছে, স্থাপিত।

সংস্থাপ্য (ত্রি) সং-স্থা-ণিচ্-যৎ। সংস্থাপনীয়, সংস্থাপন-যোগ্য, সংস্থাপনার্হ।

সংস্থাবন্ (ত্রি) সমানরূপে স্থিতিযুক্ত, তুল্যরূপে স্থিতিবিশিষ্ট। "সংস্থাবানা যবযসি" (ঋক্ ৮।৩৭।৪)

'সংস্থাবানা সমানঃ তিষ্ঠন্তৌ' (সায়ণ)

সংস্থাবয়বৎ ([illegible]) সংস্থাবয়ব অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। সংস্থা ও অবয়ববিশিষ্ট, সংস্থা অর্থাৎ রচনা ও অবয়বযুক্ত। (ভাগ° ২।৮।৮)

সংস্থাস্নুচারিন্ (ত্রি) স্থিতিযুক্ত ও চলনশীল। (ভাগ° ৭ স্ক° শ্রীধর) সংস্থানচারিন্ ও সংস্থাস্নুচারিন্ পাঠও দৃষ্ট হয়।

সংস্থিত (ত্রি) সংস্থা-ক্ত। ১ মৃত। (অমর) ২ সম্যক্ স্থিতিবিশিষ্ট। ৩ সমাপ্ত। ৪ সন্নিবিষ্ট।

সংস্থিতযজুস্ (ক্লী) যজ্ঞসমাপ্তির উত্তরকালে করণীয় হোমক্রিয়া। (শ্রৌতস্ত্রো° ১।১১)

আকর্ষণ ত্রিবিধ। জগতের বড় বড় সকল বস্তু সূক্ষ্মসূক্ষ্ম অণু সমূহের সমষ্টি মাত্র। অতএব যে শক্তি দ্বারা জড় বস্তুর অণু সকল একত্র হইয়া থাকে, তাহাকেই সংহতি কহে। সংহতির অর্থাৎ এই শক্তির পরাক্রম অধিক হইলে সঙ্ঘাত অর্থাৎ কঠিন ভাবের উৎপত্তি হয়। কঠিন অপেক্ষা তরলাবস্থায় সংহতির প্রভাব অনেক অল্প, এবং বায়বীয় অবস্থায় তাহার আর কোন প্রকারেই লক্ষিত হয় না। উষ্ণতার যত আধিক্য হইতে থাকে, তাহার প্রভাব ততই কমিতে থাকে। এই জন্য উত্তপ্ত হইলে কঠিন দ্রব্য দ্রব ও দ্রব দ্রব্য বাষ্প হইয়া যায়। বরফ, জল ও জলীয় পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন রূপ যায়। যখন সংহতির আধিক্য হয়, তখন জল জমিয়া বরফ হয়, আর যখন উষ্ণতার বৃদ্ধি হইতে থাকে, তখন সংহতির বল কমিয়া আসে, পরে উহাই বাষ্পাকার ধারণ করে।

পরমাণুসমূহের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বিনিবেশ বশতঃ সংহতির অনেক তারতম্য হইয়া থাকে, এবং তন্নিবন্ধন দ্রব্যের তার-লত্ব, কঠোরত্ব, আঘাত-সহত্বাদি গুণেরও অনেক ইতরবিশেষ ঘটে। যে স্থলে তরল দ্রব্য অধিক পরিমাণে থাকে, সেই স্থলে মাধ্যাকর্ষণেরই প্রভাব অধিক দৃষ্ট হয়। এজন্য তথায় তরল দ্রব্যের কোন নির্দ্দিষ্ট আকার দৃষ্ট হয় না। কিন্তু যেখানে কোন তরলবস্তু অতিশয় অল্প পরিমাণে থাকে, সেই স্থানে সংহতির বলে উহা গোলাকৃতি প্রাপ্ত হয়।

সংহত্যকারিন্ (ত্রি) একত্রকারী। মিলিত হইয়া কর্ম্মকারী। (ভাগ° ১১।২৭।৯)

সংহনন (ক্লী) সংহন্যতে ইতি সং-হন-ল্যুট্। ১ শরীর। (অমর) ২ সম্যক্ ঘাতন, সম্যক্ আঘাত। ৩ বধ। ৪ সঙ্ঘাত। (ত্রি) ৫ কঠিন। (ভাগবত ৫।৯।১০)

সংহননাঙ্গ (ত্রি) সংহননে নিবিড়ীকৃতানি অঙ্গানি যস্য। কঠিনাবয়ব, কঠিন অবয়ববিশিষ্ট।

সংহস্ত (ত্রি) সংহত হস্তযুক্ত। (অথর্ব্ব ৫।২৮।১৩)

সংহর্ত্তৃ (ত্রি) সং-হৃ-তৃচ্। সংহারকর্ত্তা, যিনি সংহার করেন।

সংহর (পুং) ১ অসুরভেদ। (হরিবংশ) ২ পবমান অগ্নি।

সংহরণ (ক্লী) সং-হৃ-ল্যুট্। ১ সংহার, বিনাশ। ২ সংগ্রহ। ৩ সংক্ষেপ।

সংহর্ত্তব্য (ত্রি) সং-হৃ-তব্য। সংহারযোগ্য, বিনাশযোগ্য, নাশার্হ।

সংহরাখ্য (পুং) সংহর ইতি আখ্যা যস্য। পাবক। (বহ্নিপু°)

সংহর্ষ (পুং) সং-হৃষ ঘঞ্। ১ প্রমোদ, আমোদ। ২ পরস্পর স্পর্দ্ধা। ৩ ঘর্ষণ। ৪ লোমহর্ষ, রোমাঞ্চ। ৫ মাৎসর্য্য। ৬ বায়ু। (মেদিনী)

সংহর্ষণ (ক্লী) সং-হৃষ-ল্যুট্। সংহর্ষ।

সংহর্ষিন্ (ত্রি) সং-হৃষ-ণিনি, বা সংহর্ষ-অস্ত্যর্থে ইনি, সংহর্ষ কারক।

সংহবন (ক্লী) সং হু-ল্যুট্। সম্যক্ প্রকারে আহুতি।

সংহার (পুং) ১ সঙ্ঘাত, সংক্ষেপ। নাটকে উপযুক্ত অথচ সংক্ষেপ পদযোজনা দ্বারা যে বর্ণনা ব্যক্ত করা যায়। (সাহিত্যদ°) ২ নরকভেদ। (মনু ৪।৮৯) ৩ পিশাচের গণভেদ।

সংহাত্য (পুং) অপূর্ব্বের পর্য্যায়িক বৈপরীত্য। সংঘাত্য। (সাহিত্যদ°)

সংহার (পুং) সংহ্রিয়তেঽনেনেতি সং-হৃ-ঘঞ্ (পা ৩।৩।১২২)। ১ বিনাশ, ধ্বংস। ২ নরকবিশেষ। (অমর)

সংহারক (ত্রি) সংহারয়তি সং-হৃ-ণিচ্-ণ্বুল্। সংহারকারী, বিনাশকারী।

সংহারকাল (পুং) সংহারঃ কালঃ। বিনাশ সময়, বিনাশকাল, প্রলয় সময়।

সংহারবুদ্ধিমৎ (ত্রি) সংহারবুদ্ধি অস্ত্যর্থে মতুপ্। সংহার বুদ্ধি-বিশিষ্ট, সংহারবুদ্ধিযুক্ত।

সংহারভৈরব (পুং) ভৈরববিশেষ। (তন্ত্রসার)

সংহারমুদ্রা (স্ত্রী) মুদ্রাবিশেষ, দেবতাকে বিসর্জ্জন বা আত্ম-সমর্পণ কালে এই মুদ্রা প্রদর্শন করিতে হয়। পূজার শেষে সংহার মুদ্রা দ্বারা পুষ্পগ্রহণ করিয়া সেই পুষ্পের ঘ্রাণ লইয়া ঐ পুষ্প ত্যাগ করিতে হয়, এই মুদ্রার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

"অধোমুখে বামহস্তে ঊর্দ্ধাস্যং দক্ষহস্তকং।
ক্ষিপ্ত্বাঙ্গুলীরঙ্গুলীভিঃ সংগৃহ্য পরিবর্ত্তয়েৎ।
প্রোক্তা সংহার মুদ্রেয়মর্পণে তু প্রশস্যতে॥" (তিথিতত্ত্ব)

অধোমুখ বামহস্তে ঊর্দ্ধমুখ দক্ষিণ হস্ত করিয়া অঙ্গুলিসমূহ দ্বারা ক্ষিপ্তাঙ্গুলি সকল গ্রহণ করিয়া পরিবর্ত্তন করিলে এই মুদ্রা হইবে।

সংহারবর্ম্মন্ (পুং) দশকুমারচরিতবর্ণিত রাজভেদ। (দশকু° ১৩৬)

সংহারবেগবৎ (ত্রি) সংহারবেগ অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। সংহার-বেগবিশিষ্ট।

সংহারিন্ (ত্রি) সং-হৃ-ণিনি। সংহারকারক, বিনাশকারী, প্রলয়কারী। (পুং) ২ ভৈরব বিশেষ, দুর্গা পূজাকালে এই ভৈরবের পূজা করিতে হয়।

সংহার্য্য (ত্রি) সং-হৃ-ণ্যৎ। সংহারযোগ্য, সংহারণীয়,সংহারের উপযুক্ত।

সংহিত (ত্রি) সং-ধা-ক্ত, 'দধাতেহি' ইতি-ধা-স্থানে 'হি' আদেশঃ। ১ মিলিত, ২ সংগৃহীত। ৩ যোগচিহ্ন, + এইরূপ চিহ্ন (Plus)।

সংহিতপুষ্পিকা (স্ত্রী) সংহিতানি মিলিতানি পুষ্পাণি যস্যাঃ কাপি অত ইত্বং। মিশ্রেয়া, চলিত মউরি। (রাজনি°)

সংহিতা (স্ত্রী) সম্যক্ দীয়তে যেতি বা কর্ম্মণি ক্ত, যদ্বা সম্যক্ হিতং প্রতিপাদ্যং যস্যাঃ। মহর্ষি প্রণীত ঊনবিংশ ধর্ম্মশাস্ত্রকে ঊনবিংশ সংহিতা কহে। পর্য্যায়—স্মৃতি, ধর্ম্মসংহিতা, শ্রুতি-জীবিকা। (শব্দরত্না°)

মনু, অত্রি প্রভৃতি যে সকল ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা সংহিতা নামে অভিহিত। মনু, বিষ্ণু, হারীত, সম্বর্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ ও বশিষ্ঠ প্রণীত ঊনবিংশ খানি সংহিতা। এই সকল সংহিতায় ধর্ম্ম অর্থাৎ জীবের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কর্ম্ম, চাতুর্ব্বর্ণ্যের ধর্ম্ম, অশৌচ, সংস্কারকর্ম্ম, জীবিকা প্রভৃতি সকল বিষয়ই বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে ধর্ম্মতত্ত্ব নিরূপিত রহিয়াছে বলিয়া ইহা ধর্ম্মসংহিতা নামেও কথিত।

সংহিতান্ত (ত্রি) সংহিতার শেষ। শেষযুক্ত। (অথর্ব্ব ১০।২।৩)

সংহিতীভাব (পুং) সংহিত-ভূ-অভূততদ্ভাবে চ্বি। যে বস্তু সংহিত অর্থাৎ মিলিত ছিল না, সেই সকল বস্তুর মিলন, একত্রভাব।

সংহিতোপনিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদ্ভেদ।

সংহিতোরু (ত্রি) সংযুক্ত ঊরুবিশিষ্ট। (পা ৪।১।৭০)

সংহূতি (স্ত্রী) সংহ্বে-ক্তিন্। বহুলোককর্ত্তৃক একবারে আহ্বান।

সংহৃত (ত্রি) সং-হৃ-ক্ত। ১ কৃতসংহার, যাহা সংহার করা হইয়াছে। ২ সংগৃহীত। ৩ প্রত্যাকৃষ্ট। ৪ সঞ্চিত। ৫ নষ্ট। ৬ বিনাশিত, হত। ৭ সংক্ষিপ্ত। ৮ সঙ্কুচিত।

সংহৃতযুগম্ [যবম্] (অব্য°) আহরণ সময়ের। সংহৃত যুগম্ বা সংহৃতযবম্ এই উভয় পাঠই দৃষ্ট হয়।

সংহৃতি (স্ত্রী) সং-হৃ-ক্তিন্। ১ সংহার। ২ সঙ্কোচ। ৩ সংগ্রহ। আক্রমণ, আটক করণ।

সংহৃতিমৎ (ত্রি) সংহৃতি অস্ত্যর্থে মতুপ্। সংহারবিশিষ্ট, বিনাশযুক্ত।

সংহৃষ্ট (ত্রি) সং-হৃষ-ক্ত। সম্যক্ হৃষ্ট, আহ্লাদিত।

সংহোত্র (স্ত্রী) সমীচীন যজ্ঞ। "সংহোত্রং স্ম পুরা নারী সমনং" (ঋক্ ১০।৮৬।১০) 'সংহোত্রং সমীচীনং যজ্ঞং' (সায়ণ)

সংহ্রাদ (পুং) সংহ্রাদ্ শব্দে ঘঞ্। শব্দ, ধ্বনি, গোলমাল।

সংহ্রাদন (ত্রি) সংহ্রাদয়তি সংহ্রাদি-ল্যু। সংহ্রাদকারক, শব্দকারক। (স্ত্রী) সংহ্রাদ-ল্যুট্। শব্দ।

সংহ্রাদি (পুং) রাক্ষসভেদ। (রামায়ণ ৬।৬৯।১২)

সংহ্রাদিন্ (ত্রি) সং-হ্রাদ-ণিনি। শব্দকারক, হ্রাদযুক্ত, শব্দায়মান। (পুং) রাক্ষসবিশেষ।

সংহ্রাদীয় (ত্রি) সংহ্রাদ সম্বন্ধীয়। (হরিবংশ)

সংহ্রিয়মাণ (ত্রি) সংহৃ-শানচ্। ১ আহৃত। ২ বিনষ্ট।

সংহ্রীণ (ত্রি) সং-হ্রী-ক্ত। লজ্জাশীল, লাজুক।

সংহ্লাদ (পুং) সং-হ্লাদ-ঘঞ্। সম্যক্ হ্লাদ, আহ্লাদ। সন্তোষ।

সংহ্লাদিন্ (ত্রি) সং-হ্লাদ-ণিনি। সংহ্লাদবিশেষ, আনন্দিত, আহ্লাদযুক্ত।

সক [সকা] (পুং স্ত্রী) তদ্ শব্দস্ত টেঃ পূর্ব্বং অকি-পরত্র আপ প্রত্যয়েচ কৃতে-প্রথমৈকবচননিষ্পন্নং পদমিদং। তিনি, সে, সেই ব্যক্তি, পূর্ব্বোক্ত পদার্থবোধক।

সকঙ্কট (ত্রি) আলিঙ্গন দ্বারা অবরুদ্ধ, আলিঙ্গিত।

সকঞ্চুক (ত্রি) কঞ্চুকের সহিত বর্ত্তমান।

সকট (পুং) কটেন অশুচিনা শবাদিনা সহ বর্ত্তমানঃ। শাখোট বৃক্ষ, চলিত শ্যাওড়া গাছ। (ভূরিপ্র°)

সকটাক্ষ (স্ত্রী) কটাক্ষের সহিত বর্ত্তমান।

সকটান্ন (স্ত্রী) কটশব্দের অশৌচং লক্ষ্যতে তৎসকচরিতত্বাৎ। সকটান্ন। অশুদ্ধ অন্ন, শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, অশুদ্ধ অন্ন ভোজন করিতে নাই, যাহাদের অশৌচ হইয়াছে, তাহাদের অন্ন অশুদ্ধ, যিনি অশুদ্ধ অন্নভোজন করেন, তিনিও অশুদ্ধ হন, সুতরাং যাহাদের অশৌচ হয়, তাহার অন্নভোজন করিলে অন্নভোজনকারীরও অশৌচ হয়।

"আচার্য্যপিত্রুপাধ্যায়ান্নির্হৃত্যাপি ব্রতী ব্রতী।
সকটান্নং নচাশ্নীয়াৎ ন চ তৈঃ সহ সংবসেৎ॥" (যাজ্ঞবল্ক্য ৩।১৫)

সকণ্টক (পুং) কণ্টকেন সহ বর্ত্তমানঃ। ১ শৈবাল। (শব্দচ°) ২ করঞ্জবিশেষ, চলিত নাটাকরঞ্জ। (ত্রি) ৩ কণ্টকযুক্ত, কণ্টকের সহিত বর্ত্তমান। ৪ রোমাঞ্চিত।

সকণ্ডুক (পুং) কর্ণপালীগত রোগ। (সুশ্রুত সূত্রস্থান)

সকমল (পুং) কমলেন সহ বর্ত্তমানঃ। পদ্মের সহিত বর্ত্তমান। (রঘু ৯।১৯)

সকম্প (পুং) কম্পেন সহ বর্ত্তমানঃ। কম্পযুক্ত, কম্পের সহিত বর্ত্তমান। (কুমারস° ৬।৫৬)

সকর (ত্রি) করেণ সহ বর্ত্ততে যোহসৌ। ১ হস্তযুক্ত। ২ রাজস্ব বিশিষ্ট। ৩ শুণ্ডযুক্ত। ৪ কিরণবিশিষ্ট।

সকর, (সক্কর) সিন্ধুপ্রদেশের শিকারপুর জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। মুসলমানাধিকারে এই স্থান সময়ে সময়ে বিশেষ সমৃদ্ধি সম্পন্ন হইয়াছিল, স্থানীয় মুসলমানকীর্ত্তিনিচয় অদ্যাপি তাহার সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। প্রাচীন সকর ভাগে শাহ খৈরুদ্দীনের সমাধিমন্দির আছে। ঐ মন্দিরগাত্রস্থ শিলালিপি হইতে জানা যায় যে খৈর্ উদ্দীন্ বোগদাদবাসী ছিলেন। ১০২৩ হিজিরায় তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

বর্ত্তমান নগরভাগে মীর মন্সুমের প্রতিষ্ঠিত মিনার সর্ব্বোতভাবে উল্লেখযোগ্য। উহা ১০০৩ হিজিরায় মীর মন্সুম শাহকর্তৃক আরব্ধ হইয়াছিল এবং ১০২৭ হিজিরায় তৎপুত্র মীর বুজর্গ মাসুওয়ার কর্ত্তৃক উহার নির্ম্মাণকার্য্য সমাধা হয়। মিনারটী ইষ্টকনির্ম্মিত, উহার ভিত্তির উপরিস্থ মেঝের পরিধি ৮৪ ফিট্ এবং উপরে একটী সুন্দর গম্বুজ আছে। এতদ্ভিন্ন এই ভাগে মীর মন্সুমের বংশধর মাসুমী সৈয়দদিগের কতকগুলি সমাধিস্তম্ভ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে মীর মন্সুমের পিতা মীর সাফাইর সমাধিটী উল্লেখযোগ্য। উহাতে মীর সাফাইর মৃত্যুকাল ১৫৮০ খৃষ্টাব্দ লিখিত হইয়াছে। ইহার পার্শ্বে ১০০৪ হিজিরায় নির্ম্মিত আর একটী মস্জিদের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। উহা অষ্টকোণ এবং চারিটী দ্বারবিশিষ্ট। পূর্ব্ব ও পশ্চিমদ্বারের উপরে সছাদ বারাণ্ডা (balcony) আছে। ভিতরের ১৪ ফিট্ উঠানের পর সোপানমঞ্চ এবং তদুপরি যোরাপোক্ত কতকগুলি পারসিক নীতি বাক্য দেওয়ালে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। অপর একটী মীর মন্সুম শাহের সমাধিমন্দির। উহার গাত্রোৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে জানা যায় যে মীর মন্সুমশাহ ১৬০৫-৬ খৃষ্টাব্দে ইহধাম পরিত্যাগ করেন।

সকরুণ (ত্রি) করুণয়া সহ বর্ত্তমানঃ। সদয়, করুণার সহিত বর্ত্তমান, করুণযুক্ত।

সকর্ণ (ত্রি) কর্ণাভ্যাং সহ বর্ত্তমানঃ। ১ শ্রবণশীল। পর্য্যায়— শ্রুতিতৎপর। (জটাধর) ২ কর্ণযুক্ত।

সকর্ণক (পুং) ঋষিভেদ। (পা ৪।২।৮০) সকর্ণ-স্বার্থে কন্। ২ কর্ণের সহিত বর্ত্তমান।

সকর্তৃক (ত্রি) কর্ত্ত্রা সহ বর্ত্ততে, কপ্। যাহার কর্ত্তা আছে।

সকর্ম্মক (পুং) কর্ম্মণা সহ বর্ত্তমানঃ, কপ্। কর্ম্মযুক্ত ধাতু, যে ধাতুর কর্ম্ম আছে, ধাতু সকর্ম্মক ও অকর্ম্মক ভেদে দ্বিবিধ, যে সকল ধাতুর কর্ম্মের সহিত অন্বয় হয়, তাহাকেই সকর্ম্মক কহে, কর্ম্মাবধি ক্রিয়ার্থক। ব্যাকরণে লিখিত আছে যে, কোন কোনস্থলে ভাববাচ্যে সকর্ম্মকধাতুর উত্তরও ক্রিয়া-ব্যাপ্তি আছে। "কচিৎ সকর্ম্মকাদ্ভাবেঽপি ক্রিয়াব্যাপ্তিরস্তি" (ব্যাকরণ)

(ত্রি) ২ কর্ম্মযুক্ত, কার্য্যবিশিষ্ট।

সকল (ত্রি) কলয়া সহ বর্ত্তমানং। ১ সমুদায়, সম্পূর্ণ। পর্য্যায়— সম, সর্ব্ব, বিশ্ব, অশেষ, কৃৎস্ন, সমস্ত, নিখিল, অখিল, নিঃশেষ, সমগ্র, পূর্ণ, অখণ্ড, অনূনক, অনন্ত। (শব্দরত্না°)

কলাপ্রকৃতিস্তয়া সহ বর্ত্ততে ইতি। ২ সগুণ, ব্রহ্ম নির্গুণ এবং প্রকৃতি সগুণ। অতএব সকল। (ভারত ১৩।১৩৮)

"মলমায়াকর্ম্মাখ্যবন্ধত্রয়সহিতঃ সকল ইতি সংলক্ষ্যতে" (সর্ব্বদর্শনস°) মল, মায়া ও বন্ধত্রয়যুক্তকে সকল কহে। মায়িক বন্ধন বিশিষ্ট।

সকল, উত্তরপশ্চিমভারতের পঞ্জাবপ্রদেশের মদ্রজেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন জনপদ। বর্ত্তমান সময়ে সঙ্গল বা সাঙ্গল নামে পরিচিত। [সঙ্গল দেখ।]

সকলকল (ত্রি) সকল কলায় পূর্ণ। ষোড়শ কলাবিশিষ্ট।

সকলকীর্ত্তি, জৈনহরিভেদ। ইনি তত্ত্বার্থ-সারদ্বীপ ও পার্শ্বনাথ-চরিত নামক দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। প্রথমোক্ত গ্রন্থখানি ১৪৭৪ খৃষ্টাব্দে রচিত।

সকলজননী (স্ত্রী) সমস্ত ভুবনপ্রসবকর্ত্রী, প্রকৃতি।

সকলডিহা, যুক্তপ্রদেশের বারাণসী জেলার চন্দৌলী তহশীলের অন্তর্গত একটী নগর। বারাণসী হইতে ২০ মাইল পূর্ব্বে এবং চন্দৌলী ৬ মাইল উত্তরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫° ২০´ ২৮´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৩° ১৯´ ০৮´´ পূঃ। এখানে রাজা অচলসিংহের প্রতিষ্ঠিত একটী দুর্গ বিদ্যমান আছে। দুইটী প্রাচীন মসজিদ ও চারিটী দেবমন্দির এখানকার প্রাচীন সমৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে। নগরটী বাণিজ্যপ্রধান, চারিটী চিনির কারখানাই তাহার প্রমাণ। ইষ্টইণ্ডিয়া রেলকোম্পানির সকলডিহা ষ্টেশন হইতে নগরটী ২ মাইল দূরে স্থাপিত।

সকলভুবনময় (ত্রি) ত্রিভুবনময়, সকল ভুবন স্বরূপ।

সকলযজ্ঞময় (ত্রি) সকল যজ্ঞ স্বরূপে ময়ট্। সকল যজ্ঞ স্বরূপ। (ভাগবত ২।৭।১) স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

সকলবর্ণ (স্ত্রী) সমস্ত বর্ণ, ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়।

সকলসিদ্ধি (ত্রি) অণিমাদি সকল সিদ্ধিযুক্ত, অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি যাহার আছে।

"সকলাঃ সিদ্ধয়োঽণিমা যস্মিন্ সঃ" (ভাগ° ৬।১২।১ টীকা স্বামী)

(পুং) ২ সকল সিদ্ধিবিশিষ্ট, বিষ্ণু। (স্ত্রী) ৩ সমগ্রসিদ্ধি।

সকলসিদ্ধিদা ভৈরবী (স্ত্রী) ভৈরবীবিশেষ, এই ভৈরবীর সাধন করিলে সকল সিদ্ধিলাভ হয়, এইজন্য ইহাকে সকল সিদ্ধিদা ভৈরবী কহে। 'সহৈং সহকলহ্রীং সহৌঃ' এই বীজ মন্ত্র। এই মন্ত্রে সকলসিদ্ধিদা ভৈরবীর পূজা করিতে হয়।

"এতস্যা এব বিদ্যায়া আদ্যন্তে স্রেকবর্জ্জিতে।
ভবেৎ পরমেশানি নাম্না সকলসিদ্ধিদা।
সম্পৎপ্রদা ভৈরবীবৎ ধ্যান পূজাদিকং প্রিয়ে।" (তন্ত্রসার)

এই ভৈরবীর পূজা করিতে হইলে সম্পৎপ্রদা ভৈরবীর পূজার নিয়মে পূজা করিতে হয়। তন্ত্রসারে ইঁহার পূজা, জপ, পুরশ্চরণ, ও হোম প্রভৃতির বিশেষ বিবরণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা এই স্থলে লিখিত হইল না।

ধ্যান যথা—

"আতাম্রার্কসহস্রাভাং স্ফুরচ্চন্দ্রকলা জটাং।
কিরীটরত্নবিলসচ্চিত্রবিচিত্রমৌক্তিকাং॥

স্ববক্ত্রাম্বুজপদ্মাচ্যা-মুণ্ডমালাবিরাজিকাং ।
মহানন্দপোতাঢ্যাং পূর্ণেন্দুবদনান্বিতাং ॥
মুক্তাহারলতারাজৎ পীনোন্নতঘটস্তনীং ।
রক্তাম্বরপরীধানাং যৌবনোন্মত্তরূপিণীং ॥
পুস্তকঞ্চাভয়ং বামে দক্ষিণে চাক্ষমালিকাং ।
বরদান প্রদাং নিত্যাং মহাসম্পৎপ্রদাং স্মরেৎ ॥" (তন্ত্রসার)

এই ভৈরবীর পুরশ্চরণ তিন লক্ষ জপ। এই ভৈরবী দেবীর পুরশ্চরণ করিতে হইলে যথাবিধানে এই দেবীর পূজা করিয়া উক্ত মন্ত্র তিন লক্ষ জপ করিবে, এবং জপের দশাংশ হোম এবং তদ্দশাংশ ব্রাহ্মণ ভোজন করিবে। এইরূপ করিলে মন্ত্র সিদ্ধি হয়, মন্ত্রসিদ্ধ হইলে তখন ঐ ভৈরবী দেবী সকল সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন। [সম্পৎপ্রদাভৈরবী ও ত্রিপুরাভৈরবী দেখ]

সকলাগমাচার্য্য (পুং) বৈদিক আচার্য্যভেদ। (হেম)

সকলাধার (পুং) ১ শিব। ২ সকলের আধার।

সকলিক (ত্রি) কলিকার সহিত বর্ত্তমান।

সকলীবিধা (স্ত্রী) সমস্ত প্রকার।

সকলেন্দু (পুং) অখণ্ডমণ্ডল পূর্ণচন্দ্র।

সকলেশ্বর (পুং) ১ সকলের ঈশ্বর, প্রভু। ২ বিষ্ণু। (ভাগ°৪।৪।৮)

সকলেশ্বর, জাতকবোধিনী রচয়িতা।

সকাকোল (পুং) ১ নরকভেদ। (মনু ৪।৮৯)

সকাম (ত্রি) কামেন সহ বর্ত্তমানঃ। কামনাবিশিষ্ট, কামনার সহিত বর্ত্তমান, কামনাযুক্ত।

সকামকর্ম্ম (ক্লী) কামনার সহিত বর্ত্তমান কর্ম্ম, কামনাযুক্ত কর্ম্ম। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, সকামকর্ম্ম বন্ধের কারণ, সকাম কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে জীবের ভববন্ধন মোচন হয় না, পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতে হয়, এই জন্য সকাম-কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান করা বিধেয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় নিষ্কাম কর্ম্ম করিবার বিশেষরূপে উপদেশ দিয়াছেন।

সকামকর্ম্মের ফল বন্ধন, জীব কর্ম্ম দ্বারা বদ্ধ আর জ্ঞান দ্বারা মুক্ত হয়। জীব যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, তাহার ফল অবশ্যই ভোগ করিবে, ভোগ না হইলে শতকোটি কল্পেও কর্ম্মের ক্ষয় হয় না; আর যত দিন অল্প মাত্রায়ও কর্ম্ম অবশিষ্ট থাকে, ততদিন জীবকে কর্ম্মভোগের জন্য পুনঃ পুনঃ সংসারে আসিতে হয়। জীবকে পুণ্যের ফলভোগের জন্য পুণ্যলোক, পাপের ফলভোগের জন্য পাপলোক এবং পাপ ও পুণ্য উভয়ের ফলভোগের জন্য মনুষ্যলোকে গমন করিতে হয়। অতএব কর্ম্ম সকল দোষের আকর, এই জন্য কর্ম্মের সন্ন্যাস উচিত।

"অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে।" (গীতা ৫।১২)

সকামকর্ম্মী কর্ম্মফলে আসক্তি বশতঃই বন্ধনে পড়িয়া যায়। নিষ্কামভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করা অতিদুরূহ। কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ করা যায় না। নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ করিতে হইলে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেই হইবে। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত জ্ঞান দ্বারা ফলের আসক্তি বা কামনা তিরোহিত না হয়, ততক্ষণ নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান করা যায় না।

অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক সময়ে জীব দেহকে কর্ম্মবিরত রাখিয়া মনকে কর্ম্মনিরত করে। বাহ্যতঃ ইন্দ্রিয়ের সংযম করিয়া অন্তরে কামনার বস্তুকে ধ্যান করে। এই রূপ আচরণকে মিথ্যাচার বা কপটাচার কহে। জীবের পক্ষে, সম্পূর্ণ রূপে কর্ম্মত্যাগ সম্ভব পর নহে, কারণ জীব কর্ম্ম না করিয়া ক্ষণকালও থাকিতে পারে না, প্রকৃতির গুণের তাড়নায় তাহাকে অনিচ্ছায়ও কর্ম্ম করিতে হয়। যতক্ষণ দেহ থাকে, ততক্ষণ জীব কিছুতেই কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারে না। কর্ম্ম করিতে হইলেই সকাম বা নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিতে হইবে, এই দুয়ের বাহিরে যাইবার উপায় নাই, এই জন্য গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন যে—

"মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি।" (গীতা ২।৪৭)

ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া অর্থাৎ সকাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিও না, কিংবা কর্ম্মত্যাগেও আসক্ত হইও না। গীতায় আর ও অভিহিত হইয়াছে যে, সকামকর্ম্ম যে বন্ধের কারণ হয়, তাহার হেতু এই যে, জীব ফলের কামনা করিয়া আসক্তচিত্তে অহঙ্কার বুদ্ধিতে কর্ম্ম করে, কিন্তু জীব যদি ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া অনাসক্ত চিত্তে কর্ত্তব্য বুদ্ধির প্রেরণায় কর্ম্ম করিতে পারে, তবে আর কর্ম্ম তাহাকে বন্ধন করিতে পারে না।

"অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ ॥" (গীতা ৬।১)

কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে যিনি কর্ম্ম করেন, তিনিই সন্ন্যাসী, তিনিই যোগী, সাধারণতঃ দেখিতে গেলে দেখা যায় যে, কর্ম্ম বন্ধের কারণ; কিন্তু এরূপভাবে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে যে, কর্ম্মও করা হইবে, অথচ কর্ম্মজনিত বন্ধন ঘটিবে না। এইরূপ কর্ম্মকৌশলের নামই যোগ।

সকাম কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা এই যোগ হয় না, অতএব ঐ রূপ যোগ করিতে হইলে প্রথম কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা বর্জ্জন করিতে হইবে, দ্বিতীয় নিজের কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ এবং তৃতীয় কর্ম্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে হইবে।

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।" (গীতা ২।৪৭)

কর্ম্মে তোমার অধিকার, ফলের সহিত সম্পর্ক রাখিও না; অনাসক্ত হইয়া ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। এইরূপ ভাবে যিনি কর্ম্ম করিতে পারেন,

তিনিই যথার্থ নিষ্কামকর্ম্মী, তাঁহার সমস্ত কর্ম্মই কামনা ও সঙ্কল্প-বিহীন। তিনি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন বটে, কিন্তু সেই কর্ম্ম তাঁহার দেহের ব্যাপার মাত্র। তাহার সহিত তাঁহার চিত্তের আসক্ত বা লেপ থাকে না।

আসক্তি পরিহার করিয়া, সিদ্ধি অসিদ্ধি তুল্য জ্ঞান করিয়া যোগস্থ হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান হইল। কর্ম্ম সকাম, কি নিষ্কাম হইল তাহা উত্তমরূপে স্থির করিতে হয়। যে স্থলে কর্ম্মসিদ্ধিতে আমরা আনন্দে উৎফুল্ল এবং কর্ম্মের অসিদ্ধিতে বিষাদে ম্রিয়মাণ না হই, যে স্থলে আমাদের অনুষ্ঠিত কর্ম্মের সফলতা ও নিষ্ফলতা তুল্য বোধ হয়; তখনই নিষ্কাম কর্ম্মের প্রথম স্তরে উপনীত হইয়াছি বুঝিতে হইবে। যাহার লাভ ও অলাভে, সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমান জ্ঞান হইয়াছে, তিনি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও কর্ম্মপাশে বদ্ধ হন না।

নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বিতীয় স্তর কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ। সকাম কর্ম্ম যে পাশরূপে পরিণত হইয়া জীবকে বন্ধন করে, তাহার প্রধান কারণ জীবের অহঙ্কারবুদ্ধি। আমরা যে কর্ম্মই করি না কেন, তাহার সহিত আত্মার যোগ করিয়া দিই। আমরা ভাবি ঐ কর্ম্ম আমরা করিলাম। তাহার ফলে কর্ম্ম আত্মার বন্ধনরূপে পরিণত হয়, এবং তাহার ফলাফল জীবকে ভোগ করিতে হয়। সেই জন্য বলা হইয়াছে যে ভোগ ভিন্ন শতকোটি কল্প বাদেও কর্ম্মক্ষয় হয় না, কৃত কর্ম্মের শুভাশুভ ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়। এই ভোগের হেতু কর্ত্তৃত্বাভিমান, 'আমি করিতেছি' এই অভিমান। জীব অজ্ঞানবশে মনে করে, আমিই কর্ত্তা, বাস্তবিক কিন্তু জীব অকর্ত্তা। কায়িক বা মানসিক যাহা কিছু কর্ম্ম, সমস্তই প্রকৃতির, অতএব বিবেক বুদ্ধিতে দেখিতে গেলে বুঝিতে পারে যে, আত্মা কর্ত্তা নহেন, তিনি স্বতন্ত্র ও কেবল।

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥" (গীতা ৩।২৭)

প্রকৃতিরই গুণের দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম সিদ্ধ হইতেছে, কিন্তু যিনি অহঙ্কারবিমূঢ়, তিনিই আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া থাকেন। অতএব কর্ম্মকালে কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ করিতে হইবে।

নিষ্কাম কর্ম্মের ইহা দ্বিতীয় পন্থা। কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জন ও কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ করিলেও নিষ্কাম কর্ম্ম সম্পূর্ণ হয় না। ইহার উপরে আরও একটী স্তরে আরোহণ করিতে হয়। তাহা ঈশ্বরে কর্ম্মফল সমর্পণ। মানুষ সাধারণতঃ কর্ম্মানুষ্ঠান করে, নিজের জন্য, সঙ্কল্পসিদ্ধির জন্য, স্বার্থের প্রেরণায়। তাহার প্রত্যেক কর্ম্মের মূলে স্বার্থানুসন্ধান জড়িত থাকে, সে আপনাকে কেন্দ্র স্থানে রাখিয়া কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। সেই জন্য তাহার কর্ম্ম সকাম হইয়া পড়ে। এই জন্য গীতায় উপদিষ্ট হইয়াছে যে, সমস্ত কর্ম্মফল ঈশ্বরে অর্পণ করিতে হইবে। সর্ব্বতোভাবে তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। ঈশ্বরে কর্ম্ম অর্পণ করিয়া আসক্তিরহিত হইয়া যিনি কর্ম্ম করিতে পারেন, তিনি পাপে লিপ্ত হন না।

"ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥" (গীতা ৫।১০)

বিষ্ণুর উদ্দেশে কর্ম্ম কৃত হইলে তাহা আর সকাম হয় না; কারণ 'অকামো বিষ্ণু কামো বা'।

"যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।" (গীতা ৩।৯)

'যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ' (শ্রুতি)

যজ্ঞ ভিন্ন অন্য উদ্দেশে কর্ম্ম করিলে সে কর্ম্ম বন্ধের কারণ হয়। যজ্ঞের উদ্দেশে যে কর্ম্ম কৃত হয়, তাহার সেই সকল কর্ম্ম বিলীন হইয়া যায়। শ্রুতিতে যজ্ঞ শব্দের অর্থ বিষ্ণু বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। সুতরাং বিষ্ণুর উদ্দেশে কর্ম্ম করিলে বা তাঁহাতে কর্ম্মফল অর্পণ করিলে সেই কর্ম্ম আর ফলপ্রসূ হয় না। সুতরাং কর্ম্ম যদি ভগবানে সমর্পিত হয়, সেই কর্ম্ম দ্বারাই ত্রিতাপের উন্মূলন হইয়া থাকে।

এইভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে কর্ম্ম আর বন্ধের হেতু হয় না। যিনি এরূপ করিতে পারেন, তাঁহার অনুষ্ঠিত কর্ম্ম আর কর্ম্ম থাকে না, অকর্ম্ম হইয়া যায়। তাঁহার পক্ষে কর্ম্মানুষ্ঠান ও কর্ম্মসন্ন্যাস তুল্য হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং তিনি সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা হইয়াও কর্ম্মের ফল বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন।

অতএব সকলেরই এইরূপ নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। মুক্তিকামী ব্যক্তির সকাম কর্ম্মানুষ্ঠান কদাচ কর্ত্তব্য নহে। [নিষ্কামকর্ম্মন্ দেখ।]

সকার (পুং) ১ স শব্দ।

সকারণ (ত্রী) কারণেন সহ বর্ত্তমানং। কারণের সহিত বিদ্যমান, হেতুযুক্ত, সহেতুক। স্বার্থে কন্। সকারণক।

সকার-বকার (দেশজ) অশ্লীল বাক্যাবলী।

সকারবিপুলা (স্ত্রী) অনুষ্টুপ্ ছন্দোভেদ ত্রিষ্টুবংশ প্রভেদবিশেষ।

সকাল (দেশজ) প্রাতঃকাল, পূর্ব্বাহ্ণ। (পুং) ২ কালের সহিত বর্ত্তমান।

সকাল-সকাল (অব্য) ১ অতি প্রত্যূষে। ২ সর্ব্বাগ্রে। ৩ নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্ব্বাহ্ণে।

সকালী (স্ত্রী) সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানভেদ।

সকাশ (পুং) কাশঃ প্রকাশস্তেন সহ বর্ত্ততে ইতি। ১ সমীপ। (ত্রি) ২ কাশযুক্ত।

সকীত, যুক্তপ্রদেশের ইটা জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর।

অক্ষা° ২৭° ২৬´ ১০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৪৯´ ১২´´ পূঃ। ইটা নগরের ১২ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে একটী উচ্চ ভূমির উপর এই নগর স্থাপিত ছিল। এক্ষণে উহা ক্রমশঃ জনশূন্য ও শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। এই রাজধানীর বিশেষ সমৃদ্ধিসময়ে পার্শ্ব-বর্ত্তী শৈলশৃঙ্গে স্থানীয় ব্রাহ্মণগণ একটী শিবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে ঐ সমস্ত সম্পূর্ণরূপ বিধ্বস্ত হইয়াছে; নগরমধ্যস্থ খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে স্থাপিত একটী প্রাচীন মসজিদ উক্ত স্থানের পূর্ব্বতম মুসলমান প্রভাবের পরিচয় জ্ঞাপন করিতেছে। ১৪৪৮ খৃষ্টাব্দে বহলোললোদী এখানে দেহত্যাগ করেন। অতঃপর ১৫১০ খৃষ্টাব্দে ইব্রাহিম লোদী এখানে একটী মুসলমান উপ-নিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন।

সকুক্ষি (ত্রি) কুক্ষিযুক্ত।

সকুতূহল (ত্রি) কুতূহলেন সহ বর্ত্ততে। কুতূহলের সহিত বর্ত্তমান, কৌতূকযুক্ত।

সকুরুণ্ড (পুং) সাকুরুণ্ড বৃক্ষ, অর্ব্বুর দেশে এই নামে প্রসিদ্ধ বৃক্ষ, বঙ্গে সাখুরও। গুণ—কষায়, রুচিকর, দীপন, মেহ ও শ্রান্তিনাশক, বস্তুরঞ্জক ও লঘু। (রাজনি°)

সকুল (পুং) ১ মৎস্যবিশেষ, শকুল মৎস্য, চলিত শৌলমাছ। (শব্দরত্না°) (ত্রি) ২ কুলের সহিত।

সকুলজ (ত্রি) সমান কুলজাত, সগোত্রজ।

সকুলা, বৌদ্ধদিগের নেতা বা দলপতি। বৌদ্ধশ্রমণগণের অধ্যক্ষ।

সকুলাদনী (স্ত্রী) ১ মহারাষ্ট্রীলতা। চলিত পানপিপুলী। (রাজনি°) ২ কটুকী। চলিত কটকী। (অমর)

সকুলিন্ (পুং) মৎস্যবিশেষ, শোলমাছ। (শব্দরত্না°)

সকুলী (স্ত্রী) মৎস্যবিশেষ, শোলমাছ।

সকুল্য (ত্রি) সমানকুলে ভবঃ যৎ। ১ সগোত্র। ২ অষ্টম পুরুষ হইতে দশম পুরুষ পর্য্যন্ত জ্ঞাতিকে সকুল্য কহে। আপন হইতে সপ্তমপুরুষ ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত জ্ঞাতিকে সপিণ্ড-জ্ঞাতি, তদূর্দ্ধ অর্থাৎ অষ্টম পুরুষ হইতে দশম পুরুষ পর্য্যন্ত জ্ঞাতির নাম সকুল্য। সকুল্য-জ্ঞাতির জনন ও মরণে ত্রিরাত্রাশৌচ হয়।

"সাবধাবগুনদ্বিরাত্রিবিদশমপুরুষপর্য্যন্তসগোত্রজ্ঞাতিঃ। তেষামশৌচং যথা বৃহস্পতিঃ।

দশাহেন সপিণ্ডাস্তু শুধ্যন্তি প্রেতসূতকে।

ত্রিরাত্রেণ সকুল্যাস্তু স্নাত্বা শুধ্যন্তি গোত্রজাঃ॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণেরই সকুল্য জ্ঞাতির জনন ও মরণে তিন দিন অশৌচ হইবে, এই অশৌচে দিনের কিছু পার্থক্য হইবে না। কন্যাদান স্থলে পিতার স্বয়ংই কন্যা দান করা বিধেয়, কারণবশতঃ যদি নিজে দান করিতে না পারেন, তবে তাঁহার অনুমতি লইয়া সকুল্যজ্ঞাতিও দান করিতে পারে।

"পিতা দদ্যাৎ স্বয়ং কন্যাং ভ্রাতা বানুমতঃ পিতুঃ।

মাতামহো মাতুলশ্চ সকুল্যো বান্ধবস্তথা।

মাতা ত্বভাবে সর্ব্বেষাং প্রকৃতৌ যদি বর্ত্ততে।

তস্যামপ্রকৃতিস্থায়াং কন্যাং দদ্যুঃ স্বজাতয়ঃ॥" (উদ্বাহতত্ত্ব)

সকৃত্তি (ত্রি) ১ প্রার্থনাশী। অভিলাষী। আকাঙ্ক্ষাযুক্ত, প্রেমাকাঙ্ক্ষী। (তৈত্তিরীয়ব্রা° ২।৪।৩।৪)

সকৃৎ (অব্য°) এক (একস্য সকৃচ্চ। পা ৫।৪।১৯) ইতি সুচ্, সকৃদাদেশশ্চ, সংযোগান্তস্যেতি সুচো লোপঃ। ১ একবার। ২ সহ। (অমর) ৩ বিষ্ঠা। (অমরটীকা) বিষ্ঠা অর্থে এই শব্দ প্রায়ই তালব্য শকারাদি দেখিতে পাওয়া যায়।

সকৃত (স্ত্রী) পুত্রশাসন। (হারাবলী)

সকৃৎপ্রজ (পুং) সকৃৎ প্রজা যস্য। ১ কাক। (অমর) (ত্রি) ২ অতিশয় মায়াপতা, যাহার একমাত্র সন্তান হইয়াছে।

সকৃৎফল (ত্রি) সকৃৎ ফলং যস্য। একবার যাহার ফল হইয়াছে। (স্ত্রী) টাপ্। সকৃৎফলা—কদলী, কলা গাছ, এই বৃক্ষের একবার ফল হয়। (রাজনি°)

সকৃৎসূ (স্ত্রী) সকৃৎ সূতে সূ-কিপ্। সকৃৎপ্রসবকারিণী।

"সকৃৎসূং পুরুপুত্রাং মহীং" (ঋক্ ১০।৭৪।৩)

'যা সকৃৎসূতে সা সকৃৎসূঃ তাং সকৃৎপ্রসবাত্তাং' (সায়ণ)

সকৃদাগামিন্ (ত্রি) ১ একক প্রত্যাগমনকারী। ২ বৌদ্ধমতে আর্য্যসত্যের দ্বিতীয় স্তর বা সোপান। (প্রজ্ঞাপা°২৬) [বৌদ্ধ দেখ]

সকৃদাবৃত্তি (স্ত্রী) নিমিত্তাবৃত্তি। (মনু ১১।২২২ কুল্লূক)

সকৃদ্গতি (স্ত্রী) একবার যাহা ঘটে কেবল এই ভাবে।

(পা ৭।১।৮৩)

সকৃদ্গর্ভ (পুং) সকৃৎ গর্ভো যস্য। বেসর, অশ্বতর, চলিত খচ্চর। (রাজনি°) স্ত্রিয়াং টাপ্। ২ একমাত্র গর্ভিণী স্ত্রী।

সকৃদ্গ্রহ (পুং, অজ্ঞাত দেশ ও তদ্দেশবাসী। (ভারত ভীষ্ম ৯।৬৪)

সকৃন্নন্দা (স্ত্রী) নদীভেদ। (ভারত বনপর্ব্ব)

সকৃদ্বীর (পুং) সকৃৎ বীরস্য। একবীর বৃক্ষ। (রাজনি°)

সকেত (ত্রি) সমানপ্রজ্ঞাবিশিষ্ট।

"বিশ্বেদেবাঃ সমনসঃ সকেতা একং" (ঋক্ ৬।৯।৫)

"সকেতাঃ সমানপ্রজ্ঞাশ্চ" (সায়ণ)

সকোপ (পুং) কোপেন সহ বর্ত্ততে। কোপের সহিত বর্ত্তমান, কোপযুক্ত।

সকোশ (ত্রি) অভিধানযুক্ত। কোষবিশিষ্ট।

সকৌতুক (ত্রি) কৌতুকেন সহ বর্ত্ততে। কৌতুকযুক্ত, কৌতুকবিশিষ্ট।

সকমপট্টী, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর তিন্নেবল্লী জেলার শ্রীবৈকুণ্ঠম তালুকের অন্তর্গত একটী নগর।

সক্তুপিণ্ডী (স্ত্রী) সক্তুকৃত পিণ্ডাকার ভক্ষ্যদ্রব্য, চলিত ছাতুর লাড়ু।

সক্তুশ্রী (ত্রি) সক্তু দ্বারা মিশ্রীকৃত, ছাতু দ্বারা মিশ্রিত। "শুক্রঃ ক্ষীরশ্রীঃ মন্থী সক্তুশ্রীঃ" (শুক্ল যজুঃ ৮।৫৭) 'সক্তুশ্রীঃ সক্তুভিঃ শ্রীয়তে মিশ্রীক্রিয়তে' (বেদদীপ)

সক্তুসিন্ধু (পুং) সক্তুপ্রধান সিন্ধু। (পা ৭।৩।১৯)

সক্থিন্ (ক্লী) সজ্যতে ইতি সন্জ সঙ্গে (অসিসঞ্জিভ্যাং ক্থিন্। উণ্ ৩।১৫৪) ইতি ক্থিন্। ১ ঊরু। (অমর) ২ শকটাবয়ব বিশেষ।

সক্থিমর্ম্মন্ (ক্লী) ঊরুমর্ম্ম। সুশ্রুতে লিখিত আছে যে, ইহার স্থান একাদশ; যথা—ক্ষিপ্র, তল, হৃদয়, কূর্চ্চ, কূর্চ্চশিরস্, গুল্ফ, ইন্দ্রবস্তি, জানু, ঊরু, লোহিতাক্ষ ও বিটপ। (সুশ্রুত শারীরস্থা° ৬ অ°) [মর্ম্ম দেখ।]

সক্মন্ (ক্লী) সমবেতযোগ্য, সম্মিলনযোগ্য।

"মহং সক্মন্ পিপর্ষি বিদথে" (ঋক্ ১।৩১।১৬)

'সক্মন্ সচনীয়ে, সমবেতুযোগ্যে, সচ সমবায়ে অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে ইতি মনিন্' (সায়ণ)

সক্ম্য (ক্লী) সংভজনার্হ। "আমক্ষিণীয়ে সক্ম্যং গোঃ" (ঋক্ ৩।৩৮।৭) 'সক্ম্যং সংভজনার্হং' (সায়ণ)

সক্রতু (ত্রি) সমানকর্ম্মবিশিষ্ট বা সমান প্রজ্ঞাযুক্ত। "ইমং স্তোমং সক্রতবো মে" (ঋক্ ২।২৭।২) 'সক্রতবঃ সমানকর্ম্মাণঃ, সমানপ্রজ্ঞা বা' (সায়ণ) ২ ক্রতুর সহিত।

সক্রায়পট্টন (সক্রে-পাট্টনা) মহিসুর রাজ্যের কাডুর জিলার একটী গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ১৩° ২৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৫৮´ ৫″ পূঃ। এই স্থান চিকমগলুর হইতে ১৫ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। এই নগরটী বহু প্রাচীন, স্থানীয় লোকে ইহাকে মহাভারতোক্ত রুক্মাঙ্গদ রাজার রাজধানী বলিয়াই জানে। এখানে কয়টী কীর্ত্তিস্তম্ভ আছে। তন্মধ্যে হোনবিল্ল নামক এইরূপীর সামাজ্ঞ পুষ্করিণী রক্ষার্থ নিজের প্রাণদানস্মৃতিজ্ঞাপক স্তম্ভ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ভিন্ন এখানে একটী প্রাচীন কামান আছে। এক সময়ে হিন্দুরাজগণ এই স্থানে আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন। ১৬৯০ খৃঃ অব্দে এইস্থান মহিসুরের শাসনাধীন হয়। এখানে প্রতিবর্ষে রঙ্গনাথের রথযাত্রা পর্ব্বে ৩০০০ ছাগ বলি হইয়া থাকে।

সক্রিয় (ত্রি) ক্রিয়য়া সহ বর্ত্ততে। ক্রিয়াযুক্ত, ক্রিয়াবিশিষ্ট।

সক্রী, বাঙ্গালার হাজারীবাগ জেলার একটী নদী। গয়া ও পাটনা জেলার মধ্য দিয়া উত্তরমুখে প্রবাহিত। এই নদীটী হাজারীবাগের জলনিকাশনের প্রধানতম উপায়। প্রায় ৮১০ বর্গ মাইল স্থানের জল এই নদীপথে নিকাশ হয়। মুঙ্গেরে এই নদী গঙ্গার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। এই নদীর জল লইয়া অনেক স্থানের শস্য ক্ষেত্রের জলসেচনকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।

সক্রুধ্ (ত্রি) উত্তরোত্তর ক্রোধশীল। ক্রোধপরায়ণ।

সক্রোধ (পুং) ক্রোধেন সহ বর্ত্তমানঃ। সকোপ, ক্রুদ্ধ, ক্রোধবিশিষ্ট।

সক্রেশ্বর (সকলেশ্বর) মহিসুর রাজ্যের হসনজেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। এই স্থানে মিউনিসিপালিটি আছে। অক্ষা° ১২° ৫৭´ ২০″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৫৮´ ৩১″ পূঃ। হৈমবতী নদীর দক্ষিণতটে হসন সহরের ২০ মাইল পশ্চিমে এই গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রাম মঞ্জরাবাদ তালুকের প্রধান নগর এবং কফি বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল। এই গ্রামের নিকে হিমবতী নদীর উপর একটী লৌহসেতু আছে।

সক্ষ্ গতিকর্ম্মন্। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ সক্ষতি, লিট্ সসক্ষ। লুঙ্ অসক্ষীৎ। লিঙ্ সক্ষ্যতি। লুঙ্ অসসক্ষৎ।

সক্ষ (ত্রি) ১ অভিক্রমণীয়। ২ পরাভূত। (তৈত্তিরীয়স° ৩।৪।৪।১)

সক্ষণ (ত্রি) ১ পরাভূত। (ঋক্ ৪।৩১।৪) ২ সহায়ক।

সক্ষণি (ত্রি) সচনীয়, সেব্য। "দেবো ভুবনস্য সক্ষণিঃ" (ঋক্ ২।৩১।৪) 'সক্ষণিঃ সচনীয়ঃ সেব্যঃ' (সায়ণ)

সক্ষম (ত্রি) ক্ষমেণ ক্ষময়া বা সহ বর্ত্তমানঃ। ১ ক্ষমতাবিশিষ্ট, ক্ষমতাযুক্ত। ২ ক্ষমাগুণবিশিষ্ট।

সক্ষার (ত্রি) ক্ষারেণ সহ বর্ত্তমানঃ। ক্ষারযুক্ত, লবণবিশিষ্ট।

সক্ষিৎ (ত্রি) সমানকার্য্য প্রাপ্ত।

"দেবিত্তে অস্য সক্ষিতা উক্তে" (ঋক্ ১।১৪০।৩)

'সক্ষিতা সক্ষিতৌ সমানকার্য্যং অনুসংপাদয়ং গচ্ছন্তৌ' (সায়ণ)

সক্ষীর (ত্রি) ক্ষীরেণ সহ বর্ত্তমানঃ। ক্ষীরের সহিত বর্ত্তমান, ক্ষীরযুক্ত।

সখ্ (দেশজ) নিত্য নূতন দ্রব্যে অভিলাষ। অভিলষিত বস্তু প্রাপ্তির ইচ্ছা বা ঝোঁক।

সখা, (দেশজ) সখি, বন্ধু। সখি শব্দের প্রথমার এক বচনে 'সখা'।

সখি (পুং) সমানঃ খ্যায়তে ইতি সমান খ্যা (সমানে খ্যঃ সচোদাত্তঃ। উণ্ ৪।১৩৬) ইতি ইঞ্, টিলোপযলোপৌ সমানস্য সভাবশ্চ, যদ্বা সমানঃ খ্যায়তে জনৈঃ সাপ্রীতি ডিঃ মনীষাদিত্বাৎ খ্যাতের্যলোপঃ সমানস্য সভাবঃ। সৌহার্দ্দযুক্ত, পর্য্যায়—আত্মজন, মিত্র, সুহৃৎ, বয়স্য, সবয়স্, স্নিগ্ধ, সহচর। (হেম)

২ সহায়, সহচর।

"অত্যাগসহনো বন্ধুঃ সদৈবানুমতঃ সুহৃৎ।

একক্রিয়ং ভবেন্মিত্রং সপ্রাণঃ সখা মতঃ॥" (ইতি প্রাচ)

যিনি ত্যাগ সহ করিতে পারেন না, তাহাকে বন্ধু, যিনি সর্ব্বদা অনুগামী থাকেন, তাহাকে সুহৃৎ, এবং সকল বিষয়ে এক

কার্য্যকারী হইলে মিত্র, আর নিজের মত এক ভাবেরু হইলে সখা হয়। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, যদি কেহ সখাপত্নী গমন করেন, তাহা হইলে তাহাকে গুরুপত্নীগমনের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

"গুরুতল্পব্রতং কুর্য্যাৎ রেতঃ সিক্ত্বা স্বযোনিষু।

সখ্যুঃ পুত্রস্য স্ত্রীষু কুমারীষন্ত্যজাসু চ ॥" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

সখিতা (স্ত্রী) সখ্যুর্ভাবঃ তল-টাপ্। সখ্য, বন্ধুত্ব, সৌহার্দ্দ।

সখিত্ব (ক্লী) সখ্যুর্ভাবঃ ত্বতলৌ ভাবে, ইতি ত্ব। বন্ধুত্ব, সখ্য।

সখিত্বন (ক্লী) সখ্যার্থে। "কাম সখিত্বনায় বাবৃধুঃ" (ঋক্ ৮।৫১।১৪) 'সখিত্বনায় সখ্যার্থং' (সায়ণ)

সখিদত্ত (পুং) পাণিনিবর্ণিত ব্যক্তিভেদ। (পা ৪।২।৮০)

সখিপূর্ব্ব (ক্লী) বন্ধুত্ব।

সখিল (ত্রি) পরিশিষ্টবিশিষ্ট।

সখিবৎ (ত্রি) সখি অস্ত্যর্থে মতুপ্, মস্য ব। সহায়বিশিষ্ট, বন্ধুযুক্ত। "বিষ্ণুঃ সখিবান্ অপোর্ণুতে" (ঋক্ ১।১৫৬।৪) 'সখিবান্ মরুদাদিসখিভিযুক্তঃ উভয়ত্রতাদি সহায়োপেতঃ' (সায়ণ)

সখিবিদ্ (ত্রি) সখি-বিদ্-ক্বিপ্। যজমানকে যিনি জ্ঞাত আছেন, যজমানজ্ঞ। "সখিবিদং সত্রাজিতং ধনজিতং" (শুক্লযজুঃ ১১।৮) 'সখিবিদঃ সখায়ং ধনিস্পাদকং যজমানং বেত্তীতি' (মহীধর)

সখিসর্ব্বার, বোম্বা প্রান্তের জেলার অন্তর্গত একটী সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান মসজিদ্। সুলেমান গিরিশ্রেণীর পাদদেশস্থ নির্জ্জন ও মরুময় প্রদেশে একটী পার্ব্বত্য নদীর তটে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত। সয়েদী আহমদের সম্মানার্থ প্রথমে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর যখন সয়েদী আহমদ সখিসর্ব্বারী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিল, মসজিদ্‌টীও সেই নামে প্রথিত হয়। ১২২০ খৃঃ তাঁহার পিতা বোগদাদনগর হইতে আসিয়া শিয়ালকোটে অবস্থান করেন। সয়েদী-আহমদ এখানে ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হয়েন। কথিত আছে, দিল্লীর তদানীন্তন বাদশাহ তাঁহার অলৌকিক কার্য্যাদি দেখিয়া ধনবাহিত চারিটী শকটপূর্ণ অর্থদান করেন। সেই অর্থে এই মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। লাহোরের দুই জন হিন্দুবণিকের ব্যয়ে এই মন্দিরের সোপান নির্ম্মিত হয়। মন্দির হইতে অদূরস্থ নদীর জল পর্য্যন্ত সোপানাবলী নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই মন্দিরে অনেকগুলি গৃহ আছে, একটী গৃহে সখিসর্ব্বারের সমাধি আছে। এতদ্ব্যতীত এখানে বাবা নানকের স্মৃতিচিহ্ন, সখিসর্ব্বারের স্ত্রী মুসম্মত বিবি ভাইর সমাধি এবং একটী ঠাকুরঘর প্রতিষ্ঠিত আছে। এই মন্দিরে হিন্দু ও মুসলমান-সাম্প্রদায়ের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় শ্রেণীর লোকই এই মন্দির দর্শন করিয়া থাকেন। সখিসর্ব্বারের ভৃত্যত্রয়ের বংশধরগণ এই মসজিদের রক্ষক ও এখানকার সেবাইত। এই মসজিদের আয় ১৬৫০ভাগে বিভক্ত হয়, প্রথম ভৃত্যের বংশধরগণ ৭৫০ অংশ, দ্বিতীয়ের বংশধরগণ ৬০০ অংশ এবং তৃতীয়ের বংশধরগণ ৩০০ অংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সমগ্র বৎসর ব্যাপিয়া এই স্থানে ভক্তগণের সমাগম হইয়া থাকে।

এ স্থানে খাদ্য দ্রব্যাদির সুলভ নহে। দুষ্প্রাপ্য বলিয়াই ঐ সকল দ্রব্য অধিক মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে।

সখী (স্ত্রী) সখা (নিখীতি ভাষায়াং। পা ৪।১।৬২) ইতি ঙীষ্। সহচরী। পর্য্যায়—আলি, বয়স্যা, সধ্রীচী। (হেম)

সখীভাব, বৈষ্ণবদিগের ভগবদ্ভজনপ্রকারবিশেষ। বৃন্দাবনে শ্রীরাধার সখীগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যেরূপ নির্লিপ্ত ও নিস্পৃহ ঐকান্তিক আসক্তিতে প্রেম করিয়াছিলেন, শ্রীভগবানের উপর সেই ভাবেই চিত্তার্পণের নাম সখীভাব। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ব্রজোপাসনায় সচ্চিদানন্দ রসমূর্ত্তি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলাবিলাসের আস্বাদন কেবল সখীদেরই সম্ভোগ্য। সখী ভিন্ন এই লীলাবিলাসে অপর কাহারও প্রবেশাধিকার নাই। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

"রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্যবাৎসল্যাদি ভাবে না হয় গোচর॥
সবে এক সখীগণের ইহে অধিকার।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার॥
সখী বিনা এই লীলা পুষ্ট নাহি হয়।
সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়॥
সখী বিনা এই লীলায় অন্যের নাহি গতি।
সখীভাবে যেই তারে করে অনুগতি॥
রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়॥"

এই সম্বন্ধে নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন—

"সখীনাং সঙ্গিনীরূপামাত্মানং বাসনাময়ীম্।
আজ্ঞাসেবাপরাং তত্তদ্রূপালঙ্কারভূষিতাম্॥"

সনৎকুমারতন্ত্রেও এ সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি লিখিত হইয়াছে—

"আত্মানং চিন্তয়েত্তত্র তাসাং মধ্যে মনোরমাং।
রূপযৌবনসম্পন্নাং কিশোরীং প্রমদাকৃতিম্॥"

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণলীলাবিলাসের মাধুর্য্য রসে যাঁহারা প্রবিষ্ট হইতে চাহেন, তাঁহাদের আত্মাকে রমণীয়া রমণীমূর্ত্তিরূপে কল্পনা করিতে হইবে। ইঁহারা কান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন। গোপীদের ন্যায় কোমল ও অনুরাগময় হৃদয় না হইলে কৃষ্ণরস-মাধুর্য্য আস্বাদন ঘটে না। বিশেষতঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলায় সখীদের দ্বারাই সম্পুষ্ট হয়।

সখীদিগের ভাব কি প্রকার তাহাও চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে, তদ্‌ যথা—

"সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন।
কৃষ্ণ সহ নিজ লীলায় নাহি সখীর মন॥
কৃষ্ণ সহ রাধিকার যে লীলা করায়।
নিজ কেলি হৈতে তাহে কোটি সুখ পায়॥"

শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে লিখিত আছে—

"সখ্যঃ শ্রীরাধিকায়া ব্রজকুমুদবিধোর্হ্লাদিনীনামশক্তেঃ
সারাংশপ্রেমবল্ল্যাঃ কিসলয়দলপুষ্পাদিতুল্যাঃ স্বতুল্যাঃ।
সিক্তায়াং কৃষ্ণলীলামৃতরসনিচয়ৈরুল্লসন্ত্যামমুষ্যাং
জাতোল্লাসাঃ স্বসেকাৎ শতগুণমধিকং সন্তি যত্তন্নচিত্রম্॥"

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ ইহার যে সংক্ষিপ্ত পদ্যানুবাদ করিয়াছেন, তাহা এই—

"রাধার স্বরূপ কৃষ্ণপ্রেমকল্পলতা।
সখীগণ হয় তার পল্লবপুষ্পপাতা॥
কৃষ্ণলীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়।
নিজ সেক হৈতে পল্লবাদ্যের কোটি সুখ হয়॥"

সুতরাং সখীভাব স্বীয় সুখবাসনাপরিশূন্য, অতএব নিষ্কাম ও বিশুদ্ধ প্রেমের স্ফুট ও পূর্ণ চিত্র। চরিতামৃতকার আরও লিখিয়াছেন—

"সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম।
কামক্রীড়া সাম্যে তার কহি কাম নাম॥
নিজেন্দ্রিয় সুখবাঞ্ছা নাহি গোপিকার।
কৃষ্ণ সুখ দিতে করে সঙ্গমবিহার॥
ব্রজলোকের কোন ভাব লইয়া যেই ভজে।
ভাবযোগ্য দেহ পাঞা কৃষ্ণ পায় ব্রজে॥"

সুতরাং শ্রীরাধাকৃষ্ণের মধুর লীলা রস আস্বাদনের অভিলাষ হইলে সখীদের অনুগা হইয়া সখীভাবই গৌড়ীয় বৈষ্ণবের অবলম্বনীয়।

সখেদ (ত্রি) খেদেন সহ বর্ত্তমানঃ। খেদের সহিত বর্ত্তমান, দুঃখের সহিত বর্ত্তমান। খেদযুক্ত।

সখেরা, বরোদা রাজ্যের একটী নগর। এখানে একটী ক্ষুদ্র দুর্গ আছে। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে কতিপয় বৃটিশ সৈন্য এই দুর্গ অধিকার করিয়া লয়। সখেরার ছাপা কাপড় এবং রঙ্গ করা বস্ত্র অতি প্রসিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত কাষ্ঠের উপর খোদাই কার্য্য এখানে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

সখোল (স্ত্রী) নগরভেদ। (রাজতর° ১।৩৪২)

সখ্য (ক্লী) সখ্যুর্ভাবঃ কর্ম্ম বা সখি-যৎ। মিত্রতা, বন্ধুত্ব। পর্য্যায়— সৌহার্দ্দ, সাপ্তপদীন, মৈত্র, অজর্য্য, সঙ্গত। ২ পণ। (হৈম[illegible]°)

সগ, সংবৃতি, সংবরণ, আচ্ছাদন। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ সগতি। লিট্ সসাগ, সেগতুঃ। লুঙ্ অসগীৎ। ণিচ্ সাগয়তি। লুঙ্ অসীসগৎ।

সগণ (ত্রি) গণেন সহ বর্ত্ততে। গণের সহিত বর্ত্তমান, গণযুক্ত, দলবিশিষ্ট। নিজগণের সহিত। (শুক্লযজুঃ ২২।১৯)

সগদ্গদ (ত্রি) গদ্গদ বাক্যবিশিষ্ট, গদ্গদ বাক্যযুক্ত।

সগন্ধ (পুং) গন্ধেন সহ বর্ত্তমান ইতি। ১ জ্ঞাতি। (ত্রিকা°) (ত্রি) ২ গন্ধযুক্ত, গন্ধবিশিষ্ট। ৩ গর্ব্ববিশিষ্ট।

সগন্ধিন্ (ত্রি) সগন্ধ অস্ত্যর্থে ইনি। গন্ধবিশিষ্ট, গন্ধযুক্ত।

সগর (পুং) গরেণ সহ বর্ত্তমানঃ। ১ অন্তরীক্ষ। (বেদ) ২ সূর্য্যবংশীয় রাজবিশেষ। অযোধ্যাধিপতি বাহুরাজপুত্র। পদ্মপুরাণে স্বর্গখণ্ডে সগর রাজার উৎপত্তি-বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে;—সূর্য্যবংশে বাহু নামে প্রবল পরাক্রান্ত এক রাজা ছিলেন। ইঁহার পত্নীর নাম যাদবী। একদা হৈহয়, তালজঙ্ঘ, কাম্বোজ, পহ্লব, পারদ, যবন ও শক ইঁহারা সকলে মিলিত হইয়া বাহু রাজার রাজ্য আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে বাহু পরাজিত হন। তখন তিনি পত্নীর সহিত পলায়ন করিয়া বনগমন করেন। এই সময় তাঁহার পত্নী গর্ভিণী ছিলেন। যাদবীর যখন গর্ভসঞ্চার হয়, তখন তাঁহার সপত্নী এই বিষয় জানিতে পারিয়া যাদবীকে বিষ পান করান, কিন্তু দৈবশক্তিতে যাদবী বিষপান করিয়াও মৃত্যুমুখে পতিত বা তাঁহার গর্ভস্থ সন্তানের কোন অনিষ্ট হইল না। রাজা বাহু রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া বনক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া অচিরে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। রাজ্ঞী যাদবী স্বামীর চিতা প্রস্তুত করিয়া তাঁহার সহিত সহগমনে প্রবৃত্ত হইলে ঋষি ঔর্ব্ব তাঁহাকে এই অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত করেন। যাদবী ঔর্ব্বের আশ্রমে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কালে গর্ভ পূর্ণ হইলে যাদবী বিষের সহিত এক পুত্র প্রসব করেন। ঔর্ব্ব তাঁহার জাতকর্ম্মাদি সংস্কার করিয়া গর অর্থাৎ বিষের সহিত প্রসূত হন বলিয়া তাঁহার নাম সগর রাখেন। পরে ঔর্ব্ব তাঁহার যথাবিধি সংস্কারকার্য্য সম্পন্ন করিয়া তাঁহাকে অখিল বেদ ও সকল শাস্ত্র শিক্ষা দেন। সগর অস্ত্রশস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়া হৈহয় প্রভৃতিকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাহাদিগকে নিঃশেষরূপে হনন করিতে লাগিলেন। তখন তাহারা অতিশয় ভীত হইয়া বশিষ্ঠ দেবের শরণাগত হইলেন। বশিষ্ঠদেব তাহাদিগকে অভয় দিয়া সগরকে নিবারণ করেন, তখন সগর তাহাদিগের ধর্ম্মনাশ করিয়া তাহাদিগকে অন্য বেশ ধারণ করাইলেন। তদবধি শকগণ অর্দ্ধশিরা মুণ্ডিত, যবন ও কাম্বোজগণ সর্ব্বশিরা মুণ্ডিত, পারদগণ মুক্তকেশ ও পহ্লবগণ শ্মশ্রুধারী ইত্যাদি বেশে বিরাজিত হইল। কিন্তু সকলেই তদবধি বেদরহিত ও ধর্ম্মচ্যুত হইয়া রহিল। রাজা

সগর এইরূপে শত্রুবর্গকে নির্জ্জিত করিয়া রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। (পদ্মপু° স্বর্গখ° ১৫অ°)

মহাভারতে ইঁহার বিবরণ একটু স্বতন্ত্র ভাবে বর্ণিত আছে। ইক্ষ্বাকুবংশে সগর নামে এক রাজা জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার বৈদর্ভী ও শৈব্যানামে দুই পত্নী ছিল। রাজা সগর হৈহয় ও তালজঙ্ঘ প্রভৃতিকে সমূলে উৎসাদিত করিয়া স্বরাজ্য শাসন করেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র না হওয়ায় তিনি অনপত্যতা নিবন্ধন অতি দুঃখে কালাতিপাত করিতে থাকেন। পরে তিনি স্থির করেন যে, দৈব প্রসন্ন না হইলে কিছুতেই পুত্রলাভের উপায় নাই। এজন্য তিনি পত্নীদ্বয়ের সহিত মহাদেবের উদ্দেশে অতি কঠোর তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের তপস্যায় প্রীত হইয়া মহাদেব তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া সগরকে এই বর দেন যে তোমার এই দুই পত্নীর মধ্যে এক পত্নীতে অতি বলবান্ ষষ্টি সহস্র পুত্র হইবে এবং এই সকল পুত্র একত্র নিধন লাভ হইবে। আর এক পত্নীতে সৌর্য্যশীল এক বংশধর সমুৎপন্ন হইবে।

তখন রাজা সগর অতিশয় হৃষ্ট হইয়া পত্নীদ্বয়ের সহিত গৃহে আগমন করিলেন। অনন্তর দুই মহিষীই গর্ভবতী হইলেন। পরে বৈদর্ভী যথাকালে একটী অলাবু প্রসব এবং শৈব্যা কান্তিকতুল্য দেবরূপী এক পুত্র প্রসব করিলেন। ঐ পুত্রের নাম অসমঞ্জা। রাজা তখন সেই অলাবু দূরে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলে অন্তরীক্ষ হইতে দৈববাণী হইল, 'হে রাজন্! তুমি এই অলাবু ত্যাগ করিও না। এই অলাবু মধ্য হইতে বীজসকল নিঃসারিত করিয়া যত্নপূর্ব্বক পৃথক্ পৃথক্ ঘৃতপূর্ণ উষ্ণপাত্রে রক্ষা কর, তাহা হইলে ঐ বীজ সমূহ হইতে তোমার ষষ্টিসহস্র পুত্র উৎপন্ন হইবে। দেববাক্য অন্যথা হইবার নহে! মহাদেব এই নিয়মানুসারে তোমার পুত্রজননের উপদেশ দিয়াছেন।'

রাজা সগর অন্তরীক্ষ হইতে এই দৈববাণী শুনিয়া উক্ত অলাবুর বীজগুলি বিভাগ ক্রমে এক একটী করিয়া ঘৃতকুম্ভ মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন এবং পুত্রগণের রক্ষাবিষয়ে তৎপর হইয়া সেই সকল ভাগের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এক এক জন ধাত্রী নিযুক্ত করিয়া দিলেন। অনন্তর বহুকাল পরে মহাবল পুত্র সকল কুম্ভ হইতে উত্থিত হইল। এই সকল পুত্রগণ কালে অতি বলবান্ ও অতি ভীষণকর্ম্মা হইয়া দেবগণের সকলের প্রতি ভীষণ অত্যাচার করিতে লাগিল। ইহাদের অত্যাচারে লোক সকল নিতান্ত পীড়িত হইতে লাগিল। দেবগণ তখন তাহাদের পীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া ব্রহ্মার শরণাগত হইলেন। ব্রহ্মা তখন তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমার স্ব স্ব আশ্রমে প্রস্থান কর, সত্বর ইহার প্রতিবিধান হইবে।

অনন্তর কিছুদিন অতীত হইলে রাজা সগর অশ্বমেধ-যজ্ঞে দীক্ষিত হন। তাঁহার যজ্ঞীয় অশ্ব তৎপুত্রগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া পৃথিবী বিচরণ করিতেছিল। সেই অশ্ব প্রবল-সংস্কারে সুরক্ষিত হইয়াও সমুদ্রে গিয়া তথায় অন্তর্হিত হইল। তৎপরে রাজপুত্রগণ পিতার নিকট আগমন করিয়া ঐ অশ্ব অপহৃত ও অদৃশ্য হওয়ার কথা ব্যক্ত করিল। রাজা তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা সকলে দিগ্বিদিক্ সর্ব্বত্র অন্বেষণ কর। অনন্তর তাহারা পিতার আজ্ঞানুসারে সমস্ত দিক্ ভ্রমণ করিয়া সমুদয় পৃথিবীতলে সেই অশ্ব অন্বেষণ করিল; কিন্তু অশ্ব বা অশ্বের অপহর্ত্তা কাহারও সন্ধান পাইল না। পরিশেষে তাহারা সকলে একত্র মিলিত হইয়া পিতার নিকট আগমন করিয়া কহিল, পিতঃ! আমরা আপনার আদেশক্রমে সমুদ্র, নদ, নদী, দ্বীপ, পর্ব্বত, কন্দর, বন, উপবন ও সমস্ত ভূমণ্ডল অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু ইহার কোন স্থানেও এই অশ্বের সন্ধান পাইলাম না।

রাজা সগর তাহাদের এই কথা শুনিবা মাত্র অতি ক্রোধান্ধ হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, অশ্ব না লইয়া প্রত্যাগমন করা তোমাদের উচিত হয় নাই; তোমরা পুনরায় গিয়া সমস্ত লোক অন্বেষণ কর, ঐ অশ্ব যজ্ঞীয়, অশ্ব না পাইলে যজ্ঞ শেষ হইবে না, অতএব তোমরা কালবিলম্ব করিও না, সত্বর গমন কর। তখন সগর-পুত্রগণ পিতার আজ্ঞানুসারে পুনর্ব্বার অশ্ব-অন্বেষণের জন্য সমগ্র পৃথিবী পরিক্রম করিল। কিন্তু কোথাও ঐ অশ্বের সন্ধান পাইল না। পরিশেষে তাহারা পর্য্যটন করিতে করিতে সমুদ্রে আসিয়া এক স্থলে পৃথিবী বিদারিত দেখিতে পাইল। তখন সেই গর্ত্ত উপলক্ষ করিয়া যত্নপূর্ব্বক কুদালাদি দ্বারা উহা খনন করিতে লাগিল। সমুদ্র তাহাদিগের কর্ত্তৃক দীর্য্যমাণ হওয়ায় অত্যন্ত আর্ত্ত হইল এবং অসুর, পন্নগ ও রাক্ষসাদি বিবিধ প্রাণীরা সগরপুত্রগণ কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। শত শত সহস্র প্রাণীর মস্তক ছিন্ন, দেহ ভগ্ন এবং চর্ম্ম, অস্থি ও সন্ধি-স্থল ছিন্ন ভিন্ন হইতে লাগিল। সগরপুত্রদিগের এই প্রকারে সমুদ্র খনন করিতে বহুকাল অতীত হইল। কিন্তু কোন স্থানেও অশ্বের অনুসন্ধান হইল না। অনন্তর তাহারা অতি ক্রুদ্ধ হইয়া পূর্ব্বউত্তরপ্রদেশে পাতালতল বিদারণ করিয়া তথায় সেই অশ্বকে ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করিতে এবং তেজোরাশিস্বরূপ মহাত্মা কপিল মুনিকে জ্বালা প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় দেখিতে পাইল। রাজপুত্রগণ ঐ অশ্ব অবলোকন করিয়া কপিল দেবকে অবজ্ঞা করিয়া ঐ অশ্ব গ্রহণ করিতে উদ্যত হইল। তখন কপিলদেব চক্ষু বিকৃত করিয়া তাহাদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। এই দৃষ্টিতে ষষ্টি সহস্র সগরপুত্র তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইল।

পূর্ব্বে অসমঞ্জা দুর্ব্বল বালকদিগের কণ্ঠধারণ করিয়া এক

ক্রোধ পূর্ব্বে নদীমধ্যে নিক্ষেপ করিত, তজ্জন্য পৌরজন ভীত হইয়া রাজার নিকট বলিয়াছিলেন আপনি আমাদিগকে সকল ভয় হইতে ত্রাণ করিয়া থাকেন, এখন অসমঞ্জার ভয় হইতে পরিত্রাণ করুন, তাহার পীড়নে আমরা সকলেই অতিশয় উৎপীড়িত হইয়াছি। রাজা এই দুর্ব্ব্যবহারের কথা শুনিয়া পুত্রকে নির্ব্বাসিত করেন। তাঁহারই পুত্র অংশুমান্।

এদিকে দেবর্ষি নারদ কপিলকর্তৃক ষষ্টি সহস্র সগর পুত্রের ভস্ম বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সগরের নিকট আগমনপূর্ব্বক এই সংবাদ প্রদান করেন। রাজা সগর এই সংবাদে অতি দুঃখিত হইয়া যজ্ঞসমাপ্তির বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন তিনি শৈব্যা-গর্ভজাত অসমঞ্জার পুত্র অংশুমান্‌কে ডাকিয়া কহিলেন, বৎস! অমিততেজস্বী ষষ্টিসহস্র পুত্র কপিল-কোপে ভস্ম হইয়াছে। আমি আপন ধর্ম্মরক্ষার জন্য পুরবাসীদিগের হিতাভিলাষে তোমার পিতাকে পরিত্যাগ করিয়াছি। বৎস এইক্ষণ যজ্ঞীয় অশ্ব আনয়ন করিয়া যাহাতে যজ্ঞ সমাপ্ত হয়, তাহার উপায় বিধান কর। অংশুমান্ পিতামহের বাক্যানুসারে সাগর পথ দিয়া কপিলদেবের নিকট গমন এবং তাঁহাকে বিবিধ প্রকার স্তব করিয়া পরিতোষ করিলেন। কপিল সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর গ্রহণ করিতে কহিলেন। অংশুমান্ পিতামহের যজ্ঞীয় অশ্ব ও পিতৃগণের উদ্ধার-বর প্রার্থনা করিলেন। কপিল দেব সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, তোমার অভিলাষ-সিদ্ধি হইবে। রাজা সগর তোমার দ্বারাই যজ্ঞসমাপন করিবেন। সগরের ষষ্টিসহস্র পুত্রগণ তোমার প্রভাবেই স্বর্গগামী হইবেন। তোমার পৌত্র সগর-পুত্রদিগকে পবিত্র করিবার নিমিত্ত মহাদেবকে আরাধনা করিয়া গঙ্গাকে এইস্থানে আনয়ন করিবেন। অংশুমান্ তখন ঐ অশ্ব-গ্রহণ করিয়া সগরের নিকট উপস্থিত হন। রাজা ঐ অশ্ব প্রাপ্ত হইয়া যজ্ঞসমাপন করেন। পরে তিনি বহুকাল রাজ্যশাসন করিয়া পৌত্রের প্রতি রাজ্যভার অর্পণ পূর্ব্বক স্বর্গযাত্রা করেন।

অংশুমানের পুত্র দিলীপ। দিলীপ পিতৃগণের উদ্ধারের জন্য গঙ্গা আনয়নের বিবিধ প্রকার চেষ্টা করেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। দিলীপের পুত্র ভগীরথ গঙ্গা আনয়ন করিয়া ষষ্টিসহস্র সগরপুত্রের উদ্ধার সাধন করেন। (ভারত বনপ° ১০৫-৯ অ°).

রামায়ণের আদিকাণ্ডে ৪০ সর্গ পর্য্যন্ত সগরোপাখ্যান বর্ণিত আছে। রামায়ণমতে বিশেষ এই যে, রাজা সগর অংশুমানের মুখেই পুত্রগণের নিধনবার্ত্তা অবগত হন, এবং যজ্ঞীয় অশ্ব না পাইয়া কল্পশ্রোক্ত বিধানানুসারে যজ্ঞসমাপন করিয়াছিলেন।

(ত্রি) ২ গর অর্থাৎ বিষের সহিত বর্ত্তমান, বিষযুক্ত।

সগরী (স্ত্রী) সগরক্ষেত্র। (তারানাথ)

সগর্ভ (পুং) সমানো গর্ভো যস্য, সমানস্য স আদেশঃ। ১ সহোদর। (শব্দরত্না°) ২ অন্তর্গত সূক্ষ্মপত্রাদিযুক্ত। ৩ গর্ভবিশিষ্ট।

সগর্ভা (স্ত্রী) গর্ভেণ সহ বর্ত্তমানা। গর্ভবতী স্ত্রী। গর্ভিণী।

সগর্ভ্য (পুং) সমানগর্ভে ভবঃ (সগর্ভসযূথসনুতাৎ যন্। পা ৪।৪।১১৪) ইতি যন্। সহোদর, একগর্ভজাত। (শুক্লযজু° ৪।২০)

সগর্ব্ব (ত্রি) গর্ব্বেণ সহ বর্ত্তমানঃ। গর্ব্বের সহিত বর্ত্তমান, অহঙ্কৃত, গর্ব্ববিশিষ্ট।

সগু (ত্রি) গাভীতে বৃষসঙ্গম। (পঞ্চবিংশব্রা° ২১।৮।২)

সগুণ (ত্রি) গুণৈঃ সহ বর্ত্তমানঃ। ১ গুণের সহিত বর্ত্তমান। ২ গুণযুক্ত, চাপবিশিষ্ট। সত্ত্বরজস্তমোগুণযুক্ত। স্ত্রিয়াং টাপ্। সগুণা। ৩ গুণবিশিষ্টা। ৪ প্রকৃতি; প্রকৃতি সগুণা এবং পুরুষ নির্গুণ।

সগুণবতী (স্ত্রী) সগুণ মতুপ্ মস্য ব, স্ত্রিয়াং ঙীষ্। সগুণ-বিশিষ্টা, গুণবতী; গুণবিশিষ্টা।

সগুণিন্ (ত্রি) সগুণ অস্ত্যর্থে ইনি। সগুণবিশিষ্ট, গুণযুক্ত।

সগৃহ (ত্রি) গৃহেণ সহ বর্ত্তমানঃ। গৃহের সহিত বর্ত্তমান, গৃহযুক্ত ২ সপত্নীক, পত্নীযুক্ত, গৃহশব্দে স্ত্রীকে বুঝায়।

সগোত্র (স্ত্রী) সমানং গোত্রমিতি সমানস্য সভাদেশঃ। ১ কুল। 'কুলং গোত্রং সগোত্রঞ্চ কুল্যগোত্রে নিগদ্যতে।' (শব্দরত্না°)

(পুং) সমানং গোত্রমস্য (জ্যোতির্জনপদ বা রাত্রি। পা ৬।৩।৮৫) ইতি সমানস্য সঃ। ২ জ্ঞাতি।

সগোষ্ঠী (স্ত্রী) গোষ্ঠীর সহিত বর্ত্তমান। (ভাগবত ৪।২২।২৩)

সগৌরব (ত্রি) গৌরবের সহিত বর্ত্তমান, গৌরববিশিষ্ট গুরুতাযুক্ত।

সগ্ধি (স্ত্রী) সমানা [illegible] বা অদ্ধি, অদঃক্তি, ঘসোহদো ইতি অদে ক্তিঃ নিপাতনাৎ সধিরাদেশঃ, সগ্ধিরপি স্থলমীতি পত্রে। সহভোজন। (অমর)

সগ্মু (ত্রি) সখীর সহিত বর্ত্তমান, যজমান। "সগ্মে তে গোঃ" (শুক্ল যজু° ৪।২৩) 'সগ্মে যজমানে, যথা গ্মা গৌঃ তয়া সহ বর্ত্তমানঃ, সগ্মঃ যজমানঃ' (মহীধর)

সঘ, হিংসা, বধ। স্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ সঘ্নোতি, লোট্ সঘ্নোতু। লিট্ সসাঘ, লুট্ সঘিতা, সঘিষ্যতি, লুঙ্ অসঘীৎ, অসাঘীৎ, সন্ সিসঘিষতি, যঙ্ সাসঘ্যতে। যঙ্লুক্ সাসঘ্মি, ণিচ্ সাঘয়তি, লুঙ্ অসীষঘৎ।

সঘ, যোদ্ধব্যক্তিভেদ। (তারানাথ)

সঘন্ (পুং) গৃধিনী, শকুনি। (তৈত্তিরীয়স° ৩।২।১।১)

সঘন (ত্রি) ঘনের সহিত বর্ত্তমান, নিবিড়। ২ মেঘযুক্ত।

সঘৃণ (ত্রি) ঘৃণয়া সহ বর্ত্তমানঃ। ঘৃণাযুক্ত, ঘৃণাবিশিষ্ট, ঘৃণার সহিত বর্ত্তমান।

সঙ্কক্ষিকা (স্ত্রী) বৌদ্ধদিগের পরিধেয় বাসবিশেষ।

সঙ্কট (ত্রি) সম্ (সংপ্রোদশ্চ কটচ্। পা ৫।২।২৯) বা সম্যক্ কটতি আবৃণোতীতি সঙ্কটং অচ্। ১ সংবাধ, বিপদ্। (অমর) ২ আপদ্‌জনক। ৩ সঙ্কীর্ণ, অল্প প্রস্থ, চলিত খুঁড়িপথ। উচ্চ চূড়াবলম্বী গিরিচূড়াদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী পার্ব্বত্য পথ। ৪ জনতা-যুক্ত। ৫ নিবিড়। ৬ অজেয়, অপার, অনুত্তীর্য্য। (স্ত্রী) ৭ দুঃখ, ক্লেশ। ৮ জনতা, ভিড়, সংমর্দ্দ।

সঙ্কটচতুর্থী (স্ত্রী) ব্রতবিশেষ। শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণা চতুর্থীতে এই ব্রত করিতে হয়।

সঙ্কটা (স্ত্রী) সম্যক্ কটতি আবৃণোতি বা সম্-কট্-অচ্-টাপ্। দেবীবিশেষ, সঙ্কটা দেবী। অতি সঙ্কটে পড়িয়া এই দেবীর পূজা করিলে সঙ্কট নিবারণ হয়, এই জন্য এই দেবী সঙ্কটা নামে পূজিত হইয়া থাকেন। বারাণসীতে এই দেবী প্রসিদ্ধা। মন-স্কামনা সিদ্ধির জন্য হিন্দু রমণীগণ সঙ্কটাব্রত করেন। প্রথমে অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের শুক্রবারে সঙ্কটাব্রত আরম্ভ করিতে হয়। তৎপরে বর্ষে বর্ষে ঐ মাসের শুক্লপক্ষের শুক্রবারে অন্যান্য মাসের শুক্লপক্ষেও এই দেবী পূজার বিধান আছে। দেবীর পূজা দিবার পর স্ত্রীলোকগণ পারণস্বরূপ কেবলমাত্র মুখে ধূলি দিয়া ব্রত সমাধা করেন। ঐ মাসে ঐ দিনে পাইল ও চাউল একত্র অলবণ পাক করিয়া খাইবার বিধান আছে।

২ জ্যোতিষমতে অষ্টযোগিনীর মধ্যগত একটী যোগিনী।

"মঙ্গলা পিঙ্গলা ধন্যা ভ্রামরী ভদ্রিকা তথা।

উল্কা সিদ্ধিঃ সঙ্কটা চ যোগিন্যোঽষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতা॥"(জ্যোতিষ)

সঙ্কটাক্ষ (পুং) সংকটং অক্ষতীতি অক্ষ ব্যাপ্তৌ অণ্। ধববৃক্ষ, চলিত ধাওয়া গাছ। (বিশ্ব)

সঙ্কটিক (ত্রি) সঙ্কটসম্বন্ধীয়।

সঙ্কটিন্ (ত্রি) সঙ্কট (প্রেক্ষাদিভ্যঃ ইনি। পা ৪।২।৮০।) সঙ্কট-যুক্ত, সঙ্কটবিশিষ্ট।

সঙ্কথন (ক্লী) সম্যক্ কথনং। সম্যক্ ভাষণ।

সঙ্কথা (স্ত্রী) ১ সম্যক্ কথা। পরস্পর ভাষণ। ২ সম্যক্ কথন।

সঙ্কর (পুং) সঙ্কীর্য্যতে ইতি সংকৄ-বিক্ষেপে অপ্। ১ সম্মার্জ্জনী দ্বারা ক্ষিপ্ত ধূলি প্রভৃতি। পর্য্যায়—অবকর, সঙ্কার। (শব্দরত্না°) ২ মিশ্রিতত্ব, মিশ্রণ, মিলন। ৩ অগ্নি-চটৎকার। (মেদিনী) ৪ নৈয়ায়িকদিগের মতে পরস্পর অত্যন্তাভাব ও সমানাধিকরণের ঐকাধিকরণ্য।

"পরস্পরাত্যন্তাভাবসমানাধিকরণয়োরৈকাধিকরণ্যং যথা মূর্ত্তত্বং মনসি বর্ত্ততে ভূতত্বং নাস্তি, আকাশে ভূতত্বং বর্ত্ততে মূর্ত্তত্বং নাস্তি, পৃথিব্যাং ভূতত্বং বর্ত্ততে মূর্ত্তত্বমপি ইতি জাতিসাঙ্কর্য্যং, তথাচোক্তং।

ব্যক্তেরভেদস্তুল্যত্বং সঙ্করোঽথানবস্থিতিঃ।

রূপহানিরসম্বন্ধো জাতিবাধকসংগ্রহঃ॥" (সিদ্ধান্তমুক্তাবলী)

৫ বর্ণসঙ্কর জাতি। বিভিন্ন বর্ণের সংসর্গে যাহাদের জন্ম হয়, তাহাদিগকে সঙ্করবর্ণ কহে। ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইলে স্ত্রীগণ ভ্রষ্টা হয়, তখন সঙ্করবর্ণের উৎপত্তি হইয়া থাকে। মনু প্রভৃতি সংহিতা ও পুরাণাদিতে সঙ্করবর্ণের বিবরণ বিবৃত আছে। কোন্ কোন্ বর্ণের মিশ্রণে কোন্ সঙ্করবর্ণের উৎপত্তি হয় এবং তাহাদের বৃত্তি কি ? ইত্যাদি বিষয়ও উক্ত স্মৃতিকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মনুতে লিখিত আছে যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণ; ইহা ভিন্ন পঞ্চম কোন বর্ণ নাই, এই চারিবর্ণ ভিন্ন যে সকল জাতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা সকলেই সঙ্করবর্ণ, সুতরাং উক্ত চারি বর্ণাতিরিক্ত বর্ণই সঙ্করবর্ণ।

অনুলোম ও প্রতিলোম ক্রমে হইয়াছে বলিয়া সঙ্করবর্ণকে প্রথমে দুই ভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে; যথা—অনু-লোমজ ও প্রতিলোমজ। যে স্থলে পিতা উচ্চবর্ণ এবং মাতা হীনবর্ণ, এই দুয়ের সংযোগে যে সন্তান হয়, তাহাকে অনুলোমজ সঙ্কর কহে এবং যে স্থলে পিতা হীনবর্ণ এবং মাতা উচ্চবর্ণ, এই দুয়ের সংযোগে যে সঙ্কর বর্ণ হয়, সেই স্থলে প্রতিলোমজ সঙ্কর বর্ণের উৎপত্তি জানিতে হইবে। প্রতিলোমজ সঙ্করবর্ণ অতি নিকৃষ্ট ও নিন্দিত। ইহা অপেক্ষা অনুলোমজ সঙ্কর শ্রেষ্ঠ।

"ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।

চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তীতি পঞ্চমঃ॥

সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষক্ষতযোনিষু।

আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যা জ্ঞেয়াস্তএব তে॥"(মনু ১০।৪-৫)

পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ চারি বর্ণেরই কন্যা বিবাহ করিতে পারিতেন, ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য বর্ণের বিবাহিতা কন্যাতে যে সন্তান উৎপন্ন হইত তাহারাও সঙ্কর বলিয়া অভিহিত হইত। এইরূপ ক্ষত্রিয় তিন বর্ণের, বৈশ্য দুই বর্ণের এবং শূদ্র একমাত্র শূদ্রেরই কন্যা বিবাহ করিবার অধিকারী ছিল। ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়াদি ক্রমে জাত সঙ্করবর্ণই অনুলোমজ। এই সকল বর্ণ কালে জাত্যুৎকর্ষ লাভ করিতে পারিত। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় লিখিত আছে যে, ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়া স্ত্রীতে উৎপন্ন সন্তান মূর্দ্ধাভিষিক্ত, বৈশ্যজাতীয় স্ত্রীতে পুত্র অম্বষ্ঠ, শূদ্রাপত্নীর গর্ভজাত পুত্র নিষাদ বা পারশব। ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্য ও শূদ্রজাতীয় স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্র যথাক্রমে মাহিষ্য ও উগ্র এবং বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে উৎপন্ন পুত্র করণ নামে অভিহিত। এই সকল পুত্র বিবাহিতা পত্নীতেই বুঝিতে হইবে। ইহারা অনুলোমজ হইলেও সৎ। ইহা ভিন্ন ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে পুত্র হয়, তাহার নাম সূত, বৈশ্যের ঔরসে যে পুত্র হয়, তাহার নাম বৈদেহক এবং শূদ্রের

ঔরসে যে পুত্র হয়, তাহার নাম চণ্ডাল। এই সকল বর্ণ সর্ব্ব-ধর্ম্মবহিষ্কৃত। ক্ষত্রিয়া রমণীর বৈশ্যসংসর্গে মাগধ ও শূদ্রসংসর্গে ক্ষত্তা, এবং বৈশ্যা রমণীর শূদ্র সংসর্গে আয়োগব নামক সঙ্করজাতির উৎপত্তি হয়। মাহিষ্য জাতীয় পুরুষের ঔরসে করণ জাতীয় স্ত্রীর গর্ভে রথকার জন্মগ্রহণ করে। এই সকল বর্ণসঙ্কর প্রতিলোমজ; সুতরাং ইহারা অসৎ।

অনুলোমজ মূর্দ্ধাভিষিক্তাদি বর্ণ পঞ্চম, ষষ্ঠ বা সপ্তম পুরুষে বিপ্রত্বাদি লাভ করিয়া থাকে। (যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ১ অ°)

মনুতে লিখিত আছে যে, অবেদ্য স্ত্রী-সংসর্গ, সগোত্রীয় কন্যার পাণিগ্রহণ ও উপনয়নাদি সংস্কাররূপ স্বধর্ম্ম-ত্যাগ ইত্যাদি কারণে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের মধ্যেও সঙ্করবর্ণ ঘটিয়া থাকে।

"ব্যভিচারেণ বর্ণানামবেদ্যাবেদনেন চ।
স্বকর্ম্মণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ॥" (মনু ১০।২৪)

ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় যদি সগোত্রীয় কন্যা বিবাহ করেন এবং সেই গর্ভে যে সন্তান হয়, সেই সন্তান বর্ণসঙ্কর হইবে, স্বধর্ম্মত্যাগেও বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ স্ত্রীদিগের ব্যভিচারদোষে অনুলোমজ ও প্রতিলোমজ ক্রমেও বর্ণসঙ্কর হইয়া থাকে। মন্বাদি ঋষিগণ বলিয়াছেন যে, দ্বিজাদি বর্ণত্রয় কর্ত্তৃক অনুলোমক্রমে অনন্তর-বর্ণা পত্নীর গর্ভসম্ভূত তনয়গণ মাতার হীন-জাতীয়ত্বপ্রযুক্ত পিতৃজাতি প্রাপ্ত না হইয়া তৎসদৃশ জাতি হইয়া থাকে।

দ্বিজাতিদিগের অনুলোমক্রমে অনন্তর-বর্ণজ, একান্তরবর্ণজ এবং দ্ব্যন্তরবর্ণজ তনয়গণ মাতৃদোষদুষ্ট বলিয়া মাতৃজাতির অনুরূপ সংজ্ঞায় প্রাপ্ত হইবে। ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক উগ্রকন্যাগর্ভসম্ভূত তনয় আবৃত, অম্বষ্ঠকন্যাগর্ভজ আভীর এবং আয়োগবকন্যা-গর্ভজ ধিগ্বণ উপাধি প্রাপ্ত হয়।

শূদ্র হইতে প্রতিলোমক্রমে সমুৎপন্ন আয়োগব, ক্ষত্তা এবং চণ্ডাল এই তিন জাতির ঔর্দ্ধদেহিকাদি কোন প্রকার পিতৃকার্য্যে অধিকার নাই। এইজন্য ইহারা অতি নিকৃষ্ট। বৈশ্য হইতে প্রতিলোমক্রমে সমুৎপন্ন মাগধ ও বৈদেহ এবং ক্ষত্রিয় হইতে প্রতিলোমক্রমে জাত সূত ইহাদেরও পিতৃকার্য্যে অধিকার নাই।

নিষাদকর্ত্তৃক শূদ্রকন্যাগর্ভসম্ভূত পুত্র পুক্কশ এবং শূদ্রকর্ত্তৃক নিষাদকন্যাগর্ভজ তনয় কুক্কুটক, ক্ষত্তা হইতে উগ্রকন্যাগর্ভ-সম্ভূত সন্তান শ্বপাক এবং বৈদেহ হইতে অম্বষ্ঠকন্যাসম্ভূত তনয় বেন নামে আখ্যাত।

চণ্ডাল, সূত, বৈদেহ, আয়োগব, মাগধ এবং ক্ষত্তা এই ৬টী প্রতিলোমজ সঙ্করবর্ণ। এই ৬টী সঙ্করবর্ণ স্বজাতীয়া, মাতৃজাতীয়া এবং শ্রেষ্ঠজাতীয়া কন্যাতেও সদৃশবর্ণ সন্তান উৎপাদন করিয়া থাকে। আয়োগবাদি ষড়্‌বিধ সঙ্কর জাতিরা পরস্পর অনুলোম বা প্রতিলোম ক্রমে পরস্পর-জাতীয়া পত্নীগর্ভে যে সমস্ত সন্তান সমুৎপাদন করে, তাহারা স্বপিতামাতা অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে হীন, নিন্দার্হ ও সৎক্রিয়া-বহিষ্কৃত হয়। ব্রাহ্মণীগর্ভজাত চণ্ডালাদি সন্তানেরা যেরূপ অপকৃষ্ট, চণ্ডালাদি ষড়্‌বিধ সঙ্করবর্ণ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণে সমুৎপাদিত সন্তানেরা তাহাদের অপেক্ষা দশগুণে হীন ও নিন্দার্হ।

আয়োগবাদি ষড়্‌বিধ হীন-জাতীয়েরা পরস্পর মিশ্রভাবে পরস্পর-বর্ণজা পত্নীগর্ভে যে সন্তান উৎপাদন করে, তাহাদের সংখ্যা পঞ্চদশ এবং ঐ সকল সন্তানেরা জনক অপেক্ষা হীন ও নিন্দিত। দস্যু জাতি কর্ত্তৃক আয়োগব স্ত্রীগর্ভে যে সন্তান হয়, তাহার নাম সৈরিন্ধ্র। এই জাতি কেশরচনাকার্য্যে সুনিপুণ। যদিও ইহারা প্রকৃত দাস নহে, তথাপি দাস্যকার্য্যোপজীবী এবং পাশ দ্বারা মৃগাদি বধ করিয়াও জীবিকা-নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। বৈদেহ কর্ত্তৃক আয়োগবীগর্ভে যে সন্তান হয়, তাহার নাম মৈত্রেয়; ইহারা স্বভাবতঃ মধুরভাষী। প্রাতঃকালে অরুণোদয়ের পর ঘণ্টাবাদন পূর্ব্বক নৃপতি প্রভৃতির স্তুতিপাঠ করাই ইহাদের কার্য্য। নিষাদকর্ত্তৃক আয়োগব স্ত্রীগর্ভে জাত-সন্তান দাশ বা মার্গব, ইহারা নৌকর্ম্মোপজীবী। নিষাদ কর্ত্তৃক বৈদেহীগর্ভসম্ভূত সন্তানেরা কারাবর নামে কথিত; এবম্প্রকারে অন্ধ্র, মেদ, পাণ্ডু, আহিণ্ডিক, সোপাক, মদ্গুর, প্রভৃতি সঙ্করজাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে ক্রিয়ালোপাদি কারণে যাহারা সঙ্কর জাতি মধ্যে পরিগণিত হন, তাহারা সাধু বা ম্লেচ্ছভাষী হইলেও দস্যু আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

মনুমতে, দ্বিজাতি হইতে অনুলোমক্রমে যে সকল সঙ্করের উৎপত্তি হয়, তাহাদের নাম অপসদ এবং প্রতিলোমজ সঙ্করবর্ণের নাম অপধ্বংসজ। যাবতীয় দ্বিজবিগর্হিত কর্ম্মই ঐ সকল জাতির উপ-জীবিকা। সূতজাতির বৃত্তি অশ্বসারথ্য, অম্বষ্ঠের চিকিৎসা, বৈদেহকের বৃত্তি অন্তঃপুররক্ষা এবং মাগধ জাতির বৃত্তি স্থল ও জলপথে বাণিজ্য, নিষাদ জাতির বৃত্তি মৎস্যমারণ ও আয়োগবের বৃত্তি কাষ্ঠকর্ত্তন। মেদ, চণ্ডু, অন্ধ্র এবং মদ্গু নামক জাতি চতুষ্টয়ের বৃত্তি আরণ্য-পশুহিংসা। ক্ষত্ত, উগ্র ও পুক্কস জাতির বৃত্তি বিলবাসী গোধাদির বধ বা বন্ধন। ধিগ্বণ জাতির চর্ম্মকার্য্য, বেণ জাতির বৃত্তি করতাল ও মৃদঙ্গাদি বাদন।

স্মৃতিশাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে যে, ঐ সকল জাতি স্ব স্ব বৃত্তি অবলম্বন দ্বারা জীবনধারণ করিবে এবং চৈত্যবৃক্ষমূলে, পর্ব্বত সমীপে, শ্মশানে বা উপবনে বাস করিবে। চণ্ডাল ও শ্বপচ জাতি গ্রামের বহির্ভাগে বাস করিবে। কুক্কুর ও গর্দ্দভ মাত্র ইহাদের ধন, মৃতব্যক্তির বস্ত্র ইহাদের পরিধেয়, ভগ্নপাত্রে ভোজন,

লৌহনির্ম্মিত অলঙ্কার ধারণ এবং একস্থানে অবস্থিত না থাকিয়া সর্ব্বদা পরিভ্রমণ ইহাদের নিত্যকর্ম্ম। সাধুগণ যখন কোন বেদ-কর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন, তখন ইহাদিগকে দর্শন করা উচিত নহে।

[সঙ্করজাতির বিবরণ তত্তদ্ শব্দে দ্রষ্টব্য]

যে রাজ্যে বর্ণ-দূষক সঙ্করবর্ণ উৎপন্ন হয়, সে রাজ্য অচিরাৎ ধ্বংসমুখে পতিত হইয়া থাকে, অতএব রাজ্যমধ্যে যাহাতে সঙ্করবর্ণের সৃষ্টি না হইতে পারে, রাজা তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। (মনু ১০ অ°)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন যে—

"কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত॥
অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ॥" (গীতা ১।৩৯-৪০)

কুলক্ষয় হইলে সনাতন কুলধর্ম্ম বিনষ্ট হয়; কুলধর্ম্ম বিনষ্ট হইলে অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে, এই অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবে কুলকামিনীগণ দূষিতা হইয়া নানাবিধ সঙ্কর জাতির উৎপত্তি করেন; সুতরাং সঙ্করজাতির উৎপত্তিতে কুলধর্ম্ম বিনষ্ট ও অজাতের পিতৃদিগের নরক হইয়া থাকে। যাহাতে হীন সঙ্কর বর্ণের উৎপত্তি না হইতে পারে, রাজা তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন।

২ শব্দ ও অলঙ্কারসমূহের মিশ্রণ; একস্থলে দুই বা তিনটী অলঙ্কার মিশ্রিত হইলে সঙ্কর বলা হয়। এই অলঙ্কারের মিশ্রণ সঙ্কর ও সংসৃষ্টি ভেদে দুই প্রকার। [সংসৃষ্টিশব্দ দেখ]

ইহার লক্ষণ—

"অঙ্গাঙ্গিত্বেঽলঙ্কৃতীনাং তদ্বদেকাশ্রয়স্থিতৌ।
সন্দিগ্ধত্বে চ ভবতি সঙ্করস্ত্রিবিধঃ পুনঃ॥" (সাহিত্যদ° ১০।৭৫৭)

যে স্থলে অলঙ্কারসমূহের অঙ্গাঙ্গি-ভাব এবং তদ্রূপে একাশ্রয়-স্থিত ও সন্দিগ্ধ হয়, তথায় এই ত্রিবিধ সঙ্কর হইয়া থাকে। যথা—অঙ্গাঙ্গিভাবে সঙ্কর, একাশ্রয়স্থিত সঙ্কর ও সন্দিগ্ধ সঙ্কর। সঙ্কর ও সংসৃষ্টিতে প্রভেদ এই যে, অঙ্গাঙ্গিভাবস্থলে অর্থাৎ অপৃথগ্‌ভাব বা সম্যক্ মিশ্রণ যে স্থলে হয়, তথায় সঙ্কর, আর যে স্থলে কেহ কাহার অপেক্ষা না করিয়া স্বতন্ত্ররূপে পরিব্যক্ত হয়, তথায় সংসৃষ্টি হইয়া থাকে।

"ক্ষীরনীরন্যায়েন সম্বন্ধঃ স্যাৎ পরস্পরম্।
অলঙ্কৃতীনামেতাসাং সঙ্করঃ স উদাহৃতঃ॥" (প্রতাপরু°)

যে স্থলে ক্ষীর-নীর-ন্যায়ে পরস্পর সম্বন্ধ হয়, অর্থাৎ দুগ্ধ ও জল একত্র মিশ্রিত করিলে যেমন পরস্পর অভিন্ন, তদ্রূপ অভিন্ন-রূপে অঙ্গাঙ্গিভাবে যে স্থলে অলঙ্কারসমূহের সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়, তথায় সঙ্কর অলঙ্কার হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

"সংসৃষ্টিরিতি বিজ্ঞেয়া সর্ব্বালঙ্কারসঙ্করঃ।
সা তু ব্যক্তা তথাব্যক্তা ব্যক্তাব্যক্তেতি চ ত্রিধা॥
তিলতণ্ডুলবদ্ব্যক্তা ছায়াদর্শবদেব চ।
অব্যক্তা ক্ষীরজলবৎ পাংশুপানীয়বচ্চ সা॥
ব্যক্তাব্যক্তা চ সংসৃষ্টি র্নরসিংহবদিষ্যতে।
চিত্রবর্ণবদন্যস্মিন্ নানালঙ্কারসঙ্করে॥" (ভোজরাজ)

অলঙ্কারসমূহ একত্র মিশ্রিত হইলে তাহাদিগকে সংসৃষ্টি ও সঙ্কর কহে। ইহা ব্যক্ত, অব্যক্ত ও ব্যক্তাব্যক্তভেদে তিন প্রকার। যেমন তিল তণ্ডুল ও ছায়াদর্শ অর্থাৎ তিল ও তণ্ডুল পৃথক্ অথচ একত্র, দর্পণ ও প্রতিবিম্ব ইহা একত্র অথচ পৃথক্; ইহার নাম ব্যক্ত। অলঙ্কারের এইরূপ মিশ্রণ যে স্থলে হয়, তথায় সংসৃষ্টি হইয়াছে বলিতে হইবে। ক্ষীর ও জল, পাংশু ও পানীয় ইহাদের মিশ্রণে একীভাব প্রাপ্ত হয়, সুতরাং ইহাদের নাম অব্যক্ত, এই রূপ অব্যক্ত মিশ্রণ হইলে সঙ্কর হইবে।

সঙ্করক (ত্রি.) মিশ্রণশীল, মিশ্রণবিশিষ্ট।

সঙ্করকৃত্যা (স্ত্রী) সঙ্করীকরণ। (মনু ১১।১২৬)

সঙ্করতা (স্ত্রী) সঙ্করস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সঙ্করের ভাব বা ধর্ম্ম, সাঙ্কর্য্য।

সঙ্করাশ্ব (পুং) খচ্চর।

সঙ্করিত (ত্রি) মিশ্রিত, সাঙ্কর্য্যযুক্ত।

সঙ্করিন্ (ত্রি) জাতি সাঙ্কর্য্যবিশিষ্ট। (ভারত শান্তিপর্ব্ব)

সঙ্করী (স্ত্রী) সংকৃ-অপ্, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। নবদূষিত কন্যা। (মেদিনী)

সঙ্করীকরণ (ক্লী) অসঙ্করঃ সঙ্করঃ ক্রিয়তেঽনেনেতি সঙ্কর-কৃ-ল্যুট্, অভূততদ্ভাবে চ্বি। ১ নববিধ পাপের অন্তর্গত পাপ-বিশেষ। প্রায়শ্চিত্তবিবেকে লিখিত আছে যে, এই সঙ্করীকরণ পাপের অনুষ্ঠান করিলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ এক মাস যাবক ভক্ষণ এবং কৃচ্ছ্র বা অতিকৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্ত করিলে এই পাপের শুদ্ধি হয়। খর, উষ্ট্র, ইভ, মৃগ ও অজা প্রভৃতি গ্রাম্য ও আরণ্য পশুহিংসাই সঙ্করীকরণ পাপ নামে অভিহিত।

"খরাশ্বোষ্ট্রমৃগেভানামজাবিকবধস্তথা।
সঙ্করীকরণং জ্ঞেয়ং মীনাহিমহিষস্য চ॥
তত্র প্রায়শ্চিত্তং যথা—
সঙ্করাপাত্রকৃত্যাসু মাসং শোধনমৈন্দবম্।
মলিনীকরণীয়েষু তপ্তঃ স্যাদ্ যাবকৈস্ত্র্যহং॥
তথা বিষ্ণুঃ—
গ্রাম্যারণ্যানাং পশূনাং হিংসা সঙ্করীকরণং।
সঙ্করীকরণং কৃত্বা মাসমশ্নাতি যাবকং।
কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রমথবা প্রায়শ্চিত্তন্তু কারয়েৎ॥" (প্রায়শ্চিত্তবিবেক)

২ মিশ্রণ, একত্রীকরণ। ৩ জাতিভ্রংশকরণ।

সঙ্কর্ষ (পুং) সং-কৃষ-ঘঞ্। সম্যক্ কর্ষণ, আকর্ষণ।

সঙ্কর্ষণ (পুং) সম্যক্ কর্ষতীতি সং-কৃষ-ল্যু। বলদেব, বলরাম, গর্ভকর্ষণ দ্বারা স্বগর্ভ হইতে চালিত হওয়ায় ইহার নাম সঙ্কর্ষণ।

"কর্ষণে নাস্ত গর্ভস্য স্বগর্ভাচ্চোবিকস্য বৈ।
সঙ্কর্ষণো নাম শুভে তব পুত্রো ভবিষ্যতি॥" (হরিবংশ ৫৯।৬)

২ আকর্ষণ, কর্ষণ। ৩ কৃষিকর্ম।

সঙ্কর্ষণ, সত্যানাথমাধ্বোমারক্ষাকর এবং সত্যানাথাভ্যুদয় ও তাহার টীকারচয়িতা। ইনি শেষাচার্য্যের পুত্র।

সঙ্কর্ষণশরণ, বৈষ্ণবধর্ম্মসুরদ্রুমমঞ্জরীপ্রণেতা।

সঙ্কর্ষণসূরি, নৃসিংহচম্পূপ্রণেতা।

সঙ্কর্ষণেশ্বরতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ। (হেম)

সঙ্কর্ষিন্ (ত্রি) সম্যক্‌রূপে আকর্ষণকারী।

সঙ্কল (পুং) সং-কল-ভাবে-অল্। ১ সঙ্কলন। ২ যোগ, একত্রীকরণ।

সঙ্কলন (ক্লী) সং-কল-ল্যুট্। ১ একত্রীকরণ, যোজন। অঙ্ক যোগ, চলিত ঠিক দেওয়া। অঙ্ক সকলকে পর পর করিয়া যোগ দেওয়াকে সঙ্কলন কহে। লীলাবতীতে লিখিত আছে যে, 'সংযোজনাখ্যুতাং সঙ্কলনং' সংযোজন অর্থাৎ একত্র মিলন ▮ যোগ হয় বলিয়া ইহাকে সঙ্কলন কহে।

"অয়ে বালে লীলাবতি মতিমতি ব্রূহি সহিতান্।
দ্বিপঞ্চদ্বাত্রিংশত্রিনবতিশতাষ্টাদশদশ।
শতোপেতানেতানযুতবিযুতাংশ্চাপি বদ মে
যদি ব্যক্তে যুক্তি ব্যবকলনমার্গেঽসি কুশলা॥" (লীলাবতী)

সঙ্কলন ও ব্যবকলন যোগ ও বিয়োগ—সংযোজন দ্বারা নিষ্পত্তি হয় বলিয়া সঙ্কলন, এবং বিয়োজন হেতু হয় বলিয়া ব্যবকলন নাম হইয়াছে। ২ সংগ্রহ। ৩ নানা গ্রন্থ হইতে নানা বিষয় গ্রহণ করিয়া স্বতন্ত্র গ্রন্থপ্রণয়ন।

সঙ্কলিত (ত্রি) সং-কল-ক্ত। ১ লেখাদির দ্বারা সংযুক্ত। পর্য্যায়—সংগূঢ়। (অমর) ২ যোজিতাঙ্ক, চলিত ঠিক দেওয়া আঁক। যে অঙ্ক ঠিক দেওয়া হইয়াছে। ৩ যোজিত, যাহা যোগ করা হইয়াছে। ৪ সংগৃহীত।

সঙ্কলিতিন্ (ত্রি) সঙ্কলিত শব্দার্থ।

সঙ্কল্প (পুং) মানস। মনে কর্ম্মের বাসনা। বাসনাপূর্ব্বক দেবারাধনাদি কার্য্য করিলে প্রথমে সঙ্কল্প করিয়া পূজারম্ভ করিতে হয়। ২ মূর্ত্তিমতী বাসনা। ৩ সঙ্কল্পের পুত্রভেদ। (হরিবংশ) ৪ ব্রহ্মার পুত্রভেদ। স্ত্রিয়াং টাপ্। ৫ সঙ্কল্পা—দক্ষের কন্যা, ধর্ম্মের পত্নী ও সঙ্কল্পের মাতা। (ভাগ° ৬।৬।৪) ৬ মনুর পত্নীভেদ। (হরিবংশ)

সঙ্কল্পজ (পুং) সাঙ্কর্য্য পাপ। "যোনিসঙ্কল্পজে ক্বতঃ"। (ভারত অনু° পর্ব্ব)

সঙ্কল্পক (ত্রি) সঙ্কল্পবিশিষ্ট।

সঙ্কল্পজন্মন্ (পুং) সঙ্কল্পাৎ জন্ম যস্য। কামদেব, কন্দর্প।

সঙ্কল্পন (ক্লী) সংকল্প-ল্যুট্। সঙ্কল্প, অভিলাষ, ইচ্ছা।

সঙ্কল্পনা (স্ত্রী) সঙ্কল্পন-টাপ্। ইচ্ছা, অভিলাষ।

সঙ্কল্পনাময় (ত্রি) সঙ্কল্পনা-ময়ট্। সঙ্কল্পনা স্বরূপ। স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

সঙ্কল্পনাময়ী—অণিমাদি সিদ্ধি।

'সঙ্কল্পনাময়ীঃ অণিমাদিসিদ্ধিঃ' (ভাগবত ৪।১৮।১৯ স্বামী)

সঙ্কল্পনীয় (ত্রি) সং-কল্প-অনীয়র্। সঙ্কল্পার্হ, সঙ্কল্পযোগ্য।

সঙ্কল্পভব (পুং) সঙ্কল্পাৎ ভব উৎপত্তির্যস্য। ১ কামদেব। (ত্রি) ২ অভিলাষসম্ভূত মাত্র।

সঙ্কল্পযোনি (পুং) সঙ্কল্পাৎ যোনির্যস্য। কামদেব। (হেম)

সঙ্কল্পরাম (পুং) আচার্য্যভেদ। নারায়ণস্বামী ও সংস্কৃপাহুক্তব প্রণেতা ইচ্ছারামের গুরু।

সঙ্কল্পাবৎ (ত্রি) সঙ্কল্প অস্ত্যর্থে মতুপ্, মস্য ব। সঙ্কল্পবিশিষ্ট।

সঙ্কল্পিতব্য (ত্রি) সংকল্প-তব্য। সঙ্কল্পযোগ্য, সঙ্কল্পের উপযুক্ত।

সঙ্কষ্টহরব্রত (ক্লী) ব্রতবিশেষ।

সঙ্কসুক (ত্রি) সম্যক্ কসতি ইতস্ততো গচ্ছতীতি সম্-কস গতৌ (সমি কসে হুকন্। উণ্ ২।২৯) ইতি উকন্। ১ অস্থির। ২ দুর্ব্বল। ৩ মন্দ। ৪ সঙ্কীর্ণ। ৫ অপবাদশীল। ৬ দুর্জ্জন। ৭ অনিত্য।

সঙ্কা (স্ত্রী) একত্র শব্দকারক। "ইষুধিঃ সঙ্কার পৃতনাশ্চ" (ঋক্ ৬।৭৫।৫) 'শঙ্কাঃ সহ কায়ন্তি শব্দায়ন্তে ইতি সঙ্কাঃ" (সায়ণ)

সঙ্কার (পুং) সঙ্কীর্য্যতে ইতি সং-কৄ বিক্ষেপে ঘঞ্। ১ সম্মার্জ্জনী দ্বারা ক্ষিপ্তধূলি প্রভৃতি। (শব্দরত্না°) ২ অগ্নি চটৎকার। (মেদিনী)

সঙ্কারী (স্ত্রী) নবদূষিত কন্যা। (মেদিনী)

সঙ্কালন (ক্লী) সঙ্কলন শব্দার্থ।

সঙ্কাশ (ত্রি) সম্যক্ কাশতে প্রকাশতে ইতি কাশ পচাদ্যচ্। ১ সদৃশ। ২ অন্তিক, সমীপ, নিকট।

সঙ্কিল (পুং) সন্দলোল্কা। (ত্রিকা°)

সঙ্কিশ, যুক্তপ্রদেশের ফরুখাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন জনপদ। এক্ষণে ধ্বস্তাবস্থায় নিপতিত হওয়ায় পূর্ব্বসমৃদ্ধি হীন হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমান সঙ্কিশ গ্রাম উহার উপর অবস্থিত। এই নগর ফতেগড় হইতে ২৩ মাইল পশ্চিমে কালীনদীতীরে অবস্থিত। ৪১৫ খৃষ্টাব্দে ফা-হিয়ান্ ও ৬৩৬ খৃষ্টাব্দে হিউএন্‌সিয়াং এই নগর পরিদর্শন করিয়া এখানকার বৌদ্ধপ্রভাবের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইহাই সুপ্রাচীন সাঙ্কাশ্য নগরী।

এইস্থান বৌদ্ধদিগের একটী পবিত্র তীর্থ। প্রবাদ শাক্যবুদ্ধ তিনমাস কাল ত্রয়স্ত্রিংশৎ স্বর্গে বাসের পর স্বর্গ হইতে এইখানে ইন্দ্রসমভিব্যাহারে অবতীর্ণ হন এবং মাতা মায়াকে ধর্ম্মোপদেশ দান করেন। বুদ্ধদেব যে স্বর্ণ, রৌপ্য ও মণিময় সোপানত্রয় অবলম্বনে ধরায় অবতীর্ণ হন, ঐ সোপানগুলি তাঁহার আবির্ভাবের পরই ভূগর্ভে বিলীন হইয়া যায়, কেবলমাত্র তাঁহার সাতটী পদচিহ্ন সেই স্থানে পরিলক্ষিত হয়। সম্রাট্ অশোক ঐ ঘটনা চিরস্মরণীয় রাখিবার জন্য একটী সুবৃহৎ মঠের মধ্যে স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন, হিউএন্‌সিয়াং ঐ মঠ ও স্মৃতিস্তম্ভ দেখিয়া যান। দুঃখের বিষয় এখন তাহার চিহ্নমাত্র নাই।

বর্ত্তমান গ্রামটী ৪১ ফিট্ উচ্চ এবং ১৫০০×১০০০ ফিট্ বিস্তৃত স্তূপের উপর স্থাপিত। ঐ গ্রামের অধিবাসীরা উহাকে কেল্লা বা প্রাচীন দুর্গধাম বলিয়া অভিহিত করে। ইহার একমাইল দক্ষিণে আর একটি ইষ্টকস্তূপ পরিদৃষ্ট হয়। উহার উপরে বিশারীদেবীর (বিশারী) মন্দির বিদ্যমান। ঐ মন্দির-স্তূপের ৩০০ ফিট্ দূরে একটী স্তম্ভচূড়া নিপতিত আছে। উহার ঘণ্টাকার গঠন এবং উপরিস্থ হস্তিমূর্ত্তি সহিত অশোকের প্রস্তর স্তম্ভের সৌসাদৃশ্য দেখিয়া ডাঃ কানিংহাম উহাকে খৃষ্টপূর্ব্ব ৩য় শতাব্দীতে স্থাপিত স্তম্ভ বলিয়াই অনুমান করেন।

বিশারীদেবীমন্দিরের ৪০০ ফিট্ দক্ষিণে আর একটী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার স্তূপ দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার ৬০০ ফিট্ পূর্ব্বে ৬০০×৪০০ ফিট্ বিস্তৃত নিবি-কা-কোট নামক আর একটী স্তূপ রহিয়াছে। উহাকে কোন বৌদ্ধ সঙ্ঘারামের ধ্বংস-নিদর্শন বলিয়াই মনে হয়। উক্ত দুর্গ এবং বিশারী মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বের ৩০০০×২০০০ ফিট্ বিস্তৃত স্থানের স্তূপরাশি ও ধ্বংসাবশেষসমূহ নিরীক্ষণ করিলে প্রাচীন নগরের পূর্ব্ব সমৃদ্ধির যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকগণের ধারণা দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের সহিত কনোজপতি জয়চাঁদের যুদ্ধকালে এই নগর ধ্বংস হয়। ইহার অদূরবর্ত্তী সরাইঘাট নামক পল্লীতে আরও অনেক ধ্বংসনিদর্শন পতিত আছে।

সঙ্কীর্ণ (পুং) সং-কৄ-ক্ত। ১ জলাদি দ্বারা নিরবকাশ, বহুলোক সমাকীর্ণ, চলিত অতিশয় ভিড়। পর্য্যায়—সঙ্কুল, আকীর্ণ, নিচিত, ব্যাপ্ত, সমাকীর্ণ। (শব্দরত্না°) ২ সঙ্কট। (অমর) ৩ পরস্পর বিজাতীয়। (ভরত) ৪ নানাবিধ বস্তু মিলিত। ৫ অশুদ্ধ, অপবিত্র। ৬ সঙ্কুচিত। ৭ অপ্রশস্ত। ৮ মিশ্রিত। (পুং) ৯ সঙ্করবর্ণ, সূতবৈদেহাদি চাণ্ডাল পর্য্যন্ত মিশ্রজাতি। (অমর) ১০ মিশ্রিত রাগ।

সঙ্কীর্ণতা (স্ত্রী) সঙ্কুচিতের ভাব। [illegible]।

সঙ্কীর্ণীকরণ (ক্লী) যাহা প্রসারিত ছিল তাহার আকুঞ্চন। সঙ্কোচকরণ। বিস্তৃতায়তনকে ক্ষুদ্রায়তনে আনয়ন।

সঙ্কীর্ত্তন (ক্লী) সং-কীর্ত্ত-ল্যুট্। সম্যক্‌প্রকারে দেবতার নামোচ্চারণ। গুণাদিকথন, গানদ্বারা ভগবদ্‌গুণবর্ণন। সঙ্কীর্ত্তনমাহাত্ম্য-বিষয়ে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, যে স্থলে ভগবানের নামসঙ্কীর্ত্তন হয়, সেইস্থান অতি পবিত্র এবং ঐ স্থানে মৃত্যু মুক্তিপ্রদ। সঙ্কীর্ত্তন ধ্বনি শুনিয়া যে মানব নৃত্য করে, তাহাদের পাদ-রজঃস্পর্শে পৃথিবী সদ্যঃপূতা হইয়া থাকেন।

"নামসঙ্কীর্ত্তনং যত্র ক্রিয়তে পরমাত্মনঃ।
স্থানং তত্ পবিত্রং স্যাৎ তস্মাৎ তত্ মুক্তিদং॥" (পদ্মপুরাণ)
"সঙ্কীর্ত্তনধ্বনিং শ্রুত্বা যে চ নৃত্যন্তি মানবাঃ।
তেষাং পাদরজস্পর্শাৎ সদ্যঃপূতা বসুন্ধরা॥" (বৃহন্নারদীয়)

নারদপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে যে, পুষ্করতীর্থে নারদকে ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন, বীণাধ্বনির সহিত শ্রীকৃষ্ণের রসগীত, অর্থাৎ গোপীদিগের বস্ত্রহরণ, রাসমহোৎসব প্রভৃতি ভগবানের গুণবর্ণনরূপ সঙ্কীর্ত্তনের অনুষ্ঠান কর, এই কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন শ্রবণমাত্রেই মানবকে পবিত্র করে। নানা জন একত্র মিলিত হইয়া যেখানে এই সঙ্কীর্ত্তনের অনুষ্ঠান করেন, তথায় সকল পুণ্যতীর্থ ও স্বয়ং মূর্ত্তিমতী পুণ্য অচল ভাবে বিদ্যমান হন এবং তাঁহাদের সঙ্কীর্ত্তনধ্বনি শুনিলে পাতক দূরে পলায়ন করে। কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন করিলে জীবের অতিপাতক, মহাপাতক ও উপপাতক বিনষ্ট হয়। (নারদপঞ্চরা° জ্ঞানামৃতসা° ১ রা°)

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে লিখিত আছে,—
"নামলীলাগুণাদীনামুচ্চৈর্ভাষাতু কীর্ত্তনং"।
(২ লহরী পূর্ব্বভাগ।)

অর্থাৎ নাম, লীলা ও গুণাদির উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করাই কীর্ত্তন বলিয়া প্রসিদ্ধ। শাস্ত্রে নামকীর্ত্তন, লীলাকীর্ত্তন ও গুণকীর্ত্তন এই ত্রিবিধ কীর্ত্তনেরই যথেষ্ট মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। উপাস্য দেবতার নামলীলা ও গুণকীর্ত্তনের প্রথা প্রাচীনতম বৈদিক কাল হইতেই এদেশে প্রবর্ত্তিত ছিল। ঋষিগণ সমবেত হইয়া বিবিধ ছন্দে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন। অবশেষে এই প্রথায় পুষ্টিসাধনার্থ গীতচ্ছন্দে মন্ত্রসমূহ রচিত হয়। পরবর্ত্তিকালে এই সকল কীর্ত্তনকারীর ভাষা সামগানে পরিণত হয়। সামবেদসংহিতা এই বৈদিক সঙ্কীর্ত্তনেরই সাক্ষ্যরূপে অদ্যাপি বিরাজমান রহিয়াছে। সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা উপাসনা প্রণালী যে বৈদিকযুগেও ছিল, সামমন্ত্রগুলিই তাহার প্রমাণ। বৈদিকযুগের পরেও এই প্রথার বিলোপ-সাধন হয় নাই। পৌরাণিক সাহিত্যে শ্রীভগবানের নামগুণলীলাদি কীর্ত্তনের যথেষ্ট উল্লেখ আছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে কলিযুগের উপাসনা সম্বন্ধে সঙ্কীর্ত্তনেরই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যথা—

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥" (১১ স্কন্ধ)

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনায় মনে হয় সামশ্রুতি ও ঋগাদির উচ্চ উচ্চারণই সঙ্কীর্ত্তন। কিন্তু অতি প্রাচীন বৈদিক যুগের সামমন্ত্র প্রকৃতপক্ষেই গীত হইত। ঋষিগণ দলে দলে সমবেত হইয়া যজ্ঞাদিতে সামগান করিতেন। বৈদিক যজ্ঞের পবিত্র সঙ্কীর্ত্তনে যজ্ঞস্থলী মুখরিত হইয়া উঠিত। শত শত পবিত্রচেতা ঋষি বিশ্বঃবিশ্বাধিপতিদেবে সেই সঙ্কীর্ত্তন সম্প্রদায়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন এবং ভক্তিভাবে সাম সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করিতেন, কোন্ সময় হইতে এই পদ্ধতির মধ্যে প্রচলনের সঙ্কোচ ঘটে এবং কোন্ সময়ে ইহা লুপ্তপ্রায় হইয়া উঠে, তাহা নির্ণয় করার উপায় নাই। কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে বহুকাল পর্য্যন্ত সম্ভবতঃ এই প্রথার তাদৃশ প্রচলন ছিল না। পৌরাণিক সাহিত্যে এই কীর্ত্তনমাহাত্ম্য প্রচুর পরিমাণে লিপিবদ্ধ থাকিলেও কীর্ত্তন উপাসনার অঙ্গ বলিয়া এদেশে দীর্ঘকাল বিবেচিত হয় নাই।

বর্ত্তমান সময়ে সঙ্কীর্ত্তন বলিলে যে আনন্দময় কীর্ত্তনের কথা এদেশের আবালবৃদ্ধবনিতার বোধগম্য হইয়া থাকে, নবদ্বীপের অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুই সেই সঙ্কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তক। মৃদঙ্গ করতাল রামশিঙ্গার বাজনাদে উন্মাদিত, ধ্বজপতাকাধারী ভক্তগণের ভক্তিপূর্ণ কণ্ঠে নিনাদিত, বিবিধ নর্ত্তনবিলাসে পুষ্টীকৃত যে সঙ্কীর্ত্তনের মহাবেগে গৌড়ীয় ভক্তগণের প্রাণে গোলকের সুখময় ভাব জাগিয়া উঠে, উহা শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু দ্বারাই বঙ্গভূমে সর্ব্বপ্রথমে প্রবর্ত্তিত হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থে লিখিত আছে—

"রাজা কহে দেখি আমার হৈল চমৎকার।
বৈষ্ণবের ঐছে তেজ নাহি দেখি আর॥
কোটি সূর্য্য সম সভার উজ্জ্বল বরণ।
কভু নাহি শুনি এই মধুর কীর্ত্তন॥
ঐছে প্রেম ঐছে নৃত্য ঐছে হরিধ্বনি।
কাঁহা নাহি দেখি ঐছে কাঁহা নাহি শুনি॥
ভট্টাচার্য্য কহে তোমার সুসত্য বচন।
চৈতন্যের সৃষ্টি এই নামসঙ্কীর্ত্তন॥
অবতরি চৈতন্য কৈল ধর্ম্ম প্রচারণ।
কলিকালের ধর্ম্ম কৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তন॥
সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞে তাঁরে করে আরাধন।
সেইত সুমেধা আর কলিহত জন॥"

এই কথা বলিয়া সর্ব্বদর্শনশাস্ত্রজ্ঞ সুবিখ্যাত বাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যমহাশয় সুবিখ্যাত নীলাদ্রিকেশরী মহারাজাধিরাজ প্রতাপরুদ্রের নিকট শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের স্বয়ং ভগবত্তা সপ্রমাণ করিলেন যথা—

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥"

শ্রীচৈতন্যের ঈশ্বরত্ব নিরূপণার্থ এই স্থলে প্রতাপরুদ্র ও ভট্টাচার্য্যের যে বাদানুবাদ হয় তাহা হইতে মহাপ্রভুর মেধার উপলব্ধি করা যায়—

"রাজা কহে শাস্ত্রপ্রমাণে চৈতন্য হয় কৃষ্ণ।
তবে কেন পণ্ডিত সব তাহাতে বিতৃষ্ণ॥
ভট্ট কহে তাঁর কৃপা লেশ হয় যারে।
সেই তাঁরে কৃষ্ণ বলি বুঝিবারে পারে॥
তাঁর কৃপা নাহি যারে পণ্ডিত নহে কেনে।
দেখিলে শুনিলে তাঁরে ঈশ্বর না মানে॥"

ফলতঃ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুই সামবেদের স্থলে নামবেদের প্রচার করিয়া সঙ্কীর্ত্তনকেই কলির উপাসনাবেদের বিধানস্বরূপে প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনিই এই বিধানের প্রথম ও প্রধান প্রবর্ত্তক।

আদি শ্রীচৈতন্যচরিতলেখক শ্রীমুরারিগুপ্ত লিখিয়াছেন—

"হরিকীর্ত্তনমাদিশৎ স্বয়ন্ পুরুষার্থায় হরেঃ রতিপ্রিয়ম্।
স নরাহ্নশিক্ষিয়াং চরন হরিপাদাঙ্কিতভূমিষু স্বয়ম্। ১।২।৫
ভক্তবর্গসমন্বিতঃ প্রভুঃ প্রেমপাকপরিপূরিতস্বরঃ :
হরিকীর্ত্তনসংকথামৃতং মধুরে নামবানিসংস্মর্দনঃ॥" (৭ শ্লোক)

শ্রীচৈতন্যভাগবতকার বৃন্দাবন দাসঠাকুর বন্দনা শ্লোকে লিখিয়াছেন—

"আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ
সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ॥"

এই শ্লোকের "সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতরৌ" শব্দদ্বারা জানা যায় যে, বৃন্দাবন দাস শ্রীগৌরনিত্যানন্দকেই সঙ্কীর্ত্তনের পিতা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ফলতঃ বর্ত্তমান সঙ্কীর্ত্তন যে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রবর্ত্তিত তাহার বিস্তর প্রমাণ আছে। এইরূপ সঙ্কীর্ত্তনপ্রথা চারি শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের অন্য কুত্রাপি প্রচলিত ছিল না। এখনও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ব্যতীত অন্যত্র এইরূপ সঙ্কীর্ত্তন অতি বিরল। তবে ব্রাহ্ম, খৃষ্টান প্রভৃতি অধুনা গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সঙ্কীর্ত্তনের অনুকরণে মধ্যে মধ্যে কীর্ত্তন দ্বারা স্বীয় ধর্ম্ম প্রচার করিয়া থাকেন।

মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশের পূর্ব্বে কৃষ্ণলীলাবিষয়ক গানাদি

ইহার পরেই মহাপ্রভু সঙ্কীর্ত্তনের বিধান বলিতেছেন। যথা—

"দশ পাঁচে মিলি নিজ দুয়ারে বসিয়া।
কীর্ত্তন করিহ সবে হাতে তালি দিয়া॥
"হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥"
কীর্ত্তন কহিল এই তোমা সবাকারে।
স্ত্রীয়ে পুত্রে বাপে মিলি কর গিয়া ঘরে॥"

মহাপ্রভুর এই আজ্ঞা পাইয়া সকলেই উল্লসিতচিত্তে উল্লিখিত প্রকারে কীর্ত্তনব্রতে প্রবৃত্ত হইলেন।

"সবা' হৈলে আপন দুয়ারে সবে মিলি।
কীর্ত্তন করেন সবে দিয়া হাত তালি॥
এই মতে নগরে নগরে সঙ্কীর্ত্তন।
করাইতে লাগিলা শ্রীশচীনন্দন॥"

নবদ্বীপে সঙ্কীর্ত্তনের মহাযোগের সহিত অভিনব ভক্তিধর্ম-প্রচার আরম্ভ হইল। ঘরে ঘরে মৃদঙ্গ করতালের সহিত হরি-সঙ্কীর্ত্তনে সমস্ত নগরে সহসা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। মুসলমান চাঁদকাজী তখন নবদ্বীপের শাসনকর্ত্তা। কোন কোন পাষণ্ড সঙ্কীর্ত্তনে উত্ত্যক্ত হইয়া কাজীর নিকট সঙ্কীর্ত্তনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত করিল। কাজী নগরের লোকদিগকে কীর্ত্তননিবৃত্ত হইতে আদেশ করিলেন, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের আদেশপ্রভাবে জনসমাজ কাজীর আদেশকে তুচ্ছ করিল। সঙ্কীর্ত্তনানুরাগে তাহারা প্রতিদিন আনন্দরসে মগ্ন হইয়া উচ্চৈঃস্বরে সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিল। এই সময়ে প্রকৃত প্রস্তাবে কাজীর উপদ্রবের আশঙ্কা উপস্থিত হইল; নাগরিক লোকগণ তাঁহাদের ধর্ম্মরাজ্যের নূতন রাজা শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট এই সকল কথা জ্ঞাপন করিলেন। সঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক মহাপ্রভু বলিলেন "এসম্বন্ধে কাহারও কোন ভয়ের কারণ নাই, সঙ্কীর্ত্তনের উপদ্রব সঙ্কীর্ত্তনের প্রভাবেই প্রশমিত করিতে হইবে।" এই বলিয়া মহাপ্রভু বিশাল সমারোহে নগরসঙ্কীর্ত্তনের বন্দোবস্ত করিলেন। শ্রীচৈতন্য-ভাগবত গ্রন্থে আমরা তাহার একটী পূর্ণ চিত্র দেখিতে পাই—

"কাহারও নাহিক বাহ্য আনন্দ আবেশে॥
গোধূলী সময় আসি হইল প্রবেশে।
কোটি কোটি লোক আসি আছয়ে দুয়ারে॥
পরশিয়া ব্রহ্মাণ্ড শ্রীহরি ধ্বনি করে।
হুঙ্কার করিলা প্রভু শচীর নন্দন।
সুখে পরিপূর্ণ হইল সবার শ্রবণ॥

* * * *

হরি বলি ডাকিলেন গৌরাঙ্গসুন্দর।
সকল বৈষ্ণবগণ হইলা সত্বর॥
করিতে লাগিলা প্রভু বেড়িয়া কীর্ত্তন।
সবার অঙ্গেতে মালা শ্রীঅঙ্গ চন্দন॥
করতাল মন্দিরা সবার শোভে করে।
কোটি সিংহ জিনিয়া সবাই শক্তি ধরে॥

* * * *

জাহ্নবীতীরে প্রভু নৃত্য করি যায়।
আগে পাছে হরি বলি সর্ব্বলোক ধায়॥
চলিলেন মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে।
লক্ষ কোটি লোক ধায় প্রভুরে দেখিতে॥
চতুর্দ্দিকে কোটি কোটি মহাদীপ জ্বলে।
কোটি কোটি লোক চতুর্দ্দিকে হরি বলে॥

* * *

নগরে উঠিল মহা কৃষ্ণ কোলাহল।
হরি বলি ঠাঞি ঠাঞি নাচয়ে সকল॥
ঠাঞি ঠাঞি এই মত মিলিল দশ পাঁচে।
কেহো গায় কেহো বাজায় কেহ মাঝে নাচে॥
লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি হৈল সম্প্রদায়।
আনন্দে নাচিয়া সর্ব্ব নবদ্বীপে যায়॥
কেহ কেহ নাচয়ে হইয়া এক মেলি।
দশে পাঁচে নাচে কেহ দিয়া করতালি॥
গড়াগড়ি যায় কেহ মালসাট পুরে।
কাহারো জিহ্বায় নারায়ণ বাক্য স্ফুরে॥
না জানি বা কত জনে মৃদঙ্গ বাজায়।
না জানি বা কত জনে মহানন্দে গায়॥

* * * *

চৈতন্যচন্দ্রের এই আদি সঙ্কীর্ত্তন।
ভক্তগণ গায় নাচে শ্রীশচীনন্দন॥
কীর্ত্তন করেন সবে ঠাকুরের সনে।
"কোন দিকে যাই" ইহা কেহ নাহি জানে॥
লক্ষ কোটি লোক যে করয়ে হরিধ্বনি।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে যেন হেন মত শুনি॥

* * * *

যে নগরে প্রবেশ করয়ে গৌর রায়।
গৃহ বিত্ত পরিহরি সব লোক ধায়॥
নারীগণ হুলাহুলি দিয়া বলে হরি।
স্বামী বিত্ত গৃহ পুত্র সকলি পাসরি॥
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ নাগরিয়া নদীয়ার।
কৃষ্ণ-রস-উন্মাদ হইল সবাকার॥
কেহ নাচে কেহ গায় কেহ বলে হরি হরি।
কেহ গড়াগড়ি যায় আপন পাসরি॥

বিষুবৎ রেখায় সংঘটিত হয় বলিয়া উহা বিষুবতী সংক্রান্তি নামে অভিহিত।

এই উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন সংক্রান্তির বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই দেশে অশ্বিনী নক্ষত্রের প্রথম অংশ হইতে রাশিচক্রের প্রথম আরম্ভ নিরূপিত। পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্তের ন্যায় ঐ চক্রের মধ্যভাগে পূর্ব্ব-পশ্চিমে ব্যাপ্ত একটী সরল রেখা কল্পিত আছে, উহার নাম বিষুব-রেখা। প্রতি বৎসর অয়নমণ্ডলের যে দুই স্থলে বিষুবরেখা মিলিত হয়, তাহাকে ক্রান্তিপাত কহে এবং তথায় সূর্য্যের আগমনে দিবারাত্র সমান হইয়া থাকে। যে দিন বিষুবতী সংক্রান্তি হয়, সেই দিনই দিবারাত্র সমান।

অধুনা ৯ বা ১০ই চৈত্র একবার, অপর ৯ বা ১০ই আশ্বিনে ক্রান্তিপাত হয়, সুতরাং ঐ দুইদিনে দিবারাত্রি সমান হইয়া থাকে। এই দুই ক্রান্তিপাত বাসন্তিক (Vernal equinox) ও শারদীয় (Autumnal equinox) নামে কথিত হয়।

গণনা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, ১৩৮১ বৎসর পূর্ব্বে চৈত্র ও আশ্বিন মাসের ৩০ বা ৩১ দিনে অশ্বিনী নক্ষত্রের প্রথমাংশে ও চিত্রানক্ষত্রের ষষ্ঠাংশ ৪০ কলায় ঐ দুই ক্রান্তিপাত হইত, অর্থাৎ ঐ দুই নক্ষত্রের উল্লিখিত অংশের মধ্যে বিষুব-রেখা অবস্থিতি করিত এবং ঐ দুই স্থলে উহার সহিত অয়নমণ্ডলের সংযোগ সংঘটিত হইত। ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ অশ্বিনীনক্ষত্রের প্রথমাংশে যে ক্রান্তিপাত হয়, সূর্য্যদেব তথায় আগমন করিলে ঐ দিন মহাবিষুবসংক্রান্তি এবং চিত্রা নক্ষত্রের উক্তাংশা-দিতে যে ক্রান্তিপাত হয়, সূর্য্য তথায় উপস্থিত হইলে জলবিষুব-সংক্রান্তি নাম দিয়াছেন। এখনও এই নিয়ম প্রচলিত আছে। কিন্তু এক্ষণে ঐ দুই স্থলে বিষুবরেখার সহিত অয়নমণ্ডলের আর সম্মিলন হয় না।

য়ুরোপীয়দিগের মতে প্রতিবৎসর ৫০ বিকলা ১৫ অনুকলা এবং হিন্দুদিগের মতে ৫৪ বিকলা অয়নমণ্ডলের পশ্চিমভাগে সরিয়া যায়, অর্থাৎ ঐ পরিমাণে প্রতিবৎসর বিষুবরেখার সঞ্চালন কল্পনা করা যায় এবং উহার সঞ্চালনকে অয়নাংশ কহে।

অয়নাংশ গণনায় উক্তরূপ বিভিন্নতা হইবার কারণ এই যে, যদিও অশ্বিনী অচল নক্ষত্র বলিয়া অভিহিত, তথাপি এই নক্ষত্রের ৩ বিকলার কিঞ্চিদধিক পরিমাণে একটী স্বাভাবিক গতি আছে, স্বীকার করা যায়। ঐ গতি ক্রান্তিপাতের বাৎসরিক সঞ্চালনের সহিত যোগ দিয়া হিন্দুজ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ ঐ সঞ্চালনের পরিমাণ ৫৪ বিকলা স্থির করিয়াছেন।

এক্ষণে ৯ বা ১০ই চৈত্রে অশ্বিনী নক্ষত্রের প্রথম অংশ হইতে প্রায় ২১ অংশ অন্তরে এবেশে যে স্থানের মীনরাশির ৯ অংশভুক্ত বলিয়া পরিগণিত হয়, সেই স্থানে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত হইতেছে এবং সূর্য্যদেবও ঐ দিন উক্ত ক্রান্তিপাতে উপস্থিত থাকিয়া দিন ও রাত্রি সমান ঘটাইতেছেন। এ কারণ ইংলণ্ডে ও অন্যান্যদেশে ঐ দিন হইতে রবির মেষসংক্রমণ এবং ঐ স্থান হইতে মেষরাশির আরম্ভ বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। এই প্রণালী অনুসারে যে গণনা হয়, তাহাকে সায়ন-গণনা কহে।

এই দেশে সাধারণতঃ চৈত্র মাসের ৩০ বা ৩১ দিনে সূর্য্য অশ্বিনী নক্ষত্রের প্রথমাংশে উপস্থিত হইন বলিয়া ঐ অংশ হইতে মেষ রাশির আরম্ভ গণনা করা হয়, এই গণনার নাম নিরয়ন গণনা। এই নিরয়ন মতেই আমাদের দেশে পঞ্জিকা গণিত হইয়া থাকে এবং এই জন্যই আমরা ৩০ বা ৩১এ চৈত্র দিবসে মহাবিষুব-সংক্রান্তি গণনা করিয়া থাকি।

হিন্দুদিগের মধ্যে শেষোক্ত মত প্রচলিত থাকিবার কারণ এই যে, সায়ন মতে কোন একটী অপরিবর্ত্তনীয় স্থান হইতে মেষ রাশির আরম্ভ হয় না, প্রতিবৎসর তাহার আরম্ভ স্থানান্তরে হয়। তৎপক্ষে নিরয়ন-মতটী সমীচীন বলিয়াই বোধ হয়। যে হেতু অচল অশ্বিনী নক্ষত্র হইতে মেষ-সংক্রান্তি গণনা করায় একই স্থান হইতে মেষারম্ভ গণনা হয়। ফলতঃ উক্ত দুই গণনায় প্রভেদ এই যে, সায়ন মতে এক্ষণে যে দিন মেষ-সংক্রান্তি হয়, তাহার প্রায় ২১ দিন পরে নিরয়ন-মতে ঐ সংক্রান্তি হইয়া থাকে।

সায়নমতে এক্ষণে যে স্থানে মেষারম্ভ, নিরয়ন-মতে তথা হইতে প্রায় ২১ অংশ পরে মেষারম্ভ হইতেছে। সায়নমতে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত অয়নমণ্ডলের যতদূর পশ্চিমে সরিয়া যাউক না কেন, তথা হইতে মেষরাশির আরম্ভ নির্দ্দিষ্ট হইবে। সুতরাং ঐ মতে কালক্রমে মেষাদি দ্বাদশরাশির সীমা কালক্রমে পরিবর্ত্তিত হইবে। [সায়ন শব্দ দেখ।]

* পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্তের ন্যায় রাশি-চক্রেরও একটী নিরক্ষবৃত্ত কল্পিত হইয়াছে এবং উহার নাম বিষুবরেখা। ঐ রেখায় উত্তরদক্ষিণে ২৩ অংশ ২৮ কলা অন্তরে দুইটী বিন্দু কল্পনা করা যায়। উহাদের একটী উত্তরায়ণান্ত বিন্দু (Winter solstice), অর্থাৎ সূর্য্যের উত্তর দিকে যাইবার শেষ সীমা। আর একটী দক্ষিণায়নান্ত বিন্দু (Summer solstice), সূর্য্যের দক্ষিণ দিকে যাইবার শেষ সীমা। ঐ বিন্দুদ্বয়ের মধ্যে যে একটী কল্পিত রেখা অবস্থিতি করে, তাহার নাম অয়নান্তবৃত্ত। সূর্য্য যে পথ দিয়া উত্তরদিকে গমন করেন, তাহাকে উত্তরায়ণ এবং যে পথ দিয়া দক্ষিণদিকে যান, তাহাকে দক্ষিণায়ন কহে। ১৩৮১ বৎসর পূর্ব্বে মাঘ ও শ্রাবণ মাসের প্রথম দিনে অয়ন পরিবর্ত্তন হইত, অর্থাৎ উত্তরায়ণ ও

দক্ষিণায়ন সংক্রান্তি হইত। ১লা মাঘে সূর্য্যের মকর রাশিতে প্রবেশ হওয়া অবধি আষাঢ়ের শেষে সূর্য্য মিথুন রাশির শেষাংশগত হওয়া পর্য্যন্ত এই কাল উত্তরায়ণ এবং ১লা শ্রাবণে সূর্য্য কর্কট রাশিতে প্রবেশ হওয়া অবধি পৌষের শেষে সূর্য্য ধনূরাশির শেষাংশগত হওয়া পর্য্যন্ত এই কাল দক্ষিণায়ন নামে খ্যাত। বর্ত্তমানকালে বঙ্গীয় পঞ্জিকাদিতে এই নিয়মে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন ধরা হইয়া থাকে।

অধুনা কিন্তু উক্ত নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রায় ২১ দিন পূর্ব্বে অয়ন সংক্রান্তি হইয়া অয়ন পরিবর্তন হইয়া থাকে। সুতরাং ধনূরাশির প্রায় ৯ অংশে আরম্ভ হইয়া মিথুন রাশির প্রায় ৯ অংশে উত্তরায়ণ শেষ হইয়া থাকে। আর মিথুন রাশির উক্ত অংশে আরম্ভ হইয়া ধনূরাশির প্রায় ৯ অংশে দক্ষিণায়ন শেষ হয়, সুতরাং ঐ দুই দিনই উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন সংক্রান্তি হওয়াই সঙ্গত। সুতরাং অধুনা উত্তরায়ণ-সংক্রান্তি, দক্ষিণায়ন-সংক্রান্তি, মহাবিষুবসংক্রান্তি এবং জলবিষুবসংক্রান্তি এই চারিটী সংক্রান্তির বিশেষ গোলযোগ ঘটিয়াছে।

উক্ত নিয়মানুসারে ৯ বা ১০ই চৈত্র এবং ৯ই বা ১০ই আশ্বিন মাসে বিষুবসংক্রান্তি, আর ৯ই কি ১০ই আষাঢ়, এবং ৯ই বা ১০ই পৌষ মাসে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন সংক্রান্তি হওয়া উচিত ছিল।

এই অয়নসংক্রান্তি ও বিষুবতী সংক্রান্তি বিশেষ পুণ্যজনক বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই চারিটী সংক্রান্তি ভিন্ন অপর সংক্রান্তি সকল গোল অর্থাৎ রাশিচক্রের মধ্যেই হইয়া থাকে। সূর্য্য দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ রাশিতে ভ্রমণ করিলে ১২টী সংক্রান্তি হয়। এই দ্বাদশটী সংক্রান্তির কএকটী ষড়শীতি ও বিষ্ণুপদী সংক্রান্তি নামে খ্যাত। ইহার মধ্যে সূর্য্যের ধনু, মিথুন, কন্যা ও মীন রাশিতে যে সংক্রমণ তাহাকে ষড়শীতি সংক্রান্তি এবং সূর্য্যের বৃষ, বৃশ্চিক, সিংহ ও কুম্ভ রাশিতে সংক্রমণকে বিষ্ণুপদী সংক্রান্তি কহে।

এই সকল সংক্রান্তির পুণ্যকাল বিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে যে, উত্তরায়ণ সংক্রান্তি দিবা ভাগে হইলে সূর্য্যের সংক্রমণ কালের পর হইতে বিংশ কলায় ভোগকাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ ২০ দণ্ড পর্য্যন্ত পুণ্য কাল। দক্ষিণায়ন সংক্রান্তি দিবা ভাগে ঘটিলে সংক্রান্তির পূর্ব্ব ৩০ দণ্ড পুণ্য কাল। অর্দ্ধ রাত্রির পূর্ব্বে সংক্রমণ হইলে ঐ অর্দ্ধ রাত্রির পূর্ব্ববর্ত্তী দিবার পরার্দ্ধ পুণ্যকাল এবং অর্দ্ধরাত্রি অতীত হইবার পর সংক্রমণ হইলে পরদিনের প্রথমার্দ্ধ পুণ্যকাল। এই অর্দ্ধরাত্র সংক্রমণ সম্বন্ধে বিশেষ এই যে, অর্দ্ধরাত্রির সম্পূর্ণাবস্থায় অর্থাৎ রাত্রির মধ্যস্থিত দুই দণ্ড কালে সংক্রমণ হইলে উভয় এবং অগ্র সময়ের সন্নিহিত দিবার যামদ্বয় পুণ্যকাল, অর্থাৎ পূর্ব্বদিনের পরার্দ্ধ এবং পরদিনের প্রথম দুই প্রহর পুণ্যকাল। অর্দ্ধরাত্র পূর্ণ না হইলে অর্থাৎ পূর্ণ হইতে কিঞ্চিৎ বাকী থাকিতে সংক্রমণ হইলে পূর্ব্বদিনের পরার্দ্ধ; অর্দ্ধরাত্রির সম্পূর্ণাবস্থায় সংক্রমণ হইলেও পূর্ব্বদিনের পরার্দ্ধ, এবং পরদিনের প্রথম দুই প্রহর কালই পুণ্যকাল হয়। অর্দ্ধরাত্রের পর সংক্রমণ হইলে কেবল পরদিনের প্রথম দুই প্রহরই পুণ্য-কাল হইয়া থাকে।

ষড়শীতি-সংক্রান্তি এবং উত্তর বিষুবসংক্রান্তির পূর্ব্বকালই পুণ্যকাল। দক্ষিণায়নের পরবর্ত্তী কাল এবং উত্তরায়ণের পূর্ব্ববর্ত্তী কাল পুণ্যজনক; যদি দিবাভাগস্থিত তিথিতেই রাত্রিকালে সংক্রমণ হয়, তাহা হইলে উহার আদিতেই পুণ্যকাল হইবে। অর্দ্ধরাত্রের পর ঐরূপ সংক্রমণ হইলে পরদিনের প্রথম কালই পুণ্যজনক বলিয়া বিবেচিত।

পূর্ব্বে যে বিংশ কলায় ভোগকাল বলা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, সূর্য্যের সংক্রমণ হইবার পর বিংশতমী কলা যে পর্য্যন্ত অতীত না হয়, সেই পর্য্যন্ত কালই পুণ্যকাল বুঝিতে হইবে।

"কলা ন্যূনার্দ্ধরাত্রেতু যদি সংক্রমণং ভবেৎ।
তদহঃ পুণ্যমিচ্ছন্তি গার্গ্যগালবগৌতমাঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

গর্গ, গালব ও গৌতম প্রভৃতির মতে অর্দ্ধরাত্র পূর্ণ হইবার এক কলা মাত্রও কম থাকিতে যদি সূর্য্যের সংক্রমণ হয়, তাহা হইলে ঐ দিনের দিবাভাগই পুণ্যকাল হইবে। তাহা হইলে এইরূপ সিদ্ধান্ত হইল যে, বারমাসের ১২টী সংক্রান্তিতেই যদি অর্দ্ধরাত্রের এক কলা কম থাকিতে সংক্রমণ হয়, তাহা হইলে অনাগত অর্থাৎ যাহাতে সংক্রমণের আগমন হয় নাই এইরূপ দিবাভাগই পুণ্যকাল। ঐ দিবা বলিলে রাত্রির পূর্ব্ব দিনই বুঝাইবে। যে হেতু ঐ দিবাতে সংক্রমণের আগমন হয় নাই; এইরূপ হওয়াতে সংক্রমণ-কালের পূর্ব্ববর্ত্তী দিবার পরার্দ্ধে স্নানাদি ধর্ম্ম-কার্য্য যে কর্ত্তব্য, তাহাই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে।

বচনে যে 'অর্দ্ধরাত্রে ব্যতীতে' এই পদ আছে, ইহার অর্থ দণ্ডমাত্র অধিক অর্দ্ধরাত্রের পর, কেবল অর্দ্ধরাত্রের অর্থ রাত্রির মধ্যস্থিত দুই দণ্ডকাল। কারণ ভুজবল-ভীম নামক গ্রন্থে অর্দ্ধরাত্র পূর্ণ হইবার এককলা ন্যূন থাকিতে অর্দ্ধরাত্রির অর্থ করিয়াছেন। উহার আরও একটী বচনে লিখিত আছে যে, অর্দ্ধরাত্রের পরে এক কলা অধিক হইবার পর যদি সূর্য্যের সংক্রমণ হয়, তাহা হইলে স্নান, দান ও জপাদি কার্য্যের নিমিত্ত পরদিনই পুণ্য বলিয়া গ্রাহ্য হইবে। সুতরাং অর্দ্ধরাত্র বলিতে রাত্রির মধ্যস্থিত দুই দণ্ড কালই গ্রহণ করিতে হইবে।

ঠিক অর্দ্ধরাত্র পূর্ণ হইবার সময়েই যদি সংক্রমণ হয়, তাহা হইলে ঋষিগণ পূর্ব্ব এবং পর এই উভয় দিনকেই পুণ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেবল মকর এবং কর্কটসংক্রান্তি বিষয়ে এই বিধির ব্যতিক্রম হইবে। কালবিবেক এবং কাল-কৌমুদী প্রভৃতির বচনে ইহা সমর্থিত হইয়াছে।

"অর্দ্ধরাত্রে কলাধিক্যো যদা সংক্রমতে রবিঃ।
তদোভয়দিনং প্রাহুঃ স্নানদানজপাদিষু॥
অর্দ্ধরাত্রেতু সম্পূর্ণে যদা সংক্রমতে রবিঃ।
প্রাহুর্দ্দিনদ্বয়ং পুণ্যং ত্যক্ত্বা মকরকর্কটৌ॥" (তিথিতত্ত্ব)

মকর ও কর্কটসংক্রান্তি বিষয়ে লিখিত আছে যে, যদি সূর্য্যের প্রদোষ সময়ে, নিশীথে বা অর্দ্ধরাত্র কালেই হউক মিথুন রাশি হইতে কর্কট রাশিতে সংক্রমণ হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বদিনই অর্থাৎ যে দিনের প্রদোষ বা অর্দ্ধরাত্রে সংক্রমণ হইবে, সেই দিনের দিবাভাগই পুণ্যকাল হইবে।

আর সূর্য্যের প্রত্যূষ কাল বা অর্দ্ধরাত্র ইহার যে সময়েই হউক, যদি ধনুরাশি হইতে মকরে সংক্রমণ হয়, তাহা হইলে পরদিনই অর্থাৎ যে দিনের পূর্ব্ববর্ত্তী অর্দ্ধরাত্রে অথবা যে দিনের প্রত্যূষে সংক্রমণ হইবে, সেই দিনই পুণ্য কাল হইবে। ঐ দিনেই স্নানদানাদি পুণ্যজনক। ইহার দ্বারা ব্যবস্থা হইল যে, রাত্রির ঠিক মধ্যবর্ত্তী দুই দণ্ডকালে সংক্রমণ হইলে উদয় হইতে অস্তমন সময় পর্য্যন্ত দিবার পরিমাণ যেরূপ হইবে, তাহার অর্দ্ধকাল অর্থাৎ উদয় হইতে মধ্যাহ্ন এবং মধ্যাহ্ন হইতে অস্ত অবধি পুণ্যকাল হইবে। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, যে স্থলে উভয় দিনেই পুণ্যকাল প্রাপ্ত হয়, সেই স্থলে প্রধানতঃ পূর্ব্বদিনের পুণ্যকালই গ্রহণ করিতে হইবে, পরদিনের পুণ্যকাল বিশেষ গ্রহণীয় নহে। তবে যদি কোন ব্যক্তিকে পূর্ব্বদিনে বিশেষ প্রতিবন্ধকে কার্য্য করিয়া উঠিতে না পারা যায়, তাহা হইলে পরদিন সেই কার্য্য করিবে। পূর্ব্ব দিন ইচ্ছা করিয়া বাদ দিয়া পরদিনে উক্ত কার্য্য করিতে পারিবে না, দুই দিনই পুণ্যকাল পাইয়াছে বলিয়া করিতে পারিবে না। কারণ শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, যে দুই দিনেই ধর্ম্মকার্য্য করিবে, ইচ্ছানুসারে তাহা আগামী কল্য কর্ত্তব্য হইলেও, সেই কার্য্য করিবার সুযোগ যদি অদ্যই ঘটে, তাহা হইলে অদ্যই তাহা করা উচিত, কল্য করিব বলিয়া তাহা ফেলিয়া রাখিবে না। এই রূপ অপরাহ্ণকর্ত্তব্য কর্ম্মের যদি পূর্ব্বাহ্ণে সুযোগ হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বাহ্ণেই তাহা করা বিধেয়। কেন না, তুমি কর্ম্ম কর আর না কর, মৃত্যু কিন্তু তোমার অপেক্ষা করিবে না। সুতরাং ধর্ম্মকর্ম্মের সুযোগ পাইলেই তাহার অনুষ্ঠান করিবে।

পূর্ব্বে অর্দ্ধরাত্র সংক্রমণে যে উভয় দিন পুণ্যজনক বলা হইয়াছে, তাহার সূক্ষ্ম কথা এই যে দক্ষিণায়ন সংক্রান্তিতে পূর্ব্ব-দিনের অর্দ্ধ এবং উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে পরদিনের অর্দ্ধ পুণ্যকাল বলিয়া বুঝিতে হইবে।

"মিথুনাৎ কর্কিসংক্রান্তির্যদিস্যাদংশুমালিনঃ।
প্রদোষে বা নিশীথে বা কুর্য্যাদহনি পূর্ব্বতঃ॥
ধানুষ্কং পরিত্যজ্য যদা সংক্রমতে রবিঃ।
প্রত্যূষে চার্দ্ধরাত্রে বা স্নানং কুর্য্যাৎ পরেহহনি॥"

তত্রচ, রাত্রিমধ্যদণ্ডদ্বয়ব্যাপ্তার্দ্ধরাত্রসংক্রান্ত্যাং 'উদয়েহস্ত-ময়েহপিবা' ইত্যাদেরেকবাক্যতয়া [illegible] পুণ্যং। একতোভয়দিনে পুণ্যকালেহপি পূর্ব্বদিনাকরণে এব পরদিনে।

শ্বঃ কার্য্যমদ্য কুর্ব্বীত পূর্ব্বাহ্ণে চাপরাহ্ণিকং।
ন হি প্রতীক্ষতে মৃত্যুঃ কৃতমস্য ন বা কৃতং॥

তত্রাপি দক্ষিণায়নে পূর্ব্বদিনার্দ্ধমাত্রং, উত্তরায়ণে পরদিনার্দ্ধ-মাত্রমিতি বিশেষঃ।" (তিথিতত্ত্ব)

দিবাভাগে যদি সংক্রমণ হয়, তাহা হইলে দিবার যে পরিমাণ তাহার অর্দ্ধই পুণ্যকাল, এই ব্যবস্থা বিষুব ও ষড়শীতি সংক্রান্তি বিষয়ে বুঝিতে হইবে। কারণ অয়নসংক্রান্তির বিষয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। রাত্রিসংক্রমণ বিষয়ে বক্তব্য এই যে ঠিক অর্দ্ধরাত্রে সংক্রমণ ঘটিলে মকর ও কর্কট সংক্রমণ ব্যতীত আর সমুদয় সংক্রান্তিতে এইরূপ ব্যবস্থা হইবে।

পূর্ব্বে উদয় ও অস্তকাল সময়ে দিবার যে পরিমাণ তদর্দ্ধ পুণ্যকাল এই কথা বলা হইয়াছে, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সম্পূর্ণ অর্দ্ধরাত্রে সংক্রমণ হইলে পূর্ব্ব এবং পর এই উভয় দিনেই অর্দ্ধ অর্দ্ধ করিয়া অর্থাৎ পূর্ব্বদিনের অস্তমন মধ্যাহ্ন হইতে অপরাহ্ণ এবং পরদিনের উদয়াদিক্রমে উদয় হইতে মধ্যাহ্ন কাল পর্য্যন্ত পুণ্যকাল বুঝিতে হইবে।

দিবাভাগে ষড়শীতি সংক্রান্তি হইলে তাহার পরবর্ত্তী ষোড়শদণ্ড পুণ্যকাল, দুইটী বিষুবসংক্রান্তিতে ঐ ব্যবস্থা জানিতে হইবে। উত্তরায়ণসংক্রান্তিও দিবাভাগে হইলে তাহার পরবর্ত্তী ২০ দণ্ড পুণ্যকাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে।

সূর্য্যের রাত্রিসংক্রমণ সম্বন্ধে বিশেষ বিধান এই যে, যদি রাত্রিসংক্রমণকালে এবং তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী দিবাভাগে একই তিথি থাকে, তাহা হইলে ঐ পূর্ব্ববর্ত্তী দিবাভাগের অর্দ্ধপরিমাণ পুণ্যকাল হইবে। অতএব রাত্রির ঠিক মধ্যভাগে সংক্রমণ হইলে যে পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী এই উভয় দিনেরই অর্দ্ধ অর্দ্ধ কাল পুণ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহা ভিন্ন তিথি-বিষয়েই বুঝিতে হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, দিবাভাগে যে তিথি ছিল, রাত্রিকালে সেই তিথিতেই যদি সংক্রমণ হয়, তাহা হইলে ঐ পূর্ব্ববর্ত্তী দিবাভাগেরই শেষার্দ্ধ কেবল পুণ্যকাল

হইবে ; কিন্তু যদি দিবাভাগে একটী স্বতন্ত্র তিথি থাকে এবং রাত্রি সংক্রমণের সময় অপর আর একটী তিথির সংঘটন হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বদিনের শেষার্দ্ধ এবং পরদিনের প্রথমার্দ্ধকাল এইরূপ উভয় দিনই পুণ্যকাল হইবে। অর্দ্ধরাত্র অতীত হইবার পর পূর্ব্ববর্ত্তী দিবাভাগে যে তিথি ছিল, যদি সেই তিথিতেও সংক্রমণ হয়, তাহা হইলে কেবল পরদিনেরই প্রথমার্দ্ধ পুণ্যকাল হইবে।

এই সকল সংক্রান্তি আবার বিশেষ বিশেষ নক্ষত্রের যোগে বিভিন্ন নামে আখ্যাত হয়। যথা—

"মন্দা মন্দাকিনী ধ্বাঙ্ক্ষী ঘোরা চৈব মহোদরী।
রাক্ষসী মিশ্রিতা প্রোক্তা সংক্রান্তিঃ সপ্তধা নৃপ॥
মন্দা ধ্রুবেষু বিজ্ঞেয়া মৃদৌ মন্দাকিনী তথা।
ক্ষিপ্রে ধ্বাঙ্ক্ষীং বিজানীয়াদুগ্রে ঘোরা প্রকীর্ত্তিতা॥
চরে মহোদরী জ্ঞেয়া ক্রূরে ভক্ষে চ রাক্ষসী।
মিশ্রিতা চৈব বিজ্ঞেয়া মিশ্রভর্কে তু সংক্রমে॥

ইত্যোটৈর্বিশদেব সংক্রান্তিষু ধ্রুবাদিনক্ষত্রযোগাৎ মন্দাদিরূপতয়া সপ্তধা ভিদ্যতে।" (তিথিতত্ত্ব)

১২ মাসে যে ১২টী সংক্রান্তি হয়, এই ১২টী সংক্রান্তি ধ্রুবাদি নক্ষত্রগণে হইলে মন্দা, মন্দাকিনী, ধ্বাঙ্ক্ষী, ঘোরা, মহোদরী, রাক্ষসী ও মিশ্রিতা এই ৭টী নামে আখ্যাত হয়। উহার মধ্যে উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ ও রোহিণী নক্ষত্রকে ধ্রুবগণ, এই ধ্রুবগণে সূর্য্য সংক্রমণ হইলে মন্দা-সংক্রান্তি। এইরূপ মৃদুগণ নক্ষত্রে সংক্রমণ হইলে মন্দাকিনী সংক্রান্তি, ক্ষিপ্রগণে ধ্বাঙ্ক্ষী সংক্রান্তি, উগ্রগণে ঘোরা সংক্রান্তি, চরগণে মহোদরী সংক্রান্তি, ক্রূরগণে রাক্ষসী এবং মিশ্রিতনক্ষত্রে সংক্রমণ হইলে মিশ্রিতা সংক্রান্তি হয়।

রাশি হইতে রাশ্যন্তরে সূর্য্যের সংক্রমণ হয়, এই জন্য ঐ কাল পুণ্যকাল বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, কিন্তু সংক্রমণকাল অতি সূক্ষ্ম। ত্রুটির সহস্রভাগের একভাগ কালই সংক্রমণ-কাল। ত্রুটি শব্দের অর্থ এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে যে, একটী লঘু অক্ষরের চতুর্থ ভাগ উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে, তাহার নাম ত্রুটি। সুতরাং এই সূক্ষ্মকালে ধর্ম্মানুষ্ঠান একরূপ অসম্ভব, এই জন্য শাস্ত্রে সংক্রান্তি বলিলে লক্ষণা দ্বারা সংক্রান্তি জন্য পুণ্যকাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই জন্য শাস্ত্রে সংক্রান্তির পুণ্যকাল সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। সংক্রান্তিবিশেষের তিন চারি ঘটিকা প্রভৃতি নির্দ্দেশ করিয়া জানান হইয়াছে যে, সেই অতি সূক্ষ্ম সংক্রমণকালে ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে যে পুণ্যলাভ হইত, ঐ তিন চারি ঘটিকা প্রভৃতি সময়ের মধ্যে কার্য্য করিলে সেইরূপই পুণ্য হইবে। সংক্রান্তি সম্বন্ধে যে বিচার প্রদর্শিত হইল, তাহার মর্ম্মার্থ এই যে, দিবাভাগে সংক্রমণ হইলে সমুদায় দিবাভাগই পুণ্যকাল। তবে 'ষড়শীতিমুখেষ্বতীতে' ইত্যাদি বচন দ্বারা যে বিশেষ পুণ্যকালের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সেই সমস্ত কাল দিবাভাগের মধ্যে বিশেষ পুণ্যতর। মন্দা ও মন্দাকিনী প্রভৃতি সংক্রান্তিতে ৩, ৪ ও ৫ দণ্ড প্রভৃতি যে পুণ্যকাল অভিহিত হইয়াছে, তাহাকে পুণ্যতম কাল কহে। এইমাত্র বুঝিতে হইবে।

রাত্রিসংক্রমণ স্থলে রাত্রির প্রথমার্দ্ধ পূর্ণ হইবার এক দণ্ড পূর্ব্বে সংক্রমণ হইলে ঐ রাত্রির অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী দিবাভাগের শেষ দ্বিপ্রহরকাল পুণ্য এবং রাত্রির ঠিক মধ্যবর্ত্তী দুই দণ্ডের মধ্যে সংক্রমণ হইলে এবং ঐ সময়ে দিবাভাগের তিথি বর্ত্তমান থাকিলে ঐ দিবাভাগেরই শেষ দুই প্রহর মাত্র পুণ্যকাল হইবে। আর যদি ঐ সময়ে দিবাভাগের তিথি বর্ত্তমান না হইয়া আর একটী তিথি বর্ত্তমান হয়, তাহা হইলে ঐ রাত্রির অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী দিবার শেষ দুই প্রহর এবং পরবর্ত্তী দিবারও প্রথম দুই প্রহর পুণ্য হইবে। এইরূপ উভয় দিন পুণ্যকাল হইলেও যদি পূর্ব্বদিন সংক্রান্তি-বিহিত ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান না ঘটে, তাহা হইলে পরদিন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে।

ঠিক অর্দ্ধরাত্রি কালে যদি দক্ষিণায়ন-সংক্রমণ হয়, এবং তাহাতে দিবাভাগের তিথি বর্ত্তমান থাকুক বা নাই থাকুক, ঐ দিবাভাগেরই শেষ দুইপ্রহর মাত্র পুণ্যকাল হইবে এবং ঠিক অর্দ্ধরাত্রকালে যদি উত্তরায়ণসংক্রান্তি হয়; তাহা হইলে তিথি যেরূপই হউক না কেন, পরদিনের প্রথম দুইপ্রহরকাল পুণ্য হইবে।

মধ্যরাত্রির শেষ একদণ্ড পর হইতে রাত্রির শেষ পর্য্যন্ত কালের মধ্যে সংক্রমণ হইলে, পরদিবসীয় প্রথম দুইপ্রহরই পুণ্যকাল। সন্ধ্যা-সংক্রমণ বিষয়ে বক্তব্য এই যে সন্ধ্যার অন্তর্গত দিবাদণ্ডে সংক্রমণ হইলে দিবাভাগের সংক্রমণের যেরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তদনুসারে পুণ্যকাল স্থির করিতে হয়। সন্ধ্যার রাত্রিদণ্ডে সংক্রমণ হইলে রাত্রিকালের ব্যবস্থানুসারে পুণ্যকাল স্থির করা বিধেয়।

সংক্ষিপ্তভাবে সংক্রান্তির পুণ্যকালের মূল স্থূল কথা অভিহিত হইল। তিথিতত্ত্ব ও জ্যোতিস্তত্ত্বে ইহার বিষয় বিশেষরূপে বিচার ও ব্যবস্থা আছে—

"শুক্লপক্ষেতু সপ্তম্যাং যদা সংক্রমতে রবিঃ।
মহাজয়া তদা প্রোক্তা সপ্তমী ভাস্করপ্রিয়া॥
স্নানং দানং তপো হোমঃ পিতৃদেবাভিপূজনং।
সর্ব্বং কোটিগুণং প্রোক্তং তপনেন মহোদধা॥" (তিথিতত্ত্ব)

যদি শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথিতে সূর্য্যের সংক্রমণ হয়, তাহা

হইলে উহাকে মহাজয়া সংক্রান্তি কহে। এই সংক্রান্তি সূর্য্যের অতিশয় প্রিয়া। ঐ দিনে স্নান, দান, জপ, তর্পণ, হোম, পিতৃলোক ও দেবগণের পূজা কোটিগুণ ফলপ্রদ হয়। এই সংক্রান্তিতে কোন স্নানদানাদি ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইলে সঙ্কল্প-বাক্যে 'মহাজয়া' এই পদের উল্লেখ করিতে হইবে। কারণ শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, মাস, তিথি ও পক্ষের উল্লেখ করিলেও যে স্থলে সংজ্ঞা বিহিত থাকে, তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক।

"অত্র মাসপক্ষতিথীনাঞ্চ নিমিত্তানাঞ্চ সর্ব্বশঃ। উল্লেখনে প্রাপ্তিত্যাদেশে অভিষেপণেন মহাজয়েত্যুল্লেখঃ সংজ্ঞাবিশেষেণ প্রয়োজনং, যদ্বা নির্দ্দেশ ইত্যুক্তত্বাৎ।" (তিথিতত্ত্ব)

সংক্রান্তিমাত্রেই স্নানদান বিশেষ পুণ্যজনক, তাহার মধ্যে আবার বিশেষ বিশেষ সংক্রান্তিতে পুণ্যের ন্যূনাধিক্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অয়নসংক্রান্তিতে দানাদি করিলে কোটিগুণ ফল, বিষ্ণুপদী সংক্রান্তিতে লক্ষগুণ ও ষড়শীতি সংক্রান্তিতে ষড়শীতি সহস্র (৮৬ হাজার) গুণ ফল হয়। যিনি সংক্রান্তিতে স্নান না করেন, তিনি ৭ জন্ম রোগী ও নির্ধন হন।

"অয়নে কোটিগুণিতং লক্ষং বিষ্ণুপদীষু চ।
ষড়শীতিসহস্রন্তু ষড়শীত্যামুদাহৃতং॥
রবিসংক্রমণে পুণ্যে ন স্নায়াদ্ যস্তু মানবঃ।
সপ্তজন্মস্বসৌ রোগী নির্দ্ধনশ্চোপজায়তে॥" (তিথিতত্ত্ব)

যদি কাহারও নাড়ীনক্ষত্রে সূর্য্যের সংক্রমণ হয়, তাহা হইলে তাহার সংক্রান্তি অশুভ হইয়া থাকে এবং ঐ মাসে তাহার নানাবিধ ক্লেশ উপস্থিত হয়। জন্মনক্ষত্র এবং জন্মনক্ষত্র হইতে দশম, ষোড়শ, অষ্টাদশ ও ত্রয়োবিংশ নক্ষত্রকে নাড়ীনক্ষত্র কহে। এই নক্ষত্রে সংক্রান্তি হইলে তাহার শান্তি করা বিধেয়। এই দোষশান্তির জন্য গোমূত্র, শ্বেতসর্ষপ এবং সর্ব্বৌষধিজলে স্নান ও স্বর্ণদান করাও বিধেয়। মৃত্যুঞ্জয়-বীজমন্ত্রে স্নান ও বিষ্ণুমন্ত্র জপ করিলেও এই দোষ শান্তি হয়।

"নাড়ীনক্ষত্রদিবসে রবিভোগনিশ্চয়াৎ।
সংক্রান্তি যত্র কুর্ব্বন্তি তত্র ক্লেশোহভিজায়তে।
গোমূত্রসর্ষপৈঃ স্নানং সর্ব্বৌষধিজলেন চ।
বিশুদ্ধং কাঞ্চনং দদ্যাৎ নাড়ীদোষোপশান্তয়ে॥
নাড়ীনক্ষত্রাণি চাদ্যদশষোড়শাষ্টাদশত্রয়োবিংশকানি।
মৃত্যুঞ্জয়জপৈঃ স্নানাৎ সংক্রান্তিশান্তয়ে।
তথা সর্ব্বৈর্বিধিভিশ্চ বিষ্ণুমন্ত্রাংশ্চ সংজপেৎ॥" (তিথিতত্ত্ব)

যে বৎসর দিবাভাগে মেষসংক্রান্তি এবং রাত্রিকালে তুলা-সংক্রান্তি হয়, সেই বৎসর মানবগণের ধন, ধান্য ও সুখ সমৃদ্ধি ঘটে। যে বৎসর মঙ্গল, রবি বা শনি-বারে মহাবিষুবাদি ৪টী সংক্রান্তি হয়, সে বৎসর প্রজাক্ষয় এবং দুর্ভিক্ষাদি হইয়া থাকে।

"দিবাদিমেষসংক্রান্তিস্তুলাসংক্রমণং নিশি।
তদা প্রজাবিবর্দ্ধন্তে ধনধান্যসমৃদ্ধিভিঃ॥
কুজার্কশনিবারেণ মহাসংক্রমণং যদা।
তদা ভবেৎ প্রজানাশো দুর্ভিক্ষাদি ভয়ং মহৎ॥" (তিথিতত্ত্ব)

গ্রহদিগের সংক্রমণকাল—রবি একরাশি হইতে আর এক রাশিতে গমন করেন, এই জন্য ঐ সংক্রমণকে রবিসংক্রান্তি কহে। এইরূপ চন্দ্র মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহগণও একরাশি হইতে অপর রাশিতে সংক্রমণ করিয়া থাকেন। এই সংক্রমণ কালের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, রাশিচক্র ৩৬০ অংশে বিভক্ত। রবি ৩৬৫ দিন, ১৫ দণ্ড, ৩১ পল, ৩১ বিপল ও ২৪ অনুপলে ঐ চক্র অতিক্রমণ করেন। ইহাই রবির বার্ষিক গতি। আর ৫৯ কলা ৮ বিকলা ১০ অনুকলা তাহার দৈনিক গতি। কিন্তু রাশিচক্রের বক্রিমাহেতু সূর্য্যের গতি কখন অধিক শীঘ্র ও কখন মন্দ হইয়া থাকে। এজন্য উক্ত গতিকে মধ্যগতি কহে। রবির দৈনিক শীঘ্রগতি ১ অংশ, ১ কলা ও ৫ বিকলা এবং উহা একমাস করিয়া প্রত্যেক রাশি ভোগ করিয়া থাকেন। এইরূপে রবিসংক্রান্তি সকল হইয়া থাকে। চন্দ্র ২৭ দিন, ১৯ দণ্ড, ১৭ পল ৫২ বিপলে রাশিচক্র অতিক্রমণ করেন। চন্দ্রের প্রত্যেক রাশিভোগকাল ২।০ দিন।

মঙ্গল ৬৮০ দিন, ৫৮ দণ্ড, ৯ পল ২০ বিপলে রাশিচক্র অতিক্রমণ করেন। এই গ্রহ বক্রী না হইলে দেড়মাস একরাশি ভোগকাল।

বুধ ৮৭ দিন ৫৮ দণ্ড, ৯ পল ১৭ বিপলে একবার রাশিচক্র পরিক্রমণ করেন। ১৮ দিন ইহার একরাশি ভোগকাল।

বৃহস্পতি ১১ বৎসর, ১০ মাস, ১৫ দিন, ৫৩ দণ্ড ৮ পলে একবার রাশিচক্র অতিক্রমণ করেন। ইহার প্রত্যেক রাশি-ভোগের কাল ন্যূনাধিক একবৎসর।

শুক্র ২২৪ দিন, ৪২ দণ্ড, ৩ পলে একবার রাশিচক্র অতিক্রমণ করেন।

শনিগ্রহ ২৯ বৎসর ৫ মাস ১৭ দিন ১২ দণ্ড ৩০ পলে একবার রাশিচক্র পর্য্যটন করেন। ইহার প্রত্যেক রাশি-ভোগের কাল ন্যূনাধিক ২ বৎসর ৬ মাস। রাহু ও কেতু বক্রগতিদ্বারা দক্ষিণাবর্ত্তে ১৮ বৎসর, ৭ মাস, ১৮ দিন ১৫ দণ্ডে একবারে রাশিচক্র পরিভ্রমণ করেন, এই গ্রহ ন্যূনাধিক ১ বৎসর ৬ মাস ২০ দিনে একরাশি ভোগ করিয়া থাকেন।

গ্রহগণের এই যে রাশিসংক্রমণকাল লিখিত হইল, উহা স্থূলমাত্র। ঐ কালে তাহারা সংক্রমণ করেন বটে, কিন্তু ঠিক সেই প্রকৃত অংশাংশে সমুপস্থিত হন না। সেই অংশাংশে প্রত্যাগমন করিতে যে কাল লাগে, তাহাকে সূক্ষ্মসংক্রমণকাল

সঙ্ক্ষিপ্তা (স্ত্রী) জ্যোতিষমতে বুধগ্রহের গতিবিশেষ। প্রাকৃত, বিমিশ্র ও সঙ্ক্ষিপ্ত প্রভৃতি বুধগ্রহের ৭ প্রকার গতি, ইহার মধ্যে বুধ যখন পুষ্যা, পুনর্ব্বসু, পূর্ব্বফল্গুনী ও উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে অবস্থিত থাকেন, তখন তাহার সঙ্ক্ষিপ্তা গতি হয়। বুধের এই গতি ২২ দিন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। (বৃহৎস° ৭অ°)

সঙ্ক্ষিপ্তি (স্ত্রী) নাটকবর্ণিত আরভটীভেদ। আরভটী চারিপ্রকার, বস্তূত্থাপন, সম্ফেট, সঙ্ক্ষিপ্তি ও অবপাতন।

"মায়েন্দ্রজালসংগ্রামক্রোধোদ্‌ভ্রান্তাদিচেষ্টিতৈঃ।
সংযুক্তা বধবন্ধাদ্যৈরুদ্ধতারভটী মতা॥
বস্তূত্থাপনসম্ফেটৌ সঙ্ক্ষিপ্তিরবপাতনম্।
ইতি ভেদাস্তু চত্বার আরভট্যাঃ প্রকীর্ত্তিতা॥
সঙ্ক্ষিপ্তা বস্তুরচনা শিল্পৈরিতরথাপিবা।
সঙ্ক্ষিপ্তিঃ স্যান্নিবৃত্তৌ চ নেতুর্নেত্রন্তরগ্রহঃ॥"
(সাহিত্যদ° ৬।৪২০-২২)

নাটকে যে স্থলে মায়া, ইন্দ্রজাল, সংগ্রাম, ক্রোধ, উদ্‌ভ্রান্তাদি চেষ্টিত এবং বধবন্ধাদি দ্বারা সংযুক্ত দারুণা বৃত্তি হয়, তাহাকে আরভটী কহে; ইহার মধ্যে যে স্থলে শিল্প বা অন্যপ্রকার দ্বারা বস্তু রচনা হয়, তাহার নাম সঙ্ক্ষিপ্তি। ইহাতে নায়কের পূর্ব্বাবস্থানিবৃত্তিতে নায়কান্তরের জ্ঞান হইয়া থাকে।

সঙ্ক্ষিপ্তিকা (স্ত্রী) সংক্ষিপ্তি শব্দার্থ।

সঙ্ক্ষুব্ধ (ত্রি) সম্-ক্ষুভ-ক্ত। ১ সঞ্চলিত, বিলোড়িত। ২ আকুল।

সঙ্ক্ষেপ (পুং) সং-ক্ষিপ-ঘঞ্। ১ সঙ্কোচ। অল্পীকরণ, চলিত কথায়, অনেক হইতে অল্প করাকে সঙ্ক্ষেপ কহে। চুম্বক।

সঙ্ক্ষেপক (ত্রি) সং-ক্ষিপ-ণ্বুল্। সঙ্ক্ষেপকারী, যিনি সঙ্ক্ষেপ করেন।

সঙ্ক্ষেপণ (ক্লী) সং-ক্ষিপ-ল্যুট্। সঙ্ক্ষেপকরণ, চুম্বককরণ, অল্পীকরণ।

সঙ্ক্ষেপ্তৃ (ত্রি) সং-ক্ষিপ-তৃচ্। সঙ্ক্ষেপকারী, সঙ্ক্ষেপক।

সঙ্ক্ষোভ (পুং) সম্-ক্ষুভ-ঘঞ্। ১ চাঞ্চল্য, চঞ্চলন। ২ অকচকিততা। ৩ ধর্ষণ। ৪ অভিক্ষোভ। ৫ গর্ব্ব, অহমিকা।

সঙ্ক্ষোভণ (ক্লী) সঞ্চালন, আলোড়ন।

সঙ্ক্ষোভিন্ (ত্রি) সংক্ষোভকারী।

সঙ্খ্যা (স্ত্রী) সম্যক্ খ্যায়তেঽনয়েতি সং-খ্যা বাহুলকাৎ ক। ১ বুদ্ধ। (অমর) (ত্রি) ২ সঙ্খ্যেয়।

সঙ্খ্যক (ত্রি) সঙ্খ্যা।

সঙ্খ্যাতা (স্ত্রী) সঙ্খ্যাত ভাবঃ তল্-টাপ্। সঙ্খ্যাত, সঙ্খ্যেয়তা।

সঙ্খ্যা (স্ত্রী) সঙ্খ্যায়তেঽনয়েতি সংখ্যা-অঙ্-টাপ্। ১ বুদ্ধি। (রাজনি°) ২ বিচারণা, বিচার। (অমর) ৩ একত্বাদি সংখ্যা, এক, দুই ইত্যাদি। নৈয়ায়িকদিগের মতে গণনব্যবহারে ইহার কারণতা, অর্থাৎ গণনা-বিষয়ে ইহার প্রয়োজন হইয়া থাকে। নিত্য বস্তুতে একত্ব সংখ্যা নিত্য, অন্যস্থলে অর্থাৎ নিত্য বস্তু ভিন্ন অন্যস্থলে এই সংখ্যা অনিত্য। দ্বিত্ব হইতে পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত এই সংখ্যা অপেক্ষাবুদ্ধি হইতে জন্মে, অপেক্ষাবুদ্ধির নাশ হইলে ইহারও নাশ হয়।

"গণনব্যবহারেষু হেতুঃ সঙ্খ্যা বিধীয়তে।
নিত্যেষু নিত্যমেকত্বমনিত্যেঽনিত্যমিষ্যতে॥
দ্বিত্বাদয়ঃ পরার্দ্ধান্তা অপেক্ষা বুদ্ধিজা মতা।
অনেকাশ্রয়পর্য্যাপ্তা এতে তু পরিকীর্ত্তিতা॥
অপেক্ষাবুদ্ধিনাশাচ্চ তেষাং নাশো নিরূপিতঃ।
অনেকৈকত্ববুদ্ধির্যা সাপেক্ষা বুদ্ধি রুচ্যতে॥" (ভাষাপরিচ্ছেদ)

এক হইতে পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত সংখ্যা, একক, দশক, শতক, সহস্র, অযুত, লক্ষ, নিযুত, কোটি, অর্ব্বুদ, বৃন্দ, খর্ব্ব, নিখর্ব্ব, শঙ্খ, পদ্ম, সাগর, অন্ত্য, মধ্য ও পরার্দ্ধ। এই পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত সংখ্যার ব্যবহার হইয়া থাকে। এই সকল সংখ্যার পর পর সংখ্যা দশগুণ অধিক বুঝিতে হইবে।

"একং দশ শতঞ্চৈব সহস্রমযুতন্তথা।
লক্ষঞ্চ নিযুতঞ্চৈব কোটিরর্ব্বুদমেব চ॥
বৃন্দঃ খর্ব্বনিখর্ব্বশ্চ শঙ্খপদ্মৌ চ সাগরঃ।
অন্ত্যং মধ্যং পরার্দ্ধঞ্চ দশবৃদ্ধ্যা যথোত্তরম্॥" (জ্যোতিষ)

(ত্রি) ৩ সঙ্খ্যেয়।

সঙ্খ্য[খ্যা]ক (ত্রি) সংখ্যাযুক্ত, সংখ্যাবিশিষ্ট।

সঙ্খ্যাঙ্কবিন্দু (পুং) সংখ্যার অঙ্কজ্ঞাপক বিন্দু। শূন্য সংখ্যা।

সঙ্খ্যাত (ত্রি) সঙ্খ্যা-ক্ত। কৃতসঙ্খ্য। পর্য্যায়—গণিত, যাহার সঙ্খ্যা করা হইয়াছে।

সঙ্খ্যাতৃ (ত্রি) সংখ্যা-তৃচ্। সঙ্খ্যাকারক, গণক, গণনাকারী, সঙ্খ্যাপ্রবর্ত্তক।

"কপিলস্তত্ত্বসঙ্খ্যাতা" (ভাগবত ৩।২৫।১)

'তত্ত্বানাং সঙ্খ্যাতা গণকঃ, সাঙ্খ্য প্রবর্ত্তকঃ' (স্বামী)

সঙ্খ্যাতিগ (ত্রি) সঙ্খ্যাং অতিগচ্ছতি সংখ্যা অতি গম-ড। সঙ্খ্যাতিক্রমকারী, যিনি সঙ্খ্যা অতিক্রমণ করেন।

সঙ্খ্যান (ক্লী) ১ সংখ্যা। ২ বিখ্যাত। ল্যুট্। ১ সংখ্যা, ২ গণনা, গণা। ৩ খ্যান। ৪ প্রকাশ।

"সর্ব্বগুণসঙ্খ্যানায়" (ভাগবত ৫।১৭।১৭)

'সর্ব্বেষাং গুণানাং প্রকাশো যস্মাৎ' (স্বামী)

সঙ্খ্যানামন্ (ক্লী) বাক্যের দ্বারা সংখ্যানিরূপণ। (নিরুক্ত ৪।৬)

সঙ্খ্যাপদ (ক্লী) বাক্যযুক্ত সংখ্যা। (বাজসনেয়প্রাতিশাখ্য ৪।২৭)

সঙ্গীতামৃত	কমললোচন
সঙ্গীতার্ণব	...
সঙ্গীতোপনিষদ	সুধাকলশ (১৩৫০ খৃঃ)
সঙ্গীতোপনিষৎসার	সুধাকলশ (১৩৫০ খৃঃ)

ইহা ভিন্ন কণ্ঠসঙ্গীত সম্বন্ধে আরও অনেকগুলি গ্রন্থ পাওয়া যায়। তৎসমুদয় প্রায় দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দী ভাষায় লিখিত কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব বিরচিত রাগসাগরোদ্ভবকল্পদ্রুম নামক সুবৃহৎগ্রন্থ সঙ্গীতালোচনার একখানি উৎকৃষ্ট উপাদান। ইহাতে প্রত্যেক রাগের স্ত্রীপুত্রপরিবার এবং তাহাদের মূর্ত্তি ও উৎপত্তি বিবরণ, প্রভৃতি লিপিবদ্ধ আছে।

ঐ সকল গ্রন্থ হইতে নাদ ও নাদোৎপত্তিপ্রকার, শ্রুতিবিবরণ, স্বরবিবরণ, বাদ্যবিবরণ, গ্রামবিবরণ, মূর্চ্ছনা, কূটতান, রাগবিবরণ, ঋতুভেদে রাগরাগিণীর বিনিয়োগবিবরণ, রাগাদির ধ্যান, নর্ত্তনপ্রকরণ প্রভৃতি সঙ্গীতশাস্ত্রোক্ত বহুল বিষয় আমরা অবগত হইতে পারি।

পরবর্ত্তী ইতিহাস অনুসরণ করিলেও আমরা দেখিতে পাই যে, হিন্দু ও মুসলমান নরপতিগণ রাজসভার অলঙ্কারস্বরূপ রাজসভায় সঙ্গীতশাস্ত্রবিৎ বহু গায়ক রাখিতেন। মোগলসম্রাট্ আকবর শাহের সভায় বহুশত সুগায়ক ছিলেন‡। তন্মধ্যে মীঞা তানসেন সর্ব্বপ্রধান। প্রথম তানসেন হিন্দু ছিলেন এবং গোয়ালিয়রের তৎসাময়িক কোন হিন্দু রাজার সভায় থাকিতেন। আকবর শাহের বিশেষ অনুরোধে তিনি দিল্লী আগমন করেন ও পরে সম্রাট্ প্রদত্ত মীঞা তানসেন উপাধিতে পরিচিত হন। এই তানসেনই সানাই নামক বাদ্যযন্ত্রের স্রষ্টা। [তানসেন দেখ।]

মুসলমান-জাতিও জাতীয় উন্নতির সময়ে সঙ্গীতশাস্ত্রের যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধন করেন। খলিফাগণের শাসনকাল হইতে ভারতীয় মোগল সম্রাট্গণের প্রাধান্য কাল পর্য্যন্ত মুসলমান জগতে সঙ্গীতের (গীত ও বাদ্যের) নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সৃষ্টি হইয়াছিল, ঐ সঙ্গে নানা প্রকার বাদ্যযন্ত্রও নির্ম্মিত হইয়া গীত ও বাদ্য সঙ্গীতকে সুশোভন করিয়া তুলে। মুসলমান-সভ্যতা ও বিলাসিতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সুদূর য়ুরোপখণ্ডেও সঙ্গীত-বিলাসের অভিনব ছায়াপাত হয়।

প্রাচীন সভ্য ও শ্রীসম্পন্ন গ্রীক ও রোমকদিগের বৈভব-বিলাসের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে আমরা দেখিতে পাই, সঙ্গীতের মোহিনী শক্তি তাঁহাদেরও মন হরণ করিয়াছিল। গুহাগর্ভে বা মন্দিরের চত্বরে বীণাদি যন্ত্রধারিণী মোহিনী প্রস্তর-পুত্তলীসমূহ আজিও তাঁহাদের সঙ্গীত-সাধনার আতিশয্যের আভাস দিতেছে। প্রাচীন গ্রন্থাদিতেও তাহার স্মৃতি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

রোমরাজ্যের অধঃপতনের পর, যখন মুসলমান প্রভাব সুদূর স্পেন রাজ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, তখন য়ুরোপে আবার সঙ্গীতালোচনা নূতন ভাবে জাগিয়া উঠে। হীনবীর্য্য রোমকদিগের মধ্যে তখন এই চিত্তরঞ্জক প্রতিভাময়ী সঙ্গীতবিদ্যার সমাদর পরিবর্দ্ধিত হয়। অধুনা সমগ্র য়ুরোপখণ্ডে সভ্যতার দীপ্ত বিকাশের সহিত এই কলাবিদ্যার বহুল উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। এখন তথায় কণ্ঠসঙ্গীতে তাদৃশ সমাদর না থাকিলেও যন্ত্রসঙ্গীতের উন্নতি অপরিসীম।

উপসংহারে এই স্থলে বাদ্যযন্ত্রের কতকগুলি চিত্র প্রদর্শিত হইল। উহাদের কতকগুলির কার্য্য মনুষ্যমুখে গৎ সংযোগে ফুৎকার দিয়া সাধিত হয়, কতকগুলির তন্ত্রীতে সুরের পর্দ্দার বিভাগানুসারে অঙ্গুলিঘাত দ্বারা নিষ্পন্ন হয় এবং অপর গুলির গাত্রবদ্ধ চর্ম্মোপরি যোগযোগে তালে তালে আঘাত দ্বারাই বাদিত হইয়া থাকে।

‡ আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে ঐ সকল প্রধান প্রধান গায়কদিগের নামতালিকা প্রদত্ত আছে।

ভারতীয় যন্ত্রচিত্র।

তানপুরা
একতারা
সেতার
রবাব
গোপীযন্ত্র
বাঁশী
শিঙা

ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র

ঘণ্টা
কাঁসর

মন্দিরা

করতাল

মৃদঙ্গ
তবলা
খোল

ঢোলক
ডমরু
নাগরা
খঞ্জনী
মাদল

য়ুরোপীয় যন্ত্রচিত্র

১। একর্ডিয়ান। ২ ইওলিয়ান হার্প। ৩ টেনার, ঐ অতি বৃহৎ ভাস, ডবলভাস। ৪ বাসুন। ৫ হার্টস্‌ম্যান বিউগল্‌। ৬ প্যাণ্ডিয়ান্‌ পাইপস্‌। ৭ ব্যাগপাইপ। ৮ ক্যাষ্টানেটস্‌। ৯ এন্‌সিয়েণ্ট সিম্বাল। ১০ ক্লারিওন। ১১ ক্লারিওনেট। ১২ কন্‌সার্টিনা। ১৩ ড্রাম। ১৪ গিটার।

১৫ ফ্লাজিওলেট। ১৬ ফ্লুট। ১৭ হটবয় ও ওবি। ১৮ হার্ডিগার্ডি। ১৯ ফ্রেঞ্চহর্ণ। ২০ নাকার। ২১ হান্টিংহর্ণ। ২২ লিউট্‌। ২৩ অর্গান্‌। ২৪ ওফিক্লিডি। ২৫ কেট্‌লড্রাম। ২৬ হার্প।

২৭ অন্ত একরূপ ট্রায়েঙ্গেল। ২৮ নাকার। ২৯ বাদ্যবিশেষ। ৩০ [illegible] নামক বাক্সাকার বাদ্য। ৩১ গঙ্‌ নামক আনদ্ধ যন্ত্র। ৩২ এক প্রকার হার্প। ৩৩ কানুনের ন্যায় যন্ত্র। ৩৪ বৃহদাকার গঙ্‌। ৩৫ বৃহদাকার প্যাণ্ডিয়ান পাইপ্‌।

৩৬ ট্যাম্বুরিন। ৩৭ সার্পেণ্ট। ৩৮ ট্যামট্যাম। ৩৯ ট্রায়াঙ্গেল ও রড্‌। ৪০ কর্ণেট্‌-এ-পিষ্টন। ৪১ ট্রাম্পেট্‌। ৪২ ভায়লিন। ৪৩ ট্রম্বোন। ৪৪ সোনোমিটার, ঐ অন্যরূপ জিথার।

উপরে যে সকল যন্ত্রের চিত্র প্রদর্শিত হইল, বর্ত্তমানে উহাদের অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া নূতন নূতন যন্ত্রের আবিষ্কারের সুযোগ ঘটিয়াছে। বিজ্ঞানশাস্ত্রানুশীলনতৎপর য়ুরোপীয় বিভিন্ন সঙ্গীতজ্ঞানীগণ যন্ত্র মধ্যে বায়ুস্পন্দনের তারতম্য লক্ষ্য করিয়া

এই জন্ম উহা কর্কশ এবং যে ধ্বনি সমকাল-স্থায়ী ও কর্ণের তৃপ্তি-সাধক তাহাই সুশ্রাব্য। এই সুশ্রাব্য ধ্বনিই সঙ্গীতের সুর। ঐরূপ সুর স্বর ও কালের বিশেষ বিধানে ধ্বনিত হইয়া গীত বাদ্যাদিতে পরিণত হয়। উহাই প্রকৃত পর্য্যায়ে সঙ্গীত শব্দবাচ্য।

হরিবংশে লিখিত আছে যে, সঙ্গীতের অবসানে সঙ্গীতকারী-দিগকে তাম্বূলদান করিতে হয়। (হরিবংশ ১৩৮ অ°)

সঙ্গীতক (ক্লী) সঙ্গীত-স্বার্থে কন্। সঙ্গীত শব্দার্থ।

সঙ্গীতকগৃহ (ক্লী) সঙ্গীতকস্য গৃহং। সঙ্গীত-শালা, যে গৃহে সঙ্গীতের অনুষ্ঠান হয়।

সঙ্গীতবিদ্যা (স্ত্রী) সঙ্গীতবিষয়ক বিদ্যা, সঙ্গীতশাস্ত্র।

সঙ্গীতবেশ্মন্ (ক্লী) সঙ্গীতস্য বেশ্ম। সঙ্গীত-গৃহ, সঙ্গীতশালা।

সঙ্গীতশাস্ত্র (ক্লী) সঙ্গীতবিষয়কং শাস্ত্রং। সঙ্গীতবিষয়ক শাস্ত্র, যে শাস্ত্র দ্বারা গীত, বাদ্য ও নৃত্যের প্রকরণ সকল সম্যক্ রূপে জানিতে পারা যায়, তাহাকে সঙ্গীতশাস্ত্র কহে। সোমেশ্বর, ভরত, হনুমৎ ও কল্লিনাথ মতে এই শাস্ত্র চারি প্রকার। অধুনা হনুমৎ মত প্রচলিত; ইহাতে ৭টী অধ্যায়—স্বরাধ্যায়, রাগাধ্যায়, তালাধ্যায়, নৃত্যাধ্যায়, ভাবাধ্যায়, কোকাধ্যায় ও হস্তাধ্যায় আছে। (সঙ্গীতশাস্ত্র) [সঙ্গীত দেখ।]

সঙ্গীতি (স্ত্রী) সং-গৈ (স্থাগাপাপচো ভাবে। পা ৩।৩।৯৫) ইতি ক্তিন্। ১ আলাপ, কথোপকথন, সঙ্কথা, অন্যোন্য সঙ্গীতি, পরস্পর কথোপকথন। ২ সঙ্গীত।

সঙ্গীতিপ্রাসাদ (পুং) সঙ্গীতশালা।

সঙ্গীর্ণ (ত্রি) সং-গৄ-ক্ত। অঙ্গীকৃত, প্রতিজ্ঞাত। (অমর)

সঙ্গুণ (ত্রি) সম্যক্ গুণন। (গোলাধ্যায়)

সঙ্গুপ্ত (পুং) সং-গুপ-ক্ত। ১ বুদ্ধভেদ। (ত্রি) ২ সঙ্গোপনাশ্রয়।

সঙ্গুপ্তি (স্ত্রী) সম্-গুপ-ক্তিন্। সম্যক্‌গুপ্তি, সম্যক্‌রূপে গোপন।

সঙ্গূঢ় (ত্রি) সম্-গুহ-ক্ত। রেখাদি দ্বারা সংবৃত, রেখাদি দ্বারা রাশীকৃত ধান্যাদি। পর্য্যায়—১ সঙ্কলিত। ২ পুঞ্জীকৃত। ৩ সংবৃত, আচ্ছাদিত।

সঙ্‌গৃহীত (ত্রি) ১ সঙ্কলিত। ২ আকৃষ্ট, যাহা সংগ্রহ করা হইয়াছে।

সঙ্‌গৃহীতি (স্ত্রী) ধারণকারী। দ্বিভিন্ন সংগৃহীতি বলিলে = সর্প ও অশ্বকে বুঝায়। (বাসবদত্তা ১৯।২)

সঙ্‌গৃহীতৃ (ত্রি) সংগ্রহকারক।

সঙ্গোপন (ক্লী) সং-গুপ-ল্যুট্। সম্যক্ প্রকারে গোপন, সম্পূর্ণ রূপে গোপন করা, লুকান।

সঙ্গোপনীয় (ত্রি) সং-গুপ-অনীয়র্। সঙ্গোপনযোগ্য, সম্পূর্ণ রূপে গোপনের উপযুক্ত।

সঙ্‌গ্রথন (ক্লী) সম্-গ্রথ-ল্যুট্। সম্যক্ রূপে গ্রথন।

সঙ্‌গ্রসন (ক্লী) সম্যক্‌রূপে গ্রাস। অতিরিক্ত ভোজন।

সঙ্‌গ্রহ (পুং) সম্-গ্রহ-অপ্। সমাহৃতি, সমাহরণ, একত্রীকরণ, সঙ্কলন, সঞ্চয়। ২ গ্রন্থবিশেষ, সংগ্রহ-গ্রন্থ, নানা স্থানে যে সকল বিষয় থাকে, সেই সকল বিষয় আহরণ করিয়া এক স্থানে নিবদ্ধ করাকে সংগ্রহ কহে। ইহার লক্ষণ—

"বিস্তরেণোপদিষ্টানামর্থানাং সূত্রভাষ্যয়োঃ।
নিবন্ধো যঃ সমাসেন সংগ্রহং তং বিদুর্বুধাঃ॥
ইতস্ততঃ আকৃষ্য একত্রনিবন্ধনং সংগ্রহঃ।" (ভরত)

"নানাগ্রন্থস্থা অর্থা সংগৃহ্যন্তে একস্থানস্থাঃ ক্রিয়ন্তে ইতি সংগ্রহো গ্রন্থবিশেষঃ।" (প্রায়শ্চিত্তবিবেকটীকায় শ্রীকৃষ্ণতর্কা°)

সূত্র ও ভাষ্যাদিতে যে সকল বিষয় বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হয়, সেই সকল বিষয় সংক্ষেপে একত্র সংগ্রহ করিয়া যে নিবন্ধ প্রণীত হয়, তাহাকে সংগ্রহ কহে। ৩ মুষ্টি। ৪ উদ্ধার। ৫ গ্রহণ। ৬ সংক্ষেপ। (মেদিনী) ৭ মুষ্টি। (বিশ্ব) ৮ স্বীকার। ৯ মহোদ্যোগ।

সঙ্‌গ্রহগ্রহণী (স্ত্রী) গ্রহণীরোগ বিশেষ। সঞ্চিত গ্রহণী। ইহার লক্ষণ—এই রোগে দ্রব অথচ গাঢ়, শীতল, স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল ও বহু পরিমিত মল এবং অল্প অল্প বেদনার সহিত অ-কস্মাৎ নিঃসৃত হয়। এই রোগে কখন কখন মল অবরুদ্ধ থাকিয়া এক পক্ষ, এক মাস, বা দশ দিন অন্তর অথবা প্রত্যহই ভেদ উপস্থিত হয়, এবং রোগীর উদরে গুড়্ গুড় শব্দ, কটিদেশে বেদনা, অলসতা, দুর্ব্বলতা, ও শরীরের অবসন্নতা হয়, দিবা ভাগে এই রোগের প্রকোপ হয় এবং রাত্রিতে রোগী সুস্থ থাকে। এই রোগ দীর্ঘকালস্থায়ী, দুর্জ্ঞেয় অর্থাৎ ইহা সহজে বোধগম্য হয় না। এই রোগ দুশ্চিকিৎস্য। আম এবং বায়ু দুষ্ট হইয়া এই রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে।

"দ্রবং ঘনং শীতং স্নিগ্ধং সকটীবেদনং শকৃৎ।
আমং বহু সুপৈচ্ছিল্যাং সশব্দং মন্দবেদনং॥
পক্ষান্ মাসাদ্দশাহাদ্ বা নিত্যং বাপি বিমুঞ্চতি।
অন্ত্রকূজনমালস্যং দৌর্ব্বল্যং সদনং ভবেৎ॥
দিবা প্রকোপো ভবতি রাত্রৌ শান্তিঞ্চ গচ্ছতি।
দুর্বিজ্ঞেয়া দুর্নির্ব্বার্য্যা চিরকালানুবন্ধিনী।
সা ভবেদামবাতেন সংগ্রহগ্রহণী মতা।"(ভাবপ্র° গ্রহণীরোগা°)

[বিশেষ বিবরণ গ্রহণীরোগ শব্দে দেখ]

সঙ্‌গ্রহণ (ক্লী) সম্-গ্রহ-ল্যুট্। সংগ্রহ।

সঙ্‌গ্রহণী (স্ত্রী) সঞ্চিতা গ্রহণী। গ্রহণী রোগবিশেষ।

[গ্রহণী ও সঙ্‌গ্রহগ্রহণী শব্দ দেখ]

সঙ্‌গ্রহবৎ (ত্রি) সংগ্রহ অস্ত্যর্থে মতুপ্, মস্য ব। সংগ্রহযুক্ত।

সঙ্গ্রহসূত্র (স্ত্রী) সূত্রগ্রন্থসমূহের সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ।

সঙ্গ্রহিন্ (ত্রি) সংগ্রহ-ইনি। সংগ্রহকারক, যিনি সংগ্রহ করেন।

সঙ্গ্রহীতৃ (ত্রি) সংগ্রহ-তৃচ্। সংগ্রহকারক।

সঙ্গ্রাম, যুদ্ধ। অদন্ত চুরাদি° আত্মনে° বিকল্প পক্ষে উভয়পদী, অক° সেট্। লট্ সঙ্গ্রাময়তি-তে।

সঙ্গ্রাম (পুং) সঙ্গ্রাম-ণিচ্-ভাবে অচ্। যুদ্ধ। [সংগ্রাম দেখ]

সঙ্গ্রামগুপ্ত (পুং) কাশ্মীররাজভেদ। (রাজতর° ৬।১৭০)

সঙ্গ্রামজিৎ (ত্রি) সঙ্গ্রামং জয়তি জি-কিপ্, তুক্ চ। যুদ্ধ-জেতা, সঙ্গ্রামবিজয়ী।

সঙ্গ্রামতূর্য্য (ক্লী) সঙ্গ্রামস্য তূর্য্যং। যুদ্ধ তূর্য্য।

সঙ্গ্রামদেব (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজা। (রাজতর° ৬।১০)

সঙ্গ্রামনগর (পুং) নগরভেদ। (রাজতর° ৮।২৭৪৬)

সঙ্গ্রামপটহ (পুং) সঙ্গ্রামস্য পটহঃ। রণবাদ্য।

'রণতূর্য্যস্ত সঙ্গ্রামপটহোঽস্ত্রভিঙ্গিমঃ।' (ত্রিকা°)

সঙ্গ্রামপাল (পুং) রাজপুত্রভেদ। (রাজতর° ৭।৫৩৪)

সঙ্গ্রামভূমি (স্ত্রী) সঙ্গ্রামস্য ভূমিঃ। সঙ্গ্রামস্থল, যুদ্ধভূমি।

সঙ্গ্রামরাজ (পুং) কাশ্মীরের রাজভেদ। (রাজতর° ৮।৩৫৫)

সঙ্গ্রামশাহ (পুং) একজন প্রসিদ্ধ রাজপুত বীর, ইনি বঙ্গদেশে আসিয়া বৈষ্ণসমাজে মিলিত হন। [সংগ্রাম শাহ দেখ।]

সঙ্গ্রামসাহি (পুং) ১ রাজভেদ।

সঙ্গ্রামসিংহ (পুং) চিতোরের একজন মহারাণা।

[সংগ্রামসিংহ ও মেবার দেখ।]

সঙ্গ্রামাপীড় (পুং) কাশ্মীরের রাজভেদ। (রাজতর° ৪।৪০০)

সঙ্গ্রামাশিস্ (স্ত্রী) সংগ্রামে বিজয় লাভার্থক স্তুতি। মূর্ত্তিমতী বিজয়বাক্য।

সঙ্গ্রাম্য (ত্রি) ১ সংগ্রামের বিষয়ীভূত। ২ সংগ্রাম।

সঙ্গ্রাহ (পুং) সংগ্রহণমিতি সম্-গ্রহ (সমি মুষ্টৌ। পা ৩।৩।৩৬) ইতি ঘঞ্। ফলকের মুষ্টি, ফলকগ্রহণস্থান। ২ মুষ্টি দ্বারা বন্ধন। মুষ্টিবন্ধনক্রিয়া। পর্য্যায়—মুষ্টিবন্ধ। (অমর)

সঙ্গ্রাহক (ত্রি) সঙ্গ্রহকারী, সঙ্গ্রাহী।

সঙ্গ্রাহিন্ (পুং) সঙ্গৃহ্ণাতি মলমিতি সং-গ্রহ-ণিনি। ১ কুটজ বৃক্ষ। (রাজনি°) (ত্রি) ২ মলস্তম্ভক, যে মল ধারণ করিয়া রাখে। সঙ্গ্রাহক, সঙ্গ্রহকারী।

সঙ্গ্রাহ্য (ত্রি) সম্-গ্রহ-ণ্যৎ। সঙ্গ্রহণীয়, সঙ্গ্রহের উপযুক্ত, সঙ্গ্রহার্হ।

সঙ্ঘ (পুং) সংহনন (সঙ্ঘোদ্ঘৌ গণপ্রশংসয়োঃ। পা ৩।৩।৮৬) ইতি অপ্ টিলোপো ঘত্বঞ্চ নিপাত্যতে। সমূহ, রাশি, গণ, দল। সজাতীয় বা বিজাতীয় জন্তুর সমূহ অর্থ বুঝাইলে সঙ্ঘ ও সার্থ এই দুইটী পদ হয়। যথা ভিক্ষুসঙ্ঘ, ভিক্ষুসমূহ। "সজাতীয়ানাং বিজাতীয়ানাঞ্চ জন্তুনাং বৃন্দে সঙ্ঘসার্থৌ স্যাতাং, যথা ভিক্ষুসঙ্ঘঃ সংহন্যতে পরিচ্ছিদ্যতে অনেনেতি সঙ্ঘঃ, সং পূর্ব্বাৎ হন্ধাতো নাম্নীতি ড, নিপাতনাৎ ঘত্ব সঃ" (ভরত) ২ বৌদ্ধদিগের ত্রিরত্নের মধ্যে একতম। বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ এই তিনটী লইয়া ত্রিরত্ন। এতন্মধ্যে সঙ্ঘ বলিলে বৌদ্ধভিক্ষু বা শ্রমণসম্প্রদায় বুঝায়।

[বৌদ্ধ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

সঙ্ঘক (পুং) সঙ্ঘ-স্বার্থে কন্। সঙ্ঘ শব্দার্থ।

সঙ্ঘগুপ্ত (পুং) বাগ্‌ভটের পিতা।

সঙ্ঘগুহ্য (পুং) বৌদ্ধ যতিভেদ। (তারনাথ)

সঙ্ঘচারিন্ (পুং) সঙ্ঘেন চরতীতি চর-ণিনি। ১ মৎস্য। (হেম) (ত্রি) ২ যাহারা বহুলোকের সহিত বিচরণ করে, দল বাঁধিয়া যাহারা বেড়ায়। বহু ব্যক্তির সহিত গমনকারী।

সঙ্ঘজীবন্ (পুং) সঙ্ঘেন জীবতীতি জীব-ণিনি। প্রাচীন, চলিত মুটে। বহু লোকের সহিত বেড়াইয়া ইহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। (হেম)

সঙ্ঘট (পুং) সং-ঘট-অচ্। ১ সঙ্ঘটন, যোজন, মেলন। ২ পরস্পর সঙ্ঘর্ষ।

সঙ্ঘটন (ক্লী) সং-ঘট-ল্যুট্। ১ মেলন, যোজন। ২ সঙ্ঘর্ষ, পরস্পর সঙ্ঘর্ষ।

সঙ্ঘটনা (স্ত্রী) সঙ্ঘটন-টাপ্। পরস্পর মিলন, সঙ্ঘটন।

সঙ্ঘট্ট (পুং) সং-ঘট্ট-ঘঞ্। ১ অন্যোন্য বিমর্দ্দন। ২ গঠন, গড়ান। "সুধাহরণসঙ্ঘট্টপ্রতিষ্ঠাস্থানমেব চ।

স্থপনং পূজনঞ্চৈব বিসর্জ্জনমতঃপরম্॥" (তিথিতত্ত্ব)

২ চক্রবিশেষ, সঙ্ঘট্টচক্র।

সঙ্ঘট্টচক্র (ক্লী) সঙ্ঘট্ট এব চক্রং। ফলিত জ্যোতিষোক্ত যুদ্ধ-বিচারার্থ নক্ষত্রাঙ্কিত চক্রবিশেষ। নক্ষত্রসমূহ দ্বারা চক্র অঙ্কিত করিয়া যুদ্ধে জয় বা পরাজয় হইবে, তাহা জানিতে পারা যায়। যুদ্ধে যিনি গমন করিবেন, তাহার জন্ম নক্ষত্র এই চক্রের শুভ স্থানে থাকিলে যুদ্ধে জয় এবং অশুভ স্থানে থাকিলে যুদ্ধে পরাজয় হয়। স্বরোদয়ে এই চক্রের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, একটী ত্রিকোণ চক্র প্রস্তুত করিবে, এই চক্রে অশ্বিনী প্রভৃতি করিয়া ২৭টী নক্ষত্র তির্য্যক্ আকৃতি করিয়া বিন্যাস করিবে। সপ্তটী নক্ষত্রের সহিত বেধ হইবে। বেধক্রম এইরূপে বুঝিতে হইবে, অশ্বিনীর সহিত রেবতী ও জ্যেষ্ঠার, মঘার সহিত পূর্ব্বাষাঢ়ার, সর্প নক্ষত্রের সহিত পিতৃ-নক্ষত্রের, অশ্লেষার সহিত মূলার, এবং জ্যেষ্ঠার সহিত মূলার বেধ হইবে। যদি রাজার জন্ম নক্ষত্র এই চক্রে বেধ না হয়, বা সৌম্য নক্ষত্র বা গ্রহের সহিত বেধ হয়, তাহা হইলে যুদ্ধ হইবে না। যদি ক্রূর নক্ষত্রের সহিত বেধ হয়, তাহা হইলে দারুণ যুদ্ধ হইবে। সৌম্য,

স্বামী, মিত্রামিত্র এবং গ্রহগণের বক্র ও অতিচার প্রভৃতি গতি দ্বারা শুভাশুভ নির্ণয় করিতে হইবে।

"দশ বর্জাদি লিখেচ্চক্রং সপ্তবিংশতিভান্বিতম্।
ত্রিকোণং নবভিরেখাঃ কর্তব্যাস্তিগ্মরাঙ্কিতঃ॥
অশ্বিনীমেবকৌণেষো অশ্বিনীত্যেতযোর্যুগ্মম্।
মঘাপূর্বযোঃ সর্পপিত্র্যোরপ্যেবাসুলয়োস্তথা॥
জ্যেষ্ঠামূলকয়োর্বেধো ভবেৎ সঙ্ঘট্টচক্রকে।
এবং সঙ্ঘট্টচক্রে॥ কার্য্যা ঋক্ষগতা গ্রহাঃ॥
ক্রূরনামর্ক্ষ সঙ্ঘট্টে যুদ্ধং ভবতি নান্যথা।
নির্বেধে সৌম্যবেধে চ যুদ্ধং নাস্তি রণেশয়োঃ।
ক্রূরবেধে ভবেদ্ যুদ্ধং তৎকালে ঘোরদারুণং।
যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী ভবেত্তাভ্যাং যত্র তং যুদ্ধবেধিকং॥
যুদ্ধবেধী ভবেৎ সৌম্যোর্ধে চ বেধবিবর্জিতে।
সৌম্যক্রূরবিভাগেন মিত্রামিত্রক্রমেণ চ।
বক্রাতিচারগত্যাচ যুদ্ধপ্রাপ্তি নাস্তি চ॥" (স্বরোদয়)

সঙ্ঘট্টন (স্ত্রী) সংঘট্ট-ল্যুট্। ১ মেলন। ২ গঠন। ৩ ঘটনা।

সঙ্ঘট্টনা (স্ত্রী) সংঘট্ট-যুচ্-টাপ্। ১ সঙ্ঘট্টন, মেলন। ২ গঠন। ৩ ঘটনা।

"পদসঙ্ঘট্টনা রীতি রঙ্গসংস্থা বিশেষবৎ।" (সাহিত্যদ° ৯৮২৪)

সঙ্ঘট্টা (স্ত্রী) সঙ্ঘট্টতে ইতি সংঘট্ট-অচ্-টাপ্। লতা। (শব্দচ°)

সঙ্ঘট্টিত (ত্রি) সং-ঘট্ট-ক্ত। ১ সংযোজিত। ২ পরস্পর মর্দ্দিত। ৩ গঠিত, নির্ম্মিত। ৪ চালিত। ৫ ঘর্ষিত।

সঙ্ঘট্টিন্ (পুং) ১ সহচর। "সঙ্ঘট্টিনঃ সহচরাঃ" (ভাগবতটীকায় স্বামী ৫।১০।৬) (ত্রি) ২ সঙ্ঘট্ট-কারক।

সঙ্ঘতল (পুং) সঙ্ঘে সংহতে তলে যত্র। মিলিত প্রকোষ্ঠ, সংহতল, চলিত জোড় হাত। (অমর)

সঙ্ঘতিথ (ত্রি) বহু সংখ্যাবিশিষ্ট। (পা ৫।২।৫২)

সঙ্ঘদাস (পুং) বৌদ্ধ যতিভেদ। (তারনাথ)

সঙ্ঘপতি (পুং) সঙ্ঘস্য পতিঃ। দলপতি।

সঙ্ঘপুষ্পী (স্ত্রী) সঙ্ঘানি পুষ্পাণি যস্যাঃ। ধাতকী। (রাজনি°)

সঙ্ঘভদ্র (পুং) বৌদ্ধ যতিভেদ। (তারনাথ)

সঙ্ঘমণ্ডল (স্ত্রী) দলসমূহ।

সঙ্ঘ[শ্রী]মিত্র, একজন প্রাচীন কবি।

সঙ্ঘরক্ষিত (পুং) বৌদ্ধ যতিভেদ। (তারনাথ)

সঙ্ঘশ্রী, একজন কবি।

সঙ্ঘর্ষ (পুং) সং-ঘৃষ-ঘঞ্। সঙ্ঘর্ষণ, পরস্পর স্পর্দ্ধা, আত্ম-প্রাধান্যসূচক অহঙ্কারবাক্য। ২ বাক্যবাধা। ৩ ঘর্ষণ, ঘষা। ৪ মর্দ্দন, ঘোটন। ৫ ধীরে ধীরে গমন। ৬ বহিয়া যাওয়া।

সঙ্ঘর্ষণ (স্ত্রী) সং-ঘৃষ-ল্যুট্। সঙ্ঘর্ষ শব্দার্থ।

সঙ্ঘর্ষিন্ (ত্রি) সং-ঘৃষ-ণিনি। সঙ্ঘর্ষকারক। পরস্পর স্পর্দ্ধা-কারী। ২ ঘর্ষণকারী।

সঙ্ঘবর্দ্ধন (পুং) বৌদ্ধাচার্য্যভেদ। (তারনাথ)

সঙ্ঘশস্ (অব্য°) সঙ্ঘ-শস্। ভূরিশঃ, বহুশঃ, একত্র, দলে দলে, পালে পালে।

সঙ্ঘাট (পুং) সঙ্ঘেন অটতি অট-ঘঞ্। বহুর সহিত গমন-কারী, দল বাঁধিয়া বিচরণকারী।

সঙ্ঘাটিকা (স্ত্রী) সঙ্ঘাটয়তীতি সং-ঘট-ণিচ্ ণ্বুল্ টাপি অত ইত্বং। ১ যুগ্ম, জোড়া। ২ কুট্টনী, দূতী, কুটনী। ৩ জল-কণ্টক। (মেদিনী) ৪ ঘ্রাণ। (বিশ্ব)

সঙ্ঘাটী (স্ত্রী) বৌদ্ধ যতিদিগের পরিধেয় বাসবিশেষ।

সঙ্ঘাণক (পুং) শিঙ্ঘাণক, শ্লেষ্মা।

সঙ্ঘাত (পুং) সং-হন-ঘঞ্। ১ সমূহ, সমষ্টি। ২ আঘাত। ৩ হত্যা, বধ। ৪ ঘন, নিবিড় সংযোগ, জমাট। ৫ কফ। (রাজনি°) ৬ নরকভেদ। (অমর) ৭ নাটকে পত্তিবিশেষকে সঙ্ঘাত কহে।

সঙ্ঘাতক (পুং) সংঘাতকারী। "সংঘাতভেদজননং তজ্জৈঃ সঙ্ঘাতকো জ্ঞেয়ঃ" (ভরত নাট্যশাস্ত্র ২০।১০৪)

সঙ্ঘাতচারিন্ (ত্রি) সঙ্ঘাতেন চরতি চর-ণিচ্। একত্র সকলে বিচরণকারী।

সঙ্ঘাতপত্রিকা (স্ত্রী) সঙ্ঘাতযুক্তানি পত্রাণি যস্যাঃ। কাপি অত ইত্বং। শতপুষ্পা। (রাজনি°)

সঙ্ঘাতবৎ (ত্রি) সঙ্ঘাত অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। সঙ্ঘাত-বিশিষ্ট, সঙ্ঘাতযুক্ত।

সঙ্ঘাতবলপ্রবৃত্ত (পুং) আধিভৌতিক ও আগন্তুক রোগ-বিশেষ। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ২৪ অ°)

সঙ্ঘাতশূলবৎ (ত্রি) সংঘাতশূল নামক রোগবিশেষের যন্ত্রণা সদৃশ। (সুশ্রুত ১ স্থান)

সঙ্ঘাত্য (পুং) সঙ্ঘাতক। সংঘাতা। (ভরত নাট্যশাস্ত্র ২০।৪০)

সঙ্ঘাধিপ (পুং) সঙ্ঘস্য অধিপঃ। সঙ্ঘপতি।

সঙ্ঘানন্দ (পুং) বৌদ্ধদিগের সপ্তদশ আচার্য্যভেদ।

সঙ্ঘারাম (পুং) বৌদ্ধমঠভেদ। বৌদ্ধ যতি ও শ্রমণগণের বাস ও শিক্ষাস্থান। বিহার।

সঙ্ঘাবশেষ (পুং) বৌদ্ধ মতে পাপভেদ।

সঙ্ঘুষিত, সঙ্ঘুষ্ট (ত্রি) সং-ঘুষ-ক্ত। সম্যক্ প্রকারে ঘোষিত, প্রচারিত। ২ শব্দিত। ভাবে ক্ত। (ক্লী) ৩ শব্দঘোষণা।

সঙ্ঘোষ (পুং) সম্-ঘুষ-ঘঞ্। ঘোষ, শব্দ।

সঙ্ঘোষিন্ (ত্রি) শব্দকারী, ঘোষণাকারী। (মার্ক°স্তো° ৪।১৯।১০)

সচ্, ১ সেচন। ২ সেবন। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ সচতে। লিট্ সেচে। লুট্ সচিতা। লৃট্ সচিষ্যতে। লুঙ্ অসচিষ্ট, অসচিষাতাং, অসচিষত। সমবায়ার্থে উভয়পদী। সচতি-তে। সন্ সিসচিষতি তে। যঙ্ সাসচ্যতে। যঙ্‌লুক্ সাসক্তি। ণিচ্ সাচয়তি। লুঙ্ অসীসচৎ।

সচ্ (স্ত্রী) ব্রহ্মণস্পতি, এতন্নামক দেবতা। "ইন্দ্র প্রাশূর্ভবা সচা" (ঋক্ ১।৪০।১) 'সচা ব্রহ্মণস্পতিনা সহ' (সায়ণ)

সচক্র (ত্রি) চক্রেণ সহ বর্ত্তমানঃ। চক্রের সহিত বর্ত্তমান।

সচক্রিন্ (ত্রি) রথচালক। (তৈত্তিরীয়ব্রা° ২।৭।১৮।৩)

সচক্ষুস্ (ত্রি) চক্ষুসা সহ বর্ত্তমানঃ। চক্ষুষ্মান্।

সচথ (পুং) সচন, বাগসহায়করণ। "সচথায় দৈব্যা ইন্দ্রায়" (ঋক্ ১।১৫৬।৪) 'সচথায় সচনায় বাগসহায়করণায়' (সায়ণ)

সচথ্য (স্ত্রী) সর্ব্ব, সকল। "সচেথহি সচৈথ্যঃ" (ঋক্ ৪।৪০।২) 'সচৈথ্যঃ সর্বৈঃ কার্যৈঃ' (সায়ণ)

সচন (ত্রি) সেবন। "যেন দুহাহ সচনো রথো বাং" (ঋক্ ১।১১৬।১৮) 'সচনঃ সেবনঃ, ষচ সেবনে অনুদাত্তেতশ্চ হলা-দেরিতি যুচ্।' (সায়ণ)

সচনস্ (ত্রি) সমানান্ন, তুল্য অন্নবিশিষ্ট। "দেবেভিঃ সচনাঃ সুচেতুনা" (ঋক্ ১।১২৭।১১) 'দেবেভিঃ সচনাঃ ইত্যত্রৈনে দৈবঃ সমানান্নাঃ' (সায়ণ)

সচনাবৎ (ত্রি) সকল কর্তৃক ভজনবিশিষ্ট। "সচনাবন্তং সুমতিভিঃ" (ঋক্ ৮।২২।১) 'সচনাবন্তং সর্ব্বৈ ভজনবন্তং' (সায়ণ)

সচর্ম্ম (ত্রি) সম্মুখের পদ। (কৌষি° ১৩৮)

সচা (স্ত্রী) সখা, মিত্র। "ন মহীয়সে সচা সন্" (ঋক্ ১।৭১।১০) 'সচা সন্ সখা ভবন্' (সায়ণ)

সচাভূ (ত্রি) আমাদিগের সহিত অবস্থিত। "যেবো ভবন্তু সচাভুবঃ" (ঋক্ ১।৩৮।১১) 'সচাভুবাস্মাভিঃ সহ অবস্থিতৌ ভবতাং' (সায়ণ)

সচি (স্ত্রী) সচ-সমবায়ে (সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪।১১৩) ইতি ইন্। শচী। (অমরটীকায় রামাশ্রম)

সচিৎ (ত্রি) জ্ঞানযুক্ত। "সন্তঃ সচিতঃ সচেতসঃ" (ঋক্ ১০।৬৪।৭) 'সচিতঃ জ্ঞানযুক্তাঃ' (সায়ণ) ২ চিৎ অর্থাৎ চৈতন্যের সহিত বর্ত্তমান, চৈতন্যযুক্ত।

সচিৎক (ত্রি) চেতনাধিষ্ঠিত।

"নির্ম্মিতো দৃশ্যতে যত্র সচিৎকে ভুবনত্রয়ম্।" (ভাগবত ১২।১১।৫)

'সচিৎকে চেতনাধিষ্ঠিতে' (স্বামী)

সচিত্ত (ত্রি) একচিত্তবিশিষ্ট। একমনা। (অথর্ব্ব ৬।১০০।১)

সচিন্ত (ত্রি) চিন্তাযুক্ত। (মৃচ্ছকটিক ৭৭)

সচিল্লক (পুং) ক্লিন্ন চক্ষু, চলিত পিচুটে চক্ষু। ২ চুক্ষর্ণস।

সচিব (পুং) সচ সমবায়ে ইন্, তথা সন্ বাতীতি বা-ক। ১ মন্ত্রী। ২ সহায়। (অমর) ৩ কৃষ্ণ ধুস্তুর। (রাজনি°)

সচিবতা [ত্ব] (স্ত্রী, ক্লী) সচিবস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সচিবের ভাব বা ধর্ম্ম, সচিবত্ব, মন্ত্রিত্ব।

সচিবাময় (পুং) সচিবানামাময়ঃ। ১ পাণ্ডুরোগ, বিসর্প। (রাজনি°)

সচিবিদ্ (ত্রি) সখিবিদ্, যিনি সচি অর্থাৎ সখা (বন্ধু)কে জানেন। "সচিবিদং সখায়ং ন ভক্ত" (ঋক্ ১০।৭১।৬) 'সচিবিদং সচিবদঃ সখিবাচী বোদ্ধব্যো ন বেদস্ত সখা, তাদৃশমুপকারিণমধ্যেতারং বেত্তীতি সচিবিৎ' (সায়ণ)

সচিহ্ন (ত্রি) চিহ্নের সহিত বর্ত্তমান। চিহ্নযুক্ত।

সচী (স্ত্রী) সচি কৃদিকারাদিতি ঙীপ্। শচী, ইন্দ্রাণী। 'সচতে আপ্যায়য়তি ইন্দ্রমিতি সচ সেচনে ই ঙীপ্ চ।' (ভরত) এই শব্দ প্রায়ই তালব্য শাদি পঠিত হয়।

সচীন, গুজরাত প্রদেশের অন্তর্গত একটী দেশীয় রাজ্য। যে সকল গ্রাম এই রাজ্যের অধীন, সেই সকল গ্রাম এক সীমা-ভুক্ত নহে। কোন কোন গ্রাম বৃটীশ শাসিত স্থানে এবং কোন কোন গ্রাম বরোদা রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী। এই স্থানের জলবায়ু স্বাস্থ্যকর। এখানে ধান্য, কার্পাস ও ইক্ষু প্রভৃতি যথেষ্ট আমদানী হইয়া থাকে। সচীনে অনেক ঘর তাঁতি আছে। তাঁতিরা বস্ত্র ও সূত্রাদি প্রস্তুত করিয়া থাকে।

সচীনের নবাব জাতিতে হাব্‌শী। ইহার পূর্ব্বপুরুষ কোন্ সময়ে এদেশে আসিয়াছিলেন, তাহার ঠিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইহারা দণ্ডরাজপুর এবং জঞ্জিরার সিদ্দি বলিয়া পশ্চিম উপকূলে পরিচিত। ইহারা আহ্মদনগর ও বিজাপুরের রাজা-দের রণতরির অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ আরঙ্গজেবের রণতরির অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত হন। তৎকালে তাঁহার পারিবারিক ব্যয়ভার নির্ব্বাহার্থ আরঙ্গজেব বার্ষিক ৩ লক্ষ টাকা আয়ের এক সম্পত্তি প্রদান করেন। মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পর সিদ্দিগণ জলদস্যুর ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। ঐ দস্যুগণ জলপথে জাহাজের দ্রব্যাদি লুটপাট করিত। কেবল ইংরাজ বণিক্‌দের সহিত তাহাদের সদ্ভাব ছিল। শিবাজী ও মোগলদের যুদ্ধের সময়ে জঞ্জিরার সিদ্দিগণ জঞ্জিরাতে বাস করিতেন।

শিবাজী ও মোগলদের যুদ্ধে এবং পেশবার ও ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের যুদ্ধে সিদ্দিরা সুবিধামত সময়ে সময়ে এক পক্ষে যোগ দিয়া যুদ্ধ করিত। বালুমীয়া সিদ্দি জঞ্জিরা হইতে জ্ঞাতি-গণ কর্ত্তৃক ১৭০১ খৃষ্টাব্দে বিতাড়িত হইয়া মহারাষ্ট্র ও ইংরাজের শরণাপন্ন হন। পেশবারা জঞ্জীরায় অধিকারলাভের প্রত্যাশী হইয়া বালু মীয়াকে সচীন রাজ্য প্রদান করেন।

সচীনক (ত্রি) চীন পুষ্পের সহিত। (মার্ক° পু° ৪৯।৬৮)

সচীসুত (পুং) সচ্যা নন্দনঃ। ১ শচীসুত, জয়ন্ত। ২ শ্রীচৈতন্যদেব। [চৈতন্যচন্দ্র দেখ।]

সচেতন (ত্রি) চেতনয়া সহ বর্ত্তমানঃ। চেতনার সহিত বর্ত্তমান, চৈতন্যযুক্ত, চেতনাযুক্ত প্রাণী।

সচেতস্ (ত্রি) সমানমনস্ক। "পয়ো অক্রত বং সচেতসঃ" (ঋক্ ১০।১।৩) 'সচেতসঃ সমানমনস্কাঃ' (সায়ণ) ২ চেতনাযুক্ত।

সচেতু (ত্রি) শোভনচিত্ত। 'সচেতুনা শোভনেন চেতনেন চেতসা বা।' (ঋক্ ১।১২৭।১১ সায়ণ)

সচেষ্ট (ত্রি) চেষ্টয়া সহ বর্ত্তমানঃ। চেষ্টার সহিত বর্ত্তমান, চেষ্টাযুক্ত, উদ্যোগী। (পুং) ২ আম্র।

সচোর, গুজরাতবাসী ব্রাহ্মণগণের একটী শাখা। ইহারা প্রায়শঃই পাককার্য্য দ্বারা জীবিকার্জ্জন করে।

সচ্চরিত (ক্লী) সৎ চরিতং। ১ সচ্চরিত্র, সাধু চরিত্র। ২ সদাচরণ। (ত্রি) ৩ উত্তম চরিত্রবিশিষ্ট।

সচ্চরিত্র (ক্লী) ১ উত্তমচরিত্র, সাধুস্বভাব। (ত্রি) ২ উত্তম চরিত্রবিশিষ্ট।

সচ্চর্য্যা (স্ত্রী) উত্তম আচরণ, সাধু আচরণ।

সচ্চার (পুং) সম্পত্তিপরিরক্ষক। (কামন্দকীয় ১২।৩৩)

সচ্চারা (স্ত্রী) হরিদ্রা। (শব্দচ°)

সচ্চিৎ (ক্লী) সংশ্চ চিচ্চ। ব্রহ্ম, ব্রহ্ম সত্য এবং চৈতন্য স্বরূপ, এই জন্য সচ্চিৎ বলিলে ব্রহ্মকে বুঝায়।

সচ্চিদানন্দ (পুং) সংশ্চাসৌ চিচ্চাসৌ আনন্দশ্চেতি ত্রিপদে কর্ম্মধারয়ঃ। নিত্য জ্ঞানসুখস্বরূপ ব্রহ্ম। সৎ, চিৎ ও আনন্দ এই তিনটী ব্রহ্মের স্বরূপ। [বিশেষ বিবরণ ব্রহ্ম শব্দে দেখ]

সচ্চিদানন্দ, ১ অদ্বৈতকলায় ও গুরুগতক প্রণেতা। ইনি সচ্চিদানন্দ যতি নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ২ প্রক্রিয়াসর্ব্বস্বপ্রণয়োটীকটীকা ও সিদ্ধান্তত্ত্ববিন্দুটীকাকাররচয়িতা।

সচ্চিদানন্দ তীর্থ, আত্মবোধপ্রকাশ প্রণেতা চিৎসত্যেশানন্দ তীর্থের গুরু।

সচ্চিদানন্দ নাথ, সৌভাগ্যরত্নাকরপ্রণেতা বিদ্যানন্দ নাথের গুরু। ইনি লঘুচন্দ্রিকাপদ্ধতি ও ললিতার্চ্চনচন্দ্রিকা নাম্নী দুই খানি তন্ত্র রচনা করেন।

সচ্চিদানন্দ ভারতী, গুরুবংশকাব্য, মীমাংসাস্তবরাজ, রামচন্দ্রমহোদয় ও সদানন্দব্রহ্মস্তবরচয়িতা।

সচ্চিদানন্দময় (ত্রি) সচ্চিদানন্দ স্বরূপে ময়ট্। সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, ব্রহ্ম।

সচ্চিদানন্দ যোগীন্দ্র, পঞ্চপাদিকা ও ব্রহ্মসপদ্ধতিপ্রণেতা। ইনি বিমলানন্দ যোগীন্দ্রের শিষ্য ছিলেন।

সচ্চিদানন্দ শাস্ত্রী, ন্যায়কৌস্তুভ প্রণেতা।

সচ্চিদানন্দ সরস্বতী, ষট্চক্রনিরূপণব্যাখ্যা ও আর্য্যাব্যাখ্যা- (বেদান্ত) প্রণেতা। ইনি শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ।

সচ্চিদানন্দ স্বামিন্, বেদান্তসংগ্রহরচয়িতা।

সচ্চিন্ময় (ত্রি) সচ্চিৎ ময়ট্। সৎ ও চৈতন্য স্বরূপ।

সচ্ছন্দস্ (ত্রি) ছন্দোলক্ষণযুক্ত। "যাশ্চ সচ্ছন্দাঃ সূচীভিঃ" (শুক্ল যজুঃ ২৩।৩৩) 'সচ্ছন্দাঃ ছন্দোলক্ষণযুক্তাঃ' (মহীধর)

সচ্ছন্দস্ক (ত্রি) ছন্দোলক্ষণবিশিষ্ট। (লাট্যা° ১।২।১৪)

সচ্ছল (দেশজ) সচ্ছীল শব্দের অপভ্রংশ। ভাল, বদান্য, দাতা।

সচ্ছায় (ত্রি) ছায়য়া সহ বর্ত্তমানঃ। ছায়াযুক্ত, ছায়াবিশিষ্ট।

সচ্ছাত্র (ক্লী) সৎ ছাত্রং। উত্তম স্বভাব ছাত্র, উত্তম ছাত্র।

সচ্ছেদ (ত্রি) ছেদবিশিষ্ট।

সচ্ছ্লোক (ত্রি) উত্তম শ্লোক। যে শ্লোকটী উৎকৃষ্ট।

সচ্যুতি (ত্রি) বলের সহিত গমন। (তৈত্তিরীয়ব্রা° ২।৪।৩।৩)

সজন (ত্রি) জনেন সহ বর্ত্তমানঃ। জনযুক্ত, লোকবিশিষ্ট।

সজনপদ (ত্রি) জনপদের সহিত বর্ত্তমান।

সজনীয় (ক্লী) লোকপ্রসিদ্ধ। শস্ত্রমান। ঋগ্বেদের ২।১২।১২ মন্ত্রে "স জনাস ইন্দ্রঃ" লিখিত থাকায় ঐ সূক্তটী সজনীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ।

সজম্বু (ত্রি) সরলভাবে দণ্ডায়মান। "সজম্বা ধর্ম্মা" (শতপথব্রা° ৩।৩।৫।২৫)

সজন্য (ত্রি) ১ সম্পর্কযুক্ত। আত্মসংশ্লিষ্ট। (ঋক্ ৪।৫০।৬) ২ সজনীয়। (কাঠক ৩৬।৪)

সজম্বাল (ত্রি) জম্বালেন পঙ্কেন সহ বর্ত্তমানঃ। পঙ্কিল।

সজল (ত্রি) জলের সহিত বর্ত্তমান, জলযুক্ত, জলবিশিষ্ট।

সজাগর (ত্রি) জাগরণের সহিত বর্ত্তমান, জাগিয়া থাকা।

সজাত (ত্রি) সমানজন্মা, জ্ঞাতি ভিন্ন বান্ধব।
"জ্ঞাস উত বা সজাতান্" (ঋক্ ১।১০৯।১) 'সজাতান্ সমানজন্মানঃ জ্ঞাতিব্যতিরিক্তা বান্ধবাঃ' (সায়ণ)

সজাতবনস্যা (স্ত্রী) স্বাত্মা ও জ্ঞাতকামনাকারী।
(তৈত্তিরীয়স° ২।৩।৯।৭)

সজাতবনি (ত্রি) সমান কুলে জাত ব্যক্তি কর্ত্তৃক স্বকীয় পুরোডাশাদি স্বীকারকারী। "ব্রহ্মবনিস্ত্বা ক্ষত্রবনি সজাতবনি" (শুক্ল যজু° ১।১৭) 'সজাতবনি সজাতাঃ সমানকুলে জাতাঃ যজমানস্য জ্ঞাতয়ঃ তৈর্দত্তে পুরোডাশনিষ্পত্ত্যর্থং স্বীক্রিয়তে'
(মহীধর)

সজাতবৎ (ত্রি) সজাত অস্ত্যর্থে মতুপ্, মস্য ব। সজাতবিশিষ্ট।

সজাতি (পুং) সমানা জাতিরস্য সমানস্য সঃ। সমান শ্রেণী, এক জাতি। ২ সমান জাতীয় স্ত্রীপুরুষের পুত্র।

"সবর্ণেষু সবর্ণাসু জায়ন্তে হি সজাতয়ঃ।
অনিন্দ্যেষু বিবাহেষু পুত্রাঃ সন্তানবর্দ্ধনাঃ॥"
(মিতাক্ষরা আচারাধ্যায়)

(ত্রি) ৩ সমানজাতিবিশিষ্ট।

সজাতীয় (ত্রি) জাতৌ ভবঃ জাতীয়ঃ সমানো জাতীয়ঃ, সমানস্য সঃ। সমান ধর্ম্মাক্রান্ত, এক জাতীয়। এক ধর্ম্মাক্রান্ত, এক শ্রেণীভুক্ত। এক বিধ, সদৃশ, তুল্য।

সজাত্য (ত্রি) সজাত। "সজাত্যে ভবং সজাত্যঃ।"
(ঋক্ ৩।৫৪।১৬ সায়ণ)

সজায় (ত্রি) জায়য়া সহ বর্ত্তমানঃ। জায়ার সহিত বর্ত্তমান, স্ত্রীর সহিত বর্ত্তমান।

সজারু, শল্লকী নামক চতুষ্পাদ প্রাণীবিশেষ। এই জন্তু সাধারণতঃ খরগোষের মত হয়, কিন্তু গায় দুঁচাল বড় বড় কাঁটা আছে। সজারুরা বনাভ্যন্তর মধ্যে নির্ভয়ে বিচরণ করে; কেন না হিংস্র জন্তুগণ সহজে ইহাদিগকে সংহার করিতে সমর্থ হয় না। ইহারা যখন শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত ■ তখন ক্রোধে সর্ব্বাঙ্গ ফুলাইতে থাকে। ঐ সময়ে ইহাদের গাত্রসংলগ্ন কাঁটাগুলি আবিদ্ধ বাণের ন্যায় খাড়া হইয়া উঠে। শিকারীরা সাধারণতঃ কলার বাগদো দিয়াই সজারু-সংহার করে, উহাদিগকে কদলীদণ্ডে আঘাত করিলেই উত্তরদিয়া গাত্রস্থ কাঁটাগুলি কদলীদণ্ডে সংযোজিত হইয়া যায় এবং তখন আর ইহাদের পলাইবার উপায় থাকে না। তীর দ্বারা লক্ষ করিয়া অনেক সময়ে সুফল পাওয়া যায় না, কেন না তীরের ফলা মসৃণ কাঁটায় লাগিয়া পিছলাইয়া পড়ে। এই কাঁটা স্ত্রীলোকেরা কবরীতে গুঁজিয়া রাখিতে ভাল বাসে।

সজারুর মাংস খাইতে উত্তম, কোমল ও আস্বাদপূর্ণ। মন্বাদি স্মৃতিসংহিতাকারগণ সজারু মাংসাহার শাস্ত্রসিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। হিমালয়ের পাদমূল হইতে দক্ষিণ-ভারতের সমুদ্র-তীর পর্য্যন্ত সকল স্থানে ইহাদের বাস আছে। ইহারা সাধারণতঃ কদলীমূল, আলু, মূলা, শালগম, গাজর ও শাক সবজী খাইয়াই জীবন ধারণ করে। এক একটী লম্বে ৩২ ইঞ্চি এবং পুচ্ছ ৭ ইঞ্চ হয়। আকৃতি ভেদে ও দেশ ভেদে ইহাদেরও শ্রেণী বিভেদ আছে। যথা—

Hystrix Leucura বা ভারতীয় সজারু; H. bengalensis ■ বাঙ্গালার সজারু; H. longicauda বা দুস্বাহীন সজারু; এই শেষোক্ত শ্রেণীর জীব নেপাল, সিকিম, ব্রহ্ম, মলয়-প্রায়োদ্বীপ ও যবদ্বীপ পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহারা সাধারণতঃ দিবা ভাগে আপন বিবর ছাড়িয়া বাহির হয় না। প্রায় রাত্র্যবকালেই খাদ্যের অন্বেষণে আসিয়া থাকে। বসন্ত কালেই ইহাদের গর্ভ হয়। শরতের প্রাক্কালে যখন ক্ষেত্রে শস্যাদি পাকিতে আরম্ভ হয়, সেই সময়ে ইহারা দুইটী মাত্র শাবক প্রসব করে। একটী মাত্র স্ত্রী-শল্লকী লইয়া পুং-শল্লকীরা আপনার বিবর মধ্যে থাকে।

সজিত্বন্ (ত্রি) সমান জেতা, তুল্যরূপ জয়শীল।
"হবে সজিত্বানা পরাজিতা" (ঋক্ ৩।১২।৪)
'সজিত্বানা সমানজেতারৌ' (সায়ণ) স্ত্রিয়াং ঙীপ্,—সজিত্বরী।

সজীব (ত্রি) জীবিত, জীবনের সহিত বর্ত্তমান, যাহার জীবন আছে।

সজুষ্ (অব্য°) ১ সহার্থ, সহিত। (শব্দরত্না°)

সজুষ্ (ত্রি) জুষ সেবে ক্বিপ্, জুষা সহ বর্ত্ততে ইতি সহস্য সঃ (স সজুষোরুঃ। পা ৮।২।৬৬) ইতি রু, ততো দীর্ঘঃ। ১ প্রীতিযুক্ত। ২ সেবাযুক্ত। "জুষী প্রীতিসেবনয়োঃ, জোষণং জুট সহ জুষা বর্ত্ততে যা সা সজূঃ" (দুর্গাদাস) ৩ তাপস।
(সংক্ষিপ্তসার উণাদি)

সজোষ (ত্রি) সমান প্রীতিযুক্ত। 'সজোষাঃ সমানপ্রীতিযুক্তাঃ'। (ঋক্ ১।১৫৩।১ সায়ণ)

সজোষণ (ত্রি) পরস্পর অভাব প্রীতি বা আনন্দালাপ।
(শাঙ্খ°শ্রৌ° ১২।১৯।১)

সজোষস্ (ত্রি) একমত হেতু পরস্পরে সঙ্গত।
"সজোষস এতে সর্ব্বেদেবা ঐকমত্যেন পরস্পরং সঙ্গতা ভূত্বেমম্।" (ঋক্ ৩।৮।৮ সায়ণ)

সজ্জ (ত্রি) সজ্জতীতি সজ্জ-অচ্। ১ সন্নদ্ধ, সন্নাহবিশিষ্ট। (অমর) ২ সম্ভৃত। ৩ নিভৃত। (শব্দরত্না°) ৪ সজ্জিত, সাজান, সজ্জাযুক্ত। ৫ বর্ম্মিত, সাঁজোয়া পরা। ৬ প্রাকারাদি দ্বারা সুরক্ষিত।

সজ্জক (ত্রি) সজ্জ-স্বার্থে কন্। সজ্জ শব্দার্থ, সজ্জিত, সজ্জা, সাজা।

সজ্জটা (স্ত্রী) সুগন্ধবিশিষ্ট জটা।

সজ্জতা (স্ত্রী) সজ্জস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সজ্জের ভাব বা ধর্ম, সজ্জত্ব, সাজ।

সজ্জন (স্ত্রী) সজ্জ-ণিচ্-ল্যুট্। ১ ভাল লোক ২ রক্ষণার্থ সৈন্য স্থান। চলিত চৌকী। পর্য্যায়—উপরক্ষণ। (অমর) ৩ ঘট্ট। ৪ সজ্জা। (পুং) সন্ চাসৌ জনশ্চেতি। ৫ সৎকুলোদ্ভব। পর্য্যায়—মহাকুল, কুলীন, আর্য্য, সভ্য, সাধু, সুজন, সৎ, সাধুজ। ইহার লক্ষণ—
"নিত্যাচারপ্রবাহিণো যে কুর্ব্বন্তো বেদসম্মতম্।
পাপাভিলাষরহিতাঃ সজ্জনাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"
(পদ্মপু°ক্রিয়াযো° ১৬অ°)

প্রাণধারণ। (ত্রি) ২ জীবিতকারী, যিনি জীবিত করেন। ৩ নরকবিশেষ। মনু ২১টী মহানরক নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে সঞ্জীবন একটী। (মনু ৪।৮৯)

সঞ্জীবনী (স্ত্রী) সঞ্জীবন-ঙীষ্। ১ জীবনদায়িনী ঔষধিবিশেষ। ২ বিদ্যাবিশেষ। সঞ্জীবনী-বিদ্যা, এই বিদ্যাপ্রভাবে মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করিতে পারা যায়, এই জন্য ইহার নাম সঞ্জীবনী-বিদ্যা হইয়াছে। মহাভারতে লিখিত আছে যে, দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য এই বিদ্যা জানিতেন; এই বিদ্যার প্রভাবে শুক্রাচার্য্য দেবতাদিগের সহিত যুদ্ধে মৃত্যুমুখে পতিত দৈত্যগণকে পুনরায় জীবিত করিতে পারিতেন। দেবগণ বা দেবগুরু বৃহস্পতি এই বিদ্যা অবগত ছিলেন না, দেবগণ এই বিদ্যা লাভ করিবার জন্য বৃহস্পতিপুত্র কচের শরণাপন্ন হন এবং তাঁহাকে কহেন যে, আপনি শুক্রের নিকট হইতে এই বিদ্যা আহরণ করুন, আমরা আপনাকে যজ্ঞফলভাগী করিব।

কচ দেবগণের নিকট স্বীকার করিয়া অসুরপুরী মধ্যে শুক্রাচার্য্যের নিকট গমন করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, পরে কচ শুক্রাচার্য্যের আদেশে ব্রহ্মচর্য্যব্রতানুষ্ঠান করিয়া সহস্র বৎসর অতিক্রমণ করেন। অসুরগণ কচের অভিলাষ জানিতে পারিয়া তাঁহাকে কএকবার হনন করিল, কিন্তু শুক্রাচার্য্যের এই মন্ত্রপ্রভাবে কচ মৃত হইয়াও জীবিত হইতে লাগিল। দানবগণ তখন আর কোন উপায় না দেখিয়া কচকে গোপনে হত্যা করিয়া শুক্রাচার্য্যকে ভক্ষণ করাইল। পরে কচ প্রত্যাগত না হইলে শুক্রাচার্য্যদুহিতা দেবযানী পিতাকে কহিল, কচ এখনও যখন আসিতেছে না, তখন নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, অতএব আপনি মন্ত্রশক্তিপ্রভাবে কচকে জীবিত করুন। তখন তিনি কহিলেন, দানবগণ তাহাকে বারংবার হত্যা করে, আমি জীবিত করি, এরূপে তাহাকে কি প্রকারে রক্ষা করিব? পরে দেবযানীর অতিশয় আগ্রহে সঞ্জীবনী মন্ত্র প্রয়োগ করিয়া কচকে আহ্বান করিলেন। কচ শুক্রাচার্য্যের উদর মধ্যে থাকিয়া কহিলেন, হে গুরো! আপনার প্রসাদে আমার স্মরণশক্তি বিলুপ্ত হয় নাই, যাহা যেরূপে হইয়াছে, তাহা সকলই স্মরণ আছে, পাছে আপনার উদর বিদারণ জন্য পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইতে হয়, এইজন্য জঠরবাস সহ্য করিতেছি। অসুরগণ আমাকে বধ, দগ্ধ ও চূর্ণ করিয়া সুরার সহিত মিশ্রিত করিয়া আপনাকে প্রদান করিয়াছিল। তখন শুক্রাচার্য্য এই বিদ্যা তাহাকে প্রদান করিলেন। কচ শুক্রাচার্য্য হইতে এই বিদ্যা লাভ করিয়া তাঁহার উদর ভেদ করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন, এবং এই বিদ্যাপ্রভাবে শুক্রাচার্য্যকে জীবিত করিলেন।

(ভারত আদিপ° ৭২-৮০ অ°) [দেবযানী ও কচ শব্দ দেখ।]

সঞ্জীবিন্ (ত্রি) সং-জীব-ণিনি। সঞ্জীবক, জীবিতকারী, সম্যক্‌রূপে জীবন দান করিতে যিনি পারেন।

সঞ্জেলী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর রেবাকান্থা বিভাগের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য। ভূপরিমাণ ৩৩।০ বর্গমাইল। এখানকার ঠাকুর সাহেবেরা কাহাকেও কর দেন না।

সঞ্‌জ্ঞ (স্ত্রী) সংজ্ঞ। (শব্দচ°)

সঞ্‌জ্ঞক (ত্রি) সংজ্ঞ স্বার্থে কন্। সংজ্ঞাবিশিষ্ট।

"প্রাণসংজ্ঞকো জীবঃ।" (মৈত্রেয়োপনিষৎ ৬।১৯)

সঞ্‌জ্ঞপন (স্ত্রী) সং-জ্ঞা-ণিচ্-ল্যুট্। সংজ্ঞপন।

সঞ্‌জ্ঞপ্তি (স্ত্রী) সং-জ্ঞা-ণিচ্-ক্তিন্। সংজ্ঞপ্তি।

সঞ্‌জ্ঞা (স্ত্রী) সং-জ্ঞা-অঙ্। সংজ্ঞা।

সঞ্‌জ্ঞু (ত্রি) সং-হস্তে জানুনী যস্য (প্রসংভ্যাং জানুনোর্জ্ঞুঃ। পা ৫।৪।১২৯) ইতি জ্ঞুঃ। সংজ্ঞু। (অমর)

সঞ্‌জ্বর (পুং) সম্যক্ জ্বরঃ। সংজ্বর, সম্যক্‌জ্বর।

সঞ্‌জ্বরবৎ (ত্রি) সং-জ্বর-মতুপ্ মস্য ব। সম্যক্‌জ্বরবিশিষ্ট।

সঞ্‌জ্বরিন্ (ত্রি) সং-জ্বর-ইনি। সম্যক্‌জ্বরবিশিষ্ট।

সট, অবয়ব। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্, সটতি। লিট্, সসাট। লুট্, সটিতা। লুঙ্, অসটীৎ, অসাটীৎ। ণিচ্, সাটয়তি। লুঙ্, অসীসটৎ।

সট (স্ত্রী) সটতীতি সট-অবয়বে অচ্। জটা।

'জটা জটির্জ্জটী জুটী জুটকশ্চ সটং সটা।

কোটীরং জুটকং হস্তে শিখায়াং ব্রতিনামপি॥' (শব্দরত্না°)

সটা (স্ত্রী) সট-অবয়বে অচ্-টাপ্। ১ জটা, কেসর। (মেদিনী) ২ শিখা। (শব্দরত্না°)

সটাঙ্ক (পুং) সটা অঙ্কশ্চিহ্নং যস্য। ১ সিংহ, কেশরী।

সটান (দেশজ) সমভাবে।

সটাল (পুং) সটা-অস্ত্যর্থে-লচ্। সটাযুক্ত, কেশরী, সিংহ।

সটি (স্ত্রী) সটতীতি সট-অবয়বে ইন্। শটী। (শব্দরত্না°)

সটিকা (স্ত্রী) গন্ধপত্রা, শটী। (রাজনি°)

সটী (স্ত্রী) সটি-বা ঙীপ্। গন্ধদ্রব্যবিশেষ, চলিত বনআদা বা আমহলদিয়া। পর্য্যায়—শটী, গন্ধশটী, সুগন্ধা, সটি, শটি, গন্ধমূলা, গন্ধমূলী, পলাশ, কর্চ্চুর, ষড়্‌গ্রন্থিকা, গন্ধোলি, গন্ধমূলক, ষড়্‌গ্রন্থা, অম্লনিলা, বধূ, গন্ধারী, সটিকা, পলাশিকা, সমুদ্রা, দৃঢ়া, দূর্ব্বা, গন্ধা, পৃথুপলাশিকা, সৌম্যা, হিমোদ্ভবা, গন্ধবধূ। গুণ—স্নিগ্ধ, অম্লরস, লঘু, উষ্ণ, রুচিপ্রদ, জ্বর, কফ, শ্বাস, কণ্ডূ, ব্রণদোষ ও বক্ত্রমলনাশক এবং হৃদ্য। (রাজনি°)

সট্ট, হিংসা, বধ। চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ সট্টয়তি। লুঙ্, অসসট্টৎ।

সট্টক (স্ত্রী) নাটকভেদ। লক্ষণ যথা—

"অহোরাত্রে সন্ততকো দোষাণামনুবর্ত্ততে।" (ভাবপ্র° জ্বরাধি°)

যে জ্বর দিবা ও রাত্রির মধ্যে দুইকালে উপস্থিত হয়, তাহাকে সন্ততজ্বর কহে। ইহাকে চলিত দোকালীন জ্বরও বলে। দিবা ও রাত্রির মধ্যে দুই কাল এই শব্দ দ্বারা ইহাই বুঝিতে হইবে যে, এই জ্বর দিবাতে একবার ও রাত্রিতে এক একবার উপস্থিত হয়। যেহেতু দিবারাত্রির মধ্যে প্রত্যেক দোষের প্রকোপের কাল দুইবার। ইহাতে বাগ্‌ভট বলিয়াছেন যে যথাক্রমে, দিবা, রাত্রি ও ভক্ষণের শেষ, মধ্য ও আদিকাল যথা ক্রমে বায়ু, পিত্ত ও কফের প্রকোপ কাল। কিন্তু বিজয়রক্ষিতের মতে, দিবাতে একবার ও রাত্রিতে একবার অথবা দিবাতে দুইবার হয়, রাত্রিতে হয় না, কিংবা রাত্রিতে দুইবার এবং দিবাতে হয় না, তাহাই সন্ততজ্বর সংজ্ঞায় অভিহিত।

এই জ্বরে ত্রিদোষ কুপিত হইয়া থাকে। সুতরাং এই জ্বর হইলে বিশেষ সাবধানে চিকিৎসা করা আবশ্যক, নচেৎ ইহা ক্রমে দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। (ভাবপ্র° জ্বরাধি°) [জ্বর শব্দ দেখ।]

সন্ততসমিতাভিযুক্ত (পুং) বোধিসত্বভেদ।

সততি (স্ত্রী) সদাগতিবিশিষ্ট। যাহার গতিরুদ্ধ বা ভগ্ন নহে।

সতত্ত্ব (ক্লী) স্বভাব, প্রকৃতি। (হেম)

সতনু (ত্রি) দেহবিশিষ্ট। "সতনুঃ সতন্ত্রভিভূত্বা।"
(তৈত্তিরীয়° ৩।১।৬।৩)

সতন্ত্র (ত্রি) তন্ত্রযুক্ত। সূত্র-সম্মিলিত। (আশ্ব° শ্রৌ° ২।১৪।৯)

সতমসা (স্ত্রী) নদীভেদ। (মার্ক° পু° ৫৭।২২)

সতস্ (অব্য°) সরলভাবে, সোজাসুজি। "তিরঃ সত ইতি প্রাপ্তস্য।" (নিরুক্ত ৩।২০)

সতর (দেশজ) সপ্তদশ সংখ্যা, ১৭।

সতরঞ্চ (পারসী) ক্রীড়া বিশেষ, সংস্কৃত চতুরঙ্গক্রীড়া। চলিত পাশাখেলা।

সতরঞ্চি (দেশজ) সূত্রনির্ম্মিত বিচিত্র আসনবিশেষ।

সতর্ক (ত্রি) তর্কেণ সহ বর্ত্তমানঃ। ১ তর্কযুক্ত, তর্কবিশিষ্ট। ২ সাবধান।

সতল (ত্রি) তলের সহিত বর্ত্তমান।

সতসা (স্ত্রী) নাগবল্লীভেদ, চলিত পানগাছ বিশেষ। (রাজনি°)

সতা (দেশজ) সতীন, সপত্নী।

সতানন্দ (পুং) গৌতম মুনিপুত্র। ইনি জনকরাজের পুরোহিত ছিলেন। শতানন্দ পাঠও দৃষ্ট হয়।

সতার (ত্রি) ১ তারার সহিত বর্ত্তমান। ২ তারের সহিত সংযুক্ত।

সতারা (স্ত্রী) ১ তারাগণসহ। ২ মাংসভেদ।

সতাসতী (স্ত্রী) ১ সৎসতী। (দেশজ) ২ সপত্নী ও সপত্নীপুত্রাদি। ৩ তদ্বৎ দেষাদেষিভাব। যেমন সতাসতীর ব্যবহার।

সতাহ (স্ত্রী) একটী প্রাচীন গ্রাম।

সতি (স্ত্রী) সন্‌-ভাবে ক্তিচ্। (সনঃ ক্তিচি লোপশ্চাস্যান্যতরস্যাং। পা ৬।৪।৪৫) ইতি নলোপঃ। ১ দান। ২ অবসান। (অমর)

সতিজরা (স্ত্রী) সতীজরা, সজরা। (মুগ্ধবোধ ৭।৬৯)

সতিমির (ত্রি) তিমিরের সহিত বর্ত্তমান, অন্ধকারযুক্ত।

সতিল (স্ত্রী) তিলের সহিত, তিলযুক্ত।

সতী (স্ত্রী) অস্তীতি অস-শতৃ-উগিত্বাৎ ঙীপ্। ১ দুর্গা। ২ সাধ্বী স্ত্রী, পতিব্রতা স্ত্রী। ৩ দক্ষকন্যা, শিবানী, ভবানী।

সতী মহাদেবের পত্নী, দক্ষের কন্যা। কালিকাপুরাণে ইহার উৎপত্তি বিবরণ এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

পূর্ব্বে ব্রহ্মার পুত্র প্রজাপতি দক্ষ মহামায়াকে কন্যারূপে লাভ করিবার জন্য মহামায়ার উদ্দেশে কঠোর তপোনুষ্ঠান করেন। মহামায়া দক্ষের তপস্যায় প্রীতা হইয়া তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলেন। তখন দক্ষ তাঁহাকে বলেন যে, আপনি আমাকে এই বর প্রদান করুন যে অবিলম্বে আপনি আমার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া শিবের পত্নী হইবেন। ইহাতে তিনি কহিলেন, প্রজাপতে! আমি তোমার পত্নীর গর্ভে কন্যারূপে উৎপন্ন হইয়া শঙ্করের সহধর্ম্মিণী হইব। কিন্তু যখন তুমি আমার প্রতি শিথিলাদর হইবে, আমি তৎক্ষণাৎ দেহ ত্যাগ করিব। আর যদি আদরের, শৈথিল্য না হয়, তাহা হইলে চিরদিনই সুখে থাকিব।'

প্রজাপতি দক্ষ এই বর লাভ করিয়া সৃষ্টিতে তপোবিরত হইলেন। অনন্তর দক্ষ শ্রী সহবাতিরেকে প্রজাসৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইয়া সনন্দ, অভিসন্ধি, মানস এবং চিন্তার সাহায্যে প্রজা উৎপাদন করিলেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই সৃষ্টির সহায় হইলেন না। অনন্তর তিনি মৈথুনধর্ম্মে প্রজা উৎপাদন করিবার নিমিত্ত ইচ্ছানুরূপ বীরণতনয়াকে বিবাহ করিলেন। ইঁহার নাম বীরিণী বা অসিক্নী, ইঁহার গর্ভে সন্তান হউক দক্ষের এইরূপ ইচ্ছা হইল। তাহাতে স্বয়ং মহামায়া উৎপন্ন হইলেন। তিনি উৎপন্ন হইবা মাত্র আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল, দিঙ্মণ্ডল প্রসন্ন ভাব ধারণ করিল। দক্ষ মহামায়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন বুঝিতে পারিয়া বীরিণীর অলক্ষ্যে যথাশক্তি তাঁহার স্তব করিলেন। তখন মহামায়া দক্ষকে মায়ায় মোহিত করিলেন। এই কন্যা দিনে দিনে বাড়িতে লাগিল। দক্ষ এই কন্যার সত্তা অর্থাৎ সাধুতা ও নীতিপরায়ণতা দেখিয়া 'সতী' এই নাম রাখিলেন।

অনন্তর তিনি একদা পিতার পার্শ্বে বসিয়া আছেন এমন সময় ব্রহ্মা ও নারদ এই কন্যাটীকে দেখিতে আসিলেন। তখন সতী ব্রহ্মা ও নারদকে দেখিয়া প্রণাম করিলেন। নারদ সতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া এই আশীর্ব্বাদ করিলেন, যিনি

তোমাকে কামনা করিতেন, আর তুমি যাহাকে পতিরূপে লাভ করিতে অভিলাষী, সেই জগদীশ্বর শিব তোমার পতি হউন। যিনি তোমা ব্যতীত অপর রমণী গ্রহণ করেন নাই, করেন না এবং করিবেন না, তোমার সেই অনন্যসদৃশ পতি লাভ হউক।" তাঁহারা এই কথা বলিয়া কিছুকাল অবস্থান করিয়া তথা হইতে স্বস্থানে গমন করিলেন।

অনন্তর সতী শৈশব অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিলেন। তখন তাঁহার রূপরাশি দ্বিগুণ উথলিয়া পড়িল। তখন দক্ষ তাঁহাকে মহাদেবের হস্তে অর্পণ করিবার বিষয় চিন্তা এবং সতীও মহাদেবকে পাইবার জন্য তাঁহার উদ্দেশে তপস্যা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর একদা শিবের পরিণয়ের জন্য সাবিত্রীর সহিত ব্রহ্মা এবং লক্ষ্মীর সহিত নারায়ণ শিবের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্! আপনাকে দারপরিগ্রহ করিতে হইবে। কারণ আপনি দারগ্রহণ না করিলে সৃষ্টি ব্যাঘাত হইবে। মহাদেব ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া কহিলেন, আমি সতত ব্রহ্মধ্যানে নিরত, সুতরাং আমার দারপরিগ্রহে প্রবৃত্তি নাই, যদি আপনাদের অনুরোধে একান্তই দার গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে এইরূপ রমণী স্থির করিয়া দিন, যে রমণী আমি যোগযুক্ত হইলে যোগিনী এবং কামাসক্ত হইলে মোহিনী হইবে, আমি যখন পরব্রহ্মের চিন্তায় আসক্ত হইয়া সমাধিস্থ হইব, যে রমণী তাহাতে বিঘ্ন না করিবে, সেই আমার ভার্য্যা হইতে পারিবে। ব্রহ্মা তখন কহিলেন, প্রজাপতি দক্ষের সতী নামে এক কন্যা আছে, এই কন্যা সকল প্রকারে আপনার অনুরূপিণী এবং তিনি আপনাকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্য আপনার উদ্দেশে তপস্যা করিতেছেন। তখন মহাদেব দারপরিগ্রহের বিষয় স্বীকার করিলে পর ব্রহ্মা দক্ষের নিকট গমন করিয়া এই সম্বন্ধ স্থির করেন। পরে মহাদেব ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ঋষিগণের সহিত দক্ষালয়ে গমন করিয়া যথাবিধানে সতীকে বিবাহ করেন। সতীকে বিবাহ করিয়া মহাদেব কখন কৈলাসে, কখন দেবদেবীপরিবৃত শিখরে, কখনও দিক্‌পালগণের উদ্যানে ভ্রমণ করিলেন। এইরূপে নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া সুখে সতীর সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। সতীগতচিত্ত মহাদেবের দিবারাত্র জ্ঞান নাই, বেদ, তপস্যা ও শম দমাদি কিছুই মনে পড়ে নাই, কেবল সতীর সন্তোষবিধানই তাঁহার এক মাত্র কার্য্য হইয়া উঠিল। সতীও একমাত্র শিবপরায়ণ হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এদিকে দক্ষ অতি গর্ব্বিত হইয়া উঠিল, তখন দক্ষ সর্ব্বজীবন একটী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, এই যজ্ঞ অষ্টাশীতি সহস্র ঋষিক হোতৃকার্য্যে ব্যাপৃত, চতুঃষষ্টি সহস্র দেবর্ষি উদ্গাতা, নারদ প্রভৃতি বহুতর ঋষিই অধ্বর্য্যু এবং হোতা, সকল দেবগণের সহিত বিষ্ণু এই যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা। স্বয়ং ব্রহ্মা তাঁহার বেদবিধি-দর্শক। এই যজ্ঞে দক্ষ বরণ করেন নাই, এরূপ কেহ ছিল না, দেবতা, দেবর্ষি, মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি সকলই এই যজ্ঞে আগমন করেন। কেবল শিব ও সতী এই যজ্ঞে আহূত হন নাই। দক্ষ মহাদেব কপালী, সুতরাং তিনি যজ্ঞার্হ নহেন, সতী প্রিয়তনয়া হইলেও কপালীর ভার্য্যা এই জন্য তাঁহাকেও নিমন্ত্রণ করেন নাই। পিতা সুবৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, গর্ব্ব বশতঃ আমি কপালীর ভার্য্যা বলিয়া আমাকেও নিমন্ত্রণ করেন নাই সতী ইহা জানিতে পারিয়া দক্ষের প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং মনে মনে স্থির করিলেন, গর্ব্ব বশতঃ দক্ষ পূর্ব্ববৃত্তান্ত বিস্মৃত হইয়াছে, তাহাকে বলিয়াছিলাম তুমি কোনরূপ বিপ্রিয়াচরণ করিলে আমি এই দেহ ত্যাগ করিব। সুতরাং দক্ষ হইতে প্রাপ্ত এই শরীর এখন ত্যাগ করাই বিধেয়। এখনও দেবগণের কার্য্য সকল শেষ হয় নাই, শঙ্কর আমার জন্যই রমণীর প্রতি আসক্ত হইয়াছেন, আমি ভিন্ন আর কোন রমণীই শঙ্করের অনুরাগবর্দ্ধনে সমর্থ হইবে না, সুতরাং আমি এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া হিমালয়-গৃহে মেনকার কন্যারূপে উৎপন্ন হইব। ইহা স্থির করিয়া সতী পিতৃগৃহে যজ্ঞস্থানে গমন করিলেন, এবং তথায় দক্ষের ও শিবের নিন্দা শুনিয়া ঘোর রোষাবেশে জ্বলিয়া উঠিলেন। তখন তিনি সমক্ষে কোনরূপ দাপ না দিয়া শরীরের দ্বার সকল রোধ করিয়া দেহ ত্যাগ করিলেন। প্রাণবায়ু ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া নির্গত হইল।

সতীর মৃত্যুতে দেবাদি সকলেই চমকিত হইলেন। মুহূর্ত্তকাল সর্ব্ব জগৎ যেন স্তব্ধ হইয়া রহিল। মহাদেব এই বৃত্তান্ত অবগত হইলে বীরভদ্রের উৎপত্তি হইল। এই বীরভদ্র যজ্ঞ স্থলে গমন করিয়া দক্ষের যজ্ঞ ধ্বংস করেন। [দক্ষ ও দক্ষযজ্ঞ দেখ।]

তখন মহাদেব যজ্ঞস্থানে গমন করিয়া সতীর দেহ লইয়া অতিশয় আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন, ইহাতে দেবগণ অতিশয় চিন্তাকুল হইলেন। যদি শিবের নয়ন জল ভূতলে পতিত হয়, তাহা হইলে ত্রিজগৎ এখনই ধ্বংস হইয়া যাইবে। তখন তাঁহারা আর কোন উপায় নাই দেখিয়া শনিকে আহ্বান করিলেন। শনি তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আমি দেবগণের কার্য্য যথা সাধ্য করিব, কিন্তু মহাদেব যাহাতে আমাকে জানিতে না পারেন, আপনাদিগকে তাহাই করিতে হইবে। তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ শঙ্কর সমীপে গমন করিয়া যোগমায়া বলে তাহাকে সম্মোহিত করিলেন। শনিও বৃষনাথের সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহার অশ্রুতপূর্ণ বারাধন গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তিনি সে বারাধন ধারণ করিতে

সমর্থ না হইয়া জলধার নামক মহাসাগরিতে নিক্ষেপ করিলেন। পরে এই জল মধ্যভাগে তথা বৈতরণী নদী রূপে পরিণত হয়।

অনন্তর শোকবিমূঢ়চিত্ত মহাদেব সতীর শবদেহ স্কন্ধে করিয়া বিলাপ করিতে করিতে পূর্বদিকে নির্গত হইলেন। কমলপত্রা-নন মহাদেবের উন্মত্তের ন্যায় ভাব দেখিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ সতীর শবদেহ বিচ্যুত করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। শিব-গাত্রস্পর্শ বশতঃ এই শবশরীর পচিয়া গলিয়াও পড়িবে না। তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শনি এই তিন জন যোগমায়াবলে অদৃশ্য হইয়া সতীর শবদেহের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া পুণ্য তীর্থ করিবার উদ্দেশে ভূতলের স্থানে স্থানে ফেলিয়া দিলেন। সতীর অঙ্গ যে যে স্থানে পতিত হইল, সেই সকল স্থান এক একটী পীঠস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল। মহাদেব সেই সকল স্থানেই লিঙ্গরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

সতীর দেহ এই রূপে খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূতলে পতিত হইলেও মহাদেবের সেই উন্মত্ত ভাব বিনষ্ট হইল না। তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। মহাদেব দেবগণের স্তবে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া ব্রহ্মাকে কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি যতদিন না সতীশোকসাগর উত্তীর্ণ হই, ততদিন আপনারা আমার সহচর হইয়া অবস্থান করুন। ব্রহ্মাদি দেবগণ তাহাই করিতে লাগিলেন।

শিব মায়া মোহিত হওয়াতেই এইরূপ সতীবিরহে কাতর হইয়াছেন, অতএব এই মায়া যাহাতে শিবদেহ হইতে নির্গতা হয়, তাহার উপায় বিধান করা আবশ্যক। এই বলিয়া দেবগণ মহামায়ার স্তব করিতে লাগিলেন। তখন মহামায়া দেবগণ কর্তৃক স্তুত হইয়া মহাদেবের হৃদয় হইতে সম্পূর্ণরূপে নিঃসৃত হইলেন। মায়া নিঃসৃত হইলে স্বয়ং বিষ্ণু শান্তি সম্পা-দনের জন্য শিবের অন্তরে প্রবেশ করিলেন। যে রূপে প্রতিক্ষণে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হয়, যে রূপে সতী শিবের পত্নী হন, এবং সতী যে যত্ন, যাহার কন্যা, এবং যেরূপে দেহত্যাগ করেন, তৎ সমস্তই তিনি দেখাইলেন।

তখন মহাদেবের চিত্ত শান্ত এবং তিনি তখন শিবময় হইলেন, তখন তাঁহার কামভাব তিরোহিত হইল। তখন তিনি আবার স্বয় সব প্রকৃতিতে মনোনিবেশ করিয়া পরম যোগী হইলেন। দেবগণ তখন মহাদেবকে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। মহাদেবের মন হইতে সতীবিরহ একেবারে তিরোহিত হইল।

পরে সতী হিমালয়ের গৃহে মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। যে সময় দক্ষকন্যা সতী শিবের সহিত হিমাচলে ক্রীড়া করিতেন, সেই সময় মেনকা তাহার হিতৈষিণী ছিলেন, এবং মহামায়াকে কন্যারূপে লাভ করিবার জন্য তপস্যা করেন, এই জন্য মহামায়া তাঁহাকে বর দেন যে, আমি এই দেহত্যাগ করিলে তোমার কন্যা রূপে উৎপন্ন হইব। মেনকার সেই তপোবলেই সতী তাঁহার গৃহে কন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সতী হিমালয়গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া দিন দিন শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। এদিকে সতীর মৃত্যুর পর মহাদেব কঠোর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহার এই ধ্যান ভঙ্গ করে কাহার সাধ্য? সেই স্থলে গমন করিলে সকলেই যোগী হইয়া উঠে। দেবগণ মহাদেবের বিবাহের জন্য বিশেষ চিন্তিত হইয়া উঠিলেন, তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ করিতে না পারিলে বিবাহের আর কোনও উপায় নাই। পার্বতীও মহাদেবকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্য কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন।

দেবগণ তখন সকলে মিলিত হইয়া কামদেবকে মহাদেবের তপোভঙ্গে নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু কামদেব মহাদেবের তপে তথায় গমন করিয়া তপোভঙ্গের জন্য তাঁহাকে সম্মোহনাদি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু তাহাতে পরমযোগী শিবের তপোভঙ্গ হইল না, কাম নিজেই তাঁহার নেত্রাগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত হইলেন।

এদিকে পার্বতী মহাদেবকে না পাইয়া অতি দুস্তর তপোঽ-নুষ্ঠান করিতে লাগিলেন, আশুতোষ তখন তাঁহার তপস্যায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে বর দেন যে তুমি আমার পত্নী হইবে। দেবগণ এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া নারদকে হিমালয়ের গৃহে প্রেরণ করিলেন। দেবর্ষি নারদ হিমাচলগৃহে গমন করিয়া এই সম্বন্ধ স্থির করেন। তৎপরে মহাদেব দেবতা ও প্রমথ প্রভৃতি গণের সহিত গিরিভবনে গমন করিয়া পার্বতীকে বিবাহ করেন।

(কালিকাপু° ১০ হইতে [illegible] অ° ও ৪১ হইতে ৪৪ অ°)

[পার্বতী দেখ।]

শ্রীমদ্ভাগবতে দক্ষের যজ্ঞ করিবার কারণ এইরূপ লিখিত আছে। শিব দক্ষকন্যা সতীকে বিবাহ করেন, সুতরাং দক্ষের জামাতা। দক্ষ শিবের পূজ্য দক্ষের এই অহঙ্কার ছিল। একদা বিশ্বসৃজের সত্রে সকল দেব-ঋষিগণ সমবেত হইয়াছেন, এমন সময় সেই যজ্ঞে দক্ষ প্রজাপতি উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া দেবতা ও ঋষিগণ উত্থিত হইয়া তাঁহাকে অভি-বাদন করিলেন, কিন্তু ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিন জনের মধ্যে কেহই উঠিলেন না। শিব উঠিলেন না দেখিয়া দক্ষ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া দেবগণের সমক্ষে শিবের নিন্দা করিতে লাগিলেন। যথেষ্ট নিন্দা করিয়াও তাঁহার চিত্ত শান্ত হইল না, পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার কথায় সতীকে ইহার হস্তে অর্পণ করিয়া অতি অন্যায় করিয়াছি। যে ব্যক্তি উন্মত্ত, শ্মশাননিলয়, তাহার আর পূজাপূজা জ্ঞান কোথায়? এইরূপে নিন্দা করিয়া মহাদেবকে অভিশাপ প্রদান করিলেন

যে, ইনি আর দেবতাদিগের সহিত যজ্ঞ ভাগ গ্রহণ করিতে পারিবেন না। মহাদেব ইহাতে কিছুই কহিলেন না। কিন্তু নন্দী ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া দক্ষকেও শাপ দিলেন।

দক্ষ এইরূপে জামাতাকে অভিশাপ দিয়া অতি ক্ষুব্ধচিত্তে প্রত্যাগমন করিলেন। দক্ষ মহাদেবকে শাপ দিয়াছেন যে যজ্ঞে মহাদেবের ভাগ নাই, সুতরাং শিববিহীন যজ্ঞ আর কেহই করিতে সাহসী হন না। যজ্ঞ এক প্রকার লোপ হইল দেখিয়া দক্ষ স্বয়ং যজ্ঞে ব্রতী হইলেন। এই যজ্ঞে সকলই আহূত হইল, কিন্তু শিব ও প্রিয়তনয়া সতীর নিমন্ত্রণ হইল না। সতী শুনিলেন, পিতা শিববিহীন যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছেন। সতী এই সংবাদ শুনিয়া শিবের নিষেধসত্ত্বেও এই যজ্ঞ স্থলে গমন করেন। তথায় দক্ষ সতীর সমক্ষেও শিবের নিন্দা করেন। সতী শিবনিন্দা শুনিয়া সেই যজ্ঞস্থলে দেহত্যাগ করেন। (ভাগবত ৪।৫-১০ অ°)

মহাভাগবতপুরাণমতে—সতী দক্ষযজ্ঞে পিতৃগৃহে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে মহাদেব তাঁহাকে নিষেধ করেন। এই সময় দেবী দশমহাবিদ্যা রূপ ধারণ করিয়া শিবকে বিভ্রান্ত করিয়াছিলেন। [দশমহাবিদ্যা দেখ।]

৪ গোরোচনা। (হেম) ৫ দান। ৬ অবসান। (ভরত) ৭ সাবিত্রী। ৮ বিশ্বামিত্র। ৯ ছন্দোবিশেষ। এই ছন্দের প্রতি চরণে চারিটী অক্ষর থাকিবে, প্রতি চরণের প্রথম তিনটী লঘু ও শেষ অক্ষর গুরু হইবে। "নগি সতী" (ছন্দোম°)

"সুরবিপো অব গহং নমতি বা মনু সতী ॥" (ছন্দোম°)

সতীক (ক্লী) জল। (বৈদিক নিঘণ্টু ১।১২)

সতীত্ব (ক্লী) সতী ভাবে ত্ব। পতিব্রতা, সতী স্ত্রীর ধর্ম। [পতিব্রতা দেখ।]

সতীদাহ, পতিব্রতা রমণীগণের স্বামীর মৃতদেহের সহিত অনুমরণ। অতি পূর্ব্বকালে ভারতীয় হিন্দুনারীগণ স্বামীর চিতায় আপনার জীবন্ত দেহ ভস্মীভূত করিয়া সতী নামে খ্যাতিমতী হইতেন। পরবর্ত্তিকালেও হিন্দুললনারা সেই প্রথা অবলম্বন করেন। স্বামীর সহিত এইরূপে জীবন বিসর্জ্জন 'সতীদাহ' নামে আখ্যাত হয়। ইংরাজ রাজত্বে রাজপ্রতিনিধি লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক মহোদয় ঐ প্রথা রহিত করিয়া দেন।

[অনুমরণ ও সহমরণ দেখ।]

সতীন (পুং) ১ বংশ। (শব্দমালা) সতীনক। (অমরটীকায় ভরত) (ক্লী) ২ জল। (নিঘণ্টু ১।১২) (দেশজ) ৩ সপত্নী।

সতীনক (পুং) সতীন এব স্বার্থে কন্। সতীনক। (অমরটীকা)

সতীনকঙ্কত (পুং) উদকচারী অল্পবিষবিশিষ্ট।

"কঙ্কতোহৰ্থো সতীনকঙ্কতঃ" (ঋক্ ১।১৯১।১)

'সতীনকঙ্কতঃ উদকচারাল্পবিষবান্' (সায়ণ)

সতীনমন্যু (ত্রি) উদকাভিবর্ষণ-বুদ্ধিযুক্ত। "সতীনমন্যুরশ্রথায়োহদ্রিঃ" (ঋক্ ১।১১২।৮) 'সতীনমন্যুঃ সতীনমিত্যুদকনাম উদকাভিবর্ষণবুদ্ধিযুক্তঃ' (সায়ণ)

সতীনসত্বন্ (ত্রি) উদকের সাদয়িতা অর্থাৎ গময়িতা। যিনি জলকে গমন করান। "সতীনসত্বা হব্যো ভরেষু" (ঋক্ ১।১০০।২) 'সতীনসত্বা সতীনমিত্যুদকনাম উদকস্য সত্বা সাদয়িতা গময়িতা' (সায়ণ)

সতীর (পুং) জলপানের ও অতেজস্বী জাতিবিশেষ। (বিষ্ণুপু°)

সতীর্থ (পুং) সমানতীর্থো গুরুর্যস্য, সমানস্য স দেশঃ। পরস্পর এক গুরুর শিষ্য। সমকালে এক গুরুর শিষ্য, সহাধ্যায়ী, একপাঠী। (অমরঃ°)

সতীর্থ্য (পুং) সমানে তীর্থে বাসীতি (সমানতীর্থে বাসী। পা ৪।৪।১০৭) ইতি যৎ, (তীর্থে যে। পা ৬।৩।৮৭) ইতি সমানস্য সঃ। সতীর্থ, পরস্পর এক গুরুর শিষ্য।

'তৎ সতীর্থ্যঃ সতীর্থোহপি তদেক গুরুরিত্যপি।' (শব্দরত্না°)

সতীল (পুং) তীলেন তীলবৎ কৃষ্ণবর্ণচিহ্নেন সহ বর্ত্ততে নিপাতনাদি দীর্ঘঃ। ১ বংশ। (রাজবল্লভ) ২ বায়ু। (ভানুমুকুট)

'কলায়স্ত্রিপুটঃ প্রোক্তঃ সতীলো বর্ত্তুলো মতঃ।'

(ভরতধৃত ব্যাড়ি)

সতীলক (পুং) সতীল এব স্বার্থে কন্। কলায়। (অমর)

সতীলা (স্ত্রী) কলায় বিশেষ, চলিত তেউড়ি। (শব্দচ°)

সতীব্রতা (স্ত্রী) ১ সতীব্রতাবলম্বনীয় স্ত্রী। ২ বাসবদত্তাবর্ণিত নায়িকাভেদ।

সতীশ্বর (ক্লী) শিবভেদ, শিবলিঙ্গবিশেষ।

সতীসরস্ (ক্লী) সতী নামে উৎসর্গীকৃত কাশ্মীরস্থ পুণ্যতোয়া হ্রদবিশেষ। (রাজতর° ১।২৪)

সতুষ (ক্লী) তুষেণ সহ বর্ত্তমানং। তুষযুক্ত শস্য, ধান্য।

"শস্যং ক্ষেত্রগতং প্রাহুঃ সতুষং ধান্যমুচ্যতে।

আমং বিতুষমিত্যুক্তঃ স্বিন্নমন্নমুদাহৃতং ॥" (প্রায়শ্চিত্ত)

সতুল (ত্রি) অন্ধ বা পুচ্ছযুক্ত। (শতপথব্রা° ১০।৩।১।৩।১৫)

সতৃণ (ত্রি) তৃণের সহিত বর্ত্তমান, তৃণযুক্ত।

সতৃষ্ (ত্রি) তৃষাসহ বর্ত্তমানঃ। তৃষ্ণাযুক্ত। পর্য্যায়—তৃষিত, তর্ষিত। (ত্রিকা°)

সতৃষ্ণ (ত্রি) তৃষ্ণাযুক্ত, পিপাসিত। ২ অভিলাষী, সস্পৃহ।

সতেজস্ (ত্রি) তেজসা সহ বর্ত্তমানঃ। তেজস্বী, বলবান্।

সতের (পুং) ১ তুষ। (শংকিভাষার উণাদি) (দেশজ) ২ সপ্তদশ।

সতোক (ত্রি) পুত্রপৌত্রাদি অপত্য সহিত।

বেদান্ত মতে জগৎ মিথ্যা, একমাত্র সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই পরমার্থ সৎ, রজ্জু বিষয়ে অজ্ঞান এবং রজ্জু ও সর্পের সাদৃশ্য জ্ঞান জন্য সংস্কার থাকিলে রজ্জুতে সর্প জ্ঞান হয়, 'অয়ং সর্পঃ প্রতিভাতঃ' এইরূপ জ্ঞানে একটী অনির্ব্বচনীয় সর্প উৎপন্ন হয়, ইহাকেই জ্ঞানাধ্যাস বা বিষয়াধ্যাস বলে। অজ্ঞানের আবরণ ও বিক্ষেপ নামক দুইটী শক্তি আছে, আবরণশক্তি দ্বারা রজ্জুরূপ অধিষ্ঠানের আচ্ছাদন হয়, অর্থাৎ রজ্জুকে রজ্জু বলিয়া জানা যায় না, বিক্ষেপশক্তি দ্বারা সর্পাদির উদ্ভাবন হইয়া থাকে। তদ্রূপ অনাদি কাল হইতে ব্রহ্মবিষয়ে জীবগণের যে অজ্ঞান আছে, জীবগণ আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানে না, চিরকালই আমি সুখী, দুঃখী ইত্যাদি অনুভব ও তজ্জন্য সংস্কার হইয়া আসিতেছে, উক্ত অজ্ঞানের আবরণশক্তি দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপের আচ্ছাদন হওয়ায়, সংস্কার সহকারে বিক্ষেপশক্তি দ্বারা অদ্বৈত ব্রহ্মে দ্বৈত আকাশাদির উৎপত্তি হয়। সৃষ্টির আদি নাই, ভ্রমজ্ঞান হইতে সংস্কার এবং সংস্কার হইতে পুনর্ব্বার ভ্রম, এইরূপে সংস্কার ও ভ্রমের চক্র ঘুরিয়া আসিতেছে, জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত, ও অজ্ঞানের বিকার। জগৎ মিথ্যা, উহাতে পারমার্থিক সত্তা নাই। ব্যবহারিক সত্তা আছে, অর্থাৎ ব্যবহার দশাতে সৎ বলিয়া বোধ হয়। উক্ত মতে অদ্বিতীয় সৎ ব্রহ্মতত্ত্ব হইতে সৎ জগতের উৎপত্তি হয় না। প্রপঞ্চরহিত ব্রহ্মকে প্রপঞ্চবিশিষ্ট রূপে জানা যায় মাত্র, সুতরাং সৎ হইতে সতের উৎপত্তি হওয়ায় প্রধান সিদ্ধি হয় না।

নৈয়ায়িকদিগের মতে পরমাণু জগতের মূলকারণ, উহা সৎ, এই সৎকারণ হইতে অসৎ উৎপন্ন অর্থাৎ পূর্ব্বে অসৎ ছিল না, পরে অসৎ দ্ব্যণুকাদির উৎপত্তি হইয়াছে। পরে কার্য্যনাশ হইলে সেই কার্য্যের সত্তা থাকে না, কার্য্যের ধ্বংসের প্রতিযোগী হয়। সুতরাং কার্য্য সকল যাহাতে অব্যক্ত থাকিয়া কারণাপগমে আবির্ভূত হয় এবং তিরোহিত হইয়া অব্যক্তরূপে পুনর্ব্বার যাহাতে অবস্থান করে, এইরূপ মূলকারণ প্রধানের সিদ্ধি উক্ত মতেও হইতে পারে না। অতএব প্রধান সিদ্ধির জন্য সৎকার্য্যবাদ স্বীকার করিতে হইবে।

সাংখ্যকারিকায় সৎকার্য্যবাদের কএকটী হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে—

"অসদকরণাদুপাদানগ্রহণাৎ সর্ব্বসম্ভবাভাবাৎ।
শক্তস্য শক্যকরণাৎ কারণভাবাচ্চ সৎকার্য্যম্॥" (সাংখ্যকা° ৯)

অসতের অকরণ, উপাদানের গ্রহণ, সর্ব্ব সম্ভবের অভাব, শক্তের শক্যকরণ ও কারণভাব হেতু কার্য্য সকল সৎ, এই কয়টী হেতু দ্বারা সৎকার্য্য সিদ্ধান্ত হইয়াছে। এই হেতু সকলের তাৎপর্য্য এইরূপ,—উৎপত্তির পূর্ব্বেও কার্য্য সৎ, কেননা কার্য্যটী অসৎ হইলে কেহ তাহাকে উৎপন্ন করিতে পারিত না, কার্য্য ও কারণের নিয়ত সম্বন্ধ থাকা চাই, নতুবা সকল বস্তুতেই সকল বস্তুর উৎপত্তি হইতে পারে, সৎ ও অসতের সম্বন্ধ হয় না, অতএব কার্য্য সৎ, শক্ত কারণ হইতেই শক্য কার্য্যের উৎপত্তি হয়, অসৎকার্য্য শক্তির নিরূপক হয় না, অতএব সৎ কার্য্যটী কারণের অভিন্ন, কারণটীও সৎ, সুতরাং কার্য্য কারণের অভেদ হইলে কার্য্যও সৎ হইবে।

'অসদকরণাৎ' অসৎ পদার্থ করা যায় না, অর্থাৎ অসৎটী কার্য্য হয় না, সুতরাং কার্য্যকে সৎ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, কারণ ব্যাপারের পূর্ব্বে কার্য্যটী অসৎ অবিদ্যমান হইলে কেহই উহা করিতে সমর্থ হয় না, শত সহস্র শিল্পী একত্র হইলেও নীলকে পীত করিতে পারে না। উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণে অব্যক্ত অবস্থায় কার্য্য থাকে, উৎপাদনরূপ কারণ ব্যাপার দ্বারা কেবল উহার অভিব্যক্তি অর্থাৎ অব্যক্ত হইতে ব্যক্তরূপে প্রকাশ হয় মাত্র। কারক ব্যাপার দ্বারা সৎপদার্থেরই প্রকাশ দেখা যায়, যেমন তিলের মধ্যে তৈল থাকে, পীড়ন করিলে বাহির হয়, ধান্তের মধ্যে তণ্ডুল থাকে, অবঘাত করিতে বাহির হয়, গাভীতে দুগ্ধ থাকে, দোহন করিলে বাহির হয়, উক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা অসৎটী হইয়াছে, এইরূপ বুঝা যায় না, অতএব অসতের অকরণ হেতু এই জগৎকার্য্য সৎ।

'উপাদানগ্রহণাৎ' উপাদানের গ্রহণহেতু কার্য্য সকল সৎ, কারণ ব্যাপারের পূর্ব্বে কার্য্যকে সৎ বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে, কারণ উপাদানগ্রহণ, উপাদান শব্দের অর্থ কারণ, উহার সহিত কার্য্যের সম্বন্ধ, অর্থাৎ উপাদানের সহিত কার্য্যের সম্বন্ধ বশতঃ কার্য্যকে সৎ বলিয়া স্বীকার করা আবশ্যক। কার্য্যের সহিত যে কারণের কারণতারূপ নিয়ত সম্বন্ধ আছে, তাদৃশ কারণই কার্য্যের জনক হয়, কার্য্য অসৎ হইলে অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে বিদ্যমান না থাকিলে উক্ত সম্বন্ধের সম্ভাবনা থাকে না, অতএব কার্য্য সৎ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

কারণ দ্বারা অসম্বদ্ধ কার্য্যই কেন জন্মুক না, তাহা হইলে অসৎ কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে, এই আশঙ্কায় বলা হইয়াছে যে 'সর্ব্বসম্ভবাভাবাৎ' সর্ব্বত্র সকল কার্য্য জন্মে না, সম্বন্ধ রহিত কার্য্যের উৎপত্তি স্বীকার করিলে অসম্বদ্ধতা অর্থাৎ সম্বন্ধাভাবের কিছু বিশেষ না থাকায়, সকল কার্য্যই সর্ব্বদা সকল কারণ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু সেরূপ [illegible] না, অতএব অসম্বদ্ধ কারণ হইতে অসম্বদ্ধ কার্য্য জন্মে, এরূপ না বলিয়া সম্বদ্ধকার্য্য সম্বদ্ধকারণ হইতে জন্মে এরূপ বলা উচিত, সাংখ্যশাস্ত্রে ইহাই স্বীকৃত হইয়াছে। কার্য্যের অসত্তা স্বীকার করিলে সত্তাশ্রয় অর্থাৎ বিদ্যমান কারণ সকলের সহিত উক্ত কার্য্যের সম্বন্ধ হয় না, অসম্বদ্ধ কার্য্যের উৎপত্তি স্বীকার করিলে নিয়ম থাকে না, অর্থাৎ তিল হইতে তৈল জন্মে এই নিয়ম না থাকিলে সর্ব্বত্রই তৈল জন্মিতে পারে।

যাহা হউক কার্য্য অসম্বদ্ধ হইলেও সেই কার্য্যকেই সেই কারণ উৎপাদন করিবে, যে কারণ যে কার্য্যে শক্ত, অর্থাৎ যে কার্য্যের অনুকূল-শক্তি যে কারণে আছে, সেই কারণ সেই কার্য্যকেই করিবে, অন্যকে নহে, কার্য্যের উৎপত্তি দেখিয়া উক্ত শক্তির অনুমান হইবে, অর্থাৎ মৃত্তিকা হইতে ঘট উৎপন্ন হইল দেখিয়া বোধ হইবে যে ঘটের অনুকূলশক্তি মৃত্তিকাতে আছে বলিয়া মৃত্তিকায় ঘট জন্মিল, অন্যত্র নাই বলিয়া সেখানে জন্মে না। এইরূপে উপপত্তি হইলে পূর্ব্বোক্ত অব্যবস্থা অর্থাৎ নিয়মভঙ্গ হইবে না, এইরূপ আশঙ্কায় বলা হইয়াছে যে 'শক্তস্য শক্যকরণাৎ' শক্ত কারণ শক্য কার্য্য জন্মায়, শক্ত কারণে অবস্থিত উক্ত শক্তিটী কি সকল পদার্থেই থাকে? না কেবল শক্য কার্য্যে থাকে? সর্ব্বত্র থাকে এইরূপ বলিলে পূর্ব্বোক্ত অব্যবস্থাদোষ হইবে, অর্থাৎ সকল বস্তুতেই সকল কার্য্য জন্মিতে পারে, কার্য্য কারণের কোন নিয়ম থাকিতে পারে না, শক্তিটী শক্য কার্য্যে থাকে, এরূপ বলিলে শক্য কার্য্য অসৎ অথচ তাহাতে শক্তি থাকিবে, ইহা কিরূপে সঙ্গত হয়?

কারণে এমন কোন শক্তি আছে, যাহার প্রভাবে কেবল কোনও একটী কার্য্য জন্মায়, সকলকে নহে, এইরূপ যদি হয়, তাহা হইলে সেই শক্তি বিশেষ কার্য্যের সহিত সম্বদ্ধ, কি অসম্বদ্ধ? সম্বদ্ধ বলিলে অসৎ কার্য্যের সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে না, সুতরাং কার্য্যকে সৎ বলিতে হয়। অসম্বদ্ধ বলিলে পূর্ব্বোক্ত অব্যবস্থা অর্থাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্ব কার্য্যোৎপত্তি হইয়া পড়ে, অতএব শক্ত কারণ শক্য কার্য্যকে উৎপন্ন করে বলিয়া কার্য্যকে সৎ বলিতেই হইবে।

কার্য্য সৎ এবিষয়ের আরও হেতু আছে, কার্য্যটী কারণের স্বরূপ, অর্থাৎ কারণ হইতে ভিন্ন নহে, উক্ত কারণটী সৎ অতএব সেই সৎ কারণের অভিন্ন হইয়া কার্য্যটি কিরূপে অসৎ হইবে। সতের অভিন্ন সৎই হইয়া থাকে, অসৎ হয় না। কার্য্য কারণের অভেদ ইহা নানারূপে প্রতিপাদন করা যাইতে পারে। বস্ত্র সূত্র সকল হইতে ভিন্ন নহে। যেমন কূর্ম্মের অঙ্গ (মস্তকাদি) কূর্ম্ম শরীরে প্রবেশ করিলে তিরোহিত এবং শরীর হইতে বাহির হইলে আবির্ভূত বলিয়া ব্যবহার হয়, কূর্ম্ম হইতে উহার মস্তকাদি অবয়ব উৎপন্ন বা বিনষ্ট কিছুই হয় না, তদ্রূপ একটী মৃৎপিণ্ড বা সুবর্ণখণ্ডের ঘটমুকুটাদি নানাবিধ বিশেষ কার্য্যাবস্থা প্রকাশিত হইলে আবির্ভূত বা উৎপন্ন বলিয়া ব্যবহৃত হয়, এবং মৃৎ সুবর্ণাদি কারণে প্রবেশ করিলে তিরোহিত বা বিনষ্ট বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অসতের উৎপত্তি বা সতের বিনাশ কখন হয় না, কেবল আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়।

সঙ্কোচী ও প্রসারী মস্তকাদি নিজ অবয়ব হইতে যেমন কূর্ম্ম ভিন্ন নহে, তদ্রূপ ঘট মুকুটাদি মৃৎ সুবর্ণাদি হইতে বিভিন্ন বস্তু নহে। এরূপ হইলে অর্থাৎ কার্য্য ও কারণের অভেদ স্থির হইলে সূত্র সকলে বস্ত্র আছে এইরূপ ব্যবহার হয়। এই বনে তিলক (বৃক্ষবিশেষ) এইরূপ ব্যবহারের ন্যায় উপপন্ন হইবে, অর্থাৎ অভেদে ভেদবিবক্ষা করিয়া আধারাধেয় ভাব বুঝিতে হইবে। অর্থক্রিয়ার ভেদ ও পৃথক্ পৃথক্ প্রয়োজন-সাধনটীই কার্য্য ও কারণের ভেদ সিদ্ধি করিতে পারে না। কারণ অভিন্ন বস্তুরও নানাবিধ অর্থক্রিয়া দেখা গিয়া থাকে। যেমন একই অগ্নি দাহ, প্রকাশ ও পাক করে।

এই সকল হেতু দ্বারা সাংখ্যকর্ত্তা সৎকার্য্যবাদ স্থির করিয়াছেন। এই জগতের মূলকারণ প্রধান তিনি সৎ, সেই সৎ প্রধান হইতে এই স্থূল জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং এই জগৎও সৎ। এইরূপে সৎকার্য্যবাদ সমর্থিত হইয়াছে। (সাংখ্যদ°)

সৎকাব্য (ক্লী) উত্তম কাব্য, সাধুকাব্য। অলঙ্কারশাস্ত্রে আছে যে কাব্যালাপ বর্জ্জন করিবে, কিন্তু ইহা অসৎকাব্যবিষয়ক বুঝিতে হইবে। সৎকাব্যালোচনায় অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ হয়। যে সকল কাব্য অদোষ, গুণবিশিষ্ট, অলঙ্কার দ্বারা অলঙ্কৃত ও রসযুক্ত এই সকল গুণবিশিষ্ট কাব্যকে সৎকাব্য কহে।

"ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বৈচক্ষণ্যং কলাসু চ।
করোতি কীর্ত্তিং প্রীতিঞ্চ সাধুকাব্যনিষেবণং॥" (সাহিত্যদ° ১)

সৎকীর্ত্তি (স্ত্রী) সতী কীর্ত্তিঃ। ২ উত্তম কীর্ত্তি, সাধু কীর্ত্তি। (ত্রি) ২ সাধুকীর্ত্তিবিশিষ্ট, সৎকার্য্যকারী।

সৎকুল (ক্লী) সৎকুলং। উত্তম কুল, উত্তম বংশ।

সৎকুলী, উৎকলবাসী এক প্রকার গৃহস্থ বৈষ্ণবসম্প্রদায়। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি নানাজাতীয় বৈষ্ণব এই সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায়। সৎকুলীরা কেবল স্বজাতীয় স্ত্রীলোকেরই পাণিগ্রহণ করে; অন্য জাতিতে তাহাদের আদান প্রদান প্রচলিত নাই। মহোৎসব উপস্থিত হইলে, যদিও সকলে একত্র ভোজন করে, কিন্তু প্রত্যেক জাতীয়েরা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী হইয়া উপবিষ্ট হয়।

সৎকুলীন (ত্রি) সৎকুলে জাতঃ সৎকুল-খ, সন্ প্রশস্তঃ কুলীন ইতি বা। সৎকুলোদ্ভব, সৎকুলে যাহার জন্ম হইয়াছে।

সৎকৃত (ত্রি) সৎ-কৃ-ক্ত। ১ পূজিত। ২ কৃতসংস্কার। ৩ পুরস্কৃত। ৪ সমাদৃত। ৫ সুসম্পন্ন। ৬ সৎকারপ্রাপিত।

সৎকৃতি (স্ত্রী) সৎ-কৃ-ক্তিন্। ১ সৎকার। (পুং) ২ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৮৮)

সৎক্রিয় (ত্রি) সতী ক্রিয়া যস্য। সৎক্রিয়াবিশিষ্ট, সৎকার্য্যকারী।

সৎক্রিয়া (স্ত্রী) সতী ক্রিয়া। ১ শবদাহাদি ক্রিয়া, পর্য্যায়

"সত্ত্বং লঘু প্রকাশকমিষ্টমুপষ্টম্ভকং চলঞ্চ রজঃ।
গুরুবরণকমেব তমঃ প্রদীপবচ্চার্থতো বৃত্তিঃ॥"(সাংখ্যকারিকা ১০)

সত্ত্ব গুণই লঘু ও প্রকাশক। লঘু শব্দের তাৎপর্য্য এই যে গুরুত্বের বিপরীত যে ধর্ম, কার্য্যোদ্গমনে অর্থাৎ শীঘ্র কার্য্যকারিতার যে হেতু হয়, তাহাকে লঘু কহে, এই লাঘব বশতঃ অগ্নির ঊর্দ্ধজ্বলন হইয়া থাকে। এই লাঘবতাই কোন কোন বস্তুর বক্র-গতির কারণ হয়। যেমন বায়ুর। এইরূপ ইন্দ্রিয় সকলের বৃত্তিপটুতার অর্থাৎ ঝটিতি বিষয় সংযোগে তত্তাব প্রতিকারণ লাঘব, তাহা না হইয়া গুরুত্ব থাকিলে ইন্দ্রিয়গণ মন্দ হইয়া পড়িত, অর্থাৎ ক্ষণমাত্রে বিষয় দেশে গমন করিতে পারিত না।

সত্ত্ব ও তমোগুণের নিজের কোন ক্রিয়া নাই, এই জন্য এই গুণ আপন আপন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে গিয়া অবসন্ন হয়, তখন রজোগুণ উহাদিগকে চালনা করে, উহাদিগের অবসন্ন ভাব হইতে প্রচ্যুত অর্থাৎ সজীব করিয়া স্বকার্য্য জননে প্রবৃত্ত করায়। সত্ত্ব ও তমোগুণকে একমাত্র রজো গুণই চালিত করে।

এই গুণত্রয় পরস্পর বিরুদ্ধ-স্বভাব হইলেও পরস্পর মিলিত হইয়া কার্য্য করে, কার্য্য জননে কোন প্রতিবন্ধক হয় না। প্রদীপের ন্যায় ইহাদের বৃত্তি, অর্থাৎ যেমন বর্ত্তী, তৈল ও অগ্নি এই তিনটী পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও যেমন অগ্নির সহিত মিলিত হইয়া প্রদীপ-ভাবে রূপের প্রকাশরূপ কার্য্য করে। বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা তিনটী শরীরের ধাতু পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়াও মিলিত ভাবে শরীরধারণরূপ কার্য্য করে, সেইরূপ সত্ত্ব, রজ ও তমঃ এই গুণত্রয় পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়াও এক অপরের অনুবর্ত্তী হইয়া আপন আপন কার্য্য সম্পাদন করে।

সুখ, দুঃখ ও মোহ এই তিনটী পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থ, সুতরাং আপন আপন অনুরূপ সুখ দুঃখ মোহাত্মক কারণেরই (গুণত্রয়েরই) সূচনা করে, ঐ কারণ সকলের পরস্পর সবল দুর্ব্বল ভাবে নানাবিধ বৈচিত্র্য হয়। একটী উদাহরণ দিলেই ইহা বুঝিতে পারা যাইবে। এক যুবতী স্ত্রী ব্যক্তি বিশেষকে সুখী দুঃখী ও মোহিত করে, ঐ স্ত্রী স্বামীর সুখের, সপত্নীর দুঃখের এবং এই স্ত্রীকে যাহারা প্রাপ্ত না হয়, তাহাদিগকে মোহিত করে। সুতরাং এই এক স্ত্রীতেই সুখ, দুঃখ ও মোহরূপ তিনই ধর্ম আছে। এইরূপ সমস্ত পদার্থেই বুঝিতে হইবে। সুখ, দুঃখ ও মোহ এই তিনটীই বিষয়ের ধর্ম; ভোক্তা পুরুষের অদৃষ্টবশতঃই একই পদার্থ দ্বারা কাহারও সুখ, কাহারও দুঃখ এবং কাহারও মোহ উৎপন্ন হয়। উহার মধ্যে যেটী সুখের কারণ সেটী সুখ-স্বরূপ সত্ত্বগুণ, যেটী দুঃখের কারণ সেটী দুঃখ-স্বরূপ রজোগুণ এবং যেটী মোহের কারণ সেটী মোহস্বরূপ তমোগুণ।

সুখ, প্রকাশ ও লাঘব ইহাদের এক সময়ে এক বস্তুতে আবির্ভাব হওয়াতে বিরোধ নাই, কারণ উহাদের সাহচর্য্য দেখা যায়। অতএব পরস্পর বিরুদ্ধ সুখ, দুঃখ ও মোহের ন্যায়, বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন সুখ দুঃখ মোহ যোগে কার্য্যক্ষমশীল ভিন্ন ভিন্ন কারণ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমের কল্পনা হইয়াছে, এস্থলে অবিরুদ্ধ এক এক সত্ত্বাদিগুণে অবস্থান করিতে যোগ্য সুখ, প্রকাশ ও লাঘবের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন কারণের কল্পনা হইবে না, অর্থাৎ সুখের কারণ পৃথক্, প্রকাশের কারণ পৃথক্ ও লাঘবের কারণ পৃথক্ এরূপ বুঝিতে হইবে না। সুখ, প্রকাশ ও লাঘব এই তিনই সত্ত্বের ধর্ম বুঝিতে হইবে। ইহাদের পৃথক্ আর কোন কারণ নাই। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের মধ্যে যখন যে গুণের প্রাবল্য হয়, তখন সেই গুণেরই ধর্ম্মই প্রকাশ পাইয়া থাকে। সত্ত্বগুণ প্রবল হইলে রজঃ ও তমঃ অভিভূত হইয়া যায় এবং তাহার ধর্ম্মসুখই প্রকাশ পায়। এইরূপ আর সকল গুণ বিষয়েই বুঝিতে হইবে। (সাংখ্যকা°)

"সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্॥
তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ॥
সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মাণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত॥
রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা।
সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত॥"

(গীতা ১৪।১৫-১৯)

সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনটী গুণ প্রকৃতিজাত, এই গুণত্রয় নির্ব্বিকার দেহীকে দেহে আবদ্ধ করে। এই গুণত্রয়ের মধ্যে সত্ত্বগুণ নির্ম্মলতাহেতু প্রকাশক, জ্যোতির্দ্দীপক ও অনাময় (দুঃখশূন্য)। উহা দেহীকে সুখ ও জ্ঞানের সহিত-আবদ্ধ করে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে যাহার হৃদয়ে সত্ত্বগুণের আধিক্য থাকে, তাহার চিত্তবৃত্তি সকল নির্ম্মল হয়, তিনি সর্ব্ব প্রকার দুঃখশূন্য হইয়া সুখ ও জ্ঞানে রত থাকেন।

সত্ত্ব গুণ দেহীকে সুখে ও রজোগুণ কর্ম্মে সংযুক্ত এবং তমঃ জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া প্রমাদাদিতে সংসক্ত করে। সত্ত্বগুণ যখন প্রবল হয়, তখন রজ ও তমোগুণ পরাভূত হইয়া সত্ত্ব গুণের সহায়তা করে, তৎকালে এই দেহে সর্ব্বদ্বারে জ্ঞান

ধর্ম। নীতিশাস্ত্রেরও মত এই যে অপ্রিয় সত্য বলিবে না। সত্যই পরম ধর্ম। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে অসত্য কথা বলিলে নরক হয়, এই জন্য কখন অসত্য বাক্য বলিবে না। পাতঞ্জল-দর্শনে ব্যাসভাষ্যে লিখিত আছে যে "সত্যং যথার্থে বাঙ্মনসে, যথাদৃষ্টং যথানুমিতং যথাশ্রুতং তথা বাঙ্মনশ্চেতি পরত্র স্ববোধসংক্রান্তয়ে বাগুক্তা সা যদি ন বঞ্চিতা ভ্রান্তা বা প্রতিপত্তিবন্ধ্যা বা ভবেদিতি, এষা সর্ব্বভূতোপকারার্থং প্রবৃত্তা ন ভূতোপঘাতায় যদি চৈবমপ্যভিধীয়মানা ভূতোপঘাতপরৈব স্যাৎ ন সত্যং ভবেৎ, পাপমেব ভবেৎ, তেন পুণ্যাভাসেন পুণ্যপ্রতিরূপকেণ কষ্টতমং প্রাপ্নুয়াৎ, তস্মাৎ পরীক্ষ্য সর্ব্বভূতহিতং সত্যং ব্রূয়াৎ।"

(পাতঞ্জল° ২।৩০ সূত্রভা°)

যথার্থ বাক্য ও মনকে সত্য কহে। অর্থাৎ যেরূপ প্রত্যক্ষ, অনুমিতি বা শব্দজন্য জ্ঞান হইয়াছে, বলিবার ইচ্ছা হইলে তদ্রূপই বাক্যের ও মনের ব্যাপার হইবে। প্রত্যক্ষাদি দ্বারা নিজের যেরূপ জ্ঞান হইয়াছে, তদ্রূপই শ্রোতার যাহাতে জ্ঞান জন্মে, ঐ প্রকারে কথা বলিলে সত্য বলা হয়। একাদৃশ বাক্য যদি বঞ্চনার কারণ বা ভ্রমজনক হয়, তাহা হইলে সত্য হয় না, শ্রোতা বুঝিতে না পারে, এরূপ ভাবে বাক্য প্রয়োগ করিলেও তাহা সত্য হয় না। উক্ত প্রকারে বাক্যের প্রয়োগ এভাবে করিবে, যাহাতে সমস্ত জীবের উপকার হয়, এবং কোনরূপ অনিষ্টের কারণ না হয়। পূর্ব্বোক্ত রূপে বাক্য প্রয়োগ করিলেও যদি পরের অনিষ্ট হয়, তাহাতে সত্য বলা হয় না, উহাতে বরং পাপ হয়। পরের অনিষ্টকারক সত্যবাক্য প্রয়োগ করা পুণ্য নহে, আপাততঃ পুণ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু উহা হইতে কষ্টতম নরক দুঃখ হইয়া থাকে, অতএব বিবেচনা করিয়া বাক্য প্রয়োগ করিবে, যাহাতে জীব সকলের হিত ভিন্ন অহিত না হয়। যে সকল যোগী সত্যপ্রতিষ্ঠ অর্থাৎ সত্য সংযম করিয়াছেন তাঁহারা যাহাকে যাহা বলেন, তৎক্ষণাৎ তাহা হইয়া থাকে।

"সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বং" (পাতঞ্জল° ২।৩৬)

সত্যব্রত স্থির হইলে তাদৃশ যোগিগণের ধর্ম্মাধর্ম্ম ও স্বর্গাদি প্রদানে সামর্থ্য হয়। সত্যপ্রতিষ্ঠ যোগিগণ যাহাকে বলেন তুমি ধার্ম্মিক হও, সে তখনই ধার্ম্মিক হয়, যাহাকে বলেন স্বর্গ লাভ কর, সে স্বর্গ লাভ করে, এই সত্যসিদ্ধ যোগীর বাক্য অমোঘ হয়। তাঁহারা যাহা বলেন, তৎক্ষণাৎ তাহা হইয়া থাকে। পুরাণাদিতে শাপ ও বর দানের বিষয় যে বর্ণিত আছে, তাহা সত্যপ্রতিষ্ঠারই পরিণাম। রাজা নহুষ ইন্দ্রপদ পাইয়াও সত্যপ্রতিষ্ঠ ঋষির বাক্যে বৃহৎ অজগর রূপে পরিণত হইয়াছিলেন। শাস্ত্রে বর্ণনা আছে যে শত অশ্বমেধ এক দিকে ও সত্য অপর দিকে রক্ষা করিলে তুলায় সত্যেরই গুরুত্ব অধিক হয়। এই সকল জগতের মূলই সত্য এবং সত্যে এই জগৎ প্রতিষ্ঠিত আছে। বেদপারগ ঋষিগণ সত্যের প্রভাবেই সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। সত্য দ্বারাই স্বর্গ ও মোক্ষ লাভ হয়, সত্য দ্বারাই চন্দ্র সূর্য্য প্রকাশিত হয়।

"সত্যমূলং জগৎ সর্ব্বং সর্ব্বং সত্যে প্রতিষ্ঠিতম্।
সিদ্ধিং গতাশ্চ সত্যেন ঋষয়ো বেদপারগাঃ॥
সত্যেন লভ্যতে স্বর্গং মোক্ষশ্চ সত্যেন প্রাপ্যতে।
সূর্য্যস্তপতি সত্যেন সোমঃ সত্যেন রাজতে॥
হবঃ সত্যেন হবতি সত্যেনেভ্যো বিরাজতে।
বরুণশ্চ কুবেরশ্চ চৌত সত্যে প্রতিষ্ঠিতৌ॥" (বরাহপু° ধ°মা°)

সকল শাস্ত্রেই এইরূপ সত্যের প্রশংসা আছে। এই জন্য সকলেরই সত্যবাদী, সত্যকামী ও সত্যশরণ হওয়া আবশ্যক। যে সকল মানব সত্যহীন, তাহারা ইহ জগতে নিন্দনীয় ও পরত্র নিরয়গামী হইয়া থাকে। শাস্ত্রে লিখিত আছে, যিনি সত্য করিয়া যদি তাহা পালন না করেন, তাহা হইলে তিনি কাল-সূত্র নামক নরকে দেব পরিমাণ চারিযুগ কাল বাস করেন। তৎপরে সপ্তজন্ম কাক, ও সপ্তজন্ম পেচক তৎপরে সাত জন্ম মহারোগগ্রস্ত শূদ্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করিলে ঐ পাতক ক্ষয় হয়।

"কৃত্বা শপথরূপঞ্চ সত্যং যদি না পালয়েৎ।
স কৃতঘ্নঃ কালসূত্রে বসেদ্দেবচতুর্যুগং॥
সপ্ত জন্মসু কাকশ্চ সপ্ত জন্মসু পেচকঃ।
ততঃ শূদ্রো মহাব্যাধী সপ্তজন্ম ততঃ শুচিঃ॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ৩৮ অ°)

৪ ব্রহ্ম, ইহার বৈদিক পর্য্যায় বট্, শ্রৎ, সত্রা, অদ্ধা, ইত্থা, ঋত। (নিঘণ্টু ৩।১০)

(পুং) সতে হিতঃ সৎ-যৎ। ৫ শ্রীরাম। (শব্দরত্না°) ৬ বিষ্ণু। (ভাগবত ১০।২ অ°) ৭ অশ্বত্থ বৃক্ষ। (রাজনি°) ৮ শ্রাদ্ধদেবতাবিশেষ, নান্দীমুখশ্রাদ্ধে শ্রাদ্ধদেবতার নাম সত্য।

"ইষ্টিশ্রাদ্ধে ক্রতুর্দক্ষঃ সত্যো নান্দীমুখে বসুঃ।
নৈমিত্তিকে কালকামৌ কাম্যে চ ধুরিলোচনৌ॥" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

৯ মুনিবিশেষ। (ভারত ২।৪।১০) ১০ দেবগণবিশেষ। মার্কণ্ডেয়পুরাণে লিখিত আছে যে তৃতীয় মন্বন্তরে দেবগণের নাম সত্য। (মার্কণ্ডেয়পু° ৭১ অ°) ১১ তপোলোকের ঊর্দ্ধ-লোকের নাম সত্যলোক। [সত্যলোক দেখ।]

সত্যক (ক্লী) সত্যকার। সত্যস্য স্বার্থে কন্। ২ সত্য। (ত্রি) ৩ সত্যযুক্ত। (পুং) ৪ বৃষ্ণিবংশীয়বিশেষ। (ভাগবত ৯।২৪।১৩)

সত্যআচার্য্য, একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্। ব্রহ্মজাতক ও হোরাশাস্ত্র নামক দুইখানি গ্রন্থ ইনি প্রণয়ন করেন। বরাহ-

সত্যদেব, একজন প্রাচীন ঋষি।

সত্যধর (পুং) রাজপুত্রভেদ। (কথাসরিৎসা° ৭৪।১৫)

সত্যধর্ম্ম (পুং) সত্যাদেব ধর্ম্মঃ। সত্যরূপ ধর্ম।

সত্যধর্ম্মতীর্থ, একজন প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী ও সাম্প্রদায়িক গুরু। ইনি প্রথমে অনন্তাচার্য্য নামে পরিচিত ছিলেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ইঁহার তিরোধান ঘটে।

সত্যধর্ম্মন্ (ত্রি) ১ সত্যরূপ ধর্মবিশিষ্ট। ২ ত্রয়োদশ মনুর পুত্রভেদ। (ভাগ° ৮।১৩।২৫) বেদাদি গ্রন্থে অগ্নি, বরুণ, সবিতা ও মিত্রাবরুণ 'সত্যধর্ম্মন্' নামে অভিহিত আছেন।

সত্যধর্ম্মবিপুলকীর্ত্তি (পুং) সত্যধর্ম্মে বিপুলাকীর্ত্তির্যস্য। বুদ্ধভেদ। (ললিতবি°)

সত্যধাবন্ (ত্রি) ঋতধাবন্ (শতপথব্রা° ৩।৪।১।১৭)

সত্যধৃত (পুং) পুষ্পবানের পুত্রভেদ। (বিষ্ণুপু° ৪।১৯।১৯)

সত্যধৃতি (পুং) ১ ঋষিবিশেষ। (মৎস্যপু° ৮৮ অ°)
২ বারুণীগোত্রোৎপন্ন ঋষিভেদ। ইনি ঋক্ ১০।১৮৫ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা। ৩ ধৃতিমানের পুত্র। (হরিবংশ) ৪ কীর্ত্তিমতের পুত্র। (ভাগ° ৯।২১।২৭) ৫ শতানন্দের পুত্র। (হরিবংশ) ৬ মহাবীর্য্যের পুত্র। (বিষ্ণুপু°) ৭ সারণের পুত্র।
(ত্রি) ৮ সত্যশীল, সত্যভাব।

সত্যধ্বজ (পুং) ঊর্দ্ধবহের পুত্রভেদ। (বিষ্ণুপু°)

সত্যধ্রুৎ (ত্রি) সত্যহিংসক, সত্যের হিংসাকারী, মিথ্যাবাদী। "সত্যধ্রুতং বৃজিনায়ন্ত মাহুঃ" (ঋক্ ১০।২৭।১) 'সত্যধ্রুতং সত্যস্য হিংসকং অনৃতবাদিনং বা ইত্যর্থঃ' (সায়ণ)

সত্যনপল্লী, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কৃষ্ণা জেলার একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ১১১১ মাইল। এই উপবিভাগের অমরাবতী নগরের সন্নিকটে বেল্লমকোণ্ডা ও ধরণীকোট নামক স্থানে দুইটী প্রাচীন দুর্গ বিদ্যমান আছে।

সত্যনাথতীর্থ, তত্ত্বসংগ্রহপ্রণেতা শ্রীনিবাসের গুরু। প্রথমে ইঁহার রঘুনাথাচার্য্য নাম ছিল। সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণের পর সত্যনাথ তীর্থ বা যতি নামে প্রসিদ্ধ হন। ইঁহার রচিত অভিনবগদা, অভিনবচন্দ্রিকা (বা আনন্দতীর্থকৃত ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের জয়তীর্থ কৃত তত্ত্বপ্রকাশিকা নাম্নী টীকার টীকা), অভিনবতর্কতাণ্ডব, জয়তীর্থ কৃত প্রমাণপদ্ধতির অভিনবামৃত নামক টীকা, জয়তীর্থ কৃত কর্ম্মনির্ণয়টীকার কর্ম্মপ্রকাশিকা নাম্নী টিপ্পনী এবং আনন্দতীর্থের ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের তত্ত্বপ্রকাশিকা-টীকা পাওয়া যায়। ইনি সত্যনিধিতীর্থের শিষ্য, ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

সত্যনাম (ত্রি) সত্যনামন্। ধর্ম্ম অভিধা। স্ত্রিয়াং টাপ্।

সত্যনামতা (স্ত্রী) সত্যধর্ম্ম ভাব।

সত্যনামন্ (ত্রি) সত্যনাম। স্ত্রিয়াং টাপ্। সত্যনামা। ১ প্রাচীনাক। ২ আদিত্যভক্তা, চলিত হুড়হুড়ে। (বৈদ্যকনি°)

সত্যনারায়ণ (পুং) সত্যো নারায়ণঃ। দেবতাবিশেষ, সত্যদেব। ২ ব্রতবিশেষ, সত্যনারায়ণ দেবতার উদ্দেশে এই ব্রত অনুষ্ঠিত হয়, এই জন্য ইহার নাম সত্যনারায়ণব্রত। এই ব্রত সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদ, এই ব্রতের ফলশ্রুতি এইরূপ লিখিত আছে যে, যিনি যে মানস করিয়া এই ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, তাহার সেই মানস সিদ্ধি হয়। সাধারণে ইহাকে সত্যনারায়ণের সিন্নি দেওয়া বলে। কেহ কেহ ইহাকে সত্যপীরের সিন্নিও কহে। ব্রত মাত্রই পূর্ব্বাহ্ণে অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু এই ব্রত সায়ংকালে প্রদোষ সময়ে হইয়া থাকে। হিন্দুদিগের মধ্যে প্রায় প্রতি গৃহেই এই ব্রতের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। এই ব্রত করিতে হইলে কোন দিনক্ষণ দেখিতে [illegible] না, যে কোন দিনই এই ব্রত করা যাইতে পারে। এই ব্রতানুষ্ঠানের বিধান স্কন্দপুরাণে রেবাখণ্ডে লিখিত আছে, এই সত্যনারায়ণের কথা লইতে বঙ্গ ও উৎকল ভাষায় বিস্তর পাঁচালী রচিত হইয়াছে, সেই সকল পাঁচালী প্রায় ব্রতাবসানে পঠিত হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে মূল রেবাখণ্ডোক্ত সংস্কৃত ব্রতকথা পঠিত হয়। বিভিন্ন স্থানে এই ব্রতের প্রণালীরও পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। যে কোন দিনে এই ব্রত বিহিত হইলেও সংক্রান্তি, পূর্ণিমা প্রভৃতি পুণ্য দিনেই বিশেষ প্রশস্ত। ব্রতানুষ্ঠানকালে এই ব্রতের যে আসন প্রস্তুত করিতে হয়, তাহাকে চলিত মোকাম কহে। একখানি চৌকীতে ধৌত বস্ত্র ঢাকা দিবে, তাহার উপর তিন ভাগ বা পাঁচ ভাগ পাণ, সুপারি, কলা, বাতাসা প্রভৃতি উপকরণ দিতে হয়। এইরূপে মোকাম প্রস্তুত করিয়া শালগ্রাম শিলা সেই স্থানে আনিয়া তাঁহার সমক্ষে এই ব্রতানুষ্ঠান করিবে। যথাবিধানে সত্যনারায়ণের পূজা করিয়া নৈবেদ্যাদি নিবেদন করিবে, তৎপরে বন্ধু বান্ধবের সহিত ব্রতের কথা শুনিতে হয়। কথাশ্রবণের পর আত্মীয় স্বজনকে প্রসাদ দিয়া অতি ভক্তিপূর্ব্বক নিজে প্রসাদ ভক্ষণ করিবে। যদি কেহ প্রসাদে অবহেলা করে, বা অভক্তিপূর্ব্বক ভক্ষণ করে, তাহা হইলে অন্তর্য্যামী সত্যদেব তাহাকে নানারূপে বিপদ্গ্রস্ত করেন। এই ব্রতের বিধানাদি ব্রতকথায় এইরূপ লিখিত আছে— একদা মুনিগণ নৈমিষারণ্যে একটী মহতী সভার অনুষ্ঠান করেন। সেই সভায় ব্যাসশিষ্য সূত আসিলে মুনিগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, হে মহাত্মন্! দারুণ কলিকাল উপস্থিত, এই সময় লোক সকল পাপপরায়ণ, এবং বেদবিদ্যাবিহীন হইবে, জীবের দুর্দ্দশার অবধি থাকিবে না, অতএব কোন বল উপায় অবলম্বন করিলে জীব হরিভক্তিপরায়ণ এবং

নিজ নিজ অভীষ্ট লাভ করিতে পারিবে, জীবের কল্যাণের জন্য আপনি তাহা নির্দেশ করুন। সূত এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাদিগকে বলিয়া ছিলেন, আপনারা ধন্য, যে হেতু আপনারা জীবের হিতে কল্যাণ হইবে, সর্ব্বদাই এই চিন্তা করিয়া থাকেন। আমি পূর্ব্বে মহর্ষি নারদের নিকট সকল অভীষ্ট ফলপ্রদ এক ব্রতের কথা শুনিয়াছি; তাহা কীর্ত্তন করিতেছি। সত্য নারায়ণ এই ব্রতবিধান নারদের নিকট বলিয়াছিলেন, এই ব্রতই কলিকালে জীবের পক্ষে অভিলষিতলাভের এক মাত্র উপায়। কাশীপুর গ্রামে অতি নির্ধন এক ব্রাহ্মণ বাস করিত, এই ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করিয়া অতি কষ্টে দিনাতিপাত করিত। ভগবান্ ব্রাহ্মণের কষ্ট দেখিতে না পারিয়া তাহার দুঃখনাশের জন্য বৃদ্ধ ব্রাহ্মণরূপে তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। ব্রাহ্মণরূপী বিষ্ণু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, হে ব্রাহ্মণ! তুমি কি জন্য সমগ্র পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছ? ইহাতে ব্রাহ্মণ বলিয়াছিলেন যে, আমি দরিদ্র, সমস্ত দিন ভিক্ষা করিয়াও উদরান্নের সংস্থান হয় না, যদি আপনি ইহার কোন উপায় জানেন, তাহা হইলে আমাকে বলিয়া দিন, আমি আর দারিদ্র্যদুঃখ সহ্য করিতে পারি না।

তখন ভগবান্ তাঁহার দুঃখে অতিকাতর হইয়া বলিয়াছিলেন, তুমি সত্যনারায়ণের ব্রত আচরণ কর, তাহা হইলে তোমার সকল দুঃখ দূর হইবে। ব্রাহ্মণ এই কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন যে এই ব্রতের নিয়ম কিরূপ, কোন দিনে কি কি উপকরণ দ্বারা ইহার অনুষ্ঠান করিতে হয়, আপনি এই সকল আমাকে বলিয়া দিন, আমি এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিব। তখন ভগবান্ তাঁহাকে সমস্ত বিধান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া তথা হইতে সহসা অন্তর্হিত হইলেন। যে কোন দিনে মানব এই ব্রত করিতে পারিবে। সত্য নারায়ণের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া নিশামুখে এই ব্রতাচরণ করিবে। ইহাতে বিশেষ এই যে নৈবেদ্য সকল সপাদ করিয়া দিবে। রম্ভাফল, ঘৃত, ক্ষীর, গোধূমচূর্ণ অভাবে শালিচূর্ণ, শর্করা বা গুড় এই সকল একত্র মাখিয়া সত্যনারায়ণের পূজা করিয়া নিবেদন করিবে। তৎপরে স্বজনগণের সহিত এই ব্রতের কথা শুনিয়া নৃত্যগীতাদিপূর্ব্বক প্রসাদ ভক্ষণ করিবে।

ব্রাহ্মণ এই ব্রত করিব, এইরূপ স্থির করিয়া প্রাতঃকালে ভিক্ষার বাহির হইলেন, কিন্তু অন্য দিন অপেক্ষা এই দিন প্রচুর ভিক্ষা প্রাপ্ত হইলেন। ব্রাহ্মণ এই ভিক্ষালব্ধ ধন দ্বারা সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ভক্তিভাবে সায়ংকালে এই ব্রতানুষ্ঠান করিলেন। এই ব্রতের প্রভাবে ব্রাহ্মণের সকল কষ্ট তিরোহিত এবং ব্রাহ্মণ সকল সম্পদসম্পন্ন হইলেন। সেই অবধি ব্রাহ্মণ প্রতি মাসে এই ব্রতাচরণ করিতেন। এইরূপে ব্রাহ্মণ জীবিত কালে নানা সম্পৎ ভোগ করিয়া অন্তকালে দুর্লভ লোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ক্রমে এই ব্রাহ্মণ হইতে এই ব্রত পৃথিবীতে প্রচলিত হইল। এই ব্রাহ্মণের উক্ত রূপ ধন সম্পৎ দেখিয়া এক কাষ্ঠকেতু এই ব্রতাচরণ করে, এই ব্রতের প্রভাবে কাষ্ঠকেতুও ধনেশ্বর হইয়াছিল। তৎপরে উল্কামুখ নামে এক রাজা এই ব্রতানুষ্ঠান করেন, পরে নিঃসন্তান এক সাধু বণিক্ এই ব্রতের সঙ্কল্প করিয়া এক কন্যা লাভ করেন, কিন্তু সেই বণিক যথা সময়ে এই ব্রতানুষ্ঠান না করায় সত্যনারায়ণের কোপে পড়িয়া নানা প্রকার দুঃখ ভোগ করেন, পরে সত্যনারায়ণের কৃপায় সকল সম্পদ্ লাভ এবং সকল দুঃখ হইতে বিমুক্ত হন। তুঙ্গধ্বজ নামে এক রাজা সত্যনারায়ণের প্রসাদ অবহেলা করিয়া নানা প্রকার দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছিল, পরে আবার সত্যনারায়ণের প্রসাদেই তাঁহার দুঃখ সকল দূর হয়। এইরূপে পৃথিবীতে এই ব্রতের প্রচার হয়। এই ব্রতের প্রভাবে দরিদ্র বিত্তলাভ করে, বদ্ধ বন্ধন হইতে ও ভীত ভয় হইতে মুক্ত হয়। যিনি যে কামনা করিয়া এই ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, তাহার সেই কামনা সিদ্ধি হয়। কলিকালে সকল অভীষ্ট ফলপ্রদ ইহার তুল্য ব্রত নাই। (স্কন্দপু° রেবাখ°)

এই ব্রতের পূজাদির বিধান।—সায়ংকালে শালগ্রাম শিলা বা ঘট স্থাপন করিয়া এই ব্রতাচরণ করিবে। পূজাপদ্ধতির নিয়মানুসারে স্বস্তি বাচন, সঙ্কল্প, সামান্যার্ঘ, আসনশুদ্ধি, জলশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি যথাবিধানে করিয়া সত্যনারায়ণের পূজা করিবে। ধ্যান যথা—

"ধ্যায়েৎ সত্যং গুণাতীতং গুণত্রয়সমন্বিতম্।
লোকনাথং ত্রিলোকেশং পীতাম্বরধরং হরিম্॥
ইন্দীবরদলশ্যামং শঙ্খচক্রগদাধরম্।
নারায়ণং চতুর্বাহুং শ্রীবৎসপদভূষিতম্॥
গোবিন্দং গোকুলানন্দং জগতঃ পিতরং গুরুম্॥"

এই ধ্যান করিয়া 'ওঁ সত্যনারায়ণায় নমঃ' ইত্যাদি রূপে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবে। অর্ঘ্যমন্ত্র—

"ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপায় হৃষীকপতয়ে নমঃ।
ময়া নিবেদিতো ভক্ত্যা অর্ঘোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাং॥"

পুষ্পাঞ্জলিমন্ত্র—

"নমস্তে বিশ্বরূপায় শঙ্খচক্রধরায় চ।
পদ্মনাভায় দেবায় হৃষীকপতয়ে নমঃ।
নমোঽনন্তস্বরূপায় ত্রিগুণায় বিকাশিনে॥"

নৈবেদ্যমন্ত্র—

"ত্বদীয়ং বস্তু গোবিন্দ তুভ্যমেব সমর্পিতম্।
গৃহাণ সুমুখো ভূত্বা প্রসীদ পুরুষোত্তম॥"

এই রূপে উপকরণাদি দ্বারা পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া পরবর্ত্তী মন্ত্র পাঠ করিবে—

পলায়নকে রণজয় বলিয়া ঘোষণা করা যায়। এখানে গজগহাট্টি ও হনুমৎ নামে দুইটী গিরিসঙ্কট আছে। শেষোক্ত পথ দিয়া রক্ষলোক মহিসুর-রাজধানীতে গমন করিয়া থাকে।

সত্যমন্মন্ (ত্রি) সত্যমন, অবিতথমন। "যোঽমৃৎ সোমৈঃ সত্যমদ্বা" (ঋক্ ৮।২।৩৭) 'সত্যমদ্বা সত্যমদোঽবিতথমদো ভবতি' (সায়ণ)

সত্যমন্ত্র (ত্রি) অবিতথমন্ত্রসামর্থ্যোপেত, সত্যমন্ত্রার্থযুক্ত, যে মন্ত্র যে কার্য্যে প্রযুক্ত হয়, সেই সেই মন্ত্রার্থযুক্ত, যে মন্ত্র নিষ্ফল হয় না, তাহাকে সত্যমন্ত্র কহে। "পুনঃ সত্যমন্ত্রা ঋজু যব" (ঋক্ ১।২০।৪) 'সত্যমন্ত্রাঃ অবিতথমন্ত্রসামর্থ্যোপেতাঃ, পুরশ্চরণাদ্যনুষ্ঠানেন সিদ্ধমন্ত্রাৎ যদ্যদ্ফলমুদ্দিশ্য মন্ত্রাঃ প্রযুজ্যন্তে, তত্তদ্ ফলং তথৈব প্রাপ্নুবন্তে' (সায়ণ)

পুরশ্চরণাদির অনুষ্ঠান করিলে মন্ত্র সিদ্ধ হয়, মন্ত্র সিদ্ধ হইলে যে যে ফল উদ্দেশ করিয়া মন্ত্র প্রযুক্ত হয়, মন্ত্রশক্তিপ্রভাবে অবশ্যম্ভাবী সেই সেই ফল হইয়া থাকে। এই মন্ত্রকে সত্যমন্ত্র কহে।

সত্যমন্মন্ (ত্রি) সত্যজ্ঞানী, যথার্থদর্শী। "যঃ সবিতা সত্যমন্মা" (ঋক্ ৭।৩৮।২) 'সত্যমন্মা সত্যজ্ঞানী যথার্থদর্শী, মননং মন্ম, মন জ্ঞানে, 'অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে' ইতি মনিন্, সত্যং অবিতথং মন্ম যস্য' (সায়ণ)

সত্যময় (ত্রি) সত্যস্বরূপে ময়ট্। সত্য স্বরূপ।

সত্যমান (ক্লী) সত্যং যৎ মানং প্রমাণং। সত্যভূত প্রমাণ, সত্যস্বরূপ যে প্রমাণ।

সত্যমুগ্র (ত্রি) সংগ্রাম সত্যভাষায় শত্রুদিগের উদ্গারয়িতা, বা উদ্গূর্ণ সত্য। "সত্যমুগ্রস্য সংগ্রামে সত্যেন শত্রূণামুদ্গারয়িতুঃ বা উদ্গূর্ণসত্যস্য, যথার্থভূতং উদ্গূর্ণং বলং যস্য তস্য' (সায়ণ)

সত্যমেধস্ (পুং) বিষ্ণু। (ভারত বিষ্ণুসহস্রনাম)

সত্যমৌদ্গল (পুং) বৈদিক শাখাভেদ।

সত্যম্ভরা (স্ত্রী) প্লক্ষদ্বীপস্থিত মহানদীবিশেষ। এই নদীর জল স্পর্শ করিলে রজস্তমোমল তৎক্ষণাৎ দূর হয়। (ভাগবত ৫।২০।৪)

সত্যযজ্ (ত্রি) অবদাতা বা হবির্দাতা দেবতাদিগের যজ্ঞকারী, যিনি দেবতাদিগের উদ্দেশে হবির্দ্বারা যাগ করেন। "রুদ্রং হোতারং সত্যযজং" (ঋক্ ৪।৩।১) 'সত্যযজং সত্যস্য অন্নস্য দাতারং বা সত্যেন হবিষা দেবান্ যষ্টারং' (সায়ণ)

সত্যযুগ (ক্লী) সত্যং যুগং। যুগভেদ, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিটী যুগ। চারিযুগের মধ্যে সত্য যুগ, প্রথম যুগ, ইহার অপর নাম কৃতযুগ। সত্যযুগের উৎপত্তি প্রভৃতির বিষয় চলিত পঞ্জিকাতে এইরূপ লিখিত আছে যে বৈশাখ মাসের শুক্লা তৃতীয়ার তিথিতে রবিবারে এই যুগের উৎপত্তি হয়, তদবধি বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়া সত্যযুগাদ্যা নামে খ্যাত। এই যুগে ভগবানের অবতার চারি, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ ও নৃসিংহ। এই যুগে পুণ্য পূর্ণ, পাপ নাই, সকলই পুণ্যকর্ম্মা। ধর্ম্ম চতুষ্পাদ, কুরুক্ষেত্র তীর্থ, প্রাণাংশ ব্রাহ্মণ, প্রাণ মজ্জাগত, ইচ্ছা মৃত্যু ব্যাধি প্রভৃতিতে কাহারও মৃত্যু নাই, একবিংশতি হস্ত পরিমাণ মানবদেহ; লক্ষ বর্ষ পরিমাণ পরমায়ুঃ। সুবর্ণনির্ম্মিত ভোজন পাত্র, সত্য যুগাব্দ ১৭২৮০০০। এই যুগে বলি, বেণ, মান্ধাতা, পুরূরবা, ধুন্ধুমার, ও কার্ত্তবীর্য্য এই সব রাজা। এই যুগের লক্ষণ এই যে সকলই নিত্য সত্যধর্ম্মরত, তীর্থসেবাপরায়ণ এবং সত্যবাদী, দেবতা সকল সর্ব্বদাই আনন্দিত।

"সত্যধর্ম্মরতো নিত্যং তীর্থানাঞ্চ সমাশ্রয়ম্।
নন্দন্তি দেবতাঃ সর্ব্বাঃ সদা সত্যপরা নরাঃ॥" (পঞ্জিকা)

এই যুগে তারকব্রহ্মনাম, যথা—

"নারায়ণপরা বেদা নারায়ণপরাক্ষরাঃ।
নারায়ণপরা মুক্তি র্নারায়ণপরা গতিঃ॥" (পঞ্জিকা)

মনুসংহিতায় লিখিত আছে যে দৈব পরিমাণ চারি সহস্র বৎসর সত্যযুগ। মনুষ্য মাসের এক বৎসরে দেবতাদিগের একদিন হয়। এই সত্যযুগের চারিশত বৎসর সন্ধ্যা, ও চারিশত বৎসর সন্ধ্যাংশ। সত্যযুগে সকল ধর্ম্মই সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন এবং তখন সত্য সম্পূর্ণ ভাবে বিরাজমান থাকে। এই কালে শাস্ত্রনিষিদ্ধ উপায় দ্বারা অর্থ বা বিদ্যা কিছুই লাভ হয় না। এই যুগে মানব সকল রোগহীন, এবং আয়ুর পরিমাণ চারিশত বর্ষ। এই সময় তপস্যাই প্রধান ধর্ম্ম। (মনু ১অ°)

হরিবংশে লিখিত আছে যে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই যুগ সকল পর্য্যায় ক্রমে হইয়া থাকে। কলিযুগের শেষে ধর্ম্ম যখন একেবারে বিনষ্ট হইবে, ধর্ম্মের দুর্দ্দশায় আর যখন পরিসীমা থাকিবে না, জীবের যোগনিবন্ধন, ইন্দ্রিয় সকল একেবারে নিস্তেজ, তখন আয়ুর অল্পতাবশতঃ লোকের হিংসাবৃত্তিও হ্রাস হইয়া আসে, তখন তাহাদের সাধুদর্শন ও সাধুশুশ্রূষাও একান্ত প্রার্থনীয় হইয়া পড়িবে। ক্রমে দুর্ব্ব্যবহারের ক্ষয় ও সত্যের আবির্ভাব হইবে। ক্রমে প্রকৃতিপুঞ্জের মধ্যে ধর্ম্মশুশ্রূষা, সত্য, দান ও প্রাণরক্ষণে বদ্ধাভিলাষ হইয়া উঠিলে ক্রমশঃ চতুষ্পাদ ধর্ম্মের পুনঃ সঞ্চার, তদ্দ্বারা ধর্ম্মবিশ্বাসী পরিবর্ত্তনশীল জনগণের সর্ব্বদা মঙ্গলসাধন হইতে থাকিবে। তখন তাহারা ধর্ম্মই এক মাত্র শ্রেষ্ঠ ও পরমার্থ বলিয়া সর্ব্বত্র প্রচার করিতে থাকিবে। পূর্ব্বে যেমন ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মের লোপ হইয়াছিল, এখন সেইরূপ ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মের আবির্ভাব হইতে থাকিবে। যখন সকল মানবের মনে এইরূপ ধর্ম্মভাব উপস্থিত হইবে, তখন সত্য যুগের আরম্ভ হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। একমাত্র সদাচারই সত্যযুগের পরিচায়ক, কলিশেষেই তাহার জন্ম হইয়া থাকে।

পরাশরের ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে ব্যাসদেব জন্মগ্রহণ করেন। [মৎস্যগন্ধা শব্দে বিশেষ বিবরণ দেখ।]

২ ঋচীকমুনির পত্নী। জমদগ্নির মাতা। কালিকাপুরাণে লিখিত আছে যে ভৃগু ব্রহ্মার পুত্র, ভৃগুর পুত্র ঋচীক। একদা অরণ্য মধ্যে কুশিকপুত্র গাধি তপস্যা করিতেছিলেন। সেই সময় তাঁহার এক কন্যা হয়, এই কন্যার নাম সত্যবতী। এদিকে ঋচীক বিবাহ করিবার মানসে গাধির নিকট আসিয়া পত্নীর জন্ত এই কন্যা প্রার্থনা করেন। ইহাতে গাধি বলেন, ব্রাহ্মণকে কন্যাদান করা আমার উচিত, কিন্তু শুল্কগ্রহণ করা আমাদের কুলধর্ম, তাহা আবার যে সে শুল্ক নহে, যে ব্যক্তি একবর্ণে কৃষ্ণকর্ণ চন্দ্রবৎ বিশদপ্রভ এক সহস্র অশ্ব শুল্ক প্রদান করিবে, তাহাকেই আমরা কন্যা দান করিয়া থাকি। ঋচীক বলিলেন, রাজন্! আমি আপনাকে তাদৃশ এক সহস্র অশ্ব প্রদান করিব, আপনি কিছুকাল প্রতীক্ষা করুন, আমি অশ্ব লইয়া আসি। তখন ঋচীক অশ্ব আনিবার জন্ত কান্যকুব্জের গঙ্গাতীরে গমন করিলেন। ভৃগুপুত্র তথায় জলপতি বরুণকে স্তবাদি দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার প্রসাদে উক্ত লক্ষণাক্রান্ত সহস্র অশ্ব লাভ করেন। তিনি যে স্থানে এই অশ্ব প্রাপ্ত হন, সেই স্থান অদ্যাপিও অশ্বতীর্থ নামে খ্যাত। ঋচীক এই অশ্ব লইয়া গাধিকে প্রদান করিলে গাধি নিজ দুহিতা সত্যবতীকে ঋচীককে সম্প্রদান করিলেন। ঋচীক সত্যবতীকে ভার্য্যারূপে লাভ করিয়া হৃষ্টচিত্তে আশ্রমে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভৃগু পুত্র দারপরিগ্রহ করিয়াছেন শুনিয়া পুত্রবধূদর্শনার্থ ঋচীকাশ্রমে আগমন ও তাঁহাকে দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন, এবং তাঁহাকে কহিলেন,পুত্রি! বরপ্রার্থনা কর। অনন্তর সত্যবতী আপনার জন্ত বেদপারগ তপোনিষ্ঠ পুত্র এবং মাতার জন্ত অমিতবিক্রমশালী বীর পুত্র প্রার্থনা করিলেন। ভৃগু 'তাহাই হইবে' বলিতে বলিতে ধ্যাননিষ্ঠ হইলেন। পরে তিনি শ্বাসবায়ু নির্গত করিলে তাঁহার নিশ্বাস হইতে দুইটী চরু নির্গত হইল। ভৃগু পুত্রবধূ সত্যবতীকে চরু দুইটী দিয়া কহিলেন, তুমি এবং তোমার মাতা ঋতুস্নান করিয়া এই দুইটী চরু ভক্ষণ করিও। তোমার মাতা পুত্র প্রসব করিবার জন্ত অশ্বত্থ বৃক্ষ আলিঙ্গন করিয়া এই আরক্ত চরুটী ভোজন করিবেন। আর তুমি উডুম্বর বৃক্ষ আলিঙ্গন করিয়া এই শুক্লবর্ণ চরুটী ভোজন করিবে, তাহাতে তোমার তপোধন অত্যুৎকৃষ্ট পুত্র হইবে।

অনন্তর ঋতুস্নান দিনে সত্যবতী ভ্রম ক্রমে অশ্বত্থ বৃক্ষ আলিঙ্গন করিয়া আরক্তবর্ণ চরু ভোজন এবং তাঁহার মাতা শুক্লবর্ণ চরু ভোজন করিলেন। মহর্ষি ভৃগু ইহা অবগত হইয়া তথায় আসিয়া কহিলেন, বৎসে! তুমি চরুভোজন ও বৃক্ষালিঙ্গনে বৈপরীত্য করিয়া ফেলিয়াছ, এই জন্ত তোমার পুত্র ক্ষত্রিয়াচারী ব্রাহ্মণ হইবে, তোমার মাতার পুত্র ব্রাহ্মণাচারী ক্ষত্রিয় হইবে। ভৃগুর এই কথায় সত্যবতী তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া বলিলেন আমার পৌত্র যেন গুণসম্পন্ন হয়। তাহাতে ভৃগু 'তাহাই হইবে' বলিয়া বর দিলেন। অনন্তর সত্যবতী যথাকালে জমদগ্নি পরশুরামকে প্রসব, এবং তাঁহার মাতা বিশ্বামিত্রকে প্রসব করিলেন, এই জন্ত জমদগ্নি ক্ষত্রিয়াচারী হইয়াছিলেন।

সত্যবতীসুত (পুং) সত্যবত্যাঃ সুতঃ। ১ ব্যাস। (শব্দরত্না°) ২ জমদগ্নি। (কালিকাপু° ৮৪ অ°)

সত্যবরতীর্থ, একজন সন্ন্যাসী ও সম্প্রদায়ের গুরু। ইনি প্রথমে কৃষ্ণাচার্য্য নামে খ্যাত ছিলেন। স্বীয় গুরু সত্যসন্ধ তীর্থের মৃত্যুর পর ইনি গুরুপদ প্রাপ্ত হন। ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু ঘটে।

সত্যবর্ত্মন্ (ত্রি) সত্যপথ। সত্যমার্গ।

সত্যবর্ম্মার্য্য, শব্দার্থবিবৃতি নামক ব্যাকরণপ্রণেতা।

সত্যবাক্ (পুং) সত্যবাচন।

সত্যবাক্য (ক্লী) সত্যং বাক্যং। ১ সত্য এইরূপ বাক্য। (ত্রি) সত্যং বাক্যং যস্ত। ২ সত্যবাদী, সত্যবাক্যবিশিষ্ট।

সত্যবাক্যদেব, দাক্ষিণাত্যের চেররাজবংশের একজন রাজা।

সত্যবাচ্ (পুং) সত্যা বাক্ যস্ত। ঋষি। (শব্দরত্না°) ২ কাক। (ত্রিকা°) ৩ সাবর্ণ মনুর পুত্র বিশেষ। (মার্ক°পু° ৮।১১) (ত্রি) সত্যা বাক্ যস্ত। ৪ সত্যবাদী।

সত্যবাচক (ত্রি) সত্যং বাচয়তীতি সত্য-বচ-ণ্বুল্। সত্যবাদী, সত্যের বাচক।

সত্যবাদ (পুং) সত্যস্ত বাদঃ। সত্যবিষয়ক বাদ, সত্যবাক্য।

সত্যবাদিতা (স্ত্রী) সত্যবাদিনো ভাবঃ তল্-টাপ্। সত্যবাদিত্ব, সত্যবাদীর ভাব বা ধর্ম্ম, সত্যকথন।

সত্যবাদিন্ (ত্রি) সত্যং বদতীতি বদ-ণিনি। যথার্থবক্তা, যিনি সত্য কথা বলেন। সত্যোক্ত। (শব্দমালা)

সত্যবান্ (পুং) সত্যবৎ। রাজবিশেষ, সাবিত্রীর পতি।

"সত্যং বদত্যস্য পিতা সত্যমাতা প্রভাষতে।
ততোঽস্য ব্রাহ্মণাশ্চক্রুর্নামৈতৎ সত্যবানিতি।" (ভারত ৩।২৯৩।১১)

তাঁহার পিতা মাতা সর্ব্বদা সত্যবাক্য বলিতেন, এই জন্ত ব্রাহ্মণেরা তাঁহার নাম সত্যবান্ রাখেন। মহাভারতে লিখিত আছে যে শাল্বদেশে দ্যুমৎসেন নামে এক নরপতি ছিলেন। কালক্রমে তিনি অন্ধ হইয়া পড়েন। এই সময় তাঁহার এক পুত্র হয়। ব্রাহ্মণেরা এই পুত্রের নাম সত্যবান্ রাখেন। দ্যুমৎসেনের চক্ষু বিনষ্ট হইয়াছে দেখিয়া তাঁহারই পূর্ব্ব শত্রুগণ তাঁহার রাজ্য

আক্রমণ করে। তখন রাজা অনন্যোপায় হইয়া বানপ্রস্থ ভার্য্যার সহিত গমন করেন। এই স্থানে তিনি সর্ব্বদা তপস্যায় নিরত থাকিয়া কাল যাপন করিতেন। এইরূপে কিছু কাল অতীত হইলে অশ্বপতিকন্যা সাবিত্রী পতি অন্বেষণে নির্গত হইয়া বন মধ্যে সত্যবান্‌কে দেখিলেন এবং তাঁহার রূপ ও গুণাদির বিষয় বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে মনে মনে বরমাল্য অর্পণ করেন। পরে তিনি পিতৃভবনে আসিয়া পিতার নিকট এই বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করেন। সেই সময় দেবর্ষি নারদ তথায় উপস্থিত ছিলেন। নারদ এই বৃত্তান্ত শুনিয়া তাঁহাকে কহিলেন, রাজন্‌! সত্যবান্‌ সকল গুণবিশিষ্ট হইলেও তাঁহার পরমায়ু অতি অল্প, অদ্য হইতে এক বৎসর পূর্ণ হইলে তাঁহার আয়ুঃ শেষ হইবে।

তখন রাজা অশ্বপতি সাবিত্রীকে কহিলেন, তুমি সত্যবানের আশা পরিত্যাগ কর। অন্য এক গুণবান্‌ ব্যক্তিকে বরণ কর, কারণ সত্যবান্‌ এক বৎসর পরেই দেহত্যাগ করিবেন, তখন দারুণ বৈধব্য ভোগ করিতে হইবে। সাবিত্রী কহিলেন, পিতঃ! আপনি এরূপ আদেশ করিবেন না, আমি যখন তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি, তখন আর আমি কিছুতেই নিবৃত্ত হইতে পারিব না।

অশ্বপতি সাবিত্রীর এই দৃঢ় সঙ্কল্প জানিতে পারিয়া সত্যবানের সহিত তাঁহার বিবাহ দিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। তখন তিনি বিবাহোপযোগী সম্ভার এবং সাবিত্রীকে সঙ্গে লইয়া অরণ্য মধ্যে দ্যুমৎসেনের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজর্ষে! সাবিত্রী নামে আমার একটী যোগ্যা কন্যা আছে, আপনি স্বধর্ম্মানুসারে ইহাকে পুত্রবধূ করিবার নিমিত্ত আমার নিকটে গ্রহণ করুন।

দ্যুমৎসেন কহিলেন, আমরা রাজ্য হইতে চ্যুত হইয়াছি, এবং বনবাসে সংযত ও তপস্বী হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিতেছি, কিন্তু আপনার দুহিতা বনবাসের অযোগ্যা, তবে কি প্রকারে ইনি আশ্রমে থাকিয়া এই ক্লেশ সহ্য করিবেন?

তদুত্তরে অশ্বপতি কহিলেন, রাজন্‌! সুখ ও দুঃখ এই উভয়ই অনিত্য, কখন উৎপন্ন, কখন বা বিনষ্ট হইয়া থাকে, আমার কন্যা ইহা বিশেষরূপে অবগত আছেন। অতএব আপনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিবেন না, সাবিত্রীকে আপনার পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করুন। তখন দ্যুমৎসেন অশ্বপতির বিপ্রযাচিত সেই আশ্রমবাসী সমুদয় ব্রাহ্মণগণকে আমন্ত্রণ করিয়া যথাবিধি বিবাহ কর্ম সম্পন্ন করাইলেন। রাজা অশ্বপতি সত্যবান্‌কে কন্যা সম্প্রদান ও যথাযোগ্য পরিচ্ছদাদি প্রদানপূর্ব্বক পরম হর্ষযুক্ত হইয়া স্বভবনে গমন করিলেন। সত্যবান্‌ সেই সর্ব্বগুণান্বিতা ভার্য্যা লাভ করিয়া আনন্দিত এবং সাবিত্রীও অভিলষিত পতি লাভ করিয়া অতিশয় হর্ষানুভব করিলেন। অতঃপর সাবিত্রী সকল আভরণ পরিত্যাগ করিয়া বল্কল পরিলেন। তখন সাবিত্রী পরিচর্য্যাশীল সত্যাদি গুণাবলি, স্নেহ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও সকলের অভিলাষানুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা সকলেরই তুষ্টি সম্পাদন করিতে লাগিলেন, এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইল। কিন্তু নারদ যে কথা বলিয়া ছিলেন, সাবিত্রীর অন্তঃকরণে তাহা দিবানিশি জাগরূক রহিল, কি শয়নে, কি উপবেশনে কোন অবস্থাতেই তিনি তাহা বিস্মৃত হইতে পারিলেন না।

অনন্তর কিছুকাল এই ভাবে অতিবাহিত হইল, সাবিত্রী নারদের কথানুসারে দিন গণনা করিতে ছিলেন, সম্প্রতি চতুর্থ দিবসে সত্যবানের মৃত্যু হইবে, ইহা সম্যক্‌রূপে স্থির করিয়া তিনি ত্রিরাত্রব্রতের অনুষ্ঠান করিলেন। এই ব্রতে তিন দিন উপবাস করিয়া থাকিতে হয়। যে দিন সত্যবানের মৃত্যু হইবে, সূর্য্যদেব উদিত হইলে পর 'অদ্য সেই দিবস' ইহা মনে করিয়া প্রদীপ্ত হুতাশনে আহুতি প্রদান ও সমুদয় ব্রাহ্মণ, শ্বশ্রূ ও শ্বশুরকে অভিবাদন করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। ব্রাহ্মণ গণ তাঁহাকে অবৈধব্যসূচক আশীর্ব্বাদ করিলেন। তখন সাবিত্রী নারদোক্ত মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। শ্বশ্রূ ও শ্বশুর সাবিত্রীকে আহারের জন্য বিশেষ করিয়া বলিতে লাগিলেন, তোমার ত্রিরাত্র ব্রত শেষ হইয়াছে, ভোজনকাল উপস্থিত, অতএব কাল বিলম্ব না করিয়া ভোজন কর, বিশেষতঃ অদ্য তিন দিন তুমি উপবাস করিয়া আছ। তখন সাবিত্রী কহিলেন, আমার ব্রত শেষ হইয়াছে সত্য, কিন্তু বিধাতা যাহ আমাকে ভোজন করিতে দেন, তাহা হইলে অদ্য সূর্য্যাস্ত হইলে ভোজন করিব।

এমন সময়ে সত্যবান্‌ কুঠারহস্তে বনগমনে উদ্যত হইলেন। তখন সাবিত্রী স্বামীকে কহিলেন, অদ্য একাকী আপনাকে বনে গমন করিতে দিব না, আমি আপনার সঙ্গে গমন করিব, অদ্য আপনাকে পরিত্যাগ করিতে আমার কিছুতেই উৎসাহ হইতেছে না। ইহাতে সত্যবান্‌ কহিলেন, তুমি পূর্ব্বে কখন বনগমন কর নাই, বনপথ অতি দুর্গম, বিশেষতঃ তুমি ব্রতোপবাসে নিতান্ত কৃশা হইয়াছ, সুতরাং পদব্রজে কি প্রকারে যাইবে? সাবিত্রী কহিলেন, আমার উপবাস জন্য ক্লান্তি বা পরিশ্রম নাই, আমি গমনে উৎসাহিনী হইয়াছি, আমাকে বাধা দিবেন না। তখন সত্যবান্‌ কহিলেন, যদি একান্তই তোমার বনগমনে অভিলাষ হয়, তাহা হইলে আমার পিতামাতার অনুমতি গ্রহণ কর। তখন সাবিত্রী শ্বশ্রূ ও শ্বশুরকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, স্বামী ফল আহরণের জন্য বনগমন করিতেছেন, অতএব আমি প্রার্থনা করি, আপনারা আমাকে তাঁহার সহিত যাইতে অনুমতি দিউন

ফল ও অগ্নি-হোত্রের জন্য কাষ্ঠপুত্র বনগমন করিতেছেন, সুতরাং তাঁহাকে নিবারণ করাও বিধেয় নহে। দ্যুমৎসেন তাঁহার নিতান্ত আগ্রহ দেখিয়া বনগমনে অনুমোদন করিলেন।

সাবিত্রী সত্যবানের সহিত বনগমন করিলেন। কিন্তু আসন্ন মৃত্যুর বিষয় চিন্তা করিয়া দুঃখে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। অনন্তর সত্যবান্‌ ফলকাষ্ঠাদি আহরণ করিতে করিতে সহসা তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, তখন তিনি শিরঃপীড়ায় অতি কাতর হইয়া সাবিত্রীকে কহিলেন, 'সাবিত্রী, আমার সমুদয় অঙ্গ যেন বিচলিত হইতেছে, আমি কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিতেছি না, যেন আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত বলিয়া বোধ হইতেছে, আমি ক্ষণকালও অবস্থান করিতে পারিতেছি না,' এই বলিয়া সাবিত্রীর ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিলেন।

অনন্তর সাবিত্রী সত্যবানের মৃত্যু উপস্থিত দেখিয়া অতিশয় ব্যাকুল ও বিষণ্ণ হইলেন। তৎপরে সাবিত্রী দেখিতে পাইলেন, রক্তবস্ত্রপরিধান, প্রশস্তকায় শ্যামগৌরবর্ণ লোহিতলোচন একজন ভয়ঙ্কর পুরুষ পাশ হস্তে লইয়া সত্যবানের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকেই নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সাবিত্রী তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন, আপনি কোন্‌ দেবতা, কি অভিপ্রায়ে এই স্থানে আগমন করিয়াছেন। তখন উক্ত পুরুষ কহিলেন, আমার নাম যম, তোমার পতির মৃত্যু হইয়াছে, আমি তাহাকে লইতে আসিয়াছি। সত্যবান্‌ অতিশয় পুণ্যাত্মা এবং তুমি অতিশয় পতিব্রতা, আমার দূতগণ তোমার সমক্ষে ইহাকে লইয়া যাইতে পারিবে না বলিয়া আমি স্বয়ং আসিয়াছি।

যম এই কথা বলিয়া অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষকে পাশ বদ্ধ করিয়া দক্ষিণ দিকে গমন করিতে লাগিলেন, সাবিত্রীও তখন তাঁহার অনুবর্তিনী হইলেন। যম তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য বারংবার বলিতে লাগিলেন, সাবিত্রী! তুমি এখন ইহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াদি সম্পাদন কর, ভর্তার নিকটে আর তোমার কোন ঋণ নাই, মানবের যতদূর আসা সম্ভব, ততদূর তুমি আসিয়াছ, অতএব প্রতিনিবৃত্ত হও।

অনন্তর সাবিত্রী কহিলেন, আমার স্বামী যে স্থানে নীত হইতেছেন এবং আপনিও যে স্থানে গমন করিতেছেন, আমারও সেই স্থানে গমন করা কর্তব্য। যে হেতু ইহাই সনাতন ধর্ম। তপস্যা, গুরুভক্তি, পতিস্নেহ, ব্রত ও আপনার প্রসাদে আমার গতি অপ্রতিহত হইবে। ইত্যাদি রূপে যমকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। তখন যম সাবিত্রীকে কহিলেন, আমি তোমার বাক্যে বিশেষ পরিতুষ্ট হইয়াছি, তুমি সত্যবানের জীবন ব্যতীত বর প্রার্থনা কর। তখন সাবিত্রী কহিলেন, আমার শ্বশুর দীর্ঘ রাজ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া অন্ধ হইয়া রহিয়াছেন, অতএব আমার প্রার্থনা এই যে আপনার প্রসাদে সেই নরপতি নয়ন লাভ করিয়া সূর্য্য সদৃশ তেজস্বী হউন। যম তাহাই হইবে বলিয়া বর প্রদান করিলেন এবং কহিলেন, এখন ফিরিয়া যাও, আসিয়া আর বৃথা শ্রম করিও না।

তখন সাবিত্রী কহিলেন, স্বামীর নিকট থাকিতে আমার শ্রম কোথায়? স্বামীর যে গতি, তাহাই আমার স্থির গতি হইবে। আপনি যেখানে আমার পতিকে লইয়া যাইবেন, আমি সেই স্থানেই যাইব। ইত্যাদি প্রকারে সাবিত্রী নানা প্রকার বাক্যবিন্যাসে যমকে তুষ্ট করিলেন।

তখন পুনর্ব্বার যম তাঁহাকে কহিলেন, তুমি সত্যবানের জীবন ব্যতীত অন্যবর লইয়া প্রস্থান কর। ইহাতে সাবিত্রী শ্বশুরের রাজ্য লাভ ও পিতার শত পুত্রলাভবর প্রার্থনা করেন। যম তাঁহাকে সেই বরই দিয়া বলিলেন যে এখন গৃহে ফিরিয়া যাও। তখন সাবিত্রী আবার যমকে নানা প্রকার স্তবাদি দ্বারা তুষ্ট করিতে লাগিলেন। যম পুনর্ব্বার কহিলেন, সত্যবানের জীবন ব্যতীত চতুর্থ বর প্রার্থনা কর। সাবিত্রীও কহিলেন, 'সত্যবানের ঔরসে আমার গর্ভে যাহাতে এক শত পুত্র হয় এই বর আমাকে প্রদান করুন,' যম তাহাই হইবে বলিয়া বর দিয়া কহিলেন, এইবার তুমি ফিরিয়া যাও।

তখন সাবিত্রী আবার মধুর ও হিতার্থযুক্ত বাক্য বিন্যাস করিয়া যমকে মোহিত করিলেন। যম তখন নিতান্ত পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, সাবিত্রী তুমি আর একটি বর প্রার্থনা কর, যাহার প্রতিরূপ আর একটীও নহে। তখন সাবিত্রী কহিলেন, আমি এই বরপ্রার্থনা করি যে সত্যবান্‌ জীবিত হউন। যে হেতু পতি ব্যতিরেকে আমি মৃতের ন্যায় রহিয়াছি, আমি পতিবিহীনা হইয়া সুখ, স্বর্গ, ঐশ্বর্য্য এমন কি জীবনধারণও ইচ্ছা করি না। দেখুন, আপনিই আমার শত পুত্র হইবার বর প্রদান করিয়াছেন, অথচ আমার পতিকে লইয়া যাইতেছেন। তখন যম সাবিত্রীর প্রতি নিতান্ত প্রীত হইয়া সত্যবানের জীবনদানরূপ বর প্রদান করিলেন, "ভদ্রে! আমি তোমার স্বামীকে এই মুক্ত করিয়া দিলাম। সত্যবান্‌ রোগমুক্ত ও সিদ্ধার্থ হইলেন, তোমার সহিত চারিশত বৎসর পরমায়ু লাভ করিবেন। তোমার গর্ভে শত পুত্র এবং তোমার মাতা মালবীর গর্ভেও শত পুত্র হইবে।" যম এইরূপে বর দিয়া প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর সত্যবান্‌ সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া সাবিত্রীকে কহিলেন, এখনও তুমি আমাকে জাগরিত কর নাই কেন? এক শ্যামবর্ণ পুরুষ যেন আমাকে আকর্ষণ করিতেছিলেন, তিনি কোথায় গমন করিলেন? যদি তুমি অবগত থাক, তাহা হইলে আমাকে ঐ বৃত্তান্ত জ্ঞাপন কর। তখন সাবিত্রী কহিলেন,

রাত্রি অতি গাঢ় হইয়াছে, আপনার পিতা মাতা এতক্ষণ আপনার জন্ত বিশেষ ব্যাকুল হইয়াছেন, অতএব এই বৃত্তান্ত আপনাকে কল্য বলিব। এখন যদি শরীর সুস্থ বোধ করেন, তাহা হইলে গৃহে গমন করুন, অথবা এই স্থানে রাত্রি যাপন করিয়া কল্য প্রাতে গমন করিবেন। ইহাতে সত্যবান্ কহিলেন, পিতা মাতা আমাদের অদর্শনে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছেন, এমন কি তাঁহারা জীবিত আছেন কি না সন্দেহ, সুতরাং অল্পকাল বিলম্ব করাও বিধেয় নহে। পথ সকল আমার চিরাভ্যস্ত, সুতরাং নক্ষত্রালোকে গমন করিতে কোন কষ্ট হইবে না। এই বলিয়া তাঁহারা গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে রাজা দ্যুমৎসেন হঠাৎ চক্ষু লাভ করিলেন। কিন্ত সাবিত্রী ও সত্যবান্‌কে আশ্রমে আসিতে না দেখিয়া নিতান্ত কাতর ভাবে রোদন করিতে লাগিলেন, ঋষিগণ তথায় সকলে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। এমন সময় অতি গভীর রাত্রিতে সাবিত্রী ও সত্যবান্ তথায় উপস্থিত হইয়া ঋষিগণ ও পিতা মাতাকে অভিবাদন করিলেন।

তখন ঋষিগণ কহিলেন, তোমাদের বিলম্বে তোমার পিতা মাতা মৃতপ্রায় হইয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকে অনেক প্রকার সান্ত্বনা করিয়া এতক্ষণ জীবিত রাখিয়াছি। তোমাদের বিলম্বের কারণ কি? বিশেষতঃ সাবিত্রীকে আমরা সাক্ষাৎ সাবিত্রী বলিয়া বিবেচনা করি, হঠাৎ দ্যুমৎসেনের চক্ষুলাভ হইয়াছে ইহারই বা কারণ কি? যদি এই বিষয় কোন গোপনীয় না থাকে, তাহা হইলে তুমি আমাদিগকে বলিয়া আমাদের কুতূহল নিবৃত্তি কর। ইহাতে সত্যবান্ বলিলেন, আমি কিছুই অবগত নহি, বনে কাষ্ঠাহরণ করিতে করিতে আমার অতিশয় শিরঃপীড়া হয়, ইহাতে কাতর হইয়া সুদীর্ঘকাল নিদ্রিতাবস্থায় ছিলাম, এই সময় যদি কোন বৃত্তান্ত সম্পাদিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা আমি জানি না, সাবিত্রী অবগত আছেন। তখন তাঁহারা সাবিত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলে সাবিত্রী কহিলেন, আপনাদের নিকট এই বৃত্তান্ত যথাযথ কীর্ত্তন করিতেছি বলিয়া সাবিত্রী নারদের নিকট হইতে পতির মৃত্যুর বিষয় হইতে আরম্ভ করিয়া সত্যবানের মৃত্যু এবং যমকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার নিকট বর লাভ প্রভৃতির বিবরণ যথাযথ বর্ণন করিলেন। শ্বশুরের চক্ষু ও রাজ্যলাভ, পিতার শত পুত্র এবং নিজের শত পুত্র ও সত্যবানের চারিশত বৎসর পরমায়ু এই পাঁচটী বর প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাও বলিলেন। ঋষিগণ এই বৃত্তান্ত শুনিয়া তাঁহার বারংবার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

এ দিকে দ্যুমৎসেনের অমাত্য শত্রুগণকে বিনাশ ও রাজ্য উদ্ধার করিয়া দ্যুমৎসেনকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করিলেন। পরে সত্যবানের শত পুত্র এবং মালবীর গর্ভে অশ্বপতির শত পুত্র হইল। এক সাবিত্রীই পিতা, মাতা, শ্বশ্রূ, শ্বশুর ও পতি এই সকলকেই সকল প্রকার বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

(ভারত বনপ° ২৯৩ হইতে ২৯৮ অ°) [সাবিত্রী শেষ]

সত্যবাহ (পুং) অথর্ব্ব গোত্রীয় ঋষিভেদ। (মুণ্ডকোপ° ১।১।২)

সত্যবাহন (ত্রি) ১ সত্যশীল। ২ যাহা সত্য আনয়ন করে।

সত্যবিজয়তীর্থ, সত্যপূর্ণ তীর্থের শিষ্য। ইনি প্রথম জীবনে কেশবাচার্য্য নামে খ্যাত ছিলেন। ১৭১০ খৃষ্টাব্দে ইঁহার তিরোধান ঘটে।

সত্যবিজয়শিখা, বেঙ্কটেশসহস্রনামটীকা প্রণেতা।

সত্যবিক্রম (ত্রি) ১ সত্যপরাক্রম। ২ সত্যবাদী।

সত্যবীরতীর্থ, মাধ্ব সম্প্রদায়ের একজন গুরু। সত্যপরাক্রম তীর্থের (১৮০১ খৃঃ) শিষ্য। ইনি প্রথমে বোধরামাচার্য্য নামে খ্যাত ছিলেন।

সত্যবৃত্ত (ত্রি) সত্যে বৃত্তং যস্য। ১ সত্যবাদী। (ক্লী) ২ সত্যক্রিয়।

সত্যবৃত্তি (ত্রি) সত্য কথনের ভাব। সত্যক্রিয়তা।

সত্যবৃধ্ (ত্রি) যজ্ঞবৃধ্। (শতপথব্রা° ৯।২।৩।৪৪)

সত্যবোধ, একজন প্রাচীন কবি।

সত্যবোধ পরমহংসপরিব্রাজক, মহাভারতটীকাপ্রণেতা দেববোধের গুরু।

সত্যবোধতীর্থ, সত্যপ্রিয় তীর্থের শিষ্য। ইনি স্বীয় গুরুর দেহান্তে সম্প্রদায়ের গুরুপদ লাভ করেন। প্রথম জীবনে ইনি রামাচার্য্য নামে খ্যাত ছিলেন। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে ইঁহার তিরোধান ঘটে।

সত্যব্রত (পুং) সত্যমেব ব্রতং যস্য। ত্রেতাযুগে সূর্য্যবংশীয় নরপতিবিশেষ। (মৎস্যপু° ১২ অ°) বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে ইনিই ত্রিশঙ্কু রাজা ছিলেন। (বিষ্ণুপু° ৪।৩ অ°) ২ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবিশেষ। (ভারত ১।৬৭।১১৭) ৩ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।১৫০) (ক্লী) ৪ সত্যরূপ ব্রত। (ত্রি) ৫ সত্যব্রতবিশিষ্ট।

সত্যব্রততীর্থ, বেদনিধিতীর্থের শিষ্য। প্রথমে জনার্দ্দনাচার্য্য নামে পরিচিত ছিলেন। ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে ইঁহার তিরোধান ঘটে।

সত্যশপথ (ত্রি) সত্যপ্রতিজ্ঞ, সত্য হইয়াছে শপথ যাহার।

সত্যশবস্ (ত্রি) অবিতথ বল, সত্যবলযুক্ত মরুৎ সকল। "যেহে সত্যশবসঃ" (ঋক্ ১।৮৬।৮) 'সত্যশবসঃ অবিতথবলাঃ' (সায়ণ)

সত্যশীল (ত্রি) সত্যং শীলং যস্য। সত্যস্বভাব। (সত্যাস্রয়

সত্যশীলিন্ (ত্রি) সত্যশীলযুক্ত, সত্যস্বভাব। (রামা° ৭।৮৭।১৪)

সত্যশুষ্ম (ত্রি) অবিতথ বলযুক্ত, যথার্থ বলবিশিষ্ট। "যজ্ঞায় সত্যশুষ্মায় তবসে ভরাধি" (ঋক্ ১।৫৭।১৫) 'সত্যশুষ্মায় অবিতথবলযুক্তায় তদ্বিদিত্তি বদনায়, শত্রূণাং শোষকত্বাৎ' (সায়ণ)

সত্যশ্রবস্ (স্ত্রী) ১ সত্যবিষয়শ্রবণকারী। (শতপথব্রা° ১১।৮।৩।২৬) ২ বায্যের পুত্র ঋষিভেদ। ইনি বৈদিক আচার্য্য ছিলেন। (ঋক্ ৫।৭৯।১) ৩ মার্কণ্ডেয়ের পুত্রভেদ। ৪ বীতিহোত্রের পুত্রভেদ। (ভাগ° ৯।১।২০)

সত্যশ্রী (পুং) ১ সত্যহিতের পুত্রভেদ। (স্ত্রী) ২ একজন জৈন শ্রাবিকা। (শত্রুঞ্জয় ১৪।৩১৭)

সত্যশ্রুৎ (ত্রি) সত্য দ্বারা প্রসিদ্ধ। "সত্যশ্রুতঃ কবয়ো যুবানঃ" (ঋক্ ৫।৫৭।৮) 'সত্যশ্রুতঃ সত্যেন সুতাকর্ণনেন প্রসিদ্ধাঃ।' (সায়ণ)

সত্যসংহিত (ত্রি) সত্যে সংহিতঃ। সত্যপ্রতিজ্ঞ, সত্যসন্ধ। (ঐতরেয়ব্রা° ১।৬)

সত্যসঙ্কল্প (পুং) সত্যো সঙ্কল্পো যস্য। সত্যসন্ধ, সত্যপ্রতিজ্ঞ।

সত্যসঙ্কল্পতীর্থ, মাধ্ব সম্প্রদায়ের একজন গুরু। সত্যধর্ম্মতীর্থের শিষ্য। ইনি প্রথমে শ্রীনিবাসাচার্য্য নামে পরিচিত ছিলেন। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ইঁহার তিরোধান হয়।

সত্যসঙ্কাশ (ত্রি) সত্যস্য সঙ্কাশঃ সদৃশঃ। সত্যসদৃশ।

সত্যসঙ্গর (পুং) সত্যঃ সঙ্গরঃ প্রতিজ্ঞা যুদ্ধং বা যস্য। ১ কুবের। (ত্রি) ২ অঙ্গীকাররক্ষিত যুক্ত। ৩ ঋষিবিশেষ। (ভারত ২।৭।১৫)

সত্যসতী (স্ত্রী) সত্যশীলা রমণী।

সত্যসত্বন্ (পুং) সত্য ভটযুক্ত। 'স সত্যসত্বন্ সত্যাঃ সত্বানো ভটা যস্য' (সায়ণ)

সত্যসদ্ (ত্রি) সত্যসদ্। (ঐতরেয়ব্রা° ৪।২০)

সত্যসন্তুষ্টতীর্থ, সত্যসঙ্কল্পতীর্থের শিষ্য। প্রথমে রামাচার্য্য নামে খ্যাত ছিলেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ইনি অপ্রকট হন।

সত্যসন্ধতীর্থ, সত্যবোধতীর্থের শিষ্য। পূর্ব্বনাম রামাচার্য্য। ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

সত্যসন্ধ (পুং) সত্যো সন্ধা অভিসন্ধির্যস্য। ১ রামচন্দ্র। (ভরত) ২ জনমেজয়। (শব্দরত্না°) ৩ বিষ্ণু। (ভারত ১৭।১৪৯।৭৭) ৪ ধৃতরাষ্ট্রপুত্র। (ত্রি) ৫ সত্যপ্রতিজ্ঞ।

"রামেশ্বরং সত্যসন্ধং দশরথতনয়ং শ্যামলং শান্তমূর্ত্তিং।
বন্দে লোকাভিরামং রঘুকুলতিলকং রাঘবং রাবণারিঃ॥"
(মহানাটক ১ অং)

৬ স্কন্দানুচরভেদ। (ভারত ৯) ৭ মহাভিষর্ণিত রাজভেদ। (মৎস্য° ৩৭।৪২)

সত্যসন্ধা (স্ত্রী) সত্যা সত্যাভিসন্ধি যস্যাঃ। দ্রৌপদী।

সত্যসন্ধতা (স্ত্রী) সত্যসন্ধস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সত্যসন্ধের ভাব বা ধর্ম।

সত্যসব (ত্রি) অবিতথ প্রেরণ। "সত্যসবং রত্নধামভি প্রিয়ং" (শুক্লযজুঃ ৪।২৫) 'সত্যসবং সত্যঃ সবো যস্য অবিতথপ্রেরণং' (মহীধর)

সত্যসবন (ত্রি) অবিতথ প্রেরণশীল। (শাঙ্খায়নশ্রৌ° ৮।১৮।৭)

সত্যসবস্ (ত্রি) অবিতথ প্রেরণকারী (সবিতৃ)। (লাট্যায়ন ৫।১২।১৩)

সত্যসহ (ত্রি) সত্যযুক্ত। (শতপথব্রা° ৯।৪।১।৭)

সত্যসহস্ (পুং) মনুপুত্রবিশেষ। স্বধামমনুপুত্র। (ভাগ° ৮।১৩।২৯)

সত্যসাক্ষিন্ (ত্রি) সত্যপ্রধান সাক্ষী।

"যথোক্তেন নয়ন্তস্তে পূয়ন্তে সত্যসাক্ষিণঃ।" (মনু ৮।২৫৭)
'সত্যসাক্ষিণঃ সত্যপ্রধানাঃ সাক্ষিণঃ।' (কুল্লুক)

সত্যসার (ত্রি) সত্যং সারো যস্য। সত্যবাদী, যাহাদের একমাত্র সারই সত্য। 'সত্যসারাহি সাধবঃ' (চলিত)

সত্যসেন (পুং) ১ ধর্ম্ম হইতে সূনৃতাতে জাত মনুপুত্রবিশেষ। (ভাগবত ৮।১।২৫) ২ ভারতবর্ণিত যোদ্ধৃভেদ। (ভারত কর্ণপর্ব্ব) ৩ দাক্ষিণাত্যের একজন সামন্ত রাজা। ইহারা যবনভঞ্জ উপাধিযুক্ত ছিলেন।

সত্যস্থ (ত্রি) সত্যে তিষ্ঠতি স্থা-ক। সত্যে অবস্থিত, সত্যবাদী, যাহারা সর্ব্বদা সত্যে অবস্থিত থাকেন।

সত্যহবিস্ (ত্রি) যজ্ঞে প্রদত্ত হবির্ভেদ। (শাঙ্খ°শ্রৌ° ১০।১৮।৫)

সত্যহব্য (পুং) ঋষিভেদ। [সাত্যহব্য দেখ।]

সত্যহিত (ত্রি) ১ সত্য অথচ হিতকর। (পুং) ২ রাজভেদ, রাজা পুষ্পবানের পিতা ও পুত্র। (ভাগবত ৯।২২।৭)

৩ আচার্য্যভেদ।

সত্যা (স্ত্রী) সত্যমস্ত্যস্যা ইতি সত্য-অচ্-টাপ্। ১ সীতা, রামপত্নী। ২ ব্যাসমাতা সত্যবতী। (শব্দরত্না°) ৩ দুর্গা। (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু°) ৪ কৃষ্ণপত্নী সত্যভামা। (ভাগবত ১।১৪।৩৭) ৫ শংযুপত্নী। (ভারত ৩।১১৮।৪)

সত্যাকৃতি (স্ত্রী) সত্যস্য আকৃতিঃ করণং (সত্যাদশপথে। পা ৫।৪।৬৬) ইতি ডাচ্। অবশ্য আমি ইহা ক্রয় করিব এইরূপ প্রতিজ্ঞা, পর্য্যায় সত্যঙ্কার, সত্যাপন। (অমর)

সত্যাগ্নি (পুং) সত্যস্য অগ্নিঃ। অগস্ত্যমুনি। (শব্দরত্না°)

সত্যাঙ্গ (পুং) প্লক্ষদ্বীপবাসী শূদ্রজাতিভেদ। (ভাগ° ৫।২০।৪)

সত্যাত্মক (ত্রি) সত্যং আত্মা যস্য। সত্যস্বরূপ।

সত্যাত্মজ (পুং) সত্যভামার পুত্র। (ভাগবত ৩।১।৩৫)

সত্যাত্মন্ (ত্রি) সত্যস্বরূপ, সত্যময়।

সত্যাধারহিরণ্যকেশিন্, হিরণ্যকেশি-প্রোক্তসূত্র, গৃহ্যসূত্র ও কল্প-

সূত্র-গ্রন্থপ্রণেতা। ঐ গ্রন্থরের অন্তর্গত নিম্নোক্ত কএকখানি খণ্ড গ্রন্থও তাঁহার রচিত বলিয়া প্রকাশ। যথা—আগ্রয়ণপ্রয়োগ, আধান, আপ্তোর্যামপ্রয়োগ, চয়নপ্রয়োগ, চাতুর্মাস্যপ্রয়োগ, জ্যোতিষ্টোমপ্রয়োগ, দর্শপূর্ণমাসপ্রয়োগ, পিতৃমেধসূত্র, প্রবর্গ্য-প্রয়োগ, প্রায়শ্চিত্তপ্রয়োগ, বাজপেয়প্রয়োগ, সোমপ্রয়োগ।

সত্যানন্দ, শিবকুমারচরিতা।

সত্যানন্দতীর্থ, বেদপ্রকাশরচয়িতা। ইনি রামকৃষ্ণানন্দ তীর্থের শিষ্য ছিলেন।

সত্যানন্দপরমহংস (পরিব্রাজক), একজন সাধু পুরুষ। মহাভারতপ্রদীপবিবরণপ্রণেতা ঈশ্বরানন্দের গুরু। ইনি প্রথমে রামচন্দ্র সরস্বতী নামে বিদিত ছিলেন।

সত্যানৃত (স্ত্রী) কিঞ্চিৎ সত্যং কিঞ্চিদনৃতং সত্যসহিত-মনৃতং বা যত্র। বাণিজ্য, ইহাতে কিছু সত্য কিছু মিথ্যা এই দুইই আছে, এই জন্য বাণিজ্যকে সত্যানৃত কহে। কেবল সত্য বা কেবল মিথ্যা দ্বারা বাণিজ্য হয় না, বাণিজ্যে সত্য ও মিথ্যা এই দুইই থাকে।

"সত্যানৃতন্তু বাণিজ্যং তেন চৈবাপি জীব্যতে।

সেবা শ্ববৃত্তিরাখ্যাতা তস্মাত্তাং পরিবর্জয়েৎ॥" (মনু ৪।৬)

সত্যাপণ (স্ত্রী) সত্যস্য করণং সত্য (সত্যাপপাশেতি। পা ৩।১।২৫) ইতি ণিচ্, আপুক্‌চ, ততো যুচ্। সত্যাকৃতি, আমি নিশ্চয় ক্রয় করিব এইরূপ প্রতিজ্ঞা।

সত্যাপণা (স্ত্রী) সত্যাপ-যুচ্-টাপ্। সত্যাপণ, আমি নিশ্চয় ক্রয় করিব এইরূপ প্রতিজ্ঞা।

সত্যাভিনবতীর্থ, ভাগবতপুরাণটীকা-রচয়িতা। ইনি প্রথমে নরসিংহাচার্য্য নামে খ্যাত ছিলেন। মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্যতম গুরু সত্যনাথ তীর্থের নিকট ইনি যতিধর্মে দীক্ষিত হন ও পরে কিছু-কাল গুরুপদে আসীন থাকিয়া ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

সত্যায়ু (পুং) ঐলের উর্ব্বশীগর্ভজাত পুত্রভেদ। ইহার পুত্র শ্রুতঞ্জয়। (ভাগবত ৯।১৯।১)

সত্যাবন্ (ত্রি) ঋতাবন্। (শতপথব্রা° ৭।৩।১।৩৪) অথর্ব্ববেদ ৪।২৯।১ মন্ত্রে সত্যাবন্ ও সত্যবান্ পাঠ দৃষ্ট হয়। গ্রন্থবিশেষে প্রথমোক্ত শব্দে ব্যক্তিবিশেষকে বুঝায়। শেষোক্ত শব্দ সত্যযুক্ত বা সত্যপ্রতিজ্ঞ পুরুষ অর্থপ্রকাশক।

সত্যাশিস্ (স্ত্রী) সত্য আশীর্ব্বাদ। (ত্রি) সত্য আশীর্যুক্ত। ২ আশীর্ব্বাদবিশিষ্ট।

সত্যাশ্রয় (পুং) চালুক্যবংশীয় সুপ্রসিদ্ধ নৃপতি।

[চালুক্যরাজবংশ দেখ।]

সত্যাষাঢ় (পুং) মুনিভেদ।

সত্যেতর (ত্রি) সত্যাদিতরঃ। সত্য হইতে ইতর, মিথ্যা।

সত্যৌপস্ (পুং) অগ্নিভেদ। (ভারত ১২ পর্ব্ব)

সত্যোক্তীর্থ, সত্যকাম তীর্থের শিষ্য। পূর্ব্বনাম নরসিংহাচার্য্য। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে ইঁহার দেহান্তর হয়।

সত্যেয়ু (পুং) রৌদ্রাশ্বের পুত্রভেদ। (ভাগ° ৯।২০।৪)

সত্যোক্তি (স্ত্রী) সত্যস্য উক্তিঃ। সত্যকথন।

সত্যোত্তর (ত্রি) সত্যভূয়িষ্ঠ। "সত্যোত্তরা হবৈদেবা অনৃতাপি বিচক্ষণেতি ময়ুসাধ্বর্য্যোন সত্যভূয়িষ্ঠা" (ঐতরেয়ব্রা° ১।৬)

সত্যোদ্য (ত্রি) সত্যস্য বদনঃ ক্যপ্। সত্যবাদী। (শব্দমালা)

সত্যোপযাচন (স্ত্রী) সত্যভিক্ষা। (গো° ব্রাহ্ম ৪।২৫।১৮)

সত্যৌজস্ (ত্রি) অবিতথবল। "সত্যৌজাঃ সত্যং অবিতথং ওজো বলং যস্য তাদৃশঃ" (অথর্ব্ব ৪।৩৬।১ সায়ণ)

সত্র, ১ সদন। ২ সন্ততি। অদন্ত চুরাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ সত্রয়তে। লুঙ্ অসসত্রত।

সত্র (স্ত্রী) সত্রায়তে সংগচ্ছতে ইতি সত্র-ঘঞ্। যজ্ঞবিশেষ। (ভাগবত ১।১ অ°)

সত্রপ (ত্রি) স্থানান্তরে গমন। (ভারত ১২ পর্ব্ব)।

(পুং) ২ ক্ষত্রপশব্দের অপভ্রংশ (Satrap)

সত্রা (স্ত্রী) ১ সত্যনাম। (ঋক্ ১।৫৭।৬) ২ সহ।

সত্রাকর (ত্রি) ফলবিষয়ে সত্যকারী। "সত্রাকরো যজমানস্য শংসঃ" (ঋক্ ১।১৭৮।৪) 'সত্রাকরঃ ফলানাং সত্যকারী' (সায়ণ)

সত্রাক্ষ (পুং) পূর্ণ জয়। (শাঙ্খ°শ্রৌ° ১৪।৪৫।১)

সত্রাজিৎ (পুং) সত্রেণ আজয়তি লোকানিতি আ-জি-ক্বিপ্। রাজবিশেষ, শ্রীকৃষ্ণের শ্বশুর সত্যভামার পিতা। কল্কিপুরাণে লিখিত আছে যে, ইনি পরে শশিধ্বজ নামে রাজা হইবেন। (কল্কিপু° ২৭ অ°) (ত্রি) ১ সম্যক্ জয়শীল।

"সত্রাজিতে নৃজিত উর্ব্বরাজিতে" (ঋক্ ২।২১।১)

'সত্রাজিতে সত্রা সম্যক্ জয়শীলায়' (সায়ণ)

সত্রাজিত (পুং) যদুবংশীয় রাজভেদ। (ভাগবত ৯।২৪।১০)

সত্রাদাবন্ (ত্রি) অভীষ্ট সকল ফলের সহিত প্রদাতা, যিনি সকল প্রকার অভীষ্ট ফলের সহিত প্রদান করেন। "চক্রং সত্রাদাবন্ নপাবৃধি" (ঋক্ ১।৭।৬) 'হে সত্রাদাবন্ অস্মদভীষ্টানাং সর্ব্বেষাং ফলানাং সহ প্রদাতঃ, সত্রা সহ 'শব্দার্থে, অভিমত-ফলজাতং সকল দদাতীতি ■ বনিপ্, সত্রাদাবা' (সায়ণ)

সত্রাস (ত্রি) ত্রাসেন সহ বর্ত্তমানঃ। ত্রাসের সহিত বর্ত্তমান, ভীত, ত্রাসবিশিষ্ট।

সত্রাসাহ (ত্রি) যুগপদ্ দারিদ্র্যনাশক, এককালীনই দারিদ্র্য-নাশক। "তম সত্রাসাহং বরেণ্যং" (ঋক্ ১।৭৯।৮)

'সত্রাসাহং সত্রা সহ যুগপদেব দারিদ্র্যস্য নাশকং ষহলি সহ ইতি বিঃ।' (সায়ণ)

সত্রাসাহীয় (ক্লী) সামভেদ। (লাট্যা° ৬।১২।১৪)

সত্রাহন্ (ত্রি) বহু শত্রুদিগের হননকারী। "সত্রাহনং দাধৃবিং তুম্রমিন্দ্রং" (ঋক্ ৪।১৭।৮) 'সত্রাহণং বহূনাং শত্রূণাং হন্তারং' (সায়ণ)

সত্রিজাতক (ক্লী) ত্রিজাতকেন সহ বর্ত্তমানং। মাংসখাদ্য বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—মাংস অধিক পরিমাণে ঘৃতে ভাজিয়া লইয়া গরম জলে পাক করিবে, পরে উহা ক্ষীরাদি মিশ্রিত করিয়া প্রায় শুষ্ক মতন হইলে শুঙ্ক ও মুদ্গাদি দিয়া নামাইয়া লইলে তাহাকে সত্রিজাতক কহে। (পাকচ°)

সত্বচ্ (ত্রি) ত্বচা সহ বর্ত্তমানং। ত্বকের সহিত বর্ত্তমান, বল্কলযুক্ত। (মনু ৪।৫৭)

সত্বচস্ (ত্রি) ত্বচবিশিষ্ট। (শতপথব্রা° ১০।৩।৩।১৮)

সত্বত (পুং) ১ মাধব (মাগধ) রাজপুত্রভেদ। (হরিবংশ) ২ অংশের পুত্রভেদ। (বিষ্ণুপু° ৪।১২।১৩)

সত্বন্ (পুং) প্রভূত বলযুক্ত, বা শত্রুদিগের সাদক।

"সত্ব বঃ শূরো মসত্বা" (ঋক্ ১।১৭৩।৫)

"সত্বা অতিপ্রভূতবলঃ, যদ্বা শত্রূণাং সাদকঃ" (সায়ণ)

সত্বৎ (পুং) দেশভেদ ও তদ্দেশবাসী। (পা° ৪।১।৮৬)

সত্বর (ক্লী) ত্বরয়া সহ বর্ত্ততে ইতি। ১ শীঘ্র। (ত্রি) ২ ত্বরাবিশিষ্ট। (ভরত)

"ত্রিংশদ্বর্ষোদ্বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং।

ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ॥" (মনু ৯।৯৪)

সত্বী (স্ত্রী) বৈনতেয়ের কন্যা ও বৃহন্মনার পত্নী। (হরিবংশ)

সৎসঙ্গ (পুং) সতাং সঙ্গঃ। সতের সহিত সঙ্গ, সাধুদিগের সহিত সংসর্গ। প্রবাদ আছে যে 'সৎসঙ্গে স্বর্গবাস অসৎ সঙ্গে সর্ব্বনাশ'। সৎসঙ্গ করিলে স্বর্গবাস তুল্য ফল ও অসৎসঙ্গে সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে। পুরাণাদি শাস্ত্রে সৎসঙ্গের বিশেষ প্রশংসা বর্ণিত হইয়াছে। "প্রায়েণ সমানগুণাঃ সহচরা ভবন্তি।" (ন্যায়) প্রায়ই সহচর সকল সমান গুণবিশিষ্ট হয়, এই ন্যায়ানুসারে সতের সঙ্গ করিলে সৎই হয়।

সৎসন্নিধিময় (ত্রি) সচ্চিন্ময়।

সৎসার (পুং) সন্ সারো যস্য। ১ বৃক্ষবিশেষ। ২ চিত্রকর। ৩ কবি। (ত্রি) ৪ উত্তম সারযুক্ত।

সথম্বা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর মহীকাম্বা বিভাগের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য। এখানকার সামন্ত সর্দারেরা বরোদার গাইকোবাড়কে বার্ষিক ৫৩১ টাকা, বালাসিনোরের অধিপতিকে ৪০১ টাকা এবং লুণাবাড়-রাজকে ১২৭ টাকা কর দিয়া থাকেন। এখানকার সর্দারগণ বরিয়া-কোলিবংশ সম্ভূত এবং ঠাকুর সাহিব উপাধিতে পরিচিত। ঠাকুর আজাব সিংহ (১৮৮৭ খৃঃ) স্বীয় শিক্ষাগুণে রাজ্যের অনেক উন্নতি সাধন করেন। এখানকার সর্দার বংশের দত্তকগ্রহণের অধিকার নাই, একমাত্র জ্যেষ্ঠ পুত্রই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী।

সথূৎকার (ক্লী) থূৎকৃত, থূৎকারের সহিত বর্ত্তমান। (হেম)

সদ্, ১ বিশরণভেদ। ২ গমন। ৩ অবসাদন, বিষাদ। ভ্বাদি° তুদাদি° পরস্মৈ° সক° অনিট্। লট্ সীদতি। লিট্ সসাদ, সেদতুঃ। লুট্ সত্তা। লুঙ্ অসদৎ। লৃঙ্ অসৎস্যত্। সন্ সিষৎসতি। ভাবকর্ম্ম অর্থে সদ ধাতুর উত্তর যঙ্ হয়। যঙ্ সাসদ্যতে, যঙ্ লুক্ সাসত্তি। ণিচ্ সাদয়তি লুঙ্ অসীষদৎ। অব+সদ=অবসাদ। আ+সদ=প্রাপ্তি, গমন, সন্নিকর্ষ। উৎ+সদ=উচ্ছেদ, উন্মূলন। উপ+সদ=সমীপগমন, সন্নিকর্ষ। প্রাপ্তি। নি+সদ=উপবেশন। প্র+সদ=প্রসাদ, নির্ম্মলীভাব। বি+সদ=বিষাদ।

সদংশক (পুং) সদংশকেন সহ বর্ত্তমানঃ। কর্কট। (রাজনি°)

সদংশবদন (পুং) সদংশং সংদংশাকারসহিতং বদনং যস্য। কঙ্কপক্ষী।

সদক্ষ (ত্রি) জ্ঞানযুক্ত। দক্ষতাবিশিষ্ট। (তৈত্তিরীয়স°৩।১।৪।২)

সদক্ষিণ (ত্রি) দক্ষিণয়া সহ বর্ত্তমানঃ। দক্ষিণার সহিত বর্ত্তমান, দক্ষিণাযুক্ত, দক্ষিণাবিশিষ্ট।

সদঞ্জন (ক্লী) সৎ অঞ্জনং। কুসুমাঞ্জন।

'রীতিপুষ্পং পুষ্পকেতুঃ পৌষ্পকং কুসুমাঞ্জনম্।

সদঞ্জনঞ্চ চাক্ষুষ্যং মালিকং বাতুলাক্ষিকম্॥' (শব্দচন্দ্রিকা)

সদণ্ড (ত্রি) দণ্ডের সহিত বর্ত্তমান, দণ্ডযুক্ত।

সদন (ক্লী) সীদত্যস্মিন্নিতি সদ অধিকরণে ল্যুট্। ১ গৃহ। ২ জল।

সদন (ম্লেচ্ছ) একজন হরিভক্তিপরায়ণ সাধক। ম্লেচ্ছকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও শ্রীভগবানে একান্ত অনুরাগ হেতু ইনি বৈষ্ণব-সমাজে পূজার্হ হইয়াছিলেন। (ভক্তিমাল্ভক্তি ২৪।৫২)

সদনাসদ্ (ত্রি) যজ্ঞগৃহে বাসকারী। "দক্ষিণাবত্তে দেবায় সদনাসদে" (ঋক্ ৯।৯৮।১০) 'সদনাসদে যজ্ঞগৃহে সীদতে।' (সায়ণ)

সদন্ত (ত্রি) দন্তযুক্ত।

সদন্দি (ত্রি) সর্ব্বদা শৃঙ্খলিত। (অথর্ব্ব ৫।২২।১৩)

সদপদেশ (ত্রি) সৎ বিষয়ে শিক্ষাদান। (ভাগ° ৫।৪।১৩)

সদম (ত্রি) দমযুক্ত। (ঋক্ ১।১০৪।৫)

সদম্ভ (ত্রি) দম্ভেন সহ বর্ত্তমানঃ। দম্ভযুক্ত, দম্ভবিশিষ্ট, অহঙ্কারের সহিত বর্ত্তমান।

সদয় (ত্রি) দয়য়া সহ বর্ত্তমানঃ। দয়াবিশিষ্ট।

সদর (পুং) অসুরভেদ। (হরিবংশ)

সদর্ (আরবী) ১ প্রকাশ্য, প্রকাশ্যস্থান, যেখানে সকলেই আসিতে পারে। যেমন সদর ও অন্দর (অন্তঃপুর)। ২ সম্মুখভাগ, মুখপাত। ৩ জেলার প্রধান নগর বা রাজধানী।

সদর-আদালৎ (আরবী) প্রধান দণ্ডবিধান-বিচারালয়।

সদরদে[ওয়া]ানী (আরবী) প্রধান স্বত্বনির্দ্ধারক বিচারালয়।

সদরদেওয়ানী আদালত, ইংরাজ কোম্পানীর আমলের প্রথম প্রতিষ্ঠিত বিচারালয়। বঙ্গেশ্বর মুর্শিদকুলী খাঁ বাঙ্গালার বিচার-প্রণালী সংশোধন করিয়া মুর্শিদাবাদে বিশেষ বিশেষ অপরাধের বিচার জন্য চারি প্রকার বিচারালয় স্থাপন করেন; তন্মধ্যে আদালৎ-উল্ আলিয়া-ই নিজামৎ ও মহকুমে আদালতে-দেওয়ানী সর্ব্ব প্রধান। এতদ্ভিন্ন মহকুমে কাজী (কাজীর আদালৎ) ও আদালত ফৌজদারী ছিল। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইব দিল্লী-শ্বরের সনন্দ-বলে বাঙ্গালার দেওয়ানী লাভ করিয়া নবাব নজম উদ্দৌলাকে নিজামতী ব্যয়বহনের জন্য সর্ব্বসমেত বার্ষিক ৫৮৬১০৩১৸৴০ টাকা নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলমাসে প্রচলিত প্রথানুসারে মুর্শিদাবাদ দরবারে কোম্পানীর প্রথম পুণ্যাহ হয়। ঐ দিন দেওয়ান-কোম্পানীর প্রতিনিধি ক্লাইব নবাব মসনদের দক্ষিণে আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ঘটনার পর হইতে রাজস্ব-সংগ্রহের ভার সম্পূর্ণরূপে কোম্পানীর অধীন হয়। ইংরাজ রাজপুরুষগণও সেই সূত্রে দুর্ব্বল নবাবগণের মাসহরা কমাইতে থাকেন। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দের ২৮এ আগষ্টের পত্রানুসারে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কলিকাতাস্থ গবর্ণর-বাহাদুর দেওয়ানী কার্য্যভার রীতিমত স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া রাজস্ব আদায়ের আদেশ প্রচার করেন। ১৭৭২ খৃঃ ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের কল্পনায় নবাবী-বৃত্তি ১৬ লক্ষে পরিণত হইয়াছিল। ঐ সময়ে খালসা-দপ্তর (রাজস্ব-বিভাগ) মুর্শিদাবাদ হইতে উঠাইয়া আনিয়া কলিকাতার খাস্ গবর্ণর ও কৌন্সিলের অধীনে স্থাপন করা হয়। রাজা দুর্ল্লভরামের পুত্র মহারাজ রাজবল্লভ ঐ সময়ে কোম্পানীর পক্ষে প্রথম রায়রাঁয়া নিযুক্ত হইয়া রাজস্ব-বিভাগের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণভার প্রাপ্ত হন।

বড়লাট ওয়ারেণ হেষ্টিংস এই সময়ে ফৌজদারী বিচারভারও সকৌন্সিল গবর্ণরের আয়ত্তাধীন করিয়া লইলেন। চারি বৎসর এই ভাবে কার্য্য চলিল বটে, কিন্তু তাহাতে বিচারভাগে নানা গোলযোগ উপস্থিত হইতে লাগিল দেখিয়া তিনি এই বিভাগের ভার পুনরায় নবাব কর্ম্মচারীর উপর দিবার ব্যবস্থা করিলেন। এই সময়ে রাজকীয় ব্যাপারে লিপ্ত নন্দকুমার হেষ্টিংসের বিষনয়নে পড়িলেন। নূতন সুপ্রীমকোর্টের বিচারে তাঁহাকে জালকারী অপরাধে অপরাধী করিয়া ফাঁসী কাঠে লটকান হইল। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিসের আদেশে ফৌজদারী বিচার-বিভাগও ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট স্বহস্তে গ্রহণ করেন। এই সময় হইতে কলিকাতায় পুনরায় নিজামৎ-আদালত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে সমগ্র বঙ্গের বিচার-কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য (কোর্ট অব সার্কিট্ নামে চারিটী মফঃস্বল আদালত স্থাপিত হয়।

[বিস্তৃত বিবরণ কলিকাতা ও বঙ্গদেশ শব্দে দেখ]

সদরপুর, যুক্তপ্রদেশের অযোধ্যা-বিভাগের সীতাপুর জেলার অন্তর্গত একটী পরগণা। ভূপরিমাণ ১০৮ বর্গ মাইল।

২ উক্ত জেলার একটী নগর এবং সদরপুর পরগণার বিচার সদর। সীতাপুর নগর হইতে ৩০ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত।

সদরস (শতরঙ্গ-পত্তন), মাল্রাজ প্রেসিডেন্সীর চিঙ্গেলপট জেলার চিঙ্গেলপট তালুকের অন্তর্গত একটী নগর। মান্দ্রাজ হইতে ৪৩ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। অক্ষা° ১২° ১৩′ ২৫″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°১২′ পূঃ। বহু প্রাচীনকাল হইতে এই নগর দাক্ষিণাত্যের বাণিজ্যকেন্দ্ররূপে পরিগণিত ছিল। ১৬৪৭ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজ বণিক্‌গণ ভারতীয় বাণিজ্যের বিস্তার আশায় এখানে সর্ব্ব প্রথমে একটী কুঠী স্থাপন করেন। ঐ সময়ের বহু পূর্ব্ব হইতেই এখানকার তন্তুবায়-সমিতির যত্নে প্রস্তুত এক প্রকার 'মস্‌লিন' বস্ত্র বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। বৈদেশিক বণিক্ প্রধান ওলন্দাজগণ ঐ বস্ত্রসংগ্রহের জন্যই এখানে বাণিজ্য-কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন। ওলন্দাজগণ আপনাদিগের বাণিজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার অভিপ্রায়ে এবং উপনিবেশিকগণকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য এখানে সমুদ্রতীরে একটী সুবৃহৎ ও সুদৃঢ় ইষ্টকদুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ঐ দুর্গ এবং তৎকালের প্রধান প্রধান ওলন্দাজ রাজকর্ম্মচারীদিগের বাসভবন অদ্যাপি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয় ঐ গুলি এখন ধ্বংসমুখে নিপতিত।

১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ এই নগর আক্রমণ ও অধিকার করেন এবং ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে উহা পুনরায় ওলন্দাজকরে সমর্পণ করিতে বাধ্য হন। ইহার কএক বৎসর পরে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে হীনবীর্য্য ওলন্দাজগণ সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া ইংরাজকরে নগর ও দুর্গ প্রত্যর্পণ করেন। তদবধি আজ পর্য্যন্ত ঐ স্থান ইংরাজাধিকারে রহিয়াছে। ইংরাজগণ সন্ধির সর্ত্তানুসারে আজিও যথাবিধানে দুর্গমধ্যস্থ ওলন্দাজ সমাধিক্ষেত্রের সম্মান ও মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছেন।

এখানে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের জন্য দুর্গের অপরদিকে এস্‌প্লানেড্ নামক রাস্তার ধারে কর্থলিক মিসনের স্কুল ও ওয়েস্‌লিয়ান মিসনের দুইটী গির্জ্জা স্থাপিত আছে। নগরে সেরূপ আর বণিক্ সমাগম নাই, বস্ত্রবয়ন-শিল্পের যথেষ্ট অবনতি ঘটিয়াছে, অতি অল্পসংখ্যক তন্তুবায় পূর্ব্বগৌরব রক্ষায় যত্নশীল রহিয়াছে বটে, কিন্তু তাহারা আপন আপন অধ্যবসায় ও বুদ্ধিকৌশলে আর সেরূপ সূক্ষ্ম বস্ত্র-

ধর্ম্মের জন্য সঞ্চয় করিবে। অর্দ্ধাংশ দ্বারা আত্মপোষণ ও নিত্য নৈমিত্তিকাদি কার্য্য সম্পাদন ও অবশিষ্ট এক ভাগ মূলধন স্বরূপ বর্দ্ধিত করিবে। কদাচ পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে না।

গৃহস্থ বিত্তানুসারে পিতৃগণ, দেবগণ, মনুষ্যগণ ও ভৃত্যগণের অর্চ্চনা করিয়া পরে স্বয়ং ভোজন করিবে। কোনরূপ অপকার বা উত্তেজনা ব্যতিরেকে কাহারও কখন দোষোদ্‌ঘোষণ করিবে না। একবস্ত্র পরিধান করিয়া দেবগণের অর্চ্চনা বা ভোজন করিতে নাই, নগ্ন হইয়া স্নান বা শয়ন করিবে না। পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজন ক্রুদ্ধ হইয়া কর্ম্ম করিলে তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না, ক্রুদ্ধ হইলে তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিবে। অন্য কোন ব্যক্তি তাঁহাদের পরিবাদ করিলে তাহা শ্রবণ করিবে না। অন্যের পরিহিত উপানৎ, বস্ত্র ও মাল্যাদি পরিধান করিবে না। কাহারও প্রতি আক্রোশ-প্রকাশ ও পিশুন-ব্যবহার বিধেয় নহে। মূর্খ, উন্মত্ত, বিপদ্‌গ্রস্ত, বিরূপ, মায়াবী, ন্যূনাঙ্গ, অধিকাঙ্গ, ইহাদিগকে কদাচ উপহাস করিতে নাই। উদ্ধত, উন্মত্ত, মূঢ়, অবিনীত, অশ্লীল, চৌর্য্যাদি দূষিত, অতিব্যয়শীল, লুব্ধ, বৈরী, বন্ধকীপতি, বলবান্ নীচ, নিন্দিত, হীনস্বভাব, ও সর্ব্বশঙ্কী এই সকল ব্যক্তির সহিত মিত্রতা বা একত্র বাস করা কদাচ বিধেয় নহে। সদাচারাবলম্বী সাধুগণ, প্রাজ্ঞ, খলতাহীন, শক্তিসম্পন্ন ও কার্য্যে উদ্যোগশালী ব্যক্তিদিগেরই সহিত মিত্রতা করিবে। শাস্ত্রে যে সকল শৌচ কার্য্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা গুরু বা লঘু যাহাই হউক কেন না, অবিলম্বে তাহা সম্পাদন করিবে। যেখানে বলবান্ বিজিতশত্রু ধর্ম্মতৎপর রাজার বাস, সেই স্থানে বাস করিবে। দুরাচার রাজ্যে বাস করিবেনা। সর্ব্বদা সুশীল সহবাসী-দিগের মধ্যে বাস করিবে। (মার্কণ্ডেয়পু° সদাচার নামক ৩৪ অ°)

সদাচার সম্বন্ধে মূল কথা এই যে, শাস্ত্রে যাহার যে বর্ণাশ্রম নির্দ্দিষ্ট, সেই বর্ণাশ্রম বিহিত যে সকল আচারপদ্ধতি তাহাই সেই সেই বর্ণের সদাচার। এই সদাচার যিনি পালন করেন, তাঁহার ইহপরত্র বিশেষ মঙ্গল হয়। এই সদাচাররূপ বৃক্ষের মূল ধর্ম্ম, ধন ইহার শাখা, পুষ্প ইহার কাম, ফল ইহার মোক্ষ, অতএব যিনি এই সদাচাররূপ তরু-সেবা করেন, তিনিই পুণ্যভোক্তা হন।

"ধর্ম্মোহস্য মূলং ধনমস্য শাখা
পুষ্পঞ্চ কামঃ ফলমস্য মোক্ষঃ।
অসৌ সদাচারতরুঃ সুকেশিন্
সংসেবিতো যেন স পুণ্যভোক্তা॥" (বামনপু° ১৪ অ°)

পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ড ২৯, ৩০, ৩১ অধ্যায়, বিষ্ণুপুরাণ ৩। ২১ অধ্যায়, বামনপুরাণ ১৪ অ°, মনু ৪ অ°, মার্কণ্ডেয়পুরাণ সদাচার নামক অধ্যায় প্রভৃতি গ্রন্থে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য। সন্ সাধুরাচারো যস্য। (ত্রি) ২ সদাচরণশীল, সদাচারী।

সদাচারবৎ (ত্রি) সদাচার অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। সদাচার-বিশিষ্ট, সদাচারযুক্ত।

সদাচারিন্ (ত্রি) সদাচার অস্ত্যর্থে ইনি। ১ সদাচারবিশিষ্ট। সদা চরতীতি চর-ণিনি। ২ সদা বিচরণশীল।

সদাচার্য্য, একাক্ষরনিঘণ্টু প্রণেতা।

সদাতন (পুং) সদা ভবঃ সদা সোহং চিরবিতি। ইতি টুট্যুলৌ তুট্‌চ্ (পা ৪।৩।২৩)। ১ বিষ্ণু। (ত্রি) ২ নিত্য। (অমর)

সদাতোয়া (স্ত্রী) সদা তোয়ং যত্র। ১ এলাপর্ণী। (শব্দচ°) ২ করতোয়া নদী।

সদাত্মন্ মুনি, প্রবোধচন্দ্রোদয়টীকা-রচয়িতা।

সদাদান (পুং) সদাদানং মদজলং যস্য। ১ ঐরাবত। ২ গণেশ। ৩ মত্তহস্তী। (মেদিনী) (স্ত্রী) ৪ নিত্যদান, সদাব্রত।

সদান (ত্রি) দানের সহিত। "উত বা সদানঃ" (ঋক্ ৭।৩৫।১১) 'সদানঃ সর্ব্বদানসহিতঃ' (সায়ণ)

সদানন্দ (পুং) সদা আনন্দো যস্য। ১ শিব। (ত্রি) ২ সদা আনন্দবিশিষ্ট, যাহার সর্ব্বদাই আনন্দ।

সদানন্দ, ১ ছন্দোগাহ্নিক প্রণেতা। ২ তত্ত্ববিবেকটীকা, প্রত্যক্‌-তত্ত্বচিন্তামণি ও স্বপ্রভা নাম্নী তাহার টীকারচয়িতা। ৩ বিদ্যা-সংগ্রহ নামক দীধিতি প্রণেতা। ৪ নৈষধীয়টীকারচয়িতা। ৫ পারাশরটীকা ও ভাস্বতীটীকা নামক জ্যোতির্গ্রন্থ প্রণেতা। ৬ ব্রহ্মসূত্রতাৎপর্য্যপ্রকাশপ্রণেতা। ৭ ভাগবতপদ্যাবলীব্যাখ্যা-রচয়িতা। ৮ মোক্ষধর্ম্মসারোদ্ধার প্রণেতা। ৯ রামকেশবতন্ত্রটীকা ও বিষ্ণুপুরাণক্রমদীপিকা-টীকা নামক দুই খানি গ্রন্থ-রচয়িতা। ১০ স্বরোদয়চন্দ্রিকা প্রণেতা। ১১ অদ্বৈতদীপিকাবিবরণ, অধ্যাত্ম-রামায়ণটিপ্পন, অবধূতগীতাটীকা, অমৃত-টিপ্পনি পঞ্চদশী-টীকা, ব্রহ্মগীতাব্যাখ্যা, যোগবাশিষ্ঠতাৎপর্য্যপ্রকাশ ও শিবসংহিতা টীকা নামক বহু গ্রন্থ প্রণেতা। কিন্তু আপাততঃ উক্ত নয়খানি টীকা গ্রন্থকে এক ব্যক্তির রচনা বলিয়া গ্রহণ করা সুকঠিন।

সদানন্দ কাশ্মীর, অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি, স্বরূপনির্ণয় ও স্বরূপপ্রকাশ নামক তিনখানি গ্রন্থ-রচয়িতা। ইনি ব্রহ্মানন্দ ও নারায়ণের শিষ্য।

সদানন্দ নাথ, তন্ত্রকৌমুদী প্রণেতা।

সদানন্দময় (ত্রি) সদানন্দ স্বরূপে ময়ট্। সদানন্দ স্বরূপ।

সদানন্দ যোগীন্দ্র, বেদান্তসার প্রণেতা। ইনি অদ্বয়ানন্দের শিষ্য।

সদানন্দ ব্যাস, ভগবদ্গীতাভাবপ্রকাশপ্রণেতা, ইনি ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে উক্ত গ্রন্থ রচনা করেন।

সদানন্দ শুক্ল, গণেশার্চ্চনচন্দ্রিকারচয়িতা।

সদানর্ত্ত (পুং) সদা নৃত্যতীতি নৃত-অচ্। ১ খঞ্জনপক্ষী। (শব্দচ°) (ত্রি) ২ সদানৃত্যকারক।

সদানিরাময়া (স্ত্রী) নদীভেদ। (ভারত ভীষ্মপর্ব)

সদানীরবহা (স্ত্রী) বহতীতি বহ-অচ্, সদা সর্ব্বদা নীরস্য বহা। করতোয়া নদী। (শব্দরত্না°)

সদানীরা (স্ত্রী) সদা নীরং যস্যাঃ। করতোয়া নদী। গৌরীর বিবাহকালে মহাদেবের করতলগলিত সম্প্রদান জল হইতে এই নদীর উদ্ভব, এই জন্য ইহার নাম করতোয়া। [করতোয়া দেখ]

শ্রাবণ মাসে সকল নদীই রজস্বলা হয়, কিন্তু এই নদী রজস্বলা হয় না। এই জন্য সর্ব্বদা ইহার জল ব্যবহৃত হওয়ায় ইহার নাম সদানীরা হইয়াছে।

"গৌরীবিবাহসময়ে শঙ্করকরগলিতসম্প্রদানতোয়প্রভাবত্বাৎ করস্য তোয়ং বিদ্যতে অস্যেতি করতোয়া অর্শ আদিত্বাদচ্ শ্রাবণে এতদন্যৎ সর্ব্বা নদ্যো রজস্বলা, ইয়ন্তু ন রজস্বলা, অতএব সদা সর্ব্বদা নীরমস্যা ইতি সদানীরা, তথাচ স্মৃতিঃ

অথাদৌ কর্কটে দেবী ত্র্যহং গঙ্গা রজস্বলা।
সর্ব্বা রক্তবহা নদ্যঃ করতোয়াম্বুবাহিনী॥" (ভরত)

বেদে এই নদীর উল্লেখ আছে। [আর্য্য শব্দ দেখ।]

সদান্বা (স্ত্রী) সর্ব্বদা আক্রোশকারিণী। "গিরিং গচ্ছ সদান্বে" (ঋক্ ১০।১৫৫।১) 'হে সদান্বে সর্ব্বদাক্রোশকারিণি!' (সায়ণ)

সদাপরিভূত (পুং) ১ বোধিসত্ত্বভেদ। (ত্রি) ২ সদাপরিভব-প্রাপ্ত, যাহারা সর্ব্বদা পরিভূত হয়।

সদাপর্ণ (ত্রি) সর্ব্বদা পত্রযুক্ত। (ভারত ১৩ পর্ব্ব)

সদাপুষ্প (পুং) সদা পুষ্পং যস্য। ১ নারিকেল বৃক্ষ। (শব্দমালা) (ত্রি) ২ সর্ব্বদা কুসুমযুক্ত, সকল সময় পুষ্পবিশিষ্ট। ৩ শ্বেতআকন্দ। ৪ লাল আকন্দ। ৫ কুন্দ বৃক্ষ। ৬ কার্পাস বৃক্ষ। ৭ আকন্দ বৃক্ষ।

সদাপুষ্পফলদ্রুম (ত্রি) সদা পুষ্পফলদ্রুমো যত্র। সর্ব্বদা পুষ্প ও ফলযুক্ত বৃক্ষবিশিষ্ট (উদ্যান)।

সদাপুষ্পী (স্ত্রী) সদা পুষ্পং যস্যাঃ ঙীষ্। রক্তার্ক বৃক্ষ, লাল আকন্দ। (রত্নমালা)

সদাপৃণ (ত্রি) সর্ব্বদা দানশীল। "সদাপৃণো যজতো বিবিঃ" (ঋক্ ৫।৪৪।১২) 'সদাপৃণঃ সর্ব্বদা দানশীলঃ।' (সায়ণ)

সদাপ্রমুদিত (স্ত্রী) সিদ্ধিভেদ। স্ত্রিয়াং টাপ্। সদা প্রমুদিতা। সংপ্রমুদিতা সিদ্ধি। (সাংখ্যতত্ত্ব ৪২)

সদাপ্রসূন (পুং) সদা প্রসূনং যস্য। ১ রোহিতক বৃক্ষ, চলিত রোড়া গাছ। (রাজনি°) ২ রক্তরোহিতক। (বৈদ্যকনি°) ৩ কুন্দবৃক্ষ। ৪ অর্ক বৃক্ষ। (ত্রি) ৫ সর্ব্বদা পুষ্পবিশিষ্ট।

সদাফল (পুং) সদা ফলং যস্য। ১ শ্রীফল, নারিকেল। ২ উদুম্বর বৃক্ষ, যজ্ঞডুমুর। (মেদিনী) ৩ বিল্ব। (জটাধর)

সদাফলা (স্ত্রী) সদা ফলং যস্যাঃ। ত্রিসন্ধি পুষ্প, বার্ত্তাকু বিশেষ। সপুষ্পবার্ত্তাকু, চলিত কুলি বেগুণ বা সদা বেগুণ। ইহার গুণ—ত্রিদোষনাশক, রক্তপিত্তপ্রসাদক, কণ্ডু ও কচ্ছু-রোগনাশক।

"সদাফলা ত্রিদোষঘ্নী রক্তপিত্তপ্রসাদনী।
কণ্ডুকচ্ছুহরী চৈব বার্ত্তাকী গুণবত্তরা॥" (রাজবল্লভ)

সদাভদ্রা (স্ত্রী) সদা ভদ্রমস্যাঃ। গম্ভারীবৃক্ষ। (রত্নমালা)

সদাভব (ত্রি) চিরন্তন। আবহমান বিদ্যমান। (ভক্তি ৫।৭৮)

সদাভাস (ত্রি) সতের আভাস। সৎ যে ব্রহ্ম তাহার আভাসবিশিষ্ট।

"এবং ত্রিবৃদহঙ্কারো ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ৈঃ।
স্বাভাসৈর্লক্ষিতোহনেন সদাভাসেন সত্যদৃক্॥"
(ভাগবত ৩।২৭।১৩)

'সদাভাসেন সতো ব্রহ্ম আভাসো যস্মিন্ তেন রূপেণ লক্ষিতঃ' (স্বামী)

সদাভ্রম (ত্রি) সদা ভ্রমো যস্য। সর্ব্বদা ভ্রমবিশিষ্ট।

সদামত্ত (ত্রি) সদা সর্ব্বস্মিন্ কালে মত্তঃ। সকল সময়ে মত্ত সকল কালেই মত্ততাবিশিষ্ট। স্ত্রিয়াং টাপ্। দেবগণভেদ। (বিষ্ণু°)

সদামদ (ত্রি) ১ গন্ধিভেদ। (হরিবংশ) ২ সদামত্ত (মার্ক° পু° ৮১।১২) ৩ সদামদজলশীল হস্তী।

সদাযোগিন্ (পুং) সদা সর্ব্বস্মিন্ কালে যোগী। ১ বিষ্ণু (ত্রিকা°) ২ হরিশয়নকালে মধুমাংসবর্জ্জনফলভাগী, হরিশয়নে মধু ও মাংস বর্জ্জন করিলে সদাযোগী হয়।

"সদামুনিঃ সদাযোগী মধুমাংসস্য বর্জ্জনাৎ।
নিরাধিনীরুগায়ুষ্মান্ বিষ্ণুভক্ত জায়তে॥" (তিথিতত্ত্ব)

সদারাম, আচারচন্দ্রোদয় প্রণেতা।

সদারাম ত্রিপাঠিন্, উদ্গাতৃমন্ত্রাকর, বাজসনেয়প্রয়োগটীকা, বাজসনেয়সামপ্রয়োগ ও সর্ব্বতোমুখোদ্যাপনপ্রণেতা। ইনি দেবেশ্বরের পুত্র ও সূর্য্যজিতের পৌত্র ছিলেন।

সদার্জ্জব (ত্রি) নিয়ত সরলচিত্ত। সৎপ্রকৃতিক।

সদাবৃধ (ত্রি) সদা বর্দ্ধমান। "কয়া ন শ্চিত্র আভুব দূতী সদাবৃধঃ" (ঋক্ ৪।৩১।১) 'সদাবৃধঃ সদা বর্দ্ধমানঃ' (সায়ণ)

সদাশঙ্কর, প্রায়শ্চিত্তসেতু প্রণেতা।

সদাশিব (ত্রি) ১ সর্ব্বদা মঙ্গলযুক্ত। ২ মহাদেব, শিব, ইনি সর্ব্বদা মঙ্গলময় বলিয়া সদাশিব নামে আখ্যাত।

সদাশিব, কএকজন প্রাচীন গ্রন্থকারের নাম—

১ কর্পূরস্তবটীকাপ্রণেতা।

২ কালতত্ত্ববিবেচনসারসংগ্রহপ্রণেতা। ইনি সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক বল্লভদেবের শিষ্য।

৩ চতুর্দ্দশীতিথ্যাদিপ্রশস্তিপ্রণেতা।

৪ দায়ভাগটীকাকার।

৫ ধাতুমঞ্জরী নামক বৈদ্যকগ্রন্থরচয়িতা।

৬ প্রচণ্ডভৈরব নামক ব্যায়োগপ্রণেতা।

৭ ভূতডামরতন্ত্রটীকারচয়িতা।

৮ মকরন্দসারিণী নামক জ্যোতিঃশাস্ত্রপ্রণেতা।

৯ মনীষাপঞ্চকপ্রণেতা।

১০ মহাভাষ্যগূঢ়ার্থদীপনী প্রণেতা।

১১ যুধিষ্ঠিরবিজয়টীকাপ্রণয়নকর্ত্তা।

১২ যোগসূত্রবৃত্তিকার।

১৩ শব্দার্জ্জনচন্দ্রিকারচয়িতা।

১৪ সাপিণ্ড্যকল্পলতিকাপ্রণেতা।

১৫ আশৌচস্মৃতিচন্দ্রিকা ও লিঙ্গার্চনচন্দ্রিকাপ্রণেতা। শেষোক্ত গ্রন্থখানি ইনি মহারাজ জয়সিংহের সভায় থাকিয়া রচনা করেন। ইনি গদাধরের পুত্র ও বিষ্ণুর পৌত্র এবং বলভদ্র গোত্রসম্ভূত ছিলেন।

১৬ জগন্নাথ পণ্ডিতকৃত গঙ্গালহরীর টীকাপ্রণেতা। মাণিক ভট্টের পুত্র ও নারায়ণের পৌত্র।

সদাশিব কবিরাজ গোস্বামিন্, কিরণচতুর্দশক নামক গ্রন্থপ্রণয়নকর্ত্তা।

সদাশিবগড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর উত্তরকণাড়া জেলার অন্তর্গত একটী গিরিদুর্গ ও নগর। কালী নদীর প্রবেশ-পথের উত্তরকূলে স্থাপিত। অক্ষা° ১৪° ৫০´ ২৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ১০´ ৫৫´´ পূঃ। ভূপৃষ্ঠ হইতে ২২০ ফিট্ উচ্চ একটী শঙ্কুশৈলের সমতল অধিত্যকাদেশে সদাশিবগড় দুর্গ অবস্থিত। নদীকূলের অভিমুখস্থ পর্ব্বতগাত্র দুরারোহ; সুতরাং ঐ পথে শত্রুর আক্রমণাশঙ্কা অতি অল্প। স্থলভাগের সম্মুখস্থ দুর্গপ্রাচীর ২০ ফিট উচ্চ ও ৬ ফিট প্রস্থ লালমাটী প্রস্তরে বিনির্ম্মিত। প্রাচীরটী ১০ একার জমি ঘিরিয়া আছে। প্রাচীরের উপর মধ্যে মধ্যে সেনা-সমাবেশের জন্য বুরুজ ও কামান সাজাইবার নিমিত্ত রন্ধ্র আছে। প্রাচীরের বহির্ভাগে বিস্তৃত পরিখা। দক্ষিণদিকে বপ্রভূমি ও প্রাচীর ব্যতীত দুর্গের অপর সকল স্থান এখনও অসংস্কৃত ও গুল্মকণ্টক রহিয়াছে। দুর্গের বহির্ভাগে দুর্গসংক্রান্ত আরও তিনটী কার্য্যালয় আছে। উহার মধ্যে পর্ব্বতের দক্ষিণে জলগর্ভ হইতে উত্তোলিত একটী বাটিকা, দ্বিতীয়টী পর্ব্বতের পূর্ব্বসানু প্রদেশে এবং তৃতীয়টী মূল দুর্গের অপর দিকে অবস্থিত। এই শেষোক্ত অট্টালিকা পরিখা ও বপ্রাদি দ্বারা সুশোভিত। পরবর্ত্তিকালে ইংরাজ গবর্মেণ্ট পর্ব্বতের দক্ষিণ কোণে দুইটী বাঙ্গালা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

১৬৭৪ হইতে ১৭১৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে কোন সোণ্ডা-সর্দ্দার কর্ত্তৃক এই দুর্গ নির্ম্মিত হয়। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজগণ সোণ্ডারাজকে আক্রমণ করিয়া ঐ দুর্গ অধিকার করেন এবং পরে ঐ দুর্গে পর্ত্তুগীজ সৈন্য রক্ষা করিয়াছিলেন। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজগণ ঐ দুর্গ পুনরায় সোণ্ডা-সর্দ্দারের হস্তে সমর্পণ করেন। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে হায়দর আলীর সেনাপতি ফজল উল্লা খাঁ এই দুর্গ অধিকার করিয়া লন। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ সেনাপতি জেনারল মেথিউ সসৈন্যে দুর্গাধিকারে অভিযান করেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে টিপুসুলতান এই দুর্গে বীর সেনা রক্ষা করিয়াছিলেন।

সদাশিবগড়-শৈলপাদমূলে চিত্তাকুল নামক গ্রাম ও বন্দর অবস্থিত। এক সময়ে এই চিত্তাকুল বহুদূরবর্ত্তী স্থান বাণিজ্য পরিব্যাপ্ত একটী প্রধান বাণিজ্যক্ষেত্র ছিল। অনুমান ৯০০ খৃষ্টাব্দের আরববাসী ভ্রমণকারী মসূদী হইতে ইংরাজ ভৌগোলিক ওগিলভি পর্য্যন্ত বহু গ্রন্থকার এই স্থানকে চিত্তাযোর, চিত্তাপোর, চিত্তাকোলা, চিত্তাকোরা, চিত্তকুলা বা চিত্তেকুলা শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন। ইংরাজ অধিকারে এই সদাশিবগড় বা চিত্তাকুল কারবার শুল্ক বিভাগের একটী আদায়কেন্দ্র বলিয়া নির্দ্ধারিত আছে ও তজ্জন্য এখানে একটী কাষ্টম হাউস স্থাপিত হইয়াছে।

সদাশিব তীর্থ, একজন সন্ন্যাসী। ইনি সর্ব্বনিয়মসন্ন্যাসনির্ণয়-প্রণেতার গুরু।

সদাশিব ত্রিপাঠিন্, দানমনোহর রচয়িতা। ইনি ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে স্বীয় প্রতিপালক রাজা মনোহর দাসের আদেশে উক্ত গ্রন্থ রচনা করেন।

সদাশিব দীক্ষিত, ১ গ্রহণদীপিকাপ্রণেতা। ২ সর্ব্বকল্পসার-রচয়িতা। ইনি পরমশিবের পুত্র।

সদাশিব দ্বিবেদিন্, হস্তিনীরহস্য ও দানপ্রবেশলক্ষণরচয়িতা।

সদাশিব ব্রহ্মেন্দ্র, আত্মবিদ্যাবিলাস, নক্ষত্রমালিকা, নবমণিমালা, নবর্ণমালা, বোধার্য্যা ও সদাশিবব্রহ্মবৃত্তিপ্রণেতা।

সদাশিব ভট্ট, শব্দেন্দুশেখরটীকারচয়িতা।

সদাশিব (রাও) ভাউ, একজন প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্র সর্দ্দার। চিম্নাজির পুত্র ও পেশবা বালাজি বাজিরাওর ভ্রাতুষ্পুত্র। ইনি স্বীয় অবিমৃষ্যকারিতাদোষে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে ১৪ই জানুয়ারী পাণিপথ রণক্ষেত্রে আহমদ শাহ আবদালীকর্ত্তৃক নিহত হন। ইঁহার সহিত মহারাষ্ট্রশক্তিরও সম্যক্ বিলয় সাধিত হয়। ইতিহাসে ইনি সদাশিব চিমনাজি ভাউ নামেও পরিচিত। [মহারাষ্ট্র শব্দ দেখ]

সদাশিবের বীরত্ব ও রণপ্রতিভা তৎকালে ভারতের বীর-সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ইঁহার মৃত্যুর পর নানা স্থানে ভাউ সাহেবের আবির্ভাব হয়। ঐ সকল জাল সদাশিব ভাউএর মধ্যে একজন ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে বারাণসীধামে

উপস্থিত হইয়া আপনাকে ভাউ সাহেব পরিচয়ে সাধারণকে উত্তেজিত করেন এবং ঐ সঙ্গে সেনাসংগ্রহে লিপ্ত হইয়া নগর মধ্যে নানা অশান্তির সূচনা করিয়াছিলেন। উহার প্রতিবিধান জন্য ইংরাজ কোম্পানী তাহাকে চুনার দুর্গে অবরোধ করেন। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে মহামতি হেষ্টিংস ইহাকে ছাড়িয়া দেন।

সদাশিব ভাউ ভাস্কর, একজন মহারাষ্ট্র সেনাপতি। ইনি সিন্দেরাজের পক্ষ হইয়া ১৮০১ খৃষ্টাব্দে হোলকররাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। ১৮০২ হইতে ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি কখনও সিন্দে, কখনও হোলকরপক্ষ এবং কখনও বা ইংরাজপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

সদাশিব ভাউ মঙ্কেশ্বর, একজন মরাঠা রাজসচিব। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে পেশবা বাজিরাও পুনরায় রাজতক্তে উপবিষ্ট হইয়া ইহাকে ইংরাজ-রেসিডেন্সীর কার্য্যাবলীর তত্ত্বাবধায়ক রূপে নিযুক্ত করেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে মিঃ এলফিন্‌ষ্টোনের রেসিডেণ্ট থাকা কাল পর্য্যন্ত ইনি ঐ পদে থাকিয়া কূটনীতির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন।

সদাশিব মুনিসারস্বত, বৃত্তরত্নাবলী নামী বৃত্তরত্নাকরটীকা-রচয়িতা।

সদাশিব মুলোপাধ্যা, দণ্ডপালিতত্ত্বপ্রণেতা। ইনি বিট্‌ঠলের পুত্র।

সদাশিব শুক্ল, কুণ্ডচূড়ামণিটীকা ও পঞ্চচূড়ামণিটীকারচয়িতা।

সদাশিবানন্দনাথ, গুরুস্তোত্রগ্রন্থ-রচয়িতা।

সদাশিবেন্দ্র, সাংখ্যকপ্রদীপিকা-বিবরণপ্রণেতা।

সদাশিবেন্দ্রসরস্বতী, একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও সন্ন্যাসী। ইনি গোপালেন্দ্র সরস্বতীর শিষ্য এবং শিবাদ্বৈতমুক্তিতত্ত্বপ্রকাশপ্রণেতা রামেশ্বরের গুরু।

সদাশিস্ (স্ত্রী) সদা আশীর্ব্বাদ। আশীর্ব্বাদ।
"গোপাশ্চ সমেত্যপূজয়ন্ মুদা
দধ্যক্ষতাদ্ভির্মুহুঃ সদাশিষঃ ॥" (ভাগবত ১০।২৫।২৯)
'সদাশিষঃ শ্রেষ্ঠান্ আশীর্ব্বাদান্' (স্বামী)

সদাসহ (ত্রি) সর্ব্বদা শত্রুদিগের অভিভূত হেতু।
"রয়িং সহিষ্ঠানং সদাসহং" (ঋক্ ১।৮।১)
'সদাসহং সর্ব্বদা শত্রূণাং অভিভবহেতুং' (সায়ণ)

সদাসা (ত্রি) সর্ব্বদা ভজমান। "প্রাতর্যাবাঃ সদাসাঃ" (ঋক্ ৪।১৬।২১) 'সদাসাঃ যাং সর্ব্বদা ভজমানাঃ' (সায়ণ)

সদাসুখ (ত্রি) সদা সুখং যস্য। সর্ব্বদা সুখযুক্ত, সর্ব্বদা সুখী। (স্ত্রী) সর্ব্বদা সুখ।

সদাসুখ, প্রয়াগবাসী একজন কায়স্থ কবি। গোলাপ রায়ের পৌত্র এবং বিষ্ণুপ্রসাদের পুত্র। ইনি ১৮০২ খৃষ্টাব্দে উর্দ্দু ভাষায় "মুন্তাখাব খুর্শেদ" নামে গদ্য ও পদ্যরচনা-প্রণালী বর্ণক একখানি অলঙ্কার শাস্ত্র রচনা করেন। এতদ্ভিন্ন ইহার রচিত উর্দ্দু ভাষায় একখানি উপাখ্যান মালা পাওয়া যায়।

সদিয়া, ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণকূল বা উত্তরতীর হইতে বিস্তৃত একটী ভূভাগ। ইহা আসামের উত্তরপূর্ব্ব সীমান্তে অবস্থিত। বর্ত্তমান সদিয়া থানা লখিমপুর জেলার ডিব্রুগড় উপ-বিভাগের মধ্যে অবস্থিত। উহার পরিমাণ ১৭৮ বর্গ মাইল।

সদিয়া, আসামবিভাগের লখিমপুর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণকূলে ডিব্রুগড় হইতে ৭০ মাইল দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭° ৪৯´ ৫৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯৫° ৪১´ ৩৫´´ পূঃ। সদিয়া গ্রাম ইংরাজ রাজ্যের উত্তরপূর্ব্ব সীমান্তে অবস্থিত থাকায় রাজ্যরক্ষা বিষয়ে বিশেষ উপযোগী বলিয়া গণ্য আছে।

ব্রহ্মরাজ্য হইতে আহোম রাজগণ আসাম আক্রমণ করিয়া প্রথমে সদিয়া অধিকার করেন। এখানে থাকিয়া আহোমরাজ-প্রতিনিধি অধিকৃত প্রদেশসমূহ শাসন করিতেন। সদিয়ায় তাঁহার বাস নিরূপিত ছিল বলিয়া তিনি "সদিয়া খোয়া" নামে পরিচিত ছিলেন। ব্রহ্ম-সৈন্য যখন সমগ্র আসাম জয় করে, তখন হইতে ঐ উপাধি স্থানীয় কোন খাম্‌তী সর্দ্দারের উপর ন্যস্ত হয়। ইংরাজগণ ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে আসামবিজয়ের পর উক্ত বংশীয় সর্দ্দারকেই "সদিয়া খোয়া" বলিয়া স্বীকার করেন। ইংরাজ-রাজের সন্ধিপত্রে উক্ত সদিয়া খোয়া ১০০ শত সেনা সাহায্য করিতে বাধ্য হন। ঐ সকল সেনার ব্যয়-ভার তিনি প্রজাবর্গের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতেন। ঐ সময়েই একদল ইংরাজ-সৈন্য সদিয়ায় রহিল। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে সদিয়া খোয়ার পীড়ন যখন প্রজাবর্গের অসহ্য হইয়া উঠে, তখন ইংরাজ-রাজ উক্ত প্রদেশের শাসনভার তথাকার ইংরাজ-সেনাপতির হস্তে অর্পণ করেন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে খাম্‌তিগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে এবং তথাকার থানা লুটিয়া ইংরাজ সেনানায়ক মেজর হোয়াইটকে সদলে নিহত করে। ঐ সময়ে সদিয়া বাণিজ্য-প্রধান ছিল এবং প্রায় ৪ হাজার লোক্ ঐ স্থানে থাকিয়া বাণিজ্য পরিচালন করিত। খাম্‌তী অত্যাচারের পর ঐ স্থান প্রায় জনশূন্য হইয়া পড়ে। শান্তি স্থাপিত হইবার পর, পুনরায় ঐ স্থানে ক্রমিক উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে।

স্থানীয় খাম্‌তী, মিশ্‌মী ও সিঙ্গপো প্রভৃতি অসভ্য জাতির সহিত মিত্রতা বৃদ্ধির জন্য প্রতিবৎসর মাঘ মাসের প্রথম পূর্ণিমায় এখানে একটী মেলা বসিয়া থাকে। রাজনীতিকুশল ইংরাজ গবর্মেণ্ট ঐ মেলার উদ্যোক্তা। লখিমপুরের ডেপুটী কমিশনর

আপনার ঘরে আসি দেখে বড় দুরাচার।
কান্দিয়া পড়িল যথা ঠাকুর ঘরতার॥
যেখানে অনাথ গোসাঞি জানিল ভগবান্।
আর না হইবে মুরলী কানু ঘোষের সমান॥
মুরলী বলে কেনে প্রভু কৈলে পতন।
নতুবা ত্যজিব প্রাণ শুন নিরঞ্জন॥
পৃথিবীর লোক মোরে না করিবে ব্যবহার।
ইহার উপায় মোরে কর করতার॥
এই বাক্য শুনি ধর্ম্মের উপজিল হাস।
সবে যাত্র অশুদ্ধ থাকিবে এক মাস॥
পরে গোপ হইয়া থাক সমাজ ভিতরে।
এক মাস করিব মেলা গোকুলনগরে॥
এই কথা শুনিয়া মুরলী ঘোষ করে নিবেদন।
যেখানে অনাথ গোসাঞি জানিল তখন॥
আষাঢ় মাসেতে রথদিন কিঞ্চিতনে।
রথের কাছি ধরিয়া করিবে কোলাহলে॥
নানা দ্রব্য লইয়া লোক আসিব সেই স্থানে।
রাখিয়া রথের কাছি কাড়িয়া খাবে বলে॥"

বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই সদ্গোপ জাতির বাস দেখা যায়। ভূমি-কর্ষণপূর্ব্বক চাষবাস করাই ইঁহাদের প্রধানতম বৃত্তি ও উপ-জীবিকা। ইঁহাদের সামাজিক অবস্থা বিশেষ উন্নত এবং আচার ব্যবহারে ইঁহারা সর্ব্বতোভাবে উচ্চবর্ণের সমতুল্য। বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্য-শিক্ষাপ্রভাবে এই সম্প্রদায়ের বহুলোক রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া উচ্চসম্মান লাভ করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেক ভূম্যধিকারী ও বদান্যতায় যশস্বী হইয়াছেন। মণি-মাধবের "সদ্গোপকুলাচার" নামক গ্রন্থে দেখা যায়, সদ্গোপ জাতি গোপ (গোয়ালা) হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অনেকে অনুমান করেন, ইঁহারা পূর্ব্বে গোপজাতীয় ছিলেন, দুগ্ধবিক্রয়ব্যবসা পরিত্যাগ করায় সমাজে সদ্গোপ নামে পরিচিত হইয়াছেন। এই কথার মূলে কোনরূপ সত্য আছে কি না, তাহা আমরা বিচার করিতে অক্ষম, তবে ব্রাহ্মণপ্রাধান্য কালে সদ্গোপগণ ■ হিন্দুসমাজে জলাচরণীয় সৎশূদ্র মধ্যে গৃহীত হইয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহ। সদ্গোপের হস্তে জল ও মিষ্টান্নাদি আহার দোষাবহ নহে।

কায়স্থগণের ন্যায় ইঁহাদের মধ্যেও কুলীন ও মৌলিক নামে দুইটী সমাজগত বিভাগ দৃষ্ট হয়। স্থানবিশেষে বাস হেতু কুলী-নেরা দুই ভাগে বিভক্ত আছে। গঙ্গা নদীর পূর্ব্ব-দিগ্বাসী সদ্গোপ কুলীনেরা পূর্ব্ব-কুলিয়া নামে খ্যাত। ইঁহাদের মধ্যে শূর, বিশ্বাস ও নিয়োগী পদবী দৃষ্ট হয়। গঙ্গার পশ্চিমাঞ্চলবাসী সদ্গোপ কুলীনগণ পশ্চিম-কুলিয়া নামে পরিচিত। ইঁহাদের মধ্যে কুণ্ডার, মল্লিক, হাযরা, রাণা, রায় ও দাস পদবী প্রচলিত আছে। এ ছাড়া ঘোষ, পাল, সরকার, হালদার, দাস, চৌধুরী ও কার্য্যী মৌলিক সদ্গোপগণের বংশোপাধি। ঐ উপাধি গুলি কর্ম্মজ্ঞাপক ও স্থানবাচক। মণিমাধবের কুলগ্রন্থে ঐ সকল উপাধি গ্রহণ প্রচলনের কারণ বিবৃত ভাবে বর্ণিত আছে।

মণিমাধবের মতে সদ্গোপ জাতির আদিপুরুষ কানু ঘোষের পাঁচ পুত্র জন্মে, যথা ১ম মণিরাম, ২য় শ্রীরাম, ৩য় নরসিংহ, ৪র্থ পরশুরাম ও ৫ম ধনঞ্জয়। এই পঞ্চজনের মধ্যে যিনি যে গুরুর নিকট মন্ত্র দীক্ষা লাভ করেন, সেই গুরুর গোত্রানুসারে তাঁহার গোত্র স্থির হয়। এইরূপে মণিরামের কাশ্যপ, শ্রীরামের শাণ্ডিল্য, নরসিংহের মৌদগল্য (মধুকুল্য), পরশুরামের উদ্ধব এবং ধনঞ্জয়ের গৌতম ঋষি গোত্র। এই পঞ্চ জনের বংশধরগণ অদ্যাপি কাশ্যপাদি পঞ্চগোত্রে বিভক্ত। ঐ কয়জনের মধ্যে নরসিংহের এক পুত্র স্পর্শমণি পাইয়া তদ্দ্বারা বহু স্বর্ণ পাত্র প্রস্তুত করেন এবং সকল জ্ঞাতিকুটুম্বকে আহ্বান করিয়া স্বর্ণ পাত্রে আহার করাইয়াছিলেন, এ কারণ তিনি স্ব সমাজে 'প্রতিহার' উপাধি লাভ করেন। মণিরামের মধ্যম পুত্র পুরঞ্জন পর্ব্বতশিখরে গিয়া নিজ বাহু বলে তথায় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁহার দুই পুত্র ও তদ্বংশীয়গণ 'শিখরিয়া কুমার' বা 'শিখরিয়া কুণ্ডর' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

বাঙ্গালার অন্তর্গত বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, হুগলী, নদীয়া, ২৪ পরগণা ও বাঁকুড়া জেলায় প্রধানতঃ সদ্গোপ জাতির বাস আছে। ইঁহাদের সংখ্যা ৬ লক্ষের অধিক নহে। বাঙ্গালায় যে সকল ধনাঢ্য সদ্গোপ পরিবার আছে, তাঁহাদের নাম নিম্নে বিবৃত হইল :—

১ মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত যশোমধ্যস্থ ভূম্যধিকারী নাড়াজোলের রাজবংশ। ইঁহাদের অর্থে আকাশগড়, কর্ণগড় ও নাড়াজোলে ঠাকুরবাড়ী ও তৎসংলগ্ন ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠিত আছে।

২ হুগলী জেলার অন্তর্গত পিওসাড়াগ্রামবাসী সরকার-বংশ।

৩ হুগলী জেলার তারকেশ্বর থানার নিকটবর্ত্তী পরাণবাটীর সরকার বংশ। ঘোষ উপাধিক পরাণচন্দ্র সরকার এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার নির্ম্মিত শিব, কৃষ্ণ-রাধিকা, রাধিকা, কালী, মঙ্গলচণ্ডী ও নারায়ণমন্দির অদ্যাপি তাঁহার বংশধরগণ রক্ষা করিতেছেন।

৪ তমলুকের নিকটবর্ত্তী মাধবপুরের রায়বংশ।

৫ মেদিনীপুরের অন্তর্গত বাদলায় হালদারবংশ।

৬ উক্ত জেলার সবঙ্গ পরগণায় আলা-বিষ্ণুবাসী পাঁজা বংশ।

পাশ্চাত্য শিক্ষা বলে যে সকল সদ্গোপ যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের নাম বিশিষ্ট

সমাজে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি যে কেবল চিকিৎসা-বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া যশোভাক্ হইয়াছিলেন তাহা নহে, তাঁহার যত্নে কলিকাতা মহানগরীতে "Indian Science Association" নামক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বঙ্গে বিজ্ঞানচর্চার যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে। তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থাবলির দ্বারাও তিনি সাহিত্য-জগতে অগ্রণী হইয়া রহিয়াছেন। তিনি কএক বৎসর বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ও কলিকাতা ইউনিভার্সিটির সিণ্ডিকেটের সদস্য ছিলেন।

সদ্গোপদিগের মধ্যেও ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের অভাব হয় নাই। বাঙ্গালায় বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রবর্ত্তক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পর, কাঞ্চনপল্লীর (কাঁচরাপাড়া) অদূরস্থ ঘোষপাড়ার কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক সদ্গোপকুলতিলক আউল-চাঁদের নাম দৃষ্টান্ত স্থল। বাঙ্গালার বহু নরনারী আজও সেই আউলচাঁদের ভক্ত।

সদ্গোরক্ষ (পুং) এক প্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদবিৎ।

সদ্গ্রহ (পুং) সন্ গ্রহঃ। শুভগ্রহ, বৃহস্পতি ও শুক্র গ্রহ। গ্রহদিগের মধ্যে উক্ত দুইটী গ্রহই সদ্গ্রহ শব্দবাচ্য। চন্দ্র ও বুধ ইহারা শুভগ্রহ হইলেও যখন পাপযুক্ত হন, তখন পাপগ্রহ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। সুতরাং বৃহস্পতি ও শুক্রই সদ্গ্রহ। (বৃহৎসংহিতা ২৮।২১)

সদ্ঘন (পুং) চিদ্ঘন, আনন্দঘন। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। (নৃসিংহতাপনী-উপ° ৯।১৪৯)

সদ্ধর্ম্ম (পুং) সন্-ধর্ম্মঃ। সাধুধর্ম্ম, উত্তম ধর্ম্ম। যাহা সর্ব্ববাদিসম্মত, যাহাতে কোন বিরোধ নাই, তাহাই সদ্ধর্ম্ম।

সদ্ধর্ম্মচারিন্ (ত্রি) সদ্ধর্ম্মমাচরতীতি চর-ণিনি। যিনি সাধু ধর্ম্মাচরণ করেন।

সদ্ধেতু (পুং) সন্ হেতুঃ। সাধুহেতু, যে হেতুতে কোন দোষ নাই। ন্যায়দর্শনে সৎ ও অসদ্ভেদে হেতু ■ প্রকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যে সকল হেতুতে হেত্বাভাস প্রভৃতি কোন দোষ নাই, তাহাই সদ্ধেতু শব্দবাচ্য। এই সদ্ধেতু পাঁচ প্রকার, যথা—পক্ষসত্ত্ব, সপক্ষসত্ত্ব, বিপক্ষাসত্ত্ব, অবাধিত-বিষয়ত্ব, ও অসৎপ্রতিপক্ষিতত্ব। [বিশেষ বিবরণ হেতুশব্দে দেখ]

সদ্ভাগ্য (স্ত্রী) সৎভাগ্যং। সুভাগ্য, উত্তমভাগ্য, শুভাদৃষ্ট।

সদ্ভাব (পুং) সতোভাবঃ। ১ সত্তা, স্থিতি। ২ সাধুতা। ৩ প্রণয়, বন্ধুত্ব। ৪ সংধাতু। ৫ সৎস্বভাবে। ৬ সত্যতা।

সদ্ভাবশ্রী (স্ত্রী) কাশ্মীরস্থ দেবীমূর্ত্তিভেদ। (রাজতর° ৩।৩৫৩)

সদ্ভূত (ত্রি) সন্ ভূতঃ। ১ সত্য, যথার্থ। (হেম)

সদ্ভৃত্য (পুং) সাধুভৃত্য, উত্তম ভৃত্য।

সদ্বক্তৃ (পুং) সন্ বক্তা। উত্তম বক্তা, যিনি উত্তমরূপে বক্তৃতা করিতে পারেন, বাগ্মী।

সদ্বক্তৃতা (স্ত্রী) সদ্বক্তুর্ভাবঃ তল্-টাপ্, বা সতী বক্তৃতা। উত্তম বক্তৃতা, সদ্বক্তা যে বক্তৃতা করে।

সদ্বিদ্যা (স্ত্রী) সতী বিদ্যা। উত্তমবিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ব্রহ্মজ্ঞান। একমাত্র ব্রহ্মই সৎপদার্থ, ব্রহ্ম ভিন্ন যাহা কিছু সকলই অসৎ, সুতরাং ব্রহ্মবিষয়ক বিদ্যাই সদ্বিদ্যা।

সদ্বিবেচনা (স্ত্রী) সতী বিবেচনা। উত্তম বিবেচনা, সাধু বিবেচনা।

সদ্বুদ্ধি (স্ত্রী) সতী বুদ্ধিঃ। উত্তম বুদ্ধি, সাধু বুদ্ধি। (ত্রি) সতী বুদ্ধির্যস্য। ২ সদ্বুদ্ধিবিশিষ্ট, যাহার সদ্বুদ্ধি আছে।

সদ্বৃত্ত (ত্রি) সদ্বৃত্তং যস্য। সচ্চরিত্র, সাধু।

সদ্মন্ (ক্লী) সীদন্ত্যস্মিন্নিতি সদ-মনিন্। ১ গৃহ। (রঘু ৩।১৯) ২ জল। অন্তরীক্ষে প্রাণিনো যত্র। ৩ সংগ্রাম। (নিঘণ্টু ২।১৭)

সদ্মবর্হিস্ (ত্রি) সোমবিশেষ, যে সকল সোমের স্থান বর্হিঃসদ্যোপলক্ষিত হইয়াছে, তাহাকে সদ্মবর্হিস্ কহে। "ত্বং পুনতি দিবি সদ্মবর্হিঃ" (ঋক্ ১।৫২।১০) 'সদ্মবর্হিষঃ সদ্ম সদনং স্থানং বর্হিঃ সদ্যোপলক্ষিতো যজ্ঞো যেষাং সোমানাং তে সোমাঃ' (সায়ণ)

সদ্মমখস্ (ত্রি) প্রাপ্তযজ্ঞ, যিনি যজ্ঞ প্রাপ্ত হইয়াছেন। "দিবো ন সদ্মমখসং" (ঋক্ ১।১৮।৯) 'সদ্মমখসং প্রাপ্তযজ্ঞং সীদন্তীতি সদ্ম 'অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যতে' ইতি মনিন্, সদ্ম মখো যস্যেতি বহুব্রীহৌ ইকারস্য ব্যত্যয়েন লকারঃ' (সায়ণ)

সদ্য (ক্লী) তৎক্ষণাৎ।

সদ্যঊতি (ত্রি) সদ্যোগমনযুক্ত, তৎক্ষণাৎ গমনকারী।

"নবযুজঃ সদ্যউতয়ঃ" (ঋক্ ১০।৭৮।২)

'সদ্যউতয়ঃ সদ্যোগমনাঃ' (সায়ণ)

সদ্যকৃত (ক্লী) সদ্যস্তৎক্ষণাৎ কৃতং। ১ নাম। (ত্রিকা°) (ত্রি) ২ তৎক্ষণকৃত, যাহা তৎক্ষণাৎ অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

সদ্যঃক্রী (ত্রি) যাহা সদ্যই নিষ্পন্ন হয়। (পুং) ১ একাহসাধ্য সোমযাগ। ২ দীক্ষা, উপসদ্ ও সুত্যা প্রভৃতি সদ্যঃক্রীয় কর্ম্ম।

সদ্যঃক্ষত (ত্রি) তৎক্ষণাৎ যাহা ক্ষত হইয়াছে।

সদ্যঃপর্য্যুষিত (ত্রি) সদ্যস্তৎক্ষণাৎ পর্য্যুষিতঃ। তৎক্ষণাৎ যাহা পর্য্যুষিত হইয়াছে। (সুশ্রুত)

সদ্যঃপাক (ত্রি) তৎক্ষণাৎ যাহা পাক করা হইয়াছে।

সদ্যঃপাতিন্ (ত্রি) সদ্যঃ পততি পত-ণিনি। সদ্যঃপতনশীল, যাহা তৎক্ষণাৎ পতিত হয়।

সদ্যঃপ্রক্ষালক (ত্রি) তৎক্ষণাৎ প্রক্ষালনকারী।

সদ্যঃপ্রসূতা (স্ত্রী) তৎক্ষণাৎ প্রসূতা, তৎক্ষণাৎ প্রসবকারিণী।

সদ্যঃপ্রাণকর (ত্রি) সদ্যস্তৎক্ষণাৎ প্রাণম্ বলম্ করঃ।

সদ্যস্‌ত্যা (স্ত্রী) সদ্যনিষ্কাশিত। যে দিনে সোমরস নিষ্কাশিত। (ঐতরেয়ব্রা° ৬।৩৪)

সদ্যস্নেহন (ক্লী) নিত্য তৈলনিষেকরণ। তৈল দ্বারা স্নিগ্ধান।

সদ্যুক্তি (স্ত্রী) সতী যুক্তিঃ। উত্তম যুক্তি, সাধু মন্ত্রণা।

সদ্যোঅর্থ (ত্রি) যে সময়ে হবি দ্বারা হোম করে সেই সময়েই হবির সহিত দেবতাদিগের নিকট গমনকারী। ২ সদ্যোগমন-বিশিষ্ট। "সুপ্রাব্যং সুতং সদ্যোঅর্থং" (ঋক্‌ ১।৬০।১) 'সদ্যো-অর্থং যদা হবিঃষি সুহুতি তদানীমেব হবির্ভিঃ সহ দেবান্‌ গচ্ছতি, যদ্বা সদ্যোঅর্থঃ গমনং যস্য' (সায়ণ)

সদ্যোজ (ত্রি) সদ্যস্তৎক্ষণাৎ জায়তে জন-ড। তৎক্ষণাৎ জাত, সদ্যোজাত।

সদ্যোজাত (পুং) সদ্যস্তৎক্ষণাৎ জাতঃ। ১ বৎস, বাছুর। ২ শিব, শিবমূর্তিভেদ। শিবরাত্রি ব্রতে 'ওঁ সদ্যোজাতায় নমঃ' এই মন্ত্রে মহাদেবকে স্নান করাইতে হয়। [শিবরাত্রিব্রত দেখ]

(ত্রি) ৩ তৎক্ষণোৎপন্ন, যাহা সেই সময়েই জন্মিয়াছে।

সদ্যোজাতপাদ (পুং) শিব, মহাদেব।

সদ্যোজু (ত্রি) সদ্য উত্তেজনশীল। (ঋক্‌ ৮।৭০।৯)

সদ্যোদুগ্ধ (ক্লী) সদ্যস্তৎক্ষণাদুৎপন্নং দুগ্ধ। তৎক্ষণাৎ জাত দুগ্ধ।

সদ্যোভব (ত্রি) সদ্যো ভবঃ উৎপত্তির্যস্য। ১ তৎক্ষণাৎ উৎপত্তি-বিশিষ্ট। ২ তৎক্ষণাৎ জাত।

সদ্যোভাবিন্‌ (পুং) সদ্যো ভবতীতি ভূ-ণিনি। তর্ণক, সদ্যো-জাত বৎস, তৎক্ষণাৎ জন্মিয়াছে যে বাছুর। (শব্দচি°)

সদ্যোঽভিবর্ষ (পুং) সদ্যোবৃষ্টি। (বৃহৎস ২৮।২২)

সদ্যোমণ্ডলপত্রক (পুং) শ্বেত পুনর্নবা। (বৈদ্যকনি°)

সদ্যোমন্যু (ত্রি) সদ্যস্তৎক্ষণাদেব মন্যুর্যস্য। তৎক্ষণাৎ ক্রোধা-ন্বিত। (ভাগবত ৯।৪।২৫)

সদ্যোমরণ (ক্লী) তৎক্ষণাৎ মৃত্যু।

সদ্যোমাংস (ক্লী) অভিনব মাংস, টাটকা মাংস। মাংস ভোজন করিতে হইলে সদ্যোমাংস ভোজন করিতে হয়, কারণ ইহা সদ্যঃপ্রাণকর বলিয়া অভিহিত। বাসি মাংস ভোজন করিতে নাই। [সদ্যঃপ্রাণকর দেখ]

সদ্যোমৃত (ত্রি) তৎক্ষণাৎ মৃত।

সদ্যোযজ্ঞসংস্থা (স্ত্রী) একাহযজ্ঞে উৎসর্গার্থ স্থাপন বা সংরক্ষণ (ষড়্‌বিংশব্রা° ৪।১)

সদ্যোবর্ষ (পুং) সদ্যো বর্ষণঃ। সদ্যো বৃষ্টি, তৎক্ষণাৎ বর্ষণ।

সদ্যোবৃধ্‌ (ত্রি) সেই সময়েই বর্দ্ধমান। "সদ্যোবৃধং বিভ্বং রোদস্যোঃ" (ঋক্‌ ৩।৩১।১৩) 'সদ্যোবৃধং তদানীমেব বর্দ্ধমানং'

সদ্যোবৃষ্টি (স্ত্রী) সদ্যস্তৎক্ষণাৎ বৃষ্টিঃ। তৎক্ষণাৎ বর্ষণ। বরাহকৃত বৃহৎসংহিতায় সদ্যোবৃষ্টির বিশেষ বিবরণ লিখিত হইয়াছে, অতি সংক্ষেপে তাহা আলোচিত হইল—

আকাশমণ্ডল ও চন্দ্রসূর্যের কোন কোন লক্ষণ দেখিলে তৎক্ষণাৎ বৃষ্টি হইবে; কিন্তু ঐ বর্ষণ অল্প বা অধিক হইবে, তাহাও ঐ লক্ষণ দ্বারা জানা যাইবে। বর্ষণ হইবে কি না? যদি এইরূপ প্রশ্ন হয়, এবং সেই সময় চন্দ্র যদি কর্কট, কুম্ভ, মীন, কন্যা এবং মকরের শেষার্দ্ধে থাকিয়া লগ্নগত কিংবা শুক্লপক্ষে কেন্দ্রগত হন, আর শুভ গ্রহগণ যদি তাহাকে দৃষ্টি করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ প্রচুর জলবর্ষণ হইবে, আর পাপ গ্রহগণ দৃষ্টি করিলে অল্প জল হয়, এবং উহা অধিক সময় থাকে না। আরও দেখিতে হইবে যে, প্রশ্ন-কর্ত্তা যদি আর্দ্র দ্রব্য বা জল কিংবা তৎসংজ্ঞক কোন দ্রব্য স্পর্শ করেন, যদি জলের নিকটবর্ত্তী বা জল সম্বন্ধীয় কোন কার্য্যে রত হন এবং জিজ্ঞাসা কালে জল বা জলবাচক কোন শব্দ প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে অচিরে জল হইবে। জল বিরস, আকাশমণ্ডল গোনেত্রসদৃশ, দিক্‌ সকল বিমল, লবণের জলস্রাবে বিকৃতি, কাকাণ্ডসদৃশ মেঘোদয়, পবন নিশ্চল, মৎস্যগণের পুনঃ পুনঃ লম্ফন এবং মণ্ডূকগণের বারংবার ধ্বনি, মার্জ্জার গণের নখ দ্বারা পৃথিবী বিলেখন, লোহার মলে কাঁচা মাংসবৎ গন্ধ অনুভব, উপবাত ব্যক্তিকে পিপীলিকার ডিম্বব্যাপ্তি, সর্প-গণের ক্রীড়ন, ভুজঙ্গগণের বৃক্ষারোহণ, গোসমূহের লম্ফন, এবং পশুগণের গৃহ হইতে বহির্গমনে অনিচ্ছাপ্রকাশ, যদি এই সকল লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে সদ্যোবৃষ্টি হইবে।

যদি কৃকলাসগণ তরুশিখরে উত্থিত হইয়া গগনতলে দৃষ্টি নিক্ষেপ এবং গো-যূথ ঊর্দ্ধনেত্রে সূর্য্যনিরীক্ষণ এবং গৃহপটলে কুক্কুরগণ অবস্থিতি বা নিয়ত ঊর্দ্ধমুখ হয়, তাহা হইলেও অচিরে বর্ষণ হইবে। যখন চন্দ্র শুক বা কপোতলোচনসদৃশ বা মধু সন্নিভ হন এবং যখন আকাশে প্রতিচন্দ্র বিরাজিত থাকেন, তখন অচিরে বৃষ্টি হয়। লতাগণের নব পল্লব সকল যদি গগন-তলোন্মুখ হয়, বিহঙ্গগণ পাংশু বা জল দ্বারা স্নান, ও সরীসৃপগণ তৃণের অগ্রভাগে বিচরণ করে, তাহা হইলে অচিরে বর্ষণ হয়। সূর্য্যের উদয়াস্ত সময় যদি গগন তিত্তির পক্ষীর পক্ষসদৃশ বর্ণ-বিশিষ্ট [illegible] এবং পক্ষিগণ আনন্দিত হইয়া কলরব করে, তাহা হইলেও অচিরে বর্ষণ হইবে।

বর্ষাকালে চন্দ্র যদি শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া শুক্র হইতে সপ্তম রাশিগত, কিংবা শনি হইতে নবম, পঞ্চম বা সপ্তম রাশিগত হন, তাহা হইলে তখনই বৃষ্টি হয়। গ্রহগণের উদয়াস্তকালে মণ্ডল সংক্রমণ ও সমাগম হইলে, পক্ষক্ষয়ে, অয়নান্তে ও সূর্য্য আর্দ্রা নক্ষত্রগত হইলে সেই সময় বৃষ্টি হয়। বুধশুক্রের সমাগমে বুধবৃহস্পতি বা বৃহস্পতি ও শুক্র-সঙ্গমে অচিরে জল হইয়া থাকে।

এই সকল লক্ষণ দেখিয়া সদ্যোমৃত্যু স্থির করিতে হইবে।

(বৃহৎসংহিতা ১৮ অ°)

সদ্যোব্রণ (পুং) সদ্যোজাত ব্রণ, যে ব্রণ সদ্যঃ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার লক্ষণ বৈদ্যকে এইরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে।

নানা প্রকার শস্ত্রাদি শরীরের নানা স্থানে পতিত হইলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার যে সকল ব্রণ উৎপন্ন হয়, তাহাকে সদ্যোব্রণ কহে। এই সদ্যোব্রণ ৬ প্রকার, ছিন্ন, ভিন্ন, বিদ্ধ, ক্ষত, পিচ্চিত ও ঘৃষ্ট। (মাধবনি° ব্রণরোগাধি°)

বাভট্ট উত্তরতন্ত্রে লিখিত আছে যে, এই ব্রণ ৮ প্রকার, অভিঘাত জন্য এই ব্রণ উৎপন্ন হয়, অভিঘাত বহু প্রকারে হইয়া থাকে, সুতরাং ইহাও বহু প্রকার।

"সদ্যোব্রণা যে সহসা সম্ভবন্ত্যভিঘাতজঃ।

অসংখ্যেয়পি তৈরষ্টধ্যুচ্যতে দুষ্টবৈধাঃ।" (বাভট্ট উত্তর ২৬ অ°)

এই মতে উক্ত ব্রণ ৮ প্রকার, ঘৃষ্ট, অবকৃত্ত, বিচ্ছিন্ন, প্রবিলম্বিত, পাতিত, বিদ্ধ, ভিন্ন ও বিদলিত।

বাহ্যহেতু অর্থাৎ অস্ত্রপাত, বন্ধন, পতন, দন্তাঘাত, নখাঘাত, বিষস্পর্শ, অগ্নি ও শস্ত্র হইতে যে সকল ব্রণ উৎপন্ন হয়, তাহাকে সদ্যোব্রণ কহে। ইহার অপর নাম আগন্তু-ব্রণ। [ব্রণরোগ দেখ]

সদ্যোহত (ত্রি) তৎক্ষণাৎ হত, তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট।

সদ্রত্ন (স্ত্রী) সৎরত্নং। উত্তম রত্ন।

সন্দ্রি(বড়), রাজপুতনার উদয়পুররাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। নিমাচ হইতে ২০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। নগরটী পূর্ব্বে প্রস্তরপ্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল এবং উহার মধ্যস্থিত একটী গণ্ডশৈলোপরিস্থ দুর্গ দ্বারা পরিরক্ষিত হইত। এক্ষণে ঐ দুর্গ ও প্রাচীর ভগ্নাবস্থায় পতিত হইয়াছে। স্থানীয় সামন্তরাজ ঐ দুর্গে বাস করেন। ৮০ খানি গ্রাম লইয়া সন্দ্রি সামন্তরাজ্য গঠিত।

সন্দ্রি (ছোট), উক্ত রাজ্যের আর একটী নগর। নিমাচ হইতে ১৩ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। এ নগরটীও সুদৃঢ় প্রাচীরাদি দ্বারা পরিরক্ষিত। এখানকার বনে প্রচুর বাঁশ ও শালগাছ আছে।

সদ্রু (ত্রি) সীদতি গচ্ছতীতি সদ-রুক্ (সিসদসভোঃ। পা ২।২।১৫৯) ইতি রু। গমনকর্ত্তা।

সদ্বংশ (পুং) উত্তম বংশ। ২ সদ্বংশোৎপন্ন, যাহার সদ্বংশে জন্ম হইয়াছে।

সদ্বচস্ (স্ত্রী) উত্তম বাক্য, সাধুবাক্য। (ঋতুস° ৬।২৯)

সদ্বৎ (ত্রি) উত্তম, সাধু। যাহাতে সৎ আছে তদ্বৎ। স্ত্রিয়াংঙীপ্। সদ্বতী—পুলস্ত্যের কন্যা ও অগ্নির পত্নী। (বিষ্ণুপু°)

সদ্বন্ধ (ত্রি) সদ্যুক্ত, পরস্পর বিয়োগ।

সদ্বসথ (পুং) সদ্-বস-অথচ্। গ্রাম।

সদ্বহ (পুং) রাজপুত্রভেদ।

সদ্বার্ত্তা (স্ত্রী) সতী বার্ত্তা। উত্তম বার্ত্তা, উত্তম সংবাদ, সুসংবাদ, সু-খবর।

সদ্বিচ্ছেদ (পুং) যে বিচ্ছেদ সুখকর।

সদ্বিধান (স্ত্রী) সৎবিধানং। সুবিধান, উত্তম বিধান।

সদ্বৃক্ষ (পুং) সদ্বৃক্ষ, উত্তম গাছ।

সদ্বৃত্তি (স্ত্রী) সতী-বৃত্তিঃ। সাধুবৃত্তি, সুবৃত্তি, শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, সদ্বৃত্তি অবলম্বন করিয়া সকলেরই জীবিকার্জ্জন করা বিধেয়। মনুসংহিতায় লিখিত আছে,—সাধারণ লোক জীবিকার দায়ে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, তোষামোদ, অগুণাপুখ্যাপন, প্রভৃত অনুরূপ বেশাদি ধারণ, ইত্যাদি নানারূপ অবৈধ কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া থাকে, কিন্তু জীবিকার জন্য এই সকল অসদ্বৃত্তি অবলম্বন করা কদাচ বিধেয় নহে। যে বৃত্তি সত্য ও ন্যায্যাদি যুক্ত, সরল, যাহাতে কিছুমাত্র বঞ্চনা ও শঠতা করিতে হয় না, অতিবিশুদ্ধ, পাপের লেশমাত্রও নাই, এইরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবনধারণ করা বিধেয়। সুখার্থী ব্যক্তি একমাত্র সন্তোষ অবলম্বন করিয়া অধিক ধনচেষ্টাদি হইতে বিরত থাকিবেন। সকল বর্ণেরই যাবজ্জীবন নিরলস হইয়া স্ব স্ব আশ্রমবিহিত বেদোক্ত ও স্মার্ত্ত সমুদয় কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করা আবশ্যক। (মনু ৪ অ°)

শাস্ত্রে যে সকল বৃত্তি নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহার পরিহার এবং যাহা নিরূপিত হইয়াছে, তাহার অনুষ্ঠান করাকেই সদ্বৃত্তি বলা যাইতে পারে। (ত্রি) ২ সদ্বৃত্তিবিশিষ্ট।

সদ্বৃত্তিভাজ্ (ত্রি) সদ্বৃত্তিং ভজতীতি ভজ-ক্বিপ্। সদ্বৃত্তিবিশিষ্ট। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, যাহারা সদ্বৃত্তিবিশিষ্ট, সুশীল, সচ্চরিত্র এই সকল গুণবিশিষ্ট ব্যক্তি আয়ুঃপ্রাপ্ত হইয়া দীর্ঘায়ু হন। যাহারা অসদাচারী, পাপী ও অজিতেন্দ্রিয় তাহাদের দীর্ঘজীবন লাভ হয় না।

"পথ্যাশিনাং শীলবতাং নরাণাং
সদ্বৃত্তিভাজাং বিজিতেন্দ্রিয়াণাম্।
এবং বিধানামিহমানুষাণাং
চিরায়ুঃ সদা বৃদ্ধমুনিপ্রবাদঃ।" (বলদাগভত্ত)

সদ্বৈদ্য (পুং) সন্ বৈদ্যঃ। উত্তম বৈদ্য, সুচিকিৎসক। কোন্ কোন্ গুণ থাকিলে তাহাকে সদ্বৈদ্য কহে, বৈদ্যক শাস্ত্রে তাহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—যিনি চিকিৎসাকার্য্য করেন, তাহার সাধারণ নাম বৈদ্য। যিনি শাস্ত্রার্থে বিশেষ ব্যুৎপন্ন, দৃষ্টকর্ম্মা, অর্থাৎ সকল নিজে দেখিয়াছেন, চিকিৎসাকুশল, শুচিহস্ত, শুচি, কার্য্যদক্ষ, অভিনব ঔষধ ও

চিকিৎসার উপযোগী উপকরণে সুসজ্জিত, স্বচিত্ত-উপস্থিতবুদ্ধি, ধীশক্তি-সম্পন্ন, চিকিৎসা-ব্যবসায়ী, হিতকারী, সত্যবাদী ও ধর্ম-পরায়ণ প্রভৃতি গুণ যে বৈদ্যের থাকে, তাহাকে সদ্বৈদ্য কহে। (ভাবপ্র°) [বৈদ্য দেখ।]

সধ (অব্য) সহার্থ।

সধন (ত্রি) ধনের সহিত বর্তমান, ধনযুক্ত, ধনবিশিষ্ট।

সধনতা (স্ত্রী) সধনস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সধনত্ব, ধন-বিশিষ্টের ভাব বা কার্য্য, ধনীর ধর্ম।

সধনিত্ব (স্ত্রী) ধনীর সহিত বর্তমানত্ব। "বর্ত্তন্ত সধনিত্বায়" (ঋক্ ৪।১।৯) 'সধনিত্বং যস্য গৃহে নিবসতি তেন ধনিনা সাহিত্য-মাপ প্রায়োক্তি, প্রভূতং ধনং যজমানায় প্রাপয়িতা তেন সহিতো ভবতু' (সায়ণ)

সধনিন্ (ত্রি) ধনিনা সহ বর্তমানঃ। ধনীর সহিত বর্তমান।

সধনী (ত্রি) সমানধনবিশিষ্ট। "যঃ বয়ং সধন্যোভবতা" (ঋক্ ৪।৪।১৪) 'সধনাঃ যৎপ্রসাদাৎ সমানধনাঃ' (সায়ণ)

সধমুক (ত্রি) সমানঃ সদৃশঃ, কপ্। সমানশব্দস্য স আদেশঃ। সমান ধনবিশিষ্ট, তুল্যধনক।

সধসুস্ (ত্রি) বসুর সহিত বর্তমান, বসুবিশিষ্ট, বসুযুক্ত, বহুধনাদি।

সধমাদ্ (পুং) মত্ততাবিশিষ্ট। "সধমাদশ্চ শূরঃ" (ঋক্ ৪।২১।১) 'সধমাদ্ অস্মাভিঃ সহ মাদন্।' (সায়ণ)

সধমাদ্য (ত্রি) সহমদনমিমিত্ত, মদ মিমিত্ত অর্থাৎ মত্ততা মিমিত্তের সহিত। "সধমাদ্যানি বয়া ভবন্তি" (ঋক্ ৪।৩।৪) 'সধমাদ্যানি সহমদনিমিত্তানি।' (সায়ণ)

সধমিত্র (পুং) গোত্রপ্রবর্তক ঋষিভেদ। (পা ৪।২।১১৬)

সধর্ম্ম (পুং) সমান ধর্ম, তুল্য ধর্ম। (ভারত ৩।৪।৪)

সধর্ম্মক (ত্রি) সমধর্মবিশিষ্ট।

সধর্ম্মচারিণী (স্ত্রী) সহধর্ম চরতীতি চর-ণিনি (যোগসর্ব্ব-মহ। পা ৬।৩।৮২) ইতি সহস্য সঃ। ভার্য্যা, পত্নী। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, পত্নীর সহিত ধর্মাচরণ করিতে হয়, এইজন্য পত্নীকে সধর্ম্মচারিণী কহে।

'সধর্ম্মচারিণী পত্নী ভার্য্যা চ গৃহিণী গৃহা' (হলায়ুধ)

সধর্ম্মত্ব (স্ত্রী) সধর্ম্মণো ভাব ত। সধর্ম্মার ভাব বা ধর্ম, তুল্য-ধর্মত্ব।

সধর্ম্মন্ (ত্রি) সমানো ধর্মো যস্য (ধর্মাদনিচ্ কেবলাৎ। পা ৫।৪।১২৪) ইতি অনিচ্। সদৃশ, তুল্য।

'তুল্যঃ সমানঃ সদৃক্ষঃ সরূপঃ সদৃশঃ সমঃ।
সাধারণসধর্ম্মাণৌ সবর্ণঃ সন্নিভঃ সদৃক্ষঃ' (হেম)

২ সমান ধর্মযুক্ত, তুল্য ধর্মবিশিষ্ট।

সধর্ম্মিন্ (ত্রি) সহধর্মোঽস্যাস্তেতি (ধর্মশীলবর্ণান্তাচ্চ। পা ৫।২।১৩২) ইতি ইনি, (যোগসর্জনস্য। পা ৬।৩।৮২) ইতি সহস্য সঃ। ১ সমানধর্মচারী, একধর্মাক্রান্ত। ২ সদৃশ, তুল্য।

সধর্ম্মিণী (স্ত্রী) সধর্ম্মিন্ ঙীপ্। ভার্য্যা, পত্নী।

সধবা (স্ত্রী) ধবেন ভর্ত্রাসহ বর্তমানা। জীবৎপতিকা-স্ত্রী, যে সকল স্ত্রীদিগের পতি জীবিত আছে, তাহাদিগকে সধবা কহে। পর্য্যায়—সভর্তৃকা, পতিবত্নী, সনাথা। (জটাধর)

স্বামীর শুশ্রূষাই একমাত্র সধবা স্ত্রীদিগের শ্রেষ্ঠধর্ম। স্বামী, দুঃশীল, দুর্ভাগ, বৃদ্ধ, জড়রোগী, বা ধনহীন হইলেও সধবা সর্বদা তাহার অনুগামিনী ও তাহার সেবাপরায়ণ হইবে।

"ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং পরোধর্ম্মো হ্যমায়য়া।
তদ্বন্ধূনাঞ্চ কল্যাণাঃ প্রজানাঞ্চানুপোষণম্॥
দুঃশীলো দুর্ভগো বৃদ্ধো জড়ো রোগ্যধনোঽপি বা।
পতিঃ স্ত্রীভির্ন হাতব্যো লোকেপ্সুভিরপাতকী॥"

(ভাগবত ১০।২৯ অ°)

মনুতে সধবা স্ত্রীদিগের ধর্মের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, সধবা স্ত্রীগণ স্বামী যদি শীলরহিত, পরদার-রত, ও বিদ্যাদি গুণবর্জিত হন, তাহা হইলেও তাহাকে উপেক্ষা না করিয়া দেবতার ন্যায় সেবা করিবে। সধবা স্ত্রীদিগের সম্বন্ধে বিশেষ এই যে, তাহাদের পতি বিনা পৃথক্ যজ্ঞ নাই, স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ব্রত ও উপবাস নাই। কেবল পতিসেবা দ্বারাই তাহারা স্বর্গগমন করিয়া থাকে। সধবাগণ সর্বদাই প্রহৃষ্ট মনে কালযাপন করিবে, গৃহকর্মে দক্ষ, এবং গৃহসকল পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন রাখিবে এবং ব্যয় বিষয়ে সদা অমুক্তহস্ত হইবে। যে স্ত্রী কায়মনোবাক্যে সংযতা থাকিয়া পতিকে অতি-ক্রমণ না করেন, তিনি পতিলোক প্রাপ্ত হন, সাধুগণ তাঁহাকে সাধ্বী বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন। ইহলোকে তাঁহাদের নানাবিধ সুখ এবং পরলোকে পতিলোক-প্রাপ্তি হয়। স্বামী জীবিত থাকুন বা মৃত হউন, সাধ্বী স্ত্রী পতিলোককামী হইয়া কদাচ তাহার বিপ্রিয়াচরণ করিবে না। (মনু ৫ অ°)

সধবীর (পুং) সহবীর। (ঋক্ ৭।২৩।৭)

সধস্তুতি (স্ত্রী) সহস্তুতি, একত্র মিলিত হইয়া যে স্তুতি করা হয়। "যা যুধাবে সধস্তুতিং" (ঋক্ ১।১৭।৯) 'সধস্তুতিং যুবয়োঃ স্তুতয়ো সাহিত্যেন ক্রিয়মাণায়াঃ স্তবক্রিয়ায়াঃ বাং প্রষ্টুতিঃ' (সায়ণ)

সধস্তুত্য (স্ত্রী) অন্যের সহিত স্তুত্য, অন্যের সহিত স্তবের উপযুক্ত। "সধস্তুত্যায় সূরিষু" (ঋক্ ৮।২৩।১) 'সধস্তুত্যায় সহ অন্যেঃ স্তোতুং, স্তোতব্যায় কাণ্' (সায়ণ)

সধস্থ (স্ত্রী) অন্তরিক্ষ। "স্তোমৈরধরে সধস্থে" (ঋক্ ৯।৯।৩) 'সধস্থে অন্তরিক্ষে' (সায়ণ)

সধি (পুং) অগ্নি। (ত্রিকা°)

সধিস্ (পুং) সহতে ইতি সহ (সহের্ধশ্চ। উণ্ ২।১১৩) ইতি ইসিন্ ধশ্চান্তাদেশঃ। বৃষভ। (উজ্জ্বল)

সধুর (ত্রি) সমান কার্য্যোদ্বহন। (অথর্ব্ব ৬।৩০।৫)

সধূম (ত্রি) ধূমের সহিত বর্ত্তমান, ধূমবিশিষ্ট।

সধূমক (ত্রি) ধূমযুক্ত। (সুশ্রুত)

সধূমবর্ণা (স্ত্রী) সধূম্রবর্ণা। ধোঁয়ার মত যাহার গাত্রবর্ণ।

সধূম্র (ত্রি) ধূম্রের সহিত বর্ত্তমান, ধূম্রবিশিষ্ট।

সধূম্রবর্ণা (স্ত্রী) ধূম্রবর্ণযুক্তা। (মার্কণ্ডেয়পু° ৯৯।৫৬)

সধ্রি (পুং) ঋগ্বেদোক্ত ঋষিবিশেষ। (ঋক্ ৪।৪৪।১০)

সধ্রী (অব্য) সীমাস্থগে। (ঋক্ ২।১৩।২)

সধ্রীচী (স্ত্রী) সহ অঞ্চতি যা সা অঞ্চ ক্বিপ্গামিনী ক্বিন্, সহস্য সধ্রি, অঞ্চতেশ্চোপসংখ্যানং ইতি ঙীপ্, অচ ইত্যকারলোপঃ, চাবিতি দীর্ঘঃ। সখী। (হেম)

সধ্রীচীন (ত্রি) সহগমনকারী। "সধ্রীচীনেন মনসা তমিন্দ্র" (ঋক্ ১।১৩১।১) 'সধ্রীচীনেন সহগচ্ছতা মনসা, সহাঞ্চতীতি সধ্রাঙ্। তস্মাদ্বিভ্যাদিনা খনাদেশঃ' (সায়ণ)

সধ্রাচ্ (ত্রি) সহ অঞ্চতীতি অঞ্চগতৌ ঋত্বিগাদিনা ক্বিন্, সহস্য সধ্রি। ১ সহচর। (অমর) ২ সম্যক্।

সধ্বংস (পুং) ঋগ্বেদোক্ত কাণ্বগোত্রীয় ঋষিভেদ।

সন্, ১ দান। ২ সম্ভক্তি, সেবা। ভ্বাদি° উভ, পক্ষে তনাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। ভ্বাদি পক্ষে—লট্ সনোতি সনুতঃ সন্বন্তি। সনুতে, সন্বাতে সন্বতে। ভ্বাদি পক্ষে—সনতি। লিট্ সসান, সেনে। লুট্ সনিতা। লৃট্ সনিষ্যতি-তে। আশীর্লিঙ্ সায়াৎ, সন্যাৎ। লুঙ্ অসনীৎ, অসানীৎ, অসানিষ্টাং অসানিষুঃ। অসাত, অসনিষ্ট। কর্ম্মবাচ্যে সায়তে, সন্যতে। সন্ সিষাসতি, সিসনিষতি, যঙ্ সাসায়তে, সংসন্যতে। যঙ্লুক্ সংসন্তি। ণিচ্ সানয়তি, লুঙ্ অসীষণৎ।

সন্ (পুং) ব্যাকরণীয় প্রত্যয়বিশেষ। ব্যাকরণ-মতে ইচ্ছার্থে ধাতুর উত্তর সন্ প্রত্যয় হয়। সন্ প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াপদ আবার স্বতন্ত্র ধাতুরূপে গণ্য হয়। ব্যাকরণে সন্ আদি যে সকল প্রত্যয় অভিহিত হইয়াছে, তাহাকে সনন্ত-প্রকরণ কহে। কর্ত্তুমিচ্ছা চিকীর্ষা, গন্তুমিচ্ছা জিগমিষা। এইরূপ ইচ্ছা অর্থেই সন্ হইয়া থাকে।

সন্ (আরবী) বৎসর। [সংবৎসর দেখ।]

সন (পুং স্ত্রী) ১ হস্তিকর্ণাস্ফালন। (শব্দরত্না°)

"কর্ণাস্ফালে সনঃ সনী" (শব্দরত্না°) (পুং) ২ ঘণ্টাপাকল বৃক্ষ। (শব্দরত্না°) ৩ সনৎকুমার। ৪ সনক। ৫ সনন্দন। ৬ সনাতন। (স্ত্রী) ৭ দান। (ত্রি) ৮ অখণ্ডিত।

"আদৌ সনাৎ স্বতপসঃ স চতুঃসনোঽভূৎ" (ভাগবত ২।৭।৫)

'স হরিঃ চতুঃসনোঽভূৎ, সনৎকুমার, সনকঃ, সনন্দনঃ সনাতন ইতি চত্বারঃ সনশব্দা নাম্নি যস্য সঃ কথম্ভূতাৎ স্বতপসঃ সনাৎ অখণ্ডিতাৎ যদ্বা স্বতপসঃ সনাৎ দানাৎ সমর্পণাৎ ইত্যর্থ সমুদ্বানে' (স্বামী)

সনক (পুং) বিষ্ণু-পারিষদভেদ। (শব্দরত্না°) ইনি ব্রহ্মার চারিটী মানস পুত্রের মধ্যে একটী পুত্র। শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে যে, ব্রহ্মা আদিতে সৃষ্টি করিবার সঙ্কল্প করিয়া প্রথমে অবিদ্যার সৃষ্টি করেন, ইহা হইতে তামিস্র, অন্ধতামিস্র, মোহ ও মহামোহ প্রভৃতির উৎপত্তি হয়। ব্রহ্মা এই সকল অসৎ সৃষ্টি দেখিয়া শান্তি-লাভ করিতে পারিলেন না, তখন তিনি ধ্যানপূত হইয়া মনঃ দ্বারা অন্য প্রকার সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলেন। তখন তাহার সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার এই চারিটী মানস পুত্র উৎপন্ন হইল। এই সকল পুত্রগণ নিষ্ক্রিয় ও ঊর্দ্ধরেতাঃ হইলেন। ব্রহ্মা এই পুত্রগণকে সৃষ্টি করিতে বলিলে তাঁহারা বলিলেন, সংসার দুঃখ ও মায়াময়, সুতরাং মায়ায় আবদ্ধ হইয়া দুঃখ ভোগ করিতে আমাদের ইচ্ছা নাই। এই কথা বলিয়া তাঁহারা ভগবদ্ধ্যান-পরায়ণ হইয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। (ভাগবত ৩।১২অ°)

কাশীখণ্ডে লিখিত আছে যে, সনকের বাসস্থান জনলোক। ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে, দেব-তর্পণের পরই সনক প্রভৃতি ঋষিদিগের উদ্দেশে তর্পণ করিতে হয়। এই তর্পণ প্রতিদিনই কর্ত্তব্য। প্রথমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ও প্রজাপতির তর্পণ করিয়া সনক, সনন্দ, সনাতন, কপিল, আসুরি প্রভৃতি ঋষিদিগের উদ্দেশে তর্পণ করিতে হইবে। এই তর্পণ প্রত্যেকের উদ্দেশে দুই বার করিয়া করিতে হয়। সামবেদী ব্রাহ্মণগণ নিবীতী ও প্রত্যঙ্মুখ হইয়া প্রাজাপত্যতীর্থে করিবেন। সামভিন্ন অন্য বেদিগণ উত্তর মুখে এই তর্পণ করিবেন। নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া দুই অঞ্জলি জল দিলে ইঁহাদিগের তর্পণ করা হয়। মন্ত্র যথা—

"ওঁ সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ।
কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা।
সর্ব্বে তে তৃপ্তিমায়ান্তু মদ্দত্তেনাম্বুনা সদা ॥"
"একৈকমঞ্জলিং দেবা দ্বৌ দ্বৌ তু সনকাদয়ঃ।
অর্হন্তি পিতরস্ত্রীংস্ত্রীন্ স্ত্রিয়শ্চৈকৈকমঞ্জলিম্ ॥"

(আহ্নিকতত্ত্ব) [তর্পণ দেখ]

২ বৃত্রাসুরের অনুচর বিশেষ। "সনকাঃ প্রেতিমীয়ুঃ" (ঋক্ ১।৩৩।৪) 'সনকাঃ প্রত্নাঃ ধনকাঃ বৃত্রানুচরাঃ' (সায়ণ)

সনকানীক (পুং) সেনাভেদ ও তদ্দেশবাসী।

সনগ (পুং) বৈদিক আচার্য্যভেদ। (শতপথব্রা° ১৩।৪।৫।২২)

সনগড়, পঞ্জাব প্রদেশের দেরাগাজী খাঁ জেলার একটী ক্ষুদ্র গ্রাম ও তৎপ্রদেশে প্রবাহিত একটী নদী। ঐ নদীর নাম হইতেই জনপদের নামকরণ হইয়াছে।

সনগুড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ধারবাড় জেলার হবল তালুকের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। হবল হইতে ১২ মাইল পূর্ব্বোত্তরে অবস্থিত। এখানকার বীরভদ্রমন্দিরে ১০৮৩ শকে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি দৃষ্ট হয়।

সনগিরি, পঞ্জাবপ্রদেশের সিমলা-পার্ব্বত্য-রাজ্যের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য। শতদ্রু নদীর দক্ষিণে অবস্থিত। পূর্ব্বে এই রাজ্য কুলুরাজের অধিকারে ছিল। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ সৈন্য গোরখাদিগকে এখান হইতে তাড়াইয়া দিয়া এই স্থান কুলুপতিকে প্রদান করেন। শিখসৈন্য কুলুরাজ্য আক্রমণ করিলে কুলুরাজ পলাইয়া সনগিরিতে আশ্রয়লাভ করিয়াছিলেন। প্রথম শিখযুদ্ধের অবসানে এই প্রদেশ ইংরাজ অধিকারে আসিলে, ইংরাজগবর্মেণ্ট ১৮৪৭ খৃঃ কুলুরাজের ভ্রাতুষ্পুত্রকে এখানকার রাজা বলিয়া স্বীকার করেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে রাজপুত-কুলতিলক হীরাসিংহ "সনগিরির টীকা" অর্থাৎ রাজা ছিলেন।

সনগোড়, রাজপুতনার কোটারাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর।

সনঙ্গু (পুং স্ত্রী) পরিষ্কৃত চর্ম্ম। (পা ৪।১।২ বার্ত্তিক)

সনজ (ত্রি) নিত্যজাত। "দিতা-দি যত্র সনজা" (ঋক্‌১।৬২।৭) 'সনজা সনেতি নিপাতো নিত্যার্থঃ, নিত্যজাতে, সর্ব্বদা বিদ্যমানস্বভাবে ইত্যর্থঃ, সনা নিত্যং জো জননং যয়োস্তে সনজে' (সায়ণ)

সনৎ (পুং) ব্রহ্মা। (ত্রিকা°) (অব্য) ২ সর্ব্বদা, সকল সময়। (অমরটীকায় রায়মুকুট)

সনতা (স্ত্রী) সনাতন, নিত্য। "ধর্ম্মাণি সনতা ন দূদুষৎ" (ঋক্ ৩।৩।১) 'সনতা সনাতনানি' (সায়ণ)

সনৎকুমার (পুং) সনতো ব্রহ্মণঃ কুমারঃ। ব্রহ্মার পুত্র, পর্য্যায়—বৈধাত্র, বৈধস্তকি, ঋভুপর, বেধাত্র। (শব্দরত্না°) সনৎ শব্দের অর্থ ব্রহ্মা, তাঁহার কুমার, বা সনৎ শব্দের অর্থ নিত্য, যিনি নিত্য, তাহার কুমার এতদর্থে সনৎকুমার।

"যথোৎপন্নস্তথৈবাহং কুমার ইতি বিদ্ধি মাং।
তস্মাৎ সনৎকুমারেতি নাম তস্য প্রতিষ্ঠিতম্ ॥"
(হরিবংশ ১৭ অ°)

হরিবংশে লিখিত আছে যে, ইনি ব্রহ্মার মানসপুত্রগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইনি জন্মমাত্রই নিবৃত্তিধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া পরমাত্মাতে মনঃ সমাধানপূর্ব্বক প্রজাধর্ম্ম ও ভোগাভিলাষ পরিহার করিয়াছিলেন এবং যে প্রকার শরীরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ শরীরেই বিদ্যমান আছেন, এজন্য ইনি নিত্যকুমার বা সনৎকুমার নামে অভিহিত। মার্কণ্ডেয় মুনি কঠোর তপশ্চরণ করিলে সনৎকুমার তাঁহার নিকটে উপস্থিত হওয়া তাঁহার সকল সন্দেহ ভঞ্জন করেন। হরিবংশে ১৭।১৮।১৯ অধ্যায়ে সনৎকুমার-সংবাদ নামক অধ্যায়ে ইঁহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে।

২ ধর্ম্মের ঔরসে অহিংসাগর্ভজাত পুত্রবিশেষ। ইনি ব্রহ্মার দত্তক পুত্র। বামনপুরাণে লিখিত আছে যে, ধর্ম্মের অহিংসা নামে এক পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে সনৎকুমার, সনাতন, সনক, সনন্দন ও কপিল প্রভৃতি পুত্র জন্মে। ধর্ম্ম এই সকল পুত্রদিগের মধ্যে কপিলকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে সাংখ্যযোগ শিক্ষা দেন। সনৎকুমার জ্যেষ্ঠ হইলেও তাঁহাকে যোগোপদেশ দেন নাই। ইহাতে সনৎকুমার ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া যোগ-বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা করেন। তদুত্তরে ব্রহ্মা বলেন যে, আমি তোমাকে সাংখ্যযোগবিজ্ঞান উপদেশ দিতে পারি, যদি তোমার পিতা মাতা তোমায় আমায় পুত্ররূপে প্রদান করেন। পরে ধর্ম্ম ও অহিংসা সনৎকুমারকে ব্রহ্মার হস্তে প্রদান করিলে ব্রহ্মা তাঁহাকে সাংখ্যযোগ উপদেশ দিয়াছিলেন।
(বামনপু° ৫৭।৬ অ°)

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে লিখিত আছে যে, ইনি পঞ্চহায়ন বয়স্ক, চূড়াদি সংস্কার ও বেদ-সন্ধ্যাবিহীন। ইনি ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত হইয়া নগ্নাবস্থায় অবস্থিত আছেন ও সর্ব্বদা কৃষ্ণমন্ত্র জপ করিতেছেন। অনন্ত কালকাল ইনি তিনটী ভ্রাতার সহিত বিদ্যমান। ইনি বৈষ্ণবদিগের অগ্রণী ও জ্ঞানীদিগের গুরু।

"জ্বলদগ্নিসমপ্রখ্যো জ্বলন্ ব্রহ্মতেজসা।
সনৎকুমারো ভগবান্ সাক্ষাচ্চ বালকো যথা ॥
জ্যেষ্ঠঃ পূর্ব্বঞ্চ বয়সা যথৈবং পঞ্চহায়নঃ।
অচূড়োঽনুপনীতশ্চ বেদসন্ধ্যাবিহীনকঃ ॥
কৃষ্ণেতি মন্ত্রং জপতি সত্ত নারায়ণো গুরুঃ।
অনন্তকালকল্পঞ্চ ভ্রাতৃভিশ্চ ত্রিভিঃ সহ।
বৈষ্ণবানামগ্রণীশ্চ জ্ঞানিনাঞ্চ গুরোর্গুরুঃ ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজ° ১২৯ অ°)

৩ জিনমতে দ্বাদশ সার্ব্বভৌমের অন্তর্গত সার্ব্বভৌমভেদ। (হেম)

সনৎকুমারজ (পুং) জৈনদিগের দেবগণবিশেষ।

সনৎকুমারীয় (ত্রি) সনৎকুমারপ্রোক্ত (শাস্ত্রাদি)।

সনত্ন (ত্রি) সনাতন। (অথর্ব্ব ১০।৮।৩০)

সনৎসুজাত (পুং) ব্রহ্মার পুত্র ঋষিভেদ। (ভারত আদিপ°)

সনদ্রয়ি (ত্রি) দীয়মান ধন। "সনদ্রয়ির্জ্জরিতারং" (ঋক্‌৯।৫২।১) 'সনদ্রয়িঃ দীয়মানধনঃ' (সায়ণ)

সনদ্রাজ (ত্রি) দীয়মানরাজ। "সনদ্রাজঃ পরিস্রবঃ" (ঋক্‌৯।৬১।২৩) 'সনদ্রাজঃ দীয়মানরাজঃ' (সায়ণ)

সনন্দ (পুং) ব্রহ্মার পুত্র চতুষ্টয়ের অন্তর্গত মানস পুত্রবিশেষ। ইনি জনলোকবাসী, দিব্য মনুষ্য। [সনক দেখ।]

সনন্দক (পুং) ব্রহ্মার মানসপুত্রবিশেষ।

সনন্দন (পুং) ব্রহ্মার মানসপুত্রবিশেষ। (ত্রি) নন্দয়তীতি নন্দ-ল্যু। নন্দন, আনন্দকারী, তাহার সহিত বর্ত্তমান, নন্দনের সহিত বর্ত্তমান।

সনপর্ণী (স্ত্রী) সনস্য পর্ণমিব পর্ণমস্যাঃ শাককর্ণেতি ঙীষ্। আসনপর্ণী। (শব্দরত্না°)

সনয় (ত্রি) সনাতন, পুরাণ। "স বৃত্রহা সনয়ো বিশ্ববেদাঃ" (ঋক্ ৩।২০।৪) 'সনয়ঃ সনাতনঃ পুরাণঃ' (সায়ণ)। নয়ঃ নীতিঃ, তেনসহ বর্ত্তমানঃ। ২ নীতির সহিত বর্ত্তমান, নীতিযুক্ত।

সনর (ত্রি) সংভজনীয়। "ঋভ্বিণোমাঃ সনরস্য প্রশংসৎ" (ঋক্ ১।৯৬।৮) 'সনরস্য সননীয়স্য সংভজনীয়স্য' (সায়ণ) নরেণ সহ বর্ত্তমানঃ। ২ মনুষ্যের সহিত বর্ত্তমান, মনুষ্যযুক্ত।

সনস (স্ত্রী) মরুদেশভেদ। (তারনাথ)

সনবিত্ত (ত্রি) চিরকাল হইতে আরম্ভ করিয়া লব্ধ। "যুগান্তে জনে সনবিত্তো অশ্বা" (ঋক্ ৭।৪২।৫) 'সনবিত্তঃ সনাচ্চিরকালাদারভ্য লব্ধঃ' (সায়ণ)

সনশ্রুত (ত্রি) সনাতন রূপে প্রসিদ্ধ। "অগ্নিং সূনুং সনশ্রুতং" (ঋক্ ৩।১১।৪) 'সনশ্রুতং সনাতনত্বেন প্রসিদ্ধং' (সায়ণ)

সনস্ (অব্য°) সনা শব্দার্থ।

সনসয় (পুং) আচার্য্যভেদ।

সনসূত্র (স্ত্রী) সনস্য সূত্রং। পবিত্র, শনসূত্রের পৈতা। ক্ষত্রিয়দিগের শনসূত্রময় উপবীত হইবে।

"কার্পাসমুপবীতং স্যাৎ বিপ্রস্যোর্দ্ধবৃতং ত্রিবৃৎ।
শনসূত্রময়ং রাজ্ঞো বৈশ্যস্যাবিকসৌত্রিকং ॥" (মনু)

সনা (অব্য) নিত্য, সনাতন। (ঋক্ ৩।৩।১৯)

সনাক্ত (দেশজ) চিনাইয়া দেওয়া। যে ব্যক্তিকে পুলিস অপরাধী বলিয়া ধৃত করে অথবা যাহার প্রকৃত পরিচয় জানা আবশ্যক, সেই ব্যক্তিকে চিনাইয়া দেওয়াকে সনাক্ত করা বলে। ইংরাজীতে Identify করা।

সনাজু (ত্রি) দীর্ঘকাল ধরিয়া বিয়োগবিশিষ্ট। "যং পূর্ব্বে অক্রংৎ সনাজুবঃ" 'সনাজুবঃ দীর্ঘকালবিয়োগিনঃ প্রাপকাল এব প্রক্রিয়াঃ' (সায়ণ)

সনাজুর্ (ত্রি) সদাজীর্ণ। "পিতরা সনাজুরা পুনর্যুবানা" (ঋক্ ৪।৩৬।৩) 'সনাজুরা সদাজীর্ণৌ সন্তৌ' (সায়ণ)

সনাৎ (অব্য) নিত্য, সনাতন। (অমরটীকায় রামাশ্রম) ২ চিরাৎ। 'সনাদেব সহস্র জাতঃ"। (ঋক্ ৪।২০।১৬) 'সনাদেব চিরাদেব' (সায়ণ) ৩ বিষ্ণু। (বিষ্ণুর সহস্রনাম)

সনাতন (পুং) সদাভবঃ ('সায়ংচিরং প্রাহ্নে প্রগে' ইতি। পা ৪।৩।২৩) ইতি টুট্যুলৌ তুট্ চ। ১ বিষ্ণু। ২ শিব। ৩ ব্রহ্মা। ৪ পিতৃদিগের অতিথি। (হেম) ৫ ব্রহ্মার মানসপুত্রভেদ। ইনি দিব্যমনুষ্য, জনলোকবাসী। [সনক শব্দ দেখ] অগ্নিপুরাণমতে ইঁহার তপোলোক। বৃহৎপুরাণে ইনি বৈষ্ণবরাজ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। (ত্রি) ৬ নিত্য। (অমর) ৭ চিরন্তন। (পুং) ৮ ব্রহ্মার মানসপুত্রবিশেষ। [সনক শব্দ দেখ।]

সনাতন গোস্বামী, কর্ণাটরাজ অনিরুদ্ধ দেবের বংশধর কুমার দেবের পুত্র ও একজন পরম বৈষ্ণব সাধুপুরুষ। অদৃষ্ট-বিপর্য্যয়ে পৈতৃক রাজ্য হইতে বঞ্চিত হওয়ায় তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ প্রথমে নবহট্ট গ্রামে, পরে তথা হইতে তাঁহার পিতা কুমারদেব কজিলপুরের অন্তর্গত ফতেয়াবাদ পরগণায় যাইয়া বাস করেন। এখানে সনাতন ও তদীয় কনিষ্ঠ রূপ গোস্বামী আত্মশ্লাঘাদিতে সম্যক্ বুৎপন্ন হইয়া গৌড়রাজসভায় রাজমন্ত্রিত্ব লাভ করেন। ইনি ও দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থসমাজপ্রতিষ্ঠাতা পুরন্দর খাঁ একযোগে গৌড়েশ্বর সুলতান হুসেন শাহের সভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন।

পূজ্যপাদ সনাতন গোস্বামী প্রায় ১৪৮০ খৃঃ হইতে ১৫৫৮ খৃঃ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। প্রবাদ আছে, এক দিন প্রত্যুষে দারুণ বৃষ্টিপাতের সময় তাঁহাকে বাদশাহের আদেশে দরবারে যাইতে হয়। ঐ সময়ে এক ভিখারিণী তাহার স্বামীকে বলে, 'প্রভাত হইয়াছে, তুমি ভিক্ষার্থ বাহির হও, পথে লোক-সমাগম হইতেছে না।' পত্নীর কথার প্রত্যুত্তরে ভিক্ষুক বলিল, "এ দারুণ দুর্য্যোগে শৃগালকুকুরেও বাটীর বাহির হইতে পারে না। যাহারা এ সময় বাহির হইয়াছে, তাহারা নিশ্চয়ই পরের দাস।" ভিক্ষুকের বাক্যে আপনাকে শৃগালাধম ও শ্লেচ্ছের দাস জ্ঞান করিয়া সনাতনের মনে সংসার-বর্ত্মের প্রতি ঘৃণার উদয় হয় ও সেই সঙ্গে বিবেকের উদয় হওয়ায় তিনি অনতিকাল পরেই বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। তাঁহার সঙ্গে তদীয় কনিষ্ঠ শ্রীরূপ ও বল্লভ সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। সনাতনের বৈরাগ্যসম্বন্ধে এই প্রবাদ ভিত্তিহীন।

নিম্নে বৈষ্ণবতোষিণী হইতে সনাতনের বংশপরিচয়, তাঁহার বৈরাগ্য ও সাধুসঙ্গের ফলস্বরূপ শ্রীবৃন্দাবনতীর্থোদ্ধারাদি প্রসঙ্গ যথাসংক্ষেপে বিবৃত হইল—

"উজ্জ্বলাকরকর্মাশ্রতরণী রজাযুধপ্রবিশী
জিহ্বাকরলতা শশী মধুকরী ভূয়ো নরীনৃত্যতে।
যেনে রাজসভাসভাজিতপদঃ কর্ণাটভূমীপতিঃ
শ্রীসর্ব্বজ্ঞ জগদ্‌গুরুর্ভুবি ভরদ্বাজান্বয়গ্রামণীঃ ॥
পুত্রস্তস্য নৃপস্য কশ্যপকুলাম্ভোরুহতো রোহিণী-
কান্তপ্রতিমশোভনঃ সুরগণেষ্বগ্র্যপ্রবোধোৎকরঃ।

শ্রীরূপেশ্বর দেব এইরূপে অরিগণ কর্তৃক রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া নিজের পত্নীকে সঙ্গে লইয়া আটটী ঘোটক সমেত উত্তরদিকে পৌলস্ত্য দেশে যাত্রা করেন এবং তথায় গিয়া শিখরেশ্বর নামক রাজার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনপূর্ব্বক পরমসুখে বাস করিতে থাকেন। সেই স্থানে রূপেশ্বরের পদ্মনাভ নামে একটী গুণবান্ পুত্র জন্মে।

এই পদ্মনাভের জিহ্বার সাঙ্গ যজুর্ব্বেদ এবং সমস্ত উপনিষদ্ নিরন্তর নৃত্য করিত। ৺জগন্নাথদেবের প্রেমে ইহার হৃদয় উন্মাদক ছিল। অধিক কি, রাজা রূপেশ্বরের পুত্র পদ্মনাভ নিজগুণে কাহার না কর্ণপথ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ?

তৎপরে গুণিগণাগ্রগণ্য পদ্মনাভ শিখরভূমিতে বাসস্পৃহা পরিত্যাগ করিলেন ও গোত্তমান্য সুরতরঙ্গিণী গঙ্গাদেবীর তট-প্রান্তে বাস করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। অবশেষে দনুজমর্দ্দন-রাজ কর্তৃক পূজনীয়পদ হইয়া কৃতী পদ্মনাভ নবহট্ট গ্রামে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

পদ্মনাভ তথায় থাকিয়া শ্রীপুরুষোত্তম ভগবানের মূর্ত্তিপূজা করিতে লাগিলেন এবং সেই সময়ে তিনি একটী যজ্ঞোৎসবও করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞোৎসবফলেই পদ্মনাভের অষ্টাদশ কন্যা ও পাঁচটী পুত্র হয়। তাহার মধ্যে প্রথম পুরুষোত্তম। দ্বিতীয় জগন্নাথ। তৃতীয় নারায়ণ। চতুর্থ মুরারি। পঞ্চ মুকুন্দ।

মুকুন্দের পুত্র দ্বিজবর কুমার; ইনি কোন বিবাদ বিসম্বাদে জন্মস্থান ছাড়িয়া বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করেন*। বাহাহউক উক্ত কুমারের পুত্রগণ মধ্যে তিনটী শ্রেষ্ঠ এবং মাননীয় বৈষ্ণবগণের প্রিয়তম। যে তিনটী পুত্র ইহকাল এবং পরকালে নিজের গোত্রকে উদ্ধার করিয়াছেন। তাঁহাদের নাম এই—প্রথম সনাতন, দ্বিতীয় তাঁহার অনুজ রূপ, তৃতীয় রূপের অনুজ বল্লভ (মহাপ্রভু ইহাঁর নাম অনুপম রাখেন)। এই তিন ভাই সংসারে বিরাগ হেতু স্বীয় রাজ্য ত্যাগ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অতিশয় কৃপাপাত্র হয়েন, শ্রীকৃষ্ণের প্রেমভক্তিরূপ সম্পত্তি দ্বারা সাম্রাজ্যভাক্ হইয়াছিলেন অর্থাৎ সম্রাট্ হইয়াছিলেন।

এই তিনের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ বল্লভ, তিনিই আমার (জীবের) পিতা, তিনি শ্রীরূপের সহিত নীলাচলে আসিতে আসিতে গৌড় দেশে গঙ্গায় দেহত্যাগ করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্ম লাভ করেন। সনাতন ও রূপ বৃন্দাবনে যাইয়া মথুরামণ্ডলের সুগুপ্ত তীর্থ সকলকে সুব্যক্ত করেন এবং তথায় থাকিয়া শ্রীব্রজরাজ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে ভক্তি, তাহাই সমধিক বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। সনাতন ও রূপের প্রিয়তম মিত্র রঘুনাথ দাস। ইনি শ্রীরাধাকৃষ্ণের মহাপ্রেমরূপ সমুদ্রের তরঙ্গমালায় নিরত ঘূর্ণমান হইয়া শোভা পাইয়া থাকেন। শ্রেষ্ঠ আর্য্যগণ বলিয়াছেন যে, ত্রিভুবনের মধ্যে বিখ্যাত সনাতন ও রূপের দৃষ্টান্ত নাই, কিন্তু ইহাই আশ্চর্য্য যে, রঘুনাথ দাস ইহাঁদের তুল্য পদ ধারণ করিয়াছিলেন। গোপ-বালকের রূপ ধরিয়া দুগ্ধ আহরণচ্ছলে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ সনাতন ও রূপকে দেখা দিয়াছিলেন। সনাতন ও রূপের মধ্যে রূপই অনুজ। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থ ১ হংসদূত কাব্য, ২ উদ্ধবসন্দেশ, ৩ অষ্টাদশ ছন্দোময় স্তবগ্রন্থ—৪ উৎকলিকা-বল্লী, ৫ গোবিন্দবিরুদাবলী, ৬ প্রেমেন্দুসাগর প্রভৃতি বহুতর সুপ্রতিষ্ঠিত গ্রন্থ। এই সকলের সমষ্টিই স্তবমালা। ইহাতে ৭৩ খানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তবগ্রন্থ আছে।

৭ বিদগ্ধমাধব, ও ৮ ললিতমাধব এই দুই খানি নাটক, ৯ দান-কেলিকৌমুদী নামে ভাণিকা, ১০ দুইখানি রসামৃত অর্থাৎ ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণি। ১১ মথুরামাহাত্ম্য, ১২ পদ্যা-বলী, ১৩ নাটকচন্দ্রিকা এবং ১৪ সংক্ষিপ্তভাগবতামৃত। রসামৃত হইতে এই কয়খানি গ্রন্থ রূপ গোস্বামীর সংগ্রহ। অপর ইহাঁর অগ্রজ শ্রীল সনাতনগোস্বামীর কৃত গ্রন্থ সকলের মধ্যে প্রধান ১ শ্রীভাগবতামৃত, ২ হরিভক্তিবিলাস এবং তাহার দিক্‌প্রদর্শিনী নাম্নী টীকা। ৪ লীলাস্তবটিপ্পনী অর্থাৎ বৈষ্ণবতোষণী। আমি ক্ষুদ্র জীব শ্রীসনাতনগোস্বামীর অনুমতি ক্রমে ঐ বৈষ্ণবতোষণীকে সংক্ষিপ্ত করিয়াছি। (ইহাই "লঘুতোষণী" নামে বিখ্যাত)।

সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্ব্বভৌম ও তাঁহার সহচর বিদ্যাবাচস্পতি সনাতনের শিক্ষাগুরু ছিলেন। শ্রীপাদ সনাতন নিজকৃত শ্রীভাগবত-(তোষণী) ব্যাখ্যায় স্পষ্ট রূপেই তাহার উল্লেখ করিয়াছেন যথা—

"ভট্টাচার্য্যসার্ব্বভৌমং বিদ্যাবাচস্পতীন্ গুরূন্ "

সনাতন গোস্বামীর বংশপরিচয় সম্বন্ধে এবং তাঁহার লিখিত গ্রন্থের তালিকা সম্বন্ধে ইহাই প্রামাণিক বৃত্তান্ত। শ্রীপাদ সনা-তনের জীবনবৃত্ত সম্বন্ধে আরও বহুল জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। ইনি একদিকে যেমন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, অপর দিকে আরব্য পারস্য ভাষাতেও তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। এতদ্ব্যতীত রাজকার্য্যে সনাতনের অতুলনীয় দক্ষতা ছিল। তিনি তৎকালে গৌড়ের শাসনকর্ত্তা হুসেন শাহের মন্ত্রী ছিলেন। হুসেন শাহ ইহাঁর উপরে সমস্ত কার্য্যভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন। মালদহের অন্তঃপাতী প্রাচীন রামকেলির ধ্বংসাবশেষে এখনও শ্রীপাদ সনাতনের ও তৎকনিষ্ঠ শ্রীরূপের অনেক স্মৃতিচিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। এতদ্ভিন্ন যশোর জেলার চেঙ্গুটিয়া পরগণার চেঙ্গুটিয়া গ্রামের নিকট রূপসনাতনের মঠ ও তাঁহাদের উৎখাত সুবৃহৎ পুষ্করিণী দৃষ্ট হয়।

* এই স্থানের নাম বড়ো য়া দাল। ফরিদপুর জেলার অধীন।

(ভক্তিরত্নাকর)

কেবল সনাতনের অতুল পাণ্ডিত্য অথবা রাজকার্য্যে তাঁহার অনন্যসাধারণ দক্ষতা, তাঁহার প্রসিদ্ধির কারণ নহে। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের প্রধানতম পার্ষদ ছিলেন। ইহাই তাঁহার ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধির প্রধানতম কারণ।

যে দিবস সনাতন শ্রীগৌরাঙ্গের সুশীতল পদচ্ছায়া প্রাপ্ত হইলেন, সেই দিন হইতেই এই মহাপ্রভাবশীল রাজপুরুষের হৃদয়ে এক বিশাল পরিবর্ত্তন ঘটিল, বিষয়-ব্যাপারে আর তাঁহার আস্থা রহিল না, রাজকার্য্যে ক্রমশঃই তাঁহার চিত্ত শিথিল হইয়া পড়িতে লাগিল। মুসলমান সরকারে চাকুরী করিতে পূর্ব্বেও সনাতনের ইচ্ছা ছিল না। তিনি ভয়ে ও দায়ে পড়িয়া কার্য্য স্বীকার করিয়াছিলেন। যথা ভক্তিরত্নাকরে—

"সনাতন রূপ মহাধনী সর্ব্বাংশেতে।
শুনিলেন রাজা শিষ্ট লোকের মুখেতে॥
গৌড়রাজ যবনের অনেক অধিকার।
সনাতন-রূপে আনি দিলা রাজ্যভার॥
স্নেহের ভয়ে বিষয় করিলা অঙ্গীকার।
এই দুই প্রভাবে রাজ্য বৃদ্ধি হৈল তার॥"

এই সময়ে হুসেন শাহ সনাতনকে সাকরমল্লিক উপাধি প্রদান করেন। যথা ভক্তমালে—

"দবীরখাস আর সাকরমল্লিক।
প্রভাবেতে এ দুহার খেতাব অধিক॥"

যাহা হউক, সনাতনের হৃদয় ক্রমেই বৈরাগ্যের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, কি প্রকারে শ্রীচৈতন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাপিত প্রাণ শীতল করিবেন, ধর্ম্মপিপাসা চরিতার্থ করিবেন, তিনি কেবল দিবসযামিনী তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় রাজকার্য্যে শিথিলতা অবশ্যম্ভাবী। এই সময়ে শ্রীপাদ সনাতনকে হুসেন শাহ তৎসনা করিয়া বলিয়া ছিলেন—

"তোমার বড় ভাই করে দস্যু ব্যবহার।
জীব বহু মারি কৈল চাকলা ছারখার।
হেথা তুমি কৈলা মোর সর্ব্ব কার্য্যনাশ।"

সনাতন শ্রীগৌরাঙ্গের চরণাশ্রয় করিবার জন্য সতত্‌ই চেষ্টা করিতে ছিলেন। সময়ে সময়ে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গদেবের নিকট পত্র লিখিতেন। নিজের অনবসরের কথা নিবেদন করিতেন। মহাপ্রভু কোন সময়ে সনাতনকে একটী শ্লোকে উত্তর প্রদান করেন, সে শ্লোকটী এই—

"পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্॥"

ইহার অর্থ এই যে, কুলবতী রমণী পরপুরুষে আকৃষ্ট হইলে সে যেমন গৃহকর্ম্মে ব্যগ্র থাকিলেও মনে মনে নিরন্তরই নবসঙ্গের রসাস্বাদন করে, সেইরূপ বিষয়ে ব্যাপৃত থাকিয়াও শ্রীভগবানের সঙ্গসুখ আস্বাদন করিবে।

সনাতনের প্রতি মহাপ্রভুর অনুগ্রহ সঞ্চার হইল। তিনি বৃন্দাবনে গমনকালে রামকেলি গ্রামে উপস্থিত হইলেন। রামকেলি মালদহ জেলায় অবস্থিত। এখনও রামকেলি বিদ্যমান; এখনও এখানে বৈষ্ণব মহোৎসবাদি সম্পন্ন হয়। বঙ্গে সনাতন গোস্বামিদের ৪টী স্থানে আবাসের কথা শুনা যায়, যথা নৈহাটী, বাকলা চন্দ্রদ্বীপ, ফতেয়াবাদ ও রামকেলি। সনাতন ও তদনুজগণ অধিকাংশ সময়ে এই রামকেলিতেই অবস্থান করিতেন। এই বাসভবনটী ভজনের উপযোগি-ভাবে নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাঁহারা বৃন্দাবনের পুণ্য-স্মৃতি উদ্দীপনার জন্য শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড নামক সরসী যুগল উৎখাত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উদ্যোগে বৃন্দাবনের স্থানে স্থানে শ্রীকৃষ্ণলীলার বিবিধ শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সকল স্থানের বিবরণ ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে—

"গৌড়ে রামকেলি গ্রামে করিলেন বাস।
ঐশ্বর্য্যের সীমা অতি অদ্ভুত বিলাস॥
ঈশ্বরসম সনাতন-রূপের সভাতে।
আইসে পাত্রগণ নানাদেশ হৈতে॥
গায়ক বাদক নর্ত্তকাদি কবিগণ।
সর্ব্বদেশী সকলে নিযুক্ত সর্ব্বজন॥
নিরন্তর করেন অনেক অর্থ ব্যয়।
কোন ক্রমে কারু অসম্মান নাহি হয়॥
সদা সর্ব্বশাস্ত্র চেষ্টা করে দুই জন।
অনায়াসে করে দোঁহে খণ্ডন স্থাপন॥
ন্যায়শাস্ত্রব্যাখ্যা নিরুক্ত যে করয়।
সনাতন-রূপ শুনিলে সে দূর হয়॥
ঐছে সবে সর্ব্ব প্রকারেতে দৃঢ় হৈয়া।
সনাতন রূপ গুণ গায় সুখ পাঞা॥
সর্ব্বত্র ব্যাপিল এ দোঁহার গুণগান।
কর্ণাট দেশাদি হৈতে আইল বিপ্রগণ॥
সনাতন নিজ দেশস্থ ব্রাহ্মণে।
বাসস্থানে দিলা সবে গঙ্গা সন্নিধানে॥
ভট্টগোষ্ঠী বাসে "ভট্টবাটী" নাম গ্রাম।
সকলে শাস্ত্রজ্ঞ সর্ব্বমতে অনুপাম॥
রামকেলি গ্রামের সকল বিপ্র লৈয়া।
ব্যবহার-কার্য্য সব সাধে হর্ষ হৈঞা॥
বৈষ্ণব-সম্প্রদায়গণে রূপসনাতন।
যেরূপ আদরে তাহা না হয় বর্ণন॥

নবদ্বীপ হৈতে বিপ্র আইসে যত।
কহিতে না পারি তা সভার ভক্তি কত॥"

এই কয়েক ছত্রে সনাতনের শাস্ত্রচর্চাদির কথাও জানা যায়। আবার গ্রন্থের অন্যত্র আরও লিখিত আছে—

"দুই ভাই সর্ব্বশাস্ত্রে পরম পণ্ডিত।
জ্যেষ্ঠ সনাতন, রূপ কনিষ্ঠ বিদিত॥
নানা দেশী পণ্ডিতের শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনে।
বহু অর্থ দিয়া পরিতোষে সর্ব্বজনে॥"

যাহা হউক, মহাপ্রভু রামকেলি গ্রামে উপস্থিত হইলেন, চারিদিক্ হইতে হরিধ্বনির মহা-কোলাহল বহিতে লাগিল। গোড়াধিপ হুসেন শাহ এই অদ্ভুত জনসঙ্ঘ ও হরিধ্বনি শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন। কেশব ছত্রী, শ্রীপাদ সনাতন ও রূপ তখন তাঁহাকে শ্রীগৌরাঙ্গের আগমন-সংবাদ প্রদান করিলেন। এই সময়ে হুসেন শাহও শ্রীগৌরাঙ্গের অলৌকিক-প্রভাবে অভিভূত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, রাত্রিযোগে সনাতন সহোদর রূপকে সঙ্গে লইয়া দীন বেশে মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, ভূমিতে দণ্ডবৎ হইয়া দীনাতিদীনের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন।

মহাপ্রভুর নিকট এই দুই ভ্রাতা যেরূপ দৈন্যসূচক আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, চৈতন্য-চরিতামৃতকার তাহা এই রূপে বর্ণনা করিয়াছেন—

"নীচ জাতি নীচ সঙ্গে করি নীচ কাজ।
তোমার আগেতে প্রভু কহিতে করি লাজ।
পতিত তারিতে প্রভু তোমার অবতার।
আমা বই পতিত জগতে নাই আর॥
আপন অযোগ্যতা দেখি মনে পাই ক্ষোভ।
তথাপি তোমার গুণে উপজয়ে লোভ॥
বামন যৈছে চান্দ ধরিতে চাহে করে।
তৈছে এই বাঞ্ছা মোর উঠয়ে অন্তরে॥
ম্লেচ্ছ জাতি ম্লেচ্ছ সঙ্গী করি ম্লেচ্ছ কাম।
গোব্রাহ্মণদ্রোহী সঙ্গে আমার সঙ্গম॥
মোর কর্ম্ম মোর হাতে গলায় বান্ধিয়া।
কুবিষয় বিষ্ঠাগর্ত্তে দিয়াছে ডারিয়া॥
আমা উদ্ধারিতে বলি নাহি ত্রিভুবনে।
পতিত-পাবন বিনে সবে তোমা বিনে।"

ইহার উত্তরে শ্রীগৌরাঙ্গ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা এইরূপ—

"প্রভু কহে শুন রূপ দবীরখাস।
তুমি দুই ভাই মোর পুরাতন দাস॥
আজি হৈতে দোঁহার নাম রূপসনাতন
দৈন্য ছাড় তোমার দৈন্যে ফাটে মোর মন॥
জন্মে জন্মে তুমি দুই কিঙ্কর আমার।
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার॥
এত বলি দুহার শিরে ধরি নিজ হাতে।
দুই ভাই নিল ধরি প্রভুর পদ মাথে॥"

অমর ও সন্তোষ এই দুই ভাই সনাতন ও রূপ নামে মহাপ্রভু কর্তৃক অভিহিত হইলেন। অমরের সনাতন নাম মহাপ্রভুপ্রদত্ত। বৈষ্ণব-সাহিত্যে আমরা যে রূপ-সনাতন নাম শুনিতে পাই, এই সময় হইতেই এই দুই নামের সৃষ্টি হয়। রূপের নাম পূর্ব্বে উচ্চারিত হইলেও সনাতন রূপের অগ্রজ ছিলেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের নবম অঙ্কে লিখিত হইয়াছে—

"গৌড়েন্দ্রস্য সভাবিভূষণমণিস্ত্যক্ত্বা য ঋদ্ধিং শ্রিয়ম্
রূপস্যাগ্রজ এষ এব তরুণীং বৈরাগ্যলক্ষ্মীং দধে।
অন্তর্ভক্তিরসেন পূর্ণহৃদয়ো বাহ্যেঽবধূতাকৃতিঃ
শৈবালৈঃ পিহিতং মহাসর ইব প্রীতিপ্রদস্তদ্বিদাম্॥"

শ্রীরূপ অগ্রে বৈরাগ্য লাভ করিয়া ভক্তিজগতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়াই অগ্রে রূপের নাম উচ্চারিত হইয়া থাকে।

এস্থলে আর একটী প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে তাহা এই যে, সনাতন আপনাকে "নীচ-জাতি" "ম্লেচ্ছ জাতি" প্রভৃতি বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন কেন? তিনি যে সুবিখ্যাত ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন, পূর্ব্বেই তাহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। তিনি কখনও ম্লেচ্ছধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই, তবে এরূপ পরিচয় দেওয়ার হেতু কি? ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে ইহার হেতু এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

"পিতা পিতামহাদির যৈছে শুদ্ধাচার।
তাহা বিচারিতে মনে মানয়ে ধিক্কার॥
যবন দেখিলে পিতা প্রায়শ্চিত্ত করয়।
হেন যবনের সঙ্গ নিরন্তর হয়।
করি মুখাপেক্ষী যবনের গৃহে যান।
এ হেতু আপনাকে মানে ম্লেচ্ছের সমান॥
যবে মগ্ন হন দৈন্য সমুদ্র মাঝারে।
ম্লেচ্ছাধিক হৈতে নীচ মানে আপনারে॥
নীচ জাতি সঙ্গে সদা নীচ ব্যবহার।
এই হেতু নীচ জাত্যাদিক উক্তি তার।
আপনাকে বিপ্রজ্ঞান কভু নাহি করে।
বিপ্রপ্রায় হৈয়া মহা খেদযুক্তান্তরে॥
অতএব সর্ব্বাংশে উত্তম হৈয়া ঐছে দৈন্যকার।
নীচ ম্লেচ্ছ পাপী বলি আপনা ধিক্কার।"

যাহা হউক, গৌরাঙ্গ সনাতন ও রূপকে আশ্বস্ত করিলেন,

প্রথম দর্শনেই অনেক প্রকার কথোপকথন হইল। মহাপ্রভু তখন শ্রীবৃন্দাবন গমনের জন্য ইচ্ছাপ্রকাশ করিলেন। এই সময়ে শ্রীপাদ সনাতন মহাপ্রভুকে কয়েকটী সারগর্ভ কথা বলিয়াছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে তাহার পরিচয় আছে। মহাপ্রভু নিজে রূপসনাতনের পরিচয় দিয়া বলিতেছেন যে—

"যথা রহি তথা ঘর প্রাচীর হয় পূর্ণ।
যথা নেত্র পড়ে তথা লোক হয় পূর্ণ॥
কষ্ট সৃষ্ট করি গেলাম রামকেলিগ্রাম।
আমার ঠাঁই আইল রূপ-সনাতন নাম॥
দুই ভাই ভক্তরাজ কৃষ্ণ-কৃপাপাত্র।
ব্যবহারে রাজমন্ত্রী হয় রাজপাত্র॥
বিদ্যা ভক্তি বুদ্ধি বলে পরম প্রবীণ।
তবু আপনাকে মানে তৃণ হৈতে হীন॥
তার দৈন্য দেখি শুনি পাষাণ বিদরে।
আমি তুষ্ট হৈঞা তবে কহিল দোঁহারে॥
উত্তম হৈঞা হীন করি মানে আপনারে।
অচিরে করিবে কৃষ্ণ তোমার উদ্ধারে॥
এত কহি আমি যবে বিদায় দিল।
গমন কালে সনাতন প্রহেলী কহিল॥
তদ্যথা—
ইঁহা হৈতে চল প্রভু ইঁহা নাহি কাজ।
যদ্যপি তোমারে ভক্তি করে গৌড়রাজ॥
তথাপি যবন জাতি না করি প্রতীতি।
তীর্থযাত্রায় এত সংঘট্ট ভাল নহে রীতি॥
যার সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষ কোটি।
বৃন্দাবনে যাবার এ নহে পরিপাটি॥"

মহাপ্রভুকে এইরূপ প্রহেলী বলিয়া রূপসনাতন স্ব স্ব ভবনে প্রত্যাগমন করিলেন; কিন্তু ইঁহাদের চিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীচরণে চিরদিনের তরে আকৃষ্ট হইয়া রহিল।

প্রবল অনুরাগে শ্রীরূপ আর অধিক দিন গৃহে তিষ্ঠিতে পারিলেন না। তিনি বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গচন্দ্রের সহিত মিলিত হইবার জন্য বৃন্দাবন অভিমুখে ধাবিত হইলেন। এদিকে সনাতনের তখনও বিষয়বন্ধন হইতে মুক্তি হয় নাই। তিনি বিষয়-ব্যাপারের বন্দোবস্ত করিতে তখনও ব্যাপৃত। শ্রীচরিতামৃতে লিখিত আছে—

"ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে দিলা তার অর্দ্ধধনে।
এক চৌঠি ধন দিলা কুটুম্ব-ভরণে॥
দণ্ড লাগি চৌঠি সঞ্চয় করিলা।
ভাল ভাল বিপ্রস্থানে স্থাপ্য রাখিলা॥"

এতদ্ব্যতীত তিনি এক বণিকের নিকট আরও দশ সহস্র মুদ্রা গচ্ছিত রাখিয়া সংসার-বন্ধন মোচনের উপায় করিতে লাগিলেন।

রাজকার্য্যই সনাতনের দারুণ বন্ধন। হুসেন শাহ কোন ক্রমেই সনাতনকে ছাড়িয়া দিতে রাজী ছিলেন না। সনাতন অতি দক্ষ মন্ত্রী ও অতি বুদ্ধিমান্। কিন্তু সংসারবৈরাগ্য ও ভগবদনুরাগ অতি প্রবলভাবে তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল। সনাতন অবশেষে স্থির করিলেন যে, হুসেন শাহের অপ্রীতিভাজন হওয়াই মুক্তির প্রধান উপায়। এবিষয়ে চৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপ বর্ণনা আছে—

"হেথা সনাতন গোসাঞি ভাবে মনে মন।
রাজা মোরে প্রীতি করে সে মোর বন্ধন॥
কোন মতে রাজা যদি মোরে ক্রুদ্ধ হয়।
তবে অব্যাহতি হয় করিল নিশ্চয়॥"

সনাতনের হৃদয় তখন বৈরাগ্য ও ভগবদ্ভক্তিতে পূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার প্রিয়তম সহচর ও অনুজ তাঁহাকে সংসারে রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, এ অবস্থায় সনাতনের চিত্ত আর রাজকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হইল না। তিনি রাজকার্য্য বন্ধ করিলেন, তিনি জানাইলেন, তিনি সুস্থ নহেন। রাজকার্য্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল, সনাতনের অসুস্থতা কি প্রকার তাহা জানিবার নিমিত্ত হুসেন শাহ রাজবৈদ্যকে সনাতনের নিকট পাঠাইলেন। বৈদ্য যাইয়া দেখিলেন, সনাতনের শারীরিক কোন অসুস্থতা নাই। তিনি পণ্ডিতগণের সহিত শাস্ত্রালোচনা করিতেছেন। রাজবৈদ্য এতদ্বৃত্তান্ত হুসেন শাহকে জানাইলেন। হুসেন শাহ বুঝিলেন, সনাতনের আর সংসারে থাকিতে ইচ্ছা নাই, তিনি মন্ত্রীর এরূপ আচরণে বিশেষ ক্রুদ্ধ হইলেন। তাহাতে বুদ্ধিমান্ সনাতনের আশালতা মুকুলিত হইল। সুলতান হুসেন শাহ এক দিবস সহসা একটী মাত্র সহচরকে সঙ্গে লইয়া সনাতনের ভবনে উপস্থিত হইলেন এবং প্রকৃত ব্যাপার সাক্ষাৎ গোচর করিলেন। যথা চৈতন্যচরিতামৃতে—

"এক দিন গৌড়েশ্বর সঙ্গে একজন।
আচম্বিতে গোসাঞি-সভাতে কৈল আগমন॥
পাতসা দেখিয়া সভে সম্ভ্রমে উঠিলা।
সম্ভ্রমে আসন দিয়া পাতসায় বসাইলা॥
পাতসা কহে তোমার স্থানে বৈদ্য পাঠাইল।
বৈদ্য কহে নহে ব্যাধি সুস্থ দেখিল॥
আমার যে কিছু কার্য্য সব তোমা লঞা।
কার্য্য ছাড়ি ঘরে তুমি রহিলা বসিঞা॥
মোর যত কার্য্যকাম সব কৈলা নাশ।
কি তোমার হৃদয় হয়? কহ মোর পাশ॥"

সনাতন আর মনের ভাব গোপন করিতে পারিলেন না। তিনি সুলতানের সমক্ষে এইরূপ স্পষ্টভাবে উত্তর দিয়াছিলেন—

"সনাতন কহে নহে আমা হৈতে কাম।
আর একজন দিয়া কর সমাধান॥"

সনাতনের এই উত্তরে গৌড়াধিপ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং ভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক ভর্ৎসনা সহকারে বলিতে লাগিলেন—

"তোমার বড় ভাই করে দস্যু ব্যবহার।
জীব বহু মারি কৈল চাকলা ছারখার॥
হেথা তুমি কৈলা মোর রাজকার্য্য নাশ।"

সনাতন বিনীতভাবে বলিলেন, আপনার যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। সনাতনের স্বাধীন উত্তর শুনিয়া হুসেন আরও ক্রুদ্ধ হইলেন। কিন্তু তাঁহার মনের প্রকৃত ভাব এই ছিল যে, সনাতনের ন্যায় উপযুক্ত কর্ম্মচারীকে তিনি কোন ক্রমেই ছাড়িয়া দিতে পারেন না। সনাতনের মন্ত্রণায় তাঁহার রাজ্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল, রাজকার্য্যে ও যুদ্ধবিগ্রহাদির ব্যবহারে সনাতনের মন্ত্রণা অতুল্য ও অমূল্য। ভয় দেখাইলে সনাতনের মনের ভাব পরিবর্ত্তন হইতে পারে এই আশায় হুসেন শাহ সনাতনকে বন্দী করিলেন। এই সময়ে সনাতনের মনের ভাবজ্ঞাপক একটী পদ পদকল্পতরুতে লিখিত হইয়াছে—

"রূপের বৈরাগ্যকালে সনাতন বন্দিশালে
বিষাদ ভাবয়ে মনে মনে।
রূপেরে করুণা করি, ত্রাণ কৈলা গৌরহরি
মো অধমে না কৈলা স্মরণে॥
মোর কর্ম্মদোষ ফাঁদে হাতে গলে পায় বান্ধে
রাখিয়াছে কারাগারে ফেলি।
আপন করুণাপাশে দৃঢ় করি ধরি কেশে
চরণ নিকটে লহ তুলি॥
পশ্চাতে অগাধ জল, দুই পাশে দাবানল
সম্মুখে সাধিল ব্যাধ বাণ।
কাতরে হরিণী ডাকে পড়িয়া বিষম পাকে
এই বার কর পরিত্রাণ॥
জগাই মাধাই হেলে বাসুদেবে অজামিলে
অনায়াসে করিলে উদ্ধার।
এ দুঃখসমুদ্র ঘোরে উদ্ধার করহ মোরে
তোমা বিনে নাহি কেহ আর॥
হেন কালে একজনে অলখিতে সনাতনে
পত্রী দিল রূপের লিখন।
এ রাধা বল্লভদাসে মনে হৈল আশ্বাসে
পত্রী দিলা করিয়া গোপন॥"

* চৈতন্যচরিতামৃতেও এই পত্রের কথা লিখিত আছে। ফলতঃ এই পত্র পাইয়া সনাতন বন্ধনমুক্তির উপায়ে প্রবৃত্ত হইলেন। চৈতন্যচরিতামৃতের ভাষাতেই তাহা প্রকাশ করা যাইতেছে—

"পত্রী পাইয়া সনাতন আনন্দিত হৈলা।
যবনরক্ষক পাশ কহিতে লাগিলা॥
তুমি এক জিন্দ পীর মহা ভাগ্যবান্।
কিতাব কোরাণ শাস্ত্রে আছে তোমার জ্ঞান॥
এক বন্দি ছাড়ে যদি নিজ ধর্ম্ম দেখিয়া।
সংসার হৈতে মুক্তি তারে করেন গোসাঞা॥
পূর্ব্বে তোমার আমি করিয়াছি উপকার।
তুমি আমা ছাড়ি কর প্রত্যুপকার॥
পাঁচ সহস্র মুদ্রা দিব কর অঙ্গীকার।
পুণ্য অর্থ দুই লাভ হইবে তোমার॥"

ইহা শুনিয়া রক্ষকের মন কিঞ্চিৎ দ্রব হইল বটে, কিন্তু সে বলিল, আপনাকে ছাড়িয়া দিতে পারি, কিন্তু রাজদণ্ডের ভয় বলবৎ রহিয়াছে। সনাতন তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন, রাজা দাক্ষিণে গিয়াছেন ফিরিয়া আসিতে বিলম্বও আছে। সনাতন তাহাকে সময়ে উচিত যুক্তি প্রদান করিবেন ও উপস্থিত সাতহাজার মুদ্রা প্রদান করিলেন। ইহাতে যবনরক্ষক সম্মত হইয়া সনাতনকে ছাড়িয়া দিল। সনাতন মুক্তি পাইলেন এবং ঈশান নামক একটী ভৃত্যকে লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের উদ্দেশ্যে শ্রীবৃন্দাবন অভিমুখে ধাবিত হইলেন। সনাতন বনজঙ্গল ও পর্ব্বতময় পথে অনশনে ও অনাহারে গমন করিতে লাগিলেন। একটা পাহাড়ে উপস্থিত হইলে এক দস্যুর ছলনায় পড়িয়া সনাতনের প্রাণনষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছিল। ঈশান বৃন্দাবনযাত্রার পূর্ব্বে আটটী মোহর সঙ্গে লইয়াছিল। সনাতন ইহা জানিতেন না। মোহর আটটী দস্যুর হাতে প্রদান করিয়া সনাতন নিষ্কৃতি পাইলেন। ঈশান সাতটী মোহর দান করিয়াছিল, একটী মোহর সঙ্গে রাখিয়াছিল। সনাতন ঈশানকে বলিলেন, তুমি অর্থ লইয়া আমার সহিত আসিয়াছ, আর আমার সহিত যাওয়ায় তোমার প্রয়োজন নাই। মোহরটী লইয়া তুমি চলিয়া যাও। ঈশান দুঃখিত চিত্তে বিদায় লইল।

সনাতন হাজিপুরে উপস্থিত হইলেন। শ্রীকান্ত হাজিপুরে হুসেন শাহের অশ্বক্রয় করিতেছেন। শ্রীকান্ত সনাতনের ভগিনীপতি। শ্রীকান্ত টাঙ্গীর উপর হইতে দেখিতে পাইলেন, অতি সাধারণ বস্ত্র গায়ে দিয়া মলিন বেশে সনাতন আগমন করিতেছেন। অকস্মাৎ এবম্বিধ ব্যাপার দেখিয়া তিনি বিস্ময়বিহ্বলান্তঃকরণে সনাতনকে ধরিতে অগ্রসর হইলেন, যথা ভক্তমাল গ্রন্থে—

"দেখে গিয়া সেই মহামন্ত্রী সনাতন।
চমৎকার হৈল মুখে না সরে বচন॥
হাহাকার করিয়া অঙ্গুলী নাকে ধরি।
কহয়ে খেদোক্তি করি চক্ষে বহে বারি॥
আহা একি দশা হেন রাজপদ ছাড়ি।
মলিন বসন কেন ভূমে গড়াগড়ি॥"

শ্রীকান্ত সনাতনকে একখানি ভোট কম্বল দিয়া এ সজ্জা ত্যাগ করিতে অনেক উপদেশ প্রদান করিলেন, কিন্তু সনাতন প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না। তিনি বারাণসী অভিমুখে ধাবিত হইলেন, শুনিতে পাইলেন মহাপ্রভু কাশীধামে উপনীত হইয়াছেন, তখন তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি কাশীধামে গিয়া ব্যাকুলভাবে মহাপ্রভুর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। যথা ভক্তমালে—

"শ্রীচৈতন্য বলিয়া হুকারে বারবার।
গদগদ ভাবে বহে গলদশ্রুধার॥
কেহ দেখিয়াছ কোথা গুণের সাগর।
উন্মত্তের প্রায় সাধু ঘুরিয়া বেড়ায়॥"

এই সময়ে মহাপ্রভু চন্দ্রশেখর নামক জনৈক বৈদ্যগৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। সনাতনের অনুসন্ধান সফল হইল। তিনি জানিতে পারিলেন মহাপ্রভু চন্দ্রশেখরের গৃহে অবস্থান করিতেছেন।

"ঘাটের উত্তরে চন্দ্রশেখর আলয়।
দ্বারের বামেতে মনোহর স্থান হয়॥
সনাতন গোস্বামী দরবেশ বেশে।
বসিয়া আছিলেন প্রভুর দর্শন লালসে॥" (প্রেমবিলাস)

অন্তর্যামী শ্রীগৌরাঙ্গ প্রিয় ভক্তের আগমন জানিতে পারিয়া চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, দ্বারদেশে একজন বৈষ্ণব আছেন, তাঁহাকে লইয়া আইস। চন্দ্রশেখর ফিরিয়া গিয়া বলিলেন, প্রভু দ্বারে কোন বৈষ্ণব দেখিতে পাইলাম না। প্রভু বলিলেন, কাহাকেও দেখিতে পাইলে না? চন্দ্রশেখর বলিলেন, একজন দরবেশ আছে। মহাপ্রভু বলিলেন, তাঁহাকেই লইয়া এস।

সনাতন যে ভাবে মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহা এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে; যথা—

"ছিঁড়া বস্ত্র অঙ্গে মলি হাতে নখ মাথে চুলি
নিকটে যাইতে অঙ্গ কাঁপে।
দুই গুচ্ছ তৃণ করি এক গুচ্ছ দন্তে ধরি
পড়িলা গৌরাঙ্গপদতলে॥" (পদকল্পতরু)

সনাতন মহাপ্রভুর সন্দর্শন পাইয়া আনন্দে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে চেতন পাইয়া বলিলেন—

"শরণ লইনু প্রভু হে নাথ গৌরাঙ্গ বিভু
করুণা কটাক্ষ মোরে কর।
ও রাঙ্গা চরণে মতি তুমি সে ত্রৈলোক্যপতি
এ অধম জনারে নিস্তার॥"

মহাপ্রভু সনাতনের দৈন্য আর্ত্তনাদ শুনিয়া ব্যাকুল হইলেন, তাঁহার নয়নযুগল নেত্রজলে পরিষিক্ত হইয়া উঠিল।

"সনাতনের আর্ত্তনাদ, শুনিয়া দৈন্য বিষাদ
পুন পুন প্রভুর নয়ন।
আলিঙ্গন করিতে চায় সনাতন পাছে ধায়
কহে মোরে না কর স্পর্শন॥
তোমা স্পর্শযোগ্য প্রভু মুই ছার নহি কভু
ঘৃণাস্পদ মোর এই দেহ।
পাপময় মুই অনার্য্য সকল সাধুর ত্যাজ্য
মোরে স্পর্শ কভু না করহ॥"

মহাপ্রভু প্রেমভরে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, আমি তোমার ন্যায় ভক্তকে স্পর্শ করিয়া পবিত্র হইলাম।

সনাতন দীনতার মূর্ত্তি, তাঁহার দৈন্যবিনয়ে শ্রীগৌরাঙ্গের হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল। তিনি সনাতনকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন—

"কৃষ্ণ বড় কৃপাময় পতিতপাবন।
মহারৌরব হৈতে তোমায় করিলেন উদ্ধার।
কৃপার সমুদ্র কৃষ্ণ গম্ভীর অপার॥"

ইহার উত্তরে সনাতন বলিলেন, আমি তোমা ভিন্ন অপর কৃষ্ণ জানি না, তুমিই স্বয়ং কৃষ্ণ এবং আমার উদ্ধারের হেতু।

অতঃপর চন্দ্রশেখর ও তপনমিশ্রের সহিত সনাতনের মিলন হইল। সনাতন কারাবাসে ছিলেন, তাঁহার নখ শ্মশ্রু কেশাদি বর্দ্ধিত হইয়াছিল তাহাতে অভদ্র দেখাইতেছিল। প্রভুর আজ্ঞায় সনাতনের ক্ষৌরকার্য্য সম্পন্ন হইল, তাঁহাকে "ভদ্র" করা হইল। সনাতন গঙ্গা স্নান করিলেন। তিনি এক বস্ত্রে পলায়ন করিয়া আসিয়াছিলেন, চন্দ্রশেখর তাঁহাকে পরিধানের জন্য এক খানি নব বস্ত্র প্রদান করিলেন। সনাতন তাহা গ্রহণ না করিয়া বলিলেন, নূতন বসন দিয়া কি করিব, আমাকে এক খানা পুরাতন কাপড় দিন। সনাতন পুরাতন বস্ত্র লইয়া উহা ছিন্ন করিয়া দুই খানা কৌপীন ও একখানা বহির্বাস প্রস্তুত করিলেন। এখন তিনি একবারেই বৈরাগীর বেশধারী। এ বেশ দেখিয়া দয়াময় মহাপ্রভু অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। ভোজনের সময় উপস্থিত হইল। সনাতন মহাপ্রভুর ভুক্তাবশেষ পাইয়া কৃতার্থ হইলেন। একজন মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ যদিও সনাতনকে প্রত্যহ ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করিতেন, কিন্তু তিনি প্রত্যহ ব্রাহ্মণের অন্ন

গ্রহণ করা অকর্তব্য মনে করেন। এইরূপে তিনি কাশী-ধামে মহাপ্রভুর চরণান্তিকে অবস্থান করিয়া মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বনে দিনপাত করিতে লাগিলেন। হুসেন সাহের প্রধান-তম মন্ত্রী রাজপ্রতাপ সনাতন কৌপীন পরিয়া কাশীর দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ভক্তগণের চক্ষে সনাতনের এই কৌপীন রাজাধিরাজের বহুমূল্য বসন অপেক্ষাও অধিকতর গৌরবার্হ বলিয়া প্রতিভাত হইতে লাগিল। কৌপীনই ভারতবাসীদের গৌরবপতাকা।

সনাতনের বিনয়, বৈরাগ্য ও দৈন্যদর্শনে মহাপ্রভু পরম হৃষ্ট হইলেন। সনাতন কৌপীন পরিধান করেন, মাধুকরী বৃত্তিতে জীবন ধারণ করেন, কিন্তু তখনও শ্রীকান্তপ্রদত্ত ভোট কম্বলখানি সনাতনের গায়ে ছিল। মহাপ্রভু দেখিলেন, সনাতনের দেহে এখন আর মূল্যবান্ ভোটকম্বল শোভা পায় না। তিনি একটু কটাক্ষ ভাবে ভোটকম্বলের প্রতি দৃষ্টি করিলেন। বুদ্ধি-মান্ সনাতন তখনই মহাপ্রভুর মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া স্নানার্থ গঙ্গায় গেলেন। সেখানে দেখিলেন একজন গৌড়ীয়া রৌদ্রে তাঁহার গায়ের ছিন্ন কাঁথা শুষ্ক করিতেছেন। সনাতন বলিলেন, মহাশয় আপনি দয়া করিয়া আমার কম্বল খানা গ্রহণ করুন, আর আপনার এই ছিন্ন কাঁথা খানা আমায় দিয়া আমার উদ্ধার করুন। গৌড়ীয়া বলিল, দেখিতেছি আপনি প্রাচীন লোক, আমায় উপহাস করিতেছেন কেন, আমি দরিদ্র কি করিব? শতগ্রন্থি ছিন্ন কাঁথা ভিন্ন ভাল শীতবস্ত্র কোথায় পাইব? সনাতন বলিলেন, উপহাস নয় যথার্থ বলিতেছি। এ কম্বল আমার যোগ্য নহে, ঐ ছিন্ন কাঁথাই আমার যোগ্য। গৌড়ীয়া বিস্মিত হইল, সনাতনের বাক্য যে উপহাস নয় উহা বুঝিয়া কম্বল লইয়া কাঁথা খানি প্রদান করিল। সনাতন প্রফুল্লচিত্তে ছেঁড়া কাঁথা গায়ে দিয়া প্রস্থান করিলেন। গৌড়ীয়া বিস্ময় ভাবে যতদূর দেখা গেল সনাতনের দিকে চাহিয়া রহিল। অতঃপর সনাতন মহা-প্রভুর নিকটে উপস্থিত হইলেন। যথা ভক্তমালে—

"সেই কাঁথা গলে দিয়া প্রভুর নিকটে গিয়া
দণ্ডবৎ করিয়া পড়িল।
মহাপ্রভু তাহা দেখি জল ছল করি আঁখি
আলিঙ্গন উঠিয়া করিল॥"

অতঃপর মহাপ্রভু যাহা বলিলেন, চৈতন্যচরিতামৃতে তাহা এইরূপ লিপিবদ্ধ হইয়াছে—

"প্রভু কহে ইহা আমি করিয়াছি বিচার।
বিষয়রোগ খণ্ডাইল কৃষ্ণ যে তোমার॥
সে কেন রাখিবে তোমার শেষ বিষয়ভোগ।
রোগ খণ্ডি সদ্বৈদ্য না রাখে শেষ রোগ॥
তিন মুদ্রার ভোট গায় মাধুকরী গ্রাস।
ধর্ম্মহানি হয় লোকে করে উপহাস॥"

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সনাতনের আচরণে যার পর নাই আনন্দিত হইলেন। সনাতন সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত অথচ বিনয়ের খনি, তিনি অতুল ঐশ্বর্য্য আপদের ন্যায় জ্ঞান করিয়া বৈরাগ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। মহাপ্রভু স্থির করিলেন, প্রেমভক্তির সুবিমল ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য শ্রীরূপ ও সনাতনই প্রকৃত পাত্র। ইতঃপূর্ব্বে তিনি শ্রীরূপকে শক্তি সঞ্চার করিয়া তাঁহাকে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। এখন কাশীধামে তিনি বৈষ্ণবধর্ম্মের সারশিক্ষাসমূহ সনাতনের নিকট উপদেশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীপাদ সনাতন জিজ্ঞাসু ভাবে মহাপ্রভুর চরণতলে উপবেশন করিয়া যে সকল ধর্ম্মতত্ত্ব শ্রবণ করেন, তদীয় গ্রন্থনিবহে তাহাই অভিব্যক্ত হইয়াছে। কাশীধামেই শ্রীপাদ সনাতন মহাপ্রভুর নিকট যে সকল উপদেশ প্রাপ্ত হন, চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে ঐ সকল উপদেশের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম লিপিবদ্ধ আছে।

অতঃপর মহাপ্রভুর আদেশে তিনি বৃন্দাবনে গমন করেন। বৃন্দাবনে গমন করিয়া সনাতন যেরূপ কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, যেরূপ অনুরাগময় ও ব্যাকুলতাময় ভজননিষ্ঠায় নিমগ্ন হইয়াছিলেন শ্রীরাধাবল্লভ দাসের একটী পদে তাহার আভাস পাওয়া যায়। তদ্যথা—

"শ্রীরূপের বড় ভাই সনাতন গোসাঞি
পাতশার উজীর হৈঞা ছিল।
শ্রীরূপের পত্র পাইয়া বন্দী হৈতে পলাইয়া
কাশীপুরে গৌরাঙ্গ ভেটিল॥
ছিঁড়া বস্ত্র অঙ্গে মলি হাতে নখ মাথে চুলি
নিকটে যাইতে অঙ্গ হালে।
দুই গুচ্ছ তৃণ করি এক গুচ্ছ দন্তে ধরি
পড়িলা গৌরাঙ্গ পদতলে॥
দরবেশ রূপ দেখি প্রভুর সজল আঁখি
বাহু পসারিয়া আইসে ধাঞা।
সনাতনে করি কোলে, কাতরে গোসাঞী বলে
মো অধমে স্পর্শ কি লাগিঞা॥
অস্পর্শ পামর দীন, দুরাচার সব হীন
নীচ সঙ্গে নীচ ব্যবহার।
এ হেন পামর জনে স্পর্শ প্রভু কি কারণে
যোগ্য নহে তোমা স্পর্শিবার॥
ভোট কম্বল দেখি গায় প্রভু পুন পুন চায়
লজ্জিত হইলা সনাতন।

গৌড়ীয়ারে ভোট দিয়া ছিঁড়া এক কাঁথা লৈঞা
প্রভু স্থানে পুনরাগমন ॥
গৌরাঙ্গ করুণা করি, রাধা কৃষ্ণ মাধুরী
শিক্ষা করাইলা সনাতনে।
প্রভু কহে রূপ সনে দেখা হবে বৃন্দাবনে
প্রভু আজ্ঞা করিলা গমনে ॥
কভু কান্দে কভু হাসে কভু প্রেমানন্দে ভাসে
কভু ভিক্ষা কভু উপবাস।
ছেঁড়া কাঁথা নেড়া মাথা, মুখে কৃষ্ণগুণগাথা
পরিধান ছেঁড়া বহির্বাস ॥
গিয়া গোসাঞি সনাতন প্রবেশিল বৃন্দাবন
রূপ সনে হইল মিলন।
পড়ি অগ্রজের পদে সনাতনের পদ ধরে
কহে রূপ গদ গদ বচন ॥
গৌরাঙ্গের যত গুণ কহে রূপ সনাতন
হা নাথ হা নাথ বলি ডাকে।
ব্রজপুরে ঘরে ঘরে মাধুকরী ভিক্ষা করে
এই রূপ কথো দিন থাকে।
তাহা ছাড়ি কুঞ্জে কুঞ্জে ভিক্ষা করি পুঞ্জে পুঞ্জে
ফল মূল করয়ে ভক্ষণ।
উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদে রাধা কৃষ্ণ বলি কান্দে
এই রূপে থাকে কতদিন ॥
কত দিনে অন্তর্মনা ছাপান্ন দণ্ড ভাবনা
চারিদণ্ড নিদ্রা বৃক্ষতলে।
স্বপ্নে রাধা [illegible] দেখে নাম গানে সদা থাকে
অবসর নাহি এক তিলে ॥
কখন বনের শাক অলবণে করি পাক
মুখে দেন দুই এক গ্রাস।
ছাড়ি ভোগ বিলাস তরুতলে কৈলা বাস
এক দুই দিন উপবাস ॥
দুঃখ বড় বাজে গায় ধূলায় লুটায় কায়
কণ্টকে বাজয়ে কভু পাশ।
এ রাধাবল্লভ দাস মনে বড় অভিলাষ
কবে হব তাঁর দাসের দাস ॥"

শ্রীরাধাবল্লভ দাসের এই একটি মাত্র পদেই শ্রীপাদ সনাতনের বৈরাগ্য ও ভজননিষ্ঠচিত্তের সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হইয়াছে। শ্রীপাদ সনাতন এই সময়ে যে সকল গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সেই গুলিই প্রধানতম অবলম্বন। তদ্বিরচিত হরিভক্তিবিলাস ও তট্টীকা গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের দৈনিক আচার ব্যবহারের ও ভজন-পূজনের প্রধানতম গ্রন্থ। তাঁহার প্রণীত "তোষণী" ব্যাখ্যায় শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের শ্লোক গুলির যে অত্যদ্ভুত সমুজ্জল আলোক বিকীর্ণ করিয়াছে, কোন প্রাচীন টীকায় শ্রীভাগবতের সেরূপ অদ্ভুত মর্ম্ম প্রকাশিত হয় নাই।

তৎপ্রণীত বৃহদ্ভাগবতামৃত বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের এক খানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ভজননিপুণ সনাতন যখন বিষয় ব্যাপারে ছিলেন, তখনও যেমন তিনি হুসেন শাহের বৃহৎ রাজ্যের মহামন্ত্রী ছিলেন, সনাতন যখন ভক্তি রাজ্যে প্রবেশ করিলেন, সেখানেও তাঁহার পদগৌরব প্রধানতম মন্ত্রীর ন্যায় হইয়া উঠিল। কৌপীনধারী সনাতন যে বিধি ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, সমগ্র বৈষ্ণব সমাজকে অবনত মস্তকে তাহা মানিয়া চলিতে হইতেছে। শ্রীবৃন্দাবনে ভুবনবিখ্যাত শ্রীগোবিন্দজীর বিশাল মন্দির এই কৌপীন-কন্থা-করঙ্গধারী সনাতন ও তদনুজ শ্রীরূপের প্রযত্নে নির্ম্মিত হয়। এই দুই ভ্রাতার কীর্ত্তিকলাপের বহু চিহ্ন এখনও শ্রীবৃন্দাবনধামে বিরাজিত; ফলতঃ বর্ত্তমান শ্রীবৃন্দাবনতীর্থ ইঁহাদেরই বিশাল কীর্ত্তির সাক্ষিস্বরূপ। এখনও ভক্তগণ ভক্তি-পূত চিত্তে শ্রীবৃন্দাবনে সনাতনের সমাধিস্থান সন্দর্শন করিয়া থাকেন এবং প্রেমানন্দে সেই ধূলায় গড়াগড়ি দেন। জয়পুর প্রভৃতি স্থানে এখনও সনাতনের বহুল অনুশিষ্য বর্ত্তমান। সনাতন মধ্যে মধ্যে পুরীধামে যাইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন করিতেন। উড়িষ্যাতেও সনাতনের শিষ্যশাখা আছে। তোষণীটীকার ভূমিকা পাঠে জানা যায়, সনাতন যখন ভাগবতের দশম স্কন্ধের এই টীকা লিখিতে আরম্ভ করেন, তখন শ্রীমদ্‌-গোপালভট্ট ও দাস রঘুনাথ গোস্বামী প্রভৃতি তাঁহার সহচর ছিলেন। যথা—

"রাধাপ্রিয়প্রেমবিশেষপুষ্টৌ গোপালভট্টো রঘুনাথদাসঃ।
আত্মানুকৌ যত্র সুহৃৎসহায়ৌ কোনাম সোঽর্থোনভবেৎ সুসিদ্ধঃ॥"

ফলতঃ বৃন্দাবনের মধ্যে এই সময়ে ছয় গোস্বামী অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া ছিলেন। ইঁহারা সকলে সমবেত হইয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের যে শাস্ত্রাদি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তজ্জন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ এখনও ইঁহাদিগের বন্দনা করিয়া থাকেন—

"শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ ॥
এই ছয় গোসাঞীর করি চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ ॥"

শ্রীপাদ সনাতন দীর্ঘজীবী ছিলেন, মহাপ্রভুর অপ্রকটের বহুকাল পরে ইনি শ্রীবৃন্দাবনধামে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে তিরোধান করেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধারণের বিশ্বাস যে সনাতন গোস্বামী কাহাকেও মন্ত্রদীক্ষাদান করেন নাই। কিন্তু তাঁহার সমসাময়িক উৎকলের 'নিরাকার সারস্বত' গ্রন্থ পাঠে জানিতে পারি যে তিনি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দেবের আদেশে উড়িষ্যার প্রসিদ্ধ ভক্তকবি অচ্যুত দাসের কর্ণে মন্ত্র দিয়াছিলেন। যথা—

"শ্রীস্বামী সনাতন স্বামিঙ্কি চাহিঁণ আজ্ঞা দেলে শচীসুত।
অচ্যুতানন্দঙ্কু তুম্ভে উপদেশ কর হে যাইঁ ত্বরিত॥
আজ্ঞা পাই শ্রীসনাতন গোসাইঁ সঙ্গে ঘেনি গলে।
দক্ষিণ পারুশ বটমূলে বসি কর্ণ উপদেশ দেলে॥
তার পঞ্চাক্ষর মন্ত্র যে প্রচার মহামন্ত্র দীক্ষা দেলে।
তুলসীকাষ্ঠ গণ্ডা মৃত্তিকা লগাই কণ্ঠে গলারে বান্ধিলে॥"

সনাতন চক্রবর্ত্তী, একজন প্রাচীন বঙ্গকবি। ইনি দ্বাদশস্কন্ধ ভাগবত সুললিত ছন্দে বঙ্গভাষায় অনুবাদ করেন।

সনাতনতম (পুং) অয়মেষামতিশয়েন সনাতনঃ তমপ্। বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।১০৯)

সনাতনশর্ম্মন্ (পুং) তাৎপর্য্যদীপিকা নাম্নী মেঘদূতটীকা প্রণেতা।

সনাতনী (স্ত্রী) সনাতন-টিত্বাৎ ঙীপ্। ১ দুর্গা। ২ লক্ষ্মী। ৩ সরস্বতী। (শব্দরত্না°) এই নামনিরুক্তি সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, সর্ব্বকাল শব্দের অর্থ সনা, তনী শব্দের অর্থ বিদ্যমান, যিনি সর্ব্বকালে বিদ্যমান রহিয়াছেন, তাহাকেই সনাতনী কহে।

"সর্ব্বকালে সনা প্রোক্তা বিদ্যমানে তনীতি চ।
সর্ব্বত্র সর্ব্বকালেষু বিদ্যমানা সনাতনী॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ৫৪ অ°)

সনাথ (ত্রি) নাথেন প্রভুণা সহ বর্ত্তমানঃ। প্রভুর সহিত বর্ত্তমান, প্রভুবিশিষ্ট। (স্ত্রী) সনাথা জীবভর্ত্তৃকা স্ত্রী, যে সকল স্ত্রীর স্বামী বিদ্যমান আছে। (জটাধর)

সনাথতা (স্ত্রী) সনাথস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সনাথের ভাব বা ধর্ম।

সনাভ (পুং) সনাভি। সোদর, সহোদর।

"তস্মাদ্বরেণ্যো হৃদয়েন কাতাঃ সর্ব্বে মহীয়াংসময়ুং সনাভম্।"
(ভাগবত ৪।৫।২০) 'সনাভং সোদরং' (স্বামী)

সনাভা (স্ত্রী) শ্বেতপাটল বৃক্ষ, চলিত শ্বেত-পারুল। (শব্দচ°)

সনাভি (পুং) সমানো নাভির্গোত্রমস্য (জ্যোতির্জনপদ-েত্যতি। পা ৬।৩।৮৫) ইতি সমানস্য স। ১ সপিণ্ড, জ্ঞাতি। (ত্রি) ২ তুল্য। (মেদিনী) ৩ স্নেহযুক্ত। (শব্দরত্না°)

সনাভ্য (পুং) সপিণ্ড, জ্ঞাতি।

"স চ তৎ কর্ম্ম-কুর্ব্বাণঃ সনাভ্যোঽপ্যপতচ্চির্জ্জিবেৎ।" (মনু৩।৮৪)

সনাম (ত্রি) সমানং নাম যস্য, সমানশব্দস্য, স আদেশঃ। সমান নামযুক্ত, তুল্যনামবিশিষ্ট।

সনামক (ত্রি) সমানং নাম যস্য, কন্। ১ সমান নামযুক্ত। (পুং) ২ পোতাঞ্জন বৃক্ষ। (শব্দচ°)

সনামন্ (ত্রি) সমান নামযুক্ত।

সনায়ু (ত্রি) আপনার জন্য সনাতন অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মাভিলাষী, যিনি নিজের জন্য সনাতন অর্থাৎ নিত্য অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম ইচ্ছা করেন। "সনায়ুবো নমসানব্যো" (ঋক্ ১।৬২।১১) 'সনায়ুবঃ সনাতনং অগ্নিহোত্রাদিনিত্যং কর্ম্মাত্মন ইচ্ছন্তঃ, সনেত্যোতসমায়ং নিত্যত্বমাচষ্টে, তেন চ তথান্ লক্ষ্যতে সনা সনাতনং কর্ম্মাত্মন ইচ্ছতীতি সনায়ুবঃ ক্যচ্, ছন্দসীতু প্রত্যয়ঃ।' (সায়ণ)

সনারু (পুং) বৈদিক আচার্য্যভেদ। (শতপথব্রা° ১৪।৫।৫।১৯)

সনি (পুং) সন (খনিকষ্যজ্যসীতি। উণ্ ৪।১৩৯) ইতি ই। ১ পূজা। ২ দান। (উজ্জ্বল) (পুং স্ত্রী) ৩ অন্বেষণা। (অমর) 'স্বর্ণাদেঃ সংস্কারপূর্ব্বকং কচিদর্থে নিয়োজনং, তচ্চ হে স্বয়ো! অস্মাকং কর্ম্ম কুরু, ইত্যাদিরূপং, সায়তে দীয়তে পুষ্পাদিকমত্র সন্-ই।' (ভরত) ৪ দিক্। (শব্দমালা)

সনিকাম (ত্রি) দানার্থ ইচ্ছুক। (তৈত্তিরীয় স° ২।১।৬।৩)

সনিতি (স্ত্রী) লাভ। "আপত নরয়োবস্য সনিতৌ" (ঋক্ ১।৮।৬) 'সনিতৌ লাভে' (সায়ণ)

সনিতৃ (ত্রি) সন্ দানে তৃচ্। দাতা, দানকারী। "রাজন্ত সনিতা" (ঋক্ ১।৩৬।১৩) 'সনিতা দাতা' (সায়ণ)

সনিত্র (স্ত্রী) ভজনসাধন ধন। "ইন্দো সনিত্রং দিব আপবস্ব" (ঋক্ ৯।৯৭।২৯) 'সনিত্রং ভজনসাধনধনং' (সায়ণ)

সনিত্ব (ত্রি) ধনলাভযুক্ত। (ঋক্ ৮।৭০।৮)

সনিত্বন্ (স্ত্রী) সন্তন্ত্র, পুত্রপৌত্রাদি। "সনিত্বভিব্বং জীবাঃ" (ঋক্ ১০।৫৬।৯) "সনিত্বভিঃ সন্তত্বভিঃ পুত্রপৌত্রাদিভিঃ' (সায়ণ)

সনিদ্র (ত্রি) নিদ্রয়া সহ বর্ত্তমানঃ। নিদ্রার সহিত বর্ত্তমান, নিদ্রাযুক্ত, নিদ্রাবিশিষ্ট।

সনিন্দ (ত্রি) নিন্দয়া সহ বর্ত্তমানঃ। নিন্দাবিশিষ্ট, নিন্দিত, নিন্দার সহিত বর্ত্তমান।

সনিমেষ (ত্রি) নিমেষেণ সহ বর্ত্তমানঃ। নিমেষবিশিষ্ট।

সনিয়ম (পুং) নিয়মেন সহঃ বর্ত্তমানঃ। নিয়মযুক্ত।

সনির্ব্বেদ (ত্রি) নির্ব্বেদবিশিষ্ট, বৈরাগ্যযুক্ত।

সনিঃশ্বাস (ত্রি) নিঃশ্বাসের সহিত বর্ত্তমান।

সনিষ্ঠ (ত্রি) শ্রেষ্ঠ ধনবান্।

সনিষ্ঠিব (স্ত্রী) নিষ্ঠীবেন সহ বর্ত্তমানং। সনিষ্ঠেব শব্দার্থ।

সনিষ্ঠেব (স্ত্রী) অস্ফুরুত, নিষ্ঠীবনযুক্ত বাক্য। অমরটীকায় ভরত লিখিয়াছেন, 'সনিষ্ঠীব' যে পাঠ আছে উহা লিপিকর প্রমাদ বলিয়া বুঝিতে হইবে। 'নিষ্ঠেবো মুখবারিবিন্দুঃ, তেন

সহ বর্ত্ততে ইতি সানডৈবং নিপূর্ব্বাদিবে মত্তৃ, ভগঃ, সনিষ্ঠৈরমিতি কুচিৎ পাঠো লিপিকরপ্রমাদাদিতি মুকুটঃ' (ভরত)

সনিষ্যদ (ত্রি) প্রবাহশীল। গতিবিশিষ্ট। স্ত্রিয়াং টাপ্।

সনিষ্যু (ত্রি) সম্ভক্ত-কাম, সবিভাগ করিতে অভিলাষী।
"স্বয় সনিষ্যবঃ পৃথক্" (ঋক্ ১।১৫২।২)
'সনিষ্যবঃ সম্ভক্তুকামাঃ' (সায়ণ)

সনিস্রস (ত্রি) শীনাঙ্গ। (অথর্ব্ব ৫।৬।৩)

সনী (স্ত্রী) সন-বাহুলকাৎ ঙীষ্। সনি শব্দার্থ। (অমরটীকায় ভরত) ২ হস্তিকর্ণান্দোলন। (শব্দরত্না°)

সনীড় (ত্রি) নীড়েন বাসস্থানেন সহ বর্ত্তমানঃ। ১ নিকট। (অমর) ২ নীড়যুক্ত।

সনীপ (পুং) দেশভেদ ও তদ্দেশবাসী। (ভারত ভীষ্মপর্ব্ব) সনীর পাঠান্তর।

সনীয়স্ (ত্রি) শ্রেষ্ঠ ধনশালী।

সনুতৃ (ত্রি) সনিতা, দাতা। (ঋক্ ১০।৭।৪)

সনুতর (ত্রি) সম্ভক্তৃতর। 'সনুতরন্তরতি' (ঋক্ ৩।৩৬।৪)
'সনুতর সম্ভক্তৃতরঃ' (সায়ণ)

সনুত্য (ত্রি) অন্তর্হিত দেশভব। "যোনঃ সনুত্যঃ উতবা" (ঋক্ ২।৩০।৯) 'সনুত্যঃ সমুত্তরিত্যন্তর্হিতনাম, অন্তর্হিতে দেশে ভবশ্চোরঃ, সনুত-যৎ' (সায়ণ)

সনুদপর্ব্বত (পুং) পর্ব্বতবিশেষ, পারিপাত্র পর্ব্বত। (হরিবংশ)

সনেমি (ত্রি) ১ নেমিবিশিষ্ট। (অব্য) ২ ক্ষিপ্রম্। (নিরুক্ত ১২।১৩) ৩ পুরাণ। (নৈঘণ্টু ৩।২৭)

সনেরু (ত্রি) সম্ভক্তা। "মধুর্মতুরে সনেরু" (ঋক্ ১০।১০৬।৮) 'সনেরু সম্ভক্তারৌ, সন সম্ভক্তৌ, অস্মাত্তোণাদিক এরুঃ' (সায়ণ)

সনোজা (ত্রি) চিরজাত। "সখা সনোজা অনপচ্যুতঃ" (ঋক্ ১০।২৩।৮) 'সনোজাশ্চিরং জাতঃ' (সায়ণ)

সন্ত (পুং) সংহতল, সংহতভল, যুক্তকরদ্বয়। (শব্দচ°) সৎ শব্দের প্রথমার বহুবচনে 'সন্ত' এইরূপ পদ হয়।

সন্তক্ষণ (স্ত্রী) তক্ষকরণ। হ্যান করা। ছিন্নকরণ। বাঁধা দেওয়া।

সন্তত (স্ত্রী) সম্-তন-ক্ত, 'সমো বা হিতততয়োঃ' ইতি পক্ষে মলোপাভাবঃ। সতত, অনাদি, অনন্ত, অবিচ্ছিন্ন। ক্রিয়াবিশেষ। নিরন্তর। (ত্রি) হস্তবিশিষ্ট, সম্যক্ বিস্তৃত, বহুল। সম্ শব্দের পর তত শব্দ থাকিলে বিকল্পে সম্ শব্দের মকারের লোপ হয়। সন্তত, সতত।

সন্ততজ্বর (পুং) জ্বরভেদ, নিরন্তর জ্বর। ইহার লক্ষণ—
"সপ্তাহং বা দশাহং বা দ্বাদশাহমথাপি বা।
সন্তত্যা যোহবিসর্গী স্যাৎ সন্ততঃ স নিগদ্যতে॥" (ভাবপ্র°)

সাতদিন, দশদিন বা ১২ দিন ব্যাপিয়া অবিচ্ছেদে যে জ্বর ভোগ হয়, তাহাকে সন্ততজ্বর কহে। ৭, ১০ বা ১২ দিন এই যে অনিয়ত কালের কল্পনা করা হইয়াছে, ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, বাতিকাদি ভেদে অর্থাৎ বায়ুপ্রাবল্যে ৭ দিন, পিত্তপ্রাবল্যে ১০ দিন এবং কফপ্রাবল্যে ১২ দিন অবিচ্ছেদে জ্বরভোগ হইবে। সন্তত-জ্বর বিষম জ্বরের অন্তর্গত। [জ্বর দেখ]

সন্ততাভ্যাস (পুং) সন্ততং যথা তথা অভ্যাসঃ। নিরন্তরাভ্যাস, সর্ব্বদা অভ্যাস, স্বাধ্যায়। (স্মৃতিপ্র°)

সন্ততি (স্ত্রী) সম্-তন্-ক্তিন্। ১ গোত্র। ২ পঙ্‌ক্তি। ৩ বিস্তার। ৪ পরম্পরাভব। ৫ পুত্র, কন্যা। ৬ ব্যাপ্তি। ৭ পারম্পর্য্য। ৮ অবিচ্ছেদ, ধারা। ৯ দক্ষের কন্যা ও ক্রতুর পত্নী। (মার্ক° পু° ৫০।২৩) ১০ অলর্কের পুত্রভেদ। (ভাগ° ৯।১৭।৮)

সন্ততিমৎ (ত্রি) সন্ততি অস্ত্যর্থে মতুপ্। সন্ততিবিশিষ্ট।
(মার্ক°পু° ১২১।৩৭)

সন্ততিহোম (পুং) হোমভেদ। (তৈত্তিরীয়ব্রা° ৮।১৮।৩)

সন্ততেয়ু (পুং) রৌদ্রাশ্বের পুত্রভেদ, ইহার পাঠান্তর সন্নতেয়ু। (ভাগবত ৯।২০।৪)

সন্তনি (ত্রি) সন্তত গমনকারী। "পূষে যামেষু সন্তনিঃ" (ঋক্ ৪।৭৩।৭) 'সন্তনিঃ সন্ততং গচ্ছন্' (সায়ণ)

সন্তনু (পুং) রাধার অনুচর একজন বালক। (পদ্মপু ২।৪।৬৩)

সন্তপন (স্ত্রী) সম্-তপ-ল্যুট্। সম্যক্‌রূপে তপন।

সন্তপ্ত (ত্রি) সম্-তপ-ক্ত। অগ্নি দহনাদি দ্বারা প্রাপ্ত, পরিশ্রম দ্বারা প্রাপ্ত। পর্য্যায় সন্তাপিত, ধূপিত, ধূপায়িত, দূন, তপ্ত। (শব্দরত্না°) ২ অগ্নির তাপযুক্ত, অগ্নিতে যাহাকে তাপ দেওয়া হইয়াছে।

সন্তমক (পুং) হাঁপানি রোগভেদ।

সন্তমস্ (স্ত্রী) সন্ততং তমঃ (অবসমন্ধেভ্যস্তমসঃ। পা ৫।৪।৭৯) ইতি অচ্। বিষ্বক্‌তমঃ, ব্যাপকান্ধকার, গাঢ় অন্ধকার। ২ মোহ, মহামোহ।

সন্তরণ (স্ত্রী) সম্-তৃ-ল্যুট্। ১ সম্যক্ প্রকারে তরণ, সাঁতার, পার গমন। (ত্রি) ২ তারক, নাশক।
"দেবেশো বহ্নি সন্তরণো তমঃ" (ভাগবত ৩৫।১৩)
'সন্তরণঃ তারকো দুঃখনাশকঃ' (মহীধর)

সন্তরুত্র (ত্রি) উপদ্রবের নিবারক। "বহলং সন্তরুত্রং সুবাচং" (ঋক্ ৩।১।১৯) 'সন্তরুত্রং সর্ব্বোপদ্রবানাং সন্তারকং' (সায়ণ)

সন্তর্জ্জন (ত্রি) ১ ভয় দেখান। ২ তাড়ন। (পুং) ৩ স্কন্দানুচরভেদ।

সন্তর্দ্দন (পুং) রাজা ধৃষ্টকেতুর পুত্রভেদ। (ভাগবত ৯।২৪।৩৮)

সন্তর্পক (ত্রি) সন্তর্পণকারক, তৃপ্তিকারক।

সন্তর্পণ (ক্লী) সন্তর্পয়তি ইন্দ্রিয়াণীতি সম্-তৃপ-ণিচ্-ল্যুট্। দ্রাক্ষা, দাড়িম, খর্জ্জুরী, কদলী, শর্করা, লাজচূর্ণ, মধু ও আজ্য মিশ্রিত দ্রব্য। এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিলে তাহাকে সন্তর্পণ কহে।

'দ্রাক্ষাদাড়িমখর্জ্জূরকদলীশর্করান্বিতং।
লাজাচূর্ণং সমধ্বাজ্যং সন্তর্পণমুদাহৃতম্ ॥' (রাজনি°)

(ত্রি) ২ তৃপ্তিকারক।

সন্তর্পণীয় (ত্রি) সম্-তৃপ-ণিচ্-অনীয়র্। সন্তর্পণযোগ্য, সন্তর্পণের উপযুক্ত।

সন্তর্প্য (ত্রি) সম্-তর্পি-যৎ। সন্তর্পণার্হ।

সন্তাড্য (ত্রি) সম্-তড্-ণ্যৎ। সম্যক্‌রূপে তাড়নের যোগ্য, সন্তাড়নীয়।

সন্তান (পুং) সন্তনোতি বিস্তারয়তি পুত্রপৌত্রাদীনিতি সম্-তন্ বিস্তারে (তনো তে ক্ষণসংখ্যানঃ। পা ৩।১।১৪০) ইতি বার্ত্তিকোক্ত্যা ণ। ১ কল্পবৃক্ষ। সংজ্ঞায়ে ইতি তন্-ঘঞ্। ২ বংশ। ইহার বৈদিক পর্য্যায়—তুক্, তোক, তনয়, তোক্ম, তক্ম, শেষ, অপ্ন, গয়, জা, অপত্য, যহু, সূনু, নপাৎ, প্রজা, বীজ। (নিঘণ্টু ২।৮) অপত্য, পুত্র, কন্যা। ৩ বিস্তার। ৪ গোত্র। ৫ ধারা। ৬ অবিচ্ছেদ, প্রবাহ। ৭ বিস্তার, ব্যাপ্তি। (ক্লী) ৮ অস্ত্রবিশেষ। মহাভারতে লিখিত আছে যে, মানব এই অস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ হইলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

"সন্তানং নর্ত্তকং ঘোরমাস্তমোদকমর্ষ্টমম্।
এতৈর্বিদ্ধাঃ সর্ব্ব এব মরণং যান্তি মানবাঃ ॥" (ভারত ৫।১৯৬।৪০)

সন্তানক (পুং) সন্তান-কন্। ১ কল্পবৃক্ষ, দেবতরু। ২ সন্তান শব্দার্থ। (ত্রি) ৩ বিস্তৃত, ব্যাপনশীল।

সন্তানকময় (ত্রি) ১ দেবতরুবিশিষ্ট। ২ পুত্রাদি যুক্ত।

সন্তানগণপতি (পুং) গণপতিভেদ।

সন্তানগোপাল (পুং) গোপাল ভেদ।

সন্তানবৎ (ত্রি) সন্তান অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। সন্তানবিশিষ্ট, সন্তানযুক্ত, অপত্যবিশিষ্ট, যাহার সন্তান আছে।

সন্তানিক (ত্রি) ১ সন্তান বিশিষ্ট। ২ ছায়াযুক্ত।

সন্তানিকা (স্ত্রী) সন্তানো বিস্তারোঽস্ত্যস্যা ইতি সন্তান-ঠন্-টাপ্। মর্কটজালতন্তু, চলিত মাকড়সার ঘাদ। ২ ছুরিকাফল। ৩ ফেন। (হারাবলী) ৪ গাঢ় দুগ্ধের সর, দুগ্ধ জাল দিলে তাহার উপরে যে সর পড়ে, তাহাকে সন্তানিকা কহে।

'সন্তানিকা গুরুঃ শীতা বৃষ্যা পিত্তাস্রবাতজিৎ।' (রাজনি°)

ইহার গুণ—গুরু, শীতল, বলকর, পিত্ত, রক্তবাতনাশক। সুমিষ্ট দ্রব্যবিশেষ, চলিত সরভাজা। পাক-রাজেশ্বরে ইহার প্রস্তুত প্রণালী লিখিত আছে যে, সরের চতুর্থ পরিমাণ দুগ্ধ জ্বাল দিয়া সর প্রস্তুত করিবে, সরের দ্বিগুণ পরিমাণ ঘৃতে ঐ সর ভাজিয়া অর্দ্ধ সরের পরিমাণ চিনির রসে উহা খাওয়াইয়া লইলে সন্তানিকা প্রস্তুত হয়। ইহা অতি সুস্বাদু এবং গুরু। (পাকরাজেশ্বর)

সন্তানিন্ (পুং) পারম্পর্য্য।

সন্তানিত (ত্রি) সন্তান অস্ত্যর্থে-ইতচ্। বিস্তারিত।

সন্তাপ (পুং) সং-তপ-ঘঞ্। ১ অধিক তাপ, পর্য্যায় সংজ্বর, তাপ, প্রোষ, উষ্ণ। (রাজনি°) ২ সম্যক্‌তাপ। ৩ দুঃখ, মনস্তাপ, অন্তর্দাহ। ৪ রিপু। ৫ অনুতাপ। ৬ দাহরোগ। [দাহরোগ দেখ।]

সন্তাপন (পুং) সন্তাপয়তীতি সং-তপ-ণিচ্-ল্যু। ১ কামদেবের পঞ্চবাণের অন্তর্গত বাণবিশেষ। (ত্রিকা°) (ত্রি) ২ তাপকারক, সন্তাপজনক। (ক্লী) ৩ তাপদান।

সন্তাপবৎ (ত্রি) সন্তাপ অস্ত্যর্থে-মতুপ্ মস্য ব। সন্তাপবিশিষ্ট, তাপযুক্ত।

সন্তাপিত (ত্রি) সং-তপ-ণিচ্-ক্ত। সন্তাপযুক্ত, দুঃখিত, অগ্ন্যাদি গমন দ্বারা প্রাপ্ত। ৩ সন্তপ্ত, উত্তপ্ত, উষ্ণ।

সন্তাপিতৃ (ত্রি) সম্-তপ্-ণিচ্-তৃচ্। সন্তাপকারক, দুঃখকারক।

সন্তাপীয় (ত্রি) তাপদানের উপযুক্ত। সন্তাপার্হ।

সন্তাপ্য (ত্রি) সম্-তপ্-ণিচ্-ণ্যৎ। সন্তাপার্হ, সন্তাপের উপযুক্ত।

সন্তার (পুং) ১ সাঁতার। ২ তরণ, পারকরণ।

সন্তারক (ত্রি) সন্তারকারী।

সন্তার্য্য (ত্রি) সন্তরণশীল। সন্তরণার্হ।

সন্তি (স্ত্রী) সন্তুদানে ক্তিচ্। সনঃ ক্তিচি-লোপশ্চাস্যান্যতরস্যাং। পা ৬।৪।৪৫) ইতি ন লোপাভাবঃ। ১ দান। ২ অবসান। অস-ধাতু লটের অন্তি স্থলে সন্তি এই পদ হয়, বা সৎ শব্দের ক্লীবলিঙ্গে প্রথমার বহুবচন বা দ্বিতীয়ার বহুবচনেও এই পদ হয়।

সন্তুষ্ট (ত্রি) সং-তুষ-ক্ত। সন্তোষযুক্ত, তৃপ্ত, আহ্লাদিত।

সন্তুষিত (পুং) দেবপুত্রভেদ। (ললিতবিস্তর)

সন্তুষ্টি (স্ত্রী) সম্-তুষ-ক্তিন্। সন্তোষ, আহ্লাদ, পরিতোষ।

সন্তৃপ্তি (স্ত্রী) সম্-তৃপ্-ক্তিন্। সম্যক্‌তৃপ্তি, সন্তোষ।

সন্তেজন (ক্লী) তীক্ষ্ণীকরণ। ধার দেওয়া।

সন্তোদিন্ (ত্রি) আঘাতকারী। (অথর্ব্ব° ৭।৯৫।৩)

সন্তোষ (পুং) সম্-তুষ-ঘঞ্। সন্তুষ্টি। পর্য্যায়—তুষ্টি, তৃপ্তি। (হেম) যাহারা সকল বিষয়েই সন্তুষ্ট থাকেন, তাঁহাদের কোন বিষয়ে আর দুঃখ হয় না। পাতঞ্জলদর্শনে লিখিত আছে যে সন্তোষ একটী যোগাঙ্গ, ইহা নিয়মের অন্তর্গত। শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান এই সকল নিয়ম

সন্দংশিত (ত্রি) সম্-দংশ-ক্ত। সম্যক্‌রূপে দংশিত।

সন্দদি (ত্রি) সম্মুখে সম্যক্ দানকারী। "হস্তেব শক্তিমভি-সন্দদী-নঃ" (ঋক্ ১।১০।১৭) 'সন্দদী আভিমুখ্যেন সম্যক্‌প্রদ-হস্তৌ ভবন্তং' (সায়ণ)

সন্দর্প (পুং) সম্-দৃপ-ঘঞ্। সম্যক্ দর্প, অতিশয় দর্প।

সন্দর্ভ (পুং) সম্-দৃভ্-গ্রন্থনে ঘঞ্। ১ রচনা। (হলায়ুধ) ২ প্রবন্ধ। ৩ গ্রন্থন।

'সন্দর্ভো রচনা গুম্ফঃ গ্রন্থনং গ্রথনং সমাঃ।' (হেম)

গ্রন্থবিশেষ, পরস্পরাম্বিত রচনা, ইহার লক্ষণ—

"গূঢ়ার্থস্য প্রকাশশ্চ সারোক্তিঃ শ্রেষ্ঠতা তথা।
নানার্থবত্ত্বং বেদ্যত্বং সন্দর্ভঃ কথ্যতে বুধৈঃ॥"
(ষট্‌সন্দর্ভের ১ কারিকা)

যে গ্রন্থে গূঢ় অর্থ সকলের প্রকাশ ও সারোক্তি আছে এবং যাহা নানা অর্থবিশিষ্ট ও যাহা দ্বারা সকল বিষয় জানা যায়, তাহাকে সন্দর্ভ কহে। সন্দর্ভগ্রন্থকে টীকাগ্রন্থবিশেষ বলা যাইতে পারে। ৪ সংগ্রহ। ৫ বিস্তার।

সন্দরু, পঞ্জাব প্রদেশের বসহর রাজ্যের অন্তর্গত একটী গিরি-সঙ্কট। হিমালয় অতিক্রম করিয়া ঐ পথে কুনাবর যাওয়া যায়। উহার সর্ব্বোচ্চ স্থান সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ১৬ হাজার ফিট উচ্চ। অক্ষা° ৩১°২৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°২´ পূঃ। বৎসরে দুই মাস মাত্র ঐ স্থান বরফহীন থাকে, সেই সময়ে স্থানীয় অধিবাসীরা ঐ পথে গমনাগমন করে।

সন্দর্শ (পুং) সম্-দৃশ-অচ্। সন্দর্শন।

সন্দর্শন (পুং) সম্-দৃশ-ল্যুট্। সম্যক্ প্রকারে দর্শন, উত্তম-রূপে দর্শন, ভালরূপে দেখা। ২ পরীক্ষা। ৩ অবলোকন, নিরীক্ষণ। ৪ জ্ঞান। ৫ মূর্ত্তি, আকৃতি, চেহারা। ৬ সম্যক্‌রূপে দেখান।

সন্দর্শনদ্বীপ (পুং) দ্বীপভেদ। (রামায়ণ ৪।৪০।৩৩)

সন্দর্শনপথ (পুং) সন্দর্শনস্য পন্থা, অচ্ সমাসান্ত। সন্দর্শনের পথ, অবলোকনের পথ।

সন্দর্শয়িতৃ (ত্রি) সম্-দৃশ্-ণিচ্-তৃচ্। সম্যক্‌রূপে দর্শনকারক। যিনি সম্যক্‌রূপে দেখান।

সন্দষ্ট (ত্রি) সম্-দংশ-ক্ত। ১ সংশ্লিষ্ট, সংলগ্ন। ২ কামড়ান।

সন্দাতৃ (ত্রি) সম্-দা-তৃচ্। সম্যক্ দাতা।

সন্দান (ক্লী) সং-দা-ল্যুট্। ১ দাম, রজ্জু, দড়ি। (অমর) ২ শৃঙ্খল, বন্ধনসাধন বস্তু। ৩ সম্যক্‌রূপে দান। ৪ বন্ধন। ৫ সম্যক্ ছেদন। (পুং) ৬ হস্তীর জানুদ্বয়ের অধোভাগ, হস্তীর জানুকের উর্দ্ধদেশ, হস্তীর কপোলদেশ, যে স্থান হইতে মদ-জল ক্ষরণ হয়।

সন্দানিকা (স্ত্রী) আম্রখদির, চলিত বিটখদির। (রাজনি°)

সন্দানিত (ত্রি) সন্দানং জাতমস্যেতি সন্দান-ইতচ্। ১ বদ্ধ, শৃঙ্খলিত, নিগড়িত। ২ দামাদিতে বদ্ধ। ৩ ছিন্ন। (অমর)

সন্দানিনী (স্ত্রী) গোষ্ঠ, চলিত গোয়ালঘর। (হেম)

সন্দায় (পুং) সম্যক্ দায়।

সন্দাব (পুং) সং-দ্রু (সমি-যুদ্রুদুবঃ। পা ৩।৩।২৩) ইতি ঘঞ্। পলায়ন, প্রস্থান। (অমর)

সন্দিগ্ধ (ত্রি) সম্-দিহ-ক্ত। সন্দেহযুক্ত, সন্দেহবিশিষ্ট, সন্দিহান, সংশয়িত।

সন্দিগ্ধত্ব (ক্লী) সন্দিগ্ধস্য ভাবঃ ত্ব। ১ সন্দিগ্ধের ভাব বা ধর্ম্ম, সন্দেহ। ২ অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত দোষভেদ। যে স্থলে অর্থের সন্দেহ হয়, কোনটী প্রকৃতার্থ তাহা নিশ্চয় করা যায় না, সেই স্থানে এই দোষ হয়।

'আশীঃপরম্পরাং বন্দ্যাং কর্ণে কৃত্বা কৃপাং কুরু। অত্র বন্দ্যামিতি কিং বন্দীভূতায়াং মুত বন্দনীয়ায়াং ইতি সন্দেহঃ।' (সাহিত্যদ°)

এই স্থলে 'বন্দ্যাং' এই শব্দটী বন্দীভূত কি বন্দনীয় অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা প্রকৃতরূপে নিশ্চয় করিতে না পারায় এই দোষ হইল। সুতরাং কাব্যাদিতে এইরূপ শব্দবিন্যাস করিতে হইবে, যাহাতে এইরূপ সন্দিগ্ধার্থ না হয়। অর্থের সন্দেহ উপস্থিত হইলেই এই দোষ হইবে।

সন্দিগ্ধমতি (ত্রি) সন্দিগ্ধা মতির্যস্য। সন্দেহবিষয়ীভূত-বুদ্ধিযুক্ত, যাহার বুদ্ধি সর্ব্বদা সন্দেহযুক্ত, যে ব্যক্তি সর্ব্বদা সন্দিগ্ধ।

সন্দিগ্ধার্থ (পুং) সন্দিগ্ধোঽর্থঃ। ১ সন্দেহবিষয়ীভূতার্থ, যে অর্থে সন্দেহ থাকে। (ত্রি) ২ তদ্বিশিষ্ট, সন্দিগ্ধার্থবিশিষ্ট।

সন্দিদৃক্ষু (ত্রি) সম্যক্ দ্রষ্টুমিচ্ছুঃ, সম্-দৃশ্-সন্-উ। সন্দর্শন করিতে ইচ্ছুক, দেখিতে অভিলাষী।

সন্দিধক্ষু (ত্রি) সম্যক্ দগ্ধুমিচ্ছুঃ, সম্-দহ-সন্-উ। সম্যক্‌রূপে দগ্ধ করিতে ইচ্ছুক।

সন্দিত (ত্রি) সম্-দো-ক্ত। বদ্ধ। (অমর)

সন্দিষ্ট (ক্লী) সম্-দিশ্-ক্ত। ১ বার্ত্তা, আদেশ, সংবাদ। (শব্দরত্না°) (ত্রি) ২ কথিত, আদিষ্ট, আজ্ঞপ্ত।

সন্দিষ্টার্থ (পুং) সন্দিষ্টোঽর্থো যস্য। সন্দেশহর, দূত বার্ত্তাবহ।

সন্দিহ্ (স্ত্রী) সম্যক্ উপচিত। "বম্রোহি জঘান সন্দিহঃ" (ঋক্ ১।৫১।৯) 'সন্দিহঃ সম্যগুপচিতাঃ দিহ উপচয়ে কৃত্যল্যুটো বহুলমিতি বহুলবচনাৎ কর্ম্মণি ক্বিপ্।' (সায়ণ)

সন্দিহান (পুং) সং-দিহ্-শানচ্। সন্দিগ্ধ, সন্দেহান্বিত।

'সন্দিহানঃ সাংশয়িকঃ সংশয়াপন্নমানসঃ।' (জটাধর)

সন্দী (স্ত্রী) ১ খট্টা, খাট, শয্যা। 'নিষদ্যা-খট্টিকা সন্দী' (ত্রিকা°)

সন্দীন (ত্রি) দীন, দুঃখী, দরিদ্র।

সন্দীপক (ত্রি) সম্-দীপ-ণ্বু। সম্যক্‌রূপে উদ্দীপক, সম্যক্‌প্রকারে উত্তেজক।

সন্দীপন (ক্লী) সম্-দীপ-ল্যুট্। সম্যক্‌রূপে দীপন, সম্যক্‌প্রকারে উত্তেজন। (ত্রি) সন্দীপনকারী। (পুং) মুনিবিশেষ।

সন্দীপনবৎ (ত্রি) সন্দীপন অস্ত্যর্থে-মতুপ্ মস্য ব। সন্দীপনবিশিষ্ট, উত্তেজনবিশিষ্ট।

সন্দীপ্য (পুং) ১ ময়ূরশিখাবৃক্ষ। (সম্‌দীপ°) (ত্রি) ২ সন্দীপনযোগ্য, সন্দীপনীয়।

সন্দুর, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর ইংরাজাধিকৃত বেল্লারী জেলার মধ্যবর্তী একটী সামন্ত রাজ্য। অক্ষা° ১৪°৫৮´ হইতে ১৫°১২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬°২৮´ হইতে ৭৬° ৩৮´ পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ১৬৪ বর্গমাইল। উহার অধিকাংশ স্থানই জঙ্গলাবৃত পর্ব্বতমালায় পরিপূর্ণ।

এই রাজ্যের পশ্চিমাংশে সন্দুর বা রামণ-দুর্গ গিরিমালা বিরাজিত। উত্তরদিক্ হইতে [illegible] শৈলশ্রেণী রাজ্যের পূর্ব্বসীমা ব্যাপিয়া রহিয়াছে। ঐ পর্ব্বতপৃষ্ঠে তিনটী ঘাট বা গিরিপথ আছে। বেটিনহট্টি বা ভীমগণ্ডীর ঘাট দিয়া বেল্লারী যাওয়া যায়। রামণ-গণ্ডী নামক উপত্যকা দিয়া হসপেট নগরবাসীর সহিত বাণিজ্য-পণ্যের বিনিময় চলিয়া থাকে এবং তন্মাগণ্ডী গিরিপথে অনায়াসে শকটাদি গমনাগমন করে। এই শৈলপৃষ্ঠে রামণ-দুর্গ, কুমারস্বামী ও কোবধবম্ নামে তিনটী অধিত্যকাও আছে। ঐ তিনটীই সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৩ হাজার ফিট উচ্চ।

পর্ব্বতগাত্রের অধিকাংশ স্থানই শালবন সমাচ্ছন্ন। ঐ শালবনের মধ্য দিয়া পার্ব্বত্য জলধারাগুলি নীলকৃষ্ণ পর্ব্বতগাত্রে রজত-রেখার ন্যায় ক্ষীণ স্রোতে প্রবাহিত। ঐরূপ অনেকগুলি স্রোতস্বিনী সন্দুর নদী বা নারীনালারূপে পুষ্ট হইয়া হসপেটের অন্তর্গত দরোজি বাঁধে আসিয়া মিশিয়াছে।

এখানকার বনভাগে ব্যাঘ্র, চিতা, শৃগাল, ভল্লুক, শূকর, সম্বর-হরিণ ও বন্যছাগাদি দেখিতে পাওয়া যায়। ধাতব পদার্থের মধ্যে খনিজ লৌহ এবং শ্লেট, লৌহের অক্সিদ মিশ্রিত ক্লোরিটিক্ শ্লেট ও কোয়ার্টজ বহুপরিমাণে এখানে বিদ্যমান আছে। রামণদুর্গ-শৈলে নানাবর্ণের মৃত্তিকা দেখা যায়, তন্মধ্যে কার্পাসবপনোপযোগী কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা ও চুণামাটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কুমারস্বামী-শৈলশিখরে একটী মন্দির আছে। ঐ স্থানের পাথরগুলি আগ্নেয়গিরির উদ্গীর্ণ ধাতবস্তুর পরিণতি (Lava-conglomerate) বলিয়া গৃহীত।

মরারী রাও ঘোরপড়ে নামক একজন মহারাঠা সেনাপতি এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি প্রথমে বিজাপুররাজের সেনাপতি ছিলেন। পিতার উপযুক্ত পুত্র বীরবর বীরাজী পরের দাসত্বকে ঘৃণার বিষয় মনে করিয়া মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজীর অধীনে জাতীয়-গৌরব-রক্ষায় বদ্ধপরিকর হন। পূর্ব্বে এই রাজ্য জনৈক বেদার-পোলিগারের শাসনাধীন ছিল। বীরাজীর পুত্র সিদাজি স্বীয় ভুজবলে বেদার-রাজাকে পরাভূত করিয়া সন্দুর রাজ্য অধিকার করেন। শিবাজীর বংশধর শম্ভাজী সিদাজীকে এই লব্ধ রাজ্যের অধীশ্বর স্বীকার করিয়া তাঁহাকেই সন্দুরের মসনদে অভিষিক্ত করেন। ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে সিদাজির মৃত্যু হইলে তৎপুত্র গোপাল রাও সন্দুরের রাজপদ প্রাপ্ত হন। কিন্তু তাঁহার বীরত্বপ্রতিভা তাঁহাকে প্রতিষ্ঠাবান্ করিতে সমর্থ হয় নাই। ইতিহাস আলোচনা দ্বারা আমরা এই মাত্র জানিতে পারি যে, গোপাল রাওর পর হইতেই সন্দুর-রাজবংশ হীনবল হইতে থাকে। ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে গুটী অধিকারের অব্যবহিত পরেই হায়দার আলী এই স্থান অধিকার করেন। হায়দর আলী এখানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন এবং তৎপুত্র টিপু সুলতান ঐ দুর্গ সমাপন করিয়া যান। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে গোপাল রাওর পুত্র শিবরাও পিতৃরাজ্য উদ্ধার মানসে হায়দারের বিরুদ্ধে অভিযান করেন এবং ঐ যুদ্ধেই তিনি নিহত হন।

১৭৯০ খৃষ্টাব্দে শিবরাওর ভ্রাতা বেঙ্কটরাও স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র সিদাজীর পক্ষ হইয়া সন্দুর হইতে টিপু সুলতানের সেনাদল তাড়াইয়া দেন, কিন্তু তিনি শ্রীরঙ্গপত্তনের পতন না হওয়া পর্য্যন্ত সন্দুর অধিকার করিতে সাহসী হন নাই। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে সিদাজির মৃত্যু ঘটে। অতঃপর পেশবা সন্দুর রাজ্যটী স্বীয় অধিকারভুক্ত করিবার নিমিত্ত দাবী করেন এবং ঐ রাজ্য হস্তগত করিয়া তিনি যশোবন্ত রাও ঘোরপড়ে নামক সিন্দেরাজের জনৈক সেনাপতিকে ঐ সম্পত্তি তৎকৃতকার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। যশোবন্ত রাও মরারী রাও ঘোরপড়ের বংশধর ছিলেন। যশোবন্ত রাওর অদৃষ্টে রাজ্যসুখভোগ বিধাতা লিখেন নাই। অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে, শেষোক্ত সিদাজীর পত্নী যশোবন্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা খণ্ডেরাওর পুত্র শিবরাওকে দত্তক গ্রহণ করেন। যাহা হউক, পেশবা বহুদিন সন্দুর রাজ্যের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। ক্রমেই তাঁহার রাজ্যলিপ্সা বলবতী হইতে থাকে। তিনি নাবালক শিবরাওর বিরুদ্ধে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে সেনাচালনা করেন, কিন্তু তিনি ঐ যুদ্ধে বিফল মনোরথ হন। অতঃপর তাঁহারই প্রার্থনানুসারে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট সর্ টমাস মনরোকে সন্দুরবিজয়ে প্রেরণ করেন। ঐ বৎসর অক্টোবর মাসে সন্দুর দুর্গ ও রাজ্য ইংরাজ সেনাপতির হস্তে সমর্পিত হয়। সর্

উঁহার সন্দোর অনুরোধে পেশবা বার্ষিক ১০ হাজার টাকা আয়ের একটী জায়গীর শিবরাওকে ক্ষতিপূরণস্বরূপ অর্পণ করিয়াছিলেন।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে পেশবার রাজ্যশাসনশক্তির সম্পূর্ণ বিলয় সাধিত হয়। ইংরাজ গবর্মেণ্ট ঐ সময়ে শিবরাওকে তাঁহার পৈতৃক রাজ্য প্রদান করেন। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ গবর্মেণ্ট তাঁহার আচরণে প্রীত হইয়া তাঁহাকে ও তাঁহার উত্তরাধিকারী সন্তানগণকে সন্দূর প্রদেশ নিষ্কর ভোগ করিবার নিমিত্ত এক খানি সনদ দিয়াছিলেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে শিবরাওর মৃত্যু ঘটিলে, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বেঙ্কট রাও রাজপদ পান। তিনি ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করিয়া পরলোক গমন করিলে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র নাবালক শিবষণ্মুখ রাও রাজ্যেশ্বর হন, কিন্তু তিনি ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সনদ প্রাপ্ত হন নাই। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ২৪ এ জানুয়ারী তদানীন্তন ভারত-রাজ-প্রতিনিধি লর্ড নর্থব্রুক তাঁহাকে রাজা উপাধি দান করেন। ঐ উপাধি তাঁহার বংশধরগণও স্বসনদে উপবেশন করিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে শিবষণ্মুখ রাওর মৃত্যু হইলে, তদীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রামচন্দ্র বিট্‌ঠল রাও রাজা হন। ইঁহার অধীনে সন্দূর রাজ্য সুশৃঙ্খলে শাসিত হইয়াছে। এখানকার রাজারা দত্তক-গ্রহণে অধিকারী।

এই রাজ্যের মধ্যে রামনদ্রগ নামক শৈলাবাস বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐ স্থান সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ৩১৮০ ফিট্ উচ্চ। বেলারি জেলাস্থবকেই সাধারণতঃ ঐ স্বাস্থ্যাবাসে স্থান দেওয়া হয়।

পূর্ব্বে কুমারস্বামী শৈলশিখরের উপরিস্থ মন্দিরের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ঐ মন্দিরটী বহু প্রাচীন ও প্রত্নতত্ত্ববিদের আদরের সামগ্রী। ঐ মন্দিরের গোপুরটী পূর্ব্বমুখী, প্রবেশ-পথের বামভাগে পার্ব্বতীর মন্দির, এবং দক্ষিণে সাক্ষাৎ-লক্ষ্মূর্ত্তি শিবের মন্দির বিরাজিত। শিব ও পার্ব্বতীকে অতিক্রম করিয়া পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইলে তাঁহাদের পুত্র কুমার-স্বামীর (ষড়ানন কার্ত্তিকের) মন্দির দৃষ্টিগোচর হয়। কুমারস্বামী মন্দিরের সম্মুখে অগস্ত্যতীর্থ নামে একটী কুণ্ড আছে। গোপুরের সম্মুখেও একটী অষ্টকোণ স্তম্ভ দেখা যায়। উহার তলদেশে তিনটী মূর্ত্যাকৃতি খোদিত আছে। উহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মূর্ত্তী কুমারস্বামী কর্ত্তৃক নিহত তারকাসুরের মূর্ত্তি বলিয়া বিদিত। প্রতি তিন বৎসর অন্তরে এখানে একটী মহোৎসব হইয়া থাকে। ঐ মহোৎসবে খুব ধুমধাম হয়। প্রায় ৩০ হাজার তীর্থযাত্রী ঐ মেলায় সমাগত হইয়া দেবপূজাদি দিয়া থাকে। মন্দিরা-ধ্যক্ষের নিকট ৬১৫ সংবতে (৭১০ খৃঃ) উৎকীর্ণ একখানি 'শাসন' আছে।

কুমারস্বামী শৈলের জলবায়ু স্বল্প স্বাস্থ্যকর। রামন-দুর্গের ন্যায় শীতল নহে।

২ সন্দূর গ্রাম এখানকার প্রধান বাণিজ্যস্থান।

সন্দূর, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর বেলারী জেলার অন্তর্গত একটী শৈলমালা। প্রায় ১৫ মাইল দীর্ঘ এবং উত্তরপশ্চিম হইতে দক্ষিণপূর্ব্বে ৬ঙ্গেট পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহা সন্দূররাজ্যের পশ্চিম সীমা। এই পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ চূড়া রামনদুর্গ (৩১৫০ ফিট্) নামে খ্যাত। এই জন্ত এই পর্ব্বতকেও রামনদুর্গ বলা হইয়া থাকে। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে এখানকার রামনমলয় নামক পর্ব্বতাংশে একটী স্বাস্থ্যাবাস স্থাপিত হইয়াছে।

সন্দূহ্য (ত্রি) সম্-দুহ-ক্যপ্। সন্দোহ্য, সম্যক্ দোহনীয়, সম্যক্‌রূপে দোহনের উপযুক্ত।

সন্দূষণ (স্ত্রী) সম্-দূষ-ল্যুট্। ১ সম্যক্‌রূপে দূষণ। (ত্রি) ২ সম্যক্ প্রকারে দূষণকারক। (রাজতর° ৩।২৩৮)

সন্দৃশ্ (স্ত্রী) সম্-দৃশ্-কিপ্। সন্দর্শন, অবলোকন। "সূর্য্যস্য সন্দৃশো যুযোথাঃ" (ঋক্ ২।৩৩।১) 'সন্দৃশঃ সন্দর্শনাৎ' (সায়ণ)

সন্দৃশ্য (ত্রি) সম্-দৃশ্-ণ্যৎ। সন্দর্শনযোগ্য, দেখিবার উপযুক্ত।

সন্দৃষ্টি (স্ত্রী) সম্-দৃশ্-ক্তিন্। সম্যক্‌দৃষ্টি, সম্যক্ দর্শন। "বর্ণকো বঃ সন্দৃষ্টৌ" (ঋক্ ১।১৬৪।৭) 'সন্দৃষ্টৌ সম্যক্‌দর্শনে' (সায়ণ)

সন্দেদ (পুং) সম্-দিহ্ (দিহ্)-ঘঞ্। সন্দেহ।

(শতপথব্রা° ১০।৫।৩।৮)

সন্দেব (পুং) ১ দেবকের পুত্রভেদ। (হরিবংশ) স্ত্রিয়াং টাপ্। দেবকের কন্যা ও বসুদেবের পত্নী। শ্রীদেবা ও স্বদেবা পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

সন্দেশ (পুং) সম্-দিশ্-ঘঞ্। সংবাদ, বার্ত্তা, খবর। (শব্দরত্না°) ২ ছানাবদ্ধ মিষ্ট দ্রব্য। ছানা ও চিনি একত্র পাক করিয়া ইহা প্রস্তুত করিতে হয়। ইহা অতি সুস্বাদু। ছানা ও ক্ষীর উভয় হইতেই সন্দেশ প্রস্তুত হয়।

সন্দেশক (পুং) সন্দেশ স্বার্থে কন্। সন্দেশবাক্য, সংবাদ।

সন্দেশপদ (স্ত্রী) ১ যে পদের শব্দ দ্বারা প্রকৃত সন্দেশ সুগম হয়। ২ শব্দ বা স্বর লক্ষণ। "মধুসন্দেশপদা সরস্বতী"(রঘু ৮।৭৬)

সন্দেশবাচ্ (স্ত্রী) সন্দেশ এব বাক্। সন্দেশরূপ বাক্য, সংবাদ, বার্ত্তা। পর্য্যায়—বাচিক। (অমর)

সন্দেশহর (পুং) হরতীতি হৃ-অচ্, হরঃ, সন্দেশস্য হরঃ। দূত, বার্ত্তাবহ, যিনি সন্দেশ অর্থাৎ বার্ত্তা লইয়া যান।

সন্দেশহার (পুং) সন্দেশং হরতি 'কর্ম্মণ্যণ্‌' ইতি' অণ্। বার্ত্তাবহ, দূত।

সন্দেশহারক (পুং) সন্দেশং সংবাদং হরতীতি হৃ-ণ্বুল্। দূত। (হেম)

সন্দ্রাব (পুং) সম্-দ্রু (সমি-যুদ্রুদুবঃ। পা ৩।৩।২৩) ইতি ঘঞ্। পলায়ন। (অমর)

সন্দ্বীপ (সনদ্বীপ), বাঙ্গালার নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম জেলার অদূরবর্ত্তী সমুদ্রোপকূলস্থ একটী দ্বীপ। ইহা নোয়াখালি জেলার একটী অংশ মেঘনা-সাগরসঙ্গমে স্থাপিত। মেঘনা নদী সমুদ্র-সঙ্গমে স্বীয় মোহানায় যতগুলি চরসৃষ্টি করিয়াছে তন্মধ্যে এই চরটীই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। অক্ষা° ২২° ২৩´ হইতে ২২° ৩১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯১° ২২´ হইতে ৯১° ৩৫´ পূঃ মধ্য।

সন্দ্বীপ দ্বীপাকারে সমুদ্রগর্ভ হইতে সমুত্থিত হইবার পর, উহার দক্ষিণে আরও ২।৩ মাইল দূরে পলি পড়িয়া আর একটী চর উত্থিত হয়। ঐ চর ক্রমশঃ পুষ্ট হইয়াছে। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে এই শেষোক্ত চরটী কালীচর নামে আখ্যাত হয়। এই চরটী এত উচ্চ হইয়া উঠে যে, সমুদ্রের ভীষণ তরঙ্গাঘাত ও জল-প্লাবন সন্দ্বীপের উপকূলভাগের বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে নাই। সন্দ্বীপ ও কালীচরের মধ্যে প্রথমে যে জলখাতের ব্যবধান ছিল, কালবশে তাহা ক্রমশঃ মজিয়া মূল সন্দ্বীপের সহিত সংযোজিত হইয়াছে।

ভূতত্ত্বের আলোচনা দ্বারা আমরা অবগত হই যে, ইতি-হাসাতীত কাল হইতে সন্দ্বীপের গঠন আরম্ভ হইয়াছিল। জল-গর্ভ হইতে সমুত্থানের পর এখানে বাঙ্গালা দেশবাসী জনগণের সমাগম এবং সেই সময় হইতে এখানে আবাদ চলিতে থাকে। পাশ্চাত্য বণিক্ ও ভ্রমণকারিগণ এই পথে বাঙ্গালায় প্রবেশ করিয়া সন্দ্বীপের সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ১৫৬৫ ভেনিস্ নগরবাসী দেশপর্য্যটক সিজার ফ্রেডারিক এদেশ বাসীকে "মূর" অর্থাৎ মুসলমান বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া-ছেন। তাঁহার বিবরণী হইতে আমরা আরও জানিতে পারি যে, এই দ্বীপ তৎকালে বিশেষ উর্ব্বরা, শস্যশালী ও ধনজনে পূর্ণ ছিল। কেপ্রযাত দ্রব্যের প্রচুরতানিবন্ধন এখানে সকল প্রকার আহার্য্যই সুবিধাদরে বিক্রীত এবং বৎসরে প্রায় ২০০ লবণ বোঝাই জাহাজ এখান হইতে দেশান্তরে প্রেরিত হইত। তদ্ব্যতীত এখানে জাহাজনির্ম্মাণোপযোগী কাষ্ঠাদিও এত সুবিধা দরে পাওয়া যাইত যে, কনষ্টান্টিনোপলের সুলতান আলেক্‌জাণ্ড্রিয়া বন্দর হইতে তাঁহার আবশ্যকীয় পোতাদি প্রস্তুত না করিয়া এখান হইতে তুর্কীরাজ্যের সমগ্র অর্ণবপোত প্রস্তুত করাইয়া লইয়া যাইতেন। অনুমান ১৭২০ খৃষ্টাব্দে পার্কাস্ লিখিয়াছেন যে, এখানকার উপকূলের অধিকাংশ অধিবাসীই মুসলমান। উঁহাদের উপাসনার জন্য এখানে যে সকল মসজিদ আছে, তৎসমুদায় দুই শত বর্ষেরও অধিক প্রাচীন। ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে সর টমাস হার্বার্ট এখানকার শস্যসমৃদ্ধির কথা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, সন্দ্বীপে প্রচুর নারিকেল উৎপন্ন হয় এবং তাহা এখান হইতে চট্টগ্রাম ও আরাকান প্রদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। এখানে ইক্ষুর চাষও যথেষ্ট আছে।

খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীতে আরাকানী মুসলমান ও পর্ত্তুগীজ-দিগের মধ্যে চট্টগ্রামের উপকূলস্থ বাণিজ্য-প্রাধান্য লইয়া যে ঘোরতর যুদ্ধ চলিয়াছিল, তাহার ভীষণ বন্যা সন্দ্বীপে প্রবেশ করে এবং সেই সময়ে এখানে বহুসংখ্যক দুর্গও নির্ম্মিত হয়। ১৬০৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে পর্ত্তুগীজগণ যখন এই দ্বীপে পদার্পণ করে, তখন ঐ সকল দুর্গের একটীতে মুসলমান সৈন্য রক্ষিত ছিল। পর্ত্তুগীজগণ অবরোধান্তে দুর্গ অধিকারপূর্ব্বক দুর্গবাসী মুসলমান সেনাবৃন্দকে তরবারি দ্বারা নিহত করিয়াছিল। ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে ভীষণ প্রকৃতি আরাকানীগণ পর্ত্তুগীজদিগের নিকট হইতে সন্দ্বীপ কাড়িয়া লয়। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গেশ্বর সায়েস্তা খাঁ সন্দ্বীপ পুন-রুদ্ধারের জন্য মহাড়ম্বরে যে অভিযান করিয়াছিলেন, ফরাসী ভ্রমণ-কারী বার্ণিয়ারের ভ্রমণবৃত্তান্তে তাহার পূর্ণচিত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

মোগলসম্রাট্ আরঙ্গজেবের আদেশে নবাব সায়েস্তা খাঁ নৌবাহিনী প্রস্তুত করিয়া আরাকান-পতিকে দমন করেন এবং ঐ সময় হইতে চট্টগ্রাম মোগল শাসনভুক্ত হয়।

[আরাকান, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি ও পর্ত্তুগীজ শব্দ দেখ]

মোগল শাসনকালে ঢাকার দক্ষিণস্থ নদীতীরবাসী দস্যুগণ অথবা রাজদ্বারে দণ্ডিত অপরাধীসমূহ এখানে দ্বীপান্তরিত হইত। ঐ দ্বীপ কালে হিন্দু, মুসলমান ও মগ প্রভৃতি জাতির উপনিবেশে পর্য্যবসিত হয়। ঐ সকল অধিবাসীর কতকগুলি ভূমিকর্ষণ করিয়া, কতকগুলি মৎস্য ধরিয়া এবং অপরে জল বা স্থলপথে দস্যুবৃত্তি করিয়া জীবিকার্জ্জন করিত। ঐ সকল প্রজাবৃন্দ এরূপ উদ্ধত প্রকৃতির ছিল যে, তাহারা সর্ব্বদাই স্থানীয় জমিদারবর্গের প্রতি বিদ্রোহিতাচরণ করিতে কাতর হইত না। এই কারণে প্রত্যেক জাতিই অপর জাতির শত্রু হইয়া পড়িয়াছিল। যে কোন হেতুবাদে স্থানীয় প্রজাবৃন্দ পরস্পরের মধ্যে কলহ বাধা-ইত। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে এই দ্বীপ ইংরাজশাসনভুক্ত হইবার পর হইতে মধ্যে মধ্যে এখানে কএকবার অশান্তির উদ্রেক হয়। তালুকদারগণের আবেদনে ইংরাজ গবমেণ্ট ঐ অশান্তি দূর করিতে চেষ্টা করেন। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে সন্দ্বীপ ভিন্ন ভিন্ন লোটে বিভক্ত করিয়া প্রজাবর্গের মধ্যে বিলি করার ব্যবস্থা হয় এবং একজন কলেক্টার তৎসমুদায়ের পরিদর্শন-কার্য্যে নিযুক্ত হন। ১৮২২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সন্দ্বীপ চট্টগ্রামের শাসনভুক্ত ছিল। উক্ত বর্ষে নোয়াখালি স্বতন্ত্র জেলারূপে গঠিত হওয়ায় সন্দ্বীপ নোয়াখালী জেলার শাসনাধীন হইয়াছে।

পূর্ব্বে সন্দীপ একজন ফৌজদারের অধীনে শাসিত হইত। ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে এখানে সেনাদল রক্ষা বিশেষ ব্যয়সাধ্য দেখিয়া ইংরাজগবর্মেণ্ট ডন্‌কান্ সাহেবকে সেনাবাস উঠাইয়া আনিবার ব্যবস্থা করিতে প্রেরণ করেন। তদনুসারে ফৌজদার-পদ বিলুপ্ত হয় এবং এক জন দারোগা এই স্থানের শাসনকর্ত্তা হন; কিন্তু তিনি ফৌজদারের ন্যায় প্রধানকার সর্ব্বময়কর্ত্তা ছিলেন না। ঐ দারোগা ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব হইতেই নাএব-আহদ্‌দারের অধীন ছিলেন। সপ্তাহের মধ্যে এক দিন মাত্র নাএব-আহদ্‌দার ধর্ম্মাধিকরণে উপবেশন করিয়া রাজাশাসন সম্বন্ধীয় তত্তাবৎ কার্য্য পরিদর্শন করিতেন এবং দারোগা ও তাহার সহকর্ম্মচারিগণ মকদ্দমার নথি পত্র তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিয়া দিতেন। কিন্তু বিচারকার্য্যের সময় নাএব আহদ্‌দার, দারোগা, কানুনগোই ও স্থানীয় জমিদারবর্গ একত্র আদালতে বসিয়া মকদ্দমার মীমাংসা করিতেন। ঐ বিচারালয়ে দেওয়ানী ও ফৌজদারী সকল রকমই বিচার হইত। কেবল নাএব আহদ্‌দারই রাজস্ব-বিভাগের একমাত্র কর্ত্তা ছিলেন।

ডন্‌কান্ সাহেবের লিখিত বিবরণী হইতে আমরা জানিতে পারি যে তৎকালে এখানেও একপ্রকার ক্রীতদাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। ঐ দাসদিগের সহিত যে ব্যক্তি বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইত, তাহাকেও ঐ দাসের নিয়মাধীনে তাহার প্রভুর সেবায় নিযুক্ত থাকিতে হইত।

সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে সন্দীপের ভূপৃষ্ঠ অধিক উচ্চ না হওয়ায় এই স্থান প্রায়ই সমুদ্র-বন্যায় জলময় হইয়া থাকে। ১৮৬৪ ও ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ভীষণ ঝটিকায় সমুদ্র জল উত্থিত হইয়া এখানে ভয়াবহ ক্ষতি করে। শেষোক্ত বন্যায় নারায়ণহি, কালালীচর, মৌলবী-চর প্রভৃতি স্থানে প্রায় ৪০ হাজার লোক জলমগ্ন হইয়া জীবন হারাইয়াছিল। এই ভীষণ দুর্দ্দিনের পর, এখানে বিসূচিকা দেখা দেয়, তাহাতেও দেশের অবস্থা অত্যন্ত মন্দ হইয়া পড়ে। কারণ তথায় যে সকল মিষ্ট জলপূর্ণ দীর্ঘিকা বা পুষ্করিণী ছিল, তৎ সমুদয় লবণ জলপূর্ণ হওয়ায় পানের অনুপযুক্ত হয়, অধিকন্তু অনেক স্থানে বন্যাচালিত শবদেহ বা মৃতপশুদেহ আসিয়া পড়ায় স্থানীয় জল ও বায়ু দারুণ দুর্গন্ধময় করিয়া তুলে। ঐ সকল পূতিগন্ধময় জল পান করিয়া অধিবাসিবর্গ বিশেষ রোগনিগ্রহ ভোগ করে। এই দুঃখের উপর দস্যুপ্রকৃতি অধিবাসিবর্গের অত্যাচারে এই স্থানকে আরও ভীতিপ্রদ করিয়া তুলিয়াছিল।

সন্ধনাজিৎ (ত্রি) সম্যক্ ধনজয়কারী। (অথর্ব্ব ৪।২০।৩)

সন্ধা (স্ত্রী) সম্-ধা-অঙ্। ১ স্থিতি। ২ প্রতিজ্ঞা। (মেদিনী) ৩ সন্ধান, সন্ধি, মিলন। ৪ সন্ধ্যাকাল। ৫ অনুসন্ধান।

সন্ধাতব্য (ত্রি) সম্-ধা-তব্য। সন্ধানযোগ্য। যাহার সহিত সন্ধি কর্ত্তব্য।

সন্ধাতৃ (পুং) ১ শিব। ২ বিষ্ণু।

সন্ধান (স্ত্রী) সন্ধীয়তে যদিতি সং-ধা-ল্যুট্। ১ মদ্যাসন্ধীকরণ, মদ প্রস্তুত করা। পর্য্যায়—অভিষব। সন্ধানী, সন্ধিকা। (শব্দরত্না°) সন্ধীয়তে সন্ধানং বংশাঙ্কুরকলায়াদীন্ দ্রবকালং সন্ধায় বৎ ক্রিয়তে। ২ সংঘটন। (মেদিনী) ৩ মাক্ষিক। (হলায়ুধ) ৪ মদিরা। ৫ অবরোধ। ৬ সৌরাষ্ট্র। (রাজনি°) ৭ লক্ষ্য করিয়া ধনুতে বাণযোজন। ৮ অন্বেষণ। ৯ সন্ধি। ১০ সুধার বন্ধ। (ত্রি) সন্দধাতীতি সং-ধা-ল্যু। ১১ ধারক। (সুশ্রুত ১।৪৫)

সন্ধানক (ত্রি) ১ সংশ্লেষকরণ। যোজন। ২ সন্ধানপদার্থ।

সন্ধানকারিন্ (ত্রি) সন্ধানং করোতীতি কৃ-ণিনি। সন্ধান-কারক, সন্ধানকৃৎ, যিনি সন্ধান করেন।

সন্ধানতাল (পুং) তালমানভেদ।

সন্ধানিকা (স্ত্রী) সন্ধানমস্ত্যস্যা ইতি সন্ধান-ঠন্। খাদ্যদ্রব্য বিশেষ, এক প্রকার আচার। পাকরাজেশ্বরে ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—সর্ষপ এক শরাবের ১৬ ভাগের এক ভাগ, মরিচ ২ তোলা, হরিদ্রা ১ তোলা, নাগরমুথা ১ তোলা, কৃষ্ণজীরা ১ তোলা, এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে। পরে ২০টী আম্রকে দুই খণ্ড বা চারিখণ্ড করিয়া কাটিবে ও তাহার আটী বাহির করিয়া ফেলিবে; পরে উক্ত আম্রের মধ্যে ঐ চূর্ণ গুলি পুরিয়া দিবে এবং আম্রটীকে কাঠী দ্বারা বিদ্ধ করিয়া তৈলপাত্রে নিমজ্জিত করিবে। ইহা সন্ধানিকা নামে খ্যাত। (পাকরাজেশ্বর)

সন্ধানিত (ত্রি) সন্ধান-ইতচ্। ১ সন্ধানবিশিষ্ট। ২ সংঘটিত।

সন্ধানিনী (স্ত্রী) গোগৃহ, গোয়ালঘর।

সন্ধানী (স্ত্রী) সন্ধীয়তে যত্রাবিতি সং-ধা-ল্যুট্-ঙীপ্। ১ সন্ধি, মিলন, মিশ্রণ। ২ প্রাপ্তি। ৩ বন্ধন। ৪ অন্বেষণ। ৫ পালন। ৬ বক্ষ-সঙ্কোচ। ৭ আমানি, কাঞ্জী। ৮ সংযোজন। ৯ সুধাদ্রব্য। ১০ সংঘট্টন। ১১ সন্ধান, ধনুকে বাণযোজনা। ১২ কুপ্যশালা।

সন্ধানীয় (ত্রি) সম্-ধা-অনীয়র্। সন্ধানযোগ্য, সন্ধানের উপযুক্ত।

সন্ধানীয়বর্গ (পুং) বৈদ্যকোক্ত ভগ্নসংযোজক কষায়-দ্রব্যগণ। এই বর্গ যথা—যষ্টিমধু, গুলঞ্চ, চাকুলি, আকনাদি, বরাক্রান্তা, মোচরস, ধাইফুল, লোধ, প্রিয়ঙ্গু ও কটফল। (চরক সূ° ৪অ°)

সন্ধারণ (ত্রি) সম্-ধৃ-ল্যুট্। সম্যক্‌রূপে ধারণ।

সন্ধার্য্য (ত্রি) সম্-ধৃ-ণ্যৎ। সন্ধারণযোগ্য, সম্যক্‌রূপে ধারণের উপযুক্ত।

সন্ধি (পুং) সন্ধানমিতি সম্-ধা-কি। রাজাদিগের ষড়্‌গুণের

অন্তর্গত গুণবিশেষ। পরস্পরের সহিত মিলন, এক রাজা যখন অন্য বিপক্ষ এক রাজার সহিত বিশেষ নিয়মে আবদ্ধ হইয়া মিলিত হন, তখন তাহাকে সন্ধি কহে। মনুতে লিখিত আছে যে, রাজা সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ এবং আশ্রয়, এই ষড়্‌গুণ অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিবেন। এই ৬টী গুণের মধ্যে যে স্থলে যাহা অবলম্বন করিলে নিজের বিশেষ সুবিধা হইবে, তাহা বিবেচনা করিয়া তাহাই করিবেন।

"সন্ধিঞ্চ বিগ্রহঞ্চৈব যানমাসনমেব চ।
দ্বৈধীভাবং সংশ্রয়ঞ্চ ষড়্‌গুণাংশ্চিন্তয়েৎ সদা॥
সন্ধিন্তু দ্বিবিধং বিদ্যাদ্রাজা বিগ্রহমেব চ।
উভে যানাসনে চৈব দ্বিবিধঃ সংশ্রয়ঃ স্মৃতঃ॥"(মনু ৭।১৬০-৬১)

এই ষড়্‌গুণের প্রত্যেকটীই অবস্থাভেদে দ্বিবিধ, সুতরাং সন্ধিও দ্বিবিধ। বর্ত্তমান বা ভাবিফললাভ-প্রত্যাশায় মিত্র-রাজার সহিত মিলিত হইয়া অপর শত্রু রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবার নিমিত্ত উক্ত মিত্ররাজার সহিত যে সন্ধি তাহা প্রথম এবং পরস্পর স্থিরভাবে যুদ্ধযাত্রা করিবার নিমিত্ত মিত্র রাজার সহিত যে সন্ধি সংস্থাপিত হয়, তাহা দ্বিতীয়।

রাজা যখন নিশ্চয়রূপে বুঝিতে পারিবেন যে, অল্পদিন পরেই তাহার সৈন্যসংখ্যা বিশেষ বৃদ্ধি পাইবে এবং অপেক্ষাকৃত তিনি বিশেষ বলশালী হইতে পারিবেন, তখন আপাততঃ কিছু ক্ষতি স্বীকার করিয়াও তাহার সন্ধি করা কর্ত্তব্য। যদি বিপক্ষ রাজা যুদ্ধ না করিয়া মিত্রভাবে বিজিগীষুর হস্তে আত্মসমর্পণ করেন, অথবা উৎকৃষ্ট রত্নাদি বা স্বরাজ্যের কিয়দংশ দেন, তাহা হইলে তাহার সহিত যুদ্ধ না করিয়া সন্ধি-সংস্থাপন করাই বিধেয়। (মনু ৭অ°)

কামন্দকের যুক্তিকল্পতরুতে লিখিত আছে যে, রত্নাদি উপায়ন দিয়া পরস্পর মিত্রতাহেতু যে মিলন তাহার নাম সন্ধি। পণবন্ধ অর্থাৎ কতকগুলি নিয়মে পরস্পর আবদ্ধ হইলে তাহাকেও সন্ধি কহে। পরস্পরের মধ্যে যিনি হীনবল তিনিই সন্ধি করিবেন। পরস্পর সন্ধি হইলে মর্য্যাদার উল্লঙ্ঘন করা বিধেয় নহে। নিয়মভঙ্গ করিলে সন্ধি শিথিল হয়; সুতরাং সন্ধির মর্য্যাদা রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

যে স্থানে কোন রাজা বলবান্ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন এবং অন্য বিশেষ কোন সহায় না থাকে, তাহা হইলে বলবান্ শত্রুর সহিত সন্ধি করিয়া তাহার কালযাপন করা বিধেয়। যে রাজা দৈব কর্ত্তৃক উপহত এবং যাহার রাজ্য দুর্গাদিযুক্ত ও চারিদিকে শত্রুবেষ্টিত তাহার সন্ধি করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যে রাজা দুষ্ট অর্থাৎ যাহার মন্ত্রণা নিষিক্ত এবং ভিন্ন মন্ত্র ও নীচ ধর্ম্মরত, তাহার সহিত সন্ধি করিবে না। বিশেষতঃ যিনি পূর্ব্বপীড়িত তাহার সহিত কখনই সন্ধি করিবে না। ইহাদের সহিত সন্ধি করিলে প্রায়ে বিনষ্ট হইতে হয়।

"প্রাণবাধে ভবেৎ সন্ধিঃ স্বয়ং হীনসমাচরেৎ।
মর্য্যাদোল্লঙ্ঘনং নাস্তি যদি সন্ধ্যোন্নিত স্থিতিঃ॥
মর্য্যাদোল্লঙ্ঘনং যত্র সন্ধৌ সংশয়িতং ভবেৎ।
নতং সংশায়িতং কুর্য্যাদিত্যুবাচ বৃহস্পতিঃ॥
বলবদ্বিগৃহীতঃ সন্ নৃপোহনন্যপ্রতিক্রিয়ঃ।
আপন্নঃ সন্ধিমন্বিচ্ছেৎ কুর্ব্বাণঃ কালযাপনম্॥
যে চ দৈবে নোপহতা রাষ্ট্রং যেষাঞ্চ দুর্গমম্।
বহবো রিপবো যেষাং তেষাং সন্ধির্বিধীয়তে॥
দুর্দ্দম্যো ভিন্নমন্ত্রশ্চ নীচধর্ম্মরতশ্চ বা।
এতৈঃ সন্ধিং ন কুর্ব্বীত বিশেষাৎ পূর্ব্বপীড়িতৈঃ।
সন্ধিং হি তাদৃশৈঃ কুর্ব্বন্ প্রাণৈরপি বিনীয়তে॥ (কামন্দক)

বিষ্ণুশর্ম্মকৃত হিতোপদেশে সন্ধি নামক চতুর্থ কথাসংগ্রহে সন্ধির বিশেষ বিবরণ আছে। সংক্ষিপ্তভাবে তাহা আলোচিত হইল।—কোন রাজা প্রবলরাজকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া অন্য কোনরূপে প্রতিকার করিতে সমর্থ না হইলে তাহার সহিত সন্ধি করিয়া কালযাপন করিবেন। এই সন্ধি ১৬ প্রকার, যথা— ১ কপাল, ২ উপহার, ৩ সন্তান, ৪ সঙ্গত, ৫ উপন্যাস, ৬ প্রতীকার, ৭ সংযোগ, ৮ পুরুষান্তর, ৯ অদৃষ্টনর, ১০ আদিষ্ট, ১১ আত্মাদিষ্ট, ১২ উপগ্রহ, ১৩ পরিক্রয়, ১৪ উচ্ছিন্ন, ১৫ পরদূষণ ও ১৬ স্কন্ধোপনেয়।

"বলীয়সাভিযুক্তস্তু নৃপো নান্যপ্রতিক্রিয়ঃ।
আপন্নঃ সন্ধিমন্বিচ্ছেৎ কুর্ব্বাণঃ সঙ্গতস্তথা।
উপন্যাসঃ প্রতীকারঃ সংযোগঃ পুরুষান্তরঃ॥
অদৃষ্টনর আদিষ্ট আত্মাদিষ্ট উপগ্রহঃ।
পরিক্রয়স্তথোচ্ছিন্নস্তথা ॥ পরদূষণঃ॥
স্কন্ধোপনেয়ঃ সন্ধিশ্চ ষোড়শৈতে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
ইতি ষোড়শকং প্রাহুঃ সন্ধিং সন্ধিবিচক্ষণাঃ।" (হিতোপদেশ)

এই সকল সন্ধির লক্ষণ।—যে স্থলে পরস্পরে সমসন্ধি অর্থাৎ একই নিয়মে সন্ধিস্থাপন করেন, তাহাকে কপালসন্ধি কহে। যে স্থলে উপহার প্রদান করিয়া সন্ধি হয়, তাহার নাম উপহার; কন্যাদানাদি বিবাহসম্বন্ধ দ্বারা যে স্থলে সন্ধি হয়, তাহার নাম সন্তান; যতদিন জীবন থাকিবে, ততদিন সম্পত্তি বা বিপত্তি কোন সময়েই পরিত্যাগ করিবে না, এইরূপ পরস্পরের মধ্যে নিয়মবদ্ধ হইয়া যে সন্ধি তাহাকে সঙ্গত; এই সন্ধি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই সন্ধিতে পরস্পরের প্রয়োজন তুল্য, জীবন থাকিতে সম্পদ ও বিপদে কেহ কাহাকেও ত্যাগ করে না। ইহাকে কেহ কেহ

কাঞ্চন-সন্ধি বলিয়া থাকেন। সুবর্ণ যেরূপ উৎকৃষ্ট, তদ্রূপ ইহাও উৎকৃষ্ট বলিয়া ইহার নাম কাঞ্চনসন্ধি। কোন কার্য্যে সিদ্ধি ইচ্ছা করিয়া যে সন্ধি করা হয়, তাহাকে উপন্যাসসন্ধি কহে। আমি পূর্ব্বে উপকার করিয়াছি, এইক্ষণ আমার উপকার করিবে এই ভাবিয়া যে সন্ধি করা হয়, তাহার নাম প্রতীকার, অথবা আমি ইহার উপকার করিব, আমার উপকার করুন, এই বুদ্ধিতে যে সন্ধি হয়, তাহাকেও প্রতীকার কহে। যেমন রাম ও সুগ্রীবের সন্ধি। সুগ্রীব রামের উপকার করিবেন, রাম এই ভাবিয়া সুগ্রীবের উপকার করেন। একটী অথবা একটী ক্রিয়া-উদ্দেশ করিয়া পরস্পর সমান নিয়মে যে সন্ধি হয়, তাহাকে সংযোগ-সন্ধি কহে। যে স্থলে আমাদের দুই জনের সৈন্য সকল আমার কার্য্য যুক্ত করুক এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া সন্ধি করা হয়, তাহাকে পুরুষান্তর কহে। যে স্থলে শত্রু পণ করে, যে তুমি একাই আমার অর্থসিদ্ধি করিবে, এই ভাবিয়া যে সন্ধি হয়, তাহাকে অদৃষ্টনর, যে স্থলে শত্রু বর্জ্জিত একদেশ পণ দ্বারা সন্ধি হয়, তাহাকে আদিষ্ট, যে স্থলে সৈন্যের প্রদান করিয়া সন্ধি হয়, তাহাকে আত্মামিষ; যে স্থলে কোষাংশ কোষার্দ্ধ বা সর্ব্বকোষ প্রদান করিয়া সন্ধি হয়, তাহাকে পরিক্রয়; যে স্থলে রাজ্যের শ্রেষ্ঠ কতকাংশ ভূমি দান করিয়া সন্ধি হয়, তাহাকে উচ্ছিন্ন, ভূমিজাত দ্রব্য দ্বারা যে সন্ধি হয়, তাহাকে পরভূষণ, এবং যে স্থলে প্রতিজ্ঞিত ফল প্রতিজ্ঞাত দত্ত হয় তাহাকে স্কন্ধোপনেয় সন্ধি কহে। এই সকল সান্তে পরস্পর উপকার সাধিত, মিত্রতাসম্বন্ধ এবং উপায়নাদি দ্বারা পরস্পরের প্রীতি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। (হিতোপদেশ)

রাজা বিশেষ বিচক্ষণতার সহিত সন্ধি করিবেন। কারণ সন্ধিতে যেমন অনেক গুণ আছে, আবার তেমন দোষও আছে, সুতরাং সন্ধিবিষয়ে সাবধান না হইলে পরে ঐ সন্ধি দ্বারা তাহাকেই বিনষ্ট হইতে হয়। এইজন্য বিশেষরূপে মনোযোগ করিয়া সন্ধি করা বিধেয়। ভোজরাজকৃত যুক্তিকল্পতরু, শুক্র-নীতি, মনু, মহাভারত ভীষ্মপর্ব্ব প্রভৃতি গ্রন্থে সন্ধির বিশেষ বিবরণ আছে।

২ অস্থিসংযোগস্থান, হাড়ের যে যে স্থলে সংযোগ হইয়াছে, তাহাকে সন্ধি কহে।

"সন্ধয়ঃ দ্বিবিধাস্তেষ্টাবন্তঃ স্থিরাস্তথা—
শাখাসু হন্বোঃ কট্যাঞ্চ চেষ্টাবন্তো ভবন্তি হি।
শেষাস্তু সন্ধয়ঃ সর্ব্বে বিজ্ঞেয়াস্তু স্থিরা বুধৈঃ॥" (ভাবপ্র° পূর্ব্বখ°)

অস্থির সন্ধি সকল দুই প্রকার চেষ্টাবান্ ও স্থির। হস্ত, পাদ, হনু ও কটি এই সকল স্থানে যে সকল সন্ধি আছে, তাহারা ক্রিয়াবিশিষ্ট, এতদ্ভিন্ন অপর সন্ধি সকলকে নিশ্চলসন্ধি কহে। উত্থান, গমনাগমন আরোহণ প্রভৃতি বিবিধ সঞ্চালন ক্রিয়া ইহাদ্বারা সম্যক্‌রূপে অবাধে সাধিত হয়, এইজন্য অস্থিসমূহ অসংখ্য সন্ধি দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত। সুশ্রুত এই সকল সন্ধিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, কিন্তু ইহা দুইভাগে বিভক্ত হইলেও একটু বিশেষ করিয়া দেখিলে তিন ভাগে বিভাগ করা যায়। যথা অচলসন্ধি, আংশিক চলৎ-সন্ধি ও চলৎ-সন্ধি।

অচলসন্ধি—এক মাত্র নিম্ন হনুসন্ধি ভিন্ন করোটী ও মুখ মণ্ডলের অন্য সমুদয় সন্ধিকেই অচলসন্ধি বলা যাইতে পারে। এই সকল অচলসন্ধি তিনটী উপশ্রেণীতে বিভক্ত এবং তন্মধ্যে সেবনী সন্ধিই প্রধান। দুই খানি করাতের দন্ত সকল পরস্পর সংযুক্ত ও মিলিত হইলে যেরূপ দেখায়, সেবনী সন্ধি সকলও ঠিক সেইরূপ। করোটীতে এই প্রকার সন্ধি দেখিতে পাওয়া যায়।

আংশিক চলৎসন্ধি—এই সকল সন্ধি কিয়ৎ পরিমাণে সঞ্চলন-শীল। কশেরুকার গুলির এবং বস্তির অধিকাংশ সন্ধি সকল এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

চলৎসন্ধি—এই প্রকার সন্ধির চারিটী উপশ্রেণী আছে। কতকগুলি সর্ব্বদিকে সঞ্চলনশীল। এই প্রকার সন্ধিসমূহ সকল-দিকে আবর্ত্তিত হয়।

উদূখলসন্ধি—এই প্রকার সন্ধি সকল উদূখলসদৃশ গহ্বর মধ্যে অপর অস্থির গোলাকার মুখ প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। স্কন্ধসন্ধি ও ঊরু সন্ধি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। জানুসন্ধি, গুল্ফ-সন্ধি ও কফোণিসন্ধি অপর শ্রেণীর অন্তর্গত। আবর্ত্তনশীল সন্ধি প্রকোষ্ঠ ও কোষগত সন্ধি সকলও এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

মহর্ষি সুশ্রুত নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, দেহীদিগের দেহে সর্ব্ব সমেত ২১০টী সন্ধি আছে। তাহার মধ্যে হস্তপদে ৬৮, কোষ্ঠ দেশে ৫৯, গ্রীবার ঊর্দ্ধদেশে ৮৩, প্রত্যেক পদাঙ্গুলিতে তিন তিনটী করিয়া ১২টী, ও বৃদ্ধাঙ্গুলীতে ২টী, সর্ব্ব সমেত ১৪টী, জানু, গুল্ফ ও বঙ্ক্ষণে এক একটী, এইরূপ এক এক পাদে ১৭টী করিয়া ৩৪টী সন্ধি। দুই বাহুতেও এইরূপ ৩৪টী সন্ধি আছে, কটী ও কপালদেশে ৩, পৃষ্ঠদণ্ডে ২৪, দুই পার্শ্বে ২৪, বক্ষে ৮, গ্রীবায় ৮, এবং কণ্ঠদেশে ৩টী। নাড়ী, হৃদয় ও ক্লোমের সন্ধি ১৮, যত গুলি দন্তমূল ততগুলি দন্তসন্ধি, কণ্ঠদেশে ১, নাসিকায় ১, নেত্রে ২, গণ্ড, কর্ণ ও শঙ্খ দেশে এক একটী, হনুতে দুইটী, ভ্রূর উপরিভাগে দুইটী, শঙ্খদ্বয়ে দুইটী, মস্তকের কপালে অর্থাৎ মূর্দ্ধান্তে পাঁচটী, এবং মূর্দ্ধদেশে একটী।

উপরি উক্ত সন্ধি সকল আবার আট প্রকার, যথা—কোর, প্রতর, উদূখল, সামুদ্গ, তুন্নসেবনী, বায়সতুণ্ড, মণ্ডল ও শঙ্খা-

সন্ধিৎসু (ত্রি) সন্ধাতুমিচ্ছুঃ, সম্‌-ধা-সন্ উ। সন্ধি করিতে ইচ্ছুক, সন্ধি করিতে অভিলাষী।

সন্ধিন্ (পুং) সান্ধিবিগ্রহিক। যে সচিব যুদ্ধে সন্ধি করিয়া থাকেন।

সন্ধিনী (স্ত্রী) সন্ধাতব্যা ইতি ইনি ঙীষ্। ১ বৃষভ দ্বারা আক্রান্ত গাভী, বৃষদ্বারা আক্রান্ত ঋতুমতী গাভী, যে গাভীকে ষাঁড় ধরান হয়, তাহাকে সন্ধিনী কহে। "যা ঋতুমতী বৃষভেণ আক্রান্তা নিষ্পাদিতমৈথুনা সা সন্ধিনী, গর্ভেণ সন্ধানং সন্ধা সা বিদ্যতেঽস্যাঃ সন্ধিনী ইনি্ (ভরত) ২ অকালে দুগ্ধদায়িনী গাভী। যে গোরু অসময়ে দুধ দেয়। (শব্দরত্না°) সন্ধিনী গাভীর দুগ্ধ সেবন করিতে নাই।

"সন্ধিনীনির্দশাবৎসা গোপয়ঃ পরিবর্জয়েৎ।" (যাজ্ঞবল্ক্য ১।১৭০)

যাজ্ঞবল্ক্যটীকায় সন্ধিনী শব্দের অর্থ এইরূপ লিখিত আছে, সন্ধিনী বৃষসংস্থা, অর্থাৎ গর্ভবতী, অথবা একবেলা অতিক্রম করিয়া যাহাকে দোহন করা হয়, তাহাকে সন্ধিনী কহে। এই সন্ধিনীর দুগ্ধ বর্জ্জন করিবে।

সন্ধিপূজা (স্ত্রী) সন্ধৌ অষ্টমী নবমী সন্ধিক্ষণে পূজা। শারদীয়া ও বাসন্তী মহাপূজার অন্তর্গত তৃতীয়া পূজা, মহাষ্টমী ও মহানবমী সন্ধিক্ষণে এই পূজা হয়, বলিয়া ইহাকে সন্ধিপূজা কহে। অষ্টমীর শেষ একদণ্ড এবং নবমীর প্রথম এক দণ্ড এই দুই দণ্ড কাল সন্ধিক্ষণ, এই কালে উক্ত পূজা করিতে হয়। দিবা বা রাত্রি যে সময়ে এই সন্ধিক্ষণ হইবে, সেই সময়েই উক্ত পূজা করিতে হইবে। এই সন্ধিক্ষণে পূজার বিশেষ ফল কথিত হইয়াছে। সন্ধিক্ষণের কাল অতি অল্প, সুতরাং ঐ সময়ে অষ্টমী ও নবমী প্রভৃতির ন্যায় যথাবিধানে সমস্ত পূজা হওয়া অসম্ভব, সুতরাং ঐ কালে যথানিয়মে কেবল মূলপূজা করিতে হইবে, তাহা হইলে সমস্ত পূজারই ফল লাভ হইবে।

"অষ্টমী নবমীসন্ধৌ তৃতীয়া যা প্রকথ্যতে।
তত্র পূজাশতং পুত্র যোগিনীগণসংযুতা ॥
অষ্টম্যাং সন্ধিযোগে সকলপরিজনৈঃ পূজয়েৎ সর্ব্বভাবৈঃ ॥"
"অষ্টম্যা শেষদণ্ডশ্চ নবম্যাঃ পূর্ব্ব এব চ।
অত্র যা ক্রিয়তে পূজা বিজ্ঞেয়া সা মহাফলা।
অর্দ্ধরাত্রে দশগুণং সন্ধ্যায়াং ত্রিগুণং ভবেৎ।
অষ্টমীনবমীযোগো রাত্রিভাগে বিশিষ্যতে ॥" (তিথিতত্ত্ব)

অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিকালে যে পূজা, ইহা তৃতীয়া পূজা। কারণ সপ্তমীতে প্রথমা পূজা, অষ্টমীতে দ্বিতীয়া পূজা এবং সন্ধিক্ষণে যে পূজা তাহার নাম তৃতীয়া পূজা। এই সন্ধিক্ষণে যে পূজা করা হয়, তাহাতে ত্রিগুণ ফল হইয়া থাকে। সন্ধিক্ষণ দিবাভাগ অপেক্ষা রাত্রিভাগেই প্রশস্ত।

সন্ধিপূজায় বলিদান হলে অষ্টমী নবমীর সন্ধিক্ষণে অর্থাৎ যে সময় অষ্টমী যাইয়া নবমী তিথি পড়ে, সেই মুহূর্তেই প্রশস্ত, কিন্তু অষ্টমী দণ্ডে বলিদান হইবে না, অষ্টমী উত্তীর্ণ হইয়া একটু নবমী হইলেও তাহাতে দোষ হইবে না, কিন্তু অষ্টমী থাকিতে কদাচ বলি দিবে না। কারণ সন্ধিপূজায় অষ্টমীতে বলিদান করিলে পুত্রাদি নাশ হয়।

"অষ্টম্যাং বলিদানেন পুত্রনাশো ভবেদ্ধ্রুবম্।
ইতি সন্ধিপূজা বলিদানপরং তৎপূজায়া উভয়তিথিকর্ত্তব্য-
ত্বেন তদ্বলিদানস্য নবম্যাং সাবকাশত্বাৎ ॥" (তিথিতত্ত্ব)

বৃহন্নন্দিকেশ্বর ও দেবীপুরাণাদিমতে সন্ধিপূজাকালে ভগবতী দুর্গার পূজা করিতে হয়। কিন্তু কালিকা-পুরাণমতে পূজাকালে ভগবতী দুর্গাকে চামুণ্ডারূপিণী ভাবিয়া চামুণ্ডার পূজা করিতে হয়। বিশেষ বিবরণ তত্তৎপুরাণোক্ত পদ্ধতিতে বিবৃত হইয়াছে। [দুর্গা শব্দ দেখ]

সন্ধিবল্লী (পুং) সন্ধিবল্লীতি বল্‌-অচ্। ভূমি-চম্পক। ভুঁইচাঁপা। (শব্দচ°)

সন্ধিবন্ধন (স্ত্রী) সন্ধের্বন্ধনং যস্মাৎ। শিরা, স্নায়ুশিরা, এই শিরাই সন্ধিস্থানকে বন্ধন করিয়া রাখে, এইজন্য ইহাকে সন্ধিবন্ধন কহে। ২ সন্ধির বন্ধন, সন্ধির বাঁধন।

সন্ধিভঙ্গ (পুং) ১ সন্ধির নিয়মভঙ্গ, পরস্পরের মধ্যে যে নিয়মে সন্ধি হয়, সেই নিয়মের অন্যথা হইলে সন্ধিভঙ্গ হয়। ২ অস্থিভঙ্গ, সন্ধিস্থল ভাঙ্গিয়া যাওয়া। (বৈদ্যক)

সন্ধিমৎ (ত্রি) সন্ধি-অস্ত্যর্থে মতুপ্। সন্ধিবিশিষ্ট, সন্ধিযুক্ত।

সন্ধিমতি (পুং) কাশ্মীরের জনৈক রাজমন্ত্রী। ইনি পরে কাশ্মীরের রাজা হন। (রাজতর° ২ তরঙ্গ)

সন্ধিমুক্তভগ্ন (স্ত্রী) দ্বিবিধ ভগ্নরোগের অন্যতর ভগ্নরোগ। ইহার লক্ষণ—সন্ধি বিশ্লেষ হইলে ঐ স্থান স্পর্শাসহিষ্ণু হয় এবং প্রসারণ, আকুঞ্চন, বা পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতে অত্যন্ত বেদনা হইয়া থাকে। এই সন্ধি ৬ প্রকার। যথা—উৎপিষ্টসন্ধিবিশ্লেষ, বিশ্লিষ্টসন্ধি, বিবর্ত্তিত, তির্য্যগ্‌গত, ক্ষিপ্ত ও অধঃক্ষিপ্ত।

সন্ধির অস্থিদ্বয় পরস্পরে ঘর্ষিত হইয়া বিশ্লেষ হইলে তাহাকে উৎপিষ্টসন্ধি-বিশ্লেষ কহে। ইহাতে সন্ধির চতুষ্পার্শ্বে অত্যন্ত শোথ এবং রাত্রিকালে বেদনা বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

অস্থিদ্বয়ের সন্ধিস্থান অল্পমাত্র বিশ্লেষিত হইলে তাহাকে বিশ্লিষ্ট-সন্ধি কহে। ইহাতেও অত্যন্ত শোথ ও সর্ব্বদা বেদনা হয়, এবং রাত্রিতে বেদনা বাড়িয়া থাকে।

অস্থিদ্বয়ের সংযোগস্থান বিশ্লিষ্ট হইয়া বিপরীতভাবে অবস্থিতি করিলে তাহাকে বিবর্ত্তিতসন্ধিবিশ্লেষ কহে, ইহাতে অস্থিপার্শ্বে অতিশয় বেদনা হয়। অস্থিদ্বয়ের সন্ধিবিশ্লেষ হইয়া একমাত্র অস্থিসন্ধিস্থানকে পরিত্যাগ করিয়া তির্য্যক্

ভাবে অবস্থান করিলে তাহাকে তির্য্যগ্‌গত সন্ধিবিশ্লেষ, আর অস্থিদ্বয়ের সন্ধিস্থান বিশ্লিষ্ট হইয়া একটী অস্থি অধোদিকে অপসৃত হইলে তাহাকে অধঃক্ষিপ্ত সন্ধিবিশ্লেষ কহে, ইহাতে সন্ধির বিঘটন হয়। অস্থিদ্বয়ের সন্ধিস্থান বিশ্লিষ্ট হইয়া একটী অস্থি উর্দ্ধে নীত হইলে তাহাকে ক্ষিপ্ত বা উৎক্ষিপ্তসন্ধিবিশ্লেষ বলে। এই সকল প্রকার সন্ধিবিশ্লেষেই অত্যন্ত বেদনা হইয়া থাকে। (ভাবপ্র° ভগ্নরোগাধি°) [ভগ্নরোগ দেখ]

সন্ধিরন্ধ্রকা (স্ত্রী) সন্ধিরন্ধ্রেণ কায়তীতি কৈ-ক-টাপ্‌। সুরঙ্গা।

সন্ধিরাগ (পুং) সন্ধ্যায়াঃ রাগঃ। সিন্দূর।

সন্ধিলা (স্ত্রী) সন্ধিং লাতীতি লা-ক। ১ সুরঙ্গা। ২ নদী। ৩ মদিরা। (মেদিনী)

সন্ধিবিগ্রহক (পুং) সন্ধি ও বিগ্রহ (যুদ্ধ) কার্য্য যাহার পরামর্শে পরিচালিত হয় এরূপ সচিব। (রাজতর° ৬।৩২০) সান্ধিবিগ্রহিক প্রকৃত পাঠ।

সন্ধিবিগ্রহকায়স্থ (পুং) সান্ধিবিগ্রহিক। (কথাসরিৎসা° ৪২।৯১)

সন্ধিবেলা (স্ত্রী) সন্ধিরূপা বেলা। কালবিশেষ, সন্ধ্যাকাল। অহোরাত্রের অভিমেলনরূপ কাল।

"উপাস্তে সন্ধিবেলায়াং নিশায়া দিবসস্য চ।
তামেব সন্ধ্যাং তস্মাত্তু প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

দিবা ও রাত্রির সন্ধিবেলাতে সন্ধ্যার উপাসনা করিতে হয়।

[সন্ধ্যা দেখ]

সন্ধিমান্‌ (স্ত্রী) সাময়ক। (লাট্যা° ২।৩।১২)

সন্ধিসিতাসিতরোগ (পুং) চক্ষুরোগভেদ।

সন্ধিহারক (পুং) সন্ধিনা হরতীতি হৃ-ণ্বুল্‌। সন্ধিচোর, সিঁদেল চোর।

'বন্দিচোরো মাচলঃ স্যাৎ কুম্ভিলঃ সন্ধিহারকঃ।' (হারাবলী)

সন্ধীশ্বর (পুং) কাশ্মীরস্থ শিবলিঙ্গভেদ। (রাজতর° ২।১৩০)

সন্ধুক্ষণ (ত্রি) ১ উদ্দীপনকারী। ২ প্রজ্বলনকারী। (স্ত্রী) ৩ উদ্দীপন। ৪ প্রজ্বলন।

সন্ধুক্ষিত (ত্রি) সম্‌-ধুক্ষ-ক্ত। উদ্দীপিত, প্রজ্বলিত। উত্তেজিত।

সন্ধেয় (ত্রি) সম্‌-ধা-যৎ। সন্ধি করিবার যোগ্য, সন্ধি করিবার উপযুক্ত।

সন্ধ্য (ত্রি) সন্ধিভব। সন্ধিবিশিষ্ট, সন্ধিসম্বন্ধীয়।

সন্ধ্যক্ষর (স্ত্রী) সন্ধিগত অক্ষর, স্বরবর্ণ বা যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ।

সন্ধ্যর্ক্ষ (স্ত্রী) সন্ধি-ঋক্ষ, সন্ধি নক্ষত্র, যে নক্ষত্রে উভয় রাশি হয়, তাহাকে সন্ধিনক্ষত্র কহে। যেমন কৃত্তিকা নক্ষত্র, এই নক্ষত্রের প্রথম পাদে মেষ রাশি ও শেষ তিন পাদে বৃষ রাশি হয়, এই নক্ষত্রে দুই রাশি হওয়ায় কৃত্তিকা সন্ধিনক্ষত্র।

সন্ধ্যাবেলা (স্ত্রী) উষা ও সায়ংকাল। (পাস্ক° গৃ° ২।১১)

সন্ধ্যা (স্ত্রী) সং সম্যক্‌ ধ্যায়ন্ত্যস্যামিতি সং ধৈ চিন্তনে আতশ্চো-পসর্গে-ইত্যঙ্‌, যদ্বা সন্দধাতীতি সং ধা (অস্তাবশ্চ। উণ্‌ ৪।১১১) ইতি বহু প্রকারেণ নিপাতিতঃ। ১ কালবিশেষ। দিবারাত্রসন্ধি দণ্ডদ্বয়রূপ কাল, দিবারাত্রির মিলনকাল, দিবা ও রাত্রির এক এক দণ্ড করিয়া দুই দণ্ড কালকে সন্ধ্যা কাল কহে। প্রাতঃ ও সায়ং ভেদে দ্বিবিধ সন্ধ্যা। রাত্রির শেষ এক দণ্ড এবং দিবার প্রথম দণ্ডাত্মক কালকে প্রাতঃ সন্ধ্যাকাল এবং দিবার শেষ এক দণ্ড এবং রাত্রির প্রথম দণ্ডাত্মক কালকে সায়ংসন্ধ্যা কহে। পর্য্যায়—পিতৃপ্রসূ, সন্ধা, দিবামৈত্রী, সায়ং, দিনান্ত, নিশাদি, দিবসাত্যয়, সায়াহ্ন, বিকাল, ব্রহ্মভূতি, সায়ঃ। (শব্দরত্না°)

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে যে, সন্ধ্যা, রাত্রি ও দিবা এই তিনটী কালের কার্য্য। বিধাতা ইহাদিগকে ছাড়িয়া সংখ্যা করিতে পারেন না।*

দিবা ও রাত্রির যে সন্ধিকাল তাহাকেই সন্ধ্যা কহে। অর্দ্ধ অস্তমিত ও অর্দ্ধ উদিত সূর্য্যমণ্ডল যে সময়ে হয়, তাহাই প্রকৃত সন্ধ্যাকাল, এই কাল প্রকৃত সন্ধ্যা হইলেও দিবা ও রাত্রির এক এক দণ্ড করিয়া সন্ধ্যাকাল অভিহিত হইয়াছে। সূর্য্য যে কালে অর্দ্ধপরিমাণ অস্তমিত হইয়াছেন ও তারকা সকল প্রকাশ পায় নাই, এবং প্রাতে সূর্য্য অর্দ্ধোদিত হইয়াছেন, ও তেজের যখন সম্যক্‌ বিকাশ হয় নাই, সেই কালদ্বয়কেই সন্ধ্যা কহে।†

প্রাতঃ ও সায়ং ব্যতীত আরও একটী সন্ধ্যা আছে, তাহাকে মধ্যাহ্ন কহে। যে কালে মধ্যসূর্য্য অর্থাৎ আকাশমণ্ডলের ঠিক মধ্যস্থলে সূর্য্যদেব গমন করেন, সেই সময়টীই মধ্যাহ্নসন্ধ্যা। এই সন্ধ্যাকাল সপ্তমমুহূর্ত্তের পর অষ্টম মুহূর্ত্তকালে হইয়া থাকে।

* "কালস্য ত্রিধা কার্য্যাঞ্চ সন্ধ্যারাত্রিদিনানি চ।
তানি বিনা বিধাতাচ সংখ্যাং কর্ত্তুং ন শক্যতে॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ১ অ°)

† "অহোরাত্রস্য যঃ সন্ধিঃ সূর্য্যনক্ষত্রবর্জ্জিতঃ।
সা চ সন্ধ্যা সমাখ্যাতা মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥
সূর্য্যনক্ষত্রবর্জ্জিতঃ, অর্দ্ধাস্তমিতার্দ্ধোদিতসূর্য্যমণ্ডলত্বাদুপলক্ষিতো সময়-বিশেষঃ। তথাচ দক্ষঃ—
অর্দ্ধাস্তময়াৎ সন্ধ্যা ব্যক্তীভূতা ন তারকা।
তেজঃ পরিহানিরূপাভাসোপলক্ষিতাৎ যাবৎ॥
পরিমাণমাহ দক্ষঃ—
হ্রাসবৃদ্ধিকালে নাড্যৌ দ্বৌ সন্ধ্যাদিকাল উচ্যতে।
দর্শনাৎ রবিরেখায়াস্তদন্তো মুনিভিঃ স্মৃতঃ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

মুহূর্ত্ত প্রায় দুই দণ্ড। দিবা ও রাত্রির পরিমাণভেদে মুহূর্ত্তকালের দণ্ডাদিরও ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে।*

যোগী যাজ্ঞবল্ক্য সন্ধ্যাত্রয়ের সাধারণ লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যে কালে তিন বেদ এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন দেবতার সমাগম ও অন্যান্য সকল দেবতার সন্ধি হয়, সেই কালের নাম সন্ধ্যা।

২ ত্রিসন্ধ্যকালোপাসনা। উক্ত তিনটী সন্ধ্যাকালে যে উপাসনা করা হয়, তাহাকে সন্ধ্যা কহে। ও সন্ধ্যাকালোপাস্য দেবতা, সন্ধ্যাকালে যে দেবতাকে উপাসনা করা হয়, তাহাকেও সন্ধ্যা কহে। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে "অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত" (শ্রুতি) প্রতিদিন সন্ধ্যার উপাসনা করিবে। সন্ধ্যোপাসনা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই সন্ধ্যা নিত্যকর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত, না করিলে প্রত্যবায় হইবে।

"অকরণে প্রত্যবায়সাধনানি নিত্যানি সন্ধ্যাদীনি" (বেদান্তসার)

উক্ত ত্রিকালেই অর্থাৎ ত্রিসন্ধ্যা কালেই দ্বিজাতিদিগের সন্ধ্যোপাসনা অবশ্যকর্ত্তব্য। দ্বিজাতিগণ সন্ধ্যা না করিয়া জল গ্রহণ করিবেন না। যদ্যপি সকল শাস্ত্রেই সন্ধ্যোপাসনার বিশেষ বিবরণ আছে। আহ্নিকতত্ত্বে সন্ধ্যোপাসনিক বিধির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, একমাত্র সন্ধ্যার উপরই ব্রাহ্মণ্য প্রতিষ্ঠিত, সন্ধ্যাহীন বিপ্র সকল কর্ম্মানর্হ, অর্থাৎ তাহাদের দ্বারা কোন কর্ম্ম করাইতে নাই এবং তাহাদের কোন কর্ম্মে অধিকার থাকে না। তাহারা অব্রাহ্মণ নামে পরিচিত। শাতাতপ ছয় প্রকার অব্রাহ্মণের উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে সন্ধ্যোপাসনাবর্জ্জিত ব্রাহ্মণ একতম।[১]

অতএব দ্বিজাতির পক্ষে সন্ধ্যোপাসনা অবশ্য বিধেয় ও একমাত্র শ্রেয়ঃ। ব্রাহ্মণ সন্ধ্যোপাসনাদি না করিলে তিনি কখনই ব্রাহ্মণ পদবাচ্য হইবেন না। অতএব প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকাল এই ত্রিকালেই যথাবিধানে সন্ধ্যোপাসনা করা কর্ত্তব্য। শুচি হইয়া একাগ্রচিত্তে ভক্তিসহকারে সন্ধ্যোপাসনা করিতে হয়। ত্রিকালীন স্নান করিয়া ত্রিকালীন সন্ধ্যার উপাসনা করিবে, প্রাতঃস্নানের পর প্রাতঃসন্ধ্যা, মধ্যাহ্নস্নানের পর মধ্যাহ্নসন্ধ্যা এবং সায়ংস্নানের পর সায়ংসন্ধ্যা করিতে হয়।

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যে অরুণোদয় তাহাকেই প্রাতঃস্নান কহে। এইরূপ প্রাতঃস্নান করিয়া প্রাতঃসন্ধ্যা করিবে। মধ্যাহ্ন সন্ধ্যাদিতেও এইরূপ জানিতে হইবে। নক্ষত্র থাকিতে থাকিতেই প্রাতঃসন্ধ্যা এবং সূর্য্যদেব থাকিতে থাকিতেই সায়ংসন্ধ্যা করিতে হয়। আর সপ্তম মুহূর্ত্তের পর অষ্টম মুহূর্ত্তকালে মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যা করিতে হয়।[২]

সময় অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যোপাসনা করা কদাচ বিধেয় নহে, কারণ শাস্ত্রে লিখিত আছে যে—

"বরমেকাহুতিঃ কালে না কালে লক্ষকোটয়ঃ।" (স্মৃতি)

উপযুক্ত কালে অর্থাৎ যাহার যে বিহিত কাল সেই কালে একবার আহুতিই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু অকালে লক্ষ কোটি আহুতিও শ্রেয়স্কর নহে, সুতরাং কাল অতীত করিয়া কখনও সন্ধ্যা করিবে না। দৈবাৎ যদি সন্ধ্যার কাল অতীত হয়, তাহা হইলে কালাতীত জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সন্ধ্যা করিতে হয়। দশবার প্রণবের সহিত গায়ত্রী জপই ইহার প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

প্রাতঃকালে পূর্ব্বমুখে উপবিষ্ট হইয়া প্রাতঃ সন্ধ্যা এবং মধ্যাহ্ন কালে পূর্ব্ব বা উত্তরমুখে সায়ংকালে পশ্চিমোত্তর কোণাদি মুখে উপবিষ্ট হইয়া সন্ধ্যা করিতে হয়। প্রাতঃকালে অখণ্ড সূর্য্যমণ্ডল দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যোপাসনা করা বিধেয়।[৩] কিন্তু সায়ংকালে কদাপি পূর্ব্বমুখে আসীন হইয়া সন্ধ্যা করিবে না।

একমাত্র সন্ধ্যোপাসনা দ্বারা ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ্য হইতে হীন হন না।

সন্ধ্যা প্রতিদিনই কর্ত্তব্য। কিন্তু দিবসে সায়ং সন্ধ্যা নিষিদ্ধ হইয়াছে। দ্বাদশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি ও শ্রাদ্ধ, (যে দিন পিতৃদিগের উদ্দেশে পার্ব্বণ ও একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধাদি করা হয়, সেই) দিন সায়ংকালে সন্ধ্যা করিতে নাই।[৪]

কিন্তু ইহাতে কেহ কেহ বলেন, এই কয়দিন সায়ং সন্ধ্যা

---

* "মধ্যাহ্নসন্ধ্যায়া অষ্টমমুহূর্ত্তং কালমাহ স্মৃতিঃ—
পূর্ব্বাহ্নে তথা সন্ধ্যা নক্ষত্রে অকীর্ত্তিতে।
নক্ষত্রেহপি মধ্যাহ্নে মুহূর্ত্তে সপ্তমোপরি।" (আহ্নিকতত্ত্ব)

(১) "এতৎসন্ধ্যাত্রয়ং প্রোক্তং ব্রাহ্মণ্যং যদধিষ্ঠিতম্।
যস্য নাস্ত্যাদরস্তত্র ন স ব্রাহ্মণ উচ্যতে। শাতাতপঃ—
অব্রাহ্মণাস্তু ষট্ প্রোক্তা ঋষিণা তত্ত্ববাদিনা।
... নোপাসীত দ্বিজঃ সন্ধ্যাং স ষষ্ঠোঽব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।" (আহ্নিকতত্ত্ব)

(২) "সন্ধ্যো সন্ধ্যামুপাসীত নাস্তগে নোদগতে রবৌ।
উপাসনেঽপক্রমমাহ দক্ষঃ—
প্রাতঃসন্ধ্যা সনক্ষত্রামুপাসীত যথাবিধি।
সাদিত্যাং পশ্চিমাং সন্ধ্যাং অর্দ্ধাস্তমিতভাস্করাম্।
স নক্ষত্রাভিধানেন তদ্যুক্তকালে উপক্রম্য প্রাতঃসন্ধ্যামুপাসীত। এবমর্দ্ধাস্তমিতভাস্করাভিধানাৎ পশ্চিমাং সাদিত্যাভিধানেন তদযুক্তকালে উপক্রম্য উপাসীত। মধ্যাহ্নসন্ধ্যায়া অষ্টমমুহূর্ত্তং কালমাহ ...ি।" (আহ্নিকতত্ত্ব)

(৩) "অভিক্রান্তায়াঃ মহাব্যাহৃতীঃ সাবিত্রীং দশবারমাদি জপ্যা এবং প্রাতঃর্মুখস্থিতম্ আমণ্ডলদর্শনাদিতি।" (আহ্নিকতত্ত্ব)

(৪) "সংক্রান্ত্যাং পক্ষয়োরন্তে দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধবাসরে।
সায়ং সন্ধ্যাং ন কুর্ব্বীত কৃতে চ ব্রহ্মহা ভবেৎ।" (আহ্নিকতত্ত্ব)

নিষিদ্ধ হইলেও, যথাবিধানে সন্ধ্যা না করিয়া গায়ত্রী জপ করিতে হইবে। আবার কাহারও মত এই যে, এই নিষিদ্ধ দিনে গায়ত্রী জপ পর্য্যন্তও করিবে না।

সন্ধ্যোপাসনা করিবার কালে বাগ্‌যত হইয়া কার্য্য করিতে হয়, ঐ সময় কথা কহিলে, হাঁচি বা থুথু ফেলিলে, হাই তুলিলে, অধোবায়ু ত্যাগ করিলে অথবা নিদ্রাকর্ষণ হইলে বিষ্ণুস্মরণ পূর্ব্বক দক্ষিণকর্ণ স্পর্শ করিতে হয়। ভ্রমবশতঃ যদি পূর্ব্ব-সন্ধ্যায় বাধা হয়, তাহা হইলে পরসন্ধ্যা করিবার পূর্ব্বে ঐ সন্ধ্যা করিয়া সাময়িক সন্ধ্যা করিবে। যদি কোন কারণবশতঃ তিনটী সন্ধ্যারই বাধা জন্মে, তাহা হইলে একদিন উপবাস করিয়া থাকিবে, এই উপবাস করিতে অক্ষম হইলে একটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে, অথবা ভোজনদ্রব্যের উপযুক্ত মূল্য দিবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, নক্ষত্র থাকিতে থাকিতে প্রাতঃসন্ধ্যা করিবে। কিন্তু উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে প্রাতঃ সন্ধ্যা তিন প্রকার। তারকা থাকিতে যে প্রাতঃসন্ধ্যা করা হয়, তাহাকে উত্তমা, এবং তারকা লুপ্ত হইলে যে সন্ধ্যা করা হয়, তাহাকে মধ্যমা এবং সূর্য্যোদয় হইলে যে সন্ধ্যা করা হয়, তাহাকে অধমা সন্ধ্যা কহে। অতএব নক্ষত্র থাকিতেই প্রাতঃসন্ধ্যা করা বিধেয়।[৫]

সায়ংসন্ধ্যাবিষয়ে এইরূপ জানিতে হইবে। অর্থাৎ সূর্য্যদেব থাকিতে থাকিতেই সায়ংসন্ধ্যা করিতে হইবে।[৬]

ব্রাহ্মণ প্রতিদিন অবহিত হইয়া এই সন্ধ্যাত্রয়ের উপাসনা করিবেন। যে ব্রাহ্মণ ত্রিসন্ধ্যা বর্জ্জিত, তিনি অব্রাহ্মণ, বিষহীন সর্পের ন্যায় নিস্তেজ এবং তাঁহার ধর্ম্মকর্ম্মে কোন অধিকার নাই। পিতৃগণ তাঁহার পিণ্ডগ্রহণ ও দেবগণ তাঁহার পূজাগ্রহণ করেন না। কিন্তু যিনি যাবজ্জীবন যথাবিধানে ত্রিসন্ধ্যা উপাসনা করেন, তিনি সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, তাঁহার পাদপদ্মরজঃ দ্বারা পৃথিবী পূতা, তিনি জীবন্মুক্ত ও তীর্থ সকল তাঁহার সংস্পর্শে পবিত্র হয়। গরুড়দর্শনে সর্প সকল যেমন দূরীভূত হয়, সেইরূপ সন্ধ্যোপাসনা দ্বারা পাপ সকল দূর হয়। এজন্য সকল অবস্থাতেই ব্রাহ্মণ সন্ধ্যোপাসনা করিবেন। সকল অবস্থা এই কথা বলায় তাৎপর্য্য এই যে, যদি তিনি দেবকার্য্যকর্ম্মে রত থাকেন, বা যদি তাঁহার দেহাশুদ্ধি প্রভৃতি হয়, তাহা হইলেও তিনি অবহিত হইয়া প্রতিদিন সন্ধ্যাত্রয়ের উপাসনা করিবেন, কদাচ সন্ধ্যোপাসনা ত্যাগ করিবেন না। ইহাতে বিশেষ এই যে, জননাশৌচ প্রভৃতি হইলে কোন কার্য্যে অধিকার থাকে না। কিন্তু সন্ধ্যাকার্য্য নিষিদ্ধ নহে, অর্থাৎ সন্ধ্যা করিতে কোন বাধা হইবে না। যে সময়ে জনন বা মরণাশৌচ হয়, সেই সময়ও গায়ত্রী জপ করিতে হইবে। কেবল মহাগুরুনিপাতে অর্থাৎ পিতা ও মাতার মৃত্যুতে গায়ত্রীজপও করিতে হইবে না। কেবল গায়ত্রীস্মরণ করিলেই হইবে। জনন মরণ প্রভৃতি অন্য যে কোন অশৌচ হউক না কেন, গায়ত্রীজপের কোন বাধা হইবে না।[৭]

যেরূপ শৌচের বিধান আছে, সেইরূপ শৌচ যদি আচরণ করিতে না পারা যায়, তাহা হইলেও যথাবিধানে সন্ধ্যোপাসনা করিবে।

মনু বলিয়াছেন যে, যে ব্রাহ্মণ প্রত্যেক সন্ধিকালে ভূর্ভুবঃস্বঃ এই ব্যাহৃতিপূর্ব্বিকা ত্রিপদা গায়ত্রী জপ করেন, তিনি সমগ্র বেদ পাঠেরও পুণ্য লাভ করেন। যিনি নদী বা তীরাদি বহির্দেশে প্রতিদিন প্রণব, ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী সহস্রবার জপ করেন, সর্প যেমন নির্ম্মোক হইতে মুক্ত হয়, তিনিও তদ্রূপ একমাসে মহৎপাপ হইতে মুক্ত হন। এইরূপ গায়ত্রীর উপাসনাই ব্রহ্ম-প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। ব্রাহ্মণ উত্তমরূপে সন্ধ্যোপাসনা দ্বারাই সকল পাতক হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মপদ লাভ করেন।[৮]

যখন প্রাতঃসন্ধ্যা করিতে হয়, তখন সূর্য্য দর্শন পর্য্যন্ত এক-স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া গায়ত্রী জপ এবং সায়ংসন্ধ্যাকালে আসনে সমাসীন হইয়া নক্ষত্রদর্শন পর্য্যন্ত গায়ত্রী জপ করা বিধেয়। কারণ শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, প্রাতঃকালে দণ্ডায়মান হইয়া জপ করিলে নিশার্জ্জিত পাপ সমুদয় নষ্ট হয় এবং সায়ংকালে সমাসীন হইয়া জপ করিলে দিবাকৃত পাপমল

(৫) "উত্তমা তারকোপেতা মধ্যমা লুপ্ততারকা।
অধমা উদিতে ভানৌ প্রাতঃসন্ধ্যা ত্রিধা মতা॥" (স্মৃতি)

(৬) "প্রাতঃসন্ধ্যাং সনক্ষত্রাং উপাসীত যথাবিধি।
সাদিত্যাং পশ্চিমাং সন্ধ্যাং অর্দ্ধাস্তমিতভাস্করাম্॥" (স্মৃতি)

(৭) "সর্ব্বকালমুপাসীত সন্ধ্যাঃ পার্থিবসত্তম।
অন্যত্র সূতকাশৌচবিভ্রমাতুরভীতিতঃ॥
সর্ব্বকালং প্রাতর্মধ্যাহ্নসায়ংরূপকালত্রয়ে, অশক্তা তদুপাসনং কার্য্যং ভাবঃ।
বিভ্রমশ্চিত্তবিক্ষেপঃ, তেন অশক্তস্যাপি সন্ধ্যালোপমাহ।
সর্ব্বাবস্থাঽপি যো বিপ্রঃ সন্ধ্যোপাসনতৎপরঃ।
ব্রাহ্মণ্যাচ্চ ন হীয়েত অব্রাহ্মণসমোঽপি সন্।
সর্ব্বাবস্থোঽপি বিপ্রঃ দেবকার্য্যকর্ম্মরতোঽপি যথোচিতশৌচশূন্যোঽপি" (আহ্নিকতত্ত্ব)

(৮) "এতদক্ষরমেতাঞ্চ জপন্ ব্যাহৃতিপূর্ব্বিকাম্।
সন্ধ্যয়োর্ব্বেদবিদ্বিপ্রো বেদপুণ্যেন যুজ্যতে॥
সহস্রকৃত্বস্ত্বভ্যস্য বহিরেতত্ত্রিকং দ্বিজঃ।
মহতোঽপ্যেনসো মাসাত্ত্বচেবাহির্বিমুচ্যতে॥" (মনু ২।৭৮-৭৯)

সকল ধৌত হইয়া যায়। সুতরাং ইহা দ্বারা দৈনন্দিন কৃত পাপ বিদূরিত হয়। কিন্তু যিনি দিবা ও সায়ংকালে এইরূপ সন্ধ্যার উপাসনা করেন না, তিনি শূদ্রের ন্যায় সমুদয় দ্বিজ-কর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হন।[৯]

ব্রাহ্মণ একমাত্র গায়ত্রীর উপাসনা দ্বারাই পরম শ্রেয়োলাভ করিয়া থাকেন। এই গায়ত্রী প্রাতঃকালে গায়ত্রী নামে, মধ্যাহ্নকালে সাবিত্রী নামে এবং সায়ংকালে সরস্বতী নামে অভিহিত হন। ত্রিকালে গায়ত্রীর এই তিন নাম সম্বন্ধে এইরূপ শাস্ত্রোক্তি আছে যে, যিনি ইহা জপ করেন, তাঁহাকে প্রতিগ্রহ, অন্নদোষ প্রভৃতি সকল পাতক স্পর্শ করে না এইজন্য গায়ত্রী নাম, সবিতৃদ্যোতনহেতু সাবিত্রী এবং জগতের প্রসবিত্রী ও বাগ্‌রূপত্ব হেতু সরস্বতী নাম হইয়াছে। ইহাকে উপাসনা করিলে সকল প্রকার মঙ্গল এবং একমাত্র ব্রহ্মের উপাসনা করা হয়। ব্রহ্মের উপাসনা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ও পরে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়। সুতরাং সন্ধ্যোপাসনাই একমাত্র ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়।[১০]

সন্ধ্যা শব্দে যথোক্ত নামরূপোপেত সূর্য্যকে বুঝায়; ইনিই ব্রহ্ম, ইহার উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক সকল প্রকার মঙ্গল হয়। উক্ত গায়ত্রীর ধ্যান করিতে করিতে চিত্তের পাপমল সকল বিদূরিত ও চিত্ত নির্ম্মল হয়, এইরূপে চিত্ত নির্ম্মল হইলে প্রজ্ঞালাভ ও প্রজ্ঞা দ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়। সুতরাং তখন ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়। তখন তিনি চিরজীবিত্ব লাভ করিতে পারেন।

অতএব সন্ধ্যোপাসনাই ব্রাহ্মণদিগের একমাত্র শ্রেয়ঃ সাধন। উপাসনা ব্যতীত কোনই ফললাভ হয় না, যেমন শরীরস্থিত গোদুগ্ধ অঙ্গপোষণ করে না, ঐ গোদুগ্ধ যেমন মথিত হইয়া ঔষধরূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ পরমেশ্বরও সর্পির ন্যায় শরীরে অবস্থিত আছেন, অতএব ইহার উপাসনা ব্যতীত মানবের কোন মঙ্গল হয় না। এই সন্ধ্যোপাসনা দ্বারাই ঐহিক ও পারত্রিক পরম কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে। যিনি সন্ধ্যার উপাসনা করেন, তিনি ভগবান্ বিষ্ণুর উপাসনা করিয়া থাকেন।[১১]

প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এবং ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই সকলরূপে উপাসিত হন। প্রাতঃকালে ব্রহ্মার, মধ্যাহ্নকালে বিষ্ণুর এবং সায়ংকালে মহাদেবের উপাসনা করা হয়। অতএব একমাত্র সন্ধ্যোপাসনায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের উপাসনা হইয়া থাকে। সুতরাং ব্রাহ্মণ সন্ধ্যা পরিত্যাগ করিয়া অন্যের উপাসনা করিবেন না, এক সন্ধ্যার উপাসনা করিলেই সকলেরই উপাসনা করা হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ব্রাহ্মণ প্রতিদিন অবহিত হইয়া এই সন্ধ্যাত্রয়ের উপাসনা করিবেন। যে ব্রাহ্মণ ত্রিসন্ধ্যা-বর্জ্জিত, তিনি অব্রাহ্মণ, বিষহীন সর্পের ন্যায় নিস্তেজ, তাহার ধর্ম্মকর্ম্মে কোন অধিকার নাই। পিতৃগণ তাহার পিণ্ডগ্রহণ, ও দেবগণ পূজা গ্রহণ করেন না। কিন্তু যিনি যাবজ্জীবন যথাবিধানে ত্রিসন্ধ্যা উপাসনা করেন, তিনি সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, তাঁহার পাদপদ্মরজঃ দ্বারা পৃথিবী পূত হন। তিনি জীবন্মুক্ত, ও তীর্থ সকল তাঁহার সংস্পর্শে পবিত্র হন। গরুড়দর্শনে সর্প সকল যেমন দূরীভূত হয়, সেইরূপ পাপ সকল তাহা হইতে বিদূরিত হয়। অতএব ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্য রাখিতে হইলে একমাত্র সন্ধ্যার উপাসনাই বিধেয়।[১২] শাস্ত্রে সন্ধ্যোপাসনার ফল বিশেষরূপে অভিহিত হইয়াছে; বাহুল্য ভয়ে তাহা আর লিখিত হইল না। কেবল দিঙ্মাত্র প্রদর্শিত হইল।

(৯) "পূর্ব্বাং সন্ধ্যাং জপংস্তিষ্ঠেৎ সাবিত্রীমার্কদর্শনাৎ।
পশ্চিমান্তু সমাসীনঃ সম্যগৃক্ষবিভাবনাৎ॥
পূর্ব্বাং সন্ধ্যাং জপংস্তিষ্ঠন্নৈশমেনো ব্যপোহতি।
পশ্চিমান্তু সমাসীনো মলং হন্তি দিবাকৃতং॥
ন তিষ্ঠতি তু যঃ পূর্ব্বাং নোপাস্তে যশ্চ পশ্চিমাম্।
স শূদ্রবদ্বহিষ্কার্য্যঃ সর্ব্বস্মাদ্দ্বিজকর্ম্মণঃ॥" (মনু ২।১০১-৩)

(১০) "গায়ত্রী নাম পূর্ব্বাহ্ণে সাবিত্রী মধ্যমে দিনে।
সরস্বতী চ সায়াহ্নে সৈব সন্ধ্যা ত্রিষু স্মৃতা॥
প্রতিগ্রহাদন্নদোষাৎ পাতকাদুপপাতকাৎ।
গায়ত্রী প্রোচ্যতে তস্মাৎ গায়ন্তং ত্রায়তে যতঃ॥
সবিতৃদ্যোতনাৎ সৈব সাবিত্রী পরিকীর্ত্তিতা।
জগতঃপ্রসবিত্রীত্বাৎ বাগ্‌রূপত্বাৎ সরস্বতী।

উপাস্তে যতঃ সাক্ষাদিত্যঃ অভিধ্যায়ন্ ব্রাহ্মণো বিদ্বান্ সকলং ভদ্রমশ্নুতে। অসাবাদিত্যো ব্রহ্ম ইতি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি। কর্ম্মাঙ্গপ্রকারেণ প্রাণায়ামাদিকং কুর্ব্বন্ যথোক্তনামরূপোপেতং সন্ধ্যাশব্দবাচ্যমাদিত্যং ব্রহ্মেতি ধ্যায়ন্ ঐহিকামুষ্মিকঞ্চ সকলং ভদ্রমশ্নুতে, স এব দুষ্কৃত্যানেন শুদ্ধান্তঃকরণো ব্রহ্মসাক্ষাৎ কুরুতে ন পুনর্ব্বপি ব্রহ্মৈব সন্ প্রজ্ঞাবান্ চিরজীবিত্বং প্রাপ্তো যথাজ্ঞানেন অজ্ঞানোপশমে ব্রহ্মৈব প্রাপ্নোতি।" (আহ্নিকতত্ত্ব)

(১১) "যথা সর্পিঃ শরীরস্থং ন করোত্যঙ্গপোষণম্।
নিঃসৃতং কর্ম্মসংযুক্তং পুষ্টতামাং ব্রজেদ্বহু॥
এবং স হি শরীরস্থঃ সর্পির্বৎ পরমেশ্বরঃ।
বিনা চোপাসনাদেব ন করোতি হিতং নৃষু।
প্রণবব্যাহৃতিভ্যাঞ্চ গায়ত্র্যা ত্রিতয়েন চ।
উপাস্যং পরমং ব্রহ্ম আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ।" (আহ্নিকতত্ত্ব)

(১২) "বিপ্রঃ সিদ্ধঃ ত্রিসন্ধ্যাঞ্চ করিষ্যতি দিনে দিনে।
মধ্যাহ্নে চাপি সায়াহ্নে প্রাতরেব শুচিঃ সদা॥
সন্ধ্যাহীনোঽশুচির্নিত্যমনর্হঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
যদন্যৎ কুরুতে কর্ম্ম ন তস্য ফলভাগ্ভবেৎ॥
নোপতিষ্ঠতি যঃ পূর্ব্বাং নোপাস্তে যশ্চ পশ্চিমাম্।
স শূদ্রবদ্বহিষ্কার্য্যঃ সর্ব্বস্মাদ্দ্বিজকর্ম্মণঃ।

ঐ জল গণ্ডূষে মিশিয়াছে এই প্রকার চিন্তা করিয়া সেই জল বামভাগে ভূতলে ফেলিয়া দিবে। এই প্রকারে তিনবার জল মাটিতে ফেলিতে হইবে। অনন্তর হাত ধুইয়া তিনবার গায়ত্রী পাঠপূর্ব্বক সূর্য্যকে তিন অঞ্জলি জল দিতে হয়। মধ্যাহ্ন সন্ধ্যায় কেবল একবার গায়ত্রী পড়িয়া এক অঞ্জলি জল দিতে হয়।

অঘমর্ষণ—ঋতঞ্চেত্যস্যাঘমর্ষণ ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দো ভাববৃত্তো দেবতা অশ্বমেধাবভৃথে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত
ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রোঽর্ণবঃ
সমুদ্রাদর্ণবাদধি সম্বৎসরোঽজায়ত।
অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী।
সূর্য্যা চন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ
দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষ মথো স্বঃ।

উক্ত নিয়মে ও মন্ত্রে অঘমর্ষণ করিয়া সূর্য্যোপস্থান করিতে হইবে। প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে কৃতাঞ্জলি এবং মধ্যাহ্ন কালে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া ও এক পদে দণ্ডায়মান থাকিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে সূর্য্যোপস্থান করিতে হয়। মন্ত্র—

"ওঁ উদুত্যমিত্যস্য প্রস্কণ্ব ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ।

ওঁ উদুত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ। দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যং।

ওঁ চিত্রমিত্যস্য কৌৎস ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ।

ওঁ চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ। আপ্রাদ্যাবাপৃথিবী অন্তরীক্ষং সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ।

এই রূপে সূর্য্যোপস্থান করিয়া তর্পণ করিতে হয়। এই তর্পণের সময় এক একটী মন্ত্র পাঠ করিয়া এক এক অঞ্জলি জল দিবে। মন্ত্র—

ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ, ওঁ আচার্য্যেভ্যো নমঃ, ওঁ ঋষিভ্যো নমঃ, ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ দেবেভ্যো নমঃ, ওঁ মৃত্যবে নমঃ, ওঁ বায়বে নমঃ, ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, ওঁ বৈশ্রবণায় নমঃ, ওঁ উপজায় নমঃ।

এই তর্পণ করিয়া তৎপরে তর্পণের বিধানানুসারে তর্পণ করিতে হয়। প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যাতে তর্পণ করিতে [illegible] না, মধ্যাহ্ন সন্ধ্যাতেই উক্ত তর্পণের পর সাধারণ তর্পণ করিতে হয়। জীবৎপিতৃক ব্যক্তি তর্পণ করিবেন না, কারণ এই তর্পণে তাঁহার অধিকার নাই। [তর্পণ শব্দ দেখ]

তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে করযোড়ে গায়ত্রী আবাহন করিবে।

"ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।
গায়ত্রী ছন্দসাং মাতর্ব্রহ্মযোনে নমোঽস্তু তে॥"

এইরূপ আবাহন করিয়া অঙ্গন্যাস করিবে। যথা 'ওঁ হৃদয়ায় নমঃ' বলিয়া তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকার অগ্রদেশ দ্বারা হৃদয়, 'ওঁ ভূঃ শিরসে স্বাহা' বলিয়া তর্জ্জনী ও মধ্যমার অগ্রদেশ দ্বারা মস্তক, 'ওঁ ভুবঃ শিখায়ৈ বষট্' বলিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অগ্র দ্বারা শিখা, 'ওঁ স্বঃ কবচায় হুং' বলিয়া দক্ষিণহস্তের পঞ্চাঙ্গুলীর অগ্রদ্বারা দক্ষিণ ও বাম বাহু, 'ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্' বলিয়া তর্জ্জনী ও অনামার অগ্র দ্বারা নেত্র স্পর্শ করিয়া 'ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্' বলিয়া তর্জ্জনী ও মধ্যমা যোগ এবং বামহস্তের পৃষ্ঠ ও তলদেশ স্পর্শ করিয়া তালি দিবে। এইরূপে তিনবার অঙ্গন্যাস করিতে হয়।

তৎপরে গায়ত্রীর ধ্যান পাঠ করিয়া গায়ত্রী জপ করিতে হয়। এই ধ্যান প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ং কালে পৃথক্ পৃথক্।

প্রাতর্ধ্যান—

"ওঁ কুমারীং ঋগ্বেদযুতাং ব্রহ্মরূপাং বিচিন্তয়েৎ।
হংসস্থিতাং কুশহস্তাং সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতাম্॥"

মধ্যাহ্নধ্যান—

"ওঁ মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপাঞ্চ তার্ক্ষ্যস্থাং পীতবাসসীং।
যুবতীঞ্চ যজুর্ব্বেদাং সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতাম্॥"

সায়াহ্নধ্যান—

"ওঁ সায়াহ্নে শিবরূপাঞ্চ বৃদ্ধাং বৃষভবাহিনীম্।
সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থাং সামবেদসমাযুতাম্॥"

ত্রিসন্ধ্যা কালে উক্ত তিনটী ধ্যান করিতে হইবে। তৎপরে উক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া যথাশক্তি দশবার, ২৮, ১০৮, বা সহস্রবার জপ করিবে। দশবারের কম জপ হইলে চলিবে না। মন্ত্র যথা—

"ওঁ গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষির্গায়ত্রী ছন্দঃ সবিতা দেবতা জপোপনয়নে বিনিয়োগঃ।"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া গায়ত্রী জপ করিবে। গায়ত্রী—

ওঁ ভূ র্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ

এই গায়ত্রী যথাশক্তি জপ করিয়া জপবিসর্জ্জন করিবে। গায়ত্রী জপের আদি ও অন্তে গায়ত্রীকবচ এবং জপের আদিতে গায়ত্রীর শাপোদ্ধার মন্ত্র পাঠ করিবার নিয়ম আছে।

জপ-বিসর্জ্জন মন্ত্র—'ওঁ মহেশবদনোৎপন্না বিষ্ণোর্হৃদয়সম্ভবা ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবি যথেচ্ছয়া॥'

অনেন জপেন ভগবত্যাবাদিত্যশুক্রৌ প্রিয়েতাং। ওঁ আদিত্যশুক্রাভ্যাং নমঃ।

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া এক গণ্ডূষ জল দিবে। তৎপরে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ কর্ণের পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিয়া মস্তকে জলসেক করিয়া আত্মরক্ষা করিবে। মন্ত্র—

ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন ঊর্জ্জে দধাতন। মহেরণায় চক্ষসে ॥
ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ ॥২
ওঁ তস্মা অরং গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ।
আপো জনয়থা চ নঃ ॥৩
ওঁ শং নো দেবীরভীষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে।
শং যোরভি স্রবন্তু নঃ ॥৪
ওঁ ঈশানা বার্য্যাণাং ক্ষয়ন্তীশ্চর্ষণীনাং। ওঁ অপো যাচামি ভেষজং ॥৫
ওঁ অপ্সু মে সোমো অব্রবীদন্তর্বিশ্বানি ভেষজা।
অগ্নিং চ বিশ্বশম্ভুবং ॥৬
ওঁ আপঃ পৃণীত ভেষজং বরূথং তন্বেমম।
জ্যোক্ চ সূর্য্যং দৃশে ॥৭
ওঁ ইদমাপঃ প্র বহত যৎকিং চ দুরিতং ময়ি।
যদ্বাহমভিদুদ্রোহ যদ্বা শেপ উতানৃতং ॥৮
ওঁ আপো অদ্যান্বচারিষং রসেন সমগস্মহি।
পয়স্বানগ্ন আ গহি তং মা সং সৃজ বর্চসা ॥ (১০।৯।৯)

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া শিরোমার্জ্জন করিতে হয়। এই মার্জ্জনের পর অঘমর্ষণ করিতে হইবে। হস্ত গোকর্ণাকৃতি করিয়া তাহাতে জল লইয়া নাসিকার নিকট লইয়া এই মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে।

মন্ত্র—ওঁ ঋতঞ্চেতি ঋক্‌ত্রয়স্যাঘমর্ষণ মাধুচ্ছন্দস ঋষির্ভাববৃত্তোদেবতা অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ অশ্বমেধাবভৃথে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ঋতং চ সত্যং চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত।
ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ ॥১
সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরো অজায়ত।
অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী ॥২
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
দিবং চ পৃথিবীং চান্তরীক্ষমথো স্বঃ ॥ (১০।১৯০।৩)

ওঁ কোকিলো নাম রাজপুত্র ঋষিরাপো দেবতা গায়ত্রীছন্দঃ অঘমর্ষণে বিনিয়োগঃ।

ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ স্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব।
পূতং পবিত্রেণেবাজ্যমাপঃ শুন্ধন্তু মৈনসঃ ॥

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া হস্তস্থিত জলে কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষ চিন্তা ও তিনবার জলগণ্ডূষ আঘ্রাণ করিয়া বামভাগে ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে। দেহে যে কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষ ছিল, এই অঘমর্ষণ দ্বারা দেহ হইতে তিনি নিঃসৃত হইলেন, এইরূপ ভাবনা করিতে হইবে।

তৎপরে নিম্নোক্ত মন্ত্রে সূর্য্যাভিমুখী হইয়া সূর্য্যদেবকে তিন বার জল দিতে হইবে। মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যাকালে তিনবার বা এক বার দিলেও হয়।

মন্ত্র—ওঁ কারস্য ব্রহ্ম ঋষিরগ্নির্দেবতা গায়ত্রীছন্দো মহাব্যাহৃতীনাং পরমেষ্ঠী প্রজাপতির্দেবতা বৃহতীছন্দঃ গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষিঃ সবিতা দেবতা গায়ত্রীছন্দঃ সূর্য্যজলাঞ্জলিদানে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥

প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা কালে এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সূর্য্যের উদ্দেশে জলাঞ্জলি দিতে হয়। মধ্যাহ্নসন্ধ্যাকালে পৃথক্ মন্ত্র আছে, যথা—

ওঁ আকৃষ্ণেনেত্যস্য হিরণ্যস্তূপঋষিঃ সবিতা দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যজলাঞ্জলিদানে বিনিয়োগঃ।

ওঁ আ কৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যং চ।
হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্ ॥ (১।৩৫।২)

এইরূপে সূর্য্যদেবকে জলাঞ্জলি দিয়া সূর্য্যোপস্থান করিতে হয়। সামবেদীয়দিগের সূর্য্যোপস্থানের তিনটী সন্ধ্যাতেই [illegible] এক। কিন্তু ঋগ্বেদীয়দিগের তিনটী সন্ধ্যাতে তিনটী মন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন।

প্রাতঃসূর্য্যোপস্থান।

ওঁ চিত্রং দেবানামিতি ষড়ৃচস্য সূক্তস্য কুৎস আঙ্গিরসঋষিঃ সূর্য্যোদেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ।

ওঁ চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ।
আপ্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ ॥১
ওঁ সূর্য্যো দেবীমুষসং রোচমানাং মর্য্যো ন যোষামভ্যেতি পশ্চাৎ।
যত্রা নরো দেবয়ন্তো যুগানি বিতন্বতে প্রতি ভদ্রায় ভদ্রং ॥২
ওঁ ভদ্রা অশ্বা হরিতঃ সূর্য্যস্য চিত্রা এতগ্বা অনুমাদ্যাসঃ।
নমস্যন্তো দিব আ পৃষ্ঠমস্থুঃ পরি দ্যাবাপৃথিবী যন্তি সদ্যঃ ॥৩
ওঁ তৎসূর্য্যস্য দেবত্বং তন্মহিত্বং মধ্যা কর্ত্তোর্বিততং সং জভার।
যদেদযুক্ত হরিতঃ সধস্থাদাদ্রাত্রী বাসস্তনুতে সিমস্মৈ ॥৪
ওঁ তন্মিত্রস্য বরুণস্যাভিচক্ষে সূর্য্যো রূপং কৃণুতে দ্যোরুপস্থে।
অনন্তমন্যদ্রুশদস্য পাজঃ কৃষ্ণমন্যদ্ধরিতঃ সং ভরন্তি ॥৫
ওঁ অদ্যা দেবা উদিতা সূর্য্যস্য নিরংহসঃ পিপৃতা নিরবদ্যাৎ।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥৬
(১।১১৫ সূক্ত)

প্রাতঃকালে সূর্য্যাভিমুখে দণ্ডায়মান ও কৃতাঞ্জলি হইয়া এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক সূর্য্যোপস্থান করিবে; পরে মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা করিবার কালে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক সূর্য্যোপস্থান করিতে হয়।

মধ্যাহ্ন-সূর্য্যোপস্থান।

ওঁ উদুত্যমিতি ত্রয়োদশর্চস্য সূক্তস্য প্রস্কণ্ব কাণ্ব ঋষিঃ সূর্য্যোদেবতা আদ্যানাং নবানাং গায়ত্রী অন্ত্যানাং চতসৃণাং অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ভূরাদি সপ্তব্যাহৃতীনাং প্রজাপতিঋষির্গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুব্‌বৃহতীপঙ্‌ক্তিত্রিষ্টুব্‌জগত্যশ্ছন্দাংসি অগ্নিবায়্বাদিত্যবৃহস্পতিবরুণেন্দ্রবিশ্বেদেবা দেবতা অনাদিষ্টপ্রায়শ্চিত্তে প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ।

ওঁ গায়ত্র্যা শিরসঃ প্রজাপতিঋষিস্ত্রিপদা গায়ত্রীছন্দো ব্রহ্মাগ্নিবায়ুসূর্য্যাশ্চতস্রো দেবতাঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ।

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রাণায়াম করিবে, নিম্নোক্ত নিয়মে প্রাণায়াম করিতে হইবে। দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট টিপিয়া বাম নাসিকা দ্বারা বায়ুপূরণপূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রে নাভিদেশে ব্রহ্মাকে ধ্যান করিবে।

নাভৌ রক্তবর্ণং চতুর্ম্মুখং দ্বিভুজং অক্ষসূত্রকমণ্ডলুকরং হংসবাহনং ব্রহ্মাণং ধ্যায়ন্।

ওঁ ভূঃ, ওঁ ভুবঃ, ওঁ স্বঃ, ওঁ মহঃ, ওঁ জনঃ, ওঁ তপঃ, ওঁ সত্যং, ওঁ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।

ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ। (শুক্লযজুঃ ৩।৩৫)

ওঁ আপোজ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্মভূর্ভুবঃ স্বরোম্।

পরে পূর্ব্বের ন্যায় দক্ষিণ নাসাপুট টিপিয়া রাখিয়াই অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা বামনাসাপুট টিপিয়া শ্বাস নিরোধ পূর্ব্বক কুম্ভক করিয়া হৃদয়ে কেশবকে ধ্যান করিবে—

হৃদি নীলোৎপলদলপ্রভং চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রগদাপদ্মকরং গরুড়ারূঢ়ং কেশবং ধ্যায়ন্।

ওঁ ভূঃ, ওঁ ভুবঃ, ওঁ স্বঃ, ওঁ মহঃ, ওঁ জনঃ, ওঁ তপঃ, ওঁ সত্যং ওঁ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।

ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ।

ওঁ আপোজ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্মভূর্ভুবঃ স্বরোম্।

তৎপরে দক্ষিণ নাসাপুট হইতে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ছাড়িয়া দিয়া শনৈঃ শনৈঃ বায়ুনিঃসারণপূর্ব্বক রেচক করিতে করিতে নিম্নলিখিত রূপে ললাটদেশে মহাদেবকে ধ্যান করিবে।

ললাটে শ্বেতবর্ণং দ্বিভুজং ত্রিশূলডমরুকরং অর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিতং ত্রিনেত্রং বৃষভস্থং শম্ভুং ধ্যায়ন্। ওঁ ভূঃ, ওঁ ভুবঃ, ওঁ স্বঃ, ওঁ মহঃ, ওঁ জনঃ, ওঁ তপঃ, ওঁ সত্যং, ওঁ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।

ওঁ আপোজ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্মভূর্ভুবঃ স্বরোম্।

এইরূপে প্রাণায়াম করিয়া আচমন করিতে হইবে। এই আচমন প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালে তিনটী পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্রে করিতে হয়। আচমন করিবার কালে দক্ষিণহস্তে মাষ পরিমিত জল লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত নিয়মে আচমন করিতে হয়।

প্রাতরাচমন—ওঁ সূর্য্যশ্চমেতি মন্ত্রস্য ব্রহ্মাঋষিঃ প্রকৃতিশ্ছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা অপামুপস্পর্শনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ সূর্য্যশ্চ মামন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং। যদ্রাত্র্যা পাপমকার্ষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না রাত্রিস্তদবলুম্পতু যৎকিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি। ইদমহমাপোঽমৃতযোনৌ সূর্য্যে জ্যোতিষি (পরমাত্মনি) জুহোমি স্বাহা।

মধ্যাহ্নাচমন।—ওঁ আপঃ পুনন্ত্বিত্যস্য বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দো নাভি আপো দেবতা অপামুপস্পর্শনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ আপঃ পুনন্তু পৃথিবীং পৃথ্বী পূতা পুনাতু মাং।

পুনন্তু ব্রহ্মণস্পতির্ব্রহ্ম পূতা পুনাতু।

যদুচ্ছিষ্টমভোজ্যঞ্চ যদ্বা দুশ্চরিতং মম।

সর্ব্বং পুনন্তু মামাপোঽসতাঞ্চ প্রতিগ্রহং স্বাহা।

সায়মাচমন।—ওঁ অগ্নিশ্চ মেতি মন্ত্রস্য রুদ্রঋষিঃ প্রকৃতিশ্ছন্দঃ আপোদেবতা অপামুপস্পর্শনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ অগ্নিশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং। যদহ্না পাপমকার্ষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না অহস্তদবলুম্পতু যৎকিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি। ইদমহমাপোঽমৃতযোনৌ সত্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা।

আচমনের পর আপোমার্জ্জন করিতে হয়। মধ্যাদি ও জলে গায়ত্রী জপ করিয়া নিম্ন মন্ত্রে মস্তকে তিনবার জল দিবে।

ওঁ আপো হিষ্ঠেতি ঋক্‌ত্রয়স্য সিন্ধুদ্বীপ ঋষির্গায়ত্রীছন্দঃ আপো দেবতা মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন ঊর্জ্জে দধাতন।

মহেরণায় চক্ষসে। (বাজ° ১১।৫০)

ওঁ তস্মা অরংগমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ।

আপো জনয়থা চ নঃ। (বাজ° ১১।৫২)

তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক মস্তক স্পর্শ করিয়া তিন গণ্ডূষ জল ফেলিবে। মন্ত্র—

ওঁ দ্রুপদাদিবেতি কোকিলোরাজপুত্র ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ আপো দেবতাঃ সৌত্রামণ্যবভৃথে বিনিয়োগঃ।

ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ স্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব।

পূতং পবিত্রেণেবাজ্যমাপঃ শুন্ধন্তু মৈনসঃ। (বাজ° ২০।২০)

এইরূপে জল ফেলিয়া অঘমর্ষণ করিতে হয়। এক গণ্ডূষ জল নাসিকাগ্রে ধরিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক অন্তরস্থ কলীভূত পাপরাশি নিষ্ক্রান্ত হইয়া ঐ জলে মিশিয়াছে, এই প্রকার বিশ্বাস ও চিন্তা করিয়া সেই জল বাম হস্তে ফেলিবে। এই প্রকারে তিনবার জল ফেলা আবশ্যক।

ওঁ অঘমর্ষণসূক্তস্যাঘমর্ষণ-ঋষি-রনুষ্টুপ্ ছন্দঃ ভাববৃত্তো দেবতা-অশ্বমেধাবভৃথে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত।

ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রোঅর্ণবঃ॥

সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরো অজায়ত।
অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী।
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষমথো স্বঃ। (ঋক্ ১০।১৯০।১-৩)

তৎপরে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া আচমন করিবে।

ওঁ অন্তশ্চরসীতি তিরশ্চীন ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ আপোদেবতা অপামুপস্পর্শনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ অন্তশ্চরসি ভূতেষু গুহায়াং বিশ্বতো মুখঃ। ত্বং যজ্ঞস্ত্বং বষট্কার আপো-জ্যোতীরসোঽমৃতঃ ব্রহ্মভূর্ভুবঃস্বরোম্।

পরে সূর্য্যের অভিমুখী হইয়া গায়ত্রী পাঠপূর্ব্বক সূর্য্যকে তিন অঞ্জলি জল দিতে হয়। তৎপরে সূর্য্যোপস্থান করিতে হয়। প্রাতঃ ও সায়ংকালে কৃতাঞ্জলি এবং মধ্যাহ্নকালে ঊর্দ্ধবাহু ও দণ্ডায়মান হইয়া সূর্য্যোপস্থান করিতে হয়। মন্ত্র যথা—

ওঁ উদুত্যমিত্যস্য প্রস্কণ্বঋষির্গায়ত্রী-ছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ।

ওঁ উদুত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ।
দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যং। (ঋক্ ১।৫০।১)

ওঁ চিত্রমিত্যস্য কৌৎস-ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ।

ওঁ চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ।
আপ্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ।
(বাজ° ৭।৪২)

ওঁ তচ্চক্ষুরিতি দধ্যঙাথর্ব্বণ ঋষিরুষ্ণিক্ছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ।

ওঁ তচ্চক্ষুর্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরৎ।
পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং
শৃণুয়াম শরদঃ শতং প্রব্রবাম শরদঃ শত-
মদীনাঃ স্যাম শরদঃ শতং ভূয়শ্চ শরদঃ শতাৎ।(বাজ° ৩৬।২৪)

এই মন্ত্রে সূর্য্যোপস্থান করিয়া অঙ্গন্যাস করিতে হইবে। যথা,—ওঁ হৃদয়ায় নমঃ বলিয়া তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকার অগ্রদেশ দ্বারা হৃদয়, ওঁ ভূঃ শিরসে স্বাহা বলিয়া তর্জ্জনী ও মধ্যমার অগ্রদেশ দ্বারা মস্তক, ওঁ ভুবঃ শিখায়ৈ বষট্ বলিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা শিখা, ওঁ স্বঃ কবচায় হুং, বলিয়া দক্ষিণ হস্তের পঞ্চাঙ্গুলির অগ্রদ্বারা দক্ষিণ ও বামবাহু এবং ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ নেত্রাভ্যাং বৌষট্ বলিয়া তর্জ্জনী ও মধ্যমার অগ্রদ্বারা নেত্রস্পর্শ, ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্ বলিয়া তর্জ্জনী ও মধ্যমা যোগ করিয়া বামহস্তের পৃষ্ঠ ও তলদেশ স্পর্শ করিয়া তালি দিতে হইবে। এই প্রকারে তিনবার অঙ্গন্যাস করিতে হয়।

অঙ্গন্যাসের পর গায়ত্রীর ধ্যান। ত্রিসন্ধ্যাকালে তিনটী ধ্যান আছে। যখন যে সন্ধ্যা করিতে হইবে, তখন সেই সন্ধ্যার ধ্যান করিতে হয়। নিম্নোক্ত মন্ত্রগুলি সকল সন্ধ্যাতেই পাঠ করা আবশ্যক।

ওঁ শ্বেতবর্ণা সমুদ্দিষ্টা কৌষেয়-বসনা তথা।
শ্বেতৈর্বিলেপনৈঃ পুষ্পৈরলঙ্কারৈশ্চ ভূষিতা।
অক্ষসূত্রধরা দেবী পদ্মাসনগতা শুভা।
আদিত্যমণ্ডলস্থা চ ব্রহ্মলোকগতাথবা॥

ওঁ তেজোঽসি শুক্রমস্যমৃতমসি ধামনামাসি।
প্রিয়ং দেবানামনাধৃষ্টং দেবযজনমসি।

ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।
গায়ত্রি ছন্দসাং মাতঃ ব্রহ্মযোনে নমোঽস্তু তে॥

ওঁ গায়ত্র্যস্যেকপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী চতুষ্পদ্যপদসি, নহি পদ্যসে, নমস্তে তুরীয়ায় দর্শতায়, পদায় পরো রজসেঽসাবদো মা প্রাপৎ।

প্রাতর্ধ্যান। ওঁ কুমারীং ঋগ্বেদযুতাং ব্রহ্মরূপাং বিচিন্তয়েৎ।
হংসস্থিতাং কুশহস্তাং সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতাং॥

মধ্যাহ্নধ্যান। ওঁ মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপাঞ্চ তার্ক্ষ্যস্থাং পীতবাসসীং।
যুবতীঞ্চ যজুর্ব্বেদাং সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতাং॥

সায়াহ্নধ্যান। ওঁ সায়াহ্নে শিবরূপাঞ্চ বৃদ্ধাং বৃষভবাহিনীং।
সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থাং সামবেদসমাযুতাং॥

ত্রিবেলায় গায়ত্রীকে ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী ও শিবানী এই ত্রিরূপে চিন্তা করিতে হইবে। তৎপরে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া গায়ত্রী জপ করিবে।

ওঁ বিশ্বামিত্রঋষির্গায়ত্রীছন্দঃ সবিতা দেবতা জপোপনয়নে বিনিয়োগঃ।

গায়ত্রী জপ সম্বন্ধে বিশেষ এই যে, প্রাতঃকালে পূর্ব্বাভিমুখে উত্থিত হইয়া, মধ্যাহ্নে পূর্ব্বাভিমুখে এবং সায়ংকালে পশ্চিমমুখে উপবিষ্ট হইয়া জপ করিবে। ১৬, ১৮, ১০৮ বা সহস্রবার এই জপ করা যাইতে পারে। দশবারের ন্যূন জপ হইলে চলিবে না। গায়ত্রী সামবেদীয় সন্ধ্যাস্থলে উক্ত হইয়াছে। এই গায়ত্রী জপ করিয়া জপ বিসর্জ্জন করিবে। যথা—

ওঁ উত্তরে শিখরে দেবি ভূম্যাং পর্ব্বতমূর্দ্ধনি।
ব্রাহ্মণেভ্যোঽভ্যনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবি যথা সুখং॥

ওঁ বামদেব্য ঋষিরতিজগতীছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা আত্মহনে যজমানস্য অপাবভরণে বিনিয়োগঃ।

ওঁ হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ।
নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ॥
(বাজ° ১০।২৪)

তখন উভয় সন্ধ্যাই নিষিদ্ধ, ইহা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা ভ্রান্ত, কারণ বিশেষ স্থলে এই সন্ধ্যা উক্ত হইয়াছে, এই জন্য এই সন্ধ্যা অবশ্য কর্ত্তব্য। আবার কেহ কেহ বলেন, ইহা কৌলপর, যাঁহারা কৌল তাঁহারাই কেবল উক্ত নিষিদ্ধ দিনে সন্ধ্যানুষ্ঠান করিবেন, ইহাও সঙ্গত নহে। কিন্তু জনন বা মরণাশৌচ হইলে কাহারও সন্ধ্যায় অধিকার নাই। কেহই সন্ধ্যাচরণ করিবেন না; কিন্তু সন্ধ্যা করিতে নাই বলিয়া মূলমন্ত্র জপ নিষিদ্ধ নহে, যথাবিধানে সন্ধ্যা না করিয়া কেবল মাত্র মূলমন্ত্র জপ করিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন যে জনন বা মরণাশৌচে সন্ধ্যা নিষিদ্ধ নহে অর্থাৎ অশৌচেও করিতে হইবে, এই মত সঙ্গত নহে। কারণ তন্ত্রান্তরে সন্ধ্যা নিষিদ্ধ না হইলেও তাদৃশ অধিকারী ভেদে সন্ধ্যা কর্ত্তব্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, ইহা সাধারণের পক্ষে নহে।

"সূতকে মৃতকে চৈব নার্চ্চয়েৎ পরমেশ্বরীম্।
ন জপেচ্চ মহাবিদ্যাং ন সন্ধ্যাবিধিমাচরেৎ॥

তত্র যদ্যপি কালিকাতারাত্রিপুরোপাসকানামশৌচে বিশেষবিধিনা পূজাদ্যধিকারোঽস্তি তথাপি সন্ধ্যা নাচরণীয়া।

কালিকায়াশ্চ তারায়াঃ ত্রিপুরায়াশ্চ সুন্দরি।
বাহ্যপূজাজপৌ কার্য্যৌ সূতকে মৃতকেঽপি চ।
তথাপি নাচরেৎ সন্ধ্যাবিধানং হরবল্লভে॥ ইতি যত্তু—
অশক্যা তান্ত্রিকী সন্ধ্যা জননে মরণে তথা॥
অশক্যাচ বৈদিকী সন্ধ্যা জননে মরণে তথা॥
ইত্যাদি, তাদৃশাধিকারিপরং।" (হরতত্ত্বদীধিতি)

সন্ধ্যার সময় অতীত হইয়া যাইলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সন্ধ্যানুষ্ঠান করিতে হয়, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। দশবার গায়ত্রী জপই উহার প্রায়শ্চিত্ত। সমযাতিপাতে বৈদিক ও তান্ত্রিক এই উভয় সন্ধ্যাস্থলেই বৈদিক গায়ত্রী দশবার জপ করিয়া বৈদিক সন্ধ্যার ও তান্ত্রিক গায়ত্রী দশবার জপ করিয়া তান্ত্রিক সন্ধ্যার আচরণ করিতে হইবে, অথবা কেবল মাত্র বৈদিক গায়ত্রী দশবার জপ করিয়া উভয় সন্ধ্যা করিতে হইবে? এই সন্দেহ শাস্ত্রে মীমাংসিত হইয়াছে; কেবল মাত্র বৈদিক প্রায়শ্চিত্তাত্মক দশবার বৈদিক গায়ত্রী জপ করিয়া উভয় সন্ধ্যাই করা যাইবে, ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না, একবার প্রায়শ্চিত্ত করিলে তাহার দ্বারা উভয়েরই প্রায়শ্চিত্ত সিদ্ধ হইবে। কারণ শাস্ত্রে বৈদিক গায়ত্রীর প্রাশস্ত্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। "তত্র কিং বিধানাৎ বৈদিকতান্ত্রিকোভয়সন্ধ্যয়োরকরণে বৈদিকগায়ত্রীজপানন্তরং বৈদিকসন্ধ্যাং বিধায় পুনস্তান্ত্রিকগায়ত্রীং জপ্ত্বা তান্ত্রিকসন্ধ্যা কর্ত্তব্যা, উত বৈদিকগায়ত্রীজপেনৈব উভয়প্রায়শ্চিত্তসিদ্ধ্যা বৈদিকসন্ধ্যানন্তরং তান্ত্রিকজপনন্তরমেব তৎসন্ধ্যা কর্ত্তব্যা।

ইয়ন্তু ব্রহ্মগায়ত্রী যথা ভবতি বৈদিকী।
তথৈব তান্ত্রিকী জ্ঞেয়া প্রশস্তাক্ষরবর্ণিনী॥

ইতি তন্ত্রাঃ প্রাশস্ত্যাভিধানাৎ দশকৃত্বা সকৃদেব বৈদিকগায়ত্রী দশধা জপাত্মক প্রায়শ্চিত্তং কৃত্বা উভয়সন্ধ্যানুষ্ঠানং কর্ত্তব্যং নতু প্রত্যেকপ্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানমিতি।" (হরতত্ত্বদীধিতি)

"প্রাতঃকৃত্যাদিকং কৃত্বা সন্ধ্যাদিকং সমাচরেৎ।
নান্যথা ফলভাগী স্যাৎ না পূজা বিফলা ভবেৎ॥
অত্র সন্ধ্যাপদং প্রাতঃসন্ধ্যাপরং।
প্রাতঃসন্ধ্যাং পরিত্যজ্য দেবতার্চ্চনং চরেৎ।
দোষাৎ কৃত্বা নরো নাপি নারকী ভবতে নরঃ।"

(হরতত্ত্বদীধিতি)

প্রাতঃকৃত্য না করিয়া সন্ধ্যা করিতে নাই, এবং সন্ধ্যা না করিয়া দেবপূজা করিবে না। এখানে সন্ধ্যা শব্দের অর্থ প্রাতঃসন্ধ্যা বুঝিতে হইবে, প্রাতঃসন্ধ্যা করিয়া পূজাদি করিবে। প্রাতঃসন্ধ্যার আচরণ না করিয়া যদি দেবপূজাদি করা হয়, তাহা হইলে তাহার ফললাভ হয় না এবং পূজাকারীর নরক হইয়া থাকে।

"দেবানৃষীন্ পিতৃংশ্চৈব তৎকল্পোক্তবিধানতঃ।
শুক্লপক্ষ ক্রিং পুষ্পা তর্পয়ঃ তর্পয়েদিষ্টদেবতাম্॥"

অস্মিন্ বচনে পিত্রাদীনাং তর্পণং প্রতিপাদিতং তৎ কথং সঙ্গচ্ছতে যতো জীবৎপিতৃকস্য বৈদিকতর্পণেঽনধিকারদর্শনাৎ তান্ত্রিকতর্পণেঽপি তথৈব প্রতিভাতি একত্র নির্ণীতশাস্ত্রার্থ ইত্যাদি ন্যায়াৎ। এবঞ্চ জীবৎপিতৃকতর্পণস্য শাস্ত্রতো নিষেধঃ স্মৃতঃ এব তথাচ যদি জীবতি তাতো তর্পণাভাবঃ, সুতরামেব যাবজ্জীবতি চেৎ জীবতাং ব্রহ্মাদীনাং তর্পণবৎ জীবৎপিত্রাদ্যুদ্দেশেনাপি তর্পণং করণীয়ং।... বৈদিকতর্পণে নামগোত্রাদ্যুল্লেখবিধানাৎ তত্র পিতৃপদং জনকাদিমাত্রং পরং। অত্র তু তদ্বিশেষিত কর্ত্তব্যতা বিশেষাভাবাৎ পিতৃপদং প্রাপ্তপিতৃলোকপরং। অতো জীবৎপিতৃকানামপি তত্তর্পণাধিকারিতা।" (হরতত্ত্বদীধিতি)

বৈদিক সন্ধ্যার ন্যায় তান্ত্রিক সন্ধ্যাতেও তর্পণ আছে, জীবৎপিতৃক ব্যক্তি বৈদিক সন্ধ্যাতে পিতৃদিগের উদ্দেশে তর্পণ করিবেন না, কিন্তু তান্ত্রিক সন্ধ্যাতে জীবৎপিতৃকের তর্পণে নিষেধ নাই, সন্ধ্যা স্থলে যে তর্পণ লিখিত আছে, সকলেই ত্রিসন্ধ্যাকালে সেই তর্পণ করিতে পারিবেন। বৈদিক সন্ধ্যাস্থলে মধ্যাহ্ন সন্ধ্যাতেই কেবল তর্পণ অভিহিত হইয়াছে, অন্য সন্ধ্যাতে নহে। বৈদিক সন্ধ্যায় যে তর্পণ তাহাতে পিত্রাদির নাম গোত্র উল্লেখ করিয়া তর্পণ করিতে হয়, কিন্তু তান্ত্রিক সন্ধ্যাতে তাদৃশ নামগোত্রের কোন উল্লেখ নাই, অতএব পিতৃদিগের উদ্দেশে যে তর্পণ করা হয়, সেইস্থলে পিতৃপদের অর্থ প্রাপ্তপিতৃলোক

বুঝিতে হইবে। সুতরাং ইহাতে জীবৎপিতৃকের কোন দোষ হইবে না।

বৈদিক সন্ধ্যাতে যেমন সকলেরই একটী গায়ত্রী নির্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু তান্ত্রিক সন্ধ্যাতে তদ্রূপ নহে, প্রত্যেক দেবতার ভিন্ন ভিন্ন গায়ত্রী। যিনি যে দেবতার উপাসনা করিবেন, তিনি সেই দেবতার গায়ত্রী ও জপাদি করিবেন। সন্ধ্যাবিধিতে যাহা সাধারণরূপে কর্ত্তব্য, তাহাই মাত্র এইস্থলে অভিহিত হইল। বিশেষ বিবরণ তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য। তান্ত্রিক সন্ধ্যাতে শাক্ত ও বৈষ্ণবাদি ভেদে কিছু কিছু প্রভেদ আছে। যে যে স্থলে প্রভেদ আছে, তাহাই লিখিত হইল।

তান্ত্রিকসন্ধ্যা-পদ্ধতি।

যাহারা শক্তিমন্ত্রের উপাসক তাঁহারা প্রথমে পূর্ব্বাভিমুখে তিনবার আচমন করিবে। ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, এই মন্ত্রে পাদাদিনাভিপর্য্যন্ত, ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা এই মন্ত্রে নাভি হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত এবং ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা এই মন্ত্রে হৃদয় হইতে মস্তক পর্য্যন্ত চিন্তা করিবে। এইরূপে তিনবার আচমন করিতে হয়। স্ত্রী ও শূদ্র প্রণব মন্ত্র উচ্চারণ করিবে না। অন্য দেবতাগণের মন্ত্র ব্যতিরেকে আচমনের বিধানানুসারে আচমন করিলে চলিতে পারে। এই আচমনের বিধান সামবেদীয় সন্ধ্যা-স্থলে বলা হইয়াছে, এই আচমন করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে জল শোধন করিতে হইবে। মন্ত্র—

ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু-কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥

এই মন্ত্রে জলে তীর্থাদিকে আবাহন করিয়া কুশদ্বারা অথবা মুদ্রা ও অনামিকা অঙ্গুলি একত্র করিয়া তিনবার জল ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া সাতবার মস্তকে জলের ছিটা দিবে। ইহাই তান্ত্রিক স্নান। তৎপরে প্রাণায়াম এবং অঙ্গ ও করন্যাস করিতে হইবে। যিনি যে দেবতার মন্ত্র গ্রহণ করিবেন, সেই বীজমন্ত্রে প্রাণায়াম করিতে হয়। মন্ত্র একাক্ষর, দ্ব্যক্ষর প্রভৃতি ভেদে যেরূপ হইবে, সেই মন্ত্রেই প্রাণায়াম বিধেয়। এই প্রাণায়ামে ৪ বার পূরক, ১৬ বার কুম্ভক এবং ৮ বার রেচক হইবে। এইরূপে তিনবার করিতে হয়। অথবা যদি কেহ সমর্থ হন, তাহা হইলে ১৬, ৩২, ৬৪, বারও করিতে পারেন। প্রাণায়ামের পর বীজমন্ত্র দ্বারা অঙ্গ হৃদয়, শিরঃ, শিখা প্রভৃতি ষড়ঙ্গ এবং অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী প্রভৃতি করন্যাস সকল স্পর্শ করিয়া ন্যাস করিবে। পরে বামহস্তে জল রাখিয়া দক্ষিণ হস্তে তাহা আচ্ছাদনপূর্ব্বক হং যং বং রং লং এই মন্ত্র তিনবার জপ করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক তত্ত্বমুদ্রায় বামহস্তের অঙ্গুলির ছিদ্র হইতে পতিত জলবিন্দু দ্বারা আত্মনার মস্তকে অভ্যুক্ষণ করিবে। পরে অবশিষ্ট জল দক্ষিণ হস্তে লইয়া সেই জল তেজোরূপ চিন্তা করিয়া বামনাসাপুটে ইড়ানাড়ী দ্বারা আকর্ষণপূর্ব্বক শরীরের মধ্যস্থিত পাপ প্রক্ষালন করিয়া সেই জলকে পাপরূপ কৃষ্ণবর্ণ চিন্তা ও দক্ষিণ নাসিকায় পিঙ্গলা নাড়ী দ্বারা বাহির করিয়া সম্মুখে একটী বজ্রশিলা কল্পনা করিয়া তাহাতে ফট্ মন্ত্রে পাপ-পুরুষরূপ জলকে সেই শিলায় নিক্ষেপ করিবে। ইহাকে অঘমর্ষণ কহে। এই অঘমর্ষণ দ্বারা পাপ সকল নির্গত হয়। তৎপরে হস্তপ্রক্ষালন করিয়া আচমনের বিধানানুসারে আচমন করিবে।

তদনন্তর সূর্য্যকে অর্ঘ্য দিতে হয়। ওঁ হ্রীং হং সঃ অথবা ওঁ ঘৃণি সূর্য্য আদিত্যঃ ইদমর্ঘ্যং ওঁ শ্রীসূর্য্যায় স্বাহা, অথবা ওঁ হ্রাং হ্রীং হং স ইতি কুলমার্ত্তণ্ড-ভৈরবায় প্রকাশশক্তিসহিতায় গ্রহ-রাশিযুক্তায় ইদমর্ঘ্যং শ্রীসূর্য্যায় স্বাহা।

স্ত্রী ও শূদ্র স্বাহা-পদের পরিবর্ত্তে নমঃ এই পদ প্রয়োগ করিবে। তৎপরে ইষ্ট দেবতাকে অর্ঘ্য দিবে। ওঁ উদ্যদাদিত্য-মণ্ডলবর্ত্তিন্যৈ সিতাদৈবতোপাস্যায়ৈ শ্রীমদমুক-দেবতায়ৈ ইদমর্ঘ্যং স্বাহা বা এষোঽর্ঘ্যঃ স্বাহা, বলিয়া অর্ঘ্য দিতে হইবে। তৎপরে ওঁ সূর্য্যমণ্ডলস্থায়ৈ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে সেই দেবতার গায়ত্রী পাঠ করিয়া তিনবার জল দিবে। তৎপরে তর্পণ করিতে হইবে।

ওঁ দেবাংস্তর্পয়ামি, ওঁ ঋষীংস্তর্পয়ামি, ওঁ পিতৃংস্তর্পয়ামি, ওঁ গুরুংস্তর্পয়ামি, ওঁ পরাপরগুরুংস্তর্পয়ামি, ওঁ পরমেষ্ঠিগুরুং-স্তর্পয়ামি, পরে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ওঁ অমুকদেবতাং তর্পয়ামি স্বাহা, এইরূপে তিনবার তর্পণ করিতে হইবে। বৈষ্ণবগণকে ইষ্টদেবতার তর্পণের পূর্ব্বে নারদাদির তর্পণ করিতে হয়।

ওঁ নারদং তর্পয়ামি, ওঁ পর্ব্বতং তর্পয়ামি, ওঁ বিষ্ণুং তর্পয়ামি, ওঁ নিশঠং তর্পয়ামি, ওঁ উদ্ধবং তর্পয়ামি, ওঁ দারুকং তর্পয়ামি, ওঁ বিষ্বক্সেনং তর্পয়ামি, ওঁ শৈলেয়ং তর্পয়ামি, ওঁ গুরুং তর্পয়ামি। ইহাদিগের উদ্দেশে তিনবার করিয়া তর্পণ করিয়া ইষ্টদেবতাকে তর্পণ করিবে।

এইরূপে তর্পণ করিয়া গায়ত্রীর ধ্যান করিয়া গায়ত্রীজপ করিতে হয়। ত্রিসন্ধ্যায় গায়ত্রীর তিনটী ধ্যান আছে—

প্রাতর্ধ্যান। ওঁ উদ্যদাদিত্যসঙ্কাশাং পুস্তকাক্ষকরাং স্মরেৎ।
কৃষ্ণাজিনধরাং ব্রাহ্মীং ধ্যায়েত্তারকিতেঽম্বরে॥

মধ্যাহ্নধ্যান। ওঁ শ্যামবর্ণাং চতুর্ব্বাহুং শঙ্খচক্রলসৎকরাম্।
গদাপদ্মধরাং দেবীং সূর্য্যাসনকৃতাশ্রয়াম্॥

সায়াহ্নধ্যান।
ওঁ সায়াহ্নে বরদাং দেবীং গায়ত্রীং সংস্মরেদ্ যতিঃ।
শুক্লাং শুক্লাম্বরধরাং বৃষাসনকৃতাশ্রয়াম্।

সন্ধ্যোপাসনা করিয়াছিলেন এইজন্য এই পর্ব্বতের নাম সন্ধ্যাচল হইয়াছে। (কালিকাপু° ৫০ অঃ)

সন্ধ্যাত্ব (স্ত্রী) সন্ধ্যায়াঃ ভাবঃ ত্ব। সন্ধ্যার ভাব বা ধর্ম্ম।

সন্ধ্যানাটিন্ (পুং) সন্ধ্যায়াং নটতীতি নট-ইনি। শিব।

সন্ধ্যাপুষ্পী (স্ত্রী) সন্ধ্যায়াং পুষ্পং যস্যাঃ, ঙীষ্। জাতীপুষ্প।

সন্ধ্যাবাল (পুং) শিবালয়স্থিত মৃত্তকাষ্ঠাদি-নির্ম্মিত বৃষ।

"শিবালয়েনোৎসৃষ্টাস্তে সন্ধ্যাবলয়ো বৃষাঃ।" (হারাবলী)

সন্ধ্যাভ্র (স্ত্রী) সন্ধ্যায়া অভ্রমিব তদ্বর্ণত্বাৎ। ১ স্বর্ণগৈরিক। (রাজনি°) ২ সন্ধ্যাকালীন মেঘ।

সন্ধ্যারাগ (স্ত্রী) সন্ধ্যায়া রাগ ইব রাগো যস্য। ১ সিন্দূর।

সন্ধ্যারাম (পুং) সন্ধ্যায়াং রামো রমণং যস্য। ব্রহ্মা। (শব্দরত্না°)

সন্ধ্যাবাস (পুং) গ্রামভেদ। (কথাসরিৎসা° ১০৮।১৩০)

সন্ধ্যাবিদ্যা (স্ত্রী) বরদা দেবী। (তৈত্তিরীয় আ° ১০।৩৩)

সন্ধ্যাশঙ্খধ্বনি (পুং) সন্ধ্যায়াং যো শঙ্খধ্বনিঃ। সন্ধ্যাকালীন শঙ্খশব্দ। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, সায়ংকালে শঙ্খধ্বনি করিতে হয়, ইহাতে অমঙ্গল নাশ এবং এই শব্দ যতদূর যায়, ততদূর শুদ্ধ হইয়া থাকে। এখনও প্রতি হিন্দু গৃহে সন্ধ্যাকালে শঙ্খধ্বনি হইয়া থাকে।

সন্ধ্যোপনিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদ্ বিশেষ। এই উপনিষদের শঙ্করাচার্য্য কৃত ভাষ্য দেখিতে পাওয়া যায় না।

সন্ন (ত্রি) সদ-ক্ত। ১ অবসন্ন, নষ্ট, গত। ২ ক্ষীণ। ৩ হীন, রহিত। ৪ জড় ও স্থাবর। ৫ অনুৎসাহ। (পুং) ৬ পিয়াল-বৃক্ষ। (ভরত)

সন্নক (পুং) সীদতি যেতি সদ্-ক্ত, ততঃ স্বার্থে কন্। ১ খর্ব্ব।

সন্নকদ্রু (পুং) পিয়ালবৃক্ষ।

'সন্নকঃ খর্ব্বঃ দ্রুঃ বৃক্ষোঽস্যেতি সন্নকদ্রুরিতি স্বামী, সন্নকো দ্রুশ্চেতি যে নামনী ইতি সোমনন্দী' (ভরত)

সন্নত (ত্রি) সম্-নম-ক্ত। ১ প্রণত। ২ ধ্বনিত, শব্দিত।

সন্নতি (স্ত্রী) সম্-নম-ক্তিন্। ১ প্রণতি, প্রণাম। ২ ধ্বনি। ৩ নম্রতা, বিনয়, যেখানে লজ্জা আছে, সেই স্থানেই লক্ষ্মী, এবং লক্ষ্মী থাকিলেই নম্রতা থাকে।

"যত্র হ্রীঃ শ্রীঃ স্থিতা তত্র যত্র শ্রীস্তত্র সন্নতিঃ।

সন্নতি হ্রীস্তথা শ্রীশ্চ নিত্যং কৃষ্ণে মহাত্মনি।" (তিথিতত্ত্ব)

২ হোমভেদ।

সন্নতিমৎ (ত্রি) সন্নতি অস্ত্যর্থে মতুপ্। ১ সন্নতিবিশিষ্ট। (পুং) ২ সুমতির পুত্র। (ভাগবত ৯।২১।২৮)

সন্নতেয়ু (পুং) রৌদ্রাশ্বের পুত্রভেদ। (ভারত আদিপ°)

সন্নদ্ধ (ত্রি) সম্-নহ-ক্ত। ১ বর্ম্মিত, কৃতসন্নাহ, সন্নাহবিশিষ্ট, সাঁজোয়া পরা। ২ ব্যূঢ়, ব্যূহবিন্যাসযুক্ত। ৩ অস্ত্রসজ্জিত। ৪ আততায়ী। ৫ বধোদ্যত। (অমরটীকায় রায়মুকুট) ৬ যন্ত্রাদি সংযুক্ত। (শব্দরত্না°) ৭ আবদ্ধ। ৮ সজ্জিত।

সন্নদ্ধব্য (ত্রি) সম্-নহ-তব্য। সন্নাহযোগ্য, সজ্জ্য।

সন্নভাব (ত্রি) অবসন্নতা। ভীরুতা।

সন্নম্ (স্ত্রী) সন্নতি, প্রণাম। (অথর্ব্ব ৪।৩৯।১)

সন্নয় (পুং) সং-নী-অচ্। ১ সমূহ। পৃষ্ঠরক্ষক, পশ্চা-দ্ভাগে স্থিত সৈন্য। (অমর)

সন্নহন (স্ত্রী) সম্-নহ-ল্যুট্। ১ বর্ম্মপরিধান। ২ উদ্যোগ। ৩ অস্ত্রবন্ধন। ৪ রণসজ্জা।

সন্নাদ (পুং) সম্-নদ্-ঘঞ্। সম্যক্‌রূপে নাদ, ভীষণ শব্দ।

সন্নাদন (ত্রি) সন্নাদকারী, শব্দকারী। (স্ত্রী) ২ সম্যক্ নাদ, সম্যক্ শব্দ।

সন্নাম (পুং) নম্রতা।

সন্নামন্ (স্ত্রী) উত্তম নাম যাহার আছে।

সন্নাহ (পুং) সংনহ্যতেঽনেনেতি সম্-নহ-ঘঞ্। অঙ্গত্রাণ, সাঁজোয়া। পর্য্যায়—বর্ম্ম, কঙ্কট, জগর, কবচ, দংশ, তনুত্র, মাত্রী, উরশ্ছদ। (হেম) ২ উদ্যোগ। (রামায়ণ) ৩ পরিচ্ছদ।

সন্নাহ্য (পুং) সংনহ্যতে ইতি সম্-নহ-ণ্যৎ। যুদ্ধযোগ্য গজ, যুদ্ধের উপযুক্ত হস্তী। 'রাজবাহ্যপবাহ্যঃ সন্নাহ্যঃ সমযোচিতঃ।' (ত্রি) ২ সন্নাহযোগ্য, বর্ম্মিত।

সন্নিকর্ষ (পুং) সম্-নি-কৃষ-ঘঞ্। সান্নিধ্য, নৈকট্য। পর্য্যায়—পার্শ্ব, সমীপ, সবিধ, সমীপাভ্যাস, সদেশ, অন্তিক, সবেশ, অভ্যাশ, সনীড়, সন্নিধান, উপান্ত, নিকট, উপকণ্ঠ, সন্নিকৃষ্ট, সমর্য্যাদ, অদূর, আসন্ন, সন্নিধি। (হেম)

২ নৈয়ায়িকদিগের মতে বিষয়েন্দ্রিয় সম্বন্ধের নাম সন্নিকর্ষ, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের যে সম্বন্ধ অর্থাৎ ব্যাপারকে সন্নিকর্ষ কহে।* ভাষাপরিচ্ছেদে লিখিত আছে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের যে সম্বন্ধ তাহাই সন্নিকর্ষ। এই সন্নিকর্ষই জ্ঞান

* "প্রত্যক্ষং চক্ষুরিন্দ্রিয়ং করণং মতম্।
বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধো ব্যাপারঃ সোঽপি ষড়্‌বিধঃ।
দ্রব্যগ্রহস্তু সংযোগাৎ সংযুক্তসমবায়তঃ।
দ্রব্যেষু সমবেতানাং তথা তৎসমবায়তঃ।
তত্রাপি সমবেতানাং শব্দস্য সমবায়তঃ।
তদ্‌বৃত্তীনাং সমবেতসমবায়েন তু গ্রহঃ।
বিশেষণতয়া তদ্বদভাবানাং গ্রহো ভবেৎ।
যদিন্দ্রিয়েণ সংযুক্তেনৈব সমবায়েন।
প্রত্যক্ষং সমবায়স্য বিশেষণতয়া ভবেৎ।
অলৌকিকঃ সন্নিকর্ষস্ত্রিবিধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
সামান্যলক্ষণো জ্ঞানলক্ষণো যোগজস্তথা
আসত্তিরাশ্রয়াণান্তু সামান্যজ্ঞানমিষ্যতে।

সামান্যের প্রতি কারণ, অর্থাৎ ইহা দ্বারাই জ্ঞান হইয়া থাকে। এই সন্নিকর্ষ দুই প্রকার—লৌকিক সন্নিকর্ষ ও অলৌকিক সন্নিকর্ষ। লৌকিক সন্নিকর্ষ আবার ৬ প্রকার, যথা—১ ইন্দ্রিয়সংযোগ, ২ ইন্দ্রিয়সংযুক্ত সমবায়, ৩ ইন্দ্রিয়সংযুক্ত সমবেতসমবায়, ৪ শ্রোত্রাদি সমবায়, ৫ শ্রোত্রাদিসমবেতসমবায়, ৬ তদাদি বিশেষণতা। অলৌকিক সন্নিকর্ষ তিন প্রকার—সামান্যলক্ষণা, জ্ঞানলক্ষণা ও যোগজ।

সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে ইহার তাৎপর্য এইরূপ আছে—বিষয়ের সহিত ব্যাপার হইলে তবে জ্ঞান হইয়া থাকে। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ না হইলে জ্ঞান হয় না, সুতরাং বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগই জ্ঞান-সামান্যের প্রতিকারণ। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধকে ব্যাপার কহে। এই ব্যাপার ৬ প্রকার। সংযোগ-সম্বন্ধে দ্রব্যের প্রত্যক্ষসংযুক্ত-সমবায় সম্বন্ধে দ্রব্যসমবেত পদার্থের প্রত্যক্ষ, সংযুক্ত সমবেতসমবায় সম্বন্ধে দ্রব্য সমবেতসমবেত পদার্থের প্রত্যক্ষ, সমবায় সম্বন্ধে শব্দের প্রত্যক্ষ ও সমবেতসমবায় সম্বন্ধে শব্দবৃত্তি পদার্থের প্রত্যক্ষ ও বিশেষণতা সম্বন্ধে অভাবের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। এই ৬ প্রকার লৌকিক সন্নিকর্ষ হইয়া থাকে। যদি থাকিত, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইত, এইরূপ আপত্তি যে স্থলে করিতে পারা যায়, সেই স্থলেই অভাবের প্রত্যক্ষ হয়। সমবায়ের প্রত্যক্ষবিশেষণতা অর্থাৎ স্বরূপ সম্বন্ধে হইয়া থাকে।

দ্রব্যের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলে দ্রব্যপ্রত্যক্ষ হয়। দ্রব্যে সমবেত পদার্থের প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়সংযুক্ত সমবায় জন্য। এইরূপ পরবর্তী স্থলেও বুঝিতে হইবে।

বস্তুতঃ দ্রব্যের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের প্রতি চক্ষুঃসংযোগই কারণ, তদ্রূপ দ্রব্যসমবেতের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের প্রতি চক্ষুঃ সংযুক্ত সমবায় কারণ। দ্রব্যসমবেত-সমবেতের প্রত্যক্ষের প্রতি চক্ষুঃ সংযুক্তসমবেতসমবায় কারণ। এইরূপ অন্যত্রও বিশেষরূপেই কার্য্যকারণ বুঝিতে হইবে। কিন্তু পৃথিবী পরমাণুর নীলে নীলত্ব ও পৃথিবী পরমাণুতে পৃথিবীত্ব চক্ষুর্দ্বারা কেন প্রত্যক্ষ করা যায় না? কিন্তু সেস্থলেও পরম্পরাসম্বন্ধে উক্তরূপ সম্বন্ধ ও মহত্ত্ব সম্বন্ধ আছে। অর্থাৎ নীলপদার্থবৃত্তি একই নীলত্ব জাতি ঘটনীল ও পরমাণু নীলে বিদ্যমান আছে, আর মহত্ত্ব সম্বন্ধ ঘটনীলান্তর্ভাবে নীলত্বে আছে। উক্তরূপ সম্বন্ধ পরমাণু ও ঘট এই উভয়ান্তর্ভাবে পরমাণুতে আছে। এইরূপ পৃথিব্যাদি স্থলেও বুঝিতে হইবে।

পরমাণু নীলাদিতে নীলত্বের প্রত্যক্ষ হয় না, কারণ পরমাণুতে যে চক্ষুঃ সংযোগ আছে, তাহা মহত্ত্বাবচ্ছিন্ন নহে এবং বায়্বাদিতে সত্তার চাক্ষুষ হইতে পারে না, কারণ বায়ুতে যে চক্ষুঃ সংযোগ আছে, তাহা রূপাবচ্ছিন্ন নহে। এইরূপে যে স্থলে ঘটের পৃষ্ঠাবচ্ছেদে আলোক-সংযোগ হইয়াছে, কিন্তু চক্ষুঃসংযোগ অগ্রাবচ্ছেদে হইয়াছে, সে স্থলে ঘটের প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া আলোকসংযোগাবচ্ছিন্ন চক্ষুঃসংযোগের বিশেষণ দিতে হইবে। এইরূপ দ্রব্যের স্পার্শনপ্রত্যক্ষে ত্বক্‌সংযোগ কারণ, দ্রব্যসমবেতের স্পার্শনপ্রত্যক্ষে ত্বক্‌সংযুক্তসমবায় কারণ, দ্রব্য সমবেতসমবেতের স্পার্শনপ্রত্যক্ষে ত্বক্‌সংযুক্তসমবেতসমবায় কারণ। এই স্থলেও পূর্ব্বের ন্যায় মহত্ত্বাবচ্ছিন্ন উদ্ভূত স্পর্শাবচ্ছিন্নত্ব বুঝিতে হইবে। এইরূপ পদার্থের বিষয় জানিতে হইবে এই ছয় প্রকার লৌকিক সন্নিকর্ষ জানিতে হইবে। ইহা ভিন্ন অলৌকিক সন্নিকর্ষ অর্থাৎ অলৌকিক প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়সংযোগ ব্যতিরেকেও হইয়া থাকে। আত্মার প্রত্যক্ষে মনঃসংযোগ কারণ জানিতে হইবে। ইহা অলৌকিক সন্নিকর্ষ। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে অলৌকিক সন্নিকর্ষ তিন প্রকার, সামান্যলক্ষণ, জ্ঞানলক্ষণ ও যোগজ। ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ—সামান্য লক্ষণ অর্থাৎ সামান্য হইয়াছে লক্ষণ যাহার, এ স্থলে যদি লক্ষণ শব্দে স্বরূপ অর্থ করা হয়, তাহা হইলে সামান্য স্বরূপ প্রত্যাসত্তি এইরূপ অর্থ বুঝাইবে; যে স্থলে ধূমাদি ইন্দ্রিয় সংযুক্ত হইয়াছে, সেই স্থলে ধূমাদি বিশেষ্যক ধূম এইরূপ জ্ঞান হইবে। সেই জ্ঞানে ধূমত্ব প্রকার অর্থাৎ ধূমত্ব রূপ সন্নিকর্ষ দ্বারা 'ধূমাঃ' ধূম সকল এইরূপ সকল ধূমবিষয়ক জ্ঞান হয়।

এ স্থলে যদি কেবল ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ প্রকারীভূত এই কথা বলা হয়, তাহা হইলে ধূলিপটলে ধূম ভ্রম হওয়ার পর সকল ধূমবিষয়ক জ্ঞান হইতে পারে না, কারণ সে স্থলে ধূমত্বের ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ নাই, অর্থাৎ ঐ স্থলে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ ধূলির উপর হইয়াছে। ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ শব্দে লৌকিকেন্দ্রিয় সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে। বাহ্যেন্দ্রিয় স্থলেই এইরূপ প্রত্যাসত্তি হইবে। মানসপ্রত্যক্ষস্থলে জ্ঞানাংশে প্রকারীভূত সামান্যই সন্নিকর্ষ হইবে। ফল কথা এই যে সমানের ভাবই সামান্য। সেই সামান্য কোন স্থলে নিত্য যেমন ঘটত্বাদি, আবার কোন স্থলে অনিত্য যেমন ঘটাদি। যে স্থলে একটী ঘটসংযোগ সম্বন্ধে ভূতলে বা সমবায়সম্বন্ধে কপালে জ্ঞাত হয়, তাহার পর সেই ঘটবিশিষ্ট সমস্ত ভূতল বা কপালের জ্ঞান হইয়া থাকে। পরন্তু এই স্থলে বুঝিতে হইবে যে, যে সম্বন্ধে সামান্যের

অসিদ্রিয়ত্বসামান্যজ্ঞানমিষ্যতে।
বিষয়ী যস্য তস্যৈব ব্যাপারো জ্ঞানলক্ষণঃ॥
যোগজো দ্বিবিধঃ প্রোক্তো যুক্তযুঞ্জানভেদতঃ।
যুক্তস্য সর্ব্বদা ভানং চিন্তা সহকৃতোঽপরঃ॥" (ভাষাপরিচ্ছেদ)

জ্ঞান হয়, সেই সম্বন্ধে সামান্যাধিকরণসমূহেরও জ্ঞান হয়। কিন্তু যে স্থলে সেই ঘটের নানাস্থলের জন্যঘটবিশিষ্টের স্মরণ হয়, সে স্থলে সামান্য লক্ষণাবলে সমস্ত জন্যঘটবিশিষ্টের জ্ঞান হয় না। কারণ তৎকালে সামান্য অর্থাৎ ঘট নাই। আরও যে স্থলে ইন্দ্রিয়সম্বন্ধবিশেষ্যক ঘট এই জ্ঞান হইয়াছে, সেই স্থলে পরদিনে ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ ব্যতিরেকে ও তাদৃশ জ্ঞানে প্রকারীভূত সামান্য অর্থাৎ ঘটত্ব বিদ্যমান আছে বলিয়া ঐরূপ জ্ঞান কেন না হয়? অতএব বলিতে হইবে যে সামান্যবিষয়ক জ্ঞানই প্রত্যাসত্তি, সামান্য প্রত্যাসত্তি নহে। সামান্য লক্ষণ এই পদে লক্ষণ শব্দের অর্থ বিষয়, সুতরাং সামান্যবিষয়ক জ্ঞানই প্রত্যাসত্তি এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে।

যাহার জ্ঞান আছে, তাহারই ব্যাপারকে জ্ঞানলক্ষণ বলে। যুক্ত ও যুঞ্জান ভেদে এই জ্ঞানলক্ষণা দুই প্রকার। যদি জ্ঞানলক্ষণা প্রত্যাসত্তি জ্ঞানস্বরূপ হয়, এবং সামান্যলক্ষণাও জ্ঞানস্বরূপ হয়, তাহা হইলে আর উহাদের কোন ভিন্নতা থাকে না। এই জন্য বলা হইয়াছে যাহার জ্ঞান আছে, তাহারই ব্যাপারকে জ্ঞানলক্ষণা বলে। সামান্য লক্ষণা দ্বারা তদাশ্রয়ের জ্ঞান হয়, তৎপক্ষে সামান্য বুঝিতে হইবে। জ্ঞানলক্ষণা দ্বারা যদ্বিষয়ক জ্ঞান আছে, সেই বিষয়েরই জ্ঞান বুঝিতে হইবে।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রত্যক্ষ স্থলে সন্নিকর্ষ ব্যতিরেকে জ্ঞান হওয়া অসম্ভব। সামান্য লক্ষণা যদি স্বীকার করা না হয়, তাহা হইলে ধূমত্বরূপে সকল ধূমের, বহ্নিত্বরূপে সকল বহ্নির জ্ঞান কিরূপে হইবে? এই জন্য সামান্যলক্ষণা স্বীকার করিতেই হইবে। যদি বল, সকল বহ্নি এবং সকল ধূমের জ্ঞান না হইলেই বা ক্ষতি কি? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, প্রত্যক্ষ ধূমের বহ্নি সম্বন্ধ গৃহীত হওয়ায়, ও অন্য ধূম উপস্থিত না থাকায় ধূম বহ্নিব্যাপ্য কি না, এইরূপ সন্দেহের অনুপপত্তি হইয়া উঠে। যদি বল, সামান্যলক্ষণা স্বীকার করিলে প্রমেয়ত্বরূপে সকল প্রমেয়ের জ্ঞান হইলেও সর্ব্বজ্ঞের আপত্তি হইয়া উঠে, তাহাতে বক্তব্য এই যে, প্রমেয়ত্বরূপে সকল প্রমেয়ের জ্ঞান হইলেও বিশেষরূপে সকল পদার্থের জ্ঞান না থাকায় সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে না।

যদি জ্ঞানলক্ষণা স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে চন্দন-সুরভি এই চাক্ষুষ-জ্ঞানে সৌরভের জ্ঞান কিরূপে হয়? যদি সামান্য লক্ষণা দ্বারা সৌরভের জ্ঞান হয়, তথাপি সৌরভত্বের জ্ঞান, জ্ঞানলক্ষণা দ্বারাই হইয়াছে বলিতে হইবে।

চন্দন-সুরভি ইহা যাহার জ্ঞান আছে, সেই ব্যক্তি এখনও চন্দন দেখিলেই ইহা যে সুরভি, এইরূপ স্থির করিতে পারে। এস্থলে সৌরভবিষয়ক জ্ঞানই সৌরভের চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষে প্রত্যাসত্তি। কিন্তু সৌরভাংশে চক্ষুঃসন্নিকর্ষ না থাকায়, সৌরভত্ব-প্রকারক-লৌকিক-প্রত্যক্ষ সামগ্রীর অভাববশতঃ সৌরভত্ব সামান্য-লক্ষণা দ্বারা সৌরভের জ্ঞান হইতে পারে নাই। এইরূপ ভ্রম-স্থলমাত্রেই জ্ঞানলক্ষণার বিষয়। রজ্জুতে সর্প-ভ্রমকালে সর্পত্ব-জ্ঞানই সর্প-প্রত্যক্ষের প্রত্যাসত্তি। প্রত্যাসত্তি ব্যতিরেকে কোন প্রত্যক্ষই হয় না। সুতরাং সর্পের সহিত প্রত্যাসত্তি আবশ্যক। কিন্তু বস্তুতঃ সর্পের সহিত চক্ষুঃ সংযোগ না থাকায়, সর্পত্বজ্ঞানই সে স্থলে প্রত্যাসত্তি। কিন্তু চন্দন-সুরভি এই স্থলে ইন্দ্রিয়সম্বন্ধবিশেষ্যক জ্ঞানে প্রকারীভূত সামান্য সৌরভত্বের জ্ঞানবশতঃ অলৌকিকসন্নিকর্ষমূলক সামান্য-লক্ষণাবলে সৌরভত্বাশ্রয় সৌরভের জ্ঞান হইতে পারে। কিন্তু সৌরভত্বের জ্ঞানের নিমিত্ত জ্ঞানলক্ষণা স্বীকার ব্যতীত আর উপায় নাই।

যোগজ—শ্রুতিপুরাণাদি প্রতিপাদ্য যোগাভ্যাসজনিত ধর্ম্ম বিশেষ। এই যোগী দুই প্রকার যুক্ত ও যুঞ্জান, সুতরাং তাঁহাদের ধর্ম্মও দুই প্রকার। যুক্ত-যোগীর সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ এবং যুঞ্জান যোগীর চিন্তাসহকারে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। যুক্তযোগী যোগধর্ম্মসহায় মনঃ দ্বারা আকাশ, পরমাণু ইত্যাদি নিখিল পদার্থের জ্ঞান উপলব্ধি করেন অর্থাৎ সর্ব্বদাই তাঁহার সকল বিষয়ক জ্ঞান থাকে। (ভাষাপরিচ্ছেদ)

সন্নিকর্ষণ (ক্লী) সম্-নি-কৃষ-ল্যুট্। ১ সন্নিধান। পর্য্যায় সন্নিধি, সন্নিধ। (অমর) ২ সম্বন্ধ।

সন্নিকর্ষতা (স্ত্রী) সন্নিকর্ষস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সন্নিকর্ষের ভাব বা ধর্ম্ম, সামীপ্য, সান্নিধ্য।

সন্নিকাশ (পুং) জ্যোতিষোক্ত, সম্যক্ বিকাশ।

সন্নিকৃষ্ট (ত্রি) সম্-নি-কৃষ-ক্ত। সন্নিকর্ষবিশিষ্ট, নিকট।

সন্নিগ্রহ (পুং) সম্যক্ নিগ্রহ, সাজা দেওয়া।

সন্নিচয় (পুং) সম্-নি-চি-অচ্। সম্যক্‌নিচয়, সম্যক্‌রূপে সঞ্চয়।

সন্নিদাঘ (পুং) নিদাঘ। (ভাগবত ৪।১২।২)

সন্নিধ (স্ত্রী) সম্-নি-ধা-ক। সন্নিধান।

সন্নিধাতৃ (ত্রি) সম্-নি-ধা-তৃচ্। কর্ত্তা। (মনু ৭।৩৭৮)

সন্নিধান (ক্লী) সম্-নি-ধা-ল্যুট্। ১ নিকট। সম্যক্ নিধীয়তে হবিরস্মিন্। ২ আশ্রয়। ৩ অবস্থান। স্থিতি। ৪ আবির্ভাব। ৫ সমাগম। ৬ ইন্দ্রিয়-বিষয়।

সন্নিধি (স্ত্রী) সম্-নি-ধা-কি। ১ সন্নিকর্ষ। (অমর) ২ ইন্দ্রিয়-গোচর। ৩ অবস্থান। ৪ উত্তম নিধি।

সন্নিনদ (পুং) সম্-নি-নদ-অপ্। সম্যক্ নিনাদ।

সন্নিনাদ (পুং) সম্-নি-নদ-ঘঞ্। সম্যক্‌রূপে নাদ।

সন্নিপতিত (ত্রি) সম্-নি-পত-ক্ত। একীকৃত, মিলিত।

২ সম্যক্ প্রকারে পতিত। ৩ উপস্থিত। ৪ মৃত। ৫ অবতীর্ণ, ৬ আগত।

সন্নিপাত (পুং) সম্যক্ নিপাতো পতনং যত্র। ১ তালভেদ।

"একএব গুরুর্যত্র সন্নিপাতঃ স উচ্যতে।" (সঙ্গীতদামোদর)

২ সমূহ। ৩ একত্র মিলন, মিশ্রণ। ৪ সংগ্রাম, যুদ্ধ। ৫ সম্যক প্রকারে পতন। ৬ নাশ। ৭ অবতরণ। ৮ উপস্থিতি। ৯ বিকারোৎপাদক মিলিত দোষত্রয়। দুষ্ট ত্রিদোষ একত্র হইলে তাহাকে সন্নিপাত কহে। [সন্নিপাতজ্বর শব্দ দেখ]

সন্নিপাতকলিকা (স্ত্রী) অশ্বিনীকুমার-কৃত সন্নিপাতচিকিৎসা। ২ রুদ্রভট্টকৃত সন্নিপাতচিকিৎসা।

সন্নিপাতজ্বর (পুং) সম্যক্ নিপাতো নাশো যস্মাৎ, তাদৃশো জ্বরঃ। ত্রিদোষজ জ্বর, ত্রিদোষ হইতে উৎপন্ন জ্বর। যে স্থলে বায়ু, পিত্ত ও কফ নামক তিনটী দোষ কুপিত হইয়া জ্বররোগ হয়, তাহাকে সন্নিপাত-জ্বর বলা যায়। বৈদ্যকে লিখিত আছে যে, ত্রিদোষবর্দ্ধক আহার বিহার দ্বারা শরীরস্থ বায়ু, পিত্ত ও কফ বর্দ্ধিত হইয়া আমাশয়ে গমন করে, এবং তথায় ঐ দোষত্রয়কে দূষিত ও কোষ্ঠস্থ অগ্নিকে বহির্গত করিয়া সন্নিপাত জ্বর উৎপাদন করিয়া থাকে। সন্নিপাত জ্বর হইবার পূর্ব্বে বাতজ্বর, পিত্তজ্বর ও কফজ্বরের যে সকল পূর্ব্বলক্ষণ হইয়া থাকে, এই জ্বরের প্রথমাবস্থায়ও সেই সকল পূর্ব্বরূপ দৃষ্ট হয়।

সন্নিপাতের সামান্য লক্ষণ।—ত্রিদোষজ জ্বরে ক্ষণে ক্ষণে দাহ, আবার পরক্ষণেই শীত, অথবা নিরবচ্ছেদে অত্যন্ত শীতবোধ, অস্থিসমূহে, সন্ধিস্থলে ও মস্তকে বেদনা, চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ, আবিল, রক্তবর্ণ ও বিস্তারিত বা অতি কুটিল হয়। কর্ণরন্ধ্র মধ্যে নানা প্রকার শব্দের অনুভব হয়, কণ্ঠ যেন শূকদ্বারা আবৃত, তন্দ্রা, মূর্চ্ছা, প্রলাপবাক্য, শ্বাস, কাস, অরুচি, ভ্রম, তৃষ্ণা, নিদ্রানাশ, অথবা অত্যন্ত নিদ্রা, কিংবা দিবসে অধিক নিদ্রা, রাত্রিকালে একেবারে নিদ্রানাশ, জিহ্বা অঙ্গারের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ও খরস্পর্শ হয়। সর্ব্বাঙ্গে শিথিলভাব, কফমিশ্রিত রক্ত বা পিত্তের নিষ্ঠীবন, ইতস্ততঃ শিরশ্চালন (মাথা দুলান), মল মূত্র ও ঘর্ম্মের কদাচিৎ নির্গমন, অথবা অধিক ঘর্ম্ম, দোষপূর্ণতা জন্য শরীরের অনতি কৃশতা, কণ্ঠ হইতে নিরন্তর অব্যক্ত শব্দনির্গম, মুখ ও নাসিকা প্রভৃতি স্থানে পাক অর্থাৎ ক্ষত, উদরে ভারবোধ, রসপূর্ণতা জন্য বাতাদি দোষসমূহের বিলম্বে পরিপাক, শরীরে শ্যাম বা রক্তবর্ণ কোঠ অর্থাৎ বোলতাদষ্ট স্থানের ন্যায় শোথের উৎপত্তি, এবং নৃত্য, গীত, হাস্য ও রোদন প্রভৃতি নানাপ্রকার বিকৃত চেষ্টা, এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

এই সন্নিপাত জ্বরে সাধারণ লক্ষণ ব্যতীত আরও কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই পীড়া প্রকাশের পূর্ব্বে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও মুখমাধ্য অনুভব হয়। পীড়ার প্রথম অবস্থায় কম্পজ্বর, বমন, অঙ্গে বেদনা, শিরঃপীড়া, প্রলাপ, অস্থিরতা ও আক্ষেপ অর্থাৎ হাত পা ছোড়া প্রভৃতি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। সম্পূর্ণরূপে পীড়া প্রকাশিত হইবার পর, ঐ সমস্ত লক্ষণ অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে। ইহা ভিন্ন আরও কতকগুলি অধিক লক্ষণ লক্ষিত হয়; যথা—বক্ষঃস্থলে স্পর্শ করিতেও বেদনাবোধ, নিশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্টবোধ, অত্যন্ত কাস, লোহার মরিচার ন্যায় মলিন এবং গাঢ় আটা আটা শ্লেষ্মানির্গম, এবং ঐ শ্লেষ্মা কোন পাত্রে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহা সহজে ছাড়ান যায় না। কখন কখন সেই শ্লেষ্মার সহিত মিশ্রিতভাবে অল্প অল্প রক্ত নির্গম, সপ্তম বা অষ্টম দিনে মূত্র বা ঘর্ম্মনির্গমের আধিক্য, মুখমণ্ডল মলিন ও চিন্তাযুক্ত, গণ্ডস্থল লাল ও কৃষ্ণবর্ণ, ওষ্ঠ ফাটা ফাটা, জিহ্বা শুষ্ক ও মলাবৃত, ক্ষুধামান্দ্য, আহারে কষ্ট, উদরাময়, অনিদ্রা, আলো দেখিতে কষ্টবোধ, পীড়া প্রকাশের দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনে মুখমণ্ডলে পিড়কার উৎপত্তি হইয়া থাকে। ফুস্‌ফুস্ দূষিত হওয়া এই পীড়ায় একটী প্রধান লক্ষণ। অনেক স্থলে ফুস্‌ফুস পচিয়া যায়। ফুস্‌ফুস্ দূষিত হইলে গুড় গুলগোলা জলের ন্যায় এক প্রকার তরল শ্লেষ্মা থুথুর সঙ্গে বাহির হইতে থাকে। পচিয়া গেলে দুর্গন্ধযুক্ত দ্রব্যের গন্ধের ন্যায় অথবা পূযের ন্যায় শ্লেষ্মা নির্গত হয়। ফুস্‌ফুস্ দূষিত হইলে পীড়া অতি কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে। ফুস্‌ফুসে দাহ থাকিলেও এই রোগ কষ্টসাধ্য। শিশু, বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক, বিশেষতঃ গর্ভিণী এবং মদ্যপায়ী ব্যক্তির এই পীড়া হইলে সাধারণতঃ দুঃসাধ্য।

সন্নিপাতের ভোগকাল—সন্নিপাতজ্বর মাত্রই দুঃসাধ্য। যদি মল ও বাতাদিদোষ বিবদ্ধ থাকে, অগ্নি নষ্ট হইয়া যায়, এবং সমুদয় লক্ষণ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়, তাহা হইলে ইহা অসাধ্য; ইহার বিপরীত হইলে কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে। ৭, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৪, ১৮, ২২, বা ২৪ দিন পর্য্যন্ত এই জ্বর হইতে মুক্তিলাভ বা মৃত্যুলাভের সীমাকাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; এই জ্বরে যদি ক্রমশঃ জ্বরের বা বাতাদি দোষত্রয়ের লঘুতা, ইন্দ্রিয়সমূহের প্রসন্নতা, সুনিদ্রা, মুখ পরিষ্কার, উদর ও শরীরের লঘুতা, মনের স্থিরতা ও বল লাভ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া ঐ নির্দ্দিষ্ট সীমাকাল অতিবাহিত হইয়া যায়, তাহা হইলে রোগী আরোগ্য লাভ করে। আর যদি দিন দিন নিদ্রানাশ, জড়তা, উদরের বিবদ্ধতা, দেহের ভারবোধ, অরুচি, মনের অস্থিরতা ও বলহানি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে ঐ নির্দ্দিষ্ট কাল মধ্যেই রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে। সন্নিপাত জ্বরের শেষ অবস্থায়

কর্ণমূলে কষ্টসাধ্য শোথ হইলে রোগী প্রায়ই রক্ষা পায় না। কিন্তু ঐ শোথ প্রথমাবস্থায় হইলে সাধ্য, ও মধ্যাবস্থায় হইলে কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে।

বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনটী দোষ কুপিত হইয়া সন্নিপাত উৎপাদন করে, কিন্তু এই তিনটী গুণ পরস্পর বিরুদ্ধধর্মী; অতএব ইহারা একত্র হইয়া কিরূপে বাহুল্যরূপে কার্য্য করে? যেমন অগ্নি ও জল পরস্পর বিরুদ্ধ, ইহারা একত্র হইলে উভয়ই ধ্বংস হয়, তদ্রূপ বায়ু, পিত্ত ও কফ একত্র হইয়া ঐ জলাগ্নির ন্যায় ধ্বংস না হইয়া কিরূপে রোগের প্রাবল্য করিয়া থাকে? বৈদ্যকে ইহার সিদ্ধান্ত লিখিত হইয়াছে। বায়ু, পিত্ত ও কফ ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধ গুণযুক্ত হইলেও একের গুণ অপরে ধ্বংস করে না। কেন না, উহারা তিনটীই এক কালে কুপিত হয়। বৈদ্যশ্রেষ্ঠ গদাধর বলেন যে, দৈবাধত কিংবা স্বভাবতঃ দোষসমূহের একত্র মিলনে পরস্পর কেহ কাহারও ক্ষয় করে না। বায়ু, পিত্ত ও কফের সঞ্চায় ও প্রকোপের কাল প্রত্যেকের ভিন্ন প্রকার। এ কারণ ইহাদের এককালে উৎপত্তি হওয়া অসম্ভবপর নহে। এইরূপ অবস্থায় তিনটীতে মিলিয়া কিরূপে এক কালে সন্নিপাতজ্বর উপস্থিত করিয়া থাকে? ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে ত্রিদোষজনক কারণের বলবত্তাপ্রযুক্ত এই তিনটী দোষ একেবারেই কুপিত হইয়া থাকে।

এই সন্নিপাতজ্বর ত্রয়োদশ প্রকার, একদোষ-উল্বণ তিনটী, দুইদোষ উল্বণ তিনটী, তিন দোষ উল্বণ এক এবং বায়ু, পিত্ত ও কফের আধিক্য, মধ্য ও হীনতা দ্বারা ৬ প্রকার, এইরূপে ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাত জ্বর। এই সমুদয়ের নাম—বিস্ফারক, আশুকারী, কম্পন, বভ্রু, শীঘ্রকারী, ভল্লুক, কূটপাকল, সংমোহক, পাকল, যাম্য, ক্রকচ, কর্কটক, এবং বৈদারিক। কোন কোন বৈদ্যক গ্রন্থে বিস্ফারক স্থলে বিস্ফোরক পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়।

[এই সকলের লক্ষণ জ্বর শব্দে দ্রষ্টব্য।]

সন্নিপাত জ্বরে প্রথম কর্ত্তব্য—সন্নিপাত জ্বরে প্রথমে আম-দোষ ও কফের চিকিৎসা করা আবশ্যক। তৎপরে পিত্ত ও বায়ুর উপশম করিতে হয়। আমদোষ শান্তির জন্য পঞ্চকোল ও আমৃতাদি পাচন সেবন করাইবে। শ্লেষ্মশান্তির জন্য সৈন্ধব লবণ, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ চূর্ণ আদার রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া আকণ্ঠ মুখে ধারণ করিবে এবং পুনঃ পুনঃ নিষ্ঠীবন অর্থাৎ থুথু ফেলিবে। সমস্ত দিনের মধ্যে এইরূপ ৩।৪ বার নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিলে হৃদয়, পার্শ্ব, মস্তক এবং গলদেশের শুষ্ক ও গাঢ় শ্লেষ্মা নির্গত হইয়া যায়। টাবালেবুর রস ও আদার রসের সহিত সৈন্ধব, বিট্, ও সচল লবণ একত্র মিশ্রিত করিয়া বারংবার নস্য দিলেও শ্লেষ্মা তরল হইয়া উঠিয়া যায়।

রোগী অচেতন হইয়া থাকিলে পিপুলমূল, সৈন্ধব, পিপুল ও মহুয়াফুল সমভাগে চূর্ণ করিয়া তাহাদের সমষ্টির সমপরিমিত মরিচচূর্ণ মিশ্রিত করিবে। ঐ চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত মিশাইয়া নস্য দিলে রোগীর চৈতন্য হয় এবং তন্দ্রা, প্রলাপ, মস্তক ভার প্রভৃতিও নিবারিত হয়। তন্দ্রা নিবারণের জন্য সৈন্ধব লবণ, সজিনার বীজ, শ্বেতসর্ষপ ও কুড় সমপরিমিত, এই সকল দ্রব্য ছাগমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া নস্য দিবে। শিরীষের বীজ, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব, রসুন, মনঃশিলা ও বচ এই সকল সম-পরিমাণে লইয়া গোমূত্রে পেষণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলেও রোগীর চৈতন্য হয়। মস্তক অত্যন্ত উষ্ণ, চক্ষু রক্তবর্ণ ও প্রবল শিরোবেদনা হইলে অর্দ্ধতোলা সোরা ও অর্দ্ধতোলা নিশাদল এক সের জলে ভিজাইয়া রাখিবে। উহা গলিয়া গেলে সেই জলে একখণ্ড বস্ত্র ভিজাইয়া মস্তকে ও ব্রহ্মতালুতে পটি বসাইয়া দিবে। শিরোবেদনাদি শান্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ জল দ্বারাই উক্ত বস্ত্র-খণ্ড বারংবার ভিজাইতে হইবে। পরে তাহার শান্তি হইলে বস্ত্রখণ্ড তুলিয়া ফেলিবে। এই জ্বরে মুস্তাদি, চাতুর্ভদ্রক, পঞ্চমূল, দশমূল, নাগরাদি, চতুর্দ্দশাঙ্গ, অষ্টাদশাঙ্গ, ভার্গ্যাদি, শট্যাদি, বৃহত্যাদি, বোবাদি, ও ত্রিবৃতাদি প্রভৃতি পাচন, এবং স্বল্প ও বৃহৎ কস্তুরীভৈরব, শ্লেষ্মকালানলরস, সন্নিপাতভৈরব, ও বেতাল-রস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয়।

এই সন্নিপাতজ্বরে দেহ শীতল ও নাড়ীক্ষীণ হইয়া আসিতে থাকিলে মকরধ্বজ ১ রতি, মৃগনাভি ১ রতি, ও কর্পূর ১ রতি, একত্র কিঞ্চিৎ মধুতে মাড়িয়া ১ তোলা পানের রস বা আদার রসসহ মিশ্রিত করিয়া উপর্য্যুপরি তিনবার সেবন করাইবে। আর যখন ঘর্ম্ম, শ্বাস, ও বাকশক্তি প্রভৃতি ক্রমশঃ লোপ পাইতে থাকে, নাড়ী বসিয়া যায়, এবং সংজ্ঞা নাশ হইতে থাকে সেই সময় সূচিকাভরণ, ঘোরনৃসিংহচূর্ণ, এবং ব্রহ্মরন্ধ্রুরস প্রভৃতি উৎকট বিষাক্ত ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক। সময়ে সময়ে এই সকল উৎকট বিষপ্রয়োগে উপকার দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে সন্নিপাত-জ্বরোক্ত পাচনসমূহ, লক্ষী-বিলাস, কস্তুরী-ভৈরব, কফকেতু এবং কালরোগোক্ত অগ্নিপর ঔষধ বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিলে উপকার হয়।

সন্নিপাতজ্বরে দোষসমূহের আধিক্য ও বৈকারিকতার জন্য প্রায়ই নানাপ্রকার উপদ্রব প্রকাশ পায়। মূল রোগ অপেক্ষা ঐ সকল উপদ্রব অধিক প্রকাশ পাইলে হঠাৎ প্রাণনাশের সম্ভা-বনা। এইজন্য সুবিজ্ঞ চিকিৎসক বিশেষরূপ লক্ষ্য রাখিয়া উপ-দ্রবসমূহ যাহাতে শীঘ্র প্রশমিত হয়, তৎপ্রতি সচেষ্ট হইবেন।

সন্নিপাতক জ্বরের পর কাহারও কাহারও কর্ণমূলে শোথ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, এই শোথ অধিকাংশ স্থলেই প্রাণনাশক হয়। তবে এই শোথ জ্বরের প্রথমাবস্থায় হইলে সাধ্য, মধ্য অবস্থায় হইলে কষ্টসাধ্য এবং শেষাবস্থায় অসাধ্য হইয়া থাকে। সুতরাং সুচিকিৎসক ইহার প্রতীকারের জন্য শোথনাশক প্রক্রিয়া করিবেন।

এই জ্বরে অত্যন্ত পিপাসা থাকিলে বারংবার জল পান করিতে দেওয়া বিধেয় নহে। উষ্ণ জল শীতল করিয়া পান করিতে দেওয়া আবশ্যক। অত্যন্ত পিপাসায় ষড়ঙ্গপানীয় দিলে বিশেষ উপকার হয়। অতিরিক্ত ঘর্ম হইলে কুলত্থকলায় ভাজিয়া তাহার চূর্ণ, অথবা আবীর সর্বাঙ্গে ঘর্ষণ করিবে। চুটীর ভিতরের পোড়ামাটী চূর্ণ করিয়া সর্বাঙ্গে ঘর্ষণ করিলেও ঘর্ম নিবারিত হয়। বমন থাকিলে বমননিবারক বিধান দ্বারা এই উপদ্রব শান্তি করা আবশ্যক। বড় এলাচির কাথ অল্প অল্প মাত্রায় বারংবার পান করাইবে। অথবা গুলঞ্চের কাথ শীতল করিয়া তাহাতে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে। বেণামূল ১ তোলা উত্তমরূপে বাটিয়া এবং শ্বেতচন্দন অর্দ্ধতোলা ঘষিয়া চিনির জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ১ তোলা পরিমাণে বারংবার সেবন করিতে দিবে। অথবা ক্ষেতপাপড়া ১ তোলা, অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে ছাঁকিয়া দুই তিন বার অল্প করিয়া ঐ কাথ সেবন করিতে দিলে বমন প্রশমিত হয়। মধু, চন্দন অথবা চিনির সহিত মক্ষিকার বিষ্ঠা সেবন করিলে, বা তেলাপোকার বিষ্ঠা ও বা ৫টী সাদা শীতল জলে ভিজাইয়া সেবন করাইলে বমি থামিয়া যায়।

এই রোগে যদি অতীসার থাকে, তাহা হইলে এই রোগ কষ্টসাধ্য হয়। এই অতীসার নিবারণের জন্য চিকিৎসক অতীসার রোগের বিধানানুসারে চিকিৎসা করিবেন। মলবদ্ধ থাকিলে যাহাতে আমমলের বিরেচন হয়, এইরূপ ঔষধ প্রয়োগ করা বিধেয়; অধিক মাত্রায় বিরেচক ঔষধ দিলে তাহাকে অতীসারে পরিণত হইয়া রোগীর প্রাণনাশের সম্ভাবনা, সুতরাং বিশেষ বিবেচনা করিয়া বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক।

এই জ্বরে হিক্কা হইলে তাহার প্রশমনের জন্য নিম্নোক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিলে শীঘ্র প্রশমিত হয়। নির্ধূম অঙ্গারাগ্নিতে হিঙ্গু, গোলমরিচ, মাষকলাই, বা শুষ্ক অশ্বপুরীষ পোড়াইয়া তাহার ধূম নাসারন্ধ্রে দিবে। অর্দ্ধতোলা শ্বেতসর্ষপচূর্ণ, অর্দ্ধসের জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া কিছুক্ষণ রাখিয়া দিবে। স্থির হইলে সেই জলের স্বচ্ছাংশ অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে দুই বা তিন ঘণ্টা অন্তর সেবন, বা উপরপেটে তৈলমর্দ্দন করিয়া তাহাতে জলের সেক দিবে। জলের সহিত সৈন্ধবচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া অথবা চিনির সহিত শুণ্ঠীচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তাহার নস্য লইবে। অথবা গাভের শুষ্ক চাল পোড়াইয়া জলে ডুবাইয়া তাহা নির্বাপিত করিবে। পরে সেই জল ছাঁকিয়া পান করিলে হিক্কা ও বমি উভয়ই নিবারিত হয়।

এই রোগে শ্বাস উপদ্রব হইলে তাহার নিবারণের জন্য, বৃহতী, কণ্টকারী, দুরালভা, পটোলী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বামুনহাটী, কুড়, কুট্কী, ও শটী এই সকল দ্রব্যের কাথ সেবন করিবে। অথবা পিপুল, কট্‌ফল ও কাঁকড়াশৃঙ্গী ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে শ্বাস প্রশমিত হয়। অবস্থা বিশেষে ময়ূরপুচ্ছভস্ম ২ রতি ও পিপুলচূর্ণ ২ রতি পরিমাণ, অথবা বহেড়ার শাঁস বা কুলআঁটির শাঁস ২ রতি মধুর সহিত লেহন করিবে। বনঘুঁটের আগুনে ■ গরম করিয়া তাহার অগ্রভাগ দ্বারা পাঁচবার দাগ দিলে অতি ভয়ানক শ্বাসও প্রশমিত হয়।

কাস উপদ্রব থাকিলে কাসাধিকারে কাসরোগপ্রশমক যে সকল ঔষধ, মুষ্টিযোগ ও পাচনাদির ব্যবস্থা আছে, তাহা রোগীর রোগের বলাবল বিবেচনা করিয়া চিকিৎসক প্রয়োগ করিবেন।

বায়ু, পিত্ত ও কফজ্বরে যাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে, এই ত্রিদোষজ জ্বরেও তাহা নিষিদ্ধ জানিতে হইবে। এই রোগে সন্নিপাতভৈরবরস, মৃতসঞ্জীবনীরস, সূচিকাভরণ, চিন্তামণিরস, যমরাজেন্দ্র, বৃহৎ-শৈত্যারিরস, পঞ্চবক্ত্র রস, প্রাণেশ্বররস, শ্রীসন্নিপাত-মৃত্যুঞ্জয়রস, হ্লাদাদিতৈলম্, কস্তূরীভৈরব, বৃহৎকস্তূরীভৈরব, মৃতসঞ্জীবনী, মৃগমদাসব প্রভৃতি ঔষধ বিশেষ উপকারী।

ভাবপ্রকাশ, চরক, সুশ্রুত, বাভট প্রভৃতি বৈদ্যক গ্রন্থে সন্নিপাত জ্বরাধিকারে ইহার লক্ষণ, পূর্ব্বরূপ ও চিকিৎসাদির বিশেষ বিবরণ আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা এইস্থলে লিখিত হইল না।

এই সন্নিপাতজ্বর সম্বন্ধে কেহ বলেন কষ্টসাধ্য, কেহ বলেন অসাধ্য। ফলতঃ যে সন্নিপাতজ্বরে ধাতাদিদোষ অত্যন্ত বৰ্দ্ধিত হয়, অগ্নি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়, এবং জ্বর সর্বলক্ষণাক্রান্ত অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সমস্ত লক্ষণবিশিষ্ট হয়, সেই সন্নিপাত জ্বর অসাধ্য। ইহার অন্যথা হইলে অর্থাৎ যদি দোষের পরিপাক ও অগ্নি প্রদীপ্ত হয়, এবং জ্বরের সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে কষ্টসাধ্য জানিতে হইবে। এই রোগ হইলে সুবিজ্ঞ চিকিৎসক বিশেষ যত্ন সহকারে এই রোগের চিকিৎসা করিবেন। কারণ ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে যে, সন্নিপাতরূপ সমুদ্রে মগ্ন মনুষ্যকে যে ব্যক্তি উদ্ধার করে, তাহার কোন্ ধর্ম করা না হয় এবং কোন্ ব্যক্তির নিকট তিনি পূজনীয় না হন? তাহার অত্যধিক পুণ্য সঞ্চয় হয় এবং তিনি সকল লোকের নিকট পূজিত হইয়া থাকেন। সন্নিপাত-জ্বর-চিকিৎসককে এক প্রকার যমের সহিত যুদ্ধ করিতে

হয়। এই যুদ্ধে যিনি জয় লাভ করিতে পারেন, তিনি অন্যান্য রোগসমূহকে সমূলে বিনাশ করিতে সমর্থ হন।

"সন্নিপাতার্ণবে মগ্নং যোঽভ্যুদ্ধরতি মানবম্।
কস্তেন ন কৃতো ধর্ম্মঃ কাঞ্চ পূজাং ন সোঽর্হতি॥
মৃত্যুনা সহ যোদ্ধব্যং সন্নিপাতং চিকিৎসতা।
ধন্ত জয় ভবেত্তেষ্যা ন কেতারমসমুদে॥"

(ভাবপ্রকাশ জ্বরাধি°) [বিশেষ জ্বররোগ শব্দ দেখ]

সন্নিপাতন (ক্লী) ১ সম্যক্‌রূপে পাতিতকরণ। ২ সন্নিপাত।

সন্নিপাতনাড়ী (স্ত্রী) রোগবিশেষ, বস্তমূলগত রোগ। যে রক্তরোগে দাহ, জ্বর, শ্বাস, মূর্চ্ছা এবং মুখশোষ হয়, তাহাকে সন্নিপাত কহে।

"দাহজ্বরশ্বাসমূর্চ্ছনরক্তশোষাঃ
যস্যাং ভবতি বিবিক্তানি লক্ষণানি॥" (মাধবনি°)

সন্নিপাতদ্রুৎ (পুং) সন্নিপাতং দ্রবতীতি দ্রু-ক্বিপ্‌। নেপালনিম্ব।

সন্নিপাতভৈরবরস (পুং) সন্নিপাতজ্বরাধিকারোক্ত রসৌষধ বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—হিঙ্গুল ৩॥০ তোলা, গন্ধক ২ তোলা ৫ মাষা, বিষ ২ তোলা ২ মাষা, ধুস্তূরাবীজ ৩ তোলা, সোহাগার খই ১ তোলা ৮ মাষা। এই সকল দ্রব্য গোঁড়ালেবুর রসে মর্দ্দিত ও ছায়ায় শুষ্ক করিবে। পরে শুষ্ক হইলে ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিতে হয়। অনুপান আদার রস ও মধু। ঘোরতর সান্নিপাতিকে ইহার একটী বটিকা সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়।

অন্যপ্রকার প্রস্তুতপ্রণালী—রস, বিষ, গন্ধক, হরিতাল, ত্রিফলা, জয়পাল, কেউটী, ধুস্তূরাবীজ, তাম্র, সীসক, অভ্র, লৌহ, আকন্দের আটা, উলটকম্বলের মূল, ও সর্ব্বক্ষারিক এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া নিম্নলিখিত দ্রব্য সকলের কাথে ৩০ বার ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিয়া এক রতি প্রমাণ বটী করিবে। কাথ দ্রব্য যথা,—আকন্দ, শ্বেত-অপরাজিতা, মুণ্ডিরী, হুড়হুড়ে, কৃষ্ণজীরা, কাকজঙ্ঘা, শোণক, কুড়, ত্রিকটু, বহেড়া, লাল সূর্য্যমণি, জয়জটা, ধুতুরা, নটীমূল ও পিপুলমূল এই ১৮টী দ্রব্যের সমষ্টি পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য সকলের সমষ্টির সমান পরিমাণে লইয়া চারি গুণ জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া কিকি পরিমাণ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই কাথে পূর্ব্বোক্ত ভাবনাদি দিয়া উক্ত প্রমাণানুসারে বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ প্রস্তুতকালে ভৈরবের উদ্দেশে বলি দিবে। অনুপান রোগের বলাবল অনুসারে দিতে হয়। এই ঔষধ সেবন করিলে সকল প্রকার উপদ্রবযুক্ত সন্নিপাতরোগ আশু প্রশমিত হয়।

দ্বিতীয় প্রকার প্রস্তুতপ্রণালী।—পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, বিষ ৩ ভাগ, ধাতুরস ১ ভাগ, কৃষ্ণসর্প বিষ ১ ভাগ, হিঙ্গুল ৮ ভাগ এই সকল দ্রব্য একত্র উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া মুগের ন্যায় বটিকা করিতে হইবে। অনুপান আদার রস ও মধু। এই ঔষধের একটী মাত্র বটিকা সেবন করিতে হয়। এই ঔষধসেবনে সকল প্রকার সন্নিপাত বিনষ্ট হয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

সন্নিপাতমৃত্যুঞ্জয়রস (পুং) রসৌষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—বিষ, পারদ, গন্ধক, মৎস্যপিত্ত, শূকরপিত্ত, ছাগপিত্ত, ময়ূরপিত্ত, মহিষীপিত্ত, হরিতাল, ত্রিকটু, লাঙ্গলী-বীজ, অপাঙ্গের মূল, চিতামূল, জয়পাল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে শিলায় পেষণ ও ছাগমূত্রে মর্দ্দন করিয়া কলায় প্রমাণ বটিকা করিবে। এই ঔষধ সেবনে অত্যন্ত শীতযুক্ত সান্নিপাতিক জ্বর আশু নিবারিত হয়। অনুপান কুলথকের রস। এই ঔষধ সেবন করাইয়া রোগীর গাত্র স্থূলবস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে। ইহাতে অল্পকালের মধ্যে রোগীর গাত্র হইতে ঘর্ম্মোদ্গম হইয়া থাকে। পরে রোগী যখন মূর্চ্ছিত, ভূমিতে পতিত ও গাত্রদাহে ব্যাকুল হইবে, তৎকালে জানিবে যে, রোগী রোগমুক্ত হইয়াছে। ঐ অবস্থায় রোগী যে কিছু আহার করিতে চাহিবে, তাহা দেওয়া উচিত। রোগীকে এই অবস্থায় দধি, অন্ন ও শীতল জল নির্ভয়ে প্রদান করা যায়। (ভৈষজ্যরত্না°)

সন্নিপাতসূর্য্যরস (পুং) জ্বরাধিকারোক্ত রসৌষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—হিঙ্গুল, গন্ধক, তাম্র, মরিচ, পিপুল, বিষ, শুঁঠ, ও কনক ধুতুরার বীজ সমভাগে চূর্ণ করিয়া নিসিন্দার কাথে ৩ দিন ভাবনা দিবে। পরে ইহাতে ২ রতিপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিতে হয়। অনুপান পানের রস। ঔষধ সেবনের পর আকন্দ মূলের কাথ পান করিতে হয়। এই ঔষধ সেবনে ঘোরতর সান্নিপাতিক জ্বর আশু প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

সন্নিপাতিন্ (ত্রি) সন্নিপাতযুক্ত।

সন্নিপাত্য (ত্রি) সম্-নি-পত-ণ্যৎ। সন্নিপাতযোগ্য, নিপাতনার্হ।

"ন খলু ন খলু বাণঃ সন্নিপাত্যোঽয়মস্মিন্।" (শকুন্তলা ১ অ°)

সন্নিবর্হণ (ক্লী) সম্যক্ বিনাশ, ধ্বংস।

সন্নিবদ্ধ (ত্রি) সম্-নি-বন্ধ-ক্ত। সম্যক্ বন্ধন যুক্ত।

সন্নিবন্ধন (ক্লী) সম্-নি-বন্ধ-ল্যুট্। সম্যক্‌রূপে নিশ্চিত বন্ধন।

সন্নিবোদ্ধব্য (ত্রি) সম্-নি-বুধ-তব্য। সন্নিবোধনযোগ্য। সন্নিবোধার্হ।

সন্নিভ (ত্রি) সম্যক্-নিভাতীতি সম্-নিভা-ক। সদৃশ, তুল্য, একরূপ।

সন্নিমিত্ত (ক্লী) সৎনিমিত্ত। ১ সাধুনিমিত্ত, উত্তম নিমিত্ত। ২ সাধুদিগের নিমিত্ত।

সন্নিযন্তৃ (ত্রি.) সম্-নি-যম্-তৃচ্। সম্যক্ নিয়ন্তা, সম্যক্‌রূপে নিয়মকারী। (মনু ৮।৩২০)

সন্নিয়ম (পুং) সম্-নি-যম্-অপ্। সম্যক্‌রূপে নিয়ম।
সন্নিয়োগ (পুং) সম্-নি-যুজ-ঘঞ্। সম্যক্‌রূপে নিয়োগ।
সন্নিরুদ্ধ (ত্রি) সম্-নি-রুধ-ক্ত। সম্যক্‌রূপে নিরুদ্ধ, সম্যক্ প্রকারে নিরোধবিশিষ্ট।
সন্নিরুদ্ধগুদ (পুং) সন্নিরুদ্ধং গুদং যস্মাৎ। ক্ষুদ্ররোগের রোগবিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"বেগসন্ধারণাদ্বায়ুর্বিহতো গুদসংশ্রিতঃ।
নিরুণদ্ধি মহৎ স্রোতঃ সূক্ষ্মদ্বারং করোতি চ॥
মার্গস্য সৌক্ষ্যাৎ কৃচ্ছ্রেণ পুরীষং তস্য গচ্ছতি।
সন্নিরুদ্ধগুদং ব্যাধিমেতং বিদ্যাৎ সুদুস্তরম্॥" (ভাবপ্র°)

মলবেগ ধারণ দ্বারা কুপিত অপান বায়ু মলবাহিনী স্রোতকে সঙ্কুচিত করিয়া বৃহৎ দ্বারকে সূক্ষ্ম করে, এই জন্য অতি কষ্টে মল নির্গত হয়। এবম্বিধ দারুণ রোগকে সন্নিরুদ্ধগুদ কহে। এই রোগ হইবা মাত্রই ইহার চিকিৎসা করা আবশ্যক।

চিকিৎসা—এই রোগে বাতঘ্নতৈল দ্বারা পরিষেক করিতে হয়। লৌহময়ী দুই মুখবিশিষ্ট নল প্রস্তুত করিয়া অথবা কুক্কুটনাড়ী-যুক্ত মূষক করাইয়া প্রবেশ করাইবে। শুকরের বসা ও মজ্জা দ্বারা পরিষেক করিলেও ইহাতে বিশেষ উপকার হয়। তিন দিন অন্তর স্থূলতর নল ঐ মার্গে প্রবেশ করাইবে। ইহাতে দ্বার বর্দ্ধিত হয় অথবা ঐ স্থান ভেদ করিয়া সদ্যঃক্ষতের ন্যায় চিকিৎসা করিবে, ইহাতে ঐ রোগ আশু প্রশমিত হয়। (ভাবপ্র° ক্ষুদ্ররোগাধি°)

সন্নিরোদ্ধব্য (ত্রি) সম্-নি-রুধ-তব্য। সম্যক্‌রূপে নিরোধ যোগ্য, নিরোধের উপযুক্ত।
"শা-সন্তঃ সন্নিরোদ্ধব্যা ত্যাজ্যা বা কুলসন্নিধৌ।" (মনু ৯।৮৩)
সন্নিরোধ (পুং) সম্-নি-রুধ-ঘঞ্। সম্যক্‌রূপে নিরোধ।
সন্নিবপন (ক্লী) ১ ভাল করিয়া বোনা। ২ ভাল করিয়া ছাঁটা।
সন্নিবর্ত্তন (ক্লী) সম্যক্‌রূপে নিবর্ত্তন। প্রত্যাবর্ত্তন।
সন্নিবাপ (পুং) ভাল করিয়া বোনা।
সন্নিবায় (পুং) সমবায়, সমূহ।
"অষ্টাধিপত্যং গুণসন্নিবায়ে" (ভাগবত ২।২।২২)
'গুণসন্নিবায়ে গুণসমুদায়ে।' (স্বামী)
সন্নিবারণ (ক্লী) সম্যক্‌রূপে নিবারণ।
সন্নিবার্য্য (ত্রি) সন্নিবারণযোগ্য, সম্যক্‌রূপে নিবারণ করিবার উপযুক্ত।
সন্নিবাস (পুং) সং-নি-বস-ঘঞ্। ১ সম্যক্ নিবাস। ২ বিষ্ণু।
সন্নিবিষ্ট (ত্রি) সম্-নি-বিশ-ক্ত। ১ উপবিষ্ট। ২ নিকট, সমীপ। ৩ সম্মুখে উপস্থিত। ৪ নিকটস্থ। ৫ সংলগ্ন।
সন্নিবৃত্ত (ত্রি) সম্-নি-বৃত-ক্ত। নিবৃত্ত, বিরত, প্রত্যাগত।
সন্নিবৃত্তি (স্ত্রী) সম্-নি-বৃ-ক্তিন্। সম্যক্ নিবর্ত্তন।
সন্নিবেশ (পুং) সংনিবিশন্ত্যস্মিন্নিতি সং-নি-বিশ-ঘঞ্। ১ গর্ত্তাদিতে দিগাদিপরিচ্ছিন্ন প্রবেশ। ২ পূর্ব্বদিগাদ্যবচ্ছিন্ন গৃহ। (কলিঙ্গ) ৩ পুরাদির বহির্বিহরণভূমি, নগরাদির বহিঃস্থিত বিহারভূমি। পর্য্যায়—নিকর্ষণ।
'নগরাদিবহিঃস্থৈর্য্যবিহারচারুভূমিষু।
তত্র স্যাৎ নিগমিতং সন্নিবেশো নিকর্ষণঃ॥' (শব্দরত্না°)
৪ সংস্থান। ৫ আশ্রয়। ৬ স্থান। ৭ নিকট। ৮ ভিতরে প্রবেশ করান। ৯ সমষ্টি। ১০ সংগ্রহ। ১১ স্থিতি। ১২ বিন্যাস। ১৩ সংযোগ। ১৪ যোগ, মিলন।
সন্নিবেশন (ক্লী) সম্-নি-বিশ-ল্যুট্। সন্নিবেশ।
সন্নিবেশিন্ (ত্রি) সম্-নি-বিশ-ণিনি। সন্নিবেশযুক্ত।
সন্নিবেশ্য (ত্রি) সন্নিবেশযোগ্য, সন্নিবেশের উপযুক্ত।
সন্নিশ্চয় (পুং) সম্যক্‌রূপে নিশ্চয়।
সন্নিষেব্য (ত্রি) সম্ নি-সেব-যৎ। সম্যক্ প্রকারে সেবার যোগ্য।
সন্নিসর্গ (পুং) সম্যক্ নিসর্গ।
সন্নিহতী (স্ত্রী) সন্নিধি।
সন্নিহিত (ত্রি) সং-নি-ধা-ক্ত। নিকটস্থিত, নিকটবর্ত্তী, সমীপস্থ। ২ সম্যক্ স্থাপিত। ৩ সন্নিধান। (পুং) ৪ অগ্নিবিশেষ, এই অগ্নি দেহীদিগের প্রাণ আশ্রয় করিয়া দেহের প্রবর্ত্তন করেন।
"প্রাণ্যনাশ্রিত্য যো দেহং প্রবর্ত্তয়তি দেহিনাম্।
তস্য সন্নিহিতো নাম শব্দরূপস্য সাধনঃ॥"(ভারত ৩।২২০।১১)
সন্নৃত্য (ক্লী) সম্যক্‌রূপে নৃত্য।
সন্নেয় (ত্রি) সম্যক্ নয়নযোগ্য।
সন্মোদয়িতব্য (ত্রি) সম্যক্‌রূপে উদয়ের যোগ্য।
সন্ন্যসন (ক্লী) সম্-নি-অস-ল্যুট্। ত্যাগ।
"ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥" (গীতা ৩।৪)
২ সমর্পণ।
সন্ন্যস্ত (ত্রি) সম্-নি-অস-ক্ত। সম্যক্ ত্যাগীকৃত, সমর্পিত, যিনি সন্ন্যাস করিয়াছেন, অর্পণ করিয়াছেন।
"যোগসন্ন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়॥" (গীতা ৪।)

যিনি যোগ দ্বারা ভগবানে সমস্ত কর্ম্ম সন্ন্যাস অর্থাৎ নিখিল কর্ম্ম সমর্পণ করিয়াছেন, এবং জ্ঞান দ্বারা যাহার সকল সংশয় ছেদ হইয়াছে, কর্ম্ম সকল আর তাহাকে বন্ধন করিতে পারে না। কর্ম্ম করিলেই তাহার ফল বন্ধন অবশ্যই হইয়া থাকে। কিন্তু যিনি সমস্ত কর্ম্ম ভগবানে সন্ন্যাস করিতে পারেন, তাহার আর তজ্জন্য বন্ধন হয় না।

সন্ন্যাস (পুং) সং-নি-অস ঘঞ্। ১ কটাহারেণী। (শব্দচন্দ্রিকা) ২ কাম্যকর্মের ত্যাগ। কাম্যকর্মের ত্যাগ। গীতায় আছে—

"কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥" (গীতা ১৮।২)

কাম্যকর্ম্ম পরিত্যাগের নাম সন্ন্যাস। কাম্য ও নিত্য অর্থাৎ সর্ব্ববিধ কর্ম্মফলত্যাগের নাম ত্যাগ। স্বর্গাদি ফল লাভার্থে কামনা করিয়া যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকেই কাম্য-কর্ম্ম এবং সন্ধ্যা, উপাসনা, নিত্য হোম, কর্ত্তব্য বোধে তপস্যা ও দান প্রভৃতি নিত্যকর্ম্ম বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। যাঁহারা স্বরূপতঃ কাম্যকর্ম্ম সমুদায় পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারাই প্রকৃত সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসিগণ কাম্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন বলিয়া যে নিত্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন, তাহা নহে। নিত্য কর্ম্মের যথাবিধি অনুষ্ঠান করিতে হইবে। নিত্যকর্ম্মেরও ফল শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা দৈনন্দিন পাপ দূর হয়। এই জন্য নিত্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে না। অনা-সক্ত হইয়া কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা বিধেয়।

নিত্যকর্ম্মের ফল নাই এইরূপ হইতে পারে না, কারণ ফলবিহীন কার্য্য কেহ করেন না। শ্রুতি বলিয়াছেন যে, "অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত" (শ্রুতি) যাবজ্জীবন প্রতিদিন সন্ধ্যা উপাসনা করিতে হইবে। যদি কাম্যকর্ম্মের ন্যায় স্বর্গাদি ইহার ফল হইত, তাহা হইলে মুমুক্ষুগণ কদাপি ইহার অনুষ্ঠান করিতেন না। কারণ যাঁহাদের অন্তঃকরণ হইতে কামনা তিরোহিত হইয়াছে, তাঁহাদের ঐরূপ কর্ম্ম নিষ্প্রয়োজন। এইজন্য মীমাংসক নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, নিত্যসঞ্চিত পাপক্ষয় জন্য নিত্য-কর্ম্মানুষ্ঠান বিধেয়। অজ্ঞান ও ভ্রম ইত্যাদি নিবন্ধন মুমুক্ষু-গণও পাপ করিয়া থাকেন। নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা ঐ সকল পাপক্ষয় হয় বলিয়া তাহা সকলেরই অনুষ্ঠেয়। সুতরাং যাহারা সন্ন্যাসী তাহাদেরও নিত্যকর্ম্ম কর্ত্তব্য।

গীতায় ভগবান্ অর্জ্জুনকে কর্ম্মসন্ন্যাস করিতে এবং কর্ম্ম করিতেও উপদেশ দেন, ইহাতে অর্জ্জুনের ঘোরতর সন্দেহ হয়, অর্জ্জুন এই সন্দেহ নিরাকরণের জন্য ভগবানের নিকট জিজ্ঞাসা করেন যে,—

"সন্ন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ। পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্॥"

শ্রীভগবানুবাচ—
সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে॥
জ্ঞেয়ঃ স নিত্য সন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥"(গীতা ৫।১-৩)

ভগবন্! আপনি কর্ম্ম সকলের সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ এই উভয়েরই প্রশংসা করিতেছেন, কিন্তু এই দুয়ের কোনটী শ্রেয়ঃ, তাহা আমাকে নিশ্চয় করিয়া বলুন? এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ বলিয়াছিলেন যে, কর্ম্মসন্ন্যাস এবং কর্ম্মযোগ উভয়ই মোক্ষের সাধক, কিন্তু ইহার মধ্যে কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্মানুষ্ঠানই শ্রেষ্ঠ। ভগবানের বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, অনধিকারীর পক্ষে কর্ম্ম-যোগই শ্রেষ্ঠ। কর্ম্মপরিত্যাগ এবং নিষ্কামভাবে কেবল জগতের উপকারের জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান এই উভয়বিধ যোগ দ্বারা আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া মানব মুক্তিলাভ করিতে পারে; অতএব এই দুইটী অর্থাৎ কর্ম্মযোগ ও কর্ম্মসন্ন্যাস মোক্ষের সাধন। অনধিকারী ব্যক্তি প্রথমে কর্ম্মযোগ ভিন্ন আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে না, এইজন্য অনধিকারীর পক্ষে প্রথমে কর্ম্মযোগই অবলম্বনীয়। এই কর্ম্ম নিষ্কামভাবে করিতে হইবে।

যিনি অহং মমেত্যাদি অভিমানবিবর্জ্জিত হইয়া নিরন্তর জগতের উপকারার্থে কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তিনি কর্ম্ম করিয়াও সন্ন্যাসী, আর যিনি বাহ্য আড়ম্বরমাত্র পরিত্যাগ করিয়া আন্তরিক অহঙ্কারাদি পরিপূর্ণ, অহং মমেত্যাদি অভিমানবিশিষ্ট, তিনি সন্ন্যাসী নামধারী ঘোরতর কর্ম্মী। যে কর্ম্মযোগী সুখ-বিষয়ে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ, এবং দুঃখবিষয়ে সর্ব্বতোভাবে অদ্বিষ্ট, তিনি নিরন্তর কর্ম্ম করিয়াও সন্ন্যাসী বলিয়া পরিগণিত হন; কারণ তিনি শীতোষ্ণসুখদুঃখাদিদ্বন্দ্ব অতিক্রম করিতে পারেন, তিনি অনায়াসে সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ।

কর্ম্মসন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভয়ই আত্মজ্ঞানের দ্বারস্বরূপ, ইহাই ভগবান্ প্রতিপাদন করিয়াছেন। সমস্ত কার্য্য ভগবানের প্রতি অর্পণ করিয়া যিনি নিরন্তর লোকসংগ্রহার্থে কার্য্য করেন, তিনি কর্ম্মযোগী, এবং যিনি সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর ঈশ্বরের আরাধনা করেন, তিনি কর্ম্মসন্ন্যাসী। এই উভয়েই পরিণামে আত্মজ্ঞান লাভ করিবেন। কিন্তু কর্ম্মযোগী ঈশ্বরের আরাধনার সঙ্গে সঙ্গে নিজের কোন উপকারের প্রত্যাশা না রাখিয়া পরোপকাররূপ ব্রতধারণ করেন বলিয়া তিনি কর্ম্মসন্ন্যাসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কর্ম্মযোগ দ্বারা যাহার চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়াছে, তাহার পক্ষে কর্ম্মসন্ন্যাসই শ্রেষ্ঠ। যাহাদের চিত্তশুদ্ধি হয় নাই, যাহারা মায়াদি দ্বারা অভিভূত, তাহাদের পক্ষে কর্ম্মসন্ন্যাস বিড়ম্বনা মাত্র।

জন্মজন্মান্তরে নিষ্কামভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ দ্বারা কর্ম্মযোগিগণ মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। এই কর্ম্মযোগিগণ মুক্তিলাভ করিবার পূর্ব্বে কর্ম্মসন্ন্যাসী হইবেন। ফলতঃ কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞানের উদয় হয় না, এই আত্মজ্ঞান না হইলে কর্ম্মসন্ন্যাস হইতে পারে

না। সুতরাং মুক্তির জন্য কর্মযোগ ও কর্মসন্ন্যাস এই উভয়েরই আবশ্যক। কর্মযোগ দ্বারা অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ না হইলে কর্মসন্ন্যাসগ্রহণ কেবল দুঃখের কারণ হয়। প্রথমে কর্মযোগের অনুষ্ঠান করিয়া মনকে নির্মল এবং বিশুদ্ধ করিতে হইবে। তৎপরে অর্থাৎ চিত্তের রজস্তমোমল অপনীত হইয়া বিশুদ্ধ হইলে কর্মসন্ন্যাস করিতে হইবে। এইরূপে যাহারা কর্মসন্ন্যাস করিতে পারেন, তাহাদের ব্রহ্মানন্দ লাভ হয়।

আসক্তভাবে কর্ম করিলেই তাহা বন্ধের কারণ হয়, কর্ম করিতে হইবে অথচ তাহা বন্ধের কারণ হইবে না, এইরূপ ভাবেই কর্মানুষ্ঠান করা বিধেয়। অতএব কিরূপভাবে কর্মানুষ্ঠান করিলে তাহা বন্ধের কারণ হয় না, ইহাতে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা বর্জিত হইয়া কর্তব্য বুদ্ধিতেই কর্মানুষ্ঠান করা বিধেয়।

"ব্রহ্মণ্যাধায়কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥
কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥"
(গীতা ৫।১০-১১)

যিনি পরমেশ্বরে কর্মসকল সমর্পণ এবং কর্মফলে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া কর্মানুষ্ঠান করেন, তিনি পদ্মপত্রস্থ জলের ন্যায় পাপের সহিত মিলিত হন না, অতএব এইরূপ কর্মযোগিগণ কায়, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় দ্বারা আত্মশুদ্ধির জন্য কর্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

কর্ম-সন্ন্যাস সহজ কথা নহে। মনে করিলাম, কর্মসন্ন্যাস করিব, এইরূপ ইচ্ছামাত্রই কর্মত্যাগ হইতে পারে না। জীব ক্ষণকালও কর্ম না করিয়া অবস্থান করিতে পারে না, যতদিন পর্যন্ত শরীর থাকিবে ততদিনই কর্মানুষ্ঠান করিতে হইবে। অতএব মোক্ষলাভার্থে কর্মফল বিনষ্ট করিবার জন্য কর্মযোগী কি প্রকারে কর্মানুষ্ঠান করিবেন, তাহাই ভগবান্ নির্দেশ করিয়াছেন যে, নিরাসক্তভাবে দেহ, মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা অন্তঃকরণশুদ্ধির জন্য কর্মানুষ্ঠান যিনি করেন, তিনিই বিশুদ্ধ চিত্ত হইয়া কর্মসন্ন্যাসে অধিকারী হন। ঈশ্বরার্থে কর্ম করিতেছি, আমার কোন ফল কামনা নাই, কেবল এইরূপ বাসনা দ্বারাই কর্ম করিলে চিত্তের শুদ্ধি হয়।

"প্রাতঃ প্রভৃতি সায়াহ্নং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ।
যৎকরোমি মদর্থে চ তদস্তু তব পূজনং।" (স্মৃতি)

প্রাতঃকাল হইতে সায়ংকাল পর্যন্ত এবং সায়ংকাল হইতে প্রাতঃকাল পর্যন্ত আমি যে কিছু কর্মের অনুষ্ঠান করিতেছি, তাহা আপনারই পূজা অর্থাৎ আমার কোন কর্ম নাই, যে কিছু কর্ম, তাহা সকলই আপনার, এই জ্ঞানে কর্ম করিতে করিতে চিত্ত বিশুদ্ধ হয়, চিত্ত বিশুদ্ধ হইলেই কর্মসন্ন্যাসে অধিকার জন্মে।

"এতান্যপি তু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমং॥
নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্তিতঃ॥" (গীতা ১৮।৬-৭)

যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতি কর্ম পরিত্যজনীয় নহে, সর্বথা অনুষ্ঠেয়। কারণ এই সকল কর্ম 'কর্তব্যানি' অর্থাৎ আমার অবশ্য কর্তব্য, এই বুদ্ধিতে করিতে হইবে। এই সকল কর্ম করিবার কালে অহংজ্ঞান ও ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ করিতে হয়। সাত্ত্বিকভাবে আসক্তিরহিত হইয়া এই সকলের অনুষ্ঠান করিলে চিত্ত বিশুদ্ধ হয় এবং আসক্তি ও ফলাভিসন্ধির সহিত কর্মানুষ্ঠান করিলে চিত্তের যে পবিত্রতা হয়, তদ্দ্বারা সেই সেই কামনা সিদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হয় না।

নিত্যকর্মের পরিত্যাগ বিধেয় নহে, মোহবশতঃ যদি কেহ নিত্যকর্ম পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহাকে তামস-ত্যাগ কহে। যিনি কষ্টসাধ্য বলিয়া শারীরিক ক্লেশের ভয়প্রযুক্ত নিত্যকর্ম ত্যাগ করেন, তাহার নাম রাজসিক ত্যাগ। এইরূপ কর্মত্যাগ করিয়াও ত্যাগজন্য ফললাভ হয় না, অহংজ্ঞান ও ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া কর্তব্যবোধে নিত্যকর্ম অনুষ্ঠিত হইলে এই নিত্যকর্মের ফলত্যাগকেই সাত্ত্বিক ত্যাগ কহে। এইরূপ সাত্ত্বিকত্যাগ দ্বারাই চিত্ত শুদ্ধ হয়, তখন কর্ম-সন্ন্যাসে অধিকার জন্মিয়া থাকে। যতক্ষণ এইরূপ কর্ম দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ না হয়, ততক্ষণ উক্তরূপ কর্মের অনুষ্ঠান করিবে।

ভগবান্ অর্জুনকে কর্মযোগ ও কর্মসন্ন্যাসের বিষয় বলিয়া অনধিকারীর পক্ষে কর্মসন্ন্যাস অপেক্ষা উক্তরূপ কর্মানুষ্ঠানই শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। গীতার পঞ্চমাধ্যায়ে কর্ম-সন্ন্যাসযোগের বিশেষ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

২ চতুরাশ্রম, শাস্ত্রে চারিটী আশ্রম অভিহিত হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। সন্ন্যাসই শেষাশ্রম। বর্ণাশ্রমধর্মই হিন্দুধর্মের মূল। হিন্দুমাত্রেই আশ্রমধর্ম প্রতিপালন করিয়া চলিতে হয়। ব্রহ্মচর্যাশ্রম—দ্বিজ উপনয়ন-সংস্কারের পর গুরুগৃহে অবস্থান করিয়া জীবনের চতুর্থভাগের একভাগ ব্রহ্মচর্যে অতিবাহিত করিবেন। এই আশ্রমে গুরুর নিকট যথাবিধি অনুশাসিত হইয়া জীবনের দ্বিতীয় ভাগ যাপন করিতে হয়। এইরূপ গার্হস্থ্যাশ্রমের পর বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া জীবনের তৃতীয় ভাগ ক্ষেপণ করিবেন। তৎপরে

যাত্রা বর্জ্জন করিবেন। দণ্ড, কমণ্ডলু ও ভিক্ষাপাত্র সঙ্গে লইয়া কোন প্রাণীকে পীড়া না দিয়া নিত্য বিচরণ করিবেন। ইঁহার ভিক্ষা বা ভোজন পাত্র অতৈজস হইবে, অর্থাৎ কোন ধাতু নির্ম্মিত হইবে না এবং ঐ পাত্রে যেন কোন ব্রণ ছিদ্রাদি না থাকে। যজ্ঞীয় চমসের যেরূপ শুদ্ধি হয়, তদ্রূপ ঐ পাত্র জল দ্বারা প্রক্ষালন করিলেই শুদ্ধি হয়। অলাবুপাত্র, কাষ্ঠপাত্র, মৃন্ময় পাত্র অথবা বংশনির্ম্মিত পাত্র ইহাদের মধ্যে যে কোন একটী পাত্র ভিক্ষাপাত্র হইবে। সন্ন্যাসী প্রাণধারণের জন্য এক-বার মাত্র ভিক্ষাচরণ করিবেন। অধিকবার ভিক্ষা করিবেন না। কারণ ভিক্ষাপ্রসক্তি হইতে বিষয়াসক্ত করিতে পারে। গৃহস্থের গৃহে পাকধূম বিগত হইলে, উদুখল মুষলের কার্য্য সমাধান ও পাকাদি নির্ব্বাণ এবং গৃহস্থ পর্য্যন্ত সকলের আহার সমাপন ও আহারীয় উচ্ছিষ্ট পাত্রাদি ফেলিয়া দিলে অর্থাৎ অপরাহ্ণ কালে সন্ন্যাসী ভিক্ষাচরণ করিবেন, তাহার পূর্ব্বে ভিক্ষাচরণ করিতে পারিবেন না। যদি কোন দিন ভিক্ষা লাভ না হয়, তাহা হইলে বিষণ্ণ এবং ভিক্ষা লাভে আহ্লাদিত হইবেন না। যাহাতে প্রাণ-যাত্রা মাত্র চলিয়া যায়, এইরূপ করিবেন এবং অপরাপর দ্রব্যের আসক্তি হইতেও মুক্ত থাকিবেন। সমাদর সহকারে যে ভিক্ষা লাভ তাহা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। কারণ সমাদরে ভিক্ষা পাইলে ক্রমে ইহাতে আসক্তি বশতঃ তাহার সংসার বন্ধন ঘটিতে পারে। অল্প ভোজন ও নির্জ্জন প্রদেশে অবস্থান দ্বারা বিষয়ে আকৃষ্ট ইন্দ্রিয় সকলকে ক্রমে ক্রমে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিতে হইবে। ইন্দ্রিয়গণের নিরোধ, রাগদ্বেষাদির ক্ষয়, এবং সর্ব্বভূতে অহিংসা ইত্যাদির আচরণ করিবেন। কর্ম্মদোষহেতু জীবের নানাপ্রকার গতি ঘটে, নরকে পতন এবং যমালয়ের যাতনা সর্ব্বদাই মানুষের পর্য্যালোচনা করা কর্ত্তব্য। প্রিয়জন-গণের বিয়োগ, অপ্রিয়গণের সহিত সংযোগ, জরা দ্বারা অভিভব, ব্যাধি কর্ত্তৃক উৎপীড়ন, এই দেহ হইতে জীবাত্মার উৎক্রমণ, পুনর্ব্বার গর্ভবাসে জন্মগ্রহণ, এবং সহস্র সহস্র যোনিতে বারংবার পরিভ্রমণ প্রভৃতি যাতনার কারণ একমাত্র কর্ম্মদোষ। জীবের সমুদয় দুঃখ অধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয় এবং অক্ষয় সুখ-সংযোগ সকল ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানাধীন ইহা নিশ্চয়রূপে জানিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে হইবে। যোগ দ্বারা পরমাত্মার সূক্ষ্মত্বাদির ও নিরবয়বত্বাদি স্বস্বরূপের উপলব্ধি করিবে, এবং কি উত্তম, কি অধম সর্ব্বদেহে যে তাঁহার অধিষ্ঠান আছে, ইহা অনুচিন্তন করিতে হইবে।

বর্ণাশ্রমবদ্ধ চিহ্নধারণই ধর্ম্মের কারণ নহে অর্থাৎ দণ্ড কমণ্ডলু ধারণ করিলেই যে তাহাকে সন্ন্যাসী বলিয়া জানিতে হইবে, তাহা নহে। যেমন নির্ম্মলী ফল জলে দিলেই জল পরিষ্কৃত হয়, অথচ তাহার নাম গ্রহণ করিলে জল কখন স্বচ্ছ হয় না, সেইরূপ আশ্রমবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেই ধর্ম্ম করা হয়, বর্ণাশ্রমের চিহ্নধারণ করিলেই ধর্ম্ম করা হয় না। স্বীয় শরীরের পক্ষে কষ্টকর বিবেচিত হইলেও যথার্থ পিপীলিকাদি ক্ষুদ্র কীটের প্রাণ বিনাশ ভয়ে দিবারাত্র ভূমি-নিরীক্ষণ করিয়া যাতায়াত করিতে হইবে।

সন্ন্যাসিগণ দিবারাত্র মধ্যে অজ্ঞানবশতঃ যে সকল প্রাণি বিনাশ করেন, সেই পাপ বিমোচনের জন্য প্রতিদিন স্নান করিয়া ছয় বার প্রাণায়াম করিবেন। সপ্তব্যাহৃতি ও দশপ্রণবযুক্ত প্রাণায়ামত্রয় পূরক, কুম্ভক ও রেচক বিধানানুসারে অনুষ্ঠিত হইলেই পরম তপস্যা হয়। সুবর্ণ-রজতাদি ধাতুর মল সকল অগ্নি দ্বারা উত্তপ্ত হইলে যেমন দূরীভূত হয়, তদ্রূপ প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণবায়ুর নিগ্রহ করিলে ইন্দ্রিয়গণের সমুদয় দোষ দগ্ধ হইয়া যায়। অতএব প্রাণায়াম দ্বারা ইন্দ্রিয়বিকারাদি দোষ সকল দগ্ধ করিবে। ধ্যানবিশেষে চিত্তবন্ধনরূপ ধারণা দ্বারা পাপ সকল নষ্ট করিতে হইবে। স্ব স্ব বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণরূপ প্রত্যাহার দ্বারা বিষয়সংসর্গরূপ পাপসকল হইতে দূরে রাখিতে চেষ্টা পাইবে এবং পরব্রহ্মের ধ্যানে নিযুক্ত থাকিয়া কামক্রোধাদির অনীশ্বর গুণসকলকে জয় করিবে। জীবের দেবত্বাদি উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট-যোনিতে কি কারণে জন্ম হয়, আত্মজ্ঞানহীন জনের পক্ষে একেবারে তাহা দুর্জ্ঞেয়। এজন্য সর্ব্বদা ধ্যানপরায়ণ হওয়া বিশেষ আবশ্যক।

এই দেহ অস্থিরূপ স্তম্ভে বিধৃত, স্নায়ুরূপ রজ্জু দ্বারা বদ্ধ, রক্তমাংস দ্বারা প্রলেপিত, চর্ম্ম দ্বারা আচ্ছাদিত, মূত্র ও বিষ্ঠা দ্বারা পূর্ণ এবং দুর্গন্ধময়। জরাশোকে আক্রান্ত ও নানাপ্রকার ব্যাধির মন্দির স্বরূপ এই নশ্বরদেহ নিরন্তর ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, প্রায়ই রজোগুণযুক্ত, অনিত্য এবং পঞ্চভূতের আবাস-স্বরূপ, ইহা সম্যক্রূপে অবধারণ করিয়া ইহার মায়া পরিত্যাগ করিবেন। যাহাতে পুনর্ব্বার এই দেহরূপ কারাগারে প্রবিষ্ট না হইতে হয়, তৎপক্ষে চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। বৃক্ষ যেমন কর্ম্মগতিকে নদীকূলরূপ আবাসকে অথবা পক্ষী যেরূপ আশ্রয়বৃক্ষকে অনায়াসে ত্যাগ করিয়া থাকে, তদ্রূপ সন্ন্যাসী প্রাক্তন কর্ম্মোপক্ষয়ে এই দেহরূপ আশ্রয় ত্যাগ করিয়া সংসার-বন্ধনরূপ গ্রাহ হইতে মুক্ত হন। তিনি পুত্রাদি প্রিয়সংযোগ স্বকীয় সুকৃতি হেতু, এবং যে কিছু অপ্রিয় সংযোগ তাহা আপনার দুষ্কৃতি হেতু, এইরূপ ধ্যান করিয়া প্রিয়াপ্রিয় সুখদুঃখাদি চিন্তাদোষ সকল ত্যাগ করিয়া সনাতন ব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন। যে ভাবাপন্ন হইলে মন বিষয়-নিস্পৃহ হয়, তাঁহার সেই ভাবে

বিচরণ করা উচিত। উক্তরূপে সমুদায় আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া মানাপমান, শীতোষ্ণ সুখদুঃখাদি সমুদয় দ্বন্দ্ব হইতে বিমুক্ত হইলেই তিনি ব্রহ্মে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবেন। এরূপ বিধানে সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিলে তিনি ইহলোকে সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরলোকে পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। (মনু ৬ অ°) বামনপুরাণে লিখিত আছে যে—

"সর্ব্বসঙ্গপরিত্যাগো ব্রহ্মচর্য্যমথাপিতঃ।
জিতেন্দ্রিয়ত্বমাবাসে নৈকস্মিন্ বসতিশ্চিরং॥
অনায়াসস্তথাহারে ভিক্ষা বিপ্রে হবিষ্মিতে।
আত্মজ্ঞানবিবেকশ্চ তথা হ্যাত্মাববোধনম্।
চতুর্থে আশ্রমে ধর্ম্মো হ্যস্মাভিঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥"

(বামনপু° ১৪ অ°)

এই আশ্রম অবলম্বন করিলে সকল প্রকার সঙ্গ পরিত্যাগ, ব্রহ্মচর্য্যাধারণ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া অবস্থান করিতে হয়। অনেক দিন ধরিয়া একস্থানে বাস করিতে নাই, গুণশীলযুক্ত ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষা, আহারে অনাসক্ত, আত্মজ্ঞানবিবেক এবং আত্মাববোধ যাহাতে হয়, তাহার অনুষ্ঠান করা আবশ্যক।

"এবং বর্ণাশ্রমে স্থিত্বা তৃতীয়ং ভাগমায়ুষঃ।
চতুর্থমায়ুষোভাগং সন্ন্যাসেন নয়েৎ ক্রমাৎ॥
অগ্নীনাত্মনি সংস্থাপ্য দ্বিজঃ প্রব্রজিতো ভবেৎ।
যোগাভ্যাসরতঃ শান্তো ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণঃ॥
যদা মনসি সঞ্জাতং বৈতৃষ্ণং সর্ব্ববস্তুষু।
তদা সন্ন্যাসমিচ্ছেত্ত্ পতিতঃ স্যাদ্বিপর্য্যয়ে॥"

(কূর্ম্মপু° উপবি° ২৭ অ°)

জীবনের তৃতীয় ভাগ বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়া আয়ুর চতুর্থভাগ সন্ন্যাসদ্বারা অতিবাহিত করিতে হয়। ব্রাহ্মণ আপনাতে অগ্নি-সংস্থাপন করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিবেন। এই আশ্রমে সর্ব্বদা যোগাভ্যাসে রত, শমগুণবিশিষ্ট, ও ব্রহ্মবিদ্যা-পরায়ণ হইয়া অবস্থান করিতে হয়। যখন মনে সকল বিষয়ে বিষয়বিতৃষ্ণা উপস্থিত হইয়াছে বুঝিবে, তখনই সন্ন্যাস অবলম্বন করিবে। বিষয়-বিতৃষ্ণা না হইলে যদি সন্ন্যাস অবলম্বন করা হয়, তাহা হইলে পাতিত্য জন্মে, সুতরাং সন্ন্যাস অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে তদাশ্রমে অধিকার হইয়াছে কি না, তাহা বিশেষরূপে দেখিয়া তবে ঐ আশ্রম অবলম্বন করা উচিত। শ্রুতিতে আছে যে—

"যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ॥" (শ্রুতি)

যখন সম্পূর্ণরূপে বিষয়ের প্রতি বিরাগ উপস্থিত হয়, তখনই প্রব্রজ্যা অর্থাৎ সন্ন্যাস অবলম্বন করিবে।

যোগী যাজ্ঞবল্ক্য সন্ন্যাসের কাল এবং কর্ত্তব্যাদির বিষয় এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, সর্ব্ববেদ দক্ষিণাযুক্ত প্রাজাপত্য যজ্ঞানুষ্ঠানের পর যথানিয়মে বৈতান ও ঔপাসন অগ্নি আপনাতে আরোপিত করিয়া বানপ্রস্থ আশ্রম হইতে সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিতে হয়। গৃহস্থাশ্রম হইতে বানপ্রস্থ অবলম্বন না করিয়াও এই চতুর্থাশ্রম গ্রহণ করা যাইতে পারে। প্রকৃত-রূপে এই আশ্রমের অধিকার হইলে তবে এই আশ্রম গ্রহণ করা উচিত। যে ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন ও মন্ত্র জপ করিয়াছেন, পুত্রবান, অন্ন পান প্রভৃতিকে যথা শক্তি দান, আহিতাগ্নি এবং নিত্যনৈমিত্তিক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছেন, তাঁহারই এই আশ্রমের অধিকার আছে। ইহার বিপরীত গুণবিশিষ্ট হইলে চতুর্থাশ্রমে অধিকার হয় না এবং সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেও অনর্থ হইয়া থাকে। ইহামিত্রিক সমস্ত প্রাণিগণের প্রতিই ঔদাসীন্য প্রকাশ এই আশ্রমীর একান্ত কর্ত্তব্য, তিনি সর্ব্বদা শান্তিগুণাবলম্বী হইবেন, তিনি দণ্ড ও কমণ্ডলু ধারণ, একাকী অবস্থান, ও অভিমানমূলক শ্রৌতস্মার্ত্ত-ক্রিয়া-কলাপ পরিত্যাগ তাঁহার পক্ষে বিহিত। তিনি ভিক্ষার জন্য কেবল মাত্র গ্রামে প্রবেশ করিবেন, নচেৎ গ্রামে যাওয়া তাঁহার বিধেয় নহে। কোন গুণের পরিচয় না দিয়া বাক্যনেত্রাদির চাপল্য এবং লোভ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভিক্ষুকাশ্রমবর্জ্জিত গ্রামে প্রাণ ধারণের জন্য অষ্টভাগে বিভক্ত দিবসের পঞ্চমভাগে ভিক্ষাচরণ করিবেন। মৃন্ময়, বেণু, দারু বা অলাবু পাত্র তাঁহার ব্যবহার করা উচিত। ইহা ভিন্ন অন্য কোন পাত্র ব্যবহার করিতে তাঁহার অধিকার নাই। এই সকল পাত্র গোলাঙ্গুল কেশ ও জলদ্বারা বিশুদ্ধ হয়।

এই আশ্রমী ইন্দ্রিয়সমূহকে বিষয় হইতে নিবর্ত্তন করিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট হইবেন। অনুরাগ ও দ্বেষ পরিত্যাগ এবং যাহাতে প্রাণিগণের অন্তঃকরণে ভয় উৎপন্ন না হয়, সেইরূপ ব্যবহার পরিত্যাগ করা তাঁহার পক্ষে বিধেয়। সন্ন্যাসী বিষয়কামনাদি জনিত দোষকলুষিত অন্তঃকরণকে বিশেষরূপে বিশুদ্ধ করিবেন, কারণ অন্তঃকরণবিশুদ্ধিই তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তির এবং ধ্যানধারণাদি কর্ম্মে সাফল্যলাভের কারণ। বিবিধ গর্ভ-যন্ত্রণা, জন্ম মৃত্যু, নিষিদ্ধাচরণাদি জনিত নরকগতি, আধি, ব্যাধি, অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পঞ্চ ক্লেশ, জরা, অবয়ব-পরম্পরাবিভাজিত রূপবিপর্য্যয়, সহস্র সহস্র জাতিতে উৎপত্তি, ইষ্টবস্তুর অপ্রাপ্তি এবং অনিষ্ট প্রাপ্তির বিষয় পর্য্যা-লোচনা করিয়া যাহাতে আর সংসারে আসিতে না হয়, এই জন্য তাঁহাকে নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিতে হইবে।

কোন একটী আশ্রম অবলম্বন করিলেই হইল, তাহা নহে, আশ্রমের লিঙ্গ দেখিলেই যে তাহাকে তদাশ্রমী বলিয়া বুঝিতে হইবে, তাহাও নহে; তবে তাহাকে তদাশ্রমের ধর্ম্ম সকল প্রতি-

পালন করিতে দেখিলেই তাহাকে শুভাশ্রমী বলিয়া নিশ্চয় করিতে হইবে। অপরে যে ব্যবহার করিলে আপনার ক্ষোভ হয় বা হইত, পরের প্রতি তাদৃশ ব্যবহার না করা, সত্যবাদিতা, অস্তেয়, অক্রোধ, লজ্জা, শৌচ, বুদ্ধি, ধৈর্য্য, দর্পশূন্যতা ও আত্মজ্ঞান প্রভৃতিই ধর্ম্মের হেতু বলিয়া অভিহিত; অতএব, এই সকল শুভাশ্রমীর বিশেষরূপে অনুষ্ঠেয়। এই সকলের অনুষ্ঠান না করিয়া কেবলমাত্র লিঙ্গধারণ করিলে তাহাকে নিরয়গামী হইতে হয়। সুতরাং ঐই আশ্রমী ইহামুত্র ফলভোগবিরাগ, ও নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক দ্বারা ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ হইয়া ব্রহ্মভাবে অবস্থান করিবেন। এইরূপে কালযাপন করিলে তাঁহার আর সংসার-গতি হয় না। (যাজ্ঞবল্ক্য ৩ অ°)

সমস্ত সংহিতা ও পুরাণাদিতে এই সন্ন্যাসের বিশেষ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে, এখানে তাৎপর্য্য মাত্র লিখিত হইল। যাঁহারা মুমুক্ষু, তাঁহারা এই আশ্রম অবলম্বন করিয়া মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। মুক্তি লাভ করিতে হইলে এই সন্ন্যাস ব্যতীত আর কোন উপায় নাই। যথাবিধি শাস্ত্রে আশ্রমসমূহের যেরূপ কর্ত্তব্য ধর্ম্ম অভিহিত হইয়াছে, তদনুসারে আশ্রম ধর্ম্ম প্রতিপালন করিলে জীবনের শেষভাগে সন্ন্যাসাশ্রম আশ্রয় করিয়া সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করা কঠিন হয় না।

[সন্ন্যাসিন্ দেখ।]

৩ শিবপূজার উদ্দেশে মানসীকৃত সন্ন্যাস ব্রতাবলম্বনরূপ ব্রতবিশেষ। চৈত্র মাসে চড়ক পূজার সময় মহাদেবের উদ্দেশে এই সকল সন্ন্যাসী নানা প্রকার উৎসব করিয়া মহাদেবপূজা করে। রঘুনন্দনাদি প্রণীত ধর্ম্মনিবন্ধে ইহার কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে চৈত্রমাসে এই উৎসব করিয়া সংক্রান্তি দিনে ইহা শেষ করিতে হয় এইরূপ লিখিত আছে—

"চৈত্রে শিবোৎসবং কুর্য্যাৎ নৃত্যগীতমহোৎসবৈঃ।
মাসাৎ ত্রিসন্ধ্যং স্নায়ী চ হবিষ্যাশী জিতেন্দ্রিয়ঃ॥
শিবস্বরূপতাং যাতি শিবপ্রীতিকরঃ পরঃ।
ক্ষত্রিয়াদিষু যে মর্ত্ত্যো দেহং সন্দীক্ষ্য ভক্তিতঃ॥
অশ্বমেধফলং তস্য জায়তে চ পদে পদে।
সর্ব্বকর্ম্মপরিত্যাগী শিবোৎসবপরায়ণঃ॥
ভক্তৈর্জ্জাগরণং কুর্য্যাৎ রাত্রৌ নৃত্যকুতূহলৈঃ।
কিমলভ্যং ভগবতি প্রসন্নে নীললোহিতে।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন তোষণীয়ো মহেশ্বরঃ॥
মদ্যমাংসং মৎস্যভোজং বর্জ্জয়েৎ শিবসন্নিধৌ।
গ্রামাদ্বহিরিদং শম্ভোরুৎসবং কারয়েদ্বুধঃ।
উপোষ্য হুত্বা সংক্রান্ত্যাং ব্রতমেতৎ সমাপয়েৎ॥"
(বৃহদ্ধর্ম্মপু° উত্তরখ° ৯ অ°)

চৈত্রমাসে নৃত্যগীত মহোৎসব দ্বারা মহাদেবের উদ্দেশে মহোৎসব করিবে, এই উৎসবে যাহারা সন্ন্যাসী হইবে, তাহারা ত্রিসন্ধ্যা স্নান এবং রাত্রিকালে হবিষ্য ভোজন করিবে। ক্ষত্রিয়াদি যে কোন বর্ণ দেহকে দীক্ষা দিয়া এই সন্ন্যাস করে, তাহার অশ্বমেধ ফললাভ হয়। অন্য সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এই উৎসব করিলে ভগবান্ নীললোহিত সন্তুষ্ট হন এবং সন্ন্যাসীর কিছুই অলভ্য থাকে না; সুতরাং যাহাতে শিব প্রীত হন, যত্নসহকারে তাহাই করা বিধেয়। ইহা গ্রামের বাহিরে করিতে হয়। এই উৎসবকালে মদ্যমাংস ও মৎস্যভোজন নিষিদ্ধ। সংক্রান্তির দিন উপবাস ও হোম করিয়া ইহা সমাপন করিতে হয়।

এই দেশে চড়কের সময় যে সন্ন্যাসী হওয়া প্রথা আছে, তাহা সকল বর্ণেই করিতে পারে। সাধারণতঃ নীচ জাতীয় ব্যক্তিই সন্ন্যাসী হইয়া থাকে। এই সকল সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে এক জন মূল সন্ন্যাসী থাকে। ঐ মূল সন্ন্যাসী মহাদেবকে মস্তকে লইয়া লোকের বাড়ী বাড়ী ভ্রমণ করে, অন্যান্য সন্ন্যাসীরা নৃত্যগীতাদি দ্বারা উৎসব করিতে করিতে তাহার অনুগমন করিয়া থাকে। ইহারা সমস্ত দিন উপবাস করিয়া রাত্রিকালে হবিষ্য ভোজন করে। সংক্রান্তির দিনে ইহা শেষ হয়। [চড়ক, যোগ প্রভৃতি শব্দ দেখ।]

৪ রোগবিশেষ, সন্ন্যাসরোগ। ইহার লক্ষণ—

"বাগ্দেহমনসাং চেষ্টামাক্ষিপ্যাতিবলা মলাঃ।
সংন্যস্ত্যবলং জন্তুং প্রাণায়তনমাশ্রিতাঃ॥
স না সন্ন্যাসসন্ন্যস্তঃ কাষ্ঠীভূতো মৃতোপমঃ।
প্রাণৈর্বিযুজ্যতে শীঘ্রং মুক্ত্বা সদ্যঃফলাং ক্রিয়াং॥" (ভাবপ্র°)

অত্যন্ত বলবৎ প্রকুপিত দোষ প্রাণাধিষ্ঠিত স্থান হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া বাক্য এবং শারীরিক ও মানসিক চেষ্টাকে বিনাশ করিয়া দুর্ব্বলব্যক্তিকে মূর্চ্ছিত করে, ঐ ব্যক্তি কাষ্ঠবৎ বা মৃৎবৎ ভূমিতে নিপাতিত হয়, ইহাকে সন্ন্যাসরোগ কহে, এই রোগ মূর্চ্ছারোগের প্রকার ভেদ মাত্র। এই রোগ হইলে সূচী-ব্যধনাদি সদ্যঃফলকারী ক্রিয়া শীঘ্র না করিলে প্রায়শঃ রোগী মানবলীলা সম্বরণ করিয়া থাকে।

সাধারণলক্ষণ—বিরুদ্ধ দ্রব্যের পান-ভোজন, মল-মূত্রাদির বেগ ধারণ, অস্ত্র-শস্ত্রাদি দ্বারা শরীরে আঘাতপ্রাপ্তি এবং সত্ত্বগুণের অল্পতা প্রভৃতি কারণে বাতাদি উগ্র দোষ সকল মনোঽধিষ্ঠান স্রোতঃসমূহে প্রবিষ্ট হইয়া মূর্চ্ছা জন্মায়। অথবা শিরা ধমনী প্রভৃতি যে সকল নাড়ী অবলম্বন করিয়া মন ইন্দ্রিয়সমূহে যাতায়াত করে, সেই সকল নাড়ী বাতাদি দোষ দ্বারা আচ্ছাদিত হইলে তমোগুণ বর্দ্ধিত হইয়াও এই রোগ উপস্থিত করিয়া থাকে। মূর্চ্ছা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে হৃদয়ে ব্যথা, জৃম্ভা,

গ্লানি ও জ্ঞানের অল্পতা এই সকল পূর্ব্বরূপ প্রকাশ পায়। মূর্চ্ছা ও সন্ন্যাস এক পর্য্যায়ক শব্দ; কিন্তু মূর্চ্ছায় ও সন্ন্যাসে একটু প্রভেদ দৃষ্ট হয়। মূর্চ্ছা হইলে দোষবেগ বা মদবেগ প্রশমিত হইলে রোগী স্বতই চৈতন্যলাভ করে, কিন্তু সন্ন্যাসরোগ বিনা ঔষধে কোথাও আরোগ্য হয় না। এই রোগ অতিশয় ভয়ানক।

ইহার চিকিৎসা—অতিবর্দ্ধিত দোষ এবং তমোগুণাধিক্য প্রযুক্ত যে ব্যক্তি মূর্চ্ছিত হইয়া চৈতন্য-প্রাপ্ত না হয়, তাহাকে সন্ন্যাসরোগগ্রস্ত জানিতে হইবে। এই অবস্থায় রোগোক্ত তীক্ষ্ণ অঞ্জন, নাসাপুটে নিসিন্দাদির নস্য প্রদান, উত্তপ্তলৌহশলাকাদি দ্বারা নখের অভ্যন্তরে দহন ও পীড়ন, কেশলোমাদির আকর্ষণ, দন্ত দ্বারা দংশন এবং গাত্রে আলকুশী ঘর্ষণ প্রভৃতি কার্য্য করিবে। এই সকল প্রক্রিয়ায় রোগী যদি সংজ্ঞালাভ করে, তাহা হইলে তাহাকে মূর্চ্ছারোগোক্ত ঔষধাদি প্রয়োগ করা বিধেয়। এই রোগে সুধানিধিরস, অপস্মারারিষ্ট প্রভৃতি এবং দোষাদির অবস্থা বিবেচনা করিয়া অপস্মার ও উন্মাদরোগোক্ত চিকিৎসা করা বিধেয়। শিশুদিগের এই রোগ হইলে এরণ্ড তৈল বা রসাঞ্জন-চূর্ণ দ্বারা বিরেচন করাইয়া ঔষধে দেওয়া কর্ত্তব্য। ক্রিমি জন্য সন্ন্যাসরোগ হইলে ক্রিমিনাশক ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়।

এই রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিলে, যতদিন পর্য্যন্ত শরীর উত্তম সবল না হয়, ততদিন নিম্নোক্ত নিষিদ্ধ কর্ম্ম সকল বর্জ্জন করিবে। যথা—গুরুপাক, তীক্ষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ ও অপ্রজনক দ্রব্য ভোজন, শ্রমজনক কার্য্যসম্পাদন, চিন্তা, ভয়, শোক, ক্রোধ, মানসিক উদ্বেগ, মদ্যপান, নিরন্তর উপবেশন করিয়া থাকা, আতপ-সেবা, ইচ্ছার প্রতিকূল কার্য্যাদি, অশ্বাদি যানে ভ্রমণ, মল, মূত্র, তৃষ্ণা, নিদ্রা ও ক্ষুধা প্রভৃতির বেগধারণ, রাত্রিজাগরণ, মৈথুন এবং দন্ত কাষ্ঠ দ্বারা দন্ত মার্জ্জন নিষিদ্ধ। ইহাতে যাবতীয় পুষ্টিকর ও বলকারক আহার দিতে হয়।

(ভাবপ্র° মূর্চ্ছারোগাধি°) [মূর্চ্ছারোগ দেখ]

সন্ন্যাসগ্রহণ (ক্লী) সন্ন্যাসস্য গ্রহণং। সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ, বানপ্রস্থাশ্রমের পর বা গৃহস্থাশ্রমের পর সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হয়।

[সন্ন্যাস দেখ।]

সন্ন্যাসবৎ (ত্রি) সন্ন্যাস অস্ত্যর্থে-মতুপ্, মস্য ব। সন্ন্যাসবিশিষ্ট, সন্ন্যাসী। ২ সন্ন্যাসরোগী।

সন্ন্যাসিন্ (পুং) সন্ন্যাসো ইহাস্তীতি ইনি। সন্ন্যাসাশ্রম-বিশিষ্ট, চতুর্থাশ্রমী, যিনি সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন। পর্য্যায়—পারাশরী, মস্করী, কর্ম্মন্দী, শ্রমণ, ভিক্ষু, যতি। (জটাধর) ইহাদের লক্ষণ—যাঁহারা বিষয় বিতৃষ্ণাপূর্ব্বক গৃহাদিত্যাগ, মস্তক মুণ্ডন, গৈরিক কৌপীনাচ্ছাদন, দণ্ডকমণ্ডলু ধারণ এবং ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবন ধারণ করিয়া নির্জ্জন প্রদেশে অবস্থানপূর্ব্বক কেবল পরমেশ্বরের উপাসনা করেন, তাঁহাদিগকে সন্ন্যাসী কহে। এই সন্ন্যাসীদিগের ধর্ম্ম সম্বন্ধে শাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে—

"সমরে বা কদরে বা লোষ্ট্রে বা কাঞ্চনে তথা।
সমবুদ্ধির্যস্য শশ্বৎ স সন্ন্যাসীতি কীর্ত্তিতঃ॥
দণ্ডং কমণ্ডলুং রক্তবস্ত্রমাত্রঞ্চ ধারয়েৎ।
নিত্যং প্রবাসী নৈকত্র স সন্ন্যাসীতি কীর্ত্তিতঃ॥
শুদ্ধাচারদ্বিজান্নঞ্চ ভুঙ্‌ক্তে লোভাদিবর্জ্জিতঃ।
কিঞ্চ কিঞ্চিন্ন যাচেত স সন্ন্যাসীতি কীর্ত্তিতঃ॥
ন ব্যাপারী নাশ্রমী চ সর্ব্বকর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ।
ধ্যায়েন্নারায়ণং শশ্বৎ স সন্ন্যাসীতি কীর্ত্তিতঃ॥
শশ্বন্মৌনী ব্রহ্মচারী সম্ভাষালাপবর্জ্জিতঃ।
সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং পশ্যেৎ স সন্ন্যাসীতি কীর্ত্তিতঃ॥
সর্ব্বত্র সমবুদ্ধিশ্চ হিংসামায়াবিবর্জ্জিতঃ।
ক্রোধাহঙ্কাররহিতঃ স সন্ন্যাসীতি কীর্ত্তিতঃ॥
অযাচিতোপস্থিতঞ্চ মিষ্টামিষ্টঞ্চ ভুক্তবান্।
ন যাচেত ভক্ষণার্থী স সন্ন্যাসীতি কীর্ত্তিতঃ॥
ন চ পশ্যেৎ মুখং স্ত্রীণাং ন তিষ্ঠেৎ তৎসমীপতঃ।
দারবীমপি যোষাঞ্চ ন স্পৃশেদ্ যঃ স ভিক্ষুকঃ॥
অথ সন্ন্যাসিনাং ধর্ম্ম-ইত্যাহ কমলোদ্ভবঃ॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ৩৩ অ°)

সমর বা কদর, লোষ্ট্র বা কাঞ্চন ইহাতে যাহার নিত্যই সমবুদ্ধি হইয়াছে, তাহাকে সন্ন্যাসী কহে। যিনি দণ্ডকমণ্ডলুধারণ ও রক্তবস্ত্রপরিধান করেন, নিত্য প্রবাসী বা একস্থানে অধিকদিন অবস্থান করেন না, সর্ব্বদা বিশুদ্ধভাবে অবস্থান, ও লোভাদি বর্জ্জিত হইয়া কেবলমাত্র ব্রাহ্মণের গৃহে অন্নভোজন, এবং কাহারও নিকট কিছুমাত্র প্রার্থনা করেন না; যিনি কোনরূপ ব্যাপার বা কোনরূপ আশ্রমে অবস্থান করেন না, সর্ব্বকর্ম্মবিবর্জ্জিত হইয়া সর্ব্বদা নারায়ণের ধ্যানপরায়ণ, যিনি সকল সময়েই মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন, কাহাকে সম্ভাষণ ■ কাহারও সহিত আলাপ করেন না। যিনি সর্ব্বত্র ব্রহ্মময় অবলোকন করেন, হিংসামায়াবর্জ্জিত, সকল স্থলে সমান বুদ্ধি, ক্রোধ ও অহঙ্কারাদি রহিত, এবং অযাচিত ভাবে মিষ্ট বা অমিষ্ট যাহা কিছু উপস্থিত হইবে, তাহাই ভোজন করেন। ভোজনের জন্য কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা করেন না। যিনি স্ত্রীদিগের মুখাবলোকন বা তৎসমীপে অবস্থান করেন না। এমন কি, কাষ্ঠনির্ম্মিত স্ত্রীদিগকে স্পর্শ করেন না। যাঁহারা এইসকল ধর্ম্মনিয়মে চলেন, তাঁহাদিগকে সন্ন্যাসী কহে। ব্রহ্মা সন্ন্যাসীদিগের সাধারণ ধর্ম্ম এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সন্ন্যাসীর আবার প্রধানতঃ তিন প্রকার ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। জ্ঞানসন্ন্যাসী, বেদসন্ন্যাসী, ও কর্ম্মসন্ন্যাসী। ইঁহাদের লক্ষণ—

"জ্ঞানসন্ন্যাসিনঃ কচিৎ বেদসন্ন্যাসিনোঽপরে।
কর্ম্মসন্ন্যাসিনস্তন্যে ত্রিবিধাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥
যঃ সর্ব্বসঙ্গনির্ম্মুক্তো নির্দ্বন্দ্বশ্চাপি নির্ভয়ঃ।
প্রোচ্যতে জ্ঞানসন্ন্যাসী আত্মন্যেব ব্যবস্থিতঃ॥
বেদমেবাভ্যসেন্নিত্যং নিরাশী-র্নিষ্পরিগ্রহঃ।
প্রোচ্যতে বেদসন্ন্যাসী মুমুক্ষুর্বিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥
যস্ত্বগ্নীনাত্মসাৎ কৃত্বা ব্রহ্মার্পণপরো দ্বিজঃ।
জ্ঞেয়ঃ স কর্ম্ম-সন্ন্যাসী মহাযজ্ঞপরায়ণঃ॥
ত্রয়াণামপি চৈতেষাং জ্ঞানীত্বভ্যধিকো মতঃ।
ন তস্য বিদ্যতে কর্ম্ম ন লিঙ্গং বা বিপশ্চিতঃ॥"

(কূর্ম্মপু° উপবি° ২৭ অ°)

সন্ন্যাসী তিন প্রকার—জ্ঞানসন্ন্যাসী, বেদসন্ন্যাসী ও কর্ম্ম-সন্ন্যাসী। ইঁহাদের মধ্যে যিনি সকল প্রকার সঙ্গরহিত, নির্দ্বন্দ্ব, নির্ভয় এবং সর্ব্বদাই আত্মাতে অবস্থিত অর্থাৎ আত্মারাম হইয়া অবস্থান করেন, তাঁহাকে জ্ঞানসন্ন্যাসী কহে। যে মুমুক্ষু ইন্দ্রিয় সকলকে জয় করিয়া নিরাশীঃ ও পরিগ্রহরহিত হইয়া কেবল বেদাভ্যাস করেন, তাঁহাকে বেদসন্ন্যাসী, এবং যে ব্রহ্মার্পণ-পরায়ণ দ্বিজ অগ্নিকে আত্মসাৎ করিয়া মহাযজ্ঞ-পরায়ণ হইয়া অবস্থান করেন, তাঁহাকে কর্ম্মসন্ন্যাসী বলা যায়। এই তিন প্রকার সন্ন্যাসীর মধ্যে জ্ঞানসন্ন্যাসীই শ্রেষ্ঠ। ইঁহার কোন কর্ম্ম বা লিঙ্গ কিছুই নাই। ইনি মমতাদি-শূন্য, নির্ভয়, নির্দ্বন্দ্ব, পর্ণভোজন, জীর্ণকৌপীনবাস বা নগ্ন, এবং সর্ব্বদাই ব্রহ্মধ্যান-পরায়ণ হইয়া অবস্থান করেন।

সন্ন্যাসী মরণ বা জীবন কিছুই অভিলাষ করিবেন না। নিরপেক্ষভাবে কেবল মৃত্যুকালের জন্য প্রতীক্ষা করিবেন। অধ্যয়ন, অধ্যাপন,বা শ্রবণ ইঁহাদের কিছুই আবশ্যক নাই। বস্ত্র বা কৌপীনাচ্ছাদন, মস্তকমুণ্ডন বা শিখাধারণ, ত্রিদণ্ডগ্রহণ, অপরিগ্রহ, কাষায়বস্ত্র-পরিধান, সর্ব্বদা ভগবানের ধ্যানপরায়ণ, গ্রামান্তে বৃক্ষমূলে বা দেবালয়ে বাস, শত্রু, মিত্র, মান ও অপমানে সমান জ্ঞান, ভিক্ষা দ্বারা জীবনধারণ, একবার ভোজন, সদা মৌনাবলম্বন, সর্ব্ববিষয়ে নিস্পৃহতা, সকল প্রকার হিংসা হইতে নিবৃত্তি, বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য সকল সময়ে একস্থানে বাস না করা, নিত্য স্নান-শৌচরত, জিতেন্দ্রিয়, নিন্দা ও পৈশুন্যবর্জ্জিত হইয়া অবস্থান ইঁহাদের কর্ত্তব্য। (কূর্ম্মপু° উপবি° ২৭ অ°)

মন্বাদি সংহিতায় যে সন্ন্যাসের বিধান প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা সন্ন্যাস শব্দে বিবৃত হইয়াছে। [সন্ন্যাস দেখ।]

গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন যে, যাঁহারা ভগবানে সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাস অর্থাৎ সকল কর্ম্ম অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সন্ন্যাসী কহে। এই সন্ন্যাসী দুই প্রকার—মুখ্য ও গৌণ। এই মুখ্য সন্ন্যাসীও আবার দুই ভাগে বিভক্ত,—বিবিদিষা সন্ন্যাসী ও বিদ্বৎ সন্ন্যাসী। যাঁহারা সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া গুণাতীত হইয়াছেন, এবং যিনি ভক্তিযোগ দ্বারা ভগবান্‌কে উপাসনা করেন, তাঁহাকে গুণাতীত সন্ন্যাসী কহে।

"মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥" (গীতা ১৪।২৬)

যাঁহারা সাধন-মার্গে আরোহণ করিয়া সর্ব্বত্যাগী হইয়াছেন, তাঁহারাই বিবিদিষা সন্ন্যাসী পদবাচ্য এবং যাঁহারা পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলে শুকাদির ন্যায় আজন্ম সর্ব্বত্যাগী, তাঁহাদিগকে বিদ্বৎসন্ন্যাসী কহে।

সন্ন্যাসীর মূল কথা এই যে, যিনি জিতেন্দ্রিয় হইয়া সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবানে মনোনিবেশ করিয়াছেন, যাঁহার কোনরূপ আসক্তি নাই, তাঁহাদিগকেই সন্ন্যাসী কহে। যুগভেদে সন্ন্যাসীদিগের নাম ও উপাধি স্বতন্ত্র। প্রথমে বেদাচার্য্য ব্রহ্মা, দ্বিতীয় আচার্য্য বিষ্ণু, তৃতীয় আচার্য্য রুদ্র, চতুর্থ আচার্য্য বশিষ্ঠ, পঞ্চম আচার্য্য শক্তি, ষষ্ঠ আচার্য্য পরাশর, সপ্তম ব্যাস, অষ্টম শুক, নবম গৌড়পাদ, দশম গোবিন্দ, একাদশ শ্রীশঙ্করাচার্য্য, সন্ন্যাসের এই একাদশ জন আচার্য্য। ইঁহাদের মধ্যে সত্যযুগে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র এই তিন জন আচার্য্য, ত্রেতাযুগে বশিষ্ঠ শক্তি ও পরাশর এই তিন জন। দ্বাপরে ব্যাস ও শুকদেব দুই জন এবং কলিযুগে গৌড়পাদ, গোবিন্দ ও শঙ্করাচার্য্য তিন জন, অর্থাৎ এই সকল আচার্য্যগণ সন্ন্যাসের নিয়ম প্রচলন করিয়াছেন।

সংসার অনিত্য, জন্ম হইলে মৃত্যু এবং মৃত্যু হইলেই জন্ম, জীবের এই জন্মমৃত্যুরূপ দুঃখ অতি ভীষণ, যাহাতে জীব জন্ম মৃত্যুর অতীত হইয়া পরব্রহ্মে লীন হইতে পারে, তজ্জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হয়। শঙ্করাচার্য্য জীবের এই সন্ন্যাস গ্রহণের আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাঁহার মতে আশ্রমের পর আশ্রমান্তর গ্রহণ না করিয়াও সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারিবে। তিনি শ্রুতির সাহায্যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, যে দিন বিষয় বিতৃষ্ণারূপ বৈরাগ্য হইবে, সেই দিনই সন্ন্যাস অবলম্বন করা বিধেয়। "যদহরেব বিরজেত্ তদহরেব প্রব্রজেত্" (শ্রুতি)

অতি প্রাচীন বৈদিকযুগ হইতেই সংসারবৈরাগী সন্ন্যাসীর পরিচয় পাওয়া যায়। অথর্ব্ববেদে "ব্রাত্য" নামে যে এক শ্রেণীর গৃহত্যাগী পরিব্রাজকের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারাও বৈদিক কালের সন্ন্যাসী বলিয়াই অনুমিত হয়।

করিলেন এবং বংশের চিহ্ন স্বরূপ তুরী ও ডঙ্কা ব্যবহার করিতে অনুমতি দিলেন। তদবধি দুবলহাটীর জমিদারেরা তুরী ও ডঙ্কা ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। কৃষ্ণরাম ও রঘুরাম দুই ভ্রাতার পৃথগ্‌বিবাদ ঘটে, তাহাতে জমিদারী দুই অংশে বিভক্ত হইয়া কৃষ্ণরামের অংশে ।/০ ও রঘুরামের অংশে ।৶০ আনা পড়ে। কৃষ্ণরাম দুবলহাটী ত্যাগ করিয়া চৈনামে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার সন্তানাদি ছিল না। তাঁহার পত্নী বলিহার ও রামনাথ জমিদারী বিক্রয় করিয়া যান। রঘুরাম দুবলহাটীতেই অবস্থিতি করিলেন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় রঘুরামের প্রপৌত্রপুত্র কৃষ্ণনাথের সহিত বন্দোবস্ত হয় এবং বার্ষিক ২২০০০৲ জমা ধার্য্য হয়। কৃষ্ণনাথের পুত্র আনন্দনাথ। আনন্দনাথের পুত্র হয় নাই। তিনি মৃত্যুকালে পত্নী রূপমঞ্জরীকে দত্তক লইবার অনুমতি দিয়া যান। তিনিই রাজা হরনাথ রায়কে দত্তক গ্রহণ করেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে হরনাথ রাজোপাধি প্রাপ্ত হন। রাজা হরনাথের চেষ্টায় বহু জমিদারী বৃদ্ধি হয়। তিনি রাজসাহী ব্যতীত বগুড়া দিনাজপুর, ফরিদপুর, শ্রীহট্ট প্রভৃতি জেলায় জমিদারী খরিদ করেন। পূর্ব্বে দুবলহাটী রাজের যে আয়কর ছিল, রাজা হরনাথের সময় তাহার চারি গুণ বৃদ্ধি হইয়াছিল। তাঁহারই যত্নে রাজসাহীতে ২য় শ্রেণীর কলেজ স্থাপিত হয়, তজ্জন্য তিনি বার্ষিক পাঁচ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি দান করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি অতিথিশালা, রাস্তাঘাটনির্ম্মাণ, বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভার ও সাধারণের হিতকর বহু কার্য্যে লক্ষাধিক টাকা দান করিয়া যান। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার দুই পুত্র কুমার ব্রজনাথ রায়চৌধুরী ও কুমার জ্যোতীশনাথ রায়চৌধুরী বর্ত্তমান উত্তরাধিকারী। উভয়ে বিদ্যোৎসাহী ও শিক্ষিত।

বলিহাররাজ।

বাৎস্য ধরাধরের পুত্র বেদগর্ভাচার্য্য। বেদগর্ভের দুই পুত্র হরিহর ও লক্ষ্মীধর। এই লক্ষ্মীধরের বংশে অনন্ত ও রামনাথের জন্ম। অনন্ত হইতে বলিহারের রাজবংশ ও রামনাথ হইতে দিঘহাটীর রায়চৌধুরিবংশের উৎপত্তি।

কুলগ্রন্থে বলিহার কুড়মুইল বা কুড়মইল নামে খ্যাত। অনন্ত কুড়মইলের একজন প্রধান কুলীন বলিয়া গণ্য ছিলেন। অনন্তের প্রপৌত্র গোপাল। গোপালের তিন পুত্র কৃষ্ণদেব, প্রাণকৃষ্ণ ও রামরাম। রঙ্গপুরের বাহিরবন্দ ও ভিতরবন্দ পরগণার রাণী সত্যবতীর ভগিনীর সহিত কৃষ্ণদেবের বিবাহ হয়। এই সূত্রে প্রাণকৃষ্ণ ও রামরাম রাণী সত্যবতীর জমিদারীতে প্রবেশ করিয়া তাঁহার প্রধান কার্য্যকারক হইয়া উঠিলেন। ক্রমে এই দুই ভ্রাতা কৌশল করিয়া ভিতরবন্দ পরগণা অধিকার করিয়া বসিলেন। রামরামের বংশ ।১৫ ও প্রাণকৃষ্ণের বংশ ।৶৫ আনার মালিক হইলেন। এই প্রাণকৃষ্ণের বংশই বলিহার-রাজবংশ নামে প্রসিদ্ধ। ইঁহারা সিদ্ধবিল পটীর কুলীন। এই বংশীয় রাজেন্দ্রের সহিত মহারাজ রামকৃষ্ণের কন্যার বিবাহ হয়, তাহাতে রাজেন্দ্র বহু ভূসম্পত্তি পাইয়াছিলেন। এই রাজেন্দ্র রায়ের পৌত্র বলিহারের প্রসিদ্ধ রাজা কৃষ্ণেন্দ্র বাহাদুর। ইনি লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়ের কৃপাপাত্র ছিলেন, ইনি যেমন কুলে, শীলে, ধনে ও মানে সম্মানিত ছিলেন, সেইরূপ সুকবি ও সুলেখক বলিয়া পরিচিত। অল্পদিন ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

উপরোক্ত বিভিন্ন রাজবংশ ভিন্ন রাজসাহীতে সম্ভ্রান্ত আরও অনেক ক্ষুদ্র জমিদারের বাস আছে।

রাজসিংহ, (রাণা) মিবারের একজন মহারাণা। শিশোদীয় বংশসম্ভূত রাণা জগৎসিংহের পুত্র। ১৭১০ সম্বতে পিতার মৃত্যুর পর রাজসিংহ চিতোর-সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময় বাদশাহ শাহজান-পুত্র ঔরঙ্গজেব ষড়যন্ত্রপূর্ব্বক বৃদ্ধ পিতাকে কারারুদ্ধ করিয়া দিল্লীসিংহাসনলাভের প্রয়াসী হইলে দারা প্রভৃতি তাঁহার অপরাপর ভ্রাতৃবর্গ বিরোধী হইয়া দাঁড়াইলেন। মেবারপতি রাণা রাজসিংহ এই সময়ে দারার পক্ষাবলম্বন করেন। রাজ্যাধিকারের অব্যবহিত পরেই মোগল-সিংহাসনসংক্রান্ত অন্তর্বিদ্রোহে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া তিনি আপনার অশান্তি আপনিই কিনিয়া আনিলেন। তাঁহাকে দারার পক্ষাবলম্বন করিতে দেখিয়া ক্রোধোন্মত্ত ঔরঙ্গজেব রাণার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। সমবেত রাজপুতশক্তি ফতেহাবাদ যুদ্ধক্ষেত্রে ঔরঙ্গজেবের হস্তে পরাভূত হইল। এই পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে হতভাগ্য দারা ও রাণার অদৃষ্টচক্রের গতি বিপরীত দিকে ফিরিল।

ইহার কিছু পূর্ব্বে অর্থাৎ রাজটীকা গ্রহণ করিবার অনতিকাল পরে রাণা রাজসিংহ আজমীরের অন্তর্গত মালপুর নগর আক্রমণপূর্ব্বক মোগলদিগকে পরাজিত ও নগর লুণ্ঠন করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করেন। এই ঘটনাস্রোত হইতে শিশোদীয় বীরগণ পুনরায় জাগিয়া উঠে। অতঃপর বলদর্পী সম্রাট্‌ ঔরঙ্গজেব রাজসিংহের অসমসাহসিক আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযান করিতে উদ্যত হন। এই রাজপুত ও মোগল-সংঘর্ষে রাজস্থানে যে সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, তাহা ক্রমশঃই উভয় পক্ষকে দগ্ধ করিয়া নিস্তেজ করিয়া ফেলে।

ভারতসাম্রাজ্যাধীশ্বর ঔরঙ্গজেব রূপনগররাজের লাবণ্যময়ী কন্যার সৌন্দর্য্যের কথা অবগত হইয়া সেই কন্যাকে

উপনিষদে এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণ "ব্রহ্মসংস্থ" নামে অভিহিত হইয়াছেন। "ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতি", অর্থাৎ ব্রহ্মসংস্থ অমৃতত্ব লাভ করেন। ভাষ্যকার সায়ণ এই শ্রুতির ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—"ব্রহ্মণি সংস্থা সমাপ্তি নিষ্ঠা যস্য চতুর্থাশ্রমিণঃ স ব্রহ্মসংস্থঃ স এবামৃতত্বমমরণধর্মং প্রাপ্নোতি" ব্রহ্মনিষ্ঠাশীল ব্যক্তিই ব্রহ্মসংস্থ বা সন্ন্যাসী। ব্রহ্মনিষ্ঠা শব্দ সম্বন্ধেও সায়ণ একটী লক্ষণবাক্য প্রদান করিয়াছেন, যথা—

"ব্রহ্মনিষ্ঠা নাম সর্বব্যাপারপরিত্যাগেনানন্যচিত্ততয়া ব্রহ্মণি সমাপ্তি" অর্থাৎ সর্বব্যাপার পরিত্যাগপূর্বক অনন্যচিত্ত হইয়া ব্রহ্মে যে নিরবচ্ছিন্নরূপে আত্মসমর্পণ তাহাই ব্রহ্মনিষ্ঠা।

সন্ন্যাসী "পরিব্রাট্" "পরিব্রাজ্" "পরিব্রাজক" ইত্যাদি নামেও অভিহিত হন। "পরিত্যজ্য সর্বান্ কামান্ সর্বান্ বিষয়ান্ ব্রহ্মলোকার্থং গৃহস্থাদ্যাশ্রমাৎ যো ব্রজতীতি পরিব্রাট্" অর্থাৎ সকল কাম ও সকল বিষয় উপভোগ পরিত্যাগ করিয়া যিনি ব্রহ্মলোকের জন্য গৃহস্থাদি আশ্রম ত্যাগ করিয়া বহির্গত হন, তিনি পরিব্রাট্, যেমন পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য। এইরূপ পরিব্রজ্যার নিমিত্ত শ্রুতিতেও উপদেশ আছে। যথা জাবালশ্রুতিতে—

"ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ, গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ বনীভূত্বা প্রব্রজেৎ। ইতরথা প্রব্রজেৎ গৃহাদ্বা বনাদ্বা।"

অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়া গৃহী হইবে, গৃহী হইয়া বানপ্রস্থাশ্রমাবলম্বন করিবে, তৎপরে প্রব্রজ্যা করিবে অথবা গৃহস্থাশ্রম হইতে কিংবা বানপ্রস্থাশ্রম হইতে প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিবে। আশ্রম-ত্যাগ করার সময়ে সন্ন্যাসী কৌপীনযুগল, বহির্বাস, শীত-নিবারিণী একখানি কন্থা এবং পাদুকা মাত্র লইয়া বাহির হইবেন।

"কৌপীনং যুগলং বাসঃ কন্থাং শীতনিবারিণীম্।
পাদুকে চাপি গৃহ্ণীয়াৎ কুর্য্যান্নান্যস্য সংগ্রহম্॥"

প্রাচীন সময়ে সন্ন্যাসীদের অধ্যয়নের নিমিত্ত ভিক্ষুসূত্র ও পরাশরসূত্র প্রভৃতি বহু গ্রন্থ ছিল, সেই সকল গ্রন্থ এখন বিলুপ্তপ্রায়। উপনিষদ্গুলিতে সন্ন্যাসীদের আলোচ্য তত্ত্বই অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়।

স্কন্দপুরাণে সূতসংহিতায় চতুর্বিধ সন্ন্যাসীর প্রসঙ্গ আছে—

"চতুর্বিধা ভিক্ষবো ভিক্ষবো বৃত্তিভেদতঃ।
কুটীচকো মুনিশ্রেষ্ঠাস্তথৈব চ বহূদকঃ।
হংসঃ পরমহংসশ্চ তেষাং বৃত্তিং বদামি বঃ।
কুটীচকশ্চ সন্ন্যাসং স্বে স্বে বেশ্মনি নিত্যশঃ।
ভিক্ষামাদায় ভুঞ্জীত স্ববন্ধূনাং গৃহেঽথবা॥
শিখী যজ্ঞোপবীতী স্যাৎ ত্রিদণ্ডী সকমণ্ডলুঃ।
স পবিত্রশ্চ কাষায়ী গায়ত্রীঞ্চ জপেৎ সদা॥
সর্বাঙ্গোদ্ধূলনং কুর্য্যাৎ ত্রিপুণ্ড্রঞ্চ বিশেষতঃ।
শিবলিঙ্গার্চনং কুর্য্যাৎ শ্রদ্ধয়ৈব দিনে দিনে॥"

অর্থাৎ কুটীচক, বহূদক, হংস ও পরমহংস বৃত্তিভেদে চতুর্বিধ সন্ন্যাসী দেখিতে পাওয়া যায়। কুটীচক সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্বীয় গৃহে বা বন্ধুগৃহে ভিক্ষা করিয়া খাইবেন। তাঁহারা শিখা রাখেন, যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন, কাষায় বস্ত্র পরিধান করেন, শুদ্ধাচারী থাকিয়া গায়ত্রী জপ করেন এবং দণ্ড কমণ্ডলু ধারণ করিয়া থাকেন। অঙ্গে ভস্ম লেপন, ললাটে ত্রিপুণ্ড্র ধারণ, ত্রিসন্ধ্যা স্নান এবং শ্রদ্ধাসহকারে শিবার্চনা ইঁহাদের কর্ত্তব্য।

বলা বাহুল্য কুটীচক সন্ন্যাসী যথাবিধি সংহিতোক্ত যতি ও ভিক্ষু হইতে স্বতন্ত্র। বহূদক সন্ন্যাসীর লক্ষণ এইরূপ—

"বহূদকশ্চ সন্ন্যস্য বন্ধুপুত্রাদিবর্জ্জিতঃ।
সপ্তাগারং চরেদ্ভৈক্ষ্যমেকান্নং পরিবর্জ্জয়েৎ॥
গোবালরজ্জুসম্বদ্ধং ত্রিদণ্ডং শিক্যমুত্তমম্।
পাত্রং জলপবিত্রঞ্চ কৌপীনঞ্চ কমণ্ডলুম্॥
আচ্ছাদনং তথা কন্থাং পাদুকাং ছত্রমুত্তমম্।
পবিত্রং চর্ম্ম সূচীং পক্ষিণীমক্ষসূত্রকম্॥
যোগপট্টং বহির্বস্ত্রং মৃৎখনিত্রং কৃপাণিকাম্।
সর্বাঙ্গোদ্ধূলনং ভস্ম ত্রিপুণ্ড্রঞ্চৈব ধারয়েৎ॥
শিখী যজ্ঞোপবীতী চ দেবতারাধনে রতঃ।
স্বাধ্যায়ী সততং বাচংযমস্তু ধ্যানতৎপরঃ॥
সন্ধ্যাকালেষু সাবিত্রীং জপন্ কর্ম্ম সমাচরেৎ॥"

অর্থাৎ বহূদক সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন ও বন্ধুপুত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া সাত গৃহে ভিক্ষা করিয়া যাহা প্রাপ্ত হইবেন, তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। এক গৃহস্থের অন্ন গ্রহণ করিবেন না। গোপুচ্ছ লোমের রজ্জু দ্বারা বদ্ধ ত্রিদণ্ড, শিকা, জলপূত পাত্র, কৌপীন, কমণ্ডলু, গাত্রাচ্ছাদন কন্থা, পাদুকা, ছত্র, পবিত্র চর্ম্ম, সূচী, পক্ষিণী, রুদ্রাক্ষ মালা, যোগপট্ট, বহির্বাস, খনিত্র ও কৃপাণ গ্রহণ করিবেন। সর্বাঙ্গে ভস্মলেপন ত্রিপুণ্ড্র, শিখা ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবেন, বেদাধ্যয়ন ও দেবতারাধনায় নিরত হইবেন, মৌনব্রতাবলম্বন করিয়া ইষ্টদেব পূজা করিবেন এবং সন্ধ্যাকালে গায়ত্রী জপ করিয়া যথোক্ত ক্রিয়া সম্পন্ন করিবেন। হংসের লক্ষণ—

"হংসঃ কমণ্ডলুং শিক্যং ভিক্ষাপাত্রং তথৈব চ।
কন্থাং কৌপীনমাচ্ছাদনমঙ্গং বহির্পটম্॥
একং তু বৈণবং দণ্ডং ধারয়েন্নিত্যমাদরাৎ।
ত্রিপুণ্ড্রোদ্ধূলনং কুর্য্যাৎ শিবলিঙ্গং সমর্চ্চয়েৎ॥
অষ্টগ্রাসং সকৃন্নিত্যমশ্নীয়াৎ সশিখং বপেৎ।
সন্ধ্যাকালেষু সাবিত্রী জপমধ্যাপ্তচিন্তনম্॥

তীর্থসেবাঃ তপঃ কৃচ্ছ্রং তথা চান্দ্রায়ণাদিকম্।
কুর্ব্বন্ গ্রামৈকরাত্রেণ ক্ষত্রেণৈব সমাচরেৎ ॥"

হংস কমণ্ডলু, শিক্য, ভিক্ষাপাত্র, কন্থা, কৌপীন, আচ্ছাদন বস্ত্র, বহির্ব্বাস ও বংশ দণ্ড সকল ধারণ করিবে। অঙ্গেতে ভস্মলেপন, ত্রিপুণ্ড্র-ধারণ ও শিবলিঙ্গ অর্চ্চনা করিবেন। প্রতি দিবস একবার মাত্র অষ্টগ্রাস ভোজন করিবেন। শিখা সহিত সমুদয় কেশ মুণ্ডন করিবেন, সন্ধ্যাকালে গায়ত্রী-জপ ও অধ্যাত্ম-চিন্তন করিবেন। তীর্থসেবা, কৃচ্ছ্র ও চান্দ্রায়ণাদি ব্রতানুষ্ঠান সহকারে এক রাত্রি মাত্র এক এক গ্রামে অবস্থান করিবেন এবং যথারীতি আচরণ করিবেন।

পরমহংসের লক্ষণ—

পরমহংসস্ত্রিদণ্ডঞ্চ রজ্জুং গোবালমিশ্রিতম্।
শিক্যং জলপবিত্রঞ্চ পাত্রঞ্চ কমণ্ডলুম্ ॥
পক্ষিণীমজিনং সূচীং মৃৎখনিত্রং কৃপাণিকাম্।
শিখাং যজ্ঞোপবীতঞ্চ নিত্যকর্ম্ম পরিত্যজেৎ ॥
কৌপীনং ছাদনং বস্ত্রং কন্থাং শীতনিবারিকাম্।
যোগপট্টং বহির্ব্বস্ত্রং পাদুকাং ছত্রমদ্ভুতম্ ॥
অক্ষমালাঞ্চ গৃহ্নীয়াৎ বৈণবং দণ্ডমব্রণম্।
অগ্নিরিত্যাদিভির্মন্ত্রৈঃ কুর্য্যাদ্ভস্মনং মুদা ॥
ওমিতি চ ত্রিভিঃ প্রোচ্য পরহংসস্ত্রিপুণ্ড্রকম্ ॥"

অর্থাৎ পরমহংস ত্রিদণ্ড, গোবালমিশ্রিত রজ্জু, জল পবিত্র শিক্য, পবিত্র কমণ্ডলু, পক্ষিণী, অজিন, সূচী, মৃৎ খনিত্রী, কৃপাণ, শিখা, যজ্ঞোপবীত ও নিত্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন। কৌপীন আচ্ছাদন বস্ত্র, শীতনিবারিকা কন্থা, যোগপট্ট, বহির্ব্বাস, পাদুকা ছত্র অক্ষমালা ও বংশদণ্ড ব্যবহার করিবেন। "অগ্নি" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা অঙ্গে ভস্মলেপন করিবেন এবং তিনবার ওঁ উচ্চারণ করিয়া ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিবেন।

"মাধুকরমথৈকান্নং পরহংসঃ সমাচরেৎ।
নাভ্যসতস্য যোগোঽপি নচৈকান্নমনস্ততঃ ॥
তস্মাৎ যোগানুযুক্তেন কুর্য্যাত্তু পরহংসকঃ।
অভিশস্তং সমুৎসৃজ্য সার্ব্ববর্ণিকমাচরেৎ ॥

অতি ভোজনে ও রিপু পরতন্ত্রতায় যোগাভ্যাসে মনঃসংযোগ হয় না। এই নিমিত্ত পরমহংসদের অত্যাহার এবং কাম ও ক্রোধাদি পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। উল্লিখিত শ্লোকদ্বয়ের অর্থ এই যে পরমহংসগণ নানাস্থান হইতে অল্প অল্প আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া একবারই মাত্র আহার করিবেন। অনাহারী ও অত্যাহারী উভয়েরই যোগই অসম্ভব। সুতরাং যোগানুরূপ ভোজন, নিন্দিত আচার ত্যাগ এবং সর্ব্ববর্ণোচিত ব্যবহার করাই ইহাদের বিধান।

'স্নানং শৌচমভিধ্যানং সত্যানৃতবিবর্জ্জনম্।
কামক্রোধপরিত্যাগং হর্ষরোষবিবর্জ্জনম্ ॥
লোভমোহপরিত্যাগং দম্ভদর্পাদিবর্জ্জনম্।
চাতুর্মাস্যঞ্চ সর্ব্বেষাং বদন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ ॥"

ব্রহ্মবাদিগণ বলেন কুটীচক, বহূদক, হংস ও পরমহংসগণ স্নান শৌচাচার ও অভিধ্যান করিবে এবং বাণিজ্য, কাম, ক্রোধ, হর্ষ, রোষ, লোভ, মোহ, দম্ভ, দর্প প্রভৃতি পরিত্যাগ ও চাতুর্মাস্যের অনুষ্ঠান করিবেন।

হংসসংহিতায় শৈব সন্ন্যাসীদের কথাই লিখিত হইয়াছে। ভাগবত বা বৈষ্ণব সন্ন্যাসীদের কথা এই গ্রন্থে লিখিত হয় নাই। ভাগবত পরমহংসগণের নিয়মাদি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে অষ্টাদশ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে।

অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীরা "অহং ব্রহ্মাস্মি" "তত্ত্বমসি" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইত্যাদি মহাবাক্য উচ্চারণ করিয়া থাকেন। সন্ন্যাসীদের মণ্ডলী আছে। যিনি মণ্ডলীর অধ্যক্ষ, তিনি "স্বামী" নামে অভিহিত হয়েন।

ইহাদের মৃত দেহের সংস্কারের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় যথাঃ—

"কুটীচকং চ প্রদহেৎ তারয়েচ্চ বহূদকম্।
হংসং জলেতু নিঃক্ষিপ্য পরহংসং প্রপূরয়েৎ ॥" (নির্ণয়সিন্ধু)

অর্থাৎ কুটীচকের দেহ দগ্ধ করিবে, বহূদককে জলতারণ করিবে, হংসের মৃত দেহ জলে নিক্ষেপ করিবে ও পরমহংসের দেহ মৃত্তিকায় প্রোথিত করিবে।

পরমহংস দুই প্রকার, দণ্ডী পরমহংস ও অবধূত পরমহংস। যাঁহারা দণ্ড ত্যাগ করিয়া পরমহংস হয়েন, তাঁহারা দণ্ডী পরমহংস নামে খ্যাত। অপর যাঁহারা অবধূত-বৃত্তি অবলম্বন করেন তাঁহাদের অবধূত পরমহংস। ইহাদের মধ্যে কেহ ওঁকারোপাসক কেহ ব্রহ্মসংস্থ, কেহ বা দেবমূর্ত্তির উপাসক, আবার কেহ বা বীরাচারী। বীরাচারীরা সুরাপান করিয়া থাকেন।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে আছে ঃ—

"অবধূতাশ্রমং দেবি কলৌ সন্ন্যাসমুচ্যতে ॥"

অর্থাৎ কলিতে বৈদিক সন্ন্যাস নিষিদ্ধ হওয়ায় অবধূতাশ্রমই সন্ন্যাস বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

উক্ত গ্রন্থে আরও লিখিত হইয়াছে—

ভিক্ষুকেহপ্যাশ্রমে দেবি বেদোক্তদণ্ডধারণম্।
কলৌ নাস্ত্যেব, তত্ত্বজ্ঞে! যতস্তৎ শ্রৌতসংস্কৃতিঃ ॥
শৈবসংস্কারবিধিনাবধূতাশ্রমধারণম্।
তদেব কথিতং ভদ্রে সন্ন্যাসগ্রহণং কলৌ ॥

(মহানির্ব্বাণ ৮ম উল্লাস)

পরম্পরা বসবাস করিয়া থাকেন। এখন অরণ্য পর্ব্বত ও সাগর অতি বিরল। দশনামী সন্ন্যাসীরা শিবোপাসক বলিয়া পরিচয় দিলেও কার্য্যতঃ ইহারা শৈব এবং শঙ্করাচার্য্যকে শিবাবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন। ইহাদের মধ্যে অনেকেই শিবমন্ত্রগ্রহণ, শৈব বেশ ধারণ ও মহিম্নস্তব পাঠ করিয়া থাকেন।

ইহারা ডোর-কৌপীন ধারণ করে, মৃত দেহ জলে নিক্ষিপ্ত অথবা মৃত্তিকায় প্রোথিত করে। দশনামীরা দণ্ডী পরমহংস প্রভৃতি নামেও অভিহিত হন। যাঁহারা দণ্ড-কমণ্ডলু সঙ্গে লইয়া ভ্রমণ করেন তাঁহারাই দণ্ডী। মাতা পিতা পুত্র কন্যা ভার্য্যাবিহীন ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কাহারও দণ্ডী হইবার অধিকার নাই। দণ্ডগ্রহণের সময়ে শিখা ও যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিতে হয়। দণ্ডই দণ্ডীদের সর্ব্বস্ব। [মহানির্ব্বাণতন্ত্রে ইহার বিধান দ্রষ্টব্য।]

ইহারা শিবোপাসক। ইহারা মস্তকমুণ্ডন, সূত্র পরিত্যাগ, গেরুয়া পরিধান ও রুদ্রাক্ষমালা ধারণ করেন। ইহারা শুদ্ধাচারী, প্রতি অমাবস্যায় অথবা দুই মাস অন্তর ক্ষৌরী হইয়া থাকেন। মনূক্ত সন্ন্যাস ধর্ম্মবিধানই ইহাদের প্রতিপাল্য। [সন্ন্যাস শব্দ দ্রষ্টব্য।] কিন্তু তন্ত্র শাস্ত্র ইহাদের জন্য মদ্যমাংসেরও ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন।

ইহাদের মধ্যেও এখন নানা প্রকার দণ্ডী দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন দণ্ডী তন্ত্রানুক তান্ত্রিক। ইহারা মদ্যমাংস ব্যবহার করিয়া থাকেন।

আবার "ঘরবারী" দণ্ডী নামে এক শ্রেণীর সন্ন্যাসী আছে। ইহারা সম্পূর্ণ গৃহস্থ। ইহাদের স্ত্রী পুত্র আছে, বিষয় কর্ম্ম আছে। ইহারা দশনামীদের উপাধি ধারণ করে এবং দণ্ড, কমণ্ডলু, গেরুয়া ব্যবহার করিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। কাশী জেলায় "ঘরবারী" দণ্ডীর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

কি প্রকারে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হয়, তাহার বিস্তৃত বিবরণ মহানির্ব্বাণ তন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

সন্ন্যাসীদের পরিচয়ের অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, যেমন মঠ ও আখড়া। মঠ ও আখড়ার নামে সন্ন্যাসীরা পরিচিত হয়। সন্ন্যাসীদের মঠের মধ্যে শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত চারিটী মঠের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাদের সাতটী মূল আখড়া আছে, যথা নির্ব্বাণী, নিরঞ্জন, অটল, আহ্বান, জুনা আনন্দ ও দশ আখড়া।

এতদ্ব্যতীত ইহাদের আরও কতকগুলি পরিচায়ক বিষয় আছে,—যেমন জাতি, বর্ণ, গোত্র, দেব-দেবী, মঢ়ী, পরিবার, চুনা ও চক্রী ইত্যাদি। ইহাদের সকলেরই এক জাতি, এক বর্ণ ও এক পরিবার। জাতির নাম বিহঙ্গম, বর্ণের নাম কল্প ও পরিবারের নাম অমর্ত্য। শঙ্কর স্থাপিত চারি মঠে চারি সম্প্রদায় ও চারি গোত্র প্রচলিত; যথা—

মঠ	সম্প্রদায়	গোত্র
শৃঙ্গেরী মঠ	ভূর্ব্বার	অব্যয়
জ্যোতীমঠ	আনন্দবার	মাতেশ্বর
সারদা মঠ	কীটবার	——
গোবর্দ্ধন মঠ	ভোগবার	——

প্রত্যেক মঠের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্র দেব-দেবী তীর্থ বেদ ও মহাবাক্য নির্দ্দিষ্ট আছে। প্রত্যেক সন্ন্যাসী আপন আপন মঠ অনুসারে এই সকল অবলম্বন করিয়া থাকেন যথাঃ—

শৃঙ্গেরী মঠ—রামেশ্বর ক্ষেত্র, আদি বরাহদেব, কামাখ্যা দেবী তুঙ্গভদ্রা তীর্থ, যজুর্ব্বেদ, "অহং ব্রহ্মাস্মি" মহাবাক্য।

জ্যোতীমঠ—বদরিকাশ্রম ক্ষেত্র, নারায়ণ দেব, পুণ্যাগাধী দেবী অলকানন্দা তীর্থ, অথর্ব্ববেদ, "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" মহাবাক্য।

সারদা মঠ—দ্বারকা ক্ষেত্র সিদ্ধেশ্বর দেব, ভদ্রকালীদেবী গঙ্গা-গোমতী তীর্থ, সামবেদ, "তত্ত্বমসি" মহাবাক্য।

গোবর্দ্ধন মঠ—পুরুষোত্তম ক্ষেত্র জগন্নাথ দেব, বিমলা দেবী মহোদধি তীর্থ, ঋগ্বেদ, "প্রজ্ঞান মানন্দং ব্রহ্ম" মহাবাক্য।

এতদ্ব্যতীত আর তিনটী কল্পিত মঠ আছে এবং এই তিন মঠেরও ঐরূপ ক্ষেত্রাদি আছে।

সময়ে সময়ে এক একটী সন্ন্যাসী সবিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া এক একটী সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করেন, তাহারই নাম "মঢ়ী"; সম্প্রতি এইরূপ ৫২টী মঢ়ী উৎপন্ন হইয়াছে।

চুনা ও চক্রী কেবল গিরি গোঁসাইদের পরিচায়ক। যেমন তুলসী নামী চুনা ও পার্ব্বতী চক্রী। ইহা ভিন্ন আরও বহু প্রকার সন্ন্যাসী দেখিতে পাওয়া যায়, নিম্নে তাহাদের পরিচয় প্রদত্ত হইল:—

১। জ্যোৎমার্গ—ইহারা তান্ত্রিক কুলাচারী সন্ন্যাসী, ইহারা মদ্যমাংসাদি ব্যবহার করে। "জ্যোৎমার্গে প্রবেশ" নামে ইঁহাদের এক প্রকার সাধন আছে। উহা তন্ত্রোক্ত চক্র সাধনবিশেষ। এই সাধনে বালা-সুন্দরী দেবীর পূজা করিতে হয়। সন্ন্যাসীরা রাত্রিকালে মহানিশায় কোন নিভৃত নির্জ্জন স্থানে সমবেত হইয়া একরূপ দীপ প্রজ্জলিত করে। সেই জ্যোতিতে বালা-সুন্দরী দেবীর আবির্ভাব হয়, ইহাই ইঁহাদের বিশ্বাস। জ্যোতির পথে দেবীর আবির্ভাব হয় বলিয়াই ইহার নাম জ্যোৎমার্গ। সাধনার জন্য ইহারা দৈর্ঘ্য প্রস্থে এক হাত [illegible] অঙ্গুলী পরিমাণ একটী বেদী প্রস্তুত করে। তাহার উপরে ঐ পরিমাণের এক খানি শ্বেত বস্ত্র এবং তদুপরি উক্ত পরিমাণের আর এক খানি রক্ত বস্ত্র রাখিয়া ইঁহার কেন্দ্র স্থলে একটী সমুক্ত প্রানাসুরূপ পাত্র স্থাপিত করে। অনন্তর উহার চতুর্দ্দিকে তণ্ডুল চূর্ণ দ্বারা লিখিত কালী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হনুমান ও ভৈরব প্রভৃতির

প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া ঐ ঘৃতপূর্ণ পাত্রের কার্পাসবর্ত্তিকার অগ্রভাগে একটুকু কর্পূর দিয়া রাখা হয়। সায়ন্তন সময়ে ঐ প্রদীপ প্রজ্বলিত করা হয়। উহাতেই বালা সুন্দরীর পূজা হইয়া থাকে। মদ্যমাংস লুচি প্রভৃতি দ্বারা ভোগ দেওয়া হয়। ইহারা ঐ দীপশিখাকে জ্বালামুখীর শিখা বলিয়া বিশ্বাস করে। কেহ কেহ ঐ দীপভস্ম মাদুলীতে পুরিয়া বক্ষে ধারণ করে। ইহারা মদ্যাদি দ্রব্যগুলিকে সাঙ্কেতিক নামে অভিহিত করে যথা—মদ্য তীর্থ, প্রথমা, বিন্দু ও পদ্মাবতী। মাংস—শিদ্ধি ও দ্বিতীয়া। জীবিত ছাগ—বাড়ি। মৎস্য—তৃতীয়া। তামাকু বটী, তমালপত্র। গাঁজা—সপ্তমী। শুক্র—ধাতুজল—অনিল। বোতল—কুম্ভ। ভাত—মতি। লুচী—চক্রী ইত্যাদি। চৈত্র ও আশ্বিন মাসে ইহারা নবরাত্র নামক মেলা করে। উত্তরপশ্চিম প্রদেশে সন্ন্যাসী ও গৃহী একত্র মিলিত হইয়া একরূপ চক্র করে। স্ত্রীপুরুষ এই চক্রে একত্র হয় এবং মদ্যমাংস ব্যবহার করে। চক্রবিশেষে একটী পুরুষ একটী স্ত্রীলোককে সঙ্গে লইয়া আবরণ বিশেষের অন্তরালে একরূপ ক্রিয়ার (?) অনুষ্ঠান করে। চক্রস্থ সমস্ত ব্যক্তি উক্ত ক্রিয়ালব্ধ পদার্থটী জল মিশ্রিত করিয়া উদরস্থ করে। এদেশের বাউল প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যেও এইরূপ প্রণালী আছে বলিয়া শুনা যায়।

যাহা হউক মহানির্ব্বাণতন্ত্রের ব্যবস্থায় সন্ন্যাসীদের অন্নবিচার নাই, কিন্তু ধাতু প্রতিগ্রহ, নিন্দা, মিথ্যা কথন, স্ত্রীলোকের সহিত ক্রীড়া, রেতত্যাগ ও অসূয়া প্রভৃতি নিষিদ্ধ।

২। নাগাসন্ন্যাসী।—নাগা সন্ন্যাসীরা জটা রাখে। জটাগুলি রজ্জুর ন্যায় পাক দিয়া উষ্ণীষের ন্যায় মাথায় আবদ্ধ করিয়া রাখেন। জটা তিন প্রকার, নাগজটা, শম্ভুজটা ও বাবরাম্ জটা। রজ্জুর ন্যায় পাকান জটাই নাগজটা। এইরূপ জটাই নাগা সন্ন্যাসীদের চিহ্ন। যে জটা পাকান নয় তাহা শম্ভুজটা। খর্ব্ব হইলেই উহা বাবরাম্ জটা নামে অভিহিত হয়। নাগা শব্দটী নঙ্গা শব্দ হইতে উৎপন্ন। নঙ্গা শব্দটী নগ্ন শব্দেরই অপভ্রংশ। নগ্ন অর্থ উলঙ্গ। নাগা সন্ন্যাসীরা সাধারণতঃ বিবস্ত্র থাকিত। কিন্তু বৃটিশশাসনে সেটি হওয়ার যো নাই। এখন ইহারা এক প্রকার কৌপীন ব্যবহার করেন, উহা নাগফনী নামে অভিহিত। নাগারা বিভূতি দ্বারা শালগ্রামের ন্যায় গোলাকার বর্ত্তুল নির্ম্মাণ করেন। তাঁহারা উহারই উপাসনা করিয়া থাকেন। ইহাই নিরঞ্জনী আখড়ার প্রণালী। কিন্তু নির্ব্বাণ আখড়ার সন্ন্যাসীরা চতুষ্কোণ আকার প্রস্তুত করিয়া লয়। নাগারা নিজে শিষ্য করেন, অপর দলের সন্ন্যাসীরা আসিয়া ইহাদের সহিত যোগ দেন। এইরূপে ইহাদের দল বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। নাগাদলে প্রবেশ করিতে হইলে বস্ত্রাদি সকলই পরিত্যাগ করিতে হয়, দেহে বস্ত্র রাখিবার নিয়ম নাই। ইহারা এক স্থান ত্যাগ আচ্ছাদনশূন্য স্থানে অবস্থান করেন। ভীষণ শীতেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। নাগারা কলহপ্রিয় ও রুক্ষপ্রকৃতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইহারা যুদ্ধ করিতে সমর্থ। জয়পুরে এখনও নাগা সৈন্য আছে।

৩। অলেখিয়া—"অলেখ" ইঁহাদের উপাস্য। ইহারা সর্ব্বদাই "অলেখ" শব্দোচ্চারণ করিয়া ভিক্ষা করেন। সেই ভিক্ষার ঝুলীটী অতি পবিত্র বলিয়া মনে করেন। ইঁহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—ভৈরব ঝুলীধারী, গণেশঝুলীধারী, ও কালীঝুলীধারী। গণেশদল পূর্ব্বাহ্ণে, ভৈরব-দল বৈকালে এবং কালীঝুলীধারীর দল সায়াহ্নে ভিক্ষা ধারণ করিয়া থাকেন।

কালী ও ভৈরবদল মদ্যমাংস ব্যবহার করেন, ঝুলীর মধ্যে মদ্যমাংসও পুরিয়া রাখেন। ভৈরবদের বিশ্বাস কুক্কুর ভৈরবের বাহন। এই নিমিত্ত ইঁহারা কুক্কুর দেখিলেই রুটি বা মাংস প্রদান করেন।

গণেশদল লোকের বাটীতে যান। কিন্তু অপর দুই দল কখনও কাহারও বাটীতে যান না। পথ দিয়া "অলখ" "অলখ" শব্দ উচ্চারণ করিতে থাকেন। যাহার যাহা ইচ্ছা, সে তাহা প্রদান করে। অলেখিয়ারা আতিথ্যত্রতে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইঁহারা ভিক্ষার দ্বারা অতিথিসেবা করেন। ইঁহাদের গাত্রে বিবিধ অলঙ্কারাদি থাকে, বামহস্তে ঝুল ও খর্পর এবং দক্ষিণ হস্তে চিমটা থাকে। বিভূতি ও রুদ্রাক্ষ ইঁহাদের নিত্য ব্যবহার্য্য। পায়ে ঘুঙুর থাকে। গির্ণার ও পুণা অঞ্চলে অলেখিয়া সন্ন্যাসী দেখিতে পাওয়া যায়।

৪। দণ্ডী।—দণ্ডী সন্ন্যাসীরা বাণিজ্যবুদ্ধিতে অতি পটু। ইঁহাদের কোন কোন মহান্তের কোটি টাকা আছে, জাহাজ আছে। সঞ্চিত অর্থে ইঁহারা দেবমন্দির নির্ম্মাণ, সন্ন্যাসী-ভোজন প্রভৃতি কার্য্য করিয়া থাকেন। হায়দরাবাদ, পুণা, সেতারা প্রভৃতি স্থানে ইঁহাদের মঠ ও কুঠী আছে।

৫। অঘোরী—ইঁহারা শরীরে বিষ্ঠামূত্রাদি লেপন করেন, ঘৃণিত বস্তু ভক্ষণ করেন, গৃহস্থকে ভয় প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে নিজের অঙ্গে আঘাত এমন কি শোণিতপাত করিয়া ভিক্ষা আদায় করেন, এবং বহু কুৎসিত আচরণ দ্বারা গৃহস্থগণকে উত্যক্ত করেন। অঘোরীরা নরকপাল ধারণ ও মনুষ্যমাংস ভক্ষণ করেন।

৬। ঊর্দ্ধবাহু—এক বা উভয় হস্ত ঊর্দ্ধদিকে উত্তোলন করিয়া রাখেন।

৭। আকাশমুখী—ইঁহারা আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া রাখেন।

৮। নখী—নখ রাখাই ইঁহাদের বিশেষ চিহ্ন।

৯। ঠাড়েশ্বরী—ইঁহারা দিবারাত্র দণ্ডায়মান থাকেন। তোজনাদিও দাঁড়াইয়া সম্পন্ন করেন। সম্মুখে একটা কিছু রাখিয়া ঐ অবস্থাতেই নিদ্রা যান।

১০। ঊর্দ্ধমুখ—কোন কোন সন্ন্যাসী ঊর্দ্ধপাদ ও নিম্ন-মস্তক হইয়া তপস্যা করেন। ইঁহারা ঊর্দ্ধদিকে বৃক্ষ শাখাদিতে কোন বস্তুতে পা দুটী বন্ধনপূর্ব্বক অধোমস্তক হইয়া ঝুলিতে থাকেন এবং মস্তকের নিম্নে অগ্নিস্থাপন করেন, এই অবস্থায় ইহারা মুখ ঊর্দ্ধ করিয়া রাখে বলিয়া ইঁহারা ঊর্দ্ধমুখী নামে খ্যাত।

১১। পঞ্চধুনী—ইঁহারা তপস্যার সময় আপনার পার্শ্বে চারিস্থানে ও সম্মুখে এক স্থানে অগ্নি স্থাপন করিয়া থাকেন। পাঁচ স্থানে ধুনী করিয়া তপস্যা করেন বলিয়াই ইঁহারা পঞ্চধুনী নামে অভিহিত।

১২। মৌনী—যাঁহারা বাক্যালাপ পরিত্যাগ করিয়া আপন মনে তপস্যা করেন, তাঁহারা মৌনব্রতী।

১৩। জলশায়ী কোন কোন সন্ন্যাসী সায়ংকাল হইতে সূর্য্যোদয়াবধি জলমধ্যে শরীর মগ্ন রাখিয়া তপস্যা করেন, এই নিমিত্ত ইঁহারা জলশায়ী নামে অভিহিত।

১৪। জলধারাব্রতী—বসিবার উপযুক্ত একটী গর্ত্তে এই শ্রেণীর তপস্বী উপবেশন করেন। উহার মাথার উপর একটী মঞ্চ নির্ম্মিত হয়। সেই মঞ্চে বহু ছিদ্রসংযুক্ত একটী জলপাত্র থাকে। তপস্বী এই জলধারার নীচে বসিয়া তপস্যা করেন।

১৫। কড়ালিঙ্গী—ইঁহারা ইন্দ্রিয় জয় করার জন্য লিঙ্গদেশ লৌহকুণ্ডল দ্বারা সংযত করিয়া রাখেন।

১৬। ফলাহারি—ইঁহারা অন্নাদি আহার করেন না। ফল মূল ভক্ষণ করিয়া জীবন যাপন করেন। ফলাহারি শব্দ ফলাহারী শব্দেরই অপভ্রংশ।

১৭। দুগ্ধাহারী—ইঁহারা দুগ্ধ ভক্ষণ করিয়াই জীবন ধারণ করেন।

১৮। অলুণ—এই শ্রেণীর সন্ন্যাসীরা একবারেই লবণ ব্যবহার করেন না।

১৯। অঘোরী—প্রবাদ এই যে ব্রহ্মগিরি নামক এক দশনামী সন্ন্যাসী গুরু গোরক্ষনাথের কৃপায় শক্তিলাভ এবং অঘোরী নামে একটী সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন। গুজরাট অঞ্চলে ইঁহাদের গাদী আছে। এই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত অনেকগুলি শ্রেণী আছে। যথা—অঘড়, সুখড়, রুখড়, ভূখড়, কুখড়, এবং উখড়। কোন সন্ন্যাসীর মৃত্যু হইলে সুখড়, রুখড়, ও অঘড় এই তিন শ্রেণীর সন্ন্যাসীরা তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াকালে শবকে স্নান করাইয়া বিভূতি মাখাইয়া দেয়, নববস্ত্র পরিধান করায় এবং তাঁহাকে সমাহিত করিয়া উহার দ্রব্যাদি অধিকার করে। এই তিন শ্রেণীর সন্ন্যাসীরা গেরুয়াবেশভূষা পরিধান করে। রুখড় ও সুখড় সন্ন্যাসীরা কর্ণে তাম্র বা পিত্তলনির্ম্মিত কুণ্ডল পরিধান করে। অঘড়রা এক কর্ণকুণ্ডল এবং অঘোড়েরা পদ-চিহ্নসমন্বিত শুক্তি ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহারা পাত্রবিশেষে ধূপ জ্বালাইয়া ভিক্ষা করে। অঘড়েরা এইজন্য ধুনচীতে এবং সুখড়েরা নারিকেলের মালায় ধূপ জ্বালায়। ভূখড়েরা খর্পর লইয়া ভিক্ষা করে, কিন্তু ধূপ জ্বালায় না। কুখড়েরা মৃন্ময় হাঁড়ি লইয়া ভিক্ষা করে এবং উহাতেই পাক করে। ইহাদের মধ্যে যাহারা মদ্যমাংস ব্যবহার করে, তাহারা উক্ত নামে অভিহিত।

২০। ঠিকরনাথ—এই সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা ভৈরব উপাসক। বহুছিদ্রযুক্ত একরূপ মৃৎপাত্রের নাম ঠিকরা। ইঁহারা ঠিকরা হস্তে করিয়া ভিক্ষা করে এইজন্য ইহারা ঠিকরনাথ নামে পরিচিত। ইহারা কপালে মসী ও সিন্দূর মাখিয়া ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে। হাতে এক প্রকার বৃক্ষপত্র রাখিয়া তাহার উপরে ঠিকরা স্থাপন করিয়া ভিক্ষায় বাহির হয়। ঠিকরাতে অগ্নি জ্বালিয়া ইহাতে ঘৃত তৈল দিতে থাকে। ইহারা শিকল, চিমটা ও লৌহশলাকা সঙ্গে রাখে। কেহ ভিক্ষা দিতে অস্বীকৃত হইলে ঐ সকল উত্তপ্ত করিয়া নিজ অঙ্গে আঘাত করে। ইহারা মদ্য মাংস ভক্ষণ করে, জাতিভেদ মানে না। আবু, গিণার ও গুজরাত অঞ্চলে এই শ্রেণির সন্ন্যাসী দেখিতে পাওয়া যায়।

২১। সর্ব্বঙ্গী—ইহারা বর্ণবিচার করে না, সকলের অন্নই খায়। ইহারা অঘোরীদের ন্যায় অস্থি, নরকপাল ও মলমূত্রাদি ব্যবহার করে। দশনামীরা ইহাদিগকে ঘৃণা করেন।

২২। ত্যাগী সন্ন্যাসী—ইহারাই প্রকৃত সন্ন্যাসী। সর্ব্ব-ত্যাগী ও অযাচক। কেহ আহার্য্য দিলে আহার করেন, নতুবা উপবাসী থাকেন। বস্ত্রাদি সম্বন্ধেও এইরূপ।

২৩। ঘরবারি সন্ন্যাসী—ইঁহারা নামে সন্ন্যাসী, কার্য্যতঃ সম্পূর্ণ গৃহস্থ। মুণ্ডমালাতন্ত্রে যে যে গৃহস্থাবধূতের বিবরণ আছে ইহারা সেই প্রণালীঅবলম্বী। ইঁহারা নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ করেন। কিন্তু অন্যত্র বিবাহ করা নিষিদ্ধ। প্রকৃত সন্ন্যাসীরা ইঁহাদিগকে ঘৃণা করেন।

২৪। আতুর সন্ন্যাসী—এদেশে যেমন কেহ কেহ মৃত্যু-কালে পরলোকে সদ্গতিলাভের জন্য ভেক গ্রহণ করেন, দাক্ষিণাত্য অঞ্চলেও মুমূর্ষু লোকের মধ্যে কেহ কেহ মৃত্যুর পূর্ব্বে সন্ন্যাসগ্রহণ ও নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা করেন। তাঁহারা আতুর সন্ন্যাসী নামে খ্যাত।

২৫। মানস-সন্ন্যাসী।—যিনি সন্ন্যাস চিহ্ন ধারণ না করিয়াও মনে মনে সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া গৃহাশ্রম ত্যাগ করেন এবং তদুচিত অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনি মানস-সন্ন্যাসী।

২৬। অন্তঃসন্ন্যাসী—যিনি এক স্থানে আসন পাতিয়া অনশনপূর্ব্বক ব্রহ্মে চিত্ত রাখিয়া প্রাণত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন, তিনি অন্তঃসন্ন্যাসী।

মুণ্ডমালা-তন্ত্রের দ্বিতীয় পটল অনুসারে ভৈরবী, সন্ন্যাসিনী ও অবধূতাদির প্রসঙ্গও দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহারা বিভূতি, ত্রিশূল, গেরুয়া ও রুদ্রাক্ষাদি ধারণ করেন।

সন্ন্যাসোপনিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদ্ভেদ। এই উপনিষদের শঙ্করাচার্য্য প্রণীত ভাষ্য দেখিতে পাওয়া যায় না।

সন্মঙ্গল (স্ত্রী) সৎ মঙ্গলং। সাধু ও মঙ্গলজনক।

সন্মণি (পুং) সন্ মণিঃ। সদ্রত্ন, উত্তম মণি।

সন্মতি (স্ত্রী) সৎ-মন-ক্তি। উত্তম বুদ্ধি।

সন্মন্ত্র (পুং) সন্-মন্ত্রঃ। সাধু মন্ত্র, উত্তম মন্ত্র। (মনু ১১।১১)

সন্মাত্র (ত্রি) শিবের নামান্তর।

সন্মান (পুং) সম্মান শব্দার্থ। (ঋক্ প্রাতি° ১১।৩৬)

সন্মার্গ (পুং) সন্ মার্গঃ। উত্তমমার্গ, সৎপথ, সাধু পন্থা।

সন্মিত্র (স্ত্রী) সৎ মিত্রং। উত্তম বন্ধু, সাধু মিত্র।

সন্মিশ্রকেশব (পুং) বৈয়াকরণিকবিশেষ গ্রন্থকর্ত্তা। বাচস্পতি মিশ্রের শিষ্য।

সন্মুনি (পুং) সন্-মুনিঃ। সাধু মুনি, উত্তম মুনি। ২ বৈষ্ণব।

সন্মৌলিক (পুং) উত্তম মৌলিক। কায়স্থ সমাজে কুলীন ভিন্ন দত্ত, দাস, সেন, কর, পালিত প্রভৃতি ৮ ঘরকে সন্মৌলিক কহে।

সপ, ১ সমবায়। ২ সম্বন্ধ। ৩ সম্যক্ অবরোধ। ভ্বাদি পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ সপতি। লিট্ সসাপ। লুট্ সপিতা। লুঙ্ অসাপীৎ। সন্ সিসপিষতি। যঙ্ সাসপ্যতে। যঙ্ লুক্ সাসপ্তি। ণিচ্ সাপয়তি। লুঙ্ অসীসপৎ।

সপ্ (দেশজ) ১ অনুকরণ শব্দ। ২ গৃহের মেঝের উপরিস্থ বিস্তৃত মাদুরাদি। (ইংরাজী Shop) ৩ দোকান।

সপক্ষ (ত্রি) সমানঃ পক্ষঃ যস্য সমানপক্ষস্থানে সাদেশঃ। ১ পক্ষাবলম্বী। ২ সহায়। ৩ অনুকূল। ৪ তুল্য। পক্ষেণ সহ বর্ত্তমানঃ। ৫ পক্ষবিশিষ্ট, যাহার পক্ষ আছে।

সপক্ষক (ত্রি) সপক্ষ-স্বার্থে কন্। সপক্ষবিশিষ্ট, সপক্ষ শব্দার্থ।

সপক্ষতা (স্ত্রী) সপক্ষস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সপক্ষত্ব, সপক্ষের ভাব বা ধর্ম, এক পক্ষাবলম্বন, আনুকূল্য, সাহায্য। ২ পক্ষ অর্থাৎ ডানা থাকা।

সপত্র (ত্রি) পত্রের সহিত বর্ত্তমান, পত্রবিশিষ্ট। ২ বাণ।

সপত্রক (ত্রি) সপত্র-স্বার্থে কন্। সপত্র শব্দার্থ।

সপত্রাকরণ (স্ত্রী) সপত্র-কৃ-ল্যুট্, (সপত্রনিষ্পত্রাদতিব্যথনে। পা ৫।৪।৬১) ইতি ডাচ্। অত্যন্ত পীড়ন।

সপত্রাকৃত (পুং) সপত্র-কৃ-ক্ত ডাচ্। ১ শরবিদ্ধ মৃগাদি, বাণবিদ্ধ মৃগাদি। ২ অতিশয় পীড়িত, অতিশয় ক্লিষ্ট।

সপত্রাকৃতি (স্ত্রী) সপত্র-কৃ-ক্তিন্, ডাচ্। অত্যন্ত পীড়ন, পর্য্যায়—নিষ্পত্রাকৃতি। (হেম)

সপত্ন (পুং) সহ পততি একার্থে ইতি পত-ন সহস্য সঃ। শত্রু, বৈরী। (অমর)

সপত্নকর্ষণ (ত্রি) শত্রুনাশক। (অথর্ব° ৪।১২)

সপত্নক্ষয়ণ (ত্রি) শত্রুবিনাশক। (অথর্ব ১।২৯।৪)

সপত্নক্ষিৎ (ত্রি) শত্রুহন্তা, শত্রুবিনাশক। "অসিনিষেতোহসি সপত্নক্ষিৎ" (শুক্লযজু° ১।২৯) 'ক্ষিণু হিংসায়াং সপত্নান্ শত্রূন্ ক্ষিণোতি হিনস্তীতি সপত্নক্ষিৎ' (বেদদীপ)

সপত্নঘাতন (ত্রি) শত্রুঘাতন, শত্রুনাশকারী। (অথর্ব্ব ৫।১৮।২)

সপত্নজিৎ (ত্রি) সপত্নং শত্রুং জয়তি জি-ক্বিপ্ তুক্-চ। শত্রুজেতা, শত্রুজয়কারী।

সপত্নতা (স্ত্রী) সপত্নস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সপত্নের ভাব বা ধর্ম, শত্রুতা।

সপত্নদম্ভন (ত্রি) শত্রুহিংসক। "অগ্নে সপত্নদম্ভনং" (শুক্লযজু° ৩।১৮) 'সপত্নদম্ভনং সপত্নানাং শত্রূণাং হিংসিতারং' (বেদদীপ)

সপত্নদূষণ (ত্রি) শত্রুদূষণ। (সাংখ্যা° গৃ° ৫।১)

সপত্নহন্ (ত্রি) সপত্নং শত্রুং হন্তি হন-ক্বিপ্। শত্রুনাশক, রিপুহন্তা। (শুক্লযজুঃ ৫।২৪)

সপত্নারি (পুং) সপত্নস্য শত্রোরিরিব দুর্গপ্রকল্পকত্বাৎ। বংশবিশেষ, চলিত বেউর বাঁশ।

'ত্বক্সারকৃষ্ণসপত্নারিবংশকতিনরাত্বপঃ।' (শব্দচন্দ্রিকা)

সপত্নী (স্ত্রী) সমান একঃ পতির্যস্যাঃ (নিত্যং সপত্ন্যাদিষু। পা ৪।১।৩৫) ইতি ঙীপ্। পাক্ষিকবাদেশঃ, সমানস্য সভাবোঽপি নিপাত্যতে। সমানপতিকা স্ত্রী, চলিত সতিনী, যে স্ত্রীর সতীন আছে।

শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, পতিপুত্ররহিত স্ত্রীর সপিণ্ডীকরণ হয় না। কিন্তু সপত্নীপুত্রেও সপত্নীর পুত্রত্ব সিদ্ধি হয়। সপত্নীর পুত্র থাকিলে তাহার সপিণ্ডন হইবে, ইহা মৈথিলদিগের মত।

"সপত্নীপুত্রস্য পুত্রত্বমাহ যথা মনুঃ—
সর্ব্বাসামেকপত্নীনামেকা চেৎ পুত্রিণী ভবেৎ।
সর্ব্বাস্তাস্তেন পুত্রেণ প্রাহ পুত্রবতীর্মনুঃ॥

একপত্নীনামিতি একঃ পত্নিত্যাসামিতি, অত্র সপত্নীপুত্রস্ত পুত্রত্বাতিদেশাৎ তৎসত্ত্বেঽপি স্ত্রীণাং সপিণ্ডনং মৈথিলৈরুক্তং। তন্ন

পুত্রেণৈব তু কর্ত্তব্যং সপিণ্ডীকরণং স্ত্রিয়াঃ।

পুত্রস্ত পুত্রস্তে ভ্রাতৃপুত্রাদয়োঽপি যে ॥

ইতি লঘুহারীতবচনে পুত্রেণৈবেত্যেবকারেণাতিদিষ্টপুত্রনিষেধাৎ।"

(শুদ্ধিতত্ত্ব)

রঘুনন্দন মৈথিলদিগের এই মত স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, সপত্নীপুত্রে পুত্রত্ব সিদ্ধ হয় সত্য, তাহা বলিয়া সপত্নী-পুত্র থাকিলে অন্য সপত্নীর সপিণ্ডীকরণ হইবে না। কারণ লঘুহারীতবচনে লিখিত আছে, পুত্রই স্ত্রীদিগের সপিণ্ডীকরণ করিবে, "পুত্রেণৈবতু কর্ত্তব্যং" এখানে 'এব' শব্দ দ্বারা অতিদিষ্ট পুত্র নিষিদ্ধ হইয়াছে, জানিতে হইবে। সুতরাং সপত্নীপুত্রদ্বারা অন্য সপত্নীর সপিণ্ডীকরণ শাস্ত্রসঙ্গত নহে।

সপত্নীক (ত্রি) পত্নীসহ বর্ত্তমানঃ কপ্। সস্ত্রীক, পত্নীর সহিত বর্ত্তমান। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, সপত্নীক হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিতে হয়।

সপত্নীত্ব (স্ত্রী) সপত্ন্যাঃ ভাবঃ ত্ব। সপত্নীর ভাব বা ধর্ম্ম, সতীনের কার্য্য।

সপত্ন্য (স্ত্রী) সপত্নীযুক্ত, সপত্নী-বিশিষ্ট। বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে যে, স্ত্রীদিগের বিবাহলগ্নে চতুর্থে যদি রাহু থাকে, তাহার সপত্নী হয়।

"রাহুঃ সপত্ন্যামপি চ ক্ষিতিজোঽষ্টবিভ্রাং।

দদ্যাৎ ভৃগুঃ সুত-শুকশ্চ বুধশ্চ সৌখ্যং ॥" (বৃহৎস° ১০৩।৪)

সপদি (অব্য°) সংপদ্যতে ইতি পদ গতৌ ইন্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সলোপঃ। ১ শীঘ্র। তৎক্ষণ।

সপদ্ম (ত্রি) পদ্মযুক্ত (সলিল)। (ঋতুসংহার ৩। ২)

সপর (স্ত্রী) সাধিক, পরার্দ্ধ হইতেও অধিক। 'সপরং সাধিকং পরার্দ্ধাৎপ্যধিকং' (নীলকণ্ঠ)

সপরিতোষ (ত্রি) পরিতোষের সহিত বর্ত্তমান। (শকুন্তলা)

সপরিষৎক (ত্রি) পরিষৎসম্বলিত। সদলে, একত্র।

সপর্য্যা (স্ত্রী) সপরপূজায়াং (কণ্ড্বাদিভ্যো যক্। পা ৩।১।২৭) ইতি যক্ (অ প্রত্যয়াৎ। পা ৩।৩।১০২) ইতি অঃ ততষ্টাপ্। পূজা।

সপর্য্যু (ত্রি) পরিচরণকর্ত্তা। "সপর্য্যেব সপর্য্যবঃ" (ঋক্‌২।৬।৩) 'সপর্য্যবঃ পরিচরণকর্ত্তারঃ' (সায়ণ).

সপর্য্যেণ্য (ত্রি) পূজ্য, পূজনীয়। "সপর্য্যেণ্যঃ স প্রিয়ঃ" (ঋক্ ৬।১।৬) 'সপর্য্যেণ্যঃ পূজ্যঃ' (সায়ণ)

সপলাশ (ত্রি) পলাশ অর্থাৎ পত্রের সহিত বর্ত্তমান, পত্রবিশিষ্ট। (ঐত° ব্রা° ৮।১৩)

সপশু (ত্রি) পশুর সহিত বর্ত্তমান, পশুবিশিষ্ট। "সগৃহঃ সপশুঃ সুবর্গং লোকমেতি" (তৈত্তিরীয়স° ৩। ৫। ৪। ৩)

সপশুক (ত্রি) সপশু স্বার্থে কন্। পশুযুক্ত। (কাত্যা° শ্রৌ°)

সপাদ (ত্রি) পাদেন সহ বর্ত্তমানঃ। ১ পাদযুক্ত, চরণ-বিশিষ্ট। ২ চতুর্থ ভাগ সহিত।

সপাদক (ত্রি) পাদবিশিষ্ট। (কাত্যা° শ্রৌ° ৭। ২। ৩০)

সপাদপীঠ (ত্রি) সপাদং পাদসহিতং পীঠং যস্য। পাদপীঠ-যুক্ত সিংহাসনাদি।

"আনিন্যুর্দ্দীপ্তশোভাঢ্যং

সিংহাসনং ততঃ সপাদপীঠং।" (ভট্টি ৩ স°)

সপাদুক (ত্রি) পাদুকয়া সহ বর্ত্তমানঃ। পাদুকার সহিত বর্ত্তমান, পাদুকাবিশিষ্ট। (রামায়ণ ৩।৫২।৯)

সপাল (ত্রি) ১ পশুপালের সহিত। ২ রাজপুরুষের (তারনাথ) ৩ লোকপালনকারী (রাজা)। (ভাগ° ১।৯।১৪)

সপিণ্ড (পুং) সমানঃ পিণ্ডো মূলপুরুষো নিবাপো বা যস্য, সমানস্য সঃ। সপ্তপুরুষান্তর্গত জ্ঞাতি, সাত পুরুষ পর্য্যন্ত জ্ঞাতিকে সপিণ্ড কহে। পর্য্যায়—সনাভি। (অমর)

এই সপিণ্ড অশৌচ, বিবাহ ও দায় ভেদে ত্রিবিধ অশৌচবিষয়ে সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্তই সপিণ্ড নামে অভিহিত। তিন পুরুষ পর্য্যন্ত পিণ্ডভোজী ও তদূর্দ্ধ তিন পুরুষ পিণ্ডের লেপভোজী এবং পিণ্ডদাতা এই সপ্তম পুরুষই সপিণ্ড। ইহা পুরুষের বিষয়ে জানিতে হইবে। স্ত্রীদিগের পক্ষে বিশেষ বিধান এই যে, দত্তা কন্যাদিগের ভর্ত্তার সপিণ্ডনই তাহার সপিণ্ড। অদত্তা কন্যার পক্ষে পিত্রবধি অর্থাৎ পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ এই তিন পুরুষ পর্য্যন্তই সপিণ্ড, তদূর্দ্ধ পুরুষের সহিত সপিণ্ডত্ব নাই।

"সপ্তপুরুষান্তর্গতত্বে সতি গোত্রৈক্যে সতি দাতৃভোক্তৃত্বা-ন্তরসম্বন্ধেন পিণ্ডলেপান্তরবত্ত্বং। দত্তকন্যানান্তু ভর্তৃসাপিণ্ড্যেন সাপিণ্ড্যং। অদত্তানাং পিত্রবধি ত্রিপুরুষসাপিণ্ড্যং।

লেপভাজশ্চতুর্থাদ্যাঃ পিত্রাদ্যাঃ পিণ্ডভাগিনঃ।

পিণ্ডদঃ সপ্তমস্তেষাং সাপিণ্ড্যং সাপ্তপৌরুষং ॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

সপিণ্ডজ্ঞাতির জনন বা মরণে পূর্ণাশৌচ হয়। কিন্তু স্ত্রী-দিগের সাপিণ্ড তিন পুরুষ, সুতরাং কন্যাজননে তিন পুরুষ পর্য্যন্তই পূর্ণাশৌচ হয়, তদূর্দ্ধ পুরুষের ত্রিরাত্রাশৌচ জানিতে হইবে। অশৌচ সম্বন্ধে সাপিণ্ড উক্ত রূপে স্থির করিতে হয়।

বিবাহবিষয়ে সপিণ্ড বিচার সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে যে, পিতা এবং পিতার পিসতুত ভাই হইতে সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত এবং মাতামহ ও মাতৃবন্ধু অর্থাৎ মাসতুত ভাই হইতে পঞ্চম পুরুষ পর্য্যন্তকে সপিণ্ড কহে। বিবাহস্থলে এইরূপ সপিণ্ড-

জৈমিনিসূত্রাৎ, ১ তদবত্রাপি বহুদেবত্যকপার্ব্বণানুরোধাদেকোদ্দিষ্টকালবাধঃ।

সপিণ্ডীকরণং তস্মিন্ কালে প্রাজ্ঞেস্ত অষ্টসু।
একোদ্দিষ্টবিধানেন কার্য্যং তদপি পার্থিব।" (তিথিতত্ত্ব)

যদি বল সপিণ্ডীকরণ অপরাহ্নে কেন হইবে, এবং প্রমাণ কি? শাস্ত্রানুসারে ইহার উত্তরে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, পিতৃকার্য্যমাত্রই অপরাহ্নে হইবে, এই বচনই ইহার প্রমাণ। আরও লিখিত আছে, পূষা নামক দেবতা দন্তহীন, চরুপাক স্থলে পৈষ্টক অর্থাৎ পিটুলীর দ্বারা চরুপাক করিয়া পূষার হোম করিতে হয়, এই বিধান আছে। কিন্তু ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতির জন্য কেবল তণ্ডুল দ্বারা চরুপাকই করিতে হয়, অতএব চরুপাক স্থলে পিটুলী ও তণ্ডুল এই দুয়ের দ্বারা চরুপাক হইবে, না একের দ্বারাই চরুপাক হইবে? ইহাতে যেমন শাস্ত্রে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে বহুর উদ্দেশে তণ্ডুল দ্বারাই চরুপাক হইবে। একের জন্য পিটুলীর দ্বারা চরু হইবে না। আরও জৈমিনির সূত্রে মীমাংসিত হইয়াছে যে, বিরুদ্ধ ধর্ম্মের একত্র সমাবেশ হইলে অনেকের যাহাতে ঐক্য হইবে, তাহাই অনুষ্ঠিত হইবে। সুতরাং বহুর অনুরোধে যেমন কার্য্য করা বিধেয় হইয়াছে, সেইরূপ এই সপিণ্ডীকরণ স্থলেও বহুজনের উদ্দেশে কর্ত্তব্য পার্ব্বণের অনুরোধে একোদ্দিষ্ট কালের বিধান করা হইয়াছে।

একথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধে একোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধ ও পার্ব্বণশ্রাদ্ধ এই দুই শ্রাদ্ধই করিতে হয়। প্রেতের উদ্দেশে একোদ্দিষ্ট এবং তদূর্দ্ধ তিন পুরুষের উদ্দেশে পার্ব্বণ বিহিত হইয়াছে। সুতরাং পার্ব্বণ ও একোদ্দিষ্ট যখন এই দুই শ্রাদ্ধই ইহাতে কর্ত্তব্য, তখন একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধের কালে এই শ্রাদ্ধ করা উচিত বা পার্ব্বণ শ্রাদ্ধের বিহিতকালে এই শ্রাদ্ধ করা উচিত? এরূপ সন্দেহ হওয়ায় শাস্ত্রে মীমাংসিত হইয়াছে যে, একোদ্দিষ্টের কাল বাধ করিয়া পার্ব্বণ শ্রাদ্ধের কালেই অর্থাৎ অপরাহ্ন-কালেই এই সপিণ্ডীকরণ করিবে।

"সপিণ্ডীকরণং তস্মিন্-কালে প্রাজ্ঞেস্ত অষ্টসু।
একোদ্দিষ্টবিধানেন কার্য্যং তদপি পার্থিব।

ইতি বিষ্ণুপুরাণীয়মেকোদ্দিষ্টাংশে তদিতি কর্ত্তব্যতা পরং নতু কালপরং।

শ্রাদ্ধদ্বয়মুপক্রম্য কুর্ব্বীত সহপিণ্ডনং।
তয়োঃ পার্ব্বণবৎপূর্ব্বমেকোদ্দিষ্টমতঃপরম্।" (তিথিতত্ত্ব)

উক্ত বচনে যে একোদ্দিষ্টের কথা বলা হইয়াছে, উহা দ্বারা সপিণ্ডীকরণের দিন একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিতে হইবে, ইহাই বুঝাইয়াছে। পক্ষান্তরে উহাতে এমন কিছু বুঝাইতেছে না যে, ঐ দিন একোদ্দিষ্টের কালেই একোদ্দিষ্ট করিতে হইবে। আরও বচনান্তরে স্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে যে, দুই প্রকার শ্রাদ্ধ অবলম্বন করিয়া সপিণ্ডীকরণ করিতে হয়। তন্মধ্যে প্রথম শ্রাদ্ধটী পার্ব্বণের মত, এবং দ্বিতীয়টী একোদ্দিষ্ট নিয়মে করিবে। সুতরাং জানা যাইতেছে যে, একোদ্দিষ্ট ও পার্ব্বণ এই উভয় শ্রাদ্ধের নিয়মে সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ হইবে এবং ঐ শ্রাদ্ধ অপরাহ্ণ কাল অর্থাৎ ১৮ দণ্ডের পর ২৪ দণ্ড মধ্যে করিতে হইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ষোড়শ শ্রাদ্ধই প্রেতলোক-বিমুক্তির কারণ, আদ্যশ্রাদ্ধ, দ্বাদশ মাসে দ্বাদশমাসিক-শ্রাদ্ধ, এবং দুইটী ষাণ্মাসিক শ্রাদ্ধ এবং সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ এই ১৬টী শ্রাদ্ধ দ্বারা প্রেতত্ব পরিহার হয়। পূর্ণ-সংবৎসরে সপিণ্ডীকরণ হইবে। বৎসর কোন কোন স্থলে দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ মাসে হইয়া থাকে অর্থাৎ যে বৎসর মলমাস হয়, সেই বৎসর ত্রয়োদশ মাসে বৎসর হয়। সুতরাং ঐ বৎসর ত্রয়োদশ মাস ধরিয়া ১৭টী শ্রাদ্ধ করিতে হইবে।

যদি প্রথম ৬ মাসের মধ্যে মলমাস হয়, তাহা হইলে ষষ্ঠ মাসিকের পূর্ব্ব তিথিই প্রথম ষাণ্মাসিকের কাল, কারণ ৬ মাস পরিপূর্ণ হইতে একদিন মাত্র বাকী থাকিলে ঐ তিথিতেই প্রথম ষাণ্মাসিক কর্ত্তব্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। এইরূপ ত্রয়োদশ মাসিকের পূর্ব্ব তিথিই দ্বিতীয় ষাণ্মাসিকের কাল। সুতরাং মলমাস প্রথম ষাণ্মাসিক বা দ্বিতীয় ষাণ্মাসিকের মধ্যে হইয়াছে, তাহা স্থির করিয়া তবে ঐ শ্রাদ্ধ করিতে হয়। প্রতি মাসের মৃত তিথিতেই মাসিক শ্রাদ্ধ করা বিধেয়।

পূর্ণ সংবৎসরে সপিণ্ডীকরণ করিবার বিধান আছে, কিন্তু ইহা ভিন্ন একবৎসরের মধ্যেও সপিণ্ডীকরণ করা যাইতে পারে, তাহাকে অপকর্ষ সপিণ্ডন কহে। পুত্রাদির সংস্কার কার্য্য উপস্থিত হইলে তাহাতে বৃদ্ধি অর্থাৎ নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ উপলক্ষ করিয়া যে সপিণ্ডীকরণ করা হয়, তাহাকে অপকর্ষ-সপিণ্ডীকরণ কহে। এই অপকর্ষ সপিণ্ডীকরণের বিধি-ব্যবস্থাদির বিধান সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, সপিণ্ডীকরণান্ত ষোড়শ শ্রাদ্ধ দ্বারা প্রেতত্ব পরিহার হয়। কিন্তু যাহার সংবৎসরপূর্ণ হইবার পূর্ব্বে অপকর্ষ করিয়া সপিণ্ডন হয়, তাহার প্রেতত্ব পরিহার হইবে কি না? ইহার উত্তরে শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, কেহ কেহ বলেন, অপকর্ষ করিয়া সপিণ্ডীকরণ করা হইলেও প্রেতত্বের পরিহার হয় না, এক বৎসর পর্য্যন্ত মৃত ব্যক্তির প্রেতত্ব থাকে। এই যে মত, ইহা সঙ্গত নহে, সপিণ্ডন হইলেই প্রেতত্বপরিহার হয়, ইহাতে পূর্ণ বৎসর বা অপকর্ষ প্রভৃতির কিছু অপেক্ষা নাই, অপকর্ষ স্থলে প্রেতত্ব দূর হয় না বলিলে, যতদিন মৃত ব্যক্তির প্রেতত্ব থাকে, ততদিন তাহার পুত্রাদি বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কার্য্যের অধিকারী হয় না বুঝিতে হইবে।

কোন পিতার মৃত্যু হওয়ার পুত্র অপকর্ষ করিয়া সপিণ্ডীকরণ করিয়াছে, কিন্তু পিতার প্রেতত্ব দূরীভূত না হওয়ায় তাহার কালাশৌচ রহিয়াছে, এরূপ স্থলে উহার পুত্রের সংস্কারযোগ্য মুখ্যকাল উপস্থিত হইলে তিনি বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ কিরূপে করিবেন? ইহার উত্তরে শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে যে, অপকর্ষ করিয়া সপিণ্ডীকরণ করিলে এই সপিণ্ডন জন্য একটী অপূর্ব অর্থাৎ অদৃষ্ট বিশেষ-জন্মে, ঐ অদৃষ্ট বিশেষ এক বৎসর পূর্ণ হইবার পর পিতৃত্বের প্রাপক হয়। কারণ শাস্ত্রে আছে যে বৎসরের মধ্যে সপিণ্ডীকরণ অনুষ্ঠিত হইলেও এক বৎসর পরে প্রেতদেহ পরিত্যাগ করিয়া ভোগদেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই বচন দ্বারা বৎসরের পূর্ণতা যেমন প্রেতত্বপরিহারের কারণস্বরূপ, বৃদ্ধির আরম্ভ কালও সেইরূপ পিতৃত্বের প্রাপক, সুতরাং বৃদ্ধির আরম্ভ কালে ঐ পূর্বানুষ্ঠিত সপিণ্ডীকরণসঞ্চিত অদৃষ্ট বিশেষেরই প্রাপক হইবে, কেন না বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের উপস্থিতিতে অথবা সংবৎসর পূর্ণ হইলে যে সকল প্রেত ব্যক্তির সপিণ্ডীকরণ করা হয়, তাহাদের আর পুনরায় সপিণ্ডীকরণ করিতে হয় না। এই বচনে বৎসরের পূর্ণতা এবং বৃদ্ধ্যারম্ভ কাল এই উভয়ই তুল্যরূপে পিতৃত্বপ্রাপক রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে।

"যত্রাপকৃষ্টসপিণ্ডনং কৃতং, তত্র পশ্চাৎ বৃদ্ধ্যুপস্থিতৌ কা গতিরিতি চেৎ, যথা অপকৃষ্টসপিণ্ডনজন্যা পূর্বং পূর্ণসংবৎসরকালং প্রাপ্য পিতৃপ্রাপকং।

কৃতে সপিণ্ডীকরণে নরঃ সংবৎসরাৎ পরং।
প্রেতদেহং পরিত্যজ্য ভোগদেহং প্রপদ্যতে॥

ইতি বিষ্ণুধর্মোত্তরীয়াৎ তথা বৃদ্ধ্যারম্ভকালোঽপি কল্প্যতে।
অর্বাক্‌সংবৎসরাদ্‌ বৃদ্ধৌ পূর্ণে সংবৎসরেঽপি বা।
যে সপিণ্ডীকৃতাঃ প্রেতা ন তেষাং পৃথক্‌ক্রিয়া॥

ইতি শাতাতপীয়ে পূর্ণসংবৎসরবৃদ্ধ্যারম্ভকালয়োস্তুল্যতাভিধানাৎ।" (তিথিতত্ত্ব)

শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে যে, বৃদ্ধি উপস্থিত হইলে অপকর্ষ করিয়া সপিণ্ডন হইবে, কিন্তু এই সপিণ্ডন কোন্ দিন হইবে, বৃদ্ধি দিন, বা তাহার পূর্বদিন অথবা কৃষ্ণ-একাদশী বা অমাবস্যায় দিন করিতে হইবে? ইহার উত্তরে শাস্ত্রে মীমাংসা আছে যে, যে দিন বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ হইবে, তাহার পূর্বদিনই সপিণ্ডন বিধেয়। গোভিল বলিয়াছেন যে, যে দিন বৃদ্ধি উপস্থিত হইবে, সেই দিনই সপিণ্ডীকরণ করিতে হইবে, এই বিধান দ্বারা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের দিনই সপিণ্ডন হইবে, এইরূপ বুঝায়, কিন্তু গোভিলের আরও একটী সূত্রে চূড়াদি কার্যের নিমিত্ত কর্তব্য বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ পূর্বাহ্ণে বাসরের মধ্যে কর্তব্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। অতএব দিনে সপিণ্ডীকরণের মুখ্যকাল অপরাহ্ণ, অতএব চূড়াদি কার্যের নিমিত্ত বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের দিন অপকর্ষ সপিণ্ডন কিরূপে হইতে পারে? গোভিলের এই দুইটী বাক্যই পরস্পর বিরুদ্ধ হইতেছে, এই দুইটী বাক্যের পরস্পর সামঞ্জস্য করিবার জন্য বলিতে হইবে, যে বৃদ্ধির পূর্ব দিনই অপকর্ষ সপিণ্ডন করা অবশ্য কর্তব্য।

রঘুনন্দন তত্ত্বিতত্ত্বে বলিয়াছেন যে, যেমন কোন জীবিত ব্যক্তির মরণ নিশ্চয় করিয়া শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিলে উহা যেমন নিষ্ফল হয় না, সেইরূপ পরদিনে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ হইবে এইরূপ স্থির করিয়া সপিণ্ডীকরণের অনুষ্ঠান করিলে পরে কোন প্রতিবন্ধকতা বশতঃ পরদিন যদি বৃদ্ধির অভাব ঘটে, তাহা হইলে ঐ পূর্বানুষ্ঠিত সপিণ্ডন জন্য অদৃষ্টবিশেষই দ্বিতীয় বারের বৃদ্ধ্যারম্ভকালে অথবা সম্বৎসর পূর্ণ হইলে পিতৃত্বের প্রাপক হইবে, পুনর্বার আর সপিণ্ডীকরণের অনুষ্ঠান করিতে হইবে না।

"যত্র তু শ্বঃকর্তা বৃদ্ধিরাপদ্যতে ইতি গোভিলসূত্রেণাপকর্ষো বিধীয়তে, তত্র প্রাগপবর্জনাদহঃ শ্বঃ বিভাগিতি গোভিলসূত্রান্তরেণ চূড়াদিরূপ বৃদ্ধ্যর্থাসম্বন্ধবিধানাৎ সপিণ্ডীকরণস্যাপরাহ্ণে বিধানাচ্চ তয়োরেকবাক্যতাসম্পূর্ববিদিনেঽপকর্ষঃ। এবঞ্চ ভাবিতমলিখিতশুমত্বকোপাধ্যায়বদ্বৃদ্ধিঃ নিশ্চিতাকৃতঃ সপিণ্ডনং তদানীং বিঘ্নেন বৃদ্ধ্যভাবেঽপি বৃদ্ধ্যারম্ভকালান্তরং পূর্ণসম্বৎসরং বা প্রাপ্য পিতৃত্বপ্রাপকমিতি ন সপিণ্ডনান্তরং।" (তিথিতত্ত্ব)

যেরূপ আগামী দিনে শ্রাদ্ধকর্তা ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করিবেন, এই বচনে পরদিনে শ্রাদ্ধকার্যের নিশ্চয়ের কথা বলা হইয়াছে, এস্থলে পরদিনে বৃদ্ধির নিশ্চয়ও এইরূপ বুঝিতে হইবে। কেন না কর্ম যে পর্যন্ত ভবিষ্যৎ থাকে, আরম্ভ না হয়, সে পর্যন্ত তাহাতে নানাবিধ বিঘ্নের সঙ্ঘটন হইতে পারে। যদি কোন বিঘ্নবশতঃ সেই দিন সেই কার্যের অনুষ্ঠান না করা হয়, তাহা হইলে অপর দিনে যখন সেই কর্মের অনুষ্ঠান করা হইবে, তখন তাহার অঙ্গরূপে পুনর্বার বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ অবশ্য করিতে হইবে। কেন না, প্রধান কার্যের যদি অনুষ্ঠান না করা হয়, তাহা হইলে ঐ প্রধান কার্যের পুনর্বার অনুষ্ঠান করিবার সময় উহার যতগুলি অঙ্গ আছে, সেই সমুদায় অঙ্গের সহিতই উহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। কিন্তু কোন একটী অঙ্গের অনুষ্ঠান না হইলে, উহার জন্য আর প্রধানের আবৃত্তি বা ঐ অঙ্গেরও অনুষ্ঠান বিধেয় নহে।

"অত্র শ্বঃ কর্তাস্মীতি নিশ্চিত্য দাতা বিপ্রান্ নিমন্ত্রয়েৎ ইতি বন্নিশ্চিত্যেতি উৎকটকোটিকসম্ভাবনোপলক্ষণং ভবিষ্যন্নিমিত্তক কর্মণঃ প্রত্যুহাহ বাৎ। এবঞ্চ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং যদর্থং কৃতং তৎকর্ম চেৎ বিঘ্নাৎ তদ্দিনে ন ক্রিয়তে তদা দিনান্তরে তৎকর্মণি ক্রিয়মাণে তদঙ্গত্বেন পুনর্বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং কর্তব্যমেব।

প্রধানশ্রাদ্ধক্রিয়া যত্র সাগ্নং তৎক্রিয়তে পুনঃ।
তদন্যশ্রাদ্ধক্রিয়ায়াস্তু নাবৃত্তির্ন চ তৎক্রিয়া ॥" (তিথিতত্ত্ব)

মৃতব্যক্তির মৃতাহতিথিতে আব্দিক শ্রাদ্ধ অর্থাৎ সাম্বৎসরৈকোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিতে হয়। সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ করিলে এই আব্দিক শ্রাদ্ধ করিতে হইবে কি না, ইহাতে শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে যে, অপকর্ষ করিয়াই হউক বা পূর্ণ সম্বৎসরেই হউক সপিণ্ডীকরণ করিলে সে বৎসর আর আব্দিক শ্রাদ্ধ করিতে হইবে না। সপিণ্ডীকরণের মধ্যে যে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করা হয়, উহা দ্বারাই আব্দিক শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়া থাকে।

"পূর্ণে সম্বৎসরে শ্রাদ্ধং ষোড়শং পরিকীর্ত্তিতং।
তেনৈব চ সপিণ্ডত্বং তেনৈবাব্দিকমিষ্যতে ॥" (তিথিতত্ত্ব)

যাহাদের সপিণ্ডীকরণ হয়, তাহাদের পক্ষেই এই নিয়ম হইল, কিন্তু যাহাদের সপিণ্ডীকরণ নাই, অর্থাৎ পতিপুত্রবর্জ্জিতা এরূপ স্ত্রীলোকের, এবং পুত্র নাই, পৌত্র আছে, এরূপ স্ত্রীরও সপিণ্ডন হইবে না। স্ত্রীদিগের সপিণ্ডন করিতে হইলে হয় পতি, না হয় পুত্র থাকা প্রয়োজন। ইহাদের সপিণ্ডন হয় না বলিয়া কি প্রেতত্ব পরিহার হইবে না? তদুত্তরে শাস্ত্রকার বলিয়াছেন যে, ইহাদের উদ্দেশে সপিণ্ডন না হইলেও পঞ্চদশ মাসিক শ্রাদ্ধ দ্বারাই প্রেতত্ব পরিহার হইবে। অতএব, ১২ মাসে ১২টী মাসিক শ্রাদ্ধ এবং দুইটী ষাণ্মাসিক শ্রাদ্ধ এই ১৪টী শ্রাদ্ধ করিলেই তাহাদের প্রেতত্ব দূর হইবে।

যে স্থলে অপকর্ষ করিয়া সপিণ্ডীকরণ হইবে, তথায়ও মাসিক শ্রাদ্ধ ও ষাণ্মাসিক প্রভৃতিও পূর্ব্ব নিয়মে করিতে হয়। মাসিকের কাল পূর্ণ না হইলে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় ইত্যাদি শব্দোল্লেখে কোন দোষ হইবে না।

সপিণ্ডীকরণে অর্ঘ্য ও পিণ্ড এই দুয়ের সমন্বয় হয়, অর্থাৎ প্রেতের অর্ঘ্য ও পিণ্ড পিতৃদিগের পিণ্ডে মিশ্রিত করিয়া দিতে হয়। পিণ্ডের প্রাধান্য বলিয়া সপিণ্ডীকরণ নাম হইয়াছে। প্রথমে অর্ঘ্যদান ও তাহার সমন্বয় করিয়া তৎপরে পিণ্ডদান করা হইয়া থাকে।

অর্ঘ্যদান-স্থলে চারিটী অর্ঘ্যপাত্র হইবে। ইহার মধ্যে একটী অর্ঘ্যপাত্র প্রথমে বামহস্ত দ্বারা, পরে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা গ্রহণপূর্ব্বক তিলমিশ্রিত জল লইয়া এবং 'যে সমানাঃ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রেত-ব্রাহ্মণের হস্তে চারি ভাগের এক ভাগ জল দিবে, তাহার পর পিতামহাদি প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ উদ্দেশ করিয়া অর্ঘ্যদান মন্ত্র দ্বারা অর্ঘ্য উৎসর্গ করিয়া 'যে সমানাঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে অর্ঘ্যদান করিবে, তৎপরে ঐ পাত্রস্থ জলের চারিভাগের এক ভাগ বিধানানুসারে প্রেতপাত্র হইতে পিতামহাদি প্রত্যেকের পাত্রে মিশ্রিত করিবে।

"চতুর্থস্যার্ঘ্যপাত্রস্য একং বামেন পাণিনা।
গৃহীত্বা দক্ষিণেনৈব পাণিনা চ তিলোদকং ॥
সমানা ইতি মন্ত্রেণ পৃথিব্যাং যে সমানাঃ ইতি মন্ত্রম্।
প্রেতবিপ্রস্য হস্তেষু চতুর্থাংশং জলং ক্ষিপেৎ ॥
ততঃ পিতামহাদিভ্যশ্চৈব পৃথক্ পৃথক্।
যে সমানা ইতি বাক্যাৎ তজ্জলঞ্চ সমর্পয়েৎ ॥
অর্থাৎ তেনৈব বিধিনা প্রেতপাত্রাৎ পূর্ব্ববৎ।
প্রেতার্ঘ্যস্যাংশং পিতৃৈব পশ্চাৎ সমাচরেৎ ॥" (তিথিতত্ত্ব)

তিল ও চন্দনাদি মিশ্রিত চারিটী উদকপাত্র করিয়া তাহার মধ্যে তিনটী পিতৃগণের অর্থাৎ পিতামহাদির নিমিত্ত এবং একটী প্রেতের জন্য নির্দ্দিষ্ট রাখা হয়, এই প্রেতের অর্ঘ্যপাত্রস্থ জল পিতামহাদির পাত্রে মিশ্রণ করাকে অর্ঘ্য-সমন্বয় কহে; ঐ প্রেতপাত্রস্থ জল "যে সমানা" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া পিতৃগণের পাত্রে নিঃক্ষেপ করিবে। গোভিলের এই সূত্রে যেমন পাঠক্রম রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া সামবেদীদিগের সপিণ্ডীকরণে কর্ত্তব্য সমুদয় কার্য্যই অগ্রে পিতামহাদি পিতৃগণের উদ্দেশ করিয়া পরে প্রেতের উদ্দেশে করিবে, এইরূপ বোধ হয় বটে, কিন্তু অর্ঘ্যদান বিষয়ে একটু বিশেষ বুঝিতে হইবে। শাস্ত্রে নিয়ম আছে যে পাঠক্রম অপেক্ষা শব্দক্রমই প্রধান। প্রেতের অর্ঘ্যদানের পর পিতামহাদিকে অর্ঘ্যদানের কথা স্পষ্টরূপে বলায় উহা শব্দক্রম হইয়াছে। সুতরাং উক্ত নিয়ম অনুসারে ঐ শব্দক্রমের বলবত্তা-হেতু অর্ঘ্যপাত্রে গন্ধাদি দান অগ্রে পিতামহাদির উদ্দেশে করিতে হয়। কিন্তু এখানে অগ্রে প্রেতের উদ্দেশে অর্ঘ্য উৎসর্গ করিবে।

"চতুরুদকপাত্রাণি সতিলগন্ধোদকানি, ত্রীণি পিতৄণামেকং প্রেতস্য, প্রেতপাত্রং পিতৃপাত্রেষ্বাসিঞ্চতি যে সমানা ইত্যাদি গোভিলসূত্রে পাঠক্রমদর্শনাৎ, সামগ ছন্দোগানাং সপিণ্ডীকরণে প্রেতকর্ম্মকরণং পিতৃকর্ম্মপূর্ব্বকং কিন্ত্বর্ঘ্যদানমাত্রে পাঠক্রমাৎ শব্দক্রমস্য বলবত্বাৎ, ব্রহ্মপুরাণে প্রেতার্ঘ্যদানানন্তরং ততঃ পিতামহাদিভ্য ইতি শব্দক্রমপ্রতিপাদনেন অর্ঘ্যপাত্রেষু গন্ধপুষ্পদান-পর্য্যন্তং পিতৃপূর্ব্বকত্বম্, উৎসর্গেতু প্রেতপূর্ব্বকত্বম্।" (তিথিতত্ত্ব)

এইরূপে অর্ঘ্যদান ও অর্ঘ্য-সমন্বয় করিয়া অন্নদান করিতে হয়। পাত্রীয়ার উৎসর্গের পর অবশিষ্ট যে অন্ন থাকিবে, তাহা দ্বারাই পিণ্ডদান করিতে হয়। পাত্রীয়ার দানের পর ব্রাহ্মণের কাছে এইরূপে অনুমতি লইতে হইবে যে, অবশিষ্ট যে অন্ন আছে তাহা কাহাকে দিব? ইহাতে ব্রাহ্মণ অনুজ্ঞা করিবেন যে, ঐ অন্ন তোমার ইষ্ট ব্যক্তিকে দাও। এইরূপে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া তৎপরে পিণ্ডদান করিতে হয়।

শেষ অন্নদানের অনুজ্ঞা লইয়া অবশিষ্ট সকল অন্ন একত্র

করিয়া পাকোদ্ধারের উচ্ছিষ্ট সমীপে আস্তীর্ণ কুশের উপর 'মধু ও অক্ষয়ীমস্তু" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তিনটি পিণ্ড দান এবং সমুদয় প্রকৃত অন্নের শেষ দ্বারা মধু ও তিলমিশ্রিত পিণ্ড দিবে, গোভিলের এই বচনানুসারেও পার্ব্বণশ্রাদ্ধে পাকোদ্ধারের শেষ দ্বারা পিণ্ড দিবার বিধান থাকায় পার্ব্বণের বিকৃতীভূত সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধেও ঐ নিয়মের প্রবৃত্তি হইয়াছে, বলিয়া কেহ কেহ পার্ব্বণশ্রাদ্ধে শেষ অন্নের অভাবে যে পিণ্ডনিবৃত্তির কথা বলিয়াছেন, তাঁহাদের এই মত সঙ্গত নহে। শেষ অন্ন থাকুক আর না থাকুক পিণ্ডদান করিতে হইবে, কারণ পিণ্ডদানের অবশ্যকর্ত্তব্যতার বিষয়ে বিবৃত হইয়াছে যে, যথোক্ত বস্তুর অভাব ঘটিলে তাহার প্রতিনিধিরূপে কথিত বস্তু সেই কার্য্যের জন্য গ্রহণ করিবে, যেমন যবের অভাবে গোধূম ও ব্রীহির অভাবে শালিধান্যের গ্রহণ করিতে হয়। তদ্রূপ ছন্দোগপরিশিষ্টের এই বচনানুসারে এবং মুখ্যবস্তুর অভাবে তৎপ্রতিনিধি দ্বারা কার্য্য করাই শাস্ত্রের অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে। অতএব শেষ অন্ন না থাকিলে শ্রাদ্ধের অবশিষ্ট অপর দ্রব্য দ্বারা পিণ্ডদান করিতে পারিবে, তবে যে শেষ অন্ন দ্বারা পিণ্ডদান করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শেষ অন্ন থাকিতে অপর দ্রব্য ত্যাগ করিবে, অপর দ্রব্য দ্বারা পিণ্ডদান না করিয়া শেষ অন্ন দ্বারাই পিণ্ডদান করিতে হইবে।

"অত্র চ শেষমন্নমুত্থাপ্য সর্ব্বমন্নমেকীকৃত্যোদ্ধৃত্য উচ্ছিষ্টসমীপে দর্ভেষু মধুবাধিকৃত্যাক্ষয়ীমদস্তেতি জপিত্বা ত্রীন্ ত্রীন্ পিণ্ডান্ দদ্যাদিতি গোভিলসূত্রেণ সর্ব্বস্মাৎ প্রকৃতান্নাৎ পিণ্ডান্ মধুতিলাভিক্তান্ দদ্যাচ্ছেষেণ ইত্যনেন চ শ্রাদ্ধশেষান্নেনৈব পার্ব্বণে পিণ্ডবিধানাৎ তদ্বিকৃত্যামপি সপিণ্ডীকরণে তন্নিয়মাৎ যদ্যপি শেষাভাবে পিণ্ডনিবৃত্তিরাহুঃ, তথাপি যথোক্ত বস্তুসম্ভবে প্রাজ্ঞৈস্তদনুকারি যৎ। যবানামিব গোধূমা ব্রীহীণামিব শালয়ঃ। ইতি ছন্দোগপরিশিষ্টাদ্মুখ্যালাভে প্রতিনিধিঃ শাস্ত্রার্থঃ ইতি ক্রমাপ্ত মধ্যাভাবে গুড়াদিগ্রহণবৎ দ্রব্যান্তরেণাপি পিণ্ডদানং শেষদ্রব্যনিয়মস্তু তৎসত্ত্বে দ্রব্যান্তরত্যাগায় অন্যথা তদভাবে কর্ম্মবৈগুণ্যং স্যাৎ।" (তিথিতত্ত্ব)

যদি ইহাতে পিণ্ডদান করা না হয়, তাহা হইলে কর্ম্মেরও বৈগুণ্য হইয়া থাকে। আরও সপিণ্ডীকরণ শব্দের অর্থে লিখিত হইয়াছে যে, এই শ্রাদ্ধে প্রেতপিণ্ডের সহিত পিতৃগণের পিণ্ডের মিশ্রণ করিতে হয়, সুতরাং এই অর্থানুসারেও এই শ্রাদ্ধে পিণ্ডদান অবশ্যই কর্ত্তব্য।

স্ত্রীগণও সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ করিবে। স্ত্রীদিগের পার্ব্বণে অধিকার নাই বটে। কিন্তু সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিতে কোন বাধা নাই।

সপিণ্ডীকরণ স্থলে পুরুষের সহিত পুরুষের এবং স্ত্রীলোকের সহিত স্ত্রীলোকের পিণ্ডসম্বন্ধ করিতে হয় অর্থাৎ পিতার সপিণ্ডীকরণ স্থলে পিতামহ, প্রপিতামহ ও বৃদ্ধ-প্রপিতামহের পিণ্ডের সহিত প্রেতের পিণ্ড মিশ্রিত করিবে। মাতার সপিণ্ডীকরণ-স্থলে বিশেষবিধান এই যে, পিতা যদি জীবিত থাকেন, তাহা হইলে পিতামহী প্রভৃতির সহিত পিণ্ড মিশ্রিত করিতে হইবে, কিন্তু পিতা জীবিত না থাকিলে মাতার সপিণ্ডীকরণ-স্থলে পিতার সহিতই পিণ্ডসম্বন্ধ করিতে হয়। যখন মাতার সহিত পতির (পিতার) সপিণ্ডন করা হইবে, তখন শ্বশুরের ও শ্বশুরের পিতার অর্থাৎ পিতামহ ও প্রপিতামহের পিণ্ড কুশ দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখিতে হয়। এ সম্বন্ধে গার্গ্য বলেন যে, কেবল একমাত্র পতির সহিতই স্ত্রীদিগের সপিণ্ডীকরণ অর্থাৎ পিণ্ডের মিশ্রণ করিবে, যে হেতু স্ত্রীগণ মৃত্যুর পর স্বামীর পিতৃগণ হইতে খ্যাবৃত্ত হইয়া স্বামীর সহিতই একত্ব প্রাপ্ত হন। শ্বশুরদিগের সম্মুখে স্ত্রীগণের (বধূদিগের) অবগুণ্ঠন সদাচার, এই জন্য পিতামহ ও প্রপিতামহের পিণ্ড দর্ভ দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া মাতার অভ্যুদয়প্রার্থী পুত্র পিতার পিণ্ডের সহিতই মাতার পিণ্ড মিশ্রণ করিবেন।

পিতা সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণান্তর অথবা পতিত হইয়া যদি মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাহা হইলেও পিতামহ প্রভৃতির সহিত মাতার সপিণ্ডীকরণ করিবে না, কিন্তু পিতামহী প্রভৃতির সহিত উঁহার পিণ্ডের মিশ্রণ করিবে। কারণ ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, স্ত্রীদিগের সপিণ্ডীকরণ ভর্ত্তার সহিতই করিতে হয়। যেহেতু তাহারা চরু, মন্ত্রাহুতি এবং ব্রতাচরণ দ্বারা ভর্ত্তাদিগের সহিতই একত্ব প্রাপ্ত হন। কিন্তু পিতা যদি বিদ্যমান থাকেন, তাহা হইলে পুত্রগণ পিতামহীর সহিতই মাতার সপিণ্ডীকরণ করিবেন। মূলবচনে 'পিতা বিদ্যমান থাকিলে' এইরূপ লিখিত থাকায়, উহা দ্বারা শ্রাদ্ধের অযোগ্য পিতা মাত্রকেই বুঝিতে হইবে। লঘুহারীত নামক স্মৃতিতে লিখিত হইয়াছে যে, পিতামহী জীবিত থাকিলে তাহার শাশুড়ীর সহিত মাতার পিণ্ডের মিশ্রণ হইবে। ইহাতে 'শাশুড়ী জীবিত থাকিলে' উক্ত হওয়ায় তাহার শাশুড়ীর কথাই বলা হইয়াছে বুঝা যায়; কিন্তু উহা দ্বারা শ্বশুরের সত্তা উপলব্ধি করা যায় না, এইহেতু এরূপ স্থলে শ্বশুরের সহিত পিণ্ডমিশ্রণের কোন কথাই আসিতে পারে না, অতএব এরূপ স্থলে শ্বশুরের সহিত কদাচ পিণ্ডমিশ্রণ হইবে না।

"অত্র মাতুঃ পত্যা সহ সপিণ্ডনে শ্বশুরশ্বশুরয়োঃ পিণ্ডৌ কুশৈরাচ্ছাদ্যৌ তথাচ গার্গ্যঃ—

পতিনৈকেন কর্ত্তব্যং সপিণ্ডীকরণং স্ত্রিয়াঃ।

সা শক্তাহি মৃতৈকত্বং কুশৈরন্তরয়ন্ পিতৄন্।

যদি আদ্য শ্রাদ্ধ ও দুই চারিটী মাসিক শ্রাদ্ধ করিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহা হইলে তাহার অব্যবহিত কনিষ্ঠই ঐ শ্রাদ্ধ সকলের অনুষ্ঠান করিবে। তিথিতত্ত্বে [illegible], শ্রাদ্ধতত্ত্বে ও শ্রাদ্ধবিবেকে এই সকল ব্যবস্থা বিশেষ ভাবে মীমাংসিত হইয়াছে। [শ্রাদ্ধ দেখ]

সপিত্ব (ক্লী) সহ প্রাপ্তব্য, সহিত যাহা প্রাপ্ত হইবার যোগ্য। "যেভিঃ সপিত্বং পিতরো ন আসন্" (ঋক্ ১।১০২।৭) 'সপিত্বং সহপ্রাপ্তব্যং স্থানং সলোকতাং সপিত্বং' (সায়ণ)

সপীতক (পুং) রাজ-কোষাতকী, চলিত ধুঁধুল। (রাজনি°)

সপীতি (স্ত্রী) পা পানে ক্তিন্ (সুধাধ্ব গেতি। পা ৬।৪।৬৬) ইতি ঈত্বং, সহ একত্র পীতিঃ পানং সহস্ত সঃ। আত্মীয়জনের সহিত মিলিত হইয়া একত্র পান। পর্য্যায় তুল্যপান, সহপীতি।

সপীতিকা (স্ত্রী) হস্তিঘোষা। (রাজনি°)

সপুত্র (ত্রি) পুত্রেণ সহ বর্ত্তমানঃ। পুত্রের সহিত বর্ত্তমান, পুত্রবিশিষ্ট, পুত্রযুক্ত।

সপুরুষ (ত্রি) পুরুষের সহিত বর্ত্তমান, পুরুষবিশিষ্ট।

সপুষ্প (ত্রি) পুষ্পযুক্ত, পুষ্প-বিশিষ্ট।

সপূর্ব্ব (ত্রি) সপূর্ব্বো যস্য। তিনি হইয়াছেন প্রথম যাহার, তিনিই প্রথম।

"অসপূর্ব্বাপি তেজোর্ব্বী সপূর্ব্বেব মহীভুজা।
শালিতা-দুর্ব্বদেন গঙ্গা নববধূরিব॥" (রাজতরঙ্গিণী ২।৮)

সপ্তক (ত্রি) সপ্তন্-কন্। ১ সপ্তসংখ্যার পূরণ। ২ সপ্তসংখ্যা-বিশিষ্ট। সপ্ত এব স্বার্থে কন্। ৩ সপ্ত সংখ্যা। ৪ সঙ্গীত মতে স, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি এই কয়েকটী স্বর একত্র হইলে তাহাকে একটী পূর্ণস্বর কহে। ইহার নাম সপ্তক।

সপ্তকর্ণ (পুং) ঋষিভেদ। (তৈত্তি°-ব্রা° ১।৭।২)

সপ্তকী (স্ত্রী) সপ্তভিঃ ঘণ্টৈরিব কায়তি শব্দায়তে ইতি কৈ-ক গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। কাঞ্চী, মেখলা, চন্দ্রহার। (অমর)

সপ্তকুৎ (পুং) বিশ্বেদেবাঃ নামক দেবগণভেদ। (ভারত ১৩ প°)

সপ্তকৃত্বস্ (অব্য) সপ্ত-কৃত্বস্। সাত বার করিয়া।

সপ্তগঙ্গ (ক্লী) সপ্তানাং গঙ্গানাং সমাহারঃ। সাতটী নদীর সম্মিলন স্থান। ২ তীর্থভেদ। (ভারত তীর্থপর্ব্ব)

সপ্তগণ (ত্রি) ১ সপ্তসংখ্যার সমষ্টিযুক্ত। ২ মরুদ্গণ।

সপ্তগু (ত্রি) ১ সাতটী গাভীবিশিষ্ট। (পুং) ২ আঙ্গিরসগোত্রীয় ঋষিভেদ। ইনি ১০।৪৭ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা।

সপ্তগুণ (ত্রি) সপ্তগুণবিশিষ্ট, ৭ গুণ যুক্ত।

সপ্তগৃধ্র (পুং) সপ্তসংখ্যক গৃধ্র। অথর্ব্ববেদ ৮।৯।১৮ মন্ত্রে সাতটী শকুনি লইয়া রাগবিশেষের উল্লেখ দেখা যায়।

সপ্তগোদাবর (পুং) সপ্তানাং গোদাবরীনাং সমাহারঃ। সপ্ত গোদাবরীর মিলন। এই স্থানে সংযত চিত্ত হইয়া স্নান করিলে মহৎপুণ্য-লাভ ও দেবলোকে গতি হয়।

"সপ্ত-গোদাবরে স্নাত্বা নিয়তো-নিয়তাশনঃ।
মহৎপুণ্য-মবাপ্নোতি দেবলোকঞ্চ গচ্ছতি॥" (ভারত ৩।৮৫।৪৪)

সপ্তগ্রাম, (সাতগাঁও) বঙ্গদেশের একটী প্রাচীন বিখ্যাত নগর। উক্ত বিভাগের রাজধানী। বখ্‌তিয়ার খিলজীর (মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার) বঙ্গবিজয়ের পূর্ব্বে বঙ্গদেশ রাঢ়, বগ্‌ড়ি, বঙ্গ, বরেন্দ্র ও মিথিলা এই পাঁচটী বিভাগে বিভক্ত ছিল। তন্মধ্যে বঙ্গ আবার তিনটী উপবিভাগে বিভক্ত; যথা—লক্ষণাবতী, সুবর্ণ-গ্রাম ও সপ্তগ্রাম। এই তিন বিভাগের প্রধান শহরত্রয়ও উক্ত তিন নামে অভিহিত। তৎকালে এই তিনটী প্রধান শহর অতীব সমৃদ্ধিশালী রাজধানীরূপে গণ্য ছিল।

মুসলমান শাসন-কর্ত্তাদিগের রাজত্ব সময়ে প্রোক্ত পাঁচটী বিভাগ উপবিভাগ ভাবে বিভক্ত হইয়া "সরকার" নাম প্রাপ্ত হয়, তন্মধ্যে "সরকার সাতগাঁও" একটী। বর্ত্তমান চব্বিশপরগণা, নদীয়া জেলার পশ্চিমাংশ, মুর্শিদাবাদের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ এবং দক্ষিণ ডায়মণ্ড-হারবার পর্য্যন্ত এই বিস্তৃত ভূভাগ 'সরকার সাতগাঁও' নামে অভিহিত। সপ্তগ্রাম নগর উক্ত সরকারের রাজধানী ছিল। বর্ত্তমান হুগলী জেলার অন্তর্গত ত্রিবেণী তীর্থের গঙ্গাসরস্বতী সঙ্গমের সমীপদেশে এবং ই, আই রেলপথের ত্রিশবিঘা ষ্টেশনের অনতিদূরে সপ্তগ্রাম নগর অবস্থিত ছিল, এক্ষণে সাতগাঁ নামে একখানি অতি দরিদ্র ক্ষুদ্র পল্লী সেই ইতিহাসবিখ্যাত অতুল বৈভবসম্পন্ন মহা-নগরীর সাক্ষ্য বহন করিতেছে। এই গ্রামটী হুগলী সহরের উত্তরপশ্চিমে প্রায় দেড় ক্রোশ দূরে (অক্ষা° ২২°৫৮´২০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮°২৫´১০´´ পূঃ) অবস্থিত।

সপ্তগ্রাম একটী অতি প্রাচীন স্থান। হিন্দুশাসন সময়েও এখানে বহুসংখ্যক রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন। সপ্তগ্রামের নামকরণ সম্বন্ধে একটী পৌরাণিক ইতিবৃত্ত আছে। উহার মর্ম্ম এইরূপ—কান্যকুব্জে প্রিয়ব্রত নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার সাত পুত্র; সেই সাত পুত্রই ঋষি এবং প্রত্যেকে এক একটী গ্রামে থাকিয়া তপশ্চরণ করিতেন। তাঁহাদের তপঃস্থলী বলিয়া উহা সপ্তগ্রাম নামে আখ্যাত হয়। প্রাচীন সময়ে এই স্থানটী তীর্থস্থলরূপে পরিগণিত হইয়াছিল।

ইংরাজ আগমনের বহুপূর্ব্ব হইতেই য়ুরোপীয়বণিক্‌গণ সপ্ত-গ্রামের সম্পদ্ ও বাণিজ্য-বৈভবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। সপ্তগ্রাম পুণ্যতোয়া সরস্বতী তটে বিরাজিত। চারিশত বৎসর পূর্ব্বে সরস্বতীর বিশাল বক্ষে নানাদেশের সুবিশাল বাণিজ্য-তরী-নিবহ বিরাজ করিত। কেহ কেহ বলেন, একসময়ে এই সরস্বতী

নদী সপ্তগ্রামের নিম্ন দিয়া ক্রমশঃ পশ্চিম-দক্ষিণ-মুখে প্রবাহিত হইয়া আমতা ও তমলুক প্রভৃতি জনপদের মধ্য দিয়া ভীষণ কল্লোলে প্রবাহিত হইত। মূল সরস্বতী শিবপুরের উদ্ভিদোদ্যানের (Botanical garden) কিঞ্চিদ্দূরে সাঁকরাইল গ্রামের নিকট ভাগীরথীর সহিত মিলিত হয়। তমলুকপ্রবাহিনী পূর্ব্বকথিতা নদী মূল সরস্বতীর শাখা বলিয়া সাধারণে বিবেচিত। য়ুরোপীয় লেখকগণের মধ্যে কেহ কেহ সরস্বতী নদীকে "সাতগাঁ-রিভার" নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহাতে প্রাচীন সপ্তগ্রাম ও সরস্বতী উভয়েরই প্রাচীন গৌরবের পরিচয় পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষাংশে সরস্বতী ক্রমশঃ মজিতে আরম্ভ করে, এবং কালে উহার পরিসর এত ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে যে বর্ত্তমান সময়ে উহার খাতচিহ্নমাত্র পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু সরস্বতী নদীর গর্ভ খনন করিয়া সময়ে সময়ে বহুল নৌকাজাহাজের জীর্ণ তক্তা, শৃঙ্খল, এমন কি মৃত্তিকার বহু নিম্নস্তর হইতে বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবযানের মাস্তুলের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে।

প্রাচীন সপ্তগ্রামের বৈভব-গৌরব সম্বন্ধে য়ুরোপীয় ঐতিহাসিকগণের ইতিহাস গ্রন্থ হইতে অনেক কথা জানিতে পারা যায়—

১। লংসাহেব বলেন "প্লিনির সময় হইতে পর্ত্তুগীজদের আগমন কাল পর্য্যন্ত সপ্তগ্রামে রাজকীয় বন্দর ছিল।

২। উইলফোর্ড বলেন, 'গ্যাঞ্জেস্ রেজিয়া' আধুনিক সপ্তগ্রাম, হুগলীর নিকটবর্ত্তী। পূর্ব্বে এই স্থানটী তীর্থরূপে গণ্য ছিল। বহু রাজা এই রাজধানীতে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। এই সহরের পরিমাণে অতি সুপ্রসর ছিল।

৩। পর্ত্তুগীজ ঐতিহাসিক ডি-বারোস্ (De Barros) বলেন, বাণিজ্য-তরীর প্রবেশ ও নিষ্ক্রামণ সম্বন্ধে যদিও চট্টগ্রামই অধিকতর সুবিধাজনক, তথাপি সপ্তগ্রাম বন্দর খুব বৃহৎ ও শ্রেষ্ঠ সহর।

৪। পার্চাস্ (Purchas) লিখিয়াছেন, সপ্তগ্রাম একটী অতি সুন্দর নগর। এই নগর পাটনার (Patnaw) অধীন। এই নগরে দ্রব্যাদি প্রচুর আমদানী হইয়া থাকে।

৫। ভ্রমণকারী ফ্রেডারিক্ (Fredericke) ১৫৭০ খৃঃ অব্দে বঙ্গদেশে আগমন করেন, তিনি সপ্তগ্রাম পরিদর্শন করিয়া লিখিয়াছেন,—বাণিজ্যার্থ বহুদূর দেশ হইতে বণিক্গণ এইস্থানে সমাগত ও সমবেত হয়। সপ্তগ্রাম বাণিজ্যের একটী প্রধান কেন্দ্র। সপ্তগ্রামের দক্ষিণে ভাগীরথীতটে বেতড় (Buttor) নামক গ্রাম, জোয়ারের সময় বেতড় হইতে নৌকাপথে গমন করিলে অতি অল্পক্ষণেই সপ্তগ্রামে পৌঁছা যায়। প্রতি বৎসর সপ্তগ্রাম বন্দর হইতে ৩০।৩৫ খানি বাণিজ্য-তরী চাউল, কার্পাসজাত বস্ত্রাদি, লাক্ষা, প্রচুর পরিমাণ চিনি, কাগজ, তৈল (Oil of zerzeline) এবং আরও বহুবিধ বাণিজ্য দ্রব্য দেশান্তরে রপ্তানি হইত।

যাহা হউক, প্রাচীন সপ্তগ্রাম যে অতীব সমৃদ্ধশালী মহানগর ছিল, এই সকল ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া সহজেই তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়। আরও মনে হয় যে, এই মহানগর সমগ্র জগতের বাণিজ্য সম্বন্ধ রক্ষার একটী প্রধান কেন্দ্র। এসিয়া, য়ুরোপ ও আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের বিবিধ পণ্যবাহী বিশাল বাণিজ্যতরী-সমূহ সপ্তগ্রামে উপনীত হইয়া সরস্বতীবক্ষে শ্রেণীবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় বিরাজ করিত। সপ্তগ্রাম নগরে যেমন বহুলোকের বাস ছিল, সপ্তগ্রামের তলদেশবাহিনী সরস্বতীবক্ষেও সেইরূপ অসংখ্য অধিবাসী পোতপৃষ্ঠে অবস্থান করিত। বাণিজ্যালয়, ধনী-দিগের সুবিপুল প্রাসাদ, বিভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিগণের উচ্চচূড় ধর্ম-মন্দির, প্রশস্ত রাজপথ এবং সেই সকল রাজপথের অবিরাম জনপ্রবাহ, যেন নিরন্তর এই বিশাল নগরের শ্রীসম্পাদন করিতেছে ও সজীবতা রক্ষা করিয়াছে। গৌড়ের নবাব প্রতিবৎসর এই স্থান হইতে বার লক্ষ টাকা রাজস্ব গ্রহণ করিতেন। সপ্তগ্রামের বণিকগণ সবিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিলেন। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে লিখিয়াছেন—

"সপ্তগ্রামের বেণে সব কোথা নাহি যায়।
ঘরে বসে সুখ মোক্ষ নানা ধন পায়।
তীর্থমধ্যে পুণ্যতীর্থ অতি অনুপাম।
সপ্তঋষি শাসনে বলায় সপ্তগ্রাম॥"

১৪১৭ শকে কবি দ্বিজ বিপ্রদাস মনসার গীত নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এই মনসার গীতে সপ্তগ্রামের যে বিবরণ আছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা হইল—

"বহিত্র চাপায়ে কূলে চাঁদ অধিকারী বলে
দেখিব কেমন সপ্তগ্রাম।
তথা সপ্ত ঋষিস্থান সর্ব্বদেব অধিষ্ঠান
শোক দুঃখ সর্ব্ব-অপধাম।
জ্যোতি দৈবা এক মূর্ত্তি ঋষি মুনি দেবে ভক্তি
তপ জপ করে নিরন্তর।
গঙ্গা আর সরস্বতী যমুনা বিশাল অতি
অধিষ্ঠান উমা মহেশ্বর।
দেখিয়া ত্রিবেণী গঙ্গা চাঁদ রাজা মনে রঙ্গা
কূলেতে চাপয়ে মধুকর।
আনন্দিত মহারাজ করে নানা তীর্থকাজ
ভক্তিভাবে পূজে মহেশ্বর।
তীর্থ কার্য্য সমাপিয়া আনন্দে হরিষ হৈয়া
উঠে রাজা আসিয়া নগর।

হরিষ আহারের লোক   নহি দেখি দুঃখ শোক
    আনন্দে থাকয়ে নিরন্তর।
বৈসে যত দ্বিজগণ   সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ
    তেজোময় যেন দিবাকর।
সর্ব্ব তত্ত্ব জানে মর্ম্মে   বিশারদ শুভ কর্ম্মে
    জ্ঞানবন্ত দেখেয় লোকের।
পুরুষ মদন যেন   রমণী সাবিত্রী যেন
    আভরণ সব স্বর্ণময়।
তাঁর গুণ ক্ষণ কত   তাহা বা কহিব কত
    দেখিয়ে বিচিত্র বিষয়।
অভিনব সুরপুরী   দেখি কত সারি সারি
    প্রতি ঘরে কনকের ঝারা।
নানা রত্ন সুবিশাল   জ্যোতির্ম্ময় আচ্ছাদন
    হীরামুক্তা অলঙ্কিত দ্বারা।
সাজে যেন শক্তি মূর্ত্তি   প্রতি ঘরে নানা মূর্ত্তি
    বর্ত্তমান সকল প্রসাদে।
আনন্দে বাজায় বাদ্য   শঙ্খ ঘণ্টা মৃদঙ্গাদি
    দেখি রাজা বড়ই প্রমাদে।
নিবসে যবন যত   তাহা বা কহিব কত
    মোগল পাঠান মোকাদিম্।
ছয়েদ মোল্লা কাজি   কেতাব কোরাণ রাজী
    দুই ওক্ত করে তছলিম্।
বসিয়া দোকান ঘরে   সোনার বাজার করে
    কত তো করয়ে নিত্য লোকে।
বন্দিয়া মনসা দেবী   দ্বিজ বিপ্রদাস কবি
    উচ্চারিল ভকত সেবকে।"

শ্রীমদ্বৃন্দাবন দাস প্রণীত শ্রীচৈতন্যভাগবতেও সপ্তগ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায়—

"কতদিন নিত্যানন্দ থাকি খড়দহে।
সপ্তগ্রামে আইলেন সর্ব্বগণ সহে।
সেই সপ্তগ্রামে আছে সপ্তঋষি স্থান।
জগতে বিদিত সে ত্রিবেণী ঘাট নাম।
সেই গঙ্গা ঘাটে পূর্ব্বে সপ্তঋষিগণ।
তপ করি পাইলেন গোবিন্দচরণ।
তিন দেবী সেই স্থানে একত্র মিলন।
জাহ্নবী যমুনা সরস্বতীর সঙ্গম। * * *
উদ্ধারণ দত্ত ভাগ্যবানের মন্দিরে।
রহিলেন নিত্যানন্দ ত্রিবেণীর তীরে। * * *
সপ্তগ্রামে প্রতি বণিকের ঘরে।
আপনি শ্রীনিত্যানন্দ কীর্ত্তন বিহরে। * * *
সপ্তগ্রামে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ রায়।
গণসহ সঙ্কীর্ত্তন করেন লীলায়।
সপ্তগ্রামে যত হৈল কীর্ত্তন বিহার।
শত বৎসরেও তাহা নারে বর্ণিবার।
পূর্ব্বে যেন সুখ হৈল নদীয়া নগরে।
সেই মত সুখ হৈল সপ্তগ্রাম পুরে। * * *
এই মতে সপ্তগ্রামে আম্বুয়া মুলুকে।
বিহরেন নিত্যানন্দ স্বরূপ কৌতুকে।" অন্ত্যখণ্ড ৫ম অধ্যায়।

সপ্তগ্রাম সহরটী যে কোনও সময়ে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, কবি বিপ্রদাসের উক্তি হইতে তাহাও সপ্রমাণ হয়। কৃষ্ণরাম তাহার ষষ্ঠীমঙ্গল গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"সপ্তগ্রাম বর্ণী যে নাহি তুল।
চালে চালে বৈসে লোক ভাগীরথীর কূল।
নিরবধি যজ্ঞ দান পুণ্যবান্ লোক।
অকাল-মরণ নাহি নাহি দুঃখ শোক।
শত্রুজিত রাজার নাম তাত অধিকারী।
বিবরিয়ে কত গুণ বলিতে না পারি।
নির্ম্মল যশের শশী প্রতাপে তপন।
জিনিয়া অমরাপুরী তাহার ভবন।"

এই উক্তি পাঠে জানা যায় যে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত শ্রীমদ্রঘুনাথ দাস গোস্বামীর পিতৃব্য হিরণ্য ও পিতা গোবর্দ্ধনদাসের ন্যায় শত্রুজিতও কোন সময়ে সপ্তগ্রামের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। সপ্তগ্রামের প্রাচীন সমৃদ্ধির পরিচয়স্বরূপ ঐতিহাসিক বিবরণ গুলি পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। অধিকতর বিস্ময়ের বিষয় এই যে, নিবন্ধের এই প্রধান সহরটীর প্রাচীন গৌরবের বিশেষ কোনও কীর্ত্তিচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সহরের অতীত স্মৃতির নিদর্শন স্বরূপ যে দুই একটী প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ আছে, নিম্নে উহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে মিঃ ডি, মনী নামক জনৈক য়ুরোপীয় পরিব্রাজক সপ্তগ্রাম পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন, তিনি জাফরখাঁ গাজীর দরগায় সংস্কৃত শিলালিপি দেখিতে পান। প্রাচীন একটী হিন্দুমন্দিরকেই যে এই দরগায় পরিণত করা হইয়াছিল, দরগাটী দেখিলেই তাহা অনায়াসে প্রতীয়মান হয়। দরগার যে অংশ এখনও বর্ত্তমান আছে, সেই অংশ একটু সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিলে সহজে প্রতিপন্ন হইবে যে উহা হিন্দু মন্দিরের অন্তরাল ভাগ। প্রত্যেক থামের শীর্ষদেশে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে অনেক কারুকার্য্য খোদিত দেখা যায়। তাহাতে অনেক হিন্দু মূর্ত্তিও দৃষ্ট হয়। দক্ষিণদিকের থামগুলোর মূর্ত্তিগুলি চাঁচিয়া ফেলা হইয়াছে। কিন্তু উত্তর ও পশ্চিম থামের মূর্ত্তিগুলি এখনও সুস্পষ্ট রহিয়াছে। কক্ষটীতে যে সকল সংস্কৃত শিলালিপি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা উক্ত কক্ষে অঙ্কিত মহাভারত বা রামায়ণের দৃশ্য গুলির পরিচয়-জ্ঞাপক। কক্ষের উত্তর-পূর্ব্বে ও উত্তর-পশ্চিম দিকে দৃষ্টি করিলেই দর্শকগণ দেখিতে পাইবেন, সীতা-

বিবাহঃ, ধনুর্ভিন্নশরোর্দ্ধঃ, শ্রীরামেণ রাবণবধঃ, শ্রীসীতা-নির্ব্বাসঃ, শ্রীরামাভিষেকঃ, জমদগ্ন্যভিষেকঃ প্রভৃতি রামায়ণের ঘটনাবলী অঙ্কিত ও শিলালিপিতে উহাদের পরিচয় লিখিত আছে। মহাভারতের বৃত্তাবলীর মধ্যে "দুর্য্যোধনদুঃশাসনয়ো-র্যুদ্ধম্" "চাণূরবধঃ" "শ্রীকৃষ্ণবাণাসুরয়োর্যুদ্ধম্" "কংসবধঃ" ইত্যাদি চিত্রও উহাদের পরিচয় অঙ্কিত ও লিখিত আছে। মুসলমানেরা এই মন্দিরের উপরের অংশ বিনষ্ট করিয়াছিল, কিন্তু নিম্নের অংশ বিনষ্ট না করিয়া উহা দরগায় পরিণত করে। নিম্নাংশে যে হিন্দুমূর্তি আছে, সেই সকল মূর্তি তাঁহাদের নিকট আপত্তিজনক বিবেচিত না হওয়ায় দরগার গোড়ায় অক্ষত থাকিয়া যায়। এই মসজিদে গদাধারী বিষ্ণুমূর্ত্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীরে ধ্যানস্তিমিত চারিটী মানুষ মূর্তি আছে। ইহা দেখিয়া কেহ কেহ মনে করেন, উহারা বৌদ্ধ মূর্তি। ত্রয়োবিংশ জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের মূর্তি এই দরগায় আছে বলিয়া কোন কোন দর্শক অনুমান করেন। ফলতঃ যে স্থানে রুকনুদ্দীন্ বারবক শাহার শিলালিপি (হিজরী ৮৬০) খোদিত আছে, তাহারই সম্মুখের দিকে ঐ মূর্তিটী দেখিতে পাওয়া যায়। উহার পদদ্বয়ের পশ্চাৎ হইতে শেষনাগ উত্থিত হইয়া ফণা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে।

সপ্তগ্রামের মুসলমান শাসনকর্তাদিগের মধ্যে জাফর খাঁ সর্ব্বপ্রথম। ১২৯৮ খৃঃ অব্দে আরবী ভাষায় লিখিত শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে, জাফর খাঁ কাফেরদিগকে তরবার ও বর্ষা দ্বারা বিতাড়িত করিয়া ঈশ্বরের নামে মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। সম্রাট্ গায়সউদ্দীন্ বুলবনের পৌত্র রুকনুদ্দীন্ কৈকস শাহ যখন বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তার পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সেই সময়ে জাফর খাঁ স্বীয় ভুজবলে ও দুর্দ্দম প্রতাপে সপ্তগ্রাম অধিকার করেন। সম্ভবতঃ জাফরখাঁ বঙ্গেশ্বরের সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। দ্বিতীয় শিলালিপি পাঠে জানা যায়, উক্ত জাফরখাঁ তুরুষ্ক জাতীয়। সপ্তগ্রাম অভিযানের পূর্ব্বে ইনি দেবকোটের শাসনকর্ত্তার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইহার পূর্ণ নাম দিনাজপুরে প্রাপ্ত শিলালিপিতে নিম্নলিখিত রূপে লিখিত আছে—'উলাঘ-ই-আজম হুমায়ুন জাফরখাঁ বহরাম ইৎগিন্'। গায়সুদ্দীন্ তোগলকের শাসনসময়ে লিখিত তারিখ-ই-ফিরোজসাহী গ্রন্থেও সপ্তগ্রামের উল্লেখ আছে। ইনি বঙ্গের শেষ সুলতান বাহাদুর শাহকে পরাজয় করিবার জন্য সপ্তগ্রামে আসিয়াছিলেন।

অতঃপর ইজ্জুদ্দীন ইয়াহ্ আজমল মুলুক জঙ্গীলাট (military governor) হইয়া সপ্তগ্রাম শাসন করেন। হিজরী ৭২৯ অব্দে সপ্তগ্রামে প্রথমে টাঁকশাল স্থাপিত হয়। এই সময়ে মহম্মদ তোগলক দিল্লীর সম্রাট্ ছিলেন। শেরশাহের পুত্র ইস্লাম্ শাহের রাজত্বকাল পর্য্যন্তও সপ্তগ্রামে টাঁকশাল ছিল। কতিপয় শিলালিপি দৃষ্টে জানা যায়, ১৪৫৫ খৃষ্টাব্দে ইকরার খাঁ, ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে তরবিয়ৎখাঁ, ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে উলাঘ মজলিশ খাঁ, ও ১৫০৫ খৃষ্টাব্দে উলাঘ মসনদ খাঁ সপ্তগ্রামের শাসনকর্তা ছিলেন।

হুসেন শাহের রাজত্বকালে গৌড়, স্বর্ণগ্রাম, সপ্তগ্রাম, পাণ্ডুয়া, দিনাজপুর, কালনা প্রভৃতি বহুস্থানে মুসলমান শাসনকর্ত্তৃগণের দ্বারা মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই সকল মসজিদে প্রস্তরফলকে শাসনকর্ত্তার নাম ও কার্য্যাদি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু কিছু তথ্য লিখিত এবং ঐ সকল প্রস্তর মসজিদের প্রাচীরে সংযোজিত করিয়া রাখা আছে। এখনও অনেক প্রাচীন মসজিদে আরব্য-ভাষায় লিখিত শিলালিপি দেখিতে পাওয়া যায়। সপ্তগ্রামের মসজিদ সম্বন্ধে অধ্যাপক এইচ্, ব্লকম্যান সাহেব লিখিয়াছেন—এই মসজিদের প্রাচীরে সন্নিবিষ্ট শিলাখণ্ডে লিখিত আছে, সৈয়দ ফকিরউদ্দীন্ কাস্পিয়ান্ সমুদ্রের উপকূলস্থিত আমুল নগর হইতে সপ্তগ্রামে আসিয়াছিলেন। এই মসজিদের প্রাচীরগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টকে বিরচিত, এবং প্রাচীরগুলির ভিতর ও বাহির আরবীয় প্রণালীর কারুকার্য্যসমলঙ্কৃত। মসজিদের অভ্যন্তরে প্রাচীরের একটী মিহ্রাব্ (কুলঙ্গী) আছে উহা দেখিতে অতি সুন্দর। ইহার খিলান ও গম্বুজ গুলি দেখিয়া বোধ হয় এ গুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। সম্ভবতঃ পাঠান অধিকারের অবসানে এই গুলি নির্ম্মিত হইয়াছে। উহা পাঠানদের গৃহনির্ম্মাণ-প্রণালীর অনুরূপ নহে। মসজিদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে ভিতরের দিকে দ্বারের শীর্ষদেশে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি স্থানে বহু কারুকার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। মসজিদের বহির্দ্দেশের দক্ষিণপূর্ব্বকোণের নিকট প্রাচীরবেষ্টিত একটী স্থান দৃষ্ট হয়। ঐ স্থানে তিনটী সমাধিস্তম্ভ বিদ্যমান আছে। এই তিন স্থানে সৈয়দ ফকিরুদ্দীন্, তাঁহার পত্নী এবং একটী খোজার মৃত দেহ সমাহিত করা হইয়াছে। এই স্থানে দুইটী কৃষ্ণবর্ণ শিলাখণ্ডে পারস্য ভাষায় লিখিত লিপি উৎকীর্ণ আছে। এই সকল উৎকীর্ণ লিপির সহিত সমাহিত ব্যক্তিগণের কোন সম্বন্ধ নাই। কোথা হইতে এই শিলাখণ্ড সংগ্রহ করিয়া এখানে আনিয়া সযত্নে সংরক্ষিত হইয়াছে। ফকিরউদ্দীনের সমাধিমন্দিরের গাত্রসংলগ্ন প্রস্তরে উৎকীর্ণ শিলালিপি দৃষ্ট হয়, উহার লেখা গুলি অতি অস্পষ্ট।

এই স্থানে অপর একখানি শিলালিপি দেখিতে পাওয়া যায়। উহা আরব্যঅক্ষরে লিখিত। এই শিলালিপির বঙ্গানুবাদ এইরূপ—

'সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের বাণী এই যে, যাঁহারা ঈশ্বরে ও পরলোকে বিশ্বাস রাখেন, ঈশ্বরের প্রার্থনা করেন, দৈবদান করেন, ঈশ্বর ব্যতীত কাহাকেও ভয় করেন না, যাঁহারা ঈশ্বরের আদেশে পরিচালিত হয়েন, তাঁহারাই মসজিদ্ নির্ম্মাণ করিয়া

থাকেন। যাঁহার গৌরব চতুর্দ্দিকে উদ্ভাসিত হয়, যিনি মুক্ত হস্তে সকলের উপকার করেন, তিনিই বলেন মসজিদ সকল ঈশ্বরের সম্পত্তি, এবং আল্লা ব্যতীত কাহারও শরণাগত হইও না। মহম্মদের উক্তি এই যে, যিনি মসজিদ নির্ম্মাণ করেন, তাঁহার উপরে, তাঁহার গৃহের উপরে এবং তাঁহার সন্তানের উপরে ঈশ্বরের কৃপা সংরক্ষিত হউক। যিনি ঈশ্বরের উদ্দেশে একটী মসজিদ নির্ম্মাণ করেন, তাঁহার জন্য ঈশ্বর স্বর্গে একটী বাটী নির্ম্মাণ করেন। * * * * নসির উদ্-দুনিয়া ওয়াদিন্ আবুল মজফ্ফর মহম্মদ শাহ রাজা। ঈশ্বর তাঁহার রাজ্য ও শাসন চিরস্থায়ী করুন। তাঁহার অবস্থার উন্নতি সাধন করুন। তরবীয়ৎ খাঁ খুব উদার ও মহৎ প্রকৃতির লোক। ঈশ্বর তাঁহাকে সর্ব্ব প্রকার বিপদ্ হইতে রক্ষা করুন। হিজরী ৮৬১" (খৃষ্টাব্দ ১৪৫৭)

বর্ত্তমান সময়ে প্রাচীন সপ্তগ্রাম সহরের পরিচায়ক আরও দুই একটী কীর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। জামাল্ উদ্দীনের সমাধির অনতিদূরে বৈষ্ণব-মহাত্মা উদ্ধারণ দত্তের এক মন্দির বিদ্যমান আছে। *এই প্রাচীন মন্দির এখন সংস্কৃত হইয়াছে। সুবর্ণবণিকগণ প্রতিবর্ষে এখানে উৎসবাদি করিতেছেন। এখানে একটী প্রাচীন মাধবীলতা আছে। এই স্থান হইতে এক মাইল পূর্ব্বে সরস্বতী নদীর তটে শ্রীমদ্রঘুনাথ দাসগোস্বামীর এক প্রাচীন স্মৃতিমন্দির দৃষ্ট হয়। ইহার কিয়দ্দূরে পূর্ব্বদিকে এক বিশাল ইষ্টকস্তূপ পতিত আছে। প্রবাদ উহাই সপ্তগ্রামের প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। ত্রিশবিঘা হইতে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত ভূখণ্ডে যদিও উক্ত বৃক্ষাদির সংখ্যা অতি বিরল, কিন্তু স্থানটী জঙ্গলে আবৃত। এই জঙ্গলের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ভূপ্রোথিত ইষ্টক দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল ভূপ্রোথিত ইষ্টক প্রাচীন সপ্তগ্রামের পূর্ব্বতন সমৃদ্ধির শেষ নিদর্শন। সরস্বতীতটের ইষ্টকনির্ম্মিত ঘাট বা সোপানগুলির বহু চিহ্ন এখনও বহু স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল বাঁধা-ঘাট তট হইতে বহুদূরে নদীগর্ভে বিস্তৃত ছিল। এখনও এই সকল বাঁধা-ঘাটের প্রাচীন স্মৃতি ইষ্টকরাশির সহিত বিজড়িত রহিয়াছে।

সপ্তগ্রামে পর্ত্তুগীজদের আগমন বিবরণ হইতে তৎকালের ইতিহাস পাওয়া যায়। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দ হইতে এদেশে পর্ত্তুগীজগণ বাণিজ্যার্থে আগমন করেন। ইহার ৮ বৎসর পরে সুলতান গিয়াসুদ্দীন্ মহম্মদ শাহ ফকিরুদ্দীন্ শের শাহ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হন। ফরাসীর ইতিহাসলেখক ডু বারো (Da Barros) তাঁহার Da Asia নামক গ্রন্থে ইহাকে একটী মামুদ নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইনি হোসেনী বংশসম্ভূত ছিলেন। এই সময় হইতে সপ্তগ্রামের অধঃপতন আরম্ভ হয়। ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে সরস্বতী ক্রমেই পলী ও বালুকাপূর্ণ হইতে থাকে, জলপথে বাণিজ্যের সুবিধা না থাকায় এই বন্দর ক্রমশঃ লয়প্রাপ্ত হয়। সপ্তগ্রামে বাণিজ্য বন্ধ হইলে এখানে টাকশালটীরক্ষা অযৌক্তিক বিবেচিত হয়। সুতরাং ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে হিজরী ৯৫৭ সালে সপ্তগ্রামে শেষ বারের জন্য টাকা মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহার ১৫ বৎসর পরে সিজার ফ্রেড্রিক নামক জনৈক পরিব্রাজক সপ্তগ্রামে একটী বাণিজ্য মেলা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। সম্রাট্ আকবরের সময় হইতেই সপ্তগ্রামের সম্পূর্ণ অধঃপতন ঘটে। তিনি পর্ত্তুগীজদিগকে হুগলিতে একটী সহর নির্ম্মাণ করিতে আদেশ প্রদান করেন। সেই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া কাপ্তেন তেভারেজ (Captain Tavarez) হুগলীতে সহর নির্ম্মাণ করেন। এই নূতন সহরের অভ্যুদয়ে সপ্তগ্রাম জনশূন্য হইয়া পড়ে। কিন্তু টোডরমল্লের সময়েও সপ্তগ্রাম একটী পরগণা বা "সরকার" বলিয়া আকবরের দপ্তরে স্বীকৃত ছিল। আইন-অকবরী পাঠে জানা যায় যে, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে সপ্তগ্রামের বিপুল বাণিজ্যকেন্দ্র চুঁচড়া, চন্দন নগর, শ্রীরামপুর ও কলিকাতায় বিভক্ত হইয়া পড়ে। এইরূপে প্রাচীন সমৃদ্ধিশালী সপ্তগ্রামের অধঃপতন ঘটিয়াছে।

সপ্তচত্বারিংশ (ত্রি) সপ্তচত্বারিংশৎ সংখ্যার পূরণ, ৪৭ সংখ্যার পূরণ।

সপ্তচত্বারিংশৎ (স্ত্রী) ৪৭ সংখ্যা, সাতচল্লিশ।

সপ্তচরু (স্ত্রী) গ্রামভেদ। (মহাভারত বনপর্ব্ব)

সপ্তচিতিক (ত্রি) অগ্নি। (শতপথব্রা° ৬।৬।১।১৩)

সপ্তচ্ছদ (পুং) সপ্ত সপ্তচ্ছদা যস্য। বৃক্ষবিশেষ, চলিত ছাতিম গাছ। পর্য্যায়—গুচ্ছপুষ্প, সুপর্ণ, বিষমচ্ছদ, বৃহত্ত্বক্, বহুপর্ণ, শাল্মলি-পত্রক, মদাঢ্য, গন্ধিপর্ণ। গুণ—তিক্ত, উষ্ণ, ত্রিদোষঘ্ন, দীপন, মদগন্ধিত্ব, ব্রণ, রক্তাময় ও কৃমিনাশক। (রাজনি°)

সপ্তজন (পুং) ১ মুনিবিশেষ। (রামায়ণ ৪।১৩।১৭) ২ সাতজন।

সপ্তজিহ্ব (পুং) সপ্তজিহ্বা কাল্যাদয়ো আহুতিগ্রসনার্থা যস্য। ১ অগ্নি। (ত্রিকা°) অগ্নির ৭টী জিহ্বার নাম এইরূপ লিখিত আছে—কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, উগ্রা ও প্রদীপ্তা।

"কালী করালী চ মনোজবা চ
সুলোহিতা চৈব সুধূম্রবর্ণা।
উগ্রা প্রদীপ্তা চ কৃপীটযোনেঃ।
সপ্তৈব কালীঃ কথিতাশ্চ জিহ্বা ॥"

কর্ম্ম-বিশেষে ইহার নামান্তর এইরূপ লিখিত আছে, সাত্ত্বিক যাগ কর্ম্মে হিরণ্যা, কনকা, রক্তা, কৃষ্ণা, সুপ্রভা, বহুরূপা ও

অতিরিক্তা; রাজসিক যাগকর্ম্মে ও কাম্যকর্ম্মে পদ্মরাগা, সুবর্ণা, ভদ্রলোহিতা, লোহিতা, শ্বেতা, ধূম্রিনী ও করালিকা এই ৭টী নাম এবং তামসিক যজ্ঞ বা ক্রূরকর্ম্মে বিশ্বমূর্ত্তি, স্ফুলিঙ্গিনী, ধূম্রবর্ণা, মনোজবা, লোহিতা, করালী ও কালী। এই সকল জিহ্বায় এক একজন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন। যথা—অমর্ত্ত্য, পিতৃ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, নাগ, পিশাচ ও রাক্ষস।

"অমর্ত্ত্য-পিতৃ-গন্ধর্ব্ব-যক্ষ-নাগ-পিশাচকাঃ।

রাক্ষসঃ সপ্তজিহ্বানামীরিতা অধিদেবতাঃ॥" (তন্ত্রসার)

এই সকল জিহ্বার বর্ণ ও দিক্‌নিয়ম এইরূপ,—হিরণ্যা তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় বর্ণবিশিষ্টা এবং উত্তর দিকে অবস্থিতা; কনকা বৈদূর্য্যের ন্যায় বর্ণবিশিষ্টা এবং পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে অবস্থিতা। রক্তা তরুণাদিত্যের ন্যায় বর্ণবিশিষ্টা এবং অগ্নিকোণে স্থিতা; সুপ্রভা পদ্মরাগের ন্যায় আভাবিশিষ্টা ও পশ্চিমদিকে অবস্থিতা; অতিরিক্তা জবাকুসুমের ন্যায় রক্তবর্ণা এবং বায়ুকোণে অবস্থিতা। বহুরূপা বহুরূপধারিণী এবং দক্ষিণোত্তরদিক্‌সংস্থিতা।

"হিরণ্যা তপ্তহেমাভা সূর্য্যগাপেহপি স্থিতা।

বৈদূর্য্যবর্ণা কনকা প্রাচ্যাং দিশি সমাশ্রিতা॥

তরুণাদিত্যসঙ্কাশা রক্তা জিহ্বাগ্নিসংস্থিতা।

কৃষ্ণা নীলাম্বুজাভা নৈর্ঋত্যাং দিশি সংস্থিতা॥

সুপ্রভা পদ্মরাগাভা বারুণ্যাং দিশি সংস্থিতা।

অতিরক্তা জবাভাসা বায়ব্যাং দিশি সংস্থিতা।

বহুরূপা যথাখ্যাতা দক্ষিণোত্তরসংস্থিতা॥" (তন্ত্রসার)

সপ্তজ্বাল (পুং) সপ্তজ্বালা যস্য। অগ্নি। (হেম)

সপ্ততন্তু (পুং) সপ্তভির্ধাতুভির্ধাম্যাদিভিরগ্নিজিহ্বাভির্বা তন্যতে ইতি তন বিস্তারে (সিতনিগমীতি। উণ্ ১।৭০) ইতি তুন্, সপ্ত তন্তবঃ সংস্থা, যস্যেতি বা। যজ্ঞ। (অমর)

সপ্ততি (স্ত্রী) সপ্তদশতঃ পরিমাণমস্য (পঙ্‌ক্তিবিংশতিত্রিংশ-তিতি। পা ৫।১।৫৯) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। সংখ্যাবিশেষ। সত্তর সংখ্যা।

সপ্ততিতম (ত্রি) সপ্ততেঃ পূরণঃ (তস্য পূরণে ডট্। পা ৫।২।৪৮) ইতি ডট্ (বিংশত্যাদিভ্যস্তমডন্যতরস্যাম্। পা ৫।২।৫৬) ইতি তমডাগমঃ। সপ্ততি সংখ্যার পূরণ। সত্তরের পূরণ।

সপ্তত্রিংশ (ত্রি) সপ্তত্রিংশৎ সংখ্যার পূরণ, ৩৭ সংখ্যার পূরণ।

সপ্তত্রিংশৎ (স্ত্রী) সপ্তাধিক ত্রিংশৎ। সাঁইত্রিশ, সাত অধিক ত্রিংশৎ।

সপ্তত্রিংশত্তি (স্ত্রী) সপ্তত্রিংশের সংখ্যার পূরণ, সাঁইত্রিশ সংখ্যার পূরণ।

সপ্তথ (ত্রি) সপ্তসংখ্যার পূরণ, সপ্তম সংখ্যা।

"সাকঞ্জানাং সপ্তথমাহুরেকজং" (ঋক্ ১।১৬৪।১৫)

'সপ্তথং সপ্তানামৃতূনাং মধ্যে সপ্তথং সপ্তমমৃতুম্। (থট্ চ ছন্দসি। পা ৫।২।৫০) ইতি সপ্তন্ থট্।' (সায়ণ)

সপ্তদশ (ত্রি) সপ্তদশানাং পূরণঃ (তস্য পূরণে ডট্। পা ৫।২।৪৮) ইতি ডট্। সপ্তদশ সংখ্যার পূরণ।

সপ্তদশক (ত্রি) সপ্তদশ-স্বার্থে কন্। সপ্তদশ পদার্থ।

সপ্তদশতা (স্ত্রী) সপ্তদশন্ ভাবে তল্-টাপ্। সপ্তদশের ভাব বা ধর্ম্ম।

সপ্তদশধা (অব্য) সপ্তদশন্ প্রকারার্থে ধাচ্। সপ্তদশ প্রকার।

সপ্তদশন্ (ত্রি) সপ্তাধিকা-দশ। ১ সংখ্যা বিশেষ, সতের। ২ সপ্তদশ সংখ্যাবিশিষ্ট।

সপ্তদশম (ত্রি) সপ্তদশের পূরণ।

সপ্তদশরাত্র (পুং) সপ্তদশদিনব্যাপী উৎসববিশেষ। (তৈত্তিরীয় স° ৭।৩।৮।১)

সপ্তদশর্চ (ত্রি) সপ্তদশটী ঋগ্‌যুক্ত বা তদ্বিশিষ্ট। (অথর্ব্ব)

সপ্তদশবৎ (ত্রি) সপ্তদশস্তোমকারী। (শতপথব্রা° ৮।৭।৪।২)

সপ্তদশিন্ (ত্রি) সপ্তদশসংখ্যা (স্তোত্র) যুক্ত। (পঞ্চবিংশব্রা° ১৮।৬।১)

সপ্তদিন (ক্লী) সপ্ত সংখ্যক দিন, ৭ দিন।

সপ্তদিবস (পুং) সপ্তদিন।

সপ্তদীধিতি (পুং) সপ্তদীধিতয়ো যস্য। অগ্নি। (ত্রিকা°)

সপ্তদ্বীপ (পুং) সপ্তসংখ্যক দ্বীপ, ৭টী দ্বীপ। [দ্বীপ দেখ] (ত্রি) ২ সপ্তদ্বীপবিশিষ্ট। যেমন সপ্তদ্বীপা পৃথ্বী।

সপ্তদ্বীপপতি (পুং) সপ্তানাং দ্বীপানাং পতিঃ। সপ্তদ্বীপের অধিপতি। রাজচক্রবর্ত্তী।

সপ্তদ্বীপবৎ (ত্রি) সপ্তদ্বীপ-অস্ত্যর্থে মতুপ্, মস্য ব। সপ্তদ্বীপবিশিষ্ট।

সপ্তদ্বীপা (স্ত্রী) সপ্ত দ্বীপা যস্যাঃ। পৃথিবী। পৃথিবীতে ৭টী দ্বীপ আছে, এই জন্য পৃথিবীর নাম সপ্তদ্বীপা। [দ্বীপশব্দ দেখ।]

সপ্তধা (অব্য) সপ্তন্-প্রকারার্থে ধাচ্। সপ্ত প্রকার।

"সপ্তবারাম্বুপোষোণ সপ্তধা সংযতেন্দ্রিয়ঃ।

সপ্তজন্মকৃতাৎ পাপাৎ মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

সপ্তধাতু (পুং) সপ্তগুণিতা ধাতবঃ। শরীরস্থিত সপ্তসংখ্যক ধাতু। রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই ৭টী ধাতু।

"রসাসৃঙ্‌মাংসমেদোহস্থিমজ্জানঃ শুক্রসংযুতাঃ।

শরীরধৈর্য্যধা সম্যক্ বিজ্ঞেয়া সপ্তধাতবঃ॥" (রাজনি°)

এই ৭টী ধাতু শরীরকে ধারণ করে, এই জন্য উহাদিগকে ধাতু কহে। এই সকলের ক্ষয় ও বৃদ্ধি একমাত্র শোণিতের উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ শোণিত-ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে সকল

ধাতুই ক্ষীণ হইয়া পড়ে এবং শোণিত বৃদ্ধি পাইলেই সমস্ত ধাতুই বৃদ্ধি পায়।

আহারজাত রসই সপ্তধাতুতে পরিণত হয়। যে সকল বস্তু আহার করা যায়, তাহার অসারাংশে মলমূত্র-রূপে নির্গত এবং সারাংশ সপ্তধাতুতে পরিণত হইয়া থাকে। আহারজাত রস হইতে প্রথমে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে মজ্জা এবং মজ্জা হইতে শুক্রের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

এই সকল ধাতুর মধ্যে রসধাতু দ্বারা শরীরের প্রীণন অর্থাৎ সিক্ততা প্রভৃতি কার্য্য ও রক্তের পোষণক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে। মাংস শরীরের পোষণ ও মেদের পুষ্টিসাধন করে এবং মেদ স্নেহ ও মেদের পোষণ ও অস্থির দৃঢ়তা সম্পাদন করিয়া থাকে। অস্থি দেহধারণ ও মজ্জার পোষণকার্য্যসম্পাদক, পক্ষান্তরে মজ্জা প্রীতি, স্নেহ, বল ও শুক্রের পোষক এবং অস্থির পূর্ণতাসম্পাদক। শুক্র ধাতু দ্বারা বীর্য্যস্খলন, প্রীতি, স্ত্রীতে অনুরাগ, দেহের বল, হর্ষ ও বীজার্থ গর্ভের প্রয়োজনাদি নির্ব্বাহিত হয়।

এই সকল ধাতুর উপচয়ে শরীরের উপচয় এবং ক্ষয়ে শরীর ক্ষীণ হইয়া থাকে। রসক্ষয় হইলে হৃদয়বেদনা, হৃদ্কম্প, হৃদয়ের শূন্যতা ও তৃষ্ণা জন্মে। রক্তধাতু ক্ষয় হইলে চর্ম্মের রুক্ষতা, অম্ল দ্রব্য ভোজন ও শীতল বস্তু ভোজনে ইচ্ছা এবং শিরাসমূহের শিথিলতা ঘটিয়া থাকে। মাংস-ধাতু ক্ষয় হইলে নিতম্ব, গণ্ডদেশ, ওষ্ঠ, উপস্থ, উরু, বক্ষঃস্থল, বাহুমূল, পায়ের ডিম, উদর, ও গ্রীবা এই সকল স্থান শুষ্ক, রুক্ষ ও বেদনা যুক্ত এবং গাত্র শিথিল হইয়া পড়ে। মেদক্ষয় পাইলে প্লীহাবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সন্ধি সকল বেদনাযুক্ত ও শরীর রুক্ষ হইয়া থাকে এবং স্নিগ্ধ মাংস-ভোজনে অভিলাষ জন্মে। অস্থি ক্ষীণ হইলে অস্থিবেদনা হয় এবং দন্ত-নখাদি রুক্ষ হইয়া সহজে ভাঙ্গিয়া যায়, এই জন্য শরীরও রুক্ষ হয়। মজ্জাক্ষয় হইলে শুক্রের অল্পতা, সন্ধিস্থলে ও অস্থিতে বেদনা এবং অস্থি মজ্জাহীন হইয়া থাকে। শুক্রক্ষয় হইলে অণ্ডকোষে বেদনা এবং মৈথুন শক্তিহীন হইয়া থাকে। ইহাতে শুক্রের অল্পতাপ্রযুক্ত মজ্জা মিশ্রিত অথবা রক্তও নিঃসৃত হইয়া থাকে। (সুশ্রুত) [বিশেষ বিবরণ ধাতু ও তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য]

সপ্তধার (স্ত্রী) তীর্থভেদ।

সপ্তন্ (ত্রি) সপ-সমবায়ে কনিন্ তুট্ চ। (উণ্ ১।১৫৫) সংখ্যাবিশেষ। সাত সংখ্যা। এই শব্দ বহুবচনান্ত। সপ্তবাচক শব্দ যথা — পাতাল, ভুবন, মুনি, দ্বীপ, সূর্য্যাশ্ব, বার, সমুদ্র, স্বর, রাজ্যাঙ্গ, ব্রীহি, বহ্নিশিখা ও পর্ব্বত। (কবিকল্পলতা) ২ সপ্তসংখ্যা বিশিষ্ট।

সপ্তনলী (স্ত্রী) সপ্তনলা। পক্ষী ধরিবার যন্ত্রবিশেষ।

সপ্তনবত (ত্রি) সপ্তনবতি সংখ্যার পূরণ, ৯৭ সংখ্যার পূরণ।

সপ্তনবতি (স্ত্রী) সংখ্যাবিশেষ, সপ্ত অধিক নবতী সংখ্যা, ৯৭ সংখ্যা।

সপ্তনবতিতম (ত্রি) সপ্তনবতি সংখ্যা।

সপ্তনাড়িক (ত্রি) সপ্তনাড়ী চক্রবিশিষ্ট।

সপ্তনাড়িকা (স্ত্রী) শৃঙ্গাটক। (বৈদ্যকনি°)

সপ্তনাড়ীচক্র (স্ত্রী) সপ্তনাড়ীনাং চক্রং। বৃষ্টিজ্ঞানার্থ গ্রহনক্ষত্রাঙ্কিত সপ্তনাড়িক সর্পাকার চক্র। এই চক্রে সাতটী সর্পাকার নাড়ী অঙ্কিত করিয়া তাহাতে গ্রহ ও নক্ষত্র সকল বিন্যাস করিতে হয়। এই চক্র দ্বারা বৃষ্টি হইবে কি না, তাহা জানা যায়। স্বরোদয়ে এই নাড়ীচক্রের বিশেষ বিধান আছে—

সর্পের আকারে ৭টী নাড়ী অঙ্কিত করিবে। পরে কৃত্তিকাদি করিয়া নক্ষত্র সকল উহাতে লিখিয়া এবং গ্রহ সকল যথা নিয়মে সন্নিবেশ করিয়া বৃষ্টির ফল নির্ণয় করিতে হইবে। [বিশেষ বিবরণ স্বরোদয় গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।]

সপ্তনামন্ (ত্রি) বায়ু। "অশ্বো বহতি সপ্তনামা" (ঋক্ ১।১৬৪।২) 'একোঽশ্বঃ সপ্তনামা সপ্তনামৈক এব সপ্তাভিধানঃ সপ্তধা নমনপ্রকারো বা, এক এব বায়ুঃ সপ্তরূপং কৃত্বা বহতীত্যর্থঃ' (সায়ণ)

সপ্তনামা (স্ত্রী) সপ্ত নামানি যস্যাঃ (ডাবুভাভ্যামন্যতরস্যাং। পা ৪।১।১৩) ইতি ডাপ্। আদিত্যভক্তা, চলিত হুড়হুড়িয়া।

সপ্তপঞ্চাশ (ত্রি) সপ্তপঞ্চাশৎ সংখ্যার পূরণ। ৫৭ সংখ্যার পূরণ।

সপ্তপঞ্চাশৎ (পুং) সংখ্যাবিশেষ, ৫৭ সংখ্যা।

সপ্তপত্র (ত্রি) সপ্ত সপ্ত পত্রাণি যস্য। মুদ্গর বৃক্ষ। (রাজনি°)

সপ্তপদ (স্ত্রী) ১ সপ্তপাদবিক্ষেপ। ২ বিবাহকালে বরকে দেয় সাত প্রকার বিভিন্ন দানবস্তু। ৩ যে মন্ত্রের অন্তে সপ্তপদী শব্দ ব্যক্ত আছে।

সপ্তপদী (স্ত্রী) সপ্তানাং পদানাং সমাহারঃ (দ্বিগোঃ। পা ৪।১।২১) ইতি ঙীপ্। সপ্ত পদের মিলন, বিবাহে সপ্তপদী গমন করিতে হয়। সপ্তপদী গমন হইলে তবে বিবাহসিদ্ধ হয়। কন্যা সম্প্রদানের পর সপ্তপদী গমন হইয়া থাকে। ভবদেব ভট্ট এই সপ্তপদী গমনের বিষয়ে এইরূপ লিখিয়াছেন যে, যথাবিধানে পাণিগ্রহণ সম্পন্ন হইলে পরে ৭টী পিটুলী দ্বারা মণ্ডল করিতে হয়, ঐ ৭টী মণ্ডলে জামাতা পূর্ব্বোত্তরদিকে গমন করিয়া বধূকে ৭টী [illegible] পাঠ করিয়া ঐ ৭টী মণ্ডলে পর পর পাদন্যাস করাইবেন। এইরূপে পাদন্যাসকরণের নাম **সপ্তপদী-গমন**। প্রথমে বধূ দক্ষিণ পাদ একটী মণ্ডলিকার উপর স্থাপন করিয়া পরে বামপদ স্থাপন করিবে, তখন জামাতা বধূকে

বলিবেন, বামপাদ দ্বারা দক্ষিণ পাদ আক্রমণ কর। বধূ তদনুসারে ঐরূপ অনুষ্ঠান করিবে। এইরূপে ৭টী মণ্ডলে পাদবিক্ষেপ করিয়া গমন করিতে হয়*। [বিবাহ শব্দ দেখ।]

সপ্তপদার্থ (পুং) দ্রব্যাদি ৭টী পদার্থ। দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব এই ৭টী পদার্থ। ভাষাপরিচ্ছেদে এই ৭টী পদার্থের লক্ষণ ও বিশেষ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। [ন্যায়, বৈশেষিক দর্শন এবং তত্তৎ শব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

সপ্তপরাক (পুং) বাহ্যবস্তু হইতে প্রবৃত্তির নিরোধ করিয়া রাখা। ২ সপ্তাহকাল উপবাসী থাকা।

সপ্তপর্ণ (ক্লী) সপ্তানাং দ্রাক্ষাদীনাং পর্ণমিব যত্র। মিষ্টান্ন ভেদ।

"দ্রাক্ষা দাড়িমখর্জ্জুরবৃক্ষিকানাং সশর্করং।
লাজচূর্ণং মধ্বাজ্যাক্তং সপ্তপর্ণমুদাহৃতং॥" (শব্দচন্দ্রিকা)

দ্রাক্ষা, দাড়িম, খর্জ্জুর, খর্জ্জিকার, এই সকল দ্রব্য শর্করাযুক্ত, লাজচূর্ণ, মধু ও ঘৃত মিশ্রিত হইলে তাহাকে সপ্তপর্ণ কহে। (পুং) সপ্ত সপ্ত পর্ণানি যস্য। ২ বৃক্ষ বিশেষ। (Alstonia scholaris or Echites scholaris) স্বনামখ্যাত বৃক্ষ। চলিত ছাতিম গাছ। হিন্দী—ছাতিয়ান, কলিঙ্গ—এলেপল, মহারাষ্ট্র—সাতবর্ণা, এড়াকুল, অনিটাকু, বম্বে—ছাতবিণ্। সংস্কৃত পর্য্যায়—বিশালত্বক্, শারদী, বিষমচ্ছদ, শায়ন, দেববৃক্ষ, দানগন্ধি, শিরোরুজা, গ্রহনাশ, শুক্তিপর্ণ, গুহাক্ষী, গ্রহনাশন, গুচ্ছপুষ্প, শক্তিপর্ণ, সুপর্ণক, বৃহত্ত্বক্। (রত্নমালা) গুণ—ব্রণ, শ্লেষ্মা, বাত, কুষ্ঠ, রক্তদোষ ও কৃমিনাশক, দীপন, শ্বাস ও গুল্মঘ্ন স্নিগ্ধ, উষ্ণ। (রাজনি°) [সপ্তচ্ছদ দেখ।]

সপ্তপর্ণক (পুং) সপ্তপর্ণ স্বার্থে কন্। সপ্তপর্ণ শব্দার্থ।

সপ্তপর্ণী (স্ত্রী) সপ্ত সপ্ত পর্ণান্যস্যাঃ ঙীষ্। লজ্জালুলতা। (রাজনি°)

সপ্তপলাশ (পুং) সপ্তপর্ণ শব্দার্থ।

সপ্তপাতাল (ক্লী) সপ্তানাং পাতালানাং সমাহারঃ। সপ্ত সংখ্যক অধোভুবন, যথা—অতল, বিতল, নিতল, গভস্তিমৎ, মহ, সুতল ও অতল। [পাতাল দেখ।]

"অতলং বিতলঞ্চৈব নিতলঞ্চ গভস্তিমৎ।
মহাখ্যং সুতলঞ্চাগ্র্যং পাতালং সপ্তমং স্মৃতং॥" (ভরত)

সপ্তপুত্র (ত্রি) সপ্তলোক যাহার পুত্র। "অগ্রাপশ্যং বিশ্পতিং সপ্তপুত্রং" (ঋক্ ১।১৬৪।১) 'সপ্তপুত্রং সপ্তলোকাঃ পুত্রা যস্য তং, তাদৃশং' (সায়ণ)
২ সপ্তপুত্রবিশিষ্ট, যাহার ৭টী পুত্র আছে। (পুং) ৩ সাতটী পুত্র।

সপ্তপুত্রসূ (স্ত্রী) সপ্তপুত্রান্ সূতে ইতি সূ-ক্বিপ্। সপ্ত পুত্রপ্রসূতা স্ত্রী, যিনি ৭টী পুত্র প্রসব করিয়াছেন।

সপ্তবাহ্ (ক্লী) বাহ্লিক দেশান্তর্গত রাজ্যবিশেষ। (হরিবংশ)

সপ্তভঙ্গিনয় (পুং) জৈনদিগের চিরাভ্যস্ত স্যাদ্বাদের অঙ্গভঙ্গিবিশেষ।

সপ্তভদ্র (পুং) সপ্তসু স্থানেষু ভদ্রমস্য। শিরীষ বৃক্ষ। (শব্দচ°)

সপ্তম (ত্রি) সপ্তানাং পূরণঃ (তস্য পূরণে ডট্। পা ৫।২।৪৮) ইতি ডট্ (নান্তাদসংখ্যাদের্মট্। পা ৫।২।৪৯) ইতি ডটো মড়াগমঃ। সপ্তসংখ্যার পূরণ।

সপ্তমক (ত্রি) সপ্তম-স্বার্থে কন্। সপ্তম শব্দার্থ।

সপ্তমন্ত্র (পুং) অগ্নি। (হেম)

সপ্তমরীচ (ত্রি) অগ্নি। (বৃহৎস° ৫।১।৩১)

সপ্তমাতৃ (স্ত্রী) সপ্ত মাতরো যস্যাঃ। যাহার মাতা ৭টী, গঙ্গাদি ৭টী নদী যাহার মাতা অর্থাৎ উৎপাদিকা হইয়াছে।

"ত্রিরশ্বিনা সিন্ধুভিঃ সপ্তমাতৃভিঃ" (ঋক্ ১।৩৪।৮)

'সপ্তমাতৃভিঃ সপ্ত সংখ্যাকাঃ গঙ্গাদ্যা নদ্যো মাতর উৎপাদিকা যেষাং জলবিশেষাণাং তে সপ্তমাতরঃ' (সায়ণ)

যে জল বিশেষে গঙ্গাদি সাতটী নদীর মাতা অর্থাৎ উৎপত্তিস্বরূপ হইয়াছে। তাহাকে সপ্তমাতৃ কহে।

২ তন্ত্রোক্ত সাতটী মাতৃকা। [মাতৃকা দেখ।]

সপ্তমানুষ (পুং) অগ্নি। (ঋক্ ৮।৩৯।৮)

সপ্তমাস্য (ত্রি) সপ্তমুখ। (কাঠক ৩০।৮)

সপ্তমী (স্ত্রী) সপ্তম-টিত্বাৎ ঙীপ্। সপ্তমের পূরণী তিথি। তিথিবিশেষ, সপ্তমী তিথি, চন্দ্রের সপ্তকলা ক্রিয়া, ইহা শুক্ল কৃষ্ণভেদে দ্বিবিধ, অর্থাৎ শুক্লা সপ্তমী ও কৃষ্ণা সপ্তমী। অমৃত পূর্ত্যবচ্ছিন্ন সপ্তম-কলা ক্রিয়ারূপা শুক্লা সপ্তমী, অর্থাৎ যে সময় চন্দ্রের সপ্তম কলা পূরণ হয়, তাহাকে শুক্লা সপ্তমী কহে, আর অমৃতহ্রাসানুকূল সপ্তম কলা ক্রিয়া অর্থাৎ যে সময় চন্দ্রের সপ্তম কলার হ্রাস হয়, তাহাকে কৃষ্ণা সপ্তমী কহে। পঞ্জিকাতে শুক্লা সপ্তমীর অঙ্ক এবং কৃষ্ণা সপ্তমীর অঙ্ক ২২ লিখিত হইয়া থাকে। তিথিতত্ত্বে এই সপ্তমী তিথির ব্যবস্থাদির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, যে দিন সপ্তমী তিথি অর্দ্ধ ভুক্তা হইবে, সেই দিনই সপ্তমীবিহিত ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। কিন্তু সপ্তমী তিথি

---

* "ততো যাত্রাতা প্রাগুদীচীং দিশা বধূঃ সপ্তভিঃ পদৈঃ সপ্তমণ্ডলিকায় সপ্তপদানি নয়েৎ। বধূশ্চ দক্ষিণপাদং দীর্ঘা পশ্চাদ্বামপাদং মণ্ডলিকাং নয়েৎ। জামাতা ত বধূঃ ক্রমাৎ। বামেন পাদেন দক্ষিণং পাদমাক্রামেতি। সপ্তানাং মণ্ডলানাং মুখানঃ সাধারণঃ। প্রজাপতির্বিরেক্ষণাবিরাট্ছন্দো বিষ্ণুর্দেবতা পাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ। ওঁ একমিষে বিষ্ণুস্তানয়তু। দ্বে ঊর্জে বিষ্ণুস্তানয়তু। ত্রীণি ব্রতায় বিষ্ণুস্তানয়তু। চত্বারি মায়ো ভবায় বিষ্ণুস্তানয়তু। পঞ্চপশুভ্যো বিষ্ণুস্তানয়তু ষড়্রায়স্পোষায় বিষ্ণুস্তানয়তু। সপ্তসপ্তভ্যো হোত্রাভ্যো বিষ্ণুস্তানয়তু। ততঃ সপ্তমং পদং দত্বা বধূঃ পঠিতব্যাদ্বা।

প্রজাপতির্বিরাখ্যী পংক্তিশ্ছন্দঃ অগ্নির্দেবতা পাদাক্রমণানন্তরমালাপনে বিনিয়োগঃ। সখা সপ্তপদী ভব সখ্যং তে গমেয়ং সখ্যাত্তে মা যোষাঃ স খ্যে মাযোষ্ঠাঃ॥" (ভবদেবভট্ট বিবাহপ্র°)

যদি খণ্ডিতা অর্থাৎ দুই দিন ব্যাপিনী হয় এবং ঐ দুই দিনই যদি কর্ম্মযোগ্য কালের প্রাপ্তি হয়, তাহা হইলে সপ্তমী বিহিত কার্য্য ষষ্ঠীযুক্ত সপ্তমী তিথিতেই করিতে হইবে। কারণ পঞ্চমী, সপ্তমী, ত্রয়োদশী, প্রতিপদ, নবমী এই কয়টী তিথি যে দিন সাম্মুখী হইবে, সেই দিনই ঐ সকল তিথিবিহিত ক্রিয়া করা আবশ্যক। সাম্মুখী শব্দের অর্থ এই যে, যে দিন তিথি সায়াহ্নব্যাপিনী হয়, সেই দিনই উহার সাম্মুখ্য ঘটে।

অতএব পরদিন সপ্তমী ত্রিসন্ধ্যাব্যাপিনী হইলেও সপ্তমী-বিহিত উপবাস ষষ্ঠীযুক্ত সপ্তমীতেই হইবে। ভবিষ্যপুরাণেও ইহার প্রমাণ আছে। যথা—ষষ্ঠীযুক্ত সপ্তমীতে উপবাস বিধেয়। অষ্টমীযুক্ত সপ্তমীতে নহে। সপ্তমীর সহিত ষষ্ঠীর যুগ্মাদর আছে, এইজন্য ষষ্ঠীযুক্ত সপ্তমী গ্রাহ্য, অষ্টমীযুক্ত সপ্তমী নহে।

"সপ্তমী, সা চ ষষ্ঠীযুতা গ্রাহ্যা, যুগ্মাদরাৎ, পৈঠীনসী বচনাচ্চ সপ্তমী।

পঞ্চমী সপ্তমী চৈব দশমী চ ত্রয়োদশী।
প্রতিপন্নবমী চৈব কর্ত্তব্যা সাম্মুখী তিথিঃ॥
সাম্মুখ্যমুক্তং স্কান্দে—
সাম্মুখ্যং নাম সায়াহ্নব্যাপিনী দৃশ্যতে যদা।

অতএব পরদিনে ত্রিসন্ধ্যাকালব্যাপিত্বে ষষ্ঠীযুক্তসপ্তম্যা-মুপবাসমাহ ভবিষ্যপুরাণং।

ষষ্ঠীসমেতা কর্ত্তব্যা সপ্তমীনাষ্টমীযুতা।
পতঙ্গোপাসনায়েহ ষষ্ঠ্যামাহুরুপোষণম্॥
ষষ্ঠ্যাযুতা সপ্তমী চ কর্ত্তব্যা সর্ব্বদা তিথিঃ।
ষষ্ঠী চ সপ্তমী যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

শুক্ল পক্ষের সপ্তমী তিথিতে যদি রবিবার হয়, তাহা হইলে তাহাকে বিজয়া-সপ্তমী কহে। "এই দিন দান করিলে অতিশয় ফলজনক হয়। এই তিথিতে সূর্য্যদেবকে তণ্ডুল দ্বারা চরুপাক করিয়া দিবে। ঐ চরুতে যতগুলি তণ্ডুল থাকে, তত বৎসর তাহার সূর্য্যলোকে গতি হয়। অন্যান্য দেবতার উদ্দেশেও ঐ তিথিতে যে কোন দেবতার পূজা করিয়া নৈবেদ্য দিলে তণ্ডুলের পরিমাণানুসারে সেই সেই দেবলোকে বাস হয়।

"শুক্লপক্ষস্য সপ্তম্যাং সূর্য্যবারো যদা ভবেৎ।
সপ্তমী বিজয়া নাম তত্র দত্তং মহাফলং॥
শালিতণ্ডুলপ্রস্থস্য সূর্য্যায়েদং সুসংস্কৃতং।
সূর্য্যায় চরুকং দত্ত্বা সপ্তম্যাঞ্চ বিশেষতঃ॥
যাবত্তত্তণ্ডুলাস্তস্মিন্ নৈবেদ্যপরিসংখ্যয়া।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি সূর্য্যলোকে মহীয়তে॥
এবং দেবতান্তরেঽপি তত্তল্লোকমহিতত্বফলেন কল্পয়িতুং যুক্তং" (তিথিতত্ত্ব)

মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে উপবাস করিয়া সূর্য্যদেবের পূজা করিতে হয়। ইহার বিধান—ষষ্ঠীর দিন হবিষ্য ও এক বার ভোজন করিয়া সপ্তমীর দিন উপবাস করিবে। পরে অষ্টমীর দিন পারণ করিতে হয়। সপ্তমীতে সূর্য্যের পূজাই প্রধান কার্য্য। এইরূপ বিধানে এক বৎসর কাল যিনি ইহার অনুষ্ঠান করেন, তিনি ইহজন্মে আরোগ্য, ধন, ধান্য, এবং অন্তকালে এইরূপ স্থান অধিকার করেন যে, আর তাহার ইহলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না। ইহাকে আরোগ্য-সপ্তমী কহে। ইহা সকল পাপপ্রণাশক।

"অথাপরং মহারাজ ব্রতমারোগ্যসংজ্ঞকং।
কথয়ামি পরং পুণ্যং সর্ব্বপাপপ্রণাশনং॥
তদ্বৈব মাঘমাসস্য সপ্তম্যাং সমুপোষিতঃ। * *
ষষ্ঠ্যাং চৈকভক্তাহারঃ সপ্তম্যাং সমুপোষিতঃ।
অষ্টম্যাঞ্চৈব ভুঞ্জীত এষ এব বিধি স্মৃতঃ॥
অনেন বৎসরং পূর্ণং বিধিনা যোঽভিতিষ্ঠেৎ।
তস্যারোগ্যং ধনং ধান্যমিহ জন্মনি জায়তে।
পরত্র চ শুভং স্থানং যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্ততে॥" (তিথিতত্ত্ব)

মাঘ মাসে সপ্তমী তিথিতে আরম্ভ করিয়া পরে প্রতি সপ্তমী তিথিতেই উক্ত রূপ আচরণ করিতে হয়। প্রাতঃকালে সপ্তমী তিথিতেই উপবাসের সঙ্কল্প করা উচিত। এই আরোগ্য সপ্তমীতে একটু বিশেষ এই যে, পূর্ব্বে যেরূপ ষষ্ঠীযুক্ত সপ্তমী তিথিতে সপ্তমী বিহিত কার্য্য হইবে বলা হইয়াছে, এই ব্রতে সেই সাধারণ নিয়মের ব্যত্যয় হইয়া থাকে। অষ্টমীযুক্ত সপ্তমীতে ইহার বিধান আছে।

"অত্র ষষ্ঠ্যাদিষু তত্তৎকর্ম্মবিধানাৎ ষষ্ঠী সমেতেত্যাদ্যস্য ন বিষয়ঃ কালিকাপুরাণে তদ্‌ব্রতং প্রতি সূর্য্যবাক্যাৎ।" (তিথিতত্ত্ব)

অর্কাগ্র, বিশুদ্ধ গোময়, সুপক্ব মরিচ, জল, ফল ও মূল ভোজন, নক্ত-ভোজন, উপবাস এবং বিধিবৎ একভক্ত হইয়া, পরে ক্রমান্বয়ে ক্ষীরভোজন, বায়ুভোজন এবং ঘৃত-ভোজন করিবে। মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমী হইতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসরে ১২টী শুক্লা-সপ্তমী তিথিতে উক্তরূপ ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে সূর্য্যদেব অভীষ্ট ফল দান করেন। উক্ত বচনে যে অর্কপত্রের অগ্র অর্থাৎ ডগা ভোজনের বিধান আছে, ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, যদি কিছু আহার করিতে হয়, তাহা হইলে অর্কপত্রাদি বিহিত বস্তুই ভোজন করিতে হইবে। তদ্ভিন্ন বস্তু ভোজন করিবে না। উহা এক প্রকার তপশ্চরণ।

অর্কপত্রের অঙ্কুরাদি মাত্রই ভোজন করিতে হইবে। আকাশ-মুখ হইয়া যে অর্কপত্রের অঙ্কুর নির্গত হইয়াছে, তন্মাত্রই ভোজন বিধেয়। এইরূপ যব পরিমিত গোময়, শোভন মরিচ, জল, সপক্ব

কদলীর ফলপরিমিত মধ্যভাগ, যবপরিমিত কুলমূল ভোজন এবং যে সময় মানবের ছায়া দ্বিগুণ হয়, সেইরূপ সময়ে পরিমিত ওদন-ভোজনরূপ নক্তব্রতাচরণ, কেবল উপবাস, একভক্ত অর্থাৎ ময়ূরের ডিমের মতন একগ্রাস মাত্র অন্নভোজন, অর্দ্ধতোয় পরিমিত দুগ্ধপান, স্নান করিয়া পূর্ব্ব-মুখ হইয়া বায়ুভোজন, পোষমাসে অত্যল্প পরিমাণে ঘৃতভোজন, মাঘ মাস হইতে এক বৎসর পর্য্যন্ত এইরূপ আচরণ করিবে। পরে ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে গুড়, ক্ষীর এবং নিরামিষ অন্নভোজন করাইয়া নিজের বিত্তানুরূপ দক্ষিণা দিতে হইবে।

অষ্টমীতে বাল ও অক্ষুণ্ণ যব দ্বারা পারণ করিতে হয়। মুগ, মাষ-কলায়, তিল ও ঘৃত ঐ পারণে নিষিদ্ধ। সূর্য্য-মাহাত্ম্য প্রকাশক, শাস্ত্রানুসারে একপাকে যাহা সিদ্ধ হয়, পারণ-কালে সেইরূপ বস্তুই বিহিত হইয়াছে।

"অর্কাগ্রং শুচিগোময়ং সুমরিচং তোয়ং ফলং চাম্বুকে ।
মূলং নক্তমুপোষণঞ্চ বিধিবৎ কৃত্বৈকভক্তং নরঃ ।
ক্ষীরং বায়ুশনঘৃতাশনমিতি প্রোক্তানুপূর্ব্বিক্রমাৎ
কৃত্বা মাঘণ সপ্তমীদিনফলং প্রাপ্নোত্যভীষ্টং ফলং ॥
অত্র চার্কাগ্রাদীতরভোজননিবৃত্তিরবগম্যতে তদ্বাক্যাৎ ।
অর্কপত্রাম্বুমাত্রমম্বীক্ষগৃহীতকং ।
কপিলা বিন্দুযমাত্রং মধুনং মরিচং ফলং ॥
কদলীফলমধ্যন্ত কলামাত্রমণকং ।
কুলমূলং যবমাত্রং স্বচ্ছায়া দ্বিগুণে ক্ষণে ॥
অন্যাং সিদ্ধোদনং নক্তং অভোজনমনং তথা ।
একভক্তং ময়ূরাণ্ডপ্রমাণং ভোজনং মতং ॥
অর্দ্ধপ্রসৃতিমাত্রন্তু কপিলা দুগ্ধভক্ষণং ।
স্নাত্বা সম্পূজ্য মার্ত্তণ্ডং প্রাঙ্মুখো বায়ুমাশয়েৎ ।" (তিথিতত্ত্ব)

মাঘ-মাসের শুক্লাসপ্তমীর নাম মাকরী সপ্তমী। এই সপ্তমী তিথি সূর্য্যগ্রহণ তুল্য ফলপ্রদ। অরুণোদয় কালে এই সপ্তমী তিথিতে স্নান করিলে মহৎ ফল হইয়া থাকে। যদি অরুণোদয় কালে এই তিথিতে গঙ্গায় স্নান করা যায়, তাহা হইলে কোটি সূর্য্যগ্রহণ-কালীন ফল হয়।

এই সপ্তমী তিথি যদি পূর্ণা হয়, অর্থাৎ পূর্ব্বদিনের অরুণোদয় কাল হইতে পরদিনের অরুণোদয় কাল পর্য্যন্ত ব্যাপিনী হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বদিনের অরুণোদয় কালেই সপ্তমী-স্নান বিধেয়। প্রাতঃকালের চারিদণ্ডকালকে অরুণোদয় কাল কহে। এই কালই যতিদিগের স্নান সময়। আরও অন্যবচনে লিখিত আছে যে, পূর্ব্বদিনের অরুণোদয়কাল পূর্ণ তিথিবিশিষ্ট হইলে পূর্ব্বদিনই কর্ত্তব্য কর্ম্মের নির্ব্বাহক, এবং পরদিনের অরুণোদয় কাল হইলে পরদিনই কর্ত্তব্য কর্ম্মের নির্ব্বাহক। এই অরুণোদয় কালে যদি তিথি মুহূর্ত্তের অন্যূনকালব্যাপিনী হয়, তাহা হইলে তাহাতে স্নান করিবে। কারণ উদয়কালে যে তিথি এক ঘটিকা অর্থাৎ এক মুহূর্ত্তব্যাপিনী হইবে, সেই তিথিতেই ব্রত, উপবাস ও স্নানাদি হইবে।

"সূর্য্যগ্রহণতুল্যা হি শুক্লা মাঘস্য সপ্তমী ।
অরুণোদয়বেলায়াং তস্যাং স্নানং মহাফলং ॥
মাঘে মাসি সিতে পক্ষে সপ্তমী কোটিভাস্করা ।
কুর্য্যাৎ স্নানার্ঘ্যদানাভ্যামায়ুরারোগ্যসম্পদঃ ॥
অরুণোদয়বেলায়াং শুক্লা মাঘস্য সপ্তমী ।
গঙ্গায়াং যদি লভ্যেত সূর্য্যগ্রহশতৈঃসমা ॥
পূর্ণসপ্তম্যাং পূর্ব্বাপরয়োঃ যত্রারুণোদয়কালে সপ্তমী তত্র পূর্ব্বতৎকালে স্নানং ;
চতস্রো ঘটিকাঃ প্রাতররুণোদয় উচ্যতে ।
যতীনাং স্নানকালোঽয়ং গঙ্গাম্ভঃসদৃশঃ স্মৃতঃ ॥
অত্রারুণোদয়কালে মুহূর্ত্তান্যূনতিথিলাভ এব স্নানং—
ব্রতোপবাসস্নানাদৌ ঘটিকৈকা যদা ভবেৎ ।
উদয়ে সা তিথি গ্রাহ্যা শ্রাদ্ধাদাবস্তগামিনী ॥
অত্র ঘটিকা মুহূর্ত্তঃ ।" (তিথিতত্ত্ব)

মাঘমাসে প্রাতঃস্নানের বিধান আছে, ঐ বিধানানুসারে সপ্তমীস্নান সিদ্ধ। কিন্তু ঐ বিধানে সপ্তমী স্নান সিদ্ধ নহে, কেন না শাস্ত্রে সপ্তমীতে অরুণোদয়ে পৃথক্ স্নান করিবার বিধান দৃষ্ট হয়। মাঘমাসের প্রাতঃস্নানাপেক্ষা ইহা বিশেষ ফলজনক। যদি সমস্ত মাসের সঙ্কল্প করিয়া স্নান করা হয়, তাহা হইলেও এই দিনে পৃথক্ সঙ্কল্প করিয়া স্নান করিতে হইবে। প্রত্যহ স্নান জন্য ঐ সঙ্কল্পে সপ্তমীবিহিত স্নান সিদ্ধ হইবে না। সপ্তমী স্নানেরও একটু বিশেষ বিধান আছে। এই দিনে অরুণোদয় কালে যথাবিধানে সঙ্কল্প করিয়া সাতটী আকন্দের পাতা ও ৭টী কুলের পাতা মস্তকে রাখিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক স্নান করিতে হয়। মন্ত্র—

"ওঁ যদ্‌যজ্জন্মকৃতং পাপং ময়া সপ্তসু জন্মসু ।
তন্মে রোগঞ্চ শোকঞ্চ মাকরী [illegible] সপ্তমী ॥" (তিথিতত্ত্ব)

এই মাকরী সপ্তমী মাঘ ও ফাল্গুন এই দুই মাসেই সম্ভব হয়। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, মাঘী সপ্তমী মকর-রাশিগত সূর্য্যঘটিত মাসেরই সপ্তমী বলিয়া উহার নাম মাঘীসপ্তমী হইয়াছে। সুতরাং মাঘী সপ্তমী বিহিত স্নান করিবার কালে রাশির উল্লেখ করিয়া অর্থাৎ মকররাশিস্থে ভাস্করে এইরূপ উল্লেখ করিয়া স্নান করিতে হইবে। ইহার উত্তরে স্মার্ত্ত বলিয়াছেন যে, এই স্নানে রাশির উল্লেখ হইবে না। মকর রাশিস্থ সূর্য্যাবচ্ছিন্ন মাসে সপ্তমী তিথি বলিয়া ইহার নাম মাকরী সপ্তমী

বা মাঘী সপ্তমী হয় নাই। কিন্তু সপ্তমী তিথিতে চন্দ্রমা মকরাস্থায় প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ অর্দ্ধচন্দ্র হন বলিয়া তথাবিধ চন্দ্রমাঘটিত চান্দ্রমাসীয় সপ্তমীকে মাকরী সপ্তমী বলা হইয়াছে। আরও যে স্থলে তিথিবিহিত কার্য্য হইবে, সেইস্থলে চান্দ্রমাসেরই গ্রহণ জানিতে হইবে। চান্দ্রমাসানুসারে এই সপ্তমী মকর ও কুম্ভ এই দুই মাসেই সম্ভব।

এই সপ্তমীর অপর নাম রথ-সপ্তমী। কারণ আদি মন্বন্তরে এই সপ্তমী তিথিতে দিবাকরগণ রথ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এই জন্য ইহাকে রথসপ্তমী কহে। এই দিন স্নানদান বিশেষ পুণ্যজনক। এই তিথিতে স্নানের পর সূর্য্যদেবের উদ্দেশে অষ্টাঙ্গ অর্ঘ্য দিতে হয়। এই অর্ঘে ৮টী দ্রব্য থাকে। যথা—জল, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, তিল, তণ্ডুল, সর্ষপ, কুশাগ্র ও পুষ্প। কোন মতে পুষ্পের পরিবর্ত্তে মধু দিবার ব্যবস্থা আছে। সূর্য্যকে অর্ঘ্যদানকালে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। মন্ত্র—

"জননী সর্ব্বভূতানাং সপ্তমী সপ্তসপ্তিকে।
সপ্তব্যাহৃতিকে দেবি নমস্তে রবিমণ্ডলে॥

প্রণাম মন্ত্র—সপ্তসপ্তিবহ প্রীত সপ্তলোকপ্রদীপন।
সপ্তম্যাং হি নমস্তুভ্যং নমোহনন্তায় বেধসে॥

এই অর্ঘে সধবর অর্কপত্র, দূর্ব্বা, অক্ষত ও চন্দন উক্ত অষ্টাঙ্গবিধি দ্বারা দিতে হয়।

"মন্বাদ্যন্তরাদৌ চ রথমাপুর্দিবাকরাঃ।
মাঘমাসস্য সপ্তম্যাং তস্মাৎ সা রথসপ্তমী।
অরুণোদয়বেলায়াং তস্যাং স্নানং মহাফলং॥"
"অর্কপত্রৈঃ সবদরৈর্দূর্ব্বাক্ষতসচন্দনৈঃ।
অষ্টাঙ্গবিধিনা চার্ঘ্যং দত্তাদিত্যায় তুষ্টয়ে॥" (তিথিতত্ত্ব)

ভাদ্র মাসের শুক্লা সপ্তমীকে ললিতা সপ্তমী বা কুক্কুটী সপ্তমী কহে। এই সপ্তমী তিথিতে নিয়মপূর্ব্বক স্নান করিয়া যে ব্যক্তি মণ্ডল মধ্যে অধিকার সহিত শিবের প্রতিকৃতি লিখিয়া পূজা করে, তাহার কিছুই দুষ্প্রাপ্য থাকে না।

"ভাদ্রে মাসি সিতে পক্ষে সপ্তম্যাং নিয়মেন যা।
স্নাত্বা শিবং লেখয়িত্বা মণ্ডলেষু সহাম্বিকাং।
পূজয়েচ্চ তদা তস্যাং দুষ্প্রাপ্যং নৈব বিদ্যতে।
ইদং কুক্কুটিব্রতকেন খ্যাতং।" (তিথিতত্ত্ব)

এইরূপে সপ্তমী তিথির ব্যবস্থা স্থির করিয়া স্নান-দান, ব্রত উপবাস প্রভৃতি করিতে হয়। কিন্তু সপ্তমী তিথিবিহিত শ্রাদ্ধস্থলে এই নিয়ম হইবে না, কারণ শ্রাদ্ধ মধ্যাহ্নে কর্ত্তব্য। অতএব প্রত্যেকটি তিথি যে দিন পাইয়াছে, সেই দিনই শ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠান করিবে। তিথির কোন সময় পাইলে সেই দিন শ্রাদ্ধ হইবে। [শ্রাদ্ধ শব্দ দেখ।]

রঘুনন্দন যে কয়টি সপ্তমীর বিশেষরূপে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই মাত্র এইস্থলে লিখিত হইল। হেমাদ্রির ব্রতখণ্ড প্রভৃতিতে সপ্তমী ব্রতের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সকল ব্রতও এই ব্যবস্থানুসারে হইবে। [ব্রত দেখ।]

সপ্তম্যার্কব্রত (স্ত্রী) ব্রতবিশেষ, সপ্তমী তিথিতে কর্ত্তব্য সূর্য্যদেবের উদ্দেশে ব্রতবিশেষ।

সপ্তরক্ত (স্ত্রী) সপ্তানাং রক্তানাং রক্তবর্ণানাং সমাহারঃ। শরীরের রক্তবর্ণ ৭টী অবয়ব, শরীরের ৭টী স্থান রক্তবর্ণ হইলে তাহাকে সপ্তরক্ত কহে। হস্ত ও পদতল, নেত্রান্ত, অর্থাৎ চক্ষুর মধ্যভাগ, তালু, অধর, জিহ্বা ও নখ। সামুদ্রকে লিখিত আছে যে, শরীরের এই ৭টী অবয়ব রক্তবর্ণ হইলে সুলক্ষণ।

"পাণিপাদতলৌ রক্তৌ নেত্রান্তনখানি চ।
তাল্বধরজিহ্বাশ্চ সপ্তরক্তং প্রশস্যতে॥" (সামুদ্রিক)

সপ্তর্চ্চ (স্ত্রী) সাতটী ঋচ্। (অথর্ব্ব ১৯।২৩।৪)

সপ্তরত্নপদ্মবিক্রামিন্ (পুং) বুদ্ধভেদ।

সপ্তরশ্মি (ত্রি) সপ্তসংখ্যক গায়ত্র্যাদি ছন্দোযুক্ত। "দুগ্ধক্ষিপ্রশ্চঃ সপ্তরশ্মিঃ" (ঋক্ ২।১৮।১) 'সপ্তরশ্মিঃ অশ্নুবতে ব্যাপ্নুবন্তি কর্ম্মাণীতি রশ্ময়শ্ছন্দাংসি, সপ্তসংখ্যাকানি গায়ত্র্যাদীনি ছন্দাংসি যস্য স তথোক্তঃ সপ্তরশ্মিঃ সপ্তরজ্জুঃ' (সায়ণ)। ২ সপ্তরজ্জুবিশিষ্ট।

সপ্তরাত্র (পুং) সপ্তাহঃ, সাতদিন।

"অনাতুরঃ সপ্তরাত্রমবকীর্ণি ব্রতং চরেৎ॥" (মনু ২।১৮৭)

সপ্তরাত্রিক (স্ত্রী) সপ্তরাত্র, সাতদিন।

সপ্তর্ষি (পুং) সপ্ত চাসৌ ঋষয়শ্চেতি। ব্রহ্মার মানস পুত্র ৭ জন ঋষি। পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ডে লিখিত আছে যে আকাশ দিগ্ভাগে সর্ব্বোপরি সপ্তর্ষি মণ্ডল সংস্থিত, এই ৭জন ঋষি ব্রহ্মার মানস পুত্র, ইঁহাদের নাম মরীচি, অত্রি, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, অঙ্গিরা ও বশিষ্ঠ, এই ৭ জনের যথাক্রমে সম্ভূতি, অনসূয়া, ক্ষমা, প্রীতি, সন্নতি, অরুন্ধতি ও লজ্জা এই সপ্ত স্ত্রী। ইঁহারা সকলে লোকজননী, ইঁহাদের তপস্যা দ্বারা লোকত্রয় অবস্থিত আছে। ইঁহারা সন্ধ্যাত্রয় উপাসনা ও গায়ত্রীজপতৎপর হইয়া সপ্তর্ষিমণ্ডলের সহিত অবস্থিত আছেন।

"সপ্তর্ষিমণ্ডলং তস্মাদ্ দৃশ্যতে সর্ব্বতোপরি।
তত্র সপ্তর্ষয়ঃ সন্তি বিনির্মুক্তাঃ প্রজাপতেঃ॥
মরীচিরত্রিঃ পুলহঃ পুলস্ত্যঃ ক্রতুরঙ্গিরাঃ।
বশিষ্ঠশ্চ মহাভাগ ব্রহ্মণো মানসাঃ সুতাঃ॥
সপ্ত ব্রাহ্মণ ইত্যেতে উচ্যন্তে ব্রহ্মবাদিভিঃ।
সম্ভূতিরনসূয়া চ ক্ষমা প্রীতিশ্চ সন্নতিঃ॥
অরুন্ধতিস্তথা লজ্জা তৎপত্ন্যো লোকমাতরঃ।
এতাসাং তপসা ত্রৈলোক্যমাস্তে ভুবনত্রয়ং॥

সন্ধ্যামন্বমুপাসীনা গায়ত্রীজপতৎপরাঃ।
তস্মিন্ লোকে বসন্ত্যেতে ব্রাহ্মণা ব্রহ্মবাদিনঃ ॥"
(পদ্মপু° স্বর্গখ° ১১ অ°)

প্রত্যেক মন্বন্তরে সপ্তর্ষি ভিন্ন ভিন্ন। হরিবংশে সপ্তর্ষিদিগের বিবরণ লিখিত আছে। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, ক্রতু, পুলস্ত্য ও বশিষ্ঠ এই ৭ জন ব্রহ্মার মানস পুত্র। ইহারাই পৃথিবীর উত্তরদিকে অবস্থানপূর্ব্বক সপ্তর্ষি মণ্ডল নামে পরিচিত ও বিরাজিত রহিয়াছেন। এই সকল সপ্তর্ষি স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ছিলেন। মনু চতুর্দ্দশ, সুতরাং সপ্তর্ষিও চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে ভিন্ন ভিন্ন। (হরিবংশ ৭অ°)

পুরাণসমূহে সপ্তর্ষির নামেরও কিছু কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হয়। চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদিগের নামের বিবরণ এইরূপ—

১ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ। ২ স্বারোচিষ মন্বন্তরে—উর্জ্জস্তম্ভ, প্রাণ, দত্তোলী, ঋষভ, নিশ্চর, চারু ও অর্বীর, ইহারা সপ্তর্ষি। ৩ উত্তম মন্বন্তরে—বশিষ্ঠের প্রমদ প্রভৃতি ৭ পুত্র সপ্তর্ষি ছিলেন। ৪ তামস মন্বন্তরে—জ্যোতির্দ্ধামা, পৃথু, কাব্য, চৈত্র, অগ্নি, বলক ও পীবর। ৫ রৈবত মন্বন্তরে—হিরণ্যরোমা, বেদশ্রী, ঊর্দ্ধবাহু, বেদবাহু, সুধামা, পর্জ্জন্য, ও বশিষ্ঠ। ৬ চাক্ষুষ মন্বন্তরে—সুমেধা, বিরজাঃ, হবিষ্মান্, উন্নত, মধু, অতিনামা ও সহিষ্ণু। ৭ বৈবস্বত মন্বন্তরে—কাশ্যপ, অত্রি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদগ্নি ও ভরদ্বাজ। ৮ সাবর্ণিক মন্বন্তরে—গালব, দীপ্তিমান্, পরশুরাম, অশ্বত্থামা, কৃপ, ঋষ্যশৃঙ্গ ও ব্যাস। ৯ দক্ষ-সাবর্ণিক মন্বন্তরে—মেধাতিথি, বসু, সত্য, জ্যোতিষ্মান্, দ্যুতিমান্, সবল ও হব্যবাহন। ১০ ব্রহ্মসাবর্ণিক মন্বন্তরে—আপোমূর্ত্তি, হবিষ্মৎ, সুকৃতি, সত্য, নাভাগ, অপ্রতিম, ও বাশিষ্ঠ। ১১ ধর্ম্ম-সাবর্ণিক মন্বন্তরে—হবিষ্মৎ, বরিষ্ঠ, আরুণি, নিশ্চর, অনঘ, বিষ্টি ও অগ্নিদেব। ১২ রুদ্রসাবর্ণিক মন্বন্তরে—দ্যুতি, তপস্বী, সুতপা, তপোমূর্ত্তি, তপোনিধি, তপোরতি ও তপোধৃতি। ১৩ দেবসাবর্ণিক মন্বন্তরে—ধৃতিমান্, অব্যয়, তত্ত্বদর্শী, নিরুৎসুক, নির্ম্মোহ, সুতপা ও নিষ্প্রকম্প। ১৪ ইন্দ্রসাবর্ণিক মন্বন্তরে—অগ্নীধ্র, অগ্নিবাহু, শুচি, মুক্ত, মাধব, শুক্র ও অজিত নামক ঋষিগণ সপ্তর্ষিরূপে পরিচিত ছিলেন। (মার্কণ্ডেয়পু°) বিষ্ণুপুরাণে ৩য় অংশে এই সপ্তর্ষিদিগের বিশেষ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। কাশীখণ্ডে লিখিত আছে যে, শনি-লোকের ঊর্দ্ধ এবং ধ্রুবলোকের অধোদেশে সপ্তর্ষিমণ্ডল অবস্থিত।

জ্যোতিঃশাস্ত্রমতে সপ্তর্ষিমণ্ডল এখন মঘানক্ষত্রে অবস্থিত। এই সপ্তর্ষিমণ্ডলের সহিত বশিষ্ঠ পত্নী অরুন্ধতীও বিরাজিত আছেন। [নক্ষত্রের দেখ।]

ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, প্রতিদিন স্নান বা সন্ধ্যার পর এই সপ্তর্ষিদিগের উদ্দেশে তর্পণ করিতে হয়। দেবতর্পণের পরই এই ঋষিতর্পণ বিধেয়। তর্পণস্থলে যে সপ্তর্ষির বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাহারা ৭ জন নহে, দশ জন। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ এই দশজন ঋষি সপ্তর্ষি বলিয়া পরিগণিত। এই দশজনের উদ্দেশেই তর্পণ করিতে হয়। সপ্তচাসৌ ঋষয়শ্চেতি, এই সমাস বাক্যে ৭ জন ঋষি হওয়াই উচিত। সেই জন্য ব্যাকরণে অভিহিত হইয়াছে যে, পঞ্চাম্র, সপ্তর্ষি প্রভৃতি শব্দ সপ্ত সংখ্যার বোধক না হইলেও উহাতে দোষ হইবে না।

"মরীচিমত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুং।
প্রচেতসং বশিষ্ঠঞ্চ ভৃগুং নারদমেব চ ॥
দেবান্ সর্ব্বানৃষীন্ সর্ব্বাংস্তর্পয়েদক্ষতোদকৈঃ ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

সপ্তর্ষিক (পুং) সপ্তর্ষি স্বার্থে কন্। সপ্তর্ষি শব্দার্থ।

সপ্তর্ষিচার (পুং) সপ্তর্ষীণাং চারঃ। সপ্তর্ষিদিগের বিচরণ। বরাহের বৃহৎসংহিতায় সপ্তর্ষিদিগের গতির বিষয় এইরূপে লিখিত আছে যে, উত্তরদিকে সপ্তর্ষিমণ্ডল অবস্থিত। রাজা যুধিষ্ঠির যখন পৃথিবী শাসন করিতেন, সেই সময় এই সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘানক্ষত্রে অবস্থিত ছিলেন। এই সপ্তর্ষিমণ্ডল এক একটী নক্ষত্রে একশত বৎসর করিয়া বিচরণ করেন। উত্তরপূর্ব্বদিকে এই সপ্তর্ষিমণ্ডল অরুন্ধতীর সহিত উদিত হন। এই সপ্তর্ষি মণ্ডলের পূর্ব্বভাগে মরীচি, মরীচির পশ্চিমে বশিষ্ঠ, তৎপরে অঙ্গিরা, তদনন্তর অত্রি, এবং তাঁহাদের নিকটে পুলস্ত্য, পুলহ ও ক্রতু যথাক্রমে পূর্ব্বাদি দিকে অবস্থিত। তন্মধ্যে সাধ্বী অরুন্ধতী বশিষ্ঠ দেবকে আশ্রয় করিয়া আছেন। এই সপ্তর্ষিমণ্ডল যদি উল্কা, অশনি বা ধূমাদি দ্বারা হত, বিবর্ণ, জ্যোতির্বিহীন অথবা হ্রস্ব হইলে নানাবিধ অমঙ্গল হইয়া থাকে। বিপুল ও স্নিগ্ধ হইলে জগতের শুভ হয়।

মরীচি যদি কোনরূপে পীড়িত হন, তাহা হইলে, গন্ধর্ব্ব, দেব, দানব, মন্ত্রৌষধি, সিদ্ধ, যক্ষ, নাগ ও বিদ্যাধরগণের পীড়াকর হয়। বশিষ্ঠ আক্রান্ত হইলে শাক, যবন, দরদ, পারত, কাম্বোজ ও বনবাসী তাপসগণের অনিষ্ট, এবং কিরণশালী হইলে উঁহাদের উপচয় হইয়া থাকে। অঙ্গিরা উপহত হইলে জ্ঞানী, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, এবং ব্রাহ্মণ সকল বিনষ্ট হয়। অত্রির ব্যাঘাতে বন ও অন্নজাত দ্রব্য সকল এবং জলনিধি ও নদীসকল বিলুপ্ত হয়। পুলস্ত্যের ব্যাঘাত হইলে রক্ষঃ, পিশাচ, দানব, দৈত্য ও ভুজঙ্গগণ, পুলহের ব্যাঘাতে মূল ও ফল এবং ক্রতুর বিঘ্ন হইলে যাজ্ঞিকগণের বিঘ্ন হইয়া থাকে।

(বৃহৎসংহিতা ১৩ অ°)

সপ্তমিত্র (পুং) বৃহস্পতিগ্রহ।

সপ্তর্ষিতা (স্ত্রী) সপ্তর্ষি নক্ষত্রযুক্তা।

সপ্তল (পুং) পালিক্ষুক্ত ব্যক্তিভেদ। (পা ৪।১।৯৯)

সপ্তলা (স্ত্রী) সপ্তলাতাতি লা-ক। নবমালিকা। (অমর) ২ চর্মকষা। ৩ গুঞ্জা। ৪ পাটলা। (মেদিনী) ৫ অগ্নিশীর্ষা শুক্র।

সপ্তলিকা (স্ত্রী) সপ্তলা।

সপ্তবতী (স্ত্রী) নদীভেদ। ভাগবতে লিখিত আছে যে, এই নদী ভারতবর্ষে অবস্থিতা এবং মহানদী, এই নদীর নাম পুণ্যজনক। (ভাগবত ৫।১৯।১৭)

সপ্তবধ্রি (ত্রি) বন্ধনভূত ধাতু।

"নামমান অধিভীতঃ সপ্তবধ্রিঃ কৃতাঞ্জলিঃ।" (ভাগবত ৩।৩১।১)

'সপ্তবধ্রিঃ সপ্তবধ্রয়ঃ বন্ধনভূতা ধাতবো যস্য সঃ' (স্বামী) (পুং) ২ ঋষি। "হবঃ সপ্তবধ্রিক মুক্তং" (ঋক্ ৫।৭৮।৫) 'সপ্তবর্ধ্রং মাঝ্রুবং' (সায়ণ)

সপ্তবর্গ (পুং) সাতটী দল।

সপ্তবর্ম্মন্ (পুং) একজন প্রাচীন বৈয়াকরণ। (তারানাথ)

সপ্তবার (পুং) রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি এই ৭টী বার। এই সপ্ত বারের মধ্যে সোম, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র এই চারিটী বার শুভ, তদ্ভিন্ন অশুভ। ২ গরুড়ের পুত্রভেদ। (ভারত উদ্যোগপর্ব্ব)

সপ্তবিংশ (ত্রি) সপ্তবিংশতি সংখ্যার পূরণ। ২৭ সংখ্যার পূরণ।

সপ্তবিংশক (ত্রি) সপ্তবিংশ-স্বার্থে কন্। সপ্তবিংশ শব্দার্থ।

সপ্তবিংশতি (স্ত্রী) সপ্তাধিকাঃ বিংশতয়ঃ। সপ্ত অধিক বিংশতি সংখ্যা, ২৭ সংখ্যা।

সপ্তবিংশতিক (ত্রি) সপ্তবিংশতি-স্বার্থে কন্। সপ্তবিংশতি শব্দার্থ।

সপ্তবিংশতিগুগ্গুলু (পুং) ভগন্দর রোগাধিকারোক্ত ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, গুলঞ্চ, চিতামূল, শটী, এলাইচ, পিপুলমূল, হবুষা, দেবদারু, ধনে, তেউড়ি, চই, রাখাল-শসার মূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বিট্‌লবণ, সচল-লবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধবলবণ, ও গজপিপুল, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক এক তোলা, এবং গুগ্গুলু ৫০ তোলা, প্রথমে গুগ্গুলু ঘৃতে মাড়িয়া পশ্চাৎ তাহার সহিত অন্য সমস্ত চূর্ণ মর্দ্দন করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। এই ঔষধের মাত্রা এক তোলা, অনুপান মধু। ঔষধ সেবনের পর অর্দ্ধাবস্থ জল শীতল হইলে পান করা কর্ত্তব্য। ইহা সেবন করিলে অর্শ, ভগন্দর, শ্বাস, কাস, শোথ প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

সপ্তবিংশতিতম (ত্রি) সপ্তবিংশতি-তমপ্। সপ্তবিংশতি সংখ্যার পূরণ।

সপ্তবিংশতিম (ত্রি) সপ্তবিংশতি সংখ্যার পূরণ, ২৭ সংখ্যার পূরণ।

সপ্তবিংশিন্ (ত্রি) সপ্তবিংশতি সংখ্যাবিশিষ্ট।

সপ্তবিদারু (পুং) বৃক্ষভেদ।

সপ্তবিধ (ত্রি) সপ্তবিধা যস্য। সপ্ত প্রকার, সাত রকম।

সপ্তশত (ত্রি) সাত শত, ৭০০।

সপ্তশতিকা (স্ত্রী) সপ্তশতী শব্দার্থ।

সপ্তশতী (স্ত্রী) সপ্তানাং শতানাং সমাহারঃ (দ্বিগোঃ। পা ৪।১।২১) ইতি ঙীপ্। সপ্তশতিকা, সপ্তশত শ্লোকাত্মক দেবীমাহাত্ম্য, চণ্ডী সার্দ্ধশত শ্লোকে নিবদ্ধ এই জন্য ইহাকে সপ্তশতী কহে।

"অর্গলং কীলকঞ্চাদৌ পঠিত্বা কবচং ততঃ।
জপেৎ সপ্তশতীং চণ্ডীং ক্রমএষ শিবোদিতঃ॥" (অর্গলস্তোত্র)

সাত শত শ্লোকাদি দ্বারা নিবদ্ধ হইলেই তাহাকে সপ্তশতী বলা যায়। ভগবদ্গীতাকেও সপ্তশতী বলা যাইতে পারে। কারণ গীতাও ৭০০ শত শ্লোকে নিবদ্ধ।

সপ্তশতী, বঙ্গদেশস্থ ব্রাহ্মণ শ্রেণী বিশেষ। গৌড়রাজ আদিশূর কর্ত্তৃক বঙ্গদেশে পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়নের পূর্ব্বে এখানে সাত শত ঘর ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তাঁহারা সপ্তশতী নামে অভিহিত। ইঁহাদিগের সপ্তশতী আখ্যা সম্বন্ধে কুলগ্রন্থে নানা কিংবদন্তী আছে। [কুলীন, রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র শব্দ দেখ।]

সপ্তশলাক (পুং) সপ্ত শলাকাঃ স্তবং রেখা যত্র। চক্রবিশেষ, সপ্তশলাকচক্র। ইহা বিবাহের শুভাশুভ দিন জানার্থ তির্য্যগূর্দ্ধ সপ্ত রেখাবিশিষ্ট চক্র। বিবাহের দিন স্থির করিতে হইলে প্রথমে সপ্তশলাকা বেধ আছে কি না, তাহা বিশেষ করিয়া দেখিতে হয়, কারণ সপ্তশলাকায় বিবাহ বিশেষ নিষিদ্ধ। জ্যোতিঃশাস্ত্রে এই চক্র এবং ইহার ফলাদির বিষয় এইরূপ লিখিত হইয়াছে, উত্তরে ও দক্ষিণে ৭টী রেখা এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিমে ৭টী রেখা অঙ্কিত করিতে হইবে। পরে উত্তর দিকের প্রথম রেখা হইতে আরম্ভ করিয়া কৃত্তিকাদি করিয়া অভিজিতের সহিত অষ্টাবিংশতি নক্ষত্র বসাইতে হইবে। ২৭টী নক্ষত্র এবং অভিজিৎ নক্ষত্র এই ২৮ নক্ষত্র, তির্য্যগূর্দ্ধ ৭টী রেখার চারিদিকে সাতটী করিয়া নক্ষত্র বসাইলে ২৮টী নক্ষত্র বসান হইবে। এইরূপে নক্ষত্র সকল বিন্যাস করিয়া সপ্তশলাকা বেধ হয় কি না তাহা দেখিতে হইবে। যে নক্ষত্রে বিবাহ হইবে, তাহাতে কিংবা তদ্রেখার সম্মুখবর্ত্তী নক্ষত্রে চন্দ্র ভিন্ন যদি কোন গ্রহ থাকেন, তাহা হইলে সপ্তশলাকা বেধ হয়। ইহাতে বিবাহ বিশেষ নিষিদ্ধ। যদি কেহ এই সপ্তশলাকায় বিবাহ দেয়, তাহা হইলে বিবাহিতা

নারী সেই রাত্রিতেই বিবাহের রক্ত বস্ত্র পরিধান করিয়া স্বামীর মুখানল করিবার জন্ত শ্মশানে গমন করে। সুতরাং বিবাহের দিনে সপ্তশলাকা বেধ আছে কি না, তাহা বিশেষ করিয়া দেখা আবশ্যক।

উত্তরাষাঢ়ার শেষ পঞ্চদণ্ড এবং শ্রবণার প্রথম চারিদণ্ডকে অভিজিৎ কহে। এই অভিজিতের সহিত রোহিণী নক্ষত্রের বেধ, অর্থাৎ অভিজিৎ নক্ষত্রে যদি বিবাহ হয় এবং ঐ দিন রোহিণী নক্ষত্রে যদি চন্দ্র ভিন্ন অন্য কোন গ্রহ থাকে, তাহা হইলে ঐ দিন সপ্তশলাকা বেধ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এইরূপ কৃত্তিকার সহিত শ্রবণার বেধ, মৃগশিরার সহিত উত্তরাষাঢ়ার বেধ, মঘার সহিত অনুরাধার বেধ, এবং পূর্ব্বফল্গুনীর সহিত অশ্বিনীর বেধ জানিতে হইবে। নিম্নে সপ্তশলাকচক্র অঙ্কিত হইল, উহাতে যে সকল নক্ষত্রের অঙ্ক সন্নিবিষ্ট হইল, তাহা দ্বারা সহজেই বেধ নক্ষত্র স্থির করা যাইবে।

সপ্তশলাকচক্র
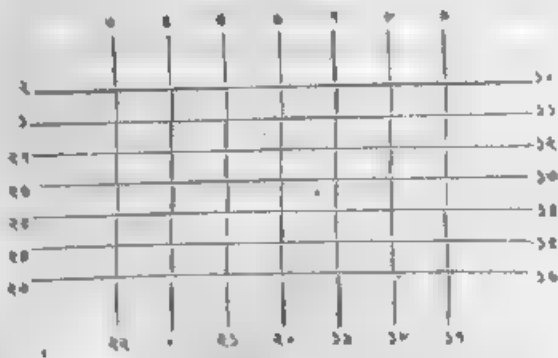
একটী ঘরে যে শূন্য বসান হইয়াছে, উহা অভিজিতের অঙ্ক জানিতে হইবে। ঐ সকল নক্ষত্রের অঙ্ক দেখিয়া সহজেই সপ্ত শলাকা জানা যাইবে। যুক্তবেধ, যামিত্রবেধ প্রভৃতিতেও বরং বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সপ্তশলাকার বিবাহ কখনই দিবেনা, ইহা বিশেষ নিষিদ্ধ।

"কৃত্তিকাদি চতুঃসপ্তরেখাস্বাদৌ পরিভ্রমম্।
গ্রহস্তেদেকরেখাস্থো বেধঃ সপ্তশলাকজঃ॥
সপ্ত সপ্ত বিলিখেৎ প্রত্যেকা ত্রিপাদপূর্ব্বমস্ত কৃত্তিকাদিকং।
লেখয়েদভিজিতাসমন্বিতং চৈকরেখগখগেন বিধাস্তে॥
বৈষ্ণবস্য চতুর্থে চরণে শ্রবণাদৌ লিপ্তিকা চতুষ্কে চ।
অভিজিতস্যে খেচরে বিজ্ঞেয়া রোহিণী বিদ্ধা॥
বজ্রাঃ শশী সপ্তশলাকবিদ্ধঃ পাপৈরপাপৈরথবা বিবাহে।
রক্তাম্বরেকেনৈবতু রোদমানা শ্মশানভূমিং প্রমদা প্রযাতি॥"
(জ্যোতিঃসারস°)

সপ্তশিরা (স্ত্রী) সপ্তশিরা যস্যাঃ। নাগবল্লীলতা। (রাজনি°)

সপ্তশিব (ত্রি) সপ্তলোকে শিবকর, সপ্তলোকের মঙ্গলকর। "সপ্তশিবাস্থ মাতৃষু" (ঋক্ ১।১৪১।২) 'সপ্তশিবাসু সপ্তলোক-শিবকরীষু মাতৃস্থানীয়াসু দিক্ষ্বকরীষু।' (সায়ণ)

সপ্তশীর্ষন্ (ত্রি) সপ্তশীর্ষবিশিষ্ট।

সপ্তষষ্ঠ (ত্রি) সপ্তষষ্টি সংখ্যার পূরণ। ৬৭ সংখ্যা।

সপ্তষষ্টি (স্ত্রী) সপ্তাধিক ষষ্টি সংখ্যা, ৬৭ সংখ্যা।

সপ্তষষ্টিতম (ত্রি) সপ্তষষ্টি সংখ্যার পূরণ। ৬৭ সংখ্যার পূরণ।

সপ্তসপ্তক (ত্রি) ঊনপঞ্চাশত সংখ্যা। (রামা° ৬।৫৩।৩২)

সপ্তসপ্ততি (ত্রি) সপ্ত সপ্ততি সংখ্যার পূরণ। ৭৭সংখ্যার পূরণ।

সপ্তসপ্ততিতম (ত্রি) ৭৭ সংখ্যার পূরণ।

সপ্তসপ্তি (পুং) সপ্তসপ্তয়ো ঘোটকা যস্য। সূর্য্য, সপ্তাশ্ব। (হেম)

সপ্তসমুদ্র (পুং) দধি, দুগ্ধ প্রভৃতি ৭টী সাগর।

সপ্তসমুদ্রবৎ (ত্রি) সপ্তসমুদ্র অস্ত্যর্থে মতুপ্, মস্য ব। সপ্ত-সমুদ্রবিশিষ্ট। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। সপ্তসমুদ্রবতী, সপ্তসাগরবিশিষ্টা পৃথিবী। (ভাগবত ৫।৬।১৩)

সপ্তসাগর (পুং) ১ সপ্তসমুদ্র। ২ সপ্ত-সাগরা ইব কুণ্ডাদি যত্র। মহাদানবিশেষ। তুলা-পুরুষাদির স্থায় একটী মহাদান। ৭টী কুণ্ড করিয়া ঐ সকল কুণ্ডে লবণ, দুগ্ধ, ও গুড় প্রভৃতি পূর্ণ করিয়া উহা দান করিতে হয়। মৎস্যপুরাণে এই দানের বিবরণ আছে। যিনি এই দান করেন, তাঁহার সকল পাপ বিনষ্ট হয়। যে কোন পুণ্য দিনে এই দান করা যাইতে পারে। এই দান করিতে হইলে দিন স্থির করিয়া ব্রাহ্মণকে আমন্ত্রণ করিবে। যে দিন এই দান হইবে, সেই দিন সুবর্ণ-নির্ম্মিত ৭টী কুণ্ড প্রস্তুত করিতে হইবে, এই সকল কুণ্ড প্রাদেশ বা অরত্নি মাত্র হইবে, ইহার ওজন ৭ পলের ঊর্দ্ধ হওয়া আবশ্যক। এই সকল কুণ্ড কৃষ্ণাজিনের উপর তিল ছড়াইয়া দিয়া তাহার উপর রাখিতে হইবে। প্রথম কুণ্ড লবণ, দ্বিতীয় কুণ্ড দুগ্ধ, তৃতীয় ঘৃত, চতুর্থে গুড়, পঞ্চম দধি, ষষ্ঠ শর্করা এবং সপ্তমকুণ্ড তীর্থজল দ্বারা পূর্ণ করিবে। তৎপরে প্রথম কুণ্ড মধ্যে কাঞ্চননির্ম্মিত ব্রহ্মা, দ্বিতীয়ে কেশব, তৃতীয়ে মহেশ্বর, চতুর্থে ভাস্কর, পঞ্চম কুণ্ডে ইন্দ্র, ষষ্ঠে লক্ষ্মী এবং সপ্তম কুণ্ডে তীর্থজল মধ্যে পার্ব্বতী প্রতিমা স্থাপন করিবে। পরে এই সকল কুণ্ডমধ্যে সর্ব্বরত্ন ও ধান্য ছড়াইয়া দিতে হয়। তাহার পর তুলা-পুরুষের বিধানানুসারে লোকপালদির আবাহন করিয়া বারুণ-হোম করিবে। তৎপরে ঐ সকল কুণ্ড তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক দান করিতে হয়। মন্ত্র যথা—

"নমো বঃ সর্ব্বসিন্ধূনাং আধারেভ্যঃ সনাতনাঃ।
জন্তূনাং প্রাণদেভ্যশ্চ সমুদ্রেভ্যো নমো নমঃ॥

সপ্তাত্মন্ (ত্রি) সপ্ত আত্মাবিশিষ্ট। সপ্ত প্রকৃতিবান্।

সপ্তাদ্রি (পুং) সপ্ত সপ্ত সংখ্যকাঃ অদ্রয়ঃ। সপ্ত পর্ব্বত, মহেন্দ্র প্রভৃতি ৭টী কুলাচল।

সপ্তামৃতলৌহ (স্ত্রী) শূলরোগাধিকারোক্ত ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—যষ্টি মধু, ত্রিফলা, প্রত্যেক এক এক ভাগ, লৌহচূর্ণ ৩ ভাগ, এই সমুদয় উপযুক্ত পরিমাণে ঘৃত ও মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া লইবে। অনুপান গব্য দুগ্ধ। এই ঔষধ সেবনে অষ্টবিধ শূল, অম্লপিত্ত প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়।

ভৈষজ্যরত্নাবলীতে নেত্ররোগাধিকারেও এই ঔষধের ব্যবস্থা আছে। সায়ংকালে মধুর সহিত সেবন করিলে তিমির, রাত্র্যন্ধতা, পটল ও কাচ প্রভৃতি চক্ষুরোগ ও অন্যান্য বিবিধ পীড়া নিবারিত হইয়া বলবীর্য্যাদি বৃদ্ধি হয়।

সপ্তার্চ্চিস্ (পুং) সপ্তঅর্চ্চীংসি যস্য। ১ অগ্নি। ২ চিত্রক বৃক্ষ। ৩ শনিগ্রহ। (হেম) (ত্রি) ৪ ক্রূর চক্ষুবিশিষ্ট। (মেদিনী)

সপ্তার্ণব (পুং) সপ্ত সমুদ্র, দধি দুগ্ধ প্রভৃতি ৭টী সাগর।

সপ্তাশ্র (ত্রি) সপ্তকোণবিশিষ্ট। সপ্তকোণাকার।

সপ্তাশ্ব (পুং) সপ্ত অশ্বা যস্য। ১ সূর্য্য। ২ অর্ক বৃক্ষ। ৩ সপ্ত সংখ্যক অশ্বযুক্ত। ৪ সপ্ত সংখ্যক অশ্ব। "আ সূর্য্যো যাতু সপ্তাশ্বঃ ক্ষেত্রং" (ঋক্ ৫।৪৫।৯) 'সপ্তাশ্বঃ সর্পণস্বভাবাশ্বো-পেতঃ সপ্তসংখ্যাকাশ্বো বা' (সায়ণ)

সপ্তাশ্ববাহন (পুং) সপ্ত অশ্ব বাহনাস্তস্য। সূর্য্য।

"লোকসাক্ষী ত্রিলোকেশঃ কর্ত্তা হর্ত্তা তমিস্রহা।
তপনস্তাপনশ্চৈব শুচিঃ সপ্তাশ্ববাহনঃ॥" (সূর্য্যস্তব)

সপ্তাষ্ট (ত্রি) সপ্ত বা অষ্ট।

সপ্তাস্য (ত্রি) সপ্ত সংখ্যক ছন্দোময় মুখবিশিষ্ট।

"সপ্তাস্য স্তুবিজাতো রবেণ" (ঋক্ ৪।৫০।৪)
সপ্তাস্যঃ সপ্তছন্দোময় মুখঃ' (সায়ণ) ২ সপ্ত মুখবিশিষ্ট।

সপ্তাহ (পুং) সপ্তদিন।

সপ্তি (পুং) ষপ সমবায়ে 'সপি কমি বলি পনিভ্যস্তিন্' ইতি স্ত্রীতোন্মদেবঃ। যা সপতি সমবেযু সহসামৈবেতি গতিকর্ম্মণো বা সপ্তিঃ। সপত্যেল্লর্থাৎ ইতি মাধবঃ, সৃপি গতৌ অস্মাদা-তিপ্রত্যয়েক্তনে চ রেফলোপো বাহুলকাৎ সপতি সপ্তিঃ ইতি নিঘণ্টুটীকায়াং দেবরাজযজ্বা (১।১৪।৫) অশ্ব। (অমর)

সপ্তিতা (স্ত্রী) সপ্তির ভাব বা ধর্ম্ম। দ্রুতগামীত্ব।

সপ্তিন্ (ত্রি) সপ্তসংখ্যাবিশিষ্ট। সপ্তসংখ্যাযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। সপ্তিনী=বাজিনী। (লাট্যা° ২।৭।২৩)

সপ্তিবৎ (ত্রি) সর্পবযুক্ত, শীঘ্রগমন সমর্থ।

"সাধ্যাঃ সপ্তীবন্ত এবৈঃ" (ঋক্ ১০।৩।৬) 'সপ্তীবন্তঃ সর্পণ-বন্তঃ শীঘ্রগমনসমর্থাঃ' (সায়ণ)

সপ্তোৎসাদ (ত্রি) সপ্তাংশে খণ্ডিত দেহ।

সপ্ত্যা (স্ত্রী) সর্পণীয়, গমনযোগ্য। "বরুণস্য সপ্ত্যং সাহ যোগা" (ঋক্ ৮।৪১।৯) 'সপ্ত্যং অশ্বাধিষ্ঠিত সর্পণীয়ং' (সায়ণ)

সপ্রকারক (ত্রি) বিভিন্ন প্রকার। ভিন্ন ভিন্ন প্রকারবিশিষ্ট।

সপ্রজ (ত্রি) প্রজয়া সহ বর্ত্তমানঃ। প্রজার সহিত বর্ত্তমান, সন্ততিবিশিষ্ট, প্রজাযুক্ত। (ভাগবত ৯।১৮.৩১)

সপ্রজস্ (ত্রি) প্রজাযুক্ত। পুত্রবান্। (কৌষী° ৩)

সপ্রজাপতিক (ত্রি) প্রজাপতির সহিত বর্ত্তমান, প্রজাপতি-যুক্ত, প্রজাপতিবিশিষ্ট।

সপ্রণয় (ত্রি) প্রণয়ের সহিত।

সপ্রথস্ (ত্রি) গমনযুক্ত, গতিবিশিষ্ট। "নঃ শর্ম্ম সপ্রথঃ" (ঋক্ ১।২২।১৫) 'সপ্রথঃ, প্রথ প্রখ্যানে অসুন্, প্রথসা-সহ বর্ত্ততে ইতি তেন সহেতি তুল্যযোগে সমাসঃ' (সায়ণ)

সপ্রভ (ত্রি) প্রভা বা দীপ্তিবিশিষ্ট।

সপ্রতত্ব (স্ত্রী) দীপ্তি। ঔজ্জ্বল্য। (বাজ° শ্রৌ° ১।৭।১১)

সপ্রভাব (ত্রি) প্রভাবের সহিত বিদ্যমান। পরাক্রমশীল, বলযুক্ত। স্ত্রিয়াং টাপ্।

সপ্রভৃতি (ত্রি) সমান প্রকৃতি।

সপ্রবাদ (ত্রি) প্রবাদেন সহ বর্ত্তমানঃ। প্রবাদযুক্ত, প্রবাদ-বিশিষ্ট।

সপ্রসব (ত্রি) প্রসবযুক্ত, প্রসবের সহিত বর্ত্তমান।

সপ্রাণ (ত্রি) প্রাণযুক্ত, প্রাণবিশিষ্ট, জীবিত। (ভাগ° ৮।৭।২৮)

সপ্রায় (ত্রি) একপ্রকার, একজাতীয়। (লাট্যা° ৬।৯।১২)

সপ্রেমন্ (ত্রি) প্রেম বা বন্ধুযুক্ত।

সপ্সর (ত্রি) ১ সমানরূপ। ২ হিংসক। (সায়ণ ঋক্ ১।৬৮।৯)

সফ (পুং) ১ বাশিষ্ঠগোত্রীয় বৈদিক আচার্য্যভেদ। ২ ভিন্ন ভিন্ন সামভেদ।

সফর্ (আরবী) ১ ভ্রমণ। ২ জলযাত্রা।

সফর (পুং) মৎস্যবিশেষ, পুঁটী মাছ, শফরী। এই শব্দ তালব্য ও দন্ত্য এই দুই সকারেই হয়।

সফরি-আম (আরবী) পেয়ারা। (Psidium pyriferum)

সফরি-কুমড়া (আরবী) কুষ্মাণ্ডভেদ, একপ্রকার কুমড়া।

সফরী (স্ত্রী) সফর-ঙীষ্। মৎস্যবিশেষ। পুঁটী মাছ।

"অগাধজলসঞ্চারী রোহিতোঽপি ন গর্ব্বিতঃ।
গণ্ডূষজলমাত্রেণ সফরী ফর্ফরায়তে॥" (উদ্ভট)

সফল (ত্রি) ফলেন সহ বর্ত্তমানঃ। ফলের সহিত বর্ত্তমান, ফলবিশিষ্ট, পর্য্যায়—অমোঘ। (প্রচলিত) গয়া তীর্থে গমন করিয়া তথাকার শাস্ত্রবিহিত কৃত্যসমূহ অনুষ্ঠানান্তর তীর্থগুরু পাণ্ডা-দিগের মহাশয়ের নিকট যাইয়া তীর্থকৃত্যের সফলের বিষয় প্রার্থনা

করিতে হয়, তখন তিনি তীর্থকামীর নিকট হইতে প্রণামী স্বরূপ কিছু অর্থ গ্রহণ করিয়া সফল দিয়া থাকেন। ইহার অর্থ তীর্থে যে সকল ক্রিয়া করা হইয়াছে, তাহা এখন ফলবিশিষ্ট হইল। ২ সফর, শফযুক্ত।

সফলত্ব (ক্লী) সফলস্য ভাব ত্ব। সফলতা, সার্থকতা, সফলের ভাব বা ধর্ম, ফলপ্রাপ্তি।

"কামিনাং সওনশ্রীর্ভবিহি সফলত্বং বহুভাজোভবনেন।"
(সাহিত্যদ°)

সফাল, বহুহী নদীতীরস্থ একটী প্রাচীন গ্রাম।
(ভবিষ্যব্র° খ° ৫৭।২২৯-২৩০)

সফিপুর, যুক্তপ্রদেশের অযোধ্যা-বিভাগের উনাও জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ বা তহশীল। ভূ-পরিমাণ ৩১৫ বর্গ-মাইল। অক্ষা° ২৬° ৩৭´ হইতে ২৭° ২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ৬´ হইতে ৮০° ৩০´ পূঃ মধ্য। সফিপুর, ফতেপুর-চৌরাশী ও বাঙ্গড়মৌ পরগণা লইয়া এই উপবিভাগ গঠিত।

২ উক্ত উপবিভাগের অন্তর্গত একটী পরগণা। ভূপরিমাণ ১৩২ বর্গ মাইল। এখানকার মৃত্তিকা পলিময় কর্দমবিশিষ্ট। এই কারণে এখানে যবের চাষের বিশেষ সুবিধা আছে। এতদ্ব্যতীত এখানে বিস্তর বনমালাও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

৩ উক্ত জেলার একটি নগর এবং সফিপুর তহশীলের বিচার সদর। অক্ষা° ২৬° ৪৪´ ১০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ২০´ ১৫´ পূঃ। উনাও হইতে ১৭ মাইল উত্তর-পশ্চিমে হার্দোই যাইবার পথে অবস্থিত। নগরটী বেশ সমৃদ্ধিশালী। এখানে ১৫টী মসজিদ্ ও ৬টী মন্দির আছে। কিংবদন্তী আছে, সাই শুকুল নামক একজন ব্রাহ্মণ স্বনামে এই নগরের সাইপুর নাম রাখেন। কিছুকাল পরে একজন মুসলমান ফকির এখানে আসিয়া আস্তানা করেন। এই নগরেই তাঁহার সমাধি হয়। তদবধি এই স্থান সেই ফকীর মর্য্যাদা স্মরণার্থে সফিপুর নামে আখ্যাত হইয়াছে। ১৩৮৯ খৃষ্টাব্দে জৌনপুরের রাজা ইব্রাহিম নগরাধিষ্ঠাতা সাই শুকুলকে পরাজিত ও নিহত করিয়া স্বীয় সেনাপতির হস্তে নগর-রক্ষার ভারার্পণ করেন। তদবধি তাঁহার বংশধরেরা আজি পর্য্যন্ত এই নগরের উপস্বত্ব ভোগদখল করিয়া আসিতেছেন।

সফেদ্ (পারসী) শুভ্র, শ্বেত।

সফেদ্কো (স্বফিদ্কো, সফেদ্কো) আফগানিস্থান রাজ্যের অন্তর্গত একটা পর্ব্বত শ্রেণী। উক্ত রাজ্যের রাজধানী কাবুল ও গজনী সহরের মধ্যবর্ত্তী আল্লাকো নদীর পূর্ব্বাংশ হইতে সমুত্থিত হইয়া, এই গিরিমালা ৩৪° অক্ষাংশ হইতে ৭০° ৩৫´ দ্রাঘিমাংশ পর্য্যন্ত, ৭৫ মাইল্ পথে স্বীয় বিপুল দেহ বিস্তারের পর দুইটী শাখায় বিভক্ত হইয়াছে; উহার একটী খাইবার ও কাবুল নদীর উত্তর-পূর্ব্বদিকে এবং অপরটী কাবুল-সিন্ধুনদের ঠিক পূর্ব্বদিক্ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত রহিয়াছে।

উড্, বিলো, কর্ণেল ওয়াকার, সর্ চার্লস্ মাক্গ্রেগোর প্রভৃতি ইংরাজপুরুষগণ এই পর্ব্বত সন্দর্শনাৰ্থে জরিপ করিতে চেষ্টা পান; কিন্তু পর্ব্বত-শাখাগুলি জালের ন্যায়, জটিল হইয়া পড়ায় তাঁহাদের সে প্রয়াস ব্যর্থ হইয়াছে। এই কারণে উক্ত পর্ব্বতের সঠিক পরিমাণ ও সীমা নির্দ্দেশ একরূপ অসম্ভব। এতদুপরি উক্ত পর্ব্বতপৃষ্ঠে নানা দুর্দ্ধর্ষ আফগান জাতির বাস আছে, তাহারাও এখানকার প্রকৃত তত্ত্ব সঙ্কলনের পথে একমাত্র অন্তরায়। যতদূর জানিতে পারা যায়, তাহা হইতে এই মাত্র উপলব্ধি করা যায় যে, এই পর্ব্বতের উত্তর ও দক্ষিণগাত্রবাহী স্রোতস্বিনীসমূহ যথা খাইবার, কাবুল, খুর্দ্দ-কাবুল, লোগার স্তোকিন,সুর্খাব্, পত্নাবাক, কারাহ্, হিশিয়াল,বিসাবক, কোট, মোমন্দ, বাজার্দ-মহত, চরিয়াব্, কোরম, পৈবার, কির্মান-হারা ও কির্মান্ প্রভৃতি-ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নদীসমূহ পুষ্টকলেবরা হইয়া প্রবাহিত হইতেছে।

এই পর্ব্বতপৃষ্ঠে অনেক গুলি উচ্চ শৃঙ্গ ও গিরিসঙ্কট দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে সীতারাম শৈল সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৫৬২২ ফিট্ উচ্চ। ইহার পর কিছু দূর পর্ব্বতপৃষ্ঠ ১২৫০০ হইতে ১৪৮০০ ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ দেখা যায়। গিরি-সঙ্কটের মধ্যে হফ্ত-কোটাল, লতাবন্দ, সুরখার-গার্দ্দেন, আল্‌তিমুর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

জালালাবাদের গণ্ড-শৈলমালার পর যেখান হইতে সফেদকো পর্ব্বতের উত্তর সীমা আরম্ভ হইয়াছে, সেই স্থানের পর্ব্বত ভাগে বিশেষ কোন বনজাত বৃক্ষ দৃষ্টিগোচর হয় না। ঐ স্থান সবিশেষ উর্ব্বরও নহে। ফুল, কাঁচ ও সফেদ্-কো শৈলের উচ্চতম পৃষ্ঠে পাইন্ (pine), বাদাম ও অন্যান্য বড় বড় গাছ জন্মে। পর্ব্বতের উপত্যকাভাগে প্রচুর 'মেওয়ার বাগান' ও ধান্য ক্ষেত্রাদিও আছে। ঐ স্থান হইতে দাড়িম (বেদানা), আখরোট, পেস্তা, বাদাম, আলুবোখারা, খোবাণী, আঙ্গুর, কিস্মিস্, আনুবখেরা প্রভৃতি আমদানী হইয়া থাকে।

সফেদতরুলতা (পারসী) শ্বেতবর্ণপুষ্পবিশিষ্ট বনজাত লতিকাবিশেষ।

সফেদপুঁই (পারসী) পুতিকাশাকভেদ। ইহা রক্তপুতিকা হইতে ভিন্ন।

সফেদসূর্য্যমণি (পারসী) সূর্য্যাবর্ত্তপুষ্প বৃক্ষবিশেষ।

সফেদা (পারসী) ১ বৃক্ষভেদ। ইহার ফল সফেদা নামে খ্যাত এবং খাইতে সুস্বাদু। বৃক্ষগুলি খুব বড় হয়। ইহার কাষ্ঠে তক্তা হইতে পারে, কিন্তু উহা ততদূর কাজের নহে। ২ চাউলের

গুড়া। চাউল জলে ভিজাইয়া গুঁড়ায় পিশিলে যে সাদা চূর্ণ হয়, তাহাকে সফেদা বলে। উহাতে পিষ্টকাদি ও জিলাপি প্রভৃতি মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঐরূপ পানিফলের পালো (চূর্ণ) ও খড়ির চূর্ণকেও সফেদা বলা হয়। ৩ অক্সাইদ্ অব্ জিঙ্ক নামক পদার্থ। ৪ যুরোপে প্রস্তুত সাদা রঙ, যাহাকে হোয়াইট হাবার বলে।

সফেন (ত্রি) ফেনযুক্ত, ফেনবিশিষ্ট।

সফ্তালু (পারসী) পীচ (peach) নামক বিদেশীয় ফল।

সব (দেশজ) সর্ব্বশব্দের অপভ্রংশ, সকল।

সবন্ধু (ত্রি) বন্ধুর সহিত বর্ত্তমান।

সবর্দুঘ (ত্রি) দুগ্ধদোহনকারী। "তক্ষন্ধেনুং সবর্দুঘাং" (ঋক্ ১।২০।৩) 'সবর্দুঘাং সবরঃ ক্ষীরস্য দোগ্ধ্রীং, সবঃ পয়ো দোগ্ধীতি সবর্দুঘা, দুহঃকিপ্ সবরিতি রেফান্তপ্রাতিপদিকং ক্ষীরবাচীতি কপঃ শিবানন্দাম্বকং' (সায়ণ)

সবর্দুহ্ (ত্রি) সবঃ দোগ্ধি দুহ-কিপ্। দুগ্ধ-দোহনকারী।

সবল (ত্রি) বলেন সহ বর্ত্তমানঃ। বলবিশিষ্ট, বলবান্। ২ সৈন্যযুক্ত।

"সবলে চ গৃহে পাপে হিমমাত্রং প্রচলতে।" (পঞ্চদশী)

সবলসিংহ (পুং) একজন হিন্দু নরপতি। শিলালিপিতে ইঁহার নাম পাওয়া যায়।

সবলি (পুং) ১ বিকাল। (হেম) (ত্রি) ২ বলিবিশিষ্ট, বলির সহিত বর্ত্তমান।

সবহুমান (অব্য) বহুমানের সহিত, অতিশয় সম্মানের সহিত।

সবাধ (ত্রি) বাধয়া বাধেন চ সহ বর্ত্তমানঃ। ১ পীড়াযুক্ত, ব্যথিত। ২ নিষেধযুক্ত।

সবাধস্ (ত্রি) বাধার সহিত বর্ত্তমান। দারিদ্র নিমিত্ত বাধ সহিত। "উত্তরে সবাধসস্ত রাতয়ে" (ঋক্ ৪।১০।৫) 'সবাধসঃ দারিদ্রনিমিত্তবাধসহিতস্য বাধেনহন্, বাধয়া সহ বর্ত্তন্তে ইতি সবাধাঃ, বোপসর্জ্জনস্যেতি সহস্য সভাবঃ' (সায়ণ)

সবাহ্যান্তঃকরণ (ত্রি) বাহ্য এবং অন্তঃকরণের সহিত বর্ত্তমান।

সবাহ্যাভ্যন্তর (পুং) বাহ্য এবং অভ্যন্তরের সহিত, বাহির এবং ভিতরের সহিত। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, অপবিত্র বা পবিত্র যে অবস্থায় হউক না কেন, ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষের নাম যিনি স্মরণ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ ভিতরে বাহিরে পবিত্র হন।

"অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোহপি বা।

যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং সবাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ।" (স্মৃতি)

সবাহ্যাভ্যন্তরাত্মন্ (পুং) পবিত্রাত্মা। যাহার চিত্ত পাপ-বিনির্মুক্ত।

সবিন্দু (পুং) পর্ব্বতভেদ। (মার্ক° পু° ৫৭।৫)

সবীজ (ত্রি) বীজেন সহ বর্ত্তমানঃ। বীজের সহিত বর্ত্তমান, বীজযুক্ত, বীজবিশিষ্ট। পাতঞ্জলদর্শনে সবীজ ও নির্বীজ এই দুই প্রকার সমাধির বিষয় অভিহিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি সবীজ সমাধি, এবং অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি নির্বীজ সমাধি। [সমাধি শব্দ দেখ]

সব্য (পুং) অজ্ঞাত পদার্থবিশেষ (?)। (শতপথব্রা° ১।৭।২।২৩)

সব্রহ্মক (ত্রি) সব্রহ্ম-স্বার্থে-কন্। ব্রহ্মের সহিত বর্ত্তমান, ব্রহ্মবিশিষ্ট। সুরাসুর মানব প্রভৃতি সকলই ব্রহ্মযুক্ত, অর্থাৎ সকলই ব্রহ্ম, উপাধি বিশেষে দেবতা অসুর প্রভৃতি নামবিশিষ্ট।

"ইমে সব্রহ্মকা লোকাঃ সসুরাসুরমানবাঃ।" (ভারত শান্তিপ°)

সব্রহ্মচারিক (ত্রি) মাধ্যন্দিনশাখাধ্যায়সমযুক্তব্রহ্মচারিবিশেষ।

"সমাযাসতর্দ্ধাহন মিত্রাত্তমগোত্রৈকৈঃ।

সব্রহ্মচারিকাধীয়পিতৃনামাদিচিহ্নিতং।" (রাজতরঙ্গিণী ২।৮৭)

সব্রহ্মচারিন্ (পুং) ব্রহ্মবেদস্তদধ্যয়নার্থং যদ্ব্রতং তদপি ব্রহ্ম তচ্চরতীতি ণিনি, বা সমানে ব্রহ্মণি চরতীতি ণিনি (চরণে ব্রহ্মচারিণি। ৬।৩।৮৬) ইতি সমানস্য স। পরস্পরৈক ব্রহ্ম-ব্রতাচার, একবিধ বেদপাঠরূপ ব্রত ও আচারবিশিষ্ট, একগুরুর শিষ্য, সতীর্থ। একগুরুর নিকট যাহারা বেদাধ্যয়ন এবং একপ্রকার আচার অবলম্বন করিয়া অবস্থান করেন, তাহাদিগকে সব্রহ্মচারিন্ কহে। অমরটীকায় ভরত এই শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

'একশাখগুরোর্ব্বশে বেদার্থ অর্থাৎ বেদাধ্যয়নায় ব্রতং অভিব্রহ্মচর্য্যাখ্যং আচরন্তি যে তেষ্বন্যোহন্যং সব্রহ্মচারিণ উচ্যন্তে উপচারাৎ ব্রহ্মাধ্যয়নার্থং ব্রতমপি ব্রহ্ম, সমানং ব্রহ্ম চরতীতি গ্রহাদিত্বাণ্ণিনি। একব্রহ্মব্রতাচারা ইত্যত্র একশাখ্ ব্রহ্মণে অধ্যাধোতুং ব্রতমাচরন্তীতি ভুমর্থে চতুর্থ্যাং বিগৃহ্যাতীতি পরে সব্রহ্মচারী ভিন্নগুরুশিষ্য ইত্যনেকেতি নয়নানন্দঃ।' (ভরত)

হারলতায় নয়নানন্দ সব্রহ্মচারী শব্দের অর্থ ভিন্ন গুরুর শিষ্য এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মনুও এই শব্দের অর্থ সহাধ্যায়ী বলিয়া স্থির করিয়াছেন। সব্রহ্মচারী অর্থাৎ সহাধ্যায়ীর যদি মৃত্যু হয়, তাহা হইলে একদিন অশৌচ হইবে।

"সব্রহ্মচারিণ্যেকাহমতীতে ক্ষপণং স্মৃতং।" (মনু ৫।৭১)

সব্রাহ্মণ (ত্রি) ব্রাহ্মণেন সহ বর্ত্তমানঃ। ব্রাহ্মণের সহিত বর্ত্তমান, ব্রাহ্মণযুক্ত, ব্রাহ্মণবিশিষ্ট।

সভক্তি (ত্রি) ভক্তির সহিত বর্ত্তমান।

সভক্তিকম্ (অব্য) ভক্তির সহিত। ভক্তিযুক্ত হইয়া।

সভক্ষ (ত্রি) ভক্ষ দ্রব্যের সহিত বর্ত্তমান, ভক্ষদ্রব্যবিশিষ্ট।

সভয় (ত্রি) ভয়যুক্ত, ভয়বিশিষ্ট।

সভরস্ (ত্রি) সহ-বল, বলবিশিষ্ট, বলযুক্ত। "মরুতর সভরসঃ স্বর্ণরঃ'. (ঋক্ ৫।৫৪।১০) 'সভরসঃ সহবলাঃ' (সায়ণ)

সভর্ত্তৃকা (স্ত্রী) ভর্ত্তা সহ বর্ত্তমানা। "নদ্যৃতশ্চ" ইতি কপ্। সহস্য সঃ। বিদ্যমানপতিকা স্ত্রী, যে সকল স্ত্রীর স্বামী জীবিত আছে। পর্য্যায় পতিবত্নী, সধবা, সনাথা। (জটাধর)

সভব (ত্রি) ভব অর্থাৎ শিবযুক্ত, শিবের সহিত বর্ত্তমান। (ভাগবত ৮।২৩।৩) ২ উৎপত্তিযুক্ত, উৎপত্তিবিশিষ্ট।

সভস্মন্ (ত্রি) ভস্মবান্, ভস্মলিপ্তাঙ্গ। বরাহকৃত বৃহৎসংহিতায় (৬০।১৯) 'সভস্মদ্বিজাঃ' শব্দে ভস্ম বা বিভূতিলিপ্তাঙ্গ পাশুপত সম্প্রদায়ভুক্ত ব্রাহ্মণদিগের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

সভা (স্ত্রী) সহ ভান্তি শোভন্তে যস্যেতি ভা দীপ্তৌ ক্রিয়াদিত্বাদধিকরণে অঙ্। সহস্য সঃ। যে স্থলে একত্র হইয়া সকলে শোভা প্রাপ্ত হয়, তাহাকে সভা কহে। পারসী—মজলিস্। পর্য্যায়—সমজ্যা, পরিষৎ, গোষ্ঠী, সমিতি, সংসৎ, আস্থানী, আস্থান, সদঃ, সমাজ, পর্ষৎ। (জটাধর)

ব্যবহারতত্ত্বে সভার লক্ষণাদির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—যে স্থলে রাজার প্রতিনিধিস্বরূপ তিনজন বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ উপবিষ্ট থাকে, তাহাকে সভা কহে। যে স্থলে বিদ্বৎসমূহ অবস্থিত থাকেন, অর্থাৎ পণ্ডিতমণ্ডলী যথায় উপবেশন করেন, তাহাও সভা নামে অভিহিত।

সভা শব্দের পর্য্যায়ে পরিষদ্ শব্দ অভিহিত হইয়াছে, সুতরাং পরিষদ্‌কেও সভা কহে। ইহার লক্ষণ,—যে স্থলে ত্রিবেদপারগ ব্রাহ্মণ, হেতুক অর্থাৎ সংযুক্তিপ্রদর্শক, তর্কী, নিরুক্ত বা ধর্ম্মপাঠক এবং প্রথম ও তিন আশ্রমী অবস্থিত থাকে, তাহাকে পরিষদ্ অর্থাৎ সভা কহে। ভা শব্দের অর্থ দীপ্তি ও প্রকাশ অর্থাৎ জ্ঞান, এই দীপ্তি বা জ্ঞান সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে যে স্থলে থাকে, তাহাই সভা।

"যস্মিন্ দেশে নিষীদন্তি বিপ্রা বেদবিদস্ত্রয়ঃ।
রাজ্ঞঃ প্রতিকৃতো বিদ্বান্ ব্রাহ্মণস্তাং সভাং বিদুঃ॥

বিদ্বৎসংহত্যাবাপি সভাপর্য্যায়শ্রুতিবচনমাহ, স এব। ত্রৈবিদ্যো হৈতুকস্তর্কী নিরুক্তো ধর্ম্মপাঠকঃ। ত্রয়শ্চাশ্রমিণঃ পূর্ব্বে পরিষৎস্যাদ্দশাবরাঃ। ত্রৈবিদ্যঃ ত্রিবেদপারগঃ। হৈতুকঃ সদ্যুক্তিব্যবহারী। অত্র ভা দীপ্তিঃ, প্রকাশঃ জ্ঞানমিতি যাবৎ। তয়া সাক্ষাৎ পরম্পরয়া বা বর্ত্ততে ইতি সভা। "কুলশীলবয়োবৃত্তবিত্তবদ্ভিরধিষ্ঠিতং। বণিগ্‌ভিঃ স্যাৎ কতিপয়ৈঃ কুলবৃদ্ধৈরধিষ্ঠিতং॥" (ব্যবহারতত্ত্ব)

কুল, শীল, বয়স, সচ্চরিত্রতা, মান্য ও ধন এই সকল যুক্ত ব্যক্তিগণ এবং কতিপয় বণিক্ ও কুলবৃদ্ধগণ এই সভায় অধিষ্ঠিত থাকিবেন। কোন কার্য্যের জন্য লোকসমূহ যে স্থলে একত্র হয়, তাহাকেই সভা কহে। কূর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে, সভাস্থলে একাকী গমন করিতে নাই। "নৈকশ্চরেৎ সভাং বিপ্রঃ সমবায়ঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।" (কূর্ম্মপু° উপবি° ১৫ অ°)

মনুতে লিখিত আছে যে, রাজা সুসজ্জিত সভাগৃহে অবস্থান পূর্ব্বক প্রজাদিগের বিচারকার্য্য সম্পাদন করিবেন। রাজা সভাগৃহে প্রবেশ করিয়া সেখানকার লোকদিগকে মধুর সম্ভাষণ ও প্রশান্ত দৃষ্টি দ্বারা অবলোকন করিবেন। (মনু ৭।১৪০—১৫৫) ২ সামাজিক। ৩ দ্যূত। ৪ গৃহ। (মেদিনী) ৫ সমূহ। (হেম) ৬ প্রজাপতির কন্যা। অথর্ব্ববেদ ১৭।১১।১২ মন্ত্রে সভা ও সমিতিকে প্রজাপতির কন্যারূপে বর্ণিত দেখা যায়।

সভাকার (পুং) সভাং করোতীতি কৃ-অণ্। সভাকারক, যিনি সভার অনুষ্ঠান করেন।

সভাক্ষ (পুং) হরিবংশ বর্ণিত ব্যক্তিভেদ।

সভাগ (ত্রি) ভাগেন সহ বর্ত্তমানঃ। ভাগের সহিত বর্ত্তমান, ভাগবিশিষ্ট। সভাং গচ্ছতীতি গম-ড। ২ সভাগামী, যাহারা সভায় গমন করেন।

সভাগৃহ (ক্লী) সভা এব গৃহং। সভাস্থল, সভারূপ গৃহ।

সভাগ্য (ত্রি) ভাগ্যযুক্ত, ভাগ্যের সহিত বর্ত্তমান।

সভাচর (ত্রি) সভায়াং বিচরতি চর-অচ্। সভাস্থলে বিচরণকারী, সভাগামী।

সভাজ, ১ সেবন। ২ প্রীতি, অদন্ত চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ সভাজয়তি। লুঙ্ অসসভাজৎ।

সভাজন (ক্লী) সভাজ-ল্যুট্। গমন ও আগমনাদি সময়ে সুহৃদাদির আলিঙ্গন, আরোগ্য-প্রশ্ন ও স্বাগতাদি জিজ্ঞাসা দ্বারা আনন্দোৎপাদন। সুহৃদ্ প্রভৃতি গমন বা আগমন সময়ে আলিঙ্গন, আরোগ্য ও স্বাগত প্রশ্নাদি দ্বারা সন্তোষণকে সভাজন কহে। পর্য্যায়—আনন্দন, আপ্রচ্ছন। (অমর)

'গমনসময়ে সুহৃদমালিঙ্গ্য গমনানুজ্ঞাগ্রহণং। আগতস্য বা স্বাগতারোগ্যাদিপৃচ্ছা আনন্দনমিতি রমানাথঃ' (ভরত) সভাজয়তীতি সভাজ প্রীতৌ ল্যু। (ত্রি) ২ প্রীতিদায়ক। ৩ ভাজন অর্থাৎ পাত্রের সহিত বর্ত্তমান, ভাজনবিশিষ্ট।

সভানর (পুং) ১ কক্ষের পুত্রভেদ। (হরিবংশ) ২ অনুর পুত্রভেদ। (ভাগ° ৯।২৩।১)

সভাপতি (পুং) 'সভায়াঃ পতিঃ। ১ সমাজাধিপতি'। ২ সভার নেতা। যাহার অধীনে সভার সমস্ত কার্য্য সম্পাদিত হয় এবং সভাস্থলে সকল লোক যাঁহার অধীনে পরিচালিত হয়। ২ দ্যূতগৃহ-স্বামী।

সভাপতি, ধারণালক্ষণ নামক গ্রন্থরচয়িতা।

সভাপরিষদ্ (স্ত্রী) যেখানে বহুলোক একত্র হইয়া কোন বিষয়ের মীমাংসা বা বিচার করেন। সাহিত্যালোচনার্থ অথবা রাজকীয় বিষয়ের মীমাংসার্থ সভায় অধিবেশন।

সভাপর্ব্বন্ (স্ত্রী) মহাভারতের দ্বিতীয় পর্ব্ব ; এই পর্ব্বে রাজা যুধিষ্ঠিরের সভা প্রভৃতির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

সভাপাল (পুং) সভাগৃহের পরিদর্শক।

সভাপূজন, মহারাষ্ট্রদেশ প্রচলিত বিবাহকালীন সামাজিক প্রক্রিয়াবিশেষ। অভ্যাগতবৃন্দের অভ্যর্থনা ও সম্মানদান হইতে এই আচারের সভাপূজন নামে আখ্যাত। বিবাহ উৎসবে লগ্ন-কঙ্কণ ধারণের পর ইহার অনুষ্ঠান হয়, এই উদ্দেশে কন্যা বা বরকর্ত্তা পূর্ব্বদিনে আত্মীয়স্বজন, গ্রামবাসী ও বন্ধুবান্ধবগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসেন। তাঁহারা সকলে নিমন্ত্রণকর্ত্তার আলয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলে গৃহপ্রাঙ্গণে বা বৈঠকখানায় উপবেশন করেন। এই সময়ে নর্ত্তকীরা নৃত্যগীত করিতে থাকে। তদনন্তর গৃহকর্ত্তা পান, আতর, ফুলের মালা বা ফুলের তোড়া দিয়া নিমন্ত্রিতদিগের সম্বর্দ্ধনা করেন। উহার পর তাঁহাদের মাথায় গোলাপ জলের ছিটা ও হাতের কব্জায় গন্ধ তৈল লেপন করিয়া দেয়। গীতবাদ্য সমাপ্ত হইলে আত্মীয়স্বজনকে একটী করিয়া নারিকেল দেওয়া হয় এবং পুরোহিত অথবা তৎশ্রেণীর অন্যান্য ব্রাহ্মণ ও ভিক্ষুরা কিছু কিছু দক্ষিণা পাইয়া গৃহস্থের মঙ্গল কামনা করিতে থাকে প্রস্থান করেন। উহাকে আমাদের দেশের মাল্য-চন্দন প্রথারই অনুরূপ বলা যাইতে পারে।

সভাবৎ (ত্রি) সভা অস্ত্যর্থে মতুপ্, মস্য বঃ। উপদ্রষ্টৃরূপ সভাযুক্ত। "পৃথু বুধ্নঃ সভাবান্" (ঋক্ ৪।২।৩) 'সভাবান্ উপদ্রষ্টৃরূপ সভাযুক্তঃ' (সায়ণ)

সভাবিন্ (পুং) দ্যূত গৃহের অধ্যক্ষ। [সভিক দেখ।]

সভাসদ্ (পুং) সভায়াং সীদতি উপবিশতি যঃ সভাসদ-ক্বিপ্। সভায় যিনি অবস্থান করেন, সভ্য। পর্য্যায়—সভাস্তার, সামাজিক, পরিষদল, পর্ষদল, পরিষদ, পার্ষদ, পরিসভ্য। (শব্দরত্না°)

ইহার লক্ষণ—

'শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্নাঃ কুলীনাঃ সত্যবাদিনঃ।
রাজ্ঞা সভাসদঃ কার্য্যাঃ শত্রৌ মিত্রে চ যে সমাঃ॥"

(ব্যবহারতত্ত্ব ধৃত যাজ্ঞবল্ক্য°)

যাহারা ধর্ম্মশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, কুলীন ও সত্যবাদী এবং শত্রু ও মিত্রের প্রতি যাহাদের তুল্য জ্ঞান রাজা তাহাদিগকে সভাসদ্ করিবেন। রাজা যখন সভাস্থলে আসীন হইয়া বিচার করিবেন, তখন সভ্যগণ ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য বলিবেন। রাজা সেই বাক্য শ্রবণ করুন বা না করুন, সভ্যগণ তাহাতে পাপমুক্ত হইবেন। সভাসদ্ যদি সভাস্থলে ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য না বলেন, তাহা হইলে তাঁহাকে পাপভাগী হইতে হয়।

"সভ্যেনাবশ্যবক্তব্যং ধর্ম্মার্থসহিতং বচঃ।
শৃণোতি যদি নো রাজা স্যাত্তু সভ্যস্তদানৃণঃ॥" (ব্যবহারতত্ত্ব)

বৃহস্পতির মতে ৭, ৫ বা ৩ জন সভাসদ্ হইবে। রাজা এই সভাসদগণের সহিত মিলিত হইয়া বিচার করিবেন, লোক, বেদ ও ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণই সভাসদ্ হইবেন।

"লোকবেদধর্ম্মজ্ঞাঃ সপ্ত পঞ্চ ত্রয়োঽপি বা।
যত্রোপবিষ্টা বিপ্রাঃ স্যুঃ সা যজ্ঞসদৃশী সভা॥
অজ্ঞাতেনাপি তং যান্তু যেষুয়াতি সভাসদঃ।
তেঽপি তত্ত্বাপিনস্থ্যাবোধনীয়াঃ সভৈর্নৃপঃ॥" (মিতাক্ষরা)

সভাসাহ (ত্রি) সভাসহন করিতে সমর্থ। "সভাসাহেন সখ্যা সখায়ঃ" (ঋক্ ১০।৭১।১০) 'সভাসাহেন সভাং সোঢ়ুং শক্তেন' (সায়ণ)

সভাসিংহ (পুং) ভাগবতভেদ।

সভাসিংহ, ১ মদ্রদার একজন রাজা। ইনি ১৬৭৮ শকে বিদ্যমান ছিলেন। (বংশাবলী) [শোভাসিংহ দেখ।]

২ বুন্দেলখণ্ডের একজন রাজা। ছত্রশালের পৌত্র ও হৃদয়শার পুত্র। ইনি প্রত্যয়বিজয়প্রণেতা শঙ্কর দীক্ষিতের গুরু ছিলেন।

সভাস্তার (পুং) সভা-স্তৃণাতীতি স্তৃঞ্, আচ্ছাদনে (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১) ইত্যণ্। সভাসদ্।

সভাস্থাণু (পুং) সভায়াং স্থাণুরিব। সভাতে স্থির, নিশ্চল। "আক্রন্দায় সভাস্থাণুং" (শুক্লযজুঃ ৩০।১৮)

'সভাস্থাণুং সভায়াং স্থিরং' (মহীধর)

সভিক (পুং) সভা দ্যূতসভা আশ্রয়ত্বেনাস্ত্যস্যেতি, সভা-ব্রীহ্যাদিত্বাৎ ঠন্। দ্যূতকারক। পর্য্যায়—দ্যূতাধ্যক্ষ, নিগ্রাহ, দ্যূতক, প্রাতিভূ। (জটাধর)

সভীক (পুং) দ্যূতকারক। (শব্দরত্না°)

সভৃতি (ত্রি) সহ ভ্রিয়মাণ ঋত্বিক্। "সত্র সভৃতয়ঃ পৃণন্তি" (ঋ ৬।৬৩।৭) 'সভৃতয়ঃ সহ ভ্রিয়মাণাঃ ঋত্বিজঃ' (সায়ণ)

সভেয় (ত্রি) সভায়াং সাধুঃ (ঢশ্ছন্দসি। পা ৪।৪।১০৬) ইতি ঢ। সভ্য। সভাতে সাধুঃ। বৈদিক প্রয়োগেই কেবল এইরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (ঋক্ ২।২৩।২০)

সভোচিত (পুং) সভায়ামুচিতঃ। ১ পণ্ডিত। (ধনঞ্জয়) (ত্রি) ২ সভাযোগ্য, সভার উপযুক্ত।

সভ্য (পুং) সভায়াং সাধুঃ সভা (সভায়া যঃ। পা ৪।৪।১০৫) ইতি য। সভাতে সাধু, সভাসদ, যিনি সভার কার্য্য পরিদর্শন করেন, তাহাদিগকে সভ্য কহে।

"লোহস্ত কার্য্যাণি সংশয়েৎ সত্যোরেব ত্রিভির্বৃতঃ।"

(মনু ৮।১১০)

২ প্রতারিত। (জটাধর) ৩ সত্যসম্বন্ধী।

সত্যাভিনব যতি, আনন্দতীর্থকৃত মহাভারততাৎপর্য্যনির্ণয়ের দুর্ঘটার্থ-প্রকাশিকা নাম্নী দুর্ঘটচন্দ্রিকা। ইনি সত্যনাথের শিষ্য ছিলেন।

সত্যেতর (ত্রি) সত্যাদিতরঃ। সত্য হইতে ভিন্ন।

সম্ (অব্য°) ১ সমার্থ, তুল্যার্থ। ২ প্রকৃষ্টার্থ। ৩ সঙ্গত। ৪ শোভন। (শব্দরত্না°) ৫ সমুচ্চয়। (হেম) ব্যাকরণ মতে প্রপরাদি উপসর্গের মধ্যে সম্ চতুর্থ উপসর্গ। ইহার অর্থ প্রকর্ষ, আভোগ, নৈরন্তর্য্য, ঔচিত্য ও অভিমুখ্য। (মুগ্ধবোধটীকায় দুর্গাদাস)

সম্, অবৈকল্য, আবন্ধনতা। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ সমতি। লিট্ সসাম সেমতুঃ। লুট্ সমিতা। লুঙ্ অসীমৎ ণিচ্ সময়তি। লুঙ্ অসীসমৎ। হুঙ্ সংসম্যতে।

সম (ত্রি) সমতীতি সম-বৈক্লব্যে পচাদ্যচ্। সর্ব্ব। সম শব্দের যে স্থলে সর্ব্ব এই অর্থ হয়, তথায় এই শব্দের সর্ব্বনাম সংজ্ঞা হয়। সর্ব্বনাম সংজ্ঞা হইলে শব্দরূপ স্থলে সর্ব্বশব্দের ন্যায় রূপ হইয়া থাকে। ২ সমান, তুল্য। এই অর্থে সর্ব্বনাম হয় না।

"সমাদৈস্ পরাদেবাং মুক্তয়েহর্থাস্তরায় চ।" (মুগ্ধবোধব্যা°)

(পুং) রাশিদিগের সংজ্ঞাবিশেষ, রাশি সম ও বিষম ভেদে দুই প্রকার। বৃষ, কর্কট, কন্যা, বৃশ্চিক, মকর ও মীন এই সকল সম রাশি, ইহা ভিন্ন অন্য রাশি সকল বিষম রাশি।

"ক্রূরোহথ সৌম্যঃ পুরুষোহঙ্গনা চ
ওজোহথ যুগ্মং বিষমঃ সমশ্চ।
চরস্থিরদ্যাত্মকনামধেয়া
মেষাদয়োহমী ক্রমশঃ প্রদিষ্টাঃ চ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

৩ সঙ্গীত মতে মানের প্রকার বিশেষ, যে সময়ে গীতবাদ্যের তাল ও গায়কের হস্তপাদাদির চালন এক সময়ে সমভাবে পতিত হয়, তখন তাহাকে সম কহে। (সঙ্গীতশাস্ত্র) ৪ বর্গ-মূল আনয়নের জন্য অঙ্কের উপরি দত্ত সরল রেখা বিশেষ। (লীলাবতী) ৫ অর্থালঙ্কার বিশেষ। যে স্থলে যোগ্য বস্তুর আনুরূপ্যের সহিত যোগ অর্থাৎ যোগ্য বস্তুর তুল্যরূপে যোগ হয় তথায় এই অলঙ্কার হয়।

"সমং স্যাদানুরূপ্যেণ শ্লাঘাযোগ্যস্য বস্তুনঃ।" (সাহিত্যদ° ১০।৭২১)

উদাহরণ—

"শশিনমুপগতেয়ং কৌমুদীমেঘমুক্তং
জলনিধিমনুরূপং জহ্নুকন্যাবতীর্ণা॥" (সাহিত্যদ° ১০।৭২১)

এই কৌমুদী মেঘমুক্ত চন্দ্রের সহিত উপগত হওয়ায় উপযুক্ত হইয়াছে, এইরূপ অবতীর্ণ জহ্নুকন্যা অনুরূপ জলনিধির সহিত সঙ্গত হইয়া উত্তম হইয়াছে, এই স্থলে যোগ্য বস্তুর সহিত তুল্যরূপে যোগ হওয়ায় এই অলঙ্কার হইল।

"সমং যোগ্যতয়া যোগো যদি সম্ভাবিতঃ ক্বচিৎ।"

(কাব্যপ্রকাশ ১০।১২৯)

যদি উপযুক্ত রূপে যোগ সম্ভাবিত হয়, তাহা হইলে এই অলঙ্কার হইবে।

সমক (ত্রি) সম-ক স্বার্থে কন্। সম শব্দার্থ।

সমকক্ষ (ত্রি) তুল্য, সমান। একরূপ।

সমকক্ষা (স্ত্রী) সমতুল্য।

সমকন্যা (স্ত্রী) সমা বিবাহযুক্তা কন্যা। বিবাহোপযুক্তা কন্যা। (শব্দর°) ২ সদৃশকুমারী।

সমকর্ণ (ত্রি) ১ শিবের নামান্তর। নীলকণ্ঠ ভারত শান্তিপর্ব্বের টীকায় লিখিয়াছেন, "সমস্থানৌ কর্ণাবেতি অনুর্দ্ধ্বপ্রকণ্ঠ"। ২ বুদ্ধদেব। ৩ জ্যামিতিতে একটী চতুর্ভুজের বিপরীত কোণদ্বয়-সংলগ্ন রেখাকে সমকর্ণ বলে। ইংরাজিতে উহার নাম Diagonal.

সমকর্ণিন্ (ত্রি) সমং কর্ণ যস্য। তুল্যকর্ণযুক্ত, যাহার কর্ণ সমান।

সমকস্ত্রবণ (পুং) শালবিশেষ। (বৈদ্যকনি°)

সমকৃৎ (পুং) সমং করোতি কৃ-কিপ্। কঙ্ক। (বৈদ্যকনি°)

সমকাল (অব্য°) তুল্যকাল, এক সময়, একই কাল।

সমকালীন (ত্রি) ১ সমকালোদ্ভব। ২ এককালীয়।

সমকোঠ, বঙ্গের অন্তর্গত একটী প্রাচীন জনপদ। (ভবিষ্য-ব্রহ্মখ° ১৯।৫৪)

সমকোণ (ত্রি) সমান কোণবিশিষ্ট। যে ত্রিভুজের বা চতু-র্ভুজের দুইটী বিপরীত কোণ পরস্পর সমান। সমান কোণ।

সমকোল (পুং) সমঃ কোলো যস্য। সর্প। (ত্রিকা°)

সমকোশ, দেশভেদ। (ভারত ভীষ্ম ৯।৬১)

সমকোষ্ঠমিতি (স্ত্রী) ভূম্যাদির পরিমাণ নির্দ্দেশক। অঙ্ক-প্রক্রিয়াবিশেষ। আর্য্য বীজগণিতে ভূমির পরিমাণ (superficial contents) বাহির করিবার জন্য সমকোষ্ঠমিতি নামক অঙ্কসংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে কোন সমপরিমাণ বর্গফলের দ্বারা একটী বিস্তৃতসীম ভূমির পরিমাণ সহজে আনয়ন করা যায়।

সমক্রম (ত্রি) সম্ অক-ক্ত। গমনকর্ত্তা।

সমক্রিয় (ত্রি) সমা ক্রিয়া যস্য। তুল্য রূপক্রিয়াবিশিষ্ট।

সমক্রাথ (পুং) অষ্টমাংশবিশিষ্ট ক্বাথ। ক্বাথ প্রস্তুতের প্রণালী অনুসারে আরম্ভ করিয়া অষ্টমাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইলে সমক্বাথ হয়।

সমক্ষ (ত্রি) অক্ষোঃ সমীপং সমাসান্ত অপ্রত্যয়ঃ। চক্ষুর সমীপ, চক্ষুর্গোচর। প্রত্যক্ষ।

সমখাত (স্ত্রী) কূপাকার গর্ত। যে গর্তের পার্শ্ব গুলি গোল বা cylinder পাইপের মত নিয়ত সমান্তরাল আছে। (বীজগণিত)

সমগন্ধক (পুং) সমাখ্যা গন্ধা গন্ধদ্রব্যাণি যত্র কপ্। কৃত্রিম ধূপ।

'বৃকধূপে তরুকরো গিরিঃ স্যাৎ সমগন্ধকঃ।' (শব্দচ°)

সমগন্ধিক (স্ত্রী) সমগন্ধোঽ গন্ধোঽস্ত্যস্যেতি ঠন্। ১ উশীর। (রাজনি°) (ত্রি) তুল্য গন্ধযুক্ত।

সমগ্র (ত্রি) সমং সমকালমেব গৃহ্যাতীতি গ্রহ-ড। ১ সকল, সমস্ত। ২ পূর্ণ। (অমর)

সমগ্রণী (ত্রি) সম্-অগ্রণী,অগ্র-নী-ক্বিপ্। সম্যক্ রূপে অগ্রণী। (ভাগবত ৪।১৪।৩৩)

সমঙ্গা (স্ত্রী) ১ মঞ্জিষ্ঠা। ২ লজ্জালুলতা। ৩ বরাহক্রান্তা। (রত্নমালা) ৪ বালা। (রাজনি°)

সমঙ্গিন্ (ত্রি) ১ পূর্ণাবয়ববিশিষ্ট। ২ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পূর্ণ শকট। (কাত্যা°শ্রৌ° ২১৩।১২) স্ত্রিয়াং ঙীপ্। সমঙ্গিনী = বোধিবৃক্ষ দেবতাভেদ। (ললিতবিস্তর)

সমচতুর (ত্রি) সমচতুরস্রবিশিষ্ট, সমচতুষ্কোণ।

সমচতুর্ভুজ (ত্রি) তুল্য চতুর্ভুজবিশিষ্ট, যাহাতে চারিটী চতুর্ভুজ সমান।

সমচিত্ত (স্ত্রী) সমং তুল্যং চিত্তং। এক বিষয়ান্তরকরণবৃত্তি। (ত্রি) সমং সর্ব্বেষু পদার্থেষু তুল্যরূপং চিত্তং যস্য। ১ সর্ব্বত্র তুল্য দর্শক, যাহার সকল স্থলে তুল্য দৃষ্টি।

সমচেতস্ (ত্রি) সমং সর্ব্বত্র তুল্যং চেতো যস্য। সর্ব্বত্র সমান চিত্তযুক্ত।

সমজ (স্ত্রী) সমজন্তি পশবো যত্র সম্-অজ-গতৌ অপ্। বন। (মেদিনী) (পুং) সম্-অজ (সমুদো রজঃ পশুষু। পা ৩।৩।৬৯) ইতি অপ্। ২ পশুসমূহ। (অমর) ৩ মূর্খসংহতি। (শব্দরত্না°)

সমজাতীয় (ত্রি) সজাতীয়, তুল্য জাতীয়।

সমজ্ঞা (স্ত্রী) সমেঃ সর্ব্বৈ জ্ঞায়তে ইতি জ্ঞা ঘঞর্থে-ক। কীর্ত্তি। (অমর) ইহার পাঠান্তর সমাজ্ঞা, সমজ্যা এবং সমাখ্যা এই তিনরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। (ভরত)

সমঞ্জন (স্ত্রী) ১ বেশভূষা। (অথর্ব্ব ৭।৩৬।১) (ত্রি) তদ্বিশিষ্ট।

সমঞ্জনীয় (ত্রি) বেশভূষাযুক্ত। (শাঙ্খা° গৃহ্য° ১।১২)

সমঞ্জস (স্ত্রী) সম্যক্ অঞ্জ-ঔচিত্যং যত্র। অচ্। ১ উচিত। (অমর) (ত্রি) ২ সমীচীন। (ত্রিকা°) ৩ অভ্যস্ত। (অমর)

সমষ্ঠ (পুং) গণ্ডীর। জল-শাকবিশেষ, জপ্যাদি, শশা, কাঁকুড় প্রভৃতি। (শব্দরত্না°)

সমতট (স্ত্রী) ১ সমুদ্রতীরবর্ত্তী দেশভাগ। ২ পূর্ব্ব বাঙ্গালার একটী প্রাচীন বিভাগ। [বাগড়ী ও বঙ্গদেশ শব্দ দেখ।]

সমতা (স্ত্রী) সমস্য ভাবঃ তল্ টাপ্। সমত্ব, তুল্যত্ব, সমানের ভাব বা ধর্ম্ম।

সমতিক্রম (পুং) সম্যক্‌রূপে অতিক্রম। (মনু ১১।২০৩)

সমতিরিক্ত (স্ত্রী) সম্যক্ অধিক, সম্যক্ প্রকারে-অতিরিক্ত

সমতুলা (স্ত্রী) সমকক্ষ। সমতুল্য।

সমতল (ত্রি) সমদেশ, সমানভূমি, যাহা উচ্চ নীচ নহে।

সমত্রয় (স্ত্রী) সমত্রয়ং যত্র। হরীতকী, নাগর ও গুড় এই তিনটী দ্রব্যের সমান ভাগযুক্ত। (রাজনি°) (ত্রি) তিনটী দ্রব্যের সমান ভাগযুক্ত।

সমত্রিভুজ (ত্রি) ১ তিনটী সমান ভুজবিশিষ্ট। ২ যে দুইটী ত্রিভুজের বাহুত্রয় পরস্পর সমান।

সমত্ব (স্ত্রী) সমস্য ভাবঃ ত্ব। সমতা, তুল্যত্ব।

সমৎসর (ত্রি) মৎসরেণ সহ বর্ত্তমানঃ। মৎসরবিশিষ্ট, মৎসরযুক্ত।

সমদ্ (স্ত্রী) যুদ্ধ। "ম বৃষ্ণে হরীং সমৎসু শত্রবঃ" (ঋক্ ১।৫।৪) 'সমৎসু যুদ্ধেষু, সংপূর্ব্বাদদেঃ ক্বিপ্।' (সায়ণ)

সমদ (ত্রি) মদেন সহ বর্ত্তমানঃ। মদযুক্ত, মত্ততাবিশিষ্ট।

সমদন (স্ত্রী) সংগ্রাম, যুদ্ধ। "সমর্য্যো সমদনস্য" (ঋক্ ১।১০০।৬) 'সমদনঃ সংগ্রামঃ, মদো হর্ষে অধিকরণে ল্যুট্, সহত্ব সঃ সংজ্ঞায়াং ইতি সভাবঃ' (সায়ণ) (ত্রি) ২ মদনের সহিত বর্ত্তমান।

সমদর্শন (ত্রি) সমং সর্ব্বত্রতুল্যং দর্শনং যস্য। সর্ব্বত্র তুল্যদর্শী, যিনি সকল স্থলে সমান দেখেন।

সমদর্শিন্ (ত্রি) সমং পশ্যতীতি দৃশ-ণিনি। সকল ভূতের প্রতি তুল্য-দর্শনশীল। যাহারা সকল ভূতে সমান দেখেন।

"বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥" (গীতা ৫।১৮)

সমদলক (ত্রি) সমানদলবিশিষ্ট। ২ যে সকল ঝিনুকের দুই দল তুল্য। (Lamellibranchiata)

সমদুঃখ (ত্রি) সমং দুঃখং যস্য। সমান দুঃখবিশিষ্ট, যাহার দুঃখ সমান। (রামায়ণ ২।৪১।৩)

সমদুঃখসুখ (ত্রি) সমে দুঃখসুখে যস্য। যাহার সুখ ও দুঃখ উভয়ই তুল্য। (গীতা ২।১৫)

সমদৃশ্ (ত্রি) সমং পশ্যতি দৃশ্-ক্বিপ্। সমদর্শী, যিনি সকল ভূতে সমান দেখেন।

সমদৃষ্টি (স্ত্রী) সমাদৃষ্টিঃ। ১ সর্ব্বত্র তুল্যদর্শন, সকল স্থলে এক প্রকার দৃষ্টি।

"সুখে দুঃখে চ বিপ্রেন্দ্র যা দৃষ্টির্বর্ত্ততে সদা।
তথা শত্রৌ চ মিত্রে চ সমদৃষ্টিশ্চ সা স্মৃতা॥"
(পদ্মপু° ক্রিয়াযোগসা° ১৬ অ°)

সুখ বা দুঃখ, শত্রু বা মিত্র ইহাদের প্রতি তুল্যরূপে যে

দৃষ্টি তাহাকে সমদৃষ্টি কহে। (ত্রি) সমদৃষ্টিযুক্ত। ২ সমদর্শী, যাহার দৃষ্টি সকল স্থলেই সমান।

সমধন্ (ত্রি) ধনবানের সহিত তুল্যবিশিষ্ট। "ধনকৃৎ সমধা" (ঋক্ ৬।১৮।২) 'সমধা ধনবানৈঃ সহ যদ্বা সমৎ (যুদ্ধং) তদ্বান্' (সায়ণ)

সমদ্বাদশাস্র (ক্লী) দ্বাদশটী সমভুজ ও সমকোণবিশিষ্ট (Dodecahedron) চিত্রবিশেষ।

সমদ্বিদ্বিভুজ (ত্রি) চতুর্ভুজ, যাহার পরস্পর বিপরীত বাহুদ্বয় পরস্পরের সহিত সমান। রম্বইড (Rhomboid) নামক জ্যামিতিকথিত চিত্রবিশেষ।

সমদ্বিভুজ (ত্রি) সমান দ্বিভুজযুক্ত।

সমধপুর, যুক্তপ্রদেশের জৌনপুর জেলার একটী গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ২৬° ৩´ ৫৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২° ৩১´ ৩´´ পূঃ। এই স্থান বংশ বাহুল্যহেতু বংশপুর্কা নামে খ্যাত ছিল। বর্ত্তমান জমিদারবংশের প্রতিষ্ঠাতা সমধ শাইক স্বনামে এই গ্রাম স্থাপন করিয়া বাসযোগ্য করান।

সমধর্ম্মন্ (ত্রি) সমান ধর্ম্ম-বিশিষ্ট, তুল্যধর্ম্মী। (ভাগ° ৪।২৯।৫৫)

সমধিক (ত্রি) সম্যক্ অধিকঃ। অধিক। পর্য্যায়—অতিরিক্ত, অত্যধিক, বহু, প্রচুর।

সমধিগম (পুং) সম-অধি-গম-অপ্। সম্যক্রূপে অধিগম, প্রাপ্তি। (ভাগ° ৫।১৩।২৬)

সমধুর (ত্রি) মধুরের সহিত বর্ত্তমান।

সমধৃত (ত্রি) একধরণ, তুল্যরূপ।

"দ্বে কৃষ্ণলে সমধৃতে বিজ্ঞেয়ো রৌপ্যমাষকঃ"। (মনু ৮।১৩৫)

সমন (ক্লী) সমনস্ক। "সমনেব যোষা মাতেব" (ঋক্ ৬।৭৫।৪) 'সমনেব সমনস্কেব' (সায়ণ)

সমনগা (স্ত্রী) ১ বিদ্যুৎ। ২ সূর্য্যরশ্মি।

"সমনগা ইব ব্রাঃ" (ঋক্ ১।১২৪।৮) 'সমনগা ইব সমাগমন-হেতব আপঃ সমনাঃ, তা গচ্ছতীতি সমনগা বিদ্যুতঃ, যদ্বা সমাগমনায় গচ্ছন্তীতি সমনগাঃ সূর্য্যরশ্ময়ঃ' (সায়ণ)

সমনন (ক্লী) সমভাবে শ্বাসপ্রশ্বাসত্যাগ। (নিরু° ৭।১৭)

সমনন্তর (ত্রি) অব্যবহিত পরবর্ত্তী। (ভাগ° ৬।১৮।৩)

সমনর (পুং) সমশঙ্কু। (গোলাধ্যায়)

সমনস্ (ত্রি) সমনস্ক, সমান মনোযুক্ত। "বিশ্বে দেবাঃ সমনসঃ" (ঋক্ ৬।৯।৫) 'সমনসঃ সমানমনস্কাঃ' (সায়ণ)

সমনস্ক (ত্রি) সমানং মনো যস্য কপ্ সমাসান্তঃ। সমান মনোবিশিষ্ট, তুল্যমনোবিশিষ্ট।

সমনা (স্ত্রী) সম্যগানয়িত্রী, সম্যক্ চেষ্টয়িত্রী, সম্যক্রূপে চেষ্টাকারিণী, বা প্রাণিদিগের সহিত এককালে-যোধকারিণী।

"জ্যোতির্বসানা সমনা পুরস্তাৎ" (ঋক্ ১।১২৪।৩) 'সমনা-সম্যগানয়িত্রী চেষ্টয়িত্রী, যদ্বা সহ যুগপদেব মনুষ্যৈর্ব্যবহ্রিয়তে প্রাণিভিরিতি সমনা' (সায়ণ)

সমনীক (ক্লী) সংগ্রাম, যুদ্ধ। "শত্রূন্ সমনীকেষু জেতা" (ঋক্ ১০।১০৭।১১) 'সমনীকেষু সংগ্রামেষু' (সায়ণ)

সমনুকীর্ত্তন (ক্লী) সম্-অনু-কীর্ত্ত-ল্যুট্। সম্যক্রূপে অনুকীর্ত্তন, সম্যক্ প্রকারে কথন।

সমনুগ্রাহ্য (ত্রি) সম্-অনু-গ্রহ-ণ্যৎ। সম্যক্রূপে অনুগ্রাহ্য, সম্যক্ প্রকারে অনুগ্রহণীয়।

সমনুজ (ত্রি) অনুজসহিত। শিষ্যযুক্ত। (ভাগ° ৯।১০।১২)

সমনুজ্ঞা (স্ত্রী) অনুজ্ঞা, সম্যক্ প্রকারে অনুজ্ঞা, অনুমতি।

সমনুবন্ধ (পুং) অনুবন্ধ, সম্যক্রূপে অনুবন্ধ।

সমনুযোজ্য (ত্রি) সম-অনু-যুজ্-ণ্যৎ। সমনুযোজনীয়, সম্যক্ প্রকারে যোগের যোগ্য। (বৃহৎস° ৫৭।২)

সমনুবর্ত্তিন্ (ত্রি) সম্-অনু-বৃত-ণিনি। সম্যক্রূপে অনুবর্ত্তী, সম্যক্রূপে অনুগামী।

সমনুব্রত (ত্রি) সম্পূর্ণরূপে অনুব্রত, ভক্ত।

সমনুষ্ঠেয় (ত্রি) সম্-অনু-স্থা-য। সম্যক্রূপে অনুষ্ঠেয়, সম্যক্-প্রকারে অনুষ্ঠানের যোগ্য।

সমন্ত (পুং) সম্যক্প্রকারেণ অন্তঃ ইতি তৎপুরুষসমাসঃ। সীমা, প্রান্ত, পর্য্যন্তভাগ। (ত্রি) ২ সমগ্র, সকল।

সমন্তকুসুম (পুং) দেবপুত্রভেদ। (ললিতবি°)

সমন্তগন্ধ (পুং) দেবপুত্রভেদ।

সমন্তচারিত্রমতি (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

সমন্ততস্ (অব্য) সম্যক্প্রকারেণ অন্তঃ তস্। চতুর্দিক্ অভিব্যাপ্ত, চারিদিকে ব্যাপ্ত। পর্য্যায়—পরিতঃ, সর্ব্বতঃ, বিষ্বক্-সমন্তাৎ। (শব্দরত্না°)

সমন্তদর্শিন্ (পুং) বুদ্ধ। (ললিতবি°) সমন্তং পশ্যতি দৃশ্-ণিনি। (ত্রি) ২ সকল দ্রষ্টা।

সমন্তদুগ্ধা (স্ত্রী) সমন্তাৎ দুগ্ধং ক্ষীর-যস্যা। স্নুহীবৃক্ষ। (অমর)

সমন্তনেত্র (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

সমন্তপঞ্চক (ক্লী) সমন্তাৎ পঞ্চকং হ্রদপঞ্চকং যত্র।—তীর্থবিশেষ, কুরুক্ষেত্রতীর্থ, কুরুপাণ্ডবদিগের যুদ্ধক্ষেত্র। পূর্ব্বকালে পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিবার মানসে ক্ষত্রিয়দিগের রুধির দ্বারা পাঁচটী হ্রদ প্রস্তুত করেন, এবং এই হ্রদে ক্ষত্রিয়রুধির দ্বারা পিতার উদ্দেশে তর্পণ করেন। ঐ স্থানে পাঁচটী হ্রদ নির্ম্মাণ করেন, এই জন্য উহার নাম সমন্তপঞ্চক হইয়াছে।

"ত্রিঃ সপ্তকৃত্বঃ পৃথিবীং কৃত্বা নিঃক্ষত্রিয়াং প্রভুঃ।
সমন্তপঞ্চকে পঞ্চ কৃতবান্ রুধিরৈর্হ্রদান্।

স তেষু তর্পয়ামাস পিতৄন্ ভৃগুকুলোদ্বহঃ।
সাক্ষাদ্দদর্শ পিতরং সচ রামং ন্যবারয়ৎ॥"

(পদ্মপু° সৃষ্টিখ° ২২৪ অ°)

শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে যে পরশুরাম পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়া সমন্তপঞ্চকতীর্থে শোণিতপূর্ণ নয়টী হ্রদ প্রস্তুত করেন।

"ত্রিঃ সপ্তকৃত্বঃ পৃথিবীং কৃত্বা নিঃক্ষত্রিয়াং প্রভুঃ।
সমন্তপঞ্চকে চক্রে শোণিতোদান্ হ্রদান্ নব॥"

(ভাগবত ৯।১৬।১৯) [কুরুক্ষেত্র দেখ।]

সমন্তপ্রভ (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

সমন্তপ্রভাস (পুং) বুদ্ধ।

সমন্তপ্রসাদিক (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

সমন্তভদ্র (পুং) সমন্তাৎ ভদ্রমস্য। ১ বুদ্ধ। (অমর) ২ একজন প্রাচীন কবি। ৩ একজন জৈন গ্রন্থকর্তা। ইনি প্রাকৃতব্যাকরণ, শব্দাবতার ও যক্ষবর্মা রচিত শাকটায়ন-ব্যাকরণবৃত্তির টীকা প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

সমন্তভুজ (পুং) সমন্তাৎ ভুঙ্‌ক্তে ইতি ভুজ-কিপ্। অগ্নি।

সমন্তর (পুং) দেশভেদ ও তদ্দেশবাসী। (ভারত ভীষ্মপ°)

সমন্তরশ্মি (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

সমন্তবিলোকিতা (স্ত্রী) বৌদ্ধমতে জগদ্ভেদ। (ললিতবি°)

সমন্তব্যূহসাগরচর্য্যাবলোকন (পুং) গরুড়রাজভেদ।

সমন্তস্থূলাবলোকন (স্ত্রী) পুষ্পভেদ। বৌদ্ধমতে শীঘ্রজ্ঞাপক শুক্লপ কোনরূপ চিহ্নাদি।

সমন্তস্ফারণমুখদর্শন (পুং) গরুড়রাজভেদ।

সমন্তাৎ (অব্য°) সমন্ততঃ, চারিদিকে ব্যাপ্ত।

সমন্তালোক (পুং) ধ্যানের প্রকারভেদ।

সমন্তাবলোকিত (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

সমন্তিক (অব্য°) সীমা সমীপে। (শতপথব্রা° ১।৪।১।২২)

সমন্ত্রক (ত্রি) মন্ত্রেণ সহ বর্ত্তমানঃ। মন্ত্রের সহিত বর্ত্তমান, মন্ত্রযুক্ত, মন্ত্রবিশিষ্ট।

সমন্ত্রিন্ (ত্রি) সমন্ত্র অস্ত্যর্থে ইনি। মন্ত্রযুক্ত, মন্ত্রবিশিষ্ট। ২ মন্ত্রীর সহিত বর্ত্তমান।

সমন্যু (পুং) মন্যুনা ক্রতুনা ক্রোধেন বা সহ বর্ত্তমানঃ। ১ শিব। (ত্রি) ২ ক্রোধযুক্ত। ৩ যজ্ঞবিশিষ্ট।

সমন্বয় (পুং) ১ সংযোগ, মিলন। ২ অবিরোধ। ৩ প্রাকৃতিক কার্য্যকারণপ্রবাহ।

সমন্বিত (ত্রি) সম্-অনু-ইন্-ক্ত। সংযুক্ত, মিলিত।

"বিস্পষ্টমক্রতং শান্তং স্পষ্টাক্ষরপদং তথা।
কলস্বরসমাযুক্তং রসভাবসমন্বিতং॥" (তিথিতত্ত্ব)

২ অবিরুদ্ধ।

সমপদ (স্ত্রী) সমে পদে যত্র। ১ ধনুর্দ্ধারীদিগের অবস্থান বিশেষ। ধনুর্দ্ধারিগণ পাদদ্বয় তুল্যরূপে ধারণ করিলে তাহাকে সমপদ কহে। 'ধন্বিনাং পাদয়োস্তুল্যরূপতয়া ধারণং সমপদং' (ভরত) (পুং) ২ রতিবন্ধবিশেষ।

"যোষিৎপাদৌ যদি স্থাপ্য করাভ্যাং পীড়য়েৎ স্তনৌ।
যথেষ্টং তাড়য়েৎ যোনিং বন্ধঃ সমপদঃ স্মৃতঃ॥" (রতিমঞ্জরী)

সমপাদ (স্ত্রী) সমৌ পাদৌ যত্র। ধন্বীদিগের অবস্থান বিশেষ, সমপদ। (হেম) (ত্রি) ৩ সমানপাদবিশিষ্ট, সমান চরণ-বিশিষ্ট ছন্দঃ, যে ছন্দের চারিপাদ সমান।

সমপ্রাধান্যসঙ্কর (পুং) সম্যক্ প্রাধান্য প্রদর্শনে সারহীন কৃত্রিমতা। (ভুবনদাস)

সমবুদ্ধি (ত্রি) সমা বুদ্ধির্যস্য। সমান বুদ্ধিবিশিষ্ট, সুখ, দুঃখ, শত্রু ও মিত্র প্রভৃতিতে যাহার বুদ্ধি সমান, অর্থাৎ একরূপ, তাহাকে সমবুদ্ধি কহে।

সমভাগ (ত্রি) সমোভাগো যত্র। ১ সমানভাগবিশিষ্ট। (পুং) ২ সমান ভাগ।

সমভিতস্ (অব্য°) সম্যক্ সেই দিকে। (ভারত ১১ প°)

সমভিধা (স্ত্রী) সমনাম, অভিধা।

সমভিভাষণ (স্ত্রী) সম্-অভি-ভাষ-ল্যুট্। সম্যক্‌রূপ অভিভাষণ।

সমভিব্যাহার (পুং) সম্-অভি-বি-আ-হৃ-ঘঞ্। সহিত। সঙ্গ, একত্রাবস্থান।

সমভিব্যাহারিন্ (ত্রি) সম্-অভি-বি-আ-হৃ-ণিনি। সঙ্গী, সাথী, সহিত।

সমভিব্যাহৃত (ত্রি) সম্-অভি-বি-আ-হৃ-ক্ত। একত্র মিলিত, সমভিব্যাহারে চলিত। ২ সহোচ্চরিত। ৩ চলিত।

সমভিহার (পুং) সম্-অভি-হৃ-ঘঞ্। ১ পৌনঃপুন্য, বারংবার। ২ ভৃশার্থ, আতিশয্য। (মেদিনী)

সমভূমি (স্ত্রী) সমাভূমিঃ। সমানস্থান। পর্য্যায় আজি। (জটাধর) অশ্বির অট্টালিকাদি ভাঙ্গিয়া স্থানীয় ভূমির সমতল করণ।

সমভ্যর্থয়িতৃ (ত্রি)) সম্-অভি অর্থ-ণিচ্-তৃচ্। সম্যক্‌রূপে অভ্যর্থনকারী।

সমভ্যাস (পুং) সম্যক্‌রূপে অভ্যাস।

সমভ্যুদ্ধরণ (স্ত্রী) সম্যক্‌রূপে উদ্ধার।

সমভ্যুপগমন (স্ত্রী) সম্যক্ অভ্যুপগমন। বোধসহকারে অনুমোদন। (উবট)

সমভ্যুপেয় (স্ত্রী) সমভ্যুপগমন।

সমমণ্ডল (স্ত্রী) সমান মণ্ডল। ভূমণ্ডলের উত্তর ও দক্ষিণে

উষ্ণীচ্যবৃত্ত ও উষ্ণীচ্যোত্তর বৃত্ত পর্য্যন্ত দুই ভূভাগ। (Temperate zone)

সমমতি (ত্রি) সমা মতির্বুদ্ধির্যস্য। সমবুদ্ধিবিশিষ্ট।
(ভাগবত ৬।১৮।৩১)

সমময় (ত্রি) সমান ভাববিশিষ্ট।

সমমাত্র (ত্রি) সমান মাত্রাবিশিষ্ট।

সময় (পুং) সম্যগেত্যনেনেতি সম্-ইণ্ গতৌ পচাদ্যচ্। ১ কাল, যোগ্যকাল। ২ শপথ, প্রতিজ্ঞা। ৩ আচার।

"ঋষীণাং সময়ে নিত্যং যে চরন্তি যুধিষ্ঠির।
নিশ্চিতাঃ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞাস্তান্ দেবান্ ব্রাহ্মণান্ বিদুঃ॥"
(ভারত ১৩।৯০।৫০)

৪ সিদ্ধান্ত। ৫ সংবিৎ। (অমর) ৬ ক্রিয়াকার। ৭ নির্দেশ। ৮ ভাষা।

"দেশাচারান্ সময়ান্ জাতিধর্ম্মান্
বুভুৎসতে যঃ সঃ পরাবরজ্ঞঃ।" (ভারত ৫।৩৩।১১৬)

৯ সঙ্কেত। (মেদিনী) ১০ ব্যবহার। (মনু ১০।৫৩) ১১ সম্পদ্। ১২ নিয়ম। ১৩ অবসর। (হেম) ১৪ কর্ত্তব্যনির্ব্বাহ। ১৫ বাক্য, বক্তৃতা, প্রচার, ঘোষণা। ১৬ দুঃখাবসান। ১৭ নিদেশাজ্ঞা। ১৮ উপদেশ। ১৯ ধর্ম্ম। (ত্রি) ২০ সৌভাগ্যশালী।

সময়কার (পুং) সময়স্য কারঃ করণং। ১ সঙ্কেত, পরিভাষা।

সময়ক্রিয়া (স্ত্রী) সময়স্য ক্রিয়া। সময় করা।

"স্থাপয়েৎ তত্র তদ্বংশ্যং কুর্য্যাচ্চ সময়ক্রিয়াং।" (মনু ৭।২০২)

সময়জ্ঞ (পুং) ১ বিষ্ণু। (বিষ্ণুর সহস্রনাম) (ত্রি) ২ যিনি সময় জানেন

সময়ধর্ম্ম (পুং) সময়ক্রিয়া।

সময়বজ্র (পুং) বৌদ্ধযতিভেদ। (তারনাথ)

সময়বিদ্যা (স্ত্রী) ১ সময়ধর্ম্ম। ২ যোগ্যকাল। ৩ উপদেশ, শিক্ষা। "সময়হেতু সময়বিদ্যাসু" (দশকুমার)

সময়সুন্দর গণি, খরগচ্ছীয় জৈনী বৃত্তরত্নাকরটীকাপ্রণেতা।

সময়সুন্দর উপাধ্যায় (জৈন), সমাচারীশতক, বিশেষ শতক, কল্পলতা ও শব্দার্থবৃত্তিরচয়িতা।

সময়া (অব্য০) সময়সমীপে সম-ইন্ গতৌ (আ সমিন্ নিকষিভ্যাং। উণ্ ৪।১৭৪) ইতি আ প্রত্যয়ঃ। নিকট। পর্য্যায়—নিকষা, হিরুক্। (অমর) ২ মধ্য।

'সময়া নিকটে মধ্যে মধ্যে চ নিকষাস্মৃতে।
হিরুঙ্মধ্যে বিনার্থে চ।' (রুদ্র)

৩ কালবিজ্ঞাপন। (শব্দরত্না০)

সময়াচার (পুং) ১ ধর্ম্ম। ২ একখানি প্রসিদ্ধ তন্ত্রশাস্ত্র।

সময়াচারনিরূপণ, (স্ত্রী) একখানি আধুনিক তন্ত্রগ্রন্থ। সীতারাম ইহার রচয়িতা।

সময়াতন্ত্র (স্ত্রী) তন্ত্রভেদ।

সময়াধ্যুষিত (ত্রি) সময়বিশেষ, কালভেদ। সূর্য্যানক্ষত্রবর্জ্জিত কাল, যে কালে সূর্য্য বা নক্ষত্র কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না, তাহাকে সময়াধ্যুষিত কহে।

"উদিতেঽনুদিতে চৈব সময়াধ্যুষিতে তথা।
সর্ব্বথা বর্ত্ততে যজ্ঞ ইতীয়ং বৈদিকী শ্রুতিঃ॥" (মনু ২।১৫)
'সূর্য্যানক্ষত্রবর্জ্জিতকালঃ সময়াধ্যুষিতশব্দেনোচ্যতে।'

সময়ানন্দনাথ (পুং) ভৈরববিশেষ, কালীপূজাকালে ইহার পূজা করিতে হয়।

সময়ানন্দসন্তোষ (পুং) একজন প্রসিদ্ধ শাক্ত ও তান্ত্রিক আচার্য্য। ইনি স্বয়ং কতকগুলি পূজাক্রম ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।
(শক্তিরত্নাকর)

সময়াবিষিত (ত্রি) কালবশে নষ্ট বা বিনাশপ্রাপ্ত। (ঐতরেয়ব্রা° ৫।২৩)

সময়ান্তর্গিষিত (ত্রি) কালক্রমে বিধ্বস্ত।
(তৈত্তিরীয় আরণ্যক ৪৪২।১০ ভাষ্য)

সমর (পুং স্ত্রী) সমাক্ অরণং প্রাপণমিতি সং ঋ গতৌ অপ্, যদ্বা সমাক্ মুদ্ধ্যতামেভি (মদ্দল-কদ্দর-শীকরেতি। উণ্ ৩।১৩১) ইতি বাহুলকাৎ অর প্রত্যয়েন সাধু। যুদ্ধ, সংগ্রাম, রণ, লড়াই।

সমরকন্দ, রুষরাজ্যের অধিকৃত তুর্কিস্থানের অন্তর্গত দুর্গাধিষ্ঠিত এবং প্রাচীর ও পরিখাদি পরিবেষ্টিত একটী নগর। সুপ্রসিদ্ধ বোখারা রাজধানী হইতে ১৫৫ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। এই নগর বহু প্রাচীন; এই স্থানেই মোগল-সম্রাট্ তৈমুরলঙ্গ স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। সেই প্রাচীন বৈভবের কীর্ত্তিনিচয় আজিও অতীত স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে। প্রাচীন নগর কালে বিধ্বস্ত হইলে, কার-আফ্সান নদীকূলে নূতন সমরকন্দ স্থাপিত হয়। দৈবক্রমে নদীর গতি পরিবর্ত্তিত হওয়ায় নূতন নগরের সৌন্দর্য্যেরও অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। প্রাচীন নগরভাগে তিনটী মাদ্রাসা ও বোখারার আমীরের প্রাসাদ আছে। শেষোক্ত অট্টালিকা এখন হাস্পাতালে পরিণত হইয়াছে এবং মাদ্রাসা বা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা ও শিক্ষা চলিতেছে। পূর্ব্বে এই মহানগরী ইসলামধর্ম্ম ও সাহিত্যচর্চ্চার একটী প্রধান-কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত ছিল। নূতন নগরভাগও প্রাচীর পরিবেষ্টিত। উহাতে ছয়টী প্রবেশদ্বার সন্নিবদ্ধ রহিয়াছে।

আরবী গ্রন্থাদি হইতে জানা যায় যে, এই স্থান পূর্ব্বে সমরকন্দ (সমরকন্দ ?) নামে খ্যাত ছিল। পরে সমরকন্দ নামে

প্রথিত হইয়াছে। ৭০২ খৃষ্টাব্দে ইস্লামধর্ম্মাবলম্বী আরবজাতি এই স্থান অধিকার করে। ১২১৯ খৃষ্টাব্দে ইহা চেঙ্গিস্খাঁর এবং ১৩৫৯ খৃষ্টাব্দে ইহা তৈমুর লঙ্গের করায়ত্ত হয়। তৈমুরের সময় নগরের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। তৎপরে পরবর্ত্তী কয়েক শতাব্দীকাল এই নগর বিদ্যার্জ্জনের প্রধানকেন্দ্র বলিয়া সাধারণে গৃহীত হইয়াছিল। নানাস্থান হইতে মুসলমানগণ সমরকন্দের বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠার্থ আগমন করিয়া থাকেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ইহা রুষসাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছে।

সমরকর্ম্মন্ (ক্লী) যুদ্ধকর্ম্ম, যুদ্ধকার্য্য।

সমরক্ষিতি (স্ত্রী) যুদ্ধক্ষেত্র, যুদ্ধস্থল।

সমরজিৎ (পুং) সমরং জয়তি জি-ক্বিপ্ তুক্ চ। সমরজেতা, যুদ্ধজেতা।

সমরজ্জু (স্ত্রী) বজ্রকরের ব্যবধানে সংস্থিত রজ্জু। বীজগণিতে যুগ্ম বা সমতারত্ব জ্ঞাপক রেখা।

সমরঞ্জয় (পুং) সমরং জয়তি জি-খচ্-মুম্। যুদ্ধজেতা, সমরজেতা।

সমরণ (ক্লী) সম্যক্রূপে যাগদেশগমন। "সমরণং শিশীতয়ো বিশ্ব বিভূ" (ঋক্ ১।১৪।২) 'সমরণং সম্যক্ যাগদেশগমনং' (সায়ণ) (ত্রি) ২ সমরণের সহিত বর্ত্তমান।

সমরত (পুং) রতিবন্ধবিশেষ। লক্ষণ—

"সমভ্যাহরণসংযুক্তং কৃত্বা যোষিৎপদদ্বয়ং।
ভজেৎ যুবা প্রমেৎ কামী বন্ধঃ সমরতঃ স্মৃতঃ।" (রতিমঞ্জরী)

সমরত এইরূপ পাঠান্তর দেখিতে পাওয়া যায়।

সমরতুঙ্গ (পুং) যোদ্ধ্ভেদ। (কথাসরিৎসা° ৫৪।১৩৭)

সমরথ (পুং) মৈথিল রাজভেদ, ক্ষেমাধিরাজপুত্র।
(ভাগবত ৯।১৩।২৪)

সমরপুঙ্গব দীক্ষিত, চম্পূকাব্য ও যাত্রাপ্রবন্ধকাব্যপ্রণেতা।

সমরপোত (ক্লী) সমর সম্বন্ধীয় পোত, যুদ্ধ জাহাজ।

সমরবল (ক্লী) যুদ্ধের বল। (পুং) রাজপুত্রভেদ।
(কথাসরিৎসা° ৫৪।১৪৬)

সমরভট (পুং) ১ যোদ্ধ্পুরুষ। ২ রাজপুত্রভেদ।
(কথাসরিৎসা° ৭৪।২৯)

সমরভূ (স্ত্রী) যুদ্ধস্থল, যুদ্ধক্ষিতি।

সমরবর্ম্মন্ (ক্লী) সমরোপযুক্ত বর্ম্ম, যুদ্ধ করিবার উপযুক্ত বর্ম্ম। (পুং) রাজপুত্রভেদ। (রাজতর° ৫।১৩৫)

সমরবসুধা (স্ত্রী) যুদ্ধস্থল।

সমরবীর (পুং) ১ সমরে বীর। যুদ্ধস্থলে বীর, যিনি যুদ্ধস্থলে বীরত্ব প্রদর্শন করেন। ২ যশোদার পিতা।

সমরমূর্দ্ধন্ (পুং) সমরস্য মূর্দ্ধা। যুদ্ধের সম্মুখ, যুদ্ধের অগ্রভাগ।

সমরসিংহ, একজন বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্। ইনি প্রাগ্বাটবংশ-সম্ভূত কুমারসিংহের পুত্র। হায়নরত্নে ইঁহার মত উদ্ধৃত আছে। জগদ্ভূষণকোষ্ঠক, তাজিকতন্ত্র, তাজিক-তন্ত্রসার (গণকভূষণ বা কর্ম্মপ্রকাশ), তাজিকসিদ্ধান্ত, মনুষ্যজাতক ও বর্ষচর্য্যাবর্ণন প্রভৃতি গ্রন্থ ইঁহার রচিত। উক্ত গ্রন্থনিচয় হইতে ইঁহার বংশধারা এইরূপ পাওয়া যায়—গুজরাটের অনৈক চালুক্য-রাজের প্রসিদ্ধ মন্ত্রী চন্দ্রসিংহের পুত্র শোভনদেব, তৎপুত্র সামন্ত। এই সামন্তসিংহের পুত্র কুমারসিংহই গ্রন্থকারের পিতা।

সমরসিংহ, চাহমানবংশীয় একজন রাজপুত নরপতি, মেবারের একজন প্রসিদ্ধ মহারাণা। মহাত্মা কর্ণেল টড্ বিরচিত রাজস্থানের ইতিবৃত্তে সমরসিংহের যে উপাখ্যান প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা ভ্রমপূর্ণ হইলেও এখানে যথাযথ উদ্ধৃত হইল। মেবারের রাজোপাখ্যান মতে ১২০৬ শকে সংগ্রামের জন্ম হয়।

উক্ত রাজোপাখ্যানের উপর নির্ভর করিয়া টড্ সাহেব লিখিয়াছেন সুযোগ্য বাপ্পা রাওর বংশধর সমরসিংহ ■ সময়ে চিতোরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, সেই সময়ে ভারতের রাজধানী দিল্লীতে পৃথ্বীরাজ ও কনোজে জয়চাঁদ রাজত্ব করিতেছিলেন। চৌহানরাজ পৃথ্বীরাজের ভগিনীর সহিত সমরসিংহের বিবাহ হয়। এই সূত্রে উভয় রাজ্যের মধ্যে প্রীতি ও সৌহার্দ্দ স্থাপিত হইয়াছিল।

পৃথ্বীরাজ ইন্দ্রপ্রস্থের (দিল্লীর) সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন এবং মেবারপতির সহিত স্বীয় ভগিনীর বিবাহ দিলেন দেখিয়া জয়চাঁদ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি পৃথ্বীরাজকে রাজ্যেশ্বর বলিয়া স্বীকার করিলেন না, বরং আপনাকেই দিল্লীর সিংহাসনের একমাত্র অধীশ্বর বলিয়া দাবী করিয়া পাঠাইলেন। ফলে শত্রুতাই বৃদ্ধি হইল। পাটন, অনহলবাড়া ও মণ্ডোরের পরিহার-রাজ জয়-চাঁদের পক্ষসমর্থন করিয়া তাঁহার সাহায্যার্থ যোগদানে স্বীকৃত হইলেন। কনোজপতি পূর্ব্বে দিল্লীশ্বরকে স্বীয় কন্যা অর্পণ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু এখন বদ্ধমূল হইয়া তিনি আর যুবক চৌহানরাজকে স্বীয় কন্যাদান করিতে চাহি-লেন না। দিল্লীশ্বর অপমানিত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিলেন। রাণা সমরসিংহ সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র সদলে আসিয়া স্বীয় শ্যালকের পক্ষাবলম্বন করিলেন। জয়সিংহ পূর্ব্ব হইতেই সমরসিংহের বীরত্বপ্রতিভার পরিচয় পাইয়াছিলেন। তৎ-পূর্ব্বে বহুযুদ্ধে পাটন, কনোজ, ও ধারবাজগণ এবং তদধীন সামন্ত-সর্দ্দারগণ সমরসিংহের হস্তে বিশেষ নিগ্রহ ভোগ করিয়া-ছিলেন। এবার প্রতিহিংসা-সাধনার্থ পররাষ্ট্রকাতর দুর্দ্ধর্ষ জয়চাঁদ ও তৎসহযোগিবর্গ তাঁহাদের সম্যক্ বল-সাধনোদ্যোগে সচেষ্ট-

পতি সাহাবুদ্দীন মামুদকে বিপক্ষদমনার্থ আমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। ধূর্ত্ত মামুদ এই সুযোগকেই ভারত অধিকারের শুভাবসর জানিয়া জয়চাঁদের প্রস্তাবে সম্মতি দান করিয়া তাঁহারই সঙ্গনানার্থ সসৈন্যে ভারতাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

পৃথ্বীরাজ মামুদের আগমনবার্ত্তা অবগত হইয়া স্বীয় অধীনস্থ লাহোরের শাসনরাজ চাঁদ পুণ্ডিরকে সমরসিংহের নিকট পাঠান ও এই বিপদে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করেন। সমরসিংহ স্বীয় শ্যালকের সমূহ বিপদ জানিয়া স্বীয় কনিষ্ঠ পুত্র কর্ণের হস্তে চিতোরের রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া সদলে দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হন। উভয়ের মিলিত সৈন্য কাগার নদীতটে শত্রুর সম্মুখীন হইল। তিন দিন অবিশ্রান্ত যুদ্ধের পর রাজপুত-কুলকেতন সমরসিংহ রাজপুত জাতির গৌরব রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া স্বীয় পুত্র কল্যাণ সিংহের সহিত রণক্ষেত্রে শরাশায়ী হইলেন। তাঁহার সঙ্গে ত্রয়োদশ শত রাজপুত বীর ও প্রধান প্রধান সর্দ্দারেরা নিহত হইয়াছিলেন। ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে কাগার রণক্ষেত্রে এইরূপে ভারতের গৌরব-সূর্য্যের বীরত্বদীপ্তির অবসান হয়। পৃথ্বীরাজ মুসলমান হস্তে বন্দী ও স্বামী সমরসিংহ রণক্ষেত্রে নিহত জানিয়া পৃথাদেবী অগ্নিতে আত্মোৎসর্গ করেন।

মহারাণা সমরসিংহ কর্ত্তৃক রাজপুতনার চিতোরগড়ে, অর্ব্বুদ পর্ব্বতে অচলেশ্বর মন্দিরে ও উদয়পুরে যে সকল শিলালিপি উৎকীর্ণ হইয়াছে তাহাতে ১৩৩৫, ১৩৪২, ১৩৪৪ বিক্রম সংবৎকাল লিপিবদ্ধ আছে। ঐ সকল শিলালিপি হইতে জানা যায় যে তাঁহার পিতার নাম তেজসিংহ ও মাতার নাম জয়তল্ল দেবী। ঐ সকল শিলালিপি ও মহারাণা কুম্ভকর্ণের শিলালিপি হইতে যে বংশতালিকা পাওয়া যায় তাহা টড্ সাহেবের বিবরণী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। শিলালিপিসমূহ মতে—১ বপ্প, ২ গুহিল, ৩ ভোজ, ৪ শীল, ৫ কালভোজ, ৬ ভর্তৃভট, ৭ সিংহ, ৮ মহায়ক, ৯ খুম্মাণ, ১০ অল্লট, ১১ নরবাহন, ১২ শক্তিকুমার, ১৩ শুচিবর্ম্মন্, ১৪ নরবর্ম্মন্, ১৫ কীর্ত্তিবর্ম্মন্, ১৬ যোগরাজ, ১৭ বৈরাট, ১৮ বংশপাল, ১৯ বৈরীসিংহ, ২০ বিজয়সিংহ, ২১ অরিসিংহ, ২২ চোড়সিংহ, ২৩ বিক্রমসিংহ, রণসিংহ, ২৪ ক্ষেমসিংহ, ২৫ সামন্তসিংহ, ২৬ কুমারসিংহ, ২৭ মথনসিংহ, ২৮ পদ্মসিংহ, ২৯ জৈত্রসিংহ, ৩০ তেজসিংহ, ৩১ সমরসিংহ। সুতরাং টড্ সাহেব সমরসিংহ ও পৃথ্বীরাজের আত্মীয়তা সম্বন্ধে যে সকল কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ কবিকল্পনা।

সমরস্বামিন্ (পুং) কাশ্মীরস্থ সমরতীর্থ ক্ষেত্রাধিষ্ঠিত দেবমূর্ত্তিভেদ। (রাজতর° ৫।২৫)

সমরা (সেমরা) যুক্ত-প্রদেশের আগ্রা জেলায় ইতিমাদপুর তহসীলের অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২৭° ১৯´ ২৬´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৭´ ১০´´ পূঃ। ইতিমাদপুর নগর হইতে ১৪ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত।

সমরাঙ্গণ (ক্লী) সমরস্যেবাঙ্গনং। যুদ্ধস্থল।

সমরাতিথি (পুং) সমরস্যাতিথিঃ। সমরস্থলে অতিথিস্বরূপ, যাহারা যুদ্ধস্থলে গমন করেন।

সমরালা, পঞ্জাব প্রদেশের লুধিয়ানা জেলার একটী তহসীল। ভূপরিমাণ ২৮৮ বর্গ মাইল।

২ উক্ত তহসীলের প্রধান গ্রাম ও বিচার সদর। এখানে একজন তহসীলদার ও একজন মুনসফ আছেন। তাঁহাদের দ্বারা একটী ফৌজদারী ও দুইটী দেওয়ানী আদালতের কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়।

সমরশায়িন্ (ত্রি) সমরে শেতে শী-ণিনি। যিনি যুদ্ধে শয়ন করেন, অর্থাৎ যিনি যুদ্ধস্থলে প্রাণ পরিত্যাগ করেন।

সমরাশি (পুং) রাশিদিগের সংজ্ঞাবিশেষ। যে রাশি দুই সমান অংশে বিভক্ত হইতে পারে। ২, ৪, ৬, ৮ প্রভৃতি রাশি।

[সম শব্দ দেখ]

সমরূপ্য (ত্রি) সমাদাগতঃ ইতি সম (হেতুমনুষ্যেভ্যো রূপ্যঃ। পা ৪।৩।৮১) ইতি রূপ্যঃ। সাধুর ভূতপূর্ব্ব গবাদি।

সমরেখ (ত্রি) সমা রেখা যস্য। সমান রেখা যুক্ত, সরল রেখাবিশিষ্ট। "মধ্যবাবিচ্ছিন্নাং ভবাপি সমরেখাং নয়নয়োঃ"

(শকুন্তলা ১অ°)

সমরোচিত (ত্রি) যুদ্ধোপযুক্ত, সমরের উপযুক্ত।

সমরোৎসব (পুং) সমরস্য উৎসবঃ। যুদ্ধাত্মার নিমিত্ত উৎসব। যুদ্ধোল্লাস। (কথাসরিৎসা° ২৭।১০৩)

সমরোদ্দেশ (পুং) রণক্ষেত্র। (ভারত বনপর্ব্ব)

সমরোপায় (পুং) সমরকৌশল। সমরে বিজয় বাসনায় উদ্ভাবিত কৌশল।

সমর্ঘ (ত্রি) স্বল্প মূল্য। সস্তা।

সমর্চ (ত্রি) ১ সম্যক্ ঋক্সংখ্যাবিশিষ্ট। ২ সূক্ত।

(শাঙ্খা° শ্রৌ° ৭।১৯।১৮)

সমর্চন (ক্লী) সম্যক্রূপে অর্চ্চন, পূজন।

সমর্ণ (ত্রি) সম্-অর্দ-ক্ত। ১ অর্দ্দিত, সম্যক্ পীড়িত। ২ প্রার্থিত।

সমর্ত্তি (স্ত্রী) সম্যক্ আর্ত্তি বা দুঃখ। বেদ সংহিতাদিতে অসমার্ত্তি বা অসমর্ত্তি শব্দের ব্যবহার আছে। তাহাতে আর্ত্তিহরণ অর্থ প্রকাশ পায়। অথর্ববেদে অসমাত্তি শব্দের প্রয়োগ আছে, উহার অর্থ কুশলার্থ যজ্ঞের পরিপ্রেক্ষরাহিত্যকরণ।

সমর্থ (ত্রি) সমর্থয়তে ইতি সম-অর্থ পচাদ্যচ্। শক্তিবিশিষ্ট, বলবান্, ক্ষমতাপন্ন।

"যে সমর্থা অগস্ত্যশ্মিন্ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণঃ।
তেঽপি কালেন লীয়ন্তে কালোহি দুরতিক্রমঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)
২ যোগ্য, উপযুক্ত। ৩ হিত। ৪ প্রশস্ত। ৫ অভীষ্ট।
৬ যুক্তিসঙ্গত, সযথার্থ। ৭ সন্ন্যাসিরূপিত রাজভেদ।
(মহা° ৩৷১৫, ৭৩৷১১৮)

সমর্থক (ত্রি) সমর্থয়তীতি সম্-অর্থ-ণ্বুল্। ১ সমর্থনকারী।
২ চন্দন কাষ্ঠ।

সমর্থতা (স্ত্রী) সমর্থস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সমর্থের ভাব বা ধর্ম, সামর্থ্য, শক্তি, সমর্থত্ব। যোগ্যতা, উপযুক্ততা।

সমর্থন (ক্লী) সম-অর্থ-ল্যুট্। ১ ইহা উচিত ইহা অনুচিত ইহার নিশ্চয়। পর্য্যায়—সম্প্রধারণা, সমর্থনা। (শব্দরত্না°) ২ বিবেচনা। ৩ মীমাংসা। ৪ নিষেধ, মানা। ৫ সম্ভাবনা। ৬ উৎসাহ। ৭ দৃঢ়ীকরণ। ৮ সামর্থ্য। ৯ বিবাদভঞ্জন করা। ১০ মতের পোষকতাকরণ।

সমর্থনা (স্ত্রী) সম্-অর্থ-যুচ্-টাপ্। অশক্যবিষয়ে অধ্যবসায়, সমুদ্রকেও শোষণ করিব, এইরূপ অশক্যবিষয়ে যে দৃঢ়নিশ্চয় তাহাকে সমর্থনা কহে। ২ সমর্থন শব্দার্থ।

সমর্থনীয় (ত্রি) সম্-অর্থ-অনীয়র্। সমর্থনযোগ্য, সমর্থনের উপযুক্ত।

সমর্থিত (ত্রি) ১ বিবেচিত। ২ মীমাংসিত। ৩ দৃঢ়ীকৃত। ৪ স্থিরীকৃত। ৫ সম্ভাবিত।

সমর্থ্য (ত্রি) সমর্থনীয়, সমর্থনযোগ্য।

সমর্দ্ধক (ত্রি) সমৃধ্নোতীতি সম্-ঋধু বৃদ্ধৌ ণ্বুল্। বরদ, বরদানকারী, ইষ্টফলদাতা দেবতা প্রভৃতি।

সমর্দ্ধয়িতৃ (ত্রি) পূর্ণকারী। যিনি কামনা পূর্ণ করেন।

সমর্দ্ধুক (ত্রি) সমর্দ্ধক, ইষ্টফলদাতা দেবতাদি।
(তৈত্তিরীয় স° ৩৷৪৷৩৷৩)

সমর্পক (ত্রি) সমর্পয়তীতি সম্-অর্পি-ণ্বুল্। সমর্পণকারী।

সমর্পণ (ক্লী) সম্-অর্পি ল্যুট্। সম্যক্ প্রকারে অর্পণ। তন্ত্রোক্ত পূজা করিয়া পূজার শেষে সেই দেবতার উদ্দেশে আত্মসমর্পণ করিতে হয়। ইহার বিধান এইরূপ লিখিত আছে যে, "ইতঃপূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎ স্মৃতং যদুক্তং যৎ কৃতং তৎ সর্ব্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু স্বাহা, মাং মদীয়ং সকলং সম্যক্‌সমুক দেবতায়ৈ সমর্পয়ামি ওঁ তৎসৎ" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আত্মসমর্পণ করিতে হয়। যে দেবতার পূজা করিতে হয়, সেই দেবতার নামোল্লেখ করিয়া আত্মসমর্পণ করা বিধেয়। (তন্ত্রসার)
২ দান। ৩ স্থাপন।

সমর্পিত (ত্রি) ১ সম্যক্ রূপে অর্পিত, দত্ত। ২ স্থাপিত।

সমর্পিতৃ (ত্রি) সম-অর্পি তৃচ্। সমর্পণকারী।

সমর্প্য (ত্রি) সম-অর্পি যৎ। সমর্পণযোগ্য।

সমর্য্য (পুং) শত্রু। [সমর্য্যজিৎ দেখ]

সমর্য্যজিৎ (ত্রি) শত্রুজেতা। "সমর্য্যজিদ্বাজো অস্মান্" (ঋক্ ১৷১১১৷১৫) 'সমর্য্যজিৎমর্য্যা মনুষ্যাঃ, তৈঃ সহ বর্ত্তন্ত ইতি সমর্য্যাঃ সংগ্রামাঃ তত্র শত্রূণাং জেতা' (সায়ণ)

সমর্য্যরাজ্য (ক্লী) মনুষ্য সহিত রাজ্য। "মহে সমর্য্যরাজ্যে" (ঋক্ ৯৷১১০৷২) 'সমর্য্যরাজ্যে সমনুষ্যং মদীয়ং রাজ্যং অনুপালয়িতুং' (সায়ণ)

সমর্য্যাদ (পুং) মর্য্যাদয়া সহ বর্ত্তমানঃ। ১ সমীপ, নিকট। (ত্রি) ২ সীমাযুক্ত। ৩ মর্য্যাদা সহিত। ৪ সচ্চরিত্র।

সমর্হণ (ক্লী) সম্-অর্হ-ল্যুট্। সম্যক্‌রূপে পূজা, সম্যক্ প্রকারে অর্হণ।

সমল (ক্লী) মলেন সহ বর্ত্তমানং। ১ বিষ্ঠা। (শব্দরত্না°) (ত্রি) ২ আবিল, মলযুক্ত, মলিন। (জটাধর) ৩ কলঙ্কবিশিষ্ট।

সমবলম্ব (ত্রি) ১ সমান অবলম্ববিশিষ্ট। ২ যে চতুর্ভুজের লম্বরেখা (Perpendiculars) দ্বয় সমান। Trapezoid নামক চতুর্ভুজ। Rectangle হইলে আয়তসমলম্ব বলা যায়।

সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চন (ত্রি) সমানি লোষ্টাশ্মকাঞ্চনানি যস্য। যাহার লোষ্ট্র, প্রস্তর ও কাঞ্চনে তুল্য জ্ঞান, যিনি ঢিল, পাথর ও সোণা তুল্যরূপে দেখেন।

সমবকার (পুং) সমবকীর্য্যন্তে বহবোঽর্থাঃ যস্মিন্নিতি সম্-অব-কৃ-ঘঞ্। নাটকভেদ। নাটক, প্রকরণ, ভাণ, সমবকার ও ডিম প্রভৃতি ভেদে নাটক নানা প্রকার। ইহাতে বহু অর্থের সমবকিরণ অর্থাৎ একত্র সন্নিবেশ হয় বলিয়া ইহার নাম সমবকার হইয়াছে। এই সমবকারে খ্যাত বৃত্ত হইবে, অর্থাৎ দেবতা বা অসুরাদি আশ্রয় করিয়া কোন একটী প্রসিদ্ধ বৃত্তান্ত অবলম্বনে ইহা প্রণয়ন করিতে হইবে। ইহা বীররসপ্রধান, দেবতা ও অসুরদিগের যুদ্ধবর্ণনাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। ইহাতে তিনটী অঙ্ক থাকিবে। নাটকে যে পঞ্চসন্ধি অভিহিত হইয়াছে, তাহার চারিটী সন্ধি ইহাতে বর্ণিত হইবে, কেবল বিমর্ষ-সন্ধি ইহাতে নিষিদ্ধ। ইহার নায়ক ধীরোদাত্ত, ইহাতে প্রত্যেকের ফল ভিন্ন প্রকার। মন্দকৌশিকী বৃত্তি এবং গায়ত্রী ও উষ্ণিক্ ছন্দে ইহার মুখ ভাগ রচিত, তৎপরে নানাবিধ ছন্দের বিন্যাস পরিলক্ষিত হইবে। ইহাতে হস্তী অশ্বাদি পরিপূর্ণ যুদ্ধক্ষেত্র, তুমুল সংগ্রাম, ও নগরাদি ধ্বংস অতি উত্তমরূপে বর্ণিত থাকে। ত্রিশৃঙ্গার অর্থাৎ শাস্ত্রের অবিরোধে ধর্ম্ম-শৃঙ্গার, অর্থ লাভার্থ কল্পিত অর্থ-শৃঙ্গার ও কাম শৃঙ্গার এই ত্রিবিধ শৃঙ্গার ইহাতে বর্ণনা করিতে হয়। এই তিন প্রকার

শৃঙ্গারের মধ্যে কামশৃঙ্গার প্রথমাঙ্কে বর্ণন করিতে হইবে। পরে যে কোন স্থলে আর দুই প্রকার শৃঙ্গারবর্ণনা করা চাই। নাটকোক্ত ত্রিকপট ও ত্রিবিদ্রব ইহাতে বর্ণনীয়। নাটকের ন্যায় বিন্দু বা প্রবেশক ইহাতে নাই। সাহিত্যদর্পণে সমুদ্রমন্থন নামে একখানি সমবকারের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অধুনা এই গ্রন্থ অতি দুষ্প্রাপ্য। [নাটক শব্দ দেখ]

সমবতার (পুং) সম-অব-তৄ-ঘঞ্। ১ তীর্থ, ঘাট, সোপান, ধাপ। ২ অবতরণ।

সমবধান (ক্লী) সম-অব-ধা-ল্যুট্। ১ সম্যক্ মনোযোগ। ২ নিষ্পত্তি।

সমবন (ক্লী) সম্-অব-ল্যুট্। সম্যক্ রূপে অবন, সম্যক্ প্রকারে রক্ষণ। (ভাগবত ৪।৪।১)

সমবোধন (ক্লী) সম্-অব-বুধ ল্যুট্। সম্যক্ রূপে অববোধন, সম্যক্ প্রকারে জ্ঞান।

সমবর্ণ (পুং) সমান বর্ণ, তুল্য বর্ণ, একবর্ণ। (ত্রি) ২ সমান বর্ণবিশিষ্ট। (মনু ৮।২৬৯)

সমবর্ত্তিন্ (পুং) সম-বর্ত্ততে বৃত-ণিনি। ১ কৃতান্ত, যম।

'প্রমিতায়ক পাপানাং পিতৃণাং সমবর্ত্তিনং।
অন্বগাৎ সকভূতাত্মা নিখিলক ধনেশ্বরং॥" (ভারত ১২।২০৭।৩৫)

(ত্রি) ২ তুল্যরূপে স্থিত, তুল্যবর্ত্তনশীল।

সমবসরণ (ক্লী) সভাগৃহ। ধর্মমণ্ডপ, যেথানে ধর্মোপদেশ দেওয়া হয়। (শত্রুঞ্জয়মা° ১৭৪)

সমবসর্গ্য (ত্রি) ১ সম্যক্ অবনমন। ২ পরিত্যাগ।

সমবসৃজ্য (ত্রি) সম্যক্ পরিত্যাজ্য। (ঐতরেয়ব্রা° ৪।১১)

সমবস্কন্দ (পুং) সম্যক্ রূপে দুর্গদ্বারা সুরক্ষিতকরণ। দুর্গপ্রাকার।

সমবস্থা (স্ত্রী) সমা তুল্যা অবস্থা। ১ সমান অবস্থা, তুল্য দশা। ২ কালকৃত বিশেষ অবস্থা।

সমবস্থান (ক্লী) সম্-অব-স্থা-ল্যুট্। সম্যক্‌রূপে অবস্থান। সম্যক্ প্রকারে স্থিতি।

সমবস্রব (পুং) সম্-অব-স্রু-অপ্। সম্যক্‌রূপে অবস্রব, ক্ষরণ।

সমবহার (পুং) সম্-অব-হৃ-ঘঞ্। বিতণ্ড। (ভাগবত ৪।১৪।১)

সমবহাস্য (ত্রি) সম্-অব-হস্-ণ্যৎ। সম্যক্‌রূপে অবহসনীয়, সম্যক্ উপহাসের যোগ্য।

সমবায় (পুং) সম বায়্যতে ইতি সম্-অব-ই-অচ্। ১ সমূহ। (অমর) ২ সম্বন্ধবিশেষ, সমবায়সম্বন্ধ, নিত্য সম্বন্ধ। ন্যায়শাস্ত্রে ইহার লক্ষণ ও বিচার বিশেষরূপে লিখিত হইয়াছে।

"ঘটাদীনাং কপালাদৌ দ্রব্যেষু গুণকর্ম্মণোঃ।
তেষু জাতেশ্চ সম্বন্ধঃ সমবায়ঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥" (ভাষাপরি°)

'অবয়বাবয়বিনোর্জাতিব্যক্ত্যোর্গুণগুণিনোঃ ক্রিয়াক্রিয়াবতোর্নিত্যদ্রব্যবিশেষয়োশ্চ যঃ সম্বন্ধঃ স সমবায়ঃ।'
(সিদ্ধান্তমুক্তা°)

ঘটাদির কপালাদিতে যে সম্বন্ধ, দ্রব্যে গুণ ও কর্ম্মের এবং দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মে জাতির যে সম্বন্ধ তাহাকে সমবায় কহে।

ঘটাদি এই আদি পদে সাধারণতঃ অবয়বে অবয়বীর যে সম্বন্ধ ইহাই বুঝাইল। সুতরাং ঘটের কপালে যে সম্বন্ধ, দ্ব্যণুকের অণুতে ও ত্রসরেণুর দ্ব্যণুকে যে সম্বন্ধ, তাহাই সমবায় সম্বন্ধ। মূলের সূত্রটী সমবায়ের পরিচায়ক মাত্র, লক্ষণ নহে। নিত্য সম্বন্ধরূপ সমবায়ের অনুযোগী ও প্রতিযোগী কে কে তাহাই মাত্র সূত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। উহাকে যদি লক্ষণ বলিয়া স্বীকার করা হয়, অর্থাৎ ঘটাদির কপালের সহিত যে সম্বন্ধ তাহাকে সমবায় বলিলে কালিকাদিতে অতিব্যাপ্তি হইয়া পড়ে; কারণ ঘটাদিও কালিক সম্বন্ধে কপালাদিতে থাকে। সুতরাং উহা লক্ষণ না হইয়া লক্ষণের পরিচায়ক মাত্র।

সমবায়ের লক্ষণ করিতে হইলে নিত্য সম্বন্ধই সমবায়ত্ব। অর্থাৎ নিত্য সম্বন্ধকে সমবায় বলে। অবয়বের সহিত অবয়বীর যে সম্বন্ধ, জাতি ও ব্যক্তির, গুণ ও গুণীর, ক্রিয়া ও ক্রিয়াবানের নিত্য দ্রব্য ও বিশেষের যে সম্বন্ধ তাহাকে সমবায় কহে। সমবায় সম্বন্ধ কেন স্বীকার করিতে হয় ইহার অনুমান এইরূপ লিখিত আছে,—গুণক্রিয়াদিবিশিষ্ট বুদ্ধি অর্থাৎ গুণবান্ ঘট, ক্রিয়াবান্ ঘট ইত্যাদি জ্ঞান বিশেষণ, বিশেষ্য ও সম্বন্ধকে বিষয় করে; এই জন্য উহা বিশিষ্ট বুদ্ধি, যেমন দণ্ডী-পুরুষ। দণ্ডী-পুরুষ এই স্থলে পুরুষ বিশেষ্য দণ্ড বিশেষণ ও সংযোগ। এইরূপ সমস্ত বিশিষ্টবুদ্ধি স্থলেই বিশেষ্য ও বিশেষণ এবং সম্বন্ধ বিশেষের জ্ঞান হয়। আর একটী উদাহরণ দেওয়া যাউক। রূপবান্ ঘট, ইহা একটী বিশিষ্টবুদ্ধি, সুতরাং এস্থলেও বিশেষণ, বিশেষ্য ও সম্বন্ধ বিশেষের জ্ঞান হওয়া আবশ্যক। রূপ বিশেষণ, ও ঘট বিশেষ্য। কিন্তু অপেক্ষিত সম্বন্ধ সংযোগাদি হইতে পারে না, কারণ সংযোগ থাকিতে দুইটী দ্রব্যের মধ্যে থাকে। কিন্তু এস্থলে একটী গুণ ও অপরটী দ্রব্য, সুতরাং সংযোগ-সম্বন্ধ হইতে পারে না। কারণ এস্থলে দুইটী দ্রব্য নাই। দুইটী দ্রব্য না থাকায় সংযোগ সম্বন্ধ হইল না, তখন সম্বন্ধান্তর কল্পনা করিতে হইল। সেই কল্পিত সম্বন্ধান্তরই সমবায়।

এই অনুমান দ্বারা সংযোগাদির বাধহেতু সমবায় সম্বন্ধ সিদ্ধ হইল। যদি উহাকে সমবায় সম্বন্ধ না বলিয়া স্বরূপ-সম্বন্ধ বলা যায়, তাহা হইলে সিদ্ধ-সাধন বা অর্থান্তর সাধন হইল এ কথা বলা যায় না অর্থাৎ সমবায় স্বীকার না করিয়া তাহার পরিবর্তে ঐ স্থলে যদি স্বরূপ সম্বন্ধ বলা হয়, তাহা হইলে সমবায়ের সাধন

সিদ্ধ-সাধন সিদ্ধ-বস্তু-স্বরূপের সাধন মাত্র হয়। অর্থান্তর অর্থাৎ এক বস্তু প্রমাণ করিতে গিয়া অন্য বস্তুর প্রমাণ করা। এই স্থলেও সমবায় সাধনে প্রবৃত্ত নৈয়ায়িক অর্থান্তর অর্থাৎ স্বরূপ সাধন করিলেন। নৈয়ায়িকদিগের মতে সিদ্ধসাধন ও অর্থান্তর এই দুইটীর যুক্তিদোষের মধ্যে পরিগণিত, সমবায় স্বীকার না করিলে এই দুইটী যুক্তি-দোষই হয়।

ইহা ভিন্ন আরও দোষ আছে, স্বরূপ অনন্ত, উহাকে সম্বন্ধ বলিয়া স্বীকার করিলে গৌরব-দোষ হয়, অতএব লাঘব বশতঃ একমাত্র সমবায় সম্বন্ধই স্বীকার করিতে হইবে। ইহার একটী উদাহরণ দেওয়া যাউক, সমবায় সম্বন্ধ স্বীকার না করিয়া স্বরূপ স্বীকার করা গেল। রূপবান্ ঘট, এই স্থলে রূপ স্বরূপ সম্বন্ধে ঘটে আছে, অর্থাৎ ঘটে রূপের সম্বন্ধ, এইরূপ রূপবান্ পট এই স্থলে পটেই রূপের সম্বন্ধ, এই রূপে ভিন্ন স্থলে ঘট পটাদিতে সম্বন্ধের কল্পনা করিতে হয়। সুতরাং এই কল্পনাই গৌরব হইয়া থাকে। অতএব অনেক স্বরূপ না স্বীকার করিয়া একটী মাত্র সমবায় সম্বন্ধ স্বীকার করিলে লাঘব হয়। এই লাঘবের জন্যই উহা স্বীকার করিতে হইবে।

সমবায় একমাত্র হইলে বায়ুতে রূপবত্তা বুদ্ধির প্রসঙ্গ হইয়া উঠে, একথা আশঙ্কা করা যায় না, কারণ বায়ুতে রূপ সমবায় থাকিলেও রূপ নাই। বায়ুর গুণ স্পর্শ, সুতরাং বায়ুতে স্পর্শের সমবায় আছে, কিন্তু সমবায় এক বলিয়া স্পর্শের সমবায় ও রূপের সমবায় একই পদার্থ। সুতরাং বায়ুতে রূপের সমবায় আছে, বলিতে হইবে। এই সম্বন্ধ-সত্তা সম্বন্ধি-সত্তার নিয়ামক বলিয়া বায়ুতে রূপ আছে, ইহা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু বস্তুতঃ উহাতে রূপ নাই। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, কেবল সমবায় রূপের সম্বন্ধ নহে, রূপনিরূপিতত্ব-বিশিষ্ট সমবায়ই অর্থাৎ রূপের সমবায়ই রূপের সম্বন্ধ, কিন্তু বায়ুতে রূপ নাই বলিয়া তাদৃশ বিশিষ্ট সমবায় নাই। যদি বল বিশিষ্ট সমবায় ও সমবায় একই পদার্থ, সুতরাং তাদৃশ সমবায় বায়ুতে আছে, তাহাতেও বক্তব্য এই যে, রূপনিরূপিতত্ব-বিশিষ্ট-সমবায়-নিরূপিতাধিকরণতাই রূপের সম্বন্ধ। বায়ুতে রূপ নাই বলিয়া তাদৃশ বিশিষ্টাধিকরণতাও নাই, সুতরাং রূপ সমবায় নাই বলিয়া বায়ুতে রূপবত্তা সিদ্ধি হয় না। অতএব সমবায় স্বীকার করিলে বায়ুতে রূপবত্তা সিদ্ধি হয়, ইহা বলা অসঙ্গত। নব্য-নৈয়ায়িকগণ সমবায় নানা বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। অতএব ইহার পরিষ্কার লক্ষণ এই যে, নিত্যসম্বন্ধই সমবায়, অবয়বের সহিত অবয়বীর যে নিত্যসম্বন্ধ, গুণের সহিত গুণীর যে নিত্য সম্বন্ধ তাহাই সমবায়-সম্বন্ধ, এইরূপ যে যে স্থলে নিত্য-সম্বন্ধ হইবে, তথায় সমবায়-সম্বন্ধ হইবে। এই সমবায় সম্বন্ধ লইয়া নব্য নৈয়ায়িকগণ বিশেষ বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, বাহুল্য বোধে এবং নৈয়ায়িকদিগের ভাষার দুর্বোধতা হেতু তাহা আর এস্থলে লিখিত হইল না। (ভাষা-পরিচ্ছেদ)

সমবায়ত্ব (ক্লী) সমবায়স্য ভাবঃ ত্ব। সমবায়ের ভাব বা ধর্ম, সমবায় সম্বন্ধ।

সমবায়ন (ক্লী) পরস্পরে সংযোগপ্রাপ্তি।

সমবায়িন্ (ত্রি) সমবায় অস্ত্যর্থে ইনি। নিত্যসম্বন্ধযুক্ত, সমবায়-সম্বন্ধবিশিষ্ট।

"অনাদিরাত্মাসম্ভূতি বিদ্যতে নাস্তরাত্মনঃ।
সমবায়ী তু পুরুষো মোহেচ্ছাদ্বেষ কর্ম্মজঃ॥" (যাজ্ঞবল্ক্য ৩।১২৫)

সমবৃত্ত (ত্রি) সমান, অথচ বৃত্ত গোল।

"স্তনৌ ব্যঞ্জিতকেশরৌ সমবৃত্তৌ নিরন্তরৌ॥" (ভাগবত ৪।২৫।২৪)

'সমবৃত্তৌ সমৌ চ বৃত্তৌ চ' (স্বামী) ২ সমবৃত্তবিশিষ্ট। (ক্লী) ৩ ছন্দোভেদ, যে ছন্দের চারি চরণ সমান তাহাকে সমবৃত্ত কহে। "সমং সমচতুষ্পাদং" (ছন্দোম°)

সমবেক্ষণ (ক্লী) সম-অব ঈক্ষ-ল্যুট্। সম্যক্‌রূপে অন্বেষণ, সম্যক্‌রূপে দর্শন।

সমবেগবশ (পুং) দেশভেদ ও তদ্দেশবাসী। (ভারত ভীষ্মপর্ব্ব)

সমবেত (ত্রি) সম্-অব-ইণ-ক্ত। ১ মিলিত, সম্মিলিত। ২ সম্বদ্ধ। ৩ সঞ্চিত। ৪ এক শ্রেণীভুক্ত। ৫ নিত্যসম্বদ্ধ, নিত্যযুক্ত, সমবায় সম্বন্ধ দ্বারা যুক্ত।

"যৎ সমবেতং কার্য্যং ভবতি জ্ঞেয়ন্তু সমবায়িজনকং তৎ॥"
(ভাষাপরি°)

সমবেধ (পুং) ১ সমান বেধ। (ত্রি) ২ সমানবেধবিশিষ্ট।

সমবেশ (ত্রি) ১ সমান বেশ বা সজ্জা। ২ যুদ্ধসজ্জা, সেনা-সমাবেশ।

সমশঙ্কু (ত্রি) যে কালে সূর্য্য মধ্যকোষ্ঠে আসেন। (গণিতাধ্যায়)

সমশন (ক্লী) সম্-অশ-ল্যুট্। সম্যক্‌রূপে অশন, সম্যক্ প্রকারে ভোজন। অপর্য্যাপ্ত ভোজন।

সমশনীয় (ত্রি) সম্-অশ-অনীয়র্। সম্যক্ প্রকারে অশনযোগ্য।

সমশশিন্ (পুং) সমচন্দ্র। বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে যে সমশশী অর্থাৎ চন্দ্র যদি সমান ভাবে উদিত হন, তাহা হইলে সুভিক্ষ, উত্তম বৃষ্টি ও মঙ্গল হয়।

"সমশশিনি সুভিক্ষক্ষেমবৃষ্ট্যঃ প্রথম দিবসসদৃশাঃ" (বৃহৎস° ৪।১১)

(ত্রি) সম্-অশ-ণিনি। ২ সম্যক্ প্রকারে ভোজনশীল।

সমশর্করচূর্ণ (ক্লী) প্রহণী ও কাসাধিকারোক্ত চূর্ণ ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—লবঙ্গ, জায়ফল, পিপুল, প্রত্যেক ২ তোলা, মরিচ ৪ তোলা, শুঁঠ ৪ পল, এই সকল চূর্ণের সমান চিনি। এই সকল চূর্ণ একত্র করিয়া উহা প্রস্তুত করিতে হয়, পরিমাণ

রোগের বলাবল অনুসারে স্থির করিতে হয়। এই চূর্ণ সেবনে অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, কাস প্রভৃতি আশু প্রশমিত হয়। (সারকৌ°)

সমশর্করালৌহ, রক্তপিত্তাধিকারোক্ত ঔষধ ভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—লৌহ ৪ তোলা, ছাগ দুগ্ধ ১৬ তোলা, ঘৃত ৮ তোলা, চিনি ৪ তোলা একত্র তাম্র পাত্রে পাক করিয়া ত্রিকটুচূর্ণ ১ তোলা প্রক্ষেপ দিবে, শীতল হইলে উহার সহিত মধু ৪ তোলা মিশ্রিত করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা ১ মাষা, অনুপান নারিকেল জল প্রভৃতি। এই লৌহ সেবন করিলে তীব্র রক্তপিত্ত, অম্লপিত্ত, ক্ষত ও ক্ষয় রোগ আশু প্রশমিত হয় এবং বল বীর্য্যাদির বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

২ কাসরোগে হিতকর ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—লবঙ্গ, কট্‌ফল, কুড়, যমানী, ত্রিকটু, চিতামূল, পিপুল মূল, বাসক মূলের ছাল, কণ্টকারী, চই, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শুকবক, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, হরীতকী, শটী, কাঁকলা, মুথা, লৌহ, অভ্র, যবক্ষার, ইহাদের প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ, একত্র করিয়া চূর্ণ-সমষ্টির সমান চিনি মিশাইয়া উত্তমরূপে মর্দন পূর্ব্বক ঘৃতভাণ্ডে রাখিয়া দিবে। মাত্রা ৪ মাষা, ইহা সেবনে বাত ও শ্লেষ্মজ সর্ব্ব প্রকার কাস, শ্বাসকাস, রক্তপিত্ত ও যাবরোগ আশু প্রশমিত হয় এবং ক্ষীণবল ব্যক্তির অগ্নি বৃদ্ধি সহকারে বলবর্ণ বৃদ্ধি পায় ও দেহের পুষ্টি হইয়া থাকে। (ভৈষজ্যরত্না°)

সমশীর্ষিকা (স্ত্রী) সম্যক্ অবস্থান। শীর্ষের সমরেখায় অবস্থিত।

সমশোধন (স্ত্রী) বীজগণিতোক্ত সম-ব্যবকলন নামক অঙ্কবিশেষ।

সমশ্রব (ত্রি) ১ প্রাপণ। ২ উপনীত হওন। (আশ°গৃ° ৪।৮।২৭)

সমশ্রবান (ত্রি) সম-অশ-শানচ্। সম্যক্ প্রকারে ব্যাপ্তিবিশিষ্ট। ব্যাপনশীল।

সমশ্রেণি (ত্রি) সমান শ্রেণী, তুল্য শ্রেণি।

সমষ্টি (স্ত্রী) সম্-অশ ব্যাপ্তৌ ক্তিন্। সমস্ত মিলিত।

"সমষ্টিরীশঃ সর্ব্বেষাং স্বাত্মতাদাত্ম্যবেদনাৎ।
তদভাবাত্ততোঽন্যে তু কথ্যন্তে ব্যষ্টিসংজ্ঞয়া।" (পঞ্চদশী)

সমষ্ঠিল (পুং) সমং তিষ্ঠতীতি স্থা বাহুলকাৎ ইলচ্। পশ্চিম দেশজাত ক্ষুপবিশেষ। পর্য্যায়—কণ্ঠীর, নক্তাম্র, আম্রগন্ধক, কোকাম্র, কণ্টকি-ফল, উপদংশ। হিন্দী—কচুরা। গুণ—কটু, উষ্ণ, রুচিকর, মুখবিশোধন, কফ ও বাতনাশক, দাহকারক, দীপন। (রাজনি°)

সমষ্ঠিলা (স্ত্রী) সমষ্ঠিল-স্ত্রিয়াং টাপ্। সমষ্ঠিল শব্দার্থ। কটুতুম্বন। ২ নক্তাম্র। (বৈদ্যকনি°) ৩ গণ্ডীর। ৪ সমষ্ঠলাদিক শাক বিশেষ। চলিত গুঠিয়া শাক।

সমষ্ঠীলা (স্ত্রী) সমষ্ঠিলা।

"সমষ্ঠোহপি গণ্ডীরঃ সমষ্ঠীলা সমষ্ঠিলা" (অমরটী°)

সমসংস্থান (স্ত্রী) সমরূপে স্থান, উভয়দিকে ভাবের সমতাকরণ।

সমসংস্থিত (ত্রি) সম-সংস্থা-ক্ত। সমানরূপে সংস্থানযুক্ত, উভয়দিকে সমরূপে সংস্থিত।

সমসংখ্যাত (ত্রি) সম-সংখ্যা-ক্ত। সম-সংখ্যাবিশিষ্ট, সমান সংখ্যাবিশিষ্ট।

সমসন (স্ত্রী) সম-অস্-ল্যুট্। ১ সংক্ষেপণ, সংক্ষেপকরণ। ২ সমাস।

সমসপ্তকচূর্ণ, চূর্ণৌষধভেদ। (চিকিৎসাসার)

সমসময়বর্ত্তিন্ (ত্রি) সমসময়ে বর্ত্ততে বৃৎ-ণিনি। সমকালস্থিত, সমকালবর্ত্তনশীল।

সমসাপর্ব্বত, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণ কণাড়া জেলার পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালার একটী গিরিশৃঙ্গ। উচ্চতা ৬৩০০ ফিট্। মঙ্গলুর হইতে ৫৩ মাইল দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ১৩° ৮´ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ১৮´ পূঃ। এই পর্ব্বতশৃঙ্গে দক্ষিণ-কণাড়াবাসী য়ুরোপীয়গণের স্বাস্থ্যাবাস স্থাপিত আছে। স্থানীয় জলবায়ু পরম রমণীয়। এখানে নানা প্রকার ফলমূলাদি উৎপন্ন হয়।

সমসুপ্তি (পুং) সমেষাং সর্ব্বেষাং সুপ্তির্যত্র। কল্পান্ত, মহাপ্রলয়। (হেম) (স্ত্রী) সমা সুপ্তিঃ। তুল্যশয়ন।

সমসূত্র (ত্রি) সমানসূত্রে বা রেখায় যাহা আছে।

সমসূত্রগ (ত্রি) সমসূত্রে গচ্ছতীতি গম-ড। সমসূত্রগামী, সমানগামী।

সমসৌরভ (পুং) সমানসৌরভ, তুল্যগন্ধ।

(ত্রি) ২ তুল্যগন্ধবিশিষ্ট।

সমস্ত (ত্রি) সম-অস-ক্ত। সম্পূর্ণ। পর্য্যায়—সব, সর্ব্ব, বিশ্ব, অশেষ, কৃৎস্ন, নিখিল, অখিল, নিঃশেষ, সমগ্র, সকল, পূর্ণ, অখণ্ড, অনূনক, অনন্ত, অন্যূন। (জটাধর) ২ একত্রীকৃত, সঙ্কিপ্ত, যুক্ত। ৩ সংক্ষিপ্ত। ৪ কৃতসমাস, যাহা সমাস করা হইয়াছে।

সমস্থ (ত্রি) সমে তিষ্ঠতীতি স্থা-ক। ১ সমান। সমভাবে স্থিত।

সমস্থল, প্রভাসের অন্তর্গত একটী তীর্থ। এখানে দেবোত্তম মূর্ত্তি বিরাজিত আছে। (প্রভাসখ° ১৯ অঃ)

সমস্থলী (স্ত্রী) সমা স্থলী। গঙ্গাযমুনার মধ্যদেশ। পর্য্যায়—অন্তর্বেদি। (হেম)

সমস্বামিত্ব (স্ত্রী) তুল্যস্বত্ব, তুল্যাধিকার।

সমস্যা (স্ত্রী) সমসনং উক্তঃ সংক্ষেপণং সম্-অস-ক্যপ্, সংজ্ঞাপূর্ব্বকত্বাৎ বৃদ্ধ্যভাবঃ বা সমস্যতে সংক্ষিপ্যতে অনয়া সম্-অস-ক্যপ্। শ্লোকের এক দুই বা তিন পাদদ্বারা পূরণ। শ্লোক

সম্পূরণার্থ প্রশ্ন. শ্লোকের একটী কিম্বা দুইটী চরণ প্রশ্নরূপে বলা হয়, পরে ঐ চরণের পূরণ করা হয়। ইহার সমস্যা। পর্য্যায় সমাসার্থা, সমাস্যার্থা, সমাস্থার্থা। (ভরত) ২ সংঘটন। ৩ মিশ্রণ।

সমস্যার্থা (স্ত্রী) সমস্যা অর্থো যস্যাঃ। সমস্যা। (ভরত)

সমস্বর (ত্রি) সমান স্বরবিশিষ্ট, সমান স্বরযুক্ত।

সমহ (ত্রি) ধনের সহিত, ধনযুক্ত। "অস্মং সমহ মাতনুষ্যাতে" (ঋক্ ১।১২০।১১) 'হে সমহ ধনেন সহিত' (সায়ণ)

সমহ্বা (স্ত্রী) যশঃ, কীর্ত্তি, খ্যাতি। (শব্দরত্না°)

সমা (স্ত্রী) সম-বৈক্লব্যে পচাদ্যচ্ ততঃ টাপ্। বৎসর, সংবৎসর। অমরটীকায় ভরত এই শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ লিখিয়াছেন, 'সমা সম টম বৈক্লব্যে পচাদিত্বাদন্, আপ্, সমা নিত্যবহু-বচনান্তঃ স্ত্রিয়ামিতি বামনাদয়ঃ। সমাং সমাং বিজায়তে ইত্যেকবচনেঽপি দৃশ্যতে ইতি স্বামী।' (ভরত) বামনাদি বলেন 'সমাঃ' এই শব্দ নিত্যবহুবচনান্তঃ। স্বামী প্রভৃতি বলেন এক-বচনান্ত কিন্তু কোন কোন স্থলে বহুবচনান্তও দেখা যায়।

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতং ॥"(রামা° ১।২।১৫)

সমাংশ (পুং) সমোঽংশঃ। ১ তুল্য অংশ, সমান ভাগ। (ত্রি) সমোঽংশো যস্য। ২ তুল্যাংশবিশিষ্ট, সমানভাগযুক্ত।

সমাংশহারিন্ (ত্রি) সমাংশং হরতীতি হৃ-ণিনি। সমভাগার্হ, সমানভাগবিশিষ্ট। দায়ভাগে লিখিত আছে যে পতির মৃত্যুর পর স্ত্রী পুত্রদিগের সহিত সমাংশহারিণী অর্থাৎ পুত্রদিগের সহিত সমান ভাগ পাইয়া থাকেন।

"সমাংশহারিণী মাতা পুত্রাণাং স্যাৎ মৃতে পতৌ।" (দায়তত্ত্ব)

সমাংশিক (ত্রি) সমাংশো২স্ত্যস্যেতি ঠন্। সমভাগার্হ, তুল্য ভাগের যোগ্য।

সমাংশিন্ (ত্রি) সমাংশো২স্ত্যস্যেতি ইনি। তুল্যভাগবিশিষ্ট, সমানভাগযুক্ত।

সমাংস (ত্রি) মাংসেন সহ বর্ত্তমানঃ। মাংসের সহিত বর্ত্তমান, মাংসযুক্ত, মাংসবিশিষ্ট, মাংসল। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে দেবতাদিগের উদ্দেশে পশু হনন করিয়া সমাংস রুধির সেই দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করিতে হয়।

সমাংসমীনা (স্ত্রী) সমাং সমাং বিজায়তে ইতি (সমাং সমাং বিজায়তে। পা ৫।২।১২) ইতি খ। প্রতিবর্ষপ্রসূতগবী, যে সকল গাভী প্রতিবর্ষে প্রসূতা হয়, চলিত বকরবিয়ানী গাই। (অমর)

সমাকর (ত্রি) সমান আকারবিশিষ্ট।

সমাকর্ষণ (স্ত্রী) সম্-আ-কৃষ্-ল্যুট্। সম্যক্‌রূপে আকর্ষণ।

সমাকর্ষিন্ (পুং) সমাকর্ষতি চিত্তমিতি সম্-আ-কৃষ-ণিনি। ১ অতিদূরগামী গন্ধ, পর্য্যায় নিহারী। (অমর) (ত্রি) ২ আকর্ষণকারী, আকর্ষক। তৃষ্ণাজনক গন্ধ যুক্ত ভক্ষ্য দ্রব্য।

সমাকার (ত্রি) ১ সমান ঔজ্জ্বল্যবিশিষ্ট। ২ তৎসদৃশাকার।

সমাকুল (ত্রি) সম্-আ-কুল-অচ্। ১ ব্যাকুল কাতর। ২ সংশয়িত, সন্দিগ্ধ। ৩ হতবুদ্ধি।

সমাক্রন্দন (স্ত্রী) সম্-আ-ক্রন্দ-ল্যুট্। সম্যক্ প্রকারে আক্রন্দন।

সমাক্রান্ত (ত্রি) সম্-আ-ক্রম-ক্ত। ১ ব্যাপ্ত, বিস্তৃত। ২ সম্যক্-রূপে আক্রান্ত। ৩ গৃহীত। ৪ অধিষ্ঠিত।

সমাক্ষর (ত্রি) সমান অক্ষরবিশিষ্ট, তুল্যাক্ষর, সমান অক্ষরযুক্ত।

সমক্ষরাবকর (পুং) ধ্যানের প্রকারভেদ।

সমাক্ষেপ (পুং) সম্-আ-ক্ষিপ্-ঘঞ্। সম্যক্‌রূপে আক্ষেপ, সম্যক্‌প্রকারে ক্ষেপণ।

"সত্যানন্দেবিভাবাদে ব্যয়োঽস্যেকস্য বা ভবেৎ।
বাটিত্যাক্তসমাক্ষেপে তদা দোষেণ বিদ্যতে ॥" (সাহিত্যদ° ১।৪৭)

সমাখ্যা (স্ত্রী) সমাখ্যায়তেঽনয়েতি সম্-আ-খ্যা-অঙ্। ১ কীর্ত্তি। (শব্দরত্না°) ২ সংজ্ঞা, আখ্যা, নাম।

"সপিণ্ডীকরণসমাখ্যা সিদ্ধ্যর্থং সুতরাং তত্র তদাচরণং।"(তিথিতত্ত্ব)

সমাখ্যান (স্ত্রী) ১ সম্যক্ প্রকারে আখ্যান, সম্যক্ প্রকারে কথন। ২ সম-আখ্যান, তুল্য-আখ্যান।

সমাগত (ত্রি) সম্-আ-গম-ক্ত। ১ সম্যক্ আগমনবিশিষ্ট, যাহারা সম্যক্ প্রকারে আগমন করিয়াছে।
২ মিলিত, উপস্থিত। ৩ সাক্ষাৎকৃত, সাক্ষাৎপ্রাপ্ত।

সমাগতি (স্ত্রী) সম্-আ-গম-ক্তিন্। সম্যক্ আগমন।

সমাগম (স্ত্রী) সম্-আ-গম-ঘঞ্। ১ সমাগমন। ২ সম্প্রাপ্তি।

"রতিশক্তিঃ স্ত্রিয়ঃ কান্তা ভোজ্যং ভোজনশক্তিতা।
দানশক্তিঃ সবিত্তবাস্তুপমায়োগ্যসম্পদঃ ॥
ব্রাহ্মণ্যমিদং প্রোক্তং ফলং ব্রহ্মসমাগমঃ ॥" (প্রাদ্ধতত্ত্ব)

৩ মিলন, সঙ্গম।

সমাগমন (স্ত্রী) সম্-আ-গম-ল্যুট্। সমাগম, সম্যক্‌রূপে আগমন।

সমাঘাত (পুং) সমা হন্যন্তে হত্রেতি সং-আ-হন-ঘঞ্। ১ যুদ্ধ। (অমর) ২ বধ। (মেদিনী)

সমাঙ্ঘ্রিক (ত্রি) সমান চরণবিশিষ্ট, তুল্য চরণযুক্ত (সম্পদ)।

সমাচরণ (স্ত্রী) একত্র স্থাপন। (পা ৩।১।২০ বার্ত্তিক)

সমাচরণীয় (ত্রি) সম-আ-চর-অনীয়র্। সম্যক্‌রূপে আচরণীয়।

সমাচার (পুং) সম্-আ-চর-ঘঞ্। সম্যক্ আচরণ, উত্তম আচরণ। ২ সংবাদ, খবর।

সমাচ্ছন্ন (ত্রি) সম্-আ-ছদ ক্ত। আচ্ছাদিত, আবৃত, ঢাকা।

সমাজ (পুং) সংবীয়ন্তেঽত্রেতি সং অজ-ঘঞ্। (অজেব্বী-ঘঞ্-পোঃ। পা ২।৪।৫৬) ইতি বীভাবো ন। (কল্পিতক্লোদ্ভ।

পা ৭।৩।৭০) ইতি কুপ নিষেধঃ। ১ পশু তিরের সঙ্ঘ। (অমর) ২ সভা। (হেম) ৩ সমূহ, দল, গণ। ৪ বৈষ্ণবদিগের সমাধি স্থান। ৫ ব্রাহ্মণাদি বর্ণের সভা। বর্ণের মধ্যে প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ মিলিত হইয়া সমাজ স্থাপন করেন। সকলেই সমাজের বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিতে বাধ্য। সকল বর্ণেরই সমাজবন্ধন আছে, যেমন ব্রাহ্মণ-সমাজ কায়স্থ-সমাজ ইত্যাদি। ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণ-সমাজের নিয়মানুসারে আদান প্রদান, ও কায়স্থগণ কায়স্থ-সমাজের নিয়মানুসারে আদান প্রদান করিয়া থাকেন। সমাজের মধ্যে একজন প্রধান পুরুষ থাকেন, তাহাকে সমাজপতি বা গোষ্ঠীপতি কহে। কোন সামাজিকক্রিয়ায় এই গোষ্ঠীপতিরাও মান্যস্বরূপ মাল্যচন্দন পাইয়া থাকেন। ৩ হস্তী। (অনেকার্থকোষ) সম্-অজ ভাবে ঘঞ্। ৫ এক সঙ্গে গমন।

সমাজ্ঞা (স্ত্রী) সমাজ্ঞায়তে ইতি সম্-আ-জ্ঞা আতশ্চোপসর্গে ইত্যঙ্ টাপ্। সমজ্ঞা, খ্যাতি, যশঃ। (ভরত)

সমাঞ্জন (স্ত্রী) মিশ্রিত অঞ্জনৌষধভেদ। (সুশ্রুত)

সমাতৃ (ত্রি) মাতুঃ সমা। মাতার সমান, বিমাতা।

"আতিষ্ঠ তৎ তাত বিমৎসর স্তমুক্তং সমাত্রাপি যদব্যলীকং।"

(ভাগবত ৪।৮।১৮)

সমাতৃক (ত্রি) মাত্রা সহ বর্ত্তমানঃ। 'বহুব্রীহের্ব্বাদঃ কপ্' ইতি কপ্ সমাসান্তঃ। মাতার সহিত বর্ত্তমান, মাতৃযুক্ত, মাতৃবিশিষ্ট।

সমাত্মক (ত্রি) সম আত্মা স্বভাবো যস্য। তুল্যস্বভাব, এক প্রকার স্বভাবযুক্ত।

সমাত্মন্ (ত্রি) তুল্যস্বভাব। যাহাদের চিত্তবৃত্তি পরস্পর সমান।

সমাদর (পুং) সম-আ-দৃ- অপ্। সম্যক্ আদর, সম্মান, সম্বর্দ্ধনা।

সমাদরণীয় (ত্রি) সম্-আ-দৃ অনীয়র্। সম্যক্ প্রকারে আদরের উপযুক্ত। সম্মানার্হ।

সমাদান (স্ত্রী) সম্-আ-দা-ল্যুট্। সমীচীন গ্রহণ, সম্যক্ গ্রহণ, উপযুক্ত দানগ্রহণ। সৌগতাহ্নিক, বৌদ্ধদিগের নিত্যকর্ম্ম।

সমাদৃত (ত্রি) সম্-আ-দৃ-ক্ত। সম্মানিত। আদর-প্রাপ্ত, অত্যাদৃত।

সমাদেয় (ত্রি) ১ প্রাপ্ত। ২ অভ্যর্থনার উপযুক্ত।

সমাদেশ (পুং) সম্ আ-দিশ-ঘঞ্। সম্যক্রূপ আদেশ, আজ্ঞা।

সমাদেশন (স্ত্রী) সম্-আ-দিশ-ল্যুট্। সম্যক্ আদেশ, আজ্ঞা।

সমাধা (পুং) সম্-আ-ধা-ণিচ্। ১ নিষ্পত্তি। ২ বিরোধভঞ্জন। ৩ সিদ্ধান্ত। ৪ সমাধান।

সমাধান (স্ত্রী) সম্-আ-ধা-ল্যুট্। ব্রহ্মবিষয়ে মনঃস্থিরীকরণ, চারিদিকে বিক্ষিপ্ত মনঃকে ব্রহ্মবিষয়ে একাগ্র করণের নাম সমাধান। পর্য্যায়—সমাধি, চিত্তৈকাগ্র্য, অবধান, প্রণিধান।

"নিগৃহীতস্য মনসঃ শ্রবণাদৌ তদনুগুণবিষয়ে চ সমাধিঃ সমাধানং"

(বেদান্তসার)

২ পূর্ব্বপক্ষের উত্তর, সিদ্ধান্ত, কোন একটী বিষয়ের সিদ্ধান্ত করার নাম সমাধান। ৩ বিরোধভঞ্জন। ৪ নিষ্পত্তি। ৫ নিয়ম। ৬ তপস্যা। ৭ অনুসন্ধান। ৮ সমর্থন। ৯ ধ্যান। ১০ নাটকাঙ্গবিশেষ। উৎক্ষেপ, পরিকর, পরিন্যাস, বিলোভন, যুক্তি ও সমাধান প্রভৃতি নাটকের অঙ্গ অর্থাৎ নাটকের এই সকল অঙ্গের বর্ণনা করিতে হয়।

"উপক্ষেপঃ পরিকরঃ পরিন্যাসো বিলোভনং।

যুক্তিঃ প্রাপ্তিঃ সমাধানাং বিধানং পরিভাবনা।

উদ্ভেদঃ করণং ভেদঃ এতান্যঙ্গানি বৈ মুখে॥" (সাহিত্যদ° ৬।৩)

ইহার লক্ষণ—

"বীজস্যাগমনং যত্র তৎ সমাধানমুচ্যতে।" (সাহিত্যদ° ৬।৪৪৪)

যে স্থলে প্রথমে বীজ অর্থাৎ নাটক-বর্ণিত প্রধান কারণের অভিধান হয় তাহাকে সমাধান কহে। [নাটক শব্দ দেখ।]

সমাধানীয় (ত্রি) সম্-আ-ধা অনীয়র্। সমাধানের যোগ্য।

সমাধি (পুং) সমাধীয়তেঽস্মিন্ মনো অনেনেতি সম-আ-ধা-উপসর্গে ঘোঃ কিঃ' ইতি কিঃ। ১ সমর্থন। ২ নীবাক। শ্রীধর স্বামীর মতে নীবাক শব্দের অর্থ বচনাভাব, কিন্তু ধান্যাদিতে মূল্যোৎকর্ষপূর্ব্বক অনাদরকেই সুভূতি নীবাক শব্দের প্রকৃত অর্থ বলিয়া অবধারণ করেন। 'নীবাকো বচনাভাব ইতি স্বামী। ধান্যাদিষু মূল্যোৎকর্ষপূর্ব্বকো অনাদরঃ। ইতি সুভূতিঃ' (ভরত) ৩ নিয়ম। ৪ অঙ্গীকার। ৫ ধ্যান। ৬ কাব্যের গুণবিশেষ। যথায় দুইটী ঘটনা দৈবক্রমে এক সময়ে ঘটে, এবং এক ক্রিয়ার সহিত দুই কর্ত্তার অন্বয় হইয়া ঐ ঘটনা দ্বারা প্রকাশিত হয়, তাহাকে সমাধিগুণ কহে।

"অন্যধর্ম্মস্ততোঽন্যত্র লোকসীমানুরোধিনা।

সম্যগাধীয়তে যত্র স সমাধিঃ স্মৃতো যথা॥

কুমুদানি নিমীলন্তি কমলান্যুন্মিষন্তি চ।

ইতি নেত্রক্রিয়াধ্যাসা লব্ধা তদ্বাচিনী শ্রুতিঃ॥"

(কাব্যাদর্শ ১।৯৩-৪)

যে স্থলে অন্য ধর্ম অর্থাৎ অপ্রস্তুত গুণ-ক্রিয়ারূপ ধর্ম্ম, এবং তাহা হইতে অন্য স্থলে কোন প্রস্তুত বিষয়ে লোক-মর্য্যাদানুসারে বক্তা গৌণ-শব্দ প্রয়োগদ্বারা বাক্যার্থের সম্যক্ আধান করেন, তথায় এই সমাধি গুণ হয়।

৭ অর্থালঙ্কার বিশেষ। ইহার লক্ষণ—

'সমাধিঃ সুকরে কার্য্যে দৈবাদ্বস্ত্বন্তরাগমাৎ।"(সাহিত্যদ°১০।৭৪০)

সুকর কার্য্যে যদি দৈবাৎ অন্য একটী বস্তুর আগমন হয়, তাহা হইলে এই অলঙ্কার হয়। উদাহরণ—

"মানমস্তা নিরাকর্ত্তুং পাদয়োর্মে পতিষ্যতঃ।
উপকারায় দিষ্ট্যেদমুদীর্ণং ঘনগর্জ্জিতং ॥"(সাহিত্যদ° ১০।৭৪০)

মান অপনোদনের জন্য মানিনীর পাদদ্বয়ে নিপতিত আমার সৌভাগ্যক্রমে উদীর্ণ এই মেঘগর্জ্জন উপকারের জন্যই হইয়াছে। এই স্থলে পাদগ্রহণ দ্বারাই মানিনীর মান অপনোদিত হইত, অতএব এই সুকর কার্য্যে হঠাৎ মেঘগর্জ্জনরূপ অপর নিপতন হওয়ায় এই অলঙ্কার হইল।

সমাধীয়তেঽনেনেতি করণে কি। ৮ কারণ সামগ্রী।

"তং বেধা বিদধে নূনং মহাভূতসমাধিনা।
তথাহি সর্ব্বে তস্যাসন্ পরার্থৈকফলা গুণাঃ ॥" (রঘু ১।২৯)

৯ আরোপ। ১০ প্রতিজ্ঞা, সম্মতি, চুক্তি। ১১ প্রতিশোধ। ১২ বিবাদভঞ্জন। ১৩ অনাস্থায় হওয়ায় শস্যসঞ্চয় করিয়া রাখা। ১৪ অসাধ্যবিষয়ে অধ্যবসায়। ১৫ মৌনীভাব। ১৬ নিদ্রা। ১৭ ভবিষ্য-যুগের জৈন মুনিবিশেষ। ১৮ যোগ। ১৯ ধ্যান। ২০ একাগ্রতা। ২১ নিবেশ।

যোগের চরম ফল সমাধি। প্রথমে একাগ্রচিত্তে ধারণা, তৎপরে ধ্যান ও সমাধি হয়। ইন্দ্রিয় সকলকে নিরোধ করিয়া কোন এক বিষয়ে চিত্ত স্থির হইলে তাহাকে একাগ্রতা কহে। মন একাগ্র হইলে ধারণা, এই ধারণা বদ্ধমূল হইলে ধ্যান, এবং পরে ঐ ধ্যান যখন বদ্ধমূল হয়, তখন তাহাকে সমাধি কহে। পাতঞ্জল ও বেদান্তাদি দর্শনে এই সমাধির বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে। সংক্ষিপ্তভাবে তাহাই আলোচিত হইল।

"নিত্যং শুদ্ধং বুদ্ধিমুক্তং সত্যমানন্দমদ্বয়ং।
তুরীয়মক্ষরং ব্রহ্ম অহমস্মি পরং পদম্।
অহং ব্রহ্মেত্যবস্থানং সমাধিরিতি গীয়তে ॥"(গরুড়পু° [illegible] অ°)

যখন আমি সত্য, অনন্ত, অমর ব্রহ্ম স্বরূপ এই জ্ঞান হইবে এবং চিত্তবৃত্তি নষ্ট হইয়া অখণ্ড ব্রহ্মরূপে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে, তখনই সাধক যোগীকে প্রকৃতরূপে সমাধিস্থ বলা যায়। এই সমাধি সমাধির চরমোৎকর্ষ, ইহাকে নির্বিকল্পক সমাধি কহে। প্রথমেই বলিয়াছি ধারণার পর ধ্যান ও তৎপরে সমাধি হয়। চিত্তকে বিষয়সমূহ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া নাড়ীচক্র প্রভৃতি অন্তর্বিষয়ে এবং দেবমূর্ত্তি প্রভৃতি বহির্বিষয়ে স্থির করার নাম ধারণা। চিত্তে যে কোন বিষয়ের ধারণা হইয়াছে, সেই বিষয়ের বারংবার সদৃশরূপ বৃত্তি হওয়াকে ধ্যান কহে অর্থাৎ ধ্যেয় আলম্বন ভিন্ন অন্য চিত্তবৃত্তি না হইয়া ধ্যেয়াকারে চিত্তবৃত্তির সদৃশ-প্রবাহকে ধ্যান বলা যায়। এই ধ্যানের পরিণাম সমাধি।

"তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ।"
(পাতঞ্জলদ° ৩।৩)

'ধ্যানমেব ধ্যেয়াকারনির্ভাসং প্রত্যয়াত্মকেন স্বরূপেণ শূন্যমিব যদা ভবতি ধ্যেয়স্বভাবাবেশাৎ তদা সমাধিরিত্যুচ্যতে' (ব্যাস)

ধ্যানের পরিণাম সমাধি, ধ্যান দীর্ঘকালস্থায়ী হইলেই তখন সমাধি হয়। আমি অমুককে চিন্তা করিতেছি, এই ভাবটী ধ্যানের অবস্থায় থাকে, সমাধিতে তাহা থাকে না. তখন কেবল ধ্যেয় বিষয়ের আকারেই ভাসমান হয়। সুতরাং বোধ হয় যেন চিত্তবৃত্তি নাই, চিত্তবৃত্তি থাকিয়াও না থাকার ন্যায় হইয়াছে।

ধ্যানই ধ্যেয়, অর্থাৎ ধ্যানের বিষয়াকারে ভাসমান হইয়া বিষয় স্বরূপে উপরক্ত হইয়া যখন প্রত্যয়াত্মক বৃত্তিস্বরূপ জ্ঞানকে যেন পরিত্যাগ করিয়াই অবভাসিত হয়, তখন তাহাকে সমাধি বলা যায়। যেমন জবাকুসুমের সন্নিধানে পরিশুদ্ধ স্ফটিকের স্বীয় শুক্লগুণ ভাসমান হয় না, তদ্রূপ বিষয়াকারে সর্ব্বথা লীন হইয়া চিত্তবৃত্তি পৃথগ্‌ভাবে অনুভূত হয় না, এই অবস্থাকে সমাধি কহে। ইহা সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত ভেদে দুই প্রকার। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি আবার চারি প্রকার, সবিতর্ক, সবিচার, সানন্দ ও সাস্মিত।

অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইবে। চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়। যে উপায় অবলম্বন করিলে চিত্তের রাজস ও তামস-বৃত্তি তিরোহিত হইয়া কেবল সাত্ত্বিক-বৃত্তি-প্রবাহ উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ যম, নিয়ম প্রভৃতি যোগের উপায় বিষয়ে তাদৃশ প্রযত্নকে অভ্যাস কহে। বহুকাল আদর ও শ্রদ্ধা সহকারে নিরন্তর সম্যক্‌রূপে যমনিয়মাদি অনুষ্ঠিত হইলে অভ্যাস স্থির হয়, তখন আর বৈষয়িক ব্যাপার দ্বারা চিত্ত প্রতিবদ্ধ হয় না, সুতরাং স্বতঃই যোগরূপ স্বকার্য্যসাধনে সমর্থ হইয়া থাকে।

চিত্ত স্থির করা অতীব দুরূহ ব্যাপার। ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—

"চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ং।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥" (গীতা ৬অ°)

মন বড়ই চঞ্চল, বায়ুর ন্যায় ইহাকে বশীভূত করা দুষ্কর কার্য্য; ভাগ্যবশতঃ যদিও চিত্ত প্রশান্ত হয়, কিন্তু পুনর্ব্বার অস্থির হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। অতএব যাহাতে চিত্ত অস্থির না হয়, অতিশয় দৃঢ়তা সহকারে তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা যোগীদিগের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

এই জন্য অভ্যাস দৃঢ় করিতে হয়। অভ্যাস দৃঢ় ও পর-বৈরাগ্য হইলে চিত্ত স্থির হয়। রাগ দ্বেষ প্রভৃতি চিত্তের মল দ্বারাই ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ে ধাবিত হয়, যাহাতে উক্ত রাগ প্রভৃতি দ্বারা ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ে পরিচালিত না হয়, এমত উপায় অবলম্বন করাকে যতমান সংজ্ঞা কহে। এইটীই বৈরাগ্যের প্রথম ভূমিকা অনন্তর দেখিতে হইবে যে,কোন্ কোন্ বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়-নিবৃত্তি

হইয়াছে, কোন্ কোন্‌টীই বা অবশিষ্ট আছে, তাহা পৃথক্‌রূপে অবধারণ করার নাম ব্যতিরেক সংজ্ঞা। বহিরিন্দ্রিয়গণ বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইলেও ঔৎসুক্য সহকারে মনে মনে বিষয় চিন্তার নাম একেন্দ্রিয় সংজ্ঞা, অর্থাৎ চিত্তরূপ কেবল একটী ইন্দ্রিয়ে বিষয়ের অবস্থান। পরিশেষে এই ঔৎসুক্যেরও নিবৃত্তি হইলে বশীকার সংজ্ঞা নামক বৈরাগ্যের উদয় হয়। অভ্যাস ও এই বৈরাগ্য দ্বারা চিত্ত স্থির হয়। এইরূপে যখন চিত্ত স্থির হয়, তখনই ধারণা আসিয়া সমুপস্থিত হয়; সেই ধারণাই কালে ধ্যান এবং ধ্যানই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে তখন সমাধি হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সমাধির প্রথমাবস্থাকে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি কহে। মহর্ষি পতঞ্জলি উহার এইরূপ ক্রমনির্দ্দেশ করিয়াছেন,—
"বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতারূপানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ।" (পাতং ১।১৭)

কোনও একটী স্থূল বস্তু অবলম্বন করিয়া কেবল তদাকারে চিত্তের বৃত্তিধারাকে সংযুক্ত রাখাকেই সবিতর্কসমাধি বলে। ঐ বস্তুর সূক্ষ্মভাগ অবলম্বন করিয়া তদাকারে চিত্তবৃত্তি ধারণার নাম সবিচারসমাধি। এরূপ স্থলে স্থূলপদে পরিদৃশ্যমান ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ এবং উহার কারণভূত সূক্ষ্ম পঞ্চতন্মাত্র প্রভৃতি বুঝাইবে। আনন্দ শব্দে আহ্লাদ, অর্থাৎ সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন ইন্দ্রিয়গণ বুঝাইবে। এই স্থূল ইন্দ্রিয়বিষয়ে চিত্তবৃত্তি-ধারার নাম সানন্দ-সমাধি। ইন্দ্রিয়ের কারণ অহঙ্কার-তত্ত্ব-বিষয়ে চিত্তবৃত্তিধারাকে অস্মিতা কহে। এই অস্মিতা সমাধিতে বিশেষ এই যে অহঙ্কারতত্ত্বের সহিত অভিন্ন হইয়া ইহাতে আত্মতত্ত্বও ভাসমান হয়।

এই চারি প্রকার সম্প্রজ্ঞাত সমাধির মধ্যে প্রথম সবিতর্কের মধ্যে উক্ত চারিটী সমাধিই সন্নিবিষ্ট আছে। দ্বিতীয় সবিচারে বিতর্ক থাকে না, অন্য তিনটী থাকে। তৃতীয় সানন্দ-সমাধিতে বিতর্ক ও বিচার থাকে না, অন্য দুইটী থাকে। চতুর্থ অস্মিতা সমাধিতে বিতর্ক বিচার ও আনন্দ এই তিনটীই থাকে না, কেবল অস্মিতা মাত্র থাকে। উক্ত চারি প্রকার সমাধিই সালম্বন, অর্থাৎ ইহাতে কোন না কোন আলম্বন থাকিয়া যায়। সমাধি যখন আলম্বনশূন্য হয়, তখন তাহা অসম্প্রজ্ঞাত নামে অভিহিত হয়।

উল্লিখিত চারি প্রকার সম্প্রজ্ঞাত-সমাধিকে প্রকারান্তরে তিন প্রকার বলা যাইতে পারে,—গ্রাহ্যবিষয়ক, গ্রহণবিষয়ক ও গৃহীতৃবিষয়ক। গুণত্রয়ের তামস-ভাগ হইতে পঞ্চভূত ও সাত্ত্বিকভাগ হইতে ইন্দ্রিয়গণ উৎপন্ন হয়। গ্রাহ্য (যাহার গ্রহণ জ্ঞান হয়) বিষয়ও স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে দুই প্রকার। স্থূলপঞ্চ-মহাভূত-বিষয়ে সমাধির নাম সবিতর্ক, এবং সূক্ষ্মপঞ্চভূত বিষয়ে সমাধির নাম সবিচার। গ্রহণ—যাহার দ্বারা গ্রহণ-জ্ঞান হয়, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ। ইহাও স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে দুই প্রকার। চক্ষুঃ প্রভৃতি স্থূলগ্রহণ, স্থূলেন্দ্রিয় এবং অহঙ্কারতত্ত্ব সূক্ষ্মগ্রহণ। ইন্দ্রিয়রূপ স্থূলগ্রহণবিষয়ে সমাধির নাম সানন্দ, অহঙ্কাররূপ সূক্ষ্মগ্রহণবিষয়ে সমাধির নাম সাস্মিত। সকল স্থলেই কার্য্যকে স্থূল এবং কারণকে সূক্ষ্ম বলা হইয়াছে। অহঙ্কার বিষয়ে সমাধিকে গৃহীতৃবিষয়ক বলা হইয়াছে। কারণ ইহাতে গৃহীতা (যে গ্রহণ করে বা জানে) আত্মা অহঙ্কারের সহিত অভিন্নভাবে ভাসমান থাকে।

কার্য্যাবস্থায় সূক্ষ্মভাবে কারণ থাকে। কারণাবস্থায় কার্য্য থাকে না। সমবায়িকারণকে পরিত্যাগ করিয়া কার্য্য দাঁড়াইতে পারে না, কিন্তু কার্য্যকে পরিত্যাগ করিয়া সমবায়িকারণ থাকিতে পারে। সুতরাং স্থূল-কার্য্য-বিষয়ে সবিতর্ক সমাধিতে অপর তিনটী সমাধিরই সম্ভাবনা আছে। ঐ স্থূলগ্রাহ্য বিষয়ের মধ্যেই সূক্ষ্মগ্রাহ্য ও দ্বিবিধগ্রহণবিষয়ক সমাধি হইতে পারে। ইহাই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বা সবীজ সমাধি।

অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি—
"বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বঃ সংস্কারঃ শেষোহন্যঃ।" (পাতং ১।১৮)

যাহাতে চিত্তের সমস্ত বৃত্তি তিরোহিত হয়, এইরূপ উপায়-পর-বৈরাগ্য অবলম্বন করিলে কেবলমাত্র সংস্কার অবশিষ্ট থাকে। তাদৃশ অবস্থাকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি কহে। ইহার প্রধান উপায় সর্ব্বথা চিত্তবৃত্তি-নিরোধ। চিত্তের যখন সকল বৃত্তি তিরোহিত হয়, কেবলমাত্র সংস্কার থাকে, তখন অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির কারণ পর-বৈরাগ্য। যে হেতু সালম্বন অভ্যাস অর্থাৎ সবিষয়ক পুরুষ পর্য্যন্ত কোনও একটী বিষয় যাহাতে আছে, একাগ্রতা অভ্যাসরূপ অপর-বৈরাগ্য অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না, এজন্য যাহাতে চিন্তনীয় কোনও বস্তু থাকে না, এরূপ পর-বৈরাগ্যকে আশ্রয় করাই উচিত। উক্ত বিরামপ্রত্যয় অর্থাৎ পর-বৈরাগ্য অর্থশূন্য, ইহাতে কোনও পদার্থ অভিলষিত থাকে না। এই পর-বৈরাগ্যের বারংবার অনুশীলন করিয়া চিত্ত-নির্ব্বিষয় হয়; বৃত্তিরূপ কোন কার্য্য করে না বলিয়া যেন বোধ হয় চিত্ত নষ্ট হইয়াছে।

সদৃশ কারণ হইতে সদৃশ কার্য্য উৎপন্ন হয়। বিসদৃশ কারণ হইতে বিসদৃশ কার্য্য জন্মিতে পারে না। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির সদৃশ কারণ পর-বৈরাগ্য। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে যেমন কোনও বিষয় থাকে না, পর-বৈরাগ্যে যেমন কোনও বিষয় অভীষ্ট থাকে না, সুতরাং উভয়ই সদৃশ জ্ঞানপর; অপর তদ্রূপ বৈরাগ্যে কোনও না কোন বিষয় অভীষ্ট থাকে, এজন্য তাহা হইতে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইতে পারে না। সম্প্রজ্ঞাত

সমাধি অপর-বৈরাগ্য হইতে জন্মিতে পারে, কারণ কতক বিষয় থাকিয়া কতক না থাকা উভয়েরই তুল্য।

কোনও বিষয় অবলম্বন না করিয়া চিত্ত অবস্থান করে, এ কথা আপাততঃ বিশ্বাস হয় না। চিত্তভূমিতে প্রতিক্ষণ শত সহস্র বিষয় আসিয়া উপস্থিত হয়, এরূপ অবস্থায় সমস্ত বিষয় হইতে একেবারে চিত্তবৃত্তি নিরোধ হওয়া কিরূপে সম্ভব? একটু প্রণিধান করিয়া চিন্তা করিলে এ বিষয় সহজেই প্রতিপন্ন হইবে। শতসহস্র বিষয় পরিত্যাগ করিয়া যদি অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে একটীমাত্র বিষয়ে চিত্ত অবস্থান করিতে পারে, তবে আরও একটু উন্নতিলাভ করিলে একেবারে নিরালম্বনে থাকিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

আসক্তিমাত্রই দোষের কারণ। মুক্তির কারণকে আত্ম-সাক্ষাৎকার বলা হইয়াছে। উহাতে বিন্দুমাত্র আসক্তি থাকে না। এইজন্যই উহাকে নিরোধ-সমাধি বলা যায়।

সূক্ষ্ম বিষয়ে সমাধি অভ্যাস করিতে করিতে যোগীর চিত্ত পরমাণু পর্য্যন্ত অবলম্বন করিয়া স্থির হইতে পারে। স্থূলবিষয়ে অভ্যাস করিয়া পরম-মহৎ অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষাদি পর্য্যন্তও গ্রহণ করিয়া চিত্ত স্থির হয়। এইভাবে স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয়বিধ বস্তু অবলম্বন করিয়া অভ্যাস করিতে হয়।

"ক্ষীণবৃত্তেরভিজাতস্যেবমণের্গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যেষু তৎস্থতদ-ঞ্জনতাসমাপত্তিঃ" (পাতঞ্জল° ১।৪১) চিত্তস্থির হইলে পর কোন্ কোন্ বিষয়ে সমাধি হয়, তাহার বিষয়ে লিখিত আছে:—যেমন স্বচ্ছ স্ফটিক জবাকুসুম প্রভৃতি উপাধির সন্নিধানে সেই সেই রক্তিমাদি রূপবিশিষ্ট হইয়া তত্তদ্রূপেই ভাসমান হয়, নিজের রূপে প্রকাশ পায় না। চিত্তও সেইরূপ গ্রাহ্যবিষয়ের ছায়াবিশিষ্ট হইয়া স্বকীয় অন্তঃকরণরূপ তিরোধান করিয়া গ্রাহ্যস্বরূপই যেন প্রাপ্ত হইয়া ভাসমান হয় অথচ চিত্তভূত সূক্ষ্ম অর্থাৎ তন্মাত্রকে অবলম্বন করিয়া তাহার প্রতিবিম্ব ধারণ করিয়া নিজরূপ তিরোধানপূর্ব্বক ভূতস্বরূপে ভাসমান হয়। এইরূপ ভাবে স্থূলবিষয় অবলম্বন করিয়া চিত্ত স্থূলরূপেই ভাসমান হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়-বিষয়েও এইরূপ জানিবে। এইরূপে গৃহীতা পুরুষকে অর্থাৎ জীবাত্মপুরুষকে অবলম্বন করিয়া পুরুষস্বরূপে (কূটস্থ চেতন-ভাবে) ভাসমান হয়। এইভাবে নির্ম্মল স্ফটিক প্রভৃতির ন্যায় চিত্ত গৃহীতা, গ্রহণ ও গ্রাহ্য অর্থাৎ পুরুষ ইন্দ্রিয় ও ভূত-সমূহে সংযুক্ত হইয়া তত্তদ্রূপ ধারণ করে। ইহার নামই সমাপত্তি অর্থাৎ সমাধি। অপর নাম সম্প্রজ্ঞাত বা সবীজসমাধি।

এই সমাধি লাভ হইলে ঋতম্ভরা-প্রজ্ঞা লাভ হয়। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ঐ সমাধি হইতে চিত্তের নৈর্ম্মল্য হইলে যে জ্ঞান হয়, তাহাকে ঋতম্ভরা-প্রজ্ঞা কহে। এই সংজ্ঞা, অন্বর্থার্থক অর্থাৎ যৌগিক। যেহেতু উক্ত প্রজ্ঞা কেবল সত্যকেই ধারণ অর্থাৎ বিষয় করে, উহাতে মিথ্যার লেশমাত্রও থাকে না। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন এই তিন প্রকারে সমাধির অনুষ্ঠান করিলে উত্তম যোগলাভ হয়।

সমাধি প্রজ্ঞা লাভ করিলে যোগিগণের প্রজ্ঞাকৃত নূতন নূতন সংস্কার উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সমাধি হইতে উৎপন্ন সংস্কার ব্যুত্থান সংস্কারের নাশক হয়। ব্যুত্থান সংস্কারের অভিভব হইলে তাহা হইতে আর জ্ঞান জন্মিতে পারে না। সংস্কার থাকিলেই জ্ঞান হয়। ব্যুত্থান প্রত্যয় নিরুদ্ধ হইলে অপ্রতিহত ভাবে সমাধি উপস্থিত হইতে পারে। সমাধি হইলেই পূর্ব্বোক্ত প্রজ্ঞা ও তজ্জাত সংস্কার জন্মে। এই ভাবে নূতন সংস্কার হয়। যখন সংস্কার হয়, তখন প্রজ্ঞাকৃত সংস্কারাতিশয় চিত্তকে অধিকার-বিশিষ্ট অর্থাৎ ভোগের জনক করে না কেন? নিরন্তর যদি প্রজ্ঞাকৃত সংস্কারেরই উৎপত্তি হইতে থাকে, তবে তাহাও এক প্রকার বন্ধ ভিন্ন আর কিছুই নয়। পুরুষের স্বরূপে অবস্থিতি না ঘটাই ত বন্ধ? ইহার উত্তরে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, প্রজ্ঞাকৃত ঐ সকল সংস্কার অবিদ্যাদি পঞ্চ ক্লেশের ক্ষয়কারণ, সুতরাং উহারা চিত্তের অধিকার অর্থাৎ কার্য্যারম্ভ জন্মায় না। ঐ প্রজ্ঞাকৃত সংস্কার সমূহ চিত্তকে স্বকার্য্য ভোগ-জনন হইতে নিবৃত্ত করে, যেহেতু খ্যাতি-বিবেক জ্ঞানপর্য্যন্ত চিত্তের চেষ্টা হয়, প্রকৃতি তাহার উদ্দেশে আর কোন কার্য্য করে না।

যদিও অনাদি কাল হইতে চিত্ত-ভূমিতে মিথ্যা-সংস্কার নিরূঢ়-ভাবে রহিয়াছে, তথাপি জ্ঞান-জন্য সংস্কার অর্থাৎ সমাধি-জ্ঞান হইতে উৎপন্ন সংস্কার তাহাকে বিনাশ করিতে পারে; কারণ তত্ত্বপক্ষপাতই বুদ্ধির স্বভাব। বুদ্ধি একবার যথার্থ বস্তুকে বিষয় করিতে পারিলে আর কেহই তাহাকে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না।

"নিরুপদ্রবভূতার্থস্বভাবস্য বিপর্য্যয়ৈঃ।
ন বাধোহনাদিমত্ত্বেহপি বুদ্ধেস্তৎপক্ষপাততঃ॥" (পাত° ধ° ভাষ্য)

অনাদি হইয়াও মিথ্যা-সংস্কার যথার্থ জ্ঞানের বাধক হয় না, কারণ যথার্থ-বিষয় অবগাহন করাই বুদ্ধির স্বভাব।

কি জ্ঞান, কি সংস্কার, কি সুখদুঃখাদি কোনও একটী ধর্ম্মের আরোপ হইলেই পুরুষের বন্ধন হয়। পুরুষের স্বরূপে অবস্থিতি-কেই মুক্তি বলে। সমাধি-জন্য সংস্কার চিরকাল থাকিলে পুরু-ষের মুক্তি হইতে পারে না। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে "ন তে চিত্তস্বাধিকারবিশিষ্টং কুর্ব্বন্তি" চিত্তের ধর্ম্মই পুরুষে আরোপ হয়, তাহার চিত্তে প্রতিবিম্ব পড়ে না। চিত্ত স্থির ও বৃত্তিবিহীন হইলে আপনা হইতেই পুরুষ স্থির হইতে পারে।

"তস্যাপি নিরোধে সর্ব্ব নিরোধান্ নির্বীজঃ সমাধিঃ"(পাত°দ° ১।৫১)

সম্প্রজ্ঞাত সমাধির উত্তর যোগীর আরও কিছু হইয়া থাকে। নির্বীজ সমাধি কেবল সবীজ সম্প্রজ্ঞাত সমাধি-প্রজ্ঞার বিরোধী হয়, এরূপ নহে, প্রজ্ঞাকৃত সংস্কার সমুদায়েরও বিনাশক হইয়া থাকে। নিরোধের স্থিতিকালক্রমের অর্থাৎ দিন-মাসাদির অনুভব অনুসারে, এতকাল আমি সমাহিত ছিলাম, সমাধি ভঙ্গের পর যোগীর ঐরূপ স্মরণ হয়, তদনুসারে, নিরোধকালে চিত্তে সংস্কার হইয়াছিল ইহার অনুমান করা যায়। ব্যুত্থান ও ইহার নিরোধ সম্প্রজ্ঞাত সমাধি এই উভয় হইতে উৎপন্ন সংস্কার ও কৈবল্য-ভাগীয় নিরোধ-সংস্কারের সহিত চিত্ত আপন প্রকৃতিতে অর্থাৎ স্বকারণে লয় হয়। অতএব উক্ত সংস্কার সমূহ চিত্তের অধিকারের বিরোধী হয়, অর্থাৎ বিনাশেরও কারণ হয়, স্থিতির কারণ হয় না। কারণ চিত্ত অধিকারের অবসান হইলে কৈবল্য-প্রযোজক নিরোধ-সংস্কারের সহিত নিবৃত্ত হয়, চিত্ত বিনষ্ট হইলে পুরুষ স্বরূপে অবস্থান করেন, এইজন্য তখন উহা শুদ্ধ, অতএব মুক্ত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

যোগের প্রথম অবস্থা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি, ইহাতে ব্যুত্থান বৃত্তির তিরোধান হয়। সমাধি-সংস্কার হইতে ব্যুত্থান-সংস্কার বিনষ্ট হয়, সংস্কার ভিন্ন সংস্কারের নাশক হয় না। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি দ্বারা বিনষ্ট হয়। সম্প্রজ্ঞাত-সমাধি সংস্কারের বিনাশের নিমিত্ত অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি সংস্কার স্বীকার করিতে হয়। বদ্ধ দশায় আত্মজ্ঞান লাভের চেষ্টা থাকে, কিন্তু একবার আত্ম-দর্শন হইলে আর তাদৃশ জ্ঞানেও ইচ্ছা হয় না। ইহাই পর-বৈরাগ্য।

জ্ঞানাগ্নিপ্রভাবে অবিদ্যাদি ক্লেশ সমুদয় যেমন দগ্ধবীজভাব অর্থাৎ পোড়া ধানের ন্যায় হইয়া প্ররোহ অর্থাৎ অঙ্কুরজননযোগ্য হয় না, পূর্ব্বসংস্কার সকলও সেইরূপ জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া আর ব্যুত্থান-জ্ঞানের জনক হইতে পারে না। জ্ঞানসংস্কার সকল চিত্তের অধিকার সমাপ্তি অপবর্গ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে, অর্থাৎ নিজের অধিকার শেষ হইলে চিত্ত-বিনাশের সহিতই নষ্ট হইয়া যায়, আশ্রয়নাশে বিনষ্ট পায়। তখন অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইয়া থাকে। এই সমাধির শেষ ধর্ম্ম-মেঘ-সমাধি।

"প্রসংখ্যানেঽপ্যকুসীদস্য সর্ব্বথা বিবেকখ্যাতের্ধর্ম্মমেঘঃ সমাধিঃ।"

(পাতঞ্জলদ° ৪।২৯)

যে সমস্ত তত্ত্বজ্ঞানী প্রসংখ্যানেও অর্থাৎ বিবেক সাক্ষাৎ-কারেও অকুসীদ অনুরাগ-বিহীন হয়, কোনরূপ অণিমাদি ঐশ্বর্য্য কামনা না করে, এবং ঐ বিবেকজ্ঞানেও বিরক্ত হয়, তখন তাহার সর্ব্বদা কেবল বিবেকজ্ঞানই উৎপন্ন হইতে থাকে। সংস্কারের বীজ অবিদ্যাদি বিনষ্ট হওয়ায় আর অন্যবিধ প্রত্যয় (ব্যুত্থানজ্ঞান) জন্মিতে পারে না, এই সময় যোগীর ধর্ম্মমেঘ সমাধি হইয়া থাকে। ইহাই সমাধির শেষ।

"কুৎসিতেষু বিষয়েষু সীদতীতি কুসীদো রাগঃ"

শব্দাদি নিকৃষ্ট বিষয়ে যে ব্যাপৃত থাকে, সেই তৃষ্ণার কামনাকে কুসীদ কহে। তদ্রহিত ব্যক্তি অকুসীদ অর্থাৎ সর্ব্বদা বিরক্ত। শুক্লাদি ত্রিবিধ কর্ম্মের অতিরিক্ত মোক্ষফলদায়ক শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মকে যে প্রসব করে, তাহাকে ধর্ম্মমেঘসমাধি বলা যায়। এই ধর্ম্মমেঘসমাধি হইলে পর বৈরাগ্যের উদয় হওয়ায় উক্ত প্রসংখ্যানেরও নিরোধ হয়।

সূত্রের কুসীদ শব্দ রূপকভাবে বর্ণিত হইয়াছে। মহাজন সুদের লোভে টাকা ধার দেয়, কিন্তু যাহারা এই সুদের ন্যায় অণিমাদি ঐশ্বর্য্যলোভে সমাধি অবলম্বন করে, অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত সমাধির ফলে অণিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভ করে, তাহাদের এই ধর্ম্মমেঘ-সমাধি হয় না। কিন্তু বিরক্ত যোগী কোন ফলেরই কামনা করেন না, তাঁহাদের মুক্তিই একমাত্র প্রার্থনীয়। সুতরাং তাঁহাদেরই এই ধর্ম্মমেঘসমাধি হইয়া থাকে।

"ততঃ ক্লেশকর্ম্মনিবৃত্তিঃ" (পাতঞ্জলদ° ৪।৩০)

এই ধর্ম্মমেঘসমাধি লাভ হইলে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পঞ্চবিধ ক্লেশ সমূলে উৎপাটিত হয়; কুশল ও অকুশল অর্থাৎ পাপপুণ্যরূপ কর্ম্মাশয় সমূলে বিনষ্ট হয়। এইরূপে ক্লেশ ও কর্ম্মের নিবৃত্তি হইলে যোগী জীবদ্দশাতেই মুক্ত হন। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে এইরূপে জীবিত কালেই মুক্তি হইতে পারে, একথা অনেকে স্বীকার করেন না। এবিষয়ে বাদিদিগের মতভেদ আছে। বার্ত্তিককার বলিয়াছেন, দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিই মোক্ষ। জীবদ্দশায় তাহা ঘটে না, শ্রুতিতে আছে, "ন বৈ সশরীরস্য প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি" (শ্রুতি) শরীর থাকিতে সুখদুঃখের সম্বন্ধের বিনাশ হয় না, অতএব দুঃখের কারণ অবিদ্যাদির নিবৃত্তিকে গৌণ-মুক্তি ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না। ক্লেশ না থাকিলে প্রবৃত্তি [illegible] না, এ কথা মহর্ষি গৌতমও স্বীকার করিয়াছেন। জীবন্মুক্তিকালে অবিদ্যার লেশ থাকে, একথা শঙ্করাচার্য্যও বলেন। যোগবার্ত্তিকে বার্ত্তিককার ইহাকে উপহাস করিয়া ইহাও অবিদ্যামূলক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পাতঞ্জলদর্শনে ইহার বিষয় বিশেষভাবে লিখিত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে তাহা অতি সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হইল। (পাতঞ্জলদর্শন)

বেদান্তসারে লিখিত আছে,—

"সমাধির্দ্বিবিধঃ, সবিকল্পকো নির্ব্বিকল্পকশ্চ। তত্র সবিকল্পকো নাম জ্ঞাতৃজ্ঞানাদিবিকল্পলয়ানপেক্ষয়া দ্বিতীয়বস্তুনি তদাকারাকারিতায়াশ্চিত্তবৃত্তেরবস্থানং। তদা মৃন্ময়গজাদিভানেঽপি মৃদ্ভানবৎ দ্বৈতভানেঽপ্যদ্বৈতবস্তু ভাসতে।"

সমাধি দুই প্রকার, সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প। জ্ঞাতা, জ্ঞান ও

জ্ঞেয় এই বিকল্পত্রয়ের জ্ঞানসত্ত্বেও অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে অখণ্ডাকারে আকারিত চিত্তবৃত্তির অবস্থানকে সবিকল্প সমাধি কহে। তৎকালে যেমন মৃন্ময় হস্তীতে হস্তিজ্ঞান সত্ত্বেও মৃত্তিকাজ্ঞান থাকে, তদ্রূপ দ্বৈতজ্ঞান সত্ত্বেও অদ্বৈত জ্ঞান হয়। তখন দ্বৈতজ্ঞান থাকিলেও ঐ জ্ঞানের মধ্যে সাক্ষিস্বরূপ, সর্ব্বব্যাপী, উৎকৃষ্ট, প্রকাশস্বরূপ, জন্ম ও বিনাশরহিত, অলিপ্ত, সর্ব্বজ্ঞাত, সর্ব্বদা বিমুক্তস্বভাব, যে অদ্বিতীয় চৈতন্য তাহাই আমি, এই জ্ঞান হইয়া থাকে। দ্বৈতের মধ্যে যে অদ্বৈত জ্ঞান তাহাই সবিকল্প সমাধি।

"নির্বিকল্পকস্তু জ্ঞাতৃজ্ঞানাদিভেদলয়াপেক্ষয়া দ্বিতীয়বস্তুনি তদাকারাকারিতায়া বৃত্তিরুত্তেরতিতরামেকীভাবেনাবস্থানং। তদাতু জলাকারাকারিতলবণাবভাসেন জলমাত্রাবভাসবদ্‌দ্বিতীয়-বস্ত্বাকারাকারিতচিত্তবৃত্ত্যনবভাসেন দ্বিতীয়বস্তুমাত্রমেবাবভাসতে।"

(বেদান্তসার)

যখন জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই বিকল্পত্রয় জ্ঞানের অভাবে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম-বস্তুতে একীভূত হইয়া অখণ্ডাকারাকারিত-চিত্ত-বৃত্তির অবস্থান হয়, তখন নির্বিকল্পক সমাধি হইয়া থাকে। এই সমাধি হইলে জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই তিনের কোন রূপ জ্ঞান থাকে না, কেবল এক অদ্বিতীয় অদ্বৈত ব্রহ্মেরই জ্ঞান হয়। তৎকালে যেমন জল মিশ্রিত জলাকারাকারিত লবণের লবণত্ব জ্ঞানের অভাবে কেবল জলমাত্রই জ্ঞান হয়, তদ্রূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মাকারাকারিতচিত্তবৃত্তির জ্ঞানাসত্ত্বে অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুমাত্রেরই জ্ঞান হয়।

সমাধি সুষুপ্তির ন্যায়, অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে যেমন কোন জ্ঞান থাকে না, সমাধিকালেও তদ্রূপ বহির্জ্ঞান থাকে না, একমাত্র ব্রহ্মরূপেই অবস্থান ঘটে। ইহা বলিয়া সমাধি ও সুষুপ্তি এক নহে। উভয়ের প্রভেদ এই যে, সমাধি ও সুষুপ্তি উভয়কালেই বৃত্তিজ্ঞানের অসদ্ভাবে সমান হইলেও বৃত্তির সত্তা ও অসত্তাদ্বারা উভয়ের ভিন্নতা স্থির করিতে হইবে। সুষুপ্তি-কালে বৃত্তির সত্তা থাকে। সমাধিতে বৃত্তির সত্তা লোপ পায়।

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সবিকল্পসমাধিই নির্ব্বিকল্প সমাধির অঙ্গ। সমাধিলাভ করিতে হইলে প্রথমে এই সকল অঙ্গের অভ্যাস করিতে হয়। এই সকল অঙ্গের সম্যক্ অনুষ্ঠান করিলে পরে নির্ব্বিকল্প সমাধিলাভ হইয়া থাকে। অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহকে যম কহে। সমাধির ইহাই প্রথম অঙ্গ, অর্থাৎ প্রথমে এই কয়টী বিশেষ রূপে অনুষ্ঠান করিতে হয়। ইহার অনুষ্ঠানে চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে নিয়ম অভ্যাস করিবে। শুচি, সন্তোষ, তপস্যা, অধ্যয়ন ও ঈশ্বরপ্রণিধানকে নিয়ম কহে। এই নিয়মের পর আসন (হস্তপদাদির সংস্থান-বিশেষকে আসন কহে)। যেমন পদ্মাসনাদি। তখন আসনে আসীন হইয়া প্রাণায়ামানুষ্ঠান করিতে হয়। রেচক, পূরক ও কুম্ভক দ্বারা প্রাণ দমন করিবার উপায়কে প্রাণায়াম কহে। এই প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান দ্বারা প্রাণনিরোধ হয়। ইহার ফলে ইন্দ্রিয়-বিজয়, চিত্তশুদ্ধি এবং চিত্তের বিক্ষেপ সকল দূরীভূত হইয়া থাকে। এই প্রাণায়াম অভ্যাসের পর প্রত্যাহার অভ্যাস করিতে হয়। ইন্দ্রিয়গণের স্ব স্ব বিষয় হইতে প্রত্যাহরণ অর্থাৎ নিবারণ করাকে প্রত্যাহার কহে। ইহাতে ইন্দ্রিয়গণ আর কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয় করিবে না, চক্ষু দেখিয়াও দেখিবে না, কর্ণ শুনিয়াও শুনিবে না, মন সঙ্কল্প ও বিকল্প কিছুই করিবে না। এইরূপ প্রত্যাহার যখন অভ্যস্ত হইবে, তখন ধারণা,—অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে অন্তঃকরণের অভিনিবেশকে ধারণা কহে। অদ্বিতীয় ব্রহ্মে চিত্ত অভিনিবিষ্ট হইলে তখন ধ্যান অভ্যাস করিবে। অদ্বিতীয় ব্রহ্মে অন্তঃ-করণের বৃত্তিপ্রবাহকে ধ্যান কহে। এই ধ্যানই স্থায়ী হইলে তখন প্রথমে সবিকল্প সমাধি হয়।

এই সকল অঙ্গবিশিষ্ট অঙ্গী নির্ব্বিকল্প সমাধি তাহাতে চারি প্রকার বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা। উক্ত সমাধিতে প্রায় চারি প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হয়, যথা,—লয়, বিক্ষেপ, কষায় ও রসাস্বাদন। অখণ্ড-ব্রহ্মবস্তুকে অবলম্বন করিতে অসমর্থ হইয়া অন্তঃকরণবৃত্তির নিদ্রাকে লয় কহে। অখণ্ড ব্রহ্মবস্তুকে অব-লম্বন করিতে সমর্থ না হইয়া অন্তঃকরণবৃত্তি যদি অন্য কোন বস্তুকে অবলম্বন করে, তাহাকে বিক্ষেপ কহে। লয় ও বিক্ষেপের অভাবে ও কামনা দ্বারা অন্তঃকরণ স্তব্ধ হইয়া অখণ্ড ব্রহ্মবস্তুকে অবলম্বন করিতে অসমর্থ হইলে তাহাকে কষায়। নির্ব্বিকল্প অখণ্ড ব্রহ্মবস্তুর অনবলম্বনে অন্তঃকরণ বৃত্তির সবিকল্পক আনন্দ আস্বাদন বা নির্ব্বিকল্পক সমাধির আরম্ভকালীন সবিকল্পানন্দ আস্বাদনকে রসাস্বাদন কহে। এই চারি প্রকার বিঘ্ন নির্ব্বিকল্প সমাধির অন্তরায় স্বরূপ।

"অনেন বিঘ্নচতুষ্টয়েন রহিতং চিত্তং নির্ব্বাতদীপবদচলং সদখণ্ডচৈতন্যমাত্রমবতিষ্ঠতে যদা তদা নির্ব্বিকল্পকঃ সমাধি-রিত্যুচ্যতে। তদুক্তং লয়ে সম্বোধয়েৎ চিত্তং বিক্ষিপ্তং শময়েৎ পুনঃ। সকষায়ং বিজানীয়াৎ সমপ্রাপ্তং ন চালয়েৎ। নাস্বা-দয়েদ্রসং তত্র নিঃসঙ্গঃ প্রজ্ঞয়া ভবেৎ॥ ইত্যাদি যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে ইত্যাদি।" (বেদান্তসার)

এই চারিপ্রকার বিঘ্নরহিত চিত্ত যখন বায়ুশূন্য প্রদীপের ন্যায় অচল হইয়া কেবল অখণ্ড চৈতন্য মাত্রের চিন্তাপর হয়, তখন তাহাকে নির্ব্বিকল্প-সমাধি কহা যায়। যখন এই সমাধি হইবে, তখন যদি পূর্ব্বোক্ত লয়রূপ বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তাহা

হইলে অন্তঃকরণে উদ্বোধ করিবে, বিক্ষেপযুক্ত হইলে তাহাকে শান্তি ও কষায়যুক্ত হইলে তাহা জ্ঞাত হইয়া নিবৃত্ত রাখিবেক। অখণ্ড ব্রহ্মবস্তুতে প্রণিধান হইলে অন্তঃকরণকে আর চালনা করিবে না, তাহাতেই স্থির রাখিবে, সে সময়ে সবিকল্প কোনরূপ আনন্দ আস্বাদন করিবে না এবং প্রজ্ঞাধারা নিঃসঙ্গ হইবে, তখন নির্বাত নিকম্প প্রদীপের ন্যায় নিশ্চয় হইয়া অবস্থান করিবে।

ইহাই সমাধির শেষ। এই সমাধি হইলে তখন তিনি মুক্ত হন। তখন আর তাহার পতন হয় না, তখন তিনি জীবন্মুক্ত হইয়া অবস্থান করেন। পঞ্চদশী, বেদান্তদর্শন প্রভৃতিতে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে তাহা এই স্থলে বিবৃত হইল না। (বেদান্তসার)

৭ বৈশ্যভেদ, সমাধি নামক বৈশ্য। মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত চণ্ডীতে ইহার বিবরণ লিখিত আছে। রাজা সুরথ রাজ্যচ্যুত হইয়া মেধস মুনির আশ্রমে উপস্থিত হন। সমাধি বৈশ্যও তখন সেইখানে গমন করেন। রাজা তাঁহাকে শোককাতর দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, তোমার নাম কি ? এবং তোমাকে অতিশয় কাতর দেখিতেছি কেন ? ইহার উত্তরে সমাধিবৈশ্য বলিয়াছিলেন, আমি ধনিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমার নাম সমাধি বৈশ্য। অসাধু স্ত্রীপুত্রেরা আমাকে ধনলোভে নিরাকৃত করিয়াছে, আমার ধন তাহারা সকলে লইয়াছে। তাহারা আমার প্রতি এইরূপ অপ্রিয়াচরণ করিলেও আমার চিত্ত তাহাদের প্রতি মমতাশূন্য হইতেছে না, তাহাদের কুশল সংবাদের জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইতেছে। মেধসমুনি এই বৃত্তান্ত শুনিয়া ইহা মহামায়ার কার্য্য, ইহা বলিয়া তাঁহাদের সমীপে মায়া-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। তখন সমাধি বৈশ্যের নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। সমাধি বৈশ্য ও রাজা সুরথ উভয়ে নদীতীরে গমন করিয়া দেবীর মৃন্ময়ীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া দেবীসূক্ত জপ সহকারে দেবীর পূজায় প্রবৃত্ত হন। এইরূপে তাহারা বিধি-বিধানে তিন বৎসর ধরিয়া দেবীর আরাধনা করেন। দেবী চণ্ডিকা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে বর প্রদান করেন, রাজা দেবীর বরে রাজ্যলাভ করেন। সমাধি দেবীর নিকট এই বর প্রার্থনা করেন যে, এই সংসার অনিত্য, মায়া দ্বারা সকলেই বদ্ধ হইয়া আছে, যাহাতে আমি মায়াপাশ হইতে মুক্ত হইয়া জ্ঞানলাভ করিতে পারি, তাহাই আমাকে বর দিন। দেবী চণ্ডিকা তাঁহাকে সেই বর দিলেন। সমাধি বৈশ্য অল্পকাল মধ্যেই দেবীর বরে দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া সকল মায়াপাশ হইতে মুক্ত হন। (মার্কণ্ডেয়পু° চণ্ডী) [সুরথশব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

৮ মৃত শবদেহ বা অস্থি মৃত্তিকায় প্রোথিত করণ। কবর দেওয়া। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতির বিভিন্ন সমাজে এই সমাধিপ্রথা স্বতন্ত্র। পাশ্চাত্য জগতে শব প্রোথিত করিয়া তদুপরে একটী স্তম্ভ (tomb-stone) নির্ম্মাণের ব্যবস্থা আছে। ঐ স্তম্ভে মৃতের স্মৃতির জন্য একটী লিপি (Epitaph) খুদিয়া দেওয়া হয়। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগতের আদিম অসভ্য জাতির মধ্যেও কবরপ্রথা ছিল, তাহার নিদর্শন (Cromlechs) এখনও বহুতর বিদ্যমান আছে। আমাদের দেশে বৈষ্ণব ও শৈব সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে সমাধি দেওয়ার বিধি আছে। শ্রীবৃন্দাবনে অনেক প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবের সমাধি দেখা যায়।

সমাধিক্ষেত্র (স্ত্রী) সমাধিস্থান। যে স্থানে মৃতদেহ ভূগর্ভে নিহিত করা হয়। যোগীদিগের মৃতদেহ ভস্ম না করিয়া ভূগর্ভে প্রোথিত করাই নিয়ম।

সমাধিগর্ভ (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

সমাধিত (ত্রি) ১ সম্যক্ সমন্বযুক্ত। ২ সমাধিযুক্ত।

সমাধিত্ব (স্ত্রী) সমাধের্ভাবঃ ত্ব। সমাধির ভাব বা ধর্ম্ম।

সমাধিৎসু (ত্রি) সমাধাতুমিচ্ছুঃ সম্-আ-ধা সন্-উ। সমাধান করিতে ইচ্ছুক।

সমাধিমৎ (ত্রি) সমাধি অস্ত্যর্থে মতুপ্। ১ সমাধিবিশিষ্ট, সমাধিযুক্ত। ২ মনোযোগী।

সমাধিমতিকা (স্ত্রী) ১ মাগধিকাদিভিঃবর্ণিত সুরস্ত্রীভেদ। ২ একাগ্রমনা। একান্ত মনোযোগী। সমাধিমতী শব্দও হয়।

সমাধিয়ালা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড়ের গোহেলবাড় প্রান্তস্থ একটী সামন্তরাজ্য। এখানকার সর্দারেরা জুনাগড়ের নবাবকে ও বড়োদার গাইকোবাড়কে কর দিয়া থাকেন।

সমাধিয়ালা-চারণ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর গোহেলবাড় প্রান্তস্থ একটী সামন্ত রাজ্য।

সমাধিয়ালা-ছভারিয়া, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর গোহেলবাড় প্রান্তস্থ একটী সামন্ত রাজ্য। সমাধিয়ালা ছভারিয়া গ্রামে সামন্তরাজের বাস। এখানকার সর্দারেরা বড়োদার গাইকো-বাড়কে বার্ষিক ১৮৯৲ টাকা ও জুনাগড়ের নবাবকে ৫৮৯৲ টাকা কর দিয়া থাকেন।

সমাধিবিধি (পুং) চিত্তাগ্রতা সমাধানপূর্ব্বক ভগবদারাধনায় আত্মনিয়োগের নিয়মাদি।

সমাধিসমানতা (স্ত্রী) বৌদ্ধমতে ধ্যানের প্রকারভেদ।

সমাধিস্তম্ভ (পুং) সমাধির উপরি নির্ম্মিত স্তম্ভ, ভূগর্ভনিহিত শবের উপর যে স্তম্ভ নির্ম্মিত হয়।

সমাধিস্থ (ত্রি) সমাধেঃ তিষ্ঠতীতি স্থা-ক। সমাধিতে অবস্থিত, সমাধিযুক্ত, যাহারা সমাধি অবলম্বন করিয়া অবস্থান করেন।

"মনঃ সঙ্কল্পরহিতমিন্দ্রিয়ার্থানচিন্তয়ন্।
বহু ব্রহ্মণে সংলীনং সমাধিস্থঃ স কীর্ত্তিতঃ।

ধ্যায়তঃ পরমাত্মানমাত্মস্থং যস্ত যোগিনঃ।

মনস্তন্ময়তাং যাতি সমাধিস্থঃ স কীর্ত্তিতঃ॥" (গরুড়পু° ১৫০ অ°)

যাহার মন সঙ্কল্পরহিত এবং কোনরূপ ইন্দ্রিয়ার্থ চিন্তা করে না ও ব্রহ্মে সংলীন হয়, তাহাকে সমাধিস্থ কহে। আত্মস্থিত পরমাত্মাকে ধ্যান করিতে করিতে যে যোগীর মন সেই পরমাত্মাতে লীন হয়, তিনিই সমাধিস্থ হইয়াছেন, জানা যায়।

[সমাধি দেখ]

সমাধিস্থল (স্ত্রী) ১ সমাধিস্থান, সমাধিক্ষেত্র, যেস্থলে সমাধি দেওয়া হয়। ২ ব্রাহ্মণগণের পবিত্র স্থানভেদ।

(কথাসরিৎসা° ১১৪।৭৬)

সমাধেয় (ত্রি) সম্ আ-ধা-যৎ। সমাধানের যোগ্য। সমাধানের উপযুক্ত।

সমাধ্মাত (ত্রি) সম্-আ-ধ্মা-ক্ত। ১ সম্যক্ শব্দিত। ২ গর্ব্বিত। ৩ সমুদ্দীপিত। ৪ উৎসাহিত।

সমান (ত্রি) সমানীতি সম্যক্প্রকারেণ প্রাণিতীতি সম্ আ-অন-অচ্, যদ্বা সমানং মানমস্য সমানস্য ছন্দসীতি সঃ। ১ সৎ। ২ সম। সমান, তুল্য। ৩ একরূপ, অভিন্ন।

"সমানশয়নে চৈব ন শয়ীত তয়া সহ।" (মনু ৪।৪০)

মানেন সহ বর্ত্তমানং। ৪ সগর্ব্ব, অহঙ্কারের সহিত বর্ত্তমান। (পুং) সমস্তান্নয়তীতি সম্-অন-ঘঞ্। ৪ শরীরস্থ বায়ুবিশেষ, সমানবায়ু। পঞ্চপ্রাণের অন্তর্গত তৃতীয় প্রাণ। প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চপ্রাণ। এই বায়ু নাভিদেশে অবস্থিত।

"হৃদি প্রাণো গুদেঽপানঃ সমানো নাভিসংস্থিতঃ।" (অমর)

[প্রাণ দেখ] ৫ বর্ণভেদ, একস্থানোচ্চার্য্যমান বর্ণ, যে বর্ণ সকল এক স্থান হইতে উচ্চারিত হয়, তাহাকে সমানবর্ণ কহে।

সমানকরণ (ত্রি) ১ বক্রকে সোজা করা। একজাতীয় দুইটী বস্তুকে সমানাকারে আনা। ২ শিথিলশিশ্নের সংযমনবিধান।

(অথর্ব্বপ্রাতি° ১।৫০)

সমানকর্ত্তৃক (ত্রি) সমানঃ কর্ত্তা যস্য। 'সমানকর্ত্তৃকয়োঃ পূর্ব্বকালে' ক্ত সমাসাস্তঃ। সমানকর্ত্তাযুক্ত। তুল্য কর্ত্তাবিশিষ্ট। এককর্ত্তৃক।

সমানকর্ম্মন্ (ত্রি) সমানং কর্ম্ম যস্য। সমান কর্ম্মবিশিষ্ট, তুল্যকর্ম্মা, এক প্রকার কর্ম্ম হইয়াছে যাহার, সমব্যবসায়ী। (স্ত্রী) ২ সমান সমান কার্য্য, তুল্যকর্ম্ম।

সমানকারণ (ত্রি) সমানং কারণং যস্য। তুল্য কারণবিশিষ্ট, সমানকারণযুক্ত। (স্ত্রী) তুল্য কারণ, সমান হেতু।

সমানকাল (ত্রি) সমানঃ কালো যস্য। সমানকালবিশিষ্ট, তুল্য সময়যুক্ত। (পুং) ২ তুল্যকাল, সমান সময়।

সমানকালিক (ত্রি) তুল্যকালিক, সমানকালোৎপন্ন।

সমানকালীন (ত্রি) সমানকালে ভবঃ। সমান-কাল-ছ। তুল্যকালোৎপত্তিক। (সারমঞ্জরী)

সমানগতি (ত্রি) সমানা গতির্যস্য। তুল্যগতিবিশিষ্ট, সমানগতিযুক্ত। (স্ত্রী) ২ সমানগতি, তুল্যগমন।

সমানগুণ (ত্রি) সমানগুণবিশিষ্ট, তুল্যগুণযুক্ত। তুল্যগুণ, সমান এইরূপ গুণ।

সমানগোত্র (ত্রি) সমানং গোত্রং যস্য। তুল্যগোত্র, সগোত্র, একগোত্র।

সমানগ্রাম (পুং) একগ্রাম।

সমানগ্রামীয় (ত্রি) সমানগ্রামে ভবঃ (গহাদিভ্যশ্চ। পা ৪।২।১৩৮) ইতি ছ। যাহারা একগ্রামে হইয়াছে।

সমানজন (পুং) তুল্যজন, সমানলোক।

সমানজন্মন্ (ত্রি) সমানবয়স্ক, তুল্যবয়স্ক।

"বালঃ সমানজন্মা বা শিষ্যো বা যজ্ঞকর্ম্মণি।

অধ্যাপয়ন্ গুরুসুতো গুরুবন্মানমর্হতি॥" (মনু ২।২০৮)

সমানজন্য (ত্রি) সমানজন সম্বন্ধীয়। (পঞ্চবিংশব্রা° ১৬।৬।৯)

সমানজাতি (ত্রি) তুল্যজাতি, একজাতি, সমানবর্ণ।

সমানজাতীয় (ত্রি) তুল্যজাতীয়, একজাতীয়, সজাতীয়।

সমানতন্ত্র (স্ত্রী) ১ একব্যবসায়ী। এক ধরণের। একরূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট, স্বতন্ত্র, যাহারা একশাখাধ্যয়নপূর্ব্বক একরূপ যাগযজ্ঞনিরত। (শাঙ্খা° শ্রৌ° ২।৩।১)

সমানতস্ (অব্য°) সমান-তসিল্। সমানরূপে, সমানভাবে, তুল্যরূপে।

সমানতা (স্ত্রী) সমানস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সমানত্ব, তুল্যত্ব, সমানের ভাব বা ধর্ম্ম।

সমানত্র (অব্য°) একস্থানস্থায়ী। (শতপথব্রা° ৩।৪।৪।১৪)

সমানত্ব (স্ত্রী) তুল্যরূপতা।

"যথাগ্নিরগ্নৌ সংক্ষিপ্তঃ সমানত্বমনুব্রজেৎ।" (মার্ক°পু° ৪০।৩৯)

সমানদক্ষ (ত্রি) সমানোৎসাহ, সমান উৎসাহযুক্ত।

"পুত্রাঃ সমানদক্ষাঃ" (ঋক্ ৭।২৬।২)

'সমানদক্ষাঃ সমানোৎসাহাঃ' (সায়ণ)

সমানধর্ম্মন্ (ত্রি) ১ একরূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট। "ভবতি নিকৃষ্টোঽপি জনৈরনেকৈশ্চ সমানধর্ম্মা।" (কাম° নীতি ১৪।৫২)

২ সধর্ম্মন্। (মুগ্ধবোধ ৬।৯৮)

সমানন (ত্রি) সম আননো যস্য। তুল্য-আননবিশিষ্ট, এক প্রকার মুখযুক্ত।

সমাননামন্ (ত্রি) সমানং নাম যস্য। সনামা, সমাননামযুক্ত। একনামবিশিষ্ট।

সমানপ্রভৃতি (ত্রি) সপ্রভৃতি, এই সকল। (শতপথব্রা° ৮।২।২।৯)

সমানবন্ধু (ত্রি) সূর্য্যরূপ একবন্ধুবিশিষ্ট। সমান বন্ধনযুক্ত।

"সমানবন্ধু অমৃতে অনূচী" (ঋক্ ১।১১৩।২)

'সমানবন্ধু সমানবন্ধনে।' (সায়ণ)

সমানবর্হিস্ (ত্রি) যজ্ঞীয় হোমাগ্নিবিশিষ্ট সমান কুশের হবির্দ্দানকালীন অগ্নি। (শতপথব্রা° ২।২।১।৬)

সমানব্রহ্মচারিন্ (ত্রি) ব্রহ্মবেদস্তদধ্যয়নার্থং যদ্ ব্রতং তদপি ব্রহ্মতচ্চরতীতি ব্রহ্মচারী, সমানো ব্রহ্মচারী, যদ্বা সমানে ব্রহ্মণি চরতীতি ণিনি। পরস্পর একব্রহ্মচারী, সতীর্থ, একরূপ শিষ্য, এক প্রকার ব্রহ্মচর্য্যবিশিষ্ট। [সব্রহ্মচারিন্ দেখ।]

সমানমূর্দ্ধন্ (ত্রি) সমানো মূর্দ্ধা যস্য (সমানস্য চ্ছন্দস্যমূর্দ্ধপ্রভৃত্যুদর্কেষু। পা ৬।৩।৮৪) ইতি সমানস্য সাদেশো ভবতি। সমানমূর্দ্ধাযুক্ত, সমানমূর্দ্ধাবিশিষ্ট।

সমানয়ন (ক্লী) সম্-আ-নী-ল্যুট্। সম্যক্ প্রকারে আনয়ন।

সমানযোজন (ত্রি) তুল্য-যোজন। (ঋক্ ১।৩০।১৮)

সমানযোনি (ত্রি) সমানা যোনিঃ উৎপত্তিস্থানং যস্য। তুল্যযোনি, উৎপত্তিস্থান সমান হইয়াছে যাহার। এক প্রকার কারণজাত।

সমানরুচি (ত্রি) তুল্যরুচিবিশিষ্ট, এক প্রকার রুচিযুক্ত।

সমানরূপ (ত্রি) ১ তুল্যরূপযুক্ত, এক প্রকার রূপবিশিষ্ট। ২ তুল্যরূপ, এক প্রকার আকার।

সমানর্ষ (ত্রি) সমানঋষি গোত্রবিশিষ্ট। একঋষির গোত্রাপত্যরূপ বংশলতাযুক্ত। (গোভিল ৩।৪।৩)

সমানলোক (ত্রি) তুল্যলোক, একলোক।

সমানবচন (ত্রি) সবচন, সমানবাক্যবিশিষ্ট।

সমানবয়স্ (ত্রি) সমানং বয়ো যস্য। তুল্যবয়স্ক, এক প্রকার বয়োযুক্ত। (পুং) তুল্যরূপ বয়স্।

সমানবর্চ্চস্ (ত্রি) তুল্যদীপ্তিযুক্ত। (ঋক্ ১।৬।৭)

সমানবর্চস্ (ত্রি) তুল্যদীপ্তিশালী।

"সমস্তজ্বলনসমানবর্চ্চসঃ" (ভারত আদিপ°)

সমানবর্ণ (ত্রি) সবর্ণ, সমানবর্ণবিশিষ্ট, একরূপ বর্ণবিশিষ্ট।

সমানবল (ত্রি) ১ তুল্য বলবিশিষ্ট। (পুং) ২ কোন এক বিন্দুর উপর বিপরীত দিক্ হইতে বলপ্রযুক্ত হইলে যদি ঐ বিন্দুটী কোন দিকে না যাইয়া স্থির হইয়া থাকে, তাহা হইলে দুইটী বলকে সমবল কহে। (Equal force)

সমানশব্দ (ত্রি) তুল্যশব্দ, সমানশব্দবিশিষ্ট, তুল্যশব্দযুক্ত।

সমানশয্য (ত্রি) ১ এক শয্যায় শয়নকারী। ২ যাহাদের শয়নার্থ শয্যা এক। লাট্যায়নে (৮।১২।২) সমানশয্যতা পদ আছে।

সমানশাখা (স্ত্রী) যাহারা এক শাখাধ্যয়ন করে। সমশাখাভুক্ত।

সমানশীল (ত্রি) তুল্য-স্বভাব, সমানস্বভাবযুক্ত। (ভাগ° ৩।২১।১৫)

সমানসংখ্য (ত্রি) সমানসংখ্যাবিশিষ্ট, তুল্য-সংখ্যক।

সমান-সুখদুঃখ (ত্রি) সমানানি সুখদুঃখানি যস্য। যাহার সুখ ও দুঃখ উভয়ই সমান।

সমানস্থান (ক্লী) ১ পরস্পরের অবস্থানার্থ একরূপ স্থান। ২ সমস্থান, যে স্থানে দিবা ও রাত্রি সমান, হ্রাসবৃদ্ধি নাই।

সমানাক্ষর (ক্লী) স্বরবর্ণ। যাহা সন্ধ্যক্ষর বা যুক্তাক্ষর নহে।

সমানাধিকরণ (ক্লী) জাতীয় সাধারণতা, এক ধর্ম্ম। যাহাকে সমান জাতীয় কোন পদার্থেরই ব্যাবৃত্তি থাকে না।

সমানার্থ (পুং) তুল্যার্থ, সমান অর্থবিশিষ্ট।

সমানীত (ত্রি) সম্-আ-নী-ক্ত। ১ সম্যক্ প্রকারে আনীত। ২ সঙ্গত। মিলিত।

সমানার্ষেয় (পুং) এক ঋষির গোত্রসম্ভূত। (শাঙ্খা° গৃহ্য ২।২)

সমানাস (পুং) নাগভেদ।

সমানাস্যপ্রযত্ন (ত্রি) শিরোধা প্রয়াস। (অথর্ব প্রাতি° ১।১১)

সমানিকা (স্ত্রী) ছন্দোভেদ।

সমানুপাত (পুং) দুই অথবা বহুসংখ্যক অনুপাতের সমানত্ব সম্বন্ধ। (Proportion)

সমানোদক (পুং) সমানং একং তর্পণকালে দেয়ং উদকং যস্য। একোদক, জ্ঞাতিবিশেষ, একাদশ পুরুষ হইতে চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত যে জ্ঞাতি তাহাকে সমানোদক কহে। সমানোদক জ্ঞাতির জনন-মরণে পক্ষিণী অশৌচ হয়। জন্মনামস্মৃতি পর্য্যন্ত জ্ঞাতিকেও সমানোদক কহে।

"স তু চতুর্দ্দশপুরুষপর্য্যন্তঃ জন্মনামস্মৃতিপর্য্যন্তশ্চ। তত্র আদ্যস্যৈকাদশপুরুষাবধি চতুর্দ্দশপুরুষপর্য্যন্তস্যাশৌচং পক্ষিণী, দ্বিতীয়স্যৈকাহঃ।

সপিণ্ডতা তু পুরুষে সপ্তমে বিনিবর্ত্ততে।

সমানোদকভাবস্তু নিবর্ত্তেতাচতুর্দ্দশাৎ॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

সমানোদর্য্য (পুং) সমানে উদরে শয়িতঃ (সমানোদরে শয়িত ও চোদাত্তঃ। [illegible] ৪।৪।১০৮) ইতি যৎ। (বিভাষোদরে। পা ৬।৩।৮৮) ইতি পক্ষে সাদেশো। সহোদর, পক্ষে সমানশব্দস্থানে সাদেশ হইয়া সোদর্য্য পদ হয়। স্ত্রিয়াং টাপ্। সমানোদর্য্যা—সহোদরা।

সমানোপমা (স্ত্রী) উপমালঙ্কারভেদ। লক্ষণ—

"সরূপশব্দবাচ্যত্বাৎ সা সমানোপমা যথা।

বালেবোদ্যানমালেয়ং সালকাননশোভিনী॥"(কাব্যাদর্শ ২।২৫)

যে স্থলে স্বরূপ-শব্দ-বাচ্য অর্থাৎ স্বরূপ শ্লিষ্টপদ দ্বারা সাধারণ ধর্ম্মের বর্ণন হয়,সেই স্থলে এই অলঙ্কার হয়। সমান শব্দ এমন একটী প্রযুক্ত হইবে যাহা বাচ্য ভেদে শ্লিষ্ট হইয়া একটী শব্দের ন্যায় প্রতীয়মান হইলে, তথায় এই অলঙ্কার হইবে।

সালকাননশোভিনী এই উত্তানমালা বালা অর্থাৎ যুবতীর ন্যায়। এই স্থলে উত্তানমালা ও বালা উপমান ও উপমেয়। সালকানন-শোভিনী এই বিশেষণ উভয়ের পক্ষেই হইবে। যুবতীর পক্ষে অলক শব্দের অর্থ চূর্ণকুন্তল, অলকের সহিত বর্ত্তমান যে আনন তাহা দ্বারা শোভাযুক্ত এই স্ত্রী, আর উত্তানমালাও সালকানন-শোভিনী, সাল শব্দের অর্থ সর্জ্জবৃক্ষ, এই সর্জ্জবৃক্ষের কানন-শোভিনী এই বনমালা যুবতীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। এই স্থলে ঐ পদ সমানরূপ শ্লিষ্ট হওয়ায় সমাসোপমা অলঙ্কার হইল। কোন কোন স্থলে ইহার পাঠান্তর সমশোপমা এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। এই উপমা শ্লিষ্ট পদ দ্বারা হইয়া থাকে, সুতরাং ইহাকে সমাসোপমা না বলিয়া শ্লিষ্টোপমা বলিলেই হইত। কিন্তু এই দুই উপমার মধ্যে ভেদ এই যে, যেখানে অর্থশ্লেষ হইয়া উপমা হইবে, সেই খানেই শ্লেষোপমা, আর যেখানে শব্দশ্লেষ হইয়া উপমা হইবে, তথায় সমাসোপমা হইবে।

"ইত্থকার্থশ্লেষমূলকত্বে শ্লেষোপমা পূর্ব্বমুক্তা, শব্দশ্লেষমূলকত্বে তু সমাসোপমেত্যনয়োর্ভেদঃ।" (টীকা)

সমাস্তক (পুং) কামদেব।

সমান্তর (ত্রি) পরস্পর সমান বা একরূপ।

"সমান্তরশ্চ পুরুষস্তন্ত্রিসমাস্বরঃ।" (কামশক ১১।২৩)

সমান্তরশ্রেণী (স্ত্রী) যে সকল রাশি স্ব স্ব পরবর্ত্তী রাশি অপেক্ষা সমান পরিমাণে গুরু বা সমান পরিমাণে লঘু।

সমান্তরাল, যে দুই সরলরেখা উভয় পার্শ্বে অবিশ্রান্ত বৃদ্ধি পাইলেও পরস্পর পরস্পরকে সংস্পর্শ করে না। (Parallel)

সমাপ (পুং) সমা-আপো-যস্মিন্, বহুব্রীহিঃ (সমাপঃ দেবপ্রতিষেধো বক্তব্যঃ। পা ৬।৩।৯৭) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা ঈত-প্রতিষেধঃ। দেবযজনস্থান।

সমাপক (ত্রি) সমাপয়তি সম্-আপ্-ণ্বুল্। সমাপনকর্ত্তা, সমাপ্তিকারক।

সমাপত্তি (স্ত্রী) সম্-আ-পদ ক্তিন্। যদৃচ্ছাসঙ্গতি, সমকালে উপস্থিতি, মিলন। ২ পরস্পর আপত্তি।

সমাপন (ক্লী) সম্-আপ-ল্যুট্। ১ পরিচ্ছেদ। সমাপ্তি। ২ বধ। (মেদিনী) ৩ সমাধান। (বিশ্ব) ৪ লব্ধ। (ধরণি)

সমাপনীয় (ত্রি) সম্-আপ্-অনীয়র্। সমাপনের যোগ্য, সমাপনের উপযুক্ত, সমাপ্তি করিবার যোগ্য।

সমাপয়িতব্য (ত্রি) সম্-আপ্-ণিচ্-তব্য। সমাপন করিবার যোগ্য।

সমাপন্ন (ত্রি) সম্-আ-পদ-ক্ত। ১ সমাপ্ত। ২ প্রাপ্ত। ৩ ক্লিষ্ট। ৪ বধ। (বিশ্ব)

সমাপাদ্য (ত্রি) সমাপত্তি। সন্নিকট, সঙ্গতি।

সমাপিন্ (ত্রি) সম্-আপ্ ণিনি। সমাপনকারী, সমাপনশীল।

সমাপিপয়িষু (ত্রি) সমাপয়িতুমিচ্ছুঃ সম্ আপ্-সন্-উ। সমাপন করিতে ইচ্ছুক, শেষ করিতে অভিলাষী।

সমাপিকা (স্ত্রী) সমাপয়তীতি সম্ আপ ণ্বুল্, টাপ্, টাপি অত ইত্ব। বাক্য-সমাপক ক্রিয়া। ক্রিয়া দুই প্রকার সমাপিকা ও অসমাপিকা। যে বাক্যের সমাপন হয়, তাহাকে সমাপিকা কহে; যেমন 'গচ্ছতি' গমন করিতেছে, এই স্থলে বাক্যের শেষ হইয়াছে, সুতরাং সমাপিকা ক্রিয়া। যে স্থলে বাক্যের শেষ হয় না, আকাঙ্ক্ষা থাকিয়া যায়, তাহাকে অসমাপিকা ক্রিয়া কহে। 'গত্বা' গমন করিয়া 'ভুক্ত্বা' ভোজন করিয়া ইত্যাদি অসমাপিকা ক্রিয়া। তিপ্ প্রভৃতি সমাপিকা ক্রিয়া।

"বাক্যসমাপকক্রিয়া তত্র তিবাদয়ো ভবন্তি।" (ব্যাকরণ)

সমাপিত (ত্রি) সম্-আপ্-ণিচ্-ক্ত। কৃত-সমাপন। যাহা শেষ করা হইয়াছে।

"আরব্ধং মলমাসাৎ প্রাক্ যৎ কর্ম্ম ন সমাপিতঃ।
আগতে মলমাসেঽপি তৎ সমাপ্যং ন সংশয়ঃ।" (মলমাসতত্ত্ব)

যদি কোন কর্ম্ম মলমাসের পূর্ব্বে আরম্ভ করিয়া শেষ না হয়, তাহা হইলে মলমাসেই সেই কর্ম্ম শেষ করিতে পারা যায়, তাহাতে কোন দোষ হয় না।

সমাপ্ত (ত্রি) সম্-আপ্-ক্ত। সমাপন-প্রাপ্ত, সম্পূর্ণ, সমাপ্তি-বিশিষ্ট, যাহা শেষ হইয়াছে।

সমাপ্তপুনরাত্তত্তা (স্ত্রী) কাব্যোক্ত দোষভেদ। যে স্থলে বাক্য সমাপ্ত করিয়া পরে আবার সেই বাক্যের পুনর্ব্বার গ্রহণ হয়, তথায় এই দোষ হইয়া থাকে।

"পতৎপ্রকর্ষতা সন্তৌ বিশেষ্যাদীনকথৈতাঃ।
অর্থান্তরৈকপদতা সমাপ্তপুনরাত্তত্তা॥ উদাহরণং—
পতন্তি শশিনঃ পাদা ভাসয়ন্তঃ ক্ষমাতলং।
অত্র চতুর্থপাদো বাক্যসমাপ্তাবপি পুনরাত্তঃ।"

(সাহিত্যদ° ৭পরি°)

চন্দ্রকিরণ নিপতিত হইতেছে, এই বাক্য সমাপন করিয়া পরে আবার বলা হইতেছে কিরণ পৃথিবীতল উদ্ভাসিত করিয়া। পৃথিবীতল উদ্ভাসিত করিয়া চন্দ্রকিরণ নিপতিত হইতেছে, এইরূপ বলাই উচিত ছিল, কিন্তু তাহা না বলিয়া তৃতীয় পাদে বাক্য সমাপন করিয়া চতুর্থ পাদে পুনর্ব্বার তাহার গ্রহণ হওয়ায় এই দোষ হইল। যে যে স্থলে এইরূপ বাক্য সমাপ্ত করিয়া পুনর্ব্বার আবার সেইটী গ্রহণ হইবে সেই সেই স্থলেই এই দোষ হইবে।

সমাপ্তলম্ভ (স্ত্রী) উচ্চ সংখ্যাভেদ। (ললিতবিস্তর)

সমাপ্তাল (পুং) সমাপ্তায় অলতীতি অল্-অচ্। পতি, স্বামী। (সংক্ষিপ্তসার উণাদি)

সমাপ্তি (স্ত্রী) সম্‌-আপ্‌-ক্তিন্‌। অবসান, শেষ, সমাপন। ২ বিরোধভঞ্জন। ৩ প্রাপ্তি।

সমাপ্তিক (ত্রি) ১ সমাপনকারী। ২ যিনি বেদপাঠ সমাপন করিয়াছেন। অধীতবেদশাখ। "শাখায়া অন্তঃ সমাপ্তিস্তাঞ্জাতীতি সমাপ্তিকঃ। বৃত্তান্তরে ক্রিয়াসমর্থিতঃ সমাপ্তিক-উক্তস্তস্য সহস্রশঃ সহস্রগুণিতবশ্যাৎ সামবেদে বর্ততে তস্মা ইমাঃ সহস্রাদিতঃ সাহস্রো বিজ্ঞা যস্য ন ক্রিয়াসমর্থিতঃ।"

(মনু ৩।১৪৫ মেধাতিথি)

সমাপ্ত্যর্থা (স্ত্রী) সমাপ্ত্যা অর্থো যস্যাঃ। সমস্যা। (ভরত)

সমাপ্য (ত্রি) সম্‌-আপ্‌-ণ্যৎ। সমাপনীয়, সমাপিতব্য, সমাপ্তির যোগ্য।

সমাপ্রিয় (ত্রি) সম্যক্‌ প্রিয়, অতিশয় প্রিয়।

"বৃন্দাবনং জনাজীব্য দ্রুমাকীর্ণং সমাপ্রিয়ং।"(ভাগ° ১০।১৩।৫৯)

সমাপ্লব (পুং) স্নান। অবগাহন। (ভারত ৩ প°)

সমাপ্লাব (পুং) সম্‌-আ-প্লু-ঘঞ্‌। সম্যক্‌রূপে আপ্লাবন, অবগাহন।

সমাভাষণ (স্ত্রী) সম্‌-আ-ভাষ-ল্যুট্‌। সম্যক্‌ রূপে সম্ভাষণ।

সমাম (পুং) দৈর্ঘ্য। (অথর্ব° ১৮।৪.৭০) [সমাম্য দেখ।]

সমাম্নান (স্ত্রী) ১ স্তুতি। ২ অর্থদান।

সমাম্নায় (পুং) সম্‌-আ-ম্না-ঘ। ১ শাস্ত্র। ২ সংখ্যা, সমষ্টি।

সমাম্নায়ময় (ত্রি) শাস্ত্রময়, শাস্ত্রস্বরূপ।

সমাম্নায়িক (ত্রি) ১ শাস্ত্রে পঠিত। ২ শাস্ত্রসম্বন্ধীয়।

সমাম্য (ত্রি) দৈর্ঘ্যযুক্ত। (অথর্ব ৪।১৬।৮)

সমায় (পুং) ১ উপস্থিত। আগমন। সাক্ষার্থে গমন।

সমায়িন্‌ (ত্রি) ১ পরস্পরে একত্র গমনশীল। ২ পরস্পরে একত্র প্রাপণশীল। (ঐতরেয়ব্রা° ৬।২৬)

সমাযোগ (পুং) সম্‌-আ-যুজ-ঘঞ্‌। সংযোগ।

"ক্ষেত্রভূতো স্মৃতানারী বীজভূতঃ স্মৃতঃ পুমান্‌।
ক্ষেত্রবীজসমাযোগাৎ সম্ভবঃ সর্বদেহিনাম্‌॥" (মনু ৯।৩৩)

২ সমবায়। ৩ প্রয়োজন।

সমারভ্য (ত্রি) সম্‌-আ-রভ-যৎ। সমারম্ভের যোগ্য, আরম্ভ করিবার উপযুক্ত।

সমারম্ভ (পুং) ১ আরব্ধিত কার্য্য। ২ আরম্ভ।

সমারম্ভণ (স্ত্রী) ১ আলিঙ্গন, গ্রহণ। "স্তনস্তুন্মসমারম্ভণব্যগ্রহস্তঃ।" ২ সমালম্ভন।

সমারম্ভিন্‌ (ত্রি) আরম্ভশীল।

সমারাধন (স্ত্রী) সম্‌-আ-রাধ-ল্যুট্‌। সম্যক্‌ রূপে আরাধন, আরাধনা, সেবা।

সমারুরুক্ষু (ত্রি) সমারোঢুমিচ্ছুঃ, সম-আ-রুহ-সন্‌-উ। সমারোহণাভিলাষী,সম্যক্‌ প্রকারে আরোহণ করিতে অভিলাষী।

সমারোপ (পুং) সম্‌-আ-রুহ ঘঞ্‌, হস্য প। সম্যক্‌ প্রকারে আরোপ। "সমাসোক্তিঃ সমৈর্যত্র কার্য্যলিঙ্গবিশেষণৈঃ। ব্যবহারসমারোপঃ প্রস্তুতেঽন্যস্য বস্তুনঃ।" (সাহিত্যদ° ১০।৭০৩)

সমারোপণ (স্ত্রী) সম্যক্‌ আরোপণ, আরোপ।

সমারোহ (পুং) সম্‌-আ-রুহ-অপ্‌। ১ অত্যুন্নতি। আড়ম্বর, জাঁকজমক। ২ আরোহণ। ৩ সম্মত হওয়া।

সমারোহণ (স্ত্রী) সম্‌-আ-রুহ-ল্যুট্‌। সম্যক্‌ আরোহণ।

সমার্থ (ত্রি) ১ সমান অর্থযুক্ত। ২ পর্য্যায়ক শব্দ।

সমার্থক (ত্রি) সমোঽর্থোঽস্য, কপ্‌। সমান অর্থবিশিষ্ট, সমার্থ, তুল্যার্থ। ২ সমপ্রয়োজন।

সমার্থিন্‌ (ত্রি) শান্তির ইচ্ছুক। ২ মনের সমতাসাধনপ্রয়াসী।

সমার্দ্ধুক (স্ত্রী) অর্দ্ধুক সংখ্যাতুল্য তৎপূরণ (ভারত অনু°প°)

সমার্ষ (ত্রি) সম্যক্‌রূপে ঋষি হইতে আগত। (ভারত ১৩প°)

সমালক্ষ্য (ত্রি) দর্শনযোগ্য। (সাহিত্যদর্পণ ১২৮)

সমালভন (স্ত্রী) সমালম্ভন। আলেপন।

সমালম্ব (পুং) জলজবোধিক তৃণ। (রাজনি°)

সমালম্বিন্‌ (পুং) সমালম্বতে ইতি সম্‌-আ-লম্ব-ণিনি। তৃ-তৃণ। (রাজনি°)

সমালম্ভ (পুং) সম্‌-আ-লভ্‌-ঘঞ্‌ (উপসর্গাৎ খলঘঞোঃ। পা ৭।১।৬৭) ইতি নুম্‌। ১ কুঙ্কুমাদি বিলেপন। ২ মারণ, হনন।

সমালম্ভন (স্ত্রী) সম্‌-আ-লভ-ল্যুট্‌। ১ কুঙ্কুমাদি বিলেপন। পর্য্যায়—বিচ্ছিত্তি, কষায়, সমালভ, বিলেপন। (অমর) ২ সম্যক্‌ মারণ। ৩ সম্যক্‌ স্পর্শন।

সমালম্ভিন্‌ (ত্রি) সম্‌-আ-লভ-ণিনি। ১ সমালম্ভকারী, কুঙ্কুমাদি বিলেপনকারী। ২ মারণকারী, হননকারী।

সমালাপ (পুং) সম্‌-আ-লপ-ঘঞ্‌। সম্যক্‌রূপে আলাপ।

সমালিঙ্গন (স্ত্রী) সম্‌-আ-লিঙ্গ-ল্যুট্‌। সম্যক্‌ আলিঙ্গন।

সমালী (স্ত্রী) কুসুমকার, ফুলের তোড়া।

সমালোক (পুং) সম্‌-আ-লোক-ঘঞ্‌। সম্যক্‌ আলোকন, সম্যক্‌ প্রকারে দর্শন।

সমালোকন (স্ত্রী) সম্‌-আ-লোক-ল্যুট্‌। সম্যক্‌ রূপে আলোকন, দর্শন।

সমালোকিন্‌ (ত্রি) সম্‌-আ-লোক-ণিনি। সমালোকনকারী, দ্রষ্টা, দর্শনকারী।

সমালোক্য (ত্রি) সম্‌-আ-লোক-যৎ। সমালোকনার্হ, দর্শনযোগ্য। (মার্কণ্ডেয়পু° ১১৯।২০)

সমালোচ (পুং) সম্‌-আ-লোচ্‌-ঘঞ্‌। সম্যক্‌ প্রকারে আলোচন, সমালোচনা।

সমালোচন (ক্লী) সম্-আ-লোচ-ল্যুট্। সমালোচনা, দোষ-গুণের সম্যক্ প্রকারে আলোচনা।

সমালোচনা (স্ত্রী) সমালোচনমিতি সম্-আ-লোচ-যুচ্-টাপ্। সম্যক্ প্রকারে আলোচনা, ভাল-মন্দের বিচার।

সমালোচিন্ (ত্রি) সম্-আ-লোচ-ণিনি। সমালোচনাকারী।

সমাবচ্ছস্ (অব্য°) সোজা ও লম্বা ভাবে। (তৈত্তিরীয়স° ২।৩।৫।১)

সমাবজ্জাতি (ত্রি) তুল্যজাতি। "সমাবজ্জাতীত্যাং তুল্য-জাতিকাং সমৃদ্ধ্যা ভবতি। জাতী শব্দ জাতিবাচী ; তুল্যজাতি-ত্ত্যামিত্যর্থ। (ঐতরেয়ব্রা° ৩।২৭ ভাষ্য) 'অভিষেকবালিশ সমানজাতীয়ানাং বাচকো জাতিশব্দঃ' (দেবরাজযজ্বকৃত নিঘণ্টু-বৃত্তিঃ ৪।১।৩৬)

সমাবদ্বীর্য্য (ত্রি) তুল্যসমর্থ। (ঐতরেয় ব্রা° ২।৩১)

সমাবদ্ভাজ্ (ত্রি) সমান ভাগযুক্ত। (ঐতরেয়ব্রা° ৪।৬)

সমাবৎ (ত্রি) সম্যক্‌রূপে মহৎ, সুন্দর বা শ্রেষ্ঠ।

(শতপথব্রা° ১১।১।৬,৩৪)

সমাবর্জ্জন (ক্লী) সম্-আ-বর্জ-ল্যুট্। সম্যক্‌রূপে আবর্জ্জন।

সমাবর্ত্ত (পুং) সম্-আ-বৃত-ঘঞ্। সম্যক্ রূপে আবর্ত্তন, প্রত্যাবর্ত্তন, ফিরিয়া আসা। ২ সমাবর্ত্তন।

সমাবর্ত্তন (ক্লী) সম্-আ-বৃত-ল্যুট্। বেদাধ্যয়নান্তর গার্হস্থ্যা-ধিকার-প্রযোজক-কর্ম্ম। উপনয়ন সংস্কারের পর গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বেদাধ্যয়ন করিতে হয়। বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে গুরুর অনুমতি লইয়া সমাবর্ত্তন করিতে হয়। বিদ্যাশিক্ষা করিয়া গুরুগৃহ হইতে গৃহে প্রত্যাগমনের নামই সমাবর্ত্তন। এই উপলক্ষে যে হোমাদি কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকেও সমাবর্ত্তন কহে। মনুতে লিখিত আছে যে, ব্রহ্মচারী উপনয়ন সংস্কারের পর ষট্‌ত্রিংশৎ বৎসর বেদত্রয়াধ্যয়নার্থ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমবিহিত ধর্ম্মের আচরণ করিবেন। অথবা তাহার অর্দ্ধেক কাল, কিংবা চতুর্থাংশ কাল অথবা যতদিন পর্য্যন্ত তিন বেদের সম্পূর্ণ গ্রহণ না হয়, ততকাল পর্য্যন্ত তাহাকে গুরুগৃহে যাপন করিতে হয়। তিন বেদ, দুই বেদ, অথবা এক বেদ শাখাদির সহিত যথাক্রমে অধ্যয়ন করিয়া বিদ্যান্ত হইলে পর গার্হস্থ আশ্রম অবলম্বন করিবার জন্য গুরুগৃহ হইতে সমাবর্ত্তন করিতে হয়। ব্রহ্মচারী সমাবর্ত্তনের পূর্ব্বে গুরুকে কিঞ্চিন্মাত্র ধনও গুরুদক্ষিণা স্বরূপ দিবেন না। যখন তিনি সমাবর্ত্তন-স্নান করিবেন, তখন তিনি গুরুকে যথাশক্তি দক্ষিণা দিবেন। সমাবর্ত্তনের পর বিবাহ করিয়া গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন করিতে হয়।

"গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমাবৃত্তো যথাবিধি।

উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাং ॥" (মনু ৩।৪)

বিদ্যাশিক্ষার পর যে কোন দিনেই সমাবর্ত্তন হয় না। জ্যোতিষোক্ত শুভ দিন দেখিয়া ইহা করিতে হয়। এই দিন যথা,—শনি ও মঙ্গলবারে এবং উপনয়ন দিনে যে সকল নক্ষত্র বিহিত আছে সেই সকল নক্ষত্রে, ব্যতীপাত, ত্র্যহস্পর্শ, চন্দ্রদগ্ধা, রিক্তা প্রভৃতি যাহা সাধারণ শুভকার্য্য মাত্রে নিষিদ্ধ, সেই সকল ব্যতীত শুভদিনে, তারা ও চন্দ্র শুদ্ধিতে সমাবর্ত্তন করিবে।

"সৌমকার্য্যমরোর্ব্বারে নক্ষত্রে চ ব্রতোদিতে।

তারাচন্দ্রবিশুদ্ধৌ চ সমাবর্ত্তনমিষ্যতে ॥" (সংস্কারতত্ত্ব)

সুতরাং শুভদিন দেখিয়া এই সমাবর্ত্তন করিতে হয়। যে দিন সমাবর্ত্তন করিতে হইবে, সেই দিন গুরুর অনুমতি লইয়া সূর্য্যো-দয়ের পূর্ব্বে স্নান ও সন্ধ্যোপাসনার পর যথাবিধানে সামান্য কুশ-ণ্ডিকা করিবে। তৎপরে সমাবর্ত্তনের পদ্ধতি অনুসারে যথা-বিধানে হোম করিয়া নূতন বস্ত্র, ছত্র, উপানৎ, মাল্য ও অল-ঙ্কারাদি ধারণ করিয়া গৃহে সমাবর্ত্তন করিবে। সমাবর্ত্তনের হোমাদির বিশেষ বিবরণ ভবদেবাদির পদ্ধতিতে বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা এই স্থলে লিখিত হইল না।

সাম, যজুঃ ও ঋক্ এই তিন বেদীরই পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন। যিনি যে বেদী, তিনি সেই বেদোক্ত পদ্ধতি অনুসারে উক্ত কার্য্য করিবেন। কলিতে দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য নিষিদ্ধ, এই জন্য অধুনা উপনয়ন সংস্কারের পর ব্রহ্মচারী ৩ দিন বা ৭ দিন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকেন এবং উপনয়নের হোমের পরই সমাবর্ত্তনহোম হইয়া থাকে। ব্রহ্মচারী যে দিন সমাবর্ত্তন স্নান করেন, সে দিন আর পৃথক্ রূপে আর কোন হোমাদির অনুষ্ঠান হয় না। ঐ উপনয়ন দিনই উপনয়ন ও সমাবর্ত্তন এই দুই বিষয়েরই সঙ্কল্প করিয়া লওয়া হয়, তদনুসারে ঐ দিনেই সকল কার্য্য শেষ হইয়া থাকে। [যজ্ঞোপবীত শব্দ দেখ]

সমাবর্ত্তনীয় (ত্রি) সম্-আ-বৃত-অনীয়র্। সমাবর্ত্তনার্হ, সমা-বর্ত্তনের যোগ্য।

সমাবহ (ত্রি) সম্যক্‌বহনশীল।

সমাবায় (পুং) সমূহ। সমবায়। (ভরত)

"যস্মিন্ কর্ম্মসমাবায়া যথা যেনোপসৃজ্যতে। (ভাগ° ৫।৬।১৩)

সমাবাস (পুং) সম্যক্‌রূপে অধিবাস।

সমাবিদ্ধ (ত্রি) সম্-আ-বিধ-ক্ত। সংঘটিত, সংযোজিত।

সমাবিষ্ট (ত্রি) সম্-আ-বিশ্-ক্ত। অভিনিবিষ্ট। একাগ্র-চিত্ত, মনোযোগী। প্রবিষ্ট।

সমাবৃত (ত্রি) সম্-আ-বৃ-ক্ত। সম্যক্ প্রকারে আবৃত, সংগোপিত। সম্যক্‌বেষ্টিত।

সমাবৃত্ত (ত্রি) সম্-আ-বৃত্-ক্ত। বেদাধ্যয়ননিবৃত্ত, গুরুগৃহে বেদাধ্যয়ন সমাপন করিয়া যিনি সমাবর্ত্তন করিয়াছেন। স্নাতক।

"সাঙ্গবেদাধ্যয়নানন্তরং সমিদাদীং গৃহস্থো ভব ইতি গার্হ-

ইতরেতর, অঙ্গভূতাবয়ব যে সমূহ তাহাকে সমাহার কহে। এই চারি প্রকারের মধ্যে সমুচ্চয় ও অন্বাচয় এই দুইটীতে সামর্থ্য না থাকায় সমাস হইবে না। পরস্পর অপেক্ষা হেতু—একক্রিয়া সম্বন্ধ থাকিলে তাহাকে ইতরেতর এবং সংহতি বা একত্রাবস্থান বুঝাইলে সমাহারদ্বন্দ্ব হয়। ইতরেতর দ্বন্দ্বসমাসে যদি দুই পদে বা বহু পদে সমাস হয়, তাহা হইলে শেষপদে দ্বিবচন হইয়া থাকে। যথা "দ্যৌশ্চ ভূমিশ্চ,=দ্যাবাভূমী ; ধবশ্চ খদিরশ্চ পলাশশ্চ=ধবখদিরপলাশাঃ" এই দুই স্থলে দুই পদে দ্বিবচন এবং তিনটী পদে বহুবচন হইল। ইতরেতরদ্বন্দ্বে এইরূপ সকল স্থলে বুঝিতে হইবে।

সমাহার দ্বন্দ্বে ক্লীবলিঙ্গ ও একবচন হয়। হস্তপদ প্রভৃতি অঙ্গবাচক, পটহ মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যবাচক, পঞ্চম মধ্যম প্রভৃতি স্বরবাচক, পদাতি প্রভৃতি সেনাবাচক, ধনুর্ব্বাণ প্রভৃতি অস্ত্রবাচক শব্দের সমাহারদ্বন্দ্ব হয়। দেশ ও নদীবাচক শব্দের সমাহার হয়, কিন্তু সমলিঙ্গ ও গ্রামবাচকের হয় না। বিরুদ্ধার্থ অদ্রব্যবাচক পদার্থের বিকল্পে সমাহার হয় এবং পশু, পক্ষী, ক্ষুদ্রজন্তু, ফল, শস্য, তৃণ ও বৃক্ষবাচক শব্দেরও বিকল্পে সমাহার হইয়া থাকে। শূদ্রবাচক শব্দের নিত্য সমাহার হয়। কিন্তু অস্পৃশ্য শূদ্রের হয় না। 'কর্ম্মকারকুম্ভকারং, পৌত্তিকচাণ্ডালৌ' এই স্থলে কর্ম্মকার ও কুম্ভকার শূদ্রবাচক হওয়ায় সমাহার হইল, কিন্তু পৌত্তিক ও চাণ্ডাল ইহারা অস্পৃশ্য শূদ্র হওয়ায় সমাহার না হইয়া ইতরেতর হইল। বহুবচন বুঝাইলে নিত্যবিরোধী জন্তুর সমাহার হয়।

একশেষদ্বন্দ্ব—দ্বন্দ্ব সমাসে একটী পদ অবশিষ্ট থাকে, অপর পদের লোপ হয়, এইজন্য উহার নাম একশেষ হইয়াছে। 'মাতা চ পিতা চ পিতরৌ' এই স্থলে মাতৃশব্দের লোপ হইয়া পিতৃশব্দ অবশিষ্ট থাকিল, এইজন্য একশেষদ্বন্দ্ব হইল। এই একশেষ দ্বন্দ্বে কোন্ শব্দ অবশিষ্ট থাকিবে এবং কোন্ শব্দের লোপ হইবে, তাহার বিশেষ বিধান ব্যাকরণে লিখিত হইয়াছে। স্ত্রীবাচক শব্দের সহিত উক্তি হইলে পুং-বাচক শব্দেরই অবশেষ হয়। স্বসৃ ও দুহিতৃ শব্দের সহিত ভ্রাতৃ ও পুত্রশব্দের সমাস হইলে ভ্রাতৃ ও পুত্র শব্দের অবশেষ থাকে। পুং ও স্ত্রী লিঙ্গের সহিত যদি ক্লীবলিঙ্গের সমাস হয়, তাহা হইলে ক্লীব লিঙ্গেরই অবশেষ থাকে। ত্যদ্ প্রভৃতি সর্ব্বনাম শব্দের সমাস হইলে যে শব্দশেষে থাকিবে তাহারই অবশেষ থাকিবে। ইত্যাদি এই বিশেষবিধি, বাহুল্য ভয়ে সকল লিখিত হইল না।

বহুব্রীহি—যে কয়েক পদে সমাস হয়, সেই সকল পদের অর্থ না বুঝাইয়া তদর্থবিশিষ্ট অন্যপদার্থ বুঝাইলে বহুব্রীহি সমাস হয়। সুতরাং সমাসান্ত পদ বিশেষণ পদ হইয়া থাকে। অনেকমন্যপদার্থে। (পা ২।২।২৩) প্রথমান্তির অন্যপদার্থ-বোধক অনেকগুলি পদের বিভক্তির সহিত যে সমাস হয়, তাহাকে বহুব্রীহি সমাস কহে। যথা,—আরূঢ়বানরো-বৃক্ষঃ আরূঢ়ঃ বানরঃ যং স আরূঢ়বানরোবৃক্ষঃ। এই স্থলে আরূঢ় বানর এই দুই পদে সমাস হইয়াছে, কিন্তু এইস্থলে আরূঢ় ও বানর এই দুই শব্দের অর্থ না বুঝাইয়া আরূঢ় বানরবিশিষ্ট বৃক্ষ এইরূপ অর্থ বুঝাইল ; সুতরাং এই পদটী বিশেষণ হইল। জিতশত্রু, যিনি শত্রু জয় করিয়াছেন। এইরূপ বহুব্রীহি সমাস স্থলে তদর্থবিশিষ্ট অন্যপদার্থের বোধ হইবে। এই বহুব্রীহি সমাসেও সমাসের পরে কপ্, অচ্ প্রভৃতি প্রত্যয় হয়। তাহারও বিশেষ বিধি ব্যাকরণে অভিহিত হইয়াছে।

কর্ম্মধারয়—বিশেষণ ও বিশেষ্য পদের সমাসকে কর্ম্মধারয় সমাস কহে। কর্ম্মধারয় সমাসে উত্তর পদের প্রাধান্য হয়, শেষ যে পদ থাকে, সেই পদই প্রধান হইয়া থাকে। স্থিরা বুদ্ধিঃ স্থিরবুদ্ধি ; এইস্থলে স্থির বিশেষণ বুদ্ধি বিশেষ্য—এই বিশেষ্য বিশেষণ উভয় পদে সমাস হইয়া স্থিরবুদ্ধি এই পদ হইল। এখানে বুদ্ধি এই পদেরই প্রাধান্য হইল। পুরুষব্যাঘ্র, বাক্-লতা প্রভৃতি স্থলে উপমিত কর্ম্মধারয় ও রূপককর্ম্মধারয় জানিতে হইবে। পুরুষব্যাঘ্রের ন্যায়, ব্যাঘ্র শব্দ এখানে শ্রেষ্ঠার্থবাচক। "উপমেয়ং ব্যাঘ্রাদিভিঃ শ্রেষ্ঠার্থে।" ব্যাঘ্রাদি শব্দ শ্রেষ্ঠাদি বোধক হইলে উপমিতি কর্ম্মধারয় সমাস হয়। বাক্ লতার ন্যায়, এই স্থলে রূপকরূপে সমাস হওয়ায় রূপক কর্ম্মধারয় হইল। এই কর্ম্মধারয় সমাসের পর সমাসান্ত প্রত্যয় হইয়া থাকে, তাহারও বিশেষ বিবরণ ব্যাকরণে বর্ণিত হইয়াছে। যথায় রূপক বা উপমা বুঝায়, তথায় সমলিঙ্গ বা অসমলিঙ্গই হউক দুই বিশেষ্য পদে কর্ম্মধারয় সমাস হয় এবং তুল্যাদি শব্দের লোপ হয়। এইরূপ সমাসকে রূপককর্ম্মধারয় ও উপমিতি-কর্ম্মধারয় কহে। দেহপিঞ্জর, এইস্থলে দেহরূপ পিঞ্জর, এই সমাসবাক্যে রূপ শব্দের লোপ হওয়ায় দেহপিঞ্জর শব্দ হইল। এইস্থলে রূপক কর্ম্মধারয়। যেখানে উপমান বাচক চন্দ্রাদি শব্দ পূর্ব্বে ও উপমেয় মুখাদি শব্দ পরে থাকে এবং সদৃশাদি শব্দের লোপ হয়, তথায় উপমিতি-কর্ম্মধারয় হয়। চন্দ্র সদৃশ মুখ=চন্দ্রমুখ, এই স্থলে সদৃশ শব্দের লোপ হইল। ইহা ভিন্ন যে স্থলে সমাসবাক্যে মধ্যপদের লোপ হয় তথায় মধ্যপদ-লোপি-কর্ম্মধারয় সমাস হয়। ছায়াতরু, ছায়াপ্রধানতরু, এইস্থলে মধ্যস্থিত প্রধান পদের লোপ হইয়া মধ্যপদলোপি কর্ম্মধারয় সমাস হইল। বিশেষণ ও বিশেষণে যে সমাস হয়, তাহাকেও কর্ম্মধারয় সমাস কহে। যথা পীনোন্নত, পীন ও উন্নত ; এইস্থলে এই দুইটী পদই বিশেষণ।

তৎপুরুষ—পূর্ব্ব পদ অর্থানুসারে দ্বিতীয়াদি বিভক্তিযুক্ত হইলে এবং পর পদে প্রথমা বিভক্তি থাকিলে তৎপুরুষ সমাস হয়, এই তৎপুরুষ সমাস দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী ভেদে ৬ প্রকার। যথা দ্বিতীয়া তৎপুরুষ, তৃতীয়া তৎপুরুষ ইত্যাদি। ইহা ভিন্ন, নঞের সহিতও তৎপুরুষ সমাস হয়, তাহাকে নঞ্‌তৎপুরুষ সমাস কহে। এই দ্বিতীয়াদি তৎপুরুষের বিশেষ বিধান যথাক্রমে লিখিত হইয়াছে।

উপপদ সমাসও তৎপুরুষসমাসের অন্তর্গত। 'কৃতা-ন্তর্বোপপদং' কৃদন্ত প্রত্যয় পরে থাকিলে তদর্থ উপপদের সহিত যে সমাস হয়, তাহাকে উপপদ সমাস কহে। সুবন্ত পদের পরবর্ত্তী যে সকল ধাতুর উত্তর অণ্‌, অচ্‌ প্রভৃতি কৃৎ-প্রত্যয় বিহিত হয়, তথায় উপপদ সমাস হয়। কুম্ভকার, এই স্থলে কুম্ভং করোতি কুম্ভ-কৃ-অণ্‌; অণ্‌ কৃদন্ত প্রত্যয়। এই স্থলে কৃদন্ত প্রত্যয় পরে কুম্ভ এই উপপদের সহিত সমাস হওয়ায় উপপদ সমাস হইল।

দ্বিতীয়াদি তৎপুরুষ সমাস স্থলে কারকানুসারে যেরূপ বিভক্তি হইবে, তথায় সেই তৎপুরুষ সমাস হইবে। যথা বৃক্ষাৎপতিত, এই স্থলে পতন অর্থে অপাদান হওয়ায় বৃক্ষাৎ পঞ্চমী হইয়াছে, সুতরাং এইস্থলে পঞ্চমী তৎপুরুষ হইল। এই-রূপ কারকযোগে যেরূপ বিভক্তির প্রাপ্ত হইবে, তদনুসারেই সেই তৎপুরুষ সমাস হইবে।

দ্বিগু—দ্বিগু সমাসে সংখ্যাবাচক শব্দ পূর্ব্বে থাকে, সমাহার ও তদ্ধিতার্থে দ্বিগু সমাস হয়। সমাহার দ্বিগু হইলে সমস্ত পদ ক্লীবলিঙ্গ ও একবচনান্ত হয়। পঞ্চানাং রাত্রীণাং সমাহারঃ, এইস্থলে 'পঞ্চরাত্রং' এই পদ হইল, পঞ্চরাত্রির সমাহার অর্থ বুঝাইয়াছে, এই জন্য এখানে সংখ্যা শব্দপূর্ব্বক দ্বিগু সমাস হইল। "সংখ্যা পূর্ব্বোদ্বিগুঃ" (পা ২।১।৫২) যেস্থলে এইরূপ হইবে, তথায় দ্বিগুসমাস হইবে।

অব্যয়ীভাব—অব্যয় পদের সহিত যে সমাস হয়, তাহাকে অব্যয়ীভাব কহে, এই সমাসে পূর্ব্বপদ অব্যয় এবং পরপদ অন-ব্যয়, অব্যয় পদের সহিত অনব্যয় পদের যে সমাস, তাহাই অব্যয়ী-ভাব। এই সমাস হইলে সমস্ত পদ অব্যয়সদৃশ হয়, এই সমাসে অব্যয় পদ দ্বারা বিভক্তি, সমীপ, সমৃদ্ধি, বৃদ্ধি, অর্থাভাব, অত্যয়, অসম্প্রতি, শব্দ, প্রাদুর্ভাব, পশ্চাৎ, যথা, বীপ্সা, পর্য্যন্ত, অনতি-ক্রম, অভাব, যৌগপদ্য, সাদৃশ্য প্রভৃতি অর্থ বুঝাইবে, অর্থাৎ এই সকল অর্থ বুঝাইলে এই সমাস হয়। বিভক্তির উদাহরণ—'অধ্যাত্মং আত্মানমধিকৃত্য' এই স্থলে পূর্ব্বপদ অধি অব্যয় এবং পরপদ আত্মন্‌ অনব্যয়, এই অব্যয়পদের কারকার্থে অনব্যয় শব্দের সমাস হইয়া এই পদ অব্যয়সদৃশ হইয়াছে। উপকূলং, কূলস্য সমীপং, এই স্থলে উপ শব্দের অর্থ সমীপ উপ অব্যয়, এই অব্যয় সমীপার্থে কূল শব্দের সহিত সমাস হইয়াছে। কূলের সমীপ উপকূল। বীপ্সা—প্রতিদিন—'দিনং দিনং প্রতিদিনং' এই স্থলে বীপ্সার্থে অব্যয়ীভাব হইয়াছে। পর্য্যন্ত—আসমুদ্র—সমুদ্রাদাসমুদ্রপর্য্যন্তং, এই স্থলে আশব্দের অর্থ পর্য্যন্ত। যোগ্যতা—অনুরূপ, রূপস্য যোগ্যং, অনুরূপং, এই স্থলে অনু শব্দের অর্থ যোগ্যতা, পশ্চাৎ অনুপদং পদস্য পশ্চাৎ, এই স্থলে অনুশব্দের অর্থ পশ্চাৎ। অনতিক্রম যথাবিধি বিধিমনতিক্রম্য, এই স্থলে যথা শব্দের অর্থ অনতিক্রম। অভাব—নির্বিঘ্নং, বিঘ্নস্য অভাবঃ, এই স্থলে নিঃশব্দের অর্থ অভাব। ইত্যাদি রূপ অব্যয়ের অর্থ বুঝাইলে অনব্যয় পদের সহিত এই সমাস হয়।

"অব্যয়ং সমীপসমৃদ্ধিব্যৃদ্ধ্যর্থাভাবাত্যয়াসম্প্রতিশব্দপ্রাদুর্ভাব-পশ্চাদ্‌ যথানুপূর্ব্ব্য যৌগপদ্যসাদৃশ্যসম্পত্তিসাকল্যান্তবচনেষু।" (পা ২।১।৬) অকারান্ত অব্যয়ীভাবের সুপের লুক্‌ হয় না, এবং পঞ্চমী ভিন্ন অন্য বিভক্তিতে অমাগম হয়। দিশোমধ্যং অপদিশং এখানে বিভক্তি স্থানে অমাগম হইয়াছে। অপশব্দ ও দিশ্‌ শব্দের সহিত সমাস হইয়া 'অপদিশং' এই পদ হইয়াছে।

অকারান্ত অব্যয়ীভাব সমাসের উত্তর তৃতীয়া ও সপ্তমী স্থলে বিকল্পে অমাগম হয়। অপদিশ্‌ শব্দের তৃতীয়ার একবচনে "অপদিশং, অপদিশেন' এবং সপ্তমীর একবচনে 'অপদিশং অপদিশে' এইরূপ পদ হইবে। অব্যয়ীভাব সমাস করিলে ঐ শব্দ নপুংসক লিঙ্গ হয়, এবং নপুংসকে প্রাতিপদিকের হ্রস্ব হয়। অব্যয়ীভাব সমাসে সহ শব্দের স্থানে স আদেশ হয়, কিন্তু কাল অর্থ বুঝাইলে হয় না। সচক্র, চক্রের সহিত বর্ত্তমান, এই স্থলে অব্যয়ীভাব সমাসে সহ শব্দের স্থানে স আদেশ হইয়া সচক্র এই পদ হইয়াছে। পূর্ব্বাহ্নের সহিত বর্ত্তমান, এই স্থলে সপূর্ব্বাহ্ন না হইয়া সহপূর্ব্বাহ্ন এই পদ হইবে, কারণ এখানে কাল অর্থ বুঝাইয়াছে, এই জন্য সহ শব্দের স্থানে স আদেশ হইল না।

অসাদৃশ্যার্থেই যথা শব্দের সমাস হয়। যথা হরিস্তথা হরঃ, এই স্থলে যথা শব্দের সহিত হরি শব্দের সমাস হয় নাই, কারণ এখানে যথা শব্দের অর্থ সাদৃশ্য অর্থাৎ উপমানের অর্থ হইয়াছে। অবধারণার্থে যাবৎ শব্দের যোগে অব্যয়ীভাব সমাস হয়। দ্যূত-ব্যবহারে পরাজয় বুঝাইলে অক্ষ, শলাকা ও সংখ্যাবাচক শব্দের সহিত এই সমাস হয়।

অপ, পরি, বহি, অঞ্চ শব্দের পঞ্চমী বিভক্তির সহিত বিকল্পে সমাস হয়। মর্য্যাদা ও অভিবিধি বুঝাইলে পঞ্চম্যন্তের সহিত আঙ্‌ শব্দের বিকল্পে সমাস হয়। আভিমুখ্যদ্যোতক অভি ও প্রতি শব্দের চিহ্নবাচক শব্দের সহিত এই সমাস হয়। যে পদার্থের সামীপ্য বুঝাইবে, তাহার সহিত অনু শব্দের এই সমাস

হয়। অম্বু শব্দ দ্বারা যাহার দৈর্ঘ্য বুঝাইবে, তাহার সহিত অম্বু-শব্দের এই সমাস হইবে। 'অম্বুগঙ্গং বারাণসী' অর্থাৎ গঙ্গা সদৃশ দৈর্ঘ্যসম্পন্ন বারাণসী। তিষ্ঠদ্গু ইত্যাদি শব্দ নিপাতন-প্রযুক্ত এই সমাস হয়। তিষ্ঠদ্গু শব্দের অর্থ দোহনকাল, গোরু সকল যে কালে স্থির থাকে, তিষ্ঠন্তি গাবো যস্মিন্ কালে স তিষ্ঠদ্গু।

পর এবং মধ্য শব্দ ষষ্ঠ্যন্তের সহিত বিকল্পে সমাস হয়। বংশবাচক শব্দের সহিত সংখ্যাবাচকের বিকল্পে সমাস হয়। বিদ্যা ও জন্ম দ্বারা বংশ দুই প্রকার. 'দ্বৌ মুনী বংশ্যৌ' এই বাক্যে দ্বিমুনি, এই স্থানে অব্যয়ীভাব সমাস হইল। নদীবাচক শব্দের সহিত সংখ্যাবাচক শব্দেরও এই সমাস হয়। ইত্যাদি রূপ অর্থ সকল বুঝাইলে অব্যয়ীভাব সমাস হইয়া থাকে।

এই সকল প্রকার সমাসের পর সমাসোত্তর বিভক্তির লোপ হইয়া টচ্, অন্ প্রভৃতি কতকগুলি প্রত্যয় হয়, উহাদিগকে সমাসান্ত প্রত্যয় কহে। এই জন্য ব্যাকরণে উহা সমাসান্ত প্রকরণ নামে অভিহিত হইয়াছে। যথা ইন্দ্রসখ, ইন্দ্রের সখা, এই স্থলে ইন্দ্র ও সখি শব্দের সমাস হইয়া ইন্দ্রসখি এইরূপ পদ হইল, পরে সমাসোত্তর টচ্ সমাসান্ত হইয়া সখি এই শব্দের ইকারের লোপ হইয়া ইন্দ্রসখ এই পদ হইল। এইরূপ সমাসান্ত বিধি সকল জানিতে হইবে।

সমাস হইলে সমাসের পর পূর্ব্ব পদের বিভক্তির লোপ হয়, কিন্তু কোন কোন স্থলে বিশেষ বিধানানুসারে বিভক্তির লোপ হয় না, তাহাকে অলুক্ সমাস কহে। যথা মাতুষ্বসা, এই স্থলে মাতৃ-শব্দের সহিত স্বসৃ শব্দের যোগে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হইয়াছে, মাতৃ শব্দের ষষ্ঠীর একবচনে মাতুঃ এই পদ হইয়াছে, সমাসের পর এই বিভক্তির লোপ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু বিশেষ বিধানানুসারে অলুক্-সমাস হইল অর্থাৎ বিভক্তির লোপ হইল না। যে কোন স্থলে ইচ্ছা করিলেই যে অলুক্ সমাস হইবে, তাহা নহে, ব্যাকরণে যে যে স্থলে অলুক্-সমাসের বিধান আছে, কেবল সেই সেই স্থলেই এই সমাস হইবে। ব্যাকরণের অলুক্ সমাস প্রকরণে ইহার বিশেষ বিধান অভিহিত হইয়াছে। যুধিষ্ঠির, খেচর, সরসিজ, অন্তেবাসী প্রভৃতি পদ অলুক্-সমাসান্ত হইয়াছে।

নিত্যসমাস—কুশব্দ ও প্রাদি শব্দের সহিত যে সমাস হয়, তাহাকে নিত্যসমাস কহে। "কু প্রাদয়ো নিত্যং" কু অর্থাৎ কুৎসিত, প্র, পরা, অপ প্রভৃতি উপসর্গ, অলং, অন্তর, পুরস্, তিরস্, প্রাদুস্, আবিস্ প্রভৃতি অব্যয় শব্দ এবং চ্বি, ডাচ্ প্রভৃতি প্রত্যয়ের সহিত যে সমাস হয়, তাহাকেই নিত্যসমাস কহে। কুরাজ, কুৎসিতো রাজা, এই স্থলে কুশব্দ এবং রাজন্ শব্দের সহিত সমাস হইয়া কুরাজ এই পদ হইয়াছে, সুতরাং এই স্থলে কুশব্দের সহিত নিত্যসমাস হইল। নিত্যসমাস স্থলেই এইরূপ বিধি জানিতে হইবে। প্রণাম, অলংকার, অলঙ্কার, অন্তর্হিত প্রভৃতি নিত্যসমাস।

অর্থ শব্দের সহিত চতুর্থ্যন্ত শব্দের নিত্যসমাস হয়। নিত্য-সমাস বাক্য উল্লেখ না করিয়া ইদং শব্দের উল্লেখ করিতে হয়। ভোজনায় ইদং ভোজনার্থং, ইহাও নিত্যসমাস।

প্রাচীনগণ উক্ত ৬ প্রকার সমাস স্বীকার করেন না, তাঁহারা ৪ প্রকার সমাস নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ, বহুব্রীহি ও দ্বন্দ্ব; কিন্তু ৪ প্রকার সমাসে সকল স্থলে সমাসসিদ্ধ না হওয়ায় এই চারি প্রকার সমাসের অতিরিক্ত যে সমস্ত সমাস তাহাদিগকে 'সহ সুপা' এই সূত্র দ্বারা সমাস বিধান করিয়াছেন। ইঁহাদের মতে পূর্ব্বপদার্থ প্রধানের নাম অব্যয়ীভাব অর্থাৎ দুইটী পদে সমাস হয়, এই দুই পদের মধ্যে পূর্ব্ব যে পদার্থ তাহারই প্রাধান্ত হইবে, পর পদ অপ্রধান থাকিবে। যে সমাস উত্তরপদ প্রধান তাহাকে তৎপুরুষ, যে সমাসে অন্যপদ প্রধান তাহাকে বহুব্রীহি, এবং যে সমাসে উভয়পদ প্রধান তাহাকে দ্বন্দ্ব সমাস কহে।

উক্ত সমাস-স্থলে উহা যথার্থ রূপে হইলেও কোন কোন স্থলে ইহার ব্যভিচার দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্য সিদ্ধান্তকৌমুদী ও তৎপরবর্ত্তী ব্যাকরণসমূহে ৬টী প্রধান সমাস স্বীকৃত হইয়াছে।

সমাস বাক্যবিন্যাস কালে পদকে বিশ্লেষণ করিতে হয়, ইহাদ্বারা অর্থ পরিস্ফুট হয়, এই জন্য ইহাকে বিগ্রহ বা ব্যাস-বাক্য কহে। কৃৎ, তদ্ধিত, সমাস, একশেষ এবং সনাদি প্রত্যয়ান্ত ধাতুরূপ ভেদে বৃত্তি পাঁচ প্রকার। প্রত্যয়ান্ত ভাব দ্বারাই হউক আর পরপদার্থান্তর্ভাব দ্বারাই হউক, পদের যে বিশিষ্ট অর্থ তাহার নাম পরার্থ। যদ্দ্বারা সেই পরার্থ বর্ণিত করা যায় তাহাকে বৃত্তি কহে; এই বৃত্ত্যর্থপ্রাপক বাক্যের নাম বিগ্রহ। এই বিগ্রহ দুই প্রকার, লৌকিক ও অলৌকিক। রাজ্ঞঃ পুরুষঃ এই স্থলে এইটী লৌকিক বিগ্রহ, এবং রাজ্ঞঃ, রাজন্ শব্দের ষষ্ঠীর একবচন ঙস্ বিভক্তি, পুরুষঃ প্রথমার একবচন সুপ্ বিভক্তি, ইহা অলৌকিক বিগ্রহ। সকল সমাসস্থলেই এইরূপ লৌকিক ও অলৌকিক এই দুই প্রকার বিগ্রহ হইয়া থাকে।

সমাসস্থলে সুপের সহিত সুপের, তিঙের সহিত সুপের, নামের সহিত সুপের, ধাতুর সহিত সুপের, তিঙের সহিত তিঙের এবং সুপের সহিত তিঙের সমাস হইয়া থাকে। ইহাদের যথাক্রমে উদাহরণ; যথা—রাজপুরুষ, পর্য্যভূষং, কুম্ভকার, অজস্র, পিবতখাদতা, কৃন্তবিচক্ষণা। রাজপুরুষ স্থলে রাজ্ঞঃ পুরুষঃ, সুপের সহিত সুপের সমাস হইয়াছে, কারণ রাজ্ঞঃ ষষ্ঠীর একবচন, পুরুষঃ প্রথমার একবচন, এই দুই সুপের সহিত সমাস হইয়াছে এইরূপ সকল পদেই জানিতে হইবে। (সিদ্ধান্তকৌ°)

ধর্ম্মিকা চেতি দ্বিধা। কার্য্যাদিসমারোপেহপি চ দ্বিবিধেতি চতুঃপ্রকারা সমাসোক্তিঃ। সর্ব্বত্রৈবাত্র ব্যবহারসমারোপঃ কারণং। স চ কচিল্লৌকিকে বস্তুনি লৌকিকবস্তুব্যবহার-সমারোপঃ। লৌকিকে বা শাস্ত্রীয়বস্তুব্যবহারসমারোপঃ, শাস্ত্রীয়ে বা লৌকিকবস্তুব্যবহারসমারোপঃ ইতি চতুর্দ্ধা।"

(সাহিত্যদ° ১০।১০৩ বৃত্তি)

সমাহত (ত্রি) সম্-আ-হন-ক্ত। আহত, তাড়িত।

সমাহর (ত্রি) সম্যক্‌রূপে আহরণশীল।

সমাহরণ (ক্লী) সং-আ-হৃ-ল্যুট্। সমাহার।

সমাহর্ত্তৃ (ত্রি) সম্-আ-হৃ-তৃচ্। ১ সমাহরণকারী, মিলনকারী। ২ সংক্ষেপকারী।

সমাহার (পুং) সম্-আ-হৃ-ঘঞ্। ১ সমুচ্চয়। ২ মিলন। ৩ সংগ্রহ। ৪ সংক্ষেপ। ৫ সমূহ। ৬ বহু বস্তুর একত্র করণ। ৭ সমাসবিশেষ, দ্বন্দ্ব ও দ্বিগু সমাসবিশেষ, সমাহারদ্বন্দ্ব ও সমাহারদ্বিগু। [সমাস দেখ।]

সমাহারবর্ণ (পুং) সংক্ষেপ বর্ণ।

সমাহার্য্য (ত্রি) সম্-আ-হৃ-ণ্যৎ। ১ সমাহারযোগ্য। সমাহারের উপযুক্ত। ২ সংক্ষেপযোগ্য। ৩ মিলনার্হ।

সমাহিত (ত্রি) সম্-আ-ধা-ক্ত। সমাধিস্থ, সমাধিস্থিত; যাহারা চিত্ত সমাধান করিয়াছেন। ২ কৃতসিদ্ধান্ত, মীমাংসিত। ৩ অঙ্গীকৃত। ৪ অভ্রান্তচিত্ত। ৫ অবহিত, একাগ্রচিত্ত। ৬ নিষ্পাদিত। ৭ আহত। ৮ স্থাপিত। ৯ নির্ব্বিবাদীকৃত। ১০ প্রতিজ্ঞাত। ১১ সমাধিক্ষেত্রে নিহিত। ১২ অবিচলিত, দৃঢ়। ১৩ সম্পন্ন। (ধরণি) (পুং) ১৪ শুচি।

সমাহিতিকা (স্ত্রী) মালবিকাদি মিত্রবর্ণিতপুরনারীভেদ।

সমাহৃত (ত্রি) সম্-আ-হৃ-ক্ত। ১ সম্যক্ প্রকারে আহরণীকৃত। ২ সংগৃহীত। ৩ একত্রীকৃত। ৪ সংক্ষেপরূপে প্রতিপাদিত।

সমাহৃতি (স্ত্রী) সম্-আ-হৃ-ক্তিন্। সংগ্রহ, সংক্ষেপ। "এককর্তৃকাণামনেককর্তৃকাণাং বা একাভিপ্রায়াণাং বাক্যানাং সমাহরণং সমাহৃতিঃ" (ভরত) এক কর্ত্তৃক বা অনেক কর্ত্তৃক একাভিপ্রায় বাক্যের একীকরণকে সমাহৃতি কহে।

সমাহেয় (ত্রি) সমাহের নামক জাতিসংযুক্ত। (মার্কপু° ৫৭।৫৩)

সমাহ্বয় (পুং) সমাহ্বয়তেহনেনেতি সম্-আ-হ্বে পুংসীতি ঘ। বাহুলকাৎ সম্প্রসারণাভাবঃ। ১ যুদ্ধ। ২ আহ্বান, যুদ্ধে আহ্বান। ৩ পশুপক্ষিদ্যূত, প্রাণিদ্যূত, মেষ কুক্কুটাদিদ্বারা যুদ্ধ করান। ৪ সঙ্গ, যুদ্ধ।

"দ্যূতং সমাহ্বয়ঞ্চৈব রাজা রাষ্ট্রান্নিবারয়েৎ।
রাজান্তকরণাবেতৌ দ্বৌ দোষৌ পৃথিবীক্ষিতাং॥
প্রকাশমেতৎ তাস্কর্য্যং যদ্দেবনসমাহ্বয়ৌ।
তয়োর্নিত্যং প্রতীঘাতে নৃপতির্যত্নবান্ ভবেৎ॥
অপ্রাণিভির্যৎ ক্রিয়তে তল্লোকে দ্যূতমুচ্যতে।
প্রাণিভিঃ ক্রিয়তে যস্তু স বিজ্ঞেয়ঃ সমাহ্বয়ঃ॥
দ্যূতং সমাহ্বয়ঞ্চৈব যঃ কুর্য্যাৎ কারয়েত বা।
তান্ সর্ব্বান্ ঘাতয়েদ্রাজা শূদ্রাংশ্চ দ্বিজলিঙ্গিনঃ॥"

(মনু ৯।২২১-২৪)

রাজা রাজ্য হইতে দ্যূতক্রীড়া ও সমাহ্বয় নিবারণ করিবেন। এই দুইটী দোষ রাজাদিগের রাজ্যনাশক হইয়া থাকে। দ্যূত এবং সমাহ্বয় এই দুইটী প্রকাশ্য চৌর্য্য মাত্র। এই জন্য ইহা নিবারণে বিশেষ যত্নপর হওয়া আবশ্যক। অক্ষ শলাকাদি অপ্রাণিদ্বারা পণপূর্ব্বক ক্রীড়া করাকে দ্যূত এবং মেষকুক্কুটাদি প্রাণীদ্বারা পণপূর্ব্বক যে ক্রীড়া করা হয়, তাহাকে সমাহ্বয় কহে। অতএব যে ব্যক্তি দ্যূতক্রীড়া ও সমাহ্বয় নিজে করে বা অপর দ্বারা করায়, রাজা উহাদিগের সকলেরই অপরাধানুসারে হস্তচ্ছেদাদি প্রাণবধ পর্য্যন্ত দণ্ডবিধান করিবেন। দ্যূত ও সমাহ্বয়-কর্ত্তা, নটবৃত্তিজীবী, ক্রূরচেষ্ট চৌরাদি, ও কিতব প্রভৃতিকে রাজা পুরমধ্যে বাস করিতে দিবেন না। কারণ এই সকল প্রচ্ছন্ন তস্করেরা রাজ্য মধ্যে বাস করিলে নানাপ্রকার বঞ্চনাদি অধর্ম্মদ্বারা ভদ্র প্রজাগণ পীড়িত হইয়া থাকেন। এইজন্য ইহাদিগকে দূরে নির্ব্বাসন করা বিধেয়।

সমাহ্বা (স্ত্রী) সম্যক্ আহ্বা যস্যাঃ। গোজিহ্বা, চলিত গাওয়া শাক। (শব্দচ°)

সমাহ্বাতৃ (ত্রি) সম্-আ-হ্বে-তৃচ্। ১ সমাহ্বানকারী। ২ দ্যূতের জন্য আহ্বানকারী।

সমাহ্বান (ক্লী) সম্-আ-হ্বে-ল্যুট্। ১ সম্যক্‌প্রকারে আহ্বান। ২ দ্যূতের জন্য আহ্বান।

সমিক (ক্লী) শেল, অস্ত্রবিশেষ, চলিত বর্শা, খোচ্।

সমিৎ (স্ত্রী) সমীয়তেহত্রেতি সম্-ইণ্-ক্বিপ্। যুদ্ধ। (অমর)

সমিত (ত্রি) সম্যক্ প্রাপ্ত।

সমিতা (স্ত্রী) সম্যক্ প্রকারেণ ইতা প্রাপ্তা। গোধূম-চূর্ণ, চলিত ময়দা। ইহার লক্ষণ—

"গোধূমা ধবলা ধৌতাঃ কুট্টিতা শোষিতাস্ততঃ।
প্রোক্ষিতা যন্ত্রনিষ্পিষ্টাশ্চালিতা সমিতা স্মৃতা॥"

শ্বেত গোধূম উত্তমরূপে ধৌত করিয়া কুট্টিত করিবে, পরে তাহা শুষ্ক করিয়া জলের প্রোক্ষণ দিয়া যন্ত্রে পেষণপূর্ব্বক ছাঁকিয়া লইবে। এইরূপে যে দ্রব্য প্রস্তুত হয়, তাহাকে সমিতা কহে। গুণ—গোধূমের ন্যায়। ইহা দ্বারা নানাপ্রকার খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত হয়। অনেক স্থানে ইহাই প্রধান খাদ্য।

সমিতি (স্ত্রী) সংযন্ত্যস্যামিতি সম্-ইণ্-ক্তিন্। ১ সভা। ২ যুদ্ধ। ৩ সঙ্গ। ৪ সাম্য। (হেম) ৫ সন্নিপাত।

"প্রবৃত্তিলক্ষণে নিষ্ঠা পুমান্ যর্হি গৃহাশ্রমে।
স্বধর্ম্মে চানুতিষ্ঠেত গুণানাং সমিতির্হি সা॥"(ভাগ° ১১।১৫।৮)
'সাম্যতিঃ সন্নিপাতঃ' (স্বামী)

সমিতিক, একটী প্রাচীন জাতি। বাইবেল গ্রন্থে ইহারা সেমের বংশধর বলিয়া Semites নামে কথিত। কাহারও মতে সমিতিকাস্ নামক ফিনিকরাজ হইতে এই জাতির নামকরণ হইয়াছে। এক সময়ে পারস্য হইতে সমগ্র পশ্চিম এসিয়ায় এই জাতির বাস ছিল। কালে উহারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

সমিতিঙ্গম (পুং) সভাসমিতিতে গমনকারী।

সমিতিঞ্জয় (ত্রি) সমিতিং জয়তি জি-খস্ মুমাগমঃ। ১ যুদ্ধজেতা। ২ সভাজয়কারী। (পুং) ৩ যম। ৪ বিষ্ণু। ৫ ভারতবর্ণিত যোদ্ধভেদ। (সভাপর্ব্ব)

সমিৎকলাপ (পুং) সমিধ্ কাষ্ঠের আড়া বা বোঝা।

সমিত্ত্ব (স্ত্রী) সমিধের ধর্ম্মবিশিষ্ট। (তৈত্তিরীয়ব্রা° ২।১।৩।৮)

সমিৎপাণি (ত্রি) সমিৎপাণৌ যস্য। সমিদ্ধস্ত, যাহার হস্তে সমিধ্ আছে।

সমিথ (পুং) সমেতীতি সম্ ইণ্ (সমীণঃ। উণ্ ২।১১) ইতি থক্। ১ অগ্নি। (উজ্জ্বল) ২ যুদ্ধ। (ঋক্ ৪।২০।৮) যুদ্ধার্থে এই শব্দ কোন কোন স্থলে স্ত্রীলিঙ্গেও প্রয়োগ আছে।
"স ইন্দ্রহানি সমিথানি বজ্রনা।" (ঋক্ ১।৫৫।৫)
৩ আহুতি। (সংক্ষিপ্তসার উণাদিবৃত্তি)

সমিথুন (ত্রি) মিথুনেন সহ বর্ত্তমানঃ। মিথুনের সহিত বর্ত্তমান, মিথুনযুক্ত।

সমিদ্ধ (ত্রি) সম্-ইন্ধ-ক্ত। প্রদীপ্ত, প্রজ্বলিত। হোম করিবার সময় প্রজ্বলিত অগ্নিতে হোম করিতে হয়। অসমিদ্ধ অগ্নিতে হোম করিলে শীঘ্রকীর্ত্তি ও দরিদ্র হয়।
"যোহনর্চ্চিষি জুহোত্যগ্নৌ ব্যঙ্গারিণি চ মানবঃ।
মন্দাগ্নিরাময়াবী চ দরিদ্রশ্চ স জায়তে।
তস্মাৎ সমিদ্ধে হোতব্যং নাসমিদ্ধে কদাচন॥" (সংস্কারতত্ত্ব)

সমিন্ধন (স্ত্রী) সম্-ইন্ধ-ল্যুট্। ১ অগ্নিপ্রজ্বলনার্থ কাষ্ঠাদি। ২ উদ্দীপন।

সমিদ্ধবৎ (ত্রি) সমিদ্ধ অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। সমিদ্ধবিশিষ্ট। সমিদ্ধ। (কাত্যা° শ্রৌ° ১৭।১।১১)

সমিদ্ধাগ্নি (ত্রি) সমিদ্ধঃ অগ্নির্যস্য। প্রদীপ্ত অগ্নিবিশিষ্ট।(ঋক্ ৫।৩৭।২)

সমিদ্ধার (ত্রি) সমিধ্ আহরণে নিযুক্ত। সমিধ্ সংগ্রহকারী।

সমিদ্ধার্থক (পুং) মুদ্রারাক্ষসবর্ণিত ব্যক্তিভেদ।

সমিদ্ধার (পুং) সমিধাং আহঃ। সমিধের ভার।

সমিদ্বৎ (ত্রি) সমিধ্-মতুপ্ মস্য ব। সমিধ্বিশিষ্ট, সমিধ্যুক্ত।

সমিধ্ (স্ত্রী) সমীধ্যতে হনয়েতি ইন্ধ-কিপ্। অগ্নিসন্দীপনার্থ তৃণকাষ্ঠাদি. অগ্নি জ্বালিবার জন্য তৃণ বা কাষ্ঠ। পর্য্যায় ইন্ধন, এধ, ইধ্ম, সমিন্ধন। (শব্দরত্না°) অর্ক, পলাশ, যজ্ঞডুমুর প্রভৃতির শাখাগ্রভাগকে সমিধ্ কহে। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, সমিধ্ দ্বারা হোম করিতে হয়। হোমীয় সমিধের লক্ষণ ও শুভাশুভের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে,
"প্রাদেশমাত্রাঃ সমিধঃ সত্বচশ্চ পলাশিনী।
সমিধঃ কল্পয়েৎ প্রাজ্ঞঃ সর্ব্বকর্ম্মসু সর্ব্বদা॥" (সংস্কারতত্ত্ব)

অগ্রভাগ, বল্কল ও পত্রের সহিত যজ্ঞডুমুর প্রভৃতির শাখাকে প্রাদেশ পরিমাণে সমিধ্ কল্পনা করিবে। সমিধ্ গ্রহণকালে যদি উহার অগ্র ভগ্ন, ত্বক্ ছিন্ন এবং পত্রচ্যুত হয়, তাহা হইলে তাহা সমিধ্ পদবাচ্য হইবে না। 'সমিধেধ্ র্হরাৎ' সমিধ্ দ্বারা হোম করিবে। এই বিধানানুসারে লক্ষণাক্রান্ত সমিধ্ বাছিয়া লইবে, পরে তাহা দ্বারা হোম করিতে হয়।

এই সমিধ্ অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলের ন্যায় স্থূল হইবে, এবং ইহার ত্বক্ যেন মুক্ত কীটযুক্ত ও পাটিত না হয়, ইহা প্রাদেশ পরিমাণ হইবে। নির্বীর্য্য অর্থাৎ শুষ্ক হইয়া যাইলে তাহাকে সমিধ্ কার্য্যে ব্যবহার করিবে না।

বিশীর্ণ, বিদল, হ্রস্ব, বক্র, স্থূল ও দ্বিধাকৃত, কৃমিদষ্ট ও দীর্ঘ এই সকল গুণযুক্ত সমিধ্ নিষিদ্ধ. ইহা দ্বারা হোম করিবে না। নিষিদ্ধ সমিধ্ দ্বারা হোম করিলে নানাপ্রকার অমঙ্গল হইয়া থাকে। সমিধ্ বিশীর্ণ হইলে আয়ুঃক্ষয়, বিদল হইলে পুত্রনাশ, হ্রস্ব হইলে পত্নীনাশ, বক্র হইলে বন্ধুনাশ, কৃমিদষ্ট হইলে রোগ, দ্বিধা হইলে বিদ্বেষ, দীর্ঘ হইলে পশুনাশ এবং স্থূল হইলে অর্থনাশ হইয়া থাকে।

অতএব গুণযুক্ত সমিধ্ দ্বারা হোম করিতে হইবে। উক্ত দোষাক্রান্ত সমিধ্ হোমকার্য্যে কদাচ ব্যবহার করিবে না। নবগ্রহ হোমস্থলে নবগ্রহের ভিন্ন ভিন্ন সমিধ্ অভিহিত হইয়াছে। রবিগ্রহ হোমে অর্ক সমিধ্, চন্দ্রের পলাশ, মঙ্গলের খদির, বুধের অপামার্গ, বৃহস্পতির পিপ্পল, শুক্রের উদুম্বর, শনির শমী, রাহুর দূর্ব্বা এবং কেতুগ্রহের জন্য কুশ এই ৯ প্রকার সমিধ্; এই ৯ প্রকার সমিধ্ দ্বারা নবগ্রহের হোম করিতে হয়।

উপনয়নাদি সংস্কারকার্য্যে যজ্ঞডুমুর সমিধ্ দ্বারাই হোম করিবে। তান্ত্রিক হোমস্থলে প্রায়ই বিল্বপত্রদ্বারা হোম হইয়া থাকে।

সমিধ (পুং) সমিধ্যতে ইতি সং-ইন্ধ-ক। অগ্নি। (ত্রিকা°)

সমির (পুং) সমীর, বায়ু। (হেম)

সমিশ্র (ত্রি) একত্র মিলিত হইয়া অবস্থান।
"গুণানামসমিশ্রানাং পুমান্ যেন যথা ভবেৎ।" (ভাগ° ১১।২৫।১)

সমিষ্ (স্ত্রী) ১ প্রক্ষেপণশীল অস্ত্রযুক্ত। ২ ইষ্ট। (বালখিল্য ৪।২)

সমিষ্টযজুস্ (স্ত্রী) যজ্ঞ সম্পাদনার্থক মন্ত্র। (শতপথব্রা° ১১।২।৩)

সমিষ্টি (স্ত্রী) যজ্ঞসম্পাদন।

সমীক (ক্লী) সম্-অনীকাদয়শ্চেতি ঈক। যুদ্ধ, সংগ্রাম। (অমর)

সমীকরণ (ক্লী) সম-কৃ-চ্বি-ল্যুট্। গণিত মতে অজ্ঞাত সংখ্যাজ্ঞানার্থ প্রক্রিয়া বিশেষ। কোন ব্যক্ত রাশি অবলম্বন করিয়া তত্তুল্য কোন অব্যক্ত রাশির পরিমাণ নির্ণয় করণ। (Equation) ২ এক জাতীয় করণ, তুল্যকরণ, সদৃশীকরণ। ৩ গোষ্ঠীপতিদিগের যত্নে ও আগ্রহে সময় হইতে সময়ান্তরে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সমপর্য্যায়ের কুলীনদিগের যে একত্র সমাবেশ সংঘটিত হইয়াছিল তাহা সমীকরণ শব্দবাচ্য।

সমীকার (পুং) সম-কৃ-চ্বি-ঘঞ্। সমানীকার, অসমানের সমান করণ, তুল্যকরণ। একীকার।

সমীকৃত (ত্রি) একীকৃত, সমানীকৃত।

সমীকৃতি (স্ত্রী) সমান করণ।

সমীক্রিয়া (স্ত্রী) বীজগণিতোক্ত অঙ্ক প্রক্রিয়াবিশেষ। কোন ব্যক্ত রাশিদ্বারা তত্তুল্য অব্যক্ত রাশির অবধারণ (Equation)।

সমীক্ষ (ক্লী) সমাগীক্ষ্যতেঽনেনেতি সম্-ঈক্ষ-ঘঞ্। ১ সাংখ্য শাস্ত্র, এই শাস্ত্র দ্বারা প্রকৃতি ও পুরুষের সম্যক্ ঈক্ষণ অর্থাৎ সম্যক্ প্রকারে দর্শন হয়, এই জন্য ইহার নাম সমীক্ষ।

"কলভাজি সমীক্ষোক্তে দুর্ব্বোর্ভোগইবাত্মনি।" (মাঘ ২ স°)

২ সম্যক্ দর্শন। ভাবে ঘঞ্। ৩ দৃষ্টি, দর্শন। ৪ যত্ন। ৫ অন্বেষণ। ৬ বিবেচনা। ৭ সম্যক্‌জ্ঞান।

সমীক্ষণ (ক্লী) সম্-ঈক্ষ-ল্যুট্। ১ সম্যক্ প্রকারে দর্শন, উত্তমরূপে দর্শন, প্রেক্ষণ। ২ অন্বেষণ, অনুসন্ধান। ৩ আলোচনা। (ত্রি) ৪ প্রকাশক।

"তথৈব বৃক্‌ সর্ব্বদৃশাং সমীক্ষণো

বৃতো গুরু র্ম স্বগতিং বুভুৎসতাং।" (ভাগবত ৮।২৪।২০)

সমীক্ষা (স্ত্রী) সম্-ঈক্ষ-অ্রোস্ত্যতাঃ, টাপ্। তত্ত্ব, বুদ্ধি প্রভৃতি চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব, প্রকৃতি। ২ বুদ্ধি। ৩ মিত্তানন। (মেদিনী) ৪ মীমাংসাশাস্ত্র। ৫ যত্ন। (শব্দরত্না°) ৬ আত্মবিদ্যা। (স্বামী) ৭ সম্যক্ দর্শন। (ভাগবত ১১।২৮।৩৪)

সমীক্ষিত (ত্রি) সম্-ঈক্ষ-ক্ত। ১ আলোচিত। ২ অন্বেষিত। ৩ সম্যক্ প্রকারে দৃষ্ট, উত্তমরূপে দৃষ্ট।

সমীক্ষিতব্য (ত্রি) সম্-ঈক্ষ-তব্য। সম্যক্ প্রকারে ঈক্ষণযোগ্য, সমীক্ষণের উপযুক্ত।

সমীক্ষ্য (ত্রি) সম্-ঈক্ষ-যৎ। সমীক্ষণযোগ্য। সমীক্ষণার্হ।

সমীক্ষ্যকারিন্ (ত্রি) সমীক্ষ্য-কৃ-ণিনি। যিনি পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া কার্য্য করেন, বুদ্ধিপূর্ব্বক কার্য্যকারী।

সমীক্ষ্যবাদিন্ (ত্রি) সমীক্ষ্য-বদ-ণিনি। যিনি পূর্ব্বাপর সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া বাক্য বলেন, বুদ্ধিপূর্ব্বক যিনি বাক্য প্রয়োগ করেন।

সমীচ (পুং) সংবন্তি নদ্যো যস্মিন্নিতি সং-ইণ (সমীণঃ। উণ, ৪।৭২) ইতি চট্ দীর্ঘশ্চ। সমুদ্র। (উজ্জ্বল)

সমীচক (পুং) মৈথুন।

সমীচী (স্ত্রী) সংযাতীতি সং-ইণ্-চট্, দীর্ঘ ঙীপ্। ১ মৃগী। ২ বন্দনা, স্তুতি। (ত্রিকা°)

সমীচীন (ক্লী) সম্যগেব সম্যক্ (বিভাষাঞ্চেরদিক্ স্ত্রিয়াং। পা ৫।৪।৮) ইতি খ। ১ যথার্থ। পর্য্যায় সত্য, সম্যক্, ঋত, তথ্য, যথাতথ, যথাস্থিত, সদ্ভূত। (হেম) (ত্রি) ২ ন্যায্য।

"সমীচীনং বচো ব্রহ্মন্ সর্ব্বজ্ঞস্য তবামঘ।" (ভাগব° ২।৪।৫)

সমীচীনতা (স্ত্রী) সমীচীনস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সমীচীনত্ব, সমীচীনের ভাব বা ধর্ম্ম।

সমীদ (পুং) গোধূমচূর্ণ, সমিতা, চলিত ময়দা।

সমীন (ত্রি) সমাসমীনৌ ভূতো ভূতো ভাবী বা সমা (সমায়াঃ খঃ। পা ৫।১।৮৫) ইতি খ। বৎসরসম্বন্ধী, বাৎসরিক। ২ মীনের সহিত বর্ত্তমান, মৎস্যবিশিষ্ট।

সমীনিকা (স্ত্রী) প্রতিবর্ষপ্রসূতা গাভী, যে গাভী প্রতিবর্ষে প্রসব করে, বছর-বিয়ানী গোরু।

সমীপ (ত্রি) সঙ্গতা আপো যত্র (ঋক্ পূরব্ধূঃ পথামানক্ষে। পা ৫।৪।৭৪) ইতি অ, (ব্যস্তরুপসর্গেভ্যোঽপঈৎ। পা ৬।৩।৯৭) ইতি ঈৎ। নিকট, অন্তিক, সন্নিহিত। (অমর) এই শব্দ কেবল ক্লীবলিঙ্গও দেখিতে পাওয়া যায়।

সমীপকাল (পুং) সমীপঃ কালঃ। নিকট সময়, সমীপদেশ।

সমীপগ (ত্রি) সমীপং গচ্ছতি গম-ড। সমীপগামী, যিনি নিকটে গমন করিয়াছেন।

সমীপগমন (ক্লী) সমীপ-গম-ল্যুট্। নিকট গমন।

সমীপজ (ত্রি) সমীপ-জন-ড। সমীপজাত, নিকটে জাত।

সমীপতা (স্ত্রী) সমীপস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সমীপত্ব, সমীপের ভাব বা ধর্ম্ম, সামীপ্য, নৈকট্য।

সমীপনয়ন (ক্লী) সমীপ-নী-ল্যুট্। নিকটে আনয়ন, নিকটে লইয়া আসা।

সমীপবর্ত্তিন্ (ত্রি) সমীপং বর্ত্ততে বৃত-ণিনি। নিকটগামী, সমীপগামী।

সমীপস্থ (ত্রি) সমীপে তিষ্ঠতি স্থা-ক। সমীপস্থিত, নিকটস্থিত।

সমীয় (ত্রি) সম (গহাদিভ্যশ্চ। পা ৪।২।১৩৮) ইতি ছ। সমসম্বন্ধী, তুল্যকারণক।

সমীর (পুং) সম্যগীর্ত্তে গচ্ছতীতি সং-ঈর গতৌ ক। বায়ু। (অমর) ২ শমীবৃক্ষ। (রাজনি°)

সমীরণ (পুং) সমীরয়তীতি সম্-ঈর-ল্যু। ১ বায়ু। ২ মরুবক বৃক্ষ, চলিত গন্ধতুলসী। (অমর) ৩ পথিক। (মেদিনী) (ক্লী) সং-ঈর-ল্যুট্। ৪ প্রেরণ। (ত্রি) ৫ প্রেরক। (হরিবংশ ১০২।২২)

সমীরিত (ত্রি) সম-ঈর্ প্রেরণে-ক্ত। ১ সম্যক্‌রূপে প্রেরিত। ২ উচ্চারিত। ভাবে ক্ত। (ক্লী) ৩ প্রেরণ।

সমীরস্তী (স্ত্রী) খিট্‌খিটেভেদ। (লাট্যা° ৬।৪।২২)

সমীহন (ক্লী) সম্-ঈহ-ল্যুট্। সম্যক্ প্রকারে ঈহন, সম্যক্ প্রকারে চেষ্টা। (পুং) ২ বিষ্ণু। (বিষ্ণুর সহস্রনাম)

সমীহা (স্ত্রী) সম্-ঈহ-অচ্-টাপ্। ১ সম্যক্ ইচ্ছা। ২ উদ্যোগ, চেষ্টা। ৩ সন্ধান।

সমীহিত (ত্রি) সম্-ঈহ-ক্ত। ১ সম্যক্ চেষ্টিত। ২ অভীষ্ট ভাবে ক্ত। (ক্লী) ৩ চেষ্টা, ৪ ইচ্ছা।

সমুক্ষণ (ক্লী) সম্যক্ প্রকারে সিঞ্চন। সমুক্ষণ। (মালতীমাধব)

সমুখ (ত্রি) মুখেন সহ বর্ত্তমানঃ। বাগ্মী, বাবদূক, যাহারা উত্তমরূপে বলিতে পারেন। (হেম)

সমুচিত (ত্রি) সম্যগুচিত, উপযুক্ত, যোগ্য, সমঞ্জস।

"তদেতৎ কতবাং ন খলু পশুয়োঃ সমুচিতঃ।" (উত্তরা°)

সমুচ্চয় (পুং) সম্-উৎ-চি-অচ্। ১ সমাহার, মিলন। ২ সমূহ, রাশি।

'রাশ্যো র্দ্বয়োর্ব্বহূনাঞ্চ সমাহারঃ সমুচ্চয়ঃ।' (শব্দরত্না°)

দুই বা বহুর রাশিতে মিলনকে সমুচ্চয় কহে। অনেক পদার্থের এক ক্রিয়াতে অন্বয়। ৩ অর্থালঙ্কার বিশেষ। লক্ষণ—

"সমুচ্চয়োঽয়মেকস্মিন্ সতি কার্য্যস্য সাধকে।
খলে কপোতিকা ন্যায়াত্তৎকরঃ স্যাৎ পরোঽপি চেৎ।
গুণৌ ক্রিয়ে বা যুগপৎ স্যাতাং যদ্বা গুণক্রিয়ে॥"

(সাহিত্যদ° ১০।৭৩৯)

কার্য্যের সাধক একটী হইলে খলে কপোতিকন্যায়ে যদি অপরেও তৎকর অর্থাৎ সেই কার্য্যের সাধক হয়, তাহা হইলে এই অলঙ্কার হইবে। বৃদ্ধ, যুবা, শিশু কপোত সকল যেমন এককালে খলে (জালে) পতিত হয়, তেমনি সকল পদার্থ এককালে পরস্পর অন্বয়বিশিষ্ট হইলে তাহাকে কপোতিক ন্যায় কহে। এই অলঙ্কারে কার্য্যের সাধক একটী এবং তাহাতে এককালে অনেকগুলি কার্য্যের সাধক হইবে। গুণ ও ক্রিয়াকে যদি যুগপৎ গুণ ক্রিয়ার আপতন হয়, তাহা হইলেও এই অলঙ্কার হয়।

"শশী দিবসধূসরো গলিতযৌবনা কামিনী
সরো বিগতবারিজং মুখমনক্ষরং স্বাকৃতেঃ।
প্রভুর্ধনপরায়ণঃ সততদুর্গতঃ সজ্জনো
নৃপাঙ্গনগতঃ খলো মনসি সপ্ত শল্যানি মে॥"

(সাহিত্যদ° ১০।৭৩৯)

দিবস কালীন ধূসর চন্দ্র, বিগতযৌবনা স্ত্রী, পদ্মরহিত সরোবর, সুন্দর পুরুষের অনক্ষর বদন অর্থাৎ মূর্খ সুন্দর পুরুষ, ধনপরায়ণ অর্থাৎ ধনলোভে সদসদ্বিবেকরহিত প্রভু, সতত দুর্দ্দশাগ্রস্ত সজ্জন এবং রাজাঙ্গনগত খল এই সাতটী আমার অন্তঃকরণে শল্য স্বরূপ। এই স্থলে দুঃখদায়ক হেতু এই ৭টী অন্তঃকরণের শল্যতুল্য। রাত্রিকালে চন্দ্র শোভন এবং দিবসে অশোভন, স্ত্রীদিগের যৌবন শোভন, বিগতযৌবন অশোভন, বিদ্বান্ সুন্দর পুরুষ শোভন, অবিদ্বান্ অশোভন ইত্যাদি রূপ সাধকের এক কালীন বর্ণন হওয়ায় এই অলঙ্কার হইল। এই স্থলে খলে কপোতবৎ সকল কারণের সাহিত্যরূপে অবতারণ হইয়াছে। সুতরাং এই অলঙ্কার হইল। যেখানে কারণ সকল মিলিত হইয়া কার্য্য বিশেষ উৎপাদন করে, সেই স্থানেই সমুচ্চয় হয়। এই স্থলেও কারণ সকল মিলিত হইয়া আমার হৃদয়ে শল্য স্বরূপ এই কার্য্য জন্মাইয়াছে। সুতরাং এই অলঙ্কার হইল।

সমুচ্চরৎ (ত্রি) সম্-উৎ-চর-শতৃ। ১ উৎপতনশীল। ২ উচ্চারক।

সমুচ্চারণ (ক্লী) সম্যক্ রূপে উচ্চারণ।

সমুচ্চিত (ত্রি) সম-উৎ-চি-ক্ত। ১ রাশীকৃত। ২ সংগৃহীত। সমুচ্চয়যুক্ত।

সমুচ্চিচীর্ষা (স্ত্রী) একত্র উৎসর্গেচ্ছা বা অর্পণেচ্ছা।

(ঈশোপনিষদ্ভাষ্য)

সমুচ্চিত (ত্রি) সম্-উৎ চি-ক্ত। একত্র, মিলিত।

সমুচ্ছলিত (ত্রি) সম-উৎ-শল-ক্ত। ১ সমতাঃ বিস্তীর্ণ, চারিদিকে ছড়ান। ২ সম্যক্‌রূপে উথলিয়া পড়া।

সমুচ্ছিত্তি (স্ত্রী) ধ্বংস, বিনাশ। (দিব্যাবদান)

সমুচ্ছেদ (পুং) সম্-উৎ-ছিদ-ঘঞ্। বিনাশ, ধ্বংস, উন্মূলন।

সমুচ্ছেদন (ক্লী) সম্-উৎ-ছিদ-ল্যুট্। সমুচ্ছেদ শব্দার্থ।

সমুচ্ছ্রয় (পুং) সম্-উৎ-শ্রি-অচ্। ১ বিরোধ। ২ উৎসেধ। উচ্চতা, অত্যুন্নতি, বৃদ্ধি।

সমুচ্ছ্রায় (পুং) সম্-উৎ-শ্রি-ঘঞ্। সমুচ্ছ্রয় শব্দার্থ।

সমুচ্ছ্রিত (ত্রি) সম্-উৎ-শ্রি-ক্ত। উচ্চ,উন্নত, বর্দ্ধিত।

সমুচ্ছ্রিতি (স্ত্রী) সম্-উৎ-শ্রি-ক্তিন্। সমুচ্ছ্রয়।

সমুচ্ছ্বসিত (ত্রি) সম্-উৎ-শ্বস-ক্ত। পুনরুজ্জীবিত, উচ্ছ্বাসযুক্ত।

সমুচ্ছ্বাস (পুং) সম্-উৎ-শ্বস-ঘঞ্। ১ নিশ্বাস প্রশ্বাস। ২ স্ফীতি ও স্ফূর্ত্তি।

সমুজ্জিহীর্ষু (ত্রি) সমুদ্ধর্ত্তুমিচ্ছুঃ, সম্-উৎ-হৃ-সন্, সম্বাচ্‌উ। সম্যক্‌রূপে উদ্ধার করিতে অভিলাষী। (ভাগবত ১০।৭৫।৩৯)

সমুজ্জ্বল (ত্রি) সম্-উৎ-জ্বল-অচ্। সম্যক্ উজ্জ্বল, অতিশয় উজ্জ্বল।

সমুজ্‌ঝিত (ত্রি) সম্ উজ্‌ঝ-ক্ত। ত্যক্ত।

সমুখ্ (হিন্দী) যোদ্ধগমাবরণ।

সমুৎক (ত্রি) সম্যক্ উৎক। সম্যক্ অভিলাষী।

সমুৎকচ (ত্রি) সম্যক্ প্রকারে উৎকচ।

সমুৎকণ্ঠ (ত্রি) সম্যক্‌রূপে উৎকণ্ঠাবিত। ব্যগ্র, ব্যস্ত।

সমুৎকর্ষ (ত্রি) সম্-উৎ-কৃষ-ঘঞ্। সম্যক্ উৎকর্ষ।

সমুৎক্রম (পুং) সম্-উৎ-ক্রম্-অপ্। সম্যক্ উৎক্রম, ঊর্দ্ধগমন।

সমুৎকীর্ণ (ত্রি) সম্-উৎ-কৃ-ক্ত। ১ ভেদিত, বিদ্ধ। ২ বিদীর্ণ, ভগ্ন।

"অসৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ।" (রঘু ১স°)

সমুৎক্রোশ (পুং) সমুৎক্রোশতীতি সম্-উৎ-ক্রুশ-অচ্। ১ কুরর পক্ষী। (শব্দরত্না°) ভাবে-ঘঞ্। উচ্চশব্দ। উচ্চৈঃশব্দ।

সমুৎক্ষেপ (পুং) সম্যক্‌রূপে তুলিয়া ফেলা।

সমুৎক্ষেপণ (ক্লী) সমুৎক্ষেপ দেখ।

সমুত্তর (ক্লী) সম্যগুত্তরং। সম্যক্ উত্তর।

সমুত্তান (ত্রি) উত্তান, সম্যক্ উত্তান।

সমুত্তার (পুং) সম্-উৎ-তৃ-ঘঞ্। সম্যক্ পার, সম্যক্‌রূপে উত্তরণ।

সমুত্থ (ত্রি) সমুত্তিষ্ঠতীতি সম্-উৎ-স্থা-ক। সমুদ্ভব, উৎপন্ন, জাত।

"দশকাম সমুত্থানি তথাষ্টৌ ক্রোধজানি চ।
ব্যসনানি দুরন্তানি প্রযত্নেন বিবর্জ্জয়েৎ॥" (মনু ৭।৪৫)

২ উদিত, উত্থিত, উঠা।

সমুত্থান (ক্লী) সম্-উৎ-স্থা-ল্যুট্। ১ আরম্ভ, সমুদ্যোগ। ২ উত্থান, উঠা। ৩ উদয়, উৎপত্তি। ৪ উত্তোলন। ৫ ব্যাধি-নির্ণয়। ৬ রোগশান্তি, রোগমুক্তি।

সমুত্থাপ্য (ত্রি) সম-উৎ-স্থা-ণিচ্-যৎ। সমুৎথাপনের যোগ্য, সমুত্থান করাইবার উপযুক্ত।

সমুত্থিত (ত্রি) সম্-উৎ-স্থা-ক্ত। সম্যক্‌রূপে উত্থিত।

"সমুত্থিতশ্চ প্রবণাত্তপাদে।" (তিথিতত্ত্ব)

সমুত্থেয় (ত্রি) সম্-উৎ-স্থা-য। সমুত্থানের উপযুক্ত, সমুত্থানার্হ।

সমুৎপতন (ক্লী) সম্-উৎ-পত-ল্যুট্। সম্যক্‌রূপে উৎপতন, উড্ডয়ন।

সমুৎপত্তি (স্ত্রী) সম্-উৎ-পদ-ক্তিন্। সম্যক্ বিকাশ, সম্যক্‌রূপ উৎপত্তি।

সমুৎপন্ন (ত্রি) সম্-উৎ-পদ-ক্ত। সমুদ্ভূত। সম্যক্ উৎপন্ন, জাত। ১ উদ্ভূত, ঘটিত, প্রবৃত্ত।

সমুৎপাত (ত্রি) সম্-উৎ-পত-ঘঞ্। উৎপাত, উপদ্রব।

সমুৎপাদ (পুং) সম্যক্ উৎপত্তি।

সমুৎপাদ্য (ত্রি) সম্-উৎ-পদ-ণ্যৎ। সমুৎপাদনযোগ্য, উৎপাদনে উপযুক্ত।

সমুৎপাটন (ক্লী) সম্-উৎ-পাটি-ল্যুট্। সম্যক্ উৎপাটন, উন্মূলন।

সমুৎপাটিত (ত্রি) উন্মূলিত, যাহা উৎপাটন হইয়াছে।

সমুৎপিঞ্জ (ত্রি) সম্-উৎ-পিজি-হিংসায়াং অচ্। অত্যন্ত ব্যাকুল। অতিশয় কাতর।

'উৎপিঞ্জলসমুৎপিঞ্জ পিঞ্জলা ব্যাকুলে।' (হেম)

(পুং) ২ ব্যাকুল সৈন্য, যে সকল সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

সমুৎপীড়ন (ক্লী) সম্ উৎ-পীড় ল্যুট্। সম্যক্‌রূপে উৎপীড়ন, অতিশয় পীড়ন।

সমুৎফাল (পুং) তরঙ্গায়িত ভাবে গমন। অশ্বের আস্ফালনসহ গমন। পা ছোড়াইয়া যাওয়া।

সমুৎসর্গ (পুং) সম্ উৎ-সৃজ্-ঘঞ্। উৎসর্গ, ত্যাগ।

"মূত্রোচ্চারসমুৎসর্গং দিবা কুর্য্যাদুদঙ্মুখঃ।" (মনু ৪।৫০)

সমুৎসব (পুং) সম্-উৎ-সূ-অচ্। সম্যক্ উৎসব, অতিশয় উৎসব।

সমুৎসাহ (পুং) সম্-উৎ-সহ ঘঞ্। অতিশয় উৎসাহ।

সমুৎসাহতা (স্ত্রী) সমুৎসাহস্য ভাবঃ সমুৎসাহ-তল্-টাপ্। সমুৎসাহিত্ব, উৎসাহের ভাব বা ধর্ম্ম, অতিশয় উৎসাহের সহিত কার্য্য।

সমুৎসুক (ত্রি) সম্যগুৎসুকঃ। সম্যক্ উৎকণ্ঠিত। অভীষ্ট লাভের জন্য আগ্রহযুক্ত।

সমুৎসুকত্ব (ক্লী) সমুৎসুকস্য ভাবঃ ত্ব। সমুৎসুকের ভাব বা ধর্ম্ম, সমুৎসুকের সহিত কার্য্য।

সমুৎসৃষ্ট (ত্রি) সম্-উৎ-সৃজ-ক্ত। সম্যক্‌রূপে উৎসৃষ্ট, ত্যক্ত।

সমুৎসেধ (পুং) সম্-উৎ-সিধ্-ঘঞ্। উচ্চতা, উচ্ছ্রায়, সম্যক্ উৎসেধ।

সমুদ্ভূত (ত্রি) সম্-উৎ-ভূ-ক্ত। সমুৎপন্ন, জাত।

সমুদক্ত (ত্রি) সমুদচ্যতে, স্মেতি সম্-উৎ-অন্চ-ক্ত। উদ্ধৃত, কূপাদি হইতে উদ্ধৃত জলাদি। (অমর)

সমুদগ্র (ত্রি) ১ সীমার উচ্চতাবিশিষ্ট। ২ সম্যক্ উদগ্র।

সমুদয় (পুং) সম্ উৎ-ইন-অচ্। ১ সমূহ, সমগ্র, সকল। ২ উত্থান, উদয়, উন্নতি। ৩ যুদ্ধ। ৪ দিবস। (শব্দর°) (ক্লী) ৫ জ্যোতিষ মতে লগ্নকে সমুদয় কহে।

"সামর্থ্যং তস্য কল্প্যতে সমুদয়ে বিজয় কুটুম্বং ততঃ" (জ্যোতিসার)

৬ নরাড়ীচক্রের অন্তর্গত চতুর্থনাড়ী। এই নাড়ী জন্মনক্ষত্র হইতে অধিক অষ্টাদশ নক্ষত্ররূপ, যাহার যে নক্ষত্র জন্মনক্ষত্র হইবে, সেই নক্ষত্র হইতে অষ্টাদশ নক্ষত্রকে সমুদয়নাড়ী কহে।

"জন্মর্ক্ষং কর্ম্ম তদ্দোশমং সাংঘাতিকং ষোড়শতঃ।
সমুদয়মষ্টাদশতং বিনাশসংজ্ঞং ত্রয়োবিংশং॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

[বিশেষ বিবরণ নরাড়ীচক্র শব্দ দেখ]

সমুদাগম (পুং) সম্-উৎ-আ-গম-ঘঞ্। সম্যক্‌জ্ঞান। (ত্রিকা°)

সমুদাচার (পুং) সম্-উৎ-আ-চর-ঘঞ্। ১ আদর, অভিপ্রায়। ২ শিষ্টাচার, সম্যগ্ আচার। ৩ নমস্কার, অভিবাদন। (মিতা°)

সমুদাচারবৎ (ত্রি) সমুদাচার অস্ত্যর্থে মতুপ্, মস্য ব। সমুদাচার-বিশিষ্ট, শিষ্টাচারযুক্ত ২ আদরযুক্ত।

সমুদানয় (পুং) ১ সঙ্গতি। ২ শেষ করিয়া আনা। সম্পাদন।

সমুদায় (পুং) সম্-উৎ-অয়-ঘঞ্। সমূহ, সমগ্র, সকল। ২ যুদ্ধ। ৩ পৃষ্ঠভাগি বল। পশ্চাদ্ভাগে স্থিত সৈন্য। (অমর) ৪ সমুত্থান, উদয়, উন্নতি। (মেদিনী)

সমুদাহার (পুং) কথোপকথন, বাক্যালাপ।

সমুদিত (ত্রি) সম্-বদ-ক্ত। ১ সম্যক্ প্রকারে কথিত। ২ উত্থিত। ৩ উন্নত। ৪ উৎপন্ন, জাত।

সমুদীরণ (স্ত্রী) সম্-উৎ-ঈর-ল্যুট্। সম্যক্ উদীরণ, সম্যক্ কথন।

সমুদীরিত (ত্রি) সম্-উৎ-ঈর-ক্ত। ১ সম্যক্ কথিত। উচ্চারিত। (স্ত্রী) ভাবে ক্ত। ২ উদীরণ, উচ্চারণ।

সমুদীর্ণ (ত্রি) সম্যক্ উদীর্ণ। সম্যক্ কথন। (ভারত ভীষ্মপ°)

সমুদ্গ (পুং) সমুদ্গচ্ছতীতি সম্-উৎ-গম অন্যেষ্বপীতি ড। ১ সম্পুটক, ঢাকনি কোটা, ঢোপা ও ধবী প্রভৃতি (ত্রি) মুদ্গেন সহ বর্ত্তমানঃ। মুদ্গের সহিত বর্ত্তমান, মুদ্গযুক্ত, মুদ্গবিশিষ্ট।

সমুদ্গক (পুং) সমুদ্গ এব স্বার্থে কন্। সমুদ্গচ্ছতীতি ইমগ্ধনাগমাদেরিতি ডে সমুদ্গঃ ততঃ স্বার্থে ক। সম্পুটক। (অমর) ২ হংকোবিশেষ।

সমুদ্গত (ত্রি) সম্-উৎ-গম-ক্ত। উত্থিত, উৎপন্ন।

সমুদ্গীত (ত্রি) সম্-উৎ-গৈ-ক্ত। উচ্চৈর্গীত, উচ্চৈঃস্বরে গীত।

সমুদ্গার (পুং) সম্যক্ উদ্গার, অতিশয় বমন।

সমুদ্গীর্ণ (ত্রি) সম্-উৎ-গৄ-ক্ত। ১ বমিত, যাহারা বমন করিয়াছে। ২ কথিত। ৩ উত্তোলিত।

সমুদ্ঘাতিন্ (ত্রি) সম্যক্‌উদ্ঘাতযুক্ত।

সমুদ্বহ (স্ত্রী) যুদ্ধ। পরস্পরে বিবাদ।

সমুদ্দিধীর্ষু (ত্রি) সমুদ্ধর্ত্তুমিচ্ছুঃ, সম্-উৎ-ধৃ-সন্, সন্নন্তাৎ উ। সম্যক্ রূপে উদ্ধার করিতে ইচ্ছুক।

সমুদ্দেশ (পুং) সম্-উৎ-দিশ্-ঘঞ্। সম্যক্ উদ্দেশ, অনুসন্ধান।

সমুদ্দিষ্ট (ত্রি) সম্-উৎ-দিশ-ক্ত। সম্যক্ উদ্দিষ্ট।

সমুদ্ধত (ত্রি) সম্-উৎ-হন-ক্ত। ১ সম্যক্ প্রকারে উদ্ধত, অবিনীত, অতি উদ্ধত। (অমর) ২ সমুদ্গীর্ণ। (হেম)

সমুদ্ধরণ (স্ত্রী) সম্-উৎ-হৃ-ল্যুট্। ১ বান্তান্ন, যে অন্ন বমন করা হইয়াছে। ২ উদ্ধার, উত্তোলন। ৩ উন্মূলন। কূপাদি হইতে জলাদির উত্তোলন বা বৃক্ষাদির উন্মূলন। ৪ উদ্ধার, মোচন।

সমুদ্ধর্ত্তৃ (ত্রি) সম্-উৎ-হৃ-তৃচ্। উদ্ধারকর্ত্তা, যিনি উদ্ধার করেন। ২ উন্মূলয়িতা, উন্মূলনকারী। ৩ ঋণশোধনকারী।

সমুদ্ধর্ষ (পুং) সম্যক্ ধর্ষণ।

সমুদ্ধস্ত (ত্রি) হস্তদ্বারা তুলিয়া ফেলা।

সমুদ্ধার (পুং) সম্-উৎ-হৃ-ঘঞ্। সমুদ্ধরণ পদার্থ।

সমুদ্ধৃত (ত্রি) সম্-উৎ-হৃ-ক্ত। সমুৎকীর্ণ। ২ মোচিত, উদ্ধার করা। ৩ অপনীত। ৪ উত্তোলিত। ৫ বান্ত। ৬ উন্মূলিত। ৭ অসদ্ব্যবহারপ্রাপ্ত। ৮ অংশ করিয়া গৃহীত, অংশীকৃত। ৯ গৃহীত। ১০ অধিকৃত। ১১ সম্যক্ প্রকারে উদ্ধৃত, উত্থাপিত।

সমুদ্ধূসর (ত্রি) ধূসরবর্ণময়।

সমুদ্বোধ (পুং) সম্-উদ্-বুধ-ঘঞ্। উদ্বোধ, জ্ঞান।

সমুদ্ভব (পুং) সম্-উৎ-ভূ-অপ্। ১ উৎপত্তি, জন্ম। ২ অগ্নির নামভেদ। কার্য্য বিশেষে হোম করিবার কালে অগ্নির নাম সমুদ্ভব স্থির করিয়া হোম করিতে হয়। (স্মৃতি)

সমুদ্ভূতি (স্ত্রী) সম্-উৎ-ভূ-ক্তিন্। সমুদ্ভব, উদ্ভব, উৎপত্তি। "সুখতঃখসমুদ্ভূতিনানারসনিবন্ধনম্।" (সাহিত্যদ° ৩।২৭৭)

সমুদ্ভাসিত (ত্রি) সম্-উৎ-ভাস-ক্ত। ১ প্রদীপ্ত। ২ শোভিত। ৩ উজ্জ্বলীকৃত।

সমুদ্ভূত (ত্রি) সম্-উৎ-ভূ-ক্ত। উৎপন্ন, জাত।

সমুদ্ভেদ (পুং) ১ উদ্ভেদন। ২ বিকাশ। ৩ সম্যক্ উপপত্তি। ৪ প্রস্রবণ, জলাদির উদ্গমন।

সমুদ্যত (ত্রি) সম্-উৎ-যম-ক্ত। সম্যক্ উদ্যত, সম্যক্ উদ্যুক্ত।

সমুদ্যম (পুং) সম্যক্ উদ্যমঃ উদ্-যম্-অপ্। সম্যক্ উদ্যম। সম্যক্ চেষ্টা। ২ আরম্ভ।

সমুদ্যমিন্ (ত্রি) সম্-উদ্-যম্-ইন্। সমুদ্যমবিশিষ্ট, উদ্যমযুক্ত, চেষ্টাযুক্ত। ২ আরম্ভকারী।

সমুদ্যোগ (পুং) সম্-উদ্-যুজ্-ঘঞ্। সম্যক্ উদ্যোগ।

সমুদ্র (পুং) জলসমুদায়স্থান, অম্বুধি, সাগর। অমরটীকায় ভরত এই শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—চন্দো-দয়াৎ আপঃ সম্যক্ উন্দন্তি ক্লিদ্যন্তি অত্র,চন্দ্রোদয়াৎ সমুন্দন্তি বা সমুদ্রঃ, উন্দ্ধী ক্লেদে নাম্নীতি রক্, বৃদ্ধ্যভাবে নলোপ ইতি নলোপঃ।

অপাং চৈব সমুদ্রেন সমুদ্র ইতি স্মৃতঃ। (বায়ুপুরাণং)

মুদ্রা মর্য্যাদা তয়া সহ বর্ত্ততে ইতি বা সম্যগুন্দন্তো রোহিণিঅ ইতি মুদং রাত্তি দদাতীতি চে, মুদ্রাণি রত্নাদীনি তৈঃ সহ বর্ত্ততে ইতি বা' (ভরত) চন্দ্রোদয়ে জল সকল যেখানে উচ্ছ্বসিত হয়, তাহাকে সমুদ্র কহে। অথবা মুদ্রা শব্দের অর্থ মর্য্যাদা, মর্য্যাদার সহিত বর্ত্তমান, সমুদ্র মর্য্যাদার উল্লঙ্ঘন করে না, এই জন্য

উহার নাম সমুদ্র। যা যাহাতে র অর্থাৎ অগ্নি সমুদ্গত হয়, তাহাকে সমুদ্র, অথবা মুদ শব্দের অর্থ আনন্দ, আনন্দ দান করে যে তাহার তাহার নাম মুদ্র, রত্ন প্রভৃতি। রত্ন প্রভৃতির সহিত বর্ত্তমান, সমুদ্রে রত্নাদি আছে এই জন্যও উহা সমুদ্র শব্দবাচ্য। পর্য্যায়—অব্ধি, অকূপার, পারাবার, সরিৎপতি, উদন্বৎ, উদধি, সিন্ধু, সরস্বৎ, সাগর, অর্ণব, রত্নাকর, জলনিধি, যাদঃপতি, অপাংপতি, (অমর) মহাকচ্ছ, নদীকান্ত, তমীর, দ্বীপবৎ, জলেন্দ্র, মহিধ, ক্ষৌণীপ্রাচীর, মকরালয়, (জটাধর) সরিতাংপতি, নীরধি, অম্বুধি, পাথোধি, যাদসাম্পতি, নদীন, ইন্দুজনক, তিমিকোষ, নিধি, কীলালধি, ধরণীপুর, ক্ষীরাব্ধি, ধরণিপ্লব, বাহ, বচলল, পেরু, মিতদ্রু, বাহিনীপতি, গঙ্গাধর, দারদ, তিমি, প্রাণতাবৎ, উর্ম্মিমালী, মহাশয়, অম্ভোধি, তরিষ, কূলঙ্কষ, বারিধ। (শব্দরত্না°) বারিরাশি, শৈলশিবির, পয়োনিধি, জলধি, মহীপ্রাচীর (ত্রিকা°) পয়োধি, সরিন্নাথ, অম্ভোরাশি, নদীনাথ, নিত্য, অব্ধি, অপাংনাথ। জলগুণ—লবণ, রক্তাময়প্রদ, উষ্ণ, বৈবর্ণদোষজনক, বিশেষতঃ দাহপীড়াকারক ও পিত্তবর্দ্ধক। (রাজনি°) রাজবল্লভে লিখিত আছে যে সমুদ্র জল সকল প্রকার দোষজনক এবং ক্ষার।

"সামুদ্রমুদকং ক্ষারং সর্ব্বদোষপ্রকোপণং।" (রাজবল্লভ)

শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে যে সমুদ্র ভগবানের মেঢ়দেশ হইতে উৎপন্ন হন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে যে শ্রীকৃষ্ণের ঔরসে বিরজার গর্ভে ৭ পুত্র হয়। একদা শ্রীকৃষ্ণ ও বিরজা এক স্থানে আসীন আছেন, এমন সময় পুত্রগণ পরস্পর বিবাদ করিয়া কনিষ্ঠ পুত্রকে প্রহার করিল, ঐ পুত্র ক্রন্দন করিতে থাকায় বিরজা যাইয়া তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। এই অবসরে শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার গৃহে গমন করিলেন। অনন্তর বিরজা পুত্রকে সান্ত্বনা করিয়া সমীপে আর তখন শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন না, তখন তিনি প্রিয়-বিরহে অতি কাতর হইয়া বিলাপ করিলেন। অনন্তর পুত্রের জন্য প্রিয় অন্তর্হিত হইয়াছে মনে করিয়া তাঁহার প্রতি কোপ পরবশ হইয়া এই শাপ প্রদান করিলেন যে, তুমি লবণ সমুদ্র হইবে, তোমার জল যেন কেহ পান করিতে না পারে। অন্যান্য পুত্রদিগকেও তিনি ঐরূপ শাপ দেন। তাহাতে তাঁহার এই সপ্তপুত্র হইতে সপ্তসমুদ্র হয়। (শ্রীকৃষ্ণ জন্মখ° ৩ অ°)

মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে যে, চন্দ্রের উদয় হইলে সমুদ্র উদিত, অর্থাৎ স্ফীত এবং চন্দ্রের অস্তে সমুদ্র ক্ষীণ হইয়া থাকেন। জলরাশির সমুদ্রেক হয়, এই জন্য ইহার নাম সমুদ্র হইয়াছে।

"অপাং চৈব সমুদ্রেকাৎ সমুদ্র ইতি সংজ্ঞিতঃ।
উদয়ত্যিন্দৌ পূর্ব্বে তু সমুদ্রঃ পূর্য্যতে সদা।
প্রক্ষীয়মাণে বহুলে ক্ষীয়তে হস্তমিতেন বৈ।
আপূর্য্যমাণোহ্যদধিরাত্মনৈবাভিপূর্য্যতে॥ ইত্যাদি।
(মৎস্যপু° ১০০ অ°)

চন্দ্র যেমন উদিত হন, তৎক্ষণাৎই সমুদ্র জল অতিশয় স্ফীত হইয়া উঠে, তাহাতেই সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী নদীসমূহে জোয়ার হয়, এবং চন্দ্র যখন অস্তমিত হন, তখন সমুদ্রের জল নামিয়া যায় সুতরাং নিকটবর্ত্তী নদীসমূহে ভাটা হয়। অতএব সমুদ্রের জোয়ার ভাটার কারণ একমাত্র চন্দ্রোদয় ও চন্দ্রাস্ত। দেবতা ও অসুর একত্র মিলিত হইয়া এক যোগে সমুদ্র মন্থন করেন। শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্দে ৬ অধ্যায় হইতে ১২ অধ্যায় পর্য্যন্ত ইহার বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। অমৃতলাভের জন্য সমুদ্র মথিত হয়, দেবতা ও অসুর মিলিত হইয়া সমুদ্রমন্থন আরম্ভ করিলে প্রথমে হলাহল বিষোৎপত্তি হয়। এই বিষের জ্বালায় সকলে অতিশয় উৎপীড়িত হন, তখন তাহারা আর অন্য কোন উপায় না দেখিয়া মহাদেবের স্তব করেন। মহাদেব দেবগণের স্তবে তুষ্ট হইয়া এই বিষপান করেন। তখন আবার সমুদ্র-মন্থন আরম্ভ হয়। এইবার সুরভি ও লক্ষ্মী প্রভৃতি এবং ধন্বন্তরি অমৃতভাণ্ড লইয়া আবির্ভূত হন। অসুরগণ অমৃতভাণ্ড অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতে আরম্ভ করিলে ভগবান্ বিষ্ণু মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অসুরদিগকে বঞ্চনা করেন এবং সেই ভাণ্ড অপহরণ করিয়া দেবতাদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। ইহা লইয়া দেবাসুরে তুমুল সংগ্রাম হয়। নারদ আসিয়া এই যুদ্ধ নিবারণ করেন। দেবগণ যে সকল দৈত্যদিগকে হনন করিয়াছিলেন, শুক্রাচার্য্য তাহাদিগকে পুনরুজ্জীবিত করেন।

(ভাগবত ৮ স্ক°)

কলিকালে সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে। কলিকালে সমুদ্রযাত্রা করিলে পাতিত্য হইবে এই বিষয়ে বাদিদিগের মধ্যে মতভেদ আছে।

"সমুদ্রযাত্রাস্বীকারঃ কমণ্ডলুবিধারণং।
দ্বিজানামসবর্ণাসু কন্যাসূপযমস্তথা॥
দেবরেণ সুতোৎপত্তির্মধুপর্কে পশোর্বধঃ।
মাংসাদনং তথা শ্রাদ্ধে বানপ্রস্থাশ্রমস্তথা॥...
ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্জ্যানাহুর্মনীষিণঃ।" (উদ্বাহতত্ত্ব)

সমুদ্রযাত্রাস্বীকার, অর্থাৎ সমুদ্রগমন, কমণ্ডলুধারণ, দ্বিজদিগের অসবর্ণ-বিবাহ, দেবর দ্বারা পুত্রোৎপাদন, অতিথির জন্য মধুপর্ক দানকালে পশুবধ, শ্রাদ্ধে মাংসভক্ষণ, বানপ্রস্থাশ্রম, দত্তা কন্যার পুনর্ব্বার দান, দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য এবং নরমেধ ও অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান এই সকল কলিকালে বর্জ্জনীয়। কলিকালে এই সকলের অনুষ্ঠান করিলে পাতিত্য হয়। ইহাতে কেহ কেহ

বলেন যে, কলিকালে সমুদ্রযাত্রা দোষাবহ নহে। আবার কেহ কেহ বলেন, ধর্ম্মার্থ সমুদ্রযাত্রা করিতে নাই, মতান্তরে তীর্থযাত্রা ব্যপদেশে সমুদ্রযাত্রা করিলে পাপ নাই। বাণিজ্য ও বিদ্যা শিক্ষার্থে সমুদ্রযাত্রা করা যাইতে পারে। কিন্তু তীর্থযাত্রা ব্যতীত সমুদ্রযাত্রা করিলে সংস্কারার্হ হইতে হয়। পূর্ব্বে যে হিন্দু (আর্য্য) সমাজে সমুদ্রপথে বাণিজ্যযাত্রার অত্যন্ত প্রভাব ছিল, পরবর্ত্তিকালের এই নিষেধাজ্ঞাই তাহার অকাট্য প্রমাণ। যবদ্বীপের বোরোবুদর মন্দিরে ও সারনাথের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে আর্য্যজাতির প্রাচীন অর্ণবপোতের চিত্র প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ আছে।

[উপনিবেশ, আর্য্য ও বৈশ্য শব্দ দেখ।]

কবিকল্পলতায় লিখিত আছে যে, সমুদ্র বর্ণন করিতে হইলে দ্বীপ, অদ্রি, রত্ন, ঊর্ম্মি, পোত, জলজন্তুসমূহ, নদীর উৎপত্তি, চন্দ্রোদয়ে সমুদ্রবর্দ্ধন এবং ঔর্ব্বানলপূরণ প্রভৃতি বর্ণন করিতে হয়।

"অব্ধৌ দ্বীপাদ্রিরত্নোর্ম্মি পোতযাদো জলপ্রবাঃ।
বিধূদয়াগমশ্চন্দ্রাদ্বৃদ্ধির্বৌর্ব্বানলপূরণং ॥"

(কবিকল্পলতা ১।৩ কুসুম)

২ প্রাচীন জাতিবিশেষ। (মার্ক° পু°)

সমুদ্রকফ (পুং) সমুদ্রস্য কফ ইব। সমুদ্রফেন, সমুদ্রের ফেনা। (ত্রিকা°)

সমুদ্রকর, একজন প্রাচীন নীতিবিৎকবি। ক্ষেমেন্দ্র ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

সমুদ্রকল্লোল (পুং) সমুদ্রস্য কল্লোলঃ। সমুদ্রের কল্লোল, সমুদ্রগর্জ্জন।

সমুদ্রকাঞ্চী (স্ত্রি) সমুদ্রাঃ কাঞ্চীব মেখলেব যস্যাঃ। সমুদ্রমেখলা পৃথিবী।

সমুদ্রকান্তা (স্ত্রী) সমুদ্রস্য কান্তা। নদী, সরিৎ। নদীদিগের গন্তব্যস্থান সমুদ্র। যেখান হইতে যে নদী উৎপত্তি হউক না কেন, সমুদ্রে মিশিতে পারিলেই যেন ইহাদের কার্য্য শেষ হয়। এই জন্য নদীমাত্রকেই সমুদ্রকান্তা কহে।

সমুদ্রগ (ত্রি) সমুদ্রং গচ্ছতীতি গম-ড। ১ সমুদ্রগামিমাত্র, যে সমুদ্রে গমন করে। স্ত্রিয়াং টাপ্। সমুদ্রগা—নদী। (হেম) ৩ গঙ্গা।

সমুদ্রগুপ্ত (পুং) গুপ্ত রাজবংশীয় একজন প্রবলপরাক্রান্ত সম্রাট্। ইনি মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। [গুপ্তরাজবংশ দেখ।]

সমুদ্রগৃহ (ক্লী) সমুদ্র ইব জলযুক্তং গৃহং। জলযন্ত্রগৃহ, চলিত ফোয়ারার ঘর।

সমুদ্রচুলুক (পুং) সমুদ্রশ্চুলুক ইব অনায়াসেন পেয়ত্বাৎ যস্য। অগস্ত্যমুনি। (ত্রিকা°)

সমুদ্রজ (ত্রি) সমুদ্রে জায়তে জন-ড। ১ সমুদ্র জাত, যাহা সমুদ্রে জন্মে। প্রবাল মুক্তাদি রত্ন।

সমুদ্রজ্যেষ্ঠ (ত্রি) সমুদ্র প্রধান।

"সমুদ্রজ্যেষ্ঠাঃ সলিলস্য" (ঋক্ ৭।৪৯।১)

'সমুদ্রজ্যেষ্ঠাঃ সমুদ্রোঽর্ণবো জ্যেষ্ঠঃ প্রশস্যতমো যাসামপাং তাঃ'

(সায়ণ)

নদীদিগের মধ্যে সমুদ্রই প্রশস্যতম এইজন্য উহাকে সমুদ্রজ্যেষ্ঠ কহে।

সমুদ্রতত্তা (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিচরণে ১৯টী করিয়া অক্ষর থাকে। এই সকল অক্ষরের মধ্যে ২,৩,৪,১১, ১২, ১৪, ১৭, ও ১৯ অক্ষর গুরু, এতদ্ভিন্ন অক্ষর সকল লঘু, ৮ ও ১২ অক্ষরে যতি। ইহার লক্ষণ—

"গমাব্ধিতুরগৈর্ম্মৌসমতাগত্যেৎসমুদ্রতত্তা" (ছন্দোম°)

সমুদ্রতীর (ক্লী) সমুদ্রস্য তীরং। সমুদ্রের তীর। উপকূল।

সমুদ্রতীরীয় (ত্রি) সমুদ্রতীরবাসী।

সমুদ্রদত্ত (পুং) একজন গ্রন্থকার। (স্থবিরাবলী ২।৭৫)

সমুদ্রদয়িতা (স্ত্রী) সমুদ্রস্য দয়িতা। নদী। সমুদ্রকান্তা। (হেম)

সমুদ্রনবনীত (ক্লী) সমুদ্রস্য ক্ষীরোদস্য নবনীতমিব। ১ অমৃত। ২ চন্দ্র। (মেদিনী)

সমুদ্রনিষ্কুট (পুং) ১ সমুদ্রোপকূলস্থ উপবনভেদ। ২ বনভেদ।

(ভারত সভাপর্ব্ব)

সমুদ্রনেমি (স্ত্রী) পৃথিবী।

সমুদ্রপত্নী (স্ত্রী) সমুদ্রস্য পত্নী। নদী, সরিৎ।

সমুদ্রপর্য্যন্ত (ত্রি) সাগরাবধি, সাগরপর্য্যন্ত, সমুদ্র হইয়াছে যাহার শেষ।

সমুদ্রফল (ক্লী) সমুদ্রফলমিব। অব্ধিফল, ঔষধবিশেষ।

"সমুদ্রনাম প্রথমং পশ্চাৎফলমুদাহরেৎ।
সমুদ্রফলমিত্যাদিনাম যাত্যং ভিষগ্বরৈঃ ॥" (রাজনি°)

গুণ—কটু, উষ্ণকর, বাতদোষনাশক, ভূতনিরোধকারী, কফ ও ভ্রমবৃদ্ধিকারক। (রাজনি°) ইহার পত্রের প্রলেপ দিলে চর্ম্মরোগ বিনষ্ট হয়। ইহার মূল—বাতনাশক এবং আয়ুর্ব্বেদোক্ত হিতকর। ভাবপ্রকাশমতে ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, বাতঘ্ন, মাদক, সার বিষনাশক, ত্রিদোষঘ্ন, কফরোগ ও ভ্রান্তিনাশক। (ভাবপ্র°) ২ বনামখ্যাত বৃক্ষফল। কলিখফল, দাক্ষিণাত্যে সমুদ্রাফলা, হিন্দী—কইথফল বা সমুদ্রফল পং, বম্বে—সমুদ্রশোক, তৈলঙ্গ—সমুদ্রপাল।

সমুদ্রফেন (পুং) সমুদ্রস্য ফেনঃ। যথাযথ্যাতঃদ্রব্য, সমুদ্রের ফেনা। পর্য্যায়—ফেন, অব্ধিকফ, অর্ণবমল, ডিণ্ডীর, সমুদ্রকফ, জলহাস, ফেনক, বাব্ধিফেন, পয়োধিজ, সুফেন, অব্ধিডিণ্ডীর,

সামুদ্র। ইহার গুণ—শীতল, নেত্ররোগ, কফ, কণ্ঠাময়, অরুচি ও কর্ণরোগনাশক। (রাজনি°)

বৈদ্যকনিঘণ্টুমতে—রুচিকর, লেখন, স্থূলত্ব, লঘু, চক্ষুর হিতকর, বিষদোষনাশক, কর্ণশূলহর, কফ, কণ্ঠরোগ ও পিত্ত-কর্ণদোষ নাশক। (বৈদ্যকনি°)

সমুদ্রমথন (পুং) ১ দৈত্যভেদ। (হরিবংশ) (স্ত্রী) ২ সমুদ্রালোড়ন।

সমুদ্রমণ্ডূকী (স্ত্রী) জলশুক্তি, ঝিনুক। (সুশ্রুত)

সমুদ্রমালিন্ (ত্রি) পৃথিবী। (গো° রামা° ১।৫১।১৫)

সমুদ্রমালিনী (স্ত্রী) পৃথিবী, পৃথিবীর চারিদিকে সমুদ্র মালাকারে রহিয়াছে এইজন্য উহাকে সমুদ্রমালিনী কহে।

সমুদ্রমেখলা (স্ত্রী) সমুদ্রঃ মেখলেব যস্যাঃ। পৃথিবী। (ত্রিকা°)

সমুদ্রযাত্রা (স্ত্রী) সমুদ্রে যাত্রা গমনং। সমুদ্রগমন, সমুদ্র-ভ্রমণ। [সমুদ্র শব্দ দেখ]

সমুদ্রযান (স্ত্রী) সমুদ্রস্য যানং। অর্ণবপোত, জাহাজ, যে সকল যান সমুদ্রে গমন করে। ২ সমুদ্রগমন, সমুদ্রযাত্রা।

"সমুদ্রযানকুশলা দেশকালার্থদর্শিনঃ।

স্থাপয়ন্তি তু যাং বৃদ্ধিং সা তত্রাধিগমং প্রতি ॥" (মনু ৮।১৫৭)

সমুদ্রযায়িন্ (ত্রি) সমুদ্রে গচ্ছতীতি গম-ণিনি। সমুদ্রগামী, যাহারা সমুদ্রগমন করিয়াছেন, মনু ইহাদিগকে অপাঙ্‌ক্তেয় অর্থাৎ ইহাদিগের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ইহারা দ্বিজাধম।

"আগারদাহী গরদঃ কুণ্ডাশী সোমবিক্রয়ী।

সমুদ্রযায়ী বন্দী চ তৈলিকঃ কূটকারকঃ ॥

এতান্ বিগর্হিতাচারানপাঙ্‌ক্তেয়ান্ দ্বিজাধমান্ ॥"

(মনু ৩।১৫৮)

সমুদ্ররসনা (স্ত্রী) সমুদ্রঃ রসনেব যস্যাঃ। পৃথিবী। কোন কোন স্থলে সমুদ্ররশনা এইরূপ পাঠও দেখিতে পাওয়া যায়।

সমুদ্রলবণ (ক্লী) সমুদ্রজাতং লবণং। জলজাতলবণ, সমুদ্রের জল হইতে যে লবণ প্রস্তুত হয়। পর্য্যায় সামুদ্রক, সামুদ্র, শিব, বশির, সাগরোত্থ, অক্ষীব, লবণাব্ধিজ। গুণ—লঘু, কটু, পাচক, অগ্নি ও পিত্তবর্দ্ধক, বিদাহী, কফ ও বাতনাশক, দীপন, রুচি-কারক। (রাজনি°) [লবণ শব্দ দেখ]

সমুদ্রবর্দ্ধন্ (পুং) রাজভেদ। (কথাসরিৎসা° ৫২।৩৬৫)

সমুদ্রবসনা (স্ত্রী) সমুদ্রঃ এব বসনং যস্যাঃ। পৃথিবী।

সমুদ্রবহ্নি (পুং) সমুদ্রস্য বহ্নিঃ। বাড়বানল। (হলায়ুধ)

সমুদ্রবাসস্ (ত্রি) সমুদ্রজল আচ্ছাদন যাহার, অগ্নি।

(ঋক্ ৮।৯১।৪)

সমুদ্রবাসিন্ (ত্রি) সমুদ্রে সমুদ্রতীরে বসতীতি বস-ণিনি। সমুদ্রতীরে বাসকারী, সমুদ্রে বাসকারী।

সমুদ্রবিজয় (পুং) ১ বৃহদ্রথপিতা। (হেম) ইনি জৈনতীর্থঙ্কর, বসুদেবের পুত্র ও কৃষ্ণের ভ্রাতা। [জৈন শব্দ দেখ]।

সমুদ্রব্যচস্ (ত্রি) সমুদ্রের ন্যায় ব্যাপ্তিযুক্ত, সমুদ্র যেরূপ চারিদিক্ ব্যাপিয়া আছে, তদ্রূপ ব্যাপ্তিবিশিষ্ট। "অবীবৃধন্ সমুদ্রব্যচসং গিরঃ" (শুক্লযজুঃ ১২।৫৬) 'সমুদ্রব্যচসং সমুদ্রবৎ ব্যচো ব্যাপ্তির্যস্য তং সমুদ্রবদ্ব্যাপকং' (মহীধর)

সমুদ্রশূর (পুং) বণিগ্‌ভেদ। (কথাসরিৎসা° ৫৩।৯৭)

সমুদ্রসার (পুং) শুক্তি। মুক্তা। (ভারত সভাপর্ব্ব)

সমুদ্রসুভগা (স্ত্রী) সমুদ্রস্য সুভগা। গঙ্গা। (রাজনি°)

সমুদ্রসূরি, সমুদ্রপত্রিকাপ্রণেতা।

সমুদ্রসেন (পুং) ১ বঙ্গরাজভেদ, চন্দ্রসেনের পিতা। (ভারত আদিপর্ব্ব) ২ বণিগ্‌ভেদ। (কথাসরিৎস° ২৯।১১৯) ৩ কাঙ্‌ড়া জেলার কুলুবিভাগের একজন সামন্তরাজ। ইনি খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, বরুণসেনের পুত্র সঞ্জয়সেন, তৎপুত্র রবিষেণ, তৎপুত্র সমুদ্র-সেন। ইনি মহাসামন্ত ও মহারাজ উপাধিতে পরিচিত ছিলেন।

সমুদ্রস্থলী (স্ত্রী) সমুদ্রতীরস্থ তীর্থক্ষেত্রভেদ। (পা ৪।২।১২৮)

সমুদ্রা (স্ত্রী) সম্যগুদ্গতো মোহরিন্দ্রঃ। ১ শমী। (রাজনি°) ২ শটী।

সমুদ্রান্ত (ক্লী) সমুদ্রস্য অন্ত উৎপত্তিস্থানমেনাত্যস্যেতি অচ্। ১ জাতীফল। সমুদ্রস্য অন্তং। ২ সমুদ্রতীর। সমুদ্রঃ অন্তো যস্য। (ত্রি) ৩ সমুদ্রান্তবিশিষ্ট।

সমুদ্রান্তা (স্ত্রী) সমুদ্রান্ত-অচ্-টাপ্। ১ দুরালভা। (অমর) ২ কার্পাসী। ৩ পৃক্কা। (মেদিনী) ৪ যবাস। (রাজনি°)

সমুদ্রাভিসারিণী (স্ত্রী) সমুদ্রদেবের অনুচারিণী দেববালা।

সমুদ্রাম্বরা (স্ত্রী) সমুদ্রঃ অম্বরমিব যস্যাঃ। পৃথিবী। (ত্রিকা°)

সমুদ্রায়ণ (ত্রি) ১ সমুদ্রে গমনকারী। স্ত্রিয়াং টাপ্। নদী।

সমুদ্রারু (পুং) সমুদ্রং ঋচ্ছতীতি ঋ-উন্। ১ কুম্ভীর। ২ সেতু-বন্ধ। ৩ তিমিঙ্গিল মৎস্য। (মেদিনী)

সমুদ্রার্থ (ত্রি) সমুদ্রই যাহাদের একমাত্র গন্তব্য। "সমুদ্রার্থা যাঃ শুচয়ঃ" (ঋক্ ৭।৪৯।২) 'সমুদ্রার্থাঃ সমুদ্র এবার্থো গন্তব্যো যাসাং তাঃ সমুদ্রার্থাঃ' (সায়ণ) স্ত্রিয়াং টাপ্। সমুদ্রার্থা—নদী। নদীদিগের একমাত্র গন্তব্য স্থান সমুদ্র, এই জন্য উহারা সমুদ্রার্থা পদবাচ্য।

সমুদ্রাবরণ (ত্রি) ১ সাগরসমাচ্ছাদিত। স্ত্রিয়াং টাপ্। পৃথিবী।

(ভাগ° ১২।৩।৫)

সমুদ্রিয় (ত্রি) সমুদ্রে ভবঃ ইতি সমুদ্র (সমুদ্রাভ্রাদ্ঘঃ। পা ৪।৪।১১৮) ইতি ঘ। ১ সমুদ্রভব। ১ সমুদ্রসম্বন্ধীয়। "বৃষাণিং বৃষণং ভরগপাং পর্ত্তিং সমুদ্রিয়ং" (শুক্লযজুঃ ১১।৫৬)

সমুদ্রীয় (ত্রি) সমুদ্র-ঈয়। সমুদ্রসম্বন্ধী।

সমুদ্রেক (পুং) সম্-উৎ-রিচ-ঘঞ্। সম্যক্ প্রকারে উদ্রেক।

সমুদ্রেষ্ঠ (ত্রি) সমুদ্রে তিষ্ঠতীতি স্থা-ক, অলুক্; যদ্বা সমুদ্রস্থ, সমুদ্রস্থিত। (তৈত্তিরীয় স° ৩।৫।৬।৩)

সমুদ্রোন্মাদন (পুং) কল্যাহ্বয়ভেদ। (ভারত ৯ পর্ব্ব)

সমুদ্বহ (ত্রি) সম্ উৎ-বহ-অ। ১ শ্রেষ্ঠ। ২ বহনকারী, উদ্বহনকর্ত্তা।

সমুদ্বাহ (পুং) সম্-উৎ-বহ-ঘঞ্। সম্যক্ প্রকারে বহন। ২ বিবাহ।

সমুদ্বেগ (পুং) সম্-উৎ-বিজ্-ঘঞ্। সম্যক্ উদ্বেগ, অতিশয় উদ্বেগ।

সমুন্দন (স্ত্রী) সম্-উন্দ-ল্যুট্। ১ আর্দ্রীভাব। আর্দ্রতা, ক্লিন্নতা। পর্য্যায়—তেম, স্তেম। (অমর)

সমুন্ন (ত্রি) সম্-উন্দ-ক্ত। আর্দ্র, জলসিক্ত, (অমর)

সমুন্নত (ত্রি) সম্-উৎ-নম-ক্ত। সম্যক্ উন্নত, অতিশয় উন্নত। উন্নতিবিশিষ্ট। ২ বৃদ্ধিযুক্ত। উচ্চ, মহৎ। ৩ স্তম্ভভেদ। (ধরণি)

সমুন্নতি (স্ত্রী) সম্ উৎ-নম-ক্তিন্। সম্যক্ উন্নতি, বৃদ্ধি। ২ মহত্ত্ব। ৩ উচ্চতা, উচ্চপদ।

সমুন্নদ (পুং) রাক্ষসভেদ। (রামায়ণ ৬।৩২।১৫)

সমুন্নদ্ধ (ত্রি) সম্-উৎ-নহ-ক্ত। ১ পণ্ডিতম্মন্য, যিনি আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া বিবেচনা করেন। ২ গর্ব্বিত। ৩ প্রভু। ৪ সমুদ্ভূত, উৎপন্ন। ৫ ঊর্দ্ধবদ্ধ। (হেম)

সমুন্নমন (স্ত্রী) ঊর্দ্ধে উত্তোলন বা আকুঞ্চন।

সমুন্নয় (পুং) সম্-উৎ-নী-অপ্। সমুন্নয়ন।

সমুন্নয়ন (স্ত্রী) সম্-উৎ-নী-ল্যুট্। উৎক্ষেপণ, ঊর্দ্ধে নয়ন। ২ উদ্ভাবন। ৩ লাভ, প্রাপ্তি।

সমুন্নস (ত্রি) উন্নস, ঊর্দ্ধনাসিকাবিশিষ্ট।

সমুন্নাদ (পুং) অনুক্রমিক চিৎকার। সমূহ শব্দ।

সমুন্নাহ (পুং) সম্-উৎ-নহ-ঘঞ্। উচ্ছ্রায়, উচ্চতা।
"মেরুদ্রোণ্যামসমুন্নাহঃ কর্ণিকাভূতঃ" (ভাগবত ৫।১৬।৭)
'সমুন্নাহঃ উচ্ছ্রায়ঃ' (স্বামী)

সমুন্নেয় (ত্রি) ১ অভিব্যক্তিযোগ্য। ২ যাহা সম্যক্ আয়ত্তে আনয়ন করা যায়।

সমুন্মুখ (ত্রি) উন্মুখ।

সমুন্মিশ্র (ত্রি) উন্মিশ্র, মিশ্র।

সমুন্মূলন (স্ত্রী) সম্যক্‌রূপে উন্মূলন, নাশ।

সমুপক্রম (পুং) সম্-উপ-ক্রম-অপ্। সম্যক্ উপক্রম, আরম্ভ।

সমুপগন্তব্য (ত্রি) গমনকর্ত্তব্য।

সমুপচার (পুং) সম্-উপ-চর-ঘঞ্। সম্যক্ উপচার, পূজা।

সমুপচিত (ত্রি) সম্-উপ-চি-ক্ত। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, বহুলীকৃত, বর্দ্ধিত। ২ গৃহীত, সম্যক্ উপচিত।

সমুপচ্ছাদ (পুং) সম্-উপ-ছদ-ঘঞ্। সম্যক্ আচ্ছাদন।

সমুপজোষম্ (অব্য°) সম্-উপ-জুষ-অম্। আনন্দ, হর্ষ ২ ভাগ্যক্রমে, সৌভাগ্যবশতঃ। এই শব্দ তালব্য শকারেও হয়।

সমুপধান (স্ত্রী) ১ উৎপাদন, জনন। ২ স্থাপন, রক্ষাকরণ।

সমুপভোগ (পুং) সম্-উপ-ভুজ-ঘঞ্। সম্যক্ উপভোগ।

সমুপবেশ (পুং) ১ অভ্যর্থনা। ২ স্থান।

সমুপবেশন (স্ত্রী) সম্-উপ বিশ-ল্যুট্। উপবেশন, সম্যক্ প্রকারে বসা। ২ অভ্যর্থনা।

সমুপস্তম্ভ (পুং) সংক্ষেপকরণ।

সমুপস্থা (স্ত্রী) সম্-উপ-স্থা-অঙ্। ১ নৈকট্য, সমীপ্য। ২ ঘটনা।

সমুপহব (পুং) হোমাদির দ্বারা দেবাদিকে আহ্বান। (শতপথব্রা° ৮।৬।১।২৫)

সমুপহ্বর (পুং) লুকাচুরির ন্যায় ক্রীড়াবিশেষ। ২ অন্তর্দ্ধান। ৩ লুকাইবার স্থান।

সমুপানয়ন (স্ত্রী) সম্-উপ-আ-নী-ল্যুট্। সম্যক্‌রূপে উপানয়ন।

সমুপাভিচ্ছাদ (পুং) সমুপচ্ছাদ। (পা ৬।৪।২৮ বার্ত্তিক)

সমুপার্জ্জন (স্ত্রী) সম্-উপ-অর্জ্জ-ল্যুট্। সম্যক্ উপার্জ্জন। (মনু ৭।১৫২)

সমুপালম্ভ (পুং) সম্-উপ-আ-লভ-ঘঞ্। সম্যক্ উপালম্ভ, তিরস্কার। ২ সম্বোধবাক্য।

সমুপেক্ষক (ত্রি) সমুপেক্ষাকারী, যিনি উপেক্ষা করেন, যে ব্রাহ্মণ দীনদিগকে উপেক্ষা করেন, তাহার তপস্যা বিনষ্ট হয়।
"ব্রাহ্মণঃ সমদৃক্ শান্তো দীনানাং সমুপেক্ষকঃ।
স্রবতে ব্রহ্ম তস্যাপি ভিন্নভাণ্ডাৎ পয়োযথা॥" (ভাগ ৪।১৪।৪১)

সমুপেত (ত্রি) সম্-উপ-ইণ-ক্ত। সমাগত।

সমুপেয়িবস্ (ত্রি) সম্-উপ-ইণ-ক্বসু। গমনকর্ত্তা, গমনবিশিষ্ট। ২ উপস্থিত। ৩ প্রাপ্ত।

সমুপেপ্সু (ত্রি) সমুপাপ্তুমিচ্ছুঃ সম্-উপ-আপ-সন্-উ। সম্যক্‌প্রকারে পাইতে ইচ্ছুক বা লাভ করিতে ইচ্ছুক।

সমুপোঢ় (ত্রি) সম্-উপ-বহ-ক্ত। ১ সমাসন্ন। ২ সমন্ধ ৩ সজ্জিত। ৪ সমুত্থিত। ৫ দাব, দমিত, চাপিয়া রাখা।

সমুপোষক (ত্রি) সম্যক্‌রূপে উপবাসকারী।

সমুল্লসৎ (ত্রি) সম্ উৎ-লস-শতৃ। সম্যক্ উল্লাসযুক্ত, হর্ষবিশিষ্ট। ২ দীপ্তিবিশিষ্ট।

সমুল্লসিত (ত্রি) সম্-উৎ-লস-ক্ত। উল্লাসযুক্ত, আনন্দিত। ২ শোভিত। ৩ ক্রীড়াশীল।

সমুল্লাস (পুং) সম্-উৎ-লস-ঘঞ্। সম্যক্ উল্লাস, হর্ষ, আনন্দ।

সমুল্লাসিন্ (ত্রি) সম্-উৎ-লস-ণিনি। হর্ষবিশিষ্ট, আনন্দযুক্ত।

সমুল্লিখৎ (ত্রি) সম্-উৎ-লিখ-শতৃ। পাদাদি দ্বারা ভূমি খননকর্তা।

"তুষারসংঘাতশিলাঃ খুরাগ্রৈঃ
সমুল্লিখৎ দর্পকলঃ ককুদ্মান্।" (কুমার ১।৫৬)

সমুল্লেখ (পুং) সম্-উৎ-লিখ-ঘঞ্। সমুল্লেখন।

সমুল্লেখন (ক্লী) সম্-উৎ লিখ-ল্যুট্। ১ সম্যক্‌রূপে উল্লেখ, কথন। ২ খনন, আচড়ান। ৩ মুণ্ডন। ৪ চাঁচা।

সমুষ্মণ (ত্রি) ১ সম্যক্ উষ্ণ। ২ পুষ্টদেহ।

সমুক্ত (ত্রি) ১ সম্যক্ উক্ত। ২ দীপ্তিশীল।

সমুষ্যল (ত্রি) সম্যক্ উত্তম্ভন। 'সমুষ্যলা সম্যক্ উত্তম্ভনা'।
(অথর্ব ৬।১৩৯।৩ সায়ণ)

সমুহৎপুরীষ (ত্রি) অগ্নি। (শতপথব্রা° ৬।৭।২।৮)

সমূঢ় (ত্রি) সম্-বহ-ক্ত। ১ পুঞ্জিত, রাশীকৃত। পুঞ্জীকৃত। ২ ধৃত। ৩ সঞ্চিত। ৪ ভুক্ত। ৫ বিবাহিত। ৬ পরিষ্কৃত। ৭ শোধিত। ৮ সদ্যোজাত। ৯ দমিত। ১০ অনুপক্রান্ত। ১১ সংহত। ১ মূলের সহিত বর্তমান।

সমূর (পুং) মৃগভেদ। (হেম)

সমূরু (পুং) মৃগবিশেষ, চমূরুমৃগ। (অমর)

সমূল (ত্রি) মূলেন সহ বর্তমানং। মূলের সহিত বর্তমান, মূলযুক্ত, মূলবিশিষ্ট। ২ হেতুর সহিত, কারণবিশিষ্ট।

সমূলক (ত্রি) সমূল-স্বার্থে কন্। সমূল, মূলের সহিত, সহেতুক।

সমূলকাষ (অব্য°) সমূলং কষতি (নিমূলসমূলয়োঃ কষঃ। পা ৩।৪।৩৪) ইতি ণমুল্। মূলের সহিত হননকারী, এইরূপ হনন করিতে হইবে যাহাতে আর মূল না থাকে। "অবিদ্যাদয়ঃ পঞ্চক্লেশাঃ সমূলকাষং কষিতা ভবন্তি" (সর্বদর্শনস°) এই শব্দের পর কষ ধাতুর অনুপ্রয়োগ হয়।

সমূলঘাতি (অব্য°) সমূলং হন্তি সমূল-হন (সমূলাকৃতজীবেষু হন্ কৃঞ্ গ্রহঃ। পা ৩।৪।৩৬) ণমুল্। মূলের সহিত হননকারী।

"সমূলঘাতং ন্যবধীদরীংশ্চ।" (ভট্টি ১ স°)

এই শব্দের পরও হন ধাতুর অনুপ্রয়োগ হয়। সমূলঘাতং হন্তি, ইত্যাদি।

সমূহ (পুং) সমূহ্যতে ইতি সম্-উহ-ঘঞ্। ১ অনেক। পর্যায়— নিবহ, ব্যূহ, সন্দোহ, বিসর, ব্রজ, স্তোম, ওঘ, নিকর, ব্রাত, বার, সংঘাত, সঞ্চয়, সমুদায়, সমুদয়, সমবায়, চয়, গণ, সংহতি, বৃন্দ, নিকুরম্ব, কদম্বক, পূগ, সমূহ, ঘন, নিচয়, জাল, অগ্র, পটল, কাণ্ড, মণ্ডল, চক্র, বিস্তর, উৎকার, সমুচ্চয়, আকর, প্রকর, সংঘ, প্রচয়, জাতি। (শব্দরত্না°) উহ-ভাবে ঘঞ্। ২ সম্যক্ তর্ক।

সমূহক (পুং) সমূহ-স্বার্থে কন্। সমূহ শব্দার্থ।

সমূহন (ত্রি) ১ সমাহরণকারী, উৎসারণকারী, বিনষ্টকারী।

"কর্ণশ্রবেঽনিলে রাত্রৌ দিবা পাংশুসমূহনে।
এতৌ বর্ষাস্বনধ্যায়াবধ্যায়জ্ঞাঃ প্রচক্ষতে।" (মনু ৪।১০২)

২ উৎসারণ। ৩ সমূহ তর্ক।

সমূহনী (স্ত্রী) সমূহ্যতেঽনয়েতি সম্-উহ-ল্যুট্, স্ত্রিয়াং ঙীপ্। সম্মার্জনী, ঝাঁটা। (হেম)

সমূহ্য (পুং) সমূহ্যতে ইতি সম্-উহ ণ্যৎ। ১ বহ্নি। পর্যায়— পরিচার্য, উপচার্য, (অমর) (ত্রি) ২ সম্যক্ উহ্যোগ্য, তর্কনীয়, তর্ক করিবার উপযুক্ত।

সমৃজীক (ত্রি) সমভক্তিবিশিষ্ট। মৃজীকা শব্দের অর্থ সমভক্তি, ভক্তিভাবে তাহার সহিত ক্রিয়মাণ কার্যকে সমৃজীক কহে। "মৃজীকা সমভক্তিস্তদ্ভেদেন ক্রিয়মাণং সমৃজীকং"
(হরিবংশ ৭৫।২৬ নীলকণ্ঠ)

সমৃত (ত্রি) সম্-ঋ-ক্ত। সম্প্রাপ্ত।

"অস্মাকমিন্দ্রঃ সমৃতেষু ধ্বজেষু" (ঋক ১০।১০৩।১১)
'সমৃতেষু পরসেনাং সংপ্রাপ্তেষু। (সায়ণ)

সমৃতি (স্ত্রী) সম্-ঋ ক্তিন্। সম্প্রাপ্তি। (ঋক ৪।৭।২)

সমৃদ্ধ (ত্রি) সম্-ঋধু-বৃদ্ধৌ-ক্ত। সমৃদ্ধিযুক্ত, বৃদ্ধিযুক্ত। পর্যায়— অধিকর্দ্ধি, অধিসম্পত্তিশালী। (শব্দরত্না°) (পুং) ২ উৎপন্ন, জাত। ৪ নাগবিশেষ। (ভারত ১।৫৭।১৭)

সমৃদ্ধি (স্ত্রী) সম-ঋধ-ক্তিন্। সম্যক্‌বৃদ্ধি, অতিশয় সম্পত্তি, পর্যায়—ঋধ, বিধা। (জটাধর) সম্পত্তি, ঐশ্বর্য, উন্নতি, বৃদ্ধি, শ্রেয়ঃ, মঙ্গল। ২ কুম্ভকারাঙ্গ। ৩ প্রকার, আধিপত্য।

সমৃদ্ধিন্ (ত্রি) বর্দ্ধনশীল। ধনবৃদ্ধিকারী।

সমৃদ্ধিমৎ (ত্রি) সমৃদ্ধি অস্ত্যর্থে মতুপ। সমৃদ্ধিবিশিষ্ট।

সমৃধ্ (ত্রি) সম্ ঋধ-ক্বিপ্। সমৃদ্ধ, সমৃদ্ধিবিশিষ্ট। "সমৃধো বিশ্পতে কৃণু জুষস্ব" (ঋক ৬।২।১০) 'সমৃধঃ সমৃদ্ধান্' (সায়ণ)

সমৃধ (ত্রি) সম্ ঋধ-ক। সমৃদ্ধ। (ঋক ৭।১০৩।৫)

সমেড়া (স্ত্রী) জন্মমাতৃভেদ। (ভারত ৯ প°)

সমেত (ত্রি) সম্-আ-ইণ-ক্ত। ১ সম্যক্ প্রাপ্ত। ২ সংযুক্ত, সম্মিলিত। ৩ সমেতা'দ্রি নামক পর্বত। (শত্রুঞ্জয়মাহাত্ম্য ১।২৮৫)

সমেতম্ (অব্য°) যুক্তভাবে।

সমেদ্ধৃ (ত্রি) সম্-ইধ্-তৃচ্। প্রবোধক। "নিপাতি সমেদ্ধারং" (ঋক ৭।১।১৪) 'সমেদ্ধারং সংবোধকং' (সায়ণ)

সমেধ (ত্রি) যজ্ঞযোগ্যাহবিরাগযুক্ত। (ঐতরেয়ব্রা° ২।৮) (পুং) মেরুর অন্তর্গত পর্বতভেদ। (লিঙ্গপু° ৪৯।৪৩)

সমেধন (ক্লী) সম্-এধ-ল্যুট্। সম্যক্ বর্দ্ধন, অতিশয় বর্দ্ধন।

"অস্যাঃ সমেধনার্থায় পক্ষং মাল্যাক পুত্রকং।" (রামা° ২।৪৩।৬)

সমেধিত (ত্রি) সম্-এধ-ক্ত। সম্যক্ বর্দ্ধিত।

সমেশ্বরী (সোমেশ্বরী), আসামপ্রদেশের গারোহিল্ (পার্ব্বত্য) বিভাগে প্রবাহিতা একটী নদী। স্থানীয়দের নিকট উহা সমসাম নামে পরিচিত। তুরা শৈলমালার তুরা নামক শৃঙ্গের নিকট হইতে উদ্ভূত হইয়া ইহা ক্রমশঃ উক্ত পর্ব্বতের উত্তর দিয়া পূর্ব্বাভিমুখে বহিয়া গিয়াছে। অনন্তর দক্ষিণাভিমুখী হইয়া পর্ব্বতবক্ষ সুন্দর-দৃশ্য প্রপাতগুলিকে সমলঙ্কৃত করিয়া বাঙ্গালার ময়মনসিংহ জেলার সমতল প্রান্তর দিয়া অবশেষে সুসঙ্গ পরগণার কংস নদীতে আসিয়া মিশিয়াছে।

গারো-পার্ব্বত্য প্রদেশের ইহা একটী প্রধান নদী। উক্ত পার্ব্বত্য প্রদেশে এই নদীবক্ষে প্রায় ২০ মাইল পথ পর্য্যন্ত নৌকা লইয়া যাওয়া যায়। সিজু নামক স্থানের উত্তরে নানাপ্রকার পাথরের পাহাড় থাকায় নদীর স্রোতোগতি কতকাংশে রুদ্ধ হইয়াছে; এই কারণে ঐ স্থলে কএকটী খর-প্রবাহী প্রপাত দৃষ্ট হয়। ঐ প্রপাতসমূহের অবস্থান হেতু নিম্নদেশ হইতে নৌকা সমূহ আর উপরে উঠিতে পারে না। তাহার উত্তরে দেশবাসীরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা লইয়া যাতায়াত করে। সমেশ্বরী উপত্যকার যে স্থলে এই নদী শেলে পাথর স্তরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে তথায় প্রভূত পরিমাণে কয়লার খাত আছে।

নদীর উভয়কূলে স্থানে স্থানে চূণাপাথরের স্তরও দেখা যায়। ঐ সকল স্তরের মধ্যে অনেক গুহা আছে। কোন কোন গুহা এরূপ কৌতুকাবহ যে পরিদর্শকগণ উহা দেখিয়া বিস্মিত হন।

উৎপত্তি স্থানের সন্নিকটে এই নদীর উভয়কূলের দৃশ্য পরম রমণীয়। কোথাও উচ্চ চূড় গিরিশৃঙ্গ উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান, কোথাও গভীর পর্ব্বত কন্দর, প্রকৃতির নির্জ্জন বক্ষে সেই বিশাল পর্ব্বতপৃষ্ঠ যেন স্থানটাকে গাম্ভীর্য্য পূর্ণ করিয়াছে, আবার কোন স্থানে বসুন্ধরা শস্য শ্যামলা হইয়া পূর্ণশ্রীতে বিরাজিত, ঐ স্থান যেন তৃণগুল্মাদিতে পূর্ণ ও ফলমূলপরিশোভিত। জল-সমাগমে ঐ নির্জ্জন পর্ব্বতপৃষ্ঠও অপূর্ব্ব শোভাময়। নদীর এই অংশ জলে মহা-কায় মহশীর (মহাশোল) মৎস্য প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। গারো জাতি মহা আগ্রহের সহিত ঐ মৎস্য ধরিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকে।

সমোকস (ত্রি) সহ্ সমানং ওকঃ বাসস্থানং যস্য। সমান নিবাস; সমানবাসযুক্ত।

"বায়ুনা ভবথঃ সমোকসা" (ঋক্ ৮।৭।১২)

'সমোকসা সমাননিবাসৌ' (সায়ণ)

সমোদ, রাজপুতনার জয়পুররাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। সমোদ জমিদারীর মধ্যে ইহা একটী বাণিজ্য প্রধান স্থান। নগরটী বেশ সমৃদ্ধিশালী। জয়পুররাজের অধীন প্রধান সামন্তগণের মধ্যে এখানকার ঠাকুরেরা এক জন। রাঠোর রাজবংশে সমোদ-পতিগণের যথেষ্ট সম্মান ছিল এবং তাঁহারা যথার্থ রাজপুত বীর বলিয়া পরিচিত ছিলেন। বর্ত্তমানে যে শৈলপাদমূলে সমোদ নগর অবস্থিত, সেই শৈলশৃঙ্গে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া সমোদপতি আপন দেশ ও ধন রক্ষা করিয়াছিলেন।

সমোদক (স্ত্রী) সমং উদকং যত্র। অর্দ্ধজলযুক্ত ঘোল, মথিতার্দ্ধোদধি। পর্য্যায়—উদশ্বিৎ। (ত্রি) ২ সমান উদকবিশিষ্ট সমানজলযুক্ত।

সমোহ (পুং) সংগ্রাম, যুদ্ধ। "সমোহে বা য আশত" (ঋক্ ১।৮।৬)

'সমোহে সংগ্রামে' (সায়ণ)

(ত্রি) ২ মোহের সহিত বর্ত্তমান, মোহযুক্ত, মোহবিশিষ্ট।

সম্প (পুং) পতন। (তুদি-প্রয়োগ)

সম্পক্ব (ত্রি) সম্-পচ-ক্ত। পক্ব, সম্যক্‌রূপে পক্ব। যাহা উত্তমরূপে পাক করা হইয়াছে।

"তিলতণ্ডুলসম্পক্বঃ কৃশরঃ সোহভিধীয়তে।"

(মনু ৫।৭ টীকায় কুল্লুক)

(দেশজ) সম্পর্ক শব্দার্থ।

সম্পত্তি (স্ত্রী) সম্-পদ-ক্তিন্। বিভবোৎকর্ষ। পর্য্যায়—শ্রী, লক্ষ্মী, সম্পদ্, ঋদ্ধি, ভূতি। (মেদিনী) ধন, ঐশ্বর্য্য। ২ শোভা। ৩ গুণোৎকর্ষ। ৪ গৌরব।

সম্পত্তিক (ত্রি) সম্পত্তিবিশিষ্ট।

সম্পদ্ (স্ত্রী) সম্-পদ-ক্বিপ্। ১ সম্পত্তি। ২ গুণোৎকর্ষ।

"গুণসম্পদা সমধিগম্য পরং

মহিমানমত্র মহিতে জগতাম্।" (কিরাত ৫।২৬)

৩ হারভেদ। (মেদিনী)

সম্পৎপ্রদ (ত্রি) সম্পৎ প্রদদাতীতি প্র-দা-ক। সম্পত্তি প্রদান কারী, যিনি সম্পৎ প্রদান করেন।

সম্পৎপ্রদাভৈরবী (স্ত্রী) ভৈরবী বিশেষ। এই ভৈরবীর উপাসনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিলে সকল সম্পদ্ লাভ হয়। এই জন্য ইহার নাম সম্পৎপ্রদা ভৈরবী হইয়াছে। তন্ত্রসারে ইহার মন্ত্র ও পূজাদির বিশেষ বিবরণ লিখিত হইয়াছে, অতি সংক্ষিপ্তভাবে তাহার বিষয় আলোচিত হইল।

"অথেশঃ ত্রিপুরা বালা তথা ত্রিপুরভৈরবী।

সম্পৎপ্রদা নাম তস্যাঃ কথ্য নির্ম্মলমানসে॥

শিবচক্রে বহ্নিসংস্থে বাগ্ভবং তদনন্তরং।

কামরাজং তথা দেবি শিবচন্দ্রাদিতং ততঃ।" (তন্ত্রসার)

এই ভৈরবীর পূজা করিতে হইলে ত্রিপুরা-ভৈরবীর ন্যায় পূজা করিবে। কেবল মন্ত্র মাত্র প্রভেদ। মন্ত্র যথা—হস্‌রৈং, হস কলরীং, হস্‌রৌঃ। এই মন্ত্রে যথোক্ত পূজাপ্রণালী ক্রমে এক

ত্রিপুরা-ভৈরবীর যে পীঠ পূজাদি অভিহিত হইয়াছে, তদনুসারে পূজা করিবে। ইহার ধ্যান—

"বালার্কমণ্ডলাভাসাং চতুর্বাহুং ত্রিলোচনাম্।
কিরীটবরবিন্যস্তচন্দ্রচিহ্নিতমৌক্তিকাম্॥
স্রবক্ত্রধিরপাত্রপূর্ণমালাবিরাজিতাম্।
নবনজলদশোভাড্যাং পূর্ণচন্দ্রনিভাননাং॥
মুক্তাহারলতারাজৎ পীনোন্নতঘটস্তনীং।
রক্তাম্বরপরীধানাং যৌবনোন্মত্তরূপিণীং॥
পুস্তকঞ্চাভয়ং বামে দক্ষিণে চাক্ষমালিকাং।
বরদানপ্রদাং নিত্যাং মহাসম্পৎপ্রদাং স্মরেৎ॥" (তন্ত্রসার)

এই ধ্যানে দেবীর পূজা করিবে। ত্রিপুরাভৈরবীর পূজার সহিত কেবল মাত্র ধ্যান-ভাগে একটু প্রভেদ আছে। এই ভৈরবী মন্ত্রের পুরশ্চরণ তিনলক্ষ জপ, জপের দশাংশ হোম, তন্ত্রান্তরে লিখিত আছে যে, এক লক্ষ জপেও এই মন্ত্র পুরশ্চরণ হইতে পারে। বিশেষ বিবরণ তন্ত্রসারে দ্রষ্টব্য। (তন্ত্রসার)

সম্পদ (স্ত্রী) সম্যক্ পদং যত্র। সমপদযুগ। যুক্তপদে দাঁড়ান। (শব্দমালা)

সম্পদিন্ (পুং) বৌদ্ধ সম্রাট্ অশোকের পৌত্রভেদ।

সম্পদ্বর (পুং) সম্-পদ-বরচ্। রাজা, নরপতি।

সম্পদ্বসু (পুং) সূর্য্যরশ্মিভেদ। (বিষ্ণুপু°) সংযদ্বসু পাঠান্তর।

সম্পদ্বিপদ (স্ত্রী) সম্পদাং বিপদাং সমাহারঃ (দ্বন্দ্বাচ্চুদষহান্তাৎ সমাহারে পা ৫।৪।১০৬) ইতি সমাহারে টচ্, স্ত্রীত্বং। সম্পদ্ ও বিপদের সমাহার, সম্পদ্ ও বিপদের একত্র সম্মিলন।

সম্পন্ন (ত্রি) সম্-পদ-ক্ত। ১ সাধিত। "লৌকিকং বচনং সার্দ্ধং সম্পন্নং যৎপ্রসাদতঃ। (পঞ্চদশী ৬।৮১) সমগ্র, সম্পূর্ণ, নিষ্পন্ন, সম্পাদিত। ২ সহিত, যুক্ত, বিশিষ্ট। ৩ সম্পত্তিযুক্ত, ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট।

সম্পন্নক্রম (পুং) বৌদ্ধ-সমাধিভেদ। (তারনাথ)

সম্পন্নতা (স্ত্রী) সম্পন্নস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সম্পন্নের ভাব বা ধর্ম্ম, সম্পত্তি, ঐশ্বর্য্য। সম্পূর্ণতা।

সম্পর (ত্রি) পরবর্ত্তী কাল। (পা ৪।২।৮০)

সম্পরায় (পুং) সম্যক্ পরে কালে ঈয়তে ইতি ইণ-অচ্। ১ আপৎ। ২ যুদ্ধ। ৩ উত্তরকাল। আয়তি। (অমর) ৪ সন্তান।

সম্পরায়ক (ক্লী) যুদ্ধ। (ভরত) সম্পরায়-স্বার্থে কন্। সম্পরায় শব্দার্থ।

সম্পরায়িক (ক্লী) যুদ্ধ। (অমরটীকা স্বামী)

সম্পরিগ্রহ (পুং) সম্-পরি-গ্রহ-অচ্। ১ সম্যক্রূপে পরিগ্রহ, স্বীকার। ২ বিবাহ।

সম্পরিপালন (ক্লী) সম্-পরি-পালি-ল্যুট্। সম্যক্রূপে পরিপালন।

সম্পরিপ্রেপ্সু (ত্রি) পরিদর্শনেচ্ছুক।

সম্পরিমার্গন (ক্লী) অন্বেষণ করিয়া বেড়ান। (রামা° ৫।২৭।৮১)

সম্পরিশোষণ (ক্লী) সম্যক্ শোষণ, ক্ষয় বা লোপ।

সম্পরীয় (ত্রি) সম্পর সম্বন্ধীয় (পা° ৪।২।৯০)

সম্পর্ক (পুং) সম্-পৃচ-ঘঞ্। ১ মেলক। ২ সংসর্গ, সম্বন্ধ। ৩ সংযোগ, মিলন। ৪ মৈথুন, রতি, স্ত্রী সংসর্গ। (মেদিনী)

সম্পর্কিন্ (ত্রি) সম্-পৃচ সম্পর্কে (সম্পৃচেতি। পা ৩।২।১৪১) ইতি ঘিনুণ্, বা সম্পর্ক অস্ত্যর্থে-ইন্। সম্পর্কবিশিষ্ট, সম্পর্কযুক্ত।

সম্পর্কীয় (ত্রি) সম্পর্ক-ছীয়। ১ সম্পর্কযুক্ত। ২ সম্পর্ক সম্বন্ধীয়। সংক্রান্ত।

সম্পর্য্যাসন (ক্লী) সম্যক্ পরিবর্ত্তন। (বৃহৎ সংহিতা ৩৩।৯)

সম্পবন (ক্লী) পূতকরণ। (সুশ্রু° ২।৬)

সম্পা (স্ত্রী) সম্পততীতি সম্-পত-ড, টাপ্। চপলা, বিদ্যুৎ।

সম্পাক (পুং) সম্যক্ পাকো যত্র। ১ আরগ্বধবৃক্ষ। (অমর) (ত্রি) ২ ধূর্ত্ত, অবিনীত। ৩ লম্পট। ৪ অল্প। ৫ তর্ক, তর্ককারী।

সম্পাচন (ক্লী) সম্যক্ পক। (সুশ্রুত)

সম্পাট (পুং) তর্কু, চলিত টেকো। (শব্দমালা)

সম্পাঠ্য (ত্রি) সম্-পঠ-ণ্যৎ। সম্যক্রূপে পাঠনের যোগ্য, পড়াইবার উপযুক্ত। (মনু ৯।২৩৮)

সম্পাত (পুং) সম্-পত-ঘঞ্। ১ সম্যক্রূপে পতন, পতন, উড্ডয়ন, ওড়া। ২ গমন। ৩ প্রবেশ। ৪ সমূহ। ৫ পক্ষীদিগের গতিবিশেষ। (জটাধর)

সম্পাতবৎ (ত্রি) প্রস্তুত। সম্যক্নিষ্পন্ন করিয়া আনা।

সম্পাতি (পুং) ১ অরুণপুত্র, পক্ষিবিশেষ। জটায়ুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। অরুণের দুই পুত্র সম্পাতি ও জটায়ুঃ।

অরুণের পত্নীর নাম শ্যেনী। এই শ্যেনীর গর্ভে মহাবলবান্ দুই পুত্র হয়, জ্যেষ্ঠ সম্পাতি, এবং কনিষ্ঠ জটায়ুঃ। এই পক্ষীদ্বয় চিরজীবী। সূর্য্যের কিরণে ইহার পক্ষদগ্ধ হয়। রামায়ণে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, পুরাকালে ইন্দ্রকর্ত্তৃক বৃত্রাসুর বধ হইলে সম্পাতি ও জটায়ুঃ ইন্দ্রবিজয়ের জন্য সুরপুরে গমন করেন। তথায় ইহারা যুদ্ধ করিতে করিতে সূর্য্যের সমুখীন হন। তখন জটায়ু সূর্য্যের প্রখর কিরণ সহ্য করিতে না পারিয়া অতি সন্তপ্ত হন। তখন সম্পাতি জটায়ুকে বিহ্বল দেখিয়া পক্ষদ্বারা তাঁহাকে আচ্ছাদন করেন, ইহাতে সম্পাতি দগ্ধপক্ষ হইয়া বিন্ধ্য মধ্যে নিপতিত হন।

বানরগণ সীতার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণ বৃত্তান্ত সম্পাতির নিকট অবগত হয়। রামায়ণে

কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডে ৫৬ সর্গ হইতে ৬২ সর্গ পর্য্যন্ত এতদ্ বিবরণ বর্ণিত আছে। [জটায়ুস্ শব্দ দেখ]

সম্পাতিক (পুং) সম্পাতি স্বার্থে কন্। গরুড়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। (শব্দমালা) সম্পাতি, অরুণের জ্যেষ্ঠপুত্র।

সম্পাতিন্ (ত্রি) সম্-পত-ণিনি। সম্যক্ পতনশীল।

সম্পাদ (পুং) সম্-পদ-ঘঞ্। সম্যক্ নিষ্পাদন।

সম্পাদক (ত্রি) সম্পাদয়তি সম্-পদ-ণিচ্-ণ্বুল্। নিষ্পাদক, নিষ্পন্নকর্ত্তা, যিনি কার্য্য-সম্পাদন করেন, কার্য্যনির্ব্বাহক।

সম্পাদন (ক্লী) সম্-পদ-ণিচ্-ল্যুট্। নিষ্পাদন, কার্য্যনির্ব্বাহ। ২ উপার্জ্জন।

সম্পাদনীয় (ত্রি) সম্-পাদি-অনীয়র্। সম্পাদনের যোগ্য, সম্পাদনের উপযুক্ত।

সম্পাদয়িতৃ (ত্রি) সম্-পাদি-তৃচ্। সম্পাদনকারী, সম্পাদক, কার্য্য-নির্ব্বাহক।

সম্পাদিত (ত্রি) সম্-পাদি-ক্ত। নিষ্পাদিত, নির্ব্বাহিত, সমাপিত।

সম্পাদিন্ (ত্রি) ১ সম্পাদনকারী। ২ শোভাবিশিষ্ট। শোভাসম্পন্ন। "কর্ণবেষ্টাভ্যাং সম্পাদিমুখং = কর্ণালঙ্কারাভ্যাং অবশ্যং শোভতে।" পা° ৫।১।৯৯ বার্ত্তিক।

সম্পাদ্য (ত্রি) সম্-পাদি-যৎ। সম্পাদন করিবার যোগ্য, সম্পাদনার্হ। ২ যে প্রতিজ্ঞায় কোন ক্রিয়াসাধন উদ্দেশ্য থাকে। জ্যামিতি শাস্ত্রের উদ্দেশ্যসাধক প্রতিজ্ঞাগুলি Problem নামে কথিত।

সম্পার (পুং) রাজভেদ। সমরের পুত্র ও পারের ভ্রাতা। (বিষ্ণুপু° ৪।১৯।১২)

সম্পারণ (ত্রি) সম্যক্পূরক, সম্যক্পূরণকারী। "ইন্দ্রসম্পারণং বসু" (ঋক্ ৩।৫৪।৪) 'সম্পারণং অস্মাভিচ্ছায়া সম্যক্পূরণং, পৃ-পালনপূরণয়োঃ-অস্মাৎ করণে ল্যুট্।' (সায়ণ)

সম্যক্ পালক, সম্যক্পালনকারী।

সম্পারিন্ (ত্রি) পারনয়নহেতু। গন্তব্যনয়নযজ্ঞের সম্যক্ পার-নয়নশীল। (ঐতরেয়ব্রা° ৪।১৩)

সম্পাবন (ক্লী) সম্যক্পবিত্র। (কাত্যায়নশ্রৌ° ২৫।১৩।১৬)

সম্পৈবেয়ন্ধ (ক্লী) সামভেদ।

সম্পিণ্ডিত (ত্রি) সম্যক্ পিণ্ডীকৃত, একত্র, মিলিত, যুক্ত।

সম্পিধান (ক্লী) সম্-অপি-ধা-ল্যুট্। সম্যক্পিধান, আচ্ছাদন।

সম্পিব (ত্রি) সম্যক্পাতা।

"সমুদ্র ইব সংপিবঃ।" (অথর্ব্ব° ৬।১৩৫।২)

'সমুদ্র ইব যথা সমুদ্রঃ নদীমুখাৎ সর্ব্বং জলং আদায় সম্পিব সম্যক্ পাতা ভবতি। স্বাত্মসাৎ করোতি ইত্যর্থঃ।' (সায়ণ)

সম্পীড় (পুং) সম্-পীড়-অচ্। সম্পীড়ন, সম্যক্ পীড়া, অতি-শয় পীড়া।

সম্পীড়ন (ক্লী) সম্-পীড়-ল্যুট্। সম্যক্ প্রকারে বাধন, অতিশয় নিপীড়ন, ক্লেশ দেওয়া। ২ প্রেরণ।

সম্পীতি (স্ত্রী) সম্-পা-পানে-ক্তিন্। সম্যক্পান, অতিশয় পান।

সম্পুট (পুং) সম্-পুট-ক। ১ কুরুবকবৃক্ষ, রক্তঝাটি। (অমর) ২ কৌটা, ঠোঙ্গা, খুঙ্গি, ও পেটরা প্রভৃতি, পেটিকা, পেড়া। (হেম) ৩ একজাতীয় উভয়মধ্যবর্ত্তী, একজাতি পদার্থের মধ্যে ভিন্ন পদার্থের সম্যক্ ব্যাপ্তি। তন্ত্রসারে লিখিত আছে যে সকাম ব্যক্তি [illegible] সম্পুট করিয়া জপ এবং নিষ্কামী সম্পুট না দিয়া জপ করিবে।

"সকামঃ সম্পুটো জপ্যো নিষ্কামঃ সম্পুটং বিনা।" (তন্ত্রসার)

চণ্ডীপাঠ স্থলে সম্পুট করিয়া পাঠ করিলে বিশেষ ফল হয়, চণ্ডীপাঠ করিবার কালে এক একটী শ্লোক পড়িতে হইবে, আর যে মন্ত্র দ্বারা সম্পুট হইবে, তাহা অগ্রে এবং পশ্চাতে পাঠ করিতে হয়।

৩ রতিবন্ধবিশেষ। ইহার লক্ষণ—

সম্প্রসার্য্যোভয়োঃ পাদৌ শয্যাগতকপোলকঃ।

ভগলিঙ্গস্য সংযোগাৎ রমতে সম্পুটো হি সঃ।" (রতিমঞ্জরী)

সম্পুটক (পুং) সম্পুটমেব ইতি সংপুট-কন। আধারবিশেষ। পর্য্যায়—সমুদ্গক, সমুদ্গ, সম্পুট। (হেম)

সম্পুষ্টি (স্ত্রী) সম্-পুষ-ক্তিন্। সম্যক্ পুষ্টি, পোষণ।

সম্পূজন (ক্লী) সম্-পূজি ল্যুট্। সম্যক্ পূজা, অতিশয় পূজন।

সম্পূজা (স্ত্রী) সম-পূজ-অঙ্-টাপ্। সম্যক্ পূজা।

সম্পূজিত (ত্রি) সম্-পূজ-ক্ত। বিশেষরূপে পূজিত, অতি সম্মানিত। (পুং) ২ বৃক্ষ। (ললিতবি°)

সম্পূজ্য (ত্রি) সম্-পূজ-যৎ। সম্যক্ পূজনীয়, অতিশয় পূজার যোগ্য। ২ সম্মানার্হ।

সম্পূর্ণ (ত্রি) সম্-পূ-ক্ত। সমগ্র, পরিপূর্ণ, সাঙ্গ। যজ্ঞ, পূজা ও হোম প্রভৃতিতে যদি অজ্ঞান, মোহ প্রভৃতি কারণে অস-ম্পূর্ণতা হয়, তাহা হইলে শেষে ভগবান্ বিষ্ণুর নাম করিলে সম্পূর্ণ হয়।

"অজ্ঞানাদ্‌যদি বা মোহাৎ প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ।

স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং স্যাদিতি শ্রুতিঃ॥"(পূজাপদ্ধতি)

(পুং) রাগের জাতিবিশেষ। ইহা সপ্তস্বরমিশ্রিত, সম্পূর্ণস্বর—সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি।

"ঔড়বঃ পঞ্চভিঃ প্রোক্তঃ স্বরৈঃ ষড়্‌ভিশ্চ ষাড়বঃ।

সম্পূর্ণঃ সপ্তভিঃ প্রোক্তো রাগজাতিস্ত্রিধামতা।"

(সঙ্গীতদামোদর)

সম্পূর্ণকালীন (ত্রি) সম্পূর্ণকালভব। (মনু ৪।৮৩)
সম্পূর্ণতা (স্ত্রী) সম্পূর্ণস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সম্পূর্ণের ভাব বা ধর্ম। সমাপ্তি।
সম্পূর্ণমূর্চ্ছা (স্ত্রী) ১ পূর্ণরূপ মূর্চ্ছা। ২ মৃত্যু। রণক্ষেত্রে নিহত সৈন্যবৃন্দের মূর্চ্ছা ও সম্পূর্ণমূর্চ্ছা ■। মূর্চ্ছার অপনোদনে জ্ঞান হয়, সম্পূর্ণমূর্চ্ছায় তাহা হয় না।
সম্পূর্ণব্রত (স্ত্রী) ব্রতভেদ। (ভবিষ্যপুরাণ)
সম্পূর্ণা (স্ত্রী) সম্পূর্ণ-টাপ্। একাদশী বিশেষ। একাদশী যদি সূর্য্যোদয়কালে পূর্ণ-মুহূর্ত্তত্রয়যুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে সম্পূর্ণা কহে। ইহার অন্যথা হইলে তাহাকে বিদ্ধা কহে।

"আদিত্যোদয়বেলায়াঃ প্রাঙ্ মুহূর্ত্তদ্বয়ান্বিতা।
সৈকাদশী হি সম্পূর্ণা বিদ্ধান্যা পরিকীর্ত্তিতা॥" (তিথিতত্ত্ব)

সম্পূর্ত্তি (স্ত্রী) সম্-পৃ-ক্তিন্। সম্যক্ পূরণ।
সম্পৃচ্ (ত্রি) সম্পৃক্ত। "সম্পৃচৌ স্বঃ" (শুক্লযজুঃ ৯।৪)
'সম্পৃচৌ স্বঃ সম্পৃক্তৌ ভবথঃ। পৃচী সম্পর্কে ক্বিপ্।' (মহীধর)
সম্পৃক্ত (ত্রি) সম্-পৃচ-ক্ত। মিশ্রিত, মিলিত। পর্য্যায়—করম্ব, কবর, মিশ্র, খচিত। (হেম)
সম্পৃণ (ত্রি) পূর্ণতাযুক্ত। যাহা পূর্ণ করা হইয়াছে।
সম্পেষ (পুং) সম্-পিষ-ঘঞ্। সম্পেষণ; সম্যক্ পেষণ, সম্যক্ প্রকারে চূর্ণ।
সম্প্রকাশক (ত্রি) সম্প্রকাশয়তীতি সম্-প্র-কাশি-ণ্বুল্। সম্যক্ রূপ প্রকাশকারী।
সম্প্রকাশন (ক্লী) সম্-প্র-কাশি-ল্যুট্। ১ সম্যক্ প্রকাশ। ২ সম্যক্ বিকাশ।
সম্প্রকাশ্য (ত্রি) সম্-প্র-কাশি-যৎ। সম্যক্ প্রকাশের যোগ্য, সম্যক্ প্রকাশের উপযুক্ত।
সম্প্রক্ষাল (পুং) সম্-প্র-ক্ষালি-অচ্। সম্যক্ প্রক্ষালন।
সম্প্রক্ষালন (ক্লী) সম্-প্র-ক্ষালি-ল্যুট্। সম্যক্ রূপে প্রক্ষালন, সম্যক্ ধৌতকরণ।
সম্প্রণাদ (পুং) সং-প্র-নদ-ঘঞ্, ণত্বে পত্বং। অতিশয় নাদ, অতিশয় শব্দ।
সম্প্রণেতৃ (ত্রি) সম্-প্র-নী-তৃচ্। সম্যক্ রূপে প্রণয়নকারী, প্রস্তুতকারী, নির্ম্মাতা।
সম্প্রতর্দন (পুং) বিষ্ণু। (ভারতবর্ণিত বিষ্ণুর সহস্রনাম) সম্প্রমর্দন পাঠও দেখিতে পাওয়া যায়।
সম্প্রতাপন (ক্লী) সম্-প্র-তাপি-ল্যুট্। সম্যক্ রূপে তাপন, পীড়ন। (পুং) নরকভেদ। এই নরকে জীব সকল অতিশয় পীড়িত হয়, এই জন্য ইহার নাম সম্প্রতাপন হইয়াছে।

"সঞ্জীবনং মহাবীচিং তপনং সম্প্রতাপনং।" (মনু ৪।৮৯)

শূদ্র শাস্ত্রমার্গপরিত্যাগী রাজার নিকট যে বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ প্রতিগ্রহ করেন, তাহার এই নরক হইয়া থাকে। (মনু ৪ অ০)
সম্প্রতি (অব্য০) সম্‌চ প্রতিচ দ্বয়োঃ সমাহারঃ। এক্ষণ, এই সময়। পর্য্যায়—এতর্হি, ইদানীং, অধুনা, সাম্প্রত। (অমর) (পুং) ২ অতীত কল্পীয় উৎসর্পিণী শাখার ২৪শ অর্হদ্ভেদ। (হেম) ৩ সম্রাট্ অশোকের পৌত্র ও কুণালের পুত্রভেদ।
সম্প্রতিপত্তি (স্ত্রী) সম্-প্রতি-পদ-ক্তিন্। উত্তরবিশেষ, স্বীকার, গ্রহণ, বাদীর অভিযোগ শুনিয়া যদি প্রতিবাদী তাহা স্বীকার করে, তাহা হইলে তাহাকে সম্প্রতিপত্তি কহে।

"মিথ্যা সম্প্রতিপত্তিশ্চ প্রত্যবস্কন্দনং তথা।
প্রাঙ্ ন্যায়াশ্চোত্তরাঃ প্রোক্তাশ্চত্বারঃ শাস্ত্রবেদিভিঃ॥
শ্রুত্বাভিযোগং প্রত্যর্থী যদি তং প্রতিপদ্যতে।
সা তু সম্প্রতিপত্তিঃ স্যাজ্জ্ঞানবিদ্ভিরুদাহৃতা॥" (ব্যবহারতত্ত্ব)

২ সম্যক্ জ্ঞান। ৩ মত, মতৈক্য। ঐকমত্য হওয়া। ৪ অভিমতি। ৫ সাহচর্য্য, সহায়তা। ৬ চুক্তি। ৭ আপোষ। ৮ আক্রমণ। ৯ কার্য্যকরণ। ১০ সম্পাদন।
সম্প্রতিপত্তিমৎ (ত্রি) সম্প্রতিপত্তি অস্ত্যর্থে মতুপ্। সম্প্রতিপত্তিবিশিষ্ট।
সম্প্রতিপাদন (ক্লী) সম্যক্ প্রতিপাদন।
সম্প্রতিপূজা (স্ত্রী) সম্যক্ পূজা, সম্মানদান।
সম্প্রতিরোধক (ত্রি) সম্যক্ প্রকারেণ প্রতিরুণদ্ধীতি সং-প্রতি-রুধ-ণ্বুল্। প্রতিবন্ধক।
সম্প্রতিবিদ্ (ত্রি) বর্ত্তমান বিষয়াভিজ্ঞ। (কৌষিতকী উপ০ ১।৪)
সম্প্রতিষ্ঠা (স্ত্রী) সম্-প্রতি-স্থা-অঙ্। স্থিতি।

"ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে
নান্তো ন চাদির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা।" (গীতা ১৫।৩)

সম্প্রতিসঞ্চর (পুং) প্রলয়বিশেষ, প্রতিসঞ্চর, ব্রাহ্মপ্রলয়, এই প্রলয়ে ব্রহ্মারও বিনাশ হয়। [প্রতিসঞ্চর শব্দ দেখ]
সম্প্রতীক্ষ্য (ত্রি) সম্-প্রতি-ঈক্ষ-যৎ। সম্যক্ রূপে প্রতীক্ষণীয়, প্রতীক্ষার্হ, প্রতীক্ষা করিবার উপযুক্ত।

স্ত্রী স্বামীর বাক্য পালন করিবে, ইহাই পরম ধর্ম্ম, কিন্তু স্বামী মহাপাতকী হইলে স্ত্রী শুদ্ধিকাল পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিবে।
সম্প্রতীতি (স্ত্রী) সম্-প্রতি-ইন্-ক্তিন্। ১ সম্যক্ খ্যাতি, প্রসিদ্ধ। সম্যক্ জ্ঞান, প্রত্যয়।
সম্প্রতোলী (স্ত্রী) প্রতোলী, রাস্তা, রথ্যা। [প্রতোলী দেখ]
সম্প্রত্যয় (পুং) সম্-প্রতি-ই-ঘঞ্। সম্যক্ প্রত্যয়, জ্ঞান, বোধ, অবগম।
সম্প্রদাতৃ (ত্রি) সম্-প্র-দা-তৃচ্। সম্প্রদানকর্ত্তা, যিনি সম্প্রদান করেন, যিনি দান করেন।

সম্প্রদান (ক্লী) সম্-প্র-দা-লুট্। সম্যক্ প্রকারে দান। ব্যাকরণ মতে ষট্কারকের অন্তর্গত কারক বিশেষ। এই কারকে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যিনি দান করেন, তিনি কর্ত্তা আর যাহাকে দান করা যায়, তাহাকে সম্প্রদান কহে।

'সম্প্রদানন্ত প্রকৃষ্টং দানং যো লভতে সঃ,

তথাচোক্তং—

"সম্প্রদানং তদেব স্যাৎ পুণ্যানুগ্রহকাময়া।

দীয়মানেন সংযোগাৎ স্বামিত্বং লভতে যদি ॥"

(মুগ্ধবোধটীকায় দুর্গাদাস)

পুণ্য ও অনুগ্রহকামনা করিয়া যাহা দান করা যায়, এবং তাহাতে যদি তাহার স্বামিত্ব লাভ হয়, তাহা হইলে তাহাকে সম্প্রদান কহে।

ব্যাকরণমতে সম্প্রদানের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে "কর্ম্মণা যমভিপ্রৈতি স সম্প্রদানং" (সিদ্ধান্তকৌ॰ ১।৪।৩৪)

দা ধাতুর কর্ম্ম দ্বারা যাহাকে অভিলাষ করা যায়, অর্থাৎ যাহাকে দান করিতে ইচ্ছা হয়, তাহার সম্প্রদান কারকে চতুর্থী বিভক্তি হয়। 'বিপ্রায় গাং দদাতি' ব্রাহ্মণকে গোদান করিতেছে, এই স্থলে দা-ধাতুর কর্ম্ম দ্বারা ব্রাহ্মণকে অভিলাষ করা হইয়াছে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে দান করিবার অভিলাষ হইয়াছে, এইজন্য বিপ্র সম্প্রদান পদ হইল, সম্প্রদান কারকে চতুর্থী বিভক্তি হয়, এই নিয়মে 'বিপ্রায়' চতুর্থী বিভক্তি হইল। সম্প্রদান স্থলে স্বস্বত্ব ধ্বংসপূর্ব্বক পরস্বত্বোৎপাদন অর্থাৎ পরস্বত্বের গ্রহণ হইবে। নিজের তাহাতে আর কোন স্বত্ব থাকিবে না, যাহাকে দান করা হইবে, তাহার তাহাতে সম্পূর্ণ স্বামিত্ব জন্মিবে। রজককে বস্ত্র দিতেছে, এস্থলে রজক সম্প্রদান হইবে না, কারণ তাহাতে তাহার স্বামিত্ব জন্মে নাই। ইহাই সম্প্রদানের সাধারণ লক্ষণ।

রুচ্যর্থ-ধাতুর যোগে প্রীয়মাণ যে অর্থ তাহার সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়। অন্য কর্ত্তৃক অভিলাষের নাম রুচি। যে স্থলে প্রীয়মাণ অর্থ না বুঝাইবে, তথায় সম্প্রদান হইবে না। শ্লাঘ, হ্নুঙ্, স্থা ও শপ-ধাতুর প্রয়োগে 'বুঝাইবার ইচ্ছা' বুঝাইলে সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়। "গোপীস্মরাৎ কৃষ্ণায় শ্লাঘতে, হ্নুতে তিষ্ঠতে শপতে বা" এইস্থলে ঐ সকল ধাতুর প্রয়োগ এবং বুঝাইবার ইচ্ছা হইয়াছে, এইজন্য কৃষ্ণায় সম্প্রদান হইল। ধারি ধাতুর প্রয়োগে উত্তমর্ণের সম্প্রদান হয়। স্পৃহ ধাতুর প্রয়োগে ঈপ্সিতের সম্প্রদান সংজ্ঞা এবং ক্রুধ, দ্রুহ, ঈর্ষ্যা ও অসূয়ার্থ ধাতুর প্রয়োগে যাহার প্রতি কোপ বুঝাইবে, তাহার সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়। যাহার প্রতি কোপ করা হয়, তাহারই উত্তর চতুর্থী হইয়া থাকে।

রাধ ও ঈক্ষ ধাতুর কারকের যাহার নিমিত্ত বিবিধ প্রশ্ন করা যায়, তাহার সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়। যথা কৃষ্ণায় রাধ্যতি এই স্থলে কৃষ্ণায় সম্প্রদান হইল। প্রতি ও আঙ্ পূর্ব্বক শ্রু-ধাতুর যোগে প্রবর্ত্তনারূপ ব্যাপারের কর্ত্তার সম্প্রদান হয়। যথা 'বিপ্রায় গাং প্রতিশৃণোতি বা' অর্থাৎ বিপ্র কর্ত্তৃক আমাকে দেও এইরূপে প্রবর্ত্তিত হইয়া তাহার প্রতিজ্ঞা করিতেছে। অনু ও প্রতি পূর্ব্বক গৃ-ধাতুর কারক পূর্ব্ব-ব্যাপারের কর্ত্তৃভূত হইলে সম্প্রদান হয়। পরিক্রয়ণ অর্থ বুঝাইলে তাহাতে সাধকতম কারকের বিকল্পে সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়। 'নিয়তকাল ভৃত্যাদির স্বীকরণকে পরিক্রয়ণ কহে। যথা 'শতেন শতায় বা পরিক্রীতঃ' এই স্থলে বিকল্পে সম্প্রদান অর্থাৎ একবার শতায় ও আর একবার শতেন এই-রূপ হইল। (সিদ্ধান্তকৌ॰ কারক)

সিদ্ধান্তকৌমুদী ও অন্যান্য সকল ব্যাকরণেই ইহার বিশেষবিধান ও বিচার বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে তাহা এই স্থলে লিখিত হইল না। কেবল যাহার মাত্র সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়, তাহাই উল্লিখিত হইল। সম্প্রদান ভিন্নও নমঃ স্বস্তি প্রভৃতি শব্দের যোগে চতুর্থী বিভক্তি হইয়া থাকে, কিন্তু সেই স্থলে সম্প্রদান হয় না।

কন্যাসম্প্রদান স্থলে পিতা স্বয়ং কন্যা সম্প্রদান করিবেন। যদি তিনি বিশেষ অসমর্থ হন, তাহা হইলে পিতামহ, ভ্রাতা, সপিণ্ডজ্ঞাতি, সকুল্যজ্ঞাতি, মাতামহ-মাতা বা মাতুল, কন্যাদান করিবেন, এই সকলের যদি অভাব হয়, তাহা হইলে স্বৎসজাতি কন্যা সম্প্রদান করিবেন।

"পিতা দদ্যাৎ স্বয়ং কন্যাং ভ্রাতা বাহুমতঃ পিতুঃ।

মাতামহো মাতুলশ্চ সকুল্যো বান্ধবস্তথা ॥

মাতাত্বভাবে সর্ব্বেষাং প্রকৃতৌ যদি বর্ত্ততে।

তস্যামপ্রকৃতিস্থায়াং কন্যাং দদ্যুঃ সজাতয়ঃ ॥" (উদ্বাহতত্ত্ব)

[বিবাহ শব্দ দেখ]

সম্প্রদানীয় (ত্রি) সম্-প্র-দা-অনীয়র্। সম্প্রদানের যোগ্য, সম্প্রদানের উপযুক্ত।

সম্প্রদায় (পুং) সম্-প্র-দা-ঘঞ্, (আতো যুক্ চিণ্কৃতোঃ। পা ৭।৩।৩৩) ১ গুরুপরম্পরাগতসদুপদেশ, গুরুপরম্পরা হইতে যে সকল সদুপদেশ প্রচলিত আছে, শিষ্টপরম্পরাবতীর্ণোপদেশ, পর্য্যায়—আম্নায়। (ভরত)

২ গুরুপরম্পরাগত সদুপদিষ্ট ব্যক্তিসমূহ। যথা বৈষ্ণব সম্প্রদায়, শাক্তসম্প্রদায়। ইহারা গুরুপরম্পরা হইতে বিষ্ণু বা শক্তি বিষয় উপদিষ্ট হইয়া থাকেন। ৩ দল, সজাতীয়।

"সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ।
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।
শ্রীমাধ্বরুদ্রসনকাঃ বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ॥" (পদ্মপু°)

সম্প্রদায়বিহীন যে মন্ত্র তাহা নিষ্ফল। অতএব কলিতে চারিটী সম্প্রদায় যথা শ্রী, মাধ্ব, রুদ্র ও সনক; এই চারিটী বৈষ্ণব সম্প্রদায়, ইহারা ক্ষিতিপাবন। তন্ত্রে সৌর, গাণপত্য ও বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায়েরও বিষয় লিখিত আছে।

সম্প্রদায়িন্ (ত্রি) সম্প্রদায় অস্ত্যর্থে ইনি। সম্প্রদায়বিশিষ্ট, সম্প্রদায়যুক্ত।

সম্প্রধারণ (ক্লী) সম্-প্র-ধৃ-ণিচ্-ল্যুট্। সম্প্রধারণা, উচিতানুচিত নিশ্চয়।

সম্প্রধারণা (স্ত্রী°) সম্-প্র-ধৃ-ণিচ্-যুচ্-টাপ্। উচিতানুচিত নিশ্চয়, উচিত ও অনুচিত বিবেচনা। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয়, অবধারণ। পর্য্যায়—সমর্থন। (অমর)

সম্প্রধার্য্য (ত্রি) সম্প্রধারণযোগ্য।

সম্প্রপদ (ক্লী) সম্-প্র-পদ গতৌ-ক। ভ্রমণ, পর্য্যটন।
"স্বপ্যাদ্ভূমৌ শুচীরাত্রৌ দিবা সম্প্রপদৈর্নয়েৎ।
স্থানাসনবিহারৈর্বা যোগাভ্যাসেন বা তথা॥"
(যাজ্ঞবল্ক্যস° ৩।৫১)

সম্প্রপুষ্পিত (ত্রি) প্রচুর পুষ্পযুক্ত, সম্যক্ প্রস্ফুটিত পুষ্পবিশিষ্ট।
(রামায়ণ ৪।৫৭।৫)

সম্প্রভব (পুং) সম্-প্র-ভূ-অপ্। সম্যক্ উৎপত্তিবিশিষ্ট।
"অনিরুক্তদিক্সম্প্রভবো বিজ্ঞেয়ো ব্রহ্মদণ্ডাখ্যঃ॥"
(বৃহৎসংহিতা ১১।১৫)

সম্প্রমর্দ্দন (পুং) বিষ্ণু। (ভারতবর্ণিত বিষ্ণুর সহস্রনাম) সম্প্রতর্দ্দন পাঠান্তর।

সম্প্রমাদ (পুং) সম্-প্র-মদ-ঘঞ্। সম্যক্ প্রমাদ, মোহ, ভ্রান্তি।
(ভাগবত ৪।৫।১২)

সম্প্রমুক্তি (স্ত্রী) সম্-প্র-মুচ্-ক্তিন্ সম্যক্ মুক্তি, মোচন।

সম্প্রমেহ (পুং) প্রমেহ রোগ, প্রমেহ।

সম্প্রমোদ (পুং) সম্যক্ আমোদ। (ভারত ১২ প°)

সম্প্রমোষ (পুং) সম্-প্র-মুষ্-ঘঞ্। চৌর্য্য।
"অনুভূতবিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ" (পাতঞ্জলদ° ১।১১)
'অসম্প্রমোষঃ অস্তেয়ঃ' (ভাষ্য)

সম্প্রমোহ (পুং) সম্যক্ মোহ, মানসিক বিকৃতি।

সম্প্রয়াণ (ক্লী) সম্-প্র-যা-ল্যুট্। সম্যক্ প্রয়াণ, সম্যক্ গমন স্বর্গারোহণ, সম্যক্ প্রস্থান, মহাপ্রস্থান।
"বভূবুরেবং ভগবৎপ্রিয়াণাং
পাণ্ডোঃ সুতানামিতি সম্প্রয়াণং।" (ভাগবত ১।১৫।৫১)

সম্প্রয়াস (পুং) সম্-প্র-যস্-ঘঞ্। সম্যক্ প্রয়াস, অতিশয় প্রয়াস, অতিশয় যত্ন।
"ন যান্তি যদ্দেশ উদ্বেগ আধির্যৎঃ কলির্ব্যসনং সম্প্রয়াসঃ।"
(ভাগবত ৬।১৯।২৭)

সম্প্রযোক্তব্য (ত্রি) সম্-প্র-যুজ তব্য। সম্যক্ প্রকারে প্রয়োগের যোগ্য।

সম্প্রয়োগ (পুং) সম্-প্র-যুজ ঘঞ্। ১ নিধুবন, রতি, রমণ। ২ ধনাদি বিনিয়োগ, প্রয়োগ, খাটান। ৩ সম্বন্ধ, সম্পর্ক। ৪ সাপেক্ষতা। ৫ ইন্দ্রজাল। ৬ বশীকরণ প্রভৃতি কার্য্য, মারণ উচ্চাটন, প্রভৃতি আভিচারিক ক্রিয়াকে সম্প্রয়োগ কহে। (ত্রি) ৭ অর্থিত, প্রার্থিত। (অমর)

সম্প্রয়োগিন্ (পুং) সম্প্রয়োগঃ অস্ত্যস্তীতি ইনি। ১ কলাকেলি। কামুক, লম্পট। (ত্রি) প্রয়োগকর্ত্তা। ৩ ঐন্দ্রজালিক।

সম্প্রয়োজ্য (ত্রি) সম্-প্র-যুজ-ণ্যৎ। সম্যক্‌রূপে প্রয়োগের যোগ্য, প্রয়োগার্হ।

সম্প্রলাপ (পুং) সম্-প্র-লপ-ঘঞ্। সম্যক্ প্রলাপ, অতিশয় প্রলাপ। (সাহিত্যদ° ২১৪)

সম্প্রবর্ত্তক (ত্রি) সম্প্রবর্ত্তয়তীতি সম্-প্র-বর্ত্তি ণ্বুল্। সম্যক্ প্রবর্ত্তনকারী, প্রচলনকারী।

সম্প্রবর্ত্তন (ক্লী) সম্-প্র-বৃত-ল্যুট্। সম্যক্ প্রবর্ত্তন, প্রচলন।

সম্প্রবাহ (পুং) সম্-প্র-বহ-ঘঞ্। প্রবাহ, ধারা।
"তথা হতোঽয়ং গুণসম্প্রবাহো
বুদ্ধির্মনঃ খানি শরীরসর্গাঃ" (ভাগবত ৮।৩।২৩)

সম্প্রবৃত্তি (স্ত্রী) ১ সম্যক্ আসক্তি। ২ অনুগমনেচ্ছা। ৩ বিকাশ, আবির্ভাব। ৪ উপস্থিত। ৫ সংঘটন।

সম্প্রবৃদ্ধি (স্ত্রী) সম্যক্ প্রবৃদ্ধি, অতিশয় বৃদ্ধি।
"ফলকুসুমসম্প্রবৃদ্ধিং বনস্পতীনাং বিলোক্য বিজ্ঞেয়ং।
সুলভত্বং দ্রব্যাণাং নিষ্পত্তিশ্চাপি শস্যানাং॥"
(বৃহৎসংহিতা ২৯।১)

বনস্পতিগণের ফল ও কুসুমের যদি অতিশয় বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে শস্য সুলভ হইয়া থাকে।

সম্প্রবেশ (পুং) সম্-প্র-বিশ্-ঘঞ্। সম্যক্ প্রবেশ।

সম্প্রশ্ন (পুং) সম্যক্ প্রশ্ন।
"ইতি সংপ্রশ্নসংহৃষ্টো বিপ্রাণাং রৌমহর্ষণিঃ।" (ভাগ° ১।২।১)
'সম্যক্ প্রশ্নৈঃ সম্যক্ সংহৃষ্টঃ' (স্বামী)

সম্প্রশ্রয় (পুং) প্রশ্রয়, বিনয়, নম্রতা।
"সম্প্রশ্রয়প্রণয়বিহ্বলয়া গিরেষৎ
ব্রীড়াবলোকবিলসদ্ধসিতাননাহ।" (ভাগবত ৩।২৩।৯)
'সম্প্রশ্রয়ো বিনয়ঃ প্রণয়ঃ প্রেম তাভ্যাং বিহ্বলা' (স্বামী)

সম্প্রষ্টব্য (ত্রি) সম্-প্রচ্ছ-তব্য। সম্যক্‌রূপে জিজ্ঞাসার যোগ্য।

সম্প্রসর্পণ (স্ত্রী) সম্যক্ প্রসর্পণ। অভিমুখে বা সম্মুখে গমন।

সম্প্রসাদ (পুং) সম্-প্র-সদ-ঘঞ্। সম্যক্ প্রসাদ, চিত্তের প্রসন্নতা। যোগশাস্ত্রোক্ত চিত্তের নিশ্চলতাত্মক ধর্মবিশেষ, যাহাতে চিত্তের প্রসন্নতা জন্মে। ২ সুষুপ্তি। ৩ প্রসন্নতা। ৪ বিশ্বাস।

সম্প্রসাধ্য (ত্রি) ১ প্রসাধনার্হ। ২ সুশৃঙ্খলা বা সুব্যবস্থাস্থাপন।

সম্প্রসারণ (স্ত্রী) সম্-প্র-সৃ-ণিচ্-ল্যুট্। ১ সম্যক্ প্রসারণ, বিস্তারণ, ছড়ান, বিছান। ২ ব্যাকরণ মতে সংজ্ঞাবিশেষ। ইকার, উকার, ঋকার ও ৯কার স্থানে য, ব, র, ল হওয়াকে সম্প্রসারণ কহে। ব্যাকরণে ইহার বিশেষ বিধান লিখিত আছে।

সম্প্রসূতি (স্ত্রী) প্রসবকারিণী। ■ স্ত্রীলোক দুই তিন বা ততোধিক সন্তান প্রসব করে। (বৃহৎস° ৪৩।৫২)

সম্প্রস্থিত (ত্রি) সম্-প্র-স্থা-ক্ত। সম্যক্ প্রস্থিত, চলিত, গত। যিনি প্রস্থান করিয়াছেন বা চলিয়া গিয়াছেন। ২ প্রস্থানোদ্যত।

সম্প্রহর্ষ (পুং) সম্-প্র-হৃষ্-ঘঞ্। সম্যক্ হর্ষ, অতিশয় হর্ষ, আনন্দ, আহ্লাদ।

সম্প্রহর্ষিন্ (ত্রি) সম্-প্র-হৃষ্-ণিনি। হর্ষ-বিশিষ্ট, আনন্দযুক্ত, আহ্লাদবিশিষ্ট।

সম্প্রহার (পুং) সম্যক্ প্রহারেণ প্রহ্রীয়তেঽস্মিন্নিতি সম্-প্র-হৃ ঘঞ্। ১ যুদ্ধ। (অমর) ২ গমন। ৩ হনন। (ধরণি)

সম্প্রহারি (পুং) সম্-প্র-হৃ (বাহুলকাদ্‌গ্রাহিণি। উণ্ ৪।১২৪ ইতি উজ্জ্বলোক্ত্যা) ইঞ্। পথিক-সংহতি। (উজ্জ্বল)

সম্প্রহারিন্ (ত্রি) যুদ্ধকারী। অস্ত্রপ্রহারকারী। (রামা° ৬।৭৩।২১)

সম্প্রহাস (পুং) সম্যক্‌হাস্য। উপহাস, বিদ্রূপ। (রামা° ৭।২৪।২০)

সম্প্রাপ্ত (ত্রি) সম্-প্র-আপ-ক্ত। সম্যক্ প্রকারে প্রাপ্ত, লব্ধ, যাহা পাওয়া গিয়াছে।

"সম্প্রাপ্তে মকরাদিত্যে পুণ্যে পুণ্যা প্রদে সদা।
কর্তব্যো নিয়মঃ কশ্চিদ্ ব্রতবর্ণী নরোত্তমৈঃ ॥" (তিথিতত্ত্ব)
২ আগত, উপস্থিত। ৩ কথিত।

সম্প্রাপ্তব্য (ত্রি) সম্-প্র-আপ-তব্য। সম্যক্‌রূপে লাভের উপযুক্ত। পাইবার যোগ্য।

সম্প্রাপ্তি (স্ত্রী) সম্-প্র-আপ-ক্তিন্। ১ সম্যক্‌প্রাপণ, সম্যক্ প্রাপ্তি।

"আত্মনেপদসম্প্রাপ্তৌ পরস্মৈ বুভুক্ষিষ্যেবং।" (সংক্ষিপ্তসারব্যা°)

ধাতুর আত্মনেপদ বিষয়ে সম্প্রাপ্তি থাকিলেও কোন কোন স্থলে পরস্মৈপদ হয়। প্রাপ্তি, লাভ। ২ সমাগম। ৩ উপস্থিতি। ৪ রোগের সন্নিকৃষ্ট কারণ। (মাধবনি°) ৫ রূপবিশিষ্ট হইয়া রোগের উৎপত্তি। রোগের পঞ্চনিদানের মধ্যে সম্প্রাপ্তি একটি। বৈদ্যকে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—

"যথা দুষ্টেন দোষেণ যথা চানুবিসর্পতা।
উৎপত্তিরাময়স্যাসৌ সম্প্রাপ্তির্জাতিরাগতিঃ ॥" (ভাবপ্র°)

যথাকারণে দূষিত দোষ ঊর্দ্ধ, অধঃ ও তির্য্যক্‌ভাবে প্রসারিত হইয়া রোগ উৎপাদন করিলে তাহাকে সম্প্রাপ্তি কহে। জাতি ও আগতি ইহার নাম বিশেষ দ্বারা সম্প্রাপ্তির ভেদ জানিতে হইবে। সংখ্যা যথা—জ্বর ৮ প্রকার, অতীসার ৬ প্রকার, ইত্যাদি। বিকল্প—পরস্পরমিলিত বাতাদিদোষের অংশাংশ,অর্থাৎ বাতাদি দোষের মধ্যে কাহার ভাগ অধিক এবং কাহারও মধ্য বা হীন ইত্যাদি রূপে কল্পনা করাকে বিকল্প কহে। প্রাধান্য স্বাতন্ত্র্য ও পারতন্ত্র্য ভেদের দ্বারা রোগের প্রাধান্য ও অপ্রাধান্য জানিতে হইবে, অর্থাৎ কুপিত দোষ কর্তৃক জ্বর উপস্থিত হইয়া শ্বাসাদি উপদ্রব জন্মিলে ঐ জ্বরেরই প্রাধান্য এবং শ্বাসাদির অপ্রাধান্য, এবং শ্বাসাদি কোন রোগ স্বতন্ত্রভাবে উপস্থিত হইলে শ্বাসাদির প্রাধান্য এবং তদধীন জ্বরের অপ্রাধান্য জানিতে হইবে। হেতু, পূর্ব্বরূপ ও রূপ প্রভৃতির সম্পূর্ণ লক্ষণ দ্বারা ব্যাধির বল এবং অসম্পূর্ণ লক্ষণ দ্বারা ব্যাধির অবল নির্দ্ধারণ করিবে।

কাল যথা—রাত্রি, দিবা, ঋতু ও আহারের কালভেদে ব্যাধির কাল অবগত হইবে। অর্থাৎ রাত্রি, দিবা, ঋতু ও আহারের যে সময়ে যে দোষ প্রকুপিত ও প্রশমিত হওয়া নির্দ্ধারিত আছে, সেই সময়ে সেই দোষজাত রোগও পরিবর্দ্ধিত ও প্রশমিত হয়। রোগের ইত্যাদি লক্ষণকে সম্প্রাপ্তি কহে।

সম্প্রাপ্তিই রোগজ্ঞানের হেতু। সুতরাং একমাত্র সম্প্রাপ্তি দ্বারাই রোগ-জ্ঞান হইয়া থাকে। অনিয়মিত আহার ও বিহার দ্বারা বাতাদি দোষ কুপিত হয়েক এবং ঐ কুপিত দোষ আমাশয়ে গমন করিয়া রসকে দূষিত ও জঠরাগ্নিকে বহিষ্করণাদি দ্বারা জ্বর উৎপত্তির লক্ষণ প্রকাশ করে এবং ব্যাধির সংখ্যা, দোষ, দোষের অংশাংশ কল্পনা, রোগের প্রাধান্য, বল ও কাল এই সমস্তই সম্প্রাপ্তি দ্বারা অবগত হওয়া যায়। চিকিৎসক এই সম্প্রাপ্তির বিষয় বিশেষরূপ অবগত হইয়া চিকিৎসা করিবেন। (ভাবপ্র° পূর্ব্বখ°)

নিদান, পূর্ব্বরূপ, রূপ, উপশয় ও সম্প্রাপ্তি এই পাঁচটী দ্বারাই রোগের সম্পূর্ণ জ্ঞান হইয়া থাকে। মাধবনিদানের পঞ্চনিদানে ইহার বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। সুশ্রুতে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে যে, দোষসমূহ যে রূপে কুপিত হইয়া শারীরিক অবয়ববিশেষে অবস্থান বা বিচরণ পূর্ব্বক রোগোৎপাদন করে, তাহাকে সম্প্রাপ্তি কহে। সংখ্যা, বিকল্প, প্রাধান্য, বল ও কালানুসারে এই সম্প্রাপ্তি ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইয়া থাকে। (সুশ্রুত) [নিদান শব্দ দেখ।]

সম্প্রাপ্তিদ্বাদশী (স্ত্রী) দ্বাদশীব্রতবিশেষ। (ভবিষ্যপু°)

সম্প্রার্থনা (স্ত্রী) সম্যক্‌রূপ প্রার্থনা, যাচ্ঞা।

সম্প্রার্থ্য (ত্রি) সম্-প্র-অর্থি-যৎ। সম্যক্‌রূপে প্রার্থনীয়।

সম্প্রিয় (ত্রি) সম্যক্ প্রিয়, অতিপ্রিয়।

সম্প্রীণন (ক্লী) সম্-প্রী-ল্যুট্। সম্যক্ প্রীণন, প্রীতি, প্রণয়।

"এতাবদ্দৃষ্টপিত্রো র্যুবয়োর্ম্ম পিত্রোঃ
সম্প্রীণনায়ুদয়ঃ পোষণপালনানি।" (ভাগবত ১০।৮২।৩৮)

সম্প্রীতি (স্ত্রী) সম্-প্রী-ক্তিন্। সম্যক্ প্রণয়। ২ সন্তোষ, হর্ষ।

সম্প্রীতিমৎ (ত্রি) সম্প্রীতি অস্ত্যর্থে মতুপ্। সম্প্রীতিবিশিষ্ট, প্রণয়যুক্ত।

সম্প্রেক্ষক (ত্রি) সম্-প্র-ঈক্ষ-ণ্বুল্। সম্যক্‌রূপে দর্শনকারী। সম্যক্‌দ্রষ্টা।

সম্প্রেপ্সু (ত্রি) সম্প্রাপ্তুম্ ইচ্ছুঃ, সং-প্র-আপ্-সন্, উ। সম্যক্‌রূপে পাইবার জন্য ইচ্ছুক, সম্যক্‌লাভ করিতে অভিলাষী।

সম্প্রেরণ (ক্লী) সম্-প্র-ঈর-ল্যুট্। সম্যক্ প্রেরণ।

সম্প্রেষ (পুং) সম্প্রৈষ। (হেম)

সম্প্রেষণ (ক্লী) সম্-প্র-ইষ-ল্যুট্। সম্যক্‌রূপে প্রেষণ, প্রেরণ। (মনু ৭।১৫৩)

সম্প্রৈষ (পুং) সম্-প্র-ইষ-ঘঞ্। ১ নিয়োগবিধি। (হেম)

সম্প্রোক্ষণ (ক্লী) সম্-প্র-উক্ষ-ল্যুট্। সম্যক্‌প্রোক্ষণ, জলসেক। পূজাদিতে পঞ্চবর্ষ স্থানে পশুকে প্রথমে বিশুদ্ধ জল দ্বারা সম্প্রোক্ষণ করিতে হয়।

সম্প্লব (পুং) সম্-প্লু-অপ্। ১ প্রলয়।

"ছিন্নাঽচ্ছান্তাত্মাহুতবোঽবস্থিতঃস্তে
তমাহুরাত্যন্তিকমঙ্গসম্প্লবং।" (ভাগবত ১২।৪।৩৪)

২ সংপ্লব, সঙ্‌ক্ষোভ, চাঞ্চল্য। (ভাগবত ৭।৩।১৫)

৩ ইতস্ততঃ পতন, চারিদিকে বর্ষণ।

"বিদ্যুৎস্তনিতবর্ষেষু মহোল্কানাঞ্চ সম্প্লবে।" (মনু ৪।১০৩)

'সম্প্লবে ইতস্ততঃ পাতে' (কুল্লূক)

৪ বন্যা।

সম্ফাল (পুং) সম্যক্ ফালো গমনং যস্য। ১ মেষ। (হেম)

সম্ফুল্ল (ত্রি) সম-ফল-ক্ত (উৎফুল্লসম্ফুল্লয়োরিতি বক্তব্যং। পা ৮।২।৫৫) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা নিপাতিতঃ। বিকসিত, প্রফুল্ল, প্রস্ফুটিত। (অমর)

সম্ফেট (পুং) নাট্যোক্তিতে আস্ফালন, রোষপূর্ব্বক কথন। নাটকে ক্রুদ্ধ হইয়া যে আস্ফালন করা হয়, তাহাকে সম্ফেট কহে।

"রোষভাষণাত্ম্যপবাদঃ স্যাৎ সম্ফেটো রোষভাষণং।"
(সাহিত্যদ° ৩৭৯)

উদাহরণ যথা—মুদ্রিণে—

"কুষ্টা কেশেষু ভার্য্যা তব তব চ পশোস্তস্য রাজ্ঞস্তয়োর্বা
প্রত্যক্ষং ভূপতীনাং মম ভুবনপতেরাজ্ঞয়া দ্যূতদাসী।
তস্মিন্ বৈরানুবন্ধে বদ কিমপকৃতং তৈর্হতা যে নরেন্দ্রা
বাহ্বোর্বীর্য্যাতিভারদ্রবিণগুরুমদং মামজিত্বৈব দর্পঃ॥"
(সাহিত্যদ° ৩৭৯)

২ দ্বন্দ্বযুক্ত।

সম্ব, সর্পণ। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ সম্বতি। লুঙ্ অসম্বীৎ। সন্ সিসম্বিষতি।

সম্ব, সম্বন্ধ। চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ সম্বয়তি। লুঙ্ অসসম্বৎ।

সম্বা (স্ত্রী) সম্বতি সর্পতীতি সম্ব-অচ্। ১ জল। (জটাধর) ২ বারদ্বয় কর্ষণ, দুইবার চষা। ৩ প্রতিলোম-কর্ষণ, উল্টা দিকে চষা।

সম্বদ্ধ (ত্রি) সম্-বন্ধ-ক্ত। সম্বন্ধযুক্ত, সম্বন্ধবিশিষ্ট। ২ সংযুক্ত, মিলিত।

সম্বন্ধ (পুং) সম্বধ্যতে ইতি সম্-বন্ধ-ঘঞ্। ১ সমৃদ্ধি। ২ ন্যায়। (অজয়) ৩ সখ্য, বন্ধুত্ব।

"সম্বন্ধমাভাষণপূর্ব্বমাহুর্বৃত্তঃ স নৌ সঙ্গতয়োর্বনান্তে।"
(রঘু ২।৫৮)

৪ সংসর্গ, এক-পদার্থে অপর-পদার্থ সংসর্গ। এই সংসর্গ প্রতিযোগী, অনুযোগী, আধার, আধেয়, বিষয় ও বিষয়িভাবরূপ। শব্দশক্তিপ্রকাশিকা ও প্রথমাব্যুৎপত্তিবাদ প্রভৃতিতে ইহার বিশেষ বিচার লিখিত আছে।

৫ সম্পর্ক, ইহা ত্রিবিধ, বিদ্যাজ, যৌনিজ ও প্রীতিজ। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাদি দ্বারা বিদ্যাজ সম্বন্ধ, উৎপত্তিহেতুক যৌনিজ এবং পরস্পরের প্রণয় হইতে প্রীতিজ সম্বন্ধ হয়। এই তিন প্রকার ব্যতীত আর কোনরূপ সম্বন্ধ নাই।

"সম্বন্ধো যেষু যেষাং যঃ সর্ব্বজাতিষু সর্ব্বতঃ।
তং তাং ব্রবীমি বেদোক্তং ব্রহ্মণা কথিতং পুরা॥
পিতা তাতস্য জনকো জন্মদাতরি বর্ত্ততে।
অম্বা মাতা চ জননী গর্ভধাত্র্যাং প্রসূরিতি॥" ইত্যাদি।
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ব্রহ্মখ° ১০ অ°)

সকল জাতির মধ্যে যাহার সহিত যেরূপ সম্বন্ধ আছে, তাহার বিশেষ বিবরণ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে সম্বন্ধ-জাতি-নির্ণয় নামক ১০ অধ্যায়ে বিশেষরূপে লিখিত আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা এইস্থলে লিপিবদ্ধ হইল না। যাহার সহিত যে সম্বন্ধ থাকুক না কেন, পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকারের মধ্যে এক প্রকার হইবেই হইবে। ৬ যোগ্যতা ৭ সমীচীনতা। ৮ উপ°

যুক্ততা। ৯ ব্যাকরণমতে জন্যজনকাদি। ১০ ষষ্ঠ্ কারকের অন্তর্গত কারকবিশেষ। সম্বন্ধকারকে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। (ত্রি) ১১ শক্ত। ১২ হিত। ১৩ উপযুক্ত, সমীচীন। ১৪ মিলিত।

সম্বন্ধক (পুং) সম্বন্ধ-স্বার্থে কন্। সম্বন্ধ শব্দার্থ।

সম্বন্ধন (স্ত্রী) সম্-বন্ধ-ল্যুট্। সম্যক্ বন্ধন।

সম্বন্ধয়িতৃ (ত্রি) সম্বন্ধকারক।

সম্বন্ধিতা (স্ত্রী) সম্বন্ধিনো ভাবঃ তল্-টাপ্। সম্বন্ধি, সম্বন্ধ-বিশিষ্টের ভাব বা ধর্ম।

সম্বন্ধিন্ (ত্রি) সম্বন্ধোঽস্ত্যাস্যেতি ইনি। ১ সম্বন্ধবিশিষ্ট, পর্য্যায়—তৎবৎ, সংযুক্ত। (ত্রিকা০) (পুং) ২ মাতৃপক্ষীয়। ৩ শ্বশুরাদি। ৪ জামাতা। ৫ শ্যালকাদি।

"বিপ্রোষ্যপাদগ্রহণমন্বহঞ্চাভিবাদনম্ ... জ্ঞাতিসম্বন্ধিযোষিতঃ।" (মনু ২।১৩২)

'জ্ঞাতয়ঃ পিতৃপক্ষাঃ পিতৃব্যাদয়ঃ, সম্বন্ধিনঃ মাতৃপক্ষাঃ শ্বশুরাদয়শ্চ তেষাং জ্যেষ্ঠানাং বা স্ত্রিয়ঃ' (কুল্লূক) 'জামাতৃ-শ্যালকাদয়ঃ' (মনু ৪।১৭৯ কুল্লূক)

চলিত কথায় সম্বন্ধী বলিলে শ্যালককেই বুঝায়। ৬ বৈবাহিক। ৭ মিত্র। (রঘু ২।৫৮ মল্লিনাথ) ৮ সম্বন্ধযুক্ত, যাহার সহিত কোন না কোনরূপ সম্বন্ধ আছে। কুটুম্ব। ৯ বিদ্বান্, সদ্গুণবিশিষ্ট, সুহৃত্।

সম্বন্ধু (ত্রি) ১ শোভনবন্ধু, স্বাভাবিক বন্ধু, আপনা হইতেই বন্ধু।

"দিবঃ সম্বন্ধুর্ভুবা পৃথিব্যাঃ" (ঋক্ ৩।১।৩)

'সম্বন্ধুঃ শোভনবন্ধুঃ স্বত এব বন্ধুরিতি যাবৎ' (সায়ণ)

২ জ্ঞাতি। (নিঘণ্টু ৪।২১)

সম্বল (স্ত্রী) শম্বল শব্দার্থ। ১ কূল। ২ পাথেয়, পথখরচ। ৩ মৎসর। (মেদিনী)

সম্বহুল (ত্রি) সম্যক্‌বহুল, বহুল, প্রচুর।

সম্বাকৃত (ত্রি) সম্বং কৃতং ডাচ্। বারম্বারকৃষ্ট ক্ষেত্র, যে ভূমি দুইবার চষা হইয়াছে। (অমর) এই শব্দ তালব্য শকারাদিও হয়।

সম্বাদী, সঙ্গীতমতে স্বরভেদ। বাদীর সহগামী স্বর।

সম্বাধ (পুং) সম্যক্ বাধা যত্র। ১ সঙ্কট, ভয়। ২ বাধা। ৩ ভিড়, সম্মর্দ। ৪ ভগ, যোনিমার্গ। ৫ নরকের পথ। (ত্রি) ৫ অপ্রশস্ত, সঙ্কীর্ণ। ৬ জনতাপূর্ণ।

সম্বাধন (স্ত্রী) সম্যক্ বাধনং যত্র। ১ মদনের দ্বার। ২ শূলাগ্র। ৩ দ্বারপাল। (মেদিনী) ৪ বাধা দেওয়া।

সম্বুদ্ধ (ত্রি) সং-বুধ-ক্ত। সম্যক্ বোধযুক্ত, সম্যক্‌জ্ঞাত, সম্যক্ বোধাশ্রয়। ২ চৈতন্যবিশিষ্ট। ৩ জাগরিত।

(পুং) বুদ্ধাবতার। (ত্রিকা°) ভগবান্ বুদ্ধদেবের সম্যক্‌বোধ জন্মিয়াছিল, এইজন্য তাঁহার নাম সম্বুদ্ধ হইয়াছে।

সম্বুদ্ধি (স্ত্রী) সম্-বুধ-ক্তিন্। ১ সম্বোধন, আহ্বান, অভিমুখী করণ। ২ আমন্ত্রণ। ৩ দর্শন। ৪ বিশেষণ।

সম্বুবোধয়িষু (ত্রি) সম্যক্ বোধলাভ করিতে ইচ্ছুক।

(ভারত ১২ পঃ)

সম্বৃংহণ (স্ত্রী) বলবিধান। (চরক ৮০)

সম্বোধ (পুং) সম্-বুধ-ঘঞ্। ১ বোধন, বোধ।

"জ্ঞানং তত্ত্বার্থসম্বোধং শমশ্চিত্তপ্রশান্ততা।

দয়া সর্ব্বসুখৈষিত্বমার্জবং সমচিত্ততা॥" (ভারত ৩।৩১২।৬৪)

২ ক্ষেপ। ৩ নাশ। (অজয়)

সম্বোধন (স্ত্রী) সম্-বুধ-ল্যুট্। আহ্বান, অভিমুখী-করণ। অন্যত্র কার্য্যাসক্তব্যক্তির কার্য্যান্তরে নিয়োজনের জন্য যে অভিমুখীকরণ তাহাকে সম্বোধন কহে। পর্য্যায়—আমন্ত্রণ, সম্বুদ্ধি। ব্যাকরণমতে সম্বোধনে প্রথমা বিভক্তি হয়। নাটকে সম্বোধনোক্তি ও প্রত্যুক্তি আকাশ-ভাষিত দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

"সম্বোধনোক্তিপ্রত্যুক্তী কুর্য্যাদাকাশভাষিতৈঃ।

(সাহিত্যদ° ৬।৫১৩)

সম্বোধয়িতৃ (ত্রি) ১ সম্বোধনকারী। ২ যিনি সম্যক্ বোধ করান, জ্ঞানদাতা। (মৈত্র্যুপনিষৎ ৬।৪)

সম্বোধি (স্ত্রী) সম্যক্ জ্ঞান। প্রজ্ঞা।

সম্বোধ্য (ত্রি) সম্-বুধ-ণ্যৎ। সম্বোধনের যোগ্য, সম্যক্‌জ্ঞানের উপযুক্ত।

সম্ভক্ত্ (ত্রি) সম্-ভজ্-তৃচ্। সম্যক্ বিভাগকারী। পরস্পরে বিজ্ঞাপনশীল।

সম্ভক্তি (স্ত্রী) ১ সম্যক্ বিভাজন। ২ সম্যক্ ভক্তি।

সম্ভক্ষ (পুং) সম্-ভক্ষ-অচ্। সম্যক্‌ভক্ষণ।

সম্ভয় (পুং) সম্-ভী-ঘঞ্। সম্যক্‌ভয়, অতিশয় ভয়। (কাম° নীতি ৭।৫৮)

সম্ভর (ত্রি) ১ সম্যক্ ভার। ২ আহরণ। সংগ্রহ।

সম্ভরণ (পুং) ১ ইষ্টকাভেদ। ২ সম্যক্ পূর্ণকরণ। ৩ পূর্ণতা-প্রাপণ।

সম্ভরণীয় (ত্রি) সম্ভরণযোগ্য। ■ ইষ্টি পূর্ণতায় আনীত হইয়াছে।

সম্ভল (পুং) ১ সম্ভাবক। ২ কন্যার্থী পুরুষ।

"আনো অগ্নে সুমতিং সম্ভলো" (অথর্ব্ব ২।৩৬।১)

'সম্ভলঃ সম্ভাবিকঃ সম্প্রদাতা বা কন্যার্থী পুরুষঃ।' (সায়ণ)

সম্ভলী (স্ত্রী) কুট্টনী, চলিত কুটনী। অমরটীকায় ভরত এই শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ লিখিয়াছেন—

'শং কল্যাণং ভজতে নিরূপয়তি সম্ভলী ভজ ও নিরূপণে

পচাদিষাবন্. নবাদিষাবীন্. শক্তী, তালব্যাদিঃ. সম্যক্ত্বগতে বিভাজে' (ভরত) এই শব্দ তালব্য শকারাদিও হয়।

সম্ভব (পুং) সম্‌ ভূ-অপ্। ১ হেতু, কারণ। ২ উৎপত্তি, জন্ম। ৩ সম্ভাবনা, উপযোগ্যতা। ৪ সঙ্কেত। ৫ উপায়। ৬ যুক্তি, আপোষ। ৭ ক্ষতি, ধ্বংস। ৮ সমীচীনতা, উপযুক্ততা। ৯ শক্তি, ক্ষমতা। ১০ মেলক, আধেয়-ধারণ, আধারের অনতিরিক্তত্ব। (মেদিনী) ১১ বর্তমান কল্পীয় অর্হদ্বিশেষ। (হেম)

সম্ভবন (স্ত্রী) উদ্ভাবন। জন্ম। (ত্রি) উৎপন্ন হইবার যোগ্য।

সম্ভবপর্ব্বন্ (স্ত্রী) মহাভারতের আদিপর্ব্বে ৬৫ অধ্যায়।

সম্ভবিন্ (ত্রি) সম্ভবনীয়। সম্ভবশীল।

সম্ভবিষ্ণু (ত্রি) সম্‌-ভূ-ইষ্ণুচ্, সহচরেত্যাদি ইষ্ণুচ্। সম্ভবনশীল। সম্ভবশীল। ২ উৎপাদনশীল।

"ত্বং বৈ প্রজানাং স্থিরজঙ্গমানাং
প্রজাপতীনামসি সম্ভবিষ্ণুঃ ॥" (ভাগবত ৮।১৭।২৮)
'সম্ভবিষ্ণুঃ উৎপাদনশীলঃ' (স্বামী)

সম্ভব্য (ত্রি) সম্‌-ভূ-যৎ। সম্ভবনীয়, সম্ভব বা উৎপত্তির যোগ্য। সম্ভাবনাযোগ্য, সম্ভাবনীয়। (পুং) ২ কপিত্থ, কতবেল। (শব্দচন্দ্রিকা)

সম্ভার (পুং) সম্‌-ভৃ-ঘঞ্। ১ সংগ্রহ, সম্ভৃতি। ২ সমূহ, রাশি। ৩ পরিপূর্ণতা। ৪ পুষ্টিসাধন। ৫ পোষণ। ৬ সমারোহ। ৭ উপকরণ। যজ্ঞোপকরণ। (ভাগবত ১।১২।৩৪)

সম্ভারিন্ (ত্রি) সম্ভারবিশিষ্ট। ভারযুক্ত।

সম্ভার্য্য (ত্রি) সম্ভরণীয়। ভরণের উপযুক্ত। (পুং) অহীনভেদ। (আশ্ব° শ্রৌ° ১০।৩৫)

সম্ভাব (পুং) অবস্থা, দশা, সম্যক্ ভাব। (রামা° ৪।৫১।১০)

সম্ভাবন (স্ত্রী) সম্ভাবয়ত্যনেনেতি সম্‌-ভূ-ণিচ্-ল্যুট্। সম্ভাবনা। ১ অনুগ্রহ, সুখ্যাতি। যশ। ২ পূজা, সৎকার। ৩ চিন্তা। ৪ যোগ্যতা। ৫ স্বীকার। ৬ সম্পাদন। ৭ উৎকট-কোটিক সংশয়, যদি এ প্রকার হয় এইরূপ তর্ক। কাব্যালঙ্কার বিশেষ। লক্ষণ—

"সম্ভাবনং যদীদং স্যাদিত্যূহোঽন্যস্য সিদ্ধয়ে।
যদি শেষো ভবেদ্বক্তা কথিতাঃ স্যুর্গুণাস্তব ॥" (চন্দ্রালোক)

অপর বস্তু সিদ্ধির জন্য ইহা যদি এই প্রকার এইরূপ তর্ক হয়, তাহা হইলে সম্ভাবন অলঙ্কার হয়। ৮ ব্যাকরণ মতে ক্রিয়াতে যোগ্যতার অধ্যবসায়কে সম্ভাবন কহে।

"সম্ভাবনং ক্রিয়াস্বযোগ্যতাধ্যবসায়ঃ" (মুগ্ধবোধব্যা°)

(ত্রি) ৯ সম্ভাবক, সম্ভাবনাকারী।

"পুমান্ যোষিদুত ক্লীব আত্মসম্ভাবনোঽধমঃ।
ভূতেষু নিরনুক্রোশো নৃপাণাং তদ্বধোঽবধঃ ॥"
(ভাগবত ৩।১৭।২৬)

সম্ভাবনা (স্ত্রী) সম্‌-ভূ-ণিচ্-যুচ্-টাপ্। শব্দার্থ, উৎকট-কোটিকসংশয়। যদি এ প্রকার হয় এইরূপ দুর্দ্দর্শনের পর যে বহ্ন্যাদির ব্যবহার, দুর্দ্দর্শন হইলে পরে যে বহ্নির জ্ঞান তাহা সম্ভাবনা মাত্র।

"ধূমদর্শনানন্তরং বহ্ন্যাদিব্যবহারস্তু সম্ভাবনামাত্রাৎ"
(কুসুমাঞ্জলিটীকায় হরিদাস)

সম্ভাবনীয় (ত্রি) সম্‌-ভূ-ণিচ্-অনীয়র্। সম্ভাবনযোগ্য, সম্ভাবনের উপযুক্ত।

সম্ভাবয়িতব্য (ত্রি) সম্‌-ভূ-ণিচ্-তব্য। সম্ভাবনীয়, সম্ভাবনার্হ, সম্ভাবনার যোগ্য।

সম্ভাবিত (ত্রি) সম্‌-ভূ-ণিচ্-ক্ত। সম্ভাবনাবিশিষ্ট। সম্ভাবনযোগ্য। ২ সৎকৃত, পূজিত, অনুগৃহীত। ৩ বিখ্যাত। প্রসিদ্ধ। বহুমত।

"অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্মরণাদতিরিচ্যতে ॥" (গীতা ২।৩৪)

৫ সম্ভাবনার বিষয়। ৬ সন্দেহের বিষয়। ৭ তর্কিত।

সম্ভাবিতব্য (ত্রি) সম্ভাবনীয়। (ভাগ° ৫।৩।২৬)

সম্ভাবিন্ (ত্রি) সম্ভাবনাযোগ্য। সেইরূপ হইবার উপযুক্ত।

সম্ভাব্য (ত্রি) সম্‌-ভূ-ণিচ্-যৎ। ১ শ্লাঘ্য, প্রশংসনীয়। ২ সম্ভাবনার যোগ্য, প্রতর্ক্য।

"সম্ভাব্যং গোষু সম্পন্নং সম্ভাব্যং ব্রাহ্মণে তপঃ।
সম্ভাব্যং চাপলং স্ত্রীষু সম্ভাব্যং জ্ঞাতিতো ভয়ম্ ॥"
(ভারত আদিপ°)

সম্ভাষ (পুং) সম্‌-ভাষ্-ঘঞ্। সম্ভাষণ, কথন, আলাপন।

সম্ভাষণ (স্ত্রী) সম্‌-ভাষ-ল্যুট্। সম্যক্ ভাষণ, কথন, আলাপন। সত্যযুগে পতিতের সহিত সম্ভাষণ করিলে পাতিত্য হইত। কিন্তু কলিযুগে কেবল কর্ম্ম দ্বারাই পাতিত্য হয়।

"কৃতে সম্ভাষণাদেব ত্রেতায়াং স্পর্শনেন তু।
দ্বাপরে ত্বর্থমাদায় কলৌ পতিতকর্ম্মণা ॥" (উদ্বাহতত্ত্ব)

সম্ভাষা (স্ত্রী) সম্‌-ভাষ-অঙ্-টাপ্। সম্ভাষণ।

সম্ভাষণীয় (ত্রি) সম্‌-ভাষ-অনীয়র্। সম্ভাষণযোগ্য, কথনের উপযুক্ত।

সম্ভাষিন্ (ত্রি) সম্ভাষণকারী।

সম্ভাষ্য (ত্রি) ১ সম্‌-ভাষ-যৎ। সম্ভাষণীয়।

সম্ভিন্ন (ত্রি) সম্‌-ভিদ-ক্ত। ১ সম্যক্ ভেদবিশিষ্ট। ২ মিলিত।

"যত্র দুঃখেন সম্ভিন্নং ন চ গ্রস্তমনন্তরম্।
অভিলাষোপনীতঞ্চ তৎসুখং স্বঃ পদাস্পদম্ ॥" (সাংখ্যতত্ত্বকৌ°)

২ ভগ্ন। ৩ বিদলিত। ৪ সংকোচিত, চালিত। ৫ প্রস্ফুটিত।

সম্ভু (ত্রি) সম্ভবতীতি সম্-ভূ (বিপ্রসম্ভ্যো ডূসংজ্ঞায়াং। পা ৩।২।১৮০) ইতি ডু। যিনি সম্ভব হন অর্থাৎ উৎপন্ন হন, তাহাকে সম্ভু কহে। জনিতা।

সম্ভূয় (ত্রি) সম্ভবব্যাপক, বা সম্যক্ ভোগের জন্য সাধু। "যস্ত সম্ভুবং সম্ভবভুবং ব্যাপকং ভবতি, যদ্বা হে দেব সম্ভুবং সম্যক্ ভোগায় সাধু" (সায়ণ)

সম্ভূত (ত্রি) সম্-ভূ-ক্ত। উৎপন্ন, উদ্ভূত, জাত।

সম্ভূতবিজয় (পুং) সম্ভূতো বিজয়ো যস্য। জৈনদিগের একজন শ্রুতকেবলি। (হেম) [জৈন দেখ।]

সম্ভূতি (স্ত্রী) সম্-ভূ-ক্তিন্। ১ উৎপত্তি, উদ্ভব। ২ যোগ। ৩ ক্ষমতা, শক্তি। ৪ ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যবিশেষ, বিভূতি।

সম্ভূয়সন্ধান (স্ত্রী) সম্ভূয় মিলিত্বা যৎ সন্ধানং। পরস্পর মিলিত হইয়া যে সন্ধিকরণ।

সম্ভূয়সমুত্থান (স্ত্রী) সম্ভূয় মিলিত্বা সমুত্থানং কর্ম্মকরণং যত্র। মিলিত হইয়া একত্র বাণিজ্যকরণ, পরস্পর মিলিত হইয়া যে এক যোগে বাণিজ্য করা হয়, তাহাকে সম্ভূয়-সমুত্থান কহে। চলিত যৌথকারবার। ২ বিবাদ পদবিশেষ। যৌথকারবারে যদি পরস্পরের মধ্যে কোনরূপ বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহাকেও সম্ভূয়-সমুত্থান কহে। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, যে সকল বণিক্ একত্র মিলিত হইয়া লাভের জন্য ব্যবসা করে, তাহাদিগের মধ্যে যিনি যেরূপ অংশ প্রদান করিয়াছেন, বা তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যেরূপ প্রতিশ্রুতি আছে, তদনুসারে তাহারা লাভালাভ গ্রহণ করিবেন। যদি ইহাদের মধ্যে কেহ সাধারণের নিষিদ্ধ কার্য্য করিয়া দ্রব্যক্ষতি করে, অথবা যিনি নিজের অনবধানতায় ক্ষতি করেন, তিনি সেই ক্ষতি পূরণ করিয়া দিবেন। যদি কেহ ব্যবসায় বিপত্তি উপস্থিত হইলে তাহা হইতে উদ্ধার করেন, তাহা হইলে তিনি সাধারণ অংশাংশের দশভাগের এক ভাগ অধিক লাভ পাইবেন।

রাজা এই বণিকদিগের পণ্য-দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দেন বলিয়া সাধারণ লভ্যাংশ হইতে বিংশতি ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করিবেন। রাজা যে সকল দ্রব্য বিক্রয় করিতে নিষেধ করিবেন, কদাচ তাহারা সেই সকল দ্রব্য বিক্রয় করিবেন না। যিনি শুল্ক বঞ্চনার্থ পণ্যদ্রব্যের পরিমাণ বিষয়ে মিথ্যা কথা কহেন, যিনি শুল্ক-গ্রহণস্থান হইতে পার্শ্বকর্ত্তন করিয়া অপসৃত হন এবং যিনি বিবাদী দ্রব্য ক্রয় বা বিক্রয় করেন, রাজা তাহাদিগকে পণ্য দ্রব্যাপেক্ষা আটগুণ দণ্ড বিধান করিবেন।

সম্ভূয় বণিকের মধ্যে যদি কেহ বিদেশে প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহার পুত্রাদি যিনি তাহার দায়াধিকারী হইবেন, তাহাকেই ঐ ধন দিতে হইবে। যদি ইহাতে কেহ বঞ্চনা করে, তাহা হইলে তাহাকে ঐ ব্যবসায়ে লাভরহিত করিয়া বাহির করিয়া দিবে। এই সকল মিলিত বণিকের মধ্যে অংশপ্রাপ্ত যে ব্যক্তি পণ্যদ্রব্য পর্য্যবেক্ষণ, ও আয়ব্যয়-পরিদর্শন করিতে অশক্ত হন, তাহা হইলে তিনি অপরের দ্বারা উহা করাইতে পারিবেন। (যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ২ অ°) নারদ আদি অধ্যায়েও ইহার বিবরণ বর্ণিত আছে।

সম্ভৃত (ত্রি) সম্-ভৃ-ক্ত। সম্যক্ পুষ্ট। সম্যক্ ধৃত। ২ সঞ্চিত, সংক্ষিপ্ত। ৩ কৃত। ৪ লব্ধ। ৫ পরিপূর্ণ। ৬ সম্যক্ বর্দ্ধিত। ৭ প্রস্তুত। ৮ সম্মানিত। ৯ অর্জিত। ১০ সম্যক্ প্রকারে যুক্ত। ১১ সদৃশ অর্থাৎ সমান রূপ। (ঋক্ ৮।৩৪।১২)

সম্ভৃতক্রতু (ত্রি) সম্পাদিতকর্ম্মা, যিনি কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছেন।

"হরিভিঃ সম্ভৃতক্রতবিন্দ্র" (ঋক্ ১।৫২।৮)

'সম্ভৃতক্রতো সম্পাদিতকর্ম্মন্ সম্পাদিতপ্রজ্ঞ বা' (সায়ণ)

সম্ভৃতশ্রী (ত্রি) সম্ভৃতা শ্রীর্যেন। ধনদ, দেব।

সম্ভৃতসম্ভার (পুং) সম্পাদিত যজ্ঞোপকরণ। যিনি যজ্ঞীয় উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন।

"তেন সম্ভৃতসম্ভারো ধর্ম্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।" (ভাগবত ১।১২।৩৪)

'সম্ভৃতসম্ভারঃ সম্পাদিতযজ্ঞোপকরণঃ' (স্বামী)

সম্ভৃতাঙ্গ (ত্রি) পুষ্টাঙ্গ, পুষ্ট-অবয়ববিশিষ্ট।

সম্ভৃতাশ্ব (ত্রি) পুষ্টাশ্ব, পুষ্ট অশ্বযুক্ত।

"সম্ভৃতৈঃ সম্ভৃতাশ্বঃ" (ঋক্ ৮।৩৪।১২) 'সম্ভৃতাশ্বঃ পুষ্টাশ্বঃ' (সায়ণ)

সম্ভৃতি (স্ত্রী) সম্-ভৃ-ক্তিন্। ১ সম্যক্ পোষণ। ২ সম্যক্ ভরণ। সম্যক্ ধারণ। ২ সম্ভার।

"অক্লেশার্জ্জিতৈঃ হেলোপাত্তৈ নিশ্চিত্তে নৃপঃ।

চকারাশ্বমেধকোটিকৃত্বাহার সম্ভৃতিম্॥"

(কথাসরিৎসা° ১০৩।১১)

সম্ভৃত্য (ত্রি) সম্-ভৃ-ক্যপ্ (ভৃঞোঽসংজ্ঞায়াং। পা ৩।১।১১২) ক্যপ্-তুক্‌চ। সম্ভার্য্য।

সম্ভৃত্বন্ (ত্রি) সম্ভরণশীল। (অথর্ব্ব ৬।২৪।২)

সম্ভেদ (পুং) সম্-ভিদ্-ঘঞ্। সঙ্গম, নদীসঙ্গম।

"সমুদ্রিয়ং যোহভিষেচং তীর্থেভ্যপ্যসনেহপি বা।

নদীনাং বাপি সম্ভেদে স সংগ্রহমবাপ্নুয়াৎ॥" (মনু ৮।৩৫৬)

২ স্ফুটন। ৩ ভেদন। ৪ সম্যক্‌ভেদ, ভেদন। সম্ভেদনকার্য্য। ৫ একরূপতা। ৬ আসামের অন্তর্গত একটী তীর্থ। এখানে গুহাবাসিনী দেবী বিদ্যমান। (যুগিনী° ২২ অঃ)

সম্ভেদন (স্ত্রী) সম্-ভিদ্-লুট্। সম্যক্ ভেদন। সম্ভেদনকার্য্য।

সম্ভেদ্য (ত্রি) সম্-ভিদ্-যৎ। সম্ভেদযোগ্য, সম্ভেদের উপযুক্ত।

সম্ভোক্তৃ (ত্রি) সম্-ভুজ-তৃচ্। সম্যক্ ভোগকারী।

সম্ভোগ (পুং) সম্-ভুজ-ঘঞ্। ভোগ।

"সম্ভোগো দৃশ্যতে যত্র ন দৃশ্যেতাগমঃ ক্বচিৎ।
আগমঃ কারণং তত্র ন সম্ভোগ ইতি স্থিতিঃ॥" (মনু ৮।২০০)

২ শৃঙ্গার, রতিক্রীড়া। উপভোগ, সুখাস্বাদন। ৩ হর্ষ, আনন্দ। ৪ কেলিনাগর। (জটাধর) ৫ শৃঙ্গারভেদ। সাহিত্যদর্পণে লিখিত আছে যে শৃঙ্গার দুই প্রকার, যথা বিপ্রলম্ভাখ্য শৃঙ্গার ও সম্ভোগাখ্য শৃঙ্গার। ইহার লক্ষণ—

"দর্শনস্পর্শনাদীনি নিষেবেতে বিলাসিনৌ।
যত্রানুরক্তাবন্যোন্যং সম্ভোগোঽয়মুদাহৃতঃ॥"
আদিশব্দাদন্যোন্যাধরপানচুম্বনাদয়ঃ—
সংখ্যাতুমশক্যতয়া চুম্বনপরিরম্ভাদিবহুভেদাৎ।
অয়মেক এব ধীরৈঃ কথিতঃ সম্ভোগশৃঙ্গারঃ।
তত্র স্যাদৃতুষট্কং চন্দ্রাদিত্যৌ তথাস্তোদয়ঃ।
জলকেলিবনবিহারপ্রভাতমধুপানযামিনীপ্রভৃতিঃ।
অনুলেপনভূষাদ্যা বাচ্যং শুচিমেধ্যমন্যচ্চ॥"
(সাহিত্যদর্পণ ২২৫-২৬)

যে স্থলে বিলাসী ও বিলাসিনী পরস্পর দর্শন ও স্পর্শনাদি দ্বারা অনুরক্ত হইয়া পরস্পরকে ভজনা করে, তথায় সম্ভোগাখ্য শৃঙ্গার হয়। এই শৃঙ্গার বর্ণন করিতে হইলে পরস্পরের চুম্বন, আলিঙ্গন, অধরপান, চন্দ্র ও সূর্য্যের অস্ত, ষট্ঋতুবর্ণন, জলকেলি, বনবিহার, প্রভাত, মধুপান, রাত্রিবর্ণন, অনুলেপন ও বেশভূষাদি বর্ণন করিতে হয়।

বিপ্রলম্ভ অর্থাৎ বিরহ ব্যতীত সম্ভোগ পুষ্টিলাভ করে না, এইজন্য সম্ভোগ-শৃঙ্গারে বিপ্রলম্ভ বর্ণন করিতে হয়। প্রথম নায়ক ও নায়িকার দর্শনে পূর্ব্বরাগ জন্মে, এই অনুরাগ প্রবল হইলে পরস্পর মিলিত হইবার চেষ্টা করে। কোন সুযোগে ইহাদিগের মিলন হইলে পরে আবার ইহাদের বিপ্রলম্ভ অর্থাৎ বিচ্ছেদ হয়। এই বিচ্ছেদকালে পরস্পরের অনুরাগ অতি প্রবল হইয়া সম্ভোগশৃঙ্গার পূর্ণ হয়।

"ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে।
কষায়িতে হি বস্ত্রাদৌ ভূয়ান্ রাগো বিবর্দ্ধতে॥" (সাহিত্যদ°)

সম্ভোগকায় (পুং) বুদ্ধভেদ।

সম্ভোগযক্ষিণী (স্ত্রী) যোগিনীভেদ।

সম্ভোগবৎ (ত্রি) সম্ভোগ অস্ত্যর্থে মতুপ্, মস্য ব। ভোগবিশিষ্ট, ভোগযুক্ত। সম্ভোগযুক্ত।

সম্ভোগবেশ্মন্ (ক্লী) সম্ভোগগৃহ, রতিগৃহ, কেলিগৃহ।

সম্ভোগিন্ (ত্রি) সম্ভোগোঽস্ত্যস্যেতি ইনি। ১ সম্ভোগবিশিষ্ট। (পুং) ২ কেলিনাগর।

সম্ভোগ্য (ত্রি) সম্-ভুজ-ণ্যৎ। ভোগ্য, সম্ভোগযোগ্য, সম্ভোগের উপযুক্ত।

সম্ভোজ (পুং) ভোজন, ভক্ষণ। সম্যক্ ভক্ষণ।

"সর্বৈরুপায়ৈর্হন্তব্যাঃ সম্ভোজনবনাশনৈঃ।" (ভাগবত ৭।৩।৩৮)

সম্ভোজক (ত্রি) যত্নপূর্ব্বক ভোজনকারী।

সম্ভোজন (ক্লী) মিত্রতাসাধন বা গোষ্ঠিভোজন।

"সম্ভোজনী সাভিহিতা পৈশাচী দক্ষিণা দ্বিজৈঃ।
ইহৈবাস্তে তু সা লোকে গৌরন্ধেবৈকবেশ্মনি॥" (মনু ৩।১৪১)

'সম্ভোজনী সম্ শব্দঃ সহার্থে বর্ত্ততে সহ ভুজ্যতে যয়া সা সম্ভোজনী, মৈত্র্যাদি সহভোজনং প্রবর্ত্ততে, গোষ্ঠিভোজনং বা সম্ভোজনমিত্যাহ' (মেধাতিথি)

যাহাদিগকে ভোজন করাইলে, মিত্রতাসাধন অর্থাৎ বন্ধুত্ব হয়, তাহারই নাম সম্ভোজন। শ্রাদ্ধে এইরূপ ভোজন নিষিদ্ধ হইয়াছে। দ্বিজগণ শ্রাদ্ধকর্ম্মে কদাচ এই সম্ভোজন করাইবে না। দ্বিজগণ কর্ত্তৃক মিত্রতাসাধন যে সম্ভোজন অর্থাৎ গোষ্ঠিভোজন ঋষিরা উহাকে পিশাচধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে এইরূপ ভোজন করান, তাহার ইহলোকে মিত্রতা লাভ হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে পিতৃদিগের কোন উপকার সাধিত হয় না।

সম্ভোজনীয় (ত্রি) সম্-ভুজ-অনীয়র্। ভোজনার্থ, ভোজনের যোগ্য, ভোজনের উপযুক্ত।

"হৃদ্যোদনং সমানীতং শিলায়াং সলিলান্তিকে।
সম্ভোজনীয়ৈর্বুভুজে গোপৈঃ সঙ্কর্ষণান্বিতঃ॥"
(ভাগবত ১০।১২।২৯)

সম্ভোজ্য (ত্রি) সম্-ভুজ-ণ্যৎ। ভোজনযোগ্য, ভোজনার্হ।
(মনু ৩।২৩৮)

সম্ভ্রম (পুং) সম্-ভ্রম-ঘঞ্। ১ ভয়াদি জনিত ত্বরা আবেগ বা ভয়াদি জনিত ব্যস্ততা। পর্য্যায়—সংবেগ, আবেগ, প্রবেগ, ত্বরা, ত্বরি। (অমর ও জটাধর) ২ ভয়। ৩ সম্মান, গৌরব, মান্যতা। ৪ আদর। ৫ ভ্রান্তি। ৬ ঘূর্ণন। ৭ হর্ষ। (অজয়)

সম্ভ্রান্ত (ত্রি) সম্-ভ্রম্-ক্ত। ১ মান্য, গৌরবান্বিত, সম্ভ্রমশালী। ২ আদরণীয়, ত্বরাবিশিষ্ট।

সম্ভ্রান্ততন্ত্র, সম্ভ্রমশালী ব্যক্তিদিগের হস্তগত রাজ্যশাসন। (Aristocracy)

সম্ভ্রান্তসমাজ, ইংলণ্ড দেশের রাজকীয় সভাসংক্রান্ত সম্ভ্রমশালী ব্যক্তিদিগের সভা (House of Lords)

সম্ভ্রান্তি (স্ত্রী) সম্-ভ্রম্-ক্তিন্। সম্ভ্রম।

সম্মত (ত্রি) সম্-মন-ক্ত, ক্তি িনষ্ট লোপঃ। অনুমত, অভিমত, অভিপ্রেত।

সম্মতি (স্ত্রী) সম্-মন-ক্তিন্। ১ অনুমতি, আদেশ, অনুজ্ঞা। ২ মত, অভিপ্রায়। ৩ সম্মান। ৪ ইচ্ছা, বাসনা। ৫ ঐকমত্য। ৬ আত্মবোধ, আত্মজ্ঞান। (অমর)

সম্মতিমন্ (পুং) পাণিন্যুক্ত ব্যক্তিভেদ। (পা ৫।১।১২৩)

সম্মতীয় (ত্রি) সমস্ত শাখাভেদ। (তারনাথ)

সম্মদ (পুং) সম্-মদ (প্রমদসম্মদৌ হর্ষে। পা ৩।৩।৬৮) ইতি অপ্। ১ হর্ষ, আমোদ, আহ্লাদ।

২ মৎস্যবিশেষ। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, এই মৎস্য অধিক জলে অবস্থান করে, পরিমাণে অতিবৃহৎ এবং অনেক সন্ততিযুক্ত। "তত্র চান্তর্জলে মৎস্যঃ সম্মদোনাম অতি-বহুপ্রজঃ অতিপ্রমাণো মীনাধিপস্তিমিরাসীৎ" (বিষ্ণুপু° ৪।২।৬৯)

(ত্রি) ৩ সুখী, আনন্দিত। হর্ষযুক্ত।

সম্মদময় (ত্রি) সম্যক্ হর্ষ বা আনন্দবিশিষ্ট।

সম্মনস্ (ত্রি) ১ সমান মনস্ক। ২ পরস্পরানুরাগযুক্ত। (অথর্ব ৬।৬২।১)

সম্মনিমন্ (ত্রি) পরস্পরে সমান অনুরাগবন্ত। একমনা।

সম্মন্তব্য (ত্রি) সম্-মন্-তব্য। সম্যক্ মননযোগ্য, সম্যক্ মননের উপযুক্ত।

সম্মন্ত্রণীয় (ত্রি) সম্-মন্ত্র-অনীয়র্। সম্যক্‌রূপে মন্ত্রণীয়, সম্যক্ মন্ত্রণার যোগ্য।

সম্ময়ন (স্ত্রী) যূপ-প্রাথন বা যূপের চারিধারে খাত খনন।

সম্মর্দ্দ (পুং) সম্‌মৃদ্যতেঽত্রেতি সম্-মৃদ-ঘঞ্। ১ যুদ্ধ। ২ জনতা, ভিড়, সঙ্ঘর্ষ। ৩ পরস্পর বিমর্দ্দ।

"বসৌ প্রভবকরোঽভূৎ সম্মর্দ্দস্তত্র মঙ্কতাং।" (মনু ১৫।১০১)

সম্মর্দ্দন (পুং) ১ বাসুদেবের পুত্রভেদ। (ভাগবত ৯।২৪।৫১) ২ বিদ্যাধরবিশেষ। (কথাসরিৎসাগর ৪৮।১৮) (ত্রি) ৩ সম্মর্দ্দকারী।

সম্মর্দ্দিন্ (ত্রি) সম্মর্দ্দয়তীতি সম্-মৃদ গ্রহাদিত্বাদিন্। (পা ৩।১।১৩৩) সম্মর্দ্দকারী।

সম্মর্শন (স্ত্রী) সম্যক্ ব্যাপন, ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়া।

সম্মর্শিন্ (ত্রি) বিচারকারী। (তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ১।১১।৪)

সম্মর্ষ (পুং) সম্যক্ মর্ষ, সহন। (ভাগবত ১১।১৯।৩৬)

সম্মা (স্ত্রী) তুলা। 'সম্মাঃ ইত্যত্র দ্বিতীয়ো মকারঃশ্ছান্দসঃ। তথিন্ পটীতে সতি সম্মা তুল্যাত্বাক্তং ভবতি।' (ঐত°ব্রা° ৫।১ভা°)

সম্মা (দেশজ) সম্বা, শম্বন্ শব্দের অপভ্রংশ।

সম্মাতৃ (ত্রি) পতিব্রতাপুত্র। যাহার মাতা সৎ।

সম্মাতুর (ত্রি) সতীতনয়, পতিব্রতাপুত্র।

সম্মাদ (পুং) সম্-মদ-ঘঞ্। সম্যক্‌প্রকারে মত্ততা, উন্মাদ, অভিমোহ।

সম্মান (পুং) সং-মন-অচ্। ১ সমাদর, পূজা, গৌরব। (স্ত্রী) সম্-মা-ল্যুট্। ২ সম্যক্ পরিমাণ।

সম্মানন (স্ত্রী) সম্-মান-ল্যুট্। সম্মান, সম্ভ্রম।

সম্মাননা (স্ত্রী) সম্-মান-যুচ্-টাপ্। সম্মান।

সম্মাননীয় (ত্রি) সম্-মান-অনীয়র্। সম্মানের যোগ্য, সম্মা-নের উপযুক্ত।

সম্মানিত (ত্রি) সম্মানোঽস্য জাতঃ তারকাদিত্বাদিতচ্। সমা-দৃত, সৎকৃত, পূজিত।

সম্মানিন্ (ত্রি) সম্মান অস্ত্যর্থে ইন্। সম্মানবিশিষ্ট, সম্মানযুক্ত।

সম্মান্য (ত্রি) সং-মান-ণ্যৎ। সম্মানার্হ, সম্মানের যোগ্য, সম্মা-নের উপযুক্ত।

সম্মার্গ (পুং) সাধুমার্গ, উৎকৃষ্ট পন্থা। যে পথে বিচরণ করিলে মোক্ষাদি শ্রেষ্ঠ পদে উন্নীত হওয়া যায়।

সম্মার্জ্জক (ত্রি) সম্মার্জয়তীতি সং-মৃজ্-ণ্বুল্। সম্যক্-মার্জ্জন-কারী। পরিষ্কারক। পরিষ্কারকারী। ২ সম্মার্জনী, চলিত ঝাঁটা।

সম্মার্জ্জন (স্ত্রী) সম্-মৃজ্-ল্যুট্। ১ সংশোধন।

"সম্মার্জ্জনঞ্চ সংশুদ্ধিঃ সংশোধনবিশোধনে।" (রত্নমালা)

২ পরিষ্কারণ।

সম্মার্জ্জনী (স্ত্রী) সম্‌মার্জ্জ্যতেঽনয়েতি সম্-মৃজ ল্যুট্। ধূল্যাদি-মার্জ্জনসাধনী, যাহা দ্বারা ধূলি প্রভৃতি পরিষ্কার করা যায়, চলিত ঝাঁটা, ঝোঁটা, খেংরা। পর্য্যায়—শোধনী, উহনী, সমূহনী, বহুকারী, বর্দ্ধনী। (হেম) গৃহস্থদিগের পঞ্চসূনার মধ্যে ইহা একটী; চুল্লী, পেষণী, চুল্লী, উদকুম্ভী ও সম্মার্জ্জনী এই পাঁচটী পঞ্চসূনা। গৃহস্থেরা প্রতিদিন সম্মার্জ্জনকালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক প্রাণিবধ করেন। এই পঞ্চসূনা জন্য পাপ দ্বারা মানব স্বর্গলাভে অধিকারী হয় না, এইজন্য শাস্ত্রে প্রতিদিন পঞ্চ-যজ্ঞের বিধান আছে। যাহারা বিধিপূর্ব্বক পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের পঞ্চসূনা জন্য পাপ নিরাকৃত হয়।

[পঞ্চসূনা দেখ]

সম্মিত (ত্রি) সম্-মা-ক্ত। সমান পরিমাণ, তুল্য পরিমাণ। ২ সদৃশ, তুল্য, সমান।

সম্মিতত্ব (স্ত্রী) সম্মিতস্য ভাবঃ ত্ব-টাপ্। সম্মিতের ভাব বা ধর্ম্ম, সদৃশত্ব, তুল্যত্ব।

সম্মিতি (স্ত্রী) ১ উচ্চাকাঙ্ক্ষা। ২ সদৃশাভিলাষ।

সম্মিমর্দ্দিষু (ত্রি) সম্মর্দ্দিতুমিচ্ছুঃ সম্-মৃদ-সন্, উ। সম্মর্দ্দন করিতে অভিলাষী।

সম্মীমানয়িষু (ত্রি) মান খর্ব্ব করিতে অভিলাষী।

সম্মিলন (স্ত্রী) সম্-মিল-ল্যুট্। সম্যক্‌মিলন, সংযোগ, একত্র হওন।

সম্মিলিত (ত্রি) সম্-মিল-ক্ত। সম্যক্মিলিত, সংযুক্ত, একত্র।

সম্মিশ্র (ত্রি) সম্যক্প্রকারেণ মিশ্রয়তীতি মিশ্র মিশ্রণে অচ্। সংযুক্ত, মিশ্রিত।

সম্মীলন (ক্লী) সম্-মীল-ল্যুট্। সম্যক্মীলন, সম্যক্মুদ্রিত-করণ, মুদ্রা, সঙ্কোচন।

"চেতঃ সম্মীলনঞ্চ নিদ্রা" (সাহিত্যদ° ১৮৫)

সম্মীল্য (ত্রি) সম্-মীল-ণ্যৎ। ১ সম্মীলনযোগ্য। (ক্লী) ২ নাটকভেদ।

সম্মুখ (ত্রি) সঙ্গতং মুখং যস্য। ১ অভিমুখাগত। পর্য্যায়— অগ্রপৃষ্ঠ। (ত্রিকা°) (ক্লী) ২ সমক্ষ, অভিমুখ, সুমুখ।

"দৃষ্ট্বা দর্শয়তি ব্রীড়াং সম্মুখং নৈব পশ্যতি।" (সাহিত্যদ° ৩।১৫৪)

সর্ব্বং মুখমিতি বিগ্রহে অব্যয়ীভাবলোপে সম্মুখমিতি সিদ্ধং। ৩ সমস্ত মুখ, সকল মুখ। (কাশিকা ৫।২।৬)

সম্মুখিন্ (পুং) সম্মুখমস্ত্যস্যেতি ইনি। দর্পণ।

সম্মুখীন (ত্রি) সর্ব্বস্য মুখস্য দর্শনঃ সম্মুখ (যথামুখসম্মুখস্য দর্শনঃ খঃ। পা ৫।২।৬) ইতি খ। ১ অভিমুখ। ২ অভিমুখে-স্থিত, সম্মুখবর্ত্তী।

সম্মূঢ় (ত্রি) সম্-মুহ-ক্ত। সম্যক্মোহযুক্ত, মূঢ়।

"যাস্যেতো কদলীস্তম্ভে নিঃসারে সারমার্গণং।
যঃ করোতি স সম্মূঢ়ো জলবুদ্বুদসন্নিভে॥" (তত্ত্বচিন্ত)

২ রাশিকৃত। ৩ ভগ্ন। ৪ শীঘ্রজাত। ৫ নির্ব্বোধ, অজ্ঞান।

সম্মূঢ়পিড়কা (স্ত্রী) শূকরোগভেদ। লক্ষণ—

"পাণিভ্যাং ভৃশসম্মূঢ়ে সম্মূঢ়পিড়কা ভবেৎ॥"

(মাধবনি° শূকরোগাধি°)

লিঙ্গে শূকরোগ হইলে হস্তদ্বারা যদি লিঙ্গ অতিশয় মর্দ্দন করা হয়, এবং তাহাতে যদি লিঙ্গ পিচ্চিত হইয়া অবনত হয়; তাহা হইলে তাহাকে সম্মূঢ়পীড়া কহে। বায়ু প্রকুপিত হইয়া এই রোগ জন্মে। [শূকরোগ দেখ]

সম্মূত্রণ (ক্লী) সম্যক্ মূত্রণ, সম্যক্ মূত্রত্যাগ।

"শুক্রসম্মূত্রণে শুক্রমহং" (বৃহৎস° ৮৯।১)

সম্মূর্চ্ছ (পুং) সম্-মূর্চ্ছ-অচ্। ১ সম্যক্ মোহ। ২ ব্যাপ্তি।

সম্মূর্চ্ছজ (পুং) সম্যক্ প্রকারেণ মূর্চ্ছতি ব্যাপ্নোতীতি মূর্চ্ছ ব্যাপ্তৌ অচ্ তথাবিধঃ সন্ জায়তে ইতি জন-ড। তৃণাদি। (হেম)

সম্মূর্চ্ছন (ক্লী) সম্-মূর্চ্ছ ব্যাপ্তৌ মোহে চ ল্যুট্। ১ সর্ব্বতো ব্যাপ্তি, অতি ব্যাপ্তি। ২ মোহ, মূর্চ্ছা। ৩ বৃদ্ধি। ৪ বিস্তার। ৫ উচ্চতা, উচ্ছ্রায়।

সম্মূর্চ্ছনোদ্ভব (পুং) সম্মূর্চ্ছনাদুদ্ভবতীতি উৎ-ভূ-অচ্। মৎস্যাদি। (হেম)

সম্মৃষ্ট (ত্রি) সম্-মৃজ-ক্ত। সংশোধিত, পরিষ্কৃত, মার্জ্জিত, নির্ম্মলীকৃত। (অমর)

সম্মেঘ (পুং) ১ সম্যক্ মেঘ। ২ মেঘযুক্ত আকাশ।

(পঞ্চবিংশব্রা° ৪।৯।১০)

সম্মেত (পুং) পর্ব্বতভেদ। বাঙ্গালার পরেশনাথ পাহাড়।

সম্মেলন (ক্লী) সম্যক্ মিলন।

সম্মোদ (পুং) সম্-মুদ-ঘঞ্। আমোদ, আনন্দ, প্রীতি, হর্ষ। (শব্দরত্না°)

সম্মোদন (ক্লী) সম্-মুদ-ল্যুট্। ১ সম্মোদ, হর্ষ, আনন্দ।

সম্মোহ (পুং) সম্-মুহ-ঘঞ্। সম্যক্ মোহ। মুগ্ধকরণ।

সম্মোহক (ত্রি) সম্মোহয়তীতি সম্-মোহি-ণ্বুল্। মোহকারক, মোহজনক। (পুং) ২ সন্নিপাত জ্বরবিশেষ। লক্ষণ—

"প্রবৃদ্ধমধ্যহীনৈস্তু বাতপিত্তকফৈস্তু যঃ।
তেন রোগস্তু প্রোক্তা যথাযোগবলাশ্রয়াঃ।
প্রলাপায়াসসম্মোহকম্পমূর্চ্ছারতিভ্রমাঃ॥
একপক্ষাভিঘাতশ্চ তস্যাপেক্ষতে বিশেষতঃ।
এষ সম্মোহকো নাম সন্নিপাতঃ সুদারুণঃ॥"

(ভাবপ্রকাশ জ্বরাধি°)

যে স্থলে বায়ু অতি প্রবল, পিত্ত মধ্যবল এবং কফ অতি হীনবল হইয়া সন্নিপাতের লক্ষণযুক্ত জ্বর উৎপাদন করে, তাহাকে সম্মোহক সন্নিপাত কহে। এই রোগে বায়ু অতি প্রবল থাকে, এই জন্য বেদনা, কম্প, নিদ্রানাশ ও বিভ্রম প্রভৃতি বায়ুকোপজন্য লক্ষণ সকল অতিমাত্রায় প্রকাশ পায়। দাহ, পিপাসা, উষ্ণতা ও ঘর্ম্ম প্রভৃতি পিত্তজ লক্ষণ সমূহও ঐ সঙ্গে মধ্যমরূপে প্রকাশিত হয়। আলস্য, অগ্নিমান্দ্য, উৎকাশ, এবং মুখনাসিকাস্রাব প্রভৃতি কফজ লক্ষণ সকল কফের হীনতা প্রযুক্ত অল্পরূপে বিকাশ পাইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন প্রলাপ, আয়াস অর্থাৎ অকারণে শ্রমবোধ, মোহ, কম্প, মূর্চ্ছা, ভ্রম, এবং বাম কি দক্ষিণ যে দিক্ই হউক একপক্ষ অবসন্ন হয়। এই সন্নি-পাতজ্বর অতি ভয়ানক এবং কষ্ট সাধ্য। এই জ্বর হইলে সুবিজ্ঞ চিকিৎসক বিশেষ সাবধানতার সহিত চিকিৎসা করিবেন।

[সন্নিপাত ও জ্বর দেখ]

সম্মোহন (ক্লী) সম্-মুহ-ল্যুট্। ১ মুগ্ধকরণ। (ত্রি) ২ মোহজনক, মোহকারক। (পুং) ৩ কন্দর্পের পঞ্চবাণের অন্তর্গত বাণবিশেষ।

সম্মোহনতন্ত্র (ক্লী) তন্ত্রভেদ।

সম্যক্ (অব্য°) সমুদায়।

"সম্যক্ সংশোধনং কর্ম্মকর্ত্তব্যমধিকারিণা।
নিকামেন সদা পার্থ কামাং কামাবিভেদ চ॥"(প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

সর্ব্বপ্রকারে, সমগ্ররূপে, উপযুক্তরূপে, উত্তমরূপে। (ত্রি) সম্যচ্। সম্যচ্ শব্দের প্রথমার একবচনে সম্যক্ হয়।

[সম্যচ্ দেখ।]

সম্যক্‌কর্ম্মান্ত (পুং) সম্যক্‌রূপে কর্ম্মের সর্ব্বশেষ। নিষ্পাদনাবস্থা।

সম্যক্‌চারিত্র (স্ত্রী) জৈনমতে বিশুদ্ধ তত্ত্ব অবগত হইয়া তদনুসারে চরিত্ররক্ষা, ইহা রত্নত্রয়ের অন্তর্গত।

[জৈনশব্দ ১৯৮ পৃষ্ঠা দেখ।]

সম্যক্ত্ব (স্ত্রী) উপযুক্ততা।

সম্যক্‌জ্ঞান (স্ত্রী) জৈনমতে ধর্ম্মভেদ। [জৈন ১৯৮ পৃষ্ঠা দেখ।]

সম্যক্‌দর্শন (স্ত্রী) জৈনমতে ধর্ম্মভেদ। [জৈন দেখ]

সম্যক্‌দর্শিন্ (ত্রি) ধর্ম্মতত্ত্বার্থদর্শী।

সম্যক্‌দৃশ্ (ত্রি) সম্পূর্ণ দৃষ্টিযুক্ত।

সম্যক্‌দৃষ্টি (স্ত্রী) ১ সম্যক্ দর্শন। ২ ভাল করিয়া দেখা।

সম্যক্‌প্রবৃত্তি (স্ত্রী) সম্যক্ ইচ্ছা।

সম্যক্‌সঙ্কল্প (পুং) সম্যক্‌রূপে সঙ্কল্প।

"সম্যক্‌সঙ্কল্পঃ কায়ো ধর্ম্মমূলমিদং স্মৃতং।" (বাক্যপ্রদীপ" ১।৭)

সম্যক্‌সত্ত্ব (পুং) বৌদ্ধভিক্ষুভেদ। (তারনাথ)

সম্যক্‌সমাধি (পুং) বৌদ্ধদিগের সমাধিবিশেষ।

সম্যক্‌সম্বুদ্ধ (পুং) ১ বুদ্ধ। (ত্রি) ২ সম্যক্ সবুদ্ধ, সম্যক্ জ্ঞানবিশিষ্ট।

সম্যক্‌সম্বোধ (পুং) বুদ্ধভেদ। ২ সম্যক্ জ্ঞানযুক্ত।

সম্যক্‌বোধ (পুং) সম্যক্ জ্ঞান।

সম্যগ্যোগ (পুং) সম্পূর্ণ যোগ, সমাধি।

সম্যগ্‌বাচ্ (স্ত্রী) সম্যক্ আলাপ।

সম্যচ্ (ত্রি) সম্-অঞ্চ ঋত্বিগাদিনা ক্বিন্ (সমঃ সমি। পা ৬।৩।৯৩) ইতি সম্যাদেশঃ। ১ সত্যবচন। অর্থেন সহ সমঞ্চতি সমঞ্চতে অঞ্চ-ক্বিন্। ২ সঙ্গত। ৩ মনোজ্ঞ।

সম্রাজ্ (পুং) সম্যক্ রাজতে ইতি সম্-রাজ-ক্বিপ্। (মোরাজি-সম্ রাজৌ। পা ৮।৩।২৫) ইতি সমো মকারস্য মাদেশত্বেন নানুস্বারঃ। সার্ব্বভৌম নরপতি, রাজসূয়যজ্ঞকারী, যিনি সকল নরপতিকে জয় করিয়া রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহাকে সম্রাট্ কহে। মণ্ডলেশ্বর, দ্বাদশ রাজমণ্ডলের অধিপতি, সর্ব্বভূমীশ্বর, রাজা, রাজাধিরাজ, সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি। অমরসিংহ লিখিয়াছেন যে, যাহার আজ্ঞানুসারে রাজগণ পৃথিবী শাসন করেন, তাঁহাকে সম্রাট্ কহে। এই শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে সম্রাজ্ঞী এই পদ হয়।

সম্রাজ্ঞী (স্ত্রী) সম্রাজন্-ঙীপ্। সম্রাট্‌পত্নী। রাজমহিষী। রাজেশ্বরী।

সযত্তি (ত্রি) সমান যত্তিবিশিষ্ট।

সযজু (ত্রি) যজেন সহ বর্ত্তমানঃ। যজের সহিত বর্ত্তমান। যজ্ঞযুক্ত, যজ্ঞবিশিষ্ট।

সযত্ব (স্ত্রী) সঙ্গম, মিলন, সহবাস। (তৈ° স° ৬।৬।৩।৬)

সযন (স্ত্রী) ১ বন্ধন। (পুং) ৩ বিশ্বামিত্রের পুত্রভেদ।

সযব (ত্রি) যবের সহিত বর্ত্তমান, যবযুক্ত, যববিশিষ্ট।

সযাবক (ত্রি) ১ যাবকযুক্ত। ২ সমান গতিবিশিষ্ট।

সযাবন্ (ত্রি) সমানং যাবতীতি চ প্রাপণে আতো মনিন্‌ক্বনিপ্ বনিপ্। সমানগতিবিশিষ্ট, তুল্যগতি। "দেবৈরগ্নে সযাবভিঃ" (ঋক্ ১।৪৪।১৩) 'সযাবভিঃ সমানগতিভিঃ' (সায়ণ) স্ত্রীলিঙ্গে শব্দের অন্তস্থ ন স্থানে র করিয়া সযাবরী পদ হইবে।

সযুক্ত্ব (স্ত্রী) সযুক্ ভাবে ত্ব। সংযোগের ভাব বা ধর্ম্ম।

সযুধন্ (ত্রি) সহায়যুক্ত।

"সযুধ্বাভিদ্যুম্না সবিতা" (ঋক্ ১০।৩০।৪)

'সযুধা সহায়যুক্তায়েঃ সহায়ভূতাঃ' (সায়ণ)

সযুজ্ (ত্রি) সমানযোগবিশিষ্ট, সমানযোগযুক্ত।

"দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং" (ঋক্ ১।১৬৪।২০)

'সযুজা সমানযোগৌ' (সায়ণ)

সযূথ্য (ত্রি) সযূথে ভবঃ (সগর্ভসযূথসনুতাদ্যৎ। পা ৪।৪।১১৪) ইতি যৎ। সযূথভব।

সযোগ (ত্রি) যোগের সহিত বর্ত্তমান, যোগযুক্ত, সংযোগ।

সযোনি (পুং) যোনিভিঃ সহ বর্ত্তমানঃ। ১ ইন্দ্র। (ত্রি) ২ যোনির সহিত বর্ত্তমান, সমানোৎপত্তিস্থানক, যাহার উৎপত্তিস্থান এক।

"সমা অত্র যুবতয়ঃ সযোনীরেকং গর্ভং দধিরে" (ঋক্ ৩।১।৬)

'সমানং অন্তরীক্ষং যোনিস্থানং যাসাং তাঃ' (সায়ণ)

সযোনিতা (স্ত্রী) সযোনি ভাবে তল্-টাপ্। সযোনির ভাব বা ধর্ম্ম।

সর (স্ত্রী) সরতীতি সৃ-অচ্। ১ সরোবর। (শব্দরত্না°) ২ জল। (জটাধর) (পুং) ৩ দধ্যগ্র, দধির অগ্রভাগ।

'সরশ্চ মধুরাস্তরসং দধিস্নেহস্ত কটুরং।' (রত্নমালা)

৪ গতি। ৫ বাণ। ৬ লবণ। (পুং স্ত্রী) ৭ নির্ঝর। (ভরতদ্বিরূপকোষ) (ত্রি) ৮ সারক। ৯ ভেদক। ১০ গমনকর্ত্তা। (পুং) ১১ মহাপিণ্ডীতরু। (রাজনি°)

সর, বাঙ্গালার পুরীজেলার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র হ্রদ। পুরীনগরের উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত ও ভার্গবী নদীর সঙ্গিত জলে গঠিত। ইহা পূর্ব্ব-পশ্চিমে ৪ মাইল লম্বা এবং উত্তর দক্ষিণে ২ মাইল বিস্তৃত। অক্ষা° ১৯°৫১´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫°৫৫´ পূঃ। চিল্কার ন্যায় এই ক্ষুদ্র হ্রদের সহিত সমুদ্রের কোনরূপ সংযোগ নাই। হ্রদ ও সমুদ্রের মধ্যস্থলে উচ্চ বালিয়াড়ি-

সমূহ বিদ্যমান থাকায় সমুদ্রের জল ইহাতে প্রবেশ করিতে পারে না। এই স্থান প্রায়ই জনশূন্য, জেলেরা এই স্থান হইতে মাছ তুলিয়া বিক্রয়ার্থ নগরে লয় না। যখন একান্তই বৃষ্টির অভাব হয়, তখন অদূরদেশবাসী কৃষকেরা এখান হইতে নালী দ্বারা জল লইয়া শস্যক্ষেত্রাদিতে সরবরাহ করিয়া থাকে।

সরঃকাক (পুং) সরসঃ কাকঃ। হংস। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। সরঃকাকী—হংসী। (শব্দরত্না°)

সরক (ক্লী) সরকের স্বার্থে কন্। ১ সরোবর। ২ আকাশ। (পুং ক্লী) সরতীতি সৃ-বুন্। ৩ শীধুপাত্র। ৪ শীধুপান। ৫ মদ্যপরিবেশন। "ক্রিয়াধারাবিপর্যাপ্তমপি নঃ সরকং ন বা ॥" (কথাসরিৎসাগর ৫৪।১৯৯)

(ত্রি) ৬ গতিশীল।

সর্ কশ্ (পারসী) ১ অবাধ্য। ২ অগ্রাহ্য।

সর্ কার (পারসী) ১ বিচারালয়। ২ গভর্ণমেন্ট। ৩ সম্পত্তি। ৪ প্রধানস্থান। ৫ প্রধানকর্মচারী। ৬ উপাধিবিশেষ। যাহারা রাজসরকারে প্রধানকার্য্য করিত, তাহারা এই উপাধি পাইত, অদ্যাবধি এই উপাধি তাহাদের বংশগত হইয়া আসিতেছে।

সরকারী (পারসী) রাজকীয়, গবর্মেণ্ট সংক্রান্ত।

সরক্ত (ত্রি) রক্তের সহিত বর্তমান, রক্তযুক্ত, রক্তবিশিষ্ট।

সরক্তগৌর (ত্রি) রক্তিমাক্ত গৌরবর্ণযুক্ত।

সর্ খৎ (পারসী) লিখিত আদেশপত্র। কর্মচারী নিয়োগকালে তাহার নিয়োগপত্রে তাহার কর্তব্য নির্দেশ করিয়া দেওয়া হয়।

সর্ গরম্ (পারসী) সাধারণে জাহির করা। জানান, ঘোষণা।

সরগুজা, বাঙ্গালার ছোট নাগপুর জেলার অন্তর্গত একটী সুবিস্তৃত সামন্ত রাজ্য। অক্ষা° ২২°৩৭´৩০´´ হইতে ২৪°৬´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২°৩২´৫´´ হইতে ৮৪°৭´ পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ৬০৫৫ বর্গ মাইল। ইহার উত্তর সীমায় যুক্ত-প্রদেশের মীর্জাপুর জেলা ও রেবারাজ্য, পূর্বে লোহারডাগা জেলা, দক্ষিণে যশপুর ও উদয়পুর সামন্তরাজ্য ও মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুর জেলার কতকাংশ এবং পশ্চিমে কোরিয়া সামন্ত রাজ্য।

এই রাজ্যের অধিকাংশ স্থান অধিত্যকা, উপত্যকা ও পার্বত্য ক্রমোন্নমিত ভূমিতে পূর্ণ। ইহার পূর্বাংশ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৫০০ ফিট্ উচ্চ। পালামৌ ও যশপুরের সীমার দেশভাগে প্রায় ৩৫০০ হইতে ৪০০০ ফিট উচ্চ শৈলমালা দৃষ্ট হয়। এখানকার মেনপাট নামক অধিত্যকাভাগ দৈর্ঘ্যে ১৮ মাইল এবং বিস্তারে ৬ হইতে ৮ মাইল। ইহার সর্বোচ্চ স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৭৮১ ফিট উচ্চ। জমীরাপাট নামক অপর অধিত্যকাভূমিও দৈর্ঘ্যে প্রায় ২ মাইল হইবে। উক্ত অধিত্যকাদ্বয় বনমালাবিভূষিত ও শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত প্রশস্ত প্রান্তর পরিশোভিত। ঐ তৃণাচ্ছাদিত ভূখণ্ড পশ্বাদি বিচরণের উপযোগী। ঐ স্থান হইতে রাজার প্রায় বার্ষিক ২৫০০্ টাকা রাজস্ব আদায় হইয়া থাকে। শৈলশৃঙ্গ গুলির মধ্যে মৈলান ৪০২৪ ফিট্, জাম ৩৮২৭ ফিট্ এবং পাক্রাবর্ণা ৩৮০৪ ফিট্ উচ্চ।

এখানে কতকগুলি পর্বতগাত্রবাহিনী নদী দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে কনহার, রেণ্ড ও মাহান উত্তরবাহিনী হইয়া শোণনদে নিপতিত হইয়াছে। শঙ্খ নামক নদী ব্রাহ্মণী নদীর অন্যতম শাখা। এই নদী গুলিতে বর্ষাকালেই জলাধিক্য হয়, কিন্তু অন্যান্য ঋতুতে আদৌ জল থাকে না। বর্ষার সময় অত্যন্ত প্রবাহের খরতানিবন্ধন নদীবক্ষে নৌকাচালন অসম্ভব হয়; অন্যান্য সময়ে জলাভাববশতঃ নৌকা চলে না। রাজ্যের উত্তরে তত্তপাণি নামক স্থানে কএকটী উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। বিশ্রামপুরে কয়লার খাত দৃষ্ট হয়। প্রায় রাজ্যের সর্বত্রই শালবন আছে।

এই রাজ্যের প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায় নাই। রাজবংশমালা আলোচনা করিলে যে ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় তাহা সন্দেহজনক এবং তাহা হইতে প্রকৃত ইতিহাস সঙ্কলন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভ হইতেই এখানকার প্রকৃত ইতিহাস আরম্ভ। ঐ সময়ে একদল মরাঠা-সৈন্য পদ্মাতীরাভিমুখে অগ্রসর হইয়া প্রথমে এই রাজ্য অধিকার ও লুণ্ঠন করে এবং এখানকার সর্দারকে মেরাঠরাজের শাসনাধীনে আনয়ন করে। পুনঃ ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরাজরাজের বিরুদ্ধে পালামৌ নামক স্থানে একটী বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। ঐ বিদ্রোহে সরগুজার রাজা সহায়তা করায় ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কর্ণেল জোন্সকে তাঁহার বিরুদ্ধে সসৈন্যে প্রেরণ করেন। ইংরাজ-সৈন্যের আগমনে বিদ্রোহ প্রশমিত হয় এবং ছোটনাগপুরের রাজার সহিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের একটী মৈত্রীসূচক সন্ধি স্থাপিত হয়। কিন্তু ঐ সন্ধি অনুসারে অধিকদিন উভয় পক্ষে কার্য্য করিতে সমর্থ হন নাই, ইংরাজ-সৈন্য প্রত্যাবৃত্ত হইবার অব্যবহিত পরেই রাজা ও রাজপরিবারবর্গের মধ্যে এখানে পুনরায় অন্তর্বিপ্লব ঘটে। তদনুসারে ১৮১২ খৃষ্টাব্দে পলিটিকাল এজেন্ট মেজর রফ্ সেজ্ স্বয়ং সরগুজায় যাইয়া রাজ্যের শৃঙ্খলাস্থাপনে ও বিপ্লব শান্তি করিতে প্রয়াস পান। অনেক বুঝাইলেও যখন রাজকুমার পলিটিকাল এজেন্টের পরামর্শে কর্ণপাত করিলেন না, তখন রাজকার্য্য সুশৃঙ্খলে পরিচালনের জন্য একজন দেওয়ান নিযুক্ত হইল। উদ্ধত যুবরাজ ও তাঁহার অনুচরেরা ঐ ইংরাজ-কর্মচারীকে গোপনে নিহত করেন এবং বৃদ্ধ রাজা ও তাঁহার রাণীদ্বয়কে কারারুদ্ধ করিবার প্রয়াস পান। মেজর রফ্ সেজ

পা ৩।২।১৫০) ইতি যুচ্ । ১ লৌহমল। (হেম) সৃ-ল্যুট্। ২ গমন। ৩ গমনশীল। ৪ মাধবী মদ্য। (বৈদ্যকনি°)

সরণা (স্ত্রী) সৃ-যুচ্-টাপ্। ১ প্রসারণী, চলিত গন্ধভাদুলী। ২ ত্রিবৃতা, তেউড়ী। (শব্দমালা) (ত্রি) ৩ গমনকর্ত্তা।

সরণি (স্ত্রী) সরত্যানয়েতি সৃ গতৌ (অর্ত্তিসৃধৃধম্যশ্যবিতৃভ্যোহনিঃ। উণ্ ২।১০৩) ইতি অনি। ১ পঙ্ক্তি। ২ পন্থা, পথ, (মেদিনী)

"সরণীঃ সরণিং ত্যক্ত্বা বীথিকাম্পদয়া সমং।" (রাজতর° ৩।৪০১)

৩ প্রসারণী। (ভরত)

সরণী (স্ত্রী) সরণি বা ঙীষ্। ১ পঙ্ক্তি। ২ পন্থা। ৩ প্রসারণী। ৪ গন্ধভাদুলিয়া। (রাজনি°)

সরণ্ড (পুং) সরতীতি সৃ (অণ্ডন্ কৃসৃভৃবৃঞঃ। উণ্ ১।১২৮) ইতি অণ্ডন্। ১ ধূর্ত্ত। ২ লম্পট। ৩ ভূষণভেদ। (মেদিনী) ৪ কামুক। ৫ পক্ষী। (শব্দরত্না°)

সরণ্য (ত্রি) সরণ-যৎ। গম্য, গন্তব্য।

সরণ্যু (পুং) সরতীতি সৃ-গতৌ (সৃযুবচিভ্যোহন্যুজাগুজক্নুচঃ। উণ্ ৩।৮১) ইতি অন্যুচ্। ১ মেঘ। ২ বায়ু। ৩ জল। (শব্দরত্না°) ৪ বসন্ত। ৫ অগ্নি। (উজ্জ্বল)

সরৎ (স্ত্রী) সৃ-অতৃ। ১ সূত্র। (ত্রি) ২ গন্তা, গমনশীল।

সরত্নি (পুং স্ত্রী) রত্নি পরিমাণ, কনুই অবধি বদ্ধমুষ্টি, হস্তাগ্র পর্য্যন্ত পরিমাণ, চলিত কনুই হাত।

সরথ (ত্রি) রথের সহিত বর্ত্তমান, রথযুক্ত, রথবিশিষ্ট।

সরথিন্ (ত্রি) সমানরথযুক্ত, একরথারূঢ়। তুল্যরথবিশিষ্ট।

"প্রথমা বা সরথিনা সুবর্ণা" (শুক্লযজুঃ ২৯।৭)

'সরথিনা সরথিনৌ সমানো রথো যয়োস্তৌ একরথারূঢ়ৌ' (বেদদীপ) ২ রথীর সহিত বর্ত্তমান।

সরদণ্ডা (স্ত্রী) নদীভেদ।

সর্দার (পারসী) প্রধান,শ্রেষ্ঠ-কর্ম্মচারী, নেতা। সর্দার, মেট।

সর্দারী (পারসী) সর্দ্দারের কার্য্য। নেতৃত্ব।

সর্দা (পারসী) ঠাণ্ডা। কাশী।

সরদ্বৎ (ত্রি) ১ গৌতম মুনি। ২ গৌতম মুনির পুত্র।

সরন্ধ্র (ত্রি) রন্ধ্রের সহিত বর্ত্তমান, রন্ধ্রযুক্ত, ছিদ্রবিশিষ্ট।

সরপত্রিকা (স্ত্রী) সরপত্রং জলতৃণপত্রমস্ত্যস্যা ইতি ঠন্-টাপ্ অত ইত্বং। ১ পদ্ম। ২ পদ্মপত্র।

সর্‌পোশ্ (পারসী) ঢাকন, যাহা দ্বারা ঢাকা যায়, আচ্ছাদন-দ্রব্যবিশেষ। পানপাত্রের আবরক।

সরফরাজ্ (পারসী) সর্ব্বকার্য্যে দক্ষতাভিমানী। যে অসমর্থতা সত্বেও কঠিন কর্ম্মসাধনে অগ্রসর।

সরফরাজ খাঁ, বাঙ্গালার একজন মুসলমান নবাব। তিনি নবাব সুজাউদ্দৌলা বা সুজা উদ্দীন্ খাঁর পুত্র। তাঁহার জননী নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁর কন্যা ছিলেন। কুলীখাঁ স্বীয় জামাতাকে নায়েব দেওয়ান ও পরে নায়েব নাজিম পদ হইতে উন্নীত করিয়া উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা করিয়া দেন।

শ্বশুরের অনুগ্রহে পদোন্নতি ঘটিল বটে, কিন্তু কামাসক্তি হেতু তাঁহার চরিত্র উত্তরোত্তর কলুষিত হইতে লাগিল। সরফরাজজননী জিন্নৎ উন্নিসা বেগম ধর্ম্মপরায়ণা ও পতিব্রতা ছিলেন। তিনি স্বামীর এই ব্যভিচারে বিরক্ত হইয়া তাঁহার সংসর্গ ত্যাগপূর্ব্বক মুর্শিদাবাদে আসিয়া বাস করেন।

মুর্শিদের মৃত্যুর পর সুজা বাঙ্গালার নবাবীপদ গ্রহণ করিবার জন্য সদলবলে মুর্শিদাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার পুত্র সরফরাজ তখন রাজধানীতেই উপস্থিত ছিলেন। তিনি আপনাকে মাতামহের সম্পত্তির অধিকারী জানিয়া নিশ্চিন্তমনে রাজ্যভোগসুখ উপভোগ করিতেছিলেন। সুজা পুত্রের বিরুদ্ধে অভিযান অকর্ত্তব্য জানিয়াও রাজ্যলালসা ত্যাগ করিতে পারিলেন না। মন্ত্রিবর্গের প্ররোচনায় উত্তেজিত হইয়া তিনি মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এদিকে সরফরাজ পিতার আগমনবার্ত্তা অবগত হইয়া সৈন্য প্রেরণ দ্বারা তাঁহার গতিরোধ করিবার পরামর্শ করেন; কিন্তু ধর্ম্মশীলা মাতা ও মাতামহীর সুযুক্তিতে নিবৃত্ত হইয়া পিতাকে অভিবাদনপূর্ব্বক আনয়ন করেন।

সুজা নবাব পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং স্বীয় পুত্র সরফরাজ খাঁকে বাদশাহী দেওয়ানের পদে স্থায়ী রাখিলেন। নবাব সুজাউদ্দীন্ ১৭৩৯ খৃঃ ১৩ মার্চ্চ লোকান্তর গমন করিলে তাঁহার পুত্র আলাউদ্দৌলা নবাব সরফরাজখাঁ নামে নির্ব্বিবাদে রাজপদে অধিষ্ঠিত হইলেন। রাজোচিত গুণগ্রামের যথেষ্ট অভাব না থাকিলেও তিনি রাজ্যশাসন বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন না, ধর্ম্ম কর্ম্মের লৌকিক আচার লইয়াই তিনি অধিক সময় ব্যস্ত থাকিতেন। দুঃখের বিষয় তাঁহাকে অধিক কাল এ সুখভোগ করিতে হয় নাই। এক বৎসর দুই মাস মাত্র রাজত্বের পর এই দুর্ব্বল নবাব কূটবুদ্ধি রাজকর্ম্মচারিবৃন্দের চক্রান্তে পড়িয়া রাজ্যচ্যুত হন। আলীবর্দী খাঁ ও হাজি আহম্মদ নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারিগণের মধ্যে প্রধান।

নবাবের বিরুদ্ধে রাজবিদ্রোহীদিগের অভ্যুত্থান সম্বন্ধে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিভিন্ন কারণ দর্শাইয়াছেন। আলীবর্দী-খাঁর অগ্রজ হাজি আহম্মদ নবাব দরবারে বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত করায় রাজকার্য্য হইতে বিতাড়িত হন, তিনি তাঁহার এই অবমাননা অতিরঞ্জিত করিয়া বিহারে ভ্রাতার নিকট প্রেরণ করেন এবং ভ্রাতাকে বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার সুবাদারীর সনন্দ দিবার জন্য দিল্লীদরবারে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

সরফরাজ নিজ উকীল দ্বারা সংবাদ পাইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। অবশেষে আলীবর্দীর বশতায় অস্ত বিহারের প্রেরিত সৈন্যসমূহ প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ দিলেন, ঐ সঙ্গে বিহারের পূর্ব্ব হিসাবও চাহিয়া পাঠাইলেন; কিন্তু আলীবর্দীর আকর্ষণে কেহই নবাবের আদেশ গ্রাহ্য করিল না। ইহা দেখিয়া সরফরাজ্ মনে করিলেন, একবারে এতদূর অগ্রসর হওয়া ভাল হয় নাই। হাজির মনস্তুষ্টির জন্য তিনি তাঁহার দৌহিত্রী এবং আমানদের দৌলতের আতাউল্লাখাঁর দুহিতার সহিত নিজ পুত্রের পরিণয় সম্বন্ধ উপস্থিত করিলেন। এই কথার সহিত পূর্ব্বেই মীর্জ্জা মহম্মদের (সিরাজের) সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল। সরফরাজ বলপূর্ব্বক বিবাহ দিলে বংশে কলঙ্ক স্পর্শ করিবে এই সকল কথা হাজি আলীবর্দীকে লিখিয়া জানাইলেন। এই সংবাদ শ্রবণে আলীবর্দী নবাবের বিরুদ্ধে সসৈন্যে অভিযান করিলেন। বাঙ্গালায় আসিয়া আলীবর্দী নানা অছিলায় সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। শেষে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইল। সরফরাজ খাঁ সদলে গিরিয়ায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। ভাগীরথীতীরে যুদ্ধ করিতে করিতে তিনি নিহত হইলেন। অন্যান্তরে প্রকাশ আলাউদ্দৌলা উজীর মহম্মদ জেকের ভ্রাতুষ্পুত্রীর অলৌকিক রূপের কথা শুনিয়া এক বার তাহার মুখাবলোকনের বাসনা করেন। অনেক মিনতির পর নবাব অবশেষে বলপূর্ব্বক তাঁহার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া সেই সলজ্জা সুন্দরীকে কিছুক্ষণ নয়নপথের পথিক করিয়া চলিয়া যান। সম্ভ্রান্তবংশীয়া পতিব্রতা ললনার এ অপমান সহ্য হইল না, তিনি বিষপ্রয়োগে স্বীয় অপবিত্র দেহ ত্যাগ করেন। এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্যই আলাউদ্দৌলা ও উজীর নবাবের প্রাণনাশ করেন।

অন্য একখানি ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, নবাব সরফরাজ খাঁ জগৎশেঠ ফতেচাঁদ মহতাব্‌ রায়ের বালিকাপত্নীর অনিন্দিত সৌন্দর্য্যের কথা শুনিয়া তাঁহাকে একবার দেখিবার ইচ্ছা করেন। জগৎশেঠ নবাব কর্তৃক বলপ্রকাশের ভয়ে নিশাযোগে কুলবধূকে নবাবভবনে প্রেরণ ও পুনরানয়ন করেন। ইহা ভিন্ন সরফরাজ খাঁ মুর্শিদ কুলী খাঁর সঞ্চিত সাতকোটী টাকার দাবী করিয়া ফতেচাঁদকে যথেষ্ট তিরস্কার ও লাঞ্ছনা করেন। জগৎশেঠ নানারূপে অবমানিত হইয়া এই সময়ে হাজির সহিত যোগদান করিয়া আলীবর্দীকে উত্তেজিত করেন।

সর্‌ফরাজী (পারসী) সরফরাজের কার্য্য।

সর্‌বৎ (পারসী) মিষ্টি পানীয়। জল বা দ্রব্যবিশেষের রসের সহিত শর্করাযোগে জল মিশাইলে সরবৎ হয়।

সর্‌বরা (পারসী) সরবরাহ। যোগান দেওয়া।

সর্‌বরাকার্‌ (পারসী) যিনি সরবরাহ করেন।

সরভ (পুং) শরভ পশ্বার্থে। [শরভ দেখ।]

সরভস (ত্রি) রভসের সহিত বর্ত্তমান, বেগযুক্ত, বেগবিশিষ্ট।

সর্‌পুরিয়া (দেশজ) খাদ্য দ্রব্য বিশেষ। ইহা দুধের সর, ছানা, ক্ষীর, বাদাম, পেস্তা প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত হয়। কৃষ্ণনগরের সর্‌পুরিয়া বিখ্যাত ও অতি উপাদেয় খাদ্য।

সর্‌ভাজা (দেশজ) খাদ্যদ্রব্যবিশেষ। দুধের সর পুরু করিয়া তুলিয়া ঘৃতে ভাজিয়া চিনির রসে ফেলিতে হয়। ইহা অতি সুস্বাদু।

সরমা (স্ত্রী) রময়া শোভয়া সহ বর্ত্তমানা। রাক্ষসীভেদ। বিভীষণের স্ত্রী। সীতার লঙ্কাবাসকালে রাবণ ইহাকে সীতার রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত করেন। সীতার সহিত ইহার অতিশয় প্রণয় হয়। সীতা এক মাত্র সরমার গুণে নানা দুঃখক্লিষ্টা হইয়াও সুখে অবস্থান করিয়াছিলেন, এবং ইহা দ্বারাই লঙ্কাপুরীর ও শ্রীরামচন্দ্রের সকল সংবাদ অবগত হইতেন। লঙ্কাকাণ্ডে ইহার পরিচয় বিবৃত আছে।

২ কুকুরী। ৩ ঋগ্বেদোক্ত দেবশুনী। (মেদিনী) ৪ কশ্যপপত্নী বিশেষ। শ্বাপদাদিগণ ইহার অপত্য।

"গোলাঙ্গুলক্ষতোলম্ভ টৈকলাপত্যং প্রকীর্ত্তিতং।
অপত্যং সরমায়াস্ত শ্বাপদাঃ বৈ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥" (অগ্নিপু°)

সরমাত্মজ (পুং) ১ সরমার আত্মজ, সরমার পুত্র, কুক্কুরভেদ। (রামা°) ২ কুক্কুরবংশ। (বৃহৎস° ৯১।৫)

সরযু (পুং) সরতীতি সৃ গতৌ (সর্ত্তেরয়ুঃ। উণ্ ৩।২১) ইতি অয়ু। ১ বায়ু। ২ নদীবিশেষ।

সরযূ (স্ত্রী) সরযু-ঊঙ্। স্বনামখ্যাত নদীবিশেষ। এই নদীর জল স্বাদু, বল ও পুষ্টিপ্রদায়ক।

"সরযূসলিলং স্বাদুবলপুষ্টিপ্রদায়কং।" (রাজনি°)

কালিকাপুরাণে এই নদীর উৎপত্তিবিবরণ এইরূপ লিখিত আছে,—স্বর্ণময় মানসপর্ব্বতে যখন অরুন্ধতীর সহিত বশিষ্ঠের বিবাহ হয়, তখন তাঁহাদের বিবাহ-পূত জল ও শান্তিজল প্রথমে মানসপর্ব্বতকন্দরে পতিত হয়, পরে তাহা ঐ স্থান হইতে সপ্তধা বিভক্ত হইয়া হিমালয় পর্ব্বতের গুহা, সানু ও সরোবরে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পতিত হইয়া ৭টী নদীরূপে প্রবাহিত হইয়াছিল। যে জল হংসাবতার-সমীপবর্ত্তী গুহাতে পতিত হয়, তাহা হইতে সরযূ নাম্নী পুণ্যতমা নদীর উৎপত্তি হইল। এই নদী দক্ষিণ সমুদ্রগামিনী এবং চিরকালস্থায়িনী। এই নদীতে স্নানাদি করিলে গঙ্গাস্নানাদির ন্যায় ফল হয়। সুতরাং এই নদী গঙ্গার ন্যায় পুণ্যতোয়া। ইহা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের নিদান বলিয়া অভিহিত। (কালিকাপু° ২০ অ°)

রামায়ণে অযোধ্যাপ্রদেশে প্রবাহিত সরযূ নদীর উল্লেখ

অক্ষর থাকে, তন্মধ্যে ৫, ৭, ১১, ১৪, ১৬, ১৯ ও ২১ অক্ষর গুরু, তদ্ভিন্ন বর্ণ লঘু। লক্ষণ—

"নজভজজাজরৌ যদি তদা গদিতা সরসী কবীশ্বরৈঃ।" উদাহরণ—

"চিকুরকলাপশৈবলকৃতপ্রমদাহ সমুজ্জ্বলোর্ম্মিভূ
স্ফুটবদনাম্বুজাহ বিমলস্মিতবারিমৃণালবাহিনু।
কুচযুগচক্রবাকমিথুনাঢ্যগতা মুকলা কুতূহলী
যাদবসমুদ্রতো ব্রজবধূরসীময়া সরসীব বিভ্রমম্॥" (ছন্দোমঞ্জরী)

এই ছন্দের প্রয়োগ খুব কম দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন স্থলে এই ছন্দের নাম সিদ্ধক ও সলিলনিধি।

সরসীক (পুং) সরসাং অসতি শব্দায়তে ইতি কৈ-ক। সারস পক্ষী। (শব্দরত্না°)

সরসীরুহ (ক্লী) সরস্যাং রোহতীতি রুহ-ক। পদ্ম।

সরস্থ (ত্রি) সরসি স্থঃ বং। সরোবরস্থ, সরোবরজাত।
(ভাগবত° ১৩।৩৭)

সরস্বৎ (পুং) সরস্ অস্ত্যর্থে মতুপ্। ১ সমুদ্র, সাগর। ২ সরোবর। ৩ নদ। ৪ মহিষ। (ত্রি) ৫ রসযুক্ত।

সরস্বতী (স্ত্রী) সরো নীরং তদস্যাঃ অস্তি বাক্যাত্মা ইতি সরস-মতুপ্-ঙীপ্ বঃ। ততো মত্বর্থ ইতি ভত্বাৎ পদকার্য্যাৎ। ১ নদীভেদ, সরস্বতী নদী। সপ্তপুণ্যতোয়া নদীর মধ্যে ইহা একটী। এই নদী পুণ্যসলিলা, যে কোন পূজাদি করিতে হইলে অগ্রে এই নদীর আহ্বান করিতে হয়।

"গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥"
(পূজাপদ্ধতি জলশুদ্ধির মন্ত্র)

পূজাকালে পূজার্থ জলে উক্ত পুণ্যসলিলা ৭টী নদী অবস্থিতা আছেন, এইরূপ চিন্তা করিয়া ঐ জলদ্বারা পূজা করিতে হয়। মনুতে লিখিত আছে যে সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই দুইটী দেবনদী। এই দেবনদী দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী দেশ ব্রহ্মাবর্ত্ত নামে খ্যাত, এবং এই দেশের যে প্রচলিত আচার তাহাই সদাচার।

"তস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্যক্রমাগতঃ।
বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে॥" (মনু ২।১৮)

এই নদীর পর্য্যায়—প্লক্ষসমুদ্ভবা, বাক্প্রদা, ব্রহ্মসুতা, ভারতী, বেদাগ্রণী, পয়োষ্ণীজাতা, বাণী, বিশালা, কুটিলা। দেশভেদে এই নদীর ৭টী নাম হইয়াছে—পুষ্করে পিতামহের যজ্ঞে এই নদী আহূতা হইয়া সুপ্রভা নামে, এইরূপ নৈমিষারণ্যে সত্রযাজী ঋষিগণ কর্ত্তৃক আহূতা হইয়া কাঞ্চনাক্ষী, গয়াদেশে গয়রাজ যজ্ঞে আহূতা হইয়া বিশালা, উত্তরকোশলাতে ঔদ্দালক মুনিযজ্ঞে মনোরমা, কুরুক্ষেত্রে কুরুরাজযজ্ঞে ওঘবতী, গঙ্গাদ্বারে দক্ষ প্রজাপতি যজ্ঞে সুবেণু ও হিমালয় পর্ব্বতে ব্রহ্মার যজ্ঞে আহূতা হইয়া বিমলোদা, উক্ত ৭টী স্থানে সরস্বতী নদী ৭টী নামে বিখ্যাতা হইয়াছেন।

সরস্বতী একটী মহাপুণ্যতীর্থ। মহাভারতে এই নদীর মাহাত্ম্য এইরূপ লিখিত আছে,—সমুদয় সরিতের মধ্যে সরস্বতী অতিপবিত্রা এবং সমস্ত সর্ব্বলোকের শুভাবহা, মানবগণ সরস্বতী নদীকে প্রাপ্ত হইলে ইহলোকে বা পরলোকে কদাচ অন্যায় দুষ্কৃত বিষয়ের জন্যও শোকপ্রকাশ করে না। এই নদীতে স্নানাদি করিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয়। সরস্বতীতীরে বাস করিলে যাদৃশী তপোঽবাপ্তি হয়, তদ্রূপ আর কুত্রাপি হয় না। কতশত মানব সরস্বতীকে আশ্রয় করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। অতএব সরস্বতী নদী পুণ্যনদী সকলের মধ্যে প্রধানা। (ভারত শল্যপ° ৫৪অ°)

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে যে, এই নদী অতি পুণ্যতমা। যদি কেহ এই নদীতে স্নান করে, তাহা হইলে তাহার সকল পাপ বিনষ্ট হয় এবং তিনি বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুলোকে বাস করেন। চাতুর্ম্মাস্য, পূর্ণিমা, অক্ষয়া, অমাবস্যা প্রভৃতি শুভ তিথ্যাদিতে যিনি সরস্বতীতোয়ে অবগাহন করেন, তাঁহার সকল পাপ বিমুক্ত হইয়া মুক্তিলাভ হয়। অগ্নিতে যেমন সকল বস্তু দগ্ধ হয়, তদ্রূপ এই সরস্বতী নদীতে সকল পাপ তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হয়।

"তপস্বিনাং তপোরূপা তপস্যাকাররূপিণী।
কৃতপাপেধ্মদাহায় জ্বলদগ্নিস্বরূপিণী॥
জ্ঞানে সরস্বতীতোয়ে যৈঃ কৃতং মানবৈর্ভুবি।
তেষাং স্থিতিশ্চ বৈকুণ্ঠে সুচিরং হরিসংসদি॥
ভারতে কৃতপাপী চ স্নাত্বা তত্রাবলীলয়া।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকে বসেচ্চিরং॥
চাতুর্ম্মাস্যাং পৌর্ণমাস্যামক্ষয়ায়াং দিনক্ষয়ে।
ব্যতীপাতে চ গ্রহণেঽন্যস্মিন্ পুণ্যদিনেঽপি চ॥
অন্যহেতুকেন যঃ স্নাতি হেলয়া শ্রদ্ধয়াপি বা।
সারূপ্যং লভতে নূনং বৈকুণ্ঠে স হরেরপি॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ৬অ°)

হেলা বা শ্রদ্ধা যে কোন রূপেই হউক এই নদীতে স্নান করিলে তৎক্ষণাৎ সকল পাপ বিনষ্ট হয়। সরস্বতী দেবী গঙ্গার শাপে নদীরূপে পরিণতা হন। এই নদীর উৎপত্তিবিবরণ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে যে, একদা দেবর্ষি নারদ ভগবান্ নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, ভগবন্! সরস্বতী দেবী ভারতবর্ষে গঙ্গার শাপে কেন উৎপন্না হন; এই পুরাতন ইতিহাস জানিতে আমার অতিশয় কুতূহল জন্মিয়াছে। তদুত্তরে ভগবান্ নারদকে বলিয়াছিলেন যে, নারদ, তোমার

নিকট এই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গা এই তিন জন হরিপ্রিয়া ছিলেন এবং ইঁহারা সর্ব্বদা হরিসন্নিধানে অবস্থিতি করিতেন। হরিও এই তিনজনকে সর্ব্বদা সমানভাবে দেখিতেন। তাঁহারও প্রতি কোনরূপ ব্যবহারের তারতম্য করিতেন না। কিন্তু একদা সরস্বতী বিষ্ণুকে গঙ্গার প্রতি অধিক প্রেমযুক্ত দেখিয়া অতিশয় কুপিতা হন এবং বিষ্ণুর প্রতি ভর্ৎসনা করিয়া বলেন, সুসজ্জনগণ কামিনীগণের প্রতি সকল সময়েই সমান ব্যবহার করেন, কিন্তু খলস্বভাব ব্যক্তিগণ ইহার বিপরীত আচরণ করেন, অতএব আপনার গঙ্গার প্রতি অধিক প্রীতি-প্রদর্শন যুক্তিযুক্ত ও ধর্ম্মসঙ্গত নহে। লক্ষ্মী ইহা ক্ষমা করিতে পারেন, কিন্তু আমি কখনই ক্ষমা করিব না। সরস্বতী এইরূপে বিষ্ণুকে তিরস্কার করিলে গঙ্গা তাঁহাকে কহিলেন, স্বামীর সমীপেই তোমার গর্ব্ব খর্ব্ব করিব, দেখি তোমার কান্ত কি করিতে পারেন। এই বলিয়া তিনি সরস্বতীকে শাপপ্রদান করেন যে, তুমি অদ্য হইতে সরিৎরূপে ধরাতলে অবতীর্ণ হইবে। গঙ্গা সরস্বতীকে এইরূপে শাপ দিলে, সরস্বতীও গঙ্গাকে সরিৎরূপে পরিণতা হইতে অভিশাপ করেন। অতঃপর দুইজনে পরস্পরের অভিশাপে সরিদ্রূপে পরিণতা হইলেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণের প্রকৃতিখণ্ডে বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে অতি সংক্ষেপে লিখিত হইল। (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ৬অ°)

সরস্বতী নদীর এত মাহাত্ম্য কেন? তাহার কারণ আমরা বেদ হইতে পাই।

সুপ্রাচীন বৈদিকযুগে আর্য্যগণ যেমন ধীরে ধীরে উত্তর-পশ্চিম ভারত হইতে আর্য্যাবর্ত্তমুখে আসিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেন, ঐ সময়ে তাঁহারা প্রধানতঃ এক একটী নির্ম্মলসলিলা খরপ্রবাহা পুণ্যপ্রদা নদীতটে আপনাদের বাসভবন মনোনীত করিয়া লন। ঋগ্বেদসংহিতা আলোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি যে, মধ্য-এসিয়া হইতে এই নদী প্রবাহিত হইয়া ভারতীয় আর্য্য উপনিবেশের মধ্য দিয়া প্রবহমানা ছিল। এই নদীতটে আর্য্যগণ যজ্ঞযাগাদি প্রভৃতি সম্পাদন করিতেন। ঋক্ ২।৪১।১৬-১৮ মন্ত্রে সরস্বতী অন্নবতী, উদকবতী, ও দ্যুতিমতীরূপে বর্ণিতা, যজ্ঞ তাঁহাকে নিরন্তর আশ্রয় করিয়া থাকে এবং তিনি অন্নযুক্তকে সমৃদ্ধি প্রদান করেন। এই কারণে প্রাচীন বৈদিক সমাজে সরস্বতী "অম্বি-তমে, নদীতমে, দেবীতমে" বলিয়া পূজিতা হইয়াছিলেন। এই নদী সিন্ধুরই রত্নাকরগামিনী ("সরস্বতী সিন্ধুভিঃ পিন্বমানা" ঋক্ ৬।৫২।৬) থাকিতেন। সরস্বতী আর্য্যজাতির জীবনরক্ষার একমাত্র উপায়স্বরূপ ছিলেন বলিয়া আর্য্য ঋষিগণ হৃদয়ের ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি লইয়া নিয়তই তাঁহার স্তবগান করিয়া গিয়াছেন। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডল হইতে দশম মণ্ডলের বহু মন্ত্রে সরস্বতী নদীর উল্লেখ থাকায় মনে হয় যে, আর্য্য-সমাজ বহুদিন এই নদীতটে বাস করিয়াছিলেন। (বাজসনেয়সংহিতা ৩৪।১১, অথর্ব্ববেদ ৬।৩০।১ ইত্যাদি, তৈত্তিরীয়-সংহিতা ৭।২।১।৩; শতপথব্রাহ্মণ ১।৪।১।১৪)। আর্য্য উপনিবেশ যতই উত্তরপশ্চিম ভারত হইতে সরিয়া আসিতে লাগিল ততই সরস্বতীর সীমা সঙ্কীর্ণ হইতে লাগিল। তাই ভগবান্ মনু লিখিলেন,—

"সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥" (মনু ২।১৭)

ঋগ্বেদের ৩।২৩।৪ মন্ত্রের "দৃষদ্বত্যাং মানুষ আপয়ায়াং সরস্বত্যাং রেবদগ্নে" উক্তি হইতে মনে হয়, আর্য্য ঋষিগণ এই সকল স্থানকেই আর্য্যোপনিবেশের উপযুক্ত উত্তমস্থান বলিয়া মনোনীত করিয়াছিলেন। সায়ণাচার্য্য উক্ত শ্লোকের ভাষ্যে লিখিয়াছেন—"উত্তমানি স্থানানি দর্শয়তি। দৃষদ্বত্যাং দৃষদ্বতী নাম কাচিন্নদী তস্যাং। মানুষে মনুষ্যসম্বন্ধিনি তীর্থে। আপয়ায়াং আপয়া নাম কাচিন্নদী তস্যাং সরস্বত্যাং নদ্যাং। এতেষু স্থানেষু ত্বং রেবৎ ধনযুক্তং যথা ভবতি তথা দিদীহি দীপ্যস্ব। যদ্বৈতঃ সরস্বতীতীরে পশু যজ্ঞাদি কর্ম্মাণ্যকার্ষুঃ। তথা চ ব্রাহ্মণং ঋষয়ো বৈ সরস্বত্যাং সত্রমাসত। (ঐতরেয়ব্রা° ২।১৯)।" অথর্ব্ব ৬।৩০।১ মন্ত্র পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, আর্য্যগণ সরস্বতী তীরে ভূমিকর্ষণ করিয়া যব উৎপাদন করিতেন।

"যবং সরস্বত্যামধিমণাবচর্কৃষুঃ।" (৬।৩০।১) 'এবং দীর্ঘ-সূকং ইমং ধান্যবিশেষং সরস্বত্যাং অধি সরস্বত্যাখ্যায়া নদ্যাঃ সমীপে মণৌ মরুত্বান্তো দেবাঃ অচর্কৃষুঃ কৃষ্টবন্তঃ। তদানীং কর্ষণেন ভূম্যো যব ধান্যং উৎপাদয়িতুং শতক্রতুঃ ইন্দ্রঃ সীরপতিঃ হলাধিষ্ঠাতা স্বামী আসীৎ।' (সায়ণ)

অতঃপর যখন আর্য্যগণ আরও পূর্ব্বাঞ্চলে বিস্তৃত হইয়া পড়িলেন, তখন তাঁহারা পূর্ব্বতন পিতৃপুরুষগণের পূজনীয় পবিত্রতম সরস্বতীসলিলের মাহাত্ম্য বিস্মৃত হইতে পারেন নাই, তাঁহারা ব্রহ্মাবর্ত্ত ত্যাগ করিয়া গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী সুজলা সুফলা অন্তর্বেদী মধ্যে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইলেন। তখনও তাঁহারা সরস্বতীর মাহাত্ম্য দেখিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষে তিনটী নদী প্রধানতঃ সরস্বতী নামে প্রবাহিত। তন্মধ্যে বেদোক্ত পুণ্যতোয়া সরস্বতী পঞ্জাবে অক্ষা° ৩০° ২৩´ উঃ ও দ্রা° ৭৭° ১৯´ পূর্ব্বে সিরমুর রাজ্যের ক্ষুদ্র শৈলমালা হইতে বাহির হইয়া অম্বালায় আদবদরী নামক প্রান্তর দিয়া থানেশ্বর ও কুরুক্ষেত্র ভেদ করিয়া কর্ণাল জেলা ও পাতিয়ালা রাজ্যে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। অবশেষে সির্সা জেলায় (অক্ষা° ২৯° ৫১´´ উঃ

আবির্ভূতা যদা দেবী বক্ত্রতঃ কৃষ্ণযোষিতঃ।
ইয়েষ কৃষ্ণং কামেন কামুকী কামরূপিণী ॥
স চ বিজ্ঞায় তদ্ভাবং সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বমাতরং।
তামুবাচ হিতং সত্যং পরিণামসুখাবহং ॥
ভজ নারায়ণং সাধ্বী মদংশং তং চতুর্ভুজং।
যুবানং সুন্দরং সর্ব্বগুণযুক্তঞ্চ মৎসমং ॥...
মাঘস্য শুক্লপঞ্চম্যাং বিদ্যারম্ভে চ সুন্দরি।
মানবা মনবো দেবা মুনীন্দ্রাশ্চ মুমুক্ষবঃ ॥
সন্তশ্চ যোগিনঃ সিদ্ধাঃ নাগগন্ধর্ব্বরাক্ষসাঃ।
মদ্বরেণ করিষ্যন্তি কল্পে কল্পে লয়াবধি ॥" (প্রকৃতিখ° ৪ অ°)

শ্রীকৃষ্ণের বরে মাঘীয় শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে দেব, দানব ও মানব প্রভৃতি সকলেই এই দেবীর পূজা করিয়া থাকেন।

দেবী-ভাগবতে লিখিত আছে যে, অনন্তশক্তি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে সরস্বতী, লক্ষ্মী ও কালী এই তিনটি শক্তি প্রদান করেন। সৃষ্টির প্রারম্ভে অনন্তশক্তি পিতামহ ব্রহ্মাকে কহিলেন, ব্রহ্মন্! তুমি এই বিধাতৃরূপা চারুহাসিনী রজোগুণযুক্তা, শ্বেতাম্বরধারিণী, শ্বেতপদ্মবাসিনী মহাসরস্বতী নাম্নী শক্তিকে ক্রীড়ানসহচারিণী করিবার নিমিত্ত গ্রহণ কর। এই অনুত্তমা ললনা তোমার চিরসহচরী হইবেন। ইহাকে আমার বিভূতি জানিয়া সর্ব্বদাই পূজাক্রমা বিবেচনা করিবে; কদাচ অবমাননা করিবে না। তুমি ইহার সহিত সত্যলোকে গমন কর, এবং তথায় থাকিয়া মহত্তত্ত্বরূপ বীজ হইতে চতুর্বিধ জীব-নিবহের সৃষ্টি কর।

"গৃহাণেমাং বিধে! শক্তিং সুরূপাং চারুহাসিনীং।
মহাসরস্বতীং নাম্না রজোগুণযুতাং বরাং ॥
শ্বেতাম্বরধরাং দিব্যাং দিব্যভূষণভূষিতাং।
বরাসনসমারূঢ়াং ক্রীড়ার্থং সহচারিণীং ॥" (দেবীভাগ° ৩।৬ অ°)

দেবীভাগবত মতে সরস্বতী ব্রহ্মার স্ত্রী। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণানুসারে লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়েই চতুর্ভুজ নারায়ণের পত্নী।

কোন কোন পুরাণে লিখিত আছে যে সরস্বতী ব্রহ্মার মানসকন্যা। কোন সময়ে ব্রহ্মা স্বীয় কন্যা সরস্বতীকে দেখিয়া কামমোহিত হন। পরে অতি কষ্টে কাম বেগ দমন করিয়া কামদেবকে অভিশাপ প্রদান করেন, ব্রহ্মার এই শাপে পরে মহাদেবের নয়নানলে কামদেব ভস্মীভূত হন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের প্রকৃতি খণ্ডে সরস্বতীর উপাখ্যানাদির বিস্তৃত বিবরণ আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা এই স্থানে লিখিত হইল না।

বিদ্যাকামনায় প্রতি বিদ্যুৎগৃহেই এই দেবীর পূজা হইয়া থাকে। *মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমীই এই পূজার নির্দিষ্ট দিন। ইহা ভিন্ন বালকের যে দিন প্রথম বিদ্যারম্ভ হয়, সেই দিনেও ইঁহার পূজা হইয়া থাকে। ইঁহার পূজাদির বিষয় স্মৃতিতে বিশেষ রূপে বর্ণিত হইয়াছে, অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে তাহার বিষয় লিখিত হইল। যেমন কোন তিথিতে বারো লক্ষ্মীর পূজাদি নির্দিষ্ট হইয়াছে, তদ্রূপ সরস্বতীর বরুণও দেখিতে পাওয়া যায়। লক্ষ্মীপূজা করিতে হইলেও সরস্বতীপূজা করিতে হয়, এবং সরস্বতীপূজার দিনও প্রথমে লক্ষ্মীপূজা করিয়া সরস্বতীপূজা কর্ত্তব্য। কৃত্যতত্ত্বে এইরূপ লিখিত আছে যে, মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমীর দিন প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করিয়া শালগ্রাম বা জলে প্রথমে লক্ষ্মীর পূজা করিবে। সঙ্কল্প বাক্যের নিয়মানুসারে "অদ্যেত্যাদি লক্ষ্মীপ্রীতিকামঃ লক্ষ্মীপূজনমহং করিষ্যে" এই রূপে সঙ্কল্প করিয়া লক্ষ্মীপূজার বিধান ও নিয়মানুসারে লক্ষ্মীপূজা করিয়া পরে সরস্বতীপূজার স্বস্তিবাচন ও সঙ্কল্প করিবে—

'বিষ্ণুরোম্ তৎসদোমদ্যেত্যাদি বিদ্যাপ্রাপ্তিকামঃ বা সরস্বতীপ্রীতিকামঃ সরস্বতীপূজনমহং করিষ্যে' এইরূপ সঙ্কল্পের পর পূজাপদ্ধতির নিয়মানুসারে আসনশুদ্ধি, জলশুদ্ধি, ঘটস্থাপন ও ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি এবং গণেশপূজা, শিবাদি পঞ্চ দেবতা প্রভৃতির পূজা করিয়া মূলপূজা করিবে। ধ্যান—

"ওঁ তরুণ সকলমিন্দোর্বিভ্রতী শুভ্রকান্তিঃ
কুচভরনমিতাঙ্গী সন্নিষণ্ণা সিতাব্জে।
নিজকরকমলোদ্যল্লেখনীপুস্তকশ্রীঃ
সকলবিভবসিদ্ধ্যৈ পাতু বাগ্দেবতা নঃ ॥"

এই ধ্যান করিয়া মানসপূজা, অর্ঘ্যস্থাপন ও পীঠপূজাদি করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যান করিবে। প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া তাহার পূজা হইলে তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। তৎপরে আবাহন ও যথাশক্তি উপচার দ্বারা পূজা করিতে হয়। 'ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ' এই মন্ত্রে নৈবেদ্যান্ত উপচার সকল নিবেদন করিয়া উক্ত মন্ত্রে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিবে। মন্ত্র—

"ওঁ ভদ্রকাল্যৈ নমঃ নিত্যং সরস্বত্যৈ নমো নমঃ।
বেদবেদাঙ্গবেদান্তবিদ্যাস্থানেভ্য এব চ স্বাহা ॥"

উক্ত মন্ত্রে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পরে উক্ত মন্ত্রে প্রার্থনা করিবে।

"ওঁ যথা ন দেবো ভগবান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
ত্বাং পরিত্যজ্য সংতিষ্ঠেৎ তথা ভব বরপ্রদা ॥
বেদাঃ শাস্ত্রাণি সর্ব্বাণি নৃত্যগীতাদিকঞ্চ যৎ।
ন বিহীনং ত্বয়া দেবি তথা মে সন্তু সিদ্ধয়ঃ ॥
লক্ষ্মীর্মেধা ধরা পুষ্টিঃ গৌরী তুষ্টিঃ প্রভা ধৃতিঃ।
এতাভিঃ পাহি তনুভিরষ্টাভির্মাং সরস্বতি ॥"

এইরূপে প্রার্থনা করিয়া প্রণাম করিবে। পরে আচার

গর্ভ হইতে বাহির করা হইয়াছে, ভূগর্ভখননকালে উহার মধ্য হইতে কতকগুলি বুদ্ধাদি দেবমূর্ত্তি এবং বিভিন্ন সময়ের স্বর্ণরৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ঐ স্থানে একটী গর্ত্তখননকালে প্রায় ২০ হাজার টাকা মূল্যের সুবর্ণালঙ্কার ও মুদ্রাদি পাওয়া গিয়াছিল। স্থানীয় কিংবদন্তী অনুসারে এই স্তূপটী অগস্ত্য মুনির নামে উৎসর্গীকৃত। অগস্ত্য হইতে অগাস্ত ও পরে আঘাট হইয়াছে। এই আঘাট প্রাচীন সাকাশ্য-নগরীর অংশভূত ছিল বলিয়াই মনে হয়।

সরাই সালেহ, পঞ্জাব প্রদেশের হাজারা জেলার অন্তর্গত একটী নগর। বহু প্রাচীন কাল হইতে এই স্থান বাণিজ্য বিষয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। হরিপুরের বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্য স্থাপিত হওয়ায় বহু দূরদেশ হইতে পণ্যদ্রব্য লইয়া এই নগরে আসিবার সুবিধা হইয়াছে। এখনও এখানে সেই পূর্ব্বকার বাণিজ্যসমৃদ্ধির অবসান হয় নাই। হরিদ্রাই এখানকার প্রধান বাণিজ্যদ্রব্য। স্থানীয় তন্তুবায়সমিতি উৎসাহে ও উদ্যমে বস্ত্রবয়ন করিয়া স্ব স্ব উন্নতি সাধন করিয়াছে। এখানে তামার ও পিত্তলের বাসনাদি নির্ম্মাণেরও বিস্তৃত কারবার দেখা যায়। এখানকার স্বর্ণকারেরা স্ব স্ব বাণিজ্যবৃদ্ধির প্রত্যাশায় সময় সময় আফগানস্থান ও মধ্য এসিয়া পর্য্যন্ত গমন করিয়া থাকে। কোন কোন স্বর্ণকার বংশপরম্পরায় ঐ সকল স্থানে বাস করিতেছে।

সরাই সিধু, পঞ্জাব প্রদেশের মুলতান জেলার একটী তহসীল। ভূপরিমাণ ১৭৫২ বর্গ মাইল।

২ উক্ত জেলার একটী নগর। অক্ষা° ৩০° ৩৫´ ০১´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২° ১´ পূঃ।

সরাগূড়, দাক্ষিণাত্যের মহিসুর রাজ্যের মহিসুর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। মহিসুর রাজধানী হইতে ৩৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে কব্বনী নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ১২° ০´ ১০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ২৫´ পূঃ। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে এই নগরে হেডকোয়ার্টার দেওয়ানী তালুকের বিচার সদর স্থাপিত হইয়াছে। এখানে মিউনিসিপালিটী থাকায় নগরটী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

সরাজক (ত্রি) রাজ্ঞাসহ বর্ত্তমানঃ। রাজার সহিত বর্ত্তমান, রাজযুক্ত, রাজবিশিষ্ট।

সরাজন্ (ত্রি) রাজার সহিত বর্ত্তমান।

সরাট (পুং) জনপদভেদ।

সরাতি (ত্রি) দানের সহিত বর্ত্তমান, দানযুক্ত, দানবিশিষ্ট।

"বিশ্বে সাকং সরাতয়ঃ" (ঋক্ ৮।২৭।১৪)

'সরাতয়ঃ ধনাভিদানেন সহিতাঃ' (সায়ণ)

সরাত্রি (ত্রি) সমানা রাত্রিঃ (জ্যোতির্জনপদরাত্রীত্যাদি। পা ৬।৩।৮৫) ইতি সমানস্য সাদেশঃ। সমানরাত্রি, তুল্যরাত্রি।

সরায়ন, অযোধ্যাপ্রদেশে প্রবাহিত একটী ক্ষুদ্র নদী। খেরী জেলার অক্ষা° ২৭°৪৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°৩৮´ পূঃ হইতে উদ্ভূত এবং ২৯ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বগতিতে চালিত হইয়া সীতাপুর জেলায় প্রবিষ্ট হইয়াছে। অতঃপর এই জেলার অক্ষা° ২৭° ৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ৫৫´ পূঃ মধ্যে অথাবি নামী একটী স্রোতস্বিনী বামদিক্ হইতে আসিয়া ইহাতে জল ঢালিয়া দিয়াছে। অথাবিসঙ্গমের পর এই নদী ৩ মাইল উত্তরপশ্চিম অভিমুখে প্রবাহিত হইয়া পরে পুনরায় দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে গমন করিয়াছে এবং অক্ষা° ২১° ৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ৫৫´ পূর্ব্বে ইহা গোমতীতে মিলিত হইয়াছে। এই নদীর গতি ৯৫ মাইল। মাঝে মাঝে নদীতে বন্যা হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী দেশসমূহের চাসবাসের বিশেষ ক্ষতি করে।

সরাব (পুং) সরাৎ সরণাৎ অবতীতি অব-রক্ষণে-অচ্। শরাব, মৃন্ময়পাত্রবিশেষ, চলিত সরা।

সরাব্ (আরবী) মদ্য।

সরাসর্ (পারসী) ১ সম্পূর্ণরূপে। ২ পূর্ণ।

সরাসরী (পারসী) সংক্ষিপ্ত। ২ থাড়াথাড়া।

সরাহন, পঞ্জাব প্রদেশের বুশহর রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। শতদ্রু নদীর বামকূল হইতে প্রায় ৩ মাইল দূরে হিমালয় পাদমূলে অবস্থিত। ইহার এক পার্শ্বেই তুষারধবলিত হিমবৎ শৃঙ্গ এবং অপর পার্শ্বদ্বয়ে বনমালা বিরাজিত। ইহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৭২৪৬ ফিট উচ্চ। এখানে বুশহর রাজ্যের গ্রীষ্মাবাস আছে। এখানকার কালীমন্দির দেখিবার জিনিষ। ব্রাহ্মণ অধিবাসীরা নগরের উত্তর প্রান্তে বাস করিতে পারেন না।

সরি (পুং স্ত্রী) সরতীতি সৃ-ইন্। ১ নির্ঝর। (হেম)

সরিক্ (আরবী) অংশীদার।

সরিক (ত্রি) গমনকারী, গন্তা, সর।

সরিকা (স্ত্রী) ১ হিঙ্গুপত্রী। (শব্দচ°) ২ গমনকর্ত্রী।

সরিৎ (স্ত্রী) সরতীতি সৃ-গতৌ। (হৃসৃরুহিযুষিভ্য ইতিঃ। উণ্ ১।৯৯) ইতি ইতি। ১ নদী। ২ সূত্র। (শব্দমালা) ৩ দুর্গা।

"ক্রিয়াকারণরূপত্বাৎ সরণাচ্চ সরিদ্বরা।

সরণাদ্গমনাদ্ গঙ্গা লোকে দেবী বিভাব্যতে॥" (দেবীপু° ৪৫অ°)

সরিৎপতি (পুং) সরিতাং পতিঃ। সমুদ্র। (অমর)

সরিদ্বৎ (পুং) সরিতঃ সন্ত্যস্যেতি সরিৎ মতুপ্ মস্য বঃ। সমুদ্র।

সরিৎসুত (পুং) সরিতো গঙ্গায়াঃ সুতঃ। ভীষ্ম।

সরিতাম্পতি (পুং) সরিতাং পতিঃ অলুক্সমাসঃ। সরিৎপতি, সমুদ্র।

সরিদধিপতি (পুং) সরিতামধিপতিঃ। সমুদ্র।

সরিদ্ভর্ত্তৃ (পুং) সরিতাং ভর্ত্তা। সমুদ্র।

সরিদ্বরা (স্ত্রী) সরিৎসু বরা শ্রেষ্ঠা। ১ গঙ্গা। (হেম) ২ শ্রেষ্ঠা নদী।

"সাগরমিমমং বিপ্রসমুচিত্য সরিদ্বরাঃ
শতধা বিক্রুতা যস্মাৎ শতদ্রুরিতি বিশ্রুতা॥" (ভারত ১।১৭৮।৯)

সরিন্ (ত্রি) সরতীতি সর্ত্তেরৌণাদিক-ইনি। গন্তা, গমনশীল।

"তব ধাকে ধাকে সরীতব" (ঋক্ ৯।১৩।৩)

'সরীতব গমনশীলো ভব' (সায়ণ)

সরিন্নাথ (পুং) সরিতাং নাথঃ। সমুদ্র। (রাজনি°)

সরিন্মুখ (স্ত্রী) সরিতাং মুখং। নদীর মুখ, নদীর মোহানা।

সরিমন্ (পুং) সরতীতি সৃ-(হৃভৃধৃসৃস্তৃশৃভ্য ইমনিচ্। উণ্ ৪।১৪৭) ইতি ইমনিচ্। ১ গমন। ২ বায়ু। (উজ্জ্বল)

সরির (স্ত্রী) ১ সরিৎ, সলিল। (ত্রি) ২ বহু।

সরিল (ক্লী) সলিলং রলয়োরৈক্যাৎ লস্য রঃ। সলিল, জল।

সরিষপ (পুং) সৃ গতৌ অপঃ ষুগাগমশ্চ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু। (উজ্জ্বল ৩।১৪১ উণাদি) সর্ষপ। (ত্রিকা°)

সরী (স্ত্রী) সরি কৃদিকারাদিতি ঙীষ্। নির্ঝর, ঝরণা।

সরীমন্—সৃ-ঈমনিচ্। ১ বায়ু। ২ গমন। এই প্রত্যয় কাহারও মতে হ্রস্ব ইকারান্ত হইয়া 'সরিমন্' এইরূপ হইবে। আবার কাহার মতে দীর্ঘ ঈকার হইয়া সরীমন্ এইরূপও হয়। এই পদ সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। "দীর্ঘাদিরপ্যয়ং প্রত্যয় ইতি কেচিৎ" (উণাদি ৪।১৪৭ উজ্জ্বল)

সরীসৃপ্ (পুং) সরীসৃপ-কিপ্। সরীসৃপ শব্দার্থ।

সরীসৃপ (পুং) কুটিলং সর্পতীতি সৃপ্ যঙ্ লুক্, পচাদ্যচ্। ১ সর্প। কুটিলভাবে যাহারা গমন করে, যাহারা বুকে হাঁটিয়া যায়। সর্প, বৃশ্চিক, ভেক প্রভৃতি। জ্যোতিষমতে মীন, বৃশ্চিক ও কর্কট রাশির নাম সরীসৃপ। (ত্রি) ২ জঙ্গম।

"পতুং ন লেভু র্বিরেকশ্চতুষ্পাদঃ
সরীসৃপং যদত্র দৃশ্যতে।" (ভাগবত ৫।১৮।২৭)

সরু (পুং) সৃ-উন্। সরু, খড়্গমুষ্টি, খড়্গের বাট। (ত্রি) ২ সূক্ষ্ম। (ভূরিপ্রয়োগ)

সরুজ্ (ত্রি) রোগযুক্ত।

সরুজ (ত্রি) রুজা পীড়া তয়া সহ বর্ত্তমানঃ। পীড়ার সহিত বর্ত্তমান, পীড়াযুক্ত, ব্যাধিবিশিষ্ট।

সরুজত্ব (ক্লী) সরুজস্য ভাবঃ ত্ব। সরুজের ভাব বা ধর্ম্ম, পীড়া।

সরুজসিদ্ধাচার্য্য (পুং) আচার্য্যভেদ।

সরুদ্ভব (স্ত্রী) সরোদ্ভব, সরোজ, পদ্ম।

সরুষ্ (ত্রি) ক্রোধযুক্ত, ক্রুদ্ধ।

সরূপ (ত্রি) সমানং রূপং যস্য (জ্যোতির্জনপদেতি। পা ৬।৩।৮৫) ইতি সমানস্য স। ১ সদৃশ। ২ সমানরূপ।

সরূপকৃৎ (ত্রি) সরূপং করোতি কৃ-ক্বিপ্ তুক্চ। সদৃশকারী, সরূপকারী।

সরূপঙ্করণ (ত্রি) সরূপকৃৎ।

সরূপতা (স্ত্রী) সরূপস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সরূপের ভাব বা ধর্ম্ম, সরূপত্ব, তুল্যতা।

সরূপবৎসা (স্ত্রী) সবৎসা গো।

সরূপোপমা (স্ত্রী) উপমালঙ্কারভেদ, সমানোপমা।

[সমানোপমা দেখ।]

সরে (আরবী) ১ পথ, রাস্তা। ২ অট্টালিকা। ৩ উপদেশ। ৪ সরা।

সরেতস্ (ত্রি) রেতোযুক্ত।

সরেফ (ত্রি) রেফযুক্ত।

সরোগ (ত্রি) রোগেণ সহ বর্ত্তমানঃ। রোগের সহিত বর্ত্তমান, রোগযুক্ত, রোগবিশিষ্ট।

সরোজ (ক্লী) সরসি জায়তে ইতি জন-ড। ১ পদ্ম। (হেম) (ত্রি) ২ সরোবরজাত।

সরোজন্মন্ (ক্লী) সরসঃ জন্ম উৎপত্তির্যস্য। ১ পদ্ম। (হেম)

সরোজিন্ (পুং) সরোজং উৎপত্তিস্থানত্বেনাস্ত্যস্যেতি ইনি। ব্রহ্মা। (শব্দরত্না°)

সরোজিনী (স্ত্রী) সরোজানি সন্ত্যস্যামিতি (সরোজপুষ্করাদিভ্যো-দেশে। পা ৫।২।১৩৫) ইতি ইনি। ১ কমলাকর। ২ পদ্ম। (মেদিনী) ৩ পদ্মসমূহ। (রত্নমালা)

"নিসর্গসৌরভোদ্ভ্রান্তভৃঙ্গসঙ্গীতশালিনী।
উদিতে বাসরাধীশে স্মেরাজনি সরোজিনী॥"(সাহিত্যদ° ১০।৭০৩)

কমলিনী, পদ্মিনী, পদ্মের ঝাড়। ॥ পদ্মবহুলপুষ্করিণী।

সরোৎসব (পুং) সরে সরোবরে উৎসবো যস্য। সারসপক্ষী।

সরোবিন্দু (পুং) গীতিভেদ।

সরোষ (ত্রি) রোষেণ সহ বর্ত্তমানঃ। ক্রুদ্ধ, রোষযুক্ত, রোষবিশিষ্ট।

সরোমম্নগর, অযোধ্যা প্রদেশে হার্দোই জেলার অন্তর্গত একটী পরগণা। ভূপরিমাণ ৩৫ বর্গমাইল। পূর্ব্বকালে এই স্থান ঠঠেরাদিগের অধিকারে ছিল। খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দের মধ্যভাগে গৌড় রাজপুতগণ ঠঠেরাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া আপনারা এই স্থান অধিকার করিয়া লয়। ইহারই কিছু পরে সোমবংশীরা পুনরায় গৌড়রাজপুতদিগকে তাড়াইয়া এখানে আধিপত্য বিস্তার করেন। মহম্মদীর অধীশ্বর রাজা ভবানীপ্রসাদ ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে পালি ও সাহী পরগণা হইতে কএকটী গ্রাম বিভাগ করিয়া লইয়া এই প্রদেশ সরোমম্নগর নামধেয় একটী স্বতন্ত্র পরগণায় বিভক্ত করিয়া যান।

২ উক্ত জেলার উক্ত পরগণার একটী নগর। এখানে বিচারসদর প্রতিষ্ঠিত আছে। শাহাবাদ হইতে এই স্থান

৬ মাইল দক্ষিণে এবং হার্দোই হইতে ১৫ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার অধিবাসীরা সকলেই হিন্দু। সপ্তাহে দুইবার হাট বসে।

সরোরুহ্ (ক্লী) সরসি রোহতীতি রুহ-কিপ্। পদ্ম। (হেম)

সরোরুহ (ক্লী) সরসি রোহতীতি রুহ-ক। পদ্ম। (হেম)

সরোরুহবজ্র (পুং) বৌদ্ধাচার্য্যভেদ।

সরোরুহাসন (পুং) সরোরুহমাসনং যস্য। পদ্মাসন, ব্রহ্মা, প্রলয়কালে বিষ্ণুর নাভিপদ্মে অবস্থান করেন, এইজন্য ইঁহার নাম পদ্মাসন হইয়াছে।

সরোরুহিনী (স্ত্রী) সরোজিনী, পদ্মিনী।

সরোবর (ক্লী) সরঃসু বরঃ শ্রেষ্ঠঃ পদ্মাকরত্বাৎ। জলাশয় বিশেষ, পর্য্যায় পদ্মাকর, কাসার, তড়াগ, তটাক, সরস্, সরসী, সরস, সর, সরক। (শব্দরত্না°) [পুষ্করিণী দেখ।]

সরোষ (ত্রি) রোষেণ সহ বর্ত্তমানঃ। রোষের সহিত বর্ত্তমান, রুষ্ট, রোষযুক্ত, রোষবিশিষ্ট।

সর্ক (পুং) বায়ু। ২ মনঃ। ৩ প্রজাপতি। (সংক্ষিপ্তসা° উণাদি)

সর্কান্দি, ফতেপুর জেলার গাজীপুর তহসীলের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। গাজিপুর নগর হইতে ৬ মাইল পূর্ব্বে যমুনানদীতটে অবস্থিত, অক্ষ° ২৫° ৪৩′ ৩২″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ৫৮′ ৪″ পূঃ। এখানকার সমগ্র অধিবাসীই প্রায় ব্রাহ্মণ।

সর্গ (পুং) সৃজ-ঘঞ্। ১ স্বভাব। ২ নির্মোক। ৩ অধ্যায়। কাব্যে অধ্যায়কে সর্গ কহে। (সাহিত্যদ°) ৪ সংসার। "ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।" (গীতা ৫।১৯) ৫ মোহ। ৬ উৎসাহ। (মেদিনী) ৭ অনুমতি। (হেম) ৮ বিষ্ণু। (ভারত ১৩অঃ ৪১।৩০) ৯ শিব। (ভারত ১৩।১৭।১৪৮) ১০ বন্ধন প্রবণতা, দত্ত, চুক্তি। ১১ পরিত্যাগ। ১২ সৃষ্টি। এই জগৎসৃষ্টির নাম সর্গ। এই সর্গের বিষয় সাংখ্যাদি-দর্শনশাস্ত্রে এইরূপ আছে—

"পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য পঙ্গ্বন্ধবদুভয়োরপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ॥" (সাংখ্যকা° ২১)

প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগই সর্গের কারণ, অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে সৃষ্টি হইয়াছে। পুরুষ কর্ত্তৃক প্রকৃতির যে ভোগ এবং পুরুষের যে মুক্তি এই উভয়ের জন্য পঙ্গু এবং অন্ধের ন্যায় প্রকৃতি পুরুষের সম্বন্ধ বশতঃ সর্গ অর্থাৎ সৃষ্টি হইয়া থাকে।

ভোগ এবং মুক্তি পুরুষার্থ অর্থাৎ ইহাই পুরুষের প্রয়োজন। পুরুষার্থ দুই প্রকার ব্যক্ত ও অব্যক্ত। অব্যক্ত বা অনাগতাবস্থ পুরুষার্থ অদৃষ্টের নামান্তর। এই পুরুষার্থ অনাদি। এক সর্গ চলিয়াছে, ইহার পূর্ব্বে প্রলয় হইয়া গিয়াছে, আর সেই প্রলয়ের পূর্ব্বে কত কত সর্গ ও প্রলয় হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সুতরাং ইহার নূতন করিয়া আরম্ভ নাই। সেই অনাদি পুরুষার্থ প্রকৃতিকে প্রত্যেক পুরুষের সহিত একটী বিশেষ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। যখন সেই পুরুষার্থ অভিব্যক্তিপ্রবণ, তখনই সর্গ, ইহাই সর্গের আদি অর্থাৎ আরম্ভকাল।

প্রকৃতির সহিত সম্মিলিত অবস্থায় থাকিয়া পুরুষের সুখ দুঃখ সাক্ষাৎকার হয়, ইহাই ভোগ, এবং এই সুখ দুঃখই প্রকৃতির স্বরূপ। ভোক্তা না থাকিলে ভোগ নিরর্থক, অতএব ভোক্তার অপেক্ষা ভোগ্য বস্তুতে আছে। পুরুষ যখন সাংসারিক জন্মমৃত্যুজনিত দুঃখভোগ করিয়া কাতর হইয়া পড়ে, তখন তাহার মুক্তির আকাঙ্ক্ষা হয়। মুক্তিলাভ করিতে হইলে প্রকৃতি পুরুষ যে পরস্পর ভিন্ন এইরূপ দৃঢ় সাক্ষাৎকার আবশ্যক। সাক্ষাৎকারও বুদ্ধির বৃত্তি। বুদ্ধি না থাকিলে ভোগও হয় না, এবং প্রকৃতি না থাকিলে বুদ্ধিও হয় না। এইরূপ পরস্পর অপেক্ষা জন্য প্রকৃতি পুরুষের সম্বন্ধ। অন্ধ পঙ্গুকে স্কন্ধে করিলে দর্শনশক্তিসম্পন্ন পঙ্গু এবং চলনশক্তিসম্পন্ন অন্ধ উভয়ে মিলিয়া একটী অবিকলেন্দ্রিয় মানুষের ন্যায় কার্য্য করিতে পারে, সেইরূপ ক্রিয়াশক্তিহীন চেতন পুরুষ এবং ক্রিয়াশীল অচেতন প্রকৃতি উভয়ে মিলিত হইয়া এক ক্রিয়াশীল চেতন ব্যক্তির ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকেন। এই কার্য্যই মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি অর্থাৎ মহত্তত্ত্বই প্রথম সর্গ; মহত্তত্ত্ব হইতেই পরে আর আর সৃষ্টি হইয়া থাকে।

"ন বিনা ভাবৈর্লিঙ্গং ন বিনা লিঙ্গেন ভাবনির্বৃত্তিঃ।
লিঙ্গাখ্যো ভাবাখ্যস্তস্মাদ্বিবিধঃ প্রবর্ত্ততে সর্গঃ॥
অষ্টবিকল্পো দৈবস্তৈর্য্যগ্‌যোনশ্চ পঞ্চধা ভবতি।
মানুষশ্চৈকবিধঃ সমাসতো ভৌতিকঃ সর্গঃ॥
ঊর্দ্ধং সত্ত্ববিশালস্তমোবিশালশ্চ মূলতঃ সর্গঃ।
মধ্যে রজোবিশালো ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্তঃ॥"

(সাংখ্যকা° ৫২-৫৪)

প্রকৃতি হইতে দুই প্রকার সর্গ হয়, প্রত্যয় সর্গ ও তন্মাত্র সর্গ, এই দুই প্রকার সর্গের মধ্যে একটী জ্ঞানপ্রধান ও একটী জড়প্রধান। যে সকল বস্তু জড় বিষয়ের সহিত আত্মরূপী চৈতন্যের সম্বন্ধ স্থাপনের মধ্য সূত্র, তাহারাই জ্ঞানপ্রধান সর্গের অন্তর্গত। আর যাহারা কেবল জড়, মধ্যসূত্রের সম্পর্ক ব্যতীত জ্ঞানের আলোকে আসিতে পারে না, তাহারাই জড়-প্রধান সর্গ। বুদ্ধি, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয় এবং তৎসমূদায়ের ব্যাপার এই জ্ঞানপ্রধান সর্গের অন্তর্গত, এবং পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চভূত জড়প্রধান সর্গের অন্তর্গত।

এই দ্বিবিধ সর্গ পরস্পর সাপেক্ষ। বুদ্ধির বৃত্তি ধর্মাধর্ম, অর্থাৎ অদৃষ্ট না থাকিলে তন্মাত্র সর্গ হইতে পারে না, অদৃষ্টই তন্মাত্র প্রভৃতির উৎপত্তির সহকারী কারণ। তন্মাত্র সর্গ না হইলেও

প্রত্যয় সর্গের অন্তর্ভুক্ত ভোগ বা ধর্মাধর্ম হয় না। কেন না ভোগ্য ও ধর্মাধর্ম কার্য্যের উপযোগী বস্তু শব্দাদি তন্মাত্র সর্গের অন্তর্গত এবং প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদ সাক্ষাৎকার উভয়বিধ সর্গ ব্যতীত উপপন্ন হয় না, কেন না শব্দাদি না থাকিলে শ্রবণ মননাদি এবং ভোগজ ধর্ম না থাকিলে বিবেকসাক্ষাৎকার হয় না। অতএব পরস্পরের অপেক্ষা বশতঃ দুই প্রকার সর্গ হইয়া থাকে।

এই ভূতসর্গের মধ্যে-দেবসর্গ অষ্টবিধ, তির্য্যক্ সর্গ পঞ্চবিধ এবং মনুষ্যসর্গ একবিধ। সুতরাং সংক্ষেপে সর্গ চতুর্দ্দশ প্রকার বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। দৈবসর্গ—১ ব্রহ্মলোক ও ব্রহ্মলোকবাসী। ২ প্রাজাপত্য লোক ও প্রাজাপত্যলোকবাসী। ৩ ইন্দ্রলোক ও ইন্দ্রলোকবাসী। ৪ পিতৃলোক ও পিতৃলোকবাসী। ৫ গন্ধর্ব্বলোক ও গন্ধর্ব্বলোকবাসী। ৬ যক্ষলোক ও যক্ষগণ। ৭ রাক্ষসলোক ও রাক্ষসসমূহ। এবং ৮ পিশাচ লোক ও পিশাচগণ এই ৮ প্রকার দৈবসর্গ। তির্য্যক্ সর্গ—১ পশু যাহার লোম ও লাঙ্গূল আছে, ২ মৃগ, লোমযুক্ত লাঙ্গূল যাহার নাই অথচ চতুষ্পদ। ৩ পক্ষী। ৪ সরীসৃপ। ৫ স্থাবর। এই পাঁচ প্রকার তির্য্যক্ সর্গ। মানব সর্গ এক প্রকার।

সর্গের ইহাই সংক্ষেপ বিভাগ। মনুষ্য দেবতা পক্ষে ধ্রুব লোক সূর্য্যলোক ইত্যাদিকে ব্রহ্মলোক ইন্দ্রলোকের মধ্যে না ধরিয়া স্বতন্ত্র ভাবে ধরিতে পারা যায়। তির্য্যক্ সর্গ পক্ষে সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী প্রভৃতি নানারূপ ভেদ আছে, মানবের মধ্যেও আর্য্য ও অনার্য্য ইত্যাদি ভেদ আছে।

ব্রহ্মা হইতে তৃণ স্তম্ব পর্য্যন্ত সমুদয় সর্গ নামে অভিহিত। এই সকল সর্গের মধ্যে ঊর্দ্ধ লোক সত্ত্বপ্রধান, পশু প্রভৃতি স্থাবর পর্য্যন্ত সকলই তমোগুণ প্রধান, মধ্যলোক অর্থাৎ মনুষ্য রজঃপ্রধান। ঊর্দ্ধলোক অর্থাৎ স্বর্গবাসিগণ সত্ত্বপ্রধান বলিয়া সুখী, তির্য্যক্ সর্গ তমঃপ্রধান বলিয়া জাড্যযুক্ত এবং মনুষ্য রজঃ প্রধান বলিয়া দুঃখী।

যতদিন না লিঙ্গশরীরের নিবৃত্তি হয়, ততদিন চেতন-পুরুষকে সেই শরীরে জরামরণ জন্য দুঃখভোগ করিতে হয়; এই জন্য লিঙ্গশরীরের পক্ষে "দুঃখ" স্বাভাবিক। সর্গের ক্রম এইরূপ, অর্থাৎ

"প্রকৃতের্মহাংস্ততো হহঙ্কারস্তস্মাদ্গণশ্চ ষোড়শকঃ।
তস্মাদপি ষোড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চ ভূতানি॥" (সাংখ্যকা° ২২)

প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, এবং অহঙ্কার হইতে ষোড়শ অর্থাৎ একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভূত। ইহা ভিন্ন আর কোন সর্গ নাই। সৃষ্ট পদার্থ মাত্রেই এই সকলের কোন না কোন বিদ্যমান আছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে সর্গের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে গুণ সকলের মহদাদি রূপে যে পরিণাম, তাহা যাহা দ্বারা ব্যক্ত হয়, তাহাই কাল, কিন্তু ঐ কাল স্বতঃ ও নির্ব্বিশেষ, এবং আত্মস্থ, ইহাই আত্মাতে নিমিত্তরূপে বর্ত্তমান। ভগবান্ পরম পুরুষ লীলাবশতঃ উহাকেই নিমিত্ত করিয়া আপনাকে ব্রহ্মাণ্ড-রূপে সর্গ অর্থাৎ সৃষ্টি করেন।

"গুণব্যতিকরাকারো নির্ব্বিশেষোঽপ্রতিষ্ঠিতঃ।
পুরুষস্তদুপাদানমাত্মানং লীলয়াসৃজৎ॥ * *
সর্গো নববিধস্তস্য প্রাকৃতো বৈকৃতস্তু যঃ।
কালদ্রব্যগুণৈরস্য ত্রিবিধঃ প্রতিসংক্রমঃ॥
আদ্যস্তু মহতঃ সর্গো গুণবৈষম্যমাত্মনঃ।
দ্বিতীয়স্ত্বহমো যত্র দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়োদয়ঃ।" (ভাগব° ৩।১০অ°)

এই বিশ্বের সর্গ ৯ প্রকার, ১ম মহৎ। আত্মস্বরূপ ভগবানের প্রকাশ হইতে যে গুণ সকলের বৈষম্য হয়, তাহার নাম মহৎ। ২য় অহঙ্কার—যাহাতে দ্রব্য, জ্ঞান ও ক্রিয়ার প্রকাশ হয়, তাহাকে অহঙ্কার, ৩য় পঞ্চতন্মাত্ররূপ ভূতসর্গ, এবং তাহা হইতে মহাভূতের উৎপত্তি। জ্ঞান, কর্ম্ম ও ইন্দ্রিয় স্বরূপ যে সর্গ, ইহা চতুর্থ। বৈকারিক সর্গ পঞ্চম, ইন্দ্রিয় সকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ এবং মন, এবং পঞ্চবৃত্তি স্বরূপা অবিদ্যা সর্গ ষষ্ঠ, তাহাতেই জীবগণের অবুদ্ধি অর্থাৎ আবরণ ও বিক্ষেপ হইয়া থাকে। এই ৬ প্রকার সর্গ প্রাকৃত সর্গ। সপ্তম স্থাবর সর্গ। স্থাবর বহুবিধ। বনস্পতি, ওষধি, লতা, ত্বক্সার, বীরুধ্ ও দ্রুম। এই স্থাবর সর্গ উৎস্রোতঃ অর্থাৎ আহারার্থ ঊর্দ্ধে সঞ্চরণশীল এবং তাহারা অব্যক্ত পরিণামাদি ভেদবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

তির্য্যক্ সর্গ, অষ্টম। ইহা অষ্টাবিংশতি প্রকার। এই তির্য্যক্ সর্গ অবিদ্যাংজ্ঞানশূন্য এবং তমোবহুল। ইহারা কেবল আহারাদি মাত্রেই তৎপর এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা অভিলষিত বস্তু জানিতে পারে, তাহাদের হৃদয়ে কোন জ্ঞান থাকে না।

মানব সর্গ নবম। এই সর্গ রজোগুণবহুল। এই নিমিত্ত ইহারা কর্ম্মে তৎপর এবং দুঃখেও সুখবোধ করিয়া থাকে।

দেবগণ বৈকৃত সর্গ। বৈকৃত সর্গ ৮ প্রকার। ১ দেব, ২ পিতৃ, ৩ অসুর, ৪ গন্ধর্ব্ব, অপ্সরস্, ৫ যক্ষ রাক্ষস, ৬ সিদ্ধ, চারণ বিদ্যাধর, ৭ ভূত, প্রেত, পিশাচ, ৮ কিন্নর, কিম্পুরুষ। এই দশ প্রকার সর্গ।

ভগবান্ বিষ্ণু এইরূপে অব্যক্ত কালকে নিমিত্ত করিয়া উক্তরূপে সর্গ অর্থাৎ সৃষ্টি করেন। (ভাগবত ৩।১০ অ°)

একমাত্র কালই সর্গ ও প্রলয়কারী। কালের প্রথমভাগ অতীত হইলে জ্ঞানস্বরূপ পরমব্রহ্মের সৃষ্টির ইচ্ছা অতীত হয়। অনন্তর পরমেশ্বর ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে ইচ্ছামাত্র বিক্ষোভিত

করিলে ঐ প্রকৃতিই সর্গকার্য্যের উপযোগিনী হইলেন। যেমন গন্ধ সন্নিহিত হইলেই মনের ক্ষোভ অর্থাৎ অবস্থা পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু ঐ অবস্থা পরিবর্ত্তনের কর্ত্তা নহে, নিমিত্ত মাত্র। প্রকৃতির ক্ষোভ সম্বন্ধে পুরমেশ্বরও ঠিক তদ্রূপ। সেই ব্রহ্ম পরমেশ্বরেরই ক্ষোভক, আবার তিনিই সংকোচবিকাশশালিনী প্রকৃতিরূপে ক্ষোভ্য ; ঈশ্বর সর্গের জন্য জীবাত্মগণকে ইচ্ছামাত্রে ক্ষোভিত করেন। সেই সাম্যাবস্থাপন্ন ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিতে জীবাত্মগণ অধিষ্ঠিত হইলে গুণবৈষম্য হয়। তখন ঈশ্বরেচ্ছা-পরিচালিত প্রকৃতি তাহাকে আবরণ করেন। প্রধান সংবৃত মহত্তত্ত্ব হইতে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই ত্রিবিধ অহ-ঙ্কার উৎপন্ন হইল। অহঙ্কার উৎপন্ন হইবামাত্র মহত্তত্ত্ব তাহাকে আবরণ করিলেন। মহত্তাবৃত অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্রের উৎপত্তি হইল। এই অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়গণ উৎপন্ন হইল। প্রথমে শব্দতন্মাত্র, তৎপরে স্পর্শ, রূপ, রস এবং সর্ব্বশেষে গন্ধতন্মাত্র, এইরূপে তন্মাত্র সর্গ হইল। পরে এই অহঙ্কার সকল তন্মাত্রকে পৃথক্ পৃথক্ রূপে আবরণ করিলে শব্দ-তন্মাত্র হইতে শব্দের উপাদান আকাশ উদ্ভূত হইল। তামস অহঙ্কার শব্দতন্মাত্র সহ আকাশ আবৃত করিল। পরে এই আকাশের সহিত স্পর্শতন্মাত্র হইতে স্পর্শের উপাদান গুণান্বিত বায়ু উৎপন্ন হইল। আকাশ বায়ুসংযুক্ত রূপতন্মাত্র হইতে প্রদীপ্ত তেজ উৎপন্ন হইয়া সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইল। পরে আকাশ-বায়ু-তেজসমন্বিত রসতন্মাত্র হইতে জল উৎপন্ন হইয়া সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইল। অমিততেজা বিষ্ণু অনিলান্দোলিত নিরা-ধার জলরাশি ধারণ করিলেন। পরমেশ্বর তাহাতেই প্রথমে বীজাধান করেন। সেই বীজ সূর্য্যসন্নিভ সুবর্ণময় অণ্ডা-কারে পরিণত হইল। ঐ অণ্ড মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত এবং জলদ্বারা চতুর্দ্দিকে সংবৃত। জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কার এবং মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি পদার্থ দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের গঠন। সুতরাং পরমেশ্বরের স্থাপিত বীজ এই সকল পদার্থের মধ্যবর্ত্তী। এইরূপে এই ব্রহ্মাণ্ড ও জল প্রভৃতি তৎসমস্ত বস্তু দ্বারাই যথাক্রমে আবৃত। স্বয়ং বিষ্ণু সেই অণ্ড মধ্যে ব্রহ্মস্বরূপ দেহ স্থাপন করিয়া দিব্য মানে এক বৎসর তথায় অবস্থিত করিয়া স্বীয় বুদ্ধিবলে সমস্ত বীজ সংগ্রহ করিলেন। পরে তিনি ইচ্ছা মাত্রে সেই অণ্ড ভেদ করিয়া ক্ষণকাল তথায় রহিলেন। তখন অস্থাস্থ চতুর্ভূত সংযুক্ত গন্ধতন্মাত্র দ্বারা পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন। এই নিখিল পৃথিবী তন্মাত্র সাহায্যে নির্ম্মিত বলিয়া শব্দ, স্পর্শ এবং সমুদয় রূপ, রস ও গন্ধ সকলই ইহাতে বর্ত্তমান। এই ব্রহ্মাণ্ডের কললে সুমেরু, জরায়ু দ্বারা পর্ব্বতসমূহ, এবং গর্ভ সলিলে সপ্ত সমুদ্র উৎপন্ন হইল।

ব্রহ্মাণ্ডের তেজোরাশিতে মহর্লোক, ব্রহ্মাণ্ড-গর্ভস্থ পবনে জনলোক, ঈশ্বরেচ্ছাবলে তপোলোক, এবং ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্দ্ধগতি দ্বারা সত্যলোক উৎপন্ন হইল। সর্ব্বোপরি স্বয়ং অচ্যুত বিষ্ণু অবস্থিত, এই বিষ্ণুলোকই জ্ঞানগম্য চরম পদ বলিয়া অভিহিত হয়। পরমেশ্বর ব্রহ্মরূপে জগৎ সৃষ্টি করিয়া জগৎ স্থিতির জন্য বিষ্ণুরূপী হইলেন। পরে এই বিষ্ণু বরাহরূপে দংষ্ট্রাদ্বারা পৃথি-বীকে ধারণ করিলেন। তৎপরে সহস্রফণাসমন্বিত অনন্তরূপী হইয়া ফণার উপরে এই পৃথিবী স্থাপন করিলেন। দীর্ঘকায় অনন্ত স্বীয় পুচ্ছে ২টী কুণ্ডলী করিয়া অনায়াসে পৃথিবী ধারণ করিলেন। কিন্তু অনন্তফণোপরি অবস্থিত হইয়াও পৃথিবী স্থির হইল না, বিচলিত হইতে লাগিল। তখন বিষ্ণু-রূপী বরাহ পৃথিবীকে অচলা করিবার জন্য পর্ব্বতকুলকে দৃঢ় করিতে লাগিলেন। তখন তিনি সুমেরু পর্ব্বতকে ভূতলে প্রোথিত করিলেন। সুমেরু পৃথিবী ভেদ করিয়া ভূতলে প্রবিষ্ট হইল। এই সুমেরু যাহাতে বিচলিত না হয়, তাহার জন্য তাহার পার্শ্বে কতিপয় সীমাপর্ব্বত স্থাপন করিলেন। এইরূপে পৃথিবীকে স্থির করিয়া প্রজাসৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রথমে ব্রহ্মা অর্দ্ধশরীরে পুরুষ ও অর্দ্ধশরীরে নারী হইয়া সেই নারীর গর্ভে বিরাট্ পুরুষকে উৎপাদন করিলেন। ব্রহ্মা তাঁহার নাম প্রজাপতি রাখিয়া তাঁহাকে সর্গ অর্থাৎ সৃষ্টি করিতে আদেশ দিলেন। অনন্তর এই বিরাট্ পুরুষ তপস্যা করিয়া স্বায়ম্ভুব মনুকে সৃষ্টি করিলেন। এই মনু তখন তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মাকে পরিতোষ করিলে ব্রহ্মা তুষ্ট হইয়া সর্গের জন্য মনের সাহায্যে দক্ষকে উৎপাদন করিলেন। দক্ষ উৎপন্ন হইলে মনু বিধিকে দশবার প্রণাম করেন। তখন ব্রহ্মা মরীচি প্রভৃতি আরও দশজন মানস পুত্র উৎপন্ন হইল। পরে ব্রহ্মা স্বায়ম্ভুব মনু এবং এই সকল মানস পুত্রকে প্রজাসর্গ কর, এই অনুমতি দিয়া সেই স্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন। এইরূপে জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে।

বিরাট্ পুরুষের আত্মজ মনু, দক্ষ ও মরীচি প্রভৃতি মানস-পুত্রগণ প্রত্যেকে যে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাকে প্রতিসর্গ কহে। ইহারা সকলেই বহুতর প্রজা সৃষ্টি করিলেন। ক্রমে এই সকল প্রজা দ্বারা জগৎ ব্যাপ্ত হইল। (কালিকাপুরাণ ২৬-২৭ অ°)

এইরূপে সর্গ হয়, কিছুকাল সর্গের স্থিতি, তৎপরে আবার প্রলয় হয়। প্রত্যেক পুরাণেই সর্গ, প্রতিসর্গ ও প্রলয় বিশেষ ভাবে বর্ণিত আছে। কারণ পুরাণের লক্ষণেও লিখিত আছে যে, সর্গ ও প্রতিসর্গ বর্ণন করিতে হইবে। সুতরাং সকল পুরাণেই সর্গক্রম বিবৃত হইয়াছে। কোন কোন পুরাণে ইহার কিছু কিছু মতভেদ আছে। তাহা তত্তৎ পুরাণে দ্রষ্টব্য। সংক্ষিপ্তভাবে সর্গক্রম প্রদর্শিত হইল মাত্র। মনুর প্রথম

অধ্যায়ে ও সকল দর্শনশাস্ত্রেই সৃষ্টির প্রক্রম বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে। তত্তদ্ দর্শনমধ্যে তাহা আলোচিত হইয়াছে বলিয়া সেই সকল মত এস্থলে লিখিত হইল না।

[তত্তদ্ দর্শন শব্দ দ্রষ্টব্য]

সর্গকর্ত্তৃ (পুং) সর্গস্য কর্ত্তা। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, ব্রহ্মা এই জগৎ সৃষ্টি করেন। (ত্রি) ২ সৃষ্টিকারিমাত্র।

সর্গকৃৎ (পুং) সর্গং সৃষ্টিং করোতি কৃ-ক্বিপ্-তুক্চ। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা।

সর্গতক্ত (ত্রি) গমনে প্রবৃত্ত। "প্রসবঃ সর্গতক্তঃ" (ঋক্ ৫।৩৩।৪) 'সর্গতক্তঃ সর্গে গমনে প্রবৃত্তঃ' (সায়ণ)

সর্গপ্রতক্ত (ত্রি) সর্গেণ প্রতক্তঃ। বিসর্জ্জন অর্থাৎ ত্যাগ দ্বারা প্রগমিত, গমনশালিত। "সর্গ প্রতক্তঃ সিন্ধুর্নর্ণোদঃ" (ঋক্ ১।৬২।৫) 'সর্গপ্রতক্তঃ সর্গেণ বিসর্জ্জনেন প্রগমিতঃ' (সায়ণ)

সর্গবন্ধ (পুং) সর্গৈরধ্যায়ৈর্বন্ধো বন্ধ। মহাকাব্য। সাহিত্যদর্পণে আছে যে মহাকাব্যের অধ্যায় সর্গ দ্বারা নিবদ্ধ করিতে হয়।

"সর্গবন্ধো মহাকাব্যমুচ্যতে তস্য লক্ষণং ॥" (দণ্ডী)

[মহাকাব্য শব্দ দেখ।]

সর্জ্জ, অর্জ্জন। ভ্বাদি পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ সর্জ্জতি। লোট্ সর্জ্জতু। লিট্ সসর্জ্জ। লুট্ সর্জ্জিতা। লুঙ্ অসর্জ্জীৎ, অসর্জ্জিষ্টাং, অসর্জ্জিষুঃ।

সর্জ্জ (পুং) সৃজ্যতে নির্য্যাসাদীনিতি সৃজ-অচ্। ১ শালবৃক্ষ। (অমর) ২ সর্জ্জরস। (ভরত) ৩ পীতসাল। (শব্দরত্না°) ৪ মরুকীবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

সর্জ্জক (পুং) সর্জ্জ-এব স্বার্থে কন্। ১ পীতশাল। (অমর) ২ শাল। (জটাধর)

সর্জ্জগন্ধা (স্ত্রী) সর্জ্জস্যেব গন্ধো যস্যা। রাস্না।

সর্জ্জন (স্ত্রী) সৃজ-ল্যুট্। ১ সৈন্যপশ্চাদ্ভাগ। (শব্দরত্না°) ২ বিসর্জ্জন। ৩ সৃষ্টি, সর্গ।

"তথাপীশ্বরস্য জগৎসর্জ্জনং ন যুজ্যতে" (সর্ব্বদর্শন অক্ষপাদ)

সর্জ্জনামন্ (পুং) সর্জ্জ নাম যস্য। সর্জ্জতরু। (সুশ্রুত)

সর্জ্জনির্য্যাসক (পুং) সর্জ্জস্য নির্য্যাসঃ স্বার্থে কন্। রাল, ধুনা। (রাজনি°)

সর্জ্জমণি (পুং) সর্জ্জস্য মণিরিব। ধুনক, ধুনা।

সর্জ্জরস (পুং) সর্জ্জস্য রসঃ। শালবৃক্ষনির্য্যাস, ধুনা। পর্য্যায়— যক্ষধূপ, অরাল, সর্জ্জরস, বহুরূপ, রাল, বহ্নিবল্লভ, শালজ, শালনির্য্যাস, সর্জ্জা, ধুনক, শালসার, বিরূপ, শালবেষ্ট, অগ্নিবল্লভ, সর্জ্জমণি। (হেম)

সর্জ্জাপুর, মহিসুর রাজ্যের বঙ্গলুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ১২° ৫২′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৪৯′ ৫″ পূঃ।

হায়দর আলী ও তৎপুত্র টিপুসুলতানের সময়ে এই স্থান বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল; তৎকালে এখানে বহু ধনাঢ্য মুসলমান বাস করিতেন। এক্ষণে তাঁহাদের সকলেই প্রায় দুস্থ, তাঁহাদের সুবৃহৎ অট্টালিকাদিও ভগ্ন। এখানে এখনও কার্পাসবস্ত্র, কার্পেট, ও কিংখাপ বস্ত্রের বিস্তৃত কারবার আছে। পূর্ব্বের ন্যায় এখানে আর সুন্দর কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত হয় না।

সর্জ্জি (স্ত্রী) সর্জ্জ অর্জ্জনে ইন্। সর্জ্জিকাক্ষার। (রত্নমালা)

সর্জ্জিকা (স্ত্রী) সর্জ্জিরেব স্বার্থে কন্-টাপ্। সর্জ্জিকাক্ষার, সাজিমাটী। (জটাধর) ২ নদীবিশেষ। (ভারত)

সর্জ্জিকাক্ষার (পুং) সর্জ্জিকা-এব ক্ষারঃ, যদ্বা সর্জ্জিকা যাঃ সম্ভ্যক্ষারঃ। সাজিক্ষার, চলিত সাজিমাটি। পর্য্যায় কাপোত, সুখবর্চ্চক, সৌবর্চ্চল, রুচক, সৃজিক্ষার, সর্জ্জিকাক্ষার, সর্জ্জিকা, বর্চ্চিকা, সুবর্চ্চক, সর্জ্জিক্ষার, সর্জ্জিক, সর্জ্জী, সুখোর্জ্জিক, সুবর্জ্জিক, সুবর্চ্চী, সুখবর্চ্চস্। গুণ কটু, উষ্ণ, বাত, ও বাতোদরশূলজ্বালানাশক। (রাজনি°)

সর্জ্জী (স্ত্রী) সর্জ্জি বাহুলকাৎ-ঙীষ্। সর্জ্জিকাক্ষার। (রাজনি°)

সর্জ্জীক্ষার (পুং) সর্জ্জিকাক্ষার।

সর্জ্জু (স্ত্রী) সর্জ্জতীতি সর্জ্জ (কৃবিচমিতমিধমীতি। উণ্ ১।৮২) ইতি উ। ১ বিদ্যুৎ। (মেদিনী) ২ অভিসার। ৩ হার। (শব্দরত্না°)

সর্জ্জ্য (পুং) সর্জ্জায়োত্তমমিতি যৎ। ১ সর্জ্জরস। (ত্রি) ২ অর্জ্জনীয়।

সর্দ্দার সহর (সর্দ্দার-শির), রাজপুতানার বিকানের রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। বিকানের নগর হইতে ৭৫ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত।

সর্দ্ধানা (সরধান), যুক্তপ্রদেশের মীরাট্ জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল। সরধান ও বরণাবর পরগণা লইয়া এই উপবিভাগ গঠিত। ভূপরিমাণ ২৫১ বর্গমাইল। এই উপবিভাগের ঠিক মধ্যস্থল দিয়া হিন্দনদী প্রবাহিত। গঙ্গানদী ও পূর্ব্ব-যমুনা খালের জল দিয়া এখানকার ক্ষেত্রাদির জলসরবরাহ হইয়া থাকে।

২ উক্ত জেলার একটী নগর। মীরাট নগর হইতে ১২ মাইল উত্তরপশ্চিমে গঙ্গা-খালের নিকটবর্তী নিম্নপ্রান্তরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৯°৯′৬″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°৩৯′৫৬″ পূঃ। এক সময়ে এই নগরে বেগম সমরুর রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল, তখন এখানে অসংখ্য সৌধমালা নির্ম্মিত ও নগরের শ্রীসম্পদও যথেষ্ট পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল; এখন আর সে পূর্ব্বশ্রী নাই। বেগম সমরুর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁহার আদরের রাজধানী ধনজনবিরহিত এবং সৌভাগ্যসম্পদবিবর্জ্জিত হইয়াছে। বেগম সমরু এই নগরের উত্তরে লস্করগঞ্জ নামে একটী নগর স্থাপন করেন, এইস্থলে তাঁহার সেনাবাস ও একটী প্রাচীন দুর্গ বিদ্যমান আছে। উহারই দক্ষিণে বিস্তৃত সেনা-পরিক্রম-

স্থান (parade grounds), তাহারই দক্ষিণে সর্দ্ধানা নগর। স্থানীয় প্রবাদ, এই প্রদেশে মুসলমানের বিজয়বাহিনী সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার বহুপূর্ব্বে রাজা সরকত এই নগর স্থাপন করেন। মার্কণ্ডেয়পুরাণে এই নগর সরধান নামে বর্ণিত হইয়াছে। (মার্ক° পু° ৫৮।১৪)

এই নগরের প্রাচীন ইতিহাস তাদৃশ কৌতূহলোদ্দীপক নহে। ইহার আধুনিক ইতিহাসই ইহাকে ঐতিহাসিকের নিকট প্রথিত করিয়াছে। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীতে এখানে ওয়াল্টার রীন্হার্ড্ট্ ও জর্জ টমাস নামে দুইজন য়ুরোপীয়ের অভ্যুদয় হয়। তাঁহারা অদৃষ্টবলে পরিচালিত হইয়া ভারতে সৌভাগ্যান্বেষণে আগমন করেন এবং স্ব স্ব অধ্যবসায় ও ভাগ্যবলে এখানকার শাসনদণ্ড হস্তে গ্রহণ করিয়া য়ুরোপীয় সৈনিকের সৌভাগ্যপরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

ওয়াল্টার রীন্হার্ড্ট্ লুক্সেম্বর্গবাসী এবং মাংসবিক্রয়ই তাঁহার উপজীবিকা বা বংশগতবৃত্তি। সাধারণের নিকট সমরু বা সমব্রে (Sombre) নামে পরিচিত ছিলেন। প্রথমে ওয়াল্টার ফরাসী সেনাদলভুক্ত হইয়া সৈনিকের বেশে ভারতে আগমন করেন। কিছুকাল তথায় কার্য্য করিয়া ফরাসীর অধীনতা ত্যাগপূর্ব্বক ইংরাজসেনাদলে আসিয়া প্রবেশ করেন এবং অতি অল্পকাল মধ্যেই সার্জ্জেন্টের (Sergeant) পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি ইংরাজ সেনাদল হইতে পলাইয়া চন্দননগরে ফরাসী গবর্ণমেণ্টের অধীনে সেনাদলে মিলিত হন। নবাবীবিপ্লবে ফরাসীগণ চন্দননগর ইংরাজ কোম্পানীর করে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইলে রীন্হার্ড্ট্ ফরাসী সেনাদল পরিত্যাগ করিয়া ১৭৫৭ খৃঃ হইতে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সুর্মোঁদার দলভুক্ত হইয়া সেই বিপ্লবের দিনে আপনার ভাগ্য ফিরাইবার জন্য সমগ্র ভারতপর্য্যটনে বহির্গত হইলেন। উক্ত বর্ষেই শাহ আলম্ বাদশাহ নবাবের হস্ত হইতে বাঙ্গালা পুনরুদ্ধার মানসে সদলবলে বাঙ্গালায় আসিয়া সমুপস্থিত হইলেন। সুর্মোঁদা এই সময়ে ভারতের নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া স্বীয় সেনাদল সহ বাঙ্গালায় সম্রাটের সহিত মিলিত হইলেন। গয়ার নিকটে নবাবপক্ষীয় ইংরাজ সেনাপতি কর্ণেল কার্ণাকের সহিত বাদশাহী দলের যুদ্ধ বাধে। সম্রাট্ এই যুদ্ধে পরাজিত হন। রীন্হার্ড্ট্ তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া কৌশলে মীর কাসেমের সেনাদলে প্রবেশ করেন। নবাব মীর কাসেম ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে এই সেনানী সমরুকেই পাটনায় বন্দী ইংরাজদিগের নিধনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। [পাটনা দেখ]

নবাবের আদেশে সমরু ইংরাজ বন্দীদিগের বধসাধন করিলেন বটে, কিন্তু ইংরাজদিগের শত্রুতা করিয়া আপনাকে নিরাপদ মনে করিতে পারিলেন না। বাঙ্গালায় একেশ্বর প্রভুত্ব স্থাপনপ্রয়াসী প্রতিহিংসাপরায়ণ ইংরাজগণ তাঁহার এই অত্যাচরণের প্রতিশোধ লইবেই জানিয়া তিনি অযোধ্যাপ্রদেশে পলায়ন করিলেন এবং তথায় আসিয়া ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কয়েকটী দেশীয় রাজসরকারে সেনাপতির কার্য্য করিতে থাকেন। শেষোক্ত বর্ষে তিনি সম্রাট্ ২য় শাহ আলমের মন্ত্রী ও সেনাপতি নজফ্‌খাঁর অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। সম্রাট্-সেনাপতির অনুগ্রহে সর্দ্ধানা পরগণা তাঁহাকে জায়গীর স্বরূপ প্রদত্ত হইল। এই জায়গীর হইতে একটী সেনাদল পোষণ করিয়া আবশ্যকমত মোগল সম্রাট্‌কে সাহায্য করিবার ভারও তাঁহার উপর রহিল।

সমরু মোগলসম্রাটের অধীনে সামন্ত পদ লাভ করিলেন বটে, কিন্তু অধিক দিন রাজ্য-সুখভোগ করিতে সমর্থ হইলেন না, ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু ঘটে; তদনন্তর তাঁহার বিধবা পত্নী বেগম সমরু হস্তে সেই সেনাবাহিনীর পরিচালনের ভার গ্রহণ করেন। স্বীয়প্রতিভায় প্রতিষ্ঠাপন্ন এই রমণী আরবদেশীয় কোন মুসলমানের অবৈধ সন্তান, সমরু মুসলমান রাজসরকারে কর্ম্ম করিবার পর কোন সুযোগে এই রমণীর রূপে আকৃষ্ট হন, পরে সম্মিলন ঘটে। পরস্পরে শাস্ত্রমত বিবাহিত হইবার পূর্ব্বে রীন্হার্ড্ট-রমণী সর্দ্ধানা প্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং সশরীরে সেনাদল পরিচালন করিতেন। তাঁহার অধীনে ৫ ব্যাটেলিয়ন সিপাহী সৈন্য, ৩০০ য়ুরোপীয় সেনানায়ক ও কামানচালক, ৫০টী কামান ও বহু অশ্বারোহী ছিল।

১৭৮১ খৃষ্টাব্দে বেগম রোমান কাথলিক গির্জ্জায় জোহানা নামধারণ করিয়া খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে গোকুলগড়ের যুদ্ধে বেগমপরিচালিত সর্দ্ধানার সেনাদল বিশেষ দক্ষতাসহকারে দিল্লীশ্বরের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ঐ সময় জর্জ্জ টমাস নামক বেগমের সেনাপতি ভীমবেগে শত্রুসৈন্য আক্রমণ করিয়া সম্রাটের সম্মানরক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে বেগম তাঁহার অধীনস্থ অশ্বারোহী সেনাদলের নায়ক বিখ্যাত ফরাসী যোদ্ধা লেভাসোল্টের পাণিগ্রহণ করেন। ইহাতে তাঁহার অপরাপর য়ুরোপীয় কর্ম্মচারীর ঈর্ষানল প্রজ্বলিত হয়। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার অধীনস্থ য়ুরোপীয় সেনানায়কগণ প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহী হইয়া উঠে এবং তাহারা রীন্হার্ড্টের অবৈধজাত পুত্র জাফর যাস্যব খাঁকে আপনাদের দলপতি করিয়া বেগমের বিরোধাচরণে প্রবৃত্ত হয়। তাঁহাদের অত্যাচারে বেগম নবপরিণীত পতিকে লইয়া প্রাণরক্ষার্থ পলায়ন করেন, কিন্তু তাঁহারা অধিক পথ অতিক্রম করিতে না করিতে বিদ্রোহীদল

বেগমের পালকী আক্রমণ করে। বেগম শত্রুহস্তে পতিত হইয়া ঘৃণিতভাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে চাহিলেন না। তিনি স্বীয় বীরজীবন বীরভাবেই ইহজগৎ হইতে অপসারিত করিবার জন্ত স্বীয় বক্ষে ছুরিকা বসাইলেন। পূর্ব্ব অঙ্গীকার-মত লেভাসোল্ট্ স্বীয় কর্ণে বন্দুক লাগাইয়া জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। বেগমের আঘাত তাদৃশ গুরুতর হয় নাই, তাঁহাকে অবিলম্বে পালকী করিয়া সর্দ্ধানায় আনয়ন করা হইল। সুচিকিৎসায় বেগম শীঘ্রই আরোগ্যলাভ করিলেন। অপর একটি কিংবদন্তীতে প্রকাশ, বেগম তাঁহার বর্ত্তমান স্বামীর ব্যবহারে উত্তরোত্তর উত্ত্যক্ত হইয়াছিলেন; তাঁহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশায় ও তাঁহাকে বিশেষ শাস্তি দিবার মানসে আপনার অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করেন।

বেগমের অঙ্গে অস্ত্রাঘাত যে কোন সূত্রেই সম্পাদিত হউক না কেন, তাঁহার হস্ত হইতে সর্দ্ধানার শাসনকর্তৃত্ব কিছুকালের নিমিত্ত তৎপুত্র জাফর আয়াব খাঁর হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। এই সময়ে সমরুপুত্র জাফর মাতার প্রতি অতিশয় ঘৃণিত ব্যবহার করিয়াছিলেন। বেগমের প্রতি এই কঠোর অত্যাচার তাঁহার বিশ্বস্ত পুরাতন ভৃত্য জর্জ টমাসের ভাল লাগিল না। তিনি সেই বিপ্লবের মধ্যে বেগমের সপক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন; তাঁহার বীরত্বপ্রতিভায় ও রাজনৈতিক কৌশলে বেগম পুনরায় রাজাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন, এই সময় হইতে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বেগম নির্ব্বিরোধে রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় যুদ্ধের অবসানে, ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে উত্তর অন্তর্ব্বেদী-প্রদেশে ইংরাজের বিজয়কেতন উড্ডীন হইলে বেগম ইংরাজ-রাজের প্রতি বিশেষ ভক্তি প্রদর্শন করিয়া ইংরাজের অধীনতা স্বীকার করেন। এই সময়ে বেগম সমরুর রাজ্য বহু বিস্তৃত হইয়াছিল। সর্দ্ধানা, বরাউত, বর্ণাবা, খাসকোর প্রভৃতি কতকগুলি বাণিজ্যপ্রধান নগর তাঁহার অধিকারে ছিল। ঐ নগরগুলি মীরাট, দিল্লী, খুর্জ্জা, বাগপৎ প্রভৃতি রাজধানীর সন্নিকটবর্ত্তী হওয়ায় বিশেষ সমৃদ্ধিশালীও হইয়াছিল। একমাত্র মীরাট জেলার সম্পত্তি হইতে তাঁহার বার্ষিক ৫৬১২১০৲ টাকা আয় ছিল। সর্দ্ধানা, দিল্লী, মীরাট, খীরবা, জালালপুর প্রভৃতি স্থানে বেগম সমরুর বাসভবন নির্ম্মিত হয়। এতদ্ভিন্ন তাঁহার উদ্যোগে সর্দ্ধানায় একটী গির্জ্জা (Cathedral) ও দরিদ্রাবাস (Poor-house) স্থাপিত হইয়াছিল। ঐ দুইটী বাটিকার যাবতীয় ব্যয় এবং কলিকাতা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই ও আগ্রার কতকগুলি ক্যাথলিক গির্জ্জায়, সেন্ট জন রোমান ক্যাথলিক কলেজ ও মীরাট ক্যাথলিক চ্যাপেলের ব্যয়নির্ব্বাহ জন্ত তিনি বহু অর্থ দান করেন। সাধারণের হিতার্থ তিনি কলিকাতায় বিশপ্ হেবকে লক্ষাধিক গোল্ড মুদ্রা প্রদান করিয়াছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান-ধর্ম্ম প্রচারক অনেক মসজিদেও তিনি অর্থ দান করেন।

১৮০২ খৃষ্টাব্দে সমরুপুত্র জাফর আয়াব খাঁর মৃত্যু হয়। তাঁহার একমাত্র কন্যা ছিল। বেগম ঐ কন্যাকে স্বীয় অধীনস্থ ডাইস নামক এক সেনাপতির হস্তে সমর্পণ করেন। ঐ কন্যার গর্ভজাত একমাত্র তনয় ডেভিড্ অক্টার্লোনী ডাইস্ সমুরে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে প্যারী রাজধানীতে দেহত্যাগ করেন। তখন সর্দ্ধানারাজ্য তাঁহার বিধবাপত্নী ফরেষ্টারের সেন্ট ভিন্‌সেন্টের কন্যা মেরী এনি ফরেষ্টারের অধিকারে আসে।

সর্দ্ধানা নগরের পূর্ব্বাংশে বেগমের প্রাসাদ। উহা দেখিবার জিনিস। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে এখানকার রোমান ক্যাথলিক ক্যাথিড্রেল নির্ম্মিত হয়। এ ছাড়া আরও অনেক অট্টালিকা আছে। চারিটী জৈনমন্দির এখনও এখানকার জৈনসমাজের প্রভাবের পরিচয় দিতেছে। নবাবগণের প্রাচীন দুর্গ এখন ভগ্নাবস্থায় নিপতিত।

সর্প (পুং) সৃপ্যতে সৃপ-ঘঞ্। ১ নাগকেশর। (রত্নমালা) সৃপ-ভাবে ঘঞ্। ২ গমন। সর্পতি ইত্যচো গচ্ছতীতি সৃপ-অচ্। ৩ অস্ত্রধারী ম্লেচ্ছজাতি বিশেষ। এই জাতি পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় ছিল। পুরাণমতে রাজা সগর বশিষ্ঠের আজ্ঞানুসারে ইহাদিগকে বিনাশ না করিয়া বেদে অনধিকার এবং বেশের অন্য প্রকার করাইয়া দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দেন। এই কারণে ইহারা অস্ত্রধারী ম্লেচ্ছজাতি মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

"শকা যবনকম্বোজাঃ পারদাঃ পহ্লবাস্তথা।
কোলি-সর্পা মাহিষকা দার্ব্বাশ্চোলাঃ সকেরলাঃ॥
সর্ব্বেতে ক্ষত্রিয়া স্তাত! ধর্ম্মস্তেষাং নিরাকৃতঃ।
বশিষ্ঠবচনাদ্রাজন্ সগরেণ মহাত্মনা॥" (হরিবংশ ১৪অ°)

৪ বক্ষোমধ্যাক্ত সরীসৃপজাতি বিশেষ, চলিত সাপ, পর্য্যায়— পৃদাকু, ভুজগ, ভুজঙ্গ, অহি, ভুজঙ্গম, আশীবিষ, বিষধর, চক্রী, ব্যাল, সরীসৃপ, কুণ্ডলী, গূঢ়পাৎ, চক্ষুঃশ্রবস্, কাকোদর, ফণী, দর্ব্বীকর দীর্ঘপৃষ্ঠ, দন্দশূক, বিলেশয়, উরগ, পন্নগ, ভোগী, পবনাশন, বিলশয়, কুম্ভীনস, দ্বিরসন, ভেকভুজ্, শ্বসনোৎসুক, ফণাধর, ফণধর, ফণাবৎ, ফণাকর, ফণকর, সমকোল, ব্যাড়, দংষ্ট্রী বিষাক্ত, গোকর্ণ, উরঙ্গম, গূঢ়পাদ, বিলবাসী, দর্ব্বীভৃৎ, হরি, প্রচলাকিন্, দ্বিজিহ্ব, জলরুণ্ড, কঞ্চুকী, চিক্কুর, কুম্ভ। (জটাধর) [ইহাদের উৎপত্তির বিবরণ নাগ শব্দে দেখ।]

পাশ্চাত্য প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ বহু গবেষণাদ্বারা এইরূপ সর্পতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন—

সর্পজাতির দেহ দীর্ঘায়তন, সলাকার বা অর্দ্ধসলাকার;

কোন জাতি পুচ্ছাগ্র স্থূচীমুখ কোনটী বা অপেক্ষাকৃত স্থূল। ইহাদের দেহে পদাদি কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দৃষ্ট হয় না, সমগ্র দেহযষ্টি আঁইসযুক্ত ত্বকে আবৃত। ঐ আঁইসযুক্ত ত্বকস্তর নিম্নভাগে এরূপ কাঁজকাটা যে তদ্দ্বারা সর্পগণ অনায়াসে মৃত্তিকার উপর বুকে হাটিয়া যাইতে পারে। দেহাভ্যন্তরের কশেরুকাস্থি ভিন্ন আর কোন অস্থি নাই, পঞ্জরাস্থি গুলি তাহাদের অঙ্গচালনার সঙ্গে সঙ্গেই চালিত হয়। মস্তকভাগে হনু ও হনুর অস্থি ইচ্ছাক্রমে সঞ্চালিত হয়। উক্ত হনু ও হনুতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূচ্যাকার বহু দন্ত বিরাজিত আছে। চক্ষুদ্বয় খোলা, উহার আবরক নাই। কর্ণরন্ধ্র নাই। জিহ্বা সূত্রাকার, সরু ও বিখণ্ডিত। এই জন্য সর্পজাতি দ্বিজিহ্ব নামে বিদিত। ইহাদের চোয়ালদ্বয় স্থিতিস্থাপক বন্ধনী দ্বারা সম্মুখদিকে সম্বদ্ধ এবং আবশ্যক হইলে তাহা বিস্তৃত হয়। যে সর্পের শিরোভাগ কপিথাকার, সে অনায়াসে একটী পূর্ণবয়স্ক মনুষ্যদেহ গলাধঃকরণ করিতে পারে অর্থাৎ নরদেহ বা মস্তক উদরস্থ করিবার কালে ঐ সর্প মস্তকের চিবুক ভাগ এতদূর প্রসারিত হইতে পারে যে, তাহাতে সর্পমস্তকের দশগুণ বর্দ্ধিত দেহও তাহার মুখবিবরে অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারে।

ইহারা ডিম্ব প্রসব করে। এক সময়ে ১০টী হইতে ৮০টী পর্য্যন্ত ডিম্ব প্রসব করিতে দেখা যায়। ঐ ডিম্বগুলি অর্দ্ধবৃত্তাকার (Ellipsoid) ও কোমল চর্ম্মাবরণে আচ্ছাদিত। উষ্ণ প্রধান দেশে সর্পেরা তাহাদের ডিম্ব ফুটাইতে কোনরূপ যত্ন লয় না। তাহারা এক স্থানে ডিম্ব ত্যাগ করিয়া সরিয়া যায়। ঐ ডিম্বগুলি সূর্য্যোত্তাপে অথবা স্থানীয় জলবায়ুর কোমল উত্তাপে আপনিই ফুটিয়া পড়ে এবং তাহা হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সর্প-শাবক (সলুই) বাহির হয়। এক মাত্র ময়াল সাপেরাই (Pythons) আপনাদের ডিম্ব ফোটাইবার জন্য বিশেষ যত্ন করে। তাহারা ডিম্বপ্রসবান্তে আপনাদের দেহ ঐ ডিম্বের চারিদিকে কুণ্ডলী করিয়া ধীরে ধীরে তাপদান করে। যতদিন না ঐ ডিম্ব হইতে ছানা বাহির হয়, ততদিন তাহারা ডিম্বরক্ষায় বিশেষ মনোযোগী থাকে। ডিম্বপ্রসবকারিণী সর্পিণী আপনাকে শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত জানিতে পারিলে, শাবকরক্ষার জন্য অতি ভীষণ ভাবে আততায়ীকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করে। সুমিষ্ট জলে বাসকারী নানা জাতীয় সর্প, লবণসমুদ্রস্থ সর্পজাতি এবং ভাইপরিডি (Viperidæ) ও ক্রোটালিডি (Crotalidæ) শ্রেণীর সর্প জাতির ডিম্বগুলি পূর্ণকাল পর্য্যন্ত ডিম্বাধারে থাকে। পরে যথাকালে গর্ভাশয়ে ডিম্বস্থ সলুই গুলি আবরণোন্মুক্ত হইয়া মাতৃজঠর হইতে প্রসূত হয়। এই জন্য এই সর্পদিগকে Ovo-viviparous সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়াছে।

প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণের চেষ্টায় ও অধ্যবসায়ে আজ পর্য্যন্ত যতগুলি সর্প জাতির বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা ১৫০০। কোন কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার উহাদের সংখ্যা ১৮০০ বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। য়ুরোপের ৭০° উত্তর অক্ষাংশ ও আমেরিকার কলম্বিয়া প্রদেশের ৫৫° উত্তর অক্ষাংশে এবং বিষুব রেখার দক্ষিণে ৪০° পর্য্যন্ত স্থানে সর্পজাতি বাস করিতে দেখা যায়। শীতপ্রধান বা নাতিশীতোষ্ণ দেশে সর্পের জাতি ও তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প; একমাত্র উষ্ণপ্রধান দেশেই সর্পের বহুলতা দৃষ্ট হয়। এখানে ইহারা স্বচ্ছন্দে নদী বা পুষ্করিণীর জলে ও জলা জমিতে নিমগ্ন থাকে, কখন বা সূর্য্যের উত্তাপে আপনাদের দেহ উত্তপ্ত করিয়া নিশ্চিন্ত মনে বায়ু সেবন করে। এই জন্য ইহারা 'বায়ুভক্ষ' নামেও কথিত।

উষ্ণপ্রধান দেশে কীটপতঙ্গাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীতে পূর্ণ থাকায় এখানে ইহাদের আহার্য্যের অভাব হয় না। কোন কোন সর্প ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পশু ধরিয়াও গলাধঃকরণ করে। ইন্দুর, ছুচা, ভেক, এমন কি ছাগলছানা পর্য্যন্তও সর্পের কবলকবল হইতে পরিত্রাণ পায় না। উষ্ণপ্রধান দেশে অজগর, ময়াল (Boa constrictor, python) প্রভৃতি ভীষণ দেহ সর্প, বৃক্ষারোহণকারী সর্প, সমুদ্রসর্প, নানা জাতীয় বিষধর সর্প প্রভৃতি যে সকল বিশেষ বিশেষ সর্প জাতি দৃষ্ট হয়, পৃথিবীর অপর কোন স্থলেও সেরূপ সর্প সমুদায় দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু এই মাত্র বলা যায় যে প্রত্যেক দেশেই তথাকার মৃত্তিকার বাসোপযোগী এক এক প্রকার সর্প আছে। জলশূন্য মরুভূমেও সর্পের বাস পরিলক্ষিত হয়। সর্প জাতির এইরূপ সর্ব্বস্থলে বাসব্যবস্থা অনুসরণ করিলে আমরা জানিতে পারি যে, স্থানভেদে ইহাদের জীবনের অবস্থা, দেহগঠন ও প্রকৃতিবিধির বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। একটী সর্প দেখিলেই তাহার আকার হইতে তাহার অন্তরস্থ গুণ অনুভব করা যায়। নিম্নে তাহার দৃষ্টান্ত দিতেছি।

১ বিলেশয় সর্প—ইহারা গর্ত্ত খুঁড়িয়া ভূগর্ভে থাকে, কখনও ভূপৃষ্ঠে আসে না। ইহাদের দেহ দণ্ডাকার ও দৃঢ়, উপরিভাগ কঠিন মসৃণ আঁইসে আচ্ছাদিত, মস্তক গোলাকার ক্ষুদ্র ও চূড়াল এবং মুখবিবর অপ্রশস্ত। চক্ষু ক্ষুদ্র দন্ত বিরল। ইহারা মৃত্তিকাগর্ভস্থ ক্রিমি কীটাদি ভক্ষণ করে। ইহাদের দন্তে বিষ নাই।

২ ভূমচারী সর্প—ইহারা ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করে, জলে বা জঙ্গলে থাকিতে ভাল বাসে না, কখনও বৃক্ষলতাদিতে উঠে না। দেহ দণ্ডাকার, কোমল ও মসৃণ আঁইসযুক্ত ত্বকে আচ্ছাদিত। ইহাদের অধিকাংশই বিষহীন, তবে কোন কোন জাতির বিষ আছে। ইহারা প্রধানতঃ কীটপতঙ্গাদি ধরিয়া খায়।

মৃত্যু অবধারিত জানিয়া এতই ভীত ও শীর্ণ হয় যে তৎক্ষণাৎ তন্দ্রাভাব আসিয়া সমুপস্থিত হয়। এরূপ অবস্থায় সাপের বিষ না থাকিলেও অনেক সময় মৃত্যু ঘটিতে দেখা গিয়াছে।

আজিও সর্পবিষ নিবারণের উপযুক্ত ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই। লৌহ পোড়াইয়া দাগ করিয়া ক্ষতস্থান দগ্ধ করা অথবা জ্বলন্ত কয়লায় সেই স্থান পোড়ান হয়, নাইট্রেট্ অব সিলভার বা কার্বলিক বা মিনারল এসিড প্রভৃতি দ্বারা এই স্থান পোড়াইয়া দিলে, অথবা পার্মাঙ্গানেট অব পটাস পিচকারী দ্বারা ক্ষত স্থানে প্রবেশ করাইলেও বিষের প্রভাব খর্ব হয়। অনেক সময় ক্ষত স্থান উষ্ণ তীব্র এমোনিয়া জল দ্বারা ধৌত করিলে ও ক্ষতের চারি পাশে প্রলেপ দিলে উপকার দর্শে। আভ্যন্তরিক প্রয়োগে ব্রাণ্ডি উত্তেজক ঔষধ পুনঃ পুনঃ ব্যবহারে রোগীর হৃদয়ে বল সঞ্চার হয়, দৌর্বল্য বিদূরিত হইয়া তাহার শারীরিক অবসন্নতা দূর করে এবং রোগীর মানসিক বল প্রবল হইয়া সম্পূর্ণ নিদ্রালস্য হইতে দেয় না। আমাদের দেশের বিষ-পাথর (Snake's stones) বিষ নাশে বিশেষ উপযোগী বলিয়া সাধারণের ধারণা; কিন্তু উহা সম্পূর্ণ রূপ বিষ নাশ করিতে পারে না, কেবল মাত্র ক্ষতস্থানের বিষ কতকটা শুষিয়া লয় মাত্র, সামান্য সর্প দংশন স্থলে ইহাতে উপকার পাওয়া যায়।

যদি হস্ত পদাদিতে সর্প দংশন করে, তাহা হইলে তাহার উপরিস্থ শিরা অর্থাৎ স্থান দৃঢ় রূপে বাঁধিয়া দেওয়া আবশ্যক। বিষ রক্তে মিশ্রিত হইয়া যেন আর উপরে উঠিতে না পারে।

ক্ষত স্থানের উপরিদেশ উত্তম রূপে বাঁধিয়া তৎপরে তাহার যথাযথ চিকিৎসা করিয়া বিষনাশ করাই শ্রেয়ঃ।

অতঃপর শস্ত্রদ্বারা দষ্টস্থান কাটিয়া দিলে ক্ষতস্থান বিস্তৃত হইয়া তাহা হইতে অধিক পরিমাণে রক্ত নির্গত হয় ও সেই সঙ্গে বিষ মিশ্রিত রক্ত বাহির হইয়া যায়। অথবা সর্পদষ্ট স্থানের চারিপার্শ্ব হইতে কতকটা মাংস কাটিয়া ফেলা উচিত। শুনা যায়, কৃষকেরা ধান্যাদি শস্য রোপণ বা কর্ত্তনকালে সর্প কর্ত্তৃক আহত হয়। ঐ সময়ে যদি অঙ্গুলির অগ্রভাগে সর্প কামড়ায়, তাহা হইলে তাহারা সেই অঙ্গুলী তৎক্ষণাৎ কাস্তিয়া দ্বারা কাটিয়া ফেলে। অনেক সময়ে অপর কাহারও দ্বারা দষ্ট স্থান চুষাইয়া রক্ত বাহির করিয়া দেওয়া হয়। ক্যাপিং-গ্লাস দ্বারা রক্ত শোষণ করা যায় বটে, কিন্তু তাদৃশ উপকার হয় না। আমাদের দেশের বেদেরা গাছগাছড়ার শিকড় দ্বারা ও ওঝারা ঝাড়ফুঁক দ্বারা সাপের বিষ নামাইয়া দেয়। বিষমুষ্টের শিকড় ও শ্বেত করবীর শিকড়ে সর্পবিষ নাশে শুনা যায়। যেখানে ঐ দুইটির একটী শিকড় বিদ্যমান থাকে, সেখানে সর্প প্রবেশ করে না।

সর্পজাতি সরীসৃপ বর্গের ophidia শ্রেণীভুক্ত। দেশভেদে ও স্থানীয় জলবায়ুর বিপর্য্যয়ে ইহাদের আকৃতি ও গঠনের বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। সর্পবিদ্গণ ইহাদের জাতি বা বংশগত পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তদনুসারে আমরাও এক এক জাতিকে ভিন্ন ভিন্ন থাকে নিবদ্ধ করিলাম—

১ Hopoterodontes—(ক) Typhlopidæ, (খ) Stenostomatidæ. (বিদেশের সর্প)

২ Ophidii Colubriformes—(ক) Tortricidæ, (খ) Xenopeltidæ, (গ) Uropeltidæ (ঘ) Calamariidæ (ঙ) Oligodontidæ, (চ) Colubridæ (ছ) Homalopsidæ, (জ) Psammophidæ, (ঝ) Rhaciodontidæ, (ঞ) Dendrophidæ, (ট) Dryophidæ, (ঠ) Dipsadidæ, (ড) Scytalidæ, (ঢ) Lycodontidæ, (ণ) Amblycephalidæ, (ত) Erycidæ, (থ) Boidæ, (দ) Pythonidæ, (ধ) Acrochordidae (ন) Xenodermidæ. এই কুড়িটি থাকে নানাজাতি সর্প আছে। ইহা কুণ্ডলচারী ও বিষহীন।

৩ Ophidii Colubriformes Venenosi—(ক) Elapidæ, (খ) Atractaspididæ, (গ) Causidæ, (ঘ) Dinophidæ, (ঙ) Hydrophidæ. কেউটিয়া, গোখুরা, সামুদ্রসর্প প্রভৃতি বিষধর এই পঞ্চ থাকের অন্তর্ভুক্ত।

৪ Ophidii Viperiformes—(ক) Viperidæ, (খ) Crotalidæ. ঝম্ ঝম্ শব্দকারী Rattle snake নামক বিষধর সর্প ও পিট্-ভাইপার প্রভৃতি সর্প শেষোক্ত থাকে সন্নিবিষ্ট।

উপরে যে কয়টী থাক নির্দ্দেশ করা গেল, তাহাদের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত প্রায় ১৮০০ বিভিন্ন প্রকার সর্প আছে। বাহুল্য ভয়ে তাহাদের নাম ও স্বতন্ত্র লক্ষণাদি লিখিতে বিরত হওয়া গেল। কোন জাতীয় সর্প গোলাকার, কোনটী চেপ্টা। কাহারও উপরের চোয়ালে দাঁত, আবার কাহারও নীচের চোয়ালে কেবল দাঁত আছে। কাহারও মাথায় একটী চক্র, কাহারও মাথায় দুইটি মাত্র চক্র, কাহারও কাহারও আঁইস শ্রেণী বিভিন্ন ইত্যাদি রূপ নানা পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

উপরে [illegible] সর্পের বিবরণ প্রদত্ত হইল, আমাদের অবগতির জন্য তন্মধ্যে কএক প্রকার সর্পের পরিচয় নিম্নে দেওয়া গেল :—

১ Coluber æsculapii—প্রাচীন রোমানগণ ইহার পূজা করিতেন।

২ Passerita mycterizans—বেত আঁচড়া। (Indian whip snake).

৩ Boa-canina—ময়াল

দর্ব্বীকর তরুণবয়স্ক, মণ্ডলী বৃদ্ধ এবং রাজিমান মধ্যবয়স্ক হইলে তাহাদের দংশনে লোকের মৃত্যু হয়। সর্প যদি নকুল দ্বারা আকুলিত, কিংবা জল বা আতপ কর্তৃক অভিহিত, বা কৃশ, বালক, বৃদ্ধ, মুক্তত্বক্ (যাহার খোলস ছাড়া) বা ভীত হয়, তাহা হইলে তাহার বিষ অল্প হইয়া থাকে।

দর্ব্বীকর।—কৃষ্ণসর্প, মহাকৃষ্ণ, কৃষ্ণোদর, শ্বেত, কপোত, মহাকপোত, বলাহক, মহাসর্প, শঙ্খপাল, লোহিতাক্ষ, গবেধুক, পরিসর্প, খণ্ডফণা, ককুদ, পদ্ম, মহাপদ্ম, দর্ভপুষ্প, দধিমুখ, পুণ্ডরীক, ভ্রুকুটীমুখ, পুষ্পাভিকীর্ণ, গিরিসর্প, ঋজুসর্প, শ্বেতোদর, মহাশির, অলগর্দ্দ ও আশীবিষ এই ২৬ প্রকার দর্ব্বীকর অর্থাৎ ফণাবিশিষ্ট সর্প। এই দর্ব্বীকর সর্পের বিষে ত্বক্, চক্ষু, নখ, দন্ত, পুরীষ ও দষ্টস্থান কৃষ্ণবর্ণ হয়, এবং শরীরের রূক্ষতা, মস্তকে ভারবোধ, সন্ধিস্থানে বেদনা, কটী, পৃষ্ঠ ও গ্রীবার দুর্ব্বলতা, জৃম্ভণ, কম্প, বাক্যের জড়তা, কণ্ঠদেশে ঘড়ঘড় শব্দ, শরীরের জড়তা, শুষ্ক উদগার, কাস, শ্বাস, হিক্কা, বায়ুর ঊর্দ্ধগতি, বেদনা, বমনেচ্ছা, তৃষ্ণা, লালাস্রাব, ফেণানিঃসরণ, ইন্দ্রিয়কার্য্যের নিরোধ, এবং বায়ুজন্য অন্য প্রকার যাতনা জন্মে।

মণ্ডলী—আদর্শমণ্ডল, শ্বেতমণ্ডল, রক্তমণ্ডল, চিত্রমণ্ডল, পৃষত, রোধ্রপুষ্প, মিলিন্দক, গোনস, পনস, মহাপনস, বেণুপত্রক, শিশুক, মদন, পালিংহির, পিঙ্গল, তন্তুক, পুষ্পপাণ্ডু, ষড়ঙ্গ, অগ্নিক, বভ্রু, কষায়, কলুষ, পারাবত, হস্তাভরণ, চিত্রক, ও এণীপদ এই ২২ প্রকার মণ্ডলীজাতীয় সর্প। এই মণ্ডলী সর্পের বিষে ত্বক্ ও চক্ষুঃ প্রভৃতির পীতবর্ণতা, শীতল দ্রব্যে অভিলাষ, শরীরের উত্তাপ, দাহ, তৃষ্ণা, মত্ততা, মূর্চ্ছা, ঊর্দ্ধ ও অধোমার্গে শোণিত নিঃসরণ, মাংসের অবসাদন অর্থাৎ ঢিলিয়ে খসিয়া পড়া, দষ্টস্থানে বেদনা ও পীতবর্ণ এবং কোপন স্বভাব এই সকল লক্ষণ ও পিত্তজন্য অপরাপর লক্ষণ প্রকাশ পায়।

রাজিমন্ত—পুণ্ডরীক, রাজিচিত্র, অঙ্গুলরাজি, বিন্দুরাজি, কর্দ্দম, তৃণশোষক, সর্ষপ, শ্বেতহনু, দর্ভপুষ্প, চক্র, গোধূম, ও কিক্কিসাদ এই দশ প্রকার রাজিমন্তসর্প। এই রাজিমন্ত সর্পের বিষে ত্বক্ ও চক্ষু প্রভৃতির শুক্লতা, শীতজ্বর, রোমহর্ষ, শরীরের স্তব্ধতা, দংশনের স্থানে ফুলা, গাঢ় কফের স্রাব, বমন, নিরন্তর চক্ষুর কণ্ডু, কণ্ঠদেশে ফুলা ও ঘড়্ ঘড়্ শব্দ, উচ্ছ্বাসের নিরোধ এবং তমোবৃদ্ধি এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

নির্ব্বিষসর্প—গলগোলী, শূকপত্র, অজগর, দিব্যক, বর্ষাহিক, পুষ্পশকলী, জ্যোতীরথ, ক্ষীরিক, পুষ্পক, অহিপাতক, অন্ধাহি, গৌরাহি ও বৃক্ষেশয় এই দ্বাদশ প্রকার নির্ব্বিষ সর্প।

বৈকরঞ্জ সর্প তিন প্রকার। দর্ব্বীকর প্রভৃতির পরস্পর সমাগমে, মাকুলি, পোটগল ও স্নিগ্ধরাজি এই তিন প্রকার সর্পের উৎপত্তি হয়। তন্মধ্যে কৃষ্ণসর্প ও গোনসের সমাগমে মাকুলি, রাজিল ও গোনসের সমাগমে পোটগল, এবং কৃষ্ণসর্প ও রাজিমন্তের সমাগমে স্নিগ্ধরাজি উৎপন্ন হয়। ইহাদিগের মধ্যে মাকুলিজাতি মাতৃপ্রকৃতি এবং অপর দুই জাতি পিতৃপ্রকৃতি।

উক্ত তিন প্রকার বৈকরঞ্জ হইতে দিব্যেলক, রোধ্রপুষ্প, রাজিচিত্র, পোটগল, পুষ্পাভিকীর্ণ, দর্ভপুষ্প ও বেল্লিতক এই ৭ প্রকার সর্প উৎপন্ন হয়। তাহার মধ্যে প্রথম তিন প্রকার রাজিমন্তের ন্যায় এবং অবশিষ্ট চারি প্রকার মণ্ডলীর তুল্য। সমুদায়ে এই সর্প সকল ৮০ প্রকার।

সর্পমাত্রেরই চক্ষু, জিহ্বা, মুখ ও মস্তক বৃহৎ হইলে তাহাকে পুরুষ, ক্ষুদ্র হইলে স্ত্রী এবং সমবিধ হইলে নপুংসক বলা যায়। নপুংসক সর্প অক্রোধ এবং মন্দবিষবিশিষ্ট অর্থাৎ তাহাদের বিষ বিলম্বে সঞ্চরণ করে।

এই সকল প্রকার সর্পই দংশন করিবামাত্র বিশেষরূপে চিকিৎসা করিতে হয়। না করিলে শীঘ্র প্রাণনাশের সম্ভাবনা। পুরুষ সর্পের দংশনে রোগীর ঊর্দ্ধদৃষ্টি হয়, স্ত্রীসর্পের দংশনে অধোদৃষ্টি হয় ও ললাটের শিরা সকল বাহির হয়, এবং নপুংসক সর্পের দংশনে তির্য্যগ্‌ভাবে দৃষ্টি স্থির হইয়া থাকে। গর্ভিণী সর্পের দংশনে মুখ পাণ্ডুবর্ণ ও উদরের আধ্মান, নবপ্রসূতা সর্পীর দংশনে শূলবেদনা, রক্তস্রাব ও উপজিহ্বিকা এই সকল উপসর্গ ঘটে। অন্নার্থী সর্পের দংশনে রোগীর অন্নে অভিলাষ জন্মে। বৃদ্ধ সর্পের দংশনে বিষের বেগ মন্দ ও বালসর্পের দংশনে তীব্র হইয়া থাকে। নির্ব্বিষ সর্পের দংশনে অবিষের লক্ষণ প্রকাশ পায়। অন্ধ সর্প দংশন করিলে রোগী অন্ধ এবং অজগর সর্প গ্রাস করিলে শরীর ও প্রাণ বিনষ্ট হয়, কিন্তু তাহা বিষবশতঃ নহে; সদ্যপ্রাণনাশক সর্পদিগের দংশনে রোগী শস্ত্র বা বজ্রাহতের ন্যায় নিশ্চেষ্ট ও অচেতন হইয়া ভূমিতে পতিত হয়।

সকল প্রকার সর্প বিষের বেগ সপ্ত প্রকার। রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সাতটী ধাতু। বিষ শরীরে প্রবেশ করিলে প্রথমে রস ধাতু দূষিত করে, পরে রক্ত ধাতু দূষিত হয়। এইরূপে ক্রমান্বয়ে সপ্তধাতু দূষিত হইয়া পড়ে। এইরূপ এক এক ধাতু দূষিত হওয়াকে বিষের এক একটী বেগ বলা যায়।

দর্ব্বীকর জাতীয় সর্প দংশন করিলে উহার বিষের প্রথম বেগে শোণিত দূষিত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে, এবং রোগীর দেহে যেন কৃষ্ণবর্ণ পিপীলিকা সঞ্চরণ করিতেছে। দ্বিতীয়

বেগে মাংস দূষিত হইয়া শরীর অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং শরীরে শোথ ও গ্রন্থি জন্মে। তৃতীয় বেগে মেদ দূষিত এবং তাহাতে দষ্ট স্থানে ক্লেদ, মস্তক ভার ও ঘর্ম্মোদগম এবং দৃষ্টি স্থির হইয়া পড়ে। চতুর্থ বেগে বিষ কোষ্ঠ দেশে প্রবেশপূর্ব্বক কফজনিত সকল উপদ্রব জন্মায় এবং তদ্দ্বারা তন্দ্রা, লালাস্রাব, ও সন্ধিস্থান বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। পঞ্চম বেগে বিষ অস্থি মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক প্রাণ ও অগ্নি দূষিত করে, এবং পার্শ্বভেদ, দাহ ও হিক্কা জন্মায়। ষষ্ঠ বেগে বিষ মজ্জামধ্যে প্রবেশ করে, তাহাতে গ্রহণী, শরীরভার, হৃদয়ের পীড়া ও মূর্চ্ছা হয়। সপ্তমে বিষ শুক্র মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ব্যান বায়ুকে কুপিত করিয়া লোমকূপ প্রভৃতি সূক্ষ্ম দ্বার হইতে কফস্রাব, কটি ও পৃষ্ঠ ভঙ্গ এবং সকল ইন্দ্রিয়কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটে। লালা ও স্বেদের অত্যন্ত নিঃসরণ হইতে থাকে, এবং শ্বাস রোধ হইয়া পড়ে।

মণ্ডলী জাতীয় সাপ কামড়াইলে বিষের প্রথম বেগে শোণিত দূষিত করিয়া ফেলে। তাহাতে রক্ত অতিশয় পীতল হয়, সর্ব্ব শরীরে দাহ জন্মে, ও শরীর পীতবর্ণ ধারণ করে। দ্বিতীয় বেগে মাংস দূষিত হয়, তখন শরীর অতিশয় পীতবর্ণ এবং অতি দাহ জন্মে, দষ্ট স্থান ফুলিয়া উঠে। তৃতীয় বেগে মেদ দূষিত, এবং তজ্জন্য দৃষ্টি স্থির, তৃষ্ণা, দষ্ট স্থানে ক্লেদ ও ঘর্ম্ম এই সকল উপদ্রব সৃষ্ট হয়। চতুর্থ বেগে বিষ কোষ্ঠদেশে প্রবেশপূর্ব্বক জ্বর উৎপাদন করে। পঞ্চম বেগে সর্ব্ব শরীরে দাহ হয়। ষষ্ঠ ও সপ্তম বেগে পূর্ব্বোক্ত দর্ব্বীকরের ষষ্ঠ ও সপ্তম বেগের ন্যায় লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়।

রাজিমন্ত সাপে দংশন করিলে বিষের প্রথম বেগে শোণিত দূষিত হইয়া পড়ে, তাহাতে শরীর পাণ্ডুবর্ণ ধারণ, এবং ঈষৎ শ্বেতবর্ণের আভা দৃষ্ট ও শরীর রোমাঞ্চ হইয়া থাকে। দ্বিতীয় বেগে মাংস দূষিত হইয়া অতিশয় পাণ্ডুবর্ণ এবং দেহের জড়তা ও মস্তক ফুলিয়া উঠে। তৃতীয় বেগে মেদ দূষিত হইয়া দৃষ্টি স্থির ও দন্তক্লিন্ন হয়, এবং ঘর্ম্ম হইতে থাকে। নাসিকা ও চক্ষুঃ হইতে রক্ত নিঃসারিত হয়। চতুর্থ বেগে বিষ কোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করে, তাহাতে গ্রীবা সঞ্চালনশক্তিরহিত এবং মস্তকে ভারবোধ হয়। পঞ্চমবেগে বাক্যরহিত, কম্প ও জ্বর হয়। ষষ্ঠ ও সপ্তম বেগে পূর্ব্বের ন্যায় লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়।

রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সাতটী ধাতু ও ইহাদিগের এক একটী অতিক্রম করিয়া বিষের এক একটী বেগ উৎপন্ন হয়। বিষ বায়ু কর্ত্তৃক চালিত হইয়া যে সময়ের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত কোন একটী ধাতু ভেদ করে, সেই সময়কে বেগান্তর কহে।

পশুদিগকে সাপে দংশন করিলে বিষের প্রথম বেগে অঙ্গ স্ফীত হয়, এবং তাহাদের মন দুঃখিত ও চিন্তাযুক্ত দেখা যায়, দ্বিতীয় বেগে লালাস্রাব হয়, অঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে, হৃদয়ের পীড়া উপস্থিত হয় এবং কণ্ঠ ও গ্রীবা ভগ্ন হইয়া পড়ে। চতুর্থ বেগে তাহারা পুনঃ পুনঃ কাঁপিতে থাকে, নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে, দন্ত দ্বারা দন্ত ঘর্ষণ এবং তৎপরে প্রাণত্যাগ করে। কাহারও কাহার মতে পশুদিগের সর্পাঘাত হইলে তাহাদের তিনটী বেগ হয়, এবং শেষ বেগেই তাহারা প্রাণত্যাগ করে। পক্ষিগণের সর্পাঘাত হইলে প্রথম বেগে তাহারা চিন্তিত হয়, ও নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়ে বিহ্বলতা ও তৃতীয় বেগে প্রাণত্যাগ করে। কাহারও কাহার মতে পক্ষিদিগের বিষের একটী মাত্র বেগ হয়,এবং এই বেগেই তাহারা প্রাণত্যাগ করে। বিড়াল ও নকুলের শরীরে সর্পবিষ অধিক সঞ্চারিত হইতে পারে না। বিষধর সর্প দংশন করিলে অধিকাংশ স্থলেই প্রাণনাশ হয়। তবে সর্প দংশন করিবা মাত্রই যথোক্ত রূপে যদি চিকিৎসা করা হয়, তাহা হইলে আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা। বিষের ক্রিয়া এত শীঘ্র শীঘ্র হয়, যে চিকিৎসার সময় থাকে না। বিষদ্বারা রসাদি ধাতু দূষিত হইলে তখন আর কোন রূপেই প্রতীকার [illegible] না।

সর্পদংশনের চিকিৎসা।—হস্তে বা পদে সর্পদংশন করিবা মাত্রই প্রথমে দষ্ট স্থানের চারি অঙ্গুল উপরে বন্ধন করিবে। চর্ম্ম বা গাছের ভিতরের ছাল পাকাইয়া তদ্দ্বারা অথবা অন্য কোন প্রকার কোমল রজ্জু প্রভৃতি দ্বারা বন্ধন করা আবশ্যক। বন্ধন দ্বারা বিষ নিবারিত হইলে আর দেহ মধ্যে সঞ্চরণ করিতে পারে না। তৎপরে দংশনের সমুদয় নিম্নদেশ চিরিয়া দগ্ধ করিবে। এই সময় ঐ সকল স্থান চুষিয়া লওয়া, ছেদ করা ও দগ্ধ করা সর্ব্বতই প্রশস্ত। বস্তিযন্ত্রের মুখ প্রতিপূরিত করিয়া চুষিলে উপকার হয়। পিচকারী বা শিঙ্গার ন্যায় এক প্রকার যন্ত্রের নাম বস্তিযন্ত্র। এই যন্ত্র দষ্ট স্থানে বসাইয়া অধোভাগ হইতে আকর্ষণ করিয়া ঊর্দ্ধদিকে পূরণ করাকে প্রতিপূরণ কহে। শিঙ্গা বসাইবার ন্যায় বস্তিযন্ত্রের এক মুখ দষ্ট স্থানে বসাইয়া অপর মুখ হইতে মুখ দ্বারা আকর্ষণ করিলে দষ্ট স্থান হইতে রক্ত সমেত বিষ আকৃষ্ট হইয়া বস্তিযন্ত্র মধ্যে আসে।

মণ্ডলীসর্পের দংশনে তৎক্ষণাৎ দষ্ট স্থান দগ্ধ করা কর্ত্তব্য। কারণ তাহা পিত্তবহুল বিষ, উহা দষ্টস্থানের উষ্ণতাসাধন করিয়া তৎক্ষণাৎ দেহ মধ্যে সঞ্চারিত হয়।

মন্ত্রজ্ঞ চিকিৎসকেরা মন্ত্র দ্বারাও বিষবন্ধন করিয়া রাখেন। যেমন রজ্জু প্রভৃতি দ্বারা বন্ধন করিলে বিষ আর উপরে উঠিতে পারে না, তদ্রূপ মন্ত্র দ্বারা বন্ধন করিলেও বিষ আর উপরে যাইতে পারে না। সত্য ও তপোময় মন্ত্রসমূহ এবং দেবতা ও ব্রহ্মর্ষিগণের বাক্য দ্বারা দুর্জ্জয় বিষ শীঘ্রই বিনষ্ট হয়। সত্য ব্রহ্ম

ও তপোময় মন্ত্র দ্বারা বিষ যেমন শীঘ্র দূর হয়, ঔষধ দ্বারা সেরূপ হয় না। মন্ত্রচিকিৎসাই সর্পবিষনিবারণের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। যে সকল ব্যক্তি সিদ্ধমন্ত্র, তাহারা যথা বিধানে ইহার চিকিৎসা করিলে নিশ্চয়ই ইহা আরোগ্য হয়। এই মন্ত্র গ্রহণ করিতে হইলে স্ত্রী, মাংস ও মধু পরিত্যাগ করা বিধেয়। তাহারা মিতাহার, পবিত্র ও কুশশায়ী হইবে এবং গন্ধমাল্যাদি উপহার পরিত্যাগ করিবে। এই সময় নানাবিধ উপহার অপহোমাদি দ্বারা দেবতাদিগের পূজা করা বিধেয়। মন্ত্র বিধিপূর্বক গৃহীত না হইলে বা স্বরবর্ণে হীন হইলে মন্ত্র দ্বারা কার্য্য সিদ্ধি হয় না। অতএব সেই স্থলে ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

চিকিৎসক যখন দেখিবেন, সর্পবিষ শরীর মধ্যে সঞ্চরণ করিতে আরম্ভ হইয়াছে, হস্ত, পাদ বা ললাট প্রভৃতি যে স্থলে সর্প দংশন করিয়াছে, তাহার চারিদিকের শিরা বিদ্ধ করিবেন। ঐ সকল শিরা বিদ্ধ হইয়া রক্ত নিঃসারিত হইলে বিষ অনেক পরিমাণে বাহির হইয়া যায়। অতএব রক্তমোক্ষণ অবশ্য কর্ত্তব্য এবং ইহাই উৎকৃষ্ট চিকিৎসা। এই রূপে দষ্ট স্থানের চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া অগদের প্রলেপ দিবে এবং শ্বেত চন্দন ও বেনামূল-মিশ্রিত জল তাহাতে নিয়ত পরিষেচন করিবে। সর্পের জাতি অনুসারে অগদ পান করাইতে হয়। দুগ্ধ, ঘৃত ও মধু প্রভৃতি অগদের অনুপান। এই সকল দ্রব্যের অভাবে উৎকৃষ্ট বল্মীক মৃত্তিকাও অনুপানে ব্যবহৃত হইতে পারে। তৈল, কুলত্থ কলাই, মদ্য বা কাঁজী পান করিতে নাই। অন্য যে কোন বমনকারক দ্রব্য অতি অল্প পরিমাণে পুনঃ পুনঃ পান করাইয়া পুনঃ পুনঃ বমন করাইবে। বমন দ্বারা বিষ সহজে নির্গত হয়।

ফণাবিশিষ্ট সর্পের প্রথম বিষবেগে রক্তমোক্ষণ কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় বেগে ঘৃত ও মধু সহযোগে অগদ পান, তৃতীয় বেগে বিষ-নাশক নস্য ও অঞ্জন প্রয়োগ, চতুর্থ বেগে বমন করাইয়া ঘৃত ও মধু সহযোগে যবের মণ্ড পান, পঞ্চম ও ষষ্ঠ বেগে প্রথমে বমন ও বিরেচন প্রয়োগ এবং তীক্ষ্ণ শোধনী দ্রব্য ভোজন, অবশেষে সপ্তম বেগে তীক্ষ্ণ শিরোবিরেচন নস্য, অঞ্জন এবং কাকপদ আকারে মস্তক মুণ্ডন অথবা সেই স্থানে সরক্ত মাংস ছেদ এই সকল উপায় অবলম্বন করিবে।

মণ্ডলীর বিষেও প্রথম ও দ্বিতীয় বেগে পূর্ব্বের ন্যায় প্রক্রিয়া করা বিধেয়। তৎপরে বমন করাইয়া ঘৃত ও মধু সহযোগে যবের মণ্ড পান করাইবে। তৃতীয় বেগে তীক্ষ্ণ বমন ও বিরেচন দ্বারা শরীরশোধনপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যবের মণ্ড পান করা বিধেয়। চতুর্থ ও পঞ্চম বেগে শীতলপ্রক্রিয়া কর্ত্তব্য। ষষ্ঠে কাকোল্যাদিগণ, মধুরগণ ও দুগ্ধ হিতকর, সপ্তমে বিষনাশক অগদের নস্য উপকারী।

রাজিমন্ত বিষের প্রথম বেগে পূর্ব্বের ন্যায় রক্তমোক্ষণ, এবং ঘৃত ও মধুযোগে অগদপান, দ্বিতীয় বেগে বমন করাইয়া অগদ পান, তৃতীয় বেগে বিষনাশক নস্য ও অঞ্জন প্রয়োগ, চতুর্থে বমন ও ঘৃত মধুযোগে যবের মণ্ডপান, পঞ্চম বেগে শীতল প্রক্রিয়া, ষষ্ঠ অতিশয় তীক্ষ্ণ অঞ্জন এবং সপ্তমে নস্যপ্রয়োগ কর্ত্তব্য।

গর্ভিণী, বালক ও বৃদ্ধ ইহাদিগকে সর্প দংশন করিলে শিরা বিদ্ধ না করিয়া মৃদু প্রতীকার করা আবশ্যক। সুবিজ্ঞ চিকিৎসক দেশ, রোগীর প্রকৃতি, অভ্যাস, ঋতু, বিষের বেগ, রোগীর বলাবল প্রভৃতি বিশেষ রূপে বিবেচনা করিয়া শাস্ত্রোক্ত প্রক্রিয়া অনুসারে চিকিৎসা করিবেন।

মানবের ন্যায় ছাগ, গর্দ্দভ ও গো প্রভৃতিকেও সর্প দংশন করিলে তাহাদেরও উক্ত প্রণালী অনুসারে রক্ত মোক্ষণ করিতে হয় এবং উক্ত ঔষধ অধিক পরিমাণে সেবন করাইতে হয়।

রোগীর যখন বিষ জন্য বিকার উপস্থিত হয়, তখন সেই সেই বিকারের চিকিৎসা করা আবশ্যক। বিষে শরীর বিবর্ণ, কঠিন, বা ফুলিয়া উঠিলে এবং বেদনাবিশিষ্ট হইলে পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে শীঘ্র রক্তমোক্ষণ করিতে হয়। বিষার্ত্ত রোগী ক্ষুধার্ত্ত বা বিষ জন্য বায়ুপ্রকৃতিবিশিষ্ট হইলে বিবেচনাপূর্ব্বক তাহাকে দধি, তক্র, ঘৃত, মধু কিংবা মাংসরস প্রদান করিবে। রোগীর পিত্ত জন্য তৃষ্ণা, দাহ, ঘর্ম্ম ও অজ্ঞানতা ঘটিলে সংবাহন পান, ও শীতল প্রলেপ সহ্য করিতে পারে না, সুতরাং সেই সকল রোগীকে এবং মূর্চ্ছিত রোগীকে তীক্ষ্ণ ঔষধ প্রয়োগে বমন করাইবে। বিষের প্রকোপে পিত্ত জন্য মল ও বায়ুরুদ্ধ হইয়া কোষ্ঠবদ্ধ, বেদনা, আধ্মান ও মূত্ররোধ হইলে বিরেচন করাইবে। চক্ষু মধ্যে ফুলিয়া উঠিলে বিবর্ণ বা আবিল হইলে অথবা সমস্ত বস্তুকে বিবর্ণ দেখিলে নেত্রে অঞ্জন প্রয়োগ কর্ত্তব্য। মস্তকের যন্ত্রণা, শরীরের গৌরব ও আলস্য, হনুস্তম্ভ, গলগ্রহ এবং মন্যাস্তম্ভ এই সকল উপদ্রব ঘটিলে শিরোবিরেচন নস্য প্রয়োগ করিবে। বিষবিকারে রোগী চক্ষু উন্মীলিত করিয়া থাকিলে এবং জ্ঞানশূন্য বা গ্রীবা ভগ্ন হইলে তাহার গলমধ্যে নল দ্বারা বিরেচনচূর্ণ সঞ্চালিত করিবে এবং হস্ত, পদ ও ললাটের শিরা সকল তাড়িত করিবে। অর্থাৎ ঐ শিরা সকল বিদ্ধ করিয়া চুবিয়া রক্ত বাহির করিবে। তাহাতে যদি বিষের প্রকোপ-বশতঃ রক্তস্রাব না হয়, তাহা হইলে মস্তকদেশে কাকপদ আকারে ক্ষত করিয়া রক্তস্রাব করাইবে, অথবা সেই স্থানের সরক্ত মাংস ও চর্ম্ম তুলিয়া ফেলিবে এবং সেই স্থানে চর্ম্ম-বৃক্ষের কাথ বা চূর্ণ প্রয়োগ করিবে। রোগী জ্ঞানশূন্য হইলে দুন্দুভি নামক বাদ্য বিশেষে অগদ লেপন করিয়া রোগীর পার্শ্বে বাদন করিতে থাকিবে। ইহাতে যদি রোগীর জ্ঞান হয়, তাহা

হইলে পুনর্ব্বার বন্ধন বিচ্ছেদন ও মন্ত্র দ্বারা তাহার ঊর্দ্ধ ও অধোভাগ সংশোধন করিয়া দিবে।

বিষবিকারে যে প্রণালীতেই হউক না কেন, যাহাতে নিঃশেষ রূপে দেহ হইতে বিষ নিষ্কাশিত হয়, তাহা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। বিষ অল্প মাত্রও যদি দেহে অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে পুনর্ব্বার তাহার বেগ জন্মে। ইহাতে শরীরের অবসন্নতা, বিবর্ণতা, জ্বর, কাস, শিরোরোগ, শূলা, শোথ, প্রতিশ্যায়, তিমির-রোগ, দৃষ্টিহীনতা, অরুচি ও পীনস প্রভৃতি রোগ জন্মে, ইহাদের মধ্যে যে কোন রোগ উৎপন্ন হইলে সেই রোগের বিধানানুসারে চিকিৎসা করিবে। তৎপরে বিষদোষ বিরেচনের জন্য দষ্ট স্থানের বন্ধন মোচন করিয়া উহা আচ্ছাদনপূর্ব্বক প্রলেপ দিবে।

দষ্ট স্থানে শুক বিষ থাকিলে পুনর্ব্বার তাহাতে বেগ জন্মে। মন্ত্র, ঔষধ ও চিকিৎসা দ্বারা বিষের তেজ নষ্ট হইলেও পরে যদি কোন দোষ কুপিত হয়, তাহা হইলে তৈল, মৎস্য, কুলথ ও অম্ল এই গুলি ভিন্ন অন্য প্রকার স্নেহ প্রভৃতি বায়ুনাশক ঔষধ দ্বারা বায়ুর শান্তি করিতে হয়। পিত্তজ্বরনাশক কাথ ও স্নেহ বিরেচন দ্বারা পিত্তের শান্তি, এবং মধু সহকারে আরগ্বধাদির কাথ দ্বারা শ্লেষ্মনাশক অগদ ও তিক্ত রুক্ষ ভোজন দ্বারা কফের শান্তি করা কর্ত্তব্য।

দষ্টস্থানের উপরিভাগে গাঢ়তর বন্ধন করিলে এবং তীক্ষ্ণ লেপদ্বারা প্রলেপ দিলেও যদি বিষে শরীর স্ফীত হয়, ক্লিন্ন ও দুর্গন্ধবিশিষ্ট হইয়া পড়ে, তৎকালে শরীর বিদ্ধ করিলে যদি কৃষ্ণবর্ণ রক্ত নিঃসরণ হইতে থাকে, সর্ব্বদা জ্বালা করে ও পাকিয়া উঠে, দষ্টস্থান হইতে কৃষ্ণবর্ণ ক্লিন্ন শীর্ণ দুর্গন্ধ মাংস অনবরত নিঃসৃত হয় এবং তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, ভ্রান্তি, দাহ ও জ্বর এই সকল উপদ্রব ঘটে, তাহা হইলে ইহার সকল শরীরে বিষ সঞ্চার হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সমস্ত শরীরে বিষ পরিব্যাপ্ত হইলে সেই রোগীর জীবনের আশা অতি কম। বিষ শরীরে সঞ্চার হইবার পূর্ব্বেই উক্তরূপ প্রক্রিয়া করিলে তবে বিষ-দোষ নিরাকৃত হয়। সর্পদংশনে বিষ যেরূপ সঞ্চালিত হয়, এত শীঘ্র আর কোন বিষই শরীরে সঞ্চালিত হয় না। মহাগদ, অজিতাগদ, তার্ক্ষ্যাগদ, ঋষভাগদ, সঞ্জীবনীঅগদ, ও মৃত্যু-অগদ প্রভৃতি এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সর্পবিষ নাশক অগদ কথিত হইয়াছে। সুশ্রুতে সর্পদংশনচিকিৎসা স্থলে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে ঐ সকল অগদের প্রস্তুতপ্রণালী লিখিত হইল না। (সুশ্রুত কল্পস্থা° সর্পদংশনচি°)

বিষধর সর্প দংশন করিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রাণ-বিয়োগ হয়। প্রতীকার করিবার কিছুমাত্র সময় থাকে না। দুই এক বা পরে যদি সর্প দংশন করে, এবং তৎক্ষণাৎ যদি ঐ দষ্টস্থানের উপরি বন্ধন করা যায়, এবং তৎপরে ঐ বিষ দষ্ট স্থান সকল চিরিয়া রক্তমোক্ষণ করা হয়, তাহা হইলে প্রতীকার হয়। যতক্ষণ বিষ থাকে, ততক্ষণ কৃষ্ণবর্ণ রক্ত বাহির হয়, বিষ নিঃশেষরূপে বাহির হইয়া যাইলে যখন পরিষ্কার রক্ত বাহির হয়, তখন বিষ নিঃসৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই প্রণালী অনুসারে চিকিৎসা করিলে অনেক স্থলে চিকিৎসার উপকার হইতে দেখা যায়। সর্পদংশনে মৃত্যু প্রায় নিশ্চিত, তবে উপযুক্ত সময়ে যথাবিধানে চিকিৎসা করিলে দুই চারি জনকে আরোগ্য হইতে দেখা যায়।

শাস্ত্রানুসারে সর্পের মন্ত্রচিকিৎসাই সর্ব্বপ্রধান। মন্ত্রশক্তি-প্রভাবে যে কোন সর্পই দংশন করুক না কেন, তাহা অচিরে আরোগ্য লাভ করিবে। কিন্তু অধুনা এইরূপ চিকিৎসক অতি বিরল।

এরূপ অনেক সাপুড়ে দেখিতে পাওয়া যায়, যে অতি তীব্র-বিষধর সর্পও অনায়াসে ধরিয়া তাহার সহিত ক্রীড়া করে। তাহারা প্রথমে সর্প ধরিয়া তাহার বিষদন্ত ভাঙ্গিয়া ফেলে, সুতরাং ঐ বিষহীন সর্প দংশন করিলে কোনরূপ অপকার হয় না।

মন্ত্র, জলসায়, ঝাঁপান প্রভৃতি বহু প্রকারে সর্পবিষ নিবারণের উপায় আছে, শুনিতে পাওয়া যায়। এই সকল মন্ত্র ও ঔষধাদির অনেক লোপ হইয়াছে, দুই এক জনের জানা থাকিলেও তাঁহারা কাহাকেও তাহা শিক্ষা দিতে চান না। তাঁহা-দের বিশ্বাস এই ■■ ও ঔষধ সাধারণে প্রচার করিলে ফল-দায়ক হইবে না, এই জন্য তাহারা অতিগোপনে ইহা রক্ষা করেন। পুরাণ ও তন্ত্রাদিতেও সর্প ও সর্পের দংশনচিকিৎসা এবং মন্ত্রাদিরও বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে।

অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে যে, শেষ, বাসুকি, তক্ষক প্রভৃতি ৯টী নাগ শ্রেষ্ঠ। এই সকল নাগ হইতে অসংখ্য ভুজগ জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই সকল ভুজগে এই ধরামণ্ডল পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। ফণী, মণ্ডলী ও রাজিল এই তিন প্রকার সর্প যথাক্রমে বায়ু, পিত্ত, ও কফাত্মক। ইহাদের মধ্যে মিশ্র সর্পেরা দর্ব্বীকর নামে খ্যাত। এই সকল সর্প আষাঢ়াদি মাসত্রয়ে গর্ভধারণ করে, তৎপরে চতুর্থ মাসে ২৪০টী ডিম্ব প্রসব করে, সর্পিণীগণ স্ত্রী ব্যতিরেকে পুংনপুংসকযুক্তসমূহকে গ্রাস করে। কৃষ্ণসর্পের ৭ দিনে চক্ষু প্রস্ফুটিত এবং একমাস পরে তাহারা বাহিরে বাহির হয়। ১২ দিনের পর ইহাদের বোধ জন্মে এবং সূর্য্যদর্শন করিলেই দন্তোদগম হয়। ইহাদের মধ্যে কাহারও ৩২ দিনে, কাহারও ২০ দিনে চারিটী দংষ্ট্রা অর্থাৎ বৃহদ্দন্ত হইয়া থাকে। ছয়মাসের পর ইহারা খক্

উন্মোচন করে। সর্পদিগের ছত্র, লাঙ্গল, স্বস্তিক, অঙ্কুশ প্রভৃতি চিহ্ন আছে। একশত বিংশতি বৎসর ইহাদের পরমায়ু।

গোনস সাপ দীর্ঘাকার, মন্দগামী, নানা প্রকার ও মণ্ডলাকারে অবস্থিত থাকে। রাজিলগণ স্নিগ্ধবর্ণাদি চিহ্নদ্বারা ঊর্দ্ধ ও বক্রভাবে চিত্রিত। ব্যন্তরগণ মিশ্রচিহ্নবিশিষ্ট এবং ভূ, বর্ষা, অগ্নি ও বায়ুভেদে চারি প্রকার। ইহাদের মধ্যে আবার ষড়্‌বিংশ প্রকার অবান্তর ভেদ আছে। গোনসগণ ১৬ প্রকার, রাজিলগণ ১৩ প্রকার, ও ব্যন্তরগণ একবিংশতি প্রকার। যে সকল সাপ অযুক্তকালে জন্মগ্রহণ করে, তাহাদিগকে ব্যন্তর কহে।

এই সকল সাপ দংশন করিলে প্রাণনাশ হয়। ভূমিকোষ্ঠকাল, ইহা ভিন্ন কৃত্তিকা, ভরণী, স্বাতী, মূলা, পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বভাদ্রপদ, পূর্ব্বাষাঢ়া, অশ্বিনী, বিশাখা, আর্দ্রা, মঘা, অশ্লেষা, চিত্রা, শ্রবণা, রোহিণী, হস্তা, শনি ও মঙ্গল এই সকল বার, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, রিক্তা নন্দা ও চতুর্দ্দশীতিথি, সন্ধ্যাকাল, দগ্ধযোগ ও দগ্ধরাশি এই সকল কালে যদি সর্প দংশন করে, তাহা হইলে প্রায়ই মৃত্যু হইয়া থাকে।

দেবালয়, শূন্যগৃহ, বল্মীক, উদ্যান, বৃক্ষকোটর, পথসন্ধি, শ্মশান, নদী, সিন্ধুসঙ্গম, দ্বীপ, চতুষ্পথ, সৌধ, গৃহ, অদ্রি, পর্ব্বতাগ্র, বিল, জীর্ণকূপ, দেওয়াল, শ্লেষ্মাতক, বহুবারক, জম্বু, ডুম্বুর, বট ও জীর্ণ প্রাচীর এই সকল স্থানে সর্পগণ অবস্থান করিয়া মুখ, হৃদয়, কক্ষ, জত্রু, তালু, শঙ্খ, গল, মস্তক, চিবুক, নাভি, ও পাদ এই সকল অঙ্গে দংশন করিলে প্রায়ই মৃত্যু হয়। এইরূপ দংশন বিশেষ অশুভ।

সর্প দংশনের পর যে দূত সংবাদ দেয়, তাহা দ্বারাই সর্প দংশনের শুভাশুভ স্থির করিতে পারা যায়। দূত পুষ্পহস্ত, সুবাক্, সুধী, শুক্লবস্ত্র ও শুচি প্রভৃতি হইলে শুভ এবং অপ্রশস্ত, দ্বারস্থিত, শস্ত্রধারী, প্রমাদী, ভূতলনিঃক্ষিপ্তচক্ষু, গদ্গদভাষী, আর্দ্রবস্ত্রপরিধায়ী, পাদলেখন (পদ দ্বারা ভূমি খনন) ইত্যাদি গুণযুক্ত হইলে অশুভ হইয়া থাকে।

সর্পদংশনের চিকিৎসাস্থলে লিখিত আছে যে প্রথমে 'ওঁ নমো ভগবতে নীলকণ্ঠায়', এই মন্ত্রে ভগবান্ নীলকণ্ঠকে প্রণাম করিয়া এই মন্ত্র জপ করিবে।

'ওঁ জ্বল মহামতে হৃদয়ায় গরুড় বিরলশিরসে গরুড়শিখায়ৈ গরুড় বিষভঞ্জন প্রভেদন প্রভেদন বিত্রাসয় বিত্রাসয় বিমর্দ্দয় বিমর্দ্দয় কবচায় অপ্রতিহতশাসনং বং হুং ফট্, অস্ত্রায় উগ্ররূপধারক সর্ব্বভয়ঙ্কর ভীষয় সর্ব্বং দহ দহ ভস্মীকুরু স্বাহা নেত্রায়।' ইত্যাদি।

এই সকল মন্ত্র যথাযথরূপে প্রয়োগ করিলে সর্প বিষ আশু নিবারিত হয়। এইরূপ মন্ত্রাদির বিস্তর উল্লেখ আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা এই স্থলে লিখিত হইল না। (অগ্নিপু০ ৩০৩-৮ অ০)

গরুড়পুরাণ প্রভৃতিতে ইহার বিস্তৃত বিবরণ হইয়াছে। ইহা ভিন্ন অনেকে নানারূপ মন্ত্রাদির বিষয় অবগত আছেন।

সর্পভয় নিবারণের জন্য মনসা দেবীর পূজা হইয়া থাকে, মনসাপূজাকালে সেই সঙ্গে অনন্ত, বাসুকি, পদ্ম, মহাপদ্ম, শঙ্খ, কুলীর, কর্কট ও শঙ্খ এই প্রধান অষ্ট নাগেরও পূজা দিতে হয়। নাগপঞ্চমী ও দশহরা তিথিতে মনসাপূজা হইয়া থাকে। [নাগপঞ্চমী ও মনসা শব্দ দেখ]

সর্পঋষি (পুং) ঋষিভেদ।

সর্পকঙ্কালিকা (স্ত্রী) সর্প কঙ্কালীএব স্বার্থে কন্। ১ বৃক্ষবিশেষ, পর্য্যায় তীক্ষ্ণা, বিষদংষ্ট্রা, বিষাপহা। ২ গন্ধনাকুলী।

সর্পকঙ্কালী (স্ত্রী) সর্পস্য কঙ্কালমিবাঙ্গং যস্যাঃ ঙীষ্। সর্পকঙ্কালিকা, বন্ধ্যাকর্কোটকীবিশেষ। (শব্দচন্দ্রিকা)

সর্পগতি (স্ত্রী) সর্পস্য গতিঃ। সর্পের গতি, বক্রগমন, কুটিল গমন। সর্পগণ কুটিলভাবে গমন করে, এইজন্য বক্রগতির নাম সর্পগতি। (ত্রি) ২ সর্পের ন্যায় গতিবিশিষ্ট।

সর্পগন্ধা (স্ত্রী) সর্পং গন্ধয়তে হিনস্তীতি গন্ধ হিংসনে অণ্‌ টাপ্। বৃক্ষবিশেষ। 'ভুজঙ্গী সর্পগন্ধা চ রসনা চ ফলপ্রদ।' (জটাধর) ২ গন্ধনাকুলী, রাস্না। ৩ নাকুলী নাম মহাকন্দশাক। (রাজনি০) ৪ নাগদমনী। (বৈদ্যকনি০)

সর্পগন্ধিনী (স্ত্রী) সর্পগন্ধা।

সর্পগ্রাম, বিন্ধ্যপার্শ্বস্থ একটী প্রাচীন গ্রাম। (ভবিষ্যব্র°খ° ৮।৫৯)

সর্পঘাতি (পুং) জঙ্গমক ফলবিষভেদ। (সুশ্রুত কল্পস্থা° ১ অ০)

সর্পঘাতিন্ (ত্রি) সর্পং হন্তি হন-ণিনি। সর্পহন্তা, সর্পহননকারী।

সর্পঘাতিনী (স্ত্রী) সর্পঘাতিন্ ঙীষ্। সর্পকঙ্কালীভেদ।

সর্পচ্ছত্র (ক্লী) শাকবিশেষ, অহিচ্ছত্রক। গুণ—মদবেদক, কফ, মধুর, শীতল ও বিষঘ্ন। (চরক সূত্রস্থা০ ২৭ অ°)

সর্পতৃণ (পুং) সর্পস্তৃণমিব ছেদ্যো যস্য। নকুল। (হেম)

সর্পদংষ্ট্র (পুং) সর্পস্য দংষ্ট্রেব পুষ্পমস্য। হস্তিশুণ্ড।

সর্পদংষ্ট্রা (স্ত্রী) সর্পস্য দংষ্ট্রেব। বৃশ্চিকালী, চলিত বিছাতি। (রত্নমালা) ২ সিংহপিপ্পলী। গুণ—পাচক, উষ্ণ, কটু, কফ ও বাতনাশক। (বৈদ্যকনি০) ৩ সর্পের দাঁত।

সর্পদংষ্ট্রিকা (স্ত্রী) সর্পদংষ্ট্রা স্বার্থে কন্, টাপি অত-ইত্বং। ১ অজশৃঙ্গী, চলিত মেড়াশিঙ্গে।

সর্পদণ্ডা (স্ত্রী) সর্পং দণ্ডয়তীতি দণ্ড-অণ্-টাপ্। সৈংহলী, সিংহপিপ্পলী। (রাজনি০)

সর্পদণ্ডী (স্ত্রী) সর্পং দণ্ডয়তীতি দণ্ড-অণ্-ঙীষ্। গোরক্ষী, গোরক্ষতণ্ডুলা, গোরক্ষ চাকুলা। (রাজনি০)

সর্পদন্ত্রী (স্ত্রী) সর্পস্য দন্ত ইব পুষ্পমস্যাঃ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। নাগদন্তী। (রাজনি°)

সর্পদমনী (স্ত্রী) সর্পস্য দমনমস্যাঃ ঙীষ্। ১ বন্ধ্যা-কর্কোটকী, ২ নাগদন্তী, চলিত হাতিশুঁড়া। (রাজনি°)

সর্পদষ্ট (স্ত্রী) ১ সর্পদংশন। সুশ্রুতে লিখিত আছে যে সর্পদষ্ট তিন প্রকার, সর্পিত, রদিত ও নির্বিষ। (সুশ্রুত) [সর্প দেখ।]
(ত্রি) ২ সর্পকর্তৃক দষ্ট, সর্পদংশনবিশিষ্ট।

সর্পদেবী (স্ত্রী) তীর্থবিশেষ। (ভারত বন°)

সর্পদ্বিষ্ (পুং) সর্পং দ্বেষ্টি দ্বিষ্-কিপ্। সর্পদ্বেষকারী, সর্পভক্ষ।

সর্পনাম (স্ত্রী) সাধু-বাক্য, সদুপদেশ। (শতপথব্রা° ৭।৩।১।২৫) স্ত্রিয়াং টাপ্। সর্পনামা = সর্পাক্ষী। (রত্নমালা)

সর্পনাম্না (স্ত্রী) সর্পস্য নাম যস্যাঃ। সর্পকঙ্কালীভেদ।

সর্পনির্মোক (পুং) সর্পস্য নির্মোকঃ। সর্পত্বচ্, সাপের খোলস। (চরক শারীরস্থা° ৮ অ°)

সর্পনেত্রা (স্ত্রী) ১ গন্ধনাকুলী। ২ সর্পাক্ষী, চলিত গাম-নিজুলী, সর্পকঙ্কালীবিশেষ। (রাজনি°)

সর্পমালিক, দাক্ষিণাত্যের একজন রাজা। উত্তর কণাড়া-জেলায় হোনাবর তালুকের জেরাবের নগরে ইঁহার রাজধানী ছিল। এক্ষণে ঐ নগর ধ্বস্ত ও পরিত্যক্ত হইয়াছে।

সর্পপতি (পুং) সর্পস্য পতিঃ। নাগাধিপতি বাসুকি।

সর্পপুষ্পা (স্ত্রী) সর্পস্য দন্ত ইব পুষ্পমস্যাঃ ঙীষ্। নাগদন্তী।

সর্পপ্রিয় (পুং) সর্পস্য প্রিয়ঃ। চন্দনবৃক্ষ। এই বৃক্ষে সর্প-অবস্থিতি করে, এই জন্য ইহার নাম সর্পপ্রিয়। (বৈদ্যকনি°)

সর্পফণ (পুং) সর্পস্য ফণঃ। সাপের ফণা।

সর্পফণজ (পুং) সর্পস্য ফণাৎ জায়তে ইতি জন-ড। সর্পের ফণাজাত মণি, যে মণি সর্পের ফণায় জন্মে।

সর্পফেণ (স্ত্রী) অহিফেন। (বৈদ্যকনি°)

সর্পবন্ধ (পুং) ১ সর্পবন্ধনী। সর্প যেরূপ প্যাঁচাইয়া বন্ধন করে তদ্রূপ বন্ধনী। ২ ছলনাপূর্ণ বাক্যদ্বারা মধ্যস্থতা। চতুরতা পূর্ণ কুচক্র।

সর্পবল (ত্রি) ১ সর্পের শক্তি বা বীর্য্য। ২ বিষ। ৩ সর্পবলে যাহা লব্ধ হয়, অমৃতত্বরূপ।

সর্পবলি (পুং) ১ সর্পযজ্ঞ। ২ বলিক্রিয়াবিশেষ।

সর্পভুজ্ (পুং) সর্পং ভুঙ্ক্তে ভুজ্-কিপ্। ১ ময়ূর। ২ রাজসর্প। (হলায়ুধ) ৩ গুরু, হাড়গিলা। (ত্রি) ৪ সর্প-ভক্ষক, সর্পভোজনকারীমাত্র। ৫ নাকুলীকন্দ।

সর্পমালা (স্ত্রী) সর্পস্য মালেব। সর্পকঙ্কালীভেদ। (রাজনি°) সর্পনাম্না পাঠান্তর।

সর্পমালিন্ (ত্রি) ১ সর্পকে মালাধারী, শিব। ২ ঋষিভেদ। (ভারত সভাপর্ব)

সর্পযাগ (পুং) সর্প নাশকো যাগঃ। সর্পনাশক যজ্ঞ। [সর্পসত্র দেখ]

সর্পরাজ (পুং) সর্পাণাং রাজা, সমাসে টচ্ সমাসান্তঃ। সর্প-দিগের রাজা বাসুকি। (ত্রি) ২ সর্পশ্রেষ্ঠ। (হরিবংশ ৩৮।১৫)

সর্পরাজ্ঞী (স্ত্রী) ঋষিকন্যাভেদ। ইনি ঋক্ ১০।১৮৯ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা ছিলেন।

সর্পলতা (স্ত্রী) সর্প ইব লতা। নাগবল্লী। (রাজনি°)

সর্পবল্লী (স্ত্রী) সর্প ইব বল্লী। লতাভেদ, নাগবল্লী।

সর্পবিদ্ (ত্রি) সর্পজ্ঞানবিশিষ্ট। ২ সর্পতত্ত্বজ্ঞ।

সর্পবিদ্যা (স্ত্রী) সর্পবিষয়ক বিদ্যা, বিষবিদ্যা।

সর্পবিষ (স্ত্রী) সর্পস্য বিষং। সর্পের বিষ। ঔষধ প্রস্তুত স্থলে সর্পবিষশোধন করিয়া ব্যবহার করিতে হয়।

সর্পবেদ (পুং) সর্পবিদ্যা। (গোপথব্রা° ১।১০)

সর্পশিরস্ (পুং) হস্তবিন্যাসভেদ। হস্ত সর্পফণাকারে রাখা। যজ্ঞ দেখাইবার হস্ত।

সর্পশীর্ষ (পুং) ১ সাপের মাথা। ২ ইষ্টকাভেদ।

সর্পসত্র (ক্লী) সর্পনাশকং সত্রং। সর্পনাশক যজ্ঞবিশেষ। পরীক্ষিৎকে সর্পদংশন করিলে রাজা জনমেজয় সর্পসমূহকে বিনাশ করিবার জন্য এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। মহাভারতে এই যজ্ঞের বিবরণ লিখিত আছে। একদা রাজা পরীক্ষিৎ মৃগয়ার্থ বনগমন এবং তথায় একটী মৃগ বাণ বিদ্ধ করিয়া তাহার অনুগমন করেন। কিন্তু তিনি এই মৃগের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াও তাহার আর কোন সন্ধান পাইলেন না, তিনি তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে করিতে শ্রমকাতর হইয়া পড়িলেন। কিয়দ্দূরে শমীক মুনি মৌনী অবস্থায় ছিলেন, রাজা তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ সেই মৃগের কথা জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু মুনি মৌনী ছিলেন কথার কোন প্রত্যুত্তর দেন নাই। ইহাতে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া নিকটস্থিত একটী মৃত সর্প তাঁহার গলদেশে রাখিয়া দিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করেন।

শমীকপুত্র শৃঙ্গী এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রাজা পরীক্ষিৎকে শাপ প্রদান করেন যে, অদ্য হইতে ৭ দিনের মধ্যে তক্ষকদংশনে তাঁহার মৃত্যু হইবে। ব্রহ্মশাপে যথাসময়ে তক্ষক পরীক্ষিৎকে দংশন করিল। রাজা পরীক্ষিৎ সেই দংশনে প্রাণত্যাগ করেন।

রাজা পরীক্ষিৎ স্বর্গারোহণ করিলে জনমেজয় অমাত্য, পুরো-হিত ও ঋত্বিক্‌দিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, তক্ষকের দংশনে আমার পিতার প্রাণবিয়োগ হইয়াছে, অতএব এই তক্ষক বন্ধুবান্ধব সকলের সহিত যাহাতে বিনষ্ট হয়, আপনারা তাহার তদনুরূপ বিধান নির্দেশ করুন। ইহাতে ঋত্বিক্‌গণ কহিলেন, রাজন্! পুরাণে এক সর্পসত্রের বিধান আছে, পূর্ব হইতে দেবগণ আপনার জন্য এই যজ্ঞের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। আপনি

ভিন্ন আর কেহই এই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারিবে না। আমরা ঐ যজ্ঞের সম্যক্ বিধান অবগত আছি। আপনি ঐ যজ্ঞ করিলে সর্পগণ সমূলে বিনষ্ট হইবে।

রাজা ঋত্বিক্‌দিগের নিকট এই বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া সর্পসত্রের অনুষ্ঠান করেন। এই সত্রে চ্যবন-বংশোৎপন্ন চণ্ডভার্গব হোতা, বৃদ্ধ কৌৎস উদ্গাতা, জৈমিনি ব্রহ্মা, শার্ঙ্গরব ও পিঙ্গল অধ্বর্য্যু হইলেন। পুত্র ও শিষ্য সহ ব্যাস, উদ্দালক, প্রমতক, শ্বেতকেতু, পিঙ্গল, অসিত, দেবল, নারদ, পর্ব্বত প্রভৃতি মুনিগণ সদস্য হইলেন। যথাবিধানে এই সত্র আরম্ভ হইল।

ঋত্বিক্‌গণ উক্ত সত্রে আহুতি প্রদান আরম্ভ করিলে ঘোর ও ভীষণ সর্পগণ আসিয়া তাহাতে পতিত হইতে লাগিল। তাহাদিগের বসা ও মেদ দ্বারা নদী উৎপন্ন হইল। নিরন্তর দহ্যমান সর্পগণের পূতিগন্ধ চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইল। তক্ষক ভীত হইয়া ইন্দ্রের শরণাপন্ন হইলেন। এদিকে সর্পগণ অনবরত হুতাশনে নিপতিত হওয়ায় বাসুকি স্বীয় পরিবারবর্গকে অল্পাবশিষ্ট দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত, চিন্তিত এবং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি স্বীয় ভগিনীকে কহিলেন, ভগিনি! এখন আমাদের বিনাশ কাল উপস্থিত। পূর্ব্বে পিতামহ আমাকে বলিয়াছিলেন যে সর্পসত্র আরম্ভ হইলে আস্তীক যদি তাহা নিবারণ করিবেন। এখন তুমি আস্তীককে এই যজ্ঞ নিবারণের জন্য প্রেরণ কর। পরে আস্তীক মাতৃকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া বাসুকির নিকট গমন করিলে বাসুকি তাহাকে কহিলেন যে, আমি ঘূর্ণিত হইতেছি, আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, আমার সমুদয় পরিবার যজ্ঞানলে ভস্মীভূত হইতেছে, তুমি সত্বর ইহার প্রতিবিধান কর। আস্তীক তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন যে, আপনি ভীত হইবেন না, এখনই আমি ঐ ভয় নিবারণ করিব।

তখন আস্তীক বাসুকির মনোব্যথা দূর করিয়া সর্পগণের উদ্ধারের জন্য জনমেজয়ের যজ্ঞভূমিতে গমন করিলেন। তথায় গিয়া জনমেজয়কে এই যজ্ঞের জন্য অনেক প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এই বালককে অতি তেজস্বী ও জ্ঞানী দেখিয়া রাজা অতিশয় প্রীত হইলেন ও তাঁহাকে কহিলেন, আমি আপনার প্রতি অতিশয় প্রীত হইয়াছি, আপনি বর প্রার্থনা করুন। এই কথা বলিলে যজ্ঞস্থলে ঋত্বিক্‌গণ রাজার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, রাজন্ কিঞ্চিৎকাল আপনি বর প্রদানে বিরত থাকুন, কারণ আমাদের অভিলষিত তক্ষক এখনও আসে নাই। রাজা তাঁহাদের কথায় কাল বিলম্ব করিতে লাগিলেন। এদিকে তক্ষক ইন্দ্রের শরণাপন্ন হইয়া অবস্থিতি করিতেছিল। ঋত্বিক্‌গণ ইন্দ্রের সহিত তক্ষককে আহুতি প্রদান করিলে তক্ষক ইন্দ্রের সহিত আকাশে বিচরণ করিতে লাগিল। তখন ঋত্বিক্‌গণ রাজাকে বরপ্রদান করিতে অনুমতি করিলেন। জনমেজয় আস্তীককে বরগ্রহণ করিতে বলিলে, আস্তীক কহিলেন রাজন্! আপনার যদি আমাকে বরপ্রদান করিতে হয়, তাহা হইলে আমার এই প্রার্থনা যে আপনার এই সর্পসত্র যজ্ঞ [illegible] এবং সর্পগণ যেন আর ইহাতে পতিত না হয়। জনমেজয় আস্তীকের এই প্রার্থনা শুনিয়া কিঞ্চিৎ রুষ্ট হইয়া কহিলেন, আপনি স্বর্ণাদি অন্য দ্রব্য প্রার্থনা করুন, এই যজ্ঞ নিবারিত হইবে না। রাজন্! আমার অন্য কোন দ্রব্যে অভিলাষ নাই। আপনার এই যজ্ঞ নিবারিত হয়, ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা। রাজা পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে অন্য বর গ্রহণ করিতে বলিলে কিছুতেই তিনি অন্য বর গ্রহণ করিলেন না। পরে বেদবিশারদ সমস্ত সদস্যগণ মিলিত হইয়া ভূপতিকে কহিলেন, আপনি এই ব্রাহ্মণকুমারের অভিলষিত বর প্রদান করুন। তখন রাজা যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ক্ষণকাল অবস্থানের পর সদস্যগণের সাতিশয় অনুরোধে কহিলেন, আস্তীক যাহা বলিতেছেন, তাহাই হউক। ঋত্বিক্‌গণ আপনারা সর্পসত্র সমাপন করুন। সর্পগণ নিরুদ্বেগ হউক। রাজা এই কথা বলিলে তৎক্ষণাৎ সর্পসত্র নিবারিত হইল। তখন সর্পগণ ভয়শূন্য হইয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। আস্তীকও জনমেজয়কে ভূয়ো ভূয়ো আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। আস্তীক সর্পগণকে এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার করেন, এই জন্য সর্প সকল একত্র মিলিত হইয়া তাঁহাকে এই বর দেন যে, যে ব্যক্তি আস্তীক এই নাম স্মরণ করিবে, তাহার সর্পভয় থাকিবে না। সর্পগণ জননী কদ্রুর শাপে ও জনমেজয়ের যজ্ঞে এইরূপে বিনষ্ট হন। মহাভারতের আদিপর্ব্বে বিস্তৃতভাবে এই বিবরণ লিখিত আছে।

(ভারত আদিপ° ৪০—৫৭ অ°)

সর্পসত্রিন্ (পুং) সর্পসত্রমস্ত্যস্যেতি ইনি। জনমেজয়রাজ।

সর্পসহা (স্ত্রী) সর্পং সহতে ইতি সহ-অচ্। সর্পকঙ্কালীভেদ। সর্পঘাতিনী।

সর্পসামন্ (ক্লী) সামভেদ। (পঞ্চবিংশব্রা° ২৫।১৫।১)

সর্পহন্ (পুং) সর্পং হন্তীতি হন-কিপ্। নকুল, বেজী। (হেম)

সর্পহৃদয়চন্দন (পুং) চন্দনকাষ্ঠ।

সর্পাক্ষ (স্ত্রী) সর্পস্য অক্ষীব অক্ষং যস্য অচ্ সমাসান্ত। রুদ্রাক্ষ।

সর্পাক্ষী (স্ত্রী) সর্পস্য অক্ষীব পুষ্পং যস্যাঃ ঙীপ্। ১ গন্ধনাকুলী। (রাজনি°) ২ বৃক্ষবিশেষ, হিন্দী—সহচরী বা গণ্ডিনী। পর্য্যায়—গণ্ডালী, নাড়ীকলাপক। গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, কৃমিনাশক ও ব্রণরোপণ। (রাজনি°) ৩ শ্বেতাপরাজিতা, ৪ রক্তপুষ্পিনী। (বৈদ্যকনি°)

সর্পাখ্য (পুং) সর্পস্য আখ্যা যস্য। ১ মহিষকন্দভেদ। (রাজনি°) ২ নাগকেশর। (রত্নমালা) (ত্রি) ৩ সর্পনামক, সর্পনামবিশিষ্ট।

সর্পাঙ্গী (স্ত্রী) সর্পস্যেব অঙ্গং যস্যাঃ ঙীষ্। ১ সর্পকঙ্কালী-ভেদ। (রত্নমালা) ২ সৈংহলী। (রাজনি°)

সর্পাদনী (স্ত্রী) সর্পস্য ভক্ষিতস্য অদনং জনকং যস্যাঃ ঙীষ্। নাকুলী। (রাজনি°)

সর্পান্ত (পুং) সর্পং অন্তয়তি নাশয়তি অন্ত-অচ্। গরুড়।

সর্পারাতি (পুং) সর্পস্য অরাতিঃ। গরুড়। (হেম)

সর্পারি (পুং) সর্পস্য অরিঃ। ১ নকুল। (রাজনি°) ২ গরুড়। (হরিবংশ ৬৮।৩৭)

সর্পাবাস (স্ত্রী) সর্পস্য আবাসো যত্র। ১ চন্দন, চন্দনগাছে সর্পগণ অবস্থান করে, এই জন্য ইহার নাম সর্পাবাস। (রাজনি°) (পুং) ২ সর্পস্থান, সর্পের আবাসভূমি। (হরিবংশ ৬৮।২৫)

সর্পাশন (পুং) সর্পমশ্নাতীতি অশ-ল্যু। ১ ময়ূর। ২ গরুড়।

সর্পাস্য (পুং) রাক্ষস। (রামায়ণ ৩।২৯।৩১)

সর্পি (পুং) ঋষিভেদ। (ঐতরেয় ব্রা° ৬।২৫)

সর্পিকা (স্ত্রী) গোকর্ণীলতা। (বৈদ্যকনি°)

সর্পিকা, একটী প্রাচীন নদী। (রামায়ণ ২।৫৪।১২) ইহা গোমতীর শাখারূপে প্রবাহিত ও বর্তমানে সই নামে খ্যাত। [সই দেখ।]

সর্পিণী (স্ত্রী) সর্পতীতি সৃপ্-ণিনি, ঙীষ্। ১ সর্পভার্য্যা, সাপিনী। (শব্দরত্না°)। ২ ক্ষুদ্র ক্ষুপভেদ। পর্য্যায় ভুজগী, ভোগী, কুণ্ডলী, পন্নগী, ফণী। গুণ—বিষঘ্ন ও শুক্রবর্দ্ধন। (রাজনি°)

সর্পিত (স্ত্রী) সর্পদংশনবিশেষ। (সুশ্রুত)

সর্পিন্ (ত্রি) সর্পতি গচ্ছতীতি সৃপ-ণিনি। গমনকর্ত্তা,গমনকারী।

সর্পিরন্ন (ত্রি) ঘৃতৌদন, ঘৃতমিশ্রিত ওদন। "ইন্দ্রবৎ সর্পিরন্নঃ" (ঋক্ ১০।২৭।১৮) 'সর্পিরন্নঃ ঘৃতৌদনঃ' (সায়ণ)

সর্পিরব্ধি (পুং) ঘৃতসমুদ্র। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৪।৭)

সর্পিরাসুতি (ত্রি) সর্পি যে অগ্নিতে আসিক্ত হয়। "সর্পিরাসুতি প্রত্নো হোতা" (ঋক্ ২।৭।৬) 'সর্পিরাসুতিঃ সর্পিরাহুত আসিচ্যতে যস্মিন্ তাদৃশঃ' (সায়ণ)

সর্পিরিলা (স্ত্রী) রুদ্রাণী বিশেষ। (ভাগবত ৬।১২।১৩)

সর্পিগর্ভ (স্ত্রী) নবনীতজ। (বৈদ্যকনি°)

সর্পিগ্রীব (ত্রি) ঘৃতসিক্ত গ্রীবাবিশিষ্ট। (তৈত্তিরীয়স° ৫।২।৮।৪)

সর্পির্মণ্ড (পুং) নবনীত খণ্ড। (সুশ্রুত)

সর্পির্মালিন্ (পুং) ঋষিভেদ।

সর্পিমেহ (পুং) প্রমেহরোগবিশেষ। বায়ু দূষিত হইয়া এই রোগ উৎপাদন করে এবং ইহাতে সর্পির ন্যায় মেহ ক্ষরিত হইতে থাকে। (সুশ্রুত নি° ৬ অ°) [প্রমেহ দেখ।]

সর্পিমেহিন্ (ত্রি) সর্পিমেহঃ অস্ত্যস্যেতি ইনি। সর্পির্মেহ রোগবিশিষ্ট, যাহার সর্পিমেহ রোগ আছে। (সুশ্রুত নি° ৬ অ°)

সর্পিকুণ্ডিকা (স্ত্রী) সর্পিপাত্র। ঘৃতকুপ বা কুণ্ড।

সর্পিষ্টম (স্ত্রী) ঘৃতবিশিষ্ট। (পা ৩।৪।৫২)

সর্পিষ্টর (স্ত্রী) সর্পিযুক্ত। (পা ৮।৩।১০১)

সর্পিষ্টা (স্ত্রী) ঘৃতযুক্তের ভাব।

সর্পিষ্ট্ব (স্ত্রী) ঘৃতযুক্তের ভাব বা ধর্ম্ম।

সর্পিস্ (স্ত্রী) সর্পতীতি সৃপ গতৌ (অর্চিশুচিহুসৃপিচ্ছাদীতি। উণ্ ২।১০৯) ইতি ইসি। ঘৃত, আজ্য, হবিস্। (অমর) ২ উদক। (নিঘণ্টু ১।১২)

সর্পিঃসমুদ্র (পুং) সপ্তসমুদ্রের অন্তর্গত সমুদ্রবিশেষ। (ত্রিকা°)

সর্পিস্সাৎ (অব্য°) সর্পিস্ দেয়ার্থে-সাৎ। সর্পিতে দেয়, সর্পিতে যাহা অর্পণ করা হয়।

সর্পী (স্ত্রী) সর্প-জাতৌ ঙীষ্। সর্পিণী। (শব্দরত্না°)

সর্পেষ্ট (স্ত্রী) সর্পাণাং সর্পজাত্যানামিষ্টং। শ্রীখণ্ডচন্দন। (রত্নমালা)

সর্পেশ্বর (পুং) সর্পাণামীশ্বরঃ। সর্পাধিপতি বাসুকি, নাগরাজ। ২ তীর্থবিশেষ, সর্পেশ্বরতীর্থ।

সর্পেষ্ট (স্ত্রী) সর্পাণামিষ্টং। শ্রীখণ্ডচন্দন। (জটাধর)

সর্য্যা, বাঙ্গালার মুজঃফরপুর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। মুজঃফরপুর নগর হইতে ১৮ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে গণ্ডা নামক নদীতটে অবস্থিত। ছাপরা যাইবার একটী পাকা রাস্তা এই গ্রামের সম্মুখ দিয়া নদীবক্ষ অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে এই স্থান বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। একটী নীলকুঠী স্থাপিত হইবার পর হইতেই এখানে নানা শ্রেণীর লোকের সমাগম হওয়ায় স্থানটী বেশ শ্রীসম্পন্ন হইয়াছে। এই গ্রামের অদূরে এক ব্রাহ্মণের বাস্তুভিটায় একখণ্ড প্রস্তরে নির্ম্মিত একটী ৩০ ফিট্ উচ্চ স্তম্ভ (monolith) বিরাজিত আছে। উহার শীর্ষদেশে একটী সিংহমূর্ত্তি স্থাপিত। ভূমিকাভ্যন্তরে উহার ভিত্তি কতদূর বিস্তৃত আছে, অনেক দূর খনন করিয়াও উহার মূলদেশ পাওয়া যায় নাই। যে ব্রাহ্মণের ভিটায় ঐ স্তম্ভ আছে তাঁহার ও গ্রামবাসী সাধারণের বিশ্বাস ঐ স্তম্ভের নিম্নভাগে বহুধন গুপ্ত প্রোথিত আছে। ধনের আশায় ব্রাহ্মণ উহার পার্শ্বে একটী কূপ খনন করান, দুঃখের বিষয় তাহাতে কোন ফল হয় নাই। স্থানীয় লোকে ঐ স্তম্ভটীকে 'ভীমসেনের গদা' বলিয়া অভি-হিত করে।

সর্ব্ব, সর্ব্বণ। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সকর্ম সেট্। লট্ সর্ব্বতি। লোট্ সর্ব্বতু। লিট্ সসর্ব্ব। লুট্ সর্ব্বিতা, লুঙ্ অসর্ব্বীৎ। ণিচ্ সর্ব্বয়তি। সন্ সিসর্ব্বিষতি।

সর্ব্ব (পুং) সর্ব্বতিন্ সর্ব্বতীতি সর্ব্ব গতৌ পচাদ্যচ্, বা সৃ-গতৌ

(সর্ব্বনিঘৃষ্টেতি। উণ্ ১।১৫৩) ইতি বন্ প্রত্যয়েন সাধুঃ। ১ শিব, মহাদেব। ইহা মহাদেবের ক্ষিতিমূর্ত্তি, শিবপূজাকালে এই সর্ব্বস্বরূপ ক্ষিতিমূর্ত্তির পূজা করিতে হয়। 'ওঁ সর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ' এই মন্ত্রে পূজা বিহিত হইয়াছে। ২ বিষ্ণু।

"অসতশ্চ সতশ্চৈব সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়াঃ।

সর্ব্বস্য সর্ব্বদা জ্ঞানাৎ সর্ব্বমেবং প্রচক্ষতে॥" (বিষ্ণুপু°)

যিনি অসৎ এবং সৎ সকল কার্য্যের মূল এবং অন্তর এবং যাহার সকল বিষয়ে সর্ব্বদা জ্ঞান তাহাকে সর্ব্ব বলে।

সর্ব্ব (ত্রি) সৃ-বন্। সম্পূর্ণ, সকল, সমগ্র, সমুদায়। এই শব্দ সর্ব্বনাম। সুতরাং ব্যাকরণ মতে সাধারণ অকারান্ত শব্দের মতন রূপ না হইয়া সর্ব্বনাম শব্দের ন্যায় রূপ হইবে।

সর্ব্বংসহ (ত্রি) সর্ব্বং সহতে ইতি সহ-(সংজ্ঞায়াং ভৃতৃবৃজিধারিসহিতপিদমঃ। পা ৩।২।৪৬) ইতি খচ্, অরুর্দ্বিষদিতি মুম্। সকল সহিষ্ণু, সর্ব্বক্লেশসহিষ্ণু, যিনি সকল প্রকার ক্লেশ সহ্য করিতে পারেন।

"কামং সন্তু দৃঢ়ং কঠোরহৃদয়ো রামোঽস্মি সর্ব্বংসহঃ।"

(সাহিত্য দ° ৪।২০)

(পুং) রাজা, ভূপতি। (কাশিকা) স্ত্রিয়াং টাপ্। সর্ব্বংসহা = পৃথিবী। (অমর)

সর্ব্বংহর (ত্রি) ১ সকল হরণকারী। ২ যাহা সকল হরণ বা বহন করে। (শাখা° ব্রা° ২।৯)

সর্ব্বক (ত্রি) সর্ব্বশব্দস্য টেঃ পূর্ব্বমকঃ অব্যয়সর্ব্বনাম্নামকচ্ প্রাক্ টেঃ। সকল, সমুদায়।

সর্ব্বকভার্য্য (ত্রি) সর্ব্বিকা ভার্য্যা যস্য। সর্ব্বিকার স্বামী।

(পা ৬।৩।৩৪ বার্ত্তিক ৪)

সর্ব্বকর্ত্তৃ (পুং) সর্ব্বেষাং কর্ত্তা। ব্রহ্মা, তিনি এই সকল জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, এই জন্য তিনি সর্ব্বকর্ত্তা। (শব্দরত্না°)

সর্ব্বকর্ম্মন্ (ক্লী) সর্ব্বং কর্ম্ম। সকল প্রকার কর্ম্ম, সমুদায় কার্য্য।

সর্ব্বকর্ম্মীণ (ত্রি) সর্ব্বকর্ম্মাণি ব্যাপ্নোতীতি সর্ব্বকর্ম্ম (তৎসর্ব্বাদেঃ পথ্যঙ্গকর্ম্মপত্রপাত্রং ব্যাপ্নোতি। পা ৫।২।৭) ইতি খ। সকল কর্ম্মকর্ত্তা, সকল প্রকার কর্ম্মকারী।

"সংগ্রামে সর্ব্বকর্ম্মীণৌ বাহুযোধোঽপরাজিতৌ।" (ভট্টি ৫ স°)

সর্ব্বকাঞ্চন (ত্রি) সর্ব্বং কাঞ্চনং যস্য। সকল কাঞ্চনযুক্ত, সমুদায় কাঞ্চননির্ম্মিত।

"ততোঽপশ্যৎ সুবিস্তীর্ণে পর্য্যঙ্কে সর্ব্বকাঞ্চনে।"(মার্ক°পু° ২১।১৬)

সর্ব্বকাম (পুং) সর্ব্বঃ কামঃ। সকল কামনা, সকল প্রকার কামনা। (ত্রি) সর্ব্বঃ কামো যস্য। ২ সকল প্রকার কামনাবিশিষ্ট।

সর্ব্বকামদুঘ (ত্রি) সর্ব্বান্ কামান্ দোগ্ধি দুহ-ক। সকল কামনা দোহনকারী। স্ত্রিয়াং টাপ্। সর্ব্বকামদুঘা—সকল কামনা দোহনকারিণী = পৃথিবী।

"কামং ববর্ষ পর্জ্জন্যঃ সর্ব্বকামদুঘা মহী।" (ভাগবত ১।১০।৩)

সর্ব্বকামদুহ্ (ত্রি) সর্ব্বান্ কামান্ দোগ্ধি দুহ্-ক্বিপ্। সকল কামনা দোহনকারী।

সর্ব্বকামময় (ত্রি) সর্ব্বকাম-স্বরূপে ময়ট্। সকল কামনা স্বরূপ।

সর্ব্বকামিক (ত্রি) ১ যাহা সকল কামনা পূর্ণ করিয়া দেয়। সর্ব্বকামনা পূর্ণকারী। (ভাগবত ৩।৪।১৯) ২ সকল বিষয়েই বাসনাকারী।

সর্ব্বকামিন্ (ত্রি) সর্ব্বকাম অস্ত্যর্থে ইনি। সকল প্রকার কামনাযুক্ত।

সর্ব্বকাম্য (ত্রি) সকল কামনার বিষয়ভূত। [illegible]

সর্ব্বকারক (ত্রি) সর্ব্বস্য কারকঃ। সকলের কারক। (পুং) ২ ব্যাকরণোক্ত কর্ত্তা কর্ম্ম প্রভৃতি সকল প্রকার কারক।

সর্ব্বকারণ (ক্লী) সর্ব্বস্য কারণং। সকলের কারণ। সকলের হেতু।

সর্ব্বকারিন্ (ত্রি) সর্ব্বং করোতি-কৃ-ণিনি। সকল যিনি করেন, সর্ব্বজগৎস্রষ্টা, ব্রহ্মা। 'কামঃ কৃতাং তদ্ বেত্তাসি তে কারিণস্তেষাং কার্য্যাপেক্ষিণাং সর্ব্বেষাম্।' (রামা° ৭।৫৯।৫২ টীকা)

সর্ব্বকাল (পুং) ১ সকল সময়, সর্ব্বদা। ২ চিরকাল।

সর্ব্বকৃচ্ছ্র (ত্রি) সকল প্রকার কষ্ট বা তদ্বিশিষ্ট। (ভারত ১২প°)

সর্ব্বকৃৎ (ত্রি) সর্ব্বং করোতি-কৃ-ক্বিপ্-তুক্‌চ্। সকল-কারী সর্ব্বস্রষ্টা।

সর্ব্বকৃষ্ণ (ত্রি) সর্ব্বঃ কৃষ্ণো যস্য। সকল কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট।

সর্ব্বকেশ (পুং) সকল কেশ।

সর্ব্বকেশক (ত্রি) সর্ব্বগাত্রে উৎপন্ন কেশযুক্ত। (অথ° ৪।৩৭।১১)

সর্ব্বকেশিন্ (পুং) সর্ব্বকেশোঽস্ত্যস্যেতি সর্ব্বকেশ (সর্ব্বাদেঃপেতি বক্তব্যাৎ। পা ৫।২।১৩৫) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা ইনি। নট, নৃত্যকারক। (শব্দরত্না°)

সর্ব্বক্রতু (পুং) সকল যাগনিচয়। সর্ব্বক্রতু ও সর্ব্বযজ্ঞ শব্দ সাধারণতঃ শ্রীভগবানের নাম স্বরূপেই উক্ত হইয়া থাকে।

সর্ব্বক্রতুময় (ত্রি) সর্ব্বক্রতু-ময়ট্। সর্ব্বযজ্ঞস্বরূপ বিষ্ণু।

সর্ব্বক্ষার (পুং) সর্ব্বেষাং ক্ষারঃ। ক্ষারভেদ। চলিত সাবান, পর্য্যায়—বহুক্ষার, সমূহক্ষারক, ব্যোমক্ষার, মহাক্ষার, মলারি, ক্ষারভেদক। গুণ—অতিশয়ক্ষারত্ব, চক্ষুষ্য, বহ্নিশোধন, উদাবর্ত্ত ও কৃমিনাশক, মল ও বস্ত্র বিশোধন। (রাজনি°)

সর্ব্বক্ষিৎ (ত্রি) সর্ব্বব্যাপী, যিনি সর্ব্বভূতে বিদ্যমান আছেন, ব্রহ্ম।

সর্ব্বগ (ক্লী) সর্ব্বং গচ্ছতীতি গম (অন্যত্রাপি দৃশ্যতে পা ৩।২।৪৮)

ইতি ক্ত। ১ জল। (মেদিনী) (পুং) ২ শিব। (ভারত ১৩।১৭।১০৪) ৩ ব্রহ্মা। (মেদিনী) ৪ আত্মা। (শব্দমালা) ৫ ভীমের পুত্র। (ভারত ১।৯৫।৭৭) (ত্রি) ৬ সর্ব্বত্রগামী, সর্ব্বব্যাপী।

সর্ব্বগত (ত্রি) সর্ব্বং গতঃ দ্বিতীয়াতৎপু°। সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বত্রস্থিত।

সর্ব্বগন্ধ (ক্লী) সর্ব্বে গন্ধা অত্রেতি। চতুর্জাতকাদি কক্কোল, লবঙ্গ, অগুরু, শিহ্লক।

"চতুর্জাতককর্পূরকক্কোলাগুরুশিহ্লকং।

সর্ব্বগন্ধমিদং প্রোক্তং সুধীভিঃ পরিকীর্ত্তিতং ॥" (শব্দচন্দ্রিকা)

ভাবপ্রকাশমতে লবঙ্গের সহিত কর্পূর, কক্কোল, অগুরু ও কুঙ্কুম মিশ্রিত হইলে সর্ব্বগন্ধ বলা যায়।

"চতুর্জাতককর্পূরকক্কোলাগুরুকুঙ্কুমং।

লবঙ্গসহিতঞ্চৈব সর্ব্বগন্ধং বিনির্দ্দিশেৎ ॥" (ভাবপ্রকাশ)

এই শব্দ পুংলিঙ্গেও প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। (ত্রি) ২ সর্ব্বগন্ধবিশিষ্ট। (ছান্দোগ্যউপ° ৩।১৪।২)

সর্ব্বগন্ধময় (ত্রি) সর্ব্বগন্ধস্বরূপে ময়ট্। সর্ব্বগন্ধস্বরূপ, সকল প্রকার গন্ধস্বরূপ।

সর্ব্বগন্ধিক (ত্রি) সকল প্রকার গন্ধবিশিষ্ট। (সুশ্রুত)

সর্ব্বগা (স্ত্রী) সর্ব্বং গচ্ছতীতি গম-ড-টাপ্। প্রিয়ঙ্গুবৃক্ষ। (শব্দচ°) ২ সর্ব্বত্রগামিনী।

সর্ব্বগায়ত্র (ত্রি) সম্পূর্ণ গায়ত্রী মন্ত্রবিশিষ্ট।

(শতপথব্রা° ১১।৫।২।৯)

সর্ব্বগু (ত্রি) গবাদি পশুসমষ্টিবিশিষ্ট। (অথর্ব্ব ৫।৬।১১)

সর্ব্বগুণ (ত্রি) সকলগুণবিশিষ্ট, সকলপ্রকার গুণযুক্ত। (ক্লী) ২ সকলপ্রকার গুণ।

সর্ব্বগুণবিশুদ্ধিগর্ভ (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

সর্ব্বগুণসঞ্চয়গত (পুং) বৌদ্ধমতে, সমাধিভেদ।

(প্রজ্ঞাপারমিতা)

সর্ব্বগুণিন্ (ত্রি) সর্ব্বগুণবত্তাস্তীতি গুণ-ইনি। সকল প্রকার গুণবিশিষ্ট, সর্ব্বগুণান্বিত।

সর্ব্বগুপ্ত, ১ একজন জৈনসূরি। (জৈনহরিবংশ ১২। ৬৫) ২ একজন কবি। ভট্টসর্ব্বগুপ্ত নামে পরিচিত। ৭৩৬ বিক্রম-সম্বতে রাজা দুর্গগণের রাজত্ব সময়ে উৎকীর্ণ ঝালরাপাটনের শিলালিপি ইহার বিরচিত।

সর্ব্বগুরু (পুং) সর্ব্বস্য গুরু। সকলের গুরু।

সর্ব্বগুহ্যময় (ত্রি) যাহা সর্ব্বতোভাবে গোপনীয় ভাবাপন্ন। যে ব্যাপারের আভ্যন্তরিক রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয় না। যে সকল মন্ত্রাদির যৌগিক তাৎপর্য্যার্থ বোধগম্য হইবার নহে।

সর্ব্বগৃহ (ত্রি) সমগ্র গৃহস্থ। পুত্রাদিযুক্ত পরিবার।

সর্ব্বগ্রন্থি (পুং) সর্ব্বস্মিন্ গ্রন্থিরস্য। পিপ্পলীমূল। (রাজনি°)

সর্ব্বগ্রন্থিক (ক্লী) সর্ব্বগ্রন্থি-স্বার্থে কন্। পিপ্পলীমূল। (হেম)

সর্ব্বগ্রহ (পুং) সমুদয় গ্রহ, আদিত্যাদি সকল গ্রহ।

সর্ব্বগ্রহরূপিন্ (পুং) সর্ব্বগ্রহরূপ-অস্ত্যর্থে ইনি। সকল গ্রহস্বরূপ, বিষ্ণু, কৃষ্ণ, জনার্দ্দন।

সর্ব্বগ্রাস (ত্রি) সম্যক্ গ্রাস। (নৃসিংহতাপনীয়োপনিষৎ)

সর্ব্বগ্রাসম্ (অব্য) রোম ও চর্ম্ম পর্য্যন্ত ভক্ষণ।

সর্ব্বঙ্কষ (ত্রি) সর্ব্বং কষতি-কষ-(সর্ব্বকূলাভ্রকরীষেষু কষঃ। পা ৩।২।৪২) ইতি খচ্, ততো মুম্। খল, সর্ব্বাতিক্রামক, যিনি সকলকে অতিক্রম করিয়া উঠেন, সর্ব্বপ্রধান পাপী।

সর্ব্বচন্দ্রা (স্ত্রী) তন্ত্রোক্ত দেবীমূর্ত্তিবিশেষ।

সর্ব্বচণ্ডাল (পুং) মারপুত্রভেদ। (ললিতবি°)

সর্ব্বচন্দ্র, বাসবদত্তাটীকাপ্রণেতা।

সর্ব্বচরু (পুং) ঋষিভেদ। (ঐতরেয়ব্রা° ৬।১)

সর্ব্বচর্ম্মীণ (ত্রি) সর্ব্বচর্ম্মণা কৃতঃ সর্ব্বচর্ম্মন্ (সর্ব্বচর্ম্মণঃ কৃতঃ খখঞৌ। [illegible] ৫।২।৫) ইতি খ। সকল চর্ম্মনির্ম্মিত।

(সিদ্ধান্তকৌ°)

সর্ব্বচ্ছন্দক (ত্রি) সর্ব্ববাঞ্ছাপূর্ণকারী। (নীলকণ্ঠ)

সর্ব্বজ (ত্রি) সর্ব্বস্মাৎ জায়তে জন-ড। সকল কারণ হইতে জাত। সকল দোষ হইতে জাত।

সর্ব্বজন (পুং) সকল জন, সকল লোক।

সর্ব্বজনতা (স্ত্রী) সর্ব্বজন ভাবে তল্-টাপ্। সর্ব্বজন।

সর্ব্বজনপ্রিয় (ত্রি) সর্ব্বজনস্য প্রিয়ঃ। সকল লোকের প্রিয়। সকল লোকের হিতকর। স্ত্রিয়াং টাপ্। সর্ব্বজনপ্রিয়া— ঋদ্ধি, বৃদ্ধি। (বৈদ্যকনি°)

সর্ব্বজনীন (ত্রি) সর্ব্বজনায় হিতঃ সর্ব্বজন (সর্ব্বজনাৎ ঠঞ্ খঞ্চ। পা ৫।১।৯) ইত্যত্র বার্ত্তিকোক্ত্যা খঃ। ১ সর্ব্বজনসম্বন্ধী। ২ সকলের হিতকারী। সর্ব্বলোকহিতকর। ৩ বিখ্যাত।

সর্ব্বজনীয় (ত্রি) সকল লোকের হিতকর। (পাণিনি ৫।১।৯)

সর্ব্বজন্মন্ (ত্রি) সর্ব্বজন্মবিশিষ্ট, সকল জাতির মধ্যে বিদ্যমান।

(অথর্ব্ব ১১।৩।২০)

সর্ব্বজয় (পুং) সর্ব্বস্য জয়ঃ। সকলের জয়। সকল বিষয়ে জয়। সকল কার্য্যে জয়।

সর্ব্বজয়া (স্ত্রী) সর্ব্বেষাং জয়ো যস্যাঃ। যোষিদ্‌ব্রতবিশেষ, অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া বারশ মাসের সংক্রান্তিতে স্ত্রীদিগের কর্ত্তব্য একটী ব্রত। এই ব্রত এক বৎসর সাধ্য। বৎসরান্তে ইহার প্রতিষ্ঠা করা বিধেয়। এই ব্রতের ফলে স্ত্রীদিগের সকল প্রকার সৌভাগ্যলাভ হয়। ব্রহ্ম-পুরাণে এই ব্রতের বিধান লিখিত হইয়াছে। লক্ষ্মী একদিন

নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করেন যে, ভগবন্! কোন ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে নারীগণ সকল মনোরথ, অতুল সৌভাগ্য এবং পুত্র-পৌত্রাদি লাভ করিতে পারে? ইহাতে ভগবান্ বলেন যে, সর্ব্বজয়া নামে এক ব্রত আছে, ইহা সকল ব্রতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, পুরুষদিগের মধ্যে যেমন গয়াশ্রাদ্ধ, তদ্রূপ স্ত্রীদিগের মধ্যে এই ব্রত। তুমি এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া পৃথিবী মধ্যে এই ব্রতের প্রচার কর। লক্ষ্মী এই কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, প্রভু! এই ব্রতের বিধান কিরূপ, কোন সময় ইহার অনুষ্ঠান করিতে হয়, তদ্বিষয়ে আমাকে নিবেদন করুন। ইহাতে নারায়ণ বলেন যে, এই ব্রত অগ্রহায়ণ মাসে বিষ্ণুপদী সংক্রান্তিতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ মাস পরে ইহার প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। দ্বাদশ মাসে দ্বাদশটী দ্রব্য দান করিয়া ত্যাগ করিতে হয়। যে দ্রব্য দান করিয়া ত্যাগ করিতে হয়, সেই দ্রব্য আর গ্রহণ করিতে নাই। অগ্রহায়ণ মাসে শাক, পৌষমাসে লবণ, মাঘে তৈল, ফাল্গুনে গুড়, চৈত্রে পুষ্প, বৈশাখে তক্র, জ্যৈষ্ঠে ধান্যান্ন, আষাঢ়ে দধি, শ্রাবণে বস্ত্র, ভাদ্রে ব্যঞ্জন, আশ্বিনে ঘৃত এবং কার্ত্তিক মাসে শয্যা এই দ্বাদশ দ্রব্য যথাক্রমে পরিত্যাগ করিবে। প্রতিষ্ঠাকালে এই সকল দান করিয়া পুনরায় উহা গ্রহণ করিতে হয়। যিনি এই ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, তাহার সকল মনোরথসিদ্ধি, পুত্র-পৌত্রাদি লাভ এবং স্বর্গলাভ হয়।

ব্রতবিধান—অতি সংক্ষিপ্তভাবে এই ব্রতের বিধান অভিহিত হইল। ব্রতের সাধারণ নিয়মানুসারে ব্রতানুষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠা-বিধি অনুসারে প্রতিষ্ঠা করা কর্ত্তব্য। সামান্যোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া সঙ্কল্প করিবে।

"অদ্য মার্গশীর্ষে মাসি অমুকপক্ষে অমুক তিথৌ বিষ্ণুপদী-সংক্রান্ত্যামারভ্য বর্ষপর্য্যন্তং অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দ্বাদশমাস-শাকাদিত্যাগজন্যপ্রাপ্তিপূর্ব্বক-পুত্রপৌত্রাদৈশ্বর্য্যপ্রাপ্ত্যুত্তরস্বর্গকামা-গণেশাদিহরগৌরীপূজাত্মকসর্ব্বজয়াব্রতমহং করিষ্যে।" এইরূপে সঙ্কল্প, সূক্তপাঠ, পরে সামান্য পূজাপদ্ধতি অনুসারে সামান্যার্ঘ্য, জল ও আসনশুদ্ধি গণেশাদি পূজা করিয়া গৌরী সহিত হরের পূজা করিবে। ধ্যান—

"শ্বেতবর্ণং বৃষারূঢ়ং ব্যালযজ্ঞোপবীতিনং।
বিভূতিভূষিতাঙ্গঞ্চ ব্যাঘ্রচর্ম্মধরং শুভং॥
পঞ্চবক্ত্রং দশভুজং জটিলং চন্দ্রচূড়কং।
ত্রিনেত্রং পার্ব্বতীযুক্তং প্রমথৈশ্চ সমন্বিতং।
প্রসন্নবদনং দেবং বরদং ভক্তবৎসলম্॥"

এই ধ্যান, মানসপূজা ও অর্ঘ্যস্থাপনাদি করিয়া 'ওঁ নমঃ শিবায় ■ দুর্গায়ৈ নমঃ', এই মন্ত্রে অর্ঘ্য দিয়া ওঁ 'গৌরীসহিত হরায় নমঃ' এই মন্ত্রে শক্তি অনুসারে উপচারাদি দিয়া পূজা করিবে। তৎপরে নিম্নোক্ত মন্ত্রে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দিয়া প্রণাম করিবে। মন্ত্র—

"নমস্তে পার্ব্বতীনাথ নমস্তে শশিশেখর।
নমস্তে পার্ব্বতী দেব্যৈ চণ্ডিকায়ৈ নমো নমঃ॥"

এইরূপে পূজা শেষ করিয়া এই ব্রতের কথা শ্রবণ করিতে হয়।

অথ ব্রতকথা—

লক্ষ্মীরুবাচ।

"ভগবন্তং সুখাসীনং লক্ষ্মীঃ পৃচ্ছতি কেশবং।
কেন ব্রতেন দেবেশঃ স্ত্রীণাং সর্ব্বমনোরথং॥
সৌভাগ্যমতুলঞ্চাপি পুত্রপৌত্রবিবর্দ্ধনং।
নানাসুখসমাযুক্তং লভ্যতে বৈষ্ণবং পদং॥
তদ্ব্রতং ব্রূহি ■ দেব ক্রিয়তে চ ময়া প্রভো॥"

শ্রীভগবানুবাচ।

"অস্তি সর্ব্বজয়া নাম ব্রতানাং ব্রতমুত্তমং।
তদনুষ্ঠানমাত্রেণ স্ত্রীণাং সর্ব্বমনোরথং॥
লোকত্রয়হিতে যুক্তা সিধ্যন্তীহ নসংশয়ঃ।
কুরুষ্ব তদ্ব্রতং দেবি প্রচারয় মহীতলে॥"

লক্ষ্মীরুবাচ।

"প্রসন্নো যদি দেবেশ! বিধানং বদ কথ্যতাং।
সুখেন যেন দেবেশ ক্রিয়তে ব্রতমুত্তমং॥"

শ্রীভগবানুবাচ।

"সর্ব্বজয়াব্রতং বক্ষ্যে শৃণু পদ্মে সুশোভনং।
নৈব দৃষ্টং ব্রতং দেবি যথা সর্ব্বজয়াব্রতং॥
পুরুষাণাং গয়াশ্রাদ্ধং স্ত্রীণাং সর্ব্বজয়াব্রতং।
পিতৃত্তারণকং নাম মনোরথপ্রদায়কং॥
মার্গশীর্ষে ত্যজেৎ শাকং পৌত্রিণীং ফলং লভেৎ।
পৌষে তু লবণং ত্যক্ত্বা সোমবৎ প্রফলং স্মৃতং॥
মাঘে তৈলং পরিত্যজ্য প্রিয়ং প্রাপ্নোতি মানবী।
ফাল্গুনে চ ত্যজেৎ গুড়ং ভবেৎ পতিব্রতা সতী।
চৈত্রে পুষ্পং পরিত্যাজ্য সা যাতি পরমাং গতিং।
তক্রং ত্যক্ত্বা বৈশাখে যাতি চন্দ্রপুরীং শুভাং॥
জ্যৈষ্ঠে ধান্যান্নং ত্যক্ত্বা বারুণং লোকমাপ্নুয়াৎ।
আষাঢ়ে চ দধি ত্যক্ত্বা বারুণং লোকমাপ্নুয়াৎ॥
শ্রাবণে বসনং ত্যক্ত্বা প্রজাপতিপুরং ব্রজেৎ।
ভাদ্রে তু ব্যঞ্জনং ত্যক্ত্বা নারায়ণপুরং ব্রজেৎ॥
আশ্বিনে চ ঘৃতং ত্যক্ত্বা লাবণ্যমুত্তমং লভেৎ।
শয্যাঞ্চ কার্ত্তিকে ত্যক্ত্বা প্রযাতি পরমাং গতিং॥
মাসান্তে চোপভুঞ্জীত সর্ব্বংবস্তু দ্বিজাতয়ে।
শয্যা দেয়া ব্রতে পূর্ণে দানানি বিবিধানি চ॥

গৌর্য্যা হরস্ত সম্পৃক্তা শাকং ভুক্তীত পায়সং।
এবং যা কুরুতে নারী বর্ষং যাবৎ সমাপ্যতে॥
স্বর্গে বসতি সা নিত্যং পুত্রপৌত্রপ্রতিষ্ঠিতা।
তৎকুরুষ প্রযত্নেন যেন সর্ব্বজয়া ভব॥
শচীব দেবরাজস্য রতীব মদনস্য চ।
তৎসদৃশী ভবেৎ তত্র ব্রতস্যাস্য প্রসাদতঃ॥"
ইতি ভবিষ্যপুরাণোক্ত সর্ব্বজয়াব্রতকথা সমাপ্তা।

এই কথা শ্রবণ ও ব্রাহ্মণাদি ভোজন করাইয়া স্বয়ং পারণ করিবে। বারমাসে যে দ্বাদশটী দ্রব্যত্যাগের বিধান আছে, ঐ দ্বাদশটী দ্রব্যত্যাগ কালে যথাবৎ বাক্য করিয়া ত্যাগ করিতে হয় এবং বাক্যস্থলে অমুক দ্রব্য ত্যাগ জন্য অমুক ফল প্রাপ্তি-কামা, এইরূপ বাক্য করিতে হয়। প্রথমে লক্ষ্মীদেবী এই ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, এবং পরে তিনিই এই ব্রতের প্রচার করেন। (কৃত্যচন্দ্রিকা)

সর্ব্বজিৎ (পুং) সর্ব্বান্ জয়তীতি জি-ক্বিপ্-তুক্চ। ১ কাল-চক্রের একবিংশ বর্ষ। ২ ষষ্টিযুগে আত্ম-বৎসর। (বৃহৎসংহিতা ৮।৩১) (ত্রি) ৩ সকলজয়কর্ত্তা।

সর্ব্বজিৎ, মহাভারতবর্ণিত কয়েকজন রাজা।
(মহা° ৩০।১৭, ৩১।১৫, ৩১।১৯, ৩৩।১৪)

সর্ব্বজীব (পুং) সর্ব্ব জীবঃ। সমুদয় জীব।

সর্ব্বজীবময় (ত্রি) সর্ব্বজীবস্বরূপে ময়ট্। সকল জীবস্বরূপ।

সর্ব্বজীবিন্ (ত্রি) সর্ব্বজীব-ইনি। সর্ব্বজীবযুক্ত, সর্ব্ব জীব-বিশিষ্ট।

সর্ব্বজ্বরহরলৌহ (পুং) বিষমজ্বরে ঔষধবিশেষ। ইহা দুই প্রকার স্বল্প ও বৃহৎ। প্রস্তুত প্রণালী—চিতামূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, মুতা, গজপিপ্পলী, পিপুলমূল, বেণার মূল, দেবদারু, চিরতা, বালা, কট্কী, কণ্টকারী, সজিনা বীজ, যষ্টিমধু, ও ইন্দ্রযব এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে এক মাষা, লৌহ আড়াই তোলা, এই সকল একত্র জলে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিতে হয়। দোষের বলাবল অনুসারে অনুপান স্থির করিতে হয়। এই ঔষধ সেবনে সকল প্রকার জ্বর আশু প্রশমিত হয়।

বৃহৎ সর্ব্বজ্বরহরলৌহ—প্রস্তুত প্রণালী—লৌহ দুই পল, পারদ দুই তোলা, গন্ধক ২ তোলা, ত্রিফলা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, মুতা, গজপিপ্পলী, পিপুল-মূল, হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা, চিতামূল, এই সমুদায় দ্রব্য আদার রসে মর্দ্দন করিয়া দুই রতি প্রমাণ বটিকা করিতে হইবে। অনুপান আদার রস ও মধু। এই ঔষধ সেবন করিলে বিষম জ্বর আশু প্রশমিত হয়, বিষম জ্বরে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ, সকল প্রকার জ্বর রোগেই এই ঔষধ বিশেষ প্রশস্ত।

অন্যবিধ—প্রস্তুত প্রণালী—পারদ, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, রৌপ্য, শুভ্র পুটিত হরিতাল, ইহাদের প্রত্যেকে দুই তোলা, কান্ত-লৌহ ৮ তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ঊঁচে পাতার রস, দশমূলের কাথ, ক্ষেত পাপড়ার কাথ, ত্রিফলার কাথ, তুলসী রস, পানের রস, কাকমাচীর রস, নিসিন্দাপত্র রস, পুনর্ণবার রস ও আদার রস, এই সকল দ্রব্য দ্বারা ক্রমে ক্রমে ভাবনা দিয়া এক রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান পিপুল চূর্ণ ও পুরাতন গুড়। এই ঔষধ সেবনে সকল প্রকার বিষম জ্বর ও অতি কষ্টসাধ্য জ্বর সপ্তাহ মধ্যে নিরাকৃত হয়। পথ্য শালি তণ্ডুলের অন্ন ও তক্র প্রভৃতি। এই ঔষধ সেবন করিয়া যতদিন শরীর বিশেষ বলবান্ না হয়, ততদিন মৈথুনাদি বিশেষ নিষিদ্ধ। (ভৈষজ্যরত্না° জ্বররোগাধি°)

সর্ব্বজ্ঞ (পুং) সর্ব্বং জানাতি জ্ঞা-ক। ১ শিব। (ভারত ১৩।১৭।৩২) ২ বুদ্ধ। (অমর) ৩ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৫১) (ত্রি) ৪ সকলজ্ঞাতা, যিনি সকল জানেন। স্ত্রিয়াং টাপ্। ৫ সর্ব্বজ্ঞা দুর্গা। (দেবীপু° ৪৫ অ°)

সর্ব্বজ্ঞ, ১ কর্ণাট দেশের একজন রাজা। ইঁহার পুত্র অনিরুদ্ধ-দেব। অনিরুদ্ধের পুত্র রূপেশ্বর ও হরিহর। রূপেশ্বরতনয় পদ্মনাভের পুরুষোত্তমাদি পাঁচ পুত্র। পঞ্চম মুকুন্দের পুত্র কুমার-দেব। এই কুমারদেবের ঔরসে বঙ্গের রাজমন্ত্রী ও বৈষ্ণব-প্রধান শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীবল্লভ জন্মগ্রহণ করেন।
[রূপ ও সনাতন দেখ।]

২ পদ্যাবলীধৃত একজন কবি।

সর্ব্বজ্ঞতা [ত্ব] (স্ত্রী) সর্ব্বজ্ঞস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বজ্ঞের ভাব বা ধর্ম্ম, সকল বিষয়ে জ্ঞাতৃত্ব।

সর্ব্বজ্ঞদেব (পুং) বৌদ্ধ পণ্ডিতভেদ। ইনি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। (তারনাথ)

সর্ব্বজ্ঞ[শ্রী]নারায়ণ (পুং) স্মৃতিসর্ব্বস্বধৃত একজন স্মৃতি-নিবন্ধকার।

সর্ব্বজ্ঞপুত্র (পুং) জনৈক জৈনসূরি, ইহার অপর নাম শ্রীসিদ্ধ-সেনদিবাকর। ইনি কান্যকুব্জপতি শ্রীযক্ষগ্রামের প্রতি-পালিত শ্রীকপিলাচার্য্যের শিষ্য শ্রীবৃদ্ধবাদসূরির শিষ্য।

সর্ব্বজ্ঞমিত্র (পুং) রাজতরঙ্গিণীবর্ণিত কএকজন রাজামাত্য। (রাজতর° ৪।২১০) ২ বৌদ্ধপণ্ডিতভেদ। (তারনাথ)

সর্ব্বজ্ঞম্মন্য (ত্রি) আত্মানং সর্ব্বজ্ঞং মন্যতে সর্ব্বজ্ঞ-মন-খশ্ মুম্। সর্ব্বজ্ঞমানী, যিনি আপনাকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া বিবেচনা করেন।

সর্ব্বজ্ঞ রামেশ্বর ভট্টারক, একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও আয়ু-র্ব্বেদবিৎ। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের রসেশ্বরদর্শনে ইহার উল্লেখ আছে।

সর্ব্বজ্ঞবাসুদেব (পুং) শার্ঙ্গধরপদ্ধতিধৃত একজন কবি।

সর্ব্বজ্ঞ বিষ্ণু (পুং) একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক। (সর্ব্বদর্শন° ১।৭)

সর্ব্বজ্ঞাতৃ (ত্রি) সর্ব্বস্ব জ্ঞাতা। সর্ব্বজ্ঞ, যিনি সকল বিষয় জ্ঞাত আছেন।

সর্ব্বজ্ঞাত্মগিরি (পুং) সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনির নামান্তর।

সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি, সংক্ষেপশারীরকরচয়িতা। ইনি দেবেশ্বরের শিষ্য। মনুকুলাদিত্য নামক এক রাজার আশ্রয়ে থাকিয়া ইনি উক্ত গ্রন্থ রচনা করেন। [সর্ব্বজ্ঞাত্মগিরি দেখ।]

সর্ব্বজ্ঞান (ক্লী) সকল বিষয়ক জ্ঞান। সর্ব্ববিষয়ে জ্ঞান।

সর্ব্বজ্ঞানময় (ত্রি) সর্ব্বজ্ঞানস্বরূপে ময়ট্। সর্ব্বজ্ঞানস্বরূপ। সকল জ্ঞানাধার বিষ্ণু। (মনু ২।৭)

সর্ব্বজ্যানি (স্ত্রী) সমগ্র সম্পত্তির নাশ বা বিলয়। (অথর্ব্ব ১১।৩।৫৫)

সর্ব্বজ্যোতি[স্] (ক্লী) চারি সহস্রবেদ। (পঞ্চবিংশব্রা° ১৬।১।১)

সর্ব্বতঃপাণিপাদ (ত্রি) সর্ব্বতঃ সর্ব্বত্র পাণয়ঃ পাদাশ্চ যস্য তৎ। বিষ্ণু, সর্ব্ব স্থলে যাহার হস্ত ও পদ।

"সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।" (গীতা ১৩।১৩)

সর্ব্বতনু[নূ] (ত্রি) অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিবিশিষ্ট সমগ্র দেহযুক্ত। (অথর্ব্ব ৫।৬।১১)

সর্ব্বতপোময় (ত্রি) সর্ব্বতপঃ স্বরূপে ময়ট্। সকল তপস্যা স্বরূপ, সমস্ত তপোস্বরূপ।

সর্ব্বতন্ত্র (পুং) সর্ব্বং তন্ত্রমস্যেতি সর্ব্বং তন্ত্রমধীতে বেদ বা। ১ সকল তন্ত্রাধ্যেতা, বা সকল তন্ত্রজ্ঞাতা। (ক্লী) ২ সকল শাস্ত্র। ৩ সমুদায় তন্ত্রশাস্ত্র। ৪ সাধারণ তন্ত্র (Republic)। ৫ স্বতঃ সিদ্ধ, যে কথা প্রমাণসাপেক্ষ নহে, আপনা হইতেই সিদ্ধ হয়।

সর্ব্বতশ্চক্ষুস্ (ত্রি) সর্ব্বতশ্চক্ষুর্যস্য। চারিদিকে চক্ষুবিশিষ্ট, যাহার চারিদিকে চক্ষু আছে। সর্ব্বতোঽক্ষি বিষ্ণু।

সর্ব্বতঃশুভা (স্ত্রী) সর্ব্বতঃ শুভং যস্যাঃ। প্রিয়ঙ্গু বৃক্ষ। (শব্দচ°) (ত্রি) ২ চারিদিকে শুভবিশিষ্ট।

সর্ব্বতঃশ্রুতিমৎ (ত্রি) সর্ব্বতঃ সর্ব্বত্র শ্রুতিমৎ শ্রবণেন্দ্রিয়ৈর্যুক্তং। সকল স্থলে শ্রবণেন্দ্রিয়বিশিষ্ট, ব্রহ্ম। (গীতা ১৩।১৩)

সর্ব্বতস্ (অব্য°) চতুর্দ্দিগভিব্যাপ্তি। পর্য্যায়—সমন্ততঃ, পরিতঃ, বিশ্বক্। (অমর) সকল দিকে, সকল বিষয়ে, সকল প্রকারে, সম্পূর্ণ রূপে। সর্ব্ব-তসিল্। ২ সর্ব্ব, সকল।

"অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ।" (মনু ১।৫)

'প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ প্রথমার্থে তসিঃ, সর্ব্বাত্মনামবিজ্ঞার্থঃ, (কুল্লুক) সর্ব্ব শব্দটী বা সপ্তমী স্থানে তসিল্। ৩ সকল বিষয়ে বা সকল বিষয় হইতে।

সর্ব্বতাপন (পুং) সর্ব্বান্ তাপয়তীতি তপ-ণিচ্-ল্যু। ১ কামদেব। (ত্রি) ২ সর্ব্বতাপক, যিনি সকলকে তাপ দেন।

সর্ব্বতিক্তা (স্ত্রী) সর্ব্বতোতিক্তা। কাকমাচী। (রাজনি°)

সর্ব্বতীর্থ (ক্লী) ১ সকল তীর্থ, সমুদায় তীর্থ। ২ প্রাচীন গ্রামভেদ। (রামায়ণ ২।৭১।১৪)

সর্ব্বতীর্থময় (ত্রি) সর্ব্বতীর্থ স্বরূপে ময়ট্। সমুদায় তীর্থস্বরূপ। 'সর্ব্বতীর্থময়ী গঙ্গা।' গঙ্গা সকল তীর্থ স্বরূপ, অর্থাৎ শাস্ত্রে লিখিত আছে যে গঙ্গায় স্নানদানাদি করিলে সকল তীর্থের স্নান দানাদির ফল হয়।

সর্ব্বতীর্থাত্মক (ত্রি) সর্ব্বতীর্থস্বরূপ।

সর্ব্বতেজস্ (পুং) ব্যুষ্টের পুত্র। (ভাগবত ৪।১৩।১৪)

সর্ব্বতেজোময় (ত্রি) সকল তেজঃস্বরূপ।

সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখ (ত্রি) সর্ব্বতঃ সর্ব্বত্র অক্ষীণি শিরাংসি মুখানি চ যস্য। সকল স্থানে যাহার চক্ষু, মস্তক ও মুখ, ব্রহ্ম। (গীতা ১৩।১৪)

সর্ব্বতোগামিন্ (ত্রি) সর্ব্বতো গচ্ছতি গম-ণিনি। সকল স্থলে গমনশীল, যিনি সকল স্থানে গমন করিতে পারেন।

সর্ব্বতোভদ্র (পুং ক্লী) সর্ব্বতোভদ্রমস্যাদিতি। ১ ঈশ্বরগৃহ বিশেষ। (অমর) ২ দ্বার ও অলিন্দাদি ভিন্ন আঢ্য গৃহ। এই গৃহ দেবতা, রাজা ও রাজাশ্রিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে শুভ। যুক্তিকল্পতরু, বৃহৎসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে কোন বাস্তপ্রকরণে সর্ব্বতোভদ্র গৃহের বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে। [বাস্তু দেখ] (ত্রি) ২ সর্ব্বতো মঙ্গলপ্রদ। (ভাগবত ১১।১১।১১) সকল স্থানে যাহার মঙ্গল হয়। (পুং) সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল। ৩ নিম্ববৃক্ষ। (অমর) ৪ ব্যূহবিশেষ। ৫ বিষ্ণুরথ। (শব্দরত্না°) ৬ বংশ। (শব্দচন্দ্রিকা) ৭ চিত্রকাব্যবিশেষ। (মেদিনী)

মহাকাব্য মধ্যে সর্ব্বতোভদ্র প্রভৃতি চিত্রকাব্যের সমাবেশ করিতে হয়। উদাহরণ। (মাঘ-১৯।২৭)

স	কা	র	না	না	র	কা	স
কা	য	সা	দ	দ	সা	য	কা
র	সা	হ	বা	বা	হ	সা	র
না	দ	বা	দ	দ	বা	দ	না

ইহার প্রথম ও শেষ সকারনা, দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ কায়সাদ, তৃতীয় ও পঞ্চম রসাহবা, চতুর্থ ও পঞ্চম নাদবাদ হইয়াছে, এবং শেষ হইতে ধরিলেও সকার না, কায়সাদ, রসাহবা, নাদবাদ হয় যে দিক দিয়াই ধরা হউক না কেন ঐ সকল অক্ষর প্রতিফলিতই হইবে। কেবল এইরূপে অক্ষর সমাবেশ

করিলেই এই চিত্রকাব্য হইবে না, অর্থ ও ছন্দঃ প্রভৃতিরও সঙ্গতি থাকা আবশ্যক।

"তদিদং সর্ব্বতোভদ্রং ভ্রমণং যদি সর্ব্বতঃ।" (দণ্ডী)

যে চিত্রবন্ধে চারিদিকে অক্ষর সকলের ভ্রমণ হয়, তথায় সর্ব্বতোভদ্র চিত্রবন্ধ হইয়া থাকে। মল্লিনাথ মাঘের ঐ শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন যে ঐ চিত্রবন্ধের উদ্ধার এইরূপে করিতে হয়। প্রথমে চারিটী কোষ্ঠ করিবে, তৎপরে চতুষ্পদ দ্বারা বদ্ধ চারিটী পাদ ঐ প্রত্যেক কোষ্ঠে লিখিয়া পঙ্‌ক্তি চতুষ্টয়ে অধঃক্রম দ্বারা প্রথম ও চারিপাদে চারিদিকেই ঐ সকল পাদত অক্ষর হইবে, তাহা হইলে এই চিত্রবন্ধ হইবে।

"উদ্ধারস্তু চতুঃকোষ্ঠে চতুরস্রবন্ধে পঙ্‌ক্তিচতুষ্টয়ে পাদচতুষ্কং বিলিখ্যানন্তরং পঙ্‌ক্তিচতুষ্টয়ে ঽপ্যধঃক্রমেণ পাদচতুষ্টয়লেখনে প্রথমাস্থ চতসৃষু প্রথমপাদঃ সর্ব্বতো বাচ্যতে এবং দ্বিতীয়াদিষু দ্বিতীয়ঃ ইত্যাদি।" (মাঘটীকা ১৯।২৭)

সর্ব্বতোভদ্রচক্র (ক্লী) সর্ব্বতোভদ্রং নাম চক্রং। মনুষ্যদিগের জীবিতকালে শুভাশুভজ্ঞানার্থ চক্রবিশেষ। এই চক্র দ্বারা কুযাত্রা, গমন প্রভৃতি কার্য্যে শুভ বা অশুভ হইবে, তাহা জানা যায়।

"অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি চক্রং ত্রৈলোক্যদীপনং।
বিখ্যাতং সর্ব্বতোভদ্রং সদ্যঃ প্রত্যয়কারণম্ ।" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

এই চক্রটি নিম্নোক্ত প্রণালী ক্রমে অঙ্কিত করিতে হয়। ঊর্দ্ধ দশটী রেখা এবং তির্য্যক্ দশটী রেখা অঙ্কিত করিবে। পরে এই চক্রের মধ্যে অকারাদি ১৬টী স্বর, ঈশান, অগ্নি, নৈর্ঋত ও বায়ুকোণের চারি চারিটী ঘরে প্রদক্ষিণ ক্রমে চারিবার আবর্ত্তিত করিয়া বসাইবে। প্রথম পঙ্‌ক্তির ঈশানকোণের ঘরে অ, অগ্নিকোণের ঘরে আ, নৈর্ঋত কোণে ই এবং বায়ুকোণে ঈ, এইরূপ দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির ঈশানে উ, অগ্নিকোণে ঊ, নৈর্ঋতে ঋ, ও বায়ুকোণে ৠ, হইবে। তৃতীয় পঙ্‌ক্তির ঈশানে ঌ, অগ্নিতে ৡ, নৈর্ঋতে এ, বায়ুকোণে ঐ, চতুর্থ পঙ্‌ক্তির ঈশানে ও, অগ্নিকোণে ঔ, নৈর্ঋতে অং এবং বায়ুকোণে অঃ এই ১৬টী অক্ষর বিন্যাস করিবে।

তৎপরে অভিজিৎ ধরিয়া কৃত্তিকা আদি অষ্টাবিংশতি নক্ষত্র সাত সাতটী করে পূর্ব্ব আদি চারিদিক ঘরে লিখিতে হইবে। কৃত্তিকা হইতে অশ্লেষা পর্য্যন্ত এই ৭টী নক্ষত্র দক্ষিণদিগের প্রথম পঙ্‌ক্তির ৭টী ঘরে, মঘা হইতে বিশাখা পর্য্যন্ত ৭টী নক্ষত্র পশ্চিমদিগের প্রথম পঙ্‌ক্তির ৭টী ঘরে, অনুরাধা হইতে শ্রবণা পর্য্যন্ত ৭টী নক্ষত্র উত্তরদিগের প্রথম পঙ্‌ক্তির ৭টী ঘরে, এবং ধনিষ্ঠা হইতে ভরণী পর্য্যন্ত ৭টী নক্ষত্র বিন্যাস করিবে। এইরূপে উক্ত ২৮টী নক্ষত্র লিখিয়া পূর্ব্বদিকের দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির পাঁচটী ঘরে অবকহডে এই ৫টী অক্ষর, দক্ষিণ দিকের দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির ৫টী ঘরে মটপরত, পশ্চিমদিগের দ্বিতীয়-পঙ্‌ক্তির পাঁচটী ঘরে নযভজখ, উত্তর দিকের দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির পাঁচটী ঘরে গসদচল এই ৫টী অক্ষর লিখিবে।

পরে প্রদক্ষিণ ক্রমে পূর্ব্ব আদি দিকে তিন তিনটী করিয়া ১২টী রাশি লিখিবে। পূর্ব্বদিকের তৃতীয় পঙ্‌ক্তির তিনটী ঘরে বৃষ, মিথুন ও কর্কট, এইরূপ দক্ষিণদিকে সিংহ, কন্যা ও তুলা, পশ্চিমদিকে বৃশ্চিক, ধনু ও মকর এবং উত্তরদিকে কুম্ভ, মীন ও মেষ এই বারটী রাশি লিখিবে।

চতুর্থ পঙ্‌ক্তির পূর্ব্বদিকের চারিটী ও মধ্যের একটী এই পাঁচটী ঘরে নন্দা, ভদ্রা, জয়া, রিক্তা ও পূর্ণা এই তিথি এবং মঙ্গলাদি ৭টী বার লিখিতে হইবে। উক্তরূপে সর্ব্বতোভদ্র চক্র অঙ্কিত করিতে হয়। এই চক্র সহজে বুঝিবার জন্য নিম্নে একটী চক্র অঙ্কিত করিয়া দিলাম। ঐ চক্র দেখিলেই কোথায় কোন গ্রহ, বার, রাশি, অক্ষর প্রভৃতি হইবে, তাহা অনায়াসেই বুঝা যাইবে। [পর পৃষ্ঠা দেখ।

এই রূপে চক্র অঙ্কিত করিয়া শুভাশুভ ফল নির্ণয় করিতে হয়। সাধারণতঃ যে সকল গ্রহ ক্রূর এবং যাহারা শুভ, এই চক্রেও সেই সকল গ্রহদিগকে ক্রূর ও শুভ স্থির করিতে হইবে। এই চক্রে যে নক্ষত্রে গ্রহ অবস্থিতি করে, সেই অবধি করিয়া বামে, সম্মুখে ও দক্ষিণে তিনটী বেধ করিবে। ক্রূর গ্রহকর্তৃক ভুক্ত, আক্রান্ত, ভুজ্যমান ও বেধযুক্ত এই চারিটী অবস্থাগত নক্ষত্র শুভ ও অশুভ সকল কার্য্যেই যত্নের সহিত পরিত্যাগ করিবে। ইহাতে কোন কার্য্যই করিবে না।

মঙ্গল, কেতু, রাহু, রবি ও শনি এই পাঁচটী ক্রূর গ্রহ বক্রগামী হইলে মধ্যভাগে অর্থাৎ সম্মুখে দৃষ্টি হইবে। বাম, দক্ষিণ ও সম্মুখ বেধে যে সকল অক্ষর নক্ষত্র, তিথি ইত্যাদি লিখিত আছে, তাহার ফল তদনুযায়ী হইবে।

এই চক্রের বহির্ভাগে পূর্ব্বদিকে ঘ ঙ ছ, দক্ষিণে ষ ণ ঢ, পশ্চিমে থ ঝ ঞ এবং উত্তরে ঞ ষ খ লিখিতে হইবে। ক প ড দ এই চারিটী অক্ষরের প্রত্যেক দ্বারা ক্রমে তিন তিনটী অক্ষর বিদ্ধ হয়, অর্থাৎ পূর্ব্বদিকের দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির মধ্য ঘরের ককারের সহিত ঘ ঙ ছ এই তিনটী অক্ষরের বেধ, দক্ষিণদিকের মধ্য ঘরের পকারের সহিত, ষ, ণ, ঢ, এই তিন অক্ষরের বেধ, পশ্চিমদিকের দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির মধ্য ঘরের ডকারের সহিত থ, ঝ, ঞ, এই তিন অক্ষরের বেধ, এবং উত্তরদিকের দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির মধ্য ঘরের দকারের সহিত থ, ষ, ঞ, এই তিন অক্ষরের বেধ হয়।

পূর্ব্বদিকের প্রথম পঙ্‌ক্তির আর্দ্রা নক্ষত্রের সহিত ঘ ঙ ছ, দক্ষিণদিকের হস্তানক্ষত্রের সহিত ষ, ণ, ঢ, পশ্চিমদিকের

ক্রূরগ্রহ কর্ত্তৃক যে তিথি, রাশি অংশ ও নক্ষত্র বিদ্ধ হয়, সেই তিথি, রাশি ও নক্ষত্রাদিতে সকল প্রকার শুভকার্য্য যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে। তিথি ও রাশি আদির বেধ সময়ে কোন কার্য্যের উদ্যোগ করিলে তাহার ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। বেধকালে বিবাহে বৈধব্য, যাত্রা করিলে প্রত্যাগমন হয় না এবং রোগ হইলে মৃত্যু হইয়া থাকে। পীড়ার সময় বক্রগামী ক্রূরগ্রহের বেধে পীড়িত ব্যক্তির রোগ বহু কালব্যাপী হয়।

এই চক্রে পূর্ব্বাদিক্রমে যে দিকে নক্ষত্রবেধ হয়, সেই দিকে গ্রামে, ও দুর্গে সৈন্যদল, দুর্গাদির নামের প্রথম অক্ষর বিদ্ধ হইলে সেই দুর্গাদির ধ্বংস হয়। শতপদ চক্রানুসারে আদ্য অক্ষর দ্বারা নক্ষত্র ও রাশি নির্ণয় করিয়া লইতে হয়।

পূর্ব্ব আদি দিকে রবি বৃষ আদি ত্রিরাশির হইলে সেই দিক্ অস্তগত হয় এবং অপর তিনটী দিক্ সর্ব্বদা উদিত থাকে অর্থাৎ সূর্য্য পূর্ব্বদিকে বৃষ, মিথুন ও কর্কট এই তিন রাশিস্থিত হইলে জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ এই তিন মাসে পূর্ব্বদিকে অস্তমিত এবং দক্ষিণ পশ্চিম ও উত্তর এই তিন দিকে উদিত থাকে। সূর্য্য দক্ষিণদিকে সিংহ, কন্যা ও তুলা এই তিন রাশিস্থিত হইলে ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে দক্ষিণদিকে অস্তগত হইবেন এবং পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব্ব এই তিন দিক্ উদিত থাকিবেন। এইরূপে সূর্য্য পশ্চিমদিকে বৃশ্চিক, ধনুঃ ও মকর এই তিন রাশিগত হইলে অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ এই তিন মাসে পশ্চিম দিক্ অস্তগত হয় এবং উত্তর পূর্ব্ব ও দক্ষিণ এই তিন দিক্ উদিত এবং সূর্য্য উত্তরদিকে কুম্ভ, মীন ও মেষ এই তিন রাশিগত হইলে ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ এই তিন মাসে উত্তরদিকে অস্তগত এবং পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম এই তিনদিকে উদিত হয়।

যে দিকে সূর্য্য ত্রিমাসকাল ধরিয়া তিনরাশি ভোগ ক্রমে অবস্থান করেন, তখন সেই দিক্, এবং সেই দিক্ স্থিত নক্ষত্র, স্বর, অক্ষর, রাশি, তিথি এবং বার সমস্তই অস্তগত জানিতে হইবে। অস্তদিকে নক্ষত্র অবস্থিত থাকিলে রোগ, অক্ষর থাকিলে ক্ষতি, স্বর থাকিলে শোক, রাশি থাকলে বিঘ্ন ও তিথি থাকিলে ভয় ঘটিয়া থাকে। এবং যদি অস্তদিকে নক্ষত্র, অক্ষর, স্বর, রাশি ও তিথি এই পাঁচটীই অবস্থিত করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই মৃত্যু হয়। এই অস্তদিকে কোন কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিবে না, অনুষ্ঠান করিলে অশুভ ফল হইয়া থাকে; উচিত অবস্থা দেখিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে।

এই সর্ব্বতোভদ্রচক্রে উক্তরূপে কার্য্যের বিশেষতঃ যুদ্ধযাত্রার শুভাশুভ ফল-নিরূপণ করিতে হয়।

নরপতি-জয়চর্য্যা স্বরোদয়ে ইহার বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল (ক্লী) সর্ব্বতোভদ্রঞ্চ সর্ব্বতোভদ্রং তৎ মণ্ডলং। মণ্ডলবিশেষ। দেবপ্রতিষ্ঠা, যজ্ঞপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতিতে পঞ্চবর্ণ গুঁড়ি দ্বারা যে মণ্ডল প্রস্তুত করা হয়, তাহাকে সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল কহে। ইহা এক প্রকার পূজাধার যন্ত্র। এই মণ্ডলের উপর ঘটাদি স্থাপন করিয়া তদুপরি দেবপূজা করিতে হয়। এই মণ্ডল অঙ্কন করিলে একখানি সুন্দর আসনের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। শারদাতিলকে এই মণ্ডল অঙ্কনের প্রণালী বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল অঙ্কন করিতে না পারিলে স্বল্পসর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল এবং তাহাও অঙ্কন করিতে না পারিলে অষ্টদল পদ্ম অঙ্কন করিয়া পূজাদি করিবে।

সর্ব্বতোভদ্ররস (পুং) রসৌষধ বিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী—অভ্র ৪ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, পারা অর্দ্ধতোলা, কর্পূর, নাগকেশর, জটামাংসী, তেজপত্র, লবঙ্গ, জৈত্রী, জায়ফল, ছোটএলাচি, গজপিপ্পলী, কুঁচ, তালিশপত্র, খঁইকুল, দারুচিনি, মুথা, হরীতকী, মরিচ, শুঁঠ, বহেড়া, পিপ্পলী, আমলকী প্রত্যেক অর্দ্ধতোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া দুই রতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান পানের রস, মধু ও চিনি। জ্বররোগাধিকারে ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই ঔষধ সেবনে সকল প্রকার জ্বর, মন্দাগ্নি, আমদোষ, বিসূচিকা, আনাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি রোগ আশু প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রসারসং জ্বরচি°)

অন্যবিধ—প্লীহরোগাধিকারোক্ত রসৌষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—পারদ, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, কান্তলৌহ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে আদার রসে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। অনুপান রোগীর দোষের বলাবল দেখিয়া স্থির করিতে হয়। এই ঔষধসেবনে প্লীহা, যকৃৎ, সকল প্রকার জ্বর প্রভৃতি শীঘ্র বিনষ্ট হয়।

(রসেন্দ্রসারস° প্লীহাচি°)

সর্ব্বতোভদ্রলৌহ (পুং) অম্লপিত্ত-রোগাধিকারোক্ত ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—লৌহ, তাম্র, অভ্র, প্রত্যেক ৪ পল, পারা ২ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ২ তোলা, গুগ্‌গুল ২ তোলা, বিড়ঙ্গ, তেলাকুচী, চিতামূল, শ্বেত আকন্দের মূল, হস্তিকর্ণ-পলাশের মূলের ছাল, তালমূলী, পুনর্নবা, মুথা, জলজ, গোরক্ষ-চাকুলে, চাকুলে-বীজ, মুষলী, কৌমরাজ, কেশুরিয়া, শতমূলী, বিভঙ্গক, ত্রিফলা, ও ত্রিকটু এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৪ মাষা, এই সমস্ত দ্রব্য ঘৃত ও মধুর সহিত মর্দ্দন

করিয়া বৃক্তভাবে রাখিবে। মাত্রা অর্দ্ধমাষা হইতে আরম্ভ করিবে, রোগী দুর্ব্বল হইলে ইহার কম মাত্রাও আরম্ভ করিতে পারা যায়। এই ঔষধ সেবনে অম্লপিত্ত ও শূল প্রভৃতি রোগ আশু প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° অম্লপিত্তরোগা°)

সর্ব্বতোভদ্রা (স্ত্রী) সর্ব্বতো ভদ্রমঙ্গলমস্যাঃ। ১ গম্ভারী। ২ নটবোষিৎ। (মেদিনী)

সর্ব্বতোমুখ (ক্লী) সর্ব্বতো মুখমস্যেতি। ১ জল। (অমর) ২ আকাশ। (মেদিনী) (ত্রি) ৩ সমস্ত মুখ-বিশিষ্ট। (ভারত ১।২১১।১২) (পুং) ৪ শিব। (ভারত ১৩।১৭।৩৩) ৫ ব্রহ্মা। (জুমার ২।৩) ৬ আত্মা। (মেদিনী) ৭ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।১০০) ৮ ব্রাহ্মণ। (শব্দরত্না°) ৯ স্বর্গ। (শব্দমালা) ১০ অগ্নি। (ত্রিকাণ্ড)

সর্ব্বতোবৃত্ত (ত্রি) সর্ব্বতো বৃত্তং। চারিদিকে গোলাকার, চক্রাকার।

সর্ব্বত্র (অব্য°) সর্ব্বস্মিন্নিতি সর্ব্ব (সপ্তম্যাস্ত্রল্। পা ৫।৩।১০) ইতি ত্রল্। সকল দিকে, সকল স্থানে, সকল কালে, সকল বিষয়ে।

সর্ব্বত্রগ (পুং) সর্ব্বত্র গচ্ছতি গম-(ড-প্রকরণে সর্ব্বত্র পন্নগয়োরুপসংখ্যানং। পা ৩।২।৪৮) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা ড। ১ বায়ু। (ত্রি) ২ সর্ব্বত্রগামী।

সর্ব্বত্রগত (ত্রি) সর্ব্বত্রব্যাপ্ত, সম্পূর্ণ।

সর্ব্বত্রগামিন্ (পুং) সর্ব্বত্র গচ্ছতীতি গম-ণিনি। ১ বায়ু। (শব্দচ°) (ত্রি) সর্ব্বদিকে, সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে গমনকর্ত্তা।

সর্ব্বত্রসত্ত্ব (ক্লী) সকল স্থলে সত্তাবিশিষ্ট, যিনি সকল স্থলে বিদ্যমান আছেন। (রামতাপনী উপ° ২৮৭)

সর্ব্বথা (অব্য°) সর্ব্বেণ প্রকারেণ সর্ব্ব (প্রকারবচনে থাল্। পা ৫।৩।২৩) ইতি থাল্। সর্ব্বপ্রকার। সকল প্রকারে। ২ সব, অতিশয়। ৩ হেতু। ৪ স্বীকার। ৫ নিশ্চয়। ৬ প্রক্রিয়া। (শব্দরত্না°)

সর্ব্বদ (ত্রি) সর্ব্বং দদাতীতি দা-ক। সর্ব্বদানকারী, যিনি সকল দান করেন।

সর্ব্বদণ্ডধর (পুং) শিব। (ভারত অনুশাসনপ°)

সর্ব্বদমন (পুং) সর্ব্বান্ দমযতীতি দম-ল্যু। ভরতরাজ, শকুন্তলার পুত্র। মহাভারতে ইহার নামনিরুক্তি এইরূপ লিখিত আছে যে, এই বালক ষড়্বর্ষ বয়ঃক্রম কালেই আশ্রমস্থিত সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ প্রভৃতিকে ধরিয়া নিকটবর্ত্তী বৃক্ষে বন্ধন করিয়া রাখিত এবং উঁহাদের মধ্যে কাহারো পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ক্রীড়া করিত এবং এই সকলকেই দমন করিয়া রাখিত। ঋষিগণ ইহার এই অলৌকিক শক্তি অবলোকন করিয়া ইহার নাম সর্ব্বদমন রাখেন। (ভারত ১।৭৪ অ°) [শকুন্তলা ও ভরত দেখ।]

(ত্রি) ২ সর্ব্বদমনকর্ত্তা, যিনি সকলকে দমন করেন।

সর্ব্বদরাজ (পুং) রাজদেব, শাক্যমুনি।

সর্ব্বদর্শন (ক্লী) ১ সকল বিষয়ে দৃষ্টি, দর্শন। (ত্রি) ২ সর্ব্ব বিষয়ে দৃষ্টিযুক্ত, যাহার সকল বিষয়ে দৃষ্টি আছে।

সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ (পুং) দর্শনশাস্ত্রের সংগ্রহগ্রন্থবিশেষ। মাধবাচার্য্য সকল দর্শনের সারসংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাতে চার্ব্বাক আদি করিয়া ১৮ খানি দর্শনের সারসংগ্রহ ও সাধারণ-মত প্রদর্শিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে সকল দর্শনের মোটামুটি মত জানিতে পারা যায়। অল্পদিন হইল, শঙ্করাচার্য্যরচিত 'সর্ব্বদর্শনসিদ্ধান্তসার' নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী লোকায়ত, আর্হত প্রভৃতি সকল দর্শনের সার লিপিবদ্ধ হইয়াছে। [দর্শন শব্দ দেখ।]

সর্ব্বদর্শিন্ (পুং) সর্ব্বং পশ্যতীতি দৃশ-ণিনি। ১ বুদ্ধ। (শব্দরত্না°) ২ পরমেশ্বর। (ত্রি) ৩ সর্ব্বদ্রষ্টা, যিনি সকল অবলোকন করেন, যিনি সমুদয় দর্শন করেন।

সর্ব্বদা (অব্য°) সর্ব্ব (সর্ব্বৈকান্যকিংযত্তদঃ কালে দা। পা ৫।৩।১৫) ইতি দা। সদা, সকল সময়ে, সকল কালে।

সর্ব্বদাস (পুং) একজন প্রাচীন কবি।

সর্ব্বদুঃখ (ক্লী) সকলপ্রকার দুঃখ, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ দুঃখ। ইহা ভিন্ন আর কোনরূপ দুঃখ নাই, যে কোন দুঃখই হউক না কেন, তাহা এই ত্রিবিধ দুঃখের অন্তর্গত।

সর্ব্বদুঃখক্ষয় (পুং) সর্ব্বেষাং দুঃখানাং ক্ষয়ো যত্র। মোক্ষ, সকলপ্রকার দুঃখের নিবৃত্তি হইলে মোক্ষ হয়। (হেম) ২ সকল পীড়ানাশক।

সর্ব্বদুষ্টারিষ্টহৃৎ (ত্রি) সকল প্রকার দুষ্টের দমন বা নাশকারী।

সর্ব্বদৃশ্ (ত্রি) সর্ব্বং পশ্যতি দৃশ্-ক্বিপ্। সর্ব্বদ্রষ্টা। সর্ব্বদর্শী। (ভাগবত ৮।২৩।৫০)

সর্ব্বদেবতাময় (ত্রি) সর্ব্বদেবতা স্বরূপে ময়ট্। সর্ব্বদেবতাস্বরূপ। (ভাগবত ৫।২৩।৮)

সর্ব্বদেবত্য (ত্রি) সর্ব্বদেবতাসম্বন্ধীয়। সর্ব্বদেবতার নিবাসভূত।

সর্ব্বদেবময় (পুং) সকল দেবতার স্বরূপ।

সর্ব্বদেবমুখ (পুং) সর্ব্বেষাং দেবানাং মুখং যত্র। অগ্নি, অগ্নি সকল দেবতার মুখস্বরূপ। কারণ অগ্নিতে দেবতা সকলের হোম করিলে তাহা দেবগণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। (জটাধর)

সর্ব্বদেব সূরি, প্রমাণমঞ্জরী নামক বৈশেষিকগ্রন্থরচয়িতা।

সর্ব্বদেবাত্মক (ত্রি) সর্ব্বে দেবাঃ আত্মস্বরূপং যস্য। সর্ব্বদেবস্বরূপ।

সর্ব্বদেবাত্মন্ (ত্রি) সর্ব্বদেবাত্মক।

সর্ব্বদেশীয় (ত্রি) সর্ব্বদেশসম্বন্ধীয়।

সর্ব্বদেশ্য (ত্রি) সর্ব্বদেশভব। সকল বা প্রত্যেক দেশেই যাহা আছে। (বৃহ প্রাতি° ৯।১০)

সর্ব্বদেবসত্ত্ব (স্ত্রী) সর্ব্বত্র এব সত্বং যস্য। সর্ব্বময়ত্ব, যিনি সর্ব্বময়ত্বাৎ, যাহার সত্তা সকল স্থলে বিদ্যমান আছে। (রামতাপনীয় উপনি° ২৪৭)

সর্ব্বদ্রষ্টৃ (ত্রি) সর্ব্বদর্শী, যিনি সকল বিষয় অবলোকন করেন, আত্মাই সর্ব্বদ্রষ্টা। (নৃসিংহতাপনী উপ°)

সর্ব্বদ্রুহ্ (ত্রি) সর্ব্বান্‌দ্রুহ্যতি ইতি ক্বিপ্। সকলের দ্রোহক, সকলের দ্রোহকারী।

সর্ব্বধনিন্ (ত্রি) সর্ব্বং ধনমস্তীতি। ইনি। সকলপ্রকার ধনযুক্ত, সকলপ্রকার ধনবিশিষ্ট।

সর্ব্বধন্বন্ (পুং) কামদেব। (হেম)

সর্ব্বধর (পুং) ধরতীতি ধৃ-অচ্, সর্ব্বস্য ধরঃ। সকলের ধারক।

সর্ব্বধর, ১ একজন প্রাচীন বৈয়াকরণ। রায়মুকুট ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। ২ একজন প্রাচীন আভিধানিক।

সর্ব্বধর্ম্ম (পুং) সকলপ্রকার ধর্ম্ম।

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥" (গীতা ১৮।৬৬)

ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন যে হে অর্জ্জুন! তুমি সকলপ্রকার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব।

সর্ব্বধর্ম্মপদপ্রভেদ (পুং) বৌদ্ধ সমাধিভেদ।

সর্ব্বধর্ম্মপ্রবেশমুদ্রা (স্ত্রী) বৌদ্ধ সমাধিভেদ।

সর্ব্বধর্ম্মময় (ত্রি) সর্ব্বধর্ম্ম-স্বরূপে ময়ট্। সর্ব্বধর্ম্মস্বরূপ।

সর্ব্বধর্ম্মমুদ্রা (স্ত্রী) বৌদ্ধ সমাধিভেদ।

সর্ব্বধর্ম্মমঙ্গলা (স্ত্রী) সমাধিভেদ। (প্রজ্ঞাপা° ৮ অ°)

সর্ব্বধর্ম্মসমতা (স্ত্রী) সর্ব্বধর্ম্মের সমতা। ১ সকল ধর্ম্মের সমতা, সকল ধর্ম্মের তুল্যত্ব। ২ বৌদ্ধ সমাধিভেদ।

সর্ব্বধর্ম্মোত্তরঘোষ (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

সর্ব্বধা (ত্রি) সকলের ধাতা বা দাতা।

"ভবেযু সর্ব্বধা অসি" (ঋক্ ৯।১৮।১)

'সর্ব্বধা সর্ব্বস্য ধাতা দাতা বা' (সায়ন)

সর্ব্বধাতম (ত্রি) সর্ব্বধাতৃতম, সর্ব্বভোগপ্রদ।

"স্তোকং সর্ব্বধাতমং সুবং ভগস্য ধীমহি" (ঋক্ ৭।৮২।১)

'সর্ব্বধাতমং সর্ব্বধাতৃতমং সর্ব্বভোগপ্রদমিত্যর্থঃ' (সায়ন)

সর্ব্বধামন্ (স্ত্রী) ১ বাসগৃহ। ২ জন্মভূমি, স্বদেশ।

সর্ব্বধারিন্ (পুং) সর্ব্বং ধরতীতি ধৃ-ণিনি। ১ কালচক্রের দ্বাবিংশ বর্ষ। (বৃহৎসং ৮।২৭) (ত্রি) ২ সর্ব্বধারক, যিনি সকল ধারণ করেন।

সর্ব্বধুরাবহ (পুং) সর্ব্বাঃ তাঃ ধুরশ্চেতি সর্ব্বধুরা, ঋক্‌পূরিত্যঃ, বহতীতি বহ-কৃচ্, সর্ব্বধুরায়াঃ বহঃ। সকলভারবাহক, রথশাকটাদির ভারবাহক গবাদি। (অমর)

সর্ব্বধুরীণ (পুং) সর্ব্বধুরাং বহতীতি (খঃ সর্ব্বধুরাৎ। ৪।৪।৭৮) ইতি খ। সকল ভারবাহক, রথশাকটাদির ভারবাহক গবাদি। (অমর)

সর্ব্বনাগ, ১ কোটার একজন নাগরাজ। বিষ্ণুনাগের পৌত্র ও পদ্মনাগের পুত্র। দেবগড়ের বৌদ্ধ শিলাফলক হইতে জানা যায় যে ৮৪৭ বিক্রম সংবতে ইহার পুত্র দেবদত্ত বিদ্যমান ছিলেন।

২ একজন সামন্ত। ইনি গুপ্তসম্রাট্ মহারাজাধিরাজ স্কন্দগুপ্তের অধীনে (গুপ্তস° ১৪৬)। অন্তর্ব্বেদীর বিষয়পতি ছিলেন।

সর্ব্বনাথ, উচ্ছকল্পের একজন অধীশ্বর। ইনি মহারাজ জয়নাথের পুত্র। ১৯০ কলচুরী সংবতে বিদ্যমান ছিলেন।

সর্ব্বনামন্ (ত্রি) সর্ব্বং নাম যস্য। সকল নামবিশিষ্ট, ব্রহ্মা, যাহার সকলই নাম। (ভাগ° ৬।৪।২৮)

২ সকলের নাম, সকলের সংজ্ঞা। ৩ ব্যাকরণমতে শব্দবিশেষ। সর্ব্বনাম শব্দ ব্যাকরণের সংজ্ঞাবিশেষ। ব্যাকরণে সর্ব্বপ্রভৃতি শব্দ সর্ব্বনাম শব্দে অভিহিত। বিশেষ্যের পরিবর্ত্তে সর্ব্বনাম শব্দ ব্যবহৃত হয়। ব্যাকরণে সর্ব্বনাম প্রকরণ বলিয়া একটী প্রকরণ আছে, এই প্রকরণে কোন কোন শব্দের সর্ব্বনাম সংজ্ঞা [illegible] এবং সর্ব্বনাম শব্দের উত্তর কার্য্য প্রভৃতির বিষয় অভিহিত হইয়াছে।

ইহাকে সাধারণ ভাষায় প্রতিসংজ্ঞাও বলা যায়। ইহা ব্যক্তি বা বস্তু বিশেষকে প্রতিপন্ন করিবার দ্বিতীয় প্রকার নাম বা শব্দ। এই শ্রেণীর শব্দ গুলি ব্যক্তি বিশেষকে বা ব্যক্তিসমূহকে স্বতন্ত্র ভাবে নির্দ্ধারিত করিতে সমর্থ নহে; ইহা পূর্ব্বের বর্ণিত ব্যক্তি বা বস্তুর অভিজ্ঞাপক মাত্র।

সর্ব্বনাম শব্দ সাধারণতঃ পাঁচ ভাগে বিভক্ত। যথা—সর্ব্বাদি, অন্যাদি, পূর্ব্বাদি, ত্যদাদি ও ইদমাদি উহাদের মধ্যে সর্ব্বাদি পর্য্যায়ে সর্ব্ব, বিশ্ব, উভয়, এক ও একতর এই পাঁচটি শব্দ আছে। ঐরূপ অন্যাদিতে—অন্য, অন্যতর, ইতর, কতর, কতম ও একতম, পূর্ব্বাদিতে—পূর্ব্ব, পর, অপর, অবর, অধর, দক্ষিণ, উত্তর ও স্ব শব্দ দৃষ্ট হয়। একভিন্ন ত্যদাদি ও ইদমাদি বিভাগে যথাক্রমে ত্যদ্, তদ্, এতদ্, অদস্ ও কিম্ এই পাঁচটী এবং ইদম্, অদস্, যুষ্মদ্ ও

অস্মদ্ এই চারিটী শব্দ গণ্য হইয়া থাকে। আত্মা বা আত্মীয় অর্থে স্ব শব্দের সর্ব্বনাম সংজ্ঞা হয়।

সর্ব্বাদি, অন্যাদি ও পূর্ব্বাদি অকারান্ত সর্ব্বনাম শব্দসমূহের রূপ অকারান্ত শব্দের ন্যায় হইয়া থাকে, কেবল ১মা ও ৬ষ্ঠীর বহুবচনে এবং ৪র্থী, ৫মী ও ৭মীর একবচনে রূপের বিভিন্নতা আছে। যদাদি শব্দের দ্ উঠিয়া যায় এবং কিম্ শব্দের ইম্ গিয়া পদটী অকারান্ত হয়, অর্থাৎ য, ত, এত, ত্য ও ক এই রূপ হয় ও পরে সর্ব্বাদির ন্যায় রূপ হইয়া থাকে। কেবল ক্লীবলিঙ্গের ১মার ও ২য়ার একবচনে যৎ, তৎ, এতৎ, ত্যৎ ও কিম্ হয়, আর তদ্, এতদ্, ও ত্যদ্ শব্দের পুংলিঙ্গে ১মার একবচনে সঃ, এষঃ ও স্যঃ এবং স্ত্রীলিঙ্গে সা, এষা ও স্যা এই বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। কিম্, অন্য, যদ্ ও তদ্ শব্দের ৭মী বিভক্তি স্থলে র্হি ও দা হয়। যেমন কর্হি, কদা, অন্যর্হি, অন্যদা ইত্যাদি।

ইদমাদি শব্দের রূপ পৃথক্ পৃথক্। বাহুল্য ভয়ে তাহা এখানে সম্যক্ প্রদর্শিত হইল না, তবে সংক্ষেপপরিচয়ার্থ এই মাত্র বলা যায় যে যুষ্মদ্ ও অস্মদ্ শব্দের সকল বিভক্তির দ্বিবচনে মূল শব্দ রূপান্তরিত হইয়া যুব ও আব আদেশ হয়। ২য়া, ৪র্থী ও ৬ষ্ঠীর দ্বিবচন ও বহুবচনে ঐ দুই শব্দ স্থানে বাম্, নৌ, বস্ ও নস্ বিকল্পে হয় অর্থাৎ যুষ্মদ্ শব্দের দ্বিবচনে বাম্ ও বহুবচনে বঃ, এবং অস্মদ্ শব্দের দ্বিবচনে নৌ ও বহুবচনে নঃ বিকল্পে আদেশ হইয়া থাকে। যুষ্মদ্ শব্দের ১মার ও ২য়ার একবচনে ত্বম্ ও ত্বাম্, ত্বা এবং অস্মদ্ শব্দের স্থলে যথাক্রমে অহম্ ও মাম্, মা হয়। এই দুইটী শব্দ তিন লিঙ্গেই সমান, কোন প্রভেদ নাই। চ, বা, এব এই তিন অব্যয় শব্দের যোগে যুষ্মদ্ শব্দের ত্বা, তে, বাম্, বঃ এই চারি পদের এবং অস্মদ্ শব্দের মা, মে, নৌ, নঃ এই চারি পদের প্রয়োগ হয় না। যথা,—'প্রভুঃ ত্বা মা চ আজ্ঞাপয়তি' না হইয়া 'প্রভুঃ ত্বাং মাং চ আজ্ঞাপয়তি' এইরূপ হইয়া থাকে।

সর্ব্ব শব্দের পুং ও ক্লীবলিঙ্গের প্রায় একই রূপ, তবে ক্লীবলিঙ্গের ১মা ও ২য়া বিভক্তির তিন বচনেই অন্য প্রকার হইয়া থাকে। সর্ব্ব শব্দে স্ত্রীলিঙ্গে সর্ব্বা পদ হয় এবং রূপ প্রায় আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ লতা শব্দের অনুরূপ। বিশ্ব ও অন্য শব্দ ঠিক সর্ব্ব শব্দের তুল্য। অন্য শব্দের ক্লীবলিঙ্গের ১মা ও ২য়ার একবচনে কেবল অন্যৎ পদ হয়। পূর্ব্ব শব্দের পুং ও ক্লীবলিঙ্গের রূপ প্রায় সর্ব্ব শব্দের মত। কেবল ৫মীর ও ৭মীর একবচনে বিকল্পে পূর্ব্বাৎ ও পূর্ব্বে আদেশ হয়, এই শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে ঠিক সর্ব্ব শব্দের ন্যায়, কোন ভেদ নাই। পর, অপর, দক্ষিণ, উত্তর ও স্ব শব্দ পূর্ব্ব শব্দের মত।

ইদম্ শব্দের ক্লীবলিঙ্গের ১মা ও ২য়ার সর্ব্ব শব্দের ন্যায় পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন অপর সকল বিভক্তিতেই পুং ক্লীবলিঙ্গের রূপ সমান। স্ত্রীলিঙ্গে ইহার রূপ সম্যক্ স্বতন্ত্র। ইদম্ শব্দের পুংলিঙ্গে ১মার একবচনে অয়ম্, ক্লীবলিঙ্গে ইদম্ ও স্ত্রীলিঙ্গে ইয়ম্ হয়। উক্তির পশ্চাৎ উক্তি বুঝাইলে ইদম্ ও এতদ্ শব্দের ২য়া বিভক্তিতে প্রায় একবচনে এবং ৬ষ্ঠী ও ৭মীর দ্বিবচনে এন আদেশ হয়।

যে প্রতিসংজ্ঞা অন্যের প্রতিপাদক না হইয়া কোন বিশেষ বক্তাকে প্রতিপন্ন করে, তাহাকে উত্তমপুরুষ বলা যায়। আর যে প্রতি সংজ্ঞা অন্যের প্রতিপাদক না হইয়া যাহার প্রতি বাক্য প্রয়োগ করা যায়, তাহাকেই প্রতিপন্ন করে, তাহাকে মধ্যমপুরুষ কহে। অপর যে প্রতিসংজ্ঞা গুলি পূর্ব্বের অভিপ্রেত কোন বস্তু কিংবা ব্যক্তির নামের প্রতিনিধিরূপে প্রযুক্ত হয়, তাহা তৃতীয় বা প্রথম পুরুষ। আমি (অস্মদ্) উত্তম পুরুষ, তুমি (যুষ্মদ্) মধ্যম পুরুষ এবং ইদম্, অদস্ ও তদ্ প্রভৃতি শব্দ প্রথম পুরুষ বলিয়া ব্যবহৃত।

যদি বাক্যের উদ্দেশ্য উত্তম বা মধ্যম পুরুষ না হইয়া অন্য কোন প্রত্যক্ষ অভিপ্রেত বস্তু বা ব্যক্তি উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে 'এ' শব্দের প্রয়োগ দ্বারা অভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়া থাকে। আর যদি প্রত্যক্ষ অভিপ্রেত না হইয়া উদ্দেশ্য বস্তু বা ব্যক্তি দূর বা কিয়দ্দূর অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে "সে" ও "ও" শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

দেশীয় ভাষায় "আমি" শব্দ ইতর প্রয়োগে মুই, তুমি, সম্মানার্থে আপনি, তুমি তুচ্ছার্থে তুই, এবং সম্মানার্থে ইনি। সে সম্মানার্থে তিনি ইত্যাদি সর্ব্ব নামেরও ব্যবহার আছে। আপন বা আপনি শব্দ কখন কখন সর্ব্বনামের পরিবর্ত্তে অন্যার্থেও ব্যবহৃত হয়।

সংস্কৃতের ন্যায় বাঙ্গালা ভাষায় স্ত্রীসর্ব্বনাম প্রচলিত নাই। অল্প দিন হইল, একজন বিখ্যাত-চিকিৎসক তাঁহার হোমিওপাথী চিকিৎসা-গ্রন্থসমূহে স্ত্রীসর্ব্বনাম চালাইয়াছেন। তিনি স্ত্রীসর্ব্বনামে প্রথম পুরুষের একবচনে "সা" ও ৬ষ্ঠীর একবচনে 'তস্যা' ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ প্রয়োগ অনাবশ্যক মনে করিয়া কোন বঙ্গীয় লেখক এ পর্য্যন্ত তাঁহার অনুবর্ত্তী হন নাই।

সর্ব্বনামস্থান (ক্লী) পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীবর্ণিত সংজ্ঞাভেদ। (পা ১।১।৪২, ১।৪।১৭)

সর্ব্বনাশ (পুং) সর্ব্বস্য নাশঃ। ধ্বংস, সকলের নাশ। নীতিশাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে যে, যখন দেখা যায়, আশু সর্ব্বনাশের সম্ভাবনা, তখন পণ্ডিত ব্যক্তি অর্দ্ধেক ত্যাগ করিবেন। অর্দ্ধেক ত্যাগ করিয়া যদি—আর অর্দ্ধেক রক্ষা করা যায়, তাহা হইলে তাহা শ্রেষ্ঠ।

"সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ।" (চাণক্যশ্লোক)

সর্ব্বনিক্ষেপা (স্ত্রী) সংখ্যাভেদ। (ললিতবি°)

সর্ব্বনিধন (পুং) একাহযাগভেদ। (সাংখ্যা° শ্রৌ° ১৪।১০।২)

সর্ব্বনিয়োজক (ত্রি) সর্ব্বস্য নিয়োজকঃ। সকলের নিয়োজনকারী, সকলকে যিনি নিয়োগ করেন। ২ বিষ্ণু।

সর্ব্বনিলয় (পুং) ১ সর্ব্বাধারসম্পন্ন। ২ বাসগৃহযুক্ত।

সর্ব্বনিবরণবিষ্কম্ভিন্ (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ। (তারনাথ)

সর্ব্বন্দদ (পুং) বৌদ্ধযতিভেদ। (অবদানকল্পলতা ১৫)

সর্ব্বংসহ (পুং) সর্ব্বংসহতীতি সহ-অচ্, দ্বিতীয়ায়াঃ অলুক্। জয়দ্রথ, শকুন্তলাপুত্র। (হেম)

সর্ব্বন্দমন (পুং) সর্ব্বদমন, ভরত।

সর্ব্বপতি (পুং) সর্ব্বস্য পতিঃ। সকলের পতি, বিষ্ণু।

সর্ব্বপত্রীণ (ত্রি) সর্ব্বপত্রান্ ব্যাপ্নোতি। সর্ব্বপত্র (তৎসর্ব্বাদেঃ পথ্যঙ্গ-কর্ম্ম-পত্রপাত্রং ব্যাপ্নোতি। পা ৫।২।৭।) ইতি খ। সারথি।

সর্ব্বপথীন (ত্রি) সর্ব্বপথান্ ব্যাপ্নোতি সর্ব্বপথ-খ। (পা ৫।২।৭) রথ, যে রথ সকল পথ ব্যাপ্ত হয়।

সর্ব্বপদ্ (ত্রি) বহুপদবিশিষ্ট (যজ্ঞ)। (অথর্ব্ব ১০।১০।২৭)

সর্ব্বপদ (স্ত্রী) সকল যজ্ঞের পদ (যজ্ঞাদিতে)। (নৈষ্কর্ম্ম ৩।১২)

সর্ব্বপরিফুল্ল (ত্রি) ১ সর্ব্বতোভাবে স্ফীত। উৎফুল্ল।

সর্ব্বপরুস্ (ত্রি) সকল প্রকার গ্রন্থিবিশিষ্ট। (অথর্ব্ব ১১।৩।৩২)

সর্ব্বপশু (ত্রি) ১ যজ্ঞবলি। (শাঙ্খা° শ্রৌ° ৫।৪।৩১) (পুং) ২ সকল প্রকার পশু।

সর্ব্বপা (স্ত্রী) সর্ব্বং পাতীতি পা-ক-টাপ্। ১ বলিরাজার স্ত্রী। (ত্রি) ২ সর্ব্বপানকর্ত্তা। ৩ সর্ব্বরক্ষণকর্ত্তা, যিনি সকল পান করেন বা যিনি সকল রক্ষা করেন।

সর্ব্বপাকাল (পুং) পাকালবাসী আচার্য্যভেদ।

সর্ব্বপাত্রীণ (ত্রি) সর্ব্বপাত্রং ব্যাপ্নোতি সর্ব্বপাত্র-খ (পা ৫।২।৭)। ওদন।

সর্ব্বপাদ (পুং) একজন রাজামাত্য।

সর্ব্বপাল (ত্রি) সর্ব্বং পালয়তি পাল-অচ্। সকলের পালক, যিনি সকলকে পালন করেন।

সর্ব্বপালক (ত্রি) সকলের পালনকারী।

সর্ব্বপুণ্য (স্ত্রী) সকল পুণ্য, সমুদয় পুণ্য।

সর্ব্বপুণ্যসমুচ্চয় (পুং) সমাধিবিশেষ। (সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক)

সর্ব্বপুর, দাক্ষিণাত্যের মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর রাজমহেন্দ্রী তালুকের অন্তর্গত একটী তীর্থক্ষেত্র। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের সর্ব্বপুরক্ষেত্র মাহাত্ম্যে ইহার সবিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

সর্ব্বপুরুষ (ত্রি) সকল পুরুষযুক্ত। (পুং) ২ সকল পুরুষ।

সর্ব্বপূত (ত্রি) সর্ব্বস্মিন্ পূতঃ। সকল বিষয়ে পবিত্র।

সর্ব্বপূরক (ত্রি) সর্ব্বান্ পূরয়তি পূর-ণ্বুল্। সকলের পূরণকারী।

সর্ব্বপূর্ণত্ব (স্ত্রী) সর্ব্বৈরঙ্গৈঃ পূর্ণত্বং। সম্ভার। (ত্রিকা°)

সর্ব্বপূর্ব্ব (ত্রি) সকলের পূর্ব্ব, সকলের প্রথম।

সর্ব্বপৃষ্ঠ (পুং) ১ যাগভেদ। (ত্রি) ২ সকলের পশ্চাৎ।

সর্ব্বপ্রদ (ত্রি) সর্ব্বং প্রদদাতীতি প্র-দা-ক। সর্ব্বদ, সকল প্রদানকারী, যিনি সকল দান করেন।

সর্ব্বপ্রভু (পুং) সর্ব্বস্য প্রভুঃ। সকলের প্রভু, সকলের নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ। সকল বিষয়ে প্রভু।

সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্ত (ত্রি) ১ সকল প্রকার প্রায়শ্চিত্তযুক্ত, যিনি সকল প্রকার প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। ২ (স্ত্রী) ১ আহবনীয় অগ্নিতে ত্যাগ।

সর্ব্বপ্রিয় (ত্রি) সর্ব্বেষাং জনানাং প্রিয়ঃ। সকলজনবল্লভ, সকলের প্রিয়। সর্ব্বস্য শিবস্য প্রিয়ঃ। ২ মহাদেবের প্রিয়। সর্ব্বঃ শিবঃ প্রিয়ো যস্য। ৩ শিবভক্ত।

সর্ব্বফলত্যাগচতুর্দ্দশীব্রত (স্ত্রী) ব্রতবিশেষ। সকল ফলকামনা বর্জ্জন করিয়া চতুর্দ্দশী তিথিতে এই ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয়।

সর্ব্ববর্ম্মন্, ১ একজন হিন্দু নরপতি। মহাসামন্তমহারাজ সমুদ্রসেনের পূর্ব্বপুরুষ। [সমুদ্রসেন দেখ।]

২ অপর একজন রাজা। মগধের গুপ্তরাজবংশের অন্যতম শাখার ২য় জীবিতগুপ্তদেবের শিলালিপিতে ইনি পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা বলিয়া উল্লিখিত।

৩ মৌখরীবংশীয় একজন মহারাজাধিরাজ। ইহার পিতার নাম ঈশানবর্ম্মন্ ও মাতার নাম লক্ষ্মীবতী।

সর্ব্ববল (স্ত্রী) সংখ্যাবিশেষ। (ললিতবি°)

৪ কাতন্ত্রসূত্র ও ধাতুপাঠ নামক ব্যাকরণগ্রন্থরচয়িতা।

[শর্ব্ববর্ম্মন্ দেখ।]

সর্ব্ববাহ্য (ত্রি) সকল লোককর্তৃক পরিত্যক্ত।

সর্ব্ববীজ (স্ত্রী) সর্ব্বস্য বীজং। সকলের বীজ, সকলের কারণ।

সর্ব্ববীজিন্ (ত্রি) সর্ব্ববীজ অস্ত্যর্থে ইনি। সকল বীজবিশিষ্ট।

সর্ব্ববুদ্ধসন্দর্শন (স্ত্রী) বৌদ্ধলোকভেদ। (সদ্ধর্ম্মপু°)

সর্ব্বভক্ষ (ত্রি) সর্ব্বান্ ভক্ষয়তীতি ভক্ষ-অণ্। সর্ব্বভক্ষণকর্ত্তা, যিনি সকল দ্রব্য ভক্ষণ করেন।

"ইতি শ্রুত্বা পুলোমায়া ভৃগুঃ পরমমন্যুমান্।
স শশাপাগ্নিমতিক্রুদ্ধঃ সর্ব্বভক্ষো ভবিষ্যতি॥" (ভারত ১।৫।১৪)

স্ত্রিয়াং টাপ্। সর্ব্বভক্ষা—ছাগী। (হেম)

সর্ব্বভক্ষত্ব (স্ত্রী) সর্ব্ব ভক্ষক ভাবঃ ত্ব। সর্ব্ব ভক্ষের ভাব বা ধর্ম্ম, সকল প্রকার ভোজন।

সর্ব্বভক্ষিন্ (ত্রি) সর্ব্ব ভক্ষ অস্ত্যর্থে ইনি। সকল প্রকার দ্রব্যভোজনকারী, সর্ব্বভক্ষক।

সর্ব্বভট্ট, পদ্যাবলীধৃত একজন কবি।

সর্ব্বভবারণি (স্ত্রী) সকল লোকের জননী।

"কিং মাং মোহয়সে দেব ক্ষ্যং মায়াং সমুপাশ্রিতঃ।
অনয় ত্বং ততৈবেবং দেবী সর্ব্বভবারণিঃ॥" (মার্ক° পু° ১৭।৭)

সর্ব্বভাজ্ (ত্রি) সর্ব্বং ভজতে ভজ-ণ্বি। সকল প্রকার ভজনাকারী, যিনি সকল প্রকার ভজনা করেন।

সর্ব্বভাব (পুং) সর্ব্ব ভাবঃ। সকল প্রকার ভাব। সর্ব্বাত্মঃকরণ, সম্পূর্ণরূপ।

"তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।" (গীতা ১৮।৬২)
'সর্ব্বভাবেন সর্ব্বাত্মনা' (স্বামী)

২ জ্যোতিষ মতে তন্বাদি দ্বাদশ প্রকার ভাব। এই সকল ভাব বিচার দ্বারা সকল প্রকার ফল নির্ণীত হয়।

সর্ব্বভাবন (ত্রি) সকল প্রকার ভাবনাযুক্ত।

সর্ব্বভুজ্ (ত্রি) সর্ব্বং ভুঙ্‌ক্তে ভুজ্-ক্বিপ্। সর্ব্বভক্ষ, সকল ভোজনকারী।

সর্ব্বভূত (স্ত্রী) সকল প্রকার ভূত, সকল প্রকার প্রাণী, সর্ব্বজীব। "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি" (শ্রুতি) ২ ক্ষিত্যাদি পঞ্চ মহাভূত।

"সন্নিবেশ্যাত্মমাত্রাসু সর্ব্বভূতানি নির্ম্মমে।" (মনু ১।১৬)

সর্ব্বভূতময় (ত্রি) সর্ব্বভূতস্বরূপে ময়ট্। সর্ব্বভূতস্বরূপ, সর্ব্বজীবস্বরূপ।

সর্ব্বভূতরুতগ্রহণীলিপি (পুং) লিপিভেদ। ললিতবিস্তরে এই লিপির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। (ললিতবি° ১৪৪.১৫)

সর্ব্বভূতাত্মক (ত্রি) সর্ব্বভূত আত্মা স্বরূপং যস্য। সর্ব্বভূতস্বরূপ, এই জগৎ সর্ব্বভূতাত্মক।

সর্ব্বভূতাত্মন্ (পুং) সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বপ্রাণিনামাত্মা। সকল প্রাণীর আত্মা।

"যুগপত্তু প্রলীয়ন্তে যদা তস্মিন্ মহাত্মনি।
তদায়ং সর্ব্বভূতাত্মা সুখং স্বপিতি নির্বৃতঃ॥" (মনু ১।৫৪)

যখন প্রলয়কাল উপস্থিত হয়, তখন মহাত্মা পরব্রহ্মে সকল ভূতের আত্মা সকল নিবৃত্ত হইয়া নিদ্রিত হয়।

সর্ব্বভূতাত্মভূত (ত্রি) সর্ব্বভূতানাং আত্মভূতং। সকল ভূতের আত্মভূত, সকল প্রাণীর আত্মস্বরূপ।

"তং সর্ব্বভূতাত্মভূতং প্রশান্তং সমদর্শনং।
ভগবত্তেজসা স্পৃষ্টং নাশকোত্তমযুক্তৈঃ॥" (ভাগ° ৭।১।৪২)

সর্ব্বভূতাধিপতি (পুং) সর্ব্বভূতানামধিপতিঃ। সর্ব্ব প্রাণীর অধিপতি, বিষ্ণু।

সর্ব্বভূতাধিবাস (পুং) ১ সর্ব্বভূতের নিবাসভূমি বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ। (ভাগবত ৩।১৯।২৯)

সর্ব্বভূতান্তক (ত্রি) সকল ভূতের অন্তকারী, যম।

সর্ব্বভূতান্তরাত্মন্ (পুং) সর্ব্বজীবের আত্মাস্বরূপ। (ভারত° ১২প°)

সর্ব্বভূমি (স্ত্রী) সর্ব্বা ভূমিঃ। সকলভূমি।

সর্ব্বভোগীন (ত্রি) সর্ব্বভোগায় হিতং সর্ব্বভোগ (আত্মন্ বিশ্বজনভোগোত্তরপদাৎ খঃ। পা ৫।১।৯) ইতি খ। সকল ভোগের হিতকর।

সর্ব্বভোগ্য (ত্রি) সর্ব্বেষাং ভোগ্যঃ। সকলের ভোগ্য, সকলের ভোগের উপযুক্ত।

সর্ব্বমঙ্গল (ত্রি) সকল প্রকার মঙ্গল। (রামায়ণ ২।১৮।১৮)

"সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভং।
নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্ব্বকর্ম্মাণি কারয়েৎ॥" (পুরাণ°)

(ত্রি) ॥ সকল প্রকার মঙ্গলবিশিষ্ট।

সর্ব্বমঙ্গলা (স্ত্রী) সর্ব্বাণি মঙ্গলানি যস্যাঃ। দুর্গা। এই শব্দের নামনিরুক্তি এইরূপ লিখিত আছে—

"মঙ্গলং মোক্ষবচনং চা শব্দো দাতৃবাচকঃ।
সর্ব্বান্ মোক্ষান্ যা দদাতি সা এব সর্ব্বমঙ্গলা॥
হর্ষে সম্পদি কল্যাণে মঙ্গলং পরিকীর্ত্তিতং।
তান্ দদাতি চ যা দেবী সা এব সর্ব্বমঙ্গলা॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রকৃতিখ° ৫৫ অ°)

মোক্ষের নাম মঙ্গল, আ শব্দের অর্থ দাতা, যিনি সকল প্রকার মোক্ষরূপ মঙ্গল দান করেন, তাঁহাকে সর্ব্বমঙ্গলা কহে। অথবা হর্ষ, সম্পদ্ ও কল্যাণ এই তিনটী মঙ্গল বলিয়া অভিহিত; যিনি এইরূপ মঙ্গল দান করেন, তিনিও সর্ব্বমঙ্গলা নামে অভিহিতা হন। দেবীপুরাণে লিখিত আছে—

"সর্ব্বাণি হৃদয়স্থানি মঙ্গলানি শুভানি চ।
দদাতি চেপ্সিতান্ লোকে তেন সা সর্ব্বমঙ্গলা॥"
(দেবীপু° ৪৫ অ°)

যিনি হৃদয়স্থিত সকল প্রকার শুভ দান করেন, তাঁহার নাম সর্ব্বমঙ্গলা। ইহা ভিন্ন আরও অনেক প্রকার নামনিরুক্তি আছে। বর্দ্ধমানে সর্ব্বমঙ্গলাদেবী বিশেষ প্রসিদ্ধা।

সর্ব্বময় (ত্রি) সর্ব্বস্বরূপ ময়ট্। সর্ব্বাত্মক, সর্ব্বস্বরূপ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৯৯।২৩)

সর্ব্বমলাপগত (পুং) সমাধিভেদ, এই সমাধি হইলে সকল চিত্তমল বিদূরিত হয়।

সর্ব্বমহৎ (ত্রি) অতি বৃহৎ। সর্ব্বোচ্চ। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

সর্ব্বমাগধক (ত্রি) যাহারা সমস্ত মগধদেশ অবলম্বন করিয়া থাকে।

সর্ব্বমাতৃ (স্ত্রী) সর্ব্বেষাং মাতা। সকলের মাতা।

সর্ব্বমাত্রা (স্ত্রী) বিরাজ্ ছন্দোভেদ।

সর্ব্বমারমণ্ডলবিধ্বংসনকারী (স্ত্রী) বুদ্ধ (ললিতবি°)

সর্ব্বমিত্র (স্ত্রী) সর্ব্বেষাং মিত্রং। সকলের মিত্র। সকলের বন্ধু।

সর্ব্বমূর্দ্ধন্য (পুং) শাক্যগ্রন্থকারভেদ।

সর্ব্বমূল্য (স্ত্রী) সর্ব্বস্য মূল্যং। কপর্দ্দক, কড়ি। (ত্রিকা°)

সর্ব্বমূষক (পুং) সর্ব্বান্ মুষ্ণাতীতি মুষ-ণ্বুল্, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। কাল, সর্ব্বনাশক সময়, কাল সকলকেই ধ্বংস করে। এইজন্য উহার নাম সর্ব্বমূষক।

সর্ব্বমৃত্যু (পুং) সকল প্রকারে মরণ।

সর্ব্বমেধ (পুং) ১ সোম। (শত° ব্রা° ১৩।৭।১।১) ২ সর্ব্বযজ্ঞ।

"তপস্ত স্পর্শবায়োশ্চ সর্ব্বমেধস্য চৈব হি।" (ভাগবত ২।৬।৪)

'সর্ব্বস্য মেধস্য যজ্ঞস্য' (স্বামী)

৩ উপনিষদ্‌ভেদ, সর্ব্বমেধোপনিষদ্।

সর্ব্বমেধ্যত্ব (স্ত্রী) সম্পূর্ণ শুদ্ধত্ব, পূর্ণ পবিত্রতা।

সর্ব্বম্ভরি (ত্রি) সর্ব্বং বিভর্ত্তি ভৃ-ইঞ্, মুম্। প্রাণ, প্রাণ সকলকে পোষণ করে। (ছান্দোগ্যউপ°)

সর্ব্বযজ্ঞ (পুং) সকল প্রকার যজ্ঞ।

সর্ব্বযজ্ঞবৎ (ত্রি) সর্ব্বযজ্ঞ-অস্ত্যর্থে-মতুপ্, মস্য ব। সকল প্রকার যজ্ঞবিশিষ্ট, সকল প্রকার যজ্ঞযুক্ত।

সর্ব্বযজ্ঞিন্ (ত্রি) সর্ব্বযজ্ঞযুক্ত। (কাত্যা° শ্রৌ° ১৫।৭।৯)

সর্ব্বযোনি (স্ত্রী) সর্ব্বেষাং যোনিঃ। ১ সকলের যোনি, সকলের কারণ। ২ সকল প্রকার যোনি।

সর্ব্বরক্ষণ (স্ত্রী) সর্ব্বস্য রক্ষণং। সকলের রক্ষণ, সকলের রক্ষাকরণ। (ত্রি) ২ সকলের রক্ষক, সর্ব্বরক্ষাকর।

সর্ব্বরক্ষণকবচ (স্ত্রী) সর্ব্বরক্ষণং সর্ব্বরক্ষাকরং কবচং। সর্ব্বরক্ষাকর কবচবিশেষ। এই কবচ ধারণ করিলে সকল বিপদ্ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ডে এই কবচের বিষয় ও ইহার বিশেষ বিধান লিখিত হইয়াছে। ভূর্জ্জপত্রে এই কবচ গোরোচনা ও কুঙ্কুমদ্বারা লিখিয়া তৎপরে কবচ-সংস্কারের বিধানানুসারে সংস্কার করিয়া হস্তে বা কণ্ঠে ধারণ করিলে সকল বিপদ্ দূর হইয়া সকল প্রকার শুভ হইয়া থাকে। কবচের লেখ্য শ্লোকগুলি বাহুল্য ভয়ে এই স্থলে লিখিত হইল না।

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ১২অ°)

সর্ব্বরত্ন (স্ত্রী) সকল প্রকার রত্ন।

সর্ব্বরত্নক (পুং) জৈনাদিগের রত্নাধীশ্বর দেবতাভেদ।

সর্ব্বরত্নময় (ত্রি) সর্ব্বরত্ন স্বরূপে ময়ট্। সর্ব্বরত্নস্বরূপ, সকল প্রকার রত্নদ্বারা নির্ম্মিত।

সর্ব্বরথ (স্ত্রী) সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত রথ। "সর্ব্বরথা শতক্রতো নি যাহি" (ঋক্ ৪।৩১।১৫) 'সর্ব্বরথা সর্ব্বত্র ব্যাপ্তেন রথেন' (সায়ণ)

সর্ব্বরস (পুং) সর্ব্বো রসো যস্য। ১ সুধি, পণ্ডিত। (শব্দরত্নাবলী) ২ ধূনক। (অমর) ৩ বাদ্যভাণ্ড, বীণাভেদ, (মেদিনী) ৪ লবণরস। (হেম) ৫ মধুরাদি সকল রস। (ত্রি) ৬ সর্ব্বরসবিশিষ্ট। (ছান্দোগ্য° উপ° ৩।১৪।২) উপনিষদে ব্রহ্ম সর্ব্বরস বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

সর্ব্বরসোত্তম সর্ব্বরসেষু উত্তমঃ। লবণরস। (হেম)

সর্ব্বরাজ্ (পুং) সর্ব্বেষু রাজতে রাজ-ক্বিপ্। সকল বিষয়ে যিনি শোভিত হন। (শুক্লযজুঃ° ৪।২৫)

সর্ব্বরাজেন্দ্র (পুং) সর্ব্বরাজেষু ইন্দ্রঃ। সকল রাজশ্রেষ্ঠ, প্রধান নরপতি।

সর্ব্বরাত্র (পুং) সর্ব্বা রাত্রিঃ (অহঃ সর্ব্বৈকদেশসংখ্যাতপুণ্যাচ্চ রাত্রেঃ। পা ৫।৪।৮৭) ইতি অচ্, সমাসান্তঃ ইকারলোপঃ। সমস্তরজনী।

সর্ব্বরী (স্ত্রী) শর্ব্বরী, রাত্রি। এই শব্দ তালব্য শাদি দেখিতে পাওয়া যায়। (ধরণি)

সর্ব্বরুতকৌশল্য (স্ত্রী) সমাধিভেদ।

সর্ব্বরুতসংগ্রহণলিপি (স্ত্রী) লিপিভেদ। ললিতবিস্তরে এই লিপির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই শব্দের 'সর্ব্বরুতসংগ্রহণীলিপি' পাঠান্তর দেখিতে পাওয়া যায়।

সর্ব্বরূপ (স্ত্রী) ১ সকল প্রকার রূপ। (ত্রি) ২ সকল রূপ বিশিষ্ট। সকলই যাহার রূপ। ৩ ব্রহ্ম।

সর্ব্বরূপিন্ (ত্রি) সর্ব্বরূপ অস্ত্যর্থে ইনি। সকল রূপবিশিষ্ট।

সর্ব্বরোগ (পুং) সর্ব্বঃ রোগঃ। সকল প্রকার রোগ, সকল প্রকার পীড়া। বৈদ্যকে লিখিত আছে যে, কুপিত মলই সকল রোগের কারণ, মল শব্দে বায়ু, পিত্ত ও কফ বুঝায়। বায়ু, পিত্ত ও কফ কুপিত হইয়াই রোগোৎপাদন করে।

"সর্ব্বেষামেব রোগাণাং নিদানং কুপিতা মলাঃ।" (বৈদ্যক)

মল শব্দে বিষ্ঠাকেও বুঝায়, কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলে সকল রোগই হইতে পারে।

সর্ব্বরোহিত (ত্রি) সম্পূর্ণরূপে রক্তবর্ণযুক্ত।

(শতপথব্রা° ৩।৪।১।২৩)

সর্ব্বর্ত্তু (পুং) সর্ব্বঃ ঋতুঃ। সকল ঋতু, গ্রীষ্ম প্রভৃতি ষড়্‌ঋতু।

সর্ব্বর্ত্তুক (ত্রি) সকল ঋতুতে উৎপন্ন পুষ্প মাল্য ও ফলাদি দ্বারা শোভিত।

"তস্য মধ্যে সুপর্য্যাপ্তং কারয়েদ্ গৃহমাত্মনঃ।

গুপ্তং সর্ব্বর্ত্তুকং শুভ্রং জলবৃক্ষসমন্বিতং॥" (মনু ৭।৭৬)

'সর্ব্বর্ত্তুকং সর্ব্বর্ত্তুমাল্যফলৈঃ শোভিতং' (মেধাতিথি)

সর্ব্বর্ত্তুপরিবর্ত্ত (পুং) সর্ব্বর্ত্তূনাং পরিবর্ত্তো যত্র। বৎসর, বৎসরে ৬টী ঋতুর পরিবর্ত্তন হয়। (জটাধর)

সর্ব্বর্ত্তুফল (স্ত্রী) সর্ব্বর্ত্তুজাতং ফলং। সকল ঋতুজাত ফল।
"সর্ব্বর্ত্তুকুসুমাকীর্ণে সর্ব্বর্ত্তুফলশোভিতে।" (শিবরাত্রি ব্রতকথা)

সর্ব্বলক্ষণ (স্ত্রী) সর্ব্বং লক্ষণং। সকল প্রকার লক্ষণ, সকল প্রকার চিহ্ন।

সর্ব্বলঘু (ত্রি) যাহার সকলই লঘু।

সর্ব্বলবণ (স্ত্রী) ঔষর লবণ। (রাজনি°)

সর্ব্বলা (স্ত্রী) সর্ব্বং লাতীতি লা-ক, টাপ্। তোমর। (অমর)

সর্ব্বলিঙ্গিন্ (পুং) সর্ব্বেষাং বর্ণাশ্রমাণাং লিঙ্গং চিহ্নমস্ত্যস্যেতি ইনি। ১ পাষণ্ড। (অমর) ভরত লিখিয়াছেন যে, বেদবিরুদ্ধাচার সর্ব্ববর্ণ-চিহ্নধারী বৌদ্ধ-ক্ষপণাদিকে সর্ব্ব-লিঙ্গী কহে। "যে বেদ-বিরুদ্ধাচারেষু সর্ব্ববর্ণচিহ্নধারিষু বৌদ্ধক্ষপণকাদিষু, সর্ব্বেষাং বর্ণাশ্রমাণাং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লিঙ্গমস্ত্যেষামিতি"। (ভরত) পাষণ্ড, ধূর্ত্ত; ইহারা সকল প্রকার বর্ণাশ্রমীর কিছু কিছু লিঙ্গ ধারণ করে। (ত্রি) ২ সকল প্রকার চিহ্ন-ধারী।

সর্ব্বলোক (পুং) সর্ব্বঃ লোকঃ। সমস্ত লোক, নিখিল জগৎ। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড।

সর্ব্বলোকধাতূপদ্রবোদ্বেগপ্রত্যুত্তীর্ণ (পুং) বুদ্ধ।

সর্ব্বলোকপিতামহ (পুং) সর্ব্বলোকস্য পিতামহঃ। ব্রহ্মা। ব্রহ্মার আদেশে মনু এই জগৎ সৃষ্টি করেন, মনুর পিতা ব্রহ্মা, এই জন্য তিনি সকল লোকের পিতামহ নামে অভিহিত।
"তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভং।
তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ॥" (মনু ১।৯)

সর্ব্বলোকভয়াস্তম্ভিতত্ববিধ্বংসনকর (পুং) বুদ্ধভেদ।

সর্ব্বলোকময় (ত্রি) সর্ব্বলোকস্বরূপে ময়ট্। সকল লোকস্বরূপ।

সর্ব্বলোকান্তরাত্মন্ (পুং) সর্ব্বলোকান্তরব্যাপী আত্মাবিশিষ্ট, বিষ্ণু। (ভারত ১৩ প°)

সর্ব্বলোকিন্ (ত্রি) সর্ব্বলোক অস্ত্যর্থে ইনি। সর্ব্বলোক-বিশিষ্ট, সকল লোকযুক্ত।

সর্ব্বলোকেশ (পুং) সর্ব্বলোকানামীশঃ। সকল লোকের অধি-পতি, শ্রীকৃষ্ণ।

সর্ব্বলোকেশ্বর (পুং) সর্ব্বলোকস্য ঈশ্বরঃ। ১ ব্রহ্মা। ২ কৃষ্ণ। ৩ সকল লোকের অধিপতি।

সর্ব্বলোহ (পুং) সর্ব্বো লোহো যস্য। ১ লৌহময় বাণ। ২ সকল ধাতু।

সর্ব্বলোহিত (ত্রি) সর্ব্বলোহিত। (বাজ° ৩।৯।১৭)

সর্ব্বলৌহ (স্ত্রী) তাম্র। (বৈদ্যকনি°)

সর্ব্ববর্ণ (স্ত্রী) সকল প্রকার বর্ণ, ব্রাহ্মণাদি বর্ণসকল।

সর্ব্ববর্ণিকা (স্ত্রী) সর্ব্বং বর্ণয়তীতি বর্ণ-ণ্বুল্ টাপি অত ইত্বং। গাম্ভারীবৃক্ষ। (রাজনির্ঘণ্ট)

সর্ব্ববর্ম্মন্ (পুং) কাতন্ত্রসূত্রপ্রণেতা বৈয়াকরণভেদ।
[শর্ব্ব বর্ম্মন্ দেখ।]

সর্ব্ববল্লভা (স্ত্রী) সর্ব্বেষাং বল্লভা। অসতী নারী, ইহারা সকলেরই প্রিয়া। (ধরণি) (ত্রি) সকলের প্রিয়।

সর্ব্ববাণ্ডনিধন (পুং) একাহভেদ। (শাঙ্খ° শ্রৌ° ১৪।১০।৪)

সর্ব্ববাঙ্ময় (ত্রি) সকল বাক্যস্বরূপ, প্রণব, সকল বাক্যের বীজভূত।
"এক এব পুরা বেদঃ প্রণবঃ সর্ব্ববাঙ্ময়ঃ।
দেবো নারায়ণো নান্য একোঽগ্নির্ব্বর্ণ এব চ॥" (ভাগ° ৯।১৪।৪৮)
'সর্ব্ববাঙ্ময়ঃ সর্ব্বাসাং বাচাং বীজভূতঃ প্রণবঃ [illegible] এব বেদঃ।'

সর্ব্ববাদিন্ (ত্রি) সর্ব্বাং বদতি বদ-ণিনি। ১ সকল বাদী, যিনি সকল বলেন। (পুং) ২ শিব। (ভারত অনুশা°)

সর্ব্ববিক্রয়িন্ (ত্রি) সর্ব্ববিক্রয় অস্ত্যর্থে-ইনি। সকল বস্ত-বিক্রয়কারী, নিষিদ্ধ বস্তবিক্রয়কারী। লবণ, দুগ্ধ প্রভৃতি দ্রব্য বিক্রয় করিতে শাস্ত্রে নিষেধ আছে, এই সকল নিষিদ্ধ দ্রব্য যাহারা বিক্রয় করেন, তাহাদিগকে সর্ব্ববিক্রয়ী কহে।
"নাধ্রিতস্ত্রিবেদোঽপি সর্ব্বাশী সর্ব্ববিক্রয়ী।" (মনু ২।১১৮)

সর্ব্ববিজ্ঞানিন্ (ত্রি) সর্ব্ববিজ্ঞান অস্ত্যর্থে ইনি। সকল বিজ্ঞানবিশিষ্ট, যিনি সকল বিজ্ঞান অবগত আছেন।

সর্ব্ববিদ্ (পুং) সর্ব্বং বেত্তীতি বিদ-ক্বিপ্। পরমেশ্বর, পরব্রহ্ম।
"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।
তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নামরূপমন্নঞ্চ জায়তে॥"(মুণ্ডকোপনিষদ্ ১।১।৯)
(ত্রি) ২ সর্ব্বজ্ঞ।

সর্ব্ববিত্ত্ব (স্ত্রী) সর্ব্ববিদো ভাবঃ ত্ব। সর্ব্ববিদের ভাব বা ধর্ম্ম, সর্ব্বজ্ঞত্ব।

সর্ব্ববিদ্য (ত্রি) সর্ব্বা বিদ্যা যস্য। সকল বিদ্যাবিশিষ্ট, সকল বিষয়ে বিদ্বান্।

সর্ব্ববিদ্যা (স্ত্রী) সর্ব্বা বিদ্যা। সকল বিদ্যা, সকল প্রকার বিদ্যা।

সর্ব্ববিদ্যাময় (পুং) সর্ব্ববিদ্যা স্বরূপে ময়ট্। সকল বিদ্যাস্বরূপ।

সর্ব্ববিদ্যালঙ্কার, সংক্ষিপ্তসারকারকটিপ্পনীপ্রণেতা। ইনি পর-বর্ত্তীকালীয় ছিলেন।

সর্ব্ববিদ্যাবিনোদ ভট্টাচার্য্য (পুং) পদাবলীর একজন কবি।

সর্ব্ববিশ্ব (স্ত্রী) সকল বিশ্ব, সমুদয় জগৎ।

সর্ব্ববীর (ত্রি) সকল পুত্রাদির সহিত যুক্ত।
"জয়াম সর্ব্ববীরয়া বিশা" (ঋক্ ১।১১১।৫)
'সর্ব্ববীরয়া সর্ব্বৈঃ বীরৈঃ পুত্রাদিভিরুপেতয়া' (সায়ণ)

সর্ব্ববীরজিৎ (ত্রি) সকল বীরপুরুষ জয়কারী।

সর্ব্ববেত্তৃ (পুং) সর্ব্ব-বিদ-তৃচ্। সর্ব্ববিদ্, সর্ব্বজ্ঞ।

সর্ব্ববেদ (পুং) সর্ব্বান্ বেদানধীতে ইতি (তদধীতে তদ্বেদ-

সর্ব্বসমতা (স্ত্রী) সকলের প্রতি সমান জ্ঞান বা ব্যবহার, সমুদায়ের ঐকমত্য।

"স সর্ব্বসমতামেত্য ব্রহ্মাভ্যেতি পরং পদং।" (মনু ১২।১২৫)

সর্ব্বসমৃদ্ধ (ত্রি) সর্ব্বস্মিন্ সমৃদ্ধঃ। সকল বিষয়ে সমৃদ্ধ। সকল বিষয়ে সম্পন্ন।

সর্ব্বসম্পন্ন (ত্রি) সর্ব্বসমৃদ্ধ, সকল বিষয়ে সম্পন্ন।

সর্ব্বসম্পন্নশস্যা (স্ত্রী) বসুমতী, পৃথিবী।

সর্ব্বসম্ভব (পুং) সর্ব্ববিষয়ের প্রভব স্বরূপ। যাঁহা হইতে সকল বিষয় উৎপন্ন। (মার্ক° পু° ৫৭।৮)

সর্ব্বসর (পুং) মুখরোগবিশেষ।

"স্ফোটৈঃ সতোদৈর্ব্বদনং সমন্তাদ্
যস্যাচিতং সর্ব্বসরঃ স বাতাৎ।" (ভাবপ্র° মুখরোগাধি°)

বাত, পিত্ত ও কফভেদে ইহা তিন প্রকার। বাতজন্য সর্ব্বসররোগে মুখের জিহ্বাদি সর্ব্বাবয়ব ব্যাপিয়া সূচিবিদ্ধবৎ বেদনাযুক্ত স্ফোটক উৎপন্ন হয়। পিত্তজন্য হইলে এই রোগে রক্ত বা পীতবর্ণ এবং দাহযুক্ত অল্প স্ফোটক উৎপন্ন হইয়া থাকে। কফজ সর্ব্বসররোগে শরীরের সমান বর্ণবিশিষ্ট কণ্ডূ ও স্বল্প বেদনাযুক্ত স্ফোটক উৎপন্ন হইতে দেখা যায়।

চিকিৎসা—বাতজ সর্ব্বসররোগে বাতঘ্ন চূর্ণ ও সৈন্ধব দ্বারা প্রতিসারণ এবং বাতঘ্ন ঔষধ দ্বারা তৈল পাক করিয়া কবল ও নস্য প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে। পিত্তজন্য সর্ব্বসররোগে বিরেচনাদি দ্বারা কায়শোধন করিয়া সকল প্রকার পিত্তনাশক ক্রিয়া এবং মধুর ও শীতল দ্রব্য প্রয়োগ করিবে। কফজন্য সর্ব্বসররোগে কফঘ্ন প্রতিসারণ, গণ্ডূষ, ধূম ও সংশোধন ক্রমান্বয়ে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। (ভাবপ্র° মুখরোগা°)

[মুখরোগ শব্দ দেখ]

সর্ব্বশস্য (ত্রি) সকল প্রকার শস্যযুক্ত। (হেম)

স্ত্রিয়াং টাপ্। সর্ব্বশস্যা = ধান্যাদি শস্যবিশিষ্টা। বসুন্ধরা।

সর্ব্বসহ (পুং) সর্ব্বং সহতে ইতি সহ-অচ্। ১গুগ্‌গুলু। (রত্নমালা) (ত্রি) ২ সকল সহিষ্ণু। সর্ব্বং সহ-স্ত্রিয়াং টাপ্। পুরাণবর্ণিত উশীনরের পত্নীভেদ। (ভারত ১৩ প°)

সর্ব্বসাক্ষিন্ (পুং) সকলের সাক্ষি-স্বরূপ। ব্রহ্ম।

সর্ব্বসাদ (ত্রি) সর্ব্বং সীদতি লীয়তেঽস্মিন্, সদ-অপ্। যাহাতে সকল লীন হয়।

সর্ব্বসাধন (ক্লী) সর্ব্বং সাধ্যতেঽনেন সাধ-ল্যুট্। স্বর্ণ, যাহা দ্বারা সকল কার্য্য সাধিত হয়। (বৈদ্যকনি°)

সর্ব্বসাধারণ (ত্রি) সকল এবং সাধারণ।

সর্ব্বসামান্য (ত্রি) সর্ব্বসাধারণ।

সর্ব্বসার (ক্লী) সকল বিষয়ের সার।

সর্ব্বসারঙ্গ (পুং) নাগভেদ। (ভারত আদিপর্ব্ব)

সর্ব্বসারসংগ্রহণীলিপি (স্ত্রী) লিপিবিশেষ। ললিতবিস্তরে এই লিপির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

সর্ব্বসারোপনিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদ্‌ভেদ। এই উপনিষদের শঙ্করাচার্য্যকৃত প্রণীত ভাষ্য দেখিতে পাওয়া যায় না।

সর্ব্বসাহ (ত্রি) সর্ব্বং সহতে সহ-ণি। সকল সহনকারী, যিনি সকল সহ্য করিতে পারেন, সর্ব্বংসহ।

সর্ব্বসিদ্ধা (স্ত্রী) শুক্লপক্ষের চতুর্থী, নবমী ও চতুর্দ্দশী রজনী।

সর্ব্বসিদ্ধার্থ (ত্রি) সর্ব্বসিদ্ধিঃ অর্থঃ প্রয়োজনং যস্য। সর্ব্বসিদ্ধ-কামাকল, যাহার সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে।

"অরোগাঃ সর্ব্বসিদ্ধার্থাশ্চতুর্ব্বর্ষশতায়ুষঃ।" (মনু ১।৮৩)

সর্ব্বসিদ্ধি, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর বিজাগাপাটম জেলার একটী তালুক। ভূপরিমাণ ১১১ বর্গমাইল। শেলমাঞ্চিলিনগর এখানকার বিচারসদর।

সর্ব্বসিদ্ধি (পুং) সর্ব্বেষাং সিদ্ধির্যস্মাৎ। ১ শ্রীফল। (শব্দচ°) ২ সকল সাধন।

সর্ব্বসুখদুঃখনিরন্তিনস্মিন্ (পুং) সমাধিভেদ।

সর্ব্বসুরভি (পুং) সম্যক্ সুরভি।

সর্ব্বসূক্ষ্ম (পুং) কৃষ্ণ। (ভারত ১২ প°)

সর্ব্বসেন (পুং) সর্ব্বা সেনা যস্য, বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদ প্রকৃতি-স্বরত্বং। কৃৎস্নসেনাযুক্ত, সমগ্র সেনাবিশিষ্ট।

"নি সর্ব্বসেন ইষুধীন্" (ঋক্ ১।৩৩।৩)

'সর্ব্বসেনঃ কৃৎস্নসেনাযুক্তঃ' (সায়ণ)

সর্ব্বসেন, যশোধরচরিত ও হরিবিজয়কাব্য প্রণেতা। ধ্বন্যালোকে আনন্দবর্দ্ধন ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

সর্ব্বসৌবর্ণ (ত্রি) সুবর্ণময়। (পা ৬।২।৯৩)

সর্ব্বস্তোম (পুং) একাহভেদ। (কাত্যা° শ্রৌ° ২০।৮।১৩) (ত্রি) সমগ্রস্তোমযুক্তবিশিষ্ট।

সর্ব্বস্থানগবাট (পুং) বণিক্‌বিশেষ। (কথাসরিৎসা° ৬৬।২৩)

সর্ব্বস্ব (ক্লী) সর্ব্বং স্বং। সমুদয় ধন, সকল অর্থ। তন্ত্রসারে লিখিত আছে যে, দীক্ষাগ্রহণের পর গুরুকে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিতে হয়, তাহাতে অসমর্থ হইলে তদর্দ্ধ, বা তাহার অর্দ্ধ পরিমাণ প্রদান করিবে।

"গুরবে দক্ষিণাং দদ্যাৎ প্রত্যক্ষায় শিবাত্মনে।
সর্ব্বস্বং বা তদর্দ্ধং বা তদর্দ্ধং বা তদাজ্ঞয়া॥" (তন্ত্রসার)

সর্ব্বস্বরিত (ত্রি) স্বরিত পাঠের যুক্ত। (বাজসনেয় প্রাতি° ২।২)

সর্ব্বস্বর্ণময় (ত্রি) সম্পূর্ণরূপে স্বর্ণমণ্ডিত।

সর্ব্বস্বার (পুং) একাহভেদ।

সর্ব্বস্থিন্ (পুং) বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এই

জাতির বিষয় লিখিত আছে। গোপজাতীয় কন্যাতে নাপিতের ঔরসে এই সঙ্করজাতির উৎপত্তি। (ব্রহ্মবৈ° ব্রহ্মখ° ১০অ°) (ত্রি) ২ সকল ধনবিশিষ্ট, সকল ধনযুক্ত।

সর্ব্বহত্যা (স্ত্রী) সকলের নাশ।

সর্ব্বহর (পুং) হরতীতি হৃ-অচ্, হরঃ, সর্ব্বস্য হরঃ। ১ সকল নাশকারী, সকল হরণকারী। ২ যম।

সর্ব্বহরণ (ক্লী) সর্ব্বস্য হরণং। সকল হরণ, সকল নাশ।

সর্ব্বহরি (পুং) হরিমমণ্ডর সূক্ত। (ঋক্ ১০।৯৬।১-৩)

সর্ব্বহর্ষকর (ত্রি) সকল আনন্দদায়ক।

সর্ব্বহায়স (ত্রি) বহুবলযুক্ত। (অথর্ব্ব ৮।২।৭)

সর্ব্বহার (পুং) সর্ব্বস্য হারঃ হরণং। সকল হর।

"তানি নির্হৃত্য লোভাৎ সর্ব্বহারং হরেন্নৃপঃ।" (মনু ৮।৩৯৯)

সর্ব্বহারিন্ (ত্রি) সর্ব্বং হরতি হৃ-ণিনি। সকল হরণকারী, কাল সকল বস্তুকে হরণ করে।

সর্ব্বহিত (ক্লী) সর্ব্বস্মিন্ হিতং। ১ মরিচ। (রাজনি°) (ত্রি) ২ সকল হিতকারক।

সর্ব্বহুৎ (ত্রি) সর্ব্বাত্মক পুরুষ যে যজ্ঞে হুত হন, তাঁহাকে সর্ব্বহুৎ কহে।

"সর্ব্বহুতঃ সম্ভৃতং পৃষদাজ্যং" (ঋক্ ১০।৯০।৮)

'সর্ব্বহুৎ সর্ব্বাত্মকঃ পুরুষো যস্মিন্ যজ্ঞে হূয়তে সোঽয়ং সর্ব্বহুৎ' (সায়ণ)

সর্ব্বহুত (ত্রি) যজ্ঞ। (অথর্ব্ব° ১৮।৪।১৩)

সর্ব্বহুতি (স্ত্রী) যজ্ঞ। যাহাতে নানা দ্রব্য আহুতি দেওয়া হয়।

সর্ব্বহৃদ্ (ত্রি) অবিকল হৃদয়বিশিষ্ট, ■ সকল ঋত্বিক্‌দিগের হৃদয়। "সর্ব্বহৃদা দেবকামঃ সুনোতি" (ঋক্ ১০।১৬০।৩) 'সর্ব্বহৃদা সর্ব্বমবিকলং হৃদয়ং যস্ত যথা সর্ব্বৈষামৃত্বিজাং হৃদয়েন, সামর্থ্যাৎ মধ্যমো লক্ষ্যতে, হৃদয়বতা মনসা' (সায়ণ)

সর্ব্বহোম (পুং) যজ্ঞে সকল দ্রব্যের হোম।

(কাত্যা° শ্রৌ° ৬।১০।২৯)

সর্ব্বাকরপ্রভাকর (পুং) সমাধিভেদ। (বৃহৎপঙ্ক্তিবাদ)

সর্ব্বাকর-বরোপেত (পুং) সমাধিভেদ।

সর্ব্বাক্ষ (পুং) ১ রুদ্রাক্ষ বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

সর্ব্বাক্ষিরোগ (পুং) সর্ব্ব নেত্রগতরোগ। সমস্ত নেত্র ব্যাপিয়া এই রোগ উৎপন্ন হয়, এই জন্য ইহাকে সর্ব্বাক্ষিরোগ কহে। এই রোগ ষোড়শ প্রকার। বাতাভিষ্যন্দ, অধিমন্থ, হতাধিমন্থ, অন্যতোবাত, মিতনেত্র, পিত্তাভিষ্যন্দ, রক্তাভিষ্যন্দ, শুষ্কাক্ষিপাক, সশোফাক্ষিপাক, অক্ষিপাকাত্যয়, অম্লোষিত, সন্নিপাতাভিষ্যন্দ, বাতপিত্তাভিষ্যন্দ, বাতকফাভিষ্যন্দ ও পিত্ত-শ্লেষ্মাভিষ্যন্দ এই ষোড়শ প্রকার সর্ব্বাক্ষিরোগ। ইহাদের লক্ষণ ও চিকিৎসাদির বিষয় সুশ্রুত, ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থে বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। [চক্ষুরোগ, নেত্ররোগ ও তত্তৎ শব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

সর্ব্বাখ্য (পুং) পারদ। (রসকৌ°)

সর্ব্বাগমোপনিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদ্ভেদ। এই উপনিষদের শঙ্করাচার্য্য প্রণীত ভাষ্য দেখিতে পাওয়া যায় না।

সর্ব্বাগ্নেয় (ত্রি) সকল অগ্নিসম্বন্ধীয়। (শাঙ্খা° শ্রৌ° ১৪।৪।৬)

সর্ব্বাঙ্গ (ক্লী) সর্ব্বং অঙ্গং। ১ সকল অবয়ব। (পুং) ২ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৩৫)

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর (ত্রি) সর্ব্বস্মিন্ অঙ্গে সুন্দরঃ। যাহার সকল অঙ্গ সুন্দর, মনোরম।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দররস (পুং) কাসাধিকারোক্ত ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—রস ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, সোহাগার খই ২ তোলা (এই খই উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ছাঁকিয়া লইবে), মুক্তা, প্রবাল, ও শঙ্খ প্রত্যেকে ২ তোলা, স্বর্ণ ।০ অর্দ্ধতোলা, এই সকল দ্রব্য নিম ছালের রসে মাড়িয়া গোলাকার করিয়া পশ্চাৎ তীব্র অগ্নিতে বদ্ধ মূষায় গজপুটে পাক করিবে। পাক শীতল হইলে তুলিয়া লইবে, তৎপরে লৌহ অর্দ্ধতোলা ও হিঙ্গুল ।০ আনা পরিমাণ ইহার সহিত মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে মাড়িবে। ইহার মাত্রা ২ রতি, অনুপান পিপ্পলচূর্ণ ও মধু।

এই ঔষধ শুভদিনে মহাদেব প্রভৃতি পূজা করিয়া সেবন করিতে হয়। এই ঔষধ সেবন করিলে সকল প্রকার কাসরোগ আশু প্রশমিত হয়। বিশেষতঃ ক্ষয় ও রাজযক্ষ্মরোগে ইহা বিশেষ উপকারী। বাতপিত্তজ্বর, ঘোর সন্নিপাতজ্বর, অর্শ, গ্রহণী, গুল্ম, মেহ ও ভগন্দর প্রভৃতি রোগেও ইহা বিশেষ উপকারী। (ভৈষজ্যরত্না° কাসাধি°)

অন্য—সমানাংশ পারদ ও গন্ধক হাতিশুঁড়ার রস ও ভূম্যামলকীর রসে ৭ দিন মাড়িয়া মূষা বদ্ধ করিয়া বালুকাযন্ত্রে মৃদু সন্তাপে দিবারাত্র পাক করিবে। শীতল হইলে ইহা গ্রহণ করিবে। ইহা ৫ক রতি পরিমাণে পানের রসের সহিত সেবনীয়। ইহা সেবনে ক্ষুধাবোধ ও সমুদয় উদররোগনাশ হয়। ইহা বলকর ও হৃদ্য। রসচন্দ্রিকাকার এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দররসকে শীত-ভঞ্জনাদে আখ্যা দিয়াছেন। (রসেন্দ্রসারস° আমশমরণাধি°)

অন্যবিধ—শূলরোগাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—পারদ, তাম্র, মনঃশিলা, স্বর্ণমাক্ষিক, হরিতাল, রজত, স্বর্ণ, রস, লৌহ, অভ্র, গুলী, পঞ্চলবণ, গন্ধক, সমভাগ শুঁঠ, জয়ন্তী, ভাঙ, গজপিপ্পলী, ধুস্তুর, ইহাদের প্রত্যেকের রসে এক একবার ভাবনা দিয়া একমাষা পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এরণ্ডমূলের রস ও শুণ্ঠিচূর্ণ, অনুপানে

সেবন করিলে কফবাতরোগ এবং শুঁঠ, পিপুল, সৌবর্চ্চল-লবণ, হিঙ্গু, করঞ্জবীজ ও উষ্ণজল অনুপানে সেবন করিলে সকল শূলরোগ আশু প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রসারস° শূলরোগাধি°)

অন্যবিধ—বাতব্যাধি-রোগাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—পারা, অভ্র, তাম্র, লৌহ, হিঙ্গুল, গন্ধক, প্রত্যেকের দুইতোলা, সপ্তপর্ণ, আকন্দ, সীজ-দুগ্ধ, বাসক ও এরণ্ড-রসে ভাবনা দিয়া বিষমুষ্টি দুই তোলা মিশাইয়া বালুকা-যন্ত্রে দুই প্রহর পাক করিয়া পিপ্পলীচূর্ণ ও বিষ একভাগ মিশ্রিত করিয়া ২ রতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিতে হইবে। এই ঔষধসেবনে বাতব্যাধি ও শূলরোগ প্রশমিত হয়।

(রসেন্দ্রসারসংগ্রহ বাতব্যাধিরোগা°)

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর-মহাগন্ধক,—প্রস্তুতপ্রণালী—পারদ, গন্ধক প্রত্যেকে দুই তোলার কজ্জলী করিয়া জাতীফল, মৈত্রী, লবঙ্গ, তেজপত্র, নিশিন্দাপত্র, এলাচবীজ, প্রত্যেকে দুই তোলা মিশ্রিত করিয়া জিহ্বকে পুরিয়া পুটপাকে পাক করিতে হইবে। মাত্রা ৩ রতি। ইহা যদি পুটপাক না করা হয়, তাহা হইলে তাহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কহে। বালকের পক্ষে ইহা মহৌষধ। এই ঔষধ দীপন এবং বল ও বর্ণ-প্রসাধন। এই ঔষধ জ্বর, গ্রহণী, প্রবাহিকা, সূতিকা, রক্তার্শ প্রভৃতি সর্ব্বব্যাধি-বিনাশক। এই ঔষধ বালকের পিশাচ, দানব ইত্যাদি বিঘ্ননাশক। (রসেন্দ্রসারস° গ্রহণী-রোগাধি°)

সর্ব্বাঙ্গিন্ (ত্রি) সর্ব্বাঙ্গং ব্যাপ্নোতি। পা ৫।২।৭) ইতি খ। সর্ব্বাবয়ব সম্বন্ধযুক্ত, সর্ব্বাবয়বব্যাপ্ত। (ভট্টি ৪।১০)

সর্ব্বাজীব (ত্রি) সমস্ত উপজীবিকাবিশিষ্ট।

সর্ব্বাণী (স্ত্রী) সর্ব্বস্য পত্নী সর্ব্ব-(ইন্দ্রবরুণভবসর্ব্বেতি। পা ৪।১।৪৯) ইতি ঙীষ্, আনুগাগমশ্চ। শর্ব্বাণী, দুর্গা। ইহার নামনিরুক্তি এইরূপ লিখিত আছে যে, যিনি চরাচর বিশ্ব সকলকে মোক্ষ প্রদান করেন, তাঁহাকে সর্ব্বাণী কহে।

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ৫০ অ°)

সর্ব্বাতিথি (পুং) প্রত্যেক তিথি।

সর্ব্বাতিরথজিৎ (ত্রি) সর্ব্বাতিরথং জয়তি জি-ক্বিপ্, তুক্ চ। সকল অতিরথদিগকে যিনি জয় করেন। (ভাগবত ৯.২২।৩৩)

সর্ব্বাতিসারিন্ (ত্রি) সকল প্রকার অতিসারযুক্ত।

সর্ব্বাত্মক (পুং) সর্ব্ব আত্মা যস্য। সর্ব্বাত্মন্, সর্ব্বস্বরূপ।

সর্ব্বাত্মদৃশ্ (ত্রি) সর্ব্বাত্মদৃশ-ক্বিপ্। সর্ব্বদ্রষ্টা, সকল অবলোকনকারী।

সর্ব্বাধার (পুং) সকলের আধার।

সর্ব্বাধিকার (পুং) সকলের অধিকার।

সর্ব্বাধিকারিন্ (ত্রি) সকল অধিকারবিশিষ্ট।

সর্ব্বাধিপত্য (ক্লী) সকলের আধিপত্য, সকলের উপর প্রভুত্ব।

সর্ব্বাধ্যক্ষ (পুং) সকলের অধ্যক্ষ।

সর্ব্বান্, (শরবাণ) যুক্তপ্রদেশের অযোধ্যা বিভাগের উন্নাও জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। উন্নাও নগর হইতে ২৩ মাইল পূর্ব্বে ও পূর্ব্বা হইতে ৬ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬°৩৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°৫৩´ পূঃ। এই গ্রামটী বহুপ্রাচীন। এখানকার প্রাচীন কীর্ত্তিস্বরূপ এখানে একটী শিবমন্দির বিদ্যমান আছে। এই নগরের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কিংবদন্তী আছে যে, অযোধ্যাপতি মহারাজ দশরথ এক সময়ে এই প্রদেশে মৃগয়া করিতে আইসেন। রজনী উপস্থিত হইলে তিনি সর্ব্বান্ নামক স্থানে একটী দীর্ঘিকা-তটে শিবির স্থাপন করেন। গভীর রাত্রে সেই স্থলে সর্ব্বান্ নামে এক বৈশ্য ঋষি আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি তাঁহার অন্ধ পিতামাতাকে লইয়া তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হইয়াছিলেন। পিপাসাতুর সর্ব্বান্ এখানে তাঁহার পিতামাতাকে স্বীয় স্কন্ধ হইতে ভূতলে রক্ষা করিয়া স্বয়ং জলপানার্থ পুষ্করিণীতে নামিলেন। জলের বুদ্বুদ্ শব্দে রাজা দশরথ মনে অনুমান করিলেন, বোধ হয় কোন বন্য জন্তু জলপানার্থ আসিয়াছে। তিনি সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া বাণত্যাগ করিলেন। বাণাঘাতে সর্ব্বান্ দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার আর্ত্তনাদে পিতামাতা পুত্রের সর্ব্বনাশ মনে করিয়া পুত্রঘাতীকে অভিশাপ প্রদান করিলেন এবং উভয়ে দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গগামী হইলেন।

সর্ব্বানের নামানুসারে এই স্থান পরে সর্ব্বান্ নামেই খ্যাত এবং এখানে একটী নগরও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ঋষির অভিশপ্ত স্থান বলিয়া কোন ক্ষত্রিয়সন্তানই এই নগরে বাস করেন না, কারণ যেকেহ কোন সময়ে এখানে আসিয়া বাস করিয়াছেন, তাহারই কোন না কোনরূপ অমঙ্গল ঘটিয়াছে। এখনও সর্ব্বান্ নগরে সেই দীর্ঘিকা বিদ্যমান আছে। তাহারই তটে একটী বৃক্ষমূলে সর্ব্বানের প্রস্তরপ্রতিমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। সর্ব্বান্ এখানে পিপাসাশান্তি না হইতেই নিহত হন। স্থানীয় লোকে সেই পিপাসাতুর ঋষির প্রেতের শান্তিকামনায় ঐ প্রস্তরমূর্ত্তির নাভিকুণ্ডে জল দিতে থাকেন। আশ্চর্য্যের বিষয় নাভিকুণ্ডে যতই জল কেন দেওয়া হউক না, উহা অবিলম্বে শুষ্ক হইয়া যায়।

সর্ব্বানন্দ (ত্রি) সর্ব্বস্মিন্ বিষয়ে আনন্দ যস্য। ১ সকল বিষয়ে আনন্দযুক্ত, যাহার সকল বিষয়েই আনন্দ। (পুং) ২ সকল প্রকার আনন্দ।

সর্ব্বানন্দ, ১ পদাবলীধৃত একজন কবি। ২ ত্রিশংসার্থদীপিকাপ্রণেতা। ৩ ব্রহ্মামালাকাথাবচরিতা।

সর্ব্বানন্দকবি, সদুপহারমঞ্জরীপ্রণেতা।

সর্ব্বানন্দনাথ, সর্ব্বোল্লাসতন্ত্ররচয়িতা।

সর্ব্বানন্দমিশ্র, একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। ইঁহার বংশে সাংখ্যতত্ত্ববিলাসপ্রণেতা রঘুনাথ তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য আবির্ভূত হন।

সর্ব্বানন্দ বন্দ্যঘটীয়, অমরকোষটীকাপ্রণেতা। রায়মুকুট ইঁহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

সর্ব্বানন্দীমেল, (দেশজ) রাঢ়ীয় শ্রেণী-কুলীনদিগের মেলভেদ। [মেল ও কুলীন শব্দ দেখ]

সর্ব্বানবদ্যাঙ্গ (ত্রি) সর্ব্বং অনবদ্যং অনিন্দিতং অঙ্গং যস্য। সকল অনিন্দিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, সকল সুন্দর অঙ্গযুক্ত।

সর্ব্বানুকারিণী (স্ত্রী) সর্ব্বমনুকরোতীতি কৃ-ণিনি-ঙীষ্। শালপর্ণী।

সর্ব্বানুক্রম[ণিকা] (পুং) বেদের অনুক্রমণিকা।

সর্ব্বানুদাত্ত (ত্রি) সকল অনুদাত্ত স্বরবিশিষ্ট।

সর্ব্বানুভূ (ত্রি) সর্ব্ব-অনু-ভূ-ক্বিপ্। সকল বিষয়ের অনুভবকারী।

সর্ব্বানুভূতি (স্ত্রী) সর্ব্বেষামনুভূতির্যস্য। শ্বেতত্রিবৃতা। (অমর) (পুং) ২ চতুর্বিংশতিভূতার্হদ্‌গণের অন্তর্গত অর্হদ্‌বিশেষ। (হেম)

সর্ব্বান্তক (ত্রি) সর্ব্বং অন্তয়তি অন্ত-ণ্বুল্। সকলের অন্তকারী, যিনি সকলকে নাশ করেন, যম।

সর্ব্বান্তকৃৎ (ত্রি) সর্ব্বান্তং করোতি কৃ-ক্বিপ্, তুক্ চ। সকলের অন্তকারী, যম।

সর্ব্বান্তর (ত্রি) সকল অন্তরযুক্ত।

সর্ব্বান্তরস্থ (ত্রি) সকল অন্তরস্থিত।

সর্ব্বান্তরাত্মন্ (পুং) সকলের অন্তরাত্মা।

সর্ব্বান্তর্যামিন্ (পুং) সকলের অন্তর্যামী।

সর্ব্বান্নভক্ষক (■) ভক্ষয়তীতি ভক্ষ-ণ্বুল্, সর্ব্বেষামন্নং সর্ব্বান্নং তস্য ভক্ষকঃ। সকলান্নভোজী। পর্য্যায়—উদরপিশাচ, সর্ব্বান্নীন। (হেম) সর্ব্বান্ন ভক্ষণ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। যিনি প্রায়শ্চিত্ত না করেন তাহার পাতিত্য জন্মে। [প্রায়শ্চিত্ত দেখ]

সর্ব্বান্নভোজিন্ (ত্রি) সর্ব্বেষাং চতুর্ণাং বর্ণানামেবান্নং ভুঙ্‌ক্তে ভুজ-ণিনি। সকলের অন্নভক্ষক, চতুর্ব্বর্ণের অন্নভোক্তা।

সর্ব্বান্নীন (ত্রি) সর্ব্বান্নানি ভক্ষয়তীতি সর্ব্বান্ন (অনুপদসর্ব্বান্নায়ানয়মিতি। পা ৫।২।৯) ইতি খ। সর্ব্বান্নভোজী, সকলের অন্নভক্ষক। (অমর)

সর্ব্বাপরত্ব (স্ত্রী) সর্ব্ব ও অপরের ভাব ও ধর্ম্ম।

সর্ব্বাপ্তি (স্ত্রী) সকল বিষয়ের প্রাপ্তি। (ঐতরেয়ব্রা° ৮।৭)

সর্ব্বাভাব (পুং) সকল প্রকার অভাব। (মনু ৯।১৮৮)

সর্ব্বাভিভূ (পুং) ১ বুদ্ধ। (ললিতবি°) (ত্রি) সর্ব্বং অভিভবতি ভূ-ক্বিপ্। ২ সকলের অভিভবকারী।

সর্ব্বাভিসন্ধক (ত্রি) সকল বিষয়ে অভিসন্ধানকারী।

সর্ব্বাভিসন্ধিন্ (পুং) সর্ব্বস্মিন্ বিষয়ে অভিসন্ধাতুং জানাতীতি ইনি। বৈড়ালব্রতিক, ছদ্মতাপস, যাহারা ভিতরে বিষয়চিন্তা করিয়া বাহিরে তপস্বীর ভাণ করে। (ত্রিকা°) ২ সকলাভিসন্ধানবিশিষ্ট।

সর্ব্বাভিসার (পুং) সর্ব্বেষামভিসারো যত্র। চতুরঙ্গ সৈন্যসমাহ।

সর্ব্বায়স (ত্রি) সকল লৌহময়।

সর্ব্বার, রাজপুতনার কিষেণগড় রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর।

সর্ব্বার্থ (পুং) ১ সকল অর্থ, সকল প্রয়োজন। (ত্রি) ২ সকল প্রয়োজনবিশিষ্ট।

সর্ব্বার্থচিন্তক (ত্রি) সর্ব্বার্থং চিন্তয়তি চিন্তি ণ্বুল্। যিনি সর্ব্বার্থ বিষয় চিন্তা করেন। রাজা প্রতিনগরে এক একজন সর্ব্বার্থচিন্তক ব্যক্তি নিয়োগ করিবেন।

"নগরে নগরে চৈকং কুর্য্যাৎ সর্ব্বার্থচিন্তকং।" (মনু ৭।১২১)

সর্ব্বার্থনামন্ (ত্রি) বোধিসত্ত্বভেদ।

সর্ব্বার্থসাধক (ত্রি) সর্ব্বান্ অর্থান্ সাধয়তীতি সাধি-ণ্বুল্। সকল প্রয়োজনকারী, সর্ব্বার্থসাধনকারী।

সর্ব্বার্থসাধিকা (স্ত্রী) সর্ব্বার্থ সাধি-ণ্বুল্ টাপি অত ইত্বং। দুর্গা। (চণ্ডী)

সর্ব্বার্থসিদ্ধ (পুং) শাক্যমুনি, বুদ্ধ। (অমর)
(ত্রি) ২ সকল প্রয়োজন সিদ্ধিযুক্ত।

সর্ব্বার্থসিদ্ধি (পুং) ১ জৈনমতে দেবগণভেদ। (স্ত্রী) ২ সকল অর্থসিদ্ধি।

সর্ব্বার্থানুসাধিনী (স্ত্রী) সর্ব্বানর্থান্ অনুসাধয়তীতি অনু-সাধি-ণিনি ঙীষ্। দুর্গা।

সর্ব্বাবসর (পুং) সর্ব্বেষামবসরো যত্র। অর্দ্ধরাত্র। (ত্রিকা°) এই সময় সকলের অবসর,এই জন্য এই সময়কে সর্ব্বাবসর কহে।

সর্ব্বাবসু (পুং) সূর্য্যরশ্মিভেদ।

সর্ব্বাবাস (পুং) শিব। (ভারত ১২ পর্ব্ব)

সর্ব্বাশিন্ (ত্রি) সর্ব্বং অশ্নাতি অশ-ণিনি। সর্ব্বভক্ষক, সকল দ্রব্যভোজনকারী।

সর্ব্বাশ্চর্য্যময় (ত্রি) সকল আশ্চর্য্যস্বরূপ, অদ্ভুত। (ভাগ° ১।৮।১৬)

সর্ব্বাশ্য (স্ত্রী) সর্ব্ব ভক্ষ্য।

সর্ব্বাশ্রমিন্ (ত্রি) সকল আশ্রমবিশিষ্ট।

সর্ব্বাস্তিবাদ (পুং) বৌদ্ধমতভেদ।

সর্ব্বাস্ত্রমহাজ্বালা (স্ত্রী) জৈনদিগের ষোড়শ বিদ্যাদেবীর অন্তর্গত দেবীবিশেষ। (হেম)

সর্ব্বাস্ত্রা (স্ত্রী) সর্ব্বাণি অস্ত্রাণি যস্যাঃ। ষোড়শ বিদ্যাদেবীর অন্তর্গত দেবীবিশেষ। (হেম) ২ সকল অস্ত্রযুক্তা।

সর্ব্বাস্য (ক্লী) সকল মুখ।

সর্ব্বাহম্মানিন্ (ত্রি) সর্ব্বঃ অহমস্মীতি মন-ণিনি। আমিই সকল এইরূপ যিনি বিবেচনা করেন।

সর্ব্বাহ্ন (পুং) সর্ব্বমহঃ (রাজাহঃসখিভ্যষ্টচ্। পা ৫।৪।৯১) ইতি টচ্, (অহ্নোহ্ন এতেভ্যঃ। পা ৫।৪।৮৮) ইতি অহ্নাদেশঃ। পক্ষে। সমস্ত দিন, সকল দিবস।

সর্ব্বাহ্নিক (ত্রি) সকল দিনের কার্য্য। সকল দিন সম্বন্ধীয়।

সর্ব্বীয় (ত্রি) সর্ব্বস্মৈ হিতঃ সর্ব্ব (সর্ব্বাণ্ণস্য বা বচনং। পা ৫।১।১০) ইতি ছ। সর্ব্বসম্বন্ধী।

সর্ব্বেপল্লী, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর নল্লুর জেলার গুদুর তালুকের অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ১৪°১১'৩০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°৩'৪০" পূঃ। এখানে রোহিল্লাদিগের একটী প্রাচীন দুর্গ বিদ্যমান। শস্যক্ষেত্রাদিতে জল সরবরাহের জন্য এখানে একটী সুন্দর দীর্ঘিকা (Irrgation tank) আছে, পেন্নার নদীর সন্নিকট হইতে উহা জলপূর্ণ করিয়া রাখা হয়।

সর্ব্বেশ (পুং) সর্ব্বস্য ঈশঃ। সর্ব্বেশ্বর।

সর্ব্বেশ্বর (পুং) সর্ব্বেষামীশ্বরঃ। ১ শিব। ২ সার্ব্বভৌম। (ত্রি) ৩ নিখিলপ্রভু। (ভাগবত ৬।৯।৩১)

সর্ব্বেশ্বর, কামদুঘটীকাপ্রণেতা ভাস্করনৃসিংহের গুরু। ২ পদ্যাবলীধৃত একজন কবি।

সর্ব্বেশ্বরত্ব (ক্লী) সর্ব্বেশ্বরস্য ভাবঃ ত্ব। সর্ব্বেশ্বরের ভাব বা ধর্ম্ম।

সর্ব্বেশ্বর দেব, একজন হিন্দু নরপতি।

সর্ব্বোরু ত্রিবেদী, বিবাদসারার্ণব নামক একখানি ব্যবহারশাস্ত্রপ্রণেতা। ইনি মিথিলাবাসী ব্যবহার-শাস্ত্রবিদ্ ছিলেন। সর উইলিয়ম জোন্সের অনুরোধে ইনি উক্ত গ্রন্থ সঙ্কলন করেন।

সর্ব্বোল্লাসতন্ত্র, একখানি তন্ত্রগ্রন্থ। সর্ব্বানন্দনাথ বিরচিত।

সর্ব্বেষ্টদ (ত্রি) সর্ব্বেষ্টং দদাতি দা-ক। সকল অভিলষিত বস্তুদানকারী।

সর্ব্বৈশ্বর্য্য (ক্লী) সকল প্রকার ঐশ্বর্য্য।

সর্ব্বোচ্ছেদন (ক্লী) সমূলে উচ্ছেদ।

সর্ব্বোত্তম (ত্রি) সকলের মধ্যে উত্তম, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

সর্ব্বোদাত্ত (ত্রি) সকল উদাত্ত স্বরবিশিষ্ট।

সর্ব্বোদ্যুক্ত (ত্রি) সকল বিষয়ে উদ্যোগী।

সর্ব্বোপধ (ত্রি) সকল উপধাস্বরযুক্ত।

সর্ব্বোপনিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদ্‌ভেদ। এই উপনিষদের শঙ্করাচার্য্য প্রণীত ভাষ্য দেখিতে পাওয়া যায় না।

সর্ব্বৌঘ (পুং) সর্ব্বেষামোঘো যত্র। চতুরঙ্গ সৈন্যসমূহ। (অমর) ২ জলবেগ। (মেদিনী)

সর্ব্বৌষধ (ক্লী) সর্ব্বৌষধি।

সর্ব্বৌষধি (পুং) সর্ব্ব ওষধয়ো যত্র। ঔষধিবর্গবিশেষ। কুষ্ঠ, জটামাংসী, হরিদ্রা, বচ, শৈলেয়, চন্দন, মুরা, রক্তচন্দন, কর্পূর ও মুস্ত এই সকল দ্রব্যকে সর্ব্বৌষধিগণ কহে।

"কুষ্ঠমাংসী হরিদ্রাদির্বচা শৈলেয়চন্দনৈঃ।
মুরাচন্দনকর্পূরৈঃ মুস্তঃ সর্ব্বৌষধিঃ স্মৃতঃ॥" (রাজনি°)

অন্যবিধ—মুরা, জটামাংসী, বচ, কুষ্ঠ, শিলাজতু, রজনীদ্বয় (হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা), শটী, চম্পক ও মুস্ত এই সকল দ্রব্যের নাম সর্ব্বৌষধি।

"মুরা মাংসী বচা কুষ্ঠং শৈলেয়ং রজনীদ্বয়ং।
শটী চম্পকমুস্তঞ্চ সর্ব্বৌষধিগণঃ স্মৃতঃ॥" (শব্দচন্দ্রিকা)

গ্রহবৈগুণ্য, সংক্রান্তি ও অশুভ প্রভৃতি হইলে সর্ব্বৌষধি জলে স্নান করিলে শুভ হয়। মহাস্নান স্থলেও সর্ব্বৌষধি ও মহৌষধি দ্বারা দেবতাকে স্নান করাইতে হয়। পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে এই সর্ব্বৌষধিগণের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

হরিদ্রা, চন্দন, দারুহরিদ্রা, মুস্তা, দেবতাড়ক, ধন্যাক, জীরক, মেথি, ধাত্রীফল, উশীরক, ত্রিসুগন্ধি, শটী, গন্ধমাত্রী, কর্পূর, বচ, নখী, মরুবক, কুষ্ঠ, দেবদারু, বিড়ঙ্গ, সরল, পদ্মকাষ্ঠ, বালক, তগরমূল, গ্রন্থিক, জটামাংসী, পলাশ, শৈলজ, শমী, অর্কচ্ছদ, গরুক, দূর্ব্বা, মুরামাংসী, কুঙ্কুম, অপামার্গ, মধুরিকা, বিকাসা, খদির, কুশ, চাতুর্জ্জাতকসব, অষ্টবর্গ, যজ্ঞডুমুর, নাগেশ্বর, কস্তুরী, ত্রিফলা, শতকেশর, কক্কোল, ধাতকীপুষ্প, ত্রিকটু, রেণুক, যব, তিল, কুন্দুরু, নলুক, ভার্গী, গোরোচনা, বক, শুষ্ঠীপুষ্প, নবলী, শ্রীফল, বংশলোচন, ইন্দীবর, বহুপুত্রা, বকুল, মালতীদল, ইন্দ্রবীজ, কোকনদ, জয়ন্তী, গজপিপ্পলী, ও শ্বেতাপরাজিতা পুষ্প, এই সকল সর্ব্বৌষধিগণ।

(পাদ্মোত্তরখ° ১০৭ অ°)

সর্ব্বৌষধিনিষ্যন্দা (স্ত্রী) লিপিবিশেষ। (ললিতবি°)

সর্ষপ (পুং) সরতীতি সৃ-গতৌ (সর্ত্তেরপঃ যুক্ চ। উণ্ ৩।১৪১) ইতি অপঃ যুগাগমশ্চ। শস্যবিশেষ, চলিত সরিষা। (Brassica campestris, Syn. Dinapis dichotoma) হিন্দী—সরীষা, সর্ষা, লিরিয়া। পর্য্যায়—তন্তুভ, কদম্বক, সরিষপ, তুন্তুভ, সর্ষপ, রাজক্ষবক। (রাজনি°) ইহার গুণ—কফবাতঘ্ন, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, রক্তকারক, কটু, কৃমি ও কুষ্ঠনাশক। সর্ষপ দ্বিবিধ কৃষ্ণ ও গৌর। চলিত—কালসরিষা। ইহা দুই প্রকার, ছোট ছোট দানাগুলি রাইসরিষা নামে খ্যাত। গৌরবর্ণ সরিষাগুলি শ্বেতী সরিষা বলিয়া বাজারে বিক্রীত হয়

সরিষা গাছ ক্ষুদ্র ক্ষুপ হয়, কখনও প্রায় দুই হাতের অধিক উচ্চ হয় না। ইহার শিকড়গুলি কাষ্ঠময়। পাতাগুলি

গাছের পরিমাণে একটু বড় বড় ও ইহার অগ্রভাগ ছুঁচাল হয়। ইহার শুঁটী গুলি লম্বা ও কোণাকার হয়। এই শুঁটীগুলিকে কড়াই শুঁটীর ন্যায় দুইভাগে বিভক্ত করা যায়, মধ্যভাগে একসারে ১০।২০টী বীজ থাকে। ঐ বীজগুলি সুপক্ক হইলেই গাছ সমেত শুঁটীগুলি শুকাইয়া আইসে। তখন কৃষকেরা ঐ গাছগুলিকে কাটিয়া আনে ও গৃহপ্রাঙ্গণের এক স্থানে রাখিয়া দেয়। ঐ স্থানে সূর্য্যোত্তাপে ইহা পূর্ণমাত্রায় শুকাইয়া আসিলে ঝাড়িয়া সরিষা বাহির করিয়া লওয়া হইয়া থাকে।

পাশ্চাত্য উদ্ভিদ্‌বিদ্‌গণ এই শ্রেণীর তৈলকর বীজগুলিকে Brassica আখ্যা দিয়া উহাকে প্রথমতঃ দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। ১ এসিয়াখণ্ড জাত সর্ষপ, ও ২ য়ুরোপের নানাস্থানে যাহা উৎপন্ন হয়। এই দুই মহাদেশজাত সর্ষপের মধ্যে আবার শতাধিক প্রকার ভেদ আছে। ঐ সকলের মধ্যে কএকপ্রকার সাধারণতঃ বাজারে পণ্যদ্রব্যরূপে বিক্রীত হইয়া থাকে। অন্যান্য তৈলকর বীজের মধ্যে সরিষা ভারতীয় বাণিজ্যপণ্যের একটী প্রধান উপকরণ। সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে কএক প্রকার সরিষার বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

১ শ্বেতীসরিষা—The white mustard (B. alba) য়ুরোপ ও পশ্চিম এসিয়াখণ্ডের দক্ষিণাংশে প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন হয়। হরিদ্রাবর্ণের পুষ্প ব্যতীত এই গাছগুলিকে সরিষার গাছ বলিয়া চিনিবার আর অন্য উপায় নাই। ইহাদের শুঁটীতে অতি অল্পই সরিষা পাওয়া যায়। হিন্দী—সফেদ্‌-রাই, সফেদ্ রাইয়ান, গুজরাত—উজ্‌লো রাই, মহারাষ্ট্রী—পান্‌ধোরা-মোহরে ; তামিল—বেল্লই-কোড়ুগু ; তেলগু—তেল-আবলু ; মলয়ালম্‌—বেল্ল-কড়ুক ; কর্ণাটী—বিলি-সাসবে ; সংস্কৃত—সিদ্ধার্থ, শ্বেত-সর্ষপ ; আরব—খর্দ্দলে আব্‌য়াজ ; পারসী—সিপান্দনে সুপীদ্।

ইহার বীজগুলি একটু বড় বড় ও সাদা হয়। এই বীজ হইতে অতি সামান্য পরিমাণেই তৈল পাওয়া যায়। তৈল অপেক্ষা নিষ্কাশন ব্যয় অধিক পড়ে বলিয়া কেহই এই বীজ হইতে তৈল বাহির করে না। ইহার চূর্ণও সেরূপ জ্বালাকর নহে, তবে তেজী কালসরিষা মিশ্রিত করিয়া চূর্ণ করিলে উহা ব্যবহারের উপযুক্ত হয়। ইহাতে Sulphocyanate of acriuyl থাকায় ইহা শীতল জলে গুলিয়া গাত্রে প্রলেপ দিলে জ্বালা অনুভূত হয়।

বড়গাছের পাতাগুলি অনেকে "শাক-ভাজা" করিয়া খায়। খুব কচি চারাগুলি সালাড্‌ (চাটনি) করিয়া ভারত ও য়ুরোপবাসী অনেকেই খাইয়া থাকে। য়ুরোপীয়েরা ছাগলাদিকে পুষ্টিকর করিবার জন্য ইহার খইল খাওয়ায়।

কালী-সরিষা—B. Campestris। ইহাই ভারতের প্রধান একটী পণ্যদ্রব্য। ইহার পত্রগুলি শুঁয়াযুক্ত। এই শ্রেণীতে B, glauca = হাঁকা-সরিষা, শ্বেত-রাই বা রাজিকা গৃহীত হইয়াছে। কালী-সরিষা অপেক্ষা এই রাজিকা হইতেই অধিক পরিমাণে তৈল নির্গত হয়। এই কারণে য়ুরোপীয় বণিক্‌গণ ইহা সমধিক সমাদরের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের নিকট ইহা Rape-seed নামে পরিগৃহীত।

তেলীরা ঘানিগাছের নিষ্পেষণে ইহার তৈল বাহির করে। সরিষা হইতে সম্পূর্ণরূপে তৈল বাহির [illegible] না বলিয়া তেলীরা সোরগুজা প্রভৃতি অপরাপর তৈলকর বীজও ইহার সহিত মিশ্রিত করে। প্রায় প্রতি মণ সরিষায় কমবেশ ১৩ সের তৈল ও ২৭ সের খইল পাওয়া যায়।

ইহার খাঁটী তৈল চর্ম্মরোগের বিশেষ উপকারী। উত্তমরূপে ইহা গাত্রে মর্দ্দন করিলে বলবৃদ্ধি ও মাংসপেশীসমূহ সুদৃঢ় হয়, গাত্রে কোনরূপ চুলকণা পাঁচড়া প্রভৃতি হয় না এবং চর্ম্ম শীতল থাকে। খাটী সরিষার অর্দ্ধছটাক তৈলে আধ আনা ওজনের কর্পূর মিশাইয়া প্রয়োগ করিলে বাতের আকস্মিক বেদনা বা বাতব্যাধির উপশম হয়। সুকুমার বালকবালিকাদের সর্দ্দিঘটিত জ্বরে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের কষ্ট হইলে পায়ের তলদেশে ও বক্ষে উত্তমরূপে কর্পূরমিশ্রিত সরিষার তৈল মালিস করিলে তৎক্ষণাৎ সর্দ্দির চাপ অপসারিত [illegible] এবং শ্বাসপ্রশ্বাস সরল হইয়া থাকে। কখন কখন অম্লশূলের বেদনায় এই কর্পূরমিশ্রিত তৈল মালিস করিয়া বিশেষ উপকার পাওয়া গিয়াছে। কেবলমাত্র খাটী সরিষার তৈল মাখিয়া ডেঙ্গুজ্বরগ্রস্ত অনেক রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে। খাঁটী সরিষার তৈল সামান্য লবণযোগে উত্তপ্ত করিয়া ছর্দ্দিসংযুক্ত জ্বরগ্রস্ত বালকবালিকাদের পদতলে, বক্ষে, কণ্ঠে, ও রগে মর্দ্দন করিলে দুই দিবসেই ছর্দ্দির শান্তি হয়।

এই শ্রেণীর শাহ্‌জাদা-রাই অপর একপ্রকার। ইহা খাস-রাই বা রাই-সরিষা (B. juncea) নামেও খ্যাত। ভারতে ইহার প্রচুর চাস হয়। যুক্তপ্রদেশ ও অযোধ্যার কৃষি-ক্ষেত্রের পাশে পাশে ইহা বোনা হইয়া থাকে। পশ্চিমে মিসর ও পূর্ব্বে চীন পর্য্যন্ত সমুদায় ভূভাগেই এই শ্রেণীর সরিষা অযত্নবিজাত উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। হিমালয়ের দক্ষিণে, কাস্পীয় সাগরের উত্তর-পূর্ব্বস্থ স্টেপী প্রান্তরে, সবেগা, সাহারা ও মধ্য আফ্রিকায় ইহা প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন হয়। শ্বেতী বা কাল সরিষার ন্যায় ইহার বর্ণ একটু কটা (Brown)। তৈলগুণ প্রায়ই সমান। ইহার পাতা মানুষে ও পশ্বাদিতে খায়। কাল-রাই বা কীরা

B. nigra (The black or true mustard) রাজসর্ষপ রাই নামেও প্রসিদ্ধ। ভারত ও তিব্বতের পার্ব্বত্য প্রদেশে এবং মধ্য ও দক্ষিণ-য়ুরোপের প্রায় সর্ব্বত্র এই জাতীয় গাছ জন্মে। থিওফ্রাস্টাস্, ডাওস্কোরিডিস, প্লিনি প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই সরিষা'র ব্যবহারের উল্লেখ করিয়াছেন। য়ুরোপে খাদ্যদ্রব্য রূপে খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দে ইহার চাষ হয় এবং ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে ইহার তৈল প্রথম পরীক্ষিত হইয়াছিল।

ইহার বীজ হইতে শতকরা প্রায় ২৩ ভাগ তৈল পাওয়া যায়। ঐ তৈলে glycerides, stearic, oleic, erucic, ও brassic এসিড্ পাওয়া যায়। জল দ্বারা তৈল সংশোধন করিয়া লওয়া হয়। ইহা শুকায় না, ০° ফারণহিটে জমাট বাঁধে, খাঁটী সরিষার তৈলে বিশেষ কোন গন্ধ পাওয়া যায় না, তবে যাহা আমরা নাসায় উপলব্ধি করি, তাহা কেবল অপর তৈলকর শস্যের মিশ্রণ হেতুই হইয়া থাকে। ইহাতে Myrosin থাকায় গাত্রে ফোস্কা উৎপাদনের কার্য্য করে এবং সরিষাচূর্ণের প্রলেপে বেদনাদি উপশম হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সরিষা ভারতের একটী প্রধান বাণিজ্য পণ্য। বাঙ্গালা হইতে প্রতি বৎসর ১৭ লক্ষ, বোম্বাই হইতে প্রায় ১৩ লক্ষ, সিন্ধু প্রদেশ হইতে ৯ লক্ষ এবং মান্দ্রাজ হইতে ১ লক্ষমণ সরিষা ইংলণ্ড, অষ্ট্রিয়া, বেলজিয়ম, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, জর্ম্মণি, ইতালি, মিসর, স্পেন প্রভৃতি পাশ্চাত্য রাজ্যে রপ্তানী হইয়া থাকে।

তৈলগুণ—তিক্ত, কটু, বাতকফবিকারনাশক, পিত্তবর্দ্ধক, অর্শোদোষঘ্ন, কৃমি ও কুষ্ঠনাশক, এবং তিলতৈলের ন্যায় চক্ষুর হিতকারক। ইহার শাকগুণ—অম্লরস, রক্তপিত্তপ্রকোপন, বিদাহী, কটুক, বায়ু, শুক্রনাশক ও রুচিকর। (রাজনি°)

[রাজিকা শব্দ দেখ।]

২ মানবিশেষ। (হেম) = ষড়্‌লিখ্যাপরিমাণ।

"জালান্তরগতে ভানৌ যচ্চাণুর্দৃশ্যতে রজঃ।

তৈস্চতুর্ভির্ভবেল্লিখ্যা লিখ্যাষড়্‌ভিশ্চ সর্ষপঃ॥" (মনুট°)

সূর্য্যকিরণ গবাক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তাহাতে সূক্ষ্ম যে ধূলিকণা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার চারিটীতে এক লিখ্যা এবং ৬ লিখ্যায় এক সর্ষপ পরিমাণ হয়।

সর্ষপক (পুং) জলজাত কন্দবিষ। (সুশ্রুত কল্পস্থা° ২ অ°)

সর্ষপতৈল (ক্লী) সর্ষপোদ্ভবং তৈলং। সর্ষপজাততৈল, সরিষার তৈল।

সর্ষপনাল (ক্লী) সর্ষপদণ্ড। নালশাকবিশেষ।

সর্ষপা (স্ত্রী) শ্বেতসর্ষপ। (বৈদ্যকনি°)

সর্ষপারুণ (পুং) অসুরগণভেদ। (পারস্ক° গৃ° ১।১৬)

সর্ষপিক (পুং) প্রাণহারক কীটবিশেষ। (সুশ্রুত কল্পস্থা° ৮ অ°)

সর্ষপিকা (স্ত্রী) শুকরোগভেদ। ইহার লক্ষণ—

"গৌরসর্ষপসংস্থানা শূকদুষ্টনিমিত্তকা।

পিড়কা কফরক্তাভ্যাং জ্ঞেয়া সর্ষপিকা বুধৈঃ॥"

(সুশ্রুত নি° ১৪ অ°)

শূকপ্রয়োগ দ্বারা দুষ্ট যোনিতে গমন দ্বারা লিঙ্গে গৌর-সর্ষপের ন্যায় পীড়কা উৎপন্ন হইলে তাহাকে সর্ষপিকা কহে। এই রোগ সাধ্যরোগাত্মক। [শূকরোগ দেখ।]

২ প্রাণনাশক কীটবিশেষ। (সুশ্রুত কল্পস্থা° ৮ অ°) ৩ মসূরিকারোগভেদ। [মসূরিকা শব্দ দেখ।]

সর্ষপী (স্ত্রী) সৃ-গতৌ-অপঃ সুগাগমশ্চ, ততো ঙীষ্। ১ খঞ্জনিকা। (ত্রিকা°) ২ পীড়কাবিশেষ। (সুশ্রুত ২।৬)

সর্ষীকা (স্ত্রী) ছন্দোভেদ, বিরাট্‌ছন্দ।

সর্সাবা, যুক্ত প্রদেশের সাহারাণপুর জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। সাহারাণপুর হইতে ১০ মাইল পশ্চিমে অম্বালা যাইবার পথের ধারে অবস্থিত। পঞ্জাব প্রদেশে এখানকার অন্নবিক্রয় বাণিজ্য চলিয়া থাকে।

জেনারল কানিংহাম এই স্থানকে রাজা চীদের রাজধানী সর্সা বা সরসাপত্তন বলিয়া অনুমান করেন। গজনীপতি মান্দুদ ১০১৯ খৃষ্টাব্দে এই নগর লুণ্ঠন করেন। পলাতক রাজা ও তাঁহার অনুচরবর্গকে তিনি নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতের জঙ্গলে পরাজিত করিয়া বহু ধনরত্ন লাভ করিয়াছিলেন।

সল (ক্লী) সরতীতি সৃ-গতৌ-অচ্। রস্য ল, সল-গতৌ-অচ্ বা। জল। (শব্দচ°)

সলক্ষণ (ত্রি) লক্ষণের সহিত বর্ত্তমান, লক্ষণযুক্ত।

সলক্ষ্মন্ (ত্রি) লক্ষ্ম অর্থাৎ চিহ্নের সহিত বর্ত্তমান, চিহ্নযুক্ত, চিহ্নবিশিষ্ট।

সলজ্জ (ত্রি) লজ্জয়া সহ বর্ত্তমানঃ। লজ্জাবিশিষ্ট।

"সলজ্জা গণিকা নষ্টা নির্লজ্জাঃ কুলযোষিতঃ।" (চাণক্য)

সলবণ (ত্রি) লবণযুক্ত, লবণবিশিষ্ট।

সললূক (পুং) সরণশীল, গমনশীল। "মা জীবেভ্যঃ সললূকং চকর্থ" (ঋক্ ৬।৩০।১২৭) 'সললূকং সরণশীলং' (সায়ণ)

সলাবৎখাঁ, একজন মুসলমান ওমরাহ। ইনি মোগলসম্রাট্ শাহ জহান্ বাদশাহের অধীনে মীরবক্সীর কার্য্য করিতেন। কার্য্যসূত্রে গজসিংহের পুত্র অমরসিংহ রাঠোর নামক এক জন রাজপুত-সর্দ্দারের সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হয়। রাজপুতবীর ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে একদিন সন্ধ্যাকালে আগ্রা দুর্গে সম্রাট্ সমক্ষেই মীরবক্সীর প্রাণ হনন করেন। সম্রাটের অনুচরবর্গ তৎক্ষণাৎই তাহার পশ্চাদনুসরণ করিয়া তাঁহাকে দুর্গদ্বারের নিকটে নিহত

করে। তদনুসারে ঐ বাহটী "অমরসিংহ-দরওয়াজা" নামে আখ্যাত হইয়াছে।

সলাবৎজঙ্গ, দাক্ষিণাত্যের একজন মুসলমান অধিপতি। ইনি নিজাম উল্ মুলক আসফ্‌জার তৃতীয় পুত্র। ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে নবাব মুজঃফরজঙ্গ গুপ্তহত্যাকারীর দ্বারা নিহত হন। এই সময়ে ফরাসীগণ উদ্যোগী হইয়া সলাবৎ জঙ্গকেই দাক্ষিণাত্যের সিংহাসন অর্পণ করেন। ফরাসীদিগের কৃত-উপকারের প্রত্যুপকার করিতে ও তাঁহাদের প্রতি সৌজন্য দেখাইতে নবাব সলাবৎ জঙ্গ ফরাসী সেনাপতি মুসো বুসিকে স্বীয় দরবারের ওমরাহ মধ্যে পরিগণিত করেন এবং ফরাসী জাতির প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্য তিনি উত্তরসরকার প্রদেশ বুসির হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন।

এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে স্ব স্ব প্রভাব বিস্তার ব্যপদেশে ইংরাজ ও ফরাসীতে ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল। বুসির আগমনে প্রথমে ফরাসীদল প্রবল হইয়া উঠে এবং কিছু কালের জন্য সমগ্র দাক্ষিণাত্য রাজ্যের রাজকীয় শাসনকর্তৃত্ব বুসীর ইঙ্গিতেই পরিচালিত হইতে থাকে। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে নবাবভ্রাতা নিজাম আলী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া রাজমন্ত্রী হায়দর জঙ্গকে নিহত করে। এই সময়ে রাজ্য মধ্যে একটী ভীষণ অন্তর্বিপ্লবের সূচনা হইতেছে দেখিয়া এবং আর্কট প্রদেশে মহম্মদ আলী খাঁর সহিত মিলিত হইয়া ইংরাজগণ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতবল হইতেছেন জানিয়া বুসি আপনার স্বজাতিবর্গকে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে রাজকার্য্য হইতে অপসৃত হইয়া ফরাসী অধিকারে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। নিজাম আলী এই সময়ে সিংহাসন নিষ্কণ্টক জানিয়া ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে সলাবৎ জঙ্গকে রাজ্যচ্যুত ও কারারুদ্ধ করেন। এইরূপ বন্দী অবস্থায় ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে সলাবতের প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।

সলামৎ আলী, আলাহাবাদ রাজধানীর এক জন মুনসিফ। সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইনি ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে উক্ত নগরেই তিনি ধৃত হইয়া রাজাদেশে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন।

সলামৎ আলাখাঁ (হকিম), একজন মুসলমান কবি। বারাণসী ধামে ইহার বাস ছিল। খৃষ্টীয় ১৯শ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইনি কাশীধামে বিদ্যমান থাকিয়া সঙ্গীতবিষয়ে এক খানি গ্রন্থ রচনা করেন।

সলাত্তা, পঞ্জাব প্রদেশের গুরগাঁও জেলার নূহ তহসীলের অন্তর্গত একটি গণ্ডগ্রাম। সোণার নামক স্থানের উত্তরে মেবাত শৈলমালার পাদমূলে বিস্তীর্ণ 'নূহ-মহল' নামক লবণময় মৃত্তিকাবিশিষ্ট ভূমিখণ্ডের মধ্যস্থলে স্থাপিত। পূর্ব্বে এখানে যে লবণ প্রস্তুত হইত তাহা সাধারণে সলাত্তা-লবণ নামে পরিচিত, ঐ লবণকূপের জল শুকাইয়া ও মৃত্তিকা ধৌত করিয়া প্রস্তুত হইত। পূর্ব্বে যে লবণ হইত, তাহা তত দূর পরিষ্কার ছিল না; তাহাতে ম্যাগ্‌নেসিয়া, ক্লোরাইড ও অন্যান্য পদার্থ মিশ্রিত থাকিত। বর্ত্তমানে ঐ স্থানে আর লবণ প্রস্তুত হয় না। উৎকৃষ্ট সম্বর হ্রদজাত লবণ আমদানী হওয়া অবধি অধিবাসীরা স্থান-জাত নিকৃষ্ট লবণ আর তৈয়ারী করে না।

সলায়া, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড় বিভাগের নবানগর রাজ্যের একটী বন্দর। এই স্থান খম্বালিয়া নগর হইতে ৯ মাইল উত্তরে স্থাপিত। উক্ত নগরের যাহা কিছু বাণিজ্য তাহাই এই বন্দর দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। ভারতের পশ্চিম উপকূলে বোম্বাই ও করাচীর পরই এই বন্দরের প্রাধান্য। এই বন্দরের প্রবেশের দুইটী পথ আছে। একটী পথ কুরুম্বর দ্বীপ ও ভারতোপকূল এবং অপরটী কুরুম্বর ও বানিবেড় নামক স্থানের মধ্যবর্ত্তী। বন্দরে রাত্রিকালে পোতাদি আনিবার সুবিধার্থ কুরুম্বরদ্বীপের উত্তরপশ্চিমে ৩০ ফিট্ উচ্চ একটী লাইট হাউস আছে। মোগল শাসনাধিকারেও এই নগরের যথেষ্ট বাণিজ্য-সমৃদ্ধি ছিল। মীরাতই আহ্মদী নামক গ্রন্থে এই বন্দর ইস্লাম নগরের অধীন ছিল বলিয়া বর্ণিত। এখান হইতে এখনও প্রচুর ঘৃত ও তুলা বোম্বাই, করাচী ও জঞ্জবার প্রভৃতি স্থানে রপ্তানী হইয়া থাকে।

সলিঙ্গ (ত্রি) লিঙ্গের সহিত বর্ত্তমান, লিঙ্গযুক্ত, চিহ্নবিশিষ্ট।

সলিতা (দেশজ) বর্ত্তিকাভেদ। বস্ত্রখণ্ড বা তুলা বর্ত্তিকাকারে পাকাইয়া সলিতা প্রস্তুত করিতে হয়। সলিতা তৈলে ভিজাইয়া অগ্নিযোগে প্রজ্বলিত হয় ও দ্রব্যপ্রকাশরূপ কার্য্য করে।

সলিম, একজন মুসলমান কবি। আসল নাম মহম্মদ কুলী। মোগল সম্রাট্ শাহজহান বাদশাহের রাজত্বকালে তিনি স্বীয় জন্মভূমি পারস্য পরিত্যাগ করিয়া ভারতে আগমন করেন ও উজীর-প্রবর ইসলাম খাঁ কর্ত্তৃক রাজদরবারে নিযুক্ত হন। পারস্য-বাসকালে তিনি লহিজান প্রদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিয়া একখানি দিবান্ ও একখানি মস্নবি প্রণয়ন করেন। ভারতে আসিয়া তিনি উহার কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া কাশ্মীরবর্ণন নাম দেন। ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

সলিমচিস্তি (শেখ), ফতেপুর সিক্রীনিবাসী একজন মুসলমান সাধু। ইনি সাধারণে শেখ-উল্-ইসলাম নামে পরিচিত ছিলেন। মোগল সম্রাট্ আকবর বাদশাহ এই ফকিরকে বিশেষ সম্মান করিতেন। ইনি শেখ ফরিদ সখরগঞ্জের বংশধর বাহাউদ্দীনের পুত্র। ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লী রাজধানীতে ইহার জন্ম হয়। বয়ঃকালে উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিয়া ইনি খাজা ইব্রাহিম চিস্তির

শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং সিক্রীর অদূরবর্ত্তী একটী শৈলশৃঙ্গে বাস করিয়া নির্জ্জনে ধর্ম্মশাস্ত্রানুশীলনে দিন যাপন করিতে থাকেন। প্রবাদ আছে, ইঁহারই অনুগ্রহপ্রভাবে অকবরশাহ বহু সন্ততি লাভ করিয়াছিলেন এবং ইঁহারই নামানুসারে স্বীয় পুত্র জাহাঙ্গীরের নাম সলিম শাহ রাখেন।

সম্রাট্ এই ফকিরের প্রতি এতই ভক্তিমান ছিলেন যে, ইঁহার প্রীত্যর্থে প্রায় ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া পূর্ব্বোক্ত শৈলোপরি ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে একটী মসজিদ্ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ঐ মসজিদ আজিও ফতেপুর সিক্রীর মসজিদ্ নামে প্রখ্যাত রহিয়াছে। উক্ত মসজিদ্টী নির্ম্মিত হইবার কএক মাস পরে ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে ফকিরের পরলোক হয়। তদনন্তর সম্রাট্ মহা সমারোহে ঐ শৈলশৃঙ্গে ইঁহাকে সমাহিত করিতে আদেশ দেন। হিন্দুস্থানের ইতিহাসে যতগুলি শ্রেষ্ঠ মুসলমান সাধুর উল্লেখ পাওয়া যায়, তাঁহাদের মধ্যে ইনি একজন প্রধান। ইঁহার ধর্ম্মোপদেশ বাক্য ইসলামধর্ম্মাবলম্বী মাত্রেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। ইনি জীবিত কালের মধ্যে চতুর্ব্বিংশতিবার মক্কাযাত্রা করিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে, ইনি পাণিফলের পালোর প্রস্তুত রুটী ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্য গ্রহণ করিতেন না।

তাঁহার পুত্র কুতবউদ্দীন্ বাঙ্গালার শের আফগান কর্ত্তৃক নিহত হইলে তাঁহারই অন্যতম পুত্র বদর উদ্দীন্ পিতার মৃত্যুর পর গদীতে আরূঢ় হইয়াছিলেন। এই বদরউদ্দীনের পুত্র ইসলাম খাঁকে সম্রাট্ জাহাঙ্গীর আমীর মর্য্যাদা প্রদান করিয়া ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠান।

সলিমশাহ, মোগল সম্রাট্ অকবর শাহের পুত্র।

[জাহাঙ্গীর দেখ।]

সলিম শাহ শূর, দিল্লীর শূরবংশীয় একজন মুসলমান নরপতি। তিনি সম্রাট্ শের শাহের কনিষ্ঠ পুত্র, নাম জলালখাঁ। পিতার মৃত্যুকালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আদিলখাঁ স্থানান্তরে গমন করায় তিনি তাঁহার অবর্ত্তমানে ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে কালিঞ্জর দুর্গে স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজ্যারোহণ কালে তিনি ইস্লাম শাহনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে উচ্চারণের বৈলক্ষণ্যে ইস্লাম শাহ নাম সলিম শাহে পরিণত হয়। তিনি প্রায় নয় বৎসর রাজত্ব করেন। পরে ভগন্দর রোগে আক্রান্ত হইয়া ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে গোয়ালিয়র নগরে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার মৃতদেহ সাসেরামে সমানীত ও তাঁহার পিতার সমাধি-পার্শ্বে সমাহিত করা হয়।

যে বৎসর সলিম শাহের মৃত্যু ঘটে, সেই বৎসর গুজরাটের রাজা মাহ্মুদ শাহ ও আহ্মদনগরের অধিপতি বুর্হান-নিজাম শাহেরও মৃত্যু হয়। এই সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ রাজত্রয়ের মৃত্যুঘটনা অবলম্বন করিয়া ঐতিহাসিক ফিরিস্তার পিতা মৌলানা আলী "মাত্ম-নামা" নামে একটী কবিতা রচনা করেন।

সলিমা সুলতানা বেগম, মোগল সম্রাট্ বাবর শাহের দৌহিত্রী। বাবরকন্যা গুলরুখ বেগমের কন্যা। বাবরের জামাতা মীর্জা নূরউদ্দীন্ মহম্মদ খাঁর তনয়া সলিমাকে ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে খান্ খানান্ বৈরাম খাঁর করে অর্পণ করেন। মোগল সম্রাট্ অকবর শাহের আদেশে জালন্ধরে এই বিবাহ সুসম্পন্ন হয়। বৈরাম খাঁর মৃত্যুর পর অকবর শাহ স্বয়ং তাঁহাকে পত্নীত্বে বরণ করেন। এই রমণীর গর্ভে সম্রাটের শাহজাদা খানুম নামে এক কন্যা ও সুলতান মোরাদ নামে এক রাজকুমারের জন্ম হয়। সলিমা পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিতা ছিলেন এবং কবিতাদিও লিখিতে পারিতেন। সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের রাজ্যকালে ১৬১২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

সলিমা বানো বেগম, দারাসিকোর পুত্র সুলেমানসিকোর কন্যা। বাদশাহ আরঙ্গজেবের চতুর্থ পুত্র সুলতান মহম্মদ অকবরের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ইঁহার গর্ভজাত তনয় নিকোসিয়ার আগ্রায় সম্রাট্ পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি রুকন্ উদ্দৌলা কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত ও বন্দী হন।

সলিমপুর, অযোধ্যা প্রদেশের লক্ষ্ণৌ জেলার অন্তর্গত একটী নগর। লক্ষ্ণৌ নগর হইতে ২০ মাইল দূরে সুলতানপুর যাইবার পথের ধারে অবস্থিত। গোমতী নদীর সন্নিকটে একটী উচ্চভূমি-খণ্ডের উপর এই নগরটী স্থাপিত। এখানে নদীর উপর একটী সেতু আছে।

সলিমপুর, যুক্ত প্রদেশের মোরাদাবাদ জেলার আমরোহা তহ-সীলের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ২৯° ৫´ ৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৪১´ পূঃ। এক সময়ে এই স্থান একটী সমৃদ্ধিশালী নগরে পরিণত ছিল। প্রাচীন ধ্বস্ত মন্দির ও সমাধিমন্দিরাদি তাহার সাক্ষ্যদান করিতেছে।

সলিমপুর-মঝৌলী, যুক্ত প্রদেশের গোরখপুর জেলার দেওরিয়া তহসীলের অন্তর্গত দুইটী পাশাপাশি গ্রাম। লোকে মঝৌলী-সলিমপুর বলিয়াও ডাকে। গ্রামদ্বয় বাণিজ্যপ্রধান ও সুসমৃদ্ধ।

সলিল (ক্লী) সলতি গচ্ছতীতি সল-গতৌ (সলিকল্যনীতি। উণ্ ১।৫৫) ইতি ইলচ্। জল। জলে বিষ্ঠা মূত্র ত্যাগ করিতে নাই। যিনি জলে বিষ্ঠা মূত্র ত্যাগ করেন, তিনি দুর্গন্ধ পূয়পূরিত বিণ্মূত্র নামক নরকে পতিত হন।

"মূত্রশ্লেষ্মপুরীষাণি যৈরুৎসৃষ্টানি বারিণি।
তে পাত্যন্তে চ বিণ্মূত্রে দুর্গন্ধে পূয়পূরিতে॥"

(বামনপু° কর্ম্মবি° ১২ অ°) [জল শব্দ দেখ।]

সলিলকুন্তল (পুং) সলিলস্য কুন্তল ইব। শৈবাল। (ত্রিকা°)

সলিলক্রিয়া (স্ত্রী) সলিলস্য ক্রিয়া। সলিলকর্ম। উদকক্রিয়া।

সলিলগ্রহ (পুং) অম্বর গ্রহভেদ। (ব্রহ্ম°)

সলিলচর (ত্রি) সলিলে চরতীতি চর-অচ্। সলিলচারী, জলচর, যাহারা জলে বিচরণ করে।

সলিলজ (ক্লী) সলিলে জায়তে ইতি জন-ড। ১ পদ্ম। (রাজনি°) ২ জলজাত মাত্র, যাহা জলে জন্মে।

সলিলজন্মন্ (ক্লী) সলিলে জন্ম যস্য। ১ পদ্ম। ২ সলিলজাত।

সলিলদ (ত্রি) সলিলং দদাতি দা-ক। সলিলদাতা, যিনি জল দেন। (পুং) ২ মেঘ।

সলিলধর (পুং) মুস্তা। (বৈদ্যকনি°)

সলিলনিধি (পুং) ১ জলনিধি, সমুদ্র। ২ ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতি চরণে ২১টী করিয়া অক্ষর থাকে, এই ছন্দের নাম কেহ কেহ সরসী, ও সিংহক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ছন্দোমঞ্জরীতে এই ছন্দ সরসী নামে আখ্যাত হইয়াছে। [সরসী দেখ]

সলিলপতি (পুং) সলিলস্য পতিঃ। জলপতি, সলিলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, বরুণ। ২ জলপতি সমুদ্র।

সলিলপবনাশিন্ (ত্রি) জল ও বায়ুভোজী।

সলিলপ্রিয় (পুং) শূকর।

সলিলময় (ত্রি) সলিল স্বরূপে ময়ট্। জলময়, জলস্বরূপ।

সলিলমুচ্ (পুং) সলিলং মুঞ্চতি মুচ্-কিপ্। সলিলমোচনকারী, মেঘ, বারিমুচ্।

সলিলযোনি (ত্রি) সলিলং যোনিরুৎপত্তিস্থানমস্য। ১ ব্রহ্মা, সলিলে ইহার উৎপত্তি হয়, এই জন্য ইঁহার নাম সলিলযোনি। ২ যে সকল বস্তুর উৎপত্তিস্থান জল।

সলিলরাজ (পুং) সলিলস্য রাজা, টচ্ সমাসান্তঃ। জলরাজ বরুণ। ২ সমুদ্র।

সলিলবৎ (ত্রি) সলিলং অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। সলিলবিশিষ্ট, জলবিশিষ্ট, জলযুক্ত।

সলিলস্থলচর (ত্রি) সলিলে স্থলে চ চরতীতি চর-অচ্। জল ও স্থলে বিচরণকারী, উভচর। যাহারা জল ও স্থল এই দুই জায়গায় বিচরণ করে। যেমন হংস, সর্প প্রভৃতি।

সলিলাকর (পুং) সলিলস্য আকরঃ। সমুদ্র।

সলিলাঞ্জলি (পুং) সলিলস্য অঞ্জলিঃ। জলাঞ্জলি।

সলিলাধিপ (পুং) সলিলস্য অধিপঃ। জলাধিপতি বরুণ। (হরিবংশ)

সলিলার্ণব (পুং) সমুদ্র। (রামায়ণ ৫।৩৫।৫)

সলিলালয় (পুং) সমুদ্র। (রামা° ৫।৩৬।৫৫)

সলিলাশন (ত্রি) সলিলং অশনং ভক্ষণং যস্য। সলিলভোজী। (ভাগ° ৮।২৩।১০) অঙ্গদেশীয় রমণীরা কোন কোন ব্রতে সাময়িকরূপে গঙ্গোদক পান করিয়া কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া থাকেন।

সলিলাশয় (পুং) সলিলানামাশয়ঃ। জলাশয়, পুষ্করিণী। [জলাশয় শব্দ দেখ]

সলিলাহার (ত্রি) সলিলং আহারো যস্য। সলিলভোজী, জলভক্ষক। (রামা° ৩।১০।৩)

সলিলেচর (ত্রি) সলিলে চরতি চর-অচ্, সপ্তম্যাঃ অলুক্। জলেচর, গ্রাহ, হাঙ্গর কুম্ভীরাদি জলজন্তু।

সলিলেন্দ্র (পুং) সলিলস্য ইন্দ্রঃ। জলপতি বরুণ।

সলিলেন্ধন (পুং) সলিলং ইন্ধনং যস্য। বাড়বানল। (ত্রিকা°)

সলিলেশ (পুং) সলিলস্য ঈশঃ। বরুণ।

সলিলেশয় (ত্রি) সলিলে শেতে শী-অচ্। সপ্তম্যাঃ অলুক্। জলশায়ী।

সলিলোদ্ভব (পুং) ১ পদ্ম। (রামা° ৫।১৩।২৮) ২ শঙ্খ, শম্বুকাদি। (ভারত ৯ প°)

সলিলোপজীবিন্ (ত্রি) সলিল যাহাদের প্রধান উপজীবিকা। মৎস্যাদি।

সলিলৌকস্ (ত্রি) সলিলং ওকঃ স্থানং যস্য। জলৌকাঃ, চলিত জোঁক। ২ সলিলবাসী।

সলিলৌদন (পুং) সলিল দ্বারা সিদ্ধ ওদন। অন্ন। সিদ্ধতণ্ডুল।

সলীল (ত্রি) লীলয়া সহ বর্ত্তমানঃ। লীলাবিশিষ্ট, লীলাযুক্ত।

সলীলগজগামিন (পুং) বৃষ। (শব্দচ°)

সলূন (পুং) ক্ষুদ্র কীটবিশেষ। মানবদেহে parasite নামক যে শ্রেণীর ক্ষুদ্রতম কীট নিরন্তর পুষ্ট হয়, ইহারা সেই জাতীয় কীট।

"কেলিহাশ্চ সলূনাশ্চ সৌরসলাঃ কঙ্কেরুকাঃ।"

(শার্ঙ্গধর° ১।৭।১০)

সলেক (পুং) আদিত্যভেদ। (তৈত্তিরীয়° ১।৫।৩।৩)

সলোক (ত্রি) লোকেন সহ বর্ত্তমানঃ। ১লোকের সহিত বর্ত্তমান, লোকযুক্ত, লোকবিশিষ্ট। ২ অধিবাসিযুক্ত। ৩ সপত্র।

সলোকতা (স্ত্রী) সলোকস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। একস্থাননিবাস। (ঐতরেয়ব্রা° ১।৯)

সলোক্য (ত্রি) লোকসম্বন্ধীয়। (ভারত ১৩প°)

সলোন, অযোধ্যা-প্রদেশের রায়-বরেলী জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল। সলোন, প্রতাপপুর ও রোখা-জৈস পরগণা লইয়া এই উপবিভাগ গঠিত। ভূপরিমাণ ৫৭০ বর্গ মাইল।

২ উক্ত উপবিভাগের মধ্যবর্ত্তী একটী পরগণা, পূর্ব্বে ইহা রায়-বরেলী জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল, বর্ত্তমানে বিচার-কার্য্যের সুবিধার্থে উহাকে প্রতাপগড় জেলার সীমাধীন করা হইয়াছে।

ইহার দক্ষিণে গঙ্গানদী ও মধ্যদেশ দিয়া সই নদী প্রবাহিত। এখানকার সুবিস্তৃত জঙ্গলে অনেকগুলি জয়-দুর্গ দৃষ্ট হয়। স্থানীয় লোকের মুখে প্রকাশ, হিন্দু-রাজাদিগের রাজত্ব সময়ে ঐ সকল স্থানে দুর্দ্ধর্ষ দস্যুদলের বাস ছিল। নাইন্ জানুআরগণও এক সময়ে ঐ জঙ্গলে দুর্গনির্ম্মাণ করিয়া আপনাদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। কাশপুরিয়া রাজপুত-বংশীয়েরাই এখানকার প্রধান ভূম্যধিকারী।

৩ রায়বরেলী জেলার একটী নগর ও সলোন তহশীলের বিচার-সদর। প্রতাপগড় হইতে রায়বরেলী যাইবার রাস্তার ধারে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬° ১´ ৪০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮১° ২৯´ ৫০´´ পূঃ। এক সময়ে এই নগর বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল, এখন আর সেই পূর্ব্বশ্রী নাই। প্রাচীন ভর জাতির অভ্যুদয় কালে এই স্থান দুর্গাদি দ্বারা সুরক্ষিত হইয়াছিল। মুসলমান অধিকারেও এই নগরের যথেষ্ট উন্নতি ছিল, ঐ সময়ে মুসলমান-প্রভাবে এখানে কএকটী মসজিদ্ নির্ম্মিত হয়। এখনও ১০টী মসজিদ তাহার নিদর্শনস্বরূপ দণ্ডায়মান আছে। এই নগরের পার্শ্বদেশে সম্রাট্ অরঙ্গজেবপ্রদত্ত একটী নিষ্কর জায়গীর। ঐ জায়গীরের বর্ত্তমান সত্বাধিকারী শাহ মহম্মদ মেহেদী আতা। ইংরাজ গবর্মেণ্ট আজিও অধিকারীর পূর্ব্ব-সত্ব বজায় রাখিয়া আসিতেছেন।

সলোমন্ (ত্রি) লোমের সহিত বর্ত্তমান, লোমযুক্ত, লোমবিশিষ্ট।

সলোহিত (ত্রি) লোহিতবর্ণযুক্ত, সরক্ত।

সল্টরেঞ্জ (লবণ-পর্ব্বত), পঞ্জাবপ্রদেশের বন্নু, শাহপুর ও ঝিলাম্ জেলায় বিস্তৃত একটী পর্ব্বতমালা। এই পর্ব্বতের অভ্যন্তর-স্তরে প্রচুর সৈন্ধব-লবণ (Rock salt) পাওয়া যায়; এই কারণে ইংরাজী ভূগোলে ইহা Salt-range নামে কথিত হইয়াছে। অক্ষা° ৩২° ৪১´ হইতে ৩২° ৫৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১° ৪২´ হইতে ৭৩° পূঃ পর্য্যন্ত এই পর্ব্বতমালা বিস্তৃত।

ঝিলাম নদীতীর হইতে তিনটী পর্ব্বত-শাখা এক মুখে মিশিয়া মধ্যভাগে যে মূল পর্ব্বতাংশ গঠিত করিয়াছে, তাহাই এই পর্ব্বতের মূল পৃষ্ঠ। এই অংশ চেল নামে অভিহিত। সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ইহা ৩৭০১ ফিট্ উচ্চ। নদীপ্রবাহিত উপত্যকা প্রদেশ মধ্যে ব্যবধান থাকায় এই হিমালয়-গিরিমালা পাদমূল হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ইহার উত্তরবাহিনী শাখাটী সুলতানপুরের সন্নিকটে নদীকূল হইতেই উচ্চচূড়ে সমুন্নত হইয়া ঝিলাম্ নদীর সহিত প্রায় ২৫ মাইল সমান্তরাল ভাবে গিয়াছে, তৎপরে কিছু বক্রী হইয়া ৫০ মাইল অতিক্রমণের পর মূল পর্ব্বতপৃষ্ঠে মিশিয়াছে। এই পর্ব্বতাংশ নীলিশৈল নামে খ্যাত। দ্বিতীয় শাখা যোগাম-পর্ব্বত নামে পরিচিত। উপরি বর্ণিত নীলিশৈল ও উক্ত ঝিলাম্ নদীর মধ্যভাগে পরস্পরে সমান্তরাল ভাবে এই শৈলখণ্ড অবস্থিত। এই পর্ব্বতের উপরে ইতিহাসবিখ্যাত রোটাস্-দুর্গ ও টিল্লীর শৈলাবাস প্রতিষ্ঠিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে উক্ত স্থানদ্বয় প্রায় ৩২৪২ ফিট উচ্চ।

তৃতীয় শাখি-শৈল ঝিলাম্ নদীর দক্ষিণকূল হইতে উত্তরকূলে গিয়াছে। ইহার মধ্য দিয়াই ঝিলাম্ নদী প্রবাহিত আছে। উত্তর-দিগ্বর্ত্তী পর্ব্বতখণ্ড ক্রমশঃ উত্তরমুখে আসিয়া উপরি উক্ত শাখাদ্বয় ও মূল চেল শিখরের সহিত মিলিত হইয়াছে। এখান হইতে ঐ মিলিত গিরিমালা দুইটী বিভিন্ন শাখায় সমান্তরাল ভাবে, পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়া শাহপুর-জেলার উচ্চচূড় সকেশর শৈলে যাইয়া সংযুক্ত হইয়াছে; এই পর্ব্বতপৃষ্ঠ সমুদ্র-জল হইতে ৫০১০ ফিট্ উচ্চ।

উক্ত শ্রেণীদ্বয়ের মধ্যে এবং তাহাদের সমাহিত কএকটী গিরিচূড়ার মধ্যভাগে একটী বিস্তীর্ণ অধিত্যকাভূমি দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ ভূমি অতিশয় উর্ব্বর ও নানাবিধ প্রাকৃতিক-সৌন্দর্য্য-প্রপূরিত। এই স্থানের ঠিক মধ্যস্থলে "কল্লার-কাহার" নামে একটী সুবিস্তৃত হ্রদ আছে। উহা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বিকাশ-নিকেতন। এই হ্রদ হইতে যে কয়টী পার্ব্বত্যস্রোত অধিত্যকা-গাত্র বহিয়া সমতল প্রান্তর-পথে চলিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটীই ভূগর্ভস্থ সৈন্ধব লবণাংশযুক্ত জলরাশিপূর্ণ।

পিণ্ড-দাদন খাঁর উত্তরপূর্ব্বস্থ খেউরা গ্রামের "Mayo Mines" নামক খনি, শাহপুরের বর্চ্চা নামক স্থানের খনি ও বন্নু জেলার কালাবাগ নামক স্থানের খনি হইতে প্রচুর লবণ উত্তোলিত হয়। ঐ খনি হইতে লবণ আনয়নের সুবিধার্থ পিণ্ডদাদন খাঁর নিকট ঝিলাম্ নদীতে একটী সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে।

কালাবাগে উলিটিক স্তরে এবং জালালপুর ও পিণ্ডদাদন খাঁর টার্সিয়ারী স্তরে কয়লা পাওয়া যায়। প্রথমোক্ত স্থানের কয়লায় সিন্ধুনদগামী বাষ্পীয় পোতসমূহের বহ্নিসংস্থানক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে। উপরি বর্ণিত খনিজদ্রব্য ব্যতীত এখানে আরও নানা প্রকার খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়।

এই পর্ব্বতের উত্তরার্দ্ধ নত্যধিক অধিত্যকাময়। এই স্থানে নিম্ন প্রদেশে নদীজল সঞ্চিত হইয়া নানাস্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হ্রদের সৃষ্টি করিয়াছে। হ্রদতীরবর্ত্তী স্থানগুলি নানাজাতীয় বৃক্ষমালায় ও ফলফুলে পরিশোভিত। উহার দক্ষিণাংশ পর্ব্বত কন্দর ও চূণাপাথরের পাহাড়, এইজন্য এই অংশ লতাগুল্মহীন। এই গিরিমালাংশে অল্পস্রোতা কএকটী নদী বিরাজিত আছে। পশ্চিমভাগে শাহপুরের সকেশর শৈল পর্য্যন্ত বিস্তৃত উত্তরপর্ব্বত-ভাগে সূন ও ককলি নামক উপত্যকাদ্বয় বিরাজিত। উহাদের তলদেশ পলিময় স্তর হইতে গঠিত। ইহারই ঠিক দক্ষিণের

পর্ব্বতশ্রেণী কন্দর ও গহ্বরপূর্ণ এবং এখানে ইতস্ততঃ চুণা-পাথরের স্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সল্টওয়াটার লেক, কলিকাতার ৫ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত একটী বিস্তৃত জলাভূমি। ইহা লবণ জলপূর্ণ। আমাদের দেশবাসীরা ইহাকে ধাপা বলিয়া থাকে। ইহার ভূপরিমাণ প্রায় ৩০ বর্গ মাইল। অক্ষা° ২২° ২৮′ হইতে ২২° ৩৮′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮ ২৫′ ৩০″ হইতে ৮৮ ৩০′ ৩০″ পূঃ। এই হ্রদ হইতে কলিকাতা-বেলিয়াঘাটা খাল দিয়া বিতাধরী হইয়া সুন্দরবনের মধ্য দিয়া অন্যত্র যাওয়া যায়।

সল্লকী (স্ত্রী) সংস্কৃতা শকাতে খাদতে গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্ ইতি সৎ-শক-কন্, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। বনমধ্যস্থ বৃক্ষ। (Boswellia thurifera) মহারাষ্ট্র সালকি, কলিঙ্গ ভবিষু, বম্বে শালই, চলিত কুন্দ্রুকী। পর্য্যায়—গজভক্ষ্যা, সুবহা, সুরভী, রসা, মহেরণা কুন্দুরুকী, হ্লাদিনী, গজভক্ষ্যা, সুরভি, সুরকীরসা, মহেরুণা, শল্লকী, সিল্লকী, শিল্লকী, হ্লাদিনী। (ভরত) গুণ—তিক্ত, মধুর, কষায়, গ্রাহক, এবং কুষ্ঠ, রক্ত, কফ, বাত, অর্শ ও ব্রণদোষনাশক। (রাজনি°)

সল্লকণতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ।

সল্লক্য (ক্লী) সাধুলক্ষ।

সল্লোক (পুং) উত্তম লোক, উত্তম স্থান।

সল্ব (পুং) দেশভেদ ও তদ্দেশবাসী। [শব দেখ।]

সল্হ[ণ] (পুং) রাজতরঙ্গিণীবর্ণিত ব্যক্তিবিশেষ।

[শালহনি দেখ।]

সব (ক্লী) সূতে রসানিতি সূ-অচ্। ১ জল। (জটাধর) ২ পুষ্পরস। (পুং) সূয়তে সোমোহস্মেতি সূ-অপ্। ৩ যজ্ঞ। (অমর) ৪ সন্তান। (মেদিনী) ৬ সূর্য্য। ৭ চন্দ্র। (ত্রি) ৮ অজ্ঞ। "সবিতা বা সবানাং সুবতাং" (শুক্ল যজু° ৯।৩৯) 'সবানাং অজ্ঞানাং' (মহীধর)

সবংশা (স্ত্রী) বৃক্ষভেদ।

সবচন (ত্রি) সমান বচন। (পা ৬।৩।৮৫)

সবৎস (ত্রি) বৎসের সহিত বর্ত্তমান, বৎসযুক্ত।

সবথ (পুং) রাজতরঙ্গিণীবর্ণিত ব্যক্তিবিশেষ। (রাজতর° ৮।১১৬৯)

সবন (ক্লী) সু-অভিষবে ল্যুট্। ১ যজ্ঞস্নান। পর্য্যায়—সুত্যা, অভিষব, সোমসন্ধান। (জটাধর) ২ সোমপান। (ভরত) ৩ অধ্বর, যজ্ঞ। ৪ সোম-নির্দ্দলন। (মেদিনী) ৫ প্রসব। (পুং) সু-যুচ্। ৬ চন্দ্র। (উণ্ ২।৭৪) (ত্রি) বনেন সহ বর্ত্তমানং। ৭ বনবিশিষ্ট, বনযুক্ত। ৮ ভৃগুর পুত্রভেদ। ৯ বশিষ্ঠের পুত্রভেদ। ১০ রোহিতমন্বন্তরের সপ্তর্ষিভেদ। ১১ স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্রভেদ। ১২ প্রিয়ব্রতের পুত্রভেদ। (মার্কপু° ৫৩।১৯) ১৩ অগ্নির নামান্তর।

সবনকর্ম্মন্ (ক্লী) যজ্ঞকর্ম্ম। (শকুন্তলা)

সবনদুর্গ, (সাবনদুর্গ), মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মহিসুররাজ্যের বঙ্গলুর জেলার অন্তর্গত একটী গিরিদুর্গ। দুর্গের নাম হইতে এই পর্ব্বতটীও সবনদুর্গ নামে আখ্যাত হইয়াছে। ইহার অপর নাম মগদি শৈল। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪০২৪ ফিট্ উচ্চ। অক্ষা° ১২° ৫৫′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°২১′ পূঃ। এই পর্ব্বতটী দানাদার প্রস্তরে গঠিত এবং প্রায় ৮ বর্গমাইল স্থান ব্যাপিয়া আছে। উহার শিখরভাগ দুইটী চূড়ায় দুইভাগে বিভক্ত; উহার একটীর নাম করি (কৃষ্ণ) ও অপরটীর নাম বিলি (শ্বেত)। দুইটী শিখরেই পর্য্যাপ্ত জল পাওয়া যায়। ১৫৪৩ খৃষ্টাব্দে রাজা সামন্তরায় এই শৈলশৃঙ্গে স্বনামে দুর্গ স্থাপন করেন। তদবধি ঐ শৈল সামন্ত-দুর্গ নামে সাধারণে সমাখ্যাত হয়। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে বঙ্গলুরবাসী ইম্মডি কেম্পে গৌড় এই দুর্গ সংস্কারান্তে সুদৃঢ় করিয়া স্বয়ং সপরিবারে তথায় বাস করেন। ঐ সময় হইতে উহা সবনদুর্গ আখ্যা প্রাপ্ত হয়। ১৭২৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইম্মডি গৌড়ের বংশধরগণ দুর্গ অধিকারপূর্ব্বক তথায় বাস করিয়াছিলেন। উক্ত বর্ষে মহিসুরের জনৈক হিন্দু নরপতি এই দুর্গ অধিকার করিয়া লন। কিছুদিন পরে মহিসুর-রাজের হস্ত হইতে উহা পুনরায় হায়দার আলীর করকবলিত হয়। মুসলমানগণ এই দুর্গ সেনাবল দ্বারা সুদৃঢ় করিলেও ইংরাজের সহিত যুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই। হায়দারপুত্র টিপুসুলতানের ইংরাজ-বিদ্বেষ সময়ে ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস্-পরিচালিত ইংরাজ-সেনাবাহিনী এই দুর্গের সম্মুখদেশে আসিয়া সমুপস্থিত হয়। সেনাপতি কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ১০ই ডিসেম্বর তারিখে কর্ণেল ষ্টুয়ার্ট সসৈন্যে আসিয়া দুর্গের ৩ মাইল দূরে ছাউনি করেন। তিনি এই স্থানে থাকিয়া অতি কষ্টে দুর্গধ্বংসের জন্য কামান সজ্জা করিলেন। ২০এ ডিসেম্বর হইতে অনবরত গোলাবর্ষণ আরম্ভ হইল। তিন দিনে দুর্গপ্রাচীরের এক অংশ খসিয়া পড়িতেছে দেখিয়া কর্ণেল ষ্টুয়ার্ট লর্ড কর্ণওয়ালিসের উপর সমগ্র কর্ত্তৃত্বভার অর্পণ করিয়াছিলেন। রণকুশল কর্ণওয়ালিসের দক্ষতায় ও রণকৌশলে একঘণ্টার মধ্যে এক পার্শ্বের প্রাচীর পরিখাদি উল্লঙ্ঘন করিয়া ইংরাজসৈন্য দুর্গে প্রবেশপূর্ব্বক দুর্গজয় করিলেন। এই যুদ্ধে ইংরাজ পক্ষে একটী সৈন্যও বিনষ্ট হয় নাই।

সবনভাজ্ (ত্রি) যজ্ঞভাগবিশিষ্ট। (তৈত্তিরীয়স° ৭।৫।৩।৪)

সবনমুখ (ক্লী) যজ্ঞারম্ভ।

সবনবিধ (ত্রি) যজ্ঞকার্য্য। যজ্ঞের বিধবীভূত।

সবনশস্ (অব্য°) সবন-শস্। ১ ত্রিকালম্। (ভাগ° ১১।৬।১০) ২ যজ্ঞমধ্যম ৩ তাৎপর্য্যযুক্ত (শ্রীধরস্বামি)। (ভাগ° ১০।৫৫।১৫)

সবনিক (ত্রি) সবনসম্বন্ধীয়।

সবনীয় (ত্রি) সোমযজ্ঞসম্বন্ধীয়।

সবনুর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ধারবাড় জেলার অন্তর্গত একটী সামন্তরাজ্য। অক্ষা° ১৪° ৫৬´ ৪৫´´ হইতে ১৫°১´ ৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°২৩´৪৫´´ হইতে ৭৫°২৫´ পূঃ-মধ্য। ভূপরিমাণ ৭০ বর্গমাইল। এই রাজ্যের মধ্যে একটী নগর ও ২৩ খানি গ্রাম আছে।

এখানকার রাজবংশ মুসলমান ও আফগানবংশীয়। মোগল-সম্রাট্ আরঙ্গজেব আবদুল রউফ্ খাঁ নামক জনৈক পাঠান-সেনানীর যুদ্ধকৌশলে বিশেষ প্রীত হইয়া তাঁহাকে সাতহাজারী মনসবদার পদে উন্নীত করেন। ঐ সঙ্গে সম্রাটের অনুগ্রহে অশ্বারোহী সেনাদলপালনার্থ ও স্বীয় মর্য্যাদারক্ষার্থ তিনি বঙ্কাপুর, তোড়গল ও আজীমনগর জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পরবর্ত্তিকালে এখানকার নবাব টিপুসুলতানের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইলেও ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে বিশ্বাসঘাতক টিপু-সুলতান কুটুম্বের রাজ্য আত্মসাৎ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। টিপুকর্ত্তৃক রাজ্য অপহৃত হইলে নবাব পেশবার আশ্রয়ভিক্ষা করেন। পেশবা তাঁহার নষ্টরাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে অশক্ত হইয়া তাঁহাকে বার্ষিক ৪৮০০০্ টাকা বৃত্তিদান করেন, পরে জেনারল ওয়েলেস্‌লির মধ্যস্থতায় পেশবা ঐ নগদ টাকার বৃত্তির অনুরূপ আয়ের ভূসম্পত্তি প্রদান করিতে বাধ্য হন। টিপুকর্ত্তৃক এই নগর অধিকৃত হইবার পূর্ব্বে এখানে নবাবগণের দ্বারা একটী টাকশাল স্থাপিত হয়। ঐ টাকশাল হইতে সবনুরী-হুন নামক স্বর্ণমুদ্রার প্রচার হইত। উহার মূল্য প্রায় ৪্ টাকা এবং উহাতে নবাবের মূর্ত্তি অঙ্কিত থাকিত।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ হইতে এই রাজ্যের শাসনভার ধারবাড়ের কালেক্টরের অধীনে থাকে। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে নবাব আবদুল মজীদ খাঁ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার হস্তে রাজ্যভার প্রদত্ত হয়। নবাবকুমার কোলহাপুরের রাজকুমার কলেজে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া দেশের মঙ্গলকার্য্যে ব্রতী হন। দুঃখের বিষয় ঐ যুবক নবাব পঞ্চবিংশবর্ষেই লোকান্তর গমন করেন।

২ উক্ত রাজ্যের প্রধান নগর, ধারবাড় হইতে ৪০ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ১৪°৫৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°২৩´৫´´ পূঃ। নগরটী গোলাকার ও ক্ষুদ্র। চারিদিকে পরিখা ও প্রাচীর আছে, প্রাচীরগাত্রে ৮টী প্রবেশদ্বার; তন্মধ্যে তিনটী ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। ১৮৬৮ হইতে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ মধ্যে নগরটী পথ ঘাট ও ইমারত দ্বারা পরিশোভিত হয়। এখানে বৎসরে বৎসরে যেবোদ্দেশে মেলা বসিয়া থাকে।

সবয়স্ (পুং) সমানং বয়োহস্য। ১ বয়স্য। (অমর) (ত্রি) ২ সমান বয়স্ক, এক বয়সী। (স্ত্রী) সমানং বয়োহস্যাঃ (জ্যোতির্জনপদেতি। ৬।৩।৮৫) ইতি সমানস্য সঃ। সমানবয়স্কা, পর্য্যায় আলি, বয়স্যা, সখী, সহচরী। (জটাধর)

সবয়স্ (ত্রি) সমান বয়োবিশিষ্ট। (ভাগবত ১০।১৩।৩৮)

সবর (পুং) ১ সলিল। ২ শিব। (ত্রিকা°)

সবর্ণ (ত্রি) সমানো বর্ণো যস্য (জ্যোতির্জনপদেতি। পা ৬।৩।৮৫) ইতি সমানস্য সঃ। ১ সদৃশ। (হেম) ২ সমান বর্ণ। তুল্য জাতি, তুল্য বর্ণ।

"পাণিগ্রহণসংস্কারঃ সবর্ণাসূপদিশ্যতে।
অসবর্ণা স্বয়ং জ্ঞেয়ো বিধিরুদ্বাহকর্ম্মণি॥" (উদ্বাহতত্ত্ব)

সবর্ণা কন্যাই বিবাহ করিতে হয়, শাস্ত্রে এই রূপ বিধান আছে। কলীতর যুগে অসবর্ণ বিবাহে নিষিদ্ধ ছিল না, ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় অসবর্ণ বিবাহ করিতে পারিতেন, কিন্তু কলিতে ইহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। কলিতে একমাত্র সবর্ণ বিবাহই প্রশস্ত। [বিবাহ দেখ]

৩ একস্থানোৎপন্ন বর্ণ, ব্যাকরণ মতে ইহার সবর্ণ সংজ্ঞা হয়। যথা অ আ, অর্থাৎ অকারের সহিত আকারের সবর্ণতা আছে।

সবর্ণা (স্ত্রী) সমানো বর্ণো যস্যাঃ। সূর্য্যপত্নী ছায়া। (শব্দরত্না°) ২ সমান বর্ণা স্ত্রী।

সবর্ণাত্ম (ত্রি) সবর্ণস্য আত্মা ইব আত্মা যস্য। সবর্ণ।

সবর্য্য (ত্রি) শ্রেষ্ঠ গুণ বা ধনবিশিষ্ট। বরীয়ান্।

সবল, চম্পারণের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম।
(ভবিষ্যব্র° খ° ৪২।১৫১)

সবলপুর, বিশালরাজ্যের অন্তর্গত একটী প্রাচীন পুরী।
(ভবিষ্যব্র° খ° ৩২।৯৯)

সবলসিংহ, বড়বানের একজন হিন্দু নরপতি। ইনি ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে আজমনগর জেলায় রণপুর দুর্গ অধিকারার্থ সদলে যাত্রা করেন। ঐ সময়ে দুর্গাধিকারী অহিমভাই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। তিনি ঘোরতর [illegible] করিয়াও দুর্গাবরোধ ব্যর্থ করিতে পারিলেন না। দুর্গ শত্রুহস্তগত হইলে দুর্গবাসীরা বিশেষভাবে নিগৃহীত হইয়াছিল। এই সময়ে বড়োদার অধিপতি দামাজী গাইকোবাড় ঢোলকায় রাজস্বসংগ্রহে আগমন করেন। অহিমভাই গোপনে তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া স্বীয় দুঃখবার্ত্তা নিবেদন করেন এবং ঐ সঙ্গে তাঁহার সাহায্যভিক্ষা করিয়াছিলেন। তদনুসারে অহিমভাই সঙ্গে গাইকোবাড়ের সেনাদল তথায় আসিয়া সমুপস্থিত হইলে সবলসিংহ দুর্গাবরোধ পরিত্যাগ করিয়া নাগেশের অভিমুখে পলাইয়া যান। গাইকোবাড় সৈন্য তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে সবলসিংহ পরাজিত ও বন্দী হন।

সববিধ (ত্রি) সবনবিধ। (শতপথব্রা° ১১।৭।৪।১)

"অগন্তুং সহগোপশতবশী:" (ঋক্ ১০।২৭।৮)

'সহগোপাঃ পশুপালকেন সহিতাঃ' (সায়ণ)

সহচর (পুং) সহচরতীতি চর-অচ্। ১ ঝিন্টী। ২ বয়স্য, বন্ধু, সখা। ৩ প্রতিভূ, জামিন। ৪ প্রতিবন্ধক। (হেম) (ত্রি) ৫ অনুচর, সহগামী। (পুং স্ত্রী) ৬ পীতঝিন্টী ও নীলঝিন্টী।

সহচরদ্বয় (স্ত্রী) পীতঝিন্টী ও নীলঝিন্টী।

সহচরী (স্ত্রী) সহ চরতি যা চর-অচ্, পচাদিষু চরডেটিৎ করণাৎ ঙীষ্। ১ পীতঝিন্টী। (অমর) ২ বয়স্যা, সখী। (জটাধর) ৩ পত্নী। (হেম)

সহচরিত (ত্রি) একত্রবাস ও একরূপ আচরণশীল।

"বসন্তসহচরিতমধ্যমনং বসন্তাধ্যয়নম্।" (পা° ৪।৩।৬০ পতঞ্জলি)

সহচার (পুং) সহ চরতি চর-ঘঞ্। সহচারী, সঙ্গী।

সহচারিত্ব (স্ত্রী) সহচারিণো ভাবঃ ত্ব। সহচারীর ভাব বা ধর্ম, সহিত গমন।

সহচারিন্ (ত্রি) সহ চরতি চর-ণিনি। সঙ্গী, যাহারা সহচররূপে সহিত গমন করে।

সহচ্ছন্দস্ (ত্রি) গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দের সহিত বর্ত্তমান।

"সহস্তোমাঃ সহচ্ছন্দস আবৃতঃ" (ঋক্ ১০।১৩০।৭)

'সহচ্ছন্দস গায়ত্র্যাদিচ্ছন্দোভিঃ সহ বর্ত্তমানা' (সায়ণ)

সহজ (পুং) সহ জায়তে ইতি জন-ড। ১ সহোদর, এক জননীর গর্ভোৎপন্ন ভ্রাতা। ২ নিসর্গ, স্বভাব। (ত্রি) ৩ সহোত্থ। (মেদিনী) ৪ স্বাভাবিক। ৫ সুলভ, অনায়াসসিদ্ধ। ৬ সহজাত, প্রাকৃতিক, নৈসর্গিক। ৭ জ্যোতিষ মতে, জন্মলগ্ন হইতে তৃতীয় স্থানকে সহজস্থান কহে। এই সহজ স্থানে জাতকের ভ্রাতা, ভগিনী, বিক্রম, দূরযাত্রা প্রভৃতির বিষয় চিন্তা করিতে হয়।

সহজ, তান্ত্রিক আচার্য্যভেদ। শক্তিরত্নাকরে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

সহজকীর্ত্তি, একজন জৈন বৈয়াকরণ। সারস্বতটীকা নামে ইহার রচিত এক খানি ব্যাকরণটীকা পাওয়া যায়।

সহজন্ধি (স্ত্রী) [সন্ধি দেখ।]

সহজন্মন্ (ত্রি) সহ জন্ম যস্য। যমজ, সহোদর।

সহজন্য (পুং) যক্ষ। (স্ত্রী) সহজন্যা অপ্সরোবিশেষ।

সহজপাল (পুং) কাশ্মীররাজপুত্রভেদ। (রাজতর° ৭।৩৩৪)

সহজমিত্র (স্ত্রী) সহজং মিত্রং। স্বাভাবিক সুহৃৎ। শাস্ত্রে সহজমিত্র ও সহজশত্রু পদে দুই শ্রেণীর আত্মীয় পরিগৃহীত হইয়াছে। ভাগিনের, মাসতুত ও পিসতুত ভাই—সহজমিত্র, এবং খুড়তুত ও জেঠতুত ভাই—সহজশত্রু। "সহজং মিত্রং ভাগিনেয়-পৈতৃষস্ত্রীয় মাতৃষস্ত্রীয়াদি" (মিতাক্ষরা আচারাধ্যায়)

ইহাদের সহিত বিষয়ের কোনও সম্বন্ধ নাই বলিয়া ইহারা সহজমিত্র।

সহজললিত (পুং) বৌদ্ধ যতিভেদ। (তারনাথ)

সহজবিলাস (পুং) বৌদ্ধযতিভেদ। (তারনাথ)

সহজা (স্ত্রী) সহজ, সবৈব উৎপন্ন। "আতূর্ত্যা সহজা যন্ত্রসারকসহ:" (ঋক্ ১০।৮৪।৬) 'সহজা সহৈবোৎপন্নঃ' (সায়ণ)

সহজাত (ত্রি) সহজাতঃ উৎপন্নঃ। ১ সহোদর। ২ যমজ। (ত্রি) ৩ সহোত্থ।

সহজাদিত্য, একজন সামন্তরাজ, উপাধি রাজরাজ। ১২০৩ বিক্রম সম্বতে বুলন্দসহরে উৎকীর্ণ অনন্তের শিলাফলকে ইনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা রূপে বর্ণিত আছেন।

সহজাধিনাথ (পুং) সহজস্য অধিনাথঃ। জ্যোতিষ মতে, সহজ স্থানের অধিপতি, তৃতীয়াধিপতি, সহজাধীশ, লগ্নস্থান হইতে তৃতীয় স্থানস্থ যে গ্রহ তাহাকে সহজাধিনাথ কহে। (জাতককৌ°)

সহজানন্দ-তীর্থ, অদ্বৈতসিদ্ধি নামক গ্রন্থ প্রণেতা।

সহজানন্দনাথ, পুরশ্চরণপ্রসঙ্গ প্রণেতা।

সহজানি (পুং) পত্নী। (তৈত্তিরীয়স° ৩।২।৮।৫)

সহজানুষ (ত্রি) আত্মধারা ভূমিতে গমনকারীকে আশ্রয় করে, তাহার সহিত বর্ত্তমান। "নঃ পাত্রাণ্ডেৎ সহজানুষাণি" (ঋক্ ৯।১০৪।৮)

'সহজানুষাণি আত্মনঃ যানি ভূমিং সনতি গচ্ছতীত্যর্থঃ, তানি আত্মষাণি তৈঃ সহিতানি।' (সায়ণ)

সহজারি (পুং) সহজঃ স্বাভাবিকঃ অরিঃ। স্বাভাবিক শত্রু, সহজশত্রু। বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, পিতৃব্য ও তাহার পুত্রাদির সহিত বিষয়ের অংশ থাকে, এইজন্য তাহারা জন্মতঃই শত্রুভাবাপন্ন বলিয়াই সহজশত্রু নামে উক্ত। [শত্রু শব্দ দেখ।]

সহজিৎ (ত্রি) সহজয়তি জি-কিপ্, তুক্ চ। সহিত জেতা, একত্র মিলিত হইয়া জয়কারী।

সহজিয়া (সহজপন্থী) ধর্ম্মসম্প্রদায়ভেদ। বর্ত্তমান কালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একটী নিম্ন শ্রেণী বলিয়া গণ্য। সাধারণের বিশ্বাস যে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরভদ্র গোস্বামী হইতেই এই পন্থীর উদ্ভব, কিন্তু সহজ মত যে বহু পূর্ব্বকাল হইতেই গৌড়মণ্ডলে প্রচলিত ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে ৮।৯ শত বর্ষের প্রাচীন কাহ্নপাদ, ভোজিপাদ, শান্তিদেব প্রভৃতির কতকগুলি প্রাচীন পদ এবং দোহা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন, সেই সকল পদে সহজিয়াদের মূল ধর্ম্মমতের যথেষ্ট উপকরণ রহিয়াছে। সেই সকল প্রাচীন পদাবলি আলোচনা করিলে নিঃসন্দেহে মনে হইবে যে বৌদ্ধ তান্ত্রিক সমাজ হইতেই এই সহজিয়া মতের উৎপত্তি।

খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দে মহাযান সম্প্রদায় প্রবল হইলে তন্মধ্যে আবার মাধ্যমিক ও যোগাচার এই দুই মত প্রচলিত হইল। মাধ্যমিকেরা শূন্যবাদী হইলেও নানা বৌদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের উপাসনা স্বীকার করিলেন, এদিকে যোগাচার মতাবলম্বীরা যোগশাস্ত্রচর্চাফলে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন স্বীকার করিয়া অনাত্মবাদী মহাযানদিগের মধ্যেও পরোক্ষে আত্মবাদ প্রচার করিলেন। বিভিন্ন বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণের মূর্ত্তিপূজা এবং ঐ সঙ্গে প্রায় খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দে মহাযানের মধ্যে মন্ত্রযানের প্রভাব বিস্তৃত হইলে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণের এক একটী শক্তি কল্পিত হইল। মহাযান-সম্প্রদায়-সম্ভূত মন্ত্রযানেরাই বিভিন্ন শক্তিপূজার সঙ্গে সর্ব্বত্র তান্ত্রিকতা ঘোষণা করিয়াছিলেন।

বিভিন্ন মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায় মধ্যে জ্ঞাননিষ্ঠা, ইন্দ্রিয়সংযম ও সন্ন্যাসবৈরাগ্য দ্বারাই প্রথমতঃ নির্ব্বাণপদ লাভের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। ভগবান্ বুদ্ধশিষ্য আনন্দ নারী জাতিকেও সন্ন্যাসের অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। ক্রমে বৌদ্ধ বিহার ও সঙ্ঘারামে বহুতর শ্রাবক ভিক্ষুসঙ্ঘের ন্যায় শত শত শ্রাবিকাও আশ্রয়লাভ করিয়াছিলেন। অবশ্য প্রথমতঃ উভয় পক্ষের নিবৃত্তির দিকেই লক্ষ্য ছিল। কিন্তু স্ত্রীপুরুষের একত্র অবস্থানের বিষময় ফল অবশ্যম্ভাবী। জ্ঞাননিষ্ঠ জিতেন্দ্রিয় শ্রাবকগণ কামিনীকাঞ্চন বা প্রবৃত্তিমার্গের যথেষ্ট বিরোধী হইলেও, স্ত্রীসংসর্গফলে কোন কোন অগ্রণী প্রবৃত্তির সাধনা দ্বারা নিবৃত্তি বা মোক্ষপথ লাভের উপায় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। নিরবচ্ছিন্ন ভোগসাধন দ্বারা যে মহাসুখ লাভ হয়, তদ্দ্বারাই নির্ব্বাণপদ সিদ্ধ হইতে পারে, এই নব সম্প্রদায় অতিগোপনে এইরূপ প্রচার করিতে লাগিলেন। এই নব সম্প্রদায় 'বজ্রযান' নামে পরিচিত হইলেন। তৎপূর্ব্বতন মন্ত্রযানসম্প্রদায় স্বয়ম্ভূ বা আদি বুদ্ধ, এবং তাঁহার প্রজ্ঞা বা ধর্ম্ম হইতে সম্ভূত যথাক্রমে বৈরোচন, অক্ষোভ্য, রত্নসম্ভব, অমিতাভ ও অমোঘসিদ্ধ এই পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ এবং এই পাঁচের যথাক্রমে বৈরোচনী, লোচনা, মামুকী, পাণ্ডরা ও তারা এই পঞ্চ শক্তি এবং এই পঞ্চ বুদ্ধ ও পঞ্চ শক্তির পুত্রস্থানীয় সমন্তভদ্র, বজ্রপাণি, রত্নপাণি, পদ্মপাণি ও বিশ্বপাণি এই পঞ্চ ধ্যানী বোধিসত্ত্ব স্বীকার করেন। ইঁহাদের উপাসকেরা বোধিসত্ত্বযান বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল, কিন্তু প্রবৃত্তিমার্গী নবসম্প্রদায় বজ্রসত্ত্ব নামক ষষ্ঠ ধ্যানী বুদ্ধ ও বজ্রধাত্বীশ্বরী বা বজ্রেশ্বরী নামে তাঁহার শক্তি এবং ঘণ্টাপাণি নামে একটী বোধিসত্ত্ব কল্পনা করিয়া ■ নূতন মার্গ প্রচার করিলেন, তাহাই 'বজ্রসত্ত্বযান' বা 'বজ্রযান' নামে প্রসিদ্ধ হইল। তাহাদের আচারপদ্ধতি রীতিনীতি অতিশয় তান্ত্রিক মতসমাচ্ছন্ন। যে সকল সম্ভোগ-লালসাকে পূর্ব্বতন ধর্ম্মপন্থী অতি হেয় ও ঘৃণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে কাতর ছিলেন, বজ্রযান শ্রাবকেরা তাহাই শ্রেয়ঃ লাভের উপায় বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তাঁহাদের মতসমর্থক বহুতর তন্ত্রও প্রচলিত হইয়াছিল, এবং এই ধর্ম্মাচরণ অতি সহজসাধ্য ও আপাতমনোরম হওয়ায় আপামর সাধারণ সকলেই প্রীতির চক্ষে গ্রহণ করিয়াছিল। এই সম্প্রদায়ের চণ্ডরোষণমহাতন্ত্র খানি অতি প্রাচীন। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে প্রায় ৮শত বর্ষের হস্তলিখিত একখানি চণ্ডরোষণতন্ত্রের টীকার কতকাংশ নিজ হস্তে নকল করিয়া আনিয়াছেন, তাহার আরম্ভেই "সহজতত্ত্বের" এই রূপ ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়—

"একস্মিন্ কালে ভগবান্ বজ্রসত্ত্বঃ বজ্রধাত্বীশ্বরী * * বজ্রো * * তত্র ধাতুঃ সাংবৃতবিবৃতলক্ষণং। বোধিচিত্তং ভগেশ্বরী ইব। প্রজ্ঞাবজ্রধাতুনা সেবিতত্বাত্তস্যাঃ। তস্মাৎ * * বিজহারেতি। বিহৃতবান্ বজ্রপদ্মসংযোগেন সংপুটযোগেন স্থিতবানিত্যর্থঃ। অতএব বিহারঃ প্রাকৃতজনযাপ্যাত্যন্তগুহ্যো ভবতি কিং পুনর্ভগবতো বজ্রসত্ত্বস্য তত্তৎকার্য্যাকৃতং ভবতি।...মেরুগিরিমূর্দ্ধ্নি বজ্ররত্নভূমৌ বজ্রমণিশিখরকূটাগারে বিহরতীত্যেতি। এবেন পাত্রা কালো দেশশ্চোক্তঃ। পর্ষৎসমাহ অনেকৈশ্চেত্যাদি বজ্রযোগিনঃ শ্বেতবর্ণাদয়ঃ। বজ্রযোগিন্যো মোহবজ্র্যাদয়ঃ। তেষাং তাসাঞ্চ গণাঃ সমূহাঃ এক...বহুবচনমেকবচনমপি পঞ্চতথাগতাত্মত্বাৎ। তদ্দর্শয়ন্নাহ রূপদর্শনে। মোহাচলেনেতি ভগবতো ভগবতীদেহগতরূপজ্ঞানেন এবং শীতাচলেনেতি ভগবতীদেহগত গন্ধজ্ঞানেন। রত্নাচলেনেতি ভগবতীদেহগতরসজ্ঞানেন। বেত্রিমাচলেনেতি ভগবতীদেহগতস্পর্শজ্ঞানেন। মোহবজ্রা চেতি ভগবত্যা ভগবদ্দেহগতরূপজ্ঞানেন। পিশুনবজ্রা চেতি ভগবদ্দেহগতগন্ধজ্ঞানেন। রাগবজ্রাচেতি ভগবদ্দেহগতরসজ্ঞানেন। ঈর্ষ্যাবজ্রা চেতি ভগবদ্দেহগতস্পর্শজ্ঞানেন অথবা তু ভগবান্ ভগবতীদেহগতজ্ঞানরূপঃ। ভগবতী তু ভগবদ্দেহগতসকলজ্ঞানরূপা অতো নৈতৎ প্রত্যেকঃ কৃতঃ এব প্রযুক্তৈরিতি। এবং প্রকারৈঃ। চক্ষুষা ঘ্রাণেন রসনয়া কায়েন শ্রোত্রেণ রূপেণ বেদনয়া সংজ্ঞয়া সংস্কারেণ বিজ্ঞানেন পৃথিব্যা জলেন তেজসা বায়ুনা আকাশেন ইত্যাদিভিরিত্যর্থঃ। এতৈরেবং বিধে বিহারে পর্ষদ্ভিরুপেতাদৃশো বোধিচিত্তে তু কথিতং ভবতি। অতিগুহ্যত্বাৎ নম্র তদা ময়া কথং শ্রুতমিতি চেদাহ। অথেত্যাদি। অত্রার্থঃ। তেন বিহারেণ যদা চতুরানন্দসুখমদ্ভুত ভগবতাং সর্ব্বপুরুষেষু মহাকরুণয়োন্মুখীকৃত্য...এবং...বলসমাধিং সমাপন্নেষু বক্ষ্যমাণমুদ্রাজলায় উদাহৃতবান্। ভগবদ্ভগবতীদেহ এব স্থিতা ময়া শ্রুতমিতি ভাবঃ। কিমুদাহৃতবান্। ভাবাভাবেত্যাদি। ভাব আনন্দপরমানন্দবিকল্পঃ। অভাবে বিরমানন্দবিকল্পঃ। তাভ্যাং বিনির্ম্মুক্তস্তত্ত্বকঃ। চত্বার আনন্দাস্তত্র প্রজ্ঞোপায়াভ্যাম-

স্তোকানুরাগলক্ষণমালিঙ্গনচুম্বনস্তনমর্দ্দনবদনাদিনা বজ্রাব্জদ্বয়েন বজ্রপদ্মসংযোগং যাবদানন্দ এতেন কিঞ্চিৎ সুখমুৎপদ্যতে। ততঃ পদ্মান্তর্গতবজ্রচালনেন যাবন্মণিমূলং বোধিচিত্তমায়াতি তাবৎ পরমানন্দঃ এতেন তদধিকং সুখমুৎপদ্যতে। মণিমূলাদ্‌-যাবৎ পদ্মোদরান্তর্গতমশেষং ন ভবতি তাবৎ সহজানন্দঃ। এতেন গ্রাহ্যগ্রাহকগ্রহণাভিমানরহিতং পরমং সুখমুৎপদ্যতে। অতঃ-পরং যাবন্নিশ্চেষ্টীভূয় সুখং ভুক্তং ময়েতি বিকল্পয়তি। তাবদ্বির-মানন্দঃ। বিরমেণ ত্রিবিধসুখবিসর্গেণ আনন্দো হর্ষো যত্র স তথা। এতেন সুখাদ্ভুতবশ্যসরূপং সুখমুৎপদ্যতে। চৈতৈরক্ষ-মানন্দাদিবিকল্পরহিতং সুখজ্ঞানমাত্রং তেন তৎপরং আলক্ষ্য ইত্যর্থঃ।...বাধেয়চক্রভাবনারূপঃ তেন যস্য রূপং যস্য স তথা সংকল্পঃ সর্ব্বনরকাদিহেতুকর্ম্মদুঃখপ্রাণিকল্পবিকল্পঃ পুষ্পপুষ্পীতি প্রজ্ঞাসংপর্কোন্মুখে ইতি ভাবঃ। স্থিতং তৎকথনং পঞ্চাকারে-ণেতি। মিশ্রিতা বাহ্যাভ্যন্তরপ্রপঞ্চরূপেণোৎপত্তিক্রমেণ আদি-কর্ম্মিকাণামেতদ্ব্যতিরেকেণ কথয়িতুমশক্যত্বাদিতি ভাবঃ। অথে-ত্যাদি। সর্ব্বস্ত্রীষু মহাকরুণামানুষীকৃত্য তত্রৈব যেবস্ত্রী-সমাধিং সমাপত্তেরুদাহরন্। শূন্যতা বিরমানন্দঃ। করুণা আনন্দত্রয়ং তাভ্যামভিন্না কেবলমহাসুখস্বভাবেত্যর্থঃ। অতএব দিব্যকামসুখেন স্থিতা বিকল্প আনন্দাদিপ্রত্যেককল্পনাপ্রপঞ্চো বীজচিহ্নাদি বিকল্পঃ। নিরাকুলা চিত্তৈকাগ্রতয়া নার্য্যাঃ স্ত্রিয়ঃ। সর্ব্বস্ত্রীণাং দেহঃ পুরুষসম্পর্কোন্মুখঃ তস্মিন্ স্থিতা। অথেত্যাদি। পাদেনেতি দক্ষিণচরণপীড়নেন। দেবি দেবীতি। সর্ব্বার্থং প্রত্যেকাদিপ্রবেশাতি মহাপ্রজ্ঞা ক্রিকিঃ। রম্যকমনীয়ত্বাৎ। রহস্যং গোপনীয়ত্বাৎ শ্রাবকাদিধর্ম্মপ্রবৃত্তেষু সারং পারমিতা-মহাযানোক্তং তত্ত্বং তস্মাদপি সারতরং শ্রেষ্ঠং। সর্ব্ববুদ্ধৈরিতি বজ্র-সত্ত্বনিশ্চিতে দীপঙ্করাদিভিঃ সমাশ্রয়ং বুদ্ধৈঃ। মহাতত্ত্বমিতি ত্রিবিধং তত্ত্বং হেতুফলোপায়ভেদেন তত্র হেতুরনাদিনিধনসহ-জৈকস্বভাবং জ্ঞানং মহাসুখং।"* (১ম পটল ব্যাখ্যা)

উক্ত তন্ত্র-ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য এই যে, আনন্দ চারি প্রকার—আনন্দ, পরমানন্দ, সহজানন্দ ও বিরমানন্দ। ইহার মধ্যে প্রজ্ঞা ও উপায় পরস্পরের যাহাতে অনুরাগ জন্মে, তাদৃশ লক্ষণবিশিষ্ট আলিঙ্গন, চুম্বন, স্তনমর্দ্দন প্রভৃতি দ্বারা বজ্রাব্জের ন্যায় বজ্রপদ্ম-সংযোগে যে আনন্দ অনুভূত হয়, তাহাকে আনন্দ কহে। তৎপরে পদ্মান্তর্গত বজ্রচালন দ্বারা মণিমূল বোধিচিত্ত প্রাপ্ত হইলে তাহাকে পরমানন্দ কহে। এই পরমানন্দে আনন্দ অপেক্ষা অধিক সুখ হইয়া থাকে। তৎপরে আবার যখন এই মণিমূল হইতে পদ্মোদরের অন্তর্গত অশেষরূপে কার্য্য না হয়, তখন তাহাকে সহজানন্দ কহে। ইহাতে গ্রাহ্য গ্রাহক ও গ্রহণাভিমান-বর্জ্জিত পরম সুখ উৎপন্ন হয়। ইহার পর নিশ্চেষ্ট হইয়া আমি সুখভোগ করিয়াছি এইরূপ বিকল্প অনুভব করাকে বিরমানন্দ, বা পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার সুখ ত্যাগ দ্বারা যে আনন্দ অনুভূত হয় তাহাকে বিরমানন্দ কহে। শূন্যতার নামই বিরমানন্দ *। ইহাই অনাদিনিধন সহজৈকস্বভাবজ্ঞানরূপ মহাসুখ।

যদিও চণ্ডরোষণ মহাতন্ত্র আমাদের হস্তগত হয় নাই, কিন্তু তাহার সুপ্রাচীন টীকা হইতে আমরা বেশ বুঝিতেছি যে 'সহজানন্দ' ও 'সহজৈকস্বভাবজ্ঞান'রূপ মহাসুখ বজ্রযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রধান লক্ষ্য ছিল। আজও নেপালের বৌদ্ধগণ এই বজ্রযানসম্প্রদায়ভুক্ত। উক্ত তন্ত্রব্যাখ্যা হইতে আভাস পাওয়া যাইতেছে যে এই সম্প্রদায়ের দীপঙ্কর ও শ্রাবকগণই এই তত্ত্ব আনন্দতত্ত্ব প্রকাশ করেন। তাঁহারা সাধারণকে বুঝাইয়া ছিলেন, স্বয়ং ভগবান্ বজ্রসত্ত্ব তাঁহার শক্তির সহিত একীভূত হইয়া 'সহজানন্দ' ও 'সহজৈকস্বভাব'তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। এক সময়ে গৌড়বঙ্গেও এই বজ্রযান বিশেষ প্রবল ছিল, যদিও এই সম্প্রদায় মহাযানের একটী শাখা, কিন্তু এই সম্প্রদায়ীরা মূল পারমিতা মহাযান হইতেও আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ঘোষণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, উদ্ধৃত বৌদ্ধ তন্ত্রের টীকা হইতেই বুঝা যায়। ইন্দ্রিয়চরিতার্থতারূপ সহজসাধন যখন ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইল, তখন আপাতসুখলিপ্সু জনসাধারণ অনায়াসেই যে এই সহজধর্ম্ম আশ্রয় করিবে, তাহা বলাই বাহুল্য। গৌড়বঙ্গে যখন বৌদ্ধ ধর্ম্মের অধঃপতন সাধিত হইল, তখন বৈদিক ও হিন্দু তান্ত্রিক ব্রাহ্মণগণের প্রভাবে উচ্চ জাতি প্রকাশ্য রূপে বজ্রযান মত পরিত্যাগ করিয়া উচ্চ ধর্ম্ম আশ্রয় করিলেও সাধারণের হৃদয়ে এই সহজধর্ম্ম এতই বদ্ধমূল হইয়াছিল, যে তাহা উৎপাটিত করিবার কাহারও সাধ্য হয় নাই। জনসাধারণকে হস্তগত করিবার জন্য শৈব ও শাক্তগণ 'শক্তিসাধন' এবং বৈষ্ণবেরা 'সহজভজন' প্রচার করিলেন। নামে ও ব্যবহারে সামান্য বৈলক্ষণ্য মনে হইলেও 'শক্তিসাধন' ও 'সহজভজন' যে বজ্রযানেরই সংস্করণ তাহাতে সন্দেহ নাই। হিন্দু শাক্তগণ 'শক্তিসাধন' উপলক্ষে জপধ্যানাদি কতকগুলি পূজাবিধি জড়িত করিয়া এই সাধনকে বজ্রসাধন হইতে কিছু দূরে আনিয়া ফেলিয়াছেন, কিন্তু 'সহজভজন'নিরত সহজিয়ারা বেশী দূরে পশ্চাৎপদ হইতে পারেন নাই। যে বজ্রসাধন গৌড়বঙ্গের জন সাধারণ মধ্যে নিত্যানুষ্ঠান বলিয়া বহুদিন গণ্য ছিল, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবের ঝঞ্ঝাবাতে তাহা যে সহসা উড়িয়া যাইবে, তাহা কখন সম্ভবপর নহে। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় ধর্ম্মপূজক

* নিতান্ত অশ্লীল ও অস্পষ্ট অংশ উদ্ধৃত হইল না।

* সেকালে যাহা ব্রহ্মানন্দলাভ, মহাযানেরা তাহাই শূন্যতা বা নির্ব্বাণপদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

ডোম প্রভৃতি নীচ জাতির মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের শেষ নিদর্শন পাইয়াছেন, আমরাও তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া এখন সহজিয়াদের মধ্যে সেই ভ্রষ্ট বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ স্মৃতির কতক পরিচয় পাইতেছি। ধর্ম্মপূজকদিগের ন্যায় সহজিয়ারাও আদ্যাশক্তি সম্বন্ধে অনাদি নিরঞ্জন হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের উৎপত্তি কল্পনা করিয়াছেন, কোন হিন্দুশাস্ত্রে এরূপ কথা নাই। [ধর্মঠাকুর দেখ।]

"অনাদির ঘামের হইল শক্তির জনম।
তার রূপে তার মন কৈল আকর্ষণ॥
এক ইচ্ছা দুই ইচ্ছা হইল সঙ্গম।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের হইল জনম।" (আনন্দ-ভৈরব)

"সহজ ভজনে মূল সেই আদ্যাশক্তি।
একাকার সমীকরণ কহিল নিশ্চিন্তি॥" (নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী)

বজ্রযানেরা যেরূপ বজ্রসত্ত্ব ও তাঁহার শক্তির মিলনাবস্থায় 'সহজানন্দ' ও মহাসুখবজ্রাবস্থানের উৎপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন, বর্ত্তমান সহজিয়ারা বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয়দান করিলেও তাঁহাদের 'আগমসারে' হরগৌরীর মিলনাবস্থায় এইরূপ তত্ত্ব-প্রকাশের আভাস পাওয়া গিয়াছে। চণ্ডরোষণতন্ত্রের প্রাচীন ব্যাখ্যা এবং গৌরীদাসরচিত 'নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী' নামক সহজিয়া গ্রন্থ মিলাইয়া দেখিলে যেন চণ্ডরোষণতন্ত্রের ব্যাখ্যাই বিশদভাবে বঙ্গভাষায় নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া মনে হইবে।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব্বেই যে বৈষ্ণব তান্ত্রিকেরা সহজমত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা চণ্ডীদাসের পদাবলিতে স্পষ্ট ব্যক্ত আছে। চণ্ডীদাসের বহু পদে 'বাশুলী' দেবীর নাম পাওয়া যায়। এই দেবীর প্রত্যাদেশে চণ্ডীদাস 'সহজতত্ত্ব' প্রকাশ করেন। এই দেবীটী কে? কোন প্রামাণিক হিন্দুশাস্ত্রে এই 'বাশুলী' দেবীর নামোল্লেখ নাই। কোন কোন পণ্ডিত বিশালাক্ষীর অপভ্রংশে 'বাশুলী' ধরিতে চান। কিন্তু শব্দশাস্ত্রের নিয়মানুসারে 'বিশালাক্ষী' শব্দ কখন 'বাশুলী' হইতে পারে না। গৌড়বঙ্গের যে যে স্থানে এক সময়ে বৌদ্ধতান্ত্রিকগণের প্রভাব ছিল, সেই সেই স্থানেই প্রায় এক একটী 'বাশুলী' বিদ্যমান। নেপালের বজ্রাচার্য্যেরা বজ্র-সত্ত্বের শক্তি বজ্রধাত্বীশ্বরীর যেরূপ গুহ্যমূর্ত্তি চিত্রিত করেন, তাঁহার সহিত নান্নুরের বাশুলী মূর্ত্তির অনেকটা সাদৃশ্য আছে। বলাবাহুল্য নান্নুরের অধিষ্ঠাত্রী মূর্ত্তিটীই চণ্ডীদাসের ইষ্টদেবী। সংস্কৃত 'বজ্রধাত্বীশ্বরী' প্রথমতঃ বজ্রেশ্বরী এবং তাহাই সাধারণের মুখে অপভ্রংশে 'বাজশলী' বা 'বাশুলী'তে পরিণত হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। সুতরাং বৈষ্ণব সহজিয়াদের আদি উপাস্যা বাশুলী এবং বজ্রযানের বজ্রধাত্বীশ্বরী যেন এক ও অভিন্ন দেবী বলিয়াই মনে হইতেছে।

গৌড়বঙ্গ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বিলোপের সহিত মুণ্ডিতকেশ বৌদ্ধ শ্রাবক ও শ্রাবিকাগণের নিতান্ত দুরবস্থা ঘটে, তাহারাই তৎকালীন বৈষ্ণবসমাজের আশ্রয় লাভ করিয়া পরবর্ত্তী কালে নাড়া নাড়ী বা নেড়া নেড়ী নামে পরিচিত হন। নিত্যানন্দপ্রভুর পুত্র বীরভদ্র যে বহু শত নেড়া নেড়ীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ তিনি তাঁহাদেরই নিকট প্রচ্ছন্ন বজ্রযানমত (সহজতত্ত্ব) জানিয়া থাকিবেন। তাহার এইরূপ পরিচয় পাই—

"শ্রীকান্ত কহেন পদ্মা শুন মোর বাণী।
এই ধর্ম্ম যাজন করাছিল ভরত মুনি॥
কামরূপ মন্ত্রে হয় তার উপাসন।
আপনেই লিখিয়াছে আপন ভজন॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
তাহার চরিত্র গোসাঞি করিয়াছে বর্ণন॥
সেই অনুসারে বিদ্যাপতির করণ।
চণ্ডীদাস সেই ধর্ম্ম করাছে যাজন॥
জয়দেব গোসাঞির তত্ত্ব সেই মত হয়।
গোপরূপে ভজন কৈল হয় মহাশয়॥
মহাপ্রভুর মনের কথন না যায় বর্ণনে
নিত্যানন্দ প্রভুর চরিত্র দেখহ নয়ানে॥
বীরভদ্র গোসাঞির কি কহিব গুণে।
বৈরাগীকে শিখাইল আপন করণে॥
যদি এহো বাক্যে কেহো প্রতীত না হয় মনে॥
বারশত নাড়াকে তেরশত নাড়ী দিল কেনে।
যে সব বৈরাগী প্রকৃতির মুখ নাহি দেখে।
এখন প্রকৃতি বিনে তিলার্দ্ধ না থাকে॥
অনন্ত হরি প্রভু সহজতত্ত্ব ধর্ম্ম।
বৈরাগীকে শিখাইলা প্রকৃতির মর্ম্ম॥" (আনন্দভৈরব)

পূর্ব্বতন মহাযান-সম্প্রদায় যেমন জ্ঞানমার্গের পথিক ছিলেন, বজ্রযান-সম্প্রদায় সেইরূপ রসমার্গের পথিক। এই রসমার্গের পথিককে সহজিয়ারা 'রসিক' বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। যথা—

"আদিজ্ঞানী শ্রীনারদ পরমাত্মা সাধন।
উর্দ্ধরেতা মুনিবর ভকত উত্তম॥
নিত্য দেহে পরমাত্মা সাধন করিলা।
এই হেতু জ্ঞানী বলি তার খ্যাতি হৈলা॥
আপন দেহেতে যেবা যোগাযোগ করে।
জ্ঞানতত্ত্ব বলি তাহা যেবা ছোড়ি তারে॥
রসিক ভকত জ্ঞানতত্ত্ব নাহি মানে।
পরমাত্মা সাধন তাহা মানে কায় মনে॥"

(গৌরীদাসরচিত নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সহজপন্থীরা জ্ঞানমার্গ চান না। তাঁহারা প্রকৃতি-পুরুষের মিলনকেই পুরুষার্থ বলিয়া মনে করেন। যাঁহারা এই সাধনায় সিদ্ধ, তাঁহারাই রসিক ভক্ত। তাঁহাদের মধ্যে গৃহী ও উদাসীন ভেদ নাই সকলেই এই সাধনের অধিকারী।

"কিবা গৃহী উদাসীন নাহিক বিচার।
বস্তুনিষ্ঠা যার হৈল সেই সারাৎসার॥
উভয় স্বভাব হয় জগতে সমজ্ঞান।
বেদাচার কুলাচার সকল ত্যজন॥
ঈর্ষা কর্ম ভেদাভেদ নাহিক যাহার।
শুদ্ধ সাধনেতে তার অধিকার॥
সমজ্ঞান কায়মনে রতিনিষ্ঠা যার।
রাধাকৃষ্ণ বিশেষ বস্তু সাধন তাহার॥" (গৌরীদাস)

বর্ত্তমান সহজিয়ারা প্রেমদাসরচিত আনন্দভৈরব, আগমসার, মুকুন্দদাস-রচিত অমৃতরত্নাবলী ও অমৃতরসাবলী এই গ্রন্থ চতুষ্টয়কেই সহজতত্ত্বনির্দেশক সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থ বলিয়াই মনে করেন। যথা—

"অমৃতরত্নাবলী আর আনন্দভৈরবে।
আগমসার গ্রন্থ লৈঞা বিচারি বুঝিবে॥
অমৃতরসাবলি অর্থ স্পষ্ট দেই হয়।
চারি গ্রন্থ স্পষ্ট অর্থ ইহাতে আছয়॥"

উক্ত গ্রন্থ চতুষ্টয়ের সার বুঝাইবার জন্য গৌরীদাস 'নিগূঢ়ার্থ-প্রকাশাবলী' রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানি নিতান্ত অশ্লীল হইলেও ইহাতে সহজিয়াদের প্রকৃত তত্ত্ব সবিস্তার বর্ণিত আছে। এ ছাড়া সহজিয়াদের শত শত প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ পাওয়া যায়।* এই সকল গ্রন্থ-সাহায্যে আমরা জানিতে পারি যে পরকীয়া-সাধনই এই সম্প্রদায়ের লক্ষ্য। এ সম্বন্ধে গৌরীদাস লিখিয়াছেন—

"স্বীয়া ছাড়ি পরকীয়া ইহা কহে কেনে।
স্বীয় সম রস হয় স্বরূপের গুণে॥
পরকীয়া সাধন তিন স্বরূপে হয়।
দুষ্ট ইহা সঙ্গ করে মনে রহে ভয়॥
অত হেতু সম রস বহে স্বীয় গতি।
পরকীয়া শ্রেষ্ঠ হৈতে জানিবে নিশ্চিতি॥
তিন প্রকার কাম হৈতে বিচার করিলা।
প্রাকৃত অপ্রাকৃত কার্য্যরূপা জানাইলা॥
স্বত্তাগার ক্রিয়া তারে প্রাকৃত কহিলা।
স্বীয়াধারে ক্রিয়া কার্য্যরূপা জানাইলা॥
অপ্রাকৃত পরম ধর্ম্ম পরকীয়া সাধনে।
কাম পুন প্রেম হয় পরমাত্মা গুণে॥"
"অপ্রকটে চৈতন্যরূপা স্ফূর্ত্তি হয় যার।
কামমদে হৈয়া তার প্রেমের সঞ্চার॥" (গৌরীদাস)

ইঁহাদের মতে, ছয় গোস্বামী ও অন্যান্য সাধকগণ নিজ জীবনে বিশেষ রূপে এই ভজনপ্রণালী দেখাইয়া গিয়াছেন, উহা বাহিরের কোন গ্রন্থে নাই, তবে সঙ্গ করিতে করিতে উহা জানা ও বুঝা যায় এবং তাঁহাদের পথাবলম্বনে সেই শ্যামসুন্দর ও শ্রীরাধারাণীর কৃপা লাভ হয়। আরও তাঁহারা বলেন যে, ইহাতে কোন নিয়ম কানন আচার-বিচার নাই। স্ত্রীলোকদিগের ঋতুর তিন দিবসও ইঁহারা অস্পৃশ্য বলেন না, বা মানেন না। উক্ত অবস্থাতেও শ্রীভগবানের সেবাপূজাদি সমস্তই করিয়া থাকেন। তাঁহারা নায়কের দেহেই শ্রীকৃষ্ণাবস্থ ও উক্ত নায়িকাতেই শ্রীশ্যামসুন্দর ও রাধারাণীর অধিষ্ঠান এইরূপ বিশ্বাস করেন। তাঁহাদের মতে দেহ-বৃন্দাবন-তত্ত্ব এইরূপ,—

"বৃন্দাবন বলি মাত্র সবে কহে ধাম।
কোথা আছে বৃন্দাবন কারো নাহি জ্ঞান।
মানুষের দেহ [illegible] নিত্য বৃন্দাবন।
পুরুষ প্রকৃতি হৈতে জানিহ কারণ॥
তত্ত্ব রূপে বৃন্দা দেবী কহিল মাধুরী।
দ্বাদশ বন আর অষ্ট মঞ্জরী॥
দ্বাদশ কুঞ্জ আছে আর হয় গোসাঞি।
অষ্ট সখী আছে ইহা কহি শুন ভাই॥
এই নিত্য বস্তু সদা কর আস্বাদন।
এবে [illegible] নির্ণয় করিব দ্বাদশ বন॥
কেশ মূলেতে দেখ হয় অগ্রবন।
কর্ণ বেষ্টিত কাম্য বনের নিয়ম॥
মুখক্ষেত্রে মধুবন এই শাস্ত্রে কয়।
রসিক-ভকত যেবা জানিহ নিশ্চয়॥
এই তিন বনের কথা কহিলাম বিচারে।
নিধুবন হয় তার নয়ন ভিতরে॥
বক্ষঃস্থল মধ্যে দেখ হয় ভাণ্ডীরবন।
বক্ষ বাম ভাগে খদিরবনের নিয়ম॥
এই যে কহিল সপ্তবনের আখ্যান।
বহুলবন অঙ্গে ইহা জানিহ কারণ॥
তালবন হয় তার নাভির নীচেতে।
কুমুদবন হয় তার কুচদ্বয়েতে।
এইত কহিল দশবনের আখ্যান।
মধ্য স্থানে লোহবন [illegible] বৃন্দাবন॥

* বাঙ্গালা সাহিত্য পরিষদ লেখকের সহজিয়া সাহিত্যের বিবরণ দ্রষ্টব্য।

ভদ্রবন হয় তার নাসিকা অগ্রেতে।
এইত দ্বাদশ বন হয় শরীরেতে ॥
এবেত কহি যে সব কুণ্ডের আখ্যান।
দ্বাদশ কুণ্ড শরীরেতে আছে স্থানে স্থান ॥
নাসিকা ভিতরে হয় নিভৃত কুণ্ড-দ্বারে।
কলঙ্ক কুণ্ড হয় তার কণ্ঠের উপরে ॥
মদনসুখদা কুণ্ড হয় মুখ মাঝে।
মদনানন্দ নাম কুণ্ড কর্ণ মধ্যে আছে ॥
কামকেলি কুণ্ড হয় দুই চক্ষুর্দ্বয়ে।
মনোহারী নাম কুণ্ড বক্ষেতে রহে ॥
অনঙ্গানন্দ নাম কুণ্ড হয় নাভিদেশে।
চন্দ্রসুখদা নাম হৃদয়ে প্রকাশে ॥
বসন্তসুখদা কুণ্ড মস্তক ভিতরে।
সুখপ্রাপ্তিকণ্ড কুণ্ড মধ্য মজ্জা স্থানে ॥
সুখনিকুঞ্জ হয় তার কটি সন্নিধানে।
নিত্যকুঞ্জ হয় তার নিত্য বৃন্দাবনে ॥
এইত কহিল দ্বাদশ কুণ্ডের নির্ণয়।
এবে যে কহিয়ে অষ্টমঞ্জরী নির্ণয় ॥
নয়নেতে স্থিতি করে শ্রীরূপমঞ্জরী।
নাসামূলে হয় তার কস্তুরী মঞ্জরী ॥
মধুমঞ্জরী হয় পদযুগলেতে।
বিলাসমঞ্জরী হয় সর্বাঙ্গ শরীরে ॥
শ্রবণেতে থাকে তার শ্রীগুণমঞ্জরী।
জিহ্বাতে রহয়ে সেই শ্রীরসমঞ্জরী ॥
মস্তকস্থানে বৈসে তার শ্রীরতিমঞ্জরী।
মনোমধ্যে থাকে সেই শ্রীমণিমঞ্জরী ॥
এইত কহিল অষ্ট মঞ্জরী নির্ণয়।
এ সকল কথা যেন জীব না শুনয় ॥"
এই বৃন্দাবনতত্ত্ব নায়িকাদেহে বর্তমান।

তৎপরে দেহের অবস্থাভেদে তাঁহাদিগের গুরু, ধ্যান, স্বরূপ, আনন্দ, সাধ্যসাধন ও রস ইত্যাদি কাহাকে বলে ও বৈষ্ণব কে? ইত্যাদি বিস্তর বিষয় আছে, যাহা সাধারণে জানেন না। সাধারণজনগণের 'সহজতত্ত্ব' নামক গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে এই দেহের তিন অবস্থা—প্রবর্তদেহ, সাধকদেহ ও সিদ্ধদেহ। এই তিন অবস্থায় গুরু, কৃষ্ণ বা উপাস্যদেব ও বৈষ্ণবের ভেদ আছে। সহজতত্ত্বে লিখিত আছে, "প্রবর্তদেহেতে গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব কাকে বলি? গুরু মন্ত্রদাতা, কৃষ্ণ রাধাভাবযবিগ্রহ, বৈষ্ণব চৈতন্যের স্বরূপধারী। সাধক দেহেতে গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব কাকে বলি? শিক্ষাগুরু তিন। চৈতন্যের স্বরূপধারী তিন। ভাব প্রেম রস বর্ত্তে শ্রীমতীতে। শ্রীমতীকে বৈষ্ণব কহি। সেই সব বর্ত্তে শিক্ষাগুরু ঠাকুর। গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব এই তিন বর্ত্তে শিক্ষাগুরুতে। সিদ্ধদেহেতে গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব কাকে বলি? শ্রীরূপ রঘুনাথ। কিরূপ প্রকার বল? স্বরূপ কৃষ্ণ, রূপ শ্রীমতী, এই দুই চৈতন্য গোসাঞি।"

সহজতত্ত্ব বুঝিতে হইলে প্রথমে তাহাদিগের ভাব ও প্রেম কি? বীজমন্ত্রস্বরূপ অমৃততত্ত্ব কি? সম্বন্ধতত্ত্ব, রতিতত্ত্ব ও বর্ণতত্ত্ব কি? ইত্যাদি গূঢ় রহস্য জানা আবশ্যক। ঐ সকল জানিলে পর সাধনভজন দ্বারা ভাবদেহ প্রাপ্ত হইয়া ব্রজের ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা এই,—

"ভাব প্রেমের স্বরূপ শুন সর্বজন।
প্রেম বিনে প্রাপ্তি নহে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
প্রেমপ্রাপ্তির স্বরূপতত্ত্ব যথানিরূপণ।
প্রাপ্তি বস্তু হয় রাধাকৃষ্ণপ্রেম ধন ॥
এইত স্বরূপতত্ত্ব কহিল কারণ।
এবে কহি বীজমন্ত্র স্বরূপ লক্ষণ ॥
মন্ত্রের স্বরূপ কৃষ্ণ বীজ রাধিকা স্বরূপ।
কামনা রতি কামবীজ হয় কৃষ্ণ স্বরূপ ॥
শ্রীচরণামৃত স্বরূপ হয় শ্রীহরিনাম।
অধরামৃত মন্ত্রের স্বরূপ এইত বিধান ॥
পদধূলি ভক্তের স্বরূপ এই অবধান।
কহিব সম্বন্ধতত্ত্ব করিয়া বিচার ॥
গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণবে কি সম্বন্ধ হয়?
গুরুতে স্বামী সম্বন্ধ জানিহ নিশ্চয় ॥
কৃষ্ণেতে আত্মা সম্বন্ধ উপপতি ভাব।
বৈষ্ণবে বন্ধু সম্বন্ধ সখী অনুভব ॥
সম্বন্ধতত্ত্ব এই কৈল নিরূপণ।
এবে কহি রতিতত্ত্ব করিয়া যতন ॥
ইষ্ট দেবে নিষ্ঠারতি কৃষ্ণেতে মধুর।
বৈষ্ণবে আনন্দরতি ভজনের মূল ॥
কেবা কোন্ বর্ণ হয় কহিব এখন।
বীজ হয় বিদ্যুৎ বর্ণ শুনহ কারণ ॥
অধরামৃত বর্ণ হয় দলিত কাঞ্চন।
পদধূলি শ্যামবর্ণ শুনহ কারণ ॥
এইত স্বরূপতত্ত্ব করিয়া স্মরণ।
অবশ্য পাইবে ব্রজের ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
স্বরূপ সম্বন্ধতত্ত্ব যে যেমন ভজে।
তাঁহার যোগে দেহ পেয়ে কৃষ্ণ পায় ব্রজে ॥"

সুতরাং ইহা সাধারণে প্রকাশ করা নিষিদ্ধ এবং এই

ভাবে পরকীয়া নারীর সহিত তাঁহার দেহ-বৃন্দাবনে বিচরণ করিয়া উক্ত বৃন্দাবনে নিজের জীবন, যৌবন ও দেহ অর্পণ ও তাহার রতিতে নিজ রতি মিশাইয়া ভাবপ্রেম এক করিয়া সেই কাম-বীজ কামগায়ত্রী দ্বারা সেই কামিনীর কামরতি উত্তেজনাপূর্ব্বক তাঁহার অধরামৃত স্বরূপ মন্ত্র লইয়া শ্রীহরি নাম স্বরূপ শ্রীচরণামৃত গ্রহণপূর্ব্বক প্রেমের রূপ স্বরূপ তাঁহার পদধূলিতে অবগাহন ও সখ্য তত্ত্ব স্থাপন করিবে এবং বৈষ্ণবেতে বস্তু সখ্যে সখী অনুভব করিয়া লইবে। বৈষ্ণব তিনি যিনি সেই বিন্দুকে অর্থাৎ পরম কৃষ্ণকে জানাইয়া বা দেখাইয়া দেন। নায়িকা আপনাকে সখী অনুভবে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া রতি দ্বারা ভজনের মূল স্থাপন করিয়া বিন্দুস্বর্ণ বীজ ও অধরামৃত স্বরূপ গলিতবাক্য সংযোগ করিতে পারিলে অবশ্য সেই প্রেমের ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে পাইতে পারেন, ইহার অন্যথা নাই, এবং ইহা রসিক ভক্ত ব্যতীত অরসিক বা বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণ কখনও জানিতে বা বুঝিতে পারিবে না। কেন না সেই প্রেমের মদনরূপ নিধুবনে ও বক্ষঃ-স্থলরূপ ভাণ্ডীরবনে, কুচযুগল কুমুদবনে ও সেই রসের আকর রসায়নসদৃশ মজ্জাস্থানরূপ মধুবনে ইত্যাদি দ্বাদশ বনে বিচরণ এবং হৃদয়ে চন্দ্রকুণ্ডাকুণ্ড ও সুখের চরম মজ্জাস্থানে "সুখ-প্রস্রবণকুণ্ড" এবং তাঁর নিত্য বৃন্দাবনে অর্থাৎ "মজ্জাকান্তরে" বিহার ইত্যাদি দ্বাদশ কুণ্ড পরিভ্রমণ এবং নিম্বরূপ শ্রীরসমঞ্জরী ও মজ্জাস্থানে শ্রীরতিমঞ্জরী ইত্যাদি অষ্ট মঞ্জরীদের সহিত মিলন, আর এই সকল প্রেম ও ভাব ধারণ করাও সাধারণ জীবের সাধ্য নহে। এইরূপ সাধনভজন তাঁহাদের গ্রন্থে অতি বিস্তৃত ভাবে লিপিবদ্ধ আছে। তাহা অরসিকে জানিলে অভীষ্ট হানি এবং রসিকে জানিলে ইষ্ট লাভ হইবে, ইহাই প্রকৃত সহজিয়ার বিশ্বাস।

সুতরাং ইঁহাদিগের মতে, ভজন সাধন করিতে হইলে, প্রথমতঃ একটী সুন্দরী ও নবযৌবনসম্পন্না পরকীয়া রমণী আবশ্যক, পরে রসিকভক্ত বা গুরুর নিকট ইহার রীতিমত উপদেশ লইয়া সেই নায়িকাতে দেহ মন আরোপ পূর্ব্বক সাধন ভজন করিলে অচিরাৎ সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায়। সহজিয়ারা বলেন যে এইরূপ ভজন শ্রীমন্মহাপ্রভু সাধারণ জনগণকে না দেখাইয়া অতি গোপনে রায় রামানন্দ ও স্বরূপ দামোদর প্রভৃতি কয়েকজন মর্ম্মী ভক্তের সঙ্গে আস্বাদন করিয়া তাঁহাদিগকে জানাইয়া গিয়াছেন এবং তাহাই স্বরূপ দামোদরের কড়চাতে এবং অন্যান্য বিখ্যাত প্রেমিক ও সাধক ভক্তদের গ্রন্থে লেখা আছে। তাহাতেই—

"প্রভুর অন্তর কথা কেহো নাহি জানে।
স্বরূপ রঘুনাথের হয় প্রাণধনে।
আর কারো গোচর নাহি এই কথা।
এই দুইজনে বার্ত্তা জানয়ে সর্ব্বথা॥
চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায় মহাশয়।
জয়দেব কর্ণামৃত এ সব জানয়॥
'অপ্রাকৃত বস্তু' তেঁহ এই সব জানে।"

সুতরাং বাহিরের লোকের এই সকল তত্ত্ববিষয় জানিবার বিন্দুমাত্র সামর্থ্য নাই। অতএব সাধক ভক্তদিগের সর্ব্বাগ্রে মানুষ ভজনই কর্ত্তব্য। এই মানুষভজন দ্বারাই অপ্রাকৃত প্রেমলাভ এবং সেই দেহস্থ নিত্যবৃন্দাবন দর্শন লাভে মানব কৃতার্থ হয়। সেই জন্যই সহজিয়াদের শাস্ত্রে আছে যে,

"শুনহ সাধক জন মানুষ লক্ষণ।
মানুষ স্বভাবপর মানুষ ভজন॥"

অতএব যদি জীবের কোন দিন ভাগ্যবশে রসিকের সঙ্গ ঘটে, তাহা হইলে তিনিই বৃন্দাবন জানিতে পারেন এবং সেই বৃন্দাবনেই মানুষ বিরাজ করেন ও উহার আশ্রয় লইয়াই মানুষ বিহার করেন. মনুষ্যশরীরই ব্রহ্মাণ্ড। এই ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডের মধ্যে যে অতিগুহ্য পরম মাধুর্য্যময় "গভীর ধাম" আছে, যাহার জন্য জীব সকল চতুর্দ্দিকে উন্মাদের মত পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে, রসিকভক্ত রসিক গুরুর কৃপায় উক্ত স্থানের তত্ত্ব পাইয়া তাঁহার আজ্ঞামত দেহ, মন, প্রাণ, জীবন, যৌবন অর্পণ করিয়া নিত্যানন্দময় হইয়া পরমানন্দে পরমানন্দময়ীর সহিত পরমানন্দধামে সেই পরমানন্দময় শ্রীরাধাকৃষ্ণের রূপের ছটায় বিমুগ্ধ হইয়া অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকে এবং চেতন মাত্রই পুনরায় উক্ত আনন্দময়ীর আনন্দসম্ভোগপ্রাপ্তিহেতু সর্ব্বদাই সুখশয্যায় অবস্থিত থাকে। ইহাতে আকুলি ব্যাকুলি হইয়া কাঁদা কাটা নাই, কেননা সর্ব্বদা সাক্ষাতে সর্ব্বানন্দদায়িনী মূর্ত্তি বিরাজমানা এবং যাহাতে জীব সর্ব্বদা আনন্দ উপভোগ করিতে পারে, তিনি নিজে সেই "আনন্দরস" প্রদানে মোহিত করিয়া রাখেন। ইহাই সাধনার চরম, ইহাই অপ্রাকৃত রস। সহজিয়ারা বলেন, মধুর রস পাইবার জন্য এ হেন সুগম ও সুখপন্থা ছাড়িয়া যাহারা দুরূহ কঠিন বিরহ কাননের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া ভজন সাধন করিতে যায়, তাহাদের পরিণাম সেই চিরবন্ধন। তাহারা কখন নিত্য বৃন্দাবনে চিরসুখ উপভোগ করিতে পারিবে না।

"সর্ব্বোপরি বৃন্দাবন স্থান সর্ব্বজনে।
রসিকের সঙ্গ হইলে জানিবে কারণে॥
সেই বৃন্দাবনে সদা বিরাজে মানুষ।
তাহার আশ্রয় লৈয়া বিরাজে পুরুষ॥
ব্রহ্মাণ্ড আকার [illegible] মানুষ শরীর।
শরীর ভিতর স্থান আছয়ে "গভীর"॥ ইত্যাদি

এই হেতু শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া পত্নী শ্রীমতী রুক্মিণী হইতে পরকীয়া শ্রীমতী রাধিকাতে প্রচুর প্রেম ও রসাধিক্য। অতএব রাগবর্ত্মে পাইতে হইলে শিক্ষা গুরু আবশ্যক এবং এই শিক্ষা গুরু হইতেই প্রেম লাভ হয়। কাজেই শিক্ষাগুরুকে দেহ সমর্পণ করিলে সেই ব্রজের ব্রজেন্দ্রনন্দনকে পাওয়া যায়। অতএব—

"শিক্ষা গুরুতে যে করে দেহসমর্পণ।
সেই জন পায় ব্রজের ব্রজেন্দ্রনন্দন॥"

তারপর তাঁহার নিকট

"কামগায়ত্রী কামবীজ শিক্ষা করিবে।
এই বীজ লইয়া তবে দেহ সমর্পিবে॥"

তৎপর সেই শিক্ষা গুরুর সহিত—

"হাস্য রস কৌতুকে সদা কাল গোঙাইবে।
ইহা নহিলে ব্রজ প্রাপ্তি করিতে নারিবে॥"

অতএব এই রাগের ভজন সাধারণের নিকট বলিলে অপরাধ হয় এবং সে অপরাধ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াও খণ্ডন করিতে পারেন না।

"বড়ই নিগূঢ় কথা রাগের ভজন।
ইহা প্রচারিলে ■ নরকে গমন।
আপনার করিয়া যে লইতে নারিবে।
এই সব গুপ্ত কথা তারে না জানাবে॥
শিক্ষা গুরু স্থানে যদি হয়ে অপরাধে।
আপনে শ্রীকৃষ্ণ আসি নারে খণ্ডাইতে॥
এই কথা মিথ্যা নহে কহিল বিধিতে।
কলির অধম জীব না পারে বুঝিতে॥
কহিল যে এই কথা কহিব পশ্চাতে।
ধর্ম্মস্ফূর্ত্তি হইলে সব বুঝিবে মনেতে॥
অত ঠাঁই অপরাধ খণ্ডণীয় হয়।
সেই অপরাধ গুরু খণ্ডান নিশ্চয়॥
যদ্যপি গুরুর স্থানে অপরাধ হয়।
ইহকাল পরকাল সব নষ্ট হয়॥"

তজ্জন্যই গোস্বামিগণ এই সকল গুহ্য বিষয় সাধারণ জীবকে তামা কাঁসাদি ধাতু রূপক ছলে বুঝাইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বরং চিন্তামণি স্বরূপ হইয়া সুবর্ণ স্বরূপ প্রেম, সেই প্রাণপ্রতিম প্রেমময়ীর ভক্তি মাধুর্য্যময় সারাৎসার "রসের" সহিত জড়িত করিয়া দুঁহু দোঁহার প্রেমে মজিয়া চিন্ময় ধামের চিন্ময় রসপানে বিভোর হইয়া থাকেন, তাই সহজতত্ত্ব গ্রন্থে আছে—

"তার মধ্যে আর কহি শুন সাধক জন।
শুনিলে পাইবে পুণ্য অপূর্ব্ব কথন॥
তামা কাঁসা রূপা সোনা রত্ন চিন্তামণি।
যাচিয়া করিতে গোসাই দিলে ভক্তে আনি॥
তামা কাঁসা লইয়া সবে নানা দেশে ফিরে।
সোনাকে লুকাইয়া রাখি আছেন অন্তরে॥
এই চারি ধন পাইয়া ফিরে নানা স্থানে।
রত্ন চিন্তামণি ধন না জানে সন্ধানে॥
রত্ন চিন্তামণি ধন নিগূঢ় বস্তু হয়।
গড়িয়া রাখিল ধন না দিল সবায়॥
কোন জীব ভাগ্য হইতে শ্রদ্ধা যদি হয়।
আবেশ হইতে ধন উপজিয়া লয়॥
সভাই পাইবে যদি মহারত্ন ধন।
কেমনে চলিবে তবে ধর্ম্মের করণ॥
সার হয় তামা। মন্ত্র হয় কাঁসা।
রূপা হয় ভাব। প্রেম হয় সোনা॥
রস হয় রত্ন। চিন্তামণি স্বয়ং।"

ইহাই ভজনের মূল। সেই জন্যই—

"দীক্ষা হইতে শিক্ষাগুরু হয় মূলাধার।
শিক্ষাগুরু কৃপা হইলে ঘুচে অন্ধকার॥"

তজ্জন্যই রায় রামানন্দ বলিয়াছেন,—

"এই কার্য্যের তুমি শুনহ সাধক।
রসবতী নায়িকা যে জানহ প্রত্যক্ষ॥
মহাপ্রভুর মন বুঝি রোপণ করণ।
সাক্ষাতে থাকিয়া আমি শিখাব সাধন॥"

অতএব ইহাই সাধকের সাধনার চরম।

এই সাধনার কথা বিস্তারিত খুলিয়া লেখা এ স্থানের কাজ নয়। তাই রসিকভক্ত চণ্ডীদাস ঠাকুর রসের সহজভজন করিতে বলিয়া গিয়াছেন,—

"সহজ ভজন, করহ যাজন,
ইহা ছাড়া কিছু নয়।"

তাই সহজিয়ারা বলেন—

"শক্তি পরকীয়া যাহারে কহিয়া
সেই সে আরোপ সার।"

এই হেতু পরকীয়া শক্তির দ্বারাই আরোপের সার জানিবে সহজিয়ারা বলেন, ইহাই কলির ভজন, ইহা ব্যতীত আর কিছুই ভজন শ্রেষ্ঠ নহে।

"বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে
শুনহ দ্বিজের সুত।
একথা সবে না ■ জানে যে জনা
সেই সে কলির দূত॥"

সেই জন্যই চণ্ডীদাস রজকিনীকে গুরু জানেন—

ছাগাদির উরু প্রভৃতি মাংসল স্থানের মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া কুটিয়া উত্তমরূপে ধুইয়া লইতে হয়। প্রথমতঃ একটী পাকপাত্রে ঘৃত (ঘৃতের অভাবে তৈল) ঢালিয়া হিঙ্গু ও হরিদ্রা ভাজিবে, অনন্তর উহা ছাঁকিয়া ফেলিবে এবং ঐ ঘৃতে বা তৈলে মৃদু অগ্নির উত্তাপে মাংস ভাজিয়া লইবে। যখন এই মাংস সিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে বুঝা যাইবে, তখন উপযুক্ত জল ও লবণ দিয়া পাক করিতে হইবে। মাংস-পাকের যথাযথায় বেশবার অর্থাৎ বাটনা জলে গুলিয়া তন্মধ্যে নিঃক্ষেপ করিবে। পরে ইহা উত্তমরূপ সুসিদ্ধ হইলে নামাইবে। এইরূপ প্রণালীতে পাক করিলে তাহাকে সহযুক্ত কহে। ইহার গুণ—অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, রুচিকর, শরীরের উপচয়কারক, ত্রিদোষাদির পক্ষে শ্রেষ্ঠ, অগ্নিপ্রদীপক এবং ধাতুপোষক। (ভাবপ্র°)

সহদান (ক্লী) যজ্ঞ দেবোদ্দেশে একত্র দান ■ উৎসর্গ। (পা ৬।৩।২০)

সহদানু (ত্রি) দানু শব্দের অর্থ দানবী, বৃত্রমাতা, তাহার সহিত বর্ত্তমান বা দানবের সহিত বর্ত্তমান। "সহদানুং পুরুহূত ক্ষিয়ন্তং" (ঋক্ ৪।৩০।৮) 'সহদানুং দানু দানবী বৃত্রমাতা, তয়াসহ বর্ত্তমানং, যদ্বা দানুভির্দানবৈঃ সহ বর্ত্তমানং সহদানুং' (সায়ণ)

সহদেব (পুং) পাণ্ডুর পঞ্চম পুত্র। পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে সহদেব পঞ্চম। মাদ্রীর গর্ভে ইহার জন্ম হয়। মহাভারতে ইহার জন্মাদির বিবরণ লিখিত আছে। রাজা পাণ্ডুর দুই স্ত্রী—কুন্তী ও মাদ্রী। মুনিশাপে পাণ্ডু স্ত্রী সহবাসে বঞ্চিত ছিলেন। কুন্তীর গর্ভে পাণ্ডুর যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন নামে তিন পুত্র জন্মে।
[পাণ্ডুশব্দ দেখ]

কুন্তীর পুত্র হইয়াছে দেখিয়া মাদ্রী একদা পাণ্ডুকে নিভৃতে কহিলেন, আমরা দুই সপত্নী তুল্য, অথচ আমার সন্তান হইল না, অধুনা ভাগ্যক্রমে কুন্তীতে আপনার পুত্র হইল। এক্ষণে যদি কুন্তিভোজনন্দিনী আমার সন্তানোৎপত্তির উপায় করিয়া দেন, তাহা হইলে আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করা হয়, এবং তাহাতে আপনারও হিতানুষ্ঠান হয়। কুন্তী আমার সপত্নী, এইজন্য তাহাকে বলিতে আমার অভিমান হয়। যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হন, তবে আপনিই তাহাকে অনুমতি করুন। ইহাতে পাণ্ডু কহিলেন, আমিও এই বিষয় অনেক সময় চিন্তা করিয়াছি, কিন্তু ইহা তোমার অভিমত কি না, জানিতে না পারিয়া এতদিন ইহার কোন উপায় করি নাই, এখন আমি কুন্তীকে বলিলেই কুন্তী ইহা স্বীকার করিবেন।

অনন্তর পাণ্ডু নির্জ্জনে কুন্তীকে কহিলেন, কল্যাণি! যাহাতে আমার কুল বিচ্ছিন্ন না হয়, এবং যাহাতে তোমার ন্যায় মাদ্রীতে সন্তান হয়, তাদৃশ উপায় বিধান কর। কুন্তী এই কথা শুনিয়া মাদ্রীকে, কহিলেন তুমি একবার কোন দেবতাকে স্মরণ কর, তাহা হইতে তোমার অনুরূপ পুত্র হইবে সন্দেহ নাই। তখন মাদ্রী মনে মনে বিবেচনা করিয়া অশ্বিনীকুমারযুগলকে স্মরণ করিলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় তথায় আগমন করিয়া নিরুপম রূপসম্পন্ন যমজপুত্র উৎপাদন করিলেন। এই দুই পুত্রের নাম হইল নকুল ও সহদেব। ইহারা সর্ব্বদাই যুধিষ্ঠিরের অনুগত ছিলেন। (ভারত আদি°) [নকুল শব্দ দেখ]

২ জরাসন্ধের পুত্র। ইনি যুধিষ্ঠিরের সময় মগধদেশের রাজা ছিলেন। (ভাগবত) ৩ হর্য্যশ্ব-পুত্র। (হরিবংশ ২৯।৩) ৪ সোমদত্তের পুত্র। (হরিবংশ ৩২।৮০)

(ত্রি) দেবৈঃ সহ বর্ত্তমানঃ। ৫ দেবতার সহিত বর্ত্তমান।

সহদেব, ঋষিস্তোত্র, ব্যাধিসর্ব্ববিমর্দ্দন ও শাকুনশাস্ত্রচরিত্র। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ইহার উল্লেখ আছে।

সহদেব চক্রবর্ত্তী, ধর্ম্মমঙ্গলপ্রণেতা একজন সুপ্রসিদ্ধ বাঙ্গালী কবি। ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল রচিত হইবার পর ইনিও তৎসংক্রান্ত আর একখানি কাব্য রচনা করেন। হুগলীজেলায় বালিগড় পরগণার রাধানগর গ্রামে কবির জন্ম। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে কালুরায় নামক দেবতার স্বপ্নাদেশে ইনি ধর্ম্মমঙ্গল রচনা আরম্ভ করেন। এই ধর্ম্মমঙ্গলখানি ঘনরাম প্রভৃতি কবির কাব্যানুকরণ নহে। ইহার বিষয় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইহাতে নানা হিন্দু দেবদেবীর প্রসঙ্গের সহিত বৌদ্ধ উপাখ্যান গুলিও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থখানি গ্রাম্যভাষাপূর্ণ ও অনেক স্থলে মর্ম্মস্পর্শী।

সহদেবা (স্ত্রী) সহ দীব্যতীতি দিব-অচ্-টাপ্। ১ বলা। ২ দণ্ডোৎপল। ৩ শারিবৌষধি। (মেদিনী) ৪ অর্হন্তা। (হেম) ৫ দেবকরাজার অন্যতমা কন্যা। ইনি বসুদেবের পত্নী। (ভাগবত ৯।২৪।২৩)

সহদেবী (স্ত্রী) ১ সর্পাক্ষী। (মেদিনী) ২ পীতদণ্ডোৎপলা। (রত্নমালা) ৩ বলাভেদ, বেড়েলা, পীতপুষ্প বলা, পীত-বেড়েলা। পর্য্যায়—মহাবলা, জ্যেষ্ঠবলা, কটম্ভরা, কেশারুহা, কেশরিকা, মৃগাদনী, বর্ষপুষ্পা, কেশবর্দ্ধিনী, পুরাসিনী, দেববলা, সারিণী, পীতপুষ্পী, দেবাহ্বা, গন্ধকারী, মৃগা, মৃগমদা। ইহার গুণ—হৃদ্রোগ, বাত, অর্শঃ ও শোথহারক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকর ও বিষমজ্বরনাশক। (রাজনি°) ৪ মহাদেবের স্ত্রী। ৫ প্রিয়ঙ্গু। ৬ মহানীলী। (বৈদ্যকনি°) ৭ পীতদণ্ডোৎপলা, পীত-ভাঁমফোপী।

সহদেবীগণ (পুং) সহদেবীনাং গণঃ। ওষধিসমূহ। দেবপ্রতিষ্ঠা ও দেবস্নানাদিতে ইহা দ্বারা স্নান করাইতে হয়।

"পঞ্চসব্যো বালকঞ্চ সহদেব্যাদিভিস্তথা।
মহাদেবী বলা চৈব শতমূলী শতাবরী॥"

ইজ্যা, শ্রদ্ধাসহমে ধর্মমতি, মদনসহমে পরাশ্রয়, পানীয়পতি সহমে বৃষ্টি ও অকস্মাৎ জলমর্দ্দন, তাপসহমে শোক, যাদ্যা-সহমে যোগ, বন্ধুসহমে জাতি, বাণিজ্যসহমে ব্যবসায়, প্রসব সহমে আধান ও পরকর্ম্মসহমে দাসত্ব এই সকল বিষয় বিচার করিতে হয়। অন্যান্য সহমের ন্যায় দ্বারা তত্তৎ বিষয় স্থির করিয়া তাহার শুভাশুভ নিরূপণ করিবে। প্রশ্ন কালে উক্তরূপে সহমদ্বারা শুভাশুভ ফল নিরূপিত হয়।

তাজকে সহমবিচারস্থলে ইহার প্রত্যেকের বিশেষ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে তাহা আর এই স্থলে উদ্ধৃত হইল না। (নীলকণ্ঠোক্ত তাজক)

সহমরণ (স্ত্রী) সহগত্যা মরণং। এই মৃত্যু সঙ্কল্পপূর্ব্বক ও ক্রিয়া-বিশেষ সহকারে সম্পাদিত হইয়া থাকে। [সহমরণপদ্ধতি দেখ] মৃত পতির সহিত জলচ্চিতায় আরোহণপূর্ব্বক স্বীয় দেহ ভস্মী-করণ। যে স্ত্রী পতির সহিত অনুগমন করেন, তাঁহাকেই সতী বলা হয়। সতীর লক্ষণ শাস্ত্রে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

"আর্ত্তার্ত্তে মুদিতা হৃষ্টে প্রোষিতে মলিনা কৃশা।
মৃতে ম্রিয়েত যা পত্যৌ সা স্ত্রী জ্ঞেয়া পতিব্রতা।"

অর্থাৎ পতি ব্যথিত হইলে যে স্ত্রী ব্যথিতা, হৃষ্ট থাকিলে যিনি হৃষ্টা, বিদেশে গেলে যিনি মলিনা ও কৃশা এবং পতির মৃত্যুতে যিনি মৃতা হয়েন, তিনিই সতী। সুতরাং জীবনসর্ব্বস্ব পতির মৃত্যুতে সতী রমণীর প্রাণত্যাগপ্রয়াস অস্বাভাবিক নহে। যাঁহার অভাবে জগতের কোনও সুখ হৃদয়কে হৃষ্ট করিতে পারে না, যাঁহার অভাবে হৃদয় অবসাদে নিমজ্জিত হইয়া একেবারে সর্ব্বপ্রকার সাংসারিক কার্য্যের অনুপযুক্ত হয়, এমন কি যাঁহার অভাবে জীবনধারণই একপ্রকার অসহনীয় ক্লেশকর কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হয়, তাদৃশ স্বামীর মৃত্যুতে পতিপ্রাণা পতিব্রতা ত্যক্তজীবিতা রমণী মৃতপতির শবের সহ গমন করিয়া তাঁহার জলচ্চিতায় দেহের আহুতি প্রদান করিয়া শোকের অসহ্য অনলশিখা ভস্মসাৎ করিবেন ইহা অস্বাভাবিক নহে। এই অবস্থায় মৃত্যুই জীবের একমাত্র শান্তি। মৃত পতির সহমরণ-প্রথার প্রাচীনতম ঋক্ সূক্তেও পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ঋগ্‌বেদে ইহার অবশ্যকর্ত্তব্যতা দেখিতে পাওয়া যায় না, অপর পক্ষে সহমরণপ্রথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করার প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়।

কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় আরণ্যকে এ সম্বন্ধে যে ঋক্ মন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা এই—

"ইয়ং নারী পতিলোকং বৃণানা নিপদ্যত উপত্বা মর্ত্ত্য প্রেতম্।
ধর্ম্মং পুরাণ মনুপালয়ন্তী তস্যৈ প্রজাং দ্রবিণং চেহ ধেহি।"

সায়নাচার্য্য ইহার নিম্নলিখিত ভাষ্য করিয়াছেন—

'হে মর্ত্ত্য মনুষ্য যা নারী মৃতস্য তব ভার্য্যা ■ পতিলোকং বৃণানা কাময়মানা প্রেতং মৃতং ত্বামুপনিপদ্যতে সমীপে নিতরাং প্রাপ্নোতি। কীদৃশী। পুরাণং নিরন্তনাদিকালপ্রবৃত্তং কৃৎস্নং স্ত্রীধর্ম্মমনুক্রমেণ পালয়ন্তী। পতিব্রতানাং স্ত্রীণাং পত্যা সহৈব বাসঃ পরমো ধর্ম্মঃ। তস্যৈ ধর্ম্মপত্নৈ ত্বমিহ লোকে নিবাসার্থমনুজ্ঞাং দত্বা প্রজাং পূর্ব্ববিদ্যমানাং পুত্রাদিকাং দ্রবিণং ধনং চ ধেহি সম্পাদয় অনুজানীহীত্যর্থঃ।'

ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে সহমরণই যেন বিধবা নারীর কর্ত্তব্য ছিল, তবে পুত্রকন্যাদি রক্ষার নিমিত্ত মৃত পতির অনুজ্ঞা লইয়া তাঁহাকে সহমরণের দায় হইতে রক্ষা করা হইত।

আরও একটী ঋক্ এই যে—

"উদীর্ষ্ব নার্য্যভি জীবলোকং গতাসুমেতমুপশেষ এহি।"

সায়ন ইহার যে ভাষ্য করিয়াছেন তাহা এই—

'হে নারি ধবিতাস্মং গতপ্রাণমেতং পতিমুপশেষ উপেত্য শয়নং করোষি। উদীর্ষ্ব স্মাৎ পতিসমীপাৎ উত্তিষ্ঠ। জীব লোকমভিলক্ষ্য প্রাণিসমূহমভিলক্ষ্যৈহি।'

এই উভয় মন্ত্রই তৈত্তিরীয় আরণ্যক গ্রন্থের ষষ্ঠ প্রপাঠকের প্রথম অনুবাকে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই দুইটী মন্ত্র দ্বারা বিশিষ্ট রূপে সপ্রমাণ হয় যে বৈদিক সময়েও সহমরণের প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু পুত্রাদি রক্ষণের জন্য সহমরণ বাধিত হয়। পর-বর্ত্তীকালে ও স্থলবিশেষে সহমরণ-প্রথা প্রতিনির্দ্দিষ্ট নিষেধ স্পষ্ট রূপেই বিহিত হইয়াছিল।

"বালাপত্যাশ্চ গর্ভিণ্যো হ্যদৃষ্টঋতবস্তথা।
রজস্বলা রাজসুতে নারোহন্তি চিতাং শুভে।"

(শুদ্ধিতত্ত্বধৃত বৃহন্নারদীয়ম্।)

অর্থাৎ গর্ভিণী, শিশুসন্তানবিশিষ্টা বা রজস্বলা স্ত্রীদিগের পক্ষে সহমরণ নিষেধ। বৃহস্পতি বলেন—

"বালসংবর্দ্ধনং ত্যক্ত্বা বালাপত্যা ন গচ্ছতি।
রজস্বলা সূতিকা চ রক্ষেদ্ গর্ভঞ্চ গর্ভিণী।"

অঙ্গিরা সহমরণের বিধান করিয়া গিয়াছেন, যথা—

"মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী সমারোহেদ্ধুতাশনম্।
সারুন্ধতীসমাচারা স্বর্গলোকে মহীয়তে॥
তিস্রঃকোট্যোর্দ্ধকোটী চ যানি লোমানি মানবে।
তাবত্কালানি সা স্বর্গে ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি॥
ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বলাদুদ্ধরতি বিলাৎ।
তদ্বদ্ভর্ত্তারমাদায় তেনৈব সহ মোদতে॥
মাতৃকং পৈতৃকঞ্চৈব যত্র কন্যা প্রদীয়তে।
পুনাতি ত্রিকুলং নারী ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি॥
তত্র সা ভর্ত্তৃপরমা পরা পরমলালসা।
ক্রীড়তে পতিনা সার্দ্ধং যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ॥

এইরূপ পুণ্যফলপ্রবণে এ দেশীয় নরনারীগণের অনেকেই সহমরণের আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়া সম্ভবতঃ এই ব্যাপারের সমর্থন করিয়াছিলেন। কোন কোন রমণী এই সকল শাস্ত্রীয় আলোচনে বিমুগ্ধ হইয়া জলচিতায় নিজ দৈহিক আহুতি প্রদান করিতেন এবং বহু বান্ধবগণ ও বিপুল উৎসাহে এই সকল উপায় অবলম্বন করা যুক্তিযুক্ত মনে করিতেন।

ব্যাস এই মতের সমর্থক ছিলেন, যথা—

"ব্রহ্মঘ্নো বা কৃতঘ্নো বা মিত্রঘ্নো বাপি যো নরঃ।
তং বৈ পুনাতি সা নারী ইত্যঙ্গিরসভাষিতম্॥
সাধ্বীনামেব নারীণামগ্নিপ্রপতনাদৃতে।
নান্যো ধর্মো হি বিজ্ঞেয়ো মৃতে ভর্তরি কর্হিচিৎ॥"

এইরূপ অবস্থায় মৃত ব্যক্তির আত্মীয় বান্ধবগণও সতীদাহধর্মের যথেষ্ট সহায়তা করিয়া স্থানবিশেষে বিধবাকে মৃতপতির সহগমন করিতে প্রবৃত্ত করিয়া তুলিবেন, এমন মনে করা একবারে অসঙ্গত নহে। এইরূপে শাস্ত্রের সাহায্যে সামাজিক রীতি এবং সামাজিক লোকদের প্রবর্তনায় শাস্ত্রের বিধান,—সহমরণের সংখ্যা ক্রমশঃ অস্বাভাবিক ভাবে প্রবর্দ্ধিত করিয়া তুলিতেছিল, সহমরণের নিমিত্ত অনুরাগের বশে শাস্ত্রীয় বিধানই দিন দিন প্রশ্রয় পাইতেছিল। বিষ্ণুস্মৃতিতেও দেখিতে পাই,—

"মৃতে ভর্তরি ব্রহ্মচর্যং তদন্বারোহণম্ বা।"

ব্রহ্মপুরাণের বচনে সহমরণ সম্বন্ধে আরও অধিকতর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা বিকল্পে পরিলক্ষিত হয় যথা —

"দেশান্তরে মৃতে পত্যৌ সাধ্বী তৎপাদুকাদ্বয়ম্।
নিধায়োরসি সংশুদ্ধা প্রবিশেজ্জাতবেদসম্॥
ঋগ্বেদবাদাৎ সাধ্বী স্ত্রী ন ভবেদাত্মঘাতিনী।
ত্র্যহাশৌচে নিবৃত্তে তু শ্রাদ্ধং প্রাপ্নোতি শাস্ত্রবৎ॥"

অর্থাৎ দেশান্তরে পতির মৃত্যু হইলে সাধ্বী তাঁহার পাদুকাদ্বয় বক্ষে ধারণ করিয়া অনলে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। ঋগ্বেদের অনুশাসনে ইহাতে সাধ্বী স্ত্রীর আত্মহত্যাদোষ ঘটিবে না। ত্রিরাত্র অশৌচ গ্রহণান্তে তাঁহার বথা শাস্ত্র শ্রাদ্ধ করিতে হইবে।

ঋগ্বেদের কোন্ মন্ত্র সহমরণের সমর্থক, তাহা আমরা খুঁজিয়া পাই নাই। কিন্তু কেহ কেহ বলেন—

"ইমা নারী রবিধবা সপত্নী রাঞ্জনেন সর্পিষা সংবিশন্ত।
অনশ্রবো অনমীবা সুরত্না আরোহন্ত জনয়ো যোনিমগ্রে॥"
(১০।১৮।৭)

ঋগ্বেদের এই মন্ত্রটিই নাকি সহমরণের সমর্থক। কিন্তু এই উক্তির কোনও সারবত্তা দেখিতে পাওয়া যায় না। সায়ণাচার্য্য এই মন্ত্রের যে ভাষ্য করিয়াছেন তাহা এই—

"অবিধবাঃ। ধবঃ পতিঃ। অবিগতপতিকাঃ। জীবদ্ভর্তৃকা ইত্যর্থঃ। সুপত্নীঃ শোভনপতিকাঃ ইমা নারীঃ নার্য্যঃ আঞ্জনেন সর্বতোঞ্জনসাধনেন সর্পিষা ঘৃতেনাক্তনেত্রাঃ সত্যঃ সংবিশন্তু। স্বগৃহান্ প্রবিশন্তু। তথা অনশ্রবোঽশ্রুবর্জিতা অরুদত্যোঽনমীবাঃ। অমীবা রোগঃ তদ্বর্জিতাঃ মানসদুঃখবর্জিতা ইত্যর্থঃ। সুরত্নাঃ শোভনধনসহিতাঃ। জনয়ঃ জনয়ন্ত্যপত্যমিতি জনয়ো ভার্য্যাঃ। তাঃ অগ্রে সর্বেষাং প্রথমত এব যোনিং গৃহমারোহন্তু। আগচ্ছন্তু।"

সায়ণের এই ভাষ্যে অগ্নি-প্রবেশের কোনও কথা নাই। কিন্তু স্মার্ত রঘুনন্দন উক্ত মন্ত্রের "অগ্রে" পাঠের স্থানে "অগ্নে" পাঠ কল্পনা করিয়া এই মন্ত্রটি সহমরণের স্তোত্র-মন্ত্র বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

মহাভারতেও আমরা সহমরণের প্রমাণ দেখিতে পাই। মাদ্রী পাণ্ডু রাজার চিতাধিরোহণ করিয়া সহমৃতা হইয়াছিলেন যথা কুন্তী সহমৃতা হইবার বাসনায় মাদ্রীকে বলিতেছেন—

"অহং জ্যেষ্ঠা ধর্মপত্নী জ্যৈষ্ঠ্যং ধর্মফলং মম।
অবশ্যম্ভাবিনো ভাবান্মাং মাদ্রি নিবর্তয়॥
অন্বাগামীহ ভর্তারমহং প্রেতবশং গতম্।
উত্তিষ্ঠ ত্বং বিসৃজ্যৈনমিমান্ পালয় দারকান্॥"

মাদ্রি! আমি পাণ্ডু রাজার জ্যেষ্ঠা ধর্মপত্নী। ধর্মফল লাভ করায় আমারই অগ্রে অধিকার; অবশ্যম্ভাবী বিষয় হইতে তুমি আমায় নিবর্তন করিও না। আমিই মৃত পতির অনুগমন করিব, তুমি স্বামীর মৃতদেহ ত্যাগ করিয়া উঠ এবং সন্তানদিগের পালন কর। প্রত্যুত্তরে মাদ্রি বলিলেন—

"অহমেবানুযাস্যামি ভর্তারমপলায়িনম্।
নহি তৃপ্তাস্মি কামানাং জ্যেষ্ঠা মামনুমন্যতাম্॥
মাঞ্চাভিগম্য ক্ষীণোঽয়ং কামাদ্ভরতসত্তমঃ।
তমুচ্ছিন্দ্যামস্য কামং কথং নু যমসাদনে॥
ন চাপ্যহং বর্তয়ন্তী নির্বিশেষং সুতেষু তে।
বৃত্তিমার্যে চরিষ্যামি স্পৃশেদেনস্তথাচ মাম্॥
তস্মান্মে সুতয়োঃ কুন্তি বর্তিতব্যং স্বপুত্রবৎ।
মাং হি কাময়মানোঽয়ং রাজা প্রেতবশং গতঃ॥
রাজ্ঞঃ শরীরেণ সহ মমাপীদং কলেবরম্।
দগ্ধব্যং সুপ্রতিচ্ছন্নমেতদার্যে প্রিয়ং কুরু॥
দারকেষ্বপ্রমত্তা চ ভবেথাশ্চ হিতা মম।
অতোঽন্যন্ন প্রপশ্যামি সন্দেষ্টব্যং হি কিঞ্চন॥
ইত্যুক্ত্বা তং চিতাগ্নিস্থং ধর্মপত্নী নরর্ষভম্।
মদ্ররাজসুতা তূর্ণমন্বারোহদ্ যশস্বিনী॥"

(আদিপর্ব্ব ১২৫ অধ্যায়)

মাদ্রীর এই আগ্রহাতিশয্যে কুন্তী আর আপত্তি করিলেন না। মাদ্রী পতিলোকগামিনী হইবার নিমিত্ত অনুরাগভরে পতির জলচ্চিতায় আরোহণ করিলেন এবং পতির মৃতকলেবরের সহিত ভস্মীভূতা হইলেন।

মৌষলপর্ব্বে দৃষ্ট হয়, বসুদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার চারিটী মহিষী তাঁহার মৃতদেহের সহিত ভস্মীভূত হন। তাঁহারাও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পতির জলচ্চিতায় আরোহণ করিয়া তাহাতেই দেহ আহুতি প্রদান করেন যথা—

"প্রকীর্ণমূর্দ্ধজাঃ সর্ব্বা বিমুক্তাভরণস্রজাঃ।
উরাংসি পাণিভির্ঘ্নন্ত্যো ব্যলপন্ করুণং স্ত্রিয়ঃ॥
তং দেবকী চ ভদ্রা চ রোহিণী মদিরা তথা।
অন্বারোহন্ত চ তদা ভর্ত্তারং যোষিতাং বরাঃ॥
তং চিতাগ্নিগতং বীরং শূরপুত্রং বরাঙ্গনাঃ।
ততোঽন্বারুরুহুঃ পত্ন্যশ্চতস্রঃ পতিলোকগাঃ॥
তং বৈ চতসৃভিঃ স্ত্রীভিরন্বিতং পাণ্ডুনন্দনঃ।
অদাহয়চ্চন্দনৈশ্চ গন্ধৈরুচ্চাবচৈরপি॥" (মৌষলপর্ব্ব ৭মঅধ্যায়)

দ্রোণপত্নীও সহমৃতা হইয়াছিলেন। মহাভারত অনুসন্ধান করিলে এইরূপ সহমরণের উদাহরণ আরও অনেক পাওয়া যাইতে পারে। বহু প্রাচীন কাল হইতেই যে সহমরণপ্রথা ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। স্ত্রীমাত্রেই সহমৃতা হইত না। কেহ কেহ মৃত পতির অনুগমন করিতেন। মনুসংহিতায় পতি মৃত হইলে সাধ্বী স্ত্রীর ব্রহ্মচারিণী হওয়ার সুস্পষ্ট ব্যবস্থা আছে যথা—

"মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।"

সুতরাং সহমরণপ্রথা অবশ্য-কর্ত্তব্য (Compulsory) বলিয়া কোনও সময়ে বিহিত হয় নাই। কিন্তু সময়ে সময়ে স্থানে স্থানে সহমরণের প্রকৃত-ভাবের ব্যভিচার পরিলক্ষিত হইত। অনুরাগ জন্য সহমরণের সামাজিক কর্ত্তব্যতা সম্ভবতঃ কিয়ৎপরিমাণে বিমিশ্রিত হইয়াছিল, উৎকৃষ্ট কার্য্যের প্রাণহীন অনুকরণে জগতে যেমন মঙ্গল হয়, আবার তাহা হইতে অমঙ্গলও তেমনই ঘটিয়া থাকে। কেহ বা সহমরণের যশোস্পৃহায় কেহ বা সামাজিক কর্ত্তব্যতায়, কেহ বা লোকনিন্দার ভয়ে, কেহ বা পর প্ররোচনায়, আবার কেহ বা উৎপীড়িত হইয়া সহমৃতা হইতেন। বলা বাহুল্য যে, সময়ে সময়ে এই সকল কারণে সতীদাহ কলঙ্ক ব্যাপারে পরিণত হইত।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের শাসন সময়ে এই প্রথা আইন দ্বারা রহিত করা হয়। স্বর্গীয় রাজা রামমোহন রায় এই প্রথা প্রতিষেধ-কল্পে যথেষ্ট আলোচনা ও আন্দোলন করিয়াছিলেন। পরে উক্ত আইন উদ্ধৃত হইয়াছে।

সহমরণপদ্ধতি।

সহমরণকালে এইরূপ পদ্ধতি অনুসারে স্বামীর চিতায় স্ত্রীকে আরোহণ করিতে হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর, পুত্রাদি শ্মশানে চিতা প্রস্তুত করিয়া গৃহ্যোক্ত বিধি দ্বারা অগ্নি প্রদান করিলে তৎপরে সাধ্বী স্ত্রী স্নানান্তে ধৌত বস্ত্রযুগল পরিধান করিয়া হস্তে কুশ লইয়া পূর্ব্বমুখে উপবেশন করিবেন। তৎপরে তাহাকে সঙ্কল্প করিতে হয়। তখন ব্রাহ্মণগণ ওঁ তৎ সৎ এই বাক্য উচ্চারণ করিবেন, সাধ্বী স্ত্রী নারায়ণকে স্মরণ করিয়া 'নমোঽদ্যামুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকে তিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীমতী অমুকী দেবী অরুন্ধতীসমাচারত্বপূর্ব্বকস্বর্গলোকমহীয়মানত্বমানবাধিকরণকলোমসমসংখ্যাব্দাবচ্ছিন্নস্বর্গবাসভর্ত্তৃসহিতমোদমানত্বমাতৃপিতৃশ্বশুরকুলত্রয়পুতত্ব-চতুর্দ্দশেন্দ্রাবচ্ছিন্নকালাধিকরণকাপ্সরোগণস্তূয়মানত্বপতিসহিত-ক্রীড়মানত্ব-ব্রহ্মঘ্নপতিপূতত্বকামা ভর্ত্তৃজ্বলচ্চিতারোহণমহং করিষ্যে।' এইরূপ বাক্য দ্বারা সঙ্কল্প করিবে। যে স্থলে সহমরণ না হইয়া অনুমরণ হইবে, তথায় "ভর্ত্তৃজ্বলচ্চিতারোহণং" এই বাক্য স্থলে অর্থাৎ এই বাক্য প্রয়োগ না করিয়া 'জ্বলচ্চিতাপ্রবেশেন ভর্ত্তানুমরণং' এই বাক্য প্রয়োগ করিতে হয়। তৎপরে সতী অষ্ট লোকপাল, আদিত্য, চন্দ্র, অনিল, অগ্নি, আকাশ, ভূমি, জল, হৃদয় অন্তর্য্যামী পুরুষ, যম, দিন, রাত্রি, সন্ধ্যা ও ধর্ম্ম আপনারা সকলে সাক্ষী হউন. এইরূপে তাঁহাদিগকে সাক্ষী করিয়া স্বামীর চিতা তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া স্বামীর চিতায় আরোহণ করিবেন। সেই সময় ব্রাহ্মণগণ নিম্নোক্ত ঋগ্বেদীয় মন্ত্র ও পৌরাণিক মন্ত্র পাঠ করিবেন। মন্ত্র—

"ওঁ ইমা নারীরবিধবাঃ সপত্নী রাঞ্জনেন সর্পিষা সংবিশন্তু।
অনশ্রবো অনমীবাঃ সুরত্না আরোহন্তু জলযো যোনিমগ্রে॥"
"ওঁ ইমাঃ পতিব্রতাঃ পুণ্যাঃ স্ত্রিয়ো যা যাঃ সুশোভনাঃ।
সহভর্ত্তৃশরীরেণ সংবিশন্তু বিভাবসুং॥"

ব্রাহ্মণগণ উক্ত মন্ত্র পাঠ করিলে সাধ্বী স্ত্রী নমঃ নমঃ বলিতে বলিতে হৃষ্টচিত্তে চিতায় প্রবেশ করিবেন। যদি কোন স্ত্রী মোহবশতঃ যন্ত্রণায় কাতর হইয়া চিতা পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তিনি প্রাজাপত্য ব্রতানুষ্ঠান করিবেন, ইহা দ্বারাই এই পাপ হইতে তাহার শুদ্ধি হইবে।

"চিতি ভ্রষ্টাতু যা নারী মোহাদ্বিচলিতা ভবেৎ।
প্রাজাপত্যেন শুধ্যেত্তু তস্মাদ্ধি পাপকর্ম্মণঃ॥"

(শুদ্ধিতত্ত্বধৃত আপস্তম্ব)

স্বামী ও স্ত্রী এক চিতায় আরোহণ করিয়া মৃত হইলে তাহাদের দুই জনেরই পৃথক্ পৃথক্ শ্রাদ্ধাদি করিতে হইবে, একত্র শ্রাদ্ধাদি হইবে না।

"একচিতাং সমারূঢ়ৌ দম্পতী নিধনং গতৌ।
পৃথক্‌শ্রাদ্ধং তয়োঃ কুর্য্যাদোদনঞ্চ পৃথক্ পৃথক্ ॥" ইত্যাদি।

এই সকল বচনানুসারে উঁহাদের পৃথক্ পৃথক্ ভাবে শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। সাম্বৎসরিকোদ্দিষ্ট স্থলে মৃতাতিথিতে শ্রাদ্ধ করিবে। (শুদ্ধিতত্ত্ব)

শুদ্ধিতত্ত্ব প্রভৃতি স্মৃতিগ্রন্থে ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে। বাহুল্য ভয়ে তাহা এই স্থলে লিখিত হইল না।

১৮১৮ সালের প্রারম্ভে রাজা রামমোহন রায় বাঙ্গালা ভাষায় সতীদাহের প্রতিষেধের নিমিত্ত শাস্ত্রীয় আলোচনাপূর্ব্বক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। উহাতে উভয় পক্ষের শাস্ত্র-যুক্তি আলোচিত হইয়াছিল। এস্থলে সেই পুস্তিকা অবলম্বনে সহমরণের অনুকূল ও প্রতিকূল শাস্ত্রযুক্তি সকল উদ্ধৃত করিয়া এই বিষয়ের আলোচনা করা যাইতেছে। অধিকন্তু আমরা উক্ত গ্রন্থ-নিবদ্ধ প্রমাণ ব্যতীত আরও অন্যান্য বচন প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিব। প্রথমতঃ অনুকূল বচন উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

যে স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীর সহিত সহমৃতা হন, তিনি অরুন্ধতীর ন্যায় স্বর্গলোকে অবস্থান করেন, এবং তাঁহার ত্রিকুল উদ্ধার হয়। স্বর্গলোকে তিনি চতুর্দ্দশ ইন্দ্র পরিমিতকাল স্বামীর সহিত অবস্থান করেন। স্বামী যে কোন পাতকী হউক না কেন, যাহার সাধ্বী স্ত্রী সহমৃতা হয়, এই পুণ্যফলে তাহার সকল পাতক বিনষ্ট হয় ইহাই অঙ্গিরার অনুশাসন।

ব্যাস বলেন—

"পতিব্রতা সম্প্রদীপ্তং প্রবিবেশ হুতাশনং।
তত্র চিত্রাঙ্গদধরং ভর্ত্তারং সাম্বপশ্যত ॥"

হারীত বলেন—

"মাতৃকাদ্যো মৃতে পত্যৌ স্ত্রীনাত্মানং প্রদাহয়েৎ।
তাবন্ন মুচ্যতে সাহি স্ত্রীশরীরাৎ কথঞ্চন ॥"

বিষ্ণুসংহিতায় লিখিত আছে—

"মৃতে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণং বা।

ব্রহ্মপুরাণের প্রমাণ যথা—

"দেশান্তরে মৃতে পত্যৌ সাধ্বী তৎপাদুকাদ্বয়ং।
নিধায়োরসি সংশুদ্ধা প্রবিশেজ্জাতবেদসম্ ॥
ঋগ্বেদবাদাৎ সাধ্বী স্ত্রী ন ভবেদাত্মঘাতিনী।
ত্র্যহাশৌচে নিবৃত্তে তু শ্রাদ্ধং প্রাপ্নোতি শাস্ত্রবৎ ॥" ইত্যাদি

সংহিতা ও পুরাণাদি সকল শাস্ত্রেই লিখিত আছে যে, স্বামীর মৃত্যু হইলে সাধ্বী স্ত্রী তাহার সহিত অনুমৃতা হইবেন। স্বামীর মৃত্যুর পর সহমরণই স্ত্রীদিগের প্রধান ধর্ম, স্বামীর মৃত্যু হইলে অগ্নিপ্রবেশ ব্যতীত সাধ্বী স্ত্রীদিগের আর কোন ধর্ম নাই, অর্থাৎ ইহাই নারীদিগের প্রশস্ত ধর্ম। ইহা ভিন্ন আর যে কোনই ধর্ম নাই, এমন নহে; কারণ শাস্ত্রে স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা পত্নীর ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনেরও বিধান আছে, সুতরাং বিধবার পক্ষে স্বামীর চিতারোহণ বা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন এই দুইটীই ধর্ম। ব্রহ্মচর্য্য অপেক্ষা সহমরণ প্রশস্ত, তাই শাস্ত্রে এইরূপ প্রশংসাবাদ আছে।

যিনি সহমরণ না করিবেন, তিনি স্মরণ, কীর্ত্তন, কেলি প্রভৃতি অষ্টাঙ্গ মৈথুন ও তাম্বুল বর্জ্জন করিবেন। তাহার পক্ষে প্রতিদিন একাহারী হইয়া মৃত্তিকায় শয়ন কর্ত্তব্য। যদি কোন বিধবা স্ত্রী পর্য্যঙ্ক বা খট্টায় শয়ন করেন, তাহা হইলে তাহার স্বামী অধঃপতিত হন। ঐ বিধবা রমণী প্রতিদিন তিল ও কুশোদক দ্বারা স্বামীর উদ্দেশে তর্পণ করিবেন। কিন্তু তর্পণ সম্বন্ধে বিশেষ বিধান এই যে, যাহার পুত্র ও পৌত্রাদি নাই, তাহারই পক্ষে তর্পণ করিতে হইবে। অন্যের পক্ষে নহে।

স্বামী যদি দেশান্তরে মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাহা হইলে সাধ্বী স্ত্রী স্বামীর পাদুকাযুগল বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া যথাশাস্ত্র চিতা সজ্জিত করিয়া ঋগ্বেদবিহিত মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে চিতারোহণ করিবেন। এইরূপে যিনি চিতারোহণ করেন, তাহার অশৌচ তিন দিন ও চতুর্থ দিনে তাহার শ্রাদ্ধাদি কার্য্য হইবে।

"দেশান্তরমৃতে পত্যৌ সাধ্বী তৎপাদুকাদ্বয়ং।
নিধায়োরসি সংশুদ্ধা প্রবিশেজ্জাতবেদসং ॥
ঋগ্বেদবাদাৎ সাধ্বী স্ত্রী ন ভবেদাত্মঘাতিনী।
ত্র্যহাশৌচে নিবৃত্তে তু শ্রাদ্ধং প্রাপ্নোতি শাস্ত্রবৎ ॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

শাস্ত্রান্তরে লিখিত আছে যে, ব্রাহ্মণী কেবল স্বামীর সহিত এক চিতায় আরোহণ করিয়া সহমৃতা হইবেন, পৃথক্ চিতায় আরোহণ করিবেন না। ইহা দ্বারা দেশান্তরে মৃতস্বামিক ব্রাহ্মণীর পক্ষে সহমরণ অবিধি বলিয়া সূচিত হয়। তিনি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিবেন। ব্রাহ্মণেতর অন্য বর্ণের পৃথক্ চিতারোহণ নিষিদ্ধ নহে। তাহারা সহমরণ ও অনুমরণ এই দুইই করিতে পারিবেন। কিন্তু ব্রাহ্মণীর সহমরণ ব্যতীত অনুমরণে অধিকার নাই। অনুমরণ স্থলে যে পাদুকাদ্বয় গ্রহণ করিয়া অনুমৃতা হইতে হইবে ইহা উপলক্ষণ মাত্র, স্বামীর প্রিয় কোন একটী দ্রব্য গ্রহণ করিয়া অনুমৃতা হইবেন, ইহাই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য।

"পৃথক্‌চিতিং সমারুহ্য ন বিপ্রা গন্তুমর্হতি।
ইতরাসান্তু নারীণাং স্ত্রীধর্ম্মোঽয়ং পরঃ স্মৃতঃ ॥

তস্মাদ্ ব্রাহ্মণ্যাঃ সহমরণমেব, ইতরাসান্তু উভয়মিতি। অত্র ক্ষত্রাদিগ্রহণাৎ চিতিমিতি পাদুকাদ্বয়মিতি দর্শনাৎ পাদুকাবিকল্পিতপাঠঃ। কিন্তু পাদুকাদ্বয়মিত্যুপলক্ষণং। উপলক্ষিতেকতমস্য দ্রব্যবিশেষমুপাদায় পৃথক্‌চিতারোহণমিত্যুক্তেঃ।

পৃথক্‌চিতিং সমারুহ্য ন বিপ্রা গন্তুমর্হতি।
অন্যাসামেব নারীণাং স্ত্রীধর্ম্মোঽয়ং পরঃ স্মৃতঃ॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

কেহ কেহ ইহা স্বীকার করেন না, তাঁহারা অঙ্গিরার বচনানুসারে ব্রাহ্মণাদি সকলের পক্ষেই সহমরণ ও অনুমরণ এই দুইই বিধেয় বলিয়াই স্থির করেন।

ইহা ভিন্ন বাল্যাপত্যা, গর্ভিণী, রজস্বলা, এবং অদৃষ্ট-ঋতু, অর্থাৎ যাহাদের রজস্বলা হয় নাই, এই সকল স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর সহিত সহমরণ নিষিদ্ধ, ইহাদের সহমরণে অধিকার নাই।

"বালাপত্যাশ্চ গর্ভিণ্যো হ্যদৃষ্টঋতবস্তথা।
রজস্বলা রাজসুতে নারোহন্তি চিতাং শুভে॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

দিনৈকগম্য প্রদেশে অর্থাৎ যে স্থলে এক দিনে গমন করিতে পারা যায়, সেই স্থানে যদি স্বামীর মৃত্যু হয়, এবং স্ত্রী যদি সহমরণে কৃতনিশ্চয়া হন, তাহা হইলে যতক্ষণ সেই স্ত্রী আগমন না করেন, ততক্ষণ তাহাকে দাহ করিবে না, তাহার শব-রক্ষা করিবে। স্ত্রী আসিলে তাহার সহিত একচিতায় দাহ করিবে।

"দিনৈকগম্যদেশস্থা সাধ্বী চেৎ কৃতনিশ্চয়া।
ন দহেৎ স্বামিনস্তস্যা যাবদাগমনং ভবেৎ॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

এই সকল বচন-প্রমাণ সহমরণের অনুকূল।

প্রতিকূলবাদীরা বলেন, সংহিতাকারগণের মধ্যে মনুই প্রধান। মনু সহমরণের ব্যবস্থা না দিয়া বিধবাগণের ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনের ব্যবস্থা দিয়াছেন। বৃহস্পতি বলেন "মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতি ন প্রশস্যতে।" অর্থাৎ যে স্মৃতি মনুর বিধানের বিপরীত সে স্মৃতি প্রশস্ত নহে। বিশেষতঃ উপনিষদ্ বলেন, শ্রবণ মননাদি দ্বারা ব্রহ্মলাভ হয়, সুতরাং স্বর্গভোগবাসনার নিমিত্ত আত্ম-হত্যা করা অবৈধ। মনু বা ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতির বিধান অঙ্গিরার বিধান অপেক্ষা অধিকতর মাননীয়। সহমরণের অনুকূল-মতাবলম্বী ব্যক্তিদের আপত্তি এই যে ঋগ্‌বেদে "ইমা নারী রবিধবাঃ" ইত্যাদি মন্ত্র সহমরণের বিধানসূচক। সুতরাং মনুতে স্পষ্টরূপে সহমরণের বিধান না থাকিলেও মনু বেদবাক্য লঙ্ঘন করিতে পারেন না। এই আপত্তিখণ্ডনের জন্য প্রতিকূলবাদী বলেন, বেদের এই বিধান ভোগবাসনামূলক। কিন্তু ভোগবাসনার চরিতার্থতা জীবের মুখ্য কর্ম্ম বলিয়া উক্ত হয় নাই। মুণ্ডক উপনিষদ্ বলেন, কর্ম্ম সকল অস্থায়ী। যাহারা স্বর্গাদি ভোগসুখজনক বলিয়া মনে করেন, তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ ও জরামৃত্যু যাতনা ভোগ করিতে হইবে। গীতায় আছে—

"যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি॥
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা স্মৃতি, পুরাণ ও ইতিহাসের সার। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে ভোগৈশ্বর্য্যপ্রদ ক্রিয়াবিশেষবহুল কর্ম্মমূলক বেদবাক্য সকল অজ্ঞেরই প্রলোভনকারী। প্রকৃত পণ্ডিতগণের পক্ষে এই সকল অনুষ্ঠান অবলম্বনীয় নহে। মুণ্ডক প্রভৃতি উপনিষদ্‌সমূহেরও এইরূপ অভিপ্রায়। ফলতঃ যাহাতে শ্রীভগবান্‌কে লাভ করা যায়, জীবের তাহাই প্রধানতম কর্ত্তব্য কর্ম্ম। মনু এই সকল বিষয়ে উত্তমরূপে অভিজ্ঞ ছিলেন। তাই তিনি বিধবাগণের জন্য ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তবে যে শাস্ত্রকারগণ কর্ম্মফলজনিত স্বর্গসুখাদি লাভের বিধান করিয়া গিয়াছেন, তাহা কেবল ভোগলালসাপরায়ণ ব্যক্তিগণের ধর্ম্ম-বিষয়ে রুচি উৎপাদনের নিমিত্ত। শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম এই যে মোক্ষ-লাভই জীবের চরমসাধন। আত্মহত্যা তাহার পরিপন্থী। সেই জন্য ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।"

উপনিষদ্ বলেন—"তদ্‌ যথেহ কর্ম্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে।"

অনুকূল-মতাবলম্বিগণ বলেন, শাস্ত্রের মর্ম্ম এইরূপই হইতে পারে। কিন্তু হারীত, অঙ্গিরা ও বিষ্ণু প্রভৃতি সংহিতাকারগণের বাক্য উপেক্ষণীয় নহে। তদুত্তরে প্রতিকূলবাদী বলেন, সাধারণতঃ সহমরণে যে সকল ঘটনা দেখা যায় তাহা কোন শাস্ত্রেরই অভিমত হইতে পারে না। সহমরণের সঙ্কল্প এই যে, সতী আপন ইচ্ছায় জ্বলচ্চিতায় প্রবেশ করিবে। কিন্তু কার্য্যতঃ এমন দেখা গিয়াছে যে, বিধবাকে স্বামীর মৃত দেহের সহিত একত্র আবদ্ধ করিয়া চিতাকাষ্ঠরাশি দ্বারা আবৃত করা হয়; সেই কাষ্ঠরাশির ভারেই বিধবা মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে, সে উঠিতে চেষ্টা করিলেও উঠিতে পারে না। তাহার পরে অগ্নির তীব্রদহনে অসহনীয় যাতনা ভোগ করিয়া সে মস্তকোত্তলন করিলে তৎক্ষণাৎ বংশদণ্ডের আঘাতে তাহার মস্তক চূর্ণ করিয়া দেওয়া হয়। এরূপ ভীষণ ব্যাপার কখনও শাস্ত্রসম্মত হইতে পারে না। অনুকূল মতাবলম্বীরা বলেন, এই প্রথা অবশ্যই শাস্ত্রসম্মত নহে তাহা স্বীকার্য্য। কিন্তু সহমরণের সঙ্কল্প করিয়া সহমৃতা না হইলে তাহা অত্যন্ত পাপজনক। সম্ভবতঃ এই নিমিত্তই স্থানে স্থানে এইরূপ প্রথা প্রচলিত হইয়া থাকিবে। প্রতিকূলবাদিগণ এই আপত্তি খণ্ডন করিয়া বলেন যে, এই পাপের কথা ভিত্তিমূলক নহে। শাস্ত্রে আছে—

"চিতিভ্রষ্টা তু যা নারী মোহাদ্ বিচলিতা ভবেৎ।
প্রাজাপত্যেন শুধ্যেৎ তু তস্মাদ্ধি পাপকর্ম্মণঃ॥"

উক্ত আপস্তম্ব বচন দ্বারা স্পষ্টতঃই চিতি-ভ্রষ্টা পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধান পরিলক্ষিত হয়। আর যদি তাহা না থাকিত তাহা হইলেই কি এই নিষ্ঠুর নারীহত্যা পরমকারুণিক শাস্ত্রকারগণের অভিপ্রেত ছিল? ইহা কখনই স্বীকার করা যায় না। প্রতিকূলাবলম্বীরা আরও বলেন, বিষ্ণু বলিয়াছেন "মৃতে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণং বা"; সুতরাং ব্রহ্মচর্য্যই প্রথম কল্প। ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে মুক্তিলাভের পথ প্রশস্ততর হয়। বিষ্ণুর এই বাক্যের স্পষ্টতঃ ব্যাখ্যা মিতাক্ষরায় দেখিতে পাওয়া যায়ঃ—

"অতশ্চ মোক্ষমনিচ্ছন্ত্যা অনিত্যাল্পসুখরূপস্বর্গার্থিন্যা অনুগমনং মুক্তমিতরফলত্বাদনুষ্ঠানবধি ড সর্বমনবদ্যম্।"

অর্থাৎ যে বিধবা মুক্তিলাভের ইচ্ছা না করিয়া অনিত্য অল্প সুখরূপ স্বর্গাদি কামনা করে, তাঁহারই পক্ষে অনুগমন বিধেয়। কিন্তু স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য বিষ্ণুর এই বচনটীর অতি সঙ্কীর্ণ অর্থ করিয়া বলেন, অনুগমন ভিন্ন বিধবা নারীর আর অপর প্রশস্ত ধর্ম্মোপায় নাই।

সহমরণ সম্বন্ধে শ্রুতি-স্মৃতিতে বিধি আছে। আবার অবস্থা বিশেষে নিষেধও আছে। সুবিখ্যাত রামমোহন রায় মহাশয় এই বিচার লইয়া যখন আন্দোলন করেন, তখন সহমরণের অনুকূলে কতিপয় পণ্ডিত পুস্তিকা লিখিয়া তাঁহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তিনিও প্রত্যুত্তরে সেই সকল পণ্ডিতগণের শাস্ত্রীয় উক্তি ও যুক্তির প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। আমরা তাহারই সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রকাশ করিলাম।

রাজা রামমোহন রায় মহাশয় এতৎ সম্বন্ধে যে বাঙ্গালা ভাষায় দুই খানি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন, তাহা অতঃপর ইংরাজীতে অনূদিত হইয়াছিল। এই প্রথা যে অতীব নিষ্ঠুর, অস্বাভাবিক ও অশাস্ত্রীয় মহাত্মা রামমোহন রায় তাহা প্রতিপন্ন করিয়া যান। য়ুরোপে যে সকল পণ্ডিত উক্ত গ্রন্থ পাঠ করেন, তন্মধ্যে উইলসন সাহেবও একজন। ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে প্রকাশিত সাময়িক পত্রের ষোড়শ খণ্ডে, প্রফেসার হোরেস হেমেন উইলসন সাহেব হিন্দু বিধবার জীবিতাবস্থায় স্বামীর চিতায় দগ্ধ হইয়া প্রাণ-পরিত্যাগের বিরুদ্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তিনি বলেন, এরূপ নিষ্ঠুর প্রথা বেদাদি শাস্ত্রের অনুজ্ঞার বিপরীত। কলিকাতা মহানগরীর সুবিখ্যাত রাজা সর্ রাধাকান্ত দেব বাহাদুর মহোদয় এই প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়া প্রফেসর উইলসনকে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুন তারিখে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। প্রফেসর উইলসন সাহেব ইহার যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার প্রণীত "Religious sects of the Hindoos" নামক সুপরিচিত গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের (১৮৬২ অব্দের সংস্করণের) ৪১০ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে। এস্থলে রাজাবাহাদুরের পত্রের শাস্ত্রীয় মর্ম্ম উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

তৈত্তিরীয় সংহিতার অগ্নি নামক শাখার দুইটি শ্লোকে "সতী" হইবার কথা পরিষ্কাররূপে উল্লিখিত আছে। নারায়ণ উপনিষদের ৮৪ সংখ্যক শ্লোকে ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে। এস্থলে মূল শ্লোক ও সায়ণাচার্য্যকৃত ভাষ্য এবং অনুবাদ সন্নিবিষ্ট হইল।

"অগ্নে ব্রতানাং ব্রতপতিরসি পত্যানুগমনব্রতং চরিষ্যামি তচ্ছকেয়ং তন্মে রাধ্যতাম্।"—

সায়ণকৃত ভাষ্য—'হে অগ্নে! কর্ম্মাধিপ! যেষাং ত্বং ব্রতানাং প্রাণপত্যানুবিদ্ধ ব্রতানাং ব্রতপতিরসি। পুনর্ভবত্বেন: ক্রমেণ ব্রতানামধিপতির্ভব ইতি নিয়মবোধনায়। তন্মাদব্রতোত্তমানং যৎ সাম্প্রতিকং ব্রতং তদ্রূপাৎ কর্ত্তুং শক্তের তথা রাধ্যতাং ক্রিয়তামিত্যর্থঃ। যাতুনামং কার্যমাব। কিং ব্রতোত্তমানং তৎ ব্রতমিতি পত্যানুগমনেতি পত্যা অর্থা সহ অনুগত্য গমনব্রতং চরিষ্যামি করিষ্যামিত্যর্থঃ।'

দ্বিতীয় শ্লোক—"ইহত্বা অগ্নে নমসা বিধেম সুবর্গস্য লোকস্য সমেত্যৈ। জুষাণো অদ্য হবিষা জাতবেদো বিশানি মা সতীমেতাং নয় মা পত্যুরগ্রে।"

সায়ণকৃত ভাষ্য।—'হে অগ্নে ইহ অস্মিন্ কর্ম্মণি। ত্বা ত্বামুদ্দিশ্য। হবিষা হবির্দ্ধারণেন নমসা নমস্কারেণ চ। বিধেম বয়ং ক্রিয়াসমীহার্থঃ। কিমর্থ-মিত্যুক্তে তত্রাহ। সুবর্গস্যেতি সুবর্গস্য প্রতিসংপ্রাপ্তা লোকস্য। সমেত্যৈ সম্যক্প্রাপ্ত্যর্থং। ত্বা মহেত্যর্থঃ সত্যার্থে দ্বিতীয়া চতুর্থী। বিশানি প্রবিশানি অতএব অদ্য আশিষিব। হে জাতবেদো হবিষা সম্যগ্ হবির্দ্ধারণেন জুষাণঃ সন্তুষ্টঃ সন্। সতীং সত্যাং সহগমনবিশেষ্যকসাহস-প্রসাধ্যাতেতি যাবৎ। মা মাং পতিব্রতাং তদন্তরাং পত্যুর্দ্ধর্ত্তুঃ অগ্রে অনন্তরং নয় প্রাপয়েত্যর্থঃ।'

হে অগ্নে! তুমি সমস্ত ব্রতের অধিপতি, এজন্য তোমার নাম ব্রতপতি। স্বামীর সহগমন-ব্রতের প্রতিজ্ঞা আমি অবশ্য পালন করিব। যাহাতে আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয়, তুমি আমার সহায় হও।১।

হে অগ্নে! এই ব্রতে (বা ক্রিয়ায়) আমি তোমাকে নমস্কার করি। হে জাতবেদ! তোমার কৃপায় আমি অদ্যই যেন স্বর্গধামে পৌঁছিতে পারি। হে অগ্নে! মৎপ্রদত্ত ঘৃত-সংযুক্ত আহুতি গ্রহণ করিয়া, আমাকে সাহস প্রদান করুন, আমি যেন সহমৃতা হইয়া স্বামী-সদনে যাইতে পারি।২।

উপরি উক্ত বৈদিক বিধি অনুসারে সূত্রকারেরা ব্যবস্থা দেন যে, বিধবা স্ত্রী স্বামীর চিতায় শয়ন করিয়া সহমৃতা হইবার অধিকারিণী। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকন্যা হইলে, যথাক্রমে স্বর্ণ, ধনু বা রত্নখণ্ড চিতায় উপরে রাখিয়া দিতে হয়।

স্বামীর মৃত দেহ পার্শ্বে সতী শায়িতা হইলে, 'দেবর কিংবা ভর্ত্তার কোন বন্ধু সতীকে সম্বোধন করিয়া "উদীর্ষ" (ইত্যাদি)।

দাহের আয়োজন হইতেছে। তখন গঙ্গাতীরে এইরূপ ঘটনা সময়ে সময়ে পরিলক্ষিত হইত। যখন এই সংবাদ পাইলাম, তখন ডাক্তার ওয়াইজ এবং গবর্ণর-জেনারলের চ্যাপলেন আমার নিকট উপবিষ্ট ছিলেন। আমরা তিন জনেই ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইলাম। যাইয়া দেখি, গঙ্গাতীরে ঘটনাস্থলে লোকে লোকারণ্য। জনতার মধ্যে সতী রমণী উপবিষ্টা ছিলেন। আমরা উঁহার নিকটে গিয়া বসিলাম। আমার সহচর দুই জন উঁহাকে আত্মহত্যা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করার জন্য অনেক প্রকার যুক্তিময় উপদেশ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন, সতী রমণী মনোযোগের সহিত উঁহাদের উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিলেন, কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্রও বিচলিত হইলেন না।

"কিয়ৎক্ষণ পরে, তিনি মরণশয্যায় শয়নের নিমিত্ত নিরতিশয় উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং অনুমতি চাহিতে লাগিলেন। ইঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করা অসম্ভব দেখিয়া অগত্যা আমি অনুমতি দিলাম। এই সময়ে পাদরী সাহেব বাধা দিয়া বলিলেন 'আমার দুই একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাস্য আছে। সতি! আপনি যে শ্মশান-শয্যায় যাইতেছেন, ইহাতে আপনার যে কি যাতনা হইবে, আপনি তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন কি?' সতী আমার দিকে অবনত দৃষ্টিতে দৃক্‌পাত করিয়া বলিলেন, 'একটা প্রদীপ আনুন।' তিনি নিজ হাতে ঘৃত সলিতাযুক্ত প্রদীপ সাজাইলেন, প্রদীপের শিখা প্রদীপ্ত ভাবে জ্বলিয়া উঠিল। সতী উহার উপরে বাম হস্তের একটী অঙ্গুলী স্থাপন করিলেন। সতীরমণী তীব্রভাবে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তিনি যেন আমাকে নীরবে বুঝাইতেছিলেন যে তোমরা যাহা মনে করিতেছ তাহা কিছুই নহে; অগ্নি সর্ব্বদাহক ও সর্ব্বশোষক হইলেও ইহাতে সতী-রমণীর কোনও যাতনার কারণ নাই। তিনি নিরুদ্বেগে অঙ্গুলী বিন্যস্ত করিয়া রাখিলেন। আগুনে তাঁহার অঙ্গুলী ঝলসিয়া গেল, ফোস্কা পড়িল, তথাপি রমণী অটল ও অচলভাবে রহিলেন, তাঁহার মুখে বিন্দুমাত্রও যাতনার চিহ্ন প্রকাশ পাইল না। দেখিতে দেখিতে অঙ্গুলীটী দগ্ধ হইয়া কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল, কিন্তু সতী তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও অনুভূতির চিহ্ন প্রকাশ করিলেন না। অবশেষে অঙ্গুলীটী পুড়িয়া পুড়িয়া সঙ্কুচিত শক্ত ও বক্র হইয়া গেল। একটী হংসপুচ্ছকে কিয়ৎক্ষণ অগ্নিসন্তাপে রাখিলে উহার যেরূপ অবস্থা হয়, সতী রমণীর অঙ্গুলীটী সেইরূপ অবস্থা ধারণ করিল। এই সময়ের মধ্যে তিনি পলকের জন্যও তাহার হস্ত-সঞ্চালন করেন নাই, অথবা বাক্য ও অঙ্গভঙ্গীতে কোনও প্রকার যাতনার চিহ্ন প্রকাশ করেন নাই। তিনি তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা প্রবোধ পাইয়াছেন কি?"

আমি বলিলাম, "যথেষ্ট প্রবোধ পাইয়াছি"। তখন সতী বলিলেন, 'তাহা হইলে আমি এখন চিতায় প্রবেশ করিতে পারি?' আমি মাথা নাড়িয়া স্বীকার করিলাম। সতীরমণী তখন শ্মশান-শয্যায় শয়ন করিলেন। তাঁহার উপরে হাল্কা হাল্কা কাঠ রাখিয়া দেওয়া হইল। তিনি ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই সেই কাষ্ঠ-ভারের নিম্নদেশ হইতে উত্থিত হইতে পারিতেন। শ্মশান-বন্ধুগণ তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চেষ্টিত হইয়াছিল, আমার নিষেধে তাহারা বিরত হইল। এই সময়ে তাঁহার বিংশবর্ষ বয়স্ক পুত্র চিতায় অগ্নি-প্রদান করিলেন। দূর দেশে সতীর পতির মৃত্যু হইয়াছিল। তথা হইতে তাঁহার দেহ আনিয়া এক সঙ্গে সংকার করা অসম্ভব হওয়ায় তাঁহার বস্ত্রাদি সহ সতী অনুমৃতা হইলেন। ঘৃত ধূনার সহযোগে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। আমি চিতার অতি নিকটে দণ্ডায়মান হইলাম, দেখিলাম, চিতায় সজ্জিত কাষ্ঠরাশিতে আগুন জ্বলিতেছে, উহার মধ্যে সতীর দেহ নিস্পন্দভাবে দগ্ধ হইতেছে, একবার অতি সামান্য ভাবে কাষ্ঠ গুলিতে ঈষৎ আন্দোলন পরিলক্ষিত হইল মাত্র, কিন্তু কোনও শব্দ শুনিতে পাইলাম না। নীরব নিস্পন্দভাবে চিতার অনলে সতীদেহ ভস্মসাৎ হইয়া গেল, পুত্রটী শোকাকুল হইয়া গঙ্গাতীরে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল, আমরা বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।" ভারতবর্ষে এইরূপে লক্ষ লক্ষ সতী চিরের গাঢ়তর অনুরাগে চিতার অনলে দেহ বিসর্জ্জন দিয়া পতির অনুগামিনী হইয়াছেন।

১৮১৮ সাল হইতে ১৮২৮ সাল পর্য্যন্ত কলিকাতা ও ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রতিবর্ষে ৩০০ হইতে ৬০০ পর্য্যন্ত সতী-দাহের এইরূপ বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে বলপ্রয়োগ পূর্ব্বকও যে এই ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইত, সে ভীষণ কাহিনীও লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায়। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে রামনাথ নামে একজন সংস্কৃতাধ্যাপক পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার মুখে প্রকাশ, শান্তিপুরের অদূরবর্ত্তী উলাগ্রামের মুক্তারাম বাবু নামক জনৈক কুলীন ব্রাহ্মণের ১৩টী পত্নী পতির সহ সহমৃতা হন। ইঁহাদের মধ্যে একটী মহিলা প্রথমে উৎসাহ করিয়া সহমৃতা হইতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু বস্ত্রোত্তোলন করিতে ভয় পাইয়া পলায়ন করিতে উদ্যত হইলে ঐ রমণীর গর্ভজাত মুক্তারামের পুত্র নাকি তাঁহাকে বলপূর্ব্বক শ্মশানাগ্নিতে নিক্ষেপ করেন। তিনি প্রাণের দায় আপনার অপর এক সপত্নীর গলা জড়াইয়া তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে লইয়া চিতাগ্নিতে ঝম্প প্রদান করেন।

১৮২৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর সতীদাহের বিরুদ্ধে আইন*

* সতীদাহনিবারণকল্পে ভারত-গবর্ণমেণ্ট যে বিধি প্রচার করেন, সাধারণের অবগতির জন্য পরপৃষ্ঠায় তাহা যথাযথ উদ্ধৃত করা হইল—

নিষিদ্ধ হইলেও ভারতের বহুস্থানে বহুবার সতীদাহের ঘটনা ঘটিয়াছে। আইন-অনুসারে অপরাধিগণও তজ্জন্য রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। অধুনা আইনের প্রবল শাসনে সতী-রমণীগণ পতিবিয়োগের দুর্বিসহ শোকে আচ্ছন্ন হইয়াও কদাচ চিতানলে আত্মদেহ সমর্পণ করিতে সুবিধা পান, কিন্তু এমন ঘটনা বিরল নহে, যে শোকের উত্তেজনায় পতিব্রতা পতিপ্রাণা সতীগণ আত্মহত্যা করিয়া শোকের যাতনা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই এই প্রথা প্রবলরূপে প্রচলিত ছিল। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে জয়পুর রাজ্যে উদর্না নামক স্থানে জামসিংহ ঠাকুরের পত্নী মৃত স্বামীর সহ এক চিতায় ভস্মীভূত হয়েন। তজ্জন্য আইন অনুসারে অপরাধিগণ দণ্ডিত হইয়াছিলেন। আইনের শাসন প্রচলিত হইলেও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ও রাজপুতনায় এখনও মধ্যে মধ্যে সতীদাহের ঘটনা শুনিতে পাওয়া যায়।

মহারাষ্ট্র ও রাজপুতনায় সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের মধ্যে সহমরণের প্রথা অত্যন্ত প্রচলিত ছিল। রাজনৈতিক কারণেও তাহারা

Regulation XVII of 1829.

I. The practice of Sati or of burning or burying alive the widows of Hindús is revolting to the feelings of human nature, it is nowhere enjoined by the religion of the Hindús as an imperative duty, on the contrary a life of purity and retirement on the part of the widow is more especially and preferably inculcated, and by a vast majority of that people throughout India the practice is not kept up nor observed. In some extensive districts it does not exist. In those in which it has been most frequent it is notorious that in many instances acts of atrocity have been perpetrated which have been shocking to the Hindús themselves and in their eyes unlawful and wicked. The measures hitherto adopted to discourage and prevent such acts have failed of success, and the Governor-General in Council is deeply impressed with the conviction that the abuses in question cannot be effectually put an end to without abolishing the practice altogether. Actuated by these considerations the Governor-General in Council—without intending to depart from one of the first and most important principles of the system of British Government in India, that all classes of the people be secure in the observance of their religious usages so long as that system can be adhered to without violation of the paramount dictates of justice and humanity—has deemed it right to establish the following rules, which are hereby enacted to be in force from the time of their promulgation throughout the territories immediately subject to the Presidency of Fort William.

II. The practice of Sati or of burning or burying alive the widows of Hindús is hereby declared illegal and punishable by the Criminal Courts.

First. All zemindárs, tálukdárs or other proprietors of land, whether málguzárí or lákhiráj, all sadr farmers and under-renters of land of every description, all dependent tálukdárs, all naibs and other local agents, all native officers employed in the collection of the revenue and rents of lands on the part of Government or the Court of Wards, and all mandals or other headmen of villages are hereby declared especially accountable for the immediate communication to the officers of the nearest Police station of any intended sacrifice of the nature described in the foregoing section, and any zemindár or other description of persons above noticed, to whom such responsibility is declared to attach, who may be convicted of wilfully neglecting or delaying to furnish the information above required, shall be liable to be fined by the Magistrate or Joint Magistrate in any sum not exceeding two hundred rupees, and in default of payment to be confined for any period of imprisonment not exceeding six months.

Second. Immediately on receiving intelligence that the sacrifice declared illegal by this Regulation is likely to occur, the Police darogha shall either repair in person to the spot or depute his muharrir or jamádár accompanied by one or more barkandazes of the Hindú religion, and it shall be the duty of the Police officers to announce to the persons assembled for the performance of the ceremony that it is illegal, and to endeavour to prevail on them to disperse, explaining to them that in the event of their persisting in it they will involve themselves in a crime and become subject to punishment by the Criminal Courts. Should the parties assembled proceed in defiance of these remonstrances to carry the ceremony into effect, it shall be the duty of the Police officers to use all lawful means in their power to prevent the sacrifice from taking place and to apprehend the principal persons aiding and abetting the performance of it, and in the event of the Police officers being unable to apprehend them they shall endeavour to ascertain their names and places of abode and shall immediately communicate the whole of the particulars to the Magistrate or Joint Magistrate for his orders.

Third. Should intelligence of a sacrifice declared illegal by this Regulation not reach the Police officers until after it shall have actually taken place, or should the sacrfice have been carried into effect before their arrival at the spot, they will nevertheless institute a full enquiry into the circumstances of the case in like manner as on all other occasions of unnatural death, and report them for the information and orders of the Magistrate or Joint Magistrate to whom they may be subordinate.

মৃত পতির অনুগমন করিতেন। যুদ্ধে মুসলমান পক্ষের জয় হইলে রাজপুতনার রমণীগণ পাছে মুসলমানদের হস্তে পড়িয়া কলুষিত হন, এই আশঙ্কায় তাঁহারা স্বামীর চিতানলে জীবনের আহুতি প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন। শিখগণের মধ্যেও এই প্রথা বিরল ছিল না। ইহাদের সুবিখ্যাত জীবনসিংহের পত্নী ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে সহমৃতা হইয়াছিলেন।

মানসিংহের ১৫০০ পত্নীর মধ্যে ৬০টী সহমৃতা হন। টড্ সাহেবের রাজস্থানে বর্ণিত হইয়াছে, ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের আষাঢ় মাসে মারবাড়ের রাজা অজিতসিংহের মৃত্যু হয়। ঐ সময়ে তাঁহার চৌহানরাণী, দেবারল রাজকুমারী, তুয়াররাণী, চাওরা রাণী, সেখাবতী রাণী এবং অন্যান্য আরও পঞ্চাশ জন পত্নী সহমৃতা হইয়াছিলেন।

মহারাষ্ট্র প্রদেশে সতী-স্তম্ভের উপরে কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণের প্রথা প্রচলিত ছিল। এই সকল কীর্ত্তিস্তম্ভের গাত্রে সতীগণের হস্ত বা পদ অঙ্কিত করা হইত। কঁকোণের অন্তর্গত ব্রাহ্মণবাড়ী নামক স্থানে বাপু গোখ্লের কন্যার চিতাস্তম্ভের উপর যে কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মিত রহিয়াছে, উহাতে তাঁহার পদ অঙ্কিত হইয়াছে। কুড়িগাঁয়ের যুদ্ধে তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হইলে এই বীররমণী এই সংবাদ শ্রবণমাত্র তৎক্ষণাৎ চিতার অনলে স্বীয় দেহ আহুতিপ্রদান করিয়াছিলেন।

জোধনগরে ১৭১০ খৃষ্টাব্দে রাজা লক্ষরাও প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার শ্মশানস্তম্ভের উপরে অশ্ব-পৃষ্ঠে তাঁহার মূর্ত্তি খোদিত আছে। তাহার দক্ষিণপার্শ্বে আটজন ও বামপার্শ্বে সাতজন পত্নীর মূর্ত্তি আছে। এই ১৫ জন সহমৃতা হইয়াছিলেন।

সরগুজার কাউর জাতীয় লোকদের মধ্যেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল। এখনও তথায় প্রতাপপুরের সন্নিকটে সতীক্ষেত্র বিদ্যমান আছে। সম্রাট্ আকবর এই প্রথার বিরোধী ছিলেন। যোধপুর-রাজকুমারের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রবধূ সহমৃতা হইতে উদ্যত হন; আকবর এই সংবাদ শুনিয়া উহা নিবারণ করিবার জন্য দ্রুতগামী অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া এক শত মাইল দূরে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আকবর বলিতেন, যাহারা আপন ইচ্ছায় সহমৃতা হইবেন, তাঁহাদিগকে বাধা দিবার কোন প্রয়োজন নাই, কিন্তু এ বিষয়ে জোর জবরদস্তী করা অত্যন্ত অসঙ্গত। হিন্দুগণও সতীদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে যথেষ্ট প্রয়াস পাইতেন। অনেক স্থলে রাজগণও শোকার্ত্তা বিধবা রমণীকে পতির চিতারোহণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য সহানুভূতিসূচক বাক্যে তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিতেন, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

মহারাষ্ট্র-প্রদেশের রাজা শাহুর পত্নী সুখবার বাই সহমৃতা হইতে উদ্যত হইলে অনেকেই তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্তা করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু তিনি বলেন, আমি আমার স্বামিকুলের গৌরব সংরক্ষণের নিমিত্ত নিশ্চয়ই সহমৃতা হইব, এই বলিয়া তিনি চিতার অনলে স্বীয় দেহ আহুতিপ্রদান করিয়াছিলেন।

য়ুরোপের পরিব্রাজক ও ঐতিহাসিকগণের মধ্যে অনেকেরই এই প্রথার প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছিল। কিন্তু তাঁহাদের বিবরণ অত্যন্ত বিভিন্ন। মিঃ এল্ফিনষ্টোন বলেন, দক্ষিণ ভারতে এই প্রথা সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল না। কৃষ্ণানদীর দক্ষিণভাগে কখনও এইরূপ ঘটনা ঘটিতে শুনা যায় নাই। আবি দুবই (Abbe Dubois) এই মতের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু মার্কো-পলো ও ওডরিক বলেন, দক্ষিণভারতেও এই প্রথা যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজ পরিব্রাজক গ্যাসপারো বালবী নাগপত্তনে সতীদাহ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং এই প্রথা সর্ব্বত্রই যে প্রবর্ত্তিত ছিল তাহাতে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। কার্ম্মেলাইটগণের প্রকিউরেটর-জেনারল পি, ভিনসেন্জো সপ্তদশ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে এদেশে উপস্থিত ছিলেন। তিনি কনাড়া অঞ্চলে বহু সতীদাহ দেখিয়া গিয়াছেন। তিনি এখানে একটী গল্প শুনিয়াছিলেন যে মদুরার নায়কের এগার হাজার স্ত্রী স্বামীর সহিত সহমৃতা হইয়াছিলেন। ১১ হাজার সতীর কথা অত্যুক্তি হইতে পারে, কিন্তু মদুরা অঞ্চলে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্তও সতীদাহপ্রথা যে প্রচলিত ছিল তাহার অনেক প্রমাণ আছে। মিঃ পি, মার্টিনের ১৭১৩ খৃষ্টাব্দের লিখিত পত্রে প্রকাশ তথাকার তিন জন সম্ভ্রান্ত বংশের লোকের মৃত্যুতে এক জনের সহিত ৪৫ জন, অপরের সহিত ১৭ জন এবং অন্য জনের সহিত ১২ জন সহমৃতা হইয়াছিলেন। ত্রিচীনপল্লীর রাজার যখন মৃত্যু হয়, তখন তাঁহার পত্নী অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন, তিনি প্রসবের পরে সহমৃতা হইয়াছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে সতীদাহ বহু পরিমাণে প্রচলিত ছিল। মান্দ্রাজ ও উড়িষ্যায় বঙ্গদেশের ন্যায় বেশী সতীদাহ দেখা যাইত না। কিন্তু গঞ্জাম, রাজমহেন্দ্রী ও বিশাখপত্তনে সতীদাহের বহু প্রচলন ছিল। মহারাষ্ট্রগণের শাসন সময়ে বোম্বাইর সর্ব্বত্রই এই প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দের প্রারম্ভেও পুণাতে অনেকবার সতী-দাহ দেখা গিয়াছে। মিঃ মুর এক বৎসরে মুঠা ও মুলা নদীর সঙ্গম-স্থলে দুইটী সতী-দাহ দেখিয়াছিলেন। নদীসঙ্গমই সতী-দাহের পুণ্যস্থল বলিয়া কথিত আছে।

ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে সতীদাহের ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম ছিল। বঙ্গদেশে সতীকে চিতার সহিত রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ করিয়া রাখা হইত। উড়িষ্যাতে মৃত্তিকার নিম্নে শ্মশান-শয্যা সজ্জিত হইত এবং

সতী তাহাতে ঝম্প প্রদান করিয়া আগতিত হইতেন। দাক্ষিণাত্যে সতী মৃতপতির মস্তক ক্রোড়ে রাখিয়া উপবেশন করিয়া থাকিতেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে এক বঙ্গদেশে ৭০৬টী ও ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ৮৩৯টী সতীদাহ হইয়াছিল। পতিশোকে সতীগণ জলে প্রবেশ করিয়াও প্রাণত্যাগ করিতেন। কাশীধামে শ্মশানে সতীর কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপিত হইত। জলনাকুল মানবে গঙ্গাতীরে উঠিয়া সেই সকল স্তম্ভে সতী সতী বলিয়া গঙ্গাজল সেচন করিতেন।

বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের শাসন-প্রভাব ভারতে সর্ব্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, সতীদাহনিবারণের জন্য রাজবিধি প্রবর্ত্তিত হয় এবং সেই সঙ্গে সতীদাহের সংখ্যা অত্যন্ত বিরল হইয়াছে। তথাপি মধ্যে মধ্যে এই সতীদাহের সংবাদ শুনিতে পাওয়া যায়। ১৮৭০ খৃঃ দিল্লী গেজেটে মধ্যভারতের এক অবস্থাপন্ন সতীদাহের সংবাদ প্রকাশিত হয়, ইহাতে আসামীরা দণ্ডিত হইয়াছিল। ১৮৫৮ খৃঃ ফরক্কাবাদ জেলায় এক সতীদাহ হয়। ইহাতে আসামীগণের কোন শাস্তি হয় নাই। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে উদয়পুরের মহারাণার মৃত্যুতে তাঁহার মহিষী সহমৃতা হয়েন। একটী পরিচারিকাকেও এই সময়ে চিতার অনলে সমর্পণ করা হইয়াছিল। ইহার পর আরও কয়েকটী সতীদাহের উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৮৭১ খৃঃ উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের গেজেটিয়ারের ৩য় ভাগে ৩১৬ পৃষ্ঠায় রাজাজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিয়া সতীর দেহত্যাগের কথা আছে। অতঃপর জজ বাহাদুর কাম্বেল ও কেম্পের সমক্ষে ঐরূপ একটী সতীদাহের বিচার হয়। Revenue, Judicial and Political Journalএর ১ম ভাগের ২৩ পৃষ্ঠায় ইহার পরিচয় আছে। ১২০১ সালে গয়া জেলায় দুখিয়া নাম্নী এক রমণী মৃত স্বামীর চিতারোহণ করে। কলিকাতা হাইকোর্টে জষ্টিস্ ঘোষ ও টৈলরের সমক্ষে তাহার বিচার হয়।

শিখগণের মধ্যে সতীদাহপ্রথা বড় বিরল। শিখগণের আদিগ্রন্থে লিখিত আছে, যাঁহারা সহমৃতা হন, প্রকৃত সতী তাঁহারা নহেন। পতির বিয়োগে যাঁহারা চিরদিন ভগ্নহৃদয়ে শোক সহ্য করিয়া থাকেন, তাঁহারাই প্রকৃত সতী। কিন্তু এইরূপ উপদেশ সত্বেও মধ্যে মধ্যে শিখরমণীগণ মৃত স্বামীর অনুগমন করিতেন। শিখরাজ রঞ্জিৎ সিংহের মৃত্যুতে তাঁহার ৩০০ স্ত্রী সহমৃতা হইয়াছিলেন। খড়্গসিংহের মৃত্যুতেও তাঁহার চারি জন রাণী সহমরণে গিয়াছিলেন। প্রত্যেক রাণীই অতীব অনুরাগে ও প্রফুল্লতার সহিত চিতানলে দেহ সমর্পণ করিয়াছিলেন। [অনুমরণ শব্দ দেখ।]

জম্মুসিংহের বহু অনুনয় বিনয় ও বাহ্যপ্রতিবাদসত্বেও রাণীরা নিজ নিজ দৃঢ়সঙ্কল্প হইতে বিচলিত হন নাই। তাঁহাদের সহমরণপ্রথা বাসর-শয্যার ন্যায় বিবিধ কুসুমে সুশোভিত করা হইয়াছিল। রাণীগণ বিবিধ অলঙ্কার ও বহুমূল্য বসন পরিধান করিয়া হাঁটিয়ে শ্মশানের অভিমুখে পদব্রজে গমন করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ ও শিখ-পুরোহিতগণ মন্ত্রাদি উচ্চারণ-পূর্ব্বক তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। ইরাবতী নদীর পবিত্র তটে বহুকাল পূর্ব্বে একরূপ অপূর্ব্ব পবিত্র মহান্ দৃশ্য পরিলক্ষিত হইয়াছিল। এমন কি, দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আলেকসন্দারও এইরূপ দৃশ্য দেখিয়া গিয়াছিলেন। গ্রীক ও রোমক ঐতিহাসিকগণ উহা সমুজ্জ্বল চিত্রের ন্যায় পরিস্ফুট ভাষার সাহায্যে বর্ণনাকৌশলে লিখিয়া রাখিয়াছেন। খড়্গসিংহপত্নীগণের মধ্যে দুইটী রাণীর বয়স ১৬ বৎসরের অধিক ছিল না। তাঁহাদের অতুলনীয় সৌন্দর্য্য ও অটল দৃঢ়তা এবং প্রফুল্ল পঙ্কজের ন্যায় প্রফুল্ল মুখচ্ছবি দেখিয়া দর্শক মাত্রেই বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। চন্দন-কাষ্ঠে চিতা সজ্জিত হইয়াছিল। রাজকীয় সৈন্যগণ বিবাহে শোভা-যাত্রার ন্যায় শ্মশান-প্রাঙ্গণে উপস্থিত ছিল। রাণীগণের উজ্জ্বল মুখের পবিত্রতায় দর্শকমাত্রেই স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। য়ুরোপীয় রাজকীয় কর্ম্মচারিগণ এই দৃশ্য দর্শনে একবারে অবাক্ হইয়াছিলেন। রাণীগণ হাসিতে হাসিতে চিতার অনলে প্রবেশ করিলেন, আগুন ধক্ ধক্ জ্বলিয়া উঠিল, তাঁহারা যেন মহাশক্তির সুখময় ক্রোড়ে সানন্দে ঘুমাইয়া পড়িলেন; দেখিতে দেখিতে চিতার অনল পতিসহ সতীগণকে ভস্মে পরিণত করিয়া ফেলিল। ইঁহাদের এক জনের নাম কুন্দন, ইনি নুরপুরের মহারাজ সমসের সিংহের কন্যা, দ্বিতীয়ার নাম হিন্দোরী, ইনি নুরপুরের মিঞা পদ্মসিংহের কন্যা, তৃতীয়ার নাম রাজকুমারী ইনি চাইনপুরের সর্দার জয়সিংহের কন্যা, চতুর্থীর নাম বাবাগুলী।

প্রাচীন শাকদ্বীপবাসীদিগের মধ্যেও এই প্রথা যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। সুপ্রাচীন থ্রেসীয়, জিট ও শাকগণ 'সতীর' গৌরবে গৌরবান্বিত ছিলেন। ৪৪ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে ডিওডোরাস লিখিয়া গিয়াছেন যে, খৃষ্ট জন্মের ৩ শত বর্ষেরও বহুপূর্ব্বে ইউমেনিসের সেনাবাহিনী মধ্যে এইরূপ একটী ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল (Diodorus Siculus, lib xix. chapter II) আরিষ্টোবিউলাস ও ওনেসিক্রিটাসের লিখিত বিবরণীর উল্লেখ করিয়া ষ্ট্রাবো সতীমাহাত্ম্যের ক্ষীণ-স্মৃতি পাশ্চাত্য-জগতে বিকাশ করিয়া গিয়াছেন। আরিষ্টোবিউলাস্ তক্ষশিলাবাসিনী পতিহীনা রমণীগণের আত্মোৎসর্গপ্রথার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। সিসিরো তাহার 'টাসকিউলিয়ান্ ডিসপিউটেসন' গ্রন্থে এবং ৬৬ খৃষ্টাব্দে প্লুতার্ক রচিত নীতিমালায় ভারতীয় সতীদিগের সহমরণ-কাহিনী উজ্জ্বল ভাষায় কীর্ত্তিত আছে। প্রোপার্সিয়াস্ বর্ণিত সতীকাহিনী মারুসিওর লেখনীতে লিপিবদ্ধ আছে। নিম্নোক্ত কবিতা পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে, ভারতীয় সতীর কীর্ত্তি ১৯০০

বৎসর পূর্ব্বে সুসভ্য রোমানেরা কিরূপ মর্য্যাদার চক্ষে দেখিতেন! যে দৃঢ় দাম্পত্য-প্রণয়ের সর্ব্ব স্থান অধিকার করিয়া একদিন সমগ্র জগৎকে মাতাইয়া ছিল।

'Uxorum fusis stat pia turba comis;
Et certamen habit ledi, quæ viva sequatur
Conjugium; pudor est non licuisse mori.
Ardent victrices, et flammæ pectora præbent,
Imponuntque suis ora perusta viris,'—P. 80.

উত্তর-দেশবাসী হিন্দোয়ারগণ এই সতী-কাহিনী তাহাদের দেশের বল্লাদের উপাখ্যানে বিবৃত রাখিয়াছে। বল্লারের সুন্দরী সতী নান্না স্বামীর মৃত্যুতে স্বীয় জীবন অসার জ্ঞান করিয়া তাঁহার চিতাগ্নিতে নিজ দেহ ভস্মীভূত করিয়াছিলেন।

শাকদ্বীপবাসীরা জানে, যে স্ত্রী অনন্তকাল-স্বামি-প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী ও তাঁহার সুখদুঃখভাগিনী সেই রমণীই সতী। স্ত্রীলোকেরাও পরলোকে স্বামিসঙ্গলাভ করিবার আশায় স্বামীর মৃতদেহের সহিত কবর মধ্যে দেহরক্ষা করিতে অগ্রসর ■ (Herod. iv. 17) থেসীয়াদিগের মধ্যে সাধারণতঃ বহু বিবাহ প্রচলিত। ঐ সকল পত্নীগণের মধ্যে যে সর্ব্বাপেক্ষা স্বামীর প্রিয়তমা হইত, মৃতের কোন নিকটাত্মীয় তাহাকে স্বহস্তে ঐ সমাধির উপর নিহত করিয়া তৎপরে মৃত-স্বামি-দেহের সহিত একত্র নিহিত করিত।

চীনদেশের তাতার-কুলোদ্ভবদিগের মধ্যে শাকদ্বীপীয় সতী-প্রথা অদ্যাপিও বলবৎ রহিয়াছে। এখানে সম্রান্তবংশীয় ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিশেষতঃ রাজপুরুষদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে কেবল তাঁহার স্ত্রী বলিয়া নহে, ঐ সঙ্গে তাঁহার অনুচরদিগকেও মৃত্যুমুখে প্রেরণ করা হইত। ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ সুনৎ-চির মৃত্যু হইলে তাঁহার অনুচরবর্গ পরলোকে সম্রাটের কার্য্যে নিযুক্ত হইবার আশায় আপনাপনি কাটাকাটি করিয়া মরিয়াছিল।

আর একটী স্থলে কোন রমণী পরলোকে মৃতস্বামীর সঙ্গলাভের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে অভিলাষিণী হইলে তাহার আত্মীয়বর্গ প্রথমে তাহাকে পুনরায় বিবাহ দেওয়ার ন্যায় কতকগুলি অনুষ্ঠানে ব্রতী করে। তৎপরে বিবাহকালে যেমন কন্যাকে বস্ত্রাচ্ছাদনে আবৃত করিয়া বাদ্যোদ্যমের সহিত পতাকাদি শোভাযাত্রাপূর্ব্বক পথে বাহির করা হয়, বিধবাকে আর তদ্রূপ সাধারণের নয়ন-পথের অন্তরাল করিয়া লইয়া যাওয়া হয় না। রমণীগণ ও বালিকারা সাধারণতঃ এই সমারোহের যাত্রায় তাহার পশ্চাদ্গামী হয়। চীনরমণীদিগের পাদতল ক্ষুদ্র, এই কারণে তাহারা সরলভাবে হাঁটিতে পারে না। তাহা ও কন্যা পিতা বা পুত্রের স্কন্ধে, ভগিনীরা ভ্রাতার স্কন্ধে হাত দিয়া সেই ক্ষুদ্র পায়ের সাহায্যে হেলিতে দুলিতে চলিতে থাকে। দেখিলেই বোধ হয় যেন তাহারা ঐ বিধবাকে রমণীকুলের গৌরব মনে করিয়া উল্লাসে নৃত্য করিতেছে অথবা শোকে কাতর হইয়া চলৎশক্তিহীনের ন্যায় অপরের স্কন্ধে দেহভার বিন্যস্ত করিয়া লুটাইয়া চলিয়াছে।

যাত্রীর দল তাতারে আসিয়া ঐ সতীকে বধ্যস্থানে আনয়ন করিলে সতী স্বয়ং গাত্রোত্থান করিয়া তাহার জন্য নির্ম্মিত সম্মুখস্থ মঞ্চোপরি আরোহণ করে। মঞ্চটী দুইভাগে নির্ম্মিত, প্রথমাংশ ভূপৃষ্ঠ হইতে অতি সামান্য উচ্চ। ঐ স্থানে সতীর জন্য একটী মেজের উপর নানা সুখাদ্য সজ্জিত থাকে। অপর ভাগ ইহা অপেক্ষা উচ্চ। এই স্থানে কেবল মাত্র গলায় ফাঁস দিবার জন্য মঞ্চের ছাদের বাঁশ হইতে দড়ি ঝুলান থাকে। তাহারই নিম্নে একখানি চেয়ার। ঐ চেয়ারে দাঁড়াইয়া সতী নিজ হস্তে গলায় ফাঁসে লাগাইয়া রক্তসংলগ্ন লোহিতবর্ণ রেশমের রুমাল খানি দ্বারা স্বীয় মুখ আবৃত করিয়া দেয়। এই ঘটনায় গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিবার জন্য মঞ্চের সমগ্র ছাদ ও পার্শ্বদেশ কৃষ্ণবর্ণের বস্ত্রাচ্ছাদনে আবৃত রাখা হয়।

নিম্ন মঞ্চে ঐ রমণী স্বীয় গম্ভীর মূর্ত্তিতে মঞ্চে বসিয়া অন্তিম ভোজন করে। তখন ঐ স্থলে বর্ত্তমান সময়ে চীন রাজকর্ম্মচারীর আসিয়া সমুপস্থিত হয়। পূর্ব্বে এইরূপ "সতীর" সময়ে রাজাদেশে দুই জন জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্, উপস্থিত থাকিতেন। পরে ঐরূপ একটী ঘটনার শেষ মুহূর্ত্তে সতীর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিলে উক্ত রাজপুরুষেরা বিশেষ মনঃক্ষুণ্ণ হন এবং তদবধি তাহারা ঐ সময়ে তাহাদের একজন নিম্নতম কর্ম্মচারীকে পাঠাইয়া দেন। ভোজন শেষ হইলে সতী ধীরে ধীরে উপরের মঞ্চে উঠে এবং নিজ ভ্রাতা প্রভৃতি নিকটাত্মীয়ের নিকট সস্নেহে বিদায় গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত কেদারায় দাঁড়াইয়া গলায় রজ্জু লাগাইয়া দেয়। নিজে রজ্জু ধরিতে অশক্ত হইলে, তাহার ভ্রাতা বা অন্য কেহ গিয়া গলায় ফাঁস পরাইয়া আসে। এইরূপে তাহার দেহাবসান ঘটিলে রজ্জু কাটিয়া সতীদেহ ভূমে নামান হয় এবং দেহ পালকীতে রাখিয়া নিকটস্থ মন্দির সমক্ষে লইয়া যায়। সতীর পূতদেহে পবিত্র ঐ রজ্জু খণ্ড খণ্ড করিয়া দর্শকমণ্ডলীকে অর্পণ করা হয়। ঐ রজ্জু লইবার প্রত্যাশায় লোকে সেই জনতার মধ্যে বিশেষ হুড়াহুড়ী করে। অনন্তর তাহারা ঐ সতীর শেষ মূর্ত্তি দেখিবার জন্য সদলে মন্দিরাভিমুখে ধাবিত হয়।

ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে বালি ও লম্বকদ্বীপে এখনও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম প্রবলভাবে প্রচলিত। এখানে এখনও সতীদাহপ্রথা

যে ভাবে প্রচলিত আছে, সে ভাব ভারতে এখন আর দৃষ্ট হয় না। কেবল বিধবা পত্নী নহে, এখানে ক্রীতদাস দাসীরাও স্বীয় প্রভুর প্রজ্বলিত চিতায় আরোহণ করিয়া দেহত্যাগ করে। চিতানলে দাহ ব্যতীত কখন কখন কিরিচ নামক ছুরিকা দ্বারা ঐ নারীকে নিহত করা হয়। লম্বকদ্বীপে বিধবা রমণীরা চিতানলে অনুগমনাপেক্ষা কিরিচ-বিদ্ধ হইয়া পতির অনুবর্ত্তিনী হওয়াই বিশেষ সিদ্ধিপ্রদ বলিয়া বিবেচনা করে। এখানে কেবল পুরোহিতের পত্নীরা আত্মোৎসর্গ করেন না, কিন্তু যাঁহারা বিশেষ ধনশালী বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহাদের বিধবা পত্নীরাই মৃত-স্বামীর চিতায় দেহরক্ষা করিয়া "সতী" খ্যাতি লইতে সমর্থ হন। ঐ সময়ে মৃতের চিতার পার্শ্বে একটী বংশমঞ্চ নির্ম্মিত হয়। বিধবা রমণী ঐ মঞ্চে আরোহণের পূর্ব্বে পরলোকে স্বামীর সদগতির জন্য কতকগুলি ক্রিয়াবিশেষের অনুষ্ঠান করেন। তাহার সেই অনুষ্ঠান গুলি শেষ হইয়া আসিলে চিতায় অগ্নি সংযোগ করা হয়। মৃতদেহ ভস্মীভূত করিয়া চিতানল প্রবলভাবে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে বিধবা-পত্নী ঐ মঞ্চোপরি হইতে ঝম্প প্রদানপূর্ব্বক অগ্নিগর্ভে আত্ম-জীবন উৎসর্গ করেন।

কিরিচ দ্বারা নিহত হইয়া অনুগমনপ্রথা অতীব বর্ব্বর মনোচিত। মৃত্যুর পরদিন মৃতদেহ মঞ্চে রাখিয়া স্নান করান হয়। পুরোহিত তাহার উপর পুতবারি সিঞ্চন এবং চম্পক ও কনক পুষ্প প্রদান করিতে করিতে মন্ত্রোচ্চারণ করেন। তদনন্তর তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে রঞ্জিত চাউলগুঁড়া বিলেপন করিয়া তদুপরি সুরভিত পুষ্পাচ্ছাদন দেওয়া হয়। এই সময়ে রমণীমণ্ডলে পরিবৃত হইয়া বিধবা নারী স্বীয় গম্ভীর মূর্ত্তিতে তথায় আগমন করে। তৎকালে তাহার দেহ শ্বেতবস্ত্রাচ্ছাদিত ও পুষ্পমাল্য বিভূষিত থাকে। অনন্তর উপস্থিত রমণীরা সতীর হস্তে এক একটী ফুলের তোড়া দেয় ও তাহা পুনরায় গ্রহণ করে। ইহার পর সতী পতিসদগতির আশায় ভগবানের আরাধনা করিয়া স্বীয় স্বামীর মৃতদেহের নিকট উঠিয়া যায় এবং তাহার মুখ হইতে পাদ পর্য্যন্ত সকল অবয়বই চুম্বন করিয়া পুনরায় নিজ স্থানে ফিরিয়া আসে।

অতঃপর উপস্থিত রমণীরা হস্তের অঙ্গুরীয় গুলি খুলিয়া লইলে সতী স্বীয় হস্তদ্বয় দ্বারা স্বীয় বক্ষ আবরিত করে এবং তখন দুইজন রমণী তাহাকে জাপটাইয়া ধরে। এই সময়ে সতীর দেহে কিরিচ বসাইবার জন্য তাহার একটি ভ্রাতাকে মনোনীত করা হয়। ঐ ভ্রাতা প্রথমে আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করে যে, তুমি স্বামীর অনুগামিনী হইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আছ কি না। তাহাতে বিধবা ঘাড় নাড়িয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করিলে ঐ ভ্রাতা তাহাকে হত্যাকরণ জন্য অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তদণ্ডেই কিরিচ লইয়া তাহার বাম বক্ষে আঘাত করিয়া চলিয়া যায়। ঐ আঘাত তাহার বক্ষ স্পর্শ করে মাত্র, বেশী দূর পর্য্যন্ত যায় না, তদনন্তর অপর এক ব্যক্তি আসিয়া ঐ ছুরিকা আমূল বক্ষে বসাইয়া দেয়। তারপর তাহার স্কন্ধে অপর একটী আঘাত করা হয়, তাহাতেও যাহার প্রাণবায়ু দেহ হইতে বহির্গত না হইলে তাহার দেহে আরও দুই বা তিনবার ছুরিকাঘাত করা হয়। দেহ নিস্পন্দ হইয়া পড়িলে ঐ শব তাহার স্বামীর পার্শ্বে আনিয়া রাখে এবং পতিপত্নীর উভয়ের দেহ ধুনা ও ধূপাদি গন্ধানুলেপন দ্বারা আবৃত করিয়া শ্বেত বস্ত্রাচ্ছাদিত করে। ঐ রূপে কয়দিন একটী ক্ষুদ্র গৃহে দেহদ্বয় রক্ষা করিয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে তাহাদিগকে একত্র দাহ করা হয়।

সহমাতৃক (ত্রি) মাত্রা সহ বর্ত্তমানঃ, কপ্, সমাসান্তঃ, সহশব্দস্য সাদেশো নঃ। সমাতৃক, মাতার সহিত বর্ত্তমান, মাতৃযুক্ত, মাতৃবিশিষ্ট।

সহমান (ত্রি) ১ সমর্থমান। মানের সহিত, বিনা গোলমালে, আদর আদায়। ২ সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর। (ছান্দোগ্য উপ° ৩।১৫।২) ত্রিয়াং টাপ্। ৩ বৃকভেদ। (অথর্ব্ব ২।২৫।২)

সহমূর (ত্রি) সহমূল শব্দ র। মূলের সহিত, মূলযুক্ত। "সহমূরান্ক্রব্যাদঃ" (ঋক্ ১০।৮৭।১৯) 'সহমূরান্ মূলেন সহিতান্ মারকব্যাপারেণ যুক্তান্' (সায়ণ)

সহমূল (ত্রি) মূলেন সহ। সমূল, মূলের সহিত, মূলযুক্ত। "যক্ষঃ সহমূলমিন্দ্র" (ঋক্ ৩।৩০।১৭)

সহমৃতা (স্ত্রী) ভর্ত্রা সহ মৃতা। স্বামীর সহিত যে স্ত্রী মৃতা হন, যে স্ত্রী সহমরণ করেন। [সহমরণ দেখ।]

সহযশস্ (ত্রি) যশসা সহ। যশস্বৎ, যশোযুক্ত, যশোবিশিষ্ট। (তৈত্তিরীয়স° ৪।৪।১২।২)

সহযায়িন্ (ত্রি) সহ যাতীতি যা-ণিনি। মিলিতগামী, যাহারা মিলিত হইয়া গমন করে।

সহযুজ্ (ত্রি) সহযুক্ত। একত্র।

সহযুধ্বন্ (ত্রি) সহ-যুধ (সহেচ। পা ৩।২।৯৬) ইতি ক্বনিপ্। সহযুদ্ধকারী।

সহর (পুং) দানবভেদ। (হরিবংশ)

সহর্ (পারসী) প্রধান নগর।

সহর-কোতোয়াল (পারসী) সহরের অধ্যক্ষ বা পরিদর্শক রাজকর্ম্মচারীবিশেষ। বর্ত্তমান Commissioner of Police পদ।

সহরক্ষস্ (ত্রি) অগ্নি ও অসুর।

সহরতলী (পারসী) উপকণ্ঠ, সহরের সীমাদেশ।

সহরসা (স্ত্রী) সহ রসো যস্যাঃ। মুদ্গপর্ণী, চলিত মুগানী।

সহরাজক (ত্রি) সরাজক, রাজার সহিত বর্ত্তমান, রাজযুক্ত।

সহরি (অব্য) হরের সদৃশ, সদৃশার্থে অব্যয়ীভাবঃ। ১ হরির সদৃশ। (পুং) ২ সূর্য্য। ৩ বৃষ।

সহরূপ (পুং) চক্রবাকভেদ।

সহর্ষ (পুং) সহ হর্ষো যত্র। ১ স্পর্দ্ধন। ২ হর্ষ। (ত্রিকা°) হর্ষেণ সহ বর্ত্তমানঃ। (ত্রি) ৩ হর্ষযুক্ত, হর্ষবিশিষ্ট। আনন্দযুক্ত।

সহর্ষভ (ত্রি) বৃষযুক্ত (ধেনু)। স্ত্রিয়াং টাপ্।
(তৈত্তিরীয়স° ২।৪।৭।৩)

সহল্ (আরবী) সহজ, সাধারণ, সামান্য।

সহলনীয় (ত্রি) হলযোগে কর্ষণীয়।

সহলোকধাতু (পুং) বৌদ্ধলোকভেদ। পৃথিবীভেদ।

সহবৎস (ত্রি) বৎসের সহিত, বৎসযুক্ত। স্ত্রিয়াং টাপ্। সহবৎসা = ধেনু।

সহবসতি (স্ত্রী) একত্রাবস্থান।

সহবসু (পুং) অসুরভেদ। (ঋক্ ২।১৩।৮ সায়ণ)

সহবহ (ত্রি) একত্র বহন। (ঋক্ ৭।৯৭।৬)

সহবাচ্য (ত্রি) একত্র কথনযোগ্য। (লাট্যা° ১।১১.২৬)

সহবাদ (পুং) সহ-বদ-ঘঞ্। একত্র কথন। পরস্পরে তর্ক বা বাদানুবাদ।

সহবাস (পুং) সহ-বস্-ঘঞ্। একত্র অবস্থিতি, একসঙ্গে বাস। সঙ্গম।

সহবাসিক (ত্রি) একত্র বাসকারী। একত্র বাসযুক্ত।

সহবাসিন্ (ত্রি) সহ বসতি বস-ণিনি। একত্র বাসকারী, একত্রাবস্থানকারী, যাহারা একত্র বাস করে।

সহবাহ্ (ত্রি) মিলিত হইয়া বহনকারী। "অথা বৃহস্পতিং সহবাহো বহন্তি" (ঋক্ ৭।৯৭।৬) 'সহবাহঃ সংহত্য বাহকাঃ'

সহবীর (ত্রি) পুত্র সহিত। "দাতা রয়িং সহবীরং" (ঋক্ ৩।৫৪।১৩) 'সহবীরং পুত্রসহিতং' (সায়ণ)

সহবীর্য্য (স্ত্রী) বীর্য্য সহিত। সমর্থ।

সহব্রত (ত্রি) সহ ব্রতং যস্য। একত্র ব্রতাচরণকারী। সহিত ব্রতকারী। স্ত্রিয়াং টাপ্। সহব্রতা = সহধর্ম্মিণী।

সহশয্যা (স্ত্রী) শয্যার সহিত।

সহশয্যাসনাশন (ত্রি) শয্যা, আসন ও ভোজনের সহিত, শয্যা, আসন ও অশনের সহিত বর্ত্তমান।

"অথ যৌবনেন সংযুক্তাঃ সহশয্যাসনাশনাঃ।
যুক্তবন্তস্তাং মৌঢ্যা অপহন্তুপায়নাঃ॥" (কাশ° ১০।৬৬।২৫)

সহশেয্য (স্ত্রী) সহশয়ন, একত্র শয়ন।

"সমানে যোনৌ সহশেয্যায়" (ঋক্ ১০।১০।৭)
'সহশেয্যায় সহশয়নার্থং' (সায়ণ)

সহস্ (পুং) সহতে ইতি (সহতে যতুন্। উণ্ ৪।১৮৮) ইতি অসুন্। ১ মার্গশীর্ষমাস, অগ্রহায়ণ মাস। (উজ্জ্বল) ২ জ্যোতিঃ। ৩ বল। (শব্দরত্না°)

সহসংবাদ (পুং) সংবাদ সহিত, সংবাদযুক্ত, বার্ত্তাবিশিষ্ট।

সহসংবাস (পুং) একত্র বাস।

সহসংসর্গ (পুং) পরস্পরে চর্ম্মসংঘর্ষ। পরস্পরে সহবাস। ৩°

সহসম্ভাতবৃদ্ধ (পুং) একত্রজাত ও পরিবৃদ্ধ।

সহসম্ভলা (স্ত্রী) প্রেমার্দ্দ্রযুক্ত। প্রণয়ী সহিত।
(অথর্ব্ব ১৪।২।১৯)

সহসম্ভব (পুং) সহজ। সহজন্মা। একত্রজাত।

সহসা (অব্য) হঠাৎ। পর্য্যায়—অতর্কিত, অকস্মাৎ। (শব্দরত্না°) নীতিশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, সহসা কোন কার্য্য করিতে নাই, সহসা কার্য্য করিলে তাহাতে অনেক দোষ হয়, এইজন্য বিশেষ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করা আবশ্যক।

"সহসা বিদধীত ন ক্রিয়ামবিবেকঃ পরমাপদাং পদং।
বৃণুতে হি বিমৃশ্যকারিণং গুণলুব্ধাঃ স্বয়মেব সম্পদঃ॥" (কিরাত)

(ত্রি) ২ হাস্যযুক্ত, সহাস্য। (মাঘ ৬।৫৭)

সহসাদৃষ্ট (ত্রি) হঠাৎ দৃষ্ট, যাহা হঠাৎ দেখা যায়। (পুং) ২ দত্তকপুত্র।

সহসান (পুং) সহতে ইতি সহ (ঋভিবৃধি মন্দি সহিভ্যঃ কিৎ। উণ্ ২।৮৭) ইতি অসানচ্। ১ ময়ূর। ২ যজ্ঞ। (ত্রি) ৩ ক্ষমাযুক্ত। (উজ্জ্বল) ৪ শত্রুদিগের অভিভবকারী। "মানক্ষয়ঃ সহসানেহস্তো" (ঋক্ ১।১৮২।৮) 'সহসানে শত্রূণামভিভবিতরি' (সায়ণ)

সহসামান্ (ত্রি) বেদজ্ঞাতেজঃ সহিত। "দেবাঃ সহসামানমর্কং" (ঋক্ ১০।১১৪।১) 'সহসামানং সাম্ন সহ উপলক্ষকং, বেদত্রয়তেজঃসহিতং। সর্ব্বং তেজঃ সামরূপং হ শশ্বচ্ছ্রুতা-নামাৎ' (সায়ণ)

সহসাবৎ (ত্রি) সহস্বৎ, তেজোযুক্ত, বলযুক্ত।

"সোম যাহো ভাগং সহসাবন্" (ঋক্ ১।৯১।২৩)
'সহসাবন্ সহঃ শব্দাদসুপি হন্তি আকারোপজনঃ' (সায়ণ)

সহসিদ্ধ (ত্রি) জন্ম হইতে সিদ্ধ।

সহসিন্ (ত্রি) বলবান্, বলযুক্ত। "ভদ্রং তে অগ্নে সহসিন্" (ঋক্ ৪।১১।১) 'হে সহসিন্ বলবন্' (সায়ণ)

সহসূক্তবাক্ (ত্রি) সূক্তবক্তৃগণের বাক্যবিশিষ্ট (যজ্ঞ)।
(অথর্ব্ব ৭।৯৭।৬)

সহসেবিন্ (ত্রি) সহ সেবতে ইতি সেব-ণিনি। সহসেবাকারী, একত্র সেবাকারী।

সহসোদ্দলাত (পুং) বৌদ্ধ ঋষিভেদ।

কোন উল্লেখ না থাকিলেও 'গর বজের মাতৃস্বরূপ' এইরূপ শ্রুতি আছে বলিয়া গোসহস্রপ্রদানকারীকে সহস্রদ বলে।

সহস্রদংষ্ট্র (পুং) সহস্রং দংষ্ট্রা যস্য। পাঠীন মৎস্য, বোয়াল-মাছ, চিতলমাছ। (অমর)

সহস্রদংষ্ট্রিন্ (পুং) সহস্রদংষ্ট্রা সন্ত্যস্যেতি ইনি। বোয়াল মৎস্য, বোয়ালমাছ। (শব্দর°)

সহস্রদক্ষিন্ (ত্রি) সহস্রং দক্ষিণা যস্য। যাগভেদ, সহস্র দক্ষিণাযুক্ত যাগ। (ঋক্ ১০।৩০।৪)

সহস্রদল (ক্লী) সহস্রদলবিশিষ্ট পদ্ম, যে পদ্মের অনেক পাপড়ী থাকে, তাহাকে সহস্রদল বলে। (ত্রি) ২ সহস্রপত্রবিশিষ্ট।

সহস্রদাবন্ (ত্রি) সহস্র সংখ্যক ধনদাতা। "ইন্দ্রঃ সহস্র-দাব্নাং বরুণঃ" (ঋক্ ১।১৭।৫) 'সহস্রদাব্নাং সহস্রসংখ্যক-ধনপ্রদানাং' (সায়ণ)

সহস্রদৃশ্ (পুং) ১ বিষ্ণু। (পুরুষসূক্ত) ২ সহস্রনয়ন ইন্দ্র।

সহস্রদোস্ (পুং) সহস্রং দোষো বাহবো যস্য। কার্ত্ত-বীর্য্যার্জ্জুন। (জটাধর)

সহস্রদ্বার (ত্রি) বহুদ্বারবিশিষ্ট, অনেক দ্বারযুক্ত গৃহ।

"সহস্রদ্বারং জগমা গৃহং তে" (ঋক্ ৭।৮৮।৫)

'সহস্রদ্বারং বহুদ্বারং' (সায়ণ)

সহস্রধা (অব্য) সহস্র প্রকারার্থে ধাচ্। সহস্রপ্রকার, বহুপ্রকার। (ঋক্ ১০।১১৪।৮)

সহস্রধার (ত্রি) সহস্রধারাযুক্ত, সহস্রধারাবিশিষ্ট, পাত্র।

সহস্রধারা (স্ত্রী) সহস্রং বহবো ধারা জলপ্রপাতা যত্র। দেবতাস্নানার্থ সহস্র ছিদ্রযুক্ত পাত্র গলিত জলধারা। দেবতার মহাস্নানকালে সহস্রধারা দ্বারা স্নান করাইতে হইবে।

"সহস্রধারয়া দেবীং স্নাপয়ামি সুরেশ্বরীং।" (দুর্গোৎসবপদ্ধতি)

সহস্রধী (ত্রি) সহস্র বুদ্ধি যাহার। তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী।

সহস্রনয়ন (পুং) সহস্রং নয়নানি যস্য। ১ ইন্দ্র। (হলায়ুধ) ২ সহস্র নয়নযুক্ত।

"বিশ্বামিত্র মহর্ষিঃ সুরৈর্দ্দেবর্ষিভিঃ পুরন্দর।

সহস্রনয়নং দৃষ্ট্বা তামেব সুমসত্তম॥" (ভারত ১৩।১৪।২০৪)

৩ বিষ্ণু। (ভাগবত)

সহস্রনামন্ (ক্লী) সহস্রং নামানি। সহস্র সংখ্যক নাম, মহাভারতাদিতে বিষ্ণুর সহস্র নাম, শিবের সহস্র নাম, দুর্গার সহস্র নাম বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল সহস্র নাম পাঠ বা শ্রবণ করিলে সকল পাতক বিনষ্ট হয়। বিশেষতঃ বৈশাখ, কার্ত্তিক বা অগ্রহায়ণ মাসে বিষ্ণুর সহস্র নাম শ্রবণ অবশ্য বিধেয়। (ত্রি) সহস্রং নামানি যস্য। ২ বিষ্ণু। ৩ শিব। ৪ অগ্রবেক্ত্র। (তারস্র°)

সহস্রনেত্র (পুং) সহস্রং নেত্রাণি যস্য। ১ ইন্দ্র। ২ সহস্র চক্ষুঃ। ৩ বিষ্ণু।

সহস্রনেত্রাননপাদবাহু (পুং) বিষ্ণু, সহস্রচক্ষুঃ আনন, পাদ, ও বাহুযুক্ত।

সহস্রপতি (পুং) সহস্রস্য পতিঃ। সহস্রের অধিপতি। যিনি সহস্র গ্রাম শাসন ও পালন করেন, তাহাকে সহস্রপতি বলে। রাজা দশপতি, শতপতি ও সহস্রপতি প্রভৃতি নিযুক্ত করিবেন, তাহারা সেই সেই গ্রামের শাসনাদি কার্য্য করিবেন।

"গ্রামস্যাধিপতিং কুর্য্যাদ্দশগ্রামপতিং তথা।

বিংশতীশং শতেশঞ্চ সহস্রপতিমেব চ॥" (মনু ৭।১১৫)

সহস্রপত্র (ক্লী) সহস্রাণি পত্রাণি যস্য। পদ্ম, সহস্রদল পদ্ম। (অমর)

সহস্রপর্ণ (ত্রি) সহস্রাণি পর্ণানি যস্য। ১ শর। (ঋক্ ৮।৬৬।৭) স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ২ সহস্রসংখ্যক পত্রোপেত। সহস্রপত্রাচ্ছাদিত। ৩ বৃক্ষভেদ। (অথর্ব্ব ৬।১৩৯।১, ৮।৭।১৩)

সহস্রপাদ (পুং) সহস্রং পাদা যস্য সংখ্যায়া পূর্ব্বস্যেতি পাদ-স্যাঽলোপঃ। ১ বিষ্ণু।

"সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।" (পুরুষসূক্ত)

২ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৪।৩৯)

৩ ঋষিবিশেষ। (ভারত ১।১০।৭)

সহস্রপাদ (পুং) সহস্রং পাদা যস্য। ১ বিষ্ণু। ২ সূর্য্য। ৩ কারণ্ড-পক্ষী। (মেদিনী)

সহস্রপোষ (পুং) সহস্র প্রকারে পোষণ।

সহস্রপোষিন্ (ত্রি) সহস্র সংখ্যক পোষণকারী।

সহস্রপোষ্য (ক্লী) সহস্রসংখ্যক পুরুষপোষক গোসমূহ বা পুত্র। "ব্রহ্মক্ষত্রা তোত্রে সহস্রপোষ্যং" (ঋক্ ৬।৩৫।১) 'সহস্রপোষ্যং সহস্রসংখ্যকপুরুষপোষকং গোসমূহং পুত্রং বা' (সায়ণ)

সহস্রপ্রাণ (ত্রি) সহস্রপ্রাণযুক্ত। (অথর্ব্ব ১১।৪।৭৬)

সহস্রবল (পুং) রাজভেদ। (বিষ্ণুপু°)

সহস্রবাহবীয় (ক্লী) সামভেদ।

সহস্রবাহু (পুং) সহস্রং বাহবো যস্য। ১ বাণরাজ। ইনি বলির জ্যেষ্ঠ পুত্র। (ভাগবত ১০।৬২।২) ২ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন। ৩ শিব। (ভারত ১৩।১৭।৩১) (ত্রি) বহু বাহুযুক্ত।

"ক্বচোৎধৃতিকারভূষা স্পৃশন্ দিবং

সহস্রবাহুর্নলক্ষ্মবিগ্রহাস্পৃক্।" (ভাগবত ৪।৫।৩)

সহস্রবুদ্ধি (ত্রি) সহস্রধী।

সহস্রভক্ত (ক্লী) উৎসববিশেষ। (রাজতর° ৪।২৯০)

সহস্রভর (ত্রি) ধনভর্ত্তা, ধনপতি। "ত্বং নঃ সহস্রভরমুখ রাগাৎ" (ঋক্ ৬।২০।১) 'সহস্রভরং সহস্রস্য ধনস্য ভর্ত্তারং' (সায়ণ)

সহস্রশস্ (অব্য°) সহস্র বাহার্থে শস্। সহস্র সহস্র, হাজার হাজার। হাজার বার।

সহস্রশাখ (ত্রি) সহস্রং শাখা যস্য। সহস্র শাখাবিশিষ্ট চারি-বেদ, এক একটী বেদের সহস্র করিয়া শাখা আছে।

সহস্রশিখর (ত্রি) সহস্রং শিখরাণি যস্য। বিন্ধ্য পর্ব্বত।
"সহস্রশিখরশ্চাদ্রিঃ পারিপাত্রঃ সশৃঙ্গবান্।" (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৫।১০)

সহস্রশিরস্ (পুং) সহস্রং শিরাংসি যস্য। সহস্রমস্তক, বাসুকি। (ভাগবত ৫।২৫।২)

সহস্রশীর্ষন্ (পুং) বিষ্ণু।
"সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।" (পুরুষসূক্ত)

সহস্রশীর্ষাজাপিন্ (ত্রি) বিষ্ণুমন্ত্রজপকারী। (মার্ক° ৭৩০০৫)

সহস্রশোকস্ (ত্রি) অপরিমিত দীপ্তি। "সহস্রশোকা অভবৎ" (ঋক্ ১০।৯৬।৪) 'সহস্রশোকা, তত দীপ্তৌ অপরিমিতদীপ্তিযুক্তঃ' (সায়ণ)

সহস্রশ্রবণ (পুং) সহস্রং শ্রবণানি যস্য। বিষ্ণু।

সহস্রশ্রুতি (পুং) পর্ব্বতভেদ, জম্বুদ্বীপের মধ্যে একটী বর্ষপর্ব্বত। (ভাগবত ৫।২০।১০)

সহস্রসম্বৎসর (ক্লী) সহস্র সংখ্যক বৎসর।

সহস্রসনি (ত্রি) সহস্রদান। বহু ধনদান। (ঐতরেয়ব্রা° ৫।৩৪)

সহস্রসম্মিত (ত্রি) বহু ব্যক্তিদ্বারা স্থিরীকৃত। সর্ব্ববাদিসম্মত। (তৈত্তিরীয়স° ৭।২।১।৪)

সহস্রসা (ত্রি) সহস্রসংখ্যক লাভোপেত, সহস্রসংখ্যক লাভযুক্ত।
"রুধি সহস্রসামৃষিং" (ঋক্ ১।১০।১১)
"সহস্রসাং সহস্রসংখ্যকলাভোপেতং' (সায়ণ)

সহস্রসাব (পুং) অশ্বমেধযজ্ঞ। "যদ্বো যথানি সহস্রসাবে" (ঋক্ ৩।৫৩।৭) 'সহস্রসাবে সহস্রং সুন্বন্তেহস্মিন্নিতি সহস্রসাবোঽশ্বমেধঃ' (সায়ণ)

সহস্রসাব্য (ক্লী) অয়নভেদ। (আশ্ব° শ্রৌ° ১২।৫।২২)

সহস্রস্তুতি (স্ত্রী) নদীভেদ। (ভাগ° ৫।২০।২৭)

সহস্রস্রোত (পুং) বর্ষপর্ব্বতভেদ। (ভাগবত ৫।২০।২৬)

সহস্রহর্য্যশ্ব (পুং) ইন্দ্ররথ।

সহস্রা (স্ত্রী) সহস্রং বীর্য্যাণি সন্ত্যস্যা ইতি অচ্-টাপ্। অম্বষ্ঠা।

সহস্রাংশু (পুং) সহস্রং অংশবো যস্য। সূর্য্য। (অমর)

সহস্রাগুজ্ঞ (ত্রি) শনিগ্রহ।

সহস্রাক্ষ (পুং) সহস্রং অক্ষীণ্যস্যেতি (বহুব্রীহৌসক্থ্যক্ষ্‌ণোঃ স্বাঙ্গাৎষচ্। পা ৫।৪।১১৩) ইতি ষচ্। ১ ইন্দ্র, সহস্রলোচন। (অমর) ২ বিষ্ণু। (পুরুষসূক্ত) ৩ পীঠস্থানবিশেষ। এই পীঠস্থানের দেবীর নাম উৎপলাক্ষী।
"উৎপলাক্ষী সহস্রাক্ষে হিমবত্যে মহোৎপলা"(দেবীভা° ৭।৩০।৩৪,

সহস্রাক্ষজিৎ (পুং) সহস্রাক্ষং ইন্দ্রং জয়তি জি-ক্বিপ্। রাবণপুত্র, ইন্দ্রজিৎ। [ইন্দ্রজিৎ দেখ।]

সহস্রাক্ষধনুস্ (ক্লী) সহস্রাক্ষস্য ইন্দ্রস্য ধনুঃ। ইন্দ্রধনুঃ, শক্রধনুঃ।

সহস্রাক্ষস্ (ত্রি) সহস্রং অক্ষরাণি যস্য। অপরিমিত বচনযুক্ত।
"সহস্রাক্ষরা পরমে ব্যোমন্" (ঋক্ ১।১৬৪।৪১) 'সহস্রাক্ষরা অপরিমিতবচনো ভবং' (সায়ণ)

সহস্রাখ্য (পুং) সহস্রং আখ্যা যস্য। সহস্র আখ্যাযুক্ত, সহস্র আখ্যা-বিশিষ্ট।

সহস্রাঙ্ক (পুং) সহস্র সংখ্যক অঙ্ক।

সহস্রাজিত (পুং) ভগবানের পুত্র যাদবভেদ। (ভাগ° ৯।২৪।৮)

সহস্রাত্মন্ (ত্রি) সহস্রং আত্মা স্বরূপং যস্য। আদিদেব, ব্রহ্মা।
"সহস্রাত্মা মহা যো ব আদিদেব উদাহৃতঃ।
মুখবাহূরুপজ্জাঃ স্যু তত্র বর্ণা যথা ক্রমং।" (যাজ্ঞবল্ক্যস° ৩।১২৬)

সহস্রাধিপতি (পুং) সহস্রং অত অধিপতিঃ। সহস্রগ্রামের অধিপতি, মনুতে লিখিত আছে, রাজা শতপতি ও সহস্রাধিপতি নিযুক্ত করিয়া রাজ্য শাসন করিবেন। (মনু ৭।১১)

সহস্রানন (পুং) সহস্রং আননানি যস্য। বিষ্ণু।

সহস্রানীক (পুং) শতানীক-রাজপুত্র। রাজা শতানীক যজ্ঞস্থানে সহস্র সহস্র অশ্ব হস্তী প্রভৃতি দান করিতেন, এবং অশেষ গুণের আধার ছিলেন। ব্রাহ্মণগণ এইরূপ গুণযুক্ত বলিয়া তাঁহার পুত্রকে সহস্রানীক এই নাম দেন।
(অগ্নিপু° পাপনাশকস্তবনামাধ্যায়)

সহস্রাপোষ (পুং) সহস্রপোষ। (অথর্ব্ব ৬।৭৯।৩)

সহস্রাপ্সস্ (ত্রি) বহুরূপ, অনেক প্রকার রূপবিশিষ্ট।
"নঃ সহস্রাপ্সাঃ পৃতনাষাট্" (ঋক্ ৯।৮৮।৭) 'সহস্রাপ্সাঃ অপ্স ইতি রূপনাম বহুরূপঃ' (সায়ণ)

সহস্রামঘ (ত্রি) বহুধন, অনেক ধনযুক্ত। 'সহস্রামঘং বৃষণং সুবৃক্তিং (ঋক্ ৭।৮৮।১) 'সহস্রামঘং বহুধনং বৃষণং' (সায়ণ)

সহস্রায়ু (পুং) সংস্রবৎসর পরমায়ুবিশিষ্ট। (ঐতরেয়ব্রা° ৭।৩৩)

সহস্রায়ুতীয় (ক্লী) সামভেদ।

সহস্রায়ুধ (ত্রি) সহস্র আয়ুধবিশিষ্ট।

সহস্রায়ুষ্ট্ (ক্লী) সহস্র বৎসর পরমায়ুবান্।

সহস্রায়ুস্ (ত্রি) সহস্রায়ুঃ।

সহস্রার (পুং ক্লী) সহস্রং আরাণি কোণা যস্য। শিরোবস্থিত অধোমুখ সহস্রদল কমল। মস্তকে এই সহস্রার নামক সহস্র দল পদ্ম অধোমুখে অবস্থিত আছে। এই পদ্ম মধ্যে পরিচ্ছিতি-লক্ষ্যাবধ পরবিন্দু অবস্থিত। চিত্তের বিক্ষেপ দূর করিয়া এই পরবিন্দুর ধ্যান করিতে হয়।

"সহস্রারে হিমনিভে সর্ব্ববর্ণবিভূষিতে।
অকথাদি ত্রিরেখাঙ্গহলক্ষত্রয়ভূষিতে॥
তন্মধ্যে পরবিন্দুস্থ সৃষ্টিস্থিতিলয়াত্মকং। এবং সমাহিত-
মনাধ্যায়েন্নাসোঽহমাত্মকঃ॥" (তন্ত্রসার মাতৃকাস্তাস)

(ত্রি) সহস্রং অরাণি যস্য। বহু চক্রাঙ্গবিশিষ্ট।

সহস্রারজ (পুং) জৈনদিগের দেবতাভেদ।

সহস্রার্চ্চিস্ (পুং) ১ শিব। ২ সূর্য্য।

সহস্রাবর্ত্তকতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ।

সহস্রাবর্ত্তা (স্ত্রী) দেবীমূর্ত্তিভেদ।

সহস্রাশ্ব (পুং) রাজভেদ। (বিষ্ণুপুরাণ)

সহস্রাহ (পুং) সহস্র দিন, হাজার দিন।

সাহস্রিক (ক্লী) সহস্র। সহস্রক সাধুপাঠ।

সহস্রিন্ (পুং) সহস্রং বলমস্ত্যস্যেতি সহস্র (অতঃ সহ-স্রাত্যাং বিনীনৌ। পা ৫।২।১০২) ইতি ইনি। সহস্র যাহা বলী, যাহার সহস্রসংখ্যক অশ্বগজাদি সৈন্যবল আছে। পর্য্যায়—সাহস্র। (অমর) ভরত ইহার ব্যুৎপত্তি এইরূপ লিখিয়াছেন, যে সহস্রেণ সহস্রসংখ্যেন গজাদিনা বলিনঃ সৈন্য-বতঃ তে' (ভরত) (ত্রি) ২ সহস্রবিশিষ্ট।

সহস্রিয় (ত্রি) সহস্রেণ সম্মিতঃ সহস্র (সহস্রেণ সম্মিতৌ ঘঃ। পা ৪।৪।১৩৫) সহস্রং বিদ্যতে ইত্যাং অস্মিন্ বা ইতি মত্বর্থে বেদে ঘ। ২ সহস্রযুক্ত, সহস্রবিশিষ্ট। বৈদিক প্রয়োগে সহস্র বিশিষ্ট অর্থে ইহার প্রয়োগ দেখা যায়।

সহস্রীয় (ত্রি) সহস্র সম্বন্ধীয়।

সহস্রোতি (ত্রি) সহস্র রক্ষণ। "সহস্রোতে শতামঘ" (ঋক্ ৮।৩৪।৭) 'সহস্রেণ সহস্ররক্ষণা' (সায়ণ)

সহস্বৎ (ত্রি) সহস্-মতুপ্। সহনযুক্ত, সহিষ্ণু।
"প্রমন্দে সহস্বতো বিশ্বতো বস্তি" (ঋক্ ১।২৭।৫)
'সহস্বতঃ সহনবতঃ' (সায়ণ)

সহাচর (পুং) সহ আচরতীতি, আ-চর-অচ্। ১ পীতঝিণ্টী। (শব্দরত্না°) ২ সহচর।

সহাদর (অব্য°) সাদর, আদরের সহিত।

সহাধ্যয়ন (ক্লী) সহ একত্র অধ্যয়নং। সহপাঠ, একত্র অধ্য-য়ন, একত্র পড়া।

সহাধ্যায়িন্ (ত্রি) সহ অধ্যেতি ইতি অধি-ইন্-ণিনি। সহপাঠী বা এক পাঠী, একত্র অধ্যয়নকারী, এক গুরুর শিষ্য।

সহানুগমন (ক্লী) ভর্ত্তা সহ অনুগমনং। সহমরণ, স্বামীর মৃত্যুর পর তাহার সহিত মরণ। [সহমরণ শব্দ দেখ।]

সহানুভূতি (স্ত্রী) অন্যের সুখদুঃখাদিতে তাদৃশ সুখদুঃখাদি অনুভব করা। অন্যের সহিত অনুভব করা (sympathy)।

সহাপবাদ (ত্রি) অপবাদের সহিত, অপবাদবিশিষ্ট, নিন্দাযুক্ত।

সহাম্পতি (পুং) ব্রহ্মা। (ললিতবি°)

সহায় (পুং) সহ অয়তে ইতি অয়-অচ্। অনুকূল, যিনি আনুকূল্য করেন, সাহায্যকারী। পর্য্যায়—অভ্যন্তর, অনুচর, অভিসর। (অমর)
রাজা সহায়সম্পন্ন না হইয়া কদাচ পররাষ্ট্র গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইবেন না। সাধুচরিত্র, শুদ্ধ অর্থাৎ সকল বিষয়ে সমৃদ্ধ সর্ব্বদা প্রতিমানিক ব্যক্তিকে সহায় করিবেন।
"সদ্বংশজাস্তথা শুদ্ধাঃ সন্ততং প্রতিমানিতাঃ।
রাজ্ঞা সহায়াঃ কর্ত্তব্যাঃ পৃথিবীং জেতুমিচ্ছতাঃ॥"
(মৎস্যপু° ২১৫।৭৩)

সহায়তা (স্ত্রী) সহায় (গ্রামজনবন্ধুসহায়েভ্যস্তল্। পা ৪।২।৪৩) ইতি তল্-টাপ্। সহায়ত্ব, সহায়ের ভাব বা কর্ম্ম, সাহায্য।

সহায়ন (ক্লী) সহ অয়নং গমনং। ১ সহিত গমন।
(রামায়ণ ১।৩।১০)

সহায়বৎ (ত্রি) সহায়ো বিদ্যতেহস্য সহায়-মতুপ্, মস্য ব। সহায়বিশিষ্ট, সহায়যুক্ত।

সহায়িন্ (ত্রি) সহায় অস্ত্যর্থে ইনি। সহায়যুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। সহায়িনী।
"ধর্ম্মার্থকামকালেষু ভার্য্যা পুংসঃ সহায়িনী।" (রামা° ৪।২২।৩৬)

সহার (পুং) সহতে ইতি সহ (তুষারাদয়শ্চ। উণ্ ৩।১৩৯) ইত্যারন্। ১ আম্রবৃক্ষ। (উজ্জ্বল) (২) মহাপ্রলয়। (হলায়ুধ)

সহার, যুক্তপ্রদেশের মথুরাজেলার ছাতা তহসীলের অন্তর্গত একটী নগর। ছাতা নগর হইতে ৭ মাইল দক্ষিণে আগ্রা খালের বামকূলে স্থাপিত। এই নগরে ভরতপুরের প্রবল পরাক্রান্ত রাজা সূর্য্যমল্লের পিতা ঠাকুর বদনসিংহের বাসভবন ছিল। তাঁহার ঐ প্রাসাদ এক্ষণে ধ্বংস-প্রায় নিপতিত রহিয়াছে। এক সময়ে উহার গঠননৈপুণ্য ও দীর্ঘায়তন সাধারণের নয়ন আকর্ষণ করিত। নগর মধ্যে স্থাপত্যবিদ্যার পরাকাষ্ঠাজ্ঞাপক আরও কতকগুলি প্রাচীন অট্টালিকা দৃষ্ট হয়। উহাদের প্রস্তরনির্ম্মিত সুবিস্তৃত খিলান করা প্রবেশ-দ্বারগুলি এখনও দর্শকের দৃষ্টি আক-র্ষণ করিয়া থাকে। উহার এক স্থানে একটী প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংস নিদর্শন স্বরূপ কতকগুলি স্তম্ভ পাওয়া গিয়াছে, তাহা এক্ষণে মথুরার যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

সহার, গয়াজেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম।

সহারণপুর, যুক্ত প্রদেশের ছোটলাটের শাসনাধীন একটী জেলা ও নগর। [সাহরাণপুর দেখ।]

সহারোগ্য (ত্রি) আরোগ্যেণ সহ বর্ত্তমানঃ। নীরুজ, রোগশূন্য, আরোগ্যের সহিত বর্ত্তমান।

সহার্দ্দ (পুং) হার্দ্দেন সহ বর্ত্তমানঃ। সপ্রেম, স্নেহযুক্ত।

সহালাপ (পুং) আলাপের সহিত, আলাপযুক্ত।

সহাবৎ (ত্রি) সহনযুক্ত, সহিষ্ণু। "সহস্বিঃ সহাবান্" (সায়ণ)

সহাবন্ (ত্রি) বলবান্, বলযুক্ত।

"সহাবানং তরুত্রারং রথানাং" (ঋক্ ১০।১৭৮।১)

'সহাবানং সহস্বন্তং বলবন্তং' (সায়ণ)

সহাবর, যুক্তপ্রদেশের ইটা জেলার কাসগঞ্জ তহসীলের অন্তর্গত একটী নগর। ইটা নগর হইতে ২৪ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। রাজা সৌরজদেব নামক জনৈক চৌহান রাজপুত এই নগরের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহারই নামানুসারে ইহা সৌরজাবাদ নামে আখ্যাত হয়। কিছু দিন পরে মুসলমানগণ এই নগর আক্রমণ করেন, রাজা শিরহপুরা রাজ্যে পলাইয়া যান এবং নগরবাসীরা বিজেতা মুসলমান কর্ত্তৃক ধৃত ও উৎপীড়িত হইয়া ইসলাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। প্রজাবর্গের উপর অত্যাচার উৎপীড়ন হইতেছে দেখিয়া প্রজাবৎসল রাজা সৌরজ বিচলিত হইয়া পড়িলেন, তিনি শিরহপুরার নরপতি ও প্রজাসাধারণের নিকট মুসলমানের অযথা অত্যাচার ও তাঁহার রাজ্যাপহরণবার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাদিগকে মুসলমানবিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে উত্তেজিত করেন, তাঁহাদের সাহায্যে রাজা সৌরজদেব মুসলমানদিগকে সৌরজাবাদ হইতে তাড়াইয়া দেন এবং স্বীয় রাজ্যোদ্ধার করিয়া উহার সহাবর নামে পরিবর্ত্তন করেন। এখন এই নগরের পূর্ব্ব সমৃদ্ধি আদৌ নাই। একমাত্র কৈম-উদ্দীন্ ফকিরের সমাধি-মন্দির এখানকার প্রাচীনত্বের নিদর্শন।

সহাসন (ক্লী) সহ অসনং। একাসন।

"সহাসনমভিপ্রেপ্সুরুৎকৃষ্টস্যাপকৃষ্টজঃ।
কট্যাং কৃতাঙ্কো নির্ব্বাস্যঃ স্ফিচং বাস্যাবকর্ত্তয়েৎ॥"(মনু ৮।২৮১)

সহিত (ত্রি) সম্-ধা-ক্ত, ধাঞো হিঃ' ইতি হি (সমো বা তুম হিতয়োঃ। পা ৬।১।১৪৪) ইত্যস্য বাত্তিকোক্ত্যা মলোপঃ, বা সহশব্দাদিনচ্ প্রত্যয়েন নিষ্পন্নঃ। ১ সমভিব্যাহৃত, মিলিত, সংযুক্ত। ২ সংহিত। ৩ সম্যক্ হিত, হিতকর, ইষ্টসাধক। হিতবিশিষ্ট।

সহিতত্ব (ক্লী) সহিতস্য ভাবঃ ত্ব। সহিতের ভাব বা ধর্ম্ম।

সহিতব্য (ত্রি) সহ তব্য। সোঢ়ব্য, সহনযোগ্য, সহ করিবার উপযুক্ত।

সহিতস্থিত (ত্রি) একত্র অবস্থিত।

সহিতাঙ্গুল (ত্রি) অঙ্গুলিযুক্ত। (পা ৪।১।৭০)

সহিতৃ (ত্রি) সহতে ইতি সহ-তৃচ্, (তীষসহেতি। পা ৭।২।৪৮) ইতি পক্ষে ইট্। সহনশীল, সোঢ়া।

সহিতোরু (ত্রি) উরুদ্বয়যুক্ত। [সংহিতোরু দেখ।]

সহিত্র (ক্লী) সহতেঽনেনেতি সহ (অর্ত্তি-লূধূ-সূ-সহচর ইত্রঃ। পা ৩।২।১৮৪) ইতি ইত্রঃ। সহনকরণ, যাহা দ্বারা সহ্য করা যায়।

সহিরণ্য (ত্রি) হিরণ্যেন সহ বর্ত্তমানঃ। হিরণ্যযুক্ত, হিরণ্যবিশিষ্ট, সুবর্ণযুক্ত।

সহিষ্ঠ (ত্রি) বলবত্তম, অতিশয় বলবান্।

"মহে সহঃ সহিষ্ঠঃ" (ঋক্ ৬।১৮।৪)

'সহিষ্ঠ বলবত্তম' (সায়ণ)

সহিষ্ণু (ত্রি) সহতে ইতি সহ (অলংকৃঞ্ নিরাকৃঞিতি। পা ৩।২।১৩৬) ইতি ইষ্ণুচ্। সহনশীল। পর্য্যায়—সহন, ক্ষন্তা, তিতিক্ষু, ক্ষমিতা, ক্ষমী। (অমর) যিনি সহ্য করিতে পারেন।

সহিষ্ণুতা (স্ত্রী) সহিষ্ণো র্ভাবঃ সহিষ্ণু-তল্-টাপ্। সহিষ্ণুর ভাব বা ধর্ম্ম। পর্য্যায়—তিতিক্ষা, ক্ষমা, ক্ষান্তি। (জটাধর)

সহাসপুর (সহিসপুর), যুক্তপ্রদেশের বিজনৌর জেলার ধামপুর তহসীলের অন্তর্গত একটী নগর। বিজনৌর নগর হইতে ২৮ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে মোরাদাবাদ হইতে হরিদ্বার যাইবার পথে অবস্থিত। অক্ষা° ২৯° ৭´ ৪০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৪০´ ১৫´´ পূঃ। এখানে এক প্রকার উৎকৃষ্ট কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত হয়, উহার ৫ গজের একখানি বস্ত্র ৫৲ টাকা মূল্যে আদরের সহিত বিক্রীত হইয়া থাকে। সপ্তাহে দুই দিন হাট বসে। আউধ রোহিলখণ্ড রেলপথের উত্তর-শাখার একটী ষ্টেসন এই নগরে স্থাপিত।

সহিসবান, (সহাসবান্), যুক্তপ্রদেশের বুদাউন জেলার একটী তহসীল। গঙ্গাতীর হইতে উত্তর দিকে বিস্তৃত এবং সহিসবান ও কোট পরগণা লইয়া এই উপবিভাগ গঠিত। ভূপরিমাণ ৪৭৩ বর্গমাইল।

২ উক্ত জেলায় একটী নগর ও সহিসবান তহসীলের বিচার সদর। বুদাউন নগর হইতে ১ মাইল দূরে মহাবা নদীর বামকূলে স্থাপিত। অক্ষা° ২৮° ৪´ ২০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৪৭´ ২০´´ পূঃ। মিউনীসিপালিটী থাকায় নগরটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এখানে সোম, বৃহস্পতি ও শনিবারে হাট বসে। অনোর, বিসৌলী, বিলসি ও উঝানী নগরের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ রক্ষার জন্য কয়টী রাস্তা আছে। কেওড়া ফুল হইতে কেওড়ার জল প্রস্তুতের জন্য এখানে কেওড়াগাছের বিস্তৃত চাস আছে। এতদ্ভিন্ন এখানে আর অপর কোন দ্রব্যের কোনরূপ বিশেষ কারবার নাই। এই নগরের একাংশে একটী সুবৃহৎ স্তূপ দৃষ্ট হয়। উহা একটী প্রাচীন দুর্গ ও প্রাসাদের ধ্বংস নিদর্শন। স্থানীয় লোকে উহাকে রাজা সহদেবাহের নির্ম্মিত দুর্গ বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকে।

সহীয়স্ (ত্রি) অতিশয়রূপে শত্রুদিগের অভিভবকারী।

"বহিষু সচন্ত সহীয়ান্" (ঋক্ ১।৬১।৭) 'সহীয়ান্ অতিশয়েন শত্রুণামভিভবিতা' (সায়ণ)

সহুরি (পুং) সহতে ইতি সহ-(অদি-সহীত্যরিন্। উণ্ ২।৭৩) ইতি উরিন্। ১ সূর্য্য। (স্ত্রী) ২ পৃথিবী। (উজ্জ্বল)

সহূতি (স্ত্রী) স্তুতি, স্তব। "সহূতিং তিরো বিধান্" (ঋক্ ১০।৮৯।১৬) 'সহূতিং স্তুতিং' (সায়ণ)

সহৃদয় (ত্রি) হৃদয়েন অন্তঃকরণেন সহ বর্ত্তমানঃ। প্রশস্তমনাঃ, প্রশস্তচিত্ত, সদন্তঃকরণ। ২ সামাজিক। ৩ রসজ্ঞ। ৪ বিদ্বান্।

সহৃল্লেখ (স্ত্রী) হৃল্লেখেন সহ বর্ত্তমানং। বিচিকিৎসিতান্ন, দূষিতান্ন।

"বিচিকিৎস্যা তু হৃদয়ে অন্নে বর্ণিন্ প্রজায়তে।
সহৃল্লেখন্ত বিজ্ঞেয়ং পুরীষন্ত বত্তাবহঃ॥" (প্রায়শ্চিত্তবিবেক)

সহেঙ্গিতকরণ (ত্রি) ইঙ্গিতসংযুক্ত। (বক্রপ্রাক্তি° ১০।৬)

সহেঙ্গিতকার (ত্রি) উপসংহার বা ইঙ্গিতদ্বারা সমাপ্তকরণ।

সহেতু (ত্রি) হেতুনা সহ বর্ত্তমানঃ। হেতুর সহিত বর্ত্তমান, হেতুযুক্ত, হেতুবিশিষ্ট।

সহেতুক (ত্রি) সহেতু-স্বার্থে কন্। হেতুযুক্ত, সহেতু।

সহেদেবপুর, যশোহরের অন্তর্গত একটী পল্লীগ্রাম।
(ভবিষ্যব্র° খ° ১১।১৭)

সহেল (ত্রি) হেলার সহিত বর্ত্তমান, হেলাযুক্ত।

সহৈকস্থান (স্ত্রী) একস্থানের সহিত বর্ত্তমান। একস্থানবিশিষ্ট।

সহোক্তি (স্ত্রী) সহ উক্তিঃ। অর্থালঙ্কারবিশেষ। ইহার লক্ষণ—
"সহোক্তি সহভাবেন কথনং গুণকর্ম্মণাং।" (কাব্যাদর্শ ২।৩৫১)

যে স্থলে গুণাদির সহভাবে অর্থাৎ সাহিত্যরূপে কথন হয়, তথায় সহোক্তি অলঙ্কার হয়।

'গুণানাং সহভাবেন সাহিত্যেন যৎকথনং সা সহোক্তিঃ' (টীকা)

যে স্থলে সহশব্দার্থবলে একটী পদ দুইটী বিষয়ের বাচক হয়, তথায় এই অলঙ্কার হয়।

"সহার্থস্য বলাদেকং যত্র স্যাদ্বাচকং দ্বয়োঃ।
সা সহোক্তির্মূলভূতাতিশয়োক্তির্যদা ভবেৎ॥"
(সাহিত্যদর্পণ ১০।৭০১)

সহোজা (ত্রি) ১ অগ্নি। (ঋক্ ১।৮৮।১) ২ ইন্দ্র।
(ঋক্ ১০।১০৩।৫)

সহোটজ (পুং) উটজেন সহ বর্ত্তমানঃ। মুনিদিগের পর্ণশালা।

"মুনীনাঞ্চ চিরা কুত্যাং পর্ণোটজসহোটজৌ" (হারাবলী)

সহোঢ় (পুং) ঊঢ়য়া সহ বর্ত্তমানঃ। দ্বাদশবিধ পুত্রের অন্তর্গত পুত্রবিশেষ। পুত্র ১২ প্রকার, সহোঢ় তাহার মধ্যে একবিধ। নারী গর্ভবতী হইয়া পরে যদি তাহার বিবাহসংস্কার হয়, এবং গর্ভ জ্ঞাত বা অজ্ঞাত হইয়া যিনি ইহাকে বিবাহ করেন, এই গর্ভ তাহার বলিয়া অভিহিত হয় ও এই গর্ভস্থ সন্তানকে সহোঢ় বলে।

"যা গর্ভিণী সংস্ক্রিয়তে জ্ঞাতাজ্ঞাতাপি বা সতী।
বোঢ়ুঃ স গর্ভো ভবতি সহোঢ় ইতি চোচ্যতে॥" (মনু ৯ অ°)

(ত্রি) হোঢ়েন লুপ্তদ্রব্যেণ সহ বর্ত্তমানঃ। ১ হৃত দ্রব্যের সহিত বর্ত্তমান। মনুতে লিখিত আছে যে, রাজা হৃত দ্রব্যের সহিত চোরকে দণ্ডবিধান করিবেন।

"ন হোঢ়েন বিনা চৌরং ঘাতয়েদ্ধার্ম্মিকো নৃপঃ।
সহোঢ়ং সোপকরণং ঘাতয়েদবিচারয়ন্॥" (মনু ৯।২৭০)

সহোত্থ (ত্রি) সহ উত্থ, সহিত উত্থানকারী।

সহোত্থায়িন্ (ত্রি) সহ উত্থানকারী, যাহারা সঙ্গে সঙ্গে উত্থান করে, যাহারা এক সময়ে দাঁড়াইয়া উঠে।

সহোদক (ত্রি) সমানোদক। (মার্কণ্ডেয়পু° ৩০।২০) উদকের সহিত।

সহোদর (পুং) উদরেণ সহ বর্ত্ততে ইতি সহ সমানঃ উদরং যস্যেতি বা। একমাতৃগর্ভজাত ভ্রাতা, এক মায়ের পেটের ভাই। পর্য্যায়—সহজ, সোদর, ভ্রাতা, সগর্ভ, সমানোদর্য্য, সোদর্য্য।

সহোদা (ত্রি) পরাভিভবসামর্থ্যবলদাতা, শত্রুকে অভিভব করিতে পারা যায় এইরূপ বল যিনি প্রদান করেন।

"উগ্রং উগ্রাভিঃ স্থবিরঃ সহোদাঃ" (ঋক্ ১।১৭১।৫)

'সহোদাঃ পরাভিভবসামর্থ্যং বলং সহঃ তস্য দাতা' (সায়ণ)

সহোপধ (ত্রি) উপধাযুক্তবিশিষ্ট।

সহোপলম্ভ (পুং) উপলম্ভের সহিত। (সর্ব্বদর্শনস° ১৬।১৮)

সহোর (ত্রি) সহতে সর্বমিতি সহ (কিশোরাদয়শ্চ। উণ্ ১।৬৬) ইতি ওরন্। সাধু, ধার্ম্মিক। (উজ্জ্বল)

সহোরু (ত্রি) উরুর সহিত।

সহোবল (স্ত্রী) সহসা তেজসা বলমস্যেতি। সৌরাষ্ট্র।

সহোবৃধ্ (ত্রি) বলবর্দ্ধয়িতা, যিনি বলবর্দ্ধন করেন। "অংহঃ বধিয়ে সহোবৃধং" (ঋক্ ১।৩৬।২) 'সহোবৃধং বলস্য বর্দ্ধয়িতারং বৃধ্ বৃদ্ধৌ অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যতে ইতি ক্বিপ্' (সায়ণ)

সহোষিত (ত্রি) সহ উষিতঃ। একত্র যাহারা বাস করেন।

সহৌজস্ (ত্রি) বলের সহিত বর্ত্তমান। (শুক্লযজুঃ ৩৬।১)

সহ্য (ত্রি) সোঢ়ুং শক্যঃ সহ (শকিসহোশ্চ। পা ৩।১।৯৯) ইতি যৎ। ১ সোঢ়ব্য, সহনীয়, সহনযোগ্য, সহ্য করিবার উপযুক্ত। সহতে ইতি সহ-যৎ। ২ আরোগ্য। ৩ সাম্য। সুমধুর। (শব্দরত্না°) ৪ প্রিয়।

"ততস্তং প্রত্যুবাচাথ মারীচো রাক্ষসেশ্বরং।
কিন্তে সহ্যং ময়া কার্য্যং করিষ্যাম্যবশোঽপি তৎ॥"
(মহাভারত ৩।২৭৭।১০)

সাংঘাতিক (ত্রি) সঙ্ঘাতে সাধুঃ সংঘাত (কথাদিভ্যষ্ঠক্। পা ৪।৪।১০৩) ইতি ঠঞ্। ১ সম্যক্ প্রকার হননকারক। হত্যাত্মক। যে স্থলে রোগাদি অতি প্রবল হইয়া নাশাত্মক হয় তাহাকে সাংঘাতিক কহে। ২ জ্যোতিষোক্ত নক্ষত্রবিশেষ। জন্মনক্ষত্র হইতে ষোড়শনক্ষত্রকে সাংঘাতিক নাড়ী কহে। এই নক্ষত্রে যে সকল গ্রহ থাকেন, তাহারা বিশেষ অনিষ্ট ফলপ্রদ হন। গ্রহ এই নাড়ীস্থ হইলে দেহ, ধন ও বন্ধুনাশ হয়। গ্রহগণের শুভাশুভ ফলবিচারকালে গ্রহগণ নক্ষত্রীস্থ হইয়াছে কি না, তাহা প্রথমে বিশেষ করিয়া দেখিবে। নাড়ীর মধ্যে এই সাংঘাতিক বিশেষ অনিষ্ট ফলদ।

"জন্মাদ্বং কর্ম দশতোঽপি সাংঘাতিকং ষোড়শকং।
দেহত্রাসধনক্ষয়ং হানিঃ সাংঘাতিকে তথা ॥"

(জ্যোতিস্তত্ত্ব) [নক্ষত্রী শব্দ দেখ]

সাংদৃষ্টিক (স্ত্রী) সংদৃষ্টা প্রত্যক্ষে ভবং সংদৃষ্ট ঠঞ্। (অমর) ১ দৃষ্টিপরিকল্পনাস্থায়, পূর্ব্বদৃষ্ট বিষয়ের মনে মনে কল্পনা। পূর্ব্বের অনুক্রম দেখিয়া পরে সেই কল্পনা করিলে এই ন্যায় হয়। পূর্ব্বে যে প্রণালী দেখা গিয়াছে, সেইরূপ স্থলে অন্যরূপ কল্পনা করিয়া লইতে হয়, এইরূপ কল্পনা করিয়া লওয়াকে সাংদৃষ্টিক-ন্যায় কহে।

"যথা পিত্রভাবে মাতা তথা পিতামহাভাবে পিতামহীতি, সাংদৃষ্টিকন্যায়েন পিতামহাধিকারস্য সিদ্ধত্বাৎ"

(দায়ভাগটীকা শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কার)

পিতার অভাবে মাতা অধিকারিণী একস্থানে বলা হইয়াছে, কিন্তু পিতামহের অভাবে কে অধিকারী হইবে তাহা অভিহিত হয় নাই, কিন্তু পূর্ব্বে দৃষ্ট হইয়াছে যে পিতার অভাবে মাতা, এই সাংদৃষ্টিক ন্যায়ে পিতামহের অভাবে পিতামহী হইবে। যথায় এইরূপ কল্পনা হয়, তথায় সাংদৃষ্টিক ন্যায় হইয়া থাকে।

সাংযাত্রিক (পুং) সংযাত্রা দ্বীপান্তরগমনং সা প্রয়োজন-মস্যেতি, তদস্য প্রয়োজনং ইতি ঠঞ্। পোতবণিক্, যাহারা জলপথে বাণিজ্য করে। (অমর) ভরত এই শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ লিখিয়াছেন, 'দেবহিত্রগামিনি বণিক্‌জনে, সংপূর্ব্বো যাতির্দ্বীপান্তরগমনবৃত্তিঃ ততস্ত্রঃ ক্রিয়াশপ্, সংযাত্রা দ্বীপান্তর-গমনং তদস্য প্রয়োজনমিতি বিকারগদ্যেতি ঠিকং, সম্যক্‌যাত্রা সংযাত্রা তয়া ব্যবহরতি ঢেধ কাদিতি ঠিকো বা' (ভরত)

সাংযুগীন (ত্রি) সংযুগে সাধুঃ সংযুগ (প্রতিজনাদিভ্যঃ খঞ্। পা ৪।৪।৯৯) ইতি খঞ্। যুদ্ধকুশল, রণে সাধু। (অমর)

সাংযোগিক (ত্রি) সংযোগায় প্রভবতি সংযোগস্তৈ প্রভবতি (সন্তাপাদিভ্যঃ। পা ৫।১।১০১) ইতি ঠঞ্। সংযোগের নিমিত্ত যাহা প্রভব হয়।

সাংরক্ষ্য (স্ত্রী) সংরক্ষস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা (পত্যন্তপুরোহিতাদিভ্যো যক্। পা ৫।১।১২৮) সংরক্ষের ভাব বা কর্ম, সম্যক্‌রূপ রক্ষা।

সাংরাবিন্ (স্ত্রী) সং রব ঘনৌ (অভিবিধৌ ভাবে ইনুণ্। পা ৩।৩।৪৪) ইতি ইনুণ্ (অনিনুণঃ। পা ৫।৪।১৫) ইতি স্বার্থে অণ্। হট্টের সম্যক্ শব্দ, হাটের গোলমাল।

"স্ফুরোর্মিগণরিক্তয়ো মুনিমুখোৎক্ষিপ্য প্রতীক্ষণ্ মুহুঃ।
সংহতেন দশতিনির্দ্দেশেরপি মুখৈঃ সাংরাবিণং রাবণং ॥"

(অনর্ঘরাঘব ৭।৪৭)

সাংবৎসর (পুং) সংবৎসরং তদ্‌জ্যোতিঃশাস্ত্রং বেত্তি অধীতে বা সংবৎসর অণ্। গণক। বৃহৎসংহিতায় ইহার লক্ষণ এইরূপ অভিহিত হইয়াছে যে, যিনি সৎকুলসম্ভূত, প্রিয়-দর্শন, বিনীতবেশ, সত্যবাদী, অসূয়াশূন্য, সমব্যবহারী ও অবিকলাঙ্গ, যাহার গাত্র সন্ধিসকল সুসংহত অথচ উপচিত, সুস্বরযুক্ত, ও গম্ভীর প্রকৃতি এই সকল লক্ষণযুক্ত হইলে তিনি সাংবৎসর হইতে পারিবেন এবং তিনি শুচি, দক্ষ, প্রগল্ভ, বাক্‌পটু, উপস্থিতবুদ্ধি, দেশকালজ্ঞ, অমত্তিত্বসমীর, নিপুণ, অব্যসনী, শান্তিপৌষ্টিক অভিচার-স্নানাদি বিদ্যাবিষয়ে অভিজ্ঞ, দেবপূজা ব্রত ও উপবাসনিরত, গ্রহগণিতে কৌতূহলী হইয়া জ্ঞানপ্রভাববিশিষ্ট, ত্রিকালিক বিষয়ের বক্তা, ভৌমাদি উৎ-পাতত্রয়ের শান্তিবিষয়ে অভিজ্ঞানিত বক্তা, গ্রহগণিত, সংহিতা ও হোরা প্রভৃতি গ্রন্থ সকলের অর্থবেত্তা, এই সকল গুণ-যুক্ত হইবেন।

গ্রহগণিত অর্থাৎ পৌলিশ, রোমক, বাশিষ্ঠ, সৌর ও পিতা-মহ এই পঞ্চসিদ্ধান্তশাস্ত্রে যে যুগ, বর্ষ, অয়ন, ঋতু, মাস, পক্ষ, অহোরাত্র, যাম, মুহূর্ত্ত, নাড়ী, বিনাড়ী, প্রাণ, ও ত্রুটি প্রভৃতি কাল ও ক্ষেত্র সকল কথিত হইয়াছে, তাহার সম্যক্ বেত্তা, সৌর, সাবন, নাক্ষত্র ও চান্দ্ররূপ চতুর্ব্বিধ মান, অধিমাস ও অবম প্রভৃতির কারণাভিজ্ঞ, ষষ্টি-সম্বৎসর, যুগ, বর্ষ, মাস, দিন ও হোরা প্রভৃতির অধিপতি সকলের প্রতিপত্তিবিষয়ক বিচ্ছেদে অভিজ্ঞ, সৌরাদি পরিমাণ সকলের সদৃশাসদৃশত্ব ও যোগ্যা-যোগ্যত্বের প্রতিপাদন বিষয়ে নিপুণ, অয়ননিবৃত্তিতে সিদ্ধান্ত-ভেদ হইলেও সমগুণ, রেখা সম্প্রয়োগ ও অভ্যুদিত অংশ সকলের প্রত্যক্ষকরণে এবং ছায়া, যন্ত্র ও দৃগ্‌গণিতের সমতা-প্রতিপাদনে কুশল, সূর্য্যাদি গ্রহসকলের শীঘ্র, মন্দ, যাম্য, উত্তর ও নীচ-উচ্চ প্রভৃতি গতি সকলের কারণাভিজ্ঞ, সূর্য্য বা চন্দ্রগ্রহণের আদি ও মোক্ষকাল, দিক্‌নিরূপণ, পরি-মাণ, স্থিতিকাল, বিমর্দ্দ, বর্ণভেদ ও দেশ সকলের উপদেষ্টা, অনাগত গ্রহসকলের সমাগম ও যুদ্ধাদির সময়নিরূপক প্রত্যেক গ্রহেরই ভ্রমণ-যোজন, ভ্রমণ, কক্ষা প্রভৃতি প্রতিবিষয়কই

জ্যোতিষ সকলের পরিচ্ছেদ বিষয়ে কুশল, পৃথিবী এবং গ্রহ নক্ষত্রাদির ভ্রমণ-সংস্থানাদি, অক্ষাংশ অবলম্বন, দিন, মাস, চন্দ্রার্দ্ধ, কাল, রাশি, উদয়, ছায়া, নাড়ী ও করণ প্রভৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞ ও নানাপ্রকারে কথিত গ্রহ সকলের জ্যোতিষ দ্বারা বাক্যসারসম্পন্ন, সকল প্রকার জ্যোতি-শাস্ত্রেরই সকল বিষয়ের বক্তা এই সকল গুণ থাকিলে তিনি সাংবৎসর নামে অভিহিত হন। মূলকথা এই যে জ্যোতিশাস্ত্রীয় সকল সংহিতায় সুনিপুণ ব্যক্তিকেই সাংবৎসর কহে। (বৃহৎসংহিতা ২ অ°)

যাহাদের জ্যোতিশাস্ত্রে সম্যক্ অধিকার নাই, যাহারা গ্রহগণের গতি প্রভৃতির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে সম্যক্ জ্ঞাত হওয়া যায় না, তাহারা সাংবৎসর শব্দবাচ্য নহেন।

সাংবৎসরক (ত্রি) সংবৎসরে দেয়ং ঋণং (সংবৎসরাগ্রহায়ণীভ্যাং ঠঞ্ চ। পা ৪।৩।৫০) ঠঞ্। সংবৎসরে দেয় ঋণ। (পুং) সংবৎসর স্বার্থে কন্। সাংবৎসর, দৈবজ্ঞ, গণক।

সাংবৎসরিক (ত্রি) সাংবৎসর (কালাৎ ঠঞ্। পা ৪।২।১১) ইতি ঠঞ্। সংবৎসরে ভব, সম্বৎসর সম্বন্ধীয়, বার্ষিক। ২ প্রতিবর্ষ-কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ, বৎসরে বৎসরে মৃততিথিতে পিত্রাদির উদ্দেশে যে শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহাকে সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ কহে।

"অত ঊর্দ্ধং সংবৎসরে সংবৎসরে প্রেতায়ান্নং দদ্যাৎ। যস্মিন্নহনি প্রেতঃ স্যাৎ অত ঊর্দ্ধং সপিণ্ডীকরণাচ্ছ্রাদ্ধনিমিত্তাহাদ্যসংবৎসরাদূর্দ্ধং প্রতিবর্ষং যস্মিন্নহনি মৃততাস্মিন্নহনি মৃতায় দদ্যাৎ"

(শ্রাদ্ধতত্ত্বধৃত গোভিল)

সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধের পর প্রতিবর্ষে মৃতাহ তিথিতে সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ করিতে হয়। যতদিন সপিণ্ডীকরণ না হয়, ততদিন এই শ্রাদ্ধ হইবে না। মৃতাহের পূর্ব সংবৎসরে চান্দ্র মৃত তিথিতে সপিণ্ডীকরণ করিতে হয়, যদি কেহ সম্বৎসর তিথি পতিত করিয়া ফেলে অর্থাৎ ঐ কালে সপিণ্ডীকরণ না করে, তাহা হইলে যতদিন না ঐ পতিত সপিণ্ডীকরণই না হয়, ততদিন সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ হইবে না।

যদি কাহারও অপকর্ষসপিণ্ডীকরণে অর্থাৎ সংবৎসর মধ্যে বৃদ্ধি উপলক্ষ করিয়া সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহা হইলেও পূর্ব সংবৎসরে মৃত তিথিতে সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ হইবে না। তৎপরে বর্ষে বর্ষে সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। পিত্রাদি তিন পুরুষ, অর্থাৎ পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ এবং মাতা, পিতামহী ও প্রপিতামহী এই ছয় জনের সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ অবশ্য কর্ত্তব্য।

পিতা বা মাতার মৃত্যুতে যতদিন তাহার সপিণ্ডীকরণ না হয়, ততদিন অশৌচবৎ থাকে। সুতরাং এই এক বৎসর নিত্যকর্ম ছাড়া অন্য কোন কর্ম্মে তাহার অধিকার থাকে না; কিন্তু তাহার উক্তরূপ কালাশৌচে দেহ অশুদ্ধ হইলে পিতামহাদির মৃতাহ তিথিতে সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ করিতে পারিবে। এই অশৌচে ঐ শ্রাদ্ধের বাধ হইবে না। সুতরাং এই শ্রাদ্ধ অবশ্য কর্ত্তব্য। সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ না করিলে বিশেষ প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়। পুত্রহীন, জ্যেষ্ঠতাত ও অংশভাগী তাহাদের যদি পুত্রাদি না থাকে, তাহা হইলে তাহাদেরও সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ অবশ্য কর্ত্তব্য। এই শ্রাদ্ধকে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ কহে, কারণ এই শ্রাদ্ধ একের উদ্দেশে হইয়া থাকে। সংবৎসর কর্ত্তব্য বলিয়া সাংবৎসরিক এই নাম হইয়াছে।

স্ত্রীদিগের শ্রাদ্ধে অধিকার নাই, কিন্তু সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধের বিশেষ বিধান আছে যে সধবা স্ত্রীগণ পিতা ও মাতার মৃত্যুর পর প্রতি সংবৎসরের মৃতাহ তিথিতে এই সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ কুশ ও তিলের পরিবর্ত্তে দূর্ব্বা ও যব দ্বারা সম্পন্ন করিতে পারিবে। কিন্তু যদি মৃতাহ তিথিতে করিতে না পারেন, তাহা হইলে পতিত শ্রাদ্ধের ন্যায় কৃষ্ণা একাদশী বা অমাবস্যা তিথিতে করিতে পারিবে। বিধবা স্ত্রীদিগের পক্ষে যদি তাহার পুত্র বা পৌত্র না থাকে, তাহা হইলে তিনি তিল ও কুশ দ্বারা স্বামীর মৃতাহ তিথিতে সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ করিবেন। এই শ্রাদ্ধ তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য। বিধবা স্ত্রী পিতামাতার সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ তিল ও কুশ দ্বারা করিবেন। পণ্ডিত, জ্ঞানী, মূর্খ, স্ত্রী, ব্রহ্মচারী যে কোন ব্যক্তিই মৃত তিথিকে অতিক্রম করেন, অর্থাৎ মৃতাহ তিথিতে সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ না করেন, তিনি ধর্ম্মহীন চণ্ডালযোনে জন্মগ্রহণ করেন।

"পণ্ডিতা জ্ঞানিনো মূর্খাঃ স্ত্রিয়োহথ ব্রহ্মচারিণঃ।
মৃতাহং সমতিক্রম্য চাণ্ডালেষভি জায়তে।" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

সুতরাং এই শ্রাদ্ধ সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। কোন ক্রমেই এই মৃতাহ তিথি বাদ দেওয়া উচিত নহে।

[শ্রাদ্ধ শব্দে বিধান ও ব্যবস্থাদি দ্রষ্টব্য।]

(পুং) গণক, দৈবজ্ঞ।

বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে, যে স্থানে সাংবৎসরিক নাই, সেই স্থলে ঐশ্বর্য্যকামী ব্যক্তি বাস করিবেন না।

"না সাংবৎসরিকে দেশে বস্তব্যং ভূতিমিচ্ছতা।
চক্ষুর্ভূতো হি যত্রৈষ পাপং তত্র ন বিদ্যতে।" (বৃহৎস° ২।১১)

সাংবৎসরীয় (ত্রি) সংবৎসর সম্বন্ধীয়।

সাংবরণ (পুং) সম্বর গোত্রসম্ভূত সংবরণাদাদন।

সাংবরণি (পুং) সাংবরণের অপত্যাদি।

সাংবর্গজিত (পুং) গৌতমের গোত্রাপত্য। বর্গজিতের অপত্যাদি।

সাংবর্ত্ত (স্ত্রী) সামভেদ। (পঞ্চব্রা° ১৪।১৩।৩৭)

সাংবর্ত্তক (ত্রি) ১ সম্বর্ত্ত। ২ প্রলয়াদি। ৩ সূর্য্য।

সাংবহিত্র (ত্রি) সংবহিতুমিদং সংবহিতৃ (তদস্যেদং। পা ৪।৩।১২০) ইতি অণ্। সংবহিতৃ সম্বন্ধীয়।

সাংবাদিক (পুং) সমাক্ বাদায় প্রভবতীতি সংবাদ-ঠঞ্। ১ নৈয়ায়িক।

'নৈয়ায়িকঃ মাধ্যমাঃ স্যাৎ সাংবাদিক আহিতঃ।' (জটাধর)

(ত্রি) ২ সংবাদদাতা, যিনি খবর দেন।

সাংবাদ্য (স্ত্রী) সংবাদিনো ভাবঃ কর্ম্ম বা (গুণবচনব্রাহ্মণাদিভ্যঃ কর্ম্মণি চ। পা ৫।১।১২৪) ইতি ষ্যঞ্। ইন্‌ভাগস্য লোপঃ। সংবাদীর ভাব বা কর্ম্ম, সংবাদ, বার্ত্তা।

সাংবাসিক (ত্রি) সংবাসায় প্রভবতি সংবাস (তস্মৈ প্রভবতি সন্তাপাদিভ্যঃ। পা ৫।১।১০১) ইতি ঠঞ্। সহবাসের নিমিত্ত যিনি প্রভু হন।

সাংবাস্তক (স্ত্রী) সংবাস। একত্র বাস।

সাংবাহিক (ত্রি) একত্র বহনকারী।

সাংবিত্তিক (ত্রি) সাংবৃত্তিক। পারমার্থিক বুদ্ধিচারী।

সাংবিদ্য (স্ত্রী) সংবিদ।

সাংবেশনিক (ত্রি) সংবেশন-ঠঞ্। যিনি সংবেশন নিমিত্ত প্রভু হন। (পা ৫।১।১০১)

সাংবেশ্য (স্ত্রী) সংবেশিনো ভাবঃ কর্ম্ম বা, সংবেশিন্ (গুণবচনব্রাহ্মণাদিভ্যঃ কর্ম্মণি চ। পা ৫।১।১২৪) ইতি ষ্যঞ্, ইন্ ভাগস্য লোপঃ। সংবেশীর ভাব বা কর্ম্ম।

সাংবৈদ্য (স্ত্রী) সংবেদনীয়।

সাংব্যবহারিক (ত্রি) সংব্যবহার সম্বন্ধীয়। সাধারণ বিনিময় বা বাণিজ্য।

সাংশয়িক (ত্রি) সংশয়মাপন্নঃ সংশয় (সংশয়মাপন্নঃ। পা ৫।১।৭৩ ইতি ঠঞ্। সংশয়যুক্ত, সন্দেহবিশিষ্ট। পর্য্যায়—সংশয়াপন্নমানস, সন্দিহান। (জটাধর) ২ সংশয়বিষয়ক।

"তদ্ ব্রূহি তৎ মহাভাগ যৎ তে সাংশয়িকং হৃদি।"

(মার্কণ্ডেয়পু° ১০।৪৫)

সাংশয়িকত্ব (ত্রি) সাংশয়িকস্য ভাবঃ ত্ব। সাংশয়িকের ভাব বা ধর্ম্ম, সংশয়, সন্দেহ।

সাংশিত্য (পুং) সংশিতস্য গোত্রাপত্যং সংশিত-(গর্গাদিভ্যো যঞ্। পা ৪।১।১০৫) ইতি গোত্রাপত্যে যঞ্। সংশিতের গোত্রাপত্য।

সাংসর্গবিদ্য (ত্রি) সংসর্গবিদ্যামধীতে বেদ বা অণ্। (পা ৪।২।৬০) যিনি সংসর্গবিদ্যা অধ্যয়ন বা তাহা জ্ঞাত আছেন।

সাংসর্গিক (ত্রি) সংসর্গ-ঠক্। সংসর্গসম্বন্ধীয়।

সাংসারিক (ত্রি) সংসার-ঠক্। সংসার সম্বন্ধীয়, সংসার বিষয়সম্বন্ধীয়। ২ সংসারোপযোগী।

সাংসিদ্ধিক (ত্রি) স্বাভাবিক, যাহা স্বভাবসিদ্ধ, সংসিদ্ধি সম্বন্ধীয়।

সাংসিদ্ধ্য (স্ত্রী) সংসিদ্ধ ষ্যঞ্। সংসিদ্ধের ভাব বা কার্য্য, সম্যক্ রূপ সিদ্ধ।

সাংসৃষ্টিক (ত্রি) সংসৃষ্টি সম্বন্ধীয়। অকস্মাৎ উৎপন্ন।

সাংস্কারিক (ত্রি) সংস্কার সম্বন্ধীয়, যাহা সংস্কারোপযোগী, যাহাকে সংস্কার করিতে হইবে।

সাংস্থানিক (ত্রি) সংস্থানে ব্যবহরতীতি সংস্থান (কঠিনান্তপ্রস্তারসংস্থানেষু ব্যবহরতি। পা ৪।৪।৭২) ইতি ঠক্। ২ সমান দেশীয়। ২ সংস্থানযুক্ত, যাহার সংস্থান আছে।

সাংস্পীয়ক (ত্রি) সংস্পীয় সম্বন্ধীয়।

সাংস্রাবিণ (স্ত্রী) দুগ্ধের সুক্ষ ব্যাপিয়া সম্যক্ স্রাব। (সংক্ষিপ্তসার)

সাংহত্য (স্ত্রী) সংহতস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা অণ্। মিলিতের ভাব বা কর্ম্ম, মিলন, একত্র সম্মিলন।

সাংহাতিক (স্ত্রী) বরাকীচক্রস্থ সাংঘাতিক নক্ষত্র।

[বরাকী ও সাংঘাতিক শব্দ দেখ]

সাংহার (ত্রি) সংহার-অণ্। সংহার সম্বন্ধীয়।

সাংহিত (ত্রি) সংহিতা-অণ্। সংহিতা সম্বন্ধীয়।

সাংহিতিক (ত্রি) সংহিতামধীতে বেদ বা ঠঞ্। যিনি সংহিতা অধ্যয়ন করেন, বা সংহিতাসমূহের মর্ম্ম অবগত আছেন।

সাঁইচ (দেশজ) গৃহের অগ্রভাগ, যে সকল গৃহ খোল পাতাদি দ্বারা ছাওয়া হয়, তাহার অগ্রভাগকে সাঁইচ বা ছাঁচ বলে।

সাঁইত্রিশ (দেশজ) সপ্তত্রিংশৎ শব্দের অপভ্রংশ, ৩৭ সংখ্যা।

সাঁওতাল, ভারতবর্ষের একটি আদিম অনার্য্য জাতি। পশ্চিমবাঙ্গালা, উড়িষ্যা, ভাগলপুর ও সাঁওতালপরগণা জেলায় এই জাতির প্রধানতঃ বাস। সাঁওতাল নাম সাঁওতার শব্দের অপভ্রংশ। সাঁওতালগণ বহুপুরুষ পূর্ব্বে মেদিনীপুরের অন্তর্গতঃ সাঁওত নামক স্থানে বাস করিত। এই সাঁওত নাম হইতেই সাঁওতাল নামের উৎপত্তি কথিত আছে,এই স্থানে আগমন করিবার পূর্ব্বে তাহারা 'খরবার' নামে পরিচিত ছিল। এখনও সাঁওতালগণের মধ্যে 'হোড়' নাম প্রচলিত আছে। কিন্তু কর্ণেল ডালটন্ সাহেবের মতে সাঁওতাল নাম হইতে মেদিনীপুরের সাঁওত গ্রামের নামকরণ হইয়াছে। কারণ উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ ও কেউন্‌ঝর প্রদেশে সাঁওত নামে এক ক্ষুদ্র জাতি বাস করে। সুতরাং সাঁওত গ্রামের নাম হইতে সাঁওতাল জাতির নামকরণ হইয়াছে, অথবা সাঁওত জাতি পূর্ব্বে সেই গ্রামে বাস করিত বলিয়া, সেই গ্রাম সাঁওত নামে অভিহিত হইয়াছে তাহা নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন। কোন সাঁওতালকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে সে কোন জাতিভুক্ত তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ উত্তর করে যে, সে মাঝি (অর্থাৎ গ্রামের প্রধান) বা সাঁওতাল মাঝি।

য়ুরোপীয় জাতিতত্ত্ববিদ্‌গণ সাঁওতালদিগের শারীরিক বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়া ইহাদিগকে দ্রাবিড়ীয় বংশসম্ভূত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাম্রবর্ণ কিন্তু অধিকাংশই অঙ্গারসদৃশ ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ। নাসিকার অগ্রভাগ নিগ্রোদিগের ন্যায় স্থূল এবং হিন্দুগণের ন্যায় ইহাদিগের নাসিকা উন্নত নহে। মুখ বৃহৎ এবং ওষ্ঠদ্বয় পুরু; নিম্ন ওষ্ঠ সম্মুখ ভাগে অধিক বহির্গত। মস্তকের কেশ ঘন কুঞ্চিত এবং কৃষ্ণবর্ণ।

সাঁওতাল কিংবদন্তীতে প্রচলিত আছে যে, একটি বন্য হংসী (হাঁসডাক) হইতে এই জাতির উৎপত্তি। এই হংসী দুইটী ডিম্ব প্রসব করে এবং এই দুইটী ডিম্ব হইতে তাহাদের জাতির জন্মদাতা পিল্‌চুহাড়াম ও পিল্‌চুবুড়ি জন্মগ্রহণ করে। এই দুইজন পূর্ব্বপুরুষের বংশধরগণ সাতটী বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হয়। এই বিভাগ এখনও তাহাদিগের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে। ইহারা প্রথমে আহিরি-পিপিরি নামক স্থানে বাস করিত। অনেকের বিশ্বাস এই আহিরী-পিপিরি হাজারিবাগের আহুরি পরগণা। তথা হইতে তাহারা পশ্চিমাভিমুখে অগ্রবর্ত্তী হইয়া খোজ-কমনে উপস্থিত হয়। সেই স্থানে তাহাদিগের পাপাচরণ হেতু অগ্নিবর্ষণ হওয়ায় সকলেই বিনষ্ট হয়, কেবল একটি দম্পতী হর পর্ব্বতোপরি আশ্রয় লইয়া জীবন রক্ষা করে। এই দম্পতী নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া, অবশেষে চাপা নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই স্থানে তাহারা বংশানুক্রমে বহুকাল অতিবাহিত করে এবং এই স্থানেই সাঁওতালদিগের বর্ত্তমান সমাজ গঠিত হয়। হিন্দুগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া, সাঁওতালগণ সাঁওতে আসিয়া উপনিবেশ সংস্থাপনপূর্ব্বক প্রায় দুই শত বৎসর তথায় রাজত্ব করে। পুনরায় হিন্দুগণ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া, তাহারা হাথির সিং রাজার অধীনে মানভূম জেলার পাচেট নামক স্থানে উপনীত হয়। তথায় তাহাদের রাজগণ হিন্দুধর্ম অবলম্বন করিয়া রাজপুত বলিয়া গণ্য হইল। সেই জন্য এখনও সাঁওতাল রাজবংশের সহিত তাহাদের বিবাহাদি প্রচলিত আছে। কিন্তু সাঁওতাল প্রজাগণ স্বীয় ধর্ম পরিত্যাগ করিল না, তাহারা রাজাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সাঁওতাল পরগণার অভিমুখে যাত্রা করিল। এখনও তাহারা তথায় বাস করিতেছে।

এই সকল কিংবদন্তির মূলে বোধ হয় কোন ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত নাই। কারণ সাঁওতালদিগের মধ্যে কোন প্রকার ভাট বা চারণ নাই; তদ্ভিন্ন তাহারা এখনও এতাদৃশ অসভ্য যে অতীত ঘটনাবলী স্মরণ রাখিবার অভিপ্রায়ে কেবল মাত্র রজ্জুতে গ্রন্থি দেয়। সুতরাং কোন ঐতিহাসিক তাহাদিগের কিংবদন্তির উপরে আস্থা স্থাপন করিতে পারে না।

সাঁওতালগণ বারটি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। হাঁসদাক, মুরমু, কিসকু, হেম, সোরেন, মরন্দি, সারেন, টুডু এই সাতটি শ্রেণী আদিপুরুষ পিল্‌চুহাড়াম ও পিল্‌চুবুড়ির সাতটি পুত্রের বংশধর। তদ্ভিন্ন অন্য ৫টি শ্রেণীর উৎপত্তি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গল্পগুলি প্রচলিত আছে। যখন সাঁওতালগণ চাপায় অবস্থিতি করিতেছিল সেই সময় একদল লোক দেবতাদিগকে 'ধনাক' নামক খাদ্য প্রদান করে, তজ্জন্য তাহারা "বস্ক" নামে ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত হয়। অন্য একদল লোক দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া উঠিল বলিয়া, তাহারা 'বেসরা' বা কামুক নামে অভিহিত হইল। সাঁওতালগণ দলবদ্ধ হইয়া অরণ্যে মৃগয়া করিত। এইরূপ একটি মৃগয়া করিতে গিয়া একদল লোক কেবল পারাবত শীকার করিল এবং অন্য দলও অন্য কোন শীকার না পাইয়া, কেবল সিরসিটি শীকার করিয়া আনিল। এই জন্য, উক্ত দুই দল পৌরিয়া (পারাবত) এবং চোরে (সিরসিটী) নামে পরিচিত হইল। সাঁওতালগণ যখন চাপা পরিত্যাগ করিল, তৎকালে কেবল মাত্র একদল তথায় থাকিয়া গেল। ইহারাই বেদিয়া নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সাঁওতালদিগের মধ্যে এই বেদিয়া সর্ব্বনিম্ন শ্রেণী। শুনা যায়, এই শ্রেণীর জন্মদাতার ঠিক নাই, আবার কোন কোন সাঁওতাল বলে যে রাজপুতের ঔরসে ও কিসকু রমণীর গর্ভে এই শ্রেণীর উৎপত্তি। এই সাঁওতাল বেদিয়া শ্রেণী ও ভ্রমণশীল বেদিয়া জাতি এক কি না, ঠিক বলা যায় না, তবে হইতে পারে যে ভ্রমণকারী বেদিয়াগণ, রাজপুত ও সাঁওতাল হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু কেবল নামের উপর নির্ভর করিয়া সাঁওতাল বেদিয়া ও ভ্রমণশীল বেদিয়াগণ যে এক জাতি তাহা প্রতিপন্ন করা সমীচীন নহে।

বারটি সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে। সম্প্রদায়গুলি আবার ভিন্ন ভিন্ন খুঁট বা থাকে বিভক্ত। এক সম্প্রদায়ভুক্ত লোক সেই সম্প্রদায়ে বিবাহ করিতে পারে না; তাহাদিগকে অন্যকুলে বিবাহ করিতে হয়, তবে তাহারা মাতৃকুলেও বিবাহ করিতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহকালে বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

রমণীগণ পূর্ণযৌবন প্রাপ্ত হইলে, নিজ মনোমত পতি নির্ব্বাচন করে। অবিবাহিত বালিকা কোন যুবকের সহবাসে গর্ভবতী হইলে, সেই যুবক তাহার প্রণয়িনীকে বিবাহ করিতে বাধ্য। সে এই বিবাহে অস্বীকৃত হইলে, গ্রামের প্রধান বা মণ্ডল তাহাকে অত্যন্ত প্রহার করে এবং তাহার পিতার জরিমানা করে। সাঁওতাল-বিদ্রোহের পরে (১৮৫৫ খৃঃ অব্দে) ধনী সাঁওতালগণ হিন্দুদিগের ন্যায় ৮।১০ বৎসর বালিকার বিবাহ দিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করে। কিন্তু এই প্রথা অধিক দিন প্রচলিত ছিল না। আজকাল পূর্ণবয়স্ক না হইলে প্রায়ই বালিকার বিবাহ

হয় না। সাঁওতালদিগের মধ্যে বহু বিবাহ প্রথা নাই ; তবে পত্নী বন্ধ্যা হইলে, তাহার অনুমতি লইয়া, স্বামী দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিতে পারে। সেইরূপ প্রথমা পত্নী বর্ত্তমান থাকিতেও দেবর স্বীয় বিধবা ভ্রাতৃ-জায়াকে বিবাহ করিতে পারে। এক সময়ে সাঁওতাল স্ত্রীগণের মধ্যে বহুপতিগ্রহণপ্রথা প্রচলিত ছিল। এখনও কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বীয় জ্যেষ্ঠভ্রাতৃবধূকে উপভোগ করে, তবে প্রকাশ্য ভাবে এই কার্য্য সংসাধিত হওয়া ইহাদিগের চক্ষে বিশেষ নিন্দনীয় কর্ম্ম। আবার বিবাহিতা স্ত্রী স্বেচ্ছায় স্বীয় কনিষ্ঠা ভগিনীকে তাহার স্বামীর সহিত সহবাস করিতে দেয় এবং সে গর্ভবতী হইলে, যুবক তাহাকে বিবাহ করিয়া লোক-লজ্জা নিবারণ করে।

সাঁওতালদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত বিভিন্ন বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে ;—(১) বপল বা কিরিং বেহু, (২) ঘারদি জাবাই, (৩) ইতুত, (৪) নিরবোলোক, (৫) সাঙ্গা, (৬) কিরিং জাবাই। পুত্রের পিতা কন্যান্বেষণকরণার্থ একজন ঘটক নিযুক্ত করে। কন্যার পিতা এই বিবাহ প্রস্তাবে সম্মত হইলে, কন্যা তাহার দুইজন সহচরী সমভিব্যাহারে জগ-মাঝির (গ্রামের প্রধান পুরোহিত) গৃহে গমন করে। তথায় পাত্রের পিতা কন্যাকে দর্শন করে। এই কন্যা তাহার মনোমত হইলে, কন্যার পিতাও পাত্রের বাটিতে উপস্থিত হইয়া, পাত্র মনোনীত করে। এইরূপে পাত্র ও পাত্রী উভয়পক্ষের মনোনীত হইলে, কন্যা ক্রয়ের মূল্যের কিয়দংশ প্রদত্ত হয়। কন্যার মূল্য সাধারণতঃ ৩৲ টাকা ; তদ্ব্যতীত পাত্রকে কন্যার জন্য একখানি সাড়ি এবং তাহার পিতামহী ও মাতামহী জীবিত থাকিলে, তাহাদের ব্যবহারার্থেও দুই খানি সাড়ি প্রদান করিতে হয়। এই সকল দ্রব্য ভিন্ন অধিক কোন সামগ্রী উপহার স্বরূপ প্রদত্ত হইলে, তৎপরিবর্ত্তে কন্যার পিতা স্বীয় জামাতাকে একটী গাভী প্রদান করিতে বাধ্য। বিধবা ও স্বামীপরিত্যক্তা স্ত্রীবিবাহে কন্যার মূল্য সাধারণ বিবাহ মূল্যের অর্দ্ধেক। কারণ সাঁওতালদিগের দৃঢ় বিশ্বাস যে, এইরূপ স্ত্রী কেবল মাত্র ইহলোকে উপভোগ্যা ; কিন্তু পরলোকে ইহারা তাহাদের পূর্ব্বস্বামীর প্রাপ্য।

মহুয়া বৃক্ষের নিম্নে বিবাহসংক্রান্তক্রিয়াদি অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ, কন্যার কপালে ও সীমন্তে সিন্দুরলেপন। ইহার নাম সিন্দুর-দান। বোধ হয়, সিন্দুরদানপ্রথা সাঁওতালগণ হিন্দুদিগের নিকট হইতে অনুকরণ করিয়াছে। কিন্তু কোন কোন জাতিতত্ত্ববিদ্‌গণের বিশ্বাস যে, মনুষ্যের আদিম অসভ্য অবস্থায় বিবাহকালে স্ত্রীপুরুষে স্বীয় রক্ত মিশ্রিত করিয়া, সেই রক্ত তাহারা সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিত। পাশ্চাত্য জাতিবিদ্‌গণ অনুমান করেন, এই শোণিতলেপন হইতে কালক্রমে বিবাহকালে সিন্দুর লেপনের উৎপত্তি হইয়াছে।

কন্যা কুৎসিত বা বিকৃতাঙ্গ হইলে তাহার ঘারদি-জাবাই নামে দ্বিতীয় প্রকার বিবাহ হয়। এই বিবাহ হইলে, জামাতা ৫ বৎসর শ্বশুরের চাকরি করে, গৃহে অবস্থিতি করিয়া তাহার অধীনে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত থাকে এবং এই ৫ বৎসর গত হইলে সে একজোড়া বলদ, কিছু চাল এবং কতকগুলি কৃষি যন্ত্রাদি প্রাপ্ত হইয়া নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে ; তাহার পর আর তাহার সহিত শ্বশুর কুলের কোন সম্পর্ক থাকে না।

যদি কোন যুবক মনে করে যে, তাহার প্রণয়িনী তাহাকে সুনয়নে দৃষ্টি করে না, অথচ সে তাহাকে বিবাহ করিতে নিতান্ত ব্যাকুল, তাহা হইলে সেই যুবক হস্তে সিন্দুর অথবা ধূলি লেপন করিয়া হাট বা অন্য কোন প্রকাশ্য-স্থানে সেই যুবতীর অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকে এবং পাছে পথমধ্যে কন্যার অভিভাবকগণ কর্ত্তৃক প্রহারিত হয় এই ভয়ে তাহাকে দেখিবামাত্র তাহার অঙ্গে সিন্দুর বা ধূলি-লেপনপূর্ব্বক সেই স্থান হইতে দৌড়িয়া পলায়ন করে। এই ঘটনা কন্যার অভিভাবকগণের কর্ণগোচর হইলে তাহারা তৎক্ষণাৎ গ্রামের প্রধানের অনুমতি লইয়া যুবকের গৃহে উপস্থিত হয় এবং যুবকের তিনটি ছাগ বধ করিয়া ভোজন করে। তৎপরে এই বিবাহে কন্যার মূল্য স্বরূপ দ্বিগুণ অর্থ নির্দ্ধারিত হয়। এই বিবাহের নাম ইতুত।

সেইরূপ কন্যা জোর করিয়া কখন কখন স্বীয় মনোমত পাত্রকে বিবাহ করে। ইহাকে নির-বোলোক বলে। যুবতী একটি হাঁড়িতে হাঁড়িয়া নামে এক প্রকার মদ লইয়া তাহার প্রেমাস্পদের ভবনে গিয়া তথায় বাস করিবার জন্য তাহাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করে। এই যুবতীকে বলপ্রয়োগে গৃহবহিষ্কৃত করা রীতি ও রুচি বিরুদ্ধ। পাত্রের মাতা তাহাকে বিতাড়িত করণার্থ অগ্নিতে লঙ্কা প্রক্ষেপ করে, এই লঙ্কার ধূম সহ্য করিয়া যদি যুবতী তথায় অবস্থান করে, তাহা হইলে পাত্রের মাতা তাহার সহিত স্বীয় পুত্রের বিবাহ দেয়।

বিধবা ও পরিত্যক্তা স্ত্রীর পত্যন্তর গ্রহণের নাম সাঙ্গা। কন্যা পাত্রের বাটীতে উপনীত হইলে, পাত্র দিবু পুষ্প সিন্দুর চিহ্নিত করিয়া বামহস্তে কন্যার কেশোপরি সংলগ্ন করিয়া দেয়।

কোন অবিবাহিত-কন্যা তাহার অবিবাহ্য শ্রেণীর কোন যুবক কর্ত্তৃক অন্তঃসত্ত্বা হইলে, তাহার অভিভাবকেরা একটি পাত্র অন্বেষণ করে। কন্যার প্রেমাস্পদ তাহাকে দুইটী বলদ, একটি গাভী ও কিছু চাল দিতে স্বীকৃত হইলে সে সেই কন্যাকে স্বীয় পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে সম্মত হয়। তৎপরে গ্রামের প্রধান তাহাদিগকে স্ত্রীপুরুষ বলিয়া স্বীকার করিলেই এই কিরিং-জাবাই নামক বিবাহ সম্পন্ন হয়।

সাঁওতালদিগের মধ্যে যদিও বিধবা-বিবাহপ্রথা প্রচলিত

আছে, তথাপি মৃতপতির কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বিবাহ করাই প্রশস্ত। বিধবা স্বীয় ভাসুরকে কোন মতেই বিবাহ করিতে পারে না। স্বামী অথবা স্ত্রীর ইচ্ছানুসারে বিবাহ ভঙ্গ হয়। যদি বিনা-কারণে স্বামী বিবাহভঙ্গ করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়, তাহা হইলে স্বামী জরিমানা স্বরূপ কএক টাকা স্ত্রীকে প্রদান করিতে বাধ্য এবং স্ত্রীর ইচ্ছায় এই কার্য্য সংসাধিত হইলে, কন্যার পিতা জামাতাকে বিবাহের মূল্য ও কিঞ্চিৎ জরিমানা দিতে বাধ্য। সমাগত পল্লীবাসীর সম্মুখে স্ত্রীপুরুষ উপস্থিত হইলে, পুরুষ তাহাদের বিবাহভঙ্গের চিহ্ন স্বরূপ তিনটি শালপত্র ছিন্ন করে এবং একটি জলপূর্ণ পিত্তল কলস উল্টাইয়া দেয়। এইরূপে সাঁওতালদিগের মধ্যে বিবাহ-ভঙ্গ সম্পন্ন হইয়া থাকে।

সাঁওতালদিগের উত্তরাধিকারবিধি হিন্দুগণের ন্যায় নহে; পিতার মৃত্যুর পর, পুত্রগণ পৈতৃকসম্পত্তি উত্তরাধিকারি-সূত্রে সমভাবে প্রাপ্ত হয়। কন্যা পৈতৃক সম্পত্তির কোন অংশ পায় না, তবে সম্পত্তি-বিভাগকালে একটী গাভী লাভ করে। পিতার মৃত্যুর সময় পুত্রগণ অল্পবয়স্ক থাকিলে, যে পর্য্যন্ত না তাহারা সকলে সম্পত্তি ভাগ করিয়া পৃথক্ ভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার উপযুক্ত হয়, ততদিন মাতা সেই সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করে। তৎপরে মাতা স্বীয় কনিষ্ঠ পুত্রের সহিত তাহার জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করিয়া থাকে।

সাঁওতালদিগের মধ্যে বহুবিধ পূজা প্রচলিত আছে। নিম্নে কএকটি দেবতার বিষয় লিখিত হইল। (১) মরঙ বুরু—ইনি দেবতাদিগের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান। ইহার অসাধারণ ক্ষমতা। (২) মোরেকো (অগ্নি); পূর্ব্বে মোরেকোর পঞ্চ সহোদরের পূজা প্রচলিত ছিল, এক্ষণে কেবলমাত্র মোরেকোর পূজা হইয়া থাকে। (৩) জাহির ইরা—মোরেকোর ভগিনী। প্রত্যেক গ্রামের বন মধ্যে এক একটি স্থান এই দেবীর অধিষ্ঠানভূমি বলিয়া পরিচিত হয়। (৪) গোসেন ইরা—জাহির ইরার কনিষ্ঠা ভগিনী। (৫) পরগণা—ইনি ডাকিনীগণের উপর কর্ত্তৃত্ব করেন, সেই জন্য সকলেই ইহাকে বিশেষ ভক্তি করে। (৬) মাঝি—ইনি পরগণার অধীনস্থ সর্ব্বপ্রধান দেবতা। দেবতারা যাহাতে মনুষ্যের অনিষ্ট করিতে না পারে, এই বিষয়ে তিনি সতত দৃষ্টি রাখেন। সাঁওতালদিগের বিশ্বাস যে, তাহাদের ন্যায় দেবতাদিগের মধ্যেও মাঝি বা প্রধান আছে, দেব-মাঝিও অন্যান্য দেবতাদিগকে শাসন করে। বন মধ্যে এই সকল দেবতার পূজা হয় কেবল মরঙ বুরুর পূজা গৃহেও সম্পন্ন হইয়া থাকে।

এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক গৃহস্বামীর দুইটি বিভিন্ন কুলদেবতা আছে; ওরাক্ বংগ বা গৃহদেবতা এবং আবগে বংগ বা গুপ্তদেবতা। কোন সাঁওতাল তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ভিন্ন অপর কাহারও নিকটে স্বীয় কুলদেবতাদ্বয়ের নাম প্রকাশ করে না। গৃহস্বামী স্বীয় পরিবারস্থ স্ত্রীগণের নিকটে এই দেবতাদ্বয়ের নাম ও পূজা প্রকরণ বিশেষভাবে গোপনে রাখে; কারণ তাহার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাহারা এই সকল দেবতাদিগকে বশীভূত করিয়া ফেলিবে ও অচিরে ডাকিনীতে পরিণত হইয়া পরিবারস্থ সকলকে খাইয়া ফেলিবে। ওরাক্ বংগের উদ্দেশে যে সকল খাদ্য সামগ্রী উৎসর্গীকৃত হয়, সেগুলি পরিবারস্থ সকলেই আহার করে। কিন্তু আবগে-বংগের প্রসাদ কেবল মাত্র পুরুষেরা গ্রহণ করিতে পারে।

সাঁওতালদিগের মধ্যে পূর্ব্বে নরবলি প্রচলিত ছিল। এখনও সময়ে সময়ে সাঁওতালগণ নিজ দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিবার মানসে অথবা প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির আশায় দেবতার সম্মুখে নরবলি দিয়া থাকে।

পৌষমাসে ক্ষেত্র হইতে শস্য গৃহে আনীত হইলে সাঁওতালেরা এই উপলক্ষে উৎসব করে। ইহাই তাহাদিগের প্রধান উৎসব। দেবতার স্থানে পুরোহিত কর্ত্তৃক কুক্কুটবলি প্রদত্ত হয়, তদ্ভিন্ন গ্রামবাসীরা শূকর, ছাগ ও কুক্কুট উৎসর্গ করিয়া থাকে। এই উৎসব কালে গ্রামস্থ স্ত্রীপুরুষ সকলেই মদিরা-সেবনে উন্মত্ত হইয়া যথেচ্ছাচারে আনন্দ উপভোগ করে। তৎকালে রমণীগণ সতীত্ব ধর্ম্ম রক্ষা করিতে অসমর্থ হয়। এই সময়ে এরূপভাবে যথেচ্ছাচারী হইয়া স্ত্রীগণের পরপুরুষ সহবাস তেমন নিন্দনীয় নহে। ফাল্গুন মাসে শালফুল প্রস্ফুটিত হইলে সাঁওতালগণ আর একটি উৎসব সম্পন্ন করে। এই উৎসব উপলক্ষেও দেবতার সম্মুখে বহু বলি প্রদত্ত হয় এবং সাঁওতালগণ পরস্পর প্রীতিভোজে যোগদান করে। দিবারাত্র নাচ-গান চলিতে থাকে এবং বংশীর মধুর স্বরে পল্লী মুখরিত হইয়া উঠে। তদ্ভিন্ন আষাঢ় মাসে ক্ষেত্রে বীজ বপন করিবার সময়ে এবং ভাদ্র মাসে ধান্যের অঙ্কুরোদগম হইলে সাঁওতালগণ নানাবিধ উৎসব করে। পৌষের প্রথম দিবসে, ইহারা মৃত পূর্ব্বপুরুষগণের উদ্দেশে চিঁড়া, গুড় ও রুটি উৎসর্গ করে। অন্য সময়েও ইহারা মৃতব্যক্তির পূজা করিয়া থাকে। মাঘ মাসে সাঁওতালদিগের বর্ষ সমাপ্ত হয়। প্রত্যেক সাঁওতাল জীবনে অন্ততঃ একবারও জমসিম্ পূজা করিতে বাধ্য। এই পূজায় তাহারা সূর্য্যদেবের উদ্দেশে একটি ছাগল ও একটি ভেড়া বলি দেয়। এই পূজার এক বৎসর পরে, সাঁওতালেরা গৃহ দেবতার সম্মুখে একটি গাভী এবং মরঙবুরু ও পূর্ব্বপুরুষগণের প্রেতাত্মার উদ্দেশে একটি ষাঁড় বলি দেয়। এই পূজা হুড়ম্ জত্রা নামে অভিহিত।

প্রত্যেক সাঁওতাল-পল্লীতে যেমন এক একজন মাঝি বা প্রধান থাকে, সেইরূপ কএকটি পল্লী বা প্রত্যেক পরগণা একজন পরগণাইতের অধীনে থাকে। পরগণাস্থ সমাজের সকলের উপরে

নির্ণয় করিতে হয়। ঋণের দ্বৈধ-স্থলে যাহারা ক্রিয়াবান্ তাহাদেরই বাক্য গ্রহণীয়।

সাক্ষ্যস্থলে চক্ষুগ্রাহ্যবিষয়ে সাক্ষাৎ-দর্শনে এবং শ্রবণযোগ্য ব্যাপারের শ্রবণে সাক্ষ্য সিদ্ধ হয়। ঐ সকল ঘটনায় যে সাক্ষী সত্য কথা বলেন, তিনি ধর্ম্ম ও অর্থ হইতে চ্যুত হন না। যাহা দেখিয়াছে বা যাহা শুনিয়াছে, সাক্ষী যদি তাহার অন্যথা বলে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি পরকালে অধোমুখী হইয়া নরকগামী হয়।

অর্থী ও প্রত্যর্থীর মনোনীত না হইলেও যদি কেহ কিছু দেখে বা শুনে, বিচারক যদি তাহাদিগকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে তাহারা যথাদৃষ্ট বা যথাশ্রুত বিষয় বলিবে, তাহারা যথাযথ বলিলে পাপভাগী হয় না। লোভহীন এক ব্যক্তিই সাক্ষী হইবে, কিন্তু স্ত্রীলোক শুচি হইলেও সাক্ষীর যোগ্য নহে; কারণ স্ত্রী-বুদ্ধি অস্থির। চৌর্য্যাদি দোষাক্রান্ত স্ত্রী বা পুরুষ কেহই সাক্ষী হইতে পারিবে না। সাক্ষীরা স্বাভাবিক যাহা বলিবে, রাজা তাহাই গ্রহণ করিবেন। তদ্ব্যতীত কোন কারণ বশতঃ স্বভাবাতিরিক্ত যাহা কিছু বলিবে, তাহা গ্রাহ্য হইবে না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সাক্ষীকে কোনরূপ জেরা করিবে না, সাক্ষী আপনা হইতেই যাহা বলিবে, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। জেরাতে যদি কোনরূপ ভিন্ন বলে, তাহা প্রমাণ রূপে গ্রাহ্য হইবে না।

সভা মধ্যে বিচারক অর্থী ও প্রত্যর্থীর সম্মুখে সাক্ষীদিগকে উপস্থিত করিয়া প্রিয় বচনে তাহাদিগকে বলিবেন যে, তোমরা বাদী ও প্রতিবাদীর উপস্থিত বিষয়ে যাহা জান, তাহা সত্য করিয়া বল, যে হেতু তোমাদিগকে এ বিষয়ে সাক্ষ্য মানা হইয়াছে। সাক্ষ্য-স্থলে সত্য-বাক্য কহিয়া সাক্ষী পরকালে উৎকৃষ্টতম লোক সকল লাভ এবং ইহকালে অত্যুত্তমা কীর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মাও সত্যবাক্যের পূজা করেন। সাক্ষ্যস্থলে মিথ্যাবাক্য বলিলে বরুণ-পাশে বদ্ধ হইয়া অবশভাবে শতজন্ম যাতনাপ্রাপ্ত হইতে হয়। অতএব সত্য-সাক্ষ্য দিবে।

সত্য-কথনে সাক্ষী পাপমুক্ত এবং তাহার ইহাতে ধর্ম্ম বৃদ্ধি হয়; অতএব সকল বর্ণের সাক্ষীরই সত্য বলা উচিত। দেহস্থিত আত্মাই আপনার শুভাশুভ কর্ম্মের সাক্ষী, তিনিই একমাত্র মানবের শরণ, অতএব মিথ্যাসাক্ষ্য দ্বারা তাঁহাকে অবমাননা করিও না। পাপকারীরা মনে করে যে, আমাদিগের পাপ কেহ দেখিতে পায় না, কিন্তু তাহা নহে, দেবতারা তাহাদিগের সেই পাপ সকল দেখিয়া থাকেন এবং অন্তরপুরুষ তাহা জানিতে পারেন। আকাশ, ভূমি, জল, হৃদয়, চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, যম ও বায়ু প্রভৃতি ইহা বিশেষ রূপে জানিয়া থাকেন। অতএব সাক্ষ্যস্থলে মিথ্যাপ্রয়োগ কদাচ বিধেয় নহে।

বিচারক সাক্ষীগ্রহণস্থলে পূর্ব্বাহ্ণ কালে দেবতাপ্রতিমা সন্নিধানে অথবা ব্রাহ্মণসমীপে ব্রাহ্মণকে সাক্ষীবিষয়ে যাহা জান তাহাই বল, এবং ক্ষত্রিয়কে সত্য করিয়া বল, এবং বৈশ্যকে গো, বীজ ও সুবর্ণ দ্বারা শপথ করিয়া বল এবং শূদ্রকে সমুদায় পাতক দ্বারা শপথ করিয়া বল, বর্ণবিশেষে তিনি সাক্ষীকে এইরূপে প্রশ্ন করিবেন। তিনি সাক্ষীদিগকে আরও কহিবেন যে, ব্রাহ্মণহত্যা, স্ত্রী-হত্যা, বালক-হত্যা, মিত্রদ্রোহীর ও কৃতঘ্নের যে যে লোক শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে, সাক্ষ্যস্থলে মিথ্যা বলিলে তোমার ঐ ঐ লোক প্রাপ্তি হইবে। হে ভদ্র! তুমি জন্মাবধি যে কিছু পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছ, সে সকল পুণ্য কুকুরে গমন করিবে। যদি তুমি সাক্ষ্য স্থলে মিথ্যা বল, তুমি মনে করিয়াছ যে তুমি একাকী আছ, তাহা নহে, পাপপুণ্যের দ্রষ্টা সর্ব্বজ্ঞ এই পরমাত্মা নিত্য তোমার হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন। এই সকল বিবেচনা করিয়া সত্য সাক্ষ্য দিবে। মিথ্যা সাক্ষ্য দানে সকল পুণ্য ক্ষয় এবং নরকভোগ ইহা বুঝিয়া তুমি যাহা দেখিয়াছ বা শুনিয়াছ তাহা সত্য করিয়া বল।

গোরক্ষক, বাণিজ্য-জীবী, পাচক, নর্ত্তকাদি, দাসকর্ম্মজীবী এবং বৃদ্ধিজীবী ব্রাহ্মণকে শূদ্রের ন্যায় সাক্ষ্যপ্রশ্ন করিবে। স্থান বিশেষে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেও তাহা দোষাবহ হয় না; এক প্রকার জানিয়া ধর্ম্মবুদ্ধিতে অন্য প্রকার কহিলে তাহার হানি হইবে না। এইরূপ বাক্যকে দেববাক্য কহে; যে স্থলে সত্য কথা কহিলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রের প্রাণবধ হয়, এইরূপ স্থলে বরং মিথ্যাসাক্ষ্য দিতে পারা যায়। কিন্তু যিনি এইরূপ মিথ্যা-সাক্ষ্য দিবেন, তিনি দোষ পরিহারের জন্য চরুপাক করিয়া বাগ্‌দেবতা সরস্বতীর উদ্দেশে যাগ করিবেন।

যদি কোন সাক্ষী অরোগী থাকিয়া ত্রিপক্ষের মধ্যে ঋণাদি ব্যবহারবিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান না করে, তাহা হইলে উক্ত ঋণ উহাকে দিতে হইবে এবং যত ধনের দাবী হইবে, তাহার দশ ভাগের একভাগ রাজাকে দণ্ডস্বরূপ প্রদান করিতে হইবে। সাক্ষী দিয়া সপ্তাহ মধ্যে যদি সাক্ষীর উৎকট রোগ, গৃহদাহ বা পুত্রাদি সন্নিহিত জ্ঞাতিমরণ হয়, তবে ঐ সাক্ষীকে ঋণ ও অপরাধানুসারে রাজদণ্ড দিতে হইবে।

যে বিবাদে মিথ্যা-সাক্ষ্য প্রকাশ পাইবে, রাজা সেই বিবাদের পুনরায় আবার বিচার করিবেন। মিথ্যা সাক্ষ্য দ্বারা যাহা কিছু কৃত হইয়াছিল, তাহা সকলই অকৃতের ন্যায় গণ্য হইবে। লোভ, মোহ, ভয়, স্নেহ, কাম ও ক্রোধ হেতু যে সাক্ষ্য প্রদত্ত হইয়াছে এবং অজ্ঞানে বা অমনোযোগে যে সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে, তাহা অগ্রাহ্য।

যাহারা মিথ্যা-সাক্ষ্য প্রদান করে, রাজা তাহাদিগকে দণ্ড-বিধান করিবেন। এই দণ্ডবিধানের বিশেষ নিয়ম আছে, লোভাধীন মিথ্যাসাক্ষ্য দিলে হাজার পণ দণ্ড, মোহবশতঃ মিথ্যা-সাক্ষ্যে আড়াই শত পণ, কামাধীন মিথ্যাসাক্ষ্যে আড়াই হাজার পণ, ক্রোধাধীন মিথ্যাসাক্ষ্যে তিন হাজার পণ, অজ্ঞানতঃ মিথ্যাসাক্ষ্যে দুইশত পণ এবং অনবধানতাবশতঃ মিথ্যা-সাক্ষ্য দিলে একশত পণ দণ্ড হইবে। রাজা এইরূপে মিথ্যা-সাক্ষ্য-কারীকে দণ্ডবিধান করিবেন।

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই তিন বর্ণ যদি বারংবার মিথ্যাসাক্ষ্য দেয়, তাহা হইলে রাজা তাহাদিগকে পূর্ব্বোক্তরূপে দণ্ডবিধান করিয়া দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিবেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ এইরূপ করিলে তাহার কোনরূপ অর্থদণ্ড না করিয়া দেশ হইতে তাড়াইয়া দিবেন। (মনু ৮ অ°)

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় এই সাক্ষীর বিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে। কোন বিষয় মীমাংসার জন্য রাজার নিকট নালিশ করিলে অন্ততঃ তিনজন সাক্ষী দ্বারা তাহা প্রমাণ করিতে হইবে। তপোনিষ্ঠ, দানশীল, সৎকুলীয়, সত্যবাদী, ধর্ম্মপ্রধান, সরল-স্বভাব, পুত্রবান্, সম্পত্তিশালী, যথাসম্ভব শ্রৌত-স্মার্ত্ত ও নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠানী এবং ব্যবহর্ত্তার সজাতি বা সবর্ণ এই সকল গুণবিশিষ্ট তিনজন সাক্ষী হওয়া আবশ্যক। সজাতি বা সবর্ণ সাক্ষী যদি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে সকল জাতীয় সকল বর্ণীয় ব্যক্তিকেই সাক্ষী মানা যাইতে পারে।

স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, কিতব, শ্রোত্রিয়বৃন্দ, তাপসবৃন্দ এবং পরিব্রাজকাদি ইঁহারা শাস্ত্রীয় বচনানুসারে সাক্ষিমধ্যে পরি-গণিত নহে। এই বিষয়ে শাস্ত্রেও কোন কারণ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। সুরাদি সেবনে মত্ত, উন্মত্ত, অভিশপ্ত, রঙ্গাবতারী, পাষণ্ডী, কূটকারী, বিকলেন্দ্রিয়, পতিত, বন্ধু, অর্থসম্বন্ধী অর্থাৎ যাহার সহিত বিবাদী বিষয়ের স্বার্থ সম্বন্ধ আছে, সহায়, শত্রু, চোর, সাহসী (গোঁয়ার), দৃষ্টদোষ, বদ্ধ, পরিত্যক্ত ইত্যাদি গুণযুক্ত ব্যক্তিগণ সাক্ষী হইবার অযোগ্য। উভয়পক্ষ সম্মত ধর্ম্মজ্ঞ একজন সাক্ষ্য হইবে, কিন্তু এই নিন্দিত গুণযুক্ত ব্যক্তি-গণকে কদাচ সাক্ষ্য মানিবে না। রাজা সাক্ষী লইবার কালে মিথ্যাসাক্ষ্য দিলে যে দোষ হয়, তাহা সাক্ষীকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিবেন।

সাক্ষী মানিত হইয়া যে ব্যক্তি সাক্ষ্যপ্রদান না করে, তাহার পাপ এবং দণ্ড কূটসাক্ষীর ন্যায়। সাক্ষিগণ যাহার লিখিত প্রতিজ্ঞাকে সত্য বলিয়া প্রকাশ করে, সে জয়ী হয়, এবং লিখিত প্রতিজ্ঞান যাহার অন্যরূপ প্রকাশ হয়, তাহার পরাজয় হইয়া থাকে। কতিপয় সাক্ষী একরূপ বলিয়া গেলেও যদি অন্য সাক্ষীর বা বাদীর অপরাপর অতিশয় গুণবান্ ব্যক্তি কিংবা বহুলোক অন্যরূপ সাক্ষ্য প্রদান করে, তাহা হইলে পূর্ব্ব-সাক্ষীগণ কূটসাক্ষী বলিয়া পরিগণিত হয় এবং যাহারা কূট-সাক্ষী দিবে রাজা তাহাদের দণ্ড বিধান করিবেন। বিবাদপরাজিত ব্যক্তির যে দণ্ড হইবে, কূটসাক্ষীর তাহার দ্বিগুণ হইবে এবং রাজা তাহাকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিবেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ কূটসাক্ষী হইলে তাহার কোনরূপ দণ্ড না করিয়া তাহাকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে হইবে।

সাক্ষী সাক্ষ্য দিবার জন্য অঙ্গীকৃত হইয়া পরে যদি তাহা অস্বীকার করে তাহা হইলে বিবাদপরাজিত ব্যক্তির যে দণ্ড হইবে, তদপেক্ষা ৮ গুণ অধিক তাহার দণ্ড হইবে। রাজা তাহার এইরূপ দণ্ডবিধান করিয়া পরে তাহাকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন। যে বিবাদে সত্যকথা বলিলে ব্রহ্ম-চারীর প্রাণদণ্ড হয়, সেই স্থলে সাক্ষী মিথ্যা বলিতে পারে। পরে এই পাপনাশের জন্য সারস্বতচরু নির্ব্বপণ করিতে হয়।
(যাজ্ঞবল্ক্য° ২ অ°)

মিথ্যাসাক্ষ্য-দানকারীর সকল পুণ্যক্ষয় এবং নরক হইয়া থাকে, এইজন্য সাক্ষ্যস্থলে কদাচ মিথ্যা বলিবে না। মিথ্যা মহাপাপ বলিয়া গণ্য, তাহার উপর রাজার সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়া যদি মিথ্যা প্রয়োগ করা হয়, তাহা হইলে কিরূপ পাপ হইবে, তাহা বিবেচনা করিলেই বুঝা যায়। ব্যবহারতত্ত্বে এই সাক্ষীর বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা আর এই স্থলে লিখিত হইল না।

সাক্ষিপ্ত (অব্য) আক্ষিপ্ত অর্থাৎ আক্ষেপ, মনোবৈকল্য, তাহার সহিত বর্ত্তমান, মনোবিক্লবতাযুক্ত।

"বেদং সাক্ষিপ্তমাধায় রক্তেনৈকেন বাসসা" (ভারত ১ প°)

'সাক্ষিপ্তং আক্ষিপ্তং আক্ষেপোমনোবৈকল্যং তেন সহ যথাতথা' (নীলকণ্ঠ)

সাক্ষিভূত (ত্রি) সাক্ষীস্বরূপ, সাক্ষীভূত, ভগবান্ বিষ্ণু, তিনি সাক্ষীস্বরূপ।

"নমস্তে আদিদেবায় সাক্ষিভূতায় তে নমঃ।
নারায়ণায় ঋষয়ে নরায় হরয়ে নমঃ॥"(ভাগবত ৬।১৬।৩৩)

সাক্ষিমৎ (ত্রি) সাক্ষিন্ অস্ত্যর্থে মতুপ্, নস্য লোপঃ। সাক্ষী-যুক্ত, সাক্ষীবিশিষ্ট। (যাজ্ঞবল্ক্য° ২।২৪)

সাক্ষেপ (ত্রি) আক্ষেপেণ সহ বর্ত্তমানঃ। আক্ষেপের সহিত বর্ত্তমান, আক্ষেপযুক্ত, আক্ষেপবিশিষ্ট।

সাক্ষ্য (ক্লী) সাক্ষিণো ভাবঃ কর্ম্ম বা, সাক্ষিন্-ষ্যঞ্। যদ্বা সাক্ষিণি ভবং সাক্ষিন্ (দিগাদিভ্যো যৎ। পা ৪।৩।৫৪) ইতি যৎ। সাক্ষীর কর্ম্ম, সাক্ষ্যপ্রদান, সাক্ষীর ভাব।

বাচস্পতিমিশ্রও সাংখ্যসূত্রের টীকা না করিয়া এই কারিকারই টীকা করিয়াছেন, ইহার নাম সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, এখানিও অতি প্রামাণিকগ্রন্থ, বাচস্পতিমিশ্র এই দর্শনের টীকা না করিলে ষড়্দর্শনের টীকাকৃৎ হইতেন না, সুতরাং তিনিও সাংখ্যসূত্র অপেক্ষা এই কারিকাই প্রামাণিকতা স্বীকার করিয়া ইহারই টীকা করিয়াছেন।

বর্ত্তমান যে সাংখ্যদর্শন প্রচলিত আছে, তাহা ৬ অধ্যায়ে বিভক্ত এবং সমগ্র দর্শনে ৪৫০টী সূত্র আছে। বিজ্ঞানভিক্ষু লিখিয়াছেন যে আয়ুর্বেদশাস্ত্র যেমন রোগ, আরোগ্য, রোগনিদান ও ভৈষজ্য এই চারিটী ব্যূহ, তদ্রূপ এই সাংখ্যশাস্ত্রও হেয়, হান, হেয়হেতু এবং হানোপায় এই চারিটী ব্যূহ।

"তত্র ত্রিবিধং দুঃখং হেয়ং, তদত্যন্তনিবৃত্তির্হানং, প্রকৃতিপুরুষসংযোগদ্বারা চাবিবেকো হেয়হেতুঃ, বিবেকখ্যাতিস্ত হানোপায়ঃ।"
(সাংখ্যপ্রবচন ভাষ্য)

আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখ হেয়, এই তিন প্রকার দুঃখ হানের যোগ্য, পরিত্যাগের উপযুক্ত, এই জন্য ইহা হেয়। ত্রিবিধদুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তির নাম হান, প্রকৃতি ও পুরুষের অবিবেক বা অভেদজ্ঞান হেয়হেতু, বিবেকজ্ঞান অর্থাৎ প্রকৃতি বা তৎকার্য্য বুদ্ধ্যাদি পুরুষ নহে, পুরুষ তাহা হইতে ভিন্ন, প্রকৃতি ও পুরুষের পৃথক্ যে জ্ঞান, তাহাই হেয়হেতু, এই জ্ঞান হইলে ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়।

সাংখ্য দর্শনের প্রথমাধ্যায়ে হেয়, হান, হেয়হেতু ও হানোপায় নির্ণীত হইয়াছে। দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রকৃতির সূক্ষ্মকার্য্য; তৃতীয়াধ্যায়ে প্রকৃতির স্থূল কার্য্য, লিঙ্গশরীর, স্থূলশরীর, অপর বৈরাগ্য ও পরবৈরাগ্য; চতুর্থ অধ্যায়ে শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ, কতকগুলি আখ্যায়িকা প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রকারান্তরে বিবেকজ্ঞানসাধনের উপদেশ, পঞ্চমাধ্যায়ে পরপক্ষনিরাস, অর্থাৎ অন্যান্য বাদীদিগের সমুদ্ভাবিত দোষের নিরাস, ও তাঁহাদের মতখণ্ডন এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিস্তৃত ভাবে শাস্ত্রের মুখ্য বিষয়ের ব্যাখ্যা ও শাস্ত্রার্থের উপসংহার বর্ণিত হইয়াছে।

সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বরের প্রমাণ স্বীকৃত হয় নাই এই জন্য ইহার নাম নিরীশ্বরসাংখ্য। শঙ্করাচার্য্য সাংখ্যকে নিরীশ্বর ও সেশ্বর এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, তাঁহার মতে কপিলপ্রণীত নিরীশ্বর সাংখ্য এবং পতঞ্জলি প্রণীত সেশ্বর সাংখ্য। কপিল স্বয়ং বাসুদেব ও পতঞ্জলি অনন্তের অবতার। কপিলের মতে জ্ঞান দ্বারা মুক্তি, আর পতঞ্জলির মতে যোগপ্রভাবে মুক্তি হয়।* শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন, যোগী কপিলীয়তত্ত্বজ্ঞানের জন্য প্রবৃত্ত হইবেন। এই কারণেই শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণ ও ভারত এমন কি শৈবাগমাদিতেও স্পষ্ট সাংখ্যমত দৃষ্ট হয়।† ভগবান্ গীতায় "নৈব সাংখ্যং পরং জ্ঞানং" ইত্যাদি উক্তি দ্বারা জ্ঞানসাধকের পক্ষে সাংখ্যই প্রধান শাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এ দিকে আবার সুপ্রসিদ্ধ রাজনৈতিক চাণক্য তাঁহার অর্থশাস্ত্রে সাংখ্য ও যোগ এই উভয় দর্শনকেই আন্বীক্ষিকী-বিদ্যা মধ্যে গণ্য করিয়াছেন।‡ সেশ্বর সাংখ্যের বিবরণ পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। [যোগ দেখ।] এক্ষণে নিরীশ্বর সাংখ্যের বিষয় আলোচিত হইতেছে—

সাংখ্যসূত্র ও বিজ্ঞান ভিক্ষুর ভাষ্য এবং ঈশ্বর কৃষ্ণের কারিকা যোগসূত্রকে ও বাচস্পতিমিশ্রের তত্ত্বকৌমুদী এই কয় খানি গ্রন্থ বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া দেখিলে জানা যায় যে, বাচস্পতিমিশ্রের তত্ত্বকৌমুদীতে ঈশ্বর অস্বীকৃত হন নাই, কিন্তু বিজ্ঞানভিক্ষু প্রকারান্তরে ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন, সূত্রকার অভ্যুপগমবাদ অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। সূত্রকারের অভিপ্রায় এই যে, মানিলাম বিচার দ্বারা ঈশ্বরসিদ্ধ হইলেন না, কিন্তু তদ্দ্বারা বিবেকসাক্ষাৎকার হইলে মুক্তি হইবার কোন বাধা হইতে পারে না, বিচার স্থলে যদি ঈশ্বর না মানা যায়, তাহাতে ক্ষতি কি? কারণ জীবের প্রয়োজন কি? না মুক্তি। কিন্তু ঈশ্বর স্বীকার না করিলে বিবেক সাক্ষাৎকার হইলেই যখন মুক্তি হইবে, তখন ঈশ্বর স্বীকারে বা অস্বীকারে আসে যায় কি? বিজ্ঞানভিক্ষু যে ঈশ্বর স্বীকার করিতেন না, তাহা নহে, তবে তিনি বলেন যে তাঁহাকে প্রমাণ করা যায় না অর্থাৎ ঈশ্বর অপ্রমেয়। তিনি 'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ' এই সূত্র দ্বারাই ঈশ্বর সিদ্ধি করা যায় না, ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। যদি ঈশ্বর নাই, ইহাই তাঁহার মত হইত, তাহা হইলে তিনি 'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ' এই সূত্রের পরিবর্ত্তে "ঈশ্বরাভাবাৎ" এইরূপ সূত্র করিতেন। আরও তিনি বলিয়াছেন "ঈশ্বরোহি দুর্ব্বার ইতি নিরীশ্বরত্বম্" (বিজ্ঞান ভিক্ষু) ঈশ্বর অতি দুর্ব্বার এই জন্য নিরীশ্বরত্ব অভিহিত হইয়াছে, যাহা প্রয়োজন, তাহা যদি সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে অন্য বিষয় লইয়া বিশেষরূপ আলোচনায় আবশ্যক কি? ঈশ্বরকে স্বীকার না করিলেই যখন মুক্তির কোন রূপ প্রতিবন্ধক নাই, তখন সেশ্বর ও নিরীশ্বর লইয়া

* "সাংখ্যশাস্ত্রং দ্বিধাভূতং সেশ্বরঞ্চ নিরীশ্বরম্ ।
তত্র নিরীশ্বরং সাংখ্যং কপিলোক্তঞ্চ পতঞ্জলিঃ ।
কপিলো বাসুদেবঃ স্যাদনন্তঃ স্যাৎ পতঞ্জলিঃ ।
জ্ঞানেন মুক্তিং কপিলো যোগেনাহ পতঞ্জলিঃ ।" (সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ ৯।১-২)

† "যোগী কপিলশিষ্যোহসৌ তত্ত্বজ্ঞানপ্রকাশকঃ ।
শ্রুতিস্মৃতির্গিরেষু পুরাণে ভারতাদিকে ।
সাংখ্যোক্তং দৃশ্যতে স্পষ্টং তথা শৈবাগমাদিষু ।" (ঐ ৯।৩-৪)

‡ "সাংখ্যং যোগো লোকায়তঞ্চেত্যান্বীক্ষিকী ।" (অর্থশাস্ত্র ১ অঃ)

বাদবিতণ্ডার আবশ্যক কি। তাঁহার এই সকল বাক্য দ্বারা বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়, তিনি ঈশ্বর স্বীকার করিতেন।

কিন্তু সাংখ্যসূত্র বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে তিনি "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" এই সূত্র দ্বারাই কেবল ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই, তাহা নহে তিনি আরও কতক গুলি সূত্র দ্বারা নিরীশ্বরবাই প্রতিপাদন করিয়াছেন—"প্রমাণাভাবাৎ ন তৎ সিদ্ধিঃ" (সাংখ্যসূ° ৫।১০) প্রমাণের অভাব বশতঃ তাহার সিদ্ধি হয় না, অর্থাৎ প্রমাণ নাই বলিয়া ঈশ্বরসিদ্ধি হয় না।

সাংখ্যমতে প্রমাণ তিন প্রকার প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ, এই তিন প্রকার প্রমাণ দ্বারাই ঈশ্বর সিদ্ধি করা যায় না। ঈশ্বর প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহেন, ইহা বলাই বাহুল্য, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা কোন রূপেই তাঁহার সিদ্ধি হয় না, যে স্থলে প্রত্যক্ষ দ্বারা সিদ্ধি হয় না, তথায় অনুমান প্রয়োগ করিতে হয়, কিন্তু অনুমান প্রমাণ দ্বারাও ইহা সিদ্ধ করা যায় না। "সম্বন্ধাভাবান্নানুমানং" (সাংখ্যসূ° ৫।১১) কোন বস্তুর সহিত যদি অন্য কোন বস্তুর নিত্য সম্বন্ধ থাকে, তাহা হইলে একটী দেখিলে আর একটীর অনুমান হইয়া থাকে। এই নিত্য সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তিই একমাত্র অনুমানের কারণ, যে স্থলে এই সম্বন্ধ নাই, সেই স্থলে পদার্থান্তর অনুমিত হইতে পারে না। এক্ষণে জগতে কিসের সহিত ঈশ্বরের নিত্য সম্বন্ধ আছে যে, তাহা হইতে ঈশ্বরানুমান করা যাইতে পারে, ইহাতে সাংখ্যকার বলেন, কিছুরই সঙ্গে নহে।

তৃতীয় প্রমাণ শব্দ, আপ্ত বাক্যকেই শব্দ প্রমাণ বলে, বেদই আপ্তোপদেশ, বেদে ঈশ্বরের কোন প্রসঙ্গ নাই, বরং বেদে ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে সৃষ্টি প্রকৃতিরই ক্রিয়া ঈশ্বরকৃত নহে।

"শ্রুতিরপি প্রধানকার্য্যত্বস্য" (সাংখ্যসূ° ৫।১২)

কিন্তু বেদে যে ঈশ্বরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা মুক্তাত্মার প্রশংসা বা সিদ্ধের উপাসনা। সুতরাং আপ্ত প্রমাণ দ্বারাও ঈশ্বর সিদ্ধ হন না। ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, এইরূপে তিনি প্রতিপাদন করিয়াছেন, এবং ঈশ্বরের অনস্তিত্ব সম্বন্ধে উক্ত রূপ প্রমাণ দিয়াছেন যথা ঈশ্বরের লক্ষণ কি? যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা বা পাপপুণ্যের ফল বিধাতা, তিনি বদ্ধ বা মুক্ত? যদি মুক্ত বল, তাহা হইলে তাহার সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্তি হইতে পারে না, যদি বল বদ্ধ, তাহা হইলে তাহার পক্ষে অনন্ত জ্ঞান ও শক্তি হইতে পারে না। অতএব একজন যে সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন, ইহা অসম্ভব।

"মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবান্ন তৎ সিদ্ধিঃ ॥" "উভয়থাপ্যসৎকরত্বং"
(সাংখ্যসূ° ১।৯৩, ৯৪)

যদি বল ঈশ্বর পাপপুণ্যের দণ্ডবিধাতা, তাহা হইলে তাহাকে কর্ম্মানুসারে ফল বিধান করিতে হইবে। যদি তিনি তাহা না করেন অর্থাৎ স্বেচ্ছামতে ফল বিধান করেন। তাহা হইলে তাঁহার ইহা আত্মোপকারের জন্যই করা সম্ভব। ইহাতে তিনি সামান্য লৌকিক রাজার ন্যায় আত্মোপকারী ও দুঃখের অধীন হইয়া পড়েন।

যদি তাহা না বলিয়া তিনি কর্ম্মানুযায়ীই ফলবিধাতা হন, তাহা হইলে কেন কর্ম্মকে ফলবিধাতা বল না, ফল নিষ্পত্তির জন্য আবার কর্ম্মের উপর ঈশ্বরানুমানের প্রয়োজন কি? ইত্যাদি রূপে নিরীশ্বরবাই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকায় যে ঈশ্বর অস্বীকৃত হন নাই, ইহা নিঃসংশয় রূপে বলা যাইতে পারে। সাংখ্যসূত্র সকল দেখিলেও বোধ হয় যে এই কারিকা অবলম্বন করিয়াই বিজ্ঞানভিক্ষু অধিকাংশ সূত্র প্রকাশ করিয়াছেন। ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা, গৌড়পাদাচার্য্যকৃত সাংখ্যকারিকাভাষ্য, বাচস্পতি মিশ্র কৃত সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত সাংখ্য ভাষ্য এবং তৎকৃত সাংখ্যসার প্রভৃতি সাংখ্য শাস্ত্রের বিশেষ প্রামাণিক গ্রন্থ।

বাচস্পতি মিশ্র স্বয়ং বলিয়াছেন যে এই সাংখ্যকারিকাই সাংখ্যশাস্ত্র, ইহা ভিন্ন অন্য কোন সাংখ্য শাস্ত্র বিদ্যমান ছিল না। শঙ্করাচার্য্য উদয়নাচার্য্য এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিক পণ্ডিতগণ এই কারিকাকেই সাংখ্যশাস্ত্র ধরিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহাকে এক্ষণে সাংখ্যদর্শন বা সাংখ্যপ্রবচন বলা যায়, পূর্ব্বে কেহ তাহার নামগন্ধ করেন নাই। সুতরাং সাংখ্যদর্শন আলোচনা করিতে হইলে বাচস্পতি মিশ্রের ও বিজ্ঞান ভিক্ষুর মত উভয়ই আলোচনা করা আবশ্যক।

জগতে দেখা যায় প্রয়োজন ব্যতীত কেহ কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হন না। অতএব এই যে দর্শনশাস্ত্র বিবৃত হইয়াছে, এই দর্শনশাস্ত্রের প্রয়োজন কি? সকল দর্শন শাস্ত্রেরই প্রয়োজন মুক্তি, সুতরাং এই দর্শনশাস্ত্রের প্রয়োজন যে মুক্তি তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন। জীব সদা ত্রিতাপে দগ্ধ হইতেছে, তাই কপিল জীবের প্রতি দয়া পরবশ হইয়া তাহাদের মুক্তির উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই জন্য এই দর্শনের প্রথম সূত্র এইরূপ— নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

"অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ।" (সাংখ্যসূত্র ১।১)

সাংখ্যাচার্য্যদিগের মতে দুঃখত্রয়ের অত্যন্তনিবৃত্তির নাম পরমপুরুষার্থ, ইহার নিবৃত্তিই মুক্তি। পুরুষের প্রয়োজন কি? না মুক্তি, ত্রিবিধ দুঃখের হাত হইতে একান্ত ও অত্যন্ত নিবৃত্তি। যাহাতে আর কোন কালেও দুঃখোৎপত্তি না হইতে পারে, তাহার উপায় অবলম্বন। দুঃখ তিন প্রকার, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। যেদুঃখ আত্মাকে অধিকার করিয়া নিষ্পন্ন হয়, আত্মসম্বন্ধীয় উপায়ে যে দুঃখ সম্পন্ন হয়, তাহাকে

আধ্যাত্মিক দুঃখ কহে। সাধারণ লোকে সংঘাত অর্থাৎ শরীর ও ইন্দ্রিয়াদিকেই আত্মা বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন, সুতরাং তাদৃশ উপায়সাধ্য দুঃখই আধ্যাত্মিক দুঃখ। এই আধ্যাত্মিক দুঃখ দুই প্রকার শারীর ও মানস। শরীরও স্থূল সূক্ষ্ম ভেদে দুই প্রকার। এই পরিদৃশ্যমান দেহকে স্থূলদেহ এবং বুদ্ধি, মন, দশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ তন্মাত্রে গঠিত অদৃষ্ট দেহকে সূক্ষ্ম দেহ কহে। রোগ হইতে স্থূল দেহের দুঃখ সংঘটিত হয়, বাত পিত্ত শ্লেষ্মার সাম্যাবস্থার নাম আরোগ্য, ইহাই আয়ুর্বেদের সিদ্ধান্ত, উহাদের বৈষম্য ঘটিলেই রোগের উৎপত্তি হয়। সুতরাং রোগজনিত যে দুঃখ অনুভব হয়, তাহাকেই শারীর দুঃখ কহে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও ভয়াদি জন্য যে দুঃখানুভব হয়, তাহার নাম মানস দুঃখ। আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই দ্বিবিধ দুঃখই বাহ্য উপায়সাধ্য, আভ্যন্তরীণ উপায় সাধ্য নহে। মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গ প্রভৃতি ভূতসমূহ হইতে যে দুঃখ পাওয়া যায়, তাহাকে আধিভৌতিক দুঃখ কহে। ভূতসমূহ দ্বারা এই দুঃখ ঘটে বলিয়া ইহার নাম আধিভৌতিক হইয়াছে। যক্ষ, রাক্ষসাদির আবেশ নিবন্ধন যে দুঃখ হয়, তাহাকে আধিদৈবিক কহে। এই ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির নামই মুক্তি। একমাত্র বিবেকজ্ঞানই এই দুঃখ নিবৃত্তির উপায়। প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদজ্ঞান অর্থাৎ প্রকৃতি ও তৎকার্য্য বুদ্ধ্যাদি হইতে পুরুষ পৃথক্ এই জ্ঞানই বিবেকজ্ঞান। এই বিবেকজ্ঞানের প্রকাশার্থ সাংখ্যদর্শনের প্রয়োজন।

তত্ত্বকৌমুদীতে লিখিত আছে—"এবং হি শাস্ত্রবিষয়ো ন জিজ্ঞাস্যেত,যদি দুঃখনাম জগতি ন স্যাৎ, সত্যং বা ন জিহাসিতং, জিহাসিতং বা অশক্যসমুচ্ছেদং, অশক্যসমুচ্ছেদতা চ দ্বেধা দুঃখস্য নিত্যত্বাৎ তদুচ্ছেদোপায়াপরিজ্ঞানাদ্বা, শক্যসমুচ্ছেদত্বেঽপি চ শাস্ত্রবিষয়স্য জ্ঞানস্যানুপায়ত্বাদ্বা সুকরস্যোপায়ান্তরস্য সদ্ভাবাদ্বা"।

(সাংখ্যতত্ত্বকৌ°)

সাংখ্যাচার্য্যগণ বলেন যে জগতে যদি দুঃখ না থাকিত, এবং জগতে যদি দুঃখ থাকিয়াও লোকে দুঃখ পরিত্যাগ করিতে অভিলাষী না হইত, তাহা হইলে কেহই শাস্ত্র প্রতিপাদ্য বিষয় জানিতে চাহিত না। জগতে জীবমাত্র প্রতি মুহূর্তেই দুঃখের অনুভব করে, এবং তাহাকে প্রতিকূল বলিয়া ভাবিয়া থাকে; এরূপ লোক বিরল, যিনি দুঃখকে নিজের অনুকূল বিবেচনা করেন। সাংখ্যশাস্ত্র এই দুঃখমূল উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বলিয়া এই শাস্ত্র মুক্তিকামীর নিকট সমাদৃত।

শাস্ত্রে দুঃখনাশের যে উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা বিশেষ কষ্টসাধ্য। একমাত্র বিবেকজ্ঞানই দুঃখনাশের উপায়, ইহাই শাস্ত্রদৃষ্ট উপায়, এই শাস্ত্রদৃষ্ট বিবেক জ্ঞান অনায়াসসাধ্য নহে। অনেক জন্মজন্মান্তরে, বিপুল আয়াসে এই বিবেকজ্ঞান লাভ হয়। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।" (গীতা)

বহু জন্মের পর জ্ঞানবান্ ব্যক্তি আমাকে প্রাপ্ত হয়। কিন্তু লৌকিক উপায়ে অনায়াসে দুঃখের নিবৃত্তি করা যাইতে পারে, উপযুক্ত চিকিৎসকের উপদেশানুসারে উত্তম ঔষধ ব্যবহার করিলে শারীরদুঃখের, মনোজ্ঞস্ত্রীপানভোজনাদির পরিসেবনে মানস-দুঃখের, নীতিশাস্ত্রে দক্ষতা ও নিরাপদ সমীচীন স্থানে অবস্থিতি দ্বারা আধিভৌতিক দুঃখের এবং মণিমন্ত্রাদির সাহায্যে আধিদৈবিক দুঃখের প্রতিকার অনায়াসেই হইতে পারে। ঈদৃশ সহজ উপায়ে যখন দুঃখনিবৃত্তি হইতে পারে, তখন অতি কষ্টসাধ্য শাস্ত্রোপদিষ্ট বিবেকজ্ঞানে কি প্রকারে লোকের প্রবৃত্তি হইতে পারে? কেন না। একটী প্রবাদ আছে—

"অর্কে চেন্মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্বতং ব্রজেৎ।
ইষ্টস্যার্থস্য সংসিদ্ধৌ কো বিদ্বান্ যত্নমাচরেৎ॥" (সাংখ্যতত্ত্বকৌ°)

অর্কে অর্থাৎ অর্কের কোণে যদি মধু পাওয়া যায়, তাহা হইলে মধু অন্বেষণে কি জন্য লোকে পর্ব্বতে গমন করিবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, দৃষ্টসুকর উপায় থাকিতে দুষ্কর উপায়ে কেহই প্রবৃত্ত হয় না।

এই আপত্তি আপাততঃ রমণীয় বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু বিবেচনা সহকারে দেখিলে সহজেই ইহার অসারতা প্রতিপন্ন হয়। দেখা গিয়াছে যে, যথাবিধি ঔষধসেবন, মনোজ্ঞ স্ত্রী ও পানভোজনাদির উপভোগ, নিরাপদ্ স্থানে অবস্থিতি, নীতিশাস্ত্রের অভ্যাস এবং মণিমন্ত্রাদির সংগ্রহ করিয়াও আধ্যাত্মিকাদি দুঃখের প্রতিকার করিতে পারা যায় নাই, অতএব ঔষধ সেবনাদি দুঃখনিবৃত্তির উপায় হইলেও উহা ঐকান্তিক বা অত্যন্তিক উপায় নহে। আরও বিবেচ্য যে ঐ সকল উপায় অবলম্বন করিলে তৎকালে ক্ষণিক দুঃখের নিবৃত্তি হইতে পারে বটে, কিন্তু কালান্তরে তজ্জাতীয় দুঃখের পুনরাবির্ভাব হয়। তাই সূত্রে অভিহিত হইয়াছে যে—

"প্রাত্যহিকক্ষুৎপ্রতীকারবৎ তৎপ্রতীকারচেষ্টনাৎ পুরুষার্থত্বং।"

(সাংখ্যসূ° ১।৩)

প্রতিদিন ক্ষুধা পাইলে যেমন ভোজন দ্বারা তাহার নিবৃত্তি হয়, আবার পরে ক্ষুধা হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই দৃষ্ট উপায়ে দুঃখের প্রতীকার হইলেও পরে আবার দুঃখোৎপত্তি হইয়া থাকে, এই জন্য ইহা মন্দ পুরুষার্থ। যাহাতে পুনর্ব্বার দুঃখোৎপত্তি না হয়, দুঃখনাশের জন্য এবংবিধ উপায়ই অবলম্বনীয়।

বিবেকজ্ঞানই দুঃখনিবৃত্তির একমাত্র ঐকান্তিক উপায়। এই বিবেকজ্ঞান দ্বারা একবার দুঃখের উন্মূলসাধন হইলে পুনরায়

আর তাহার আবৃত্তি হইতে পারে না। কারণ মিথ্যাজ্ঞান দুঃখের নিদান বা আদি কারণ। বিবেকজ্ঞান দ্বারা মিথ্যা জ্ঞান সমূলে উন্মূলিত হইলে কারণের অভাবে কার্য্যের উৎপত্তির আশঙ্কাই হইতে পারে না। বৃক্ষ উৎপাটিত হইলে কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই ফলের প্রত্যাশা করেন না।

আর স্বীকার করিলাম, দৃষ্ট উপায়ে দুঃখের একান্ত নাশ হয় না, কিন্তু আনুশ্রবিক অর্থাৎ বৈদিক উপায়ে ইহার নাশ হইতে পারেত, সুতরাং অতিকষ্টসাধ্য বিবেকজ্ঞান অপেক্ষা সহজসাধ্য যজ্ঞাদি দ্বারা অনায়াসেই দুঃখ নিবৃত্তি হইতে পারে। এ সম্বন্ধে সাংখ্যশাস্ত্র বলেন, বৈদিক যজ্ঞাদিতেও একান্ত দুঃখনিবৃত্তি হয় না। যদিও বেদবিহিত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিলে স্বর্গলাভ করা যায় সত্য, (স্বর্গ শব্দের অর্থ দুঃখবিরোধী সুখ বিশেষ)। সুতরাং তদ্দ্বারা দুঃখের নিবৃত্তি হইতে পারে, এবং অনেক জন্মপরম্পরায় আয়াসসাধ্য বিবেকজ্ঞান অপেক্ষা বেদবিহিত যজ্ঞ সকলের অনুষ্ঠান অল্পকালসাধ্যও বটে, তথাপি ইহার অনুষ্ঠানে একান্ত দুঃখের উচ্ছেদ হইলেও অত্যন্ত উচ্ছেদ হয় না। তাহার কারণ এই যে, যজ্ঞ হিংসাদোষে দুষ্ট, যজ্ঞ করিতে হইলেই হয় পশুহিংসা না হয় বীজাদির হিংসা করিতে হয়। তিল ও যব প্রভৃতি দ্বারা হোম করিলে বীজহিংসা হইয়া থাকে। সুতরাং যজ্ঞ হিংসাদুষ্ট। সাংখ্যাচার্য্যদিগের মতে বৈধহিংসাও বিশেষ পাপজনক। বাচস্পতি মিশ্র বৈধহিংসার বিশেষ রূপ বিচার করিয়া ইহা পাপজনক সুতরাং দুঃখপ্রদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সাংখ্যাচার্য্যেরা বলেন যে 'মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানি' কোন প্রাণীরই হিংসা করিবে না, এই নিষেধবিধির তাৎপর্য্য এই যে, হিংসা করিলেই পুরুষের পাপ হইবে, 'অগ্নিষোমীয়ং পশুমালভেত', অগ্নিষোম যজ্ঞে পশু হিংসা করিবে, এই বিধি দ্বারা জানা যায় যে যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য পশুহিংসা বিহিত হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পশু প্রভৃতির হিংসা ভিন্ন যজ্ঞ সম্পন্ন হয় না, অতএব ঐ সকল হিংসা করিয়াও যজ্ঞ সম্পাদন করিবে।

কোনও প্রাণীর হিংসা করিবেনা, ইহা সামান্য শাস্ত্র, আর অগ্নিষোমীয় পশুর হিংসা করিবে, ইহা বিশেষ শাস্ত্র। শাস্ত্রীয় নিয়মানুসারে সর্ব্বত্রই বিশেষ শাস্ত্রের বিষয় পরিত্যাগ করিয়া তদতিরিক্ত স্থলে সামান্য শাস্ত্রের বিষয় হইয়া থাকে। অর্থাৎ বিশেষ শাস্ত্র সামান্য শাস্ত্রের বাধক এবং সামান্য শাস্ত্র বিশেষ দ্বারা বাধিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই স্থলে ঐরূপ বাধ্য বাধক ভাব হইতে পারে না। পরস্পর বিরোধ না হইলে বাধ্য বাধক ভাব হয় না, এই স্থলে কোন বিরোধই নাই, তবে কিরূপে বাধ্যবাধক ভাব হইবে, এই স্থলে উল্লিখিত দুইটী শ্রুতিই পরস্পর ভিন্ন। কেননা প্রথম শ্রুতিতে নিষেধিত হইয়াছে যে কোনও প্রাণীকে হিংসা করিবে না, এই নিষেধবিধি দ্বারা শ্রুতি বুঝাইয়া দিয়াছে যে, হিংসা করিলেই প্রত্যবায়ভাগী হইবে, হিংসা মাত্রই পাপজনক, ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য্য। অগ্নিষোমীয় পশুর হিংসা করিবে, এই বিধি দ্বারা জানা যায় যে, যজ্ঞে পশুহিংসা যজ্ঞের উপকারক, পশুহিংসা ব্যতীত যজ্ঞ হইবে না, ইহাই এই শ্রুতির তাৎপর্য্য। একটী শ্রুতি বলিতেছে, হিংসা করিও না, করিলে পাপ হইবে, আর একটী শ্রুতি বলিতেছে, পশুহিংসা ভিন্ন যজ্ঞ হয় না, পশুহিংসা যজ্ঞের উপকারক। সুতরাং এই দুইটী বিধির কিছুমাত্র বিরোধ নাই, ইহা সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র বিধি। কেননা যজ্ঞীয় পশুহিংসা যজ্ঞের সম্পাদন এবং পুরুষের প্রত্যবায় এই উভয়ই নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ। সুতরাং এ স্থলে বিধিদ্বয়ের বিরোধ বা বাধ্যবাধক ভাব হইতে পারে না। শাস্ত্রে যদি এইরূপ উপদেশ থাকিত যে অগ্নিষোমীয় পশুহিংসা পুরুষের পাপোৎপাদন করে না, তাহা হইলে বিরোধ এবং বাধ্যবাধক ভাব হইতে পারিত। যে হেতু পাপের উৎপাদন করা এবং না করা পরস্পর বিরুদ্ধ; ঐ বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয় এক পদার্থে থাকিতে পারে না।

এই সকল যুক্তিপ্রণালী দ্বারা সাংখ্যাচার্য্যগণ প্রতিপাদন করেন যে, বৈধহিংসাতেও পাপ হইবে, এবং যজ্ঞ সম্পূর্ণ জন্য পুণ্যও হইবে। অতএব বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠানে যেমন প্রভূত পুণ্যসঞ্চয় হয়, সেইরূপ ঐ যজ্ঞ হিংসাসাধ্য বলিয়া প্রভূত পুণ্যের সঙ্গে সঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ পাপেরও সঞ্চয় হইয়া থাকে। অতএব যজ্ঞকর্ত্তা যখন যোগার্জ্জিত পুণ্যরাশির ফলস্বরূপ স্বর্গসুখের উপভোগ করিবেন, তখন হিংসা জন্য পাপাংশের ফলস্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ দুঃখও তাঁহাকে উপভোগ করিতে হইবে। কিন্তু স্বর্গবাসী পুরুষগণ স্বর্গের মোহিনীশক্তিপ্রভাবে এইরূপ মুগ্ধ হইয়া থাকেন যে, ঐ দুঃখকণিকাকে তাহারা দুঃখ বলিয়াই গ্রাহ্য করেন না, অনায়াসেই তাহা সহ্য করিয়া থাকেন।

“দুঃখে হি পুণ্যসম্ভারোপনীতস্বর্গসুধামহাহ্রদাবগাহিনঃ কুশলাঃ পাপমাত্রোপপাদিতাং দুঃখবহ্নিকণিকাং” (তত্ত্বকৌ০)

বেদোক্ত স্বর্গফলজনক কর্ম্মগুলি এক প্রকার নহে, তাহার মধ্যে ইতরবিশেষ আছে। কর্ম্মের তারতম্য অনুসারে কর্ম্মফল স্বর্গের তারতম্য বা উৎকর্ষাপকর্ষ আছে। কারণের বৈলক্ষণ্য বা তারতম্য থাকিলে কার্য্যের বৈলক্ষণ্য বা তারতম্য অবশ্যম্ভাবী। স্বর্গের যদি উৎকর্ষ অপকর্ষ থাকে, তাহা হইলে স্বর্গবাসীদিগেরও উৎকর্ষাপকর্ষ অপরিহার্য্য। যিনি অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট স্বর্গভোগ করেন, তিনি উৎকৃষ্ট স্বর্গভোগীর সুখ সমৃদ্ধি দেখিয়া দুঃখানুভব করেন, ইহা বিচিত্র নহে, বরং ইহা স্বভাবসিদ্ধ। সুতরাং

স্বর্গবাসিগণ একেবারে দুঃখবিমুক্ত নহেন, স্বর্গবাসিদিগের মধ্যে প্রধান অপ্রধান আছেন। সুতরাং ইহাদেরও দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হইতে পারে না।

আরও এক কথা এই যে স্বর্গ বিনাশী, উহা চিরস্থায়ী নহে। স্বর্গ শব্দের অর্থ সুখবিশেষ মাত্র। সুখ যেমন উৎপন্ন, সেইরূপ বিনাশশীল। সুখ নিত্য বা অবিনাশি হইতে পারে না। যাহা কারণবশতঃ উৎপন্ন হয়, কারণ বিগমে তাহার বিনাশ হইবেই হইবে। পক্ষান্তরে দুঃখনিবৃত্তি বিবেকজ্ঞানরূপ কারণসাধ্য হইলেও উহা অভাবস্বরূপ, ভাবপদার্থ নহে। অভাব উৎপন্ন হইলেও তাহার বিনাশ হয় না। মুদ্গর পাতনে ঘটের এবং পাটনে পটের বিনাশ হয় বটে, কিন্তু মুদ্গরপাত বা পাটনের বিগমে তজ্জনিত ঘট-পট বিনাশের বিনাশ হয় না। ঘটপটের বিনাশ বিনষ্ট হইলে বা না থাকিলে ঘটপটের সত্তা থাকিবার কথা। কিন্তু তাহা সর্ব্ব প্রমাণ বিরুদ্ধ, এবং প্রকৃতিস্থ ব্যক্তির অনুমত নহে। ঘট পটাদিরূপ সমুৎপন্ন ভাব-পদার্থের বিনাশ কিন্তু প্রত্যক্ষসিদ্ধ। কিন্তু দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের ফলরূপে কীর্ত্তিত হয় নাই। স্বর্গ নামক সুখ বিশেষই তাহার ফল বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। সুখ অভাবরূপ নহে, উহা ভাবরূপ। উৎপন্ন ভাবপদার্থের বিনাশ আছে, সুতরাং স্বর্গেরও বিনাশ আছে। ভগবান্ বলিয়াছেন যে—

"তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি॥" (গীতা)

তাহারা সেই বিশাল স্বর্গভোগ করিয়া পুণ্য ক্ষীণ হইলে আবার মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করে।

সুতরাং এই বাক্য দ্বারাও বুঝা যায় যে, দৃষ্ট বা লৌকিক উপায় যে ঔষধাদি বা অদৃষ্ট উপায় যাগ যজ্ঞাদি ইহার কোন প্রকার উপায়েই দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হইতে পারে না। এইজন্য কারিকায় অভিহিত হইয়াছে যে—

"দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ সহ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ।
তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ॥"(সাংখ্যকা° ২)

বেদবিহিত যাগযজ্ঞাদি সর্ব্ব দৃষ্ট উপায়ের তুল্য, যেমন দৃষ্ট উপায়ে দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয় না, তদ্রূপ বৈদিক যাগানুষ্ঠানেও দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি অসম্ভব। সুতরাং বেদবিহিত একমাত্র বিবেকজ্ঞানরূপ উপায় অবলম্বন করিলেই দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হইতে পারে। পরম কারুণিক কপিল তিনি জীবের অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তির জন্য সাংখ্যদর্শনে সেই বিবেকজ্ঞানের উপদেশ করিয়াছেন। বিবেকজ্ঞান যে অজ্ঞান নিবৃত্তির দ্বারাই মুক্তির সাধন, তাহা যুক্তি ও প্রমাণাদি দ্বারা বিশেষরূপে প্রমাণ করিয়াছেন।

সাধারণ ব্যক্তি অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে কোন কথা বলিলেই যে তাহা গ্রহণ করে, তাহা নহে, যতক্ষণ তাহার বিশেষরূপে প্রমাণ না পায়, ততক্ষণ তাহার সারবত্তা কেহই স্বীকার করে না। এইজন্য কপিল ইহা প্রমাণ দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে একমাত্র বিবেকজ্ঞানই অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তির উপায়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সাংখ্যমতে প্রমাণ তিন প্রকার। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আপ্তবাক্য অর্থাৎ শব্দপ্রমাণ। বাচস্পতি মিশ্র ও বিজ্ঞানভিক্ষু এই প্রমাণত্রয়ের বিশেষরূপ আলোচনা করিয়াছেন।

"প্রতিবিষয়াধ্যবসায়ো দৃষ্টং ত্রিবিধমনুমানমাখ্যাতং।
তল্লিঙ্গলিঙ্গিপূর্ব্বকমাপ্তশ্রুতিরাপ্তবচনন্তু॥" (সাংখ্যকা° ৫)

বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইতে যে অধ্যবসায় অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তি বিশেষ তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ব্যাপ্যব্যাপকভাব ও পক্ষধর্ম্মতা জ্ঞান জন্য যে বুদ্ধিবৃত্তি তাহা অনুমান এবং আপ্ত বাক্য জন্য বাক্যার্থ জ্ঞানই শব্দপ্রমাণ। ইহার তাৎপর্য্য এই যে বুদ্ধিবৃত্তিই প্রমাণ হইবে। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষপ্রমাণ নহে। কারণ তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে যাহা প্রমাণ তাহা চিরদিনই প্রমাণ, কখন প্রমাণ, কখন অপ্রমাণ এইরূপ হইতে পারে না। কিন্তু ইন্দ্রিয়কে প্রমাণ বলিলে এইরূপ বৈপরীত্য ঘটিয়া থাকে। এই জন্যই এই মতে ইন্দ্রিয়কে প্রমাণ বলা হয় নাই। বুদ্ধিবৃত্তি প্রত্যক্ষ প্রমাণ বটে, কিন্তু সকল বুদ্ধিবৃত্তিই কি প্রত্যক্ষ প্রমাণ তাহা নহে। তবে যে বুদ্ধিবৃত্তি বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইতে উৎপন্ন তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। বিষয় অর্থে ঘট পট রূপ রস প্রভৃতি বস্তু। চক্ষুঃ প্রভৃতির নাম ইন্দ্রিয়, সন্নিকর্ষ শব্দে সম্বন্ধ। বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ব্যবধানাদি প্রতিবন্ধক না থাকিলে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হয়। এই সম্বন্ধ নানাপ্রকার। চক্ষুরিন্দ্রিয় ভিন্ন এই চক্ষুরিন্দ্রিয়ভিন্ন অন্য ইন্দ্রিয়সকলের সহিত বিষয়ের নিতান্ত ঘনিষ্ঠতা না হইলেও সম্বন্ধ ঘটে, মধুরদ্রব্য রসনায় গাঢ় সংযুক্ত না হইলে রসনার সহিত রসের সম্বন্ধ ঘটে না। কিন্তু চক্ষুর ঘনিষ্ঠতার প্রয়োজন হয় না। বিষয় কিছু দূরে থাকিলেও চক্ষুতে তাহা প্রতিফলিত হয়। এইরূপ বিষয় ও বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়ের যে সম্বন্ধ তাহা হইতে চিত্তের একপ্রকার পরিণাম বা বিকার উপস্থিত হয়। অর্থাৎ বিষয়টী যে আকারের বা যে প্রকারের চিত্তও সেই আকার বা প্রকার প্রাপ্ত হয়। এই পরিণাম বা বিকারকেই চিত্তবৃত্তি বলা হইয়াছে। এই বুদ্ধিবৃত্তি অর্থে নিশ্চয়রূপা চিত্তবৃত্তি।

বাচস্পতি মিশ্র বলেন যে, প্রথমে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হয়। এই সংযোগই বৃত্তি নামে অভিহিত। ইন্দ্রিয়ের

উক্তরূপ বৃত্তি হইলেও ত্রিগুণাত্মিকা বুদ্ধির তমোগুণ অভিভূত হইয়া সত্ত্বগুণের সমুদ্রেক হয়, তখন সত্ত্বগুণ প্রধান বা প্রবল হইয়া উঠে। এই সত্ত্ব সমুদ্রেকই অধ্যবসায় বৃত্তি বা জ্ঞান নামে আখ্যাত। অতএব বুদ্ধির এই বৃত্তিরূপ জ্ঞানই প্রমাণ পদবাচ্য।

বিষয়ের সহিত যখন ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হয়, তখন মন প্রথমে বিষয়রূপে পরিণত হয়, তৎপরে অহঙ্কারের পরিণাম হয়, তাহার পর বিষয়, অহং এবং কৃতি, জ্ঞান, ইচ্ছা বা দ্বেষ এই ত্রিবিধ বস্তুকে লইয়া বুদ্ধির তিনটী বিকার বা পরিণাম হয়। তাহা হইতেই আমি ঘট করি, আমি ঘট দেখিয়াছি ইত্যাদি ভাবের উদয় হয়। উক্ত তিনটী পরিণামের মধ্যে বিষয়ঘটিত যে বুদ্ধিপরিণাম তাহাকেই এস্থলে কথিত বুদ্ধিবৃত্তি বলিয়া জানিতে হইবে। ইহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

সাংখ্যমতে অনুমানও বুদ্ধিবৃত্তিবিশেষ, কিরূপ বুদ্ধিবৃত্তি অনুমান তাহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, ব্যাপ্যব্যাপক ভাব ও পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান হইতে যে বুদ্ধিবৃত্তি হয়, তাহাই অনুমান। ব্যাপ্যব্যাপক ভাব অর্থে স্বভাবসম্বন্ধ, যাহার সহিত যে বস্তুর স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে, তাহার ব্যাপ্য সেই বস্তু হইয়া থাকে। যথা ধূম বহ্নির ব্যাপ্য, কেননা বহ্নির সহিত ধূমের স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে। ধূম যেখানেই কেন থাকুক না, সেই খানেই বহ্নি থাকিবে, কখনই ইহার ব্যতিক্রম হইবে না। ধূমের স্বভাবই এই যে, সে বহ্নির সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে পারে না। এই স্বভাবসম্বন্ধ জ্ঞানই ব্যাপ্যব্যাপক ভাবজ্ঞান। পক্ষ শব্দে অনুমিতি জ্ঞান, যথা পর্ব্বত বহ্নিমান্, এই স্থলে পর্ব্বত পক্ষ, কারণ কোন্ স্থলে বহ্নির অনুমান হইয়াছে, না পর্ব্বতে, অতএব পর্ব্বত পক্ষ। যে বস্তুকে ব্যাপ্য বলিয়া জানিয়াছ, সেই বস্তু পক্ষে বর্ত্তমান আছে, এই যে জ্ঞান তাহাকে পক্ষধর্ম্মতা জ্ঞান কহে।

এই অনুমান আবার তিন প্রকার পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতো দৃষ্ট। বাচস্পতিমিশ্র ইহাকে বীত ও অবীত এই দুই ভাগে বিভাগ করিয়াছেন। যাহা সাধ্য, ঠিক সেই বস্তু যদি অন্যত্র দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা হইলে সেই সাধ্যানুমানকে পূর্ব্ববৎ বলা যায়; কিন্তু যাহা অতীন্দ্রিয়, দৃষ্টির অগোচর, তাদৃশ সাধ্যের অনুমান পূর্ব্ববৎ হইতে পারে না, তাহা শেষবৎ না হয় সামান্যতো-দৃষ্ট অনুমান হয়। কিন্তু শেষবৎ অনুমানস্থলে হেতু সাধ্যের ব্যাপ্য ব্যাপক ভাবজ্ঞান নাই এবং ইহাতে সাধ্যাভাব ও হেত্বভাবের ব্যাপ্যব্যাপকভাবজ্ঞান আবশ্যক। ইহার ফলে সাধ্যাভাবের নিষেধ হয়, সুতরাং সাধ্য জ্ঞান হইয়া পড়ে।

"পৃথিবী পৃথিবীতরেভ্যো ভিদ্যতে গন্ধবত্ত্বাৎ" পৃথিবীতে পৃথিবী ভেদ নাই, হেতু গন্ধ। পৃথিবী ভেদ গন্ধাভাবের ব্যাপ্য, এবং গন্ধাভাব পৃথিবীতে নাই, এই জ্ঞান হইলে পৃথিবীতে পৃথিবী ভেদ নাই এইরূপ জ্ঞান হয়। পরিণামে পৃথিবীত্ব যে তাহাতে আছে এই জ্ঞানই হইয়া থাকে। পৃথিবীত্ব এ অনুমিতির বিষয় নহে, কিন্তু মাত্র পূর্ব্ববৎ অনুমান দ্বারা পর্ব্বতে যে বহ্নির অনুমিতি হয় তাহাতে বহ্নি বিষয় হইয়া থাকে। বিষয়তাও মনোবৃত্তি বিশেষ। যে অনুমিতিতে বিষয়রূপ মনোবৃত্তির সম্পর্ক নাই, সেই অনুমিতিসাধনপ্রমাণই শেষবৎ অনুমান।

সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান পূর্ব্ববতের বিপরীত। যে সাধ্যের অনুমানে প্রবৃত্ত হইতেছ, তাহার বা ঠিক সেই আকারের আর একটী বস্তুর প্রত্যক্ষ কদাচ হইবে না, কিন্তু তাহার তুলনা প্রায় বিভিন্ন প্রকার জ্ঞানপথাগত যাবতীয় বস্তুর ব্যাপ্য ব্যাপক ভাব জ্ঞান ও প্রকৃত হেতুতে পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান হইলে যে বুদ্ধিবৃত্তি হয়, তাহাই সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান। যথা ইন্দ্রিয়ানুমান। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষযোগ্য নহে, এই ইন্দ্রিয়ের যে অনুমান ইহাই সামান্যতো দৃষ্ট। এই অনুমানপ্রণালী এইরূপ "রূপাদিজ্ঞানং সকরণকং ক্রিয়াত্বাৎ ছিদাদিবৎ" রূপাদি প্রত্যক্ষেরও করণ আছে, যে হেতু রূপাদি প্রত্যক্ষ ক্রিয়া, যেমন ছেদন ইত্যাদি, ছেদনের করণ কুঠার। রূপপ্রত্যক্ষের করণ কাহাকে বলিবে, দেহ করণ নহে, কারণ অন্ধের দেহ আছে, কিন্তু তাহার রূপ প্রত্যক্ষ হয় না। দেহকে করণ বলিলে তাহার প্রত্যক্ষ হইত। যাহাকে করণ কহে, তাহাই ইন্দ্রিয়। এই করণ নানা। কোন করণ করণত্বপ্রত্যক্ষদৃষ্ট হইলেও ইন্দ্রিয়ের আকারের করণ একেবারেই অতীন্দ্রিয়। যাহা যাহা ক্রিয়া, তৎ সমস্তেরই করণ আছে, এইরূপ জ্ঞানের পর জ্ঞানপথাগত সকল ক্রিয়াগুলিতেই করণসম্বন্ধ জ্ঞান হইলে এবং রূপাদি প্রত্যক্ষ যে ক্রিয়া এইরূপ উপলব্ধি হইলে যে চিত্ত বৃত্তি হয়, তাহাই সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান। এই অনুমান দ্বারাই ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব নিরূপিত হয়। ইহাতে কেবল ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব নহে। অপ্রত্যক্ষ অনেক বস্তুরই অনুমান হইয়া থাকে। (ন্যায়দর্শনেও পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট এই তিন প্রকার অনুমান অঙ্গীকৃত হইয়াছে)। [ন্যায়দর্শন দ্রষ্টব্য]

বক্তার দোষ অর্থাৎ বক্তব্য বিষয়ে ভ্রম প্রমাদ প্রভৃতি যদি না থাকে, তাহা হইলে বাক্য শ্রবণের পর প্রতিপাদ্য বিষয়ে যে মনোবৃত্তি হয়, তাহাই শব্দপ্রমাণ। তাহার ফল শাব্দবোধ। বেদ অপৌরুষেয়, সুতরাং ইহাতে প্রমাদ নাই, ইহাতে বক্তা বা রচয়িতার দোষ সম্ভাবনা নাই। সেই বেদবাক্য শ্রবণের পর বেদবাক্য সম্বন্ধে যে চিত্তবৃত্তি হয়, তাহাই শব্দপ্রমাণ। যাহারা ভ্রমপ্রমাদাদি শূন্য ঋষি তাঁহাদের বাক্য যে প্রমাণ হয়, তাহাই শব্দপ্রমাণ। সকল প্রমাণ অপেক্ষা এই প্রমাণই শ্রেষ্ঠ।

বাচস্পতি মিশ্র এই প্রমাণতত্ত্ব সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে প্রথমে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হয়। এই সংযোগকে বৃত্তি কহে। ইন্দ্রিয়ের উক্তরূপ বৃত্তি হইলেই ত্রিগুণাত্মিকা বুদ্ধির তমোগুণ অভিভূত হয়, তখন সত্ত্ব সমুদ্রেক অর্থাৎ সত্ত্ব গুণের উদ্রেক ও তাহা প্রবল হইয়া উঠে। ইহার নাম অধ্যবসায়বৃত্তি বা জ্ঞান। বুদ্ধির এই বৃত্তিরূপ জ্ঞানই প্রমাণ নামে অভিহিত হয়। এই জ্ঞান দ্বারা চেতনাশক্তির বা চেতনের যে অনুগ্রহ তাহাই প্রমাণফল বা প্রমা। ইহারই অপর নাম বোধ।

প্রকৃতি অচেতন, তৎসমুদ্ভূত বুদ্ধিসত্ত্বও অচেতন। সুতরাং বুদ্ধির অধ্যবসায় বা বৃত্তিও অচেতন। অচেতন বলিয়া বুদ্ধিবৃত্তি নিজে বিষয় প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না। পুরুষ চেতন ও অপরিণামী। সুতরাং অপরিণামী পুরুষের জ্ঞান বা বৃত্তিরূপ পরিণাম হইতে পারে না। বিষয় বৃত্তি দ্বারাই প্রকাশিত হয়, বৃত্তি পরিণামিনী, পরিণাম সর্ব্বদা হয় না, কখন কখন হইয়া থাকে। এই জন্য সর্ব্বদা বিষয়ের জ্ঞান হয় না। বুদ্ধিবৃত্তি জড় বলিয়া স্বপ্রকাশ নহে। পুরুষ দ্বারাই উহার প্রকাশ হয়। বুদ্ধিবৃত্তি অনবগত বা অজ্ঞাত অবস্থায় থাকে না। এই জন্য পুরুষ অপরিণামী। পুরুষ পরিণামী হইলে সর্ব্বদা বুদ্ধিবৃত্তির জ্ঞান বা প্রকাশ হইতে পারিত না।

বুদ্ধিসত্ত্বে পুরুষ প্রতিবিম্বিত হন। আবরক তমোগুণ অভিভূত হইলে সত্ত্বগুণের উদ্রেক হয়। সত্ত্ব স্বচ্ছ, তাহাতে পুরুষের প্রতিবিম্ব পড়ে। মলিন আদর্শ উজ্জ্বল আলোকের নিকটবর্ত্তী হইলেও উদ্ভাসিত হয় না, কিন্তু নির্ম্মল আদর্শ উজ্জ্বল বস্তুর সন্নিধানে উজ্জ্বলতা ধারণ করে। সেইরূপ চিচ্ছক্তির সন্নিধান থাকিলেও তমোঽভিভূত চিত্তে চিচ্ছায়া বা প্রকাশরূপতা হয় না। সত্ত্ব সমুদ্রেক হইলে চিচ্ছক্তির সান্নিধ্যবশতঃ চিত্তও উজ্জ্বলতা বা প্রকাশরূপতা প্রাপ্ত হয়। এতদ্দ্বারা চিৎপ্রতিবিম্বের বিষয় কিয়ৎপরিমাণে বুঝা যাইতে পারে।

বুদ্ধিসত্ত্বে চিতিশক্তির প্রতিবিম্ব পড়িলেই জ্ঞানাদি বুদ্ধিবৃত্তি বস্তুতঃ বুদ্ধিতত্ত্বের ধর্ম্ম হইলেও পুরুষের ধর্ম্ম বলিয়া প্রতীয়মান হয়। মলিন দর্পণে মুখের প্রতিবিম্ব পড়িলে দর্পণের মালিন্য যেমন মুখে পরিলক্ষিত হয়, সেইরূপ বুদ্ধিতত্ত্বগত জ্ঞানাদি বৃত্তিও পুরুষগতরূপে প্রতিভাত হয়। ইহারই নাম চেতনা-শক্তির অনুগ্রহ বা পুরুষের বোধ। পক্ষান্তরে বুদ্ধিতত্ত্ব ও তাহার অধ্যবসায় অচেতন হইলেও উহাতে চেতন পুরুষ প্রতিবিম্বিত হন বলিয়া উহা চেতনের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। এই অবস্থায় পুরুষ এবং বুদ্ধিসত্ত্ব অভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়, এতদ্দ্বারা বুঝা যায় যে বাচস্পতি মিশ্রের মতে বুদ্ধিবৃত্তিতে পুরুষ প্রতিবিম্বিত হন, কিন্তু পুরুষে বুদ্ধিবৃত্তি প্রতিবিম্বিত হয় না। প্রকৃতি ও পুরুষের পরস্পর প্রতিবিম্ববিষয়ে পাতঞ্জল ভাষ্যকার বেদব্যাসেরও এই মত। কিন্তু বিজ্ঞানভিক্ষুর মত ইহা নহে. তিনি বলেন বুদ্ধিবৃত্তি ও পুরুষ এই উভয়েতেই উভয়ের প্রতিবিম্ব পড়িয়া থাকে। তাহার মতে পুরুষ যেমন বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত হন, বুদ্ধিবৃত্তিও সেইরূপ পুরুষে প্রতিবিম্বিত হন। তিনি বলেন, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইলে বুদ্ধির বিষয়াকার পরিণাম বা বৃত্তি হয়। সেই বিষয়াকার বুদ্ধিবৃত্তি পুরুষে প্রতিবিম্বিত হইয়া ভাসমান হয়। পুরুষ অপরিণামী, অথচ তাহার বুদ্ধির ন্যায় বিষয়াকারতা ভিন্ন বিষয়গ্রহণ বা বিষয়ভোগ হইতে পারে না। অতএব পুরুষে প্রতিবিম্বরূপে বিষয়াকারতা স্বীকার করিতে হইতেছে। বিজ্ঞানভিক্ষু এই মত সমর্থনের জন্য উক্ত প্রমাণ দিয়াছেন।

"তস্মিংশ্চিদ্দর্পণে স্ফারে সমস্তাঃ বস্তুদৃষ্টয়ঃ।
ইমাস্তাঃ প্রতিবিম্বন্তি সরসীব তটদ্রুমাঃ ॥" (সাংখ্যপ্র° ভাষ্য)

তটস্থ বৃক্ষ সকলের প্রতিবিম্ব যেমন সরোবরে প্রতিফলিত হয়, তদ্রূপ চৈতন্যরূপ নির্ম্মল দর্পণে সমস্ত বস্তু সকল প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে অর্থাৎ বুদ্ধির বিষয়াকারবৃত্তি সকল তাহাতে প্রতিবিম্বিত হয়। তিনি আরও বলিয়াছেন যে—

"প্রমাতা চেতনঃ শুদ্ধঃ প্রমাণং বৃত্তিরেব নঃ।
প্রমার্থাকারবৃত্তীনাং চেতনে প্রতিবিম্বনম্ ॥" (ভাষ্য)

সাংখ্যাচার্য্যদিগের মতে চেতন পুরুষ প্রমাতা অর্থাৎ প্রমা সাক্ষী। বিষয়াকারবুদ্ধিবৃত্তি প্রমাণ। এই বুদ্ধিবৃত্তিসকলের পুরুষে যে প্রতিবিম্বন হয়, উহাই প্রমা। পুরুষ সুখদুঃখভোগ-বিবর্জ্জিত, প্রকৃতির প্রতিবিম্বনে পুরুষ সুখী, দুঃখী, ভোগী ইত্যাকার জ্ঞান হইয়া থাকে, প্রকৃতি অচেতন, পুরুষের প্রতিবিম্বনে প্রকৃতি চৈতন্যযুক্ত জ্ঞান করিয়া থাকে। পরস্পরের প্রতিবিম্বনে পরস্পরের এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে।

বুদ্ধিবৃত্তি ও চৈতন্যের পরস্পর এইরূপ প্রতিবিম্ব হয় বলিয়াই প্রজ্বলিত লৌহপিণ্ডে অগ্নিব্যবহারের ন্যায় বুদ্ধিবৃত্তিতে বোধব্যবহার হইয়া থাকে। বুদ্ধিবৃত্তি ক্ষণভঙ্গুর এই জন্য বোধও ক্ষণভঙ্গুর। বিজ্ঞানভিক্ষু স্পর্দ্ধার সহিত বলিয়াছেন যে, অল্প-বুদ্ধি ব্যক্তিগণ বুদ্ধিবৃত্তি ও বোধের বিবেক ইহার পার্থক্য বুঝিতে সমর্থ নহে। এমন কি তার্কিকেরাও এ বিষয়ে ভ্রান্ত হইয়াছে। (তার্কিক শব্দে নৈয়ায়িক।) সাংখ্যাচার্য্যগণ বুদ্ধিবৃত্তি ও বোধের বিবেক বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা সর্ব্বা-পেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এবং এই বিবেকজ্ঞানই অন্য সকল দর্শনাপেক্ষা হইতে উৎকৃষ্ট।

"তদ্বিবেকাংশ এব সাংখ্যশাস্ত্রস্য দর্শনান্তরেভ্য উৎকর্ষং প্রতিপাদয়তি" (ভাষ্য)

পুরুষে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সুখদুঃখাদির অস্তিত্ব না থাকিলেও প্রতিবিম্বরূপে সুখদুঃখাদির অস্তিত্ব আছে।

বিষয় সকল প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে, যাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় না, তাহা অনুমান দ্বারা এবং যাহা অনুমান দ্বারাও সিদ্ধ হয় না, তাহা আপ্ত বাক্যানুসারে সিদ্ধ হইবে। প্রধান এবং পুরুষ ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ করা যায় না, এই জন্য ইহা অনুমান প্রমাণসিদ্ধ। প্রকৃতি হইতে মহৎ, বুদ্ধি অহঙ্কার প্রভৃতি যে সৃষ্টি-ক্রম তাহা আপ্তপ্রমাণসিদ্ধ।

কেহ কেহ বলেন যে প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া যেমন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ার্থ ও সপ্তম রসের অভাব নিশ্চয় হইয়া থাকে, সেইরূপ কেন প্রধান ও পুরুষের অভাবনিশ্চয় হউক না, এ আপত্তি একেবারেই অসঙ্গত। কারণ তাঁহারা বলিয়াছেন যে অতিদূরত্ব, অতিসামীপ্য, ইন্দ্রিয়ের অভাব, অস্থিরমনস্কতা, সূক্ষ্মত্ব, ব্যবধান, অভিভব, তুল্য বস্তুর সহিত মিশ্রণ, অনুদ্ভব এবং তুল্য বস্তুদ্বয়ে সংযোগ বশতঃ বিদ্যমান বস্তুরও উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ হয় না।

"অতিদূরাৎ সামীপ্যাদিন্দ্রিয়ঘাতান্মনোঽনবস্থানাৎ।
সৌক্ষ্ম্যাদ্ ব্যবধানাদভিভবাৎ সমানাভিহারাচ্চ॥" (সাংখ্য° ৭)

আকাশ প্রদেশে উড্ডীয়মান পক্ষী যখন নিকটে থাকে, তখন দেখিতে পাওয়া যায়; অতি দূরে গমন করিলে তখন আর তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু দূরত্বনিবন্ধন দৃষ্টিগোচর না হইলেও তাহার অভাব নিশ্চয় করা যায় না। লোচনস্থ অঞ্জন চক্ষুর অতি নিকট বলিয়া তাহা দেখা যায়, ইন্দ্রিয়ঘাত, অন্ধত্ব বধিরত্বাদি, অন্ধ দেখিতে পায় না, বধির শুনিতে পায় না, ইত্যাদি। অনবস্থিত চিত্ত যাহার মন বিষয়ান্তরে আসক্ত, সেই ব্যক্তি উজ্জ্বল আলোকস্থিত ইন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্ট বিষয়ও উপলব্ধি করিতে সমর্থ নহে। পরমাণু প্রভৃতি সূক্ষ্ম বস্তু ইন্দ্রিয় সন্নিকৃষ্ট হইলেও অতিসূক্ষ্ম বলিয়া তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। ব্যবহিত রুদ্ধদ্বার গৃহ মধ্যে বস্তু থাকিলে ব্যবধানবশতঃ তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। রাত্রিকালের ন্যায় দিবাভাগে গ্রহনক্ষত্রমণ্ডল বিদ্যমান থাকিলেও সূর্যের প্রখর তেজে অভিভূত হয় বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না। দুগ্ধাদি অবস্থায় দধি ও তিলে তৈল প্রভৃতি উদ্ভূত হয় নাই বলিয়া তাহার উপলব্ধি হয় না। ক্ষীরমিশ্রিত নীর জলাশয়পতিত বৃষ্টিজল তুল্য বস্তুদ্বয়ের সংযোগ বশতঃ তাহার পৃথক্ রূপে প্রত্যক্ষ হয় না।

ইত্যাদি উদাহরণসমূহ দ্বারা জানা যায় যে, বস্তু সকলের প্রত্যক্ষ প্রবৃত্তি না হইলেও বস্তুর অভাব নিশ্চয় করা যায় না, এবং তাহা করাও অসঙ্গত। কারণ এই সকল উদাহরণে দেখান হইয়াছে যে বস্তু সকল বিদ্যমান আছে, অথচ তাহাদের প্রত্যক্ষ হইতেছে না। যে বস্তু প্রত্যক্ষযোগ্য, যদি তাহার প্রত্যক্ষ না হয়, তাহা হইলে তাহার অভাব নিশ্চয় করা যাইতে পারে। ঘটপটাদি প্রত্যক্ষযোগ্য পদার্থ অথচ গৃহে তাহার প্রত্যক্ষ না হইলে গৃহে ঘটপটাদি নাই, এইরূপ অভাব নিশ্চয় হইতে পারে, যাহা প্রত্যক্ষযোগ্য নহে, তাহার প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া তাহাদের অভাব নিশ্চয় করা অত্যন্ত অসঙ্গত। কারণ অন্য প্রমাণ দ্বারা তাহাদের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ার্থ ও সপ্তম রস কোনও প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হয় না। সুতরাং উহারা প্রত্যক্ষের অযোগ্য। এইরূপ কল্পনা করাই অসঙ্গত।

এই মতে প্রমেয় বা পদার্থ সকল তত্ত্ব নামে অভিহিত। প্রমাণ দ্বারাই এই সকল প্রমেয় পদার্থ প্রমাণিত হইয়াছে। তত্ত্ব পঞ্চবিংশতি, মূল তত্ত্ব প্রকৃতি ও পুরুষ। প্রকৃতি হইতে চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ও পুরুষ এই পঞ্চবিংশতি। পাতঞ্জলদর্শনে ঈশ্বর লইয়া ষড়্‌বিংশতি তত্ত্ব অভিহিত হইয়াছে। প্রকৃতির পরিণামে জগৎসৃষ্টি ও প্রলয় হইতেছে। প্রকৃতির এই পরিণাম দুই প্রকার সরূপপরিণাম ও বিরূপপরিণাম, যখন প্রকৃতির বিরূপ পরিণাম হয়, তখন জগতের সৃষ্টি এবং যখন সরূপপরিণাম তখন জগৎ ধ্বংস হইয়া প্রলয় হয়।

প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চ তন্মাত্র, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চ তন্মাত্র. পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, মন এই একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ মহাভূত এবং পুরুষ এই পঞ্চ বিংশতিতত্ত্ব। ইহার প্রকৃত্যাদি চতুর্বিংশতি তত্ত্ব জড় এবং পুরুষ চেতন।

এই সকল তত্ত্ব চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। কোন তত্ত্ব কেবল প্রকৃতি,কোন তত্ত্ব প্রকৃতিবিকৃতি,কোন তত্ত্ব কেবল বিকৃতি এবং কোন তত্ত্ব অনুভয়াত্মক অর্থাৎ প্রকৃতিও নহে, বিকৃতিও নহে।

"মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ॥"(সাংখ্যকা°৩)

প্রকৃতি শব্দের অর্থ উপাদান কারণ। বিকৃতি শব্দের অর্থ কার্য্য। মূলপ্রকৃতি অর্থাৎ যাহা হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, যাহার অপর নাম প্রধান, তাহার কোন কারণ হইতে উৎপত্তি সম্ভবে না। কেন না মূলপ্রকৃতি কারণ জন্য হইলে সেই কারণও কারণান্তরজন্য, সেই কারণান্তরও অপর কারণ জন্য। ইত্যাদি রূপ অনবস্থাদোষ হইয়া পড়ে। অতএব মূল কারণ উৎপন্ন বস্তু নহে। উহা স্বতঃসিদ্ধ, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। মূল প্রকৃতি কেবলই প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র এই ৭টী প্রকৃতি বিকৃতি। কারণ উহারা কোন কোন তত্ত্বের প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং উহা মূল প্রকৃতির বিকৃতি, এবং এই মহৎ হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হইয়াছে সুতরাং অহঙ্কারের প্রকৃতি মহৎ, এই জন্য উহা প্রকৃতি, এবং ইহা উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া কেবল বিকৃতি। পঞ্চ মহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয়

কেবল বিকৃতি অর্থাৎ এই সকল হইতে কোন তত্ত্বান্তরের উৎপত্তি হয় নাই। পুরুষ অনুভয়রূপ অর্থাৎ প্রকৃতিও নহে ও বিকৃতিও নহে।

"প্রকরোতীতি প্রকৃতিঃ প্রধানং সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা। সা অবিকৃতিঃ প্রকৃতিরেব। সা মূলপ্রকৃতিঃ বিশ্বস্য কার্য্যসংঘাতস্য মূলং, ন ত্বস্যা মূলান্তরমস্তি অনবস্থাপ্রসঙ্গাৎ।" (তত্ত্বকৌ°)

যাহা হইতে তত্ত্বান্তরের উৎপত্তি হয়, তাহারই নাম প্রকৃতি, এই জন্য ইহার নাম প্রধান। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি, এই প্রধানই বিশ্বসংসারের কার্য্যসমূহের মূল। ইহার আর অন্য কোন মূলান্তর নাই, কারণ যদি ইহার অন্য মূলান্তর স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে অনবস্থাদোষ হইয়া পড়ে, এই জন্য স্বীকার করিয়া লইতে হয়, যাহার অন্য কোন মূল নাই, তাহারই নাম প্রকৃতি।

পুরুষ কূটস্থ, অর্থাৎ জড় ধর্ম্মের অনাশ্রয়, অবিকারী ও অসঙ্গ। এ জন্য পুরুষ কারণ হইতে পারে না, পুরুষ নিত্য, তাহার উৎপত্তি নাই। সুতরাং কার্য্যও হইতে পারে না। অতএব পুরুষ অনুভয়াত্মক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সকল পদার্থ অতীন্দ্রিয়, তাহা অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ। অতএব মহদাদিরূপ কার্য্য দেখিয়া তাহার কারণ অনুমান করিতে হয়। কেন না জগতে দেখা যায় যে কারণ ভিন্ন কার্য্য হয় না, কার্য্য মাত্রেরই কারণ আছে, এই জগৎ যখন কার্য্য তখন অবশ্য ইহার কারণ আছে, সেই কারণ কি, সেই কারণ প্রকৃতি; ইহা অনুমানসিদ্ধ।

এই জগতের কারণ সৎ কি অসৎ ইত্যাদি বিষয় লইয়া দার্শনিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে বিস্তর মতভেদ আছে। সাংখ্যাচার্য্যগণ সৎপদার্থবাদী। এই জগতের মূল কারণ যে প্রকৃতি তাহা সৎ। বাচস্পতি মিশ্র অন্যান্য বাদীদিগের মত নিরাশ করিয়া সৎপদার্থবাদ স্থির করিয়াছেন। অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে ইহার বিষয় আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

বৌদ্ধ দার্শনিকগণ অসৎপদার্থবাদী, তাঁহারা বলেন এই জগৎ অসৎ পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তাঁহাদের মতে বীজ হইতে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয় না, কিন্তু পার্থিব উষ্ণতা ও জলাদির সংযোগে বীজ বিনষ্ট হইলে তাহার পরে অঙ্কুরের উৎপত্তি হইয়া থাকে, সুতরাং ভাব রূপ বীজ অঙ্কুরের কারণ নহে, বীজের ধ্বংসস্বরূপ অভাবই অঙ্কুর রূপ ভাব পদার্থের কারণ। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা সকল স্থলেই অভাবই ভাবোৎপত্তির কারণ, ইহাই বৌদ্ধাচার্য্যগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহার উত্তরে সাংখ্যাচার্য্যগণ বলেন যে, ইহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। কারণ বীজ নাশ হইলে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয় সত্য, কিন্তু তাহা বলিয়া বীজের নিরন্বয় বিনাশ হয় না। বীজ বিনষ্ট হয় বটে, কিন্তু বিনষ্ট বীজের অবয়ব বিনষ্ট হয় না। ঐ ভাব স্বরূপ বীজাবয়ব অঙ্কুরের উৎপাদক; বীজের অভাব অঙ্কুরের উৎপাদক নহে। অভাব ভাবোৎপত্তির কারণ হইলে অভাব সর্ব্বত্র সুলভ হইয়া সকল স্থলে সকল ভাবপদার্থ উৎপাদন করিতে পারিত। ইহা হইলে সকল স্থলেই সকল পদার্থের উৎপত্তি সম্ভব। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, অভাব ভাবোৎপত্তির কারণ নহে। এই ভাব পদার্থই সকল ভাবপদার্থের উৎপত্তির কারণ। এইরূপে বৌদ্ধদিগের অসৎপদার্থবাদ খণ্ডিত হইয়াছে।

বৈদান্তিক আচার্য্যগণ বিবর্ত্তবাদী। বৌদ্ধদিগের ন্যায় বৈদান্তিকদিগেরও এই মত খণ্ডিত হইয়াছে, তাঁহাদের মতোক্ত বিবর্ত্তবাদের পরিবর্ত্তে পরিণামবাদ সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহাও অতি সংক্ষেপে আলোচিত হইল।

"সতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিকার ইত্যুদীরিতঃ।
অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ॥"

বস্তুর সহিত যে অন্যথা প্রথা, অর্থাৎ অন্য প্রকার যে জ্ঞান তাহার নাম বিকার এবং বস্তু না থাকিয়াও যে অন্যরূপ জ্ঞান হয়, তাহার নাম বিবর্ত্ত। পরিণামবাদী সাংখ্যাচার্য্যদিগের মতে কারণ বিকৃত বা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত হইয়া কার্য্যরূপে পরিণত হয়। সুতরাং এই মতে কার্য্যরূপ বস্তু আছে। কার্য্যজ্ঞান বস্তুপরিশূন্য নহে। বিবর্ত্তবাদীদিগের মতে কারণ অবিকৃতই থাকে, অথচ তাহাতে বস্তুতঃরূপে কার্য্য না থাকিলেও কার্য্যের প্রতীতি হয় মাত্র। দুগ্ধের পরিণাম দধি ইহাই পরিণামবাদের দৃষ্টান্ত, দুগ্ধ দধি রূপে পরিণত হয়। রজ্জুতে সর্পভ্রম, ইহাই বিবর্ত্তবাদের দৃষ্টান্ত। বৈদান্তিকগণ বলেন যে, যেমন সর্প না থাকিলেও রজ্জুতে সর্পের প্রতীতি হইতেছে, সেইরূপ প্রপঞ্চ বা জগৎ না থাকিলেও ব্রহ্মে প্রপঞ্চের প্রতীতি হইতেছে। রজ্জুসর্পের প্রতীতির কারণ যেমন ইন্দ্রিয় দোষ, সেইরূপ জগৎপ্রপঞ্চ প্রতীতির কারণ অবিদ্যাদোষ, অবিদ্যাদোষে ব্রহ্মে জগৎপ্রপঞ্চের জ্ঞান হইতেছে। রজ্জুতে প্রতীয়মান সর্প যেমন রজ্জুর বিবর্ত্ত, ব্রহ্মে প্রতীয়মান প্রপঞ্চও সেইরূপ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত, প্রকৃতপক্ষে প্রপঞ্চ নামে কোন বস্তু নাই। রজ্জুসর্পের ন্যায় প্রপঞ্চ ও প্রতীয়মান মাত্র।

ইহার উত্তরে সাংখ্যাচার্য্যগণ বলেন যে, রজ্জুতে সর্প প্রতীতি হওয়ার পর নৈপুণ্য সহকারে প্রণিধানপূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, [illegible] সর্প নহে, রজ্জুতে এইরূপ বাধজ্ঞান উপস্থিত হয়। সুতরাং রজ্জুতে সর্পপ্রতীতি যে ভ্রমাত্মক, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু জগৎপ্রপঞ্চ সম্বন্ধে ঐরূপ বাধজ্ঞান কখনই হইতে পারে না। সুতরাং ঐ প্রপঞ্চপ্রতীতি যে ভ্রমাত্মক তাহাও বলা যায় না। এই যুক্তি দ্বারা সাংখ্যাচার্য্যগণ

বিবর্ত্তবাদে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া পরিণামবাদ সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে একটু বিশেষ প্রণিধান করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, কার্য্য কারণ হইতে ভিন্ন নহে, কারণের অবস্থান্তর মাত্র। দুগ্ধ দধিরূপে, সুবর্ণ কুণ্ডলরূপে, মৃত্তিকা ঘটরূপে এবং তন্তু পটরূপে পরিণত হয়। অতএব দধি, কুণ্ডল, ঘট ও পট যথাক্রমে দুগ্ধ, সুবর্ণ, মৃত্তিকা ও তন্তু হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন নহে, একই। কার্য্য যদি কারণ হইতে ভিন্ন না হইল, তাহা হইলে ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে, উৎপত্তির পূর্ব্বেও কার্য্য সূক্ষ্মরূপে কারণে বিদ্যমান ছিল। কারকব্যাপার অর্থাৎ যে সকল উপায়ে কার্য্যের উৎপত্তি হয় বলিয়া সচরাচর বিবেচনা করা যায়, বাস্তবিক পক্ষে ঐ সকল উপায় বা কারকব্যাপার কার্য্যের উৎপাদক নহে। কেন না তাহার পূর্ব্বেও কার্য্য সূক্ষ্মরূপে কারণে ছিল। সুতরাং কারকব্যাপার কার্য্যের উৎপাদক নহে, অভিব্যঞ্জক বা প্রকাশক। পূর্ব্বে কারণে সূক্ষ্ম ও অব্যক্ত রূপে কার্য্য ছিল, কারকব্যাপার দ্বারা তাহার স্থূলরূপে অভিব্যক্তি হইল মাত্র। সাংখ্যাচার্য্যগণ ইত্যাদি রূপে বিবর্ত্তবাদের উপর দোষ দিয়া পরিণামবাদ অবলম্বন করিয়া জগতের মূল কারণ সৎ ইহা নিরূপণ করিয়াছেন। মহামতি শঙ্করাচার্য্য আবার বেদান্তদর্শনের শারীরকভাষ্যে এই মত খণ্ডন করিয়াছেন। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণও সৎকার্য্যবাদী। কিন্তু ইঁহারা সৎকার্য্যবাদী হইলেও ইঁহাদের মতোক্ত সৎকার্য্যবাদ সমর্থিত হয় নাই, তাহা খণ্ডিত হইয়াছে। ইঁহারা সৎকার্য্যবাদী হইলেও প্রবল প্রতিপক্ষ। কারণ ইঁহারা সৎ পদার্থ হইতে অসৎ পদার্থের উৎপত্তি হয়, এইরূপই স্বীকার করেন। ইঁহাদের মতে জগতের মূল কারণ চতুর্ব্বিধ পরমাণু সৎ অর্থাৎ সর্ব্বদা বিদ্যমান। দ্ব্যণুক হইতে মহাবয়বিপর্য্যন্ত কার্য্যগুলি সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে পরমাণু হইতে উৎপন্ন, সুতরাং কার্য্যসমূহ উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ ছিল না, সৎ ছিল, উৎপত্তির পরেই অসৎ হইয়াছে, অতএব সৎ হইতে অসতের উৎপত্তি ইহা সিদ্ধ হইল। ইঁহাদের মতে কার্য্য কারণ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কেন না কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে কারণ সৎ অর্থাৎ বিদ্যমান, কিন্তু কার্য্য কালে অসৎ অবিদ্যমান।

ইহাতে সাংখ্যাচার্য্যগণ বলেন যে, কারণ ব্যাপারের পূর্ব্বে যদি বস্তুতই কার্য্য অসৎ অবিদ্যমান থাকিত, তাহা হইলে কেহই কার্য্যের সত্ত্ব অর্থাৎ বিদ্যমানত্ব সম্পাদন করিতে পারিতেন না। শতসহস্রশিল্পীও যত্ন করিয়া নীলকে পীত ও পীতকে নীল করিতে পারে না। কারণ নীল পীত নহে। অরূপ কার্য্য বস্তুতঃ অসৎ হইলে কোন মতেই সৎ হইতে পারে না। যাহা অসৎ তাহা চিরকালই অসৎ, কোন কালেই তাহা সৎ হইতে পারে না, এবং যাহা সৎ, তাহা চিরকালই সৎ। আপত্তি হইতে পারে যে, ঘট যেমন পাকের পূর্ব্বে শ্যামবর্ণ এবং পাকের পরে রক্তবর্ণ, ইহা প্রত্যক্ষ রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। সেইরূপ কার্য্য ও কারণ ব্যাপারের পূর্ব্বে অসৎ এবং কারণ ব্যাপারের পর সৎ হইবার কোন বাধা হইতে পারে না। অর্থাৎ কালভেদে ঘটের শ্যামত্ব ও রক্তত্বের ন্যায় অসত্ত্ব ও সত্ত্ব ঘটের ধর্ম্ম হইতে পারে, এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, তাহা হইলে প্রকারান্তরে সৎকার্য্যবাদেরই অঙ্গীকার করা হয়। কেন না শ্যামাবস্থা ও রক্তাবস্থা এই উভয়কালেই ঘট সৎ অর্থাৎ বিদ্যমান বলিয়া কালভেদে ঘটের শ্যামত্ব ও রক্তস্বরূপ ধর্ম্মভেদ হইতে পারে। প্রকৃত স্থলে কালভেদে অসত্ত্ব সত্ত্ব ঘটের ধর্ম্ম অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বকালে ঘটের অসত্ত্ব এবং উৎপত্তির পরে তাহার সত্ত্ব স্বীকার করিলেই উভয় কালে অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বকালে ও পরকালে ঘটের সত্তা অর্থাৎ বিদ্যমানতাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কারণ ধর্ম্মীর আশ্রয়েই ধর্ম্মের অবস্থিতি। কারণব্যাপারের পূর্ব্বে ধর্ম্মীরূপ ঘট নাই, অথচ তাহার ধর্ম্ম অসত্ত্ব থাকিবে, ইহা একান্ত অসম্ভব ও বাতুলালাপ।

কারণ ব্যাপারের পূর্ব্বেও যদি কার্য্য সৎ অর্থাৎ বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে কারণ ব্যাপার নিষ্প্রয়োজন, এ আপত্তিও অসঙ্গত। কেন না সৎ অর্থাৎ বিদ্যমান কার্য্যই কারণব্যাপার দ্বারা অভিব্যক্ত হয়। সুতরাং কার্য্য, কারণব্যাপারের পূর্ব্বেও সৎ ইহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু কারণব্যাপারের পূর্ব্বে তাহা কেবল অনভিব্যক্ত থাকে মাত্র। কারণব্যাপার দ্বারা তাহার অভিব্যক্তি হয় মাত্র। সুতরাং কারণব্যাপার যে নিরর্থক বলা হইয়াছে, তাহা একেবারেই অসঙ্গত। নিষ্পীড়ন দ্বারা তিলে তৈলের এবং আঘাত দ্বারা ধান্যে তণ্ডুলের অভিব্যক্তি হয় মাত্র। ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তিলে তৈলের, ও ধান্যে তণ্ডুলের বিদ্যমানতা সর্ব্ববাদিসম্মত। সুতরাং কারণব্যাপার দ্বারা সতের অভিব্যক্তি সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

সতের অভিব্যক্তি বিষয়ে এইরূপ শত শত দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। যাহা স্বতঃপ্রমাণ, তাহার আর প্রমাণের প্রয়োজন কি। কিন্তু অসতের উৎপত্তির একটীও দৃষ্টান্ত নাই। যাহা অসৎ, কোন কালেই তাহার উৎপত্তি হয় না, এবং হইতেও পারে না। নরশৃঙ্গ, কূর্ম্মরোম, ও আকাশকুসুম এই সকল দ্রব্য সৎ নহে, এই জন্য ইহাদের উৎপত্তি কেহ দেখে নাই, এবং শুনেও নাই। অতএব সিদ্ধ হইল যে, সৎ অর্থাৎ বিদ্যমান কার্য্যেরই কারণব্যাপার দ্বারা অভিব্যক্তি বা আবির্ভাব প্রকাশ হয়, তাহা বলিয়া অসতের উৎপত্তি হয় না। আরও একটী বিশেষ

কথা এই যে, যে কারণের সহিত যে কার্য্যের সম্বন্ধ থাকে, সেই কারণ দ্বারাই সেই কার্য্যের আবির্ভাব হয়। যে কার্য্যের সহিত যে কারণের সম্বন্ধ নাই, সেই কারণ দ্বারা সেই কার্য্যের আবির্ভাব হয় না। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

তন্তুর সহিত পটের এবং মৃত্তিকার সহিত ঘটের সম্বন্ধ আছে বলিয়া তন্তু হইতে পটের এবং মৃত্তিকা হইতে ঘটের আবির্ভাব হইয়া থাকে। তন্তুর সহিত ঘটের এবং মৃত্তিকার সহিত পটের কোনরূপ সম্বন্ধ নাই বলিয়া তন্তু হইতে ঘট এবং মৃত্তিকা হইতে পটের আবির্ভাব হয় না।

সম্বন্ধশূন্যতার ইতর বিশেষ না থাকায় সমস্ত কার্য্য সমস্ত কারণ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে। এই অব্যবস্থাদোষ নিবারণ জন্য বলিতে হইবে যে, উৎপত্তির পূর্ব্বেও কারণ বিশেষের সহিত কার্য্যবিশেষের সম্বন্ধ থাকে। ইহা হইলেই সৎকার্য্যবাদ সিদ্ধ হইল। কেননা একাধিক বিদ্যমান বস্তুরই পরস্পর সম্বন্ধ হইতে পারে, একটী বিদ্যমান অপরটী অবিদ্যমান এ উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধ কোন ক্রমেই হইতে পারে না।

যদি বলা হয় যে, কারণগত এমন অসাধারণ শক্তি আছে, যাহার প্রভাবে কারণবিশেষ কার্য্যবিশেষের উৎপাদন করে, সমস্ত কার্য্যের উৎপাদন করে না। তাহা হইলেও জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, ঐ অসাধারণ শক্তির সহিত কার্য্যবিশেষের কোনরূপ সম্বন্ধ আছে কি না? যদি সম্বন্ধ থাকে, তাহা হইলে অসত্তের সহিত সম্বন্ধ থাকিতে পারে না বলিয়া সৎকার্য্যবাদ সিদ্ধ হয়। পক্ষান্তরে সম্বন্ধ না থাকিলে কারণের ন্যায় কারণগত শক্তিও কার্য্যবিশেষের নিয়ামক হইতে পারে না। সুতরাং অব্যবস্থা দোষ উপস্থিত হয়। ফলতঃ কারণগত শক্তি কার্য্যের অব্যক্তাবস্থা মাত্র। অন্যরূপ শক্তি বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। আরও বিবেচনা করা উচিত কার্য্য কারণ হইতে ভিন্ন নহে, উহা কারণাত্মক; কারণ যে সৎ এ বিষয়ে মতভেদই হইতে পারে না। ইত্যাদি রূপে সৎকার্য্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সাংখ্যকারিকায় এই কয়টী হেতু দ্বারা সৎকার্য্যবাদ সমর্থিত হইয়াছে—

"অসদকরণাদুপাদানগ্রহণাৎ সর্ব্বসম্ভবাভাবাৎ।
শক্তস্য শক্যকরণাৎ কারণভাবাচ্চ সৎ কার্য্যং॥"

(সাংখ্যকা° ৯)

কার্য্য সৎ, হেতু অসত্তের অকরণ, উপাদানের গ্রহণ, সর্ব্ব সম্ভবের অভাব এবং শক্তের শক্য করণ এই সকল হেতু দ্বারা অনুমান করা হয় যে কার্য্য সৎ। এই সকল হেতুর তাৎপর্য্য পূর্ব্বে অভিহিত হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে ইহাদের আর বিস্তৃত আলোচনা এই স্থলে হইল না। কেবল শব্দার্থ মাত্র বিবৃত হইল।—অসত্তের অকরণ, যাহা ছিল না, তাহাকে কখনই উৎপন্ন করা যায় না। উপাদানের গ্রহণ, যখন সকল স্থলে সকল কার্য্যের উৎপত্তি হয় না, তখন কার্য্যের সহিত কারণের একটী সম্বন্ধ আছে, এই হেতুও কার্য্য সৎ, শক্তের শক্যকরণ অভিব্যক্ত কার্য্যে শক্তিসম্বন্ধ অসম্ভব, সুতরাং কারণে কার্য্যের সম্বন্ধ মানিলেও শক্তি সম্বন্ধের অনুরোধে কার্য্যকে সৎ বলিতে হইবে। এইরূপে সৎকার্য্যবাদ সমর্থিত হইয়াছে।

বাচস্পতিমিশ্র এইরূপে বৌদ্ধ, নৈয়ায়িক, বৈশেষিক, বৈদান্তিক প্রভৃতি বাদীদিগের মত উদ্ধৃত করিয়া নানারূপ যুক্তিতর্ক দ্বারা সেই সকল মত খণ্ডন করিয়া সাংখ্যোক্ত সৎকার্য্যবাদ সমর্থন করিয়াছেন। কপিলসূত্রে 'নাবস্তুনো বস্তুসিদ্ধিঃ' (সাংখ্য ১।৭৮) ইত্যাদি সূত্র দ্বারাও ইহা সমর্থিত হইয়াছে।

এইরূপ সিদ্ধ হইল যে, জগতের যে কারণ তাহা সৎ, সৎকারণ হইতেই এই সৎ জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। কার্য্য কারণাত্মক, তাহা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন হইয়াছে, কার্য্যকারণশৃঙ্খলা সর্ব্বত্রই স্বীকৃত ও সমাদৃত। কারণ ভিন্ন কার্য্য হইতেই পারে না। এই জগৎ কার্য্য, তাহার কারণ, প্রধান বা প্রকৃতি, এই প্রধান সুখ দুঃখ ও মোহাত্মক, জগতের সমস্ত জিনিসেই সুখ, দুঃখ ও মোহ আছে। কারণে যদি সুখ দুঃখ ও মোহ না থাকিত, তাহা হইলে কার্য্য যে জগৎ তাহাতেও সুখ দুঃখ ও মোহ থাকিতে পারিত না। কার্য্য যখন কারণাত্মক, তখন সুখ, দুঃখ ও মোহ দেখিয়া ইহার কারণে যে সুখ, দুঃখ ও মোহ আছে তাহা নিঃসংশয়রূপে বলা যায়।

প্রত্যেক দ্রব্যেই সুখ, দুঃখ ও মোহ আছে, বাচস্পতি মিশ্র ইহার একটী দৃষ্টান্ত দিয়াছেন যে রূপযৌবনকুলশীলসম্পন্না একটী স্ত্রী স্বামীকে সুখী, সপত্নীকে দুঃখিনী এবং তাহার লোভে বঞ্চিত পুরুষান্তরকে মোহ বা বিষাদ যুক্ত করে। তাহার কারণ এই যে স্বামীর প্রতি তাহার সুখ রূপ সমুদ্ভূত, দুঃখাদি রূপ অভিভূত, সপত্নীর প্রতি দুঃখ রূপ সমুদ্ভূত, সুখাদিরূপ অভিভূত। যে অপর পুরুষ তাহার লাভে বঞ্চিত, তাহার প্রতি তাহার মোহ রূপ সমুদ্ভূত, সুখাদি রূপ অভিভূত।

"একৈব স্ত্রীরূপযৌবনকুলশীলসম্পন্না স্বামিনং সুখাকরোতি, তৎকস্য হেতোঃ, স্বামিনং প্রতি তস্যাঃ সুখরূপ সমুদ্ভবাৎ। সৈব স্ত্রী সপত্নীর্দুঃখাকরোতি তৎ কস্য হেতোঃ, স্বামিনং প্রতি তস্যাঃ দুঃখরূপসমুদ্ভবাৎ। এবং পুরুষান্তরং তামবিন্দন্ সৈব মোহয়তি, তৎকস্য হেতোঃ, তৎপ্রতি তস্যাঃ মোহরূপসমুদ্ভবাৎ। অনয়া চ স্ত্রিয়া সর্ব্বে ভাবঃ ব্যাখ্যাতাঃ।"(সাংখ্যত° কৌ°)

এই একটী স্ত্রীর উদাহরণ দ্বারাই সকল ভাবে বলা হইল। এই এক স্ত্রীতে যেমন সুখ, দুঃখ ও মোহ আছে, এইরূপ জগতের সকল জিনিসেই সুখ দুঃখ ও মোহ আছে, ইহা বুঝিতে

হইবে। যদি ঐ স্ত্রীতে সুখ দুঃখ ও মোহ না থাকিত, তাহা হইলে স্বামীকে সুখী, সপত্নীকে দুঃখিনী এবং পুরুষান্তরকে মুগ্ধ করিতে পারিত না। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কারণ ভিন্ন কার্য্য হয় না, যখন সুখ, দুঃখ ও মোহ কার্য্য প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইতেছে। তখন ইহার কারণে যে সুখ, দুঃখ, ও মোহ আছে তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন।

ইহা দ্বারা সিদ্ধ হইল যে, জগতের যে মূলকারণ তাহা সুখ, দুঃখ ও মোহাত্মক। প্রকৃতিই যখন জগতের মূলকারণ। তখন প্রকৃতি সুখ দুঃখ ও মোহাত্মিকা। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থাকে প্রকৃতি কহে। অব্যক্ত ও প্রধান প্রভৃতি ইহারই নামান্তর। সত্ত্বগুণ সুখাত্মক, রজঃ দুঃখাত্মক এবং চঞ্চল ও চালক বা প্রবর্ত্তক। তমোগুণ মোহ বা বিষাদাত্মক, গুরু আবরক ও নিয়ামক।

কিন্তু এই গুণত্রয় পরস্পর বিরোধী, ইহারা পরস্পর বিরোধী হইলেও কার্য্যকালে কোন ব্যাঘাত হয় না, পরস্পর মিলিত হইয়া কার্য্য জন্মাইয়া থাকে। এই গুণত্রয়ের মধ্যে যে গুণের প্রাবল্য হয়, তাহার ধর্ম্ম প্রকাশ পায়। যেমন বর্ত্তি ও তৈল প্রত্যেকে অনলবিরোধী হইলেও উভয়ে মিলিত হইয়া স্বকার্য্যসম্পাদনে সমর্থ হয়। সেইরূপ এই গুণত্রয় পরস্পর মিলিত হইয়া স্বকার্য্যসম্পাদনে সমর্থ হয় এবং কার্য্য জন্মাইয়া থাকে। যখন সত্ত্বগুণের প্রাবল্য হয়, তখন সুখ হইয়া থাকে। তখন রজস্তম সত্ত্ব কর্ত্তৃক অভিভূত হইয়া থাকে। এইরূপ রজোগুণের প্রাবল্যে দুঃখ এবং তমোগুণের প্রাবল্যে মোহ হইয়া থাকে।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ ইহাদিগকে গুণ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ইহারা কি বৈশেষিকোক্ত গুণ পদার্থ? আচার্য্যগণ ইহার উত্তরে বলেন যে, ইহারা গুণ পদার্থ নহে। সত্ত্বাদির পরস্পর সংযোগ ও লঘুত্বাদি গুণ আছে বলিয়া উহারা দ্রব্য পদার্থ। সত্ত্বাদি গুণত্রয় পুরুষের উপকরণ বা পরবশ পদার্থ বন্ধন করে বলিয়া ইহাদিগকে গুণ বলা হইয়াছে, রজ্জু দ্বারা যেমন পশু বদ্ধ হয়, তদ্রূপ উহাদের দ্বারা পুরুষ বদ্ধ হইয়া থাকেন। গুণ বলিবার ইহাই তাৎপর্য্য। বাস্তবিক পক্ষে ইহারা গুণ পদার্থ নহে, দ্রব্য পদার্থ।

এখন সিদ্ধ হইল যে সত্ত্বাদিগুণ দ্রব্য পদার্থ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি। এই প্রকৃতি সর্ব্বদাই পরিণামিনী। প্রকৃতির এই পরিণাম দুই প্রকার। স্বরূপ বা সদৃশপরিণাম এবং বিরূপ বা বিসদৃশ পরিণাম। যখন জগতের প্রলয়কাল উপস্থিত হয়, তখন প্রকৃতির সদৃশপরিণাম হইতে থাকে। অর্থাৎ তখন সত্ত্ব সত্ত্বরূপে, এবং রজঃ রজোরূপে পরিণাম হয়। এই পরিণামে মহৎ অহঙ্কার প্রভৃতি তত্ত্ব সকলের উদ্ভব হয় না। বরং ঐ সকল তত্ত্ব স্ব স্ব কারণে লীন হইতে থাকে। গুণত্রয়ের যখন বিসদৃশ পরিণাম হয়, তখন এই জগতের সৃষ্টি হয়, কারণ গুণত্রয় মিলিত হইয়া পরিণত হয়। পৃথক্‌রূপে ইহাদের পরিণাম হয় না। জগতে যে বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়, এই গুণত্রয়ের পরিণামবৈষম্যই তাহার একমাত্র কারণ।

ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের উৎপত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন গুণের প্রাধান্য এবং অপরাপর গুণ গৌণ বা অপ্রাধান্য হইয়া থাকে। যেমন জলের রস এক হইলেও ভূমি বিকার বিশেষের সংযোগে নারিকেল, খর্জ্জুর, তিন্তিড়ী আদি ফলরসরূপে পরিণত হইয়া মধুর, অম্ল ও তিক্তাদিরূপে অনুভূয়মান হয়, তদ্রূপ কার্য্যবিশেষের উদ্ভব এবং গুণান্তরের অভিভব হওয়াতে অপ্রধানগুণ প্রধানগুণের আশ্রয়ে বিচিত্র পরিণামের কারণ হইয়া বিচিত্র কার্য্যের উৎপাদন করে। অতএব জগতে এই যে নানা প্রকার বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়, গুণের পরিণাম বৈষম্যই তাহার একমাত্র কারণ। ইহাতে আর কোন সংশয় নাই।

এইরূপে সিদ্ধান্ত হইল ■ প্রকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া চরম কার্য্য পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুই সংহত অর্থাৎ মিলিত গুণত্রয় স্বরূপ, সুতরাং সুখদুঃখমোহাত্মক। ইহারা সকলেই পরার্থ অর্থাৎ অপরের প্রয়োজন সম্পাদনের জন্যই ইহাদের উদ্ভব। গৃহ, শয্যা ও আসন প্রভৃতি পদার্থ সংঘাতরূপ অথচ পরার্থ, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। ইহা দ্বারা অনুমান করা হয়, যে সংঘাত মাত্রই পরার্থ। প্রকৃতি মহদাদি তত্ত্ব সকল সমস্তই সংঘাত, অতএব ইহা পরার্থ। এই পর কে? যাহার প্রয়োজনের জন্য ইহাদের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। এই পরপুরুষই আত্মা। এই পুরুষের প্রয়োজনের জন্যই প্রকৃতির প্রবৃত্তি হইয়া থাকে।

পুরুষ সংঘাতাতিরিক্ত, অর্থাৎ ইহা ত্রিগুণাত্মক নহে, ত্রিগুণাতীত। কারণ পুরুষ সংঘাত হইলে পরার্থ হইত। সেই পরসংঘাতাত্মক হইলে তাহাও পরার্থ হইবে। এইরূপে অনবস্থাদোষ উপস্থিত হয়। সুতরাং পুরুষ অসংহত।

"সংঘাতপরার্থত্বাৎ ত্রিগুণাদিবিপর্য্যয়াদধিষ্ঠানাৎ।
পুরুষোহস্তি ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ।" (সাংখ্যকা° ১৭)

সাংখ্যসূত্রেও এই সকল হেতু বর্ণিত হইয়াছে—"সংহতপরার্থত্বাৎ।" "ত্রিগুণাদিবিপর্য্যয়াৎ" "অধিষ্ঠানাচ্চ" ইত্যাদি।
(সাংখ্যসূ° ১।১৪০, ১, ২,)

ত্রিগুণাত্মক জড়াদি মহদাদি প্রকৃতি চেতন কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত। বুদ্ধ্যাদিও ত্রিগুণাত্মক, সুতরাং তাহাও অন্য চেতন কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত থাকিবে। সেই অন্য চেতনই পুরুষ বা আত্মা। সুখ অনুকূল-

বেদনীয় ও দুঃখ প্রতিকূলবেদনীয়, বুদ্ধ্যাদি নিজেই সুখ ও দুঃখাত্মক। এইজন্য পুরুষ সুখের অনুকূলনীয় বা দুঃখের প্রতিকূলনীয় হইতে পারে না। কেননা তাহা হইলে স্বক্রিয়া বিরোধ হইয়া পড়ে। বুদ্ধ্যাদি দৃশ্য, তাহার দ্রষ্টারূপে পুরুষ সিদ্ধ হইয়া থাকে। কারণ দ্রষ্টা ভিন্ন দৃশ্য থাকিতে পারে না।

এই পুরুষ প্রতি শরীরে ভিন্ন। সকল শরীরের এক পুরুষ হইলে জন্মমরণাদির ব্যবস্থা হইতে পারে না। তাহা হইলে একের জন্মে সকলের জন্ম এবং একের মৃত্যুতে সকলের মৃত্যু, একের অন্ধতাদিতে সকলের অন্ধতাদি, একের সুখে সকলের সুখ, এবং একের দুঃখে সকলের দুঃখ হইতে পারে। কিন্তু ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে। ইহা কেহ কখনও শুনেও নাই। সুতরাং প্রতি শরীরভেদে পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

"জননমরণকরণানাং প্রতিনিয়মাদযুগপৎপ্রবৃত্তেশ্চ।
পুরুষবহুত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ্যবিপর্যয়াচ্চৈব॥" (সাংখ্যকা° ১৮)

এই পুরুষ সাক্ষী। প্রকৃতি নিজের সমস্ত আচরণ এই পুরুষকে দেখায়। বাদী ও প্রতিবাদী বিবাদ বিষয় যাহাকে দেখায় লোকে তাহাকে সাক্ষী কহে। প্রকৃতিও নিজের আচরণ পুরুষকে দেখায় বলিয়া পুরুষ সাক্ষী ও দ্রষ্টা। পুরুষ ত্রিগুণের অতীত এই জন্য অকর্ত্তা, উদাসীন ও কেবল অর্থাৎ কৈবল্যযুক্ত। পূর্ব্বোক্ত দুঃখত্রয়ের অত্যন্ত অভাবই কৈবল্য। দুঃখ গুণ ধর্ম্ম, পুরুষ গুণাতীত।

প্রধান মহদাদি ভোগ্য বলিয়া ভোক্তার অপেক্ষা করে। কারণ ভোক্তা ভিন্ন ভোগ হইতেই পারে না। বুদ্ধ্যাদিতে প্রতিবিম্বিত পুরুষ বুদ্ধ্যাদিগত দুঃখ নিজের বলিয়া বিবেচনা করে, বিবেকজ্ঞান দ্বারা এই দুঃখের পরিহার হয়।

বিবেকজ্ঞান ও বুদ্ধি বৃত্তিবিশেষ। এই কারণে বিবেকজ্ঞানের জন্য পুরুষও প্রকৃতির অপেক্ষা করে। এইরূপে উভয়ের উভয়ের প্রতি অপেক্ষা আছে বলিয়া প্রকৃতিপুরুষের পরস্পর সংযোগ হয়। এই সংযোগ বশতঃই সৃষ্টি হইয়া থাকে। গতিশক্তিহীন ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন পঙ্গু এবং দৃক্শক্তিহীন গতিশক্তিযুক্ত অন্ধ এই উভয়ের পরস্পর অপেক্ষা হয় বলিয়া উভয়েই পরস্পর সংযুক্ত হয়। দৃক্শক্তিবিশিষ্ট পঙ্গু গতিশক্তিযুক্ত অন্ধের স্কন্ধে অধিরূঢ় হইয়া পথ প্রদর্শন করে, অন্ধ তদনুসারে গমন করে, এইরূপে উভয়েরই অভিলাষ সিদ্ধ হয়। প্রকৃতিপুরুষের সংযোগও এইরূপ, পুরুষ দৃক্শক্তিযুক্ত ও ক্রিয়াশক্তি শূন্য বলিয়া পঙ্গু স্থানীয়, প্রকৃতি ক্রিয়াশক্তিযুক্ত ও দৃক্শক্তিশূন্য বলিয়া অন্ধ স্থানীয়। এই উভয়েরই সংযোগ বশতঃই প্রকৃতি মহদাদি অচেতন হইয়াও চেতনের ন্যায় এবং পুরুষ স্বরূপতঃ অকর্ত্তা হইয়াও গুণের কর্ত্তৃত্বে কর্ত্তার ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

"তস্মাৎ তৎসংযোগাদচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গম্।
গুণকর্তৃত্বে চ তথা কর্ত্তেব ভবত্যুদাসীনঃ॥
পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য।
পঙ্গ্বন্ধবদুভয়োরপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ॥"

(সাংখ্যকা° ২০, ২১)

প্রধান বুদ্ধি হইতে স্থূল ভূত পর্য্যন্ত এক একটী সৃষ্টি ও এক একটী পুরুষ অনাদি অদৃষ্ট সূত্রে সূর্য্যাভিমুখ দর্পণ ও সূর্য্যের ন্যায় পরস্পর সন্নিহিত, যেমন দর্পণে তেজ না থাকিলেও সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়ায় ঐ দর্পণ তেজস্বী হয়, এবং সূর্য্যে মলিনতা চঞ্চলতা না থাকিলেও দর্পণের মলিনতা ও আন্দোলনে প্রতিবিম্ব সূর্য্যও মলিন এবং চঞ্চল হইয়া থাকে। সেইরূপ বুদ্ধি অচেতন হইলেও চেতন পুরুষ সন্নিধানে চেতন হইয়া থাকে, এবং কর্ত্তৃত্বযুক্ত বুদ্ধি প্রতিবিম্বিত পুরুষ কর্ত্তৃত্বশূন্য হইলেও কর্ত্তা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সুতরাং পুরুষের যে কর্ত্তৃত্ব, অহংকর্ত্তা, ভোক্তা ইত্যাকার যে জ্ঞান তাহা অবিবেক বা ভ্রমবশে হইয়া থাকে।

পুরুষের কৈবল্যার্থ প্রকৃতির এই প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। ভোগ ও মুক্তি পুরুষার্থ। পুরুষার্থ দুই প্রকার ব্যক্ত ও অব্যক্ত। অব্যক্ত বা অনাগতাবস্থ পুরুষার্থ অদৃষ্টের নামান্তর। এই পুরুষার্থ অনাদি। এক সৃষ্টি চলিয়াছে, ইহার পূর্ব্বে প্রলয় হইয়া গিয়াছে, সেই প্রলয়ের পূর্ব্বে কত সৃষ্টি ও প্রলয় হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সুতরাং নূতন করিয়া আরম্ভ নাই। সেই অনাদি পুরুষার্থ প্রকৃতিকে প্রত্যেক পুরুষের সহিত একটী বিশেষ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। যখন সেই পুরুষার্থ অভিব্যক্তি প্রবণ, তখন মহত্তত্ত্ব প্রকৃতির সৃষ্টি হয়। ইহাই এক এক সৃষ্টির আরম্ভকাল। প্রকৃতির সহিত সম্মিলিত অবস্থায় থাকিয়া পুরুষের সুখদুঃখ সাক্ষাৎকার হয়। ইহাই ভোগ এবং এই সুখ দুঃখ প্রকৃতিরই স্বরূপ। ভোক্তা না থাকিলে ভোগ নিরর্থক হয়। অতএব ভোক্তার অপেক্ষা ভোগ্য বস্তুতে আছে। তাহার পর দুঃখের তাপে তাপিত হইয়া মুক্তির আকাঙ্ক্ষা হয়। মুক্তিলাভ করিতে হইলে প্রকৃতি ও পুরুষ যে পরস্পর ভিন্ন এই বিবেকসাক্ষাৎকার আবশ্যক। মুক্তি না থাকিলে ভোগ হয় না, প্রকৃতি না থাকিলে মুক্তি হয় না। এইরূপ পরস্পর অপেক্ষা আছে, পরস্পরের এইরূপ অপেক্ষাই পরস্পরের সম্বন্ধ।

যতদিন না পুরুষের অপবর্গ সাধন হইবে, ততদিন প্রকৃতি পুরুষকে ত্যাগ করিবে না, পুরুষের অপবর্গ সাধন হইলেই তখন আর তাহার প্রবৃত্তি হইবে না। একদিন না একদিন প্রকৃতি পুরুষকে বিবেকসাক্ষাৎকার করাইবেই করাইবে। যতদিন না

ইহা হয়, ততদিন জন্মমৃত্যু অপরিহার্য্য। প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে সৃষ্টি হয়, এই সৃষ্টি দুই প্রকার, প্রত্যয়সর্গ ও তন্মাত্র সর্গ। বুদ্ধি সৃষ্টির নাম প্রত্যয়সর্গ এবং ভূতভৌতিক সর্গকে তন্মাত্রসর্গ কহে। প্রকৃতির যে প্রথম পরিণাম হয়, তাহার নাম বুদ্ধি বা মহৎ, ইহার অসাধারণ বৃত্তি অধ্যবসায় বা নিশ্চয়। এই বুদ্ধির ধর্ম ৮টী—ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অধর্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য। এই ৮টীর মধ্যে প্রথম চারিটী সাত্ত্বিক এবং পরবর্ত্তী চারিটী তামসিক।

মহত্ত্বের কার্য্য অহঙ্কারতত্ত্ব, তাহার বৃত্তি অভিমান। আমি ইহাতে শক্ত, এই সকল বিষয় আমার প্রয়োজন, ইত্যাদি রূপ অভিমান অহঙ্কারের অসাধারণ বৃত্তি। এই অহঙ্কার আবার তিন প্রকার বৈকারিক বা সাত্ত্বিক, তৈজস বা রাজস, ও ভূতাদি বা তামস। সাত্ত্বিক একাদশ ইন্দ্রিয় সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে এবং তামস পঞ্চতন্মাত্র তামস অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন। রাজস অহঙ্কার এই উভয় বর্গের উৎপত্তির সাহায্যকারী মাত্র। চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, রসন ও ত্বক্ এই পাঁচটী বুদ্ধীন্দ্রিয়, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়। মন একাদশ ইন্দ্রিয় এবং ইহা উভয়াত্মক অর্থাৎ মনকে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এই উভয়ই বলা যাইতে পারে। কি জ্ঞানেন্দ্রিয় কি কর্ম্মেন্দ্রিয় মনের অধিষ্ঠান ভিন্ন কেহই স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। গুণ সকলের পরিণামবিশেষ বশতঃই নানা ইন্দ্রিয় এবং নানা বাহ্য পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে।

মনের অসাধারণ বৃত্তি সঙ্কল্প, অর্থাৎ সম্যক্ রূপে বিশেষ্য বিশেষণভাবে কল্পনা। চক্ষুর রূপ, শ্রোত্রের শব্দ, ঘ্রাণের গন্ধ, রসনার রস এবং ত্বকের স্পর্শ এই পাঁচটী বুদ্ধীন্দ্রিয়ের ব্যাপার বা ধর্ম। বাক্যের বচন বা কথন, পাণির আদান বা গ্রহণ, পাদের বিহরণ বা গমন, পায়ুর উৎসর্গ বা ত্যাগ এবং উপস্থের আনন্দ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ব্যাপার। মনঃ অহঙ্কার ও বুদ্ধি এই তিনটীর নাম অন্তঃকরণ। চক্ষুরাদি দশটী বাহ্যকরণ।

অন্তঃকরণত্রয়ের অসাধারণ বৃত্তি বলা হইল। ইহা ভিন্ন উহাদের একটী সাধারণ বৃত্তি আছে। তাহা প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু। নাসাগ্র, হৃদয়, নাভি ও পাদাঙ্গুষ্ঠে স্থিত প্রাণবায়ু; কৃকাটিকা, পৃষ্ঠ, পাদ, পায়ু, উপস্থ ও পার্শ্ববৃত্তি অপান বায়ু; হৃদয়, নাভি ও সমস্ত সন্ধিস্থানে সমান বায়ু; হৃদয়, কণ্ঠ, তালু, মস্তক ও ভ্রূমধ্য-স্থিত বায়ুর নাম উদান এবং ত্বক্ বৃত্তি বায়ুকে ব্যান কহে, এই বায়ু সর্ব্বশরীরব্যাপী। ইহাই অন্তঃকরণের সাধারণ বৃত্তি।

মহৎ অহঙ্কার প্রভৃতির এই সকল বৃত্তি কিরূপে হয়, তাহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, প্রথমে কোন বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের যোগ হইলে অপরিস্ফুট রূপে বস্তুর যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম আলোচনজ্ঞান বা নির্ব্বিকল্পকজ্ঞান। কারণ ঐ জ্ঞান বিকল্প অর্থাৎ বিশেষ্যবিশেষণভাবশূন্য। মূক বা বালক যেমন তাহাদের জ্ঞান শব্দ দ্বারা অন্যকে বুঝাইতে পারে না, তদ্রূপ এই আলোচনজ্ঞানও শব্দদ্বারা অন্যকে বুঝাইতে পারা যায় না, অর্থাৎ অপরিস্ফুট রূপে এই আলোচনজ্ঞান হইয়া থাকে। শব্দ দ্বারা যাহা প্রতিপাদিত হয়, তাহা বিশেষ্যবিশেষণভাবাপন্ন হইয়া থাকে। এই আলোচনজ্ঞান বিশেষ্যবিশেষণভাবাপন্ন নহে। সুতরাং শব্দ দ্বারা ইহা প্রতিপাদিত হয় না। অতএব বুদ্ধীন্দ্রিয় দ্বারা ইহা একটী বস্তু, ইত্যাকার আলোচন মাত্র হয়। পরে ইহা এইরূপ, এরূপ নহে, ইত্যাকারে কল্পনা করা মনের কার্য্য। মনঃ সঙ্কল্পিত বিষয়ে অহঙ্কার পুরোভাকরূপ অর্থাৎ আমি ইহা সম্পাদন করিতে সমর্থ, এই প্রকার অভিমান করে। এই অভিমত বিষয়ে ইহা আমার কর্ত্তব্য, এই প্রকার নিশ্চয় বুদ্ধির কার্য্য।

সাংখ্যাচার্য্যগণ বলেন, বাহ্যেন্দ্রিয় সকল গ্রামাধ্যক্ষ, মন দেশাধ্যক্ষ, বুদ্ধি সর্ব্বাধ্যক্ষ এবং পুরুষ মহারাজস্থানীয়। যেমন গ্রামপতি প্রজাদের নিকট কর আদায় করিয়া দেশপতির নিকট অর্পণ করে, এবং দেশপতি উহা সর্ব্বাধ্যক্ষকে এবং তিনি আবার মহারাজকে অর্পণ করেন, ইহাতে মহারাজের প্রয়োজন সম্পাদন হয়, তদ্রূপ বাহ্যেন্দ্রিয় বিষয় সকলের আলোচনা মনের নিকট উপস্থিত করে, মন তাহা সঙ্কল্প করিয়া বুদ্ধির নিকট অর্পণ করে। বুদ্ধি উক্ত ক্রমে পুরুষের ভোগাপবর্গ সম্পাদন করিয়া থাকে।

বাহ্যেন্দ্রিয়, মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি ইহাদের বৃত্তি ক্রমে ক্রমে হয়। ইহাদের পরস্পরের ক্রিয়া পর পর হইয়া থাকে। কিন্তু কখন কখনও এক কালেও এই সকলের বৃত্তি হইতে দেখা যায়। যেমন কৃষ্টালোকে দংশনোদ্যত সর্প দেখিলে তৎক্ষণাৎ লোকে পলায়ন করে, এই স্থলে ইন্দ্রিয়ের আলোচন, মনের সঙ্কল্প, অহঙ্কারের অভিমান ও বুদ্ধির অধ্যবসায় একই সময়ে হয়। কারণ সর্পকে দংশনোদ্যত দেখিলেই পলায়ন করিতে ক্ষণকালও বিলম্ব হয় না। সুতরাং এই সকল বৃত্তি এক কালে না হইলে পলায়ন সম্ভব হইত না।

ভোগ অপবর্গরূপ পুরুষার্থ নির্ব্বাহের জন্যই ইন্দ্রিয় সকলের প্রবৃত্তি। মনে করিতে হইবে যে, অগ্নি সংযোগে লৌহগোলক যেরূপ অগ্নির ন্যায় পরিদৃশ্যমান হয়, তদ্রূপ পুরুষসংযোগে চিৎপ্রতিবিম্ব দ্বারা বুদ্ধিও চেতনের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। ইহাই পুরুষের সংসার। পুরুষ চিরকালই কেবল আছেন, কোন কালেই তিনি কৈবল্যশূন্য নহেন। সুতরাং সংসারদশাতেও তিনি মুক্ত। উক্ত প্রণালী ক্রমে বুদ্ধিই পুরুষের ভোগ সম্পাদিকা এবং বুদ্ধিই বিবেকজ্ঞান দ্বারাই পুরুষের মুক্তি সাধন

যথাক্রমতঃ বেদবিষয়। কারণ অণিমাদি ঐশ্বর্য্য সম্পাদন বহু আয়াসসাধ্য। শব্দাদি দশটী ভোগ্য বিষয় ও তৎসম্পাদক অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যসহ এই অষ্টাদশ বিষয়ে দ্বেষ হয় বলিয়া এই দ্বেষও অষ্টাদশ প্রকার। উক্ত অষ্টাদশ বিষয়ে বিনাশ হয় বলিয়া বিষয়ক্ষেত্রে অভিনিবেশও অষ্টাদশ প্রকার।

একাদশ ইন্দ্রিয়ের অশক্তি একাদশ প্রকার এবং বুদ্ধির নিজের অশক্তিও সপ্তদশ প্রকার, সুতরাং অশক্তি অষ্টাবিংশ প্রকার। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অশক্তি অন্ধতাদি। তুষ্টি ৯ প্রকার। সিদ্ধি ৮ প্রকার। ইহাদের বিপর্য্যয় বা অভাবনিবন্ধন বুদ্ধির নিজের অশক্তি সপ্তদশ প্রকার। বিষয়বৈরাগ্য জন্য তুষ্টি পাঁচ প্রকার। বৈরাগ্যের হেতুও পাঁচ প্রকার, যথা অর্জ্জনদোষ, রক্ষণদোষ, ক্ষয়দোষ, ভোগদোষ এবং হিংসাদোষ। এই পাঁচটি দোষ দর্শন করিয়া বিষয়বৈরাগ্য উপস্থিত হয়।

ধনার্জ্জনের উপায় সকল অতি কষ্টকর ইহা ভাবিয়া বিষয়বৈরাগ্য হইলে যে তুষ্টি উপস্থিত হয় তাহার নাম পারা; অর্জ্জিত ধন রক্ষা করা বিশেষ কষ্টসাধ্য হইলেও ইহা ভাবিয়া বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে যে তুষ্টি হয় তাহা সুপার; বহুকষ্টে ধনের অর্জ্জন, এবং কষ্টে রক্ষিত হইলেও ভোগ দ্বারা তাহার ক্ষয় ইত্যাদি ভাবিয়া বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে যে তুষ্টি হয় তাহা পারাপার। বিষয়ভোগের অভ্যাসে ভোগাভিলাষ দিন দিন বৃদ্ধি হয়, কোন রূপে যদি বিষয় ভোগ করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে বিশেষ কষ্ট হইয়া থাকে, ইহা ভাবিয়া বিষয়বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়া যে তুষ্টি হয়, তাহার নাম অনুত্তমাম্ভঃ। প্রাণীদিগের পীড়া না জন্মাইলে ভোগ হয় না, সমস্ত ভোগেই অল্প বিস্তর প্রাণীহিংসা আছে, ইত্যাদি হিংসাদোষ দর্শন করিয়া বিষয়বৈরাগ্যে যে তুষ্টি হয় তাহা উত্তমাম্ভঃ। বিষয়বৈরাগ্য জন্য এই পাঁচ প্রকার তুষ্টিকে বাহ্যতুষ্টি কহে। আধ্যাত্মিক তুষ্টি চারি প্রকার—প্রকৃতিতুষ্টি, উপাদানতুষ্টি, কালতুষ্টি ও ভাগ্যতুষ্টি। বিবেকসাক্ষাৎকারও প্রকৃতিরই পরিণাম বিশেষ। সুতরাং ইহা প্রকৃতির কার্য্য। প্রকৃতিই বিবেকসাক্ষাৎকারের কর্ত্রী। আমি (পুরুষ) বিবেকসাক্ষাৎকারের কর্ত্তা নহি। সুতরাং আমি কৃতার্থ ও পূর্ণ এইরূপ ভাবনাতে যে তুষ্টি হয়, তাহার নাম প্রকৃতিতুষ্টি, ইহার অপর নাম অম্ভঃ। সংন্যাসগ্রহণে যে তুষ্টি তাহাকে উপাদানতুষ্টি এবং ইহার অপর নাম সলিল। সংন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক দীর্ঘকাল ধ্যান অভ্যাস বা সমাধির অনুষ্ঠানে যে তুষ্টি তাহার নাম কালতুষ্টি এবং ইহারই নামান্তর ওঘ। সম্প্রজ্ঞাত সমাধির চরমোৎকর্ষ স্বরূপ ধর্ম্মমেঘসমাধিলাভ হইলে যে তুষ্টি হয়, তাহার নাম ভাগ্যতুষ্টি, ইহার নামান্তর বৃষ্টি। ইহাই ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষুর মত।

কিন্তু বাচস্পতিমিশ্রের মতে আধ্যাত্মিক তুষ্টি গুলি অসদুপদেশ জন্য। তিনি বলেন, আত্মা প্রকৃত্যাদি হইতে অতিরিক্ত। যে স্থলে শিষ্য অসদুপদেশে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রবণমননাদিক্রমে বিবেকসাক্ষাৎকারের জন্য কোন যত্ন করে না, শিষ্যের তাদৃশ তুষ্টিই আধ্যাত্মিক তুষ্টি। বিবেকসাক্ষাৎকার প্রকৃতিরই পরিণাম বিশেষ। প্রকৃতিই তাহা সম্পাদন করিবে, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ইহাতে প্রয়োজন নাই, এইরূপ উপদেশ শ্রবণ করিয়া প্রকৃতিবিষয়ে যে তুষ্টি তাহার নাম প্রকৃতিতুষ্টি। বিবেকখ্যাতি প্রকৃতির কার্য্য বটে, কিন্তু প্রকৃতিমাত্রের কার্য্য নহে। কারণ ইহা প্রকৃতিমাত্রেরই কার্য্য হইলে সর্ব্বকালে সকল লোকের বিবেকখ্যাতি হইতে পারে। সুতরাং বিবেকখ্যাতি সহকারিকারণান্তরের অপেক্ষা করে। সেই সহকারি-কারণান্তর প্রব্রজ্যা বা সংন্যাস। অতএব সংন্যাস অবলম্বন কর, ধ্যানাভ্যাস করিয়া কষ্ট পাইবার কোন আবশ্যক নাই। এই প্রকার উপদেশ শুনিয়া যে তুষ্টি হয়, তাহাকে উপাদানতুষ্টি কহে। সংন্যাস অবলম্বন করিলেই যে তৎক্ষণাৎ মুক্তি হয় তাহা নহে, তাহা হইলেও কালক্রমে ইহা দ্বারাই মুক্তি হইবে, উদ্বিগ্ন হইবার কোন কারণ নাই, এই অসদুপদেশ শুনিয়া যে তুষ্টি হয় তাহাকে কালতুষ্টি কহে। সংন্যাস বা কাল ইহার কোনটীই মুক্তির কারণ নহে, একমাত্র ভাগ্যই মুক্তির কারণ। অতএব ধ্যানাভ্যাসাদির জন্য অতি আয়াস করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। ভাগ্য থাকিলে অবশ্যই মুক্তি হইবে। মদালসার পুত্রগণ সংন্যাস বা ধ্যানাভ্যাস কিছুই অনুষ্ঠান করে নাই। অথচ তাহারা অতি বাল্যকালে মাতার উপদেশ শুনিয়াই মুক্ত হইয়াছিল। এইরূপ অসদুপদেশ শ্রবণ জন্য তুষ্টির নাম ভাগ্যতুষ্টি।

তাঁহার মতেও সিদ্ধি আট প্রকার। আধ্যাত্মিকাদি ভেদে দুঃখ তিন প্রকার এবং প্রতিযোগিভেদে দুঃখনিবৃত্তিও তিন প্রকার। এই তিন প্রকার দুঃখনিবৃত্তিই মুখ্য সিদ্ধি। এই সিদ্ধিত্রয়ের নাম—প্রমোদ, মুদিত ও মোদমান। ইহার সাধনগুলি গৌণসিদ্ধি বলিয়া অভিহিত। এই গৌণসিদ্ধি পাঁচ প্রকার—অধ্যয়ন, শব্দ, ঊহ, সুহৃৎপ্রাপ্তি ও দান। গুরুসকাশে অধ্যাত্মশাস্ত্রের যথাবৎ অক্ষরগ্রহণের নাম অধ্যয়ন। ইহার নামান্তর তার। গুরুর নিকট যে অধ্যাত্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করা হয়, তাহার সম্যক্‌রূপে অর্থবোধ করার নাম শব্দ, নামান্তর সুতার। এই দুই প্রকার সিদ্ধি শাস্ত্রোক্ত শ্রবণ নামে অভিহিত। "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ" (শ্রুতি) আত্মার শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিবে, এইরূপ শ্রুতি আছে। বিবেকসাক্ষাৎ করিবার জন্য এইরূপে প্রথমে শ্রবণ করিবে। শ্রবণের পর মনন করিতে হয়। ঊহ শব্দের অর্থ তর্ক, শাস্ত্রের অবিরোধি

পূর্ব্বতন জন্মসঞ্চিত ধর্ম্মাদি দ্বারা পূর্ব্ব জন্মের এবং পূর্ব্বতন জন্মে আচরিত কর্ম্মরাশি দ্বারা পূর্ব্বতন জন্মের শরীরাদি হইয়াছে। দার্শনিকদিগের মতে সংসার অনাদি বলিয়া আদি সর্গের প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। সুতরাং এই অন্যোন্যাশ্রয়দোষ প্রমাণ-সিদ্ধ, এই জন্য দোষাবহ নহে। বীজ হইতে বৃক্ষ, কি বৃক্ষ হইতে বীজ, ইহার যেমন কোন মীমাংসা নাই, তদ্রূপ ধর্ম্মাদি হইতে সৃষ্টি কি সৃষ্টি হইতে ধর্ম্মাদি ইহার কোন মীমাংসা নাই।

এই সংসার বিচিত্র প্রকার ভোগের লীলাভূমি। ভোগের হস্ত হইতে কেহই পরিত্রাণ পাইবেন না। সংসারে ভোগের বৈচিত্র্য থাকিলেও জীবের মরণভয় স্বাভাবিক। কোন প্রাণীই মৃত্যুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে না। জরা মরণাদি যেরূপ স্বাভাবিক, সুখ কিন্তু সেরূপ স্বাভাবিক নহে। ইহা আগন্তুক উপায়সাধ্য। জরা মরণাদির জন্য কোনরূপ চেষ্টা করিতে হয় না, উহা আপনিই উপস্থিত হয়। সুখের জন্য কিন্তু বিস্তর চেষ্টা যত্ন করিতে হয়। উপরি ভাগে শাণিত কৃপাণ সূক্ষ্ম সূত্রে ঝুলিতেছে, তাহার নিম্ন ভাগে উপবেশন করিয়া মিষ্টান্নসুখ উপভোগ করার ন্যায় সাংসারিক সুখ দুঃখানুষক্ত ও বিপৎসঙ্কুল।

সংসার প্রকৃতির কার্য্য। প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী। তন্মধ্যে রজোগুণ দুঃখস্বরূপ। সুতরাং এই সংসার যে দুঃখাত্মক তাহাতে আর কোন সন্দেহ হইতে পারে না। সত্ত্বগুণ সুখাত্মক; রজো-গুণের ধর্ম্ম যেমন দুঃখ, তদ্রূপ সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম সুখ, সংসারে যেমন দুঃখ আছে, তদ্রূপ সুখও আছে, সংসারে সুখ নাই কে বলিল? শাস্ত্র বলিয়াছেন, সংসারে সুখ আছে সত্য, কিন্তু তাহা দুঃখের তুলনায় নাই বলিলেও চলে। সাংসারিক সুখ কুপিত ফণিফণার ছায়ার তুল্য। সুখলেশ বৎসামান্য, দুঃখ রাশির অবধি নাই। প্রগাঢ় অন্ধকারের ন্যায় দুঃখরাশি সুবিস্তীর্ণ, মধ্যে মধ্যে খদ্যোতি-কার ন্যায় সুখের আবির্ভাব ও তিরোভাব হয় মাত্র।

তাঁহাদিগের মতে, দ্যুলোক হইতে সত্যলোক পর্য্যন্ত সত্ত্ববহুল। ঐ স্থান সত্ত্ববহুল বলিয়া ঐ স্থানে সুখের ভাগ অধিক। যাঁহারা ধর্ম্মাদি ভোগ করেন, তাঁহারাই সুখ ভোগ করিয়া থাকেন। ভূলোক বা মনুষ্যলোক রজোবহুল। সুতরাং এই স্থলে দুঃখই অধিক ও স্বাভাবিক। পশ্বাদি স্থাবরান্ত সৃষ্টি তমোবহুল। সুতরাং মোহাত্মক। এই জন্য পশ্বাদি মোহবহুল। সমস্ত কার্য্যই প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত।

সাক্ষাৎ বা পরম্পরা প্রকৃতিই কার্য্যমাত্রের একমাত্র কারণ। প্রকৃতি হইতেই সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু বৈদান্তিকদিগের মতে প্রকৃতি জগতের কারণ নহে, ব্রহ্মই একমাত্র জগতের কারণ, এক ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। সাংখ্যাচার্য্যগণ বৈদান্তিকদিগের এই মত খণ্ডন করিয়া প্রকৃতির জগতের কর্ত্তৃত্ব ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। চিৎশক্তি বা ব্রহ্ম অপরি-ণামী, সুতরাং এই ব্রহ্মের জগদাকারে পরিণাম হইতেই পারে না। তাঁহারা ইত্যাদিরূপ যুক্তি প্রভৃতি উপন্যস্ত করিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে তাহা এই স্থলে আলোচিত হইল না।

প্রকৃতি নিজেই সৃষ্টিকর্ত্রী। বৎসের পরিপোষণের জন্য যেমন অজ্ঞের নিকট দুগ্ধের প্রবৃত্তি, পুরুষের ভোগাপবর্গের জন্য সেইরূপ অচেতন প্রকৃতিরও প্রবৃত্তি হয়। নর্ত্তকী যেরূপ সভা-সদ্‌দিগকে নৃত্য দর্শন করাইয়া নৃত্য হইতে নিবৃত্তি হয়, প্রকৃতিও সেইরূপ পুরুষের নিকট নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া নিবৃত্ত হয়। গুণবান্ ভৃত্য নির্গুণ প্রভুর আরাধনা করিয়া যেমন কোন রূপ প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা করে না, গুণবতী প্রকৃতিও সেইরূপ নানাবিধ উপায়ে নির্গুণ পুরুষের উপকার করিয়া তাহা হইতে কোনরূপ প্রত্যুপকারের আশা করেন না। অসূর্য্যম্পশ্যা কুলবধূ দৈবাৎ স্খলিতবস্ত্রাঞ্চলা অবস্থায় একবার মাত্র কোন পুরুষ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে লজ্জায় যেমন দ্বিতীয় বার তাহার দর্শনপথবর্ত্তিনী হয় না, প্রকৃতিও সেইরূপ কোন পুরুষ কর্ত্তৃক বিবেকজ্ঞান দ্বারা দৃষ্ট হইলে পুনর্ব্বার আর তাহার দর্শনপথে উপস্থিত হন না।

"বৎসবিবৃদ্ধিনিমিত্তং ক্ষীরস্য যথা প্রবৃত্তিরজ্ঞস্য।
পুরুষবিমোক্ষনিমিত্তং তথা প্রবৃত্তিঃ প্রধানস্য॥
রঙ্গস্য দর্শয়িত্বা নিবর্ত্ততে নর্ত্তকী যথা নৃত্যাৎ।
পুরুষস্য তথাত্মানং প্রকাশ্য নিবর্ত্ততে প্রকৃতিঃ॥
নানাবিধৈরুপায়ৈরুপকারিণ্যনুপকারিণঃ পুংসঃ।
গুণবত্যগুণস্য সতস্তস্যার্থমপার্থকঞ্চরতি॥
প্রকৃতেঃ সুকুমারতরং ন কিঞ্চিদস্তি মে মতির্ভবতি।
যা দৃষ্টাস্মীতি পুনর্ন দর্শনমুপৈতি পুরুষস্য॥" (সাংখ্যকা° ৫৭-৬০)

প্রকৃতির বিবেকসাক্ষাৎকার দ্বারা পুরুষ যখন মুক্ত হন, তখন প্রকৃতির আর সৃষ্টি হয় না। পুরুষের আশ্রয়েই প্রকৃতিরই বন্ধ, মোক্ষ ও সংসার। বস্তুতঃ পুরুষের বন্ধ, মোক্ষ ও সংসার নাই, ভৃত্যাগত জয় পরাজয় যেরূপ স্বামীতে উপচরিত হয়, সেই রূপ প্রকৃতিগত বন্ধ মোক্ষও পুরুষে উপচরিত হয়। কোশকার কীট যেমন নিজেই নিজকে বন্ধন করে, প্রকৃতিও তেমনি নিজেই নিজকে বন্ধন করেন।

আদরের সহিত দীর্ঘকাল নিরন্তর ভাবে পূর্ব্বকথিত তত্ত্ব সকলের বিবেকজ্ঞান অভ্যাস করিলে, আমি পুরুষ, আমি প্রকৃতি বুদ্ধ্যাদি নহি, আমি কর্ত্তা নহি, কোন বিষয়ে আমার স্বাভাবিক স্বামিত্ব নাই, এইরূপ বিবেকবিষয়ে সাক্ষাৎকারাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যদিও মিথ্যাজ্ঞান বা মিথ্যাজ্ঞানবাসনা অনাদি, পক্ষান্তরে বিবেকজ্ঞান ও বিবেকজ্ঞানবাসনা আদি যুক্ত। একটী সাদি এবং একটী অনাদি, এইরূপ বিবেকজ্ঞান মিথ্যাজ্ঞানের এবং

বিবেকজ্ঞানবাসনা মিথ্যাজ্ঞানবাসনার উচ্ছেদ সম্পাদন করিতে পারে। ইহাতে কোন প্রতিবন্ধক হয় না। কারণ তত্ত্ব বিষয়ে বুদ্ধির স্বাভাবিক পক্ষপাত আছে বলিয়া তত্ত্বজ্ঞান প্রবল, ও মিথ্যাজ্ঞান দুর্ব্বল। শাস্ত্রে আছে যে বিরোধ স্থলে প্রবল দুর্ব্বলকে উচ্ছেদ করে, সুতরাং এই ন্যায়ানুসারে প্রবল তত্ত্বজ্ঞান দুর্ব্বল মিথ্যাজ্ঞানকে একেবারে উচ্ছেদ সাধন করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং বিবেকজ্ঞান হইলে আর মিথ্যাজ্ঞানের সম্ভাবনা থাকে না, সুতরাং মিথ্যাজ্ঞান জন্য যে সংসার,জন্ম মৃত্যু, তাহারও আর উদ্ভব হয় না, সুতরাং তখন মুক্তি হয়। যেমন বীজের অভাবে অঙ্কুর হয় না, তেমনি প্রকৃতিপুরুষের সংযোগ থাকিলেও বিবেকখ্যাতি দ্বারা অবিবেক বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া যাঁহার বিবেকখ্যাতি হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে আর সৃষ্টি হয় না।

শব্দাদি বিষয়ভোগ পুরুষের স্বাভাবিক নহে, উহা ঔপাধিক। একমাত্র মিথ্যাজ্ঞানই ভোগের নিবন্ধন বা হেতু। মিথ্যাজ্ঞান বিনষ্ট হইলে ভোগ হইতে পারে না। সুতরাং তখন সৃষ্টির কোন প্রয়োজন নাই। উক্ত রূপে বিবেকসাক্ষাৎকার হইলে সঞ্চিত ধর্ম্মাধর্ম্মের বীজভাব নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া তাহা জন্মাদি রূপ ফল উৎপাদন করিতে পারে না। যেমন ধান্যাদি ভৃষ্ট হইলে, পরে তাহা আর অঙ্কুরোৎপাদনে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ বিবেকজ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান ভৃষ্ট হইলে, অজ্ঞানের কার্য্য যে সংসার তাহা আর জন্মাইতে পারে না। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন যে—

"জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্ব কর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।" (গীতা)

জ্ঞানরূপ অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে সকল কর্ম্ম তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হয়।

বাচস্পতিমিশ্র তত্ত্বকৌমুদীতে লিখিয়াছেন—

"ক্লেশসলিলাবসিক্তায়াং হি বুদ্ধিভূমৌ কর্ম্ম বীজান্যঙ্কুরং প্রসুবতে, তত্ত্বজ্ঞাননিদাঘনিপীতসকলক্লেশসলিলায়ামূষরায়াং কুতঃ কর্ম্মবীজানামঙ্কুরপ্রসবঃ।"

জলসিক্ত ভূমিতেই বীজ অঙ্কুরোৎপাদন করিতে সমর্থ হয়। প্রখর সূর্য্যতাপে যে ভূমির সমস্ত জল পরিশুষ্ক হইয়াছে, তথাবিধ ঊষর ভূমিতে বীজের অঙ্কুরোৎপাদন অসম্ভব, তদ্রূপ মিথ্যা জ্ঞানাদিরূপ ক্লেশ থাকিলেই সঞ্চিত কর্ম্ম, ফল জননে সমর্থ হইয়া থাকে। উক্ত তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মিথ্যাজ্ঞানাদি ক্লেশ অপনীত হইলে আর কর্ম্মফল উৎপন্ন হইতে পারে না, তাই বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে ক্লেশরূপ জলে অবসিক্ত বুদ্ধিরূপ ভূমিতেই কর্ম্মরূপ বীজ ফলরূপ অঙ্কুর উৎপাদন করে। তত্ত্বজ্ঞানরূপ প্রখর সূর্য্যকিরণে সমস্ত ক্লেশরূপ সলিল নিপীত হইলে বুদ্ধিভূমি ঊষর হইয়া যায়। সুতরাং তাদৃশ ঊষরভূমিতে অঙ্কুরোৎপত্তি কিরূপে হইবে?

ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে, তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলেই মুক্তি-লাভ হয়। যদিও তত্ত্বজ্ঞানীর কর্ম্মফল হইতে পারে না, তথাপি যে ধর্ম্মাধর্ম্ম ফল প্রসব করিতে আরম্ভ করিয়াছে, অর্থাৎ যে ধর্ম্মা-ধর্ম্মপ্রভাবে যাহার ফলভোগ জন্য বর্ত্তমান শরীর উৎপন্ন হই-য়াছে, তাহা প্রারব্ধ বেগ বলিয়া তাহার প্রতিরোধ হয় না।

"জ্ঞানিনাজ্ঞানিনা বাপি যাবদ্দেহস্য ধারণং।
তাবদ্বর্ণাশ্রমং প্রোক্তং কর্ত্তব্যং কর্ম্মমুক্তয়ে॥"

(সাংখ্যপ্র' ভাষ্য ১।৫৫)

জ্ঞানী বা অজ্ঞানী যিনিই কেন হউন না, যতদিন পর্য্যন্ত দেহ থাকিবে ততদিন কর্ম্মক্ষয়ের জন্য কর্ম্মভোগ করিতে হইবে, ইহাতে জ্ঞানী ও অজ্ঞানী সম্বন্ধে বিশেষ এই যে, জ্ঞানী কেবল মাত্র প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ করিয়া ক্ষয় করিবেন, এবং অজ্ঞানী প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ এবং পুনর্ব্বার কর্ম্মের বীজ সঞ্চয় করিবেন, ও তাহার ফলে অজ্ঞানীর বারংবার জন্মমৃত্যু হইবে। জ্ঞানীর আর তাহা হইবে না, দেহবিগমে তিনি মুক্ত হইবেন।

কুম্ভকার দণ্ডাদি দ্বারা চক্রের পরিভ্রমণ সম্পাদন করে। কিন্তু কুম্ভকারচক্র কএকবার ঘুরাইয়া দিলে দণ্ডটী তুলিয়া লইলেও যেমন বেগাখ্য সংস্কারবলে চক্র কিছু কাল আপনিই ঘুরিতে থাকে, সেইরূপ সঞ্চিত ধর্ম্মাধর্ম্ম ফলজননে অসমর্থ হইলেও যে কর্ম্মফল দিতে আরম্ভ করিয়াছে, তথাবিধ ফল কর্ম্মানুসারে তত্ত্বজ্ঞানীর শরীর কিছুকাল অবস্থিত থাকে। এই প্রারব্ধকর্ম্মফলভোগের পর জ্ঞানীর দেহ পাত হইলে আর দেহান্তরের আরম্ভ হইতে পারে না। কারণ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা কর্ম্মাশয়ের বীজভাব দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। দগ্ধবীজ যেমন অঙ্কুর জন্মায় না, তদ্রূপ জ্ঞানদগ্ধ কর্ম্মাশয়ও তত্ত্বজ্ঞানীর দেহ জন্মাইতে পারে না। তখন তাহার ত্রিবিধ দুঃখের ঐকান্তিক ও আত্য-ন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ কৈবল্য সম্পাদিত হয়। এইরূপ হইলেই পুরুষ মুক্ত হন। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে ভোগ ব্যতীত কর্ম্মের ক্ষয় হইবে না।

"না ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি।" (সাংখ্যভাষ্য)

শত কল্পকোটি কালেও কর্ম্মভোগ না হইলে ক্ষয় হইবে না। কর্ম্মাশয়ে বিচিত্র কর্ম্মের অসংখ্য বীজ সঞ্চিত থাকে, ভোগ ভিন্ন যখন কর্ম্মের ক্ষয় হয় না, এবং কর্ম্ম ক্ষয় ব্যতীত যখন মুক্তি হয় না, তখন মুক্তি একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই জন্য সাংখ্য-শাস্ত্র বলিয়াছেন, যে কর্ম্ম ফলপ্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই কর্ম্মই ভোগ ব্যতীত কিছুতেই ক্ষয় হয় না, কিন্তু যে সকল কর্ম্ম কর্ম্মাশয়ে বীজ ভাবে আছে, তাহারা জ্ঞান দ্বারা ভৃষ্ট ভাবাপন্ন হইয়া যায়, সুতরাং ঐ সকল কর্ম্মবীজ থাকিলেও মুক্তির বাধা হয় না। তখন পুরুষ আপনার স্বরূপাবস্থা প্রাপ্ত হন।

"তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানং" (পাতঞ্জল)

পুরুষের এই অবস্থা হইলে জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু হয় না, ত্রিতাপ আর তখন তাঁহাকে ব্যথিত করিতে পারে না। তখন তিনি মুক্ত হন। (সাংখ্যতত্ত্বকৌ°, সাংখ্যসূত্র ও ভাষ্য)

সাঙ্খ্যদর্শন, কপিলপ্রবর্ত্তিত শাস্ত্রভেদ। [সাঙ্খ্যদর্শন দেখ।]

সাঙ্খ্যময় (ত্রি) সাংখ্য স্বরূপে ময়ট্। সাংখ্যজ্ঞান স্বরূপ, সাঙ্খ্যজ্ঞান, এই জ্ঞান অবলম্বন করিয়া মুমুক্ষু মুক্তিলাভ করেন।

"যন্ত্রেরিতঃ সাংখ্যময়ী দৃঢ়েয়ং নৌ
র্যয়া মুমুক্ষুস্তরতে দুরত্যয়ং।" (ভাগবত ৯।৮।১৩)

সাঙ্খ্যযোগ (পুং) সাংখ্যোক্তঃ যোগঃ। জ্ঞানযোগ, ব্রহ্মবিদ্যা। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে অর্জ্জুনকে এই যোগের উপদেশ দেন। এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মবিদ্যা ও জ্ঞানযোগের সমস্ত কথাই সংক্ষেপে বলা হইয়াছে।

"অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ॥" (গীতা ২।১১)

কুরুক্ষেত্র সংগ্রামে আত্মীয় স্বজন সকলেরই বিনাশ হইবে, ইহা ভাবিয়া অর্জ্জুনের নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়, তাঁহার এই নির্ব্বেদ বা দৈন্য দেখিয়া ঈষদ্ধাস্যপূর্ব্বক ভগবান্ তাঁহাকে প্রথম সাংখ্যযোগের উপদেশ দেন। তিনি তাঁহাকে প্রথমে বলেন যে, 'যাহাদিগের জন্য শোক করা কর্ত্তব্য নহে, তুমি তাহাদিগের জন্য শোক করিতেছ, পণ্ডিতের ন্যায় কথা কহিতেছ অথচ যাঁহারা পণ্ডিত, তাঁহারা কখন গতাসু বা অগতাসুর জন্য শোক করেন না', অর্জ্জুনের প্রতি ভগবানের ইহাই প্রথম উপদেশ। তিনি নানাবিধ তর্কযুক্তি প্রভৃতি দ্বারা অর্জ্জুনকে উপদেশ দেন যে, আত্মা অজর, অমর, ইহাকে কেহই বিনাশ করিতে পারে না, তুমি যাহাদিগের বিনাশভাবনায় ব্যাকুল হইয়াছ, কেহই তাহাদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ নহে। দেহ আত্মা নহে। তাহাদের এই পার্থিব দেহ বিনষ্ট হইলে তাহারা বিনষ্ট হইবে না, যাহাদের জন্য তুমি শোক করিতেছ, তাহারা যে পূর্ব্বে ছিলেন না, তাহা নহে, তাহারা পূর্ব্বেও ছিলেন এবং পরেও থাকিবেন। যেমন বস্ত্র জীর্ণ হইলে লোকে তাহা পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করে, তদ্রূপ আত্মা শরীরে অধিষ্ঠিত হইয়া বাল্য কৌমার, যৌবন ও জরা অবস্থা ভোগ করিয়া জীর্ণ দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক নূতন দেহ পরিগ্রহ করেন। ইহাই তাঁহার জন্মমৃত্যু, বাস্তবিক পক্ষে তাঁহার জন্মমৃত্যু কিছুই নাই। তুমি অজ্ঞানবশে তাহাদের শোকে কাতর হইয়াছ, কালই তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া রাখিয়াছে, তুমি এই যুদ্ধে তাহার নিমিত্ত মাত্র। সুতরাং তোমার শোক পরিহার করিয়া তোমার স্বধর্ম্ম যুদ্ধ করাই বিধেয়।

যাহার জন্ম হইয়াছে, তাহার মৃত্যু ও যাহার মৃত্যু হইয়াছে তাহার জন্ম অবশ্যম্ভাবী, ইহার গতি কেহই রোধ করিতে পারে না, অদৃষ্টবশে জীবের জন্ম ও মৃত্যু হইয়া থাকে। ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। প্রাণিগণ উৎপত্তির পূর্ব্বে অপ্রকাশ এবং মধ্যে অর্থাৎ উৎপত্তি হইলে প্রকাশ ও তৎপরে আবার অপ্রকাশ হইয়া থাকে। ইত্যাদি রূপে আত্মার অবিনাশিতা প্রতিপাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের মোহ অপনয়ন করেন। গীতার দ্বিতীয়াধ্যায়ে ইহার বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে তাহা আর এই স্থলে বিবৃত হইল না। ইহার মূল তাৎপর্য্য এই যে সাংখ্য শব্দের অর্থ জ্ঞান, এই জ্ঞানবিষয়ক যোগই সাংখ্যযোগ। যাহাতে অজ্ঞান নিবৃত্তি হইয়া সাংখ্যবিবেকজ্ঞান দ্বারা জীবের মুক্তি হয়, তাহাই সাংখ্যযোগ। ভগবান্ বলিয়াছিলেন যে, সাংখ্যযোগ ও কর্ম্মযোগ অবলম্বন করিয়া নিঃশ্রেয়সলাভ করিয়া থাক, কিন্তু কর্ম্মযোগ অপেক্ষা সাংখ্যযোগ শ্রেষ্ঠ। ইহাতে অর্জ্জুন অতিশয় সংশয়াপন্ন হইয়া ভগবানকে বলিয়াছিলেন যে, আপনি কর্ম্মযোগ অপেক্ষা এই যোগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া আমাকে ঘোর কর্ম্ম করিতে কেন আদেশ করিতেছেন, এই বিভিন্ন বাক্যের তাৎপর্য্য আমি বুঝিতে পারিতেছি না। ইহাতে ভগবান্ বলিয়াছিলেন যে—

"লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্॥" (গীতা ৩।৩)

সাংখ্যযোগ ও কর্ম্মযোগ এই দ্বিবিধ যোগ দ্বারাই নিঃশ্রেয়স লাভ করা যায় সত্য, যাহারা অনধিকারী তাহারা প্রথমে কর্ম্মযোগ আশ্রয় করিয়া চিত্তশুদ্ধি করিবে, তৎপরে সাংখ্য বা জ্ঞানযোগ অবলম্বনে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবেন। সুতরাং প্রথমে কর্ম্মযোগ, তৎপরে সাংখ্যযোগ অবলম্বনীয়।

সাংখ্য দর্শনে যে যোগের বিষয় অভিহিত হইয়াছে, তাহাও সাংখ্যযোগ নামে কথিত। [সাংখ্য দ্রষ্টব্য।]

সাঙ্খ্যযোগবৎ (ত্রি) সাঙ্খ্যযোগ অস্ত্যর্থে মতুপ্, মস্য ব। সাঙ্খ্যযোগযুক্ত।

সাঙ্খ্যায়ন (পুং) শৃঙ্খকারভেদ।

সাঙ্গ (ত্রি) অঙ্গেন সহ বর্ত্তমানঃ। অঙ্গের সহিত বর্ত্তমান, অঙ্গযুক্ত, সম্পূর্ণ। যাহার সমুদয় অঙ্গ সম্পূর্ণ, কোন অঙ্গই বিকল নহে। দেবপূজা ও যাগযজ্ঞাদির শেষে ভগবান্ শ্রীহরির নামকীর্ত্তন করিতে হয়। এই কীর্ত্তন করিলে যদি কোন অঙ্গ অপূর্ণ থাকে, তাহা হইলে তাহা সাঙ্গ অর্থাৎ সম্পূর্ণ হয়।

"সাঙ্গং ভবতু তৎ সর্ব্বং শ্রীহরের্নামকীর্ত্তনাৎ।"
(দেবপূজাপদ্ধতি)

সাঙ্গতিক (পুং) সঙ্গতিরেব (বিনয়াদিভ্যষ্ঠক্। পা ৫।৪।৩৪)

ইতি ঠক্। সঙ্গতি, সম্মিলন। ২ সহাধ্যায়ী। ৩ বিচিত্র পরিহাসাদি কথাজীবী। যাহারা বিচিত্র বাক্য এবং পরিহাসাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

"নৈকগ্রামীণমতিথিং বিপ্রং সাঙ্গতিকং তথা।
উপস্থিতং গৃহে বিদ্যাদ্ ভার্য্যা যত্রাগ্নয়োঽপি বা ॥"(মনু ৩।১০৩)

'সাঙ্গতিকঃ সংগত্যা। যোঽপি সর্ব্বেণ সঙ্গচ্ছতে বিচিত্রপরিহাসকথাদিভিঃ, সাঙ্গতিকশব্দেন যুক্তঃ' (মেধাতিথি)

'লোকেষু বিচিত্রপরিহাসকথাদিভিঃ সঙ্গত্যা বৃত্ত্যর্থিনং' (কুল্লূক)

সাঙ্গত্য (স্ত্রী) সাঙ্গতিক।

সাঙ্গম (পুং) সঙ্গম এব স্বার্থে অণ্। সঙ্গম। (অমরটীকা ভরত)

সাঙ্গমন (পুং) সঙ্গম।

সাঙ্গমিত্র (পুং) সঙ্গমেন্দ্র।

সাঙ্গরেবস্ (পুং) সাঙ্গরবের পাঠান্তর। (ভারত)

সাঙ্গলক্ষণ (ক্লী) অঙ্গলক্ষণের সহিত বর্ত্তমান, অঙ্গলক্ষণযুক্ত।

সাঙ্গুষ্ঠ (ত্রি) অঙ্গুষ্ঠেন সহ বর্ত্তমানঃ। অঙ্গুষ্ঠের সহিত বর্ত্তমান, অঙ্গুষ্ঠযুক্ত। স্ত্রিয়াং টাপ্। সাঙ্গুষ্ঠা গুঞ্জালতা। (রত্নমালা)

সাঙ্গ্রহণ (ত্রি) সংগ্রহ।

সাঙ্গ্রহসূত্রিক (ত্রি) সঙ্গ্রহসূত্রমধীতে বেদ বা (ক্রতূক্থাদিসূত্রান্তাট্ঠক্। পা ৪।২।৬০) ইতি ঠক্। যিনি সংগ্রহসূত্র অধ্যয়ন করেন, বা যিনি ইহার সম্পূর্ণ মর্ম্মার্থ অবগত আছেন।

সাঙ্গ্রহিক (ত্রি) সংগ্রহে সাধুঃ সঙ্গ্রহ (কথাদিভ্যষ্ঠক্। পা ৪।৪।১০২) ইতি ঠক্। সংগ্রহকারী, যিনি সংগ্রহ করিতে উত্তম। সঙ্গ্রহগ্রন্থং অধীতে বেত্তি বা সংগ্রহ-ঠক্। যিনি সংগ্রহ গ্রন্থ অধ্যয়নকারী বা যিনি সংগ্রহ গ্রন্থ সকল জানেন।

সাঙ্গ্রাম (ত্রি) সংগ্রামে কার্য্যং দীয়তে ইতি (বৃত্তাদিভ্যোঽণ্। পা ৫।১।৯৭) ইতি অণ্। সঙ্গ্রামকার্য্যকারী, যুদ্ধে যাহাকে কার্য্য প্রদত্ত হয়। (পুং) সঙ্গ্রাম স্বার্থে অণ্। ২ যুদ্ধ।

সাঙ্গ্রামজিত্য (ক্লী) সংগ্রামজয়।

সাঙ্গ্রামিক (পুং) সঙ্গ্রামে সাধুঃ সঙ্গ্রাম (গুড়াদিভ্যষ্ঠঞ্। পা ৪।৪।১০৩) ইতি ঠঞ্। ১ সেনাপতি। (ত্রি) ২ সংগ্রামকুশল। ৩ যুদ্ধ সম্বন্ধীয়। (সিদ্ধান্তকৌ°)

"তে তস্য বচনং শ্রুত্বা মন্ত্রয়িত্বা চ বহিতং।
সাঙ্গ্রামিকং ততঃ সর্ব্বং সজ্জং চক্রুঃ পরন্তপাঃ ॥"
(ভারত ১।২।২০২)

সাঙ্ঘটিক (ত্রি) সঙ্ঘটমধীতে বেদ বা সঙ্ঘট-ঠঞ্। (পা ৪।২।৬০) যাহারা সঙ্ঘট অধ্যয়ন করে বা তাহা জানে।

সাঙ্ঘট্টিক (ত্রি) সঙ্ঘট্টমধীতে বেদ বা ঠঞ্। সঙ্ঘট্ট অধ্যয়নকারী, সঙ্ঘট্টবেত্তা।

সাঙ্ঘাটিকা (স্ত্রী) ১ যুগল, স্ত্রীমিথুন। ২ কুট্টনী। ৩ বৃক্ষভেদ।

সাঙ্ঘাত (ত্রি) সঙ্ঘাতে দীয়তে কার্য্যং অণ্ (পা ৫।১।৯৭) সঙ্ঘাতে কার্য্যকারী, সঙ্ঘাতসমূহ, রণ।

সাঙ্ঘাতিক (ত্রি) সঙ্ঘাতে সাধুঃ (গুড়াদিভ্যষ্ঠঞ্। পা ৪।৪।১০৩) ইতি ঠঞ্। সঙ্ঘাত্ প্রকারে হননকারক, মারাত্মক, প্রাণনাশক। ২ নাড়ীচক্রের মধ্যে নাড়ীভেদ। এই নাড়ী জন্ম নক্ষত্র হইতে ষোড়শ নাড়ী। [নাড়ীচক্র দেখ]

৩ এক প্রকার ঝিনুক, সাদা নামে ঝিনুক। যে সকল ক্ষুদ্র ঝিনুক একত্র সংশ্লিষ্ট হইয়া পিণ্ডাকারে থাকে।

সাঙ্ঘাত্য (ক্লী) সংহতা।

সাম্মুখী (স্ত্রী) সম্মুখস্য হিতা সম্মুখ-অণ্ ঙীপ্। সায়াহ্নব্যাপিনী তিথি, যে তিথি সায়ং কাল ব্যাপিয়া থাকে। স্মৃতিতে লিখিত আছে, যে পঞ্চমী, সপ্তমী, দশমী, ত্রয়োদশী, প্রতিপদ ও নবমী এই সকল তিথি সাম্মুখী অর্থাৎ সায়ংকালব্যাপিনী হইলে গ্রাহ্য, অর্থাৎ সেই তিথিই ধর্ম্মকার্য্যে গ্রহণ করিতে হইবে।

"পঞ্চমী সপ্তমী চৈব দশমী চ ত্রয়োদশী।
প্রতিপন্নবমী চৈব কর্ত্তব্যা সাম্মুখী তিথিঃ ॥
ইতি পৈঠীনসিবচনতস্তু—
সাম্মুখ্যং নাম সায়াহ্নব্যাপিনী দৃশ্যতে যদা।" (তিথিতত্ত্ব)

সাচার (ত্রি) আচারেণ সহ বর্ত্তমানঃ। আচারযুক্ত, আচারবিশিষ্ট, আচারের সহিত বর্ত্তমান।

সাচি (অব্য) সচ-ইন্। তির্য্যক্, বক্রগত, পর্য্যায় তিরঃ। (অমর)

সাচিবাটিকা (স্ত্রী) সাচি যথা তথা বটতি বেষ্টয়তীতি বট বেষ্টনে ণ্বুল্, টাপি অত ইত্বং। শ্বেত পুনর্ণবা। (রত্নমালা)

সাচিব্য (ক্লী) সচিবস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। সচিবের কর্ম্ম, মন্ত্রিত্ব। ২ সাহায্য, সহায়তা।

সাচিব্যাক্ষেপ (পুং) অলঙ্কারভেদ। (কাব্যাদর্শ ২।১৫৬)

সাচীকৃত (ত্রি) অসাচি সাচিকৃতং অভূততদ্ভাবে চ্বি। বক্রীকৃত, পূর্ব্বে যাহা বক্র ছিল না, পরে তাহাকে বক্র করা হইয়াছে।

"প্রাণয়মুং ক্বাপি যথাবকাশং নিনায় সাচীকৃতচারুবক্ত্রঃ ॥"(রঘু ৬।১৪)

সাচীগুণ (পুং) দেশভেদ। (ঐতরেয়ব্রা° ৮।২৩) ২ প্রকৃষ্ট গুণবান্ দেশ। (ভাগ° ৯।২০।২৬ স্বামী)

সাচেয় (ত্রি) পূজক।

সাচ্য (ত্রি) সমবেতব্য। "সাচ্যং কুণ্ডং বর্দ্ধনং পিতুঃ" (ঋক্ ১।১৪০।৩) 'সাচ্যং সমবেতব্যং' (সায়ণ)

সাজ (ত্রি) পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্র।

"সাজে শতাভষজিতিবস্বকবিশৌক্তিকশশ্যামীতিবার্তানাং।"
(বৃহৎস° ১০।১৭) ২ অজের সহিত বর্ত্তমান।

সাজ (দেশজ) সজ্জা শব্দের অপভ্রংশ, বেশ, ভূষণ, দ্রব্য, যাহা দ্বারা সজ্জিত হওয়া যায়। ২ অশ্ব সজ্জাদি।

সাতিসার (ত্রি) অতিসারেণ সহ বর্ত্ততে। অতিসারের সহিত বর্ত্তমান, অতিসারযুক্ত, অতিসার রোগবিশিষ্ট।

সাতীন (পুং) সতীন এব স্বার্থে অণ্। সতীন শব্দার্থ, ১ মটর। ২ সতীলক। (স্ত্রী) ৩ জল। (নিঘণ্টু)

সাতীলক (পুং) সতীলক এব স্বার্থে অণ্। সতীলক, কলায়।

সাত্ত্ব (পুং) ১ পশ্বাদি সকল দান। ২ প্রীতি।

"ন যত্র সাত্ত্ব ধনিভ্যোর বাহি" (ঋক্ ৪।৩৩।৭)

'সাত্ত্বং সনিঃ পশ্বাদিসকলং দানং প্রীতির্বা' (সায়ণ)

সাত্যোর্বাহিন (ত্রি) সত্যোবৃহতী নামক যজ্ঞসম্বন্ধীয়।

সাত্র (বি) সত্র-অণ্। সত্র সম্বন্ধীয়। (আশ্ব গৃ' ১১।৪।১)

সাত্রিক (ত্রি) সত্র-ঠঞ্। সত্র সম্বন্ধীয়।

সাত্ত্ব (ত্রি) সত্ত্ব-অণ্। সত্ত্বগুণ সম্বন্ধীয়, সাত্ত্বিক।

সাত্বকি (পুং) সত্বকস্য গোত্রাপত্যং (বাহ্বাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৯৬) ইতি ইঞ্। সত্বকের গোত্রাপত্য।

সাত্বত (পুং) সাত্বতস্যাপত্যং পুমান্ সাত্বত-অণ্। ১ বলরাম। ২ শ্রীকৃষ্ণ। ৩ যাদব মাত্র। ৪ বিষ্ণু। (ত্রিকা°) সত্বশব্দেন ▬ মূর্ত্তি র্ভগবান্, স উপাস্যতয়া বিদ্যতেঽস্যেতি মতুপ্, ততঃ স্বার্থে অণ্। ৫ বিষ্ণুভক্তবিশেষ। সত্বশব্দে ভগবান্কে বুঝায়। জগতে ভগবান্ই এক মাত্র সত্ব, সেই ভগবান্কে যাহারা উপাসনা করেন, তাহাদিগকে সাত্বত কহে। পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে ইঁহাদের লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—

"সত্বং সত্বাশ্রয়ং সত্বগুণং সেবেত কেশবং।
যোঽনন্যত্বেন মনসা সাত্বতঃ সমুদাহৃতঃ॥
বিহায় কাম্যকর্ম্মাদীন্ ভজেদেকাকিনং হরিং।
সত্যং সত্বগুণোপেতো ভক্ত্যা তং সাত্বতং বিদুঃ॥
মুকুন্দপাদসেবায়াং তন্নামশ্রবণেঽপি চ।
কীর্ত্তনে চ রতো ভক্তো নাম্নঃ তাং স্মরণে হরেঃ॥
বন্দনার্চ্চনয়ো র্ভক্তিরনিশং তাঙ্ঘ্রিপদ্ময়োঃ।
ভক্ত্যাত্মার্পণে যস্তু দৃঢ়ানন্দঃ সাত্বতঃ॥"(পাদ্মোত্তরখ° ৯১অ°)

যিনি অনন্য চিত্তে সত্ত্বগুণাশ্রয় সত্ত্ব স্বরূপ একমাত্র কেশবকে সেবা করেন, তাহাকে সাত্বত কহে এবং যিনি সকল প্রকার কাম্য কর্ম্ম বর্জ্জন করিয়া একান্ত চিত্তে সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট হইয়া হরির উপাসনা করেন, তাঁহাদিগকেও সাত্বত কহে। যিনি সদা মুকুন্দ পাদসেবায় এবং তন্নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তনে রত, যাঁহার ভগবান্ হরি অর্চ্চনে ভক্তি ও সখ্য ভাব সর্ব্বদা বিদ্যমান, এবং আত্মসমর্পণে দৃঢ় রতি তিনিই সাত্বত শব্দবাচ্য।

যাঁহারা সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অনন্যচিত্তে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করেন, তাঁহারাই সাত্বত নামে অভিহিত।

হিন্দু ধর্ম্মে যে সকল উপাসক সম্প্রদায় আছেন, সাধারণতঃ সেই সকল সম্প্রদায় পাঁচ ভাগে বিভক্ত—সৌর, গাণপত্য, শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব। বৈষ্ণব সম্প্রদায় যে অতি প্রাচীন ও বৈদিক তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। "বিষ্ণু র্দেবতা অস্য" এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা "বৈষ্ণব" শব্দ সাধিত হইয়াছে। বিষ্ণু বৈদিক দেবতা। সুপ্রাচীন ঋগ্বেদে বিষ্ণু উপাসনার বহুল মন্ত্র দৃষ্ট হয়। কোনও সময়ে যাজ্ঞিকগণ বৈদিক মন্ত্রে বিষ্ণুর উপাসনা করিতেন। তাঁহাদিগকে বৈদিক যাজ্ঞিক বৈষ্ণব বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। কিন্তু যাজ্ঞিকগণ বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রকৃত ভাব গ্রহণে সমর্থ ছিলেন না। যাজ্ঞিকগণেরও বহুপূর্ব্বে শুদ্ধ সত্ত্ব ঋষিগণ দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। বৈদিক মন্ত্রের আলোচনায় তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর উপাসক সাত্ত্বিক ভাবে বিষ্ণুর যজন করিতেন, তাঁহাদের স্বর্গ কামনা ছিল না, জীববলি ছিল না, তাঁহাদের মধ্যে সোমপান করারও অভ্যাস ছিল না। ইঁহারা শুদ্ধ সাত্ত্বিক ভাবে সত্ত্বমূর্ত্তি শ্রীভগবানের আরাধনা করিতেন। ইঁহারা বিষ্ণুকে "সত্ত্ব" বলিয়া অভিহিত করিতেন। সৎ শব্দ সত্ত্ব মূর্ত্তি শ্রীভগবানকেই বুঝায়। যাঁহারা সাত্ত্বিক ভাবে এই সত্ত্বমূর্ত্তি শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা করিতেন, তাহারাই সাত্বত নামে অভিহিত হইতেন।

এই সাত্বত সম্প্রদায় বৈদিক বৈষ্ণবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব সম্প্রদায় বলিয়া গণ্য হইতেন, ইঁহাদের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি ও উপাসনাপদ্ধতি সর্ব্বতোভাবে উত্তম, নিষ্কাম ও ভগবদ্ভাবপূর্ণ ছিল। ইঁহারা সর্ব্বপ্রকার কাম্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একান্ত ভাবে শ্রীহরির আরাধনা করিতেন, তাঁহার পাদ সেবা করিতেন, তাঁহার নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতেন। তাঁহার বন্দনায়, অর্চ্চনায় দাস্যে সখ্যে ও আত্মনিবেদনে জীবন উৎসর্গ করিতেন। তাঁহাদের জীবন শ্রীভগবানের স্মরণ মনন, তাঁহার নাম গুণাদি কীর্ত্তন, ও তাঁহার সেবায় নিরন্তর নিমগ্ন থাকিত। এই শ্রেণীর ভাগবতগণ বৈদিক সময়েও সাত্বত বলিয়া অভিহিত হইতেন। বেদের বহুল শাখা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। বেদ দুষ্পার, বৈদিক মন্ত্রের অর্থও দুর্ব্বোধ্য। বিশেষতঃ বেদ অসীম ও অপার। এই অবস্থায় বেদের বিচার ও বৈদিক তথ্যাদি নিরূপণ প্রকৃতই এক অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ভারতীয় প্রাচীন ঋষিগণ এই কাঠিন্য উপলব্ধ করিয়াছিলেন, এই জন্য বৈদিক তথ্য বিনির্ণয়ের জন্য তাঁহারা এক উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন অর্থাৎ ইতিহাস ও পুরাণ দ্বারা তাঁহারা বেদের সমুপবৃংহণ করিতেন। এই জন্য প্রাচীন ঋষিগণ বলিতেন—

"ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদসমুপবৃংহয়েৎ।"

আমরাও বৈদিক সাত্বত সম্প্রদায়ের কার্য্যাদি আলোচনার জন্য আগে পুরাণ ও ইতিহাসের সাহায্য গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত

অধিক প্রবল তাহাই সাত্ত্বিক বলিয়া জানিতে হইবে। গীতায় ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, দান, যজ্ঞ, ভোজন প্রভৃতি সকল কার্য্যই সাত্ত্বিকাদি ভেদে তিন প্রকার।

"আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥"(গীতা ১৭।৮)

আয়ু, সত্ত্ব, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতিবর্দ্ধক অর্থাৎ যে সকল দ্রব্য ভোজন করিলে আয়ু, বল প্রভৃতি বৃদ্ধি হয়, যাহা রসযুক্ত বা রসাল, স্থির ও হৃদ্য, তাহাই সাত্ত্বিক আহার।

শাস্ত্রে লিখিত আছে যে যাহারা মুক্তিকামী, তাহারা যত্নের সহিত সাত্ত্বিক ভোজন করিবেন। দেহ অন্নময় কোষ ও ইন্দ্রিয় সকল ভোজন দ্বারা পুষ্ট, অতএব যদি সাত্ত্বিক ভোজন করা হয়, তাহা হইলে দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি সত্ত্বগুণবিশিষ্ট হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। শাস্ত্রে যে এত বাধাবাধি ভোজনের ব্যবস্থা আছে, তাহার কারণ এই যে, সাত্ত্বিক ভোজন না করিতে পারিলে সাত্ত্বিক প্রকৃতি হয় না। অতএব রাজসিক ও তামসিক আহার পরিত্যাগ করিয়া সাত্ত্বিক আহার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই আহার দ্বারা শরীর সুস্থ, মানসিক বল ও আয়ু বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ছান্দোগ্য উপনিষদে লিখিত আছে যে "আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ" আহার শুদ্ধিতে সত্ত্বশুদ্ধি হয়।

সাত্ত্বিকযজ্ঞ—

"অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদৃষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ॥" (গীতা ১৭।১১)

যে যজ্ঞে কোনরূপ ফল কামনা নাই, এবং যাহা যথাবিধি শাস্ত্রের নিয়মানুসারে অনুষ্ঠিত ও ইহা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য এইরূপ বুদ্ধিতে যাহা করা হয়, তাহাই সাত্ত্বিক যজ্ঞ। কোনরূপ ফল কামনা না করিয়া ভগবানের উপাসনাই অবশ্য কর্ত্তব্য এই বিবেচনা করিয়া শাস্ত্রে যেরূপ বিধান আছে, তাহার কোন অঙ্গে ত্রুটি না হয়, ইহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া যে যজ্ঞানুষ্ঠান করা হয়, তাহাই সাত্ত্বিক যজ্ঞ নামে অভিহিত। সাত্ত্বিক তপস্যা—

"শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে॥"(গীতা ১৭।১৭)

ফলকামনারহিত হইয়া অতিশয় ভক্তির সহিত যে ত্রিবিধ তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে সাত্ত্বিক তপস্যা কহে। ত্রিবিধ তপস্যা যথা দেবতা, দ্বিজ, গুরু ও পণ্ডিতদিগের পূজা, শৌচ, বিধি ও নিষেধের পালন, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা ইহাদিগের নাম শারীর-তপস্যা, অনুদ্বেগকরবাক্য অর্থাৎ যে বাক্য প্রয়োগ করিলে লোকের কোনরূপ ক্লেশ না হয়, এইরূপ বাক্য, প্রিয় অথচ হিতকর সত্যবাক্য প্রয়োগ, এবং বেদাভ্যাস ইহাদিগের নাম বাচিক তপস্যা, মনঃপ্রসাদ, যা যে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে চিত্তের অবসাদ না হইয়া প্রসন্নতা জন্মে, সৌম্যতা, মৌন, মনোনিগ্রহ এবং অন্তঃকরণশুদ্ধি এই সকলের নাম মানসতপস্যা, এই ত্রিবিধ তপস্যা শ্রদ্ধা সহকারে আচরিত হইলেই তাহাকে সাত্ত্বিক তপস্যা কহে। সাত্ত্বিকদান—

"দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতং॥"(গীতা ১৭।২০)

ইহা আমার দাতব্য, অর্থাৎ ইহা আমি দান করিব, এইরূপ চিন্তা করিয়া কোনরূপ উপকারের প্রত্যাশা না করিয়া দেশ-গঙ্গাদিতীর্থ, কাল চন্দ্রগ্রহণাদি সময় এবং ব্রাহ্মণাদি সৎপাত্রে যে দান করা হয়, তাহাকে সাত্ত্বিকদান কহে। সাত্ত্বিকত্যাগ—

"কার্য্যমিত্যেব যৎকর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ॥"(গীতা ১৮।৯)

আত্মাভিমান ও ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া এই কর্ম আমার কর্ত্তব্য, এই বুদ্ধিতে যাহা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে সাত্ত্বিক ত্যাগ কহে। সাত্ত্বিকজ্ঞান—

"সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকং॥"(গীতা ১৮।২০)

যে জ্ঞান দ্বারা সর্ব্বভূতে এক অবিনাশী অভিন্নভাব লক্ষিত হয়, তাহাকেই সাত্ত্বিকজ্ঞান কহে। অর্থাৎ যে জ্ঞানের সাহায্যে ভিন্ন ভিন্নভাবে অবস্থিত এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে পরমাত্মার ন্যায় উৎপত্তি ও বিনাশরহিত, অভিন্ন, অব্যয়, ও সর্ব্বত্র অনুস্যূত বলিয়া লক্ষিত হয়, সেই জ্ঞানই সাত্ত্বিক জ্ঞান। এই সাত্ত্বিক জ্ঞান দ্বারাই বস্তুতত্ত্ব যথার্থরূপে অবগত হওয়া যায়।

সাত্ত্বিকবুদ্ধি—"প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥"
(গীতা ১৮।৩০)

যে বুদ্ধি প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, কার্য্য ও অকার্য্য, ভয় ও অভয় এবং বন্ধন ও মুক্তি বুঝিতে সমর্থ তাহাকে সাত্ত্বিকী বুদ্ধি কহে। সাত্ত্বিকী বুদ্ধি দ্বারা সকল বিষয়ের যথার্থ অবগত হওয়া যায়।

সাত্ত্বিক কর্ত্তা—"মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে॥"
(গীতা ১৮।২৬)

ফলাভিসন্ধিবর্জ্জিত, অর্থাৎ যিনি কোনরূপ ফলের আকাঙ্ক্ষা করেন না, অনহংবাদী, অর্থাৎ আমি করিতেছি এইরূপ অহংজ্ঞানশূন্য, ধৃতি ও উৎসাহযুক্ত, সিদ্ধি ও অসিদ্ধি বিষয়ে বিকারশূন্য, এইরূপ কর্ত্তাকে সাত্ত্বিক কর্ত্তা কহে। যাহার ফলের আকাঙ্ক্ষা নাই, তাহার কার্য্য সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে কিছুই আসিয়া যায় না, অতএব তাহার সকল অবস্থাতেই তুল্য জ্ঞান, আমি কিছুরই কর্ত্তা নাই, এবং কার্য্যে সদা ধৈর্য্য ও উৎসাহ বিদ্যমান, কার্য্য

নামক একখানি কাব্য রচনা করিয়া ইনি খলিল্ উপাধি লাভ করেন। ঐ গ্রন্থখানি সম্রাট্-জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে দিল্লী-রাজধানীতে বিদ্যমান এক সৈয়দ পুত্রের সহিত এক জহরী কন্যার প্রণয়কাহিনী অবলম্বনে রচিত। এর মধ্যে কতক ঐতিহাসিক ছায়াও পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থকারবিরচিত কএকখানি দিবান৹ পাওয়া গিয়াছে। উহার মধ্যে একখানি উর্দ্দু ভাষায় লিখিত ও আদিরসপূর্ণ। দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ নগরের রাজান্তঃপুরবাসিনী ললনাগণের চরিত্রচিত্রের অদ্ভুত কেচ্ছা কাহিনী উহাতে বিশদ ভাবে প্রকটিত হইয়াছে। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ৮০ বৎসর বয়সে গ্রন্থকারের মৃত্যু হয়।

সাদযোনি (ত্রি) যোনিতে অবসন্ন। "সাদযোনিং হয় আসীধি-যানং" ঋক্ ৫।৪।৩।১২) 'সাদযোনিং যোনৌ সীদন্তং' (সায়ণ)

সাদন (ক্লী) সদ স্বার্থে ণিচ্-ল্যুট্। ১ সদন, গৃহ। ২ উচ্ছেদন, বিনাশকরণ। ৩ বিনাশন। ৪ অবসাদন, ক্লান্তকরণ। ৫ দূরীকরণ।

সাদনস্পৃশ্ (ত্রি) গৃহপুত্রাদি প্রদাতা, যিনি গৃহ ও পুত্রাদি প্রদান করেন। "সাদনস্পৃশোহ রয়িং দ" (ঋক্ ৩।১।৪৮) 'সাদনস্পৃশঃ সাদনানি গৃহান্ পুত্রাদীন্ স্পৃশন্তি,তান্ গৃহাদিযুক্ত প্রদাতৃঃ' (সায়ণ)

সাদনী (স্ত্রী) সাদয়তে যোগা অনয়া সদ-ণিচ্, করণে ল্যুট্-ঙীপ্। কটুকী। (রাজনি°)

সাদন্য (ত্রি) গৃহকর্ম্মকুশল। "সাদন্যং বিদথ্যং সভেয়ং" (ঋক্ ১।৯১।২০) 'সাদন্যং সদনং গৃহং, তদর্হং, গৃহকার্য্যকুশলমিত্যর্থঃ' (সায়ণ)

সাদময় (ত্রি) অবসন্ন, অবসাদবিশিষ্ট। (মলোমব ৩২৪)

সাদয়িতব্য (ত্রি) সাদের উপযুক্ত। সাদার্হ। (রামা° ১।৬৬।৪)

সাদর (ত্রি) আদরেণ সহ বর্ত্তমানঃ। আদরের সহিত বর্ত্তমান, আদরযুক্ত, আদরবিশিষ্ট।

সাদস (ত্রি) সদঃবিষয়োহস্য। সভোযুক্ত। (লাট্যা° ২।৩।১৮)

সাদসত্ত (ত্রি) সদসংশয়োঃস্মিন্নিতি (বিমুক্তাদিভ্যোহণ্। পা ৫।২।৬১) ইতি অণ্। সৎ ও অসৎ পদার্থের বিবরক।

সাদা (দেশজ) শুক্ল, শ্বেতবর্ণ।

সাদা পাথর (দেশজ) শুভ্রবর্ণ প্রস্তর, শ্বেত প্রস্তর, মর্ম্মর।

সাদাবাদ,(সাহ্দাবাদ) যুক্তপ্রদেশের মথুরাজেলার একটী তহশীল। ইহা জেলার সর্ব্বপূর্ব্বভাগে অবস্থিত। ভূপরিমাণ ১৮০ বর্গমাইল। এই উপবিভাগের দক্ষিণপশ্চিমসীমা দিয়া যমুনা নদী এবং মধ্যভাগ দিয়া ঝির্ণা বা খরোণ প্রবাহিত আছে। গ্রীষ্মকালে এই নদীতে আদৌ জল থাকে না। কিন্তু বৃষ্টিপতনের সঙ্গে সঙ্গেই উহার কূলেবর পূর্ণ হইয়া উহা একটী বিস্তৃতায়তন নদী রূপে বহিয়া যায়, ঐ সময়ে এই নদীর জলে তদ্দেশবাসীর কৃষিক্ষ্যাদিকার্য্যাদির বিশেষ সুবিধা ঘটিয়া থাকে।

এখানে তুলা, শণ, নীল, অড়হর, জুয়ার ও যব প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

২ উক্ত জেলার একটী নগর এবং তহশীলের বিচার সদর ঝির্ণা নদীতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭° ২৬´ ১০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৫´ ৪২´´ পূঃ। মথুরা নগর, আগ্রা, আলীগড় ও ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেলপথের হাথরস রোড ষ্টেসন হইতে চারিটী পাকা-রাস্তা বরাবর এই নগরে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এইরূপ সুবিধা থাকায় উক্তনগরের সহিত সাদাবাদের বাণিজ্যপ্রথা অদ্যাপিও বিদ্যমান আছে।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে মোগল-সম্রাট্ শাহজহান্ বাদশাহের রাজত্বকালে রাজমন্ত্রী উজীর সাদুল্লা খাঁ এই নগর স্থাপন করেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে এই প্রদেশ ইংরাজাধিকারে আসিলে ইংরাজ গবর্মেণ্ট এই নগরেই প্রথমে জেলার বিচার সদর স্থাপন করেন। পরে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে জেলারূপে বর্ত্তমান মথুরা জেলার সংগঠন করিয়া মথুরায় জেলার বিচার বিভাগ স্থানান্তরিত করা হয় এবং এই নগরে তহশীলের বিচারালয় সংস্থাপিত হয়।

এখন যেখানে তহশীলের কাছারী বিদ্যমান। পূর্ব্বে উহা হিম্মৎ বাহাদুরের দুর্গ ছিল। ইহার গঠনপ্রণালী এরূপ দৃঢ় যে বহিঃশত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে ইহার অভ্যন্তরস্থ সেনাবৃন্দ অনায়াসে অবরোধক্লেশ সহ্য করিতে পারে। বিখ্যাত সিপাহী বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহী জাট সেনাদল সাদাবাদ আক্রমণ করে। ঐ সময়ে একজন হিন্দুরাজপুত বীরদর্পে নগর রক্ষা করিয়াছিলেন। ইংরাজরাজ এই উপকারের প্রত্যুপকার স্বরূপ ঐ রাজপুত বীরকে আলীগড় জেলায় একখানি গ্রাম জায়গীর দেন।

সাদি (পুং) সদ গতৌ (বসি বপি যজীতি। উণ্ ৪।১২৪) ইতি ইঞ্। ১ সারথি। (হেম) ২ যোদ্ধা। (উজ্জ্বল) ৩ অবসাদ। ৪ বায়ু। (সংক্ষিপ্তসার উণাদি) (ত্রি) ৫ আদির সহিত বর্ত্তমান, আদিযুক্ত, আদিবিশিষ্ট।

সাদিত (ত্রি) সদ-ণিচ্-ক্ত। ১ বিষাদিত। ২ বিনাশিত, বিনষ্ট। ৩ ক্ষয়িত, ভগ্ন, ছিন্ন। ৪ দুর্ব্বলীকৃত। ৫ অবসাদপ্রাপিত। ৬ শরণপ্রাপিত। ৭ গমিত।

সাদিন্ (পুং) সদ গতৌ ণিনি। ১ অশ্বারোহী। (অমর) ২ গজারোহী। ৩ রথারোহী। (মেদিনী)

সাদী (দেশজ) বিবাহাদি উৎসব। যে গৃহে কোন বিবাহ ক্রিয়া উপলক্ষে লোক জন খাওয়ান হয়, তাহাকে সাদীবাড়ী কহে।

সাদী (শেখ), পারস্য রাজ্যের সিরাজনগরবাসী একজন সুপ্রসিদ্ধ কবি। পারসিক বা আরবী ভাষায় এমন সুরসিক ও প্রকৃত কবি আর নাই। সাধারণে শেখ মস্‌লাহ্ উদ্দীন্ সাদী অল্‌ সিরাজী নামে পরিচিত ছিলেন। ৫৭১ হিঃ (১১৭৫খৃঃ) সিরাজ নগরে তাঁহার জন্ম হয় এবং ৬৯১ হিঃ (১২৯২ খৃঃ) ১২০ বৎসর বয়সে তাঁহার প্রাণবিয়োগ ঘটে।

কবি তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনকালে নানা ঘটনায় পরিচালিত হন এবং দীর্ঘকাল শিক্ষাপ্রভাবে তাঁহার জ্ঞানশক্তি নানা বিষয়ে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া এক অপূর্ব্ব কাব্য জ্যোতিতে জগৎ আলোকিত করিতে সমর্থ হয়। বাল্যজীবনে বিদ্যাশিক্ষার পর যৌবনে তিনি সৈনিক বৃত্তি অবলম্বন করিয়া হিন্দু ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। ইহাতে অনুমান হয় যে তাঁহার সৈনিক জীবনে তিনি পারস্যরাজের সেনারূপে ভারত হইতে উত্তর আফ্রিকা হইতে ভারতসীমায় পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানে যুদ্ধবিগ্রহে অনেক সময় লিপ্ত ছিলেন। ট্রিপোলী নগরের দুর্গনির্ম্মাণ কালে খৃষ্টান দল তাঁহাকে বন্দী করিয়া লইয়া যায় এবং কিছুকাল তাঁহাকে দুর্গনির্ম্মাণকার্য্যে নিযুক্ত রাখে। এই স্থানেই কোন ব্যক্তির সহায়তায় তিনি মুক্তি লাভ করেন। ঐ ব্যক্তি নিজ কন্যাকে সাদীর হস্তে অর্পণ করিয়া উভয়ের মুক্তির উপায় করিয়াছেন। এই বিবাহে সাদী সুখী হইয়াছিলেন কিনা বলা যায় না। অনেকেই অনুমান করেন, শান্ত চিত্ত কবির পক্ষে ঐ রমণী বড় প্রখরা ছিলেন। কবি স্বরচিত কাব্যের এক স্থলে এতদ্বিষয়ে এইরূপ একটু আভাস দিয়া গিয়াছেন—

"হায়! কি করিনু,
দাসত্বের বিনিময়ে মনোসাধে নিজ পায়ে
নিগড় পরিনু!"

বার্দ্ধক্যে তাঁহার হৃদয়ে ধর্ম্মভাব বলবান্ হইয়াছিল। তিনি ঈশ্বরমহিমার পূর্ণ বিকাশ দেখিবার জন্য নানা স্থান পর্য্যটন করেন এবং প্রায় চতুর্দ্দশবার মহম্মদের লীলাক্ষেত্র মক্কানগরীতে তীর্থ যাত্রা করিয়াছিলেন।

কবি সর্ব্বজনমান্য সুফী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক আবদুল কাদের গিলানীর শিষ্য ছিলেন। অনেকের ধারণা, তিনি গিলানীর দার্শনিক জ্ঞান ধর্ম্মের প্রয়োজক বিবেচনা করিয়া মনে মনে উক্ত মতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সিরাজ নগরের সান্নিধ্যে আজিও কবি সাদীর সমাধিমন্দির দৃষ্টিগোচর হয়।

তিনি বহু সংখ্যক কবিতা, গাথা, স্তোত্র ও গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত কাব্যের মধ্যে গুলিস্তান ও বোস্তান প্রধান। এতদ্ভিন্ন তাঁহার রচিত কতকগুলি আদিরসাত্মক কবিতা পাওয়া যায়। ঐ সংগ্রহটী আল্-খবিসাৎ নামে প্রসিদ্ধ ও তাঁহারই রচিত বলিয়া প্রচলিত। এই কবিতাগুলি তাঁহার উচ্চতর কবিজীবনের কলঙ্কস্বরূপ। কবি ইহার জন্য শেষে খেদ করিয়া ছিলেন বটে, কিন্তু আত্মপক্ষসমর্থনের জন্য তিনি একস্থানে উল্লেখ করিয়াছেন যে এই কবিতাগুলি কাব্যরসের স্বাদবর্দ্ধক; লবণ যেমন মাংসের রুচি বর্দ্ধন করে, এই কবিতাগুলিও সেইরূপ।

তাঁহার রচিত নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলি সাধারণে আদৃত—, ১ প্রস্তাবনা, ২ মজলিশখান্, ৩ রেসালা সাহিব দিবান্, ৪ গুলিস্তান, ৫ বোস্তান, ৬ পন্দনামা, ৭ কসাএদ্-আরবী, ৮ কসাএদ্ ফার্সী, ৯ মরাসী, ১০ মুলাম্মা-আৎ, ১১ মুরাদ্দাবাৎ, ১২ তর্জীআৎ, ১৩ তর্জিয়াৎ, ১৪ গজালিয়াৎ, ১৫ মুদুল কিয়াৎ, ১৬ মুকত্তাআৎ, ১৭ মসনবিয়াৎ, ১৮ ত্তর্জিয়াৎ, ১৯ কিতাব-অল্ মরাসী, ২০ কিতাব তাজ্জোবাৎ, ও ২১ আল্ খবাকিস।

সাদীদ্ উদ্দী, জবাউল্ হিকায়াৎ নামক একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য-রচয়িতা।

সাদীদ্ উদ্দীন্ গজরুণী, ইনি আরবী ভাষায় অল্-মুগ্নী নামে একখানি হকেমী (বৈদ্যক) গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

সাদীক্, একজন মুসলমান কবি। পূর্ব্বনাম সাদীক্ আলী। ইনি চহারবাগ হায়দারী নামে একখানি কাব্য রচনা করিয়া উহা লক্ষ্ণৌর নবাব গাজী উদ্দীন্ হায়দারকে উৎসর্গ করেন। গ্রন্থমধ্যে গ্রন্থকারের রচনা অতি অল্প, কিন্তু প্রাচীন কবিগণের বহুসংখ্যক পদাবলী উদ্ধৃত করিয়া কবি নবাবের গুণকীর্ত্তনে তাহাই সংযোজিত করিয়াছেন। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয়।

সাদীক্, সৈয়দ মহম্মদ কাদিরীর পৌত্র মীর আকবর খাঁর অপর নাম। ইনি বাহারিস্তান-সাদিকী নামে একখানি কাব্য রচনা করেন। ইনি দিল্লীবাসী ছিলেন। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন বৎসরে তাঁহার মৃত্যু হয় এবং দিল্লীর বৈরামশাহ নামক নালার ধারে পিতামহের কবরপার্শ্বে ইহারও সমাধি হইয়াছিল।

সাদীক খান্, মোগলসম্রাট্ অকবরশাহ বাদশাহের ধর্ম্মগুরু। ইনি একজন ফকির ছিলেন। ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে ইঁহার দেহান্তর ঘটে। সিকেন্দ্রা হইতে আগরা যাইবার পথের ঠিক মধ্যস্থলে ও বামভাগে একটী বিস্তীর্ণ ময়দানে অনেকগুলি কবর দেখা যায়। উহার মধ্যে যে সমাধিমন্দিরটী ৬৪টী স্তম্ভযুক্ত দালানে সংযোজিত, তাহাই সাধুর সমাধিক্ষেত্র বলিয়া সাধারণের ধারণা।

সাদুদ্দীন্, দিল্লীবাসী একজন মুসলমান কবি, ইনি বাগ্-উল্ বকাইক ও সাত্তা-বালার নামে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ১০৮০ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু ঘটে।

সাদুদ্দীন্, তুরুষ্কদেশবাসী একজন ঐতিহাসিক। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে কনস্তান্তিনোপল নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইনি তাজ্-উল্-তবারিখ্ নামে মুসলমান-সাম্রাজ্যের (Othoman Empire)

১১৯৯ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হইতে ১৫২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইতিহাস রচনা করেন। গ্রন্থখানি ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধিৎসুর বিশেষ আদরের সামগ্রী, ইহা ছাড়া সলিম-নামা নামে ইঁহার রচিত আর একখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়। ইহাতে তুরুস্কের ১ম সেলিমের জীবনেতিবৃত্তসংক্রান্ত পত্রমালা নিবদ্ধ আছে।

সাদুদ্দীন্ হাম্বিয়া, সফ্ফাল্‌উল্‌ আর্ব্ব, কিতাব মহবুব প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা।

সাদুল্লা খাঁ, সুবিখ্যাত রোহিলা সর্দার আলীমহম্মদ খাঁর পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে ইনি রোহিলাধিকৃত প্রদেশের রাজেশ্বর হন; কিন্তু হাফিজ রহমৎখাঁ তাঁহাকে বার্ষিক ৮লক্ষ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়া স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করেন। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার ভ্রাতা আবদুল্লা খাঁ ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে নবাব সুজা উদ্দৌলার সহিত হাফিজ রহমতের যুদ্ধে নিহত হন। [রোহিলা দেখ।]

সাদুল্লা খাঁ, মোগল সম্রাট্‌ শাহজহান বাদশাহের একজন বিশ্বস্ত রাজকর্ম্মচারী। উপাধি খান্ আলম্। ইনি সম্রাট্ কর্তৃক পারস্য-রাজসকাশে দৌত্যকার্য্যে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

সাদুল্লা খাঁ, বিজনোরের নবাব মামুদখাঁর শালক। ইনি আম-রোহা প্রদেশের শাসক ছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইনি নবাবভ্রাতা জলালউদ্দীন্‌খাঁর সহযোগে ইংরাজ গবর্মে-ণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে কোট-কাদের নামক স্থানে বিদ্রোহ-অপরাধে ধৃত হইয়া সামরিক বিচারে জেনারল জোন্সের আদেশে তোপে নিহত হন।

সাদুল্লা খাঁ, (উজীর). মোগলসম্রাট্ শাহজহান বাদশাহের সভাসদ ও বিচক্ষণ মন্ত্রী। ইঁহার ন্যায় প্রবণ, সত্যান্তঃকরণ, সর্ব্বগুণী রাজমন্ত্রী ভারতের অদৃষ্টপটে অতি বিরল দৃষ্ট হয়। বাদশাহ আলমগীর ইঁহারই কূটনীতি অনুসরণ করিয়া চলিতেন। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে ৫৮তম বৎসরে ইঁহার মৃত্যু ঘটে। ইনি জুম্‌লাৎউল্‌মুল্‌ক ও আল্লামী ফহামী উপাধিতে পরিচিত ছিলেন।

সাদুল্লা নগর, অযোধ্যা প্রদেশের গোণ্ডা জেলার একটী পর-গণা। উত্তর পার্শ্ববর্তী উত্রোলা পরগণার ভূম্যধিকারী এই পরগণার অধিকারী। পূর্ব্বে এই পরগণা জঙ্গলময় ছিল এবং দস্যুগণ ঐ বন মধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া পার্শ্ববর্তী স্থানবাসীদিগের প্রতি অত্যাচার করিত। ইহাদের বীভৎস অত্যাচার ও উৎপী-ড়ন দমনের জন্য উত্রোলার রাজারা পরগণা আবাদ করিবার জন্য চেষ্টা পান। এক্ষণে উহার প্রায় অধিকাংশ স্থান আবাদ হও-য়াতে এখান হইতে দস্যুভয় বিদূরিত হইয়াছে।

২ উক্ত প্রদেশের উক্ত জেলার একটী গণ্ডগ্রাম এবং সাদুল্লা পরগণার বিচার সদর। গোণ্ডানগর হইতে ২৮ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭°৫´৫৫´´ উঃ এবং ৮২° ২৩´৫১´´ পূঃ। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে উত্রোলা রাজবংশের রাজা সাদুল্লাখাঁ এই নগর স্থাপন করেন।

সাদুল্লাপুর, বাঙ্গালার মালদহ জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ড-গ্রাম। এখানকার ভাগীরথীতীরস্থ স্নানের ঘাটের জন্য এই স্থান সমগ্র জেলার মধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ। মালদহ জেলার বহুদূরবর্তী স্থানবাসীরা স্ব স্ব মুমূর্ষু আত্মীয়দিগের গঙ্গাপ্রাপ্তিকামনায় এখানে কিছুদিনের জন্য গঙ্গাবাস করান। অনেক সময় দূর-দেশ হইতে মৃতদেহ দাহ করিবার জন্যও এখানে আনা হয়।

গৌড়নগরে যখন মুসলমান রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল, তখন রাজাদেশে সাদুল্লাপুরের ঘাটই হিন্দুর শবদাহের একমাত্র স্থান নির্দিষ্ট ছিল। এই প্রাচীনত্বনিবন্ধন ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর চক্ষে ইহা একটী মহাশ্মশান বলিয়া গণ্য হইয়াছে, এই কারণে এখানকার ঘাটে স্নান ও শ্মশান দর্শন পুণ্যজনক বিবেচনায় অনেকে এখানে যোগোপলক্ষে স্নান করিতে আইসে। প্রতি বৎসর বারুণী উপলক্ষে এখানে একটী মেলা হয় এবং বহুশত লোক এখানে স্নান করিতে আইসে।

সাদুল্লাপুর, পঞ্জাব প্রদেশের চন্দ্রভাগা নদীর তীরবর্তী একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম। এখানে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে শের সিংহ পরিচালিত শিখ সেনার সহিত সর্‌জন থাক্‌ওয়েলের অধী-নস্থ ইংরাজবাহিনীর একটী ঘোরতর সংঘর্ষ হয়। এই যুদ্ধে ইংরাজপক্ষ শিখদিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ হন নাই।

সাদুল্লা শেখ, দিল্লীবাসী একজন মুসলমান সাধু কবি। ইনি গুর্জ্জররাজমন্ত্রী ইস্‌লামখাঁর বংশধর ও শাহগুলের শিষ্য। শাহ-গুল শেখ আজম মুজাদ্দিদের বংশধর ও বাহবৎ নামে পরিচিত ছিলেন। সাদুল্লা গুরু সহবাসে থাকিয়া গুলশান নাম গ্রহণ পূর্ব্বক দরবেশ বেশে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লীনগরে ইঁহার মৃত্যু হয়।

সাদৃশ (ত্রি) সদৃশ স্বার্থে অণ্। সদৃশ পদার্থ। (সাংখ্যসূ° ৪।২১।২)

সাদৃশীয় (ত্রি) সদৃশ সম্বন্ধীয়।

সাদৃশ্য (ক্লী) সদৃশস্য ভাবঃ সদৃশ-ষ্যঞ্। সদৃশত্ব, তুল্যতা, সাম্য। ইহার লক্ষণ—

"তদ্ভিন্নত্বে সতি তদ্গতভূয়োধর্ম্মবত্ত্বং" (সিদ্ধান্তমুক্তাবলী)

তৎপদার্থ ভিন্ন হইয়া তৎপদার্থগত ভূয়োধর্ম্মবত্ত্বই সদৃশত্ব। মুখে চন্দ্রের সাদৃশ্য আছে, এই স্থলে মুখ চন্দ্র ভিন্ন হইয়া চন্দ্রগত আহ্লাদকত্বাদি মুখে আছে, চন্দ্র দেখিলে যেরূপ আহ্লাদ হয়, তদ্রূপ মুখদর্শনেও আহ্লাদ হয়, এই জন্য মুখে চন্দ্র সাদৃশ্য।

মদ, অগ্নি, বিষ, সর্প; গ্রীষ্মঋতুর অগ্নি, বিরহ, বিরহিণীনিশ্বাস; সর্পনিশ্বাস; বর্ষাঋতুর রাত্রি, সমুদ্র, গগন, নারায়ণ, শরৎঋতুর চন্দ্র, কাশ পুষ্পাদি হংস, চামর, ঐরাবত, শঙ্খ, শীতঋতুর অপসারি-ব্যক্তি, রাজাশূন্য মাথা; শিশিরঋতু রাত্রাগমনকাল; স্বর্গীয় সমুদ্র, পর্ব্বত, পৃথিবী, মদন, অশ্বিনীকুমারদ্বয়; সচিবের বৃহস্পতি। (কবিকল্পলতা)

সাদগুণ্য (ক্লী) সদ্গুণ-ষ্যঞ্। ১ সদ্গুণসম্বন্ধীয়। ২ সদ্-গুণসমূহ।

সাদ্ভুত (ত্রি) অদ্ভুতের সহ বর্ত্তমান। অদ্ভুতের সহিত বর্ত্তমান, অদ্ভুতবিশিষ্ট। আশ্চর্য্যোত্তেজক।

সাদ্য (ত্রি) ১ আরোহণের উপযুক্ত। (পুং) ২ অশ্বারোহী।

সাদ্যঃক্র[ক্রী]—একাহ সোমযাগ।

সাদ্যস্ক (ত্রি) অচিরে ক্রিয়মাণ। শীঘ্র যাহা সংঘটিত হইবে।

সাদ্যোজ (ত্রি) সদ্যোজ সম্বন্ধীয়। (পা ৪।২।৭৫)

সাধ্, সিদ্ধি, সংসিদ্ধি, নিষ্পত্তি। দিবাদি° পক্ষে স্বাদি° পরস্মৈ° অক° নিষ্পাদন অর্থে সক° সেট্। লট্ সাধ্যতি। স্বাদি পক্ষে সাধ্নোতি। লিট সসাধ। লুট্ সাদ্ধা। লৃট্ সাৎস্যতি। লুঙ্ অসাৎসীৎ, অসাদ্ধাং, অসাৎসুঃ। সন্ সিষাৎসতি, সিষাৎ-সতি। যঙ্ সাসাধ্যতে। যঙ্ লুক্ সাসাদ্ধি। ণিচ্ সাধয়তি। লুঙ্ অসীষধৎ।

সাধ্ধাতুর নির্ব্বাহ, বধ, প্রাপ্তি, পরীক্ষা ও গমন এই সকল অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন প্রায়ই পালক সাধ্ধাতু সম্ধাতু স্থানে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

“প্রাপ্তেণ সন্বেশঃ সাধির্বিধেয়ানে প্রযুজ্যতে।” (শব্দ) প্র+সাধ=প্রসাধন। অলঙ্করণ। ২ কণ্টকশোধন। বৈরনির্য্যাতন। সম্+সাধ=নির্ব্বাহ, শিক্ষা।

সাধ (দেশজ) ১ বাসনা, অভিলাষ। ২ গর্ভিণীর গর্ভদোহদ। স্ত্রীদিগের গর্ভাবস্থায় তাহাদিগের নানা বস্তুতে অভিলাষ হইয়া থাকে, গর্ভিণীকে যদি তাহার অভিলষিত বস্তুপ্রদান না করা হয়, তাহা হইলে তাহার গর্ভবিঘ্নের সম্ভাবনা। এই জন্য গর্ভ-বতী স্ত্রীদিগকে এই সাধ দেওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য। সাধারণতঃ স্ত্রীদিগের পাঁচ ও নয় মাসে এই সাধ দেওয়া হয়। এই সাধকে যথাক্রমে কাঁচাসাধ ও পাকাসাধ কহে। পাঁচমাসে কাঁচাসাধ ও নয় মাসে পাকাসাধ দেওয়া হয়। জ্যোতিষ মতে দিন দেখিয়া সধবা স্ত্রীদিগের সহিত গর্ভবতী স্ত্রীকে ঐ সাধ ভক্ষণ করিতে হয়, স্ত্রীদিগের কাঁচাসাধকালে সকল প্রকার ভক্ষ্যদ্রব্য প্রদত্ত হয়। পাকাসাধের সময় অবস্থা অনুসারে সকল প্রকার ভোজ্যদ্রব্য দ্বারা গর্ভিণীকে ভোজন করান হয়। দেশভেদে ইহার প্রণালীরও বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। কোন কোন স্থানে নিয়ম আছে যে দিন সাধ দেওয়া হয়, সেই দিনেই প্রসব-গৃহ নির্ম্মাণ করা হইয়া থাকে।

সাধ (সাধু শব্দের অপভ্রংশ), উত্তরপশ্চিম ভারতের একটী ধর্ম্ম-সম্প্রদায়। পঞ্জাব প্রদেশে ইহার প্রথম বিকাশ। বর্ত্তমানে যুক্ত-প্রদেশের নানা স্থানে এই সম্প্রদায়ী লোকের বসবাস দেখা যায়। অনুমান ১৭০০ সম্বৎ বা ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে নারনোলের নিকটবর্ত্তী বীজেশর নামক স্থানবাসী বীরভান নামক এক ব্যক্তি উদো (উদ্ধব) দাস নামক এক সাধু পুরুষের নিকট হইতে অবিজ্ঞাত সূত্রে এই নবীন ধর্ম্মের অভিব্যক্তি লাভ করেন। উদোদাস সৎ-নামী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক রামদাসের শিষ্য ছিলেন। তিনি শীঘ্র গুরুদেবের ধর্ম্মমত সংস্কারার্থ যে অভিনব সিদ্ধান্তে সমুপস্থিত হন, তাহাই তিনি, দৈব শক্তিবলে বীরভানকে শিক্ষিত করিয়াছিলেন এবং তাহা হইতে সাধ এই ধর্ম্মমতের উৎপত্তি হইয়াছে।

উদোদাস বীরভানকে আরও জানাইয়াছিলেন যে তিনি অবিলম্বে ধরাতলে পুনরায় অবতীর্ণ হইবেন এবং নিম্নলিখিত কয়টী লক্ষণ দেখিতে পাইলে তাঁহার শুভাগমন ঘটিয়াছে বুঝা যাইবে। ঐ লক্ষণ গুলি এই— ১ আমি যাহা বলিলাম ভবিষ্যতে তাহাই ঘটিবে, ২ আমার দেহ হইতে কোনরূপ ছায়াপাত হইবে না। ৩ আমি পরে তোমাকে আমার হৃদয়ের বাসনাবলী জানাইব। ৪ আমি স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মধ্যস্থল অন্তরীক্ষে বিলম্বিত থাকিব এবং ৫ আমি মন্ত্রশক্তিপ্রভাবে মৃতদেহে জীবন সঞ্চার করিব।

এই প্রদেশের লোকেরা ইহাদিগকে সাধ বলিয়া ঘোষণা করে, কিন্তু ইহারা সৎনামী বলিয়াই আপনাদিগের পরিচয় দেয়, বেশ ভূষায় পারিপাট্য ইহাদের মধ্যে একেবারেই নিষিদ্ধ। বরং সম্প্রদায়ীরা কেবল মাত্র শ্বেত বস্ত্র পরিধান করিতে পারে এবং মস্তকে সাম্প্রদায়িক পাগড়ী ব্যতীত ইহারা অপর কোনপ্রকারের টুপী ধারণ করিতে সমর্থ নহে। ধর্ম্মনীতি অনুসারে ইহাদের মধ্যে মিথ্যা কথা বলা বা শপথ করা মহাপাপ। মদ, অহিফেন, গাঁজা ভাঙ প্রভৃতি মাদক এবং পান, তামাক প্রভৃতি উপভোগের উপ-করণ মাত্র সেবন নিষিদ্ধ। ইহারা সর্ব্বভূতে সমদর্শনপর এবং সকল প্রাণীর অন্তরে ব্রহ্ম বিরাজমান আছেন, এই বুদ্ধি থাকায় ইহারা কখন সামান্যতঃ অতি ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গাদিরও হিংসা করে না। এই কারণে পশুমাংস ভক্ষণও নিষিদ্ধ হইয়াছে।

ইহারা একমাত্র “সৎ” উপাসনা করে। সেই পরম সত্যের মূর্ত্তিমদ্রূপে উপাসনা বা পৌত্তলিকাচার রূপ ব্যভিচার ইহাদের নিকট অতীব ঘৃণিত। কোন দেব মূর্ত্তির সমক্ষে ইহারা শিরঃ অবনত করিয়া নমস্কার করে না। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও য়ুরোপীয় রাজকর্ম্মচারী দেখিলে তাহার সম্মান প্রদর্শনের জন্য হস্ত বক্ষ পর্য্যন্ত তুলিয়া সেলাম করে।

স্বসম্প্রদায়ের ধর্মমতে ইহাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে। ইহাদের ধর্ম গ্রন্থগুলি ভাষায় (হিন্দি) লিখিত। উহাতে ধর্মতত্ত্বের বিশেষ বিশেষ "বাণী" ধর্মসঙ্গীতরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। গ্রন্থের অনেক স্থলে কবীর নানক প্রভৃতি প্রাচীন ধর্মসম্প্রদায়প্রবর্তক-রচিত ঐশতত্ত্ববিষয়ক সঙ্গীত নিবদ্ধ দেখা যায়। ইহারা প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে "জুমলা ঘরে" বা বিভিন্ন 'চৌকীতে' স্ত্রী পুরুষে একত্র সমবেত হইয়া ঐ ভজনগীতি গান করিয়া আরাধনা করিয়া থাকে।

দিল্লী, আগ্রা, জয়পুর ও ফরুখাবাদই এই সম্প্রদায়ের প্রধান আড্ডা। মীর্জাপুর জেলায়ও ইহাদের কতক বাস আছে। ইহারা কেলিকো নামক বস্ত্রে ছাপ দিয়া ছিটের কাপড় প্রস্তুত করে এবং উহাই এই নিরীহ সম্প্রদায়ের একমাত্র উপজীবিকা। ইহারা স্ব সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিবাহ করে। অর্থ বা সামাজিক মর্য্যাদার পার্থক্য লইয়া ইহাদের কোন বাধা নাই; তবে যদি সামাজিক কোন ব্যক্তি কোন পাপজনক বা ঘৃণিত কার্য্য করিয়া সমাজের চক্ষে পতিত হয়, তাহা হইলে সম্প্রদায়ের নিয়ম তাহার পক্ষে চলিতে পারে না। ইহারা একত্র আহার করে। পরস্পরে হিংসা, দ্বেষ, নিন্দা বা কুৎসা ও বিবাদ একান্ত নিন্দনীয়।

আপনাদের সমাজ ব্যতীত অন্য সমাজের স্বজাতীয়ের কন্যা বিবাহ করিতে ইহারা সমর্থ নহে। সমাজের মধ্যে যে ঘরে একবার বিবাহ হইয়াছে, স্মরণ থাকিলে সে ঘর হইতে কোন ক্রমেই তাহারা কন্যা গ্রহণ করে না। ইহারা এক একটী মহল্লায় একত্র দলবদ্ধ ভাবে বাস করে, সকলেই পরিশ্রমী ও কর্মঠ, আলস্য করিয়া বসিয়া থাকা অথবা অন্নের জন্য অপরের স্কন্ধে ভার দেওয়া, ইহারা অতি ঘৃণার বিষয় বলিয়া জ্ঞান করে; এই কারণে ইহাদের মধ্যে ভিক্ষুকের সংখ্যা অতি অল্প। ইহা ভিন্ন ইহারা আপনাদের মধ্যে পরস্পরে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া থাকে। স্বসম্প্রদায়ের দরিদ্র, হতভাগা, বিধবা ও অনাথদিগকে ইহারা আহারাদান করে, তাহাদের অন্ন জন্য কোথাও ভিক্ষার্থ যাইতে দেয় না।

ইহারা প্রায়ই পুত্র বা কন্যার বাল্যাবস্থায় বিবাহসম্বন্ধ স্থির করে। দ্বাদশ, চতুর্দশ, বা ষোড়শবর্ষে বিবাহ নিষিদ্ধ। বিবাহে কন্যাপণ নাই, তবে কন্যাকে যৌতুকস্বরূপ উপহার দিতে হয়। বহু বিবাহ নাই, স্ত্রীলোকেরাও এক স্বামী থাকিতে বা স্বামীর লোকান্তে পুনরায় অন্যস্বামী গ্রহণ করিতে পারে না। যখন পুত্রের বিবাহ দেওয়া পিতার একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়, তখন সেই ব্যক্তি স্বগৃহস্থ কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোককে বিবাহের প্রস্তাব সহ কন্যার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দেয়। এই প্রস্তাবে যদি কন্যার পিতা সম্মত হন তাহা হইলে তিনি ঘটকরূপে সমাগত ব্যক্তিকে মিষ্টান্ন ও দুগ্ধ খাওয়াইয়া ও তাহার হস্তে কিছু টাকা দিয়া বিবাহ সম্বন্ধ পাকা করিতে বাধ্য হন। ইহাকে 'মাজনি পাকি' বলে।

বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইলেও কন্যা ঋতুমতী না হওয়া পর্য্যন্ত বিবাহকার্য্য সমাধা হয় না। ঐ সময়ে বরের পিতা বিবাহের দিন স্থির করিয়া কন্যার পিতাকে সেই শুভবার্ত্তা বলিয়া পাঠান এবং স্বয়ং স্ব-সমাজের লোকদিগকে ডাকাইয়া জানান যে অমুক দিন আমার পুত্রের বিবাহ হইবে। তদনন্তর সকলে চৌকীতে সমবেত হইয়া মঙ্গলগীতি গান করিয়া থাকে। ঐ দিন হইতে বিবাহ দিন পর্য্যন্ত প্রত্যহই বর ও কন্যার গাত্রে হরিদ্রা চন্দনাদি মাখান হয় এবং প্রত্যহই সমাজস্থ সকলে একত্র হইয়া বিবাহ মঙ্গল গান করে।

বিবাহদিনে মধ্যাহ্নকালে সমাজস্থ সকলে কন্যার পিতার আলয়ে গমন ও ভোজন করে, সায়ংকালে বর, বরের পিতা ও বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনাদি বর লইয়া কন্যার আলয়ে যায় এবং তথায় সকলে প্রাঙ্গণস্থ বিছানার উপর উপবেশন করে। বরের জন্য তাহাদের সম্মুখভাগে একটী কাষ্ঠময় সিংহাসন সজ্জিত থাকে, বর ঐ সিংহাসনে উপবেশন করিলে, গৃহাভ্যন্তর হইতে কন্যাকে বাহিরে আনয়ন করিয়া ঐ সিংহাসনে বরের বামপার্শ্বে বসাইয়া দেয়। ঐ সময়ে কন্যার কোন আত্মীয় আসিয়া উভয়ের বস্ত্রাঞ্চলে গ্রন্থিবন্ধন করে এবং সামাজিকের মধ্যে যে কেহ একজন ঐ সময়ে দণ্ডায়মান হইয়া মঙ্গলগীতি গান করিতে থাকেন। তদনন্তর বর ও কন্যা সিংহাসন হইতে নামিয়া উহার চারিদিকে চারিবার প্রদক্ষিণ করে। ইহাই ইহাদের বিবাহের শেষ অঙ্গ। সিংহাসন-প্রদক্ষিণ দম্পতীর সংসারচক্রপরিভ্রমণের রূপান্তর কল্পনা মাত্র।

অনন্তর সকলে বর ও কন্যা লইয়া প্রত্যাবৃত্ত হয়। এখানে স্বামী গৃহে কয়দিন বাসের পর কন্যার ভ্রাতা আসিয়া স্বীয় ভগিনীকে পিত্রালয়ে লইয়া যায়। এই সময়ে কন্যা কিছুদিন পিত্রালয়ে থাকিতে পায়। তৎপর, উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে দিনস্থির করিয়া কন্যাকে চিরদিনের জন্য তাহার শ্বশুরালয়ে আনা হয়।

স্ব-সম্প্রদায় হইতে বিতাড়িত হইবার উপযুক্ত কোনরূপ দোষ না করিলে স্ত্রীলোকদিগের বিবাহ বন্ধন ছেদন হয় না। ঐরূপ কারণ হইলে সামাজিকদিগের একটী সভা আহূত করিয়া তাহার সমক্ষে পরীক্ষিত দোষের বিবরণ জ্ঞাপন করিতে হয়। সামাজিক কোন ব্যক্তি কোন অপরাধে অপরাধী হইলে পঞ্চায়তের নিকট তাহার বিচার হয়, তাহারা কখনও তজ্জন্য আদালতের আশ্রয় লয় না।

এই সম্প্রদায়ের লোকেরা বিবাহকালে যেরূপ মঙ্গলগীতি

আসক্ত, চপল, কাতর, পরাধীন ও অতি নিষ্ঠুর, মন্দাচার ও মন্দবীর্য্য এই সকল লক্ষণযুক্ত হইয়া যাহারা সাধনা করেন, তাহাদিগকে মৃদু-সাধক কহে। ইহারা সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ নহে।

মধ্যসাধক—যাহারা সমবুদ্ধি, ক্ষমাযুক্ত, পুণ্যাকাঙ্ক্ষী, প্রিয়বাদী, ও সকল বিষয়ে উদাসীন, এই সকল লক্ষণযুক্ত হইলে তাহাকে মধ্য-সাধক কহে।

অতিমাত্র-সাধক—স্থিরবুদ্ধি, মুক্তিকামী, স্বাধীন, বীর্য্যবান্, মহাশয়, দয়াযুক্ত, ক্ষমাবান্, শূর, শ্রদ্ধাবিশিষ্ট, গুরুপাদপদ্মপূজাকারী ও সদা যোগাভ্যাসরত, যে সাধক এই সকল গুণযুক্ত, তাহাকে অতিমাত্রসাধক কহে। এই সাধক বিশেষ ভক্তি সহকারে সাধনা করিলে ছয় বৎসরে তাহার সিদ্ধিলাভ হয়।

অতিমাত্রতম-সাধক—মহাবীর্য্যান্বিত, উৎসাহসম্পন্ন, মনোজ্ঞ, শৌর্য্য বিশিষ্ট, শাস্ত্রজ্ঞ, অভ্যাসশীল, মমতাশূন্য, নিরাকুল, নবযৌবনসম্পন্ন, (প্রথম যৌবনে কার্য্যে অতিশয় আসক্তি থাকে, যে কার্য্য আরম্ভ করা হয়, তাহা শেষ না হইলে তাহা হইতে নিবৃত্ত হয় না, এই জন্য নবযৌবনসম্পন্ন ব্যক্তিই সাধনার পক্ষে শ্রেষ্ঠ, সুতরাং এই বিশেষণ উপযুক্ত), মিতাহারী, জিতেন্দ্রিয়, নির্ভয়, শুচি, কার্য্যকুশল, দাতা, সর্ব্বলোকের আশ্রয়, সাধনাবিষয়ে অধিকারী, স্থির, ধীমান্, যথেচ্ছরূপে অবস্থিত, ক্ষমাশীল, সুশীল, ধর্ম্মচারী, গুপ্তচেষ্ট, প্রিয়বাদী, শাস্ত্রবিশ্বাসসম্পন্ন, দেবতাগুরুপূজক ও জনসঙ্গবিরক্ত।

শাস্ত্রে লিখিত আছে যে জনকোলাহলের মধ্যে অবস্থান করিয়া সাধনা করিবে না, কারণ লোকসঙ্গে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়, বিক্ষিপ্তচিত্তে কোন সাধনাই হয় না, সুতরাং সাধনার পক্ষে জনসঙ্গ বিশেষ অনিষ্টকারক। মহাব্যাধিবিবর্জ্জিত মহাপাতকজ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী প্রভৃতি রোগ এবং অতিপাতকজ অর্শ, কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ, এই সকল রোগবিবর্জ্জিত, কারণ যাহাদের এই সকল রোগ হয়, তাহারা যতদিন এই পাতকজ রোগের প্রায়শ্চিত্ত না করে, ততদিন তাহাদের কোনই ধর্ম্মকর্ম্মে অধিকার থাকে না, তাহারা সকল ধর্ম্মকর্ম্মানর্হ। সাধক এই সকল লক্ষণযুক্ত হইয়া সাধনা করিলে তাহাকে অতিমাত্র-তম-সাধক কহে। এই সাধক তিন বৎসরকাল সাধনা করিলে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে, এবং এই সাধক সকল যোগের অধিকারী।*

অন্যশাস্ত্রেও সাধকের লক্ষণ এইরূপ অভিহিত হইয়াছে,—যাঁহারা বিনীত, শুদ্ধাত্মা, শ্রদ্ধাশীল, ধীর, কার্য্যদক্ষ, কুলীন, প্রাজ্ঞ, সচ্চরিত্র, যতিদিগের আচারবিশিষ্ট, গুণবান্, ধার্ম্মিক, গুরুভক্ত, জিতেন্দ্রিয়, ও ধ্যানধারণাপরায়ণ এই সকল গুণযুক্ত ব্যক্তিই সাধক হইতে পারেন। যাঁহাদের এই সকল গুণ নাই, তাঁহারা সাধনার অনুপযুক্ত। তাঁহারা সাধনা করিলে তাঁহাদের সাধনা সিদ্ধি হয় না।——

পাপী, ক্রূরকর্ম্মা, শঠ, কৃপণ, দীন, আচারহীন, মন্ত্রদ্বেষী, নিন্দক, মূর্খ, তীর্থদ্বেষী, গুরুভক্তিহীন, মলিনাত্মা, অধিকাঙ্গ, দাম্ভিক, কৃপণ, দরিদ্র, রোগী, দুষ্ট, বিষয়বিলাসী, লুব্ধ, অসূয়াবিশিষ্ট, মৎসর, শঠতাকারী, অন্যায়রূপে অর্থোপার্জ্জনকারী, পরদাররত, পণ্ডিতদ্বেষী, পাণ্ডিত্যাভিমানী, ভ্রষ্টাচার, কষ্টবৃত্তিশীল, পিশুন, খল, বহুভোজী, ক্রূরচেষ্ট, দুরাত্মা, নিন্দিত, পাপিষ্ঠ ও নরাধম এই সকল নিন্দিতগুণযুক্ত ব্যক্তি সাধক হইতে পারে না। গুরু এই সকল নিন্দিত ব্যক্তিকে মন্ত্রসাধনের জন্য মন্ত্র দিবেন না, দিলে উষরক্ষেত্রে বীজের ন্যায় তাহার সিদ্ধি হইবে না। তাহাদের সাধন পণ্ডশ্রম মাত্র। (তন্ত্র)

সাধকা (স্ত্রী) দুর্গা। দুর্গানামস্মরণে কার্য্য সিদ্ধি হয়, এই জন্য ইহার নাম সাধকা হইয়াছে।

"সাধনাৎ সিদ্ধিরিত্যুক্তা সাধকা যাথ ঈশ্বরী।
স্বামিত্বাদাদিসিদ্ধিত্বাৎ সিদ্ধীশ্বর্য্যা প্রকীর্ত্তিতা॥" (দেবীপু° ৪৫অ°)

সাধদিষ্টি (ত্রি) ১ সাধিত হব্য। ২ অন্ন। ৩ ঋত্বিক্।

"অস্মরীয়তে সাধদিষ্টিভিঃ" (ঋক্ ৩৷৩৷৩)

'সাধদিষ্টিভিঃ সাধিতহবিষ্কৈঃ অন্নৈর্বা ঋত্বিগ্‌ভিস্ত' (সায়ণ)

সাধন (ক্লী) সাধ্যতে কর্ম্মনিষ্পাদ্যতে অনেন ইতি সাধ-ল্যুট্। ১ করণ, করণকারক, যাহা দ্বারা কর্ম্মসাধিত হয়, তাহাকে সাধন কহে। 'দাত্রেণ ধান্যং লুনাতি' দাত্রদ্বারা ধান্য ছেদ করিতেছে, এই স্থলে দাত্র সাধন অর্থাৎ করণ, যাহা দ্বারা কর্ম্ম নিষ্পাদিত হয়, তাহার সাধন বা করণ, এই স্থলে ছেদনরূপ ক্রিয়া দাত্র দ্বারাই সম্পন্ন হইতেছে, দাত্র ভিন্ন ছেদনক্রিয়া কিছুতেই সম্পন্ন

* "চতুর্দ্ধা সাধকো জ্ঞেয়ো মৃদু-মধ্যাধিমাত্রকঃ।
অধিমাত্রতমঃ শ্রেষ্ঠো ভবাব্ধৌ লঙ্ঘনক্ষমঃ॥
মন্দোৎসাহী সুসংমূঢ়ো ব্যাধিতো গুরুদূষকঃ।
লোভী পাপমতির্বহ্বাশী বনিতাশ্রয়ঃ॥
চপলঃ কাতরো রোগী পরাধীনোঽতিনিষ্ঠুরঃ।
মন্দাচারো মন্দবীর্য্যো জ্ঞাতব্যো মৃদুকো নরঃ॥
দ্বাদশাব্দে ভবেৎ সিদ্ধিরেতস্য যত্নতঃ পরং।
মন্ত্রযোগাধিকারী স জ্ঞাতব্যো গুরুণাং ধ্রুবং॥
সমবুদ্ধিঃ ক্ষমাযুক্তঃ পুণ্যাকাঙ্ক্ষী প্রিয়ংবদঃ।
মধ্যস্থঃ সর্ব্বকার্য্যেষু সামান্যঃ স্যান্ন সংশয়ঃ॥
এতজ্জ্ঞাত্বৈব গুরুভির্দীয়তে মুক্তিতোহয়ম্॥
স্থিরবুদ্ধির্লয়ে যুক্তঃ স্বাধীনো বীর্য্যবানপি।
মহাশয়ো দয়াযুক্তঃ ক্ষমাবান্ বীর্য্যবানপি।" (শিবসংহিতা)

হইতে পারে না, সুতরাং দণ্ড এই স্থলে সাধন। ব্যাকরণ মতে এই সাধন বা করণকারকে তৃতীয়া বিভক্তি হয়, সুতরাং এই নিয়মানুসারে দণ্ডে তৃতীয়া বিভক্তি হইল। এইরূপ সকল স্থলে জানিতে হইবে।

ক্রিয়াসম্পন্ন করিতে হইলে তাহার অনেক সাধন প্রয়োজন, কিন্তু সকল সাধনই কি করণ হইবে? তাহা নহে। যাহা সাধনতম অর্থাৎ প্রধানতম সাধন তাহাই করণ হইবে, যাহা না হইলে সেই ক্রিয়া নিষ্পন্নই হইতে পারে না, তাদৃশ সাধনই করণ হইবে, এবং ঐ করণেই তৃতীয়া বিভক্তি হইবে। [করণকারক দেখ।]

২ কারণ হেতু।

"ঔষধান্যগদো বিদ্যা দৈবী চ বিবিধা স্থিতিঃ।
তপসৈব প্রসিধ্যন্তি তপস্তেষাং হি সাধনম্॥" (মনু ১১।২৩৮)

ঔষধ সমূহ, নিরোগিতা বল, বিদ্যা বল এবং নানাবিধ স্বর্গাদিতে যে অবস্থান এই সমুদায়ই তপঃদ্বারা সিদ্ধি হয়, সুতরাং তপস্যাই ইহাদের একমাত্র সাধন। ৩ মারণ।

"অথো শত্রুজেন মধর্বণুক্ বিভঃ
কনক তত্র প্রতিক্রিয়াসাধনম্॥" (কিরাত ১৪।১৭)

৪ মৃতসংস্কার, অগ্নিদাহ। ৫ গতি, গমন। ৬ দয়া। ৭ ধন। ৮ অর্থবাপন। ৯ নির্বর্তন। ১০ নিষ্পাদন।

"বাধিকং সজ্জয়োর্য্যঃ যদুর্থৈষং রঘুর্দৌ।
প্রজ্ঞার্থসাধনে তৌ হি পর্য্যায়োদ্যতকার্ম্মকৌ॥" (রঘু ৪।১৬)

১১ উপকরণসামগ্রী। ১২ মূত্রোপকরণদ্রব্যাদি। ১৩ অনুব্রজ্যা, অনুগমন। ১৪ সৈন্য। ১৫ সিদ্ধৌষধি। ১৬ উপায়।

"তপোভিঃ প্রাপ্যতেঽভীষ্টং নাসাধ্যং হি তপস্যতঃ।
দুর্ভাগং দুর্ধ্যানকো বহতে সতি সাধনে॥" (ভিষিত্তত্ত্ব)

১৭ মেঢ্র। (মেদিনী) ১৮ ঔষধ। ১৯ সিদ্ধি। (ধরণি) ২০ কারক। ২১ প্রমাণ। (হেম) ২২ ব্যাপ্য।

'অনুমানপ্রমানং স্যাৎ ব্যাপ্যং লিঙ্গঞ্চ সাধনম্।' (ত্রিকা°)

২৩ যোজন। ২৪ বধ। (শব্দর°) ২৫ সাধনা, মন্ত্রসিদ্ধকরণ, পুরশ্চরণাদির অনুষ্ঠান। যাহা দ্বারা মন্ত্রের সিদ্ধি হয়। সাধনার সিদ্ধি। মন্ত্রের সাধন করিলেই সিদ্ধি হয়।

"মৎস্যং মাংসঞ্চ মদ্যঞ্চ মুদ্রা মৈথুনমেব চ।
নিত্যানামেব দীক্ষাণাং সাধনং তন্ত্রসাধনম্॥" (মুণ্ডমালাতন্ত্র)

তন্ত্রে বহুবিধ সাধনপ্রণালী অভিহিত হইয়াছে, শিষ্য যথাবিধানে সাধন দ্বারা সিদ্ধ গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইবেন। ভক্তি সহকারে যথানিয়মে মন্ত্র সাধন করিলে অচিরে তাহা সিদ্ধ হয়। নচেৎ সাধনা বিফল হয়। জগতে কিছুই অসাধ্য নহে, যাহা অসাধ্য থাকে, সাধন দ্বারা তাহা সুসাধ্য হয়। কিন্তু যথাশাস্ত্র সাধন করা চাই।

সুরসুন্দরী-যোগিনীসাধন, মনোহরযোগিনী-সাধন, কনকবতীযোগিনীসাধন, কামেশ্বরীযোগিনীসাধন, রতিসুন্দরী-যোগিনীসাধন, পদ্মিনীযোগিনীসাধন, মধুমতীসাধন, শবসাধন, চিতাসাধন প্রভৃতি বহুবিধ সাধনের প্রণালী তন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। কালী, তারা প্রভৃতি সিদ্ধ বিদ্যার সাধন করিলে ভববন্ধন মোচন হয়। তন্ত্রে এই সাধনপ্রণালী ও পদ্ধতি বিশেষ ভাবে কথিত হইয়াছে। এই সাধনপ্রণালী গুরুগম্য। সিদ্ধগুরু দয়াপরবশ হইয়া উপযুক্ত সাধককে উক্ত মন্ত্র ও সাধনপ্রণালী নির্দেশ করিয়া দিলে সাধক তখন সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন। তন্ত্রোক্ত এই সাধন গুরুর কৃপা ব্যতীত হইতে পারে না। তন্ত্রসারে ইহার বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য। তন্ত্রোক্ত এই সাধনপ্রণালী কলিকালে দুর্ব্বলাধিকারী মানবের পক্ষে প্রশস্ত উপায়।

বৈদান্তিকদিগের মতে নিত্য ও অনিত্য বস্তুবিবেক। এই জগতে কোন্ বস্তু নিত্য এবং কোন্ বস্তু অনিত্য, ইত্যাকার বিবেকজ্ঞান, ইহামুত্র ফলভোগবিরাগ ও শমদমাদি সম্পত্তিই ব্রহ্মজ্ঞানসাধন, অর্থাৎ এই সকল সাধন দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। ব্রহ্মজ্ঞান লাভই একমাত্র জীবের প্রয়োজন, জীব এই সাধন দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিতে পারে।

ভিন্ন ভিন্ন দর্শন শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন সাধনপ্রণালী বিহিত হইয়াছে। তন্ত্র, স্মৃতি, পুরাণ, ভারত প্রভৃতি শাস্ত্রে বহু প্রকার সাধনপ্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়। রুচির ভিন্নতা অনুসারে যে কোন সাধনপ্রণালী অবলম্বন করিয়া সাধন করিলে সিদ্ধি হইয়া থাকে। নদী সকলের একমাত্র গন্তব্য স্থান যেমন সমুদ্র, সেইরূপ বিভিন্ন প্রকার সকল সাধনেরই একমাত্র গম্য ঈশ্বর।

"রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং।
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥" (মহিম্নস্তব)

সাধনক (ত্রি) সাধন স্বার্থে কন্। উপকরণসামগ্রীবিশিষ্ট।

সাধনক্রিয়া (স্ত্রী) সাধনরূপ কর্ম, সাধনকার্য্য।

সাধনতা (স্ত্রী) সাধনস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সাধনের ভাব বা ধর্ম, সাধনকার্য্য।

"প্রতিকূলতামুপগতে হি বিধৌ বিফলত্বমেতি বহুসাধনতা।
অবলম্বনায় দিনভর্ত্তুরভূন্ন পতিষ্যতঃ করসহস্রমপি॥"
(সাহিত্যদর্পণ ১০ প°)

সাধনমালাতন্ত্র (ক্লী) তন্ত্রবিশেষ। এই তন্ত্রে নানা বৌদ্ধদেবদেবীর ধ্যান ও সাধনপ্রণালী বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে।

সাধনবৎ (ত্রি) সাধনং বিদ্যতেঽস্য মতুপ্ মস্য ব। সাধনবিশিষ্ট, সাধনযুক্ত।

সাধনা (স্ত্রী) সাধ-ণিচ্-যুচ্-টাপ্। ১ সিদ্ধি, নিষ্পাদনা। ২ আরাধনা, দেবতার উপাসনা।

সাধনার্হ (ত্রি) সাধনযোগ্য, সাধনীয়।

সাধনীয় (ত্রি) সাধ-অনীয়র্। সাধনের যোগ্য, সাধ্য, যাহা সাধন করিতে হইবে।

সাধন্ত (ত্রি) সাধ্যতি ক্রিয়ামিতি সাধ (তৃভূবহিবসিভাসি সাধীতি। উণ্ ৩।১২৮) ইতি ঝচ্, সচ কিৎ। ভিক্ষুক। (উজ্জ্বল)

সাধয়ন্তী (স্ত্রী) সাধ-ণিচ্-শতৃ-ঙীপ্। উপাসনাকর্ত্রী।

"অথ সংপ্রাপনাধস্ত সাধয়ন্তী নিরন্তরং।
অভিপ্রায়ানিজ্ঞানযেহয়োজিয়মৌচিকী॥" (কাশীখ°)

(ত্রি) সাধয়ৎ, সাধনকারী।

সাধয়িতৃ (ত্রি) সাধ-ণিচ্-তৃচ্। সাধনকর্ত্তা, নিষ্পাদনকর্ত্তা, যিনি সাধন করেন।

সাধয়িতব্য (ত্রি) সাধ-ণিচ্-তব্য। সাধন করাইবার যোগ্য। যাহা সাধন করান যায়।

সাধর্ম্ম্য (ক্লী) সধর্ম্মণঃ ভাবঃ ষ্যঞ্। সমানধর্ম্ম, তুল্যধর্ম্ম, পরস্পর দুই প্রকার বস্তুতে যদি এক প্রকার ধর্ম্ম থাকে, তাহা হইলে ঐ বস্তুতে পরস্পর সাধর্ম্ম্য আছে, একধর্ম্ম না থাকিলে উহা বৈধর্ম্ম্যবিশিষ্ট জানিতে হইবে।

সাধস্ (ক্লী) সাধক। (ঋক্ ৮।৩।২২)

সাধার (ত্রি) আধারেণ সহ বর্ত্তমানঃ। আধারের সহিত বর্ত্তমান, আধারযুক্ত, আধারবিশিষ্ট। পূজাকালে শঙ্খ ও ত্রিপদিকার উপর যাহাকে অর্ঘ্যস্থাপন করা হয়, তাহাকে সাধার কহে।

সাধারণ (ত্রি) আধারেণ অবিশেষেণ কার্য্যাধিকারধারণং তেন সহবর্ত্ততে। ১ সমান, সদৃশ, তুল্য, একবিধ, যাহা সকলেরই আছে। ২ অনেক সম্বন্ধী একবস্তু, অনেকের সম্বন্ধীয় একবস্তু।

"সাধারণং সমাশ্রিত্য যৎকিঞ্চিদ্বাহনায়ুধং।
শৌর্য্যাদিনাপ্নোতি ধনং ভ্রাতরস্তত্র ভাগিনঃ॥" (দায়ভাগ)

বৈদিকপর্য্যায়—স্ব, পৃশ্নি, নাক, গৌ, বিষ্টপ্, নভঃ, এই ৬টী সাধারণ নাম। (বৈদিকনি° ১।৪) (পুং) নৈয়ায়িকদিগের মতে হেত্বাভাসবিশেষ, অনৈকান্ত, বিরুদ্ধ, অসিদ্ধ, প্রতিপক্ষিত ও কালাত্যয়োপদিষ্ট এই পাঁচ প্রকার হেত্বাভাস। ইহার মধ্যে অনৈকান্ত হেত্বাভাস সাধারণ, অসাধারণ ও অনুপসংহারীভেদে তিন প্রকার।

"অনৈকান্তো বিরুদ্ধশ্চাপ্যসিদ্ধঃ প্রতিপক্ষিতঃ।
কালাত্যয়োপদিষ্টশ্চ হেত্বাভাসাস্তু পঞ্চধা॥
আদ্যঃ সাধারণস্তু স্যাৎ অসাধারণকোঽপরঃ।
তথৈবানুপসংহারী ত্রিধাঽনৈকান্তিকো ভবেৎ।
যঃ সপক্ষে বিপক্ষে চ ভবেৎ সাধারণস্তু সঃ।
যস্তূভয়স্মাদ্‌ব্যাবৃত্তঃ স ত্বসাধারণো মতঃ॥" (ভাষাপরিচ্ছেদ)

যে হেতু সপক্ষে ও বিপক্ষে থাকে, সেই হেতুর নাম সাধারণ। সপক্ষ শব্দে নিশ্চিত সাধ্যবানকে বুঝায়, যেখানে সাধ্য নিশ্চয় হয়, তাহাকে সপক্ষ বলা যায়, যেমন বহ্নিমান্ ধূমাৎ, এই অনুমিতি স্থলে ধূমহেতু বহ্নির এতৎসংযোগচত্বরাদি সপক্ষ এবং জলহ্রদাদি অর্থাৎ যাহাতে সাধ্যাভাবের নিশ্চয় আছে, তাহা বিপক্ষ, জলে বহ্নি নাই, বহ্নির অভাবনিশ্চয় আছে, বহ্নি সাধ্য, এই সাধ্যের অভাবনিশ্চয় জলহ্রদাদিতে আছে, এই জন্য উহা বিপক্ষ। অতএব যে হেতু উভয়ত্র সপক্ষ বা বিপক্ষ এই উভয় স্থলেই থাকে, তাহাকেই সাধারণ কহে।

বিরুদ্ধ হেত্বাভাস প্রতিষেধের জন্য সাধারণের এই লক্ষণে সপক্ষবৃত্তিত্ব বলা হইয়াছে। ইহা না বলিয়া বিপক্ষবৃত্তিত্ব বলা উচিত ছিল, কিন্তু ইহাকে যদি এই ঐরূপ লক্ষণ করিলে বিরুদ্ধের সহিত ঐক্য হইয়া পড়ে, এই দোষ পরিহারের জন্য উভয় অর্থাৎ সপক্ষ ও বিপক্ষ এই দুই বলা হইয়াছে।

[হেতু ও হেত্বাভাস দেখ।]

(পুং) ৪ দেশবিশেষ। (ক্লী) ৫ জলবিশেষ।

"মিশ্রচিহ্নস্তু যো দেশঃ স হি সাধারণঃ স্মৃতঃ।
তস্মিন্ দেশে যদুদকং তত্তু সাধারণং স্মৃতং॥" (ভাবপ্র° ২ ভা°)

যে দেশে মিশ্রলক্ষণ সকল বিদ্যমান, সেই দেশের নাম সাধারণ দেশ, এবং সেই দেশের যে জল তাহা সাধারণ জল। গুণ—নাতিরুক্ষ, নাতিস্নিগ্ধ, উভয় গুণযুক্ত, অগুরুত্ব, মেহন, নাতিশীত, নাত্যুষ্ণ, ও সম প্রকৃতিযুক্ত।

"উভয়গুণসমেতং নাতিরুক্ষং ন স্নিগ্ধং
ন চ পরমগুরুত্বং মেহনং কণ্ঠকান্তং।
ভবতি চ জলমম্বু নাতিশীতং নচোষ্ণং
সমপ্রকৃতিসমেতং বিদ্ধি সাধারণঞ্চ॥" (হারীত ১।৪ অ°)

রাজবল্লভ মতে বৃষ্য, দীপন, মধুর ও লঘু।

সাধারণগতি (স্ত্রী) ১ বিজ্ঞানমতে সচল গ্রহের উপরিস্থিত পদার্থের গতি। ২ সামান্যগতি।

সাধারণতন্ত্র, (Republic) যেখানে রাজা নাই, সর্ব্ব সাধারণ লোকের মতানুসারে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ হয়, সর্ব্বসাধারণ লোকই ২ একজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করে, এই প্রতিনিধিগণই রাজ্যের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। যে দেশে এইরূপ প্রণালীতে রাজ্য-শাসিত হয়, তাহাকে সাধারণতন্ত্র কহে।

সাধারণতা (স্ত্রী) সাধারণস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সাধারণত্ব, সাধারণের ভাব বা ধর্ম্ম, সাধারণ্য, সাধারণ ধর্ম্ম।

সাধারণদেব, হাল-কবিকৃত গাথাসপ্তশতীর মুক্তাবলী নাম্নী টীকা লেখক। ইনি মল্লদেবের পুত্র ও বামনদেবের পৌত্র।

সাধারণদেশ (পুং) সাধারণো দেশঃ। জাঙ্গল ও আনূপ

যাঁহারা সম্মানে সন্তুষ্ট এবং অপমানিত হইলে ক্রুদ্ধ হন না, এবং যদি কখনও ক্রুদ্ধ হন, তাহা হইলে পরুষবাক্য প্রয়োগ করেন না, তাঁহারাই সাধু।

সাধুদিগের স্বভাব। সাধুগণ সর্ব্বদা আত্মসুখভোগেচ্ছা বিরত হইয়া থাকেন, এবং তাঁহারা যাহাতে সকল প্রাণীর সুখ হয়, তাহার চেষ্টায় সদা নিরত এবং পরদুঃখে অতিশয় কাতর হন, এমন কি তাঁহারা পরদুঃখে কাতর হইয়া নিজের সুমহৎ সুখের প্রতিও কিছুমাত্র অপেক্ষা করেন না। বৃক্ষ যেমন প্রখর নিদাঘ-তাপ সহ্য করিয়াও আশ্রিতের নিদাঘতাপ নিবারণ করে, সাধুও তদ্রূপ আপনাকে ক্লেশ দিয়াও পরের উপকার করেন।

"ত্যক্তাত্মসুখভোগেচ্ছাঃ সর্ব্বসত্ত্বসুখৈষিণঃ।
ভবন্তি পরদুঃখেন সাধবো নিত্যদুঃখিতাঃ॥
পরদুঃখাতুরা নিত্যং স্বসুখানি মহান্ত্যপি।
নাপেক্ষন্তে মহাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥
আত্মানং পীড়য়িত্বাপি সাধুঃ সুখয়তে পরং।
ছায়ামাশ্রিতান্ বৃক্ষো দুঃখং সহতে স্বয়ম্॥" ইত্যাদি।
(অগ্নিপু° সাধ্যসাধনসমাখ্যায়)

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে লিখিত আছে যে সকল মানব দেবায়তনে বাস করেন এবং দেবভক্ত, দৃঢ়ব্রত, সত্যধর্ম্মপরায়ণ এবং সত্যবাদী তাহাদিগকে সাধু কহে।

"দেবায়তনগা মর্ত্ত্যা দেবভক্তা দৃঢ়ব্রতাঃ।
সত্যধর্ম্মপরাঃ সর্ব্বে সাধবঃ সত্যবাদিনঃ॥"(মহানির্ব্বাণত° ১।২২)

যাহারা সংসারবিরাগী, মুমুক্ষু, এবং ভগবদুপাসনার্থ যাহাদের একমাত্র জীবনের দৃঢ়ব্রত তাহারাই সাধু। যে সকল গৃহস্থ অখিলবেদ এবং শ্রুতিস্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রের বিধিনিষেধ প্রতিপালন করিয়া চলেন, এবং সকল ভূতের উপকারী, তিনিও সাধু নামে অভিহিত হন।

যথালব্ধোঽপি সন্তুষ্টঃ সমচিত্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
হরিপাদাশ্রয়ো লোকে বিপ্রঃ সাধুরকিঞ্চনঃ॥
নির্বৈরঃ সদয়ঃ শান্তো দম্ভাহঙ্কারবর্জ্জিতঃ।
নিরপেক্ষো মুনির্বীতরাগঃ সাধুরিহোচ্যতে॥
লোভমোহমদক্রোধকামাদিরহিতঃ সুখী।
কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিশরণঃ সাধুঃ সহিষ্ণুঃ সমদর্শনঃ।
সমচিত্তো মুনিঃ পূতো গোবিন্দচরণাশ্রয়ঃ।
সর্ব্বভূতদয়ঃ কার্যে বিবেকী সাধুরুত্তমঃ।
কৃষ্ণার্পিতপ্রাণমনোবুদ্ধিঃ শান্তোঽতিধীরঃ সম্পদ্বাদিনঃ।
আসক্তচিত্তঃ শ্রবণাদিভক্তির্যো হি সাধুঃ সততং ভবেৎ।
কৃষ্ণাশ্রয়ঃ কৃষ্ণকথানুরক্তঃ কৃষ্ণৈকভক্তিঃ পূজনীয়ঃ।"
(পদ্মপু° উত্তরখ° ৯৯ অঃ)

যিনি সাধুদিগকে পূজা করেন, তিনিও পূজনীয় এবং তাঁহার যম দর্শন হয় না অর্থাৎ তিনি নরক হইতে বিমুক্ত হন। সাধু সংস্পর্শে পাপ সমূহ বিনষ্ট হয়, অতএব সাধুসঙ্গমে যে কিরূপ পুণ্য হয়, তাহা অবর্ণনীয়। শাস্ত্রে সাধুসঙ্গের ফল বিশেষভাবে অভিহিত হইয়াছে—

"যৎপূজয়াৎ ভবেৎপূজ্যো দৃষ্ট্বা ন যমদর্শনং।
পাপসঙ্ঘঃ স্পর্শনাত্তু কিমহো সাধুসঙ্গমঃ॥
সাধূনাং হৃদয়ং ধর্ম্মো বাচো যো সঃ সনাতনাঃ।
কর্ম্মক্ষয়াণি কর্ম্মাণি যতঃ সাধুর্হিতঃ স্বয়ং।" (বহ্নিপু° ৩০ অ°)

সাধুদিগের হৃদয় ও বাক্য ধর্ম্মস্বরূপ, সাধুগণ কর্ম্মক্ষয়ের জন্য কেবল কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। সাধুগণ যে আচার অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহাই সদাচার, এই আচারই সকলের অবলম্বনীয়। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে কলিকাল, স্ত্রী এবং শূদ্র ইহারা সাধু নামে অভিহিত। বিষ্ণুপুরাণে ষষ্ঠ অংশ ২ অধ্যায়ে ইহার বিবরণ বিবৃত হইয়াছে।

সাধু (দেশজ) শূদ্রাদিবর্ণের উপাধিবিশেষ।

সাধু, একজন প্রাচীন কবি। ইনি সাধমালা নামে গ্রন্থ রচনা করেন।

সাধুখাঁ (দেশজ) উপাধি বিশেষ।

সাধুকর্ম্মন্ (ত্রি) সাধু কর্ম্ম যস্য। ১ উত্তম কর্ম্মকারী, যিনি বিশুদ্ধ কর্ম্ম করেন। (ক্লী) ২ উত্তম কর্ম্ম।

সাধুকারিন্ (ত্রি) সাধু-কৃ-ণিনি। উত্তম কর্ম্মকারী, বিশুদ্ধ কর্ম্মকারী।

সাধুকীর্ত্তি, একজন জৈন কবি। ইনি শেষসংগ্রহনামমালা নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

সাধুকৃৎ (ত্রি) সাধু করোতি কৃ-কিপ্-তুক্চ। বিশুদ্ধ কর্ম্মকারী।

সাধুকৃত্য (ক্লী) সাধূনাং কৃত্যং। সাধুদিগের কৃত্য, সাধুদিগের কার্য্য, সৎকার্য্য, বিশুদ্ধকর্ম্ম।

সাধুচরণ (ত্রি) সাধু অর্থাৎ জ্ঞানবিষয়ের অনুষ্ঠান। (লাট্যা° ১।১।৬)

সাধুচরিত্র (ক্লী) সাধূনাং চরিত্রং। সাধুদিগের চরিত্র। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে সাধুচরিত্র আলোচনা দ্বারা হৃদয় পবিত্র এবং ক্রমে পাপে অনাসক্তি হয়, এই জন্য সর্ব্বদা সাধুচরিত্র অনুশীলন করা বিধেয়।

সাধুজ (ত্রি) সাধো সৎকুলে জায়তে ইতি জন-ড। উত্তম কুলোদ্ভব। (শব্দরত্না°)

সাধুজন (পুং) সাধুঃ জনঃ। উত্তম ব্যক্তি, সাধু সজ্জন।

সাধুজাত (ত্রি) সুন্দর। শ্রীসম্পন্ন। উজ্জ্বল।

সাধুতা (স্ত্রী) সাধোর্ভাবঃ, তল্-টাপ্। সাধুত্ব, সাধুর ভাব বা ধর্ম্ম, সাধুর কার্য্য, সৌজন্য, শিষ্টতা, ভদ্রতা।

সাধুদত্ত, একজন প্রাচীন বণিক্। (দিগ্বিজয়প্র°)

সাধুদর্শিন্ (ত্রি) সাধু-দৃশ-ণিনি। যিনি সাধু অর্থাৎ উত্তমরূপে দর্শন করেন, সাধুদ্রষ্টা।

সাধুদায়িন্ (ত্রি) সাধু-দা-ণিনি। উত্তমবস্তুদানকারী।

সাধুদেবিন্ (ত্রি) সাধু-দেব-ণিনি। উত্তমরূপে ক্রীড়াকারক, যাহারা উত্তমরূপে দ্যূতাদিক্রীড়া করিতে পারেন।

সাধুধী (স্ত্রী) সাধু ধী যস্যাঃ। ১ শ্বশ্রূ, শাশুড়ী। (হারাবলী) ২ সুন্দর বুদ্ধি। (ত্রি) ৩ সুন্দর বুদ্ধিবিশিষ্ট।

সাধুপুত্র (পুং) ১ সাধু এইরূপ পুত্র, উত্তম পুত্র, সৎপুত্র। ২ বৌদ্ধভিক্ষুভেদ। (তারনাথ)

সাধুপুষ্প (স্ত্রী) সাধু চারু পুষ্পং যস্য। ১ স্থলপদ্ম। (শব্দমালা) ২ উত্তম কুসুম।

সাধুভাব (পুং) সাধুত্ব, উত্তমভাব।

"সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে॥" (গীতা ১৭।২৬)

সাধুমতী (স্ত্রী) ১ বৌদ্ধমতে ১০ম পৃথিবী। ২ তন্ত্রোক্ত দেবীভেদ। (বৃহৎশক্তিবাদ)

সাধুমাত্রা (স্ত্রী) উত্তম মাত্রা। উপযুক্ত পরিমাণ।

সাধুয়া (অব্যয়) সাধু, উত্তম। "রথে তিষ্ঠো বহতি সাধুয়া" (ঋক্ ১০।৩৩।৫) 'সাধুয়া সাধু' (সায়ণ)

সাধুরত্ন সূরি (পুং) গ্রন্থকারবিশেষ।

সাধুবৎ (ত্রি) সাধু-মতুপ্, মস্য ব। সাধুগুণবিশিষ্ট, উত্তমগুণযুক্ত।

সাধুবাদ (পুং) সাধু-বদ-ঘঞ্। প্রশংসাবাদ, ধন্যবাদ, সাধু সাধু এই কথা বলা।

সাধুবাদিন্ (ত্রি) সাধু বদতি বদ-ণিনি। ১ সাধুবাদপ্রদানকারী। ২ যিনি উত্তম বলেন।

সাধুবাহ (পুং) সাধুরুত্তমো বাহঃ। ১ বিনীতাশ্ব, সুশিক্ষিত অশ্ব। (হেম) ২ উত্তম বাহন।

সাধুবাহিন্ (পুং) সাধু উত্তমং, বহতীতি বহ-ণিনি। শোভনবহনশীল ঘোটক, পর্য্যায়—সুশিক্ষিতাশ্ব, বিনীত, দুষ্ট,বাহনশীলক। (শব্দরত্না°) (ত্রি) ২ সুন্দর ঘোটকবিশিষ্ট। ৩ সাধু বহনশীল, উত্তমরূপে যাহারা বহন করিতে পারে।

"তত্র ক্রুদ্ধঃ স মাদ্রেয়ো বহতঃ সাধুবাহিনঃ।"
(ভারত ৬।৩৯।৩৬)

সাধুবৃক্ষ (পুং) সাধুর্বৃক্ষঃ। ১ কদম্বগাছ। (শব্দচ°) ২ রক্তবৃক্ষ। (রাজনি°) ৩ শোভনতরু।

সাধুবৃত্ত (ত্রি) সাধু বৃত্তং চরিত্রং যস্য। সৎস্বভাববিশিষ্ট, উত্তম চরিত্র, সচ্চরিত্র।

সাধুবৃত্তি (স্ত্রী) সাধ্বী চাসৌ বৃত্তিশ্চেতি বা সাধোর্বৃত্তিঃ উত্তমজীবিকা। ২ সদ্ব্যবহার। ৩ সুন্দর বর্ত্তন।

সাধুশীল (ত্রি) সাধু শীলং যস্য। সচ্চরিত্র। উত্তম চরিত্র।

সাধুসুন্দরগণি, শব্দরত্নাকরপ্রণেতা। ইনি সাধুকীর্ত্তি উপাধ্যায়ের শিষ্য। ইঁহার অপর নাম বাচনাচার্য্য।

সাধুসেন, বর্দ্ধি প্রদেশের একজন প্রাচীন রাজা।
(ভবিষ্যব্রহ্মখ° ৫৩।১৮৪)

সাধ্বস (স্ত্রী) ১ মহুয়ামধু। ২ পলাশীবী। ৩ আতপত্র। (অমরপাল)

সাধ্য (পুং) সাধ্যমস্ত্যাসোবি অর্শ আদিত্বাচ্। গণদেবতাবিশেষ। এই গণদেবতার সংখ্যা দ্বাদশ। ইঁহাদের নাম যথা মনঃ, মন্তা, প্রাণ, নর, অপান, বীর্য্যবান্, বিনির্ভয়, নয়, দংশ, নারায়ণ, বৃষ ও প্রভুক। এই দ্বাদশজন সাধ্যগণ।

"সাধ্যা দ্বাদশবিখ্যাতা রুদ্রাশ্চৈকাদশস্মৃতাঃ।
মনোমন্তা তথা প্রাণো নরোঽপানশ্চ বীর্য্যবান্।
বিনির্ভয়ো নয়শ্চৈব দংশো নারায়ণো বৃষঃ।
প্রভুশ্চেতি সমাখ্যাতাঃ সাধ্যা দ্বাদশ পৌর্ব্বিকাঃ॥"
(অগ্নিপুরাণ, তেজনামাধ্যায়)

শারদীয় দুর্গাপূজাকালে সাধ্যগণের পূজা করিতে হয়। (দুর্গাপুরাণ°) ২ দেব। ৩ বিষ্কম্ভ প্রভৃতি সপ্তবিংশতি যোগের অন্তর্গত একবিংশ যোগ, জ্যোতিষমতে এই যোগ শুভযোগ, এই যোগে যে কোন কার্য্য করা যায়, তাহা সুসিদ্ধ হয়। এই যোগে যে জাতক জন্মগ্রহণ করে, সেই জাতক অসাধ্য সাধন করে, এবং শূর, অতিধীর, শত্রুবিজয়কারী, বুদ্ধিপূর্ব্বক উপায় দ্বারা কার্য্যসাধনকারী ও বিনীত হয়।

"অসাধ্যসাধঃ কিল সাধ্যজাতঃ
শূরোঽতিধীরো বিজিতারিপক্ষঃ।
বুদ্ধ্যাদ্যুপায়ৈঃ পরিসাধিতার্থঃ
পরঃ কৃতার্থঃ সুতরাং বিনীতঃ॥" (কোষ্ঠীপ্রদীপ)

৪ মন্ত্রবিশেষ। গুরুর নিকট তন্ত্রোক্ত যে মন্ত্র গ্রহণ করা হয়, এই মন্ত্র চারি প্রকার, সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ ও অরি। এই চারি প্রকার মন্ত্রের মধ্যে সিদ্ধাদি তিন প্রকার মন্ত্র গ্রহণীয়, ইহার মধ্যে সাধ্যমন্ত্র যথাবিধানে গ্রহণ করিয়া জপ ও হোমাদির অনুষ্ঠান করিলে অচিরে সুসিদ্ধ হয়। কোন্ মন্ত্র সিদ্ধ ইহা স্থির করিতে হইলে মন্ত্রের অক্ষর এবং নামের অক্ষর চারিটী কোষ্ঠে লিখিবে, তৎপরে প্রথম নামের অক্ষর হইতে সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ ও অরি, এইরূপ স্থির করিতে হইবে। গুরু, মন্ত্রবিচারকালে এই সকল বিচার করিবেন।

"নামাদ্যাক্ষরমারভ্য যাবন্মন্ত্রাদিমক্ষরং।
চতুর্ভিঃ কোষ্ঠৈরেকৈকমিতি কোষ্ঠচতুষ্টয়ং॥

পুনঃ কোষ্ঠগকোষ্ঠেষু সর্য্যতো নাম্ন আস্থিতঃ।
সিদ্ধঃ সাধ্যঃ সুসিদ্ধোঽরিঃ ক্রমাদ্ জ্ঞেয়া মনীষিভিঃ।
সিদ্ধঃ সিধ্যতি কালেন সাধ্যস্তু জপহোমতঃ।
সুসিদ্ধো গ্রহণমাত্রেণ অরিমূ্লং নিকৃন্ততি॥" (তন্ত্রসার)

(ত্রি) ৫ সাধনীয়, সাধনযোগ্য, নিষ্পাদ্য। ৬ লভ্য। ৭ জেয়। ৮ প্রতিবিধেয়, প্রতিকারযোগ্য। ৯ নিবর্ত্তনীয়। ১০ জেয়। ১১ প্রতিপাদ্য, সাধনার্হাভিবিক্ত, ইহার অপর নাম পক্ষ।

"প্রতিজ্ঞাযোগনির্দ্দিষ্টং সাধ্যং সংস্কারণাধিকং।
নিশ্চিতং লোকসিদ্ধঞ্চ পক্ষং পক্ষবিদো বিদুঃ॥" (ব্যবহারতত্ত্ব)

১২ অনুমিতিবিশেষ, সাধ্যতাবচ্ছেদক। যাহার অনুমিতি হয়, তাহাই সাধ্য, হেতু, সাধ্য, পক্ষ। হেতু দ্বারা পক্ষে সাধ্যের অনুমান হইয়া থাকে। 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ' এই স্থলে পর্ব্বত পক্ষ, বহ্নি সাধ্য এবং ধূম হেতু, ধূম এই হেতুদর্শনে পর্ব্বতরূপ পক্ষে সাধ্য বহ্নির অনুমান হইয়াছে। এই হেতু, সাধ্য ও পক্ষ লইয়া নব্যন্যায়ে অনুমানখণ্ডে বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে। অতি সংক্ষিপ্তভাবে এই সাধ্যের বিষয় আলোচিত হইল। ধূমদর্শনে বহ্নিরই অনুমান হয়। বহ্নিদর্শনে ধূমের অনুমান হয় না, সুতরাং যে স্থলে অনুমিতি হয়, তথায় ব্যাপ্তিজ্ঞান থাকা আবশ্যক। ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি আছে, এই জন্যই ধূমদ্বারা সাধ্য বহ্নির অনুমান হয়। যদি ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি না থাকিত, তাহা হইলে সাধ্য-বহ্নির কখনই অনুমান হইত না। অনুমানদ্বারা যে বস্তু সাধিত অর্থাৎ প্রমাণিত হয়, তাহাই সাধ্য, সাধ্যের প্রমাণের জন্যই অনুমান প্রয়োজন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ব্যাপ্তিজ্ঞান ভিন্ন অনুমান হয় না। তত্ত্বচিন্তামণিতে ব্যাপ্তির লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে যে, 'সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বং' ইহার তাৎপর্য্য এই যে সাধ্যের অভাব যেখানে থাকে, সেখানে হেতু না থাকিলেও হেতুসাধ্য ব্যাপ্য হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যাহার অনুমিতি হয়, তাহাকেই সাধ্য কহে। যদ্দর্শনে অনুমিতি হয়, তাহার নাম হেতু। বহ্নিমান্ ধূমাৎ, এই স্থানে বহ্নি সাধ্য, হেতু ধূম। সাধ্য যে বহ্নি তাহার অভাব জলহ্রদাদিতে থাকে, সুতরাং তথায় ধূম থাকিতে পারে না। অতএব ধূম বহ্নিব্যাপ্য।

'ধূমবান্ বহ্নেঃ' এস্থলে সাধ্য ধূম, অয়োগোলকে ধূমের অভাব আছে, অথচ তথায় বহ্নি আছে, অতএব বহ্নিতে ধূমের ব্যাপ্তি নাই সুতরাং তথায় সাধ্যের অনুমান হয় না।

ধূমহেতু পর্ব্বতে বহ্নি আছে, এই স্থলে বহ্নি সাধ্য, ধূম হেতু। কিন্তু এখানে সমবায় সম্বন্ধে বহ্নি সাধ্য হয় নাই, সংযোগ সম্বন্ধেই বহ্নি সাধ্য হইয়াছে। পর্ব্বতে যে বহ্নি আছে, তাহা সংযোগ সম্বন্ধে আছে, ইহাই ধূমদ্বারা অনুমিত হইতেছে। কারণ বহ্নির অবয়বেই সমবায় সম্বন্ধে বহ্নি থাকে, অবয়বভিন্ন আর সকল স্থলেই সংযোগসম্বন্ধে থাকে সমবায়সম্বন্ধে থাকে না। যেখানে যে সম্বন্ধে যে বস্তু থাকে বা থাকিতে পারে, সেখানে সেই বস্তু সাধ্য হইবে, ইহা জানিতে হইবে। যেখানে যে বস্তুর সত্তা অসম্ভব, সেইখানে সেই বস্তু সাধ্য হইতে পারে না। সুতরাং ব্যাপ্তির লক্ষণে সাধ্যের অভাব বলিতে যে সম্বন্ধে সাধ্য হয়, সেই সম্বন্ধেই সাধ্যের অভাব বুঝিতে হইবে। এই স্থলে সংযোগ-সম্বন্ধে বহ্নি সাধ্য হইয়াছে, অতএব সংযোগসম্বন্ধে বহ্নির অভাব পর্ব্বতে নাই। সমবায় সম্বন্ধে বহ্নির অভাব হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা হইলেও ব্যাপ্তির কোনই বাধা হয় না।

বহ্নিমান্ এই স্থলে শুদ্ধ বহ্নিত্ব রূপে বহ্নি সাধ্য হইয়াছে, মহানসীয়বহ্নিত্ব রূপে বহ্নি সাধ্য হয় নাই, কারণ বহ্নিমান্ স্থলে কেবল বহ্নিরই অনুমান হয়, মহানসীয়বহ্নি রূপে অনুমান হয় না। পর্ব্বতে মহানসীয়বহ্নি নাই, এইরূপ প্রতীতি হইলেও একেবারে বহ্নি নাই, এইরূপ প্রতীতি হয় না। এই স্থলে শুদ্ধ বহ্নিত্ব রূপে বহ্নির অভাব পর্ব্বতে নাই, অতএব শুদ্ধ বহ্নিত্বরূপেই বহ্নি পর্ব্বতে সাধ্য হইয়াছে। মহানসীয়বহ্নিত্ব রূপে সাধ্য হয় নাই। যেরূপে সাধ্য হইবে, সেইরূপে সাধ্যের অভাব স্থির করিতে হইবে। অতএব এই স্থলে হেতুদ্বারা সাধ্য বহ্নির অনুমান হইল। যে যে স্থলে এইরূপে হেতুদ্বারা যে বিষয় প্রমাণিত বা সাধিত হইবে, তাহাই সাধ্য শব্দবাচ্য। (তত্ত্বচিন্তা°) [ন্যায়দর্শন ও প্রমাণ দেখ।]

সাধ্যতা (স্ত্রী) সাধ্যস্য ভাবঃ। তল-টাপ্। সাধ্যত্ব, সাধ্যের ধর্ম্ম, সাধ্যের ভাব বা ধর্ম্ম।

সাধ্যতাবচ্ছেদক (ক্লী) সাধ্যতামবচ্ছিনত্তি অব-ছিদ-ণ্বুল্। অনুমিতিবিধেয়াংশতাসমানধর্ম্ম, সাধ্যনিষ্ঠ ধর্ম্মের বিশেষ কারক।
"সাধ্যতাবচ্ছেদকমিতি অনুমিতিবিধেয়তাবচ্ছেদকমিতি"
(সিদ্ধান্ত° জগদীশ)

এই শব্দ নৈয়ায়িকদিগের ভাষায়ই ব্যবহার হয়, অবচ্ছিন্ন অবচ্ছেদকতা প্রভৃতি শব্দ উত্তমরূপে বুঝিতে না পারিলে ইহার অর্থ সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায় না। সাধ্যের ধর্ম্ম সাধ্যতা, সাধ্য যে সম্বন্ধে সাধ্য হয়, সেই সম্বন্ধ সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম, সাধ্যাংশে প্রতীয়মান ধর্ম্ম অর্থাৎ যেরূপে সাধ্য হয়, সেইরূপ বা ধর্ম্মের নাম সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম, কারণ ঐ সম্বন্ধ বা ধর্ম্ম সাধ্যতার অবচ্ছেদ অর্থাৎ পরিচয় বা নিয়মন করে। সংযোগ ও সমবায়-সম্বন্ধে সাধ্যতা এক নহে, ভিন্ন ভিন্ন। কারণ এক সাধ্যতার নিয়ামক বা পরিচায়ক সমবায়। এইরূপে যে সম্বন্ধ ও ধর্ম্মদ্বারা সাধ্যতার অবচ্ছেদ হয়, তাহাকেই সাধ্যতাবচ্ছেদক কহে।

সাধ্যবৎ (ত্রি) সাধ্য-অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। সাধ্যবিশিষ্ট, সাধ্যযুক্ত, ধূমহেতু পর্ব্বত বহ্নিযুক্ত, এই স্থলে পর্ব্বতে সাধ্য বহ্নি আছে এই সাধ্যবৎ।

সাধ্যবসানা (স্ত্রী) লক্ষণাশক্তিভেদ।

সাধ্যবসানিকা (স্ত্রী) লক্ষণাশক্তিবিশেষ। লক্ষণ—

"বিষয়স্যানিগীর্ণস্যান্যতাদাত্ম্যপ্রতীতিকৃৎ।
সাধ্যোপাত্তানিগীর্ণস্য মতা সাধ্যবসানিকা॥" (সাহিত্যদ° ২।১৭)

অনিগীর্ণ যে বিষয় অর্থাৎ শব্দ দ্বারা অনুক্ত যে বিষয় তাহার অন্যশব্দদ্বারা আরোপ হইলে এই লক্ষণা হয়। [লক্ষণা শব্দ দেখ]

সাধ্যসম (পুং) হেত্বাভাসবিশেষ। ইহার লক্ষণ ন্যায়দর্শনে এইরূপ লিখিত আছে যে, যে হেতু সাধ্যের ন্যায় সাধনীয়, তাহার নাম সাধ্যসম। কারণ তাহা সাধ্যেরই তুল্য। এই হেতুবাদী ও প্রতিবাদী উভয়েরই মত সিদ্ধ হওয়া চাই। বাদী যে হেতুর বলে সাধ্য সিদ্ধি করিতে প্রবৃত্ত হন, প্রতিবাদী সেই হেতুতে বিপ্রতিপন্ন হইলে অর্থাৎ প্রতিবাদী সেই হেতু অস্বীকার করিলে বাদীকে সাধ্যের ন্যায় হেতুও সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়। একটী প্রবাদ আছে যে, 'স্বয়মসিদ্ধঃ কথং পরান্ সাধয়তি' নিজে যে অসিদ্ধ, সে কিরূপে অপরকে সাধিত করিবে, অর্থাৎ যেমন সে অপরকে সাধন করিতে পারে না, তদ্রূপ এই হেতুও সাধ্য সাধন করিতে পারে না। এই প্রকার হেতুই সাধ্যসম হেতু নামে অভিহিত। ইহার একটী উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে—মীমাংসক-গণ ছায়া বা অন্ধকারকে দ্রব্য পদার্থ বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। কিন্তু নৈয়ায়িকগণ ইহা স্বীকার করেন না ; তাঁহারা বলেন, উহা দ্রব্য পদার্থ নহে, আলোক বা তেজের অভাব মাত্র। মীমাংসক-গণ বলেন যে ক্রিয়া দ্রব্যের সাধারণ লক্ষণ, নৈয়ায়িকগণও ইহা স্বীকার করেন, ইহাতে মত বিরোধ নাই। এই ছায়ারও গতি ক্রিয়া আছে, কারণ কোনও ব্যক্তি আলোকের অভিমুখে গমন করিলে সঙ্গে সঙ্গে তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী ছায়াও গমন করে। সুতরাং এই গতিমত্ত্বহেতুদ্বারা মীমাংসকগণ ছায়ার দ্রব্যত্ব প্রতিপাদন করেন, কিন্তু নৈয়ায়িকগণ ছায়ার গতি স্বীকার করেন না। সুতরাং ছায়ার দ্রব্যত্বের ন্যায় তাহার গতিমত্ত্বরূপহেতুরও সাধন করিতে হয় বলিয়া ঐ হেতু সাধ্যসম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

নৈয়ায়িকগণ বলেন যে, পুরুষের ন্যায় বস্তুগতি অনুসারে ছায়ার গতি আছে, কিন্তু বস্তুতঃ ছায়ার গতি নাই। লোক-জন গতির ভ্রম হয়। ইহাতে বিবেচনা করিতে হইবে যে, ছায়া কোন পদার্থ, গমনশীল পুরুষ আলোকের আবরক বলিয়া তাহার পশ্চাদ্ভাগে ছায়া পড়ে। ঐ স্থানে আলোকের অসন্নিধি বা অভাব আছে, ইহা অবিসংবাদী, অর্থাৎ এ বিষয়ে আর কাহারও মতভেদ হইতে পারে না। পুরুষ ক্রমে অগ্রসর হইতেছে বলিয়া আলোকের অসন্নিধি বা অভাব উত্তরোত্তর অগ্রিম স্থানে উপলব্ধি হয়। এই জন্য পুরুষের ন্যায় ছায়াও ক্রমে অগ্রসর হইতেছে, এইরূপ ভ্রম হয়। অতএব ছায়ার গতি নাই, সুতরাং ছায়া দ্রব্য নহে। উহা আলোকের অসন্নিধি মাত্র। অতএব ছায়ার যে গতিমত্ত্বহেতু উহা সাধ্যসম, যে স্থলে হেতু এইরূপে সাধ্যের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, তথায় সাধ্যসম হেতু হয়। এই হেতুর নামান্তর অসিদ্ধ। কণাদ ইহাকেই অপ্রসিদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাবাপরিচ্ছেদেও ইহা অসিদ্ধ নামে অভিহিত হইয়াছে। (ন্যায়দ°)

"সাধ্যাবিশিষ্টঃ সাধ্যত্বাৎ সাধ্যসমঃ।" (ন্যায়দ° ১।২।৪৯)

[হেত্বাভাস শব্দ দেখ]

সাধ্যাভাব (পুং) সাধ্যস্য অভাবঃ। সাধ্যের অভাব, যে রূপে সাধ্য হয়, সেই রূপে সাধ্যের অভাব। নব্য নৈয়ায়িকদিগের ভাষায় এই শব্দের অর্থ করিতে হইলে এইরূপ বলিতে হইবে যে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নসাধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতি যোগিতানিরূপক অভাবই সাধ্যাভাবশব্দের অর্থ।

সাধারণ ব্যক্তি ইহাতে কিছুই বুঝিতে পারিবেন না, কিন্তু নৈয়ায়িকগণ ইহার মধ্যে কি বুদ্ধিমত্তার যে পরিচালন করিয়াছেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। নৈয়ায়িকদিগের ভাষায় কিঞ্চিৎ অধিকার না হইলে ইহা পরিষ্কাররূপে বোধ হয় না, তথাচ ইহার বিষয় সহজবোধ্য করিবার চেষ্টা করা হইল। সাধ্যের ধর্ম্মকে সাধ্যতা কহে। সাধ্য যে সম্বন্ধে সাধিত হয়, তাহাই সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম। কারণ ঐ সম্বন্ধ বা ধর্ম্ম সাধ্যতার অবচ্ছেদ অর্থাৎ পরিচয় বা নিয়মন করে। সংযোগসম্বন্ধে বহ্নির সাধ্যতা এবং সমবায়সম্বন্ধে বহ্নির সাধ্যতা এক নহে ভিন্ন ভিন্ন, কারণ এক সাধ্যতার নিয়ামক বা পরিচায়ক সম্বন্ধ সংযোগ, অপর সাধ্যতার নিয়ামক বা পরিচায়ক সম্বন্ধ সমবায়। এইরূপ বহ্নি-গতসাধ্যতা এবং ঘটগতসাধ্যতাও পরস্পর ভিন্ন। কারণ বহ্নি-গতসাধ্যতার নিয়ামক বা পরিচায়ক ধর্ম্ম বহ্নিত্ব, এবং ঘটগত সাধ্যতার নিয়ামক ধর্ম্ম ঘটত্ব। অবচ্ছেদক সম্বন্ধ ও ধর্ম্ম যাহার অবচ্ছেদ করে, তাহাকে অবচ্ছিন্ন কহে। সাধ্যতার যেমন অবচ্ছেদক সম্বন্ধ বা ধর্ম্ম আছে, তদ্রূপ প্রতিযোগিতারও অবচ্ছেদক, সম্বন্ধ ও ধর্ম্ম আছে। সমবায় সম্বন্ধে বহ্নির অভাবের প্রতিযোগিতার নাম সমবায় সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন, অতএব সাধ্যতাবচ্ছে-দক যে সংযোগ সম্বন্ধ তদবচ্ছিন্ন নহে। মহানসীয় বহ্নির অভা-বের প্রতিযোগিতা মহানসীয় বহ্নিত্বাবচ্ছিন্ন, সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম যে শুদ্ধ বহ্নিত্ব তদবচ্ছিন্ন নহে। অতএব পর্ব্বতে উক্ত দ্বিবিধ অভাব থাকিলেও ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তির কোন ক্ষতি হয় না।

নৈয়ায়িকদিগের ভাষায় সাধ্যাভাব বলিলে এইরূপ অর্থই প্রতীতি হয়। ব্যাপ্তির লক্ষণে সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বই ব্যাপ্তি। এই ব্যাপ্তির লক্ষণ করিয়া প্রত্যেক শব্দের অবচ্ছিন্ন অবচ্ছেদকতা

করিয়া অতি দুর্বোধ্য হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে অধিক আর লিখিত হইল না।

সাধ্র (স্ত্রী) সামবেদ। (পঞ্চত্রা° ১৪।৫।২৮)

সাধর্ব্য (ত্রি) অতিশয় অনুরক্ত, বিদগ্ধ। (ঋক্ ১০।৩৮।৩)

সাধ্বস (ক্লী) সাধুনশ্যতীতি সাধু-অস-অচ্। ভয়, ত্রাস, শঙ্কা, মনের আকুলতা, ব্যাকুলতা। ভক্তি নাশয়তীতি সো 'অন্তে-যু'ব' ইতি অসচ্ যুক্চ। ২ প্রতিভা। (উণ্ ৩।১১৭) ৩ ভণিকাঙ্গ-বিশেষ। (সাহিত্যদ° ৬।৫৫৩)

সাধ্বাচার (পুং) সাধুনামাচারঃ। সাধুদিগের আচার, সাধুগণ যে আচরণ করিয়া থাকেন। ১ শিষ্টাচার।(ত্রি) ২ সাধুদিগের আচারবিশিষ্ট, উত্তমআচরণশীল।

সাধ্বী (স্ত্রী) সাধু-ঙীষ্। ১ মেদা। (রাজনি°) ২ পতিব্রতা স্ত্রী। ইহার লক্ষণ—

> "আর্ত্তার্ত্তে মুদিতা হৃষ্টে প্রোষিতে মলিনা কৃশা।
>
> মৃতে ম্রিয়েত যা পত্যৌ সাধ্বী জ্ঞেয়া পতিব্রতা॥" (হারীত)

যে স্ত্রী স্বামী দুঃখিত হইলে দুঃখিত, হৃষ্ট হইলে আনন্দিত, প্রোষিত অর্থাৎ বিদেশগমন করিলে মলিন ও কৃশ, এবং স্বামীর মৃত্যুতে তাহার অনুমৃতা হয়, তাহাকেই সাধ্বী কহে। মনুতে সাধ্বী স্ত্রীর ধর্ম্ম এইরূপ অভিহিত হইয়াছে যে, সাধ্বী স্ত্রী পতি শীলরহিত, পরদারযুক্ত, বিভাদিগুণবর্জ্জিত হইলেও তাঁহাকে উপেক্ষা না করিয়া সর্ব্বদা দেবতার ন্যায় ভক্তি করিবে, যাহাতে স্বামীর কোনরূপ কষ্ট না হয়, এইরূপ আচরণ করা তাহার পক্ষে উচিত। সাধ্বী স্ত্রী কেবল পতিসেবা দ্বারাই ইহকালে সুখ এবং পরকালে স্বর্গলাভ করিয়া থাকে। স্বামীর অনুমতি ব্যতীত তাহাদের আর পৃথক্ যজ্ঞ ব্রত উপবাসাদি কিছুই নাই, যদি তাহার ব্রতাদির অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহা হইলে স্বামীর অনুমতি লইয়া করিতে হইবে। নচেৎ স্বাধীনভাবে কোন কর্ম্মের অধিকার নাই। সাধ্বী স্ত্রী স্বামী জীবিত থাকুন বা মৃতই হউন, তিনি পতিলোককামী হইয়া কখন তাহার অপ্রিয়াচরণ করিবেন না। পতি মৃত হইলে হয় তাহার সহিত অনুমৃতা হইবেন, অথবা পুষ্পমূল ও ফলের দ্বারা জীবন ক্ষয় করিবেন। কিন্তু কখনও পতি বিনা পরপুরুষের নামোচ্চারণ করিবেন না। যতদিন না আপনার মরণ হয়, ততদিন তিনি ক্লেশসহিষ্ণু ও নিয়মচারী হইয়া মধু, মাংস, মৈথুনাদি বর্জ্জনরূপ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিবেন। কৌমার ব্রহ্মচারিগণ যেরূপ একমাত্র ব্রহ্মচর্য্যবলে স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন, তদ্রূপ সাধ্বীগণ সন্তান না থাকিলেও এই ব্রহ্মচর্য্যবলে স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন। যিনি কায়মনোবাক্যে সংযত থাকিয়া স্বামীকে অতিক্রম না করেন, তিনি পতিলোক প্রাপ্ত হন এবং সাধুজনেরা তাহাকে সাধ্বী বলিয়া প্রশংসা করেন। সাধ্বী স্ত্রীগণ যেরূপ অবস্থায় থাকুন না কেন, সর্ব্বদাই প্রহৃষ্টমনে কালযাপন করিবেন, তিনি গৃহকর্ম্মে দক্ষ, এবং গৃহসামগ্রীসকল পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন এবং ব্যয়বিষয়ে সদা অমুক্ত হস্ত হইবেন। পিতা বা পিতার অনুমতি অনুসারে ভ্রাতা যাহাকে দান করিয়াছেন, সেই স্বামীর জীবিতকাল পর্য্যন্ত তাহার শুশ্রূষা এবং তাহার মৃত্যুর পর ব্যভিচারাদি দ্বারা তাহাকে উল্লঙ্ঘন না করা সাধ্বী স্ত্রীর অবশ্য কর্ত্তব্য। স্বামিশুশ্রূষাই তাহাদের একমাত্র ধর্ম্ম। (মনু ৫ অ°)

যে সকল সাধ্বী স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পর তাহার সহিত অনুমৃতা না হন এবং যদি তাহার সন্তান না থাকে, তাহা হইলে তিনি প্রতিদিন স্বামীর উদ্দেশে তর্পণ করিবেন এবং মৃততিথিতে সাম্বৎসরিকশ্রাদ্ধ প্রভৃতির অনুষ্ঠান ও ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিবেন। সাধ্বী স্ত্রী এই পাতিব্রত্যধর্ম্মবলে পতিকে উদ্ধার এবং নিজেও পতির সহিত পতিলোকে বাস করিয়া থাকেন। শাস্ত্রে সাধ্বী স্ত্রীদিগের বিশেষরূপ প্রশংসা অভিহিত হইয়াছে। পুরাণাদিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সাধ্বী স্ত্রীগণ এক পাতিব্রত্য-ধর্ম্মবলে অসাধ্য-সাধন করিয়া থাকেন। সাধ্বী সাবিত্রী তাহার পাতিব্রত্যবলে মৃতপতির পুনর্জীবন, শ্বশুরের রাজ্য, অপুত্রক পিতার শতপুত্র-লাভরূপ বরলাভ করেন।

শাস্ত্রে সাধ্বী স্ত্রী মাতৃতুল্যা বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, এবং ইহারা সকল প্রাণীর উপকারিণী। অসাধ্বী স্ত্রী বৈরতুল্যা এবং সকলের সন্তাপদায়িনী।

> "সাধ্বী স্ত্রী মাতৃতুল্যা চ সর্ব্বদা হিতকারিণী।
>
> অসাধ্বী বৈরতুল্যা চ শশ্বৎ সন্তাপদায়িকা॥"
>
> (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° গণপতি° ২।২৫)

সাধ্বীক (ত্রি) অতিশয় সাধ্বী।

সানৎকুমার (ত্রি) সনৎকুমারসম্বন্ধীয়। সনৎকুমারপ্রোক্ত উপকরণ।

সানৎসুজাত (ত্রি) সনৎসুজাতের উপাখ্যান-সম্বলিত।

সানন্দ (পুং) আনন্দেন সহ বর্ত্ততে ইতি। ১ সঙ্গীতমতে ষোড়শপ্রবন্ধের অন্তর্গত প্রবন্ধভেদ।

> "অষ্টাদশাক্ষরৈর্যুক্তা যথোৎকর্ষপ্রদো ধ্রুবঃ।
>
> কঙ্কসংজ্ঞকে তালে সানন্দো বীরকে রসে॥" (সঙ্গীত দামোদর)

বীররস এবং কঙ্কসংজ্ঞকতালে অষ্টাদশ অক্ষর দ্বারাযুক্ত, যশ ও হর্ষপ্রদানকারী যে প্রবন্ধ তাহাকে সানন্দ কহে। ২ করঞ্জ। (রাজনি°) (ত্রি) ৩ আহ্লাদযুক্ত, আনন্দবিশিষ্ট, আনন্দের সহিত বর্ত্তমান। (পুং) ৪ সম্প্রজ্ঞাতসমাধিবিশেষ।

সবিতর্ক, সবিচার, সানন্দ ও সাস্মিতভেদে চারি প্রকার সমাধি।

"বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতারূপানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ।" (পাতঞ্জল ১।১৭) 'তৃতীয়বিচারবিকলঃ সানন্দঃ' (ব্যাসভাষ্য) আনন্দ-শব্দের অর্থ আহ্লাদ, ইন্দ্রিয়ের অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন ইন্দ্রিয়গণই আনন্দ নামে অভিহিত। এই ইন্দ্রিয়গণকে অবলম্বন করিয়া চিত্তবৃত্তিধারারূপ যে সমাধি হয়, তাহাই সানন্দসমাধি। এই সমাধি হইলে সমাধির শেষ হইয়াছে বিবেচনা করা উচিত নহে। এই সমাধিতে সন্তুষ্ট থাকিলে, পরে তাহার পুনরুৎপত্তি হইয়া থাকে। [সমাধি শব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

সানন্দমিশ্র, বৃত্তরত্নাবলীর বৃত্তমুক্তাবলীটীকা নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

সানন্দ মুনি, একজন জৈন সাধু।

সানন্দনী (স্ত্রী) নদীভেদ (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৭।১৯)

সানন্দপুর (পুং) তীর্থভেদ। বরাহপুরাণে সানন্দপুরতীর্থমাহাত্ম্য নামাধ্যায়ে এই তীর্থের বিস্তৃত বিবরণ ও কর্ত্তব্যকার বিষয় বিশেষ অভিহিত হইয়াছে। ধরণী বরাহদেবকে এই তীর্থের বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন যে, মলয়ের দক্ষিণে ও সমুদ্রের উত্তরদিকে এই তীর্থ অবস্থিত। এই তীর্থে নাতি উচ্চ ও নাতিনীচ মদীয় প্রতিমা আছে, এই প্রতিমা অতিশয় আশ্চর্য্যরূপবিশিষ্টা, কেহ ইহাকে কাংস্যময়ী কেহ লৌহময়ী, কেহ শিলাময়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই স্থানে মধ্যাহ্নকালে সুবর্ণপদ্ম দৃষ্টিগোচর হয়। এই স্থানে অতি-শয় পুণ্যপ্রদ ব্রহ্মসর নামে এক সরোবর আছে। এই সরোবরের একটি বিশেষ আশ্চর্য্য এই যে মধ্যাহ্নকালে এই সরোবরের ধারা পতিত হয়, কিন্তু মধ্যাহ্নবিগমে এই ধারা আর দৃষ্টিগোচর হয় না। এই তীর্থ-সরোবরে স্নান-তর্পণ ও দান বিশেষ পুণ্যজনক। যিনি এই স্থানে স্নানাদি করিয়া উক্ত প্রতিমার অর্চ্চনা করেন, তিনি ইহলোকে নানা-প্রকার সুখসম্পদ্ ভোগ করিয়া অন্তকালে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন। (বরাহপু° সানন্দপুরমাহাত্ম্যনামাধ্যায়)

সানসি (পুং) সন্ধতে দীয়তে দক্ষিণাত্বর্থমিতি বন্ ধাতে (সানসি বর্ণসীতি। উণ্ ৪।১০৭) ইতি অসি প্রত্যয়েন সাধু। ১ স্বর্ণ। (উজ্জল) (ত্রি) ২ সংভজনীয়। "পৃথক্ সানসিং ক্রতুং" (ঋক্ ১০।১৪০।৪) 'সানসিং সংভজনীয়ং' (সায়ণ)

সান্সিয়া, চৌর্য্যবৃত্তিজীবী অন্ত্যজ জাতিবিশেষ। মনু-সংহিতায় শ্বপাক নামে যে নগরবাহ্য জাতির উল্লেখ আছে, অনেকে এই সান্সিয়াদিগকে সেই প্রাচীনতম যুগের শ্বপাক নামক জাতির বীজসূত্র বলিয়া অনুমান করেন। ইহারা ভ্রমণশীল, কখনও একস্থানে বাস করে না। বৃক্ষশাখাদির ছিন্নবাস ইহাদের পরি-ধেয় এবং আহার্য্যও অতি কদর্য্য। আচার ব্যবহারে ইহারা অনেকাংশে ডোম, কাঞ্জর, বেরিয়া, হাবুরা ও ভাতু প্রভৃতি জাতির অনুরূপ। কিন্তু ইহাদের মধ্যে একটী উচ্চ অঙ্গের কার্য্য দেখা যায় যাহা ডোম বা অপর অন্ত্যজ জাতির মধ্যে নাই। অনেক স্থলে ইহারা জাটের কার্য্য করে এবং অনেক জাট পরিবারের বংশানুকীর্ত্তনের জন্য এক একটী স্বতন্ত্র সান্সিয়া-ঘর নির্দিষ্ট আছে।

এই জাতি সমাজে অনার্য্য ও হেয় বলিয়া গণ্য হইলেও ইহাদের কোন কোন শাখা আপনাদিগকে জাট জাতির একটী থাক বলিয়া পরিচিত করে। কিন্তু জাটেরা ইহাদের এরূপ কোন সম্বন্ধই স্বীকার করে না। অপর একটী উপাখ্যান হইতে জানা যায় যে রাজপুত জাতির অগ্নিকুলোৎপত্তিকাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে এই জাতির উৎপত্তি হয়। প্রবাদ আছে, চৌহান রাজপুতগণ স্বয়ং উৎপন্ন হইলে আপনাদের যশঃকীর্ত্তিকাহিনী বর্ণন করিবার নিমিত্ত সান্সিয়া জাতির সৃষ্টি করেন। এই জাতির আদি পুরু-ষের নাম সংসমল বা সাহসমল। তাহার তিন পুত্র ছিল। ঐ পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ প্রাতে হাচ (হুক্কের চাটী) খাইবার সময় জন্মে বলিয়া তাহার বংশধরগণ হাচ্‌ড়িয়া, মধ্যম মধ্যরাত্রে "করখণ্ড" নামে অভিহিতসময়ে জন্মগ্রহণ করে বলিয়া করখণ্ড এবং কনিষ্ঠ দ্বিপ্রহর কালে মহিষের দোহন-সময়ে জন্মে বলিয়া জইস নামে আখ্যাত হয়। এই জইসশাখার সহিত বেরিয়া কাঞ্জর জাতির সংস্রব আছে।

অন্য একটী উপাখ্যান হইতে জানা যায় যে, সংস বা সাহাংস-সিংহ নামে একজন রাঠোর রাজপুত হইতে এই জাতি উদ্ভূত হইয়াছে। তাঁহার অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল। এক সময়ে সাবণ-বর্ষার বারিপাতে তাহার গৃহ ভূমিসাৎ হয়। অর্থাভাবে সংস উহাকে আর পুনর্গঠন করিতে সমর্থ না হইয়া পুত্রাদি সহ নগ-রের বহির্দ্দেশ পর্ণকুটীর নির্ম্মাণপূর্ব্বক বাস করে। ঐ পুত্রত্রয়ের নাম চতুসিংহ, মলুসিংহ ও বেরিসিংহ। ইহারাও অর্থাভিরুদ্ধ নিবন্ধন আর স্বজাতিসমাজে ফিরিয়া আসিতে সমর্থ হইল না। বনভূমি আশ্রয় করিয়া উদরান্নের চেষ্টায় বন হইতে বনান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। বনমধ্যে খস্‌খস্ তৃণ সংগ্রহ ও পোকা মাকড় ধরাই তাহাদের একমাত্র উপজীবিকা হইল। বেরিসিংহের বংশীয় স্ত্রীলোকেরা বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিল, তাহারাই বর্ত্তমানে বেরিয়া নামে খ্যাত। চতুসিংহের বংশধর চতুবাল ও মিলু-সিংহের সন্তানসন্ততি মলিয়া নামে আখ্যাত।

উপরি কথিত গল্পমূলে কিছুমাত্র সত্য নিহিত আছে বলিয়া বোধ হয় না; তবে উহা হইতে এই মাত্র জানা যায় যে, মধ্য দোয়াবের বেরিয়া, উত্তর দোয়াবের সিসিয়া, হাবুরা বা ভাতু, মথুরা ও ভরতপুরের বাসিন্দা বা বাধুয়া কাঞ্জর এবং রাজপুতনার

বর খুদ্ প্রভৃতি শাখার সানসিয়ারা এক একটী স্বতন্ত্র বৃত্তি লইয়া তত্তন্নামে পরিচিত হইয়াছে। আরও একটী কিংবদন্তী হইতে জানা যায় যে, সংশমল ও মলনুর নামে দুই ভ্রাতা ছিল। প্রথমোক্ত হইতে সান্সিয়া ও কাঁজর এবং শেষোক্ত হইতে বেরিয়া বা কোলহাটী, ডোম ও মাল প্রভৃতি জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

আশ্চর্য্যের বিষয়, এই জাতি সমাজে এরূপ নিন্দনীয় হইলেও কোন কোন স্থলে ইহারা জাট অথবা চৌহান রাজপুতদিগের বংশগাথা কীর্ত্তনকারী ভাটের স্থলাভিষিক্ত আছে। এই ভাট সান্সিয়া-দিগের অনেকে ভরতপুরই আপনাদের আদিভূমি বলিয়া স্বীকার করে এবং বলে যে, তাহারা বহুপূর্ব্বকাল হইতেই ভরতপুরের আদি-রাজবংশের চরিতকীর্ত্তক। পঞ্জাব প্রদেশের হুসিয়ারপুর জেলায় এখনও এই ভাট-শ্রেণীর সান্সিয়ারা জাট-দিগের নিকট হইতে বৃত্তি পাইয়া থাকে। তথাকার প্রায় প্রত্যেক জাটপরিবারের একটী সংশী বংশকীর্ত্তকরূপে নিযুক্ত আছে। মালব ও মাঝা নামক স্থানবাসী জাটদিগের ধারণা বংশেতিহাসকীর্ত্তনে মিরাসীদিগের অপেক্ষা এই সংশীরাই সমধিক পারদর্শী। বিবাহকালে সংশীরা আসিয়া বর ও কন্যা-পক্ষের বংশগাথা কীর্ত্তন করে। ঐ জন্য তাহাদের একটী নির্দ্ধারিত পাওনা আছে। যদি তাহাদের ঐ পাওনা দেওয়া না হয়, তাহা হইলে তাহারা বর বা কন্যা কর্ত্তার শকুন্দের আগাইয়া দিয়া ইহার প্রতিশোধ লয়। সান্সিয়াদিগের এই ভাটবৃত্তি দেখিয়া মনে হয় যে তাহারা এক সময়ে উচ্চ বর্ণের ছিল, আচার ও সংস্রবদোষে ক্রমশঃ হীন হইয়া পড়িয়াছে।

ইহারা স্ব স্ব থাকে বিবাহ করিতে পারে না। কিন্তু এক থাক অন্য থাকের কন্যা গ্রহণ করিতে পারে। জ্যেষ্ঠতাত বা খুল্লতাত-বংশের পুত্রকন্যার বিবাহ নিষিদ্ধ। তবে কোন কোন স্থলে তত্তদ্ পরিবারের মধ্যে প্রথম সম্বন্ধের পর তিন পুরুষ বাদ দিয়া বিবাহ-সম্বন্ধ করিতে পারা যায়। ইহারা প্রায়ই এক গ্রামের মধ্যে বিবাহ করে, কিন্তু অন্য গ্রাম হইতে কন্যাহরণ করিয়া আনাই ইহাদের বিশেষ মনোমত বিবাহ বলিয়া বোধ হয়। কখন কখন ইহারা অপর নিম্নশ্রেণীর কন্যা লইয়াও বিবাহ করে। এইরূপ ভিন্নজাতীয়কন্যা বিবাহ করিতে হইলে প্রথমে তাহাকে জাত্যন্তর করিয়া লইতে হয়। অন্যজাতীয় ব্যক্তি সান্সিয়া সমাজে আসিয়া পানভোজন করিলে সান্সিয়া হইয়া যায়। বিবাহের মদ্যপানই একটী প্রধান অঙ্গ।

ফুকাই (পিশা) ইহাদের বিবাহসম্বন্ধ করে, কিন্তু আমাজা (দিয়ান) অথবা জালকাবি (মান) বিবাহ বা অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার যাবতীয় কর্ম করিয়া থাকে। ইহাদের কন্যার সংখ্যা অতি অল্প; এই কারণে অপরের কন্যা বিবাহ করিতে হইলে বিস্তর পণ লাগে। বিবাহপ্রথা সর্ব্বতোভাবে কাঁজরদিগের ন্যায়। বিবাহকালে বরকন্যাকে হরণ করিবার ভাণ করে এবং কন্যা যদি সহজে আত্মসমর্পণ না করে, তাহা হইলে বর তাহাকে বল পূর্ব্বক ধরিয়া বিবাহকালে নির্দ্দিষ্টমণ্ডপের মধ্যে চারি ধারে ৭ বার প্রদক্ষিণ করে এবং সীমন্তে সিন্দূর দিয়া দেয়। ইহাই বিবাহের শেষ-অনুষ্ঠান। বিধবা বিবাহ আছে, ইহাতে উল্লেখ্য কোন আচরণ অনুষ্ঠিত হয় না। বিধবার স্বামিকুলে তাহার পূর্ব্ব প্রদত্ত পণের টাকা ফিরাইয়া দিলে যে কেহ ঐ বিধবাকে গ্রহণ করিতে পারে। তবে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নীকে যদি দেবর বিবাহ করে, তাহা হইলে আর ঐরূপ পণ ফিরাইয়া দিতে হয় না।

বনে বনে ভ্রমণশীল সান্সিয়ারা শবদেহ নিবিড় জঙ্গলে ফেলিয়া দেয়; কিন্তু সাধারণে প্রায়ই কবর দেয়। আলিগড়ের চতুষ্পার্শ্ব সান্সিয়ারা শবদাহ করে। ইহাদের সমাধিপ্রথা মুসলমানের ন্যায়, তবে শবানুগমন নাই। চারিজন লোকে খাটিয়ায় মৃতদেহ তুলিয়া গোরস্থানে আনে। এখানে শবদেহ পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বা ভাবে শোয়াইয়া পুতিয়া ফেলা হয়। মস্তক পশ্চিম-দিকে থাকে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপ্ত হইলে শ্মশানে সকলে গৃহে আগমন করে। মৃতাশৌচধারী চারি দিন একাকী থাকে ও স্বহস্তে রাঁধিয়া খায়। ভোজনের পূর্ব্বে সে প্রতিদিন মৃতের প্রেতাত্মার উদ্দেশে একটী করিয়া তণ্ডুলপিণ্ড গৃহপ্রাঙ্গণে রাখিয়া আইসে। চতুর্থাহে শ্রাদ্ধোপলক্ষে স্বজাতীয়গণের ভোজ দেওয়া হয়। বিংশ ও চত্বারিংশদিবসে কাঁজরজাতিদিগকে খাওয়ান হইয়া থাকে।

ইহারা এক ঈশ্বরকে ভগবান্, পরমেশ্বর বা নারায়ণ বলিয়া জানে। আর্ত্ত বা বিপদাপন্নব্যক্তি দেবী কালিকার পূজা দেয়। ভূতযোনির প্রভাবে ইহারা যে নিরন্তর কষ্ট পায়, ইহাতে ইহাদের খুব বিশ্বাস আছে; এই জন্য মধ্যে মধ্যে ইহারা ভূতযোনিদিগের তৃপ্ত্যর্থ খাদ্যাদি উৎসর্গ করে। শ্রাদ্ধ সম্পর্কে ইহাদের কোন কৃত্য নাই। তবে পর্য্যালোগ (প্রেতলোকস্থ পুণ্যাত্মা)দিগের-প্রীতির জন্য ইহারা মধ্যে মধ্যে কুমারীভোজ দেয়। জালেশ্বর ও আমরোহার মিঞা সাহেবের প্রতিও ইহারা বিশেষ ভক্তিমান।

গঙ্গার পবিত্র বারিস্পর্শ অথবা পুত্রের শিরোদেশে হস্তার্পণ পূর্ব্বক শপথকরাকে ইহারা বিশেষ গুরুতর বলিয়া মনে করে। নিম্নলিখিত প্রকারে আচরিত শপথগুলি তাহাদের বিবেচনায় গুরুতর ১ মুরগী কাটিয়া তাহার রক্ত-ভূমিতে ফেলিতে ফেলিতে শপথ; ২ একটী পাত্রে মদ্য রাখিয়া তাহাতে লবণ নিক্ষেপপূর্ব্বক তাহা মৃত্তিকায় ফেলিয়া শপথ এবং ৩ একটী অশ্বত্থপত্র হস্ত-তালুতে মর্দ্দন করিয়া শপথ। যদি কোন স্ত্রীলোক

অসচ্ছরিত্রা হয় তাহা হইলে তাহার হস্তের তালুতে উপরি উপরি ৭টী অশ্বত্থপত্র সাজাইয়া তাহাকে একটী উত্তপ্ত লৌহ-শলাকা লইয়া পাঁচ পা হাঁটিতে বলে, যদি উহাতে তাহার হাত পুড়িয়া না যায় তাহা হইলে সে সতী এবং পুড়িয়া গেলে সে সমাজের চক্ষে দোষী বলিয়া বিবেচিত হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি চৌর্য্যবৃত্তিই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। এই চৌর্য্যনির্ব্বাহ করিতে ইহারা দলে দলে বিভক্ত হইয়া থাকে। এক একটী দল তাহাদের নেতাদিগের নামে পরিচিত। অনেক সময়ে পুরুষেরা চৌর্য্যসাধনকালে পুলিসের হস্তে ধৃত হইয়া কারারুদ্ধ হয়। এই কারণে অনেকগুলি দলের নেত্রীরূপে স্ত্রীলোকেরাই সর্দ্দারণীরূপেই দল চালায় এবং সাধারণ লোকে তাহাদের বাক্যে বিশেষ আস্থা রাখিয়া আদেশ পালন করিয়া থাকে।

সানা (দেশজ) শান দেওয়া, অস্ত্রাদির ধার কম হইলে শানদিলে উহা তীক্ষ্ণ হয়।

সানাই (দেশজ) বংশীবিশেষ, সানিকাশব্দের অপভ্রংশ। এই বংশীবাদ্য অতি মধুর। ইহা সাধারণতঃ রোসনচৌকী নামে অভিহিত হয়। সহবত, ঢোল প্রভৃতি বাদ্যের সহিত ইহা বাজান হইয়া থাকে।

সানাথ্য (ক্লী) সনাথ ভাবে ষ্যঞ্। সনাথের ভাব, নাথযুক্ততা।

সানি, মুসলমান ফকিরসম্প্রদায়বিশেষ। ইহারা সানীন্ বা সাজিন্, সাই নামে পরিচিত। পঞ্জাব প্রদেশে শিখসম্প্রদায়ের মধ্যে গুলাবদাসী বা সাজী নামে একটী স্বতন্ত্র সম্প্রদায় আছে। ইহারা ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করে না। আত্মার নিরন্তর তৃপ্তি-সাধন ও ভোগসুখই ইহাদের মূল মত। ইহারা গঞ্জপান, মদ্যপান ও অন্যান্য দৈহিক সুখভোগে দিন যাপন করে। ব্যভিচার ও অন্যান্য কুক্রিয়া যদি সুখের জনক হয় তাহা হইলে তাহারা তৎকার্য্য সাধন করিতে কুণ্ঠিত হয় না। এই নামে অভিহিত মুসলমান সম্প্রদায়ের সহিত ইহাদের কোন সামঞ্জস্য বা সম্পর্ক নাই। দুইটী সম্প্রদায়ই আচার ব্যবহারে সম্পূর্ণ পৃথক্।

সানিকা (স্ত্রী) সনতি সুস্বরম্বিতি ষণ্ দানে ণ্বুল্, টাপি অত ইত্বং। বংশী, বাঁশী, সানাই, (শব্দর°) সানিন্ (ত্রি)

সানু (পুং ক্লী) সনত্যে সেব্যতে মুনিপ্রভৃতিভিরিতি সন-সেবায়াং (দৃসনি জনীতি। উণ্ ১।৩) ইতি ঞুণ্। পর্ব্বত-সম ভূভাগ, সপ্তায় ঘ্নু, প্রস্থ, গিরিতট (অমর) ২ বন। ৩ বাত্যা। ৪ মার্গ। ৫ অগ্র। ৬ কোবিদ, পণ্ডিত। (মেদিনী) ৭ অর্ক, সূর্য্য। ৮ পল্লব। (জটাধর)

সানুক (ত্রি) সমুচ্ছ্রিত, অত্যুন্নত। "মর্ত্তঃ সানুকো বৃকঃ" (ঋক্ ২।২৩।৭) 'সানুকঃ সমুচ্ছ্রিত সানুঃ সমুচ্ছ্রিতমিতি যাবৎ' (সায়ণ) সানু-স্বার্থে কন্। ২ সানু শব্দার্থ।

সানুকম্প (ত্রি) অনুকম্পয়া সহ বর্ত্তমানঃ। অনুকম্পার সহিত বর্ত্তমান, অনুকম্পাযুক্ত, দয়াবিশিষ্ট।

সানুকূল্য (ত্রি) আনুকূল্যের সহিত বর্ত্তমান। আনুকূল্যযুক্ত। (ক্লী) ২ আনুকূল্য। পদের সঙ্কটকালে যে সাহায্য।

"সাহায্যং সঙ্কটে যৎ স্যাৎ সানুকূল্যং স্মৃতম্ চ।"(সাহিত্যদ° ৬৪২২)

সানুক্রোশ (ত্রি) অনুক্রোশের সহিত বর্ত্তমান, অনুক্রোশযুক্ত।

সানুগ (ত্রি) অনুগ অর্থাৎ অনুগামীর সহিত বর্ত্তমান, অনুগ-যুক্ত। ২ সানুদেশে গমনকারী।

সানুচর (ত্রি) অনুচরেণ সহ বর্ত্তমানঃ। অনুচরের সহিত বর্ত্তমান, অনুচরবিশিষ্ট। সানৌ চরতীতি চর-ট। ২ সানু-দেশে বিচরণকারী, যাহারা পর্ব্বতের সমতট ভূমিতে বিচরণ করে।

সানুজ (ক্লী) সানৌ জায়তে ইতি জন-ড। ১ প্রপৌণ্ডরীক, চলিত পুণ্ডরিয়াগাছ। (পুং) ২ তুম্বুরু বৃক্ষ। (রাজনি°) (ত্রি) ৩ অনুজের সহিত বর্ত্তমান, অনুজবিশিষ্ট, অনুজযুক্ত।

সানুতাপ (ত্রি) অনুতাপেন সহ বর্ত্তমানঃ। অনুতাপযুক্ত, অনুতাপবিশিষ্ট, অনুতপ্ত।

সানুনয় (ত্রি) অনুনয়েন সহ বর্ত্তমানঃ। অনুনয়যুক্ত, অনুনয়-বিশিষ্ট, অনুনীত।

সানুনাসিক (ত্রি) অনুনাসিক বর্ণের সহিত বর্ত্তমান, ব্যাকরণ মতে ঙ, ঞ, ণ, ন, ম এই সকল বর্ণ অনুনাসিক, এই সকল বর্ণের সহিত যে বর্ণ, তাহাকে সানুনাসিক কহে।

সানুনাসিক্য (ত্রি) সানুনাসিকবর্ণবিশিষ্ট।

সানুপ্রস্থ (পুং) বানরভেদ। (রামা ৫.১৩৩)

সানুপ্রাস (ত্রি) অনুপ্রাসেন সহ বর্ত্তমানঃ। অনুপ্রাস অল-ঙ্কারের সহিত বর্ত্তমান, অনুপ্রাস অলঙ্কারযুক্ত।

"বর্ণা কথাচিচ্ছিন্ন্যা যৎ সমানমনুভূয়তে।
তদ্রূপাহি পদাসত্তিঃ সানুপ্রাসা রসাবহা॥" (কাব্যাদর্শ ১।৫২)

কাব্যাদর্শে শ্রুত্যনুপ্রাস সানুপ্রাস নামে অভিহিত হইয়াছে।
'সানুপ্রাসা শ্রুত্যনুপ্রাসবতী, সৈব রসাবহা রসব্যঞ্জিকা' (কাব্যাদর্শটীকা) কণ্ঠতাল্বাদির একস্থানোচ্চার্য্য বর্ণ দ্বারা যে স্থানে ব্যঞ্জনের সাদৃশ্য হয়, তথায় শ্রুত্যনুপ্রাস হয়। [শ্রুত্যনুপ্রাস দেখ]

সানুবন্ধ (ত্রি) অনুবন্ধের সহিত বর্ত্তমান, অনুবন্ধযুক্ত, অনুবন্ধ-বিশিষ্ট, আরম্ভযুক্ত।

সানুমৎ (পুং) সানুর্বিদ্যতেঽস্যেতি সানু-মতুপ্। সানুবিশিষ্ট পর্ব্বত।

সানুমান (ত্রি) অনুমানেন সহ বর্ত্তমানঃ। অনুমানের সহিত বর্ত্তমান, অনুমান প্রমাণবিশিষ্ট, যাহা অনুমান প্রমাণ দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে।

সানুমানক (পুং) পুণ্ডরীকবৃক্ষ, পুণ্ডরিয়াগাছ। (বৈদ্যকনি°)

সানুরাগ (ত্রি) অনুরাগের সহিত বর্তমান, অনুরাগযুক্ত, অনুরাগবিশিষ্ট।

সানুরূহ (ত্রি) ১ পর্বতসানুদেশস্থিত। ২ সুতরাং মনোরম। (রামা° ৩।৭৯।৪৪)

সানুবক্রগ (ত্রি) অনুবক্রগতিবিশিষ্ট (গ্রহাদি,) (সূর্যসি° ৫।১৩)

সানুশয় (ত্রি) অনুশয়েন সহ বর্তমানঃ। অনুশয়যুক্ত, অনুশয়ের সহিত বর্তমান, অনুতাপবিশিষ্ট।

সানুষক্ (অব্য°) আনুষক, সাকল্য। "অর্কেষু সানুষগসৎ" (ঋক্ ১।১৭৬।৫) 'সানুষক্ সানুষক্তঃ সাকল্যং' (সায়ণ)

সানুস্থি (পুং) গোত্র প্রবর্তক ঋষিভেদ। (সংস্কারকৌমুদী)

সানুস্বার (ত্রি) অনুস্বারের সহিত বর্তমান। অনুস্বারযুক্ত, সানুস্বার বর্ণ গুরু হয়।

"সানুস্বারশ্চ দীর্ঘশ্চ বিসর্গী চ গুরুর্ভবেৎ।

বর্ণসংযোগপূর্বশ্চ তথা পাদান্তগোহপি বা॥" (ছন্দোমঞ্জরী)

সানূপ (ত্রি) অনূপ, সজল দেশের নাম অনূপ, অনূপের সহিত বর্তমান।

সানেয়িকা (স্ত্রী) সানেয়ী-স্বার্থে কন্। বংশীভেদ, চলিত সানাই।

সানেয়ী (স্ত্রী) বংশী। (শব্দর°)

সান্ত (ত্রি) অন্তের সহিত বর্তমান, অন্তযুক্ত, অন্তবিশিষ্ট।

সান্তক (ত্রি) অন্তকেন সহ বর্তমানঃ। অন্তকযুক্ত, অন্তকবিশিষ্ট, অন্তকের সহিত বর্তমান।

সান্ততিক (ত্রি) সন্ততিসম্বন্ধীয়।

সান্তপন (স্ত্রী) সন্তপতীতি সম্-তপ-ল্যুট্, ততঃ স্বার্থে অণ্। ব্রতবিশেষ, কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্রত। পাপক্ষয়ের জন্য এই ব্রতানুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে। সান্তপন ও মহাসান্তপনভেদে ইহা দুই প্রকার। এই ব্রতানুষ্ঠানপ্রণালী এইরূপ লিখিত আছে যে এক দিন গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত এবং কুশোদক একত্র করিয়া ভোজন করিয়া থাকিবে, তৎপর দিন নিরম্বু উপবাস করিতে হয়, এইরূপ আচরণ করিলে ইহাকে কৃচ্ছ্রসান্তপন কহে।

"গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং দধি সর্পিঃ কুশোদকং।

একরাত্রোপবাসশ্চ কৃচ্ছ্রং সান্তপনং স্মৃতং॥" (মনু ১১।২১৩)

যদি এই সকল দ্রব্য একত্র না করিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ভোজন করা হয় অর্থাৎ প্রথম দিনে কেবল মাত্র গোমূত্র, দ্বিতীয় দিনে গোময়, তৃতীয় দিনে দুগ্ধ, চতুর্থ দিনে দধি, পঞ্চম দিনে ঘৃত এবং ষষ্ঠদিনে কুশোদকপান করিয়া থাকিবে, আর কিছুই ভোজন করিবে না, সপ্তমদিনে নিরম্বু উপবাস এইরূপ করিলে তাহাকে মহাসান্তপন কহে।

"কুশোদকঞ্চ গোক্ষীরং দধি মূত্রং শকৃদ্ঘৃতং।

জগ্ধা পরেঽহ্ন্যুপবসেৎ কৃচ্ছ্রং সান্তপনঞ্চরন্॥

পৃথক্সান্তপনদ্রব্যৈঃ ষড়হঃ সোপবাসিকঃ।

সপ্তাহেন তু কৃচ্ছ্রোঽয়ং মহাসান্তপনং স্মৃতং॥" (মনুটীকায় কুল্লূক)

গরুড়পুরাণে ১০৫ অধ্যায়ে সান্তপনব্রতের বিধানও এইরূপ আছে। মনুতে লিখিত আছে যে যদি কেহ ইচ্ছাপূর্বক জাতিভ্রংশকর পাপানুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে তিনি সপ্তাহ মধ্যে সান্তপন-ব্রতানুষ্ঠান করিবেন, ইহা দ্বারা তাঁহার পাপনাশ হইবে। (ত্রি) ২ সন্তাপক। "সান্তপনা ইদং হবিঃ" (ঋক্ ৭।৫৯।৯)

'সান্তপনাঃ শত্রূণাং সন্তাপকাঃ' (সায়ণ)

সন্তপনশ্চ সূর্যাস্তেদমিতি অণ্। ৩ সূর্য্য সম্বন্ধী।

"সান্তপনশ্চ গৃহমেধী চ" (শুক্লযজুঃ ১৭।৮৫)

'সান্তপনঃ সূর্যাংশসম্বন্ধী স্নাতপনঃ' (বেদদীপ°)

৪ ঋষিভেদ।

সান্তপনায়ন (পুং) সান্তপনের গোত্রাপত্য।

সান্তপনীয় (ত্রি) মরুৎসান্তপনসম্বন্ধীয়। (শতপথব্রা° ২।৫।২।৪)

সান্তর (ত্রি) অন্তরেণ সহ বর্তমানঃ। ১ বিরল, ব্যবধানবিশিষ্ট, তফাৎ। (অটীধর) ২ অন্তরের সহিত বর্তমান, সাবকাশ। ৩ সচ্ছিদ্র, গর্তযুক্ত।

সান্তরতা (স্ত্রী) সান্তরের ভাব বা ধর্ম, যে সকল গুণ থাকিলে জড় বস্তুর পরমাণুসমূহের মধ্যে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অবকাশ বা অন্তর থাকে, তাহাকে সান্তরতা কহে।

সান্তরপ্লুত (স্ত্রী) প্লুত গতিবিশেষ। প্লবের অন্তর অর্থাৎ লম্ফ প্রদানের পর যেরূপ অন্তর গতি তাহার নাম সান্তরপ্লুত।

"প্লবনান্তরিতা গতিঃ" (মহাভারত নীলকণ্ঠ ৭।৪৪৪৪)

সান্তরায় (ত্রি) অন্তরায়েন সহ বর্তমানঃ। অন্তরায়ের সহিত বর্তমান, অন্তরায়যুক্ত, অন্তরায়বিশিষ্ট।

সান্তর্দেশ (ত্রি) অন্তর্দেশেন সহ বর্তমানঃ। অন্তর্দেশের সহিত বর্তমান, মধ্যদেশবিশিষ্ট।

সান্তঃস্থ (ত্রি) অন্তঃস্থ বর্ণযুক্ত। (ঋক্প্রাতি° ১৪।৫)

সান্তান (ত্রি) সন্তান-অণ্। ১ সন্তান সম্বন্ধীয়। ২ পারিজাত-মালা সম্বন্ধীয়।

সান্তানিক (ত্রি) সন্তান জন্য, অপত্যের নিমিত্ত।

"সান্তানিকং যক্ষ্যমাণমধ্বগং সর্ববেদসং।

গুর্বর্থং পিতৃমাত্রর্থং স্বাধ্যায়ার্থ্যুপতাপিনঃ॥" (মনু ১১।১)

২ সন্তান সম্বন্ধীয়।

সান্তাপিক (ত্রি) সন্তাপায় প্রভবতি সন্তাপ (তস্মৈ প্রভবতি সন্তাপাদিভ্যঃ। পা ৫।১।১০১) ইতি ঠঞ্। সন্তাপদায়ক, পীড়াদায়ক।

সান্তাপিন্নী (চান্টাপিল্লী), মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সীর বিজাগা-পাটম্ জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। কোনকপাত্তেন্ট হইতে পাঁচ

মাইল উত্তর পূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ১৮°২´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৩° ৪২´ ০´´ পূঃ। এখানে একটী পর্ব্বতশৈলোপরি একটী লাইট হাউস বা আলোকঘর আছে। বিমলীপত্তন বন্দরে প্রবেশকারী পোতসকলকে সমুদ্রগর্ভস্থ পর্ব্বত হইতে সতর্ক রাখিবার জন্য উহা ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছিল। সমুদ্রগর্ভে ১৪ মাইল দূর হইতে ইহার আলোক দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সান্তাল (সাঁওতাল) পরগণা, বঙ্গদেশের অন্তর্গত ভাগলপুর বিভাগের এলাকাভুক্ত একটী জেলা। এই জেলা ২৩° ৪৮´ ও ২৫° ১৯´ উত্তর অক্ষরেখার এবং ৮৬° ৩০´ ও ৮৭° ৫৮´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমা মধ্যে অবস্থিত। জেলার পরিমাণ ৫৪৫৩ বর্গমাইল। ইহার উত্তরে ভাগলপুর ও পূর্ণিয়া, পূর্ব্বে মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম, দক্ষিণে বর্দ্ধমান ও মানভূম এবং পশ্চিমে হাজারিবাগ ও ভাগলপুর জেলা। জেলার উত্তর ও পূর্ব্ব সীমার কিয়দংশে গঙ্গানদী এবং দক্ষিণ সীমা দিয়া বরাকর ও অজয়নদ প্রবাহিত। এই পরগণার লোকসংখ্যা প্রায় ১৮ লক্ষ। দুমকা সহর ইহার প্রধান শাসনকেন্দ্র বা সদর।

প্রাকৃতিক পরিচয়।—তিন প্রকার বিভিন্ন ভূভাগ এই জেলায় দৃষ্ট হয়। জেলার পূর্ব্বভাগ অত্যন্ত পার্ব্বত্য; গঙ্গা হইতে আরম্ভ করিয়া নূনবিল নদী পর্য্যন্ত প্রায় এক শত মাইল দীর্ঘ একটী পর্ব্বতমালা বিরাজিত আছে। এই শৈলশ্রেণীর পশ্চিমস্থিত ভূমিখণ্ড অতিশয় বন্ধুর; এই ভূভাগের কোন স্থান অত্যন্ত উচ্চ, আবার কোন স্থান বা অতিশয় নিম্ন। তদ্ভিন্ন লুপ লাইনের পার্শ্বস্থিত ভূমিখণ্ড পলিমাটি পূর্ণ থাকিয়া উর্ব্বরা; বন্ধুর প্রদেশের অধিকাংশ স্থলই বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ। জেলার স্থানে স্থানে কয়লার খনি আছে। জেলার সর্ব্বত্রই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল পর্ব্বত প্রায়ই নিবিড় জঙ্গলে আচ্ছাদিত; অধিকাংশই মনুষ্য ও জীবজন্তুর অগম্য। রাজমহলগিরি এই সকল পর্ব্বতের মধ্যে প্রসিদ্ধ। ইহার মৌরী ও সেন্দগরস নামে গিরিশৃঙ্গদ্বয় প্রায় ২০০০ ফিট উচ্চ। নৌকাদি চালনযোগ্য কোন নদী এই জেলায় নাই। এই জেলার প্রায় সকল নদীই হয় গঙ্গায় নতুবা ভাগীরথীতে পড়িতেছে। ইহাদিগের মধ্যে গুমানী, মোরল, বাঁশলোই, ব্রাহ্মণী ও মৌরাক্ষী নদীই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মৌরাক্ষীই এই জেলার সর্ব্বপ্রধান নদী; নূনবিল, অজয় ও বরাকর, মৌরাক্ষীর উপনদী।

এই পরগণা জঙ্গলে পরিপূর্ণ বটে, কিন্তু এই সকল জঙ্গলে ব্যবসায়ের উপযোগী মূল্যবান্ বৃক্ষ সকল অধিক পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। এখানকার বনজাত শালের নির্য্যাস হইতে সাঁওতালেরা ধুনা প্রস্তুত করে এবং পলাশ ও অশ্বথ গাছ হইতে লাক্ষা সংগৃহীত হয়। তদ্ভিন্ন সাঁওতাল ও পাহাড়ীগণ জঙ্গল হইতে তসরগুটি সংগ্রহ করিয়া হাটে বিক্রয় করে। সাবুই ঘাস ও কোঙ্গা (Agave) জঙ্গলে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। সাবুইঘাস কাগজ ও দড়ি প্রস্তুত করিবার জন্য স্থানান্তরে প্রেরিত হয় এবং কোঙ্গা হইতে অতি দৃঢ় ও রেশমের ন্যায় চিক্কণ সূতা তৈয়ার হয়।

সাঁওতাল পরগণায় প্রায় সর্ব্বত্রই কয়লা ও লৌহ পাওয়া যায়। ১৮৫০ খৃঃ অব্দে কাপ্তেন সেরউইল দেওঘর এলাকার মধ্যেও তাম্র ও রৌপ্যের আকর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এখানকার প্রায় সকল জঙ্গলেই ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বন্য বরাহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তু দেখিতে পাওয়া যায়। সময়ে সময়ে নগরেও ইহাদিগের প্রাদুর্ভাব হয়। পূর্ব্বে হস্তী ও গণ্ডার এই পরগণার বন্যভূমিতে বিচরণ করিত, কিন্তু এখন আর তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না।

শাসনপ্রণালী।—বঙ্গদেশের অন্যান্য জেলার শাসনপদ্ধতি হইতে এই জেলার শাসনপদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। মানভূম ও হাজারিবাগ জেলার ন্যায় এই জেলাও নন্‌-রেগুলেটেড্ (Non regulated) প্রদেশ বলিয়া অভিহিত হয়। সেই জন্য এই স্থানের জমি-সংক্রান্ত আইনে এবং দণ্ডবিধিতে কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। এই পরগণার অধিকাংশ অধিবাসীই সাঁওতাল ও পাহাড়ী নামধেয় আদিম অনার্য্যজাতি। ইহাদিগের জাতীয় জীবনের প্রকৃতিগত বৈষম্য লক্ষ্য করিয়া, তাহাদিগের পার্ব্বত্য জীবনানুযায়ী শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য ১৭৮৩ খৃঃ অব্দে ভাগলপুরের কলেক্টর ক্লিভেলাণ্ড সাহেব গবর্মেণ্টকে অনুরোধ করিয়া একটী প্রস্তাব উপস্থিত করেন। তাঁহার পরামর্শানুসারে ১৭৯৩ খৃঃ অব্দের নন্‌-রেগুলেশনপ্রণালী সম্বন্ধীয় বিধি প্রচারিত হয়। ক্লিভেলাণ্ড-প্রবর্ত্তিত শাসনপ্রণালীর ফলে, পাহাড়ী ও হিন্দু জমিদারগণের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হয়; অবশেষে ক্লিভেলাণ্ড গবর্মেণ্টের পক্ষ অবলম্বন করিয়া পার্ব্বত্য ভূমিসমূহ অধিকার করিয়া লইলেন এবং ১৭৯৩ খৃঃ অব্দে এই প্রদেশ হইতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তুলিয়া দেওয়া হইল। তৎপরে ১৮২৩ খৃঃ অব্দে প্রচারিত হইল যে গবর্মেণ্টই এই সকল প্রদেশের ভূস্বামী। এই সময়ে গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক জমি জরিপ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত হয়।

১৮৫৫ খৃঃ অব্দে সাঁওতালগণ গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিয়া এখানে বিদ্রোহ উপস্থিত করে। তাহারা চিরদিনই শান্ত ও নিরীহ জাতি, ব্যবসায় বাণিজ্যের কূটনীতি, জাল জুয়াচুরি তাহারা কখনই বুঝিতে পারে না। মহাজনেরা সাঁওতালদিগকে ক্রমাগত প্রতারিত করিতে আরম্ভ করিল। বহুকাল নীরবে অত্যাচার সহ্য করিয়া নিরীহ সাঁওতালগণ

গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল, কারণ তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে গবর্মেণ্ট ইচ্ছা করিয়া তাহাদিগের অত্যাচার নিবারণ করিতেছেন না। তাই তাহারা গভর্মেণ্টের উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বিদ্রোহ উপস্থিত করিল। বহুতর বিদ্রোহীর প্রাণ বিনাশ করিয়া গবর্মেণ্ট সাঁওতাল বিদ্রোহ দমন করিতে সমর্থ হন। সাঁওতালগণ তাহাদিগের অভাব অভিযোগ সকল গবর্মেণ্টের নিকট জ্ঞাপন করিল এবং তাহারা তাহাদের প্রকৃতি অনুযায়ী শাসনপদ্ধতি লাভ করিল। অতঃপর সাঁওতালগণ অল্প খাজনায় জমিভোগ ও নিজের মদ প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইল।

সাঁওতাল পরগণা ছয়টি মহকুমায় বিভক্ত, (১) দুমকা (২) রাজমহল (৩) দেওঘর (৪) পাকুড় (৫) জামতাড়া ও (৬) গড্ডা। এই জেলার প্রধান শাসনকর্তা ডেপুটী কমিশনার নামে অভিহিত হন। দেওয়ানী ও ফৌজদারী আপিল সকল ভাগলপুরের জজ নিষ্পত্তি করেন। খাস-মহলের রাজস্ব ভাগলপুরের কোষাগারে দাখিল করিতে হয়। এই পরগণার প্রসিদ্ধ নগর—

দেওঘর—ই, আই রেলের কর্ড লাইনের বৈদ্যনাথ জংসন হইতে ৩ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। বার্ণকোম্পানীর রেল লাইন বৈদ্যনাথ-জংসন হইতে দেওঘর পর্য্যন্ত গিয়াছে। দেওঘর হিন্দুর প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। [বৈদ্যনাথ দেখ।]. দেওঘরের জলবায়ু অতি স্বাস্থ্যকর। নানাস্থান হইতে লোকে এই স্থানে স্বাস্থ্য লাভ হেতু বায়ুপরিবর্ত্তন করিতে যায়। দেওঘরের জনসংখ্যা ৮০০।

রাজমহল—গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত। এই রাজমহল মুসলমান শাসনকালে বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল, এখন কেবল মাত্র কতকগুলি কুটীর ও কয়েকটি অট্টালিকা এই স্থানে বিরাজ করিতেছে। রাজমহলের অনতিদূরে প্রাচীন গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। [রাজমহল দেখ।]

সাহেবগঞ্জ গঙ্গাতীরবর্ত্তী ব্যবসায়ের প্রসিদ্ধ কেন্দ্রস্থল; লুপ লাইনের উপর অবস্থিত। ধান, চাল, সরিষা, তসরগুটি, গালা প্রভৃতি দ্রব্য অধিক পরিমাণে এই স্থান হইতে রেলপথে ও জলপথে স্থানান্তরে রপ্তানি হয়। সাহেবগঞ্জের অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৬৫০০।

সাঁওতাল পরগণায় নিম্নলিখিত বিভিন্ন অনার্য্যজাতি বাস করে, (১) ডম বা রাজওয়ার ইহারা অতি নীচশ্রেণীর অনার্য্যজাতি প্রধানতঃ শূকররক্ষকরূপে ইহারা নিযুক্ত হয়। (২) ধাঙ্গর জাতি সম্ভবতঃ ছোটনাগপুরের ওরাও-শ্রেণীভুক্ত। ইহারা সাধারণতঃ কৃষিকর্ম্মে নিযুক্ত থাকে। আজকাল নিম্নবঙ্গে কৃষিকর্ম্মী লোকের বিশেষ অভাব হওয়ায়, ইহাদের মধ্যে অনেকে নিজদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিম্নবঙ্গে আসিয়া সস্ত্রীক বসবাস করিতেছে। (৩) কান্জরজাতি বেদিয়াদিগের ন্যায় প্রায় বারমাস ঘুরিয়া বেড়ায়; ঘাস হইতে দড়ি প্রস্তুত এবং খস্খসের শিকড় উত্তোলন করিয়া টাটী তৈয়ার করাই ইহাদিগের প্রধান কার্য্য। (৪) খরবারজাতি রাজমহল পর্ব্বতেই অধিকাংশ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগের আচার ব্যবহার অনেক পরিমাণে হিন্দুর ন্যায়। (৫) কিসনি বা নাগেশর। (৬) কোলজাতির সংখ্যাও কম নহে। মুণ্ডা, ভূমিজ, হো প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেরাও কোল বলিয়া পরিচিত। ইহারা অন্যান্য আদিম অনার্য্য জাতির ন্যায় বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ নহে। (৭) মাল—অনেকের বিশ্বাস নিম্নবঙ্গের মালজাতি ও সাঁওতাল পরগণার মাল এক শ্রেণীভুক্ত। আবার কেহ বলেন, বাঙ্গালার চণ্ডাল ও সাঁওতালী মাল অভিন্ন জাতি। (৮) নৈয়া—আদমসুমারীর বিবরণীতে লিখিত হইয়াছে যে, এই জাতি পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্মের পৌরোহিত্য করিত, এবং সেই জন্য এখনও ইহারা হিন্দুগণের অস্পৃশ্য। (৯) নট—ইহাদিগের কোন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই, নানা দেশে বাজি ও কৌতুক দেখাইয়া বেড়ায় এবং বাজিকর বলিয়া পরিচয় প্রদান করে। ইহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই কবীরপন্থী, কেহ কেহ মুসলমান বলিয়া পরিচয় দেয়। বেদিয়াগণের ন্যায় ইহারা চৌর্য্যবিদ্যায় সিদ্ধহস্ত। সাধারণ চলিত ভাষা ভিন্ন, বেদিয়াদিগের ন্যায়, ইহাদিগের মধ্যে এক প্রকার গুপ্তভাষা প্রচলিত আছে, ইহারা নিজেদের মধ্যে এই ভাষায় কথোপকথন করে। (১০) পাহাড়ীয়ারা সাঁওতাল পরগণার মধ্যে একটি প্রধান জাতি। (১১) সাঁওতাল বা সান্তাল। [সাঁওতাল দেখ।]

এই পরগণায় হিন্দু ও আদিম অনার্য্যের জনসংখ্যা প্রায় সমান। সমগ্র অধিবাসীর মধ্যে শতকরা ৪১·৬ জন হিন্দু, ৪২ জন অনার্য্য, ৮·৪ জন মুসলমান এবং কেবল মাত্র ·০৩ জন খৃষ্টান।

এই স্থানের প্রাকৃতিক অবস্থা সকল স্থানে সমভাব নহে, তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। তজ্জন্য এই জেলায় ভিন্ন ভিন্ন স্থানের জলবায়ু ও আব্‌হাওয়াতে বিশেষ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। লুপ লাইনের পার্শ্বস্থিত সমতল ভাগের জমি নিম্নবঙ্গের ন্যায় ভিজা ও অস্বাস্থ্যকর। আবার কঙ্করপূর্ণ বন্ধুর ও পার্ব্বত্য প্রদেশসমূহ অতি স্বাস্থ্যকর; কারণ বেহার হইতে উষ্ণ বায়ু আসিয়া এই ভূমিখণ্ডের উপর দিয়া প্রবাহিত হয় এবং ছোটনাগপুরের ন্যায় এই প্রদেশের ভূমিও বেশ শুষ্ক। বারিপাত হইবা মাত্র জমির জল বহির্গত হইয়া যায়, সেই জন্য অধিবাসীদিগকে ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগগ্রস্ত হইতে হয় না। শীতকালে এই সকল স্থানে অত্যন্ত শীত লক্ষিত হয়, আবার গ্রীষ্মকালে ইহার ঠিক বিপরীত অসহ্য গরম পড়ে।

এই জেলার বারিপাতের পরিমাণ নিম্নবঙ্গের অন্যান্য জেলা

অপেক্ষা কম। বৎসরে ৫০ ইঞ্চের অধিক বৃষ্টি হয় না। রাজমহলের পার্ব্বত্য প্রদেশ অতিশয় ম্যালেরিয়া-প্রধান; কিন্তু দেওঘর, মধুপুর, জামতাড়া, শিমুলতলা প্রভৃতি স্থান সকল ম্যালেরিয়া-রোগীর স্বাস্থ্যাবাস বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ। বহুতর লোক অদূর বাঙ্গালাদেশের আশায় এই সকল স্থানে বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে গমন করেন। এই জেলায় উদরাময় এবং অন্যান্য পেটের পীড়ার বিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। সাধারণতঃ সকল লোকেই অনেক সময় পেটের পীড়ায় কষ্ট পায়। সেই জন্য দেওঘর প্রভৃতি স্থান ম্যালেরিয়া, অজীর্ণ প্রভৃতি রোগের পক্ষে বিশেষ স্বাস্থ্যকর হইলেও কোনরূপ পেটের অসুখের পক্ষে এই সকল স্থান স্বাস্থ্যকর নহে। দেওঘরে ও সাহেবগঞ্জে সময়ে সময়ে বিসূচিকা ও বসন্তরোগের প্রাদুর্ভাব হয়।

সান্তালপুর-চাড়চাট, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর গুজরাত বিভাগের পালনপুর শাসনকেন্দ্রের অধীন একটী সামন্তরাজ্য। সান্তালপুর ও চাড়চাট নামক দুইটী উপবিভাগ লইয়া এই রাজ্য গঠিত এবং অনেকগুলি সর্দারের দ্বারা ইহা শাসিত হয়। ইহার উত্তরসীমায় মেরকরা ও সুইগাম্ জমিদারী, পূর্ব্বে জরাহী ও রাধনপুর রাজ্য এবং দক্ষিণে ও পশ্চিমে কচ্ছের রণ প্রদেশ। সান্তালপুর ও চাড়চাট একত্র লইলে দৈর্ঘ্যে ৩১ মাইল ও প্রস্থে ১১ মাইল স্থান অধিকার করে। ভূপরিমাণ ৪৪০ বর্গ মাইল।

এই রাজ্যের সর্ব্বত্রই সমতল। এখানে মাটির মাঝে এক প্রকার লবণ উৎপন্ন হয়। এখানকার মৃত্তিকা কর্দ্দমাক্ত, বালুকাময় ও কৃষ্ণবর্ণ। এই কারণে এখানকার সকল গ্রাম সমধিক উর্ব্বরা নহে। চাষবাসেরও বিশেষ সুবিধা হয় না। সমগ্র প্রদেশে একটী নদীও নাই। মধ্যে মধ্যে বহু পুষ্করিণী দেখা যায়। দুঃখের বিষয় চৈত্রমাসের পর আর তাহাতে জল থাকে না। এই জন্য তদ্দেশবাসীকে ইন্দারা কাটিয়া পানীয়জলের ব্যবস্থা করিতে হয়।

এখানকার সর্দারেরা ঝাড়েজাবংশীয় রাজপুত এবং ঠাকুর উপাধিধারী। তাহারা কচ্ছপ্রদেশের রাও-রাজগণের আত্মীয়। প্রায় চারিশতাব্দী পূর্ব্ব হইতে তাহারা এই স্থান অধিকারপূর্ব্বক শাসন করিয়া আসিতেছে। সান্তালপুর ও চাড়চাটের একত্র রাজস্ব ৩৩৬০০৲ টাকা।

সান্ত্ব, সামযোগ, সান্ত্বন, প্রিয়করণ। অমরচূরাদি' উভয় সকং সেট্। লট্ সান্ত্বয়তি, সান্ত্বয়তে। লুঙ্ অসসান্ত্বৎ-ত। কর্ম্মণি লট্ সান্ত্ব্যতে।

সান্ত্ব (ক্লী) সাম সান্ত্বনে ভাবে ঘঞ্। ১ অত্যর্থ মধুর, অতিশয় মধুর, কর্ণ ও মনের প্রীতিজনক বাক্য, প্রবোধজনক বাক্য। ২ সাম, সন্ধি, যেমন।

"চতুর্থোপায়সাধ্যেতু রিপৌ সান্ত্বমপক্রিয়া।
যেভ্যমামক্তং প্রাজ্ঞঃ কোহদ্ভসা পরিষিঞ্চতি।" (মাঘ ২।৫৪)

৩ দাক্ষিণ্য। (মেদিনী)

সান্ত্বন (ক্লী) সান্ত্ব-ল্যুট্। ১ সামোপায়, সান্ত্বনা, প্রিয়বাক্য দ্বারা প্রবোধ দেওয়া, সমাশ্বাসন, সান্ত্বকরণ। ২ সাম, সন্ধি। ৩ প্রণয়। ৪ সখের সাদরসম্ভাষণ ও কুশলপ্রশ্ন।

সান্ত্বনা (স্ত্রী) সান্ত্ব-যুচ্-টাপ্। ১ সান্ত্বন। ২ প্রণয়।

"প্রণয়ঃ সান্ত্বনা সমা" (জটাধর)

সান্ত্ববাদ (পুং) সান্ত্বক সান্ত্বক বাদঃ কথনং। সান্ত্বনা বাক্য।

সান্ত্বয়িতৃ (ত্রি) সান্ত্ব-ণিচ্-তৃচ্। সান্ত্বনাকারক, যিনি সান্ত্বনা করেন।

সান্দীপনি (পুং) সন্দীপনস্যাপত্যমিতি সন্দীপন-ইঞ্। সন্দীপনের গোত্রাপত্য মুনিবিশেষ। এই মুনি ব্রহ্মের অংশবিশেষ এবং ইনি যোগী ও জ্ঞানীদিগের গুরু।

"বিষ্ণামিত্রঃ শতানন্দো জার্ব্বস্যেবতিনিষ্ঠয়া।
সান্দীপনিস্ত ব্রহ্মাংশো যোগিনাং জ্ঞানিনাং গুরুঃ।"

(ব্রহ্মবৈ' শ্রীকৃষ্ণজ' ৯৯।৩০)

সান্দীপনি মুনি সকল তত্ত্ব ও অখিল বিজ্ঞান অবগত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম এই মুনির শিষ্য। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে কৃষ্ণবলরাম ধনুর্ব্বেদ শিক্ষায় জন্য সান্দীপনির নিকট গমন করেন। মুনিবর তাঁহাদিগকে শিষ্যরূপে প্রাপ্ত হইয়া সরহস্য ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা দেন। ৬৪ দিনে কৃষ্ণবলরাম সমগ্র ধনুর্ব্বেদ আয়ত্ত করেন। সান্দীপনি তাঁহাদের এই অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হন এবং তাঁহাদিগকে মহাপুরুষ বলিয়া স্থির করেন। এইরূপে তাঁহাদের ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা সমাপ্ত হইলে তাঁহারা গুরুদক্ষিণা দিতে চাহিলে সান্দীপনি তাঁহাদের নিকট মৃতপুত্রের পুনর্জ্জীবনদানরূপ গুরুদক্ষিণা প্রার্থনা করেন। তখন রামকৃষ্ণ যমপুরে গমন করিয়া যমকে পরাজয়পূর্ব্বক যমপুরী হইতে পূর্ব্বের আকারবিশিষ্ট ঐ বালককে গ্রহণ করিয়া সান্দীপনি মুনিকে প্রদান করেন। (বিষ্ণুপু' ৫।২১অ°)

বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ, ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রভৃতিতেও এই মুনির বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

সান্দৃষ্টিক (ক্লী) সন্দৃষ্টৌ প্রত্যক্ষে ভবং। ১ সদ্যঃফল, তাৎকালিক ফল। ২ ন্যায়ভেদ, দৃষ্টপরিকল্পনা-ন্যায়। পূর্ব্বে এক বিষয় যেরূপ ভাবে দেখা হইয়াছে, সেইরূপ আর একটী বিষয় দেখিলে, পূর্ব্বদৃষ্টের অনুরূপ ফল কল্পনা করা হইলে এই ন্যায় হয়। "পিতামহদৌহিত্রাভাবে প্রপিতামহপ্রপিতামহ্যোঃ ক্রমেণাধিকারঃ, প্রপিতামহপিতৃত্ব বলিত্বোল্যাবৎ পূর্ব্বোক্ত-সান্দৃষ্টিকন্যায়সিদ্ধত্বাৎ।" (দায়ক্রম')

সান্দ্র (ক্লী) অদি বন্ধনে বাহুলকাৎ রক্, অন্ত্রেণ সহ বর্ত্ততে ইতি। ১ বন। (মেদিনী) অন্ত্রেণ নিবিড়বন্ধনেন সহ বর্ত্ততে ইতি। ২ ঘন, নিবিড়। ৩ প্রবৃদ্ধ। ৪ মৃদু। ৫ স্নিগ্ধ। ৬ মনোজ্ঞ। (শব্দরত্না°) ৭ ভক্ত, বোদ। (বৈদ্যকনি°)

সান্দ্রতা (স্ত্রী) সান্দ্রস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সান্দ্রের ভাব বা ধর্ম্ম, সান্দ্রত্ব, ঘনত্ব, নিবিড়তা।

সান্দ্রপদ (ক্লী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতি চরণে ১১টী করিয়া অক্ষর থাকে। তন্মধ্যে ১, ৭, ৫, ১০ অক্ষর গুরু, অবশিষ্ট বর্ণ লঘু। লক্ষণ "সান্দ্রপদং ভাত্তমগতৈলঘু" (ছন্দোম°) এই ছন্দের প্রয়োগ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না।

সান্দ্রপুষ্প (পুং) সান্দ্রং পুষ্পমস্য। বিভীতক বৃক্ষ, বহেড়া গাছ।

সান্দ্রমণি (পুং) স্ফটিক।

সান্দ্রপ্রসাদমেহ (পুং) মেহরোগভেদ, এই মেহ কফজ। চরকের নিদানস্থানে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে যে, যে মেহরোগে মূত্র কতক ঘন কতক পাতলা হয় এবং পাত্রে ধরিয়া রাখিলে যাহার উপরিভাগ পাতলা এবং নিম্নভাগ ঘন হইয়া থাকে, তাহাকে সান্দ্রপ্রসাদমেহ কহে। শ্লেষ্মা কুপিত হইয়া এই মেহরোগ জন্মে।

"যস্য সংহন্যতে মূত্রং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রসীদতি।
সান্দ্রপ্রসাদমেহীতি তমাহুঃ শ্লেষ্মকোপতঃ॥" (চরক নি° ৪অ°)

সান্দ্রমেহ (পুং) শ্লেষ্মজ মেহরোগবিশেষ। যে মেহরোগে মূত্র কোন পাত্রে ধরিয়া রাখিলে পরে তাহা ঘন হয়, তাহাকে সান্দ্রমেহ কহে। এই মেহরোগেও শ্লেষ্মা কুপিত হইয়া থাকে। যে সকল আহার ও বিহার দ্বারা শ্লেষ্মা, মেদ ও মূত্র বর্দ্ধিত হয়, তৎসমুদয় অত্যাসেবনে শ্লেষ্মা কুপিত হইয়া কফজ মেহরোগ উৎপাদন করে। (চরক নি° ৪ অ°) [মেহরোগ দেখ]

সান্দ্রাবিণ (স্ত্রী) সং-দ্রু (অভিবিধৌ ভাবে ইনুণ্। পা ৩।৩।৪৪) ইতি ইনুণ্। সম্যক্ দ্রব।

সান্ধ (ত্রি) ১ সন্ধিসম্বন্ধীয়, সন্ধিযুক্ত। ২ সন্ধিভেদ। (পা ৪।১।১১২)

সান্ধকার (ত্রি) অন্ধকারযুক্ত। (কালচক্র ৪।১৩১)

সান্ধিক (পুং) সন্ধা মদ্যসন্ধানকরণং শিল্পমস্য, সন্ধা-ঠক্। শৌণ্ডিক, শুঁড়ী। সন্ধিং করোতীতি ঠক্। ২ সন্ধিকর্ত্তা, যিনি সন্ধি করেন।

সান্ধিবিগ্রহিক (পুং) সন্ধি ও বিগ্রহকারক, যিনি সন্ধি ও বিগ্রহ কার্য্য করেন। হিন্দুরাজাদিগের সময়ে এই রাজকীয় পদ বর্ত্তমান Foreign Secretary and Minister for peace and war পদের সমান ছিল।

সান্ধিবেল (ত্রি) সন্ধিবেলা (সন্ধিবেলাদ্যৃতুনক্ষত্রেভ্যোঽণ্। পা ৪।৩।১৬) ইতি অণ্। সন্ধিবেলাভব, যাহা সন্ধিবেলায় হয়।

সান্ধ্য (ত্রি) সন্ধ্যায়াং ভবঃ সন্ধ্যা সন্ধিবেলাদিত্বাৎ অণ্। সন্ধ্যা সম্বন্ধীয়, সন্ধ্যাকালে অনুষ্ঠেয়।

"গুরোঃ সদারস্য নিপীড্য পাদৌ
সমাপ্য সান্ধ্যঞ্চ বিধিং দিলীপঃ।" (রঘু ২।২৩)

সান্ধ্যকুসুমা (স্ত্রী) সান্ধ্যং সন্ধিকালোদ্ভবং কুসুমং যস্যাঃ। ত্রিসন্ধিপুষ্পবৃক্ষ। যে সকল পুষ্পবৃক্ষে ত্রিসন্ধ্যাকালে পুষ্প বিকসিত হয়। (রাজনি°)

সান্নত (ক্লী) সামভেদ।

সান্নত্য (ত্রি) সন্নতির সহিত। "সন্নিমনমিতি সন্নতি ইতি তত্সহ বর্ত্তমানঃ।" হোমাদি সন্নতি হইয়া করিতে হয়।

সান্নহনিক (ত্রি) সন্নহনং প্রয়োজনমস্যেতি, সন্নহনং কবচ প্রয়োজনমিতি ঠক্। সন্নাহবিশিষ্ট, বর্ম্মিত, যিনি আসন্ন বিপদ্ দর্শন করিয়া সৈন্যদিগকে বর্ম্ম পরিধান করিতে আদেশ করেন। ৩ যিনি বর্ম্মবন্ধন করিয়া লইয়া যান।

সান্নায্য (ক্লী) সম্যক্ নীয়তে হোমার্থমিতি সং-নী (পায্য-সান্নায্যেতি। পা ৩।১।১২৯) ইতি সং-নী-ণ্যৎ, আয়াদেশঃ, সমো দীর্ঘশ্চ নিপাত্যতে। হবিঃ। মন্ত্রপূত ঘৃত। হবনীয় আজ্য।

সান্নাহিক (ত্রি) সন্নাহ (তদস্য প্রয়োজনমিতি সন্নাহাদিভ্যঃ। পা ৫।১।১০১) ইতি ঠঞ্। কবচপরিধানকারী, সন্নাহকারী। কবচবন্ধনার্হ, কবচ পরিধানের উপযুক্ত।

"সান্নাহিকো যথা রাজন্ রাজ্যেঽহথ পশুঃ শুচিঃ।"
(ভাগবত ৯।৭।১৪)

'সান্নাহিকঃ কবচবন্ধনার্হঃ' (স্বামী)

সান্নাহুক (ত্রি) সান্নাহিক, কবচবন্ধনার্থ। (ঐত° ব্রা° ৭।১৪)

সান্নিধ্য (ক্লী) সন্নিধিরেব সন্নিধি (চাতুর্বর্ণ্যাদীনাং স্বার্থে উপসংখ্যানং। পা ৫।১।১২৪) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা স্বার্থে ষ্যঞ্। নিকট, সন্নিধান, সামীপ্য। দেবপ্রতিমায় কোন কোন স্থলে দেবতার সান্নিধ্য হয়, তাহার বিষয় শাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে যে, অর্চ্চকের তপোযোগ, অর্থাৎ যিনি পূজা করেন, তাঁহার তপস্যার প্রাবল্য থাকে, এবং অর্চ্চনের অতিশায়ন, যাহা দ্বারা দেবপূজা করা হয়, তাহার যদি কোন অঙ্গের ত্রুটি না হয়, বিম্বের আভিরূপ্য অর্থাৎ প্রতিমা অতি সুন্দর অথচ ধ্যানের সহিত যথাযথভাবে গঠিত হয়, তাহা হইলে সেই স্থলে দেবতার সান্নিধ্য ঘটে। অন্যত্র দেবতার সান্নিধ্য [illegible] না।

"অর্চ্চকস্য তপোযোগাদর্চ্চনস্যাতিশায়নাৎ।
আভিরূপ্যাচ্চ বিম্বানাং দেবঃ সান্নিধ্যমিচ্ছতি।" (তিথিতত্ত্ব)

সান্নিধ্যতা (স্ত্রী) সান্নিধ্যস্য ভাবঃ, তল্-টাপ্। সান্নিধ্যের ভাব বা ধর্ম্ম, সমীপতা, সামীপ্য।

সান্নিপাতিক (ত্রি) সন্নিপাতস্য শমনং কোপনং বা (সন্নি-

পাতাচ্চ। পা ৫।১।৩৮) ইত্যত্র ব্যক্তিকোক্ত্যা স্বার্থে ষ্যঞ্।
সন্নিপাতজ রোগ, তিন দোষের একত্র সম্মিলনকে সন্নিপাত কহে, অতএব এই ত্রিদোষ কুপিত হইয়া যে স্থলে রোগোৎপাদন করে, তাহাকে সান্নিপাতিক কহে। সান্নিপাতিক রোগে ত্রিদোষের সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, এই জন্য সান্নিপাতিক রোগমাত্রই দুঃসাধ্য। সান্নিপাতিক রোগ হইলে যাহাতে ত্রিদোষেরই শান্তি হয়, তাহা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ২ জ্বরভেদ, সান্নিপাতিক জ্বর, এই রোগ অতি দুঃসাধ্য, এই রোগ হইলে এবং এই রোগের সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রোগীর প্রাণনাশ হইয়া থাকে।

[সন্নিপাতশব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।] ৩ ত্রিদোষ সম্বন্ধী।

সান্নিপাতিন্ (ত্রি) সম্যক্‌নিপাতনশীল।

(কাত্যায়নশ্রৌ° ৭।৯।১৩)

সান্নিপাতিকী (স্ত্রী) সন্নিপাতজন্য যোনিরোগ, ত্রিদোষ জন্য যোনিরোগ। যে যোনিরোগে ত্রিদোষ হইতে উৎপন্ন সকল প্রকার যোনিরোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাকে সান্নিপাতিকী কহে। (বাভট উ° ৩৩ অ°) [যোনিরোগ দেখ।]

সান্নিপাত্য (ত্রি) সন্নিপাত্য, সন্নিপাতনযোগ্য।

"ন খলু ন খলু বাণঃ সান্নিপাত্যোঽয়মস্মিন্।
মৃদুনি মৃগশরীরে তুলরাশাবিবাগ্নিঃ ॥" (শকুন্তলা ১ অ°)

সান্নিবেশিক (ত্রি) সন্নিবেশং সমবৈতি (সমবায়ান্ সমবৈতি। পা ৪।৪।৪৩) ইতি ঠক্। সন্নিবেশপ্রাপ্ত।

সান্ন্যাসিক (পুং) সংন্যাসায় প্রয়োজনমস্যেতি ঠক্। সন্ন্যাসী। পর্য্যায় ভিক্ষু, যতি, কর্ম্মন্দী, রক্তবসন, পরিব্রাজক, তাপস, পারাশরী, পারিকাঙ্ক্ষী, মস্করী, পারিরক্ষক। (হেম)

সান্যপুত্র (পুং) বৈদিক আচার্য্যভেদ।

সান্বয় (ত্রি) অন্বয়েন সহ বর্ত্তমানঃ°। অন্বয়ের সহিত বর্ত্তমান, অন্বয়যুক্ত, অন্বয়বিশিষ্ট। ২ বংশবিশিষ্ট। ৩ কারণবিশিষ্ট।

সাপত্ন (পুং) সপত্ন এব স্বার্থে ষ্যঞ্। ১ শত্রু।

(অমরটীকায় রমানাথ)

সপত্ন্যা অপত্যমিতি সপত্নী-ষ্যঞ্। ২ সপত্নীপুত্র।
"পিত্রা সহ বিভক্তা যে সাপত্ন্যা বা সহোদরাঃ।
অবজশ্চ যে তেষাং পিতৃভাগহরাস্তু তে ॥" (দায়তত্ত্ব)
(স্ত্রী) ৩ সপত্নীভাব।

সাপত্নেয় (ত্রি) সাপত্ন, সপত্নীপুত্র। (মনু ৯।১৯৮ কুল্লূক)

সাপত্য (ত্রি) অপত্যেন সহ বর্ত্তমানঃ। অপত্যের সহিত বর্ত্তমান, সন্তানযুক্ত।

সাপদ্ (ত্রি) আপদা সহ বর্ত্তমানঃ। আপদ্‌যুক্ত, আপদ্‌বিশিষ্ট।

সাপদেশ (ত্রি) অপদেশের সহিত বর্ত্তমান, অপমানযুক্ত, সাপমান, অপমানবিশিষ্ট।

সাপরাধ (ত্রি) অপরাধেন সহ বর্ত্তমানঃ। অপরাধবিশিষ্ট, অপরাধী।

সাপহ্নব (ত্রি) ১ অপহ্নবযুক্ত, অপহ্নববিশিষ্ট। ২ অপহ্নুতি, অলঙ্কারবিশিষ্ট। (সাহিত্যদ°)

সাপায় (ত্রি) অপায়েন সহ বর্ত্তমানঃ। অপায়যুক্ত, নাশবিশিষ্ট।

সাপাশ্রয় (পুং) গৃহাবঃপুরস্থ উত্তুঙ্গ ধামের বীথিকা।

(বৃহৎস° ৫৩।২১)

সাপিণ্ড (স্ত্রী) সপিণ্ডস্য ভাবঃ অঞ্। সপিণ্ডতা, সাপিণ্ড্য।

সাপিণ্ড্য (স্ত্রী) সপিণ্ডস্য ভাবঃ সপিণ্ড-ষ্যঞ্। সপিণ্ডতা। শাস্ত্রে সপিণ্ডের এইরূপ বিশেষ বিচার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সাপিণ্ড, সকুল্য ও সমানোদক এই তিন প্রকার জ্ঞাতি। অশৌচগ্রহণ-বিষয়ে সাপিণ্ড জ্ঞাতির পূর্ণাশৌচ, পুরুষের সপ্তমপুরুষ পর্য্যন্ত সাপিণ্ড্য এবং অবিবাহিতা কন্যার তিন পুরুষ পর্য্যন্ত সাপিণ্ড্য।

"লেপভাজশ্চতুর্থাদ্যাঃ পিত্রাদ্যাঃ পিণ্ডভাগিনঃ।
পিণ্ডদঃ সপ্তমস্তেষাং সাপিণ্ড্যং সাপ্তপৌরুষং ॥" (স্মৃতি)

পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ এই তিন পুরুষের শ্রাদ্ধে পিণ্ডদান করিবার বিধান আছে, তদূর্দ্ধ তিন পুরুষ লেপভুক্, অর্থাৎ পিণ্ডদানের পর হস্তে যে পিণ্ডের লেপ থাকে, তাহারা এই লেপভোজনের উপযুক্ত, এই ৬ পুরুষ এবং পিণ্ডদাতা সপ্তম এই সপ্ত পুরুষই সাপিণ্ড্য। ইহার ঊর্দ্ধতন পুরুষ হইতে সপিণ্ডতা নিবৃত্তি হয়। যে সকল জ্ঞাতির সহিত এইরূপ সাপিণ্ড্য সম্বন্ধ আছে, তাহাদের জনন ও মরণে পূর্ণাশৌচ হয়। কন্যাজননে মাত্র ত্রৈপুরুষিক সাপিণ্ড্য বুঝিতে হইবে। কন্যার জন্ম হইলে তিন পুরুষ পর্য্যন্ত পূর্ণাশৌচ, তদূর্দ্ধ পুরুষ সম্বন্ধীয় জ্ঞাতির অশৌচ তিনদিন। ইহা ভিন্ন বিবাহাদি স্থলেও পিতৃসাপিণ্ড্য, মাতৃসাপিণ্ড্য প্রভৃতির বিশেষ বিচার করিয়া কন্যাগ্রহণের উপদেশ আছে। [সপিণ্ড দেখ।]

সাপুয়ামুণ্ডী, উড়িষ্যার খণ্ডপাড়াবিভাগের অন্তর্গত একটী শৈলশৃঙ্গ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৭৭০ ফিট্ উচ্চ। অক্ষা° ২০°১৯´২৮´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫° ৫´২১´´ পূঃ।

সাপুর, বিন্ধ্যপার্শ্বস্থ একটী গণ্ডগ্রাম। (ভবিষ্যব্র°খ° ৮।৬৫)

সাপুর, জিহানাবাদবাসী একজন কবি। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। ভাত্রিজনগরে ইঁহার সমাধিমন্দির বিদ্যমান আছে।

সাপুর ১ম, পারস্যের শাসনীয় বংশীয় দ্বিতীয় নরপতি।

অর্দ্দেশির বাবগানের পুত্র। গ্রীক্ ঐতিহাসিকদিগের নিকট ইনি সাপোর (Sapores) নামে প্রসিদ্ধ। ইনি ২৪০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ঐ সময়ে রোম-সাম্রাজ্যের বাহুবীর্য্য পশ্চিম এসিয়াখণ্ডে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। রাজা সাপুর স্বীয় সেনাবাহিনী লইয়া কএকটী যুদ্ধে রোমসৈন্য পরাজিত

করেন এবং রোমকসম্রাট্ ভ্যালেরিয়ান্ তাঁহার হস্তে বন্দী হন। কিংবদন্তী এই যে, সাপুর রোমসম্রাটের গাত্রচর্ম্ম উন্মোচন করিয়া নিহত করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র হর্ম্মুজ ২৭১খৃষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর পারস্য-রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

সাপ্ত (ত্রি) সপ্তন্ (সপ্তনোহঞ্ছন্দসি। পা ৫।১।৬১) ইতি অঞ্। সপ্ত সংখ্যানিষ্পন্ন বর্গরূপ কর্ম্ম।

"ত্রিরা সাপ্তানি সুন্বতে" (ঋক্ ১।২০।৭)

'সাপ্তানি সপ্ত সংখ্যানিষ্পন্নবর্গরূপাণি কর্ম্মাণি' (সায়ণ) এই শব্দ বেদেই ব্যবহার হয়। কারণ পাণিনির উক্ত সূত্রানুসারে বৈদিক প্রয়োগেই সপ্তন্ শব্দের অঞ্ করিয়া এই পদ নিষ্পন্ন হয়।

সাপ্ততন্তব (পুং) ধর্ম্মসম্প্রদায়বিশেষ। (বামবপ্রভা)

সাপ্ততিক (ত্রি) সপ্ততিসংখ্যার পূরণ।

সাপ্তদশ্য (স্ত্রী) সপ্তদশ সংখ্যা। (ঐতরেয়ব্রা° ১।১)

সাপ্তপদ (ত্রি) সপ্তপদে নিষ্পন্নকারী। সপ্তপদস্থিতিশীল।

সাপ্তপদীন (ক্লী) সপ্তভিঃ পদৈরবাপ্যতে ইতি (সাপ্তপদীনং সখ্যং। পা ৫।২।২২) ইতি খঞ্ প্রত্যয়েন সাধুঃ। সখ্য, বন্ধুত্ব, সাতটী মাত্র কথায় যে বন্ধুত্ব সম্পন্ন হয়।

"যতঃ সতাং সন্নতগাত্রি সঙ্গতং
মনীষিভিঃ সাপ্তপদীনমুচ্যতে ॥" (কুমার ৫।৩৯)

(ত্রি) সপ্তপদ সম্বন্ধী।

সাপ্তপুরুষ (ত্রি) সপ্তপুরুষ সম্বন্ধীয়, সাপিণ্ড।

সাপ্তপৌরুষ (ত্রি) সপ্তপুরুষ সম্বন্ধীয়, সাপিণ্ডজ্ঞাতি।

"পিতৃঃ সপ্তমবোধাং সাপিণ্ডং সাপ্তপৌরুষং ॥" (মৎস্যপুং°)

সাপ্তমিক (ত্রি) সপ্তমীকৃত। সপ্তমদিবসব্যাপ্য।

সাপ্তরথবাহনি (পুং) ঋষিভেদ। (শতপথব্রা° ১০।১।৪।১০)

সাপ্তরাত্রিক (ত্রি) সপ্তরাত্রিকৃত, যাহা সপ্তরাত্র ধরিয়া হয়।

সাপ্তলায়ন (পুং) সপ্তলস্য গোত্রাপত্যং নড়াদিত্বাৎ ফক্। (পা ৪।১।৯৯) সপ্তলের গোত্রাপত্য।

সাপ্তলেয় (ত্রি) সপ্তলসম্বন্ধীয়। (পা° ৪।২।৮০)

সাপ্তি (পুং) সপ্তন্ (বাহ্বাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৯৬) ইতি অপত্যার্থে ইঞ্। সপ্তের গোত্রাপত্য।

সাপ্য (ত্রি) সকলের আশ্রয়ণীয়। "প্রসেনজী সাপ্যহর্ষে ভুজে" (ঋক্ ১০।৪৮।৯) 'সাপ্য সর্ব্বৈরাশ্রয়ণীয়ঃ' (সায়ণ)

সাপ্রায্য (ক্লী) প্রায় সেইরূপ। তুল্যাকৃতি। (শাট্যা ১০।৭।৭)

সাফ (আরবী) পরিষ্কার। আবর্জ্জনা বা ময়লা পরিষ্কার।

সাফল্য (ক্লী) সফলস্য ভাবঃ, সফল-ষ্যঞ্। সফলতা, ফলোৎপত্তি, সফলের ভাব বা ধর্ম্ম। "জিহ্বে শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রং জপ জপ সততং জন্ম সাফল্যমন্ত্রং।" (মুকুন্দমালা ২৯)

যিনি মানবজন্ম পরিগ্রহ করিয়া ভগবদুপাসনা দ্বারা ত্রিতাপরহিত হইয়া জন্ম ও মৃত্যুর হাত হইতে নিষ্কৃতি পান, তাঁহারই জন্ম সাফল্য হইয়াছে, অপরের জন্ম বিফল। মনুতে আছে যে—

"এতদ্ধি জন্মসাফল্যং ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ।
প্রাপ্যৈতৎ কৃতকৃত্যো হি দ্বিজো ভবতি নান্যথা ॥" (মনু ১২।৯৩)

বেদবিহিত কর্ম্ম সকল দুই প্রকার, প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত। প্রবৃত্ত কর্ম্মফলে সুখ ও অভ্যুদয়াদি লাভ হইয়া থাকে এবং নিবৃত্ত কর্ম্মফলে মোক্ষ লাভ হয়। ইহলোক বা পরলোকে কামনা করিয়া যে কর্ম্ম করা যায়, তাহাকে প্রবৃত্ত, কিন্তু জ্ঞানপূর্ব্বক নিষ্কাম ভাবে যে কর্ম্ম করা হয়, তাহাকে নিবৃত্ত কর্ম্ম কহে। এই নিবৃত্ত কর্ম্মই জন্মসাফল্যের কারণ, দ্বিজাতিগণ এই নিবৃত্ত কর্ম্মের সম্যক্ অনুষ্ঠান করিয়া জন্মের সাফল্যলাভ এবং কৃতকৃত্য হন।

সাফিনামা (পারসী) মুক্তিপত্র। ত্যাগপত্র।

সাবাধ (ত্রি) পীড়িত। অসুস্থ। (শকুন্তলা)

সাব্দী (স্ত্রী) দ্রাক্ষাবিশেষ।

সাব্রহ্মচার (ক্লী) সব্রহ্মচারিণো ভাবঃ অণ্, ইনো লোপঃ। (পা ৫।১।১৩০) সব্রহ্মচারীর ভাব বা ধর্ম্ম।

সাভাপত (পুং) সভাপতেরপত্যং (অশ্বপত্যাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৮৪) ইতি অণ্। ১ সভাপতির অপত্য। (ত্রি) ২ সভাপতিসম্বন্ধীয়।

সাভার, পূর্ব্ববঙ্গে ঢাকানগরীর উত্তর-পশ্চিমে ১০ মাইল দূরে ধলেশ্বরীর তীরে এই গ্রাম অবস্থিত। অক্ষা° ২৩° ৫০´৫৫´´ উঃ, দ্রাঘি° ৯০°১৭´১০´´ পূঃ। ইহা এককালে পালরাজাদিগের রাজধানী ছিল। যে সময় সেন-বংশীয় রাজগণ বিক্রমপুরের অন্তর্গত রামপাল হইতে রাজ্যশাসন করিতেছিলেন, তাহার কিছু পূর্ব্ব হইতে পালরাজগণ বিক্রমণিপুর হইতে মাণিকগঞ্জের অন্তর্গত দালোড়া পর্য্যন্ত ভূভাগে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই ভূভাগের রাজধানী সাভারে এখনও পালরাজাদিগের প্রাসাদের বহুচিহ্ন বিদ্যমান। সম্প্রতি তথায় নানা প্রকার কারুকার্য্যসমন্বিত বুদ্ধমূর্ত্তিশোভিত তোরণের ভগ্নাংশ আবিষ্কৃত হইয়াছে। বহুসংখ্যক বৌদ্ধস্তূপ এখনও সাভারের চতুর্দ্দিকে পরিদৃষ্ট হয়। যশোপাল নামক রাজার প্রতিষ্ঠিত দেববিগ্রহ এখন বামরাই গ্রামে বিদ্যমান। এই মূর্ত্তি এখন যশোমাধব নামে পরিচিত। কিন্তু চতুর্ভুজ মূর্ত্তির দুইহস্তের নিম্নে দুইটী প্রকাণ্ড সর্প দৃষ্ট হয়। উহা বিষ্ণুমূর্ত্তির অঙ্গীয় বলিয়া মনে হয় না। রাজা হরিশ্চন্দ্রপালের অনেক কীর্ত্তি সাভারে রহিয়াছে। তাঁহার গড় ও প্রাসাদের অংশ জঙ্গলে আবৃত। এক সময়ে দালোড়ার দত্তবংশীয় কর্ণধী সাভার অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু তখন সাভারের বিশেষ গৌরব কিছুই ছিল না; এখনও কর্ণধীর গড় তথায় দৃষ্ট হয়। সাভার হইতে অনেক প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে

এবং তথাকার অধিবাসিগণ সময়ে সময়ে ভূপ্রোথিত অনেক অর্থ দৈবক্রমে লাভ করিয়াছে, এইরূপ জনশ্রুতি আছে। এই স্থানে যে সকল স্তূপের নিদর্শন রহিয়াছে তাহা সাভারের উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত ভাওয়ালের উপান্ত পর্য্যন্ত বিচ্ছিন্নভাবে নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল স্তূপ খনন করিলে নানা প্রকার ঐতিহাসিক তথ্যের উদ্ধার হইতে পারে। হরিশ্চন্দ্রের রাজপ্রাসাদের একটী প্রকোষ্ঠে একটী সিন্দুকে কতকগুলি উৎকৃষ্ট বেনারসী সাড়ী পাওয়া গিয়াছিল। বলা বাহুল্য অঙ্গুলি-স্পর্শ মাত্র সেগুলি চূর্ণ হইয়া যায়। রাজপ্রাসাদের অবস্থান এবং নানা প্রকার অবস্থা পর্য্যালোচন করিলে, এই মনে হয় যে যাঁহারা এই পুরী ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ইহাতে বাস করেন নাই; সুতরাং এখনও অযত্নভাবে নানা প্রকার বহুমূল্য দ্রব্যাদি এই স্থানের সর্ব্বত্র পড়িয়া রহিয়াছে।

সাভারের প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় সুন্দর। ইহার পার্শ্বদিয়ে ধলেশ্বরী নদী প্রখরশক্তিশালিনী। বায়ু প্রবাহিত না হইলেও সমুদ্রের ন্যায় এই স্থানে নদীর উত্তাল তরঙ্গমালা নাবিকের ভীতি উৎপাদন করে। ধলেশ্বরীর এরূপ ভীষণ দৃশ্য আর কুত্রাপি নাই। লোকের বিশ্বাস, এই স্থানে নদী অতলস্পর্শ। বর্ষার সময়ে বহু নৌকা সামান্য ঝড়ে সাভারের নিকট নিমজ্জিত হইয়া থাকে। কিন্তু ভীষণ তরঙ্গরাশি নদীতীর কিছুমাত্র নষ্ট করিতে পারে না। দূর হইতে মনে হয় দৃঢ়প্রাচীরে তীর সুরক্ষিত; কিন্তু সেই প্রাচীর স্বাভাবিক সিন্দুরবর্ণ প্রস্তরকঠিন মৃত্তিকায় সংগঠিত; তদুপরি কেবলমাত্র স্থানে স্থানে নারিকেল বৃক্ষ দণ্ডায়মান হইয়া সিন্দুরাভতীরদেশকে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ের কিছু পূর্ব্বে সাভারে সাহা-বণিক্কুলসম্ভূত স্বর্গীয় গুরুচরণ কবিরাজ চিকিৎসা ব্যবসায়ে অসাধারণ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া সাভারকে পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্র সুপরিচিত করিয়াছিলেন। পালরাজগণের শেষ রাজধানীর উক্ত বণিক্-চিকিৎসক এই স্থানের পূর্ব্ব গৌরব যেন কথঞ্চিৎ জাগাইয়া গিয়াছেন।

এখানে ডাকঘর, সব্‌রেজেষ্টরী আফিস, পুলিসের থানা ও ষ্টিমার ষ্টেশন, এ ছাড়া কার্পাসবস্ত্র ও লৌহের কারবার আছে।

সাভিপ্রায় (ত্রি) অভিপ্রায়েণ সহ বর্ত্তমানঃ। অভিলাষযুক্ত, অভিপ্রায়বিশিষ্ট।

সাভিধান (ত্রি) অভিধানেন সহ বর্ত্তমানঃ। অভিধানযুক্ত, অভিধানবিশিষ্ট।

সাভিলাষ (ত্রি) অভিলাষের সহিত বর্ত্তমান, অভিলাষযুক্ত।

"মানুষা মনুজব্যাঘ্র সাভিলাষাঃ সুতান্ প্রতি।
লোভাৎ প্রত্যুপকারায় নম্বেতে কিং ন পশ্যসি॥"(চণ্ডী ১অ°)

মনুষ্য, পশু পক্ষী প্রভৃতি সকল প্রাণীই পুত্রের প্রতি অভিলাষবিশিষ্ট। এই অভিলাষ জীবের স্বাভাবিক।

সাভ্যসূয় (ত্রি) অভ্যসূয়ার সহিত বর্ত্তমান, অসূয়াবিশিষ্ট, অসূয়া-পরবশ, যাহারা লোকের গুণে দোষাবিষ্কার করেন।

সাভ্যাস (ত্রি) অভ্যাসের সহিত বর্ত্তমান, অভ্যাসযুক্ত, অভ্যাস-বিশিষ্ট, যাহাদের বেশ অভ্যাস আছে।

সাভ্রাম্বিকা (স্ত্রী) ছন্দোভেদ।

সাভ্রমতী (স্ত্রী) নদীভেদ। (শব্দরত্না°)

সাম, সাম্ন, প্রিয়করণ। অদন্ত চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ সাময়তি। লোট্ সাময়তু। লিট্ সাময়াঞ্চকার, লিটে কৃ, ভূ ও অস্ ধাতুর অনুপ্রয়োগ হয়। চকার, বভূব, আস, ইত্যাদি বিভক্তির অনুযোগে অনুপ্রয়োগ সকল হইবে।

সাম (স্ত্রী) সমস্যের স্বার্থে অণ্। সমস্যার্থ। (কাত্যা° শ্রৌ°)

সামক (স্ত্রী) সমস্যের সামং অণ্, ততঃ স্বার্থে কন্। মূলধন, আসলটাকা, যে টাকা প্রথমে ঋণ গ্রহণ করা হয়। "বৃদ্ধিমাত্রাপাকরণার্থেন্দ্র বন্ধকং সামকং দত্তাম্ সাদৃশী সমং মূল্যাং সমস্যের সামকং" (মিতাক্ষরা ২।৭৪)

(পুং) সমতীতি সম অবৈকল্যে ণ্বুল্। ২ তর্ক্কুশাণ, চলিত টেকোর বাটুল। (ত্রিকাণ্ড) ৩ শাণপাথর। সাম অধীতে বেদ বা সামন্ (ক্রমাদিভ্যো বুন্। ৪।২।৬১) ইতি বুন্। (ত্রি) ৪ সামবেদাভিজ্ঞ। ৫ সামবেদাধ্যয়নকারী।

সামকারিন্ (ত্রি) সাম করোতীতি কৃ-ণিনি। ১ সামব্যবহারী। (স্ত্রী) ২ সামভেদ।

সামগ (পুং) সাম গায়তীতি গৈ শব্দে টক্। ১ সামবেদী-ব্রাহ্মণ, সামগান ইঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য, এইজন্য সামগশব্দে সামবেদীব্রাহ্মণদিগকে বুঝায়। (জটাধর) ২ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৭৫) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন যে, আমি বেদের মধ্যে সাম।

"বেদানাং সামবেদোঽস্মি" (গীতা ১০ অ°)

(ত্রি) ৩ সামবেদজ্ঞ, সামবেদপাঠক, যিনি সামবেদ গান করেন।

সামগণ (পুং) সামভেদ।

সামগর্ভ (পুং) সাম গর্ভে যস্য। বিষ্ণু। (শব্দরত্না°)

সামগান (পুং) সাম গানং যস্য। ১ সামগ, সামবেদীব্রাহ্মণ। (স্ত্রী) ২ সামবেদগান। সামগগণ সামবেদ গান করিয়াছেন। ৩ সামভেদ।

সামগায় (পুং) সামগান, সামবেদগান।

"যথা বিধানেন পঠন্ সামগায়মবিচ্যুতং।" (যাজ্ঞবল্ক্য ৩।১১২)

'সাম্নো গানাত্মকত্বেঽপি গায়মিতি বিশেষেণ গতিসমবায়ান্-সাধং' (মিতাক্ষরা)

সামগির (ত্রি) মিষ্টবাক্য। মিষ্টবাক্যযুক্ত।

সামগী (স্ত্রী) সাম গায়তীতি গৈ-টক্, ঙীপ্। সামগব্রাহ্মণ-পত্নী, সামগস্ত্রী।

সামগীত (ক্লী) গৈ ভাবে ক্ত, সাম্নঃ গীতং গানং। সামগান।

সামগ্রী (স্ত্রী) সমগ্রস্য ভাবঃ ষ্যঞ্, অভিধানাৎ স্ত্রীত্বং, ঙীষ্, কলাপঃ। কারণসমূহ। কারণকলাপ।

"সামগ্রী চেৎ ফলবিরহো ব্যাপ্তিঃ কেবেতি তত্ত্বং।" (পদাঙ্কদূত)

২ দ্রব্য, বস্তু।

"একোদ্দিষ্টং কর্ত্তব্যং পাকেনৈব সদা স্বয়ং।

অভাবে পাকপাত্রাণাং তদহঃ সমুপোষণং॥

ইতি লঘুহারীতবচনাৎ পাকপাত্রাভাবঃ পাকসামগ্র্যাভাব-লক্ষণং" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

সামগ্র্য (ক্লী) সমগ্রস্য ভাবঃ সমগ্র-ষ্যঞ্। ১ সমুদায়, সকল। ২ অস্ত্রাদি। ৩ ভাণ্ডার।

সামজ (ত্রি) সাম্নঃ সামবেদাৎ জায়তে ইতি জন-ড। ১ সামবেদ-জাত। (পুং) ২ হস্তী। (মেদিনী) ব্রহ্মা যখন সামবেদ গান করেন, তখন হস্তীদিগের উৎপত্তি হয়, এই জন্য সামজ শব্দে হস্তীকে বুঝায়।

"নানাবিধাবিষ্কৃতসামজস্বরঃ সহস্রবর্ত্মা চপলৈর্দুরাসদঃ।

গতাগতৈঃ শিষ্টিতয়া সমানতাং স সামবেদস্য দধৌ দধোধিকঃ॥"

(মাঘ ১২।১১)

সামঞ্জস্য (ক্লী) সমঞ্জসস্য ভাবঃ সমঞ্জস-ষ্যঞ্। ঔচিত্য, উপ-যুক্ততা, সমীচীনতা, উৎকর্ষ, মিল।

সামতন্ত্র (ক্লী) সামবেদ।

সামতস্ (অব্য) সামন্-তসিল্। সামবিষয়ে, সাম হইতে।

সামতেজস্ (ত্রি) সামস্বরূপ তেজোবিশিষ্ট। (অথর্ব ১০।৫।২৮)

সামত্ব (ক্লী) সাম্নঃ ভাবঃ ত্ব। সামের ভাব বা ধর্ম্ম, সামতা।

সামন্ (ক্লী) শুক্তি ছিনত্তি দুঃখং গেয়ত্বাৎ ভক্তি দুঃখমিতি বৃত্ত-ধ্যেয়ত্বাদিতি বা সো (সাতিভ্যাং মনিন্ মনিণৌ। উণ্ ৪।১৫২) ইতি মনিন্। সামবেদ। জৈমিনি ইহার লক্ষণ এইরূপ করিয়াছেন যে "গীতেষু সামাখ্যা" (জৈমিনি) গীয়মান মন্ত্রের নাম সাম, যজ্ঞে যে সকল মন্ত্র গান করিবার বিধান আছে, তাহাকে সাম কহে।

২ চারি বেদের অন্তর্গত বেদবিশেষ। সাম, ঋক্, যজুঃ ও অথর্ব্ব এই চারি বেদ। বেদের মধ্যে সাম তৃতীয়, এই বেদের শাখা সহস্র। প্রত্যেক বেদ হইতেই ভিন্ন ভিন্ন উপনিষদ্‌সকল হইয়াছে। ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষদ্ সামবেদ হইতে উৎপন্ন।

সামবেদধ্বনি শ্রবণ করিয়া অন্যবেদ অধ্যয়ন করিতে নাই।

"সামধ্বনাবৃগ্যজুষী নাধীয়ীত কদাচন।

বেদস্যাধীত্য বাপ্যন্তমারণ্যকমধীত্য চ॥

ঋগ্বেদো দেবদৈবত্যো যজুর্বেদস্তু মানুষঃ।

সামবেদঃ স্মৃতঃ পিত্র্যস্তস্মাত্তস্যাশুচির্ধ্বনিঃ॥" (মনু ৪।১২৩-২৪)

যে স্থলে সামবেদের অধ্যয়ন ধ্বনি বিদ্যমান থাকে, তথায় ঋক্ বা যজুঃ অধ্যয়ন করিবে না। কিম্বা একবেদ সমাপনান্তে আরণ্যক বা উপনিষদ্ অধ্যয়ন করিয়া সেই দিবারাত্রির মধ্যে অন্যবেদ অধ্যয়ন করা উচিত নয়। ঋগ্বেদ দেবদৈবত্য, অর্থাৎ ইহাতে দেবতাদিগের স্তুতিই প্রধান ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। যজুর্ব্বেদ মানুষদৈবত্য অর্থাৎ মানবদিগের কর্ম্মকাণ্ডই যজুর্ব্বেদের প্রধান বিষয়। সামবেদ পিতৃদেবতাক, অর্থাৎ পিতৃলোকের মাহাত্ম্যই সামবেদের মুখ্যবিষয়, এই কারণ সামবেদের ধ্বনি যজুঃ ও ঋক্‌বেদের ধ্বনির নিকট অশুচির ন্যায় প্রতিভাত হয়। বেদ-পাঠ করিবার কালে বেদের আদ্যন্ত প্রণব, ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী পাঠ না করিয়া কদাপি বেদপাঠ করিবে না।

বৈদিকগণের নিকট সামশ্রুতি মধ্যে গণ্য।

সায়ণাচার্য্য সামবেদভাষ্যের অবতরণিকায় সামলক্ষণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ত্বাৎ।

মন্ত্রবিশেষানামৃগ্‌যজুঃসামরূপাণাং লক্ষণানি জৈমিনিনাভিহিতানি। তেষামৃক্‌ যত্রার্থবশেন পাদব্যবস্থা (৩৫) গীতিষু সামাখ্যা (৩৬) শেষে যজুঃ শব্দঃ (৩৭) ইতি। তদেতদ্যাজ্ঞিকেভ্যঃ অভি-যুক্তং—ঋক্‌সামযজুষাং লক্ষণসাঙ্কর্য্যমিতি শঙ্কিতে। পাদস্থ গীতিঃ প্রশ্লিষ্ট পাঠ ইত্যসাধারণম্। ইত্যাদ্যনন্তরং—'অহে বুধ্নিয়। মন্ত্রং মে গোপায় যমৃষয়স্ত্রৈ-বিদা বিদুঃ। ঋচঃ সামানি যজুংষি' ইতি। তান্ বেদান্ ত্রিবিধানিতি ত্রিবিধাঃ ত্রিবিধাঃ সর্বদেবেষ্বপ্যবান্তরবিভাগেন চ ঋক্ সামযজুরাদিলক্ষণেন ত্রিবিধাঃ তং গোপায়েতি যোজনা। তত্র ত্রিবিধানামৃক্‌সামযজুষাং ব্যবস্থিতং লক্ষণং নাস্তি, কুতঃ?"

অর্থাৎ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এই দুই প্রকার বেদভাগ স্বীকৃত হইয়াছে। মহর্ষি জৈমিনি (তাঁহার মীমাংসাসূত্রে) ঋক্, যজু ও সামরূপ মন্ত্রবিশেষ স্বীকার করিয়া এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন—যে যে মন্ত্রের যেখানে অর্থবশে পাদব্যবস্থা বা পদ্য বলিয়া জানিবে, সেই গুলি ঋক্, গীতরূপে যে সকল মন্ত্র নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাই সাম, ইহা ছাড়া অবশিষ্ট মন্ত্রগুলি যজুঃ শব্দবাচী। জৈমিনীয় ন্যায়মালা-বিস্তরে এ সম্বন্ধে স্পষ্ট করা হইয়াছে—সকল বেদের মধ্যেই ঋক্, যজু ও সাম-লক্ষণাত্মক মন্ত্র আছে, এই সঙ্করদোষ কিরূপে খণ্ডন করা যায়? (তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে ১।২।২৬) এইরূপ শ্রুতি আছে—'হে অহে বুধ্নিয়! যে মন্ত্রভাগকে ঋষিগণ ঋক্, সাম ও যজুর্ভেদে ত্রিবিধ বলিয়া থাকেন, তাহা রক্ষা কর।' ইহাতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে মন্ত্রভাগ ত্রিবিধ, কিন্তু তন্মধ্যে কোন্ মন্ত্রটী ঋক্, কোন্‌টী সাম ও কোন্‌টীই বা যজুঃ তাহা জানিবার উপায় নাই। এ জন্য ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য সামলক্ষণ বুঝাই

বার বহু সবিস্তার আলোচনা করিয়াছেন, বাহুল্য ভয়ে তাঁহার অভিপ্রায়ের সারাংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

"ইদানীং যজুর্ব্বেদ বলিয়া প্রসিদ্ধ গ্রন্থ মধ্যেও—"এতৎ সাম গায়ন্নাস্তে" (তৈত্তি' ৩।১০।৫।১) এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া যজুর্ব্বেদে কিছু সামও স্বীকৃত হইয়াছে। আবার সামবেদেও "অক্ষিতমসি অচ্যুতমসি প্রাণসংশিতমসি" (ছা°ব্রা° ৩।১৭) ইত্যাদি যজুর্মন্ত্র দৃষ্ট হয় এবং গীয়মান সামসমূহের আশ্রয় ঋক্‌গুলিও সমস্তই সামবেদে গৃহীত হইয়াছে। তবে কি ঋগাদির স্বতন্ত্র লক্ষণ নাই? তদুত্তরে জৈমিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"তেষামৃগ্‌যত্রার্থবশেন পাদব্যবস্থা।" (মী° সূ° ২।১।৩৫)
"গীতিষু সামাখ্যা।" (মী° সূ° ২।১।৩৬)
"শেষে যজুঃশব্দঃ" (২।১।৩৭)

অর্থাৎ পাদবদ্ধ ও অর্থযুক্ত ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রগুলিই ঋক্। গীতিরূপে রচিত মন্ত্রগুলিই সাম এবং ছন্দঃ ও গীতবর্জ্জিত গদ্য মন্ত্রগুলিই যজুঃ। সাম গীতিতে রচিত ইহা সুস্পষ্ট বুঝাইবার জন্য ন্যায়বিস্তরগ্রন্থে (৭।২) এইরূপে 'রথন্তর' শব্দ আলোচিত হইয়াছে—

কবতী ঋক্‌তে রথন্তর সাম গান করিতে হয়। এখানে সহসা এই সন্দেহ হয় "কয়া নশ্চিত্র আভুব" ইত্যাদি তিনটী ঋক্‌কেই কবতী কহে, এই তিনটী ঋক্‌ই স্বর ও স্তোভাদির যোগে গীত হইলেই তাহাকে 'বামদেব্য' সাম বলা হয়। (উ° গা° ১।১।১৫) এদিকে "অভিত্বা শূর নো নুমঃ" (ছ° আ° ৩।১।৫।১) এই ঋক্‌টী স্বরাদি যোগে গীত হইয়া রথন্তর সাম নামে প্রসিদ্ধ (আ° গা° ২।১।২১)। রথন্তর সাম গান কর বলিলে ঐটীই পাঠ করিতে হয়। এরূপ স্থলে রথন্তর বলিলে, স্বরস্তোভাদি যুক্ত "অভিত্বা-শূর নো নুমঃ" এই ঋক্‌টী অথবা কেবল কি স্বরস্তোভাদি বুঝিব? স্বরস্তোভাদিযুক্ত এই ঋক্‌টীই রথন্তর বলিয়া বুঝিতে হইবে। "অভিত্বা" ঋক্‌টী যেরূপ স্বরস্তোভে গীত করিবার বিধি আছে, এবং তাহাই রথন্তর সাম বলিয়া প্রসিদ্ধ, কবতী ঋক্‌গুলিও সেইরূপ রথন্তরীয় স্বরস্তোভাদিযুক্ত করিয়া গান করিবে, ইহাই অভিপ্রায়। সাম, বৃহৎসাম ও রথন্তর সাম বলিলে সেই সেই স্বর বুঝিতে হইবে; যে কোন মন্ত্রকে আশ্রয় করিয়া হউক সেই স্বরটী গাইলেই সেই সামগান সিদ্ধ হইবে।

সামগান আবার তাহার আশ্রয় স্বরূপ ঋচাদির অক্ষর সকলে ক্রুষ্ট প্রভৃতি সপ্তস্বর ও অক্ষরবিকারাদি দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। ক্রুষ্ট, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রধানতঃ এই সপ্তস্বর। ইহারই আবার উচ্চারণ অনুসারে নানা প্রকারে বিভিন্ন হয়। ছান্দোগ্যোপনিষদে তাই স্বরই সামের গতি বা উপায় বলিয়া কীর্ত্তিত।

কেবল স্বর বোধ হইলেই সামগান সম্পন্ন হইবার নহে, সেই সঙ্গে কোন্ স্থানে কিরূপ অক্ষরে বিকারাদি হইবে, তাহাও জানা আবশ্যক। তাই মীমাংসাসূত্রভাষ্যে শবরস্বামী লিখিয়াছেন—

"গীতির্নাম ক্রিয়া হ্যভ্যন্তরপ্রযত্নজনিতা, স্বরবিশেষাণামভিব্যঞ্জিকা, সামশব্দাভিলাপ্যা, সা নিয়তপ্রমাণা ঋচি গীয়তে। তৎসম্পাদনার্থোঽক্ষরবিকারো বিশ্লেষো বিকর্ষণমভ্যাসো বিরামঃ স্তোভ ইত্যেবমাদয়ঃ সর্ব্বে সামবেদে সমাম্নায়ন্তে।" (মী°সূ°ভা° ৯।২।২৭)

আভ্যন্তর প্রযত্নজন্য ক্রিয়া বিশেষই গীতি, তাহাই বৃহৎ রথন্তর প্রভৃতি বিবিধ স্বরের অভিব্যঞ্জক, তাহাই সাম বলিয়া অভিহিত এবং মিতাক্ষরাদি নিয়মে গ্রথিত ঋক্ (পদ্য) অবলম্বনে গীত হইয়া থাকে। কেবল স্বরই এই গীতির সম্পাদক নহে, ঋক্-সমূহের কোথায় অক্ষরবিকার, কোথায় বিশ্লেষ, কোথায় বা বিকর্ষণ, কোথায় অভ্যাস ও বিরাম হইবে, এ ছাড়া স্তোভসাধন ইত্যাদি সমস্তই সামবেদে উক্ত আছে। ছান্দোগ্য তলবকার প্রভৃতি শাখা ভেদে এক একটী সামও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে গীত হইয়া থাকে।

স্তোভই প্রধান সামাঙ্গ। স্তোভ কাহাকে বলে? এ সম্বন্ধে ন্যায়বিস্তরকার যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। কোন ঋগংশ বিকৃত হইলে তাহাকে স্তোভ বলা যায় না, তাহা হইলে "অগ্ন আয়াহি" ইত্যাদি মন্ত্রে গীত সামে প্রথমতঃ অকারের স্থানে যে ওকার শুনা যায়, তাহাকেও স্তোভ বলিতে হয়, বাস্তবিক উহা স্তোভ নহে 'অক্ষরবিকার' মাত্র। এইরূপ ঋকের মধ্যে বর্ণ বা পদের আধিক্যও স্তোভের লক্ষণ নহে, যেমন "পিবা সোমমিন্দ্র মন্দতু ত্বা" (ছ° আ° ৫।১।১।৮) এই ঋকের গানকালে 'ঋতুথা' প্রভৃতি কএকটী অংশ দ্বিবার গীত হইয়া থাকে। (গে° গা° ১০।২।৩)। এরূপ একাধিক বার গীতকে 'অভ্যাস' বলা যায়। ইহাও স্তোভ নহে। ঋকের বর্ণ বিকৃত হইয়া রূপান্তরিত না হইয়াও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেই সেই বর্দ্ধিত বর্ণকে বা বর্ণগুলিকে 'স্তোভ' কহে। স্তোভও আবার দুই প্রকার পদস্তোভ ও বাক্যস্তোভ। সেই ঋক্ হইতে অতিরিক্ত অথচ ঋগংশরূপে ঋকের মধ্যে বা পৃথক্ আশ্রয় রূপেই গীতপদ বা পদাবলিকে পদস্তোভ ও ঐ রূপ বাক্যাবলিকে বাক্যস্তোভ কহে। পদস্তোভ শতধা ও বাক্যস্তোভ সহস্র প্রকার।

যেরূপ অক্ষরবিকারাদি ও স্তোভযোগ সামগীতির হেতু, সেইরূপ বর্ণলোপও অন্যতম কারণ। যেমন জ্যোতিষ্টোমে বিধি আছে, "যজ্ঞায়জ্ঞা বো অগ্নয়ে গিরা গিরা চ দক্ষসে" ইত্যাদি ঋগ্ উৎপন্ন সামদ্বারা স্তব করিবে। 'যজ্ঞায়জ্ঞা' ঋক্‌টীতে গিরাপদ আছে; যোনিগান* গ্রন্থে ঐ ঋগ্‌জনক সামে 'গিরা' স্থানে

* গেয় ও আরণ্য এবং উহ উহ্য নামক সামগ্রন্থ 'যোনিগান' নামে অভিহিত।

অক্ষরবিকৃতি ও আগম করিয়া 'গায়িয়া' গীত হইয়া থাকে। এদিকে তাণ্ড্যব্রাহ্মণে বিধি আছে—গিরাকে ইরা করিয়া অর্থাৎ, গলোপ করিয়া জ্যোতিষ্টোমে গান করিবে। এখন কথা এই যোনিগান ও তাণ্ড্যব্রাহ্মণ উভয়ই বেদ, কোন্‌টী গ্রাহ্য? তাণ্ড্যব্রাহ্মণে আরও দেখা যায় যে 'গিরা গিরা' বলিবে না, গিরা গিরা বলিলে উদ্গাতা আপনারই গিরণ করিবে।' (৮।৬) সুতরাং এটী বিশেষ বিধি মানিতেই হইবে। এই কারণ জ্যোতিষ্টোমে 'গিরা' শব্দটী গায়িয়া, পরে ঐ গায়িয়ার গ লোপ করিয়া "আইয়া" রূপে জ্যোতিষ্টোমে গীত হইবে।

এইরূপে সায়ণাচার্য্য সামভাষ্যোপক্রমণিকায় সামবেদসম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছেন। সামমন্ত্রেই দেবতাগণের স্তব করিবার বিধান থাকায় নানা শাস্ত্রে সামবেদের প্রাধান্য সূচিত হইয়াছে। অপরাপর বেদের ন্যায় সামবেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ব্যতীত আরণ্যক, উপনিষদ্, শ্রৌতসূত্র, কল্পসূত্র, প্রাতিশাখ্য প্রভৃতি বহুতর সামবেদীয় গ্রন্থ প্রচলিত আছে। [বেদশব্দে সামসাহিত্য-প্রসঙ্গে তাহার সবিস্তার প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।]

গৌড়বঙ্গে বহু পূর্ব্বকাল হইতে সামবেদের যথেষ্ট সমাদর ছিল। এখানকার প্রধান ব্রাহ্মণশাখা রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ সকলেই প্রায় সামবেদী, এখন তাঁহাদের মধ্যে বেদের চর্চ্চা বিলুপ্ত হইলেও তাঁহাদের সকল সংস্কারাদি ভবদেবভট্টের সামবেদীয় পদ্ধতি অনুসারেই সম্পন্ন হইয়া থাকে।

[কুলীন ও ভবদেবভট্ট দেখ।]

২ শত্রুবশীকরণোপায়বিশেষ। সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এই চারিটী উপায়। মনুতে লিখিত আছে যে, যে সকল শত্রু রাজার বিরুদ্ধাচরণ করে, রাজা তাহাদিকে সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এই চারিবিধ উপায় দ্বারা বশীভূত করিবেন। প্রিয়বাক্য কথনের নাম সাম, সন্ধিকেও সাম কহে। প্রথমে রিপুর প্রতি সামপ্রয়োগ করিতে হয়, যদি সাম দ্বারা রিপু শান্ত হয়, তাহা হইলে তাহার প্রতি অন্য উপায় প্রয়োগ করিবে না। সাম দ্বারা রিপু শান্ত না হইলে দান, তৎপরে ভেদ ও দণ্ড বিধান বিধেয়। (মনু ৭ অ°) ইহার বিস্তৃত বিবরণ কথিত হইয়াছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত হইল না। মৎস্যপুরাণে ২২২ অধ্যায়ে রাজধর্ম্ম-বর্ণনস্থলে সামবিধিতে বর্ণিত হইয়াছে যে সাম দুই প্রকার তথ্য ও অতথ্য, যে স্থলে সাধুদিগের প্রতি আক্রোশ করিয়া সাম প্রযুক্ত হয়, তাহাকে অতথ্য কহে। মিথ্যা প্রবঞ্চনা প্রভৃতি সাধু-বিগর্হিত যে উপায় তাহাই অতথ্য নাম বাচ্য। যাহা সাধুদিগের হিতকর তাহাই তথ্য। যে সকল শত্রু, মহাকুলীন, ঋজু, ধর্ম্মনিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয়, এই সকল গুণযুক্ত ব্যক্তিই সামসাধ্য। এই সকল ব্যক্তির প্রতি তথ্য সাম প্রয়োগ কর্ত্তব্য। যাহারা এই তথ্য সামে শান্ত না হয়, তাহাদের প্রতি অতথ্যসাম প্রয়োগ করিতে হয়।

"দ্বিবিধং কথিতং সাম তথ্যাঞ্চাতথ্যমেব চ।
তত্রাপ্যতথ্যং সাধূনামাক্রোশায়ৈব জায়তে॥
তথ্যং সাধুপ্রিয়ৈরেব সামসাধ্যা নরা মতাঃ।
মহাকুলীনা ঋজবো ধর্ম্মনিষ্ঠা জিতেন্দ্রিয়াঃ॥
সামসাধ্যা নরাস্তথ্যং তেষু সাম প্রযোজয়েৎ॥"

(মৎস্যপু° ২২২ অ°)

সামন (ত্রি) ধনশালী। প্রাচুর্য্যযুক্ত। (ঋক্ ৩৩০।১৯)

সামনী (স্ত্রী) পশুবন্ধনরজ্জু, গবাদি পশু বন্ধনের দড়ি।

সামন্ত (পুং) সমন্তাৎ সংলগ্নৈকদেশায়া ভূমেরধিপতি সমন্তা তত্রেদমিতি অণ্। সমন্তাৎ ভবঃ, তত্র ভব ইতি অণ্ বা। স্ববিষয়ান্ত রাজা, সামান্ত রাজা। অমরটীকায় ভরত এই শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, "সম্ সংলগ্নো এক-দেশো যস্যাঃ সা সমন্তা স্ববিষয়ান্তরা ভূমিঃ তস্যা ঈশ্বরাঃ সামন্তাঃ" (ভরত) একটী রাজ্যের মধ্যে তৎসংলগ্ন ভূমির কিয়দংশের অধিপতি রূপ যে সকল ভূস্বামী, তাহাদিগকে সামন্ত কহে। এই সকল সামন্ত রাজার অধীন থাকেন। (ত্রি) ২ সীমান্তবর্ত্ত।

"সামন্তাভাবে তু চত্বারো গ্রামাঃ সামন্তবাসিনঃ।
সীমাবিনির্ণয়ং কুর্য্যুঃ প্রযতা রাজসন্নিধৌ॥" (মনু ৮।২৫৮)

'সামন্তাঃ সীমান্তরবাসিনঃ' (মেধাতিথি) ৩ প্রতিবেশী। ৪ শ্রেষ্ঠ প্রজা। ৫ অধিনায়ক। ৬ নিকটবর্ত্তী। ৭ সামীপ্য।

সামন্তক (স্ত্রী) ১ পরিধি। ২ ব্যাপ্তি, বেড়।

সামন্ত, তাজিকসারটীকাপ্রণেতা একজন জ্যোতির্ব্বিদ্। ইনি রাজা শ্রীপতি বিক্রমাদের রাজ্যকালে ১৬১৭ বা ১৬২০ খৃষ্টাব্দে ১০ই ফাল্গুন তারিখে গ্রন্থখানি সমাপ্ত করেন।

সামন্ত, চাহমান বংশীয় একজন নরপতি।

সামন্তদেব, একজন প্রাচীন হিন্দু নরপতি।

সামন্তরাজ, সূর্য্যপ্রকাশরচয়িতা। ইনি শ্রীকৃষ্ণের পুত্র। ইনি-সামন্তরাজ নামেও অভিহিত।

সামন্তসিংহ, একজন হিন্দুনরপতি, ১ একজন রাজপুত সামন্ত। ইনি রাজা ধারাবর্ষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রহ্লাদন কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। ২ মেবারের গুহিলবংশীয় রাজা ক্ষেমসিংহের পুত্র। ৩ মরুদেশীয় একজন রাজা। ইনি বীর-বীর্য্যবলে মহারাজচন্দেশ্বর রাণক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ইঁহার পিতার নাম সংগ্রামসিংহদেব। ৪ যোধপুরের একজন রাজা। ইনি মহারাজকুল সামন্তসিংহদেব নামেও পরিচিত।

সামন্তসেন, একজন রাজা। ইনি বাঙ্গালার সেন বংশীয় রাজা হেমন্তসেনের পিতা ও বিজয়সেনের পিতামহ।

সামন্তের (পুং) ঋষিভেদ। (ভাগ° ৯।২০।৭৪)

সামন্তেশ্বর (পুং) সামন্তানাং ঈশ্বরঃ। চক্রবর্ত্তী, সম্রাট্, সামন্ত-রাজাদিগের অধিপতি।

সামন্ত্য (পুং) সামসু সাধুঃ সামন্ (তত্র সাধুঃ। পা ৪।৪।৯৮) ইতি যৎ। সামবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ। (শব্দ ৩।৯)

সামপুষ্পি (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ।

সামপ্রগাথ (পুং) হোত্রক, সামমন্ত্রপাঠক।

সামভৃৎ (ত্রি) সাম বিভর্ত্তি ভৃ-ক্বিপ্, তুক্‌চ। উদ্গাথা, যজ্ঞে যিনি সামবেদ গান করেন। "সামভৃতং বিভর্ত্তিপ্রাধাণং" (ঋক্ ৭।৩৩।১৪) 'সামভৃতং উদ্গাথারং' (সায়ণ)

সামময় (ত্রি) সামন্ স্বরূপে ময়ট্। সামস্বরূপ, সাম।

সাময়াচারিক (ত্রি) সময়াচার এব (বিনয়াদিভ্যষ্ঠক্। (পা ৫।৪।৩৪) ইতি ঠক্। সময়াচার।

সাময়িক (ত্রি) সময়ঃ প্রাপ্তো হস্য সময় (সময়স্তদস্য প্রাপ্তং। (পা ৫।১।১০৪) ইতি ঠঞ্। সময়োচিত, কালোপযুক্ত, নিয়মানুযায়ী।
"নিজধর্ম্মাবিরোধেন যত্ত সাময়িকো ভবেৎ।
সোঽপি যত্নেন সংরক্ষ্যো ধর্ম্মো রাজকৃতশ্চ যঃ॥" (যাজ্ঞবল্ক্য ২।১৮৬)

সাময়ুগীন (ত্রি) সময়ুগে সাধুঃ (প্রতিজনাদিভ্যঃ খঞ্। (পা ৪।৪।৯৯) ইতি খঞ্। সময়ুগবিষয়ে উত্তম।

সামযোনি (পুং) সাম্নঃ যোনিঃ কারণং। ১ ব্রহ্মা। সাম সাম-বেদঃ যোনিঃ কারণং যস্য। ২ হস্তী। (ত্রি) ৩ সামোদ্ভব। (মেদিনী)

সামর (পুং) সমর এব অণ্। ১ সমর। (ত্রি) ২ যুদ্ধভব।

সামরাজ, গুণানামৃতলহরীপ্রণেতা।

সামরাজদীক্ষিত, ১ অক্ষরগুচ্ছ ও আর্য্যাত্রিশতীপ্রণেতা। ২ নরহরির পুত্র। ইনি দামচরিত্রনাটক ও ধূর্ত্তনর্ত্তক নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

সামরাধিপ (পুং) সামরস্য অধিপঃ। সমরের অধিপতি, যুদ্ধা-ধিপতি, সেনাপতি।

সামরিক (ত্রি) সমরসম্বন্ধীয়।

সামরিকপোত (পুং) যুদ্ধসম্বন্ধীয় জাহাজ।

সামরিক-বিচারালয় (পুং) যে বিচারালয়ে সৈন্য প্রভৃতির অপরাধের বিচার হয়। (Court martial)

সামরী, সামুদ্রিক শব্দের অপভ্রংশ। সমুদ্রোপকূলবাসী কালি-কটের রাজগণ "সামরী" উপাধিতে ভূষিত, এই সামরী আবার চলিত কথায় 'জামোরিন্' হইয়াছে। [কালিকট দেখ।]

সামরেয় (ত্রি) সমর সম্বন্ধীয়।

সামর্থ্য (স্ত্রী) সমর্থস্য ভাবঃ, সমর্থ-ষ্যঞ্। ১ যোগ্যতা, ক্ষমতা। ২ শক্তি। (মেদিনী)
"অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিং॥" (গীতা ২।৩৬)
৩ শব্দের প্রতিপাদ্য। ৪ সাধ্য। (ভারত নীলকণ্ঠ)

সামর্থ্যবৎ (ত্রি) সামর্থ্যং বিদ্যতে হস্য মতুপ্, মস্য বঃ। সামর্থ্যযুক্ত, যোগ্যতাবিশিষ্ট, শক্তিবিশিষ্ট।

সামর্ষ (ত্রি) অমর্ষেণ সহ বর্ত্তমানঃ। অমর্ষের সহিত বর্ত্ত-মান, অমর্ষযুক্ত, ক্রোধবিশিষ্ট।

সামলায়ন (ত্রি) সমল-পক্ষাদিত্বাৎ ফক্ (পা ৪।২।৮০) ১ সমলস্থান হইতে প্রত্যাগত। ২ সমলস্থানবাসী। ৩ সমল স্থানের অদূরবর্ত্তী স্থান।

সামলেয় (ত্রি) সমল-সংখ্যাদিত্বাৎ ঢঞ্। (পা ৪।২।৮০) সামলায়ন শব্দার্থ।

সামল্য (ত্রি) সমল সঙ্কাশাদিত্বাৎ ণ্য। (পা ৪।২।৮০) সামলের শব্দার্থ। (স্ত্রী) ২ সমলতা।

সামবৎ (ত্রি) সাম অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। সামযুক্ত, সামবিশিষ্ট।

সামবর্ণ্য (স্ত্রী) সমবর্ণকাবে ষ্যঞ্। সমবর্ণতা, তুল্যবর্ণত্ব, এক প্রকার বর্ণ।

সামবশ (ত্রি) সামস্তোত্রানুগামী।

সামবাদ (পুং) সাম্নঃ বাদঃ। ১ সামকথন, প্রিয়বাক্যকথন। ২ প্রিয়বাক্য, সামপ্রয়োগ।

সামবায়িক (পুং) সমবায়ান্ সমবৈতি সমবায় (সমবায়ান্ সম-বৈতি। পা ৪।৪।৪৩) ইতি ঠক্। ১ মন্ত্রী। (ত্রি) ২ সমবায় সম্বন্ধী, সমবায়সম্বন্ধযুক্ত, যাহাতে সমবায় সম্বন্ধ আছে, নিত্য সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। নৈয়ায়িকদিগের মতে নিত্য সম্বন্ধের নাম সমবায় [সমবায় দেখ।] তাদৃশ সম্বন্ধযুক্ত সামবায়িক।

সামবিদ্ (ত্রি) সাম বেত্তি বিদ-ক্বিপ্। সামজ্ঞ, সামবেদবেত্তা।

সামবিধান (স্ত্রী) সাম্নঃ বিধানং। সামবেদোক্ত বিধান।
সামবেদে যে সকল কর্ত্তব্যানুষ্ঠান আদিষ্ট হইয়াছে, সামবিধানব্রাহ্মণে ও অগ্নিপুরাণে তৎসমুদায় বর্ণিত আছে। ঐ গুলি মন্ত্র বা মন্ত্রাংশ। উহাদের জপ বা উচ্চারণ বা পত্রে লিখিয়া কণ্ঠাদিতে ধারণ করিলে বিশেষ বিশেষ ফল পাওয়া যায়। যে সকল স্ত্রীলোকের গর্ভপাত হয় তাহারা যদি "অবোধ্যগ্নি" এই মন্ত্র দ্বারা ঘৃত অভিমন্ত্রণ করিয়া ঘৃতশেষ দ্বারা মেখলা বন্ধন করে, তাহা হইলে নিশ্চিতই গর্ভরক্ষা পায়। বালক জন্মিলে তাহার কণ্ঠে "সোমং রাজানং" এই মন্ত্র দ্বারা মণি বন্ধন করিয়া দিলে সেই বালক সকল ব্যাধি হইতে মুক্ত হয়। প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে 'গবোদুগ' মন্ত্রদ্বারা গোগণের উপাসনা করিলে বহু গোলাভ হয়। দ্রোণপরিমিত যব ঘৃতাক্ত করিয়া, 'যাভ অবাভু তেজসং' মন্ত্রদ্বারা যে ব্যক্তি বিধিবৎ হোম করে, সে সর্ব্বপ্রকার

ষড়রিপাশ ছেদন করিতে সমর্থ হয়। 'প্রদেবো দাসেন' এবং বষট্‌কারসমন্বিত 'অতিথা পূর্ব্বপাত্তয়ে' মন্ত্রদ্বারা তিলহোম করিলে অতি কর্ম্মদক্ষ হয়। পিষ্টের হস্তী, অশ্ব ও পুরুষ নির্ম্মাণ করিয়া 'বাসকেশ' মন্ত্রদ্বারা সংস্রবার হোম করিলে সংগ্রামে বিজয়লাভ হইয়া থাকে। ইত্যাদি আরও অনেক আধিভৌতিক ব্যাপার বিধিবদ্ধ দেখা যায়। বাহুল্য ভয়ে তাহা উদ্ধৃত হইল না। (অগ্নিপুরাণ ২০৭অঃ)

সামবিপ্র (পুং) সামবেদীয় ব্রাহ্মণ, যে সকল ব্রাহ্মণদিগের ক্রিয়াকলাপ ও সংস্কারাদিকার্য্য সকল সামবেদের নিয়মানুসারে হয়, তাহাকে সামবিপ্র কহে। ইহারা সন্ধ্যোপাসনাদি সকল কার্য্যই সামবেদানুসারে করিবেন।

সামবেদ (পুং) চারিবেদের অন্তর্গত তৃতীয় বেদ। [সামন্ ও বেদশব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

সামবেদিক (ত্রি) সামবেদসম্বন্ধীয়, সামবেদীয় ব্রাহ্মণ।

সামবেদীয় (ত্রি) সামবেদসম্বন্ধীয়, সামবেদী ব্রাহ্মণ, বঙ্গদেশে রাঢ়ীশ্রেণীর যে সকল ব্রাহ্মণ আছেন, তাহারা সকলেই সামবেদীয়। ইহাদের মধ্যে অন্যবেদীয় ব্রাহ্মণ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাদের মধ্যে যদিও কাহার বেদবিপর্য্যয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারা পূর্ব্বে সামবেদীয় ছিলেন, পরে ক্রিয়াদি কোন কারণ বশতঃ তাহাদের এইরূপ বেদের ব্যতিক্রম হইয়াছে। বারেন্দ্র ও বৈদিকশ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ভিন্ন বেদেরই ব্রাহ্মণ দেখিতে পাওয়া যায়। ভবদেব ভট্ট সামবেদীয় ব্রাহ্মণদিগের দশবিধ সংস্কারের পদ্ধতি প্রণয়ন করিয়াছেন, ঐ পদ্ধতি অনুসারেই তাহাদের সংস্কারকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। গায়ত্রী তিন বেদীয়দিগেরই এক প্রকার, কিন্তু সন্ধ্যোপাসনা সকলবেদীয়দিগেরই বিভিন্ন প্রকার অভিহিত হইয়াছে। সামবেদীয়গণ সামবেদীয় সন্ধ্যাবিধানানুসারে সন্ধ্যা করিয়া থাকেন। সংস্কারকার্য্যের ন্যায় শ্রাদ্ধাদিও বিভিন্ন প্রকার।

সামশিরস্ (ত্রি) সামমন্ত্রই যাহাতে শীর্ষস্থানী।

সামশ্রবস্ (পুং) ঋষিভেদ। (শত° ব্রা° ১৪।৬।১।৩)

সামশ্রবস (পুং) সামশ্রবার গোত্রাপত্য। (ছান্দোগ্য° ১৭।৪।০)

সামশ্রাদ্ধ (ক্লী) সাম্নঃ শ্রাদ্ধং। সামবেদীয়দিগের শ্রাদ্ধ, সামবেদীয় ব্রাহ্মণদিগের যে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান তাহাকে সামশ্রাদ্ধ কহে। সামশ্রাদ্ধতত্ত্বে ইহার বিশেষ বিবরণ অভিহিত হইয়াছে।

সামসংহিতা (স্ত্রী) সাম্নঃ সংহিতা। ১ সামবেদের সংহিতা। ২ সামবেদ।

সামসরস্ (ক্লী) সামভেদ।

সামসাবিত্রী (স্ত্রী) সাবিত্রীমন্ত্রভেদ। (গোভিল° ৩।৩।৩)

সামস্থর (পুং) সামভেদ।

সামসূক্ত (ক্লী) সামবেদোক্তং সূক্তং। সামবেদোক্ত সূক্ত, সামপ্রধান, সামবেদে যে সকল সূক্ত অভিহিত হইয়াছে।

সামস্ত (ত্রি) সমস্ত, সমগ্র। একত্র হয়।

সামস্তম্বি (পুং) সমস্তম্বের গোত্রাপত্য, ঋষিভেদ। (প্রবরাধ্যায়)

সামস্তিক (ত্রি) সামন্ত, সমস্তযুক্ত। (পা° ৪।২।১০৪ বার্ত্তিক)

সামস্ত্য (ক্লী) সমস্ত-ষ্যঞ্ বর্ণাদি ভাবে চ। (পা ৫।১।১২৪) সমস্তের ভাব।

সামাগুটীং, আসাম প্রদেশের নাগা পার্ব্বত্য জেলার একটী সহর। পূর্ব্বে এখানে জেলার বিচার সদর ও সীমারক্ষার্থ সেনানিবাসের কেন্দ্র ছিল। ধনেশ্বরী (ধানেশ্বরী ?) নদীর একটী শাখার তীরে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৩৭৭ ফিট্ উচ্চে শিবসাগর জেলার গোলাঘাট হইতে ৩৭ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫°৪৫´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯৩°৫৩´ পূঃ।

পার্ব্বত্য নাগাজাতির উপর্য্যুপরি উপদ্রবে উত্ত্যক্ত হইয়াও তাহাদের আক্রমণ প্রত্যাঘাতসমার্থ ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ এই স্থানে সেনাসংস্থাপনের ব্যবস্থা করেন, কিন্তু অহিয়া নাগাদলনের উপযুক্ত স্থান জানিয়া ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে এখান হইতে ছাউনী উঠাইয়া কহিমায় লইয়া যাওয়া হয়। এই স্থান অতিশয় স্বাস্থ্যকর। দূরস্থ পার্ব্বত্য উপত্যকা হইতে জলনালী প্রচালিত করিয়া এই নগরের জলসরবরাহ কার্য্য সাধিত হইয়াছে। দুর্গটি প্রাচীরাদি দ্বারা সুরক্ষিত নহে।

সামাঙ্গ (ক্লী) সাম্নঃ অঙ্গং। সামবেদের অঙ্গ, সামবেদের শাখা।

সামাচারিক (ত্রি) সমাচার এব (বিনয়াদিভ্যষ্ঠক্। পা ৫।৪।৩৪) ইতি স্বার্থে ঠক্। সমাচার।

সামাজিক (পুং) সমাজং সমবৈতীতি সমাজ (সমবায়ান্ সমবৈতি। পা ৪।৪।৪৩) ইতি ঠক্, যদ্বা সমাজং রক্ষতীতি (রক্ষতি। পা ৪।৪।৩৩) ইতি ঠক্। ১ সভ্য, সভাসদ্। ২ সভায়, রসজ্ঞ। (ত্রি) ৩ সমাজসম্বন্ধী। ৩ সভাসম্বন্ধীয়।

সামাজিক তন্ত্র (ক্লী) সমাজসম্বন্ধীয় নিয়ম।

সামাজিক নিয়ম (পুং) (Social laws) বহুজনে একত্র মিলিত হইয়া অবস্থান করাকে সমাজ কহে। এই সমাজে যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ থাকে, অর্থাৎ বহুজনে মিলিয়া যে সকল নিয়ম করা হয়, তাহাই সামাজিক নিয়ম। সমাজস্থিত লোক সমূহ সকলেরই এই নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। স্বেচ্ছ ব্যবহার করিলে কখনও সমাজ চলিতে পারে না, এই জন্য সকলে মিলিয়া মিশিয়া যাহাতে সমাজে বাস করে, তাহার অনুকূল কতকগুলি নিয়ম করা হয়। তাহাই সামাজিক নিয়ম। অধুনা সমাজবন্ধন শিথিলপ্রায়, এই জন্য সমাজে এইরূপ নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা দেখিতে পাওয়া যায়।

সামাত্তান (পুং) সামপ্রগাথ। (সাংখ্যায়নশ্রৌ° ১৫।৯।৮)

সামাত্য (ত্রি) অমাত্যের সহ বর্ত্তমানঃ। অমাত্যের সহিত বর্ত্তমান, অমাত্যযুক্ত, অমাত্যবিশিষ্ট।

সামাৎসাম্য (ক্লী) ১ পর্য্যায়ক্রমে উত্তরের পর একটী গ্রহের বিষুবরেখায় প্রবেশ ও নির্গম। ২ পর্য্যায়িক আগম ও নিগম, আরম্ভন ও সমাধান। (লাট্যা° ৬।৬।২)

সামানগ্রামিক (ত্রি) সমান-গ্রাম-ঠঞ্। সমানগ্রামভব, এক-গ্রামভব।

সামানাধিকরণ্য (ক্লী) সমানাধিকরণ ভাবে ষ্যঞ্। সমানাধিকরণের ভাব, একাশ্রয়বৃত্তি, একস্থানস্থায়িত্ব, সাধারণ গুণ বা ধর্ম্মের অবস্থিতি স্থান।

সামান্য (ক্লী) সমান এব স্বার্থে ষ্যঞ্। জাতি, প্রকার, রকম, গোত্ব, মনুষ্যত্বাদি জাতিসাধর্ম্ম্য, গোর গোত্ব ও মনুষ্যের মনুষ্যত্ব।

বৈশেষিকদর্শনে ৬টী পদার্থ স্বীকৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে সামান্য একটী, দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, সমবায় ও বিশেষ এই ৬টী পদার্থ। বৈশেষিক ও ন্যায়দর্শনে এই সকল পদার্থের বিষয় বিশেষ রূপে বর্ণিত হইয়াছে। নিত্য ও অনেক সমবেত-পদার্থের নাম সামান্য, ইহার অপর নাম জাতি। একটী বস্তুর সংযোগ হয় না, একাধিক বস্তুরই সংযোগ হইয়া থাকে, সুতরাং সংযোগ অনেক সমবেত বটে, কিন্তু এই সংযোগ নিত্য নহে, অনিত্য। আবার জলপরমাণুর রূপ, আকাশের পরম মহৎ-পরিমাণ নিত্য ও সমবেত হইলেও অনেকসমবেত নহে, অত্যন্তা-ভাব নিত্য ও অনেকবৃত্তি হইলেও সমবেত নহে, এই জন্য ঐ সকল পদার্থ সামান্য হইতে পারে না, কারণ সামান্যলক্ষণে অভিহিত হইয়াছে যে নিত্য ও অনেকসমবেত পদার্থের নাম সামান্য। সুতরাং ঐ লক্ষণানুসারে উক্ত সকল পদার্থের নিত্যত্ব আছে, অনেকসমবেতত্ব নাই, আবার অনেক সমবেতত্ব আছে, নিত্যত্ব নাই। অতএব উহারা সামান্য হইতে পারে না, এই সামান্য দুই প্রকার পর ও অপর। ইহার অপর নাম পরজাতি ও অপরজাতি। অধিকদেশবৃত্তি পর সামান্য এবং অল্পদেশবৃত্তি অপর সামান্য। দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম এই তিন পদার্থেরই সত্তা নামে এক জাতি আছে। এই সত্তা অপেক্ষা অধিক দেশবৃত্তি আর জাতি নাই। এই জন্য ইহা পরসামান্য। ঘটত্বাদি জাতি সর্ব্বাপেক্ষা অল্পদেশবৃত্তি, এই জন্য উহারা অপরজাতি। দ্রব্য-ত্বাদি জাতি ক্ষিতিত্বাদি জাতি অপেক্ষা অধিকদেশবৃত্তি বলিয়া পরা এবং সত্তা অপেক্ষা অল্পদেশবৃত্তি বলিয়া অপরা এই জন্য উহাদিগকে পরাপর জাতি কহে।

"সামান্যং দ্বিবিধং প্রোক্তং পরঞ্চাপরমেব চ।
দ্রব্যাদিত্রিকবৃত্তিস্তু সত্তা পরতয়োচ্যতে॥
পরভিন্না চ যা জাতিঃ সৈবাপরতয়োচ্যতে।
ব্যাপকত্বাৎ পরাপি স্যাৎ ব্যাপ্যত্বাদপরাপি চ।
দ্রব্যত্বাদিকজাতিস্তু পরাপরতয়োচ্যতে॥" (ভাষাপরিচ্ছেদ)

সামান্য দুই প্রকার পর ও অপর, দ্রব্যাদিত্রিকবৃত্তি অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম এই তিনটী বৃত্তিনিষ্ঠসত্তা পরাজাতি, এবং পর ভিন্ন যে জাতি তাহাই অপরাজাতি ও দ্রব্যত্ব জাতি পৃথিবীত্বাদি জাতি অপেক্ষা অধিকদেশবৃত্তি ও ব্যাপক বলিয়া উহার পরত্ব, এবং সত্তাজাতি অপেক্ষা অল্পদেশবৃত্তিও ব্যাপ্য বলিয়া উহারা অপরত্ব অর্থাৎ ইহা পরাপরা জাতি নামে খ্যাত।

ভাষাপরিচ্ছেদের টীকা মুক্তাবলীতে ইহার বিশেষ বিচার বিবৃত হইয়াছে। অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে ইহার বিষয় আলোচিত হইল। অনেকসমবেত, যদি সামান্যের ইহা লক্ষণ করা হয়, তাহা হইলে সংযোগসামান্য অর্থাৎ জাতি হইয়া পরে কারণ। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে একের সংযোগ হয় না, একাধিক বস্তুরই সংযোগ হয়, সুতরাং সংযোগ অনেকসমবেত অতএব সামান্য হইয়া পড়ে, এই দোষ পরিহারের জন্য অনেকসমবেতও নিত্য বলা হইয়াছে। সংযোগ নিত্য নহে, এই জন্য উহা সামান্য হইল না।

দুইটী সম নিয়ত সামান্য অর্থাৎ জাতি স্বীকৃত [illegible] নাই, অর্থাৎ এইরূপ দুইটী জাতি কেহই স্বীকার করেন না। এই জন্য ঘটত্ব ও কলসত্ব দুইটী ভিন্ন জাতি নহে, এক জাতি। কারণ যদি স্বপদে ঘটত্ব গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে স্বভিন্ন জাতি হইতে কলসত্ব হইল, উহা ঘটত্বের সম নিয়ত, অতএব উহাতে ঘটত্ব সম-নিয়ত আছে, সুতরাং উহা ঘটত্ব হইতে পৃথক্ জাতি হইল না। একজাতি হইল। অনবস্থাদোষ পরিহারের জন্য জাতির জাতি স্বীকৃত হয় নাই। (ভাষাপরি°)

২ সাদৃশ্য, সমানতা, তুল্যত্ব। (ত্রি) সমানস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। ৩ অনেকসম্বন্ধী একবস্তু, সাধারণ।

"সামান্যং পুত্রকন্যানাং মৃতায়াং স্ত্রীধনং বিদুঃ।
অপ্রজায়াং হরেদ্ভর্ত্তা মাতা ভ্রাতা পিতাঽপি বা॥" (দায়তত্ত্ব)

৪ সাধারণ্য, সাধারণের কার্য্য। ৫ কাব্যালঙ্কারবিশেষ।

"সামান্যং প্রকৃতস্যান্যতাদাত্ম্যং সদৃশৈর্গুণৈঃ।"

(সাহিত্যদ° ১০।৭।৪৫)

যে স্থলে প্রকৃত বিষয়ের সদৃশ গুণ দ্বারা অন্যতাদাত্ম্য হয়, অর্থাৎ যে স্থলে সাধারণ ধর্ম্মবলে অনেক বস্তু একত্র সম্বন্ধ হয়, তথায় এই অলঙ্কার হইয়া থাকে। উদাহরণ—

"মল্লিকাচিতধম্মিল্লাশ্চারুচন্দনচর্চ্চিতাঃ।
অবিভাব্যাঃ সুখং যান্তি চন্দ্রিকাস্বভিসারিকাঃ॥"

(সাহিত্যদ° ১০ পরি°)

অভিসারিকাগণ মল্লিকামালা দ্বারা সুশোভিত ও চারুচন্দন-

চর্চ্চিত অতএব চন্দ্রিকাতে অবিজ্ঞাতা হইয়া সুখে গমন করিতেছে। এই স্থলে চন্দ্রকিরণ, মল্লিকামালা, শ্বেতচন্দন প্রভৃতি সকলই শুভ্রবর্ণ; এই সকলই শুভ্রবর্ণ হওয়ায় এক হইয়া গিয়াছে; পৃথক্-রূপে ভেদ বুঝা যাইতেছে না, অভিসারিকার পৃথক্‌রূপে বোধ হইতেছে না, অতএব তিনি অবিজ্ঞাতা হইয়া সুখে গমন করিতেছে। যে স্থলে এইরূপ হইবে, তথায় এই অলঙ্কার হইবে। সাহিত্যদর্পণকার ইহাতে আশঙ্কা করিয়াছেন যে, এই অলঙ্কারের উক্তরূপ লক্ষণ করিলে মীলিত অলঙ্কারের সহিত এক হইয়া যায়, সুতরাং পৃথক্ রূপে এই অলঙ্কার স্বীকারের আবশ্যকতা থাকে না, এই আশঙ্কা করিয়া তাহার পরিহার করিয়াছেন যে যে স্থলে উৎকৃষ্টগুণ দ্বারা নিকৃষ্ট গুণের তিরোধান হইবে, তথায় মীলিত এবং যে স্থলে উভয়ের তুল্যগুণরূপে ভেদ করিতে পারা যাইবে না, তথায় এই অলঙ্কার হইবে।

"মীলিতে উৎকৃষ্টগুণেন নিকৃষ্টগুণস্য।
তিরোধানং ইহতুল্যগুণতয়াভেদাগ্রহঃ।"
(সাহিত্যদ° ১০ পরি°)

মল্লিকামালা, শ্বেতচন্দন, কামিনী ও চন্দ্রিকা এই সকলই শুভ্র এবং ইহারা সকলই এক হইয়া গিয়াছে, পৃথক্‌রূপে বুঝা যাইতেছে না, সুতরাং এই স্থলে উক্ত অলঙ্কার হইল।

সামান্যকুশণ্ডিকা (স্ত্রী) কুশণ্ডিকাবিশেষ। সংস্কারাদি কার্য্যে হোম করিতে হইলে প্রথমে সামান্য-কুশণ্ডিকা করিয়া তৎপরে সেই সংস্কারোক্ত হোম করিতে হয়; [হোমের সাধারণ বিধি সামান্য-কুশণ্ডিকা শব্দে দ্রষ্টব্য।] এই সামান্য-কুশণ্ডিকা সাম, ঋক্ ও যজুর্ব্বেদে তিন প্রকার। ভবদেবাদির পদ্ধতিতে এই কুশণ্ডিকার পদ্ধতি কথিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত হইল না। [কুশণ্ডিকাশব্দ দেখ]

সামান্যত্ব (স্ত্রী) সামান্যস্য ভাবঃ ত্ব। সামান্যের ভাব বা ধর্ম্ম, সাধারণত্ব।

সামান্যপূজাপদ্ধতি (স্ত্রী) সামান্যপূজায়াঃ পদ্ধতিঃ। সামান্য-পূজাপ্রণালী, যে কোন দেবতার পূজা করিতে হইলে প্রথমে সামান্যপূজাপদ্ধতিক্রমে পূজা করিয়া তৎপরে সেই দেবতার পূজোক্ত প্রণালী অনুসারে পূজা করিতে হয়। তন্ত্রসারে সামান্য-পূজাপদ্ধতির বিষয় বিশেষরূপে বিহিত হইয়াছে। প্রথমে সামান্য পূজাপদ্ধতিক্রমে পূজা না করিয়া দেবতার বিশেষ পূজা করিতে পারা যায় না। এই পদ্ধতি যথা—

প্রথমে যে পূজা করিতে হইবে, সেই পূজার প্রণালী অনুসারে আচমন, স্বস্তিবাচন, সঙ্কল্প, ঘটস্থাপন প্রভৃতি করিয়া সামান্য-প্রণালী অনুসারে পূজা করিবে। প্রথমে দ্বারদেশে সামান্যার্ঘ্য করিতে হয়। নিজের বামদিকের ভূমিতে ত্রিকোণ বৃত্ত লিখিয়া 'ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ' এই মন্ত্রে পূজা করিবে, তৎপরে 'ফট্' এই মন্ত্রে পাত্র প্রক্ষালন করিয়া সাধার শঙ্খ সেই স্থানে স্থাপন করিতে হইবে, 'নমঃ' এই মন্ত্রে সেই সাধারে জল পূরণ করিতে হয়। এই জল পূরণের পর অঙ্কুশমুদ্রা দ্বারা সূর্য্যমণ্ডল হইতে উক্ত মন্ত্রে তীর্থ আবাহন করিবে।

"ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥"

পরে প্রণবমন্ত্রে ইহাতে গন্ধপুষ্প নিক্ষেপ করিবে। তাহার পর ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন এবং প্রণবমন্ত্র দশবার জপ করিবে। তৎপরে 'ফট্' বলিয়া সেই জলের ছিটা দিয়া দ্বারপূজা করিবে।

ঊর্দ্ধোডুম্বরে ওঁ বিঘ্নায় নমঃ, দক্ষিণশাখায়াং ওঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ; তয়োঃ পার্শ্বে ওঁ গঙ্গায়ৈ নমঃ, ওঁ যমুনায়ৈ নমঃ; দেহল্যাং ওঁ অস্ত্রায় নমঃ, এই রূপে চতুর্দ্বারপূজা করিবে। ইহাতে অশক্ত হইলে দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ, বলিয়া দ্বারদেবতাগণকে পূজা করিবে। ত্রিপুরা-সুন্দরী প্রভৃতির দ্বারপূজার পূজাবিষয়ে একটু বিশেষ আছে,; যথা গণেশ, ক্ষেত্রপাল, যোগিনী, বটুক, গঙ্গা, যমুনা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী এই সকলের পূজা করিতে হয়। বিষ্ণু-পূজাস্থলে নন্দ, সুনন্দ, প্রচণ্ড, বল, প্রবল, ভদ্র, সুভদ্র, বিঘ্ন ও বৈষ্ণব এই সকলের পূজা বিধেয়; এই সকল দেবতার আদি ও অন্তে প্রণব ও নমঃ এই মন্ত্র প্রয়োগ করিতে হয়। ওঁ গণেশায় নমঃ, ইত্যাদি রূপে পরে ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ, ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, এইরূপে পূজা করিবে। "অস্ত্রায় ফট্" এই মন্ত্রে জলবেষ্টন দ্বারা আকাশস্থিত বিঘ্ন ও বাম পার্ষ্ণিঘাত দ্বারা ভূমিতে তিনটী আঘাত করিয়া ভূমিগত বিঘ্ন দূরীকরণ করিতে হয়। তদনন্তর ফট্ এই মন্ত্র ৭ বার জপ করিয়া বিকির প্রক্ষেপ করিতে হয়। লাজ, চন্দন, শ্বেতসর্ষপ, ভস্ম, দূর্ব্বা, কুশ ও আতপতণ্ডুলকে বিকির কহে। সাধারণতঃ পূজা—স্থলে আতপ-তণ্ডুল বা শ্বেতসর্ষপই বিকির রূপে ব্যবহার হয়। এই বিকির-দ্রব্য হস্তে গ্রহণ করিয়া উক্ত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক উহা চারিদিকে ছড়াইয়া দিতে হয়।

"ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ।
যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া॥"

এইরূপে বিকির নিক্ষেপপূর্ব্বক ভূতাপসর্পণ করিয়া "ওঁ অস্ত্রায় ফট্" এই মন্ত্রে নারাচমুদ্রা দ্বারা অক্ষত লইয়া সকল বিঘ্ন দূরীকরণ করিবে। তৎপরে আসনশুদ্ধি, সচন্দন পুষ্প গ্রহণ করিয়া "হ্রীঁ আধারশক্তি কমলাসনায় নমঃ" এই মন্ত্রে আসনপূজা করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে।

আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কূর্ম্মো দেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা।
ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম্॥

তৎপরে বামে ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ, দক্ষিণে ওঁ গণেশায় নমঃ, মস্তকে অমুক-দেবতায়ৈ নমঃ। যে দেবতার পূজা করিতে হইবে মূলমন্ত্রের সহিত সেই দেবতাকে প্রণাম করিবে। এইরূপে সমস্ত কার্য্য করিয়া ভূতশুদ্ধি করিবে। তৎপরে মাতৃকান্যাস, সংহারমাতৃকান্যাস, প্রাণায়াম, পীঠন্যাস ও ঋষ্যাদি ন্যাস করিবে। ভূতশুদ্ধি ও এই সকল ন্যাসের বিধি তন্ত্রসারে বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

[ন্যাস ও ভূতশুদ্ধি শব্দে ইহার বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

গণেশ, শিবাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশ দিক্‌পাল ও মৎস্যাদি দশাবতার প্রভৃতিকেও পূজা করিতে হয়। সংক্ষেপে এই সকল পূজা করিয়া তৎপরে যে দেবতার পূজা করিতে হইবে, সেই দেবতার ধ্যান করিবে। ধ্যানের পর মানস-পূজা, তৎপরে অর্ঘ্য-স্থাপন, করিতে হয়। অর্ঘ্যস্থাপন সম্বন্ধে বিশেষ বিধান এই যে অর্ঘ্যের তিনটী পাত্র করিতে হয়, যে কোশা কুশীতে পূজা হয়, তাহাতে একটী অর্ঘ্য এবং অপর দুইটী শঙ্খে দুইটী অর্ঘ্য স্থাপন করিবে। এই দুইটী অর্ঘ্যের মধ্যে একটী সামান্যার্ঘ্য ও একটী বিশেষার্ঘ্য। পূজা যতক্ষণ সমাপ্ত না হয়, ততক্ষণ এই বিশেষার্ঘ্য চালন করিতে নাই। অর্ঘ্যস্থাপনের বিধানানুসারে অর্ঘ্যস্থাপন করিতে হয়। তৎপরে পীঠপূজা, এবং পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া সেই দেবতার যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবে। প্রতিমার পূজা হইলে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করা বিধেয়। তৎপরে আবরণদেবতার পূজা করিয়া হোম জপ প্রভৃতি করিবে। তৎপরে আত্মসমর্পণ করিয়া বিশেষার্ঘ্য দ্বারা জপ সমাপন করিতে হয়।

আত্মসমর্পণ। যথা—হস্তে জল গ্রহণ করিয়া "ইতঃপূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎস্মৃতং যদুক্তং যৎকৃতং তৎ সর্ব্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু স্বাহা, মাং মদীয়ং সকলং সম্যক্ অমুকদেবতায়ৈ সমর্পয়ামি ওঁ তৎ সৎ", এইরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া প্রণাম করিবে। যে দেবতার পূজা করা হয়, সেই দেবতার স্তবকবচ প্রভৃতি পাঠ করা বিধেয়। নিত্যপূজাস্থলে যদি এই সকল না করিতে পারা যায়, তাহা হইলে বিশেষ দোষাবহ হইবে না।

তন্ত্রসারে সামান্যপূজাপদ্ধতিতে ইহার বিশেষ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে, কিরূপে পূজা করিতে হয় তাহাই মাত্র এই স্থলে কথিত হইল; ইহা সম্পূর্ণ পদ্ধতি নহে।

সন্ধ্যাপূজা সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। যিনি এই সকলের অনুষ্ঠান না করেন, শাস্ত্রে তাঁহাদের বিশেষ নিন্দাপ্রকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। এই তন্ত্রোক্ত পূজার সহিত পৌরাণিক পূজার কিছু কিছু প্রভেদ আছে। (তন্ত্রসার সামান্যপূজাপদ্ধতি)

কালী, তারা, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি তন্ত্রোক্ত সকল দেবতার পূজাই প্রথমে সামান্যপূজাপদ্ধতি ক্রমে করিয়া তৎপরে সেই সেই দেবতার বিশেষ বিধানানুসারে পূজা করা বিধেয়। লক্ষ্মী, সরস্বতী, নারায়ণপূজা, দুর্গাপূজা প্রভৃতি পুরাণোক্ত পূজার উক্ত সামান্যপূজাপদ্ধতির সহিত কিছু কিছু প্রভেদ আছে; বাহুল্য ভয়ে সেই সকল এই স্থলে লিখিত হইল না। পূজা-পদ্ধতি গুরুর নিকট শিক্ষা করা আবশ্যক, নচেৎ কেবল পদ্ধতি-পাঠ করিয়া ইহা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত হয় না।

সামান্যপূজাযন্ত্র (ক্লী) সামান্যপূজায়াঃ যন্ত্রং। পূজাযন্ত্র-বিশেষ। তন্ত্রে লিখিত আছে যে, যন্ত্র ও মন্ত্রে দেবতার পূজা করিতে হয়। এই সকল পূজার আধার। এই সকল যন্ত্রে দেবতার পূজা করিলে তাঁহারা প্রসন্ন হন, এবং পূজকের মন্ত্রসিদ্ধি হয়। প্রত্যেক দেবতার ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র আছে, সেই সকল যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া সেই দেবতার পূজা বিধেয়। ইহা ভিন্ন সকল দেবতাপূজার একটী যন্ত্রও কথিত হইয়াছে, তাহাকে সামান্যপূজাযন্ত্র কহে। এই সামান্যপূজাযন্ত্রে তন্ত্রোক্ত সকল দেবতারই পূজা করা যাইতে পারে। এই যন্ত্রের অঙ্কনপ্রণালী যথা—

প্রথমে ষট্‌কোণ অঙ্কিত করিবে, তৎপরে তাহার বহির্দ্দেশে বৃত্ত ও অষ্টদল পদ্ম লিখিবে। তাহার বহির্দ্দেশে ষোড়শ-দল পদ্ম লিখিয়া তাহার বাহিরে চতুর্দ্বার ও চতুরস্র অঙ্কিত করিবে। এই রূপে অঙ্কন করিলে এই যন্ত্র হয়। তন্ত্রসারে ইহার বিশেষ বিবরণ ও প্রমাণাদি লিখিত আছে। (তন্ত্রসার)

সামান্যলক্ষণা (স্ত্রী) সামান্যং সাধারণধর্ম্মঃ লক্ষণং যস্যাঃ। অলৌকিক সন্নিকর্ষবিশেষ। আশ্রয়জ্ঞাপক সামান্যজ্ঞান, একটী ঘট দেখিলে সকল ঘটজ্ঞান, ঈদৃশ ঘটত্বাদি জ্ঞান।

"অলৌকিকঃ সন্নিকর্ষস্ত্রিবিধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
সামান্যলক্ষণা জ্ঞানলক্ষণা যোগজস্তথা॥
আসত্তিরাশ্রয়াণান্তু সামান্যজ্ঞানমিষ্যতে।
তদিন্দ্রিয়জতদ্ধর্ম্মবোধসামগ্র্যপেক্ষ্যতে॥" (ভাষা পরিচ্ছেদ)

অলৌকিক সন্নিকর্ষ তিন প্রকার, সামান্যলক্ষণা, জ্ঞানলক্ষণা ও যোগজ। সামান্যলক্ষণা অর্থাৎ যে সামান্য যাহাতে স্থিত, ঐ সামান্যই তদাশ্রয়ের বা তাহার প্রত্যক্ষে সন্নিকর্ষস্বরূপ হয়। ঐ সামান্যের কোন একটী আশ্রয়ে চক্ষুঃ সংযোগ হইলে ঐ সামান্য-রূপ সম্বন্ধে সমস্ত তদাশ্রয়ের অলৌকিক চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। ইহার উদাহরণ—একটী ঘটে চক্ষুঃ সংযোগ হইলে ঘটত্ব সম্বন্ধে নিখিল ঘটের অলৌকিক চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। একটী ঘট দেখিয়া এই সামান্য লক্ষণাবলে নিখিল ঘটের জাতির

জ্ঞান হইয়া থাকে। কোন কোন নৈয়ায়িক এই সামান্য লক্ষণা-স্বীকার করেন না। ইহা স্বীকার না করিলে কি কি দোষ হয়, ইহা লইয়া নব্য ন্যায়ে বিশেষ বিচারপ্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে, নৈয়ায়িক ন্যায়াভিজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন অপরের পক্ষে তাহা দুর্ব্বোধ্য।

সামান্যলক্ষণ, সামান্যং লক্ষণং যস্য, সামান্য হইয়াছে লক্ষণ যাহার, এই স্থলে লক্ষণ শব্দের অর্থ কি ? যদি লক্ষণ শব্দের অর্থ স্বরূপ করা হয়, তাহা হইলে সামান্যস্বরূপ প্রত্যাসত্তি অর্থাৎ সম্বন্ধ ইহাই বুঝিতে হইবে। যে স্থলে ধূমাদি ইন্দ্রিয় সংযুক্ত হইয়াছে, যে স্থানে ধূমদর্শনে ইহা ধূম এই জ্ঞান হইয়াছে, সেই জ্ঞানে ধূমত্ব প্রকার সেই ধূমত্বরূপসন্নিকর্ষ দ্বারা সকল ধূমব্যক্তির জ্ঞান হয়, তাহাই সামান্যলক্ষণা। সমানের ভাবকে সামান্য কহে। এই সামান্য কোন স্থলে নিত্য আবার কোন স্থলে অনিত্য। যে স্থলে একটী ঘট সংযোগসম্বন্ধে ভূতলে এবং সমবায় সম্বন্ধে কপালে জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহার পর সেই ঘটবিশিষ্ট, অর্থাৎ সেই ঘটের সমস্ত অধিকরণ সমস্ত ভূতল বা কপালের জ্ঞান হয়, সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে। পরন্তু যে সম্বন্ধে সামান্যের জ্ঞান হয়, সেই সম্বন্ধেই সামান্য অধিকরণসমূহের জ্ঞান হইবে। কিন্তু যে স্থলে সেই ঘটের নাশান্তর তদ্ঘটবিশিষ্টের স্মরণ হয়, সেই স্থলে সামান্যলক্ষণাবলে সমস্ত তদ্ঘটবিশিষ্টের জ্ঞান হয় না, কারণ তৎকালে সামান্য ঘট নাই। আরও যে স্থলে ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ-বিশিষ্টক ঘট এই জ্ঞান হইয়াছে, সে স্থলে পরদিনে ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ ব্যতিরেকেও তাদৃশ জ্ঞানে প্রকারীভূত সামান্য (ঘটত্ব) বিদ্যমান আছে বলিয়া ঐরূপ জ্ঞান কেন না হয় ? অতএব বলিতে হইবে যে সামান্যবিষয়জ্ঞানই প্রত্যাসত্তি, সামান্য প্রত্যাসত্তি নহে।

(সিদ্ধান্তমুক্ত°) [সন্নিকর্ষ দেখ।]

সামান্যবচন (ক্লী) সামান্যং বচনং। সাধারণ বাক্য, সকলের পক্ষেই যাহা সমান, এইরূপ বাক্য।

সামান্যবিধি (পুং) সামান্যঃ বিধিঃ। সাধারণ বিধি, যাহা সাধারণরূপে বিধান করা হয়, সামান্যবিধি ও বিশেষ বিধির মধ্যে বিশেষ বিধিই বলবান্। "সামান্যবিশেষয়োর্ম্মধ্যে বিশেষবিধির্বলবান্" (পরিভাষা) 'মা হিংস্যাৎ' হিংসা করিও না, সামান্য বিধি। মিথ্যা বলিও না ও চুরি করিও না, ইত্যাদি রূপ বিধিই সামান্য বিধি। সামান্য বিধির পর যদি কোন বিষয় বিশেষ করিয়া বলা হয়, তাহা হইলে তাহাকে বিশেষ বিধি কহে। 'অগ্নি-ষোমীয়ং পশুমালভেত' অগ্নিষোমযজ্ঞে পশুহিংসা করিবে, ইহা বিশেষ বিধি, কারণ প্রাণিহিংসা করিও না, ইহা সামান্য বিধি, তৎপরে বিশেষ করিয়া বলা হইল যে অগ্নিষোম যজ্ঞে পশু হিংসা করিতে পার, অতএব এই দুইটী বিধির মধ্যে বিশেষ বিধিই বিশেষ বলবান্। বলবান্ কর্তৃক দুর্ব্বল যেরূপ বাধিত হয়, তদ্রূপ এই বিশেষ বিধি দ্বারা সামান্যবিধি বাধিত হয়।

সামান্যা (স্ত্রী) সামান্য-টাপ্। সাধারণী নায়িকা, বেশ্যা। ইহার লক্ষণ এই নায়িকা সকলী ধনমাত্র লাভের জন্য সকল পুরুষাভি-লাষিণী, ধন পাইলে ইহারা সকল পুরুষকেই ভজনা করিয়া থাকে। এই সামান্যা তিন প্রকার, অন্যসম্ভোগদুঃখিতা, বক্রোক্তিগর্ব্বিতা, ও মানবতী। বক্রোক্তিগর্ব্বিতাও দুই প্রকার, প্রেমগর্ব্বিতা ও সৌন্দর্য্যগর্ব্বিতা, এই সকল নায়িকা আবার অবস্থাভেদে প্রত্যেকে আট প্রকার, প্রোষিতভর্তৃকা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, বিপ্রলব্ধা, উৎকণ্ঠিতা, বাসকসজ্জা, স্বাধীনপতিকা ও অভিসারিকা। (রসমঞ্জরী)

সাহিত্যদর্পণে লিখিত আছে যে—

"ধীরা কলা প্রগল্‌ভা স্যাদ্বেশ্যা সামান্যনায়িকা।
নির্গুণানপি ন দ্বেষ্টি ন রজ্যতি গুণিষ্বপি।
বিত্তমাত্রং সমালোক্য সা রাগং দর্শয়েদ্বহিঃ।
কামমঙ্গীকৃতমপি পরিক্ষীণধনং নরং।
মাত্রা নিষ্কাসয়েদেষা পুনঃ সন্ধানকাঙ্ক্ষয়া॥
তস্করাঃ পণ্ডকা মূর্খাঃ সুখপ্রাপ্তধনাস্তথা।
লিঙ্গিনশ্ছন্নকামাদ্যা আসাং প্রায়েণ বল্লভাঃ॥
এষাপি মদনায়ত্তা কাপি সত্যানুরাগিণী।
রক্তায়াং বা বিরক্তায়াং রতমস্যাং সুদুর্লভং॥
অবস্থাভির্ভবন্ত্যষ্টাবেতাঃ ষোড়শভেদিতাঃ।
স্বাধীনভর্তৃকা তদ্বৎ খণ্ডিতাথাভিসারিকা॥
কলহান্তরিতা বিপ্রলব্ধা প্রোষিতভর্তৃকা।
অন্যা বাসকসজ্জা স্যাদ্বিরহোৎকণ্ঠিতা তথা॥" (সাহিত্যদ° ৩প°)

ইহারা ধীরা ও কলাপ্রগল্‌ভা অর্থাৎ গীতবাদ্যাদি কলা-শাস্ত্রে বিশেষ নিপুণা। এই সকল নায়িকা যে নায়কের বিত্ত দেখে, তাহারই প্রতি বাহিরে অনুরাগ প্রদর্শন করে। বস্তুতঃ তাহাদের প্রতি ইহারা অনুরাগিণী নহে। বাহিরে এইরূপ ভাব প্রদর্শন করায় যে সেই নায়ক ভিন্ন যেন আর তাহাদের অন্য কোন গতি নাই। যখন দেখে তাহাদের ধন পরিক্ষীণ হইয়াছে, তখনই তাহাদিগকে মায়ের দ্বারা তাড়াইয়া দেয়, তস্কর, পণ্ডুক, মূর্খ, সুখপ্রাপ্তধন অর্থাৎ যাহার নিকট হইতে অনায়াসে ধন লাভ হয়, লিঙ্গী, ছন্নকাম এই সকল পুরুষ প্রায়ই ইহাদের প্রিয় হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে কোন কোন স্থলে কেহ বা মদনাসক্তা হইয়া সত্যানুরাগিণী থাকে। মৃচ্ছকটিকনাটকবর্ণিত বসন্তসেনা সামান্য নায়িকা, এই বসন্তসেনা মদনাসক্তা হইয়া নায়ক বিত্তহীন হইলেও তাহার প্রতি একান্তানুরাগিণী ছিল। এইরূপ কোন কোন স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। এই নায়িকা অনুরক্তা বা

বিরক্তা যে কোন অবস্থায় হউক না কেন ইহাদের অনুরাগ দুর্লভ।

ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীতে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে যে—

"ধনলোভে ভজে যেই পুরুষসকলে।
সামান্যবনিতা তারে কবিগণ বলে॥
স্বকীয়া ধর্ম্মের বশে, পরকীয়া প্রীতিরসে,
অমূল্য যৌবনধন পুরুষেরে দেইলো।
আমার যৌবনধন, ভোগ করে সেই জন
মান বুঝি মূল্য করে দিতে পারে যেই লো॥
যখন যে ধন চাই, সেই ক্ষণে যদি পাই,
আমার মনের মত বন্ধু হবে সেই লো।
রসিক রসিক জানি, নাগর মিলাবে আনি,
আপনার মর্ম্ম কথা কয়্যা দিনু এই লো॥

ইহার প্রভেদ—

অন্যসম্ভোগদুঃখিতা আর বক্রোক্তিগর্ব্বিতা।
মানবতী আদিভেদে সামান্যবনিতা॥
গর্ব্বিতা দ্বিমত হয় রূপে আর প্রেমে।
দুইটী একত্র হলে হীরা যেন হেমে॥

রূপগর্ব্বিতা—

মুখ দেখি যদি আরসী ধরে, বড় বল্যা ছায়া সে দর হরে।
মদনে জানিত অধিক করে, দেখিতাম কিন্তু গিয়াছে মরে॥

প্রেমগর্ব্বিতা—

অনিমিষ আঁখি স্থির চরিত্র, আপনার বধূ করিয়া চিত্র।
আমারে দেখয়ে একি বিচিত্র, কেহ বধূ সখী শত্রু কি মিত্র॥

অন্যসম্ভোগদুঃখিতা—

দম্ভ দূতী গিয়াছিলে কোন বনে।
বড় সৌরভ অঙ্গ সুধাক্ষরণে॥
নিন্দ বেশ করে বড় আইলি লো।
কই গেলি মরাধম সখিবি লো॥
ভুলিয়াছিলি আর ভুলাইলি রে।
মধু মৃদুবনে কত পাইলি রে॥

মানবতী—

এস পরাণপুতলী এস, ঘরে যাই কিবা বেশ,
আলোতে রহহে রূপ ভাল ক'রে হেরি হে।
আলতা কজ্জল দাগ ভালে, অরুণ প্রকাশ রাহু গালে,
তবে আছ ভাল আর ভারী তুমি চেনি হে॥" (রসমঞ্জরী)

এই নায়িকার যে সকল ভেদ অভিহিত হইয়াছে, তাহাদের বিবরণ তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।

সামালকোট, (চামারলাকোট), মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গোদাবরী জেলার একটী নগর; কাকনাড়া হইতে ৭ মাইল উত্তরে অবস্থিত। অক্ষা° ১৭°৩′১০″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২° ২′৪০″ পূঃ। পূর্ব্বে এখানে সেনারক্ষার জন্য একটী ক্ষুদ্র ছাউনী ছিল। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ঐ সেনানিবাস পরিত্যক্ত হইয়াছে। ঐ সেনাবারিক ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয় এবং এখনও তাহা উত্তম অবস্থায় বিদ্যমান আছে। রাজমহেন্দ্রী ও কাকনাড়া নগরের সহিত ইহা খালদ্বারা সংযুক্ত। এখানে লুথারীয় চার্চ মিসনের একটী গির্জ্জা আছে।

সামায়িক (ত্রি) সমায় প্রভ (বিনয়াদিভ্যষ্ঠক্। পা ৫।৪।৩৪) ইতি ঠক্। মায়াযুক্ত, মায়াবিশিষ্ট। ২ সমায় সম্বন্ধীয়।

সামাসিক (ত্রি) সমাসপ্রভ ঠক্। সাঙ্ক্ষেপিক, সঙ্ক্ষেপসম্বন্ধীয়।

"যথেমং মাতিসন্ধুর্মিত্রোদাসীনশত্রবঃ।
তথা সর্ব্বং সংবিদধ্যাদেষ সামাসিকো নয়ঃ॥"
(মনু ৭।১৮০)

'সামাসিকঃ সাঙ্ক্ষেপিকঃ' (কুল্লুক) ২ সমাস। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন যে আমি সামাসিকের মধ্যে দ্বন্দ্ব। "দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।" (গীতা ১০।৩৩)

সামাল (দেশজ) রক্ষা।

সামালান (দেশজ) সাবধান হওন। রক্ষণ, আত্মরক্ষাকরণ।

সামি (অব্য°) ১ অর্দ্ধ। ২ নিন্দা। (অমর)

সামিয়ানা (পারসী) বস্ত্রনির্ম্মিত দ্রব্যবিশেষ। চন্দ্রাতপ, চাঁদোয়া, কোন কোন স্থানে ইহাকে শাদ কহে। মোটা মার্কিন প্রভৃতি পুরুবস্ত্র দ্বারা ইহা প্রস্তুত হয়। কোন ক্রিয়া কর্ম্মের সময় আতপ ও বৃষ্টিনিবারণের জন্য গৃহপ্রাঙ্গণে ইহা টাঙ্গান হয়।

সামিক (ত্রি) সামসম্বন্ধীয় স্তোত্র। (লাট্যা° ৭।৯।৭)

সামিকৃত (ত্রি) সামি-কৃ-ক্ত। অর্দ্ধীকৃত, যাহা অর্দ্ধভাগ করা হইয়াছে। ২ নিন্দা করা হইয়াছে।

সামিত (ত্রি) সমিতা-অণ্। সমিতা বা ময়দাসম্বন্ধীয়।

সামিত্য (ত্রি) সমিতিসম্বন্ধীয়।

সামিধেনী (স্ত্রী) সমিত্তাং আধানী সমিধ্ (সমিধামাধানে ষেণ্যণ্। পা ৪।৩।১২০) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা ষেণ্যণ্। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। অগ্নি সমিন্ধনা ঋক্, ঋক্ মন্ত্রবিশেষ। হোম করিবার সময় এই মন্ত্রপাঠ করিয়া অগ্নি জ্বালিতে হয়। পর্য্যায়—ধায্যা। (অমর)

"নবৈবোক্তাঃ সামধেনঃ পিতৃণাং
তথা প্রাহুর্ম্মব্যোগং বিসর্গং।"
(ভারত ৩।১৩৪।১৬)

২ সমিধ্। (মেদিনী)

সামিধেন্য (ত্রি) মন্ত্রবিশেষ, সামিধেনী ঋক্। (পা ৪।৩।১২০)

সামিন্ (পুং) বৃহৎসংহিতোক্ত মহাপুরুষের লক্ষণবিশেষ।

"পঞ্চাপরে বামনকো জঘন্যঃ কুব্জোহপরো মণ্ডলকোহথ সামী।" (বৃহৎসংহিতা ৬৯।৩১)

সামিল (দেশজ) সম্বলিত, অন্তর্গত। ২ সংক্রান্ত।

সামিষ (ত্রি) আমিষেণ সহ বর্ত্ততে। আমিষের সহিত বর্ত্তমান, আমিষযুক্ত, আমিষবিশিষ্ট। মৎস্যমাংসাদি আমিষবিশিষ্ট। মৎস্য ও মাংসাদি দ্বারা পিতৃদিগের উদ্দেশে শ্রাদ্ধকর্ম্ম বিহিত হইয়াছে।

"যথাশ্চিনেহর্দ্ধরাত্রে চ শ্রাদ্ধং ভুক্ত্বা চ সামিষং।
সন্ধ্যয়োরুভয়োশ্চৈব ন সেবেত চতুষ্পথম্॥" (মনু ৪।১৩১)

রাত্রি বা দিবার মধ্যভাগে শ্রাদ্ধে মাংস ভোজন করিয়া প্রভাত ও সায়ং এই উভয় সন্ধ্যাকালে চতুষ্পথে ভ্রমণ করিতে নাই।

সামিষশ্রাদ্ধ (ক্লী) আমিষেণ সহ বর্ত্তমানং শ্রাদ্ধং, সামিষশ্রাদ্ধং। মৎস্যমাংসাদি দ্বারা পিতৃদিগের উদ্দেশে যে শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহাকে সামিষশ্রাদ্ধ কহে। মাংসাষ্টকা প্রভৃতি শ্রাদ্ধ সামিষশ্রাদ্ধ। কোন কোন মাংসের দ্বারা পিতৃদিগের শ্রাদ্ধ করিলে কতদিন তৃপ্তি হয়, ইহার বিষয় মনুতে এইরূপ লিখিত আছে যে, তিল, ধান্য, যব, কৃষ্ণ মাষকলাই, জল, মূল ও ফল ইহার মধ্যে যে কোন বস্তু শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যথাবিধি প্রদত্ত হইলে পিতৃলোক একমাস কাল পরিতৃপ্ত হন, বোয়ালাদি মৎস্য প্রদত্ত হইলে দুইমাস, হরিণমাংসে তিনমাস, মেষমাংসে চারিমাস, দ্বিজাতিভক্ষ্য পক্ষিমাংসে পাঁচমাস, ছাগমাংসে ৬ মাস, চিত্রিত মৃগমাংসে ৭ মাস, এণমাংসে ৮ মাস, কৃষ্ণসার মৃগমাংসে ৯ মাস, বরাহ ও মহিষমাংসে ১০ মাস, শশারু ও কচ্ছপমাংসে ১১ মাস; বিশেষতঃ শ্রাদ্ধে বাধ্রীণস মাংস প্রদত্ত হইলে পিতৃদিগের দ্বাদশবর্ষব্যাপী পরিতৃপ্তি হয়। লম্বা লম্বা জিহ্বা ও কর্ণবিশিষ্ট বৃদ্ধ শ্বেত ছাগবিশেষকে বাধ্রীণস কহে। ইত্যাদি মাংস দ্বারা যে শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহাই সামিষশ্রাদ্ধ। (মনু ৩ অ°)

সামীচী (স্ত্রী) বন্দনা। (হারাবলী)

সামীপ্য (ক্লী) সমীপস্য ভাবঃ, সমীপ চতুর্ব্বর্ণ্যাদিত্বাৎ ষ্যঞ্। সমীপত্ব, নৈকট্য, সান্নিধ্য, সমীপের ভাব। ২ অধিকরণবিশেষ, আধারভেদ।

"সামীপ্যাদ্যেববিষয়ৈর্ব্যাপ্ত্যাধারশ্চতুর্বিধঃ।" (মুগ্ধবোধব্যা°)

ব্যাকরণমতে সমাস স্থলে যেখানে অব্যয়পদের সামীপ্য অর্থ হয়, তথায় অব্যয়ীভাব সমাস হয়। উপকূল, কূলের সমীপ, এই স্থলে উপশব্দের সামীপ্যার্থ হইয়াছে এই জন্য অব্যয়ীভাব সমাস হইল।

সামীর্য্য (ত্রি) সমীর সঙ্কাশাদিত্বাৎ ণ্য। সমীরসম্বন্ধীয়।

সামুৎকর্ষিক (ত্রি) সমুৎকর্ষ এব (বিনয়াদিভ্যষ্ঠক্। পা ৫।৪।৩৪) ইতি ঠক্। সমুৎকর্ষ। সমুৎকর্ষসম্বন্ধীয়।

সামুদায়িক (ক্লী) সমুদায়-ঠক্। নাড়ীনক্ষত্রভেদ। জাত বালক যে নক্ষত্রে জন্ম গ্রহণ করে, সেই নক্ষত্র হইতে অষ্টাদশ নক্ষত্রকে সামুদায়িক নক্ষত্র কহে। এই নক্ষত্র অশুভ নক্ষত্র। এই নক্ষত্র পরিত্যাগ করিয়া সকল শুভকর্ম্ম বিধেয়। গোচরসঞ্চারকালে গ্রহগণ যখন এই নক্ষত্রে উপস্থিত হন, তখন নানা প্রকার অশুভ হয়, গ্রহদিগের বিচারকালে বিশেষ করিয়া দেখিতে হইবে যে তাহারা নাড়ীনক্ষত্রস্থিত হইয়াছে কিনা, গ্রহগণ জন্মকালে যদি বিশেষ শুভাবহও হন, তাহা হইলে এই সকল নাড়ীনক্ষত্রে গমন করিলে কিঞ্চিৎ অশুভ হইবেই হইবে। এই সামুদায়িক নক্ষত্রে গ্রহগণ থাকিলে বিঘ্ন, মৃত্যু ও অর্থক্ষয় হইয়া থাকে।

"দেহাদেহার্থহানিঃ স্যাজ্জন্মর্ক্ষে উপতাপিতে।
কর্ম্মর্ক্ষে কর্ম্মণাং হানিঃ পীড়া মনসি মানসে॥
মুক্তিপ্রবিশব্যাং হানিঃ সাংঘাতিকে তথা।
সর্ব্বতো সামুদায়িকে বিঘ্নমৃত্যার্থসঙ্ক্ষয়ঃ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

[নাড়ীচক্রশব্দ দেখ।]

সামুদ্র (ক্লী) সমুদ্রে ভবং অণ্। সমুদ্রভব লবণ, যে লবণ সমুদ্র হইতে জন্মে, চলিত করকচ। গুণ—পাকে লাঘুক, অবিদাহী, ভেদন, মধুর, স্নিগ্ধ, শূলনাশক, নাতিপিত্তবর্দ্ধক। (রাজবল্লভ) ২ সমুদ্রফেন। (রাজনি°) সমুদ্রেণ ঋষিণা প্রোক্তমিতি অণ্। ৩ দেহচিহ্ন, দেহে যে সকল চিহ্ন থাকে, তাহার শুভাশুভ লক্ষণ সমুদ্রঋষি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এই জন্য দেহচিহ্নকে সামুদ্র কহে। ৪ উক্ত লক্ষণান্বিত গ্রন্থ। যে গ্রন্থে দেহের শুভাশুভ লক্ষণবিষয় বর্ণিত থাকে, তাহাও সামুদ্র নামে অভিহিত হয়। (ত্রি) ৫ সমুদ্রজাত মাত্র। যে সকল বস্তু সমুদ্রে জন্মে। (মেদিনী) (পুং) ৬ সমুদ্রগামী বণিক্, বাণিজ্যার্থ যাহারা সমুদ্রে গমন করে।

"কান্তারগাস্তু দশকং সামুদ্রা বিংশকং শতং।
দদ্যুর্ব্বা স্বকৃতাং বৃদ্ধিং সর্ব্বে সর্ব্বাসু জাতিষু॥"
(যাজ্ঞবল্ক্য° ২।৩৮)

সমুদ্রে বাণিজ্য করিতে যাইবে বলিয়া যদি টাকা ধার করা হয়, তাহা হইলে শতকরা ২০ ভাগ, অর্থাৎ শতকরা ২০ টাকার হিসাবে সুদ দিতে হইবে। ৭ মশকবিশেষ। সুশ্রুতে লিখিত আছে যে মশক ৫ প্রকার, এই মশক দংশন করিলে তীব্রকণ্ডূ, দংশ ও শোথ হইয়া থাকে। (সুশ্রুত ৫৮) ৮ বৈশ্যবিশেষ।

"প্রাগ্জ্যোতিষাঃ সলৌহিত্যাঃ সামুদ্রাঃ পুরুষাদকাঃ।"
(মার্কণ্ডেয়পু° ৫৮।১৩)

১০ নারিকেল। ১ দ্বীপস্থিত বচা, চলিত চোপচিনি। (বৈদ্যকনি°)

সামুদ্র, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত সমুদ্রকূলস্থ কালিকট রাজা। এখানকার রাজারাও সামরী নামে খ্যাত। (মার্ক° পু° ৫৮।১৩)

সামুদ্রক (ক্লী) সামুদ্রমেব স্বার্থে কন্। সমুদ্রলবণ। (রাজনি°) সামুদ্রশব্দার্থ। সমুদ্রোক্ত স্ত্রী পুংলক্ষণগ্রন্থ। যে গ্রন্থে স্ত্রী পুরুষ প্রভৃতির শুভাশুভ লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে, সামুদ্রশাস্ত্র। (ত্র) ২ সমুদ্রশাস্ত্র। (ত্রি) ২ সমুদ্রসম্বন্ধী।

"সামুদ্রকং বাণিজকঞ্চ চৌরং শল্যকবৃত্তিঞ্চ চিকিৎসকঞ্চ।
অরিঞ্চ মিত্রঞ্চ কুশীলবঞ্চ নৈতান্ সাক্ষ্যে ত্বধিকুর্বীত সপ্ত॥"
(ভারত ৫।৩৫।৪৪)

সমুদ্রসম্বন্ধে বাণিজ্যকারী, শল্যকবৃত্তি, চিকিৎসক, শত্রু, মিত্র, চোর ও কুশীল এই সাত জনকে সাক্ষী করিতে নাই এবং ইহাদের সাক্ষী প্রমাণরূপে গ্রহণীয় নহে।

সামুদ্রনিষ্কুট, জনপদভেদ ও তদ্দেশবাসী। (ভারত ভীষ্ম ৯।৫৮)

সামুদ্রমৎস্য (পুং) তিমি, তিমিঙ্গল ও কুলিশপাক প্রভৃতি মৎস্য। গুণ—গুরু, স্নিগ্ধ, মধুর, নাতিপিত্তবর্দ্ধক, বাতহর, উষ্ণ, বৃষ্য, ও শ্লেষবর্দ্ধক। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ৪৬ অ°)

সামুদ্রস্থলক (ত্রি) সমুদ্রস্থলী (ধূমাদিভ্যশ্চ। পা ৪।২।১২৭) ইতি বুঞ্। সমুদ্রস্থলীদেশ।

সামুদ্রাদ্যচূর্ণ (ক্লী) উদররোগাধিকারোক্ত চূর্ণৌষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—সামুদ্র লবণ, সচল লবণ, সৈন্ধব লবণ, যবযমানী, যবক্ষার, বিড়ঙ্গ, হিঙ্গু, পিপুল, চিতামূল, ও শুঁঠ এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ, উত্তমরূপে একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা রোগীর অবস্থা বুঝিয়া।৵ আনা হইতে ১ তোলা পর্য্যন্ত। এই চূর্ণ ঘৃত অনুপানে সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে সকল প্রকার উদররোগ আশু নিরাকৃত হয়। (সারকৌ°)

অন্যবিধ—২ শূলরোগাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—কর্কচ, সৈন্ধব, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সচল, সার্জ্জি, বিট, দন্তীমূল, লৌহচূর্ণ, মণ্ডুর, কেউটিড়ি, ওল এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমভাগ, ইহা উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া এই সকল দ্রব্যের সমপরিমাণ দধি, দুগ্ধ ও গোমূত্র পাকযোগ্য মাত্রায় দিয়া মৃদু অগ্নিতে ইহা পাক করিতে হইবে। পরে ইহার জলীয়াংশ শুষ্ক হইয়া আসিলে নামাইয়া উহা চূর্ণ করিয়া লইবে। ইহার মাত্রা রোগীর অগ্নির বলাবল স্থির করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। উষ্ণ জলের সহিত ইহা সেবনীয়। এই চূর্ণ সেবন করিয়া ঘৃতপক্ব মাংসাদিও ভোজন করা যাইতে পারে। এই ঔষধ সেবন করিলে সকল প্রকার শূলরোগ আশু নিবারিত হয়, বিশেষতঃ ইহা পরিণাম শূলে বিশেষ উপকারী। (ভৈষজ্যরত্না° শূলরোগাধি°)

সামুদ্রিক (ত্রি) সমুদ্রেণ প্রোক্তং শাস্ত্রং অধীতে বেত্তি বা ঠঞ্। সামুদ্রকশাস্ত্রাধ্যয়নকারী, বা সামুদ্রশাস্ত্রবেত্তা, স্ত্রীপুরুষচিহ্নবেত্তা, সামুদ্রশাস্ত্রাভিজ্ঞ, যাহারা স্ত্রী ও পুরুষাদির চিহ্ন দেখিয়া শুভাশুভ নির্দেশ করিতে পারেন।

সামুদ্রিক ফলিত জ্যোতিষ শাস্ত্রের একটী বিশেষ বিভাগ। সামুদ্রিক শাস্ত্রের দ্বারা কর, চরণ, ও ললাটের রেখা এবং অন্যান্য শরীরচিহ্ন দেখিয়া মনুষ্যের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের শুভাশুভ ফলাফল জানিতে পারা যায়। সমুদ্র কর্ত্তৃক এই শাস্ত্র উক্ত হইয়াছে বলিয়া, ইহা সামুদ্রিক নামে অভিহিত হয়। "সামুদ্রিক" গ্রন্থে লিখিত আছে,—

"শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—
কীদৃশঃ পুরুষো বন্দ্যোঽবন্দ্যো বা কীদৃশোভবেৎ।
কন্যা বা কীদৃশী শস্তা গর্হিতা বাপি কীদৃশী॥
মহেশ উবাচ—শৃণু কৃষ্ণ প্রবক্ষ্যামি সমুদ্রবচনং যথা।
লক্ষণঞ্চ মনুষ্যানাম্ একৈকেন যথাক্রমম্॥"

শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিরূপ লক্ষণযুক্ত পুরুষ প্রশংসনীয় ও কিরূপ লক্ষণযুক্ত পুরুষ অপ্রশংসনীয় এবং কীদৃশলক্ষণাক্রান্তা কন্যা প্রশস্তা ও কীদৃশ লক্ষণযুক্তা কন্যাই বা অপ্রশস্তা? মহেশ কহিলেন, আমি সমুদ্রের বচনানুসারে একে একে মনুষ্যের লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর।

প্রধানতঃ করাঙ্কিত রেখাদি বিচার করিয়াই এই বিদ্যার দ্বারা শুভাশুভ ঘটনা নির্দিষ্ট হয়। এই বিদ্যাকে ইংরাজিতে Palmistry বা Chiromancy কহে। অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে সামুদ্রিক শাস্ত্র প্রচলিত আছে। প্রাচীন গ্রীস এবং রোমেও এই বিদ্যা প্রচলিত ছিল, Chiromancy শব্দেই ইহার প্রমাণ, Cheir অর্থে কর, Manteia ভবিষ্যৎ ফলাফলগণনা। পূর্ব্বে ইংলণ্ডেও ফলিত-জ্যোতিষ বিশেষরূপে সমাদৃত হইত; এক্ষণে Palmistry বা সামুদ্রিক গণনা তথাকার আইন-বিরুদ্ধ হওয়াতে, ইহার সমধিক প্রচলন নাই।

করতলাঙ্কিত রেখা-বিবরণ।

যে রেখা কনিষ্ঠাঙ্গুলির নিম্ন হইতে আরম্ভ করিয়া তর্জ্জনীমূলাভিমুখে গমন করে, তাহার নাম আয়ুরেখা। কেহ কেহ ইহাকে ভোগরেখা বলিয়া থাকে। ১ নং চিত্রের ১-১ রেখা।

আয়ুরেখার পার্শ্বে যে আর একটি দীর্ঘরেখা তর্জ্জনীর নিম্নদেশে গিয়াছে, তাহার নাম মাতৃরেখা। ১নং চিত্রের ২-২ রেখা।

যে রেখা করতলমূলের মধ্যস্থল হইতে উত্থিত হইয়া সাধারণতঃ মাতৃরেখার উর্দ্ধদেশ স্পর্শ করে অথবা তাহার নিকটবর্ত্তী হয়, তাহার নাম পিতৃরেখা। কেহ কেহ ইহাকে আয়ুরেখা বলে। ১ নং চিত্রের ৩-৩ রেখা।

যে সকল রেখা পিতৃরেখার মূলের সন্নিকট হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যমাঙ্গুলির দিকে গমন করে, তাহাকে ঊর্দ্ধরেখা বলে। ১ নং চিত্রের ৫-৫ রেখা।

যে রেখা পিতৃরেখার পার্শ্বে অঙ্গুষ্ঠের মূলদেশ হইতে উত্থিত হইয়া ঊর্দ্ধগামী হয়, তাহাকে পঞ্চাঙ্গুলিরেখা বলে। ১ নং চিত্রের ৬-৬ রেখা।

রেখাবর্ণবিচার।

রেখা সকল রক্তবর্ণ হইলে, সেই ব্যক্তি আমোদপ্রিয়, সদালাপী এবং উগ্র স্বভাবসম্পন্ন হয়। রক্ত বর্ণের মধ্যে কাল আভা থাকিলে প্রতিহিংসাপরায়ণ, শঠ, ও ক্রোধী হয়। পীতবর্ণ হইলে পিত্তের আধিক্যবশতঃ রুক্ষ স্বভাব, উচ্চাভিলাষী, কার্য্যক্ষম ও প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়। পাণ্ডু আভাযুক্ত হইলে স্ত্রীস্বভাবসম্পন্ন, দাতা ও উৎসাহী হয়।

করতলে গ্রহগণের স্থাননির্দ্দেশ।

তর্জ্জনীর মূলদেশকে বৃহস্পতিস্থান, মধ্যমাঙ্গুলের মূলদেশকে শনিস্থান, অনামিকার মূলদেশকে রবিস্থান, কনিষ্ঠ অঙ্গুলির নিম্নদেশকে বুধস্থান ও বৃদ্ধাঙ্গুলির নিম্নস্থানকে শুক্রস্থান বলে। (১ নং চিত্রের ১১, ১২, ১৩, ১৪ ও ১৭ সংখ্যা) মঙ্গলের দুইটী স্থান একটী তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলির মধ্যে পিতৃরেখার সমাপ্তিস্থানের নিম্নে এবং অন্যটী বুধের স্থানের নিম্নে ও চন্দ্রের স্থানের উপরিভাগে আয়ুরেখা ও মাতৃরেখার মধ্যস্থিত স্থানে। (১ নং চিত্রের ১৫ সংখ্যাদ্বয়) মঙ্গলস্থানের নিম্ন হইতে মণিবন্ধের উপর পর্য্যন্ত করতলের পার্শ্বভাগের স্থানকে চন্দ্রের স্থান বলে। (১ নং চিত্রের ১৬ সংখ্যা)

পুরুষের দক্ষিণ [illegible] ও স্ত্রীলোকের বামহস্ত প্রধান, এই জন্য পুরুষের দক্ষিণ হস্ত ও স্ত্রীলোকের বামহস্তস্থিত রেখাদি বিচারপূর্ব্বক ফলাফল ব্যক্ত করিতে হয়। "সামুদ্রিকম্" গ্রন্থে লিখিত আছে,—

"বামভাগে তু নারীণাং দক্ষিণে পুরুষস্য চ।
নির্দ্দিষ্টং লক্ষণং তেষাং সমুদ্রেণ যথোদিতম্॥"

সমুদ্রকর্ত্তৃক নিরূপিত হইয়াছে যে, নারীদিগের বামভাগে ও পুরুষদিগের দক্ষিণভাগে সামুদ্রিক লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

গ্রহস্থানের বিচারফল।

রবির স্থান—উচ্চ হইলে সেই ব্যক্তি চঞ্চল, সঙ্গীত ও অন্যান্য কলাবিদ্যাবিশারদ, ও নূতন বিষয় আবিষ্কারক হয় এবং প্রায়ই স্ত্রীসঙ্গকে ঘৃণা করে। রবি ও বুধের স্থান উচ্চ হইলে, বিজ্ঞ, শাস্ত্রবিশারদ, ও সুবক্তা হয়। অত্যুচ্চ হইলে, অপব্যয়ী, বিলাসী, অর্থলোভী ও তার্কিক হয়। নিম্ন হইলে, অজ্ঞান ও অধার্ম্মিক হয়। রবির স্থান উচ্চ হইলে, সে ব্যক্তি মধ্যমাকৃতি, দৃঢ়কেশ, বৃহৎচক্ষুঃ, কিঞ্চিৎ লম্বমুখমণ্ডল, সুন্দর শরীর, এবং করতলভাগ ও অঙ্গুলির দৈর্ঘ্য সমান হয়। রবির স্থানে কোন রেখা না থাকিলে, সেই ব্যক্তির নানা দুর্ঘটনা ঘটে; কোন বল-বান্ একটী রেখা থাকিলে যশোলাভ হয়।

চন্দ্রের স্থান—উচ্চ হইলে সঙ্গীতপ্রিয়, আত্মশ্লাঘানভিজ্ঞ, ভগবদ্ভক্ত, বিজ্ঞ ও চিন্তাযুক্ত হয়। সেই ব্যক্তির বিলম্বকর, বিবাহ সংঘটিত হয়। নিম্ন হইলে, সে ব্যক্তির চিত্তশক্তি থাকে না। এই স্থান রেখাশূন্য হইলে সে ব্যক্তি সংসারে আকৃষ্ট [illegible] না। একটী বক্র সম্মুখ রেখা বুধের স্থান হইতে চন্দ্রের স্থানে গেলে, সে ব্যক্তি অন্তর্জ্ঞান প্রাপ্ত হয় এবং ভবিষ্যৎ ঘটনা বলে নির্ণয় করে। হস্ততলের অন্যান্য রেখাগুলি দুর্ব্বল এবং চন্দ্রের স্থানে একটী ক্রস বা নক্ষত্রের চিহ্ন থাকিলে সে ব্যক্তি অবিবেচক বা মূর্খ হয়।

মঙ্গলের স্থান—পিতৃরেখার সন্নিকটস্থ মঙ্গলের স্থানটী উচ্চ হইলে সে ব্যক্তি অসীমসাহস, বিবাদপ্রিয় ও উপস্থিত বুদ্ধিবিশিষ্ট হয়। হস্ত পার্শ্বস্থ মঙ্গলস্থান উচ্চ হইলে, সে ব্যক্তি অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না এবং বীর, নম্র, ধার্ম্মিক, সাহসী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। উভয় স্থল সমান উচ্চ হইলে, সে ব্যক্তি উগ্র স্বভাব সম্পন্ন, কামাতুর, নিষ্ঠুর, ও অত্যাচারী [illegible] এবং রক্ত দর্শনে আনন্দ লাভ করে। কিন্তু উক্ত দুই স্থান নিম্ন হইলে ভীরু ও বালকের ন্যায় ব্যবহারকারী হয়। এই উভয় স্থানের সহিত চন্দ্রের স্থান উচ্চ হইলে সে ব্যক্তি নৌকার মাঝি হয়। মঙ্গলের স্থান কঠিন হইলে স্থাবরসম্পত্তি বৃদ্ধি হয়। দুই হস্তে আয়ুরেখা ও মাতৃরেখার মধ্যস্থ মঙ্গলের স্থানে ক্রসচিহ্ন থাকিলে মোকদ্দমায় সম্পত্তি নষ্ট হয়। কিন্তু এক হস্তে থাকিলে সমস্ত বিনষ্ট হয় না। মঙ্গলের দ্বিতীয় স্থান ছিন্নচিহ্নিত হইলে পৈতৃক সম্পত্তির হানি হয়।

বুধের স্থান—উচ্চ হইলে সাহসবুদ্ধিযুক্ত, বক্তৃতাপটু, সাহসী, পরিশ্রমী ও বহু স্থানভ্রমণকারী এবং অল্প বয়সে বিবাহ হয়। কিন্তু অত্যুচ্চ হইলে, বিশ্বাসঘাতক, মিথ্যাবাদী, বিদ্যাহীন ও চাঞ্চল্যসুখবিহীন হয়। নিম্ন হইলে অলস, বিজ্ঞশিক্ষাবিরত ও উদ্যমহীন হয়। এই স্থানে একটী সরল রেখা থাকিলে ভাগ্যবান্ ও বহু রেখা থাকিলে সাহসী ও ধনবান্ হয় এবং ঐ সকল রেখা আয়ুরেখার সহিত মিলিত হইলে দাতা হয়। বুধের স্থান উচ্চ ও তাহার উপর বহু রেখা থাকিলে, চিকিৎসক হয়। স্ত্রীলোকের থাকিলে কোন চিকিৎসক বা ডাক্তারের সহিত বিবাহ হয়।

বৃহস্পতির স্থান—অত্যুচ্চ হইলে অধার্ম্মিক এবং অহঙ্কারী হয় এবং অন্যলোকের উপর প্রভুত্ব করিতে ইচ্ছা করে। এইস্থান নিম্ন হইলে

বঞ্চক, ধর্ম্মহীন ও নীচ প্রবৃত্তির লোক হয়। বৃহস্পতি ও রবির স্থান উচ্চ হইলে, ভাগ্যবান্, ধনবান্ ও সম্ভ্রমশালী এবং তৎসঙ্গে বুধের স্থান উচ্চ হইলে বিদ্বান ও ন্যায়শাস্ত্রজ্ঞ হয়। সেই সঙ্গে মঙ্গলের স্থান উচ্চ হইলে যুদ্ধবিশারদ হইয়া থাকে। বৃহস্পতির স্থানে বহু রেখাকে একটী রেখা কর্ত্তন করিলে পুরুষ লম্পট ও স্ত্রীলোক অসতী হয়। ঐ স্থানে বহু রেখা থাকিলে সে ব্যক্তি প্রায়ই বিকৃতমনোরথ হয়।

শুক্রের স্থান—অত্যুচ্চ হইলে লম্পট, লজ্জাহীন ও ব্যভিচারী হয়। উচ্চ হইলে সৌন্দর্য্যপ্রিয়, নৃত্যগীতানুরক্ত ও স্ত্রীলোকপ্রিয় হইয়া থাকে এবং সহজেই কলা ও শিল্পবিদ্যায় জ্ঞান লাভ করে। নিম্ন হইলে, স্বার্থপর, অলস ও স্ত্রীপুরুষমনকারী হয়। একটী মূলরেখা শুক্রের স্থান হইতে উঠিয়া পিতৃরেখার উপর দিয়া মঙ্গলের স্থানে গেলে, হাঁপানি ও কাশির রোগ হয়। শুক্রের স্থানের উপরি ভাগ হইতে কোন একটী রেখা বুধের স্থানে গেলে পুরুষ বিপত্নীক ও স্ত্রী বিধবা হয়। শুক্রের স্থানের কোন একটী রেখা শনিস্থানে গিয়া শাখাবিশিষ্ট হইলে, অসুখকর বিবাহ হয়। এই স্থানে কোন রেখা থাকিলে, পবিত্রচিত্ত ও শান্তস্বভাববিশিষ্ট হয়।

শনির স্থান—উচ্চ থাকিলে নির্জ্জনতাপ্রিয়, অল্পভাষী ও মিতব্যয়ী প্রিয়। ঐ স্থান নিম্ন হইলে, ভাগ্যহীন, নীচপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট ও প্রায়ই নিরামিষভোজী হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে সে ব্যক্তি আত্মহত্যাতে প্রবৃত্ত হয়। শনি ও বৃহস্পতির স্থান উচ্চ হইলে, ধৈর্য্যশীল এবং মূর্চ্ছা ও বায়ুরোগগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা। শনি ও বুধের স্থান উচ্চ হইলে, ক্রোধী, চৌর ও অধার্ম্মিক হয়। শনি ও মঙ্গলের স্থান উচ্চ হইলে লজ্জাহীন ও অত্যাচারী হইয়া থাকে এবং শনি ও শুক্রের স্থান উচ্চ হইলে ইন্দ্রজালাদি জ্যোতিষবিদ্যায় অনুসন্ধায়ী হয়। এই স্থানে সরল ও উজ্জ্বল একটী রেখা থাকিলে সৌভাগ্যশালী, কিন্তু বহু রেখা থাকিলে ইহার বিপরীত ফল হয়।

রেখার বিবরণ।

আয়ু বা জীবনরেখা।—আয়ুরেখা যদি ছিন্ন ভিন্ন না হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তির ১২০ বৎসর পরমায়ু। যদি এই রেখা কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূল হইতে অনামিকার মূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, তবে ৫০ হইতে ৬০ বৎসর পরমায়ু। যাহার ঐ রেখাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা ভেদ করে, তাহার আয়ু অল্প। এই রেখা স্থূল ও ক্ষুদ্র হইলে সে ব্যক্তি অবিবেচক হয়। শৃঙ্খলাকার হইলে লম্পট ও উৎসাহহীন হয় এবং পীতবর্ণ হইলে যকৃৎপীড়ায় কষ্ট পায়। এই রেখা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখাকর্তৃক কর্ত্তিত হইলে প্রেমে হতাশ, যন্ত্রণাভোগ ও প্রেমের প্রতিবন্ধক হয়। এই রেখার মূলে অর্থাৎ বুধের স্থানে শাখা না থাকিলে সন্তান হয় না। শনির স্থানের নিম্ন দেশে, মাতৃরেখার সহিত এই রেখা মিলিত হইলে, হঠাৎ মৃত্যু হয়। যদি এই রেখার একটী শাখা মাতৃরেখাকে স্পর্শ করে এবং অপর একটী রেখা ঐ স্পর্শকারী রেখাকে কর্ত্তন করে, তবে শোচনীয় বিবাহ ও অত্যন্ত মানসিক কষ্ট হয়। জীবনরেখা শৃঙ্খলাকার হইয়া শনির স্থান পর্য্যন্ত গেলে, সে ব্যক্তি স্ত্রীলোককে ভালবাসে না। দুই হস্তের এই রেখায় কোন শাখা না থাকিলে অল্পায়ু হয়। শনির স্থানের নিম্নদেশে এই রেখা ভগ্ন হইলে হৃৎপীড়া বা মনোবেদনা প্রাপ্ত হয় এবং উচ্চ স্থান হইতে পতনের আশঙ্কা থাকে। এই রেখার উপর কৃষ্ণবর্ণ বিন্দুচিহ্ন থাকিলে, পীড়াগ্রস্ত হয় এবং ঐরূপ চিহ্ন রবির স্থানের নিম্নে থাকিলে চক্ষুরোগ হয়। দুই হস্তে এই রেখা শনি অথবা বৃহস্পতির ক্ষেত্রের নিম্নদেশে মাতৃরেখার সহিত মিলিত হইলে, অপমৃত্যু হইবে।

২। মাতৃরেখা—এই রেখা শনির স্থান বা শনি-স্থানের নিম্নদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে, অকালে মৃত্যু হয়। যে ব্যক্তির মাতৃরেখা পিতৃরেখার সহিত মিলিত হয় না, সে বিশেষ বিবেচনা না করিয়া হঠাৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু সে কার্য্যতৎপর আত্মাভিমানী, অভিনেতা ও বক্তৃতা করিতে সমর্থ হয়। দুইটী মাতৃরেখা থাকিলে, সৌভাগ্যশালী, সৎপরামর্শদাতা ও ধনশালী হইয়া পৈতৃক সম্পত্তি লাভ করে। এই রেখা ভগ্ন হইলে মস্তকে আঘাত প্রাপ্ত হয় অথবা অঙ্গহীন হয়। এই রেখা দীর্ঘ ও করতলে অন্যান্য বহু রেখা থাকিলে সে ব্যক্তির বিপৎকালে আত্মদমন করিবার ক্ষমতা থাকে এবং ইঙ্গিতমাত্রেই কার্য্য করিতে সমর্থ হয়। এই রেখার মূলের কিছু অন্তরে যদি পিতৃরেখা যুক্ত হয়, তাহা হইলে পরমুখাপেক্ষী ও ভীরু হয়। মাতৃরেখা করতলমধ্যে সরলভাবে না গিয়া বুধের স্থানাভিমুখী হইলে বাণিজ্য ব্যবসায়ে সৌভাগ্যলাভ হয়। এই রেখা কনিষ্ঠা ও অনামিকার মধ্যস্থানাভিমুখী হইলে শিল্পদ্বারা উন্নতি লাভ হয়। এই রেখা রবির স্থানে গেলে শিল্পবিদ্যানুরাগী ও যশঃপ্রিয় হয়। এই রেখা জীবনরেখাকে ছেদ করিয়া শনির স্থানে গমন করিলে মস্তকে আঘাত জন্য মৃত্যু ঘটে। এই রেখা বা অন্য কোন প্রধান রেখা যাহার না থাকে, সে ব্যক্তি অচিকিৎস্যরোগ বা কোন সাংঘাতিক ঘটনা দ্বারা বিশেষ কষ্ট পায়। এই রেখা আয়ুরেখার অত্যন্ত সমীপবর্ত্তী হইলে শ্বাসরোগ হয় এবং পিতৃরেখার সহিত যুক্ত হইয়া বৃদ্ধাঙ্গুলির দিকে গমন করিলে শিরঃপীড়ায় অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হয়। এই রেখার উপর রক্তবর্ণ-বিন্দুচিহ্ন থাকিলে মস্তকে আঘাতপ্রাপ্ত এবং শ্বেতবর্ণ বিন্দুচিহ্ন থাকিলে বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় আবিষ্কারক হয়। মাতৃরেখার উপর যবচিহ্ন থাকিলে, বায়ুরোগগ্রস্ত

হয়। মাতৃরেখা পিতৃরেখার সহিত মিলিত না হইয়া, পিতৃরেখার দুইটী ক্ষুদ্র রেখা দ্বারা কর্ত্তিত হইলে, মতপ্রিয় হয়। এই রেখার শেষাংশ বহু শাখাবিশিষ্ট হইলে অতিশয় বিলাসী ও আড়ম্বরপ্রিয় হয়। মাতৃ ও পিতৃ উভয় রেখা অতি ক্ষুদ্র হইলে অকস্মাৎ মৃত্যু ঘটে। এই রেখার শেষভাগে নক্ষত্রাকার চিহ্ন থাকিলে, চক্ষু নষ্ট হয়; যে হস্তে থাকে, সেই দিকের চক্ষু নষ্ট হয়, উভয় হস্তে থাকিলে উভয় চক্ষু নষ্ট হয়।

৩। পিতৃরেখা—এই রেখা প্রশস্ত ও বিবর্ণ হইলে লোক রুগ্ন, নীচস্বভাব, দুর্ব্বল ও ঈর্ষান্বিত হয়। দুই হস্তের পিতৃরেখাই ক্ষুদ্র হইলে অল্পায়ু। পিতৃরেখা শৃঙ্খলাকৃতি হইলে, রুগ্ন ও শারীরিক দুর্ব্বল হয়। দুইটী পিতৃরেখা থাকিলে, সে ব্যক্তি দীর্ঘায়ু, বিলাসী, সুখী ও কোন স্ত্রীলোকের উত্তরাধিকারী হয়। এই রেখার শেষভাগ শাখাবিশিষ্ট হইলে, ধমনী-শক্তি দুর্ব্বল হয়। পিতৃরেখা হইতে কোন শাখা চন্দ্রের স্থানে গেলে মূর্খতা-বশতঃ অপব্যয় করিয়া পরে পস্তে ও মদ্যপায়ী হয়। এই রেখা বক্র হইয়া চন্দ্রের স্থানে যাইলে দীর্ঘজীবী এবং এই রেখার কোন শাখা বুধের ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলে ব্যবসায়ে উন্নতি এবং শাস্ত্রানুশীলনে সুখ্যাতিলাভ হয়। পিতৃরেখার শেষ ভাগ হইতে দুইটী রেখা বাহির হইয়া একটী চন্দ্র ও অন্যটী শুক্রের স্থানে যাইলে সে ব্যক্তি স্বদেশ ত্যাগ করিয়া বিদেশে গমন করে। চন্দ্রস্থান হইতে কোন রেখা আসিয়া পিতৃরেখাকে কর্ত্তন করিলে বাতরোগ হয়। যে ব্যক্তির দুই হস্তের পিতৃ, মাতৃ ও আয়ুরেখা মিলিত হয়, তাহার অকস্মাৎ মৃত্যু ও দুরবস্থা ঘটে। কোন স্ত্রী-লোকের এই রেখার আরম্ভ স্থান হইতে কোন রেখা শনির ক্ষেত্র পর্য্যন্ত গমন করিলে, তাহার প্রসবকালে মৃত্যু হয়। এই রেখার শেষভাগ যদি বহ্যাভিমুখে শাখাবিশিষ্ট হইয়া নিম্নাভিমুখ-গামী হইলে, সে ব্যক্তি প্রথম বয়সে কোন শুভ ফল ■ পাইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করে এবং স্বদেশে ধন উপার্জ্জন করিতে অসমর্থ হয়। পিতৃরেখা বৃদ্ধাঙ্গুলির নিকটবর্ত্তী স্থান ব্যাপিয়া থাকিলে সন্তান হয় না। একটী উজ্জ্বল মোটা রেখা এই রেখা হইতে রবির স্থানে গেলে, সম্মানসূচক উপাধিপ্রাপ্ত হয়। পিতৃ-রেখা হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা করচতুষ্কোণে গমন করিলে, আত্মীয় স্বজনের সহিত বিরোধ ও বিচ্ছেদ ঘটে এবং পরিণামে সম্পত্তি লইয়া মোকদ্দমা হয়। এই রেখার প্রারম্ভ হইতে একটী অধো-মুখী রেখা শুক্রের স্থানাভিমুখী হইলে উচ্চ স্থান হইতে পতিত হইবার সম্ভাবনা। মূলদেশ কণ্টকিত হইলে বৃথা যৌবন ও মতের অস্থিরতা ঘটে, কিন্তু ঐ সকল শাখা পরিষ্কার ও সরল হইলে, জ্ঞানসম্পন্ন ও বিশ্বাসী হয়। এই রেখা অনেকস্থলে বক্র হইলে অমিতাচারী অপব্যয়ী হয়। যে কোন গ্রহের ক্ষেত্র হইতে কোন রেখা বহির্গত হইয়া পিতৃরেখাকে কর্ত্তন করিলে, সে ব্যক্তির পীড়া হয় এবং আয়ুরেখা হইতে কোন রেখা আসিয়া পিতৃ-রেখাকে কর্ত্তন করিলে, হৃৎপিণ্ডের পীড়া হয়। পিতৃরেখার ঊর্দ্ধমুখী রেখা সকল কার্য্যে উন্নতির পরিচায়ক এবং অধোমুখী রেখা অস্বাস্থ্য ও ধনহানির চিহ্ন।

৪। ঊর্দ্ধরেখা—যাহার ঊর্দ্ধরেখা পিতৃরেখা হইতে উত্থিত হয় সে নিজের চেষ্টায় সুখ ও সৌভাগ্য লাভ করে। ঊর্দ্ধরেখা করতল মধ্য হইতে উত্থিত হইয়া বুধস্থান পর্য্যন্ত গমন করিলে বাণিজ্য ব্যবসায়ে, বক্তৃতায় বা বিজ্ঞানশাস্ত্রে উন্নতি লাভ করে। এই রেখা মণি-বন্ধকে ভেদ করিলে দুঃখ ও শোক উপস্থিত হয়। এই রেখা করতল মধ্য হইতে রবিস্থানে গেলে, সাহিত্য ও শিল্প-বিদ্যায় উন্নতি হয়। এই রেখা মধ্যমাঙ্গুলির যত উপরে উঠিবে ততই অশুভ সূচিত হইবে। ঊর্দ্ধরেখা যে স্থানে বক্র হইয়া যাইবে, সে ব্যক্তির সেই বয়সে সাংসারিক কষ্ট হইবে। এই রেখা ভগ্ন হইলে শারীরিক পীড়া এবং কতকাংশে ভগ্ন ও কতকাংশ অভগ্ন হইলে জীবনে নানারূপ বিচিত্র ঘটনা ঘটে। এই রেখা সরল ও সুন্দর হইলে সুখী ও আয়ুবৃদ্ধি করে। শুক্রের স্থান হইতে কোন একটী ক্ষুদ্ররেখা বহির্গত হইয়া পিতৃরেখা ও ঊর্দ্ধ-রেখাকে কর্ত্তন করিলে স্ত্রীবিয়োগ হয়। ঊর্দ্ধরেখা ও পিতৃরেখার মূলদেশে যবচিহ্ন থাকিলে এবং ঊর্দ্ধরেখা বক্র হইলে সেই ব্যক্তি জারজ বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। যাহার হস্তে ঊর্দ্ধ-রেখা না থাকে সে ব্যক্তি দুর্ভাগ্য, উদ্যমরহিত ও সংসার-ত্যাগী হয়। এই রেখা অস্পষ্ট হইলে উদ্যম ব্যর্থ হয়। এই রেখা স্পষ্ট ও সরলভাবে শনির স্থানে উপস্থিত হইলে দীর্ঘজীবী হয়। সরল ও দুইদিকে শাখাবিশিষ্ট হইলে লোক ক্রমশঃ দরিদ্রতা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ধনবান্ হয়। এই রেখার প্রথমাংশ ভগ্ন হইলে প্রথম বয়সে দুঃখ উপস্থিত হয়। ঊর্দ্ধরেখা শনির স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখাদ্বারা কর্ত্তিত হইলে বহুকাল শুভাদৃষ্ট ভোগ করিয়া শেষজীবনে দুর্ভাগ্য প্রাপ্ত হয়। এই রেখার মূলদেশে দুই শাখা বিশিষ্ট হইয়া একটী শুক্রের ও অপরটী চন্দ্রের স্থানে গেলে কল্পনাশক্তিবিশিষ্ট ও প্রেমিক হয়। স্ত্রীলোকের করতলে ও পাদতলে ঊর্দ্ধরেখা থাকিলে সে চির সধবা, ভাগ্যবতী ও পুত্রপৌত্রবতী হয়। স্ত্রী বা পুরুষ যাহারই করতলে এই রেখা থাকে, সে ঐশ্বর্য্যশালী ও সুখী হয়; তাহারা বংশবৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং সে সর্ব্বপ্রকারে শুভফল প্রাপ্ত হয়। যাহার তর্জ্জনীমূল পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধরেখা দৃষ্ট ■ সে রাজপুত হয় এবং তাহার যশোমান হয়। মধ্যমাঙ্গুলির মূল পর্য্যন্ত যাহার ঊর্দ্ধরেখা দেখিতে পাওয়া যায়, সে সুখী, বিত্তশালী ও পুত্রপৌত্রাদি সমন্বিত হয়।

থাকিলে জলে মৃত্যু হয় এবং ঐ চিহ্নের সহিত চন্দ্রের স্থান পর্য্যন্ত আসিলে জলে আত্মহত্যা করে। শুক্রের স্থানে এই চিহ্ন থাকিলে স্ত্রীলোক হইতে কষ্ট হয় এবং অর্থ কষ্ট ভোগ করে।

বৃহস্পতির স্থানে ক্রুশ-চিহ্ন থাকিলে উত্তম স্ত্রী লাভ এবং গৌরব ও অর্থ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। শনির স্থানে এই চিহ্ন থাকিলে জীবনে সুখ হয় না। রবিস্থানে থাকিলে প্রায়ই অকৃতকার্য্যতাবলম্বী হয়। বুধের স্থানে ক্রুশ-চিহ্ন থাকিলে ধন-সম্পত্তি অপহৃত হয় এবং সে ব্যক্তি আত্মহত্যা করে। চন্দ্রের স্থানে এই চিহ্ন থাকিলে বাতরোগে পীড়িত ও মিথ্যাবাদী হইয়া থাকে। শুক্রের স্থানে ক্রুশ-চিহ্ন থাকিলে সেই ব্যক্তি গোপনীয় প্রেমে রত হয়, ও আত্মীয়লোক হেতু অর্থ কষ্ট পায়।

বৃহস্পতির স্থানে এই চিহ্ন থাকিলে সে ব্যক্তি আধিপত্য করে। যদি শনির স্থানে এই চিহ্ন থাকে আর ইহার কোন একটী কোণে লাল দাগ থাকে, তাহা হইলে অগ্নি হেতু কষ্ট পাইতে হয়। শুক্রের স্থানে চতুষ্কোণ চিহ্ন থাকিলে এবং সেই চিহ্ন যদি পিতৃরেখার নিকটে থাকে অথবা ঐ রেখার সহিত মিলিত হয় তাহা হইলে রাজদণ্ডে কারাবাস হইবার সম্ভাবনা, অশুভ চিহ্নের নিকটে যদি এই চতুষ্কোণ চিহ্ন বিদ্যমান থাকে, তবে অশুভ ফল হয় না। এই চিহ্ন শুক্রের ক্ষেত্রে পিতৃরেখার নিকটে থাকিলে কারাবাস হইয়া থাকে।

বৃহস্পতির স্থানে এই চিহ্ন থাকিলে, রাজপ্রতিনিধি হয়। শনিস্থানে থাকিলে জ্যোতিষ, ইন্দ্রজাল প্রভৃতি বিদ্যায় জ্ঞান লাভ করে। রবির স্থানে থাকিলে শিল্পী, বুধের স্থানে থাকিলে রাজনীতিজ্ঞ এবং মঙ্গলের স্থানে থাকিলে যুদ্ধ ও অস্ত্র-বিদ্যায় পারদর্শী হয়। চন্দ্রের স্থানে থাকিলে ঐন্দ্রজালিক হয় এবং জলে মৃত্যু ঘটে। শুক্রের স্থানে থাকিলে গণিতশাস্ত্রপ্রিয় হইয়া থাকে। বৃহৎ চতুষ্কোণের মধ্যে এই চিহ্ন থাকিলে পুরুষ বা নারী চতুষ্পদ জন্তু কর্তৃক আহত হয়।

বৃহস্পতির স্থানে এই চিহ্ন থাকিলে, নিজ আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে এবং আত্মশ্লাঘাকারী, অহঙ্কারী, স্বার্থপর ও কুক্রিয়াসক্ত হয়। শনিস্থানে থাকিলে ভাগ্যহীন, অর্থহীন ও বিমর্ষ চিত্ত হয়। রবিস্থানে থাকিলে গর্ব্বিত, যশঃপ্রার্থী, ভ্রমযুক্ত এবং মেধাশক্তিবিহীন হইয়া থাকে। বুধের স্থানে থাকিলে, ধূর্ত্ত, অবিশ্বাসী, বঞ্চক ও চোর হয়। মঙ্গলের স্থানে থাকিলে বিপদগ্রস্ত হইয়া কষ্ট পায় এবং অকস্মাৎ মৃত্যু ঘটে। চন্দ্রের স্থানে থাকিলে, মিথ্যা কল্পনায় অভিভূত হয় এবং দুশ্চিন্তা করে। শুক্রের স্থানে এই চিহ্ন থাকিলে কামুক হয়।

চন্দ্রের স্থানে বৃত্ত বা অর্দ্ধবৃত্তচিহ্ন থাকিলে, জলে ডুবিয়া মৃত্যু হয়। চন্দ্রের স্থানে দুইটী বৃত্তচিহ্ন থাকিলে অন্ধ হইয়া থাকে। আয়ুরেখার উপর এই চিহ্ন দেখিতে পাইলে, হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল বলিয়া অনুমিত হয়। মাতৃরেখার উপর এই চিহ্ন থাকিলে অন্ধ হয়। এই চিহ্ন যে কোন রেখার উপরেই থাকুক না কেন, সকল সময়েই দুর্ঘটনা সূচনা করে।

বৃহস্পতির স্থানে এই চিহ্ন থাকিলে অর্থ ও সম্ভ্রম হানি হয়। পিতৃ বা মাতৃরেখার উপর বিন্দুচিহ্ন থাকিলে রোগ বা মস্তকে আঘাত রূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে। শ্বেতবর্ণ বিন্দুচিহ্ন মাতৃ-রেখার উপর থাকিলে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারক হয়। রক্তবর্ণ বিন্দুচিহ্ন আঘাতপ্রাপ্তির পরিচায়ক এবং কৃষ্ণ ও নীলবর্ণ চিহ্ন স্নায়ুরোগের লক্ষণ। মঙ্গল বা চন্দ্রের স্থানে এই চিহ্ন থাকিলে অন্ত্রসম্বন্ধীয় পীড়া হইয়া থাকে।

করতলে তিলচিহ্ন থাকিলে অনবরত ধনাগম হয়। পদতলে তিল থাকিলে রাজা হইয়া থাকে। পিতৃরেখার উপর থাকিলে বিষ হইতে কষ্ট পাইতে হয়। কপালের দক্ষিণ পার্শ্বে তিল থাকিলে ধনবান্ ও সম্ভ্রমশালী হয়। বামপার্শ্বে বা স্কন্ধে থাকিলে কার্য্যনাশ ও আশাভঙ্গ হয়। দক্ষিণভ্রূতে থাকিলে প্রথম-বয়সে বিবাহ এবং গুণবতী পত্নী লাভ হয়। চক্ষুর কোণের বাহির দিকে থাকিলে, শান্ত, বিনীত ও অধ্যবসায়ী হয়। গণ্ড-স্থলে বা কপোলে থাকিলে মধ্যবিত্ত লোক হয়। গলদেশে থাকা দুঃখের চিহ্ন; কণ্ঠে থাকিলে বিবাহসূত্রে ভাগ্যবান্ হইবার সম্ভাবনা। বক্ষঃস্থলের দক্ষিণভাগে থাকিলে সর্ব্বদাস্ত হয় এবং তাহাদের অধিকাংশ কন্যাসন্তান জন্মিয়া থাকে। দক্ষিণপঞ্জরস্থিত তিল নির্ব্বোধ ও কাপুরুষের লক্ষণ। উদরে থাকিলে দীর্ঘসূত্র ও স্বার্থপর হয়। নাসিকার বামপার্শ্বে তিল থাকিলে ধনহীন, মদ্যপায়ী ও মূর্খ হয়। বামগণ্ডের তিল দাম্পত্যপ্রেমে সুখী ও সৌভাগ্যের লক্ষণ। কর্ণমধ্যে তিল ভাগ্য ও যশের চিহ্ন। নিতম্বে থাকিলে পুত্রসন্তান লাভ হয়, কিন্তু সমস্ত জীবিত থাকে না। দক্ষিণ জঙ্ঘায় চিহ্ন থাকিলে ধনবান্ ও বিবাহসূত্রে ভাগ্যবান্ হয়। বামজঙ্ঘায় থাকিলে, বন্ধুহীন ও প্রতিবেশী কর্তৃক উৎপীড়িত হয়। দক্ষিণপদে তিল থাকিলে জ্ঞানী হয়। দক্ষিণ বাহুতে থাকিলে দৃঢ়দেহ ও ধৈর্য্যশালী এবং বাম-বাহুতে থাকিলে কঠোরপ্রকৃতি, ক্রোধী ও বিবাদবাঞ্ছক হয়।

যদি নারীর বামকর্ণে বামকপোলে, বামকণ্ঠে বা বামকরে তিল বা আঁচিল থাকে, তবে তাহার প্রথম গর্ভে পুত্র প্রসব করে। দক্ষিণ ভ্রূমধ্যে তিল থাকিলে গুণবান্ স্বামী লাভ হয়। বাম বক্ষে স্তনের নিম্নে থাকিলে বুদ্ধিমতী, প্রেমবতী এবং সুখপ্রত্যাশিনী হয়। হৃদয়ে তিল থাকিলে নারী সৌভাগ্যবতী হয়। দক্ষিণ স্তনে লোহিত বর্ণের তিল থাকিলে, চারিটী কন্যা ও তিনটী পুত্র

হয়। বাম স্তনে তিল বা রক্তবর্ণ কোন চিহ্ন থাকিলে, সেই রমণী একটী পুত্র প্রসব করিয়া বিধবা হয়। পার্শ্বভাগে সুদীর্ঘ তিল থাকিলে পতিপ্রিয়া ও সৌভাগ্যবতী হয়। মধ্যে শ্বেতবর্ণ বিন্দু থাকিলে স্বেচ্ছাচারিণী ও কুলটা হইবার সম্ভাবনা। নারীর নাসিকাগ্রে তিল ও আঁচিল থাকিলে এবং তাহার দন্ত ও জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ হইলে, সেই নারী বিবাহের পর দশ দিনের মধ্যে বিধবা হয়। দক্ষিণ জানুতে তিল থাকিলে মনোহর পতি লাভ হয়। দক্ষিণ বাহুতে পতির সৌভাগ্যদায়িনী, পৃষ্ঠদেশে সুলক্ষণা ও পতিপরায়ণা হয়। বাম বাহুতে মুখরা ও কটুভাষিণী। বাম-স্কন্ধে চঞ্চলা ; নাভির বামভাগে কুস্বামী ও দক্ষিণে সুলক্ষণ।

পুরুষের বিশেষ লক্ষণ।

নাসিকা, নেত্র, দন্ত, ললাট, মস্তক ও বক্ষ এই ছয়টী অঙ্গ উন্নত হওয়া সুলক্ষণ ; করতল, পদতল, নয়নপ্রান্ত, নখ, তালু, অধর ও জিহ্বা এই সাতটী অঙ্গ রক্তবর্ণ হওয়া প্রশস্ত। যাহার কটিদেশ বিশাল, সে বহু পুত্রশালী হয় ; যাহার বাহু দীর্ঘ সে নরশ্রেষ্ঠ ; যাহার হৃদয় বিস্তীর্ণ সে ধনধান্যশালী এবং যাহার মস্তক বিশাল, সে মনুষ্য মধ্যে পূজনীয় হইয়া থাকে। যে ব্যক্তির নয়নের প্রান্তভাগ রক্তবর্ণ, লক্ষ্মী কখনও তাহাকে পরিত্যাগ করেন না। যাহার শরীর তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় গৌরবর্ণ সে কখন নির্ধন হয় না। যাহার দন্ত উন্নত তাদৃশ ব্যক্তি কদাচিৎ মূর্খ হয় এবং লোমশ ব্যক্তি কদাচিৎ সুখী হইয়া থাকে। যাহার করতল স্নিগ্ধ সে ঐশ্বর্য্য ভোগ করে ; যাহার চরণ স্নিগ্ধ, সে যান ও বাহন ভোগ করিয়া থাকে।

যে ব্যক্তির করতলে বহুরেখা দৃষ্ট হয়, সে দুঃখী হয় ; অল্প রেখা থাকিলে ধনহীন হয়। করতলের রেখাগুলি রক্তবর্ণ হইলে লক্ষ্মীযুক্ত এবং কৃষ্ণবর্ণ হইলে ভৃত্য হইবার সম্ভাবনা। যে ব্যক্তির কনিষ্ঠাঙ্গুলির নিম্নে যে কএকটী রেখা থাকে, সে ততগুলি ভার্য্যা লাভ করে।

তর্জ্জনীতে চক্রচিহ্ন থাকিলে, বন্ধু দ্বারা ধন প্রাপ্ত হয়। যাহার মধ্যমাঙ্গুলিতে চক্রচিহ্ন থাকে, সে বৈবাহিক্রমে ধন প্রাপ্ত হয় এবং ঐ চিহ্ন অনামিকাতে থাকিলে, নানা উপায়ে ধন লাভ হয়। যাহার কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে চক্র থাকে, সে বাণিজ্যদ্বারা ধন উপার্জ্জন করে।

যাহার ললাটে চারিটী চক্রাকার রেখা থাকে, সে অশীতি বৎসর জীবিত থাকে ; ঐরূপ পাঁচটী চক্ররেখা থাকিলে শত বৎসর পরমায়ু হইবে।

যাহার কেশ তাম্রবর্ণ ও উন্নত এবং যাহার স্কন্ধদেশে কোন রেখা লক্ষিত হইবে না, সে উন্মত্ত হইয়া পৃথিবী ভ্রমণ করিবে। যাহার জিহ্বা এত দীর্ঘ হইবে যে তাহার দ্বারা নাসিকার অগ্রভাগ স্পর্শ করিতে পারা যায়, সে যোগী ও মুমুক্ষু হইয়া সর্ব্বদা ভূতলে পরিভ্রমণ করিবে।

যাহার দন্তগুলি বিরল অর্থাৎ ছাড়া ছাড়া এবং হাস্য করিলে যাহার গণ্ডে গর্ত্তচিহ্ন লক্ষিত হয়, সে ব্যক্তি পরধনে ধনী হইয়া নিয়ত পরস্ত্রী ভোগ করে। যাহাদের চিবুকে শ্মশ্রু নাই, এবং হৃদয়ে লোম নাই, তাহারা ধূর্ত্ত।

স্ত্রীলোকের বিশেষ লক্ষণ।

যে রমণীর মধ্যমাঙ্গুলি অন্য অঙ্গুলির সহিত মিলিত থাকে, সে চিরদিন উত্তম ভোগে থাকিবে, তাহার ভোগ কোন দিন রহিত হইবে না। যাহার অঙ্গুষ্ঠ বর্ত্তুলাকার ও মাংসল হইবে এবং উহার অগ্রভাগ উন্নত হইবে, সে অতুল সুখ ও সৌভাগ্য সম্ভোগ করে। যাহার অঙ্গুলি অতি দীর্ঘ, সে কুলটা হইবে। যাহার অঙ্গুলি অতি কৃশ সে নির্ধন হয়।

যে নারীর চরণের নখসকল স্নিগ্ধ, সমুন্নত, তাম্রবর্ণ, গোলাকার ও সুদৃশ্য এবং যাহার পদতলের পৃষ্ঠদেশ উন্নত, সে রাজমহিষী হইবে। যাহার জানুদ্বয় মাংসল ও গোল, সে সুখসৌভাগ্যশালিনী। যাহার জানুদেশে মাংস নাই, সে দরিদ্রা ও দুশ্চারিণী হইবে।

যাহার হৃদয়ে লোম নাই, যাহার বক্ষঃস্থল নিম্ন নহে, কিন্তু সমতল, সেই রমণী ঐশ্বর্য্যশালিনী ও পতিসোহাগিনী হইয়া থাকে এবং বিধবা হয় না।

যে রমণীর স্তনদ্বয়ের মূলদেশ স্থূল এবং উপরিভাগ ক্রমশঃ কৃশ হইয়া অগ্রভাগ সূক্ষ্ম হইয়াছে, সে বাল্যকালে সুখভোগ করিয়া, পরিশেষে দুঃখভাগিনী হয়। নারীদিগের করতলে বহু রেখা থাকিলে বিধবা হয়। যদি করতলে শিরা থাকে, তবে ভিক্ষুকী হয়।

যে নারীর অঙ্গুষ্ঠমূল হইতে আরম্ভ করিয়া একটী রেখা কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূল পর্য্যন্ত গমন করে, সে পতিঘাতিনী হইবে।

যদি কোন নারীর নীচের পংক্তিতে অধিক দন্ত থাকে, তাহা হইলে সে মাতাকে ভক্ষণ করে। যদি নাসিকার অগ্রভাগ স্থূল হয় এবং মধ্যদেশ নিম্ন হয় এবং যদি ঐ নাসিকা উন্নত হয়, তাহা হইলে তাহা শুভলক্ষণ নহে।

যাহার চক্ষু পারাবতের ন্যায় ও পিঙ্গল বর্ণ, সে অত্যন্ত গর্ব্বিতা হইয়া থাকে ; যাহার চক্ষু পারাবতের ন্যায়, সে দুঃশীলা হয় এবং যাহার চক্ষু রক্তবর্ণ, সে পতিঘাতিনী হইয়া থাকে। যে নারীর বামচক্ষু কাণা, সে পুংশ্চলী এবং যাহার দক্ষিণ চক্ষু কাণা সে বন্ধ্যা হইয়া থাকে।

যে নারীর শরীর দীর্ঘাকার এবং তাহাতে লোম ও শিরা দৃষ্ট হয়, সে রোগযুক্তা হইয়া থাকে। যাহার ভ্রূর পার্শ্বে বা ললাটে

অাঁচিল থাকে, সেই রমণী রাজ্য ভোগ করে। যে নারী কৃষ্ণবর্ণা অথচ যাহার কেশ পিঙ্গল বর্ণ, যাহার যোড়া ভ্রূ এবং যে দ্রুত গমন করিয়া থাকে, সে কুলকলঙ্কা। যে রমণীর বক্ষঃস্থল অত্যুৎকট ও বিস্তৃত এবং যাহার উপরের ঠোঁটে লোম দৃষ্ট হয়, সে শীঘ্রই বিধবা হয়। যাহার চরণের তর্জ্জনী, মধ্যমা অথবা অনামিকা ভূমি স্পর্শ করে না, সে সুখসৌভাগ্যবর্জ্জিতা হয়।

"সামুদ্রিক" শাস্ত্রে লিখিত আছে,—"চন্দ্রার্দ্ধং কলসং ত্রিকোণধনুষী খং গোষ্পদং প্রোষ্ঠিকং, সব্যপদেহথ দক্ষিণপদে কোণাষ্টকং স্বস্তিকং। চক্রং ছত্রযবাঙ্কুশং ধ্বজকুলীশং জম্বূর্দ্ধরেখাম্বুজং, বিভ্রাণো হরিরূনবিংশতিমহালক্ষ্ম্যার্চ্চিতাঙ্ঘ্রিং ভজেৎ।"

বামপদে অর্দ্ধচন্দ্র, কলস, ত্রিকোণ, ধনু, শূন্য, গোষ্পদ, প্রোষ্ঠিমৎস্য ও শঙ্খ এই আটটী চিহ্ন এবং দক্ষিণ পদে অষ্টকোণ, স্বস্তিক, চক্র, ছত্র, যব, অঙ্কুশ, ধ্বজ, বজ্র, জম্বু, উর্দ্ধরেখা ও পদ্ম এই একাদশ প্রকার চিহ্ন—সমুদায়ে উনবিংশতি চিহ্ন যাহার পদতলে দৃষ্ট হয়, মহালক্ষ্মী তাহার পদসেবা করেন। [পর পৃষ্ঠে চিত্রফলকে এই সকল চিহ্ন অঙ্কিত হইল।]

কয়েকটী প্রধান প্রধান গণনা।

১। বিদ্যাবুদ্ধি গণনা—একটী বা দুইটী সরলরেখা মধ্যমাঙ্গুলির তৃতীয় পর্ব্ব হইতে দ্বিতীয় পর্ব্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে, বিদ্বান্ হয়। পিতৃরেখা হইতে উর্দ্ধরেখা বহির্গত হইয়া অকর্ত্তিত ভাবে শনির স্থানে গমন করিলে বিদ্যাশিক্ষায় যশোলাভ হইয়া থাকে। যাহার বৃহস্পতি, বুধ ও চন্দ্রের স্থান উচ্চ হয় এবং অঙ্গুলি গুলি চতুষ্কোণ বা সূক্ষ্মাগ্র, অঙ্গুলির দ্বিতীয় গ্রন্থি পুষ্ট ও নখগুলি সূক্ষ্ম হইলে, সেই ব্যক্তি সাহিত্যচর্চ্চা করিয়া থাকে। অঙ্গুলিগুলি চতুষ্কোণ বা সূক্ষ্মাগ্র দ্বিতীয় পর্ব্ব দীর্ঘ এবং দ্বিতীয় গাঁইট গুলি পুষ্ট হইলে অঙ্কশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করে। কনিষ্ঠাঙ্গুলির তৃতীয় পর্ব্ব হইতে একটী রেখা প্রথম পর্ব্বে উঠিলে এবং মাতৃরেখায় শ্বেতবিন্দু এবং বুধের স্থানে ত্রিকোণ চিহ্ন থাকিলে, বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি জন্মে। মণিবন্ধ হইতে উর্দ্ধরেখা রবিস্থানে অথবা মাতৃরেখা হইতে একটী সরল রেখা রবিস্থানে গেলে কিম্বা রবিস্থানে ত্রিকোণচিহ্ন থাকিলে, শিল্পে পারদর্শিতা জন্মে। মাতৃরেখার একটী শাখা বুধের স্থানে এবং মঙ্গল স্থানের কোন রেখা বুধের স্থানে উপস্থিত হইলে, নাটক-অভিনেতা হয়। বুধের স্থান সুপ্রকাশিত হইয়া যদি দুইটী সরল রেখাযুক্ত হয়, অথবা রবি, বৃহস্পতি ও বুধের স্থান উচ্চ কিম্বা রবিরেখা সুস্পষ্ট ও বৃহস্পতির স্থান উচ্চ হইলে চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করে। ঐ সকল চিহ্নের সহিত মঙ্গলের স্থান উচ্চ হইলে অস্ত্র-চিকিৎসক হইয়া থাকে। শনির স্থান উচ্চ, অঙ্গুলির অগ্রভাগ স্থূল, নখগুলি ছোট, চন্দ্র স্থান উচ্চ বা রবিরেখা প্রবল হইলে সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ হয়।

২। ভাগ্যবান্ ও ভাগ্যহীন গণনা।—পিতৃরেখা হইতে রবিরেখা উত্থিত হইয়া রবিস্থান গত, মাতৃরেখা হইতে একটী রেখা উত্থিত হইয়া বৃহস্পতির স্থানে তারকাযুক্ত, অথবা উর্দ্ধরেখা অভগ্ন অবস্থায় মধ্যমার দ্বিতীয় পর্ব্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে ভাগ্যবান্ হয়। মাতৃরেখা হইতে একটী সরল রেখা বৃহস্পতির স্থানে তারকাচিহ্নযুক্ত হইলে ভাগ্যবান্ হয়। অনামিকার তৃতীয় পর্ব্ব হইতে দুইটী রেখা দ্বিতীয় পর্ব্বে গেলে, এবং বৃহৎ চতুষ্কোণ প্রশস্ত ও বৃহৎ ত্রিভুজ পরিষ্কার ভাবে অঙ্কিত থাকিলে, সৌভাগ্যশালী হয়। শুক্রের স্থান হইতে কোন রেখা উঠিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলির সহিত মিলিত হইলে, সৌভাগ্য লাভ হয়। শনির স্থানের নিম্নে তারকাচিহ্ন ভাগ্যরেখা ঢেউ খেলান বা শৃঙ্খলযুক্ত, ও অনামিকার তৃতীয় পর্ব্বে অর্দ্ধচন্দ্র সদৃশ রেখা থাকিলে দুর্ভাগ্য হয়। পিতৃরেখার প্রারম্ভে ভোগরেখা ও মাতৃরেখা মিলিত হইলে দুর্ভাগ্য ঘটে। শুক্রের স্থানে অথবা বৃদ্ধাঙ্গুলির দ্বিতীয় পর্ব্বের নিম্নে একটী তারকাচিহ্ন থাকিলে, স্ত্রীলোক হইতে দুর্ভাগ্য উপস্থিত হয়। পিতৃরেখা ও উর্দ্ধরেখার প্রথমাংশে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রুশ-চিহ্ন থাকিলে অল্প বয়সে দুর্ভাগ্য হয়।

৩। উচ্চপদ, মান ইত্যাদি গণনা।—অনামিকার তৃতীয় পর্ব্ব হইতে প্রথম পর্ব্ব পর্য্যন্ত একটী সরল রেখা বিস্তৃত থাকিলে, উচ্চ পদস্থ হয়। মণিবন্ধ হইতে একটী সরল রেখা উত্থিত হইয়া মঙ্গলের স্থান হইয়া রবিস্থানে গেলে, অথবা মণিবন্ধ হইতে কতকগুলি সরলরেখা করতল পর্য্যন্ত গমন করিলে পদগৌরব ও সম্মানবৃদ্ধি হয়। পিতৃরেখা হইতে সরল রেখা বৃহস্পতির স্থানে গেলে ও বৃহস্পতির স্থান উচ্চ হইলে জাতক, রাজসরকারে উচ্চপদ পায় ও বহু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।

৪। ভূমিসম্পত্তিলাভ ও ক্ষতি।—দুই হস্তে বুধের নিম্নে মঙ্গলের স্থান উচ্চ হইলে ভূমিলাভ হয়। মণিবন্ধের উপর একটী কোণাকৃতি চিহ্ন বা বৃহৎ ত্রিভুজের যে কোন কোণে তারকা বা ক্রুশচিহ্ন থাকিলে, উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তি লাভ হয়। দুই হস্তে বুধের নিম্নস্থ মঙ্গলের স্থান নিম্ন হইলে ভূমিনাশ হয় অথবা ভূমিসম্পত্তি থাকে না। দুই হস্তে বুধের নিম্নস্থ মঙ্গলের স্থানে কাল তিলচিহ্ন থাকিলে, মোকদ্দমায় ভূমিসম্পত্তি নষ্ট হয়। উর্দ্ধরেখা মণিবন্ধ হইতে উত্থিত হইয়া মাতৃরেখা স্পর্শ করিলে কিম্বা রবিস্থানে বক্র রেখা থাকিলে জাতকের সম্পত্তি ব্যবসায়ে নষ্ট হয়।

৫। ধনলাভগণনা।—মণিবন্ধের উপর একটী কোণাকৃতি চিহ্ন, ক্রুশচিহ্ন বা তারকা চিহ্ন থাকিলে অথবা দুইটী মাতৃরেখা থাকিলে উত্তরাধিকারী সূত্রে ধন প্রাপ্ত হয়। রবিস্থানে একটী সরল রেখা ও তারকা, বা পিতৃরেখা হইতে একটী রেখা রবিস্থান পর্য্যন্ত গেলে ধনবান্ হয়। পিতৃরেখা হইতে একটী বা অনেক-

গুলি রেখা বৃহস্পতি বা রবিস্থানগত হইলেও, ধনবান্ হয়। বৃহস্পতির স্থান উচ্চ, পিতৃরেখা হইতে একটী সরল রেখা শনিস্থানে অথবা মণিবন্ধ হইতে একটী সরল রেখা বুধের স্থানে গমন করিলে কিম্বা শনির স্থানের নিম্নে মাতৃরেখায় শ্বেত বিন্দু থাকিলে দৈবাৎ অর্থ লাভ হয়। বৃহস্পতির স্থানে ক্রুশ বা তারকাচিহ্ন অথবা বৃহস্পতিস্থানে ক্রুশ ও রবিস্থানে তারকা চিহ্ন থাকিলে আতুক বিবাহে অর্থাদি লাভ করে।

৬। অর্থকষ্ট, ব্যয় ইত্যাদি গণনা।—অনামিকার তৃতীয় পর্ব্বে একটী অর্দ্ধবৃত্ত চিহ্ন থাকিলে, ঊর্দ্ধরেখা শৃঙ্খলাবৎ হইলে অথবা মণিবন্ধের তিনটী রেখা অস্পষ্ট ও ভগ্ন হইলে, অর্থকষ্ট ভোগ করিতে হয়। শনির স্থানে একটী তারকা ও অন্যচিহ্ন থাকিলে, মাতৃরেখা হইতে একটী রেখা উঠিয়া বৃহস্পতির স্থানে ক্রুশচিহ্নযুক্ত হইলে বা পিতৃরেখা হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা সকল বহির্গত হইয়া অধোগামী হইলে অর্থকষ্ট হয়। বুধের স্থানে কৃষ্ণবর্ণ তিলচিহ্ন অথবা ক্রুশচিহ্ন থাকিলে এবং ক্রুশের একটী রেখা আয়ুরেখাকে স্পর্শ করিলে হঠাৎ অর্থনাশ হইয়া থাকে। শুক্রের স্থান হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেখা উঠিয়া পিতৃরেখার উপর দিয়া মঙ্গলের স্থানে উপস্থিত হইলে গৃহবিবাদে অর্থ নষ্ট হয়।

৭। ধর্ম্মাধর্ম্ম-গণনা।—বৃহৎ চতুষ্কোণ প্রশস্ত, অঙ্গুলী চতুষ্কোণবিশিষ্ট, গ্রহ সমস্ত গ্রহের স্থান সমান উচ্চ হইলে অথবা চন্দ্রস্থান সমতল, মাতৃরেখা উজ্জ্বল ও পার্শ্বপর্য্যন্ত বিস্তৃত ও অনামিকা চতুষ্কোণ হইলে, সকল ধর্ম্মে সমান বিশ্বাসসম্পন্ন এবং সর্ব্ব দেবতায় ভক্তিবিশিষ্ট হয়। আয়ুরেখা দুইটী থাকিলে, বৃদ্ধাঙ্গুলি দীর্ঘ ও শুক্রের স্থান উচ্চ হইলে ধার্ম্মিক হয়। অনামিকার তৃতীয় পর্ব্ব হইতে কতকগুলি রেখা প্রথমপর্ব্ব পর্য্যন্ত গমন করিলে, ঊর্দ্ধরেখা হইতে কতকগুলি শাখারেখা মণিবন্ধের দিকে গেলে বা রবিস্থানে ক্রুশচিহ্ন থাকিলে সে ব্যক্তি নীচ ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম অবলম্বন করে। দুই হস্তের বৃহস্পতির স্থান নিম্ন, অঙ্গুলি গুলির প্রথম পর্ব্ব সূক্ষ্ম, শনির নিম্নে মঙ্গলের ক্ষেত্রে ক্রুশচিহ্ন থাকিলে নাস্তিক হয়। মাতৃরেখার কোন শাখা বুধস্থানে গেলে, পুণ্যবান্ হয়। মাতৃরেখা প্রশস্ত ও মলিন এবং ভোগরেখা অস্পষ্ট হইলে কিম্বা শুক্রস্থান অপরিপুষ্ট ও বহুরেখাযুক্ত হইলে পার্থিববিষয়ে আসক্তিযুক্ত হয়।

১নং চিত্র—হস্তের চিহ্নাদি

২ সমুদ্রসম্বন্ধী। ৩ সামুদ্রশাস্ত্রসম্বন্ধীয়।
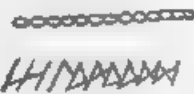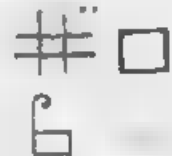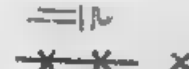
সামুদ্রিকাচার্য্য, একজন কলিত জ্যোতিষজ্ঞ পণ্ডিত,নাম কাশীনাথ। ইঁহার পুত্র রাজেন্দ্র, রাঘবেন্দ্র (রামপ্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থরচয়িতা) ও মহেশ এবং পৌত্র রামদেব চিরঞ্জীব প্রভৃতি সুপণ্ডিত ছিলেন।

সামূহিক (ত্রি) সমূহে এব বিনয়াদিত্বাৎ ঠক্। (পা ৫।৪।৩৫) সমূহ। ২ সমূহসম্বন্ধীয়।

সাম্মুখ্য (স্ত্রী) সম্মুখ ভাবে ষ্যঞ্। সম্মুখতা, সম্মুখের ভাব।

সাম্মেশ্বর, একটী শৈবতীর্থ। সাম্মেশ্বরমাহাত্ম্যে ইহার মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

সাম্যোঢ় (ত্রি) সামের উপযুক্ত।

সামোদ (ত্রি) আমোদের সহিত বর্ত্তমান। আমোদযুক্ত।

সামোদ্ভব (পুং) সাম উদ্ভবঃ কারণং যস্য। ১ সামজ, সামযোনি। ২ হস্তী।

সামোপনিষৎ, উপনিষদ্ভেদ।

সাম্পদ (স্ত্রী) সম্পদ্-অণ্। সম্পদ্‌সম্বন্ধীয়।

সাম্পরায় (পুং) সম্পরায় শব্দার্থ।

সাম্পরায়িক (স্ত্রী) সম্পরায় বিপদে প্রভবতীতি সম্পরায় (তদ্বৈ প্রভবতি সন্তাপাদিভ্যঃ। পা ৫।১।১০১) ইতি ঠঞ্। ১ যুদ্ধ। (অমর) সম্পরায়ে উত্তরকালে হিতং ঠক্। (ত্রি) ২ পারলৌকিক, পরলোকসম্বন্ধীয়।

"প্রভুঃ প্রথমকল্পস্য যোঽনুকল্পেন বর্ত্ততে।
ন সাম্পরায়িকং তস্য দুর্ম্মতের্বিদ্যতে ফলং॥" (মনু ১১।৩০)

যিনি প্রথমকল্প অর্থাৎ কার্য্যের যেরূপ বিধান আছে, সেই-রূপ কার্য্য করিতে সমর্থ ব্যক্তি, যদি সেই বিধির অনুকল্প দ্বারা তাহার অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে তিনি সেই কর্ম্মজন্য পার-লৌকিক ফল লাভ করেন না।

সম্পরায়ং যুদ্ধমর্হতীতি ঠক্। ৩ যুদ্ধার্হ, যুদ্ধের উপযুক্ত। (রঘু ১৭।৬২)

সাম্পাতিক (ত্রি) সম্পাতসম্বন্ধীয়।

সাম্পীক, একজন প্রাচীন কবি।

সাম্পেষিক (ত্রি) সম্পেষায় প্রভবতি সম্পেষ (পা৫।১।১০১) ইতি সন্তাপাদিত্বাৎ ঠক্। সম্পেষজন্য যিনি প্রভু হন।

সাম্প্রত (অব্য) সম্ চ প্রতি চ তয়োঃ সমাহারঃ, ততঃ প্রজ্ঞা-দ্যণ্। ১ যুক্ত। (অসাম্প্রত=অযুক্ত)

"বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতং।" (কুমারস° ২।৫৫)

ইদানীং, অধুনা। (অমর) সম্প্রতিভবং অণ্, সাম্প্রতং। (ত্রি) ৩ ইদানীন্তন। (হরিবংশ ৬।১৬)

সাম্প্রতিক (ত্রি) সম্প্রতিরেব বিনয়াদিত্বাৎ ঠক্। (পা ৫।৪।৩৪) ইতি ঠক্। ১ সম্প্রতিশব্দার্থ। (ত্রি) ২ সম্প্রতিভব।

সাম্প্রদানিক (ত্রি) সম্প্রদান বিনয়াদিত্বাৎ ঠক্। ১ সম্প্রদান। ২ সম্প্রদানসম্বন্ধীয়।

সাম্প্রদায়িক (ত্রি) সম্প্রদায়-ঠক্। সম্প্রদায়সম্বন্ধীয়।

সাম্প্রয়োগিক (ত্রি) সম্প্রয়োগং নিত্যমর্হতি (ছেদাদিভ্যো নিত্যং। পা ৫।১।৬৪) ইতি ঠঞ্। নিত্যসম্প্রয়োগার্হ, নিত্য ধনাদি প্রয়োগযোগ্য।

সাম্প্রশ্নিক (ত্রি) সংপ্রশ্নং নিত্যমর্হতি ছেদাদিত্বাৎ ঠঞ্। (পা ৫।১।৬৪) নিত্যসম্প্রশ্নার্হ।

সাম্ব, সম্বন্ধ। চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ সাম্বয়তি। লোট্ সাম্বয়তু। লিট্ সাম্বয়াঞ্চকার। লিটে কৃ, ভূ, ও অস্ এই তিন ধাতুরই অনুপ্রয়োগ হইবে। লুঙ্ অসসাম্বৎ।

সাম্ব (শাম্ব), শ্রীকৃষ্ণের পুত্র, শ্রীকৃষ্ণের একতমা প্রধানা মহিষী জাম্ববতীর গর্ভজাত। যে দিন শম্বরাসুর রুক্মিণীপুত্র প্রদ্যুম্নকে হরণ করিয়া স্বীয় আলয়ে লইয়া যান, সেই দিন হইতে এক মাসের মধ্যে জাম্ববতীর গর্ভে সাম্বের জন্ম হয়। বাল্যকালে মহাবীর বলদেব তাঁহাকে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দেন। এই সুশিক্ষাপ্রভাবে তিনি যাদবগণের মধ্যে অদ্বিতীয় বলশালী ও দ্বিতীয় বলদেব বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। সাম্বের জন্মকালে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাপুরে শান্তিরাজ্য ভোগ করিতেছিলেন। (হরিবংশ ১৬৮ অঃ)

ভবিষ্যপুরাণে লিখিত হইয়াছে যে, জাম্ববতীতনয় সাম্ব অনুপম রূপবান্ ছিলেন। তিনি যৌবনে এতই রূপগর্ব্বিত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, কাহাকেও ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। এমন সময়ে একদিন দুর্ব্বাসা ঋষি দ্বারকায় বেড়াইতে আসিলেন। সাম্ব তাঁহার রূপ, শুষ্ক ও নিতান্ত কৃশ কলেবর সন্দর্শন করিয়া নানা প্রকার মুখভঙ্গী সহকারে ব্যঙ্গ করিতে লাগিলেন তদ্দর্শনে মহর্ষি দুর্ব্বাসা নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অভিসম্পাত করেন যে তোমার দেহ অচিরে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইয়া কদর্য্য হইবে।

ইহার কিছুদিন পরে একদিন দেবর্ষি নারদ অকস্মাৎ দ্বারকায় আসিয়া সমুপস্থিত হন। তিনি কথাপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, স্ত্রীলোকদিগকে কদাচ বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। এমন কি, আপনার মহিষীগণ রূপবান্ পুরুষ দেখিলে মদনাতুর হইয়া তৎপ্রতি লোভ করিয়া থাকেন। নারদের বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ কোনরূপ আস্থা স্থাপন করিতে পারিলেন না।

নারদ আত্মবাক্যসমর্থনের জন্য আর একদিন কৃষ্ণ-সকাশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ দিন কৃষ্ণমহিষীগণ মদ্যপানে বিভোরা হইয়া রৈবতশিখরে জলক্রীড়া করিতেছিলেন। কৃষ্ণ-পুত্র সাম্বও তাঁহাদের সমভিব্যাহারে ছিলেন, রমণীগণও তৎকালে মদ্যপানে আত্মবিস্মৃতা। রুক্মিণী, সত্যভামা ও জাম্ববতী ব্যতীত অপর সকল রমণীই সাম্বের সেই অনুপম সৌন্দর্য্য দেখিয়া

মোহিত ও চঞ্চল হইয়া পড়িলেন। পরস্পরে তাঁহাদের রেতঃ স্খলিত হইল। নারদ শ্রীকৃষ্ণকে তদ্ব্যাপার সন্দর্শন করাইয়া কহিলেন, প্রভো! আমার পূর্ব্ববাক্যের যাথার্থ্য নিরীক্ষণ করুন। তখন দ্বারকানাথ সেই রমণীগণকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, তোমরা যখন পুত্রস্থানীয় সাম্বের মুখশ্রী অবলোকন করিয়া ক্ষোভ সম্বরণ করিতে পার নাই, তখন এই পাপে তোমরা সকলে দস্যুহস্তে পতিত হইবে। আর সাম্বকেও সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন, তোমার রূপদর্শনে যখন তোমার মাতৃগণের চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিয়াছে, তখন তোমার ঐ রূপ কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ও মলিন হউক।

পিতৃবাক্য পূর্ণ হইল, সাম্ব কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইলেন। মহাকষ্টে কাতর হইয়া সাম্ব নারদের শরণাপন্ন হইলেন এবং রোগারোগ্যের উপায় বিধান করিতে তাঁহাকে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। নারদের উপদেশে সাম্ব মিত্রের উপাসনায় নিরত হইলেন। সাঙ্গোপাঙ্গ মিত্রনামা সূর্য্যমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইলে কে বা প্রতিষ্ঠা করে, কেই বা তাঁহার পৌরোহিত্য করে, এই মহা সমস্যায় পড়িয়া সাম্ব সবিশেষ চিন্তান্বিত হইলেন এবং নারদকে তাহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। নারদ কহিলেন, লৌকিক ব্রাহ্মণ দ্বারা সূর্য্যপূজা চলিতে পারে না। দেবস্ব গ্রহণ করিয়া পাছে পতিত হন, এই ভয়ে সদ্ব্রাহ্মণেরাও সেবাইত হইতে চাহিবেন না; অতএব তুমি তোমাদের কুলপুরোহিতের নিকট হইতে উপযুক্ত ব্রাহ্মণ স্থির করিয়া লও।

সাম্ব তখন কুলপুরোহিত গৌরমুখের নিকট গিয়া তদ্বার্ত্তা নিবেদন করিলেন। তদুত্তরে তিনি বলিলেন, সূর্য্যপূজার ও সূর্য্যোদ্দেশে প্রদত্ত দ্রব্য গ্রহণে অধিকারী ব্রাহ্মণ এখন এদেশে নাই। শাকদ্বীপে নিক্ষুভার গর্ভজাত সূর্য্যপুত্রগণ বিদ্যমান আছেন, তাঁহারাই একমাত্র সূর্য্যপূজার অধিকারী। তাঁহাদিগকে কি উপায়ে এখানে আনিতে পারা যায় তাহা আমি বলিতে পারিনা, একমাত্র সূর্য্যদেবই তাহা বলিতে সমর্থ।

পুরোহিতের মুখে এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া সাম্ব সূর্য্যের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সূর্য্যদেব সাম্বকে দর্শন দিয়া কহিলেন, "জম্বুদ্বীপের পর শাকদ্বীপ আছে, সেই শাকদ্বীপে আমার অংশসম্ভূত মগ, মগগ, মানস ও মন্দগ নামে চারি জাতির বাস আছে। তাহাদিগের মধ্যে—মগ নামক ব্রাহ্মণেরাই আমার অংশসম্ভূত এবং আমার পূজার অধিকারী। তুমি কিছু মাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া অবিলম্বে গরুড়ে আরোহণ করিয়া আমার পূজার নিমিত্ত সেই মগব্রাহ্মণদিগকে সত্বর শাকদ্বীপ হইতে এখানে আনয়ন কর।"

ভগবান্ দিবাকরের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া জাম্ববতীনন্দন সাম্ব তৎক্ষণাৎ দ্বারকাপুরে গমন করিলেন এবং তথায় পিতা কৃষ্ণের সমক্ষে দিবাকরদর্শনলাভাদি সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া তদ্দণ্ডে গরুড়ে আরোহণপূর্ব্বক শাকদ্বীপে যাত্রা করিলেন। বায়ু-বেগগামী গরুড়পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তিনি অচিরে শাকদ্বীপে উপনীত হইলেন এবং তথায় ধূপদীপাদি বিবিধ উপচার সহ মগব্রাহ্মণগণকে প্রথম প্রভাকরের পূজাকার্য্যে নিরত দেখিলেন। তখন তিনি সেই সূর্য্যসেবক ব্রাহ্মণবৃন্দকে ভক্তিভাবে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া কহিলেন, হে দ্বিজগণ! আমি আপনাদের নিকট আগমন করিয়াছি। আমার নাম সাম্ব এবং আমি ভগবান্ বিষ্ণুর নন্দন। চন্দ্রভাগানদীতটে আমি ভগবান্ সূর্য্যদেবের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। পুরোহিত অভাবে তাঁহার যথাবিধি প্রতিষ্ঠা ও পূজা নির্ব্বাহ হইতেছে না। স্বয়ং সূর্য্যদেবের আদেশেই আমি আপনাদিগকে লইতে আসিয়াছি।

সাম্বের কথা শুনিয়া মগগণ কহিলেন, হে সাম্ব! তুমি আমাদের নিকট যে কথা প্রকাশ করিলে তাহা সর্ব্বতোভাবে সত্য, কেন না, কিছুকাল পূর্ব্বে স্বয়ং দিবাকরই এবিষয় আমাদের নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন। সুতরাং আমরা আর কালবিলম্ব করিব না। এখানে আমাদের যে অষ্টাদশকুল আছে, আমরা সকলেই তোমার সহিত গমন করিব।

তখন সাম্ব সেই প্রশান্তহৃদয় শান্তিপ্রিয় মগব্রাহ্মণগণকে যত্নপূর্ব্বক গরুড়ারোহণে অভীষ্ট স্থানে আনয়ন করিলেন। তাঁহারা যথাবিধি সূর্য্যের পূজা সম্পাদন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের সেই সাধনপ্রভাবে সাম্ব অচিরে রোগমুক্ত হইলেন।

(ভবিষ্যপুরাণ ১৩৯ অঃ)

মগব্রাহ্মণগণকে শাকদ্বীপ হইতে আনয়ন করিয়া চন্দ্রভাগা-নদীতটে একটী মনোহরপুরী নির্ম্মাণপূর্ব্বক স্থাপন করেন, ঐ পুরী পরে সাম্বপুরী নামে খ্যাত হয়। এই পুরীর মধ্যস্থলে সাম্ব দিবাকরমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া পূজানির্ব্বাহের জন্য ধনরত্নাদি রক্ষা করিলেন এবং ভোজকদিগকে সেই সমস্তের অধিকারী করিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি কিছুদিন পূজাব্যাপারে নিবিষ্টচিত্ত নিযুক্ত থাকিয়া সূর্য্যসমীপে বরপ্রাপ্তকরণান্তর দেবতা ও ব্রাহ্মণ-গণকে প্রণামপূর্ব্বক দ্বারকায় ফিরিয়া আসিলেন।

সাম্বপুরাণে লিখিত আছে, সাম্ব যেখানে সূর্য্যারাধনা করেন তাহা মিত্রবণ নামে আখ্যাত হয়, এই মিত্রবণ ও সাম্বপুর চন্দ্রভাগা নদীতটে অবস্থিত ছিল। [সাম্বপুর দেখ]

মহাভারতের বহুস্থলে বৃষ্ণিনন্দন সাম্বের উল্লেখ আছে, এখানে তিনি ভারতসমরের একজন নেতা এবং পাণ্ডবপক্ষে অশ্বসেন, শাম্ব প্রভৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী।

(ভারত ২।৪।৩৫০।১৬,৯—১৯; ৩।১১।৫৩)

মৌষলপর্ব্বে লিখিত আছে, একদা সারণ প্রমুখ বীরগণ

এবং বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও নারদঋষি দ্বারকা নগরে উপস্থিত হন। ঐ সময়ে দুর্নীতিপরায়ণ বৃষ্ণিবংশীয়গণ ঋষিগণকে বিদ্রূপ করণাভিপ্রায়ে পরম রূপশালী শাম্বকে মনোহর রমণীসাজে সজ্জিত করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে আনিয়া কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! পুত্রাভিলাষী অমিততেজস্বী বীরের এই পত্নী কি প্রসব করিবেন? তাহা আপনারা উত্তম রূপে গণনা করিয়া দেখুন। বৃষ্ণিবংশধরের এই বঞ্চনাবাক্যে বিরক্ত হইয়া তাঁহারা বলিলেন, বাসুদেবনন্দন শাম্ব বৃষ্ণি ও অন্ধকগণের বিনাশের জন্ম এক ঘোর আয়স মুষল প্রসব করিবে। কালে ঐ মুষল প্রসূত হইলে রাজা উগ্রসেনের আদেশে তাহা চূর্ণ করিয়া সাগর জলে নিক্ষিপ্ত হয়।

(মৌষলপর্ব্ব ১।১৫-২৫)

ভাগবতের ১।১০।২৯, ১।১১।১৮, ১।১৪।৩১, ৩।১।৩১, ১০।৬১।১১ প্রভৃতিস্থলে জাম্ববতীসুত শাম্বের উল্লেখ আছে।

সাম্ব, সাম্বপঞ্চাশিকা বা সূর্য্যস্তোত্র, সূর্য্যাবাদশার্য্যা ও সূর্য্যাসপ্তার্য্যা রচয়িতা।

সাম্বন্ধিক (ক্লী) ১ সম্বন্ধ। ২ সম্বন্ধসম্বন্ধীয়। ৩ বিবাহসম্বন্ধীয়। ৪ জ্ঞাপক।

সাম্বপুর (ক্লী) শাম্বপ্রতিষ্ঠিত নগর, বর্ত্তমান নাম মুলতান।

[মুলতান দেখ]

পঞ্জাব প্রদেশে চন্দ্রভাগানদীতীরে প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণপুত্র শাম্ব মগব্রাহ্মণগণকে শাকদ্বীপ হইতে আনিয়া এখানে স্থাপন করেন। (প্রভাসখ°)

সাম্বপুরাণ, একখানি উপপুরাণ,সাম্বোপপুরাণ। [পুরাণ দেখ।]

সাম্বর (ক্লী) সম্বরদেশে ভবং অণ্। গড়লবণ। সম্বরদেশ-জাত লবণ। "গড়াদি লবণং শুক্তং পৃথ্বীকং গড়দেশজং।
গড়োত্থক মতারঙ্কং সাম্বরং সম্বরোদ্ভবম্॥" (রাজনি°)

সাম্বরী (স্ত্রী) সম্বরেণ কৃতা সম্বর-অণ্, ঙীষ্। মায়া, সম্বর এই মায়ার সৃষ্টি করেন, এই জন্ম ইহার নাম সাম্বরী। এই শব্দে তালব্য শ ও দন্ত্য স এই দুই সকারই হয়।

'সাম্বরী শাম্বরী মায়া মায়াকৃৎকৃতিক্ষুদ্রক নটে।' (শব্দরত্না°)

সাম্বর্য্য (পুং) সম্বরের গোত্রাপত্য।

সাম্বশাস্ত্রী, অনিরুদ্ধচম্পূ প্রণেতা।

সাম্বশিব (পুং) একজন বিখ্যাত আচার্য্য, ন্যায়টীকায় নীলকণ্ঠ বৈয়াকরণসিদ্ধান্তমঞ্জরীর গ্রন্থে ইহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

সাম্বাজী প্রতাপরাজ, শব্দন্যায়প্রকাশসচরিতা।

সাম্বাদিত্য (পুং) শাম্বপ্রতিষ্ঠিতসূর্য্য, প্রতিষ্ঠিত।

সাম্বি (পুং) শাম্বস্য গোত্রাপত্যং বাহ্বাদিত্বাৎ ইঞ্। (পা ৪।১।৯৬) শাম্বের গোত্রাপত্য।

সাম্বেশ্বর (পুং) শাম্বপ্রতিষ্ঠিত শিব।

সাম্ভবী (স্ত্রী) রক্ত লোধ্র। (শব্দচন্দ্রিকা)

সাম্ভস্ (ত্রি) অম্ভসা সহ বর্ত্তমানঃ। অম্ভোযুক্ত, অম্ভের সহিত বর্ত্তমান।

সাম্ভাষ্য (ক্লী) সম্ভাষিণো ভাবঃ কর্ম্ম বা (গুণবচনব্রাহ্মণাদিভ্যঃ কর্ম্মণি চ। পা ৫।১।১২৪) ইতি সম্ভাষিন্-ষ্যঞ্। সম্ভাষীর ভাব বা কর্ম্ম, সম্ভাষণ।

সাম্ভূতি (পুং) সম্ভূতস্ গোত্রার্থে ইঞ্। সম্ভূতের গোত্রাপত্য।

সাম্মত্য (ক্লী) সম্মতের্ভাবঃ (বর্ণদৃঢ়াদিভ্যঃ ষ্যঞ্ চ। পা ৫।১।১২৩) ইতি সম্মতি-ষ্যঞ্। সম্মতির ভাব।

সাম্মদ (পুং) সম্মদের গোত্রাপত্য। (শত° ব্রা° ১৩।৪।৩।১২)

সাম্মনস্য (ক্লী) সমানচিত্তবৃত্তিযুক্ত। (অথর্ব্ব ৩।৩০।১)

সাম্মাতুর (পুং) সম্মাতুরপত্যং পুমান্ সম্মাতৃ (মাতুরুৎসংখ্যা-সংভদ্রপূর্ব্বায়াঃ। পা ৪।১।১১৫) ইতি অণ্ উকারশ্চ। সতীতনয়, পর্য্যায় ভাদ্রমাতুর। (হেম)

সাম্মার্জ্জন (ক্লী) সম্মার্জ্জন (অনিগুনঃ। পা ৫।৪।১৫) ইতি স্বার্থে অণ্। সম্মার্জ্জন পদার্থ।

সাম্মুখী (স্ত্রী) সায়াহ্নব্যাপিনী তিথি। যে তিথি সায়ংকাল ব্যাপিয়া থাকে, তাহাকে সাম্মুখী তিথি কহে।

"পঞ্চমী সপ্তমী চৈব দশমী চ ত্রয়োদশী।
প্রতিপন্নবমী চৈব কর্ত্তব্যা সাম্মুখী তিথিঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

সাম্মুখ্য (ক্লী) সম্মুখ ভাবে ষ্যঞ্। সম্মুখতা, আভিমুখ্য।

সাম্মেঘ্য (ক্লী) সংমেঘ। মেঘযুক্তকাল। (তৈত্তিরীয়সং° ৭।৫।৮।২)

সাম্মোদনিক (ত্রি) সম্মোদনায় প্রভবতি (তস্মৈ প্রভবতি সন্তাপাদিভ্যঃ। পা ৫।১।১০১) ইতি ঠঞ্। সম্মোদকারক, সম্মোদদায়ক, আনন্দদায়ক।

সাম্য (ক্লী) সমস্য ভাবঃ সম-ষ্যঞ্। ১ সমতা, তুল্যত্ব, একরূপত্ব।

"চাণ্ডালান্ত্যস্ত্রিয়ো গত্বা ভুক্ত্বা চ প্রতিগৃহ্য চ।
পতত্যজ্ঞানতো বিপ্রো জ্ঞানাৎ সাম্যন্তু গচ্ছতি॥" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

ব্রাহ্মণ যদি অজ্ঞানপূর্ব্বক চণ্ডালস্ত্রী, এবং নিকৃষ্ট জাতীয় স্ত্রীগমন, অথবা তাহাদের অন্নভোজন ও তাহাদের নিকট প্রতিগ্রহ করেন, তাহা হইলে তিনি পতিত এবং জ্ঞানপূর্ব্বক এই সকল কর্ম্ম করিলে তৎসাম্য প্রাপ্ত হন।

জ্ঞানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় যদি নিকৃষ্ট জাতিদিগের সহিত আহার বিবাহাদি করেন, তাহা হইলে তিনি তৎসাম্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, অজ্ঞানতঃ এই সকল পাপেই প্রায়শ্চিত্ত অভিহিত হইয়াছে। জ্ঞানতঃ অসকৃৎ এই সকল পাপানুষ্ঠান করিলে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তাহা বিনষ্ট হইবে না, পাপকারীরা তত্তুল্য হইবেন।

২ একতানত্ব "সাম্যাদেকতানতা" (মুগ্ধবোধটীকা°) (ত্রি) ৩ সাম্যযুক্ত।

সাম্যগ্রাহ (পুং) সমন্বয়বাচক। (রামা° ২।৪১।৪৭)

সাম্যতা (স্ত্রী) সাম্যস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সাম্যত্ব, সাম্য, তুল্যত্ব।

সাম্যাবস্থা (স্ত্রী) সমান অবস্থা, তুল্যাবস্থা।

"সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ" (সাংখ্যদ°)

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের যখন সমান অবস্থা থাকে, যখন তাহাতে কোন রূপ বিকার বা বিক্ষোভ অবস্থা হয় নাই, তখন তাহাকে প্রকৃতি কহে।

সাম্যুত্থান (স্ত্রী) যজ্ঞসমাপনের বিঘ্ন বা অন্তর্বিধা।

সাম্রাজ্য (স্ত্রী) সম্রাজো ভাবঃ ষ্যঞ্। সমস্ত রাজ্য, সম্রাটের অধীনে যে সকল রাজ্য তাহাই সাম্রাজ্য নামে অভিহিত।

"ছায়ামণ্ডললক্ষ্যেণ তমদৃশ্যা কিল স্বয়ং।

পদ্মাপদ্মাতপত্রেণ ভেজে সাম্রাজ্যদীক্ষিতং ॥" (রঘু ৪।৫)

তন্ত্রে সাম্রাজ্যের লক্ষণ এই রূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, লক্ষ লোকের উপর আধিপত্য থাকিলে তাহাকে রাজ্য, দশলক্ষ লোকের উপর আধিপত্য হইলে তাহাকে সাম্রাজ্য এবং শতলক্ষ হইলে তাহাকে মহাসাম্রাজ্য কহে।

"লক্ষাধিপত্যং রাজ্যং স্যাৎ সাম্রাজ্যং দশলক্ষকে।

শতলক্ষে মহেশানি মহাসাম্রাজ্যমুচ্যতে ॥" (বর্ণনাতন্ত্র ২ পটল)

সাম্ভর, রাজপুতনার জয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী লবণজলপূর্ণ হ্রদ ও তত্তীরবর্তী নগর। এই হ্রদের জল হইতে যে লবণ প্রস্তুত হয় তাহাও সাম্ভর নামে খ্যাত। [সাম্ভর দেখ।]

সাম্রাজ্যলক্ষ্মী, তন্ত্রোক্ত দেবীভেদ। ইনি রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী-রূপে পূজিতা। আকাশভৈরবতন্ত্রে ইহার পীঠিকা ও পূজাদি বর্ণিত আছে।

সাম্রাজ্যসিদ্ধিদা (স্ত্রী) উজ্জ্বলকরাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

সাম্রাণিকর্দ্দম (স্ত্রী) জবাদিনামক গন্ধদ্রব্য, চলিত খাটাশী, মৃগনাভি। (রাজনি°)

সাম্রাণিজ (স্ত্রী) মহাপারেবত ফল। (রাজনি°)

সায় (পুং) স্যতি সমাপয়তি দিনমিতি সো অন্তাবেতি ণ, ততো যুগাগমঃ। ১ দিনান্ত। (অমর) ২ বাণ। (মেদিনী)

সায়ংকাল (পুং) সায়ং সায়াহ্নকালঃ। সায়াহ্ন কাল, সায়ংসন্ধ্যা-সময়। যে সময়ে সায়ংসন্ধ্যা বিহিত হইয়াছে, সেই সময়কে সায়ং-কাল কহে। দিবার এক দণ্ড এবং রাত্রির এক দণ্ড এই দণ্ডদ্বয়াত্মক কালই সায়ংসন্ধ্যার কাল, সুতরাং এই সময়ই সায়ংকাল।

সায়ংসন্ধ্যা (স্ত্রী) সায়ং সায়াহ্নে যা সন্ধ্যা। সায়ংকালোপাস্যা দেবতা, সায়ংকালে যে দেবতার উপাসনা করিতে হয়, সরস্বতী। সায়ং সময়ে সরস্বতীর উপাসনা করিতে হয়। ২ সায়ংকালকর্ত্তব্য উপাসনা। সায়ংকালে যে উপাসনা করা হয়, তাহাকে সায়ং-সন্ধ্যা কহে। প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যাকালে অর্থাৎ প্রাতঃসন্ধ্যা, মধ্যাহ্নসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা এই ত্রিসন্ধ্যাকালে ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণেরই সন্ধ্যোপাসনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে

"বরমেকাহুতিঃ কালে নাকালে লক্ষকোটয়ঃ।" (স্মৃতি)

যথাবিহিত কালে একবার আহুতি প্রদানও শ্রেয়স্কর, কিন্তু অসময়ে লক্ষ আহুতিও ফলপ্রদ নহে। এই বিধানানুসারে সায়ং সন্ধ্যার যে কাল সেই কালেই সন্ধ্যোপাসনা অবশ্য বিধেয়। প্রতি-দিনই সায়ং সন্ধ্যার অনুষ্ঠান করিতে হয়; কিন্তু এই সায়ংসন্ধ্যা সম্বন্ধে একটু বিশেষ আছে, দ্বাদশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি ও শ্রাদ্ধদিন এই সকল দিনে সায়ংসন্ধ্যা করিতে নাই।

"দ্বাদশ্যাং পক্ষয়োরন্তে সংক্রান্ত্যাং শ্রাদ্ধবাসরে।

সায়ংসন্ধ্যাং ন কুর্ব্বীত কৃতে চ ব্রহ্মহা ভবেৎ ॥" (স্মৃতি)

উক্ত নিষিদ্ধ দিনে যিনি সায়ংসন্ধ্যার অনুষ্ঠান করেন, তিনি ব্রহ্মহত্যার পাতকী হন। সুতরাং এই শাস্ত্রানুসারে ঐ সকল দিনে সায়ংসন্ধ্যা নিষিদ্ধ। দ্বাদশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা স্থলে সায়ং-কালে ঐ সকল তিথি পাওয়া চাই, সায়ংকালে যদি ঐ সকল তিথি থাকে, তাহা হইলে সন্ধ্যা হইবে না, নচেৎ সন্ধ্যা করিতে হইবে। দিবাভাগে যত দণ্ড ইচ্ছা থাকুক না তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, সায়ং সময়ে অর্থাৎ দিবার শেষদণ্ড এবং রাত্রির প্রথমদণ্ড এই দুই কালে ঐ সকল তিথি থাকিবে। যদি ঐ সকল তিথি দুই দিনই অর্থাৎ পূর্ব্ব ও পরদিন ঐ সায়ংকাল-ব্যাপিনী হয়, তাহা হইলে দুই দিনই সায়ংসন্ধ্যা নিষিদ্ধ হইবে। যদি ঐ তিথি দিবাদণ্ডে থাকিয়া অর্থাৎ দিবার শেষ একদণ্ডে থাকিয়া রাত্রিদণ্ডে না থাকে, তাহা হইলে রাত্রিদণ্ডে সায়ংসন্ধ্যা কর্ত্তব্য, এবং এইরূপ যদি রাত্রিদণ্ডে থাকিয়া দিবাদণ্ডে না থাকে, তাহা হইলে ঐ দিবাদণ্ডেই সায়ংসন্ধ্যা কর্ত্তব্য। সংক্রান্তিস্থলে সংক্রান্তি জন্য পুণ্যকাল বুঝিতে হইবে। যে দিন সংক্রান্তি হেতু সর্ব্বদিন পুণ্যপ্রদ, সেই দিনই সন্ধ্যা নিষিদ্ধ হইবে। যদি সংক্রান্তিজন্য দিনার্দ্ধ পুণ্যকাল হয়, তাহা হইলে দিবার শেষ এক দণ্ড পরিত্যাগ করিয়া রাত্রিদণ্ডে সায়ংসন্ধ্যা করিতে হইবে, সংক্রান্তিজন্য সন্ধ্যা নিষিদ্ধ হইবে না। শ্রাদ্ধদিন সম্বন্ধে এরূপ কোন নিয়ম নাই। পিতৃগণের উদ্দেশে একোদ্দিষ্ট ও পার্ব্বণাদি শ্রাদ্ধ করিয়া সেই দিন সায়ংসন্ধ্যা করিবে না।

এই সকল দিনে সায়ংসন্ধ্যা নিষিদ্ধ হইয়াছে, এই নিষেধ স্থলে কেহ কেহ বলেন যে ঐ দিন সন্ধ্যা ও গায়ত্রীজপ কিছুরই অনুষ্ঠান করিবে না। কিন্তু ইহা শাস্ত্রানুমোদিত নহে। ঐ সকল দিনে সন্ধ্যার উপাসনা করিবে না বটে, কিন্তু গায়ত্রীজপ করিবে। ইহাই শাস্ত্রসম্মত ব্যবস্থা। বৈদিক সন্ধ্যা সম্বন্ধে এই বিধান জানিতে হইবে। যিনি তন্ত্রমতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার

তান্ত্রিক সন্ধ্যা করিতে হয়। কিন্তু তান্ত্রিক সন্ধ্যা এই সকল দিনে নিষিদ্ধ নহে। উক্ত দিনে ঐ সন্ধ্যানুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য। হরতত্ত্বদীধিতিতে উক্ত নিষিদ্ধ দিনে কেন সায়ং সন্ধ্যা করিতে হইবে, তাহার বিচার এবং তদ্যোক্ত প্রমাণ সকল উদ্ধৃত হইয়াছে।

কালিকাপুরাণে লিখিত আছে,—সন্ধ্যা ব্রহ্মার মানসী কন্যা। তিনি তপস্যা করিবার জন্য বশিষ্ঠদেবের নিকট গমন করেন। বশিষ্ঠ তাঁহাকে পরম পুরুষ বিষ্ণুর উদ্দেশে তপস্যা করিতে উপদেশ দেন। সন্ধ্যা তাঁহার উপদেশানুসারে কঠোর তপোনুষ্ঠান করেন। বিষ্ণু তাঁহার তপস্যায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে বর গ্রহণ করিতে বলিলে সন্ধ্যা বলিলেন, দেব! যদি আমার তপস্যায় প্রীত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে এই বর দিন যে পৃথিবীতলে প্রাণিগণ উৎপন্ন হইবামাত্র যেন সকাম না হন, আমি যেন ত্রিজগতে পতিব্রতা বলিয়া বিখ্যাত হই, স্বামী ব্যতীত অপর কাহারও প্রতি যেন আমার সকাম দৃষ্টি পতিত না হয়, এবং যিনি আমাকে সকাম ভাবে অবলোকন করিবেন, তিনি যেন ক্লীব হন। ইহাতে ভগবান কহিলেন, প্রথম শৈশব, দ্বিতীয় কৌমার, তৃতীয় যৌবন, এবং চতুর্থ বৃদ্ধাবস্থা। প্রাণিগণ তৃতীয় বয়োভাগপ্রাপ্ত হইলে সকাম হইবে, দ্বিতীয় ভাগের অন্তে কদাচিৎ হইবে। প্রাণিগণ উৎপন্ন হইবামাত্র যাহাতে সকাম না হয়, এই নিয়ম তোমার তপস্যাপ্রভাবে আমি জগতে স্থাপন করিলাম। ত্রিজগতে তুমিই একমাত্র সতীপ্রধানা হইবে। তোমার পাণিগ্রহীতা ব্যতীত যে ব্যক্তি কামভাবে তোমাকে দেখিবে, সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ ক্লীব হইয়া দুর্ব্বলত্ব প্রাপ্ত হইবে। তোমার স্বামী তোমার সহিত সপ্তকল্পজীবী হইবেন। তুমি যাহা আমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলে, তাহা সকলই প্রদান করিলাম। আর পূর্ব্বে তোমার মনে যাহা ছিল, তাহাও বলিয়া দিতেছি। তুমি অগ্নিতে দেহত্যাগ করিবে, ইহা পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ। মেধাতিথি মুনির দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞে আহুতিপ্রজ্বলিত অনলে অচিরে তাহা সম্পাদন কর। মেধাতিথি এই পর্ব্বতের উপত্যকাভূমিতে মহাযজ্ঞ সম্পাদন করিতেছেন, তুমি আমার প্রসাদে মুনিগণের অলক্ষ্যে উক্ত কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহাকে এইরূপে বর দিয়া হস্তাগ্র দ্বারা সন্ধ্যাকে স্পর্শ করিলেন। ক্ষণকালমধ্যে তাঁহার শরীর পুরোডাশময় হইল। পুরোডাশময় হইবার কারণ এই যে, অবৈধ মাংস দগ্ধ হইলে অগ্নির পবিত্রতা বিনষ্ট হয়, এই জন্য বিষ্ণু তাঁহাকে পুরোডাশময় করিলেন। তখন সন্ধ্যা মেধাতিথির যজ্ঞে গমন করিলেন, এবং সকলের অলক্ষ্যে অগ্নিতে প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর পুরোডাশময় সন্ধ্যাশরীর তৎক্ষণাৎ অলক্ষিতভাবে দগ্ধ হইয়া পুরোডাশের গন্ধ বিস্তার করিতে লাগিল। অগ্নি তাহার শরীর দগ্ধ করিয়া বিষ্ণুর অনুমতিক্রমে সেই বিশুদ্ধ দেহকে সূর্য্যমণ্ডলে স্থাপিত করিলেন। তদীয় শরীরের ঊর্দ্ধভাগ দিবসের আদি ও অহোরাত্রের মধ্যগামিনী প্রাতঃসন্ধ্যা এবং আর শেষ ভাগ দিবসের অন্ত ও অহোরাত্রের মধ্যগামিনী পিতৃগণের সতত প্রীতিদায়িনী সায়ংসন্ধ্যা হইল। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যখন অরুণোদয় হয়, তখন এই প্রাতঃসন্ধ্যার উদয় এবং সূর্য্য অস্তমিত হইলে রক্তকমলসন্নিভা এই সায়ংসন্ধ্যার উদয় হয়। (কালিকাপুরাণ ২২ অঃ)

সায়ংসন্ধ্যাদেবতা (স্ত্রী) সায়ংসন্ধ্যায়া দেবতা। সরস্বতী।

সায়ংসূর্য্য (পুং) সায়ংকালীনঃ সূর্য্যঃ। সায়ং সময়ের সূর্য্য। বৈদ্যকে লিখিত আছে, সায়ং সময়ের সূর্য্যকিরণ লাগাইতে নাই, ইহা শরীরের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকারক।

সায়ক (পুং) স্যতি ছিনত্তীতি সো-ণ্বুল্, যুক্। ১ বাণ। ২ খড়্গ। (অমর) ৩ পঞ্চম সংখ্যা।

"সায়কেন দ্বিরূপেণ সংখ্যা চৈকরূপয়া।
বেদবাজিশরাঃ শুদ্ধৈর্দ্বিযুগাগ্নিশরাঙ্ককাঃ॥" (সাহিত্যদ° ৪।২৬৪)

সায়কপুঙ্খা (স্ত্রী) সায়কস্য পুঙ্খ ইব পুঙ্খো যস্যাঃ। ১ শরপুঙ্খা। (রাজনি°) (পুং) ২ সায়কের পুঙ্খ।

"সজ্যাঙ্গুলিঃ সায়কপুঙ্খ এব চিত্রার্পিতারম্ভ ইবাবতস্থে।"
(রঘু ২।৩১)

সায়কপ্রপুঙ্খ (ত্রি) প্রহরণার্থ উত্তোলিত শস্ত্র। (অথর্ব্ব ৯।২।১২)

সায়কময় (ত্রি) শরযুক্ত। বাণবিশেষ। (ভারত ৪ পর্ব্ব।)

সায়কায়ন (পুং) সায়কের গোত্রাপত্য। (শতপথব্রা° ১০।৩।৩।১০)

সায়ংকাল (পুং) সন্ধ্যাকাল।

সায়ংকালীন (ত্রি) সন্ধ্যাকাল সম্বন্ধীয়।

সায়ংগৃহ (ত্রি) যত্র সায়ং তত্রৈব গৃহং। যেখানে সন্ধ্যা হইয়াছে, সেইখানেই যাহার গৃহ। (ভারত ৩।১২১।১)

সায়ংগোষ্ঠ (ত্রি) সায়ংকালে গোচারণস্থানে অবস্থানকারী গাভী। (ঐতরেয়ব্রা° ৩।১৮)

সায়ণ, প্রায়শ্চিত্তপদ্ধতিপ্রণেতা একজন পণ্ডিত। ইনি রাজা রঙ্গনাথের মন্ত্রী ছিলেন (১৫৭২—৮৫খৃঃ)।

সায়ণাচার্য্য, ঋগ্বেদভাষ্যকার একজন সুপ্রসিদ্ধ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত। দাক্ষিণাত্যের বিজয়নগরাধিপতি মহারাজ ২য় সঙ্গম, ১ম বুক্ক ও তৎপৌত্র ২য় হরিহর ইঁহার বিদ্যাপ্রভাবে মুগ্ধ হইয়া ইঁহাকে রাজমন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইঁহার পিতার নাম মায়ণ এবং ভ্রাতার নাম মাধব। মাধব রাজমন্ত্রী ছিলেন, পরে শৃঙ্গেরীমঠের গুরুপদে অধিষ্ঠিত হইয়া বিদ্যারণ্যস্বামী বা মুনি নামে পূজিত হন। [বিজয়নগর ও বিদ্যারণ্যস্বামী দেখ।]

সায়ণাচার্য্য বিষ্ণুসর্ব্বজ্ঞ ও শঙ্করানন্দের শিষ্য ছিলেন। শঙ্করদীপিকা-প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ রামকৃষ্ণ তাঁহার শিষ্য হইয়া শিক্ষালাভ করেন। সায়ণের নামে যতগুলি গ্রন্থ প্রচলিত আছে, তাহার সকলগুলিই যে তাঁহার রচিত তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। অনেকগুলি গ্রন্থই উক্তভ্রাতা রচনা করেন। আবার কতকগুলি গ্রন্থ যাহা সায়ণবিরচিত বলিয়া লিখিত, তাহার অপর একখানি পুঁথিতে মাধবাচার্য্যের ভণিতা পাওয়া যায়। ঋগ্বেদভাষ্য ও তৈত্তিরীয়-সংহিতার ভাষ্য আলোচনা করিলে জানা যায় যে, সায়ণাচার্য্য স্বয়ং উক্ত ভাষ্যদ্বয় সম্পূর্ণ করিয়া যান নাই। তাঁহার পরে তাঁহার শিষ্য-পরম্পরায় উহা সমাধা করিয়াছিলেন। তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয়ারণ্যক ও ঐতরেয়ারণ্যক-ভাষ্য প্রভৃতি আলোচনা করিলে উপলব্ধি হয় যে উহাদের অনুভূতি বা ব্যাখ্যা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির রচনার ফল।

সায়ণাচার্য্য ১৩৮৭ খৃষ্টাব্দে পরলোকে গমন করেন। ১৩৫৪ হইতে ১৩৭৭ খৃষ্টাব্দ ১ম বুক্কের রাজ্যকাল। সুতরাং সায়ণাচার্য্য ১৩৫০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব হইতেই যে সঙ্গমরাজবংশের মন্ত্রিরূপে বিজয়নগর-রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সায়ণাচার্য্য স্বয়ং যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার রচিত বলিয়া যে সকল গ্রন্থ প্রচলিত আছে নিম্নে তাহার তালিকা উদ্ধৃত হইল :—

অদ্ভুতদর্পণ, অধিকরণরত্নমালা বা জৈমিনীয় ন্যায়মালাবিস্তর, অনুভূতিপ্রকাশ বা সর্ব্বোপনিষদর্থপ্রকাশ, অপরোক্ষানুভব-টীকা, অভিনবমাধবীয় অষ্টকটীকা, আচারমাধবীয় বা পরাশর-স্মৃতিভাষ্য, আত্মানাত্মবিবেক, আধানযজ্ঞতন্ত্র (যজ্ঞতন্ত্রসুধা-নিধির একাংশ), আর্ষেয়ব্রাহ্মণভাষ্য, আশীর্ব্বাদ-পদ্ধতি বা ব্রহ্মবিদাশীর্ব্বাদপদ্ধতি, আশ্বলায়নদর্শ-পূর্ণমাসসূত্রভাষ্য, উপগ্রন্থসূত্রবৃত্তি, ঋগ্বেদভাষ্য, ঐতরেয়ব্রাহ্মণভাষ্য, ঐতরেয়া-রণ্যকভাষ্য, ঐতরেয়োপনিষদ্ভাষ্য, কর্ম্মকালনির্ণয়, কর্ম্মবিপাক, কল্পভাষ্য, কাঠকভাষ্য, কালনির্ণয় বা কালমাধবীয়, কুরুক্ষেত্র-মাহাত্ম্য, কৃষ্ণচরণপরিচর্য্যাবৃত্তি, কৈবল্যোপনিষদ্দীপিকা, কৌষীতক্যুপনিষদ্ভাষ্য, গোত্রপ্রবরনির্ণয়, গোভিলগৃহ্যসূত্র-ভাষ্য, ছান্দোগ্যোপনিষদ্দীপিকা, জাতিবিবেকশতগ্রন্থ, জীবন্মুক্তিবিবেক, জ্ঞানখণ্ডভাষ্য বা জ্ঞানযোগখণ্ডভাষ্য, দশভেদ, তাণ্ড্যব্রাহ্মণভাষ্য, তিথিনির্ণয়, তৈত্তিরীয়বিদ্যাপ্রকাশবার্ত্তিক, তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণভাষ্য বা যজুর্ব্বেদব্রাহ্মণভাষ্য ও তৈত্তিরীয়-সংহিতাভাষ্য, তৈত্তিরীয়সন্ধ্যাভাষ্য, তৈত্তিরীয়ারণ্যকভাষ্য, তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ভাষ্য, দ্রব্যকভাষ্য, দক্ষিণামূর্ত্ত্যষ্টকটীকা, দণ্ডক-মীমাংসা, দর্শপূর্ণমাসপ্রয়োগ, দর্শপূর্ণমাসভাষ্য, দর্শপূর্ণমাস-যজ্ঞতন্ত্র, দশোপনিষদ্ভাষ্য, দৈবতাধ্যায়ভাষ্য, দেবীভাগবতটিপ্পনী, ধাতুবৃত্তি, পঞ্চদশী, পঞ্চরুদ্রীয়টীকা বা রুদ্রভাষ্য, পঞ্চপদ্যব্যাখ্যা, পঞ্চীকরণ, পরাশরস্মৃতিব্যাখ্যা বা ব্যবহারসাধন, পাণিনীয়-শিক্ষাভাষ্য, পুরাণসার, পুরুষসূক্তটীকা, পুরুষার্থসুধানিধি, প্রমেয়সারসংগ্রহ, বৃহদারণ্যকভাষ্য, বৌধায়নশ্রৌতসূত্রব্যাখ্যা, ব্রহ্মগীতাটীকা, ভগবদ্গীতাভাষ্য, মণ্ডলব্রাহ্মণভাষ্য, মন্ত্রপ্রশ্ন-ভাষ্য, মহাকাব্যনির্ণয়, মাধবীয়, মাধবীয়ভাষ্য (বেদান্ত), মুক্তিখণ্ডটীকা, মুহূর্ত্তমাধবীয়, যজুর্বেদকথখণ্ডটীকা, যাজ্ঞিক্যুপ-নিষদ্ভাষ্য, যোগবাশিষ্ঠসারসংগ্রহ, রাত্রিসূক্তভাষ্য, রামতত্ত্ব-প্রকাশ, লঘুন্যাসকটীকা, ব্যাখ্যা (বেদান্ত), ব্যাসদর্শনপ্রকাশ, শঙ্করবিলাস, শতপথব্রাহ্মণভাষ্য, শতরুদ্রীয়ভাষ্য, শিবখণ্ড-ভাষ্য, শিবমাহাত্ম্যভাষ্য, শ্রীসূক্তভাষ্য, শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ-প্রকাশিকা, ষড়্বিংশব্রাহ্মণভাষ্য, সন্ধ্যাভাষ্য, সরস্বতীসূক্ত-ভাষ্য, সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ, সহস্রনামকারিকা, সামব্রাহ্মণভাষ্য, সামবিধানব্রাহ্মণভাষ্য, সামবেদভাষ্য, সিংহাসুবাকভাষ্য, সিদ্ধান্তবিন্দু (বেদান্ত), সূতসংহিতাতাৎপর্য্যদীপিকা, সূর্য্য-সিদ্ধান্ত-টীকা, স্তোত্রভাষ্য (সামবেদ), স্মৃতিসংগ্রহ, স্বরবিগ্রহ-শিক্ষাভাষ্য, স্বাধ্যায়ব্রাহ্মণভাষ্য, হরিভক্তিটীকা।

সায়র (দেশজ) ১ সাগর। (কবিপ্রয়োগ)

"ইহ সুধা সায়রে, মগন দুয়াসুয়
দিন রজনী নাহি জানি।" (গোবিন্দদাসের পদাবলী)

২ শিরা, শীর্ষদেশ।

সায়ার (ইংরাজী) দেশভাগ। ইংরাজী Shire শব্দের অপভ্রংশ। অনেকস্থলে দেশজ প্রয়োগে ইংরাজী Shire শব্দের পরিবর্ত্তেও সায়ার শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন জালাবাবুর সায়ার অর্থাৎ জমিদারীর অংশ।

সায়ণ-মাধবীয় (ত্রি) সায়ণাচার্য্য ও মাধবাচার্য্য সম্বন্ধীয় (গ্রন্থ)।

সায়ণীয় (ত্রি) সায়ণপ্রোক্ত বা লিখিত (গ্রন্থাদি)।

সায়তন (ত্রি) আয়তনযুক্ত। স্থানযুক্ত। (তৈত্তিরীয়স৹ ৫।১।২।৭)

সায়ন (ত্রি) সূর্য্যের গতিভেদ। [সূর্য্য দেখ।]

সায়ন্তন (ত্রি) সায়ং ভবঃ সায়ম্ (সায়ং চিরং প্রাহ্ণে প্রগে হ্যয়েভ্যষ্ট্যুট্যুলৌ তুট্ চ। পা ৪।৩।২৩) ইতি ট্যুল্, তুট্ চ। সায়ংকালভব, যাহা সায়ংকালে হয়।

"সন্ধ্যাং সায়ন্তনীং কুর্য্যাৎ বাসশ্চাপি বিবর্ণি শিরে।
অকুর্ব্বন্ নিরয়ং যাতি যতো নিত্যাগমক্রিয়া॥" (বৃহন্নীলতন্ত্র ১৭প°)

সায়ন্দুগ্ধ (ত্রি) সায়ংকালে যে দুগ্ধ দোহন করা হয়। (ঐ°ব্রা° ৭।৪)

সায়ন্দোহ (পুং) সায়ংকালে দোহন। (কাত্যায়নশ্রৌ° ২৫।৫।৭)

সায়ম্ (অব্য) স্যতি সমাপয়তি দিনমিতি সো বাহুলকাৎ অমূ যুগাগমশ্চ। ১ সায়াহ্ন। ২ সন্ধ্যা।

'দিনান্তে পুংসি সায়ং স্যাৎ সায়াহ্নে সায়মব্যয়ং।' (শব্দার্ণব)

সায়মাশ (পুং) সায়ং অশ ভোজনে ঘঞ্। সায়ংভোজন, সায়ংকালে যে ভোজন করা যায়। প্রাতরাশ, সায়মাস, প্রাতর্ভোজন, সায়ংভোজন।

সায়মাহুতি (স্ত্রী) সায়ংকালে প্রদত্ত আহুতি। সায়ংকালীন হোমে যে আহুতি দেওয়া হয়, তাহাকে সায়মাহুতি কহে।

সায়ম্পোষ (পুং) সায়ংকালে ভোজন বা খাদ্যদান।
(শাংখ্যা° ব্রা° ৪।৫)

সায়ম্প্রাতর্ (অব্য) সায়ং ও প্রাতঃকাল।

সায়ম্প্রাতরাশিন্ (ত্রি) সায়ম্প্রাতরশ্নাতীতি অশ-ণিনি। সায়ং ও প্রাতঃকালে ভোজনকারী, যিনি সায়ং ও প্রাতে ভোজন করেন। (শত° ব্রা° ২।৪।২।৬)

সায়ম্প্রাতিক (ত্রি) সায়ংপ্রাতঃ-ঠঞ্, টেলোপঃ, (পা ৬।৪।১৪৪) সায়ং ও প্রাতর্ভব।

সায়ম্প্রাতর্হোম (পুং) সায়ং ও প্রাতঃকালীন হোম। সাগ্নিক ব্রাহ্মণদিগের সায়ং ও প্রাতঃকালে হোম করিবার বিধান আছে।

সায়ম্ভব (পুং) সায়ংকালে উৎপন্ন, সায়ন্তন। (অথর্ব ১০।২।১৬)

সায়ম্ভোজন (স্ত্রী) সায়ং ভোজনং। সায়ংকালে ভোজন। মনুতে লিখিত আছে যে, সায়ম্ভোজন শেষ হইবার পর যদি গৃহে অতিথি আসে, তাহা হইলে তাহাকে পুনরায় পাক করিয়া ভোজন করাইবে। কিন্তু বলিবৈশ্বের অনুষ্ঠান করিবে না।

সায়বস (পুং) ঋষিভেদ। (শতপথব্রা° ১০।৬।১।৯)

সায়ারম্ভ (ত্রি) সায়ংকালে আরম্ভ।

সায়াশন (স্ত্রী) সায়ে দিনান্তে অশনং ভোজনং। দিনান্তে ভোজন।

সায়াস (ত্রি) আয়াসেন সহ বর্ত্তমানঃ। আয়াসযুক্ত, আয়াসবিশিষ্ট।

সায়াহ্ন (পুং) সায়মহ্নঃ (সংখ্যা বিসায়েতি। পা ৬।৩।১১০) ইতি আপবাং সমাসঃ। পঞ্চধাবিভক্ত দিনপঞ্চমাংশ, দিনকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার শেষ ভাগের নাম সায়াহ্ন, দিবসের শেষ তিন মুহূর্ত্ত।

"প্রাতঃকালো মুহূর্ত্তাংস্ত্রীন্ সঙ্গবস্তাবদেব তু।
মধ্যাহ্নস্ত্রিমুহূর্ত্তঃ স্যাদপরাহ্নস্ততঃ পরং॥
সায়াহ্নস্ত্রিমুহূর্ত্তঃ স্যাৎ শ্রাদ্ধং তত্র ন কারয়েৎ।
রাক্ষসী নাম সা বেলা গর্হিতা সর্ব্বকর্ম্মসু॥" (তিথিতত্ত্ব)

শাস্ত্রে দিনমান পাঁচভাগে বিভক্ত হইয়াছে, প্রাতঃ, সঙ্গব, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন ও সায়াহ্ন ইহার মধ্যে প্রথম তিন মুহূর্ত্তের নাম প্রাতঃ, তৎপরে তিন মুহূর্ত্ত মধ্যাহ্ন, মধ্যাহ্নের পর তিন মুহূর্ত্ত অপরাহ্ণ, তৎপরে শেষ তিন মুহূর্ত্ত সায়াহ্ন। দিন মানের পরিমাণানুসারে কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক দুই দণ্ড কালকে মুহূর্ত্ত কহে। সুতরাং শেষ ৬ দণ্ড কালই সায়াহ্ন, এই সায়াহ্ন কালে শ্রাদ্ধকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে নাই। ইহার অপর নাম রাক্ষসী বেলা, সকল কর্ম্মেই এই সময় নিষিদ্ধ। অতএব এই সায়াহ্ন কালে কোন ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে না।

'সায়ো দিনান্তঃ সায়াহ্নো বিকালঃ সায়মেব চ।' (শব্দরত্না°)

সায়িকা (স্ত্রী) ক্রমস্থিতি, ক্রমে ক্রমে অবস্থিতি।

সায়িন্ (পুং) সায়তি নাশয়তি শত্রূন্ অশ্বৈরিতি ষো-অন্তে ণিনি। অশ্বারোহ, অশ্বারোহী।

সাযুজ্য (স্ত্রী) সযুজো সহযোগস্য ভাবঃ ব্রাহ্মণাদিত্বাৎ ষ্যঞ্। ১ সহযোগ, একত্ব। অভেদ, সাম্য। সাদৃশ্য।

২ পঞ্চ প্রকার মুক্তির অন্তর্গত মুক্তিবিশেষ। সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য এই পাঁচ প্রকার মুক্তি, একত্ব-মুক্তির নাম সাযুজ্য, যে মুক্তিতে মুক্তপুরুষ ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যায়, তাহাই সাযুজ্যমুক্তি। বিষ্ণুভক্তগণ এই মুক্তি কামনা করেন না এবং ভগবৎসেবা ব্যতীত তাঁহারা এই সকল মুক্তি পাইলেও গ্রহণ করেন না।

"সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥" (ভাগ° ৩।২৯।১৩)

'ভক্তানাং নিষ্কামতাং কৈমুতিকন্যায়েনাহ, সালোক্যং ময়া সহ একস্মিন্ লোকে বাসং, সার্ষ্টিং সমৈশ্বর্য্যং, সামীপ্যং নিকটবর্ত্তিত্বং, সারূপ্যং সমানরূপতাং, একত্বং সাযুজ্যং। উত অপি দীয়মানমপি ন গৃহ্ণন্তি কুতস্তৎ কামনা ইত্যর্থঃ' (স্বামী)

'একত্বং ভগবৎসাযুজ্যং ব্রহ্মসাযুজ্যঞ্চ, অনয়োস্তল্লীলাশ্রবণেন তৎসেবনার্থাভাবাৎ গ্রহণাবশ্যকত্বমেব' (ক্রমসন্দর্ভ)

ভগবান্ বিষ্ণুর সহিত এক লোকে বাস করার নাম সালোক্য মুক্তি, তাঁহার সহিত সমান ঐশ্বর্য্য লাভ করার নাম সার্ষ্টি, তাঁহার নিকটে অবস্থান করার নাম সামীপ্য, এবং একত্বের নাম সাযুজ্য। এই পাঁচ প্রকার মুক্তি।

ক্রমসন্দর্ভে বর্ণিত হইয়াছে যে, সাযুজ্য দুইপ্রকার, ভগবৎসাযুজ্য ও ব্রহ্মসাযুজ্য, এই দুই প্রকারেই ভগবানের লীলা স্মরণ। অতএব ইহাতে ভগবৎসেবনার্থের অভাব হেতু ইহার গ্রহণের আবশ্যকতা আছে। [মুক্তি শব্দ দেখ]

২ সহযোগ, অভেদ, একত্ব।

সাযুজ্যত্ব (স্ত্রী) সাযুজ্যস্য ভাবঃ ত্ব। সাযুজ্যের ভাব বা ধর্ম্ম।

সায়ে (অব্য) দিনান্তে, সায়ংকালে।

সায়ের্ (আরবী) ১ ভ্রমণ, গমন। ২ অবশিষ্ট। ৩ সম্পূর্ণ।

সায়েস্তাখাঁ (আমীর-উল্-ওমরাহ), বাঙ্গালার একজন বিখ্যাত মোগল-শাসনকর্ত্তা। ইহার প্রকৃত নাম আবু-তালিব্ ও মীর্জা মুরাদ। ইনি উজীর আসফ্ খাঁর পুত্র ও ইতিমাদ্ উদ্দৌলার পৌত্র।

১৬৭১ খৃষ্টাব্দে প্রধান মন্ত্রী আসফ্ খাঁর মৃত্যু হইলে সম্রাট্ শাহজহান ইঁহাকে উজীর পদে নিযুক্ত করেন। তৎপূর্ব্বে ইনি সম্রাটের অনুগ্রহে ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে বেহারের শাসনকর্ত্তৃপদে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। ১৬৫২ খৃষ্টাব্দ সায়েস্তা খাঁ গুজরাতবিজয়ে গমন করেন। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ আলমগীর (অরঙ্গজেব) ইঁহাকে দাক্ষিণাত্যের রাজপ্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত করিয়া স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র সুলতান মহম্মদের সহকারীরূপে গোলকোণ্ডা যুদ্ধে নায়কতা করিতে আদেশ করেন। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ শাহজহানের পুত্রগণ পিতৃসিংহাসন লইয়া পরস্পরে বিরোধী হইলে সায়েস্তা খাঁ প্রকাশ্যতঃ দারাশিকোর পক্ষাবলম্বন করেন বটে, কিন্তু অরঙ্গজেবের প্রতিনিধি, গোপনীয় সংবাদাদি ও পরামর্শ দিয়া ইনি দারাশিকোকে লক্ষ্য ভ্রষ্ট করিয়াছিলেন। ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ আলমগীর স্বীয় পুত্র মহম্মদ মুয়াজিমকে দাক্ষিণাত্য হইতে আপনার নিকট দিল্লী-দরবারে উপস্থিত হইতে আদেশ দিয়া সায়েস্তা খাঁকেই তথাকার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। ঐ সময়ে শিবাজীর সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। অতঃপর ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে ইনি বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা হন। ইঁহার অধিকারে বাঙ্গালায় মোগল অধিকার দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিতে থাকে। শুনা যায়, সায়েস্তাখাঁর আমলে বাঙ্গালায় দুই আনায় একমণ চাউল বিক্রীত হইত।

সায়েস্তাখাঁ বাঙ্গালায় আসিয়া ঢাকা নগরীতে রাজপাট স্থাপন করিয়া রাজকার্য্য পরিচালন করিয়াছিলেন। ইনি সম্রাট্ অরঙ্গজেবের মন্ত্রশিষ্য এবং তাঁহারই ন্যায় চতুর ও কূটনীতিপরায়ণ ছিলেন। ইনি তৎকালে কলিকাতায় ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্বার্থহানি করিবার উদ্দেশে তাঁহাদের প্রতি কতকগুলি অত্যাচারণে প্রবৃত্ত হন। এই কারণে হুগলীর নিকটবর্ত্তী গোলঘাট নামক স্থানে তৎকালের কোম্পানীর কুঠির গবর্ণর জব চার্ণকের সহিত ইঁহার একটী খণ্ডযুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে কোনপক্ষই বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হন নাই। [জব চার্ণক দেখ।]

১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে ৯৩ চান্দ্রবৎসরে সায়েস্তা খাঁর মৃত্যু হয়। আগ্রা নগরে যমুনাতীরে ইঁহার নির্ম্মিত রৌজা ও উদ্যানের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপিও দৃষ্ট হয়। সম্রাট্ শাহজহানের রাজত্ব কালে ইনি আলাহাবাদ (প্রয়াগ), দুর্গের পশ্চিমে যমুনাতীরে একটী বড় মসজিদ্ নির্ম্মাণ করেন। ঐ মস্‌জিদ্ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল, সিপাহী বিদ্রোহের পর উহা ভগ্ন ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে।

সার, দৌর্ব্বল্য। অদন্তচুরাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্, সট্, সারয়তি সেট্, সীসরত্। লিট সারয়াঞ্চকার, কৃ, অস ও ভূ এই তিন ধাতুরই লিটে অনু প্রয়োগ হয়। লুঙ্ অসসারৎ। সন্-সিসারয়িষতি। সার (ক্লী) সায় দৌর্ব্বল্যে অচ্ বা সৃ-গতৌ ঘঞ্। ১ বল। ২ ধন। ৩ ন্যায্য। (মেদিনী) ন্যায্যং ন্যায়ং ন্যায়-অণ্। ৪ নবনীত। (রাজনি°) ৫ অমৃত। (ভাগবত ৭।৬.২৫) ৬ লৌহ। (ভাবপ্র°) ৭ বিপিন। (শব্দরত্না°) অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে যে রসের মধ্যে সার দুগ্ধ এবং দুগ্ধের সার ঘৃত, অর্থাৎ ঘৃত দ্বারা যে অগ্নিতে হোম করা হয়, সেই অগ্নি, হোমের সার স্বর্গ এবং স্বর্গের সার স্ত্রী।

"সারং রসানামপি দুগ্ধং দুগ্ধসারং ঘৃতঞ্চ যৎ।
হুতস্য সারং স্বর্গশ্চ স্বর্গাৎ সারঞ্চ যোষিতঃ॥
অতো রাজন্ প্রযত্নাৎ স্যুঃ স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বগতীপ্সতঃ।
ভর্ত্তব্যেহ সুখং তাভিঃ সহ রাজ্যং সুখোদ্ভবম্॥" (অগ্নিপু°)

এই সংসার অসার, কিন্তু এই অসারসংসারে মধ্যে চারিটী বস্তু সার আছে, কাশীতে বাস, সাধুদিগের সঙ্গ, গঙ্গাজলপান ও শিবপূজা।

"অসারে খলু সংসারে সারমেতচ্চতুষ্টয়ং।
কাশ্যাং বাসঃ সতাং সঙ্গো গঙ্গাম্ভঃশম্ভুসেবনং॥"

(কবিতা রত্নাকর ধৃত বায়ুপুরাণ)

(পুং) সৃ (স্থিরে। পা ৩।৩।১৭) ইতি ঘঞ্। ৮ বল। ৯ স্থিরাংশ। ১০ মজ্জা। ১১ বরক্ষার। (রাজনি°) ১২ বায়ু। (জটাধর) ১৩ রোগ। (ধরণি) ১৪ পাশক। (শব্দরত্না°) ১৫ মধুদ্রব। (শব্দচ°) ১৬ অর্থালঙ্কারবিশেষ। যে স্থলে বর্ণনীয় বিষয়ে উত্তরোত্তর উৎকর্ষ বর্ণন করা হয়, তথায় এই অলঙ্কার হয়।

"উত্তরোত্তরমুৎকর্ষো বস্তুনঃ সার উচ্যতে।" (সাহিত্যদ° ৭৩১)

উদাহরণ—

"রাজ্যে সারং বসুধা বসুধায়ামপি পুরং পুরে সৌধং।
সৌধে তল্পং তল্পে বরাঙ্গনানঙ্গসর্ব্বস্বং॥"

(সাহিত্যদ° ১০ পরি°)

রাজ্যের মধ্যে সার বসুধা, বসুধার মধ্যে পুর, এবং পুরে সৌধ এবং সৌধ মধ্যে শয্যা এবং শয্যাতে অনঙ্গের সর্ব্বস্বধন বরাঙ্গনা। এই স্থলে উত্তরোত্তর উৎকর্ষ বর্ণিত হইয়াছে, এবং ইহাতে বৈচিত্র্য আছে, সুতরাং এই স্থলে উক্ত অলঙ্কার হইল। যে স্থলে এইরূপ হইবে, তথায় এই সার অলঙ্কার হইবে। একমাত্র বৈচিত্র্যই অলঙ্কারের কারণ, সুতরাং বর্ণনীয় স্থলে বৈচিত্র্য থাকা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যে স্থলে লক্ষণের সমাবেশ হয়, অথচ বৈচিত্র্য থাকে না, তথায় অলঙ্কারই হইবে না। (ত্রি) সৃ-ঘঞ্। ১৭ অতি দৃঢ়। (শব্দরত্না°) ১৮ বর, শ্রেষ্ঠ।

সকল শাস্ত্রেই কথিত হইয়াছে যে এই জগৎ অসার, কেবল জগদ্গুরু। কালিকাপুরাণে লিখিত আছে—

"জগৎ সর্ব্বঞ্চ নিঃসারমনিত্যং দুঃখভাজনং।
উৎপদ্যতে ক্ষণাদেতৎ ক্ষণাদেতৎ বিপদ্যতে॥

দৃষ্টৈবোৎপদ্যতে সাম্যান্নিঃসারং জগদঞ্জসা।
পুনস্তত্রৈব বিলীয়েত মহাপ্রলয়সম্ভবে॥" (২১ অ°)

এই নিখিল জগৎ অসার, অনিত্য এবং দুঃখভাজন, এই জগতে যে সকল বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে, প্রলয়ে আবার তাহা বিলীন হইতেছে। একমাত্র মঙ্গলনিধান, শান্ত, অনন্ত, অচ্যুত, পরাৎপর, জ্ঞানময়, অদ্বৈত, অব্যক্ত, অচিন্ত্যরূপ ব্রহ্মই সার, তদ্ভিন্ন সকলই অসার। যাঁহা হইতে এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি এবং লয় হইতেছে, এবং যিনি মেঘজালমণ্ডিত গগনমণ্ডলে অসার বিশ্বমণ্ডলকে ধারণ করিয়াছেন, যোগিপুরুষগণ আত্মস্বরূপ যে পরমাত্মার প্রাপ্তি বাঞ্ছায় সর্ব্বদা যোগাভ্যাস করেন, এবং যোগ দ্বারা যাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া মায়াজালজটিল সংসারমণ্ডলে পুনর্ব্বার প্রতিনিবৃত্ত না হন, সেই যোগিগণের আত্মা ব্রহ্মই সার, অন্য সকলই অসার। যাহা দ্বারা নিস্তাপ প্রাপ্তি হয়, সেই নিবর্ত্তক নিষ্কাম ধর্ম্মই সার, প্রবর্ত্তক সকাম ধর্ম্ম অসার।

"একং শিবং শান্তমনন্তমচ্যুতং পরাৎপরং জ্ঞানময়ং বিশেষং।
অদ্বৈতমব্যক্তমচিন্ত্যরূপং সারন্ত্বেকং নাস্তি সারং যদন্যৎ॥
যস্মাদেতজ্জায়তে বিশ্বমগ্র্যং যস্মাল্লীনং স্যাৎ তৎপশ্চাৎ স্থিতঞ্চ।
আকাশবৎ মেঘজালস্য ধৃত্যা বহিস্থং বৈবিধ্যতে তচ্চ সারং॥"

এই অসার সংসারে যিনি সার অন্বেষণ করেন, তিনি প্রাজ্ঞ ও বিদ্বান্। এই সংসারে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া একমাত্র সারবস্তু ভগবদুপাসনাই জীবের অবশ্য কর্ত্তব্য। (কালিকাপু° ২১)

১৯ খদির বৃক্ষ। ২০ পিয়াল বৃক্ষ। ২১ বল। ২২ মুদ্গ, মুগ। ২৩ ক্বাথ। ২৪ নীলীবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°) ২৫ মজ্জা। ২৬ কর্পূর। (রাজনি°) ২৭ কাষ্ঠান্তর্গত পরিণত নির্য্যাস, চলিত শুক্‌না আটা। (চরক সূ° ১ অ°) ২৮ সারভাগ। (সুশ্রুত চি° ১৮ অ°) ২৯ পালক, পাশা, সরবত। ৩০ দেহান্তর্গত স্থির পদার্থ। চরকের বিমানস্থানে এই সারের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, পুরুষের সার আটটী, যথা ত্বক্‌, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র ও সত্ত্ব (মন)। এই আটটী সার দ্বারা পুরুষদিগের বলের বিশেষ জ্ঞান হয় অর্থাৎ পুরুষগণ অতি বলবান্, মধ্যবল, হীনবল কি অবল এই সকল বিশেষরূপে জানা যায়।

১ ত্বক্‌সার—যে সকল পুরুষের ত্বকে সারতা আছে, তাহাদের ত্বক্‌ স্নিগ্ধ, শ্লক্ষ্ণ, মৃদু, প্রসন্ন, সূক্ষ্ম (পাতলা), অল্পগভীর, সপ্রভাবৎ এবং সুকুমার হয়। ইহা পুরুষের সুখ, সৌভাগ্য, ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা, বুদ্ধি, এবং দীর্ঘায়ুর ব্যঞ্জক।

২ রক্তসার—যে সকল পুরুষের শরীরে রক্তসারত্ব থাকে, তাহাদের কর্ণ, অক্ষি, মুখ, জিহ্বা, নাসিকা, ওষ্ঠ, হস্ততল, পাদতল, নখ, ললাট, ও লিঙ্গ স্নিগ্ধ, রক্তবর্ণ, সুশ্রী ও উজ্জ্বল হয়। যাহাদের এই রক্তসার থাকে, তাহারা সুখী, মেধাবী ও মনস্বী হয়।

৩ মাংসসার—যাহাদের মাংসসারতা থাকে, তাহাদের শঙ্খ, ললাট, কৃকাটিকা, অক্ষিগণ্ড, হনুগ্রীবা, স্কন্ধ, উদর, কক্ষ, বক্ষঃ, পাণিপাদ ও সন্ধিসকল দৃঢ়, গুরুশোভন ও মাংসোপচিত হয়। এই মাংসসার পুরুষ ক্ষমা, ধৃতি, অলৌল্য, বিত্ত, বিদ্যা, সুখ, ঋজুতা, আরোগ্য, বল ও দীর্ঘায়ুঃ প্রাপ্ত হয়।

৪ মেদসার—মেদসার ব্যক্তিগণের বর্ণ, স্বর, নেত্র, কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ওষ্ঠ, মূত্র ও পুরীষের স্নিগ্ধত্ব হয়। এই সারযুক্ত পুরুষ বিত্ত ও ঐশ্বর্য্যাদি সম্পন্ন হয়।

৫ অস্থিসার—অস্থিসারবিশিষ্ট পুরুষগণের পার্ষ্ণি, গুল্ফ, জানু, কনুই, কণ্ঠাস্থি, চিবুক, শির ও পর্ব্বসকল এবং অস্থি, নখ ও দন্ত সকল স্থূল হয়। এই পুরুষ মহোৎসাহ ও ক্লেশসহিষ্ণু হয়, তাহাদের শরীর সারবান্ ও দৃঢ় এবং আয়ু দীর্ঘ হইয়া থাকে।

৬ মজ্জসার—মজ্জসার ব্যক্তিদিগের অঙ্গ কোমল, বর্ণ ও স্বরস্নিগ্ধ, সন্ধিসকল স্থূল ও দীর্ঘ এবং বৃত্ত হয়। এই সারবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ দীর্ঘায়ুঃ ও বলবান্ হয়। তাহারা শাস্ত্রজ্ঞ, বিজ্ঞানবিৎ, বিত্তশালী, অপত্যবান্ ও সম্মানভাজন হইয়া থাকে।

৭ শুক্রসার—যে সকল পুরুষের শুক্রসারতা আছে, তাহারা সৌম্যমূর্ত্তি ও সৌম্যদৃষ্টি হয়, তাহাদের লোচন দুগ্ধপূর্ণবৎ প্রতিভাত হয়, দন্তসকল স্নিগ্ধ, বৃত্ত, সারযুক্ত, সমাগ্র, বর্ণ ও স্বর স্নিগ্ধ এবং প্রসন্ন, কান্তি উজ্জ্বল ও নিতম্ব বৃহৎ হয়। এই শুক্রসার ব্যক্তিগণ স্ত্রীদিগের অতিপ্রিয়, সুখ, আরোগ্য, বিত্ত, ঐশ্বর্য্য, সম্মান, ও অপত্যভাক্ হইয়া থাকে।

৮ সত্ত্বসার—সত্ত্বসার ব্যক্তিগণ স্মৃতিমান্, ভক্তিমান্, কৃতজ্ঞ, প্রাজ্ঞ, পবিত্র ও মহোৎসাহী। দক্ষ, ধীর, সমরবিক্রান্ত, ও ত্যক্তবিষাদ হয়। ইহাদের গতি সুব্যবস্থিত, এবং বুদ্ধি ও চেষ্টা গম্ভীর এবং কল্যাণবিষয়ে সর্ব্বদা অভিনিবেশ থাকে।

যাহারা উক্ত সকল সারসম্পন্ন, তাহারা অতি বলবান্, পরমসুখান্বিত, ও ক্লেশসহ হয়। তাহারা আপনাদিগকে সকল কার্য্যেই সমর্থ বলিয়া বিশ্বাস করে, এবং কল্যাণকর বিষয়ে সর্ব্বদা অভিনিবিষ্ট থাকে। সেই সকল ব্যক্তির শরীর দৃঢ় ও সংযত হয়, ও গতি সুসমাহিত হয়। সর্ব্বসারসম্পন্ন ব্যক্তির স্বর প্রতিধ্বনিজনক, স্নিগ্ধ, গম্ভীর ও মহান্ এবং তাহারা সুখ, ঐশ্বর্য্য, বিত্ত, ও সম্মানশালী হইয়া থাকে। তাহাদের জরা ও রোগ কম হয়, অপত্যগণ প্রায় তুল্যগুণান্বিত ও বংশবিস্তারকর হইয়া দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে। ত্বক্‌সারাদির যে সকল লক্ষণ উক্ত হইল, সেই সকল লক্ষণের বিপরীত লক্ষণযুক্ত ব্যক্তিগণকে অসার বলিয়া জানিবে। উক্ত আট প্রকার সারের মধ্যে যাহাদের দুই একটী সার কম থাকে, তাহাদিগকে মধ্যসার কহে। যাহাদের উক্ত সারের

মধ্যে অধিকসার না থাকে, তাহাদিগকে অসার কহে। মধ্যসার ব্যক্তিগণ মধ্যবল ও মধ্যায়ু এবং অল্পসার ব্যক্তিগণ অল্পবল ও অল্পায়ু হইয়া থাকে। চিকিৎসক চিকিৎসাকালে রোগীর উক্তরূপে সার পরীক্ষা করিয়া রোগীর বলাবল নিরূপণ করিবেন।

(চরক বিমানস্থা° ৮ অ°)

সার্ ইলাইজা ইম্পে, বাঙ্গালার নূতন সুপ্রীম কোর্টের একজন ইংরাজ বিচারপতি। মহারাজ নন্দকুমার হেষ্টিংসের বিষনয়নে পড়িয়া তাঁহারই কূটনীতিতে ও ইম্পের বিচারবিভ্রাটে ফাঁসি কাঠে লম্বিত হইয়াছিলেন।

সারক (পুং) সারয়তি মলমিতি সৃ-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ জয়পাল। (রাজনি°) ২ শীতমূলক। ৩ ধারক। (বৈদ্যকনি°) (ত্রি) ৪ বিরেচক, যে বস্তু সেবন করিলে বিরেচন হয়।

সারখদির (পুং) সারঃ অতিদৃঢ়ঃ খদিরঃ। দুঃখদির, চলিত গুয়ে বাবলা। (রাজনি°)

সারগন্ধি (পুং) সারো গন্ধো যস্য। ১ চন্দন। (শব্দচ°)

সারঘ (স্ত্রী) সরঘাভিঃ মধুমক্ষিকাভিঃ কৃতমিতি সরঘা-অণ্। সরঘাকৃত মধু। মধুমক্ষিকা নানাবিধ পুষ্প হইতে যে মধু আহরণ করে, তাহাকে সারঘ মধু কহে। গুণ—অতি লঘু, রুক্ষ, মাক্ষিকতুল্য, কাস ও শ্বাসরোগে প্রশস্ত, কামলা ও অর্শনাশক, দীপন, বলকারক, অতীসার, নেত্ররোগ, ক্ষত বা ক্ষতজরোগে হিতকর।

"তুবারযুক্তং রুক্ষঞ্চ সারঘং মাক্ষিকোপমং।
কাসে শ্বাসে প্রশস্তং স্যাৎ কামলার্শো বিনাশনং॥
মাক্ষিকোক্তং ন চ রুক্ষং দীপনং বলকারকং।
অতীসারে নেত্ররোগে ক্ষতে বা ক্ষতজে হিতং।" (অত্রি ১৮ অ°)

সারঙ্গ (পুং) সরতীতি সৃ-গতৌ (সৃশৃভ্যো বুঁক্ চ। উণ্ ১।১২১) ইতি অঙ্গচ্, বুক্ চ। ১ চাতকপক্ষী। (অমর) ২ হরিণ। ৩ মাতঙ্গ। ৪ পক্ষিভেদ। ভৃঙ্গ। (বিশ্ব) ৫ হংস। ৬ রাজহংস। ৭ চিত্রমৃগ। ৮ ময়ূরক। (শব্দরত্না°) ৯ নানাবর্ণ। ১০ ময়ূর। ১১ কামদেব। ১২ ধনুঃ। ১৩ কেশ। ১৪ স্বর্ণ। ১৫ আভরণ। ১৬ পদ্ম। ১৭ শঙ্খ। ১৮ চন্দন। ১৯ কর্পূর। ২০ পুষ্প। ২১ কোকিল। ২২ মেঘ। ২৩ পৃথিবী। ২৪ রাত্রি। ২৫ দীপ্তি। ২৬ সিংহ। (অনেকার্থকোষ) ২৭ বাদ্যযন্ত্রভেদ, সারেঙ্গ বাজনা। অতি প্রাচীনকাল হইতে এই বাদ্যযন্ত্র এই দেশে প্রচলিত আছে। ইহার বাদ্য সুমধুর। এই বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনিকোষ ও দণ্ড একখানি অখণ্ড কাষ্ঠদ্বারা নির্ম্মিত, ইহার ধ্বনিকোষ একখানি পাতলা চর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদিত এবং দণ্ডটী কাষ্ঠের পটরীতে আবৃত থাকে। দণ্ডের ঊর্দ্ধভাগে উভয় পার্শ্বে দুই দুইটী করিয়া চারিটী কীলকে চারিগাছি তন্ত্রসংযুক্ত হয়। ইহার দণ্ডের পার্শ্বদেশে নির্ম্মাতার ইচ্ছানুসারে অপর কএকটী কীলক এবং তাহাতে কীলক সংখ্যানুসারে পিত্তলনির্ম্মিত তার পার্শ্বতন্ত্রিকারূপে সংযোজিত করা হইয়া থাকে।

২৮ ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতি চরণে ১২টী করিয়া অক্ষর থাকে, তন্মধ্যে ১,২,৪,৫,৭,৮,১০ ও ১১ অক্ষর গুরু, তদ্ভিন্ন বর্ণ লঘু। ইহার লক্ষণ—

"সারঙ্গমুক্তং সদৈস্তকারৈশ্চ" (ছন্দোম°)

(ত্রি) সৃ-অঙ্গচ্। ২৯ শবল। (অমর) অমর এই অর্থে সারঙ্গশব্দ তালব্য শকারাদি বলিয়াছেন, কিন্তু ভরত বলেন এই অর্থে দুই সকার অর্থাৎ তালব্য ও দন্ত্য দুই হইবে।

'সারঙ্গশ্চাতকে ভৃঙ্গে শবলে হরিণেঽপি চ।' ইতি তালব্যাদাবপ্যাহ। অতএব সারঙ্গো দন্ত্যাদিস্তালব্যাদিশ্চ' (ভরত)

সারঙ্গ, মহাভারতবর্ণিত জনৈক রাজা। (মহা ২৭।৩১,২৭।৩৯,৩৩।১০৬)

২ ন্যায়সারবিচারপ্রণেতা ভট্ট মাধবের পিতা।

সারঙ্গ-কবি, রুক্মিণীকৃষ্ণধাটীকাব্যরচয়িতা।

সারঙ্গদেব, রাজপুতানার অন্তর্গত আজমীঢ় রাজ্যের এক রাজপুত্র। ইনি রাজা বিশলদেবের পুত্র। খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীতে সারঙ্গদেব বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তৎপরে বিশলদেব তাঁহাকে হিন্দুশাস্ত্র শুনাইয়া তাঁহার মতিগতি পরিবর্ত্তিত করেন।

সারঙ্গপাণি, বিবাহপটল প্রণেতা।

সারঙ্গপুর, মধ্যভারত এজেন্সীর দেবাস রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। গুণা হইতে ইন্দোর যাইবার পাকারাস্তার ধারে কালীসিন্ধু নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। নগরটী বেশ বাণিজ্যপ্রধান ও লোকসংখ্যা প্রায় ১৪ হাজার।

সারঙ্গলোচনা (স্ত্রী) সারঙ্গস্য হরিণস্য লোচনে ইব লোচনে যস্যাঃ। হরিণনয়না, মৃগাক্ষী, সারঙ্গাক্ষী।

সারঙ্গিক (পুং) সারঙ্গং হন্তীতি। (পক্ষিমৎস্যমৃগান্ হন্তি। পা ৪।৪।৩৫) ইতি ঠক্। ব্যাধ, যাহারা পক্ষী, মৎস্য ও মৃগাদি হনন করিয়া জীবিকার্জ্জন করে।

সারঙ্গী (স্ত্রী) বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, সারঙ্গ বাজনা। [সারঙ্গ দেখ]

সারজ (ক্লী) সারাৎ জায়তে ইতি জন-ড। নবনীত, মাখন।

সার্ জনশোর, ভারতের একজন ইংরাজ রাজপ্রতিনিধি।

[ভারতবর্ষ দেখ।]

সারজাসব (পুং) শালচন্দনাদি সারোত্থ বিশেষিত প্রকার আসব। চরকে এই আসবের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, ধান্য, ফল, মূল, সার, পুষ্প, কাণ্ড, পত্র, ত্বক্ ও শর্করা এই নয়টী বস্তু হইতে আসব প্রস্তুত হয়। সুতরাং সার হইতে যে আসব প্রস্তুত হয়, তাহাকে সারজাসব কহে। শাল, প্রিয়ঙ্গু, রক্তচন্দন, তিনিশ (আবলুশ), খদির, শ্বেতখদির, হাতিয়, অশ্বকর্ণ, শাল, অর্জ্জুন, অসন, বিট্খদির, কিংশুক, কিনিহী, (অপামার্গ) শমী,

কুলগাছ, শিশপা, শিরীষ, অশোক, খদির এবং সৌদ এই বিংশতি প্রকার কাষ্ঠের সার হইতে সারাসব প্রস্তুত হয়। এই আসব মন, শরীর ও অগ্নির বলপ্রদ, অনিদ্রা, শোক ও অরুচিনাশক, এবং আনন্দ উৎপাদক। (চরক সূত্রস্থা° ২৫ অ°)

সার টমাস রো, একজন ইংরাজ পর্য্যটক ও রাজদূত। ইনি ইংলণ্ডেশ্বর ১ম জেমসের আদেশে ভারতে আসিয়া দিল্লী-দরবারে উপনীত হন। মোগলসম্রাট্ জাহাঙ্গীর তখন রাজসিংহাসনে সমাসীন। তিনি রাজদূতকে বিশেষ সমাদর করিয়া ইংলণ্ডেশ্বরের কুশলাদি জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক রাজোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন, তদনন্তর তাঁহার প্রার্থনামতে সম্রাট্ ইংরাজকোম্পানীকে সুরাট, আমদাবাদ ও কাম্বে প্রভৃতি স্থানে ইংরাজের বাণিজ্যের সুবিধার্থ কুঠি নির্ম্মাণ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। সার টমাস তাঁহার ভ্রমণবিবরণীতে হিন্দুস্থানের এই শ্রেষ্ঠতম রাজদরবারের সভ্যদিগেরও যথেষ্ট পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় ভারতীয় অথবা পাশ্চাত্য কোন ইতিহাসেই তাঁহার এই প্রাচ্যদেশীয় দৌত্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য বা মর্ম্ম উল্লিখিত নাই।

সারঠা, উড়িষ্যাবিভাগের বালেশ্বর জেলার সারঠা নদীতীরবর্ত্তী একটী বন্দর। অক্ষা° ২১°৩৪´৩৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৭° ৮´ ১৬´ পূঃ। এই নদীবক্ষে মলিতাগড় পর্য্যন্ত পণ্যবাহী নৌকাসমূহ গমনাগমন করে। এই বন্দরে নৌকা করিয়া প্রচুর চাউল আমদানী হয়। সারঠার পার্শ্বে হুহুরা নামে আর একটী বন্দর আছে। এখানেও বিস্তর চাউলাদি আমদানী ও বিক্রয় হইয়া থাকে।

সারণ (স্ত্রী) সারয়তীতি সৃ-ণিচ্-ল্যু। ১ গন্ধভেদ। (মেদিনী) (পুং) ২ অতীসাররোগ। ৩ রাবণের মন্ত্রী। (হেম) ৪ ভদ্রবলা। ৫ চলিত গন্ধভাদুলিয়া। ৬ আম্রাতক। (শব্দচ°) ৭ লোহশুদ্ধি, সারিয়া লওয়া, শোধরান।

সারণ (সারন্), বাঙ্গালার ছোটলাটের শাসনাধীন একটী জেলা। অক্ষা° ২৫° ৩৬´ হইতে ২৬° ৩৮´ পূঃ এবং দ্রাঘি° ৮৩° ৫৪´ হইতে ৮৫°১২´ পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ২৬২২ বর্গ মাইল। এই জেলা পাটনা বিভাগের উত্তরপশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। ইহার উত্তরসীমায় যুক্তপ্রদেশের গোরখপুর জেলা, পূর্ব্বে চম্পারণ ও মুজঃফরপুর জেলার মধ্যবর্ত্তী গণ্ডক নদী, দক্ষিণে শাহাবাদ ও পাটনা জেলার মধ্যবর্ত্তী গঙ্গা নদী এবং দক্ষিণ ও পশ্চিমে যুক্তপ্রদেশের আজিমগড় জেলার মধ্যবর্ত্তী ঘর্ঘরা ও গোরখপুরের কতকাংশ। ছাপরা নগরই এখানকার বিচারসদর। পূর্ব্বে সারণ জেলা চম্পারণের অন্তর্গত ছিল। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে শাসনকার্য্য পরিচালনের সুবিধার্থ ইহাকে স্বতন্ত্র একটী জেলারূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া একজন স্বতন্ত্র ম্যাজিষ্ট্রেটের শাসনাধীন রাখিবার ব্যবস্থা হয়। তখনও এখানকার রাজস্ব আদায় প্রভৃতি চম্পারণ সদর হইতেই নির্ব্বাহিত হইত। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ঐ রাজস্ববিভাগও পৃথক্ হইয়া যায়। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে এখানকার সেবান উপবিভাগ এবং ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে গোপালগঞ্জ উপবিভাগ স্থাপিত হয়, সেই সঙ্গে তত্তৎ স্থানে স্বতন্ত্র বিচারালয়ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এখনও সারণের জজ বাহাদুর চম্পারণের অন্তর্গত মতিহারী নগরে আসিয়া বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

সারণ জেলার সমগ্রস্থান পলিময়। গঙ্গা গণ্ডক ও ঘর্ঘরা ইহার তিনদিকে জলরাশি বহন করিতেছে। জেলার মধ্যদেশ দিয়াও অনেকগুলি নদী বা জলখাত অববাহিকারূপে প্রবাহিত। ঐ গুলির মধ্যে মুখী বা দাহা, ঝরাহী, গণ্ডকী, গাণ্ডী, ধনাই ও খাটনা প্রধান। কিন্তু কোনটীতেই গ্রীষ্ম ঋতুতে জল থাকে না। সুতরাং স্রোতগুলি দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে আসিয়া গণ্ডক ও গঙ্গায় নিপতিত হইয়াছে।

নদীকূল ব্যতীত জেলার সমগ্র স্থানেরই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য মনোরম। জেলার উত্তরপশ্চিমাংশস্থ কোচিকোট্ নামক স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১২৫ ফিট্ উচ্চ এবং দক্ষিণপূর্ব্বের গঙ্গা গণ্ডকসঙ্গমস্থ সোণপুর নগর ১৬৮ ফিট্ উচ্চ। জেলার দক্ষিণপূর্ব্বাংশ কিছু নাবাল বলিয়া জলস্রোতগুলি সাধারণতঃ এই দিকেই প্রবাহিত হইয়াছে। এখানে নীল, অহিফেন, যব, গম, চাউল ও অন্যান্য কলাই প্রভৃতি প্রচুররূপে উৎপন্ন হয়। অন্যান্য বনমালা না থাকিলেও এখানে অসংখ্য আম্রকানন বিদ্যমান আছে এবং স্থানে স্থানে বড় বড় গাছেরও অভাব নাই। সিমুলগাছে লাক্ষার চাষ আছে। উহা ভাঙ্গিয়া গালা প্রস্তুত ■ এবং বৎসরে প্রায় ২০০ মণ লাক্ষা রং (Lac-dye) এখান হইতে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়।

জেলার স্থানে স্থানে শুলগার সোরা দেখিতে পাওয়া যায়। লুনিয়ারা মৃত্তিকা হইতে ঐ সোরা ও লবণ বাহির করিয়া থাকে। স্থানে স্থানে চূণা পাথরের নুড়ি পাওয়া যায়, উহা পোড়াইয়া চুণ তৈয়ার এবং রাস্তায় কাঁকর বিছাইবার জন্য উহা পাটনায় প্রেরিত হয়।

ছাপরাই এখানকার প্রধান নগর। সেবান, রেবেলগঞ্জ, সামাপুর, মহারাজগঞ্জ, সোণপুর, রাণিপুর তৈয়ারাহী, শ্রীপুর ও পরসা নগর এখানকার একটী বাণিজ্যকেন্দ্র, এই জেলার কোন প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায় না। যাহা কিছু ঐতিহাসিক ঘটনারূপে ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট করা যায়, তাহা ছাপরা ও সোণপুর

সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট করা যায়। গোপীপুরের হরিহরছত্রের মেলা-ভারত-বিখ্যাত। [শোণপুর দেখ।]

১৮৭১ ও ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে এখানে ভীষণ বন্যা উপস্থিত হইয়া দেশবাসীর বিলক্ষণ ক্ষতি করে। ১৮৬৬ ও ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন এখানকার শস্যের বিশেষ ক্ষতি হয় এবং তাহাতে ক্রমশঃ দুর্ভিক্ষ আসিয়া দেখা দেয়। এই জেলার মধ্যে শোণপুর, ছাপরা, সেবান ও মৈরবা নামক স্থানে রেল ষ্টেসন আছে। রেলপথ বিস্তৃত হওয়ার পর হইতে এখানকার বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। নীল, চিনি, পিত্তলের বাসন, মাটির খেলনা, সোরা ও কাপড় এখানে প্রস্তুত হইয়া বিক্রয়ার্থ কলিকাতা প্রভৃতি নগরে প্রেরিত হয়।

২ উক্ত জেলার একটী উপবিভাগ। এখন ছাপরায় সদর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। [ছাপরা দেখ।]

সারণগড়, মধ্যপ্রদেশের সম্বলপুর জেলার অন্তর্গত একটী দেশীয় সামন্ত রাজ্য। পূর্ব্বে উহা আঠার গড়জাতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অক্ষা° ২১° ২১´ হইতে ২১° ৪৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৩° ৪৯´ হইতে ৮৩° ৩১´ পূঃ মধ্য। ইহার উত্তরে চন্দ্রপুর ও রায়গড় সামন্তরাজ্য, পূর্ব্বে সম্বলপুর জেলা, দক্ষিণে ফুলঝার রাজ্য এবং পশ্চিমে বিলাসপুর জেলা। ভূপরিমাণ ৫৪০ বর্গমাইল। তন্মধ্যে প্রায় ৪০০ বর্গমাইল ভূমি চাসবাসের উপযুক্ত।

এই রাজ্যের সমগ্র ভূমিই প্রায় সমতল, কেবল দক্ষিণ ও পূর্ব্বে শৈলশ্রেণী বিরাজিত দেখা যায়। মহানদী এই রাজ্যের মধ্যে প্রায় ৫০ মাইল প্রবাহিত। এতদ্ভিন্ন এখানে লাট নামে আর একটী নদী আছে।

এখানকার সর্দারেরা গোণ্ড জাতীয়। রাজবংশের যে বংশ-লতা পাওয়া যায়, তাহাতে ৫৪ পুরুষে রাজা জগদেব সা হইতে এই বংশের প্রতিষ্ঠা কল্পিত হয়। উক্ত জগদেবের পুত্র মহেন্দ্রসা ভাণ্ডারার অন্তর্গত লঞ্জীর রাজা ছিলেন। রত্নপুর-রাজ নরসিংহদেব কোন যুদ্ধে জগদেব সায় সাহায্য প্রাপ্ত হন। তিনি এই উপকারের জন্য জগদেবকে খিলাত ও দেওয়ান উপাধি দিয়া সারণগড় প্রদেশের অন্তর্গত ৮৪ খানি গ্রামের আধিপত্য প্রদান করেন। জগদেবের ৪২ পুরুষ অধস্তন কল্যাণসাহ যখন দেওয়ান পদে নিযুক্ত ছিলেন, তখন মহারাষ্ট্রসর্দার রঘুজী ভোন্‌সলে স্বীয় সেনাবাহিনী লইয়া কটক অভিমুখে অগ্রসর হইতে ছিলেন, তৎকালে ফুলঝারবাসীরা গিরিসঙ্কট নিকটে আসিয়া তাঁহার প্রতিরোধ করে এবং সেই সঙ্গে একটী যুদ্ধও হয়। রঘুজী তাঁহাদের এই অত্যাচার দমন করিতে সমর্থ না হইয়া রত্নপুরে রাজা বালোজির শরণাপন্ন হইয়া সাহায্যপ্রার্থনা করেন, তদনুসারে বালোজি উক্ত গিরিপথ নির্ম্মুক্ত করিতে কল্যাণ সায় প্রতি আদেশ প্রচার করেন। এই কার্য্যের জন্য কল্যাণসাহ 'রাজা' উপাধি প্রাপ্ত হন এবং স্বীয় বংশের জন্য বিশেষ চিহ্ন ধারণ করিতে অধিকারী হন। সারণগড় সম্বলপুরাধিপতি রাজা ছত্রসায় করতলগত হইলে তিনি ও সারণগড়াধিপতিকে রাজা বলিয়া স্বীকার করেন। এই গোণ্ড রাজারা সময়ে সময়ে সম্বলপুর-রাজবংশধর-গণকে যুদ্ধবিগ্রহে সাহায্য করায় পুরস্কার স্বরূপ বহু গ্রাম ও পরগণা জায়গীর প্রাপ্ত হন। এইরূপে ক্রমশঃ বহু সম্পত্তি একত্র হইয়া সারণগড় রাজ্যরূপে গঠিত হয়।

এই রাজ্যের মধ্যে ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে দেওয়ান আদিত্য সায় নির্ম্মিত মহাদেবমন্দির দর্শনযোগ্য। বর্ত্তমান রাজা ভবানী প্রতাপ সা জব্বলপুরের রাজকুমার-কলেজে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া এক্ষণে রাজ্যশাসন করিতেছেন। তাঁহার নাবালক অবস্থায় ইংরাজ-রাজ স্বহস্তে সারণগড়ের পরিদর্শনভার গ্রহণ করেন। বর্ত্তমান রাজার পিতা সংগ্রাম সা বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁহার যত্নে রাজধানীতে ও রাজ্যের অন্যান্য প্রধান গ্রামেও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

২ উক্ত সামন্ত রাজ্যের প্রধান নগর। এখানে রাজার প্রাসাদ বিদ্যমান।

সারণা (স্ত্রী) রসের সংস্কার বিশেষ। (রসচি° ৩ অ°)

সারণি (স্ত্রী) সৃ-ণিচ্-অনি (উণ্ ২।১০৩) ১ ক্ষুদ্র নদী। ২ প্রসারিণী, চলিত গন্ধভাদুলি। (উজ্জ্বল) ৩ পুনর্ণবা। (বৈদ্যকনি°)

সারণিক (ত্রি) পথিক, পান্থ।

"যথা সারণিকান্ রাজা পুত্রবৎ পরিরক্ষতি।
স্থিতিস্থিতি ন চ মর্য্যাদাং স রাজ্যে সর্ব্ব উচ্যতে চ" (ভারত ১২।২১।৩৩)

সারণিকঘ্ন (ত্রি) সারণিকান্ পথিকান্ হন্তীতি হন-টক্। দস্যু। অসহায় পথিকদিগকে যাহারা বিনাশ করে।

সারণী (স্ত্রী) সারণি বাহুলকাৎ ঙীষ্। ১ প্রসারণী। ২ ক্ষুদ্র-নদী। (মেদিনী)

সারণেশ (পুং) পর্ব্বতভেদ।

সারণ্ড (পুং) সর্পাণ্ড, সর্পডিম্ব। (জটাধর)

সারতণ্ডুল (পুং) তণ্ডুলসার, চাউল।

সারতম (ত্রি) অয়মেষামতিশয়েন সারঃ সার-তমপ্। সকলের মধ্যে যাহা অতিশয় সার, তাহাই সারতম।

সারতরু (পুং) সারং বলং তৎপ্রধানস্তরুঃ। ১ কদলীবৃক্ষ। (ধনঞ্জয়) (পুং) ২ খদিরবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

সারতা (স্ত্রী) সারস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সারের ভাব বা ধর্ম্ম।

সারতৈল (ক্লী) সুশ্রুতোক্ত কুষ্ঠরোগে প্রযোজ্য তৈল। শিংশপা, অগুরু, সরল ও দেবদারু প্রভৃতির তৈল। (সুশ্রুত চি° ২০ অ°)

সারথি (পুং) সরন্ত্যশ্বানিতি সৃ অথিণ্ প্রত্যয়ঃ, (সর্ব্বধাতুভ্যঃ।

উণ্‌ ৪।৮৯) ইতি সথিন্‌। রথাদি যোটকনিয়োগকর্তা, রথাদি চালক, পর্য্যায়—নিয়ন্তা, প্রাজিতা, যন্তা, সূত, ক্ষত্ত, সব্যেষ্টা, দক্ষিণস্থ, রথকুটুম্বী, সারী, সব্যেষ্ট, নিয়ামক, চাতুরিক, প্রচেতা, রথনাগক।

অমরটীকায় ভরত এই শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ লিখিয়াছেন যে, 'সরথস্থাপত্যং সারথিঃ বাহ্বাদেত ইতি ঞি, যা সহ রথেন বর্ত্ততে যোহসৌ সরথোহশ্বঃ তং প্রেরয়তি, বা সারয়তি অশ্বান্‌ সৃ-অথিঃ' (ভরত)।

সরথের অপত্য সারথি, রথের সহিত যাহারা বর্ত্তমান থাকে তাহার নাম সরথ। সরথ শব্দে অশ্ব, অশ্বকে যিনি প্রেরণ বা চালন করেন, তাহারই নাম সারথি। মৎস্যপুরাণে সারথির লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে যে,

"নিমিত্তশকুনজ্ঞানী হয়শিক্ষাবিশারদঃ।
হয়ায়ুর্ব্বেদতত্ত্বজ্ঞো ভূবিভাগবিশেষবিৎ।
স্বামিভক্তো মহোৎসাহঃ সর্ব্বেষাঞ্চ প্রিয়ংবদঃ।
শূরশ্চ কৃতবিদ্যশ্চ সারথিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥" (মৎস্যপু° ২১৫অঃ)

যিনি নিমিত্ত ও শকুনশাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ, অশ্বশিক্ষাবিষয়ে কুশল, অশ্বচিকিৎসানিপুণ, ভূবিভাগবিশেষজ্ঞ, স্বামিভক্ত, অতিশয় উৎসাহসম্পন্ন, সকলের প্রিয়, শূর ও কৃতবিদ্য এই সকল গুণ যাহার আছে, তিনিই সারথি হইতে পারেন। এই সকল গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিকেই সারথ্যকর্ম্মে নিয়োগ করা বিধেয়। ২ সমুদ্র। (সংক্ষিপ্তসার উণাদি)

সারথিত্ব (ক্লী) সারথের্ভাবঃ কর্ম্ম বা ত্ব। সারথির কার্য্য, সারথ্য, অশ্বচালন।

সারথ্য (ক্লী) সারথি-ষ্যঞ্‌। ১ রথাদি চালন, সারথির কার্য্য। ২ যান। ৩ সাহায্য।

সারদা (স্ত্রী) সারং দদাতীতি দা-ক। ১ সরস্বতী। ২ দুর্গা।

"শরৎকাল-বোধনীয়ত্বেন শারদাপদব্যুৎপত্তেস্তৎপরং তালব্যাদি, সারং দদাতীতি ব্যুৎপত্তিস্তু কাল্পনিকী" (তিথিতত্ত্ব) দুর্গা এই অর্থে উক্ত শব্দ তালব্য ও দন্ত্য এই দুই প্রকারই হয়, কিন্তু তালব্য শকারেরই অধিক ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। (ত্রি) ২ সারদাতা, যিনি সার দান করেন।

"লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্ব্বকালং
তদপি তব গুণানামীশ! পারং ন যাতি।" (মহিম্নস্তব)

সারদা, অযোধ্যা ও উত্তরপশ্চিম ভারতে প্রবাহিত একটী নদী। এই নদী হিমালয়ের ১৮০০০ ফিট্‌ উচ্চ শিখর হইতে উদ্ভূত হইয়া তিব্বত ও কুমায়ুনের মধ্য দিয়া পর্ব্বতপৃষ্ঠে ১৫৮ মাইল পথ অতিবাহনের পর সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৮৫৭ ফিট্‌ উচ্চস্থিত ব্রহ্মদেব (অক্ষা° ২৯° ৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ১৩´ পূঃ) নামক স্থানে আসিয়া পড়িয়াছে। এখানে নদীবক্ষ ৫৫০ ফিট্‌ বিস্তৃত এবং জলস্রোত প্রতি সেকেণ্ডে ৬৬০০ কিউবিক ফিট্‌।

ব্রহ্মদেব হইতে সারদা নামা শাখা দেশাথায় বিভক্ত হইয়া ৯ মাইল দূরে বনবাস নামক স্থানে পুনরায় একত্র মিলিত হইয়াছে। এখানে দুইভাগে বিভক্ত হইয়া মুণ্ডিয়াঘাট নামক স্থানে আবার মিশিয়াছে। নদীর উৎপত্তিস্থান হইতে মুণ্ডিয়াঘাট প্রায় ১৭৮ মাইল। এখানে নদীটী প্রপাতাকারে সমতল প্রান্তরে নিপতিত হইয়া ধীর মন্থর গতিতে প্রবাহিত হইয়া অযোধ্যাপ্রদেশের খৈরাগড় পরগণার ইংরাজরাজ্য সীমায় আসিয়া পড়িয়াছে। প্রায় ১৯০ মাইল পথ অতিক্রমের পর মোহিয়াঘাট নামক স্থানে চৌকা নামক নদী ইহাতে আসিয়া পড়িয়াছে। অতঃপর মিলিতনদী চৌকা নামে খ্যাত থাকিয়া দক্ষিণকূলে (অক্ষা° ২৭° ৯´ ও দ্রাঘি° ৮১° ৩০´ পূঃ) আসিয়া মিশিয়াছে।

সারদা, লিপিভেদ। গুপ্তবংশের অবনতির পর গুপ্তলিপি হইতে সারদা, শ্রীহর্ষ ও কুটিল প্রভৃতি লিপির উদ্ভব হয়। এই লিপি উত্তর ও পশ্চিম ভারতে প্রচলিত। বর্ত্তমান কাশ্মীরী, গুরুমুখী ও সিন্ধী অক্ষরগুলি সারদা অক্ষর হইতে অনুসৃত।

সারদাতীর্থ, একটী প্রাচীন তীর্থ। (বৃহন্নীলত° ৭১, ২০)

সারন্দা, বাঙ্গালার সিংহভূম জেলার অন্তর্গত একটী গ্রামখণ্ড বা পীড়। এই পীড়ে প্রায় ৮৮টী গ্রাম আছে। অক্ষা° ২২° ১´ ১৫´´ উঃ হইতে ২২° ৩০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫° ২´ হইতে ২৮° ২৮´ পূঃ মধ্য।

সারদারু (পুং) সারময় দারু, সারময় কাষ্ঠ। (বৃহৎস° ৫৩।১১৮)

সারদাসুন্দরী (স্ত্রী) দুর্গা।

সারদ্রুম (পুং) সার অতিদৃঢ়ঃ দ্রুমঃ। ১ খদির বৃক্ষ। (রাজনি°) সারপ্রধান বৃক্ষ, যে সকল বৃক্ষে উত্তম সার হয়, তাহাকে সারদ্রুম কহে। (বৃহৎস° ৪৩। ৫৮)

সারধাতৃ (পুং) বোধজনয়িতা, যিনি বোধ জন্মান। 'সারস্য বোধস্য চ ধাতা জনয়িতা।' (হরিবংশটীকা নীলকণ্ঠ)

সারধান্য (ক্লী) সারভূতং শ্রেষ্ঠং ধান্যং। শ্রেষ্ঠ ধান্য, উত্তম ধান।

"আগ্রয়িণং পায়সং নবেশ্বরাঃ সারধান্যঞ্চ।" (বৃহৎসংহিতা১৫।২৩)

সারধ্বজি (পুং) সরধ্বজ-অপত্যার্থে ইঞ্‌। সারধ্বজের গোত্রাপত্য।

সারনাথ (পুং) বারাণসীর উত্তরপশ্চিমে ৪ মাইল দূরে অবস্থিত একটী পল্লীর নাম। সারঙ্গনাথ শিবের নাম হইতে এই স্থান সারনাথ নামে খ্যাত হইয়াছে। এই স্থানে কয়েকটী বৌদ্ধস্তূপ ও বৌদ্ধদিগের প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর প্রারম্ভে চীন-পরিব্রাজক ফা-হিয়ান, বারাণসী ও সারনাথে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি

লিখিয়াছেন,—কাশীনগরের প্রায় দুই ক্রোশ দূরে মৃগদাব (বর্ত্তমান সারনাথ) উপবনে বিহার ও সঙ্ঘারাম অবস্থিত। পূর্ব্বে এই স্থলে একজন প্রত্যেকবুদ্ধ বাস করিতেন, সেই জন্ত ইহার পূর্ব্ব নাম ঋষিপত্তন। যে স্থলে বুদ্ধদেব আগমন করিবামাত্র কৌণ্ডিন্য প্রভৃতি পাঁচ জন ব্যক্তি অনিচ্ছাসত্বেও দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন, সেই স্থানে পরে একটী স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত স্থান হইতে ষষ্টিপদ উত্তরে যে স্থানে বুদ্ধদেব পূর্ব্বাস্ত হইয়া কৌণ্ডিন্যপ্রমুখ ব্যক্তিগণকে দীক্ষিতকরণার্থ ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, এই স্থান হইতে বিংশতি পদ উত্তরে, যে স্থলে বৌদ্ধদেব মৈত্রেয় বুদ্ধের আবির্ভাব সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন; এই স্থানের পঞ্চাশ পদ দক্ষিণে যে স্থলে এলাপত্রনাগ বুদ্ধদেবকে তাঁহার নাগজন্ম হইতে মুক্তির বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিল, এই সকল স্থানেও স্তূপনির্ম্মিত হইয়াছিল। মৃগদাব উপবনের মধ্যে দুইটী সঙ্ঘারাম বিদ্যমান আছে; উহাতে অদ্যাপি বৌদ্ধভিক্ষুগণ বাস করিয়া থাকেন।

খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর প্রারম্ভে চীন-পরিব্রাজক যুএন্ চুয়ং কাশীরাজ্যে উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি যে সকল স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, সেই সকল স্থানের বৌদ্ধকীর্ত্তি সকলের বর্ণনা বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা পাঠে অবগত হওয়া যায়,—রাজধানীর উত্তরপূর্ব্বে বরণানদীর পশ্চিমে অশোকরাজনির্ম্মিত একটী স্তূপ ছিল। এই স্তূপ ১০০ ফিট্ উচ্চ, ইহার সম্মুখে একটী প্রস্তরস্তম্ভ। যুএন্ চুয়ং বরণা নদীর উত্তর-পূর্ব্বে ১০ লি পথ অতিক্রম করিয়া মৃগদাবের সঙ্ঘারামে উপনীত হইয়াছিলেন। এই সঙ্ঘারাম ৮ মহলে বিভক্ত ও চারিদিকে সংযুক্ত প্রাচীর পরিবেষ্টিত ছিল। এই সঙ্ঘারামের বারাণ্ডা অপূর্ব্ব শিল্পনৈপুণ্যমণ্ডিত। সেই সময়ে এখানে ১৫০০ বৌদ্ধাচার্য্য বাস করিতেন; তাঁহারা সম্মতীয় দলভুক্ত হীনযান সম্প্রদায়ী। প্রদক্ষিণার মধ্যেই ২০০ ফিট্ উচ্চ একটী বিহার বিদ্যমান। ইহার ভিত্তি ও অধিরোহণীগুলি প্রস্তরনির্ম্মিত। কিন্তু গম্বুজ ও গবাক্ষগুলি ইষ্টকখচিত। চারিদিকে প্রায় শতাধিক গবাক্ষ এবং প্রত্যেক গবাক্ষ মধ্যে এক একটী স্বর্ণময়ী বুদ্ধমূর্ত্তি। বিহারের মধ্যস্থলে একটী বৃহৎ তাম্রময় বুদ্ধ ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তনে নিরত। বিহারের দক্ষিণ-পশ্চিমে অশোকরাজপ্রতিষ্ঠিত সংযুক্ত স্তূপ-ধ্বংসাবশেষ ১০০ ফিট্ জাগিয়া ছিল। এই স্তূপের সম্মুখেই ৭০ ফিট্ উচ্চ একটী পাষাণস্তম্ভ; ইহা পদ্মরাগের মত উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ, মধ্যভাগ ক্ষুদ্রাবচিক্কণ; এই স্তম্ভগাত্রে বুদ্ধের প্রতিবিম্ব পতিত হয়। এইখানে শাক্যসিংহ ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই স্তূপের অদূরে অজ্ঞাতকৌণ্ডিন্য, প্রত্যেকবুদ্ধবর্গ, মৈত্রেয়বোধিসত্ত্ব ও শাক্যবোধিসত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন স্তূপ দৃষ্ট হইত। সঙ্ঘারামের প্রাচীরবেষ্টনীর মধ্যে শত শত বিহার ও স্তূপের পবিত্র নিদর্শন ছিল। উক্ত প্রদক্ষিণার পশ্চিমে একটী স্বচ্ছসলিল সুবৃহৎ সরোবর ছিল; এই সরোবরে বুদ্ধদেব স্নান করিতেন। ইহার পশ্চিমে ও দক্ষিণে অপর দুইটী স্বচ্ছসলিল সরোবর। এই স্থানের অনতিদূরে চীন-পরিব্রাজক আরও কয়েকটী স্তূপ দেখিয়াছিলেন। *

এতদ্ব্যতীত যুএন-চুয়ং খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে সেখানকার উল্লেখযোগ্য হিন্দুর কীর্ত্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করিতে বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার লিখিত বারাণসী ও সারনাথের (মৃগদাবের) বর্ণনাপাঠ করিলে মনে হয়, হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্ম তখনও কেমন পাশাপাশি আপন গৌরবরক্ষা করিতেছিল। বর্ত্তমানকালে বারাণসী সেই পূর্ব্বতন হিন্দু-গৌরব রক্ষা করিতে কথঞ্চিৎ সমর্থ হইলেও, সারনাথ বৌদ্ধক্ষেত্রের সেই পূর্ব্বসমৃদ্ধির কিছুই এখন বর্ত্তমান নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাস্তবিক যুএন্-চুয়ঙের সময় হইতেই সারনাথের দুর্দ্দশার সূত্রপাত হয়। বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী পালরাজগণের যত্নে কতকটা পূর্ব্বকীর্ত্তি রক্ষিত হইলেও মুসলমানের হস্তে এখানকার বৌদ্ধপ্রভাবের শেষচিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। বলিতে কি মুসলমানের হস্তেই এখানকার বৌদ্ধস্তূপ নির্ম্মূল এবং পবিত্র বিহার ও সঙ্ঘারামসমূহ সম্পূর্ণরূপ বিধ্বস্ত হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ হইতে পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের মনোযোগ সারনাথের ধ্বংসাবশেষের উপর নিপতিত হয়। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে জেনারেল কনিংহাম ধামেক নামক প্রস্তরস্তূপ খনন করান এবং তৎপরে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে মেজর কীটো এই স্তূপের কতকাংশ পুনরায় উদ্ঘাটিত করিয়াছিলেন। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে কাশীরাজের দেওয়ান জগৎসিংহ স্বনামে কাশীতে একটী মহল্লা নির্ম্মাণ করিবার সময় সারনাথের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ হইতে মহল্লা নির্ম্মাণের উপযোগী উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই উপাদানসংগ্রহকালে সারনাথের অনেকগুলি স্তূপ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং যখন সারনাথের উপর পাশ্চাত্য পাণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল, তাহার বহুপূর্ব্বেই ইহার প্রসিদ্ধ বৌদ্ধকীর্ত্তি সকল বহু পরিমাণে লয় প্রাপ্ত হইয়াছিল।

ধামেক স্তূপটী সর্ব্বজনপরিচিত। ইহার ভিত্তি হইতে ১১০ ফিট্ এবং পার্শ্বস্থিত সমতলভূমিখণ্ড হইতে ১২৮ ফিট্ উচ্চ। ইহার ভিত্তি বৃহদাকার প্রাচীন ইষ্টকনির্ম্মিত। ভিত্ত ৪৩ ফিট পর্য্যন্ত প্রস্তরময় এবং ইহার উপরিভাগ ইষ্টকনির্ম্মিত। প্রস্তরাংশে বহুবিধ খোদিত কারুকার্য্য আছে। কানিংহাম সাহেবের

* Beal's Buddhist Record of the Western World, vol. II.

মতে ধামেক নাম "ধর্ম্মোপদেশক" বা "ধর্ম্ম-দেশক" শব্দের অপভ্রংশ। ধামেক হইতে ৫২০ ফিট পশ্চিমে একটী বৃহৎ গোলাকার গর্ত্ত ও তাহার চারিপার্শ্বে প্রায় ১২ ফিট প্রস্থের একটী ইষ্টকনির্ম্মিত ভিত্তি আছে। যেখানে জগৎসিংহ এই স্থলে একটী স্তূপ খনন করাইয়াছিলেন, তাহারই এই গর্ত্ত রহিয়াছে। ইহা এক্ষণে জগৎসিংহের স্তূপ বলিয়া পরিচিত। জগৎসিংহ কর্ত্তৃক এই স্তূপখননকালে, একটী বৃহৎ প্রস্তরাধার মধ্যস্থিত একটী ক্ষুদ্রাকার মর্ম্মরাধারের মধ্যে কতকগুলি অস্থিখণ্ড, মণিমুক্তা প্রবাল ও স্বর্ণপাত্র পাওয়াছিল। এতদ্ব্যতীত এইস্থলে একটী বৌদ্ধমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই মূর্ত্তির পাদতলে বঙ্গের পালবংশীয় রাজা মহীপালের খোদিত লিপি আছে। কানিংহাম সাহেব খননকালে একখণ্ড সুন্দর কারুকার্য্যশোভিত প্রস্তরময় তোরণের অংশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার দুই পার্শ্বে ২টী ক্ষুদ্র মন্দিরাকার গৃহ খোদিত আছে। ইহার একটীতে দীপঙ্কর বুদ্ধের উপাখ্যান এবং অন্যটীতে শাক্যবুদ্ধ ও মলহস্তির নামে হস্তীর উপাখ্যান খোদিত আছে। এই তোরণাংশ এক্ষণে কলিকাতার মিউজিয়মে রক্ষিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন কনিংহাম্ সাহেব সারনাথের সন্নিকটে বরাহীপুর গ্রামে একটী জৈনমন্দিরের পার্শ্বে ৫০।৬০ খণ্ড প্রস্তরমূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। এই স্থান খননকালে মেজর কীটো কতকগুলি মঠভিত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ধামেক হইতে ২৫০০ ফিট দক্ষিণে চৌখণ্ডি নামক একটী স্তূপের ধ্বংসাবশেষ আছে। জেনারেল কনিংহাম ১৮৩৫ খৃঃ অব্দে এই স্তূপও খনন করিয়াছিলেন। ইহার উপরে একটী বুরুজ আছে। এই বুরুজের দ্বারের উপরস্থ একখণ্ড শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে বাদশাহ হুমায়ুনের এই স্থান পরিদর্শনের চিহ্নস্বরূপ এই বুরুজ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ইঞ্জিনিয়ার ওয়েরেটল সাহেব গবর্মেন্টের ব্যয়ে সারনাথ পুনরায় খনন করাইয়াছিলেন। এই খননকালে তথা হইতে বহুবিধ প্রাচীন কীর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে; তন্মধ্যে নিম্নলিখিত বস্তুগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—[৪৮৩ হইতে ৪৮৬ পৃষ্ঠায় চিত্র দ্রষ্টব্য।]

১। একটী মন্দিরের ভিত্তি।

২। মহারাজ কনিষ্কের সময়ের একটী বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি, প্রস্তর ছত্র ও স্তম্ভগাত্রোৎকীর্ণ লিপি।

৩। মহারাজ অশোকের একটী খোদিত স্তম্ভ ও স্তম্ভ কলসের অগ্রাংশ।

৪। একটী বৃহৎ সঙ্ঘারামের ভিত্তি ও রাজা অশ্বঘোষের একখানি খোদিতলিপি।

৫। বহু হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্ত্তি।

প্রায় ২০০ বর্গ ফিট স্থান খনন হইয়াছিল। জগৎসিংহের স্তূপের ২০০ ফিট উত্তরে এই মন্দিরের ভিত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ৯৪ ফিট। ৩টী সোপান আরোহণ করিলে, মন্দিরের প্রধান দ্বারে উপনীত হওয়া যায়, এই দ্বার পূর্ব্বদিকে। এই দ্বারে কতকগুলি চতুষ্কোণখোদিত প্রস্তর বাহির হইয়াছে। প্রধান দ্বার অতিক্রম করিলে প্রাঙ্গণে উপস্থিত হওয়া যায়। এই প্রাঙ্গণ দৈর্ঘ্যে ৩৯ ফিট এবং প্রস্থে ২৩ ফিট। প্রধান দ্বার ভিন্ন মন্দিরের অপর তিন দিকে আরও ৩টী দ্বার আছে। মন্দিরের পূর্ব্ব দিকের ভিত্তি এবং প্রাচীরের কিয়দংশ প্রস্তরনির্ম্মিত; তদ্ভিন্ন মন্দিরের অন্যান্য অংশ ইষ্টকনির্ম্মিত, তবে স্থানে স্থানে মধ্যে খোদিতপ্রস্তর ব্যবহৃত হইয়াছে। মন্দিরের পূর্ব্বদিকে একটী মস্তকবিহীন ভূমিস্পর্শমুদ্রাবস্থিত বুদ্ধ মূর্ত্তি রহিয়াছে। ইহার নিম্নে একটী চিত্র খোদিত আছে। তদ্ভিন্ন একটী উৎকীর্ণ লিপিও এই মূর্ত্তিতে বিদ্যমান আছে। খোদিত আছে,—"দেয়ধর্ম্মোয়ং শাক্য ভিক্ষোঃ হরিবর্দ্ধগুপ্তস্য" ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, এই মূর্ত্তি হরিবর্দ্ধগুপ্তের দান। প্রাঙ্গণের দক্ষিণ দিকে, একটী চতুষ্কোণ ইষ্টকনির্ম্মিত অতি প্রাচীন স্তূপ উদ্ঘাটিত হইয়াছে। ইহার চতুষ্পার্শ্বে সাঞ্চী ও ভারহুতের রেলিং-এর ন্যায় প্রস্তরনির্ম্মিত রেলিং আছে।

চারিটী ইষ্টকময় স্তূপের ধ্বংসাবশেষের সন্নিকটে একটী বোধিসত্ত্বমূর্ত্তি, প্রস্তরছত্র ও খোদিত স্তম্ভ বাহির হইয়াছে। স্তম্ভগাত্রে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর অক্ষরে নিম্নলিখিত ১০ পংক্তি লিপি খোদিত আছে—

"মহারাজস্য কণিষ্কস্য সং ৩ হে ৩ দি ২২
এতায় পূর্ব্বায় ভিক্ষুস্য পুষ্যবুদ্ধিস্য সার্দ্ধ্যেবি
হারিস্য ভিক্ষুস্য বলস্য ত্রেপিটকস্য
বোধিসত্বছত্রং যষ্টি প্রতিষ্ঠাপিত
বরাণসয়ে ভগবতো চংক্রমে সহামাত
পিতি হিনন (?) বংচচ (?) হিপক বিহারি
হি নিবসিক……সকা বুদ্ধ মিত্রয়ে ত্রেপিটক .
যে মহা ক্ষত্রপেন বনস্পারেন খরপল্ল-
নেন চ সহা পরিষ হি (?) সর্ব্ব সত্তনং
হিত সুখার্থ" ইত্যাদি।

এখনও সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার হয় নাই; ষষ্ঠ পংক্তি হইতে এই লিপি নষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে। যতদূর পাঠোদ্ধার হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, মহারাজ কনিষ্কের তৃতীয় সংবৎসরে হেমন্তের তৃতীয় মাসের দ্বাবিংশতি দিবসে ভিক্ষু পুষ্যবুদ্ধি ও তাঁহার সাদ্ধবিহারী (সঙ্গী) ভিক্ষুবল ত্রিপিটক দ্বারা বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি, ছত্র ও যষ্টি ত্রৈপিটক বুদ্ধমিত্র ও ক্ষত্রপ বনস্পর ও খরপল্লানের সাহায্যে বারাণসীতে বুদ্ধের চংক্রমণ (সংক্রমণ) স্থানে প্রতিষ্ঠাপিত হয়।

মন্দিরের পশ্চিমদ্বারের সম্মুখে দশহস্ত পশ্চিমে মহারাজ অশোকের লিপিযুক্ত একটী খোদিতস্তম্ভ বাহির হইয়াছে। এই স্তম্ভ দশফিট গভীর একটী গর্ত্তের মধ্যে অবস্থিত। অশোকের খোদিত লিপির প্রথম তিন পংক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই অনুশাসনের বাঙ্গালা অনুবাদ নিম্নে লিখিত হইল ;—[৩৮৮ পৃষ্ঠা দেখ]

সঙ্ঘের স্তবনের বা প্রতিপালনের নিমিত্ত এইরূপ। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী সঙ্ঘ ভোজন করিবেন ; ইঁহাদের নিমিত্ত শুক্লবস্ত্র স্থাপন বা আস্তরণের আদেশ হইল। গ্রহণ করিতে আসিবেন, তাঁহাদের আবাসের নিমিত্ত এইরূপ আদেশ হইল। দেবতাদিগের প্রিয় এইরূপ আদেশ করিয়া বলেন 'ঈদৃশী লিপি আপনাদের সমীপে আপনাদের স্মরণার্থ উৎকীর্ণ থাকিল। এই লিপি এইরূপ ভাবেই উপাসকদিগের নিকট লিখিয়া প্রেরিত হইল। সেই উপাসকগণও ইহাদের পোষণের নিমিত্ত ব্যবস্থা করুন। সকলের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য ও প্রতিপালন কার্য্যের নিশ্চয়তা সম্পাদনের জন্য এক একটী মহামাত্য নিযুক্ত হইলেন ; তাঁহাদের ভরণপোষণের জন্য এই শাসন (প্রচারিত হইল)। (সাধারণের) বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য ও বিজ্ঞাপনের জন্য এবং আপনাদের আহার, রক্ষা ও আশ্রয়ের জন্য এই শাসন নির্দিষ্ট হইল। সর্ব্বত্র এই বিজ্ঞাপন পত্রসহ আপনারা বিদেশে গমন করুন। এইরূপ কোট বিষয়েরা বিজ্ঞাপন পত্রসহ বিদেশে লোক প্রেরণ করুন।'

এই অনুশাসন ব্যতীত এই স্তম্ভে আরও দুইটী খোদিত লিপি আছে। একটীতে কুটিলাক্ষরে লিখিত আছে, "পরিগেহ্ রাজ্ঞ অশ্বঘোষস্ত চতুরিশে সংবৎসরে হেমন্ত পক্ষে প্রথমে দিবসে দশমে।" অর্থাৎ 'রাজা অশ্বঘোষের চত্বারিংশৎ-সম্বৎসরে হেমন্তের প্রথম পক্ষের দশম দিবসে পরিগ্রহের নিমিত্ত।'

মন্দিরের উত্তরে একটী বৃহৎ সঙ্ঘারামের ভিত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার মধ্যে একটী চল্লিশ ফিট দীর্ঘ ও আট ফিট প্রস্থ গৃহ ছিল। এই স্থলে রাজা অশ্বঘোষের নামখোদিত একখানি প্রস্তরফলকের ভগ্নাংশ বাহির হইয়াছে।

মন্দিরপ্রাঙ্গণের দক্ষিণাংশে চারি জন তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি অঙ্কিত একটী জৈন চতুর্ম্মুখ আছে। এই স্থান হইতে অসংখ্য বৌদ্ধমূর্ত্তি ও অনেক গুলি হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তির মধ্যে বিষ্ণু, গণেশ ও হরপার্ব্বতীর মূর্ত্তিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সারনাথে এখনও মধ্যে মধ্যে খননকার্য্য চলিতেছে ; তবে আজকাল আর কোন বিশেষ উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্ত্তি উদ্ঘাটিত হয় নাই। এই স্থানে উপর্য্যুপরি খননকার্য্য চলিলে, ভবিষ্যতে যে আরও অসংখ্য প্রাচীন কীর্ত্তি সকল আবিষ্কৃত হইয়া ঐতিহাসিক জগতে নূতন যুগ প্রবর্ত্তিত করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এতদিন সারনাথ হইতে যে সকল মূর্ত্তি এবং অন্যান্য পুরাকীর্ত্তি সকল আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই সকল আলোচনা করিলে, বারাণসীতে বৌদ্ধপ্রভাবের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইতে পারা যায়।

সারনাথ চতুষ্পার্শ্বস্থ সমতল ভূমি হইতে প্রায় ৩০।৪০ ফিট উচ্চ। প্রায় দুই বর্গ মাইল স্থান সারনাথ নামে পরিচিত। বহু প্রাচীন কাল হইতে এই স্থানে স্তূপ, বিহার ও সঙ্ঘারাম প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়া আসিতেছিল। কালক্রমে ঐ সকল ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে, পুনরায় তাহার উপর বহুতর গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়াছে। এইরূপে মহারাজ অশোকের সময়ের পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় আড়াই হাজার বৎসর হইতে সারনাথ ক্রমশঃ উচ্চতা প্রাপ্ত হইয়া, বর্ত্তমান সময়ে ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূমিখণ্ড হইতে এইরূপ উচ্চে অবস্থিত রহিয়াছে। য়ুয়ন চুয়ঙ্ বর্ণিত বরণা নদীর উত্তরপূর্ব্বস্থিত অশোকনির্ম্মিত স্তম্ভ এক্ষণে ভৈঁরো লাট নামে অভিহিত হয়। এই স্তম্ভের নিম্নাংশ দুই তিন ফিট মাত্র অবশিষ্ট আছে, তদ্ভিন্ন অপর অংশ গঙ্গাগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। এই স্তম্ভ সংলগ্ন য়ুয়ন চুয়ঙ্ বর্ণিত স্তূপের কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না, তবে এই স্থানে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে। চীনপরিব্রাজক বর্ণিত তিনটী পুষ্করিণী এখনও বর্ত্তমান ; কিন্তু এই গুলি এক্ষণে অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকারে বিরাজ করিতেছে। কনিংহাম্ এই তিনটী পুষ্করিণীকে চন্দ্রোকর বা চন্দ্রতাল, সরোকর বা সারঙ্গতাল এবং নয়াতাল নামে উল্লেখ করিয়াছেন। সারনাথ ও চৌখণ্ডির মধ্যবর্ত্তী স্থান আজকাল মৃগগণের আবাসভূমি। এই স্থান এক্ষণে কাশী মহারাজের মৃগয়াভূমিরূপে ব্যবহৃত হয়।

সারপত্র (ত্রি) ১ সারবিশিষ্ট বা স্থূলপত্রযুক্ত। (স্ত্রী) ২ যে পত্রে সার (manure) হয়।

সারপদ (পুং) পক্ষিভেদ। এই পক্ষী বিষ্কির জাতীয়। (চরক)

সারপাক (স্ত্রী) ভল্লাতক ফলবিষবিশেষ। (সুশ্রুত কল্পস্থা° ২ অ°)

সারপাদপ (পুং) সারঃ অতিদৃঢ়ঃ পাদপঃ। খদির বৃক্ষ। (রত্নমালা) সারবৃক্ষ, সাঁখী গাছ।

সারফল্গুত্ব (ক্লী) সারঃ প্রধানং ফল্গু অসারং তয়োর্ভাবঃ ত্ব। সারফল্গুতা, প্রাধান্যাপ্রাধান্য, ভাল মন্দ প্রভৃতি ভাব।

"এতদ্বঃ সারফল্গুত্বং বীজযোন্যোঃ প্রকীর্ত্তিতং।
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি যোষিতাং ধর্ম্মমাপদি॥" (মনু ৯।৫৬)
'সারফল্গুত্বং প্রাধান্যাপ্রাধান্যং' (কুল্লূক)

সারভট্টারক (পুং) জনৈক গ্রন্থকার।

সারভাণ্ড (ক্লী) সারস্য ভাণ্ডমিব। অকৃত্রিম বাণিজ্যদ্রব্য।

"সমুদ্রপরিবর্ত্তঞ্চ সারভাণ্ডঞ্চ কৃত্রিমম্।
আধানং বিক্রয়ং বাপি নয়তো দণ্ডকল্পনা॥" (যাজ্ঞবল্ক্য° ২।২৫০)

সারনাথ হইতে নবাবিষ্কৃত মহারাজ অশোকের ঘোষিতলিপি

লিপির পাঠ

১। নপাসংখে ভেতবে এবং

২। ভিখুনিচ-সংঘভোখতি-স উদতানি দুস সানং ধাপয়িয়া আম্বিসিসি।

৩। আবাসয়িয়ে হেবং ইয়ং সাসনে ভিখুসংঘ সিচ ভিখুনিসংঘসিচ বিনপয়িত বিয়ে

৪। হেবং দেবানংপিয়ে আহা হেদিসাচ ইকসিপী তুফাকংতিকংহবাতি সংসলনসি নিখিতা

৫। ইকাচ নীপিহেদিসমেব উপাসকানং তিকং নিখিপাথতেপিচ উপাসকা অনুপোসথং যাবু

৬। এতমেব সাসনং বিষং সয়িতবে অনুপোসথংচ ধুবায়ে ইকিকে মহামাতে পোসথায়ে

৭। যাতি এতমেব সাসনং বিষং সয়িতবে আজানিতবেচ আবতকেচ তুফাকং আহালে

৮। সবত বিবাস যাথ তুফে এতেন বিয়ংজনেন হেমেব সবেসু কোটবিসবেসু এতেন

৯। বিয়ংজনেন বিবাসা পয়াথা।

কনিষ্কের রাজ্যকালে নির্মিত বোধিসত্ত্বমূর্ত্তি

নবোদ্ঘাটিত অশোকস্তম্ভ

মন্দিরপ্রাঙ্গণের উত্তর-পশ্চিম কোণস্থ স্তূপভিত্তি

মন্দিরের পশ্চিম দ্বার ও অশোকস্তম্ভ

মন্দিরপ্রাঙ্গণের উত্তরস্থ সঙ্ঘারামের ধ্বংসাবশেষ

সারভূত (ত্রি) সারস্বরূপ, যাহা অতিশয় সার। (মার্ক° পু° ৫১।১৮)

সারভৃৎ (ত্রি) সারং বিভর্ত্তি ভৃ-কিপ্ তুক্ চ। সারগ্রাহী, যাহারা সার গ্রহণ করেন। সাধু, সাধুরা অসার বিষয় পরিত্যাগ করিয়া সকল বিষয়েরই সারগ্রহণ করিয়া থাকেন।

"সতামহং সারভৃতাং নিসর্গো
যদর্থবাণী শ্রুতিচেতসামপি॥" (ভাগবত ১০।১৩।২)
'সারভৃতাং সারগ্রাহিণাং' (স্বামী)

সারমণ্ডূক (পুং) কীটভেদ, মণ্ডূকজাতীয় কীট, সুশ্রুতকল্পস্থান ৮ অধ্যায়ে এই কীটের বিবরণ আছে। (সুশ্রুত)

সারময় (ত্রি) সার স্বরূপে ময়ট্। ১ সারস্বরূপ। কেবল সার। ২ বীর্য্যাধিক। "তপঃ সারময়ং ত্বাষ্ট্রং বৃত্রো যেন বিপাটিতঃ।" (ভাগবত ৮।১১।৩৫) 'সারময়ং বীর্য্যাধিকং' (স্বামী)

সারমহৎ (ত্রি) সার অথচ মহৎ। অতিশয় মূল্যবান্।

সারমিতি (পুং) সারং যথার্থং মীয়তে জ্ঞায়তেঽনেন ইতি সার-মা-ক্তি। শ্রুতি, বেদ। ইহা দ্বারা যথার্থতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়, এইজন্য ইহাকে সারমিতি কহে। কোন কোন পুস্তকে এই শব্দে মধ্যে দীর্ঘ ঈকার দিয়া সারমীতি এইরূপ দেখা যায়।

সারমুষিকা (স্ত্রী) সারে মুষিকেব। দেবদালীলতা, চলিত দেয়াতাড়া।

সারমেয় (পুং) সরমায়া অপত্যং পুমানিতি সরমা-ঢক্। কুকুর।
"অহোঽক্তাবলুম্পন্তি সারমেয়া ইবাধিবং।
যাজায়ো ভরতশ্রেষ্ঠ ভোক্তুকামা বসুন্ধরাং॥" (ভারত ৬৯।৭৩)
স্ত্রিয়াং ঙীষ্। সারমেয়ী—কুক্কুরী। (শব্দরত্না°)

সারমেয়তা (স্ত্রী) সারমেয়স্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সারমেয়ের ভাব বা ধর্ম্ম, সারমেয়ের বৃত্তি, সারমেয়ের কার্য্য।

সারমেয়ময় (ত্রি) সারমেয়স্বরূপ।

সারমেয়াদন (ক্লী) সারমেয়স্য অদনং ভোজনং। ১ কুক্কুরভোজন। ২ নরকবিশেষ। (ভাগবত ৫।২৬।৯)

সারযু (ত্রি) সরযুং ভবঃ অণ্ (যাজিনাঘনম্যাঞিনাঘনেতি। পা ৬।৪।১৭৪) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। সরযূনদীসমুৎপন্ন।

সাররূপ (ত্রি) সারং রূপং যস্য। ১ শ্রেষ্ঠরূপযুক্ত, উত্তমরূপবিশিষ্ট। (ক্লী) ২ শ্রেষ্ঠ রূপ, উত্তম রূপ।

সারলোহ (ক্লী) সারং শ্রেষ্ঠং লোহং। লৌহসার, চলিত ইস্পাত। বৈদ্যকে লিখিত আছে যে লৌহের ন্যায় ইহার মারণ করিবে, তবে ইহা বিশুদ্ধ হয়। গুণ—গ্রহণী, অতিসার, অর্দ্ধাঙ্গজাত বাত, পরিণামশূল, ছর্দ্দি, পীনস, পিত্ত ও শ্বাসনাশক।

"লৌহং সারাহ্বয়ং হন্তাৎ গ্রহণীমতিসারকং।
অর্দ্ধসর্ব্বাঙ্গজং বাতং শূলঞ্চ পরিণামজং।
ছর্দ্দিঞ্চ পীনসং পিত্তং শ্বাসমাশু ব্যপোহতি॥" (ভাবপ্র° পূর্ব্ব)

সারল্য (ক্লী) সরলস্য ভাবঃ সরল-ষ্যঞ্। সরলতা, অকাপট্য, সরলের ধর্ম্ম, ঋজুতা।

সারবত্তা (স্ত্রী) সারবতো ভাবঃ তল্-টাপ্। সারবানের ভাব বা ধর্ম্ম, সার, সারগ্রাহিতা।

সারবৎ (ত্রি) সার অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। সারযুক্ত, সারবিশিষ্ট।

সারবর্গ (পুং) ভাবপ্রকাশোক্ত ক্ষীরবৃক্ষবর্গ। (ভাবপ্র°)

সারবর্জ্জিত (ত্রি) সারেণ বর্জ্জিতঃ। স্থিরাংশরহিত, অসারবস্তু, যাহার কোন সার নাই, সাররহিত।

সারবস্তু (ক্লী) সারং বস্তু। শ্রেষ্ঠ বস্তু। একমাত্র ব্রহ্মই সার বস্তু, তদ্ভিন্ন অপর সকলই অসার।

সারশাল্য (পুং) শ্বেতখদির। (বৈদ্যকনি°)

সারশূন্য (ত্রি) সারেণ শূন্যঃ। সারবর্জ্জিত, সাররহিত, অসার বস্তু, যাহার কোন সার নাই।

সারস (ক্লী) সরসি ভবং, সরস-অণ্। ১ পদ্ম। (অমর) ২ স্ত্রীদিগের কট্যাভরণ। চন্দ্রহার। (ত্রি) ৩ সরোবরোদ্ভব জলাদি। পর্ব্বত প্রভৃতি দ্বারা নদীর জল রুদ্ধ হইয়া যে স্থানে অবস্থান করে, সেই জলসংস্থান স্থানকে সরস, এবং তদ্ভব জলকে সারসজল কহে। গুণ—এই জল বলকর, পিপাসানাশক, মধুররস, লঘু, রুচিকারক, কষায়রস, রুক্ষ, এবং মল ও মূত্ররোধক।

"নদ্যাঃ শৈলবরাচ্ছাদ্যো যত্র সংরুধ্য তিষ্ঠতি।
তৎসরোজলজং হ্রদং তদম্ভঃ সারসং স্মৃতং।
সারসং সলিলং বল্যং তৃষ্ণাঘ্নং মধুরং লঘু।
রোচনং তুবরং রুক্ষং বদ্ধমূত্রমলং স্মিতং॥" (ভাবপ্রকাশ)

(পুং) ৪ চন্দ্র। (মেদিনী) (পুং স্ত্রী) ৫ স্বনামখ্যাত পক্ষী, চলিত সারসপাখী। পর্য্যায়—পুষ্করাহ্ব, গোনর্দ্দ, লক্ষ্মণ, লক্ষণ, সরসীক, মনোহর, রসিক, কামী। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Grus cinerea. সারসেরা সাধারণতঃ জলাভূমিতে বাস করিয়া থাকে। সারস পক্ষীর গায়ের পালকগুলি প্রায় ধূসর। মস্তকের অগ্রভাগ এবং চঞ্চু ও চক্ষুর মধ্যবর্ত্তী স্থান কাল, পালক দ্বারা আচ্ছাদিত; মস্তকের ঠিক উপরিভাগে কোন পালক থাকে না এবং সেই স্থান রক্তবর্ণ। চঞ্চু হরিতের আভাযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু ইহার শেষাংশ ঈষৎ কাল। পাগুলি কাল। চঞ্চুর অগ্রভাগ হইতে পুচ্ছের শেষসীমা পর্য্যন্ত দেহ দৈর্ঘ্যে প্রায় চারি ফিট্।

সারসেরা ভ্রমণশীল পক্ষী; ইহারা সমস্ত বৎসর এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। কৃষকগণ শস্যক্ষেত্রে নূতন বীজ বপন করিবামাত্র, ইহারা শস্যের বীজ খাইবার আশায় তথায় উপস্থিত হয় এবং প্রায়ই বীজের সমূহ অনিষ্ট

করিয়া থাকে। যদিও সারসপক্ষী প্রায়ই শস্যাদি আহার করিয়া জীবন ধারণ করে, কিন্তু ইহারা শামুক, গুগলি, ভেক প্রভৃতি খাইতেও ভালবাসে। ইহারা প্রধানতঃ খড়ের গাদার মধ্যে বাসা তৈয়ার করে এবং কখন কখন ভগ্ন অট্টালিকার জীর্ণ প্রাচীরগর্ভমধ্যেও ইহাদিগের বাসা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা প্রায়ই নীলের আভাযুক্ত হরিৎ বর্ণের দুইটী ডিম একত্র প্রসব করিয়া থাকে। সারসপক্ষী মনুষ্যের অপেক্ষা অধিক স্নেহে ও যত্নে স্বীয় শাবককে লালনপালন করে।

এসিয়ার সকল দেশেই সারসপক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়; তদ্ভিন্ন আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া এবং য়ুরোপের উত্তরাংশেও সারসপক্ষী দেখা যায়। স্থানান্তরে গমনকালে ইহারা আকাশের অতি ঊর্দ্ধ প্রদেশ দিয়া উড্ডীয়মান হয় এবং উড়িতে উড়িতে অতি গম্ভীর শব্দ করিতে থাকে। এমন কি দৃষ্টির বহির্ভূত হইলেও ইহাদিগের শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। প্রায়ই রজনীযোগে ইহারা অর্দ্ধচন্দ্রাকারে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া স্থানান্তরে যাত্রা করে।

সারসপক্ষী শীঘ্রই মানুষের পোষ মানে। ইহাদিগের আকৃতি প্রকৃতি ও বর্ণ অতি মনোরম ও নয়নাভিরাম বলিয়া অনেক সম্ভ্রান্ত ধনীলোকে ইহাদিগকে গৃহে রাখিয়া পালন করিয়া থাকেন। ইহাদিগকে বাগানে ছাড়িয়া রাখিলে, ইহারা সকল সময়ে বাগানের সর্ব্বস্থান পরিভ্রমণপূর্ব্বক কীটপতঙ্গাদি ভক্ষণ করিয়া ঐ সকল শত্রুর হস্ত হইতে লতাবৃক্ষাদি রক্ষা করে। পোষ মানিলে আর ইহারা উড়িয়া পলাইয়া যায় না। ইহাদের মাংসগুণ—মধুর, অম্ল, ও কষায়; মহাতিসার, পিত্ত, গ্রহণী ও অর্শোরোগনাশক। (রাজনি°)

বসন্তরাজশাকুনে লিখিত আছে যে যদি যাত্রাদি শুভকার্য্যকালে সারসদ্বয় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে সকল ইষ্ট সিদ্ধি হয়। গমনকালে যদি পৃষ্ঠদেশে ইহাদের ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে গমন করিতে নাই এবং ইহারা গৃহে আসিয়া যদি রব করে, তাহা হইলে সকল অভীষ্টসিদ্ধি হয়। বামদিকে ইহাদের ধ্বনি শ্রুত হইলে স্ত্রীলাভ, অগ্রে শুনিলে নৃপতি হইতে অর্থলাভ এবং দুইটী সারস একত্র হইয়া যদি যুগপৎ কলধ্বনি করে, তাহা হইলে অর্থলাভ হয়।

"ইষ্টার্থসিদ্ধিঃ সকলাস্থ দিক্ষু স্যাৎ সারসদ্বন্দ্ববিলোকনেন।
প্রস্থানপৃষ্ঠে নিনদং ন গচ্ছেৎ সিধ্যত্যভীষ্টঃ গৃহ এব যস্মাৎ ॥
বামেন যোষিৎকুললাভকারী শস্তস্তথাগ্রে নৃপতোঽর্থলব্ধৌ।
যঃ সারসাভ্যাং যুগপদ্বিরাবঃ স্ফুটোহচিরেণ ক্রমতোঽপি বাচঃ ॥"

সারসক (পুং) সারস স্বার্থে কন্। সারস।

সারসন (ক্লী) সারং সনোতি দদাতীতি বস্ত্র ধানে অচ্। কাঞ্চী, স্ত্রীকট্যাভরণ, মেখলা, চন্দ্রহার। পর্য্যায়—অধিকাঙ্গ।

"যে কঞ্চুকস্যোপর্য্যর্থং মধ্যভাগে নিবদ্ধে পট্টিকাদৌ, সকঞ্চুকাঃ সন্নাহাঃ মধ্যে স্যাৎ পর্য্যর্থং বধ্যাতি তৎসারসনং অধিকাঙ্গকোঽত্যচে।" (ভরত)

কাঁচুলী পরিয়া তাহা আঁটিবার জন্য মধ্য শরীরে অর্থাৎ মাজায় যে পট্টিকাদি পেটী প্রভৃতি বাধা হয়, তাহাকে সারসন কহে।

সারসী (স্ত্রী) সারসংস্যাস্ত্রী ঙীষ্। সারসপক্ষী। (হেম)

সারস্ত (ক্লী) ১ সমানরসত্ব। ২ প্রচুর রসযুক্ত।

সারস্বত (পুং) সরস্বতী দেবতাঽস্যেতি অণ্। ১ বিল্বদণ্ড। সরস্বত্যা অয়মিতি তস্যেদমিত্যণ্। ২ দেশবিশেষ, সারস্বতদেশ। এই দেশ হস্তিনাপুরের উত্তরপশ্চিমভাগে প্রসিদ্ধ। (হেম) কূর্ম্মাদের মধ্যদেশে এই দেশ অবস্থিত।

"মধ্যে সারস্বতা মৎস্যাঃ শূরসেনাঃ সমাথুরাঃ।
পাঞ্চালশাল্বমাণ্ডব্য কুরুক্ষেত্রগজাহ্বয়াঃ ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

৩ সরস্বতীনদীপুত্র মুনিবিশেষ। ৪ সারস্বত-দেশোদ্ভব ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণ পঞ্চ গৌড় মধ্যে খ্যাত, ব্রাহ্মণেরা বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তরদেশবাসী। [সারস্বতব্রাহ্মণ দেখ।]

"সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা উৎকলামৈথিলাশ্চ যে।
গৌড়াশ্চ পঞ্চধা চৈব দশবিপ্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥" (সহ্যা° ২।১।৩)

দক্ষিণপশ্চিম ভারতেও সারস্বত ব্রাহ্মণের বাস আছে। তাঁহারা মৎস্যাদ বলিয়া পঞ্চদ্রাবিড় সমাজে পরিচিত।

"সারস্বতাস্তথা বিপ্রা মৎস্যাদা ইতি কীর্ত্তিতাঃ।" (সহ্যা°২।৪.১৩)

৫ ব্যাকরণবিশেষ। সারস্বতব্যাকরণ, এই ব্যাকরণ অতি প্রাচীন। ৬ কল্পবিশেষ, সরস্বতীর উপাসনাপ্রকরণ।

[সারস্বতকল্প দেখ।]

(ক্লী) ৭ ঘৃতবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—গব্য ঘৃত চারিসের, মূল ও পত্র সহিত ব্রাহ্মীশাক উত্তমরূপে জলে ধুইয়া উদূখলে পেষণ করিবে, পরে তাহার রস নিঙড়াইয়া লইবে। এই রস ১৬ সের, কল্কার্থ হরিদ্রা, মালতীপুষ্প, কুড়, তেউড়ীমূল ও হরিতকী ইহাদের প্রত্যেকের এক পল, পিপুল, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, চিনি, বচ প্রত্যেকে ২ তোলা, এই সকল দ্রব্যের কল্ক দিয়া মৃদু অগ্নিতে এই ঘৃত পাক করিতে হইবে। ঘৃত পাকের বিধানানুসারে ইহা পাক করিয়া নামাইতে হয়। যাহাদের কথায় জড়তা থাকে, এই ঘৃত সেবন করিলে, তাহাদের জড়তা বিদূরিত হয়। সাত দিন এই ঘৃত সেবনে কিন্নরের ন্যায় কণ্ঠ, অর্দ্ধমাস সেবনে সুন্দর শরীর, এবং এক মাস সেবন করিলে শ্রুতিধর হওয়া যায়। ইহাতে এত মেধাশক্তি বৃদ্ধি হয় যে, যাহা একবার শ্রুত হয়, তাহাই স্মরণপথে থাকে। ইহা ভিন্ন অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ, অর্শ, পঞ্চ প্রকার গুল্ম, সকল প্রকার প্রমেহ ও পঞ্চবিধ কাস আশু প্রশমিত হয়। বৃদ্ধা, স্ত্রী এবং অল্পরেতা পুরুষদিগের পক্ষে এই ঘৃতই একমাত্র বল,

র্ণ ও অগ্নিবর্দ্ধক। (বৈদ্যকনিঘণ্টু) ইহাকে কেহ কেহ ব্রাহ্মী-ঘৃত বলিয়া থাকেন।

(ত্রি) ৮ সরস্বতীসম্বন্ধী। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় লিখিত আছে, যে যে স্থলে সাক্ষী যথার্থ সাক্ষ্য প্রদান করিলে প্রাণিবধ হয়, তথায় সাক্ষী মিথ্যা কথা বলিবে, পরে এই পাপনাশের জন্য সারস্বতচরু দ্বারা নির্ব্বপণ করিবে।

"বর্ণিনাং হি বধো যত্র তত্র সাক্ষ্যনৃতং বদেৎ।
তৎপাবনায় নির্ব্বাপ্যশ্চরুঃ সারস্বতো দ্বিজৈঃ॥" (যাজ্ঞবল্ক্য ২।৮৩)

৯ সারস্বত দেশসম্বন্ধী। ১০ সরস্বতী দেশসম্বন্ধী।
১১ জাতিবিশেষ। (মার্ক° পু° ৫৮।৭)
১২ ঋষিভেদ। (লিঙ্গপু° ২৪।৩৭)
১৩ রাজভেদ। (সহ্যাদ্রি° ৩১।৩২)

সারস্বতকল্প (পুং) সারস্বতঃ কল্পঃ। সরস্বতী সম্বন্ধীয় কল্প, সরস্বতী দেবীর উপাসনাপ্রকরণ। তন্ত্রসারে এই উপাসনার বিষয় যেরূপ লিখিত আছে, অতি সংক্ষেপে তাহা আলোচিত হইল—

"শৃণু ব্রহ্মন্ পরং গুহ্যং কল্পং সারস্বতং মম।
যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ জাড্যাপহরণং ভবেৎ॥
সর্ব্বশাস্ত্রপ্রকাশশ্চ সর্ব্বজ্ঞো জায়তেঽচিরাৎ।
অভ্যাসাচ্চ ভবেত্তস্য বাচঃশক্তিঃ শুভা হি॥
অস্যাপুজ্যেদশা যাশ্চং বাগীশশ্চ বৃহস্পতিঃ।
দ্বৈপায়নোঽপি যং জ্ঞাত্বা বেদব্যাসোঽভবন্মুনিঃ॥" (তন্ত্রসার)

একদা নারদ ভগবান্ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করেন, ভগবন্! কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে মানব অচিরে বিদ্যালাভ করিতে পারিবে। ইহাতে ভগবান্ বলিয়াছিলেন যে তুমি লোকের হিতকারক সাধু প্রশ্ন করিয়াছ, সারস্বত নামে অতি গুহ্য একটী কল্প আছে, ইহার বিজ্ঞান মাত্রেই মানুষের জড়তা দূর, সর্ব্ব শাস্ত্রে জ্ঞান এবং অচিরকাল মধ্যে সর্ব্বজ্ঞ হইয়া থাকে। এই কল্পোক্ত সাধকের বিচিত্রবাক্যরচনাশক্তি জন্মে। এই কল্পের প্রসাদে দেবগণ সর্ব্বপূজ্য, বৃহস্পতি বাগীশ্বর এবং দ্বৈপায়ন বেদব্যাস হইয়াছিলেন।

এই কল্পের বিধান এইরূপ, সরস্বতীর মন্ত্র ঐঁ। এই ঐঁ মন্ত্র দ্বাদশ লক্ষ জপ করিলে মূকব্যক্তিও বাক্‌পতি হয়। প্রথমে যথাবিধানে সরস্বতীপূজা করিতে হয়। এই পূজায় সামান্যপূজা-পদ্ধতির নিয়মানুসারে পূজা করিয়া প্রথমে নিজ নাভিমণ্ডলে রক্তবর্ণ পদ্ম, তন্মধ্যে সুশোভিত মণ্ডল, ঐ মণ্ডল মধ্যে রত্ন-সিংহাসন বিরাজিত, ঐ সিংহাসনে সরস্বতীদেবীর ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা—

"মুক্তাকান্তিনিভাং দেবীং জ্যোৎস্নাজালবিকাশিনীং।
মুক্তাহারযুতাং শুভ্রাং শশিখণ্ডবিমণ্ডিতাং॥
বিভ্রতীং দক্ষহস্তাভ্যাং ব্যাখ্যাং বর্ণস্য মালিকাং।
অমৃতেন তথা পূর্ণং ঘটং দিব্যঞ্চ পুস্তকং॥
দধতীং বামহস্তাভ্যাং পীনস্তনভরান্বিতাং।
মধ্যে ক্ষীণাং তথা স্বচ্ছাং নানারত্নবিভূষিতাং॥"

এই মন্ত্রে দেবীকে ধ্যান করিয়া আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ঈং তর্জনীভ্যাং স্বাহা ইত্যাদি রূপে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিবে। তৎপরে ভ্রূমধ্যে, নাভিতে, গুহ্যদেশে ও মস্তকে বীজন্যাস, এবং দেবতাভাবসিদ্ধার্থ নিজদেহে পীঠন্যাস করিয়া, মাতৃকান্যাস ও পীঠ দেবতার পূজা করিবে। পরে পুনরায় ধ্যান করিয়া যথোক্ত বিধানে উক্ত মন্ত্রে সরস্বতী দেবীর পূজা করা বিধেয়।

তৎপরে অঙ্গপূজা করিয়া বহির্দ্দেশে লোকপাল এবং তদস্ত্রে তাঁহাদের অস্ত্র পূজা করা আবশ্যক। সাধক এই প্রণালী অনুসারে জপপূজাদি করিলে কবিত্বশক্তি প্রাপ্ত হয়। উক্ত মন্ত্র দ্বাদশ লক্ষ জপ করিলে বাগ্মী হইয়া থাকে।

প্রাতঃকালে ঐ মন্ত্র সহস্র জপ করিয়া ব্রাহ্মী ও বচ পান করিলে সাধকের মেধাশক্তি বৃদ্ধি হয়। তাহার কণ্ঠে শ্রুতি, বেদ, আগম প্রভৃতি সদা বিরাজিত থাকে। অথচ তিনি ইহা বিস্মৃত হন না। কোন সাধক আকণ্ঠ জলমগ্ন হইয়া সূর্য্যমণ্ডলে জ্যোতিঃ-পুঞ্জনিভা, পক্ষিগণপরিবৃতা, এবং বর-অভয়মুদ্রা ও পুস্তক-ধারিণী সরস্বতী দেবীর ধ্যান করিয়া বাগীশ্বরী মন্ত্র সহস্রবার জপ করিলে ইন্দ্রিয়বিজয়ী হয়। এই মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলে তিনি কবিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হন।

সাধক নিশামুখে উঠিয়া পবিত্র ভাবে এক মনে আত্মাকে শুক্লরূপে কল্পনা করিয়া নিখিল জগতে তাঁহার প্রভাজাল পরি-ব্যাপ্ত হইয়া আছে, এইরূপে চিন্তা করিবে, তৎপরে মূলাধারস্থিত পরম দেবতাস্বরূপ নিদ্রিতা কুণ্ডলিনী দেবীকে জাগরিত এবং ক্রমে ক্রমে ষট্‌চক্র ভেদ করিবে। আর সেই স্থলে দেবীকে পরম শিবে আনয়ন করিয়া সহস্রারস্থিত সুধা দ্বারা স্নান করাইতে হইবে। অনন্তর ঊর্দ্ধগ্রন্থি ভেদ করিয়া দীপস্বরূপিণী বীজরূপ নিজ শক্তিতে দেবীপ্রমানা এবং শব্দব্রহ্মস্বরূপা কুলকুণ্ডলিনী দেবীকে পরম শিবে নিশ্চল হইয়া ধ্যান করিতে হইবে। পরে নিজ শরীরে সেই দেবীর দেহপ্রভা বিস্তৃত হইয়া আছে, এইরূপ ভাবনা করিতে হয়। এইরূপ প্রণালীতে প্রতিদিন এক সহস্র করিয়া উক্ত মন্ত্র জপ করিলে সাধক বৃহস্পতিতুল্য বাক্‌পতি এবং ছন্দঃ, অলঙ্কার প্রভৃতি নানাশাস্ত্রে সুদক্ষ হয়।

এই সাধন প্রণালীতে নাভিচক্রে বাগীশ্বরী দেবীকে সৌম্যমূর্ত্তি লোহিতবর্ণা, পীতবস্ত্রপরিধানা, রক্তাভরণভূষিতা, পাশাঙ্কুশ-ধারিণী, দিব্যরূপা, বরাভয়যুতা, দৃষ্টি দ্বারা সুধাবর্ষিণী এবং সাধকের সর্ব্বদা মনোরথ পূর্ণ করিয়া থাকেন, ইহাই ধ্যান করিবে।

"নাভিচক্রে স্থিতাং গৌর্য্যাং রক্তাকারাং বিচিন্তয়েৎ।
জ্যোৎস্নাবহ্নিনিভাঞ্চ রক্তাভরণভূষিতাং॥
পাশাঙ্কুশধরাং দিব্যাং বরাভয়যুতাং পুনঃ।
ধৃত্বা চামৃতবর্ষিণ্যা পূরয়ন্তীং মনোরথান্॥"

এইরূপে ধ্যান করিয়া লক্ষ মন্ত্র জপ, এবং ত্রিমধুসমন্বিত রক্তোৎপল দ্বারা হোম, দুগ্ধ যুক্ত ঘৃত দ্বারা তর্পণ, পরে দধি, পিষ্টক ও মধুমিশ্রিত পায়স বলি দিবে। এইরূপ বিধানে বাগীশ্বরী দেবীর উপাসনা করিলে সাধক কুবেরের সদৃশ ধনবান্ হইয়া থাকেন। সাধক যদি এই মন্ত্রজপ করিয়া ত্রিমধুর সহিত শ্বেত সর্ষপদ্বারা হোম করেন, তাহা হইলে ত্রিজগৎ বশীভূত ও পদ্মদ্বারা হোম করিলে মহতী সম্পত্তি লাভ হইয়া থাকে। এই বিদ্যার উপাসনা করিলে জগতে কিছুই দুষ্প্রাপ্য থাকে না। এই বিদ্যা অতি গোপনীয়। ইহা সাধারণকে উপদেশ দিতে নাই। কোন ব্যক্তি এই মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিয়া যদি মূর্খ ব্যক্তির মস্তকে হস্ত স্থাপন করিয়া উক্ত মন্ত্র জপ করেন, তাহা হইলে সেই মূর্খ ব্যক্তিও পণ্ডিতের ন্যায় গদ্যপদ্যময়ী বাণী বলিতে সমর্থ হন।

সাধক উক্ত মন্ত্র সিদ্ধগুরুর নিকট গ্রহণ করিয়া উক্তরূপ প্রণালী অনুসারে বিশেষ ভক্তি সহকারে মন্ত্র সাধন করিলে তবে অচিরে মন্ত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে। তন্ত্রোক্ত সকল উপাসনাই গুরুর কৃপাসাধ্য, এই জন্য গুরুর উপদেশ অনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। (তন্ত্রসার সারস্বতকল্প)

সারস্বতক্ষেত্র, প্রভাসের অন্তর্গত একটী তীর্থক্ষেত্র। (প্রভাসখ°)

সারস্বতচূর্ণ, উন্মাদরোগে প্রযোজ্য ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—কুড়, অশ্বগন্ধা, সৈন্ধব, যমানী, বনযমানী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ত্রিকটু, আকনাদি ও শঙ্খপুষ্পী—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে এবং সকলের সমান বচচূর্ণ একত্র করিয়া ব্রাহ্মী শাকের রসে ৩ বার ভাবনা দিয়া শুষ্ক হইলে পুনর্ব্বার চূর্ণ করিবে। উপযুক্ত মাত্রায় ইহা ঘৃত ও মধু অনুপান যোগে প্রয়োগ করিলে ইহা দ্বারা উন্মাদ রোগের উপশম হইয়া বুদ্ধি, মেধা, স্মৃতি ও কবিত্বশক্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়।

সারস্বততন্ত্র, শাক্তানন্দতরঙ্গিণীধৃত একখানি তন্ত্রগ্রন্থ।

সারস্বততীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ, সরস্বতী নদীসমীপস্থ তীর্থ।

সারস্বতব্রত (পুং) সারস্বতঃ সরস্বতীদেবতাকঃ ব্রতঃ। ব্রতবিশেষ। সরস্বতী দেবতার উদ্দেশে ক্রিয়মাণ ব্রত। মৎস্যপুরাণে এই ব্রতের বিশেষ বিধান আছে। যথা—

একদা মনু মৎস্যরূপী ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে ভগবন্! কোন ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে মানবের ভারতী অতি মধুর, সৌভাগ্য, বিদ্যা, কৌশল, দাম্পত্যপ্রণয় ও বন্ধুত্ব লাভ হয়? প্রত্যুত্তরে মৎস্যরূপী ভগবান্ বলিয়াছিলেন যে সারস্বত নামে একটী ব্রত আছে, এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে সরস্বতী দেবী প্রীতা হন, তিনি প্রীতা হইলে ব্রতকারীর ঐ সকল লাভ হইয়া থাকে। রবিবারে গ্রহনক্ষত্রাদি বিশুদ্ধ হইলে ঐ দিনে বা পঞ্চমী তিথিতে এই ব্রতারম্ভ করিতে হয়। ঐ দিনে ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিয়া শুক্ল মাল্য, শুক্ল বস্ত্র প্রভৃতি উপচার দ্বারা সাবিত্রী দেবীর এই মন্ত্রে পূজা করিবে—

"যথা ন দেবো ভগবান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
ত্বাং পরিত্যজ্য সন্তিষ্ঠেৎ তথা ভব বরপ্রদা॥
বেদাঃ শাস্ত্রাণি সর্ব্বাণি নৃত্যগীতাদিকঞ্চ যৎ।
ন বিহীনং ত্বয়া দেবি তথা মে সন্তু সিদ্ধয়ঃ॥
লক্ষ্মীর্মেধা ধরা পুষ্টির্গৌরী তুষ্টিঃ প্রভা ধৃতিঃ।
এতাভিঃ পাহি তনুভিরষ্টাভির্মাং সরস্বতি॥"

এই মন্ত্রে পূজা করিয়া ব্রাহ্মণকে পায়সাদি দ্বারা ভোজন করাইতে হয়। এই ব্রতকারী সায়ংকালে মৌনী হইয়া ভোজন করিবেন। এই ব্রত আরম্ভ করিয়া প্রতি পঞ্চমী তিথিতেই এই বিধানে পূজা করিতে হয়। এই ব্রতে বিত্তশাঠ্য করিতে নাই। যিনি বিধিবিধানে এই ব্রতানুষ্ঠান করেন, তিনি বিদ্বান্, অর্থযুক্ত, ও রক্তকণ্ঠ হইয়া থাকেন। অন্তকালে তিনি ব্রহ্মলোকে বাস করেন। পুরুষ বা স্ত্রী যিনি এই ব্রত করুন, তিনিই উক্ত ফললাভ করিতে সমর্থ হইবেন। এই বিধান যিনি শ্রবণ বা পাঠ করেন, তাঁহার তিন অযুত বৎসর বিদ্যাধরপুরে বাস হয়।

"অনেন বিধিনা যস্তু কুর্য্যাৎ সারস্বতং ব্রতং।
বিদ্যাবানর্থযুক্তশ্চ রক্তকণ্ঠশ্চ জায়তে॥
সরস্বত্যাঃ প্রসাদেন ব্রহ্মলোকে মহীয়তে।
নারী বা কুরুতে যা তু সাপি তৎফলভাগিনী॥
ব্রহ্মলোকে বসেদ্রাজন্ যাবৎকল্পাযুতত্রয়ং।
সারস্বতং ব্রতং যস্তু শৃণুয়াদপি যা পঠেৎ।
বিদ্যাধরপুরে সোঽপি বসেৎকল্পাযুতত্রয়ং॥" (মৎস্যপু° ৬৬)

উক্ত পুরাণের ৬৬ অধ্যায়ে বিস্তৃত বিবরণ এবং হেমাদ্রির ব্রতখণ্ড প্রভৃতিতেও এই ব্রতবিধান বর্ণিত আছে।

সারস্বতব্রাহ্মণ, পঞ্চ গৌড়ীয় ব্রাহ্মণের অন্যতম বিভাগ। স্কন্দপুরাণে ব্রাহ্মণেরা প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। প্রথম—পঞ্চ গৌড়ীয় ও দ্বিতীয় পঞ্চ দ্রাবিড়।

"সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড়া মৈথিলিকোৎকলাঃ।
পঞ্চগৌড়াঃ সমাখ্যাতা বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিনঃ॥"

সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, মৈথিল ও উৎকল এই পঞ্চ প্রকার ব্রাহ্মণগণ গৌড়ীয় আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহারা বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তরদিকে বাস করেন।

ত্রিশ ও চল্লিশ দিনে স্নান করিয়া গণেশের পূজা করিতে হয়। চল্লিশ দিন গত হইলে, প্রসূতি সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ হয়।

শিশুর ষষ্ঠ মাসে শুক্ল পক্ষের অষ্টমী বা নবমী তিথিতে অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠিত হয়। পরিবারের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ তিনি শিশুকে কোলে লইয়া একটী টাকার উপরিস্থিত কিঞ্চিৎ পরমান্ন তাহাকে ভোজন করান। এই উপলক্ষে গণেশকে মোহনভোগ দিয়া সেই ভোগ বন্ধুবান্ধবগণের মধ্যে বিতরণ করা হয়। পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষে জন্মতিথিতে এইরূপ ভাবে গণেশের পূজা হইয়া থাকে।

তৃতীয় অথবা পঞ্চম বর্ষে বালকের 'মুণ্ডন' (চূড়াকরণ) নামক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। স্ত্রীলোকেরা বালককে দেবালয়ে লইয়া যায় এবং তথায় নাপিতের ক্ষুর পূজা করে। তৎপরে মাতা স্বীয় শিশুকে কোলে বসাইয়া নাপিত দ্বারা তাহার মাথা মুড়াইয়া লয়; কর্ণছেদন বা কর্ণবেধক্রিয়াও সাধারণতঃ সেই সঙ্গে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বালক গৃহদেবতার উদ্দেশে বিবিধ দ্রব্যাদি উৎসর্গ করে। এই ক্রিয়া উপলক্ষে মিঠাই বিতরিত [illegible] এবং পরিবারস্থ সকলে গীতবাদ্যে প্রবৃত্ত হইয়া আনন্দ উপভোগ করে।

ইহাদের মধ্যে অনুপনীত বালক বা অনূঢ়া বালিকার মৃত্যু হইলে মৃতদেহ একখানি ধৌত বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া কোন একটী নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। ইহাদিগের প্রেতাত্মার স্বর্গকামনায় কোনরূপ মাঙ্গলিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন হয় না। অন্যান্য মৃতদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অপর ব্রাহ্মণগণের ন্যায় সম্পন্ন হইয়া থাকে। শবদাহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার চিতায় অগ্নি সংযোগ করে; সময়ে সময়ে পিতাকেও এই দুর্ব্বিষহ শোকাবহপদ্ধতি সম্পন্ন করিতে হয়। মৃত্যুর পর সপ্তদশ দিবসে ব্রাহ্মণ ভোজন হইয়া থাকে। বৃদ্ধের মৃত্যুতে সারস্বত ব্রাহ্মণেরা আনন্দে উৎফুল্ল হন। গান গাইতে গাইতে ঐ শব তাঁহারা শ্মশানে লইয়া যান। মৃত্যুর দিন হইতে দশদিন পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকেরা গান গাইয়া থাকে এবং পান ও মিঠাই বিতরিত হয়। এই মৃত্যু উপলক্ষে ব্রাহ্মণভোজন হয় না; কেবল বৎসরান্তে একটী ব্রাহ্মণকে ভোজন করান হয়।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ধারবাড়, বেলগাম্ ও কাণাড়া প্রভৃতি জেলার বিভিন্ন গ্রামেও এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের বাস আছে। দক্ষিণপশ্চিম সমুদ্রোপকূলস্থ গোয়ানগরে তাঁহাদের আদি বাস ছিল। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে পর্ত্তুগীজগণ গোয়া অধিকার করিলে জাতিনাশভয়ে সারস্বত-ব্রাহ্মণগণ পলাইয়া আসিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে ভাণ্ডারী, বিদু, কামবিলে, বেগে, ভেলজ প্রভৃতি উপাধি এবং অত্রি, ভারদ্বাজ, গৌতম, জামদগ্ন্য, কৌশিক, বশিষ্ঠ, বৎস ও বিশ্বামিত্র প্রভৃতি গোত্র প্রচলিত আছে। ইহারা মরাঠী ও কণাড়ী ভাষায় কথা বলে, কিন্তু গৃহে কোঙ্কণী ভাষায় আপনারা কথা কয়।

বোম্বাই প্রদেশে ইহারা সেনূবি নামে পরিচিত। ইহাদের মধ্যে স্মার্ত্তমতানুসারী ও বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী দুইটী দল দেখা যায়। ঐ দুই দলই আপনাপন গুরুর অধীনে থাকিয়া তাঁহার আদেশ পালন করিয়া থাকেন। ঐ গুরুগণ সন্ন্যাসী এবং স্বামী নামে অভিহিত। স্মার্ত্তস্বামী গোয়ার অন্তর্গত সোনালা গ্রামে বাস করেন এবং বৈষ্ণবস্বামী গোয়ায় থাকেন।

সেনূবিদিগের মধ্যে সকলেই প্রায় ধনশালী, অমিতব্যয়ী ও বহ্বাড়ম্বরপ্রিয়, কিন্তু সকলেই বুদ্ধিমান্, কর্ম্মিষ্ঠ এবং সংযত; ইহারা মৎস্য ও মাংস ভক্ষণ করেন, দেবদ্বিজে ভক্তি রাখেন। ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানে ইহারা কাণাড়া ও বেলগামবাসী ব্রাহ্মণগণেরই আচার পালন করিয়া থাকেন। শান্তদুর্গা ও মঙ্গেশ ইঁহাদের কুলদেবতা। [সেনূবি দেখ।]

সারস্বতীয় (ত্রি) সরস্বতী সম্বন্ধীয়, সারস্বতীদেশ সম্বন্ধীয়।

সারস্বতোৎসব (পুং) সারস্বতঃ সরস্বতীসম্বন্ধী উৎসবঃ। সরস্বতীর উৎসব। সরস্বতীপূজার দিন সরস্বতী দেবীর উদ্দেশে যে উৎসব করা হয়, তাহাকে সারস্বতোৎসব কহে।

সারস্বত্য (ত্রি) সারস্বত, সরস্বতী সম্বন্ধীয়।

সারা (স্ত্রী) সারয়তীতি সৃ-ণিচ্-অচ্, টাপ্। ১ কৃষ্ণত্রিবৃতা, কাল তেউড়ী। (শব্দরত্না°) ২ দূর্ব্বা। (শব্দচ°) ৩ সেহুণ্ডভেদ। শাতলা, পীতচন্দনসমা।

সারাক, পশ্চিমবঙ্গবাসী নিম্নশ্রেণীর জাতিবিশেষ। [সরাক দেখ।]

সারাঘাট, বাঙ্গালার রাজসাহী জেলার অন্তর্গত পদ্মানদীতীরবর্ত্তী একটী গণ্ডগ্রাম। এখানে ইষ্টার্ণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ের উত্তরশাখায় ষ্টেসন আছে। কলিকাতা হইতে উক্ত রেলপথে আরোহিগণ পদ্মার এ পারে দামুকদিয়াঘাট ষ্টেসনে নামিয়া ষ্টীমারযোগে নদীপার হইয়া সারাঘাটে গিয়া পুনরায় রেলগাড়ীতে উঠে। এখান হইতে রেলপথ ক্রমশঃ উত্তর, পশ্চিম ও পূর্ব্বে বিস্তৃত হইয়াছে। ঐ রেলপথ দিয়া দিনাজপুর, রঙ্গপুর, নাটোর, রাজসাহী, গৌহাটী, ময়মনসিংহ, কাছাড়, চট্টগ্রাম এবং শিলিগুড়ি হইয়া দার্জ্জিলিঙ যাওয়া যায়। রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি স্থান হইতে প্রচুর তামাক (দোক্তা), পাট, হলুদ, শুঁট প্রভৃতি এই পথ দিয়াই কলিকাতায় আনয়ন করিতে হয়।

সারাম্লস্ (স্ত্রী) লেবুর রস।

সারাম্ল (স্ত্রী) নিম্বুভেদ, চলিত গোড়া লেবু। গুণ—পিত্তবর্দ্ধক, গুরু, বাতনাশক ও কফকর।

সারামৃতমোদক, ঔষধভেদ। (চিকিৎসাসার)

সারাল (পুং) সারেণ অলতি পর্য্যাপ্নোতীতি অল-অচ্। তিল।

সারাল (দেশজ) সারযুক্ত, যে সকল কাষ্ঠাদিতে সার হইয়াছে, তাহাকে সারাল কহে। যে সকল মনুষ্যের সার আছে, তাহারাও সারাল নামে বর্ণিত, সারবান্।

সারাব (ত্রি) আরাবঃ শব্দস্তেন সহ বর্ত্তমানঃ। শব্দের সহিত বর্ত্তমান, শব্দযুক্ত, শব্দবিশিষ্ট।

সারাসার (ক্লী) সার ও অসার বস্তু।

সারাসারতা (স্ত্রী) সারাসারস্যভাবঃ তল্-টাপ্। সারত্ব ও অসারত্ব, সার ও অসারের ভাব বা ধর্ম্ম।

সারাসেন, মুসলমান জাতির পাশ্চাত্য নাম। মধ্যযুগে যে মুসলমানবাহিনী সুদূর স্পেন পর্য্যন্ত অগ্রগামী হইয়া মুসলমান-সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল, তাহারাই য়ুরোপবাসী আক্রান্ত ও পরাজিত খৃষ্টসম্প্রদায় কর্ত্তৃক সারাসেন নামে অভিহিত হয়। তৎপরবর্ত্তিকালে য়ুরোপবাসী মুসলমানমাত্রই 'সারাসেন' নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

প্রাচীনকালে সাইনো নামক আরবীয় মরুভূমিবাসী যে সকল ভ্রমণশীল দুর্দ্ধর্ষ আরব যুফ্রেটিস্তীর হইতে ইজিপ্ত পর্য্যন্ত রোম-সাম্রাজ্যসীমার প্রদেশে আসিয়া পুনঃ পুনঃ লুণ্ঠনাদি উপদ্রব দ্বারা তদ্দেশবাসীকে উত্যক্ত করিত, প্রাচীন গ্রীক্ ও রোমকেরা সেই বর্ব্বরতুল্য জাতিকে "সারাসেনী" আখ্যা প্রদান করেন। তৎপরে ইস্লাম ধর্ম্ম বিস্তারের পর, সেই আরবদেশবাসীকে খৃষ্টজগতের শত্রু জানিয়া খৃষ্টানয়ুরোপবাসীরা সকলেই তাহাদিগকে "সারাসেন" আখ্যায় অভিহিত করিবে তাহা সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে। কিন্তু সাম্রাজ্যসীমান্তবাসী নিরক্ষর উপদ্রবকারী জাতিকে রোমকগণ কেন সারাসেন বলিয়া অভিহিত করিতেন, তাহার সন্তোষজনক কোন ইতিবৃত্তই রোমের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। [মুসলমান শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

সারি (পুং স্ত্রী) সরতীতি সৃ-ইন্। পাশক। পাশগুটিকা।

সারিক (পুং) পক্ষিবিশেষ, সালিক পাখী।

সারিকা (স্ত্রী) সরতি গচ্ছতীতি সৃ-ণ্বুল্-টাপ্। পক্ষিবিশেষ। চলিত শালিক পাখী। পর্য্যায়—পীতপাদা, গোরাটী, গোকিরাটিকা, শারিকা, সারী, শারী, চিত্রলোচনা, মধুরালাপা, দূতী, মেধাবিনী, গোরাটিকা, গোকিরাটী, গোরিকা ও কলহপ্রিয়া। (রাজনি°)

সারিকামুখ (পুং) কীটবিশেষ। (সুশ্রুত)

সারিকাবন (ক্লী) সারিকাবহুল বন।

সারিণী (স্ত্রী) সরতীতি সৃ-ণিনি-ঙীষ্। ১ সহদেবী। ২ কার্পাসী। ৩ দুরালভা। ৪ কপিলশিংশপা। ৫ প্রসারিণী। ৬ রক্ত-পুনর্নবা।

সারিন্ (ত্রি) অনুসরণকারী। পশ্চাদ্গমনকারী।

সারিফলক (পুং) শারি, অক্ষোপকরণ, পাশকাদির বল, গুটিকা।

সারিমেজয় (পুং) অরিমেজয় (শ্বফল্কের পুত্র) সহিত।

সারিব (পুং) শারী, ঘটিকা।

সারিবা (স্ত্রী) লতাবিশেষ, চলিত অনন্তমূল, হিন্দী গোরির সাউ। এই লতাটীর পত্র মধুর স্বাদ এবং দুগ্ধগর্ভা, অর্থাৎ ইহার আটা দুগ্ধের ন্যায় শুক্লবর্ণ। পর্য্যায়—শারিবা, গোপী, গোপ-কন্যা, গোপবল্লী, প্রতানিকা, লতা, আস্ফোতা, কাষ্ঠসারিবা, গোপা, উৎপলসারিবা, অনন্তা, শারিবা, শ্যামা। গুণ—মধুর, স্নিগ্ধ, বৃষ্য ও পিত্তনাশক। এই সারিবা দুই প্রকার সারিবা ও কৃষ্ণ-সারিবা। এই কৃষ্ণসারিবা ইক্ষুমধুর স্বাদ পত্রবিশিষ্ট, সুগন্ধ ও কলম্বী এই নামেও প্রসিদ্ধ। পর্য্যায়—কৃষ্ণমূলী, কৃষ্ণা, চন্দন-সারিবা, ভদ্রা, চন্দনগোপা, চন্দনা, কৃষ্ণবল্লী। হিন্দী করিয়াসাউ, চলিত শ্যামলতা। গুণ—ত্রিদোষনাশক, তিক্ত ও কটুরস। (রাজনি°)

"সারিবাযুগলং স্বাদু স্নিগ্ধং শুক্রকরং গুরু।
অগ্নিমান্দ্যারুচিশ্বাসকাসামবিষনাশনং॥
দোষত্রয়াস্রপ্রদরজ্বরাতিসারনাশনং॥" (ভাবপ্রকাশ)

এই দুই প্রকার সারিবাই স্বাদু, স্নিগ্ধ, শুক্রবর্দ্ধক, গুরু, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, শ্বাস, কাস, আম ও বিষনাশক, ত্রিদোষ, অস্র, প্রদর, জ্বর ও অতিসারনাশক। সারিবা বিশেষরূপে রক্ত-পরিষ্কারক। সালসা ব্যবহারকালে ইহার সহিত সেবন করিতে হয়। [অনন্তমূল দেখ]

সারিবাদিগণ (পুং) বৈদ্যকোক্ত সারিবা প্রভৃতি দ্রব্যগণ-বিশেষ। এই গণ যথা—সারিবা, যষ্টিমধু, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, গাম্ভারীফল, মধুকপুষ্প, ও বেণামূল। এই গণ পিপাসা, রক্তপিত্ত, পিত্তজ্বর, ও দাহরোগের শান্তিকর। (সুশ্রুত)

সারিবাদ্বয় (স্ত্রী) দুই প্রকার সারিবা, অনন্তমূল ও শ্যামালতা।

সারিন্দা, (দেশজ) বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। ইহার সম্মুখ অঙ্গ কাষ্ঠ-নির্ম্মিত। ইহার ধ্বনিকোষ বিস্তৃত চর্ম্মাচ্ছাদিত এবং কতকাংশ শূন্য থাকে, এই বাদ্যযন্ত্রে অশ্বপুচ্ছের কেশনির্ম্মিত তিনটী তার তিনটী কীলকে আবদ্ধ থাকে।

সারিষ্ঠ (ত্রি) সর্ব্বোত্তম। যাহা ইষ্টের শ্রেষ্ঠ।

সারিসৃক্ক (পুং) ঋগ্বেদের ১০।১৪২ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি।

সারী (স্ত্রী) সারি বা ঙীষ্। ১ সারিকা পক্ষিণী। ২ পাশক, পাশা। (শব্দরত্না°) ৩ সপ্তলা। (রাজনি°)

সারূপ (ক্লী) সরূপ-অণ্। সরূপতা, সমানরূপতা, তুল্যরূপতা।

সারূপবৎস (ক্লী) সরূপবৎসা গাভীর দুগ্ধ।

(কৌষিতকীব্রা° ১৯।১৯)

সারূপ্য (ক্লী) সরূপস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। ১ পাঁচ প্রকার মুক্তির মধ্যে এক প্রকার মুক্তি। যে মুক্তিতে ঈশ্বরের সহিত তুল্যরূপ হওয়া যায়, তাহাকে সারূপ্য মুক্তি কহে। [মুক্তি ও সাযুজ্য দেখ]

২ সমানরূপতা, তুল্যরূপত্ব, একরূপতা।

"বয়সঃ কর্ম্মণোঽর্থস্য শ্রুতস্যাভিজনস্য চ।

বেশবাগ্‌বুদ্ধিসারূপ্যমাচরন্ বিচরেদিহ ॥" (মনু ৪।১৮)

মনু বলিয়াছেন যে আপনার যেরূপ বয়স, যেরূপ কর্ম্ম, যে পরিমাণে ধন, যে প্রকার বেদাধ্যয়ন, ও যাদৃশ বংশমর্য্যাদা, বেশ-ভূষা, বাক্য ও বুদ্ধিকে তৎসারূপ্য অর্থাৎ তদনুরূপ করিয়া ইহ-লোকে বিচরণ করিতে হইবে।

সারূপ্যতা (স্ত্রী) সারূপ্যস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সারূপ্যতা, তুল্যরূপতা।

সারেশ্বর পণ্ডিত, লিঙ্গপ্রকাশ নামক ব্যাকরণপ্রণেতা। ইনি জৈন ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন।

সারোদ্ধার (পুং) সারস্য উদ্ধারঃ। সারের উদ্ধার, সারগ্রহণ। ২ বৈদ্যকগ্রন্থবিশেষ।

সারোপ (ত্রি) আরোপেণ সহ বর্ত্তমানঃ। আরোপের সহিত বর্ত্তমান, আরোপযুক্ত, আরোপবিশিষ্ট।

সারোপা (স্ত্রী) লক্ষণাশক্তিবিশেষ। সারোপলক্ষণা। "আরোপাধ্য-বসানাভ্যাং প্রত্যেকং তা অপি দ্বিধা।" (সাহিত্যদ° ১।১৬)

যে স্থলে আরোপ ও অধ্যবসান দ্বারা লক্ষণা হয়, সেই স্থানে সারোপা ও সাধ্যবসানিকা লক্ষণা বলিয়া কথিত হয়। সুতরাং সারোপা স্থলে একমাত্র আরোপ দ্বারাই এই লক্ষণা হয়। "আয়ু-র্ঘৃতং।" এইস্থলে ঘৃতে আয়ুর আরোপ হইয়াছে, এই লক্ষণা-শক্তির দ্বারা বোধ হইতেছে যে, ঘৃত ভোজন করিলে আয়ু বর্দ্ধিত হয়। [লক্ষণা দেখ।]

সারোষ্ট্রিক (পুং) সারোষ্ট্রে দেশে ভবঃ সারোষ্ট্র-ঠঞ্। বিষ-ভেদ। অমরটীকায় ভরত ইহার ব্যুৎপত্তি ও অর্থ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—'সারোষ্ট্রঃ দেশভেদঃ তত্র ভবঃ সারো-ষ্ট্রিকঃ চথে কাদিতি বিষকঃ' (ভরত)

সার্কণ্ডেয় (পুং) সৃকণ্ডু অপত্যার্থে (শুভ্রাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।১২৩) ইতি ঢক্। সৃকণ্ডুর গোত্রাপত্য।

সার্গল (ত্রি) অর্গলেন সহ বর্ত্তমানঃ। অর্গলের সহিত বর্ত্তমান, অর্গলযুক্ত। অর্গলবিশিষ্ট।

সার্গিক (ত্রি) সর্গায় প্রভবতি (তস্মৈ প্রভবতি সন্তাপাদিভ্যঃ। পা ৫।১।১০১) ইতি ঠঞ্। সর্গকারী, সৃষ্টি করিতে সমর্থ।

সার্গী (স্ত্রী) সারঙ্গী, বাদ্যভেদ।

সার্চ্চিস্ (ত্রি) অর্চ্চিষা সহ বর্ত্তমানঃ। অর্চ্চির সহিত বর্ত্তমান, সতেজস্ক, তেজোযুক্ত।

সার্জ্জ (পুং) সর্জ্জিকা, সর্জ্জরস, চলিত ধুনা। (রত্নমালা)

সার্জ্জনাক্ষি (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিবিশেষ। (প্রবরাধ্যায়)

সার্ঞ্জয় (পুং) সৃঞ্জয় অপত্যার্থে অঞ্। ১ সৃঞ্জয়ের গোত্রাপত্য। ২ সহদেব। (ঐত° ব্রা° ৭।৩৪)

সার্থ (পুং) সরতীতি সৃ (সর্ত্তেস্থিচ্চ। উণ্ ২।৪) ইতি থন্, সচ ণিৎ। ১ বৃন্দসঙ্ঘ। (অমর) ২ বণিক্‌সমূহ। (রঘু ১৭।৬৪) ৩ সমূহমাত্র। (মেদিনী) (ত্রি) অর্থেন সহ বর্ত্তমানঃ। ৪ অর্থের সহিত বর্ত্তমান, অর্থযুক্ত, অর্থ-বিশিষ্ট।

"সার্থঃ প্রবসতো মিত্রং ভার্য্যা মিত্রং গৃহে সতঃ।

আতুরস্য ভিষক্ মিত্রং দানং মিত্রং মরিষ্যতঃ॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

সার্থক (ত্রি) সার্থএব কন্। অর্থের সহিত বর্ত্তমান, অর্থযুক্ত। শব্দশক্তিপ্রকাশিকায় ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে যে শব্দান্তরকে কোনরূপ অপেক্ষা না করিয়া যে স্থলে অর্থবোধ-কারক হয়, তাহাকে সার্থক কহে। ইহা তিন প্রকার প্রকৃতি, প্রত্যয় ও নিপাত। প্রকৃতি, প্রত্যয় ও নিপাত এই তিনটীই কাহাকে অপেক্ষা না করিয়াও অর্থের বোধকারক হইয়া থাকে।

"শব্দান্তরমপেক্ষ্যৈব সার্থকঃ সার্থবোধকৃৎ।

প্রকৃতিঃ প্রত্যয়শ্চৈব নিপাতশ্চেতি স ত্রিধা॥" (শব্দশক্তি°)

সার্থধর (পুং) বণিক্‌দলনেতাবিশেষ। (কথাসরিৎসা° ৩৬।২ ৩)

সার্থপতি (পুং) সার্থবাহ, বণিক্।

সার্থপাল (পুং) বণিক্‌দলনেতা। (মার্ক° পু° ২১।৫০)

সার্থভৃৎ (পুং) সার্থং বিভর্ত্তি ভৃ-ক্বিপ্, তুক্ চ। সার্থবাহ, বণিক্।

সার্থবৎ (ত্রি) সার্থ মতুপ্, মস্য ব। অর্থযুক্ত, যথার্থ।

সার্থবাহ (পুং) সার্থং বহতীতি বহ-অণ্। বণিক্। (অমর)

সার্থবাহন (পুং) সার্থবাহ। (কথাসরিৎসা° ৫২।৪৪)

সার্থসঞ্চয় (ত্রি) অর্থসঞ্চয়েন সহ বর্ত্তমানঃ। অর্থসঞ্চয়ের সহিত বর্ত্তমান, অর্থসঞ্চয়যুক্ত, অর্থসঞ্চয়বিশিষ্ট।

সার্থিক (ত্রি) সার্থে-স্থিত। (ভাগবত ৫।১৩।২) 'সার্থিকং সার্থে স্থিতং' (স্বামী) ২ সফল, সার্থক।

সার্দ্গব (পুং) সৃদাকু গোত্রাপত্যার্থে অঞ্। সৃদাকুর গোত্রাপত্য।

সার্দ্র (ত্রি) আর্দ্রেণ সহ বর্ত্তমানঃ। আর্দ্র, আর্দ্রতাযুক্ত, ভিজা।

সার্দ্ধ (ত্রি) অর্দ্ধেন সহ বর্ত্তমানঃ। ১ অর্দ্ধযুক্ত, অর্দ্ধবিশিষ্ট। ২ সহিত, সহার্থ। এই শব্দ বিভক্তিযুক্ত হইয়া 'সার্দ্ধম্' এইরূপে ব্যবহার হয়। এই শব্দ সহার্থক সুতরাং ব্যাকরণ মতে এই শব্দযোগে তৃতীয়া বিভক্তি হইয়া থাকে।

"সুরূপা প্রাকৃতিঃ সার্দ্ধং বৃথাবী গুরুতোহ্বরাৎ।" (ভাগবত ৭।১৭।২)

সার্দ্ধবার্ষিক (ত্রি) অর্দ্ধবর্ষব্যাপী (ব্রত)। (মনু ১১।১২৭ কুল্লুক)

সার্প (পুং) সর্প-স্বার্থে অঞ্। সর্প পদার্থ।

সার্পাক্ষ (ত্রি) সর্পাক্ষী নাম্নী ওষধিরক্ষীরচিত বা তৎসম্বন্ধীয়।

সার্পাকব (পুং) সৃপাকু অপত্যার্থে বিদাদিত্বাৎ অঞ্। (পা ৪।১।১০৪) সৃপাকুর গোত্রাপত্য।

সার্পাকবায়ন (পুং) সার্পাকব হরিতাদিত্বাৎ ফক্। (পা ৪।১।১০০) সার্পাকবের গোত্রাপত্য।

সার্পিষ (ত্রি) সর্পিষোঽয়ং সর্পিষা সংস্কৃতো বা সর্পিস্-অণ্। ১ সর্পিঃসম্বন্ধী, ঘৃত সম্বন্ধীয়। ২ ঘৃত দ্বারা সংস্কৃত দ্রব্য।

সার্পিষ্ক (ত্রি) সর্পিষা সংস্কৃতঃ 'তেন সংস্কৃতং' ইতি ঠক্। সর্পিঃ দ্বারা সংস্কৃত দ্রব্য। (হেম)

সার্প্য (পুং) সর্পো দেবতা অস্য, ষ্যঞ্। ১ অশ্লেষা নক্ষত্র।

"পুষ্যে জাতস্তু ভরতো মীনলগ্নে প্রসন্নধীঃ।
সার্পে জাতৌ তু সৌমিত্রী কুলীরেঽভ্যুদিতে রবৌ॥"
(রামায়ণ ১।১৮।১৫)

(ত্রি) সর্পস্যায়মিতি অণ্। ২ সর্পসম্বন্ধী।

সার্ব্ব (পুং) সর্বস্মৈ হিতায় সর্ব (সর্বপুরুষাভ্যাং ণঢঞৌ। পা ৫।১।১০) ইতি ণ। ১ বুদ্ধ। ২ জিন। (হেম) ইঁহারা সকলেরই হিতকারক ছিলেন এই জন্য ইঁহাদের নাম সার্ব্ব। (ত্রি) ২ সর্ব্বসম্বন্ধী।

সার্ব্বকর্ম্মিক (ত্রি) সর্ব্বকর্ম্মকারী।

সার্ব্বকামসমৃদ্ধ (ত্রি) কর্ম্মমাসের ষষ্ঠদিন।

সার্ব্বকামিক (ত্রি) সকল কামনাপ্রদ, যাহা সকল প্রকার কামনা করিয়া করা হয়। (ভাগবত ৬।১৯।২)

সার্ব্বকাল (ত্রি) সর্ব্বকাল-অণ্। সর্ব্বকালভব, যাহা সকল কালেই হয়।

সার্ব্বকালিক (ত্রি) সর্ব্বকালভব, যাহা সকল কালে হয়, সর্ব্ব-কালোৎপন্ন। "বিবাহঃ সার্ব্বকালিকঃ" (স্মৃতি) সকল কালেই বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে, ইহাতে বিবাহ অসিদ্ধ হইবে না, কিন্তু দোষ হইবে।

সার্ব্বকেশ্য (ত্রি) সর্ব্বকেশ সম্বন্ধীয়।

সার্ব্বক্রতুক (ত্রি) সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞকারী।

সার্ব্বগুণিক (ত্রি) সর্ব্বগুণভব, সকল গুণসম্বন্ধী।

সার্ব্বচর্ম্মীণ (ত্রি) সর্ব্বচর্ম্মণা কৃতঃ সর্ব্বচর্ম্মন্ (সর্ব্বচর্ম্মণঃ কৃতঃ খখঞৌ। পা ৫।২।৫) ইতি খঞ্। সকল চর্ম্মনির্ম্মিত। এই অর্থে খ করিয়া 'সর্ব্বচর্ম্মীণ' এইরূপ পদ হয়।

সার্ব্বজনিক (ত্রি) সর্ব্বজনায় হিতঃ (সর্ব্বজনাৎ ঠঞ-খঞৌ। পা ৫।১।৯) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা ঠঞ্। সকলজনহিত, সকল-লোকের ইষ্টসাধক। সর্ব্বজনের প্রয়োজনীয় বা উপযুক্ত। ২ সর্ব্বলোকবিদিত।

সার্ব্বজনীন (ত্রি) সর্ব্বজনায় হিতঃ সর্ব্বজন-খ (পা ৫।১।৯) সার্ব্বজনিক, সকল লোকের হিতকারক।

সার্ব্বজন্য (ত্রি) সর্ব্বজন-ষ্যঞ্। ১ সকল জন সম্বন্ধীয়। ২ সকল লোকের হিতকারক। (বৃহৎসংহিতা ৭৫।৮)

সার্ব্বজ্ঞ (স্ত্রী) সর্ব্বজ্ঞ ভাবে অণ্। সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বজ্ঞের ভাব বা ধর্ম্ম।

সার্ব্বজ্ঞ্য (স্ত্রী) সর্ব্বজ্ঞ ভাবে ষ্যঞ্। সর্ব্বজ্ঞত্ব।

সার্ব্বত্রিক (ত্রি) সর্ব্বব্যাপী, সকল স্থানে স্থিত, যিনি সকল স্থান ব্যাপিয়া আছেন, সকল স্থানের উপযুক্ত।

সার্ব্বধাতুক (ত্রি) সার্ব্বধাতু-কন্। সকলধাতু সম্বন্ধীয়।

সার্ব্বনাম্ন্য (স্ত্রী) বহুসংখ্যক নাম।

সার্ব্বভট্ট ভৌমাচার্য্য (পুং) গ্রন্থকারভেদ। ইনি সার্ব্বভৌমা-চার্য্য বা সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য নামেও বিখ্যাত ছিলেন।

সার্ব্বভৌতিক (ত্রি) সর্ব্বভূতনির্ম্মিত। সর্ব্বভূত সম্বন্ধীয়। "ত্রিবিধস্ত্রিবিধঃ কৃৎস্নঃ সংসারঃ সার্ব্বভৌতিকঃ।" (মনু ১২।৫১)

সার্ব্বভৌম (পুং) সর্ব্বভূমৌ বিদিতঃ (তত্র বিদিত ইতি চ। পা ৫।১।৪৩) ইত্যণ্। ১ উত্তরদিক্‌গজ। (অমর) ২ সকল ভূমীশ্বর, যিনি সকল ভূমির অধিপতি, তাঁহাকে সার্ব্বভৌম কহে। পর্য্যায়—চক্রবর্ত্তী, একরাট্, নৃপাগ্রণী। (শব্দরত্না°)

৩ বিদূরথপুত্র। (ভাগবত ৯।২২ অ°)

৪ পুরুবংশীয় অহংযাতিরাজপুত্র। অহংযাতি কৃতবীর্য্যদুহিতা ভানুমতীকে বিবাহ করেন। এই ভানুমতীর গর্ভে সার্ব্বভৌমের জন্ম হয়। মহাভারতে আদিপর্ব্ব ৯৫ অধ্যায়ে ইঁহার উৎপত্তি-বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। (ত্রি) ৫ সকল ভূমি সম্বন্ধীয়।

সর্ব্বজন পরিচিত, ইংরাজী ভাষায় "known all over Europe." বলিলে যাহা বুঝায়, সার্ব্বভৌম বলিলে ঠিক সেইরূপ ভাব প্রকাশ করে। নারায়ণ, রঘুনাথ, রামচন্দ্র, রামভদ্র, বাসুদেব প্রভৃতি কয়েকজন পণ্ডিত সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শিতাবশতঃ সার্ব্বভৌম উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

সার্ব্বভৌম, ১ পৃক্তি-গ্রন্থমালাপ্রণেতা। ২ সপ্তবিচার ও দুর্গা-সিদ্ধান্তটীকা-রচয়িতা। ৩ একজন প্রাচীন কবি। ইনি স্বীয় গ্রন্থে অনঙ্গভীম নামে এক রাজার উল্লেখ করিয়াছেন। এই অনঙ্গভীম সম্ভবতঃ উড়িষ্যার রাজা অনঙ্গভীম দেব হইবেন। ৪ ভানুমতীর গর্ভে সংযাতির পুত্র। (নৃসিংহপু° ২৮।১০)

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, ১ চৈতন্যদাস নামে জ্যোতিষরচয়িতা।
[বাসুদেব সার্ব্বভৌম দেখ]
২ পদ্যাবলীধৃত একজন কবি। ৩ অদ্বৈতমকরন্দপ্রণেতা।

সার্ব্বভৌম মিশ্র, ভুবনপ্রদীপিকা নামক অভিধানপ্রণেতা।

সার্ব্বভৌম ব্রত, ব্রতবিশেষ। (বরাহপু°)

সার্ব্বযজ্ঞিক (ত্রি) সকল প্রকার যজ্ঞ সম্বন্ধীয়।

সার্ব্বরৌগিক (ত্রি) সকল প্রকার রোগ সম্বন্ধীয়।

সার্ব্বলৌকিক (ত্রি) সর্ব্বলোকে বিদিতঃ (লোক সর্ব্বলোকাৎ ঠঞ্। পা ৫।১।৪৪) ইতি ঠঞ্। সর্ব্বজন বিদিত, সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ, পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিচিত।
"জিগায় তস্য হন্তারং স রামঃ সার্ব্বলৌকিকঃ।"(ভট্টি ৫ সঃ)
২ সকল লোক সম্বন্ধীয়।

সার্ব্ববর্ণিক (ত্রি) ১ সর্ব্ব প্রকার ব্যঞ্জনাদিযুক্ত।

"সার্ব্ববর্ণিকমন্নাদ্যং সন্নীয়াপ্লাব্য বারিণা।" (মনু ৩।২৪৪)

'সার্ব্ববর্ণিকমিতি, বর্ণশব্দঃ প্রকারবাচী, সর্ব্বপ্রকারমন্নাদিক-ব্যঞ্জনাদিভিরেকীকৃত্য' (কুল্লূক)

২ সকল বর্ণ সম্বন্ধীয়, ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ সম্বন্ধীয়।

সার্ব্ববর্ম্মিক (ত্রি) সর্ব্ববর্ম্মপ্রোক্ত।

সার্ব্ববিদ্য (স্ত্রী) সর্ব্ববিদ্যাযুক্ত। সর্ব্ববিদ্যা।

সার্ব্ববিভক্তিক (স্ত্রী) সকল বিভক্তি সম্বন্ধীয় 'সার্ব্ববিভক্তিক-তসিল্' (ব্যাকরণ) সকল বিভক্তি সম্বন্ধে অর্থাৎ সকল বিভক্তি স্থলেই তসিল্ প্রত্যয় হয়।

সার্ব্ববেদস (ত্রি) সর্ব্ববেদস, কৃতসর্ব্বস্বদক্ষিণ বিশ্বজিৎ যাগ, যিনি সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিয়া বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিয়াছেন। 'সর্ব্বং ধনং বেদয়তি নিবেদয়তি দক্ষিণাত্বেন' ইতি বিদ্-ণিচ্ অসুন্, সর্ব্ববেদস্-অণ্, সার্ব্ববেদসঃ (ভরত)

"প্রাজাপত্যং নিরূপ্যেষ্টিং সার্ব্ববেদসং। (মনু ৬।৩৮)

'সার্ব্ববেদসো বিশ্বজিতি সর্ব্বস্বং দক্ষিণাকেন দত্তবান্, সমু আত্ম-ন্যগ্নীন্ সমারোপ্য' (মেধাতিথি)

সার্ব্ববেদ্য (পুং) সর্ব্ববেদং বেত্তীতি সর্ব্ববেদ-ষ্যঞ্। সর্ব্ববেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, সর্ব্ববেদবিৎ।

সার্ব্ববৈদিক (ত্রি) ১ সর্ব্ববেদ সম্বন্ধীয়। সর্ব্ববেদজ্ঞ।

সার্ব্বসেন (পুং) গণরাজভেদ। (আর্ষ' শ্রৌ' ১০।১।২৭)

সার্ব্বসেনি (পুং) ১ শৌচেয়ের বংশোপাধি। ২ যোদ্ধৃগণ।

সার্ব্বসেনীয় (পুং) সর্ব্বসেনির রাজা।

সার্ব্বসেনী (পুং) ১ জয়কের কন্যা সুনন্দার বংশোপাধি।

সার্ব্বসৈন্য (ত্রি) সর্ব্বসেন সম্বন্ধীয়।

সার্ব্বায়ুষ (ত্রি) সর্ব্বায়ুস-অণ্। সকল আয়ুঃসম্বন্ধীয়।

সার্ষপ (ত্রি) সর্ষপস্যায়মিতি সর্ষপ-অণ্। সর্ষপ সম্বন্ধীয় শাক তৈলাদি। সরিষার তৈল।

"ঘৃতঞ্চ সার্ষপং তৈলং যত্তৈলং পুষ্পবাসিতম্।

অদুষ্টং পক্বতৈলঞ্চ স্নানাভ্যঙ্গেষু নিত্যশঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

ঘৃত, সরিষার তৈল, এবং পুষ্পবাসিত তৈল, ফুলেল তৈল, এবং অদুষ্টপক্বতৈল প্রতিদিন স্নানাভ্যঙ্গে ব্যবহার করিবে।

সার্ষ্ট (ত্রি) সার্ষ্টি, মুক্তিভেদ।

সার্ষ্টি (ত্রি) পাঁচ প্রকার মুক্তির মধ্যে এক প্রকার মুক্তি, সমা-নৈশ্বর্য্য, যে মুক্তিতে ঈশ্বরের সহিত সমান ঐশ্বর্য্য লাভ হয়।

সার্ষ্টিতা (স্ত্রী) সার্ষ্টি ভাবে তল্। সার্ষ্টির ভাব বা ধর্ম্ম, সমান গতিত্ব, সমানৈশ্বর্য্যত্ব।

"ব্রাহ্মণঃ শাশ্বতং লৌক্যং ব্রহ্মণো ব্রহ্মসার্ষ্টিতাং।" (মনু ৪।২৩২)

'ব্রহ্মসার্ষ্টিতা অর্থশমুক্তিঃ সমা ঋষিগতি সার্ষ্টিঃ, হান্দসত্বাৎ সমানত্ত সভাবঃ, যথা গতৌ অর্থণং বা সার্ষ্টিঃ, তদ্বা সার্ষ্টিতা, উভয়থাপি ব্রহ্মণঃ সমানগতিত্বং' (মেধাতিথি)

সার্সা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর খেড়া জেলার আনন্দ উপবিভাগের অন্তর্গত একটী নগর। খেড়ানগর হইতে ২৮ মাইল পূর্ব্বদক্ষিণে অবস্থিত। অক্ষা' ২২°৩০´ উঃ এবং দ্রাঘি' ৭৩°৭´ পূঃ। এই নগর স্থানীয় কার্পাসবাণিজ্যের কেন্দ্র।

সাল (পুং) সলতে ইতি সল গতৌ ঘঞ্। ১ শাল মৎস্য, সালমাছ। (ভরত) ২ বৃক্ষমাত্র। ৩ প্রাকার। ৪ রাল। (রাজনি°) সালো হর্ম্যবেষ্টিতে অচ্, রত ন। ৫ স্বনামখ্যাত বৃক্ষ, সালগাছ, এই বৃক্ষের প্রায় সকলই সার এইজন্য ইহার নাম সাল হইয়াছে। হিন্দী সখুয়া, পর্য্যায় সর্জ্জ, সর্জ্জরস, কনককলশোদ্ভব, অশ্বকর্ণ, কৌরপর্ণ, রাল-কার্য্য (কোন কোন পুস্তকে রাল ও কার্য্য এই দুইটী পৃথক্‌রূপে দেখিতে পাওয়া যায় ; অজকর্ণক, বস্তকর্ণ, কষায়ী, ললন, গন্ধ-বৃক্ষক, বংশ, রালনির্য্যাস, দিব্যসার, সুরেষ্টক, শূর, অগ্নিবল্লভ, যক্ষধূপ, সিদ্ধিক। গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, হিম, স্নিগ্ধ ; অতিসার, পিত্ত, অস্রদোষ, কুষ্ঠ, কণ্ডু, বিস্ফোট ও ব্রণনাশক। (রাজনি°)

ভারতের পার্ব্বত্যপ্রদেশ মাত্রেই সালবৃক্ষ জন্মে, তবে কোন কোন পর্ব্বত ও তাহার সানুদেশ সালবৃক্ষে পরিপূর্ণ দৃষ্ট হয়। আবার কোন কোন স্থলে পার্ব্বত্য ক্রমোচ্চ ভূমিতে বহুদূর বিস্তৃত সালবন বিরাজিত দেখা যায়। ভারতবর্ষের যে যে স্থানে সালবৃক্ষ জন্মে, নিম্নে তত্তৎস্থানের নাম দেওয়া গেল—

অম্বালা, আসামপ্রদেশ, অযোধ্যা, বালাঘাট, বালেশ্বর, বামড়া, বাঁকুড়া, বর্দ্দিবার, বাঙ্গালা, বিজনৌর, বিলাসপুর, বোউদ, বোম্বাই, বোয়ালপার, বুন্দী, মধ্যপ্রদেশ, চম্পারণ, চিরাকবার, কটক, দার্জ্জিলিঙ্গ, দেহরা, দেওরী, দিনাজপুর, পূর্ব্বদ্বার, গঞ্জাম, গারোহিল, গিলগাঁও, গিরিধারনদীতট, গুরু-দাসী, গোণ্ডা, গোরখপুর, হিমালয়পর্ব্বতমালা, হোসঙ্গাবাদ, জলপাইগুড়ি, জয়পুর, জীরা, ঝিরক, কালেশ্বর, কামরূপ, কাম-তারাসলো, কাওড়া, করৌলী, কেন্দা, খণ্ডপাড়া, খেরি, কোরিয়া, কুরুক্ষা, কৈলাশী, কুনলী, কুমায়ুন, লখিপুর, লোন, লোহারডাগা, লোহিলিং, মধুপুর, মান্দ্রাজ, মহানদীতীর, মাইকল শৈলশ্রেণী, মালকানগিরি, মানভূম, মণ্ডলা, মাতাইশায়, মিলমিলিয়া, মুঙ্গের, নেপাল, নিবারী, নীলগিরিপর্ব্বত, নওগাঁ, পাঁচমাড়ী, পালখেরা, পালামহল, পলতান, পটনাগড়া, ফুলঝর, প্রতাপগড়, পঞ্জাব, পুরী, মায়গড়, রায়পুর, রাইগাখাল, রামপুর, (মধ্যপ্রদেশ), রম্ভপুর, রেবা, সাহারানগর, শালনদীর তীরদেশ, সম্বলপুর, সাওতাল পরগণা, সাওলীগড়, সরগুজা, শাহজাহানপুর, সিবনী, সিংহভূম, সিপুলা শৈলমালা, সিরমুর, শিবালিক পর্ব্বতমালা, বিশাখপত্তন ও যুক্তপ্রদেশের নানাস্থান।

শালকাঠে কড়ি বরগা ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। পাতাও অনেকে ব্যবহার করে এবং বৃক্ষনির্য্যাস ধুনারূপে ব্যবহার্য্য।

সাল, মূলের পুত্র। (জৈন হরি° ১১।৩)

সালকি (পুং) মুনিবিশেষ।

সালক্তক (ত্রি) অলক্তকেন সহ বর্ত্তমানঃ। অলক্তকের সহিত বর্ত্তমান, অলক্তকযুক্ত। অলক্তকবিশিষ্ট।

সালক্ষণ্য (ক্লী) সলক্ষণ-ভাবে ষ্যঞ্। সলক্ষণতা, সলক্ষণের ভাব বা ধর্ম্ম।

সালঙ্ক (পুং) সঙ্গীতশাস্ত্র মতে রাগের প্রকারবিশেষ। যে রাগ অন্য কোন রাগের সহিত মিশ্রিত না হইয়া অন্য রাগের আভাসযুক্ত হয়, তাহাকে সালঙ্ক কহে।

সালঙ্কটঙ্কটা (স্ত্রী) রাক্ষসীভেদ। বিদ্যুৎকেশির পত্নী। (রামায়ণ ৭।৪।২৩) এই শব্দে তালব্য এবং দন্ত্য এই দুই সকারই দেখিতে পাওয়া যায়।

সালঙ্কায়ন (পুং) মুনিভেদ। এই শব্দ তালব্য ও দন্ত্য দুই সকারই হয়।

সালঙ্কার (ত্রি) অলঙ্কারেণ সহ বর্ত্তমানঃ। অলঙ্কারযুক্ত, অলঙ্কারবিশিষ্ট, অলঙ্কারভূষিত।

সালগম (দেশজ) কন্দভেদ। (Brassica rapa)

সালগম ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্র শীতকালে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সালগমের কচি কচি পাতা অন্যান্য শাকের ন্যায় রন্ধন করিয়া ভোজন করা হয়। ইহার শ্বেতবর্ণ গোলাকার চ্যাপ্‌টা মূল রন্ধন করিলে অতি উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত হয়। ওল কপির ন্যায় প্রথমে চাপড়ে ইহার চারা প্রস্তুত করিয়া, পরে ক্ষেত্রে রোপণ করা উচিত। ইহার বীজ হইতে এক প্রকার তৈল তৈয়ার হয়।

সালচন্দ্র (পুং) বৌদ্ধরাজভেদ।

সালজ্য (ক্লী) ব্রহ্মসংস্থানভেদ।

সালবল, জনপদভেদ। (তারনাথ)

সালম্বন (ত্রি) আলম্বনেন সহ বর্ত্তমানঃ। আলম্বনের সহিত বর্ত্তমান, স্বকীয় আলম্বনের সহিত, আলম্বনযুক্ত, আলম্বনবিশিষ্ট।

সালন (পুং) সালঃ কারণত্বেনাস্ত্যস্যেতি প্রমাদিত্বাৎ। সর্জ্জরস।

সালনির্য্যাস (পুং) সালস্য নির্য্যাসঃ। সর্জ্জরস, ধুনা। (রত্নমালা)

সালপর্ণী (স্ত্রী) সালস্য পর্ণমিব পর্ণমস্যাঃ, ঙীষ্। সালপানী, সালপর্ণী এই শব্দে তালব্য ও দন্ত্য এই দুই সকারই হয়। বৈদ্যকে লিখিত আছে যে যদি পৃশ্নিপর্ণী পাওয়া না যায়, তাহা হইলে তাহার পরিবর্ত্তে সালপর্ণী দেওয়া যাইতে পারে।

"অভাবে পৃশ্নিপর্ণ্যাশ্চ সালপর্ণীং নিয়োজয়েৎ।" (বৈদ্যকশাস্ত্র)

সালপুষ্প (ক্লী) সালবৃক্ষের পুষ্পবৃক্ষ। স্থলপদ্ম। (শব্দরত্না°)

সালভঞ্জিকা (স্ত্রী) সালঃ ভজ্যতেঽস্যামিতি ভন্‌জ-ণ্বুল্ টাপি অত ইত্বং রক্ত ণ। ১ পুত্তলিকা, পুতুল। (জটাধর) এই শব্দে তালব্য দন্ত্য দুই সকারই হয়।

সালর মসাউদ গাজী, একজন মুসলমান যোদ্ধা ও সাধুপুরুষ। ইনি যুক্তপ্রদেশে গাজী মিঞা নামে প্রসিদ্ধ। ইনি ইস্‌লাম ধর্ম্মবিস্তারের জন্য আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়া বিশেষ যশোলাভ করিয়াছিলেন। অযোধ্যা-প্রদেশের বহরাইচ নগরে ইহার সমাধি বিদ্যমান আছে। ইনি সালর সাহুর পুত্র এবং গজনী-পতি সুলতান মামুদের ভাগিনেয়। ১০৩৩ খৃষ্টাব্দে (৪২৪ হিঃ) মসাউদ গাজী আপনার মাতুলের পক্ষে মুসলমান-সেনার নায়ক হইয়া বহরাইচের একটী প্রসিদ্ধ হিন্দুমন্দির অধিকারে অগ্রসর হন। ঐ সময়ে তথাকার হিন্দুগণ বিশেষ উৎসাহে মুসলমানের অত্যাচারদমনে অগ্রসর হন। হিন্দুগণ চারিদিক্ হইতে মুসলমান সেনাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিয়া অস্ত্র বর্ষণ করিতে থাকে। এই যুদ্ধে হিন্দুর হস্তে সালর মসাউদ ও তাঁহার অধীনস্থ সেনাদল সমূলে নিহত হয়। এ সময়ে সালর মসাউদ ১৯শ বর্ষীয় যুবক মাত্র।

উক্ত ঘটনা স্মরণার্থ বহরাইচের লোকেরা প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম রবিবারে একটী উৎসব করে। ঐ উৎসবের শেষ দিনে সকলেই ঘুড়ি উড়াইয়া আমোদ আহলাদে দিন যাপন করিয়া থাকে।

সালর সাহু, একজন মুসলমান সেনাপতি। গজনী-পতি মামুদের ভগিনীপতি ও সালর মসাউদের পিতা, ইনি অযোধ্যা-প্রদেশের বারবাঙ্কি জেলায় সত্রিখ নগর আক্রমণ করেন। এই স্থানেই সালর সাহুর মৃত্যু হয়। তাঁহার সমাধিক্ষেত্রে বা আস্তানায় প্রতিবৎসর মেলা হইয়া থাকে এবং তদুপলক্ষে প্রায় ১৮ হাজার লোক সমবেত হয়।

সালবাই, মধ্যভারতের গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত একটী গণ্ড গ্রাম। গোয়ালিয়র দুর্গ হইতে ৩২ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫° ৫১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ১৯´ পূঃ। মধুরাও নারায়ণের মৃত্যুর পর পেশবা পদ লইয়া মহারাষ্ট্রসমাজে বিপ্লব উপস্থিত হইলে এখানে ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগবর্ণমেণ্টের সহিত সমবেত-মরাঠা-শক্তির একটী সন্ধি হয়, উহা সালবাইর সন্ধি নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ।

এই সন্ধির সর্ত্তানুসারে মহারাষ্ট্র অধিকারভুক্ত বসাই ও অন্যান্য যে সকল প্রদেশ ইংরাজগণ যুদ্ধে জয় করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহারা পেশবাকে প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হন এবং পেশবাও মহারাষ্ট্রপক্ষ হইতে ইংরাজদিগকে সালসেট, এলিফাণ্টা (গাড়াপুরী), করঞ্জ ও বোম্বাই সহরের অদূরবর্ত্তী দ্বীপ ছাড়িয়া দেন। ঐ সন্ধির তৃতীয় প্রস্তাব মতে বৃটিশরাজ ভরোচনগর পরগণার সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারী হন।

ইংরাজরা পুরস্কারে ঐ সম্পত্তি সিন্দেরাজকে পুরস্কারস্বরূপ প্রদান করেন। সিন্দেরাজ পূর্ব্বপূর্ব্ব যুদ্ধে ইংরাজদিগের সহায়তা করিয়াছিলেন। ঐ সম্পত্তি সিন্দেরাজকে দানকালে ইংরাজ-গবর্মেণ্ট তাঁহার রাজ্যমধ্যে নির্ব্বিরোধে দাসিত্ব করিবার একটী ব্যবস্থাও সর্ত্তমধ্যে নিবেশিত করিয়া লইয়াছিলেন।

সালরস (পুং) সালস্য রসঃ। রাল, ধূনা। (রাজনি°)

সালবন (স্ত্রী) সালস্য বনং। ১ সালবৃক্ষের বন। যে বনের অধিকাংশ বৃক্ষই সাল, তাহাকে সালবন কহে।

২ বৃন্দাবনের মধ্যে বনভেদ।

সালবাহন (পুং) সালঃ তন্নামা যক্ষো বাহনং যস্য। শালিবাহন-রাজ, সাতবাহন। [শালিবাহন শব্দ দেখ]

সালনেষ্ট (পুং) সালস্য বেষ্টঃ নির্য্যাসঃ। ধূনক, ধূনা।

সালশৃঙ্গ (ক্লী) সালস্য শৃঙ্গমিব। প্রাচীরাগ্র, পাচিলের অগ্রভাগ।

সালস (ত্রি) অলসেন সহ বর্ত্তমানঃ। অলসতাযুক্ত, আলস্যবিশিষ্ট।

সালসা (ইংরাজী) ভেষজাদির কাথ দ্বারা প্রস্তুত, রক্তপরিষ্কারক ঔষধবিশেষ। ইহা কখন আসবাকারে, কখন বা মিশ্রিত ঔষধ-সমূহ দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। সার্সাপেরেলা (Sarsaperilla) শব্দের সার্সা অংশের সংক্ষেপ অভিব্যক্তিতে সালসা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

সালশেট, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ঠানা জেলার একটী উপবিভাগ এবং বোম্বাই সহরের উত্তরনিবিষ্ট একটী বৃহদাকার দ্বীপ। কাণ্ডারা হইতে উত্তরে বসাই সহরের সমুদ্রখাড়ি পর্য্যন্ত প্রায় ১৬ মাইল বিস্তৃত এবং বোম্বাই নগরের সহিত সেতুদ্বারা সংযুক্ত। অক্ষা° ১৯°২´৩০″ হইতে ১৯°১৮´৩০″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২°৫১´ ৩০″ হইতে ৭০°৩´ পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ২৪১ বর্গমাইল।

এই দ্বীপের ঠিক মধ্যস্থলে উত্তরদক্ষিণে লম্বভাবে একটী শৈলশ্রেণী দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ শৈলমালা বিশেষ উচ্চ না হইলেও দ্বীপের অধিকাংশ মধ্যভাগকে অধিত্যকায় পূর্ণ রাখিয়াছে। কার্লির নিকটবর্ত্তী স্থানে সমতল প্রান্তরে মিশিয়া গিয়াও এই শৈল দ্বীপের সর্ব্বদক্ষিণে ট্রোম্বে নামক নগরসন্নিকটে পুনরায় উন্নতমস্তকে দণ্ডায়মান হইয়াছে। এই শৈল-মালার মধ্যস্থলে ঠানাশৃঙ্গ ১৫৩০ ফিট্, ও দ্বীপের উত্তরাংশে আর একটী গণ্ড শৈল দৃষ্ট হয়, উহার শিখরদেশ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৫০০ ফিট উচ্চ। এই মধ্য পর্ব্বতশ্রেণী হইতে অনেক গুলি শাখা পশ্চিমাভিমুখে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। উহাদের মধ্যে মধ্যে যে সকল নিম্ন সমতলভূমি আছে, তাহা সমুদ্রের তরঙ্গাঘাতে বিধৌত হইয়া এক একটী খাড়ির মত হইয়াছে। উক্ত উপবিভাগের উত্তরপশ্চিমস্থিত তরঙ্গাঘাতে বিধৌত কতকগুলি অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া এক একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের ন্যায় দেখাইতেছে

এই উপবিভাগে মিষ্টজলপূর্ণ নদী বা জলনালী নাই। স্থানীয় লোকে কূপ খনন করিয়া একরূপ মিষ্টজল পায় বটে, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ সুস্বাদু নহে। এখানে একমাত্র ধান্যেরই চাস হয় অন্যান্য শস্য নিতান্ত অল্প। বোম্বাই সহরের বাজারে ঘাসসরবরাহ করিবার জন্য এখানকার উচ্চ অধিত্যকাভূমি রক্ষিত আছে। সমুদ্রতীরবর্ত্তী উপকূলভাগে নারিকেল ও তালগাছ যথেষ্ট দেখা যায়। শস্য-শ্যামলা ধান্যক্ষেত্রের বিস্তৃত প্রান্তের মধ্যে বনমালার অন্তরালে উচ্চচূড় শৈলশৃঙ্গই এখানকার প্রাকৃতিক চিত্রের স্পষ্ট নিদর্শন।

এখানে পর্ত্তুগীজদিগের বাসভবনের, গির্জ্জা ঘরের, ধর্ম্মভবনের (Convents) ও উদ্যানবাটিকা প্রভৃতির যে সকল ধ্বস্ত নিদর্শন দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাই এখানকার পূর্ব্ব সমৃদ্ধির একমাত্র পরিচায়ক এবং কণেরীর গুহাকীর্ত্তি প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের আদরের সামগ্রী।

সালশেট দ্বীপ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিকারভুক্ত হইবার পর, ৫৩টী গ্রামে এবং ১৮টী ভূসম্পত্তিতে বিভক্ত হয়। উহাদির কতকাংশ নিষ্কর ও অপর কতকগুলির খাজনা নির্দ্দিষ্ট হয় এবং পরে তাহার খাজনা বাড়াইবারও ব্যবস্থা থাকে। গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার এবং বোম্বে, বরোদা ও সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া রেলপথ এই উপবিভাগের মধ্য দিয়া চলিয়াছে।

খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর প্রারম্ভে পর্ত্তুগীজগণ এই দ্বীপ অধিকার করে এবং উহা রাজা ২য় চার্লসের মহিষীর বিবাহের যৌতুকস্বরূপ ইংলণ্ডেশ্বরের করে প্রদত্ত হয়। পর্ত্তুগীজগণ ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে উহা বিবাহসম্পর্কে প্রদত্ত হয় নাই বলিয়া অস্বীকার করে, কিন্তু তাহার প্রায় এক শতাব্দীপরে উহা ইংরাজদিগের অধীন হয়। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রগণ ক্ষীণবল পর্ত্তুগীজদিগকে পরাজিত করিয়া সালশেট দ্বীপ অধিকার করেন। ইংরাজসৈন্য ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে মহারাষ্ট্রসেনাপতিকে পরাভূত করিয়া সালশেট অবরোধ ও জয় করিয়া লন। অতঃপর ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে সালবাইর সন্ধির পর, এই স্থান ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজ্যভুক্ত হয়।

জীবতত্ত্ব, উদ্ভিজ্জতত্ত্ব ও ভূতত্ত্ব আলোচনার প্রশস্ত ক্ষেত্র এই দ্বীপ একদিন রোগের নিদানভূত জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। খ্যাতনামা ফরাসী পর্য্যটক ভিক্টর জাকোমো (Victor Jacquemont) অসাধারণ অধ্যবসায়ে ঐ জঙ্গল সকল পরিষ্কার করিয়া এই স্থানকে সভ্যজাতির বাসোপযোগী করিয়াছেন, কিন্তু জঙ্গল কাটাইতে কাটাইতে তিনি স্বয়ং ঐ জঙ্গলজাত পীড়ায় আক্রান্ত হন এবং তাহাতেই বোম্বাই নগরে তাঁহার জীবলীলার শেষ হয়।

পূর্ব্বকথিত কণেরীর গুহামন্দিরের স্থাপত্যশিল্প পুরাতত্ত্বানুসন্ধিৎসু মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ। কণেরীর এই সুবৃহৎ চৈত্যটী ডাঃ ফার্গুসনের মতে কার্লির সুবিখ্যাত গুহা-

মন্দিরের অধিকাংশ সকল ; কিন্তু স্থাপত্যশিল্পহিসাবে কালির মন্দির শ্রেষ্ঠ। সালসেটদ্বীপে যে সকল পুণ্যকীর্ত্তি আছে, পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের বিশ্বাস যে, উহার অধিকাংশই খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু তন্মধ্যে নয়টী বিহার তদপেক্ষা আরও প্রাচীনতর কালে স্থাপিত বলিয়া তাঁহারা স্বীকার করেন। ইহা ছাড়া, সালসেটদ্বীপে খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে শাক্যমুনির দণ্ড স্থাপিত হওয়ায় তৎকাল হইতে এই স্থানের মাহাত্ম্য সাধারণে বিদিত হইয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষে আবহমানকাল বহু রাজকীয় বা সামাজিক বিপ্লব সংসাধিত হইয়া পুণ্যকীর্ত্তিসমূহের যেরূপ বিলয় ও বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, ভারতান্তরিত এই দ্বীপভাগে সে রাষ্ট্রবিপ্লবের ছায়া আদৌ স্পর্শ করিতে পারে নাই। তথায় এই পুণ্যকীর্ত্তিসমূহ ধীরে ধীরে গঠিত হইয়া পঞ্চদশ শতাব্দকাল স্বীয় অক্ষয়ত্ব জ্ঞাপন করিতেছে এবং কালের অপহারী শক্তিপ্রভাবে আপন শিল্পকীর্ত্তিসমূহ অধিক নাশ ঘটিলেও আজি পর্য্যন্ত মহাকালের অন্তরালে অন্তর্হিত হইতে পারে নাই। কালে ঐ সকল কোন কোনটী সাধারণের অজ্ঞাতসারে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সমাশ্রয়ে হিন্দুর গৌরবকীর্ত্তি-রূপে পরিচিত হইয়াছে। মণ্ডপেশ্বর, কন্হেরি ও যোগেশ্বরীর গুহামন্দিরগুলি ঐরূপে গঠিত এবং ঐগুলিকে বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করিলে উভয়ধর্ম্মের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য নির্দ্দেশ করা যায় না।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে এই উপবিভাগে ৩টী দেওয়ানী এবং ২টী ফৌজদারী আদালত স্থাপিত হয়। ঠানা নগর এখানকার বিচার সদর।

সালিবাহন, একজন প্রবল পরাক্রান্ত হিন্দুনরপতি। ইনি শালিবাহন বা সাতবাহন নামেও পরিচিত। [ভারতবর্ষ দেখ।]

সালুবগুণ্ড, দাক্ষিণাত্যের বিজয়নগরের একজন রাজা। [বিজয়নগর দেখ।]

সালুব নরসিংহ, দাক্ষিণাত্যের বিজয়নগর রাজ্যের একজন হিন্দু নরপতি। [বিজয়নগর দেখ।]

সালসার (পুং) সালবৃক্ষ। (সুশ্রুত সূ° ৩৮ অ°)

সালা (স্ত্রী) সালঃ প্রাকারো হস্ত্যস্যা ইতি অচ্-টাপ্। গৃহ। (অমর) এই শব্দে তালব্য ও দন্ত্য এই দুই সকার-ই হয়, কিন্তু প্রায়ই এই শব্দ তালব্য শকারে ব্যবহার হইয়া থাকে।

সালাকারী (স্ত্রী) যুদ্ধে পরাজিত নারী।

সালার (স্ত্রী) সালাং স্বাতীতি স্বা-ক। দ্রব্যরক্ষণার্থ ভিত্তিস্থ কীলক, তাগা, খোঁটা, দেওয়ালের গায় কোন দ্রব্য রাখিবার জন্য যে খোঁটা পোতা হয়, তাহাকে সালার কহে।

সালাবৃক (পুং) সালায়া বৃক ইব। ১ কুক্কুর। ২ শৃগাল। ৩ তরক্ষু। এই শব্দে তালব্যশকারাদিক ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

সালাবৃকের (পুং) সলাবৃকের গোত্রাপত্য।

সালিক (দেশজ) পক্ষিবিশেষ।

সালুর (পুং) মণ্ডূক। (শব্দরত্না°)

সালিস (আরবী) মধ্যস্থ, কোন একটী বিবাদ মীমাংসার জন্য যাহাদের উপর ভার দেওয়া যায়।

সালেয়া (পুং) মধুরিকা, মৌরী। (অমরটীকা)

সালিয়ানা (পারসী) জমীদার সরকারে সমস্ত খাজনা।

সালেটেক্রী, মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট জেলার অন্তর্গত একটী নিষ্কর ভূসম্পত্তি। ৩৮টী গ্রাম লইয়া ইহা গঠিত। ভূপরিমাণ ২৮৩ বর্গ মাইল। এই সম্পত্তির অধিকাংশ স্থান পর্ব্বত ও জঙ্গলময়। সোণনদীর তীরবর্ত্তী কএকখানি গ্রাম ব্যতীত সকল স্থানই জঙ্গলময় এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ১৮০০ হইতে ২ হাজার ফিট্ উচ্চ। এখানকার সর্দ্দার প্রাচীন গোঁড় রাজবংশসম্ভূত। তিনি মধ্যে মধ্যে স্বীয় বাসভবন হইতে বহির্গত হইয়া সমতলক্ষেত্রস্থ গ্রামবাসীদিগের নিকট হইতে খাজনার স্বরূপ কিছু কিছু আদায় করিতে আসিতেন। পার্ব্বত্য ঘাট সকল রক্ষা করিবার জন্য গোঁড় সর্দ্দারকে এই সম্পত্তি নিষ্কর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সালেটেক্রী গ্রাম বুঢ়া হইতে ৫০ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত।

সালেম্, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর ইংরাজ শাসনাধীন একটী জেলা। অক্ষা° ১১°২´ হইতে ১২° ৫৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৩৩´ হইতে ৭৯° ৬´ পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ৭৬৫৩ বর্গমাইল। এই জেলা প্রাচীন চের-রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট, এই কারণে মনে হয় চেরম্ শব্দের অপভ্রংশে সেরম্ বা সেলম্ হইতে সেলম্ ও পরে সালেম্ নামের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে।

এই জেলার উত্তরাংশে মহিসুর রাজ্য ও উত্তর আর্কট জেলা, পূর্ব্বে ত্রিচীনপল্লী এবং উত্তর আর্কট জেলার কতকাংশ, দক্ষিণে কোয়ম্বাতোর ও ত্রিচীনপল্লী এবং পশ্চিমে কোয়ম্বাতোর ও মহিসুর রাজ্য। সালেম নগর এখানকার বিচার সদর।

দক্ষিণাংশ ব্যতীত জেলার সর্ব্বত্রই প্রায় পর্ব্বতময়। ঐ অসংখ্য পর্ব্বত-মালার মধ্যে বিস্তৃত প্রান্তররাশি বিরাজিত, উক্ত শৈল-সঙ্ঘের মধ্যে সেবারায় বা শেভারায় সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৫৪১০ ফিট্ উচ্চ, কলরায়ণ ৪০০০ ফিট্, মেলগিরি ৪৫৮০ ফিট্, কোল্লিমলয় ৪৬৫০ ফিট্, পচমলয় ৪০০০ ফিট্, বেলগিরি, ৪৪৪১ ফিট্, যেবাড়ি ৩৮৪০ ফিট্, বট্টিলমলয় ৪০০০ ফিট্, এলবাগী ও বসবৈমলয় ৩৮০০ ফিট্, বোদমলয় ৪০১৯ ফিট্ উচ্চ। ধোপুর শৈলমালা ও থর্টেমলয় গিরিশ্রেণীও উচ্চতায় নিতান্ত কম নহে। এতদ্ভিন্ন এখানে অগণিত খণ্ড খণ্ড গণ্ডগিরি এবং অনতিউচ্চ গিরিরাজি ও বনমালা বিভূষিত হইয়া স্থানীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের গাম্ভীর্য্য উৎপাদন করিতেছে।

ভূপৃষ্ঠের পার্থক্য নিরীক্ষণ করিয়া এই জেলাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। ১ তলঘাট অর্থাৎ পূর্ব্বঘাট পর্ব্বত-মালার পাদমূলস্থ ও কর্ণাটক রাজ্যের সমতলে অবস্থিত সমতল ভূমি; ইহার জল, বায়ু ও ভূপৃষ্ঠস্থ মৃত্তিকা পার্শ্ববর্ত্তী ত্রিচীনপল্লী ও দক্ষিণ আর্কট জেলার অনুরূপ। ২ বারমহাল বিভাগ ঘাট-পর্ব্বত-মালার সমগ্র অধিত্যকা ভূমি ও তাহাদের পাদদেশস্থ প্রদেশ লইয়া গঠিত। ৩ বালাঘাট বিভাগ ঘাটমালার উত্তর-ভাগে মহিসুর রাজ্যের অধিত্যকাভূমির উপর বিস্তৃত।

উপরি বর্ণিত পার্ব্বত্য অধিত্যকাভূমি, কএকটী উপবিভাগে গঠিত হইয়াছে। তন্মধ্যে হোসুর তালুক সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৩ হাজার ফিট্ উচ্চ, ইহার উত্তরাংশ প্রকৃত বালঘাট বিভাগে এবং দক্ষিণাংশ মহিসুর অধিত্যকার নিম্নতম প্রদেশে অবস্থিত। ধর্ম্মপুরী প্রায় ১৫০০ ফিট্ এবং কৃষ্ণগিরি ১৫০০ হইতে ২০০০ ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ অধিত্যকাভূমি লইয়া গঠিত। তিরুপাতুর ও উত্তঙ্করাই তালুকের প্রায় সর্ব্বত্রই সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১০৫০ ফিটের অধিক উচ্চ। যে স্থানে সালেম্ নগর অবস্থিত, তথাকার পার্ব্বত্য প্রদেশ ক্রমশঃ নিম্ন হইয়া সমতল ভূমিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে, তথাপি ঐ স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৯৪৭ ফিট্ উচ্চ হইবে।

এখানকার জলবায়ু শুষ্ক ও মনোহর। দক্ষিণাংশ অপেক্ষা উত্তরাংশ অনেক শীতল। হোসুর উপবিভাগের জলবায়ু অনেকাংশে বঙ্গলুরের মতন।

কাবেরী এই জেলার প্রধান নদী। নামকল তালুকের একটী বহুদূর বিস্তৃত ক্ষেত্রের কৃষিকার্য্য এই নদীর জলে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, এই কার্য্যের জন্য নদীর বামকূল হইতে নালী কাটিয়া ক্ষেত্রাদির ভিতরে জল লওয়া হইয়াছে। পালার নদী তিরুপাতুর তালুকের উত্তর কোণে প্রবাহিত। ইহার জলে স্থানবাসীর যেরূপ উপকার হয়, বন্যায়ও সেইরূপ অপকার করে। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে এই নদীতে ভীষণ বন্যা আসিয়া নদীকূলস্থ বাণিয়াম্বাড়ী নগরের অনেকাংশ ভাসাইয়া লইয়া যায়। তৎপরে ইংরাজ গবর্মেণ্টের আনুকূল্যে অবশিষ্টাংশ বহু ব্যয়ে সংরক্ষিত হইয়াছে। পোন্নার নদী মহিসুর রাজ্যে উদ্ভূত হইয়া হোসুর, কৃষ্ণগিরি ও উত্তঙ্করই তালুকের মধ্য দিয়া দক্ষিণ আর্কটসীমান্তে উপনীত হইয়াছে। এখানে পাম্বর ও বাণিয়ার নামক দুইটী শাখানদী উত্তর ও দক্ষিণ হইতে ইহাতে মিলিত হইয়া মূল নদীর কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে। সনৎকুমার নদী হোসুর ও ধর্ম্মপুরী উপবিভাগের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। বশিষ্ঠ নদী ও শ্বেতনদী আত্তুর জেলাকে জলসিক্ত করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে দক্ষিণ আর্কটে গিয়াছে। ইহা ব্যতীত কাবেরী নদীর উত্তর কূলের বহু শাখা প্রশাখা জেলার নানা স্থানে বিস্তৃত হইয়া প্রজাবর্গের সুখোৎপাদন করিয়াছে।

এখানকার বনমালাসমূহে নানা জাতীয় মূল্যবান্ বৃক্ষ জন্মে, এই কারণে ঐ সকল বন হইতে অনেক অর্থাগমও হইয়া থাকে। সমতল ক্ষেত্র প্রায় বনশূন্য। স্থানীয় উচ্চ পর্ব্বতপৃষ্ঠ ও তাহার অন্তর্গত উপত্যকানিচয় বনমালাসমাকীর্ণ। অধিকাংশ পর্ব্বতের শৃঙ্গমূল হইতে পার্শ্বে ঢালু পাত্র পর্য্যন্ত সানুপ্রদেশ শালবৃক্ষ-সমাচ্ছাদিত। ঐ শালে মধ্যে মধ্যে চন্দনাদি নানা প্রকার মূল্যবান্ বৃক্ষও আছে। জেবাড়ি, বেলগিরিরাঙ্গা ও শেবারয়ে যথেষ্ট শাল ও চন্দনাদি পাওয়া যায়। হোসুর তালুকের দক্ষিণে কাবেরী নদীর তটভূমিস্থ পার্ব্বত্যপ্রদেশ এবং পেন্নাগরম্ নামক স্থানে উৎকৃষ্ট বেণুই বা বাঁশগাছ জন্মে। স্থানে স্থানে জ্বালানি কাঠের জন্য বন রক্ষিত আছে, কোথাও বা শালাদি বৃক্ষের চাস হইয়া বনরক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে।

এই সকল জঙ্গলভূমি হইতে মধু, মোম, রং বা চামড়া পরিষ্কার করিবার জন্য কাষ্ঠ বা বৃক্ষত্বক্, রীটা (soap nut) ফল ও নানাবিধ ভেষজ লইয়া বনবাসী ও অন্যান্য বনবাসী জাতি নিকট-বর্ত্তী সহরে বিক্রয় করিতে আইসে, কোনও স্থলে ঐরূপ বন্য ভেষজাদি উদ্ভিজ্জসংগ্রহের জন্য খাজনা দিতে হয়। হোসুরের জঙ্গলে লাক্ষা উৎপন্ন হয়। এতদ্ভিন্ন এই উপবিভাগের জঙ্গলে ও সমতল প্রান্তরে প্রচুর পরিমাণে তেঁতুল জন্মে, উহাই এতদ্দেশ-বাসীর প্রধান আয়ের সম্পত্তি।

বন্য জন্তুর সংখ্যা এখানে ক্রমশঃই বিরল হইয়া পড়িতেছে। বন্য জাতিরা সর্ব্বদাই সঙ্গে বন্দুক রাখে এবং সম্মুখে যে কোন বন্য জন্তু দেখে, তাহাকেই গুলি দ্বারা নিহত করিয়া গৃহে লইয়া ভক্ষণ করে। জেবাড়ু শৈলে বাইসন নামক মহিষ ও হস্তী দেখা যায়। চিতাবাঘ ও ভল্লুক পার্ব্বত্য প্রদেশের সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। হোসুর তালুকের কোন কোন স্থানে এবং পেন্নাগরমে সাম্বর হরিণ বহু পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। হায়না, অন্যান্য প্রকারের হরিণ, বন্য শূকর, আর্মাডিলো ও মেকড়েবাঘ বনভাগে যথেষ্ট বিচরণ করে। বিভিন্ন ঋতুতে এখানে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের পক্ষী আসিয়া উপবন, শস্যক্ষেত্র ও জলাশয়াদির শোভা বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

অদ্যাপিও এখানকার ভূতত্ব বিশেষ ভাবে আলোচিত হয় নাই। পর্ব্বতমালা নাইস্, গ্রানাইট্ ও ট্র্যাপ্‌স্তরেই সাধারণতঃ গঠিত। পর্ব্বতস্তরের স্থানে স্থানে স্বর্ণস্রোতের সিষ্ট ও পাথর, কোয়ার্টজফেলস্পাথিক্ নাইস্, টালকোষ এবং ক্লোরাইটিক্ পাথর, ম্যাগ্নেটিক লৌহস্তর, স্ফটিকাকার চূণাপাথর, পট্‌ষ্টোন ও খড়ির পাহাড় দৃষ্ট হয়। পোন্নার নদীর প্রবাহে স্বর্ণ পাওয়া যায়। হোসুর তালুকের মহিসুরপ্রান্তে স্বর্ণ আছে বলিয়া সাধারণের ধারণা।

এই জেলার প্রাচীন ইতিহাস দুইভাগে বিভক্ত ; যেহেতু

পূর্ব্বতন কালে ইহার উত্তরার্দ্ধ ও দক্ষিণার্দ্ধ দুইটী প্রতাপশালী প্রাচীন হিন্দু রাজবংশের অধিকারে ছিল। ইহার উত্তরাংশে পল্লববংশীয় রাজগণের রাজ্যভুক্ত ছিল। ঐ রাজবংশ খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে অথবা তাহার পূর্ব্বে কাঞ্চীপুর রাজধানীতে বসিয়া প্রবল প্রতাপে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দে তঞ্জোরের চোলরাজগণ কর্তৃক পল্লবসাম্রাজ্য বিদলিত হয় এবং পল্লবরাজ পরাজিত হইয়া সমগ্র রাজ্য শত্রুহস্তে সমর্পণ করেন। এই সময়ে এই স্থান ব্যতীত তাহাদের শাসনদণ্ড অপর কুত্রাপি পরিচালিত হয় নাই।

এক সময়ে এই পল্লবগণ ভুজ ও বীর্য্যবলে যে বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য করায়ত্ত করেন, তাহার উত্তরসীমা নর্ম্মদাতট ও উড়িষ্যাপ্রান্ত, দক্ষিণে পেন্নার নদী, পশ্চিমে পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালার উত্তর-সীমা এবং পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর ছিল। এই রাজগণ প্রভূত অর্থ-ব্যয়ে একটী পাহাড়ে সাতটী প্যাগোডা বা রথ খোদিত করাইয়াছিলেন। অমরাবতীর বৌদ্ধ স্তূপও এই বংশের অক্ষয়-কীর্ত্তি বলিয়া বিঘোষিত।

দক্ষিণ সালেম্ ভূভাগ প্রাচীন কোঙ্গু রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কোঙ্গুদেশ-রাজক্কল নামক তামিলভাষায় লিখিত রাজোপাখ্যানে এই রাজবংশের যে পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে, খৃষ্টজন্মের সমকাল হইতে এই রাজবংশের উদ্ভব এবং তাঁহারা খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দী পর্য্যন্ত রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের রাজ্যসীমা বর্ত্তমান সালেম্ জেলার দক্ষিণার্দ্ধ এবং কোয়ম্বাতোর জেলা।

কোঙ্গুরাজ্যের প্রথম রাজগণ সূর্য্যবংশীয় এবং পরবর্ত্তী রাজগণ গঙ্গবংশীয় ছিলেন। রট্টবংশীয় সাতজন রাজা লইয়া এখানকার সূর্য্যবংশীয় রাজগণের শাসনারম্ভ। ঐ বংশের প্রথম রাজার নাম বীররায় চক্রবর্ত্তী। প্রাচীন স্কন্দপুরে ইহাদের রাজধানী ছিল। এই কোঙ্গু রাজ্যে সেই প্রাচীনতম যুগে অতি উৎকৃষ্ট ইস্পাত প্রস্তুত হইত। পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের ধারণা এই যে, প্রাচীন মিসরবাসী এই ভারতীয় ইস্পাতে প্রস্তুত অস্ত্রাদি লইয়া আপনাদের মন্দিরে ও স্তম্ভগাত্রে হাইরোগ্লিফিক লিপি উৎকীর্ণ করিতেন। ভারতীয় ইস্পাতের গৌরবের কথা আলেক-সান্দারের বিবরণীতেও প্রকাশ আছে। মহামতি আলেক-সান্দার ভারতে আসিলে পুরুরাজ তাঁহাকে ইস্পাত নির্ম্মিত উপহার প্রদান করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় বা গঙ্গবংশের শাসন সময়ে এই রাজ্যের সীমা উত্ত-রোত্তর উত্তরপশ্চিম অভিমুখে বিস্তৃত হয়। উক্ত রাজবংশীয়-ইতিবৃত্তে যে রাজবংশের তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার সহিত উৎকীর্ণ তাম্রশাসনাদিবর্ণিত রাজগণের অনেক ঐক্য দেখা যায়।

কিরূপে কোঙ্গু রাজ্যের সূর্য্যবংশীয় রাজগণের বিলোপ ঘটিয়াছিল, এই ইতিহাসে তাহার কোন বিবরণ লিপিবদ্ধ নাই। অধিক সম্ভব, মহিসুরের দক্ষিণ প্রদেশীয় গঙ্গবংশীয় কোন সামন্ত রাজা কোঙ্গুর সূর্য্যবংশীয় শেষ নরপতিকে আক্রমণ করেন। যুদ্ধে সূর্য্য-বংশীয় কোঙ্গুরাজের মৃত্যু ঘটিলে তদ্রাজ্য রাজশূন্য হইয়া পড়ে এবং গঙ্গবংশীয় রাজা তাঁহার রাজ্য অধিকার করিয়া লন। এই বংশের তৃতীয় রাজা হরিবর্ম্মদেব অনুমান ২৯০ খৃষ্টাব্দে স্কন্দপুর হইতে রাজধানী তালকাডে পরিবর্ত্তন করেন।

অতঃপর চোলরাজ কর্তৃক কোঙ্গুবিজয় পর্য্যন্ত এতৎপ্রদেশ গঙ্গবংশের অধিকারে থাকে। অনন্তর দাক্ষিণাত্যে বল্লাল-বংশের অভ্যুদয় হইলে ১০৭২ খৃষ্টাব্দের সমকালে সালেম্ জেলা কর্ণাটের বল্লালরাজগণের রাজ্যভুক্ত হয়। কর্ণাটে ৮ জন বল্লাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহার পর অনুমান ১৩৫০ খৃষ্টাব্দে সালেম্ জেলা বিজয়নগররাজবংশের করগ্রাহ থাকে এবং ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগরের অধঃপতনের পরও উহা সম্পূর্ণভাবে বিজয়নগর রাজ্যের সীমাভুক্ত ছিল। অতঃপর বিজয়নগরের প্রাচীন রাজ-বংশীয়দের হস্তে দক্ষিণ বিজয়নগর ও এই প্রদেশ ন্যস্ত থাকে।

খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে সালেম্ জেলা মদুরা-রাজের শাসনাধীনে আইসে। তৎকালে ১৬২০ খৃষ্টাব্দে রবার্ট ডি নোবিলিস্ এই স্থান পরিদর্শন করিয়া যান। ইহার পরবর্ত্তী শতাব্দে হয়দর আলীর অভ্যুদয়কালে এইস্থান ঐতিহাসিক প্রাধান্য লাভ করে। হায়দার আলী দাক্ষিণাত্যে স্বীয় প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য যে সকল যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার অনেকগুলিই এই জেলার মধ্যে সংঘটিত হয়। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে হায়দার আলী বারমহাল অধিকার করিয়া তথায় সেনাসন্নিবেশ করেন। আর্কটে অভিযানকালে এই ছাউনী হইতেই হায়দার-সৈন্য পুনঃ পুনঃ নির্গত হইয়া আর্কট-রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল।

১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে নিজাম আলী ও মহারাষ্ট্রসৈন্য ইংরাজের সাহায্যলাভে হায়দার-দমনে সাহসী হইয়া সদলে তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। ইংরাজ সেনাদল বিশেষ বীরত্ব দেখাইয়াও হায়দারের হস্ত হইতে বারমহাল বিচ্ছিন্ন করিতে সমর্থ হয় নাই। ইংরাজের পরাজয়ে হতাশ্বাস হইয়া নিজাম আলী ইংরাজপক্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক হায়দারের দলে আসিয়া মিলিত হন। এই ঘটনায় বিরক্ত হইয়া ইংরাজ সেনাপতি তাঁহাদের উভয়ের বিরুদ্ধে বিশেষ উদ্যমের সহিত যুদ্ধারম্ভ করেন। বারমহালেই কএকদিন উপর্য্যুপরি উভয় পক্ষে যুদ্ধ ঘটে। নিজাম আলী ইংরাজের এই অসমসাহসিকতা দেখিয়া ভীত ও বিচলিত হইলেন। তিনি ইংরাজকে অপেক্ষাকৃত বলবান্ জানিয়া গোপনে ইংরাজের সহিত সন্ধি করিয়া পাঠাইলেন। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের সহিত

নিজাম আলীর সন্ধি হইল। নিজাম আলী হায়দারকে পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় ইংরাজদলে আসিয়া মিশিলেন।

এই মিলনের ফলে ইংরাজপক্ষ বলশালী হইয়া পড়িলেন। তখন হায়দারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হইল না। ইংরাজগণ একে একে সালেম্ ও কোয়ম্বাটোর জেলায় হায়দারের দুর্ভেদ্য দুর্গসমূহ অধিকার করিয়া লইলেন। দুঃখের বিষয়, ইংরাজের বীরত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিল না। ইহার অনতিকাল পরেই ইংরাজ-সেনাপতি কর্ণেল উড্ কএকটী যুদ্ধে উপর্য্যুপরি পরাস্ত হইলেন। তাঁহার এই পরাজয়ে ক্ষুভিত হইয়া ইংরাজগণ সেনাপতি উড্‌কে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অপসারিত করিয়া লইলেন এবং তাঁহার স্থানে কর্ণেল ল্যাঙ্‌কে নিযুক্ত করিয়া মহোৎসাহে যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন। ল্যাঙ্ সবিশেষ চেষ্টা করিয়াও ক্রুদ্ধ সিংহ হায়দারের গতিরোধ করিতে পারিলেন না। হায়দার ইংরাজদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া পুনরায় একে একে সকল দুর্গগুলিই অধিকার করিয়া বসিলেন। অতঃপর অনন্যোপায় হইয়া ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন।

পুনরায় ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে হায়দার আলীর সহিত যুদ্ধারম্ভ হয়। ঐ যুদ্ধ ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পরও ক্ষান্ত হয় নাই। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পুত্র টিপু সুলতানের সহিত ইংরাজদিগের একটী সন্ধি হয় এবং ঐ সন্ধির সর্ত্তানুসারে উভয় পক্ষে ১৭৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সদ্ভাবে কালাতিপাত করিতে সমর্থ হন। শেষোক্ত বর্ষে টিপু ত্রিবাঙ্কোড় আক্রমণ করিয়া দক্ষিণভারতে পুনরায় অশান্তি জাগাইয়া তোলেন। এই সূত্রে ইংরাজের সহিত আবার টিপুর যুদ্ধ বাঁধে। ইংরাজ-সেনাপতি কর্ণেল কেলী সদলে অগ্রসর হইয়া বারমহাল আক্রমণ করেন। এক বৎসর পরে বারমহাল ইংরাজের করতলগত হয়। এই সঙ্গে টিপুর সহিত ইংরাজের আরও যে কয়টী যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, এইরূপে কিছুকাল যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিয়া টিপু সন্ধি করিতে বাধ্য হন এবং ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে টিপু ইংরাজের সহিত যে সন্ধি করেন, তাহাতে তিনি ইংরাজ পক্ষের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তাঁহাদিগের হস্তে বর্ত্তমান হোসুর তালুক ভিন্ন সমগ্র সালেম জেলা অর্থাৎ তলঘাট ও বারমহাল বিভাগ প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত হন। অতঃপর ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে পরস্পরে সন্ধির সর্ত্ত ভুলিয়া উভয় পক্ষ যুদ্ধার্থ রণক্ষেত্রে নামিলেন। যুদ্ধে টিপু পরাজিত ও নিহত হইলে দাক্ষিণাত্যে ইংরাজশক্তি প্রবল হইয়া উঠিল। ঐ সময়ে মহিসুররাজের সহিত যে বিভাগ লইয়া সন্ধি হয় তাহাতে ইংরাজগণ বালাঘাট বিভাগ বা হোসুর তালুক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সালেম্ জেলা হোসুর, কৃষ্ণাগিরি, তিরুপাতুর, ধর্ম্মপুরী, উত্তঙ্করই, সালেম, শেবারায় শৈল, আত্তুর, তিরুচেঙ্গোড ও নামক্কল নামক দশটী তালুকে বিভক্ত। ঐ উপবিভাগ গুলি দুইটী কলেক্টার ও তিনটী সব কলেক্টারের শাসনাধীন। অপর কয়টী হেড্ এসিষ্টাণ্ট ও সাধারণ ডেপুটী কলেক্টরের অধীন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদিগের করগত হইবার পর এই জেলার আর বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। কেবল মাত্র ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে এই জেলার অন্তর্গত কতকগুলি অধিবাসী উত্তর আর্কট জেলার মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

তলঘাট ও বারমহাল বিভাগ ইংরাজ অধিকারে আসিবার পর কর্ণেল (তৎকালে কাপ্তেন) রীড্ তথাকার শাসনকর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হন। ঐ সঙ্গে তাঁহার সহকারীরূপে কাপ্তেন গ্রাহাম, ম্যাকলিওড্ ও মন্‌রো কার্য্য করিয়াছিলেন। কাপ্তেন মন্‌রো পরে মান্দ্রাজের গবর্ণর হইয়াছিলেন।

রীড্ সালেমের শাসনকর্তৃত্ব প্রাপ্ত হইয়াই সমগ্রস্থান জরিপ করান এবং ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে তাহা রাইয়তি বিলি করিয়া একরূপ খাজনা ধার্য্য করিয়া দেন, এরূপ ব্যবস্থা সাধারণের মনোমত না হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর এখানে জমি বিলি করিতে আদেশ প্রদান করেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে রীড্ ও তাঁহার সেক্রেটারী মন্‌রো মহিসুরযুদ্ধের স্রোতে পড়িয়া তথায় যাইতে বাধ্য হন। অতঃপর গবর্মেণ্ট তাঁহাদিগকে আর এখানে না পাঠাইয়া অপর একজন কর্ম্মচারীর হস্তে এই স্থানের শাসন ও রাজস্ব ব্যবস্থার ভারার্পণ করেন। তাহাতে বিশেষ ফল [illegible] নাই। রীড্ যে প্রদেশ ২০৫টী সম্পত্তিতে বিভাগ করিয়া বার্ষিক ১৭ লক্ষ টাকা আয়ের ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন, কার্য্যানভিজ্ঞ অভিনব কর্ম্মচারিগণের হস্তে পড়িয়া উহা ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ক্রমশঃ ৪।০ লক্ষে পরিণত হয়। এই ভ্রমসংশোধনের জন্য ১৮১৬ খৃষ্টাব্দ হইতে গবর্ণমেণ্ট খাজনার হার কমাইতে আরম্ভ করেন, কিন্তু তাহাতেও রাজস্বসংগ্রহবিষয়ে কোন সুব্যবস্থা হয় নাই। মন্‌রো মান্দ্রাজের গবর্ণর হইয়া আসিয়াও সালেম্ জেলার বিশেষ কোন উন্নতি করিতে সমর্থ হন নাই। অদ্ভুত অবস্থায় ও নানারূপ বিলি বন্দোবস্তের পর অবশেষে ১৮৭১ হইতে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ মধ্যে সমগ্র জেলায় নূতন বন্দোবস্ত হয় এবং তাহাতে কৃষিক্ষেত্র-সমূহের খাজনা প্রায় ১৭।০ লক্ষ নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। ঐ ব্যবস্থা আজিও এখানে বলবৎ আছে।

সালেম্ এই জেলার প্রাচীন নগর। এখানকার লোকসংখ্যা প্রায় ৫১ হাজার। এতদ্ভিন্ন বাণিয়ম্বাডী, তিরুপাতুর, সেন্দমঙ্গলম, কৃষ্ণগিরি, আত্তুর, মুলিপুর, ধর্ম্মপুরী, জলারপেট, তিরুচেঙ্গোড, হোসুর, নামক্কল, ধর্ম্মারপেট্ট ও এতদ্ভিন্ন নগর এখানকার

প্রধান বাণিজ্যস্থান। এই জেলার অনেক স্থানেই প্রাচীন রাজগণের কীর্ত্তিসূচক শিব বা বিষ্ণুমন্দির, শিলালিপি বা প্রস্তরপ্রতিমূর্তিসমূহ দৃষ্টিগোচর হয়। বাহুল্য ভয়ে তৎসমুদায়ের পরিচয় বিবৃত হইল না,

বর্ত্তমানে সালেম্, ধারমপুর, হোসুর, ও অন্যান্য প্রধান প্রধান নগরে পাঠাগার বা সাহিত্যসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সমিতিগুলি স্থানবাসীর শিক্ষার পরিচায়ক। "খোশুরহমন্ ভাণ্ডার" এখানকার জাতীয় জীবনের জলন্ত দৃষ্টান্ত। এই ভাণ্ডার হইতে জেলার অন্যান্য স্থানের সরাইসমূহের ব্যয় প্রদত্ত হয় এবং তাহাতে বহুতর অনাহারী দীন দুঃখীর জীবনযাত্রা নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। সালেম্, খোশুর, জোলারপেট, আতুর ও তিরপাতুরের হাট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

মক্কা, জেরুসাম বা শ্রীরঙ্গমের ন্যায় এই জেলায় বিশেষ কোন তীর্থক্ষেত্র নাই। কিন্তু বহুতর তীর্থযাত্রী উত্তঙ্করই তালুকের তীর্থমলয় নামক স্থানের প্রস্রবণে ও পেন্নার নদীতীর্থস্থ হহুমন্তীর্থ নামক স্থানে এবং হোসুরের পাগোডা (মন্দির), কাবেরী প্রপাতের নিকট অদীপলিমেড় গ্রামে মালেশ্বরকে আগমন করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ধর্ম্মপুরী, মেচেরী, তিরুচেঙ্গোড়, আত্মকল ও অন্যান্য দেবমন্দিরাদিতে প্রতি বৎসর উৎসব হইয়া থাকে। ঐ সকল পর্ব্বোৎসবসময়ে নানা স্থানের লোকে দেবদর্শনে আসিয়া থাকে এবং ঐ সঙ্গে মেলাও বসে। মলয়ালী জাতির প্রধান তীর্থ শেবরায় শৈল ও উত্তঙ্করই উপবিভাগের হরুরের নিকটবর্ত্তী চিত্তেরীমলয় শৈল।

১৮৭২ ও ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের বৈশাখ মাসে এখানে দুইটী ভীষণ ঝড় হয়। ঐ সময়ে ক্ষেত্রে শস্যাদি না থাকায় শস্যের বিশেষ হানি হয় নাই বটে, কিন্তু তাহাতে বহুসংখ্যক গবাদি পশু মরিয়া যায়। শেষোক্ত বর্ষে শরৎকালে আবার পালার নদীতে বন্যা হয়, ঐ বন্যায় পালার নদীতট হইতে বেলগিরি পর্য্যন্ত সমস্ত নদীর অববাহিকা প্রদেশ জলে প্লাবিত হয় এবং তাহাতে বাণিয়াম্বাড়ী নগরের অধিকাংশ জলে বিধৌত হইয়া যায়। ঐ সঙ্গে রেলপথ ও অন্যান্য স্থানের অধিবাসিবর্গেরও বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে উত্তরপশ্চিমে মলয়বায়ু বহিয়া শস্যের বিশেষ ক্ষতি করে। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে মুকনায়কনর শৈলের উত্তরদিকে ভীষণ বৃষ্টিপাত হইয়া চতুর্দ্দিক্ ভাসাইয়া দেয়। ঐ সঙ্গে রেলপথের বাঁধও ভাঙ্গিয়া যায়। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে একটী ভীষণ ঝটিকোৎপাত হয়, তাহাতে আতুর তালুকের সর্ব্বত্র নষ্ট হইয়া যায়। জলের প্রবল স্রোতে নদীগর্ভস্থ প্রত্যেক "এনিকাট" ভগ্ন ও বিধৌত হইয়াছিল এবং ওটেবাসলের নিকটস্থ ট্রাঙ্কেরোডের সুবৃহৎ সেতুও ভাঙ্গিয়া যায়। এই সময়ে নিম্নভাগে বন্যা আসায় বিশেষ ক্ষতি হয় নাই, কেবল মাত্র দুইটী লোক স্রোতোমধ্যে পড়িয়া মারা যায়। অনেক সময়ে বন্যার সময় বা বর্ষে এখানকার পুষ্করিণীর পাড় কাটিয়া স্থানবাসীর বিশেষ ক্ষতি করে, পাড়ের অনেক বাড়ী বা তথাকার কৃষিক্ষেত্রাদি একবারে নিমজ্জিত হইয়া যায়। পঙ্গপাল প্রভৃতি কীট পতঙ্গের উপদ্রবেও এখানকার শস্যাদির বিশেষ ক্ষতি হয়।

এখানে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়। তৎপরে ১৮৫৪-৫৫, ১৮৫৭-৫৮, ১৮৬৬, ১৮৭৬-৭৮ খৃঃ অব্দে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। শেষোক্ত বর্ষের দুর্ভিক্ষে প্রায় ১লক্ষ ৮০ হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।

বস্ত্রবয়নই এখানকার প্রধান শিল্প। প্রায় প্রত্যেক গ্রাম ও নগরেই বস্ত্রবয়নের জন্য তন্তুবায়সমিতির বাস আছে। সালেম্ ও রাশীপুরের তন্তুবায়েরাই উৎকৃষ্ট কাপড় বুনিয়া থাকে। সালেম্ জেলখানায় উৎকৃষ্ট ও শিল্পনৈপুণ্যপূর্ণ চিত্রাদি সমন্বিত কার্পেট প্রস্তুত হয়। এখানে উৎকৃষ্ট ঢালাই পাত্রাদি ও ইস্পাতের অস্ত্র শস্ত্র প্রস্তুত হয়. ছুরি কাঁচিও সামান্য পরিমাণে প্রস্তুত হয় বটে, কিন্তু তাহা উৎকৃষ্ট। চিনি কার্পাস, চর্ম্ম, নীল, সোরা, লবণ, নানা প্রকার শস্য, সুপারি, নারিকেল, তামাক, কফি, কার্পাসবস্ত্র ও নানা প্রকার অন্যান্য দ্রব্য লইয়াই এখানকার প্রধান কারবার।

রেলপথ ব্যতীত এখানে গিরিপথ দিয়াও নানাস্থানে বাণিজ্য চলিয়া থাকে। ঐ সকল গিরিপথের মধ্যে চেঙ্গমসঙ্কট দিয়া তিরুপাতুর হইতে এই পথে দক্ষিণ আর্কটে যাওয়া যায়। তোপুর ঘাট—শেবরায় ও খোশুর শৈলমালার মধ্যে এই গিরিপথ অবস্থিত। খোশুর ও মুকনুর ঘাট দিয়া জেলার দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব্ব হইতে পণ্য দ্রব্য শকট-যোগে ধর্ম্মপুরীতে নীত হয়। রায়কোট্টই সঙ্কট দিয়া কৃষ্ণগিরি হইতে বাগালুরে যাওয়া যায়। মঙ্গী ও কোট্টইপট্টি গিরিপথে সালেম ও আতুর হইতে উত্তঙ্করই উপবিভাগের নানা স্থানে দেশীয় বণিকেরা পণ্য দ্রব্য লইয়া গমনাগমন করে। অঞ্চিট্টিঘাট নামক সঙ্কটপথে কাবেরী উপত্যকা হইতে বাঙ্গালুরের দিকে গমন করা যায়; কিন্তু পথ অতি দুর্গম বলিয়া লোকে সচরাচর এই পথে গমন করে না।

২ উক্ত জেলার মধ্যভাগে অবস্থিত এক একটী তালুক, অক্ষা° ১১° ২৩´ হইতে ১১° ৫৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৫১´ হইতে ৭৮° ৩৫´ পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ১০৭২ বর্গ মাইল। ১১টী থানা লইয়া এই উপবিভাগ গঠিত। কফি, চা, ও নীল এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। মান্দ্রাজ রেলপথের দক্ষিণপশ্চিম শাখা এই উপবিভাগের মধ্য দিয়া গিয়াছে।

এই তালুকের অন্তর্গত অমরগোন্তী, কোলিম জোলার, নক-

পাল্লী, মালুর, পোত্তিপুরম্, পোলাম্পাড়ি, তারমঙ্গলম্ ও বেলব-পাড়ি গ্রামে প্রাচীন মন্দির, শিলালিপি ও তাম্রশাসনাদি পাওয়া যায়। তারমঙ্গলের শিবমন্দিরে ১৩ খানি শিলাফলক দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে লঙ্কাপুরীবিজেতা রাজা শ্রীবীর,রবরায়ের রাজত্বের ৩য় বর্ষে অর্থাৎ ৯০৮ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ শিলাফলকই বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধিৎসু প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের উহা আলোচনার সামগ্রী।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচারসদর। অক্ষা° ১১° ৩৮´ ১০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ১১´ ৫৭´´ পূঃ। মিউনিসিপালিটী থাকায় নগরটী আবর্জ্জনাহীন হইয়াছে। এখানে ডিষ্ট্রিক্ট জজের আদালত, মাজিষ্ট্রেট কোর্ট, মুনসফি আদালত, জেলখানা, দুইটী গির্জ্জা, স্কুল, হাসপাতাল ও মেমোরিয়াল [illegible] আছে।

নগরটী উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। নগরবাসীর মধ্যে হিন্দু প্রায় ৯০ ভাগ। দেশীয় অধিবাসিবর্গ নগরের যে অংশে বাস করে, তাহা তিরুমণিমুত্তার নামক নদী দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত। স্থানীয় য়ুরোপীয় অধিবাসীরা হস্তম্পট্টি নামক উপকণ্ঠে বাস করে। নগরোপকণ্ঠের প্রায় ৩॥০ মাইল দূরে সুর-মঙ্গলম্ নামক স্থানে রেলষ্টেশন আছে। নগরের পূর্ব্বাংশে মহাজন বণিক্ ও রাজকর্ম্মচারিগণের বাস দেখা যায়। দক্ষিণাংশে গুগাই নামক স্থানে তন্তুবায়সমিতি বস্ত্রবয়ন ও বিক্রয় লইয়া ব্যাপৃত আছে। পশ্চিম দিকে প্রাচীন দুর্গাংশ ও শিবপেট নামক মেলাস্থান। এই খানে প্রতি বৃহস্পতিবারে সাপ্তাহিক হাট ও মেলা বসে। গড়ের সমীপদেশে রাজকীয় অট্টালিকাসমূহ নির্ম্মিত হইয়াছে এবং উহার মধ্যস্থিত মহাল নামক অট্টালিকাংশে পূর্ব্বে স্থানীয় নায়করাজ্যের প্রাসাদ বিদ্যমান ছিল।

সালেম্ নগর বাণিজ্যপ্রধান। তথাকার কার্পাসবস্ত্রই তাহার প্রধান পণ্য। পূর্ব্বে এখানে জ্বর ও বিসূচিকার বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব ছিল। মিউনিসিপালিটী স্থাপিত হওয়ার পর নগরের স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এখন আর বড় বিশেষ রূপ পীড়ার প্রকোপ নাই। নগরটী সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৯০০ ফিট্ উর্দ্ধে স্থাপিত। উহার পশ্চাতে ৬ মাইল দূরে সেবারায় শৈল উন্নতশিরে দণ্ডায়মান। পর্ব্বতের অধিত্যকাদেশে উঠিবার জন্য নগর হইতে একটী রাস্তা আছে। উহা প্রায় ৭ মাইল। এখানে সেনাবলরক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা না থাকিলেও সময় সময় এখানে কএকবার যুদ্ধও হইয়া গিয়াছে। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন উড্ প্রথমে এই নগর অধিকার করিয়াছিলেন।

এখানে একটী প্রাচীন শিবমন্দির আছে। ঐ শিবমন্দির একটী তীর্থ-রূপে গণ্য, উহার একাংশে কতকগুলি শিলালিপি দৃষ্ট হয়। গুগাই নামক নগরাংশে একটী গুহা আছে, কিংবদন্তী এই যে ঐ স্থানে পূর্ব্বে একজন যোগী সন্ন্যাসী বাস করিতেন। স্থানীয় কলেক্টার আপিসে কতকগুলি প্রাচীন সনদ ও শিলালিপির অনুবাদ রক্ষিত আছে। নদীকূলে দুএকটী জৈনমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়।

সালেম্, (চিন সালেম্ বা ছোট সালেম্), মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণ আর্কট জেলায় কল্লকুর্চি তালুকের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ১১° ৩৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৫৫´ ৩০´´ পূঃ।

সালেয় (পুং) মধুরিকা, চলিত মৌরি।

সালোক্য (ক্লী) সলোকস্য সমানলোকস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। ১ সলোকতা, তুল্যলোকত্ব, সমানলোকতা, এক লোকে বাস। ২ পাঁচ প্রকার মুক্তির মধ্যে এক প্রকার মুক্তি। যে মুক্তিতে ভগবানের সহিত এক লোকে বাস হয়, তাহাকে সালোক্যমুক্তি কহে। [মুক্তি ও সাযুজ্য দেখ।]

সালোক্যতা (স্ত্রী) সালোক্যস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সালোক্যের ভাব বা ধর্ম্ম, সমান লোক।

সালোহিত (ক্লী) আত্মীয়। (দিব্যা° ১১১।৬)

সাল্ব (পুং) বিষ্ণুদ্বেষিরাজবিশেষ। (হেম) মহাভারতের কর্ণ-পর্ব্বে লিখিত আছে যে, ইনি সৌভদেশের অধিপতি ছিলেন। ২ তদ্দেশস্থ। (ত্রি) ৩ তদ্দেশসম্বন্ধী।

সাল্বহন্ (পুং) সাল্বং হন্তীতি হন-কিপ্। বিষ্ণু। (হেম)

সাল্বিক (পুং) পক্ষিবিশেষ। চলিত শালিকপাখী।

'শবমনঃ স্বল্পচূড়ো পুষ্পলক্ষণ সাল্বিকঃ।' (শব্দচন্দ্রিকা)

সাল্হ (পুং) আচার্য্যভেদ। (তারনাথ)

সাল্হণ (ত্রি) সাল্হণিসম্বন্ধীয়।

সাল্হণি (পুং) সল্হণের গোত্রাপত্য। (বার্ত্ত°)

সাব (পুং) সোমাভিষব। "অস্মাং সাব মহুষ।" (ঋক্ ১০।৪৯।৭)

'সাবঃ সোমাভিষবঃ' (সায়ণ)

সাবক (ত্রি) শিশু। [শাবক দেখ।]

সাবধারণ (ক্লী) অবধারণেন সহ বর্ত্তমানঃ। অবধারণ অর্থে নিশ্চয়, নিশ্চয়ের সহিত বর্ত্তমান, নিশ্চয়বিশিষ্ট।

সাবধান (ত্রি) অবধানেন সহ বর্ত্তমানঃ। অপ্রমত্ত, অবহিত, সতর্ক, মনোযোগী।

"আপন্নস্ত মহাভাগা বিদ্বেষো বরপ্রদাঃ।

যে চাত্র বিহিতাঃ প্রাজ্ঞে সাবধানা ভবন্ত তে।" (প্রাকৃত°)

সাবকাশ (ত্রি) অবকাশের সহিত বর্ত্তমান, অবকাশযুক্ত।

সাবগ্রহ (ত্রি) অবগ্রহেণ সহ বর্ত্তমানঃ। অবগ্রহযুক্ত, অবগ্রহ-বিশিষ্ট।

সাবজ্ঞ (ত্রি) অবজ্ঞয়া সহ বর্ত্তমানঃ। অবজ্ঞার সহিত বর্ত্তমান, অবজ্ঞাযুক্ত, অবজ্ঞাবিশিষ্ট।

সাবড়া, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর খান্দেশ জেলার অন্তর্গত একটী

উপবিভাগ। ৪টী নগর ও ১৭৮টী গ্রাম লইয়া ইহা গঠিত। ভূপরিমাণ ৫৫৩ বর্গমাইল। এই উপবিভাগ খান্দেশ জেলার উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত এবং যাবল ও রাবেরী বিভাগ ইহার অন্তর্ভুক্ত। সমগ্র উপবিভাগ সমতল প্রান্তর ও জঙ্গলে পূর্ণ। নদী নালা বিশেষ নাই, যে সামান্য জল আছে তাহাতে চাসবাস যথেষ্ট চলে। তাপ্তী ও সুকিনদীর তীরবাসীরা বেশ জল পায়। উত্তরে সাতপুরা-শৈলমালা প্রাচীরের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠমাস পর্য্যন্ত এখানে দারুণ গ্রীষ্ম পড়িলেও স্থানীয় স্বাস্থ্য সাধারণতঃ উত্তম। ২ উক্ত জেলার উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর ও বিচার সদর। অক্ষা° ২১°৮´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°৫৩´ পূঃ। এখানে গ্রেট-ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলবর্ত্মের একটী ষ্টেশন আছে। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে নিজাম উহার স্বত্ব ত্যাগ করিয়া পেশবাকে এই নগর প্রদান করেন। সর্দার রাস্তের কন্যার পাণিগ্রহণের পর পেশবা ঐ সম্পত্তি রাস্তেকে দান করেন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে রাজস্বস্থিরীকরণার্থে যখন এই স্থানে জরিপের ব্যবস্থা হয়, তখন প্রায় ১৫ হাজার লোক উহার বিরোধী হইয়া বিদ্রোহের সূচনা করে। অবশেষে গবর্ণমেণ্টের আদেশে তাহাদের ঔদ্ধত্যদমনের জন্য একদল সেনা প্রেরিত হয় এবং তাহারা ৫৯ জন বিদ্রোহী দলপতিকে ধরিয়া লইয়া যায়। মিউনীসিপালিটী স্থাপিত হইবার পর এই নগরের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। তুলা, জোয়ার, মসিনা ও গম এখানকার প্রধান বাণিজ্য পণ্য। প্রতি সপ্তাহে এখানে হাট হয় এবং ঐ হাটে নিমার ও বেরার হইতে বহুসংখ্যক গবাদি পশু আনীত হইয়া বিক্রীত হয়।

সাবদ্য (ত্রি) অবদ্যেন সহ বর্ত্তমানঃ। অবদ্য অর্থে নিন্দা, নিন্দার সহিত বর্ত্তমান। নিন্দাযুক্ত, নিন্দাবিশিষ্ট।

সাবধারণ (ক্লী) অবধারণেন সহ বর্ত্তমানঃ। অবধারণ অর্থে নিশ্চয়, নিশ্চয়ের সহিত বর্ত্তমান, নিশ্চয়যুক্ত, নিশ্চয়বিশিষ্ট।

সাবধি (ত্রি) অবধিযুক্ত, অবধিবিশিষ্ট।

সাবন (পুং) মুনিবিশেষ। (সহ্যাদ্রি ৩৩।১৭৯)

সাবন (পুং) সবনস্যায়মিতি অণ্। ১ যজ্ঞকর্ম্মান্ত, যজ্ঞ কর্ম্মের শেষকে সাবন কহে। ২ যজমান। ৩ বরুণ। (মেদিনী) ৪ দিবসবিশেষ, সাবন দিন, এক দিবারাত্রে সাবন দিন হয়।

"তিথ্যৈকেন দিবসশ্চান্দ্রমাসে প্রকীর্ত্তিতঃ।
অহোরাত্রেণ চৈকেন সাবনো দিবসঃ স্মৃতঃ॥" (মলমাসতত্ত্ব)

একটী তিথির পরিমাণানুসারে যে দিন হয়, তাহাকে চান্দ্রদিন, এবং এক অহোরাত্র দ্বারা যে দিন হয় তাহাকে সাবনদিন কহে অর্থাৎ তিথিঘটিত দিনকে চান্দ্রদিন, এবং এক অহোরাত্রাত্মক কালকে সাবনদিন বলা হয়। সূর্য্যসিদ্ধান্তে লিখিত আছে—

"সাবনেন তথা মাসি ত্রিংশৎসূর্য্যোদয়াঃ স্মৃতাঃ।
উদয়াদুদয়াদ্ভানোর্ভৌমসাবনবাসরাঃ।
সূতকাদিপরিচ্ছেদো দিনমাসাব্দপাস্তথা।
মধ্যমগ্রহভুক্তিশ্চ সাবনেন প্রকীর্ত্তিতঃ॥" (সূর্য্যসিদ্ধান্ত)

অদ্য সূর্য্যোদয় হইতে আগামী কল্য সূর্য্যের উদয় অবধি এই ৬০ দণ্ডাত্মক দিবারাত্রিরূপ যে কাল, তাহাই সাবন-দিন। এই দিনের স্থূল পরিমাণ রবি যে অংশে উদয় হন, সেই অংশমানের ত্রিশ ভাগের একভাগের সহিত নাক্ষত্র ৬০ দণ্ড হয়, কিন্তু সূর্য্যের কখন মন্দ, এবং কখন শীঘ্র গতি দ্বারা রাশিচক্রের বক্রতাপ্রযুক্ত এই সাবনদিনের হ্রাসবৃদ্ধি হয়। অতএব এই সাবন দিনের প্রতি দিনেই পরিমাণের কিঞ্চিৎ ভিন্নতা হইয়া থাকে। সাম্বৎসরিক সাবন দিন সকলকে সমান করিয়া বিভক্ত করিলে নাক্ষত্রমানের কিঞ্চিৎ অধিক ৬০ দণ্ডে যে এক এক দিন হয়, তাহাকে মধ্যম সাবন দিন কহে। সৌর বৎসরে নাক্ষত্র দিনাপেক্ষায় সাবন একদিন ন্যূন হয়, সুতরাং এই পরিমাণে নাক্ষত্র ও এই মধ্যম সাবন কালের ন্যূনাতিরেক হয়।

সাবন ৩০ দিনে এক সাবন মাস হয়, আবার সাবন ১২মাসে সাবন একবৎসর হয়। যে কোন দিন হইতে আরম্ভ করিয়া ৩০ দিন পর্য্যন্ত এক সাবন মাস হয় অর্থাৎ এ মাসের ৫ঠা হইতে পরবর্ত্তী মাসের ৪ঠা পর্য্যন্ত যে ত্রিশ দিন, তাহাই এক সাবন মাস। এই সাবন বার মাসে এক সাবন বৎসর।

"চান্দ্রঃ শুক্লাদিদর্শান্তঃ সাবনস্ত্রিংশতা দিনৈঃ।
একরাশৌ রবির্যাবৎ কালং মাসঃ স ভাস্করঃ॥" (মলমাসতত্ত্ব)

সাবন বৎসরে সৌর বৎসরাপেক্ষা ৫ দিন, ১৫ দণ্ড, ৩১ বিপল, ও ২৪ অনুপল ন্যূন হয়, এই সাবনদিনও নাক্ষত্র অহোরাত্রির ন্যায় দণ্ড, পল, বিপল ও অনুপলে বিভক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং সৌরবৎসরে সাবন ৩৬৫ দিন, ১৫ দণ্ড, ৩১ পল, ৩১ বিপল ও ২৪ অনুপল হইয়া থাকে। সাবন মাসানুসারেই সংস্কারাদি কার্য্য হইয়া থাকে।

"সূতকাদিপরিচ্ছেদো দিনমাসাব্দপাস্তথা।
মধ্যমগ্রহভুক্তিশ্চ সাবনেন প্রকীর্ত্তিতঃ॥
আদিত্যে পিতৃকৃত্যে চ মাসশ্চান্দ্রমসঃ স্মৃতঃ।
বিবাহাদৌ স্মৃতঃ সৌম্যো যজ্ঞাদৌ সাবনো মতঃ॥
অত্র আদিপদেন সংক্রান্তিবৃদ্ধিপ্রায়শ্চিত্তচূড়াদাশৌচগর্ভাধান-পুংসবনসীমন্তোন্নয়ননামকরণান্নপ্রাশননিষ্ক্রামণচূড়াদিগ্রহণং।"
(মলমাসতত্ত্ব)

অশৌচও এই সাবন মাসানুসারে গ্রহণ করিতে হয়। ইহাতে সৌর বা চান্দ্রমাসের গ্রহণ হইবে না। একমাস অশৌচ হইবে বলিলে যে দিন হইতে অশৌচ আরম্ভ হইয়াছে, সেই দিন হইতে

ত্রিংশৎ অহোরাত্রেই অশৌচ কাল, ইহাই বুঝিতে হইবে। যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম—যজ্ঞ, কৃষি, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, প্রায়শ্চিত্ত, আবুর্দায়, অশৌচ, গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, নিষ্ক্রামণ, ও চূড়াকরণ এই সকল কার্য্য সাবন মাসানুসারেই হইয়া থাকে।

শাস্ত্রে বিধান আছে যে জাতবালকের ৬ বা ৮ মাসে অন্নপ্রাশন দিবে। সুতরাং এই স্থলে ৬মাস বলিলে বুঝিতে হইবে যে যে দিন জন্ম হইয়াছে, সেই দিন হইতে ১৫০ দিনের বা ১৮০ দিনের মধ্যে অন্নপ্রাশন দিবে। সাবনমাস স্থলে এইরূপ নিয়মানুসারেই সকল ধরিতে হইবে।

সাবন বৎসরাপেক্ষা সৌর বৎসর যে ৫ দিন ১৫।৩১।৩১।২০ ন্যূন হয় ইহা সত্য, কিন্তু স্থূল ভাবে ধরিলে ৬ দিন অধিক ধরিয়া লইতে হয়।

"সৌরেণাব্দস্য মানেন যদা ভবতি ভার্গব।
সাবনেন চ মানেন দিনষট্ কং প্রপূর্য্যতে॥
সৌরসম্বৎসরে দিনষট্‌কাধিকঃ সাবনঃ সম্বৎসরো ভবতি"।
(মলমাসতত্ত্ব)

সৌর বৎসরে ৬ দিন অধিক ধরিয়া লইলে সাবন-বৎসর হয়। জ্যোতিষোক্ত দশাবিচারস্থানে কেহ কেহ সাবনশুদ্ধি করিয়া লইয়া থাকেন। ইহা লইয়া বিশেষ মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ বলেন, সাবনশুদ্ধি করিতে হইবে না, আবার কেহ বলেন, সাবনশুদ্ধি ব্যতীত দশাফলই মিলিবে না। ৪০।৫০ বৎসর সময়ে যদি জাতকের সাবনশুদ্ধি করিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে প্রতিবৎসরে ৫ দিন ৩১ দণ্ড ইত্যাদি সূক্ষ্ম বা স্থূল ৬ দিন ধরিয়া লইলে সৌর বৎসরাপেক্ষা সাবন বৎসর অনেক অধিক হয়, সুতরাং তখন দশারই ভিন্নতা হইয়া থাকে, অতএব দশাফলের অনেক তারতম্য হইয়া পড়ে, কিন্তু ফলিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সাবনশুদ্ধির আবশ্যকতা নাই, সাবনশুদ্ধি না করিলে ফল মিলিতে দেখা যায়।

সাবনমল্ল, মুলতানের একজন শাসনকর্তা। ইনি ১৮০২ খৃষ্টাব্দে মহারাজ রণজিৎসিংহের নিকট হইতে দেওয়ানী খাঁ বন্দোবস্ত করিয়া লন। ১৮২৯ হইতে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি মুলতান শাসন করেন। [মুলতান দেখ।]

সাবন্ত, উড়িষ্যার অন্তর্গত কেউঁঝর-রাজ্যবাসী আদিম জাতিবিশেষ। উৎকলীয় ভাষায় ইহারা সাঁওং নামে পরিচিত।

সাবন্তবাড়ী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত একটী দেশীয় সামন্তরাজ্য। পলিটিকাল সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত। অক্ষা° ১৫° ৩৮´ ৩০″ হইতে ১৬° ১৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ৩৭´ হইতে ৭৪° ২০´ পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ৯০০ বর্গ মাইল।

এই রাজ্যের উত্তরপশ্চিম সীমায় ইংরাজাধিকৃত রত্নগিরি জেলা, পূর্ব্বে সহ্যাদ্রি শৈলমালা এবং দক্ষিণে পর্ত্তুগীজদিগের অধিকৃত গোয়ারাজ্য। এই রাজ্যের প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়ই মনোরম। সমুদ্রোপকূল হইতে সহ্যাদ্রিপাদমূল পর্য্যন্ত ২০ হইতে ২৫ মাইল বিস্তৃত ভূমিভাগ বনমালাসমাচ্ছাদিত শৈলশ্রেণীতে পূর্ণ। উহাদের মধ্যস্থিত উপত্যকানিচয় সুরম্য উপবন এবং নারিকেল ও সুপারির বাগানে পরিশোভিত। এখানে কার্লি ও তেরেখোল নামে খরপ্রবাহ দুইটী ক্ষুদ্র নদী আছে। নদীর মোহানাগুলি অতি বিস্তৃত, দেখিলেই সমুদ্রের খাড়ি বলিয়া ভ্রম হয়। মোহানা হইতে তেরেখোল বক্ষে ১২ মাইল ও কার্লি নদীতে ১৫ মাইল পথ ক্ষুদ্র নৌকাযোগে যাওয়া যায়।

সহ্যাদ্রি সন্নিহিত বনভাগে সেগুন, আবলুস, খদির ও জাম গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। সমুদ্রতীরে কাটাল, আম ও কোকো গাছ যথেষ্ট জন্মে। কোকোফল হইতে কোকম্ নামে একপ্রকার তৈল প্রস্তুত হয়। খাদ্যোপযোগী নানা প্রকার ফল এবং ধান্য ও কলাই প্রভৃতি শস্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। তিল, শণ, গাঁজা, মরিচ, লঙ্কা ও কফি প্রভৃতিরও চাষ আছে।

সহ্যাদ্রিশৈলের রামঘাট নামক স্থানের সন্নিহিত প্রদেশে খনিজ লৌহ পাওয়া যায়। গৃহাদি নির্ম্মাণোপযোগী আকেটা ও লেটারাইট পাথরের অভাব নাই। সহ্যাদ্রির বনভাগে বাঘ, চিতা, বাইসন, মহিষ ও সম্বরাদি হরিণ দেখিতে পাওয়া যায়।

এখানে পূর্ব্বে লবণ প্রস্তুত হইত; এখন রাজাদেশে তাহা বন্ধ হইয়াছে। চর্ম্ম ও বস্ত্রের উপর সোণালী ও রূপালী সাঁচ্চা সল্‌মার কাজ করা দ্রব্যাদি, খসখসের পাখা, পেটরা ও বাক্স, সোণারূপাতে বাহারি কাজ করা পাশপাত, তাস, মহিষের শৃঙ্গে প্রস্তুত নানারূপ গৃহসজ্জা, গালার খেলনা ও মাটীর পুতুল প্রভৃতি শিল্পব্যবসাই এখানকার অধিবাসিবর্গের একমাত্র উপজীবিকা।

এখানে রেলপথ নাই। বাণিজ্যের সুবিধার্থ বেঙ্গুর্লা বন্দর হইতে একটী বড় রাস্তা সহ্যাদ্রি পর্য্যন্ত আনীত হইয়াছে। ঐ পথ দিয়া পণ্যদ্রব্য সকল বেলগাম্ ও দক্ষিণ মরাঠা রাজ্যসমূহে নীত হইয়া থাকে। সহ্যাদ্রিপৃষ্ঠে রামঘাট, ফোণ্ডাঘাট ও কনাঘাট নামক গিরিপথ দিয়া দাক্ষিণাত্যে যাওয়া যায়।

প্রাচীন শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ হইতে ৮ম শতাব্দ পর্য্যন্ত এই স্থানে চালুক্যরাজবংশের অধিকার বিস্তৃত ছিল। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দে যাদবরাজগণ এই স্থানে শাসনদণ্ড বিস্তার করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দে (৯৭৩ খৃঃ) চালুক্যগণ পুনরায় এই প্রদেশ অধিকার করিয়া রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দে অনুমান ১৩৯১ খৃষ্টাব্দে বিজয়-

নগর রাজবংশের একজন কর্ম্মচারী এখানকার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দের মধ্যভাগে এখানে একটী স্বতন্ত্র ব্রাহ্মণরাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। ঐ রাজবংশ কিছুদিন স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিবার পর, উক্ত শতাব্দীর শেষভাগে অভ্যুত্থিত বিজাপুর-রাজবংশের হস্তে পরাজিত হন এবং বিজাপুর রাজগণ স্বহস্তে এতৎপ্রদেশ শাসন করিতে থাকেন। অনুমান ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে মঙ্গসাবন্ত নামক ভোঁসলে বংশীয় একজন মহারাষ্ট্রনেতা বিজাপুর-রাজবংশের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া বাড়িনগরের সম মাইল দূরবর্ত্তী হোড়বরা নামক স্থানে স্বাধীনতাধ্বজা উত্তোলন করেন। বিজাপুররাজ এই উদ্ধত মহারাষ্ট্রযুবককে সমুচিত দণ্ড দিবার জন্য সেনা প্রেরণ করিলে তাহারা মহারাষ্ট্রহস্তে বিশেষরূপে পরাজিত হয়। মঙ্গ তাঁহার জীবিতকাল পর্য্যন্ত স্বাধীনভাবেই এতৎপ্রদেশ শাসন করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বংশধরগণ পুনরায় বিজাপুর-রাজের অধীনতা স্বীকার করেন।

অবশেষে খেম সাবন্ত ভোঁসলে মুসলমান হস্ত হইতে এই দেশ স্বাধীন করেন। খেম সাবন্ত ১৬২৭ হইতে ১৬৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র সোম সাবন্ত সিংহাসন প্রাপ্ত হন। তিনি কেবল মাত্র অষ্টাদশ মাসকাল রাজত্ব করিলে, তাঁহার ভ্রাতা লক্ষ্ম সাবন্ত রাজ্যলাভ করেন। ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে ছত্রপতি শিবাজীর প্রবল প্রতাপ মহারাষ্ট্রদেশে বিঘোষিত হইলে, লক্ষ্ম শিবাজীর নিকট বশ্যতা স্বীকার করেন এবং সমগ্র দক্ষিণ কোঙ্কণের 'সরদেশাই' পদ প্রাপ্ত হন। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার ভ্রাতা ফোন্দ সাবন্ত সিংহাসনে অভিষিক্ত হন এবং দশ বৎসর রাজত্ব করেন। অনন্তর তৎপুত্র দ্বিতীয় খেম সাবন্ত এই দেশের রাজা হন। ইনি শিবাজীর পৌত্র সাহুর সমসাময়িক ব্যক্তি। সাহু কোলাবরের শাসনকর্ত্তার সহিত সমভাগে সালসি মহলের অর্দ্ধেক রাজস্ব ইঁহাকে প্রদান করিবার বন্দোবস্ত করেন। ২য় খেমের বংশধরের রাজত্বকালে (১৭০৯-১৭৩৭) সাবন্তবাড়ী রাজ্য প্রথমে ইংরাজরাজের সম্পর্কে আসে।

১৭৫৫ হইতে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মহাদেব সাবন্ত সাবন্তবাড়ীতে রাজত্ব করেন। তিনি ১৭৬৩ খৃঃ অব্দে জয়াজী সিন্ধিয়ার কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এই জন্য তিনি দিল্লীর সম্রাট্ কর্ত্তৃক রাও বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। খেম সাবন্তের রাজসভায় দর্শন করিয়া কোলহাপুরের পরস্ত্রীকাতর শাসনকর্ত্তা অনতিবিলম্বে সাবন্তবাড়ীর কএকটী পার্ব্বত্য দুর্গ অধিকার করেন, কিন্তু সিন্ধিয়ার সাহায্যে খেম সাবন্ত পুনরায় সেই দুর্গগুলি হস্তগত করেন। তিনি কেবল মাত্র যুদ্ধযুদ্ধে সন্তুষ্ট না হইয়া, অবশেষে জলদস্যুর কার্য্য করিতেও প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার সমুদায় রাজত্বকাল কোলহাপুরের শাসনকর্ত্তার সহিত এবং পেশবা, পর্ত্তুগীজ ও ইংরাজগণের সহিত যুদ্ধবিগ্রহাদিতে অতিবাহিত হইয়াছিল। খেম সাবন্তের নিঃসন্তান অবস্থায় ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হইলে, উত্তরাধিকারিত্ব লইয়া রাজ্য মধ্যে ঘোরতর গোলযোগ উপস্থিত হয়। অতঃপর ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে খেম সাবন্তের বিধবা পত্নী লক্ষ্মীবাই, রামচন্দ্র সাবন্ত ওরফে ভাউ সাহেবকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিলে এই গোলযোগ মিটিয়া যায়। কিন্তু তিন বৎসর পরে শত্রুরা এই বালককে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিলে, ফোন্দ সাবন্ত নামে একজন নাবালক তাহার স্থলে নির্ব্বাচিত হয়। এইরূপ অরাজকতার সময়ে বন্দর সকল জলদস্যু কর্ত্তৃক ক্রমাগত উৎপীড়িত হইয়াছিল। এই কারণে ইংরাজের বাণিজ্যবিষয়ে বিশেষ ক্ষতি হয় এবং ১৮১২ খৃষ্টাব্দে ফোন্দ সাবন্ত ইংরাজের সহিত সন্ধিসংস্থাপনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বেন্‌গুর্লা বন্দর প্রদান করিতে এবং যুদ্ধের জাহাজ সকল তাঁহাদিগের হস্তে অর্পণ করিতে বাধ্য হন। এই সন্ধির অব্যবহিত পরে তাঁহার মৃত্যু হয় এবং তাঁহার অষ্টমবর্ষীয় পুত্র রাজ্য প্রাপ্ত হন। এই বালক সাবালক হইয়াও রাজ্য পরিচালন করিতে অসমর্থ হইলে এবং রাজ্য মধ্যে উপর্য্যুপরি বিদ্রোহ ও অশান্তি উপস্থিত হইলে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংরাজরাজের হস্তে এই রাজ্যের শাসনভার প্রদান করেন। তাহার পরেও ১৮৩৯ এবং ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে দুইবার তথায় বিদ্রোহবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, কিন্তু শীঘ্রই এই বিদ্রোহানল নির্ব্বাপিত [illegible] এবং এখন পর্য্যন্ত তথায় শান্তি বিরাজ করিতেছে।

এক্ষণে সাবন্তবাড়ীর সরদেশাই ইংরাজরাজের পরামর্শানুসারে রাজ্যপরিচালনা করিয়া থাকেন। এই স্থানের শাসনকর্ত্তার সম্মানার্থ নয়টী তোপধ্বনি হয়। রাজ্যের বাৎসরিক আয় প্রায় পাঁচলক্ষ টাকা। রাজার অধীনে ৪৩৬টী সৈন্য লইয়া একটী ক্ষুদ্র সৈন্যবিভাগ আছে। এই সৈন্যবিভাগ সাবন্তবাড়ী লোকাল কোর বা সাবন্তবাড়ীর স্থানীয় সৈন্য-বিভাগ নামে অভিহিত হয়।

সাবমর্দ্দ (ত্রি) অবমর্দযুক্ত।

সাবসান (ত্রি) অবসানেন সহ বর্ত্তমানঃ। অবসানের সহিত বর্ত্তমান, অবসানযুক্ত, অবসানবিশিষ্ট, শেষযুক্ত।

সাবয়ব (ত্রি) অবয়বেন সহ বর্ত্তমানঃ। সহ, অবয়বের সহিত বর্ত্তমান, অবয়বযুক্ত। সাবয়বকালকার। ইহা সমস্ত বস্তু বিরুদ্ধ একদেশবিবর্ত্তী।

"অভিন্নো যদি সাবস্থ রূপাৎ সাবয়বেষ তৎ।
সমস্তবস্তুবিষয়মেকদেশবিবর্ত্তি চ ॥" (সাহিত্যদ° ৬৭২)

যদি অঙ্গীর সঙ্গে অর্থাৎ সাবয়বের সহিত রূপণ হয়, তাহা হইলে সাবয়বরূপক হইয়া থাকে। ইহা দুই প্রকার সমস্তবস্তুবিষয়ক ও একদেশবিবর্ত্তি, যে স্থলে সমস্ত অঙ্গেরই সাঙ্গের সহিত রূপণ হয় তথায় সমস্তবস্তুবিষয় এবং যে স্থলে একদেশের রূপণ তথায় একদেশবিবর্ত্তি হয়।

সাবয়ম্ (পুং) শবরদের অপত্য, অযাড়। (শক্তিরত্না°)

সাবর (পুং) সাবরাণামবয়বিতি অণ্। ১ লোধ্র। (শব্দরত্না°) ২ পাপ, অপরাধ। (বিশ্ব) (স্ত্রী) ৩ মৃগবিশেষের মাংস।

"সাবরং শললং স্নিগ্ধং শীতলং চ গুরু স্মৃতং।
রসে পাকে চ মধুরং কফদং রক্তপিত্তহৃৎ॥" (ভাবপ্রকাশ)

গুণ—এই মাংস স্নিগ্ধ, শীতল, গুরু, রসে ও পাকে মধুর, শ্লেষবর্দ্ধক এবং রক্তপিত্তনাশক।

সাবরক (পুং) সাবর স্বার্থে কন্। সাবর লোধ্র, শ্বেত লোধ্র।

সাবরলোধ্র (পুং) লোধ্রভেদ, শ্বেতলোধ্র। (সুশ্রুত)

সাবরিকা (স্ত্রী) নির্বিষ জলৌকা, নির্বিষ জোঁক। (সুশ্রুত)

সাবরোহ (ত্রি) অবরোহেণ সহ বর্ত্তমানঃ। অবরোহের সহিত বর্ত্তমান, অবরোহযুক্ত, অবরোহবিশিষ্ট।

সাবর্ণ (পুং) সবর্ণএব স্বার্থে অণ্। সবর্ণায়াঃ ছায়ায়া অপত্যমিতি বা অণ্। অষ্টম মনু। সাবর্ণিমনু। সূর্য্যের পত্নীর নাম সংজ্ঞা, সংজ্ঞা সূর্য্যের তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার সবর্ণা ছায়াকে নির্ম্মাণ ও সূর্য্যের নিকট রাখিয়া তিনি পিতৃভবনে গমন করেন। এই ছায়ার গর্ভে সাবর্ণ মনুর উৎপত্তি হয়। সংজ্ঞার সবর্ণা ছায়ার পুত্র বলিয়া ইহার নাম সাবর্ণ হইয়াছে। দেবীভাগবত, শ্রীমদ্ভাগবত, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, হরিবংশ প্রভৃতিতে এই মনু এবং মন্বন্তরের বিশেষ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে, অতি সংক্ষিপ্তভাবে ইহার বিষয় কথিত হইল।

মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডীই সাবর্ণ মন্বন্তরের বিবরণ। মুনি ক্রোষ্টুকি একদা মার্কণ্ডেয় মুনিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে ভগবন্! আপনি সাবর্ণি মনুর বৃত্তান্ত বর্ণন করুন। ইহাতে মার্কণ্ডেয় বলিয়াছেন যে সাবর্ণি ছায়ারূপিণী সংজ্ঞার পুত্র। বিশ্বকর্ম্মার পুত্রীর নাম সংজ্ঞা, সূর্য্যের সহিত সংজ্ঞার বিবাহ হয়। সংজ্ঞা সূর্য্যসকাশে তাঁহার প্রখর তেজ কিছুতেই সহ্য করিতে পারিলেন না, তখন তিনি আত্মতনুকে ছায়ারূপে নির্ম্মাণ এবং তাঁহাকে সূর্য্যসকাশে রাখিয়া পিতৃভবনে গমন করিলেন। এই ছায়া সংজ্ঞার গর্ভে দুই পুত্র ও এক কন্যা হয়। প্রথম পুত্রের নাম সাবর্ণ মনু, ইনি মনুদিগের ন্যায় তুল্যগুণসম্পন্ন। যে সময় বলি ইন্দ্র হইবেন, সেই সময়ই এই সাবর্ণি মনু হইবেন। এই মন্বন্তর কালে রাম, ব্যাস, গালব, দীপ্তিমান, কৃপ, ঋষ্যশৃঙ্গ ও দ্রৌণি এই সাতজন সপ্তর্ষি; সুতপা, অমিতাভ ও মুখ্য ইহারা দেবতা। এই দেবতার সমুদায়ে ৩০টী গণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তন্মধ্যে তপন, তপ, শক্র, দ্যুতি, জ্যোতি, প্রভাকর, প্রভাব, দয়িত, ধর্ম্ম, তেজ, রশ্মি, ক্রতু ইত্যাদি ২০ জন সুতপা দেবগণ নামে কথিত। প্রভু, বিভু, বিভাসাদি ২০জন অমিতাভ দেবগণ ও দম, দান্ত, ঋত প্রভৃতি ২০জন মুখ্যগণ নামে কথিত। এই সকল দেবগণ মন্বন্তরাধিপতি। ইহারা প্রজাপতি মারীচের পুত্র। বিরোচনপুত্র বলি ইহাদের ভবিষ্য ইন্দ্র। বিরজা, চার্ব্বরীব, নির্মোহ, সত্যবাক্, কৃতি ও বিষ্ণু প্রভৃতি এই সকল সাবর্ণ মনুর পুত্র।

পূর্ব্বান্তরে সাবর্ণ স্বারোচিষ মন্বন্তরে সুরথ নামে রাজা ছিলেন। তিনি প্রজাদিগকে সর্ব্বদা পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিতেন। অনন্তর কোলাবিধ্বংসী নরপতিগণ তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন। রাজা সুরথ তাঁহাদের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হন। তখন তিনি অনন্যোপায় হইয়া একাকী অশ্বে আরোহণ করিয়া বনে যান। তথায় মেধস মুনির আশ্রম ছিল। মুনি রাজাকে দেখিয়া অতি যত্নের সহিত তাঁহাকে আশ্রয় দেন। রাজা এই আশ্রমে অবস্থিত হইয়া রাজ্যের ভাবনায় অতি কষ্টে কালযাপন করিতে লাগিলেন। একদা তিনি আশ্রমের নিকটে সমাধিবৈশ্যকে দেখিতে পান, তিনিও রাজার ন্যায় অতিবিমনা ছিলেন। রাজা তাঁহাকে বিমনা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন, যে আপনাকে অতি দুঃখিতের ন্যায় দেখিতেছি, ইহার কারণ কি? তখন বৈশ্য বলিলেন যে, দুর্ব্বৃত্ত স্ত্রীপুত্রগণ ধনলোভে আমার সমস্ত ধন কাড়িয়া লইয়া আমাকে তাড়াইয়া দিয়াছে, তথাচ তাহাদের প্রতি আমার চিত্ত মমতাশূন্য হইতেছে না, ইহা অতি আশ্চর্য্য! তখন রাজাও কহিলেন, আমার রাজ্য অপহৃত হইয়াছে, অথচ রাজ্যের ভাবনায় আমার আহার নিদ্রা নাই।

তখন রাজা ও সমাধি বৈশ্য ইহার কারণানুসন্ধিৎসু হইয়া মেধস মুনির নিকট গমন করেন। তাঁহাকে যথাযোগ্য প্রণাম করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ জিজ্ঞাসা করেন। তিনি ইহা অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, ইহাতে তোমাদের বিস্মিত হওয়া উচিত নহে। কারণ ইহা মহামায়ার মায়া। এই মহামায়া জগৎপতি হরির সাক্ষাৎ যোগনিদ্রা। তাঁহারই প্রভাবে এই নিখিল জগৎ ঐরূপ মোহপাশে আবদ্ধ ও মমতাবর্ত্তে নিপতিত হইয়া থাকে। ঐ মহামায়াই দেবী ভগবতী। তিনি জ্ঞানিগণের চিত্তকেও বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া মোহের আয়ত্ত করেন। এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্বজগৎ সেই মহামায়ারই সৃষ্টি। তিনি প্রসন্ন হইলে বরদান ও লোকের মুক্তি বিধান করিয়া থাকেন। তিনিই পরমাবিদ্যা, ও নিত্যস্বরূপা। তিনিই মুক্তির হেতু এবং তিনিই সংসারবন্ধনের কারণ।

তখন রাজা বলিলেন যে, ভগবন্! আপনি যাঁহার কথা বলিতেছেন, সেই মহামায়া কে? তাঁহার স্বভাব, স্বরূপ, উৎপত্তি প্রভৃতি কিরূপে হয়? তখন তিনি বলিলেন যে, তাঁহার জন্ম মৃত্যু নাই, তিনি সদা বিরাজমানা। তবে দেবতাদিগের কার্য্য-সিদ্ধির জন্য সময়ে সময়ে তাঁহার উদ্ভব হইয়া থাকে। দেবগণ যখন বিপন্ন হইয়া তাঁহার শরণাগত হন, তখন তিনি আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাদিগকে বিপজ্জাল হইতে রক্ষা করেন। ইহাকেই মহামায়ার আবির্ভাব বলা যায়।

যখন কল্পান্তকালে এই সমুদয় জগৎ একার্ণবীকৃত করিয়া সকলের প্রভু ভগবান্ বিষ্ণু যোগনিদ্রার আশ্রয়ে অনন্তের ফণা-মণ্ডলে নিদ্রিত ছিলেন, তখন বিষ্ণুর কর্ণমূল হইতে মধু ও কৈটভ নামে অতি ভয়ঙ্কর দুই অসুর উৎপন্ন হয়। ইহারা উৎপন্ন হইবামাত্র বিষ্ণুর নাভিকমলে অবস্থিত ব্রহ্মাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। বিষ্ণু যোগমায়ায় নিদ্রিত, তখন তিনি অনন্যোপায় হইয়া এই মহামায়ার স্তব করেন, মহামায়া তখন বিষ্ণুকে প্রবো-ধিত করেন। বিষ্ণু তখন অসুরদ্বয়কে সংহার করেন।

মহিষাসুর যখন দেবগণকে পরাজয় করিয়া স্বর্গরাজ্যের ইন্দ্র হন, তখন আবার দেবগণ মিলিত হইয়া এই মহামায়ার স্তব করেন, ইহাদের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া মহামায়া এক অপূর্ব্ব জ্যোতি-র্ম্ময়ী নারীবেশে মহিষাসুরকে সংহার করেন। পরে আবার শুম্ভ নিশুম্ভ স্বর্গের ইন্দ্র হইলে পুনরায় দেবগণ মহামায়ার শরণা-গত হন, তখন মহামায়া উক্ত অপূর্ব্ব নারীবেশে ধূম্রলোচন, চণ্ডমুণ্ড, রক্তবীজ, নিশুম্ভ ও শুম্ভকে বধ করিয়া দেবতাদিগের দুঃখ দূর করেন।

দেবীর মাহাত্ম্য তোমাদের নিকট কীর্ত্তন করিলাম। সেই দেবীর প্রভাবই এইরূপ। কেন না তিনিই জগৎ ধারণ করিয়া আছেন। তিনিই সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণুর মায়া। তিনি আপনাকে, বৈশ্যকে এবং অন্যান্য বিবেকিব্যক্তিদিগকে যেমন জ্ঞান দান করেন, তেমনি মোহিতও করিয়া থাকেন। অতএব আপনারা এই মায়ের শরণ গ্রহণ করুন, তাহা হইলে আপনাদের দুঃখের নিবৃত্তি হইবে।

তখন রাজা ও বৈশ্য দুই জনে মুনির বাক্যানুসারে মহামায়ার উদ্দেশে তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা দুইজনে একটী নদীতীরে দেবী মহামায়ার মৃন্ময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পুষ্প, ধূপ প্রভৃতি উপহার দ্বারা তাঁহার উপাসনা করিতে লাগিলেন, তাঁহারা উভয়েই কখন একাহারে কখন একেবারে আহারত্যাগ, কখন বা আহারসংযম করিয়া তদগতচিত্তে স্বকীয় শরীরের রক্ত দেবীর উদ্দেশে বলিস্বরূপ দান করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিন বৎসর আরাধনা করিলে জগদম্বিকা তথায় আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাদিগকে এই বর দেন যে, "রাজন্! তুমি এই জন্মে তোমা-বিদ্বেষী নরপতিদিগের বিনাশ করিয়া নিজরাজ্য লাভ করিবে এবং এই দেহাবসানে ভগবান্ ভাস্করের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া সাবর্ণি মনু নামে খ্যাত হইবে।" বৈশ্য দেবীর বরে মুক্তিলাভ করেন।

পরে রাজা সুরথ দেহবিগমে সূর্য্য হইতে ছায়াসংজ্ঞার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া সাবর্ণমনু নামে খ্যাত হন। এই মনু বৈবস্বত সাবর্ণ। ইহা-ভিন্ন দক্ষ সাবর্ণ, ধর্ম্মপুত্র সাবর্ণ, ও রুদ্রপুত্র সাবর্ণ মনু আছেন। এই সকল সাবর্ণ মনুর বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে যে, দক্ষপুত্র সাবর্ণ মনুর মন্বন্তরে মরীচি, ভর্গ ও সুধর্ম্মা ইহারা দেবতাগণ, (এই গণ দ্বাদশভাগে বিভক্ত,) মহাবল সহস্রলোচন এই দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র; মেধাতিথি, বসু, সত্য, জ্যোতিষ্মান্, দ্যুতিমান্, সবল, হব্যবাহন, এই সাতজন সপ্তর্ষি; ধৃষ্টকেতু, বর্হকেতু, পঞ্চহস্ত, নিরাময়, পৃথুশ্রবা, অর্চ্চিষ্মান্, ভূরি-দ্যুম্ন, বৃহদ্ভয় এই সকল মনুপুত্র।

ধর্ম্মপুত্র সাবর্ণ মনুর মন্বন্তরে বিহঙ্গম, কামগ ও নির্ম্মাণ-রতি এই তিন দেবগণ, এই প্রত্যেক দেবগণ ত্রিংশৎগণে বিভক্ত। তন্মধ্যে মাস, ঋতু ও দিবস ইহারা নির্ম্মাণরতি, রাত্রি, বিহঙ্গ ও মৌহূর্ত্তসকল কামগণ এবং বিক্রমমত্ত ইহাদের ইন্দ্র। হবিষ্মান্, বরিষ্ঠ, ঋষ্টি, আরুণি, নিশ্চর, বিষ্টি ও অগ্নিদেব এই সাতজন সপ্তর্ষি; সর্ব্বগ, সুশর্ম্মা, দেবানীক, পুরুদ্বহ, হেম-ধন্বা, ও দৃঢ়ায়ু এই সকল মনুপুত্র। তৎপরে রুদ্রসাবর্ণ মনু, এই মন্ব-ন্তরে সুধর্ম্মা, সুমনা, হরিত, রোহিত, ও সুবর্ণ, এই পাঁচটী দেবগণ, এই সকল গণ দশভাগে বিভক্ত। ঋতনামা এই সকল দেবগণের ইন্দ্র, দ্যুতি, তপস্বী, সুতপা, তপোমূর্ত্তি, তপোরতি ও তপোধৃতি এই সাতজন সপ্তর্ষি, দেববান্, উপদেব, দেবশ্রেষ্ঠ, বিদূরথ, মিত্রবান্ ও মিত্রবিন্দ এই সকল মনুর পুত্র। এইরূপে মনু ও মন্বন্তর সকল হইয়া থাকে। (মার্কণ্ডেয়পু° ৮০-৯৩ অ°) দেবীভাগবতের দশম স্কন্ধে ১০ অধ্যায় হইতে এই সাবর্ণ মনুর বিস্তৃত বিবরণ লিখিত হইয়াছে। আরও লিখিত আছে যে, বৈবস্বত মন্বন্তরীয় রাজা সুরথ ভগবতী দুর্গতিহারিণী দুর্গার মৃন্ময়ী মূর্ত্তি পূজা করিয়া অষ্টম সাবর্ণ মনু হইয়াছিলেন। (দেবীভাগ° ১০।১০-১৩ অ°)

কোনরূপ বিপত্তি উপস্থিত হইলে তাঁহার উদ্ধার কামনায় প্রতি গৃহে এই দেবীমাহাত্ম্য পঠিত হইয়া থাকে। যিনি ভক্তিপূর্ব্বক সুরথ রাজার এই বিবরণ পাঠ বা শ্রবণ করেন, তিনি অচিরে সকল প্রকার বিপদ্ হইতে উদ্ধার হন এবং তাঁহার সকল প্রকার অভীষ্ট সিদ্ধি হয়। (ত্রি) ২ সবর্ণ সম্বন্ধীয়, সমানবর্ণ সম্বন্ধীয়।

সাবর্ণক (পুং) সাবর্ণ স্বার্থে কন্। সাবর্ণমনু। (মার্ক° পু° ১০৮।২৬)

সাবর্ণলক্ষ্য (ক্লী) সবর্ণক সমানবর্ণক পূজাক্তেলিকি বা ৫ লক্ষ্যং যস্যাৎ। চর্ম্ম।

সাবর্ণি (পুং) সবর্ণায়া অপত্যং ইতি ইঞ্। অষ্টম মনু। সূর্য্যপুত্র। [সাবর্ণ দেখ।] ২ গোত্রভেদ, সাবর্ণগোত্র, এই গোত্রের পাঁচটী প্রবর—ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য ও আপ্লুবৎ।

সাবর্ণিক (ত্রি) সাবর্ণ মনু সম্বন্ধীয়, সাবর্ণ মনুর অন্তর কাল, যতদিন সাবর্ণ মনুর আধিপত্য, ততদিন সাবর্ণিক মন্বন্তর। সাবর্ণ মনু। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫১।৩০)

সাবর্ণ্য (ত্রি) সবর্ণায়া অপত্যং সবর্ণ-ষ্যঞ্। ১ সাবর্ণ মনু। ২ সাবর্ণ মন্বন্তর।

সাবশেষ (ত্রি) অবশেষেণ সহ বর্ত্তমানঃ। অবশেষের সহিত বর্ত্তমান, অবশেষযুক্ত, অবশেষবিশিষ্ট। (মার্কণ্ডেয়পু° ৬২।২৩)

সাবষ্টম্ভ (পুং) বাস্তুভেদ। যে বাস্তুর উত্তর বা দক্ষিণ দিকে বীথিকা থাকে, তাহাকে সাবষ্টম্ভ বাস্তু কহে। এই বাস্তু বিশেষ শুভপ্রদ।

"মায়াশ্রয়মিতি পশ্চাৎ সাবষ্টম্ভং পার্শ্বসংস্থিতয়া।
সুস্থিতমিতি চ সমন্তাদ্বাস্তবঃ পূজিতাঃ সর্ব্বাঃ ॥"
(বৃহৎসংহিতা ৫৩।২১)

(ত্রি) ২ অবষ্টম্ভের সহিত বর্ত্তমান, অবষ্টম্ভযুক্ত।

সাবান—অঙ্গ ও বস্ত্রাদির মলধৌতকরণার্থ বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত দ্রব্যবিশেষ। সাবান ফরাসী (Savon) শব্দের অপভ্রংশ। য়ুরোপীয়গণ ভারতবর্ষে আগমন করিবার পূর্ব্বে ভারতে সাবান ব্যবহৃত হইত না। পর্ত্তুগীজগণ সর্ব্বপ্রথমে ভারতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা সাবানকে 'সাবাও' বলিয়া থাকেন। সম্ভবতঃ পর্ত্তুগীজদিগের নিকট হইতে ভারতবাসী সাবান ব্যবহার করিতে শিখিয়াছেন। তৎপূর্ব্বে বস্ত্রাদি ধৌত করিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষে, নানাবিধ ক্ষার, উদ্ভিদের ছাই, সাজিমাটী এবং রিঠা প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ পদার্থ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। আজকাল সাবান একটী প্রধান পণ্যের জিনিষ। যে দেশে যত অধিক পরিমাণে সাবান ব্যবহৃত হয়, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের মতে, সেই দেশ তত সভ্য হইয়াছে। সুতরাং কোন একটী জাতির উন্নতি ও সভ্যতার পরিমাণ, আজকাল সাবানের প্রচলন হইতে জানিতে পারা যায়।

সাবান একটী লবণতুল্য (Salt) রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ। লবণ মাত্রই যেমন ক্ষার (Alkali) ও অম্ল (Acid) সংযোগে প্রস্তুত হয়, সাবানও ঠিক সেইরূপ ক্ষার এবং তৈলজ অম্ল (Faty Acid) হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। সাবান সাধারণতঃ তৈলজ অম্ল এবং পটাস কিম্বা সোডা-ক্ষারের রাসায়নিক সমষ্টি।

সচরাচর তৈলে এবং চর্ব্বিতে গ্লিসিরিণ (Glycerine) নামক মিষ্টাস্বাদযুক্ত একটী পদার্থ ও কএকটী তৈলজ অম্ল থাকে। তৈলজ অম্লের মধ্যে ষ্টিয়ারিক (Stearic), পাল্‌মিক (Palmic , ওলিক (Oleic) ও মার্গারিক (Margaric) অম্ল প্রধানতঃ তৈল ও চর্ব্বির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। তৈল কিম্বা চর্ব্বিতে কোন একটী ক্ষার সংযোগ করিয়া, এই মিশ্রিত পদার্থকে অগ্নি-সন্তাপে ফুটাইলে, গ্লিসরিণ হইতে তৈলজ অম্লবিমিশ্র হইয়া যায় এবং এই অম্ল ক্ষারের সহিত মিলিত হইয়া অগ্নির উত্তাপে লবণে পরিণত হয় ; এইরূপ উপায়ে উৎপন্ন লবণই সাবান নামে পরিচিত। গ্লিসিরিণ জলের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় পৃথক্ পড়িয়া থাকে। সুতরাং উগ্র পটাস বা সোডা-ক্ষারসংযোগে চর্ব্বি কিম্বা তৈল হইতে গ্লিসিরিণ পৃথক্ করিয়া দিলেই, সাবান প্রস্তুত হয়। অর্থাৎ ক্ষার দ্রব্যের ধাতবীয় অংশের সহিত চর্ব্বির অথবা তৈলের গ্লিসিরিণ ভাগ বিশ্লিষ্ট হইলে, যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই সাবান।

প্রত্যেক লবণই একটী নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ক্ষার ও অম্ল সংযোগে প্রস্তুত হইয়া থাকে। সেইরূপ সোডা বা পটাস-ক্ষার এবং তৈলজ অম্লের যে যে পরিমাণ পরস্পর মিলিত হইয়া সাবান তৈয়ার হয়, তাহারও একটী স্বাভাবিক মাত্রা নির্দ্দিষ্ট আছে। কি পরিমাণ ক্ষার, কি পরিমাণ তৈল বা চর্ব্বিকে সাবানে পরিণত করিতে পারে, তাহা যথার্থরূপে জানা না থাকিলে, উৎকৃষ্ট সাবান প্রস্তুত করিতে পারা যায় না। কারণ এই পরিমাণের উপরই সাবানের গুণের ও উপকারিতার তারতম্য নির্ভর করে।

ক্ষার, সাধারণ অম্ল অপেক্ষা তৈলজ অম্ল অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিতে পারে। ৩১ ভাগ সোডা ২৮৪ ভাগ ষ্টিয়ারিক এসিড অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু পটাসের অম্ল-ধারণক্ষমতা অনেক কম ; সেই জন্য পটাস-সাবান প্রস্তুত করিতে হইলে প্রত্যেক ২৮৪ ভাগ ষ্টিয়ারিক এসিডের জন্য ৪৭ ভাগ পটাস ব্যবহার করিতে হয়। আবার পটাস অপেক্ষা সোডায় জমাট বাঁধিবার শক্তি অনেক বেশী। সেই জন্য সোডার দ্বারা যে সাবান প্রস্তুত হয়, তাহাকে "কঠিন সাবান" বা Hard Soap এবং পটাস-সাবানকে "কোমল সাবান" বা Soft Soap বলে।

যে তৈল যত অধিক পরিমাণে ক্ষার শোষণ করে, তাহাতে তত অধিক পরিমাণে সাবান প্রস্তুত হয়। নারিকেল তৈল-সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে সোডা কিম্বা পটাস গ্রহণ করিতে পারে, এই জন্য নারিকেল-তৈল সাবান প্রস্তুত করিতে অধিক ব্যবহৃত হয়। পরবর্ত্তী তালিকা হইতে, নারিকেল ও পাম্ তৈল এবং চর্ব্বির ক্ষারধারণশক্তির পরিমাণ বুঝিতে পারা যাইবে—

	বিশুদ্ধ সোডা পাউণ্ড	বিশুদ্ধ পটাশ পাউণ্ড
নারিকেল-তৈল (১০০ পাউণ্ড)—	১২.৪৪	১৮.৮৬
পাম্-তৈল "	১১.০০	১৫.৫৭
চর্ব্বি "	১০.৫০	১৪.৭২

এই তালিকা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, যেমন নারিকেলতৈল হইতে অধিক পরিমাণে সাবান উৎপন্ন হয়, সেই রূপ চর্ব্বি হইতে সর্ব্বাপেক্ষা কম পরিমাণ সাবান তৈয়ার হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন তৈলে ও চর্ব্বিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার তৈলজ অম্ল বর্ত্তমান থাকায় এবং উহাদের পরিমাণ বিভিন্ন হওয়ায়, সকল তৈল ও চর্ব্বির ক্ষার-শোষণ-শক্তি সমান নহে। সেইজন্য ভিন্ন ভিন্ন তৈলের ক্ষার-ধারণ-শক্তির তারতম্য লক্ষিত হয়।

সাধারণতঃ নারিকেল, রেড়ী, তিল, মসিনা, চিনের বাদাম, পাম্, জলপাই এবং কার্পাস-বীজের তৈল সাবান প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়। এতদ্ভিন্ন কএকটী উদ্ভিজ্জ চর্ব্বি হইতেও সাবান প্রস্তুত হয়। আফ্রিকা, চীন, বর্ণিও, যব ও সুমাত্রা প্রভৃতি গ্রীষ্মপ্রধান দেশীয় বৃক্ষবিশেষের ফল হইতে জান্তব চর্ব্বির ন্যায় শ্বেতবর্ণ ও শক্ত এক প্রকার তৈল প্রস্তুত হয়; ইহাকেই উদ্ভিজ্জ চর্ব্বি বলে। জান্তব চর্ব্বির মধ্যে গো ও শূকরের বসাই অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সকল প্রকার সাবানই প্রায় একই উপায়ে প্রস্তুত হয়। প্রথমে সোডা, ছাই, চুণ ও জল মিশাইয়া একটী ক্ষারের গোলা প্রস্তুত করা হয়। এই গোলা কিছুক্ষণ অগ্নিতে ফুটাইয়া ঠাণ্ডা করিতে দেওয়া হয়। গোলাটী বেশ ঠাণ্ডা হইলে, ক্যালসিয়ম্ কার্বনেট বা খড়ি পাত্রের নিম্নে থিতাইয়া যায়। তাহার পর পরিষ্কার জলীয় অংশ পাত্র হইতে পৃথক্ করিয়া লইয়া ভিন্ন পাত্রে অগ্নির উপর বসান হয়। তৎপরে সেই ক্ষার জলদ্বারা তরল করিয়া, তাহার সহিত বিশুদ্ধ চর্ব্বি অথবা তৈল মিশ্রিত করা হয়। ক্রমে সেই ক্ষার ও তৈল মিশ্রিত পদার্থ অগ্নি-সন্তাপে ফুটিতে আরম্ভ করিলে, অল্প অল্প পরিমাণে উগ্র ক্ষারজল উহাতে মিশান হয়। অনন্তর সাবান প্রস্তুত হইয়া পাত্রের উপরিভাগে ভাসিয়া উঠিলে, পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় যে, সেই সাবানে তৈলভাব অধিক আছে কি না? সাবানে তখনও অমিশ্রিত চর্ব্বির অংশ অধিক থাকিলে, সেই পাত্রে পুনরায় ক্ষার-গোলা ঢালিয়া দেওয়া হয়। তাহার পর সেই পাত্রস্থিত পদার্থ আরও কিছুক্ষণ ফুটিলে, সাধারণ লবণ তন্মধ্যে প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। লবণ নিক্ষেপ করিবামাত্র, সাবান জমাট বাঁধিয়া উঠে। নারিকেলতৈলের সাবানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লবণের প্রয়োজন হয়। পটাশ দ্বারা সাবান প্রস্তুত করিতে হইলে লবণ ব্যবহার করা হয় না। কারণ লবণের অন্তর্গত সোডা সমস্ত ক্ষারকে সোডা-ক্ষারে পরিণত করিয়া ফেলে; সুতরাং "কোমল সাবান" প্রস্তুত না হইয়া "কঠিন সাবান" প্রস্তুত হয়। সোডা মহার্ঘ কিম্বা পটাশ সস্তা হইলে, অনেক সময় লবণ সংযোগ করিয়া পটাশ দ্বারা "কঠিন সাবান" প্রস্তুত করা হয়। এইরূপে সমস্ত সাবান পাত্রের উপরে ভাসিয়া উঠিলে, সেগুলিকে স্থানান্তরিত করিয়া অপর একটী পাত্রে (Frame) রাখা হয়। তখনও যে অল্প পরিমাণ ক্ষারজল সাবানের সহিত মিলিত থাকে, তাহা ফ্রেমের নিম্নে আসিয়া জমা হইলে, সাবানগুলিকে পৃথক্ করা হয় এবং তিন চারি দিন পরে এই সাবান কঠিন হইয়া পড়ে। তখন তাহার সহিত ভিন্ন ভিন্ন গন্ধদ্রব্য বা ঔষধাদি মিশ্রিত করিয়া খণ্ড খণ্ড ভাগে বিভক্ত করা হয়।

কএক শ্রেণীর সাবান প্রস্তুত করিতে অনেক সময় রজন ব্যবহৃত হয়। তারপিন তৈল হইতে তৈলাংশ চুয়াইয়া পৃথক্ করিলে, যে জমাট পদার্থ অবশিষ্ট থাকে, তাহাই রজন। তারপিন পাইন জাতীয় একপ্রকার বৃক্ষের নির্য্যাস। কএকটী উদ্ভিজ্জ অম্ল রজনের রাসায়নিক উপাদান। ইহাদিগের মধ্যে সায়েভিক, সিলভিক্ ও পাইনিক্ এসিডই প্রধান। এই এসিডগুলি ক্ষারের সহিত মিলিত হইয়া সাবান প্রস্তুত হয়। রজনমধ্যস্থিত অম্লের ৩০২ ভাগ, ৩১ ভাগ সোডাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু রজন-মিশ্রিত সাবান শক্ত ও জমাট বাঁধিতে পারে না এবং উহা বায়ুর সংস্পর্শে আসিলে বায়ু হইতে জলীয় বাষ্প আকর্ষণ করিয়া গলিয়া যায়। এইজন্য অন্যান্য তৈল অথবা চর্ব্বির সহিত রজন মিশ্রিত করিয়া উৎকৃষ্ট সাবান প্রস্তুত হইয়া থাকে। বস্ত্র ধৌতার্থ রজকদিগের সাবানে অধিক পরিমাণে রজন ব্যবহৃত হয়। জলে ঘর্ষণ করিলে এই সাবান হইতে অধিক ফেন নির্গত হয়; সেই জন্য বস্ত্রধৌতকার্য্যে ইহা বিশেষ উপযোগী।

সাবান প্রস্তুত করিবার জন্য যে সকল উপকরণ ব্যবহৃত হয়, সেই গুলি সর্ব্বতোভাবে পরিষ্কৃত ও বিশুদ্ধ হওয়া উচিত। নিম্নলিখিত কএকটি উপায়ে তৈল ও চর্ব্বি পরিষ্কার করা যাইতে পারে—

১। অধিকাংশ তৈল ছাঁকিয়া (Filter) লইলেই পরিষ্কৃত হয়। সাধারণতঃ ব্লটিং বা ফিল্‌টার কাগজ দ্বারা তৈল ছাঁকা হয়। কেবল মাত্র ফিল্টার কাগজের মধ্য দিয়া তৈল ছাঁকিয়া লইলেও যদি উহা বেশ পরিষ্কার না হয়, তাহা হইলে সেই তৈল পুনরায় কাঠ কয়লার মধ্য দিয়া ছাঁকিয়া লইতে হয়। কাঠ-কয়লার পরিবর্ত্তে অস্থিচূর্ণ-অঙ্গার ব্যবহার করিলে, তৈল অধিকতর পরিষ্কৃত ও বিশুদ্ধ হয়। নিম্নভাগে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট অঙ্গারপূর্ণ বাক্সের মধ্যে তৈল ঢালিয়া দিতে হয়। কয়লার ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে তৈল ছিদ্র মধ্য দিয়া চুয়াইয়া পরি-

মুক্ত অবস্থায় বাহির হইয়া থাকে। সেই তৈল পুনরায় ফিল্টার কাগজ দ্বারা ছাঁকিয়া লইলেই তৈল বিলক্ষণ পরিষ্কার হয়।

২। উপরোক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা তৈল নির্ম্মল না হইলে, এসিড দ্বারা উহাকে পরিষ্কৃত করিতে হয়। একশত ভাগ উক্ত তৈলের সহিত এক বা দুইভাগ উগ্র গন্ধক-দ্রাবক মিশাইয়া অনবরত নাড়িতে হইবে। এইরূপে কিছুক্ষণ নাড়িয়া, মিশ্রটি ২০ ঘণ্টা স্থিরভাবে রাখিয়া দিতে হইবে। তাহার পর উহাতে আরও খানিক গরম জল মিশাইয়া পুনরায় আবর্ত্তন করিতে হইবে। এইরূপে তৈল ও জল মিশ্রিত হইয়া গাঢ় হইয়া আসিলে মিশ্রটী কএক দিনের জন্য রাখিয়া দেওয়া হয়। অনন্তর যখন উহার উপরে নির্ম্মল তৈল ভাসিয়া উঠিবে এবং তৈলের ময়লাগুলি দ্রাবকসংযুক্ত হইয়া নিম্নে পতিত হইবে, তখন সাবধানে উপরের তৈল ঢালিয়া লইয়া পুনরায় গরম জল দিয়া ধৌত করিয়া লইলেই তৈল সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কৃত হয়। পরিষ্কৃত তৈল জলের উপরিভাগে ভাসিয়া থাকে; সেই তৈল ধীরে ধীরে পৃথক্ করিয়া লইতে হয়।

৩। বিকৃত তৈল অথবা চর্ব্বি ক্ষারসংযোগে পরিষ্কৃত করা হয়। তৈল বা চর্ব্বি কিঞ্চিৎ গরম করিয়া তাহাতে উক্ত অত্যুগ্র কষ্টিক্ সোডা বা পটাশ-জল মিশ্রিত করিয়া বেশ করিয়া নাড়িতে থাকিলে, তৈলের উপরিভাগে ময়লাগুলা ভাসিয়া উঠে। এই ময়লা ক্রমাগত ফেলিয়া দিয়া, তৈলকে ১০।১২ ঘণ্টা থিতাইতে দিলে, নির্ম্মল তৈল উপরে ভাসিয়া উঠিবে। চর্ব্বি শোধন করিবার ইহাই সহজ উপায়।

তৈল ও চর্ব্বি ভিন্ন আরও কতকগুলি তৈলাক্ত পদার্থ হইতে সাবান প্রস্তুত হইয়া থাকে। ওলিন্ (olin) নামক পদার্থ ইহাদিগের মধ্যে একটী প্রধান সামগ্রী। বাতি প্রস্তুত করিবার জন্য, চর্ব্বি নিষ্পীড়ন করিয়া তন্মধ্যস্থ ষ্টিয়ারিন্ নামক পদার্থ পৃথক্ করিয়া লইলে, তৈলবৎ তরল ওলিন্ পড়িয়া থাকে। বাতির কারখানা হইতে এই ওলিন প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত হয়। ক্ষার-সংযোগে ওলিন্ হইতে অত্যন্ত কঠিন সাবান প্রস্তুত হয়; তবে উহার সহিত চর্ব্বি কিম্বা অন্য কোন তৈল না মিশাইলে উহাতে ওলিনের দুর্গন্ধ থাকিয়া যায়। ওলিন্ হইতে প্রস্তুত সাবান বিলক্ষণ সুলভ।

বৃহৎ তৈলের কারখানায়, তৈলাধারের 'কাট' হইতেও সাবান প্রস্তুতোপযোগী সামগ্রী পাওয়া যায়। এই সকল অকিঞ্চিৎকর তৈলাক্ত সামগ্রীকে সাবান প্রস্তুতোপযোগী করিতে হইলে, প্রথমতঃ ইহাদিগকে সোডা ক্ষারের সহিত মিশাইয়া জ্বাল দিতে হয়। পরে শীতল হইলে, উহাতে জলমিশ্রিত গন্ধকদ্রাবক প্রয়োগ করিয়া উপরের ভাসমান তৈল সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়।

নানা প্রকার সাবান প্রস্তুত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে কএকটী প্রচলিত সাবানের বিষয় নিম্নে লিখিত হইল—

১। সাধারণ কাপড়-কাচা সাবান—পরিষ্কার সাজিমাটি কলিচুণ ও নারিকেলতৈল, ইহাদিগের সমান সমান ভাগ একত্র করিয়া জল দিয়া গুলিতে হয়; তাহার পর ঐ গোলাকে অগ্নির উপর চড়াইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ফুটাইতে হইবে। গোলা ফুটিতে থাকিলে, হাতা দিয়া উহাকে অনবরত নাড়িতে নাড়িতে, উহা গাঢ় হইয়া এক প্রকার আঠার ন্যায় হইয়া পড়ে। কিন্তু তখনও উহাতে কিঞ্চিৎ জলীয় ভাগ থাকে। ঐ জলীয় অংশ পৃথক্ করিবার জন্য, উহাতে কিঞ্চিৎ লবণ মিশ্রিত করিতে হয়। লবণ গলিয়া গিয়া জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া নীচে নামিয়া পড়ে এবং ঘন পদার্থ উপরে ভাসিতে থাকে। অনন্তর উহাকে অগ্নি হইতে নামাইয়া মাটীর পাত্রে রাখিয়া শীতল করিলেই, উহা বিলক্ষণ গাঢ় হইয়া উঠে। এইরূপে সাধারণ কাপড়কাচা সাবান তৈয়ার হয়।

২। কার্ড সাবান—জর্ম্মণিতে প্রধানতঃ গোরুর চর্ব্বি হইতে কার্ড সাবান প্রস্তুত হইয়া থাকে। ফরাসী দেশে সচরাচর জলপাইয়ের তৈল (olive oil) হইতে সাবান প্রস্তুত হয়। ইহাকে মার্সেলিস্ অথবা ক্যাসটাইল্ সোপ বলে। সেইরূপ ইংলণ্ডে সাবান প্রস্তুত করিতে গোরুর চর্ব্বি ও পাম্‌তৈল অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। আফ্রিকার পাম্ নামক বৃক্ষের ফলের অভ্যন্তরস্থ এক প্রকার কোমল শ্বেত পদার্থ হইতে এই পাম্‌তৈল তৈয়ার করা হয়। সাবান প্রস্তুত হইলে, ইহার সহিত কিছু রজন-সাটীন ও সিলিকেট অফ্ সোডা নামক পদার্থ ব্যবসায়িগণ ভেজাল দিয়া থাকে। এই সকল পদার্থ সাবানের সহিত মিশ্রিত থাকিলে, সাবান অধিকতর কঠিন হয়।

৩। মটল্‌ড বা মার্বেল সাবান—মার্বেল সাবানে ও কার্ড সাবানে বিশেষ কোন প্রভেদ নাই; তবে কার্ড-সাবানের মধ্যে যে সকল আবর্জ্জনা (Impurities) থাকে, মার্বেল সাবানে সেইগুলিও অনেক পরিমাণে দূরীভূত হয়। মার্বেল সাবান প্রস্তুত করিতে হইলে, অর্দ্ধ গাঢ় সাবানকে অতি ধীরে ধীরে শীতল করিতে হয়। এই সাবান দেখিতে অনেকটা মার্বেল বা মর্ম্মর-প্রস্তরের ন্যায়, সেই জন্য ইহাকে মার্বেল সাবান বলা হয়।

৪। ইয়েলো বা হরিদ্রাবর্ণের সাবান—কোন সাধারণ চর্ব্বিজাত সাবানের সহিত শতকরা ৫০ ভাগ পর্য্যন্ত রজন সাবান মিশ্রিত করিয়া এই সাবান প্রস্তুত হয়। ইহার অধিক মাত্রায় রজন-সাবান মিশাইলে, সাবান অত্যন্ত নরম হইয়া পড়ে। সচরাচর কোনরূপ চর্ব্বি সাবান ও রজন সাবান প্রস্তুত করিয়া, এই উভয় সাবানকে পুনরায় আগুনের উপরে গলাইয়া এবং

উহার সহিত অল্প পরিমাণে ক্ষার জল মিশ্রিত করিয়া এই সাবান তৈয়ার করা হয়।

৫। মেরাইন্ বা লবণ বিহীন সাবান—এই সাবান প্রধানতঃ নারিকেল তৈল হইতে প্রস্তুত হয়। লবণাক্ত সমুদ্রজলেও এই সাবান ব্যবহৃত হইতে পারে বলিয়া, ইহাকে মেরাইন বা সমুদ্র-লবণীয় সাবান বলা হয়। সাধারণত Cold method বা "শীতল প্রক্রিয়া" অবলম্বনে এই মেরাইন সাবান তৈয়ার করা হয়। প্রথমতঃ তৈল ৮০° তাঃ পর্য্যন্ত গরম করিয়া, উহার সহিত নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ কষ্টিক্ যোগে জল মিশাইয়া অনবরত নাড়িতে আরম্ভ করিলে, সমস্ত মিশ্রটী জমিয়া যায়। নারিকেলতৈলের একটী বিশেষ গুণ এই যে, নারিকেলতৈল হইতে প্রস্তুত সাবান অধিক পরিমাণ জলশোষণ করিতে পারে। এই সাবান যে সময়ে জমিতে আরম্ভ করে, সেই সময়ে সাবানকে অধিক কঠিন করিবার জন্য ইহার সহিত সিলিকেট্, খেতসার প্রভৃতি দ্রব্য মিশাইয়া দেওয়া হয়। এই নিমিত্ত খেতসার প্রচুর পরিমাণে ভেজাল স্বরূপ ব্যবহৃত হয়।

৬। স্বচ্ছ সাবান—প্রথমতঃ সাধারণ সাবানকে সুরাসারে (Alcohol) গলান হয়। তৎপরে অতিরিক্ত সুরাসারে বক-যন্ত্র দ্বারা চুয়াইয়া পৃথক্ করিলে, স্বচ্ছ গাঢ় আঠার ন্যায় পদার্থ পড়িয়া থাকে। অনন্তর সাধারণ উপায় দ্বারা এই পদার্থকে শীতল করিলে, ইহা স্বচ্ছ সাবানে পরিণত হয়। আবার কখন কখন নারিকেলতৈল, রেড়ীর তৈল, চিনি ও সুরাসার মিশাইয়া "শীতল প্রক্রিয়া" সাহায্যে স্বচ্ছ সাবান প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই সাবানে অমিশ্র ক্ষার অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে বলিয়া ইহা শরীরে ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

৭। গ্লিসিরিন সাবান—গ্লিসিরিন ও কঠিন সাবান সমভাগে মিশ্রিত করিয়া গ্লিসিরিন সাবান প্রস্তুত হয়। এই সাবান গায়ে মাখিলে, গাত্র স্নিগ্ধ থাকে এবং শীতকালে গাত্রের চর্ম্ম ফাটিয়া যায় না।

৮। ঔষধমিশ্রিত সাবান—সাবানের সহিত নানাবিধ ঔষধ মিশ্রিত করিয়া চর্ম্মরোগ প্রভৃতি নিবারণের জন্য সাবান প্রস্তুত হইয়া থাকে। যে কোন ঔষধ ইহার সহিত মিশ্রিত করিয়া ঔষধ রূপে জোলাপের জন্য শরীরের অভ্যন্তরে এবং চর্ম্মরোগ দূরীকরণার্থ শরীরের উপর ব্যবহৃত হইতে পারে। সচরাচর জয়পালের বীজ (Croton seeds) জোলাপ সাবানের সহিত মিশ্রিত হয়। নানাবিধ ঔষধমিশ্রিত সাবান পাওয়া যায়। তন্মধ্যে এইগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—কার্ব্বলিক, সোহাগা, কর্পূর, আওডিন, গন্ধক, নিম প্রভৃতি। পশু পক্ষীর চর্ম্ম রক্ষা করিবার নিমিত্ত চর্ম্মব্যবসায়িগণ সেঁকো মিশ্রিত সাবান ব্যবহার করিয়া থাকে। দেহে মাখিবার জন্য গন্ধযুক্ত বিশুদ্ধ সাবান আজকাল সকল দেশেই অধিক প্রচলিত হইয়াছে। এই সকল সাবান নানাবর্ণে রঞ্জিত হয়। সাবান প্রস্তুত হইলে পর ইহার সহিত ইচ্ছানুযায়ী রং মিশাইয়া সেই রংমিশ্রিত সাবানকে একটী বিশেষ যন্ত্রসাহায্যে পেষণ করা হয়। অতঃপর ইহার সহিত মনোমত গন্ধ দ্রব্য মিশাইয়া, অন্য একটী যন্ত্র দ্বারা পুনরায় ইহাকে পেষণ করা হইয়া থাকে। এইরূপে সেই গন্ধ দ্রব্য সম্পূর্ণরূপে সাবানের সকল অংশে মিশ্রিত হইলে, ইহাকে বিভিন্ন ভাগে কাটিয়া যন্ত্রসাহায্যে নানাবিধ আকারে গঠন করা হয়। যে সকল সাবানে অতি অল্প পরিমাণে অমিশ্র ক্ষার ও অম্ল বর্ত্তমান থাকে, সেইগুলি শরীরে ব্যবহারোপযোগী সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাবান। এই অমিশ্র ক্ষার বা অম্ল শরীরের বিশেষ অনিষ্টকর।

সাবিক (ত্রি) আবিকযুক্ত।

সাবিত্র (পুং) সবিতা দেবতা অস্যেতি অণ্। ১ ব্রাহ্মণ। (হেম) ভগবান্ সূর্য্যের উপাসনা করেন, বলিয়া ব্রাহ্মণের নাম সাবিত্র হইয়াছে। ২ শঙ্কর। ৩ বসু। (মেদিনী) সবিতৃ-স্বার্থে অণ্। ৪ সূর্য্য। ৫ গর্ভ। (শব্দরত্না°) সবিতুরপত্যং পুমান্ অণ্। ৬ কর্ণ। (ভারত ১।১৩৭।৮) ৭ সূর্য্যের অপত্যমাত্র। (ত্রি) ৭ সূর্য্যবংশীয়। ৮ সবিতৃসম্বন্ধীয়। মনুতে লিখিত আছে যে প্রতি পর্ব্বে অর্থাৎ অষ্টমী, চতুর্দ্দশী প্রভৃতি পর্ব্বদিনে সাবিত্র এবং শান্তিহোম করিতে হয়।

"সাবিত্রান্ শান্তিহোমাংশ্চ কুর্য্যাৎ পর্ব্বসু নিত্যশঃ। (মনু ৪।১৫০)

(স্ত্রী) ৯ যজ্ঞোপবীত।

সাবিত্রবৎ (ত্রি) সাবিত্র অস্ত্যর্থে মতুপ্, মস্য ব। সাবিত্র-বিশিষ্ট, যজ্ঞোপবীতযুক্ত।

সাবিত্রী (স্ত্রী) সবিতৃ-অণ্, সাবিত্র-ঙীষ্। ১ গায়ত্রী। বেদমাতা গায়ত্রী। ইহার নামনিরুক্তি এইরূপ লিখিত আছে যে—

"সর্ব্বলোকপ্রসবনাৎ সবিতা স তু কীর্ত্ত্যতে।
যতস্তদ্দেবতা দেবী সাবিত্রীত্যুচ্যতে ততঃ।
বেদপ্রসবনাচ্চাপি সাবিত্রী প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥"

(অগ্নিপু° ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বনামাধ্যায়)

যিনি সর্ব্বলোক প্রসব করেন, তাঁহার নাম সবিতা অর্থাৎ যাহা হইতে সর্ব্বলোকের সৃষ্টি হইয়াছে তিনিই সবিতা শব্দবাচ্য, এই সবিতা যাহার দেবতা তিনিই সাবিত্রী বা যিনি বেদগণের প্রসব করিয়াছেন, তিনিই সাবিত্রী। ব্রহ্মার স্ত্রীর নাম সাবিত্রী, সূর্য্যের মূর্ত্তিনায়ক পত্নীতে ইনি জন্মগ্রহণ করেন।

মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে যে, তিনি তাঁহার দেহ দুইভাগে বিভক্ত করিয়া একভাগে পুরুষ এবং একভাগে নারী হন, এই

নামেই সাবিত্রী, এই দেবী সরস্বতী, গায়ত্রী ও ব্রহ্মাণী নামে খ্যাতা ।

"ততঃ সংজপতস্তস্য ভিত্ত্বা দেহমকল্মষম্ ।
স্ত্রীরূপমর্দ্ধমকরোদর্দ্ধং পুরুষরূপবৎ ॥
শতরূপা চ সা খ্যাতা সাবিত্রী চ নিগদ্যতে ।
সরস্বত্যথ গায়ত্রী ব্রহ্মাণী চ পরন্তপ ॥" (মৎস্যপু° ৩।৩০-৩২)

এই সাবিত্রী দেবীই দ্বিজাতিদিগের একমাত্র উপাস্যা । এই সাবিত্রীর উপাসনা দ্বারাই ব্রাহ্মণ নিঃশ্রেয়োলাভ করিয়া থাকেন । পদ্মপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে ১৭ অধ্যায়ে সাবিত্রীর সহস্রনাম কীর্ত্তিত হইয়াছে, সাবিত্রীর উপাসনা করিয়া যে দ্বিজ এই সহস্রনাম পাঠ বা শ্রবণ করেন, তিনি সকল পাপবিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে বাস করেন। (পদ্মপু° সৃষ্টিখ° ১৭অঃ)

৬ উপনয়নকর্ম্ম, উপনয়নসংস্কার।

"আ ষোড়শাৎ ব্রাহ্মণস্য সাবিত্রী নাতিবর্ত্ততে ।
আ দ্বাবিংশাৎ ক্ষত্রবন্ধোরা চতুর্বিংশতের্বিশঃ ॥ (মনু ২।৩৮)
'সাবিত্রীশব্দেন তদনুবচনসাধনমুপনয়নাখ্যং কর্ম্ম লক্ষ্যতে।'
(মেধাতিথি)

ব্রাহ্মণের ষোড়শ বর্ষ, ক্ষত্রিয়ের দ্বাবিংশতিবর্ষ ও বৈশ্যের চতুর্বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত উপনয়নসংস্কারকাল। এই কাল পর্য্যন্ত কখনও সাবিত্রী অতিক্রম করিবে না। উপনয়নকালে সাবিত্রী-দীক্ষা হয়, এই জন্য উক্ত সংস্কারও সাবিত্রীনামে বর্ণিত হয়, উক্ত কালমধ্যে যদি বর্ণত্রয় সাবিত্রীদীক্ষিত না হন, তাহা হইলে তাহাদিগকে ব্রাত্য কহে। পরে সাবিত্রী গ্রহণ করিতে হইলে যথাবিধানে ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তবে তাহাদের সাবিত্রী-দীক্ষা হইবে।

ব্রাহ্মণবালকের দ্বাদশ বর্ষ বয়সের পর উপনয়ন না হইলে সাবিত্রীপতিত্ব হয়, সুতরাং এই দোষপরিহারের জন্য মহাব্যাহৃতি-হোমরূপ প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান করিয়া তবে তাহাকে সাবিত্রী দেওয়া কর্ত্তব্য। উক্ত প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান না করিয়া সাবিত্রী উপদেশ দিবে না, সুতরাং ব্রাহ্মণবালকের ১৬ বৎসরের ঊর্দ্ধ ব্রাত্যকাল হইলেও দ্বাদশবর্ষ মধ্যে সাবিত্রী উপদেশ দেওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এই কাল অতিক্রম করিলেই প্রায়শ্চিত্তার্হ হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই বর্ণত্রয় উপনয়নসংস্কারের পর হইতে প্রতি দিন সন্ধ্যাকালে অর্থাৎ প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ং সন্ধিকালে ভক্তিসহকারে একাগ্রচিত্তে সাবিত্রী জপ করিবেন, ইহার বিষয় মনুতে লিখিত আছে যে, ("ভূর্ভুবঃ স্বঃ"কে ব্যাহৃতি কহে।) প্রণব ও ব্যাহৃতিপূর্ব্বক [illegible] বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ প্রত্যেক সন্ধিকালে অবহিত মনে সাবিত্রী জপ করেন, তিনি সমগ্র বেদপাঠের পুণ্য লাভ করেন। যিনি এইরূপে সাবিত্রীর সহস্র জপ করেন, সর্প যেরূপ নির্ম্মোক হইতে মুক্ত হয়, তদ্রূপ তিনিও একমাসে মহৎপাপ হইতে মুক্ত হন। যে দ্বিজ এই সাবিত্রীরূপ ঋক্ হইতে বিযুক্ত হন, অথবা যথা-কালে ইহার অনুষ্ঠান না করেন, তিনি সাধুসমাজে নিন্দিত হইয়া থাকেন। সাবিত্রীই একমাত্র ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়, যিনি প্রতিদিন নিরলস হইয়া তিন বৎসর পর্য্যন্ত প্রণব ও ব্যাহৃতির সহিত সাবিত্রী জপ করেন, তিনি পরব্রহ্মের সামীপ্য লাভ করেন। বায়ুর ন্যায় সর্ব্বত্র যথেচ্ছ বিচরণ করিতে পারেন, এবং আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী হইয়াও নির্লিপ্ত থাকেন। একাক্ষর প্রণবই পরম ব্রহ্ম, প্রাণায়ামত্রয়ই পরম তপস্যা এবং সাবিত্রীর পর অপর কোন মন্ত্র নাই, ইহাই মন্ত্রসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

"এতদক্ষরমেতাঞ্চ জপন্ ব্যাহৃতিপূর্ব্বিকাম্ ।
সন্ধ্যয়োর্বেদবিদ্ বিপ্রো বেদপুণ্যেন যুজ্যতে ॥
সহস্রকৃত্বস্ত্বভ্যস্য বহিরেতত্ত্রিকং দ্বিজঃ ।
মহতোঽপ্যেনসো মাসাত্ত্বচেবাহির্বিমুচ্যতে ॥
ওঁকারপূর্ব্বিকাস্তিস্রো মহাব্যাহৃতয়োঽব্যয়াঃ ।
ত্রিপদা চৈব সাবিত্রী বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণো মুখম্ ॥
যোঽধীতেঽহন্যহন্যেতাং ত্রীণি বর্ষাণ্যতন্দ্রিতঃ ।
স ব্রহ্ম পরমভ্যেতি বায়ুভূতঃ খমূর্ত্তিমান্ ॥" (মনু ২।৭৮-৮১)

উক্ত বচনাদি দ্বারা জানা যায় যে, সাবিত্রীজপই দ্বিজাতি-দিগের একমাত্র পরম তপস্যা। দ্বিজাতি এক সাবিত্রী উপাসনা দ্বারাই ইহ ও পরলোকে সকল প্রকার নিঃশ্রেয়ঃ লাভ করিয়া থাকেন। দেবীভাগবতে লিখিত আছে যে প্রথমে ব্রহ্মা সাবিত্রী উপাসনা করেন, তৎপরে দেবগণ, এবং তৎপশ্চাৎ বিদ্বৎগণ ইহার পূজা করেন। অনন্তর এই ভারতবর্ষে রাজা অশ্বপতি, তৎপরে বর্ণ চতুষ্টয় ইহার আরাধনা করিয়াছিলেন।

"ব্রহ্মণা বেদজননী প্রথমা পূজিতা মুনে।
দ্বিতীয়ে চ দেবগণৈস্তৎপশ্চাৎ বিদ্বজ্জনৈঃ।
তদা চাশ্বপতির্ভূপঃ পূজয়ামাস ভারতে।
তৎপশ্চাৎ পূজয়ামাসুর্বর্ণাশ্চত্বার এব চ ॥"
(দেবীভাগবত ৯।২৬।৩—৪)

উক্ত পুরাণে লিখিত আছে যে, একবার সাবিত্রী জপ করিলে দিনকৃত পাপক্ষয় হয়, দশবার জপ করিলে দিন ও রাত্রি এই উভয় কালের পাপ ধ্বংস হইয়া থাকে। শতবার জপ করিলে মাসার্জ্জিত পাপ, সহস্রবার জপ করিলে সম্বৎসরসঞ্চিত পাপ, লক্ষ জপ করিলে [illegible] জন্মের পাপ এবং দশলক্ষ জপ করিলে অন্য জন্মের পাপ, শতলক্ষ জপ করিলে সর্ব্ব জন্মের পাতক বিনষ্ট হয়। দশ শত লক্ষ জপ করিলে মুক্তি হইয়া থাকে। এই সাবিত্রী দেবীকে গোলোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং ব্রহ্মাকে দান করেন।

কিন্তু এই সাবিত্রী দেবী ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন না। তখন শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে তাঁহার স্তব করিতে অনুমতি করেন। ব্রহ্মা ও ভগবানের আদেশে সাবিত্রীর স্তব করেন, সাবিত্রী তাঁহার এই স্তবে পরিতুষ্টা হইয়া ব্রহ্মাকে পতিরূপে বরণ করেন।

সাবিত্রী, মদ্রদেশাধিপতি অশ্বপতির কন্যা, সত্যবানের পত্নী; ভারতের আদর্শসতী রমণী। সাবিত্রী মন্ত্রে আহুতি প্রদান করাতে সাবিত্রী প্রীতিপূর্ব্বক এই কন্যা অর্পণ করেন বলিয়া অশ্বপতি তাঁহার 'সাবিত্রী' নাম রাখিয়াছিলেন।

মহাভারতে লিখিত আছে, মদ্রদেশে পরম ধর্ম্মনিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয়, পৌরজনের প্রিয়পাত্র অশ্বপতি নামে এক নরপতি ছিলেন। রাজা নিঃসন্তান হওয়াতে বৃদ্ধ বয়সে মনঃকষ্ট পাইতেছিলেন, অতঃপর সন্তানকামনায় নিয়মিতাহারী ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া কঠোর নিয়ম অবলম্বন করিলেন। তিনি সাবিত্রীমন্ত্রে প্রতিদিন লক্ষবার আহুতি প্রদান করিয়া দিবসের ষষ্ঠ ভাগে পরিমিত ভোজন করিতেন। এইরূপে অষ্টাদশ বর্ষ অতীত হইলে, সাবিত্রী তাঁহার প্রতি তুষ্টা হইলেন এবং মূর্ত্তিমতী হইয়া নরপতিকে দর্শন দিলেন।

সাবিত্রী কহিলেন, "হে রাজন্! আমি তোমার প্রতি প্রসন্না হইয়াছি; অতএব তোমার ইচ্ছানুযায়ী বর প্রার্থনা কর।" অশ্বপতি বিনীতভাবে সাবিত্রী দেবীকে কহিলেন, "আমি অপত্যের নিমিত্ত এই ব্রত ধারণ করিয়াছি; অতএব এই প্রার্থনা, যেন আমার বহু পুত্র উৎপন্ন হয়।" দেবী প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "ব্রহ্মার প্রসাদে শীঘ্রই তোমার একটী তেজস্বিনী কন্যা হইবে।" সাবিত্রীর বাক্যে প্রীত হইয়া, অশ্বপতি পুনরায় তাঁহার বন্দনা করিলে, তিনি অন্তর্দ্ধান করিলেন।

কিয়ৎকাল অতীত হইলে অশ্বপতির জ্যেষ্ঠা মহিষী মালবীর গর্ভে অশ্বপতির একটী কন্যা জন্মগ্রহণ করিল। সাবিত্রীমন্ত্রে আহুতি প্রদান করাতে, এই কন্যার জন্ম হইয়াছে বলিয়া, তাঁহার পিতা তাঁহার সাবিত্রী নাম রাখিলেন। সাবিত্রী সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন এবং কালক্রমে যৌবনে পদার্পণ করিলেন।

যৌবনে সাবিত্রীর দেহে এরূপ তেজ ফুটিয়া উঠিল যে, তাঁহার কান্তি-প্রভায় অভিভূত হইয়া কোন ব্যক্তিই তাঁহাকে স্ত্রীত্বে বরণ করিতে পারিলেন না। একদিন নরপতি দেবীরূপিণী স্বীয় দুহিতাকে প্রাপ্তযৌবনা দেখিয়া এবং বিবাহার্থী পাত্রেরা তাঁহার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছে না ভাবিয়া দুঃখিত হইলেন। রাজা কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমার সম্প্রদানকাল সমাগত, অথচ কেহ আমার নিকটে তোমার পাণিগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে না; অতএব তুমি স্বয়ং আপনার গুণ-সদৃশ স্বামী অন্বেষণপূর্ব্বক তাঁহাকে পতিত্বে বরণ কর, পরে আমি বিবেচনাপূর্ব্বক তোমাকে তাঁহার হস্তে অর্পণ করিব।"

রাজা কন্যাকে ও বৃদ্ধ মন্ত্রিদিগকে এইরূপ কহিয়া যাত্রার উপযোগী বাহনাদির আয়োজন ও গমন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। সাবিত্রী স্বর্ণরথে আরোহণপূর্ব্বক বৃদ্ধ সচিববৃন্দপরিবৃতা হইয়া স্বীয় মনোমত পতি অন্বেষণার্থ রমণীয় তপোবনসকল ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

অনন্তর মদ্রাধিপতি অশ্বপতি নারদের সহিত সভামধ্যে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে সাবিত্রী তীর্থ ও আশ্রম সকল পরিভ্রমণ করিয়া পিতৃসদনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং পিতাকে নারদের সহিত উপবিষ্ট দেখিয়া অবনত মস্তকে উভয়ের চরণ বন্দনা করিলেন। রাজা স্বীয় তনয়াকে স্বকীয় ভ্রমণবৃত্তান্ত বিস্তারিত রূপে বর্ণন করিতে আদেশ করিলে, সাবিত্রী এইরূপ বলিলেন,—"শাল্ব দেশে দ্যুমৎসেন নামে একজন বিখ্যাত ধর্ম্মাত্মা ক্ষত্রিয় ভূপতি ছিলেন। কালক্রমে তিনি অন্ধ হইয়া পড়েন। যৎকালে এই ভূপতি অন্ধ হন, তখন তাঁহার একমাত্র পুত্র সত্যবান্ জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। দ্যুমৎসেনের সমীপবাসী কোন শত্রু এই সময়ে তাঁহার রাজ্য হরণ করে। রাজা অনন্যোপায় হইয়া স্বীয় পত্নী ও পুত্রের সহিত আসিয়া বনে বাস করেন এবং তথায় তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়া কালযাপন করিতেছেন। তাঁহার পুত্র সত্যবান্ রাজভবনে জন্মগ্রহণ করিয়া তপোবনে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। সুতরাং তিনিই আমার উপযুক্ত ভর্ত্তা, এই ভাবিয়া আমি মনে মনে তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি।"

সাবিত্রীর এই কথা শ্রবণ করিয়া নারদ কহিলেন, "রাজন্! সাবিত্রী না জানিয়া সত্যবান্কে বরণ করিয়া মহাপাপ করিয়াছেন, সত্যবান্ সর্ব্ব গুণযুক্ত হইলেও, তাঁহার একমাত্র দোষ সমুদায় গুণকে অভিভূত করিয়াছে। সেই সত্যবান্ অদ্য হইতে এক বৎসর পূর্ণ হইলে ক্ষীণায়ু হইয়া দেহত্যাগ করিবে।

বিধির নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন করিবে? সাবিত্রীর সহিত সত্যবানের বিবাহ হইল; বিবাহের পর সংবৎসর অতীত হইলে সত্যবান্ প্রাণত্যাগ করিলেন; যম সত্যবানের সূক্ষ্ম দেহ লইয়া যাইবার জন্য মৃতদেহের নিকট আগমন করিলে, সাবিত্রী তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া মৃত পতির প্রাণভিক্ষা চাহিলেন; সতীর প্রসাদে মৃতপতি পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হইল। এই সকল কথা বিস্তারিত রূপে "সত্যবান্" শব্দে লিখিত হইয়াছে। [সত্যবান্ শব্দ দেখ।]

দেবীভাগবতে সাবিত্রীসম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে,—

মদ্রদেশে মহারাজ অশ্বপতি বাস করিতেন। ধর্ম্মচারিণী মালতী তাঁহার মহিষী। তিনি বন্ধ্যা ছিলেন বলিয়া বশিষ্ঠের

উপদেশে ভক্তিভরে সাবিত্রীর আরাধনা করেন। কিন্তু তিনি কোনরূপ প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত বা তদীয় দর্শনলাভে অসমর্থ হইয়া দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। রাজা তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিয়া নানাপ্রকার সান্ত্বনা করিয়া স্বয়ং সাবিত্রীর তপশ্চরণমানসে পুষ্করে গমন করিলেন এবং শতবৎসর সংযমী হইয়া তপশ্চরণ করিলেন। তথাপি তিনি সাবিত্রীর দর্শন পাইলেন না, কিন্তু তিনি প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইলেন;—আকাশ-বাণী হইল, "তুমি দশলক্ষ গায়ত্রী জপ কর।"

এই সময়ে পরাশর তথায় সমাগত হইলেন এবং রাজার নিকটে সাবিত্রীর সমুদায় পূজাবিধিক্রম কীর্ত্তন করিয়া, তাঁহাকে যাবতীয় মন্ত্রাদি প্রদানপূর্ব্বক স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন। তদনন্তর নরপতি সম্যগ্‌বিধানে সাবিত্রীর পূজা করিয়া তাঁহার দর্শনলাভ করিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে বর প্রাপ্ত হইলেন।

সাবিত্রীর শরীরপ্রভায় দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "মহারাজ! আমি তোমার বাঞ্ছিত বিষয় বিদিত হইয়াছি। তোমার পতিব্রতা স্ত্রী, কন্যাসন্তান প্রার্থনা করিতেছেন, আর তুমি পুত্রলাভে সমুৎসুক হইয়াছ। অতএব ক্রমানুসারে তোমাদের দুয়েরই অভিলাষ পূর্ণ হইবে।" দেবী এই বলিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন।

অনন্তর অশ্বপতির কন্যাসন্তান হইল। সেই কন্যা কাল সহকারে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত ও রূপযৌবনসম্পন্না হইয়া উঠিল। সর্ব্বদা সত্যবাদী ও সর্ব্বগুণালঙ্কৃত দ্যুমৎসেনের সত্যবান্ নামে এক পুত্র ছিল; সাবিত্রী তাঁহাকেই বররূপে বরণ করিল। রাজা অশ্বপতি রত্নাভরণভূষিতা সাবিত্রীকে সত্যবানের হস্তে সম্প্রদান করিলেন। অনন্তর সংবৎসর অতীত হইলে, সত্যবান্ পিতার আজ্ঞাক্রমে ফল ও কাষ্ঠ আহরণার্থ বনে গমন করিলেন; সতী সাবিত্রীও পতির অনুগামিনী হইলেন। অনন্তর সত্যবান্ দৈবক্রমে বৃক্ষ হইতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। যম তাঁহার শরীরস্থ অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষকে গ্রহণপূর্ব্বক গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, পতিব্রতা সাবিত্রীও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন, তাঁহাকে পশ্চাদ্‌গামিনী দেখিয়া যম মধুর বাক্যে বলিলেন, "সাবিত্রি! তুমি এই মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া কোথায় যাইতেছ? যদি নিতান্তই স্বামীর সহিত গমন করিবে, তবে দেহ পরিত্যাগ কর। তোমার স্বামীর কাল পূর্ণ হইয়াছে; সেই জন্য তোমার স্বামী স্বকীয় কর্ম্মফলভোগার্থ মদীয় ভবনে যাইতেছেন। জীবমাত্রেই কর্ম্মবশে জন্মগ্রহণ করে, এবং কর্ম্মবশেই লয় প্রাপ্ত হয়।" পতিপরায়ণা সাবিত্রী যমের কথা শ্রবণ করিয়া ভক্তি সহকারে যমের স্তব করিয়া তাঁহাকে কর্ম্মের স্বরূপ, উৎপত্তি ও উপাদান এবং জ্ঞান, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদির স্বরূপ ও লক্ষণ সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। ধর্ম্মরাজও তাঁহার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, "তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তৎসমুদায় যথাশাস্ত্র বলিলাম, বৎসে! এক্ষণে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কর।" সাবিত্রী কহিলেন, আমি স্বামীকে অথবা জ্ঞানের সাগরস্বরূপ আপনাকে ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইব? আপনি আমাকে কর্ম্মফল ও কর্ম্মবিপাক বুঝাইয়া দিয়া বাধিত করুন।" সাবিত্রীর এই কথা শুনিয়া যমের বিস্ময় উপস্থিত হইল। তিনি বলিলেন, "বৎসে! তুমি দ্বাদশ বর্ষবয়স্কা কন্যা মাত্র; কিন্তু তোমার জ্ঞান পরমজ্ঞানী সনকাদি যোগিগণের ন্যায়। তুমি সত্যবানের দ্বারা অখণ্ড সৌভাগ্যশালিনী হইবে। আমি স্বয়ং তোমাকে এই বর দিলাম। এক্ষণে তুমি ইচ্ছানুযায়ী বর প্রার্থনা কর।" এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ সাবিত্রীর নিকটে জীবের কর্ম্মফল ও কর্ম্মবিপাক কীর্ত্তন করিলেন। তৎপরে সাবিত্রী বলিলেন, "যেন সত্যবানের ঔরসে আমার যেন শতপুত্র জন্ম লাভ করে, ইহাই আমার অভিলষিত বর; আর, আমার পিতারও যেন একশত পুত্র জন্মে, শ্বশুরের যেন চক্ষুলাভ হয় এবং তিনিও যেন পুনরায় বিনষ্ট রাজ্য প্রাপ্ত হন, ইহাও আমার অন্যতর ঈপ্সিত বর। আপনি জগতের প্রভু; অতএব এই বরও প্রদান করুন যেন আমি লক্ষ বৎসরের অবসানে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া, স্বামীর সহিত বৈকুণ্ঠে গমন করিতে পারি।" ধর্ম্মরাজ সাবিত্রীর উপর পরম প্রীত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি পরম সাধ্বী, অতএব যাহা মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছ, তৎসমস্তই সিদ্ধ হইবে।" অনন্তর [illegible] সাবিত্রীর নিকটে তাঁহার প্রশ্নানুক্রমে ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব সকল কীর্ত্তন করিয়া, সত্যবানের মৃতদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। সাবিত্রীর সকল মনোরথ পূর্ণ হইল।

মহাভারত ও দেবীভাগবত ভিন্ন ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণাদিতেও সাবিত্রীর অসামান্য সতীত্বপ্রভাব বর্ণিত হইয়াছে, বাহুল্য ভয়ে সেই সকল লিখিত হইল না।

সাবিত্রীতীর্থ (স্ত্রী) তীর্থবিশেষ।

সাবিত্রীপুত্র (পুং) সাবিত্র্যাঃ পুত্রঃ। সাবিত্রীর পুত্র।

সাবিত্রীব্রত (স্ত্রী) সাবিত্র্যা ব্রতং। ব্রতবিশেষ। যোষিদ্‌ব্রতভেদ। স্ত্রীগণ অবৈধব্য কামনায় এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথিতে উপবাস করিয়া এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে আর বৈধব্য ঘটে না। এই ব্রত চতুর্দ্দশবর্ষসাধ্য, এই ব্রত গ্রহণ করিয়া চতুর্দ্দশ বর্ষের পর ইহার উদ্‌যাপন করিতে হয়। এই ব্রতের ব্যবস্থাদির বিষয় স্মৃতিতে এইরূপ লিখিত আছে যে,—

"জ্যৈষ্ঠকৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং সাবিত্রীমর্চ্চয়ন্তি যাঃ।
বটমূলে সোপবাসা ন তা বৈধব্যমাপ্নুয়ুঃ॥

জ্যৈষ্ঠে মাসি চতুর্দ্দশ্যাং সাবিত্রীব্রতমুত্তমম্।
অবৈধব্যায় কুর্ব্বন্তি স্ত্রিয়ঃ শ্রদ্ধাসমন্বিতাঃ॥
মেষে বা বৃষভে বাপি সাবিত্রীং তাং বিনির্দ্দিশেৎ।" (তিথিতত্ত্ব)

জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীপক্ষে গৌণচান্দ্র জ্যৈষ্ঠ বুঝিতে হইবে। কারণ শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, যে মেষ বা বৃষে অর্থাৎ সূর্য্য মেষ বা বৃষ রাশিতে অবস্থানকালে এই ব্রত করিবে। সুতরাং বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ এই দুই মাসে গৌণ চান্দ্রেরই সম্ভাবনা, মুখ্যচান্দ্র জ্যৈষ্ঠমাসে হইলেও বৈশাখ মাসে কিছুতেই হইতে পারে না, মুখ্যচান্দ্র জ্যৈষ্ঠে হইলে জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে হইয়া থাকে, কিন্তু প্রায়ই আষাঢ় মাসে সাবিত্রীব্রত হয়. সুতরাং শাস্ত্রে মেষ বৃষ উল্লেখ থাকায় গৌণচান্দ্র জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী বুঝিতে হইবে, মুখ্যচান্দ্র হইবে না।

এই ব্রত রাত্রিতে কর্ত্তব্য। প্রায় সকল ব্রতই দিবাভাগে করিতে হয়, কিন্তু এই ব্রতের বিশেষ এই, সমস্ত দিন উপবাস করিয়া থাকিয়া পরে রাত্রিকালে এই যে, ব্রতানুষ্ঠান বিধেয়। এই ব্রত উপবাস করিয়া করিতে হয়, এইরূপ বিধান আছে, কিন্তু যদি কেহ উপবাস করিতে অশক্ত হয়, তাহা হইলে সে রাত্রি-কালে ব্রত করিয়া ভোজন করিবে। স্ত্রীদিগের যদি রজো-যোগ ও সূতিকা প্রভৃতি অশৌচ হয়, অথবা যদি গর্ভবতী থাকেন, তাহা হইলে অপরের দ্বারা পূজাদি কার্য্য করাইবেন। কিন্তু কায়িক উপবাসাদি শুদ্ধা বা অশুদ্ধা যে অবস্থায় থাকুন না কেন, তাঁহাকেই করিতে হইবে।

"গর্ভিণী সূতিকা নক্তং কুমারী চ রজস্বলা।
যদাশুদ্ধা তদান্যেন কারয়েৎ ক্রিয়তে সদা॥

উপবাসাদশক্তৌ নক্তং ভোজনং কুর্য্যাৎ "উপবাসেষ্বশক্তানাং নক্তং ভোজনমিষ্যতে।" অশুদ্ধা চেৎ পূজাং কারয়েৎ। কায়িকোপ-বাসাদিকং সদা শুদ্ধয়া অশুদ্ধয়া চ স্বয়ং ক্রিয়তে।" (তিথিতত্ত্ব)

যদি দিবাভাগে ত্রয়োদশী এবং রাত্রিকালে চতুর্দ্দশী হয়, তাহা হইলে সেই চতুর্দ্দশীতে সত্যবানের সহিত সাবিত্রীর পূজা বিধেয়। দিবাভাগ শব্দের অর্থ—এই যে চতুর্দ্দশী যদি দুই দণ্ডকাল দিবা-ভাগে থাকে, তাহা হইলে প্রদোষকালে এই ব্রতাচরণ করিবে। যদি পূর্ব্বদিনে তিথি এইরূপ থাকে, অর্থাৎ দুইদণ্ড ত্রয়োদশী থাকিয়া পরে চতুর্দ্দশী তিথি এবং ঐ তিথি যদি ত্রিসন্ধ্যাব্যাপিনী হয়, তাহা হইলে পরদিন প্রদোষ কালেই ঐ ব্রতানুষ্ঠান করিবে। কারণ বচনান্তরে লিখিত আছে যে চতুর্দ্দশী তিথিতে যদি অমাবস্যা হয়, তাহা হইলে সেই দিনে উপবাস করিয়া এই ব্রতাচরণ করিবে। আর যে স্থলে পূর্ব্ব বা পরদিনে তিথির এইরূপ কোন গোল না হয়, সেই স্থলে উক্ত চতুর্দ্দশী তিথিতেই ব্রতানুষ্ঠান বিধেয়।

"দিবাভাগে ত্রয়োদশ্যাং যদা চতুর্দ্দশী ভবেৎ।
তত্র পূজ্যা মহাসাধ্বী দেবী সত্যবতা সহ॥"

দিবাভাগে দণ্ডদ্বয়মাত্রসত্ত্বেঽপি অতএব প্রদোষে ব্রতমাচরন্তি, পূর্ব্বাহ্নে তদ্বিধত্বে পরাহ্নে ত্রিসন্ধ্যাব্যাপিত্বে পরাহএব ত্রিসন্ধ্যা-ব্যাপিনীতি বচনাৎ। যদা তু পূর্ব্বাপরয়োর্ন তথাবিধা। তদাপি পরাহএব।

"চতুর্দ্দশ্যামমাবস্যা যদা ভবতি তদ্দিনে।
উপোষ্য পূজনীয়া সা চতুর্দ্দশ্যাং বিধানতঃ॥"

এই ব্রত যাহারা করেন, পূর্ব্বদিন তাঁহারা সংযত হইয়া একাহারী থাকেন, ব্রতদিনে নিরম্বু উপবাস এবং ব্রতের পরদিন ফলভোজন, তৎপরদিন পারণ করিতে হয়, এইরূপে যিনি সাবিত্রীর ব্রত করেন, তিনি অবিধবা এবং নানাবিধ ঐশ্বর্য্যলাভ করিয়া থাকেন।

"সাবিত্রীমর্চ্চয়িত্বা তু ফলাহারো পরেঽহনি।
ততশ্চাবিধবা নারী বিত্তভোগান্ লভেত সা॥" (তিথিতত্ত্ব)

দেবীভাগবতে এই ব্রতের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, নারদ ভগবান্ নারায়ণকে এই ব্রত বিধান জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণা ত্রয়োদশী বা শুভ চতুর্দ্দশীতে ব্রতসংস্কারে ভক্তিপূর্ব্বক এই ব্রতানুষ্ঠান করিবে। ত্রয়োদশী ও চতুর্দ্দশী এই উভয় তিথি বলায় বুঝিতে হইবে যে ত্রয়োদশীযুক্তা চতুর্দ্দশী তিথিতে এই ব্রত করিবে। এই ব্রতে চতুর্দ্দশ ফল ও চতুর্দ্দশ নৈবেদ্য প্রদান করিতে হয়। চতুর্দ্দশ বর্ষে এই ব্রতের সমাপন কর্ত্তব্য। ব্রতান্তে ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া পারণ করিবে। ফলশাখাসমন্বিত একটী মঙ্গল ঘট যথাবিধানে স্থাপন করিয়া গণেশ, অগ্নি, বিষ্ণু, শিব ও শিবাকে বিহিত বিধানে পূজা করিবে। তৎপরে সাবিত্রীর ধ্যান করিতে হয়। যথা—

"তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং জ্বলন্তীং ব্রহ্মতেজসা।
গ্রীষ্মমধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ডসহস্রাংশুমিতপ্রভাং॥
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যাং রত্নভূষণভূষিতাং।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানাং ভক্তানুগ্রহবিগ্রহাং॥
সুখদাং মুক্তিদাং শান্তাং কান্তাঞ্চ জগতাং বিধেঃ।
সর্ব্বসম্পৎস্বরূপাঞ্চ প্রদাত্রীং সর্ব্বসম্পদাং॥
বেদাধিষ্ঠাত্রীদেবীঞ্চ বেদশাস্ত্রস্বরূপিণীং।
বেদবীজস্বরূপাঞ্চ ভজেত্তাং বেদমাতরং॥"

এই ধ্যান করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নানীয়, অনুলেপন, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, তাম্বূল, শীতল জল, বসন, ভূষণ,মাল্য, গন্ধ, ও মনোহর শয্যা এই ষোড়শোপচার প্রদান করিতে হয়। যথাবিধানে এই দেবীর পূজা করিয়া স্তব করা বিধেয়। শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ সাবিত্র্যৈ স্বাহা,

এই সাবিত্রীর মন্ত্র। এই মন্ত্রদ্বারাই পূজা করিতে হয়। যিনি এইরূপে সাবিত্রীর ব্রত করেন, তাঁহার সকল অভিলাষ সিদ্ধি হয়। এই ব্রত সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদ। রাজা অশ্বপতি অপুত্রক ছিলেন। মালতী তাঁহার ধর্ম্মপত্নী। বন্ধ্যা ছিলেন বলিয়া বশিষ্ঠ দেবের উপদেশে এই সাবিত্রী ব্রতাচরণ করেন। এই ব্রতফলে তিনি সাক্ষাৎ সাবিত্রীতুল্যা কন্যা লাভ করেন এবং এই কন্যাপ্রভাবেই তাঁহার শতপুত্র হয়। [সাবিত্রী দেখ] (দেবীভাগবত ৯।২৬—৩২ অ°) দেবীভাগবতের নবমস্কন্ধে ২৬ অধ্যায় হইতে সাবিত্রীর উপাখ্যানপ্রসঙ্গে বিস্তৃত বিবরণ আছে।

সাবিত্রীব্রতের পদ্ধতি এইরূপ লিখিত আছে যে, জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী তিথিতে রাত্রিকালে এই ব্রত করিতে হইবে। ব্রতকারিণী স্ত্রী ব্রতের পূর্ব্বদিন যথাবিধানে সংযম করিয়া থাকিবেন। ব্রতদিনে সমস্তদিন উপবাস বিধেয়। যে ব্রাহ্মণ এই ব্রত করাইবেন, তিনিও সমস্ত দিন উপবাসী থাকিবেন। প্রদোষকালে সায়ংসন্ধ্যাদির অনুষ্ঠান করিয়া এই ব্রতের সঙ্কল্প করিতে হইবে।

প্রথমে যথাবিধানে স্বস্তিবাচন ও সূর্য্যঃ সোম ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া, কোশায় তিল, তুলসী, হরীতকী, দূর্ব্বা, পুষ্প ও ত্রিপত্র ধরিয়া সঙ্কল্প করিবেন। যথা—

"নমঃ বিষ্ণুর্ঁ ওঁ তৎসৎ অদ্য জ্যৈষ্ঠমাসি কৃষ্ণে পক্ষে চতুর্দ্দশ্যান্তিথা-বারভ্য অমুকগোত্রা শ্রী অমুকী দেবী বা দাসী জীবদ্ভর্তৃকাবিচ্ছে-দেন সর্ব্বাপচ্ছান্তিপূর্ব্বকজন্মজন্মাবৈধব্যবিপুলধনধান্যপুত্রপৌত্র-সম্পত্তি-ভর্ত্তৃদীর্ঘায়ুষ্ট্ব-শ্বশুরকুলগতারোগ্য-পিতৃকুলগতসম্পত্ত্যে সর্ব্বসুখভোগপ্রাপ্তিকামা চতুর্দ্দশবর্ষপর্য্যন্তং প্রতিবর্ষীয় সাবিত্রী-চতুর্দ্দশ্যাং গণপত্যাদি দেবতা ষষ্ঠী যমস্তম্ভাযক বটশাখপপূজা-পূর্ব্বকসাবিত্রীসত্যবৎপূজা ব্রাহ্মণভোজনতাম্বুলপ্রদানসধবাভোজন-পতিপূজনব্রতকথাশ্রবণপূর্ব্বকসাবিত্রীব্রতমহং করিষ্যে।"

এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া ব্রাহ্মণ বেদানুসারে সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিবেন। স্ত্রী ও শূদ্রাদির পূজায় অধিকার নাই, এইজন্য ব্রত-কারিণী স্ত্রী পূজার জন্য ব্রাহ্মণকে বরণ করিবেন। ব্রাহ্মণকে নূতন বস্ত্র, যজ্ঞোপবীত, অঙ্গুরীয়ক প্রভৃতি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া বরণ করা বিধেয়। বরণের বিধানানুসারে বরণ করিতে হয়।

ব্রাহ্মণ যথাবিধানে বৃত হইয়া পূজাদি কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। শালগ্রাম শিলা বা ঘটস্থাপনের বিধানানুসারে ঘটস্থাপন করিয়া সামান্য পূজাপদ্ধতির নিয়মানুসারে সামান্যার্ঘ্য, আসনশুদ্ধি, জলশুদ্ধি, ভূতাপসারণ প্রভৃতি করিয়া তৎপরে ভূতশুদ্ধিও করিতে হইবে। তৎপরে গণেশ, শিবাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল ও মৎস্যাদি দশাবতারের পূজা করিয়া ব্রতোক্ত পূজা করিতে হয়।

প্রথমে ষষ্ঠীপূজা বিধেয়। ষষ্ঠীর ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা, অর্ঘ্যস্থাপন ও পুনরায় ধ্যান করিয়া আবাহনপূর্ব্বক ষোড়শোপচারে পূজা করিতে হয়। পূজা শেষ হইলে উক্ত মন্ত্র দ্বারা প্রার্থনা করিতে হয়। যথা—

"জয় দেবি জগন্মাত র্জগদানন্দকারিণি।
প্রসীদ মম কল্যাণি নমোহস্তু ষষ্ঠী দেবি তে॥
ত্বমেব বৈষ্ণবী শক্তি র্ব্রহ্মাণী চ ব্যবস্থিতা।
ব্রহ্মশক্তিঃ সমাখ্যাতা মহাষষ্ঠি নমোহস্তু তে॥"

এইরূপে ষষ্ঠীপূজা করিয়া যমের পূজা করিবে। ধ্যান যথা—

"বৈবস্বতং মহাকায়ং দণ্ডপাশকরদ্বয়ং।
পিতৃলোকেশং ধ্যায়েচ্চ মহিষোপরিসংস্থিতং॥"

এই ধ্যান করিয়া মানসপূজা প্রভৃতি পূজার বিধানে শক্তি অনুসারে উপচারসমূহ দ্বারা পূজা বিধেয়। এইরূপে পূজা করিয়া যমের নিকট প্রার্থনা করিতে হয়। প্রার্থনামন্ত্র—

"ওঁ যমোঽসি ত্বং মহাকায় সর্ব্বভূতাপহারক।
ত্বৎ প্রসাদাজ্জগন্নাথ দীর্ঘায়ুরস্তু মে পতিঃ॥
সূর্য্যপুত্র মহাভাগ সর্ব্বপ্রাণেশ্বর প্রভো।
ত্বৎপ্রসাদান্মহী যাবৎ দীর্ঘায়ুরস্তু মে পতিঃ॥
যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ।
বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ।
ঔডুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে।
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ॥"

এইরূপে প্রার্থনা ও প্রণাম করিবে। সমর্থ হইলে চতুর্দ্দশ যমের প্রত্যেকের পূজা করা আবশ্যক। অসমর্থ পক্ষে কেবল যমের পূজা করিলেই হইবে। যমপূজার পর তৎপত্নী ঊর্ণা, এবং পাশ দণ্ডাদি অস্ত্রপূজা করিবে। তৎপরে দ্যুমৎসেন এবং তৎ-পত্নী মালবীর পূজা করা আবশ্যক। এই সকল পূজার পর সত্য-বানের পূজা করিবে। ধ্যান—

"সত্যবন্তং রাজপুত্রং রাজলক্ষণ-সংযুতং।
পূর্ণচন্দ্রাননং গৌরং সর্ব্বাভরণভূষিতং॥"

এই ধ্যানে সত্যবানের পূজা করিয়া প্রণাম করিবে মন্ত্র,—
"আবয়োর্যথা দেব সাবিত্র্যা বিহিতস্তব।
কুরুষ্ব যথাস্মাকং তথা জন্মনি জন্মনি॥"

তৎপরে বটবৃক্ষকে সূত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া সাবিত্রীর পূজা করিতে হয়। ষষ্ঠীপূজাকালে বটের একটী ডাল পুতিয়া তাহার সমীপে সূত্র দ্বারা বেষ্টন করিবে। সাবিত্রীর ধ্যান,—

"শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশাং সাবিত্রীং রুচিরাননাম্।
পদ্মাসনাং রাজপুত্রীং বীণাপুস্তকধারিণীম্॥

ত্রৈলোক্যসুন্দরীং ধ্যায়েৎ দিব্যাভরণভূষিতাম্।
নবযৌবনসম্পন্নাং শঙ্খবিদ্যাধরাং শুভাম্॥"

এই ধ্যান ও পূজাবিধানানুসারে পূজা করিয়া প্রার্থনা করিবে।

"ওঁ দেবমাতর্নমস্তুভ্যং সাধ্বো চ মনোরমে।
পতিব্রতে মহাভাগে ব্রহ্মযোনে সুচিস্মিতে॥
দৃঢ়ব্রতে দৃঢ়মতে ভর্ত্তুঃ সংপ্রিয়বাদিনি।
অবৈধব্যঞ্চ সৌভাগ্যং দেহি ত্বং মম সুব্রতে॥
গৌরী শচী রুক্মিণী চ দ্রৌপদী চ রতির্যথা।
ত্বৎপ্রসাদাৎ জগন্মাতর্ভবেয়ং পতিব্রতা॥"

তৎপরে বটবৃক্ষে পূজা করিয়া প্রার্থনা করিবে—

"ওঁ বটোঽসি ত্বং ব্রহ্মরূপশাখাদিসংযুতঃ।
যথাহং ত্বৎপ্রসাদেন পতিঃ বর্ষাণি জীবতু॥
বটবৃক্ষ তরুশ্রেষ্ঠ সর্ব্বদেবাত্মক প্রভো।
ভবতু ত্বৎপ্রসাদেন ব্রতং হি সফলং মম॥"

এইরূপে বটবৃক্ষের পূজা করিয়া নারায়ণাদি সকল দেবতাকে এবং লক্ষ্মী প্রভৃতি সকল দেবীকে পূজা করিতে হয়। তৎপরে নানাবিধ উপচার দ্বারা পতির পূজা করা আবশ্যক। পতির পূজা শেষ হইলে ব্রতকথা শ্রবণ করিবে। এই ব্রতে চতুর্দ্দশ ফল ও ১৪ খানি ডালা উৎসর্গ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে দান করিতে হয়। এই ব্রতে যে চতুর্দ্দশজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হয়, সেই সকল ব্রাহ্মণের প্রত্যেককে এক একখানি ডালা দেওয়া আবশ্যক। চতুর্দ্দশজন সধবাকে বস্ত্র সিন্দূর ও অলঙ্কারাদি ভূষিত করিয়া পূজা ও ভোজন করাইবে। (ব্রতপদ্ধতি)

এইরূপে ব্রত শেষ করিয়া যে ব্রাহ্মণ ব্রতোক্ত পূজাদি করিয়াছেন, তাঁহাকে দক্ষিণা দিবে। ব্রতের প্রতিষ্ঠা করিবে না, কারণ ইহা চতুর্দ্দশবর্ষসাধ্য। এই জন্য চতুর্দ্দশ বৎসরের সঙ্কল্প করা হইয়াছে। চতুর্দ্দশবর্ষে প্রতিষ্ঠাকালে প্রতিষ্ঠা করিতে হয়।

ব্রতের দিন এই ব্রতকারিণী নিরম্বু উপবাস করিয়া থাকিবেন। তৎপরদিন লক্ষ্মপূজার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু শাস্ত্রে ইহার কোন উল্লেখ নাই। তৎপরে সধবা স্ত্রী ও ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়া স্বয়ং পারণ করিবে।

এই ব্রত গ্রহণ করিয়া প্রতিবর্ষেই সাবিত্রীচতুর্দ্দশীতিথিতে উক্ত নিয়মানুসারে ব্রত করিতে হইবে। প্রথম বৎসরের ন্যায় সঙ্কল্পাদি করিতে হইবে না। আর সমস্তই উক্ত রূপ অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

যে বৎসর উক্ত ব্রতের প্রতিষ্ঠা হইবে, সেই বৎসর ব্রত-প্রতিষ্ঠার বিধানানুসারে সকল কার্য্য করিতে হইবে এবং উক্ত বিধানানুসারে ব্রতের পূজাদি হইবে। পূজাদি শেষ হইলে সধবা স্ত্রীদিগের সহিত অতিশয় ভক্তিভাবে ব্রতকথা শ্রবণ করিতে হয়। এই ব্রতের কথা সাবিত্রীর উপাখ্যান। সাবিত্রী দেবী একমাত্র পাতিব্রত্য বলে যেরূপে সত্যবান্‌কে যমের হাত হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, এবং যমের নিকট বরলাভ করিয়া, পিতৃকুল, শ্বশুরকুল প্রভৃতি উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহাই বর্ণিত আছে। ব্রাহ্মণ সংস্কৃতভাষায় এই উপাখ্যান পাঠ করিয়া ব্রতকারিণী যদি ইহার মর্ম্মার্থ বুঝিতে না পারেন তাহা হইলে তাঁহাকে বাঙ্গালায় এই উপাখ্যান বুঝাইয়া দিবেন।

ব্রতমালায় ইহার বিস্তৃত বিধান আছে। বাহুল্য ভয়ে তাহা আর এই স্থলে লিখিত হইল না। যেরূপ প্রণালীতে এই ব্রতানুষ্ঠান বিধেয়, তাহাই মাত্র বর্ণিত হইল।

[সাবিত্রীর উপাখ্যান সাবিত্রী ও সত্যবান্ শব্দ দেখ।]

পুরাণমতে যথাবিধানে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে জন্মে জন্মে অবৈধব্য, পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলের উন্নতি, ইহলোকে পতিসাহচর্য্য ও নানাবিধ সুখসম্ভোগ এবং পরকালে স্বামীর সহিত ব্রহ্মলোকে বাস হইয়া থাকে।

সাবিত্রীসূত্র (ক্লী) সাবিত্রীদীক্ষাকালিকং সূত্রং। যজ্ঞোপবীত, সাবিত্রীদীক্ষাকালে এই সূত্র ধারণ করা হয়।

সাবুদানা, পণ্যদ্রব্যবিশেষ। চলিত কথায় সাগু বা সাগুদানা বলে। হিন্দি—সাগুদানা, সাগু-চবুল; তামিল—শাবারিসি, সাক্কিরিসি—সব্বিকে-হৃক্কল, মলয়—সাগু, চীন—সিকুমি, ফরাসী—সাগো, জর্ম্মণ—সগো, ইংরাজী—স্যাগো। পারস্য ভাষায় সাবু শব্দের অর্থ রুটী।

পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে অনবশেষীর তালগাছের ন্যায় এক প্রকার গাছ আছে, তাহা সাগুগাছ নামে প্রসিদ্ধ। উদ্ভিদবিৎগণ উহাকে তাল (Palm) জাতীয় এবং Metroxylon Sago, নামক দিয়াছেন। সাবুগাছ ব্যতীত তাল জাতীয় এবং অপর কোন কোন বৃক্ষের মেজ্জার হইতে সাবু প্রস্তুত হইয়া বাজারে সাবুদানা বা সাগু নামেই বিক্রীত হয়। জ্বর, অজীর্ণ প্রভৃতি রোগে ইহা অ্যারোরুট, বার্লী প্রভৃতির ন্যায় পথ্য।

নিম্ন জলাভূমিতেই সাবুগাছ বিশেষ ভাবে বর্দ্ধিত হয়। সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ৩০০ ফিট্ উচ্চ স্থানে ইহা অধিক পরিমাণে হয় না। গাছগুলি তাল, বা নারিকেলের ন্যায় বড় হয় না। তবে কোন কোন স্থানে কদাচিৎ ২০।২৫ ফিট্ উচ্চ হইতে দেখা যায়। দ্বীপপুঞ্জে জলাভূমিতে যে সকল সাবুগাছ জন্মে, তাহাদের আকার অপেক্ষাকৃত খর্ব্ব। গাছগুলির শাখা যেন ঝাঁপাল ঝোপাল এবং গাছ সরল ও পুষ্ট হয়।

গাছগুলি ১৫ বৎসরের পুরাতন হইলে সুপুষ্ট ও সুপক্ব হইয়া মেজ্জার দানে সমর্থ হয়। তখন ঐ বৃক্ষগুলির অভ্যন্তরে

শস্যের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট শ্বেত বর্ণ মজ্জার ন্যায় পদার্থবিশেষে পূর্ণ হইয়া পড়ে। উহার বাহিরে গাছের মোটা ছালটী আবরণ থাকে মাত্র। যদি ঐ সময়ে বৃক্ষে ফুল হইয়া ফলগুলি পাকিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে অভ্যন্তরের মজ্জাবৎ সারপদার্থ লোপ পায় এবং বৃক্ষ দণ্ডটী শূন্যগর্ভ দণ্ডের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকে। কিছুকাল এই ভাবে থাকিয়া গাছটী মরিয়া যায়।

গাছে ফুল ও ফল ধরিবার পূর্ব্বে ঠিক উপযুক্ত সময় বুঝিয়া গাছটীকে কাটিয়া ফেলা হয়, তৎপরে দণ্ডটীকে খণ্ড খণ্ড করিয়া চিরিয়া ফেলে। উহার ভিতরে যে সার বা মজ্জা থাকে, তাহা চাঁচিয়া বাহির করিয়া চূর্ণ করিয়া লয়। পরে ঐ চূর্ণ গুলি মযদা গোলার ন্যায় জলে গুলিয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লইতে হয়। ছাঁক-নীর মধ্য দিয়া জলের সহিত সারপদার্থ মাড়বৎ নির্গত হয় এবং বৃক্ষের তন্তুগুলি উহাতেই থাকিয়া যায়। অতঃপর ঐ শ্বেতসার-মিশ্রিত জল একটী কাঠের ডোঙ্গা বা বৃহৎ পাত্রে ঢালিয়া দেওয়া হয়। তখন ঐ পাত্রের তলদেশে শ্বেতসার থিতাইয়া পড়ে। পাত্রের উপরিস্থ জল আস্তে আস্তে ফেলিয়া দিয়া দেশীয় সাবু প্রস্তুত করিয়া পুনরায় ঐ শ্বেতসারকে দুইবার ধুইয়া লয়। এই রূপে ধৌত ও পরিষ্কৃত হইবার পর সাবু-সার খাইবার উপযুক্ত হয়। দেশান্তরে বাণিজ্যার্থ রপ্তানী করিবার জন্য উপযোগী করণ-মানসে দেশীয়েরা ঐ সাবু চূর্ণকে জলে মাখিয়া মণ্ড করে এবং তাহা হাতে ঘসিয়া গোল গোল দানা পাকায়। ঐ দানাগুলি আকৃতি অনুসারে পার্ল্ সাগু, বুলেট সাগু, সাগু-দীন প্রভৃতি নামে পরিচিত।

প্রকৃত সাবুবৃক্ষ (Metroxylon sago) ব্যতীত ভারতীয় আর্য্যাবর্ত্তে অপর যে সকল বৃক্ষ হইতে প্রচুর পরিমাণে সাবু প্রস্তুত হয় এবং তাহা বাজারে সাবুদানা রূপে সাবুর ন্যায় উৎকৃষ্ট দ্রব্য বলিয়া বিক্রীত হইয়া থাকে, সেই বৃক্ষনিচয়ের একটী তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

1. Arenga saccharifera. 2. Borassus flabelliformis.
3. Caryota urens. 4. Corypha Umbraculifera.
5. Cycas circinalis. 6. C. pectinata.
7. C. Rumphii. 8. Metroxylon. (তালজাতীয়)
9. Phoenix acaulis. 10. P. rupicola.
11. Tacca pinnatifida.

উপরে যে বৃক্ষতালিকা প্রদত্ত হইল, তদ্দৃষ্টে জানা যায় যে, ৫, ৬, ৭ ও ১০ সংখ্যক বৃক্ষ তালজাতীয় নহে। ভারতের একমাত্র তালজাতীয় সাবুগাছ Caryota urens হইতে সাবু-দানা প্রস্তুত হয়।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, ঔষধার্থ ও অন্ন প্রভৃতিতে সাবু রোগীর পক্ষে উৎকৃষ্ট পথ্য। বহুদিন জ্বরভোগের পর আরোগ্য লাভ করিলেও যখন রোগী দুর্ব্বল অবস্থায় থাকে তখনও সাবু খাইতে দেওয়া হয়। ইহাতে উদরের পীড়াদায়ক কোন পদার্থ নাই।

ভারতমহাসাগরস্থ পূর্ব্বদ্বীপপুঞ্জবাসী ও ভারতবাসীরা সাধারণতঃ সাবু গরম জলে কিছুক্ষণ সিদ্ধ করিয়া মণ্ড ছাঁকিয়া রাখে। সাবু সিদ্ধ হইলে বর্ণহীন ঘন জলের ন্যায় দৃষ্ট হয় এবং উহাতে কোনরূপ গন্ধ থাকে না। উহা রোগীকে দুগ্ধ, মাছের ঝোল বা লেবুর রস-যোগে খাইতে দেওয়া হয়। অনেক সময় সখ করিয়া লোকে সাবুর পুডিং (Sago pudding) প্রস্তুত করিয়া খায়। কচু দানার সাবু মুগের দাইলের সহিত খিচুড়ী করিয়া খাইতে ভাল লাগে। দ্বীপবাসীরা সাবুর শ্বেতসার জলে মাখিয়া বিস্কুট প্রস্তুত করিয়া শুকাইয়া রাখে। ঐ বিস্কুট অনেক দিন থাকে।

সাবেতস (পুং) সবেতসের অপত্য।

সাবেশ্য (ক্লী) সবেশস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। সবেশতা, তুল্যবেশত্ব, সমানবেশতা, একরূপ বেশ।

সাব্য (ত্রি) সব্যঋষিপ্রোক্ত। সব্যঋষি ঋগ্বেদের ১।১৪ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা।

সাশংস (ত্রি) আশংসয়া সহ বর্ত্তমানঃ। আশংসার সহিত বর্ত্তমান, আশংসাযুক্ত, আশংসাবিশিষ্ট।

সাশঙ্ক (ত্রি) আশঙ্কয়া সহ বর্ত্তমানঃ। আশঙ্কাযুক্ত, ভীত, আশঙ্কার সহিত বর্ত্তমান।

সাশন (ত্রি) অশনেন সহ বর্ত্তমানঃ। অশনযুক্ত, অশনের সহিত বর্ত্তমান, ভক্ষণবিশিষ্ট।

সাশিক্য (ক্লী) দেশভেদ ও তদ্দেশবাসী। (বৃহৎসংহিতা ১৪।১১)

সাশির (ত্রি) আশীর্ব্বাদের সহিত।

সাশূক (পুং) সাস্না, গলকম্বল। (হারাবলী)

সাশ্চর্য্য (ত্রি) আশ্চর্য্যেণ সহ বর্ত্তমানঃ। আশ্চর্য্যের সহিত বর্ত্তমান, আশ্চর্য্যযুক্ত, আশ্চর্য্যান্বিত।

সাশ্রয় (ত্রি) আশ্রয়ের সহিত বর্ত্তমান, আশ্রয়যুক্ত, আশ্রয়বিশিষ্ট।

সাশ্রু (ত্রি) অশ্রু, নেত্রজল, তাহার সহিত বর্ত্তমান, নেত্রজলযুক্ত, অশ্রুবিশিষ্ট।

সাশ্রুধী (ত্রি) শ্বশ্রূ, শাশুড়ী। (ত্রিকাণ্ড°)

সাশ্ব (ত্রি) অশ্বের সহিত বর্ত্তমান, অশ্বযুক্ত।

সাষ্ট (ত্রি) অষ্টের সহিত বর্ত্তমান।

সাষ্টাঙ্গ (ত্রি) অষ্টাঙ্গের সহিত, অষ্ট অঙ্গযুক্ত।

সাষ্টাঙ্গযোগ (ত্রি) অষ্টাঙ্গযোগের সহিত বর্ত্তমান, অষ্টাঙ্গযোগ-যুক্ত, অষ্টাঙ্গযোগবিশিষ্ট। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, ও সমাধি এই ৮টী যোগের অঙ্গ, এই অষ্টাঙ্গ-যোগ যুক্ত। [যোগ দেখ।]

মধ্যমসাহস দণ্ড, যে চিকিৎসক আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে বিশেষরূপ অভিজ্ঞ না হইয়া জীবিকার্জ্জনের জন্য পশুপক্ষীর মিথ্যা চিকিৎসা করেন, তাঁহার প্রথম সাহস দণ্ড, মনুষ্যের মিথ্যা চিকিৎসা করিলে মধ্যম সাহস এবং রাজার মিথ্যা চিকিৎসা করিলে উত্তম সাহস বিধেয়। যে সকল বণিক্ রাজনিরূপিত মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি জানিয়াও জোট বাঁধিয়া সাধারণের কষ্টকর দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করে, তাহাদিগের প্রথম সাহস দণ্ড, এবং যাহারা একত্র দলবদ্ধ হইয়া দেশান্তরগত পণ্য অল্প মূল্যে লইবার জন্য বিক্রেতৃগণকে বাধ্য করে, তাহাদের উত্তম সাহস দণ্ড; যিনি তুলাদণ্ড, শাসনপত্র, দ্রোণ, প্রস্থ প্রভৃতি মান, এবং মুদ্রাচিহ্নিত নিষ্কাদি বস্তু অসদুপায়ে প্রস্তুত করে বা তুলাদণ্ডের বাটখারা কম করিয়া রাখে, তাহাদেরও উত্তম সাহস দণ্ড হইবে। (যাজ্ঞবল্ক্য ২ অ°)

মনুতে লিখিত আছে যে, দ্রব্যস্বামীর সমক্ষে বলপূর্ব্বক যে অপহরণ তাহাকে সাহস এবং যাহারা গৃহদাহ, ডাকাইতি ইত্যাদি সাহসিক কার্য্য করে, তাহাদিগকে সাহসিক কহে। বাক্‌পারুষ্যকারী, তস্কর ও দণ্ডপারুষ্যকারী ব্যক্তি অপেক্ষাও সাহসিক অত্যন্ত পাপকারী। যে রাজা এই সকল সাহস কর্ম্মকারীকে বিপুল ধনাগমলোভে ত্যাগ করেন, তাঁহার রাজ্য শীঘ্র বিনষ্ট হয়। অতএব তিনি প্রেম ও ধর্ম্ম রক্ষার জন্য কদাচ ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না। (মনু ৮অ°)

পশ্চাদ্দোষ অবলোকন না করিয়া অর্থাৎ পরে কি হইবে, ইহা বিশেষরূপ বিবেচনা না করিয়া চৌর্য্য পরদারগমনাদি যে কোন দুষ্কৃত কর্ম্ম করা যায়, তাহাকেই সাহস কহে।

"পশ্চাদ্দোষমনালোচ্য করণং, তচ্চ চৌর্য্যপরদারগমনাদি।"

(মুগ্ধবোধটীকা দুর্গাদাস)

মনুর অষ্টম অধ্যায়, ও যাজ্ঞবল্ক্যের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইহার বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে তাহা আর এই স্থলে বিবৃত হইল না।

৩ দুষ্কৃত কর্ম্ম। ৪ অবিমৃশ্যকৃতি। (ভারত ৩২।৯) ৫ দম। (হেম) ৬ অত্যন্তবলের বিক্রম, উৎসাহ, নির্ভয়। ৭ অনৌচিত্য। ৮ দুষ্কর্ম্ম, অত্যাচার। ৯ বলপূর্ব্বক কৃত দুষ্কর্ম্ম। (পুং) সহসে বলায় হিতং সহস্-অণ্। ১০ অগ্নিবিশেষ। পূজাদি কার্য্যে অগ্নির বিশেষ বিশেষ নাম আছে, সেই নামে অগ্নির পূজা করিয়া হোম করিতে হয়।

"প্রায়শ্চিত্তে বিধুশ্চৈব পাকযজ্ঞে তু সাহসঃ।

লক্ষহোমে চ বহ্নিঃ স্যাৎ কোটিহোমে হুতাশনঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

প্রায়শ্চিত্তকার্য্যে অগ্নির নাম বিধু এবং পাকযজ্ঞে সাহস। যে কাজে চরুপাকাদি দ্বারা হোম হয়, তথায় অগ্নির নাম সাহস।

সাহসবৎ (ত্রি) সাহসো বর্ত্ততেঽস্য মতুপ্, মস্য বঃ। সাহসযুক্ত।

সাহসাঙ্ক (পুং) সাহস এব অঙ্কশ্চিহ্নং যস্য। বিক্রমাদিত্যরাজ।

সাহসাঙ্কীয় (ত্রি) সাহসাঙ্কসম্বন্ধীয়।

সাহসিক (ত্রি) সহসা বলেন বর্ত্ততে ইতি সহস্ (ওজঃ সহোহম্ভসা বর্ত্ততে। পা ৪।৪।২৭) ইতি ঠক্। সাহসকর্ম্মকারী, দস্যু প্রভৃতি, মনুষ্যমারক, ও চৌর, পারদারিক, পরুষবাদী ও দণ্ডপারুষ্যকারী। ধর্ম্মসংহিতায় মনুষ্যমারণ প্রভৃতি পাঁচ প্রকার দুর্ম্ম সাহস নামে কথিত হইয়াছে, সুতরাং ঐ পাঁচ প্রকার কর্ম্মকারীকে সাহসিক কহে। এই সাহসিক অতিশয় পাপী বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। রাজা এই সাহসিকগণে যথাবিধানে দণ্ড বিধান করিবেন। [সাহস শব্দ দেখ।] ব্যবহারতত্ত্বে লিখিত আছে যে, সাহসিক ব্যক্তিকে সাক্ষী মানিতে নাই, কারণ ইহারা নিজেরাই অতিশয় পাপকারী, এই পাপকারীদিগের সাক্ষ্য প্রমাণরূপে গ্রাহ্য নহে।

"স্তেনাঃ সাহসিকা ধূর্ত্তাঃ কিতবা ঘাতকাশ্চ যে।

অসাক্ষিণস্তে দুষ্টত্বেন্ সত্যং ন বিদ্যতে॥" (ব্যবহারতত্ত্ব)

চোর, সাহসিক, ধূর্ত্ত, কিতব ও ঘাতক ইহারা সকলে অসাক্ষী অর্থাৎ ইহাদিগকে সাক্ষী করিবেনা, কারণ ইহাদের মধ্যে সত্য বিদ্যমান নাই। ২ হঠকারী। ৩ নির্ভীক, নির্ভয়।

সাহসিকতা (স্ত্রী) সাহসিকস্য ভাবঃ তল-টাপ্। সাহসিকের ভাব বা ধর্ম্ম, সাহসিকের কার্য্য। নির্ভীকতা।

সাহসিক্য (স্ত্রী)

সাহসিন্ (ত্রি) সাহস অস্ত্যর্থে ইনি। সাহসিক, নির্ভীক।

সাহস্র (স্ত্রী) সহস্রাণাং সমূহঃ সহস্র-(ভিক্ষাদিভ্যোঽণ্। পা ৪।২।৩৮) ইতি অণ্। ১ সহস্রসমূহ। (অমর) সহস্রমেব স্বার্থে অণ্। ২ সহস্র মাত্র। (ত্রি) সহস্রেণ ক্রীতমিতি (শত-মানবিংশতিকসহস্রবসনাদণ্। পা ৫।১।২৭) ইতি অণ্। ৩ সহস্র দ্বারা ক্রীত, যাহা সহস্র দ্বারা ক্রয় করা হইয়াছে। ৪ সহস্র সম্বন্ধী। (পুং) সহস্রমস্যাস্তীতি সহস্র-অণ্। (পা ৫।১।২০০) ৫ সহস্র সংখ্যক গজাদি বাহাবলী। (অমর)

সাহস্রক (ত্রি) ১ সহস্রসংখ্যাবিশিষ্ট, সহস্রসংখ্যাযুক্ত।

সাহস্রবৎ (ত্রি) সাহস্র অস্ত্যর্থে মতুপ্, মস্য বঃ। সাহস্রযুক্ত, সাহস্রবিশিষ্ট।

সাহস্রবেধিন্ (পুং) সাহস্রং বেধিতুং শীলমস্য, বিধ-ণিনি। সহস্রবেধী, ১ অম্লবেতস। ২ কস্তূরী। (ত্রি) ৩ সহস্রবেধ-কর্ত্তা, যিনি সহস্র বেধ করেন।

সাহস্রাংশু (ত্রি) সহস্র সহস্রযুক্ত।

সাহস্রিক (পুং) সহস্রাংশ, সহস্রভাগের ভাগ। "ভাগশ্চ পঞ্চ-বিংশঃ শতিকঃ সাহস্রিকশ্চেতি।" (বৃহৎসংহিতা ৮০।১৩) (ত্রি) ২ সহস্র সম্বন্ধীয়।

সাহা, সাহ (দেশজ) ১ সাধু। ২ রাজা, অধিপতি। ৩ অধ্যক্ষ। কেহ কেহ মনে করেন, পারস্য 'শাহ' শব্দ হইতেই 'সাহ' 'সাহা' ও 'সাহি' শব্দ আসিয়াছে। কিন্তু সুপ্রাচীন পারস্য ভাষার ব্যবহারের পূর্ব্ব হইতেই ভারতে ঐ শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হইতেছে।

'সাহ' বা 'সাহি' উপাধি দুই সহস্র বর্ষের অধিক কাল ভারতে প্রচলিত রহিয়াছে, এরূপ অবস্থায় এই শব্দটীকে ভারতে মুসলমান-প্রাধান্যের নির্দ্দেশক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। ভারতীয় সুপ্রাচীন শিলালিপি ও মুদ্রালিপিতে 'সাহি'-রাজবংশের পরিচয় পাওয়া যায়। গান্ধার, পঞ্জাব, রাজপুতনা ও সৌরাষ্ট্রে 'সাহি'-রাজবংশ এক কালে প্রবল প্রতাপে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। মুদ্রাতত্ত্ববিদ্ র‍্যাপ্সোন্ এই বংশীয় রাজগণের মুদ্রাসমূহ আলোচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে, খৃষ্টপূর্ব্ব ২৫ অব্দ হইতে ১০২৫ খৃষ্টাব্দ (মামুদ গজনীর আক্রমণকাল) পর্য্যন্ত সাহিরাজগণ গান্ধারে আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন।* প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ফ্লিট্ সাহেব সৌরাষ্ট্রের 'সাহ' বা 'সাহি' বংশ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—

"কতকগুলি ক্ষত্রপ বা মহাক্ষত্রপের নামের শেষে 'সীহ' =(সিংহ) উপাধি দৃষ্ট হয়। সাধারণতঃ মুদ্রাসমূহে (অনুস্বার) যুক্ত হ্রস্ব ি বা দীর্ঘ ী প্রায় পরিত্যক্ত হইয়া ('সীহ' শব্দ) 'সাহ' ও 'সাহ' রূপে মুদ্রায় উৎকীর্ণ হইয়াছে, তদৃষ্টে অনেকে এই বংশ বা কুলকে 'সহ্' বা 'সাহ্' এই কল্পিত বংশাখ্যা দিয়াছেন।"†

কিন্তু গান্ধার হইতে আবিষ্কৃত মুদ্রাসমূহ এবং কেবল মুদ্রা বলিয়া নহে মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের আলাহাবাদস্থ স্তম্ভলিপি আলোচনা করিলে নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হইবে যে খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে 'সাহি' ও 'সাহানুসাহি' প্রভৃতি রাজবংশ ভারতে প্রবল ছিলেন। ঐ সকল রাজবংশকে পরাজয় করিয়া সমুদ্রগুপ্ত ভারতসম্রাট্ হইয়াছিলেন।‡ সুতরাং স্থির হইল যে খৃষ্টপূর্ব্ব ১ম শতাব্দ হইতে ভারতে মহত্ত্বাত্মক ঐ সকল শব্দের প্রচলন। অকবর বাদশাহ যেমন 'শাহানশাহ্' অর্থাৎ রাজাধিরাজ বলিয়া সম্বোধিত হইতেন, সেইরূপ খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দে উৎকীর্ণ সমুদ্রগুপ্তের শিলালিপিতে 'সাহানুসাহী' উপাধিধারী রাজবংশেরও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।‡

কেবল পারস্য বলিয়া নহে, প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন প্রাকৃত, হিন্দী, মরাঠী, গুজরাতী, উর্দ্দু প্রভৃতি নানা ভাষায় এই শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে। কেবল মুসলমান রাজবংশ বলিয়া নহে, বহু পূর্ব্বকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত অনেক হিন্দু রাজবংশ 'সাহ' 'সাহী' বা 'সাহী' উপাধি ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন।

বহুপূর্ব্ব কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত হিন্দু ও মুসলমান-ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বা সাধুপ্রকৃতির ফকিরগণের 'সা' বা 'শাহ্' উপাধি দেখা যাইতেছে, যেমন 'শাহ জলাল' 'বাবা মানিক সা' প্রভৃতি। মুসলমান অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে প্রাচীন হিন্দুরাজগণের বিভিন্ন বিভাগে যেমন ভাণ্ডাধ্যক্ষ, কর্ম্মাধ্যক্ষ প্রভৃতি অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইতেন, মুসলমান আমলেও সেইরূপ এক একজন অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইতেন. তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও 'শাহ' উপাধি দৃষ্ট হয়। যথা শাহ্‌বন্দর বা বন্দরাধ্যক্ষ। 'সাহ' বা 'সাহা' উপাধিটী অধ্যক্ষ-অর্থবাচী বা মহত্ত্বাত্মক বলিয়া আব্রাহ্মণচণ্ডাল প্রায় সকলজাতির মধ্যেই প্রচলিত হইয়াছে। যেমন 'গোধূম' হইতে 'গোহম্' 'গম' এবং 'বধূ' হইতে 'বহু' 'বউ' সেইরূপ সংস্কৃত 'সাধু' শব্দ হইতেও 'সাহু' শব্দ, তাহার অপভ্রংশে 'সাউ' 'সউ' ও 'সাহা' হইয়াছে। এই সাধু শব্দই উৎকলে 'সাহু' এবং শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলে 'সাউ' নামে অদ্যাপি প্রচলিত।

৪ পূর্ব্ববঙ্গবাসী বণিক্জাতির বংশপরিচায়ক বিশেষ উপাধি। এই বণিক্গণের বিভিন্ন শ্রেণির সুপ্রাচীন জন্মপত্রিকাসমূহে 'সাধু-কুলোদ্ভব' ও 'সাউকুলোদ্ভব' এইরূপ বংশপরিচয় দৃষ্ট হয়। এতদ্দ্বারা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এই জাতি বহুকাল হইতে 'সাধু' 'সাহু' এবং তাহার অপভ্রংশে 'সাউ' নামেই পরিচিত ছিল। এই জাতি উৎকল, মেদিনীপুর প্রভৃতি দক্ষিণাঞ্চলে 'সাহু' নামে এবং শ্রীহট্ট প্রভৃতি বঙ্গের পূর্ব্ব সীমায় অদ্যাপি 'সাউ' নামে পরিচিত। দাক্ষিণাত্যেও মহাজনগণ 'সাউকার' বা 'সাওকর' নামে অভিহিত। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে সাহ্-মহাজন নামেও খ্যাত। 'সাধু' সংজ্ঞাই কালক্রমে 'সাউ' 'সউ' এবং 'সাহা' নামে অভিহিত ও জাতিবাচক হইয়াছে।

গৌড়ীয় শৌণ্ডিক জাতির মধ্যেও 'সা' ও 'সাহা' উপাধি প্রচলিত আছে। বর্ত্তমানকালে 'সাহা' জাতির 'সাহা' উপাধি দেখিয়া কেহ কেহ উক্ত বণিক্জাতিকেও 'শুঁড়ি' বলিয়া মনে করেন। দুঃখের বিষয় গবর্মেণ্টের সেন্সাস্-বিবরণীতেও সাহা ও শুঁড়ি এক শ্রেণী বলিয়াই গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে 'সাউ' বা 'সাহা' ও "শুঁড়ি' জাতি কোন দিন এক নহে এবং শৌণ্ডিকজাতির সহিত এই 'সাধু' জাতির কোন সম্পর্ক নাই। শৌণ্ডিকসমাজ হইতে প্রকাশিত তাঁহাদের জাতিতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থে শৌণ্ডিকেরাই বলিতেছেন যে, সাউ বা সাহা জাতির সহিত তাঁহাদের কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই। সুতরাং যাঁহারা উক্ত জাতির 'সাহা' উপাধি দেখিয়া উক্ত জাতিকে অভিন্ন মনে করেন, তাঁহারা যে ভ্রান্ত, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি গভর্ণমেণ্ট

* Grundriss der Indo-Arischen Philologie und Altertumskunde. II. Band, 3 Hept. p. 31-32.

† Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. III. p. 30 n.

‡ Fleet's Gupta Inscriptions, p. 8.

প্রভৃতি জাতি মধ্যেও 'সাহা' উপাধি রহিয়াছে, ঐরূপ প্রাক্তমত পোষণ করিলে তাঁহাদিগকেও শুঁড়ি বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, কিন্তু তাহা যেমন অসম্ভব, সেইরূপ পূর্ব্ববঙ্গের সাহা বণিক্‌দিগকে শুঁড়ি বলা কখনই সঙ্গত নহে।

বহু পূর্ব্বকাল হইতে সাহ্ বা সাহা শব্দ মহত্ত্বজ্ঞাপক হইলেও পূর্ব্বকালে কুসীদজীবী মহাজনের একটী নাম 'সাধু' ছিল, তাহা আমরা হেমচন্দ্র, মেদিনী-কোষ ও ত্রিকাণ্ডশেষ অভিধান হইতে জানিতে পারি। মেদিনীপুর জেলায় ও উৎকলের সর্ব্বত্রই কুসীদজীবী মহাজন জাতিই 'সাহু' নামে এবং শ্রীহট্ট জেলায় অদ্যাপি 'সাউ' নামে পরিচিত। উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে 'সাহা' বণিক্‌গণও চিরদিন কুসীদ বা বৃদ্ধিজীবী; এ কারণও তাঁহারা 'সাধু' 'সাহু' 'সাউ' বা 'সাহা' আখ্যায় পরিচিত হইয়া থাকিবেন। বৈদ্য ও গন্ধবণিক্ প্রভৃতি নানা জাতি যেমন স্ব স্ব বৃত্তি দ্বারা জাতীয় আখ্যা লাভ করিয়াছেন, সেইরূপ প্রাচীন আভিধানিকগণের বাচ্যুষিক 'সাধু'ই স্ব স্ব বৃত্তি অনুসারে বোধ হয় সাহু, সাউ বা সাহা নামে আখ্যাত হইয়া একটী স্বতন্ত্র জাতি মধ্যে গণ্য হইয়া থাকিবেন। প্রাচীন হিতোপদেশেও 'সাধু' শব্দ মহাজন বা মণিবণিক্ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

সকল জাতির মধ্যে যেমন চিকিৎসা-ব্যবসায় প্রচলিত এবং অপর নানাজাতির 'বৈদ্য' ব্যবসা থাকিলেও যেমন তাঁহাদিগকে বৈদ্যজাতীয় বলা যায় না, সেইরূপ বহু জাতির মধ্যে কাহাগতিকে পূর্ব্ব হইতে 'সাহা' বা 'সা' উপাধি থাকিলেও তাঁহাদিগকে আমরা প্রকৃত 'সাধু' বা 'সাউ' জাতি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। আদমসুমারীর (Census) কাগজপত্রে ভ্রম ক্রমেই সাহা ও শুঁড়ি জাতিকে একশ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই দুই জাতি সম্পূর্ণ পৃথক্ হইলেও কেহ কেহ বৈদ্য সাহাবণিক্‌দিগকে শুঁড়ি অপবাদ দিয়া থাকেন। ইহার কএকটী কারণও আছে—

পূর্ব্ববঙ্গের সাহা বণিকের একখানি কুলপরিচায়ক গ্রন্থে এই জাতির পূর্ব্ব-পুরুষের 'সৌলুক' বা 'সৌলিক' বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় আছে। সৌলিকের উচ্চারণ 'সৌণ্ডিক' হইতে পারে। 'সৌলিক' ও 'সৌণ্ডিক' এই উভয়কে এক মনে করা কিছু বিচিত্র নহে। কিন্তু কেবল উচ্চারণ বা নাম সৌসাদৃশ্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন দুইটী জাতিকে এক মনে করা সঙ্গত নহে। পূর্ব্বকালে যে সকল ব্যাপারী ষণ্ড বা বলদে মাল বোঝাই দিয়া হাটে আনিয়া বিক্রয় করিত, তাহারা সাধারণের নিকট 'ষণ্ডী' নামে পরিচিত হইত। সাহা বণিক্‌দিগের হীন অবস্থাপন্ন ব্যাপারীগণ ঐরূপ করিত বলিয়া 'ষণ্ডী'র অপভ্রংশে 'ষঁড়ী' বা 'শোণ্ডী' এইরূপ বিদ্রূপাত্মক আখ্যা পাইয়া থাকিবে। 'ষঁড়ী'কে শুঁড়ী করাও কিছু বেশী আয়াসসাধ্য নহে।

উৎকল হইতে শুল্কিক জাতির অতিপ্রাচীন তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং মেদিনীপুর হইতে এই জাতির কুলপরিচায়ক উৎকলাক্ষরে তালপত্রে লিখিত অতি প্রাচীন পুথিও পাওয়া গিয়াছে; তাহা আলোচনা করিয়া আমরা সৌলিক শব্দের কএকটী পর্য্যায় বা নামান্তর পাইতেছি, যথা—

সৌলিক, সোলোক, সোলুক, সৌল্কিক, শুলাঙ্কি ও শুল্কী। মেদিনীপুরেও কৃষিজীবী 'শুল্কী' জাতির বাস আছে, তাঁহারাও কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্যাদি বৈশ্যবৃত্তি পালন করেন।

উক্ত শুল্কী বা সৌল্কিক জাতির কুলপরিচয় হইতে জানা যায় যে পশ্চিম ভারতে যে জাতি 'সোলাঙ্কি' (রাজপুত) নামে সম্মানিত, সেই জাতিই প্রাচ্য ভারতে সৌলুক বা সৌল্কিক নামে পরিচিত। দক্ষিণ ভারতে এই জাতি খৃষ্টীয় ■ হইতে ১০ম শতাব্দী পর্য্যন্ত চালুক্য এবং তৎপরে সৌরাষ্ট্র ও গুজরাট অঞ্চলে চৌলুক্য নামে বহুদিন পরিচিত ছিলেন। চালুক্য ও চৌলুক্যবংশে পরাক্রান্ত বহুতর রাজবংশের অভ্যুদয় হইয়াছে। তাঁহাদের কীর্ত্তিকলাপ ও প্রভাবের পরিচয় ভারতের ইতিহাসে সমুজ্জ্বল রহিয়াছে।

[চালুক্য ও চৌলুক্য শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য]

সোলাঙ্কি রাজপুতগণেরও কীর্ত্তিগাথা রাজপুতনার চারণ ও ভাটদিগের কবিতায় উজ্জ্বল ভাষায় কীর্ত্তিত হইয়াছে। প্রায় খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতে মহাপরাক্রান্ত চৌলুক্য রাজবংশের পরাক্রম মুসলমানহস্তে খর্ব্ব হইলে তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজন ভারতের নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তৎপরেই তাঁহাদের প্রাচ্যশাখা 'শুল্কিক' 'সৌল্কিক' ও 'সৌলুক' নামে এবং প্রতীচ্যশাখা 'সোলাঙ্কি' নামে আখ্যাত হইলেন। উৎকল হইতে আবিষ্কৃত এই বংশের তাম্রশাসন হইতে বুঝা যায় যে খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দের শেষভাগে তালচের প্রভৃতি পার্ব্বত্য গড়জাতপ্রদেশে শুল্কিকগণ আধিপত্য করিতেছেন। দক্ষিণকেন্দ্রাধিষ্ঠিত স্তম্ভেশ্বরী দেবী তাঁহাদের ইষ্টদেবী, এই দেবীর বরপ্রভাবেই শুল্কিক বংশের প্রতিষ্ঠা। মেদিনীপুর জেলাবাসী শুলাঙ্কি বা শুল্কী জাতির কুল-পরিচয়গ্রন্থেও তাঁহাদের বঙ্গাগমন সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

"কথো দিন গুজরাটে কথো দিন আর দেশে।
হেম কেদার যাব সদা আপনার বাসে॥
মহাসিদ্ধি যাবে করি লিপ্‌লি করি বাম।
পর্ব্বতশিখর পাশে করিল বিশ্রাম॥"
"সিদ্ধকুণ্ডে যাব যবে হৈল এক মন।
ব্রহ্মচারী বেশে দেখা দিল ত্রিলোচন॥
সবংশ সহিত যে পড়িল পদতলে।
সর্ব্ব জয় হউক বলি সদানন্দ ভুলে॥

গলে বস্ত্র দিয়া যে রহিল যোড় করে।
পূর্ব্ব কেদারে যাব সমুদ্র ভিতরে॥
কেদারে যাইয়া বাছা আমা উদ্ধার দিবে।
দেবতাপূজিত লিঙ্গ তথায় পূজিবে॥
তথাকার প্রজাগণ পলাইয়া গেছে।
নৃপতি রেখেছে বাছা অরণ্য হয়েছে॥
আমার দুহাই দিয়া বৈস হৈয়া নৃপতি।
তুমার পূজায় যাব লইয়া পার্ব্বতী॥
সর্ব্ব সিদ্ধ হ'বে বাছা শীঘ্র যাও কয়।
শুভ শুভ হউ বলি ডাকিলেন হর॥
অর্দ্ধরাত্র গোধূলি সময় হইল সাজ।
কাঞ্চন মণ্ডিত ঘোড়া সাজে পঞ্চরাজ॥
অক্ষয়বটে জগবন্ধুর দরশন পাইল।
বাপ পুত্র সহিত আপনা সমর্পিল॥
বক্ষে জল হইল তার দেবমূর্ত্তি দেখি।
মহেশের মানসপুত্র বড় হইল সুখী॥
অভয় চরণে তবে প্রণাম করিল।
যাজপুর দিয়া মল্ল কেদারে আইল।
কেদারে আসিতে লোক আইল বহুজন।
কোথা হইতে আসিলেন দেখি মহাপুরু॥
ব্রাহ্মণ সজ্জন কিবা তত্ত্ব মহাজন।
কেদারে রহিবে কিবা যাবে অন্যস্থান॥
মল্ল-মল্ল কহেন দেবের উদ্ধার দিব।
পশ্চিম কেদারে থাকি এ কেদারে [illegible]॥
সেথান হইতে সবে খালিকপুরে গেল।
অরণ্যের মধ্যে তথি বিশ্রাম করিল॥
সেইখানে মা মঙ্গলা ব্রাহ্মণীর বেশে।
জিজ্ঞাসা করিল সর্ব্ব শিবের উদ্দেশে॥
স্থির করেন সিদ্ধকুণ্ড দেখ ভাই।
এখানে করিলে স্নান সিদ্ধমন্ত্র পাই॥"

দক্ষিণ কেদার ছাড়িয়া আবার মেদিনীপুরের কেদারকুণ্ডে আগমন সম্বন্ধে ইঁহার কিছু পরে উক্ত পুথিতে লিখিত আছে,—

"মল্লগ্রাম হ'তে তোমা এদেশে পাঠালে॥
সে কেদারের নিত্য বাপু এ কেদারে পাবে।
তাহার প্রমাণ বাপু শিব উদ্ধার দিবে॥
তার পর হরিদ্বারে তোমায় পাঠাইল।
পথেতে যাইতে দুমা সভায় বিভা দিল॥
শিবচন্দ্র জমীদার সেই দেশে ছিল।
বল কন্যা রামচন্দ্র তারে কন্যা দিল॥
তাহারে সংগ্রাম করি বিরোধ মিটিলে।
দুই জনে তলাকি নৃপ বজ্রাগণ দিলে॥
অক্ষয়বট জগবন্ধু দর্শন কৈল।
যাজপুর দিয়া পুনঃ কেদারেতে আইল॥"

উড়িষ্যার তালচের রাজ্য মধ্যে কঙ্কেশ্বরী দেবী বিশেষ প্রসিদ্ধ, তাঁহার পীঠস্থানই তাম্রশাসনে কেদার বা কেদার নামে খ্যাত। শুকিবংশ উত্তরপশ্চিম প্রদেশ হইতে বিতাড়িত ও নানাস্থান হইয়া উড়িষ্যার সুপ্রসিদ্ধ যাজপুর দিয়া সম্ভবতঃ উক্ত কেদারে গিয়া দুর্ভেদ্য পার্ব্বত্য প্রদেশ মধ্যে আধিপত্যলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু এখানেও পরে ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিলে উক্ত প্রাচীন শুকিবংশের একশাখা মেদিনীপুরে আসিয়া কেদারকুণ্ড পরগণায় অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের পূর্ব্ববাস 'কেদার' হইতে নবস্থানও 'কেদার' নামে অভিহিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই, তাই তাঁহাদের কুলপরিচয়গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে—

"মল্লগ্রাম হতে তোমা এদেশে পাঠালে॥
সে কেদারের নিত্য বাপু এ কেদারে পাবে।"

রাজপুতনার আদমশুমারী উপলক্ষে প্রকাশিত রাজপুত-জাতিতত্ত্ব হইতে জানা যাইতেছে যে সোলাঙ্কিশাখা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইলেও ইহার একশাখা বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বৈশ্যরাজপুত নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, এখন তাঁহারা বণিকদিগের কার্য্য মহাজনী করিয়া থাকেন। মেদিনীপুরের শুলাঙ্কি, শুকী বা শুক্লী অভিধেয় সোলাঙ্কিগণও মুসলমান রাজবিপ্লবে সেইরূপ পূর্ব্ব পুরুষের উপজীবিকা পরিত্যাগ করিয়া ৪।৫শত বর্ষ হইতে কৃষি-জীবিকা ও মহাজনী ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছেন। ইঁহাদের সুপ্রাচীন তালপত্রে লিখিত কুলপরিচয়েও তাই এইরূপ পাইতেছি—

"বাণিজ্য কি মহাজনী, কেশ্যবর্ণ রাজধানী,
শীত বর্ণাশ্রমে সভার মান।"

জাত্যন্তর পরিগ্রহের পরিচয় রাজপুত-সমাজে বিরল নহে। রাজপুত-সমাজের শীর্ষস্থানীয় শিশোদীয় কুলসম্ভূত মেবারের মহারাণাগণ এক্ষণে সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া সর্ব্বজন-পরিচিত হইলেও মেবারে আধিপত্যলাভের পূর্ব্বে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ নাগর-ব্রাহ্মণ বলিয়াই গণ্য ছিলেন, ব্রাহ্মণের বৃত্তি পরিত্যাগ ও ক্ষত্রিয়বৃত্তিগ্রহণের সঙ্গে তাঁহারা বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বলিয়া রাজপুত ক্ষত্রিয়সমাজে পরিগৃহীত হইয়াছেন, তাহা বহুতর সুপ্রাচীন শিলালিপি ও প্রমাণাদি হইতে প্রমাণিত হইয়াছে। এইরূপ চৌলুক্য বা সোলাঙ্কি রাজবংশ ও তাঁহাদের জ্ঞাতিকুটুম্বগণ মুসলমান-বিপ্লবে রাজ্যোচিত জীবিকানির্ব্বাহে অসমর্থ হইয়া যাঁহারা রাজপুত বৈশ্য সমাজের সাধুবৃত্তি ও বর্ণ আশ্রয় করিয়াছিলেন, তাঁহারাই বৈশ্য সাধু জাতি মধ্যেই গণ্য হইয়াছিলেন। অনি-

জীবী রাজপুতগণের প্রতি মুসলমান রাজগণের কঠোর বিদ্বেষদৃষ্টি থাকিলেও তাঁহারা পণ্য ও কৃষিজীবী বৈশ্য রাজপুতগণের প্রতি সেরূপ নির্দ্দয় ছিলেন না। মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রে কুসীদ বা সুদ গ্রহণ একবারে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, অথচ টাকা লেনাদেনা না থাকিলে কোন বড় সমাজই চলিতে পারে না। এ কারণ ভারতে যেখানে যেখানে মুসলমান আধিপত্য প্রসারিত হইতেছিল, সেই সেই স্থানেই মুসলমান মহাজনের অভাবে হিন্দু মহাজনের প্রয়োজন হইয়াছিল। আজও মুসলমান-শাসিত স্বাধীন আফগানস্থানের সকল প্রধান জনপদে সাধু বা সাহা বণিকেরাই মহাজনী করিয়া থাকেন। অপর সকল হিন্দুই ধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমানের চক্ষে 'কাফের' বলিয়া হেয়বোধ হইলেও হিন্দু মহাজনদিগকে তাঁহারা এরূপ হেয় ভাবে দেখেন না এবং মহাজনগণের ধর্ম্মকর্ম্মেও কখন হস্তক্ষেপ করেন না। এরূপ স্থলে মুসলমান-শাসিত জনপদে মানসম্ভ্রমরক্ষার জন্য কোন কোন শোলাঙ্কি বৈশ্য-বৃত্তি অবলম্বন করিবেন, তাহা সহজ ও স্বভাবসিদ্ধ বলিয়াই মনে হয়। অদূরে পেশবার হাজারীর 'সাহ-কোট' নামক স্থানে অতি প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়, কেহ কেহ মনে করেন ইহাও 'সাহা'-বণিকের কীর্ত্তি। প্রত্নতত্ত্ববিৎ ষ্টাইন্ (Dr. Stein) সাহেব পঞ্জাবপ্রান্তসীমায় মুহম্মদজইর পিছুরে উত্তরে বুনের্ নামক স্থানের দক্ষিণপূর্ব্বে 'মহাবন' আবিষ্কার করিয়াছেন। পূর্ব্বে ঐ স্থানে 'সাহ-বণিক'দিগের বাস ছিল এবং অদ্যাপি তাঁহাদের প্রতিপত্তির নিদর্শন উক্ত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ নিরীক্ষণ করিয়া আসিয়াছেন। ইহা হইতেও মনে হয় যে অতিপূর্ব্বকাল হইতেই সাহ্-বণিক্গণ পঞ্জাবে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন এবং মুসলমান অধিকারেও তাঁহাদের সম্মান অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। সুবিধা ভাবিয়াই শোলাঙ্কি বা গুলাঙ্কি রাজপুতগণ স্থানভেদে ও অবস্থাভেদে কেহ কেহ 'সাধু' বা 'সাহ' বৃত্তি অবলম্বন করিয়া 'বৈশ্য সাধু' বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

উত্তরপশ্চিমাঞ্চল হইতে আর্য্য-বৈশ্যবংশসম্ভূত যে সাহাবণিক্গণ বাণিজ্যকর্ম্মোপলক্ষে পূর্ব্ববঙ্গে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের একখানি কুলপরিচয় গ্রন্থে তাহার এইরূপ পরিচয় আছে—

"বঙ্গেতে উর্ব্বরা ভূমি শস্য সুপ্রচুর।
এমন সোণার বঙ্গ ছাড়ে কোন্ মূঢ়।
চাষের সুযোগ্য ভূমি অনেক পাইব।
সকলে একত্রে তাহা ভাগ করি লব।
অবশ্যই বাণিজ্য ভাল চলিবে এখানে।
দোকান বান্ধিয়ে মোরা থাকিব এখানে।
সে কারণে সুসাহ আসিয়া বাসস্থানে।
সকলের যাত্রা যুক্ত অশ্বত্থগণে।
লইয়া করিল যাত্রা পুনঃ বঙ্গদেশে।
দেশের বাহিরে সবে আসিল যে শেষে।
* * * *
নঙ্গর তুলিয়া মাঝি শিকল খুলিল।
জয় গঙ্গা জয় বলি বাহিতে লাগিল।
এইরূপে সাত দিন ডিঙ্গা চালাইল।
পদ্মাতে আসিয়া অনুকূল বায়ু পেল।
ছাড়িল হাতের দাঁড় যত মাল্লাগণ।
বাদাম লাগায়ে তবে করিল গমন।
বায়ুবেগে চলে নৌকা তরঙ্গ ভেদিয়া।
সুসাহ কহিছে সাবধান মাঝি ভায়া।
বালক বালিকা আর যতেক রমণী।
ভয়েতে আকুল তারা কাঁদিছে অমনি।
এই মত কত দিনে পদ্মা এড়াইল।
আসিয়া পদ্মার মাঝে মরণের দিন।
বেগবতী পদ্মা নদী অতি ভয়ঙ্কর।
দেখিয়া সবার অঙ্গ কাঁপে থর থর।
উত্তাল তরঙ্গ যেন সাগর সমান।
কল শব্দে বধিরিল সবাকার কাণ।
এইমত সবে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে।
গঙ্গাপূজা করি যায় ভাসিতে ভাসিতে।
তিন মাস পরে গেল সাগর-বন্দর।*
সাহর সঙ্গেতে দেখা হ'ল সবাকার।
দোকান বাটীতে সাহ লইয়া সবারে।
বালক বালিকা নারী অতি সমাদরে।
রাখিলেন যথাযোগ্য বাসস্থান দিয়া।
তখনে বলিল সাধু বাহিরে আসিয়া।
* * * *
যাইয়া সে রাজধানী গৌড় নগরে।
প্রণাম করিয়া কহে নৃপতি গোচরে।
সাহ সদাগর আছে সাগরবন্দর।
আমারে পাঠালে হেথা শুন নরবর।
মণি মুক্তা হীরকাদি রজত কাঞ্চন।
বিক্রয় দোকান হেথা করিব স্থাপন।
সে কারণে এ প্রার্থনা করি তব ঠাঁই।
বিপণির যোগ্য ভূমি সবিনয়ে চাই।
মম প্রতি নরপতি হইয়া সদয়।
ব্যবসার যোগ্য ভূমি দিতে আজ্ঞা হয়।

* পাবনা জেলার বর্ত্তমান সাগরকান্দী গ্রাম।

কেহই কিছু বৌদ্ধ বা জৈন হইয়া যান নাই। এরূপ স্থলে সাহা সমাজের সকলকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের গণ্ডীর বাহিরে আনিয়া ফেলা যায় না। বিশেষতঃ বৈশ্যসমাজের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, এই সমাজের জৈন, বৈষ্ণব ও শৈব সম্প্রদায়ভুক্ত পরিবার মধ্যে পুরাপর আদান প্রদান চলিয়া আসিতেছে। মুর্শিদাবাদের জগৎশেঠবংশ ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

কুসীদজীবী বলিয়াই যে সাধুসমাজ বঙ্গে ব্রাহ্মণাভ্যুদয়ের সহিত হীন হইয়া পড়িয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ এই জাতির দুই চরিত্রবান মহাত্মার কথা বলিতেছি না, পূর্ব্বকাল হইতেই এই সমাজ কার্পণ্য অপবাদে অপদস্থ; কার্পণ্য অপবাদেই যে এই সমাজ ব্রাহ্মণাভ্যুদয়ের সময় পূর্ব্বসম্মানলাভে সমর্থ হন নাই, তাহা সহজেই উপলব্ধি হইতেছে। যাহা হউক কুসীদগ্রহণ বা টাকা ধার দিয়া সুদ লওয়া বৈশ্যজাতির স্বধর্ম্ম বলিয়া সকল শাস্ত্রেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

"পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বণিক্‌পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ।" (মনু ১।৯০)
"কৃষিগোরক্ষবাণিজ্যকুসীদযোনিপোষণানি বৈশ্যস্য।"
(বিষ্ণু ২ অঃ)

মহর্ষি গৌতম ও বশিষ্ঠ উক্তরূপই নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

'দ্বিজাতির পক্ষে বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান ও দানাদান সাধারণ বিধি। (কিন্তু) বৈশ্যের (পক্ষে) অতিরিক্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন ও ঋণদানপূর্ব্বক কুসীদগ্রহণ।'

(গৌতম ধর্ম্মসূত্র ১০।১৯, বশিষ্ঠধর্ম্মসূত্র ২ অঃ)

সুতরাং বৈশ্যজাতির যাহা স্বধর্ম্ম, তাহার আচরণে পাতিত্য স্বীকার করা যায় না। কুলপরিচয়, ইতিহাস ও আচার ব্যবহার আলোচনা করিলে পূর্ব্ববঙ্গের সাহা বণিক্‌গণ যে আর্য্য বৈশ্যবংশসম্ভূত এ সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকে না।

এই সাহাবণিক্ মধ্যে বহুগণ্যমান্য ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে অনেকে ব্যবসাবাণিজ্যে কেবল বহু অর্থশালী ও যথেষ্ট ভূসম্পত্তির অধিকারী বলিয়া নহেন, আজকাল বিদ্যাবুদ্ধিতেও যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান মহাত্মাগণেরমধ্যে ঢাকার সুবিখ্যাত রূপলালদাস ও রঘুনাথদাস এবং কলিকাতার সর্ব্বোচ্চবিচারালয়ের বিচারকপদে অধিষ্ঠিত মাননীয় শ্রীযুক্ত লালমোহন দাস মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। এতন্মধ্যে রূপবাবু ও রঘুবাবুর ভবনে এক সময় বড়লাট ডফারিন্ আতিথ্যগ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীহট্টবাসী ৺রমাকান্ত রায়ের নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনিই সর্ব্ব প্রথমে জাপানে গিয়া ভারতীয় ছাত্রগণের পথ প্রশস্ত করেন। বিভিন্ন স্থানের সাহা বণিকগণের মধ্যে পরস্পর কোন প্রকার সামাজিক সম্বন্ধ ও সংস্রব নাই।

পূর্ব্ববঙ্গের সাহাগণের মধ্যে সাহা উপাধি ব্যতীত মজুমদার, প্রামাণিক, রায়, মণ্ডল, চৌধুরী, সাহাচৌধুরী, বিশ্বাস, খাঁ, পোদ্দার, মল্লিক, দেশমুখ, নায়ক, ভৌমিক, লালা প্রভৃতি উপাধি বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে।*

সাহায়ক (ক্লী) সহায়স্য ভাবঃ কর্ম্ম বা সহায় (যোপধাৎ গুরূপোত্তমাৎ বুঞ্। পা ৫।১।১৩২) ইত্যত্র সহায়াদেতি বক্তব্যাৎ ইত্যুক্তে পাক্ষিকো বুঞ্। সাহায্য, সহায়তা।

"স কুলোচিতমিন্দ্রস্য সাহায়কমুপেয়িবান্।" (রঘু ১৭।৪)

সাহায্য (ক্লী) সহায়স্য ভাবঃ কর্ম্ম বা সহায়শব্দে ব্রাহ্মণাদিত্বাৎ ষ্যঞ্। সহায়তা, আনুকূল্য, সহায়ের কার্য্য, কোন ব্যক্তি সহায় হইয়া যাহা করেন, তাহাই সাহায্য।

সাহারা, আফ্রিকার প্রসিদ্ধ মরুভূমি। উত্তরে আটলাস পর্ব্বত হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বে লোহিতসাগর পর্য্যন্ত এবং দক্ষিণে নাইগার নদীর উত্তরাংশ ও চাদ হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর পর্য্যন্ত, দীর্ঘে প্রায় ২০০০ মাইল এবং প্রস্থে ইহার অর্দ্ধ পরিমাণ, এই বিশাল ভূমিখণ্ড সাহারা মরুভূমি নামে প্রসিদ্ধ। এই বিস্তৃত ভূভাগের অধিকাংশ স্থানই সমতল; কিন্তু ইহার উত্তরাংশের নানা স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে অনেক নিম্ন। এই কারণে অনেকে মনে করেন যে, পূর্ব্বে এই স্থানে ভীষণ তরঙ্গসঙ্কুল বিশাল সমুদ্র বিরাজিত ছিল।

সাহারার কোন কোন স্থানে কখনই বৃষ্টিপাত হয় না। সেই জন্য এই সকল স্থান একেবারে অনুর্ব্বর,—কোনরূপ তৃণশস্যাদি জন্মে না। সাহারার উত্তরাংশ কেবল মাত্র বালুকাপূর্ণ। এই সকল বালুকা প্রায়ই ঝড়ে আকাশমার্গে উত্থিত হইয়া পথিকের ভীতিজনক বালুকা-মেঘে পরিণত হয়। এইরূপ বালুকা-মেঘ আকাশে উত্থিত হইলে, পথিকগণ অন্ধকারে পথভ্রষ্ট হইয়া নানা বিপদে পতিত হয়। সাহারার অনেক স্থানে অত্যন্ত কঠিন মাটী দেখিতে পাওয়া যায়। তৃণশূন্য মরুদেশের স্থানে স্থানে, বিশেষতঃ পূর্ব্বভাগে, ছোট ছোট গিরিশ্রেণী বিদ্যমান আছে। এই সকল গিরিশ্রেণীর নিকট অনেক স্থানে ভূগর্ভস্থ প্রস্রবণ আছে। এই জন্য সেই সকল প্রস্রবণের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের উর্ব্বরাশক্তি আছে এবং ঐ সকল স্থানে শস্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সকল তৃণশস্যপরিপূর্ণ উর্ব্বর স্থানের মধ্যে কতকগুলি এত অধিক বিস্তৃত যে, সেই সকল স্থানে শত শত লোক বাস করিতেছে। সাহারার মরুভূমির মধ্যে এইরূপ জনপূর্ণ পল্লী অনেকগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। ব্যবসায়িগণ শত শত উষ্ট্রের পৃষ্ঠে

* জাতীয় ইতিহাস, বৈশ্যকাণ্ড, ১মাংশে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

পণ্যদ্রব্য সকল স্থাপনপূর্ব্বক মরক্কো, ত্রিপলি, ত্রিপাকটু ও সুদানের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাণিজ্য কার্য্যার্থ গমনাগমন করিয়া থাকে।

দিনমানে সাহারার উত্তাপ অত্যন্ত অধিক। গ্রীষ্মকালে সময়ে সময়ে ১১২° তাঃ অধিক উত্তাপ অনুভূত হয়, কিন্তু আবার শীতকালে সেইরূপ অতিশয় শীতের আধিক্য লক্ষিত হইয়া থাকে। মরুভূমি শুষ্ক বালুকাপূর্ণ বলিয়া এই মরুভূমির উপরিস্থিত বায়ুমণ্ডল অতি শুষ্ক ও পরিষ্কার। এই স্থানের বায়ুমণ্ডলে অতি অল্প পরিমাণে জলীয়বাষ্প মিশ্রিত থাকে। বায়ু অত্যন্ত পাতলা ও পরিষ্কার বলিয়া, গ্রীষ্মকালের রাত্রিতে, সাহারা মরুভূমি হইতে যত অধিক সংখ্যক তারকাদি দৃষ্টিগোচর হয়, পৃথিবীর অন্য কোন স্থান হইতে এত অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না।

সাহি (পুং) অধিপতি, প্রভু। উপাধিবিশেষ।

সাহিত্তী (স্ত্রী) সাহিত্য।

সাহিত্য (স্ত্রী) সহিত-ষ্যঞ্। ১ মেলন, একত্র মিলন। ২ সংসর্গ। পরস্পরসাপেক্ষতুল্যরূপে যুগপৎ একক্রিয়ান্বয়িত্ব, যে সকল পদের পরস্পর অপেক্ষা আছে, তুল্যরূপ সেই সকল পদের এক কালেই এক ক্রিয়ার সহিত যদি অন্বয় হয়, তাহা হইলে তাহাকে সাহিত্য কহে।

"পরস্পরসাপেক্ষাণাং তুল্যরূপাণাং একক্রিয়ান্বয়িত্বং সাহিত্যং" (শ্রাদ্ধবিবেক) "সাহিত্যং একক্রিয়ান্বয়িত্বং" (শব্দশক্তিপ্র°) 'ধবখদিরপলাশাংশ্ছিন্ধি' ধবখদির পলাশ ছেদন কর, এই স্থলে সাহিত্যরূপে অন্বয় হইয়াছে, ধবখদির ও পলাশ ইহারা পরস্পর সাপেক্ষ হইয়াছে, অর্থাৎ ইহাদের পরস্পর পরস্পরের সহিত অপেক্ষা আছে, এই সাপেক্ষ তুল্যরূপ পদের এক ক্রিয়া যে ছেদন তাহার সহিত অন্বয় হইয়াছে, সুতরাং এই স্থলে সাহিত্যরূপে অন্বয় বুঝিতে হইবে।

৩ গদ্যপদ্যময় গ্রন্থ। যে সকল গ্রন্থ পদ্যাত্মক তাহা পদ্য সাহিত্য, যথা ভট্টি, রঘু, কুমার, মাঘ, ভারবি, মেঘদূত, শান্তিশতক প্রভৃতি। কাদম্বরী, দশকুমার প্রভৃতি গদ্য সাহিত্য।

সাহিস্তা, [শাইস্তা দেখ]

সাহুড়িয়ান, রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণদিগের গাঁইভেদ। মহামহোপাধ্যায় শূলপাণির এই উপাধি ছিল, তিনি এই জন্য সাহুড়িয়ান নামে খ্যাত ছিলেন।

সাহ্ন (ত্রি) দিনযুক্ত, দিনবিশিষ্ট।

সাহ্নিক (পুং) প্রহারবিশেষ। (ত্রি) কৃতাহ্নিক, আহ্নিকযুক্ত।

সাহেব (আরবী) প্রধান° ব্যক্তি। ২ প্রভু। অধুনা যুরোপবাসী ব্যক্তিগণকে সাহেব কহে।

সাহ্য (ক্লী) সহস্য ভাবঃ সহ-ষ্যঞ্। ১ মেলন। ২ সহিতত্ব। (ধরণি) ৩ সাহায্য, সহায়তা।

"ততো দুর্য্যোধনঃ কৃষ্ণমুবাচ প্রহসন্নিব।
বিগ্রহেঽস্মিন্ ভবান্ সাহ্যং মম দাতুমিহার্হতি।" (ভারত ৫।৭।১১)

সাহ্যকৃৎ (পুং) সাহ্যং করোতীতি কৃ-ক্বিপ্ তুক্চ। সমভিব্যাহারী, সঙ্গী।

সাহ্লাদ (ত্রি) আহ্লাদেন সহ বর্ত্তমানঃ। আহ্লাদের সহিত বর্ত্তমান, আহ্লাদযুক্ত, আহ্লাদবিশিষ্ট।

সাহ্ব (ত্রি) আহ্বয়া সহ বর্ত্তমানঃ। সংজ্ঞাবিশিষ্ট, নামযুক্ত।

সাহ্বয় (পুং) আহ্বয়েন সহ বর্ত্তমানঃ। ১ মেষাদি প্রাণিদ্যূত, সমাহ্বয়। পণযুদ্ধ।

'মেষাদিপ্রাণিদ্যূতে স্যাৎ সাহ্বয়স্ত সমাহ্বয়ঃ।' (অমর)

(ত্রি) নামযুক্ত, সংজ্ঞাবিশিষ্ট।

সি, বন্ধন, স্বাদি° পক্ষে ক্র্যাদি° উভয়পদী, সক° সেট্। লট্ সিনোতি, সিনুতে। ক্র্যাদি পক্ষে সিনাতি, সিনীতে। লিট্ সিষায়, সিষ্যে। লুট্ সেতা। লৃট্ সেষ্যতি-তে। লুঙ্ অসৈষীৎ অসেষ্ট, সন্ সিষীষতি-তে। যঙ্ সেষীয়তে। যঙ্ লুক্ সেষেতি, সেষয়ীতি। ণিচ্ সায়য়তি। লুঙ্ অসীষয়ৎ।

সিআহী (পারসী) কালী।

সিউনী (দেশজ) সেলাইয়ের সংযোগস্থল।

সিংরৌলি, যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত মির্জাপুর জেলার মধ্যস্থিত একটী নিম্ন ভূমিখণ্ড। চতুষ্পার্শ্বর্ত্তী ভূমির অপেক্ষা এই স্থান অধিক নিম্নে অবস্থিত। এই ভূমিখণ্ডের স্থানে স্থানে কাল দোআস মাটী দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু অনেক স্থানের মাটীই অতিশয় কঠিন ও অনুর্ব্বর।

সিংফু, আসামের পূর্ব্বসীমাবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র দেশ। সিংফো নামক একটী অসভ্যজাতি এই পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস করে। সিংফোগণ ব্রহ্মদেশের কথ্যান বংশের একটী শাখা বলিয়া কথিত হয়। ইহাদিগের ভাষায় সিংফো শব্দের অর্থ মনুষ্য। নিকটবর্ত্তী শানবংশসম্ভূত খম্‌তি প্রভৃতি জাতি হইতে ইহাদিগের শারীরিক গঠন, ভাষা ও ধর্ম্ম সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কথিত আছে ইহারা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে সিংফুতে প্রথম বাস করে। উত্তর আসামে মোয়ামারিয়াগণ কর্ত্তৃক বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়া অশান্তি বিরাজিত হইলে, সিংফোগণ সুযোগ পাইয়া ব্রহ্মপুত্রের অধিত্যকা প্রদেশে উপনীত হইয়া উপদ্রব আরম্ভ করে এবং বহুতর আসামীকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়া ক্রীতদাস করে। এক্ষণে উত্তর আসামে দোয়ানিয়া নামে একটী সঙ্করজাতি আছে; ইহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ সিংফোর ঔরসে ও আসামী ক্রীতদাসীগণের গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ইংরাজরাজ আসাম প্রবেশ

অধিকার করিলে, সিংফোগণের অত্যাচার নিবারিত হয়। শুনা যায়, কাপ্তেন নিউফ্ভিলে প্রথমবার বৃক্কাকিয়ানে গমন করিয়া ৫০০০ আসামীকে ক্রীতদাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। এক্ষণে সিংফোগণ আর পূর্ব্বের ন্যায় লুটপাট করিয়া বেড়ায় না, আজকাল তাহারা ইংরাজরাজের শান্তিপ্রিয় প্রজা, কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। লৌহ গলাইতে এবং রঞ্জিত কার্পাস সূত্রে সুন্দর সুন্দর ছিটের কাপড় প্রস্তুত করিতে ইহারা আবহকাল সিদ্ধহস্ত। সিংফু এক্ষণে লক্ষীপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত। ইহার লোকসংখ্যা প্রায় দুই সহস্র।

সিংহ (পুং) সিঞ্চতি ক্ষেত্রঃ পশূন্‌ ইতি সি (সিচেঃ সংজ্ঞায়াং হস্ত নৌকশ্চ। উণ্ ৫।৬২) ইতি ক, অন্ত্যাদেশো হকারঃ, যদ্বা, পৃষোদরাদিত্বাৎ অন্ত বিপর্য্যয়ে হিনস্তীতি সিংহঃ। স্বনামখ্যাত পশু, সিংহ পশুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এই জন্য পশুরাজ নামে খ্যাত। পর্য্যায়—মৃগেন্দ্র, পঞ্চাস্য, হর্য্যক্ষ, কেশরী, হরি, পারীন্দ্র, শ্বেত পিঙ্গল, কণ্ঠীরব, পঞ্চশিখ, শৈলাট, ভীমবিক্রম, সটাঙ্ক, মৃগরাজ, মহংস্তব, কেশী, নখৌকস্, করিদারক, মহাবীর, শ্বেত-পিঙ্গ, পঞ্চমোচন, মৃগারি, ইভারি, নখায়ুধ, মহানাদ, মৃগপতি, পঞ্চমুখ, নখী, মানী, ক্রব্যাদ, মৃগাধিপ, শূর, বিক্রান্ত, বিষদারক, বহুবল, সৌঙ্গ, বলী, বিক্রমী, দীপ্তপিঙ্গল। ইহার মাংসগুণ—অর্শ, প্রমেহ, জঠরাময় ও জড়তা নাশক। (রাজনি°)

পশুদিগের মধ্যে আকৃতি, প্রকৃতি ও বলবিক্রমে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জন্তু বলিয়া সিংহকে পশুরাজ বলা হয়। ঐতিহাসিক যুগের প্রথম হইতে যে সকল পশু মানবের পরিচিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে সিংহই সর্ব্বপ্রধান। ইহার শারীরিক ক্ষমতা ও সদ্‌গুণ সকল দর্শন করিয়া মনুষ্য এতাদৃশ মোহিত হইয়াছিল যে, ঐ সকল বিষয়ে সিংহ সম্বন্ধীয় বহুতর গল্প পূর্ব্বকাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। পুরাকালে গ্রীষ্মপ্রধান দেশ মাত্রেই অধিক সংখ্যক সিংহ দেখিতে পাওয়া যাইত। রোমের ইতিহাস হইতে অবগত হওয়া যায় যে, কোন একটী উৎসব উপলক্ষে ক্রীড়া কৌতুক প্রদর্শন করিতে এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধিগণের প্রাণ সংহার করিবার নিমিত্ত, রোমের অ্যাম্পিথিয়েটারে ছয় শত সিংহ সংগৃহীত হইয়াছিল। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, তৎকালে রাজধানীর নিকটেও বহুসংখ্যক সিংহ বসবাস করিত। প্রাচীন রোম ও গ্রীসের রাজারা সিংহের সহিত মনুষ্যের মল্লযুদ্ধ দর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিতেন; অসহায় মনুষ্যটী মল্লযুদ্ধে সিংহের নিকট পরাস্ত হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হইলে, রাজারা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেন। গ্রীকদূত মিগাস্থিনিস্ লিখিয়া গিয়াছেন যে, খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে, যখন তিনি পাটলিপুত্রে চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখনও নাকি গ্রীসের ন্যায় ভারতের রাজন্যবর্গের সভায় সিংহ ও মনুষ্যের মল্লযুদ্ধ প্রদর্শিত হইত।

পূর্ব্বে আফ্রিকার সর্ব্বত্র, এসিয়ার দক্ষিণভাগস্থিত সিরীয়া, আরব, এসিয়া মাইনর, পারস্য, উত্তর ও মধ্য-ভারত এবং য়ুরোপের দক্ষিণ পূর্ব্ব প্রদেশে সিংহ বাস করিত। ক্রমে মনুষ্যের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া ইহারা লোপ পাইতে বসিয়াছে। এক্ষণে আফ্রিকার আলজিরিয়া হইতে কেপকলনি পর্য্যন্ত সকল স্থানে, পারস্যে ও ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমাংশে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। পারস্যের অধিত্যকাপ্রদেশে এবং বেলুচিস্থানের কোন স্থানে ইহা দৃষ্ট হয় না। ভারতবর্ষের মধ্যে গুজরাটই ইহাদিগের প্রধান বাসভূমি। তদ্ভিন্ন গোয়ালিয়র, সাগর এবং নর্ম্মদার দক্ষিণেও সিংহ বাস করিয়া থাকে।

সিংহের বিভিন্ন প্রকৃতি বর্ণ ও কেশরের পরিমাণ লক্ষ্য করিয়া, অনেকে বিবেচনা করেন যে, ইহারা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। কাপ্তেন ওয়াল্‌টার স্মী প্রমুখ পশুতত্ত্ববিদ্‌গণ মনে করিতেন যে, ভারতবর্ষীয় সিংহের ন্যায় আফ্রিকার সিংহের কেশর নাই। কিন্তু এই মত ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। আফ্রিকা হইতে কএকটী সিংহশাবক ধৃত হইয়াছিল; তখন অবধি তাহাদের কেশর ছিল না। সেই শাবকগুলিকে পূর্ণবয়স্ক প্রাপ্ত সিংহ মনে করিয়া পশুতত্ত্ববিদ্‌গণ স্থির করিয়াছিলেন যে, আফ্রিকাদেশীয় সিংহের কেশর নাই। আফ্রিকার স্থানে স্থানে কৃষ্ণকেশরবিশিষ্ট ও স্বল্প-কেশরযুক্ত সিংহ দেখিতে পাওয়া যায়। সিংহীর কেশর নাই, এ কথা সকলেই অবগত আছেন। শাবকের তিনবৎসর বয়ঃক্রমকালে কেশর বাহির হইতে আরম্ভ করে, এবং পাঁচ বা [illegible] বৎসর বয়সে ইহা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

সিংহের আকৃতির পরিমাণ সাধারণতঃ ব্যাঘ্রের সমান; তবে সময়ে সময়ে সিংহ অপেক্ষা অধিকতর বৃহদাকৃতির ব্যাঘ্রও দৃষ্টিগোচর হয়। দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে একটী ১০ ফিট্ (নাসিকার অগ্রভাগ হইতে লাঙ্গুলের প্রান্ত পর্য্যন্ত) দীর্ঘ সিংহ ধৃত হইয়াছিল।

ভারতবর্ষীয় সিংহের স্বভাব ও আচরণাদি সম্বন্ধে বিশেষ কোন বিবরণ অবগত হওয়া যায় না। শুনিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা প্রধানতঃ গরু ও গর্দ্দভকে আক্রমণ করে, কিন্তু বহুতর ভ্রমণকারীরা আফ্রিকার সিংহাধ্যুষিত বন সকল পরিভ্রমণ পূর্ব্বক সেই স্থানের সিংহের স্বভাব বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়াছেন। ইহারা সাধারণতঃ বালুকাপূর্ণ সমতল ভূমিতে এবং পার্ব্বত্য কণ্টকপূর্ণ অরণ্য মধ্যে বাস করিয়া থাকে। দিবাভাগে জনশূন্য বনমধ্যে যদিও ইহাদিগকে কখন কখন বিচরণ করিতে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু অন্যান্য হিংস্র পশুর ন্যায় রজনীই ইহাদিগের

শিকারের উপযুক্ত সময়। রাত্রিতে ছোট ছোট নদী অথবা প্রস্রবণের পার্শ্বে ঝোপের মধ্যে ইহারা শিকারের প্রতীক্ষা করে এবং তৃণভুক্ পশ্বাদি নিকটবর্ত্তী হইলে, তাহাদিগকে সংহার করিয়া আহার করে। শিকার আক্রমণ করিবার সময় সিংহ গগনভেদী মেঘ-গর্জনের ন্যায় ভীতিজনক শব্দ করে এবং অনতিবিলম্বে শিকারের উপর লাফাইয়া পড়িয়া তাহাকে বধ করে।

সিংহ সকল সময়ে একটীমাত্র সিংহীর সহিত ভ্রমণ করে। সে প্রায়ই সেই সিংহীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য সিংহীর সহিত মিলিত হয় না। তাহাদিগের শিশুসন্তানগুলি ২।৩ বৎসরের না হইলে, সিংহ তাহার স্ত্রীপুত্রদিগকে পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করে না। এই সময়ে সে শাবকগুলির ভরণ-পোষণের নিমিত্ত খাদ্যাদি সংগ্রহ করিতে সিংহীকে সাহায্য করে।

সিংহের পারিবারিক জীবনী সম্বন্ধে একটী ঘটনা ড্রুমণ্ড সাহেব বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"আমি জুলুল্যাণ্ডে একটী নদীর তীরে তাম্বুর মধ্যে বাস করিতেছিলাম। একদিন অপরাহ্নে তাম্বু হইতে অর্দ্ধমাইল দূরে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলাম, একদল জেব্রা দ্রুতবেগে গমন করিতেছে। ক্ষণকাল পরে দেখিলাম একটী হরিদ্রাবর্ণের পশু বিদ্যুৎবেগে জেব্রাযূথপতির নিকটবর্ত্তী হইল এবং দেখিতে দেখিতে সেই জেব্রাটী সিংহের হস্তে জীবন বিসর্জ্জন করিল। অতঃপর সিংহ সেই শিকারটীকে কি করে, তাহা দেখিবার জন্য আমি একটী দীর্ঘ বৃক্ষে আরোহণ করিলাম। পশুরাজ সেই জেব্রাকে আহার না করিয়া উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিতে আরম্ভ করিল এবং সেই রব শ্রবণ করিবামাত্র, সিংহী চারিটী শিশু সমভিব্যাহারে গর্জ্জন করিতে করিতে তথায় উপনীত হইল। যে দিক্ হইতে জেব্রারা আগমন করিয়াছিল, ঠিক্ সেই দিক হইতে সিংহী আসিল। ইহাতে বুঝিতে পারিলাম যে, সিংহী জেব্রাগুলিকে তাড়া দিয়া সিংহের সম্মুখবর্ত্তী করিয়াছিল। অনন্তর তাহারা সেই শবের চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিল এবং ইচ্ছানুসারে জেব্রার মাংস ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। কেহ কাহারও আহারে বাধা প্রদান করিল না, তবে শাবকগণ খাদ্য লইয়া মধ্যে মধ্যে কলহ করিয়াছিল এবং এইরূপে মাতার ভোজনে সময়ে সময়ে বাধা প্রদান করিলে তৎকর্ত্তৃক প্রহারিত হইয়াছিল। এইরূপে সকল মাংস নিঃশেষ হইলে, কেবল হাড়গুলি ফেলিয়া রাখিয়া তাহারা প্রফুল্ল মনে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। সিংহী শাবকগণের অগ্রে এবং সিংহ তাহাদিগের পশ্চাৎ গমন করিল; যাইতে যাইতে সিংহ পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিতে লাগিল, কেহ তাহাদের অনুসরণ করিতেছে কিনা।"

সিংহেরা সাধারণতঃ একাকী ভ্রমণ করিতে ভাল বাসিলেও সময়ে সময়ে ইহাদিগকে দলবদ্ধ হইয়া ভ্রমণ করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক সময়ে দেখা যায় বৃদ্ধ সিংহ-যুগল ৪।৫টী পূর্ণবয়স্ক সন্তান সমভিব্যাহারে অরণ্যে বিচরণ করিতেছে। কখন কখন সিংহেরা মিলিত হইয়া পরামর্শ করিয়া একত্র শিকারের অন্বেষণে বহির্গত হয়। সময়ে সময়ে শিকার লইয়া ইহাদিগের মধ্যে ঘোরতর কলহ উপস্থিত হয়, এমন কি কখন কখন তাহারা মারামারি করিয়া মারা পড়ে। এণ্ডারসন্ সাহেব লিখিয়াছেন, একবার একটী মৃত হরিণ লইয়া একটী বুভুক্ষু সিংহদম্পতী পরস্পর বিবাদ করে, কারণ সেই হরিণদ্বারা তাহাদিগের উভয়ের ক্ষুধানিবৃত্তি হইবার সম্ভাবনা ছিল না; অবশেষে সিংহ অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া সিংহীকে বধ করে এবং অবলীলাক্রমে তাহাকে ভক্ষণ করে। বৃদ্ধ সিংহের দন্ত সকল দুর্ব্বল হইলে, তাহারা মনুষ্যের দেহ ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। তখন আর তাহারা বনে পশ্বাদি শিকার করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে না, অগত্যা রজনীযোগে মনুষ্যের বাস-পল্লীতে প্রবেশ করিয়া নিদ্রিত ব্যক্তিকে সহসা পৃষ্ঠোপরি বহন করিয়া লইয়া যায়।

সিংহ, চিতাবাঘের ন্যায় গাছে উঠিতে পারে না। তাহারা প্রধানতঃ গিরিগহ্বরে বাস করিয়া থাকে।

ইংলণ্ডে দুইবার সিংহ ও ব্যাঘ্রীর সংযোগে শাবক উৎপন্ন হইয়াছিল। শাবকগুলি অতি শৈশবে মারা যায়। তাহাদিগের দেহের বর্ণ সিংহের অপেক্ষা অধিকতর উজ্জ্বল এবং অন্যান্য সিংহের অপেক্ষা তাহাদিগের শরীরের রেখা সকল অধিক সুস্পষ্ট।

বাঘ, চিতা, তরক্ষু, বাঁশী, বিড়াল প্রভৃতি মাংসভুক্ প্রাণিগণ সকলেই সিংহ জাতীয়। এই জাতির বৈজ্ঞানিক নাম Filidæ সিংহের শরীরের আকৃতি বাঘ ও বিড়ালের ন্যায়, তবে অনেক প্রভেদ আছে। বিড়ালের দাঁত ২৮টী; কিন্তু সিংহের ৩০টী। ছেদনদন্ত উপরে ৬টী, নিম্নে ৬টী; ধারাল দাঁত উপরের দুইপার্শ্বে ২টী ও নিম্নের দুইপার্শ্বে ২টী; কসের দাঁত উপরের দুই পার্শ্বে ৪টী করিয়া ৮টী এবং নিম্নের দুইধারে ৩টী করিয়া ৬টী; সর্ব্বশুদ্ধ সিংহের এই ৩০টী দন্ত। বাঘের চক্ষুর মধ্যস্থল কিঞ্চিৎ ঘনা এবং কিছু বাঁকা, কিন্তু সিংহের চক্ষুর মাঝখান চেপ্টা। বাঘের মাথার খুলি চাপা, কিন্তু সিংহের খুলি পশ্চাদ্ভাগে খানিকটা বাড়িয়া গিয়াছে। সিংহের লাঙ্গুলের ডোগায় এক গোছা চুল আছে। যখন তাহাকে আক্রমণ করে, তখন সিংহ আপনাকে উত্তেজিত করিবার জন্য প্রথমে এই লেজের গোছা ভূমিতে আঘাত করিতে থাকে। পরে সেই লেজের পট্ পট্ শব্দে উত্তেজিত হইয়া, সমস্ত বনভূমি কম্পিত করিয়া গম্ভীর গর্জ্জন করিতে করিতে

আততায়ীকে আক্রমণ করে। সিংহের কটী অতিক্ষীণ। কেশর ইহার বিশেষ অলঙ্কার। এই কেশর আছে বলিয়াই ইহাকে এত সুশ্রী, সুন্দর ও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ দেখায়। কেশর না থাকিলে, সিংহকে পশুরাজ বলিয়া মনে হইত না। সিংহ যখন রাগান্বিত হয়, তখন তাহার কেশর ফুলিয়া উঠে। সিংহের সেই ক্রোধ-দীপ্ত মূর্ত্তি এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য।

সিংহী এককালে তিন চারিটী শাবক প্রসব করে। নবজাত শাবকের চোখ ফোটে না; দশ পনের দিন পরে ইহারা দৃষ্টিশক্তি লাভ করে। সিংহের বলবত্তা সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। বিড়াল যেমন ইন্দুরকে অনায়াসে মুখে করিয়া লইয়া যায়, তেমনি সিংহও বড় বড় বলদ ও মহিষাদি শিকার করিয়া আপনার পৃষ্ঠদেশে স্থাপনপূর্ব্বক অবলীলাক্রমে দ্রুতবেগে ৫।৭ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিতে পারে। ইহাতে সিংহ কিছুমাত্র কষ্ট বোধ করে না।

কতশত য়ুরোপীয় শিকারী আফ্রিকায় সিংহ শিকার করিতে গিয়া প্রাণ হারাইয়াছেন। কমিং নামে একজন ইংরাজ শিকারী দক্ষিণ আফ্রিকায় সিংহ শিকার করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত একটী সিংহের গল্প নিম্নে লিখিত হইল—

'আমরা একটা গণ্ডার মারিয়া একটী প্রস্রবণের ধারে ফেলিয়া রাখিয়াছিলাম। রাত্রি হইলে আমি জলের ধারে নামিয়া আসিলাম। একটু পরে দেখি, মৃত গণ্ডারের চারিদিকে দলে দলে বন্যপশু আসিয়া জমা হইতেছে। আমি ভাবিলাম, তাহা হইলে হিংস্র জন্তুরাও শীঘ্র এই স্থানে সমবেত হইবে। সেই জন্য বিলম্ব না করিয়া, আমার কম্বল, বালিশ ও বন্দুক একটা গর্ত্তের মধ্যে রাখিয়া দিলাম। তাহার পর ধীরে ধীরে জন্তুগুলিকে দেখিতে লাগিলাম। তখন বেশ জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে। চন্দ্রালোকে দেখিতে পাইলাম ছয়টা বড় বড় সিংহ, ১০।১২টা হায়না এবং ২০।২৫টা শিয়াল গণ্ডারের চারিদিক ঘেরিয়া রহিয়াছে। সিংহ কয়টা নিরাপদে মৃত গণ্ডার আহার করিতে বসিয়াছে; তাহারা খাদ্য লইয়া পরস্পর বিবাদ করিতেছে না; কিন্তু খাইবার সময় হায়নায় ও শিয়ালে ঝগড়া লাগিয়াছে, তাহারা পরস্পরের মুখ হইতে খাদ্য কাড়াকাড়ি করিতেছে। হায়নাগুলা সিংহকে ভয় করিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে ভোজন করিতেছিল না, কিন্তু তাহাদিগের তেমন সামর্থ্যও ছিল না যে সিংহের আহারে বাধা দিবে, সিংহেরা এইরূপে গণ্ডারমাংসে উদর পূর্ণ করিয়া ধীর পাদবিক্ষেপে বন মধ্যে চলিয়া গেল।'

ভারতের সিংহ প্রধানতঃ দুই প্রকার সৌরাষ্ট্র ও বঙ্গীয়। কেহ কেহ বলেন, সৌরাষ্ট্র বা গুজরাটী সিংহের কেশর জন্মায় না, কিন্তু ইহা ভুল ধারণা; কারণ কেশরযুক্ত অনেক গুজরাটী সিংহ ধৃত হইয়াছে। কিন্তু অধিক বয়স না হইলে গুজরাটী সিংহের কেশর বাহির হয় না এবং কেশরবিশিষ্ট হইলেও ইহারা আফ্রিকার সিংহের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও পূর্ণশ্রী লাভ করিতে পারে না। *

যদিও বঙ্গদেশে এখন আর সিংহ দেখা যায় না, কিন্তু এক সময়ে সুন্দরবন প্রভৃতি জঙ্গলে সিংহের বসবাস ছিল, ইহা হইতে বঙ্গীয় সিংহ নামক দ্বিতীয় প্রকার সিংহের নামোৎপত্তি হইয়াছে। এই সিংহের বর্ণ মৃগের ন্যায় এবং ইহাদিগের কেশর কিঞ্চিৎ হরিদ্রা বর্ণের। আফ্রিকার সিংহের ন্যায় ইহাদের গাম্ভীর্য্য নাই, কিন্তু বলবিক্রমে ইহারা আফ্রিকার সিংহের তুল্য। ইহাদিগের কেশর না উঠিলে, ইহাদিগকে ব্যাঘ্র বলিয়া ভ্রম হয়। ইহারা আজকাল সিন্ধুদেশে, রাজপুতনায় ও গোয়ালিয়র রাজ্যে গ্রীষ্মকালে দেখা দেয়।

ভারতবর্ষ হইতে, শুধু ভারতবর্ষ নহে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ হইতেও, সিংহের বংশ ক্রমশঃ নির্ম্মূল হইয়া আসিতেছে। যে সকল স্থানে পূর্ব্বে শত শত সিংহ বাস করিত, এখন সে সকল স্থানে একটিও সিংহ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাই অনেকে মনে করেন যে, যেমন ম্যামথ প্রভৃতি পশু পৃথিবী হইতে একেবারে লোপ পাইয়াছে, সেইরূপ সিংহও দুই এক শতাব্দীর মধ্যে পৃথিবী হইতে লোপ পাইবে।

সিংহকে গৃহে লালন পালন করিলে, ইহা ঠিক বিড়ালের ন্যায় পোষ মানে। সিংহের চর্ব্বি বাতরোগের ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

ভাবপ্রকাশের মতে সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি জন্তু গুহাশয় নামে বর্ণিত। মাংসগুণ—বাতহর, গুরু, উষ্ণ, মধুর, স্নিগ্ধ, বলকারক, নিত্য ও গুহ্যরোগীর পক্ষে বিশেষ হিতকর। (ভাবপ্রকাশ)

শব্দের এই শব্দ শ্রেষ্ঠার্থবাচক, অর্থাৎ পদের শেষে এই শব্দ থাকিলে শ্রেষ্ঠ অর্থ বুঝায়। পুরুষসিংহ, পুরুষশ্রেষ্ঠ এইরূপ অর্থ বুঝাইল। পুরুষসিংহ স্থলে উপমিত কর্ম্মধারয় সমাস হইবে, 'পুরুষঃ সিংহ ইব' এইরূপ সমাসবাক্য করিতে হইবে।

২ অর্হৎ বিশেষ ধ্বজ। (হেম) ৩ রক্তশিগ্রু, রক্ত সজিনা। (রাজনি°) ৪ বকুল বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°) ৫ মেষাদি দ্বাদশ রাশির অন্তর্গত পঞ্চম রাশি, সিংহরাশি। রাশিচক্রের মধ্যে এই রাশি পঞ্চম। সিংহরাশি, পর্য্যায়—লেয়। (সংস্কৃতাভিধান°) এই রাশির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সিংহ, এই জন্য এই রাশির নাম সিংহ হইয়াছে। "মঘা পূ উ এক সিংহঃ" (জ্যোতিষ) সওয়া দুইটী নক্ষত্রে এক একটী রাশি হয়। মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী ও উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রের এক পাদ পর্য্যন্ত এই রাশি হয়। এই রাশি ওজ, বিষম, স্থির, ক্রূর, পুরুষ, অগ্নিরাশি, শীর্ষোদয়, শূন্য, দিনবলী, ধূম্রবর্ণ,

রবির ক্ষেত্র, কেতুর মূল ত্রিকোণ, পূর্ব্বদিক্ স্বামী, পর্ব্বত, বন, দুর্গ, গুহা, ব্যাঘ্র, অবনী, দুর্গমস্থান, এই সকল স্থানে বিচরণকারী, ক্ষত্রিয়বর্ণ, মহাশব্দ, অল্পসন্তান, অগ্রহীশক্ত, এই রাশিতে জন্ম গ্রহণ করিলে জাতক মাংস ও বনপ্রিয়, দুষ্টুষকার্য্যরত, দৃপ্তি-শত্রুধনবান্ সিংহ তুল্য মুখবিশিষ্ট, স্থিতিমান্, সিংহের ন্যায় গম্ভীরপ্রকৃতি, অল্পভাষী, নির্লজ্জ, লোভী, পরদাররত, ক্রোধী, দুষ্কৃতযুক্ত, আমোদী, দুঃখসহনশীল, হৃতশত্রু, বিখ্যাত, কৃষ্যাদি কার্য্য দ্বারা ধনবান্, নানা কার্য্যে ব্যাপৃত, অধিক ব্যয়শীল, বেশ্যা ও নটীপ্রিয় হয়।

সিংহরাশির ইহাই সাধারণ ফল। জাতক যদি এই রাশিতে জন্ম গ্রহণ করে এবং এই রাশিতে যদি কোন গ্রহের যোগ বা অন্ত গ্রহের দৃষ্টি না থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্তফল সকল হইয়া থাকে। গ্রহগণের দৃষ্টি বা যোগে ফলের কিছু ইতর বিশেষ হইয়া থাকে, কারণ রাশির সাধারণ ফল এবং গ্রহগণের অবস্থিতি জন্ম ফল ও গ্রহের দৃষ্টির ফল এই সকল একত্র মিশ্রিত হইয়া ফল প্রদান করিয়া থাকে। সুতরাং ফলনির্ণয় করিতে হইলে রাশির সাধারণ ফল, গ্রহাবস্থানজন্য ফল ও দৃষ্টিফল এই সকল বিশেষরূপে দেখিয়া ফল নিরূপণ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

রাশি ও লগ্নভিন্ন সিংহরাশিতে যখন সূর্য্য উপস্থিত হয়, সেই কালকে সিংহলগ্ন কহে। 'রাশীনামুদয়ো লগ্নং' রাশি-দিগের উদয়ের নাম লগ্ন, উক্ত অর্থে সূর্য্য, যখন সেই স্থলে গমন করেন, তখন রাশিদিগের উদয় হয়, তখন তাহারা লগ্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যে রাশিতে সূর্য্য উদিত হন, সেই রাশির সপ্তম রাশিতে সূর্য্য অস্তমিত হন, সুতরাং দিনের মধ্যে ৭টী লগ্নের উদয় হয়। এই সকল লগ্নের পরিমাণ আছে, ঐ পরিমাণ-কাল ব্যাপিয়া সূর্য্য ঐ রাশি ভোগ করেন। ইহাই সূর্য্যের দৈনিক গতি। রাত্রিকালেও ঐরূপ সাতটী লগ্নের উদয় হইয়া থাকে। দেশ-ভেদে লগ্নমানেরও কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক আছে। এই লগ্নমানের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

কলিকাতা, মেদিনীপুর এবং তাহার সমান রেখার পূর্ব্ব পশ্চিমস্থ দেশে অয়নাংশ শোধিত বিশুদ্ধ সিংহলগ্নমান ৫ দণ্ড, ৩২ পল ও ৫১ বিপল। নবদ্বীপ, ঢাকা, বর্দ্ধমান এবং তৎ-সমসূত্রবর্ত্তী পূর্ব্বপশ্চিমস্থ দেশের সিংহমান ৫।৩৩।২২।

মুর্শিদাবাদ ও তৎসমান পূর্ব্বপশ্চিমস্থ দেশের সিংহ-মান ৫।৩৩।৩৩।

চট্টগ্রাম ও তাহার পূর্ব্বপশ্চিমস্থ দেশের সিংহমান ৫।২৯।৪০।

রঙ্গপুর ও তাহার সমান পূর্ব্বপশ্চিমস্থ দেশের সিংহমান ৫।৩৬।৩১।

কোচবিহার ও তৎসমসূত্রবর্ত্তী পূর্ব্বপশ্চিমস্থ দেশের সিংহ-মান ৫।৪১।৫৭।

ইহাই অয়নাংশশোধিত লগ্নমান। প্রত্যেক লগ্নেরই এই রূপ মান আছে। সূর্য্য বৈশাখ মাসে মেষ রাশিতে উদিত হন, এবং মেষমান কাল এক মাস ধরিয়া ভোগ করেন। ঐ কাল ভোগ করিয়া পরবর্ত্তী মাসে তাহার পর রাশিতে গমন করেন। এই রূপে ভাদ্র মাসে সিংহ রাশিতে সূর্য্য উদিত হইয়া থাকেন এবং সমস্ত ভাদ্র মাসই উক্ত রাশি ভোগ করেন।

এই লগ্নের হোরা, দ্রেক্কাণ প্রভৃতি ষড়্বর্গ বিভাগ আছে। লগ্নমান ৫।৩২।৫১, হোরা ২।৪৬।২৫।৩০, দ্রেক্কাণ ১।৫০।৫৭, নবাংশ ৩৬।৫৩, দ্বাদশাংশ ৫।২৭।৪৪।১৫, ত্রিংশাংশ ০।১১।৫।৪২। এই সকলের আবার ভিন্ন ভিন্ন অধিপতি আছে, সেই সকল অধিপতি দ্বারা ফল নিরূপণ করিতে হয়।

এই সিংহলগ্নে যদি জাতক জন্ম গ্রহণ করে, তাহা হইলে সেই জাতক ভোগী, শত্রুবিমর্দ্দক, স্বল্পোদর, অল্প পুত্র, গজ-বিক্রম ও উৎসাহযুক্ত হইয়া থাকে।

"সিংহলগ্নে সমুদ্ভূতো ভোগী শত্রুবিমর্দ্দনঃ।
স্বল্পোদরোঽল্পপুত্রশ্চ সোৎসাহী গজবিক্রমঃ॥"

(কোষ্ঠীপ্রদীপ)

ইহাও লগ্নের সাধারণ ফল। এই লগ্ন এবং ইহার হোরা দ্রেক্কাণ প্রভৃতি ষড়্বর্গ ও তাহাতে রবি প্রভৃতি গ্রহ অবস্থিতি করিলে কিরূপ ফল হইয়া থাকে, তাহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে ইহার বিষয় পর্য্যালোচিত হইল।

লগ্নের অর্দ্ধাংশের নাম হোরা। জাতক যদি সিংহলগ্নের প্রথম হোরায় জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে জাতক রক্তাক্তচক্ষু, প্রগল্ভ, গম্ভীরপ্রকৃতি, আয়তদৃষ্টি, ক্রূরস্বভাব ও প্রিয়দর্শন হইয়া থাকে। সিংহের দ্বিতীয় হোরায় জন্ম হইলে স্ত্রী ও মিষ্টপান ভোগ-নেচ্ছু, বহুচেষ্টান্বিত, কঠিনাঙ্গ, দাতা, অল্প সন্ততিযুক্ত, ভোগী ও স্থিরমতি হয়। সিংহের দ্রেক্কাণফল—সিংহের প্রথম দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে দাতা, ঘাতক, সর্ব্বদা বিবাদেচ্ছু, বহুধনসম্পন্ন, রমণীর বন্ধু, গুরুভক্তসেবক এবং সহিষ্ণু হয়। দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে সুকবি, কামী, দাতা, প্রিয়স্বভাব, উন্নতশরীর, ভ্রমণেচ্ছু, সুখভোগী, শুভকর্ম্মকারী ও বিশালবুদ্ধি হয়। তৃতীয় দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে পরধনহরণে লোভী, স্থূলশরীর, মহামতি, ধূর্ত্ত, ক্ষীণ ও দীর্ঘ দেহযুক্ত ও অনেক সন্ততিবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

সিংহের নবাংশফল—সিংহের প্রথম নবাংশে জন্ম হইলে অপকৃষ্টউদর, অত্যুগ্র, বক্তা, অলসস্বভাব, শিরা বৃহৎ ও স্থূল শরীর-সম্পন্ন হইয়া বিশালবক্ষঃ হইয়া থাকে। দ্বিতীয় নবাংশে ললাটদেশ উন্নত ও বিস্তৃত, চতুর, সুন্দরশরীর, বিশালনেত্র, শুভকার্য্যপর, দীর্ঘভুজ, উন্নতবক্ষঃ, স্থূল ও উগ্র নাসিকাযুক্ত হয়। তৃতীয় নবাংশে রোমাবৃত, দীর্ঘবাহুসম্পন্ন, চঞ্চললোচন, চপল, ত্যাগশীল, উন্নত-

অথবা সিদ্ধশরীর ও বাহু আকারবিশিষ্ট হয়। চতুর্থ নবাংশে জন্ম হইলে গৌরবর্ণ, দীর্ঘ ও কৃষ্ণবর্ণলোচন, বৃহৎকেশ, কর ও পাদ স্থূল, ভেকের ন্যায় উদর ও অস্ফুটস্বর, পঞ্চম নবাংশে ঘটের ন্যায় মস্তকবিশিষ্ট, অল্পকেশযুক্ত, চক্ষু ও নাসা কৃষ্ণবর্ণ, শুকচিহ্নদেহ, অল্পভোজন, হৃদয় ও কটিদেশ স্থূল, ষষ্ঠ নবাংশে শ্যামবর্ণ, নীচকুল, বৃথা গর্ব্বিত ও বাক্‌পটু, সপ্তম নবাংশে পীনবক্ষ, স্ত্রীদুর্ভাগ্যযুক্ত, কৃষ্ণবর্ণ, মিথ্যাবাদী ও নিষ্ঠুরভাষী, অষ্টম নবাংশে ভীরু, নিন্দিতকার্য্যকারী, ধনহীন, কৃষ্ণবর্ণ ও তীক্ষ্ণ, নবম নবাংশে জন্ম হইলে, গর্দ্দভের ন্যায় স্বরবিশিষ্ট, ও কৃষ্ণবর্ণচক্ষু হইয়া থাকে। সিংহের দ্বাদশাংশ ও ত্রিংশাংশ জন্ম তদধিপতি অনুযায়ী হইয়া থাকে সুতরাং সেই সকল অধিপতি গ্রহ দ্বারা ফল নিরূপণ করিবে।

সিংহরাশিতে রবি প্রভৃতি গ্রহ থাকিলে উক্ত রূপ ফল হইয়া থাকে।

সিংহস্থ রবিফল—সিংহরাশিতে যদি রবি গ্রহ থাকে, তাহা হইলে শত্রুহন্তা, ক্রোধপরায়ণ, বিশিষ্টচেষ্টাসম্পন্ন, বন, পর্ব্বত ও দুর্গ-বিচরণকারী, উৎসাহসম্পন্ন, শূর, তেজস্বী, অতি মাংসপ্রিয়, উগ্র, গম্ভীর, রাজপালিত, ধনী ও বিখ্যাত হয়।

ঐ রবি যদি চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হন, তাহা হইলে মেধাবী, উত্তমস্ত্রীযুক্ত, কফরোগী ও রাজপ্রিয়, মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে পরদাররত, শূর, প্রগল্‌ভ, সাহসী, উগ্র ও প্রধান, বুধ দেখিলে বিদ্বান্‌, দূর্ত্ত, সেবা-পরায়ণ, পরাক্রমহীন ও অলস, বৃহস্পতি দেখিলে দেবতা, উদ্যান ও তড়াগকর্ত্তা, অধিকসংখ্যগণসম্পন্ন, যত্নশীল ও বুদ্ধিমান্‌, শুক্র দেখিলে, অর্শ ও কুষ্ঠরোগী, নির্দ্দয় ও লজ্জাহীন, শনি দেখিলে কার্য্যবিনাশক, দুষ্টাচার ও পরপীড়ক হয়।

সিংহরাশিতে রবি থাকিয়া উক্ত গ্রহগণ কর্ত্তৃক পূর্ণ দৃষ্টিত হইলে উক্তরূপ ফল হইয়া থাকে জানিতে হইবে, পাদ, অর্দ্ধ ও ত্রিপাদ দৃষ্টি স্থলে ফলেরও ঐরূপ ন্যূনতা হইবে।

সিংহস্থ চন্দ্রফল—সিংহরাশিতে চন্দ্রগ্রহ অবস্থান করিলে স্থূলহনুবিশিষ্ট, পৃথুলবদন, নয়ন পিঙ্গলবর্ণ, স্ত্রীদ্বেষী, ক্ষুধা ও পিপাসাতুর, জঠর ও মুখরোগে পীড়িত, মাংসপ্রিয়, দাতা, উগ্রস্বভাব, অল্পসন্ততি, বনপ্রিয়, মাতার বশীভূত, সুন্দরবক্তা, বিক্রমশীল, অকার্য্যক্রোধী, ও সূক্ষ্মদৃষ্টি হইয়া থাকে। ঐ সিংহরাশিস্থিত চন্দ্র যদি রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হন, তাহা হইলে নৃপতির ন্যায় ধনী, পুত্রহীন, উৎকৃষ্টগুণসম্পন্ন, প্রভু, ধীরপ্রকৃতি, পাপরত, ও বিখ্যাত হয়। ঐ চন্দ্রকে মঙ্গল দেখিলে, সেনানায়ক, অতিশয় উগ্রস্বভাব, শ্রী, পুত্র ও ধনসম্পন্ন, বাহনযুক্ত, উৎকৃষ্ট স্বভাব, বুধ দেখিলে স্ত্রীস্বভাব, স্ত্রীবশীভূত, যুবতীসেবী, ধন, সুখ ও উত্তমভোগী, বৃহস্পতি দেখিলে কুলানুরূপ পদের উৎপাদক, অনেক শাস্ত্রবিৎ ও নৃপতুল্য, শুক্র দেখিলে স্ত্রৈণ এবং গুরুতবিধিজ্ঞ, শনি দেখিলে কৃষিকর্ম্মকারী, ধনহীন, অনৃতবাদী, ও সুখহীন হইয়া থাকে।

সিংহস্থ মঙ্গলফল—সিংহরাশিতে মঙ্গল থাকিলে অসহনশীল, উগ্রপ্রকৃতি, শূর, নিষ্ঠুরাত্মক, শক্তিশীল, বনভ্রমণরত, গোপালক, মাংসপ্রিয়, ব্যাঘ্র, সর্প ও পশুঘাতক, পুত্রবর্জ্জিত, সৌভাগ্যহীন, সত্যবাদী এবং তাহার প্রথমা স্ত্রীর নাশ হইয়া থাকে। এই সিংহরাশিস্থ মঙ্গল যদি রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে প্রণত জনের হিতকারী, সর্ব্বদা আত্মীয় ও বন্ধুবিশিষ্ট, উগ্রপ্রকৃতি, পর্ব্বত ও অরণ্যবিচরণশীল হয়। ঐ মঙ্গলকে চন্দ্র দেখিলে, মাতার অভক্ত হয়, এবং ঐ জাতক মতিমান্‌, দৃঢ়শরীর, বিপুলকীর্ত্তিশালী ও শ্রীধনসম্পন্ন, বুধ দেখিলে বহুবিধ শিল্পকর্ম্মকারী, লোভী, কাব্যকলানিপুণ, বিষমস্বভাব ও অতিশয় দক্ষ, বৃহস্পতি দেখিলে সর্ব্বদা নৃপতিসমীপবর্ত্তী, রাজপণ্ডিত, অতিশয় বুদ্ধিমান্‌ ও মন্ত্রাধিপতি, শুক্র দেখিলে বিবিধস্ত্রীভোগযুক্ত ও স্ত্রীপ্রিয়, শনি দেখিলে বৃদ্ধের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, ধনহীন ও পরগৃহভ্রমণশীল হইয়া থাকে।

সিংহস্থ বুধফল—সিংহরাশিতে বুধ থাকিলে জ্ঞান ও কলাপরিহীন, লোকবিখ্যাত, অসত্যবাদী, ধনবান্‌, সহোদরদ্বেষী, স্ত্রীদ্বারা দুঃখভাগী, অধীন, অযুক্ত কর্ম্মকারী, দক্ষ, সন্ততিবিহীন, নীচ কুলের হিতকার্য্যরত এবং লোকাভিরাম হইয়া থাকে।

ঐ বুধ সিংহরাশিতে থাকিয়া রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে শৌর্য্যসম্পন্ন, বল ও গুণযুক্ত, হিংস্র, ক্ষুদ্রপ্রকৃতি, চঞ্চলস্বভাব ও লজ্জাহীন হয়। ঐ বুধকে চন্দ্র দেখিলে অতি রূপবান্‌, চপল, কাব্যকলা, গীত ও নৃত্যরত, বলবান ও সুশীল, মঙ্গল দেখিলে নীচপ্রকৃতি, দুঃখার্ত্ত, বিকলদেহ, পুত্রবহীন, ও কুরূপ, বৃহস্পতি দেখিলে সুকুমারমূর্ত্তি, পণ্ডিত, অচোর, প্রভু, বিখ্যাত ও বাহনযুক্ত, শুক্র দেখিলে অতি রূপবান্‌, ক্রিয়াবান, বাহনযুক্ত, বীর ও রাজমন্ত্রী এবং শনি দেখিলে ব্যাধিযুক্ত, অতি খর্ব্বাকার, দুঃখিত ও সুখ বর্জ্জিত হয়।

সিংহস্থ গুরুফল—সিংহরাশিতে বৃহস্পতি থাকিলে স্থির, বৈরতাযুক্ত, ধীরপ্রকৃতি, আত্মীয় স্বজনের প্রতি বিশেষ স্নেহযুক্ত, বিদ্বান্‌, সুন্দর, শিল্পকার্য্যকারী, সভাপালক, অতিশয় পরাক্রমশালী, ক্রোধী, দুর্গ, পর্ব্বত ও অরণ্যবিচরণকারী হয়।

ঐ সিংহরাশিস্থিত বৃহস্পতি যদি রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হন, তাহা হইলে লোকপ্রিয়, বিখ্যাত, নৃপতি [illegible] নৃপতিতুল্য ও সুন্দরস্বভাব হয়। ঐ বৃহস্পতিকে চন্দ্র দেখিলে অত্যন্ত ধনিশ্রেষ্ঠ, স্ত্রীভাগ্যে ধনবান্‌, অতিশূর ও জিতেন্দ্রিয়, মঙ্গল দেখিলে সাধু ও গুরুজনসমীপে নম্রবাদী, বিশিষ্ট কর্ম্মযুক্ত, শ্রেষ্ঠ, অতিশয়

নিপুণ, শুদ্ধদেহ, শূর ও ক্রূরপ্রকৃতি, বুধ দেখিলে বিজ্ঞানবিৎ, শিল্পনিপুণ, বিখ্যাত ও শ্রেষ্ঠ, শুক্র দেখিলে স্ত্রীপ্রিয়, সর্ব্বদা নৃপতিসংকারে সংযুক্ত, মহাসম্পন্ন ও ভাগ্যবান্, শনি দেখিলে মধুর বাক্যকথনশীল, সুখরহিত, তীক্ষ্ণস্বভাব, বেশ্যাসদৃশ-পত্নীযুক্ত ও ভোক্তা হয়।

সিংহস্থ শুক্রফল—সিংহরাশিতে শুক্র থাকিলে যুবতীর উপাসনা দ্বারা সুখ, ধন ও আরোগ্যযুক্ত, অল্পবল, দুঃখী, পরোপকারী, গুরু, বিপ্র ও আচার্য্যের পোষণে তৎপর হইয়া থাকে।

ঐ সিংহরাশিস্থিত শুক্র যদি রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হন, তাহা হইলে ঈর্ষাযুক্ত, কলহপ্রিয়, কামুক, ও স্ত্রীধনে ধনবান্ হইয়া থাকে। ঐ শুক্রকে চন্দ্র দেখিলে, ধাত্রীর সপত্নীবারক, যুবতী স্ত্রীকর্ত্তৃক দুঃখভাগী, ধনবান্ ও সুবুদ্ধি, মঙ্গল দেখিলে রাজপুরুষ, বিখ্যাত, যুবতীকার্য্যপ্রিয়, ধনী, উত্তম ভাগ্যযুক্ত, ও পরদাররত, বুধ দেখিলে, স্ত্রীলোলুপ, পরদারপরায়ণ, শূর, শঠ, মিথ্যাবাদী ও ধনবান্, বৃহস্পতি দেখিলে বাহন, ধন ও ভৃত্যযুক্ত এবং অনেক স্ত্রীসম্পন্ন; শনি দেখিলে নৃপতি বা রাজতুল্য বিখ্যাত, কোষ ও বাহনসম্পন্ন, সভাপতি, সুরূপ এবং দুষ্ট পুত্রান্বিত হইয়া থাকে।

সিংহরাশির শনিফল—সিংহ রাশিতে শনিগ্রহ থাকিলে পুরাণ-বেত্তা, দুঃশীল, বিপরিতাচার, স্ত্রীবিজিত, বেতনভুক্, হর্ষহীন, সর্ব্বদা নীচ ক্রিয়ারত, ভ্রমণশীল, চিন্তা এবং পথভ্রমজন্য দুঃখে দুঃখী হয়।

শনি সিংহরাশিতে থাকিয়া যদি রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হন, তাহা হইলে, ধন ও গুণহীন, অনাধ্যাত্মসম্পন্ন, মিথ্যাবাদী, মদ্যাদি পানে আসক্ত, কৃশদেহ, ও অতিশয় দুঃখী হইয়া থাকে।

ঐ শনিকে চন্দ্র দেখিলে ধনবান্, যুবতীপ্রিয়, বিপুলকীর্ত্তি ও নৃপতির প্রিয়, মঙ্গল দেখিলে প্রতিদিন ভ্রমণশীল, পাপী, চোর, গিরি ও দুর্গস্থাননিবাসী, ক্রূরপ্রকৃতি, ভার্য্যা ও পুত্রবিহীন, বুধ দেখিলে কফরোগী, ধনহীন, অলস, স্ত্রীকর্ম্মকারী, মলিন দেহ ও দীন, বৃহস্পতি দেখিলে গ্রাম ও পুরবৃন্দের অগ্রণী, পুত্রবান্, বিশ্বাসী ও সুশীল, যুবতীসেবী, পরস্বত্যাগী, সুখী, ধনী ও শান্তপ্রকৃতি হইয়া থাকে।

সিংহরাশি, সিংহলগ্ন এবং এই সিংহ রাশিতে রবি প্রভৃতি গ্রহ অবস্থান বা তাহাদের দৃষ্টি থাকিলে উক্তরূপ ফল হইয়া থাকে। কোষ্ঠির ফলবিচারকালে এই সকল বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া ফলনিরূপণ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

সিংহকেতু (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

সিংহকেলি (পুং) সিংহস্যেব কেলির্যস্য। অবলোক, জিন বিশেষ। (স্ত্রী) ২ সিংহের ক্রীড়া, সিংহের খেলা।

সিংহকেশর (পুং) সিংহস্যেব কেশরো যস্য। ১ বকুল। (বিকা°) ২ সিংহের জটা।

সিংহকেশরিন্ (পুং) রাজভেদ।

সিংহকেশি (পুং) রাজভেদ।

সিংহগড়, বোম্বাই প্রদেশে পুণা জেলার মধ্যস্থিত একটী প্রাচীন পার্ব্বত্য দুর্গ। এই দুর্গ পুণানগরীর দক্ষিণপশ্চিম দিকে ১২ মাইল দূরে, সিংহগড়-ভুলেশ্বর নামক পর্ব্বতশ্রেণীর সর্ব্বোচ্চ শিখরের উপরে অবস্থিত। এই গিরিশৃঙ্গ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪৩২২ ফিট্ এবং সন্নিকটস্থ সমতল ভূমি হইতে ২৩০০ ফিট্ উচ্চ। সিংহগড়ের উত্তর ও দক্ষিণাংশে দুর্গম পর্ব্বতবেষ্টিত, এই পর্ব্বত প্রায় অর্দ্ধমাইল খাড়াভাবে ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। দুইটী মাত্র তোরণের মধ্য দিয়া দুর্গে গমন করিতে পারা যায়। একটীর নাম পুণা ও অপরটীর নাম কল্যাণদ্বার। প্রায় দুইমাইল স্থান ব্যাপিয়া দুর্গের চারিদিকে সুদৃঢ় প্রস্তরপ্রাচীরবেষ্টিত। এই প্রাচীরের মধ্যে অনেক গুলি গম্বুজ আছে। যুদ্ধের সময়ে এই সকল গম্বুজ হইতে শত্রুগণের উপর অস্ত্রাদি নিক্ষিপ্ত হইত। দুর্গের উত্তরাংশ অতিশয় দৃঢ় ও মজবুত, কিন্তু দক্ষিণাংশ তাদৃশ দৃঢ় নয় বলিয়া, ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। দুর্গের প্রাচীরবেষ্টিত ত্রিকোণ ভূমিখণ্ডের মধ্যে আজকাল অনেক গুলি বাঙ্গলা নির্ম্মিত হইয়াছে। পুণার ইংরাজ কর্ম্মচারীগণ গ্রীষ্মকালে স্বাস্থ্যলাভের নিমিত্ত এই সকল বাঙ্গলায় বাস করেন।

পূর্ব্বে এই দুর্গ কোন্ধান নামে পরিচিত ছিল। তৎপরে ১৬৪৭ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয় ছত্রপতি শিবাজী এই দুর্গ অধিকার করিয়া ইহার সিংহগড় নাম দেন। ১৩৫০ খৃঃ অব্দে দিল্লীর সম্রাট্ মহম্মদ তোগলক সিংহগড় আক্রমণ করেন। তৎপরে ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে আহম্মদনগর-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা নিজামের জয় করিলে, এই দুর্গ তাঁহার হস্তগত হয়। অতঃপর ১৬৪৭ খৃষ্টাব্দে সিংহগড়ের রক্ষাকর্ত্তাকে বশীভূত করিয়া, শিবাজী এই দুর্গ অধিকার করেন। শিবাজীর সময়েই ইহা সিংহগড় নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে মোগল-সেনাপতি শায়েস্তা খাঁ সসৈন্যে পুণা আক্রমণ করিলে, শিবাজী সিংহগড়ে পলায়ন করেন এবং এই সিংহগড় হইতেই তিনি পুণায় সায়েস্তা খাঁকে সহসা আক্রমণ করেন। ঐতিহাসিক পাঠকগণের নিকট শিবাজী ও সায়েস্তখাঁর যুদ্ধ চিরপরিচিত। [শিবাজী শব্দ দেখ] ১৬৬৫ খৃঃ অব্দে মোগলেরা পুনরায় সিংহগড় আক্রমণ করে এবং শিবাজী তাহাদিগের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। ১৬৭০ খৃঃ অব্দে শিবাজীর প্রসিদ্ধ সেনাপতি তানাজী পুনরায় এই দুর্গ হস্তগত করেন। এই দুর্গ আক্রমণ কালে বীর তানাজী

অসাধারণ ক্ষমতা ও সাহস প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার বীরত্বকাহিনী মহারাষ্ট্রদেশের ইতিহাসে অদ্যাপি তাহার লিখিত রহিয়াছে। অতঃপর অরঙ্গজেব স্বয়ং ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে এই দুর্গ অবরোধ করেন। সাড়ে তিনমাসকাল অবরোধের পর, তিনি এই দুর্গ অধিকার করিতে সমর্থ হন। সিংহগড় নাম পরিবর্তন করিয়া অরঙ্গজেব ইহাকে 'বক্সিন্দ্ বাবক্স' (ঈশ্বরের দান) নামে অভিহিত করেন। ১৭০৬ খৃঃ অব্দে মোগলসৈন্য পুণা পরিত্যাগ করিয়া বিজাপুর গমন করিবামাত্র, শাঙ্করজী সচিব নামে একজন মারহাট্টা দলপতি সিংহগড় ও অন্যান্য দুর্গ পুনরায় অধিকার করেন। সেই সময় হইতে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সিংহগড় মারহাট্টাদিগের অধীনে ছিল। ১৮১৮ খৃঃ অব্দে জেনারেল প্রিজলার মারহাট্টা-যুদ্ধকালে এই দুর্গ আক্রমণ করিয়া ইংরাজের অধিকারে আনয়ন করিয়াছিলেন।

সিংহগিরি (পুং) একজন বিখ্যাত আচার্য্য, মহারাজ বল্লালসেনকে ইনি শৈবমন্ত্রে দীক্ষিত করেন।

সিংহগিরীশ্বরাচার্য্য (পুং) একজন আচার্য্য। শাক্তর সম্প্রদায়ের ৩৬ আচার্য্য।

সিংহগুপ্ত (পুং) ১ রাজভেদ। ২ বৈদ্যকগ্রন্থপ্রণেতা বাগ্ভটের পিতা।

সিংহগ্রীব (ত্রি) সিংহস্য গ্রীবা ইব গ্রীবা যস্য। সিংহের গ্রীবার ন্যায় গ্রীবাবিশিষ্ট।

সিংহঘোষ (পুং) বুদ্ধভেদ।

সিংহচন্দ্র (পুং) বৌদ্ধাচার্য্যভেদ।

সিংহচিত্রা (স্ত্রী) মাষপর্ণী, মাষাণী। (বৈদ্যকনি॰)

সিংহতল (পুং) সিংহস্যেব তলমত্র। যথা সংহতল পূর্ব্বোপমাসিদ্ধ সাধুঃ। কৃতাঞ্জলি, করদ্বয়যোজন।

সিংহতা (স্ত্রী) সিংহস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সিংহের ভাব বা ধর্ম্ম, সিংহের কার্য্য।

সিংহতাল (পুং) সিংহতল, কৃতাঞ্জলি। (হেম)

সিংহতুণ্ড (পুং) সিংহস্য তুণ্ডমিব পুষ্পমস্য। সেহুণ্ডবৃক্ষ। (রাজনি॰) সিংহস্য তুণ্ডমিব তুণ্ডমস্য। ২ মৎস্যবিশেষ। এক প্রকার মাছ। মদ্গুর প্রভৃতি মৎস্য সিংহতুণ্ড নামে অভিহিত। মনুতে লিখিত আছে যে, দৈব ও পৈত্র কর্ম্মে এই মৎস্যভোজন করিতে পারা যায়।

"পাঠীনরোহিতাবাদ্যৌ নিযুক্তৌ হব্যকব্যয়োঃ।
রাজীবান্ সিংহতুণ্ডাংশ্চ সশল্কাংশ্চৈব সর্ব্বশঃ॥" (মনু ৫।১৬)

(স্ত্রী) ৩ সিংহমুখ।

সিংহতুণ্ডক (পুং) সিংহতুণ্ডশব্দার্থ। (রাজবল্লভ ১।১৭৭)

সিংহত্ব (স্ত্রী) সিংহস্য ভাবঃ ত্ব। সিংহের ভাব বা ধর্ম্ম, সিংহের কার্য্য।

সিংহদংষ্ট্র (ত্রি) ১ অসুরভেদ। ২ শবররাজভেদ।

সিংহদত্ত (পুং) অসুরভেদ। (কথাসরিৎসা॰)

সিংহদেব (পুং) রাজভেদ। (রাজতর॰ ৮।১২৩৯)

সিংহদ্বার (স্ত্রী) সিংহচিহ্নিতং দ্বারমিতি মধ্যপদলোপিকর্ম্মধারয়ঃ। প্রবেশদ্বার, পর্য্যায়—প্রবেশন। (হেম) গৃহে প্রবেশ করিবার যে প্রধান দ্বার তাহাকে সিংহদ্বার কহে।

সিংহধ্বজ (পুং) বুদ্ধভেদ।

সিংহধ্বনি (পুং) সিংহস্য ধ্বনিঃ। ১ সিংহের শব্দ। ২ সিংহনাদসদৃশ শব্দ। (কুমার ১।৫৭)

সিংহনাদ (পুং) সিংহস্যেব নাদঃ। যোদ্ধ্পুরুষদিগের রণোৎসাহক শব্দ। যোদ্ধ্পুরুষগণ যুদ্ধস্থলে পরস্পরের উৎসাহের জন্য যে ভয়ানক গর্জ্জন করেন, তাহাই সিংহনাদ নামে কথিত হয়। অমরটীকায় ভরত ইহার অর্থ এইরূপ লিখিয়াছেন,—"পরবৃদ্ধদর্শনাৎ তদ্ভঙ্গায় যথা সিংহস্য নাদস্তথা পরবলভঙ্গায় যোৎসাহবিবৃদ্ধয়ে চ যো নাদঃ সঃ॰" (ভরত) সিংহ, পরবৃন্দ দর্শন করিয়া সেই দল ভাঙ্গিবার জন্য উৎসাহপূর্ব্বক যে গর্জ্জন করে, শত্রুবলভঙ্গের ও উৎসাহবৃদ্ধির জন্য সেই গর্জ্জনের যে শব্দ তাহাই সিংহনাদ। ২ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।১১০) ৩ সিংহের ধ্বনি, সিংহগর্জ্জন। ৪ ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিচরণে ১৩টী করিয়া অক্ষর থাকে, তন্মধ্যে ৩, ৫, ৯, ১২ ও ১৩ অক্ষর গুরু, তদ্ভিন্ন লঘু। এই ছন্দের নামান্তর কলহংস। (ছন্দোমঞ্জ॰)।

সিংহনাদক (পুং) সিংহ ইব নদতীতি নদ-ণ্বুল্। বুক্কার, চলিত সিঙ্গা।

সিংহনাদগুগ্গুলু (পুং) আমবাতরোগাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া প্রত্যেক ৪ সের, কটুতৈলে মর্দ্দিত পুটলিবদ্ধ গুগ্গুলু এক সের, পাকার্থ জল ২৭ সের। শেষ ২৪ সের। এই কাথজলের সহিত পুটলীস্থিত গুগ্গুলু গুলিয়া পাক করিবে। পাক শেষ হইবার কালে ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, বিজাতীমূল, গুলঞ্চ, চিতামূল, ক্ষেউড়ী, দন্তীমূল, চই, গুল, মান, পারদ, ও গন্ধক প্রত্যেকে ৪ তোলা এবং জয়পাল ১০০০ হাজারটী উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া উহাতে নিক্ষেপ করিবে, পরে এই সকল উত্তমরূপে আলোড়িত করিয়া ইহা নামাইতে হইবে। ঔষধের মাত্রা রোগীর অগ্নির বল অনুসারে এক আনা হইতে দুই আনা পর্য্যন্ত। অনুপান উষ্ণ জল ও উষ্ণ দুগ্ধ। এই ঔষধ সেবন করিলে বাড়বানল সদৃশ অগ্নির বৃদ্ধি হয়, আমবাত, শিরোবাত, সন্ধিবাত, কায় ও জঙ্ঘাশ্রিত বাত, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র, তিমির, উদরী, অম্লপিত্ত, কুষ্ঠ, ও প্রমেহ প্রভৃতি রোগ আশু প্রশমিত হয়। আমবাতরোগাধিকারে ইহা একটি উৎকৃষ্ট প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধ। (ভৈষজ্যরত্না॰)

মৃত্তিকার উর্ব্বরত্ব এবং প্রাকৃতিক সংস্থান লক্ষ্য করিলে, এই প্রান্তরের সহিত মূল ছোটনাগপুরের অনেকাংশে সৌসাদৃশ্য দেখা যায়।

জেলার দক্ষিণাংশে ৭০০ বর্গ মাইল বিস্তৃত একটী বিস্তীর্ণ অধিত্যকা ভূমি। উহার সর্ব্বত্রই সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৩০০ ফিট্ উচ্চ। দক্ষিণদিকের এই উচ্চ ভূমি ক্রমশঃ উন্নত হইয়া কেঁউঝর রাজ্যের পর্ব্বতমালায় মিশিয়াছে। পশ্চিমাংশে ছোটনাগপুর-সীমান্তের পার্ব্বত্য প্রদেশ। বনরাজিসমাকীর্ণ বিস্তীর্ণ এই শৈলের নিভৃত কন্দরে অসভ্য কোল জাতির বাস। জাতিবিৎ কর্ণেল ডালটন্ বলেন, কোলেরা ঐ পার্ব্বত্য ভূমি হইতে ক্রমে সিংহভূমের নিম্ন প্রান্তরে আসিয়া বাস করিয়াছে।

সিংহভূমের উত্তরপশ্চিমে নবাব শৈল। ঐ পর্ব্বতের কএকটী প্রশাখা জেলার মধ্যভাগে আসিয়া পড়িয়াছে। উহাদের সর্ব্বোচ্চ শিখরটী সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৯০০ ফিট্ উচ্চ। এতদ্ভিন্ন এখানে পরস্পর বিচ্ছিন্ন কএকটী গণ্ডশৈলও দৃষ্ট হয়। উহাদের মধ্যে খর্‌সাঁ রাজ্যের অন্তর্গত চৈতনপুর শৈল ২৫২৯ ফিট্, কাণড়-গাদি ১৩২৮ ফিট্, ফুইলিগড় ২৫৫২ ফিট্। এই ফুইলিগড় ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া ময়ূরভঞ্জরাজ্যে মেঘাসনি পর্ব্বত নামে প্রখ্যাত হইয়াছে।

জেলার সর্ব্ব দক্ষিণপশ্চিম কোণে গাঙ্গপুররাজ্যের সীমান্ত দেশ "সপ্তশত শৈলের সারণ্ড" নামে বিখ্যাত ; এই পর্ব্বতে একটী সুবিস্তৃত পার্ব্বত্য অধিত্যকা দৃষ্ট হয়। বনভূমে মনুষ্যজাতির সমাগম নাই, কেবল দুই একটী সুগভীর উপত্যকায় দুচারি ঘর বন্য জাতির বাস আছে। উহাদের অধিকাংশেই কোল, উহারা মূল শাখা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এখানে আসিয়া বাস করিতেছে।

উপরে যে বিস্তৃত অধিত্যকা ভূমির বিবর বিবৃত হইল, তাহা কতকগুলি শৈলের একত্র সংযোগ মাত্র। উহাদের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কোন নাম নাই, তদ্দেশবাসীরা একযোগে ঐ পর্ব্বতসমষ্টিকে "সপ্ত শত শৈলের সারণ্ড" বলিয়া থাকে। উহার সকল শৈলগুলিই সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে সাধারণতঃ ৩৫০০ ফিট্ উচ্চ। ঐ পর্ব্বতশ্রেণীর একটী শাখা চাইবাসার অভিমুখে আসিয়াছে। উহার সর্ব্বোচ্চ শিখর অঙ্গার নামে প্রসিদ্ধ ও সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২১৩৭ ফিট্ উচ্চ।

সিংহভূমে যতগুলি পর্ব্বতমালা আছে, তাহার সকলগুলিই কোণাকার ও চূড়াবলম্বী। উহার গাত্রগুলি ঢোঁচাল, অর্থাৎ এত খাড়াভাবে ঢালু যে সহজে তাহাতে আরোহণ করা যায় না। পর্ব্বতগুলি সাধারণতঃই বনমালাসমাচ্ছাদিত। কেবল জেলার মধ্যস্থলে যে বিস্তৃত উর্ব্বর অধিত্যকা ভূমি বিরাজিত আছে, তাহারই সীমান্তবর্ত্তী সানুদেশ পরিষ্কৃত হইয়া চাসবাসের উপযোগী হইয়াছে।

সুবর্ণরেখাই এখানকার প্রধান নদী। খর্কাই ও সঞ্জয় উহার দুইটী শাখা। কোএল, উত্তর ও দক্ষিণ করো নদী, কোইনা নামক নদী চতুষ্টয় সারণ্ড নামক পার্ব্বত্য প্রদেশের অববাহিকা ভূমির জলরাশি লইয়া পুষ্টকলেবরা হইয়াছে। পর্ব্বতবক্ষ ভেদ করিয়া নদীগুলি প্রবাহিত হওয়ায় এবং নদীবক্ষে মধ্যে মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ পাথরের বাঁধ পড়ায় উহাতে নৌকাযোগে পণ্যদ্রব্য লইয়া যাতায়াত একবারে অসম্ভব হইয়াছে, বিশেষতঃ অধিত্যকা পৃষ্ঠের উচ্চ উৎপত্তিস্থান হইতে ক্রমশঃ নিম্নতলবক্ষে নদীগুলি প্রবাহিত হওয়ায় এবং মধ্যে মধ্যে বাঁধ থাকায় বর্ষায় প্রবল জলবেগের সময় নদীর স্রোতের বেগ বর্দ্ধিত হয় ও মধ্যে মধ্যে জল বাধা প্রাপ্ত হইয়া বাঁধমুখে প্রপাত সহকারে ভীষণবেগে নিপতিত হইতে থাকে। নদীর তীরভূমি উচ্চ ও পর্ব্বতময় এবং তাহাতে জঙ্গলাচ্ছাদিত হওয়ায় চাসবাসের অযোগ্য হইয়া আছে। এতদ্দেশবাসীরাও নদীর জল লইয়া চাস করিতে জানেন।

এখানে কোন খাল, হ্রদ বা স্বাভাবিক বাঁধ নাই। চাসবাসের সুবিধার জন্য অনেক স্থলেই ঢালু [illegible]তে বাঁধ দিয়া জল আটক করা হইয়াছে। চাসের জন্য শস্যক্ষেত্রে জল আবশ্যক হইলে ঐ সকল বাঁধের মুখ কাটিয়া জল ছাড়িয়া দেওয়া হয়। বৃষ্টিপাতের অভাবে এইরূপ কৃত্রিম উপায়েই এখানে জল সরবরাহকার্য্য চলিয়া থাকে।

ছোট ছোট বোলাটে লালবর্ণের গুটুলির ন্যায় গিরিশ্রেণী-সমূহে ও ভূপৃষ্ঠে প্রচুর খনিজ লৌহ দেখা যায়। উহার দুইটী পরস্পর ঘর্ষণ করিলে উজ্জ্বল চক্ চকে দেখায়। ঐরূপ স্থানই খনিজ লৌহের আকর। ঐ স্থানের মাটী লাল। মৃত্তিকা খনন করিলে ভূগর্ভে স্তরে স্তরে লৌহ বিরাজিত দেখা যায়। খনিজ লৌহ গুলি গালাইবার পূর্ব্বে ভূগর্ভ হইতে উত্তোলন করিয়া চূর্ণ করিতে হয়। এতদ্দেশবাসীরা লৌহ গালাইবার জন্য প্রায় ৩ ফিট উচ্চ বড় বড় চোঙাকার মুচি প্রস্তুত করে। মুচিগুলিতে এক স্তবক লৌহ চূর্ণ ও এক স্তবক কাঠের কয়লা দিয়া স্তরে স্তরে সাজাইয়া হাপোড়ে বসাইয়া জোর অগ্নির তাপ দেওয়া হয়। পরে লৌহ গলিয়া আসিলে ঐ মুচির তলা ফুটা করিয়া লৌহ বাহির করিয়া লওয়া হয়। পার্ব্বতীয় নদী গুলির স্রোতচালিত বালুকারাশির সঙ্গে স্বর্ণকণিকা পাওয়া যায়। সুবর্ণরেখা নদীতেই ঐরূপ স্বর্ণ-কণিকা অধিক। নদীতীরবাসী জাতিরা নদীজল হইতে স্বর্ণ আহরণ করে বটে, কিন্তু তাহাতে অতি কষ্টে তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হয়।

ধলভূমের পর্ব্বতপাদমূলে তাম্রখনি আছে। পূর্ব্বে কতক-গুলি জৈন মহাজন বিশেষ অধ্যবসায়ে, পরিশ্রমে ও অর্থব্যয়ে এই খনি হইতে তাম্র উঠাইতে চেষ্টা পান। তাঁহারা এই ব্যাপারে

বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ব্যবসায় ক্ষান্ত দেন। পরে য়ুরোপীয় প্রথায় তামা উঠাইবার ব্যবস্থা হয়, কিন্তু তাহাতে আনুষঙ্গিক ব্যয় নির্ব্বাহ হয় না দেখিয়া ঐ কল্পনা পরিত্যক্ত হইয়াছিল। এখনও ঐ সকল খনিতে য়ুরোপীয় কোম্পানির দ্বারা সামান্য ভাবে কার্য্য চলিতেছে।

জেলার সর্ব্বত্রই গুটুলি গুটুলি চূণা পাথরের কাঁকর দেখা যায়। উহাকে ঘুটিঙ বলে। উহা পোড়াইলে যে চূণ হয় তাহাকে স্থানীয় ব্যবহার ভিন্ন অন্যত্র রপ্তানী চলে না। কাঁকর রাস্তায় বিছাইয়া দেওয়া যায় বটে কিন্তু তাহাও সমগ্র জেলার পথ ঘাটে বিছাইবার মত অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় না।

স্লেট পাথর ও নানারঙের পাথুরে-মাটী এখানে বিস্তর পাওয়া যায়। অনেক স্থানে সোপষ্টোন (Soapstone) দেখা যায়। উহা দ্বারা বাটী থালা গেলাস প্রভৃতি পাত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে।

এখানকার বনরাজি প্রাচীন কোল, ওরাওন প্রভৃতি অসভ্য জাতির বাসভূমি। অনন্তকাল হইতে ঐ সকল অরণ্যের নিভৃত নিকেতনে অনার্য্যগণ বিচরণ করিতেছেন, এখনও তথায় তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। এই জেলায় প্রায় দুইএর তৃতীয়াংশ ভূমি বনাবৃত। বনভাগে শাল, অসন, গাম্ভীর, কুসুম, তূন্, পিয়াশাল, শিশু, কেঁদ, আম প্রভৃতি বড় বড় গাছ জন্মে। ব্যবসায়ীরা ঐ সকল কাষ্ঠ কাটিয়া আনিয়া বিক্রয় করে, বনভাগে লাক্ষা, মধু, হেঁসে নামক লতা ও বাবুইঘাস পাওয়া যায়। শেষোক্ত উদ্ভিজ্জে দড়ি প্রস্তুত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন এখানে নানা ভেষজাদির মূল ও পত্র পাওয়া যায়। মূলগুলি অসভ্যজাতিরা খায়।

ব্যাঘ্র, চিতা, ভল্লুক, মহিষ ও নানা জাতীয় হরিণ এখানকার প্রধান বন্যজন্তু। ময়ূরভঞ্জের মেঘাসনি শৈলের বনপ্রদেশ দিয়া ছোট ছোট হস্তীর দল প্রায়ই সীমান্ত অতিক্রম করিয়া সিংহভূমে আসিয়া বিচরণ করে। নানা জাতীয় পক্ষী ও যথেষ্ট সর্প দেখা যায়।

সিংহভূম জেলার কোন প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায় না। হিন্দুরাজগণের রাজত্বকালে এই জেলা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগে বিভক্ত ছিল। ঐ এক একটী পরগণা বা ক্ষেত্রভাগ এক এক জন সর্দ্দার বা নায়কের অধীনে ন্যস্ত থাকিত। উক্ত দেশীয় নায়কগণ পরবর্ত্তিকালে ঘাটবাল বা পার্ব্বত্য-পথ-রক্ষক বলিয়া পরিচিত হন। ধলভূম, সরগুজা, সরাইকেলা, পোড়াহাট প্রভৃতি স্থানের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে তাহা সহজে অনুমিত হয়। ইংরাজাধিকারে ইহাদের কেহ কেহ রাজা উপাধিতে সম্মানিত, কেহ বা সাধারণ ভূম্যধিকারী বা জমিদাররূপে পরিচিত; কিন্তু স্থানীয় লোকের নিকট তাঁহারা রাজসম্মানেই সম্মানিত হইতেন। ইংরাজাধিকারের পূর্ব্বে ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ দিল্লীর মুসলমান রাজগণের অধীন করদ মিত্ররাজ রূপে পরিগণিত ছিল। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে সর্ব্ব প্রথমে ইংরাজ গবর্মেন্টের সহিত এখানকার রাজপুত রাজবংশের মিত্রতা স্থাপিত হয়। উক্ত বর্ষে ইংরাজ রাজপ্রতিনিধি মার্কুইস অব্ ওয়েলেস্লি সিংহভূমের তদানীন্তন রাজকুমার অভিরামসিংহকে মিত্রভাবে পত্র লিখেন। ইহার কারণ, ইতিপূর্ব্বে কুমার অভিরাম সিংহ বর্গীর উপদ্রবে ইংরাজ গবর্মেণ্টকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। এই সরাইকেলারাজের রাজ্য তৎকালে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীকৃত জঙ্গল মহলের ঠিক পার্শ্বদেশেই ছিল। এই কারণে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীকে তাঁহার সহিত সদ্ভাব রাখিতে হয়। নাগপুরপতি রঘুজী ভোঁসলে সদলে অগ্রসর হইতেছেন সংবাদ পাইয়া গবর্ণর জেনারল মার্কুইস ওয়েলেস্লি তাঁহাকে পত্র লিখিয়া সাহায্যের জন্য পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি জাগাইয়া দেন। কিন্তু ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কোলহান জাতির সহিত কোন ইংরাজ কর্ম্মচারীর প্রকৃতপক্ষে কোনরূপ মৈত্রী সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই। সরাইকেলা রাজ্যের চতুর্দ্দিকস্থ জেলাগুলি ইংরাজরাজ্যভুক্ত হইবার পর পাঁচ সাত বৎসর পর্য্যন্ত ইংরাজগণ সিংহভূমের অন্তর্গত কোলহান প্রদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহার কিছুমাত্র বিবরণ অবগত হইতে পারেন নাই। হো বা লড়্কা কোলগণ কোন বৈদেশিককে আপনাদের দেশে আসিয়া বাস করিতে দিত না, কোন অপরিচিত ভিন্ন দেশীয় ব্যক্তি যদি তৎকালে কোলহান প্রদেশ দিয়া অন্যত্রও গমন করিত, তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয়ই ঐ অপরিচিত ব্যক্তিকে নিহত করিত। এমন কি, জগন্নাথযাত্রীরা তাহাদের অত্যাচারের ভয়ে ঐ পথ পরিত্যাগ করিয়া কএকদিন ঘুরিয়া ফিরিয়া দূর পথাবলম্বনে পুরীধামে গমন করিত।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে গবর্ণর জেনারল বাহাদুর কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া স্থানীয় এসিষ্টাণ্ট পলিটিকাল এজেণ্ট পোড়াহাট গমন করেন, উদ্দেশ্য তিনি পোড়াহাটের রাজার সহিত একটী রাজকীয় বন্দোবস্ত স্থির করিবেন, কিন্তু যখন তিনি ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হইয়া পোড়াহাটের সীমান্তে আসিয়া সমুপস্থিত হন, তখন তাঁহার সঙ্গিদল অসভ্য কোল জাতির বর্ব্বরতার কথা তাঁহাকে নিবেদন করে। উক্ত রাজকর্ম্মচারীর প্রেরিত বিবরণীতেও কোলভীতির কথা উক্ত আছে, তিনি লিখিয়াছেন, "সিংহভূমের রাজা ও জমিদারগণ আমার সঙ্গে ছিলেন। আমার সঙ্গে প্রভূত সেনাবল থাকিলেও কোল জাতির ভয়াবহ অত্যাচার ও লোমহর্ষক বীরত্বকাহিনী স্মরণ করিয়াই তাঁহারা যেন আর অগ্রসর হইতে চাহিলেন না এবং আমার সেনাবাহিনী পরিচালিত করিতেও আমাকে বারংবার নিষেধ করিতে লাগিলেন।"

১৮২০ খৃষ্টাব্দে পোড়াহাটের রাজা ইংরাজ গবর্মেণ্টকে রাজ্যে-

ধর বলিয়া স্বীকার করেন এবং তাঁহাদের নিকট বার্ষিক কিছু কর প্রেরণ করিতে স্বীকৃত হন।

ইংরাজরাজের আশ্রয় লাভ করিয়া সিংহভূমের রাজা ও ভূম্যধিকারিগণ স্থানীয় পলিটিক্যাল এজেন্ট মেজর রাফ্‌সেলের নিকট আবেদন করিল যে, এই কোলস্থান প্রদেশ তাঁহাদের অধীন ছিল এবং কোলগণও তাঁহাদের প্রজা, তবে তাঁহারা বিরুদ্ধাচারী হইয়া আর তাঁহাদের রাজা-প্রজা-সম্বন্ধ স্বীকার করে না। ইংরাজ গবর্মেণ্ট বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে বশ্যতা স্বীকার না করাইলে তাঁহারা কিছুতেই তাহাদিগকে দমন করিতে পারিতেছেন না। পক্ষান্তরে কোলগণ সিংহভূমের রাজপুত সর্দ্দারের অধীনতা অস্বীকার করিল, তাহারা উত্তর করিল আমরা পরস্পরে বিবাদ করিবার পূর্ব্বে, উভয়ে উভয়ের বন্ধু বা মিত্র ছিলাম, কখনও আমরা ইহাদিগকে রাজা বলিয়া স্বীকার করি নাই। আর যদিই বা আমরা পূর্ব্বে কোন কালে প্রজারূপে আসিয়া থাকি, তথাপি যখন রণক্ষেত্রে উপর্য্যুপরি জীবনসংগ্রামে আমরা ভূজবলে আমাদের স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছি, তখন আমরা কখনই তাঁহাদের অধীনতা স্বীকার করিবনা। সিংহভূমের সর্দ্দারেরা স্বীকার করিলেন যে, বিগত ৫০ বৎসর তাঁহারা কোলদিগকে অধীনতাপাশে বদ্ধ করিতে পারেন নাই।

মেজর রাফ্‌সেল তিনটী কোলযুদ্ধের কথা লিখিয়া বলিয়াছেন যে, শেষোক্ত যুদ্ধটী ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল। এই সকল যুদ্ধে কোলদিগকে দমন করিবার জন্য রাজপক্ষীয়েরা নানা ঘৃণিত উপায় অবলম্বন করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। লড়্‌কা জাতি তাহাদের স্বাধীনতা অপহরণের চেষ্টায় রাজসৈন্য কর্ত্তৃক এইরূপে পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হওয়ায় উত্যক্ত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী সামন্তরাজ্য আক্রমণ করিয়া উৎপাতিত করিতে আরম্ভ করে এবং অনেকগুলি গ্রামও জনশূন্য করিয়া দেয়।

১৮২০ খৃষ্টাব্দে মেজর রাফ্‌সেল অশ্বারোহী পদাতিক ও কামানবাহী সেনাদল লইয়া কোলরাজ্যে প্রবেশ করেন। তিনি নানা প্রকারে বুঝাইয়া কোলদিগকে রাজার বশ্যতা স্বীকার করিতে চেষ্টা পান, কোলগণ প্রথমে রাজার অধীনতা স্বীকার করিবে বলিয়া আশ্বাস দেয়।

মেজর রাফসেল লড়্‌কাদিগের এবম্বিধ বাক্যে মনে করিতেছিলেন, হয় ত লড়্‌কাগণ ইংরাজের বীরসেনা ও অস্ত্রশস্ত্রাদি দর্শনে ভীত হইয়াই বশ্যতা স্বীকার করিতেছে। এবিষয়ে কিছু মাত্র সন্দিগ্ধ না হইয়া তিনি সদল বলে তাহাদের বাসভূমির মধ্যস্থল দিয়া এক বারে চাইবাসা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন এবং রোরো নদীর তীরে ছাউনী করিয়া রহিলেন। এপর্য্যন্ত লড়্‌কাগণ ইংরাজদিগের গতিরোধার্থ বা তাহাদের প্রতি অসদ্ব্যবহার প্রদর্শনার্থ কোন চেষ্টা করে নাই।

শিবির সন্নিবেশিত করিয়া ইংরাজসৈন্য স্বচ্ছন্দমনে বিচরণ করিতেছে, এমন সময়, অকস্মাৎ কএকজন লড়্‌কা কোল তাহাদের জাতীয় অস্ত্র কুঠার হস্তে অগ্রসর হইয়া ছাউনীর অদূরেই কএকটী ইংরাজসৈন্যকে আক্রমণ করিল এবং একজন ইংরাজসৈন্যকে নিহত ও কএকজনকে আহত করিয়া তাহারা তৎক্ষণাৎ পর্ব্বতের নিবিড় জঙ্গলমধ্যে যাইয়া আশ্রয় লইবার চেষ্টা পাইল লেফ্টেনাণ্ট মিট্‌লাণ্ড সজ্জিত ইংরাজসৈন্য লইয়া তাহাদের পশ্চাদনুগমন করিয়া ঐ পার্ব্বত্য আশ্রয়ে তাহাদিগকে আক্রমণ করেন। লড়্‌কাগণ পরাজিত হইয়া ছত্রভঙ্গ হয় এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পার্ব্বত্য জঙ্গলপ্রদেশে পলায়ন করে। এইরূপ কএকটী খণ্ড যুদ্ধে বহু সংখ্যক লড়্‌কাকোল নিহত হইয়াছিল। ইহার পর উত্তর-পীড় অর্থাৎ উত্তর দিকের পর্ব্বতপ্রান্তবাসী ভিন্ন ভিন্ন দলভুক্ত কোলগণ সিংহভূমরাজের অধীনতা স্বীকার করিয়া কর দিবার বন্দোবস্তে আবদ্ধ হয়।

উত্তর পীড়ের কোলদিগকে এই প্রকারে বশীভূত করিয়া মেজর রাফসেল যখন দক্ষিণ দিক্ দিয়া কোল-প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন, তখন পীড়ের দুর্দ্ধর্ষ কোলগণ তাঁহার সেনাবৃন্দকে আক্রমণ করে। এই কোলদিগকে সম্মুখ হইতে হটাইয়া দিতে তাঁহাকে প্রতিপদবিক্ষেপে গোলা বর্ষণ করিতে হইয়াছিল। মেজর রাফসেল এইরূপ ঘোরতর সংগ্রাম করিতে করিতে সিংহভূম জেলা অতিক্রম করিলেন বটে, কিন্তু যুদ্ধ বিগ্রহের ফল কিছুই হইল না। দক্ষিণ পীড়ের লড়্‌কাগণ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল না।

ইংরাজসৈন্য সিংহভূম হইতে অপসারিত হইবার অব্যবহিত পরেই, উত্তর ও দক্ষিণ পীড়ের লড়্‌কাদিগের মধ্যে একটী যুদ্ধ বাধে। এই যুদ্ধে ইংরাজ গবর্মেণ্ট উত্তর পীড়ের লড়্‌কাদিগের সাহায্যার্থ ১০০ হিন্দুস্থানী ইরেগুলার সৈন্য প্রেরণ করেন। দক্ষিণ পীড়ের লড়্‌কাগণ ইংরাজসৈন্যদিগকে পরাভূত করিয়া সিংহভূম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়।

১৮২১ খৃষ্টাব্দে দুর্দ্ধর্ষ লড়্‌কা জাতিকে দমন করিবার অভিপ্রায়ে বহু সৈন্য লইয়া একটী সেনাদল গঠিত হয়। তাহারা ক্রমাগত একমাস যুদ্ধ করিয়াও কোলদিগকে হতবল করিতে পারে নাই। অবশেষে ইংরাজ গবর্মেণ্টের আশ্বাস বাক্যে (Proclamation) উৎসাহিত হইয়া লড়্‌কা সর্দ্দারগণ স্বচ্ছন্দ মনে ইংরাজহস্তে আত্মসমর্পণ করে, এবং সিংহভূমের অন্যান্য রাজগণকে বার্ষিক কর দিতে স্বীকৃত হয়। ইংরাজ গবর্মেণ্টের উক্ত অনুশাসন বলে কোলগণ পথঘাট সর্ব্বদা নিরাপদ ও পথিকের গমনাগমনের উপযোগী রাখিতে এবং পলায়িত রাজদ্বেষী শত্রুকে ইংরাজ বা রাজার হস্তে সমর্পণ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। আরও কথা থাকে যে, দেশীয় সামন্তরাজ অথবা সর্দ্দারগণ তাহাদের প্রতি

কোনরূপ অত্যাচার বা উৎপীড়ন করিলেও তাহারা কখনও দেশীয় রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে পারিবে না, সীমান্ত-প্রদেশস্থিত ইংরাজসেনাপতি বা অপর কোন ইংরাজ কর্মচারীর নিকট সেই অত্যাচারকাহিনী নিবেদন করিলেই তাহার যথোপযুক্ত মীমাংসা ও বিচার হইবে।

এই ঘটনার পর প্রায় দুই বৎসরকাল কোলরাজ্যে আর কোনরূপ বিপ্লব উপস্থিত হয় নাই। কোলগণ যেন ইংরাজের ভাবলব্ধ মীমাংসায় সম্পূর্ণ শান্তভাব ধারণ করিয়াছে এইরূপই বোধ হইয়াছিল। অতঃপর অকস্মাৎ তাহাদের চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হইল, দেখিতে দেখিতে নিকটবর্ত্তী নানা স্থান তাহাদের লুণ্ঠনাদি উপদ্রবে পূর্ণ হইয়া গেল। ১৮৩১-৩২ খৃষ্টাব্দে নাগপুরের কোল-বিদ্রোহে তাহারা নিঃশঙ্কমনে যোগদান করিয়া ইংরাজশাসন উপেক্ষা করে। কোল জাতির এই অবৈধ আচরণ গুরুতর ব্যাপার মনে করিয়া মন্ রেভ লেশন প্রভিন্সের তদানীন্তন এজেণ্ট উইলকিন্সন সাহেব গবর্ণর জেনারেলকে জানান যে কোলদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করাই শ্রেয়স্কর এবং তাহাদিগকে দেশীয় সর্দারদিগের অধীনে না রাখিয়া ইংরাজ গবর্মেণ্টের অধীনে রাখাই যুক্তিযুক্ত। তাঁহার প্রস্তাবানুসারে সিংহভূমে একদল সেনা রাখিয়া তদ্দেশবাসীকে তথাকার ইংরাজ কর্মচারীর শাসনাধীন রাখাই শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা বলিয়া গৃহীত হয়। তদনুসারে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে চাইবাসায় কর্ণেল রিচার্ডসন ইংরাজ সেনাসহ আসিয়া উপস্থিত হন। তৎপর বৎসরে ফেব্রুয়ারী মাসে কোল-দলপতিরা ইংরাজ গবর্মেণ্টের বশ্যতা স্বীকার করিয়া সন্ধিসর্ত্তে আবদ্ধ থাকিতে স্বীকৃত হয়। এই বৎসর হইতে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহীবিদ্রোহ পর্য্যন্ত এ স্থানে আর কোন বিপ্লবের সূচনা হয় নাই। উক্ত বর্ষে পোড়াহাটের রাজা কিছুদিন ইতস্ততের পর ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। ঐ সময়ে বহুসংখ্যক কোল তাঁহার দলে আসিয়া যোগ দেয়। এই সূত্রে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে থাকে। যখনই ইংরাজসৈন্য বীরদর্পে কোলদিগকে সমতল ক্ষেত্রে আক্রমণ করিয়া হটাইতে থাকে, তখনই তাহারা পর্ব্বতের নিভৃত নিকেতনে যাইয়া আশ্রয় লয়। এইরূপ উপর্যুপরি কএকটী যুদ্ধে উভয় পক্ষের বিশেষ ক্ষতি হয়। অতঃপর ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে কোলগণ আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয় এবং পোড়াহাটের রাজা ইংরাজহস্তে বন্দী হন। অতঃপর কোলদিগের মধ্যে আর কোন বিশৃঙ্খলতার উপক্রম দেখা যায় নাই।

এই সময় হইতে সিংহভূমে যে সকল সুবিজ্ঞ কার্য্যদক্ষ রাজকর্মচারী শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সুব্যবস্থায় দুর্দ্ধর্ষ কোলজাতি উত্তরোত্তর সভ্য ও কোমল স্বভাব হয় এবং কোলহান প্রদেশের প্রত্যেক গ্রামবাসীর নিকট ঐ সকল শাসনকর্ত্তার নাম ও দয়ার কথা এখনও শুনা যায়। কিছু দিন হইল ইংরাজ গবর্মেণ্ট সিংহভূমের মধ্য দিয়া কতকগুলি রাস্তা বাহির করিতে চেষ্টা পান, কিন্তু কোন গ্রামের মধ্য দিয়া রাস্তা বাহির হওয়া কোলাদের সংস্কারের বহির্ভূত জানিয়া ইংরাজ গবর্মেণ্ট তাহাদের মতের বিরুদ্ধে রাস্তা করিবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন। পরবর্ত্তিকালে কোলগণ ইংরাজদিগের যত্নে ও সহবাসে অনেক নম্র ও সুসভ্য হইয়া আসিয়াছে। এখন তাহাদের অনেকেই শিক্ষিত। চাইবাসার বিচারালয়ে কোল জাতীয় কেরাণী কাজ করে। মিশনরিগণের যত্নে অনেকেই খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত ও অনেকেই সভ্যালোকে পরস্পরের সহিত সদ্ভাবে মিলিয়া মিশিয়া বেড়াইতে সমর্থ হইয়াছে। এক্ষণে তাহারা পথ ঘাটের উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়া নিজেরাই পথঘাট করিয়া লইতেছে এবং এক একজন মুণ্ডা বা দলপতির অধীনে কোলেরা কুলীর কাজ আপনারাই নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

এখানে যতগুলি অনার্য্য জাতির বাস আছে, তাহাদের সাধারণ সংজ্ঞা কোল হইয়াছে কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা নহে। কোল একটী স্বতন্ত্র জাতি, এতদ্ভিন্ন হো বা লড়কা কোল, মুণ্ড, ভূমিজ, খরবার প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতি ইহার অন্তর্ভূক্ত বলিয়া গণ্য। ওরাওন, সাঁওতাল ও গোঁড় জাতি স্বতন্ত্র।

[বিশেষ বিবরণ তত্তৎ শব্দে দেখ]

নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে এখানে গোয়ালা, তাঁতি ও কুর্ম্মীর সংখ্যাই অধিক। মথুরাবাসী, গোয়ালা ও কুর্ম্মীগণ বিশেষ উৎসাহে ভূমি কর্ষণ করে এবং তাহারা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া জেলার অনেক জঙ্গল ও পতিত জমি পরিষ্কার করিয়া তাহাতে ধান্যাদি চাষ করিতেছে। ধান্য ব্যতীত, এখানে গম, মকা, মটর কলাই, ছোলা, সরিষা, ইক্ষু, তুলা ও তামাকু প্রভৃত পরিমাণে উৎপন্ন হয়। কোলেরা মহুয়া ফুল হইতে নানাপ্রকার খাদ্য প্রস্তুত করিয়া খায়। মহুয়ার ফুলে এক প্রকার মদ্যও প্রস্তুত হয়।

চাইবাসা, ধলভূম, সরাইকেলা ও বাহার-গড়া এখানকার প্রধান বাণিজ্য স্থান। নানা প্রকার শস্য, কলাই, তৈলকর বীজ, লাক্ষা, লৌহ ও তসরের গুটী এখান হইতে নানা স্থানে রপ্তানী হইয়া থাকে। বেঙ্গল নাগপুর রেলপথের কএকটী ষ্টেশন এই জেলার মধ্যে অবস্থিত, তন্মধ্যে চক্রধরপুর সর্ব্ব প্রধান। এই স্থান হইতে চাইবাসা ১৬ মাইল। [চাইবাসা দেখ]

সিংহমতি (পুং) মারপুত্রবিশেষ। (ললিতবি°)

সিংহমায়া (স্ত্রী) মায়াভেদ। (হরিবংশ)

সিংহমুখ (পুং) ১ রাক্ষসভেদ। ২ শিব। (হরিবংশ) ৩ সিংহের ন্যায় মুখবিশিষ্ট।

সিংহমুখী (স্ত্রী) সিংহস্য মুখমিব পুষ্পমস্যাঃ ঙীষ্। বাসক।(রাজনি°)

সিংহযানা (স্ত্রী) সিংহো যানো বাহনং যস্যাঃ। দুর্গা, ভগবতী দুর্গার বাহন সিংহ এই জন্য ইহার নাম সিংহযানা। (হেম)

সিংহরথা (স্ত্রী) সিংহএব রথো যস্যাঃ। দুর্গা। (হরিবংশ ১৭৯।১৭)

সিংহরব (পুং) সিংহস্য রবঃ। সিংহনাদ, সিংহধ্বনি। (ত্রি) সিংহস্য রবইব রবো যস্য। ২ সিংহধ্বনির ন্যায় ধ্বনিবিশিষ্ট।

সিংহরাজ (পুং) ১ কাশ্মীরের রাজভেদ। (রাজতর° ৩।১৭৩) ২ একজন প্রাকৃত ব্যাকরণ-রচয়িতা।

সিংহরোৎসিকা (স্ত্রী) প্রাসভেদ।

সিংহর্ষভ (পুং) ১ সিংহশ্রেষ্ঠ। ২ পুরুশ্রেষ্ঠ।

সিংহল (পুং স্ত্রী) সিংহং লাতি গ্রাহ্যোক্তীতি লা-ক। ১ দেশবিশেষ; সিংহলদেশ। জ্যোতিস্তত্ত্বে লিখিত আছে যে এই দেশ দক্ষিণদিকে অবস্থিত।

"দক্ষিণেনস্বতিমাহেন্দ্রমলয়া ঋষ্যমূককাঃ।

চিত্রকূটমহারণ্যকাঞ্চীসিংহলকোঙ্কণাঃ ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে যে এই সিংহলদ্বীপ প্রসিদ্ধ আটটী দ্বীপবিশিষ্ট জম্বুদ্বীপের মধ্যে একটী। এই ৮টী দ্বীপ যথা—স্বর্ণ-প্রস্থ, চন্দ্রশুক্ল, আবর্ত্তন, রমণক, মন্দহরিণ, পাঞ্চজন্য, সিংহল ও লঙ্কা। (ভাগবত ৫।১৯।২৯-৩০)

ভারত মহাসাগরস্থ একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ। ভারতবর্ষের দক্ষিণপূর্ব্বে রামেশ্বরতীর্থ হইতে অদূরে এই দ্বীপ অবস্থিত। ভারতভূমি ও সিংহলের মধ্যস্থলে যে সমুদ্রভাগ বিদ্যমান আছে, তাহা মান্নার উপসাগর ও পক্‌প্রণালী নামে খ্যাত। সুপ্রসিদ্ধ রামেশ্বর-ক্ষেত্র ও আদমস্ ব্রীজ বা সেতুবন্ধ নামক ক্ষুদ্র দ্বীপাবলী ঐ দুইটী সমুদ্রকে পৃথক্ রাখিয়াছে। অক্ষা° ৫ ৫৫´ হইতে ৯° ৫১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ৪১´ ৪০´´ হইতে ৮১° ৫৪´ ৫০´´ পূঃ মধ্য। উত্তরে পামিরা পয়েন্ট হইতে দক্ষিণে ডোণ্ড্রা হেড্ পর্য্যন্ত বিস্তার ২৭১৷ মাইল এবং পশ্চিমে কলম্বো রাজধানীর সমুদ্রপ্রান্ত হইতে পূর্ব্বোপকূলের সঙ্গমন-কাণ্ডী পর্য্যন্ত প্রস্থে ১৫৭৷॰ মাইল। মূল সিংহল ও তাহার পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপাবলী লইয়া ভূপরিমাণ ২৫৭৫২ বর্গমাইল। দ্বীপটী কোণাকার এবং সূচীমুখাগ্র উত্তর দিকেই বিলম্বিত। সমগ্র দ্বীপের পরিধি প্রায় ৯০০ মাইল।

সিংহলের সমুদ্রোপকূল বিচিত্র শোভায় সুশোভিত। উত্তর-পশ্চিমের উপকূলদেশ চোরাবালু ও জলগর্ভস্থ শৈলমালায় সমাচ্ছন্ন। রামেশ্বর ও সেতুবন্ধ নামক পর্ব্বতজাত দ্বীপ ও জলগর্ভস্থ শৈলমালা দ্বারা ইহা ভারতের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। ইহা দ্বারা বোধ হয় যে, এক সময়ে ইহা ভারতের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল, কালে সমুদ্রজল-স্রোতের আঘাতে উহা বিধৌত হইয়া জলময় হইয়া গিয়াছে, কেবল ভূপৃষ্ঠস্থ পর্ব্বত গুলি স্থানভ্রষ্ট না হইয়া জলমধ্য হইতে মস্তক জাগাইয়া রাখিয়াছে মাত্র। ভারত ও সিংহলের মধ্যে এই প্রকারে শৈল ও দ্বীপশ্রেণী বিদ্যমান থাকিলেও উহার ভিতর দিয়া পোতাদি লইয়া যাইবার দুইটী জলপথ আছে। তন্মধ্যে মান্নার নামক পথটী কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা যাতায়াতের উপযুক্ত এবং ভারতোপকূল ও রামেশ্বরের অদূরে যে পম্বান নামক পথ দৃষ্ট হয়, তাহা বহু অর্থব্যয়ে গভীর করিয়া সুবৃহৎ অর্ণবপোতসমূহের গমনোপযোগী হইয়াছে। মলবার উপকূল হইতে করমণ্ডল উপকূলে যত জাহাজ আসিয়া থাকে, তাহা এই পথ দিয়াই গমন করে।

পশ্চিম ও দক্ষিণোপকূল নিম্ন এবং বালুকা ও শৈলস্তূপ দ্বারা পূর্ণ। এখানে নারিকেল ও তালবৃক্ষ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয়। সমুদ্রগর্ভস্থ পোত হইতে উপকূলের শ্যামল দৃশ্য বড়ই মনোরম। সমুদ্রতীরে মধ্যে মধ্যে শৈলখণ্ডের অবস্থান নিবন্ধন স্থান বিশেষে সমুদ্র জল বেগ ভাঙ্গে এতদূর প্রবিষ্ট হইয়াছে যে, তাহাতে প্রবেশ করিয়া দেশীয় নৌকাগুলি অনায়াসে নিরাপদ হইতে পারে। দুঃখের বিষয়, সকল খাড়ির গভীরতা অল্প হওয়ায়, উহাতে সমুদ্রগামী পোতাদি রক্ষার স্থান মনোনীত হয় নাই। তবে যে যে স্থানে একটু গভীরতা আছে, তথায় এক একটী বন্দর স্থাপিত হইয়াছে।

পয়েন্ট ডি গল হইতে ত্রিকোণমালী পর্য্যন্ত পূর্ব্বোপকূল ভাগ পশ্চিমের ন্যায় নিম্ন নহে, বরং অপেক্ষাকৃত উচ্চ ও দৃঢ় পার্ব্বত্য ভূমি দ্বারা ব্যাপ্ত। এই কারণে এই স্থানে পশ্চিমোপকূলের ন্যায় নারিকেলাদি বৃক্ষ জন্মে না। তীরভূমি উচ্চ হওয়ায় অর্ণব-পোতাদি সহজে তীরস্থ বন্দরে অবস্থান করিতে পারে। সুশিক্ষিত নাবিকগণ এখানকার জলগর্ভ পর্ব্বতাদির অবস্থান পরিজ্ঞাত আছেন। তাঁহারা সুকৌশলে পোতাদি পরিচালিত করিলে সহজে তথায় পোতাদি যাইতে পারে।

সমুদ্রগর্ভের দূর হইতে এই দ্বীপ অভিমুখে আসিতে প্রথমেই পর্ব্বতমালাপরিবেষ্টিত মেঘাকার আদমস্-পীক্ নামক পর্ব্বতচূড়া দৃষ্টিগোচর হয়। জাহাজখানি যতই দ্বীপের নিকটে অগ্রসর হইতে থাকে, ততই পার্ব্বত্য দৃশ্যগুলি মনোরম বলিয়া বোধ হয়। অনন্ত জলরাশির মধ্যে বহুদিন পর্য্যটন করিয়া পার্থিব দৃশ্যের অভাবে বিরক্তচিত্ত নাবিকের পক্ষে এই পার্ব্বত্য দৃশ্য বড়ই সুন্দর ও হৃদয়ানন্দকর। জাহাজখানি তীরভূমির আরও নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিলে, কলম্বোর আলোকবর্ত্তিকা নয়নপথে পতিত হইবার পূর্ব্বে, সমুদ্রের ক্ষীণ তরঙ্গে প্রতিবিম্বিত তীরভূমির বাতান্দোলিত তালাদি বৃক্ষের শ্যামল শোভা বড়ই হৃদয়গ্রাহী। জ্ঞান হয়, সমুদ্রের নীল জলের ঢেউগুলি হইতে যেন বৃক্ষগুলি নাচিয়া উপরে উঠিতেছে।

এই দ্বীপের দক্ষিণাংশ ও মধ্যভাগ একটী পর্ব্বতশ্রেণী দ্বারা

সংগ্রথিত এবং প্রায় ৪২১২ মাইল স্থান অধিকার করিয়া এই পার্ব্বত্য জনপদ বিরাজিত। উহার পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিমোপকূল সমগঠিত নিম্ন ভূমি এবং প্রায় ৩০ হইতে ৮০ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উত্তরে কলিতিয়া হইতে বাত্তিকালোয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূমিভাগ সমতল ও নানা মূল্যবান্ বৃক্ষপূর্ণ বনমালায় আচ্ছন্ন।

সিংহলের এই পার্ব্বত্য রাজ্য প্রত্নতত্ত্বের একটী অপূর্ব্বক্ষেত্র, খাদ্য ও বর্ণনযোগ্য দ্রব্যের হিসাবে ইহা সাধারণের আদরণীয়। বৌদ্ধদিগের কীর্ত্তিনিকেতন সুপবিত্র অনুরাধপুরীর পার্শ্বস্থিত মহিন্তাল শৈল ও শ্রীগিরি শাখিসৌন্দর্য্যে দাক্ষিণাত্য অধিত্যকার অনুরূপ।

পূর্ব্বে আদম্‌স্ পীক্ নামক শৈলশৃঙ্গকেই সিংহলের সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত বলিয়া সাধারণের ধারণা ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে পরিমাণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহার উচ্চতা ৭৩৫২ ফিট্ মাত্র। সিংহলের সর্ব্বোচ্চ শিখর ও পিদুরু-তালাগলা ৮২৯৫ ফিট্ এবং কিরিগল-পোত্তা ৭৮৩৬ ও তোতপোলকণ্ড ৭৭৪১ ফিট্ উচ্চ। ইহাদের মধ্যে প্রাচীন তীর্থক্ষেত্র বলিয়া শ্রীপাদশৈলের (Adam's peak) মাহাত্ম্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। নানা দেশ হইতে নানা জাতীয় তীর্থযাত্রী বৎসরের সকল সময়েই এই স্থান সন্দর্শনে আসিয়া থাকেন। শ্রীপাদশৈলের শিরোভাগে একটী গহ্বর আছে, উহাই এখানকার প্রধান তীর্থ। ব্রাহ্মণেরা বলেন, উহা দেবাদিদেব মহাদেবের পাদচিহ্ন। বৌদ্ধদিগের মতে, ঐ স্থানে শাক্যবুদ্ধ পদার্পণ করিয়াছিলেন। মুসলমানেরা উহাকে আদমের পদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আবার পর্ত্তুগীজ খৃষ্টানদিগের মধ্যেও এ বিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয়। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, উহা মহাত্মা সেণ্ট টমাসের বিহারভূমি; আবার অপরে বলিয়া থাকেন যে, উহাই থিয়োপিয়া রাজরাণী কাণ্ডী-রাজকুমারীর কোন লোকের কীর্ত্তি।

যাহা হউক, এই স্থানের কীর্ত্তি-কলাপ যে অপূর্ব্ব শিল্পকৌশলের পরিচায়ক তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। পর্ব্বতপৃষ্ঠে আরোহণ করিতে যে সোপানশ্রেণী বিলম্বিত আছে, তাহার উপরের ছাঁদ সুন্দর ও শিল্পসমন্বিত। পর্ব্বতের উপরে উঠিতে অর্দ্ধপথে একটী সুসমৃদ্ধ সঙ্ঘারাম আছে। তথাকার পুরোহিতেরা এই পথ ও পর্ব্বতশিখরস্থ তীর্থের পরিদর্শক। এই সকল পর্ব্বতশিখর নানা জাতীয় ফল ও ফুলবৃক্ষে পরিপূর্ণ। শ্রীপাদশৈলের চতুষ্পার্শ্বের ভূপ্রদেশে যে বিস্তীর্ণ উপত্যকা দৃষ্ট হয়, তাহা এক সময়ে শাল, চন্দন প্রভৃতি নানা জাতীয় মূল্যবান্ বৃক্ষে সমাচ্ছন্ন ছিল। ঐ আরণ্য প্রদেশ এক্ষণে য়ুরোপীয় কৃষিসমিতির চেষ্টায় পরিষ্কৃত হইয়াছে এবং সমুদ্র পৃষ্ঠের ২০০০ হইতে ৪৫০০ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ পর্ব্বতগাত্রে শালাদি বৃক্ষের পরিবর্ত্তে কফির চাস হইতেছে। নুবারা এলিয়া নামক স্বাস্থ্যকর স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৬২০০ ফিট উচ্চ। উহার সমতল ক্ষেত্র আয়লণ্ডের পার্ব্বত্য প্রদেশের ন্যায় শোভাসম্পন্ন। হটন নামক অধিত্যকা ভূমিও প্রায় ৭০০০ ফিট উচ্চ। এখানকার স্বাস্থ্য নুবারা এলিয়া অপেক্ষা উত্তম। দুঃখের বিষয় উহা দুরারোহ হওয়ায় য়ুরোপীয়দিগের বাসপক্ষে বিশেষ অসুবিধাজনক হইয়াছে। সিংহলের মধ্য প্রদেশের প্রাচীন রাজধানী কাণ্ডীনগরী সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৭২৭ ফিট্ উচ্চে অবস্থিত।

সমুদ্রবক্ষে স্থাপিত ও দূর্গোভাগে সমুদ্র হইতে উত্থিত শীতল বায়ু সঞ্চালনে স্নিগ্ধ সিংহলের সুবিস্তীর্ণ অধিত্যকাভূমি বসন্তের মলয় মারুতে বড়ই মনোরম হইয়া থাকে। এই অধিত্যকা বক্ষে স্থানে স্থানে ক্ষীণকলেবরা নদীসমূহের অববাহিকা বিরাজিত আছে; কিন্তু তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে এক একটী বিস্তৃত নদীর আকার ধারণ করে নাই। দক্ষিণপশ্চিম ও উত্তরপূর্ব্ব মন্সুম বায়ুর পরিবর্ত্তনপ্রারম্ভে এখানে দারুণ বৃষ্টিপাত হয় এবং তখন উক্ত জলরাশি সেই ঢালু পর্ব্বতগাত্র বাহিয়া ভীমবেগে নিম্নদিকে নামিতে থাকে। পর্ব্বতগাত্রস্থ অববাহিকা ও উপত্যকাসমূহ সেই বারিধারায় বিপ্লাবিত হইয়া প্রপাত সংকারে নিম্নতম ভাস্করে নিপতিত হয়। ঐ সময়ে পার্ব্বত্য জলধারাসমূহের প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়ই চিত্তহারী।

যখন এইরূপে এক একটী বৃহৎ জলধারা নিম্নতম প্রান্তরে আসিয়া উপনীত হয়, তখন নানা দিক্ হইতে পার্ব্বত্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোত সকল তাহাতে মিলিত হওয়া নদীর কলেবর বৃদ্ধি করে। বর্ষা ঋতু ভিন্ন অন্যান্য সময়ে পর্ব্বতসমূহের উচ্চ শিখরদেশে মধ্যে মধ্যে বৃষ্টিপাত হয়। আমাদের দেশের বন্যার ন্যায় ঐ জল এক একদিন পর্ব্বতগাত্র বাহিয়া প্রখর প্রবাহে নিম্নে অবতীর্ণ হয়। তাহার পর সেই অববাহিকা আবার পূর্ব্বের ন্যায় শুষ্ক হইয়াই থাকে। এখানে এমন কোন নদী নাই, যাহার উপর অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অনায়াসে পার না হওয়া যায়। নদীর তীরভূমি প্রায়ই নিবিড় বনমালায় সমাচ্ছাদিত।

এখানকার নদীগুলির মধ্যে পিদুরুতালাগলা পর্ব্বত হইতে উদ্ভূত মহাবলী-গঙ্গা সর্ব্বপ্রধান। উৎপত্তিস্থান হইতে ইহা বক্রগতিতে নামিয়া কোটমালী উপত্যকা হইতে পাশবেক নামক স্থানে আসিয়াছে। শ্রীপাদ-শৈল-বিনিঃসৃত একটী ক্ষুদ্রাকারা নদী এখানে উক্ত নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। পেরাদেনীয়া গ্রামের নিকটে এই নদীবক্ষে রেলবর্ত্মের সেতু ও অপর একটী ২০৫ ফিট্ স্প্যানযুক্ত সুন্দর সেতু বিদ্যমান আছে। ইহার পর ক্রমশঃ এই নদী কাণ্ডীনগরের পশ্চিম ও উত্তর ঘুরিয়া পর্ব্বতপৃষ্ঠ হইতে অবতরণকালে দুইভাগে বিভক্ত হইয়া সমতল ক্ষেত্রে বনভূমি দিয়া

সমুদ্রাভিমুখে চলিয়াছে। উহার মূলশাখা মহাবলীগঙ্গা নামে ত্রিকোণমালী বন্দরের পার্শ্ব দিয়া কোত্তিয়ার উপসাগরে বিলম্বিত হইয়াছে এবং ক্ষুদ্র শাখাটী বেরুকল নামে ত্রিকোণমালীর ২৫ মাইল দক্ষিণে সমুদ্রে মিশিয়াছে। বন্যার সময় নদীর জল ২৬ হইতে ৩০ ফিট্ পর্যন্ত উচ্চ হয় এবং অন্যান্য সময় স্থানে স্থানে নদী হাঁটিয়া পার হওয়া যায়। নদীটী প্রায় ২০০ মাইল লম্বা, কিন্তু মোহানা হইতে ৮০।৯০ মাইল মাত্র নৌকা যাতায়াত করিতে পারে। প্রাচীন হিন্দুরাজগণ এই নদীর কূলে অনেক স্থানে বাঁধ বাঁধিয়া এবং অনেক স্থলে খাল কাটিয়া দিয়া দেশ-রক্ষার উপায় বিধান করিয়াছিলেন।

কেলানী গঙ্গা শ্রীপাদশৈল হইতে সমুদ্ভূত হইয়া প্রথমে উত্তর ও পরে পশ্চিমাভিমুখে আসিয়া রাবণ-বেল্লার পার্শ্ব দিয়া পুনরায় দক্ষিণাভিমুখে ফিরিয়াছে এবং কলম্বোর উত্তর দিয়া সমুদ্রে মিশিয়াছে। এই নদীতে চেপ্‌টাতলা নৌকাযোগে ৪০ মাইল পর্য্যন্ত পণ্যদ্রব্য লইয়া গমনাগমন করা যায়। উক্ত পর্ব্বতের পূর্ব্বপার্শ্ব দিয়া কালুগঙ্গা ও বলবগঙ্গা (বলোয়া) সবরগমুব জেলার মধ্য দিয়া সাগরে পড়িয়াছে। কালুগঙ্গার রত্নপুর হইতে সমুদ্রতীরবর্ত্তী কালুতারা গ্রাম পর্য্যন্ত বাণিজ্য চলে। কালুতারা হইতে একটী খাল কলম্বো গিয়াছে। এখানে আর যে সকল নদী আছে, তাহাদের কোনটীতেই বর্ষা ভিন্ন অপর ঋতুতে জল থাকে না।

এখানে কলম্বো, বোলগোড় ও মেগোম্বো নামক স্থানে কতটী সুবিস্তৃত হ্রদ আছে। হ্রদগুলি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিভূষিত, উহার তীরভূমিতে অসংখ্য নারিকেল বৃক্ষ রোপিত থাকায় উহা শোভার আধার হইয়াছে। ওলন্দাজদিগের অধিকার-কালে জলপথে বাণিজ্যবিস্তারের সুবিধাকল্পে এখানে তাহাদের যত্নে অনেকগুলি খাল কাটান হয়। কালপিত্তীয়া হইতে মেগাম্বো পর্য্যন্ত, মেগাম্বো হইতে কলম্বো এবং কলম্বো হইতে দক্ষিণভাগে কালুতারা পর্য্যন্ত তাঁহারা বাঁধ দিয়া বা খাল কাটিয়া একটী বাণিজ্যপথ গঠন করিয়াছিলেন।

সিংহলের ভূতত্ত্ব আলোচনা করিলে জানা যায় যে, ইহার উত্তরাংশ প্রবালকীট ও সমুদ্রতরঙ্গপরিচালিত বালুকারাশির সংমিশ্রণে উৎপন্ন। ভারতের করমণ্ডল উপকূল হইতে বালুরাশি অবাধে সমুদ্রতরঙ্গে আসিয়া পয়েন্ট-পিড্রোর নিকট প্রবাল-শৈলে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া তাহাতেই স্থিত হইয়াছে। এইরূপে ক্রমশঃ প্রবালশৈলগুলি বালুকাস্তরে প্রপূরিত হইয়া জাফনা-পাটম্ নামক প্রায়োদ্বীপ সংগঠন করিয়াছে। পর্ব্বতভাগে গ্রাইস, কোয়াটস্, ডোলোমেটিক্ লাইমষ্টোন, কেল্‌স্‌পার, লৌহ-মিশ্রিত পরফিরি, হর্ণব্লেণ্ড, লেটারাইট প্রভৃতি পাথর দৃষ্ট হয়। খনিজ পদার্থের মধ্যে তাম্র, প্লাটিনা, পারদ, ম্যাঙ্গেনিজ, লৌহ, সাল-ফেট অব ম্যাগ্নেসিয়া, মুক্তা, লবণ ও সোরা প্রভৃতি দ্রব্য পাওয়া যায়।

ইতিহাস-অনভিজ্ঞ হিন্দু সাধারণের নিকট সিংহল রাক্ষসেশ্বর রাবণের রাজধানী বলিয়া পরিগৃহীত। বাস্তবিক সিংহল লঙ্কারাজ্য নহে, তবে প্রাচীন লঙ্কারাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তারের সময় এবং ব্রাহ্মণধর্ম্ম যখন এখানে প্রশ্রয় পায়, সেই দুইটী যুগে সিংহলে নূতন নূতন কীর্ত্তি স্থাপিত হয়, এবং সেই সময় হইতে ভগবানের লীলাক্ষেত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। শ্রীরামচন্দ্রের লঙ্কাবিজয়কাহিনী যখন রামেশ্বরতীর্থে ও দর্ভশয়নাদি স্থানে পরিকীর্ত্তিত হয়, সেই সময়েই সিংহলকে লঙ্কার মর্য্যাদাদান করিবার অভিপ্রায় জাগিয়া উঠে। ঐ সময় সিংহলে রাবণের প্রাসাদ, অশোকবন, সীতার অগ্নিপরীক্ষাস্থল প্রভৃতি গঠিত হইয়া ইহা হিন্দুর পবিত্র তীর্থ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের লীলাক্ষেত্ররূপে বিঘোষিত হইতে আরম্ভ করে। অধিক সম্ভব দাক্ষিণাত্যের চালুক্য (?) রাজবংশের আধিপত্যবিস্তারসময়ে অথবা রামনাদের ব্রাহ্মণদের কৌশলে ইহা ক্রমশঃ লঙ্কারাজ্য বলিয়া সাধারণে পরিচিত হইয়াছে।

ইহার প্রাচীন নাম সিংহল দ্বীপ। মহাবংশ নামক বৌদ্ধগ্রন্থে বঙ্গরাজকুমার বিজয়সিংহের সিংহলযাত্রা প্রসঙ্গ আছে। প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থে এই দ্বীপের তাম্রপর্ণী ও বৌদ্ধশাস্ত্রে তম্বপন্নি নাম পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রীক্ ও রোমানগণ সিংহলকে Taprobane (তাম্রপর্ণীর অপভ্রংশ) বলিয়া জানিতেন। ইংলণ্ডের মহাকবি মিল্টন তাঁহার কাব্যে সিংহল দ্বীপের সমৃদ্ধিগৌরব বিবৃত করিয়াছেন—

"The Asia kings and Parthian among these;
From India and the golden Chersonese,
And utmost Indian Isle Taprobane
Dusk faces with white silken turbans wreathed."

আরবদেশীয় নাবিকেরা সিংহলদ্বীপ শব্দের অনুকরণে ইহাকে সেরেনদিব্, সেরেনদিপ্, সিরিন্দ্বীপও সেলান নামে অভিহিত করিত। ভারতীয় মুসলমানেরা ইহাকে সেরেনদিপ্ বলেন। আরব দেশীয়েরা ইহাকে সেরেনদিপ্ এবং সিলুনও বলে। প্রাচ্য জগতের অন্যান্য দেশের ন্যায় এই সিংহলদ্বীপেও প্রত্নতত্ত্বের প্রভূত নিদর্শন বিদ্যমান আছে। এখানে যে সকল প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র, ইতিহাস ও বাল্যোপাখ্যান প্রভৃতি গ্রন্থে দৃষ্ট হয়, তাহা হইতে কিংবদন্তী ও প্রকৃত বিবরণ পৃথক্ করা সুকঠিন। মহাবংশবর্ণিত উপাখ্যান হইতেই এখানকার ধারাবাহিক ইতিহাসের সূত্রপাত।

সিংহলদ্বীপে আদি সভ্যতা বিস্তারের কোন ইতিহাস নাই। রামায়ণ-মহাকাব্যের শ্রীরামচন্দ্রের লঙ্কাবিজয়প্রসঙ্গে আমরা জানিতে পারি যে, রামচন্দ্র বানরসৈন্যসহায়ে লঙ্কা অবরোধপূর্ব্বক রাবণের রাজধানী লঙ্কাপুরী জয় করিয়া ছিলেন। এই সিংহল যদি প্রাচীন লঙ্কারাজ্যের অংশ হয়, তাহা হইলে অযোধ্যার আর্য্য-বংশীয় নরপতির সিংহলগমন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহার শুভাগমনে সিংহলে যে আর্য্য উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, উক্ত উক্তি হইতে তাহার কোন মৌলিক সিদ্ধান্ত উপলব্ধি হয় না।

সিংহলকে লঙ্কা বলিয়া সাধারণের ধারণা থাকিলেও উক্ত দুইটী দ্বীপ যে পরস্পর স্বতন্ত্র ও বিশেষ সমৃদ্ধ জনপদরূপে খ্যাত ছিল, তাহা আমরা পুরাণপাঠ করিলে বিশেষরূপে জানিতে পারি। মহাভারত সভাপর্ব্ব ৩৩।১২ ও ৫২।৩৫-৩৬ শ্লোকে সিংহলের স্বতন্ত্র উক্তি পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থের উক্তি হইতে জানা যায় যে, সিংহলরাজ নানা মণিরত্ন লইয়া যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে সমাগত হইয়াছিলেন।

"সমুদ্রসারং বৈদূর্য্যং মুক্তাশঙ্খাংস্তথৈব চ।
শতশশ্চ কুথাংস্তত্র সিংহলাঃ সমুপাহরন্।
সংবৃতা মণিচীরৈস্তু শ্যামাস্তাম্রান্তলোচনাঃ॥"(ভারত ২।৫২।৩৫-৩৬)

শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে সিংহল ও লঙ্কা স্বতন্ত্র রাজ্য ও জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত বলিয়া উক্ত আছে,—

"জম্বুদ্বীপস্য চ রাজন্ উপদ্বীপানষ্টৌ হৈক উপদিশন্তি সগরাত্মজৈরশ্বান্বেষণ ইমাং মহীং পরিতো নিখনদ্ভিরুপকল্পিতান্। তদ্যথা স্বর্ণপ্রস্থশ্চন্দ্রশুক্ল আবর্ত্তনো রমণকো মন্দরহরিণঃ পাঞ্চজন্যঃ সিংহলো লঙ্কেতি।" (ভাগবত ৫।১৯।২৯)

মার্কণ্ডেয়পুরাণ ৫৮।২৭, রাজতরঙ্গিণী ১।২৯৫ এবং কথাসরিৎসাগর ৫৩।৭২ প্রভৃতি গ্রন্থেও সিংহলের স্বতন্ত্র পরিচয় আছে।

প্রাচীনকালে সিংহলও যে লঙ্কার ন্যায় একটী প্রসিদ্ধ জনপদ ছিল, তাহা কথাসরিৎসাগরে বর্ণিত সিংহলপতির উপাখ্যান হইতে বুঝা যায়। বরাহমিহিরও সিংহলাধিপের উল্লেখ করিয়াছেন। রাজতরঙ্গিণীতেও সিংহলের সমৃদ্ধির উপাখ্যান আছে। মহাকবি কহ্লণ পণ্ডিত মিহিরকুলকে সিংহলবিজয়ের গৌরবে ভূষিত করিয়াছেন। এ কথা ঐতিহাসিকেরা গল্প বলিয়া উড়াইয়া দেন। তাঁহারা বলেন মিহির-কুল সম্ভবতঃ সিন্ধুবিজয়ে গমন করিয়া থাকিবেন। মিহির-কুল ৫১৫ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

৫৪৩ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে বিজয়সিংহ বঙ্গদেশ হইতে সদলে সিংহলযাত্রা করেন। তিনি স্বীয় অনুচরবর্গসাহায্যে সিংহলরাজ্য উদ্ধার করিয়া স্বয়ং তথাকার একমাত্র অধীশ্বর হন। রাজা বিজয়সিংহই এখানে জাতিভেদপ্রথা প্রবর্ত্তন করেন। তদবধি এখানে জাতিভেদ পূর্ণ প্রভাবে বিদ্যমান আছে।

তাঁহার এবং তদীয় বংশধরগণের রাজ্যকালে সিংহলদ্বীপ সভ্যতার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। সেই প্রাচীন কাল হইতে রাজ্যের রাজ-শাসনের অপ্রতিহত প্রভাব পূর্ণ মাত্রায় এখানে প্রচলিত ছিল। মন্বাদি স্মৃতিবর্ণিত ধর্ম্ম ও শাসনীতি এখানে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া রাজার রাজদণ্ড অক্ষুণ্ণ করিয়াছিল। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক টেনেণ্ট লিখিয়াছেন, এখানকার অধিবাসীরা যেরূপ পবিত্র ভাবে ধর্ম্মচর্য্যা করে, নীতিতত্ত্ব এখানে যেভাবে পরিলক্ষিত হয়, যেরূপ ন্যায়পরতার সহিত এখানকার বিচারকার্য্য নির্ব্বাহিত হয় এবং যেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এখানে রাজধর্ম্ম রক্ষিত হয়, তাহার আনুপূর্ব্বিক ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে আমাদের যুগপৎ আনন্দ, বিস্ময় ও ভক্তির উদ্রেক হইয়া থাকে।

সিংহল যে প্রাচীনকালে বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল, তাহা আমরা পাশ্চাত্য-জগতের নানা বিবরণ হইতেও জানিতে পারি। মাকিদোনিয় সৌসেনাপতি ওনেসিক্রিতাস সিংহল বা তাম্রপর্ণীর বিশেষ বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। ৩২৯ বা ৩৩০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে ওনেসিক্রিতাস জীবিত ছিলেন। দিওদোরাস, সিকুলাস্‌ও ■ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে সিংহলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। ষ্ট্রাবোর গ্রন্থে সিংহলের উল্লেখ দেখা যায়। ৩৬ খৃষ্টাব্দে ডাওনিসাস্ সিংহলের পূর্ব্ব বিবরণ যথাযথ জ্ঞাপন করিয়া এখানকার তীমকায় হস্তিযূথের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সিন্ধবাদ নাবিকের ভ্রমণবৃত্তান্তে, আবজুর চরকের গ্রন্থে এবং পরবর্ত্তিকালে রিবেইরোর লেখনীতে সিংহলের উল্লেখ আছে।

রোম সাম্রাজ্যাধীশ্বর ক্লডিয়াস্ সিজরের রাজ্যকালে লোহিত সাগরের শুল্কগ্রহীতা কোন রোমক-কর্ম্মচারী (Roman publican) দৈবদুর্ব্বিপাকে ভীষণ ঝড়ে পড়িয়া আরবভূমি হইতে সিংহলে চালিত হইয়াছিলেন। তিনি এখানকার সুসমৃদ্ধ রাজধানী দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তিনি এখানকার উক্ত শিক্ষিত রাজাকে রোমের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ বিস্তারের জন্য রোম রাজাধীশ্বরসমীপে দূত প্রেরণে অনুরোধ করেন। তাঁহার প্ররোচনায় সিংহলপতি লোহিতসাগরপথে দূত প্রেরণ করিয়া পরস্পরের বাণিজ্যসম্বন্ধ সুদৃঢ় করিয়াছিলেন।

সিংহলের প্রাচীন ইতিহাস নানারূপ অবিশ্বাসযোগ্য উপাখ্যানমালায় বিজড়িত থাকিলেও মহাবংশের ইংরাজী অনুবাদক মহামতি টার্ণার অবলম্বনে যে ধারাবাহিক ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়; নিম্নে তাহার কএকটী উদ্ধৃত হইল—

খৃঃ পূঃ ৫৪৩ তথাগতের অপ্রকটকালে বিজয়ের সিংহলাগমন।
„ ৩০৭ বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারের জন্য ধর্ম্মাশোক কর্ত্তৃক শ্রমণাদি প্রেরণ।
„ ১০৪ মলবারগণ কর্ত্তৃক সিংহলবিজয়।

খৃঃ অঃ ৯০ বলগোরবাহু কর্ত্তৃক অভয়গিরিস্থাপন।
„ ২০৯ বৈবহারের রাজ্যকালে বৈতুল্যমত প্রচার।
„ ২৫২ গোদ্ অভয়ের রাজ্যকালে পুনরায় বৈতুল্যমত-স্থাপন চেষ্টা।
„ ৩০১ মহাসেনের মৃত্যু।
„ ৪৫৫ অম্বকীরের রাজত্বসময়ে বৈতুল্যমত পুনঃ প্রচার।
„ ৮৩৮ সিতবোধসেনের রাজ্যকালে বজ্রবাদীয় সম্প্রদায়ের উৎপত্তি।
„ ১১৫৩ পরাক্রম বাহুর রাজ্যারোহণ।
„ ১২০০ সাহসমল্লের রাজ্যারোহণ।
„ ১২৬৬ পণ্ডিত পরাক্রমবাহু ৩য়ের রাজ্যাধিকার।
„ ১৩৪৭ ভুবনৈকবাহু চতুর্থের সিংহাসনপ্রাপ্তি।

সিংহলের ইতিহাসে কিংবদন্তীমূলক যে সকল ঘটনাই লিপিবদ্ধ থাকুক না কেন, ভারতীয় নানা গ্রন্থে ইহার যে খ্যাতি রহিয়াছে তাহার একমাত্র কারণ সিংহলে আর্য্যসভ্যতার বিস্তার। স্থানীয় কিংবদন্তীতে রামচন্দ্রের বিজয়কাহিনী কল্পিত থাকিলেও তৎকালে এখানে যে আর্য্যসভ্যতার বিস্তার হইয়াছিল এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না। বৌদ্ধ সম্রাট্ অশোক কর্ত্তৃক সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারার্থ শ্রমণাদি প্রেরণ হইতে বুঝা যায় যে, তাহার বহু পূর্ব্বে সিংহলে আর্য্যসভ্যতার বিস্তার ঘটিয়াছিল এবং সিংহলে বৌদ্ধ ভিন্ন অপর হিন্দুমতও প্রচলিত ছিল।

ভারতের সহিত সিংহল এই সময় হইতেই রাজনৈতিক সম্বন্ধে আবদ্ধ। এই সময় হইতে দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের রাজন্যগণ কখন মিত্রভাবে কখনও বা শত্রুভাবে সিংহল যাত্রা করিতেন। দ্রাবিড়গণ প্রায়ই বাণিজ্য ব্যপদেশে সিংহল যাত্রা করিত। শিলালিপি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ৩৫০ খৃষ্টাব্দের সমকালে ১ম চন্দ্রগুপ্তের পুত্র মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত সিংহলবাসীকে পদানত করিয়াছিলেন। ৬৯৬ খৃষ্টাব্দে পশ্চিম চালুক্যরাজ বিনয়াদিত্য সত্যাশ্রয় পিতৃসিংহাসন অলঙ্কৃত করেন। তিনি তাঁহার রাজত্বের একাদশ হইতে চতুর্দ্দশ বর্ষের মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতসহ সিংহলের পরাক্রান্ত নৃপতিকে জয় করিয়াছিলেন। ১৩৮৩ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগররাজ ২য় হরিহরের মহিষী মল্লাদেবীর গর্ভজাত তনয় বিরূপাক্ষ পিতা কর্ত্তৃক সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইয়া সসৈন্যে সিংহলযাত্রা করিয়া তদ্দেশাধিপতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

ভারতীয় প্রবল পরাক্রান্ত নরপতিগণ যে সিংহলপতিগণকে বিজয়বাসনায় সসৈন্যে সাগরপার হইতেন এবং যাঁহাদিগকে পরাজিত করিতে তাঁহারা গৌরব মনে করিতেন, সেই প্রসিদ্ধ বলবান্ ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন বৌদ্ধ রাজগণের সহিত ভারতের ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক সম্বন্ধনিরূপণার্থ এখানে সিংহলরাজবংশের তালিকা উদ্ধৃত হইল। (নামগুলি প্রায়ই পালি বা সিংহলী ভাষায় লিখিত।)

১ বিজয়সিংহ	৫৪৩ খৃঃ পূঃ
২ উপতিস্স (অভিভাবক)	৫০৫ „
৩ পাণ্ডুবাসুদেব	৫০৪ „
৪ অভয়	৪৭৪ „ „
রাজহীন বিপ্লবকাল	৪৫৪ „
৫ পাণ্ডুকাভয়	৪৩৭ „
৬ মুট শিব	৩৬৭ „
৭ দেবানম্পিয় তিস্স	৩০৭ „
৮ উত্তিয়	২৬৭ „
৯ মহাশিব	২৫৭ „
১০ সুর তিস্স	২৪৭ „
১১ সেন ও গুত্তক (বৈদেশিক রাজ্যাধিকারী)	২৩৭ „
১২ অসেল	২১৫ „
১৩ এলার (তামিলজাতীয় রাজ্যাপহারী)	২০৫ „
১৪ দুট্ঠগামিনী	১৬১ „
১৫ সদ্ধা তিস্স	১৩৭ „
১৬ থূলথন (তুলুন)	১১৯ „
১৭ লঞ্জি তিস্স	১১৯ „
১৮ খল্লাট নাগ	১০৯ „
১৯ বট্টগামনী অভয় বা বল-গম্‌-বাহু	১০৪ „

২০ পুলহথ ১০৩ খৃঃ পূঃ
বাহিয় ১০০ „ „
পণয়মার ৯৮ „ „
পিলয়মার ৯১ „ „
দাঠিয় ৯১ „ „
} ইহারা তামিলদেশীয় ও সিংহল সিংহাসনের অপহারক।

২১ বট্টগামনী অভয় বা বলগম্‌বাহুর পুনরায় সিংহাসনাধিকার	৪৪ খৃঃ পূঃ
২২ মহাচুল বা মহাতিস্স	৭৬ „
২৩ চোড়নাগ	৬২ „
২৪ তিস্স বা কুড়া তিস্স	৫০ „
২৫ অনুলা	৪৭ „
২৬ মকলণ্ড তিস্স বা কালকন্নি তিস্স	৪২ „
২৭ ভাতিকাভয়	২০ „
২৮ মহাদাঠিয় বা মহানাগ	৯ খৃঃ অঃ
২৯ অমণ্ডগামনী অভয়	২১ „
৩০ কনিজানু তিস্স	৩০ „
৩১ চূড়াভয় তিস্স বা কুড়া অভয়	৩৩ „

৩২ শিবলী — ৩৫ খৃঃ অঃ

৩ বৎসর অরাজক কাল—

৩৩ ইলনাগ বা এলুনা — ৩৮ ,,

৩৪ চন্দমুখ শিব বা সন্দমুহুহু — ৪৪ ,,

৩৫ যশলালক তিস্‌স — ৫২ ,,

৩৬ শুভরাজ — ৬০ ,,

৩৭ বসভ বা বহপ — ৬৬ ,,

৩৮ বঙ্কনাসিক তিস্‌স — ১১০ ,,

৩৯ গজবাহু ১ম — ১১৩ ,,

৪০ মহল্লক নাগ বা মহল না — ১৩৫ ,,

৪১ ভাতিয় বা ভাতিক ২য় — ১৪১ ,,

৪২ কণিট্‌ঠ তিস্‌স বা কণিট্টু তিস — ১৬৫ ,,

৪৩ চূড়নাগ বা সুলু না — ১৯৩ ,,

৪৪ কুড়ুনাগ — ১৯৫ ,,

৪৫ শ্রীনাগ (শিরিনাগ) ১ম — ১৯৬ ,,

৪৬ বোহারক তিস্‌স — ২১৫ ,,

৪৭ অভয় তিস্‌স — ২৩৭ ,,

৪৮ শ্রীনাগ ২য় — ২৪৫ ,,

৪৯ বিজয় ২য় বা বিজয়িন্দু — ২৪৭ ,,

৫০ সঙ্ঘতিস্‌স ১ম — ২৪৮ ,,

৫১ শ্রীসঙ্ঘবোধি ১ম বা দহম শিরি সঙ্গবো — ২৫২ ,,

৫২ গোঠাভয় বা মেঘবর্ণাভয় — ২৫৪ ,,

৫৩ জেট্‌ঠ তিস বা দেট্টু তিস — ২৬৭ ,,

৫৪ মহাসেন বা মহসেন্‌ — ২৭৭ ,,

৫৫ কিত্তিশিরি মেঘবন্ন বা কিৎশিরি মেবন — ৩০৪ ,,

৫৬ জেট্‌ঠ তিস্‌স ২য় বা দেট্টুতিস — ৩৩২ ,,

৫৭ বুদ্ধদাস বা বুদস্‌ — ৩৪১ ,,

৫৮ উপতিস্‌স ২য় — ৩৭০ ,,

৫৯ মহানাম — ৪১২ ,,

৬০ সোত্থি সেন — ৪৩৪ ,,

৬১ চত্ত গাহক — ৪৩৫ ,,

৬২ মিত্ত সেন

৬৩ পাণ্ডু—৪৩৬ খৃঃ অঃ
পারিন্দ—৪৪১ ,,
খুদ্দ—
পারিন্দ—৪৪৪ ,,
তিরীতর—৪৬০ ,,
দাঠিয়—৪৬০ ,,
পীঠিয়—৪৬৩ ,,

(এই সাত জন তামিল রাজা সিংহল সিংহাসনের অপহর্ত্তা।)

৬৪ ধাতুসেন বা দাসেন্‌-কেলিয় — ৪৬৩ খৃঃ অঃ

৬৫ কস্‌সপ ১ম (কাশ্যপ) ৬৪র পুত্র, — ৪৭৯ ,,

৬৬ মোগ্‌গল্লান ১ম (মৌদ্গল্যায়ন) ৬৫র ভ্রাতা — ৪৯৭ ,,

৬৭ কুমার ধাতুসেন ৬৬র পুত্র — ৫১৫ ,,

৬৮ কিত্তি সেন (কীর্ত্তিসেন) ৬৭র পুত্র — ৫২৪ ,,

৬৯ শিব (কিত্তিসেনের মাতুল) — ৫২৪ ,,

৭০ উপতিস্‌স ৩য় (উপতিষ্য ৬৯র শ্যালক) — ৫২৫ ,,

৭১ অম্ব সামনের শিলাকাল (৭০র জামাতা) — ৫২৬ ,,

৭২ দাঠাপ্পভূতি ৭১এর পুত্র — ৫৩৯ ,,

৭৩ মোগ্‌গল্লান ২য় (মৌদ্গল্যায়ন, ৭২র জ্যেষ্ঠভ্রাতা) — ৫৪০ ,,

৭৪ কিত্তিশিরি মেঘবন্ন (কীর্ত্তিশ্রী মেঘবর্ণ) ৭৩র পুত্র — ৫৬০ ,,

৭৫ মহানাগ (ওকাক বংশীয় রাজপুত্র) — ৫৬১ ,,

৭৬ অগ্‌গ বোধি ১ম (অগ্র বোধি) ৭৫র মাতুল ভ্রাতুষ্পুত্র — ৫৬৪ ,,

৭৭ অগ্‌গবোধি ২য় ৭৬র জামাতা — ৫৯৮ ,,

৭৮ সঙ্ঘতিস্‌স (সঙ্ঘতিষ্য, রাজাবলিমতে ৭৭র ভ্রাতা) — ৬০৮ ,,

৭৯ দল্ল মোগ্‌গল্লান ৭৮র সেনাপতি — ৬০৮ ,,

৮০ সিলা মেঘবন্ন বা অশিগাহক (অশিগ্রাহক শিলমেঘ, দল্লমোগ্‌গল্লানের সেনাপতিপুত্র — ৬১৪ ,,

৮১ অগ্‌গবোধি ৩য় বা শ্রীসঙ্ঘবোধি ২য়, ৮০র পুত্র — ৬২৩ ,,

৮২ জেট্‌ঠ তিস্‌স, ৮১র পুত্র — ৬২৩ ,,

৮১ অগ্‌গবোধি ৩য়, পুনরধিকার — ৬২৪ ,,

৮৩ দাঠোপতিস্‌স ১ম, লেমেনি বংশীয় — ৬৪০ ,,

৮৪ কস্‌সপ ২য় ৮১র ভ্রাতা — ৬৫২ ,,

৮৫ দপ্‌পুল ১ম ৮৪র জামাতা — ৬৬১ ,,

৮৬ হত্থদাঠ বা দাঠোপতিস্‌স ২য় (৮৩র ভ্রাতুষ্পুত্র) — ৬৬৪ ,,

৮৭ অগ্‌গবোধি ৪র্থ সিরিসঙ্ঘবোধি, ৮৬র কনিষ্ঠভ্রাতা — ৬৭৩ ,,

৮৮ দত্ত, সিংহলরাজবংশধর — ৬৮৯ ,,

৮৯ উংহনাগর হত্থ দাঠ — ৬৯১ ,,

৯০ মাণবন্ন (মানবর্ম্মন্‌) ৮৫র পুত্র — ৬৯১ ,,

৯১ অগ্‌গবোধি ৫ম ৯০র পুত্র (?) — ৭২৬ ,,

৯২ কস্‌সপ ৩য়, ৯১র ভ্রাতা — ৭৩২ ,,

৯৩ মহিন্দ ১ম (মহেন্দ্র) ৯২র পুত্র — ৭৩৮ ,,

৯৪ অগ্‌গবোধি ৬ষ্ঠ শিলামেঘ, ৯৩র পুত্র — ৭৪১ ,,

৯৫ অগ্‌গবোধি ৭ম, ৯৪র ভ্রাতা — ৭৮৬ ,,

৯৬ মহিন্দ ২য় শিলামেঘ, ৯৫র ভ্রাতুষ্পুত্র — ৭৮৭ ,,

৯৭ দপ্‌পুল ২য়, ৯৬র পুত্র — ৮০৭ ,,

৯৮ মহিন্দ ৩য় বা ধম্মিক সিলামেঘ, (ধার্ম্মিক শিলামেঘ) ৯৭র পুত্র — ৮১২ ,,

৯৯ অগ্‌গবোধি ৮ম, ৯৮ম সম্পর্কিত ভ্রাতা ৮১৬ খৃঃ অঃ
১০০ দপ্‌পুল ৩য়, ৯৯ম কনিষ্ঠ ভ্রাতা ৮২৭ „
১০১ অগ্‌গবোধি ৯ম, ১০০ম পুত্র ৮৪০ „
১০২ সেন ১ম, শিলামেঘ সেন (শিলামেঘবর্ণ) ১০১ম কনিষ্ঠ) ৮৪৬ „
১০৩ সেন ২য়, ১০২য় পৌত্র ৮৬৬ „
১০৪ উদয় ১ম, ১০৩য় সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা ৯০১ „
১০৫ কস্সপ ৪র্থ, ২০৪র জামাতা ৯১২ „
১০৬ কস্সপ ৫ম, ১০৫য় জামাতা ৯২৯ „
১০৭ দপ্‌পুল ৪র্থ, ১০৬য় পুত্র ৯৩৯ „
১০৮ দপ্‌পুল ৫ম, ১০৭য় ভ্রাতা ৯৪০ „
১০৯ উদয় ২য় ৯৫২ „
১১০ সেন ৩য়, ১০৯য় ভ্রাতা ৯৫৫ „
১১১ উদয় ৩য় ৯৬৪ „
১১২ সেন ৪র্থ ৯৭২ „
১১৩ মহিন্দ ৪র্থ ৯৭৫ „
১১৪ সেন ৫ম, ১১৩য় পুত্র ৯৯১ „
১১৫ মহিন্দ ৫ম, ১১৪য় ভ্রাতা ১০০১ „
১১৬ যুবরাজ কাস্সপ বা বিক্রমবাহু ১০৩৭ „

ইঁহার সময়ে রাষ্ট্রবিপ্লবের সূচনা হয় এবং সিংহলরাজ্যে অবিচার অনাচারের স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। পরে

১১৭ কিত্তি (কীর্ত্তি সেনাপতি রাজ্যাপহারক) ১০৪৯ „
১১৮ মহলান কীর্ত্তি (রাজ্যাপহারী) ১০৪৯ „
১১৯ বিক্কম পণ্ডু (বিক্রমপাণ্ডু রাজ্যাপহারী) ১০৫২ „
১২০ জগতি পাল (রাজ্যাপহর্ত্তা) ১০৫৩ „
১২১ পরক্কম (পরাক্রম রাজ্যাপহারী) ১০৫৭ „
১২২ লোক বা লোকিস্সর (লোকেশ্বর রাজ্যাপহারী) ১০৫৯ „
১২৩ বিজয়বাহু ১ম (শ্রীসঙ্ঘবোধি) ১১৫য় পৌত্র ১০৬৫ „

বিক্রমবাহুর সিংহাসনাধিকার ১০৩৭ খৃষ্টাব্দ হইতে বিজয়বাহুর রাজ্য লাভ ১০৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সিংহল যে ঘোরতর অন্তর্বিপ্লবে উৎসন্নপ্রায় হইয়াছিল তাহার রাজ্যাপহারীদিগের রাজ্যাধিকার হইতেই বুঝা যায়। রাজ্যের বা রাজসরকারভুক্ত যে ব্যক্তি যখন অর্থ ও সেনাবলে বলীয়ান্ হইয়াছিলেন তখনই তিনি রাজসিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। তৎকালে রাজমন্ত্রী ও সেনাপতিবৃন্দের মধ্যে যে ঘোর প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিদ্যমান ছিল, পর পর রাজ্যাপহারকের অভ্যুদয় তাহার প্রমাণ।

১২৪ জয়বাহু, ১২৩য় ভ্রাতা ১১২০ খৃঃ অঃ
১২৫ বিক্কমবাহু'কী (বিক্রমবাহু)—১২৩য় পুত্র ১১২১ খৃঃ অঃ
১২৬ গজবাহু ২য়, ১২৫য় পুত্র ১১৪২ „
১২৭ পরক্কম বাহু (পরাক্রম বাহু) ১২৬য় জ্ঞাতিভ্রাতা ১১৫৩ „
১২৮ বিজয়বাহু ২য়, ১২৭এর ভ্রাতুষ্পুত্র ১১৮৭ „
১২৯ মহিন্দ ৬ষ্ঠ, রাজ্যাপহারী ১১৮৮ „
১৩০ কিত্তি নিস্সঙ্ক (কীর্ত্তি নিঃশঙ্কমল্ল) ১১৮৮ „

রাজা পরাক্রমবাহু বৌদ্ধ ধর্ম্মে বিশেষ আস্থাবান্ ছিলেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিস্তারকল্পে তিনি সিংহলের নানা স্থানে মঠ বিহার ও মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এই কারণে তাঁহাকে সকলে লঙ্কেশ্বর ও মহাপরাক্রম বাহু নামে অভিহিত করেন। ১১২৭ খৃষ্টাব্দে বিজয়বাহুর মধ্যাহ্নে বিক্রমবাহুর মৃত্যু ঘটিলে রাজ্যাধিকার লইয়া রাজপরিবারে বিষম গোলযোগ উপস্থিত হয় এবং সেই কারণে প্রায় ২২ বৎসরকাল অন্তর্বিপ্লব চলিতে থাকে। এই ভীষণ যুদ্ধবিগ্রহের সময় সিংহলের রাজধানী অনুরাধাপুর শ্রীহীন হইয়া যায়। ১১৫৩ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধবিগ্রহাদির শান্তি হইলে রাজা পরাক্রম বাহু পুলস্তিনগরে রাজ্যাভিষিক্ত হন। ব্রহ্মসেনাধিপতি তাঁহার প্রেরিত দূতকে বন্দী করিলে তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার বিরুদ্ধে ৫০০ নৌবাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী পাওয়ারাজপুত্রী লীলাবতীর নামাঙ্কিত মুদ্রা অদ্যাপিও পাওয়া যায়। স্বামীর মৃত্যুর পর এই বিদুষী রমণী ১১৯৭, ১২০৯ ও ১২১১ খৃষ্টাব্দে তিনবার সিংহাসন লাভ করেন, পরাক্রমবাহু ত্রিপিটক অনুসারে বৌদ্ধ ধর্ম্ম পালন করিয়াছিলেন এই কারণে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিয়াও তিনি ধর্ম্মের প্রেরণায় ১৩০টী বিহার মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন। [পরাক্রমবাহু দেখ।]

মহাপরাক্রম বাহুর পর সিংহলে কএকজন নগণ্য রাজা রাজপদ প্রাপ্ত হন। তদনন্তর সিংহলবাসীদিগের নির্ব্বাচনে কলিঙ্গের অন্তর্গত সিংহপুরাধিপতি রাজা জয়গোপের পুত্র নিঃশঙ্কমল্ল সিংহলে আনীত হইয়া রাজপদে অভিষিক্ত হন। এই কারণে ইনি কলিঙ্গ-চক্রবর্ত্তী-বংশীয় বলিয়া অভিহিত। সিংহাসনারোহণের পর তিনি "শ্রীসঙ্ঘবোধি কালিঙ্গ-পরাক্রমবাহু বীররাজ নিঃশঙ্কমল্ল অপ্রতিমল্ল লঙ্কেশ্বর মহারাজ" উপাধি ধারণ করেন। নিঃশঙ্কমল্লের পর তৎ পুত্র বীরবাহু রাজা হন।

[পরাক্রমবাহু নিঃশঙ্কমল্ল দেখ।]

১৩১ বীরবাহু, ১৩০য় পুত্র ১২০৭ খৃঃ অঃ
১৩২ বিক্কমবাহু, ১৩১য় ভ্রাতা ১২০৭ „
১৩৩ চোড়গঙ্গ, ১৩০য় ভ্রাতুষ্পুত্র ১২০৭ „
১৩৪ লীলাবতী, ১২৭য় বিধবা মহিষী ১২০৮ „
১৩৫ সাহসমল্ল* ১৩০য় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ১২০০ „

* সাহসমল্লের শিলালিপিতে তাঁহার রাজ্যারোহণকাল ১২০০ খৃষ্ট লিখিত

সিংহের বংশধরগণ বিভিন্ন শক্তিতে রাজারশ্মি আকর্ষণ করিয়া বিভিন্ন মার্গে সিংহলের সভ্যতা প্রসারিত করিয়াছিলেন। কোন রাজা বিদ্বান্ ছিলেন, তিনি স্বীয় বিদ্যানুরাগবশতঃ সিংহলে বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন, কেহ বা বীরচেতা ছিলেন, তিনি স্বীয় সমরশক্তিবিকাশে ভারতবাসীকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। অপরে বদান্যতার প্রভূত যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। কোন কোন রাজা গৃহবিবাদে ও আত্মবিচ্ছেদে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছেন এবং অনেকে বিদেশীর সহিত রণরঙ্গে লিপ্ত থাকিতে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা রণক্ষেত্রে রণপিপাসা শান্তি করিতে না পারিয়া স্ব স্ব জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। তৎকালে মলবার উপকূলবাসী বহু জাতি পুনঃ পুনঃ সিংহল-রাজের রাজসীমা আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিত। ডিনেমারদিগের বৃটন-বিজয়ের সময় ইংলণ্ডবাসীরা যেরূপ কর্মাধ্বকারে ডিনেমার-হস্তে নিগৃহীত হইয়াছিল, সিংহলবাসীরাও এক সময়ে সেইরূপ মলবার জাতি কর্তৃক উৎপীড়িত হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

ইহার পর, প্রায় ৮১৪ শকাব্দ ব্যাপিয়া মলবার-দস্যুদল দলে দলে সশস্ত্র এখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। তৎপরে সিংহলে প্রাচীন গৌরব-সূর্যের অবসান হইতে থাকে এবং সিংহলরাজ্য-গুলী বিভিন্ন জনপদে বিভক্ত হইয়া যায়। অগৃষ্টাব্দেবী পর্তুগীজ-সেনাপতি অলমীডা ১৫০৫ খৃষ্টাব্দে কলম্বোনগরে অবতরণ করেন। তিনিই সিংহলকে সপ্তরাজ্যে বিভক্ত দেখিয়া স্বীয় বিবরণীতে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া যান।

১৫১৭ খৃষ্টাব্দে এখানে পর্তুগীজদিগের প্রথম উপনিবেশ স্থাপিত হয়। ঐ সময়ে অলবারেরিয়া নামক পর্তুগীজদলপতি সিংহলে বাণিজ্যার্থ কলম্বোর সমীপদেশে কুঠীনির্মাণার্থ স্থান লাভ করেন। এইরূপে একবার দাঁড়াইতে স্থান পাইয়া নবাগত পর্তুগীজগণ শুইবার স্থান করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। তাহারা তৎকালে আপনাদের বলবৃদ্ধি করিবার প্রত্যেক সুযোগই দেখিতে লাগিলেন এবং দেশবাসীর সহিত মিষ্টবাক্য বিনিময়ে সদ্ভাব স্থাপন করিলেন। অচিরে তাহাদের কুঠীর সামান্য প্রাচীর সুদৃঢ় প্রস্তরপ্রাচীরে পরিণত হইল এবং অল্পদিনের মধ্যে ঐ কুঠী একটী দৃঢ় দুর্গে রূপান্তরিত হইয়াছিল, পাছে প্রতিযোগী বণিক্দল অথবা অন্য কোন রাজশক্তি অকস্মাৎ তাহাদের কুঠী আক্রমণ করে এই আশঙ্কায় তাহারা সমুদ্রমুখে ও স্থলাভিমুখে দুর্গের বপ্রদেশে ভীমনাদী ভীষণ কামান সকল স্থাপিত করিয়াছিল। সিংহলরাজ সামরিক সজ্জার এই বিসদৃশ আয়োজন সন্দর্শনে ভীত হইলেন। এই নবাগত বৈদেশিক বন্ধুগণ যে ভবিষ্যতে তাঁহার শত্রু হইয়া ক্রূর দুগ্ধ কৃষ্ণসর্পবৎ তাঁহাকেই দংশন করিবে তাহা তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না। তিনি তাহাদিগকে দ্বীপ হইতে বিতাড়িত করিবার উপায় বিধানে সচেষ্ট হইলেন। প্রতিযোগী পর্তুগীজদিগকে সিংহল হইতে দূর করিতে পারিলে সিংহলের বাণিজ্য তাহাদের একচেটিয়া থাকিবে ভাবিয়া মুসলমান ও অন্যান্য দেশীয় বণিক্গণ প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে পর্তুগীজ-গণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। তাহারা তখনও সিংহল ও পূর্বদ্বীপপুঞ্জে বিশেষ প্রবল ছিল, অস্ত্রশস্ত্র লইয়া মুসলমান সেনাদল সিংহলরাজের সাহায্যার্থে আসিয়া যোগদান করিল, অদৃষ্টদোষে রাজার এই আয়োজন বিফল হইয়া গেল। পর্তুগীজগণ তখন আত্মপক্ষ সমর্থনের উপযোগী বলসংগ্রহ করিয়াছেন। রাজ-সৈন্যের সহিত পর্তুগীজদিগের সমুদ্রোপকূলে একটী ভীষণ যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে পর্তুগীজপক্ষ প্রবল এবং রাজপক্ষ অতীব দুর্বল, সুতরাং রণকুশল য়ুরোপীয়গণ অচিরে সিংহলের পশ্চিমোপকূল স্বীয় করায়ত্ত করিতে সমর্থ হইলেন।

পর্তুগীজগণ ক্রমে দেশবাসীর চিরশত্রু হইয়া পড়িল। তাহাদের উত্তরোত্তর নিষ্ঠুরাচরণে উত্ত্যক্ত হইয়া সিংহলবাসী সময়ে সময়ে তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। দেশবাসীর স্বাধীনতালাভের অথবা কঠোর অত্যাচারের হস্ত হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা রক্তপাত বা রক্তপাত ভিন্ন অন্য কোন পথে পরিচালিত হয় নাই। ১৬০২ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজ নৌ-সেনাপতি স্পিলবার্জ সদলে আসিয়া সিংহলের পূর্বোপকূলে শিবির সন্নিবেশপূর্বক কাণ্ডীরাজের বন্ধুত্ব যাচ্ঞা করিলেন। কাণ্ডীপতি ওলন্দাজদিগের এই প্রার্থনা মহাসুযোগের অবসর জ্ঞান করিয়া তাঁহাদের সাহায্যেই পর্তুগীজদিগকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিতে সমর্থ হইবেন, এই আশায় প্রণোদিত হইয়া তিনি তাহাদিগকে প্রত্যেক বিষয়ে উৎসাহদান করিতে লাগিলেন। রাজা ওলন্দাজদিগকে সর্ববিষয়ে সমাদৃত ও উৎসাহিত করিলেও ১৬৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁহারা রাজার শত্রুদমনে কোন চেষ্টা করেন নাই। শেষোক্ত বর্ষে ওলন্দাজগণ পর্তুগীজদিগের বিরুদ্ধে সেনাচালনা করিয়া পূর্বোপকূলবর্তী পর্তুগীজদিগের যাবতীয় দুর্গ আক্রমণ করেন। একে একে সকল দুর্গই ধূলিসাৎ হইয়া যায়। পর বৎসরে ওলন্দাজদল সদলে নেগোম্বে জনপদে গমন করেন, কিন্তু তাঁহারা তৎকালে তথায় সামান্য বণিগ্‌ভাবেই অবস্থান করিতে থাকেন। তাঁহারা আত্মরক্ষার্থ তৎকালে তথায় কোনরূপ সুরক্ষিত দুর্গাদি প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজ সেনা নেগোম্বে অধিকার পূর্বক তথায় দুর্গাদি নির্মাণ করেন। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে কলম্বো তাঁহাদের করতলগত হয় এবং ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা পর্তুগীজদিগকে তাহাদের সিংহলস্থ শেষ দুর্গ জাফনা হইতে দূরীকৃত করিয়া দিলেন।

ওলন্দাজগণ পর্ত্তুগীজদিগের ন্যায় হঠকারী ছিলেন না। তাঁহারা বিশেষ সুবিবেচনার সহিত আপনাদের অধিকৃত প্রদেশ শাসন করিতে লাগিলেন। পাছে দেশীয় রাজন্যবর্গ পর্ত্তুগীজদিগের ন্যায় পরে তাঁহাদের সহিত শত্রুতা করে, এই ভয়ে তাঁহারাও আপনাদের বলসঞ্চয়ে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। তাঁহারা প্রজারঞ্জক ছিলেন; প্রজাবর্গের অনেক উপদ্রবও সহ্য করিতেন। পর্ত্তুগীজদিগের ন্যায় সমরাঙ্গণে খ্যাতিলাভ করিবার গর্ব্ব তাঁহাদের ছিল না। তাঁহারা সিংহলের অভ্যন্তরদেশে বাণিজ্য পরিচালনার্থ পথঘাট প্রস্তুত করিয়া সিংহলবাসীর অনেক সুবিধা করিয়া দেন। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেক বিষয়েও তাঁহারা সিংহলের উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন।

ওলন্দাজগণ সিংহলের বাণিজ্যপরিচালনে সফলকাম হইয়া হলণ্ড-রাজ্যকে বিশেষ লাভবান্ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উৎসাহে সিংহলে নানারূপ কলাশিল্পের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। তাঁহারা রাজকীয় অট্টালিকাদি নির্ম্মাণবিষয়ে এবং পথঘাট রক্ষার জন্য নানারূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আগ্রহে ও উৎসাহে সমুদ্রোপকূলস্থ প্রদেশসমূহে শিক্ষাবিস্তারের যথেষ্ট ব্যবস্থা হয়।

কূটরাজনীতিবলে ওলন্দাজগণ সিংহলের যে উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, ইংরাজগণ তাঁহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রচালনা করিলে, তাঁহাদের সেনাবল সেই সুসমৃদ্ধ সিংহলরাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। প্রায় সার্দ্ধশতাব্দ কাল নির্ব্বিরোধে সুখে রাজ্যশাসন করিয়া ওলন্দাজ উপনিবেশিকগণ আলস্যপ্রিয় হইয়া দৈহিক ও মানসিক শক্তিতে নিস্তেজ হইয়া পড়েন। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে অদম্য সাহসে ও অসীম বীরত্বে ধীরে ধীরে ওলন্দাজগণ যে রাজ্য জয় করিয়াছিলেন, ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে ভীরুতায় ও দুর্ব্বলতায় তাঁহারা তাহা নষ্ট করেন।

১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের সহিত সিংহলের প্রথম সংস্রব ঘটে। উক্ত বর্ষে মান্দ্রাজস্থ ইংরাজকোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ কাণ্ডীপতির নিকট দূত প্রেরণ করেন; দুঃখের বিষয় ইহাতে বাণিজ্যের উন্নতিসাধক কোন প্রস্তাবই ফলদায়ক হয় নাই। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজসৈন্য ত্রিকোণমালী অধিকার করেন, কিন্তু অনতিকালপরেই নৌ-সেনাপতি সুফরীন্ (Suffrien) উহা পুনরধিকার করিলেন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে গ্রেট বৃটেন ও হলণ্ডপতির মধ্যে মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। এই বিরোধসূত্রে ইংলণ্ডেশ্বর ওলন্দাজদিগের সিংহলস্থ অধিকৃত প্রদেশ আক্রমণ করিতে আদেশ দেন। দুর্ব্বল ওলন্দাজগণ বলদর্পিত ইংরাজসেনার নিকট পরাজিত হইল এবং ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ সেনাপতি ওলন্দাজদিগের সমুদায় দুর্গ অধিকার করিয়া লইলেন।

অধিকৃত সিংহলপ্রদেশ এই সময়ে ইংলণ্ডের ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃত্বাধীনে পরিরক্ষিত হয়, কিন্তু ১৮০২ খৃষ্টাব্দে আমেনের সন্ধিসূত্রে সমগ্র সিংহল সমষ্টি ইংলণ্ডেশ্বরের শাসনভুক্ত হইয়াছিল। কেবল মধ্যসিংহলের পর্ব্বত-পরিবেষ্টিত দুর্ভেদ্য পার্ব্বত্য ও জঙ্গলময় প্রদেশ মলবার-রাজবংশধর বিক্রমসিংহের হস্তগত ছিল। রাজা বিক্রমসিংহ তাঁহার য়ুরোপীয় প্রতিবেশীর সহিত সদ্ভাববিস্তারে বিশেষ মনোযোগী হন নাই।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে কতকগুলি সামান্য মনোবাদে ইংরাজগণ কাণ্ডীরাজ্য আক্রমণ করিতে বাধ্য হন। ইংরাজসৈন্য কাণ্ডীরাজের সৈন্যভয়ে যতদূর ভীত না হইয়াছিল, তাহারা এই বন প্রদেশ অতিক্রমকালে জ্বররোগাক্রান্ত হইয়া বিশেষ ক্লান্তি উপভোগ করিয়াছিল, পরন্তু ঐ সকল সৈন্যমধ্যে অনেকে পলাইয়া গিয়া তাহাদের বশেই শত্রুভাব কার্য্য করিয়াছিল। ইংরাজগণ এইরূপে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও সিংহলরাজের সহিত সন্ধিস্থাপন করেন। ইহার পর পুনরায় ঘোর অত্যাচারী কাণ্ডীরাজ শ্রীবিক্রমরাজসিংহের নিষ্ঠুরতা ও প্রজাপীড়ন উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়। তখন বহুসংখ্যক অদিগার ও দেশীয় নায়ক একত্র হইয়া অত্যাচারী রাজাকে দমনার্থ ইংরাজদিগের সাহায্য ভিক্ষা করেন। তদনুসারে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ-সেনাপতি কাণ্ডী অবরোধ করিয়া রাজাকে বন্দী করেন। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে রাজা বন্দীভাবে বেলুর দুর্গে নির্ব্বাসিত হন। এই রাজা হইতেই সিংহলের দ্বিসহস্রাধিকবর্ষব্যাপী একটী সমৃদ্ধ রাজবংশের অবসান হয়।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দের ২রা মার্চ্চ তারিখে কাণ্ডীর সর্দ্দারগণের সহিত যে সন্ধিপত্র লিখিত হয়, তাহাতে ইংরাজগণ সমগ্র সিংহলের অধিপতি বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছেন। পক্ষান্তরে ইংরাজরাজও দেশবাসীর ধর্ম্ম ও রাজকীয় স্বার্থরক্ষা করিতে স্বীকৃত হন। বৌদ্ধধর্ম্ম এখানে প্রবল থাকিবে এবং মঠ, বিহার, সঙ্ঘারাম ও দেবমন্দিরাদি পূর্ব্ববৎ রাজার তত্ত্বাবধানে রক্ষিত ও পরিচালিত হইবে। ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায়ের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে এবং সকলেই ইচ্ছামত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারিবে। ইংরাজরাজ শাসনব্যয়বহনার্থ শুল্ক ও রাজস্ব আদায় করিতে পারিবেন।

১৮১৭ খৃষ্টাব্দে সিংহলের অভ্যন্তরদেশের নানা স্থানে বিদ্রোহের সূচনা দৃষ্ট হয়। এই ভয়াবহ বিপ্লব দমন করিতে ইংরাজদিগকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। বিদ্রোহদমনের পর, ইংরাজরাজ কাণ্ডীপতিকে বহুদূরে নির্ব্বাসিত করেন। অনন্তর ১৮৪৩ ও ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে এখানে দুইটী ক্ষুদ্র বিদ্রোহের সূচনা হয় এবং তাহা অচিরে দমিত হইয়াছিল। সিংহলরাজের নির্ব্বাসনের

পর হইতে এখানে রাজকীয় কোন গোলযোগ সমুপস্থিত হয় নাই। সিংহলরাজ্য এক্ষণে ইংরাজরাজের অধীন উপনিবেশ বলিয়া গণ্য, রাজনৈতিক ভাষায় ইহাকে ক্রাউন কলনি (Crown Colony) বলে। এখানকার শাসনকর্ত্তা বা গবর্ণর ইংলণ্ডেশ্বর কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া ছয়বর্ষকাল শাসনকার্য্য পরিদর্শন করিতে সমর্থ। তদনন্তর অন্য শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। ইনি এক্সিকিউটিভ ও লেজিস্লেটিভসভার পরামর্শে রাজকার্য্য পরিচালন করিয়া থাকেন। ভারতে যেরূপ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রেরা বিচারবিভাগীয় কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকেন, এখানেও ঐরূপ শিক্ষিত ব্যক্তিই রাজ্যশাসনকার্য্যে নিযুক্ত হন। ঐ সকল ব্যক্তি সেক্রেটারি অব্ ষ্টেট্ ও সিংহলের গবর্ণর কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হন। তদনন্তর তাঁহাদিগকে হোয়াইটহলস্থ কলোনিয়াল অফিসে ও সিংহলের রাজকীয় কার্য্যালয়সমূহে কিছুকালের জন্য শিক্ষা-নবিশী কার্য্যে রাখা হয়। এই সময়ে তাঁহাদিগকে সিংহলী বা তামিলী প্রভৃতি দেশীয় ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইতে হয়। অতঃপর তাঁহারা রাজকার্য্যপরিচালনক্ষম হইয়াছেন কিনা তাহার একটী পরীক্ষা হয়। ঐরূপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রেরাই সিংহলের প্রধান প্রধান রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইবার যোগ্য।

পূর্ব্বে বার্দ্ধক্য ও কর্ম্মপটুতা অনুসারে এখানকার কর্ম্মচারীদিগকে উচ্চতম পদে উন্নত করা হইত। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে আর্ল অব ডার্বি সে প্রথা রহিত করিয়া গুণশালী বয়ঃকনিষ্ঠ ব্যক্তিকেও উচ্চতম রাজপদে নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করেন।

এক্ষণে সিংহলদ্বীপ সাতটী প্রদেশে বিভক্ত। প্রত্যেক প্রদেশেই একজন সর্দ্দার বা সহকারী এজেণ্ট আছেন। তাঁহারা গবর্মেণ্টের আদেশানুসারে আপনাপন অধিকৃত প্রদেশের যাবতীয় কার্য্য পরিদর্শন করিয়া থাকেন এবং গবর্মেণ্টের আদেশগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেশবাসীকে বুঝাইয়া তাহাদিগকে তদনুরূপে কার্য্য করিতে আদেশ করিয়া থাকেন। প্রত্যেক প্রদেশ আবার কএকটী জেলায় এবং জেলাগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপবিভাগে গঠিত। প্রত্যেক উপবিভাগ এক এক জন সর্দ্দার বা মণ্ডলের অধীনে রক্ষিত; ঐরূপ সর্দ্দারগুলি সিংহলের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে অর্থাৎ কাণ্ডীরাজ্যে ইহারা রতেমাহত্মা, কোরল, আরাচ্চি, সামুদ্রপ্রদেশে—মুদলিয়ার, মহান্দিরম ও বিদান; তামিল প্রদেশে বনিয়, উদৈয়ার ও বিদান নামে পরিচিত। সিংহলের মধ্য, উত্তর-মধ্য, ও পশ্চিম ভূখণ্ড লইয়া কাণ্ডীয় প্রদেশ গঠিত। সমুদ্রের দক্ষিণপশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম উপকূলদেশ সিংহলের সামুদ্রপ্রদেশ নামে খ্যাত। সিংহলের উত্তর ও পূর্ব্বাংশ তামিল প্রদেশ।

এখানকার শতকরা ৭০ ভাগ লোক সিংহলী ভাষায় কথা কয়। ৬হাজার য়ুরোপীয় এবং প্রায় ১৪ হাজার য়ুরোপীয় বংশধর ব্যতীত এখানকার অন্যান্য অধিবাসীদের ভাষা তামিল। সিংহলীয় ভাষা আর্য্য হিন্দুজাতির ভাষা, পালিভাষার সহিত ইহার অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। তামিলগণ এবং এখানকার আরব-বংশধরগণ দ্রাবিড়ীয় ভাষায় কথা কয়। য়ুরোপীয় বংশধর ফিরিঙ্গীরা ভাঙ্গা পর্ত্তুগীজ ভাষায় কথা কহিয়া থাকে। বেদ্দা ও রোড়িয়া নামক জাতির ভাষা একবারে স্বতন্ত্র। মগধে প্রচলিত পালি ভাষারও এখানে যথেষ্ট প্রচলন আছে।

সিংহলবাসীরা বহুকাল হইতে শিক্ষিত। তাঁহাদের অনেক কাব্যগ্রন্থ আছে। রাজাবলী বা রাজেতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থও কবিতায় লিখিত; কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ পালিভাষায় লিখিত। অনেকগুলি গ্রন্থের মূল সিংহলীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছে, ঐ অনুবাদ পড়িয়াই সকলে ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হয়। পালিগ্রন্থের মধ্যে (১) 'ত্রিপিটক' সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদ্গ্রন্থ, ইহা বাইবেল গ্রন্থাপেক্ষা ১১ গুণ বড়। খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দে সিংহলে ইহার প্রচলন হয়। (২) বুদ্ধঘোষের সুবিখ্যাত টীকা, ইহা খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে লিখিত; (৩) খৃষ্টীয় ২য় ও ৩য় শতাব্দে লিখিত কতকগুলি ইতিহাস, ব্যাকরণ ও অন্যান্য গ্রন্থ। ইতিহাসের মধ্যে দীপবংশ ও মহাবংশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাশ্চাত্য পণ্ডিত টার্ণার, ফুশবুল, চাইলডার প্রভৃতি অনেক পণ্ডিত প্রাচীন পালিগ্রন্থ পাশ্চাত্য ভাষায় অনুবাদ করিয়া জগদ্বাসীর নিকট নূতন তত্ত্ব বিকাশ করিয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সিংহল বৌদ্ধপ্রধান স্থান। এখনও এখানে প্রবলভাবে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত। খৃষ্টপূর্ব্ব ৩য় শতাব্দীর প্রারম্ভকালে ভারতীয় বৌদ্ধকেতু ধর্ম্মাশোকের পুত্র মহিন্দ (অনুমান ৩২০ খৃঃ পূঃ) সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করেন। সিংহলের প্রাচীন রাজধানী অনুরাধাপুর ও পুলস্তিনগরে (পোলোন্নরুবা) এখনও বৌদ্ধদিগের ভূরি ভূরি কীর্ত্তিনিদর্শন নিপতিত দৃষ্ট হয়, তাহা হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, সিংহলের রাজগণ ও প্রজাবৃন্দ কিরূপ উৎসাহে ও আগ্রহে চিরস্থায়ী স্মৃতি-স্তম্ভসমূহ স্থাপনপূর্ব্বক আপনাদের ধর্ম্মজীবনে আস্থাবান্ হইয়াছিলেন। য়ুরোপীয়গণের অধিকারে রাজদত্ত ব্যয়ে উক্ত স্তম্ভাদির জীর্ণসংস্কার সাধিত না হইলেও ধর্ম্মপ্রাণ প্রজাবৃন্দ আজিও গৌতম বুদ্ধের পবিত্র স্মৃতি আপনাপন হৃদয়পটে ধারণ করিয়া আছে।

এখানকার অধিবাসিগণের মধ্যে ১৪৷০ লক্ষ বৌদ্ধ, ৫ লক্ষ হিন্দু, ১ লক্ষ ■ হাজার মুসলমান, ও প্রায় ২৷০ লক্ষ খৃষ্টান। প্রজাবর্গের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারার্থ এখানে গবর্মেণ্টের ব্যয়ে ২৫৩টী স্কুল, ৪টি সামরিক বিদ্যালয়, ৮৮২টী ক্রিস্কুল এবং ৩২৯টী সাধারণ লোকের স্থাপিত বিদ্যালয় আছে।

এখানে প্রভূত পরিমাণে ধান্যের চাস হয়। নানা প্রকার কলাই ও অন্যান্য শস্যও যথেষ্ট উৎপন্ন হইয়া থাকে। দুম্বারা, উভা, জাফনা প্রভৃতি স্থানে তামাকুর চাস আছে। কফি, দারুচিনি, চা, সিনকোনা ও নারিকেল এখানকার প্রধান পণ্য। খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দে ওলন্দাজ বণিক্‌দিগের দ্বারা এই স্থানের গন্ধ দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে ভারতে ও অন্যান্য স্থানে নীত হইত। কার্পাসবস্ত্রনির্ম্মাণ, নারিকেলকাতা, নারিকেলকাছি ও নারিকেল তৈল প্রভৃতি প্রস্তুত করাই এখানকার অধিবাসিবর্গের প্রধান উপজীবিকা। ঐ সকল দ্রব্য নদীপথে ও রেলপথে সমুদ্রতীরবর্ত্তী বন্দরাদিতে আনীত হয়। এখানে সমুদ্র হইতে নানা প্রকার মৎস্য উত্তোলিত হয় এবং ঐ মাছ শুকাইয়া বিক্রয়ার্থ নানা দেশে প্রেরিত হইয়া থাকে। সমুদ্রোপকূলদেশে প্রায়ই হাঙ্গর ও দীর্ঘাকৃতি করাত-মৎস্য (Saw-fish) দেখিতে পাওয়া যায়। এই মাছগুলি ১২ হইতে ১৪ ফিট্ লম্বা হইয়া থাকে।

সিংহলীরা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইলেও প্রাচীন জাতিভেদপ্রথা একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। প্রাচীনকালে ভারত হইতে যে সকল ব্রাহ্মণ সিংহলে উপনিবেশ স্থাপন করেন, তাঁহাদের বংশধরগণ ব্রাহ্মণবংশ বলিয়া বিদিত। রাজবংশীয়েরা সূর্য্যবংশীয় বলিয়া গৃহীত। বৃত্তির উৎকর্ষাপকর্ষতানিবন্ধন সূর্য্যবংশীয়গণ স্বতন্ত্র দুইটী শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা রাজামাত্য, নায়ক, প্রধান, পুরোহিত ও রাজকর্ম্মচারী এবং যাঁহারা কৃষিকর্ম্মোপজীবী, তাঁহারা গোয়েবংশ নামে প্রথিত। সিংহলস্থ গোপালকবর্গ সূর্য্যবংশোদ্ভব বলিয়া গণ্য হইলেও তাহাদিগকে "নীচে মাকড়ের" থাকের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। উক্ত দুইটী শ্রেণী বিশ্ (বৈশ্য) বংশ নামেও পরিচিত। শূদ্রবংশীয়গণ ৬০টী স্বতন্ত্র শ্রেণীতে বিভক্ত। বেদিয়া জাতি সাধারণের অস্পৃশ্য অন্ত্যজ বলিয়া গণ্য; ইহারা দেবমন্দিরে অথবা কোন উচ্চ জাতীয়ের গৃহে প্রবেশ করিতে পায় না। সিংহলে গভার নামে একটী স্বতন্ত্র জাতি আছে। ইহারা পূর্ব্বকালে স্বজাতিভ্রষ্ট হইয়া নীচ জাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। য়ুরোপীয় ও দেশীয়দিগের সংমিশ্রণে যে সঙ্কর বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহারা বার্গার নামে খ্যাত। এতদ্ভিন্ন এখানে আরও একটী জাতি আছে, ইহাদের পুরুষেরাও স্ত্রীলোকদিগের মত বড় বড় চুল রাখে। ঐ চুলে তাহারা খোঁপা বাঁধিয়া তাহার উপরে কচ্ছপের পৃষ্ঠাদি নির্ম্মিত একখানি চিরুণী লাগাইয়া দেয়।

কাণ্ডীয়গণ সিংহলের পার্ব্বত্য অধিবাসী, ইহারা সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়কায় ও বলিষ্ঠ জাতি। পর্ব্বতপ্রান্তস্থ নিম্ন প্রদেশবাসী সিংহলীদিগের সহিত বর্ত্তমানে ইহাদের আদান প্রদান চলিতেছে। কাণ্ডীয় এবং সমতলবাসী বৌদ্ধ খৃষ্টান ও সিংহলীদিগের মধ্যে বহুস্বামিগ্রহণ প্রথা প্রচলিত আছে। পত্নী ইচ্ছা করিলে দেবরদিগকে স্বামিকর্ত্তায় গ্রহণ করিতে পারে। আত্মীয় না হইলেও স্বামী যদি পত্নীর নিকট অপর কোন পুরুষকে লইয়া আইসে, তাহা হইলে ঐ স্ত্রী উভয়কেই স্বামিসম্বন্ধে গ্রহণ করে। এইরূপে স্ত্রী যতগুলি ব্যক্তিকে স্বামীরূপে রাখিতে পারে, প্রথম স্বামী তাহাকে ততগুলি পতি আনিয়া দিতে কুণ্ঠিত হয় না।

কাণ্ডীতে বীণাপ্রথার বিবাহই বিশেষ প্রচলিত। এই প্রথায় স্বামীকে স্ত্রীর পিত্রালয়ে যাইয়া বাস করিতে হয়। ঐ স্ত্রী তাহার পিতৃসম্পত্তির অধিকারিণী হইয়া থাকে। ঐরূপ ঘর-জামাইকে তাহার শ্বশুরালয়ের যে কেহ তাড়াইয়া দিতে পারে, তাহাতে বিবাহসম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় এবং ঐ কন্যা পুনরায় বিবাহিতা হইতে পারে।

দীগা-প্রথায় বিবাহই এখানে বিশেষ সম্মানের পরিচায়ক। ইহাতে কন্যা তাহার পিত্রালয় ও প্রাপ্য পিতৃসম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া স্বামীর নিকট গমন করে। ইহারা স্বামীর উপর কোন কোন বিষয়ে আধিপত্য বিস্তার করিলেও বিবাহবন্ধন ছেদন করিতে পারে না। তবে কোন বিষয়ে সামান্য ত্রুটী দেখিলেই বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিবার হুকুম পায়। বিবাহবন্ধন ছিন্ন হইবার পর নয় মাসের মধ্যে যদি ঐ রমণীর পুত্র সন্তান হয় তাহা হইলে সেই বালককে তাহার পূর্ব্ব স্বামী অর্থাৎ বালকের জন্মদাতা পালন করিতে বাধ্য।

সিংহল মণিমুক্তার আকর; বহু প্রাচীন কাল হইতে এখানকার মণিমুক্তার বিশেষ প্রসিদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। কেবল মহাভারতের উক্তিতে এ প্রসিদ্ধি সত্য বলিয়া সমর্থিত নহে, পাশ্চাত্য জগতের সুপ্রাচীন গ্রন্থমালা হইতে খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের বহু পূর্ব্বেও রত্নপ্রসূ সিংহলের মুক্তা ও মণি প্রভৃতির বিবরণ উদ্ধৃত আছে। সেই প্রাচীন যুগ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সিংহলবাসীরা সমুদ্রগর্ভ হইতে মুক্তাশুক্তি উদ্ধার করিতেছে। ইহাই এতদ্দেশবাসীর একটী প্রধান ব্যবসা। ত্রিকোমালীর নিকটবর্ত্তী কুম্বলগম্ উপসাগরে যে সকল ক্ষুদ্রাকার মুক্তাশুক্তি পাওয়া যায়, তাহা Placuna placenta জাতীয় বলিয়া গৃহীত। আর উত্তর সিংহলের পশ্চিম উপকূলের আড়িপ্ বন্দর হইতে ১৫০—২০০ মাইল দূরে অপর এক প্রকার (Meleagrina margaritifera) শুক্তি জন্মে। ইহা সমুদ্রগর্ভে উত্তরদক্ষিণে বহুক্রোশ ব্যাপিয়া থাকে। ইংরাজ গবর্মেণ্ট এই মুক্তাক্ষেত্রসংরক্ষণার্থ কএকবৎসর পূর্ব্বে কএকজন জীবতত্ত্ববিদের উপর ভারার্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রদত্ত বিবরণী হইতে বিশেষ কোন সংবাদ জানা যায় নাই। তবে দেশবাসী সাধারণের বিশ্বাস, শুক্তিগুলি সপ্তমবর্ষে মুক্তাধারণের উপযোগী

হয়। তাহাদের গর্ভস্থ মুক্তাগুলি তখন সুপুষ্ট হইয়া বিশেষ ঔজ্জ্বল্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঐ সময়ে যদি শুক্তিগুলি না উঠাইয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে সে গুলি অচিরে মরিয়া যায় এবং সমুদ্র-গর্ভে মুক্তা সমূহ নষ্ট হয়।

পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে, সময়ে সময়ে ঐ স্থানে আদৌ শুক্তি থাকে না। কোন অভাবনীয় কারণে তৎকালে উহারা কোথায় সরিয়া যায় তাহা কেহ বলিতে পারে না। ওলন্দাজদিগের অধিকারে ১৭৩২ হইতে ১৭৪৬ এবং ১৭৬৮ হইতে ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে শুক্তি উত্তোলন বন্ধ ছিল। তৎপরে ইংরাজাধিকারে ১৮২০ হইতে ১৮২৮, ১৮৩৩ হইতে ১৮৫৪ এবং ১৮৬৪ হইতে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বন্ধ থাকে। ১৭৯৭ ও ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে সিংহল গবর্মেণ্ট ১২৩৬৮২০, ও ১৪২৭৮০০, টাকায় শুক্তি ধরিবার অধিকার বিলি করিয়া দিয়াছিলেন। এক্ষণে গবর্মেণ্ট স্বহস্তেই মুক্তা উত্তোলনের ভার লইয়াছেন। নৌকা ভরিয়া শুক্তি কূলে উঠিলেই গবর্মেণ্টের কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধানে তাহা ১০০০টী করিয়া এক এক ভাগে বিক্রয় করা হয়। মুক্তাব্যবসায়ীরা শুক্তি দেখিয়া ডাক দেয় এবং যাহার প্রদত্ত মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়, সেই তাহা ক্রয় করিয়া লয়। এইরূপে এখন বৎসরে প্রায় ৯১০ লক্ষ টাকার শুক্তি বিক্রয় হইয়া থাকে। [মুক্তা দেখ।]

রত্নপুরের দক্ষিণপূর্ব্বস্থ বলঙ্গোদার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী সমতল প্রান্তর, শ্রীপাদশৈলের পশ্চিমে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমতল ভূমে, নিউরেলিয়া-পত্তন, উভাকাণ্ডী, মধ্যপ্রদেশের মাতেলী নামক স্থানে, কলম্বোর নিকটবর্ত্তী কয়ানেলী নামক স্থানে, মন্তুরার (মথুরায়), মহগম (মহাগ্রাম) নামক প্রাচীন নগরের পূর্ব্ববর্ত্তী নদীর তীরভূমে এবং সাফ্রাগাম পর্ব্বতের সানুদেশে লাল, বেগুনিয়া, জরদ, নীল ও সাদা বর্ণের নানা প্রকার উজ্জ্বল মণি, নীলা ও ষ্টার ষ্টোন, চুণি (মাণিক), পোখরাজ (topaz), ও বৈদূর্য্য (Cat's eye) যেরূপ উৎকৃষ্ট পাওয়া যায়, এরূপ আর অপর কোথাও দৃষ্ট হয় না। এমিথিষ্ট, সিনামনষ্টোন, স্পিনেল, ক্রুসোবেরিল, কুরুন্দম, জাসিন্থ, হায়াসিন্থ, স্ফটিক, প্রেস্ (Prase), গোলাপী-বর্ণ স্বচ্ছ প্রস্তর (Rose quartz), জারকন, (Zircon) প্রভৃতি প্রস্তর এখানে স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ জাতীয় ভেদে নানা প্রকারের দেখা যায়। বাহুল্যভয়ে রত্নাদির পরিচয় বিশেষ ভাবে লিখিত হইল না। [তত্তৎ শব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

সিংহলের সমুদ্রোপকূলে লবণজলজাত এক প্রকার উদ্ভিজ্জ জন্মিতে দেখা যায়। ঐ সমুদ্রোদ্ভব গুল্ম সাধারণে খায়। য়ুরোপখণ্ডে উহা পণ্যরূপে বিক্রীত হয় এবং উহা Ceylon moss নামে পরিচিত। অস্মদ্দেশীয় ভাষায় ইহাকে সিংহল-শৈবাল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এই গাছগুলি ক্ষুদ্রাকার, বেগুনিয়া বর্ণ ও চর্ম্মের ন্যায় দৃঢ় অথচ কোমল আচ্ছাদনে আবৃত। ইহার পত্রমূল দীর্ঘ এবং পত্রগুলি হ্রস্ব ও সূক্ষ্ম। ইহাতে অধিক পরিমাণে শ্বেতসার থাকায় পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ দুর্ব্বল রোগীকে, বিশেষতঃ পীড়িত বালক-বালিকাদিগকে ইহা সেবন করিতে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, ১০ গ্রেণ পরিমিত এই গুল্মচূর্ণে

উদ্ভিজ্জরস (Jelly)	৫৪.৫০
শ্বেতসার	১৫.০০
সূক্ষ্মতন্তু	১৮.০০
সালফেট ও মিউরিয়েট অব সোডা	৭.৫০
গঁদের আটা	৪.০০
সালফেট ও ফস্ফেট অব্ লাইম	১.০০
	৯৯.০০

এতদ্ভিন্ন ইহাতে সামান্যাংশে মোমবৎ পদার্থ ও লৌহের অস্তিত্ব দেখা যায়।

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমবায়ু প্রবাহিত হইলে তরঙ্গাভিঘাতে সমুদ্রের তীরভূমিস্থ গুল্মগুলির মূলদেশ আলগা হইয়া পড়ে, তখন দেশীয় লোকেরা স্বচ্ছন্দে ঐ গাছ উঠাইয়া আনে এবং মাদুরে রাখিয়া ২।৩ দিন শুকাইয়া লয়। তৎপরে উহাকে মিষ্ট জলে কএকবার ধৌত করিয়া পুনরায় সূর্য্যোত্তাপে শুকাইয়া উহার লবণাংশ দূর করা হয়। তদনন্তর উহা একত্র করিয়া দূর দেশে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়।

দুই ড্রাম (Drachm) পরিমিত অংশ উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া তিনপোয়া জলে ২০ মিনিট কাল সিদ্ধ করিয়া যে একপোয়া কাথ থাকিবে, তাহাই যত্নে ছাঁকিয়া খাওয়াইতে হয়। ঐ চূর্ণিত শৈবাল অর্দ্ধ ডেল মাত্রায় দিলে কাথ ঘন হয়। উহা ছাঁকিয়া একটী স্বতন্ত্র পাত্রে রাখিয়া দিলে কিছু কাল পরে শীতল হইয়া যায় এবং উহা প্রায় জমিয়া জেলীর মত হয়। তখন উহাতে দারুচিনির খোসা বা লেবুর রস, অল্প মদ ও চিনি মিশ্রিত করিয়া দুর্ব্বল রোগীকে খাইতে দেওয়া হয়। ইহা অতি লঘু পথ্য ও বলকারক।

(পুং) ২ তদ্দেশবাসী, সিংহলদেশবাসী।

সিংহলক (ক্লী) ১ উত্তম পিত্তল। ২ কাংস্য। ৩ ত্বক্, গুড়ত্বক্।

সিংহলদ্বীপ (পুং) সিংহল।

সিংহলস্থ (ক্লী) জম্বুদ্বীপের মধ্যদেশান্তর্গত স্থানভেদ। (রোমকসিং)

সিংহলস্থা (স্ত্রী) সিংহলে স্থিতি যা স্থা-ক। সৈংহলী, সিংহলী-লেন। (শব্দাৰ্থ) ২ সিংহলদেশবাসিনী।

কতকগুলি প্রস্রবণ আছে, তীর্থযাত্রীর নিকট যে গুলি পুণ্য-তোয় বলিয়া গণ্য। পর্বতগাত্রবাহী নির্ঝরমালার বিধৌত উপত্যকার প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়ই মনোরম। এই কারণে তীর্থ-ক্ষেত্রটীরও শোভা ও সৌন্দর্য্য যথেষ্ট পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই তীর্থস্থ দেবমন্দিরে বিষ্ণু নরসিংহমূর্ত্তিতে বিরাজমান। স্কন্দপুরাণান্তর্গত সিংহাচলমাহাত্ম্যে এই তীর্থের বিবরণ বিশেষ-ভাবে বর্ণিত আছে। স্থানীয় লোকে বিশেষ ভক্তির সহিত এই দেবমন্দিরে পূজা দিতে আসে। সাধারণের বিশ্বাস, ইহা উড়িষ্যার লাঙ্গুলিয়া গঙ্গবংশীয় রাজবংশের কীর্ত্তি। যাহারা ভক্তিবশে চালিত হইয়া কোণার্কের সুবিখ্যাত সূর্য্যমন্দির বহুব্যয়ে স্থাপনা করিয়াছিলেন, তাঁহারাই প্রায় সপ্তশতবর্ষ পূর্ব্বে প্রভূত ব্যয়ে এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন, যে হেতু এই মন্দিরে ১১০৭, ১১৮৭, ১২২৮ ও ১৩৬১ খৃষ্টাব্দে দানকল্পে প্রদত্ত তাম্র-শাসন হইতেই তাহা সপ্রমাণ হয়। মন্দিরস্থ স্তম্ভগাত্রে আরও ৬খানি পাঠযোগ্য ও কতকগুলি পাঠের অযোগ্য শিলালিপি আছে। পাঠযোগ্য শিলালিপির মধ্যে ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ কোন রাজার দানপ্রশস্তি। ১৫২৭ খৃষ্টাব্দের একখানি শিলাফলকে বিজয়নগরস্থ রাজ কৃষ্ণদেব রায়ের দেবমন্দিরে আগমন-বিবরণ বিবৃত আছে। মহারাজ কৃষ্ণদেব রায় সিংহাচল আক্রমণ ও অধিকার করিয়াছিলেন। এখানে শৈলশৃঙ্গে একটী দুর্গও আছে, উহা কতদিনের প্রাচীন, তাহার কোন বিবরণ পাওয়া যায় নাই।

প্রায় সার্দ্ধবিংশতি বর্ষপূর্ব্বে দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণগণ এই মন্দিরের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ সম্পত্তিদান করিয়াছিলেন। এক্ষণে ইহা বিজয়নগরমের মহারাজের অধীনে পরিচালিত। এখানে মহারাজের একটী প্রাসাদ ও গোলাপবাগান আছে। রাজা সীতারাম রায় বিশেষ যত্নে ঐ উদ্যানবাটিকা নির্ম্মাণ করান, তীর্থযাত্রিগণের সুবিধার্থে এখানে মহারাজের ব্যয়ে পরিচালিত একটী ছত্র আছে।

সিংহাচার্য্য (পুং) একজন বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্।

সিংহাজিন (পুং) ঋষিভেদ। (পা ৪।৩।৮২)

সিংহাটকাচল, হিমালয় পর্ব্বতের একটী শিখরদেশ।
(হিমবৎখ° ৮।৪৭)

সিংহাণ (ক্লী) লৌহমল। (অমরটীকা)

সিংহান (ক্লী) লৌহমল। ইহার রূপান্তর শিংঘাণ, সিংহাণ, সিংঘাণ। (অমর ও তট্টীকা) ২ নাসিকামল, চলিত সিক্নী, পর্য্যায়—সিংহাণক, সিংঘাণ, কফ, শ্লেষ্মা, খেদ। (শব্দার্থ)

সিংহানা, রাজপুতনার জয়পুর রাজ্যের শেখাবতী জেলার অন্তর্গত একটী নগর। দিল্লী হইতে ৯৫ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে ও জয়পুর নগর হইতে ৮০ মাইল উত্তরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৮°৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°৪৪´ পূঃ। এই নগরটী সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৬০০ ফিট্ উচ্চে একটী বেগুনিয়া রঙের পর্ব্বতের পাদদেশে স্থাপিত। এখানকার অট্টালিকাগুলি প্রস্তরনির্ম্মিত ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। নগরের ২ মাইল দক্ষিণে একটী শৈলে তাম্রের খনি ছিল। এতদ্ভিন্ন শাণকেট ও শালকিউরেট নামক পদার্থ এখানে খনিজ অবস্থায় পাওয়া যাইত। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ঐ খনিকার্য্যের ব্যয় অধিক হইয়া পড়ায় উহার কার্য্য বন্ধ হইয়াছে।

সিংহার্ক (ত্রি) সিংহস্থ অর্কঃ। সিংহরাশিস্থিত ভাস্কর। সিংহরাশিতে সূর্য্য থাকিলে তাহাকে সিংহার্ক কহে।

সিংহাবলোক (পুং) সিংহস্য অবলোকঃ অবলোকনং। ১ সিংহের অবলোকন, সিংহাবলোকন। ২ ছন্দোভেদ।

সিংহাবলোকিত (ক্লী) সিংহস্য অবলোকিতং। ১ সিংহের অবলোকন। (পুং) ২ ন্যায়ভেদ, সিংহাবলোকিত ন্যায়। সিংহ যেরূপ সমীপস্থিত বস্তু অবলোকন না করিয়া দূরস্থ বস্তু অবলোকন করে, তদ্রূপ, অর্থাৎ যে স্থলে নিকটস্থ বিষয় না দেখিয়া দূরস্থ বিষয় দৃষ্ট হয়, তথায় এই ন্যায় হইয়া থাকে, অথবা সিংহ যেরূপ তুল্যরূপে অবলোকন করে, তদ্রূপ, যে স্থলে সমান ভাবে দৃষ্ট হয়, তথায় এই ন্যায়। "সিংহাবলোকিতন্যায়েন অসৌ স্ত্রী অসৌ পুমান্" (ব্যাকরণ) এই স্থলে অসৌ এই শব্দ পুং ও স্ত্রীলিঙ্গে তুল্য। এই স্থলে সিংহের দৃষ্টির ন্যায় ইহা তুল্যরূপে হইয়াছে, এই জন্য এই ন্যায় হইল। [ন্যায় শব্দ দেখ।]

সিংহাসন (ক্লী) সিংহচিহ্নিতং আসনং। স্বর্ণময় রাজাসন, রাজাদিগের যে শ্রেষ্ঠ আসন। রাজগণ স্বর্ণাদিখচিত যে উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন করেন, তাহাকে সিংহাসন কহে।

"রাজ্ঞো বরাসনং নাম শ্রীসিংহাসনমুচ্যতে।
শুভে মুহূর্ত্তে শুভমাসবর্ষে সুবারবেলাতিথিচন্দ্রযোগে।
স্থানে নিরুক্তপ্রমিতীভিতানে সিংহাসনাদ্যন্বিধিং বদন্তি॥
স্থিররাশিগতে ভানৌ চন্দ্রে চ স্থিরভোদিতে
আসনারম্ভমিচ্ছন্তি গৃহারম্ভেঽপি যেষু চ॥" ইত্যাদি।

রাজগণের শ্রেষ্ঠ যে আসন তাহাই সিংহাসন। এই সিংহাসন প্রস্তুত করিতে হইলে শুভ মুহূর্ত্ত, শুভ মাস ও শুভ বর্ষ, উত্তম বেলা, উত্তম তিথি ও চন্দ্রশুদ্ধি দেখিয়া এবং গৃহারম্ভে যে সকল তিথিনক্ষত্রাদির উল্লেখ আছে, সেই সকল তিথিনক্ষত্রাদিতে কার্য্য আরম্ভ করিতে হয়। কদাচ অশুভ দিনে সিংহাসন প্রস্তুত করিবে না। সিংহাসন প্রস্তুত করিবার কালে বিশেষ করিয়া দেখিতে হইবে যে, সেই দিন চন্দ্র তারা শুদ্ধ, রবি প্রভৃতি গ্রহগণ শুভ ভাবে অবস্থান, বার, তিথি, নক্ষত্র, লগ্ন প্রভৃতি শুভ হইবে, কারণ অশুভ দিনে সিংহাসন নির্ম্মাণ করিয়া রাজা তাহাতে উপবেশন করিলে তাহার বিশেষ অশুভ হইয়া থাকে। আর উক্ত

দিয়ে যে সিংহাসন প্রস্তুত হয়, রাজা তাহাতে উপবেশন করিলে অচিরে তাহার নানা প্রকার সুমঙ্গল হইয়া থাকে। এই জন্য সিংহাসন প্রস্তুত বিষয়ে উক্ত রূপ দিনের শুভাশুভ দেখা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

এই সিংহাসন ৮ প্রকার, পদ্ম, শঙ্খ, গজ, হংস, সিংহ, ভৃঙ্গ, মৃগ ও হয়, অর্থাৎ পদ্মসিংহাসন, শঙ্খসিংহাসন প্রভৃতি।

"পদ্মঃ শঙ্খো গজো হংসঃ সিংহো ভৃঙ্গো মৃগো হয়ঃ।
অষ্টৌ সিংহাসনানীতি নীতিশাস্ত্রবিদো বিদুঃ॥"

এই সকল সিংহাসনের নির্ম্মাণবিধি ও লক্ষণাদির বিষয় যুক্তিকল্পতরুতে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে, অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে ইহা লিখিত হইল। ১ পদ্মসিংহাসন—এই পদ্ম সিংহাসন শ্রীপর্ণী কাষ্ঠে নির্ম্মিত এবং পদ্মমালায় দ্বারা চিত্রিত এবং স্থানে স্থানে পদ্মরাগমণিখচিত ও বিশুদ্ধ কাঞ্চনমণ্ডিত করিতে হইবে। চরণাগ্রে অর্থাৎ যে স্থানে পা রাখিতে হয়, সেই স্থানে পদ্মরাগমণি দ্বারা চিত্রিত আট দিকে রাজার ১২ আঙ্গুল পরিমাণ ৮টী পুত্রিকা এবং আসন চতুরস্র হইবে। ইহার উপরে বারশটী পুত্রিকা থাকিবে, ঐ সকল পুত্রিকার স্থানে স্থানে নবরত্ন দ্বারা খচিত এবং রক্তবস্ত্র দ্বারা আবৃত করিবে, এইরূপ লক্ষণযুক্ত আসনকে পদ্মসিংহাসন কহে। রাজা এই সিংহাসনে উপবেশন করিয়া রাজকার্য্য সম্পাদন করিলে অতিশয় প্রতাপশালী হইয়া থাকেন।

২ শঙ্খসিংহাসন—এই সিংহাসন শুভ্র ইন্দ্রকাষ্ঠ দ্বারা নির্ম্মিত ও শঙ্খমালা দ্বারা শোভিত হইবে। ইহার সর্ব্বত্র শুভ্র স্ফটিক ও রূপা দ্বারা ভূষিত করিতে হয়। চরণাগ্রে শঙ্খনাভি এবং সপ্তবিংশতি পুত্রিকা থাকিবে। ইহার সকল স্থান বিশুদ্ধ স্ফটিক বিশুদ্ধ এবং শুভ্র পট্টবস্ত্রে আবৃত হইলে শঙ্খসিংহাসন হইবে।

৩ গজসিংহাসন—এই সিংহাসন কাঁঠালের কাষ্ঠ দ্বারা প্রস্তুত করিতে হয়। ইহা গজমালা, বিদ্রুম, বৈদূর্য্য ও কাঞ্চন দ্বারা ভূষিত করিবে, ইহার চরণাগ্রে গজশির এবং পুচ্ছে এক একটী পুত্রিকা থাকিবে এবং উহা মাণিক্য দ্বারা শোভিত ও রক্তবস্ত্র দ্বারা আবৃত হইবে। এই সিংহাসন সাম্রাজ্যফলদায়ক।

৪ হংসসিংহাসন—ইহা শালকাষ্ঠে প্রস্তুত করিতে হয় এবং হংসমালা দ্বারা শোভিত, পুষ্পরাগ, কাঞ্চন ও মুক্তাবিম্ব দ্বারা চিত্রিত, চরণাগ্রে হংসরূপ, একবিংশতি পুত্রিকা ও গোমেদ রত্নখচিত পীত বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিবে। এই সিংহাসন সকল অনিষ্টবিনাশক।

৫ সিংহসিংহাসন—এই সিংহাসন চন্দনকাষ্ঠে নির্ম্মিত এবং সিংহমালা দ্বারা বিভূষিত, সকল বিশুদ্ধ স্বর্ণখচিত, মধ্যে মধ্যে হীরক খচিত, চরণাগ্রে সিংহদেহ, একবিংশতি পুত্রিকা ও ইহা মুক্তা প্রভৃতি দ্বারা ভূষিত এবং শুভ্র বস্ত্রাবৃত করিবে। রাজা এই আসনে উপবেশন করিলে সমস্ত পৃথিবী অনায়াসে শাসন করিতে পারেন।

৬ ভৃঙ্গসিংহাসন—ইহা চম্পককাষ্ঠনির্ম্মিত, ভৃঙ্গমালা দ্বারা শোভিত ও মরকতমণি খচিত হইবে। পাদাগ্রে পদ্মকোষ, ত্রিংশতি পুত্রিকা এবং নীলবস্ত্রে আবৃত করিতে হইবে। এই সিংহাসন শত্রুক্ষয়কারক ও বিজয়প্রদ।

৭ মৃগসিংহাসন—এই সিংহাসন নিম্ব কাষ্ঠে প্রস্তুত করিতে হয়, এবং ইহা মৃগমালা দ্বারা সুশোভিত, ইন্দ্রনীল ও কাঞ্চন দ্বারা চিত্রিত, চরণাগ্রে মৃগশির, ৩০টী পুত্রিকা এবং নীলবস্ত্রে আচ্ছাদন করিতে হয়। এই সিংহাসন লক্ষ্মী, বিজয়, সম্পত্তি ও ঐশ্বর্য্যপ্রদ।

৮ হয়সিংহাসন—ইহা কেশর কাষ্ঠ দ্বারা প্রস্তুত, হয়মালা এবং সমস্ত রত্ন দ্বারা বিভূষিত, ৭৫টী পুত্রিকা, চরণাগ্রে হয়শির এবং উহা বিচিত্র বস্ত্রে ভূষিত হইবে। এই সিংহাসন লক্ষ্মী ও বিজয়বর্দ্ধক।

রাজগণের এই ৮ প্রকার সিংহাসন। এই অষ্টবিধ সিংহাসনের যে কোন সিংহাসনে উপবেশন করিয়া রাজা রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন, ইহাতে তাহাদিগের সকল প্রকার সুমঙ্গল হইবে। যে রাজা দম্ভপূর্ব্বক ইহার অতিক্রম করেন, তিনি অচিরাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং তাহার নানা প্রকার বিপত্তি ঘটে। পরের আসনে বা নিরাসনে রাজা উপবেশন করিবেন না, করিলে তিনি শত্রু কর্ত্তৃক হত হইয়া থাকেন।

যুক্তিকল্পতরু, শুক্রনীতি প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার বিবরণ আছে।

২ চতুরঙ্গক্রীড়ায় জয়বিশেষ। রঘুনন্দন লিখিয়াছেন—

"অক্ষত্রাজপদং রাজা যদা যাত্যো যুধিষ্ঠিরঃ।
তদা সিংহাসনং তস্য তদাতে নৃপসত্তম।
রাজা চ নৃপতিং হত্বা কুর্য্যাৎ সিংহাসনং যদা।
দ্বিগুণং বাহয়েৎ পণামষ্টৈবকগুণং ভবেৎ।
মিত্রসিংহাসনং পার্থ যদা রোহতি ভূপতিঃ।
তদা সিংহাসনং নাম সর্ব্বং নশ্যতি তদ্বলং॥" (তিথিতত্ত্ব)

উক্ত ক্রীড়ায় রাজা যখন অন্য রাজপদ প্রাপ্ত হন, তখন তাহার সিংহাসন হয়, অর্থাৎ সেই ক্রীড়ায় যদি তাহার জয় হয়, অথবা রাজা যদি নৃপতিকে হনন করিয়া সিংহাসন লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলেও তিনি জয়ী হন। অথবা রাজা যদি কোনরূপে মিত্রসিংহাসনও লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলেও তিনি জয়লাভ করেন। উক্তরূপ জয়লাভ করার নাম সিংহাসন। তিথিতত্ত্বে এই ক্রীড়ার বিবরণ এবং জয়পরাজয়াদির বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

৩ যোগাসনবিশেষ। যোগীদিগের যোগ করিবার নিমিত্ত একটী আসন। এই আসনের লক্ষণ—

"গুল্ফৌ চ বৃষণস্যাধঃ সীবন্যাঃ পার্শ্বয়োঃ ক্ষিপেৎ।
দক্ষিণে সব্যগুল্ফন্তু দক্ষগুল্ফন্তু সব্যকে॥
হস্তৌ চ জান্বোঃ সংস্থাপ্য স্বাঙ্গুলীঃ সম্প্রসার্য চ।
ব্যাত্তবক্ত্রো নিরীক্ষেত নাসাগ্রং সুসমাহিতঃ॥
সিংহাসনং ভবেদেতৎ পূজিতং যোগিভিঃ সদা॥" (হঠপ্রদীপ)

গুল্ফদ্বয় অর্থাৎ দুইটী গোড়ালী বৃষণের অধঃ এবং সীবনীর পার্শ্বদেশে নিক্ষেপ করিবে। হস্তদ্বয় জানুদেশে সংস্থাপনপূর্ব্বক অঙ্গুলি সকল প্রসারিত করিয়া দিবে। মুখ বিবৃত করিয়া নাসিকার অগ্রভাগ নিরীক্ষণ করিতে থাকিবে। এইরূপ অবস্থান করাকে সিংহাসন কহে। এই সিংহাসন আসনসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যোগিগণ সর্ব্বদা এই আসনের প্রশংসা করেন। এই আসনে যোগাভ্যাস করিলে অচিরে যোগসিদ্ধ হয়।

(পুং) সিংহস্য আসনং উপবেশনমিব আসনং যত্র। ৪ ষোড়শ প্রকার রতিবন্ধের মধ্যে চতুর্দ্দশ রতিবন্ধ। ইহার লক্ষণ—

"কক্ষদ্ব্যাধরবাহু চ কৃত্বা যোষাপদদ্বয়ং।
স্তনৌ ধৃত্বা রমেৎ কামী বন্ধঃ সিংহাসনো মতঃ॥" (রতিমঞ্জরী)

৫ জ্যোতিষোক্ত যোগভেদ, সিংহাসনযোগ। জাত বালকের জন্মকালে গ্রহগণ যদি মীন, মেষ, বৃষ ও তুলারাশিতে অবস্থান করে, তাহা হইলে সিংহাসনযোগ হয়। উক্ত সিংহাসনযোগে যাহার জন্ম হয়, তাহার রাজ্যলাভ হইয়া থাকে।

"মীনে মেষে বৃষে চৈব তুলায়াং গ্রহসংস্থিতে।
এষ সিংহাসনোযোগো যোগো রাজ্যপ্রদো ভবেৎ॥"
(বৃহজ্জাতক)

ইহা ভিন্ন আরও একটী সিংহাসনযোগ আছে, তাহাকে কেন্দ্রসিংহাসন যোগ কহে। এই যোগ যথা—জাত বালকের যদি লগ্নাধিপতি কেন্দ্র অথবা নব, পঞ্চম বা দ্বিতীয় স্থানে থাকে, তাহা হইলে এই যোগ হয়। লগ্ন, লগ্নের চতুর্থ, সপ্তম ও দশম স্থানকে কেন্দ্র কহে। এই যোগে জাতক জন্মগ্রহণ করিলে বিশ্ববিখ্যাতকীর্ত্তি ও রাজা হয়। (বৃহজ্জাতক)

সিংহাসনচক্র (স্ত্রী) সিংহাসনমিব চক্রং। চক্রবিশেষ, সপ্তবিংশতি নক্ষত্রাঙ্কিত নরাকার তিনটী চক্র। জ্যোতিস্তত্ত্বে এই চক্রের বিস্তৃত বিবরণ কথিত হইয়াছে। এই চক্র দ্বারা রাজাদিগের সিংহাসন বিষয়ের শুভাশুভ জ্ঞাত হওয়া যায়। একটী নর অঙ্কিত করিয়া অঙ্গবিশেষে ২৭টী নক্ষত্র অঙ্কিত করিতে হয়, এই সকল নক্ষত্রে সূর্য্যাদি গ্রহগণ অবস্থিতি করিলে তাহার দ্বারা ফল নিরূপণ করিতে হয়। বাহুল্য ভয়ে সে সমস্ত এই স্থলে উল্লেখ করা হইল না।

সিংহাস্য (পুং) সিংহস্য আস্যমিব পুষ্পমস্য। ১ বাসক। (অমর) (ত্রি) ২ সিংহতুল্য মুখ, যাহার মুখ সিংহের ন্যায়।

সিংহিকা (স্ত্রী) ১ কশ্যপ মুনির পত্নী। রাহুগ্রহের মাতা, ইহার দুইটী পুত্র হয়, একটীর নাম রাহু, অপরের নাম বাতাপুত্র। দেবগণ রাহুর মস্তক ছেদন এবং বাতাপুত্রকে হনন করেন।

"কশ্যপস্য গৃহিণী তু সিংহিকা
রাহুবাতাপিতনয়াবজীজনৎ।
পূর্ব্বজোহরিনিকৃত্তকন্ধরো
দৈবতৈরবরজো নিপাতিতঃ॥" (বাক্যবাগবত)

সিংহিকাসূনু (পুং) সিংহিকায়াঃ সূনুঃ পুত্রঃ। ১ রাহু। (শব্দরত্না°) ২ বাতাপুত্র। [সিংহিকা দেখ।]

সিংহিকেয় (পুং) সৈংহিকেয়, সিংহিকার পুত্র, রাহু। (হরিবংশ)

সিংহিনী (স্ত্রী) বৌদ্ধদেবীভেদ।

সিংহিয় (পুং) (পা ৫।৩।৪১) সিংহজাতি। সিংহ।

সিংহিল (পুং) সিংহ, সিংহজাতি। (পা ৫।৩।৮১)

সিংহী (স্ত্রী) সিংহ স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ১ সিংহপত্নী। ২ বার্ত্তাকী, বাগুন। (অমর) ৩ কণ্টকারী। ৪ বাসক। (মেদিনী) ৫ বৃহতী। ৬ রাহুমাতা। (বিশ্ব) ৭ মুদ্গপর্ণী। ৮ বৃহৎ কণ্টকারী। ৯ শিরা। ১০ নাড়ী। ১১ স্বর্ণবরাটিকা। (রাজনি°)

সিংহীমারী, আসাম প্রদেশের গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। ব্রহ্মপুত্রনদের বামকূলের অদূরে অবস্থিত। গারোহিল পর্ব্বতমালার তুরা নামক সেনাবাস হইতে ইহা ৫৩ মাইল পশ্চিমে, এখান হইতে তুরা পর্য্যন্ত একটী পাকা রাস্তা আছে। প্রতি সপ্তাহে এখানে একটী হাট বসে এবং গারোরা পার্ব্বতীয় নানা প্রকার দ্রব্য ঐ হাটে বেচিতে আনে।

সিংহীমারী (সিঙ্গীমারী) বাঙ্গালায় কোচবিহার রাজ্যে প্রবাহিত একটী নদী। কোচবিহারের উত্তরপশ্চিম কোণের গীতি বিভাগের যোয়ারের হাট নামক স্থান দিয়া এই নদী মলঢাকা নামে ধীরে ধীরে সিঙ্গাডাঙ্গা, পাশিগ্রাম, বৈকালা (বৈবালা), খেজেরবাড়ী ও মাথাভাঙ্গা প্রভৃতি গ্রামের মধ্য দিয়া দক্ষিণ-পূর্ব্বাভিমুখে আসিয়াছে। রাজ্যের ঠিক মধ্যস্থলে এই নদী মনসাই নামে এবং আরও দক্ষিণে সিংহীমারী নামে খ্যাত হইয়াছে। মুজনাই, শুভালা, ধধুয়া, জোলদ প্রভৃতি শাখা ইহার কলেবর পুষ্ট করিতেছে। ধর্লা বা জোর্ষা নদীর সহিত সিংহীমারী এইবার স্বতন্ত্র হইয়া শেষে দুর্গাপুর ও জিতামহ নামক বাণিজ্য-কেন্দ্রের সন্নিকটে কোচবিহারের প্রান্তদেশে ধর্লায় মিলিত হইয়াছে।

এই সিংহীমারী নদীর কূলে বর্ত্তমান গোসাইমারী গ্রামের সন্নিকটে কামতাপুর রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রাচীন মন্দির

ও দুর্গাদির ধ্বংসাবশেষে এখনও প্রাচীন রাজধানীর গৌরব জ্ঞাপন করিতেছে। মাথাভাঙ্গা উপবিভাগের সদর পর্য্যন্ত ঐ নদীতে সকল সময়ে ১০০/ মণ বোঝাই নৌকা গমনাগমন করিতে পারে। বর্ষাঋতুতে এই নদীবক্ষে বড় বড় নৌকা আরও উত্তর পর্য্যন্ত যাতায়াত করিতে সমর্থ হয়।

সিংহীলতা (স্ত্রী) বৃহতীলতা। (ভাবপ্র°)

সিংহেন্দ্র (পুং) সিংহশ্রেষ্ঠ, সিংহরাজ। (শব্দরত্না°)

সিংহেশ্বর, উড়িষ্যার পুরী জেলার অন্তর্গত একটী গিরিসঙ্কট। এই গিরিপথ দিয়া গঞ্জাম পাওয়া যায়। উচ্চতায় অধিক না হইলেও এই স্থান পার্ব্বতীয় সৌন্দর্য্যে পূর্ণ।

সিংহেশ্বর, উত্তরাপথে প্রতিষ্ঠিত একটী দেব-মূর্ত্তি।

সিংহেশ্বরস্থান, বাঙ্গালার ভাগলপুর জেলার নিঃশঙ্কপুর-কুড়া পরগণার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। মধীপুর হইতে ৪ মাইল উত্তরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫°৫৮´৪৮´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৬°৪০´৩১´´পূঃ। সমগ্র বেহার বিভাগের মধ্যে ইহা একটী প্রসিদ্ধস্থান। গঙ্গার উত্তরে হস্তিবিক্রয়ার্থ প্রসিদ্ধ এরূপ মেলাস্থান আর কোথাও নাই। এখানে প্রতিবৎসর মাঘ মাসে একটী মেলা হয়। ঐ মেলায় পূর্ণিয়া, ত্রিহুত, মুঙ্গের ও নেপালের সন্নিকটস্থ পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে ব্যবসায়ীরা ক্রয়বিক্রয়ার্থ আগমন করিয়া থাকে। হস্তী ভিন্ন এখানে অশ্ব, অশ্বতর, দেশীয় বিনামা, বিলাতী বস্ত্র ও নেপালী কুক্‌ড়ী নামক ছুরিকা প্রভৃতি দ্রব্যও বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। এই গ্রামে একটী মন্দিরে সিংহেশ্বর নামক শিবমূর্ত্তি স্থাপিত। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস সিংহেশ্বরের পূজা দিয়া দেবতারাধন করিলে বন্ধ্যা নারীও পুত্রবতী হয়। এই কারণে অনেক রমণীই প্রতিদিন সিংহেশ্বর স্থানে সমাগত হইয়া পূজাদি দেয় ও পুত্র কামনা করে। কিম্বদন্তী এই যে, এই স্থান ও মন্দির এক সময়ে জয়রাজাদিগের অধিকারে ছিল। তাঁহারা যাত্রীগণের প্রদত্ত পূজা দ্রব্যের কতকাংশ লইতে স্বীকার করিয়া বর্ত্তমান পাণ্ডাদিগের পূর্ব্বপুরুষের হস্তে দেবতার সেবাভার অর্পণ করিয়া মন্দির ছাড়িয়া দেন। জয়বংশের অধঃপতন ঘটিলে পাণ্ডাগণ পূর্ব্বচুক্তি ভঙ্গ করিয়া পূজাভাগ দিতে অস্বীকৃত হন। তদবধি তাঁহারাই মন্দিরের ও তাহার ভূসম্পত্তির একমাত্র অধিকারী রহিয়াছেন।

সিংহোদ্ধতা (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিচরণে ১৪টী করিয়া অক্ষর থাকে। এই ছন্দ বসন্ততিলক ছন্দের নামান্তর, কেহ ইহাকে বসন্ততিলক, কেহ সিংহোদ্ধতা এবং কেহ সিংহোন্নতা, কেহ বা উদ্ধর্ষিণী বলিয়া থাকেন। [ইহার লক্ষণাদির বিষয় বসন্ততিলক শব্দে দেখ]

সিংহোন্নতা (স্ত্রী) ছন্দোবিশেষ। [সিংহোদ্ধতা দেখ।]

সিঁউতী (দেশজ) পুষ্পবিশেষ। সেফালিকা পুষ্প।

সিঁড়ি (হিন্দী) সোপান, সোপান শব্দের অপভ্রংশ।

সিঁধ (দেশজ) সন্ধিশব্দের অপভ্রংশ, চোরেরা চুরি করিবার কালে যে সন্ধি খনন করে, তাহাকে সিঁধ কহে।

সিঁধকাটী (দেশজ) লৌহাদি নির্ম্মিত শলাকাকার অস্ত্রবিশেষ। এই অস্ত্র দ্বারা চোরেরা গৃহপ্রাচীরে সিঁধ কাটিয়া থাকে এইজন্য উহাকে সিঁধকাটী কহে।

সিঁধান (দেশজ) অজ্ঞাতসারভাবে প্রবেশকরণ।

সিঁধাল (দেশজ) চোরবিশেষ, সিঁধাল চোর। যাহারা সিঁধ কাটিয়া চুরি করে, সংস্কৃতে ইহাদের নাম সন্ধিচোর।

সিঁধেল (দেশজ) যাহারা গৃহাদির সন্ধিস্থল গোপনে ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক গৃহস্থের দ্রব্যাদি অপহরণ করে।

সিকতা (স্ত্রী) সিক সেচনে বাহুলকাৎ অতচ্‌। ১ সিকতিল, বালুকাযুক্ত ভূমি। (মেদিনী) ২ বালুকা। (রাজনি°)

সিকতা, পুরীধামের শ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভুর মন্দিরের পশ্চিমদিকে অবস্থিত সমুদ্রের বেলাপ্রদেশ। এখানে লোকনাথ মহাদেবের মন্দির বিদ্যমান।

সিকতাত্ব (স্ত্রী) সিকতা ভাবে ত্ব। সিকতার ভাব বা ধর্ম।

সিকতাময় (স্ত্রী) সিকতাস্বরূপ, সিকতা-ময়ট্‌। বালুকাময় তট, পর্য্যায়—সৈকত। (অমর) বালুকাময় নদীর তটভূমি।

সিকতামেহ (পুং) মেহরোগবিশেষ। ইহার লক্ষণ—এই রোগে রোগীর মূত্রের সহিত সিকতার ন্যায় ক্ষরণ হয়। এই জন্য ইহাকে সিকতামেহ কহে। (সুশ্রুত নি°) [মেহ দেখ।]

সিকতামেহিন্‌ (ত্রি) সিকতামেহঃ অস্ত্যস্যেতি ইনি। সিকতামেহরোগী। (সুশ্রুত)

সিকতাবৎ (ত্রি) সিকতাঃ সন্ত্যস্যেতি মতুপ্‌ মস্য ব। বালুকাবহুল দেশ। পর্য্যায়—সিকতা, সিকতিল, সৈকত। (ভরত)

সিকতাবর্ত্মন্‌ (পুং) বালুকাময় পথ।

সিকতাসিন্ধু (পুং) কাশ্মীরের জনপদবিশেষ। (রাজতর°)

সিকতিল (ত্রি) সিকতাঃ সন্ত্যস্যেতি সিকতা (দেশে লুচিলচৌ। পা ৫।২।১০৫) ইতি ইলচ্‌। সিকতাবান্‌, সৈকতভূমি।

সিকত্য (ত্রি) সিকতাসু ভবঃ, যাহা সৈকত ভূমিতে বা বালুকাময় প্রদেশে হয়, তাহার নাম সিকত্য। "নমঃ সিকত্যায় চ" (শুক্লযজুঃ ১৬।৪৩) 'সিকতাঃ সিকতাসু ভবঃ' (মহীধর)

সিকন্দর, মহাত্মা আলেকসান্দারের (Alexander the Great) পারসিক নাম। মাকিদনীয় আলেকসান্দারের গুণাবলী ও বীরত্বের পরিচয় পাইয়া অবধি মুসলমানেরা ঐ নামের বিশেষ পক্ষপাতী হন এবং তদবধি তাঁহারা সিকন্দর নাম গ্রহণ

করিতে থাকেন। কোরাণে মহম্মদ ইহাকে "জুলকর্ণিন্" বা দ্বিশৃঙ্গ মনুষ্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সিকন্দরের প্রচলিত মুদ্রায় অথবা পদকসমূহে তাঁহার যে মূর্ত্তি প্রদত্ত আছে, তাহার শিরোদেশে মেষশৃঙ্গ চিহ্ন (Ammon with a Ram's Horn) বিদ্যমান দেখিয়া ইস্লাম-ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক সম্ভবতঃ ঐরূপ উক্তিই প্রয়োগ করিয়া থাকিবেন। কোরাণের প্রাচ্য দেশীয় টীকাকারগণ জুলকর্ণিন্" পদে কাহাকে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা স্থির করিতে না পারিয়া বলিয়াছেন, ঐরূপ ব্যক্তি নিশ্চয়ই ঈশ্বরানুগৃহীত। সিকন্দর প্রকৃত ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন, তিনি পারগম্বর খিজির কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া যমপুরীর নিকটস্থ জীবন প্রস্রবণ (Fountain of life) সমীপে সমুপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে তিনি ঐ নির্ঝরের অমৃতধারা পান করিতে দেবগণ কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হন।

৩২৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে ৩৩ বর্ষ বয়সে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। ৩৩১ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে তিনি পারস্যপতি দরায়ুসকে পরাজিত করিয়া ৩২৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবিজয়ে গমন করেন। এখানে পঞ্জাব প্রদেশে পুরু গ্রীকগ্রন্থলিখিত (Porus) নামক রাজার সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে বিজিত পুরুরাজের সহিত বিজেতা আলেকসান্দর মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিলেন।

[আলেকসান্দর দেখ।]

সিকন্দর, মুসলমান কবি খলিফা সিকন্দরের কাব্যনাম। ইনি পুরবী, মারবাড়ী ও পঞ্জাবী ভাষায় কতকগুলি মার্শিয়া রচনা করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন মধুমালতী-উপাখ্যান এবং রাজা দিলখবার ও হাবি বিষয়ক দুইখানি স্বরচিত কাব্য গ্রন্থ পাওয়া যায়।

সিকন্দর, (যুবরাজ), আমীর তৈমুরের পৌত্র এবং উমার শেখ মীর্জার পুত্র। আমীর তৈমুরের মৃত্যুর পর, ইনি স্বীয় মহম্মদ ও মীর্জ্জারুস্তম নামক স্বীয় ভ্রাতৃদ্বয়কে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের অধিকৃত ফার ও ইস্পাহান রাজ্য অধিকার করিয়া লন। এই-রূপ আচরণে বিরক্ত হইয়া তাঁহার পুল্লতাত শাহরুখ তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। যুদ্ধে সিকন্দর পরাজিত ও বন্দী হন। ১৪১৪ খৃষ্টাব্দে শাহরুখ তাঁহার চক্ষুদ্বয় উৎপাটিত করিয়া তাঁহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাইয়াছিলেন।

সিকন্দর আদিলশাহ, দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর রাজ্যের শেষ রাজা। তিনি অতি শৈশবে পিতা ২য় আলীআদিলশাহের সিংহাসনে ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে আরোহণ করেন। বাল্যাবস্থানিবন্ধন তাঁহাকে আর স্বাধীনভাবে রাজ্যভোগ উপভোগ করিতে হয় নাই, তিনি চিরদিনই স্বীয় অমাত্য ও মন্ত্রিবর্গের অধীন ছিলেন। ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে বিজাপুর ও তদধীন সমুদায় প্রদেশ বাদশাহ অরঙ্গজেবের করতলগত হয়। রাজা সিকন্দর মোগল-হস্তে বন্দী হন এবং ৩ বৎসর কারাবাসে থাকিয়া তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

সিকন্দর কাদের মীর্জ্জা, মোগলসম্রাট্ শাহ আলমের বংশধর, জুমার্ দুর্বেষ মীর্জার পুত্র। ইনি কবি ছিলেন।

সিকন্দর খাঁ উজবেক, পারস্যের কাশ্গর রাজ্যের প্রসিদ্ধ সিকন্দর খাঁ-রাজবংশের একজন বংশধর। ইনি মোগল-সম্রাট্ হুমায়ুন বাদশাহের সহিত ভারতে আগমন করিয়া তাঁহার মন্ত্রি-পদে নিযুক্ত হন। ১৫৫৩ খৃঃ তিনি সসৈন্যে মীর্জা হায়দরের সহিত কাশ্মীররাজ্য জয়ে গমন করেন। উক্ত যুদ্ধে কাশ্মীর মোগল-সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে বাদশাহ আকবর শাহের রাজ্য-কালে লখ্নৌ সহরে তাঁহার জীবলীলা শেষ হয়।

সিকন্দর জাহ, দাক্ষিণাত্যের হায়দরাবাদ রাজ্যের একজন নিজাম (নবাব)। ইনি ১৮০২ খৃষ্টাব্দে পিতা নবাব নিজাম আলীখাঁ বাহাদুরের মৃত্যুর পর দাক্ষিণাত্যের মসনদে আরোহণ করেন। প্রায় ২৮ বৎসর রাজত্বের পর ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে তৎপুত্র মীর ফর্খুন্দ আলীখাঁ নাসির উদ্দৌলা নাম গ্রহণপূর্ব্বক রাজ্য-শাসন করিয়াছিলেন।

[নাসির উদ্দৌলা দেখ।]

সিকন্দরপুর, যুক্ত প্রদেশের অযোধ্যা বিভাগের উনাও জেলার একটী পরগণা। ভূপরিমাণ ৫৮৪০ বর্গমাইল। ৫১টী গ্রাম লইয়া এই পরগণা গঠিত, তন্মধ্যে ৪৮টী গ্রাম পরিহার-বংশীয় রাজপুতদিগের অধিকৃত। এই পরগণার উত্তরে পরিয়ার, পূর্ব্বে উনাও, দক্ষিণে হড়হা, ও পশ্চিমে কাণপুর জেলা।

এই পরগণায় পরিহারদিগের আধিপত্য বিস্তার সম্বন্ধে এই-রূপ একটী জনশ্রুতি আছে—পরিহারগণ এক সময়ে কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর অথবা ঝিগিনী নামক পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস করিত। কোন কারণে তাহারা আদিবাসভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়া মারবাড়ের বালুকাময় মরুদেশে আসিয়া বাস করিতে থাকে। কতদিন পরে এখান হইতেও বিতাড়িত ও তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দিকে গমন করে এবং যাহারা যেখানে প্রতিপত্তি বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহারা সেই স্থানেই থাকিয়া যায়।

কিরূপে পরিহার-বংশের আদিপুরুষ উনাও জেলার সরোসি বা সিকন্দরপুরে আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে একটী গল্প প্রচলিত আছে।—দিল্লীশ্বর হুমায়ুন বাদশাহের রাজত্বকালে যমুনাপারস্থিত ঝিগিনীনিবাসী জনৈক পরিহার রাজপুতের সহিত পুরেন্দ্রবাসিনী এক দীক্ষিতকন্যার বিবাহ হয়। বর আত্মীয় কুটুম্ব ও বন্ধুবর্গে সমাবৃত হইয়া সরোসি পরগণার মধ্য দিয়া শোভা-যাত্রা করেন। পথিমধ্যে একটী ইন্দারা দেখিয়া বরযাত্রীর দল

সেইখানে জলপানার্থ বিশ্রাম করে এবং সম্মুখে একটী দুর্গ দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করে, ঐ দুর্গাধিকারী কোন্ রাজা ? তদুত্তরে নিকটস্থ কোন ব্যক্তি বলিল, ঐ দুর্গ ও তন্নিকট প্রদেশ শূদ্রজাতীয় কোন রাজকের অধিকারভুক্ত। তদ্বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাহারা আর কোন কথা না বলিয়া গৃহের অভিমুখে চলিয়া গেল।

বিবাহের পর বর ও কন্যা লইয়া সকলে গৃহে ফিরিল। কিছুদিন পরে হোলিপর্ব্ব আসিল। ঐ পর্ব্ব দিনে পরিহারেরা পূর্ব্বোক্ত দুর্গ অধিকার করিতে কল্পনা করিল। পরিহার-দলপতি জাগেসিংহ সদলে সেই দিন যাত্রা করিয়া রাত্রিকালে তথায় উপনীত হইলেন। তখনও দুর্গ মধ্যে হোলির আমোদ চলিতেছে। ক্রমে গভীর নিশিথে নেশার ঘোরে সকলে অবসন্ন হইয়া পড়িল। আর কলরব নাই। দুর্গরক্ষিগণও নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতেছে, তখন উপযুক্ত সময় জ্ঞান করিয়া জাগেসিংহ সদল উপস্থিত হইয়া দুর্গাক্রমণ করিলেন। ঘোরতর রক্তস্রোত প্রবাহিত হইল। জাগেসিংহ সেই রাত্রেই দুর্গ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশের অধীশ্বর হইলেন।

জাগেসিংহ ক্রমে ৮০খানি গ্রাম অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার চারিপুত্র পিতৃসম্পত্তি বিভাগ করিয়া লন ; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ আমীন্ ও সাদহ যথাক্রমে ২০ খানি ও ৪৩ খানি গ্রাম পান। তৃতীয় পুত্র মানিক ধার্ম্মিক ছিলেন। তিনি অর্থের মোহে সংসারে জড়িত থাকিতে চাহিলেন না। তিনি গঙ্গাতীরে বসিয়া নির্ব্বিঘ্নে জীবন অতিবাহিত করিবার জন্য ভ্রাতাদিগের নিকট একখানি মাত্র গ্রাম ভিক্ষা করিলেন। সর্ব্বকনিষ্ঠ ভুলেশ্বর তখন অতি শিশু ছিল। ভ্রাতারা যাহা তাহাকে দিল সে তাহা গ্রহণ করিল। এইরূপে সম্পত্তি চারিভাগে বিভক্ত হওয়ায়, ইহাদের মধ্যে বিষয়াধিকার আর জ্যেষ্ঠ পুত্রগত থাকে নাই। সুতরাং বংশবৃদ্ধির সহিত বিষয়সম্পত্তি ক্রমশঃ বিভক্ত হইয়া পড়ায় সকলে প্রায় দরিদ্র হইল। জাগেসিংহ একপ্রদেশ জয় করিয়া এবং তৎপুত্রগণ উক্ত সম্পত্তি উপভোগ করিয়া যে মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিলেন, অবশেষ ছয়পুরুষের মধ্যে পরিহারদিগের সে সম্মান তিরোহিত হইয়াছিল।

অতঃপর হীরাসিংহের পুত্র কালন্দর সিংহের সময় এই বংশের পুনরভ্যুদয় ঘটে। হীরাসিংহ নানা বিপদাপদ সহ্য করিয়া শেষে স্বীয় তৃতীয় পুত্র কালন্দরকে ইংরাজ-কোম্পানীর সিপাহী দলে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, কালন্দর ক্রমে ৩১ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক দলের সুবাদার মেজর পদে উন্নীত হন। তিনিই তৎকালের ইংরাজ রেসিডেন্টের সাহায্যে ক্রমে ধনে মানে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তিনিই সমগ্র পরিহারদিগকে একত্র করিয়া আপনাদের বিভক্ত সম্পত্তি পুনরায় স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রের নামে একটী তালুকরূপে গঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যা ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হইবার সময় এই সম্পত্তি গোলামসিংহের নামেই ছিল।

সিকন্দরপুর, যুক্ত প্রদেশের বালিয়া জেলার বাঁসদিয়া তহশীলের অন্তর্গত একটী নগর। ঘর্ঘরা নদীর দক্ষিণকূলে বাঁসদিয়া হইতে ১৪ মাইল এবং বালিয়া হইতে ২৪ মাইল দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬°০২´১৮″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৪°০৫´৩৫″ পূঃ। খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দে জৌনপুররাজ সিকন্দর লোদীর নামে প্রতিষ্ঠিত ও তৎকালে মহাসমৃদ্ধ ছিল। প্রাচীন সুবৃহৎ একটী দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এবং বহুদূরব্যাপী ভগ্ন অট্টালিকাশ্রেণী আজিও সেই অতীত স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে। স্থানীয় লোকের পাটনার গমন হেতু এই নগর এককালে শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। এখনও এখানকার বাজারে প্রভূত পরিমাণে আতর ও গোলাপ জল প্রভৃতি বিক্রীত হইয়া থাকে।

সিকন্দর বেগম, রাজপুতনার দক্ষিণস্থ সুপ্রসিদ্ধ ভোপাল রাজ্যের জনৈক শাসনকর্ত্রী, ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ইহার জন্ম হয়। ইহার পিতা জাতিতে আফগান (পাঠান) এবং বিখ্যাত যোদ্ধা ছিলেন। মোগল-সম্রাট্ অরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তিনি আপনাকে ভোপালের স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন এবং আত্মপক্ষরক্ষণেও যথেষ্ট বীরত্বপ্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় সেনাবৃন্দ কর্ত্তৃক সিকন্দর বেগমের মাতা ভোপালরাজ্যের অভিভাবিকা নিযুক্ত হন এবং নাবালিকা সিকন্দর বেগম রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী মনোনীত হন।

মাতার অনভিমত সত্ত্বেও সিকন্দর স্বীয় খুল্লতাতপুত্র জাহাঙ্গীরকে বিবাহ করেন। বিবাহের পূর্ব্বে সিকন্দর ভাবী স্বামীকে অঙ্গীকার করান যে, তিনি কখনই রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না, সমস্ত কার্য্যই বেগমের অভিমতে পরিচালিত হইবে। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের মৃত্যু ঘটে। ইহার কিছুদিন পরে, আগ্রার দরবারে ইংরাজ গবর্মেণ্ট তাঁহার আচরণে ও রাজ্য-শাসন-প্রণালীতে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে G. C. S. I. উপাধি দান করেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে সিকন্দর বেগম প্রথমে ভোপাল রাজ্যের রিজেন্ট (অভিভাবক) হন, তৎপরে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত স্বয়ং রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠা কন্যা শাহজহান বেগম ভোপাল রাজ্যের অধীশ্বরী হন।

সিকন্দর মুনশী, পারস্যপতি ১ম শাহ অব্বাসের মন্ত্রী। ইনি ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে "আলম অরায় আব্বাসি" নামক একখানি ইতিহাস গ্রন্থে সফাবি বংশীয় রাজা ১ম শাহ ইস্মাইল হইতে ১ম শাহ অব্বাস পর্য্যন্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। গ্রন্থখানি ও

খণ্ডে সম্পূর্ণ, শেষখণ্ডে শাহ অব্বাসের জীবনবৃত্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থখানি শাহ অব্বাসকে উপহার স্বরূপ প্রদত্ত। ইনি ইস্কন্দার মন্সির বা সিকন্দর নামেও খ্যাত।

সিকন্দর শাহ, গুজরাতের একজন হিন্দু নরপতি। ইনি স্বীয় পিতা ২য় মুজঃফর শাহের মৃত্যুর পর ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে গুজরাত-সিংহাসনে আরোহণ করেন। ৩ মাস ১৭ দিন রাজত্বের পর তিনি গুপ্ত শত্রুর হস্তে নিহত হইলে তৎপুত্র নাসিরখাঁ ২য় মহম্মদ-শাহ নাম ধারণপূর্ব্বক রাজা হন।

সিকন্দরশাহ পূরবী, বাঙ্গালার একজন পাঠান নরপতি। ইনি ১৩৫৮ খৃষ্টাব্দে, পিতা সামস্ উদ্দীন্ ভঙ্গীরার মৃত্যুর পর বাঙ্গালার মসনদে উপবিষ্ট হন। তিনি রাজ্যশাসনকার্য্যে মনোনিবেশ করিবার পূর্ব্বেই দিল্লীশ্বর ফিরোজ শাহ তোগলক বাঙ্গালা আক্রমণ করেন। সিকন্দর তখন রাজ্যের প্রকৃত অবস্থা অবগত নহেন, সুতরাং দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা তাঁহার পক্ষে শুভজনক নহে জানিয়া তিনি বার্ষিক কর দিতে স্বীকৃত হইয়া ফিরোজের সহিত সন্ধি করিলেন। ফিরোজও তাহাতে প্রীত হইয়া দিল্লী অভিমুখে ফিরিয়া আসিলেন। প্রায় ৯ বৎসর কাল শান্তিসুখে রাজ্যশাসন করিয়া ১৩৬৭ খৃষ্টাব্দে সিকন্দরশাহ পূরবী পরলোক গমন করেন। তৎপরে তৎপুত্র গায়স্ উদ্দীন্ পূরবী রাজা হন।

সিকন্দরশাহ লোদী (সুলতান) দ্বিতীয় পাঠান-বংশীয় মুসলমান সম্রাট্। সুলতান বহ্লোল লোদীর পুত্র। ইনি নিজামখাঁ নামে খ্যাত ছিলেন। ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে পিতৃসিংহাসনলাভের পর সিকন্দর লোদী নামে আখ্যাত হন। ইহার রাজত্বকালে ভারতে ভয়ানক ভূমিকম্প হয়।* তাহাতে উত্তর-ভারতের অধিকাংশ স্থানের গৃহাদি ধ্বংস এবং লক্ষ লক্ষ লোক বিনষ্ট হইয়াছিল। দিল্লী নগরী ঐ সময়ে শোভাহীন হইলে সিকন্দর আগ্রায় রাজধানী মনোনীত করিয়া তথায় রাজপাট পরিবর্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার অধিকারে হিন্দুগণ প্রথমে পারস্যভাষা শিক্ষা করিতে আদিষ্ট হন। প্রায় ২১ বৎসর রাজত্বের পর ১৫১০ খৃষ্টাব্দে সিকন্দর শাহ পরলোক গমন করেন। ব্রীগ্‌স্ ফিরিস্তা নামক ফিরিস্তার অনুবাদগ্রন্থে ১৫১৭ খৃষ্টাব্দ লিখিত হইয়াছে। পারস্যভাষাবিদ্ বীল্ সাহেব উহাকে ভ্রম বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন।

সিকন্দর লোদী তাঁহার জীবিত কালে আগ্রা নগরের দক্ষিণকূলে বাদলগড় নামে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। মোগলসম্রাট্ অকবর শাহ ঐ দুর্গাংশ ভাঙ্গিয়া পুনরায় তাহা লালপাথরে গাথাইয়া দেন। কাসিমখাঁ মীরবহর নৌ-সেনাপতির তত্ত্বাবধানে ৮ বৎসর পরিশ্রমে ৩৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে উহার সংস্কার কার্য্য সাধিত হইয়াছিল। মোগলসম্রাট্ শাহ আলম্ বাদশাহের ও মধুরাও সিন্দের অধিকার সময়ে অকস্মাৎ ঐ দুর্গ ধ্বংস হইয়া পড়িয়া যায়। ইহার পুত্র ইব্রাহিম হুসেন লোদী।

[ভারতবর্ষ ও লোদীবংশ দেখ।]

সিকন্দরশাহ শূর, দিল্লীর শূরবংশীয় একজন রাজা। শেরশাহ শূরের ভ্রাতুষ্পুত্র। ইঁহার আসল নাম আহম্মদখাঁ শূর। ইনি ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে যে মাসে ইব্রাহিম শূরকে রণক্ষেত্রে পরাস্ত করিয়া দিল্লী-সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার এই সৌভাগ্যসুখ অধিক দিন ভোগ [illegible] নাই। কারণ উক্ত বর্ষের জুন মাসে ভারতেশ্বর হুমায়ুন বাদশাহ পুনরায় স্বীয় দল বল একত্র করিয়া পঞ্জাব সীমান্তে আসিয়া উপনীত হন। হুমায়ুন ইতিপূর্ব্বে শের শাহ কর্তৃক ভারত হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন। তিনি এক্ষণে সুযোগ দেখিয়া নষ্টরাজ্য উদ্ধারমানসে সদলে অগ্রসর হন। সিকন্দর শূর হুমায়ুনের গতিরোধ করিবার জন্য স্বয়ং অগ্রসর হইলেন। তিনি সরহিন্দস্থিত সেনাদলের নায়ক বৈরাম খাঁর সম্মুখে অগ্রসর হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ২২ জুন তারিখে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি শিবালিক শৈলের অন্তরালে পলায়ন করেন। মোগল-সম্রাট্ অকবর ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিয়া তাঁহাকে পর্ব্বতের নিভৃত নিবাস হইতে তাড়াইয়া দেন। অতঃপর সিকন্দর শূর বাঙ্গালায় পলাইয়া আসেন, এই স্থানেই দুই বৎসর পরে তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হয়।

সিকন্দর সুলতান, কাশ্মীরের একজন মুসলমান রাজা। ইনি "বুত-সিখান্" অর্থাৎ পুত্তলপ্রতিমাধ্বংসকারী বলিয়া সাধারণে পরিচিত। ইনি কাশ্মীরে ইস্লাম-ধর্মপ্রতিষ্ঠাতা শাহ মীর সরবেশের পৌত্র। সিকন্দর স্বীয় মাতার সাহায্যে পিতা সুলতান কুতব্ উদ্দীনের সিংহাসনে ১৩৯৩ খৃষ্টাব্দে অভিষিক্ত হন। রাজ্যের সমুদায় অমাত্য ও কর্মচারী তাঁহাকে কাশ্মীরের রাজা বলিয়া স্বীকার করেন। স্বীয় ভুজ ও প্রতিভাবলে সিকন্দর কাশ্মীরের প্রবল পরাক্রান্ত রাজা হইয়াছিলেন। তিনি হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ কাশ্মীরের বহু মন্দির ও দেবমূর্ত্তি ধ্বংস করিয়াছিলেন। ২৬ বৎসর ৯ মাস রাজত্বের পর ১৪১৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দেহান্তর ঘটে। ইহারই রাজ্যকালে তৈমুরলঙ্গ ভারত আক্রমণ করেন। সিকন্দর সুলতান তাঁহাকে উপযুক্ত নজর দিয়া পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিলেন।

সিকন্দরা, (সিকন্ত্রা). যুক্ত প্রদেশের আগ্রা জেলার আগ্‌রা তহসীলের অন্তর্গত একটী পল্লীগ্রাম। আগ্রা নগর হইতে ৫ মাইল উত্তরপশ্চিমে মথুরা যাইবার রাস্তার ধারে অবস্থিত। জৌনপুররাজ সিকন্দর লোদী এই নগর স্থাপন করিয়া এখানে ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে একটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। মোগল-

* ইংরাজী ১৫০৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুলাই রবিবার ভূমিকম্প হয়।

সম্রাট্ অকবর বাদশাহ আপনার শেষ দিনের দেহরক্ষার জন্ত এখানে একটী সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ করান, তজ্জন্যই ইহার বিশেষ প্রসিদ্ধি। ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে তৎপুত্র জাহাঙ্গীর কর্ত্তৃক ঐ সমাধিমন্দির সুসম্পন্ন হয়।

ফার্গুসন সাহেব ঐ মন্দিরের কারুকার্য্য নিরীক্ষণ করিয়া লিখিয়াছেন, অকবর শাহের নির্ম্মিত অপরাপর অট্টালিকা হইতে এই অট্টালিকা সর্ব্বাংশে নূতন। ভারতে ঐ সময়ে বা তাহার পূর্ব্বে যত প্রকার সমাধিমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাদের কাহারও সহিত উহার সৌসাদৃশ্য নাই। ইহা হিন্দু বা বৌদ্ধ স্থাপত্যাদির অনুকরণে গঠিত। ইহার চারিদিকে বিস্তীর্ণ উদ্যান আছে। তিনি আরও বলেন যে, উহার উচ্চতা ও গম্বুজ আরও একটু বড় হইলে উহাকে তাজমহলের সমকক্ষ ধরা যাইত।

সিকন্দরা, যুক্ত প্রদেশের এলাহাবাদ জেলার সুলপুর তহশীলের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ২৫°৩০´১৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২°১´৬´´ পূঃ। এই গ্রামের এক মাইল উত্তরপশ্চিমে গজনী-পতি মাহ্মুদের বিখ্যাত সেনাপতি সৈয়দ শালার মসায়ুদের সমাধি-মন্দির অবস্থিত। এখানে প্রতি বৎসর বৈশাখমাসে ঐ সমাধি-ক্ষেত্রে একটী মেলা বসে এবং প্রায় ৫০ হাজার মুসলমান সমবেত হয়।

সিকন্দরারাও, যুক্ত প্রদেশের আলীগড় জেলার একটী তহশীল বা উপবিভাগ। সিকন্দরা ও আকবরাবাদ পরগণা লইয়া ইহা গঠিত। ভূপরিমাণ ৩৫২ বর্গমাইল। এই উপবিভাগের প্রায় সমস্ত স্থানই উর্ব্বর ও উচ্চভূমি। গাঙ্গেয় খালের নানা শাখা দিয়া এখানকার ক্ষেত্রাদির জল-সরবরাহ হইয়া থাকে।

২ উক্ত জেলার একটী নগর এবং সিকন্দরারাও উপ-বিভাগের বিচার সদর। কোইল হইতে ২৩ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে কাণপুর যাইবার পথের ধারে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭°৪১´১০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°২৫´১৫´´ পূঃ। খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দে দিল্লীশ্বর সিকন্দর লোদী কর্ত্তৃক এই নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি রাওখাঁ নামক একজন আফগান বীরকে জায়গীর স্বরূপ এই স্থান প্রদান করেন। তদবধি উভয়ের নামের সংমিশ্রণে নগরটী সিকন্দরারাও নামে আখ্যাত হইয়াছে। নগরটী মিউনিসিপালিটীর তত্ত্বাবধানে পরিরক্ষিত হইলেও বিশেষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নহে। নগরটী নিম্নভূমে অবস্থিত থাকায় উহার জলরাশি উত্তমরূপ নিকাশ হইতে পায় না; এই জন্য জল জমিয়া স্থানে স্থানে পচিয়া উঠে ও দুর্গন্ধ হয়।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় এখানকার আফগান-সর্দ্দার দৌলৎ খাঁ বিদ্রোহী দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং মালা-গড়ের অধীশ্বর বলিদাদ্ খাঁর সহকারীরূপে কোইল অধিকার করিয়া বসেন। এই সময়ে কুন্দনসিংহ নামক জনৈক পুণ্ডীর-বংশীয় রাজপুত ইংরাজপক্ষে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি তৎকালে উক্ত পরগণার নাজিম স্বরূপ থাকিয়া শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। এখানে মোগল সম্রাট্ অকবর বাদশাহের সময়ে নির্ম্মিত একটী মসজিদ ও মুসলমান শাসনকর্ত্তার আবাস-ভবন অদ্যাপি ভগ্নাবস্থায় বিদ্যমান আছে।

সিকন্দরাবাদ, যুক্তপ্রদেশের বুলন্দ-সহর জেলার উত্তরপশ্চিম তহশীল। সিকন্দরাবাদ, দাদ্রী ও দনকৌর পরগণা লইয়া এই উপবিভাগ গঠিত। ভূপরিমাণ ৫২৪ বর্গমাইল। এই উপ-বিভাগ যমুনা নদীর পূর্ব্বকূলদেশে বিস্তৃত এবং গঙ্গা খালের দুইটী শাখার দ্বারা এখানকার জলাভাব দূর হইয়াছে। ইষ্টইণ্ডিয়া রেল এই উপবিভাগের মধ্য দিয়া গিয়াছে এবং সিকন্দরাবাদ ও দাদ্রী নামক স্থানে দুইটী রেলওয়ে ষ্টেশন ও এখানে মোট ৮টী থানা আছে।

২ উক্ত প্রদেশের বুলন্দসহর জেলার একটী নগর এবং সিকন্দরাবাদ তহশীলের বিচার সদর। গ্রাণ্ড্ ট্রাঙ্ক রোড নামক সুবিস্তৃত রাস্তার দিল্লীশাখার উপর, বুলন্দসহর হইতে ১০ মাইল পূর্ব্বে স্থাপিত। অক্ষা° ২৮°২৭´১০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°৪৪´৪০´´ পূঃ। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথের সিকন্দরাবাদ ষ্টেশন এই নগর হইতে ৪ মাইল দক্ষিণে স্থাপিত। নগরটী মিউনিসি-পালিটীর তত্ত্বাবধানে পরিরক্ষিত। ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর সিকন্দর লোদী এই নগর স্থাপন করেন। মোগল-সম্রাট্ অক-বর বাদশাহের শাসনকালে এই নগর একটী মহলের সদররূপে গণ্য ছিল। নাজিব উদ্দৌলা দিল্লীশ্বরকে রণক্ষেত্রে সহায়তা করায় জায়গীর প্রাপ্ত হন। এই নগরও সেই জায়গীরের কেন্দ্র-স্থল ছিল। ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার রাজপ্রতিনিধি সাদৎ খাঁ এই নগরে মরাঠা সেনাদিগকে পরাস্ত করেন। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে ভরতপুররাজের জাট সেনাদল এই নগরে ছাউনী করিয়াছিল। সুরযমল্লের মৃত্যু ও জবাহির সিংহের পরাজয়ের পর তাহারা যমুনা পার হইয়া পলায়ন করে। মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধীনে পরিচালিত সেনাপতি পেরোণের সেনাদল (Perron's brigade) এই স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিল। আলীগড় যুদ্ধের পর, কর্ণেল জেমস্ স্কিনার এই নগর অধিকার করেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহীবিদ্রোহের সময় নিকটবর্ত্তী স্থানবাসী গুজর, রাজপুত ও মুসলমান জাতিরা বিদ্রোহে যোগদান করিয়া সিকন্দরাবাদ আক্রমণ ও লুণ্ঠন করে। উক্ত বর্ষের ২৭এ সেপ্টেম্বর কর্ণেল গ্রেটহেডের অধীনস্থ সেনাদল তাহাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়া নগর পুনরুদ্ধার করিয়া লন। এখানে অনেকগুলি

মসজিদ ও হিন্দুমন্দির আছে। স্থানীয় প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী মুন্সী লক্ষ্মণদাসের বাসভবন উল্লেখযোগ্য।

এখানে মাথার পাগড়ী, উড়ানী ও জামা প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্য এক প্রকার উৎকৃষ্ট মসলিন প্রস্তুত হইয়া থাকে। দুইটী বাজার আছে; ঐ বাজারই স্থানীয় কার্পাস, চিনি ও শস্যাদির বাণিজ্য-ক্ষেত্র।

সিকন্দরাবাদ, (আলেকজন্দর নগর), হায়দরাবাদ বা নিজাম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত একটী নগর। এখানে ইংরাজরাজের একটী সেনানিবাস আছে। হায়দরাবাদ নগর হইতে ৬ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৮৩০ ফিট্ উচ্চে অবস্থিত। অক্ষা° ১৭°২৬´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°৩৩´ পূঃ। নিজাম সিকন্দর জার নামানুসারে সিকন্দরাবাদ সেনানিবাস স্থাপিত। ভারতে ইংরাজ গবর্মেন্টের যতগুলি সেনানিবাস আছে, তন্মধ্যে এই সেনানিবাস সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, কারণ ঐ স্থানে হায়দরাবাদের সাহায্যকারী সেনাদল (Haidrabad Subsidiary Force) ও মান্দ্রাজ সেনাদলের একটী বিভাগ রাখিবার ব্যবস্থা আছে।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে এখানে একদল য়ুরোপীয় ও একদল দেশীয় অশ্বারোহী সৈন্য ও রয়েল হর্স আর্টিলারী নামক কামানবাহীসেনা, একদল রয়েল আর্টিলারী (ফিল্ড গারিজন), ৩ দল কামানবাহী, দুইটী ইংরাজ ও চারিটী দেশীয় পদাতিকদল, এবং দুই দল স্যাপর ও মাইনার রক্ষিত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন তথায় অস্ত্রাগার পরিদর্শন জন্য যুদ্ধসজ্জাসংরক্ষণী-কার্য্যালয় (Ordnance Establishment) ও কমিসেরিয়ট বিভাগ আছে।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ২১এ মে ইংরাজের সহিত নিজামের যে সন্ধি হয়, তাহারই সর্ত্তানুসারে ইংরাজ গবর্মেন্ট স্বহস্তে উক্ত সেনাদল পোষণ করিয়া থাকেন। উক্ত বর্ষের পূর্ব্বে নিজাম ইংরাজসৈন্যের সাহায্যার্থ যে নূতন সেনাদল সংগ্রহ করেন, তাহারা কার্য্যকালে বিশেষ কার্য্যকারী না হওয়ায় নিজামের নির্দেশানুসারে ইংরাজ গবর্মেন্ট সেই সেনাদল পোষণ ও সুশিক্ষিত করিবার ভার গ্রহণ করেন। ঐ সেনাদলের ব্যয়বহনার্থ নিজাম আপনার অধিকৃত কতকগুলি জেলার রাজস্ব ইংরাজরাজকরে অর্পণ করিয়াছিলেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের সন্ধিপত্র ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে পুনরায় সংশোধিত হয়।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সিকন্দরা-সেনাবাস একটী বারিক ও শ্রেণীবদ্ধ কতকগুলি কুঠী বিরাজিত ছিল। উহা তৎকালে পূর্ব্বপশ্চিমে প্রায় ৩ মাইল লম্বা ছিল। উহার সম্মুখ ও বামভাগে অশ্বারোহী সেনাদল থাকিত এবং দক্ষিণে পদাতিক সেনাদিগের বাসগৃহ ছিল, উক্ত বর্ষে বলরাম পর্য্যন্ত সেনা নিবাসের সীমা বর্দ্ধিত হয় এবং প্রায় ১৯ বর্গ মাইল স্থান ব্যাপিয়া সিকন্দরাবাদের সেনানিবাস গঠিত হইয়াছিল। উহার মধ্যে কএকখানি গ্রামও বিদ্যমান আছে। এই নূতন সেনানিবাসে য়ুরোপীয় সেনাদলরক্ষার জন্য একটী সুবৃহৎ দ্বিতল বারিক এবং উহারই অদূরে দেশীয় সেনা-বৃন্দের জন্য সুন্দর গৃহাবলী নির্ম্মিত হইয়াছে।

সেনাবাস ও তাহার চতুর্দ্দিগবর্ত্তী দেশভাগ ক্রমোচ্চনিম্ন এবং খণ্ড শৈলমালাসমাকীর্ণ। ভূমিভাগও পার্ব্বতীয় স্তরে পূর্ণ। সেনাবাসের পূর্ব্বাংশে দানাদার পাথরের দুইটী শৈলচূড়া ভূপৃষ্ঠ ভেদ করিয়া সমুত্থিত হইয়াছে। উত্তরপূর্ব্বেও একটী দানাদার পাথরের পাহাড় আছে। উহা মুল-আলী নামে পরিচিত। উহার সন্নিকটে কদম-রসুল নামক শৈল। কিংবদন্তী এই যে, ঐ শৈলোপরে প্যাগম্বর মহম্মদের পদচিহ্ন আছে।

এই সেনাবাসের রাস্তা গুলির দুই ধারে বৃক্ষশ্রেণী বিদ্যমান। উহাদের শীতল ছায়া বড়ই মনোরম। য়ুরোপীয় সেনা-বারিক ও দেশীয় সৈন্যের আবাস স্থলে যথেষ্ট খর্জ্জুর ও তালবৃক্ষ দৃষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন প্রায় সকল স্থানই বৃক্ষাদি বর্জ্জিত। উচ্চভূমি ভাগে কোনরূপ শস্যাদিও জন্মে না। নিম্ন ভূমিতে ও উপত্যকা প্রদেশে শস্যাদির চাস হয়। ঐ জন্য স্থানে স্থানে বাঁধ দিয়া পুষ্করিণী প্রস্তুত হইয়াছে। সেনানিবাসের ঠিক দক্ষিণপশ্চিমে হুসেন-সাগর নামক সুবিখ্যাত বাঁধ। উহার পরিধি প্রায় ৩ মাইল।

এখানকার কুচ-কাওয়াজ-স্থান সুবিস্তৃত, প্রায় ৮ হাজার সৈন্য ঐ মাঠে দাঁড়াইয়া অবলীলাক্রমে কৃত্রিম যুদ্ধক্রীড়া প্রদর্শন করিতে পারে। এতদ্ভিন্ন উহার দক্ষিণপার্শ্বে সাধারণ রাজকীয় গৃহাবলীও বামভাগে একটী মৃত্তিকানির্ম্মিত দুর্গ। ঐ স্থানে কতকগুলি বড় বড় কামান ও একদল কামানবাহী সৈন্য সংরক্ষিত আছে। সন্নিকটে কবর স্থান।

সিকন্দরাবাদ সেনাবাসের অদূরে ত্রিমিলগিরি সেনানিবাস। এখানে স্থানীয় য়ুরোপীয় অধিবাসিগণের স্থান হইতে পারে। উহার চারিদিকে গড়খাই আছে। বলরাম-সেনাবাস সিকন্দরা-বাদ হইতে উত্তরে স্থাপিত। এখানে নিজামের অধীনস্থ হায়দরা-বাদ-সেনাদলের একদল অশ্বারোহী একদল পদাতিক ও একদল কামানবাহী সৈন্য বাস করে। সিকন্দরাবাদ-সেনাবাসের ৫ মাইল দক্ষিণে নিজামের অধীনস্থ হায়দরাবাদ রিফর্ম্ড্ সেনা-দলের বারিক। এখানে একজন য়ুরোপীয় সেনানায়কের অধীনে একদল অশ্বারোহী, পদাতিক ও কামানবাহী সেনা রক্ষিত আছে। মূলকথায় সিকন্দরাবাদ-সেনানিবাসের উত্তর ও দক্ষিণ-সীমায় সেনাবাস লইয়া গণনা করিলে অনুমান হয় যে, এখানে প্রায় ১০ মাইল স্থানের মধ্যে ৮০০০ সুশিক্ষিত সৈন্য অবস্থান করিতেছে।

সিকন্দরাবাদের পশ্চিমে বেগমপেট নামক স্থানে পাইগজিয়াদ

সেনাদল এবং যেয়েনশিম্নি নামক স্থানে মান্দ্রাজ অশ্বারোহী সেনাদলের আড্ডা আছে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিকন্দরাবাদের সেনাদল বিদ্রোহী হইয়া ইংরাজ রেসিডেন্সী আক্রমণ করে, কিন্তু তাহাদিগকে তৎক্ষণেই দমন করিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হয়। অতঃপর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে হায়দরাবাদ সাবসিডিয়ারী ফোর্স ও হায়দরাবাদ-কণ্টিন্‌জেন্টের বলে এখানে আর কোন বিপ্লব উপস্থিত হয় নাই।

বর্ষা ঋতুতে এখানকার স্বাস্থ্য বড়ই খারাপ হয় এবং জ্বর, উদরাময় ও যকৃৎপীড়া য়ুরোপীয় ও দেশীয় সেনামধ্যে দেখা দেয়।

শিকারপুর, বোম্বাই প্রদেশের সিন্ধুবিভাগের ইংরাজাধিকৃত একটী জেলা। অক্ষা° ২৭° হইতে ২৯° উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৭° হইতে ৭০° পূর্ব্বমধ্য। ভূপরিমাণ ১০০০১ বর্গমাইল। ইহার উত্তর সীমায় বেলুচিস্থান, উত্তর-সিন্ধু-সীমান্ত জেলা ও সিন্ধুনদ, পূর্ব্বে বহাবলপুর ও খয়রপুরের মীরের সামন্ত রাজ্য, দক্ষিণে খয়েরপুর রাজ্য ও করাচী জেলার সেহবান্ তহসীল এবং পশ্চিমে খীরথার পর্ব্বতমালা। রোহ্‌ড়ী, সক্কর, মর্থানা ও মেহর উপবিভাগ লইয়া এই জেলা গঠিত। শিকারপুর নগর এখানকার বিচারসদর। গবর্মেণ্টের অনুমোদনে পরে সক্করনগরে বিচারসদর স্থানান্তরিত হইবার প্রস্তাব হইয়াছিল।

সমগ্র জেলাটী একটী পলিময় প্রান্তর। কেবল রোহ্‌ড়ী ও সক্কর বিভাগে চুণা-পাথরের পাহাড় আছে। ঐ পাহাড়গুলি তথাকার সিন্ধুনদের চিরস্থায়ী তটভূমি। কেন না নদীস্রোত সহজে ঐ পার্ব্বত্য তট ভেদ করিয়া কূল প্লাবিত করিতে পারে না। পশ্চিমে মেহর ও মর্থানা উপবিভাগে খীরথার পর্ব্বতমালা বিরাজিত। ঐ পর্ব্বত সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৭০০০ ফিট্ উচ্চ এবং বেলুচিস্থানকে ভারত হইতে পৃথক্ করিয়াছে।

জেলার উত্তরাংশে স্থানে স্থানে কালরনামক লবণময় ভূমিভাগ দৃষ্টিগোচর হয়। বাকুবাবাব সীমান্তদেশে কর্দ্দমময় উষর ভূমি এবং তাহার মধ্যে মধ্যে কণ্টকপূর্ণ ঝোপঝাড়াদির বালিয়াড়ি বা বালির পাহাড়। রোহ্‌ড়ী বিভাগের একটী স্থান বালুকাময় মরুসদৃশ। উহার মধ্যে মধ্যে বহু সংখ্যক বালির পাহাড়ও বিদ্যমান। উহাও অরণ্যকণ্টকাবৃত, কিন্তু দেখিলেই পাহাড়গুলির পরস্পর পৃথক্‌ত্ব বুঝা যায়। শিকারপুর জেলার সমস্ত জঙ্গলাবৃত-স্থান একত্র গণনা করিলে ২০৭ বর্গমাইল হইবে।

উত্তরসিন্ধু প্রদেশস্থ জেলাসমূহের কোন স্বতন্ত্র ইতিহাস নাই। তবে সিন্ধুপ্রদেশ সম্পর্কে যে প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহাই এই জেলার প্রাচীন ইতিহাস বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। ৭১২ খৃষ্টাব্দে মুসলমান কর্ত্তৃক সিন্ধুপ্রদেশ আক্রমণের পূর্ব্বে, বর্ত্তমান রোহ্‌ড়ী নগরের ৫ মাইল দূরে আলোর রাজধানীতে এক ব্রাহ্মণবংশ রাজত্ব করিতেন। অতঃপর শিকারপুর প্রদেশ কিছু কালের জন্য ওমৈয় ও কিছু দিনের জন্য অব্বাসীয় বংশের শাসনাধীন থাকে। তদনন্তর শিকারপুর সহ সমগ্র সিন্ধুপ্রদেশ ১০২৫ খৃষ্টাব্দে গজনীপতি মাহ্‌মুদের শাসনাধীন হয়। মাহ্‌মুদের রাজ্য অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই। কারণ ১০৩২ খৃষ্টাব্দে সুমরাবংশীয় রাজগণ শিকারপুর অধিকারপূর্ব্বক রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। সুমরাবংশীয়দিগকে রাজ্যচ্যুত করিয়া সম্মাবংশীয়গণ রাজ্য অধিকার করেন। পরে আর্ঘুণ নামক মুসলমান জাতি সিন্ধু অধিকার করিয়া সম্মাদিগকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। এই সকল রাজবংশের বিবরণ সিন্ধুপ্রদেশ-প্রসঙ্গে উল্লিখিত হওয়ায়, এখানে আর লিখিত হইল না।

[সিন্ধু দেখ।]

খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর প্রারম্ভে কল্‌হোরা রাজবংশের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে উত্তর সিন্ধুপ্রদেশ কোন বিষয়ে বিশেষরূপে ঐতিহাসিক প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই, ইহার পূর্ব্বে মোগল সম্রাট্ আকবর শাহ ১৫৯১-৯২ খৃষ্টাব্দে এই স্থান অধিকার করেন এবং দিল্লীদরবারের অধীনস্থ শাসনকর্ত্তারাই এতৎপ্রদেশ শাসন করিতেন। অতঃপর দাউদপুত্রগণের অভ্যুদয় হয়। তাঁহারা স্থানীয় মাহর নামক দুর্দ্ধর্ষ জাতিকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করেন। শিকারপুর নগরের দক্ষিণপূর্ব্বে ৯ মাইল দূরে লখি নামক নগরে মাহর রাজগণের রাজধানী ছিল। এই মাহরেরাও পূর্ব্বে এক সময়ে কাঙোই নামক বন্য জাতিকে পরাজিত করিয়া শিকারপুর অধিকার করিয়াছিল।

মাহর কর্ত্তৃক কাঙোই জাতির পরাভবসম্বন্ধে শিকারপুরের রাজকীয় বিবরণীতে মেজর জেনারল সর্ এফ্, জি, গোল্ডস্মিদ্ কর্ত্তৃক লিখিত এইরূপ একটী উপাখ্যান আছে।

এক সময়ে বহাবলপুর রাজ্য-সীমান্তবর্ত্তী উৎকোরো নগরে মাহর-বংশের সাত ভাই বিদ্যমান ছিল। ঐ সাত ভ্রাতার মধ্যে চৈসর নামক এক ব্যক্তি স্বীয় আত্মীয় সমাজে স্বেচ্ছায় স্বাধীন ভাবে বাস করিতে অসমর্থ হইয়া স্বতন্ত্র অভিমুখে চলিয়া আইসেন। তৎকালে ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে তক্কর দুর্গ শাহবেগ আর্ঘুণ নামক রাজার অধীনে মাহ্‌মুদ নামক এক আফগান শাসনকর্ত্তার তত্ত্বাবধানে রক্ষিত ছিল।

কাঙোই নামক বন্য জাতি তৎকালে সিন্ধুনদের পশ্চিমপারস্থ বক্কর হইতে মর্থানা পর্য্যন্ত ভূভাগে অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। এই প্রদেশের মধ্যস্থিত লক্ষ্ (লক্ষণ) প্রতিষ্ঠিত লখিনগরী তৎকালে মহাসমৃদ্ধ ও ধনজনপূর্ণ ছিল। চৈসর নদী পার হইয়া তত্রাত্য মধ্যবর্ত্তী কোন গ্রামবাসীর আশ্রয়ে বাস স্থাপন করিলেন। কিছুদিন পরে

আজো মালিক আলাবদের শাসনাধীন ছিল। মীর্জা ঈসার বংশধরের এই অত্যাচারবার্ত্তা তৎকালের মুলতানের শাসনকর্তা শাহজাদা মৈজুদ্দীন জাহান্দর শাহের নিকট নিবেদন করেন। কিন্তু কোন কারণে মৈজুদ্দীন ইতঃপূর্বে মীর্জা বখ্তিয়ারের আচরণে বিরক্ত হইয়াছিলেন। তিনি এই সময়ে তাঁহাকেই দণ্ড দিবার জন্য অগ্রসর হইয়া যাইতে ছিলেন। তাঁহার আগমনে ভীত হইয়া মীর্জা তাঁহাকে এই অভিযান হইতে নিরস্ত হইবার জন্য বিশেষ অনুনয় বিনয় করেন। সম্রাট্পুত্র সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, "রাজসৈন্যে দেশ উৎসাদিত করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আপনাদের সম্প্রদায়ের বিবেকে রাজ্য হারাইতে হইবে।" এই বার্ত্তা মীর্জা অন্য ভাবে গ্রহণ করিলেন। সম্রাট্পুত্রের আগমন তাঁহারই শাসনকর্তৃত্বে হস্তক্ষেপ ভিন্ন আর কিছু নহে ভাবিয়া তিনি বরং যুবরাজের গতিরোধার্থ অগ্রসর হইলেন। মৈজুদ্দীন তাঁহাকে রণক্ষেত্রে নিহত করিয়া তত্রস্থ অভিযুদ্ধে প্রস্থান করিলেন। শাহজাদা রায় বক্কর খাঁর বীরত্ব ও রাজভক্তির প্রমাণ অনুমোদন করিয়া তাঁহাকে সম্রাট্প্রদত্ত মুসা রায় খাঁ উপাধি দান করিয়াছিলেন।

কল্হোরা বংশের ইতিহাস ভাওয়ালপুর ও সিন্ধুপ্রদেশের প্রসঙ্গে বিবৃত হইয়াছে। এই বংশীয় খানগণ ক্রমে ক্রমে উত্তর সিন্ধু-প্রদেশের বখির, বুখর, সক্কর ও অন্যান্য স্থান অধিকার করিয়া লইলেন। ১৮০৯ হইতে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে খয়েরপুরের মীর সোহ্রাব রুস্তম ও মুবারক দুরাণীবংশের অধিকৃত আরও অনেক প্রদেশ আপনাদের শাসনভুক্ত করিলেন। শিকারপুর তৎকালে আফগান রাজ্যের অধীন ছিল। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে মীরগণ তথাকার আফগান শাসনকর্তা আবদুল মহম্মদ খাঁকে পরাজিত করিয়া নির্বিবাদে শিকারপুর অধিকার করিয়া বসিলেন। কারণ ইতিপূর্বে শিখসৈন্য লইয়া চিতেলিয়ার জেফুরা শিকারপুর আক্রমণের সুযোগ দেখিতে ছিলেন।

হায়দরাবাদের করম ও মুরাদ আলী এবং খয়েরপুরের সোহ্রাব রুস্তম ও মুবারক প্রভৃতি মীর শিকারপুর রাজ্য শিখহস্তে সমর্পণ না করিয়া আপনাদের হস্তগত রাখাই শ্রেয়স্কর ভাবিয়া শিখগণ অগ্রসর হইবার পূর্বেই নবাব বালি মহম্মদ খাঁকে ছলে বলে বা কৌশলে শিকারপুর অধিকারে পাঠান। নবাব এখানে আসিয়া আবদুল মহম্মদকে বৈদেশিকগণ কর্তৃক নগরাধিকারের ভয় দেখাইয়া তাঁহাকে শিকারপুর পরিত্যাগের পরামর্শ দেন। কৌশল করিয়া বালি মহম্মদ নগর অধিকারপূর্বক আফগান শাসনকর্তাকে বিদায় করেন। এইরূপে বিনা রক্তপাতে শিকার-পুর মীরদিগের অধিকৃত হয়। হায়দরাবাদের মীরগণ উহার রাজস্বের চারি অংশ এবং খয়েরপুরের মীর সর্দারেরা তিন অংশ লাভ করেন। কাজিম শাহ মীরগণ কর্তৃক এখানকার প্রথম শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়া ছিলেন।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে তালপুরের মীরদিগের অধিকার কালে রাজ্য-চ্যুত আফগান পতি শাহসুজা তাঁহার অপহৃত উত্তর সিন্ধুপ্রদেশ অধিকারের জন্য সবল দলে বহাবলপুর হইয়া শিকারপুর অভি-মুখে অগ্রসর হন। খয়েরপুরের সন্নিকটে শিকারপুরের ভূত-পূর্ব শাসনকর্তা কাজিম খাঁর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। কাজিম খাঁ তাঁহাকে বিশেষ সম্মানের সহিত নগরে লইয়া যান এবং শাহসুজা তথায় প্রায় ৮০ দিন অবস্থানপূর্বক ৪০ হাজার টাকা গ্রহণ করেন। শাহসুজা অর্থ গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন না। বরং যাহারা তাঁহাকে পুনরায় সিংহাসনে বসাইতে ও তাঁহাকে আশ্রয় দিয়া সহায়তা করিয়াছিল, তিনি তাহাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতে চেষ্টিত হইলেন, ইহাতে সিন্ধুপ্রদেশের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁহার প্রতি বিরক্তিভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। মীরগণ ও তাঁহা-দের বলুচ অনুচরগণ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া শাহসুজার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। মীর মবারক ও মীর করীম খাঁর অধীনে একটি বলুচবাহিনী রোহ্রীর নিকট নদী পার হইয়া সক্করে আসিয়া ছাউনী করিল। তখন শাহ সুজা এই সেনাদলকে স্বীয় অধিকার হইতে বিদূরিত করিবার অভিপ্রায়ে সেনাপতি সমন্দর খাঁর অধীনে দুই সহস্র সেনা প্রেরণ করিলেন। আফগান-সৈন্য সান্দো খানের নিকট বলুচসৈন্য আক্রমণ করিল। তাহাদের আক্রমণে বিপর্যস্ত হইয়া বলুচসৈন্য ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। মীর পরাজিত হইয়া শাহকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ৪লক্ষ টাকা দিয়া সন্ধি করিলেন এবং শাহসুজার কর্মচারীদিগকে ৫০ হাজার টাকা পারিতোষিক দিতে স্বীকৃত হইলেন। [শাহসুজা দেখ।]

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ সিন্ধুপ্রদেশ জয় করিয়া খয়েরপুরে মীর আলী মুরাদ তালপুরের অধিকৃত রাজ্য ব্যতীত সমগ্র উত্তর সিন্ধুপ্রদেশ শিকারপুর-কলেক্টরেট্ বলিয়া গণ্য করেন। উহার অব্য-বহিত পূর্ববৎসরে (১৮৪২ খৃঃ) মীরগণ সক্কর, ভক্কর ও রোহ্রী নগর চিরদিনের জন্য ইংরাজকরে সমর্পণ করেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে খয়েরপুররাজ মীর আলীমুরাদ তালপুরের বিরুদ্ধে ইংরাজগবর্মেণ্ট দলিল জাল করার অভিযোগ উপস্থিত করেন। ঐ অভিযোগে প্রকাশ আলীমুরাদ তাঁহার ভ্রাতা মীর নাসির ও মীর মুবারককে ফাঁকি দিবার জন্য ১৮৪২খৃষ্টাব্দে সম্পাদিত একখানি দলিলের অঙ্গপরিবর্তন করিয়া তাহাতে নূতন পত্র যোগ করিয়া দেন। তাহাতে তিনি অন্যায় রূপে অনেক গুলি জেলার স্বত্বাধিকারী হইয়া পড়েন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী ভারতের তদানীন্তন গবর্ণর জেনারল লার্ড ডেলহৌসী আলী মুরাদের বিরুদ্ধে

এক ঘোষণাপত্র বাহির করেন। তাহাতে তাঁহাকে রাজ্যভ্রষ্ট করা হয় এবং উচৌরা, ঘর্কি, মীরপুর ও সৈদাবাদ জেলা এবং সিন্ধুনদের বামকূলস্থ কতক প্রদেশ তাঁহার রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তখনকার শিকারপুর কলেক্টরের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। ঐ সকল প্রদেশ এখন রোহড়ী উপবিভাগের অন্তর্গত রহিয়াছে।

এখানে নানা বিষয়ের বাণিজ্য চলিয়া থাকে, সিন্ধু, পঞ্জাব ও সিন্ধ-পিসিন রেলপথ বিস্তার হওয়া অবধি এখানে বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। এখনও বোলান গিরিপথ দিয়া বৎসরে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার মাল শকটযোগে যাতায়াত করে। গম, তুলা, কার্পাসবস্ত্র ও কার্পেট এখানকার প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য।

২ বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সিন্ধুপ্রদেশের শিকারপুর বিভাগের সক্কর উপবিভাগের অন্তর্গত একটী তালুক। ভূপরিমাণ ৫৮৭ বর্গ মাইল। ৬টী থানা লইয়া এই উপবিভাগ গঠিত।

৩ সিন্ধুপ্রদেশের উক্ত জেলার প্রধান নগর। হায়দরাবাদ হইতে ২৬ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে এবং সক্কর হইতে ৩০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭°৫৭´ ২৪´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৮°৪০´ ২৩´ পূঃ। নগরটী অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৯৪ ফিট্ মাত্র উচ্চে অবস্থিত। সিন্ধুনদের কএকটী খাল এই নিম্ন প্রান্তরে নগরের সন্নিকট দিয়া প্রবাহিত। বন্যার সময় নদীর খালগুলি জলপূর্ণ হইয়া নগর ও তৎসন্নিহিত নিম্ন ভূমি প্লাবিত করে। সিন্ধুনদের দুইটী খাল নগরের উত্তর ও দক্ষিণ দিয়া গিয়াছে। উত্তরের খালটী ছোট বেগারী ও দক্ষিণেরটী রাইস-বাহ নামে খ্যাত। শিকারপুর নগরে গবর্মেণ্টের ইংরাজ কর্ম্ম-চারী মাত্রেই বাস করে। পূর্ব্বে এখানে জেলার বিচারসদর ছিল, পরে সক্করে স্থানান্তরিত হইয়াছে। [সক্কর দেখ।]

এখানে এখনও অনেক রাজকীয় অট্টালিকা বিদ্যমান আছে। সিন্ধ-পিসিন্ রেলপথের ষ্টেসন থাকায় নগরে যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছে। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে এখানে প্রথমে মিউনিসিপা-লিটী স্থাপিত হয়। তৎপরবর্ত্তী সময় হইতে এখানকার স্বাস্থ্যের উন্নতির যথেষ্ট চেষ্টা হইয়াছে। ইষ্টার্টগঞ্জের হাট এবং সমর খাঁর দীঘি, জিলেস্পি পুষ্করিণী ও হাজারিবীবি এখানকার দেখিবার জিনিষ।

শিকারপুর বহু পূর্ব্বকাল হইতে বাণিজ্যক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। সিন্ধুপ্রদেশের যাবতীয় পণ্য এখানকার বোলান গিরিসঙ্কট দিয়া খোরাসান যাইত এবং করাচী, মুলতান, বহাবলপুর, খয়েরপুর, লুধিয়ানা, কচ্ছি, খাব, গণ্ডাব, কোটরী, বাবর প্রভৃতি স্থানের সহিত এখানকার অবাধ বাণিজ্য ছিল। এখনও ঐ বাণিজ্যের প্রভাব বিশেষ খর্ব্ব হয় নাই। তবে সিন্ধু, পঞ্জাব, দিল্লী রেলপথ বিস্তার হওয়া অবধি এখানকার স্থলপথের বাণিজ্যের অনেক হ্রাস হইয়াছে এবং উক্ত রেলপথেই যাবতীয় পণ্য নানা স্থানে নীত হইতেছে।

এখানকার জেলখানায় পোস্তিন বা ছাগচর্ম্মের জামা, ঝুড়ি, চর্ম্মাবৃত পেঁটরা, কেদারা, কার্পেট, তাম্বু, জুতা প্রভৃতি কয়েদী দিগের দ্বারা প্রস্তুত হইয়া বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে।

শিকারপুর, যুক্ত-প্রদেশের বুলন্দসহর জেলার অন্তর্গত একটী সমৃদ্ধিশালী নগর। বুলন্দসহর হইতে ১৩ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে রামঘাটের রাস্তার উপর অবস্থিত। অক্ষা° ২৮°১৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°৩´১৫´´ পূঃ। ১৫০০ খৃষ্টাব্দে সিকন্দর লোদী কর্ত্তৃক এই নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি শতশিকারে আসিয়া এখানে বিশ্রাম করিতেন বলিয়া এই স্থান শিকারপুর সংজ্ঞালাভ করে। নগরের উত্তরে প্রায় ৫০০ গজ দূরে তালপত নগরী নামে সুবৃহৎ ধ্বংস স্তূপ ও তন্মধ্যস্থানে "বারখাম্বা" নামে অট্টালিকাদেশের ১২টী লালপাথরের থাম বিদ্যমান আছে। উহার শিল্প-প্রণালী সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সময়কার। ইহাতে অনুমান হয় যে, দিল্লীশ্বর সিকন্দর লোদীর সময় হইতে মোগল সম্রাট্‌গণের অধিকার পর্য্যন্ত এই নগরী সৌধমালায় সুশোভিত হইয়া সমৃদ্ধি জ্ঞাপন করিতে-ছিল। নগরের বাহিরে চারিদিকে প্রাচীন দুর্গের বিধ্বস্ত নিদর্শন সকল পরিলক্ষিত হয়। এখানে অনেকগুলি প্রাচীন মন্দির ও মসজিদ্ আছে। মসজিদ্‌গাত্রে যতগুলি শিলালিপি দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে সম্রাট্ ফরুখশিয়রের পুত্র সৈয়দ ফজলউল্লার ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ শিলালিপিই সর্ব্ব প্রাচীন। রামঘাট রাস্তার ধারে সার্ড্ ছিলবাজ প্রাচীন একটী সরাই আছে। উহার চারি-দিকই উচ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী-বিদ্রোহের সময় চৌধুরি লছমণ সিংহ ইংরাজদিগের সহায়তা করায় বিশেষ সম্মান-ভাজন হন। তাঁহার বাসভবন উল্লেখযোগ্য।

শিকারপুর, মহিসুর রাজ্যের সিমোগা জেলার অন্তর্গত একটী তালুক। ভূপরিমাণ ৫১৮ বর্গ মাইল। এই উপবিভাগের অধি-কাংশ স্থান জঙ্গলাবৃত এবং বন্যজন্তুর বাসভূমি।

২ উক্ত রাজ্যের উক্ত জেলার অন্তর্গত একটী পণ্যগ্রাম; চোড়াভী নদীর দক্ষিণকূলে সিমোগা নগর হইতে ২৮ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত অক্ষা° ১৪°১৫´৪০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°২৩´৩০´´ পূঃ। এখানে একটী ক্ষুদ্র মিউনিসিপালিটী আছে।

পূর্ব্বে এই গ্রাম মলিয়ালহল্লী নামে খ্যাত ছিল। পরে ইহা মহাদায়পুর নাম প্রাপ্ত হয়। ইহার চতুর্দ্দিকে অনেক বন্যপশুর বাস এবং ঐ স্থানে বসিয়া সময়ে সময়ে মৃগয়া চলিতে পারিবে দেখিয়া মহিসুরের সুবিখ্যাত মুসলমান নরপতি হায়দার আলী এই স্থানের শিকারপুর নামকরণ করেন। এখানকার প্রাচীন দুর্গ

এখন ধ্বংসমুখে পতিত। প্রতিবৎসর বৈশাখ মাসে এখানে তিন দিনব্যাপী একটী মহোৎসব ও মেলা হয়। ঐ সময়ে এখানে অনেক লোকসমাগম হইয়া থাকে। প্রতি শনিবার এখানে হাট বসে।

সিকি (দেশজ) একচতুর্থাংশ। ২ চারিআনী।

সিকিম, (সিকিম), হিমালয় পর্ব্বতমালার পূর্ব্বাংশে অবস্থিত একটী দেশীয় পার্ব্বত্য রাজ্য। পূর্ব্বে এখানকার রাজারা স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন। ইংরাজ গবর্মেণ্টের কৌশলে রণক্ষেত্রে ইংরাজ-সৈন্যের নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া স্থানীয় সামন্তরাজগণ ইংরাজের অধীনতা স্বীকার করেন। এখনও সিকিমরাজ্য ইংরাজ গবর্মেণ্টের তত্ত্বাবধানে দেশীয় রাজার দ্বারা শাসিত হইতেছে। ইহার উত্তর ও উত্তরপূর্ব্বে তিব্বত রাজ্য, দক্ষিণপূর্ব্বে ভোটানরাজ্য, দক্ষিণে ইংরাজাধিকৃত দার্জ্জিলিঙ্গ জেলা এবং পশ্চিমে নেপাল রাজ্য। অক্ষা° ২৭° ৯´ হইতে ২৭°৫৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮°৫´ হইতে ৮৯° পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ভূপরিমাণ ১৫৫০ বর্গ মাইল।

টুমলোঙ নামক নগর এখানকার রাজধানী। রাজা শীত ও বসন্তকালে টুমলোঙ প্রাসাদে বাস করেন। গ্রীষ্মঋতুর শেষ সময়ে তিনি বর্ষার অবিশ্রান্ত বারিপতনভয়ে ভীত হইয়া সিকিম রাজধানী পরিত্যাগ পূর্ব্বক আরও উত্তরে তিব্বত রাজ্যান্তর্গত চুম্বি নামক উপত্যকাভাগে সরিয়া যান।

তিব্বতীয় ভাষায় সিকিম দিঞ্জ-জিঙ বা দেমোজোঙ নামে উক্ত এবং তদ্দেশবাসী দেউনজোঙ নামে খ্যাত। গোরখারা এতদ্দেশবাসীকে লেপ্চা বলিয়া থাকে। তাহারা আপনাদিগকে রোঙ জাতীয় বলে।

হিমাচলে সুবিস্তৃত পর্ব্বতবক্ষনীর মধ্যে অতি উচ্চ স্থানে সিকিমরাজ্য অবস্থিত। টুমলোঙ ও দার্জ্জিলিঙ্গের মধ্যস্থিত যে বিস্তৃত পর্ব্বতভাগ তাহা দার্জ্জিলিঙশৈলমালা অপেক্ষা অনেকাংশে নিম্ন। টুমলোঙের উত্তরে তিব্বত যাইবার গিরিপথ, ডুক্তরাঙ-দক্ষিৎসাপসারণ মহামতি গ্রান্ফেল্ড ও এড্গার ঐ সকল পথ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া উহাদের উচ্চতা অবধারণ করিয়া গিয়াছেন। মিঃ ক্লেমাণ্টস্ মার্কহাম রচিত তিব্বত-বিবরণীতে লিখিত আছে যে, টুমলোঙ হইতে ৫০ মাইল দূরে জয়লেপ-লা নামে সর্ব্ব দক্ষিণে যে গিরিপথ আছে তাহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ১৩ হাজার ফিট উচ্চ। উত্তর গোয়াটিওলা ও যাক্-লা নামে সঙ্কটের মধ্যে শেষোক্তটী ১৪ হাজার ফিট্ উচ্চ। এই পথটী কখন কখন তুষারাবৃত হয়, কিন্তু অধিক দিন বরফ থাকে না। এই পথে লোকে অনায়াসে তিব্বতের অন্তর্গত চুম্বি উপত্যকায় যাতায়াত করে। ইহার আরও উত্তরে ১৫ হাজার ফিট্ উচ্চ চো-লা সঙ্কট। এই পথ সোজাসুজি টুমলোঙ হইতে চুম্বি গিয়াছে। উক্ত যাক্-লা, চো-লা ও জয়লেপ্-লা সঙ্কটত্রয় হিমালয়ের ক্ষুদ্র শৃঙ্গদেশ গুলিকে পৃথক্ করিয়া চুম্বি ও তিস্তার উপত্যকা ভূমি পৃথক্ করিয়া দিয়াছে। ইহারও উত্তর তাঙ্করা-লা সঙ্কট, এই পথ ১৬০৮৩ ফিট্ উচ্চ। সিকিমের এই পথটী সর্ব্বদাই বরফাবৃত থাকে।

সিকিম রাজ্য কতকগুলি প্রধান প্রধান নদীর উৎপত্তিস্থান। ভারতপ্রসিদ্ধ পুণ্যতোয়া ত্রিস্রোতা (তিস্তা) নদী এখান হইতে উদ্ভূত। লচেন, লচুঙ্, রুঙ্গি-রুঙ্গিৎ, রোইঙ, রঙ্গি, ও রুঙ্গু নামক কয়টী ক্ষুদ্র নদী উক্ত ত্রিস্রোতার শাখারূপে প্রবাহিত। আম-মচু নামক নদী চমল-হরি নামক শৈলশিখরের পাদমূলে গবিয়োঙ নামক স্থানের সন্নিকট হইতে উত্থিত হইয়া সিকিম ও ভোটানের মধ্যস্থিত তিব্বতীয় অধিকারভুক্ত চুম্বি উপত্যকার মধ্য দিয়া জলপাইগুড়ি জেলায় তোরসা নামে অভিহিত হইয়াছে। এই নদীগুলি হিমালয়বক্ষে অনেক স্থলেই প্রপাতাকারে নিপতিত। তন্মধ্যে তিস্তা নদী ১০ মাইলের মধ্যে ৮২১ ফিট্ নামিয়াছে এবং রঙ্গিৎ ২৩ মাইলে ৯৮৭ ফিট্ গড়াইয়া পড়িয়াছে।

ভুটিয়ারা ভূগর্ভ খনন করিয়া খনি বাহির করিবার তত পক্ষপাতী নহে; তাহাদের মধ্যে এইরূপ একটী কুসংস্কার আছে যে, ধরিত্রী দেবীকে ভিন্ন করিলে মহাপাপ হয়। এই কারণে সিকিমের কোথায় কিসের খনি আছে, তাহা আজিও উদ্ঘাটিত হয় নাই। কেবল সিন্টুলেং নামক স্থানে তাম্রের খনি পাওয়া গিয়াছে। নেপালীরা সেস্থান হইতে সামান্য পরিমাণে তাম্র উঠাইয়া থাকে।

পর্ব্বতের ঢালু গাত্র ও উপত্যকাভূমি জঙ্গলে পরিপূর্ণ। উচ্চতা অনুসারে স্থানে স্থানে বৃক্ষ বিশেষের উৎপত্তিব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। যে পর্ব্বতভাগে সিমুল, অশ্বত্থ, ডুমুর প্রভৃতি গ্রীষ্মপ্রধান দেশজাত বৃক্ষাদি জন্মে, ঠিক তাহারই উপরে ঝাউ, বেউড় বাঁশ ও কালু নামক বৃক্ষাদি ১০ হাজার ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে ৭।৯ ইঞ্চ ব্যাসযুক্ত বড় বড় বাঁশগাছও আছে। জঙ্গলে যথেষ্ট বেত জন্মে।

সিকিম রাজ্যের প্রাচীন ইতিবৃত্ত বিশেষ অবগত হওয়া যায় না। তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারার্থ বৌদ্ধ যতিগণ এই সিকিমের পথ দিয়াই গমন করিয়াছিলেন। প্রাচীন য়ুরোপীয় পর্য্যটক হোরেস ডেলাপেন্না ও সামুয়েল টার্ণর প্রভৃতি এই স্থানকে ব্রহ্মাসন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যোগ্লেঙের গ্রন্থে এই স্থান দেমোজঙ নামে বর্ণিত হইয়াছে।

কিংবদন্তী এই যে, সিকিমের রাজবংশের আদি পুরুষ লাসার নিকটবর্ত্তী স্থানবাসী ছিলেন। তাঁহারা জন্মভূমি পরিত্যাগ

করিয়া গণ্টক নামক স্থানে বাস করেন। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দের মধ্যভাগে এই বংশের নেতা পঙ্‌নামগয় নামক জনৈক ভোট ছুপ্‌কা (লালটুপী) সম্প্রদায়ভুক্ত তিনজন বৌদ্ধাচার্য্য কর্ত্তৃক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। উক্ত আচার্য্যগণ তিব্বতের গলুক্‌প সম্প্রদায়ের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁহারা সিকিমের লেপচা-দিগকে স্বমতে দীক্ষিত করিয়া পঙ্‌নামগয়কে সিকিমের রাজা মনোনীত করেন। উক্ত ছুপ্‌কা (ঙ্‌ক্‌প?) সম্প্রদায়ের বৌদ্ধা-চার্য্যগণের অবতাররূপে যে দুইজন লামা সাধারণে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন, তাঁহারা সমগ্র লেপচা জাতির প্রধান ধর্ম্মাচার্য্য। তাঁহাদের একজন পেমিওন্‌ছি ও অপরে তসিদিং সঙ্ঘারামে বাস করেন। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে গোরখাগণ সিকিমের মোরঙ্গ বিভাগ আক্রমণ করে এবং ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে সিকিমরাজের অধিকৃত কোটি নামক গিরিসঙ্কটের পার্শ্বস্থ দেশভাগ ক্ষতিপূরণস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া ফিরিয়া আসে।

১৮১৪ খৃষ্টাব্দে যখন ইংরাজের সহিত নেপালীদিগের যুদ্ধ বাধে, তখন মেজর ল্যাটির একদল সৈন্য লইয়া মোরঙ্গ অধি-কার করিয়া লন এবং সেই স্থান হইতে সিকিমরাজের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনে চেষ্টা করেন। সিকিমরাজ তাঁহার চিরশত্রু গোরখাজাতিকে দমন করিবার ইহা শুভ সুযোগ মনে করেন। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে নেপাল যুদ্ধের অবসানে সিকিমরাজ অনেক ভূসম্পত্তি লাভ করেন। ঐ সকল সম্পত্তি নেপালরাজ ইংরাজ-দিগকে ছাড়িয়া দেন এবং ইংরাজ কোম্পানি সিকিমরাজের সৌজন্য ও সদয় ব্যবহারে প্রীত হইয়া তাঁহাকে ঐ সকল পার্ব্বত্য প্রদেশ দান করিয়াছিলেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে রাজা ইংরাজদিগকে দার্জ্জিলিঙ ছাড়িয়া দেন এবং তাহার জন্য ইংরাজ-কোম্পানীও বার্ষিক ৩০০০ টাকা বৃত্তি দিয়া থাকেন।

যাহা হউক, ইহার পর সিকিমরাজের সহিত ইংরাজরাজের কোন একটী কারণে বিবাদের সূত্রপাত হয়। সিকিমে ক্রীত-দাসপ্রথা প্রবল ছিল। রাজার অনুচরবর্গ দুঃসাহসী প্রজাপীড়ক। তাহারা ইংরাজাধিকার হইতে নিরীহ প্রজাবৃন্দকে গোপনে অপহরণ করিয়া ক্রীতদাস নিযুক্ত করিত। যদি ঐরূপ কোন ক্রীতদাস কোন সুযোগে গোপনে ইংরাজাধিকারে পলাইয়া আসিত, রাজা তাহার প্রত্যর্পণের জন্য ইংরাজ গবর্মেণ্টকে আবেদন করিতেন। রাজার এই আবেদনের কিছু বাড়াবাড়ি হইল, ক্রমে তাহা অন্যায় আবদারে পরিণত হইল। শেষে পলাতক ক্রীতদাসদিগকে পুনঃ প্রাপ্তির আশায়, রাজা ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে দার্জ্জিলিঙের তত্ত্বাবধায়ক ডাঃ কাম্বেল ও জীবতত্ত্ববিদ্ ডাঃ হুকারকে ছয় সপ্তাহের জন্য কয়েদ করিয়া রাখেন। উক্ত ইংরাজ-পুরুষদ্বয় তৎকালে সিকিমরাজ্য পরিদর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন।

রাজার এই অন্যায় অত্যাচারের দণ্ডস্বরূপ ইংরাজ-গবর্মেণ্ট তাঁহার বার্ষিক বৃত্তি বন্ধ করিয়া দিলেন, অধিকন্তু তাঁহার অধিকৃত তিস্তানদীর পার্ব্বত্য উপত্যকা ও সিকিম তরাইর কতক স্থান ইংরাজ রাজ্য সীমাভুক্ত করিয়া লইলেন। ইহাতেও রাজার চৈতন্যোদয় হইল না। তাঁহার অধীনস্থ লোকেরা পুনঃ পুনঃ ভারতীয় প্রজা অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ঐরূপ দুইটী দারুণ অত্যাচার সংঘটিত হয়। তখন ইংরাজ গবর্মেণ্ট আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। তজ্জন্যই কলিকাতা হইতে রম্মান নদীর উত্তর ও বৃড়ি রঙ্গিৎ নদীর পশ্চিম পর্য্যন্ত সিকিম রাজ্য ইংরাজ অধিকারে আনিবার আদেশ প্রেরিত হইল। তদনুসারে ইংরাজ সেনার নায়ক হইয়া কর্ণেল গলার (Colonel Gawler) রাজদূতরূপে মাননীয় অ্যাস্‌লী ইডন কর্ত্তৃক সিকিম রাজ্যাভিমুখে প্রেরিত হইলেন। তাঁহারা তুমলোঙে উপ-নীত হইলে রাজা বাধ্য হইয়াই ইংরাজের নিকট কৃত অপরাধের ক্ষতি পূরণ করিতে সম্মত হইলেন। তদনন্তর ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে সিকিম রাজের সহিত ইংরাজ গবর্মেণ্টের পুনরায় একটী সন্ধি হইল। তাহাতে সিকিমরাজ ইংরাজদিগকে তাঁহার রাজ্যে অবাধ বাণিজ্য চালাইবার অধিকার প্রদান করিলেন। ইংরাজেরা আপনাদের সুবিধার্থ তাঁহার রাজ্যে পথঘাট বিস্তার করিতে পারিবেন এবং তাঁহার রাজ্যে বৈদেশিক ভ্রমণকারিগণ স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিবেন।

উক্ত সন্ধিবন্ধনের পর সিকিমরাজ ইংরাজ গবর্মেণ্টের সহিত উত্তরোত্তর মিত্র ভাবে দিন যাপন করিয়া আসিতেছেন। অনন্তর ডাঃ হুকারের পদানুসরণ করিয়া অনেক বৈদেশিক পর্য্য-টক সিকিম রাজ্যের যাবতীয় স্থানে গমন করিয়া তথাকার দ্রব্য-নিচয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে সিকিমরাজ ও তাঁহার প্রধান মন্ত্রী চঙ্গেব যাবু দার্জ্জিলিঙে আসিয়া বঙ্গেশ্বর ছোট লাট বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তদনন্তর বেঙ্গল-গবর্মেণ্টের প্রতিনিধি স্বরূপ ঐ সময়ে মিঃ এড্‌-গার সিকিমরাজ্যে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারই লিখিত বিবরণী হইতে উক্ত বর্ণিত ঐতিহাসিক তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে।

তুম্‌লোঙ রাজধানী ও গণ্টক এখানকার প্রধান স্থান। তুম্‌লোঙের নিকটবর্ত্তী পেমিয়ঙ্গ, পেমিওন্‌চি ও তসিদিং নামক স্থানে তিনটী বৌদ্ধ মঠ আছে। ঐ মঠের অধ্যক্ষ একজন লামা। পেমিয়ঙ্গ মঠের অধ্যক্ষ দুপগাই নামে পরিচিত। পেমিওন্‌চি ও সিকিমের অন্যান্য অনেক মঠই ইঁহার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। তুম্‌লোঙ শৈলশিখরে রাজপ্রাসাদ ব্যতীত আরও অনেক গুলি পাকাবাড়ী আছে। ঐ সকল অট্টালিকায় প্রধানতঃ রাজকর্ম্ম-চারী দিগের বাস। বর্ষাগমে রাজা চুম্বি উপত্যকায় গমন করিলে তাঁহার সঙ্গে অনেক রাজকর্ম্মচারীও গমন করেন। এই কারণে

ঐ সময়ে অনেক বাড়ীই খালি পড়িয়া থাকে। গণ্টকের কাজির বাড়ী শিল্প চিত্রপূর্ণ, উহা ছিটে বেড়ায় নির্ম্মিত হইলেও উল্লেখযোগ্য।

সমগ্র সিকিম রাজ্য ১২ জন কাজি ও কতকগুলি কর্মচারীর কর্তৃত্বাধীনে ন্যস্ত। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহার যে অংশ নির্দ্দিষ্ট আছে, তিনিই সেই অংশে আপনার প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া থাকেন। ঐ সকল কাজি ও অন্যান্য কর্মচারিগণ প্রজাবর্গের উপর আপনাদের ইচ্ছা ও অনুমান মত কর ধার্য্য করিয়া দেন। তাঁহারা ঐ সকল প্রজার নিকট হইতে কর আদায় করিয়া তাহার অধিকাংশই আপনারা আত্মসাৎ করেন এবং অল্প কিছু রাজাকে রাজস্ব হিসাবে দিয়া থাকেন।

দেওয়ানী ও ফৌজদারী কতক বিষয়ের বিচারভার ঐ সকল কর্মচারীর উপর ন্যস্ত থাকিলেও প্রধান প্রধান অপরাধ গুলি রাজা, মন্ত্রী বা দেওয়ানের বিচারেই নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। প্রজাবর্গের ভূমিতে কোন অধিকার নাই। তাহারা ইচ্ছা করিলেই খালি জমি চসিতে পারে। তাহারা একবার যে জমি চাষ করে সেই জমি হইতে রাজা ব্যতীত অপর কেহ আর তাহাদের উচ্ছেদ করিতে পারে না।

সিকিমের ভূমি জরিপ হয় নাই। রাজস্ব-দানকারীরা আপনাদের ইচ্ছা মতই রাজাকে কর দিয়া থাকে, কিন্তু তাহারা আপদে বিপদে রাজাকে সাহায্য করিতে বাধ্য; এমন কি কায়িক পরিশ্রম দ্বারাও তাহাদিগকে রাজকার্য্যের সহায়তা করিতে হয়। লামাগণ এইরূপ কায়িক শ্রমে বাধ্য নহেন।

দার্জ্জিলিঙ্গ হইতে সিকিম হইয়া তিব্বতে যাইবার অনেকগুলি পথ আছে। ঐ পথ গুলির সমস্তই পর্ব্বতের উচ্চোনিম্ন পৃষ্ঠ দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে। অনেক স্থলেই ঝরণা বা নদীস্রোতের উপর বেত্রনির্ম্মিত সেতু অথবা কাষ্ঠের মাচান নদী উত্তরণের সহায়। তিব্বতবাসীরা সোণা, রূপা, টাটুঘোড়া, মৃগনাভি, সোহাগা, পশম, রেশম, মঞ্জিষ্ঠা প্রভৃতি জিনিস এদেশে আনয়ন করে এবং তাহার বিনিময়ে বনাত, ধোয়া কার্পাস বস্ত্র, তামাক ও মুক্তা লইয়া যায়। এখানকার টর্ক্‌ইও নামক প্রস্তর মহরীদিগের বিশেষ আদরের জিনিষ। তাহারা মহামূল্য মণির পরিবর্ত্তে উক্ত প্রস্তর উত্তমরূপে পালিস করিয়া অলঙ্কারাদিতে বসাইয়া দেয়।

ভারতরাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্জ্জন যে সময়ে তিব্বতে বৃটীশ সৈন্য প্রেরণ করেন ঐ সময়ে কর্ণেল ইয়ংহাস্‌বেণ্ড সসৈন্যে সিকিম দিয়া গাণ্ট্‌সি ও তথা হইতে লাসা গিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় এই উদ্যোগে কতকগুলি নিরীহ তিব্বতীয় বৌদ্ধ প্রজার প্রাণনাশ ব্যতীত বিশেষ ফলদায়ক কোন ঘটনা ঘটে নাই। তবে এই ঘটনাস্রোতে বৌদ্ধ সাহিত্য জগতের যে বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। তথাকার বৌদ্ধ মঠ হইতে ঐ সময়ে অনেক ধর্মগ্রন্থ ও তান্ত্রিক দেব দেবীর প্রতিকৃতি প্রত্নতত্ত্বোৎসাহী ইংরাজসেনানী কর্ত্তৃক এতদ্দেশে আনীত হইয়া প্রাচ্যজগতে অভিনব নিদর্শন প্রদান করিয়াছিল।

বর্ত্তমান বর্ষে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে লর্ড মিণ্টোর শাসনকালে তিব্বতবাসীদিগের প্রতি চীন অত্যাচার নিবারণার্থ ইংরাজ গবর্মেণ্ট পুনরায় তিব্বত অভিযানের আয়োজন করিতেছেন। সিকিম দিয়া ইংরাজ-সৈন্যের তিব্বত যাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

সিকোহাবাদ, যুক্ত প্রদেশের মৈনপুরী-জেলার দক্ষিণপশ্চিম তহসীল। ভূপরিমাণ ২৯৩ বর্গ মাইল। সর্সা নদী এই তহসীলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। যমুনা নদী ইহার দক্ষিণ সীমা দিয়া গিয়াছে।

২ উক্ত জেলার উক্ত তহসীলের একটী নগর ও বিচার সদর। সিকোহাবাদ রেল ষ্টেশন হইতে ২ মাইল দূরে আগ্রা যাইবার রাস্তার উপর অবস্থিত। এই নগরটী অতি প্রাচীন, এখানকার ভগ্ন দুর্গই এই প্রাচীনত্বের নিদর্শন। ঐ দুর্গ স্থানের উপর এখন অনেক গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানে ৯টী সরাই আছে।

মোগল-সম্রাট্ রাজপুত্র দারাসিকোর নামে এই নগরের সিকোহাবাদ নাম হইয়াছে। এখনও এখানে দারাসিকোর বাসভবন, উদ্যান ও ইন্দারাদি বিদ্যমান আছে। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ সিকোহাবাদ অধিকার করেন এবং নগরের দক্ষিণাংশে একটী সেনাবাস স্থাপিত হয়। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে সেনাপতি ফ্রুঁসি-পরিচালিত মরাঠাসৈন্য ইংরাজসেনাবাস আক্রমণ করেন। তৎপরে এখান হইতে ইংরাজসৈন্য মৈনপুরে স্থানান্তরিত হয়। পূর্ব্বে এখানে তুলার ব্যবসা ছিল। এখন তাহার হ্রাস ঘটিয়াছে। এখানকার কার্পাসবস্ত্র ও মিষ্টান্ন বিখ্যাত।

সিক্ত (ত্রি) সিচ্-ক্ত। সেকাশ্রয়, কৃতসেক। যাহা সেক করা হইয়াছে।

সিক্তা (স্ত্রী) বালুকা, সিকতা। (বৈদ্যকনি°)

সিক্তি (স্ত্রী) সিচ্-ক্তিচ্। সেক, সিঞ্চন।

সিক্থ (পুং) সিচ-থক্। ভক্তপুলাক, সিটা। (রাজনি°) ২ নীলী, নীল। (হেম) ৩ গ্রাস। (মেদিনী) ৪ মধূচ্ছিষ্ট, মোম।

সিক্থক (স্ত্রী) সিক্থমেব স্বার্থে কন্। মধূচ্ছিষ্ট, চলিত মোম্। (পুং) ২ ভক্তপুলাক। সিটা।

"সিক্থকৈর্হিতোযস্তঃ পেয়া সিক্থসমন্বিতা।
যবাগূর্বহু সিক্থা স্যাদ্বিলেপী বিরলদ্রবা॥"

সিক্‌মি (পারসী) কায়েমী, স্থায়ী বন্দোবস্ত।

সিক্‌রোল, যুক্ত প্রদেশের বারাণসী জেলার সুপ্রসিদ্ধ বারাণসী-ধামের পশ্চিম উপকণ্ঠস্থিত নগরাংশ। এই অংশ ও বারাণসীর

মধ্য দিয়া বরণা নদী প্রবাহিত। এই অংশে জেলার য়ুরোপীয়গণের বাস। একটী সেনাবাসও আছে। এখানকার স্বাস্থ্য প্রাচীন বারাণসী হইতে অনেক ভাল। এই কারণে অনেক সম্রান্ত লোক এখানে উদ্যানবাটিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

সিক্থ্য (পুং) স্ফটিক।

সিখর, শিখরভূম, পঞ্চকোট রাজ্যের নামান্তর।

সিখর, যুক্তপ্রদেশের বারাণসী জেলার একটী নগর। গঙ্গা নদীর বামকূলে চুণার দুর্গের অপর পারে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫° ৮′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২° ৫০′ পূঃ। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে বারাণসীর বিদ্রোহী রাজা চেৎসিংহ এখানকার দুর্গমধ্যে স্বীয় সেনাদল রক্ষা করিয়া ছিলেন; কিন্তু ইংরাজসেনাপতি লেফ্‌টেনাণ্ট পোপহিল্ সবলে অগ্রসর হইয়া দুর্গাধিকার করেন।

সিগ্রুড়ী (স্ত্রী) লতাভেদ। (রাজনি°)

সিগৌলী, চম্পারণ জেলার একটী ছাউনি। ২৬° ৪৬′ অক্ষা° উঃ ও ৮৪° ৫৭′ দ্রাঘি পূঃ,। মতিহারি হইতে প্রায় ১৫ মাইল দূরে বেত্তিয়া রাস্তার উপর এই নগর অবস্থিত। এই ছাউনিতে এক দল দেশীয় পদাতিক অবস্থান করে। একটী নিম্ন ভূমি খণ্ডের উপর সৈন্যাবাস বিদ্যমান। এই ভূমিখণ্ড চারিপার্শ্বে বাঁধদ্বারা রক্ষিত না থাকিলে প্রতিবৎসর বর্ষার সময় জলে ভাসিয়া যাইত। সিগৌলির কিঞ্চিৎ উত্তরে সিক্রেণানদী প্রবাহিত, এই নদীর জলে সিগৌলির বাঁধ পর্য্যন্ত স্থানসমূহ প্রায়ই প্লাবিত হয়। সিপাহি বিদ্রোহের সময় এই স্থানে যুদ্ধ হইয়াছিল। সিপাহিরা বিদ্রোহী হইয়া তাহাদের সেনাপতি মেজর জেমস্ হোলমস্‌কে হত্যা করিয়া প্রকাশ্যভাবে ইংরাজরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল।

সিঙ্গসারি (সিংহসারী) যবদ্বীপের দক্ষিণপার্শ্বস্থিত একটী স্থান। এই স্থানে হিন্দুদিগের প্রাচীন কীর্ত্তির অনেক ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান। সংস্কৃত সিংহ এবং যবদ্বীপের সারি (পুষ্প) শব্দ হইতে সিঙ্গসারি নামের উৎপত্তি। এই স্থান মালাং জেলার মধ্যে এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১০০০ হইতে ১৫০০ ফিট্ উচ্চে তেঙ্গর পর্ব্বতশ্রেণী ও অর্জ্জুন পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী অত্যুচ্চ অধিত্যকায় অবস্থিত। কএকটী পুরাতন শিবমন্দির এই স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল মন্দিরগাত্রে শিব, দুর্গা, গণেশ প্রভৃতির মূর্ত্তি খোদিত আছে। যবদ্বীপের অধিকাংশ মন্দিরই ইষ্টক-নির্ম্মিত, কিন্তু সিঙ্গসারির মন্দিরগুলি চুণা-পাথরের দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছিল। একটী শিবমূর্ত্তির গাত্রে প্রাচীন দেবনাগরী অক্ষরে একখানি শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে। অনেকগুলি মন্দিরের নির্ম্মাণকাল প্রাচীরগাত্রে খোদিত আছে। সেইগুলি পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, এই সকল মন্দির ৮১৮ হইতে ১০৮২ শকাব্দ মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন সিঙ্গসারির কিঞ্চিৎ দূরে এক খানি খোদিত লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে; ইহাতে ১২৪২ শকাব্দ লিখিত আছে। সিঙ্গসারির মন্দির গুলিও সিঙ্গসারি নামে পরিচিত।

সিঙ্গা, পঞ্জাব প্রদেশের বুসহর রাজ্যের অন্তর্গত একটী গিরিসঙ্কট। কুণাবর হইতে এই পথ উত্তরে হিমাচলপৃষ্ঠ অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। ইহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৬৩১৭ হাজার ফিট্ উচ্চ। জ্যৈষ্ঠ হইতে কার্ত্তিকমাসার্দ্ধ পর্য্যন্ত এই পথে গমনাগমন করা যায়, তৎপরে তুষারপাত হেতু উহা একবারে অগম্য হইয়া পড়ে।

সিঙ্গাপুর, (সিংহপুরম্) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর বিজাগাপাটম্ জেলার জয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। বিসেমকটক হইতে ২১ মাইল পশ্চিমে নাগপুর যাইবার মন্দ্রাজ নামক রাস্তার ধারে অবস্থিত। অক্ষা° ১৯°৩′১৯″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২°৪৩′১৬′ পূঃ।

সিঙ্গাপুর, মলয় প্রায়োদ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তস্থিত একটী দ্বীপ। অক্ষা° ১°১৭′ উঃ এবং দ্রাঘি° ১০৩°৫০′ পূঃ মধ্যে ইহা অবস্থিত। একটী ক্ষুদ্র প্রণালী সিঙ্গাপুরকে মহাদেশ হইতে পৃথক্ করিয়াছে; মহাদেশ ও সিঙ্গাপুরের মধ্যস্থিত সমুদ্র স্থানে স্থানে অতি সঙ্কীর্ণ এক মাইলেরও ন্যূন হইবে। ১১৬০ খৃষ্টাব্দে শ্রীতুরভুবন প্রথমে এই দ্বীপে বাস করেন। সিঙ্গাপুর নদীর তটে একখানি ভগ্ন উৎকীর্ণ প্রস্তরফলক হইতে জানিতে পারা যায় যে, আমগন নগরের রাজা সুরপ, জোহররাজ্য অধিকার করিয়া, ১২০১ খৃষ্টাব্দে ত্তামর অভিমুখে যাত্রা করেন এবং ক্লিনং নামক স্থানে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক এই প্রস্তরময় স্মৃতি স্থাপন করিয়াছিলেন।

এই দ্বীপের প্রায় সর্ব্বত্রই বহুতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈলশ্রেণীতে পরিপূর্ণ। এই সকল গিরিমালার অন্তর্বর্ত্তী স্থানসমূহ প্রায়ই সঙ্কীর্ণ জলাভূমি। দ্বীপের সমুদ্রতীরস্থিত স্তূপগুলি চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থান হইতে উচ্চ, কিন্তু দ্বীপের চারিদিকের স্থানগুলি নিবিড় ম্যানগ্রোভ বৃক্ষের জঙ্গলে আবৃত। এইরূপ বৃক্ষশ্রেণী দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া দ্বীপটীকে সমুদ্র হইতে অতি সুন্দর দেখায়। গ্রানাইট পাথরের বিকুটটিমা নামক পর্ব্বত ৫৩০ ফিট্ উচ্চ। তদ্ভিন্ন সেডিমেণ্টারি পাথরের পর্ব্বতই অধিকাংশ। এই সকল পাহাড়ে বালুপাথরও প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। বিকুটটিমা দ্বীপের ঠিক মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান।

১৮১৯ খৃষ্টাব্দে, সার ষ্টাম্‌ফোর্ড র‍্যাফল্‌সের শাসনকালে জোহরের সুলতান ৬০০০০ ডলার মূল্য গ্রহণ করিয়া এবং যাবজ্জীবন বাৎসরিক ২৪,০০০ ডলার ইংরাজদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইবেন, এইরূপ সর্ত্তে, সিঙ্গাপুর ইংরাজদিগের হস্তে অর্পণ করেন। অতঃপর ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে সুলতান ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিয়া এই দ্বীপ তাঁহাদিগকে প্রদান করেন। সেই সময় হইতে সিঙ্গাপুর ইংরাজ কর্ত্তৃক শাসিত হইতেছে।

সিঙ্গাপুরের ভূপরিমাণ ২০৬ বর্গ মাইল। ইহার লোকসংখ্যা

প্রায় ১৪০,০০০, ইহা একটী প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান। এসিয়ার মধ্যে সিঙ্গাপুর একটী প্রধান বন্দর। প্রতিবৎসর এই বন্দরে প্রায় ১৪ কোটি টাকার পণ্যদ্রব্য আমদানি এবং ১০ কোটি টাকার দ্রব্য রপ্তানি হইয়া থাকে। পণ্যদ্রব্যের মধ্যে ধান্য, চাউল এবং বাহাদুরী কাষ্ঠই প্রধান।

সিঙ্গাভট্ট (পুং) একজন গ্রন্থকার। ইনি সিদ্ধান্তটীকা রচনা করেন।

সিঙ্গারকোণ, বর্দ্ধমান জেলার কাল্‌না উপবিভাগের অন্তর্গত একটি বাণিজ্যপ্রধান গণ্ডগ্রাম।

সিঙ্গালীলা, বাঙ্গালার দার্জ্জিলিঙ্গ জেলার অন্তর্গত একটী শৈল। এই শৈলশিখরভাগ কাঞ্চনজঙ্ঘা হইতে ফালুতপ্রান্ত পর্য্যন্ত প্রায় ৬০ মাইল বিস্তৃত। অক্ষা° ২৭°১´ হইতে ২৭°১৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮° হইতে ৮৮°২´ পূঃ মধ্যে। ইহার পশ্চিম-গাত্রবাহী-জলরাশি তাম্বর নদীতে পড়িয়াছে এবং পূর্ব্বঢালের জলস্রোত সমূহ বৃদ্ধি পাইয়া রঙ্গিতের কলেবর পুষ্ট করিতেছে। এই পর্ব্বতশ্রেণীর সন্দকফু ১২০৩২ ফিট্, সবরগাঁও ১০৪৩০ ফিট্ এবং ফালুত্ ১০৮৮৪ ফিট্ উচ্চ।

সিঙ্গুর, হুগলি জেলার শ্রীরামপুর বিভাগের অন্তর্গত একটী থানা ও গণ্ডগ্রাম। পাঠান আমল হইতে এই অঞ্চলে অনেক হিন্দুস্থানী, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও ক্ষেত্রী আসিয়া বাস করেন, তাহার মধ্যে কতকগুলি সেনাবিভাগে কার্য্য করিত ও বৃত্তিস্বরূপ ভূমি ভোগ করিত। আর কতকগুলি লাঠির জোরে, "জোর যার মুলুক তার" বলিয়া, অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল। আবার বর্গির হাঙ্গামার সময়ে অনেক হিন্দুস্থানী ভদ্র গৃহস্থ এই অঞ্চলে আসিয়া বাস করেন। ইহার মধ্যে সিঙ্গুরের বাবুরা প্রসিদ্ধ। তাঁহাদের নামযশোগুণাও যেমন ছিল, ডাকাতের সর্দ্দার বলিয়া প্রসিদ্ধিও সেইরূপ ছিল। ইহাদের এখন নিতান্ত ভগ্নাবস্থা। তবে গড়-খাই-করা বিস্তীর্ণ প্রাসাদভবন, পুরাতন জীর্ণ দ্বাদশ শিবমন্দির, অতিথি সেবার সুবিস্তৃত আঙ্গিনা এখনও পূর্ব্ব সমৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে। ৭০।৮০ বৎসর পূর্ব্বে সিঙ্গুরের নবাব বাবুর বড় প্রসিদ্ধি ছিল। তাঁহার নাম দ্বারকানাথ রায়। সেই সময়ে হুগলী জেলায় ঠগীর বড় প্রকোপ, বাবুদেরও ডাকাতি প্রসিদ্ধি ছিলই, তাহার উপর নবাব বাবুর নবীন বয়স, উদ্ধত স্বভাব, তিনি ঠগীর বড় কর্ত্তা ওয়াকোপ সাহেবের সুনজরে পড়িলেন। তাঁহাকে ধরিয়া আনা হইল ও হুগলীর জেলে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হইল। তিনি হুগলীর জেলে মহাধুমধামে দীপান্বিতা অমাবস্যায় ৺কালীপূজা করিয়াছিলেন, সাহেবেরা সাদরে মায়ের প্রসাদ পাইয়া মহা আমোদ করিয়াছিলেন। কেবল পুরুষ পরম্পরাগত দস্যুতার দুর্নামের দায়ে, নবাব বাবু বিপদ্‌গ্রস্ত হন, এমন নহে,

সত্য সত্যই সিঙ্গুরে ডাকাতির একটী বিষম আড্ডা ছিল। হয়ত বাবুদের সহিত এই আড্ডার কোন সম্বন্ধই ছিল না। তবে সিঙ্গুরের ডাকাতি-কালী তখন বড় প্রসিদ্ধা ছিলেন, তাঁহার সম্মুখে নর-বলি হইত। এখনও বড় রাজপথের পার্শ্বে তিনদিকে ভীষণ জঙ্গলে আকীর্ণ, বৃহৎ মন্দিরে সেই ডাকাতিকালীর ভীষণমূর্ত্তি বিরাজিত।

সিঙ্গুরে বহুতর ভদ্রলোকের বাস; তন্মধ্যে কায়স্থ মল্লিক-বংশ অতি প্রসিদ্ধ। অনেক রাজকীয় কর্ম্মচারী এই বংশসম্ভূত। সিঙ্গুরের সহিত বঙ্গসাহিত্যেরও সম্পর্ক আছে। প্রসিদ্ধ গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর-যাত্রা-দলের গান-বাঁধনদার ভৈরব হালদার সিঙ্গুরের অধিবাসী। তৎকৃত গানগুলি, অতি সহজ, সুললিত সুমধুর ভাষায় রচিত। ইতর, ভদ্র, পণ্ডিত, অপণ্ডিত সকলেরই মনোরঞ্জক।

সিঙ্গুরে বেশ ভাল বাজার আছে। তারকেশ্বর রেল খুলিবার পূর্ব্বে এই পথে সকল লোকই ঈশ্বর দর্শনে গমন করিত, এই জন্য অনেক চটি ছিল, এখনও তাহার কিছু কিছু আছে। সিঙ্গুরের সন্দেশ এখনও প্রসিদ্ধ।

সিঙ্গৌরগড়, মধ্যপ্রদেশের একটী পার্ব্বত্য দুর্গ। অক্ষা° ২৩°৩২´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৯°৪৭´ পূঃ মধ্যে এবং জব্বলপুর হইতে উত্তরপশ্চিমে ২৬ মাইল দূরে এই দুর্গ অবস্থিত। সংগ্রামপুর অধিত্যকার পার্শ্বস্থিত একটী উচ্চ পর্ব্বতোপরি এই দুর্গ বর্ত্তমান। দুর্গের উপর হইতে নিম্নস্থিত অধিত্যকার স্বাভাবিক দৃশ্য অতি মনোরম। চন্দেল রাজপুতবংশসম্ভূত রাজা বেল এই দুর্গ নির্ম্মাণ করেন এবং গড়মণ্ডলের রাজা দলপৎ সা ইহা পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে রাজা দলপৎ সিঙ্গৌরগড়ে রাজধানী করিয়াছিলেন। সম্রাট্ আকবরের সেনাপতি আসফ খাঁ কর্ত্তৃক রাণী দুর্গাবতী এই স্থানে পরাজিত হন এবং আরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মুসলমানেরা নয় মাসকাল সিঙ্গৌরগড় অবরোধ করিয়াছিল।

সিঙ্ঘণ (ক্লী) নাসিকামল, সিক্নী। (শব্দরত্না°)

সিঙ্ঘণদেব (পুং) একজন বিখ্যাত রাজা।

সিঙ্ঘাণ (ক্লী) নাসিকামল, সিক্নী, কফ, শ্লেষ্মা।

সিঙ্ঘাণক (ক্লী) সিঙ্ঘাণ-স্বার্থে কন্। ১ নাসিকামল, চলিত পোঁটা, সিকনি। (রাজনি°) ২ কাচপাত্র। (হারাবলী) ৩ নাসা-রোগভেদ। ইহার লক্ষণ—

"কফপ্রবৃদ্ধো নাসায়াং রুদ্ধা স্রোতাংস্যনিলম্।
কুর্য্যাৎ সঘুর্ঘুরং শ্বাসং পীনসাধিকবেদনম্ ॥
অবেষ্টিত ইবাত্যর্থং প্রক্লিন্না তেন নাসিকা।
অজস্রং পিচ্ছিলং পীতং পক্বং সিঙ্ঘাণকং স্রবেৎ ॥"

(বাগ্‌ভট উ° ১৯ অ°)

যে নাসারোগে কফ অতিশয় প্রবৃদ্ধ হইয়া নাসিকার স্রোত রুদ্ধ করে, ঘুর্ ঘুর শব্দের সহিত শ্বাস নির্গত এবং পীনস অপেক্ষা অধিক বেদনা ও অনবরত পিচ্ছিল, পীতবর্ণ ঘন কফ নির্গত হয়, তাহাকে সিংহাণক নাসারোগ কহে।

৪ অক্ষরোগবিশেষ। অন্তরঙ্গ অক্ষিচিকিৎসায় এই রোগের নিদান এইরূপ লিখিয়াছেন, এই অক্ষরোগ বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক ভেদে চারি প্রকার। যে স্থলে অক্ষের কফ অল্প পরিমাণে ও ফেণযুক্ত হইয়া নির্গত হয়, তাহাকে পৈত্তিক, ঘন দধিবর্ণ কফস্রাব হইলে শ্লৈষ্মিক এবং নানাবর্ণ কফস্রাব হইলে তাহাকে সান্নিপাতিক কহে। সান্নিপাতিকে ত্রিদোষের সকল লক্ষণই প্রকাশ পায়। সান্নিপাতিক অসাধ্য।

"বাতিকে পৈত্তিকে চৈব শ্লৈষ্মিকে সান্নিপাতিকে।
সিংহাণকে প্রবক্ষ্যামি লক্ষণং কেবলং তথা॥
অল্পস্রাবং সফেণঞ্চ বাতিকং তৎ প্রকীর্ত্তিতং।
রক্তপীতাদিভিঃ স্রাবৈর্বিস্রাবং পিত্তসম্ভবং॥
ঘনেন দধিবর্ণেন কফজঞ্চৈব নির্দ্দিশেৎ।
নানাবর্ণেন স্রাবেণ নানাসাধ্যং সান্নিপাতিকং॥" (অন্তরঙ্গ)

৫ লৌহকিট্ট, মণ্ডূর। (বৈদ্যকনি°)

সিঙ্ঘান (পুং) মুখশুদ্ধি। (ত্রিকা°)

সিঙ্ঘিনী (স্ত্রী) নাসিকা। (কলাদুম)

সিচ, ১ ক্ষরণ। ২ সেচন। তুদাদি° উভয়পদী° সক° সেট্। লট্ সিঞ্চতি-তে। লিট্ সিষেচ, সিষিচে। লুট্ সেক্তা। লৃট্ সেক্ষ্যতি-তে। লুঙ্ অসিচৎ, অসিক্ত, অসিচেতাং, অসিক্ষাতাং। সন্ সিসিক্ষতি-তে। যঙ্ সেসিচ্যতে, সেসিক্তি। ণিচ্ সেচয়তি। লুঙ্ অসীসিচৎ। অভি+সিচ্=অভিষেক। উৎ+সিচ্=উৎসেক, গর্ব্ব। নি+সিচ্=নিষেক।

সিচ্ (স্ত্রী) বস্ত্রপ্রান্ত। "সিচুর্বরঃ পুত্রঃ সিচয়া বেত্তে" (ঋক্ ৩।৫৩।২) "সিচং বস্ত্রপ্রান্তং" (সায়ণ) সিচ্-কিপ্। ২ সেক।

সিচয় (পুং) সিচং সিক্ষ্যতেতি প্রাপ্যোতীতি ইন-অচ্। ১ বস্ত্র।

"স্থূলাকোসিকণান্বরোচিঃসিচয়চ্ছায়ে।
নমঃ প্রলীনমুক্তায় হরকণ্ঠলীয়তে॥" (মালতম° ১।১)

২ জীর্ণ বস্ত্র। (ত্রিকা°)

সিজকপুর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড় বিভাগের ঝালাবাড় প্রান্তস্থ একটী ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। চারিটী মাত্র গ্রাম লইয়া এই রাজ্য গঠিত। ভূপরিমাণ ২৯ বর্গমাইল। এখানকার সর্দ্দারেরা ইংরাজ গবর্মেণ্টকে ও জুনাগড়ের নবাবকে বার্ষিক কর দিয়া থাকেন।

সিজাবল, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সিন্ধুপ্রদেশের শিকারপুর জেলার নার্থানা উপবিভাগের একটী তালুক। ভূপরিমাণ ১৯২ বর্গ মাইল। এখানে সর্ব্বসমেত ৮৩টী গ্রাম আছে।

সিজিল (আরবী) চলিত অর্থ আয়ত্তাধীন, সহজ।

সিজু, পূর্ব্ববঙ্গ আসাম প্রদেশের গারোপাহাড় জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। সমেশ্বরী বা সোমেশ্বরী নদীতটে অবস্থিত। এই গ্রামে বহুসংখ্যক জেলিয়ার বাস আছে। নদীতে মৎস্য ধরিয়া বিক্রয় ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। এই গ্রামের সন্নিহিত স্থানে একটী কয়লার খনি ছিল। সুসঙ্গের মহারাজ এক সময়ে ঐ খনি হইতে কয়লা উত্তোলন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, এখন ব্যয়বাহুল্যে সে উদ্যম ব্যর্থ হইয়াছে। সোমেশ্বরী নদীতটস্থ চুণাপাথরের স্তরে বহুসংখ্যক বিচিত্র গুহা দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে সিজু গ্রামের নিকটস্থ গুহাটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহার প্রবেশপথ ২০ ফিট্ উচ্চ এবং অভ্যন্তরস্থ গৃহটি সুবৃহৎ ও উহার ছাদ গম্বুজাকার। এই গুহার ভিতর দিয়া একটি জলধারা প্রবাহিত আছে। সমস্ত দিন গুহাভ্যন্তরে গমন করিলেও ঐ ক্ষুদ্র স্রোতের উৎপত্তি স্থান দৃষ্টিগোচর হয় না।

সিজৌলী, উত্তর-পশ্চিম ভারতের ফতেপুর জেলার কোড়া জহনাবাদের অন্তর্গত একটি গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ২৫°৫৯'২৮" এবং দ্রাঘি° ৮০°৩'৪৫" পূঃ। এখানে একমাত্র রাজপুত জাতির বাস দৃষ্ট হয়।

সিঞ্চৎ, (ত্রি) সিঞ্চতীতি সিচ-শতৃ। সেচনকর্ত্তা, জলসেককারী।

সিঞ্চল পাহাড়, দার্জ্জিলিঙ প্রদেশের একটী অত্যুচ্চ পর্ব্বত। তিস্তা নদী পর্য্যন্ত এই পর্ব্বত বিস্তৃত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৮৬০৭ ফিট্ উচ্চ। এই পর্ব্বতের উপর ইংরাজসৈন্যের সেনানিবাস আছে। সন্নিকটবর্ত্তী অন্যান্য পর্ব্বতের অপেক্ষা সিঞ্চল-পাহাড় অধিক উচ্চ। ইহার দুইটী শিরিশৃঙ্গ বড় ও ছোট দুরবীণ নামে স্থানীয় লোকের নিকট পরিচিত। এই পাহাড়ের শৃঙ্গগুলি তুষারাচ্ছাদিত এবং তাহাদের চতুর্দ্দিক্ বাঁশ, ফার্ণ (Fern) ও অন্যান্য আরণ্য বৃক্ষাদিতে পরিপূর্ণ। আকাশ পরিষ্কার থাকিলে এই পাহাড়ের উপর হইতে গৌরীশঙ্কর দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে সিঞ্চল পাহাড় সৈনিক বিভাগের হস্তে অর্পিত হইয়াছে।

সিঞ্চিতা (স্ত্রী) সিঞ্চ-সিচ-ক্ত-টাপ্। পিপ্পলী। (শব্দচ°)

সিঞ্জা (স্ত্রী) অলঙ্কারধ্বনি, অলঙ্কারের শব্দ। এই শব্দ তালব্য শকারাদি পাঠই সাধু। কাহারও মতে দন্ত্যসাদিও হয়।

সিঞ্জিতিকা (স্ত্রী) দেশ এই নামে প্রসিদ্ধ ফল, চলিত সেঁওফল। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ভেদে এই ফল দুই প্রকার। গুণ—বৃষ্য, গুরু, ধাতুবর্দ্ধক, পাক ও রসে শীতল, কফকর। ২ বদরফল। (বৈদ্যকনি°)

সিড়্ সিড়্ (দেশজ) ঈষৎ স্ফুরণ জন্য অনুভব।

সিত (ক্লী) সিনঃ শুক্লবর্ণো হস্ত্যাস্তীতি অচ্। ১ রৌপ্য। ২ মূলক। (রাজনি°) ৩ চন্দন। (রত্নমালা) ৪ শ্বেতচন্দন।

'সিতং মলয়জং শীতং গোশীর্ষসিতচন্দনং।' (গরুড়পু° ২০৮ অ°)

(পুং) সিনোতীতি সি বন্ধনে (অজিগুসিভ্যঃ ক্তঃ। উণ্‌ ৩৮৯) ইতি ক্ত। ৫ শুক্লবর্ণ। (অমর) ৬ শুক্রাচার্য্য। (শব্দরত্না°) ৭ শর। (নানার্থধ্বনিম°) (ত্রি) ৮ শুক্লবর্ণযুক্ত। সো-ক। ৯ সমাপ্ত। ১০ নিবদ্ধ। ১১ জ্ঞাত। (বিশ্ব) ১২ ধববৃক্ষ, চলিত ধাওয়া গাছ। ১৩ শ্বেততিল। (বৈদ্যকনি°)

সিতকটভী (স্ত্রী) শ্বেতকটভীবৃক্ষ। (রাজনি°)

সিতকণ্টা (স্ত্রী) সিতঃ শুক্লঃ কণ্টো যস্যাঃ। শ্বেতকণ্টকারী।

সিতকন্দ (স্ত্রী) শর্করাকন্দ, ধুনো। (বৈদ্যকনি°)

সিতকণ্টারিকা (স্ত্রী) শ্বেতকণ্টকারী। (রাজনি°)

সিতকণ্ঠ (পুং) সিতঃ কণ্ঠো যস্য। ১ দাত্যূহপক্ষী, চলিত ডাহুক পাখী। (শব্দরত্না°) (ত্রি) ২ শ্বেতকণ্ঠযুক্ত।

সিতকমল (স্ত্রী) সিতং কমলং। শ্বেত পদ্ম।

সিতকর (পুং) সিতঃ শুক্লঃ করো যস্য। ১ কর্পূর। (রাজনি°) ২ শুভ্রকিরণ, চন্দ্র।

সিতকরা (স্ত্রী) নীলদূর্ব্বা। (বৈদ্যকনি°)

সিতকর্ণী (স্ত্রী) সিতঃ কর্ণইব পুষ্পমস্যাঃ ঙীষ্‌। ১ বাসক। (রাজনি°) কোন কোন স্থলে ইহার পাঠান্তর সিতপর্ণী এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

সিতকল্যাণঘৃত (স্ত্রী) স্ত্রীরোগাধিকারোক্ত ঘৃতৌষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—বিশুদ্ধ গব্যঘৃত চারিসের। গব্যদুগ্ধ ১৬৲সের। কল্কার্থ কুমুদপুষ্প, পদ্মকাষ্ঠ, বেণারমূল, গোক্ষুর, রক্তশালি, মুগানি, ক্ষীরকাকোলী, গম্ভারীফল, যষ্টিমধু, বেড়েলামূল, গোরক্ষ-চাকুলিয়ামূল, উৎপল, তালের মাথী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, শালপানি, জীরা, ত্রিফলা, শোমকবীজ, অথবা কাকুড়বীজ ও কাঁচা-কলা এই সকল প্রত্যেকে ৪ তোলা, পাকার্থজল ৮ সের। ঘৃত-পাকের বিধানানুসারে এই ঘৃতপাক করিতে হইবে। স্ত্রীদিগের শ্বেতপ্রদররোগে এই ঘৃত বিশেষ উপকারী। এই ঘৃত গরম দুগ্ধের সহিত ।০ আনা পরিমাণ হইতে সেবন আরম্ভ করিতে হয়। ক্রমে সহ্য হইয়া আসিলে মাত্রা বৃদ্ধি করা আবশ্যক। এই ঘৃত সেবন করিলে প্রদর, রক্তগুল্ম, রক্তপিত্ত, হলীমক, কামলা, জীর্ণজ্বর, পাণ্ডুরোগ প্রভৃতি আশু নিবারিত হয়, এবং যে সকল স্ত্রীদিগের উত্তমরূপ রজোস্রাব হয় না, তাহাদের পক্ষেও ইহা বিশেষ উপকারী। এই ঘৃত সেবনে স্ত্রীদিগের সকল রজোদোষ বিনষ্ট হইয়া তাহারা গর্ভধারণ করিয়া থাকে। (ভৈষজ্যরত্না°)

সিতকাচ (পুং) শ্বেতবর্ণ কাচ।

সিতকাঞ্চন (পুং) শ্বেতপুষ্প কাঞ্চনবৃক্ষ।

সিতকারিকা (স্ত্রী) ক্ষুপ খাড়্যালক, চলিত ক্ষুদ্র বেড়েলা।

সিতকুঞ্জর (পুং) সিতঃ কুঞ্জরো যস্য। ১ ইন্দ্র। ২ ইন্দ্রের হস্তী, ঐরাবত শুভ্রবর্ণ, এই জন্য উহাকে সিতকুঞ্জর কহে। সিতঃ কুঞ্জরঃ। ৩ শ্বেতহস্তী।

সিতকুম্ভী (স্ত্রী) শ্বেতপাটলা, শ্বেতপুষ্প পারুল। (রাজনি°)

সিতকেশ (পুং) দানববিশেষ। (হরিবংশ)

সিতক্ষার (পুং) শ্বেতটঙ্কণ, শ্বেত সোহাগা। (রাজনি°)

সিতক্ষুদ্রা (স্ত্রী) শ্বেত কণ্টকারী। (রাজনি°)

সিতগুঞ্জা (স্ত্রী) সিতা গুঞ্জা। শ্বেতগুঞ্জা। (রাজনি°)

সিতচন্দন (স্ত্রী) সিতং চন্দনং। শ্রীখণ্ডচন্দন, সাদাচন্দন।

সিতচিল্লী (স্ত্রী) শ্বেত বাস্তুক, চলিত দুধে বেতো। (বৈদ্যকনি°)

সিতচিহ্ন (পুং) সিতানি চিহ্নানি যস্য। বালুকাগড়, চলিত বেলেমাছ।

সিতচ্ছত্র (স্ত্রী) সিতং ছত্রং। রাজছত্র, রাজাদিগের ছত্র শুভ্রবর্ণ এই জন্য রাজছত্রকে সিতছত্র কহে।

সিতচ্ছত্রা (স্ত্রী) সিতং ছত্রমিব পুষ্পমস্যাঃ। শতপুষ্পা, চলিত শুলফা।

সিতচ্ছত্রিত (পুং) সিতছত্রং জাতমস্যেতি ইতচ্‌। শ্বেতছত্রযুক্ত।

"মনঃ সিতচ্ছত্রিতকীর্ত্তিমণ্ডলঃ
স রাশিরাসীন্মহসাং মহোজ্জ্বলঃ॥" (নৈষধ ১।১)

সিতচ্ছদ (পুং) সিতৌ ছদৌ পক্ষৌ যস্য। হংস। (হেম) ২ রক্ত খোস্তাজন, লাল সজিনা। (বৈদ্যকনি°)

সিতচ্ছদা (স্ত্রী) সিতচ্ছদো যস্যাঃ। শ্বেতদূর্ব্বা। (রাজনি°)

সিতজ (পুং) মধুশর্করা, মধুর চিনি। (রাজনি°)

সিতজফল (পুং) মধুনারিকেল বৃক্ষ। (রাজনি°)

সিতজলজ (স্ত্রী) শ্বেতপদ্ম। (বৈদ্যকনি°)

সিতজা (স্ত্রী) মধুশর্করা, মধুর চিনি। (রাজনি°)

সিতজাম্রক (পুং) বহু রসাল আম্রবৃক্ষ। (রাজনি°)

সিতজীরক (স্ত্রী) শুক্লজীরক, শ্বেতজীরে। (রাজনি°)

সিতদর্ভ (পুং) সিতো দর্ভঃ। শ্বেত কুশ।

সিতদীধিতি (পুং) সিতা শুভ্রা দীধিতিঃ কিরণো যস্য। চন্দ্র।

সিতদীপ্য (পুং) সিতং দীপ্যং দীপ্তিযস্য। শ্বেতজীরক। (রাজনি°)

সিতদূর্ব্বা (স্ত্রী) সিতা দূর্ব্বা। শ্বেতদূর্ব্বা। (রত্নমালা)

সিতদ্রু (পুং) সিতঃ দ্রু র্দ্রুমো যস্য। মোরট বৃক্ষবিশেষ, শ্বেত মোরট। (রত্নমালা) ২ শুক্লবর্ণ বৃক্ষ। ৩ অর্জ্জুন বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

সিতদ্রুম (পুং) শ্বেতবৃক্ষ।

সিতধাতু (পুং) সিতঃ শুক্লো ধাতুঃ। ১ কঠিনী, চলিত খড়িমাটী। (রাজনি°) ২ শুক্লবর্ণ ধাতু মাত্র।

সিতপক্ষ (পুং) সিতৌ পক্ষৌ যস্য। ১ হংস। (শব্দরত্না°) সিতঃ পক্ষঃ। ২ শুক্লপক্ষ। (সুশ্রুত° ৬০।২৩)

সিতপট (ত্রি) সিতঃ পটঃ যস্য। ১ শ্বেতবস্ত্রধারী। (পুং) ২ এরণ্ডকাষ্ঠ।

সিতপদ্ম (ক্লী) সিতং পদ্মং। শ্বেতপদ্ম।

সিতপর্ণী (স্ত্রী) সিতং পর্ণমস্যাঃ ঙীষ্। অর্কপুষ্পিকা বৃক্ষ।

সিতপাটলা (লিকা) (স্ত্রী) সিতা পাটলা। শুক্লপাটলা বৃক্ষ, চলিত শ্বেত পারুল। হিন্দী শ্বেত পাড়রি, পর্য্যায়—সিতদূতী, কলেরুহা, সিতামোঘা, কুবেরাক্ষী, শ্বেতাহ্বা, কাষ্ঠপাটলা, ধবলপাটলী। গুণ—তিক্ত, গুরু, উষ্ণ, বাতদোষ, বমি, হিক্কা, কফ, শ্রম, ও শোফনাশক। (রাজনি°)

সিতপীত (ত্রি) ১ শ্বেত ও পীতবর্ণ। ২ শ্বেত ও পীতবর্ণবিশিষ্ট।

সিতপুঙ্খা (স্ত্রী) সিতঃ পুঙ্খো যস্যাঃ। শ্বেতশরপুঙ্খা। (রাজনি°)

সিতপুষ্প (ক্লী) সিতং পুষ্পমস্য। ১ কৈবর্ত্তীমুস্তক। (জটাধর) (পুং) ২ শ্বেতপুষ্প, রোহিতক, চলিত শ্বেত রোড়া। (রাজনি°) ৩ কাশতৃণ কেসেঘাস। ৪ তগর বৃক্ষ। ৫ বীপান্তর খর্জ্জুরী বৃক্ষ, সিন্ধী খেজুরের গাছ। ৬ শিরীষ বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°) স্ত্রিয়াং টাপ্। সিতপুষ্পা মল্লিকা, মল্লিকা ফুলের গাছ। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। সিতপুষ্পী, শ্বেতাপরাজিতা। ২ নাগদন্তী, হাতিশুঁড়া। ৩ নাগবল্লীলতা, চলিত পাণলতা। (বৈদ্যকনি°)

সিতপ্রভ (ত্রি) সিতা প্রভা যস্য। শ্বেতকান্তি।

সিতপ্রভা (স্ত্রী) নদীভেদ। (কালিকাপু° ৭৭।১৫)

সিতমণি (পুং) সিতঃ মণিঃ। স্ফটিক।

সিতমরিচ (ক্লী) সিতং মরিচং। শ্বেত মরিচ, সাদা মরিচ, পর্য্যায়—সিতাখ্য, সিতবল্লীজ, বালুক, বহুল, ধবল, চন্দ্রক। গুণ—কটু, উষ্ণ, বিষঘ্ন দৃষ্টিরোগনাশক, অবৃষ্য, যুক্তি দ্বারা রসায়ন। (রাজনি°)

সিতমাষ (পুং) সিতো মাষঃ। রাজমাষ। (হারাবলী)

সিতমেঘ (পুং) শুভ্রবর্ণ মেঘ।

সিতমোঘা (স্ত্রী) শ্বেত পাটল বৃক্ষ, শ্বেত পারুল গাছ।

সিতরক্ত (ত্রি) শুভ্র ও রক্তবর্ণবিশিষ্ট। ২ শ্বেত ও রক্তবর্ণ।

সিতরঞ্জন (পুং) সিতং রঞ্জয়তীতি রন্জ-ল্যু। পীতবর্ণ। (হেম)

সিতরজস্ (ক্লী) কর্পূর। (বৈদ্যকনি°)

সিতরশ্মি (পুং) সিতঃ শুক্লো রশ্মি, কিরণো যস্য। শুভ্র কিরণ চন্দ্র।

সিতরাগ (পুং) রৌপ্য। (বৈদ্যকনি°)

সিতলতা (স্ত্রী) চিত্রকূটে খ্যাত অমৃতস্রবা লতা, চলিত রক্ত কদন্তী। (রাজনি°)

সিতলশুন (পুং) শুক্লরসোন। (বৈদ্যকনি°)

সিতবর্ণা (স্ত্রী) ক্ষীরিণী বৃক্ষ। (পর্য্যায়মুক্তা°)

সিতবর্ষাভূ (স্ত্রী) সিতা বর্ষাভূঃ। পুনর্ণবা। (রাজনি°)

সিতবল্লরী (স্ত্রী) ভূমিজম্বুবৃক্ষ, বনজাম। (পর্য্যায়মুক্তা°)

সিতবল্লীজ (ক্লী) শ্বেতমরিচ। (রাজনি°)

সিতবারক (পুং) শালিঞ্চ শাক। (রত্নমালা)

সিতবারণ (পুং) শ্বেতহস্তী।

সিতবারিক (পুং) সিংহলী পিপ্পলী।

সিতশর্করা (স্ত্রী) সিতা শুভ্রা শর্করা। ধবলশর্করা, চিনি, শুভ্রবর্ণ চিনি। (বৈদ্যকনি°)

সিতশায়কা (স্ত্রী) সিতা শায়কা। শ্বেত শরপুঙ্খা। (রাজনি°)

সিতশিংশপা (স্ত্রী) শ্বেতপুষ্প শাল্মলী বৃক্ষ, শ্বেতশিমুল। ২ শ্বেত শিংশপা, শ্বেত শিশু গাছ। (বৈদ্যকনি°)

সিতশিম্বিক (পুং) সিতা শিম্বিরস্য, কপ্। গোধূম। (হেম) ইহার পাঠান্তর সিতিশিম্বিক দেখিতে পাওয়া যায়।

সিতশিব (ক্লী) সিতং শুভ্রং শিবং মঙ্গলজনকঞ্চ। সৈন্ধবলবণ। এই শব্দের রূপান্তর শিতিশিব, সিতসিব, শীতশিব। (অমরটীকা)

সিতশুক্তি (ত্রি) পর্ব্বতভেদ। (মহাভা° ২।৫।১০)

সিতশূক (পুং) সিতঃ শূকো যস্য। যব। (শব্দচ°)

সিতশূরণ (পুং) সিতং শূরণং। বনশূরণ, চলিত বুনো ওল। শ্বেতবর্ণ ওল। (রাজনি°)

সিতসাপ্ত (পুং) সিতাঃ সপ্তয়ো ঘোটকা যস্য। ১ অর্জ্জুন। (কিরাত ১৩।১৯) সিতঃ সপ্তিঃ। ২ শ্বেতাশ্ব, শ্বেতবর্ণ অশ্ব।

সিতসর্ষপ (পুং) সিতঃ সর্ষপঃ। গৌর সর্ষপ। (রাজনি°)

সিতসায়কা (স্ত্রী) শ্বেতপুষ্প শরপুঙ্খা। (রাজনি°)

সিতসিংহী (স্ত্রী) সিতা সিংহীব। শ্বেত কন্টকারী। (রাজনি°)

সিতসিন্ধু (স্ত্রী) সিতা শুক্লজলা সিন্ধুঃ। গঙ্গা। (শব্দরত্না°)

সিতসিব (ক্লী) সৈন্ধবলবণ। [সিতশিব দেখ]

সিতস্তূপ (পুং) দেশভেদ। (বৃহৎসংহিতা ১১।৬১)

সিতা (স্ত্রী) সিত-টাপ্। শর্করা, চিনি। গুণ—স্বমধুর, রুচিকর, বাত, পিত্ত, আম, দাহ, মূর্চ্ছা ও ছর্দ্দি জ্বরনাশক এবং শুক্রবর্দ্ধক। [বিশেষ বিবরণ শর্করা ও চিনি শব্দে দেখ] ২ বচা, বচ। ৩ সোমরাজী। ৪ সিংহলী। (পর্য্যায়মুক্তাবলী) ৫ আমলকী। ৬ গোরোচনা। ৭ বৃদ্ধি। ৮ সুরামেদ। (রাজনি°) ৯ যোগা। ১০ শুক্ল ত্রিবৃতা, চালিত শ্বেত তেউড়ী। ১১ ত্রিসন্ধি পুষ্প বৃক্ষ। ১২ শ্বেত পুনর্ণবা। (বৈদ্যকনি°) ১৩ আস্ফোতক, চলিত হাপরমালী। ১৪ গিরিজাপরাজিতা। ১৫ মল্লিকা পুষ্পবৃক্ষ। ১৬ শ্বেত পাটলিকা, শ্বেত পারুল। ১৭ শ্বেতকন্টকারী। ১৮ বিদারী, ভূঁই কুমড়া। ১৯ শ্বেত দূর্ব্বা। ২০ শ্বেত শিম্বী।

সিতাংশু (পুং) সিতা অংশবো যস্য। ১ চন্দ্র, সিতকিরণ। ২ কর্পূর।

সিতাংশুতৈল (ক্লী) সিতাংশুজাতং কর্পূরসম্ভবং তৈলং। ১ কর্পূরতৈল। (রাজনি°)

সিতাখণ্ড (পুং) সিতায়াঃ খণ্ডো যত্র। মধুজাত শর্করা, পর্য্যায়—

খণ্ডজ, পুষ্পজা, শর্করজা, মাধবী, মধুশর্করা, মাক্ষীশর্করা। গুণ— অতি মধুর, চক্ষুষ্য, ছর্দ্দি, কুষ্ঠ, ব্রণ, কফ, শ্বাস, হিক্কা, পিত্ত ও অস্রদোষনাশক। (রাজনি°)

সিতাখ্য (স্ত্রী) সিত আখ্যা যস্য। ১ শ্বেত মরিচ।

সিতাখ্যা (স্ত্রী) শ্বেত দূর্বা। (রাজনি°)

সিতাগ্র (পুং) সিতঃ অগ্রো যস্য। কণ্টক। (হারাবলী)

সিতাঙ্ক (পুং) সিতঃ অঙ্কো যস্য। বালুকাগড্ডমৎস্য, চলিত বেলেগুড়ি মাছ। (হারা°) ইহার পাঠান্তর সিতাঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই সিতাঙ্গ পাঠই সাধু।

সিতাঙ্গ (পুং) সিতং অঙ্গং যস্য। শ্বেত রোহিতবৃক্ষ, চলিত শ্বেত রোড়া গাছ। ২ বালুকাগড্ড মৎস্য। (রাজনি°)

সিতাজাজী (স্ত্রী) শ্বেত জীরক। (রাজনি°)

সিতাত্রয় (ক্লী) সিতানাং ত্রয়ং। ত্রিশর্করা, তিন প্রকার চিনি, খণ্ডোৎপন্না, হিমোৎপন্না ও মধুজা মিশ্রি, এই তিন প্রকার চিনির নাম সিতাত্রয়। (রাজনি°)

সিতাদি (পুং) সিতায়াঃ আদি কারণং। গুড়। (রাজনি°)

সিতানন (পুং) সিতমাননং যস্য। ১ গরুড়। ২ বিল্ববৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°) (ত্রি) ৩ শুক্ল মুখযুক্ত।

সিতান্ত, মেরুর নিকটস্থ পর্ব্বতভেদ। (লিঙ্গপু° ৪৯।৫১)

সিতাপাক (পুং) মৎস্যণ্ডী, মিছরী। (ভাবপ্র°)

সিতাপাঙ্গ (পুং) সিতৌ অপাঙ্গৌ যস্য। ময়ূর। (ত্রিকা°)

সিতাফল (ক্লী) সনামখ্যাত ফল, চলিত আতা ও লোণাফল, হিন্দী সিতাফল, তামিল সিতা। পক্কফলগুণ—পাচক; বীজ কৃমিনাশক।

সিতাব্জ (ক্লী) সিতমব্জং। শ্বেত কমল, শ্বেত পদ্ম। (রাজনি°)

সিতাবরায় (সেতাব রায়), মুসলমান শাসনের শেষভাগে ও ইংরাজ শাসনের প্রারম্ভে বাঙ্গালার একজন প্রসিদ্ধ রাজকর্মচারী। শকসেন বংশীয় কায়স্থ জাতিতে সিতাব রায় দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। দিল্লীর সম্রাট্ মহম্মদ শাহের প্রধান কর্মচারী খাঁদৌরাণের পরিবারমধ্যে শৈশবে প্রতিপালিত হইয়া, সিতাব রায় আসা-দুলেমান নামক অনৈক কর্ম্মচারীর অধীনে অতি অল্প বেতনে সামান্য চাকরী করিতে আরম্ভ করেন। আসা দুলেমান খাঁদৌরাণ-পরিবারের একজন বিশিষ্ট কর্ম্মচারী ছিলেন। সিতাব রায় নিজ অসাধারণ বুদ্ধি ও কার্য্যদক্ষতার প্রভাবে শীঘ্রই আসা দুলে-মানের সকল কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার পরামর্শানুসারে খাঁদৌরাণের পারিবারিক যাবতীয় কার্য্যও পরিচালিত হইতে লাগিল। এইরূপে সিতাব রায় উক্ত পরি-বারের মধ্যে একজন কর্ত্তৃপক্ষরূপে পরিণত হইলেন। কিন্তু খাঁদৌরাণের পুত্র সেমসামুদ্দৌলা মক্কা যাত্রা করিলে এবং মুসলমান রাজধানী দিল্লীতে নানারূপ বিদ্রোহ ও অরাজকতা উপস্থিত হইলে, সিতাব রায় দিল্লী পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার এই অভিপ্রায় রাজদরবারে প্রকাশিত হইলে, তাঁহার বন্ধু-বান্ধবদিগের অনুরোধে সিতাব রায় বেহারের ডেপুটী দেওয়ান, রোটাসদুর্গের রক্ষাকর্ত্তা এবং সেমসামুদ্দৌলার বঙ্গদেশে যে সকল জায়গীর ছিল, সেই সকল ভূমিখণ্ডের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইলেন। এইরূপে তিনটী উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়া সিতাব রায় দিল্লী পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পাটনায় উপনীত হইলেন। তৎকালে মীরজাফর বাঙ্গা-লার নবাব। যখন সিতাব রায় পাটনায় পৌঁছিলেন, তখন মীর-জাফর তথায় অবস্থান করিতেছিলেন। সিতাব রায় পাটনায় পদা-র্পণ করিয়াই রাজা রামনারায়ণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং রাজা রামনারায়ণ নবাবের সহিত তাঁহার পরিচয় করিয়া দিলেন। সিতাব রায় যে তিনটী পদের জন্য দিল্লী হইতে সনন্দ লইয়া আসিয়াছিলেন, মহম্মদী খাঁ নামক রামনারায়ণের একজন বন্ধু সেই সময়ে উক্ত তিনটী পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সুতরাং তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি সিতাব রায় বুঝিলেন যে রামনারায়ণের সহিত বন্ধুত্ব সংস্থা-পন করা যুক্তিসঙ্গত নহে। আবার নবাব মীরজাফর অতি অলস ব্যক্তি, রাজকার্য্য কিছুই বুঝেন না, সুতরাং তাঁহার নিকট হইতে বিশেষ সাহায্য পাইবার প্রত্যাশা কম। এইরূপ নানা কারণে সিতাব রায় স্থির করিলেন যে তিনি উদীয়মান ইংরাজ-রাজের সহিত মিলিত হইয়া নিজের সৌভাগ্য পরীক্ষা করিবেন। অতঃপর তিনি কর্ণেল ক্লাইবের সহিত মুর্শিদাবাদে আগমন করি-লেন, ক্লাইব তাঁহার উপর সাতিশয় প্রীত হইলেন এবং তাঁহার প্রার্থনানুসারে পদপ্রাপ্তির জন্য রাজা রামনারায়ণকে সুপা-রিস পত্র দিলেন। সেই সুপারিস পত্র লইয়া সিতাব রায় পুন-র্ব্বার মীরজাফরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ক্লাইব সাহেব অনু-রোধ পত্র দিয়াছেন, সুতরাং মীরজাফর আর কোন আপত্তি করিলেন না। তিনিও রামনারায়ণকে সিতাবের পদপ্রাপ্তির জন্য বিশেষ করিয়া লিখিলেন। দেওয়ান রামনারায়ণ এবার আর কোন কথা বলিলেন না, সিতাবকে অবিলম্বে সনন্দানুযায়ী পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ক্রমে সিতাব রায়ের সহিত রামনারায়ণের সখ্য সংস্থাপিত হইল; তিনি পদগৌরব ও সম্মানের সহিত মুর্শিদাবাদে বাস করিতে লাগিলেন।

১৭৬০ খৃঃ অব্দে পূর্ণিয়ার রাজস্ব রীতিমত আদায় না হওয়ায়, নবাব মীরজাফর পূর্ণিয়ার শাসনকর্ত্তা খাদেম হুসেনকে উচ্ছেদ করিবার কল্পনা করিয়াছিলেন। ইংরাজপক্ষ অর্থাৎ এমিয়ট, ক্লাইব প্রভৃতি মধ্যস্থ হইয়া এই গোলযোগ মিটাইয়া দিলেন এবং খাদেম হুসেন মীরজাফরের আজ্ঞাধীন রহিলেন। এই সময়ে নবীন যুবক শাহ আলম্ দিল্লীর সম্রাট্। তাঁহার পক্ষে দিলের খাঁ

হইয়া সন্ধির প্রার্থনা করিলেন। ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপিত হইয়া কিছু দিনের জন্য যুদ্ধবিগ্রহাদি স্থগিত রহিল।

মীরকাসিম বাঙ্গলার নবাব হইবার পর হইতে রাজা রামনারায়ণকে বিষনয়নে দেখিতে লাগিলেন। ইংরাজগণ পাটনা পরিত্যাগ করিবা মাত্র, নবাব হিসাব নিকাশের জন্য রামনারায়ণকে উৎপীড়িত করিতে লাগিলেন। রামনারায়ণ ত্বাপ করিয়া হিসাব বুঝাইয়া দিতে পারিলেন না;—তিনি অনেককে নিকাশী কাগজ পত্র সহ পলাইয়া যাইতে পরামর্শ দিয়াছেন ইত্যাদি জনরব প্রচারিত হইবা মাত্র, তাঁহাকে কারারুদ্ধ করা হইল।

সিতাব রায়কেও এইরূপ নির্যাতন করিবার সঙ্কল্প হইয়াছিল। নবাব মীরকাসিম দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে বেহারের দেওয়ানী লাভ করিয়াছেন। মীরকাসিম সিতাব রায়ের নিকট হইতে হিসাব নিকাশ চাহিলেন। নবাব তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সিতাব রায়কে ধৃত করিবার জন্য নবাব তাঁহার পাটনার বাটিতে লোক প্রেরণ করিলেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অসাধারণ সাহসের জন্য সিতাব রায় চির প্রসিদ্ধ। তিনি স্বীয় পরিবারবর্গ সহ আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত হইলেন। নবাব তাঁহার বীরত্বকাহিনী শ্রবণ করিয়া স্তম্ভিত হইলেন এবং কিছুকালের নিমিত্ত তাঁহাকে উৎপীড়ন করিতে ক্ষান্ত হইলেন।

কিন্তু সিতাব রায়ের দুরদৃষ্ট উপস্থিত। তিনি যে তিনটী পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, মীরকাসিম সেই তিনটী পদ প্রাপ্তির নিমিত্ত বাদশাহের নিকট হইতে সনন্দ পাইলেন। আবার হিসাব নিকাশের জন্য সিতাব রায়ের উপর নির্যাতন আরম্ভ হইল। ইংরাজগণ প্রথম হইতেই সিতাব রায়কে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। তাঁহার এই বিপদে ইংরাজকর্ম্মচারিগণ বিচলিত হইয়া তাঁহাকে মীরকাসিমের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। ইংরাজগণের মধ্যস্থতায় স্থিরীকৃত হইল যে, কলিকাতার ইংরাজ কাউন্সিল সিতাব রায়ের হিসাব পরীক্ষা করিয়া তাঁহার বিচার করিবেন। নবাব এই কথায় সম্মত হইলেন। কার্ণাক সাহেবের সহিত সিতাব রায়কে কলিকাতায় প্রেরণ করা হইল। তাঁহার বিরুদ্ধে কিছুই প্রমাণিত হইল না এবং কাউন্সিলের কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে নবাবের রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিতে অনুরোধ করিলেন। একদল ইংরাজসৈন্যের সহিত সিতাব রায় সরযূপার হইয়া অযোধ্যার নবাবের রাজ্যে প্রস্থান করিলেন।

তৎকালে সুজাউদ্দৌলা অযোধ্যার নবাব। সিতাবরায় অযোধ্যায় উপনীত হইয়া সুজাউদ্দৌলার অধীনে চাকুরী গ্রহণ করিলেন। নবাবের মন্ত্রী বেণী বাহাদুরের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় হইল। তিনি ক্রমে বেণী বাহাদুরের একজন বিশ্বস্ত প্রিয় পাত্র হইয়া উঠিলেন। সেই সময়ে সুজাউদ্দৌলার সহিত মীরকাসিমের সন্ধির কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, কিন্তু মন্ত্রী বেণীর সহিত কোনরূপ পরামর্শ না করিয়া নবাব এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া মন্ত্রীর মনে কেমন একটু বিদ্বেষভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল। তিনি সঙ্কল্প করিলেন যে এই সিতাবরায়ের দ্বারা মীরজাফরের সহিত ইংরাজগণের পুনরায় সন্ধি সংস্থাপন পূর্ব্বক আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবেন। এইরূপ কল্পনা করিয়া তিনি পত্রসহ সিতাবরায়কে মীরজাফরের নিকট প্রেরণ করিলেন। এদিকে নবাব সুজাউদ্দৌলা স্বয়ং মীরকাসিমের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিতে যত্নবান্ হইলেন। যাহা হউক, সেই যুদ্ধে উভয়পক্ষে সংযোগের সুযোগ ঘটিল। সুজাউদ্দৌলা ও শাহ আলম্ একপক্ষে রহিলেন; অপরপক্ষে বলবান্ ইংরাজজাতি আপনাদের বীরত্ব ও দেশবাসীর উপকারিতার অদৃষ্টপথে নির্ভর করিয়া চলিলেন। এই সময়ে মেজর কার্ণাকের সুপরিচিত রাজা সিতাব রায় ইংরাজপক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। নবাব সুজাউদ্দৌলা কোন মতে ইংরাজের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতে চাহিলেন না দেখিয়া ইংরাজগণ রাজা বলবন্ত সিংহের পরামর্শানুসারে চুনারগড় অবরোধ করিলেন। কিন্তু ইহাতে ইংরাজসৈন্য বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সেনানায়কের হুকুমে তাঁহারা অবরোধ উঠাইয়া সুজাউদ্দৌলার আক্রমণকারী সেনাদলের অনুসরণ করিলেন।

ইহার অব্যবহিত পরেই মেজর ফ্লেচারের অধীনে একদল ইংরাজসৈন্য লক্ষ্ণৌ অধিকারে আদিষ্ট হইলেন। রাজা সিতাবরায় ও নজফউদ্দৌলা তাঁহার সহকারীরূপে গমন করেন। পথে গমন করিতে করিতে সিতাবরায় আলাহাবাদ দুর্গ অধিকারে মনোযোগী হইলেন। প্রাচীরভেদী কামান দ্বারা দুর্গপ্রাকারের একস্থান ভিন্ন হইলে দুর্গাধিকারী ও তৎপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা আলীকম্ খাঁ সম্যক্‌ভাবে যুদ্ধসজ্জা করিতে পারিলেন না। তিনি সিতাবরায়ের কথায় বিশ্বাস করিয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। তাঁহাদিগকে সসম্মানে সুজাউদ্দৌলার শিবিরে প্রেরণ করা হইল। ইংরাজ আলাহাবাদ অধিকার করিয়া লইলেন।

এই বিজয়ের পর কিছুদিনের জন্য সিতাব রায় রাজা বলবন্তের সহিত মিলিত হইয়া উক্ত প্রদেশদ্বয়ের শাসন-শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন। তাঁহার পরামর্শ মতে মীর কাসিমের তাড়িত মীর রোশনআলী খাঁ, শাহ কুদরৎআলী, শাহ নসরতেন প্রভৃতি রাজকার্য্যবিনিয়োগসমর্থ ব্যক্তিকে ইংরাজ গবর্মেণ্ট প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারূপে নিযুক্ত করেন। অতঃপর যখন তাঁহারা শুনিলেন যে, উজীর সদলবলে তাঁহাদের দণ্ডবিধান করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, তখন ইংরাজ-সেনাপতি রাজা

সিতাব রায় ও মীর্জা নজফ্ খাঁকে সঙ্গে লইয়া যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন। কোড়ার নিকট উভয় পক্ষের সংঘর্ষ হইল। মহারাষ্ট্র-সেনাপতি মলহররাও এই সময়ে সুজার পক্ষে আসিয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন। তিনি কৌশলক্রমে রাজা সিতাব রায়কে স্বীয় সৈন্য দ্বারা ঘেরিয়া ফেলিবার চেষ্টা করেন। জগদীশ্বরের অপার করুণায় এক্ষেত্রে সিতাব রায় স্বীয় অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া পলাইয়া আসেন।

অতঃপর সিতাব রায় স্বীয় অধীনস্থ অল্পসংখ্যক সৈন্য এবং তাঁহার সাহায্যার্থ প্রেরিত ইংরাজ সৈন্য সঙ্গে লইয়া ইংরাজ-সেনাপতির সহিত মিলিত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা উভয়ে চুনার দুর্গ অবরোধ করিতে মনস্থ করিলেন। অচিরে চুনার দুর্গ ইংরাজের করায়ত্ত হইল। সুজাউদ্দৌলা কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া স্বয়ং যৎসামান্য অশ্বারোহী সেনামাত্র লইয়া ইংরাজ সেনাপতির শরণাপন্ন হইতে চলিলেন। ইংরাজ শিবিরাভিমুখে উজীরের এবম্প্রকারে আগমনসংবাদ শ্রবণ করিয়া সেনাপতি ও সিতাব রায় তাঁহার অভ্যর্থনার্থ সসম্ভ্রমে অগ্রসর হইলেন। ইংরাজ-সেনাপতিকে সসম্ভ্রমে আসিতে দেখিয়া সুজা তৎক্ষণাৎ পাল্‌কী হইতে নামিয়া সেনাপতিকে আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহার সম্মানের জন্য এই স্থানেই তাঁহাকে যথেষ্ট নজর প্রদান করা হইয়াছিল।

ইংরাজ-শিবিরে আসিয়া সুজাউদ্দৌলা বিশেষ সমাদরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলেন। তদনন্তর তিনি নিজ শিবিরে ফিরিয়া গেলেন। এখানে আসিয়া তিনি সিতাব রায়ের পরামর্শমত ইংরাজের সহিত সন্ধি বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এদিকে সিতাব রায়ও তাঁহার সহিত সন্ধির কথাবার্তা লইয়া পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্বস্থাপনের চেষ্টা পাইতেছিলেন, এই সময়ে সিতাব রায়ের সৌজন্যে সুজাউদ্দৌলা এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তিনি ইংরাজের সহিত সন্ধি না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। এই সন্ধি অনুসারে ইংরাজগণ সুজাউদ্দৌলার নিকট হইতে যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ ৫০ লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হন। আলাহাবাদ দিল্লীশ্বরকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং বাঙ্গালার রাজস্ব হইতে নজম্‌খাঁর বার্ষিক একলক্ষ টাকা বৃত্তি ধার্য্য হয়।

উজীর সুজাউদ্দৌলা যখন ইংরাজের প্রাপ্য টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা করেন, তখন তাঁহাকে ইংরাজ সেনাপতির নিকট তাঁহার মূল্যবান্ জহরতাদি বন্ধক স্বরূপ রাখিতে হয়। ঐ সকল মণি-রত্নাদির মূল্য নিরূপণ করিতে রাজা সিতাব রায়কে বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

ইংরাজ গবর্ণর যখন নাজিম উদ্দৌলাকে বাঙ্গালার মসনদে বসাইলেন এবং মীরজাফরভ্রাতা মহম্মদ কাসিমখাঁ আজিমাবাদের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন, তখন রামনারায়ণের ভ্রাতা ধীরাজ-নারায়ণকে আজিমাবাদের দেওয়ান বা প্রধান মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করা হইল। রাজা সিতাব রায়ের প্রতি তখন কাহারও দৃষ্টি পতিত হয় নাই। সিতাব রায় তৎকালে সম্রাটের অধীনে বিহার প্রদেশের দেওয়ান পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইংরাজের সহিত বিশেষতঃ ইংরাজ-সেনাপতি কার্ণাকের সহিত তাঁহার যেরূপ সৌহার্দ্দ ছিল, তাহাতে তাঁহার পরামর্শে কার্য্য করাই সুজাউদ্দৌলা সঙ্গত বিবেচনা করিয়াছিলেন। তদনুসারে তিনি রাজা সিতাব রায়কে অনুগত রাখিবার জন্য আজিমগড় ও জৌনপুরের অন্তর্গত লক্ষটাকা আয়ের একটী সম্পত্তি জায়গীর স্বরূপ প্রদান করেন।

এই সময় লর্ড ক্লাইব দ্বিতীয়বার ভারতে আগমন করেন। তিনি ভারতের তদানীন্তন গোলযোগের অবস্থা দেখিয়া আলাহাবাদে যাইয়া সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করাই উপযুক্ত বিবেচনা করিলেন। সিতাব রায় তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। উভয়ে প্রথমে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সুজার শিবিরে উপনীত হইলেন। সেখানে তাঁহার নিকট তাঁহারা বঙ্গ-বেহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লইবার প্রস্তাব করিলেন। উজীরের ও সম্রাটের অনুমতিক্রমে বাঙ্গালার দেওয়ানী সনদ লিখিত হইল (১৭৬৫খৃঃ)। ইংরাজ কোম্পানী বার্ষিক ২০লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন।

আলাহাবাদ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর সিতাব রায় কিছুদিন আজিমাবাদে বাস করিয়া পুনরায় ক্লাইবের সহিত কলিকাতায় মিলিত হন। সিতাব রায়ের বিনয়নম্র ব্যবহার, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও মনোহারী বাক্‌শক্তি এবং ইংরাজের প্রতি সহানুভূতি এই সময়ে লর্ড ক্লাইবের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। সিতাব রায় কলিকাতায় আসিলে ক্লাইব কৌন্সিলের পরামর্শানুসারে তাঁহাকে রাজস্ব ও রাজ্যপরিচালন বিষয়ে তাঁহার সহকারী-রূপে নিযুক্ত রাখিতে চেষ্টা পান। কিন্তু চতুর সিতাব রায় ইহাতে শত্রুপক্ষের ও দুষ্টলোকের চক্ষুঃপীড়া উপস্থিত হইবে জানিয়া পীড়ার অছিলায় কার্য্যগ্রহণে অক্ষম বলিয়া ক্লাইবকে জানাইলেন। ক্লাইব তখন এরূপ সুযোগ্য লোকের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি কিছুতেই রাজার ওজর শুনিলেন না। তাঁহার নিজ বিশ্বস্ত চিকিৎসক দ্বারা তিনি রাজার চিকিৎসা করাইলেন। অচিরে রাজার পীড়া আরোগ্য হইয়া গেল। তখন তিনি বাধ্য হইয়াই রাজকীয় কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। ইংরাজ গবর্মেণ্টের আদেশক্রমে তাঁহাকে 'মহারাজা' ও 'বাহাদুর' উপাধি দেওয়া হইল। তিনি পাঁচহাজারী অশ্বারোহী সেনাধ্যক্ষপদে উন্নীত হইলেন। তাঁহাকে আরও নূতন জায়গীর দিয়া সম্মানিত করা হইল এবং ঐ সম্পত্তি ও

সেনাবলরক্ষার ব্যয়নির্ব্বাহ জন্ত তাঁহাকে মাসিক ২৫ হাজার এবং তাঁহার নিজের জন্ত মাসিক ৫ হাজার টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইল। গবর্ণমেণ্টের যাবতীয় কার্য্য পরিদর্শনের নিমিত্ত তাঁহার উপর প্রভূত ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছিল। এমন কি তিনি নূতন নবাব সৈফ্‌উদ্দৌলার মোক্তারজী হইয়াছিলেন।

এইবার মহারাজ শিতাব রায় আজিমাবাদের শাসনকর্ত্তা হইয়া আজিমাবাদে দেখা দিলেন (১৭৬৫খৃঃ)। তাঁহার কার্য্য-তৎপরতায় মিরাজনারায়ণ বড় প্রীত হইলেন না, বরং তাঁহার অনুষ্ঠিত নূতন কতকগুলি বিধি দেখিয়া বড়ই বিরক্ত হইলেন। তাহার পর তিনি দেওয়ানী কাগজপত্রে মিরাজনারায়ণের গলদ বাহির করিতে লাগিলেন, এবং মিরাজনারায়ণকে সরকারী টাকার অপব্যয় জন্ত অপরাধী করিয়া তাঁহাকে ঐ অপহৃত অর্থ প্রত্যর্পণের জন্ত আদেশ পাঠাইলেন। ক্লাইব ও সেনাপতি কার্ণাক প্রভৃতিও তাঁহাকে টাকা প্রত্যর্পণের জন্ত বিশেষভাবে বলিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু মিরাজনারায়ণ মুক্তকণ্ঠে আপনার অপরাধ স্বীকার করিয়া নানারূপ ওজর করিতে লাগিলেন।

রাজকীয় কোন গোলযোগের মীমাংসার জন্ত লর্ড ক্লাইব এই সময় একবার সুজাউদ্দৌলার সহিত সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিলেন। ঐ সঙ্গে সম্রাটের সাক্ষাৎ প্রয়োজন হইল। কলিকাতা হইতে লর্ড ক্লাইব, ফৈজাবাদ হইতে উজীর, আলাহাবাদ হইতে সম্রাট্ পক্ষে মণিরুদ্দীন্ এবং বারাণসী হইতে রাজা বলবন্ত সিংহ এক সময়ে ছাপরায় মিলিত হইবেন।

লর্ড ক্লাইব আজিমাবাদের নিকট উপনীত হইলে রাজা শিতাব রায় তাঁহার উপযুক্ত সম্বর্দ্ধনা করিলেন। অনন্তর উভয়ে একত্র নদীপার হইয়া ছাপরায় দরবার অভিমুখে চলিলেন। দরবার শেষ হইলে তাঁহারা উভয়ে মুর্শিদাবাদ অভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। পথে আসিতে আসিতে মিরাজনারায়ণের নিকট হইতে টাকা আদায়ের প্রস্তাব তুলিয়া শিতাব রায় বলিলেন, বন্ধুত্ব ও সৌজন্তের খাতিরে আমার দ্বারা টাকা আদায় অসম্ভব। মুর্শিদাবাদ হইতে মহম্মদ রেজার্খাঁকে পাঠাইয়া বলপূর্ব্বক টাকা আদায় না করিলে সুবিধা হইবে না। মুর্শিদাবাদে আসিয়াই ক্লাইব মন্ত্রী মহম্মদ রেজার্খাঁকে মিরাজনারায়ণের নিকট টাকা আদায়ের জন্ত পাঠাইলেন। মিরাজ নানা পীড়নের পর কার্য্যচ্যুত হইলেন এবং কলিকাতা কৌন্সিলের অভিমতে মহারাজ শিতাব রায় আজিমাবাদ প্রদেশের সর্ব্বময় কর্তৃত্ব লাভ করিলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই লর্ড ক্লাইব স্বদেশে চলিয়া গেলেন (১৭৬৭ খৃঃ)।

১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই একরূপ শাসন বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। রাজা ও শাসনকর্ত্তাগণ সকলেই, এমন কি, শিতাব রায় পর্য্যন্ত কৌন্সিলের বিরুদ্ধিতে পড়িলেন। তাঁহার কৃত কার্য্যাবলী তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষার জন্ত মিঃ ভান্‌সিটার্ট ও মিঃ গলক আজিমাবাদ-মন্ত্রিসভায় সভ্য হইলেন। ভান্সিটার্ট শিতাব রায়ের দোষোদ্‌ঘাটনে যথেষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার সুচতুর বুদ্ধি কৌশলে বিমোহিত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে তিনি রাজা শিতাব রায়কে নির্দ্দোষ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ভান্সিটার্ট রাজা শিতাব রায়ের নিকট বিশেষরূপ সম্মানিত ও আপ্যায়িত হইয়াছিলেন, অন্ততঃ চক্ষুলজ্জার খাতিরে তিনি প্রকাশ্য ভাবে তাঁহার কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারেন নাই। তিনি বিলাতে প্রত্যাগত হইবার সময় কতকগুলি গোপনীয় কাগজপত্র তাড়া বাঁধিয়া মোহরাঙ্কিত (Seal) করিয়া যান। ওয়ারেন হেষ্টিংস গবর্ণর হইয়া আসিয়া তাহা পড়িয়া তৎক্ষণাৎ মহম্মদ রেজার্খাঁ ও রাজা শিতাব রায়কে বন্দী করিয়া কলিকাতায় আনিতে আদেশ প্রেরণ করেন। মুর্শিদাবাদের ইংরাজ-কর্ম্মচারী মনক্রাহাম আদেশ পাইয়া তাহা আজিমাবাদে শিতাব রায়ের নিকট প্রেরণ করিলেন। শিতাব রায় ঐ আদেশপত্র অমান্য না করিয়া বজরা জাহাজযোগে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় উপনীত হইলেন। এদিকে কলিকাতা কৌন্সিল হইতে আদেশ প্রচারিত হইল যে শিতাব রায় বরখাস্ত হইয়াছেন এবং আজিমাবাদের পূর্ব্ব সচিব রাজকর্ম্মী সভা রাজস্ব সংগ্রহ করিবার অধিকার পাইলেন।

১৭৭১ খৃষ্টাব্দে মহারাজ শিতাবরায় নজরবন্দীরূপে কলিকাতায় আনীত হইলেন বটে, কিন্তু তিনি যে বাটিতে বাস করিতেন, তাঁহার সেই কলিকাতার বাটিতেই তাহাকে বাস করিতে দেওয়া হইল। দুই মাস গত হইলে একদিন কৌন্সিল হইতে আদেশ প্রচারিত হইল যে, "মহারাজ শিতাব রায়কে রাজকীয় রাজস্বের দেওয়ানী পদ হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার স্থানে আজিমাবাদের কৌন্সিলের উপর সমস্ত ভার অর্পণ করা হইল। রাজ্যের সমুদয় কর্ম্মচারী যেন তাঁহাদের আদেশ পালন করে; কিন্তু মহারাজা এখনও নিজামতের অর্থব্যবস্থাকার্য্যে ব্রতী রহিয়াছেন, সুতরাং সকল কর্ম্মচারীই যেন তাঁহাকে পূর্ব্ববৎ সম্মান প্রদর্শন করে।"

ইংরাজ রক্ষীদল পরিবেষ্টিত হইয়া মহারাজ শিতাবরায় যখন কলিকাতায় আনীত হন, তখন গবর্ণর ওয়ারেন হেষ্টিংস মুর্শিদাবাদে যাইবার জন্ত উদ্যোগ করিতেছিলেন। তিনি অবিলম্বে তথা হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া প্রথমেই শিতাবরায়ের বিচার করিতে বসিলেন। মহামতি গবর্ণর ও কৌন্সিলের সভ্য মহোদয়গণের বিচারে রাজা নির্দ্দোষ ও একান্ত রাজভক্ত বলিয়া সাব্যস্ত হইলেন। তাঁহারা তাঁহাকে পুনরায় আজিমাবাদের দেওয়ান-পদে নিযুক্ত করিয়া আজিমাবাদ কৌন্সিলের উপর যে আদেশপত্র প্রচার করেন তাহার মূল মর্ম্ম এই—

কলিকাতার কমিটী ও য়ুরোপের প্রধান প্রধান রাজ্যেশ্বরগণ রাজা সিতাব রায়ের প্রভুত্বে ও সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্বে রাজকার্য্যপরিচালনে সন্দিহান হইয়া তাঁহার কার্য্যাবলীর প্রকৃত অবস্থা অবগত হইবার জন্য তাঁহাকে বিচারাধীন করিয়াছিলেন। এরূপ রাজভক্ত, ইংরাজের প্রতি চিরানুরক্ত এবং ইংরাজের শুভাকাঙ্ক্ষী মহদন্তঃকরণ ব্যক্তিকে এরূপ ভাবে না জানিয়া পীড়ন করা সর্ব্বতোভাবে অন্যায় হইয়াছে। তাঁহার প্রতি দুষ্ট লোকের যে মিথ্যা দোষারোপ করিয়াছে, তাহা ভিত্তিহীন ও সম্পূর্ণ অমূলক।

যে ইংরাজ শাসনকর্ত্তাদিগের নিকট সিতাবরায় একদিন আদর, যত্ন ও সম্মানে রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন, সেই ইংরাজের কার্য্যে জীবন পাত করিয়াও তাঁহাদের হস্তে এইরূপ নিগৃহীত হইবেন, এরূপ চিন্তা তিনি কোন দিন হৃদয়ে স্থান দেন নাই। ইংরাজের এই আচরণ চিন্তা করিয়া তাঁহার চিত্ত ক্রমশঃ হতাশ হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া পড়িল। তিনি আজিমাবাদে উপনীত হইবার কিছু দিন পরেই উদরাময় রোগে দেহত্যাগ করিলেন (১৭৭৩ খৃঃ)।

ঐ সময়ে গবর্ণর হেষ্টিংস বারাণসী যাইবার জন্য আজিমাবাদে উপনীত। তিনি মহারাজ সিতাবরায়কে সঙ্গে লইয়া যাইবেন এইরূপ মনস্থ করিয়াই আসিয়াছিলেন। মহারাজ তখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত। তিনি তাঁহার দুরদৃষ্টের কথা গবর্ণরকে জানাইলেন। হেষ্টিংস দুই দিন তথায় অবস্থান করিয়া রাজার তত্ত্বাবধান করিলেন, তৎপরে কার্য্যানুরোধে বারাণসী চলিয়া গেলেন। হেষ্টিংস বারাণসী হইতে ফিরিবার পূর্ব্বেই রাজা সিতাবরায় লোকান্তর গমন করেন। তাঁহার মৃতদেহ গঙ্গাতীরে দাহ করা হয়।

গবর্ণর ওয়ারেন হেষ্টিংস মৃত রাজার প্রতি তাঁহার অবিচলিত বিশ্বাসের প্রমাণ স্বরূপ তৎপুত্র কল্যাণসিংহকে পিতার পদে নিয়োজিত করিলেন। কল্যাণসিংহ পিতার ন্যায় কার্য্যপটু ও বিবেচক না হইলেও তিনি পিতার জায়গীর ও বেতন পাইতে আদিষ্ট হইলেন, অধিকন্তু তাঁহার বাৎসরিক বৃত্তি বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

১৭৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা বেহারে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, ইহাই আমাদের দেশে "ছিয়াত্তরে মন্বন্তর" নামে খ্যাত। যখন দুর্ভিক্ষ প্রবল ভাব ধারণ করিয়াছে, নিত্য সহস্র সহস্র অনাহারী প্রজা অন্নাভাবে মৃত্যু-মুখে পতিত হইতেছে, অন্নের জন্য আর্ত্ত ও দুঃখের আর্ত্তনাদে দেশ পূর্ণ হইয়াছে, তখন মহাপ্রাজ্ঞ মহারাজ সিতাবরায় দরিদ্র, বৃদ্ধ, খঞ্জ, অন্ধ, বধির, মূক ও অন্নাভাবে বিপদাপন্ন ব্যক্তি মাত্রকে আহার্য্য দিবার জন্য বিশেষ সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তিনি শুনিলেন, বারাণসী ধামে তণ্ডুলাদি শস্যের মূল্য অনেক কম। অবিলম্বে তিনি নিজ লোকজনদিগকে নৌকা লইয়া বারাণসী ধামে যাইতে আদেশ দিলেন। তাহারা রাজভাণ্ডার হইতে অর্থ লইয়া মাসের মধ্যে তিনবার যাওয়া আসা করিত। যতদিন দুর্ভিক্ষ চলিয়া ছিল, ততদিনই তাঁহার লোকেরা ঐরূপ ভাবে শস্য আনিয়া ছিল। এতদ্ভিন্ন আজিমাবাদে শস্যাদ্য ও তাহা বিলি করিবার জন্য স্বতন্ত্র লোক নির্দিষ্ট হইয়াছিল।

মুতাক্ষরীণকার গোলাম হোসেন লিখিয়াছেন, মহারাজ সিতাব রায় হিন্দু হইলেও মুসলমান ধর্ম্মে বিশেষ আস্থাবান্ ছিলেন। তিনি সিয়ামতের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন এবং সেই মতে অনেক ক্রিয়ানুষ্ঠানও করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে, রাজা সিতাবরায় দেবদ্বিজে ভক্তিমান্ ছিলেন না। একথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলিয়াই মনে হয়। সম্ভবতঃ গোলাম হোসেন তাঁহাকে ঐরূপে সাজাইয়া মুসলমান ধর্ম্মের গৌরব বৃদ্ধির চেষ্টা পাইয়া থাকিবেন।

রাজা সিতাবরায় বাল্যকালে দিল্লী নগরীতে (শাহজাহানাবাদে) জীবনাতিপাত করিয়া কতকটা মুসলমানি আদব কায়দার পক্ষপাতী হইয়া পড়েন। তৎপরে কখনও সম্রাটের অধীনে, কখনও উজীর সুজার অধীনে কখনও বা ইংরাজের তত্ত্বাবধানে কার্য্য করিয়া তিনি তাঁহাদেরই মনোরঞ্জক আচার গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। তিনি মুসলমান পর্ব্বোপলক্ষে যেরূপ দরিদ্র মুসলমান প্রজাদিগকে ভোজ দিয়া প্রীত হইতেন, তদ্রূপ গৃহপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে গঙ্গাতীরে পবিত্রভাবে ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া চরিতার্থ হইতেন। বাস্তবিক, রাজা সিতাবরায় কর্ম্মজীবন লইয়া ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ধর্ম্মজীবনের বিকাশ তাঁহাতে অতি অল্পই পরিলক্ষিত হয়, কেন না তিনি ক্রিয়াপূজায় তাদৃশ নিষ্ঠাবান্ ছিলেন না। "দীয়তাং ভুজ্যতাং" এই মহাবাক্য তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল এবং পোষ্যবর্গের ভরণপোষণ ধর্ম্মের প্রশস্ত পথ তাহা তিনি অবগত ছিলেন।

সিতাভ্র (পুং) সিতা শুভ্রা আভা যস্য। কর্পূর।

সিতাভা (স্ত্রী) সিতা আভা যস্যাঃ। তক্রাহ্বা। (রাজনি°)

সিতাভ্র (পুং) সিতং শুভ্রমভ্রমিব প্রাপ্তো তৌতি অস্র পতৌ অণ্। ১ কর্পূর।

"পুংসি ক্লীবে চ কর্পূরঃ সিতাভ্রো হিমবালুকঃ।
ঘনসারশ্চন্দ্রসংজ্ঞো হিমনামাপি চ স্মৃতঃ॥" (ভাবপ্রকাশ)

সিতাভ্রক (ক্লী) সিতং শুভ্রমভ্রমিব প্রাপ্তো তৌতি অস্র-বুন্। কর্পূর।

সিতামধুর, অম্লপিত্তরোগের উপকারক ঔষধভেদ।

সিতাম্ভোজ (স্ত্রী) শ্বেতবর্ণ পুষ্পবিশেষ।

সিতাম্বর (পুং) সিতমম্বরং যস্য। শ্বেতবস্ত্র পরিহিতব্রতী। (হরিবংশ) যিনি শুভ্রবস্ত্র পরিধান করিয়া ব্রতানুষ্ঠান করেন। (ত্রি) ২ শুক্লবস্ত্রপরিধায়ী মাত্র, যাহারা শুক্লবস্ত্র পরিধান করে।

সিতাম্ভোজ (ক্লী) সিতং অম্ভোজং পদ্মং। সিতাম্বুজ, শ্বেতপদ্ম, শ্বেতকমল।

সিতার্জ্জক (পুং) সিতমর্জ্জয়তীতি অর্জ্জ ণ্বুল্। ১ শ্বেততুলসী। শ্বেতপত্র ক্ষুদ্র তুলসী। হিন্দী শ্বেতাজ্ বলী, পর্য্যায়—বৈকুণ্ঠ, বটপত্র, কুঠেরক, অর্জ্জক, গন্ধবহন, সুমুখ, কটুপত্রক। গুণ—কটু, উষ্ণ, রুক্ষবাত, নেত্ররোগ-নাশক, রুচিকর ও সুখপ্রসবকারক। (রাজনি°)

সিতালক (পুং) আলয়তি ভূষয়তীতি অল-ণিচ্-ণ্বুল্, সিতঃ আলকঃ। শ্বেত মন্দারক। (রাজনি°)

সিতালতা (স্ত্রী) সিতা লতা। শ্বেত দূর্ব্বা। (শব্দমালা)

সিতালর্ক (পুং) সিতঃ অলর্কঃ। শ্বেত মন্দারক, শ্বেত ও রক্ত আকন্দ। (রাজনি°)

সিতালিকটভী (স্ত্রী) শ্বেত কিনিহী বৃক্ষ (রাজনি°)

সিতাবর (পুং) সিতমাবৃণোতীতি আ-বৃ-অচ্। শাকবিশেষ, চলিত সুষুনী। পর্য্যায়—শৃঙ্গাম্ল, শূচীপত্রক, শ্রীবারক, শিখী, বক্র, খণ্ডিব, সুনিষণ্ণক, কুক্কুট, কুক্কুট, শূচীবল, শ্বেতাবর, মেধাকৃৎ, গ্রাহক। গুণ—সংগ্রাহী, কষায়, উষ্ণ, ত্রিদোষনাশক, মেধা ও রুচিপ্রদ, দাহ ও জ্বরনাশক, রসায়ন। (রাজনি°)

সিতাবরী (স্ত্রী) সিতাবর-ঙীষ্। বাকুচী, সোমরাজ। (রাজনি°)

সিতাশ্ব (পুং) সিতঃ শ্বেতঃ অশ্বো যস্য। ১ অর্জ্জুন। (ভারত বনপ°) (ত্রি) ২ শ্বেত অশ্ববিশিষ্ট।

সিতাসিত (পুং) বর্ণেন সিতঃ বস্ত্রেণ অসিতঃ। ১ বলদেব। (হেম) সিত শুক্র ও অসিত শনি, শুক্র ও শনি, শুক্রযুক্ত শনি।

"সিতাসিতৌ চন্দ্রমসো ন কশ্চিৎ
বুধঃ শশী সৌম্য সিতৌ রবীন্দূ।" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

৩ শুক্ল ও কৃষ্ণ, শুক্ল সহিত কৃষ্ণ। (ভারত ৭।১৩০।২৯)

সিতাহ্বয় (পুং) সিত আহ্বয়ো যস্য। ১ শ্বেত শিগ্রু, সাদা-সজিনা। ২ শ্বেতরোহিত, সাদা রোড়া। (রাজনি°) ৩ শ্যাম-শালি, চলিত কাল ধান।

সিতাহ্বা (স্ত্রী) সিতপাটলী বৃক্ষ, সাদা পারুল গাছ। (রাজনি°)

সিতি (ত্রি) ১ শুক্ল। ২ কৃষ্ণ। (অমরটীকায় রমানাথ)

সিতিকণ্ঠ (পুং) সিতিঃ কৃষ্ণঃ কণ্ঠো যস্য। নীলকণ্ঠ, শিব।

সিতিমন্ (পুং) সিতস্য সিতের্বা ভাবঃ ইমনিচ্। শুক্লতা, গৌরতা।

"সিতং সিতিম্না সুতরাং মুনের্বপু-
র্বিসারিভিঃ সৌধমিবাথ লম্ভয়ন্।" (মাঘ ১।২৫)

২ কৃষ্ণতা, কৃষ্ণবর্ণত্ব।

সিতিবার (পুং) সিতঃ কৃষ্ণো ঽস্তি বৃ-অণ্। সুনিষণ্ণক। (ভাবপ্র°)

সিতিবাসস্ (পুং) সিতি নীলং বাসো যস্য। বলদেব। (শব্দর° ১,৬)

সিতেক্ষু (পুং) সিতঃ ইক্ষুঃ। শ্বেতেক্ষু। (রাজনি°)

সিতেতর (পুং) সিতাদিতরঃ। ১ শ্যামশালি, কালধান। ২ কুলত্থ। (রাজনি°) ৩ শুক্লেতরবর্ণ। সিতশ্চ অসিতশ্চ। কৃষ্ণ ও শুক্ল বর্ণ, এই অর্থ হইলে উক্ত শব্দ দ্বিবচনান্ত হয়।

"নানালক্ষণবেষাভ্যাং কৃষ্ণরামৌ বিরেজতুঃ।
বলভদ্রৌ বালসক্তৌ পর্ব্বণীব সিতেতরৌ॥"

(ভাগবত ১০।৪১।৪১)

সিতেতরগতি (পুং) সিতেতরা কৃষ্ণা গতি র্যস্য। অগ্নি।

সিতেতরসরোজ (ক্লী) সিতেতরং সরোজং। নীলপদ্ম।

সিতোৎপল (ক্লী) সিতং উৎপলং। শ্বেতপদ্ম।

সিতোদ, মেরুর পশ্চিমস্থ পর্ব্বতভেদ। (লিঙ্গপু° ৪৯।৩৯)

সিতোদর (পুং) সিতমুদরং যস্য। ১ কুবের। (হেম) (ত্রি) ২ শুক্ল কুক্ষিযুক্ত। (ক্লী) সিতমুদরং। ৩ শুক্লকুক্ষি।

সিতোদ্ভব (ক্লী) সিত উদ্ভবো যস্য। ১ শ্বেত চন্দন। (ত্রি) সিতায়া উদ্ভবো যস্য। ২ শর্করাজাত।

সিতোপল (ক্লী) সিতং উপলমিব। কঠিনী, চলিত খড়ী। (ত্রিকা°) সিতঃ উপলঃ। স্ফটিক। (রাজনি°)

সিতোপলা (স্ত্রী) সিত উপল ইব আকৃতি র্যস্যাঃ, স্ত্রিয়াং টাপ্। শর্করা, চিনি, মিছরী।

"সিতা সিতোপলা চৈব মৎস্যণ্ডী শর্করা স্মৃতা।" (গরুড়পু° ২০৮)

গুণ—লঘু, বাতপিত্তনাশক ও শীতল।

সিতোপলাদি লেহ, যক্ষ্মরোগনাশক ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—গুড়ত্বক্ ১ ভাগ, এলাইচ ২ ভাগ, পিপুল ৪ ভাগ, বংশলোচন ৮ ভাগ, চিনি ১৬ ভাগ একত্র মাড়িয়া ঘৃত ও মধুর সহিত অবলেহ প্রস্তুত করিবে। অথবা ঐ সকল দ্রব্যচূর্ণ ছাগ দুগ্ধের সহিত সেবন করিতে দিবে। ইহাতে শ্বাস, কাস ও ক্ষয়াদি রোগ উপশমিত হয়।

সিদলাঘাট, মহিসুর রাজ্যের অন্তর্গত কোলার জেলার একটী তালুক। ইহার ভূপরিমাণ ১৬৩ বর্গ মাইল, তন্মধ্যে ৭৮ বর্গ মাইলে চাষ আবাদ হইয়া থাকে। লোকসংখ্যা ৬০ হাজারের অধিক। জলকরের সহিত সিদলাঘাটের রাজস্ব প্রায় ৫৬ হাজার টাকা। এখানে একটী ফৌজদারি কাছারি ও দুইটী পুলিসের থানা আছে। কেবল মাত্র ৫৫ জন পুলিস কর্ম্মচারী এই তালুকের শান্তি রক্ষা করে।

সিদলি, আসামপ্রদেশের অন্তর্গত গোয়ালপাড়া জেলার একটী পার্ব্বতীয় দোয়ার। ইহার ভূপরিমাণ ৩৬১ বর্গমাইল, তন্মধ্যে ৬৮ বর্গমাইল রক্ষিত জঙ্গল-মহল। এই জঙ্গল-মহলের অধিকাংশেই শাল গাছ। তদ্ভিন্ন ৪২ বর্গ মাইল ভূমিখণ্ডে চাষ আবাদ হইয়া থাকে। সিদলির লোকসংখ্যা ২৩ হাজার। অন্যান্য দোয়ার ভূখণ্ডের ন্যায় সিদলিও ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ভোটান যুদ্ধের পর ইংরাজের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ সিদলির

রাজার সহিত রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে সাত বৎসরের জন্য একটী বন্দোবস্ত করেন। ইহাতে স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে, রাজা ইংরাজগণকে বার্ষিক ঊনত্রিশ হাজার টাকা প্রদান করিবেন। কিন্তু রাজা এই রাজস্ব আদায় করিতে অসমর্থ হওয়ায়, তাঁহার অনুরোধানুসারে সিদলি কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের অধীনে ন্যস্ত হইয়াছিল। এখনও ইহা কোর্ট-অফ-ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানে আছে। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের সহিত রাজার বন্দোবস্তের কাল উত্তীর্ণ হইলে, রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে সিদলিতে নূতন প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। সমস্ত ভূখণ্ড পাঁচটী মৌজায় বিভক্ত হইল; প্রত্যেক মৌজা এক একটী মৌজাদারের অধীনে রহিল। এই মৌজাদারগণ কৃষকদিগের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিয়া ইংরাজ সরকারে জমা দিত। সংগৃহীত সমগ্র রাজস্ব হইতে শতকরা ২০ ভাগ সিদলির রাজাকে প্রদান করা হইত। এইরূপে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে প্রায় ৫০ হাজার টাকা রাজস্বরূপে ইংরাজরাজ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাজস্ব সংগ্রহসম্বন্ধে এইরূপ প্রথা সিদলিতে এখনও প্রচলিত আছে।

সিদ্ধু, ছোটনাগপুর প্রদেশান্তর্গত সিংহভূম জেলার একটী পীর বা কএকটী গ্রামসমষ্টি।

সিদ্দি (সিদী), আরব দেশের মস্কট্ এবং আফ্রিকার জাঞ্জিবার ও আবিসিনিয়ার অধিবাসী। পূর্ব্বে পর্ত্তুগীজগণ ইহাদিগকে যুদ্ধ করিয়া আনিয়া ভারতের নানা স্থানে ক্রীতদাস স্বরূপ বিক্রয় করিত। ইংরাজশাসনকালে এই প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। এইরূপে সিদীগণ ভারতবর্ষে আগমন করিয়া, হায়দরাবাদে, বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত জঞ্জিরা দ্বীপে এবং উত্তর কণাড়া জেলায় বাস করিতেছে। সিদীগণ বহু পুরুষ নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদিগের সহিত বিবাহাদি আদান প্রদান করিতেছে বটে, কিন্তু এখনও তাহাদের জাতীয় বিশেষত্ব লোপ পায় নাই। আফ্রিকার নিগ্রোদিগের ন্যায় তাঁহাদের মস্তকে এখনও কোমল পশম সদৃশ দীর্ঘ কেশ বর্ত্তমান এবং তাহাদের গাত্রের বর্ণ নিগ্রোদিগের ন্যায় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। উত্তর-কণাড়াবাসী সিদীগণের অধিকাংশই অতি দরিদ্র। ইহারা গ্রাম হইতে দূরে জঙ্গলে বাস করিয়া থাকে এবং আরণ্য ভূমিতে সামান্য চাষ করিয়া, সেই ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্যে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। জঞ্জিরা দ্বীপে প্রায় দুই শত সিদীর বাস। ইহাদিগের অবস্থা অনেকাংশে উন্নত। জঞ্জিরার নবাবের সহিত ইহাদিগের মধ্যে অনেকেরই পারিবারিক সম্পর্ক আছে এবং তজ্জন্য তাহারা নবাব সরকার হইতে বৃত্তি পাইয়া থাকে। জঞ্জিরার কএকটী সিদী ছত্রপতি শিবাজীর সময়ে মুসলমান পক্ষে যুদ্ধ করিয়া বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল। [জঞ্জিরা শব্দ দেখ]

সিদ্ধ (পুং) সিধ-ক্ত। ১ দেবযোনিবিশেষ। সিদ্ধগণ, সিদ্ধ ও সাধ্য প্রভৃতি দেবগণ। অণিমাদি গুণোপেত, অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি গুণযুক্ত। বিশ্বাবসু প্রভৃতি দেবগণ। দুর্গাপূজাকালে এই সকল দেবগণের পূজা করিতে হয়। (দুর্গোৎসবপ°) ব্যাসাদি যোগসিদ্ধ, যাহারা যোগাভ্যাস দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। যোগ অবলম্বন করিয়া যিনি অণিমা প্রভৃতি সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাহাকে সিদ্ধ কহে।

তন্ত্রমতে মন্ত্রসিদ্ধিবিশিষ্ট। যিনি তন্ত্রোক্ত প্রণালী অনুসারে মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তিনি সিদ্ধনামে অভিহিত। তন্ত্রে লিখিত আছে যে,—

"সম্যগনুষ্ঠিতো মন্ত্রো যদি সিদ্ধি র্ন জায়তে।
পুনস্তেনৈব কর্ত্তব্যং ততঃ সিদ্ধো ভবেদ্ধ্রুবং॥
পুনরনুষ্ঠিতে মন্ত্রে যদি সিদ্ধি র্ন জায়তে।
পুনস্তেনৈব কর্ত্তব্যং ততঃ সিদ্ধো ন সংশয়ঃ॥
পুনঃ সোঽনুষ্ঠিতো মন্ত্রো যদি সিদ্ধি র্ন জায়তে।
উপায়াস্তত্র কর্ত্তব্যাঃ সপ্ত শঙ্করভাষিতাঃ॥
ভ্রামণং রোধনং বশ্যং পীড়নং পোষশোষণে।
দহনান্তং ক্রমাৎ কুর্য্যাৎ ততঃ সিদ্ধো ভবেন্মনুঃ॥" ইত্যাদি।

সাধন দ্বারাই সিদ্ধ হয়। সাধক যথাবিধানে মন্ত্র দ্বারা জপাদিরূপ উপাসনা করিলে সিদ্ধ হইয়া থাকেন। যদি মন্ত্রের সম্যক্ অনুষ্ঠান করিলেও সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে পুনরায় সেইরূপ বিধানে অনুষ্ঠান করিতে হইবে। তাহাতেও যদি সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে আবার উক্ত প্রকার অনুষ্ঠান করিবে। এইরূপে তিনবার করিয়া যদি সিদ্ধ না হইতে পারেন, তাহা হইলে নিম্নোক্ত মন্ত্রের ভ্রামণ, রোধন, বশীকরণ, পীড়ন, পোষণ, শোষণ ও দাহন এই ৭ প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। এই প্রকার উপায়ের মধ্যে প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে ইহার অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহা হইলে আর পৃথক্ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে না। মন্ত্র সিদ্ধ না হইলে পর পর উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। ইহাতে নিশ্চয়ই মন্ত্র সিদ্ধ হইবে।

সিদ্ধের লক্ষণ,—উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে সিদ্ধ তিন প্রকার, উত্তম সিদ্ধ, মধ্যম সিদ্ধ ও অধম সিদ্ধ। ইহাদের লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে যে, মনোবাঞ্ছা সিদ্ধিই মন্ত্রসিদ্ধির একমাত্র লক্ষণ, মনে যাহা কিছু অভিলাষ হইবে, তৎক্ষণাৎ তাহা বিনা ক্লেশে পূরণ হইবে, ইহাই উত্তমা সিদ্ধির লক্ষণ, যাহারা এইরূপ মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাহাদিগকে উত্তমসিদ্ধ পুরুষ কহে।

মৃত্যুহরণ, দেবতাদর্শন, পরকায়প্রবেশ, পরপুরপ্রবেশ, শূন্যমার্গে বিচরণ, খেচরীদেবীগণের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদের কথা শ্রবণ, পার্থিবচ্ছিদ্রজ্ঞান, বাহনভূষণাদি বহুদ্রব্যলাভ, দীর্ঘজীবন, সকলকে বশীকরণ, সকল স্থানে চমৎকারজনক কার্য্য

প্রদর্শন, দৃষ্টি দ্বারা গোপনরম, বিষনিবারণ, সর্বশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য, বিষয়ভোগে বৈরাগ্য, মুক্তিকামনা, অষ্টাঙ্গযোগের অভ্যাস, সর্ব্বভূতের প্রতি দয়া, সর্ব্বজ্ঞত্বাগুণের স্ফূর্ত্তি, এই সকল মধ্য সিদ্ধির লক্ষণ। ইহাতে যাহারা সিদ্ধ হইয়াছেন, তাহাদিগকে মধ্যমসিদ্ধ কহে।

কীর্ত্তি ও বাহনভূষণাদিলাভ, দীর্ঘজীবন, রাজপ্রিয়তা, রাজপরিবারাদি সর্ব্বজনবাৎসল্য, লোকবশীকরণ, প্রভূত ঐশ্বর্য্য ও ধনসম্পত্তিলাভ, পুত্রদারাদি সম্পল্লাভ এই সকল অধম সিদ্ধির লক্ষণ। এই সিদ্ধি যাহারা লাভ করিয়াছেন, তাহাদিগকে অধমসিদ্ধ কহে। (তন্ত্রসার)

এই সকল সিদ্ধির বিশেষ বিবরণ তন্ত্রশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু ইহা গুরুগম্য, গুরূপদেশ বিনা ইহা লাভ করা যায় না। সিদ্ধগুরু, সিদ্ধমন্ত্র প্রদান ও তাহার প্রণালী সম্যক্রূপে শিক্ষা দিলে সাধক তদনুসারে যথাবিধান সাধনা করিলে অচিরে সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে যে, সিদ্ধি ৩৪ প্রকার, কিন্তু ভক্ত এই ৩৪ প্রকার সিদ্ধির এক প্রকার সিদ্ধিও কামনা করেন না।

"চতুস্ত্রিংশদ্বিধঃ সিদ্ধঃ সর্ব্বকর্ম্মোপকারকঃ।
তদ্‌দৈপেতি যয়ঃ সিদ্ধঃ ভক্তস্তং নৈব বাঞ্ছতি॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজ° ৭৮ অ°)

এই সকল সিদ্ধি যথা—অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব, কামাবসায়িতা, দূরশ্রবণ, পরকায়প্রবেশন, মনোযায়িত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব, বহ্নিস্তম্ভ, জলস্তম্ভ, চিরজীবিত্ব, বায়ুস্তম্ভ, ক্ষুৎপিপাসা ও নিদ্রাস্তম্ভন, কায়ব্যূহপ্রবেশ, বাক্‌সিদ্ধি, মৃতানয়ন, প্রাণাকর্ষণ, প্রাণদান, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিস্তম্ভন ইত্যাদি। সিদ্ধমন্ত্র গ্রহণ করিয়া তাহার উপাসনা করিলে এই সকল সিদ্ধি হয়। [সিদ্ধি দেখ]

২ বিষ্কম্ভ প্রভৃতি সপ্তবিংশতি যোগের অন্তর্গত একবিংশতি যোগ। জ্যোতিষমতে এই যোগ শুভ, এই যোগে যে কোন শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহা সিদ্ধ হয়, এই জন্য এই যোগের নাম সিদ্ধযোগ। যদি কোন বালক এই যোগে জন্ম গ্রহণ করে, তাহা হইলে সে জিতেন্দ্রিয়, সকল কলাশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, গৌরবর্ণ, অতিশূর, মধুর, বিনীত, সত্যবাদী এবং প্রভূতভোগী হয়।

"জিতেন্দ্রিয়ঃ সর্ব্বকলানিধানো
গৌরোঽতিশূরো মধুরো বিনীতঃ।
সত্যোপপন্নঃ কৃতভূরিভোগো
যস্য প্রসূতৌ কিল সিদ্ধযোগঃ॥" (কোষ্ঠীপ্র°)

৩ ব্যবহার। (শব্দরত্না°) ৪ কৃষ্ণধুস্তূর। ৫ গুড়। (রাজনি°)

(ত্রি) ৬ প্রসিদ্ধ, বিখ্যাত। ৭ নিত্য। ৮ নিষ্পন্ন। (শব্দরত্না°) ৯ মুক্ত, যাহারা মুক্তিলাভ করিয়াছেন। ১০ পক্ব, যাহা পাক করা হইয়াছে। ১৩ দেশভেদ ও তদ্দেশবাসী। (ভারত ভীষ্ম) ১৪ কৃষ্ণনির্গুণ্ডী, কাল সিসিন্দা। ১৫ শ্বেত সর্ষপ। (স্ত্রী) ১৬ সৈন্ধব লবণ। (রাজনি°)

সিদ্ধ, তান্ত্রিক-বৈষ্ণব নামক গ্রন্থরচয়িতা।

সিদ্ধক (পুং) সিদ্ধ ইব ইবার্থে কন্। ১ সিন্ধুবার। ২ শাল। (রাজনি°) সিদ্ধ স্বার্থে কন্। সিদ্ধ শব্দার্থ।

সিদ্ধকজ্জল (স্ত্রী) যে কজ্জল ধারণ করিলে লোক বশীভূত হয়।

সিদ্ধকাম (ত্রি) সিদ্ধঃ কামো যস্য। সফলমনোরথ, যাহার অভিলাষ সিদ্ধ হইয়াছে। (রামা° ৩।৪।১০৫)

সিদ্ধকামেশ্বরী (স্ত্রী) সিদ্ধা কামেশ্বরী। কামাখ্যার পঞ্চমূর্ত্তির অন্তর্গত প্রথম মূর্ত্তি। কালিকাপুরাণে কামাখ্যাবিবরণে ইহার বিশেষ বিবরণ কথিত হইয়াছে। ইহার ধ্যান,—

"রবিশশিযুতকর্ণা কুঙ্কুমা পীতবর্ণা
মণিকনকবিচিত্রা লোলজিহ্বা ত্রিনেত্রা।
অভয়বরদহস্তা সাক্ষসূত্রপ্রশস্তা
প্রণতসুরনরেশা সিদ্ধকামেশ্বরী সা॥" (কালিকাপু° ৬২অ°)

সিদ্ধকার্য্য (ত্রি) যে কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে।

সিদ্ধকুণ্ড (ক্লী) কামাখ্যাস্থিত কুণ্ডভেদ। (কালিকাপুরাণ ৬২ অ°)

সিদ্ধকূট, হিমালয়স্থ সিদ্ধশৃঙ্গবিশেষ। (হিম° খ° ৮।৮৩)

সিদ্ধক্ষেত্র (ক্লী) ১ সিদ্ধিস্থান, যে স্থানে সিদ্ধিলাভ করা যায়, তাহাকে সিদ্ধক্ষেত্র কহে। ২ সিদ্ধাশ্রম। ৩ যে ক্ষেত্রে সাধুরা সিদ্ধ হইয়া থাকেন। ৪ পুণ্যতীর্থভেদ।

(ত্রিকাণ্ড° ৫০।৭)

সিদ্ধগঙ্গা (স্ত্রী) সিদ্ধগণসেবিতা গঙ্গা। মন্দাকিনী। (জটাধর) সিদ্ধগণ সর্ব্বদা গঙ্গাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন, এই জন্য ইহার নাম সিদ্ধগঙ্গা হইয়াছে।

সিদ্ধগতি (স্ত্রী) সিদ্ধদিগের গতি, যে পথে সিদ্ধগণ বিচরণ করেন।

সিদ্ধগুরু (পুং) সিদ্ধঃ গুরুঃ। মন্ত্রসিদ্ধিবিশিষ্ট গুরু, যে গুরুর মন্ত্রসিদ্ধি হইয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, সিদ্ধগুরুর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিলে সেই মন্ত্র অচিরে সিদ্ধি হয়।

সিদ্ধগুরু, একজন প্রসিদ্ধ শৈবাচার্য্য। ইনি নরেশ্বরপরীক্ষা নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

সিদ্ধগ্রহ (পুং) গ্রহভেদ। এই গ্রহ সিদ্ধদিগকে অবমাননা ও ক্রুদ্ধ হইলে তাহাদিগকে শাপ প্রদান করে এবং ক্ষিপ্রমত্ত ও রাগান্বিত হয়, এজন্য সিদ্ধগ্রহ কহে।

"অবমন্যতি যঃ সিদ্ধান্ ক্রুদ্ধাশ্চাপি শপন্তি যং।
উন্মাদয়তি স তু ক্ষিপ্রং জ্ঞেয়ঃ সিদ্ধগ্রহস্তু সঃ॥" (ভারতবনপ°)

সিদ্ধচন্দ্রগণি, কাদম্বরী-টীকাপ্রণেতা। ইনি "হেমগুরু ভানু-চন্দ্রের শিষ্য।

সিদ্ধচাউল (দেশজ) তণ্ডুলভেদ। তণ্ডুল দুই প্রকার, আতপ ও সিদ্ধ। ধান্য প্রথমে জলে ভিজাইয়া তাহা সিদ্ধ করিতে হয়। ধান্য সিদ্ধ হইয়া ফাটিয়া ফাটিয়া পড়িলে তাহা নামাইয়া শুকাইতে হয়। পরে উত্তমরূপে শুষ্ক হইলে উহা ঢেঁকীতে ভানিলে সিদ্ধ চাউল প্রস্তুত হয়, ধান সিদ্ধ করিয়া এই চাউল প্রস্তুত করিতে হয়, এই জন্য ইহার নাম সিদ্ধ চাউল। বিধবা ও ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের এই চাউল ভোজন নিষিদ্ধ। হবিষ্যে ও দেবপূজাদিতে এই চাউল দিতে নাই।

সিদ্ধজন (পুং) সিদ্ধঃ জনঃ। সিদ্ধ মনুষ্য, যে সকল মানব সিদ্ধি-লাভ করিয়াছেন।

সিদ্ধজল (ক্লী) সিদ্ধং পক্বং জলং যত্র। ১ কাঞ্জিক। (হারাবলী) সিদ্ধং জলমিতি। ২ পক্ববারি, পক্বজল। যে জল পাক করা হইয়াছে।

সিদ্ধতাপস (পুং) সিদ্ধতাপসঃ। যে সকল তপস্বী সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

সিদ্ধত্ব (ক্লী) সিদ্ধস্য ভাবঃ। সিদ্ধপুরুষের ভাব বা ধর্ম, সিদ্ধের কার্য্য।

সিদ্ধত্রিস্রোতা (স্ত্রী) নদীবিশেষ। পুষ্পাচল পর্ব্বত পাদমূল হইতে ইহা প্রবাহিত। (কালিকাপু° ৮০।৪)

সিদ্ধদর্শন (ক্লী) সিদ্ধস্য দর্শনং। সিদ্ধ পুরুষের দর্শন, মুক্ত পুরু-ষের দর্শন। বিদ্যাধর প্রভৃতি সিদ্ধ দেবতার দর্শন।

সিদ্ধদেব (পুং) সিদ্ধোদেবঃ। শিব। (শব্দরত্না°)

সিদ্ধদ্রব্য (ক্লী) সিদ্ধং পক্বং দ্রব্যং। পক্বদ্রব্য, পাক করা জিনিস।

সিদ্ধধাতু (পুং) সিদ্ধো ধাতুঃ। পারদ। (ত্রিকা°)

সিদ্ধধামন্ (ক্লী) সিদ্ধক্ষেত্র, সিদ্ধস্থান। ২ প্রসিদ্ধ স্থান।

সিদ্ধনন্দিন্, একজন প্রাচীন বৈয়াকরণ। অভিনব শাকটায়ন কৃত শব্দানুশাসনে ইঁহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

সিদ্ধনাগার্জ্জুন (পুং) গ্রন্থকারভেদ। [নাগার্জ্জুন দেখ।]

সিদ্ধনাগার্জ্জুনতন্ত্র, একখানি তন্ত্র।

সিদ্ধনাথ (পুং) ১ আচার্য্যভেদ। ২ তুলাদান প্রকরণ প্রণেতা।

সিদ্ধনারায়ণ, একজন বৈষ্ণব শাস্ত্রকার। [নারায়ণদাস সিদ্ধ দেখ।]

সিদ্ধান্তবাগীশ, ১ তীর্থকৌমুদী প্রণেতা। ২ ভাষা-শব্দার্থক্রম রচয়িতা।

সিদ্ধপতি (পুং) গৌড়াচার্য্য মুখ্যসগোষ্ঠিদের মাতামহ। (ভক্তমাল)

সিদ্ধপথ (পুং) ১ আকাশ।

"ছিন্নাঃ সিদ্ধপথে দেবৈর্দুর্হৃদৈঃ শতশো যথা।"

(ভাগবত ৬।১০।২৫) 'সিদ্ধপথে আকাশে' (স্বামী) সিদ্ধানাং পন্থাঃ। ২ সিদ্ধদিগের বিচরণপথ, সিদ্ধ দেবগণ যে পথে বিচরণ করেন। ৩ প্রসিদ্ধ পথ।

সিদ্ধপয় (ক্লী) জলপক্বভেদ।

সিদ্ধপাত্র (পুং) কলাহচন্দ্রভেদ। (তারস্তপদ্যপ°) ২ দেবপুত্রভেদ।

সিদ্ধপাদ (পুং) যোগাচার্য্যভেদ।

সিদ্ধপীঠ (পুং) সিদ্ধঃ পীঠঃ। সিদ্ধস্থান। তন্ত্রশাস্ত্রে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে যে, যে স্থানে দেবীর উদ্দেশে লক্ষ পশুবলি হইয়াছে, বা কোটি হোম, বা কোটি সংখ্যক মহাবিদ্যা মন্ত্র জপ হইয়াছে, সেই স্থানকে সিদ্ধপীঠ কহে।

"লক্ষোদ্দেশপশুবলির্যত্র কোট্যো বা কোটিসংখ্যকঃ।

মহাবিদ্যাজপঃ কোটিঃ সিদ্ধপীঠঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥" (তন্ত্রসার)

সিদ্ধপীঠস্থলে উপাসনা করিলে অচিরে মন্ত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে।

সিদ্ধপুর (ক্লী) সিদ্ধং পুরং। ভূগোলের অধোদেশবিশেষ।

"লঙ্কা কুমধ্যে যমকোটিরস্যাঃ

প্রাক্‌পশ্চিমে রোমকপত্তনঞ্চ।

অধস্ততঃ সিদ্ধপুরং সুমেরুঃ

সৌম্যোহথ যাম্যে বড়বানলশ্চ॥" (সিদ্ধান্তশিরো°)

সিদ্ধপুর, বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত উত্তর কণাড়া জেলার একটী মহকুমা। ইহার ভূপরিমাণ ২৩৯ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় ৩৮ হাজার। সিদ্ধপুরের পশ্চিমাংশ পর্ব্বতে পরিপূর্ণ। এই পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী অধিত্যকা প্রদেশে অনেক স্থলে সুরম্য উদ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। সিদ্ধপুরের কেন্দ্রস্থলে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ের মধ্যে উর্ব্বরা অধিত্যকা ধৌত করিয়া বহুতর পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হইতেছে। এই সকল নদী শস্য-ক্ষেত্রে জল সিঞ্চন করিবার জন্য বিশেষ উপযোগী। অধিত্যকার ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা, কিন্তু পশ্চিম দিকের ভূমিখণ্ড লাল মাটিতে পরিপূর্ণ। ঐ সকল স্থানে ভালরূপ কৃষিকার্য্য হয় না। সিদ্ধপুরে প্রধানতঃ ধান্য, ইক্ষু, জোলা, সুপারি, পাণ এবং লেবু উৎপন্ন হইয়া থাকে। সিদ্ধপুরের পশ্চিমাংশের স্বাস্থ্য ভাল নহে; তথায় শীত ও বর্ষা কালে জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন মহ-কুমার সাধারণ স্বাস্থ্য ভালই বলিতে হয়।

সিদ্ধপুরে কএকটী জঙ্গল মহল আছে। ইহাদিগের মধ্যে সহ্যাদ্রি জঙ্গলই সর্ব্বপ্রধান। এই জঙ্গল হইতে বৃক্ষাদি ছেদিত হইয়া অন্যত্র প্রেরিত হয় না, স্থানীয় লোকের ব্যবহারার্থ বিক্রীত হইয়া থাকে। এই জঙ্গলে বহুতর চন্দন গাছ জন্মিয়া থাকে। কেবল চন্দন গাছগুলি কাটাইয়া জঙ্গল মহলের কর্ত্তৃপক্ষগণ বিক্র-য়ার্থ স্থানান্তরে পাঠাইয়া থাকেন। হরীতকী ও রিঠা জঙ্গল হইতে প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত হয়।

এই মহকুমার শাসনকেন্দ্রের নামও সিদ্ধপুর। তথায় একটী চিকিৎসালয় ও বাজার আছে। ইহার লোকসংখ্যা প্রায় দুই হাজার।

২ সিদ্ধপুর, বরদা রাজ্যের অন্তর্গত গুজরাটের একটী নগর। সরস্বতী নদীর উপরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৩° ৫৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২°২৮´ পূঃ। ইহার লোকসংখ্যা প্রায় চারি হাজার। সিদ্ধপুর অতি প্রাচীন নগর ও হিন্দুদিগের পবিত্র তীর্থস্থান।

সিদ্ধপুর, মহিসুর রাজ্যের অন্তর্গত চিত্তলদুর্গ জেলার একটী পল্লী। এই স্থান অক্ষা° ১৪° ৪৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৫৭´ পূঃ। এই স্থানের সন্নিকটে একটী প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান। সিদ্ধপুর হইতে মৌর্য্যসম্রাট্ অশোকের গিরিলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সিদ্ধপুর পর্য্যন্ত সম্রাট্ অশোকের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল, ইহার দক্ষিণে তাঁহার রাজ্য ছিল, এরূপ কোন প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নাই।

সিদ্ধপুষ্প (পুং) সিদ্ধপ্রিয়ং বহুসিদ্ধং বা পুষ্পমস্য। করবীর বৃক্ষ।

সিদ্ধপ্রয়োজন (পুং) সিদ্ধানাং প্রয়োজনং যস্য। গৌরসর্ষপ।

সিদ্ধপ্রাণেশ্বর (পুং) অগ্ন্যাতিসারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—পারদ, গন্ধক, অভ্র, প্রত্যেকে ৪ মাষা, সজ্জিক্ষার, সোহাগার খই, যবক্ষার, পঞ্চ লবণ, ত্রিফলা, ত্রিকটু, ইন্দ্রযব, জীরা, কৃষ্ণজীরা, চিতামূল, যবানী, হিঙ্গু, বিড়ঙ্গ ও শুলফা প্রত্যেকের চূর্ণ ১ মাষা, এই সমুদয় একত্র মর্দ্দন করিয়া ১ মাষাপরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। অনুপান পানের রস। ঔষধ সেবনের পর উষ্ণজল পান করিতে হয়। এই ঔষধ সেবন করিলে অগ্ন্যাতিসার, গ্রহণী বা কেবল অর আশু প্রশমিত হয়। ইহা ভিন্ন বাত, পরিণামশূল প্রভৃতি রোগেও এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। অগ্ন্যাতিসারে ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। (ভৈষজ্যরত্না° অগ্ন্যাতিসাররোগা°)

সিদ্ধবুদ্ধ (পুং) যোগাচার্য্যভেদ।

সিদ্ধভূমি (স্ত্রী) সিদ্ধস্থান, সিদ্ধক্ষেত্র।

সিদ্ধমত (ক্লী) ১ জ্ঞানদর্শন। ২ সিদ্ধদিগের সম্মত।

*সিদ্ধমনোরথ (পুং) কর্ম্মমাসের দ্বিতীয় দিন।

সিদ্ধমন্ত্র (পুং) সিদ্ধো মন্ত্রঃ। সিদ্ধিপ্রাপ্ত মন্ত্র, যে মন্ত্র সিদ্ধ হইয়াছে, তাহার নাম সিদ্ধমন্ত্র। গুরু শিষ্যকে যখন মন্ত্র প্রদান করিবেন, তখন সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ, অরি প্রভৃতি বিচার করিয়া প্রদান করিবেন। সিদ্ধমন্ত্র প্রদান করিলে অচিরে মন্ত্র সিদ্ধি হইয়া থাকে। তন্ত্রসারে লিখিত আছে যে, নপুংসক মন্ত্র, সূর্য্যের অষ্টাক্ষর, পঞ্চাক্ষর, একাক্ষর, ত্র্যক্ষর, ও ত্র্যক্ষর মন্ত্র, এবং সকল দেবতার একাক্ষর মন্ত্র, মালামন্ত্র ও বৈদিকমন্ত্র, এই সকল মন্ত্রে সিদ্ধাদি বিচার করিবে না। ইহা ভিন্ন কালী, তারা, মহাদুর্গা, ত্বরিতা, ছিন্নমস্তা, বাগ্‌বাদিনী, অন্নপূর্ণা, প্রত্যঙ্গিরা, কামাখ্যাবাসিনী, বালা, মাতঙ্গী, শৈলবাসিনী এবং দশমহাবিদ্যা এই সকল দেবতার মন্ত্র সিদ্ধ অর্থাৎ এই সকল দেবতার মন্ত্র প্রদান করিতে হইলেও সিদ্ধাদি বিচার করিতে হয় না। এই সকল দেবতার সকল মন্ত্রই দেওয়া যায়। যে মন্ত্রের অন্তে 'নমঃ' এই পদ থাকে, তাহাকে নপুংসক মন্ত্র কহে। স্বপ্নলব্ধ মন্ত্র, এবং স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক দত্তমন্ত্র ইহাতে সিদ্ধাদি বিচার করিবে না।

"স্বপ্নলব্ধে স্ত্রিয়া দত্তে মালামন্ত্রে চ ত্র্যক্ষরে।
বৈদিকেষু চ সর্ব্বেষু সিদ্ধাদীন্ নৈব শোধয়েৎ॥
হংসপঞ্চাষ্টাক্ষরস্যাপি তথা পঞ্চাক্ষরস্য চ।
এক ত্র্যাদিবীজস্য সিদ্ধাদীন্ নৈব শোধয়েৎ॥
কালী তারা মহাদুর্গা ত্বরিতা ছিন্নমস্তিকা।
বাগ্‌বাদিনী চান্নপূর্ণা তথা প্রত্যঙ্গিরা পুনঃ॥
কামাখ্যাবাসিনী বালা মাতঙ্গী শৈলবাসিনী।
ইত্যাদ্যাঃ সকলা দেবাঃ কলৌ পূর্ণফলপ্রদাঃ॥
সিদ্ধমন্ত্রতয়া নাত্র যুগসেবাপরিশ্রমঃ।
তথাচৈতা মহাবিদ্যাঃ কলিযোবার্য বাধিতাঃ॥" (তন্ত্রসার)

উক্ত দেবগণের ■ সিদ্ধমন্ত্র, দশমহাবিদ্যার মন্ত্রও সিদ্ধ মন্ত্র, এই জন্য উক্ত বিদ্যাকে সিদ্ধবিদ্যা কহে। তন্ত্রোক্ত অকডম চক্রে সিদ্ধ বিচার করিতে হয়। যথা বিধানে এই চক্র অঙ্কিত করিয়া বামাবর্ত্তে মেষ হইতে মীন পর্য্যন্ত ১২টী রাশি কল্পনা করিয়া লইবে। এই চক্রের নবম, পঞ্চম ও প্রথম সিদ্ধগৃহ, মন্ত্রের অক্ষর এবং নামের অক্ষর এই চক্রের যে-স্থানে হইবে, তাহাকেই সিদ্ধাদি বুঝিয়া লইতে হইবে। [অকডম চক্রশব্দ দেখ] উক্ত সিদ্ধগৃহে নামের আদ্যক্ষর এবং মন্ত্রের আদ্যক্ষর একত্র সন্নিবিষ্ট হইলে তাহাই সিদ্ধমন্ত্র বুঝিতে হইবে।

সিদ্ধমাতৃকা (স্ত্রী) ১ মাতৃকাক্ষরবিশেষ। ২ দেবীভেদ।

সিদ্ধমানস (ত্রি) সিদ্ধং মানসং যস্য। সফল মনোরথ, যাহার অভিলাষ সিদ্ধ হইয়াছে। (রামা° ১।৩৭।১৯)

সিদ্ধমোদক (পুং) সিদ্ধান্ মোদয়তীতি মুদ-ণিচ্-ণ্বুল্। তবরাজোদ্ভবখণ্ড, চলিত মালখণ্ডী। (রাজনি°)

সিদ্ধযোগ (পুং) ১ সদ্ভযোগ, সুযোগান্নপে মিলন, ঠিক মিল। ২ সিদ্ধিলাভার্থ যোগক্রিয়া।

সিদ্ধযোগিনী (স্ত্রী) ১ যোগিনীবিশেষ। ২ মনসাদেবী।

সিদ্ধরস (পুং) সিদ্ধো রসঃ। ১ পারদ। ২ রসসিদ্ধ। (ত্রি) সিদ্ধোরসো যস্য। ৩ ধাতু প্রভৃতি।

সিদ্ধরসা (স্ত্রী) হিমবৎ পাদনিঃসৃত নদীভেদ। উমাকুণ্ড হইতে উদ্ভূত। (হিম° খ° ১৬।১৭)

সিদ্ধরসায়ন (ত্রি) রসায়নবিশেষ, যে রসায়ন সেবনে দীর্ঘজীবন লাভ বা অমর হওয়া যায়।

সিদ্ধরাজ (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজা। (রাজতর°) ২ প্রসিদ্ধ চৌলুক্যরাজ জয়সিংহ সিদ্ধরাজ নামে খ্যাত। [চৌলুক্য দেখ।]

সিদ্ধরাত্রী, রসরত্নসমুচ্চয় নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

সিদ্ধরুদ্রেশ্বরতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ।

সিদ্ধল (পুং) রাঢ়দেশের গ্রামজের রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণের একটী গাঁই।

সিদ্ধশব্দ (ত্রি) যথার্থ শব্দ, যথার্থসন্ধান। (কথাসরিৎসা°)

সিদ্ধলক্ষ্মণ (পুং) ১ তিথিনির্ণয়প্রণেতা। ইনি কাশ্মীর রাজা প্রতাপদেবের আদেশে উক্ত গ্রন্থখানি রচনা করেন। ২ নির্ণয়ামৃতপ্রণেতা অল্লাড়নাথের পিতা, ইনিও একজন সুপণ্ডিত ছিলেন।

সিদ্ধলক্ষ্মী (স্ত্রী) লক্ষ্মীর মূর্তিভেদ।

সিদ্ধলোক (পুং) সিদ্ধানাং লোকঃ অবস্থিতিস্থানং। সিদ্ধদিগের লোক, সিদ্ধদেবগণ যে লোকে অবস্থান করেন, তাহাকে সিদ্ধলোক কহে। (ভাগবত ৮।২১।৮০)

সিদ্ধবট (ক্লী) পুণ্যস্থানভেদ। শ্রীশৈলের দক্ষিণদ্বারস্থ পুণ্যস্থল।

সিদ্ধবটী (স্ত্রী) দেবীবিশেষ।

সিদ্ধবৎ (অব্যং) সিদ্ধইব ইবার্থে বতি। সিদ্ধের ন্যায়, সিদ্ধতুল্য, সিদ্ধসদৃশ।

সিদ্ধবন (ক্লী) জনপদভেদ।

সিদ্ধবর্ত্তি (স্ত্রী) সিদ্ধিপ্রদা বর্ত্তি। ঐন্দ্রজালিকের মত। ঐন্দ্রজালিকগণ নরমাংসের অস্থিদ্বারা সহায়ে ভৌতিক নৃত্যের সকল কার্য্য সিদ্ধ করিয়া থাকেন।

সিদ্ধবর্ত্তি (স্ত্রী) বর্ত্তিভেদ। ইহার লক্ষণ—

"পঞ্চমূলস্য নিক্বাথে তৈলং মাগধিকা মধু।
সসৈন্ধবঃ সযষ্ট্যাহ্বঃ সিদ্ধবর্ত্তিরিতি স্মৃতঃ॥" (ভাবপ্র°)

পঞ্চমূলের কাথ, তৈল, পিপ্পলী, মধু, সৈন্ধব এবং যষ্টিমধু এই সকল একত্র করিয়া যে বর্ত্তি প্রয়োগ করা হয়, তাহাকে সিদ্ধবর্ত্তি কহে। [বিশেষ বিবরণ বর্ত্তি শব্দে দেখ।]

সিদ্ধবস্তু (ক্লী) সিদ্ধং বস্তু। পক্ক বস্তু, পাক করা জিনিস, পক্ক দ্রব্য।

সিদ্ধবাস (পুং) জনপদবিশেষ। (কথাস° ৬৬।১১৪)

সিদ্ধবিদ্যা (স্ত্রী) সিদ্ধা বিদ্যা। দশমহাবিদ্যা। কালী, তারা প্রভৃতি দশটী মহাবিদ্যাকে সিদ্ধবিদ্যা কহে।

"কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা॥
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতা দশমহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥" (তন্ত্রসার)

[মহাবিদ্যা শব্দ দেখ]

সিদ্ধবীর্য্য (পুং) মুনিবিশেষ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৭৪।৩৮)

সিদ্ধশাল্মলীকল্প, অম্লপিত্তরোগনাশক ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—ভূমিকুষ্মাণ্ড, তালমূলী, আমলকী ও শ্বেত পুনর্ণবা প্রত্যেক সমভাগ, গন্ধক অর্দ্ধভাগ ও পারদ তাহার অর্দ্ধ (পারদ ও গন্ধকে কজ্জলী করিবে)। এই সমুদায় একত্র করিয়া শ্বেত শিমুলের মূলের রসে ও মহিষের দুগ্ধে যথাক্রমে ৭ বার ভাবনা দিয়া শুকাইয়া চূর্ণ করিবে। মাত্রা ৪ মাষা, অনুপান ঘৃত ও মধু। ঔষধ সেবনান্তে কিছু দুগ্ধ পান করা বিধেয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

সিদ্ধসম্বন্ধ (ত্রি) সিদ্ধার্থ। যাহা অভীষ্ট বিষয় সিদ্ধ হইয়াছে।

সিদ্ধসলিল (ক্লী) সিদ্ধং পক্কং সলিলং যত্র। কাঞ্জিক। (ত্রিকা°) ২ সিদ্ধজল, পক্কজল, উষ্ণজল।

সিদ্ধসাধন (ক্লী) সিদ্ধস্য সাধনং। সিদ্ধ বস্তুর সাধন, যাহা স্বতঃ সিদ্ধ তাহার সাধন। যে বস্তু সিদ্ধ আছে তাহার সাধন অর্থাৎ প্রমাণ করাকে সিদ্ধসাধন কহে। (পুং) সিদ্ধানাং সাধনমস্মাৎ। ২ গৌর সর্ষপ, শ্বেত সর্ষপ। (রাজনি°)

সিদ্ধসাধিত (ত্রি) সিদ্ধির উদ্দেশে কৃতসাধন। বিদ্যাবিশেষে সম্যক্‌জ্ঞানলাভার্থে অধ্যবসায় সহকারে যে সাধনা।

সিদ্ধসাধ্য (পুং) সিদ্ধাৎ সাধ্যঃ। মন্ত্রবিশেষ। তন্ত্রসারে লিখিত আছে যে, এই মন্ত্র দ্বিগুণ জপ করিলে সিদ্ধ হইয়া থাকে।

"সিদ্ধসিদ্ধো যথোক্তেন দ্বিগুণাৎ সিদ্ধসাধ্যকঃ।
সিদ্ধসুসিদ্ধোঽর্দ্ধজপাৎ সিদ্ধারিহন্তি বান্ধবান্॥" (তন্ত্রসার)

সিদ্ধসিদ্ধ (পুং) মন্ত্রবিশেষ। এই মন্ত্র যথোক্ত বিধানে জপ করিলে সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ মন্ত্রের যে জপ বিহিত হইয়াছে, সেই জপ করিলে উহা সিদ্ধ হইবে।

সিদ্ধসিন্ধু (স্ত্রী) সিদ্ধগণসেবিতা সিন্ধুঃ। গঙ্গা। (ত্রিকা°) সিদ্ধগণ সর্ব্বদা গঙ্গা জল সেবন করেন, এই জন্য ইহার নাম সিদ্ধসিন্ধু হইয়াছে।

সিদ্ধসুসিদ্ধ (পুং) সিদ্ধাৎ সুসিদ্ধঃ। মন্ত্রবিশেষ। এই মন্ত্র অর্দ্ধ জপ করিলে সিদ্ধি হয়। [সিদ্ধসাধ্য শব্দ দেখ]

সিদ্ধসূত, অম্লপিত্তরোগাধিকারোক্ত ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—জারিত মুক্তা, শোধিত পারদ, জারিত স্বর্ণ, জারিত রৌপ্য ও বঙ্গক্ষার প্রত্যেকে ১ তোলা মাত্রায় একত্র করিয়া রক্তোৎপল পত্রের রসে উত্তম রূপে মাড়িয়া উহার সহিত গন্ধক ১ তোলা মিশ্রিত করিয়া মাড়িবে। পরে পূর্ণচন্দ্র রস প্রস্তুত করিবার নিয়মানুসারে ৩ প্রহর পর্য্যন্ত উহা পাক করিবে। শীতল হইলে উহা বাহির করিয়া লইবে। ইহা ৪ রতি মাত্রায় সেবনীয়। তালমূলীর রস অথবা চিনি অনুপান। পথ্য—ঘৃত, দুগ্ধ, পারাবত ও তিত্তির মাংস প্রভৃতি। ইহা সেবনে শুক্র বৃদ্ধি হইয়া অম্লপিত্তরোগ আশু নিবারিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

সিদ্ধসেন (পুং) সিদ্ধা সেনা যস্য। ১ কার্ত্তিকেয়। ২ একজন জ্যোতির্বিদ্।

সিদ্ধসেন আচার্য্য, ব্যাখ্যালেশপ্রণেতা।

সিদ্ধসেনগণি, তত্ত্বার্থটীকারচয়িতা।

সিদ্ধসেবিত (পুং) সিদ্ধৈঃ সেবিতঃ। ১ বটুকভৈরব। সিদ্ধগণ

ইহাকে উপাসনা করেন, এই জন্ত ইহার নাম সিদ্ধসেবিত। (ত্রি) ২ সিদ্ধজনোপাসিত, সিদ্ধ জন কর্ত্তৃক উপাসিত।

সিদ্ধস্থল (ক্লী) সিদ্ধস্থান, সিদ্ধক্ষেত্র।

সিদ্ধহেমকুমার (পুং) রাজভেদ। (হেমটীকা)

সিদ্ধহেমন্ (ক্লী) বিশুদ্ধ স্বর্ণ, খাটি সোণা।

সিদ্ধা (স্ত্রী) সিধ-ক্ত-টাপ্। ১ ঋদ্ধিনামৌষধ। (রাজনি°) ২ যোগিনীবিশেষ, অষ্ট যোগিনীর মধ্যে একটী যোগিনী, মঙ্গলা, পিঙ্গলা, ধন্যা, ভ্রামরী, ভদ্রিকা, উল্কা, সিদ্ধা ও সঙ্কটা এই অষ্ট যোগিনী।

সিদ্ধাঙ্গনা (স্ত্রী) সিদ্ধস্ত্র অঙ্গনা। সিদ্ধদিগের স্ত্রী।

সিদ্ধাজ্ঞ (ত্রি) সিদ্ধা আজ্ঞা যস্ত। সিদ্ধ আজ্ঞাবিশিষ্ট, সফলবাক্য, যে আদেশ করা হয়, তাহাই সফল হয়।

সিদ্ধাঞ্জন (ক্লী) অঞ্জনভেদ।

সিদ্ধাদেশ (পুং) সিদ্ধানামাদেশঃ। সিদ্ধদিগের আদেশ, সিদ্ধগণের আজ্ঞা। (ত্রি) সিদ্ধঃ আদেশো যস্ত। ২ সফল বাক্য, যাহাদের আদেশ সিদ্ধ হয়।

সিদ্ধানন্দ, ভুবনেশ্বরীস্তব নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

সিদ্ধান্ত (পুং) সিদ্ধঃ অন্তো যস্মাৎ। পূর্ব্ব পক্ষের নিরাস করিয়া সিদ্ধ পক্ষের স্থাপন। পরীক্ষকগণ বহুবিধ পরীক্ষা এবং হেতু দ্বারা সাধন করিয়া যে নির্ণয় করেন, তাহাকে সিদ্ধান্ত কহে। পর্য্যায়—রাদ্ধান্ত। (অমর) কোন পক্ষের প্রমাণাদি দ্বারা নিশ্চয় করাকে সিদ্ধান্ত কহে। ন্যায়দর্শনে প্রমাণাদি যে ষোড়শ পদার্থ কথিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে সিদ্ধান্ত ষষ্ঠ। ইহার লক্ষণ—

"তন্ত্রাধিকরণাভ্যুপগমসংস্থিতিঃ সিদ্ধান্তঃ।" (ন্যায়দ° ১।১।২৬)

'তন্ত্রং শাস্ত্রং তদেবাধিকরণং জ্ঞাপকতয়া যস্ত যাদৃশস্ত যোঽভ্যুপগমস্তস্ত সমীচীনতয়া স্থিতিঃ শাস্ত্রার্থনিশ্চয়ঃ সিদ্ধান্তঃ' (ভাষা)

শাস্ত্রের প্রমাণানুসারে যাহা অসংশয়রূপে নির্ণয় করা হয়, তাহাকে সিদ্ধান্ত কহে। ন্যায়দর্শনে ইহার বিষয় বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে, আমরা অতি সংক্ষেপে ইহার আলোচনা করিলাম। কোন অনিশ্চিত বিষয়ে শাস্ত্রাদিপ্রমাণ দ্বারা পরীক্ষা করিয়া শাস্ত্রানুরূপ নির্ণয় করাকে সিদ্ধান্ত কহে। কি করিলে দুঃখ নিবৃত্তি হয়, এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে দুঃখের কারণ কি, কোন উপায় অবলম্বন করিলে ঐ কারণের নিবৃত্তি হয়, ইত্যাদি শাস্ত্রানুসারে পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত হইল যে অপবর্গ অর্থাৎ মুক্তি হইলে দুঃখ নিবৃত্তি হয়। ইহাই সিদ্ধান্ত। 'অভ্যুপগমসংস্থিতি-সিদ্ধান্তঃ', অভ্যুপগম শব্দের অর্থ স্বীকার বা নিশ্চয়, অতএব কোন অর্থের নিশ্চয়ের নাম সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত আবার চারি প্রকার, সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত, প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত, অধিকরণসিদ্ধান্ত ও অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত। সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত,—তন্ত্র শব্দের অর্থ শাস্ত্র, সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধ এবং অন্য সকল শাস্ত্রের অবিরুদ্ধ যে সিদ্ধান্ত তাহার নাম সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত, যে শাস্ত্রানুসারে সিদ্ধান্ত করা হইবে, প্রথমে সেই শাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ হইবে, এবং অন্য সকল শাস্ত্রের সহিত তাহার অবিরোধ হইবে, তাহাকেই সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত কহে। যথা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, রূপাদি ইন্দ্রিয়ার্থ ও প্রমাণ দ্বারা অর্থ গ্রহণ, এই সকল সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত, অর্থাৎ এই সিদ্ধান্তে কাহারও সহিত বিরোধ নাই, সকল শাস্ত্রানুসারেই ইহা প্রমাণিত হয়, এই জন্য ইহা সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত।

প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত,—যে সিদ্ধান্ত সমান তন্ত্রসিদ্ধ, পরতন্ত্র সিদ্ধ নহে, অথবা যে সিদ্ধান্ত স্ব স্ব শাস্ত্রসিদ্ধ, তাহাই প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত। ইহার দৃষ্টান্ত অসতের উৎপত্তি নাই, সতের বিনাশ নাই, আত্মার কোন গুণ নাই, ইহা সাংখ্য শাস্ত্রে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত সকলে স্বীকার করেন না, সমানতন্ত্র অর্থাৎ পাতঞ্জল-দর্শনে ইহা স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু পরতন্ত্র ন্যায়শাস্ত্রে ইহা সিদ্ধ হয় নাই, সুতরাং এই স্থলে প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত হইল। অসৎ বস্তুর উৎপত্তি হয়। উৎপন্ন বস্তুর বিনাশ হয়, আত্মার কতক গুণ আছে, ন্যায়দর্শনে ইহা সিদ্ধান্ত হইয়াছে, প্রতিতন্ত্র বৈশেষিক দর্শনে ইহা সমর্থিত হইয়াছে। ইহা ন্যায়দর্শনসিদ্ধ, কিন্তু সাংখ্যদর্শনে ইহা প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত। এইরূপ এক শাস্ত্রে যাহা সিদ্ধান্ত হইবে, অপর শাস্ত্রে তাহা যদি সিদ্ধান্ত না হয়, তাহা হইলে তাহাকে প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত কহে।

অধিকরণ সিদ্ধান্ত—যে অর্থের সিদ্ধি হইলে আনুষঙ্গিকরূপে অপর অর্থও সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ যে অর্থ সিদ্ধি ভিন্ন যে অর্থ সিদ্ধ হয় না, তাহার নাম অধিকরণসিদ্ধান্ত। ইহার দৃষ্টান্ত—যাহা আমি পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম, তাহাই এখন স্পর্শ করিতেছি, এইরূপ শত শত অনুভব লোকপ্রসিদ্ধ। এতদ্দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, ইন্দ্রিয় আত্মা নহে, আত্মা ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন পদার্থ। কারণ ইন্দ্রিয় আত্মা হইলে এক আত্মার দর্শন ও স্পর্শন অসম্ভব। কেননা দর্শন চক্ষুরিন্দ্রিয়সাধ্য, এবং স্পর্শন ত্বগিন্দ্রিয়সাধ্য। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের স্পর্শ করিবার ক্ষমতা নাই, ত্বগিন্দ্রিয়ের দর্শনের ক্ষমতা নাই। তাহা হইলে ইহাতে সিদ্ধ হইতেছে যে, চক্ষুরিন্দ্রিয়ও আত্মা নহে, ত্বগিন্দ্রিয়ও আত্মা নহে। চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা দর্শনের এবং ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শনের কর্ত্তা আত্মা চক্ষুরিন্দ্রিয় ও ত্বগিন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন পদার্থ, ইহা সিদ্ধ হওয়াতে আনুষঙ্গিক রূপে ইহাও সিদ্ধ হইতেছে যে, চক্ষু ও ত্বগাদি ইন্দ্রিয় এক নহে, নানা ইন্দ্রিয় সকল নিয়ত বিষয় ও তাহারা জ্ঞাতা নহে, ইহারা আত্মার জ্ঞানের সাধন, অর্থাৎ ইহাদের দ্বারা আত্মার জ্ঞান হইয়া থাকে, দর্শনাদি জ্ঞান হইতেছে বলিয়া তত্তৎ জ্ঞানের সাধন ইন্দ্রিয় সকল অনুমেয়, এবং গন্ধাদি গুণের অধিকরণ দ্রব্য, গন্ধাদি গুণমাত্র

নহে। স্পর্শাদিগুণ হইতে অতিরিক্ত বা ভিন্ন পদার্থ। ইহাই অধিকরণ সিদ্ধান্ত ; যে স্থলে এইরূপ সিদ্ধান্ত হইবে, তথায় অধিকরণসিদ্ধান্ত হইয়া থাকে।

অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত—প্রতিবাদী যাহা বলিয়াছে, তাহা সঙ্গত কি অসঙ্গত, প্রামাণিক বা অপ্রামাণিক ইত্যাদি কোনরূপ বিচার না করিয়াই তাহা স্বীকার করিয়া লইয়া ঐ বিষয়সংক্রান্ত কোন বিশেষ ধর্ম্মাদির বিচার করার নাম অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত। অর্থাৎ প্রতিবাদীর কথা যুক্তিযুক্তই হউক বা সিদ্ধান্ত অযুক্তই হউক তাহা মানিয়া লইয়া প্রকারান্তরে প্রতিবাদীকে পরাজিত করিবার অভিপ্রায়ে তদগত বিষয়ের পরীক্ষাই অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত। একটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে, মীমাংসকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শব্দ দ্রব্যপদার্থ ও নিত্য। নৈয়ায়িকগণ ইহাকে বলেন যে শব্দ গুণপদার্থ ও অনিত্য। ইহাকে যদি নৈয়ায়িক শব্দের দ্রব্যত্ব মানিয়া লইয়া শব্দ নিত্য কি অনিত্য এই বিচারে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তিনি গর্ব্বের সহিত মীমাংসকদিগকে পরাজিত করিয়া শব্দের অনিত্যত্ব সংস্থাপন করেন। ইহাকে ভাষ্যকার বলেন যে, নিজের অতিশয় বুদ্ধিমত্তা প্রখ্যাপনের জন্য এবং প্রতিবাদীর বুদ্ধির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের জন্য অভ্যুপগমসিদ্ধান্তের অবতারণা হইয়া থাকে। কারণ তুমি যাহা বলিলে, তাহাই মানিয়া লইলাম। কিন্তু তথাপি তোমার মত টিকিতে পারে না, যেহেতু তাহাতে আরও কতকগুলি দোষ অনিবার্য্য হইয়া উঠে, প্রতিবাদীর সিদ্ধান্ত মানিয়া লইয়া সেই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধীয় কতক গুলির দোষ প্রদর্শন করিয়া উহা খণ্ডন করিলে এই সিদ্ধান্ত হয়। ইহার নামই অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত। (ন্যায়দর্শন)

চরকের বিমানস্থানে এইরূপ লিখিত আছে যে—

"অথ সিদ্ধান্তঃ। সিদ্ধান্তো নাম যঃ পরীক্ষকৈর্ব্বহুবিধং পরীক্ষ্য হেতুভিঃ সাধয়িত্বা স্থাপ্যতে নির্ণয়ঃ স সিদ্ধান্তঃ, সচোক্তশ্চতুর্ব্বিধঃ সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্তঃ প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্তঃ, অধিকরণসিদ্ধান্তঃ অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত ইতি।" (চরক বিমানস্থান° ৮ অ)

পরীক্ষকগণ বহুবিধ অর্থ পরীক্ষা করিয়া এবং হেতুসমূহ দ্বারা সাধন করিয়া যে বিষয় নির্ণয় করেন, তাহারই নাম সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত চারি প্রকার সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত, প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত, অধিকরণসিদ্ধান্ত ও অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত। প্রতিবাদীর উত্তরের পর তবে সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে। বাদী হেতু প্রভৃতি দ্বারা স্বপক্ষ স্থাপন করিলে, প্রতিবাদী তাহার উত্তর দিবেন। এই উত্তরের পর তবে সিদ্ধান্ত করিতে হয়। কার্য্যের সাধর্ম্ম্য দ্বারা বাদিকর্ত্তৃক হেতু উপদিষ্ট হইলে তদ্বিষয়ে প্রতিবাদী কর্ত্তৃক কার্য্যের বৈধর্ম্ম্য দ্বারা যে হেতুর উক্তি, অথবা কার্য্যের বৈধর্ম্ম্য দ্বারা হেতু উপদিষ্ট হইলে তদ্বিষয়ে প্রতিবাদিকর্ত্তৃক কার্য্যের সাধর্ম্ম্য দ্বারা যে হেতুর উক্তি, তাহাই উত্তর। এইরূপ উত্তরের পর সিদ্ধান্ত করা আবশ্যক।

প্রধান প্রধান সকল তন্ত্রেই যাহা যাহা প্রসিদ্ধ, তাহা সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত। যেমন রোগের নিদান, রোগসমূহ ও সাধ্যরোগের চিকিৎসা সকল আয়ুর্ব্বেদতন্ত্রেই প্রসিদ্ধ, ইহা সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত। প্রধান প্রধান এক এক তন্ত্রে যাহা যাহা প্রসিদ্ধ, তাহা প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত। যেমন কোন তন্ত্রে রস ৮ প্রকার, কোন তন্ত্রে ৬ প্রকার ; যেমন রোগলক্ষণ কোন তন্ত্রে বাতাদিকৃত এবং কোন তন্ত্রে বাতাদিকৃত ও ভূতাদিকৃত, ইহাই প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত। যে অধিকরণ প্রস্তুয়মান হইলে অন্যান্য অধিকরণ সিদ্ধ হইয়া থাকে, তাহাকে অধিকরণসিদ্ধান্ত কহে। বিমুক্ত হেতু মুক্ত পুরুষ আনুবন্ধিক কর্ম্ম করেন না, এই নিষেধ বলাতেই সিদ্ধ হইল যে, এক কর্ম্মফল দ্বারাই প্রেত্যভাব অর্থাৎ পরজন্ম হয়। আত্মবুদ্ধির আতিশয্য খ্যাপনের জন্য এবং পরবুদ্ধির অবজ্ঞার্থ বাদী বাদকালে যে অসিদ্ধ, অপরীক্ষিত, অনুপদিষ্ট বা অহেতুক বিষয় বলিতে প্রবৃত্ত হন, তাহাকে অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত কহে। দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম প্রভৃতিকে প্রধানরূপে ব্যাখ্যা করিবে, অথচ ইহারা কেন যে প্রধান তাহার হেতু নির্দেশ করিবে না। এইরূপে যে অসিদ্ধাদি বিষয়ের সিদ্ধান্ত তাহাকে অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত কহে। (চরক বিমানস্থা° ৮অ°)

৩ নববিধ জ্যোতির্গ্রন্থ, যথা ব্রহ্মসিদ্ধান্ত, সূর্য্যসিদ্ধান্ত, সোমসিদ্ধান্ত, বৃহস্পতিসিদ্ধান্ত, গর্গসিদ্ধান্ত, নারদসিদ্ধান্ত, পরাশরসিদ্ধান্ত, পুলস্ত্যসিদ্ধান্ত ও বশিষ্ঠসিদ্ধান্ত।

সিদ্ধান্তপঞ্চানন (পুং) বাক্যতত্ত্ব নামক দীধিতি ও পদার্থতত্ত্বালোক নামক গ্রন্থরচয়িতা।

সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য, ন্যায়কারিকৌমুদীপ্রণেতা।

সিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য, ন্যায়চক্র বা ষট্‌ন্যায়কবিবেচনপ্রণেতা। ইঁহার নাম ভবানন্দ।

সিদ্ধান্ত বাচস্পতি, শক্তিসঙ্গমপ্রণেতা।

সিদ্ধান্তাচার (পুং) সিদ্ধান্তোক্ত আচার, তাদৃশ আচারঃ। তান্ত্রিক আচারবিশেষ। আপনাকে দেবতা বিবেচনা করিয়া মনে মনে যিনি দেবী শক্তির ভজনা করেন, তাদৃশ যে আচার তাহাকে সিদ্ধান্তাচার কহে।

"আত্মানং দেবতাং মত্বা যজেদ্দেবীঞ্চ মানসৈঃ।
সদা শুদ্ধঃ সদা শান্তঃ সিদ্ধান্তাচার উচ্যতে।" (আচারভেদতন্ত্র)

সিদ্ধান্তিত (ত্রি) সিদ্ধান্ত তারকাদিত্বাদিতচ্। যাহা সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, মীমাংসিত, নির্ণীত।

সিদ্ধান্তিন্ (ত্রি) সিদ্ধান্তোঽস্ত্যস্যেতি ইনি। ১ সিদ্ধান্তকারী, মীমাংসক। ২ আশ্বলায়নশ্রৌতসূত্রভাষ্যপ্রণেতা।

সিদ্ধান্ন (স্ত্রী) সিদ্ধং অন্নং। পক্বান্ন, ভাত, পক্ব দ্রব্য। দেবতাকে পক্বান্ন নিবেদন করিতে হইলে সিদ্ধান্ন বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়।

সিদ্ধাপগা (স্ত্রী) সিদ্ধসেবিতা আপগা। গঙ্গা। (হেম)

সিদ্ধাম্বা (স্ত্রী) সিদ্ধানাং অম্বা। দুর্গা।

সিদ্ধায়িকা (স্ত্রী) চতুর্বিংশতি জিনশাসন দেবতার অন্তর্গত দেবীবিশেষ।

সিদ্ধারি (পুং) মন্ত্রবিশেষ। তন্ত্রসারে লিখিত আছে যে, এই সিদ্ধারি মন্ত্র জপ করিলে বান্ধব বিনাশ হয়, সুতরাং এই মন্ত্র গ্রহণ করিবে না।

"সিদ্ধসিদ্ধোহর্থকরণাৎ সিদ্ধারিরিতি বান্ধবান্।" (তন্ত্রসার)

সিদ্ধার্থ (পুং) সিদ্ধোঽর্থো যস্য। ১ বুদ্ধের পিতা। (হেম) ২ শাক্যসিংহ। ৩ একজন প্রধান দাব। (মেদিনী) সিদ্ধোঽর্থো যস্মাৎ। ৪ শ্বেত সর্ষপ। (অমর) ৫ বটবৃক্ষ। (রাজনি°) ৬ প্রসিদ্ধার্থ, প্রসিদ্ধ অর্থবিশিষ্ট।

"সিদ্ধার্থং সিদ্ধসম্বন্ধং শ্রোতুং শ্রোতা প্রবর্ত্ততে।
গ্রন্থাদৌ তেন বক্তব্যঃ সম্বন্ধঃ সপ্রয়োজনঃ॥" (তাৎপর্য্যটীকা)

সিদ্ধার্থক (পুং) সিদ্ধার্থ-কন্। সিদ্ধার্থ স্বার্থে। শ্বেতবর্ণ সর্ষপ, শ্বেত সরিষা। গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, বাতকফঘ্ন, গ্রহদোষ ও ভূতদোষনাশক, রুচিকর, বিষ, ভূত ও ব্রণনাশক।

সিদ্ধার্থমতি (পুং) সিদ্ধার্থে মতি র্যস্য। বোধিসত্ত্বভেদ।

সিদ্ধার্থা (স্ত্রী) সিদ্ধোঽর্থো যস্যাঃ। চতুর্থ জিনমাতা। (হেম)

সিদ্ধাশ্রম (পুং) সিদ্ধানাং আশ্রমঃ। সিদ্ধদিগের আশ্রম। মুক্ত পুরুষগণ যে আশ্রমে অবস্থান করেন।

সিদ্ধাসন (স্ত্রী) সিদ্ধং আসনং। আসনবিশেষ। এই আসনে আসীন হইয়া যোগাভ্যাস করিলে অচিরে যোগসিদ্ধ হইয়া থাকে।

সিদ্ধি (স্ত্রী) সিধ্-ক্তিন্। ভগবতী দুর্গা।

"সাধনাৎ সিদ্ধিরিত্যুক্তা সাধকা যাথ ঈশ্বরী।" (দেবীপু° ৪৫অঃ)

২ বৃদ্ধিনামৌষধ। (অমর) ৩ যোগবিশেষ। ৪ নিষ্পত্তি। ৫ পাদুকা। ৬ অন্তর্দ্ধি। ৭ বুদ্ধি। (মেদিনী) ৮ মোক্ষ। (হেম) ৯ সম্পত্তি। (ধরণি) ১০ বৃদ্ধি। (শব্দর°) ১১ সাফল্য, সফলতা। ১২ সাধ্যসাধনজ্ঞান। (চরক সূ ১ অ) ১৩ প্রশমনোপায়। (বাভট কল্প ৬ অ°)

সাধনা দ্বারা সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে।

"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধি র্ভবতি তাদৃশী।" (যোগশাস্ত্র)

যে প্রকার ভাবনা করা হয়, সেই প্রকারই সিদ্ধি হইয়া থাকে। অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি। অষ্টাদশ প্রভৃতি ভেদে সিদ্ধি বহু প্রকার আছে।

অণিমা, মহিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামাবসায়িত্ব এই অষ্টসিদ্ধি। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে অষ্টাদশ প্রকার সিদ্ধির উল্লেখ আছে। পূর্ব্বোক্ত অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি, সর্ব্বজ্ঞত্ব, দূরশ্রবণ, পরকায়প্রবেশন, বাক্‌সিদ্ধি, কল্পবৃক্ষত্ব, কল্পবৃক্ষের নিকট যেমন যাহা প্রার্থনা করা যায়, তৎক্ষণাৎ তাহা লাভ হয়, তদ্রূপ যাঁহারা এই সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট যাহা প্রার্থনা করা যায়, তাহাই লাভ হয়। সৃষ্টিসংহার এবং সৃষ্টি করিতে ক্ষমতা, ও অমরত্বলাভ এই অষ্টাদশ প্রকার সিদ্ধির অন্তর্গত।

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ ৬ অঃ)

পাতঞ্জলদর্শনে লিখিত আছে যে—

"জন্মৌষধিমন্ত্রতপঃসমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ।" (পাতঞ্জল° ৪।১)

"দেহান্তরিতা জন্মনা সিদ্ধিঃ, ঔষধিভিঃ অসুরভবনেষু রসায়নেনেত্যেবমাদি, মন্ত্রৈঃ আকাশগমনাণিমাদিলাভঃ, তপসা সঙ্কল্পসিদ্ধিঃ কামরূপী যত্র তত্র কামগ ইত্যেবমাদি" (ব্যাসভাষ্য)

শরীর, ইন্দ্রিয় বা অন্তঃকরণের অলৌকিক শক্তিলাভের নাম সিদ্ধি। এই সিদ্ধি পাঁচ প্রকার, জন্মজা, ঔষধিজা, মন্ত্রজা, তপোজা ও সমাধিজা। জন্ম মাত্রেই উৎপন্ন, ঔষধিপ্রভাবে লব্ধ, মন্ত্র প্রভাবে আবির্ভূত, তপস্যা প্রভাবে উৎপন্ন বা সমাধি হইতে লব্ধ। যে সিদ্ধি দেহান্তরিত অর্থাৎ অন্য দেহে প্রকাশ পায়, তাহাকে জন্ম সিদ্ধি কহে। যেখানে দেখা যায়, জন্ম লাভ করিয়াই কোন অলৌকিক সিদ্ধি লাভ হইয়াছে, তাহা দেহান্তরিত সিদ্ধি। যে দেহে সিদ্ধির উপায় সংযম অনুষ্ঠিত হইয়াছে, অথচ সিদ্ধি সেই দেহে প্রকাশ পায় নাই, সে দেহে হইতেও পারে না, যেমন মনুষ্য দেহে সংযম অভ্যাস করিয়া মরণান্তর দেবদেহ পাওয়াই অণিমাদি সিদ্ধি, যেমন পক্ষিগণের আকাশগমনরূপ সিদ্ধি, মানবগণ কোনও কারণে দৈত্যভবনে গমন করিয়া অসুরকন্যাগণপ্রদত্ত রসায়ন সেবন করিয়া শরীরের অজর ও অমরভাব এবং অন্যান্য নানাবিধ সিদ্ধিলাভ করে, তাহাকে ঔষধিজা সিদ্ধি কহে। অসুরভবন ভিন্নও এই সিদ্ধিলাভ হইতে পারে। মাণ্ডব্যমুনি রসায়ন সেবন করিয়া এই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তপস্যা দ্বারা সঙ্কল্পসিদ্ধি অর্থাৎ ইচ্ছাপূরণ হয়, কামরূপী ইচ্ছানুসারে শরীর ধারণ করিয়া যেখানে সেখানে গমন করিতে পারে, এইটী তপঃসিদ্ধি।

সিদ্ধচিত্ত সমুদায়ের মধ্যে কোন চিত্ত মুক্তিলাভ করে, তাহা দেখাইবার জন্য পাঁচ প্রকার সিদ্ধি উক্ত হইয়াছে। যদিও সমস্ত সিদ্ধির মূল কারণ সংযম, তথাপি যেরূপ সিদ্ধির সাক্ষাৎ কারণ সংযম, তাহাকেই সংযমসিদ্ধি বলা হইয়াছে। অন্যগুলি যাহা জন্মান্তরে বা অন্যকে অবলম্বন করিয়া হয়, তাহাই সমাধি সিদ্ধি। ফলকথা এই যে সকল সিদ্ধির মূলেই সমাধি থাকা আবশ্যক।

রাজকুমার নন্দীশ্বর না মরিয়াই উগ্র তপঃপ্রভাবে দেবশরীর লাভ করেন। রাজা নহুষ শাপবশে সর্পশরীর ধারণ করেন,

চিত্তসংযম করিলে যে সিদ্ধি হয়, তাহাতে ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি, কূর্ম্মনাড়ীতে চিত্তসংযম করিলে যে সিদ্ধি হয়, তাহাতে চিত্তের স্থিরতা, মূর্দ্ধজ্যোতিতে সংযম করিলে যে সিদ্ধি হয়, তাহাতে অন্তরীক্ষচারী সিদ্ধগণের প্রত্যক্ষ, হৃদয়ে চিত্তসংযম করিলে যে সিদ্ধি হয়, তাহাতে চিত্তসংবিৎ অর্থাৎ চিত্তজ্ঞান জন্মে।

মুমুক্ষু যোগীর পক্ষে এই সকল সিদ্ধ উপসর্গ অর্থাৎ অনিষ্টকারক। কারণ উহা আত্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধক স্বরূপ। সাধারণে ইহা লাভ করিতে পারিলে কৃতকৃতার্থ হন, কিন্তু মুমুক্ষু ইহাতে কখনই সন্তুষ্ট হন না, তিনি আরও কঠোরতম সংযম সাধন করিয়া থাকেন।

চিত্ত সর্ব্বদা চঞ্চল, একস্থানে স্থির থাকিতে পারে না, ধর্ম্মাধর্ম্ম বশতঃই চিত্তের শরীরে বন্ধ হয়, সংযমদ্বারা সেই বন্ধন শিথিল হইলে যে সিদ্ধি হয়, এবং যে যে নাড়ী দ্বারা চিত্তের গমনাগমন হয়, সংযম-দ্বারা তাহার জ্ঞান হইলে জীবিত বা মৃতের শরীরে চিত্তের প্রবেশ হইতে পারে। সংযম দ্বারা উদান বায়ুকে জয় করিতে পারিলে ইচ্ছাপূর্ব্বক জীবনত্যাগ করিবার শক্তি জন্মে। সমান বায়ুকে জয় করিলে অগ্নিতুল্য তেজস্বী। আকাশে সংযম করিলে যে সিদ্ধি হয়, তাহাতে আকাশগমনে শক্তি জন্মে। সমস্তভূতে সংযম করিলে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি এবং কায়সম্পৎ জন্মে, ও ক্ষিতি প্রভৃতি ভূতগণ দ্বারা তাহার শরীরের অভিঘাত হয় না। অগ্নিতে দগ্ধ, জলে ডোবা ইত্যাদি হয় না, রূপসম্পদ, শরীরের মাধুর্য্য, অতিশয় বীর্য্য ও বজ্রের ন্যায় দৃঢ় শরীর এই সকলকে কায়সম্পৎ কহে। ইন্দ্রিয়ে চিত্তসংযম করিলে মনোজবিত্ব সিদ্ধি হয়। যাহা হইতে অধিক হইতে পারে না, দেহের এরূপ শীঘ্রগতিকে মনোজবিত্ব কহে। স্থূল শরীরকে অপেক্ষা না করিয়া ইচ্ছানুসারে অতি দূরদেশস্থ ও বহুকালীন অতীতাদি বিষয় আকারে ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিলাভের নাম বিকরণ ভাব, প্রকৃতি ও তৎকার্য্যবর্গকে আপনার অধীন করার নাম প্রধান জয়। এই ত্রিতয়ী সিদ্ধির নাম মধুপ্রতীকা। মধুর যেমন সমস্ত অবয়বে অমৃত রস, এই সিদ্ধিও তদ্রূপ বলিয়া ইহার এই নাম হইয়াছে।

পুরাণাদিতে বর্ণিত আছে যে দেবর্ষি নারদ ক্ষণমাত্রে চতুর্দ্দশ ভুবন ভ্রমণ করেন, তাহা এই সিদ্ধির ফল। মন যেরূপ অপ্রতিবন্ধে ক্ষণকাল মধ্যে সমস্ত জগৎ চিন্তা করিতে সমর্থ, তদ্রূপ শরীরের যথেচ্ছগমন হয়। প্রধান জয় অর্থাৎ ইচ্ছানুসারে প্রকৃতির পরিচালনা করিতে পারিলে সর্ব্বৈশ্বর্য্য লাভ হয়। বুদ্ধি পৃথক্ ও পুরুষ পৃথক্ এই বিবেকজ্ঞানে সংযম করিলে যে সিদ্ধি হয়, তাহাতে তিনি সর্ব্বনিয়ামক ও সর্ব্বজ্ঞ হইয়া থাকেন।

এই যে সকল সিদ্ধি কথিত হইয়াছে, ইহাতে উক্ত সকল অলৌকিক শক্তি জন্মিয়া থাকে। ইহাতে যিনি কৃতকার্য্য হন, তাহার মুক্তি হয় না। এই সকল সিদ্ধিতেও যিনি সংযম ত্যাগ না করিয়া বিবেকখ্যাতিবিষয়ে সংযম করেন, তাঁহার অপবর্গ হইয়া থাকে। তখন পুরুষ আপনার স্বরূপে অবস্থান করে। বিবেকখ্যাতিই সকলের শ্রেষ্ঠ, কিন্তু পুরুষের স্বরূপে অবস্থানের প্রতি লক্ষ্য করিলে আর উহাতে বাধা থাকে না, যাহাতে স্বরূপে অবস্থান হয়, তাহার প্রতি চেষ্টা হইয়া থাকে। এই চেষ্টার ফলেই দুঃখ নিবৃত্তিরূপ মুক্তি হইয়া থাকে। (পাতঞ্জলদ°)

সাধক এই সকল সিদ্ধিবলে অনেক অলৌকিক কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকেন।

তন্ত্রশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, যথাবিধি মন্ত্রাদির জপ প্রভৃতি কর্ম্ম করিলে সিদ্ধি হইয়া থাকে, এই সিদ্ধি হইলে সাধক যাহা ইচ্ছা করেন, তৎক্ষণাৎ তাহা করিতে সমর্থ হন। এই সিদ্ধ উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে তিন প্রকার, কোন উপায় অবলম্বন করিলে সিদ্ধি হয়, তাহা তন্ত্র তারা প্রভৃতি প্রকরণে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। সাধক গুরুর উপদেশানুসারে সাধনা করিতে করিতে সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। অতি উত্তম সাধক হইয়া কার্য্য করিলে অচিরে সিদ্ধিলাভ হয়। যাহার সিদ্ধিলাভ হইতে বিলম্ব হয়, তিনি মন্ত্রের ভ্রামণ প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করিবেন।

"মনোরথানামক্লেশসিদ্ধিরুত্তমলক্ষণং।
মৃত্যূনাং হননং তদ্বদ্দেবতাদর্শনং তথা॥"
প্রয়োগে হ্যক্লেশসিদ্ধি সিদ্ধেস্তু লক্ষণং পরং॥" (তন্ত্রসার)

[সিদ্ধ শব্দ দেখ।]

তন্ত্রশাস্ত্রে সিদ্ধি ও সিদ্ধির উপায় প্রভৃতির বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে এই স্থলে আর উল্লিখিত হইল না।

সিদ্ধি (দেশজ) স্বনামখ্যাত মাদক দ্রব্য বিশেষ, ভাঙ্গ, ভাঙ্। ইহার সংস্কৃত নাম বিজয়া, গুণ কটু, কষায়, উষ্ণ, তিক্ত, বাত ও কফনাশক, সংগ্রাহী, বাক্‌প্রদ, বলকারক, মেধাকর ও অতিশয় কোষ্ঠাগ্নিবর্দ্ধক। [বিজয়াশব্দ দেখ]

সিদ্ধিকর (ত্রি) করোতীতি কৃ-ট, সিদ্ধেঃ করঃ। সিদ্ধিকারক, যিনি সিদ্ধি করেন।

সিদ্ধিকারক (ত্রি) সিদ্ধিকারী, যিনি সিদ্ধি করেন।

সিদ্ধিক্ষেত্র (ক্লী) সিদ্ধেঃ ক্ষেত্রং। সিদ্ধিস্থান, সিদ্ধিক্ষেত্র, যে স্থানে সিদ্ধিলাভ হয়।

সিদ্ধিচামুণ্ডাতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ।

সিদ্ধিজ্ঞান (ক্লী) সিদ্ধিবিষয়ক জ্ঞান, প্রকৃত জ্ঞান।

সিদ্ধিদ (পুং) সিদ্ধিং দদাতীতি দা-ক। ১ বটুক ভৈরব। (ত্রি) ২ সিদ্ধিদাতা মাত্র, যিনি সিদ্ধি প্রদান করেন।

সিদ্ধিদাত্রী (ত্রি) সিদ্ধিপ্রদানকারী, সিদ্ধিদ। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। সিদ্ধদাত্রী দুর্গা।

সিদ্ধিবীজ (স্ত্রী) সিদ্ধেবীজং কারণং। সিদ্ধির কারণ।

সিদ্ধিভূমি (স্ত্রী) সাংখ্যজ্ঞান প্রবর্ত্তক। 'সিদ্ধিঃ সাংখ্যজ্ঞানং তজ্জ-ভূমিঃ ক্ষেত্রং প্রবর্ত্তকং'

সিদ্ধিমৎ (ত্রি) সিদ্ধি অস্ত্যর্থে মতুপ্। সিদ্ধিবিশিষ্ট, যাহারা সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

সিদ্ধিমন্ত্র (পুং) সিদ্ধমন্ত্র।

সিদ্ধিমন্বন্তর (স্ত্রী) অনশনভেদ।

সিদ্ধিমার্গ (পুং) মুক্তিমার্গ, মোক্ষপথ।

সিদ্ধিযাত্রিক (পুং) সিদ্ধির জন্ত যাত্রাকারী, মুমুক্ষু।

সিদ্ধিযোগ (পুং) সিদ্ধের্যোগো যত্র। জ্যোতিষোক্ত তিথিবার-ঘটিত শুভ যোগবিশেষ। এই যোগ শুভ, ইহাতে যাত্রা করিলে সিদ্ধি হয়, এই জন্ত ইহার নাম সিদ্ধিযোগ। প্রতিপদ, একাদশী ও ষষ্ঠী তিথির নাম নন্দা, শুক্রবারে এই নন্দা তিথি, বুধবারে ভদ্রা (দ্বিতীয়া, দ্বাদশী, ও সপ্তমী), শনিবারে রিক্তা (চতুর্থী, চতুর্দ্দশী ও নবমী), মঙ্গলবারে জয়া (তৃতীয়া, ত্রয়োদশী ও অষ্টমী) এবং বৃহস্পতিবারে পূর্ণা (পঞ্চমী, দশমী অমাবস্তা ও পূর্ণিমা) তিথি হইলে সিদ্ধিযোগ হয়।

"শুক্রে নন্দা বুধে ভদ্রা শনৌ রিক্তা কুজে জয়া।
গুরৌ পূর্ণা চ সংযুক্তা সিদ্ধিযোগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥" (জ্যোতিঃসারসং)

যে দিন জ্যোতিষোক্ত অমৃতযোগ হয়, সেই দিনে যদি এই সিদ্ধিযোগ হয়, তাহা হইলে বিষযোগ হয়, অর্থাৎ সেই দিন অতি নিন্দিত, মধু ও সর্পি এই দুইই উত্তম, কিন্তু এই দুইটী যেমন একত্র মিশ্রিত হইলে বিষতুল্য অনিষ্টকারক হয়, তদ্রূপ সিদ্ধি ও অমৃত এই দুইটী একদিনে হইলে বিষযোগ হয়।

"অমৃতং সিদ্ধিযোগশ্চ যদ্যেকস্মিন্ দিনে ভবেৎ।
তদ্দিনন্তু ত্যজেদ্ধীমান্ মধুসর্পির্যথা বিষং॥" (জ্যোতিঃসারস°)

সিদ্ধিযোগিনী (স্ত্রী) সিদ্ধিপ্রিয়া যোগিনী। যোগিনীভেদ। তন্ত্রশাস্ত্রে এই যোগিনীর পূজা ও সাধনপ্রণালীর বিষয় অভিহিত হইয়াছে।

"প্রণবাদ্যাশ্চ যা বিদ্যাঃ শূদ্রাদৌ ন সমীরিতাঃ।
অত্রাপৈব বিশেষো যৎ যোষিত্বৈষ্ব মুণাসয়েৎ।
ডাকিনী সা ভবত্যেব ডাকিনীভিঃ প্রজায়তে।
পতিহীনা পুত্রহীনা যথা স্যাৎ সিদ্ধযোগিনী॥" (তন্ত্রসার)

[যোগিনী শব্দ দেখ]

অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে যে দক্ষের ৫০টী কন্যাকে সিদ্ধিঃ যোগিনী কহে। এই সকল যোগিনী সর্ব্বলোকমাতা, ইহাদের নাম যথা—সতী,জ্যোতি, স্মৃতি, সন্নতি, সন্ততি, অরুন্ধতী, কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, মেধা, পুষ্টি, শ্রদ্ধা, ক্রিয়া, মতি, বুদ্ধি, লজ্জা, বপুঃ, শান্তি, তুষ্টি, সিদ্ধি, রতি, বসু, যামী, লম্বা, ভানু, মরুত্বতী, সঙ্কল্পা, মুহূর্ত্তা, সাধ্যা, বিশ্বা, অদিতি, দিতি, দনু, কালা-দনা, আয়ুষা, সিংহিকা, মুরসা, কদ্রু, বিনতা, সুরভি, ইলা, ক্রোধা,ঈর্ষা, ও প্রাধা।

"ক্রোধা ঈর্ষা চ প্রাধা চ দক্ষকন্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
পঞ্চাশৎ সিদ্ধযোগিন্যঃ সর্ব্বলোকস্য মাতরঃ॥" (অগ্নিপু°)

সিদ্ধিরাজ (পুং) ১ পর্ব্বতভেদ।

সিদ্ধিলী (স্ত্রী) সিদ্ধিং লাতীতি লা-ক ঙীষ্। ক্ষুদ্র পিপীলিকা, ভূয়ে পিপড়া।

সিদ্ধিবাদ (পুং) জ্ঞানগোষ্ঠী। (নীলকণ্ঠ)

সিদ্ধিবিনায়ক (পুং) সিদ্ধিদাতা বিনায়কঃ। সিদ্ধিদাতা গণেশ, গণেশ সিদ্ধি দান করেন, এই জন্ত ইহার এই নাম হইয়াছে।

সিদ্ধিবিনায়কব্রত (স্ত্রী) ব্রতবিশেষ। সিদ্ধিবিনায়কের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

সিদ্ধসাধক (পুং) ১ শ্বেত সর্ষপ। (রাজনি°) ২ দমনবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°) (ত্রি) ৩ সিদ্ধির সাধনকারী।

সিদ্ধিসাধন (পুং) সিদ্ধসাধক। (স্ত্রী) সিদ্ধির সাধন।

সিদ্ধিস্থান (স্ত্রী) সিদ্ধেঃ স্থানং। পুণ্য স্থানবিশেষ, সিদ্ধিক্ষেত্র। যে স্থানে সাধনা করিলে দেবতা প্রসন্ন হইয়া সিদ্ধি প্রদান করেন।

"অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি সিদ্ধিস্থানানি যানি তু।
যস্মিন্নারাধিতা দেবী ক্ষিপ্রং ভবতি সিদ্ধিদা॥" (দেবীপু°)

দেবীপুরাণে লিখিত আছে যে শতশৃঙ্গ, ত্রিকূট পর্ব্বত, বিন্ধ্য, গঙ্গা, দেবাতীর, পয়োষ্ণী, মণ্ডলেশ্বর প্রভৃতি স্থান সিদ্ধিস্থান, অর্থাৎ এই সকল স্থানে দেবীর আরাধনা করিলে অচিরে সিদ্ধি লাভ হয়। ২ চরকোক্ত স্থানভেদ। চরকে সিদ্ধিস্থানে কল্পনাসিদ্ধি, বস্তিসিদ্ধি, বস্তি বিরেচন ও স্বাস্থ্যসিদ্ধি, পঞ্চকর্ম্ম-সিদ্ধি, ফলমাত্রসিদ্ধি প্রভৃতি এবং তন্ত্রযুক্তির বিষয় বিশেষ ভাবে লিখিত হইয়াছে। ইহাই চরকের শেষ স্থান। (চরক)

সিদ্ধেশ্বর (পুং) সিদ্ধানামীশ্বরঃ। সিদ্ধগণের অধিপতি। (ভাগবত)

সিদ্ধেশ্বরী (স্ত্রী) সিদ্ধা ঈশ্বরী। দেবীবিশেষ। তন্ত্রশাস্ত্রে এই দেবীর পূজাদির বিবরণ লিখিত আছে।

"সিদ্ধাং সিদ্ধেশ্বরীং সিদ্ধবিদ্যাধরগণৈর্যুতাং।
মন্ত্রসিদ্ধিপ্রদাং যোনিসিদ্ধিদাং লিঙ্গশোভিতাং॥"

(মুণ্ডমালাতন্ত্র ১১ প°)

বরাহপুরাণে লিখিত আছে যে কৃষ্ণ, বলরাম ও গোপগণ কর্তৃক যে সিদ্ধা দেবী প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার নাম সিদ্ধেশ্বরী। উক্ত পুরাণে মথুরাপরিক্রমপ্রাদুর্ভাব নামাধ্যায়ে ইহার বিবরণ লিখিত আছে।

সিদ্ধেশ্বরতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ।

সিদ্ধৈশ্বর্য্য (ক্লী) সিদ্ধিরূপ ঐশ্বর্য।

সিদ্ধোদক (ক্লী) ১ তীর্থবিশেষ। (কথাসরিৎসা°) সিদ্ধং উদকং। ২ সিদ্ধ জল, গরম জল। ৩ কাঁজি। (হারাবলী)

সিদ্ধৌঘ (পুং) সিদ্ধানামোঘঃ। গুরুক্রমবিশেষ, সিদ্ধসমূহ, তন্ত্রে সিদ্ধৌঘ, দিব্যৌঘ প্রভৃতির উল্লেখ আছে। তন্ত্রোক্ত বিধিতে ইঁহাদের পূজা করিতে হয়। নারদ, কাশ্যপ, শম্ভু, ভার্গব, ও কুলকৌশিক, এই পাঁচজন সিদ্ধৌঘ।

"নারদঃ কাশ্যপঃ শম্ভুর্ভার্গবঃ কুলকৌশিকঃ।

এতে পঞ্চ মহাদেবাঃ সিদ্ধৌঘাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥" (তন্ত্রসার)

তন্ত্রসারে লিখিত আছে যে বশিষ্ঠ, কূর্ম্মনাথ, মীননাথ, মহেশ্বর ও হরিনাথ এই পাঁচ জন সিদ্ধৌঘ। ভাগবতী, ভানুমতী, জয়া, বিজয়া ও মহোদরী ইঁহারা এই সকল সিদ্ধৌঘদিগের গুরু। (তন্ত্রসার) তন্ত্রশাস্ত্রে ইঁহাদের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে।

সিদ্ধৌর, অযোধ্যাপ্রদেশের বড়বাঁকি জেলার অন্তর্গত একটী পরগণা। ইহার উত্তরে প্রতাপগঞ্জ, পূর্ব্বে সুরাজপুর, দক্ষিণে হায়দারগড় ও সুবেহা এবং পশ্চিমে সত্রিখ পরগণা অবস্থিত। এই পরগণার ভূপরিমাণ ১৪১ বর্গমাইল। ৯৫ বর্গমাইলে কৃষিকার্য্য হয়। এই পরগণা দুইভাগে বিভক্ত। ইহার লোকসংখ্যা প্রায় ৮০হাজার, তন্মধ্যে প্রায় ১৩ হাজার মুসলমান ও ৭০ হাজার হিন্দু। পূর্ব্বে এই স্থান ভরদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। সৈয়দ সালার মসাউদ ভরদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে সিদ্ধৌর হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। এই স্থানের মুসলমান লোকসংখ্যার অধিকাংশই সৈয়দবংশসম্ভূত। সম্রাট্ অকবরের রাজত্বকালে এই পরগণা প্রথমে গঠিত হইয়াছিল।

সিদ্ধৌষধ (ক্লী) সিদ্ধং ঔষধং। অব্যর্থ ঔষধ, যে ঔষধ সেবনে রোগ নিশ্চয় আরোগ্য হয়, তাহাকে সিদ্ধৌষধ কহে।

সিদ্ধৌষধি (পুং) ঔষধি বর্গবিশেষ, ঔষধিগণ, এই গণ যথা— তৈলকন্দ, সুধাকন্দ, ক্রোড়কন্দ, রুদন্তিকা ও সর্পাক্ষী, এই পাঁচটী সিদ্ধৌষধিগণ।

"তৈলকন্দঃ সুধাকন্দঃ ক্রোড়কন্দো রুদন্তিকা।

সর্পনেত্রযুতাঃ পঞ্চ সিদ্ধৌষধিকসংজ্ঞকাঃ॥" (রাজনি°)

সিধ্, ১ গতি, গমন। ২ শাস্ত্রশাসন, অনুশাসন। ৩ মাঙ্গল্য, মঙ্গলক্রিয়া। ৪ নিষ্পত্তি। ভ্বাদি পরস্মৈ সক সেট্। নিষ্পত্তি অর্থে দিবাদি পরস্মৈ। লট্ সেধতি। লোট্ সেধতু। লিট্ সিষেধ সিষিধতুঃ সিষিধুঃ। লুট্ সেদ্ধা, সেধিতা। লৃট্ সেৎস্যতি, সেধিষ্যতি। লুঙ্ অসৈৎসীৎ, অসেধীৎ, অসৈদ্ধাং অসেধিষ্টাং। অসৈৎসুঃ অসেধিষুঃ। সন্ সিসেধিষতি। সিসিধিষতি, সিষিৎসতি। যঙ্ সেষিধ্যতে। যঙ্ লুক্ সেষেদ্ধি। ণিচ্ সেধয়তি। দিবাদি পক্ষে লট্ সিধ্যতি। লুট্ সেদ্ধা। লৃট্ সেৎস্যতি। লুঙ্ অসেৎস্যং। লুঙ্ অসিধৎ, অসিধাতাং। অপ+সিধ=অপনোদন। নি+সিধ =নিষেধ, নিবারণ। প্রতি+সিধ্=প্রতিষেধ, নিষেধ।

সিধ্ (দেশজ) সন্ধি, সন্ধি শব্দের অপভ্রংশ। চোরেরা সিধ্ কাটিয়া চুরী করিয়া থাকে।

সিধা (দেশজ) ১ সোজা, সরল। ২ চাউল ও দুগ্ধাদি খাদ্যদ্রব্য-সমূহ দ্বারা সজ্জিত ভোজ্য। সিধাতে চাউল, ডাউল, ঘৃত, তৈল, লবণ ও মিষ্ট প্রভৃতি দ্রব্য থাকে। ৩ সরলচিত্ত।

সিধাবিদায় (দেশজ) কোন কর্ম্ম উপলক্ষে অধ্যাপক ব্রাহ্মণ-দিগকে সিধা ও বিদায় দেওয়াকে সিধাবিদায় কহে।

সিধৌত, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত কড়পা জেলার একটী তালুক বা মহকুমা। ইহার ভূপরিমাণ ৫৩০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৫৯ হাজার। এই তালুকে ৭১টী গ্রাম আছে। এই স্থানে লাল, বালু ও কালমাটি দেখিতে পাওয়া যায়; কঙ্কর ও কাঁকরযুক্ত মাটিও স্থানে স্থানে বিদ্যমান। পোন্নেয়ার অধিত্যকার মাটি অতিশয় উর্ব্বরা। অধিত্যকা ব্যতীত অন্যান্য স্থানে প্রায়ই কৃষিকার্য্য হয় না; কারণ তালুকের সকল স্থানই ছোট ছোট পাহাড়ে পূর্ণ। এই সকল পাহাড়ের মধ্যে লঙ্কামল্লৈ, মল্লাকোন্দ ও পালকোন্দা পর্ব্বতশ্রেণীই প্রধান। সাধারণ শস্যাদি ভিন্ন এই স্থানে নীল ও কার্পাস প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। সিধৌতের রাজস্ব প্রায় ১৫০ হাজার টাকা।

২ সিধৌত তালুকের প্রধান নগর ও শাসনকেন্দ্র। এই নগর পোন্নেয়ার নদীর উপরে এবং অক্ষা° ১৪°২৭´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৯°৫´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার লোকসংখ্যা প্রায় চারি-হাজার। পূর্ব্বে এই নগর চিদ্বাইল রাজ্যের অধিকারভুক্ত ছিল। তৎপরে ইহা কড়পার পাঠানদিগের হস্তগত এবং তদনন্তর ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে হায়দারআলি এই নগর অধিকার করিয়াছিলেন। ইংরাজশাসনের প্রারম্ভে সিধৌত কড়পা জেলার রাজধানী ছিল, কিন্তু এক্ষণে কেবল মাত্র একজন ম্যাজিষ্ট্রেট এই স্থানে বাস করিয়া থাকেন। সিধৌত পোন্নেয়ার নদীর উপরে অবস্থিত বলিয়া এবং ইহার নিকটবর্ত্তী গ্রাম ও নদীগুলির সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া লোকেরা ইহাকে দক্ষিণকাশী নামে বর্ণনা করে।

সিধ্ম (ত্রি) ১ সাধক। "অভিসিধ্মো অজিগাৎ" (ঋক্ ১।৩৩।১৩) 'সিধ্মঃ সাধকঃ সিধু সংরাদ্ধৌ অস্মাদৌণাদিকো মক্' (সায়ণ) (ক্লী) ২ কিলাস রোগ। (দেহ) ৩ সপ্তমহাকুষ্ঠের অন্তর্গত কুষ্ঠরোগবিশেষ। লক্ষণ—

'শ্বেতং তাম্রং তনু চ যদ্রজো ঘৃষ্টং বিমুঞ্চতি।

প্রায়শ্চোরসি তৎ সিধ্মমলাবুকুসুমোপমং॥" (মাধবনি°)

যে কুষ্ঠরোগে চর্ম্ম অলাবু পুষ্পের ন্যায় শ্বেত ও তাম্রবর্ণ হয়,

এবং ঘর্ষণ করিলে যাহা হইতে ধূলীর ন্যায় নির্গত হয়, তাহাকে সিধ্মকুষ্ঠ কহে। এই রোগ প্রায়ই বক্ষঃস্থলে হয়। এই কুষ্ঠ হইলে নিম্নোক্ত প্রণালী অনুসারে চিকিৎসা করিলে ইহা প্রশমিত হয়। কুড়, মূলার বীজ, প্রিয়ঙ্গু, সর্ষপ, হরিদ্রা ও নাগকেশর, এই সকল চূর্ণ করিয়া উহাতে প্রলেপ, বা মূলার বীজ ও অপামের রস দ্বারা পেষণ করিয়া প্রলেপ, কদলীর ক্ষার ও হরিদ্রা একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ, অথবা দারুহরিদ্রা, মূলার বীজ, হরিতাল, দেবদারু ও তাম্বুল পত্র এই সকল প্রত্যেকে ২ তোলা, শঙ্খচূর্ণ অর্দ্ধতোলা, এই সকল জল দ্বারা একত্র পেষণ করিয়া ঐ কুষ্ঠের উপর প্রলেপ দিলেও উহা আশু প্রশমিত হয়। (ভাবপ্র°)

[কুষ্ঠরোগ দেখ]

সিধ্মন (স্ত্রী) সিধ-মন্-সঃ ক্তিৎ। কিলাস রোগ, ক্ষুদ্রকুষ্ঠ। (সুশ্রুত)

সিধ্মপুষ্পিকা (স্ত্রী) সিধ্মস্য কিলাসস্য পুষ্পং বিদ্যতে যস্যাঃ, সিধ্মপুষ্প-ঠন্। কুষ্ঠব্যাধিভেদ। সিধ্মকুষ্ঠ। (নিদান)

সিধ্মল (ত্রি) সিধ্ম অস্যাস্তীতি সিধ্ম (সিধ্মাদিভ্যশ্চ। পা ৫।২।৯৭) ইতি লচ্। কিলাসী, কিলাসরোগী, কুষ্ঠরোগী। (ত্রিকা°)

সিধ্মলা (স্ত্রী) সিধ্ম লচ্-টাপ্। ১ মৎস্যবিকৃতি, শুট্‌কী মাছ। (ত্রি) ২ কুষ্ঠরোগিণী। ৩ আমবাতাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ।

সিধ্মবৎ (ত্রি) সিধ্মমস্যাস্তেতি সিধ্ম অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। কিলাসরোগী।

সিধ্মা (স্ত্রী) কিলাস রোগ। (হেম)

সিধ্য (পুং) সিধ্যন্ত্যস্মিন্নর্থা ইতি সিধ (পুষ্যসিধ্যৌ নক্ষত্রে। পা ৩।১।১১৬) ইতি ক্যপ্ প্রত্যয়েন নিপাতিতঃ। পুষ্যা নক্ষত্র। এই নক্ষত্র শুভ নক্ষত্র। ইহাতে কোন শুভ কার্য্যানুষ্ঠান করা যায়, তাহা সিদ্ধ হয়, এই জন্য ইহার এই নাম হইয়াছে।

সিধ্র (ত্রি) ফল বা পানীয়াদি রূপ ফলাধী।

"বীর্যো ন সিধ্র মারুপোতি" (ঋক্ ১।১৭৩।১১)

'সিধ্রং ফলং পানীয়াদিরূপং ফলাধিনং বা' (সায়ণ)

(পুং) সাধু। ৩ বৃক্ষ। (উজ্জ্বল)

সিধ্রকা (স্ত্রী) সিধ্র-স্বার্থে কন্, অভিধানাৎ স্ত্রীত্বং। বৃক্ষবিশেষ, চলিত সিধ্ গাছ। (অমর)

সিধ্রকাবণ (স্ত্রী) সিধ্রকাণাং বনমিতি ণত্বং। দেবোদ্যান। (ত্রিকা°) সিধ্রকা শব্দের পর বন শব্দের ন বিকল্পে ণ হয়, সুতরাং ব্যাকরণের এই বিধানানুসারে সিধ্রকাবন, সিধ্রকাবণ এই দুইপদ হইবে।

সিন্, কাশ্মীর রাজ্যের গিলগিট জেলা এবং হিন্দুকুশ পর্ব্বতবাসী একটী জাতি। সিন্‌গণ প্রথমে হিন্দুকুশ পর্ব্বত অধিকার করিয়া তথায় বাস করিতে আরম্ভ করে। সিন্‌গণ যে পূর্ব্বে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু পাঁচ ছয় শতবৎসর পূর্ব্বে ইহারা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। যদিও সিন্‌গণ বহুদিন হইল মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে, তথাপি গাভীদিগকে ইহারা অতিশয় ভক্তি করে। নিষ্ঠাবান্ সিন্ গোরুর মাংস বা দুগ্ধ ভক্ষণ করে না; এমন কি গোদুগ্ধপূর্ণ পাত্রও ইহাদিগের অস্পৃশ্য। ইহাদিগের নিকট কুক্কুটমাংসও অভক্ষ্য। তজ্জন্য সিনেরা যে সকল পল্লীতে বাস করে, সেই সকল স্থানে একটী কুক্কুটও দেখিতে পাওয়া যায় না। এইরূপ নানা কারণে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সিন্‌গণ পূর্ব্বে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিল। সম্ভবতঃ ইহারা ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশ হইতে আগমন পূর্ব্বক সিন্ধুনদ পার হইয়া হিন্দুকুশের উপরে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। ইহারা সিনা ভাষায় কথা কহিয়া থাকে।

সিন (স্ত্রী) সিনোতি বধ্নাতি আত্মানমিতি সিঞ্ বন্ধনে (ইণ্ সিঞ্ জীতি। উণ্ ৩।২) ইতি নক্। ১ শরীর। ২ অন্ন। (নিঘণ্টু ২।৭) (পুং) ৩ গ্রাস। ৪ কাণ। (ত্রি) ৫ শুক্ল গুণবিশিষ্ট।

সিনবৎ (ত্রি) সিন অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। সিনবিশিষ্ট, অন্নযুক্ত। "সিন মধত্ব মাতং" (ঋক্ ১০।১০৬।১১) 'সিনবৎ সিনং অন্নং তদ্বচ্চায়' (সায়ণ)

সিনী (স্ত্রী) শুক্লগুণবিশিষ্টা। পর্য্যায়—শ্বেতা, সিতা, সিনী ও শ্যেনী।

সিনীবালী (স্ত্রী) সিনী শুক্লা বালা চন্দ্রকলা অস্ত্যামিতি, যদ্বা সিনা শুক্লয়া চন্দ্রকলয়া বলতে মিশ্র্যতে বা বল মিশ্রণে অচ্, ততো ঙীষ্, দৃষ্টেন্দুকলামাবস্যা। চতুর্দ্দশীযুক্তা অমাবস্যা; চতুর্দ্দশীযুক্তা অমাবস্যা তিথির নাম সিনীবালী। (অমর) ২ দুর্গা।

"গর্ভং ধেহি সিনীবালী গর্ভং ধেহি সরস্বতী।"

সিন্দুক (পুং) সিন্ধুবার বৃক্ষ। (অমর)

সিন্দুবার (পুং) সিন্দুং গন্ধবহং বারয়তি তিরস্করোতি বৃ-অণ্। পাক্ষিকো দস্য ন। বৃক্ষবিশেষ, চলিত নিসিন্দা গাছ, হিন্দী সম্ভালু, মহারাষ্ট্র নিগুড়, তৈলঙ্গ বাবিলি, বম্বে নিগুণ্ডী, তামিল নিরচিবি। সংস্কৃত পর্য্যায়—সিন্ধুক, সিন্ধুবারক, সিন্দুক, সিন্দুবারক, সিন্দুর, নির্গুণ্ডী, ইন্দ্রসুরিস, ইন্দ্রাণিকা, ইন্দ্রাণী, পোলোমী, শক্রাণী, কামনাশিনী, শ্বেতপুষ্প, সিন্দুবারক, সিন্দুসাধনক, অমৃত, সিন্ধক, অর্থসিদ্ধক। গুণ—কটু, তিক্ত, কফ, বাত, কণ্ড, কুষ্ঠ, কণ্ডূতি ও শূলনাশক এবং কামসিদ্ধিদ। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশমতে স্মৃতিশক্তিপ্রদ, কষায়, কটু, লঘু, কেশ ও নেত্ররোগে হিতকর, শূল, শোথ, আম, বায়ু, কৃমি, কুষ্ঠ, অরুচি, শ্লেষ্ম, ও জ্বরনাশক।

সিন্দুবারক (পুং) সিন্দুবার বৃক্ষ।

সিন্দুবারসদৃশা (স্ত্রী) বননির্গুণ্ডী, বুনোনিসিন্দা। (বৈদ্যকনি°)

সিন্দুসহা (স্ত্রী) কৃষ্ণনির্গুণ্ডী। চলিত কাল নিসিন্দা। (বৈদ্যকনি°)

সিন্দূর (স্ত্রী) স্যন্দতে ইতি স্যন্দ্ ক্ষরণে (স্যন্দেঃ সম্প্রসারণঞ্চ। উণ্ ১।৬৯) ইতি উরন্, সম্প্রসারণঞ্চ। রক্তবর্ণ চূর্ণবিশেষ। চলিত সিঁদুর, পর্য্যায়—নাগসম্ভব, নাগরেণু, রক্ত, সীমন্তক, নাগজ, নাগগর্ভ, শোণ, বীররজঃ, গণেশভূষণ, সন্ধ্যারাগ, শৃঙ্গারক, সৌভাগ্য, অরুণ, মঙ্গল্য। গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, ব্রণবিরোপণ, কুষ্ঠ, অস্র, ক্রম, কণ্ডূতি ও বিসর্পনাশক। (রাজনি°)

সাধারণতঃ সীসা হইতে সিন্দূর প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার রাসায়নিক নাম Red oxide of lead। গলিত সীসার উপর দিয়া ক্রমাগত সংশোধিত বায়ু পরিচালিত করিলে, সেই সীসা সিন্দূরে পরিণত হয়। সীসা হইতে প্রস্তুত সিন্দূরকে চলিত কথায় মেটে-সিন্দূর বলে। ; তদ্ভিন্ন চীনদেশ হইতে যে সিন্দূর আমদানি হইয়া থাকে, তাহা পারদ হইতে প্রস্তুত হয়। এই সিন্দূর চীনে-সিন্দূর নামে পরিচিত। চীনা সিন্দূরের রাসায়নিক নাম sulphide of mercury। পারদ ও গন্ধক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা মিশ্রিত করিলে এই চীনা সিন্দূর তৈয়ার হয়। চীনা সিন্দূর ভারতবর্ষে অতি অল্প পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

বৈদ্যকে যে স্থলে সিন্দূর গ্রহণের বিধান আছে, তথায় সিন্দূর শোধন করিয়া ব্যবহার করিতে হয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। শোধনপ্রণালী—দুগ্ধ ও অম্ল সংযোগে বিশুদ্ধ হয়। বিশুদ্ধ সিন্দূর উষ্ণবীর্য্য, ভগ্নসন্ধানকারক, ব্রণশোধক ও ব্রণরোপক, বিসর্প, কুষ্ঠ, কণ্ডূ ও বিষনাশক।

দেবীপূজায় যেমন বস্ত্রাদি উপচার দিয়া পূজা করিতে হয়, তদ্রূপ নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া সিন্দূর দান করিতে হয়।

"সিন্দূরঞ্চ বরং রম্যং ভালে শোভাবিবর্দ্ধনং।
ভূষণং ভূষণানাঞ্চ সিন্দূরং প্রতিগৃহ্যতাং॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ২১ অ)

শাস্ত্রে লিখিত আছে যে সধবা স্ত্রীগণ সীমন্তে সিন্দূর ধারণ করিলে পতির আয়ুঃ বৃদ্ধি হয়। এই জন্য সকল সধবা স্ত্রীই পতির মঙ্গল কামনায় সীমন্তে সিন্দূর ধারণ করিয়া থাকেন।

"হরিদ্রাং কুঙ্কুমঞ্চৈব সিন্দূরং কজ্জলং তথা।
কার্পাসকঞ্চ তাম্বুলং মাঙ্গল্যাভরণং শুভং॥
কেশসংস্কারকবরী করকর্ণবিভূষণং।
ভর্ত্তুরায়ুষ্যমিচ্ছন্তী দূষয়েন্ন পতিব্রতা॥" (কাশীখণ্ড ৪অঃ)

স্ত্রীগণ স্বামীবিয়োগের পর আর সিন্দূরের চিহ্ন ধারণ করেন না। (পুং) ২ বৃক্ষবিশেষ। (মেদিনী)

সিন্দূরকারণ (ক্লী) সিন্দূরস্য কারণং। সীসক, সীসক হইতে সিন্দূর হয়। (হেম)

সিন্দূরজনা, বেরাররাজ্যের অন্তর্গত অমরাবতী জেলার একটী নগর। ইলিচপুর হইতে ৬০ মাইল উত্তরপূর্ব্বে এই নগর অবস্থিত। ইহার লোকসংখ্যা প্রায় ৯ হাজার। অধিবাসিগণের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই অধিক, তবে প্রায় দুই শত জন জৈনও এই স্থানে বাস করিয়া থাকে। সিন্দূরজনা হইতে এক মাইল দূরে একটী অতিসুন্দর কূপ আছে। কথিত আছে, পূর্ব্বে একজন জায়গীরদার কর্ত্তৃক প্রায় ৩০ হাজার টাকা ব্যয়ে ইহার খনন হইয়াছিল। সপ্তাহে একদিন এই স্থানে একটী বৃহৎ হাট বসে। এই হাটে প্রধানতঃ তেঁতুল, কার্পাস ও অহিফেন বিক্রয় হইয়া থাকে। এই স্থানে একটী সরকারী স্কুল ও পুলিসের থানা আছে।

সিন্দে (সিন্ধিয়া), গোয়ালিয়ার রাজ্যের প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্র রাজবংশ। মহারাষ্ট্র-বীর রাণজি সিন্দে হইতে এই বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। [গোয়ালিয়র দেখ।]

সিন্দূরতিলক (পুং) সিন্দূরস্যেব তিলকো যস্য। হস্তী। (মেদিনী)

সিন্দূরতিলকা (স্ত্রী) সিন্দূরস্য তিলকো যস্যাঃ। সধবা নারী, সধবা স্ত্রীগণ সিন্দূরের তিলক ধারণ করিয়া থাকেন, এই জন্য তাহাদিগকে সিন্দূরতিলকা কহে।

সিন্দূরপুষ্পা (স্ত্রী) সিন্দূরবৎ রক্তবর্ণং পুষ্পং যস্যাঃ, পাক্ষবর্ণেতি ঙীষ্। পুষ্পবৃক্ষবিশেষ, পর্য্যায়—সিন্দূরী, বীরপুষ্পী, গুণ—কটু, তিক্ত, কষায়, শ্লেষ্মা, বাত, শিরঃপীড়া, ও ভূতনাশক এবং চণ্ডীপ্রিয়।

সিন্দূরা (স্ত্রী) শ্বেত নির্গুণ্ডী। (বৈদ্যকনি°)

সিন্দূরী (স্ত্রী) সিন্দূরং তদ্বর্ণোঽস্ত্যস্যা অস্তীতি অচ্, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ রোচনী। ২ রক্ত চেলিকা। ৩ ধাতকী। (মেদিনী)

সিন্ধু (পুং) স্যন্দতে ইতি স্যন্দ্ প্রস্রবণে (স্যন্দেঃ সম্প্রসারণংধশ্চ। উণ্ ১।১২) ইতি উ। যদ্বা ধশ্চ। ১ সমুদ্র, সাগর। (অমর) ২ বমথু। ৩ দেশবিশেষ, সিন্ধুদেশ। ৪ নদবিশেষ, সিন্ধুনদ। (মেদিনী) ৫ গজমদ। (হেম) ৬ সিন্ধুবার বৃক্ষ। (শব্দচন্দ্রিকা) ৭ শ্বেতটঙ্কণ, সোহাগা। (রাজনি°) ৮ রাগবিশেষ। এই রাগ মালকোশ রাগের পুত্র।

"মাধবঃ শোভনঃ সিন্ধুর্মিশ্রবোড় কুস্তলাঃ।
কালঙ্গঃ সোমসংযুক্তঃ কৌশিকস্য সুতা ইমে॥" (সঙ্গীতদর্পণ)

(স্ত্রী) ৯ নদীভেদ, সিন্ধুনদী। এই নদীর জল-গুণ—সুশীতল, লঘু, স্বাদু, সর্ব্বব্যাধিনাশক, নির্ম্মল, দীপন, পাচন, বল, বুদ্ধি ও আয়ুঃপ্রদ।

"শতদ্রোর্বিপাশায়ুথঃ সিন্ধুনদ্যাঃ
সুশীতং লঘু স্বাদু সর্ব্বাময়ঘ্নং।
জলং নির্ম্মলং দীপনং পাচনঞ্চ
প্রদত্তে,বলং বুদ্ধিমেধায়ুষঞ্চ॥" (রাজনি°)

সিন্ধু, উত্তর ভারতের প্রসিদ্ধ নদ। পবিত্র কৈলাস পর্ব্বতের উত্তরাংশ হইতে সিন্ধুনদ বহির্গত হইয়াছে। এই নদের উৎপত্তি-স্থান এখনও মনুষ্যের অগম্য। কথিত আছে, সিন্ধু সিংহমুখ

হইতে বাহির হইয়াছিল। এই নদ অক্ষা° ৩২° উঃ ও দ্রাঘি° ৮১ পূঃ মধ্যে উত্থিত হইয়া অক্ষা° ৩৪° ২৫´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৭°৫১´ পূঃ মধ্যে পঞ্জাব প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে এবং তদনন্তর অক্ষা° ২৮°২৭´ উঃ ও দ্রাঘি° ৬৯°৩৭´ পূঃ মধ্যে উক্ত প্রদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক অক্ষা° ২৮°২৬´ উঃ ও দ্রাঘি° ৬৯°৪৭´ পূঃ মধ্যে সিন্ধুপ্রদেশে আসিয়া এই প্রদেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া অবশেষে অক্ষা° ২৩°৫৮´ উঃ ও দ্রাঘি° ৬৭°৩০´ পূঃ মধ্যে আরবসাগরে পতিত হইতেছে। সিন্ধু অববাহিত ভূখণ্ডের পরিমাণ প্রায় ৩৭২,৭০০ বর্গমাইল। সিন্ধুনদ দীর্ঘে প্রায় ১৮০০ মাইলেরও অধিক হইবে। ইংরাজরাজ্যের মধ্যে যে সকল নগর সিন্ধুর উপরে বিদ্যমান, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত নগরগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—করাচি, কোত্রি, হায়দরাবাদ, সেহবান, সাক্কর, রোড়ি, মিথুনকোট, দেরাগাজিখাঁ, দেরা ইস্মাইলখাঁ, কালবাগ ও আটক।

সিন্ধুর উৎপত্তিস্থান বৃটিশ সাম্রাজ্যের বহির্ভাগে, তিব্বত রাজ্যের অন্তর্গত। হিমালয়ের শীর্ষদেশে, যে স্থানে মানসরোবর হ্রদ বর্ত্তমান এবং যে স্থান হইতে শতদ্রু, ব্রহ্মপুত্র ও ঘাঘ নদী বহির্গত হইয়াছে, সেই স্থান হইতে উত্থিত হইয়া সিন্ধু প্রায় ১৬০ মাইল পর্য্যন্ত সিংকাবাব নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এই স্থলে ঘার নদীর সহিত সংযুক্ত হইয়া সিন্ধু কাশ্মীরপ্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে এবং উত্তর পশ্চিমদিকে লেহ নামক নগর পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া জস্কর নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। পরিব্রাজক ডাঃ টমসন সাহেব এই সকল স্থান ভ্রমণপূর্ব্বক সিন্ধুর এই অংশের বিবরণী লিখিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, এই সকল স্থানে নদীর ধারে ধারে অনেকগুলি উষ্ণ প্রস্রবণ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল প্রস্রবণ হইতে প্রায়ই গন্ধকসংযুক্ত দূষিত শ্বাস উত্থিত হইয়া থাকে; এক একটী প্রস্রবণের জলের উত্তাপ ১৭৪° ফা হইবে।

সিন্ধুর উৎপত্তিস্থানের উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৬,০০০ ফিট্, কিন্তু কাশ্মীরের সীমান্ত-প্রদেশ অতিক্রম করিবামাত্র ইহা একেবারে দুই হাজার ফিট্ নিম্নে পতিত হইয়াছে, আবার লেহ নগরের উচ্চতা ১১,২৭৮ ফিট্ মাত্র। সিন্ধুর এই অংশ দ্রুতবেগে বহুতর পর্ব্বত ও অধিত্যকা অতিক্রম করিয়া প্রবাহিত হইয়া থাকে। বর্ষাকালে এই অংশের জল অধিক হইয়া নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ প্রতিবৎসরেই প্লাবিত করে। আবার সমতলভূমিপ্রবাহিত অংশের জল ভীষণ বাত্যায় তাড়িত হইয়া পার্শ্বস্থিত তটভূমি ভাসাইয়া দেয়। গ্রীষ্মকালের রাত্রিতে কখন কখন নদীর জল এত কমিয়া যায় যে, তখন অনায়াসে লোকে নদীপার হইতে পারে; কিন্তু ঠিক তাহার পরদিনই সূর্য্যোদয়ের সহিত হিমালয়ের উপরিস্থিত বরফ গলিতে আরম্ভ করিলে নদীবক্ষ ক্রমেই স্ফীত হইতে থাকে এবং মধ্যাহ্নে নদীতে বান নামিলে নদ এমন ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে যে, তখন আর কাহারো নদী পার হইতে সাধ্য থাকে না।

সিন্ধু উৎপত্তিস্থান হইতে ৮১২ মাইল অন্তরে পঞ্জাবপ্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে। ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে নদীর এই অংশের পরিসর প্রায় ২০০ হাত এবং সেই সময়ে ইহার গভীরতাও অতি অল্প। তখন কাষ্ঠ ভাসাইয়া লোকে পরপারে উত্তীর্ণ হয়। শীতকালে নদীর জল ও জলবেগ এত কমিয়া যায় যে, তখন অক্লেশে লোকে নদী পার হয়; কিন্তু সময়ে সময়ে হঠাৎ নদীতে বান ডাকে। কথিত আছে, রণজিৎসিংহের প্রায় ৭০০০ অশ্বারোহী সৈন্য নদীপার হইবার সময় এইরূপ বানের মুখে পতিত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। রাওলপিণ্ডি জেলার আটক নগরের কিঞ্চিৎ উত্তরে আফগানিস্থানপ্রবাহিত কাবুল নদী সিন্ধুগর্ভে পতিত হইয়াছে। বর্ষাকালে এই উভয় নদীর সঙ্গমস্থলের তরঙ্গ-মালা অতিশয় ভীতিপ্রদ, প্রকৃতির সেই ভীষণ তাণ্ডব-নৃত্য দর্শন করিয়া সকলেই বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হয়।

আটকনগর পর্য্যন্ত সিন্ধুবক্ষে নৌকাযোগে পণ্যদ্রব্য লইয়া যাওয়া যায়, ইহার ঊর্দ্ধে নদীবক্ষ পর্ব্বতপৃষ্ঠ হওয়ায় নদীর জলশক্তি অতি খরতর ও প্রায় প্রপাতাকারে নিপতিত হয়। উৎপত্তিস্থান হইতে আটক পর্য্যন্ত নদীর গতি ৮৬০ মাইল এবং এখান হইতে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত প্রায় ৯০০ মাইল। তিব্বতভূমে ১৬০০০ ফিট্ উচ্চভূমি হইতে ক্রমশঃ নিম্নাভিমুখে অবতীর্ণ হইয়া এই নদী সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২০৭৯ ফিট্ উচ্চে আটকনগরে আসিয়াছে, সুতরাং উচ্চ হিমালয়পৃষ্ঠ হইতে উহা ৮৬০ মাইল পথাতিবাহনে ১৪ হাজার ফিট্ নামিয়াছে এবং এই কারণেই এখানকার জলপ্রবাহ প্রপাতাকার-বেগবিশিষ্ট। ইহার পর নদীবক্ষ পর্ব্বতপৃষ্ঠ হইতেও বহুদূর পর্য্যন্ত প্রায়ই সমতল, উহার অববাহিকা ভূমি ২০০০ ফিটের নিম্ন নাই। আটকনগরের সন্নিকটে দুর্গের অপর পারে গ্রীষ্ম ঋতুতে নদীর বেগ প্রতি ঘণ্টায় ১০ মাইল, কিন্তু শীত ঋতুতে উহার বেগ খর্ব্ব হইয়া আসে, তখন উহার বেগ প্রতি ঘণ্টায় ৫ হইতে ৭ মাইল পর্য্যন্ত হয়। যখন এখানে বন্যা দেখা দেয়, তখন সাধারণতঃ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৫০ ফিট্ জল উঠে। শীতকালে বন্যার জলের রেখা [illegible] ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ হয়। বন্যার হ্রাস ও বৃদ্ধি হেতু বিভিন্ন ঋতুতে গর্ভের বিস্তার বিভিন্নরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কোন সময়ে ২৫০ গজ, আবার কোন সময়ে ১০০ গজেরও কম হইতে দেখা যায়। এখানে সিন্ধুনদ পার হইবার জন্য খেয়া নৌকা ও নৌকানির্ম্মিত সেতু আছে। ইহার উত্তরাংশে প্রায়ই লোকে চামড়ার মশকে চড়িয়া নদী পার হয়। পেশাবরে যাইবার বড় রাস্তা এই নগর দিয়া নদীর অপর পারে গিয়াছে।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে পেশাবরে রেলপথ বিস্তারের জন্ত এখানে একটী পাকা পুল বাধা হয়। ঐ পুলের উপর দিয়া রেলবর্ত্ম বিদ্যমান। এই পথবিস্তারে বোম্বাই ও কলিকাতার সহিত পেশাবরের সংযোগ সাধিত হয়। এই সেতুর উপরে দাঁড়াইয়া সিন্ধুনদের উত্তর ও দক্ষিণ এবং সম্মুখস্থ হিমাচলের দৃশ্য বড়ই মনোরম বোধ হয়।

আটক ছাড়িয়া সিন্ধুনদ ক্রমাগত দক্ষিণে নামিয়াছে এবং উহা পশ্চিম পঞ্জাব ও সুলেমান পর্ব্বতের ঠিক সমান্তরালভাবে চলিয়াছে। সিন্ধুপ্রদেশ হইতে উত্তরাভিমুখে বন্নু জেলার যে বিস্তৃত রাস্তা গিয়াছে, তাহা এই নদীর পশ্চিম উপকূল দিয়া প্রবাহিত। অপর একটী রাস্তা মুলতান হইতে নদীর পূর্ব্বতীর দিয়া রাবলপিণ্ডি গিয়াছে। এখানে এই নদী দেরা ইসমাইলখাঁ, দেরাগাজী ও সুলেমান পর্ব্বতমালার পূর্ব্বস্থ ইংরাজাধিকৃত একটী ভূভাগকে সিন্ধুসাগর-দোয়াব হইতে পৃথক্ করিয়াছে।

দেরাগাজীখাঁ জেলার দক্ষিণে এবং মিথুনকোটের উত্তরে পাঁচটী শাখানদীর মিলিত জলরাশি সিন্ধুতে নিপতিত হইয়াছে। ঐ পঞ্চশাখা পঞ্জ-আব্ নামে মুসলমান ঐতিহাসিকের নিকট প্রসিদ্ধ এবং উহা হইতেই পঞ্জাবপ্রদেশের নামের উৎপত্তি হইয়াছে। ঐ পঞ্চনদ সিন্ধু ও যমুনার মধ্যে প্রবাহিত এবং উহারা যথাক্রমে ঝিলাম, চন্দ্রভাগা (চেনাব), ইরাবতী (রাবী), বিতস্তা (বিয়াস) এবং শতদ্রু (শতলেজ) নামে প্রসিদ্ধ। উক্ত পঞ্চনদ সমুদ্র হইতে ৪৯০ মাইল উত্তরে মিথুনকোট নামক স্থানের নিকটে সিন্ধুনদে মিলিত হইয়াছে। এই সঙ্গমস্থানের উত্তরে সিন্ধুর বিস্তৃতি ৬০০ গজ এবং গভীরতা ১২ হইতে ১৫ ফিট্। জলবেগ প্রতি সেকেণ্ডে ৯১৭১৯ কিউবিক ফিট। পঞ্চনদ যেখানে সিন্ধুতে সঙ্গত হইয়াছে, তথাকার নদীবক্ষ ১০৭৬ গজ বিস্তৃত, স্রোতবেগ প্রতিঘণ্টায় ২ মাইল এবং জলবেগ প্রতিসেকেণ্ডে ৬৯৯৫৫ কিউবিক ফিট। সঙ্গমের দক্ষিণে পঞ্চনদ সিন্ধু নামে খ্যাত হইয়া সমুদ্রাভিমুখে গিয়াছে এবং তথায় নদীর বিস্তৃতি বহুক্রোশ পর্য্যন্ত ২০০০ গজ। বিভিন্ন ঋতুতে ঐ বিস্তারের কমবেশ হইয়া থাকে।

পঞ্জাবের মধ্য দিয়া সিন্ধুর গর্ভ যতদূর বিস্তৃত আছে, তাহার মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ ও উচ্চ বালিয়াড়ী (Sand banks) এবং সুবিস্তৃত বালুকাসমাকীর্ণ তটভূমি দৃষ্ট হয়। বিস্তৃত বালুকাপূর্ণ তটভূমি বিরাজিত থাকিলেও ইহার তীরদেশ প্রাকৃতিক দৃশ্যে পূর্ণ। তটের সমীপস্থ নদাতীর খর্জ্জুরাদি নানা জাতীয় বৃক্ষমালায় বিভূষিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে।

মিথুনকোট সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৫৮ ফিট উচ্চ। এখানে সিন্ধুনদ পঞ্জাব বহাবলপুর রাজ্যের সীমারূপে প্রবাহিত। কাশ্মর নগরের (অক্ষা° ২৮°২৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৯°৪৭´ পূঃ) নিকট সিন্ধুনদ সিন্ধুপ্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে। কাশ্মর নগর সিন্ধুপ্রদেশের সর্ব্বোত্তর সীমায় অবস্থিত। ভক্কর নগর হইতে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত সিন্ধুনদ "লোয়ার সিন্ধ" নামে পরিচিত। সিন্ধুবাসীরা ইহাকে 'দরিয়া' শব্দে উল্লেখ করেন এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিত প্লিনি ইহাকে Indus incolis Sindus appellatus শব্দে বিবৃত করিয়াছেন। সিন্ধুনদ সিন্ধুপ্রদেশের মধ্যে ৫৮০ মাইল পথ দক্ষিণপশ্চিমাভিমুখে বক্র গতিতে প্রবাহিত হইয়া, নানা শাখাপ্রশাখায় আরব্যোপসাগরে নিপতিত হইয়াছে। এই প্রদেশে ইহার বক্ষবিস্তার ৪৮০ হইতে ১৬০০ গজ এবং যখন বন্যা থাকে না তখনই প্রায় ৬৮০ গজ থাকে।

বন্যার সময় নদীর দক্ষিণাংশের বিস্তার স্থানে স্থানে এক মাইলও হয় এবং জলের গভীরতা বন্যার প্রাবল্য অনুসারে ৪ হইতে ২৪ ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ হইতেও দেখা যায়। হিমালয়পৃষ্ঠে তুষাররাশি বিধৌত হইয়া নিয়ত যে ঘোলাটে জল পর্ব্বতের ফুল শূল ভেদ করিয়া নিম্নে অবতরণ করে, তাহাতে সামান্য পরিমাণে কার্ব্বনেট অব সোডা ও পটাস্ নাইট্রেট্ পাওয়া যায়। বন্যার সময় ইহার স্রোতোবেগ প্রতি ঘণ্টায় ৮ মাইল হয় এবং অন্যান্য সময়ে ৩ মাইল থাকে। নদীর বেগের তারতম্যানুসারে ইহার জলনির্গমেরও ন্যূনাধিক্য হয় অর্থাৎ বন্যার সময় ৪৪৬০৮৬ হইতে অন্য সময়ে ৪০৮৫৭ কিউবিক ফিট্ পর্য্যন্ত জল প্রতি সেকেণ্ডে নদীগর্ভ দিয়া সমুদ্রাভিমুখে চলিয়া যাইতেছে। এই স্থানের জলের তাপও বায়ু হইতে ১০° ফা° কম।

সিন্ধুনদের 'ব' দ্বীপ ভাগ প্রায় ৩ হাজার বর্গমাইল এবং ইহা সমুদ্রোপকূলে প্রায় ১২৫ মাইল স্থান ব্যাপিয়া আছে। এখানে আদৌ কোনরূপ বৃক্ষাদি জন্মে না। মৃত্তিকাভাগ প্রায়ই বালুকা ও কর্দ্দম মিশ্রিত। ■ সকল স্থান অপেক্ষাকৃত নিম্ন ও জলাময়, তথায় বড় বড় ঘাস জন্মিয়া থাকে এবং ঐ সকল ক্ষেত্র গোচারণের বিশেষ উপযোগী। উক্ত স্থানগুলিতে প্রচুর ধান্য জন্মে। বদ্বীপাংশের জলবায়ু শৈত্যভাবাপন্ন ও বড়ই সুখপ্রদ, শীতকালে ইহা আরও মনোরম বলিয়া বোধ হয়। বন্যার সময় এখানকার স্বাস্থ্য নিতান্ত মন্দ হইয়া উঠে। নদীর মোহানা ধরিয়া তুলনা করিলে দেখা যায় যে গঙ্গার বদ্বীপ যেরূপ সুন্দর বনবিভাগে বিমণ্ডিত, সিন্ধুর বদ্বীপে তাদৃশ কোনরূপ বনশোভা নাই। সিন্ধুর বালুকাময় বদ্বীপের সহিত আফ্রিকার নীলনদের বদ্বীপের কতক তুলনা হইতে পারে।

১৮০০ খৃষ্টাব্দে সিন্ধু-বদ্বীপের উত্তর কোণ হইতে বাঘিয়ার ও সীতা নামক দুইটী শাখা নদী বিভক্ত হইয়া সিন্ধুনদে প্রবাহিত ছিল। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে উহা পুনরায় পূর্ব্বগতি পরিত্যাগ করিয়া অন্য পথে চলিয়াছে। সমুদ্রোপকূলস্থ শাহবন্দর জেলায় প্রচুর

শৈলস্তর দৃষ্ট হয়। এখানে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ঘোরেবারী শাহবন্দরে পণ্যদ্রব্যাদি গতায়াত করিত, কিন্তু উক্ত বর্ষের ভূকম্পে নদীগর্ভসমুত্থিত হওয়ায় উহাতে জল চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং উক্ত নদীবক্ষে আর নৌকাগমনের সুবিধা নাই। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে কাকেবাড়ীর খাড়ী ক্রমশঃ ৭৭০ গজ বর্দ্ধিত হইয়া নদীরূপে পরিণত হয় এবং উহা দ্বারা নদীমুখে পণ্য দ্রব্যাদি লইবার ব্যবস্থা হয়, কিন্তু ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে উক্ত খাড়ির মুখ বালুকাস্তূপে সম্পূর্ণরূপে ভরিয়া যাওয়ায় উহা বাণিজ্য চালনায় সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যে হাজাম্রো শাখা ক্ষুদ্র নৌকাগমনের উপযোগী ছিল, পরে তাহাই সিন্ধুনদের মূল মোহানা হইয়া পড়িয়াছে।

ইহাদ্বারা অনুমান হয় যে, সিন্ধুনদ বালুকাময় ভূবক্ষে প্রবাহিত হইয়া নিয়ত আপন গতি পরিবর্ত্তন করিতেছে। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে বদ্বীপাংশে ঘোড়াবাড়ী নগর নদীকূলের প্রধান বাণিজ্যস্থান ছিল, ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ঐ স্থান হইতে নদী সরিয়া যাওয়ায় নগরটী শ্রীভ্রষ্ট হইতে আরম্ভ করে এবং নূতন নদীর কূলে কএক বৎসর পরে পুনরায় কেটি নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। কিছু দিন পরে বন্যার জলে ঐ নগরাংশ প্লাবিত হইয়া নগরের বিস্তর ক্ষতি করে এবং উহারই উত্তরে দ্বিতীয় কেটি নগর পুনর্গঠিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে ঠট্ট ও জিমান-জো পুরা নামক স্থানের মধ্যে নদীগর্ভে শৈলস্তর দৃষ্ট হয়, ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ঐ সকল শৈল নদীগর্ভ হইতে ৮ মাইল দূরে ছিল। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ধারেজার বনমালা নদীর প্রবল স্রোতে বিধৌত হইয়া যায় এবং প্রায় সহস্র একার ভূমি জলগর্ভে নিমজ্জিত হয়।

মাচ মাস হইতে সিন্ধু নদীর জল বাড়িতে থাকে এবং আগষ্টমাসে উহা পূর্ণ মাত্রায় বাড়িয়া উঠে। এই সময় হায়দরাবাদের নিকটবর্ত্তী গিদুবন্দরে জলের গভীরতা ১৫ ফিট্ হয়, সেপ্টেম্বর মাস হইতে পুনরায় জল কমিতে থাকে। এই নদীতে নানা প্রকার মৎস্য ও জলজ জীব দেখিতে পাওয়া যায়।

১৮৩৩, ১৮৪১ ও ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে এখানে তিনবার ভয়ানক বন্যা হয়। শেষোক্ত বর্ষের ১০ই আগষ্ট তারিখে প্রাতে ৫ ঘটিকার সময় নদীগর্ভে অল্পমাত্র জল দেখা যায়। বেলা ১১টার সময় জল ১১ ফিট্ উচ্চ হয়; বেলা ১২॥০টার অকস্মাৎ ৪০ ফিট্ উচ্চ হইয়া উঠে এবং সন্ধ্যা কালে ৯০ ফিট্ উত্থিত হইয়া নৌসেরা সেনাবাসের অধিকাংশ স্থান ভাসাইয়া লইয়া যায়।

বালুকাময় মরুপ্রায় সিন্ধুপ্রবাহিত প্রদেশে পঞ্চনদ বিদ্যমান থাকিলেও পার্ব্বত্য গর্ভনিবন্ধন নদীগুলিতে নিয়ত জলাল্পতা পরিদৃষ্ট হয়। এই কারণে তদ্দেশে সকল সময়েই জলাভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, অথচ বন্যার সময় নদীকূল ভাসিয়া যাওয়ায় নদীতীরে যাহা কিছু শস্য উৎপন্ন হয় তাহাও নষ্ট হইয়া যায়। দেশীয় হিন্দু ও মুসলমান রাজগণ এ প্রদেশের এই জলাভাব দূর করিবার জন্য খাল কাটিতে আরম্ভ করেন। ঐ সময়ে সিন্ধুর তীরভূমি হইতে ৩০ বা ৪০ মাইল বিস্তৃত কএকটী খালও কাটা হয়। মোগল সম্রাট্গণের যত্নে ঐ সকল খাল কাটা হইলেও ঐ গুলি ইংরাজ ইঞ্জিনিয়ারদিগের দ্বারা চালিত কৃষিকর্ম্মোপযোগী জলনালীর (Irregation Canals) সমতুল্য হয় নাই।

ইংরাজাধিকারে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ৩৩ মাইল বিস্তৃত সক্করখাল কাটার কার্য্যারম্ভ হয় এবং ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে উহার কার্য্য শেষ হইয়াছিল। পরবর্ত্তিকালে কাশ্মরের উত্তর হইতে বেগারীমান পর্য্যন্ত সিন্ধুতীরে একটী বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। এই বাঁধ স্থাপিত হওয়ায় সিন্ধ-পিষিণ্ বা কান্দাহার রেলপথে নিরাপদে গমনাগমনের সুবিধা হইয়াছে। সিন্ধুনদ ও সুলেমান পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী দেরাজাত জেলায় এই নদী হইতে ৬১৮ মাইল বিস্তৃত খাল। তন্মধ্যে ইংরাজাধিকারে প্রায় ১০৮ মাইল স্থানে খাল কাটা হয়। সিন্ধুপ্রদেশে সিন্ধুনদ হইতে পশ্চিম দিকে খালসমূহ সক্কর, সিন্ধ্ বর বা মার্থানা, বেগারী ও পশ্চিম-নারা খাল এবং পূর্ব্বতীর হইতে পূর্ব্বাভিমুখে পূর্ব্ব-নারা ও ফুলেলী খাল বিদ্যমান আছে। ঐ সকল খালের প্রত্যেকটী হইতে আবার কতকগুলি জলনালী বা ক্ষুদ্র খাল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। উহা দ্বারা নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের কৃষিক্ষেত্রে জলসরবরাহ হইয়া থাকে।

[সিন্ধুপ্রদেশ দেখ।]

সিন্ধুনদ বিস্তৃতায়তন হইলেও নদীবক্ষ ষ্টিমার বা নৌকাযোগে বাণিজ্যপরিচালনের উপযোগী নহে। নদীগর্ভস্থ পর্ব্বতমালা ও বালুচর উহার প্রধান অন্তরায়। বিশেষ সাবধানের সহিত এই নদীবক্ষে নৌকা বা ষ্টীমার গমনাগমন করে। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে 'ইণ্ডাস্ ভেলী ষ্টেট্ রেলওয়ে' স্থাপিত হইবার পরে ঐ পথে সহজে ও নিষ্কণ্টকে বাণিজ্য পণ্য আমদানী বা রপ্তানী করিবার সুবিধা ঘটায় জলপথে বাণিজ্যের আদর কমিয়াছে। তবে সিন্ধু-রেল কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত 'ইণ্ডাস্ ফ্লোটিলা কোম্পানী" বার্ষিক ৫১২০০০০৲ টাকার মাল বিলাতে রপ্তানীর জন্য সমুদ্রমুখে আনিয়া থাকে এবং প্রায় ৫১৮০০০০ টাকার বিলাতী পণ্য সিন্ধু-প্রবাহিত উত্তর প্রদেশে লইয়া যায়।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে এখানে প্রথমে ষ্টীমার চালাইবার ব্যবস্থা হয়। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে গবর্মেণ্ট বাহাদুর ১০ খানি ষ্টীমার যাতায়াতের ব্যবস্থা করেন। কোট্রী নামক স্থানে গবর্মেণ্টের বাণিজ্যকুঠী ও ষ্টীমার রাখার সদর আফিস ছিল। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে এই ষ্টীমার কোম্পানী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া কারবার উঠাইয়া দিতে বাধ্য হন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে সিন্ধ রেল কোম্পানীর সঙ্গে সঙ্গে "ইণ্ডাস্

ফ্লোটিলা" নামে একটী স্বতন্ত্র ষ্টীমার কোম্পানী স্থাপিত হয়। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ষ্টীমার কোম্পানী রেল কোম্পানীর সহিত মিশিয়া যায় এবং পঞ্জাবের অন্তর্গত লাহোর নগরে কার্য্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে 'দি ওরিয়েণ্টাল ইন্‌লণ্ড ষ্টীম কোম্পানী' ৩ খানি ষ্টীমার ও ৯ খানি বজরা লইয়া কার্য্যারম্ভ করেন। তাঁহাদের ষ্টীমারগুলির শক্তি জলবেগের সমকক্ষ নহে দেখিয়া তাঁহারা ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের কিছু পরে কারবার উঠাইয়া দেন। সিন্ধু নদে এখন যে সকল দেশীয় নৌকা চলে, তন্মধ্যে পণ্যবাহী নৌকাগুলি ডুন্‌কি ও জোরাক ফেরি নৌকাগুলি জোরান ও জেলেডিঙ্গি ছুণ্ডো নামে পরিচিত। বীর সর্দারগণের সুসজ্জিত বজরাগুলি ঝাঁপ্‌টী নামে বিখ্যাত, ইহা দেগুণকাঠে নির্ম্মিত চারিটী মাস্তল যুক্ত। এই নৌকা চালাইতে ৩০টী দাঁড়ি আবশ্যক।

সিন্ধুক (পুং) সিন্ধুরের স্বার্থে কন্। সিন্ধুবার বৃক্ষ। (শব্দচ°)

সিন্ধুক (দেশজ) বড় বড় বাক্স। পূর্ব্বে চারিদিকে খোপ খোপ কাটা এক প্রকার বৃহৎ বাক্স প্রস্তুত হইত, তাহার নাম সিন্ধুক ছিল, অধুনা এই সিন্ধুকের প্রচলন এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছে। ইহা অতিশয় সুদৃঢ়। মূল্যবান্ দ্রব্য সকল ইহাতে রক্ষিত হইত।

সিন্ধুকন্যা (স্ত্রী) লক্ষ্মী, সমুদ্রমন্থনকালে লক্ষ্মী সমুদ্র হইতে উত্থিতা হন, এই জন্য ইহাকে সিন্ধুকন্যা কহে।

সিন্ধুকফ (পুং) সিন্ধোঃ কফ ইব। সমুদ্রফেনা। (শব্দরত্না°)

সিন্ধুকর (ক্লী) সিন্ধৌ সিন্ধুদেশে কীর্য্যতে ইতি কৄ-অপ্। শ্বেত-টঙ্কণ, সোহাগা। (রাজনি°)

সিন্ধুক্ষিৎ (পুং) ১ রাজর্ষিবিশেষ। ২ ঋক্‌মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিভেদ।

সিন্ধুখেল (পুং) সিন্ধোঃ তৎসমীপে খেলতীতি খেল-ক। সিন্ধু-দেশ। (শব্দরত্না°)

সিন্ধুগঞ্জ (পুং) সিন্ধুতীরস্থ নগরভেদ।

সিন্ধুজ (ক্লী) সিন্ধোর্জায়তে ইতি জন-ড। ১ সৈন্ধব লবণ। (ত্রি) ২ সমুদ্রজাত, যে সকল দ্রব্য সমুদ্র হইতে উৎপন্ন হয়।

সিন্ধুজন্মন্ (পুং) সিন্ধোর্জন্ম উৎপত্তির্যস্য। সৈন্ধব লবণ।

সিন্ধুজা (স্ত্রী) সিন্ধোর্জায়তে জন-ড-টাপ্। লক্ষ্মী। (জটাধর)

সিন্ধুড়া (স্ত্রী) মালব রাগের পত্নী। রাগিণীবিশেষ। ধানুষী, মালসী ও সিন্ধুড়া প্রভৃতি মালব রাগের পত্নী।

> "ধানুষী মালসী রামকিরী চ সিন্ধুড়া তথা।
>
> আশাবারী ভৈরবী চ মালবস্য প্রিয়া ইমাঃ ॥" (সঙ্গীতদামোদর)

সিন্ধুতস্ (অব্য) সিন্ধু-তসিল। সিন্ধুদেশ হইতে, সিন্ধুনদী হইতে। সিন্ধুদেশে। পঞ্চমী ও সপ্তমীর অর্থে তসিল্ প্রত্যয় হয়, এবং ঐ প্রত্যয় হইলে পদটী অব্যয় হয়।

সিন্ধুতীরসম্ভব (পুং) সোহাগা। (রাজনি°)

সিন্ধুদেশ (পুং) সিন্ধু নামক দেশ, সিন্ধুপ্রদেশ। [সিন্ধুপ্রদেশ দেখ।]

সিন্ধুদ্বীপ (পুং) ১ রাজর্ষিবিশেষ। ২ অম্বরীষের পুত্র ঋক্‌মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। ৩ ব্রাহ্মণ পুত্রভেদ। (ভারত) ৪ নাভের পুত্র।

সিন্ধুনদ (পুং) সিন্ধুনামকো নদঃ। নদভেদ, সিন্ধু নামে প্রসিদ্ধ নদ।

সিন্ধুনন্দন (পুং) সিন্ধোঃ ক্ষীরোদস্য নন্দনঃ। চন্দ্র। (ত্রিকা°)

সিন্ধুনাথ (পুং) সিন্ধূনাং নদীনাং নাথঃ। সমুদ্র।

> "মৎকুণাবিব পুরা পরিপ্লবৌ
>
> সিন্ধুনাথশয়নে নিষেদুষঃ।" (মাঘ ২৩।৬৮)

সিন্ধুপতি (পুং) সিন্ধূনাং পতিঃ। নদীদিগের পালয়িতা। "ঋতস্য গোপা সিন্ধুপতী" (ঋক্ ৭।৬৫।২) 'সিন্ধুপতী-নদ্যাঃ পালয়িতারৌ মিত্রাবরুণৌ।' (সায়ণ) ২ নদীদিগের পতি, সমুদ্র।

সিন্ধুপত্নী (স্ত্রী) সমুদ্রপত্নী, নদী।

সিন্ধুপথ (পুং) সিন্ধূনাং পন্থাঃ। সিন্ধুপ্রদেশের পথ।

সিন্ধুপর্ণী (স্ত্রী) গম্ভারীবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

সিন্ধুপারজ (ত্রি) সিন্ধুর পারজাত ঘোটক।

সিন্ধুপুত্র (পুং) সিন্ধোঃ পুত্রঃ। ১ কর্কটেন্দু। (শব্দচ°) ২ চন্দ্র। ৩ সিন্ধুরাজপুত্র। ৪ সিন্ধুমুনিপুত্র।

সিন্ধুপুষ্প (পুং) সিন্ধৌ পুষ্পাতি প্রকাশতে ইতি পুষ্প-বৃদ্ধনে অচ্। ১ শঙ্খ। (শব্দচ°) ২ কদম্ব বৃক্ষ। ৩ বকুল বৃক্ষ।

সিন্ধুপ্রদেশ, ইংরাজাধিকৃত ভারতের পশ্চিম সীমান্তস্থিত একটী প্রদেশ। বোম্বাই গবর্মেণ্টের অধীনে একজন কমিশনরের কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিশাসিত। অক্ষা° ২৩° হইতে ২৮°৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৬°৪০´ হইতে ৭১° পূঃ। ইহা বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সর্ব্বোত্তরপশ্চিমপ্রদেশ এবং সিন্ধু নদের নিম্ন উপত্যকা ও বদ্বীপাংশ লইয়া গঠিত। ইহার উত্তর সীমায় বেলুচিস্থান, পঞ্জাব প্রদেশ ও বহাবলপুর রাজ্য, পূর্ব্বে রাজপুতনার অন্তর্গত যশলমের ও যোধপুররাজ্য, দক্ষিণে কচ্ছের রণ প্রদেশ ও আরব্যোপসাগর এবং পশ্চিমে খিলাতের খাঁর অধিকৃত রাজ্য।

সিন্ধুপ্রদেশ দুই ভাগে বিভক্ত। (১) ইংরাজাধিকৃত ৫টী জেলা ও (২) খয়েরপুরের সামন্তরাজ্য। ইংরাজাধিকৃত জেলাগুলির সর্ব্বসমেত ভূপরিমাণ ৪৭৭৮৯ বর্গমাইল এবং খয়েরপুর রাজ্যের পরিমাণ ৬১০৯ বর্গমাইল। ইংরাজাধিকারে করাচী-নগরে বিচার সদর স্থাপিত হইলেও এক সময়ে মহাসমৃদ্ধ হায়দরাবাদ নগরী এখানকার রাজধানী ছিল।

সিন্ধুপ্রদেশের প্রত্যেক বিভাগই পলিময়। এখানকার ভূপৃষ্ঠ অন্বেষণ করিলে মনে হয় সিন্ধুনদ অথবা তাহার কোন একটী শাখা কোন না কোন সময়ে এই প্রদেশের এক স্থানে না এক স্থানে প্রবাহিত ছিল। বর্ত্তমান কালে সিন্ধুনদ যে পরিবর্ত্তনশীল গতি লইয়া প্রবাহিত, যুগ যুগান্তরেও এই নদী এই ভাবেই

অস্থির গতিতে প্রবহমান ছিল এবং তাহারই ফলে নদীজলে সঞ্চারিত বালুকারাশি এই প্রদেশের সর্ব্বত্র পলির আকারে বিস্তৃত আছে। ভূতত্ত্বের আলোচনায় জানা গিয়াছে যে, এক সময়ে হিমালয় শৈলের শিবালিক শৃঙ্গপর্য্যন্ত সমুদ্র বিস্তৃত ছিল। পর্ব্বতবক্ষস্থ শম্বুকাস্থি প্রভৃতিই তাহার প্রমাণ। সেই প্রাচীন যুগের পর প্রকৃতির পরিবর্ত্তনে যখন শিবালিক উচ্চ শিখরশ্রেণী পর্ব্বতরূপে উৎক্ষিপ্ত হইল তখন সমুদ্রতট ক্রমে দক্ষিণে সরিয়া আসিল। কাশ্মীরের পর্ব্বতগুলি যে সময়ে উর্দ্ধে জাগিয়া উঠিয়াছিল, সেই সময় পঞ্চনদ পর্ব্বতপৃষ্ঠ হইতে প্রবাহিত হইয়া ক্রমে পঞ্জাব ও সিন্ধুর নিম্ন সমতল ভূমিতে পদার্পণ করে। আমরা ঋগ্বেদীয় যুগে পঞ্জাবপ্রদেশে প্রবাহিত পঞ্চনদের উল্লেখ পাই। কালে ঐ নদী একত্র সমস্ত হইয়াছে এবং কালে উহা গতির পরিবর্ত্তনে সমুদ্রমুখে বদ্বীপ সৃষ্টি করিয়াছে। সিন্ধু পার্ব্বত্যপ্রপাতে যে প্রস্তরকণিকানিচয় বহন করিয়া আনে, নিম্ন প্রান্তরে বেগের হ্রাস হওয়ায় তাহা আর স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে না, সুতরাং তাহা নদীবক্ষে এক এক স্থানে থিতাইয়া পড়ে এবং ধারাবাহিক রূপে ঐ স্থানে উত্তরোত্তর পলি জমিয়া ঐ স্থানটী ক্রমে উচ্চ ও পার্শ্ববর্ত্তী দেশভাগের অপেক্ষা উচ্চ হইয়া প্রকৃত দ্বীপাকারে ভূপৃষ্ঠে সমুত্থিত হইতেছে। পার্ব্বত্য জলস্রোত নদীবক্ষে প্রবাহিত হইয়া এই স্থানে বাধা প্রাপ্ত হয় এবং উহার উভয় পার্শ্ব দিয়া অতি বেগে প্রবাহিত হইতে থাকে। এই কারণে ঐ সকল স্থান হইতে নদীকূলে খাল কাটিয়া ক্ষেত্রাদিতে জল লইবার বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে।

সিন্ধু প্রদেশের মধ্যে কীরথার পর্ব্বত সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও উচ্চ। উহার কোন কোন স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৭ হাজার ফিটেরও অধিক, এই পর্ব্বতমালা উত্তরদক্ষিণে বিস্তৃত এবং ১২০ মাইল ইংরাজরাজ্যের সীমা ব্যাপিয়া দণ্ডায়মান আছে। ২৮° অক্ষাংশের পর হইতে ইহা পাবশৈল নামে পরিচিত এবং সমুদ্রাভিমুখে মঙ্ক অন্তরীপ পর্য্যন্ত ৯০ মাইল বিস্তৃত। ইহা উচ্চতায় কীরথার পর্ব্বতমালা হইতে অনেক নিম্ন।

পাবশৈলমালায় কন্দর ও উপত্যকাপথে একমাত্র হাব নদী প্রবাহিত। সিন্ধু ও তাহার অন্যান্য শাখায় ন্যায় এই নদীতেও সকল সময়ে জল থাকে। করাচী জেলার পশ্চিমে ও হাব নদীর তীরভূমে কোহিস্থানের জঙ্গলপূর্ণ পার্ব্বত্য অধিত্যকা ভূমি। উত্তরে কীরথার শৈলশ্রেণী হইতে পূর্ব্বাভিমুখে সেহবান্ উপবিভাগ পর্য্যন্ত লক্কি নামক পর্ব্বতমালা। উহা যে আগ্নেয় গিরির উদ্গীরণরাশি হইতে গঠিত তাহা প্রস্তরস্তরাদি পর্য্যবেক্ষণ করিলে জানিতে পারা যায় এবং এখনও এখানে অনেক স্থানে উষ্ণ প্রস্রবণ ও গন্ধকগর্ভনির্গমের আঘ্রাণ পাওয়া যায়।

খালপুর রাজ্যের রাজধানী হায়দরাবাদ নগরের সন্নিকটে সিন্ধু উপত্যকার ব্যবধান গঞ্জো নামক একটী গণ্ডশৈল। উহা ১০০ ফিট্ উচ্চ এবং চূণাপাথরে গঠিত। ঐ শ্রেণীর আর একটী পর্ব্বতশ্রেণী জয়শালমীর হইতে উত্তরপশ্চিমাভিমুখে সিন্ধুতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ও প্রায় ১৫০ ফিট্ উচ্চ। ঐ পর্ব্বতের এক একটী অংশে রোহড়ী ও সক্কর নগর এবং ভক্করদুর্গ প্রতিষ্ঠিত আছে।

সিন্ধুপ্রদেশ মরুসদৃশ বালুকাময় ঊষর ভূমিতে পূর্ণ হইলেও স্থানে স্থানে পলিময় উর্ব্বর মৃত্তিকাপূর্ণ ভূখণ্ডের অভাব নাই। শিকারপুর ও লার্কানা বিভাগের নিকটবর্ত্তী উত্তরদক্ষিণে ১০০ মাইল বিস্তৃত একটী উর্ব্বর দ্বীপ দৃষ্ট হয়। উহার এক দিকে সিন্ধু নদ ও অপর দিকে পশ্চিম-নাড়া নদী। ঐরূপ সিন্ধুনদও পূর্ব্ব নাড়ার মধ্যে ২০।৮০ মাইল বিস্তৃত আর একটী উর্ব্বর ভূখণ্ড দৃষ্ট হয়। থর ও পার্কার জেলায় পূর্ব্ব মরু নামক বৃক্ষলতাদিবিহীন পতিত ভূমিতে এক সময়ে সিন্ধুনদ প্রবাহিত ছিল এবং প্রাচীন নগরমালা সেই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড সুশোভিত করিত, ঐ সকল নগরনিম্নে যে নদী বিদ্যমান ছিল, অদ্য ভগ্নরাশির পার্শ্বস্থিত নদীখাত তাহাই প্রমাণ করিতেছে। যখন এই প্রদেশে ঐ সকল নদী ও নগর বিদ্যমান ছিল, তৎকালে সিন্ধুপ্রবাহিত এই প্রদেশ যে বিশেষ শস্যশালিনী ছিল তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। কালে ভীষণ বন্যায় অথবা নদীর গতি পরিবর্ত্তনে কিম্বা অজ্ঞাতনীয় কারণে এই প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় সংঘটিত হইয়া থাকিবে বলিয়াই অনুমান হয়। উক্ত জেলার পূর্ব্বাংশে অসংখ্য বালিয়াড়ি (sand-hill) দৃষ্ট হয়, বায়ুসঞ্চালনে বালুকারাশি ক্রমশঃ এক দিকে চালিত হইয়া ঐরূপ খণ্ড খণ্ড শৈলাকারে স্তূপীকৃত হইয়াছে। শিকারপুর নগরের ৩০ মাইল পশ্চিমে পাট নামক ঊষরভূমি। উহা বোলান-পাস নামক গিরিসঙ্কটের পাদমূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই স্থান কর্দ্দমে পূর্ণ, বোলান, নাড়ি ও কীরথার শৈলগাত্রবিধৌত জলরাশিসকলে কর্দ্দমের উৎপত্তি হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন উপযুক্ত পরিমাণ জলের অভাবে এই প্রদেশের আরও অনেক স্থান অনুর্ব্বর ও শস্যাদিবিহীন রহিয়াছে।

সাধারণতঃ দেখিতে গেলে এই মাত্র বলা যায় যে, সিন্ধুপ্রদেশে পার্থিব সৌন্দর্য্যের কিছুই নাই। সেহবান্ উপবিভাগের মাঞ্চর হ্রদ এবং পূর্ব্ব-নাড়া নদীর বন্যাপ্রবাহে গঠিত কতকগুলি ক্ষুদ্র হ্রদ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে পূর্ণ হইলেও কেহই সেই সুরম্য দেশে যাইয়া বাস করিতে চাহে না, কারণ তথাকার বায়ু বড়ই দুর্গন্ধময় এবং তাহা সেবনে মারাত্মক পীড়া উৎপন্ন হয়, বর্ত্তমান সিন্ধুনদের উভয় তীরস্থিত ১২ মাইল ভূমি শস্যশ্যামলা হইলেও তথায় দৃষ্টি-আকর্ষক কোন দৃশ্যই নাই। অক্ষরের উত্তরে সাধ-বেলা নামে আর একটী দ্বীপ আছে। ইহা উদ্ভিজ্জাদি

বিভূষিত এবং উহা একটী পুণ্যতীর্থ বলিয়া গণ্য। উহার অদূরবর্ত্তী তীরভূমি বাবলা ও খর্জ্জুর বৃক্ষপূর্ণ।

সিন্ধুপ্রদেশ এরূপ বিস্তীর্ণ হইলেও এখানে বনমালা নিতান্তই কম। খয়েরপুর লইয়া সমগ্র সিন্ধুবিভাগের অরণ্যানির ৭২৫ বর্গমাইল হইবে। উহার অধিকাংশই সেহ্ বী হইতে দক্ষিণে মধ্য বদীণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং গবর্মেণ্টের তত্ত্বাবধানে ৯০টী স্বতন্ত্র বনবিভাগে বিভক্ত। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের বন্যায় বারেজার বনমালা জলস্রোতে ভাসিয়া যায়। উহার পরবর্ত্তী দুই বৎসরে সুন্দর বেলো ও মামিভিয়া বনবিভাগ যথাক্রমে নষ্ট হয়।

সিন্ধুর দক্ষিণপূর্ব্বে কচ্ছের রণপ্রদেশ। উহা প্রায় ৯ হাজার মাইল বিস্তৃত একটী লবণময় জলা ও ঊষর ভূমি। এখানে কোন রূপ বৃক্ষাদি জন্মে না। সিন্ধুনদের কোরি মোহানাস্থিত লবণাম্বুর জল হইতে মেঘের মাস পর্য্যন্ত সমুদ্রজলে প্লাবিত হয়। এই কারণে প্রতিবর্ষে উক্ত সময়ে কচ্ছের কাঠিয়াবাড়ের অনেক স্থানে খাত কাটিয়া লবণ জলপূর্ণ করিয়া রাখা হয়। পরবর্ত্তী ছয় মাসে উহা শুষ্ক হইয়া ভূপৃষ্ঠে লবণ ফুটিয়া উঠে। পূর্ব্বে ঐ স্থান হইতে লবণ প্রস্তুত হইত, এক্ষণে খালের পরিবর্ত্তনে অথবা মনুষ্য কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ খাত কাটার পর উহা একটী সুদীর্ঘ জলার পরিণত হইয়াছে। রণপ্রদেশে উর্ব্বর ক্ষেত্র নিতান্ত কম। কোরি নদীর অন্য একটী নাম পুরাণ।

এখানকার পার্ব্বত্য বনভাগে ব্যাঘ্র, হায়ণা, খর্ব্বর (বন্যগর্দ্দভ), নেকড়ে, খেঁকশিয়াল, বনবরাহ ও নানা জাতীয় হরিণ দেখিতে পাওয়া যায়। সিন্ধুনদের নদীপাংশুর বনপ্রদেশে হংস কাকবাদি নানা জাতীয় জলচর ও স্থলচর পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়। মহিষের সংখ্যাও যথেষ্ট, ইহারা দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে। মহিষদুগ্ধের ঘৃত এখানকার একটী প্রধান পণ্য। এখানকার অশ্বগুলি ক্ষুদ্রকায় হইলেও কষ্টসহিষ্ণু ও দৃঢ়। উত্তর সিন্ধুবাসী বলুচ জাতি এই অশ্বপালন করিয়া থাকে এবং তাহাদের যাহাতে শাবকাদি উৎপন্ন হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ রাখে। ইংরাজগবর্মেণ্ট বিলাতী পুংজাতীয় অশ্বের সহিত এদেশীয় স্ত্রীজাতীয় অশ্বের সংযোগ করাইয়া উৎকৃষ্ট অশ্বের জন্ম হইতেছে দেখিয়াছেন। ঐ সকল অশ্ব সাধারণতঃ অশ্বারোহী সেনাদলে ব্যবহৃত হয়।

সিন্ধুপ্রদেশের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস সঙ্কলন করিবার উপায় নাই। সুপ্রাচীন ঋগ্বেদসংহিতা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, সেই পূর্ব্ব যুগে সিন্ধুতীরভূমি আর্য্যনিবাসরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ঋগ্বেদে ঋষিগণ সিন্ধুর জল পরম পবিত্র ও দেবাশ্রিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই নদীর তীরে বসিয়া আর্য্যগণ যাগযজ্ঞ করিতেন। সিন্ধুনদতটসমাশ্রিত এই দেশ সিন্ধুপ্রদেশ নামে বিদিত। প্রাচীন বৈদিক যুগে আমরা আর্য্যনিবাসভূত ত্রিসপ্তসিন্ধুপ্রবাহিত দেশের উল্লেখ পাই। উহা সপ্তনদপ্রদেশ নামে খ্যাত এবং তিন ভাগে বিভক্ত। উহার প্রত্যেক বিভাগেই সাতটী করিয়া নদী আছে। একবিংশতিনদী প্রবাহিত দেশের মধ্যে বর্ত্তমান সিন্ধুনদই রাজার ন্যায় বিদ্যমান। শাখা নদী গুলি তাহার শিশু তুল্য।

উক্ত সিন্ধুনদের পূর্ব্বপারে যে সপ্তনদপ্রদেশ তাহাই আমাদের বর্ত্তমান সিন্ধু ও পঞ্জাব প্রদেশ এবং সিন্ধুনদের পশ্চিম পারে যে আর্য্যাবর্ত্তান্তর্গত সপ্তনদপ্রদেশ তাহা এক্ষণে আর্য্যাবর্ত্তের বহির্ভূত ও মুসলমানাবাস বলিয়া পরিগণিত। এই দ্বিতীয় সপ্তনদ বিভাগে তৃষ্টামা, সুসর্ত্তু, রসা, শ্বেতী, কুভা, ক্রমু ও গোমতী সপ্তনদী প্রবাহিত এবং উহারা সাক্ষাৎ পরম্পরায় সিন্ধুসঙ্গত। উক্ত নদীসপ্তকের মধ্যে সুসর্ত্তু নদী সুবাস্তু বা স্বাৎ, শ্বেতী দেরাইস্মাইল খাঁ-প্রদেশতলবাহিনী অর্জ্জুনী, কুভা কাবুল, ক্রমু কুরম্ ও গোমতী গোমাল নামে প্রসিদ্ধ, সুতরাং এই সপ্তনদ প্রদেশ পশ্চিমোত্তর ভারতের পুরাতন আর্য্যাবর্ত্তাংশের পশ্চিম সপ্তনদপ্রদেশ। ইহা বেলুচিস্থান, আফগানস্থান ও বল্খ প্রভৃতি প্রদেশ লইয়া গঠিত। এই সিন্ধুনদের পশ্চিমোত্তরে অতিদূরে আরও একটী নদীসপ্তক প্রবাহিত প্রদেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। উহার মধ্যে ঊর্ণাবতী কৈলাস গিরির ঊর্ণা প্রদেশে; হিরণ্যী, বাজিনীবতী ও সীলমাবতী নাম্নী নদীত্রয় আরও উত্তরে অবস্থিত; এণী নদী সিন্ধু খেলুটী স্থানে প্রবাহিত এবং চিত্রা চিত্রল হইতে আসিয়া কুভায় মিলিত। যব্যাবতী নাম্নী অপর নদী উহারই সমীপদেশে বিদ্যমান ছিল বলিয়া বোধ হয়।

এই ত্রিসপ্ত নদীপ্রবাহিত দেশ এক সময়ে পশ্চিমে পারস্য ও এসিয়া মাইনর সীমা হইতে পূর্ব্বে যমুনা ও গঙ্গাতীর এবং উত্তরে উত্তরকুরু হইতে দক্ষিণে সমুদ্রতট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আর্য্যগণের ঐ বিস্তৃত নিবাসভূমির মধ্যে সিন্ধুনদই সর্ব্বপ্রধান ছিল এবং আর্য্যগণ এই নদীর বিষয় বিশেষ ভাবে জ্ঞাত ছিলেন। সুতরাং কালে ত্রিসপ্ত নদীপ্রবাহিত সিন্ধুসেবিত এই আর্য্যাবাস সপ্ত সিন্ধু * নামে আখ্যাত হয়। মুসলমান ঐতিহাসিকেরা ঐ সপ্ত সিন্ধুকে "হপ্ত্ হিন্দ্" শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন। মুসলমান জাতির আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম ও উত্তরের সপ্তনদ প্রদেশ প্রাচীন নাম হারাইয়া মুসলমানদিগের প্রদত্ত নামেই অভিহিত হইতেছে। [দেশ শব্দে আর্য্যাবাস দেখ।].

পূর্ব্ব সপ্তনদান্তর্গত বর্ত্তমান সিন্ধুপ্রদেশও পঞ্চনদ প্রদেশরূপে

---

* বেদে সিন্ধু শব্দ নদীবাচক। পরবর্ত্তী কালে সপ্ত সিন্ধু হইয়া থাকিবে। ঋগ্বেদের ১।১২২।৬, ২।১১।৯, ৩।৫৩।৯, ৫।৫৩।৯, ৭।৯৫।১, ৮।১২।৩, ৮।২৫।১৪, ৮।২০।২৫, ৮।২৬।১৮, ১০।৬৪।৯ ও ১০।৭৫।১ মন্ত্রে সিন্ধুনদের উল্লেখ আছে।

প্রসিদ্ধ ছিল। উহা ভারতের অন্তর্ভুক্ত এবং আর্য্যনিবাসরূপে গণ্য। আর্য্য উপনিবেশ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে এখানে আর্য্য রাজবংশেরও প্রতিষ্ঠা হয়। ঋগ্বেদের ১।১২৬ সূক্তে সিন্ধুনিবাসী রাজা ভাবযব্যের উল্লেখ আছে। তিনি হিংসারহিত, কীর্ত্তিমান্ ও সমগ্র সোমযাগের অনুষ্ঠানকারী ছিলেন। অথর্ব্ববেদের ১৪।১।৪৩ মন্ত্রে সিন্ধুসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। মহাভারতীয় পর্ব্বে (৬।০।৪০) সিন্ধুদেশ ও অধিবাসিবর্গের কথা আছে। তথাকার রাজগণ যে প্রথিতনামা ছিলেন, তাহা বনপর্ব্বের ও ভাগবতের (৪।১২।৬) উক্তি হইতেই বুঝা যায়। পৌরাণিক যুগে ইহা প্রাচীন অবন্তির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বর্ণিত। রাজকবি কহ্লণ ও মহাকবি কালিদাস সিন্ধুদেশবাসী রাজার ও তথাকার যোদ্ধ অধিবাসীদিগের গৌরব কীর্ত্তন করিয়াছেন।

শকরাজগণের অভ্যুদয়ে সিন্ধুপ্রদেশের কতকাংশে শকশাসন বিস্তৃত হইয়াছিল। নানা স্থানের ধ্বস্ত নগর ও তাহার স্তূপ মধ্যে নিহিত মুদ্রা তাহার অন্যতম নিদর্শন। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ বলিয়া থাকেন, হোসার সিন্ধু ও হিন্দু নামে দুই পুত্র ছিল। ঐ সিন্ধু হইতেই সিন্ধু প্রদেশের নামকরণ হয়। সিন্ধু বংশধরগণ এখানে বহু বৎসর ধরিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন। ৭১১ খৃষ্টাব্দে আরবগণ কর্ত্তৃক যখন সিন্ধুপ্রদেশ আক্রান্ত হয়, তখন সিন্ধুপ্রদেশের অরোর নামকস্থানে হিন্দুরাজবংশের প্রভাব বিস্তৃত ছিল।

ঐ অরোর নগর বর্ত্তমান রোহড়ী নগরের সন্নিকটে সিন্ধুতীরে বিদ্যমান ছিল। অরোর নগরী নানা সৌধমালায় ও উপবন নিচয়ে শোভা সম্পাদন করিত। কিংবদন্তী হইতে জানা যায় যে, ঐ হিন্দুরাজ্য কাশ্মীর ও কনোজ হইতে সুরাট ও কন্দান পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বর্ত্তমান আফগানরাজ্যের রাজধানী কান্দাহার ও সুলেমান শৈল প্রদেশও ইহার অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়া পরিগণিত। ঐ সুপ্রাচীন রাজবংশের পাঁচজন মাত্র রাজার নাম পাওয়া যায়। তাঁহারা ১৩৭ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

উক্ত রাজবংশের শেষ রাজার কচ্ছনামে একজন মন্ত্রী ছিলেন। তিনি স্বীয় প্রভুর মৃত্যুর পর স্বয়ং সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার পর তদ্বংশীয় দুই জন মাত্র রাজা এখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র ডাহিরের রাজত্বকালে স্ত্রী ক্রীতদাসী ও অন্যান্য ভারতীয় পণ্যক্রয় করিবার জন্য খলিফা আবদুল মালিক কর্ত্তৃক কএকজন আরবদেশীয় বণিক্ এখানে প্রেরিত হয়। স্থানীয় দস্যুদল তাহাদের যথা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া নিহত করে। বণিক্দলের মধ্যে যে দুএক জন পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিল, তাহারা গোপনে পলাইয়া খলিফার নিকট আপনাদের এই দুঃখবার্ত্তা নিবেদন করিল। খলিফা ইস্লামধর্ম্মী, এই অবমাননায় অত্যন্ত মর্ম্মপীড়িত হইলেন। তিনি ভারতবাসী হিন্দু (কাফের) দিগকে ইহার প্রতিশোধ দিবার জন্য যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। তাহার সেনাদল সংগৃহীত হইবার পূর্ব্বেই তিনি পরলোক গমন করেন। খলিফা এই সূত্রে কাফেরদিগকে দমন করিয়া ইস্লাম ধর্ম্ম প্রচার করিবেন এই আশায় প্রণোদিত হইয়া বিপুল আয়োজনে প্রাণপাত করিয়াছিলেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর, তৎপুত্র মহম্মদ কাসিম সকিফি সেই সেনাদল লইয়া সিন্ধুবিজয়ে বহির্গত হন, ৭১১ খৃঃ মহম্মদ-কাসিম সিরাজ নগর হইতে সদলে অগ্রসর হইয়া প্রথমেই দেবল বন্দর অবরোধ করেন। এই স্থানকে কেহ কেহ মনোরা বা ঠট্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অতঃপর কাসিম নেরূণকোট (নারায়ণকোট) অভিমুখে অগ্রসর হন। নেরূণকোট পরে হায়দরাবাদ নামে খ্যাত হয়। এই নগর অবরোধের পর কাসিম সেহবান্ দুর্গ জয় করিয়াছিলেন। এখান হইতে স্বীয় সেনাদল লইয়া কাসিম নেরূণ কোটে প্রত্যাবৃত্ত হন। তখন সিন্ধুনদ নারায়ণকোটের পূর্ব্ব দিয়া প্রবাহিত ছিল। কাসিম সিন্ধু পার হইয়া ডাহিরের রাজ্য আক্রমণ করেন। রাবল দুর্গাবরোধ কালে মুসলমানের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে রাজা ডাহির রণক্ষেত্রে নিহত হন এবং তাঁহার পুত্রপরিবারবিক্ষেতা কর্ত্তৃক বন্দীভাবে নীত হন। ৭১৩ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ কাসিম অরোর রাজধানী জয় করেন এবং তদনন্তর মুলতান জয় করিয়া বহু ধনরত্ন অধিকার করিয়াছিলেন। কাসিমের শেষ জীবন কিরূপ অতিবাহিত হইয়াছিল, আরবের ইতিহাসে বিবৃত।

মাকিদনবীর আলেকসান্দরের সিন্ধুবিজয়প্রসঙ্গে সিন্ধুপ্রদেশের কতক পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রীক ঐতিহাসিকের বর্ণনা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ৩২৫খৃঃ পূঃ আলেক্সান্দর সইগেক্ত আসিয়া স্বীয় সেনাপতি পার্দ্দিকাসের সহিত মিলিত হন। পার্দ্দিকাস আস্তাকেনৈ ও অস্টাকিওই জাতিকে বশে আনয়ন করিয়া সনাবে নগর প্রতিষ্ঠা করেন। অনন্তর তিনি সোগদোই রাজধানীতে উপনীত হইয়া নৌ-নির্ম্মাণের জন্য কারখানা স্থাপন করিয়াছিলেন। অতঃপর এখান হইতে তিনি মৌসিকনোষিগের রাজধানীতে উপনীত হন। ঐ রাজধানী সম্ভবতঃ আলোরপুরী, ইহার পর তিনি সিন্ধুর পশ্চিমপারস্থ পার্ব্বত্যদেশবাসী অসিকানো ও সাম্বোস্থাভিকে পরাভূত করিয়া তাঁহাদের রাজধানী সিন্দিমান (বর্ত্তমান সেহ্বান্) অধিকার করেন। এখান হইতে তিনি আরখোসীয় ও দরাঙ্গীয় জাতির বাসভূমির মধ্য দিয়া স্বীয় সেনাপতি ক্রাটেরসকে কর্ম্মানিয়া রাজ্যাভিমুখে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

গ্রীষ্মকাল অতীত হইলে পার্দ্দিকাস এবং সিন্ধু দ্বীপের উত্তর

কোপহ্ (হায়দরাবাদের পূর্ব্বে অবস্থিত) পাত্তালনগরে সমুপস্থিত হন। এখান হইতে তিনি কতক নৌ-বাহিনী সঙ্গে লইয়া এবং নিয়ারখুসের অধীনে অপরাংশ সমর্পণ করিয়া ও তাঁহাকে তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিতে আদেশ দিয়া স্বয়ং আলেকসান্দরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পারস্যোপসাগরে উপনীত হন।

আলেকসান্দর সমুদ্রপথে পারস্য যাত্রাকালে আরাবিও [বর্ত্তমান নাম পুরালী] নদী উত্তরণপূর্ব্বক ওরিটে ও লুশবেলা-নামক জাতিদিগকে পরাভূত করেন। বহু ওরিটেগণ এখানে মিসরের ভাবিরাজা টলেমীকে বিষাক্ত বাণে বিদ্ধ করিয়াছিলেন। ডিওদোরস্ সিকুলাস বলেন এই ঘটনা সিন্ধুপ্রদেশের হার্মোটে লিয়া নামক স্থানে ঘটে। অতঃপর গ্রীক্ নৌ-বাহিনী করাচীর নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে উপস্থিত হয়। ঐ স্থান আলেকসান্দরের "হাকেন" বন্দর বলিয়া উক্ত। এখানে উক্ত নৌবাহিনী ২৪ দিন অবরুদ্ধ ছিল।

১৬০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের সমকালে এখানে যে গ্রীক্‌শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা যবনরাজ প্রথম আপোলোদোতসের প্রচলিত মুদ্রা হইতে অবগত হওয়া যায়। শকরাজ তোরমানপুত্র মিহিরকুল সিন্ধুবিজয়ে সমাগত হইয়াছিলেন, মুজমলুৎ-তবারিখ নামক মুসলমান ইতিহাসে উক্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। রাজতরঙ্গিণীতে উক্ত ঘটনা সিংহলবিজয় বলিয়া লিখিত।

স্থাণ্বীশ্বর-পতি আদিত্যবর্দ্ধনের পুত্র প্রভাকরবর্দ্ধন অনুমান ৫৮৫ খৃষ্টাব্দে সিন্ধুপতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

সিন্ধুপ্রদেশের হিন্দু রাজবংশ

১ রায় দীবাইজ ৫২৫খৃঃ; ইনি শাকলাধীশ্বর শকঙ্কুলতিলক তোরমাণের সমসাময়িক।

২ রায় সিহরস—১এর পুত্র

৩ রায় সাহসী—২য় পুত্র

৪ রায় সিংহরস ২য়—৩রের পুত্র; ইনি সম্ভবতঃ পারস্যপতি খস্রু নৌসির্ব্বানের (৫৩১-৫৭৯খৃঃ) হস্তে পরাজিত ও নিহত হন।

৫ রায় সাহসী ২য়—ইনি ৬৩১ খৃষ্টাব্দে সীলাইজ নামক ব্রাহ্মণের পুত্র চাচ কর্ত্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট হন।

ব্রাহ্মণ-রাজবংশ

৬ চাচ—৬৩ খৃঃ; ইনি স্বীয় প্রভু রায় ২য় সাহসীর রাজ-পুরাধ্যক্ষ ছিলেন। সিংহাসনাধিকারের অব্যবহিত পরেই ইনি চিতোর অথবা জয়পুরের রাণা মহরৎকে যুদ্ধে নিহত করেন। ৬৩৫ খৃষ্টাব্দে কীরমান রাজ্য জয় করিয়া ইনি ততদূর পর্য্যন্ত সিন্ধুরাজ্যের সীমা বিস্তৃত করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী বর্ষে মুচীরাহ্ দেবল আক্রমণ করেন। চাচ ৪০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

৭ চন্দ্র—চাচের ভ্রাতা, ইনি ৮০ বৎসর রাজ্য-শাসন করেন।

৮ ডাহির—৬ষ্ঠ পুত্র, ইনি ৭১৩ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ কাসিম কর্ত্তৃক পরাজিত হন।

খলিফাগণের অধিকারে এখানে যে সকল মুসলমান শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহাদের নাম পাইবার উপায় নাই। ৮১১ খৃষ্টাব্দে খলিফা মুতামিদ্ সিন্ধুপ্রদেশের শাসনকর্তৃপদে য়াকুব-ইবন্-লাইস্ সফারীকে নিযুক্ত করেন। ইনি স্বীয় ভুজবলে বুস্ত, জাবুলিস্থান, জমীন্-ই-দাবর, গজনী, তুখারিস্তান, বাল্‌খ, কাবুল, হিরাট, বদখাই, খুরস, জাম, বাগ্‌জ্ঞ, সিজিস্তান প্রভৃতি জনপদ অধিকার করেন। পশ্চিম এশিয়াখণ্ডের এই রাজ্যগুলি বিজয়-করণাভিপ্রায়ে ও তাহাতে শাসন-শৃঙ্খলাস্থাপনে তাঁহাকে বিশেষভাবে ব্যাপৃত থাকিতে হয়; সুতরাং সিন্ধুপ্রদেশের উপর লক্ষ্য রাখিতে তিনি অবসর পান নাই। ঐ সময় হইতেই এখানে বিশৃঙ্খলা হইতেছিল। ৮৭৯ খৃষ্টাব্দে য়াকুব ইরাক্ জয় করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনকালে পথিমধ্যে দেহত্যাগ করেন। তদনন্তর তাঁহার ভ্রাতা উমর্ মুষক্‌ফিকের পুত্র খলিফা মুতাজিদ কর্ত্তৃক খুরাসান, ফার্স, ইস্পাহান্ সিজিস্তান, কীরমান্ ও সিন্ধুপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে মনসুরও মুলতানে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য স্থাপন করেন।

সুমরাবংশ

গজনীপতি মামুদের সিন্ধুবিজয়ের কিছু পরে মুলতানের শাসনকর্ত্তা ইবন্‌সুমরা ১০৫৩ খৃষ্টাব্দে সিন্ধুরাজ্যশাসনের ভার গ্রহণ করেন, ইনি গজনীপতিকে আপনার অধীশ্বর বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক মীরমাসুম লিখিয়াছেন, সিন্ধুবাসীরা গজনীপতির অধীনস্থ শাসনকর্ত্তা আবদুর রসীদের কঠোর শাসনে উৎপীড়িত হইয়া তাঁহার অধীনতা উন্মোচনপূর্ব্বক সুমরাকে আপনাদের রাজা বলিয়া গ্রহণ করে। পরে সুমরা বংশীয়গণ ভুজবলে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করিয়াছিলেন।

১ সুমরা—১০৫৩ খৃঃ অঃ।

২ ভুঙ্গর ১ম রাজ্যকাল ১৫ বৎসর। ১ম পুত্র

৩ দুদা ১ম ১০৬৯ খৃঃ ২৪ বর্ষ। ২য় পুত্র।

৪ সিঙ্ঘার	"	১৫ বৎসর।	
৫ খফীফ্	"	৩৬ বৎসর।	
৬ উমার	"	৪০	"
৭ দুদা ২য়	"	১৪	"
৮ ফতু	"	৩৩	"
৯ গেঁঙ্গা ১ম,	"	১৬	"
১০ মহম্মদ তুর	"	১৫	"
১১ গেঁঙ্গা ২য়,	"	১৬	"
১২ দুদা ৩য়,	"	২৪	"

হকম্ ইবন্ ওসমান এখানকার শাসনকর্তা ছিলেন। খলিফার আদেশে তিনি আফ্রিকায় স্থানান্তরিত হন।

৭৭৬ খৃষ্টাব্দে খলিফা অল্ মহদী সিন্ধুর হিন্দু রাজাদিগকে দমন করিবার জন্য স্বীয় সেনাপতি আব্দুল মালিক ইবন শিহাবুল্ মুসমাইকে প্রেরণ করেন। যোগদাদসেনাপতি সদলে আসিয়া কন্দা (গোরবন্দর?) অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার সেনাদলের কতক এখানে পীড়ায় মরিয়া যায় এবং অবশিষ্টাংশ পারস্যোপসাগরে জলমগ্ন হয়।

সুদূর প্রতীচ্য জগতের অধীশ্বর হইয়া খলিফাগণ প্রাচ্য-ভারতের উপর উপযুক্ত দৃষ্টি রাখিতে সমর্থ হইলেন না। ভারতে মুসলমানশক্তি ক্রমশঃই হীনবল হইতে লাগিল। অবশেষে অনুমান ৮৭১ খৃষ্টাব্দে ভারতে মুসলমান-প্রভাব বিলুপ্ত হইল। ঐ সময়ে মুলতান ও মনসুর-জনপদে দুইটী প্রকৃত শক্তিশালী রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। তাঁহাদের মধ্যে একজনের রাজ্য আরোর হইতে সমগ্র সিন্ধু-উপত্যকার সমগ্র উত্তরাংশ এবং অপরের রাজ্য আরোর নগর হইতে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই শেষোক্ত দক্ষিণ সিন্ধুসাম্রাজ্য ইংরাজাধিকৃত সিন্ধুপ্রদেশের প্রায়ই অনুরূপ।

এই সিন্ধুরাজ্য তৎকালে শস্যপূর্ণ ছিল। আরোরনগরী নানা সৌধমালায় শোভিত হয় এবং নগরটী সুরক্ষিত করিবার মানসে উহার চারিদিকে দুই থাক প্রাচীর সহ দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ সময়ে এই নগরী মুলতান নগরীর সমতুল্য এবং সিন্ধুপ্রদেশের একটী প্রধান বাণিজ্য-ক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত হয়।

আরবদিগের অধিকারকালে আরবরাজগণ সিন্ধুপ্রদেশ হইতে অতি সামান্যই রাজস্ব প্রাপ্ত হইতেন। তাঁহাদের অধীনে দেশীয় সামন্তগণই দেশের প্রকৃত রাজা ছিলেন এবং তাঁহাদের দ্বারাই এতৎপ্রদেশের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ হইত। আরবদেশীয় যোদ্ধৃগণ তৎকালে জায়গীর পাইয়া জমীদার হইয়াছিলেন এবং ইস্লামধর্ম্মের পবিত্র মস্জিদ বা সমাধি-মন্দির প্রভৃতির ব্যয়ভার বহনের জন্যও মুক্তহস্তে ভূসম্পত্তি প্রদত্ত হইয়াছিল। তৎকালে খোরাসান ও জাবুলীস্থান হইতে হাটাপথে এবং চীন, সিংহল ও মলবার প্রভৃতি স্থান হইতে জলপথে বৈদেশিক বণিক্‌গণ এখানে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে আসিতেন। আরবগণ সিন্ধুদেশবাসী হিন্দুগণকে যথেচ্ছ ধর্ম্মাচরণ করিতে অধিকার দিয়াছিলেন।

১০১৯ খৃষ্টাব্দে গজনীপতি মামুদ যখন ভারত আক্রমণ করেন, তখন সিন্ধুপ্রদেশ কাদির বিল্লাহ্ আবদুল অব্বাস আহ্মদ নামক এক মুসলমান শাসনকর্তার অধীন ছিল। ঐ মুসলমান শাসনকর্তা নামে মাত্র খলিফার অধীন ছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনিই সিন্ধুরাজ্যেশ্বর বলিয়া ঘোষিত হন। মুলতান ও উচ্চ-প্রদেশ বিজয়ের পর মামুদ স্বীয় উজীর আবদুর রজাইকে সিন্ধুবিজয়ে প্রেরণ করেন। উক্ত উজীর ১০২৬ খৃষ্টাব্দে সিন্ধু জয় করিয়া উহা গজনীপতি মামুদের রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন।

ইহার ছয়বর্ষ পরে ১০৩২ খৃষ্টাব্দে মুলতানের শাসনকর্তা ইবন্ সুমার সিন্ধুপ্রদেশে সুম্‌রা রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। তিনি প্রথমে গজনীপতিগণের অধীন সামন্তরূপে রাজ্য-শাসন করিলেও প্রকৃতপক্ষে স্বহস্তে শাসনদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন। অনুমান ১০৫১ খৃষ্টাব্দে সুম্‌রা-বংশীয় প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীন হন এবং ভুজবলে আপনাদের রাজ্যসীমা মনসুর পর্য্যন্ত বিস্তার করেন। উক্ত মনসুরনগর বর্ত্তমান হালা হইতে ২৬ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত।

এই রাজবংশে রাজা দলীল খাঁর বীর্য্য ও ভুজবলে চতুর্দ্দিক্‌স্থ রাজন্যগণকে খণ্ডিত করিয়া প্রবল পরাক্রান্ত রাজা বলিয়া পরিচিত হন। তিনি ঠট্টনগরে রাজধানী স্থাপন করিয়া বংশের সম্মান বৃদ্ধি করেন। তাঁহার বীর্য-প্রভাবে পশ্চিম সীমান্তস্থ বন্য-জাতিসমূহ হতবীর্য্য হইয়াছিল। দলীলের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সুম্‌রা বংশের প্রতিপত্তির হ্রাস হইতে থাকে। পরবর্ত্তী রাজগণ বিলাসভোগে মত্ত হইয়া আপনাদের মহত্ত্ব বিলুপ্ত করিয়া ফেলেন। ১৩৫১ খৃষ্টাব্দে মুসলমানরাজ উদ্‌মা মহম্মদের রাজত্বকালে কচ্ছ-প্রদেশ হইতে সমাগত ঔপনিবেশিক সম্মাজাতীয়েরা মুসলমান রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া ঐ রাজাকে নিহত করে এবং তাঁহার পরিবর্ত্তে আপনাদের মধ্য হইতে জাম উনার নামক এক ব্যক্তিকে সিন্ধুসিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়াছিল।

উক্ত সম্মাগণ হিন্দু অথবা বৌদ্ধ ছিলেন। সিন্ধুতীরে সম্মানগরে তাঁহাদের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সেহ্‌-বান নগরই প্রাচীন সম্মানগর। উক্ত সম্মাগণ প্রায়ই রাজধানীতে বাস করিতেন না। তাঁহারা ঠট্টের ৩ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত মক্‌লিপৈলের পাদমূলস্থ সামুই নগরে অথবা ঠট্ট-রাজধানীতে বাস করিতেন। অধিক সম্ভব, সম্মারাজগণ যাদব-বংশীয় রাজপুত ছিলেন এবং ১৩৯১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ইস্লাম্ ধর্ম্মে দীক্ষিত হন নাই।

জাম উনার সিন্ধু-সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া ৩॥০ বৎসরকাল রাজত্ব করেন। তিনি সমগ্র সিন্ধুপ্রদেশ করতলগত করিতে পারেন নাই। কারণ তৎকালে তুরুষ্করাজের পক্ষে হকীমগণ ভক্কর ও তৎসমীপবর্ত্তী প্রদেশ শাসন করিতেছিলেন। দ্বিতীয় সম্মারাজ জুনা ভক্কর আক্রমণ করিলে হকীমগণ তাহা রক্ষা করিতে অসমর্থ হন এবং তাঁহারা রাজধানী ও দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া উচ্চে যাইয়া আত্মরক্ষা করেন। তাঁহার পরবর্ত্তী তমাচির রাজত্ব-

কালে দিল্লীপতির সেনাদল সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া তত্রত্য অধিকার করে এবং জাম সবংশে ধৃত হইয়া বন্দীভাবে দিল্লীতে আনীত হন। ১৩৭২ খৃষ্টাব্দে ফিরোজশাহ তোগলক সিন্ধু আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সিন্ধুপতি তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। এই অধীনতায় বাধ্য হইয়া পরে সম্মাবংশীয়েরা ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। এই বংশে ১৪ জন রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন।

অর্ঘুণবংশীয় আফগানগণ মোগলসম্রাট্ চেঙ্গিজ্ খাঁর বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। ১৫২০ খৃষ্টাব্দে শাহবেগ অর্ঘুণ কান্দাহার হইতে সদলে অবতীর্ণ হইয়া জাম ফিরোজ সম্মার রাজধানী ঠট্টনগরী লুণ্ঠন করেন এবং তৎপর বৎসর হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে সিন্ধুপ্রদেশে অর্ঘুণবংশের শাসনকাল আরম্ভ হয়। জাম ফিরোজ শাহবেগের নিকট আপনার পরাভব স্বীকার করিয়া সন্ধির প্রস্তাব করেন। ঐ বন্দোবস্ত পত্রানুসারে জামরাজগণ ঠট্ট হইতে সক্কর পর্য্যন্ত সিন্ধুপ্রদেশভাগ ভোগ করিতে পান এবং শাহবেগ সন্ধির উত্তরদিগবর্ত্তী সিন্ধুপ্রদেশের রাজা হন। কিছু দিন পরে, জামরাজগণ পুনরায় উক্ত সন্ধিপত্র অস্বীকার করিয়া অধিপত্যাচরণ করিতে থাকেন, তাহার ফলে উভয় পক্ষে সেহ্বানের নিকটস্থ তলতিলপরগনামধ্যে একটী যুদ্ধ হয়। উহাতে অর্ঘুণবংশীয়েরা প্রকৃতবলে আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন এবং জামরাজগণ পরাজিত হইয়া রাজ্যভ্রষ্ট হন। অতঃপর শাহ বেগ ভক্করদুর্গ জয় করেন এবং প্রাচীন অরোরদুর্গ হইতে ইষ্টকাদি আনাইয়া উহার প্রাচীরাদি পুনর্নির্ম্মাণ করান। ১৫২২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে; মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি গুজরাত আক্রমণের আয়োজনে ব্যাপৃত ছিলেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার মৃত্যুতে সমস্ত যুদ্ধসজ্জাই বিফল হইয়া যায়। শাহ বেগ যে কেবল সাহসী ও বীর ছিলেন এরূপ নহে, তিনি একজন সুপণ্ডিত ছিলেন, ইস্লাম-ধর্ম্মশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল এবং তিনি অনেক গ্রন্থের টীকা করিয়া যান।

তাঁহার বংশধর মীর্জা শাহ হুসেন জাম ফিরোজকে ঠট্ট হইতে কচ্ছপ্রদেশে তাড়াইয়া দেন। অনন্তর তাঁহারই উৎপীড়নে জাম ফিরোজ গুজরাটে পলায়ন করেন। এখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। শাহ হুসেন এখন সিন্ধুপ্রদেশের একমাত্র রাজা হইলেন। আভ্যন্তরিক বিদ্রোহে সিন্ধুসীমান্তবাসী বিভিন্ন জাতি নিরন্তর যুদ্ধবিগ্রহে উৎসন্ন প্রায় হইতেছে দেখিয়া তিনি প্রথমেই তাহাদের দণ্ডবিধান করিতে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং অচিরেই তাহাদের সমুচিত দণ্ড বিধান করিয়া সেই সেনাদল লইয়া মুলতান ও উচ্চনগর এবং সেই সঙ্গে বিলাবদুর্গ লুণ্ঠনপূর্ব্বক তথাকার বহু সম্পদ সঙ্গে লইয়া আসেন।

শাহ হুসেনের রাজ্যকালে ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে আফগান শের শাহের হস্তে মোগলসম্রাট্ হুমায়ুন পরাস্ত হন। ঐ সময়ে তিনি সিন্ধু-অভিমুখে পলায়মান হইয়া ভক্করদুর্গ অধিকারে চেষ্টা পান, কিন্তু তিনি এ উদ্যমেও ব্যর্থমনোরথ হইয়াছিলেন।

অতঃপর মোগলসম্রাট্ কিছুদিন যোধপুররাজ্যে বাস করেন। এখান হইতে তিনি ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে অমরকোট ঘুরিয়া পুনরায় সিন্ধুপ্রদেশে উপনীত হন এবং পুনরুদ্যমে সিন্ধুপ্রদেশ-বিজয়ে সেনা পরিচালনা করেন। দুঃখের বিষয়, এবারেও তাঁহার সমুদয় চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল।

১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে শাহ হুসেন অপুত্রক অবস্থায় দেহত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গেই অর্ঘুণবংশের রাজ্য লোপ হয়। শাহ হুসেন ৩৪ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। অতঃপর এখানে তর্খানবংশের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। এই রাজবংশ অধিকদিন রাজ্যসুখ ভোগ করিতে পারে নাই। ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে মোগলসম্রাট্ আকবর শাহ ঠট্টের শাসনকর্ত্তা মীর্জা জানি বেগকে পরাস্ত করিয়া সিন্ধুরাজ্য দিল্লীর মুসলমানসাম্রাজ্যভুক্ত করেন। আকবর শাহের রাজ্যশাসনবিধিতে ইহা সুবা মুলতানের অন্তর্গত হইয়াছিল।

মোগলসম্রাট্গণ যখন আপনাদের শৌর্য্যবীর্য্য-প্রভাবে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের একচ্ছত্র অধিপতি হইয়াছিলেন এবং যখন সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে মোগলশাসনে শান্তি বিরাজ করিতেছিল, তখন সিন্ধুপ্রদেশে ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটে নাই। নাদির শাহ কর্ত্তৃক সিন্ধুপ্রদেশ মোগলসাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পর এখানে নূতন রাজবংশের অভ্যুত্থান হয়। ঐ সময়ে দাউদপুত্র নামে প্রখ্যাত মুসলমান তন্তবায়জাতি দলবদ্ধে পুষ্ট হইয়া সাধারণে প্রতিপত্তিলাভ করে। এই জাতিগণ দাউদ্ খাঁ নামক জনৈক মুসলমানের বংশধর। এই কারণে তাঁহারা সাধু ভাষায় দাউদপুত্র নাম গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা বস্ত্রবয়নকার্য্যে কালাতিপাত করিলেও সাহসী ও যোদ্ধা ছিলেন। তাঁহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না। খানপুর, ভরাই ও সক্করপ্রদেশের নানা স্থানে দাউদপুত্রগণ বাস করিতেন। স্থানীয় মাহর নামক হিন্দু অধিবাসিবর্গের সহিত বিবাদবিসম্বাদে কাল কাটাইয়া অবশেষে দাউদপুত্রগণ উত্তর সিন্ধুপ্রদেশে আপনাদের প্রভুত্ব বিস্তার করেন এবং সেই সঙ্গে তাঁহাদের রাজধানী সিকারপুরে নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। [সিকারপুর দেখ।]

সিন্ধুপ্রদেশে হিন্দুর আধিপত্য বিলুপ্ত হইবার পর হইতে মোগলশাসনের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত ঠট্টনগর মুসলমানশাসনকর্তৃগণের যুদ্ধক্ষেত্র হইয়া পড়িয়াছিল। নিকটবর্ত্তী রাজধানী ও সিন্ধুর বিভিন্ন স্থানের শাসকগণ ঠট্টের সমৃদ্ধি ও গৌরবে মুগ্ধ

হইয়া ঠট্টা আক্রমণ করিতেন। মোগলসম্রাট্ জাহাঙ্গীর নিয়ত এইরূপ যুদ্ধবিগ্রহের উপদ্রব হইতে পরিত্রাণ লাভের আশায় মোগল-সাম্রাজ্যের সীমান্তস্থিত প্রদেশসমূহে অস্থায়ী শাসনকর্তা নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। তদনুসারে সিন্ধুপ্রদেশে বংশানুক্রমিক রাজপ্রতিনিধি-স্থাপনের ব্যবস্থা তিরোহিত হয়। অস্থায়ী শাসনকর্তৃগণ পররাজ্যাপহরণে বিশেষ ব্যতিব্যস্ত ছিলেন না; এই কারণে তাঁহারা পরশ্রীকাতর হইয়াও যুদ্ধ করিতেন না।

খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে নিম্ন সিন্ধু-উপত্যকা প্রদেশে কলহোরাবংশের অভ্যুত্থান হয়। কলহোরাগণ ইস্লামধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহারা কথ্রাসিবাসী মহম্মদ (১২০০খৃঃ) হইতে আপনাদের বংশোৎপত্তি স্বীকার করেন এবং অনেকে বলিয়া থাকেন যে পয়গম্বর মহম্মদের খুল্লতাত আব্বাস হইতে এই কলহোরাবংশের উৎপত্তি।

সিন্ধুপ্রদেশের চান্দুকানগরে একটী ফকিরসম্প্রদায় বাস করিতেন। ঐ সম্প্রদায়ের গুরু আদম শাহ কল্হোরা বলিয়া সুপরিচিত ছিলেন। অনেকেই তাঁহার সাধু চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ১৫৫০ খৃষ্টাব্দ হইতেই এই সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

মুলতানের মুসলমানশাসনকর্তা উক্ত ফকিরসম্প্রদায়ের উত্তরোত্তর দলপুষ্টি দেখিয়া ভীত হইলেন। পাছে তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া মুলতানে কোনরূপ অঘটন ঘটায় এই আশঙ্কায় তিনি উক্ত ফকির-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সেনাদল প্রেরণ করেন। মুলতানসৈন্য গুরু আদম শাহকে যুদ্ধ করিয়া নিহত করে এবং তাঁহার শিষ্য ফকিরদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়।

আদম শাহের শিষ্য ফকিরগণ পূর্ব্বাপর প্রায় শতাব্দকাল ব্যাপিয়া মোগল-শাসন-কর্তৃপক্ষগণের সহিত যুদ্ধ করেন। অবশেষে ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে নাসির মহম্মদ কলহোরার অধীনে সমবেত হইয়া তাহারা সম্রাট্সৈন্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন এবং ঐ মুসলমানগণ তাঁহার অধীনে থাকিয়া একটি স্বতন্ত্র শাসনকেন্দ্র সংগঠন করেন।

১৭০১ খৃষ্টাব্দে য়ার মহম্মদ কলহোরা সিরাই বা তালপুরবাসী জাতিদিগের সহিত মিলিত হইয়া শিকারপুর আক্রমণপূর্ব্বক তথায় রাজধানী স্থাপন করেন। অতঃপর তিনি মোগলসম্রাট্ অরঙ্গজেবের নিকট হইতে খুদা য়ার খাঁ উপাধি ও সেহোয়ান প্রদেশ জায়গীর স্বরূপ লাভ করিয়াছিলেন। ১৭১১ খৃষ্টাব্দে য়ার মহম্মদ কাছিগান্দো ও সার্কিলানদের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থান জয় করেন।

১৭১৯ খৃষ্টাব্দে য়ার মহম্মদ কলহোরার মৃত্যু ঘটিলে তৎপুত্র নূর মহম্মদ সিন্ধুরাজ্যে অভিষিক্ত হন। তিনি সিংহাসনে উপবিষ্ট হইবার অব্যবহিত পরেই দাউদপুত্রদিগের অধিকৃত মধ্য উপবিভাগ কাড়িয়া লন। অল্প দিনের মধ্যেই সেহোয়ান্ ও তন্নিম্ন দেশভাগ তাঁহার শাসনভুক্ত হয়। এই সময়ে তাঁহার রাজ্য-সীমা মুলতান সীমান্ত হইতে ঠট্টা প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। কেবল ভক্করদুর্গ তৎকালে তাঁহার করায়ত্ত হয় নাই। ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে উক্ত দুর্গ কলহোরা-বংশের পদানত হয়।

একমাত্র ভক্করদুর্গ ব্যতীত রাজপুতনার মরুপ্রদেশ হইতে বলুচিস্থানের পার্ব্বত্যপ্রদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত দেশভাগ নূর মহম্মদের শাসনাধীন হইয়াছিল। তাঁহার রাজ্যকালে সিন্ধুপ্রদেশের সর্ব্বশেষ মুসলমানরাজবংশের আদিপুরুষ তালপুরবাসী বলুচ জাতীয় মীর বহরাম প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইনি কলহোরারাজ নূর মহম্মদের অধীনে সেনানায়ক ছিলেন এবং রণক্ষেত্রে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া বিশেষ যশোলাভ করিয়াছিলেন।

১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে পারস্যপতি নাদিরশাহ ভারতরাজধানী দিল্লী মহানগরী বিলুণ্ঠিত করিয়া মোগলসাম্রাজ্যের সুদৃঢ়ভিত্তি শিথিল করিয়া দিয়াছিলেন। সিন্ধুনদের যে সকল পশ্চিম প্রদেশ আকবরশাহের সময়ে মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল, এতদিনের পর নাদির শাহ তাহা পারস্য রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ ঠট্টা ও শিকারপুর প্রদেশ নাদির শাহকে প্রদত্ত হইয়াছিল।

দিল্লী হইতে ফিরিয়া নাদির শাহ কাবুলে প্রত্যাবৃত্ত হন। অনন্তর তিনি দুর্বৃত্ত ও রাজদ্রোহী নূর মহম্মদের দণ্ডবিধান করিবার জন্য পুনরায় সিন্ধু ও পঞ্জাব আক্রমণের উদ্যোগ করেন। নাদির শাহের সিন্ধু আক্রমণের কারণ এই যে নূর মহম্মদ ঠট্টার সুবাদার সাদিক আলীকে ৩ লক্ষ টাকার বিনিময়ে উক্ত প্রদেশ ছাড়িয়া দিতে আদেশ করেন। তাঁহার এই অবৈধ উৎপীড়ন নাদির শাহের ভাল বোধ হয় না। তিনি নূর মহম্মদকে শাস্তি দিতে অগ্রসর হইতেছেন জানিয়া কলহোরারাজ অমরকোটে পলায়ন করিলেন। ইহাতেও তিনি আপনাকে নিরাপদ জ্ঞান না করিয়া অতঃপর পারস্যপতিকে শিকারপুর ও শিবিপ্রদেশ উপঢৌকনস্বরূপ প্রদান করিয়া আত্মসমর্পণ করেন। উক্ত দুইটী প্রদেশ পরে নাদির শাহ কর্তৃক দাউদপুত্র ও আফগান-দিগকে প্রদত্ত হইয়াছিল। নাদিরশাহ নূর মহম্মদকে বার্ষিক ২০ লক্ষ টাকা রাজস্ব দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া তাঁহাকে শাহ কুলী খাঁ উপাধি প্রদান করেন।

নাদির শাহের মৃত্যুর পর, ১৭৪৮ খৃঃ সিন্ধুপ্রদেশ আহমদশাহ দুরাণীর অধীন হয়। দুরাণী সর্দ্দার নূর মহম্মদকে শাহ নওয়াজ খাঁ উপাধি দিয়া অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে রাজস্ব বাকী পড়ায় আহমদ শাহ সদলে সিন্ধু অভিমুখে অগ্রসর হন।

তাঁহার আগমনসংবাদ পাইয়া নূর মহম্মদ জয়শালমীর অভিমুখে পলাইয়া যান এবং সেই স্থানেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তাঁহার পুত্র মহম্মদ মুরাদ যার খাঁ এই সময়ে কান্দাহারপতির মনস্তুষ্টি করিয়া স্বয়ং পিতৃপদে নবাব্ ও রাজেশ্বর হন। ইনি মুরাদাবাদ নগর স্থাপন করিয়াছিলেন।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে সিন্ধুবাসিগণ তাঁহাদের কঠোর শাসনে উৎপীড়িত হইয়া রাজার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন এবং তাহারা রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তাঁহার ভ্রাতা গোলাম শাহকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করে। প্রায় দুই বৎসর কাল অন্তর্বিগ্রহে রাজ্য-মধ্যে নানা গোলযোগ সংঘটিত হইলে নূতন রাজা সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া স্বীয় রাজপদ নিষ্কণ্টক করিয়াছিলেন। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে গোলাম শাহ কচ্ছ আক্রমণ করেন, ঝরা নামক স্থানে উভয় পক্ষে ঘোর সংগ্রাম ঘটে। পর বৎসরে গোলাম শাহ পুনর্ব্বার মহোদ্যমে কচ্ছবিভাগে গমন করিয়া সিন্ধুতীরস্থ বাস্তা ও লখপৎ বন্দর অধিকার করেন। অতঃপর তিনি ১৭৬৮ খৃঃ অব্দে প্রাচীন নেরনকোট (নারায়ণকোট) নগরের উপর হায়দরাবাদ নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত এখানে রাজধানী স্থাপিত ছিল। গোলাম শাহের রাজ্য-কালের প্রারম্ভে ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে ঠট্টনগরে ইংরাজ ■ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একটী কুঠী স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র সরফরাজ খাঁ ইংরাজকুঠীর কার্য্যাধ্যক্ষগণের কার্য্যাবলী অনুমোদন করেন নাই। তাঁহার নিষেধে অবশেষে ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ-কোম্পানী ঐ কুঠী তুলিয়া দিতে বাধ্য হন। ইহার অব্যবহিত পরে বলুচীরা রাজাকে রাজ্যচ্যুত করে এবং তৎপরে প্রায় দুই বৎসরকাল সিন্ধুরাজ্যে অরাজকতা বিদ্যমান থাকে।

১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে গোলাম শাহের ভ্রাতা গোলাম নবি খাঁ সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। এই সময় তালপুর সর্দার মীর বিজয় বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। উভয় পক্ষের যুদ্ধে কলহোরা-রাজ জীবনদান করিলে তদীয় ভ্রাতা আবদুল নবি খাঁ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। পাছে গৃহশত্রুরা তাঁহার বিরুদ্ধাচারী হন, এই ভয়ে এবং আপনার রাজাসন অটল রাখিবার অভিপ্রায়ে তিনি রাজ্যারোহণের অব্যবহিত পরেই আপনার আত্মীয়স্বজনকে শমনসদনে প্রেরণ করেন। অনন্তর তিনি তালপুরসর্দার মীর বিজয়কে স্বীয় মন্ত্রিত্ব দান করিয়া তুষ্ট করিয়াছিলেন।

১৭৮১ খৃষ্টাব্দে কান্দাহার-রাজ বহুদিনের বাকী রাজস্ব আদায়ের জন্য একদল আফগান সৈন্য সিন্ধুআক্রমণে প্রেরণ করেন। তাহারা সিন্ধুর সমীপবর্ত্তী হইলে মীর বিজয় সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া শিকারপুরে তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। মীর বিজয়ের অমিতবিক্রম ও অদ্ভুত রণপাণ্ডিত্য লক্ষ্য করিয়া সিন্ধুপতি বিচলিত হইয়া পড়িলেন। মীর বিজয় জীবিত থাকিলে কখনই তাঁহার রাজ্য নিষ্কণ্টক হইবে না মনে করিয়া তিনি গোপনে তাঁহার নিধন সাধন করিলেন। এই নিদারুণ সংবাদ বিজয়পুত্র আবদুল্লা খাঁর নিকট তালপুরে পৌঁছিল। তিনি রাজার প্রতি একবারেই শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িলেন, পিতৃশোকে পীড়িত হইয়া তিনি প্রকাশ্যভাবেই সেই কপটাচারী রাজাকে দণ্ড দিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহার অধীনস্থ সেনাদল একদিন অকস্মাৎ রাজাকে আক্রমণ করিল। রাজা বীরপুত্র আবদুল্লার বীরত্বের পরিচয় অবগত ছিলেন, তিনি ক্রুদ্ধ মন্ত্রিপুত্রের সহিত সমরে দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হইবেন না ভাবিয়া কিলাত নগরে পলাইয়া গেলেন। এখান হইতে তিনি স্বীয় রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা পান; কিন্তু দুঃখের বিষয়, কএকবার বিশেষ উদ্যমে অগ্রসর হইয়াও তিনি ব্যর্থমনোরথ হন। অবশেষে কান্দাহার-রাজের সাহায্যে শেষ কলহোরাপতি আবদুল নবি স্বরাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

সিন্ধুসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইবার পর দুর্ভাগ্যক্রমে ও [illegible] আবদুল নবির হৃদয়ে অশান্তিবিষের জাগিয়াছিল এবং তাহারই ফলে বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া তিনি স্বীয় বিশ্বস্ত মন্ত্রী মীর বিজয়ের প্রাণসংহার করিয়াছিলেন। তালপুর সর্দারের প্রাণবিয়োগে তাঁহার বিরুদ্ধে অনেকে বিদ্রোহী হইয়া উঠে। তাহাদের হৃদয়নিহিত রোষবহ্নি রাজার রাজ্যত্যাগেও উপশমিত ■ নাই। কান্দাহার-পতির অনুকম্পায় আবদুল নবি সিংহাসন লাভ করিলেন বটে, কিন্তু তিনি মনে করিতে লাগিলেন, যেন চারিদিক হইতেই অবিশ্বাস ছুরিকা তাঁহার দেহ বিদ্ধ করিতেছে। তিনি কিছুতেই শান্তিভোগ করিতে পারিতেছেন না। এইরূপ নানা দুশ্চিন্তায় বিচলিত হইয়া তিনি পূর্ব্বোক্ত আবদুল্লা খাঁকেই বিদ্রোহি-দলপতি বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন। অচিরাৎ তালপুরবংশধর আবদুল্লার বিরুদ্ধে গুপ্ত-হত্যাকারী নিযুক্ত হইল। দেখিতে দেখিতে কএক দিনের মধ্যে আবদুল্লা নিহত হইলেন।

আবদুল্লা খাঁর মৃত্যুতে উৎকণ্ঠিত হইয়া তাঁহার পরমাত্মীয় মীর ফতে আলী জিঘাংসার বশবর্ত্তী হইয়া রাজাকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহার প্রচণ্ড বিক্রমে ভীত হইয়া রাজা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। মীর ফতে আলী তখন তাঁহাকে দূর করিয়া রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। কলহোরারাজ সিংহাসনলাভের আশায় পুনর্ব্বার চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মীর ফতে আলীর নিকট পুনরায় পরাজিত হইয়া যোধপুর রাজ্যে পলাইয়া যান। তাঁহার বংশধরগণ এখনও যোধপুরে উচ্চ সম্মানে ভূষিত আছেন। আবদুল নবি হইতেই সিন্ধুপ্রদেশে কলহোরাশাসন বিলুপ্ত হয়।

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে মীর ফতে আলী সিন্ধুপ্রদেশের মীর বা রাজা-

রূপে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনিই তালপুরবংশের প্রথম নরপতি। কান্দাহার-রাজ জমান শাহের নিকট হইতে তিনি যে ফর্ম্মাণ আনাইয়াছিলেন, তাহাতে রাজা তালপুর মীর বংশকেই সিন্ধুর শাসনকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করেন।

তালপুর মীরদিগের অধিকারে সিন্ধুপ্রদেশ বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়ে এবং তাঁহারা স্ব স্ব জনপদে স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করিলেও মূলতঃ একবংশ সম্ভূত হওয়ায় "তালপুর মীর" বলিয়া ইতিহাসে খ্যাত ছিলেন। ফতে আলী খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র মীর সোহ্‌রাব খাঁ, স্বীয় অনুচরবর্গ সঙ্গে লইয়া রোহড়ী নগরে রাজপাট স্থাপন করেন। রোহড়ীর চতুঃসীমাবর্ত্তী প্রদেশ তাঁহার শাসনাধীন ছিল। আবার তাঁহারই পুত্র মীর থারো খাঁ সদলে শাহবন্দরে যাইয়া বাস করেন। ইনিও মীর সোহ্‌রাবের ন্যায় হায়দরাবাদের মূলবংশের অধীনতা উচ্ছেদ করিয়া শাহবন্দরের সন্নিকটস্থ দেশভাগে স্বীয় শাসন বিস্তার করিয়াছিলেন।

এইরূপে সিন্ধুপ্রদেশে তিনটী তালপুরবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। হায়দরাবাদ বা শাহদাদপুরবংশীয়গণ মধ্য-সিন্ধুপ্রদেশের রাজ্যেশ্বর ছিলেন। মীর থারোর সন্তানসন্ততিপরম্পরা মীরপুরে থাকিয়া রাজকার্য্য পরিচালন করেন, ইহারা মীরপুর বা মণিকানি-বংশ নামে পরিচিত। মীর সোহ্‌রাবের বংশধরগণ সেহরাবাণী নামে খ্যাত। ইহাদের রাজধানী খয়েরপুরে ছিল।

হায়দরাবাদ-মীর বংশের প্রতিষ্ঠাপক ফতে আলী রাজ্যবল বর্দ্ধিত করিবার মানসে আপনার কনিষ্ঠ গোলাম আলী, করম আলী ও মুরাদ আলী নামক ভ্রাতৃত্রয়কে রাজকার্য্য পরিদর্শনে নিযুক্ত করেন। ভ্রাতৃবর্গের উপর রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া তিনি খিলাতের শাসনকর্ত্তার অধিকৃত করাচী প্রদেশ ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে জয় করিয়া লন। যোধপুররাজের নিকট হইতে অমরকোট উদ্ধারের বলবতী বাসনা তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়া ছিল; তিনি সেনাদল সংগ্রহপূর্ব্বক যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইয়াও বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে মীরগণ অমরকোট আপনাদের শাসনাধীন করিয়াছিলেন।

১৮০১ খৃষ্টাব্দে ফতে আলীর মৃত্যু হয়। তিনি মৃত্যুকালে সোভদার নামে এক পুত্র রাখিয়া যান। কিন্তু পুত্রের হস্তে রাজ্যভার না দিয়া তিনি ভ্রাতৃত্রয়কেই রাজ্যের উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেন। তাঁহাদের মধ্যে গোলাম আলী সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, তিনি ১৮১১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মসনদে উপবিষ্ট থাকিয়া রাজ্য শাসন করিয়া ছিলেন। উক্ত বর্ষে তিনি গতাসু হইলে তাঁহার পুত্র মীরমহম্মদ রাজপদ প্রাপ্ত হন নাই। তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় করম্ আলী ও মুরাদ আলী হায়দরাবাদের মীরবংশের নায়ক হন। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে করম আলীর মৃত্যু হয়। তিনি অপুত্রক ছিলেন, কিন্তু মুরাদ আলী নূরমহম্মদ ও নাসির খাঁ নামে দুই পুত্র রাখিয়া যান। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নূরমহম্মদ ও নাসির খাঁ আপনাদের জ্যেষ্ঠতাতজ ভ্রাতা সোভদার ও মহম্মদের সহিত একযোগে নির্ব্বিরোধে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছিলেন। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে মীর নূরমহম্মদের মৃত্যু হয়। তাঁহার শাহদাদ ও হসেন আলী নামে দুই পুত্র ছিল। পিতার মৃত্যুর পর পুত্রদ্বয় তালপুর-রাজ্যের অধিকারী হন। ভ্রাতৃদ্বয় আপন পিতৃব্য নাসির খাঁর সহযোগে রাজকার্য্য চালাইতেন।

তালপুরমীরগণের শাসনকালে হায়দরাবাদ নগরী ও তাহার উপকণ্ঠস্থ খুদাবাদ নগর অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। উক্ত মীরগণের বাসভবন ও তাঁহাদের সমাধিমন্দিরগুলি দেখিবার জিনিস। উক্ত সুন্দর সুন্দর অট্টালিকাগুলি স্থানীয় সমৃদ্ধির গৌরববর্দ্ধক সন্দেহ নাই।

১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের সহিত সিন্ধুবাসীর প্রথম সংস্রব ঘটে, ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে রাজাজ্ঞায় ইংরাজ-কোম্পানী ঠট্টের কুঠী উঠাইয়া দিতে বাধ্য হন। তালপুর-মীরগণের সহিত বাণিজ্যসম্বন্ধ পরিবর্দ্ধিত করিবার অভিপ্রায়ে ইংরাজ কোম্পানী পুনরায় ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে দূত (Commercial mission) প্রেরণ করেন। ঐ দূতগণের বাণিজ্যসম্বন্ধ-বর্দ্ধনপ্রস্তাব মীরগণের মনোমত হয় নাই সুতরাং এবারেও ইংরাজেরা সিন্ধুপ্রদেশে প্রবেশাধিকার পাইলেন না। তৎকালে ঠট্ট, শাহবন্দর ও করাচী নগরে কার্য্যপরিদর্শনার্থ সময়ে সময়ে ইংরাজের একজন এজেণ্ট বাস করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে সিন্ধুবাসিগণের অশেষ লাঞ্ছনা ও যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত। অবশেষে মীরগণের আদেশে তাঁহাকে চিরদিনের মত সিন্ধুপ্রদেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হয়। তদানীন্তন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই অবমাননার কোনরূপ প্রতিশোধ লয়েন নাই, বরং উপেক্ষা করিয়াই উড়াইয়া দিয়াছিলেন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষগণ মীরদিগের সহিত একটী বন্দোবস্ত করেন, তাহাতে ফরাসীদিগকে সিন্ধুপ্রদেশে স্থান দিবেন না বলিয়াই মীরগণ স্বীকার করেন।

১৮২৫ খৃষ্টাব্দে সিন্ধুবাসী অসভ্য খোসাজাতি কচ্ছপ্রদেশে লুটতরাজ আরম্ভ করে। তাহাদের এই উপদ্রব দমনের জন্য সৈন্য পাঠাইবার আবশ্যক হয়। তদনুসারে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজসেনাপতি লেপ্টেনাণ্ট (পরে স্যর আলেকজাণ্ডর) বার্ণিশ সদলে প্রেরিত হন। মীরগণ প্রথমে তাঁহাকে নানা ছলনায় ও ভয় দেখাইয়া অগ্রসর হইতে দেন নাই। অবশেষে কোন কারণে বাধ্য হইয়া মীরগণ তাঁহাকে সিন্ধুনদ বাহিয়া উত্তর অভিমুখে যাইতে আদেশ প্রদান করেন। ইংরাজসেনাপতি ঐ সময়ে

লাহোরকেশরী রণজিৎসিংহকে দিবার নিমিত্ত ইংলণ্ডেশ্বরের প্রেরিত কতকগুলি উপহার সঙ্গে লইয়াছিলেন। তৎকালে সিন্ধুতীরবর্ত্তী দেশভাগ সাধারণের অজ্ঞাত ছিল। প্রতিষ্ঠাকামী ইংরাজ সিন্ধুপ্রদেশের তথ্যানুসন্ধানোদ্দেশেই এই নৌ-যাত্রায় বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিলেন। ইহারই দুইবর্ষ পরে কর্ণেল পটিঞ্জার বাণিজ্যবিস্তার ব্যপদেশে মীরদিগের সহিত একতা ও সন্ধিস্থাপন করিতে সমর্থ হন, উক্ত সন্ধিপত্রে লিখিত হয় যে, ইংরাজ-বণিকগণ পণ্যসংগ্রহপূর্ব্বক সিন্ধুপ্রদেশের নদীনালায় ও পথেঘাটে স্বেচ্ছায় গমনাগমন করিতে পারিবেন বটে, কিন্তু তাঁহারা সিন্ধুর কোথাও বাস করিতে পারিবেন না।

হায়দরাবাদের মীরদিগের অভিমতে খয়েরপুরের মীরগণও উক্ত সন্ধির ব্যবস্থা সাগ্রহে করিয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু তখনও তাঁহারা ইংরাজদিগের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে সমর্থ হন নাই। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল পটিঞ্জার সিন্ধুর সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী স্থানসমূহ ও নদীপার্শ্ব জরিপ করিবার আদেশ প্রাপ্ত হন, কিন্তু তখনও সিন্ধুরাজ্যে পণ্যপ্রবেশের অধিকার দেওয়া হয় নাই।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম আফগান যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ঐ সময়ে সিন্ধুনদ দিয়া সেনা প্রেরণ করিলে, সহজে ও সময় সংক্ষেপে তাহারা মূল-সেনাদলের সহিত মিলিতে পারিবে ভাবিয়া ইংরাজগণ সিন্ধুনদের উপর দিয়া সেনাচালনা করেন। উপরি বর্ণিত সন্ধিপত্রের সর্ত্তানুসারে নদীবক্ষে সেনাচালনা নিষিদ্ধ ছিল। ভারত-প্রতিনিধি লর্ড অকল্যাণ্ড এই বিপদের সময়ে হিতাহিত বিচারশূন্য হইয়া স্বার্থবশে চালিত হইলেন। তিনি সন্ধির সর্ত্ত উল্লঙ্ঘন করিয়া নদীপথেই সেনা চালাইবার আদেশ করিলেন এবং আরও জানাইলেন যে, এই ভয়ানক সময়ে যে সকল সর্দ্দার ইংরাজকে সাহায্য করিতে বিরত থাকিবে, তাহাদের অধিকৃত প্রদেশ ইংরাজগণ কাড়িয়া লইবেন।

উক্ত বৎসরের ডিসেম্বর মাসে স্যার্ জন কীনের অধীনে ইংরাজসৈন্য সিন্ধুপ্রদেশে যাইয়া পড়িল, কিন্তু তিনি সেই সেনাবাহিনী লইয়া উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইতে অশক্ত হইলেন। কারণ মীরগণ তাঁহাদের রসদাদি ও শকটাদি সংগ্রহের পথে নানা বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছিলেন। এইরূপ কষ্টে পড়িয়া জন কীন্ বড়ই বিরক্ত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে তিনি হায়দরাবাদ আক্রমণের ভয় দেখাইলে তাঁহারা তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত হন। মীরদিগের মনে এইরূপ বৈরভাব আছে জানিয়া, ইংরাজগণ ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই হইতে, সিন্ধুপ্রদেশে একদল সেনা রক্ষার ব্যবস্থা করেন। ঐ সেনাদল কোথাও না যাইয়া সিন্ধুরাজ্যেই ছাউনী করিয়া থাকিবে এবং সিন্ধুবাসী কেহ ইংরাজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলে তাহাকে দণ্ড দিবার জন্য অগ্রসর হইবে। ঐ রিজার্ভ সেনাদল সিন্ধুপ্রদেশে আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করিলে, করাচীর নিকটস্থ মনোরাদুর্গবাসী বলুচসৈন্য তাহাদের কার্য্যে বাধা প্রদান করে। তাহাতে ইংরাজগণ বাধ্য হইয়াই ঐ দুর্গ অধিকার করিয়া লন।

অতঃপর ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে হায়দরাবাদের প্রধান মীরবংশ ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন। ঐ সন্ধির সর্ত্তে তাঁহারা আফগানরাজ শাহ সুজাকে বাকী রাজস্ব বাবত মোট ২৩ লক্ষ টাকা দিয়া মুক্তি পান। এতদ্ভিন্ন সিন্ধুপ্রদেশে ৫ হাজার ইংরাজ-সৈন্যরক্ষার অধিকার দেওয়া হয় এবং ঐ সেনাদলের ব্যয়ভার কতকাংশে মীরগণ বহন করিতে স্বীকৃত হন। ঐ সঙ্গে সিন্ধুনদগামী পণ্যদ্রব্যবাহী নৌকাসকলের উপর "টোল" বা শুল্ক আদায় রহিত হয়। খয়েরপুরের মীরগণ ইংরাজের সহিত ঐরূপ মর্ম্মে সন্ধিসর্ত্তে আবদ্ধ হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা সেনাদলের ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকৃত হন নাই। ইংরাজগণ ঐ সন্ধির অঙ্গে ভক্করদুর্গ অধিকার করিয়া লইলেন।

ইংরাজপ্রতিনিধিগণ সাধ্যবিধানে অতি সাবধানে রাজকার্য্য পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সৌজন্যে দেশবাসী জনসাধারণ ও মীরগণ একবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। দেশে অনতিকাল পরেই শান্তি বিরাজিত হইল। তাহারই ফলে সিন্ধুনদে ষ্টীম্ ফ্লোটিলা অবাধে চলিতে আরম্ভ করিল।

১৮৪১ খৃষ্টাব্দে মীর নূর মহম্মদের মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্রদ্বয় তালপুররাজ্যের শাসনভার প্রাপ্ত হন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে স্যার্ চার্লস্ নেপিয়ার দক্ষিণ সিন্ধুপ্রদেশের কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করিয়া সিন্ধুপ্রদেশে আগমন করেন এবং মীরগণ রাজকর না দেওয়ায় তাহাদিগকে করাচী, ঠট্টা, সক্কর, ভক্কর ও রোহড়ী নগর ছাড়িয়া দিবার প্রস্তাব করিয়া পাঠান। মীরগণ কিছুতেই ঐ প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। তাঁহারা ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, বিনাযুদ্ধে মীরগণ ইংরাজের প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন না বুঝিয়া নেপিয়র যুদ্ধায়োজন করিতে লাগিলেন। বিষম গোলযোগ দেখিয়া মীরগণ ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন।

সিন্ধুদেশের বলুচ সেনাদল এরূপ ভাবে ইংরাজকরে স্বাধীনতা অর্পণ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারিল না, তাহারা রেসিডেন্সী আক্রমণ করিল। মেজর আউট্রাম রেসিডেন্সী রক্ষা করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার সেনাবল না থাকায় নদীবক্ষস্থ বাষ্পীয় পোতারোহণ পূর্ব্বক নেপিয়ারের সহিত মিলিত হইলেন। ১৭ই ফেব্রুয়ারী নেপিয়ার সদলে অগ্রসর হইয়া মিআনীর নিকটে ফুলেলানদীতীরে বলুচীদিগকে পরাজিত করিলেন। হায়দরাবাদ ও খয়েরপুরের মীরগণ আত্মসমর্পণ করিলেও বন্দীভাবে গৃহীত হইয়াছিলেন।

হায়দরাবাদদুর্গ ও মীরদিগের রাজকোষ হস্তগত করিয়া নেপিয়ার পলায়িত শত্রুগণের অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। তখন প্রায় ২০ হাজার সৈন্য মীরপুরপতি শের মহম্মদের অধীনে দাব্বো নামক স্থানে সমবেত হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতেছে। নেপিয়র ৫০০০ সেনা মাত্র লইয়া তাহাদের আক্রমণ করিলেন। সিন্ধু-সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাইল। শের মহম্মদ মরুপ্রদেশের অভিমুখে পলাইয়া গেলেন। অতঃপর নেপিয়ার মীরপুর, বাদ ও অমরকোট জয় করেন। এতদিনে সিন্ধু বিজিত বলিয়া ঘোষিত এবং ইংরাজরাজ্যভুক্ত হইল। [নেপিয়ার দেখ।]

পরাজিত মীরগণ ইংরাজকোম্পানীর পরামর্শে বোম্বাই, পুনা ও কলিকাতায় নজরবন্দীরূপে প্রেরিত হইলেন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড ডেলহৌসী নির্দ্দোষ মীরদিগকে সিন্ধুপ্রদেশে প্রত্যাগত হইয়া হায়দরাবাদে বাস করিবার অধিকার দিয়াছিলেন। বাস্তবিকই মীরগণ বলুচ-জাতির স্বভাবসিদ্ধ সরলতায় পূর্ণ। বলবীর্য্যে পুষ্ট হইলেও তাঁহারা বিদ্যাবুদ্ধিতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন না। তাঁহারা অর্থসঞ্চয় করিতে ভালবাসিতেন, কিন্তু অর্থব্যয়ে দেশের উন্নতিসাধন করিতে কখনও চেষ্টাপর হন নাই।

সিন্ধুরাজ্য ইংরাজরাজ্যভুক্ত হইবার পর, নেপিয়ার এখানকার প্রথম গবর্ণর হন। তাঁহার সময়ে, জায়গীর ভূমি ব্যতীত মীরগণ পৌনে চারি লক্ষ টাকা নির্দ্ধারিত বৃত্তি পাইয়াছিল। ১৮৫১ হইতে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে স্থানীয় কমিসনর সর বার্টল ফ্রেরীর যত্নে এখানে রেলপথ বিস্তার, বন্দরাদি নির্ম্মাণ প্রভৃতি বিষয়ে অনেক উন্নতি সাধিত হয়। [খয়েরপুর, মীরপুর, হায়দরাবাদ, তালপুর প্রভৃতি শব্দ দেখ।]

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজার আধিপত্যে এখানে বিভিন্ন জাতির বাস ঘটিয়াছে। সিন্ধি জাতি এখানকার আদিম অধিবাসী। ওমায়িদ খলিফাবংশের অধিকারে ইহারা মহম্মদীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। ইহারা সুন্নি সম্প্রদায়ভুক্ত, কিন্তু মিথ্যাবাদী ও মদ্যপায়ী। ইহাদের মধ্যে প্রায় ৩০০ স্বতন্ত্র শাক বা বংশ আছে, কিন্তু জাতিবিচার নাই। ইহাদের ভাষা এদেশীয়, সংস্কৃত মূলক। হিন্দী, মরাঠী, বঙ্গভাষা ও প্রাচীন প্রাকৃতের সহিত ইহার সৌসাদৃশ্য আছে। ইহাতে পাশ্চাত্য ভাষার কোন সংমিশ্রণ আছে বলিয়া বোধ হয় না। উত্তর ও দক্ষিণ সিন্ধু এবং থরপ্রদেশের সিন্ধী ভাষা পরস্পর সামান্য পৃথক্। ইহাদের ভাষায় কোন মৌলিক গ্রন্থ নাই। আরবী ভাষা হইতে অনূদিত কতকগুলি ধর্ম্মগ্রন্থ ও জাতীয় সঙ্গীত তাহাদের সাহিত্যকে পুষ্ট করিয়াছে।

বৈদেশিকের মধ্যে সৈয়দ, আফগান, বলুচ ও জাত্তি প্রভৃতি জাতি এখানে আসিয়া বাস করিয়াছে। কল্হোরা-রাজগণের ও তালপুর-মীরদিগের শাসনসময়ে ঐ সকল মুসলমান এখানে আসিয়া বাস করিয়াছে। আফ্রিকার হাব্সিয় ও আবিসিনীয়া বাসী কতকগুলি ক্রীতদাস মুসলমান-বণিক্দিগের দ্বারা এখানে আনীত হইয়াছে। ইংরাজাধিকারে উহারা স্বাধীনভাবে বিবাহাদি করিতে সমর্থ হইলেও, সর্ব্বতোভাবে আপনাদের পূর্ব্ব প্রভু-বংশের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত। এখানকার ব্রাহ্মণগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। মুসলমান ও ইংরাজ আমলে কেরাণীবৃত্তিজীবী ব্রাহ্মণগণ আমিল নামে একটী স্বতন্ত্র থাক ভুক্ত হইয়াছে। উহারা ব্রাহ্মণ হইলেও চালচলনে সর্ব্ব প্রকারে মুসলমানের অনুকরণ প্রিয়। অন্যান্য শ্রেণীর হিন্দুরা অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী কালে পঞ্জাব প্রভৃতি স্থান হইতে এখানে আসিয়া বাস করিয়াছে।

করাচী—এখানকার প্রধান বন্দর ও ইংরাজের রাজধানী। ইংরাজরাজ বহু অর্থব্যয়ে এখানকার বন্দর-বিভাগ সংগঠন করিয়াছেন। সিকারপুর—বোলানপাস নামক সঙ্কট দিয়া খোরাসানে বাণিজ্য চালাইবার পণ্যভাণ্ডার। হায়দরাবাদ—তালপুর-রাজগণের রাজধানী। এতদ্ভিন্ন এখানে আর ও কয়টী নগর আছে, যাহার প্রাচীন কীর্ত্তিমালা প্রত্নতত্ত্ববিদের আদরের সামগ্রী,— অলোর বা অরোর নগর—প্রাচীন হিন্দুরাজবংশের রাজধানী, ব্রাহ্মণাবাদ একটী প্রাচীন নগর, শাহদাদপুরের সন্নিকটে অবস্থিত। এখানে একটি বিস্তৃত ধ্বংস স্তূপ দৃষ্ট হয়। উহা বহু প্রাচীন। বক্কর—সিন্ধুনদের মধ্যস্থিত একটী দ্বীপোপরি স্থাপিত নগর ও দুর্গ। খয়েরপুর—তন্নামকরাজ্যের রাজধানী। কোটরী—হায়দরাবাদের অপর পারে অবস্থিত। এখানে ইণ্ডাস-ভেলী রেলপথের ষ্টেসন আছে। লার্খানা—এখানে নানাপ্রকার রেশমীয় দ্রব্য প্রস্তুতের কারখানা আছে। রোহড়ী, সেহ্ওয়ান, শাহ-বন্দর, সক্কর, ঠট্ট, যাকোবাবাদ, করাচী, গড়ী-যসিন্ ও ঘটারী এখানকার অপর প্রসিদ্ধ নগর। ঐ সকল স্থানে প্রত্নতত্ত্বালোচনায় যথেষ্ট উপকার আছে।

মুসলমান অধিকারে এখানে সিয়া ও স্ফীমত প্রবর্ত্তিত হয়। তৎপূর্ব্বে যে এখানে হিন্দুধর্ম্ম প্রচলিত ছিল তাহা ইতিহাস আলোচনা করিলেই বুঝা যায়। কিন্তু ঐ হিন্দুধর্ম্ম যে ক্রমে পাশ্চাত্য বৈদেশিকের সংমিশ্রণে মিশ্র ভাবাপন্ন হইয়া ছিল, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তৎকাল শক জাতির অভ্যুদয়ে এখানে তন্ত্রাচারীর অনেক আচারব্যবহার প্রবর্ত্তিত হয় এবং কালে তাহাও হিন্দুর ধর্ম্মাচারের সহিত মিশিয়া হিন্দুভাবাপন্ন হয়। মুসলমানদিগের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে এবং অত্যাচারে ও উৎপীড়নে এখানকার অধিবাসী মাত্রই ইস্লামধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ পূর্ণমাত্রায় ইস্লাম-ধর্ম্মাচার পালন করিতেছে, কেহ বা আপনাদের পূর্ব্ব পুরুষাচরিত হিন্দুর ক্রিয়াচারাদি সমূলে বিসর্জ্জন না দিয়া অথবা [illegible]

সর্ব্ব প্রথম, ১৭৬৪ খৃঃ অব্দের যে মাসে পাটনায় ইংরাজ ও দেশীয় সেনাদের মধ্যে বিদ্রোহের লক্ষণ প্রকাশ পায়। কিন্তু ঐ বিদ্রোহ গুরুতর আকার ধারণ করিতে না করিতেই সেনাধ্যক্ষ মনরো বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে তাহা দমন করেন। এই সময়ে ২৪ জন বিদ্রোহীকে বন্দুকে উড়াইয়া দেওয়া হয়।

বিশেষ লাভজনক 'ডবল ভাতার' প্রথা উঠাইয়া দেওয়াতে ১৭৬৬ খৃঃ অব্দের জানুয়ারি মাসে দ্বিতীয় বার বিদ্রোহের সূচনা হয়। কিন্তু লর্ড ক্লাইবের যত্নে এই বিদ্রোহ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়।

সৈনিক বিভাগে যে সকল লাভজনক পদ ছিল, লর্ড কর্ণওয়ালিস সে গুলি উঠাইয়া দেন। এই কারণে ১৭৯৫ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালার য়ুরোপীয় সৈনিক কর্মচারিগণ প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহী হইয়া উঠে। স্যার্ জন্ শোরের যত্নে এই বিদ্রোহ আপোষে মিটিয়া যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মাদ্রাজে ইংরাজ সৈনিকপুরুষেরা বিরক্তি ও অসন্তুষ্টির ভাব প্রকাশ করে, কতিপয় দেশীয় সেনার দলও তাহাদের পক্ষে সহানুভূতি প্রকাশ করে। কিন্তু ইংরাজ কর্মচারিগণের নানারূপ কৌশলে অচিরেই ইহা প্রশমিত হয়।

১৮০৬ খৃঃ অব্দে বেলুরের দুর্গের দেশীয় সৈন্যগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে, তাহারা ঊর্দ্ধতন সাহেব কর্মচারীদিগকে ও অন্যান্য য়ুরোপীয়দিগকে বিনাশ করিয়া প্রথমে ব্যাপার বড় গুরুতর করিয়া তুলে। কিন্তু সেই দিন সন্ধ্যা সমাগত হইবার পূর্ব্বেই বীরবর কর্ণেল গীলেস্পি অশ্বারোহণে আর্কট হইতে ঘটনা স্থলে আসিয়া উপস্থিত হন, ইহাতে বিদ্রোহীরা হতবল হইয়া পড়ে। টিপু সুলতানের পরিবার বেলুরে বাস করিতেছিলেন। এই ব্যাপারে তাঁহাদেরও হাত আছে, এইরূপ সন্দেহ করিয়া গবর্মেণ্ট তাঁহাদিগকে বাঙ্গালায় স্থানান্তরিত করেন।

ইহার পরে কয়েক বৎসর বেশ নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া যায়। কিন্তু ১৮২৪ খৃঃ অব্দে আবার দেশীয় সেনাদের মধ্যে অবাধ্যতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার লক্ষণ প্রকাশ পায়। ব্রহ্মদেশে যাইবার আদেশ পাইয়া ব্যারাকপুরস্থিত কয়েকটি দেশীয় সেনার দল ক্ষেপিয়া উঠে। কিন্তু কোনরূপ গুরুতর অত্যাচার করিবার পূর্ব্বেই, প্রধান সেনাপতির আদেশে তাহাদের মধ্যে ৪৪০ জনকে তোপের মুখে উড়াইয়া দেওয়া হয়।

তুমুল ঝড় বহিবার পূর্ব্বে প্রকৃতি যেমন আপনার সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করিয়া শান্ত ও নিস্তব্ধভাবে অভীষ্টকার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন, ১৮২৪ খৃঃ অব্দের বিদ্রোহের পরে সিপাহীরাও অনেক দিন পর্য্যন্ত সেই ভাবেই ছিল, শেষে ১৮৫৭ খৃঃ অব্দের বিদ্রোহবিপ্লবে ইংরাজরাজের আসন সহিত সমগ্র ভারতবর্ষ প্রকম্পিত হইয়া উঠে।

উপরোক্ত ঘটনাগুলি হইতে স্পষ্টই দেখা যায় যে, সৈনিক-বিভাগে শাসন ও শৃঙ্খলার যথেষ্ট অভাব ছিল। শুধু দেশীয় নহে, ইংরাজ সৈন্যগণও মধ্যে মধ্যে এরূপ অসন্তোষের লক্ষণ প্রকাশ করিতে থাকে, তাহা বিচার করিয়া দেখিবার ও দেখিয়া দূর করিবার কষ্ট স্বীকার করিতে প্রায় কোন কর্তৃপক্ষই প্রস্তুত ছিলেন না। অধিকাংশ কর্তৃপক্ষই মনে করিতেন, দেশীয় সৈন্য এরূপই হইয়া থাকে; স্বভাবতঃই তাহারা অবাধ্য ও অবশ্য; খণ্ড খণ্ড বিদ্রোহানল দমন করিয়াই তাঁহারা যথেষ্ট নিরাপদ হইয়াছেন, ভাবিতেন। দেশীয় সৈন্যদের অন্তস্তলে যে অশান্তির আগুন ধিকি ধূমায়িত হইতেছিল, এই খণ্ড বিদ্রোহগুলি তাহার সাময়িক অকালবিকাশমাত্র, তাহা তাঁহারা লক্ষ্য করিতে পারিতেন না এবং কি করা আবশ্যক বিবেচনা করিতেন না।

এই সংক্রামক অশান্তি ও অসন্তোষের বীজাণু কেবল যে দেশীয় সেনাদের মনই কলুষিত করিতেছিল তাহা নহে, সাধারণ লোকের মনের উপরও তীব্রভাবে কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহাতেই ১৮৫৭ খৃঃ অব্দের বিদ্রোহ এরূপ ব্যাপক ও এরূপ ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছিল।

অযোধ্যার রাজ্যচ্যুত নবাব প্রকাশ্যভাবে বলিয়া বেড়াইতেছিলেন যে ইংরাজদিগের হস্তে তাঁহার পরিবার ও পরিজনবর্গের লাঞ্ছনা ও দুর্গতির সীমা নাই। সাধারণ লোকেরাও নানারূপ অভাব অভিযোগ, অত্যাচার অবিচারের কথা শতমুখে প্রচার করিতেছিল। অযোধ্যার তালুকদারেরা যে সকল তালুকে নিজ তালুকান্তর্গত করিতে বিধিসঙ্গত দাবী প্রমাণ করিতে পারিতেছিলেন না, সে সকল জমি হইতে তাঁহারা একে একে অপসৃত হইতেছিলেন। ন্যায়সঙ্গত দাবী না থাকিলেও, অনেক দিনের ভোগদখল বটে। ইংরাজের সভ্য শাসনপ্রণালী প্রবর্তিত হওয়াতে তাঁহাদের ক্ষমতা নানা ভাবে খর্ব্ব হইতে লাগিল। দুর্ব্বল প্রতিবেশীর উপর পূর্ব্ববৎ আর নিরাপদে অত্যাচার করা চলে না, ইহাও তাঁহাদের ভাল লাগিল না। এদিকে এই সুনিয়মিত শাসনপ্রথা প্রবর্তিত হওয়াতে যাহারা মুখ্যতঃ উপকৃত হইতেছিল, তাহারাও বৃটীশ শাসনের পক্ষপাতী হইল না, ভাবিল, ইংরাজ বিধর্ম্মপরায়ণ, কি জানি কি উদ্দেশ্যে এ সকল আপাতমধুর কাজ করিতেছেন। রাজার বা নবাবের ঊর্দ্ধতন রাজকর্মচারিবর্গের সমভিব্যাহারী হইয়া যাহারা জীবন ধারণ করিত, যে সকল বণিক্ ব্যাপারী দরবারী জীবনের পারিপাট্য ও বিলাসিতার উপকরণ যোগাইয়া স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতেছিল, আজ তাহাদের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে, ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখিয়া তাহারা অনাহার ও মর্ম্ম-পীড়িত হইয়াছে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক হইয়াছে পুরাতন রাজতবর্গের কর্মচ্যুত ও বিরক্ত সৈনিকদল, তাহাদের শিক্ষা

নাই, সংযম নাই, ন্যায়ান্যায় বিচার নাই, অর্থ নাই কিন্তু অভাব আছে। ইহারা দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়া সর্ব্বত্র অশান্তির বীজ বপন করিতেছে। অহিফেনের উপর অত্যধিক কর স্থাপিত হওয়াতে দরিদ্র অহিফেনসেবীরা ভয়ানক ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। ইহার উপর, যাহারা এত দিন পর্য্যন্ত মাদ্রাসে ও নিয়াগের দ্বারা ধর্মের মস্তকে পদাঘাত করিয়া দুর্ব্বল প্রতিবেশীদিগকে নানা প্রকার ব্যস্ত করিয়াছে, বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে তাহাদেরও অশান্তির পরিসীমা রহিল না।

দেশের যখন এইরূপ অবস্থা, প্রকৃত কারণে বা অকারণে দেশের অধিকাংশ লোকই যখন ইংরাজ রাজপুরুষগণের উপর এইরূপ অসন্তুষ্ট ও হতশ্রদ্ধ, তখন উক্ত রাজকর্মচারীদিগের যে সর্ব্বপ্রকার বুদ্ধিমত্তা ও তীক্ষ্ণ পরিণামদর্শিতার আবশ্যক, তাহার অনেকটা অভাব ছিল। উর্দ্ধতন কর্মচারিদিগের মধ্যে অনেকেই আত্মসমর্থনপ্রিয় ছিলেন। সর্ব্বসাধারণের মনের কুসংস্কার দূরীভূত হইয়া যাহাতে প্রতিষ্ঠিত গবর্মেণ্টের উপর তাহাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতি জন্মিতে পারে, এরূপ উদ্দেশ্যে অতি অল্প কয়েকজনই আপনাদিগের দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে প্রস্তুত ছিলেন। অযোধ্যার চিফ্ কমিশনার ম্যাক্লন্ ও আমরার কমিশনার গবিন্স্ সাহেবদ্বয় কিন্তু প্রজাবর্গের ও রাজানুগৃহীতদের অভাব অভিযোগ দূর করিতে যত্নবান্ না হইয়া স্ব স্ব প্রাধান্য স্থাপনের জন্যই অধিকতর ব্যস্ত হইয়া পড়েন। ফলে দেশের অশান্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

অবশেষে হেন্‌রি লরেন্স অযোধ্যার শাসনকর্তা হইয়া চলিলেন। কিন্তু তাঁহার পৌঁছিবার পূর্ব্বেই, আর এক গুরুতর বিপদের কারণ সংঘটিত হইল। কিছু দিন যাবৎ জনৈক মুসলমান মৌলবী নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বিধর্ম্মীদিগের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ করিবার জন্য মুসলমানদিগকে উত্তেজিত ও উৎসাহিত করিতেছিল, যখন সে ফৈজাবাদে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন আর উপেক্ষা করা চলে না ভাবিয়া তাহাকে ধরিয়া কারাগারে প্রেরণ করা হইল। কখনও যে বৃটীশশাসনের ভিত্তি কম্পিত হইতে পারে, একথা কখনই ইংরেজ শাসনকর্তাদিগের মনে হয় নাই। কিন্তু কতিপয় মাস পরে জানা গিয়াছিল যে অনিষ্ট করিবার ক্ষমতা এই মৌলবিরও বড় কম নহে। ইংরাজের বিরুদ্ধে সহস্র সহস্র মুসলমান লইয়া সে ভয়ানক একটা ষড়যন্ত্র পাকাইয়া তুলিয়াছিল।

কিন্তু তখনও শাসনপদ্ধতির যে কোন পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক, দেশীয়দিগের মনে প্রীতি ও শ্রদ্ধার ভাব উদ্রিক্ত করা, দেশীয় সৈন্যদিগকে ইংরাজশাসনের প্রতি আকৃষ্ট করা যে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, একথা আর কাহারও মনে হয় নাই। কাজেই অনুক্ষণ অবস্থায় অশান্তি ও অসন্তোষের বীজাণু অধিকতর ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

দেশীয় সৈন্যদের নানারূপ অভাব অভিযোগ ছিল। তাই মনে মনেই তাহারা বিদ্রোহপ্রায় আলোচনা করিয়াছে। যাহাতে ভবিষ্যতে আর তাহারা বিদ্রোহী ও বিপক্ষ না হইতে পারে, সে জন্য কোন চেষ্টাই এপর্য্যন্ত করা হয় নাই। গোপনে গোপনে তাহারা ইংরাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল; অবাধ্য ও অসন্তুষ্ট দেশীয় সৈনিকেরা মধ্যে মধ্যে খণ্ড বিদ্রোহের সূচনা করিতে পারে, কিন্তু সে বিদ্রোহ যে ভারতময় ছড়াইয়া পড়িতে পারে; সে বিদ্রোহে যে সাধারণ লোকও যোগ দান করিতে পারে একথা কেহই মনে করেন নাই। কিন্তু সৈনিকেরা ইহা জানিত, তাহারা সুযোগ খুঁজিতে লাগিল। পাইতেও বড় বেশি দেরী হইল না।

১৮৫৭ খৃঃ অব্দে ব্রহ্মদেশে সৈন্যের অভিযান প্রেরণ করা আবশ্যক হইল, তাহাদিগকে সমুদ্র পার হইতে হইবে না, এই চুক্তিতে হিন্দুগণ সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করিয়াছিল। কাজেই গবর্ণর জেনারল চুক্তিভঙ্গ না করিয়া আর বাঙ্গালা দেশ হইতে ব্রাহ্মণসৈন্য পাঠাইতে পারেন না। তাই তিনি মান্দ্রাজের যে দেশীয় সৈন্যদল General Serviceএ ভর্ত্তি হইয়াছিল, যাহারা সর্ব্বত্র যাইতেই চুক্তি অনুসারে বাধ্য, তাহাদিগকে পাঠাইতে চাহিলেন। কিন্তু তাহার সৈন্যগণ অসন্তুষ্ট হইবে ভাবিয়া মান্দ্রাজের শাসনকর্তা ইহাতে বিশেষ আপত্তি উত্থাপন করিলেন। ইহাতে বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া গবর্ণর জেনারেল এক সাধারণ আদেশ (General order) জারি করিলেন যে, যে লোক যেখানে আবশ্যক সেখানে যাইতে স্বীকৃত হইবে না, তাহাকে সৈনিক বিভাগে লওয়া হইবে না। তিনি মনে করিলেন, এরূপ আদেশে আফিসারের আশঙ্কা উত্থাপিত হইবে না। কিন্তু তিনি ভুল বুঝিলেন, যাহাদের উপর সেনাসংগ্রহের ভার ছিল, তাহারা বলিতে লাগিলেন, উচ্চ বংশের লোক এখন আর সৈনিকবিভাগে প্রবেশ করিতে রাজী হইতেছে না। পূর্ব্বনিযুক্ত সিপাহীরাও বলাবলি করিতে লাগিল, যে এই নিয়ম তাহাদের উপরেও বলবৎ হইবে। ইহার উপর আবার কুপরামর্শোচিত মিতব্যয়িতা তাহাদিগকে আরও ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল। পূর্ব্বে সৈনিকদিগকে চিঠি-পত্রের জন্য ডাক মাশুল দিতে হইত না, শুধু অধ্যক্ষের স্বাক্ষরিত মোহরের ছাপ থাকিলেই হইত। এখন সেই নিয়ম উঠাইয়া দেওয়া হইল। আগে যেমন যে সকল সৈন্য বিদেশে প্রেরণের (foreign service) পক্ষে অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইত, তাহাদিগকে অশক্তদের (invalid) পেন্‌সন্ দিয়া বিদায় করা হইত, এখন আর তাহা করা হইবে না, প্রচার করা হইল। এই সকল সেনাদিগকে

এখন গবর্ণমেণ্ট সেনানিবাসে আসিয়া কাজ করিতে হইবে। ইহাতে ব্যয়সংক্ষেপ যে বড় বেশী হইল, তাহা নহে, সৈন্যগণ খুবই বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যে কোন মিথ্যা কথাও সত্য বলিয়া এখন সহজেই তাহারা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়া রহিল। সুবিধা বুঝিয়া দুষ্ট কুচক্রী লোকেরাও নানা ভাবে, অতি রঞ্জিত করিয়া সত্যে ও মিথ্যায় তাহাদের মন কলুষিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। জনরব উঠিল যে গবর্ণমেণ্ট তিন হাজার শিখসৈন্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের উপর আধিপত্য স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। শুনিবামাত্রই এ কথা তাহারা বিশ্বাস করিল, আরও শুনিল এবং বিশ্বাস করিল যে, তাহাদিগকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করিবার জন্যই মহারাণী ভিক্টোরিয়া লর্ড ক্যানিংকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাদের সর্ব্বত্র গমন করিতে হইবে, এই সর্ত্তে সৈন্য সংগ্রহ করা হইতেছে। লর্ড ক্যানিং কর্ত্তৃক মিশনারী সম্প্রদায়দিগের উৎসাহ ও সাহায্য দান দেখিয়া এবং দেশীয় স্ত্রীলোকদিগকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করিবার জন্য লেডি ক্যানিংএর উৎসাহ ও আগ্রহ চিন্তা করিয়া এই জনরবে তাহারা সহজেই আস্থা স্থাপন করিল। বাঙ্গালার অধিবাসিগণ, বিশেষতঃ পাটনার মুসলমানগণ বিশেষরূপে বিচলিত হইয়া উঠিল। এই জনরব অমূলক, বাঙ্গালার লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর এইরূপ ঘোষণাপত্র বাহির করিলেও সাধারণ লোকে তাহা বড় গ্রাহ্য করিল না, ভাবিল, ধর্মচ্যুত করাই যাহাদের উদ্দেশ্য মিথ্যা আশ্বাসে আশ্বস্ত করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব নহে। হিন্দু বিধবাদিগের পুনর্ব্বিবাহের অনুকূলে আইন প্রণয়ন ও বিধিবদ্ধ করিয়া লর্ড ক্যানিং এই ধারণা আরও বদ্ধমূল করিয়া তুলিলেন।

এইরূপ অবিশ্বাস আশঙ্কা ও উদ্বেগের ফল যে কেবল সিপাহীদিগের মধ্যেই নিবদ্ধ রহিল, তাহা নহে। তাহাদিগের আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধবের মধ্যেও ছড়াইয়া পড়িল। অযোধ্যার ও উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের অধিবাসিবৃন্দ সাধারণতঃই বৃটীশ শাসনের উপর অত্যন্ত বিরক্ত ছিল। এইরূপ জনরবে তাহারা একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিল। ভাবিল, একবার তাহাদিগকে জাতিভ্রষ্ট করিতে পারিলেই রাজ্যলোলুপ ইংরাজ তাহাদিগকে যথায় ইচ্ছা তথায় লইয়া যাইতে পারিবে। তাহারা সংকল্প করিল, যথাসাধ্য প্রতিকূলতা করিয়া এই উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবে, অপর স্ফুলিঙ্গ তাহাদের হৃদয়ে উদ্দীপিত হইয়া উঠিল, নামমাত্র বেতন পাইয়া এত দিন তাহারা ইংরাজের আনুগত্য করিয়াছে। এখন তাহাদের দিন আসিয়াছে। শীঘ্র হউক কি বিলম্বে হউক, তাহারা স্বধর্ম্মের সম্মান ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবে, গ্রাম ও নগর লুণ্ঠন করিয়া ঐশ্বর্য্যশালী হইবে, রাজা হইয়া রাজকর আদায় করিবে, আর দুই দিনের শিশু ইংরাজকে ধরিয়া সমুদ্রের জলে ভাসাইয়া দিবে। আবার সন্দিগ্ধদিগের সন্দেহ দূর করিবার ও বিশ্বাসীদিগের বিশ্বাস বদ্ধমূল করিবার জন্য এ সময়ে এক হিন্দু-ভবিষ্যদ্বাণীরও অবতারণা করা হইল।—তাহার মর্ম এই, পলাশীযুদ্ধের একশত বৎসর পরেই কোম্পানীর রাজত্ব লুপ্ত হইবে।

এই ভাবে সিপাহীদিগের মন ইংরাজরাজের বিরুদ্ধে নানা অবস্থা কারণে বিচলিত ও উৎক্ষিপ্ত হইয়া রহিল। ইংরাজের শত্রুগণের প্ররোচনায় তাহাদিগের রচিত নানারূপ মিথ্যা সংবাদ ও জনরবে, সাধারণ লোকের মধ্যেও অনেকেই বিশেষরূপে উত্তেজিত হইয়া রহিয়াছে। একটা বিরাট্ বিদ্রোহের জন্য যাহা কিছু আবশ্যক, সে সকলই করা হইয়াছে।

কলিকাতার নিকটবর্ত্তী দমদমা নামক স্থানে একটী শস্ত্রাগার ছিল। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে এক দিন একজন লস্কর জনৈক হিন্দু সিপাহীকে বলিল "তোমার লোটাটা দাওনা ভাই, একটু জল খাইব।" হিন্দু সিপাহীর লোটায় মুসলমান লস্কর জল খাইবে! সিপাহী বলিল, "তোমার স্পর্শেও আমার লোটা অপবিত্র হইবে।" পূর্ব্ব শিক্ষা বশতঃই হউক কি সাময়িক ক্রোধ বশতঃই হউক, লস্করও বলিল, যে জাতের জন্য বড়াই করিতেছে,সে জাত আর কয়দিন থাকিবে! এইত সরকার বাহাদুর গরুর ও শূয়রের চর্ব্বি দিয়া টোটা তৈয়ারি করিতেছেন—দাঁতে কাটিয়া তবে বন্দুকে পরাইতে হইবে। তখন জাত থাকিবে কোথায়? সিপাহীদিগের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু ও ব্রাহ্মণ। গরুর কি শূয়রের চর্ব্বি উভয়ই তাহাদের পক্ষে অস্পৃশ্য! মুসলমানের পক্ষেও শূয়র হারাম। এ অবস্থায় এরূপ সংবাদ পাইয়া হিন্দুমুসলমান উভয় জাতীয় সিপাহীই একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিল। সরকার তাহাদের জাতিধর্ম্ম নাশ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে, পূর্ব্ব হইতেই তাহাদের মনে এরূপ একটা সন্দেহ স্থান পাইয়াছিল। এখন তাহাদের উত্তেজিত কল্পনা কোম্পানীকে তাহাদের জাতি, ধর্ম, সম্মান, সামাজিক প্রতিপত্তি যাহা লইয়া জীবনের সুখ, শান্তি, সার্থকতা, সে সকলই বিনষ্ট করিয়া তাহাদিগকে নিজের স্বার্থসাধনের সম্মুখে বলি দিতে উদ্যত বলিয়া স্থির করিয়া লইল। চর্ব্বিমিশ্রিত টোটা ব্যবহার করিতে হইবে, এই চিন্তাস্ফুলিঙ্গেই সিপাহীবিদ্রোহের ভীষণ আগুন জ্বলিয়া উঠিল। চর্ব্বিমিশ্রিত টোটার কথাটা কি সম্পূর্ণই মিথ্যা? না, লস্কর ঠিকই বলিয়াছিল, তখন কি তাহার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই চর্ব্বিমিশ্রিত টোটা প্রস্তুত হইতেছিল। কিন্তু দেশীয় সৈন্যদিগকে ইহা ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে না প্রথমতঃ এরূপই স্থিরীকৃত হইয়াছিল। কিন্তু শেষে যদিও ২।৩ বৎসর হইতে স্থানে স্থানে তাহারা ইহা ব্যবহার করিয়া আসিতেছিল, তথাপি জানিত না বলিয়া এতদিন কোন

উচ্চবাচ্য করে নাই। আজ গুজবের কথায় তাহাদের মাথা ঘুরিয়া গেল, তাহারা বিদ্রোহী হইল।

টোটার সংবাদ পাইয়াই জাতিধর্ম্মনাশভয়ে ভীত ব্রাহ্মণ দৌড়াইয়া যাইয়া সকলকে সেই বার্ত্তা জানাইল। দাবাগ্নির মত মুহূর্ত্তের মধ্যেই কথাটা চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। ইংরাজের শত্রুপক্ষীয়গণ আরও অতিরঞ্জিত করিয়া ইহা নানা স্থানে প্রেরণ করিতে লাগিল। বাঙ্গালার ব্রাহ্মণগণ উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও এই সংবাদ প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে উত্তেজিত ও উৎক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল। অযোধ্যার রাজ্যচ্যুত নবাবের কর্ম্মচারিগণও এই বিষয়ের অনুকূল ক্রিয়া করিতে ভুলিল না।

অচিরেই দাউ দাউ করিয়া বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতে লাগিল। ২৮এ জানুয়ারি ব্যারাকপুরে প্রথম বিদ্রোহের সূচনা হইল। দেশীয় সৈন্যগণ সরকারিগৃহে ও আপনাদিগের ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদিগের আবাসস্থানে রাত্রিযোগে অগ্নি প্রদান করিল। তাহাদের ইচ্ছা ছিল, শেষে কলিকাতায় যাইয়া দুর্গ ও কোষাগার অধিকার করিয়া বসিবে। কিন্তু তখনও বিদ্রোহাগ্নি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হয় নাই। যথাসময়ে যদি গবর্মেণ্ট চর্ব্বিমিশ্রিত টোটা সম্বন্ধীয় এই ভীষণ কুসংস্কার দূর করিবার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে ফল বোধ হয় এমন ভীষণ হইয়া দাঁড়াইত না।

বিদ্রোহ-বহ্নি যখন জ্বলিয়া উঠিল, গবর্মেণ্ট তখন কলুষিত দল-গুলিকে পরস্পরবিচ্ছিন্ন ও স্থানান্তরিত করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া ব্যারাকপুরের দল বহরমপুরে প্রেরণ করিলেন। এখানে ১৯ নম্বরের দেশীয় পদাতিকের দল তিন সপ্তাহ পূর্ব্বেই উত্তেজনার লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছিল; কিন্তু টোটা সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ যে কৈফিয়ৎ দিয়াছিলেন, তাহাতেই তাহারা কথঞ্চিৎ শান্ত ভাব অবলম্বন করিয়াছিল। ব্যারাকপুরের দল আসিলে, আবার তাহাদের জাতিনাশের আশঙ্কা নূতন ভাবে নূতন তেজে জাগিয়া উঠিল। বন্দুকে Percussion Cap ব্যবহার করিতে তাহারা একেবারে অস্বীকার করিয়া বসিল। তাহাদিগকে তখনই জবাব দেওয়া হইল; সতেজে, সদর্পে, সগর্জ্জনে তাহারা চুঁচুড়ার দিকে ধাবিত হইল। ইহার কিছু দিন পরে ব্যারাকপুর-স্থিত ৩৪ নং বাঙ্গালার দেশীয় সৈন্য দলের মধ্যে একটা ভীষণ উত্তেজনার স্রোত আসিয়া পড়িল। ২৯শে মার্চ্চ তারিখে মঙ্গল পাণ্ডে নামক জনৈক সিপাহী প্রকাশ্য বিদ্রোহে যোগদানার্থ তাহার সমব্যবসায়ীদিগকে উত্তেজিত ও উৎসাহিত করিতে লাগিল; বহু লোকের সমক্ষে দলের অধ্যক্ষকে বিনাশ করিল কিন্তু কেহই কোন উচ্চ বাচ্য করিল না। তখনও প্রকাশ্য ভাবে যোগদান না করিলেও বুঝিতে বাকী রহিল না যে, মনে মনে সকল দেশীয় সৈন্যই তাহার পক্ষাবলম্বন করিয়াছে। মঙ্গল সিংহের ফাঁসি হইল; কর্তৃপক্ষের সহায়তা করে নাই বলিয়া আরও কয়েক জনের শাস্তি হইল। কিন্তু বিদ্রোহের শিখা ক্রমেই লেলিহান হইয়া উঠিতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বেই উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের অপর প্রান্তে দেশীয় সেনাদলের মধ্যে জাতি ও ধর্ম্মনাশের আশঙ্কা ভীষণ ভাবে কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। প্রধান সেনাপতি যখন পরিদর্শন উপলক্ষে মার্চ্চ মাসে অম্বালায় উপস্থিত হন, তখন পরিষ্কাররূপে জানা গেল যে এদেশেও বিরক্তি ও অশান্তির বীজ আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। টোটা ব্যবহারে এখানকার সৈন্যগণও বিশেষ আপত্তি করিতে লাগিল। যখন তাহাদের আপত্তি, মিথ্যা ও কুসংস্কারমূলক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইল, তখন প্রকৃতই অগ্নিকাণ্ড আরম্ভ হইল, ১৭ই এপ্রিল তারিখে সরকারী গৃহসমূহ ও কতিপয় দিবস পরে আরও কয়েক-খানা দেশীয় সেনাবাস ভস্মীভূত হইল।

এইরূপে বিদ্রোহের আগুন ক্রমেই প্রবলতর বেগে জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার উপর আবার দুই কুচক্রী লোকেরা নানারূপ গুজব রটনা করিয়া সৈন্যদের মন আরও উৎক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। গুজব উঠিল যে হিন্দুর জাতিনাশ করিবার সংকল্প করিয়াই সরকার বাহাদুর ঐরূপ টোটা প্রয়োগ করিবার আয়োজন করিয়াছেন; তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহারা আবার গবাস্থিচূর্ণ আটা ও ময়দার সঙ্গে মিশাইবার ও ইঁদারার জলে ফেলিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন! জাতিধর্ম্ম আর রহিল না।

ব্যাপার ক্রমেই গুরুতর হইয়া দাঁড়াইতেছে। হতবুদ্ধি ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ অবস্থা বুঝিতেছেন কিন্তু কোন ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। ক্রমে তাঁহাদের সমস্যা আরও বাড়িয়া গেল। তাঁহারা দেখিলেন সমগ্র উত্তরপশ্চিম-প্রদেশের গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে চাপাটি বিতরিত হইতেছে; বুঝিলেন ইহার অর্থ—সরকার ধর্ম্মনাশের চেষ্টা করিতেছেন, এইরূপ আশঙ্কা উদ্রিক্ত করিয়া আপামরসর্ব্বসাধারণকে গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে প্রণোদিত করা। কিন্তু প্রতীকারের তাঁহারা কোনই উপায় নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেন না।

ইতিমধ্যে উত্তেজনার স্রোত যাইয়া দিল্লীর জনসম্প্রদায়কেও নূতন আশার হিল্লোলে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে। মোগল-গৌরবের ধ্বংসাবশেষ গায় মাখিয়া তখনও বৃদ্ধ বাহাদুরশাহ ইংরাজের অনুগ্রহে দিল্লীর মসনদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সমগ্র দেশব্যাপী একটা বিপুল বিদ্রোহ শীঘ্রই জ্বলিয়া উঠিবে, আবার হয়ত দিল্লীর নষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধার করা যাইবে, এই আশায় বাহাদুর শাহের আত্মজ ও পার্শ্বচরগণ উৎফুল্ল

হইয়া উঠিলেন। রুষিয়া সম্রাট্ ইংরাজগণকে বিতাড়িত করিবার জন্য সদলবলে শীঘ্রই ভারতবর্ষের দিকে ধাবিত হইবেন, এই আশার বাণীও চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র করিয়া দেওয়া হইল। দিল্লীতে গুলি-বারুদ, অস্ত্রশস্ত্রের প্রায় অফুরন্ত একটা ভাণ্ডার ছিল। এই অস্ত্রাগার রাজপ্রাসাদেরই এক প্রকার অন্তর্ভুক্ত, অথচ যাহাতে ইহা শত্রুহস্তে পতিত না হয় তজ্জন্য গবর্মেণ্ট কোনই বন্দোবস্ত করেন নাই। এখন দিল্লীর সংবাদ পাইয়া তাঁহারা বড়ই বিচলিত হইয়া উঠিলেন।

এদিকে তাঁহাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরও পাকিয়া উঠিতে লাগিল। অনেক দিন হইতেই নানাসাহেব গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে ভীষণ প্রতিহিংসা পোষণ করিয়া আসিতেছিল। এখন এই সুযোগ দেখিয়া তিনি বীঠুর, কাল্পি, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া দেশীয় রাজন্যবর্গকে গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন।

ব্যাপার বুঝিয়া অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা হেন্‌রি লরেন্স অযোধ্যাবাসীদিগকে শান্ত ও আশ্বস্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কর্ম্মচ্যুত দেশীয় সৈন্যদিগকে আবার কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া, নবাব ও তাঁহার অধীনস্থদিগের পেন্সন দানের সুব্যবস্থা করিয়া, ও হৃতসম্পত্তি ভূস্বামীদিগের সম্পত্তি ফিরাইয়া দিবার আশা ও আশ্বাস দান করিয়া, তিনি অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইলেন।

কিন্তু গবর্মেণ্ট একটা গুরুতর ভুল করিয়া বসিলেন। প্রধান সেনাপতি, গবর্ণর জেনারেল প্রভৃতি কেহই বুঝিতে পারেন নাই যে তলে তলে ব্যাপার এমন গুরুতর হইয়া দাঁড়াইতেছে। যে সকল সৈন্যদলের মধ্যে বিদ্রোহের লক্ষণ দেখা গিয়াছিল, এতদিন পর্য্যন্ত ইঁহারা তাহাদিগকে কোনই শাস্তি দেন নাই। যখন শাস্তি প্রদান করিতে অগ্রসর হইলেন, তখনও কোন কঠিন ব্যবস্থা করিলেন না—শুধু বিদ্রোহীদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন। তাহারা, যেন স্বাধীন হইয়াছে, এইরূপ ভাবে সগৌরবে সদর্পে চলিয়া গেল। যে সকল দেশীয় সৈন্য তখনও প্রকাশ্যরূপে বিদ্রোহী হয় নাই, তাহারা যখন দেখিল যে অপরাধীদের, ফাঁসী নহে, শুধু কর্ম্মচ্যুতিরূপ শাস্তি ঘটিয়াছে, তখন তাহারা মনে করিল, সরকার বাহাদুর ভয় পাইয়াছেন। সরকারের শাস্তির উপর আর তাহাদের বিশেষ কোন শ্রদ্ধা ভয় রহিল না।

ক্রমেই বিদ্রোহীদিগের সাহস বাড়িতে লাগিল। গুপ্ত ভাব পরিত্যাগ করিয়া তাহারা প্রকাশ্যে শত্রুতা করিতে আরম্ভ করিল। লক্ষ্ণৌয়ের ৪৮নং দেশীয় পদাতিক সৈন্যদলের মধ্যে প্রথমেই বিদ্রোহের সূচনা হইল। ডাক্তারখানায় যাইয়া ডাক্তার ওয়েল্‌স্ ঔষধের একটা বোতল তুলিয়া লইয়া মুখে ঔষধ ঢালিলেন। হিন্দু রোগীরা শিহরিয়া উঠিল, তাহাদিগকে এইভাবে উচ্ছিষ্ট খাওয়ান হয়! চক্ষুর নিমিষে কথাটা সিপাহীদিগের কাণে গেল, আর জাতিনাশ হইতেছে বলিয়া একটা ভীষণ কোলাহল পড়িয়া গেল। তখনই আসিয়া কর্ণেল সাহেব তাহাদের সম্মুখে ঔষধের বোতলটা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, ডাক্তার ওয়েল্‌স্‌কে ভর্ৎসনা করিলেন, কিন্তু অশান্তির বিশেষ কোন নিবৃত্তি ঘটিল না। কতিপয় দিবস পরেই ওয়েল্‌সের বাংলা অগ্নিতে ভস্মীভূত হইল। তখন আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে সৈন্যদল অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তখনও প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহ-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল না। মে মাস আসিল; নবসংগৃহীত সৈন্যদিগকে টোটা ব্যবহার করিবার আদেশ দান করা হইল। তাহারা অস্বীকার করিল। পরবর্ত্তী দিবস শুধু তাহারা নহে, সমগ্র হিন্দুর দলই টোটা ব্যবহারে ভীষণ প্রতিবাদ করিতে লাগিল। লরেন্স প্রথমবার মিষ্ট কথায় তাহাদের আপত্তি খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না। ৩রা মে, রবিবার দিবস, দেশীয় সৈন্যগণ যেন প্রকাশ্যভাবেই বিদ্রোহিতা করিবে বলিয়া বোধ হইল। লরেন্স শুনিলেন, তাহারা কর্মচারীদিগকে হত্যা করিবে বলিয়া শাসাইয়াছে। কালবিলম্ব না করিয়া তিনি, যে কয়েকজন সৈন্য তখনও তাঁহার দিকে ছিল, তাহাদিগকে লইয়া বিদ্রোহীদিগের দিকে ধাবমান হইলেন। যখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে, তখন উভয় পক্ষের সাক্ষাৎ হইল। অন্ধকারে শত্রুসংখ্যা ঠিক করিতে না পারিয়া বিদ্রোহীদল ভীতচকিত হইয়া চতুর্দ্দিকে সরিয়া পড়িতে লাগিল। যাহারা পলাইতে পারিল না, তাহারা আত্মসমর্পণ করিল। এই ঘটনার অব্যবহিত পরে, ১০ই মে তারিখে, মিরাটে প্রকাণ্ড বিদ্রোহের অভিনয় সংঘটিত হইল।

বিদ্রোহিগণ জেল ভাঙ্গিয়া কয়েদী খালাস করিল, ছাউনীর মধ্য দিয়া প্রচণ্ড বেগে অগ্রসর হইতে লাগিল, যেখানে য়ুরোপীয়দের পাইল, সেখানেই তাহাদিগকে কাটিয়া রক্তনদী প্রবাহিত করিতে লাগিল। শেষে বিদ্রোহিত দেশীয় সৈন্যবৃন্দকে উত্তেজিত ও উৎক্ষিপ্ত করিবার জন্য দিল্লীর দিকে ধাবমান হইল। অপ্রস্তুত অবস্থায় আক্রান্ত হইয়া ইংরাজকর্তৃপক্ষগণ দিল্লীরক্ষার কোনই বন্দোবস্ত করিতে পারিলেন না। অনেকেই, স্ত্রীলোক, বালকবালিকা পর্য্যন্ত বিদ্রোহীদের হাতে প্রাণ হারাইল। শেষে, আত্মরক্ষা ও দুর্গরক্ষা উভয়ই অসম্ভব দেখিয়া তাঁহারা শস্ত্রাগার কামানে দাগিয়া উড়াইয়া দিয়া যথাসম্ভব সংগোপনে দিল্লীত্যাগ করিলেন। ক্রমে উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের সকলগুলি ছাউনীই বিদ্রোহীদিগের সঙ্গে প্রকাশ্যভাবে যোগদান

করিল, ইংরাজগণ মাসাধিকাল অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া আবালবৃদ্ধবনিতা শত্রুর হাতে প্রাণ হারাইল। নানা স্থানেই বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, কিন্তু দিল্লীই তাহাদের প্রধান কেন্দ্রস্থান হইয়া দাঁড়াইল। পঞ্জাবে দেশীয় সৈন্যদিগকে নিরস্ত্র করিয়া, সার জন্ লরেন্স তাহাদিগকে অনেকটা শাসনে আনিতে সমর্থ হইলেন। এদিকে শিখ এবং আফগানসৈন্যগণও বিদ্রোহীদিগের সঙ্গে যোগদান করিল না।

অযোধ্যা এবং রোহিলখণ্ডের আপামরসর্বসাধারণই যেন উন্মত্তভাবে বিদ্রোহের স্রোতে ঝম্প প্রদান করিল; বেরিলির নবাব এবং অযোধ্যার বেগমও বিদ্রোহীদিগের সঙ্গে প্রকাশ্যভাবে যোগদান করিলেন। সার কলিন ক্যাম্পবেলকে তাহারা দুই দুই বার বিশেষরূপে ব্যস্ত করিয়া তুলিল। কিন্তু দিল্লী, কাণপুর এবং লক্ষ্ণৌতেই বিদ্রোহের তুমুল কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল। ৬ই জুন তারিখে কাণপুরের সৈন্যগণ বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করে। তাহারা পেশবা বাজীরাওয়ের দত্তকপুত্র ধন্দুপন্থ ডাকনাম নানা সাহেবকে মহারাষ্ট্রদিগের পেশবা বলিয়া ঘোষণা করিল। বিদ্রোহীদিগের হস্তে নিষ্কৃতি পাইবার কোনই সম্ভাবনা নাই দেখিয়া কাণপুরের য়ুরোপীয়গণ নানাসাহেবের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। কথা থাকে, তাহাদিগকে তিনি জলপথে নিরাপদে আলাহাবাদ পর্য্যন্ত পাঠাইয়া দিবেন। তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া ইংরাজগণ স্ত্রীপুত্র-সমভিব্যাহারে নৌকায় যাইয়া আরোহণ করিলেন, আর অমনি তীর হইতে বন্দুকের খেলা চলিতে লাগিল। নিরপরাধ হতভাগ্যদের রক্তে নদীর জল লাল হইয়া উঠিল—একটিমাত্র নৌকার কয়েকজন মাঝি ব্যতীত এই ভীষণ কাপুরুষোচিত আক্রমণ হইতে কেহই রক্ষা পাইল না। এই ভীষণ বার্ত্তা পাইয়া, এখনও যাহারা কাণপুরে নানা সাহেবের হস্তে বন্দী রহিয়াছে, তাহাদিগের লোমহর্ষণ পরিণাম চিন্তা করিয়া সমগ্র ইংরাজসমাজ ভয়ানক বিচলিত হইয়া উঠিলেন। ১৫ই জুলাই তারিখে জেনারেল হ্যাভলক আসিয়া কাণপুরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তখন নিরুপায় দেখিয়া, নিষ্ঠুর মনুষ্যত্বহীন নানা সাহেব ১২৫ জন স্ত্রীলোক ও বালকবালিকাকে পশুর মত হত্যা করিলেন।

দিল্লীই বিদ্রোহিগণের প্রধান আড্ডা। দিল্লী হস্তগত করিতে না পারিলে শীঘ্র বিদ্রোহদমনের সম্ভাবনা নাই। ৩১শে মে তারিখে জেনারেল বার্ণার্ড দিল্লী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ব্রিগেডিয়ার উইল্‌সনের অধীনেও মিরাট্ হইতে একদল ইংরাজসৈন্য প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হইয়া দিল্লী অভিমুখে ধাবমান হইল। গাজিউদ্দিন নগর হইতে মাইলখানেক দূরে হিণ্ডান্ নদী প্রবাহিত। বিদ্রোহীরা আসিয়া এই নদীর অপর পারে আক্রমণকারিগণকে প্রতিহত করিবার জন্য ঠিক হইয়া বসিয়া রহিয়াছে। ইংরাজদিগকে দেখিয়াই তাহারা কামানে অগ্নিসংযোগ করিল। ইংরাজসৈন্যগণও অবিলম্বেই প্রত্যাহ্বান করিল। ইতিমধ্যে কর্ণেল ম্যাকেঞ্জি এবং মেজর টুম্বও আসিয়া বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণ করিলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও যখন বিদ্রোহীরা দেখিল যে আর জয়লাভের সম্ভাবনা নাই, তখন তাহারা হটিতে লাগিল, কিন্তু ইংরাজসৈন্যের বিপুল বিক্রমে শীঘ্রই তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল।

শ্রান্তক্লান্ত ও আহত ইংরাজসৈন্যগণ বিজয়লব্ধ ভূমিতে শিবির স্থাপন করিলেন। এদিকে পলায়িত বিদ্রোহিগণ দিল্লীতে পৌঁছিলে, পরাজয়ের জন্য ধিক্কার দিয়া, দলবৃদ্ধি করিয়া তাহাদিগকে আবার অদৃষ্ট পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করা হইল। আবার আসিয়া নদীর অপর পার হইতে তাহারা ইংরাজসৈন্যের প্রতি গুলিগোলা বর্ষণ করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া যুদ্ধ চলিল। এবারও ভাগ্যলক্ষ্মী ইংরাজদের উপর তেমনই প্রসন্ন রহিলেন। অনেক হতাহত ফেলিয়া বিদ্রোহিগণ রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। ৭ই জুন তারিখে বার্ণার্ড আসিয়া উইল্‌সনের বিজয়ী সৈন্যের সঙ্গে যোগদান করিলেন। শেষে সকলে মিলিয়া দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বিদ্রোহীদল দিল্লীর উত্তরপশ্চিম কোণে পাঁচ মাইল দূরবর্তী বাদলীকা সরাই নামক স্থানে সুরক্ষিত হইয়া অবস্থান করিতেছিল। ৮ই জুন তারিখে ইংরাজসৈন্য আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। অনেক রক্তপাত করিয়া, অনেক জীবন বিনষ্ট করিয়া বিদ্রোহীরা আক্রমণকারীদিগের শক্তি পরীক্ষা করিল—কিন্তু শেষে আর তাহারা শত্রুর গোলাগুলির সম্মুখে মুহূর্ত্তও তিষ্ঠিতে পারিল না। যে যে পথ পাইল, সে সেই পথ দিয়াই দিল্লী অভিমুখে ধাবমান হইল।

অতিমাত্র শ্রান্তক্লান্ত হইয়া পড়িলেও, শত্রুকে নষ্টশক্তি পুনরুদ্ধার করিবার মত সময় ও সুযোগ দান করিতে অনিচ্ছুক হইয়া বার্ণার্ড তখনই দুই পথে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অবিলম্বে দুই পক্ষে তীব্র অগ্নির খেলা চলিতে লাগিল। অবিশ্রান্ত ষোল ঘণ্টা হাঁটিয়া ও যুদ্ধ করিয়া বেলা পাঁচটার সময় ইংরাজসৈন্য অমিতবল শত্রুকে পরাস্ত করিয়া বিজয়োল্লাস করিয়া উঠিলেন। সংখ্যায় অগণিত হইলেও বিদ্রোহীরা আপনার স্থান রক্ষা করিতে পারিল না—পলাইয়া যাইয়া দুর্গাভ্যন্তরে আশ্রয় লইল।

তখনও সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসে নাই। সমস্ত

দিনের অমানুষিক পরিশ্রম, অনাহার ও অবিশ্রামের পরে ইংরাজসৈন্য দ্বিতীয় তোরণসম্মুখে শিবির স্থাপন করিয়া এক রাত্রির মত বিশ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদের মন আজ অনেক পরিমাণে শান্ত ও আশ্বস্ত—বিশ্বাস আছে, অচিরেই তাহারা প্রাচীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিবে।

এদিকে, মিরাটে বিদ্রোহের সংবাদ পাইয়াই উত্তরপশ্চিম-প্রদেশের শাসনকর্তা মিঃ কলভিন্ আগ্রাবাসী ইংরাজদিগকে লইয়া কর্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য এক সভা আহ্বান করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, সকলে যাইয়া দুর্গে আশ্রয় লইবেন, কিন্তু ইহাতে বিদ্রোহীদিগের সাহস আরও বাড়িয়া যাইবে মনে করিয়া অনেকেই এ প্রস্তাবে আপত্তি করিলেন। লেফটেনান্ট গবর্ণর অনেক মিষ্ট কথায় দেশীয় সৈন্যগণকে প্রবুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তিনি বুঝিলেন, শুধু যে কয়েকজন ইংরাজ আছেন, তাঁহাদের শক্তির উপর নির্ভর না করিয়া সিন্ধিয়া, হোল্কার এবং ভরতপুরের রাজার নিকটও সাহায্য প্রার্থনা করা আবশ্যক। সাহায্য প্রার্থনা করা হইল—তাঁহারাও আনন্দচিত্তে সহায় হইলেন। আগ্রার সম্বন্ধে কলভিন্ অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন।

কিন্তু শীঘ্রই আলিগড়ের বিদ্রোহসংবাদ আসিয়া তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিল। এখানকার দেশীয় সৈন্যগণ অনেকদিন পর্য্যন্ত প্রভুভক্তি ও বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিয়া আসিতেছিল, এমন কি জনৈক ব্রাহ্মণ তাহাদিগকে বিদ্রোহে লিপ্ত হইবার জন্য উত্তেজিত করিতেছিল বলিয়া তাহারা তাহাকে ধরাইয়াও দিল। কিন্তু বিচারান্তে যখন ব্রাহ্মণের ফাঁসি হইল, তখন তাঁহার কম্পিতদেহের দিকে অঙ্গুলিসঙ্কেত করিয়া জনৈক সিপাহী চীৎকার করিয়া উঠিল "ঐ দেখ, আমাদের ধর্ম্মরক্ষার জন্যই আজ ব্রাহ্মণের প্রাণ গেল!" অমনি তাহাদের মধ্য রোষ ও ঘৃণা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল; কর্তৃপক্ষদিগকে তাহারা প্রাণে মারিল না সত্য, কিন্তু তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া, আপনারা বিদ্রোহীদিগের সঙ্গে যোগদান করিবার জন্য সদর্পে দিল্লীর অভিমুখে রওনা হইল। এইভাবে শুধু যে আলিগড়ই কর্তৃপক্ষের হস্তচ্যুত হইল, তাহা নহে; মিরাট্ ও আগ্রার মধ্যে সংবাদ আদানপ্রদানের পথও বন্ধ হইল এবং ইহাদের দৃষ্টান্তে উত্তেজিত হইয়া ক্রমে এতাবা, বুলন্দসহর এবং মৈনপুরীও বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। আগ্রায় একটা ভীষণ আতঙ্কের প্রবাহ বহিল—গাড়ী-গাড়ী স্ত্রীলোক, বালকবালিকা আস্বাব-পত্র আসিয়া দুর্গাভ্যন্তরে আশ্রয় লইতে লাগিল; নিরস্ত্র ভীত দেশীয় অধিবাসিবৃন্দ যাইয়া যেখানে পারিল, আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিল। প্রত্যেক ইংরাজ রিভল্বার ও তলোয়ার হস্তে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

৩০শে মে তারিখে মথুরায় দুর্গরক্ষায় নিযুক্ত সৈন্যদল বিদ্রোহী হইয়া উঠিল; তাহাদের দৃষ্টান্তে উত্তেজিত হইয়া ভরতপুরের রাজা যে দল পাঠাইয়াছিলেন এবং যাহাদের উপর একটা আস্থা স্থাপন করা হইয়াছিল, তাহারাও ক্ষেপিয়া উঠিয়া কর্মচারি-দিগকে তাড়াইয়া দিল। চতুর্দ্দিকের অবস্থা দেখিয়া আগ্রায় দেশীয় সৈন্যদিগকে নিরস্ত্র করা হইল—আবার আগ্রাবাসীরা হাঁফ্ ছাড়িলেন।—কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য। অচিরেই রোহিলখণ্ড হইতে ভীষণ সংবাদ আসিল, মথুরায় বিদ্রোহের সংবাদ পাইয়াও শাজাহানপুরের সিপাহীগণ কয়েকদিন পর্য্যন্ত বেশ শান্তশিষ্টই ছিল; কিন্তু শেষে যেন আর তাহাদের সহ্য হইল না; ৩১শে তারিখে তাহারাও ক্ষেপিয়া উঠিল। কয়েকজন ইংরাজ বিদ্রোহীদিগের হাতে প্রাণ হারাইল—আর কয়েকজন কোন প্রকারে পলাইয়া যাইয়া অযোধ্যাপ্রদেশের গোয়াইন্ রাজার নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিল। রাজা সে আশ্রয় দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করিলেন। তখন আবার বুক বাঁধিয়া, পূর্ণ একটি দিন ও একটি রাত্রি নানা দুঃখকষ্ট সহিয়া, তাহারা অযোধ্যার মোহাম্দি নামক স্থানে আসিয়া পৌঁছিল। এখানে দ্বিতীয় একদল ইংরাজের সঙ্গে তাহাদের সাক্ষাৎ হইল, তখন উভয় দল একত্র হইয়া আরঙ্গাবাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ৪ঠা জুন তারিখে, যখন তাহারা আরঙ্গাবাদ হইতে মাত্র অর্দ্ধ মাইল দূরে, তখন পশ্চাদ্ধাবনকারী সিপাহীরা আসিয়া তাহাদের উপর অগ্নিবৃষ্টি আরম্ভ করিল। উপায় নাই দেখিয়া সকলে (ইহাদের মধ্যে স্ত্রীলোক ও বালকের সংখ্যাই অনেক ছিল) মিলিয়া এক বৃক্ষতলে বসিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এমন সময় আততায়ীরা আসিয়া তাহাদের রক্তে পৃথিবী রঞ্জিত করিল।

এদিকে রোহিলখণ্ডের রাজধানী বেরিলি লইয়া সরকার বড় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। এখানে কমিশনারের বাস-স্থান এবং তিন দল দেশীয় সৈন্যও বাস করিয়া থাকে। দলদলের সেই গদরের কথা শুনিয়া প্রথমতঃ এখানেও বেশ একটু উত্তেজনার লক্ষণ দেখা গিয়াছিল, কিন্তু শেষে যেন সে ভাবটা অনেক পরিমাণে প্রশমিত হইয়া আসিল। ২৯শে মে পর্য্যন্ত বেশ কাটিল। কিন্তু সেই দিন শুনা গেল, যে সেই দিনই দেশীয় পদাতিকের দুইটি দলই অস্ত্রধারণ করিবে। বাকী দলটি অশ্বারোহী। কিন্তু সে দিন কিছুই হইল না। ৩১শে মে তারিখে সংবাদ পাওয়া গেল যে অচিরেই পদাতিকের দল বিদ্রোহী হইবে। অশ্বারোহীদলের নেতা, কাপ্তেন ম্যাকেঞ্জি প্রস্তুত হইবার জন্য উঠিলেন, অমনি সংবাদ আসিল, বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহার অশ্বারোহীদের উপর তাঁহার বড়

ভরসা ছিল, কিন্তু যাইয়া দেখিলেন, তাহারাও বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগদান করিয়াছে। অনেক বুঝাইলেন, প্রথমতঃ তাহারা ইতস্ততঃ করিল, শেষে ফিরিয়া দাঁড়াইল। তখন নিরুপায় দেখেন যে ২৩জন সিপাহী এখনও বিশ্বাস রক্ষা করিতেছিল, তাহাদিগকে লইয়া নৈনিতালের দিকে প্রস্থান করিলেন। হতাবশিষ্ট য়ুরোপীয়েরা ইতিপূর্ব্বেই সেইদিকে ছুটিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে বেরিলিতে খান্ বাহাদুর খান্ নামক জনৈক গবর্মেন্টের পেন্সনভোগী মুসলমান আপনাকে রাজপ্রতিনিধি বলিয়া ঘোষণা করেন এবং যে সকল য়ুরোপীয়দিগকে হাতে পায়, তাহাদিগকে পশুর মত হত্যা করেন।

পরবর্ত্তী দিবস, ১লা জুন তারিখে, বুদাওনের সিপাহীগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে। ম্যাজিষ্ট্রেট্ উইলিয়াম্ এড্‌ওয়ার্ড্‌স্ সেখানে সম্পূর্ণ একাকী ছিলেন, অন্য কোন য়ুরোপীয়ই সেখানে ছিল না। এতদিন পর্য্যন্ত তিনি অকুতোভয়ে শান্তিরক্ষার চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন, এখন চতুর্দ্দিক্ হইতে বেষ্টিত হইয়া তিনি আর তিষ্ঠিতে পারিলেন না।

এতদিন পর্য্যন্ত মুরাদাবাদে অনেক শান্তি ও শৃঙ্খলা ছিল। জজ্ উইল্‌সনের চরিত্রের মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইয়া দেশীয় সৈন্যগণ শুধু যে নীরবে বসিয়াছিল তাহা নহে, তিন তিন বার তাহারা বহির্বিদ্রোহীদের আক্রমণ হইতে মুরাদাবাদ রক্ষাও করিয়াছে। কিন্তু শেষে আর সংক্রামক ব্যাধি হইতে তাহারাও নিষ্কৃতি পাইলনা। বেরিলির সংবাদ পাইয়া তাহারা বিশেষ রূপেই বিচলিত হইয়া উঠিল, এবং ৩রা জুন তারিখে বিদ্রোহের পতাকা তুলিয়া দাঁড়াইল। সহরময় লুটতরাজ পড়িয়া গেল, ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ প্রাণ লইয়া পলাইলেন।

মুরাদাবাদের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই রোহিলখণ্ডের ইংরাজশাসন বিলুপ্ত হইল। খান্ বাহাদুর আপনাকে রাজপ্রতিনিধি বলিয়া ঘোষিত করিলেও, সকলে তাহার শাসন মানিল না। চতুর্দ্দিকে ভীষণ অরাজকতার মহামারী চলিতে লাগিল। মুসলমানদিগের হস্তে হিন্দুদিগের লাঞ্ছনা ও দুর্গতির সীমা রহিল না। চতুর্দ্দিকে একটা ভীষণ হাহাকার পড়িয়া গেল।

ফরক্কাবাদে ১০ নং দেশীয় পদাতিকের দল প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিশেষ রাজভক্ত না হইলেও তাহারা অনেক দিন পর্য্যন্ত বাধ্য ও বশীভূত রহিল। ১৭ই জুন তারিখে তাহারা অধিনায়ককে জানাইল যে সীতাপুরের বিদ্রোহীদল তাহাদিগকে আপনাদের ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদিগকে হত্যা করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছে—কিন্তু তাহারা বিদ্রোহীদিগের সঙ্গে যোগদান না করিয়া কোম্পানীর জন্যই লড়াই করিবে। কিন্তু দুই দিন যাইতে না যাইতেই তাহারা অধ্যক্ষকে জানাইল যে আর তাহারা তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে পারিবে না, এবং তাঁহাকে যাইয়া দুর্গাভ্যন্তরে আশ্রয় লইতে পরামর্শ দিল। কর্ণেল স্মিথ তাহাদের পরামর্শানুযায়ী কার্য্য করিতে মুহূর্ত্তমাত্রও বিলম্ব করিলেন না। তাঁহার সঙ্গে প্রায় সত্তর জন যুদ্ধক্ষম ইংরাজ ছিলেন; ইহার উপর আবার অস্ত্রশস্ত্রেরও শোচনীয় রূপে অভাব ছিল। তথাপি তাঁহারা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। লুণ্ঠিত দ্রব্যের বিভাগ লইয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত আপনাদিগের মধ্যে মারামারি কাটা কাটি করিয়া, অবশেষে ২৭এ জুন তারিখে বিদ্রোহিগণ দুর্গ আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। চারি দিন পর্য্যন্ত তাহাদের গুলিগোলাবর্ষণে দুর্গবাসীদিগের বিশেষ কোনই অনিষ্ট হইল না। পঞ্চম দিবসে তাহারা নূতন প্রণালীতে যুদ্ধ আরম্ভ করিল। এবার দুর্গবাসীদিগের অনেকেই হতাহত হইতে লাগিল। এই ভাবে আরও কয়েক দিন যুদ্ধ চলিল। অবশেষে যখন কর্ণেল স্মিথ্ বুঝিলেন যে তাঁহার জনবল অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে, রসদাদিরও অপ্রতুলতা ঘটিয়াছে, তখন তিনি দুর্গ হইতে পলায়নের পথ খুঁজিতে লাগিলেন।

দুর্গপ্রাকারের নিম্ন দেশে তিন খানা নৌকা বাঁধা ছিল। ৩রা জুলাই রাত্রিযোগে দুর্গবাসিগণ যাইয়া ধীরে ধীরে নিঃশব্দে নৌকায় অবতরণ করিলেন। তখন রাত্রি প্রায় প্রভাত হইয়া আসিয়াছে, উষার মলিন আলোকে ইংরাজশোণিতলোলুপ সিপাহীরা দেখিতে পাইল, তাহাদের শিকার পলাইয়া যাইতেছে। 'মার্ মার্' রবে তাহারা পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিল। হঠাৎ একটা নৌকা চড়ায় লাগিয়া গেল। ইহার লোকদিগকে অন্য নৌকায় স্থানান্তরিত করিতে যে সময় লাগিল, তাহাতে সিপাহিগণ আসিয়া পড়িয়া অগ্নিবৃষ্টি আরম্ভ করিয়া দিল। তাড়াতাড়ি অন্য দুই খানা নৌকা ছুটিয়া চলিয়া সংগ্রামপুর পর্য্যন্ত যাইয়া পৌঁছিল।

এখানেও আবার অন্য এক খানা নৌকা চড়ায় লাগিয়া গেল। চতুষ্পার্শ্বের অধিবাসিবৃন্দ আসিয়া তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল। নৌকায় কয়েকজন সাহসী ইংরাজপুরুষ ছিলেন; তীরে লাফাইয়া পড়িয়া তাঁহারা আক্রমণকারীদিগকে অনেক দূর পর্য্যন্ত তাড়াইয়া লইয়া গেলেন, কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, নৌকা খানা অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে। তাঁহারা হতাশ হইয়া কি করিবেন ভাবিতে লাগিলেন, এমন সময়ে দুই নৌকা বোঝাই সিপাহীর দল আসিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। আর উপায় নাই দেখিয়া দলপতি রবার্টসন্ স্ত্রীলোকদিগকে ছেলেপুলে লইয়া নদীতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে পরামর্শ দিলেন। অনেকেই তাহা করিলেন, অবশিষ্টগণ কেহ বা সেখানেই হতাহত হইয়া পড়িয়া রহিলেন, কেহ বা বন্দী হইয়া ফরক্কাবাদের নবাবের সমীপে উপনীত হইলেন, সেখানে নানা লাঞ্ছনা ভুগিয়া

তাহারা প্রাণ হারাইলেন। আর বাকী যাহারা, তাহারা স্রোত-স্বতীর খরস্রোতে ভাসিয়া অতল জলে ডুবিয়া গেলেন।

ফররুকাবাদের নবাব দেশীয় কর্মচারীদিগকে আপনার অধীনে চাকুরী গ্রহণ করিতে প্ররোচিত করিলেন ও যেখানে খৃষ্টান লোক পাইলেন, সেখানেই তাহাদিগকে হত্যা করিয়া আপনার প্রাণ-বিধ-প্রবৃত্তির পরিচয় দিতে লাগিলেন।

ফতেগড়ের বিদ্রোহের ফলে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী দোয়াব্-প্রদেশ হইতে ইংরাজের শাসন একেবারে অন্তর্হিত হইল।

বিদ্রোহের বন্যা ক্রমেই সমগ্র দেশ ছাইয়া ফেলিতে লাগিল। গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া এবং তাঁহার প্রধান মন্ত্রী দিনকর রাও, বরাবরই ইংরাজশাসনের পক্ষপাতী ও বিদ্রোহীদিগের বিপক্ষ ছিলেন। ইংরাজ স্ত্রীলোক ও বালকবালিকাগণকে তাঁহারা রাজ-প্রাসাদে লইয়া গেলেন। ইহারা আগ্রায় যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু লেফ্‌টেনান্ট গবর্ণর বলিয়া পাঠাইলেন গোয়ালিয়রে বিদ্রোহ না ঘটা পর্য্যন্ত তাহাদিগকে সেখানেই অপেক্ষা করিতে হইবে। ১৪ই জুন তারিখে সংবাদ আসিল যে ঝান্সীতে বিদ্রোহীরা লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডের অভিনয় করিয়াছে। সেই রাত্রি অতিবাহিত হইতে না হইতেই গোয়ালিয়র-বাসী ইংরাজদিগেরও অদৃষ্ট আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। রাত্রি নয়টার তোপ পড়িতে না পড়িতেই বংশীধ্বনি হইল ও বন্দুক হস্তে সিপাহীগণ যে যাহার ঘর ছাড়িয়া মহা কোলাহলে বাহির হইয়া পড়িল। অধ্যক্ষগণ অশ্বপৃষ্ঠে সৈন্যশ্রেণীর দিকে ধাবমান হইলেন, কিন্তু আর শান্তি স্থাপন করিতে পারিলেন না। সেখানেই তাহাদের চারিজন নিহত হইলেন। বন্দুকের আওয়াজ, আগুনের হূহূ শব্দ, উন্মত্ত বিদ্রোহীদের তাণ্ডব চিৎকার শুনিয়াই ইংরাজপুরুষগণ যে যাহার বাড়ী ঘর ছাড়িয়া পলাইতে লাগিলেন। কিন্তু পলাইয়া যাইবেন কোথায়? চতুর্দ্দিক্ হইতে রক্তলোলুপ সিপাহীগণ আসিয়া তাহাদের উপর পড়িতে লাগিল; কলকল রবে রক্ত নদী প্রবাহিত হইল। মাত্র কয়েকজন ইংরাজ দুঃসহ দুঃখ কষ্ট লাঞ্ছনা ও তাড়না সহিয়া অবশেষে আগ্রায় যাইয়া প্রাণ রক্ষা করেন। পলিটিক্যাল এজেণ্ট ম্যাক্‌ফারসন্ সাহেবও এই রূপেই রক্ষা পাইয়াছিলেন। কিন্তু পলায়নের আগে, নিজের প্রাণ উপেক্ষা করিয়াও তিনি যাইয়া সিন্ধিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং যাহাতে বিদ্রোহিদল ও তাঁহার নিজের সৈন্য গোয়ালিয়রের সীমা অতিক্রম করিতে না পারে সে জন্য তাঁহার ক্ষমতাপ্রয়োগ করিবার অনুরোধ করিলেন। ইহা না হইলে ভারতবর্ষ রক্ষা করা দুষ্কর হইয়া পড়িত। ম্যাক্‌ফারসনের চরিত্রগুণে সিন্ধিয়া মুগ্ধ ছিলেন, সর্ব্বপ্রযত্নে তিনি তাঁহার এই অনুরোধ রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার নিজের সমূহ বিপদের আশঙ্কা ছিল, কিন্তু তিনি ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। গোয়ালিয়রের বিদ্রোহিদল ও সৈন্য সামন্ত যাইয়া যদি ইংরাজরাজের শত্রুগণের সঙ্গে মিলিত হইত, তবে তাহাতে ইংরাজরাজত্ব রক্ষা করা সুকঠিন হইয়া পড়িত।

রাজপুতনার অবস্থা অনেকটা আশাপ্রদ। এখানকার রাজন্য-বর্গ ইংরাজশাসনের দিকে অনেক পরিমাণে আকৃষ্ট ছিলেন। বড়লাট গবর্ণর জেনারেলের প্রতিনিধি লরেন্স সাহেবের সৌজন্য ও পরিণামদর্শিতার ফলে যে কেহ বিদ্রোহাচরণ করিবে, এমত সম্ভাবনাও বড় বেশি ছিল না। রাজপুতনায় কেন্দ্রস্বরূপ আজমীরে অর্থপূর্ণ কোষাগার ও অস্ত্রপূর্ণ অস্ত্রাগার ছিল। দেশের বড় ধনী মহাজনেরাও এই স্থানেই বসবাস করিতেন। লরেন্স দেখিলেন এরূপ স্থান যদি একবার বিপক্ষগণ দখল করিয়া বসিতে পারে, তবে তাহাদের সঙ্গে সহজে আঁটিয়া উঠা যাইবেনা। তাই তিনি ইহার রক্ষার জন্য কৌশল অবলম্বন করিলেন। এখানে এক দল সিপাহী ও একদল মের সৈন্য ছিল। সিপাহীগণ ঘৃণার চক্ষুতে দেখিত বলিয়া মেরগণ তাহাদের সঙ্গে যোগদান করিত না। লরেন্স কৌশলে সিপাহীদিগকে স্থানান্তরিত করিয়া আর একদল মেরসৈন্য আনিয়া আজমীর সুরক্ষিত করিলেন।

কিন্তু ইহার কতিপয় দিবস পরেই নাসিরাবাদ নামক স্থানে ইংরাজদের যে দেশীয় সৈন্য ছিল, তাহারা ক্ষেপিয়া উঠিল, ও গ্রামনগর লুণ্ঠন করিয়া কর্মচারীদিগের বাংলা ভস্মীভূত করিয়া তাহারা দিল্লীর অভিমুখে রওনা হইল।

সংবাদ আসিয়া যথা সময়ে আগ্রায় পৌছিল। শাসনকর্ত্তা কল্‌ভিন্ আর নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। সমস্ত ইংরাজ বালকবালিকাস্ত্রীলোকদিগকে দুর্গাভ্যন্তরে যাইয়া আশ্রয় লইতে আদেশ করিলেন, কিন্তু নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র ব্যতীত অন্য কোন জিনিষই তাহারা দুর্গে লইয়া যাইতে পারিল না।

আগ্রা রক্ষার জন্য একদল যুরোপীয় সৈন্য ও কোটার রাজ-পুত রাজার প্রেরিত একদল এবং নবাব সৈফ্‌উল্লায় চালিত একদল দেশীয় সৈন্য ছিল। ৩ঠা জুলাইর পরে সন্দেহ হইল যে, কোটার সৈন্যগণ তত তেমন বিশ্বাসী নহে। পরীক্ষার জন্য তাহা-দিগকে বিদ্রোহীদের আক্রমণ করিবার আদেশ দেওয়া হইল; তাহারা যাইয়া বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দান করিল। সেই দিন রাত্রে নবাব সৈফ্‌উল্লাও আসিয়া জানাইলেন যে তাঁহার সৈন্য-দিগকেও আর বিশ্বাস করা যায় না। কাজেই যাহাতে তাহারা কোন অনিষ্ট করিতে না পারে এই জন্য তাহাদিগকে ফেরোজী নামক স্থানে অপসৃত করা হইল। ৫ই জুলাই প্রাতে সংবাদ পাওয়া গেল যে বিদ্রোহীরা আসিয়া আগ্রা আক্রমণ

করিবার উদ্যোগ করিতেছে, অধ্যক্ষ পল্ হইর্ল্ তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার সুযোগ না দিয়া নিজেই যাইয়া আক্রমণ করিবার সংকল্প করিলেন। ৮০০ শত মাত্র বৃটিশ সৈন্য তাঁহার অধীনে ছিল। তাহাই লইয়া তিনি অপরাহ্নে শত্রুর দিকে অগ্রসর হইলেন। তিন মাইল দূরে গ্রামের ভিতরে ও বহির্দেশে শত্রুগণ অবস্থিতি করিতেছিল। তাঁহাকে দেখিয়াই তাহারা কামান দাগিল; তিনিও প্রত্যুত্তর করিলেন। উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম চলিতে লাগিল। শত্রুগণ সুরক্ষিত—ইংরাজসৈন্য তাহাদের বিশেষ কোনই অনিষ্ট করিতে পারিল না, বরং নিজেরাই ক্রমে নিস্তেজ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল।

অবশেষে পল্ হইর্ল্ যখন দেখিলেন যে শত্রুগণ তাঁহার পলায়নের পথ পর্য্যন্ত রুদ্ধ করিবার উপক্রম করিতেছে, তখন সৈন্যদিগকে আগ্রায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। আগ্রাদুর্গাভ্যন্তরবাসিনীদের দুঃখদুর্দ্দশার কথা বর্ণনার অতীত। এই যুদ্ধের উপর তাহাদের সকল আশাভরসা নির্ভর করিতেছে, জানিয়া তাহারা সোদ্‌গ্রীব হইয়া কামান-বন্দুকের গর্জ্জন শুনিতেছিলেন। শেষে উৎকণ্ঠা এতই বেশি হইয়া পড়িল যে, তাহারা যাইয়া দুর্গদ্বারে দাঁড়াইয়া রণক্ষেত্রের দিকে চাহিয়া রহিলেন, অকস্মাৎ দেখিলেন, রুধিরাক্ত কলেবরে শত্রুকর্ত্তৃক তীব্রবেগে অনুসৃত হইয়া, একদল সৈন্য আসিয়া 'তৃষ্ণায় বুক ফাটিয়া গেল' বলিতে বলিতে দুর্গাভ্যন্তরে আশ্রয় লইলেন। তাঁহাদের সকল আশাভরসা নির্ম্মূল হইল। তখন তাঁহারা আত্মবিস্মৃত হইয়া স্বামীপুত্রের বিরহ ভুলিয়া, আহতদিগের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। এই আহতদিগের মধ্যে কাপ্তেন্ ডি অয়লি ছিলেন। তিনি কহিলেন "আমার কবরের উপর একখানা পাথরে লিখিয়া রাখিও যে যুদ্ধ করিতে করিতেই আমি প্রাণদান করিয়াছি।"

ইতিমধ্যে বিদ্রোহীদিগের দ্বারা প্ররোচিত হইয়া আগ্রাবাসী যত গুণ্ডা ও বদমায়েসের দল লুটতরাজ, গৃহে অগ্নিপ্রয়োগ, ইংরাজ দেখিলেই হত্যা প্রভৃতি লোমহর্ষণকাণ্ড আরম্ভ করিয়াছিল। দুই দিন পর্য্যন্ত এই অরাজককাণ্ড অপ্রতিহতবেগে চলিতে লাগিল। শেষে ৮ই জুলাই তারিখে কতিপয় ইংরাজ সৈনিক নগরের বাহির হইয়া নিরুদ্বেগে চতুর্দ্দিক্ প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলেন। অরাজকতা অনেকটা প্রশমিত হইল।

প্রকৃতপক্ষে আবদ্ধ না হইয়াও অনেক দিন পর্য্যন্ত আগ্রাদুর্গের ইংরাজগণ আবদ্ধের ন্যায় জীবন যাপন করিলেন। শেষে যখন দেখিলেন যে, দিল্লীজয়ের সংবাদ আর আসিতেছে না, এদিকে এরূপ নিকর্ম্ম নিরানন্দ জীবনও আর বহন করা যায় না, তখন তাঁহারা সদস্ত্র বাহির হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে পুনরায় কিয়ৎপরিমাণে কোম্পানীর প্রভুত্ব স্থাপন করিতে লাগিলেন।

আগ্রা-দুর্গবাসিগণ যে এত সহজে নিষ্কৃতি পাইল, সে শুধু ম্যাক্‌ফারসনের চেষ্টায় ও বুদ্ধির বলে। গোয়ালিয়র হইতে পলাইয়া আসিয়াও তিনি সিন্ধিয়া ও দিনকর রাওয়ের সঙ্গে সর্ব্বদা চিঠিপত্রের আদান প্রদান করিতেন। পুনঃ পুনঃ ইংরেজকে পরাজিত হইতে দেখিয়া এবং নিজ সৈন্যদিগের মধ্যে বিরক্তি ও অসন্তুষ্টির স্পষ্ট লক্ষণ দেখিয়াও যে সিন্ধিয়া ইংরাজের পক্ষাবলম্বন করিয়া রহিলেন, সে কেবল ম্যাক্‌ফারসনেরই বলে। তাঁহার সৈন্যদল যদি একবার গোয়ালিয়রের সীমা পার হইয়া আসিয়া বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগদান করিতে পারিত, তবে যে ভারতবর্ষের ইতিহাস কিরূপ হইয়া দাঁড়াইত, তাহা বলা যায় না।

চতুর্দ্দিকে যখন ইংরাজের প্রতিপত্তি ও সম্মান এইভাবে কলঙ্কিত ও খর্ব্ব হইয়া আসিতেছিল, তখন মীরাটের ম্যাজিষ্ট্রেট্ রবার্ট ডান্‌লপ্ যেরূপ বীরত্ব ও বুদ্ধিমত্তা দেখাইয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসা ও অনুকরণীয়। তিনি ছুটি লইয়া হিমালয়-প্রদেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন; মীরাট্ ও দিল্লীর হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পাইয়া তিনি আর নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, একেবারে মীরাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানকার কর্ম্মচারিগণ হতাশভাবে একেবারে হাত পা গুটাইয়া বসিয়াছিলেন। ডান্‌লপ্ আসিয়া যত রাজভক্ত কর্ম্মচারীদিগকে ডাকিয়া একটা ভলান্টিয়ারের দল সংগঠিত করিলেন। পুলিশের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট উইলিয়াম্‌স্‌কে এই দলের নেতৃত্বে বরণ করিলেন। অবিশ্রান্ত শিক্ষা ও উৎসাহ দিয়া তিন দিনের মধ্যেই উইলিয়াম্‌স্ ইহাদিগকে যথারীতি যুদ্ধক্ষম একটি সৈন্যদলে পরিণত করিয়া ফেলিলেন। দুই এক দিনের মধ্যেই এই দল বিদ্রোহ-দমনে বাহির হইল। প্রথম অভিযানেই তাহারা বিপক্ষদিগকে পরাস্ত, হতাহত ও বন্দী করিয়া তিনটি গ্রাম পুনরায় ইংরাজের দখলে আনিল। এতদিন পর্য্যন্ত রাজকর বন্ধ ছিল, এখন আবার তাহাও আদায় হইতে লাগিল। কিন্তু ডান্‌লপ্ ইহাতেও নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট হইলেন না। প্রায়ই তিনি সদলবলে সফরে বাহির হইতে লাগিলেন। বিদ্রোহীদিগের অত্যাচারে ভীত ও উৎপীড়িত অধিবাসীদিগকে আশ্বস্ত ও অত্যাচারীদিগকে পরাস্ত করিয়া তিনি চতুর্দ্দিকে ইংরাজপ্রাধান্য পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দিকে ইংরাজ ও অন্যান্য য়ুরোপীয়গণ যখন বিদ্রোহীদিগের অত্যাচার ও উৎপীড়নের ভয়ে কাতর ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছিলেন, লর্ড ক্যানিং তখনও ধীরগম্ভীরভাবে কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হইতেছিলেন। ব্যারাকপুর ও দানাপুরের দেশীয় সৈন্যদলকে নিরস্ত্র ও কর্ম্মচ্যুত করিবার জন্য কলিকাতার অধিবাসিবৃন্দ পীড়াপীড়ি করিলেও, অনেকদিন পর্য্যন্ত তিনি তাহাদের কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। শেষে যখন দেখিলেন যে বাস্তবিকই ইহাদের

প্রভুভক্তি ও সততা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার মত যথেষ্ট কারণ পাওয়া গিয়াছে, তখনই তিনি তাহাদিগকে নিরস্ত্র করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। কলিকাতার য়ুরোপীয় ও অন্যান্য খৃষ্টানসম্প্রদায় 'ভলান্টিয়ারের' কাজ করিতে প্রস্তুত হইলে প্রথমবার তিনি অস্বীকৃত হন, কিন্তু শেষে যখন বুঝিলেন যে স্থানীয় কদাচারে মুসলমানদিগের ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের সদস্তই সিপাহীদিগের হস্তে কলিকাতার অত্যাচার সংঘটিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে, তখন ১২ই জুন তারিখে তিনি এই ভলান্টিয়ারের দল সংগঠন করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। এদিকে নেপালের পলিটিক্যাল এজেন্ট র‍্যামসের মারফত তত্রত্য প্রধান মন্ত্রী ও সর্ব্বময় কর্ত্তা জঙ্গবাহাদুরের সঙ্গে সাহায্যের জন্য কথাবার্ত্তা চালাইতেছিলেন। তদনুসারে হেন্রি লরেন্সের সাহায্যার্থ তিন সহস্র গুর্খা-সৈন্য ২৩শে জুন তারিখে কাটমুণ্ড হইতে প্রেরিত হইল।

এদিকে তাঁহার মহদভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া সংবাদপত্রসমূহ তাঁহাকে নানাভাবে গালিগালাজ করিতেছিল; বিশেষতঃ তাহাদের ঐরূপ লেখালেখির ফলে জাতীয় বিদ্বেষ আরও ভয়ানক আকার ধারণ করিয়া ভারতবর্ষকে আরও অশান্তিপূর্ণ করিয়া তুলিবে, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া ১৩ই জুন তারিখে তিনি একটা act (বিধি) প্রণয়ন করিলেন। সংবাদপত্রওয়ালারা ইহাকে গ্যাগিং ('কণ্ঠরোধ') অ্যাক্ট্ নামে অভিহিত করিয়াছিল। এই act অনুসারে প্রত্যেক মুদ্রাকরকেই সরকার হইতে লাইসেন্স লইতে হইত, এবং শাসনবিভাগের কর্তৃপক্ষগণ যে সকল পুস্তক বা প্রবন্ধ আপত্তিজনক মনে করিতেন, তাহাই বাজেয়াপ্ত করিতে পারিতেন।

ব্যারাকপুর ও দানাপুরের দলকে আগেই নিরস্ত্র করা হইয়াছিল। ১৪ই জুন তারিখে দমদমা এবং কলিকাতার দলগুলিকেও সেইরূপ করা হইল। এই দিন সিপাহীবিদ্রোহের ইতিহাসে একটা চিরস্মরণীয়। জনরব উঠিল যে ব্যারাকপুরের সিপাহীগণ আপনাদের কর্তৃপক্ষদিগকে বিনাশ করিতে পারিলেই কলিকাতার অভিমুখে রওনা হইবে এবং এখানে অযোধ্যার নবাবের যে সকল সশস্ত্র অনুচর আছে, তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া খৃষ্টানদিগের শোণিতে গঙ্গার জল রঞ্জিত করিবে। এই জনরবে বণিক্ ও ব্যবসায়িগণ বড় বিশেষ বিচলিত হইলেন না; কিন্তু যে সকল উচ্চ রাজকর্ম্মচারী একদিন পর্য্যন্ত বিপদের কথায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়াছেন, এখন তাঁহারা বাড়ীঘর ছাড়িয়া, কোনমতে প্রাণ লইয়া যাইয়া গঙ্গাবক্ষে জাহাজে চড়িয়া বসিলেন, নিম্নতন কর্ম্মচারী ও ইউরেশিয়ানেরা চৌরঙ্গির ময়দান পার হইয়া দুর্গদ্বারে আসিয়া আবেগের বশে দুর্গাধ্যক্ষকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। দেশীয় লোকেরাও ভয়ে ভয়ে যে যেখানে পারিল, যাইয়া আশ্রয় লইতে লাগিল। সমস্ত দিন এইভাবে গেল—কেহই আসিয়া আক্রমণ করিল না, রাত্রি আসিল—রাত্রি ভোরও হইল। কৈ বিদ্রোহীগণত আসিল না? তখন সহরে অনেক পরিমাণে শান্তি ফিরিয়া আসিল।

পরবর্ত্তী দিবস সোমবারে আবার একটি গুরুতর ঘটনা ঘটিল। অযোধ্যার নবাবের অনুচরগণ সশস্ত্র।—জানিতে পারা গেল, তাহাদিগের সহানুভূতি বিদ্রোহীদিগের দিকে। শুধু তাহাই নহে, তাহারা দুর্গস্থ সিপাহীদিগকে কলুষিত করিবারও চেষ্টা করিতেছে। এখন আর তাহাদের সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকা যায় না। নবাবকে ও তাঁহার অনুচরবর্গকে আবদ্ধ করিবার জন্য গবর্ণর জেনারেল, এড্মণ্ড্‌ স্টোন্‌কে পাঠাইলেন। চতুর্দ্দিকে পাহারা নিযুক্ত করিয়া ইনি যাইয়া রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। প্রধান মন্ত্রী ও প্রধান প্রধান পারিষদবর্গকে বন্দী করিয়া তিনি নবাবের সন্নিধানে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শেষে নবাবকে বন্দী করিয়া ফোর্টউইলিয়ম দুর্গে লইয়া আসিলেন। এইভাবে অযোধ্যার ষড়যন্ত্রকারীর দল হীনবীর্য্য হইয়া পড়িল।

কিন্তু দেশময় ষড়যন্ত্র—দেশময় বিদ্রোহ। এক দিকে বিদ্রোহীরা পরাজিত ও নিরস্ত্র হইতেছে, অপর দিকে তাহারা দ্বিগুণ উৎসাহে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিতেছে। ২৫শে জুলাই তারিখে দানাপুরের সিপাহীদিগকে নিরস্ত্র করিবার চেষ্টা করা হইল। যখন তাহাদিগকে তাহাদিগের বারুদের ব্যাগ টানিয়া ফেলিতে বলা হইল, তাহারা কর্তৃপক্ষের উপর গুলি চালাইতে আরম্ভ করিল। জেনারেল অনুপস্থিত ছিলেন, তাঁহার আদেশ না পাইয়া ইংরাজসৈন্য কিছুই করিতে পারিল না; বিদ্রোহিদল নির্ব্বিঘ্নে শোণনদী পার হইয়া গেল। ২৭শে জুলাই তারিখে তাহারা আরায় আসিয়া পৌঁছিল। পূর্ব্বেই সংবাদ পাইয়া ইংরাজসৈন্য ও কর্ম্মচারিগণ প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছিলেন। কারাগার ভাঙ্গিয়া কয়েদিদিগকে খালাস করিয়া ও কোষাগার লুট করিয়া বিদ্রোহিদল আসিয়া দুর্গ আক্রমণ করিল, কিন্তু কিছুই করিতে পারিল না। তখন তাহারা দুর্গ অবরোধ করিয়া কামান দাগিয়া দুর্গ উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু ইংরাজদিগের সৌভাগ্যবশতঃ ২৯এ জুলাই তারিখে একদল ইংরাজসৈন্য লইয়া ডান্‌বার সাহেব আরার সাহায্যার্থ আসিয়া পৌঁছিলেন। বিদ্রোহীদিগের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ হইল। স্বয়ং ডান্‌বার নিহত হইলেন। অনেক ইংরাজসৈন্য হতাহত হইল, অনেকে শোণ নদীর দিকে পলায়ন করিল, শেষে কোনপ্রকারে দানাপুরে যাইয়া পৌঁছিয়া আত্মরক্ষা করিল। কিন্তু আরার দল তখনও শত্রুর নিকট আত্মসমর্পণ করিল না।

এদিকে ভিন্‌সেন্ট্‌ আয়ার কলিকাতা হইতে আলাহাবাদ যাইতেছিলেন। ২৮শে জুলাই তারিখে বক্সারে পৌঁছিয়া তিনি শুনিতে পাইলেন যে, বিদ্রোহিগণ আরা অবরোধ করিয়াছে। তখন তিনি আরার উদ্ধারার্থ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ১লা আগষ্ট তারিখে সন্ধ্যাবেলায় তিনি আরার অনতিদূরবর্ত্তী গুজরাজগঞ্জ নামক গ্রামে আসিয়া পৌঁছিলেন। এইখানে শত্রুসৈন্যের সঙ্গে তাঁহার তুমুল যুদ্ধ হইল। অতি কষ্টে তিনি জয়লাভ করিয়া আরা উদ্ধার করিলেন। বিদ্রোহীরা যাইয়া জগদীশপুর নামক স্থানে আশ্রয় লইয়াছিল, তিনি সেখান পর্য্যন্ত তাহাদিগকে তাড়া করিলেন। ১১ই আগষ্ট তারিখে এখানেও তুমুল যুদ্ধ হইল, অনেক ইংরাজ ও শিখসৈন্য হতাহত হইল, কিন্তু পরিণামে ইহারাই জয়লাভ করিলেন। আপনার হতাবশিষ্ট সৈন্যগণসহ লইয়া বিদ্রোহিদলের নেতা বৃদ্ধ কুমার সিং পলায়ন করিল। ১৩ই তারিখে আয়ার জগদীশপুরে প্রবেশ করিলেন। ২০শে আগষ্ট তিনি আবার আলাহাবাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

বারাণসী রক্ষার জন্য গভর্মেণ্ট বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এখানে ষড়যন্ত্রকারীদের একটা প্রধান আড্ডা ছিল। তাই কলিকাতা হইতে একদল ইংরাজসৈন্য লইয়া জেম্‌স্ নেইল্‌ ৩রা জুন তারিখে বারাণসী আসিয়া পৌঁছিলেন। পরবর্ত্তী দিবসই সংবাদ আসিল যে, আজিমগড়ে বিদ্রোহ সংঘটিত হইয়াছে। শুনিয়াই তিনি কাশীর দেশীয় সৈন্যদলকে অবিলম্বে নিরস্ত্র করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। আপত্তি না করিয়া তাহারাও অস্ত্র রাখিয়া দিল, কিন্তু হঠাৎ একদল ইংরাজসৈন্যকে তাহাদের দিকে আসিতে দেখিয়া, তাহারা তখনই আবার অস্ত্র তুলিয়া লইল এবং তাহাদের উপর গুলি চালাইতে আরম্ভ করিল। তুমুল যুদ্ধ হইল, কিন্তু পরিণামে নেইলই জয়লাভ করিলেন। বিদ্রোহীদিগকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়া ও বেনারসে শান্তি বিধান করিয়া ৯ই জুন তারিখে নেইল্‌ আলাহাবাদ অভিমুখে রওনা হইলেন।

আলাহাবাদে প্রথমতঃ শান্তি ও শৃঙ্খলা ছিল। ৪ঠা জুন তারিখে যখন বারাণসীর বিদ্রোহের সংবাদ পাওয়া গেল, তখনই বুঝা গেল যে বারাণসী হইতে তাড়িত হইয়া বিদ্রোহিদল এখানে আসিয়া পৌঁছিবে, এবং স্থানীয় সিপাহীরা ও অন্যান্য লোক তাহাদের সঙ্গে যোগদান করিবে। বাস্তবিকই ৬ই জুন তারিখে সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, বারাণসীর দলও আসিয়া তাহাদের সঙ্গে যোগদান করিল। তুমুল সংগ্রাম বাধিল, যে সকল ইংরাজ যাইয়া দুর্গে আশ্রয় লইতে পারে নাই, তাহারা শত্রুহস্তে প্রাণ হারাইল, অনেক হিন্দুও হতাহত হইল, প্রভূত দ্রব্যজাত লুণ্ঠিত ও অপহৃত হইল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আলাহাবাদে ইংরাজের প্রভুত্ব অন্তর্হিত হইয়া মুসলমানের বিজয়-নিশান উড়িতে লাগিল। দুর্গাভ্যন্তরে বহুসংখ্যক যুরোপীয় যাইয়া আশ্রয় লইয়াছিল; মুসলমানগণ দুর্গজয়ের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু ১১ই জুন তারিখে নেইল্‌ আসিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া দুর্গে প্রবেশ করিলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি বিদ্রোহীদিগকে দমন করিয়া আলাহাবাদ ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থান ইংরাজশাসনের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন।

কাণপুরে নানা সাহেবের কর্তৃত্বাধীনে যে লোমহর্ষণকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে, ইতিপূর্ব্বেই তাহার আভাস দিয়াছি। ১৬ই জুলাই তারিখে হত্যাকাণ্ডের চূড়ান্ত সংঘটিত হয়। নিরস্ত্র, নির্ব্বিরোধ বালকবালিকা স্ত্রীলোকদিগকেও হত্যা করিয়া একটা কূপে ফেলিয়া দেওয়া হয়। এইরূপে নরশোণিতে আপনার হস্ত কলঙ্কিত করিয়া নানা সাহেব পেশবা হইয়া বসিলেন।

২৩শে মে তারিখে কাণপুরে বিদ্রোহ আরম্ভের সংবাদ লক্ষ্ণৌতে যাইয়া পৌঁছে। ৩০শে মে লক্ষ্ণৌর সিপাহীরা ক্ষেপিয়া উঠে; কিন্তু সকল সিপাহী ইহাতে যোগদান করে নাই। লরেন্স বিদ্রোহীদিগকে পরাস্ত করিয়া তাড়াইয়া দেন। ৩১শে মে তাহারা আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। এবারও তাহারা পরাজিত হয়। তাহাদের কয়েকজন ইংরাজের হাতে বন্দী হয়। এদিকে অযোধ্যা-প্রদেশের নানা স্থানেই বিদ্রোহ আরম্ভ হয়; ৩রা জুন তারিখে সীতাপুরের কমিশনার সাহেব এবং আরও কয়েকজন ইংরাজ ও বালকবালিকা হত হয়। ইহার পরে চতুর্দ্দিকেই বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠে; বহু স্থানে য়ুরোপীয়গণ হত ও নানা-প্রকারে উৎপীড়িত হয়। লক্ষ্ণৌ কিন্তু এখনও ইংরাজদিগের হাতেই রহিয়া যায়। মুচিভবনে বিদ্রোহীদিগকে আনিয়া ফাঁসি কাঠে ঝুলান হয়; এবং রেসিডেন্সী সুরক্ষিত করিবার জন্য বন্দোবস্ত চলিতে থাকে। আবার সন্দেহের মাসে আসিয়া কাজে ভর্ত্তি হইলেই চলিবে, এই ভরসা দিয়া সিপাহীদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

২৯শে জুন তারিখে সংবাদ আসিল যে দশমাইল দূরবর্ত্তী চিন-হাট নামক স্থানের সন্নিকটে একদল বিদ্রোহী আসিয়া মজুত হইয়াছে, শীঘ্রই তাহারা আসিয়া লক্ষ্ণৌ আক্রমণ করিবে। ৩০শে জুন তারিখে লরেন্স তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য বাহির হইলেন। ভীষণ যুদ্ধে তাঁহার অনেক সৈন্য নিহত হইল—উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি সৈন্যদিগকে লক্ষ্ণৌর দিকে পলায়নের আদেশ দিলেন। রেসিডেন্সিতে একটা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল, যে যেদিকে পারিল পলাইতে লাগিল। শত্রুপক্ষও আসিয়া চারিদিক্ বেষ্টন করিয়া বসিল। ২রা জুলাই তারিখে স্বয়ং লরেন্স নিহত হইলেন;

ক্রমে অবরুদ্ধদের সংখ্যা কমিয়া আসিতে লাগিল, কিন্তু বিদ্রোহীদের সংখ্যা ও উৎসাহ বাড়িয়া যাইতে লাগিল। অবরুদ্ধের দুঃখযন্ত্রণা, অভাব ও অসুবিধার সীমা রহিল না, তথাপি তাহারা ১৬ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত প্রাণপণে আত্মরক্ষা করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে কাণপুর ও লক্ষ্ণৌর অবরোধ উদ্ধার করিবার ভার বিখ্যাত যোদ্ধা হেনরি হ্যাভ্‌লকের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। ৭ই জুলাইর অপরাহ্ণে তিনি আলাহাবাদ হইতে রওনা হইলেন। ফতেপুরের অনতিদূরে একদল বিদ্রোহীর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। এই যুদ্ধে একজন ইংরাজও হত হইল না; বিপক্ষেরা অনেক কামান বন্দুক ফেলিয়া পলায়ন করিল। কিন্তু ১৫ই জুলাই তারিখে তাহারা আবার আঙ্গ নামক স্থানে সমবেত হইয়া হ্যাভ্‌লকের গতি রোধ করিবার চেষ্টা করিল। এখানেও পরাজিত হইয়া তাহারা যাইয়া পাণ্ডুনদী নামক স্থানে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। এখানে একটা দুর্জ্জয় নদী ছিল, তাহার উপরে একটা সেতু ছিল। শত্রুপক্ষ সেই সেতু উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু ক্ষিপ্রগতি অমিতপরাক্রম হ্যাভ্‌লক অবিলম্বে যাইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। অনেক হতাহত ও অস্ত্রশস্ত্র রাখিয়া তাহারা কাণপুরের অভিমুখে পলায়ন করিল।

পরবর্ত্তী দিবস শ্রান্তক্লান্ত সৈন্য লইয়া হ্যাভ্‌লক ২৩ মাইল দূরবর্ত্তী কাণপুরের দিকে ধাবিত হইলেন। ১৬ মাইল অতিক্রম করিয়া সংবাদ পাইলেন যে পাঁচ সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে নানা সাহেব তাঁহার গতিরোধ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন। অমনি তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। বহুক্ষণব্যাপী তুমুল সংগ্রাম চলিল। হ্যাভ্‌লকের রণ-কৌশলে ও তাঁহার অধীনস্থ সেনাপতি ও সৈন্যদিগের বীরত্ব ও উৎসাহে শত্রুসৈন্য পরাজিত হইয়া কাণপুরের দিকে ধাবিত হইল। কিন্তু সহসা আবার তাহারা ফিরিয়া দাঁড়াইল; অনেকক্ষণ ধরিয়া ভীষণ যুদ্ধ চলিল—উভয় পক্ষেই অনেক হতাহত হইল। শেষে আর তিষ্ঠিতে না পারিয়া নানা সাহেব সসৈন্যে কাণপুর ছাড়িয়া একেবারে বিঠুরের দিকে পলায়ন করিল। ইংরাজ আসিতেছে শুনিয়া সহস্র সহস্র নগরবাসীও কাণপুর ছাড়িয়া চতুর্দ্দিকে পলাইতে লাগিল। ১৭ই তারিখে হ্যাভ্‌লক যাইয়া কাণপুরে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু যাঁহাদিগকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে আর পাইলেন না—তাঁহাদের রক্ত মাটিতে জমাট বাঁধিয়া পড়িয়া রহিয়াছে!

১৮ই জুলাই তিনি যাইয়া অধিকতর সুরক্ষিত নবাবগঞ্জে আড্ডা গাড়িলেন। ২০শে তারিখে আলাহাবাদ হইতে নেইল্ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কাণপুরের রক্ষাভার তাঁহার উপর ন্যস্ত করিয়া ২৫শে তারিখে হ্যাভ্‌লক গঙ্গাপার হইয়া লক্ষ্ণৌ অভিমুখে রওনা হইলেন। ২৯শে তারিখে উনাও সহরের অদূরে একদল শত্রুসৈন্যের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। অনেকক্ষণ ধরিয়া যুদ্ধ চলিল, শেষে অস্ত্রশস্ত্র শত্রুর হাতে সমর্পণ করিয়া তাহারা কোন প্রকারে প্রাণ লইয়া পলাইল। আবার কয়েক মাইল অগ্রসর হইতে না হইতেই বসিরৎগঞ্জ নামক স্থানে শত্রুসৈন্যের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎকার ঘটিল। এখানেও হ্যাভ্‌লক্ জয়লাভ করিলেন।

এদিকে কলেরা, অতিরিক্ত পরিশ্রম, ক্রমাগত সৈন্যক্ষয় প্রভৃতি নানা কারণে তাঁহার দল বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। এমত অবস্থায় আর অধিকদূর অগ্রসর হওয়া সমীচীন বিবেচনা না করিয়া তিনি ৩১শে জুলাই তারিখে মঙ্গলবার নামক স্থানে ফিরিয়া আসিলেন। নূতন সৈন্যের জন্য কলিকাতায় পত্র লিখিয়া জানিলেন যে ২।৩ মাসের মধ্যেও পাইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। তখন এরূপ ভাবে বসিয়া থাকা ভাল মনে না করিয়া তিনি আবার লক্ষ্ণৌর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বসিরৎগঞ্জে শত্রুপক্ষের সঙ্গে তাঁহার আরও দুই বার যুদ্ধ হইল। দুই বারই তাহারা পরাজিত হইল। তথাপি যুদ্ধে ও পীড়ায় ক্রমাগত সৈন্যক্ষয় হওয়াতে তাঁহাকে আবার কাণপুরে ফিরিয়া আসিতে হইল। কিন্তু হ্যাভ্‌লক্ নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। বিঠুরে তাঁতিয়া তোপীর অধীনে শত্রুপক্ষ প্রবল হইয়া বসিয়া রহিয়াছে। ১৬ই আগষ্ট তারিখে হ্যাভ্‌লক্ যাইয়া বিঠুর আক্রমণ করিলেন। উভয় পক্ষেই বহুসৈন্য হতাহত হইবার পরে ইংরাজ সেনাপতি বিঠুর হইতে বিদ্রোহীদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। ইহার পরে নূতন বলে বলীয়ান্ হইয়া হ্যাভ্‌লক্ ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে লক্ষ্ণৌর দিকে ধাবিত হইলেন। সেই দিনই মঙ্গলবার নামক স্থানে শত্রুসৈন্যের সঙ্গে তাঁহার একবার সঙ্ঘর্ষ ঘটিল। স্বচ্ছন্দে তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া তিনি ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে লক্ষ্ণৌর অদূরবর্ত্তী আলমবাগ নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এদিকে ইংরাজসৈন্য যাইয়া ৮ই জুন তারিখে দিল্লী অবরোধ করিয়াছিল। শত্রুসংখ্যায় ৩০০০০ হাজার, তাহারা ৮০০০ হাজারের উপরে নয়। ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে কয়েকজন মাত্র ইংরাজসৈন্য যাইয়া দুর্গ আক্রমণ করিল, ভীষণ যুদ্ধের পরে কাশ্মীরদ্বার অধিকৃত হইল। তখন চারি লাইনে বিভক্ত হইয়া সমস্ত ইংরাজসৈন্য যাইয়া দিল্লীদুর্গে প্রবেশ করিল। কিন্তু শত্রুর সমস্তগুলি সুরক্ষিত স্থান অধিকার করিতে আরও পাঁচদিন সময় লাগিল। ১৩ই হইতে ১৭ই সেপ্টেম্বর ইংরাজদিগের আর বিশ্রাম ছিল না। কলেজ, কোতোয়ালী, গির্জ্জা, কাছারী, বারুদখানা, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি এই কয়দিনের মধ্যে তাঁহাদিগের হস্ত-

গত হইল। দিল্লীর বৃদ্ধ রাজা সিরাজ্‌উদ্দীন্ হায়দর শাহগাজী দুইটি পুত্রের সঙ্গে বন্দী হইলেন, পুত্রদ্বয়কে গুলি করিয়া নিহত করা হইল; রাজাকে বন্দী করিয়া রেঙ্গুনে প্রেরণ করা হইল। এইখানেই ১৮৬২খৃঃ অব্দে তিনি মানবলীলা সাঙ্গ করেন। দিল্লীতে পরাজিত ও বিতাড়িত হইয়া বিদ্রোহিদল আগ্রার দিকে পলায়ন করিল। সসৈন্যে কর্ণেল গ্রেট্‌হেড্ তাহাদিগের অনুসরণ করিলেন; বুলন্দশহরে তাহাদের একদলকে পরাস্ত করিয়া মাল্‌গড়ের দুর্গ বিধ্বস্ত করিলেন এবং আলিগড়ে যাইয়া আর একদলকে পরাভূত ও বিত্রস্ত করিলেন। বিদ্রোহিদল ক্রমেই নিস্তেজ ও হতোৎসাহ হইয়া পড়িতে লাগিল। ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে আউট্‌রাম ও হ্যাভ্‌লক্ যাইয়া লক্ষ্ণৌর অবরুদ্ধদিগকে উদ্ধার করিলেন; কিন্তু তখনো শত্রুসংখ্যা প্রবল রহিল। ১৮৫৮খৃঃ অব্দের মার্চমাসে কলিন্ ক্যাম্প্‌বেল যাইয়া লক্ষ্ণৌতে পৌঁছিলেন। সেকেন্দরবাগে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হইল, দুই হাজারের উপর বিদ্রোহী রণক্ষেত্রে শয়ন করিল—দক্ষিণপূর্ব কোণের উপকণ্ঠগুলিতে আবার ইংরাজের বিজয়-নিশান উড়িতে লাগিল। কিন্তু বিদ্রোহিদল তখনও সহরের মধ্যভাগ অধিকার করিয়া রহিল। ক্যাম্প্‌বেল্ লক্ষ্ণৌ অবরোধ করিলেন, ক্রমাগত আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত ও নিরুৎসাহ করিতে লাগিলেন, অনেকে পলাইয়া যাইয়া প্রাণ বাঁচাইল, অবশেষে ২১শে মার্চ তারিখে লক্ষ্ণৌ একেবারে বিদ্রোহিবিমুক্ত হইয়া আবার ইংরাজের শাসনাধীন হইল।

বিদ্রোহের বন্যা যাইয়া পশ্চিম ও পূর্ব বেহার, বাঙ্গালা এবং ছোটনাগপুরেও প্রবেশ করিয়াছিল। এখানে কুমার সিংহের সঙ্গে আজিমগড়ে ইংরাজসৈন্যের যুদ্ধ হয়। ইংরাজগণ জয়লাভ করেন। বাঙ্গালা প্রদেশ অনেক পরিমাণে শান্ত ও অবিচলিত ছিল। চট্টগ্রাম ও ঢাকায় বিদ্রোহের সূচনা হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহা সহজেই দমন করা হইল। ভাগলপুরেও বিদ্রোহ সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাও সহজেই মিলিয়া গেল। ছোটনাগপুরের অসভ্য জাতিগুলি ক্ষেপিয়া উঠিয়া কয়েকদিন পর্যন্ত একটু আগুবিধা করিয়াছিল, কিন্তু ১৮৫৮ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভেই তাহারা নরম হইয়া আসিল।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতেও নানা স্থানে ছোটখাট রকমের বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। কিন্তু গবর্ণর লর্ড এল্‌ফিন্‌ষ্টোনের তীক্ষ্ণ পরিণামদর্শিতা ও সুকৌশলে কোন গুরুতর অনিষ্ট ঘটিতে পারে নাই।

কিন্তু মধ্য-ভারতবর্ষ লইয়া কোম্পানীকে বিশেষ বেগ পাইতে হয়। এখানে এ সময়ে হোল্‌কার রাজ্যে হেন্‌রি ডুরাণ্ড নামে গবর্মেণ্টের একজন প্রতিনিধি বাস করিতেছিলেন। তিনি প্রথম হইতেই বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিলেন। হোল্‌কারও বরাবরই ইংরাজদিগের প্রতি ভক্ত ও অনুরক্ত ছিলেন। ইন্দোর, মালব, ধার প্রভৃতি নানাস্থানে ছোটখাট রকমের অভ্যুত্থান হয়। গোরারিয়া নামক স্থানে বিদ্রোহীদিগকে পরাভূত করিয়া ডুরাণ্ড আবার ইন্দোরে ফিরিয়া আসেন।

ঝান্সীতে একটা বিরাট বিদ্রোহের সূচনা হয়; ঝান্সীর রাণী বিদ্রোহীদিগের সঙ্গে যোগদান করেন, য়ুরোপীয় স্ত্রী-পুরুষ বালকবালিকাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। ইহার পরে নওগাঁয়েও সিপাহীরা ক্ষেপিয়া উঠে, নানা প্রকারের অত্যাচার সহ্য করিয়া ইংরাজগণ বান্দা নামক স্থানে পলাইয়া যাইয়া কোনমতে রক্ষা পান। বুন্দেলখণ্ডের অধিবাসিগণও বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগদান করে। সাগর এবং নর্ম্মদারাজ্যে ভয়ানক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। সাগরের ইংরাজ অধিবাসিগণ ১লা জুলাই হইতে ১৮ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত দুর্গে আবদ্ধ হইয়া থাকেন। হায়দরাবাদের নিজাম ইংরাজের অনুরক্ত হইলেও তিনি সকলকে শাসনে রাখিতে পারিলেন না। ১৭ই জুলাই তারিখে একদল রোহিলা যাইয়া ইংরাজের রেসিডেন্সী আক্রমণ করিল, কিন্তু শীঘ্রই বিতাড়িত হইয়া তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িতে হইল।

মধ্য-প্রদেশের নানাস্থানে বিদ্রোহের সংবাদ পাইয়া স্যার হিউ রোজ্ বোম্বাই হইতে একদল সৈন্য লইয়া ঝান্সীর পথে কাল্পীর অভিমুখে রওনা হইলেন। ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে তিনি আসিয়া ইন্দোরে পৌঁছিলেন। রথগড়ে বিদ্রোহীদিগের একটা আড্ডা ছিল, রোজ্ যাইয়া সেই স্থান অবরোধ করিলেন। কয়েক দিন আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়া ২৮শে জানুয়ারি (১৮৫৮খৃঃ অঃ) তারিখে বিদ্রোহিগণ দুর্গ ছাড়িয়া পলায়ন করিল। ইহার পরে বরোদিয়া নামক স্থানে বিদ্রোহীদিগকে পরাজিত ও বিত্রস্ত করিয়া তিনি যাইয়া সাগরপ্রদেশে ইংরাজের নষ্ট প্রতিপত্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিলেন। বিগত বৎসর ঝান্সীতে যে ভীষণ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে, তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য উন্মত্ত হইয়া রোজ্ তখন ঝান্সীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথিমধ্যে শাহগড় নামক স্থানে বিদ্রোহীরা তাঁহার গতিরোধ করিতে চেষ্টা করিল। এই উপলক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইল, অবশেষে শত্রুগণ পলায়ন করিল এবং ১৭ই মার্চ তারিখে ইংরাজসৈন্য বেত্রোয়া নদী পার হইয়া ঝান্সীর দিকে চলিতে লাগিল। পর দিবস সংবাদ আসিল যে, বিদ্রোহীদিগের আর একটি আড্ডা স্থান চন্দেরীও ইংরাজদিগের হস্তগত হইয়াছে।

২১শে মার্চ সকালে ৭টার সময় ইংরাজসৈন্য আসিয়া ঝান্সীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। ইতিমধ্যে চন্দেরীর দলও আসিয়া পৌঁছিল, হিউ রোজ্ তখন দুর্গও অবরোধ করিয়া বসিলেন। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ চলিতে লাগিল—৩০শে ও ৩১শে মার্চ দুর্গবাসিগণ

প্রাণপণ করিয়া দুর্গরক্ষার চেষ্টা করিলেন, এমন কি স্ত্রীলোকেরাও কামান দাগিতে বসিয়া গেলেন। সন্ধ্যা বেলায় সংবাদ আসিল যে ঝান্সীরক্ষার্থ তাঁতিয়া ২০০০০ সৈন্যসহ আগমন করিতেছেন। দুর্গবাসীদিগের উৎসাহ শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। হতাশ্বাস না হইলেও ইংরাজসৈন্য অনেকটা উদ্বিগ্ন ও ভীত হইল। একদিকে একজন অপূর্ব্ব বীরাঙ্গনার নেতৃত্বে দুর্গবাসিগণ তাহাদিগের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিতেছে, অপরদিকে তাঁতিয়ার মত একজন বীরপুরুষের নেতৃত্বে ২২০০০ হাজার বিদ্রোহী আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। নিশ্চেষ্ট বসিয়া না থাকিয়া রোজ্ যাইয়া কতক সৈন্য লইয়া বেতোয়া নদীর পারে তাঁতিয়াকে আক্রমণ করিলেন। ১লা এপ্রিল তুমুল যুদ্ধের পরে অনেক হতাহত ও আঠাইশটি বন্দুক ফেলিয়া তাঁতিয়া নদীপার হইয়া পলাইয়া গেল।

তখন রোজ্ আসিয়া আবার পূর্ণবেগে ঝান্সী আক্রমণ করিলেন। অবশেষে ৩রা এপ্রিল তারিখে বিপক্ষগণ হটিতে আরম্ভ করায়, একটু একটু করিয়া ইংরাজসৈন্য নগর অধিকার করিতে লাগিল। নিরুপায় দেখিয়া রাণী ৪ঠা রাত্রে কয়েকজন অনুচর সহ কাল্পী নামক স্থানে পলাইয়া গেলেন। ২৫শে তারিখে হিউ কাল্পীর অভিমুখে রওনা হইলেন, কিন্তু পথিমধ্যে অবগত হইলেন যে তাঁতিয়া তোপী কুচ নামক স্থানে যাইয়া অবস্থান করিতেছে; এবার তাহার দল আরও পুষ্ট হইয়াছে। তখন তিনি কুচে আসিয়া বিপক্ষ দিগকে আক্রমণ করিলেন (৬ই মে)। অতিরিক্ত পরিশ্রম, তৃষ্ণা ও তাপে অনেক ইংরাজসৈন্য মারা পড়িল। তথাপি বিদ্রোহীরা তাহাদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিল না। তাহাদের অনেক হতাহত হইল, তাঁতিয়া পলাইয়া গেল, হতাবশিষ্ট বিদ্রোহীরা কাল্পীতে যাইয়া বান্দার নবাবের আশ্রয় লইল। এখানে নানার একজন ভ্রাতুষ্পুত্র, রাও সাহেব, বাস করিতেছিলেন, তিনি এবং রাণী ইহাদিগকে খুব উত্তেজিত ও উৎসাহিত করিয়া তুলিলেন।

২২শে মে তারিখে কাল্পীর নিকটবর্ত্তী গলোলী নামক স্থানে ইংরাজসৈন্যের সঙ্গে তাহাদের যুদ্ধ ঘটিল,—শেষে পলাইয়া তাহারা প্রাণ রক্ষা করিল। কাল্পী ইংরাজের হস্তগত হইল। ঝান্সীর রাণী এবং রাও সাহেব গোয়ালিয়রের অদূরবর্ত্তী গোপালপুর নামক স্থানে পলাইয়া গেলেন। অবিলম্বে তাঁতিয়া তোপীও এখানে আসিয়া তাহাদের সঙ্গে যোগ দান করিল। পরামর্শ হইল, গোয়ালিয়রে যাইয়া তাহারা সিন্ধিয়ার সৈন্যদিগকে ইংরাজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তুলিবেন। যে কয়েকজন সৈন্যসামন্ত ছিল, তাহাই লইয়া ইহারা আসিয়া গোয়ালিয়রের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ১লা জুন সিন্ধিয়া যাইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু তাঁহার সৈন্য যাইয়া বিপক্ষের সঙ্গে যোগদান করিল। নিরুপায় দেখিয়া তিনি নিজে আগ্রার দিকে পলায়ন করিলেন; দুর্গ, কোষাগার ও অস্ত্রাগার প্রভৃতি সকলই বিপক্ষের হস্তগত হইল, নানাসাহেব পেশবা বলিয়া বিঘোষিত হইলেন।

সংবাদ পাইয়া হিউ রোজ্ গোয়ালিয়রের অভিমুখে রওনা হইলেন। গোয়ালিয়রের অনতিদূরে মোরার নামক স্থানে শত্রু সৈন্যের সঙ্গে তাঁহার প্রথম সংঘর্ষ ঘটিল। তাহাদের অনেক হতাহত হইল। বাকি যাহারা, তাহারা পলাইয়া গেল. (১৬ই জুন)। মোরার ইংরাজের অধিকারে আসিল।

১৮ই জুন তারিখে কোটা-কি-সরাই নামক স্থানে স্মিথের অধীনস্থ ইংরাজসৈন্যের সঙ্গে গোয়ালিয়রের বিদ্রোহী সৈন্যদলের তুমুল যুদ্ধ হইল, বিদ্রোহীরা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল,নিহতদিগের মধ্যে পুরুষবেশে রাণীর মৃতদেহও পাওয়া গিয়াছিল।

১৯শে জুন তারিখে হিউ রোজ্ যাইয়া গোয়ালিয়র আক্রমণ করিলেন, তুমুল যুদ্ধের পরে বিপক্ষগণ চতুর্দ্দিকে পলাইতে আরম্ভ করিল, ইংরাজ সৈন্য যাইয়া গোয়ালিয়র অধিকার করিল, কিন্তু দুর্গ তখনও শত্রুর হাতেই রহিয়া গেল। ২০শে জুন ভীষণ সংগ্রামের পরে ইহাও অধিকৃত হইল, সিন্ধিয়া আবার তাঁহার রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

তাঁতিয়া ও রাওসাহেব পলাইয়া গিয়াছিলেন—জওরা আলিপুরে ইংরাজসৈন্য তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। পরাজিত হইয়া তাঁহারা রাজপুতনায় পলায়ন করিলেন। ইহার পরে নানা স্থানে তাঁতিয়ার সঙ্গে ইংরাজদিগের ছোটবড় রকমের কয়েকটী সংঘর্ষ ঘটে,সকল গুলিতেই তিনি পরাজিত হন, কিন্তু শত চেষ্টা করিয়াও তাঁহারা তাঁতিয়াকে ধরিতে পারেন নাই। অবশেষে মানসিং নামক তাঁতিয়ার একজন অনুচর বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ১৪ই এপ্রিল রাত্রিকালে নিদ্রিত অবস্থায় তাঁহাকে ইংরাজের হাতে ধরাইয়া দেয়। ১৮ই তারিখে তাঁহার ফাঁসি হয়। ইহার পরেই প্রকৃত প্রস্তাবে বিদ্রোহ-বহ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। দুই এক স্থানে দুই একটা স্ফুলিঙ্গ জ্বলিয়া উঠিলেও তাহা তখনই নির্ব্বাপিত হইয়াছে। ১৮৫৮ খৃঃ অব্দের ৩০শে নভেম্বর তারিখে অবশিষ্ট বিদ্রোহীরা কতক আত্মসমর্পণ করে এবং কতক নেপালের প্রান্তসীমা পার হইয়া চলিয়া যায়। ধুন্ধুপন্থ নানারও আর কোন সংবাদই পাওয়া যায় নাই।

বিদ্রোহ দমন হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মহারাণী ভিক্টোরিয়া কোম্পানীর হাত হইতে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন ও ১৮৫৮ খৃঃ অব্দের ১লা নভেম্বর তারিখে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ ঘোষণাপত্র প্রচার করেন।

সিপিল (পুং) একজন বৌদ্ধাচার্য্য।

শিপুন (পুং) নরভেদ।

শিপ্র (স্ত্রী) শিচ ক্ষরণে কিপ্, শিচং ক্ষরণং রাতীতি রা-ক, পৃষো-দরাদিত্বাৎ চস্য পঃ। সরোবরবিশেষ, শিপ্রসরোবর। (কালিকাপু° ৫১অঃ) (পুং) ২ চন্দ্র। (ত্রিকা°) ৩ নির্ঝর সলিল। ৪ ঘর্ম। (মেদিনী)

শিপ্রা (স্ত্রী) শিপ্র-স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ উজ্জয়িনীদেশের নদীভেদ, শিপ্রানদী। ২ হিমালয়সমীপে অবস্থিত নদী। ইহার উৎপত্তিবিবরণ কালিকাপুরাণে লিখিত আছে—বিধাতা দেবগণের উপভোগের জন্য হিমালয়পৃষ্ঠে একটী সরোবর নির্ম্মাণ করেন, ইহার নাম শিপ্র, ইহা অতিশয় মনোরম। এমন কি মহাদেব যখন সতী-বিরহে কাতর হইয়া চারিদিকে পরিভ্রমণ করেন, তখন তিনি এই সরোবরতীরে আসিয়া এবং ইহার মনোরম শোভা নিরীক্ষণ করিয়া ক্ষণকালের জন্য শোক বিস্মৃত হন।

দেবগণ এই সরোবর অতিযত্নে রক্ষা করিতেন। মানবগণ যদি কোন গতিকে এই সরোবরে স্নান ও ইহার জল পান করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা চিরকাল সবল ও অমর হইয়া থাকেন। এই সরোবর বর্ষাকালে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বা নিদাঘসন্তাপে শুষ্ক হয় না, চিরদিনই সমানভাবে থাকে।

বশিষ্ঠদেবের যখন অরুন্ধতীর সহিত বিবাহ হয়, তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর বেদমন্ত্রপাঠ করিয়া শান্তিবিধান করেন, অর্থাৎ শান্তিজল প্রদান করেন, ঐ সকল শান্তিজল অতিশয় প্রবৃদ্ধ হইয়া মানস পর্ব্বতের গুহাভেদ করিয়া শিপ্রসরোবরে আসিয়া পতিত হয়। এই সরোবর চিরদিনই সমানভাবে থাকিত, কিন্তু এই শান্তিজল ইহাতে পতিত হইয়া প্রতিদিন বাড়িতে লাগিল। তখন বিষ্ণু এই সরোবর অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে দেখিয়া চক্রদ্বারা গিরিশৃঙ্গ ছেদন করিয়া দিলেন, তখন ঐ প্রবৃদ্ধ জলরাশি ঐ ছিন্ন-মার্গদ্বারা মহেন্দ্রপর্ব্বত ঘুরিয়া দক্ষিণসাগরে প্রবিষ্ট হইল। শিপ্র-হইতে হইয়াছে বলিয়া, ব্রহ্মা ইহার নাম শিপ্রা রাখেন। এই নদী গঙ্গার ন্যায় পুণ্যসলিলা। যিনি এই নদীতে স্নান, দান ও পিতৃগণের তর্পণাদি করেন, তাঁহার গঙ্গানদীর ন্যায় ফল হয়। (কালিকাপু° ১২অ°) [শিপ্রা দেখ।]

শিফিকা (স্ত্রী) রাজতরঙ্গিণীবর্ণিত গ্রামভেদ। (রাজতর°)

শিভ্, হিংসা। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ শেভতি। লোট্ শেভতু। লিট্ শিশেভ। লুঙ্ অশেভীৎ। সন্ শিশেভি-ষতি। ণিচ্ শেভয়তি। লুঙ্ অশেশিভৎ। যঙ্ শেশিভ্যতে।

শিম (পুং) শি-বাহুলে (অবিসিবি-সিশুষিভ্যঃ কিৎ। উণ্ ১।১৪৩) ইতি মন্ স চ-কিৎ। সমুদায়, সর্ব্ব, এই শব্দ সর্ব্বনাম এই শব্দের রূপ সর্ব্বশব্দের ন্যায় হইয়া থাকে।

শিম (ত্রি) শ্রেষ্ঠ। (ঋক্ ১।১০২।৩)

শিমরাওন (শিমরাওন), বাঙ্গালার চম্পারণ্য জেলার একটী প্রাচীন ধ্বস্ত নগর, ইহার কতকাংশ এক্ষণে নেপালসীমান্ত-রেখার মধ্যে পড়িয়াছে। এখনও এখানে দুর্গের যে ধ্বস্ত নিদর্শন দেখা যায়, তাহা চতুষ্কোণ এবং ১৪ মাইল পরিধিবিশিষ্ট বহিঃ-প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। ইহার অভ্যন্তর দিকে ১০ মাইল পরিধিযুক্ত আর একটী প্রাচীরপরিবেষ্টনী আছে। প্রাচীর-বেষ্টনীদ্বয়ের মধ্যে অনেকগুলি বড় বড় অট্টালিকা দৃষ্ট হয়। সকলগুলিই ধ্বস্ত এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। অভ্যন্তর ভাগে ইস্‌রা নামে একটী দীর্ঘিকা আছে, উহা দৈর্ঘে ৬০০ হাত এবং প্রস্থে ৪২০ হাত হইবে। স্থানীয় মন্দিরাদি ও রাজপ্রাসাদ হইতে যথেষ্ট স্থাপত্যশিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ গুলি সাধারণতঃ ইষ্টকের উপর খোদাই করা। প্রাসাদটী নগরের ঠিক মধ্যস্থলে এবং দোপুরস্ উত্তরাংশে অবস্থিত। উক্ত অট্টালিকাই ধ্বস্ত-স্তূপে পরিণত হইয়াছে এবং বৃহদাকার বৃক্ষগুলি তদুপরি উৎপন্ন হইয়া ঐ স্থানকে নিবিড় জঙ্গলে আবৃত করিয়াছে। ১০৯৭ খৃষ্টাব্দে নান্যদেব এই দুর্গ নির্ম্মাণ করেন এবং তাঁহার বংশে ছয় জন রাজা মহা সমারোহে এখানে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। ৬ষ্ঠ হরি সিংহদেব ১৩২২ খৃষ্টাব্দে মুসলমান কর্ত্তৃক রাজ্য ভ্রষ্ট হন।

শিমগা, মধ্য প্রদেশের রায়পুর জেলার একটী উপবিভাগ। ভূপরি-মাণ ১৪০১ বর্গমাইল।

২ উক্ত জেলার একটী নগর। মধ্য প্রদেশ ও উক্ত জেলার মধ্যে একটী ইহা প্রধান নগর এবং তহশীলের বিচার সদর। রায়পুর নগর হইতে ২৮ মাইল উত্তরে বিলাসপুর যাইবার পথে শিবনদের তীরে অবস্থিত।

শিমলা, পঞ্জাবের ছোটলাটের শাসনাধীন একটী জেলা। সিন্ধু হিমালয়ের পার্ব্বত্য অধিত্যকাদেশে স্থাপিত এবং উক্ত পর্ব্ব-তাংশের কএকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ লইয়া ইহা গঠিত। ঐ সকল খণ্ড খণ্ড দেশভাগের চারি দিকেই স্বাধীন পার্ব্বত্য রাজগণের অধিকৃত রাজ্যসমূহ বিদ্যমান আছে। রাজকীয় কর্ম্মসূত্রে ঐ সকল সামন্ত সর্দারেরা শিমলার ডেপুটী কমিশনরের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। এই রাজকর্ম্মচারীই এক্ষণে পার্ব্বত্য রাজ্যসমূহে এক্স-অফিসিও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলিয়া পরিচিত। শিমলা নগরই এখান-কার বিচারসদর। অক্ষা° ৩১° ৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°১১´ পূঃ।

এই জেলা ও তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থিত সামন্তরাজ্যগুলি যে শৈলশৃঙ্গোপরি স্থাপিত তাহা পশ্চিম হিমালয়শৈলের মধ্যস্থিত সর্ব্বোচ্চ শৈলশ্রেণীর দক্ষিণ সানু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মূল পর্ব্বতের বসহর রাজ্যসীমা হইতে ধীরে ধীরে দক্ষিণপশ্চিমা-ভিমুখে অবতীর্ণ হইয়া গঙ্গা ও সিন্ধুর অববাহিকা হয়ের মধ্যবর্ত্তী অম্বালা জেলার সমতল প্রান্তরে মিলিয়াছে। শিমলা

শৈল-সান্নিধ্যে ঐ অববাহিকাদ্বয়ে যথাক্রমে যমুনা ও শতদ্রু নদী প্রবাহিত।

জেলার উত্তরপূর্ব্বে এই শৈলশৃঙ্গ দুই ভাগে বিভক্ত। উহার একটী উত্তরপশ্চিমে ঘুরিয়া শতদ্রু উপত্যকা বেষ্টন করিয়াছে এবং অপরটী দক্ষিণপূর্ব্বে বাঁকিয়া সুবাথুর উত্তর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। এই পর্ব্বতাংশেই সিমলার বিখ্যাত শৈলাবাস স্থাপিত। সুবাথু হইতে সমানভাবে নামিয়া আসিয়া, ঐ পর্ব্বতশৃঙ্গ নিম্ন হিমালয়ের পর্ব্বতমালায় আসিয়া মিশিয়াছে, সিমলার দক্ষিণ ও পূর্ব্বাংশের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতমালার মধ্যে শতদ্রু ও জৌনস নদীর মধ্যগত চোড় নামক শৈলশৃঙ্গ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ঐ স্থান সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ১১৯৮২ ফিট উচ্চ। এই পর্ব্বতমালার প্রত্যেক স্থানেই প্রকৃতির অতিরম্য সৌন্দর্য্যমালায় বিভূষিত। এখান হইতে পর্ব্বতপৃষ্ঠের চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিলে সুদূর উত্তরের তুষারমণ্ডিত শৈলশৃঙ্গসমূহ নয়নপথে পতিত হয়। ঐ সকল শৈলপৃষ্ঠে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে সূর্য্যরশ্মি নিপতিত হওয়ায় উহাদের সৌন্দর্য্যও মুহুর্মুহু পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া বোধ হয়। তুষার রেখার নিম্ন পর্য্যন্ত সমগ্র শৈলভাগই Rhododendroo নামক বৃক্ষমালায় সমাচ্ছাদিত। স্থানে স্থানে সুবৃহৎ দেবদারু বৃক্ষসমূহ উন্নতশিরে দণ্ডায়মান হইয়া শিখরভূমিকে শোভমান করিয়াছে। পার্ব্বত্য পথঘাট ও নদীনালাগুলি ইতস্ততঃ রেখা-কারে বিস্তৃত হওয়ায় প্রতীয়মান হয় যে, ঐ পর্ব্বতখণ্ড যেন চিত্র রেখা দ্বারা বিভক্ত।

সিমলা শৈলাবাসের কোন একটী সমুচ্চ স্থানে দাঁড়াইয়া সুদূর দক্ষিণে দৃষ্টিপাত করিলে সম্মুখে সুবাথু ও কসৌলীর শৈলপৃষ্ঠ ও পরে অম্বালার প্রশস্ত প্রান্তর নয়নগোচর হয়। ইহার বাম দিকেই চোড় নামক শৈল বিরাজিত, শৈলপৃষ্ঠ যেন ক্রমশঃ ঢালু হইয়া অসংখ্য কন্দর ও গহ্বরের সৃষ্টি করিয়াছে। কৃত্রিম নদীপ্রবাহিত উপত্যকাভূমি অপূর্ব্ব শস্যশোভায় চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত করিতেছে। উত্তরের অত্যুচ্চ শৈলশৃঙ্গাবলীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে ঐশ মহিমার অপূর্ব্ব নিদর্শন উপলব্ধি করা যায়। হিমালা-রোহী শৈলশৃঙ্গসমূহ যেন সৃষ্টিকর্ত্তার ক্রিয়া ও গাম্ভীর্য্যের পরিচয় দিতেছে। পর্ব্বতশ্রেণীগুলি পরস্পর সংলগ্ন হইয়া যেন মালের ন্যায় নিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। ঐ শ্রেণীনিচয় তরঙ্গা-য়িত, একটীর উপর আর একটী উঠিয়াছে এবং ক্রমে তাহা উচ্চ হইতে উচ্চতর ও তুষারমণ্ডিত হইয়া আকাশের গায় মিশিয়াছে। এই জেলার মধ্য দিয়া শতদ্রু, পাবর, গিরি-গঙ্গা, গম্ভার ও সর্সা নদী প্রবাহিত।

সিমলার সেনাবাস ও ছাউনীগুলি ব্যতীত সমগ্র জেলার ভূপরিমাণ ৮১ বর্গমাইল। ঐ স্থান পাঁচটী স্বতন্ত্র এলাকায় বিভক্ত। ১ম কাল্কা-এলাকা—কালকা সিমলাশৈলের পাদমূলে অবস্থিত। সিমলাশৈলে উঠিবার রাস্তা কালকা হইতে গিয়াছে। পূর্ব্বে সিমলাযাত্রীরা প্রথমে কাল্কায় আসিয়া বিশ্রাম করিত। এখানে তাহাদের খাদ্যাদি সংগ্রহের বিশেষ অসুবিধা বোধ করিয়া পাতিয়ালার মহারাজ একটী বাজার ও রসদাদির ডিপো স্থাপনের জন্য ইংরাজ গবর্মেণ্টকে এই স্থান ছাড়িয়া দেন। ২য় টী শিব এলাকা নামে খ্যাত, কসৌলী কালা ও কসাগ গ্রামে এবং কসৌ-লীর নিকটবর্ত্তী চারিটী ক্ষুদ্র গ্রাম লইয়া এই বিভাগ গঠিত। ইহার সর্ব্বসমেত ভূমিপরিমাণ ১৫ হাজার একার। সিমলা-শৈলাবাসে যাইবার পথে সুবাথু হইতে কিয়ারীঘাট পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটী নিম্ন উপত্যকাখণ্ডে ভরোলী রাজ্য। গোরখা যুদ্ধের অবসানে এখানকার রাজবংশ বিলুপ্ত হয় এবং তদবধি এই স্থান ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হইয়াছে। ৩য় সিমলা এলাকা—ভূপরি-মাণ ৫ হাজার একার। এখানকার সমস্তই শৈলধাম, কেবল মাত্র ২ শত একার ভূমিতে চাষ হয়। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে কেঁউথল ও পাতিয়ালার রাজাকে অন্য জমি দিয়া ইংরাজ গবর্মেণ্ট এই জমি গ্রহণ করেন। ৪র্থ এলাকার নাম কোট-খাই। সিমলা শৈলের ২০ মাইল দক্ষিণে গিরিনদীর উৎপত্তিস্থানের চতুষ্পার্শ্বে ২২ হাজার একার পরিমিত এটী ক্ষুদ্র রাজ্য। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে রাণা ভগবান্ সিংহ স্বেচ্ছায় এই প্রদেশ ইংরাজকরে অর্পণ করেন। ৫ম এলাকা কোট-গুরু বা কোটগড় নামে পরিচিত। সিমলা হইতে ২২ মাইল উঃ পূঃ শতদ্রুতীরস্থ হাথু পর্ব্বতোপরি ১১ হাজার একার পরিমিত ভূমি লইয়া ইহা গঠিত। ইহা পূর্ব্বে কোট-খাইরাজের অধিকারে ছিল। কুলুরাজ তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লন। তৎপরে বসহররাজ কুলুপতিকে পরাজিত করিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে এই প্রদেশ জয় করিয়া লন। অনন্তর প্রায় ৪০ বৎসর কাল ইহা বসহর রাজ্যভুক্ত থাকে। তৎপরে গোর্খা সৈন্য এই স্থান আক্রমণ ও জয় করে। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে গোর্খাযুদ্ধের সময় কুলুরাজের প্রার্থনায় ইংরাজ-সৈন্য সাহায্যার্থ অগ্রসর হয় এবং কুলুসৈন্য কোটগড় অধিকার করে। উক্ত যুদ্ধের অবসানে এই স্থান ইংরাজের করতলগত হয়।

১৮১৫-১৮১৬ খৃষ্টাব্দে গোর্খাযুদ্ধে সিমলা জেলার খণ্ড খণ্ড বিভাগগুলি ইংরাজ গবর্মেণ্টের করতলগত হয়। পূর্ব্বকালে সিমলাশৈলের এই পার্ব্বত্য রাজ্যগুলি ও কাঙড়া জেলার কতকস্থান জালন্ধরের কটোচ রাজ্যের অধীন ছিল। কালে গৃহবিবাদে উক্ত রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইলে এই প্রদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তগণের অধীনে শাসিত হয়। খৃষ্টীয় ১৯শ শতাব্দীর প্রারম্ভ সময় এই সকল সর্দ্দারেরা পরস্পরে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে রাজ্যশাসন করিতেছিল। গোর্খাগণ পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়া দেশীয় সর্দ্দারদিগকে উত্যক্ত

করিলে তাঁহারা বাধ্য হইয়াই ইংরাজকে সাহায্যার্থ আহ্বান করেন। তদনুসারে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজসৈন্য গোর্খাজাতির বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া শতদ্রু ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী সমুদায় পর্ব্বতপৃষ্ঠ অধিকার করিয়া বসে। এ সময়ে কুমায়ুন ও দেরাদুন জেলা ইংরাজরাজ্যভুক্ত হয়, কতকগুলি স্থান ছাউনী স্থাপনের উপযোগী জানিয়া ইংরাজগবর্মেণ্ট তাহা নিজ অধিকারে রাখিয়া দেন এবং কেউঁথলরাজ্যের কতকাংশ পাতিয়ালা রাজাকে বিক্রয় করেন। এতদ্ব্যতীত পার্ব্বত্য রাজাদিগের যে সকল রাজ্য গোর্খারা অধিকার করিয়া লইয়াছিল, ইংরাজ গবর্মেণ্ট তাঁহাদের সম্পত্তি তাঁহাদিগকে অর্পণ করেন। গড়ৱালরাজ্য যুক্তপ্রদেশের ছোটলাটের শাসনাধীনে আনীত হয় এবং কতকগুলি সামন্তরাজ্য পঞ্জাবের শাসনাধীন করিয়া সিমলাশৈল-রাজ্যমালা (Simla Hill states) নামে বিদিত হয়।

যে শৈলাংশে সিমলার স্বাস্থ্যাবাস (Simla sanitarium) প্রতিষ্ঠিত, ঐ স্থান ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ গবর্মেণ্টের করতলগত হয়। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে কেউঁথলের রাজা আরও খানিকটা জমি গবর্মেণ্টকে দান করেন। এই শৈলবাস হইতে ৩৩০ মাইল দূরে জুতোঘ নামে একটী শৈলশিখর দৃষ্ট হয়। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ গবর্মেণ্ট পাতিয়ালার মহারাজকে কসৌলীর দুইটী গ্রাম দিয়া তদ্বিনিময়ে ঐ স্থান গ্রহণ করেন। রাণা ভগবান সিংহ কোটখাই ও কোটগড়প্রদেশের বিশেষ কোন আয় নাই দেখিয়া উহা ইংরাজ গবর্মেণ্টকে ছাড়িয়া দেন। কসৌলী পূর্ব্বে বিজয়রাজের শাসনাধীন ছিল। ইংরাজ গবর্মেণ্ট বার্ষিক কিছু কর দিতে স্বীকৃত হইলে বিজয়রাজ উহা গবর্মেণ্টকে ছাড়িয়া দেন। পূর্ব্বেই ইংরাজ গবর্মেণ্ট সুবাথুশৈল সেনাদলের ছাউনীরূপে মনোনীত করিয়া রাখেন, অন্যান্য অংশ এইরূপে বিভিন্ন সময়ে ইংরাজের হস্তগত হওয়ায় সিমলা একটী জেলারূপে গঠিত হয়।

সিমলা, কসৌলী, দিগ্‌সাই, সুবাথু, সেবেন ও কাল্‌কা এখানকার প্রধান নগর। ঐ সকল স্থানেই অল্পবিস্তর বাণিজ্যপ্রবাহ। সিমলা পর্ব্বতজাত দ্রব্যনিচয়ের একটী প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। দিল্লী হইতে কাল্‌কা পর্য্যন্ত রেলপথ বিস্তৃত হওয়ায় সিমলার শৈলবাসে আসিবার ও পণ্য দ্রব্যাদি আমদানী রপ্তানী করিবার বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছে। কাল্‌কা হইতে সিমলাশৈলে উঠিবার যে প্রাচীন রাস্তা আছে, তাহা কসৌলী ও সুবাথু হইয়া গিয়াছে, ঐ পথ প্রায় ৪১ মাইল। অশ্ব, খচ্চর, পণিঘোড়া ও গবাদি পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ঐ পথে উঠিবার সুবিধা নাই। টোঙ্গা নামক যানই এখানকার প্রসিদ্ধ গমনোপায়। অশ্ব বদল করিয়া এই পথে ৮ ঘণ্টায় আসা যায়। দিগসাই ও সেবেন হইয়া যে শকটগমনোপযোগী রাস্তা সিমলায় আসিয়াছে তাহা ৪৮ মাইল। বিচক্র বৃষ শকট এই পথে ৯।১০ ঘণ্টায় আসিতে পারে এবং এই পথেই সাধারণতঃ সিমলার যাবতীয় বাণিজ্য চলিয়া থাকে। বিশ্রামের জন্য এই পথের ধারে মাঝে মাঝে বাঙ্গালা (staging bungalow) স্থাপিত আছে। প্রাচীন পথের ধার দিয়া এখানকার টেলিগ্রাফ চালিত, কাল্‌কা, কসৌলী ও সিমলায় টেলিগ্রাফের ষ্টেশন আছে। অল্পদিন হইল রেলপথও গিয়াছে।

অম্বালার কমিশনরের অধীনস্থ একজন ডেপুটী কমিশনর* দ্বারা এখানকার সমস্ত শাসনকার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। তিনি পার্ব্বত্য রাজ্যসমূহেরও পরিদর্শক।

সিমলা শৈলমালার জলবায়ু অতীব মনোরম। য়ুরোপীয়ের নিকট ইহা বিশেষ স্বাস্থ্যপ্রদ এবং ইংলণ্ডবাসী ইংলণ্ডে যেরূপ বাস করেন, এখানকার আবহাওয়াও তদনুরূপ। এই কারণে তাঁহারা সিমলাকে ইংলণ্ডের অনুরূপ স্থান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহা বাসযোগ্য করিবার জন্য অনেক স্থানে স্বাস্থ্যাবাস ও সেনাবাস প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। সিমলায় প্রতি মাসে যেরূপ শৈত্য উপলব্ধি করা যায়, তাহার একটী তালিকা এখানে লিপিবদ্ধ হইল—

জানুয়ারী	৪০·২°;	ফেব্রুয়ারী	৪১·৮°
মার্চ	৪৯·২°;	এপ্রিল	৫৮·৭°
মে	৬৫·৫°;	জুন	৬৭·৩°
জুলাই	৬৩·৬°;	আগষ্ট	৬০·১°
সেপ্টেম্বর	৬১·৩°;	অক্টোবর	৫৫·৩°
নবেম্বর	৫৮·৭°;	ডিসেম্বর	৪৪·৭°

২ পঞ্জাব প্রদেশের সিমলা জেলার একটী তহশীল, সিমলা ও কসৌলী পরগণা লইয়া এই উপবিভাগ গঠিত। ভূপরিমাণ ৬ বর্গমাইল।

সিমলা (শৈল), পঞ্জাবের সিমলা জেলার একটী সুবিখ্যাত নগর ও উক্ত জেলার বিচারসদর। ভারতবাসী য়ুরোপীয়ের পক্ষে ইহা সর্ব্বপ্রধান স্বাস্থ্যকর স্থান। শৈলপৃষ্ঠের যে অধিত্যকাংশে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া বাসযোগ্য করা হইয়াছে, তাহা চিত্রপটে প্রতিফলিত পার্থিবজগতে সৌন্দর্য্যময়ী দৃশ্যাবলীর ন্যায় মনোহারী এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে অনেক উচ্চে ও গ্রীষ্মপ্রধান কর্কট-ক্রান্তি-সীমার অনেক উত্তরে স্থাপিত হওয়ায় এই স্থানটী রুক্ষ ও শৈত্যপ্রধান; এই কারণে শীতপ্রধান দেশবাসী য়ুরোপীয়গণ গ্রীষ্মপ্রধান ভারতের সমতল পৃষ্ঠে অধিক কাল বাস করিতে অশক্ত হওয়ায় মধ্যে মধ্যে সিমলার শৈলবাসে আসিয়া বাস করেন। উত্তরকালে ইংরাজগবর্মেণ্ট এই স্থানেই ভারতসাম্রাজ্যের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী মনোনীত করিয়াছেন এবং তদুদ্দেশ্যে এখানে রাজপাটস্থাপনের উপযোগী কার্য্যালয়াদি নির্ম্মাণের ব্যবস্থাও হয়।

ভারতের অন্যতম রাজধানী দিল্লীর উত্তরে, মধ্য হিমাচল-শ্রেণী হইতে দক্ষিণপশ্চিমাভিমুখে প্রসৃত একটী শাখাশৈল-শিখরে সিমলা নগর সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৭০৮৪ ফিট্ উচ্চে অবস্থিত। অক্ষা° ৩১° ৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ১৯´ পূঃ, অম্বালা হইতে ৭৮ মাইল উত্তরপূর্ব্বে এবং শৈলপাদমূলস্থ কাল্‌কা ষ্টেশন হইতে শকটপথে ৫৮ মাইল ব্যবধানে স্থাপিত শীত ঋতু প্রবল হইলে অর্থাৎ নবেম্বর মাসের মাঝা মাঝি এখানকার অধিবাসিবর্গ নিম্নে নামিতে থাকে। গবর্মেণ্টের কর্মচারিগণও এই সময়ে কলিকাতা রাজধানীতে স্থানান্তরিত হন। এই কারণে জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে এখানকার লোকসংখ্যা অতিশয় কম হয়। মার্চমাস হইতে পুনরায় লোকসমাগম হয়। গবর্মেণ্টের কেরাণীদলের সঙ্গে সঙ্গে নানা শ্রেণীর বণিক্ ও লোকজন সিমলায় উঠিতে আরম্ভ করেন, আগষ্ট মাস হইতে এখানে স্বাস্থ্যান্বেষীদিগের আগমন ঘটে এবং য়ুরোপীয়গণ সিমলার শরৎ বসন্ত ও শীতের সংমিশ্রিত বায়ুসেবনার্থ পূজার অবকাশের পূর্ব্বে এখানে সমাগত হইতে থাকেন; এই কারণে সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরেই এখানকার জনসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বৃদ্ধি পায়।

ইতিহাস পাঠে জানা যায়, সিমলা শৈলের যে অংশে এবং যে ভূমিখণ্ডের উপর অধুনা সিমলায় শৈলাবাস প্রতিষ্ঠিত, ১৮১৫-১৬ খৃষ্টাব্দে গোর্খাযুদ্ধের অবসানে তাহা ইংরাজগবর্মেণ্টের করায়ত্ত হয়। পার্ব্বত্য সামন্তসর্দ্দারদিগের সহিত মিত্রতা রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে ইংরাজগবর্মেণ্টের রক্ষিত এসিষ্টান্ট পলিটিকাল এজেণ্ট লেপ্টেনাণ্ট রস সাহেব ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে এখানে একটী কাঠের কুটীর নির্ম্মাণ করেন। উহার তিন বৎসর পরে তাঁহারই স্থলাভিষিক্ত লেপ্টেনাণ্ট কেনেডি একখানি পাকাবাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। এই সময়ে তাঁহার চেষ্টায় সিমলার মনোহর বায়ুর ও দৃশ্যের কথা তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণের মধ্যে প্রচারিত হয়। কেনেডি অর্থব্যয়ে সুন্দর বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়াছেন শুনিয়া তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রের বন্ধুবান্ধব এবং অম্বালা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানবাসী য়ুরোপীয় রাজকর্মচারিগণের অনেকে তাঁহার পথানুসরণ করিয়া স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনার্থ এখানে এক একটী বাড়ী নির্ম্মাণ করেন। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই পার্ব্বত্য উপনিবেশের নাম য়ুরোপীয়দিগের মধ্যে কতকটা প্রসিদ্ধি লাভ করে। উহার পর বৎসর লর্ড আমহার্ষ্ট ভরতপুরদুর্গ বিজয়ের পর উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে অশান্ত স্থানের কার্য্যাদি সমাধান করিয়া গ্রীষ্ম ঋতুর প্রারম্ভে ধীরে ধীরে সিমলায় আসিয়া উপস্থিত হন এবং প্রায় সমস্ত গ্রীষ্ম ঋতুই এখানে অতিবাহিত করিয়া যান।

ভারতরাজপ্রতিনিধির শুভাগমন ও বাস হইতেই সিমলার শৈলাবাস উত্তরভারতবাসী য়ুরোপীয় মাত্রেরই চিত্তাকর্ষণ করে এবং সেই সঙ্গে সিমলার শৈলাবাসের উন্নতি পরিদৃষ্ট হয়। অতঃপর ভারতরাজপ্রতিনিধি প্রায় প্রতিবৎসরেই একবার অন্ততঃ কএক সপ্তাহের জন্যও এখানে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন; তাহার সঙ্গে গবর্মেণ্টের রাজপাটও কতকপরিমাণে এখানে আসিয়াছিল। প্রথম প্রথম বড়লাট বাহাদুরের এখানে আসিবার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় অবধারিত ছিল না। বৎসরের যে কোন ঋতুতেই তাঁহার সুবিধা হইত, তিনি এখানে আসিয়া নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম করিতেন। অবশেষে কলিকাতার নিদারুণ গ্রীষ্মের সময় প্রাণান্তকর প্রখর সূর্য্যোত্তাপে দেহ দগ্ধ না করিয়া তিনি ঐ সময়ের কএক সপ্তাহকাল হিমাচলের শীতল বাতাসে অতিবাহিত করিতে বাসনা করেন। তদনুসারে তাঁহার আদেশে গ্রীষ্ম ঋতুতেই ঐ এক সপ্তাহের জন্য রাজকার্য্যালয় সিমলায় স্থানান্তরিত হইতে আরম্ভ করে। তাঁহার পরবর্ত্তী গবর্ণর জেনারলগণ সমস্ত নির্দ্ধারিত করিয়া সমগ্র গ্রীষ্ম ঋতুই সিমলায় কাটাইবার ব্যবস্থা করেন। তদবধি সেই ব্যবস্থাই চলিয়া আসিতেছে। ১৯০৯-১০ খৃষ্টাব্দে লর্ড মিণ্টোর শাসনকালে এখানে কলিকাতা হইতে স্বতন্ত্র ভাবে একটী রাজপাট রক্ষার ব্যবস্থা হয়। কেরাণীগণের যাতায়াত ব্যয় হ্রাস করিবার উদ্দেশে এবং এখান হইতে পশ্চিম ভারতীয় সীমান্তপ্রদেশসমূহের সহিত অতি সুযোগে রাজকার্য্য পরিচালিত হইবে ভাবিয়া সম্ভবতঃ এই ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে।

বিখ্যাত শিখযুদ্ধের অবসানে পঞ্জাবপ্রদেশ ইংরাজরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইলে সিমলার সমাদর আরও বাড়িয়া উঠে। কারণ ঐ সময় হইতে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের প্রধান প্রধান সর্দ্দারগণ ইংরাজরাজকে সম্মানপ্রদর্শনার্থ প্রতিবৎসর সিমলা রাজধানীতে আসিতে আরম্ভ করেন। এই স্থান পঞ্জাবের নিকটবর্ত্তী এবং সর্দ্দারগণও সুবিধামত এখানে আসিতে পারে জানিয়া গবর্মেণ্ট এখানেই পাকা রাজধানী করিলেন। অধিকন্তু এখান হইতে ভারতপ্রতিনিধি গবর্ণর জেনারল বাহাদুরের শীতকালে ভারত রাজ্য পরিদর্শনেরও যথেষ্ট সুবিধা হয়।

প্রথমে গবর্ণর জেনারলের সঙ্গে কএকজন মাত্র কর্মচারী সিমলায় আসিয়া রাজকার্য্য করিতেন। কিন্তু ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে সর জন লরেন্সের শাসনকালে সিমলাই প্রকৃত প্রস্তাবে ইংরাজরাজের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী বলিয়া নির্ব্বাচিত হয়। ঐ সময়ে সেক্রেটেরিয়ট ও বিচারবিভাগের যাবতীয় কার্য্যালয়াদি এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়। তদবধি এখানে নিয়মিতরূপে গ্রীষ্মের সময় ভারতরাজধানী স্থানান্তরিত হইয়া থাকে। কেবল মাত্র ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের সময় গবর্মেণ্টের রাজপাট উঠিয়া আসে নাই।

তাহারা সমতল ক্ষেত্রে বসিয়াই দুর্ভিক্ষের প্রপীড়িত অধিবাসি-বর্গের তত্ত্বাবধানকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন।

এইরূপে ধীরে ধীরে সিমলার শৈলাবাসের ক্রমিক উন্নতি সংঘটিত হইতে থাকে। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে সিমলায় মধ্যে মাত্র ৩০ খানি গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তৎপরে ক্রমে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ১০০ এবং ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ২৯০ খানি গৃহ নির্ম্মিত হয়। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে এখানে সর্ব্ব সমেত ১১৪১ খানি বাসগৃহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, অধুনা সিমলা শৈলপৃষ্ঠের সুবিস্তৃত বক্ষে অসংখ্য বাঙ্গলা-গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ শৈলপৃষ্ঠ অর্দ্ধচন্দ্রাকার পূর্ব্বপশ্চিমে বিস্তৃত এবং উহার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত ৬ মাইল হইবে। উহার পূর্ব্বপ্রান্তে জাকো নামক শৈলশৃঙ্গ, উহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৮ হাজার ফিট্ উচ্চ। এই শৃঙ্গোপরি দেবদারু, ওক ও রোডোডেণ্ড্রন বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে জন্মিতে দেখা যায়। শৃঙ্গটী কোণাকৃতি চূড়ার ন্যায় ঊর্দ্ধে উত্থিত। উহার চারিপার্শ্বে পাঁচ মাইল বিস্তৃত রাস্তা কাটা আছে। উহার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণের বিশেষ উপযোগী।

পশ্চিম প্রান্তে প্রস্পেক্টহিল নামে একটী শৈলশৃঙ্গ আছে, উহা জাকো হইতে উচ্চতায় কম। এই পর্ব্বতগাত্রে কোনরূপ বৃহদাকার বৃক্ষ জন্মিতে দেখা যায় না, উহা কেবলমাত্র তৃণ দ্বারা সমাচ্ছাদিত। জাকো শৈলের দক্ষিণপাদমূলেই অনেক লোকের বাস, পশ্চিম প্রান্তের অপর দুইটী শৈলাংশেও বসবাস কম নহে। এই শৈলদ্বয়ের একটীতে রাজপ্রতিনিধিদিগের পূর্ব্বতন 'পিটার হোফ' নামক প্রাসাদ স্থাপিত ছিল এবং অপরটীর শিরোদেশে মানমন্দিরের সুবৃহৎ অট্টালিকা বিরাজ করিত। ঐ মানমন্দির এক্ষণে রাজকর্ম্মচারীদিগের সাধারণ বাসভবনে পরিণত হইয়াছে। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে বড়লাট বাহাদুরের বাস জন্য অবজার ভেটরী হিলে একটী নূতন ও সুন্দর বাসভবন নির্ম্মিত হয়; উহা পূর্ব্বোক্ত লাটভবনের পশ্চিমাংশে অবস্থিত।

জাকোহিলের পশ্চিম পাদমূলে একটী গীর্জ্জা স্থাপিত আছে। উহারই নিম্নে দক্ষিণ শৈলপৃষ্ঠে দেশীয় দিগের একটী বাজার। উহাই সিমলা শৈলাবাসকে দেশীয় ও য়ুরোপীয়দিগকে দুইটী অংশে বিভক্ত করিয়াছে। বাজারের পূর্ব্ব দিকের যে অংশে দেশীয় লোকের বাস তাহা ছোট সিমলা নামে খ্যাত এবং পশ্চিমাংশ বৈলুগঞ্জ নামে প্রসিদ্ধ। সিমলা শৈলের উত্তরে যথ যেথায় অপর একটী পর্ব্বতশাখা বিস্তৃত আছে। উহা নানা প্রকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে পূর্ণ। এই স্থান ইলিসিয়াম্ বাসের উপযোগী বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, পশ্চিম প্রান্তে ৩৷০ মাইল দূরে জুটোঘ শৈলখণ্ডে কামানবাহী সেনাদলের একটী আড্ডা আছে।

গ্রীষ্মকালে সিমলা শৈলাবাসে সমাগত ব্যক্তিবর্গের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সরবরাহই এখানকার প্রধান বাণিজ্য, তবে এখান হইতে অহিফেন, চরস, নানাপ্রকার ফল, সুপারী এবং নিকটবর্ত্তী শৈল ও রামপুর সীমান্ত হইতে সমানীত পশম এখান হইতে অন্যত্র প্রেরিত হয়। পরিচ্ছদাদি অন্য যাহা কিছু আবশ্যক হয় তাহা প্রায়ই য়ুরোপীয় দোকানদারদিগের দোকান হইতে সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। ঐ দোকানগুলি কলিকাতার বড় বড় দোকানের এক একটী শাখা, এতদ্ভিন্ন এখানে তিনটী ব্যাঙ্ক, ক্লাব, কতকগুলি গীর্জ্জাঘর, টাউনহল ও তিনচারিটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

পূর্ব্বে সিমলাশৈলে নিরন্তরপ্রবাহী ঝরণা না থাকায় বিলক্ষণ জলাভাব আছে। মহাসু শৈল হইতে জল পাম্প করিয়া পাইপ দ্বারা সিমলায় আনীত হইয়াছে। সময় সময় শৈলবাসিগণের আধিক্য হেতু জলাভাব পরিলক্ষিত হয়। এই কারণে বাঁধ দিয়া স্বতন্ত্র জলাধার নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইয়াছে। অনেকগুলি প্রস্রবণ প্রায়ই গ্রীষ্মের সময় শুকাইয়া যায়।

সিমলাহিল্ ষ্টেট্‌স্, সিমলা শৈলাবাসের চতুর্দ্দিকস্থ ২৩টী সামন্তরাজ্য লইয়া এই বিভাগ পরিকল্পিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব সীমায় হিমালয়ের উচ্চ প্রাচীর, উত্তরপশ্চিমে কাঙ্‌ড়া জেলার অন্তর্ভুক্ত কুলু ও স্পিতির পর্ব্বতমালা এবং শতদ্রু নদী; দক্ষিণপশ্চিমে অম্বালার সমতল প্রান্তর এবং উত্তরপূর্ব্বে দেরাদুন ও গড়বালের সামন্তরাজ্য। অক্ষা° ৩০° পূঃ হইতে ৩২° ৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৩০´ হইতে ৭৮° ১´ পূঃ মধ্য। অম্বালার কমিশনরের অধীনস্থ একজন ডেপুটী কমিশনার দ্বারা এই রাজ্যগুলির শাসনবিধি পরিদর্শিত হইয়া থাকে। ইংরাজ গবর্মেণ্টের তালিকায় ইনি Superintendent of hill-statesনামে বিদিত। নিম্নে সামন্তরাজ্যগুলির নাম ও সংক্ষেপ বিবরণ প্রদত্ত হইল:—

	রাজ্য	ভূপরিমাণ	গ্রামসংখ্যা	দেয় রাজস্ব
১	সিরমুর (নাহন)	১০৭৭	২০৬৯	...
২	বিলাসপুর (কহলুর)	৪৪৮	১০৭৩	৮০০০৲
৩	বসহর (বসাহির)	৩৩২০	৮৩৬	৩৯৪০৲
৪	হিণ্ডুর (নালাগড়)	২৫২	৩৩১	৫০০০৲
৫	মুকেঞ্চ	৪৭৭	২২০	১১০০০৲
৬	কেউথল	১১৬	৮৩৮	...
৭	বাঘল	১২৪	৩৬৬	৩৬০০৲
৮	জুব্বল	২৮৮	৬৭২	২৫২০৲
৯	ভজ্জি	৯৬	৩৯৭	১৪৪০৲
১০	কুমার সেন	৯০	৫৫৪	২০০০৲
১১	মহলোগ	৪৮	২২২	১৪৪০৲
১২	বলসন	৫১	১৫২	১০৮০৲

	রাজ্য	ভূপরিমাণ	গ্রামসংখ্যা	দেয় রাজস্ব
১৩	বাগহাট,	৩৬	১৭৮	৬০০৲
১৪	কুথার	৭	১৫০	১০০০৲
১৫	ধামী	২৬	২১৬	৭২০৲
১৬	তরোচ	৬৭	৪৪	২৪০৲
১৭	সাঙ্গড়ী	১৬	১০৪	...
১৮	কুনিহার	৮	৬৬	১৮০৲
১৯	বীজা	৪	৩৩	১৮০৲
২০	মাঙ্গল	১২	৩১	৭০৲
২১	রবাই	৩	১৮	—
২২	দরকুটী	৫	৮	...
২৩	ঢাধি	১	১৩	...

জেলার বিবরণে সিমলা শৈলমালার যে বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে, সেই সকল শৈলমালার মধ্যে উপরি কথিত সামন্তরাজ্যগুলি স্থাপিত; সুতরাং ইংরাজাধিকৃত সিমলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য হইতে এখানকার বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। শতদ্রু ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী দক্ষিণপশ্চিমে বিস্তৃত পর্ব্বতপৃষ্ঠোপরি সিমলাশৈলমালামালা বিরাজিত রহিয়াছে। সিমলার দক্ষিণপূর্ব্ব এবং শতদ্রু ও যমুনার শাখা টোন্স নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী শৈলনিচয় চোড় শৈলশিখরে আসিয়া একত্র হইয়াছে। ঐস্থান সমুদ্রশিখর হইতে ১১৯৮২ ফিট্ উচ্চ। চোড়শৃঙ্গ সিমলাশৈলের দক্ষিণমুখী একটী শাখার চরম সীমা। বাস্তবিক, ঐ গিরিরাজির নিশ্চিত কোন বিবরণ লিপিবদ্ধ করা দুরূহ ব্যাপার। তবে যিনি জগৎপাতার এই মহতী কীর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনিই এই স্থানের গাম্ভীর্য্যপূর্ণ দৃশ্যে মোহিত হইয়াছেন। মোটের উপর ঐ পর্ব্বতশাখাগুলিকে তিনটী মূলভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে (১) চোড় পর্ব্বত ও তৎপাদপ্রসৃত দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে শাখানিচয়; (২) মধ্য-হিমালয় হইতে সুবাথু পর্য্যন্ত বিস্তৃত সিমলা-শৈল এবং (৩) নিম্ন হিমাচল পর্ব্বত প্রদেশ। ইহা উত্তরপূর্ব্ব হইতে উত্তরপশ্চিমে অম্বালার সীমারূপে প্রচলিত।

নিম্ন হিমালয়শৈলমালাকেও দুই থাকে পরিগণিত করা হয়। উহার সম্মুখবর্ত্তী হিমাচলপাদের বহিঃস্তর অর্থাৎ সমতল প্রান্তরাভিমুখী প্রথম শ্রেণী। ইহার গঠনপ্রণালী উত্তরের হোসিয়ারপুর জেলার শিবালিকশৈল অথবা দক্ষিণপূর্ব্বাংশে গাঙ্গেয় অন্তর্বেদীর মধ্যস্থিত হিমালয়শাখার অনুরূপ। নিম্ন হিমালয় ও শিবালিকপর্ব্বতমালা পরস্পরে সমান্তরাল ভাবে অবস্থিত, ইহাদের মধ্যে বিস্তৃত প্রান্তরভূমি পরিদৃষ্ট হয়। নাহনরাজ্যে এইরূপ স্থানকে খিয়ার্দা-দুন এবং নালাগড়ে দুন বলে। ঐ স্থানগুলি প্রচুর শস্যশালী ও উপত্যকায় যুক্ত।

শতদ্রুর অপর পারে এবং স্পিতি ও লাহুলের দক্ষিণে বসহর রাজ্যের কুণাবর বিভাগ। এখানে প্রায় ৭ হাজার ফিট্ উচ্চ স্থানে উত্তম চাষবাস হয়। স্থানটী বিশেষ স্বাস্থ্যকর। বৃষ্টি বা শীতের আধিক্য নাই। কুণাবরবাসীদিগকে কুণাবরী বলে। আকৃতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করিলে ইহাদিগকে আর্য্যসম্ভূত একটী আদিম জাতি বলিয়াই ধারণা হয়; কিন্তু আচারব্যবহারে এবং ধর্ম্মকর্ম্মে ইহারা অনেকাংশে তিব্বতীয়দিগের অনুরূপ। উত্তর কুণাবরবাসীরা বাণিজ্যপ্রিয়, ইহারা চমরী ক্রয় করিতে লেহ্ এবং পশম আনিতে গর্ত্তোগ পর্য্যন্ত গিরিপথে গমনাগমন করে এবং বিনিময়ার্থ ইহারা যে সকল পণ্য দ্রব্য লইয়া যায় তাহা সাধারণতঃ শকর, ছাগল ও ভেড়ার পৃষ্ঠে চাপাইয়া তাড়াইয়া লইয়া যায়।

এখানকার শৈলমালাবিধৌত জল পার্ব্বতীয় নানাপথে প্রবাহিত হইয়া ধীরে ধীরে শতদ্রু, পাবর, গিরি-গঙ্গা, গম্ভার ও সর্সা নদীতে রূপান্তরিত হইয়াছে। শতদ্রুনদী চীনরাজ্য হইতে হিমাচলের শৃঙ্গের মধ্যস্থিত পথ দিয়া বসহর রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। ঐ শৃঙ্গদ্বয়ের সর্ব্বোচ্চতরটী সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২০১৮৩ ফিট্ উচ্চ। বসহররাজ্যের মধ্য দিয়া দক্ষিণপূর্ব্বে নামিবার কালে শতদ্রুনদী মধ্যহিমালয় ও কিন্নিশৈলের জলরাশি পাইয়া পুষ্টকলেবর হইয়াছে, অনন্তর কুলু, কাঙ্ড়া ও বিলাসপুর হইয়া পশ্চিমাভিমুখে আসিয়াছে। কোটগড়ের নিকটে এই নদীবক্ষে বঙ্গ্টু ও লৌরী নামক স্থানে সেতু আছে। বিলাসপুরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা লইয়া লোকে নদীবক্ষে গমনাগমন করে, সাধারণ চামড়ার মশক জলে ভাসাইয়া তাহার উপর চড়িয়া নদী পারাপার হয়। বাস্পা ও স্পিতি নদী ইহার প্রধান শাখা।

পাবর নদী টোন্স নদীর শাখা। মধ্য হিমালয় ও সিমলাশৈলের দক্ষিণ ঢালুর জলরাশিসহযোগে বসহররাজ্যে ইহার উৎপত্তি। মিলিত নদী গড়বাল জেলার মধ্যে যমুনায় আসিয়া পতিত হইয়াছে।

গিরি বা গিরিগঙ্গা নদী চোড়-শৈলের উত্তরস্থ পর্ব্বতশ্রেণীতে উদ্ভূত। চোড় ও সিমলাশৈলের মধ্যবর্ত্তী উপত্যকার জলরাশি সঞ্চয় করিয়া এই নদী ধীরে ধীরে নাহন রাজ্যের মধ্য দিয়া টোন্স সঙ্গমের দশ মাইল দক্ষিণে যমুনায় মিশিয়াছে। মহাসু শৈলাংশ হইতে সমুদ্ভূত অশ্বী বা আসন নদী ইহার প্রধান শাখা।

গম্ভার নদী দগ্সাই শৈল প্রদেশ হইতে উদ্ভূত হইয়া সুবাথু অতিক্রমপূর্ব্বক বিলাসপুরের ৮ মাইল দক্ষিণে শতদ্রুতে মিশিয়াছে। ঝিনীনী প্রভৃতি কতকগুলি পার্ব্বতীয় ক্ষুদ্র স্রোতোমালা ইহার কলেবর পুষ্ট করিতেছে। সর্সা নদী নালাগড়ের দুন-প্রদেশ বিধৌত জলরাশি হইতে সমুৎপন্ন। এই নদীতে সকল সময়ে জল থাকে না। অপরগুলিতে থাকে। পাবর ও গিরিগঙ্গা উহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ।

উপরে যে ২৩টী পার্ব্বত্য সামন্তরাজ্যের উল্লেখ করা হইল, উহাদের আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। ইংরাজ অধিকারের যাহা কিছু সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাই একমাত্র উপাদান। স্থানান্তরে উক্ত সামন্তরাজ্যগুলির ইতিবৃত্ত স্বতন্ত্র লিপিবদ্ধ থাকায় এখানে আর লিখিত হইল না।

[তত্তৎ শব্দ দেখ।]

শিম্রা (স্ত্রী) মহামারী মারভেদ।

শিমোগা, মহিসুর রাজ্যের নাগর বিভাগের অন্তর্গত একটী জেলা। অক্ষা° ১৩° ৩০´ হইতে ১৪° ২৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ৩৪´ হইতে ৭৬° ৫´ পূঃ মধ্যে। ভূপরিমাণ ৩৭৯৭ বর্গ মাইল। ইহার উত্তরে ও পশ্চিমে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ধারবাড় ও উত্তরকণাড়া জেলা।

এই জেলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অদ্ভুত বিকাশ দৃষ্ট হয়। পূর্ব্ব সীমা মহিসুর অধিত্যকার সমরেখায় আবদ্ধ সমতল প্রান্তরভূমি সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২১০০ ফিট উচ্চ। এই উচ্চতা ক্রমশঃ জেলার পশ্চিমাংশে উচ্চতর হইয়া পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালার মালনাদ পার্ব্বত্যপ্রদেশে পর্য্যবসিত হইয়াছে। এখানে তুঙ্গা, ভদ্রা, বরদা, শরাবতী প্রভৃতি কএকটী নদী বিদ্যমান আছে। সুপ্রসিদ্ধ গারসোপ্পা প্রপাত এই নদীর পর্ব্বতপৃষ্ঠে অবস্থিত।

শিমোগা জেলার ইতিহাস পাওয়ার বিশেষ উপায় নাই। এখানে ৮৯ যুধিষ্ঠিরাব্দে উৎকীর্ণ রাজা জনমেজয়ের ৩ খানি শাসন দৃষ্ট হয়। উহার মৌলিকত্ব সম্বন্ধে ঐতিহাসিক মাত্রই সন্দিহান।

কাদম্বরাজগণ হইতে এখানকার প্রকৃত ইতিহাস আরম্ভ। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দে চালুক্য রাজগণ কাদম্বদিগকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন। অতঃপর কলচুরিরাজ চালুক্যপতিকে পরাজিত করিয়া রাজ্য অধিকার করেন। এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে লিঙ্গায়ত মত প্রবর্ত্তিত হয় এবং হামচায় একটী জৈনরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। [তত্তদ্ রাজবংশ দেখ।]

ইহার পর হোয়শাল বল্লালগণ ও বিজয়নগররাজবংশ যথাক্রমে এখানে রাজত্ব করেন। বিজয়নগর রাজবংশের অধঃপতনে কেলাডি ও বাসবপাটনবংশীয় পালেগার সর্দ্দারের শাসনাধিকৃত হয়। কেলোডিরা ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে ইক্কেরী ও পরে বেদনূরে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। বাসবপাটন-বংশকে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে তেরিকেরী নগরে এবং ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে কেলাডিদিগকে বেদনূরে পরাজিত করিয়া হায়দার আলী এই প্রদেশ অধিকার করেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে টিপু সুলতানের অধঃপতনের পর দেশস্থ ব্রাহ্মণগণের কঠোর শাসনে ও পীড়নে দেশবাসীরা বড়ই উৎপীড়িত হইতে থাকে। অবশেষে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা বিদ্রোহী হইলে ইংরাজ গবর্মেণ্ট তাঁহাদের সহায় হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে অধিকারচ্যুত করে এবং পূর্ব্বতন কেলাডি ও বাসবপাটন-বংশীয় সর্দ্দারগণকে পুনরায় রাজ্যাধিকার দান করেন।

২ উক্ত জেলার একটী তালুক। ভূপরিমাণ ৫১৭ বর্গমাইল।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচার সদর। তুঙ্গা ও ভদ্রা-সঙ্গমের অনতিদূরে তুঙ্গানদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ১৩°৫৫´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৩৮´ ৫´´ পূঃ। শিমোগা নামটী শিবমুখ শব্দের অপভ্রংশ; আবার কেহ কেহ বলেন যে শী-মোগে অর্থাৎ মিষ্টান্নভাণ্ড হইতে শিমোগা নাম কল্পিত হইয়াছে। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে মরাঠা সৈন্যগণ টিপুসুলতানের সেনাপতিকে পরাস্ত করিয়া নগর লুণ্ঠন করিয়া ছিলেন।

শিম্ব (পুং) শিম।

শিম্বা (স্ত্রী) সম বৈক্লব্যে উন্মাদয়ন্তেতি সাধুঃ। শমীধান্য।

'শমী শমী শিম্বী শিম্বং শিম্বা নিষ্পিশীবাদে।' (বিশ্বপ্রকাশ)

এই শব্দে তালব্য ও দন্ত্য এই দুই সকারই হয়। [শিম্বা দেখ।]

শিম্বি (স্ত্রী) ১ শিম্বা। (বিশ্বপ্রকাশ) ২ শমীনামক শস্যদ্রব্য। (রাজনি°)

শিম্বিতিকা (স্ত্রী) শিম্বি, শিম্বিকা।

শিম্বিকা (স্ত্রী) শমীধান্য। (ভাবপ্র°)

শিম্বী (স্ত্রী) শিম্বি-শব্দে ঙীষ্। নিষ্পাবী। (রাজনি°)

শিম্বুক (পুং) পর্ব্বতবিশেষ। (শব্দরত্ন)

শিয়া, মুসলমান ধর্ম্মসম্প্রদায়ভেদ। [মুসলমান শব্দ দেখ।]

শিয়াগোষ, ব্যাঘ্রজাতীয় চতুষ্পদ প্রাণিভেদ। অনেকে ইহাদিগকে নেকড়ে-বাঘের জাতি বলিয়া গণ্য করে। প্রাণিবিদ্গণের ভাষায় ইহারা *Felis caracal* or *Caracal melanotis* নামে খ্যাত। ইংরাজিতে Red Lynx বলে। গাত্রবর্ণ ধূম্রাভ, উদর অপেক্ষাকৃত ফিকে অথবা সাদা, পুচ্ছাগ্র কাল, ভিতর সাদা ও অগ্রভাগে গোছাকারে লোম আছে। বাঘ বা বিড়ালের ন্যায় ইহাদেরও গোঁফ হয়। চক্ষের উপর ভ্রূও দৃষ্ট হয়। ইহারা লম্বে ২৬ হইতে ৩০ ফিট্ হয়, পুচ্ছ ৯।১০ ফিট্, কর্ণ ৩ ফিট্ এবং উচ্চতায় ১৬ হইতে ১৮ ফিট হইয়া থাকে।

দক্ষিণ ভারতের উত্তর সরকারে, হায়দরাবাদ ও নাগপুরের মধ্যবর্ত্তী নিবিড় অরণ্যে, মৌঞ্জ নিকটস্থিত বিন্ধ্যশৈলমালায়, জয়পুর রাজ্যে, খান্দেশ, কচ্ছ ও গুজরাত প্রদেশে; কিরমানে, পারস্যে, আরবে ও আফ্রিকা মহাদেশের প্রায় সর্ব্বত্র ইহাদিগকে দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করিতে দেখা যায়, কিন্তু হিমালয় পর্ব্বতে বাঙ্গালায় ও পূর্ব্ব ভারতের অপর কোন স্থানে শিয়াগোষ দেখিতে পাওয়া যায় না।

ইহারা শশক, কুক্কুট, চিল, কাক, বক প্রভৃতি শীকার করিতে পারে। পালন করিলে শিয়াগোষ বেশ পোষ মানে।

মৃগয়ার্থ বড়োদার গাইকোবাড় একদল শিক্ষিত সিয়াগোষ পালন করিতেছেন।

বিভিন্ন স্থানে বাস হেতু ইহাদের আকৃতিগত বৈষম্যও ঘটিয়া থাকে, এই কারণে প্রাণিবিদ্‌গণও ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন জাতি স্বীকার করিয়া পৃথক্ পৃথক্ নাম দিয়াছেন। তিব্বতের সাধারণ সিয়াগোষ F. isabellina, ঐ ছোট বিড়ালের ন্যায়—F. manul, তিব্বতের—F. Megaotis, য়ুরোপের F. lynx, F. Cervaria, F. pardina, F. bonialis (উত্তর মেরুপ্রান্ত)। এই শেষোক্ত শ্রেণী উত্তর আমেরিকায়ও দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর আমেরিকায় অন্যত্র F. Rufa নামে আর এক শ্রেণীর সিয়াগোষ আছে।

সিয়ান্ (দেশজ) চতুর। কূটবুদ্ধি।

সিয়ানা, যুক্ত প্রদেশের বুলন্দসহর জেলার একটী নগর।

সিয়ার, পঞ্জাব প্রদেশের বসহর রাজ্যের অন্তর্গত একটী গিরিপথ। উক্ত অক্ষা° ৩১°১৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°৫৮´ পূর্ব্বে হিমালয়ের দক্ষিণ দিকস্থ একটী পর্ব্বতশিখর দিয়া কুনাবরে আসিয়াছে। এই স্থান সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ১৩৭২০ ফিট্ উচ্চ। এখানে দাঁড়াইয়া সিমলা শৈলের চোড়শৃঙ্গ হইতে যমুনোত্তরী শৃঙ্গ পর্য্যন্ত বিশাল পর্ব্বতপৃষ্ঠের একটী শোভাময় দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়।

সিয়ারসোল, বাঙ্গালার বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত একটী বিস্তৃত কয়লার খনি। এই কয়লার খাত রাণীগঞ্জ হইতে স্বতন্ত্র। এখানকার কয়লা তাদৃশ উৎকৃষ্ট নহে। বিভিন্নস্তরে বিভিন্ন প্রকারের কয়লা দেখা যায়।

সিয়ালধবস, বলরামপুরবাসী নিকৃষ্ট জাতি। চৌর্য্যবৃত্তিই ইহাদের একমাত্র উপজীবিকা।

সির (পুং) পিপ্পলীমূল, পিপুলমূল। (হেম)

সিরণ (সিরিন), পঞ্জাব প্রদেশের হাজারা জেলার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র নদী। ইহা অক্ষা° ৩৪°৫৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩°১৯´ পূঃ, ভোগারমঙ্গ শৈলকন্দর হইতে উদ্ভূত হইয়া পাখ্‌লী উপত্যকা ও তানাবলের মধ্য দিয়া তারবেলা নামক স্থানে (অক্ষা° ৩৪°৫´ উঃ এবং ৭২°৫৪´ পূঃ) সিন্ধুনদে মিলিত হইয়াছে। এই শাখানদীটি মোট ৮০ মাইল লম্বা, কোথাও নৌকাযোগে যাত্রা করিবার উপায় নাই, তবে সকল স্থানেই হাটিয়া পার হওয়া যায়। নদীবক্ষে অল্পজল থাকিলেও ইহার দ্বারা চাসবাসের বেশ সুবিধা হয়। পাখ্‌লী-স্বাথী নামক উপত্যকাবাসী জাতিরা নদীর জলে শস্যোৎপাদনে বিশেষ সুবিধা পায়। নদীর উভয় তীরের দৃশ্য অতীব মনোহারী। ক্ষীণ-কলেবরা এই পার্ব্বত্য নির্ঝরণী মৃদুমন্দ গতিতে পর্ব্বতপৃষ্ঠ অতিক্রম করিতে করিতে কোথাও দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে নিম্ন খাতে নিপতিত হইয়াছে, কোথাও পর্ব্বতকন্দর ভেদ করিয়া কলকল নিনাদে শস্যশ্যামলা উপত্যকাভূমে প্রবাহিত্ হইতেছে, কোথাও বা ক্ষীণসূত্র রেখাকারে পার্ব্বত্য জঙ্গলের মধ্য দিয়া প্রধাবিত হইতেছে। বন্যা আসিয়া যখন নদীর বক্ষকে স্ফীত করিয়া তুলে, তখন নদীর অবস্থা যৌবনোদ্ভিন্না রমণীর ন্যায় সদাই চল চল হয়। নদীর উভয়কূল তখন জলপ্লাবনে নিমজ্জিত হইয়া যায় এবং সূর্য্যোত্তাপোজ্জ্বল সেই জলরাশি বিশাল রজতাস্তরণের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। নদীতীরের দৃশ্য পাখলী উপত্যকায় ও তানাবল শৈলদেশেই সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম।

এই নদীবক্ষে বৃহদাকার মহাশির মৎস্য বিচরণ করে। অনেকে ঐ মৎস্য ধরিবার জন্য এই পার্ব্বত্য দেশে আসিয়া থাকে। নদীটী পার্ব্বত্যবক্ষে প্রবাহিত হওয়ায় উহার স্রোতোবেগ অতীব প্রখর, এই কারণে ইহার তীরে অসংখ্য কলকারখানা (Mills) স্থাপিত হইয়াছে।

সিরলকোপ্পা, মহিসুর রাজ্যের সিমোগা জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ১৪°২০´৫০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°১৯´৫৩´´ পূঃ। এই স্থানটী বাণিজ্যপ্রধান। মিউনিসিপালিটী থাকায় স্থানটীর অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে। নিত্য সামান্য বাজার এবং সপ্তাহে বড় রকমের একটী হাট বসে। এখানে গবর্মেন্টের মদ চোলাই করিবার একটী কারখানা আছে। দেশীয় লোকেরা ইক্ষু হইতে এক প্রকার গুড় প্রস্তুত করে, তাহা বিশেষ সমাদরে বোম্বাই ও মান্দ্রাজে বিক্রীত হয়।

সিরস্‌গাঁও, দাক্ষিণাত্যের বেরার বিভাগের ইলিচপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২১°২০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°৪৫´ পূঃ। এই নগর এতৎপ্রদেশের অন্যান্য নগরাপেক্ষা সবিশেষ সমৃদ্ধিশালী এবং নগরের অধিবাসিবর্গও ধনবান্। নগরাংশ হইতে বার্ষিক ১৪৮১০ টাকা ভূমির খাজনা আদায় হয়।

সিরা (স্ত্রী) সিনোতীতি সিঞ্ বন্ধনে রক্। (উণ্ ২।১৩) নাড়ী, শিরা। শরীরের মধ্যস্থিত রক্ত গমনের পথ, সিরাপথে রক্তের গতি হইয়া থাকে। সরণ অর্থাৎ রক্তের গমনাগমন হয়, এই জন্য সিরা নাম হইয়াছে।

"স্থানাদন্যতঃ স্রবণাৎ স্রোতাংসি সরণাৎ সিরাঃ।" (চরক° ৩০অ°)

সিরাসমূহের উৎপত্তি স্থান নাভি। নাভিমূল হইতে সমস্ত শরীরে সিরাসকল পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। [শিরা শব্দে দ্রষ্টব্য।]

২ অম্বুবাহিনী। (হেম)

সিরা, মহিসুররাজ্যের তুমকুর জেলার একটী তালুক। ভূপরিমাণ ৫৯০ বর্গমাইল। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে এই স্থান চিত্তলদুর্গ জেলার অধীন ছিল।

২ উক্ত জেলার একটী নগর ও তালুকের বিচার সদর। অক্ষা° ১৩° ৪৪´ ৪৩´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৫৭´ ১৬´´ পূঃ।

পূর্ব্বে এই নগর একটি মুসলমানরাজ্যের রাজধানী ছিল। কেবাব রণগিরিরাজের রঙ্গ নায়ক এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু তিনি দুর্গনির্ম্মাণকার্য্য সমাধা করিবার পূর্ব্বে ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে বিজাপুররাজসেনাপতি রণদুল্লা খাঁ নগর অবরোধ করিয়া অধিকার করেন। ইহার পর বিজাপুরপতি শিবাজীর পিতা শাহজীকে সিরাপ্রদেশ জায়গীর দেন। ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে মোগল সম্রাট্ অরঙ্গজেব বিজাপুররাজ্য জয় করিয়া শাসনশৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য তুঙ্গভদ্রাতীরস্থ দক্ষিণপ্রদেশ একটী স্বতন্ত্র প্রদেশে বিভক্ত করেন, সিরা তাহার রাজধানী হয় এবং মুসলমানশাসনকর্ত্তা তথাকার শাসনকার্য্যে নিযুক্ত হন। উক্ত শাসনকর্ত্তৃগণের মধ্যে কাসিম খাঁ ও দিলাবর খাঁর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। দিলাবরের শাসনকালে নগরের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়, ঐ সময়ে এখানে প্রায় ৫০ হাজার ■ লোকের বাস ছিল। দিলাবর বহু যত্নে ও ব্যয়ে যে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করান, তাহা এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে ধ্বস্ত, তাহারই অনুকরণে পরে বঙ্গলুর ও শ্রীরঙ্গপত্তনের প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছে।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে সিরানগর মুসলমানের অধিকারচ্যুত হয়। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে হায়দার আলী উহা পুনরায় অধিকার করিয়া লন। দাক্ষিণাত্যে কর্ণাটক যুদ্ধে যখন উভয় পক্ষ আত্মপক্ষসমর্থনে ব্যতিব্যস্ত, তখন সিরানগরে সেই রাজনৈতিক ঝটিকা প্রবাহিত হইয়াছিল। টিপু সুলতান যখন গঞ্জামনগর প্রতিষ্ঠা করেন, তখন তিনি এই নগর হইতে ১২ হাজার ঘর লোক তথায় পাঠাইয়া ছিলেন।

উপরি বর্ণিত বিপ্লবনিবন্ধন এই নগর উত্তরোত্তর শ্রীভ্রষ্ট হইতে থাকে এবং স্থানীয় অট্টালিকাদি উপযুক্ত সংস্কারের অভাবে ক্রমশঃ নিপতিত হয়। এখনও জুম্মা মসজিদ ও প্রস্তরনির্ম্মিত দুর্গ বিদ্যমান আছে।

এখানকার কুরুবর জাতীয় অধিবাসীরা এখনও এক প্রকার কম্বল বুনিয়া থাকে; উহার এক একখানি ।।০ আনা হইতে ১২৲ টাকা মূল্যে বিক্রীত হয়। পূর্ব্বে এখানে ছিটের কাপড়ের কারবার ছিল, এখন তাহা উঠিয়া গিয়াছে। এখনও এখানে ঘোড়ার পালা প্রস্তুতের কারবার আছে।

সিরাগুপ্পা, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর বেল্লারী জেলার বেল্লারী তালুকের অন্তর্গত একটী নগর। তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ১৫° ৩৮´ ৫০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৫৮´ ৩০´´ পূঃ। নগরের গঠনপ্রণালী তাদৃশ সুন্দর নহে, তজ্জন্য নগরের জল উত্তম রূপে নিকাশ হইতে পারে না। কাজে কাজেই নগরবাসীর স্বাস্থ্যও ভাল থাকেনা।

সিরাজ্ উদ্দৌলা, বাঙ্গালার নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর দৌহিত্র, বীরশ্রেষ্ঠ জইন্ উদ্দীন্ ও আমিনা বেগমের পুত্র, বাঙ্গালার মসনদের উত্তরাধিকারী। সিরাজউদ্দৌলা ১৭৩০ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এই সময় আলিবর্দ্দীর সৌভাগ্যসূর্য্য মধ্যাহ্ন গগনে সমুদিত। দৌহিত্রকে পোষ্যপুত্রস্বরূপ গ্রহণ করিয়া বৃদ্ধ তাঁহাকে অত্যধিক আদরে লালনপালন করিতে লাগিলেন। আদরে আদরে বালক ক্রমেই অধিকতর উদ্ধত ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিতে লাগিল। তাঁহার শিক্ষাদীক্ষার কোনই চেষ্টা করা হইল না। স্নেহান্ধ নবাব ভাবিলেন, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চরিত্রও সংশোধিত হইয়া আসিবে।

বাল্যকাল হইতেই সিরাজের বহু চরিত্রহীন, ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত ইয়ার-মোসাহেব জুটিল। এমন কুকীর্ত্তি বোধ হয় কমই আছে, যাহা ইহাদের উৎসাহ, উত্তেজনা ও অনুকরণে পড়িয়া, সিরাজ পূর্ণমাত্রায় করিতে অণুমাত্র কুণ্ঠিত বা সঙ্কুচিত হইতেন।

মাতামহ প্রাণ দিয়া ভাল বাসিতেন, তথাপি ইহাদের পরামর্শে সিরাজ মনে করিলেন, তাঁহার ভালবাসা শুধু মৌখিক। পিতা জইনউদ্দীন বেহারের নায়েব-নাজিম্ ছিলেন,—এখন রাজা জানকীরাম সেই পদে সমাসীন। ভাল বাসিলে কি আর আলিবর্দ্দী তাঁহাকে এই পদ হইতে বঞ্চিত রাখিতেন ?—বর্গীদিগকে বিতাড়িত করিবার জন্য আলিবর্দ্দী ১৭৫০ খৃঃ অব্দে উড়িষ্যায় গমন করিলেন। এই সুযোগে প্রণয়িনী লুৎফউন্নিসা বেগম ও জনকয়েক অনুচর লইয়া সিরাজউদ্দৌলা পাটনার দিকে গমন করিলেন। নবাবের অনুমতিপত্র না পাইয়া জানকীরাম তাঁহাকে দুর্গে প্রবেশ করিতে দিলেন না। উভয় পক্ষে নামমাত্র* যুদ্ধের অবতারণা হইতে না হইতেই সিরাজের অনুচরবর্গ, তাঁহাকে ফেলিয়া পলায়ন করিল। দুর্গের বাহিরে তাঁহার জন্য উপযুক্ত বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া বৃদ্ধ রাজভক্ত জানকীরাম নবাবের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

এদিকে, নবাব যখন সিরাজের ধৃষ্টতার কথা শুনিলেন, তখন ইহাতেই অমঙ্গল আশঙ্কায় তাঁহার স্নেহপ্রবণ প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। শত কার্য্যত্যাগ করিয়াও তিনি পাটনার দিকে ধাবিত হইলেন—অগ্রে অগ্রে মিষ্টবাক্যে পত্র লিখিয়া একজন দূত পাঠাইলেন। সিরাজ উত্তর দিলেন, "আপনার তোষামোদ আর আমি বুঝিব না। আমার ন্যায্য দাবী আমি বলপূর্ব্বক আদায় করিবই। বাধা দেন—যুদ্ধ হইবে এবং আপনার মস্তক আমার ক্রোড়ে কি আমার মস্তক আপনার পদপ্রান্তে না পতিত হওয়া পর্য্যন্ত সে যুদ্ধের মীমাংসা হইবে না।"

পাটনায় পৌঁছিয়াই নবাব যাইয়া দৌহিত্রকে আলিঙ্গন

করিয়া বলিলেন, "নির্বোধ, তুমি ভুল বুঝিয়াছ। মেহারের নায়েব-নাজিমীর জন্য তুমি লালায়িত হইয়াছ! বাপ থাকিলে আমি তোমাকে সমগ্র ভারতবর্ষের বাদশাহী দিতেও কুণ্ঠিত হইতাম না!"—আবার মিলন হইল, উভয়ে একত্রে রাজধানী প্রত্যাগমন করিলেন।

এখন হইতে সিরাজের উচ্ছৃঙ্খলতা ও কামসেবা সম্পূর্ণ অপ্রতিহতভাবে চলিতে লাগিল। মুতাক্ষরীণকার গোলাম হোসেন লিখিয়াছেন, "(সিরাজ) পদমর্যাদা, বয়স বা স্ত্রীপুরুষ কিছুই গ্রাহ্য করিতেন না।……নবাব দেখিয়াও না দেখার…… তাঁহার অসঙ্গত ও মন্দাসক্ত কামাসক্তির নিকট স্ত্রীপুরুষ উভয়ই নিঃসঙ্কোচে ও অবাধে বলি পড়িতে লাগিল!—ক্রমে তাঁহার পাপ-পুণ্যের জ্ঞানটুকু পর্য্যন্ত রহিল না; কামের চরিতার্থতার জন্য তিনি নিকট আত্মীয়কুটুম্বও বিচার করিতেন না।…অবশেষে এমন হইল যে তাঁহাকে দেখিলে লোকে "ও খোদা রক্ষা কর!" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিত!"

একবার চরিত্রের স্খলন হইলেই সংশোধন করিয়া উঠা কঠিন। তাহাতে সিরাজ ত কুকর্মের স্রোতে গা ভাসাইয়াই দিয়াছিলেন। তাঁহার রক্ষার আর পথ রহিল না। ক্রমে যে কোন কুকর্মের কল্পনা ও সাধন তাঁহার একেবারে স্বভাবসিদ্ধ হইয়া পড়িল।

নোয়াজিস্ মহম্মদ আলিবর্দী খাঁর প্রথম জামাতা। তিনি ঢাকার ডেপুটী নবাব—তাঁহার প্রিয়পাত্র হোসেনকুলী খাঁ তাঁহার দেওয়ানের কার্য্য করিতেন ও সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। ক্রমে হোসেনকুলী খাঁর সঙ্গে সিরাজের মাতৃষসা ও মাতা উভয়েরই কলঙ্কের কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। নরহত্যাপাতকেও সিরাজের কোনরূপ কুণ্ঠা ছিল না। তিনি সংকল্প করিলেন, কুলীখাঁকে হত্যা করিবেন। লোকের চক্ষে ধূলিপ্রদানের জন্য আলিবর্দ্দী রাজমহলের দিকে মৃগয়ায় বাহির হইলেন। সিরাজের আদেশে তাঁহার অনুচরবর্গ হোসেনকুলীকে ও তাঁহার সহোদর অন্ধ হায়দরকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিল। পূর্ব্বেই সংবাদ আসিয়াছিল যে, সিরাজের আদেশক্রমে ঢাকায় হোসেনকুলীর ভ্রাতুষ্পুত্রেরও প্রাণ বিনাশ করা হইয়াছে।

তাঁহার সংশোধনের কোনই ব্যবস্থা না করিয়া, দৌহিত্রগত-প্রাণ আলিবর্দ্দী বরং তাঁহার উদ্দাম কাম-কল্পনার সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তির ব্যবস্থাই করিতে লাগিলেন। বহু অর্থব্যয় করিয়া, গৌড় হইতে বহুবিধ বহুমূল্য প্রস্তর আনিয়া ভাগীরথীর পশ্চিম-তীরে তাঁহার জন্য হীরাঝিল নামে এক অপূর্ব্ব প্রমোদভবন নির্ম্মিত করাইলেন। ইহার ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ নবাব মন্‌সুরগঞ্জ নামক বাজার স্থাপন করিয়া, জমিদারগণের উপর "নজরানা মন্‌সুরগঞ্জ" নামে একটি নূতন আব্‌ওয়াব্ চাপাইয়া দিলেন। ইহাতে বার্ষিক ৫০১৫২৭৲ টাকা আদায় হইত।

দৌহিত্রের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া বৃদ্ধ কিন্তু মনে মনে বড়ই কাতর ও ক্ষুব্ধ হইতেছিলেন। রাজ্যভার স্কন্ধে পড়িলে সংশোধিত হইতে পারে, এই মনে করিয়া ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে তিনি সিরাজকে পরিদর্শন উপলক্ষে হুগলী অঞ্চলে প্রেরণ করিলেন। এইখানেই ইংরাজদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহার প্রথম পরিচয় হইল। ইংরাজকোম্পানী ১৫৫৩০৲ টাকা ব্যয় করিয়া তাঁহার তুষ্টি ক্রয় করিলেন। ইহার ফলে নবাব লিখিলেন,—"অতঃপর তাঁহাদের বাণিজ্যের উপর দৃষ্টি রাখা হইবে"।

১৭৫৬ খৃঃ অব্দের প্রথমভাগে নবাব আলিবর্দী খাঁ শোথ ও উদরী রোগে অন্তিম শয্যায় শায়িত হইলেন। তাঁহার পরামর্শ অনুসারে এই সময় হইতে সিরাজউদ্দৌলা রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে আরম্ভ করিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, এই সময় নাকি তিনি মাতামহের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে পানদোষ ত্যাগ করিবেন বলিয়া কোরাণ স্পর্শ করিয়া শপথগ্রহণও করেন।

নবাবের জ্যেষ্ঠাকন্যা ঘেসেটী বেগমের এক অপোগণ্ড পোষ্য-পুত্র ছিল। পিতার আসন্ন সময় উপস্থিত দেখিয়া এই পোষ্যের জন্য সিংহাসন অধিকার করিতে তিনি লালায়িত হইলেন। হোসেন্ কুলী খাঁর আমলে রাজা রাজবল্লভ ঢাকার পেস্কার ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তিনিই তথাকার সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠেন। ঘেসেটী বেগম যখন সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকাইতে বসিলেন, তখন কুচক্রী রাজবল্লভও তাঁহার সঙ্গে যোগদান করিলেন। কিন্তু মনে মনে স্থির করিলেন, পরিণামে যে পক্ষ জয়লাভ করিবে, প্রকাশ্যতঃ তাহারই পক্ষ অবলম্বন করিবেন। ইতিমধ্যে যথাসম্ভব নিরাপদ হইবার জন্য তিনি আপন পুত্র কৃষ্ণবল্লভকে কলিকাতায় যাইয়া ইংরাজদিগের আশ্রয়ে ধন-সম্পদ্ ও পরিবার লইয়া বাস করিবার পরামর্শ দিলেন। তাহাকে কিছুদিনের জন্য কলিকাতায় আশ্রয় দিবার জন্য কাশিমবাজারের ইংরাজ কুঠীর অধ্যক্ষ ওয়াট্‌স্ সাহেব কলিকাতার অধ্যক্ষ ড্রেক্‌ সাহেবকে একপত্র লিখিলেন। অল্পদিন পরেই, শুধু পরিবার ধনসম্পদ্ নহে, সরকারী হিসাবের কাগজপত্র পর্য্যন্ত লইয়া কৃষ্ণবল্লভ যাইয়া কলিকাতায় পৌঁছিলেন। ড্রেক্ তখন অনুপস্থিত, রাজবল্লভের নিকট অনেক প্রত্যাশা আছে মনে করিয়া কাউন্সিলের অন্যান্য সভ্যগণ একমত হইয়া কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় দান করিলেন। কলিকাতার প্রধান ব্যবসায়ী কূটনীতি আমীরচাঁদ (উমীচাঁদ)কেও কৃষ্ণবল্লভের জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল—তিনি তাঁহার জন্য উপযুক্ত বাসস্থানের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

কৃষ্ণবল্লভের কলিকাতা প্রস্থান ও ইংরাজ বণিক্‌গণের তাহাকে আশ্রয়দানরূপ ধৃষ্টতার কথা অবিলম্বে যাইয়া সিরাজের কাণে পৌছিল। কোম্পানীর গতিবিধির উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইল। কাশিমবাজারের ইংরাজকর্মচারিগণ প্রমাদ গণিলেন—বৃদ্ধ নবাবের মৃত্যুর পরে না জানি কি বিপদ্ ঘটে।

দুই মাস রোগভোগের পরে, ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে (১১৬৯ হিঃ সালের ৯ই রজব্ তারিখ) আলিবর্দীখাঁর জীবন-লীলার অবসান হইল। সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াই সিরাজ, কৃষ্ণবল্লভকে প্রেরণ করিবার জন্য কলিকাতার অধ্যক্ষ ড্রেক্ সাহেবকে পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। ড্রেক্ তখন কলিকাতায় ছিলেন না। তখনও ঘেসেটীবেগমের সঙ্গে সিরাজের সিংহাসন লইয়া বিবাদের নিষ্পত্তি হয় নাই। কৃষ্ণবল্লভকে ফেরত পাঠাইলে রাজবল্লভ অসন্তুষ্ট হইবেন, এই আশঙ্কা করিয়া কাউন্সিল ঠিক করিলেন, সিরাজের অনুরোধ রক্ষা করা হইবে না। তাঁহারা বরং একটু বাড়াবাড়িও করিলেন। প্রেরিত দূত ও তাহার আনীত পত্র সন্দেহজনক বলিয়া তাঁহারা তাহাকে অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দিলেন।

এই সংবাদে সিরাজ ইংরাজের উপর আত্তক্রোধ হইয়া রহিলেন—যদিও ঘেসেটীবেগমের সঙ্গে গৃহবিবাদের কথা স্মরণ করিয়া এসময়ে তিনি প্রকাশ্যে কিছুই বলিলেন না।

সিংহাসনে অধিরূঢ় হইবার কিছুদিন পরেই সিরাজউদ্দৌলা ঘেসেটীবেগমকে অবাক করিয়া তাঁহার ধনদৌলত হীরাজহরৎ বাজেয়াপ্ত করিবার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। বেগমের পক্ষীয়েরা ভয়ে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল, তাহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ও তিনি নিজে বন্দিনী হইলেন।

এই সময়ে ইংরাজদিগের সঙ্গে সিরাজের প্রকাশ্য সংঘর্ষ ঘটিবার সূত্রপাত হইল। ফরাসীদিগের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হওয়াতে ইংরাজ কোম্পানী কলিকাতায় দুর্গ সুদৃঢ় করিবার জন্য উদ্যত হইলেন (১৭৫৫ খৃঃ অব্দে)। এই সময়ে নবাব আলিবর্দী মৃত্যুশয্যায় শায়িত। এই সুযোগে ইংরাজ বণিক্ নবাবের অনুমতি না লইয়াই দুর্গ সংস্কার আরম্ভ করিয়া দিলেন। সংবাদ পাইয়া সিরাজউদ্দৌলা অত্যন্ত অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়া দুর্গের সংস্কৃত অংশ ভাঙ্গিয়া ফেলিবার আদেশ প্রচার করিলেন।

এদিকে আভ্যন্তরীণ গোলযোগেরও সূত্রপাত হইল। পুরাতন সেনাপতি মীরজাফরকে নাবে মাত্র প্রধান সেনাপতি রাখিয়া সিরাজ তাঁহার স্থলে মীরমদনকে নিযুক্ত করিলেন। নিজের দেওয়ান মোহনলালকে পাঁচহাজারী মনসব্‌দারী ও 'মহারাজা' উপাধি দিয়া প্রধান মন্ত্রীর পদে উন্নীত করিলেন। ইহাই সিরাজের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে যে ষড়যন্ত্র সংঘটিত হইবে, তাহার কেন্দ্রীভূত হইয়া রহিল। তাঁহার অত্যাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতায় পুরাতন কর্মচারীমাত্রেই তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন এবার আবার তাঁহারা বিশেষরূপে অপমান বোধ করিতে লাগিলেন; যেমন করিয়াই হউক তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিতেই হইবে, ইহাই তাঁহাদের দৃঢ় সংকল্প হইল। তদনুসারে ষড়যন্ত্রও ক্রমেই পরিপক্ক হইয়া উঠিতে লাগিল।

ঘেসেটী বেগমের ন্যায় সিরাজের পিতৃব্যপুত্র শওকৎজঙ্গও তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষ ছিলেন। ঘেসেটী বেগমকে বন্দিনী করিয়া সিরাজ শওকতের বিরুদ্ধে পূর্ণিয়ার অভিমুখে রওনা হইলেন। কিন্তু হঠাৎ আবার মধ্যপথ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

পূর্ণিয়ার পথে সিরাজ রাজমহল পর্য্যন্ত যাইয়া পৌছিয়াছেন, এমন সময়ে দুর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য তিনি ইংরাজদিগের উপর যে আদেশ জারি করিয়াছিলেন, তাহার জবাব আসিল। দুর্গ ভাঙ্গিতে অনিচ্ছুক। প্রেসিডেণ্ট ড্রেক্ সাহেব নবাবকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য খোসামোদ সুরে লিখিলেন "আমরা নূতন দুর্গ প্রস্তুত করিতেছি না—জীর্ণ সংস্কার করিতেছি মাত্র। ফরাসীদিগের সঙ্গে যুদ্ধের আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া আমরা পূর্ব্ব হইতে সতর্কতা অবলম্বন করিতেছি।"

এই উত্তর পাইয়া সিরাজ ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি হইলেন—বারবার ইংরাজগণ তাঁহার আদেশ অমান্য করিতেছে! তাহাদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিতে হইবে, সংকল্প করিয়া তিনি পূর্ণিয়া যাওয়া স্থগিত রাখিয়া মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সর্ব্ব প্রথমে কাশিমবাজারের ইংরাজকুঠী অবরোধ করিবার পরামর্শ হইল। ২৪শে মে জমাদার উমারবেগ, তিন সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া কাশিমবাজারে উপস্থিত হইলেন। ১লা জুনের মধ্যে সৈন্যসংখ্যা বাদশ সহস্রে পরিণত হইল। প্রমাদ গণিয়া কুঠীর অধ্যক্ষ একগুণ লোক পাঠাইবার জন্য কলিকাতায় পত্র লিখিলেন। এখানে লেফ্‌টেনাণ্ট ইলিয়টের অধীনে মাত্র ৪৫ জন সিপাহী এবং কয়েকজন লস্কর ছিল।

নিরুপায় হইয়া ২রা জুন কুঠীর অধ্যক্ষ ওয়াট্‌স্ সাহেব সিরাজের সমক্ষে যাইয়া কম্পিত কলেবরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দিয়া নবাব নিম্নলিখিত সর্ত্তে মুচ্‌লিকা লেখাইয়া লইলেন—(১) রাজদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইবার আশায় যদি কোন প্রজা কলিকাতায় পলাইয়া যায়, তবে নবাবের আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র তাহাকে সরকারে সমর্পণ করিতে হইবে। (২) গত কয়েক-বৎসরের দস্তিকোর নকলি হিসাব দিতে হইবে এবং তাহাদের অপব্যবহার জনিত রাজকরের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পূরণ করিতে হইবে। (৩) বাগ্‌বাজারে পেরিংপয়েণ্টে যে দুর্গ-প্রাকার নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে, ও প্রজাগণের

সমূহ ক্ষতি হইতেছে বলিয়া কলিকাতায় অমিয়াৎ হল্‌ওয়েল্‌ সাহেবের ক্ষমতা খর্ব্ব করিতে হইবে। কুঠীতে আরও দুইজন কলেট ও ওয়াট্‌সন্‌ ইংরাজ ছিলেন। তাঁহাদিগকে আনিয়া মুচলিকায় তাঁহাদিগেরও স্বাক্ষর লওয়া হইল। তাঁহাদের তিনজনকে নবাবশিবিরে নজরবন্দী করিয়া রাখা হইল। ৫ঠা জুন তারিখে দুর্গও নবাবের হাতে সমর্পিত হইল। নবাবের সৈন্যগণ কর্তৃক দ্রব্যাদি লুণ্ঠিত হইল; অপমানিত হইয়া ইলিয়ট্‌ সাহেব আত্মহত্যা করিলেন। সৈন্যগণ মুর্শিদাবাদে বন্দী অবস্থায় রহিল; কামানবন্দুক নবাবের হস্তগত হইল।

ইহা করিয়াই যদি নবাব নিরস্ত থাকিতেন, তবেই তাঁহার পক্ষে মঙ্গলের হইত; পূর্ব্বোপচারে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া নিশ্চয়ই ইংরাজ কর্মচারিগণ কাশিমবাজারের কুঠীর পুনরুদ্ধার করিতেন। কিন্তু দলিতফণ নবাব তাহা না করিয়া, কলিকাতার অভিমুখে ধাবিত হইলেন। ইংরাজ মুচলিকার সর্ত্ত প্রতিপালন করেন কিনা, তাহা দেখিবার সময়টুকু অপেক্ষা করিতেও তিনি রাজী হইলেন না। হুগলীর প্রধান সওদাগর খোজাবাজিদ্‌ এবং আমীরচাঁদ উভয়েই নবাবকে নিরস্ত করিবার জন্য অনেক ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছিলেন। জগৎশেঠ রাজারাও চেষ্টার ত্রুটি করিয়াছিলেন না—কিন্তু কোনও ফল হইল না। খোজাবাজিদ্‌কে নবাব কহিলেন, "ইংরাজগণ মুর্শিদকুলীখাঁ'র সময়ে যেমন, এখন যদি সেইরূপভাবে বাণিজ্য করিতে প্রস্তুত না হয়, তবে তাহাদিগকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইবে।" তাঁহাদিগের ধনদৌলত লাভের লোভও যে তাঁহার হৃদয়ে আধিপত্য করিতে ছিল না, এমন নহে।

৬ই জুন, কাশিমবাজার নবাবের হস্তগত হইয়াছে, এইরূপ সংবাদ পাওয়া যায়। পরবর্তী দিবসই সংবাদ আসিল যে, ৫০ সহস্র সৈন্য লইয়া সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতার অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। অমনি ঢাকা, বালেশ্বর, লক্ষীপুর প্রভৃতি স্থানের কুঠীর কর্মচারীদিগকে তহবিলপত্রসহ যত সত্বর সম্ভব কলিকাতায় চলিয়া আসিবার জন্য পত্র লেখা হইল। সাহায্যের জন্য মান্দ্রাজ ও বোম্বাইতে সংবাদ প্রেরণ করা হইল। ওলন্দাজ এবং ফরাসীদিগের নিকটও সাহায্য ভিক্ষা করা হইল,...কিন্তু কেহই অগ্রসর হইলেন না।

কলিকাতার দুর্গে এই সময়ে মাত্র ১৯০ জন সৈনিক ও ২৫০ শত ভলান্টিয়ার ছিল; ইহার মধ্যে সৈনিক ৬০ ও ভলান্টিয়ার ৬৫, মোট ১২৫ জন মাত্র ইংরাজ ছিল। ইঁহাদিগকে লইয়াই গবর্ণর ড্রেক্‌ সাহেব দুর্গরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন। যেমন তেমন করিয়া ১০শত সিপাহী ও আহার্য্য সংগ্রহ করা হইল।

বর্তমান শিবপুর বাগানের স্থলে, ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে, নদীমুখ রক্ষা করিবার জন্য ছোটখাট রকমের একটি দুর্গ ছিল। ইহাতে ১৩টি কামান ও ৫০ জন সিপাহী ছিল। এই দুর্গকে টান্না দুর্গ বলিত। ১৩ই জুন তারিখে জাহাজে চড়িয়া নদীপার হইয়া ইংরাজসৈন্য যাইয়া দুর্গ অধিকার করিল, কতকগুলি কামান অকর্মণ্য করিয়া বাকীগুলিকে জলে ফেলিয়া দিল। কিন্তু পরবর্তী দিবসই হুগলির ফৌজদার-প্রেরিত সৈন্যদল আসিয়া ইংরাজদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দিল।

এদিকে আমীরচাঁদ যাহাতে পলাইয়া যাইতে না পারে এবং কৃষ্ণদাসও যাইয়া যাহাতে নবাবের সঙ্গে যোগদান না করে, এই জন্য ইহাদের উভয়কে ড্রেক সাহেব বন্দী করিয়া রাখিলেন।

১৪ই জুন তারিখে সসৈন্যে সিরাজ আসিয়া হুগলিতে পৌঁছিলেন। প্রকাশ্যভাবে যোগদান না করিলেও, ফরাসিগণ বারুদ দিয়া নবাবের সাহায্য করিলেন। কলিকাতায় হুলস্থুল পড়িয়া গেল—অনেকেই পলায়ন করিল, ফিরিঙ্গিগণ যাইয়া দুর্গে আশ্রয় লইল।

১৬ই জুন বাগবাজারের দিক্‌ দিয়া কলিকাতা আক্রমণ আরম্ভ হইল, কিন্তু এদিকে নবাবসৈন্য কোনই সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিল না। গুপ্তচরের সহায়তায় তাহারা সংবাদ পাইল যে, পূর্ব্ব ও দক্ষিণপূর্ব্ব দিক্‌ অরক্ষিত। পর দিবস তাহারা পূর্ব্বদিক্‌ দিয়া নগরে প্রবেশ করিয়া বড়বাজার পর্য্যন্ত দখল করিল ও অগ্নিসংযোগে বড়বাজার ভস্মীভূত করিল।

১৮ই জুন দুর্গের বহির্ভাগে কামানের খেলা হইল। পরাজিত হইয়া ইংরাজসৈন্য যাইয়া দুর্গে আশ্রয় লইল। ভাগীরথীর বক্ষে জাহাজ ও নৌকা প্রস্তুত ছিল; রাত্রিযোগে ইংরাজ-মহিলাগণকে সেখানে অপসারিত করা হইল; পুরুষগণ আর একদিন চেষ্টা করিয়া দেখিবেন, এই পরামর্শ হইল। কিন্তু পরদিবস প্রাতে যখন ফিরিঙ্গি স্ত্রী ও বালকবালিকাদিগকে জাহাজে তুলিবার ব্যবস্থা করা হইল, তখন আর কাহারও চিত্তস্থৈর্য্য রহিল না। মহা কোলাহল করিয়া যে যে দিক্‌ দিয়া পারিল নৌকা ও জাহাজে যাইয়া উঠিতে লাগিল। স্বয়ং ড্রেক্‌ সাহেবও পলায়ন করিলেন। জাহাজ খুলিয়া দিল। যাহারা তীরে রহিল, তাহারা ক্রোধে ক্ষোভে ও ভয়ে দুর্গদ্বার বন্ধ করিল। হল্‌ওয়েল্‌ সাহেব আরও দুইদিন দুর্গ রক্ষার চেষ্টা করিলেন।

২০শে জুন নবাব সৈন্য অমিততেজে দুর্গ আক্রমণ করিল। পর্ত্তুগীজ ও আর্ম্মাণীযোগে দুর্গমধ্যে এখন মাত্র ১৭০ জন লোক ছিল। তাহারা আত্মসমর্পণ করিবার জন্য হল্‌ওয়েল্‌কে বলিল। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই নানাদিক্‌ দিয়া নবাবসৈন্য দুর্গে প্রবেশ করিতে লাগিল—অনেক ইংরাজ সৈন্য হতাহত হইল। দুর্গশিরে নবাবের জয়পতাকা পৎপৎ করিয়া উড়িতে লাগিল। ৫টার সময় নবাব

যাইয়া দুর্গে প্রবেশ করিলেন। সর্বপ্রথম আমীরচাঁদ ও কৃষ্ণবল্লভকে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করা হইল। নবাব তাঁহাদিগকে সমুচিত সম্মান ও শিরোপা প্রদান করিলেন। শেঠবর্গের অনুরোধে রাজবল্লভকে পূর্বেই ক্ষমা করা হইয়াছিল। ইংরাজের কোষাগার অধিকৃত হইল। হলওয়েলকে বন্দী অবস্থায় আনিয়া উপস্থিত করিলে, নবাব তাঁহার বন্ধনমোচনের আজ্ঞা প্রদান করিলেন। মাণিকচাঁদের উপর দুর্গভার ন্যস্ত করিয়া নবাব স্বীয় শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন। কয়েকজন গোরা নবাবসৈন্যের সঙ্গে কলহ করিয়াছিল বলিয়া তাহাদিগকে বন্দী করিতে আদেশ দেওয়া হইল। রাত্রিকালে তাহাদিগকে ছোট একটা কামরায় বন্দী করিয়া রাখা হইল। অসহ্য গ্রীষ্মে ও দারুণ পিপাসায় অধিকাংশই মৃত্যুমুখে পতিত হইল, যখন রজনী ভোর হইল, তখন দেখা গেল, মাত্র ২৩ জন জীবিত রহিয়াছে। ইহাই হইল "অন্ধকূপহত্যা"। এই ভীষণ হত্যাকাণ্ডের জন্য সিরাজকে কোনমতেই দায়ী করা যায় না। ২১শে জুন সকাল বেলায় যখন তিনি এই ভীষণ কাহিনী অবগত হইলেন, তখনই বন্দীদিগকে বাহিরে আনিবার আদেশ প্রচার করেন। গুপ্ত কোষাগারের কোন সংবাদ না পাওয়াতে হলওয়েলকে তিন জন সহচরের সঙ্গে মীরমদনের অধীনে বন্দী করিয়া নৌকাযোগে মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করা হইল। এতদ্ব্যতীত স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কেরী নাম্নী যুবতীকেও আটক করিয়া রাখা হইল। তদ্ভিন্ন সমস্ত বন্দী ও বন্দিনীদিগকেই মুক্তি প্রদান করা হইল।

কলিকাতার নাম "আলিনগর" রাখিয়া ২রা জুলাই তারিখে নবাব হুগলীর নিকটবর্তী স্থানে গঙ্গা পার হইয়া স্থলপথে মুর্শিদাবাদের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আলিনগরের শাসনভারও রাজা মাণিকচাঁদের উপর ন্যস্ত হইল।

পথিমধ্যে ফরাসীরা সাড়ে তিনলক্ষ ও ওলন্দাজগণ সাড়ে চারিলক্ষ টাকা দিয়া নবাবের কোপদৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইলেন। ইংরাজদিগকে কলিকাতায় পুনঃপ্রবেশের অনুমতি প্রদান করাও হইয়াছিল, কিন্তু জনৈক গোরা উন্মত্ত হইয়া একজন মুসলমানকে নিহত করিয়াছিল বলিয়া এই অনুমতি প্রত্যাহার করা হইল। ইংরাজগণ পলাইয়া ফলতায় তাঁহাদের যে জাহাজ ছিল সেই জাহাজে যাইয়া পৌঁছিলেন। আলিবর্দী-বেগমের অনুকম্পায় কারামুক্ত হইয়া হলওয়েলও ১৬ই জুলাই তারিখে ফলতায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। কাশিমবাজারের বন্দী ওয়াট্‌স্‌ এবং কলেট্‌ সাহেবকেও তৎপূর্বে ওলন্দাজদিগের হাতে অর্পণ করা হইয়াছিল।

এদিকে ১১ই জুলাই তারিখে মুর্শিদাবাদে পৌঁছিয়াই নবাব আদেশ প্রচার করিলেন যে তাঁহার রাজ্যমধ্যে যেখানে ইংরাজের যে সম্পত্তি আছে, তাহাই সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে।

ব্যাপার ক্রমেই গুরুতর হইয়া উঠিতে লাগিল। বাহিরে ইংরাজের সঙ্গে শত্রুতা; গৃহেও ভীষণ ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল।

মীরজাফর প্রভৃতি সেনাপতিবর্গ এবং দুর্লভরাম প্রভৃতি হিন্দুকর্মচারী সকলেই নবাবের ব্যবহারে অতি উত্যক্ত ও অপমান বোধ করিতে লাগিলেন। পদে পদে তাঁহাদিগকে উপেক্ষা ও অপদস্থ করিয়া নূতন নূতন প্রিয়পাত্রদিগকে তাঁহাদের উপর নিযুক্ত করা হইতেছে। মাণিকচাঁদকে কলিকাতার শাসনকর্তা নিযুক্ত করা, ইহাদের পক্ষে একেবারেই অসহ্য হইল। এদিকে অসদ্ব্যবহারে জগৎশেঠ প্রভৃতি মহাজন অনেক লোকও নবাবের উপর অসন্তুষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়াছেন।

সকলে মিলিয়া একটা ষড়যন্ত্র পাকাইতে লাগিলেন। মীরজাফর শওকৎজঙ্গকে লিখিলেন, তিনি যদি কতকগুলি নিয়ম পালন ও রাজ্যমধ্যে সুব্যবস্থা করিবার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হন, তাহা হইলে সকলেই তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিবেন। বিনাক্লেশে তিনি বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার হইয়া বসিবেন। ব্যাপারটি ভারতের ইতিহাসে নূতন নহে—প্রজাশক্তি রাজাকে সিংহাসন দান করিতে যাইতেছে!

পত্র পাইয়া আলিবর্দী খাঁর দ্বিতীয় উত্তরাধিকারী শওকৎজঙ্গের মাথা ঘুরিয়া গেল। তাঁহার তুলনায় সিরাজও বরং ভাল, সিরাজের তবু বিবেচনা করিবার শক্তি ছিল। নাম লিখিতেও শওকৎজঙ্গকে গলদ্ঘর্ম হইতে হইত। তোষামোদকারীদিগের প্ররোচনায় তাঁহার হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি ষড়যন্ত্রে যোগদান করিলেন। বার্ষিক এক কোটি রাজস্ব দিতে স্বীকৃত হইলে শওকৎ বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার মসনদ অধিকার করিয়া লইতে পারেন, এই মর্মে দিল্লীর উজীরের স্বাক্ষরিত এক পরওয়ানাও ষড়যন্ত্রকারিগণ সংগ্রহ করিয়া লইল। শওকতের যে টুকুও ধীরতা ছিল, এই পরওয়ানা দর্শন করিয়া সে টুকুও বিদায় হইল। তাঁহার নবাবী মেজাজ হইয়া উঠিল, অনেক পুরাতন কর্মচারিদিগকে তিনি অপমানিত করিয়া বিদায় করিলেন। অকারণে কোষাধ্যক্ষ লালু হাজারীকে নির্বাসিত করা হইল। লালু যাইয়া মুর্শিদাবাদে সিরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। সমস্ত অবগত হইয়া নবাব কিছু চিন্তিত হইলেন, দেখিলেন নিজের সেনানীও তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে উদ্যত হইয়াছেন। তখন তিনি তাঁহাদিগের মনোরঞ্জন করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদিগের পরামর্শ মত কাজ করিতে লাগিলেন। শওকৎজঙ্গের চরিত্রের বিষয় অবগত হইয়া পূর্বেই ষড়যন্ত্রকারিগণ অনেকটা হতোৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিলেন, এখন তাঁহারা

আরও নরম হইয়া আসিলেন। শওকতের অভিপ্রায় জানিবার জন্য তাঁহার নিকট এক পত্রও প্রেরণ করা হইল. উত্তরে মস্তিষ্কশূন্য যুবক লিখিলেন, "আমি নবাবীর সনদ পাইয়াছি। তাই বলিয়া তোমাকে প্রাণে মারিতে চাই না। তুমি ঢাকা জেলার যেখানে ইচ্ছা, যাইয়া বসবাস করিতে পার, তোমার ভরণপোষণের সেই জায়গা আমি সনদদ্বারা তোমাকে লিখিয়া দিব। ইতিমধ্যে রাজকোষসহ অন্যান্য দ্রব্যাদি তুমি আমার কর্মচারীদিগের নিকট বুঝাইয়া দিয়া মুর্শিদাবাদ হইতে প্রস্থান করিবা।"

পত্রের মর্ম অবগত হইয়া সকলেই বলিলেন, শওকৎকে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। তখন বর্ষাকাল, শরতের প্রারম্ভেই যুদ্ধারম্ভ হইবে, স্থির হইল। এদিকে দুর্ভাগ্যবশতঃ, এতদিন পর্যন্ত সিরাজ দিল্লীদরবার হইতে কোনই সনদ লন নাই, সেই কথা উত্থাপিত হইল। নবাব মহাতাপচাঁদ জগৎশেঠকে দায়ী করিলেন, শেঠেরাই বরাবর এই কাজ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাকে সকল লোকের সম্মুখে বিস্তর অপমান সহ্য করিতে হইল। 'রাজকোষে অর্থের অনাটন'—শেঠবাহাদুর এই টুকু বলিতে না বলিতেই সিরাজ আদেশ করিলেন, 'বণিক্‌দিগের নিকট হইতে তিন কোটী টাকা তুলিয়া লও'। জগৎশেঠ আবার প্রতিবাদ করিলেন, "ইহাতে প্রজাদের উপর বড় জুলুম করা হইবে।" আর সিরাজের সহ্য হইল না। কাণ্ডজ্ঞান-বিবর্জিত হইয়া প্রকাশ্য দরবারেই তিনি বৃদ্ধ জগৎশেঠের গণ্ডে চপেটাঘাত করিলেন। শুধু তাহাই নহে, তাঁহাকে কারাগারে লইয়া যাইবারও আদেশ প্রদান করিলেন। মীরজাফরপ্রমুখ সকলেই ইহাতে আপত্তি করিলেন, নবাব কাহারও কথা শুনিলেন না। তখন ক্রুদ্ধ বৃদ্ধ সেনাপতি কহিলেন, "যতদিন না দিল্লী হইতে সনদ আনা হইবে, ততদিন আমি কি আমার সহকারী কেহই আপনার পক্ষে অস্ত্রধারণ করিব না।" তখন সিরাজ অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিলেন, কারামুক্ত করিয়া জগৎশেঠের নিকট ক্ষমা চাহিলেন। সকল গোলযোগ মিটিয়া গেল।

বর্ষান্তে শওকতের বিরুদ্ধে যাত্রা করা হইল। পাটনার নায়েব-নাজিম রাজা রামনারায়ণকে ঐ দিক্ হইতে আক্রমণ করিতে আদেশ প্রদান করা হইল। এদিকে স্বয়ং সিরাজ রাজমহলের পথে এবং রাজা মোহনলাল মালদহ জেলার দিক্ হইতে শওকৎকে আক্রমণ করিবার জন্য বিপুল আয়োজন করিয়া রওনা হইলেন। নবাবগঞ্জ ও মনিহারীর মধ্যবর্তী সুরক্ষিত স্থানে শওকৎ সৈন্য সমাবেশ করিয়াছেন। উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইল। শওকতের পক্ষে শ্যামসুন্দর ও সিতাবলাল এবং সিরাজের পক্ষে মোহনলাল ও মাসুহাজারী, এই চারিজন বিশিষ্ট বীর ছিলেন। যুদ্ধে শওকৎপক্ষ পরাজিত হইল। নেশার অজ্ঞান শওকৎকে হস্তিপৃষ্ঠে আরূঢ় করাইয়া পলায়নপর সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিবার চেষ্টা করা হইতেছিল; সেই সময়ে শত্রুপক্ষের একটা গোলা আসিয়া তাঁহার ললাটদেশ বিদীর্ণ করিল।

যুদ্ধান্তে কিছুদিন পর্যন্ত মহারাজ মোহনলাল পূর্ণিয়ায় থাকিয়া শত্রুপক্ষের সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা করেন; তাঁহার প্রত্যাগমনের পরে পূর্ণিয়ার শাসনভার তাঁহার পুত্রের উপর ন্যস্ত হয়।

এদিকে ফল্‌তার জাহাজে ইংরাজদিগের দুর্গতির সীমা রহিল না। খাদ্যদ্রব্যের অভাবে তাঁহাদের বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। শোভাবাজার-রাজবংশের প্রবর্তক নবকৃষ্ণ, আমীরচাঁদ প্রভৃতি কয়েকজন লোক সংগোপনে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া দিতেন, তাহাতেই কোনপ্রকারে তাঁহাদের দিন গুজরান হইতে লাগিল। ১৭৫৬খৃঃ অব্দের প্রারম্ভে ফরাসীদিগের সহিত বিবাদ বাধিবার উপক্রম হইলে একদল রণপোত লইয়া ওয়াট্‌সন্ ও ক্লাইব বিলাত হইতে ভারতের পূর্ব্বোপকূলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এমন সময়ে কলিকাতার দুঃসংবাদ যাইয়া মান্দ্রাজ-দরবারে পৌঁছিল। অনেক বাদানুবাদের পরে কলিকাতা উদ্ধারের চেষ্টা করা হইবে, স্থিরীকৃত হইল। ক্লাইবকে প্রধান সেনাপতিত্বে বরণ করিয়া তাঁহার ও নৌসেনাপতি ওয়াট্‌সনের অধীনে ১৬ই অক্টোবর তারিখে কোম্পানীর পাঁচখানি জাহাজ ও পাঁচখানি রণতরী নয়শত গোরা ও পনের শত সিপাহী লইয়া কলিকাতার অভিমুখে রওনা হইল। পথিমধ্যে অনেক বিপদ্ আপদ্ সহ্য করিয়া ডিসেম্বর মাসে তাঁহারা ফল্‌তায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বাঙ্গালায় ইংরাজকে পুনরায় বাণিজ্য করিবার অধিকার দান করিবার জন্য আর্কটের নবাব মহম্মদ আলীর, নিজাম সলাবৎজঙ্গের এবং মান্দ্রাজের অধ্যক্ষ পিগট্ সাহেবের তিনখানা অনুরোধপত্র ক্লাইব সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি নিজেও একখানা লিখিয়া সেই পত্রগুলি মাণিকচাঁদের নিকট প্রেরণ করিলেন। মাণিকচাঁদ তাহা সিরাজের নিকট পাঠাইলেন না। তখন আরও দুইখানা পত্র সিরাজকে লিখিয়া এবং ইংরাজ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছে, নগরের মধ্যে এইরূপ আতঙ্ক জন্মাইবার জন্য তখনই তাঁহারা কাখাদেশে অবতরণ করিলেন। ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে মায়াপুরের সন্নিকটে অবতরণ করিয়া স্থলপথে ইংরাজসৈন্য বজবজের দিকে অগ্রসর হইল। সংবাদ পাইয়া রাজা মাণিকচাঁদও বজ্‌বজ্‌

যুদ্ধার্থ রওনা হইলেন। উভয় পক্ষে একটু গুলিগোলা বর্ষণের পরেই মাণিকচাঁদ পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন। কিন্তু দুর্গ তখনও অধিকৃত হয় নাই। জলপথে আসিয়া ওয়াট্‌সন্ দুর্গের উপর অগ্নিবৃষ্টি আরম্ভ করিতে না করিতেই সৈন্যগণ দুর্গ ছাড়িয়া পলায়ন করিল।

মাণিকচাঁদ কলিকাতার দুর্গ রক্ষার্থ পাঁচশত মাত্র সিপাহী রাখিয়া প্রথমে হুগলী, পরে হুগলী হইতে মুর্শিদাবাদের অভিমুখে পলায়নপর হইলেন।

বজ্‌বজ্ অধিকারের পরে ক্লাইব ও ওয়াট্‌সন্ টানা দুর্গের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুর্গরক্ষিগণ আগেই পলায়ন করিয়াছিল। বিনা রক্তপাতে দুর্গ ইংরাজের হাতে আসিল।

ইহার পরে ২রা জানুয়ারি তারিখে ক্লাইব্ আসিয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। তৎপূর্ব্বে দুইখানা যুদ্ধ জাহাজও আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। এই জাহাজের সঙ্গে দুর্গরক্ষীদের সামান্য একটু গুলিগোলা বর্ষণের পরেই তাহারা দুর্গ ছাড়িয়া পলায়ন করিল। নয়জন মাত্র লোকের প্রাণ বলি দিয়া ক্লাইব কলিকাতার দুর্গ পুনরধিকার করিলেন। তাঁহাদের পূর্ব্বের জিনিষপত্র প্রায় সকলই পাওয়া গেল। আবার ড্রেক্ দুর্গস্বামী নিযুক্ত হইলেন। ইহার পরে ইংরাজের দৃষ্টি হুগলীর উপর পড়িল। চারিখানা যুদ্ধ জাহাজ লইয়া কিল্‌পাট্রিক্ ও কাপ্তেন কুট ১০ই জানুয়ারি তারিখে হুগলীতে আসিয়া পৌঁছিলেন। কিয়ৎকাল অগ্নিবৃষ্টি করিতেই দুর্গরক্ষিগণ পৃষ্ঠভঙ্গ দিল। নদ্যাংশাদেক ধরিয়া দুর্গ, ফৌজদারের সম্পত্তি, নগর এবং ব্যাণ্ডেল প্রভৃতি পার্শ্ববর্ত্তী স্থানগুলি লুণ্ঠন করিয়া ইংরাজসৈন্য কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল।

ওয়াট্‌সন্ নবাবকে ইংরাজের বাণিজ্যাধিকার পুনঃ প্রদানের অনুমতি ও ক্ষতিপূরণ চাহিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। উত্তরে সিরাজ উদ্দৌলা লিখিয়া পাঠাইলেন "ড্রেক্ আমার দুর্বিনীত প্রজাকে আশ্রয় দিয়াছিল। তাহাকে শাস্তি দিয়াছি। অন্য কাহাকে নিযুক্ত হইলে আবার ইংরাজকে বাণিজ্য করিতে দিতে প্রস্তুত আছি।" ইহার উত্তরে ওয়াট্‌সন্ আবার লিখিলেন "আপনার কর্ম্মচারিগণ আপনাকে প্রতারিত করিয়াছে। তাহাদিগকে শাস্তি দিন ও আমাদের ক্ষতিপূরণ করুন। কোম্পানীকে লিখিলেই তাহারা ড্রেকের বিচার করিবেন।"

কিন্তু এই পত্র নবাবের নিকট যাইয়া পৌঁছিবার পূর্ব্বেই হুগলীর লুণ্ঠনবার্ত্তা আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না। অবিলম্বে সসৈন্যে কলিকাতার দিকে রওনা হইলেন।

এই সময়ে ফরাসীদের সঙ্গে আবার ইংরাজদিগের যুদ্ধ চলিতেছিল। পাছে বা ফরাসীরা যাইয়া নবাবের সঙ্গে যোগদান করে, এই ভয়ে ক্লাইব সশঙ্কিত হইয়া উঠিলেন এবং নবাবের সঙ্গে সন্ধিবন্ধন করিবার জন্য জগৎশেঠকে পত্র লিখিলেন। জগৎশেঠের কৌশলে প্রণয়িজনোষ সিরাজ হুগলী হইতে সন্ধি সমর্থন করিয়া ইংরাজদিগকে লিখিলেন, "তোমরা হুগলী লুণ্ঠন করিয়া আমার প্রজাদের বিশেষ অনিষ্ট করিয়াছ। তাহার প্রতীকারের জন্য আমি এখানে আসিয়াছি, যদি ভবিষ্যতে বণিকের মতই চলাফেরা করিতে স্বীকৃত হও, তবে আমিও তোমাদের ক্ষতিপূরণ করিতে প্রস্তুত আছি। আর যদি খৃষ্টান হইয়াও তোমরা যুদ্ধই চাও, তবে আর আমার দোষ কি?" উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া ৩০শে জানুয়ারী তারিখে নবাব সসৈন্যে কলিকাতার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্লাইব্‌ও নিশ্চেষ্ট বসিয়া ছিলেন না। বাগ্‌বাজারের মাইলখানেক উত্তরে শিবির সংস্থাপন করিয়া তিনি নবাবের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। নবাবের অগ্রগামী সৈন্যের সহিত ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে তাঁহার সংঘর্ষ হইল। কোন পক্ষই হটিল না। সিরাজ আসিয়া নবাবগঞ্জে পৌঁছিয়া ইংরাজ সন্ধি করিতে প্রস্তুত কিনা জানিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। নবাবের ভয়ে কেহ ইংরাজদিগকে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করিতেছিল না, দেশীয় ভৃত্যগণও সরিয়া পড়িতেছিল। কাজেই ক্লাইব্‌ও সন্ধির জন্যই ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। নবাবের পত্র পাইয়া তিনি দুইজন ইংরাজদূতকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। ইতিমধ্যে নবাব আসিয়া কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন। আমীরচাঁদের বাগানে প্রকাশ্য দরবার হইল। দূতদ্বয়কে দেওয়ানের শিবিরে যাইয়া সন্ধিপত্র সম্বন্ধে ইতি কর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ করিবার আদেশ প্রদান করিয়া সিরাজ সভা ভঙ্গ করিলেন। অমাত্যবর্গের ভাব দেখিয়া দূতদ্বয়ের বড় ভয় হইল। এদিকে আমীরচাঁদ গোপনে তাহাদিগকে সাবধান হইতে পরামর্শ দিলেন। তাহারা রাত্রির অন্ধকারে পলাইয়া যাইয়া সকল অবস্থা জ্ঞাপন করিলেন। ক্লাইব্ তৎক্ষণাৎ গোলন্দাজ লইয়া আসিবার জন্য ওয়াট্‌সন্‌কে পত্র লিখিলেন। মধ্যরাত্রের পূর্ব্বেই ছয়শত সৈন্য আসিয়া তাঁহার সঙ্গে যোগদান করিল। ক্লাইবের অধীনে এখন পাঁচশত গোরা, আটশত সিপাহী ও ৬০ জন গোলন্দাজ মাত্র; এদিকে নবাবের দলে ১৮ হাজার অশ্বারোহী ১৫ হাজার পদাতিক, অসংখ্য অনুচর ৫০টি হস্তী ও ৫০টি কামান ছিল।

কিন্তু বিন্দুমাত্রও ভীত বা বিচলিত না হইয়া ক্লাইব্ সেই রাত্রেই নবাবসৈন্য আক্রমণ করিবার সংকল্প করিলেন। নিঃশব্দে সাঁরি বাঁধিয়া ইংরাজসৈন্য যাইয়া নবাবশিবির আক্রমণ করিল। প্রথমতঃ নিদ্রার ঘোরে এমন অতর্কিত আক্রমণে নবাব-সৈন্য কতকটা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িল। কিন্তু শেষে তাহারা

প্রকৃতিস্থ হইয়া ইংরাজসৈন্যের উপর গুলিগোলা বর্ষণ করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিয়া ৫৭জন হত ও ১৩৭জন আহত হইলে, ইংরাজসৈন্য হটিয়া আসিল।

কিন্তু এই নৈশ আক্রমণে নবাব বড় ভয় পাইলেন। তাঁহার অনেক ক্ষতি হইয়াছে। সন্ধির জন্য পুনরায় তিনি ইংরাজশিবিরে লোক প্রেরণ করিলেন। সুচতুর ইংরাজ সন্ধির প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

উভয় পক্ষই সন্ধিবন্ধনের জন্য সমুৎসুক। ৯ই ফেব্রুয়ারি তারিখে দারুণ অপমানজনক সন্ধিপত্র প্রস্তুত হইল; ইংরাজদিগের অভিপ্রায় অনুসারে সেনাপতি মীরজাফর এবং দেওয়ান দুর্লভরামও এই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। এই সন্ধি অনুসারে কোম্পানীকে আবার বাণিজ্য করিবার সমস্ত অধিকারই প্রদান করা হইল; কলিকাতার দুর্গ সংস্কার করিবার এবং বিনা বাটায় কোম্পানীর নিজ নামে টাকা প্রচলন করিবার অধিকারও তাহাদিগকে দেওয়া হইল। আর লুণ্ঠিত দ্রব্য প্রত্যর্পণ বা তাহাদের ন্যায্যমূল্য প্রদান করিবেন বলিয়া নবাব সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। ইহাও উল্লেখ থাকিল, যে কোন তৃতীয় পক্ষের সঙ্গে যুদ্ধের সময় উভয়কে উভয়ে সাহায্য করিবেন।

ফরাসীগণ পাছে নবাবের সঙ্গে যোগদান করে, এই ভয়ে ক্লাইভ্ তাঁহাদের সঙ্গে সন্ধি সংস্থাপন করিলেন। তিনি আবার ফরাসীদিগের সঙ্গে বিবাদ করিতে উদ্যত হইয়া উঠিলেন, নবাবের নিকট এই জন্য সাহায্য প্রার্থনাও করিলেন। অসন্তুষ্ট নবাব মুখে কিছুই প্রকাশ করিলেন না, কেবল বলিয়া পাঠাইলেন দাক্ষিণাত্য হইতে বুসী যদি দলবল লইয়া বঙ্গদেশে প্রবেশ করিতে উদ্যত হন, তবে যেন তাঁহাকে প্রবেশ করিতে দেওয়া না হয়।

নবাবের "মৌনং সম্মতিলক্ষণং" ভাবিয়া ক্লাইব চন্দননগর আক্রমণের উদ্যোগ করিতে আরম্ভ করিলেন। শুনিয়া নবাব নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন। শুধু তাহাই নয়, হুগলীর ফৌজদার রাজা নন্দকুমারের সাহায্যার্থ একদল সৈন্য প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাকে তিনি লিখিয়া পাঠাইলেন, "ইংরাজ চন্দননগর আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে বাধা দিও।"

ওয়াট্‌স্ সাহেব ও আমীরচাঁদ চন্দননগর অধিকারের পরে দ্বাদশ সহস্র মুদ্রা দিবার লোভ দেখাইয়া নন্দকুমারকে হস্তগত করিলেন। তাহার পর ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে তাঁহারা যাইয়া অগ্রদ্বীপে নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। আমীরচাঁদ যখন ব্রাহ্মণের পাদস্পর্শ করিয়া শপথ করিলেন যে, ইংরাজ সন্ধিবন্ধন রক্ষা করিবেনই, তখন নবাব, মীরজাফরকে সসৈন্যে চন্দননগর যাইবার যে আদেশ দিয়াছিলেন, সেই আদেশ প্রত্যাহার করিলেন। ক্লাইবও লিখিয়া পাঠাইলেন "নবাব অসন্তুষ্ট হইলে তাঁহারা ফরাসীদিগের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন না।"

মুর্শিদাবাদ দরবারে ফরাসী পক্ষই প্রবল ছিলেন। খোজা বাজীদ ও জগৎশেঠ উভয়েই তাঁহাদের পক্ষ সমর্থন করিতেছিলেন। যাহাতে এই উভয় পক্ষে কোন গোলমাল না হয়, এই জন্য নবাব ইংরাজদিগকে নানারূপে বুঝাইতে লাগিলেন। যে কারণেই হউক ইংরাজপক্ষও আপাততঃ শান্ত রহিলেন।

এদিকে নবাব এক নূতন বিপদের সংবাদ পাইলেন। দিল্লী বিজয় করিয়া আহাম্মদ্ শা আব্দালী বাঙ্গালার দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। রাজ্যরক্ষার্থ সিরাজ্‌উদ্দৌলা পাটনার দিকে অগ্রসর হইবার সঙ্কল্প করিয়া সন্ধি-পত্রের সর্ত্তানুযায়ী ইংরাজদিগের নিকট সৈন্যসাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন।

এই সুযোগ দেখিয়া ইংরাজ আবার ফরাসীদমনের ধুয়া তুলিলেন। উত্তর লিখিলেন, "শত্রু এত নিকটে থাকিতে কেমন করিয়া আমরা যাইয়া অতদূরে আপনার সঙ্গে যোগদান করিব? বরং ত' চন্দননগর হইতে ফরাসীদিগকে বিতাড়িত করিয়া যাইয়া আপনার সাহায্যার্থ উপস্থিত হই।" সঙ্গে সঙ্গে নবাবকে বিশেষরূপে ভয়ও দেখান হইল, "আপনি সন্ধিপালনে প্রস্তুত নহেন দেখিতেছি। আমাদের প্রাপ্য টাকা শীঘ্র পরিশোধ না করিলে আপনার সমূহ বিপদ্ ঘটিবে। আমরা এমন সমরানল প্রজ্বলিত করিব যে সমস্ত গঙ্গার জলেও তাহা নির্ব্বাপিত হইবে না।" ইহার উত্তরে সিরাজ লিখিলেন, "মধ্যে হোলীর পর্ব্ব পড়িয়াছিল বলিয়া অঙ্গীকৃত টাকা দিয়া উঠিতে পারি নাই। আমি ফরাসীদিগের সাহায্য করি নাই। এখনও আমি অনুরোধ করিতেছি, আপনারা সন্ধি স্থাপন করুন।" তখন ইংরাজপক্ষ হইতে লেখা হইল "পাঠান আসিলেই আমরা আপনার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইব। চন্দননগরের ফরাসীদিগের সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিবার অধিকার নাই। কাজেই তাহাদিগের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন হইতে পারে না। সম্প্রতি আমরা আপনার সাহায্যার্থ চন্দননগর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া থাকিব।"

ইহার উত্তরে সিরাজ এক বিস্তৃত পত্র লেখেন, তাহার মর্ম্ম এই—চন্দননগরের ফরাসী যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিবে, তাহা যদি অপর সকলে অমান্য করে, তবে আর কেমন করিয়া তাহাদিগকে বিশ্বাস করা যায়? ফরাসীরাও আমার প্রজা, আমার শরণাগত। তাই তাহাদিগকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে আমি আপনাদিগকে সন্ধি করিতে লিখিয়াছিলাম। আপনাদের সঙ্গে বিবাদে তাহাদিগকে সাহায্য করা আমার উদ্দেশ্য নহে। শরণাগত শত্রুকেও আশ্রয় দিতে হয়; তবে, যদি তাহাদের সরলতায় সন্দেহ করিবার কারণ থাকে, তখন অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করা হইবে।

ইহাতে নবাব ইংরাজদিগকে ফরাসী আক্রমণ করিবার অনুমতি দিয়াছেন কি না, এবং এ পত্রই নবাব লিখিয়াছিলেন কি না, সে বিষয়ে নানা রকমের মত আছে। যাহাই হউক, ওয়াট্‌সন্ ইহাকে অনুমতিপত্রস্বরূপই ধরিয়া লইলেন।—পরে চন্দননগর আক্রমণের বিরুদ্ধে নবাবের দরবার হইতে নাগাড়ে পত্র আসা সত্ত্বেও তাঁহার সংকল্পের ব্যতিক্রম ঘটিল না। জলপথে তিনি স্বয়ং ও স্থলপথে ক্লাইব্ চন্দননগরের দিকে ধাবিত হইলেন। জলপথে যাহাতে ইংরাজসৈন্য চন্দননগর পর্যন্ত আসিতে না পারে, তজ্জন্য ফরাসীগণ গঙ্গায় কতকগুলি জাহাজ নিমজ্জিত করিয়া রাখে। ইহাদের মধ্য দিয়া চলিবার জন্য সঙ্কীর্ণ একটি পথ ছিল, টেরাছ্ নামক জনৈক বিশ্বাস-ঘাতক ফরাসীসৈনিক সেই পথ দিয়া ইংরাজদিগকে চন্দননগরের নিকটে আনিয়া হাজির করে! উৎকোচে বশীভূত হইয়া নবাবের উপদেশ সত্ত্বেও হুগলীর ফৌজদার রাজা নন্দকুমার এই অত্যাচার দমন করিতে অগ্রসর হইলেন না। অসহায় ফরাসীগণ প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হইল, দুর্গ ও তৎসঙ্গে দশলক্ষ টাকা ইংরাজদিগের হস্তগত হইল।

ইংরাজসৈন্য চন্দননগরের দিকে অগ্রসর হইতেছে, এই সংবাদ পাইয়া সিরাজ ফরাসীদিগের সাহায্যার্থ একদল সৈন্য প্রেরণ করেন, এতক্ষণে ফরাসীরা আত্মসমর্পণ করিয়াছে, যাইয়া কোন ফল নাই! বলিয়া নন্দকুমার সেই সৈন্যদলকেও প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। নিজের আচরণ সমর্থন করিয়া তিনি যে কৈফিয়ৎ দিলেন, তাহা সন্তোষজনক হইল না। দুঃসময়ে পড়িয়া প্রকাশ্যে কিছু না বলিলেও সিরাজ তাঁহাকে সন্দেহের চক্ষুতে দেখিতে লাগিলেন।—আবার ফরাসী ফরাসী করিয়াই ইংরাজ ও নবাবে গোল বাধিল। চন্দননগর হইতে বিতাড়িত ফরাসীরা যাইয়া নবাবদরবারে আশ্রয় লইয়াছে। ইংরাজগণ প্রমাদ গণিলেন। নবাব যদি তাহাদের সঙ্গে যোগদান করেন, তবে আর ইহাদের সঙ্গে পারিয়া উঠা যাইবে না। সন্ধির মর্ম অনুসারে ফরাসীরা নবাবেরও শত্রু, এমত অবস্থায় তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়া নবাব সন্ধিপত্রের উল্লঙ্ঘন করিতেছেন, ইত্যাদি মর্মের চিঠি নবাবকে লেখা হইল এবং ভয়প্রদর্শনার্থ হুগলীর উত্তরে যাইয়া একদল ইংরাজসৈন্য শিবির সন্নিবেশ করিল। নবাব ভারি অসন্তুষ্ট হইলেন; তথাপি যখন সংবাদ পাইলেন যে, কতকগুলি ফরাসী-জাহাজ ভারতবর্ষের দিকে আসিতেছে, তখন চতুরতা অবলম্বন-পূর্ব্বক লিখিয়া পাঠাইলেন, "ইংরাজ সৈন্যের অত্যাচারে হুগলী বর্দ্ধমান হিজলী প্রভৃতি স্থান জনশূন্য হইয়া উঠিয়াছে, আপনাদের পক্ষ হইতে নাকি আবার কালীঘাটও কলিকাতার জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া দাবী করা হইয়াছে। আপনারা নিশ্চয়ই এ সকল ব্যাপারের কিছুই জানেন না। যাহাতে এই সকল রহিত হইয়া অক্ষুণ্ণ বন্ধুভাবই উত্তরোত্তর পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয়, আশা করি তাহাই করিবেন। এদিকে শুনিলাম ফরাসীরা দক্ষিণপথ হইতে ফৌজ আসিতেছে। আমার রাজ্যে যদি তাহারা বিবাদ করিতে চায়, লিখিবেন, আপনাদের সাহায্যার্থ আমি সিপাহী পাঠাইয়া দিব। আপনাদের অঙ্গীকৃত টাকাও আমি প্রায় পরিশোধ করিয়া আনিয়াছি।"

ইংরাজগণ নবাবের বন্ধুত্বের উপর বড়ই দাবী করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্লাইব লিখিয়া পাঠাইলেন, "কাশিমবাজারে যদি ফরাসীরা আশ্রয় পাইতে থাকে, তবে আর নবাবের বন্ধুতা কোথায়?"—ক্রোধে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া সিরাজ গর্জিয়া উঠিলেন, "না, আর না। ওয়াট্‌সন্‌কে শূলে চড়াইলে তবে আমার জ্বালার নিবৃত্তি হইবে!" কিন্তু পর মুহূর্তেই তাঁহার চৈতন্য সঞ্চার হইল। ইংরাজ পক্ষীয় পারিষদেরাও বুঝাইলেন যে "মুষ্টিমেয় কয়েকটা ফরাসীর জন্য ইংরাজের সঙ্গে বিবাদ করিয়া দেশে অশান্তি স্থাপন করা যুক্তিসঙ্গত নহে।" তখন ফরাসীদিগকে স্থানান্তরিত করাই সমীচীন মনে করিয়া নবাব কাশিমবাজার কুঠীর অধ্যক্ষ মুঁসো ল সাহেবকে দরবারে ডাকিয়া পাঠাইলেন। প্রথমেই ওয়াট্‌স্ সাহেবের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ওয়াট্‌স্ কহিলেন "নবাবের ইচ্ছা যে, এখানকার কুঠী সমর্পণ করিয়া আপনারা কলিকাতায় যান।" মুসোঁ তাহাতে অস্বীকৃত হইলে, তাঁহাকে নবাবের সম্মুখে উপস্থিত করা হইল। নবাব সখেদভাবে কহিলেন "ওয়াট্‌সের প্রস্তাবে রাজী না হইলে আপনাদিগকে আমার এ রাজ্য ছাড়িয়া যাইতে হইবে। আপনা-দের জন্য সমস্ত রাজ্য আমি বিপন্ন করিতে পারি না। আমি যখন আপনাদের সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিলাম, তখন আপনারা বিমুখ হইয়াছিলেন। এখন আমার নিকট আপনারাও সাহায্য আশা করিতে পারেন না।" তখন উপায়ান্তর অভাবে ফরাসীরা পাটনার দিকে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় নবাব বলিলেন, "ভগবান্ আপনাদের পথ সদর্শক হউন।"

নবাবের অবস্থা ক্রমেই অধিকতর কণ্টকিত হইয়া উঠিতে লাগিল, অমাত্য ও পারিষদ্‌বর্গকে তিনি সন্দেহের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহারাও তাঁহাকে অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা দূরে সরিয়া পড়িতেছেন। মোহম্মদ খাঁ সসৈন্যে চলিয়া গেলেন। মোহনলালের কর্তৃত্ব সহ্য হইবে না বলিয়া রাজা দুর্লভরাম সৈন্যদল লইয়া মুর্শিদাবাদ হইতে দূরে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। সন্দেহে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া সিরাজ এ সময়ে আবার জগৎশেঠকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিতে লাগিলেন। ইংরাজের সঙ্গে সেই কল্পিত সন্ধিস্থাপন-

সময়ে মীরজাফর ইংরাজদিগের পক্ষ ছিলেন বলিয়া, তাঁহার শত্রুগণ তাঁহার উপর হইতে নবাবের মন বিগ্‌ড়াইয়া দিল। পূর্ব্বে আবার্ প্রধান সেনাপতির পাইয়া তিনি কথঞ্চিৎ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, এখন আবার নবাবের উপর বীতরাগ হইয়া তিনি দরবারে আসা একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন।

তাঁহাদিগকে সন্দেহ করিবার মত যথেষ্ট কারণ যে ছিল না, এমন নহে। তথাপি স্থিরবুদ্ধি কৌশলী লোকে যাহা করিত, সিরাজ তাহা করিতে পারিলেন না। শত্রু ইংরাজ শিয়রে দাঁড়াইয়া; তথাপি তাঁহাদিগকে অনুনয় বিনয় করিয়া যে আবার বাধ্য ও বশীভূত করিবেন, তাহা তিনি করিতে পারিলেন না। নবীন মন্ত্রী মোহনলাল কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত, অন্য কাহারও নবাবকে সুপরামর্শ দিবার মত সৎসাহস ছিল না, কাজেই উভয় পক্ষের মধ্যে যে মনোমালিন্য সঞ্জাত হইয়াছিল, তাহা ক্রমেই অধিকতর ঘনীভূত হইয়া আসিতে লাগিল। কত দুষ্কর্ম্মের জন্য মাণিকচাঁদ প্রথমে বন্দী হন, শেষে দশলক্ষ টাকা অর্থদণ্ড দিয়া নিষ্কৃতিলাভ করেন, যাহাতে নবাবের বিপক্ষদল অধিকতর ক্ষেপিতে থাকে, তিনিও তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ভিতরে যখন এরূপ অবস্থা, বাহিরে তখন সিরাজের মাথার উপর বজ্রগর্ভ মেঘ উদিত হইতেছিল। ফরাসীরা পাটনার দিকে অগ্রসর হইতেছে, শুনিয়াই ক্লাইব্ তাহাদের পিছনে এক-দল সৈন্য প্রেরণ করিবার সংকল্প করিলেন। কথাটা নবাবের কাণে গেল। দুষ্টা সরস্বতী তাঁহার স্কন্ধে চাপিল—ক্রোধে আত্ম-হারা হইয়া তিনি আদেশ করিলেন, ইংরাজদূত এখনই আমার দরবার হইতে চলিয়া যাউক, আর ইংরাজেরা ফরাসীদের উপর কোনরূপ অত্যাচার করিবে না, ওয়াট্‌স্ যদি এই মর্ম্মে অঙ্গী-কারপত্র লিখিয়া দিতে স্বীকৃত না হন, তবে অবিলম্বে তিনি কাসিমবাজার ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় প্রস্থান করুন। তিন দিনের সময় লইয়া ওয়াট্‌স্ কলিকাতায় সকল লিখিয়া পাঠাই-লেন। অর্থাদি তথায় স্থানান্তরিত করিবার আদেশ দিয়া কলি-কাতার কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন ও কাসিমবাজার রক্ষার জন্য ৪০ জন গোরা ও নৌকায় করিয়া আহার্য্যের আবরণে কিছু গুলিবারুদও পাঠাইলেন। ওয়াট্‌সন্ নবাবকে লিখিয়া পাঠাইলেন, একজন ফরাসীও যতক্ষণ এদেশে থাকিবে, ততক্ষণ আমরা নিরস্ত হইব না। তবে, তাহারা যদি আত্মসমর্পণ করে, তবে আর তাহাদের কোন অনিষ্ট করা হইবে না। শীঘ্রই আমরা কাসিমবাজারে সৈন্য পাঠাইতেছি; তখন যাহাতে দুই সহস্র সৈন্য আমরা স্থলপথে পাটনা পাঠাইতে পারি, আপনাকে তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। তবেই আপনার দেশে শান্তি সংস্থা-পিত হইবে। ক্রমেই সন্ধির মর্ম্ম ও প্রস্তাব তাঁহারা বর্দ্ধিত করিয়া লইতেছেন।

সিরাজের নিতান্তই দুঃসময় উপস্থিত, তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিবার ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল, দরবারের প্রধান মন্ত্রী ও কর্ম্ম-চারিবর্গের সঙ্গে নবাবের মনোমালিন্য চলিতেছে, এই সংবাদ পাইয়া ক্লাইব্ ওয়াট্‌স্ সাহেবকে তাঁহাদিগের সঙ্গে বন্ধুতা স্থাপ-নের জন্য পত্র লিখিলেন। বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারীর দলও ইহাই চাহিতেছিলেন। এখনই জগৎশেঠের মন্ত্রণাভবনে ক্রমাগত ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল, রাজ্যের অনেক ব্যক্তিরই ইহাতে সংলিপ্ত ছিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রও ষড়যন্ত্রকারীর দলে ছিলেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। সময় বুঝিয়া ঘেসেটী বেগমও যোগদান করিলেন, তাঁহার হাতে কিছু অর্থ ছিল; তাঁহার সাহায্যে তিনি মীরজাফরকেও হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইংরাজেরাও যাহাতে এই ষড়যন্ত্রে সংলিপ্ত হন, আমীরচাঁদের মধ্যস্থতায় তাহারও চেষ্টা চলিতে লাগিল। তাঁহা-দিগের মনোভাব বুঝিবার জন্য জগৎশেঠ ২৩শে এপ্রিল নবা-বের একজন অশ্বারোহী দলের অধিনায়ক, ইয়ার লুৎফ্‌ খাঁকে ওয়াট্‌স্ সাহেবের নিকট প্রেরণ করিলেন। নিজে সাক্ষাৎ করিতে সাহসী না হইয়া ওয়াট্‌স্ আমীরচাঁদকে তাঁহার নিকট পাঠাইলেন। লুৎফ্‌ খাঁ মীরজাফরের হইয়া বলিলেন, 'পাটনা হইতে ফিরিয়া আসিয়াই নবাব ইংরাজদিগকে দূরীভূত করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার চরিত্রে দুর্ব্যবহার হইয়া প্রধান প্রধান পারিষদগণ তাঁহার বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্র গড়িয়া তুলিতেছেন। উপযুক্ত নেতার অভাবে তাঁহারা প্রকাশ্যভাবে কোন কার্য্য করিতে পারিতেছেন না। সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া আমাকে নবাব করিলে জগৎশেঠ, দুর্লভরাম প্রভৃতি সকলকেই ইংরাজদিগের সহায়তা করিতে প্রস্তুত আছেন। এজন্য ইংরাজেরা আমার সঙ্গে যেরূপ বন্দোবস্ত করিতে চাহেন, আমি তাহাতেই প্রস্তুত আছি। নবাব পাটনায় গেলে, তাঁহার অনুপস্থিতি-সুযোগে সহজেই রাজধানী অধিকার করা যাইবে।' আমীরচাঁদের মুখে এই প্রস্তাব অবগত হইয়া ওয়াট্‌স্ তখনই সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন এবং এই মর্ম্মে ক্লাইবকেও পত্র লিখিলেন।

পর দিনই আবার মীরজাফরের প্রেরিত খোজা পিক্রু যাইয়া ওয়াট্‌সের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল। মীরজাফর বলিয়া পাঠাই-য়াছেন, আমার নিজের জীবনের আশঙ্কা হইয়াছে বলিয়াই আমি নবাবের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিতে ইংরাজগণ সহায়তা করিলে দুর্লভরাম, জগৎ-শেঠ প্রভৃতি প্রধান প্রধান লোকেরাও যোগ দান করিতে সম্মত

ও স্বীকৃত আছেন, ইংরাজদিগের মত হইলে অবিলম্বে কার্য্যারম্ভ করিতে হইবে। কিন্তু সিরাজের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিবার জন্য আপাততঃ হুগলী হইতে ইংরাজশিবির তুলিয়া লইতে হইবে। এই সংবাদ পাইবাই ক্লাইব ফরাসীদলের জন্য সৈন্যপ্রেরণ আপাততঃ বন্ধ রাখিয়া নবাবকে একখানি মধুর পত্র লিখিলেন, এবং হুগলীর ছাউনী সরান সম্বন্ধে পরামর্শ করিবার জন্য কলিকাতার দরবারে চলিয়া আসিলেন। এইসময়ে আবার মীরজাফরের প্রেরিত মীর্জ্জা আমীর বেগও কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন; সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণ যে স্বীকারপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাহা দেখাইয়া তিনি বলিলেন, এখন আপনারা সহায় হইলেই নবাবের অত্যাচার হইতে প্রজাবর্গকে উদ্ধার করা যায়। দরবার ঠিক করিলেন, মীরজাফরের মত ক্ষমতাশালী লোকের প্রস্তাবানুযায়ী কার্য্য করাই যুক্তিসঙ্গত। তখন হুগলী হইতে অর্দ্ধেক সৈন্য চন্দননগরে ও অর্দ্ধেক সৈন্য কলিকাতায় লইয়া আসা হইল এবং নবাবকে আরও ভাল করিয়া প্রতারিত করিবার জন্য তাঁহার নিকট লেখা হইল, "আমাদের সৈন্য আমরা হুগলী হইতে সরাইয়া লইলাম। আপনিও পলাশী হইতে সৈন্য সরাইয়া লইয়া সৌহৃদ্য রক্ষা করুন।* এখানে আপনার কোন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী থাকিলে আমাদের সত্যপরায়ণতা ও ন্যায়নিষ্ঠার পরিচয় পাইতে পারিতেন। নীচ লোকের অসত্য কথা শুনিয়া যেন কখনও প্রতারিত হইবেন না।" কিন্তু তৎপূর্ব্বেই যে ৪০ জন ইংরাজ সৈন্য কাটোয়ায় প্রেরিত হইয়াছিল, দুর্লভরাম তাহাদিগকে আটক করিয়া রাখিয়া ছিলেন; এবং বহু ইংরাজ সৈন্য সংগোপনে কাশিমবাজারে প্রেরিত হইয়াছে, গুপ্তচরের মুখে এই সংবাদ পাইয়া, সিরাজ কাশিমবাজার তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেন; কোথাও কিছু না পাওয়া গেলেও তাঁহার সন্দেহ দূর হইল না। আহম্মদ শা আবদালী না আসাতে এখন তাঁহার ইংরাজভীতিও অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে; কিন্তু বিশ্বাস আছে যে, ইংরাজগণ মুর্শিদাবাদ পর্য্যন্ত না আসিয়া ছাড়িবে না; তাই নানা প্রকারে মীরজাফরের মনস্তুষ্টি করিয়া তাঁহাকে পনের হাজার সৈন্য লইয়া পলাশিতে যাইয়া দুর্লভরামের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য পাঠাইলেন এবং গঙ্গা বাহিয়াই ইংরাজ রাজধানীর দিকে আসিবে, এই আশঙ্কা করিয়া ভাগীরথী-মুখে শালবৃক্ষের কাঁড়ি প্রোথিত করিয়া আবদ্ধ করিলেন। আর ফরাসীদিগকেও আয়ত্ত রাখিবার জন্য মুঁসো ল'কে ভাগল-পুরে অবস্থান করিবার জন্য পত্র লিখিলেন এবং তাঁহাদের ব্যয়ভার বহন করিবার জন্য বিহারের কর্ম্মচারীদিগের উপর আদেশ দিলেন।

নবাবের এই সকল আচরণে ইংরাজপক্ষ এখন আর প্রকাশ্য ভাবে কোনই প্রতিবাদ করিলেন না। তাঁহারা মীরজাফরের সঙ্গে পাকাপাকি বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। নবাবের মনে যাহাতে কোন রূপ সন্দেহ জন্মিতে না পারে, এই জন্য পলাশী যাইবার আদেশ পাইয়া মীরজাফর বিনা বাক্যব্যয়ে পলাশী যাত্রা করিলেন।

এদিকে কলিকাতার গুপ্ত দরবারের উপদেশ অনুসারে ওয়াট্‌স্ মীরজাফরের সঙ্গে টাকা পয়সার কথা উত্থাপন করিলেন। এতদিন পর্য্যন্ত আমীরচাঁদকে মীরজাফরের সম্বন্ধে কোন কথাই বলা [illegible] নাই। কিন্তু এখন আর তাহার মত ধূর্ত্ত লোককে ফাঁকি দেওয়া চলিবে না, ভাবিয়া ওয়াট্‌স্ তাঁহাকে মীরজাফরের কথা বলিলেন। আমীরচাঁদ বুঝিলেন, ষড়যন্ত্র সিদ্ধ হইলে, মীরজাফরের নিকট হইতে বিস্তর অর্থ পাওয়া যাইবে। তাই বলিলেন ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইলে, একদিকে আমার যেমন প্রভূত অর্থনাশ হইবে অপর দিকে তেমনই আমার প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়িবে। এমত অবস্থায় আমাকে শুধু নষ্ট অর্থ প্রত্যর্পণ করিলেই চলিবে না, নবাবের রাজকোষ-প্রাপ্ত মণিমুক্তার চতুর্থাংশ এবং প্রাপ্ত অর্থের মধ্যে শতকরা ৫৲ টাকা হিসাবে আমাকে দিতে হইবে। এখন সম্মত না হইলে বিপদের সম্ভাবনা আছে, এই জন্য ১৫ই মে তারিখে মীরজাফরের সঙ্গে [illegible] সন্ধি-পত্র লেখা হইবে, তাহার খসড়ার সঙ্গে আমীরচাঁদের জন্যও একটা চুক্তিপত্র কলিকাতার দরবারে পাঠান হইল। ১৭ই মে তারিখে ঐ দরবারে সন্ধি-পত্রের খসড়ার ও আমীরচাঁদের প্রস্তাবের বিষয় বিবেচিত ও নির্দ্ধারিত হইল। রাজকোষ হইতে প্রাপ্য অর্থের নিম্নলিখিত রূপ বণ্টন স্থিরীকৃত হইল, কোম্পানী এক কোটী, ইংরাজ ও ফিরিঙ্গি বণিক্‌গণ ৫০ লক্ষ, দেশীয় বণিক্‌গণ ২০ লক্ষ, আরমাণী বণিক্‌গণ ৭ লক্ষ, নৌসেনা ২৫ লক্ষ, এবং সৈন্যবিভাগ ২৫ লক্ষ পাইবে। কাউন্সিলের সভ্যদিগকেও যথাযোগ্য পারিতোষিক দিতে হইবে, একথারও উল্লেখ থাকিল। ওয়াট্‌স্ সাহেব খস্‌ড়ায় আমীরচাঁদের নামে ৩০ লক্ষ লিখিয়া দিলেন, কাউন্সিল তাহাকে কিছুই দিতে সম্মত হইল না, অথচ সে যাইয়া ষড়যন্ত্রের কথা নবাবকে না বলিয়া দেয়, এই জন্য তাহাকে প্রতারিত করাই স্থিরীকৃত হইল। লাল ও সাদা দুই খানা কাগজে সন্ধি-পত্র লেখা হইল, সাদা খানি আসল, লাল খানা জাল। প্রথম খানায় আমীরচাঁদের কোনই উল্লেখ থাকিল না—দ্বিতীয় খানায় তাহাকে ৩০ লক্ষ টাকা দিবার কথা থাকিল। ওয়াটসন্ ব্যতীত কাউন্সিলের সকল সভ্যই ইহাতে

* মুসোঁ ল প্রভৃতি ফরাসীদিগকে কাশিমবাজার হইতে তাড়াইয়া দিবার পূর্ব্বে ইংরাজদিগের উপর বিরক্ত হইয়া সিরাজউদ্দৌলা রায় দুর্লভরামের অধীনে একদল সৈন্য পলাশীক্ষেত্রে সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

স্বাক্ষর করিলেন, ওয়াটসনের নাম ক্লাইবের আদেশ অনুসারে লুসিংটন্ লিখিয়া দিলেন।

১৯শে মে তারিখে দুই খানা সন্ধি-পত্রই মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হইল।

এদিকে এমন একটি ঘটনা ঘটিল, যাহাতে নবাবের মন হইতে ইংরাজদিগের উপর সকল সন্দেহ তিরোহিত হইল, এই সময়ে পেশবা বাজী রাওয়ের নিকট হইতে একজন দূত কলিকাতায় আইসে, তাহার আগমনের উদ্দেশ্য, ইংরাজগণ সহায়তা করিলে, মহারাষ্ট্রীয়েরা আসিয়া বাঙ্গালা লুণ্ঠন করিতে পারে। ইহাদের সঙ্গে জানা শুনা নাই, কি জানি নবাবেরই বা পরীক্ষা মাত্র, এই মনে করিয়া ক্লাইব পত্র খানা নবাবের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া স্থির করিলেন, নবাবের চক্রান্ত হইলেও ইংরাজদিগের উপর তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপিত হইবে। ফলেও তাহাই হইল, ইংরাজদিগকে পরম মিত্র মনে করিয়া তিনি অধিকাংশ সৈন্যই মুর্শিদাবাদে ফিরাইয়া লইয়া গেলেন।

জাল সন্ধি-পত্র দেখাইয়া সরলপ্রাণ আমীরচাঁদকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া যাইয়া একেবারে নিজেদের মুষ্টিগত করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন সে সব ঠিক হইয়াছে। কি জানি শেষে প্রাণ লইয়া টানা টানি পড়িবে, আপনি এ অবস্থায় কলিকাতায় যাইয়া বাস করুন। আমীরচাঁদও তাহাই করিলেন।

ইংরাজদিগের উপর বিশ্বাস পুনঃ স্থাপিত হওয়াতে সিরাজ পলাশী হইতে মীরজাফরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহাকে দিয়া এখন আর বিশেষ কোন কার্য্য নাই দেখিয়া আবার নবাব তাঁহাকে নানা ভাবে অপদস্থ করিতে লাগিলেন। মীরজাফর দরবারে আসা বন্ধ করিলেন, অধীনস্থ সৈন্যদিগকে বলিয়া রাখিলেন, তাঁহার প্রাসাদ আক্রান্ত হইলেই যেন তাহারা আসিয়া রক্ষার চেষ্টা করে। এদিকে বিশেষ সংগোপনে ইংরাজদিগের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাইতে লাগিলেন। সন্ধি-পত্র দেখিয়া রাজা দুর্লভরাম একটু আপত্তি করিলেন, তাঁহাকে যে একটি কপর্দ্দকও দিবার কথা নাই। তখন ওয়াটস্ কহিলেন, "আপনি খাজাঞ্চিখানার কর্ত্তা। যখন টাকা ভাগ করিবেন, তখন চলিত প্রথানুযায়ী আমরা আপনাকে আমাদের প্রাপ্য হইতে শতকরা ৫৲ টাকা করিয়া দিব।" রাজাবাহাদুর শান্ত ও আশ্বস্ত হইলেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুন তারিখে মীরজাফর সন্ধি-পত্রে স্বাক্ষর করিলেন। বিধাতার কি আশ্চর্য্য বিধি! এই তারিখেই নবাব আদেশ করিলেন, সেনাপতি সেরেস্তার কাজকর্ম্ম মীরজাফর খাজা হাদীকে বুঝাইয়া দিবেন।

মীরজাফর যে সন্ধি-পত্রে স্বাক্ষর করিলেন, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত রূপ টাকা বণ্টনের কথা ব্যতীত উল্লেখ থাকিল যে, কলিকাতা ও দক্ষিণে কুল্পী পর্য্যন্ত স্থান ইংরাজদিগের জমিদারীভুক্ত হইবে, ইহার জন্য ইংরাজেরা নবাবসরকারে অন্যান্য জমিদারের মত রাজস্ব দিবেন, যে কেহ ইংরাজের শত্রু সে নবাবেরও শত্রু। বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যায় ফরাসীদিগের যে সকল কুঠী আছে, সে সকলই ইংরাজদিগের দখলে আসিবে, এবং ফরাসীরা আর এদেশে বাস করিতে পাইবে না। নবাব হইলেই আমি সর্ত্তানুযায়ী সমস্ত টাকা কোম্পানীর হাতে দিব, এবং হুগলীর দক্ষিণে কখনও কোন দুর্গ নির্ম্মাণ করিব না।

ইংরাজগণ (ওয়াটসন্, ক্লাইব, ড্রেক্, ওয়াট্স্, বিচার) যে সন্ধি-পত্রে স্বাক্ষর করিলেন, তাহাতে এই সকল সর্ত্ত ব্যতীত লেখা থাকিল যে আমাদের সমস্ত সৈন্য লইয়া আমরা মীরজাফরের বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার সুবেদারি প্রাপ্তির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব এবং নবাব হইবার পরে যখনই কোন শত্রুর বিরুদ্ধে তিনি আমাদের সাহায্য চাহিবেন, তখনই আমরা প্রাণপণে তাঁহার সাহায্য করিব।

এতদ্ব্যতীত ক্লাইব্, ওয়াট্সের সাহায্যে আর একখানা স্বীকার-পত্রও মীরজাফরকে দিয়া লিখাইয়া লইলেন, তাহার মর্ম্ম এই—"কমিটিকে (ওয়াট্স্ ও তাহার অনুবর্গ) ১২ লক্ষ ও সৈন্যদিগকে ৪০ লক্ষ টাকা উপহার দিব।"

এই সকল কার্য্য অতি সংগোপনেই সমাধা হইল—নবাব কি তাঁহার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীদিগের কেহই ইহার ঘুণাক্ষরও জানিতে পারিলেন না।

সকল ঠিক হইয়া গেল 'শুভস্য শীঘ্রং' নীতির অনুসরণ করিয়া ক্লাইব্ ১২ই জুন তারিখে সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

এই সময় গুপ্ত মন্ত্রণার সংবাদ যাইয়া নবাবের কাণে পৌঁছিল, ক্রোধে আত্মহারা হইয়া তিনি মীর্ জাফরকে তাঁহার গৃহেই আক্রমণ করিবার সংকল্প করিলেন। প্রমাদ গণিয়া ওয়াট্স্ বায়ুসেবনে বাহির হইবার উপলক্ষে ১২ই তারিখে মুর্শিদাবাদ হইতে পলায়ন করিলেন, ১৩ই বেলা ৩টার সময় তিনি যাইয়া কাল্নায় ইংরাজসৈন্যের সঙ্গে মিলিত হইলেন। এই দিনই নবাব মীরজাফরের প্রাসাদ আক্রমণ করিবেন, সংকল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু ওয়াট্সের পলায়নের সংবাদ পাইয়া বুঝিলেন, বিপদ্ আসন্ন, এ সময়ে যেমন করিয়াই হউক মীরজাফরকে বাধ্য ও প্রসন্ন রাখিতেই হইবে। আপোষের কথাবার্ত্তা পাড়িয়া তিনি লোক পাঠাইলেন, কিন্তু মীরজাফর দরবারে আসিতে স্বীকৃত হইলেন না। তখন আত্মমর্য্যাদা ও আত্মাভিমান বিস্মৃত হইয়া সামান্য কয়েকজন অনুচর মাত্র লইয়া সিরাজই তাঁহার গৃহে আগমন করিলেন। কোরাণ স্পর্শ করিয়া উভয়ে সন্ধি-

স্থাপন করিলেন। মীরজাফর শপথ করিলেন, তিনি কখনই ইংরাজদিগের সঙ্গে যোগদান বা ইংরাজদিগের সাহায্য করিবেন না। নবাবও স্বীকৃত হইলেন যে, উপস্থিত গোলযোগের মীমাংসা হইয়া গেলেই তিনি মীরজাফরকে সম্পত্তি ও সপরিবারে অন্যত্র যাইয়া নির্বিঘ্নে বাস করিতে দিবেন।

সিরাজ সরলবিশ্বাসী—সন্ধিস্থাপনের পর তিনি মীরজাফরকে পূর্ণমাত্রায় বিশ্বাস করিতে লাগিলেন। মুঁসো লকে ভাগলপুর হইতে চলিয়া আসিতে লিখিয়া এবং সৈন্যদল পুনরায় পলাশীর দিকে প্রেরণের বন্দোবস্ত করিয়া, ১০ই জুন তারিখে তিনি ইংরাজদিগকে লিখিলেন "সন্ধিপত্র অনুযায়ী প্রায় সমস্ত টাকাই আমি দিয়াছি, মাণিকচাঁদের বিষয়ও এক প্রকার মীমাংসিত হইয়াছে। এমত অবস্থায় ওয়াট্‌স্ ও কাশিমবাজার কুঠির অন্যান্য ইংরাজদিগকে পলাইতে দেখিয়া আপনারা সন্ধি পালন করিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক নহেন, ইহাই আমার বিশ্বাস। যাক্ আমি যে সন্ধিভঙ্গ করি নাই, এজন্য ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিতেছি।"

১৩ই জুন তারিখে ক্লাইব্ চন্দননগর হইতে নবাবকে নিম্নলিখিতরূপ পত্র লিখিলেন "আপনি সন্ধিপত্র অনুযায়ী কার্য্য করেন নাই, এখনও টাকা পরিশোধ করিতে পারিলেন না। ফরাসীদিগের সঙ্গে সদ্ভাব রাখিতেছেন—বুসীকে আসিতে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহাকে এখনও টাকা দিয়া পালন করিতেছেন। আমাদিগকে নানাভাবে অপমানিত করিতেছেন। আমরা সকলই নির্বিবাদে সহ্য করিয়াছি। এখন আমাদের সৈন্য মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিতেছে। আপনার প্রধান প্রধান পাত্রমিত্র, মীরজাফর, জগৎশেঠদ্বয়, দুর্লভরাম, মীরমদন, মোহনলাল প্রভৃতি যেরূপ মীমাংসা করিয়া দিবেন, আশা করি আপনি রক্তপাত বন্ধ রাখিবার জন্য, তাহাতেই সম্মত হইবেন।" ঐ তারিখেই তিনি চন্দননগর হইতে দুইশত সৈন্য লইয়া ভাগীরথীপথে রওনা হইলেন। সিপাহীরা স্থলপথে মুর্শিদাবাদের দিকে যাত্রা করিল। পথে হুগলীর ফৌজদার একবার বাধা দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; কিন্তু ক্লাইবের সাজসজ্জা দেখিয়া ও তাড়া খাইয়া তিনি আর মাথা তুলিলেন না।

১৬ই জুন ইংরাজসৈন্য কাটোয়া হইতে ৬ মাইল দূরবর্তী পাটুলী নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল, দুর্গাধিপতির সঙ্গে বন্দোবস্ত ছিল, একটু যুদ্ধের অভিনয় দেখাইয়াই তিনি আত্মসমর্পণ করিবেন। ১৭ই প্রাতে কুটের সঙ্গে অল্প একটু [illegible] পরই দুর্গবাসিগণ পলাইয়া গেল, দুর্গ ইংরাজদিগের অধিকৃত হইল।

ক্লাইব প্রত্যহই মীরজাফরকে আশা ও উৎসাহ দিয়া পত্র লিখিতেছিলেন। ১৭ই তারিখে মীরজাফরের পত্রে জানিতে পারিলেন, যে যুদ্ধে তিনি নবাবের পক্ষ সমর্থন করিবেন বলিয়া থাকিলেও কার্য্যতঃ তিনি ইংরাজদিগের সঙ্গে যে সন্ধি-বন্ধন হইয়াছে, তদনুরূপই চলিবেন। ক্লাইব সন্দেহে ও উদ্বেগে বিচলিত হইয়া উঠিলেন। ১৯শে তারিখে আর এক পত্র পাইলেন, তাহাতে লেখা ছিল, মীরজাফর পলাশী রওনা হইলেন। রণক্ষেত্রে তিনি বামে বা দক্ষিণে শিবির সন্নিবেশ করিবেন এবং সেখান হইতে ইংরাজদিগের সঙ্গে সংবাদ আদানপ্রদান করিবেন। এই সংবাদ পাইয়া সন্দেহ অনেক পরিমাণে তিরোহিত হইল বটে, কিন্তু ভয় ও দুশ্চিন্তা [illegible] হইল না। রণক্ষেত্রে মীরজাফরের অশ্বারোহী সেনার সাহায্য না পাইলে যে কোনই আশা নাই। ইংরাজগণ অশ্বারোহিবিহীন।

এদিকে ইংরাজসৈন্যের রণযাত্রার সংবাদ এবং ক্লাইবের শেষ পত্র পাইয়া সিরাজও যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, সেনানায়কদিগের উপর সৈন্যসংগ্রহের আদেশ করিলেন, সৈন্যগণের অনেক বেতন বাকী ছিল, এই বেতন না পাইলে তাহারা অগ্রসর হইতে রাজী হইল না। তিনদিন এই গোলযোগে কাটিল। অবশেষে প্রভূত অর্থ দিয়া নবাব তাহাদিগকে বাধ্য করিলেন। তাহারা পলাশীর অভিমুখে রওনা হইল।

মীরজাফরের অভিপ্রায় ঠিক বুঝিতে না পারিয়া ক্লাইব্-প্রমুখ ইংরাজগণ বড়ই শঙ্কিত ও বিচলিত হইয়া উঠিলেন। মন্ত্রণা-সভা আহূত হইল। প্রশ্ন—এখনই নবাবসৈন্য আক্রমণ করা যাইবে, না বর্ষাকালটা কাটোয়াতেই কাটাইয়া মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যের সাহায্য লইয়া যুদ্ধের উদ্যোগ করা যাইবে? সভায় ২০জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন—ক্লাইব্ প্রমুখ ১৩জন কাটোয়ায় থাকার পক্ষে মত দিলেন, বাকী ৭জন তখনই যুদ্ধ করিবার পক্ষে। কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইল না। অবশেষে কাটোয়াবাসের অযৌক্তিকতা উপলব্ধি করিয়া ক্লাইব, প্রত্যূষেই নদীপার হইবার আদেশ দিলেন। ২২শে তারিখে মীরজাফরের নিকট হইতেও এক পত্র আসিল ইহাতে ইংরাজদিগের কর্ত্তব্য সম্বন্ধেও উপদেশ লিখিত ছিল। ইহার উত্তরে "দাদপুর পর্য্যন্ত গেলেও যদি মীরজাফর ইংরাজ-সৈন্যের সঙ্গে যোগদান না করেন, তবে তাঁহারা নবাবের সঙ্গে সন্ধি করিবেন" ইহা লিখিয়া পাঠাইয়া ইংরাজগণ পলাশীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন (২২শে জুন)। পথিমধ্যে নানা দুর্যোগ ভোগ করিয়া রাত্রি ১টার সময় তাঁহারা আসিয়া পলাশীর আম্র-কাননে পৌঁছিলেন। ইতি পূর্ব্বেই সিরাজ্‌উদ্দৌলা আসিয়া দাদপুরের দক্ষিণে এক প্রান্তরে শিবির সংস্থাপন করিয়াছেন। সম্মুখে মীরমদন ও মোহনলালের বাহিনী, বামে পলাশীগ্রাম পর্য্যন্ত, বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর, দুর্লভরাম ও ইয়ারলুৎফের অধীনস্থ সৈন্যদল এবং দক্ষিণে ৪টি মাত্র কামান ও অল্প কয়েকজন গোলন্দাজ লইয়া ফরাসী সিন্‌ফ্রে।

রজনীপ্রভাতে নবাবের এই বিরাট্‌বাহিনী ও বিপুল আয়োজন দেখিয়া ইংরাজপক্ষের প্রাণ শিহরিয়া উঠিল, কিন্তু মীরজাফর প্রভৃতি তাঁহাদেরই সহায়তা করিবেন, এই আশ্বাসে আশ্বস্ত হইয়া, ক্লাইব যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। কামান ৮টি যথাস্থানে স্থাপিত করিয়া তিনি দক্ষিণে সিপাহী ও বামে গোরা সৈন্য সন্নিবেশিত করিলেন।

৮টা বাজিতে না বাজিতেই ফরাসী গোলন্দাজগণ কামানে অগ্নি-সংস্পর্শ করিলেন—দক্ষিণপার্শ্বস্থ নবাব-সৈন্যও অশ্রান্তবেগে গুলিগোলা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। ইংরাজসৈন্যও প্রত্যুত্তর করিল, কিন্তু সংখ্যায় তাহারা মুষ্টিমেয়—ইহাদের আবার ১০জন গোরা ও ২০জন সিপাহী অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই শমন প্রাপ্ত হইল। প্রমাদ দেখিয়া ক্লাইব যাইয়া সসৈন্যে আম্র-কাননের অভ্যন্তরে আশ্রয় লইলেন। কিন্তু এখানেও নবাব-সৈন্য তাহাদিগের উপর গুলি-বর্ষণ করিতে লাগিল। এ সকলই মীরমদন ও মোহনলালের কাজ। প্রভুদ্রোহী মীরজাফর, দুর্ল্লভ-রাম ও লুৎফ্‌ দর্শকস্থানীয় হইয়া দাঁড়াইয়াই রহিয়াছেন। আম্র-কাননের বৃক্ষ ও বাঁধগুলি অনেক পরিমাণে ইংরাজসৈন্য-দিগের কবচের কার্য্য করিল। ক্লাইব প্রভৃতি ঠিক করিলেন, যতদিন তাঁহারা এই আশ্রয়স্থলে থাকিয়াই যুঝিবেন, শেষে রজনীর অন্ধকারে যাইয়া নবাবশিবির আক্রমণ করিবেন। মহাবীর মীরমদন অশ্রান্ত পরিশ্রমে ইংরাজ-সৈন্যের উপর গুলি-বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সিরাজের দুর্ভাগ্যবশতঃ হঠাৎ পায়ে দারুণ আঘাত লাগিয়া তিনি ভূতলশায়ী হইলেন, অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার প্রাণ-বায়ু বহির্গত হইল।

সিরাজ এখন ভীত ও বিচলিত হইয়া পড়িলেন, কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য মীরজাফরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন—অনেক সাধ্য-সাধনার পরে সেনাপতি আসিয়া নবাবের সম্মুখে উপস্থিত হই-লেন, আত্মাভিমান বিস্মৃত হইয়া, তাহার সম্মুখে রাজমুকুট রাখিয়া, সিরাজ বিনীতভাবে কহিলেন "আপনি আমার আত্মীয়, মহামতি আলিবর্দ্দী'র কথা স্মরণ করিয়া আপনি আমার পূর্ব্ব-কৃত সমস্ত অপরাধ ভুলিয়া যাউন্। সৈয়দ বংশোচিত মহত্ত্ব দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া আপনি আমাকে এ বিপদ্ হইতে উদ্ধার করুন—যুদ্ধের কাজ করুন।" এ অনুনয়ে দুরাকাঙ্ক্ষ দুরভিসন্ধি মীর-জাফর বিচলিত হইবার নহেন। তিনি প্রতারণার উপর প্রতা-রণা করিলেন, বলিলেন "আজ সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়। আজ সৈন্যদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করুন, কাল আমি সমস্ত সৈন্য একত্র করিয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইব।" আরও কহিলেন "আপনার ভয় নাই, শত্রুসৈন্য রাত্রে শিবির আক্রমণ করিবে না।"

এদিকে মহাবীর মোহনলাল ও ফরাসী গোলন্দাজগণ অবি-রাম গুলিগোলা বর্ষণ করিয়া ইংরাজপক্ষকে ক্রমশঃ ক্ষীণ ও হীনবীর্য্য করিয়া তুলিতেছিলেন। এমন সময় স্বাধীনচিন্তা-বিরহিত, ভীতিবিহ্বল সিরাজ, মীরজাফরের পরামর্শ অনুযায়ী যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার জন্য আদেশ প্রেরণ করিলেন। প্রথমে, মোহনলাল বিশেষ আপত্তি করিলেন—আর একটু হইলেই যোধ হয় যুদ্ধের মীমাংসা হইয়া যাইবে। কিন্তু মীরজাফরের বিরক্তি দর্শনে ও দুর্ল্লভরামের পরামর্শে নবাবের পুনঃ পুনঃ আদেশ পাইয়া শেষে তিনি নিতান্ত অনিচ্ছায় পশ্চাৎপদ হইতে আরম্ভ করিলেন। এদিকে মীরজাফর ক্লাইব্‌কে লিখিয়া পাঠাইলেন, "সত্বে সত্বেই, অগত্যা রজনীযোগেই শিবির আক্রমণ করিবেন, তবেই কার্য্য সিদ্ধি হইবে।" সেনাপতি মোহনলালকে পশ্চাতে সরিতে দেখিয়া ভীত চকিত হইয়া সৈন্যগণও পলায়নপর হইল ইংরাজ-সৈন্য তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবিত হইল। বহিঃশত্রুর অপেক্ষাও গৃহশত্রুকে বেশি ভয় করিয়া সিরাজ-উদ্দৌলা হস্তিপৃষ্ঠে রাজধানী অভিমুখে পলায়ন করিলেন।

রাত্রিকালে ইংরাজ-সৈন্য দাদপুরে রজনী যাপন করিল। পর দিবস প্রাতে পুত্র মীরণ ও অনুচরবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া মীর-জাফর যাইয়া ইংরাজশিবিরে উপনীত হইলেন, বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার নবাব সম্বোধন করিয়া ক্লাইব্‌ তাঁহাকে আলিঙ্গন ও আপ্যায়ন করিলেন।

সিরাজ-উদ্দৌলা পলাইয়া আসিয়া ২৫শে জুন প্রাতে রাজ-ধানীতে প্রবেশ করিলেন। প্রধান প্রধান সেনাপতিগণকে তিনি তাঁহার শরীররক্ষার জন্য রাজবাটীতেই অপেক্ষা করিতে বলি-লেন, কিন্তু কেহই, এমন কি তাঁহার আপনার শ্বশুর ইরোজ খাঁও তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। পারিষদ সকলেই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গেল। নবাব অর্থে লোক বশীভূত করিবার চেষ্টা করিলেন, যাহার যাহা প্রাপ্য আছে তাহা পরিশোধ করিয়া দিবেন বলিয়া রাজকোষাগার উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। তাহা অভাবকালে অসংখ্য লোক আসিয়া টাকা লইয়া গেল, কিন্তু কেহই তাঁহার রক্ষার জন্য অগ্রসর হইল না।

তখন বিপদে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তিনি প্রিয়তমা বেগম-দিগকে গোপনে উঠাইয়া ও স্বয়ং হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রাত্রি ৩টার সময় মনসুরগঞ্জের প্রাসাদত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন ও ভগবানগোলায় যাইয়া নৌকারোহণ করিলেন। ইতি মধ্যে সিরাজের পলায়নের সংবাদ পাইয়া মীরজাফর যাইয়া মন্-সুরগঞ্জপ্রাসাদ অধিকার করিয়া বসিলেন ও তাঁহাকে ধরিবার জন্য চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরণ করিলেন।

তিন দিন সপরিবারে অনাহারে কাটাইয়া সিরাজ রাজমহলের অপর পারে চারিক্রোশ দূরবর্ত্তী এক গ্রামে আসিয়া পৌঁছিলেন,

শিশু কন্যার জন্য দুগ্ধ ও সন্তানের জন্য আহার্য্য সংগ্রহের চেষ্টায় মুর্শিদাবাদাভিমুখ নবাব যাইয়া দানশা ফকীরের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্ব হইতেই এই ফকীরপ্রবর নবাবের উপর ক্রোধযুক্ত ছিল, এখন সুযোগ বুঝিয়া তাঁহাকে ধরাইয়া দিবার মতন করিয়া রাজমহলের ফৌজদার মীরজাফরের ভ্রাতা মীর দাউদকে সংবাদ দিলেন। সদলে মীরজাফরের প্রেরিত মীর কাসেম আসি যাইয়া সপরিবারে নবাবকে বন্দী করিলেন। তাঁহাদের পদপ্রান্তে পড়িয়া সিরাজ কাতরক্রন্দনে ভিক্ষা চাহিলেন "আমাকে প্রাণে না মারিয়া কোন এক নিভৃত স্থানে যাইয়া বাস করিতে দাও—সামান্য বৃত্তিতেই আমার চলিবে।" কিন্তু কে তখন তাঁহার কথায় কর্ণপাত করে? তাঁহার ধনরত্ন সকলই লুণ্ঠিত হইল। পলায়নের ঠিক অষ্টমদিবসে বন্দীভাবে আবার তিনি মুর্শিদাবাদে আনীত হইলেন।

তখন বেলা দ্বিপ্রহর—মীরজাফর মনসুরগঞ্জ প্রাসাদে সুখশায়িত। পুত্র মীরণ আপনার কক্ষের পার্শ্বকক্ষে সিরাজকে বন্দী করিয়া রাখিবার আদেশ প্রদান করিলেন। কিন্তু তাহাতেও নিশ্চিন্ত ও সন্তুষ্ট না হইয়া দুরাচার, মহম্মদীবেগ্ নামক এক অনুরক্ত অনুচরকে সিরাজের প্রাণনাশের জন্য প্রেরণ করিল। তাহাকে দেখিবাই সিরাজ প্রাণভয়ে ভীত হইয়া উঠেন্তে ঈশ্বরকে প্রণাম করিয়া স্বকৃত দুষ্কর্ম্মের জন্য তাঁহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। শেষে ঘাতকের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি আমাকে মারিতে আসিয়াছ? কেন আমাকে কোন নিভৃত স্থানে বাস করিতে দিতেও কি তাহাদের প্রবৃত্তি হইল না?" তারপর ক্ষণকাল মৌনী থাকিয়া নিজেই আবার বলিয়া উঠিলেন "না, না, তাহা হইলে হোসেন কুলীর তৃপ্তি হইবে কেন? তাহার হত্যার প্রায়শ্চিত্ত হইল কৈ?" পাষণ্ড মহম্মদী বেগের তরবারির আঘাতে তাঁহার শির মুহূর্ত্তমধ্যে ধূলাবলুণ্ঠিত হইল, দেহ খণ্ড বিখণ্ড হইল। শেষে তাঁহার দেহের কর্ত্তিত অংশগুলি হস্তিপৃষ্ঠে চড়াইয়া সমস্ত নগর প্রদক্ষিণ করিয়া আনা হইল।—এবং সর্ব্বশেষে আলিবর্দ্দী খাঁর সমাধিপার্শ্বে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হইল।

প্রভুদ্রোহী দুর্দ্দান্তদের হস্তে প্রভুভক্ত মোহনলালেরও বোধ হয় এইরূপ অবস্থাই হইয়াছিল।

সিরাজগঞ্জ, বাঙ্গালার পাবনা জেলার একটী উপবিভাগ, অক্ষা° ২৪° ০´ ৪৫´´ উঃ হইতে ২৪° ৪৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৯° ১৭´ হইতে ৮৯° ৫৩´ পূঃ মধ্যে। ভূপরিমাণ ৫৬ বর্গমাইল। শাহজাদপুর উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ ও রায়গঞ্জ থানা লইয়া এই উপবিভাগ গঠিত। সিরাজগঞ্জ নগর এখানকার বিচারসদর।

২ উক্ত জেলার একটী নগর এবং নদীতীরবর্ত্তী সর্ব্ব প্রধান বাণিজ্যবন্দর। মূল ব্রহ্মপুত্র খাত বা যমুনানদীর সন্নিকটে অবস্থিত। অক্ষা° ২৪° ২৬´ ৫৮´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৯° ৪৭´ ৫´´ পূঃ। পাট আমদানী ও রপ্তানীর জন্য যতগুলি বাণিজ্যকেন্দ্র আছে তাহার মধ্যে সিরাজগঞ্জের আড্ডা সর্ব্ববৃহৎ এবং এখানকার পাটও সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অনেক সময় পাট দেখিতে ঠিক রেশমের ন্যায় বোধ হয়।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে সিরাজগঞ্জের উপকণ্ঠস্থ দাঙ্গিমপুরে সিরাজগঞ্জ-জুট-কোম্পানীর ষ্টীম কুঠী স্থাপিত হয়। ইহাতে চটের থলে প্রভৃতি প্রস্তুত হইত এবং প্রায় ৩।০ হাজার লোক খাটিত। তাহাদের কাজকর্ম্মে বিশেষ সুবিধা হইতেছে দেখিয়া ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার বড় বড় হৌসের কুঠীর কর্ত্তৃপক্ষেরা এখানে শাখা কুঠী স্থাপন করিয়া পাট খরিদের ব্যবস্থা করেন। ঐ সময়ে টাকা লেন দেনের সুবিধা হইবে বলিয়া য়ুরোপীয় বণিক্-সমিতির প্রার্থনানুসারে কলিকাতার ব্যাঙ্ক অব্ বেঙ্গল এখানে একটী এজেন্সী স্থাপন করিয়া হুণ্ডীতে টাকা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

এখানে রঙ্গপুর, কোচবিহার, ময়মনসিংহ, বগুড়া, গোয়ালপাড়া প্রভৃতি দূরবর্ত্তী স্থান হইতে নানা প্রকার দ্রব্য আমদানী হইয়া থাকে এবং তৎপরিবর্ত্তে বিলাতী বস্ত্র, লবণ প্রভৃতি দ্রব্য রপ্তানী হয়, এখানকার হাটে অনুমান ৫০ হাজার মোট নিয়ত আমদানী ও রপ্তানীর জন্য দাঁড়াইয়া আছে।

যমুনানদীর খেয়াঘাট, কালীবাড়ী ঘাট, রাজবাড়ী ঘাট ও জুট কোম্পানীর দাঙ্গিমপুর ঘাট এখানকার বাণিজ্যের প্রধান আড্ডা। পাবনা হইতে চাঁদাইকোণা পর্য্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে ঐ রাস্তা দিয়া অনেক মালও সিরাজগঞ্জের হাটে বিক্রয়ার্থ আনীত হয়।

সিরাপত্র (পুং) হিন্তাল। (রাজনি°)

সিরাপ্রহর্ষ (পুং) সিরাহর্ষ। নেত্ররোগবিশেষ। [সিরাহর্ষ দেখ°।]

সিরামূল (স্ত্রী) সিরায়াঃ মূলং। সিরার মূল, যে স্থান হইতে সিরা উদ্ভূত হইয়াছে, নাভিমূল, নাভিদেশ হইতে সিরাসকল নির্গত হইয়া থাকে।

সিরামোক্ষ (পুং) রক্তমোক্ষণ। (সুশ্রুত)

সিরাল (স্ত্রী) সিরাঃ সন্তি-অস্য (প্রাণিস্থাদাতোলজন্যতরস্যাং। পা ৫।২।৯৬) ইতি লচ্। ১ সিরাযুক্ত, সিরাবিশিষ্ট, যাহাদের শরীরে অধিক সিরা বাহির হইয়া থাকে। ২ কর্ম্মরঙ্গ, কামরাঙ্গা। (শব্দচ°)

সিরালক (পুং) সিরাল এব কন্। অস্থিসংহৃক, চলিত হাড়জোড়াগাছ। (শব্দচ°)

সিরালু (ত্রি) সিরাঃ সন্তি অস্য সিরা-অস্ত্যর্থে লু। সিরাল, সিরাযুক্ত।

সিরাবৃত্ত (স্ত্রী) নীলক।

সিরাবেধ (পুং) সিরায়াঃ বেধঃ। সিরা বিদ্ধকরণ, সিরার বেধ, রক্তের দোষ জন্মিলে সিরাবিদ্ধ করিয়া রক্ত মোক্ষণ করিতে হয়, কোন কোন স্থলের সিরা বেধ্য এবং কোন স্থলের সিরা বেধ করিতে নাই, চরক সুশ্রুত প্রভৃতিতে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। [সিরাবেধ শব্দ দেখ]

সিরাব্যধ (পুং) সিরায়াঃ ব্যধঃ। সিরাবেধ। (সুশ্রুত)

সিরাব্যধন (স্ত্রী) সিরায়াঃ ব্যধনং। সিরাবেধ। সিরা বিদ্ধকরণ।

সিরাহর্ষ (পুং) নেত্ররোগবিশেষ। মোহবশতঃ সিরোৎপাত রোগী যদি যথাবিধানে চিকিৎসিত না হয়, তাহা হইলে উক্ত রোগীর সিরাহর্ষ রোগ হয়। এই রোগ হইলে রোগীর চক্ষু তাম্রবর্ণ ও অত্যন্ত স্রাবান্বিত হয় এবং ইহাতে দৃষ্টিশক্তির অভাব হইয়া থাকে। (ভাবপ্রঃ নেত্ররোগাধিঃ)

সিরোৎপাত (পুং) নেত্ররোগবিশেষ, যে চক্ষুরোগে চক্ষুর সিরাজাল কখন বেদনাযুক্ত, কখন বা বেদনাবিহীন, কখন রক্তবর্ণ বা কখন বিকৃতবর্ণবিশিষ্ট হইলে তাহাকে সিরোৎপাত কহে।

সিরোহী—ভারতগবর্মেণ্টের অধীন রাজপুতানা এজেন্সীর অন্তর্ভুক্ত, অক্ষা° ২৪°২২´ ও ২৫°১৬´´ উত্তর মধ্যে এবং দ্রাঘি° ৭২°২২´ ও ৭৩°১৮´´ পূর্ব্ব মধ্যে অবস্থিত একটি দেশীয় রাজ্য। ক্ষেত্রফল প্রায় ৩০২০ বর্গমাইল। ইহার উত্তরে মাড়বার বা যোধপুর রাজ্য, দক্ষিণে পালানপুর এবং ইদর ও গুজরাটের অন্তর্ভুক্ত মহীকান্তা রাজ্য, পূর্ব্বে মেবার বা উদয়পুর এবং পশ্চিমে যোধপুর।

সিরোহী পার্ব্বত্যপ্রদেশ—দক্ষিণপশ্চিম হইতে উত্তর পূর্ব্বাভিমুখে বিস্তৃত আরাবলী-পর্ব্বতশ্রেণী ইহাকে দুইটী প্রায় সমখণ্ডে বিভক্ত করিয়াছে। এখানে যে সকল পাহাড় ও পর্ব্বত আছে, তাহাদের মধ্যে আরাবলীর প্রান্তস্থিত আবু পাহাড়ই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ, ইহার উচ্চতম শিখর সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৫৬৫৩ ফিট্ উচ্চ।

সিরোহীর পশ্চিমভাগে অপেক্ষাকৃত উন্মুক্ত ও সমতল বলিয়া এখানে লোকসংখ্যা ও চাষবাস অধিকতর, পর্ব্বতশ্রেণী হইতে অসংখ্য জলধারা বা নালা বহির্গত হইয়া উভয় খণ্ডকেই নানা-ভাবে বিভক্ত করিয়াছে, বর্ষার সময় এই সকল নালা দুকূল প্লাবিত করিয়া খরতরবেগে প্রবাহিত হইয়া থাকে, কিন্তু বৎসরের অন্য সময় ইহাদের গর্ভে বিন্দুপরিমাণ জল ও পাওয়া যায় না। এই সকল নালার জল আসিয়া লোনী ও বনাস্ নদীতে পতিত হয়। সিরোহীস্থিত আরাবলীর নিম্নাংশ নিবিড় বনসমাচ্ছাদিত এবং এখানকার অসংখ্য প্রস্তরস্তূপের প্রায় সকলগুলিই বন জঙ্গলসমাবৃত। এই সকল বন ও জঙ্গলের মধ্যে খয়ের, বাবুল, বাঁশ প্রভৃতি বৃক্ষই অধিক দেখা যায়। এখানকার নদীগুলির মধ্যে পশ্চিম বনাস্ই যা একটু উল্লেখযোগ্য, ইহাও আবার গ্রীষ্ম ঋতুতে শুকাইয়া যাইয়া স্থানে স্থানে পরস্পর বিযুক্ত কতকগুলি গভীর জলাশয়ের মত হইয়া থাকে। এই বনাস্ নদী আরাবলী পর্ব্বত হইতে বহির্গত হইয়া সিরোহী ও গুজরাটপ্রদেশ বিধৌত করিয়া কচ্ছের রাণে যাইয়া বিলীন হইয়াছে। সিরোহীতে এখনও কৃত্রিম হ্রদের অনেক ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আবু পর্ব্বতের উপরিস্থিত নখিতলাও ব্যতীত অন্য কোন হ্রদ বা ঝিলই দৃষ্টিগোচর হয় না। সিরোহীর ভূগর্ভে সর্ব্বত্র ঠিক একই সমতলে ও একই রকমের জল পাওয়া যায় না। উত্তরপূর্ব্বাংশে ৯০ হইতে ১০০ ফিট্ গভীর কূপ খনন না করিলে জল পাওয়া যায় না এবং এত খননশ্রমের পরেও যাহা পাওয়া যায়, তাহাও আবার ঈষৎ লবণাক্ত, কিন্তু উত্তরপশ্চিমাংশের কূপগুলি সাধারণতঃ ৭০ হইতে ৯০ ফিটের বেশী গভীর নহে; আবার পূর্ব্বভাগের কূপগুলি ১৫ হইতে আরম্ভ করিয়া ৬০ ফুট পর্য্যন্ত গভীর। জলও এখানকার সুস্বাদু। যতই দক্ষিণে আসা যায় কূপের গভীরত্ব ততই কমিয়া আসে।

সিরোহীর অরণ্যে ব্যাঘ্র, চিতা, ভল্লুক প্রভৃতির অভাব নাই। ১৮৯৮-৯৯ খৃঃ অব্দে যে দুর্ভিক্ষ ঘটে, তাহার পূর্ব্বে শাম্বর এবং চিতল জাতীয় হরিণ প্রভূত পরিমাণে পাওয়া যাইত—এখন তাহাদের সংখ্যা বড়ই কমিয়া গিয়াছে, স্থানে স্থানে চিঙ্কারা নামক হরিণ ও চতুঃশৃঙ্গ হরিণ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কৃষ্ণসার একেবারেই দুর্লভ। শশক ও খরগোস অপর্য্যাপ্ত, মেঠো ইঁদুরের উৎপাতে বালুপ্রধান দেশগুলি ব্যতিব্যস্ত। ধূসর বর্ণের তিত্তির পক্ষী প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। পার্ব্বত্য অংশে বনকুক্কুট যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। বনাস্ নদী ব্যতীত অন্যত্র মৎস্য কদাচিৎ দৃষ্ট হয়; এবং এখানেও সাধারণতঃ রোহ, মৃগেল, পরি, চিলবা ব্যতীত অন্য মৎস্য প্রায় পাওয়া যায় না।

আরাবলীতে নীলবর্ণের স্লেটের উপরে গ্রেনাইট পাথর দেখিতে পাওয়া। উপত্যকাসমূহে চিত্রবিচিত্র কোয়ার্টজ (quartz) ও সিষ্টোজ্ নামক শ্লেট পাথর প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। এখানে আরও বিস্তর পাথর পাওয়া যায়। শুনিতে পাওয়া যায় সিরো সহরের উপরের যে পার্ব্বত্যপ্রদেশ, সেখানে কিছুদিন পূর্ব্বে একটা তাম্রখনি আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

সিরোহীর বর্ত্তমান রাজবংশ দেওরা রাজপুত জাতীয়, ইহারা সুবিখ্যাত চৌহান্ বংশেরই একটি শাখা—চৌহান্ বংশীয় দিল্লীর অধিপতি পৃথ্বীরাজের বংশধর দেবরাজ হইতে সমুদ্ভূত বলিয়া ইহারা আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয় যে ভীলগণই এখানকার আদিম

অধিবাসী ছিল। তাহাদিগকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া সর্ব্ব প্রথম সিহেলাট্ বংশীয় রাজপুতগণ আসিয়া এখানে বাস করিতে আরম্ভ করেন, তাঁহাদের পরে প্রমার বংশীয়েরা আসিয়া এখানে প্রাধান্য স্থাপন করেন—চন্দ্রাবতীতে ইহাদের রাজধানী ছিল, এখনও ইহার যে ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ইহার পূর্ব্বসমৃদ্ধির যথেষ্ট পরিচায়ক।

অহ্নালবাসী যুদ্ধবিগ্রহের পরে ইহঁাদিগকে পরাজিত ও হীনবীর্য্য করিয়া চৌহান্ বংশীয়েরা আসিয়া ১১৫২ খৃঃ অব্দের কাছাকাছি সময়ে এখানে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিলেন। কিন্তু তখনও তাঁহারা প্রমারদিগকে একেবারে শাসনাধীন করিতে পারেন নাই—ইহাঁরা যাইয়া আবু পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে ইহাঁরা একদিন যে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এখনও কালের কঠিন শাসন উপেক্ষা করিয়া তাহার ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাদিগকে এই সুরক্ষিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত দুর্গ হইতে বিতাড়িত করিতে অসমর্থ হইয়া চৌহানেরা কৌশল অবলম্বন করিলেন, উভয় বংশের মধ্যে বন্ধুত্ব ও [illegible] স্থাপন উপলক্ষ্য করিয়া ইহাঁরা প্রমারদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন তোমাদের কএকটি মেয়ে আমাদের সঙ্গে বিবাহ দাও। সরলবুদ্ধি প্রমারগণ সম্মত হইয়া সিরোহীর দক্ষিণ প্রান্তস্থিত [illegible] গ্রামে বাগ্দত্তা কন্যা লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এমন সময়ে ক্রূরবুদ্ধি চৌহানগণ সম্মুখ সমরে যাহা করিতে পারেন নাই প্রবঞ্চনা দ্বারা তাহাই সাধন করিলেন, অতর্কিতে প্রমারদিগের [illegible] পতিত হইয়া তাঁহারা অধিকাংশকেই নিহত করিলেন, এবং পলায়নপর হতাবশিষ্টদিগকে তাড়া করিয়া যাইয়া অরক্ষিত দুর্গ অধিকার করিয়া বসিলেন। এখনও প্রমারদিগের বংশধরগণ আবু পর্ব্বতেই বসতি করিতেছেন, সেই ভীষণ বিশ্বাসঘাতকতার কথা স্মরণ করিয়া এখনও তাঁহারা আপনাদের কন্যাদিগকে আর সমতলে অবতরণ করিতে দেন না।

সিরোহীবাসী চৌহান্দিগের সম্বন্ধে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিশেষ কিছুই জানা যায় না। এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে যোধপুরের সঙ্গে ইহঁাদের যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাহাতে ইহাদিগকে বিশেষ ক্ষতিস্বীকার করিতে হইয়াছিল। এই সময়ে আবার বন্য মীনাজাতীয়দিগের ঘন ঘন উৎপাতেও ইহঁাদিগকে বিশেষরূপে উপদ্রুত হইতে হইয়াছিল। রাজবংশ দুর্ব্বল হইয়া পড়াতে, দক্ষিণাংশের ঠাকুরগণ ইহঁাদের অধীনতা অস্বীকার করিয়া যাইয়া পালনপুরের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এইরূপে বিপন্ন ও হীনবল হইয়া পড়ায় তৎকালীন রাজপ্রতিনিধি (regent) রাও শিও সিং বৃটীশ গবর্মেণ্টের আশ্রয় প্রার্থনা করেন, কাপ্তেন টড্, তখন পশ্চিম রাজপুতনার পলিটিকাল এজেণ্ট ছিলেন, সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া তিনি সিরোহীর উপর যোধপুরের প্রভুত্ব অস্বীকার করিলেন।

অবশেষে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে বৃটীশগবর্মেণ্টের সঙ্গে সিরোহীরাজের সন্ধিবন্ধন হই। গবর্মেণ্টের সাহায্যে বন্য মীনাদিগের সহায়তা পাইয়া যে সকল ঠাকুরেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল, সিরোহীরাজ তাহাদিগকে পরাজিত ও বশীভূত করেন। এই সন্ধি-অনুসারে রাও শিবসিংকে বৎসরে ১০৭৬ পাউণ্ড রাজকর দিতে হইত; কিন্তু ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহীবিদ্রোহের সময় তিনি গবর্মেণ্টের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন বলিয়া এই রাজকর অর্দ্ধেক কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সিরোহীরাজের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনার্থ গবর্মেণ্ট ১৫টি তোপধ্বনির ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং আবশ্যক হইলে তিনি দত্তকগ্রহণ করিতে পারিবেন, এই মর্ম্মের এক সনন্দ দিয়াছেন।

সিরোহীতে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ (১৩২৮৮) ও সন্ন্যাসীর বাস। কিন্তু বাণিয়া এবং মহাজনদিগের সংখ্যাই বেশী, তাঁহাদের অধিকাংশই আবার জৈনধর্ম্মাবলম্বী। রাজপুতের সংখ্যা ১৩৪৬৬। ইহারা বারটি দল বা উপদলে বিভক্ত। সংখ্যায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ না হইলেও শক্তি ও প্রাধান্যে ইহারাই শীর্ষস্থানীয়। রাজপুতদিগের মধ্যেও আবার চৌহানবংশীয়েরাই সংখ্যা ও প্রাধান্যে প্রবল, তাহাদের পরেই সিসোদিয়া ও রাঠোরবংশীয়েরা, ইহারা সংখ্যায় প্রায় সমতুল। যে সকল রাজপুতের জায়গীর নাই, কিম্বা যাহারা জায়গীরদারদের নিকট আত্মীয় নহে, তাহারা সরকারের অধীনে চাকুরী করিয়া কি চাষবাস করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। তাহাদিগকে লইয়াই রাজার সৈন্যদল গঠিত—এইজন্য তাহাদিগকে ‘সিওয়ানীবাল’ [illegible] প্রায়শঃ বলা হইয়া থাকে এবং চাষবাসের জন্য বিনাকরে তাহাদিগকে জমি দেওয়া হয়। কল্‌চী, রবারী এবং ধেরদিগের সংখ্যাও বড় কম নহে। অনার্য্য এবং অর্দ্ধ-অনার্য্যের (ভীল, গিরহিয়া, মীনা প্রভৃতি) লোকও এখানে বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। সিরোহীর দক্ষিণপূর্ব্বকোণে যে পার্ব্বত্যদেশ (ভীকর) আছে, গিরসিয়ারা প্রধানতঃ সেখানেই বসবাস করিয়া থাকে। শুনিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্বে তাহারাও রাজপুতই ছিল, ভীল-রমণী বিবাহ করিয়া অর্দ্ধ-অনার্য্যের দলে যাইয়া পড়িয়াছে, লুটতরাজই পূর্ব্বে তাহাদের ব্যবসায় ছিল; কিন্তু এখন তাহারা কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছে। গুজরাট্ হইতে সমাগত কুলীর দলও এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহারাও এখন চাষবাসে নিযুক্ত, মীনা এবং ভীলেরা যথাক্রমে সিরোহীর উত্তর ও পশ্চিমাংশে বাস করে; চুরিডাকাতি, লুটপাটই যেন তাহাদের স্বভাব। মুসলমানগণ সাধারণতঃ জমীদারের ও সিপাহীর কার্য্য করিয়া থাকে।

এখানকার ভাষা মারবাড়ী ও গুজরাটী এই উভয় ভাষার সংমিশ্রণে সমুদ্ভূত। শিক্ষার দিকে লোকের তেমন দৃষ্টি ও আগ্রহ নাই। সিরোহী, রোহেড়া এবং মদার, এই তিনটি প্রধান সহরে কয়েকটিমাত্র জাতীয় ভাষার স্কুল আছে। গ্রাম্যপণ্ডিত তত্ত্বাবধানে বানিয়া ও মহাজনের ছেলেরা ব্যবসায় চালাইবার মত লিখিতে ও হিসাব রাখিতে শিক্ষিত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্যসভ্যতার সুফল, পোষ্টঅফিস্, টেলিগ্রাফ, রেলওয়ে প্রভৃতি এখনও এখানে তেমন প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। সমস্ত সিরোহীতে পাঁচটিমাত্র ডাকঘর আছে, টেলিগ্রাফ অফিস্ মোটেই নাই; এই সেদিনমাত্র (১৮৮০ খৃষ্টাব্দে), রাজপুতনামালব রেলওয়ে ইহার মধ্য দিয়া চালিত হইয়াছে। হাটাপথের মধ্যেও আজমীর হইতে সিরোহীর মধ্য দিয়া যে রাজবর্ত্ম আহ্মদাবাদ পর্য্যন্ত গিয়াছে সেইটিই উল্লেখযোগ্য।

এখানকার গ্রীষ্ম ভয়ানক দুঃসহ, শীত অমধ্যাগী ও দুঃসহ। লোকবহুল নহে বলিয়া এদেশে মহামারী কখনও সংঘটিত হয় না। বায়ু সাধারণতঃ ভাল। দক্ষিণ ও পূর্ব্বাংশে বৃষ্টি মন্দ হয় না, কিন্তু অন্যান্য স্থানে বৃষ্টির বড়ই অভাব। বায়ু সাধারণতঃ দক্ষিণপশ্চিমকোণ হইতেই প্রবাহিত হইয়া থাকে। ব্যারাম-পীড়ার মধ্যে যকৃৎ-প্লীহার বিবৃদ্ধিসম্বলিত ম্যালেরিয়া ও কম্পজ্বরই বেশি। বর্ষান্তে ও শীতঋতুর প্রারম্ভে স্থানে স্থানে আমাশয় দেখা দিয়া থাকে। চিকিৎসার তেমন সুবন্দোবস্ত নাই, রাজধানী সিরোহীতে একটিমাত্র সরকারী ডাক্তারখানা আছে। অবৃষ্টির জন্য মধ্যে মধ্যে এদেশে বড় ভয়ানক কাণ্ড ঘটিয়া থাকে, ১৭৮৬, ১৭৮৫, ১৮১২, ১৮১৩ এবং ১৮৬৮-৬৯ সালে এদেশ ভয়ানক দুর্ভিক্ষে উৎসন্নপ্রায় হইয়াছিল।

১৮৮১-৮২খৃঃ অব্দে রাজ্যের মূল রাজস্বের একটা হিসাব লওয়া হইয়াছিল। তখন দেখা গিয়াছিল, ১৪৯২৫০ টাকা বার্ষিক রাজস্ব আদায় হইয়া থাকে। অহিফেনের উপর কর বৃদ্ধি করাতে তাহার পর রাজস্ব আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে।

দেওয়ানী মোকদ্দমা পঞ্চায়েৎদ্বারা মীমাংসিত হইয়া থাকে। ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার রাজধানীতে মন্ত্রী ও জেলাসমূহে তহশীলদারদের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। সিরোহীতে একটিমাত্র জেল আছে। সৈনিকবিভাগে ২টি কামান, ১০৮ জন অশ্বারোহী ও ৫০০ শত পদাতিক আছে।

গোধূম ও যব এখানকার প্রধান শস্য। সরিষাও যথেষ্ট উৎপাদন করা হয়। সরিষার তৈল যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গোধূম, যব ও সরিষা রবিশস্য। এ গুলি উঠিয়া গেলে কতকগুলি জমিতে তখন তখনই চাষ দিয়া জুয়ার এবং তৈলা তুলা হইয়া থাকে এবং বর্ষারম্ভ হইবার পূর্ব্বেই ইহাদিগকে কাটিয়া আনিয়া গৃহে মজুত করা হয়। এখানে একই জমিতে বরাবর একই শস্য উৎপাদন করা হয়; কিন্তু দুই তিন বৎসর অন্তরই জমিতে সার দেওয়া হয়। বর্ষায় বজরা, মুগ, মুথ্, অড়হর, কুলথ্, জুয়ার প্রভৃতি শস্য জন্মান হয়। ইহাদিগকে 'খরিফ' শস্য বলা হইয়া থাকে। পার্ব্বত্যপ্রদেশের 'জঙ্গল' পোড়াইয়া ও তথায় বীজবপন করিয়া তিল, কুরি, বটি, কুত্র, মল্ এবং সেনবালাই উৎপন্ন করা হয়। তুলা এবং শণ-পাট স্থানীয় ব্যবহারের উপযোগী পরিমাণে মাত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। এখানে এখনও অনাবাদী জমির পরিমাণই অধিক।

রাজপুতনার অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় এখানেও রাজাই একমাত্র ভূম্যধিকারী। রাজবংশীয়েরা ও অন্য যাঁহারা রাজার পূর্ব্ব-পুরুষের সঙ্গে এই দেশ জয় করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরেরা কিছু কিছু জমি বাসস্বরূপ ভোগ করিয়া আসিতেছেন সত্য, কিন্তু এই জমিতে তাঁহাদের প্রকৃতপক্ষে মালিকানী স্বত্ব নাই। রাজাকে মান্য করিয়া চলিবেন ও আবশ্যক মত যুদ্ধকার্য্যে তাঁহার সহায়তা করিবেন, এই সর্ত্তে ইহারা এই সকল জমি ভোগদখল করিয়া থাকেন। তবে তাকেরে গিরাসিয়াদেরই ভূম্যধিকারীর স্বত্ব বিদ্যমান। নিয়মিতরূপে রাজকর দিতে পারিলে, কৃষিপ্রজাদের জমির উপর পুরুষানুক্রমিক স্বত্ব বর্ত্তিয়া থাকে। নিষ্কর চাষী জমিও এদেশে বিস্তর আছে। রাজপুত, ভীল, মীনা ও কুলীদের লইয়া একটা সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে, ইহাকে গিরাসী সম্প্রদায় বলে। গ্রামের রক্ষার ভার ইহাদের উপর ন্যস্ত। ইহারা এবং ব্রাহ্মণ, ভাট ও চারণগণ নিষ্কর জমি ভোগ করিয়া থাকেন।

যে সমস্ত জায়গীর আছে, তাহার জন্য রাজা উৎপন্ন পণ্যের একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ ও স্থানীয় প্রথানুরূপ রাজকর পাইয়া থাকেন। সাধারণতঃ এইভাবে উৎপন্ন শস্যের ⅙ অংশ রাজকর-স্বরূপ দেওয়া হইয়া থাকে। যাঁহারা গ্রাম্যভৃত্য, যথা কর্ম্মকার, কুম্ভকার, সূত্রধর প্রভৃতি তাহারাও বৃত্তিস্বরূপ উৎপন্ন শস্যের অংশভাগী হইয়া থাকে। এই অংশ বাদ দিয়া যাহা থাকে, কৃষকগণ সাধারণতঃ তাহার ⅓ হইতে আরম্ভ করিয়া ⅔ পর্য্যন্ত পাইয়া থাকে।

২ সিরোহীপ্রদেশের রাজধানীর নাম সিরোহী। ইহা রাজপুতনা-মালব-রেলওয়ের আবুরোড্ ষ্টেশন হইতে ২৮ মাইল উত্তরে এবং আজমীর হইতে ১১১ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে ছোরা, তলোয়ার, বর্শা ও সূচ্ প্রস্তুত হয়।

সির্মুর (সর্ম্মোর), নিম্ন হিমালয়প্রদেশস্থিত একটী পার্ব্বত্য সামন্তরাজ্য। নাহন ইহার রাজধানী। নাহন নগরের নামানুসারে ইহা নাহনরাজ্য বলিয়াও কথিত হয়। ইহা পঞ্জাব

গবর্মেণ্টের কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত। ইহার উত্তর সীমায় বলাসন ও জব্বল নামক পার্ব্বত্য রাজ্য, পূর্ব্বে ইংরাজাধিকৃত দেরাদুন জেলার মধ্যবর্ত্তী টোন ও যমুনা নদী, দক্ষিণ ও পশ্চিমে অম্বালা জেলা ও কালসিয়া সামন্তরাজ্যের কতকাংশ এবং উত্তরপশ্চিমে পাতিয়ালা ও কেঁউথল রাজ্য। অক্ষা° ৩০° ২৪´ হইতে ৩১° উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৫´ হইতে ৭৭° ৫০´ পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ১০৭৭ বর্গ মাইল।

সির্মুর রাজ্য উত্তরে উত্তুঙ্গ চোড় শৈল (১১৯৮২ ফিট্) হইতে দক্ষিণাভিমুখে ক্রমশঃ নিম্ন হইয়া দক্ষিণ সীমান্তে গিরি-যমুনা-সঙ্গমে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৫০০ ফিট্ উচ্চে পরিণত হইয়াছে। এই সঙ্গম হইতে খিয়ার্দ্দা-দুন নামক উপত্যকা ভূমি পশ্চিমাভিমুখে নাহন শৈল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহা পূর্ব্বপশ্চিমে ২৫ মাইল দীর্ঘ এবং প্রস্থে ১৩ হইতে ৩ মাইল। পূর্ব্ব সীমায় যমুনার নিম্ন অববাহিকা হইতে ক্রমশঃ উচ্চ হইয়া বটুশাল গিরিসঙ্কটের নিকট ইহা ২৫০০ ফিট্ উচ্চ হইয়াছে এবং ঐ স্থান হইতেই আবার পশ্চিমাভিমুখে অবতরণ করিয়াছে, সুতরাং বটুশালের উচ্চ ভূমিই এখানকার জলবাধ, এখান হইতে সির্মুরের জলরাশি পর্ব্বত গাত্র বাহিয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে প্রবাহিত। পূর্ব্বদিকে গিরি নদী ও তাহার শাখা জলাল পালুর এবং টোন নদীর শাখা মিমুল ও নৈরাই পার্ব্বত্য জলনালীসমূহে পুষ্ট হইয়া যমুনার অববাহিকার মধ্য দিয়া যমুনায় আসিয়া মিশিয়াছে। অপর পশ্চিম দিকে মার্কণ্ড প্রভৃতি কতকগুলি পার্ব্বত্য নদী সরস্বতী ও ঘাগর নদীর অববাহিকায় প্রবাহিত হইয়া উক্ত নদীদ্বয়ে মিলিত হইয়াছে।

খিয়ার্দ্দাদুন উপত্যকার উত্তরপশ্চিমপ্রান্তে কোন শৈলশিখর, উত্তরে গিরি নদীর তীরভূমি পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার দক্ষিণপূর্ব্বে তাপু ভবানী (৪৭০০ ফিট্) এবং উত্তরপশ্চিমে সর্ত্ত দেবী (সরস্বতী দেবী ৬২৯৯ ফিট্) নামে দুইটী উচ্চতুঙ্গ পর্ব্বত আছে। খিয়ার্দ্দাদুনের দক্ষিণভাগে শিবালিক শৈল। এই শৈলশিখর জলগর্ভ হইতে সমুখিত হইয়াছে। হিমালয়ের অপরাপর অংশ যে যুগে ভূপৃষ্ঠ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে, তাহার অনেক পরে শিবালিক শৈলাংশ পর্ব্বতে পরিণত হইয়াছে। এখানে কালেকক জীবদেহের শৈলাস্থি পাওয়া গিয়াছে। [শিবালিক দেখ।]

সির্মুরে নানা জাতীয় পাথর পাওয়া যায়। কিন্তু মূল্যবান্ পাথর কিছুই নাই। কালসিতে তাম্রখনি পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে ঐ খনি হইতে তামা উঠাইবার ব্যবস্থা হয়, কিন্তু কার্য্য সুবিধাজনক না হওয়ায় উহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। অভ্রের ও সীসকের খনি আছে, প্রচুর লৌহও পাওয়া যায়। সির্মুরের রাজা অনেক অর্থ ব্যয়ে লোহা গালাই ও ঢালাই করিবার জন্য একটী কারখানা স্থাপন করেন, কিন্তু খনি হইতে লৌহ উঠাইয়া কারখানায় আনার জন্য যানাদির সুবিধা না থাকায় তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হয় নাই।

এখানকার বনভাগে নানা জাতীয় হিংস্র পশু দেখিতে পাওয়া যায়। সেই নিবিড় অরণ্যের মধ্যে জনমানবের প্রবেশের পথ নাই। শীকারীরা বিশেষ চেষ্টা করিয়া পথ কাটিয়া গেলেও অনেক সময় পথ ভ্রষ্ট হইয়া বনমধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে বাধ্য হয়। অনেক স্থলে বন্য পক্ষী দেখা যায় বটে, দেশবাসীরা সংস্কার বশতঃ তাহাদিগকে হিংসা করে না।

সির্মুর শব্দের অর্থ শিরস্ত্রাণ বা শিরোমুকুট। এখানেই রাজার প্রাসাদ আছে। স্থানীয় কিংবদন্তী এই যে প্রাচীনকালে এখানে যে রাজবংশ রাজত্ব করিত, সেই বংশের শেষ রাজা ঘটনা চক্রে বন্যা জলে ভাসিয়া যান এবং তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। ঐ সময়ে অর্থাৎ অনুমান ১০৯৫ খৃষ্টাব্দে জয়শালমীর রাজবংশের রাজা অগ্রসেন রাবল গঙ্গাতীরে তীর্থক্রিয়া সম্পাদনার্থ সমাগত হইয়াছিলেন। তিনি নিকটবর্ত্তী রাজ্য শূন্য হইয়াছে শ্রবণ করিয়া সদলে তথায় অগ্রসর হন এবং সির্মুরসিংহাসন অধিকার করেন। তদবধি তাঁহারই বংশধরেরা সির্মুর শাসন করিয়া আসিতেছেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে গোর্খাগণ সির্মুর অধিকার করে এবং ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ সেনাপতি সর্ ডেভিড্ অক্টরলোনী তাহা গোর্খাদিগের হস্ত হইতে উদ্ধার করেন।

অতঃপর ইংরাজ গবর্মেণ্ট সির্মুররাজকে তাঁহার পিতৃসিংহাসনে বসাইলেন। তাঁহার অধিকৃত প্রদেশের মধ্যে জৌনসর ও বাবর পরগণা ইংরাজরাজ দেরাদুন জেলা ভুক্ত করিয়া লইলেন। গোর্খাযুদ্ধের সময় যে মুসলমান সর্দ্দার ইংরাজপক্ষে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন ইংরাজ গবর্মেণ্টের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে কুটাহা বা পঞ্জি দুর্গ ও তৎপরগণা প্রদান করেন এবং কেঁউথলের রাজাকে গিরিনদীর উত্তর তীরবর্ত্তী প্রদেশ ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ইহার পর ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ অনুকম্পা পুরঃসর সির্মুররাজকে খিয়ার্দ্দাদুন নামক উপত্যকাদেশ প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন।

১৮৫৬-৯৮ খৃষ্টাব্দে এখানে রাজা সামসের প্রকাশ রাজত্ব করিতেছিলেন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি শিক্ষা ও সদ্গুণে ভূষিত হইয়া ইংরাজ গবর্মেণ্টের কৃপাদৃষ্টিতে কে, সি, এস, আই উপাধি প্রাপ্ত হন। ইংরাজ গবর্মেণ্ট ইঁহার সম্মানার্থ ১১টী তোপের ব্যবস্থা করেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ২১ সেপ্টেম্বর, ইংরাজরাজ কর্ত্তৃক প্রদত্ত সনদের সর্ত্তানুসারে এখানকার সর্দ্দারেরা ইংরাজরাজকে আবশ্যক মত সেনাসাহায্য করিতে বাধ্য। সির্মুররাজকে কোনরূপ রাজকর দিতে হয় না। তাঁহার

প্রাণদণ্ড দিবার অধিকার নাই। এতদ্বিষয়ে তাঁহাকে অম্বালার কমিশনরের অভিমত গ্রহণ করিতে হয়।

এখানকার অধিবাসীরা হিন্দু। উত্তর সির্মুরবাসীরা আর্য্য-বংশসম্ভূত হইলেও উহাদের মুখাকৃতি মোঙ্গলীয় ধরণের। এখানে কুনেত নামে এক শ্রেণীর হিন্দু আছে। উহারা রাজপুত-বংশসম্ভূত বলিয়াই বোধ হয়। বর্ত্তমানে উহাদের মধ্যে পত্নী-ক্রয় ও বিধবা-বিবাহ রূপ দুইটী নিকৃষ্ট আচার প্রচলিত হওয়ায় উহারা উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর নিকট হেয়।

সির্সা, পঞ্জাবের লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণরের অধীন হিসার ডিভিসনের অন্তর্ভুক্ত অক্ষরেখায় ২৯°১৩´ ও ৩০°২৩´ উত্তর মধ্যে এবং দ্রাঘি° ৭৩°৫৬´ ও ৭৫°২২´ পূর্ব্বের মধ্যে বিস্তৃত একটি জেলা। পরিমাণ ৩০০৪ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ১৯০১ সনের সেন্সাস্ অনুসারে ১৪৮৭৫১।

ইহার উত্তরপূর্ব্ব প্রান্তে জেলা ফিরোজপুর ও দেশীয় রাজ্য পাতিয়ালা, পশ্চিমে শতদ্রু নদী, দক্ষিণপশ্চিমে বহবালপুর ও বিকানীর এবং পূর্ব্ব সীমায় হিসার জেলা। শাসনকেন্দ্র সির্সা নগরে প্রতিষ্ঠিত।

ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক বিধান অনুসারে ইহা বিকানীরের অনুর্ব্বরা মরুভূমি ও শতদ্রুজলাজলসমূহের মধ্যবর্ত্তী, ইহা সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে অনেক উচ্চে অবস্থিত, বৃক্ষাদি বিবর্জ্জিত একখণ্ড উন্মুক্ত সমতল ভূমির মত। কেবল শতদ্রুর সন্নিকটে বা একটু উর্ব্বরস্থান আছে। বর্ষার সমাগমে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর জলপ্লাবনে এই ক্ষুদ্র স্থানটুকু বিধৌত হইয়া থাকে, কিন্তু ইহার চতুষ্পার্শ্বের প্রদেশগুলি এতই উচ্চ যে, কূপ খনন করিয়া জলসিঞ্চনের ব্যবস্থা না করিলে, হৈমন্তিক শস্যাদি একেবারেই উৎপাদন করা যায় না। এই যে উর্ব্বর জমিখণ্ড, ইহার পূর্ব্বদিকেই সুবিস্তৃত প্রধান অধিত্যকাটি অবস্থিত, পূর্ব্বে ইহা শুধু পশুচারণের উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হইত; এখন অনেক পরিমাণে চাষবাসের জন্যও ব্যবহৃত হয়। ইহার পূর্ব্বদেশে ঘাগর নদী প্রবাহিত, এখানে ধান্য ও গোধূম প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে, কিন্তু ঘাগরের দক্ষিণে যে দেশ, সে দেশ কখনও জলের মুখ দেখিতে পায় না, কোন শস্যাদিও এখানে জন্মে না।

এই যে স্থানে স্থানে একটু উন্নতির লক্ষণ দেখা যায়, তাহাও বৃটীশ অধিকারের ফল। নানা স্থান হইতে লোক আসিয়া এখানে একটা উপনিবেশ স্থাপনের জন্য চেষ্টা চলিতেছে। এই ঔপনিবেশিকেরাই দেশটাকে যে টুকু বাসোপযোগী করিয়া তুলিয়াছে।

এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে দুইটী মাত্র নদী আছে শতদ্রু ও ঘাগর। বর্ষায় যখন হিমালয়ের তুষাররাশি বিগলিত হইতে থাকে, তখন শতদ্রুর দুকূল ছাপিয়া স্ফীত হইয়া উঠিয়া ৪৫ মাইল পর্য্যন্ত সির্সাকে বিধৌত করিয়া থাকে। ঘাগর, হিমালয় হইতে সামান্য একটি জলধারার মত বহির্গত হইয়া পাতিয়ালা পর্য্যন্ত আসিয়াছে, এখানে সরস্বতীর জলে দেহপুষ্ট করিয়া সির্সাপ্রদেশে যাইয়া প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু উৎপত্তিস্থান হইতে ২৯০ মাইল আসিতে না আসিতেই বিকানীরের মরুভূমি ইহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। ঘাগর মধ্যে মধ্যেই গতি পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করে, ইহার ফলে সির্সাতে দুইটি হ্রদ বা ঝিল্ উৎপন্ন হইয়াছে।

রাজস্ব আদায়ের সৌকর্য্যার্থে সির্সা জেলা পাঁচটি চক্রে বিভক্ত হইয়াছে। যথা ১ বাগর—ঘাগর উপত্যকার দক্ষিণভাগে অবস্থিত, বালুকাময় প্রদেশ। ২ নালী—ঘাগরের উপত্যকান্তর্গত প্রদেশ। ৩ রোহী অর্থাৎ নির্জ্জল প্রদেশ, ঘাগর উপত্যকা হইতে শতদ্রুর পূর্ব্ব তটভূমি পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ৪ উত্তার—শতদ্রুর পূর্ব্ব তটভূমি হইতে বর্ত্তমান শতদ্রুর উপত্যকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং ৫, হিতার—এই প্রদেশ বর্ষায় শতদ্রুর জলে বিধৌত হইয়া উর্ব্বরতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

এখানে বন্য জন্তুর বড়ই অভাব, ৩০ বৎসর পূর্ব্বে শতদ্রুর সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে ব্যাঘ্র এবং ঘোহীতে বন্য গর্দ্দভ দেখিতে পাওয়া যাইত। বন্য-শূকরও এখন একেবারেই তিরোহিত। এখন শুধু হরিণ ও কৃষ্ণসার, শশক ও শৃগালই দেখিতে পাওয়া যায়। পক্ষীর মধ্যে, শীত ঋতুতে কুরু, বক্‌হাঁস, জলকুক্কুট প্রভৃতি বিচরণ করিতে আসিয়া থাকে।

বাসের অনুপযোগী বলিয়া ও অন্যান্য নানা কারণে সির্সা এক প্রকার জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু বৃটীশ শাসনের অন্তর্ভুক্ত হইবার পর হইতে লোকসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে যে সেটেলমেণ্ট হয়, তাহার রিপোর্টে দেখা যায়, তখন এখানে ১৪১১৮২ জন মাত্র লোক ছিল। ১৮৬৮ সনের সেন্সাসে এই সংখ্যা ২১০৭৯৫ বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়, ১৮৮১ সনে যে সেন্সাস্ হয়, তাহার রিপোর্টে দেখা যায়, এই ১৩ বৎসরে লোক সংখ্যা আরও ৪২৫৮০ বাড়িয়াছে। ১৯০১ সালের সেন্সাস্ রিপোর্ট অনুসারে পূর্ব্ববর্ত্তী দশ বৎসরের মধ্যে বিংশ সহস্র (১৯৯৩৫) লোক কমিয়া গিয়াছে। ইহার কারণ, ১৮৯৮ সনে দেশটার লোক সংখ্যা অত্যধিক হইয়া পড়িয়াছিল—অসুবিধা বোধ করিয়া ক্রমে তাহারা নানাস্থানে যাইতে আরম্ভ করে, তাই হ্রাস দেখা যাইতেছে। এই হ্রাসের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ১১৪০০ এবং স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৮৫৩২।

এখানে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, জৈন ও খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বী লোক আছে। তন্মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই বেশি।

এখানকার অধিবাসীদিগের মধ্যে জাঠ জাতিই প্রধান; তারপরে রাজপুত। এই উভয় জাতির মধ্যেই হিন্দু, শিখ, ও মুসলমান আছে এবং এই দুইটি মিলিয়া সমগ্র লোকসংখ্যার প্রায় অর্দ্ধেকে দাঁড়াইয়াছে। জাঠ হিন্দু ও রাজপুত হিন্দুদিগের মধ্যে আচারব্যবহারগত বেশ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। জাঠদিগের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে—রাজপুতদিগের মধ্যে নাই। কিন্তু এই উভয়দলের মুসলমানদিগের মধ্যে এমন কোন বিশেষ পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয় না। সংখ্যায় বেশি না হইলেও রাজপুতদিগের মধ্যে ভাট্টিনামে যে সম্প্রদায় আছে, তাহারাই এখানকার অধিবাসীদিগের মধ্যে ক্ষমতা ও আধিপত্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহারা প্রায় সকলেই মুসলমান; কিন্তু পরিশ্রমে বিমুখ বলিয়া ইহাদের অবস্থা ক্রমশঃই খারাপ হইয়া পড়িতেছে। পরিশ্রমী ও কর্ম্মক্ষম বলিয়া জাঠদিগের অবস্থাই সমধিক উন্নত। আরও দুইদল রাজপুত এখানে আছে, তন্মধ্যে বট্‌রা সকলেই মুসলমান এবং শতদ্রুতের উর্ব্বর উপত্যকার অধিকাংশ স্থানের মালিক। আর জৈয়া রাজপুতেরা পূর্ব্বে বেশ ক্ষমতা সম্পন্ন ছিল; ভাট্টি এবং বিকানীরবাসী রাজপুতদিগের সঙ্গে আধিপত্য লইয়া অনেক বাদবিসম্বাদ করিয়াছে। এখন তাহাদের জমির লেশমাত্র নাই। হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণগণ কৃষিকার্য্যে ব্যাপৃত। বণিয়া এবং অরোরাগণ ব্যবসায়বাণিজ্য লইয়া ব্যস্ত, এতদ্ব্যতীত বহুসংখ্যক চামার এবং চূহ্‌ড়াও আছে।

উপজীবিকা হিসাবে বিভাগ করিলে এখানকার অধিবাসীদিগকে স্থূলতঃ নিম্নলিখিত ছয়ভাগে বিভক্ত করা যায়—১ চাকুরীজীবী ও উকীল ডাক্তার প্রভৃতি। ২, যাহারা গৃহস্থালীর কাজকর্ম্ম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে ভৃত্যশ্রেণী, ৩ ব্যবসায়ী ও মহাজন; ৪, কৃষিজীবী ও পশুপালক; ৫, যাহারা শরীর খাটাইয়া দ্রব্যজাত প্রস্তুত ও বিক্রয় করে; এবং ৬, যাহারা কিছুই করে না বা বিশেষ কোন কার্য্যাবলম্বী নহে।

ইহাদিগের মধ্যে কৃষিজীবীর সংখ্যাই অধিক, পঞ্জাবের অন্যান্য জেলায় শতকরা ৫৫ জন, কিন্তু এখানে শতকরা ৬৬জন পুরুষ কৃষিকার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। প্রচুর পরিমাণে এবং সস্তায় জমি পাওয়া যায় বলিয়া এখানকার অধিবাসীদিগের অনেকেই, পৈতৃক ব্যবসায়ানুমোদিত না হইলেও, অল্প বিস্তর জমিজমা রাখিয়া কৃষিকার্য্যে ব্যাপৃত হয়।

শস্যোৎপাদনক্ষম জমির অর্দ্ধাংশের অপেক্ষা বড় বেশি পরিমাণ জমি এখনও চাষের অধীনে আনা [illegible] নাই। বাজ্‌রাই এখানকার প্রধান শস্য। জোয়ার, মটর, সিম্ ও তিল মন্দ উৎপন্ন হয় না। রবিশস্যের মধ্যে [illegible] ও গোধূমই প্রধান। স্থানে স্থানে ধান্যের চাষও হইয়া থাকে।

আর্থিক ও সাংসারিক স্বচ্ছলতার হিসাবে, এখানকার অধিবাসিবর্গ পঞ্জাবের অন্যান্য স্থানের অধিবাসী হইতে অনেক পরিমাণে উন্নত ও সুখী. সামান্য পরিশ্রমেই ইহারা প্রচুর গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করিতে পারে। যদিও অধিক সংখ্যক লোকই কুটীরবাসী, তথাপি ইচ্ছা করিলেই অনেকে খুব সহজে সুন্দর বাসভবন প্রস্তুত করিতে পারে। কৃষিকার্য্যের সফলতার জন্য প্রধানতঃ বারিবিন্দু পতনের উপর নির্ভর করিতে হইলেও, দুর্ভিক্ষ ত দূরের কথা, কখনও এখানে খাদ্য-দ্রব্যের তত্ত্বতর অপ্রচুলতাও ঘটে নাই। অন্য অন্য স্থানে চাষী প্রজারা সুদখোর মহাজনদিগের ক্রীত-দাসীয়; এখানে কিন্তু কৃষককুল কখন ঋণ করিবার প্রয়োজন অনুভব করে না। ইহারা আবার একটু সতর্ক এবং পরিণামদর্শী। আগামী বৎসর কৃষির অভাবে অজন্মা হইতে পারে, এই আশঙ্কায় সাধারণতঃই ইহারা ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখে।

এখানকার অধিবাসীরা কতকটা যাযাবরী বা বেদে প্রকৃতি। এক জায়গায় ৩।৪ বৎসর কাটাইয়াও সুবিধা বোধ না করিলে, তাহারা স্ত্রীপুত্র, গরুবাছুর, জিনিষপত্র সমেত স্থানান্তরে যাইয়া বাস করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু এ প্রকৃতি ও অভ্যাস ক্রমেই মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে। বাগরী জাঠেরা এবং মুসলমানেরা অনেক স্থানেই স্থায়ীরূপে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

এখানে পানীয় জলের অভাবেই বড় কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করিতে হয়; কিন্তু ক্রমে ক্রমে দেশের সর্ব্বত্রই কূপখননের ব্যবস্থা হইতেছে। নানা স্থান হইতে কৃষককুল আসিতে হইয়াছে বলিয়া, তাহাদিগকে জমা ও দখল সম্বন্ধে অনেক সুবিধা করিয়া দিয়া বসিতে আকৃষ্ট করিয়া রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, কাজেই এখানকার রাইয়তদিগের অবস্থা অনেক ভাল। এখানে টাকায় ও শস্যে খাজনা দিবার প্রথা আছে। যে জমির জন্য টাকায় খাজনা লওয়া হয়, তাহাতে ধান জন্মিবার সুবিধা থাকিলে প্রতি একরে ৩॥০ টাকা হইতে ৪৲ টাকা; গোধূম জন্মিবার সুবিধা থাকিলে একর প্রতি ১৸০ টাকা হইতে ২৲ টাকা এবং অন্যান্য শস্যের জন্য একর প্রতি ১।০ হইতে ১৷০ টাকা খাজনা দিতে হয়।

যাতায়াতের তেমন সুবিধা নাই, সির্সার উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্ত দিয়া রেবারি-ফিরোজপুর রেলওয়ে গিয়াছে, পাকা রাস্তা আদৌ নাই। দুইটি বেশ ভাল ও প্রশস্ত কাঁচা রাস্তা এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরও কয়েকটি কাঁচা রাস্তা আছে। বর্ষার সময় ব্যতীত এই সকল পথে চলাচল তেমন কষ্টকর নহে, তবে যখন বড় গরম পড়িতে থাকে, তখন তৃষ্ণায় বড় কষ্ট পাইতে হয়। এই সকল রাস্তার সাহায্যেই বাণিজ্য-দ্রব্য আমদানী ও রপ্তানী হইয়া থাকে।

এখানকার উৎপন্ন শস্যাদি প্রধানতঃ পশ্চিমে সিন্ধু-

প্রদেশে ও পূর্ব্বে দিল্লী সহরে প্রেরিত হয়। পূর্ব্বে সিরসা সহর ও পশ্চিমে ফাজিলকা, এই দুইটি স্থানই বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র স্থান। গমর্, তিল, সরিষা প্রভৃতি করাচীতে রপ্তানী করা হয়, আর পূর্ব্বদেশ হইতে তুলা, ধাতাদি ও ব্যবহারোপযোগী বস্ত্রাদি আমদানী করা হইয়া থাকে। এখানকার পার্ব্বত্য দ্রব্যের মধ্যে একমাত্র সাজিমাটিই উল্লেখযোগ্য।

এখানকার হাওয়া শুষ্ক, বৃষ্টি তেমন বেশি হয় না। পীড়ার মধ্যে জ্বরই প্রধান, যত মৃত্যু হয়, তন্মধ্যে ৪/৫ জ্বরের জন্য। কলেরা, বসন্ত, পেটের অসুখও এখানে বেশই আছে।

বিদ্যাশিক্ষার দিকে লোকের দৃষ্টি এখনও উল্লেখ যোগ্যরূপে আকৃষ্ট হয় নাই। সমগ্র দেশে এখনও ১৫০ শতের উপর বিদ্যালয় হয় নাই এবং ছাত্রসংখ্যা দুই হাজারের উপরে হইবে না। সামান্য কয়েকজন স্ত্রীলোক লিখিতে ও পড়িতে পারে।

ডেপুটি কমিশনার সাহেব এখানকার সর্ব্বপ্রধান রাজকর্ম্মচারী, তাঁহার অধীনে একজন এসিষ্টাণ্ট ও একজন এক্‌ষ্ট্রা এসিষ্টাণ্ট কমিশনার, তিনজন তহশীলদার এবং তাঁহাদের কয়েকজন সহকারী আছেন। এখানে ৭টি থানা আছে।

এখানকার প্রধান সহর ও শাসনকেন্দ্রের নামও সিরসা। ইহার চতুর্দ্দিকে ৮ ফুট্ উচ্চ মৃত্তিকানির্ম্মিত প্রাচীর, রাস্তাগুলি প্রশস্ত সমান্তরাল ভাবে টানা। হংসী, হিসার, পাতিয়ালা ও বিকানীর হইতে অনেক মহাজন ও ব্যবসায়ীকে আনিয়া প্রথমতঃ এখানে স্থাপিত করা হয়। তাহাদের ব্যবসায়ের গুণে সহরটি ক্রমেই সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিতেছে। রাজপুতনা হইতে আগত হিন্দু বাণিয়াগণই এখানকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী। মোটা কাপড় এবং মাটির বাসনই এখানকার প্রধান শিল্পজাত। এখানে আদালত গৃহ, থাজাঞ্চিখানা, গির্জ্জা, পুলিশ ষ্টেসন, মিউনিসিপাল আফিস, জেল, সরাই, সরকারী ঔষধালয় এবং দুইটী স্কুল আছে।

সিরসা জেলা প্রথমে ভট্টিয়ানা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্ত্তমান শাসনকেন্দ্রের অনতিদূরে পুরাতন সিরসা সহরের ধ্বংসাবশেষ এখনও তাহার পূর্ব্ব গৌরবের সাক্ষীস্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। এখানে পূর্ব্বকালে একটি দুর্গও ছিল। প্রবাদ যে ১৩ শতাব্দী পূর্ব্বে সরস্ নামে এক জন রাজা ছিলেন। তিনিই এই সহর ও দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। তখন ইহার নাম ছিল সরস্বতী। সমৃদ্ধি এবং শ্রীও ছিল যথেষ্ট। আর বিশেষ কিছু জানা যায় না। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে এই স্থান একেবারে জনশূন্য হইয়া পড়ে। এখনও ইহার চতুষ্পার্শ্বে বহু স্থানে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মৃত্তিকাস্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়—এগুলি ফলতঃ পূর্ব্বকালের সমৃদ্ধিশালী গ্রাম ও জনপদের শোচনীয় ধ্বংসাবশেষ মাত্র।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজপুতবংশধর মুসলমানগণ এখানকার প্রভুত্ব পরিচালনা করিতেন বলিয়া বোধ হয়। এই মুসলমানদিগের মধ্যে নানা সম্প্রদায় ছিল; কিন্তু ভট্টিগণই সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ছিলেন; তাঁহাদের নামানুসারেই বোধ হয় পার্ব্বতী প্রদেশের নাম ভট্টিয়ানা হইয়াছিল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রদেশ এই নামেই পরিচিত ছিল। এই ভট্টি মুসলমানেরা পশু চরাইয়া বেড়াইত এবং প্রতিবেশীর পশু ও দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করাই তাহাদের প্রথম ও প্রধান কাজ ছিল।

১৭৩১ খৃষ্টাব্দে পাতিয়ালা রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আলাসিং ভট্টিদিগকে দমন করিবার জন্য প্রথম চেষ্টা করেন। ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে তদীয় উত্তরাধিকারী অমরসিংহ ভট্টিনায়ক আমীর খাঁকে পরাজিত করিয়া প্রায় সমস্ত সিরসা জেলাই আপনার অধিকারভুক্ত করিয়া লয়েন। কিন্তু ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের ভীষণ দুর্ভিক্ষে অগণ্য মানুষ ও পশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়; যাহারা রক্ষা পায়, তাহারা বাড়ীঘর ছাড়িয়া পলাইয়া যায়। প্রায় সমস্ত দেশটাই জনমানবশূন্য হইয়া পড়ে। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে খাগর উপত্যকায় ইংরাজদিগের অধিকার প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়; কিন্তু ১৮০২ খৃষ্টাব্দে হংসীতে যে যুদ্ধ হয়, তাহার ফলে ইহা আবার মহারাষ্ট্রীয়দিগের পদানত হয়। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে সিন্ধিয়ার সঙ্গে যে সন্ধিবন্ধন হয়, তাহার ফলে সিন্ধিয়া ইংরাজদিগকে সির্সা অর্পণ করেন।

তখন সমস্ত দেশটাই একপ্রকার অনধ্যুষিত, ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইংরাজ কর্তৃপক্ষ এদেশের শাসনবিষয়ে কোনই হস্তক্ষেপ করেন নাই। ভট্টিরাই নির্ব্বিবাদে ভোগ দখল করিতে থাকে, ইহার পরেও ইংরাজগবর্মেণ্ট প্রদেশ সমন্ধে তেমন মনোযোগ প্রদান না করাতে শিখ্‌রাজারা এখানে উপনিবেশ স্থাপন করাইতে থাকেন। কিন্তু ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে বৃটীশরাজ প্রদেশে প্রকাশ্যভাবে আধিপত্য স্থাপন করেন ও খাগর উপত্যকা ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে যাইয়া, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ভট্টিয়ানা জেলা স্থাপন করেন। নানা স্থান হইতে লোক আসিয়া উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা করিতে থাকে। কিন্তু ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহের পরে এই জেলা উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ হইতে পৃথক্ করিয়া পঞ্জাবের অংশভুক্ত করা হইয়াছে।

সিল, উদ্ভ, কণিকাদির গ্রহণ। তুমাদি° পরমৈ° সক° সেট্। লট্ সিলতি। লোট্ সিলতু। লিট্ সিষেল। লুঙ্ অসেলীৎ। লিচ্ সিলয়তি, লুঙ্ অসিষিলৎ। সন্ সিসিলিষতি। যঙ্ সেষিল্যতে।

সিলং (শিলং), খাসী ও জয়ন্তীয়া পার্ব্বত্যপ্রদেশের প্রধান নগর এবং পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামপ্রদেশের গ্রীষ্মঋতুর রাজধানী। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪৯০০ ফিট্ উর্দ্ধে, অক্ষা° ২৫° ৩৫´ ৩৯´´ উত্তরে ও দ্রাঘি° ৯১° ৫৪´ ৩২´´ পূর্ব্বে এবং গৌহাটি হইতে ৬৩ মাইল

দক্ষিণে অবস্থিত। পূর্ব্বে ইহা চেরাপুঞ্জি, খাসী ও জয়ন্তীয়ার প্রধান নগর ছিল, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে আসামের রাজধানী শিলংএ স্থানান্তরিত হয় এবং ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে যখন নূতন পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামপ্রদেশ সংগঠিত হয়, তখন শিলং যুক্তপ্রদেশের রাজধানীরূপে পরিণত হইয়াছে। গ্রীষ্মঋতুর রাজধানী বলিয়া, বিশেষতঃ ঢাকায় এখনও কর্ম্মচারীদের বাসগৃহ ও লাট সাহেবের অফিসগৃহ প্রভৃতি নির্ম্মিত হয় নাই বলিয়া, গবর্মেণ্টের বড় প্রধান প্রধান অফিস সমস্ত এখন এখানেই প্রতিষ্ঠিত। অনেক আসামবাসী আসিয়া এখানে স্থায়ীরূপে বসবাস করিতেছেন। কার্য্যোপলক্ষে পূর্ব্ববঙ্গের এবং অন্যান্য প্রদেশেরও অসংখ্য লোক এখানে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। লোকসংখ্যা ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে টোঙ্গায় (অশ্বযানপৃষ্ঠে) আরোহণ করা ব্যতীত শিলংএ পৌঁছিবার অন্য উপায় ছিল না। কিছুদিন আগে গৌহাটী পর্য্যন্ত রেলওয়ে গিয়াছিল, এবং গৌহাটী হইতে অল্পদিন হইল শিলং পর্য্যন্ত চলিয়াছে। স্থানটিকে সর্ব্বপ্রকারে বাসোপযোগী ও মনোরম করিয়া তুলিবার জন্য গবর্মেণ্ট অজস্র অর্থব্যয় করিতেছেন। এখানে সরকারী প্রিণ্টিংপ্রেস (মুদ্রাযন্ত্র) প্রতিষ্ঠিত—গবর্মেণ্টের বহু কাগজপত্র এবং পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গেজেট্ এখানে ছাপা হয়। এখানে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের উপাসনার জন্য গির্জ্জাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পূর্ব্বে এই স্থানের দৈর্ঘ্য ৭ মাইল এবং প্রস্থ ১।০ মাইল ছিল, কিন্তু শিলং এখন উত্তর দিকেই ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিতেছে। সমীপবর্ত্তী পর্ব্বতনিঃসৃত ঝরণা হইতে উত্তম পানীয় জল সরবরাহ করিবার সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে। বাজার এবং অন্যান্য অনেক সুবিধাজনক স্থানে জলের কল স্থাপিত হইয়াছে। স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাবলীও যাহাতে সুচারুরূপে প্রতিপালিত হইয়া স্থানীয় স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, গবর্মেণ্ট তাহার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিতেছেন। এখানে সৈন্যদলও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

শিলং বেশ সুশীতল স্থান। স্থানীয় উত্তাপ কদাচিৎ ৮০° ডিগ্রির উপরে উঠিয়া থাকে। ডিসেম্বর, জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে জমিতে তুষারকণা জমিয়া থাকে, কিন্তু কখনও বরফপাত হয় না। এখানে অগ্নিপ্রজ্বলনের উদ্দেশ্যে পাথুরে কয়লাই সমধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গড়ে বৎসরে ৮৭-৮৪ ইঞ্চি পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়। এখানে লোকে সাধারণতঃ আমাশয়, উদরাময় ও যকৃতের গোলযোগজনিত পীড়ায় ভুগিয়া থাকে। কিন্তু য়ুরোপীয়গণ যদি কোন প্রকারে একটা বৎসর কাটাইয়া দিতে পারে, তবে তাঁহাদের স্বাস্থ্য বেশ ভালই থাকে।

শিলং রাজধানীর অদূরে শিলং নামে একটা পর্ব্বতশ্রেণীও আছে। ইহার সর্ব্বোচ্চশিখর সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ৬৪৫০ ফিট্ উচ্চ, এদেশে ইহা অপেক্ষা উচ্চতর স্থান আর নাই। ইহার শিখরদেশ সমুচ্চ বাহাড়ীবৃক্ষের অরণ্যে সমাচ্ছাদিত। প্রকৃত-পক্ষে এই পর্ব্বতের নামই শিলং এবং যে স্থান এখন সর্ব্বত্রও সাধারণতঃ শিলং বলিয়া পরিচিত, তাহার প্রকৃত নাম লাবান।

সিলক (পুং) শিলক, বর্দ্ধিতেশ।

সিলাও, বেহারের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। বেহার মহকুমা হইতে প্রায় ৩ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। কাহারও মতে এই স্থানেই বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়যুক্ত বিক্রমশিলা নগরী ছিল। এখান-কার খাজা প্রসিদ্ধ।

সিলাচী (স্ত্রী) লতাভেদ। (অথর্ব্ব ৫।৫।১)

সিলাঞ্জালা (স্ত্রী) লতাভেদ। (অথর্ব্ব ৬।১৬।৩)

সিলিকমধ্যম (পুং) সমস্ত মধ্যপ্রদেশ, নিবিড় মধ্যভাগ। "সিলিকমধ্যমাসঃ সংশূরণাসঃ" (ঋক্ ১।১৬৩।১০) 'সিলিকমধ্য-মাসঃ সম্বৃতাঃ সমস্তাঃ মধ্যপ্রদেশা যেষাং তে তথোক্তাঃ, মধ্যে নিবিড়া ইত্যর্থঃ।' (সায়ণ)

সিলীন্ধ্র (পুং) মৎস্যবিশেষ। চলিত সিলিন্দে মাছ। এই মাছ স্বাদু ও সুপথ্য। (রাজনি°)

সিলেট, শ্রীহট্টের নামান্তর। পূর্ব্বকালে শিলহট্ট ও শিলহাট্ নামে খ্যাত ছিল। প্রাচীন বৈষ্ণব-গ্রন্থে "ছিলট" নাম আছে। তাহা হইতেই ইংরাজগণের নিকট 'সিলট' বা 'সিলেট' হইয়াছে। উত্তরে খাসিয়া ও জয়ন্তীয়া পর্ব্বত, পূর্ব্বে কাছাড় জেলা, দক্ষিণে পার্ব্বত্য ত্রিপুরা, পশ্চিমে ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহ জিলা। এই জেলা উত্তর অক্ষাংশ ২৩°৫৯´ হইতে ২৫°১৩´ এবং পূর্ব্ব দ্রাঘিমা ৯০°৫৮´ হইতে ৯২°৩৮´ মধ্যে, সমুদ্র হইতে ৫৫ ফিট উর্দ্ধে অবস্থিত।

এই জেলার পরিমাণফল ৫৪৪৩ বর্গমাইল এবং লোক সংখ্যা ২২৪১৮৪৮।

এখানে ১৯১টি পরগণা আছে। গ্রামের সংখ্যা প্রায় ১০০০০ হইবে। বাজারের সংখ্যা প্রায় চারিশত।

জনসাধারণের সুশিক্ষার জন্য একটি কলেজ, ৭টা এনট্রান্স স্কুল, ৪২টি মধ্য-ইংরাজী স্কুল, ১৩টি মধ্য-বঙ্গ বিদ্যালয়, এবং ৩৮ উচ্চ প্রাথমিক ও ৭৫১টি নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং বালিকা শিক্ষার্থ একটি মধ্য শ্রেণীর বিদ্যালয় ও ৮৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে।

এখানে ৮৫টি দাতব্য চিকিৎসালয় ও ১৩৯টী পোষ্ট আফিস (তন্মধ্যে ৩৯টি ডাকঘরে টেলিগ্রাফের তার সংলগ্ন) আছে। সিলেট সহরেই টেলিগ্রাফের পৃথক্ আফিস আছে, তথা হইতে ৫টি লাইন ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গিয়াছে।

ইংরাজ আমলে এই জেলা পাঁচভাগে বিভক্ত হইয়াছে ; যথা

উত্তর সিলেট, করিমগঞ্জ, দক্ষিণ সিলেট, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ। এই পাঁচটি সবডিভিসনের অধীনে ১৬টি থানা ও তদধীনে ১৫টি ফাঁড়ি আছে।

সুরমাবিভাগের কমিশনারের অধীনে এই জেলা একজন ডিপুটী কমিশনার কর্তৃক শাসিত হইতেছে, তিনি সিলেট সহরেই অবস্থান করেন। তদ্ব্যতীত তথায় পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ড ও তাঁহার সহকারী জেলসুপারিণ্টেণ্ড প্রভৃতি আছেন। বিচারবিভাগে ডিষ্ট্রিক্টজজ ও তদীয় সহকারী এবং সবজজ, এডিশনেল সবজজ এবং মুন্সেফগণ, আর ফৌজদারীবিভাগে এসিষ্টাণ্ট-কমিশনার ও একষ্ট্রাএসিষ্টাণ্ট কমিশনারগণ আছেন।

প্রত্যেক মহকুমায় একজন এসিষ্টাণ্ট বা একষ্ট্রা এসিষ্টাণ্ট কমিশনার আছেন। মহকুমাগুলিতে পুলিসের এক এক জন ইনিস্পেক্টর থাকেন। এ জেলায় ৬ জন পুলিসইনিস্পেক্টর, ৪৯ জন সব্ ইনিস্পেক্টর, ১১৫ জন হেডকনেষ্টবল ও ২৭৭ জন কনেষ্টবল আছে। গ্রাম্য চৌকিদারের সংখ্যা বর্ত্তমান ৫১৫৮।

এখানে অনেক প্রসিদ্ধ পাহাড় আছে, প্রধান কয়েকটির নাম (পূর্ব্বদিক্ হইতে) দেওয়া গেল—

শলভংয়ের পাহাড়—জেলার সর্ব্বপূর্ব্বে, ইহার উচ্চশৃঙ্গের নাম ছত্রচূড়া, প্রায় ২০৩৫ ফিট্ উচ্চ। চু-আলিয়া বা প্রতাপগড়ের পাহাড়, তাহার প্রায় পাঁচ মাইল পূর্ব্বে, ইহার সর্ব্বাধিক উচ্চতা ১৫০০ ফিট্। আদম আইল—চু-আলিয়ার অল্প পশ্চিমে, সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ ৮০০ ফিট উচ্চ। সংলার পাহাড়—সংলা পরগণায়, উচ্চ শৃঙ্গ চাড়েরগাজ ১১০০ ফিট্ উচ্চ। আদমপুরের পাহাড়,—সংলার পাহাড়ের দক্ষিণপশ্চিমে বিস্তৃত। বড়শীযোড়া পাহাড়—ইহা ৩০০ ফিটের অধিক উচ্চ নহে, এই পাহাড়ে অনেক চা-বাগান আছে। সাতগাঁর পাহাড়—ইহাও ৭০০ ফিটের উচ্চ নহে এবং এ পাহাড়েও বহুতর চা-বাগান। রঘুনন্দন পাহাড়—ইহা জেলার দক্ষিণপশ্চিম দিকে অবস্থিত, ইহার উচ্চতা প্রায় ৭০০ ফিট্। লাউড়ের পাহাড়—লাউড় পরগণায়, জেলার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। এ পাহাড়ে অনেক প্রাচীন কীর্ত্তির চিহ্ন আছে।

শ্রীহট্টের নদীর সংখ্যাও অল্প নহে, এখানে প্রধান প্রধান নদীগুলির নামোল্লেখ করা হইল। বরবক্র বা বরাকই—এ জেলার প্রধান ও মূলনদী। ইহা মণিপুরের উত্তরে অঙ্গামীনাগা পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রায় ১৮০ মাইল প্রবাহিত হইয়া কাছাড় জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। কাছাড়ের পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্ত নৌকা চলে, তথা হইতে পশ্চিমমুখে বদরপুরের নিকট আসিয়া দুই শাখাকে বিভক্ত হইয়া শ্রীহট্ট জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। একশাখা—সুরমা; শ্রীহট্ট সহর ও সুনামগঞ্জ প্রভৃতি ইহার তীরে অবস্থিত। দ্বিতীয় শাখা—কুশিয়ারা বা বরাক; করিমগঞ্জ, ফেঞ্চুগঞ্জ ও বালাগঞ্জ বন্দর প্রভৃতি ইহার তীরে রহিয়াছে।

ধলেশ্বরী—কালনী, বিবিয়ানা প্রভৃতি শ্রীহট্টের অনেক নদীর মিলনে এক প্রকাণ্ড জলস্রোত ধলেশ্বরী নামে প্রবাহিত হইয়া মেঘনার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। ইহাদের শাখানদী-সমূহ—সরাই, মনু, খোয়াই, বলাই, ইহারা আবার কুশিয়ারাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। গোয়াইন, পিয়াইন, যৌলাই, যাদুকাটা ইহারা সুরমার সহিত সংসৃষ্ট।

হাওর—শ্রীহট্টে অনেকটি হাওর আছে। যে সমস্ত প্রান্তর বর্ষায় জলপূর্ণ হইয়া যায়, তাহাই হাওর নামে খ্যাত, হাওরের যে অংশে সর্ব্বদা জল থাকে, তাহা বিল নামে কথিত হয়। ঝিলকার হাওর, ঝিনকার হাওর, হাইল হাওর, হাকালুকির হাওর, মাকামকান্দির হাওর, দুমিয়াদুম্বির হাওর, শনির হাওর, গগবিল, কাওয়াদীঘী প্রভৃতি প্রধান।

"অমৃতকুণ্ড" নামে একটি হ্রদ আছে।

উৎস—পণা, ফুলতলির প্রস্রবণ, ঠাণ্ডাকুয়া প্রভৃতি উৎস প্রসিদ্ধ। জয়ন্তীয়াস্থিত তপ্তকুণ্ডের জল উষ্ণ।

প্রপাত—মাধব, হলহলি প্রভৃতি বিখ্যাত।

মরুভূমি—যাদুকাটা নদীর তীরদেশে মরুভূমির একটা নমুনা দৃষ্ট হয়। অনেক স্থান বালুকারাশিতে সমাচ্ছাদিত রহিয়াছে, তথায় বৃক্ষাদি কিছুই জন্মে না।

উৎপন্ন দ্রব্য।

শ্রীহট্টের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্যই ধান্য। শালি, আহুরা, আমন, বাঘরায়, আও প্রভৃতি বহু জাতীয় ধান্য প্রচুররূপে উৎপন্ন হয়। তদ্ব্যতীত তিসি, সর্ষপ, ইক্ষু, কলাই, শণ ও পাট ইত্যাদি জন্মে।

ফলের মধ্যে শ্রীহট্টের কমলা জগদ্বিখ্যাত। এত মিষ্ট রসাত্মক কমলালেবু শ্রীহট্টব্যতীত কুত্রাপি পাওয়া যায় না। শ্রীহট্টের কমলার মিষ্টতার কথা আইন-ই-আকবরি, রিয়াজ-উস্-সলাতিন প্রভৃতি পারস্য গ্রন্থে উল্লিখিত আছে।

শ্রীহট্টের জলডুব নামক স্থানে অতি মিষ্ট রসাত্মক আনারস উৎপন্ন হয়, এতাদৃশ মিষ্ট রসাত্মক আনারস জলডুব ব্যতীত অন্য কোন স্থানে মিলে না। তদ্ব্যতীত বিবিধ জাতীয় কদলী, লেবু, আম্র, কাঁঠাল, বেল, বদরি, জাম, পেঁপে প্রভৃতি ফল পাওয়া যায়।

শাকসব্জির মধ্যে কুমড়া, লাউ, বেগুণ, মানকচু, ওল, শীম, করলা, কাকরোল, গোলআলু, মেটে আলু, নটে ও মাশি শাক, পালংশাক, ও কপি, শালগম প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

মসলার মধ্যে শ্রীহট্টের তেজপত্র অতি বিখ্যাত। জয়ন্তীয়ার উৎপন্ন খাসিয়া পান প্রসিদ্ধ, মরিচ ও কলাজ নামে রন্ধন জাতীয় মসলা সর্ব্বত্র আদরণীয়।

শ্রীহট্টের জঙ্গলে নানা জাতীয় মূল্যবান্ বৃক্ষ আছে। চাম, জারইল, পুমা, গংজা, কাওয়াঠোটা, কাইমুলা, শালাল, নাগকেশর, বংশীবট (রবার), বট প্রভৃতি বিখ্যাত। পাহাড়ে তদ্ব্যতীত বিবিধরূপ বাঁস ও বেত এবং ছন জন্মে, এবং প্রতিবৎসরই নদীপথে নামাইয়া আনা হইয়া থাকে। গবর্মেন্ট এই সকল বনজ দ্রব্যের উপর কর আদায় করিয়া থাকেন।

শিল্প।

শ্রীহট্টের শিল্প-সম্ভার এক সময় অতি বিস্তৃত ছিল, কিন্তু বিলাতি শিল্পের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাহা নিতান্ত হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছে। লক্ষণপুরের ঊর্ণি চাদর এখনও শ্রীহট্টের বস্ত্রশিল্পের নাম রক্ষা করিতেছে, এই ঊর্ণি ঢাকাই চাদর হইতে হীন নহে। শ্রীহট্টের মণিপুরী খেস ও মশারি অতি সুন্দর জিনিষ এবং প্রসিদ্ধ। লুঙ্গিয়ানা গিলাপ বা সুখ চাদর এখানে সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়।

পূর্ব্বে শ্রীহট্টের কাষ্ঠে অর্ণবতরি ও রণতরি প্রস্তুত হইত। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে একাদশ শতমণ বহনবাহী এক জাহাজ শ্রীহট্টে নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং মাদ্রাজ-দুর্ভিক্ষে কিঞ্চিৎ সংখ্যক জাহাজের এক বহর চাউল ও ধান্য লইয়া তথায় গিয়াছিল। নবাব আলীবর্দ্দীখাঁর সময়ে শ্রীহট্টের কয়েক মহালের আয় হইতে সমরতরি যোগাইবার প্রথা ছিল। এখনও হবিগঞ্জের পানশোয়ার নৌকা উল্লেখযোগ্য। তদ্ব্যতীত পালঙ্ক, চৌকি, আলমারি, টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। শ্রীহট্টের কাষ্ঠনির্ম্মিত খেলানা অতি সুন্দর। বংশ ও বেত্রনির্ম্মিত শিল্পের মধ্যে শীতলপাটিই ভারতবিখ্যাত। এইরূপ পাটি শ্রীহট্ট ব্যতীত অন্যত্র মিলে না। শ্রীহট্টের পাতার ছাতা অত্যন্ত কার্য্যোপযোগী ও মজবুত। শ্রীহট্টের বাঁশের মুড়া বা চেয়ার ও কুশাসন বহুল পরিমাণে ব্যবহারে লাগে এবং চাঁচ বা থাড়ী বহুল পরিমাণে "দরমা" নামে কলিকাতায় রপ্তানি হয়।

শ্রীহট্টের হস্তিদন্তের পাটী, শাখা, চিরুণি, পাখা প্রভৃতি দ্রব্যগুলি শিল্প-নৈপুণ্যের সুন্দর উদাহরণ। পূর্ব্বে এখানে গণ্ডারের চর্ম্মে উৎকৃষ্ট ঢাল প্রস্তুত হইত, এক্ষণে আর হয় না। রিয়াজ-উস্ সলাতিনে লিখিত আছে যে এই স্থান হইতে এই ঢাল হিন্দুস্থানের সর্ব্বত্র যাইত। উৎকৃষ্ট কাল রঙের জন্য এই ঢাল আদৃত ছিল। যে জাতি এই ঢাল তৈয়ার করিত, এখনও তাহারা ঢালকর নামে খ্যাত।

ধাতব শিল্পের মধ্যে পাঁচগাঁর কর্ম্মকারদের প্রস্তুত "বজ্রদা," বদরপুরের বঁটি, কটনাই ও ত্রয়বামের পিত্তলের বাসন প্রসিদ্ধ। পাঁচগাঁর জনার্দ্দন কর্ম্মকার ১০৪৭ হিঃ সালে জাহানকোষ নামক প্রসিদ্ধ কামান নির্ম্মাণপূর্ব্বক যশস্বী হইয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত শ্রীহট্টের আগরের আতর ও চা উল্লেখ করাও আবশ্যক। এই আগরের আতর আরব প্রভৃতি স্থানে অতি আদরের সহিত গৃহীত হয়। চা বিলাতে প্রেরিত হইয়া থাকে।

খনিজ দ্রব্য।

খনিজ দ্রব্যের মধ্যে সিলেটের চুণ অতি বিখ্যাত। "সিলেট-চুণ" সকলেই বিশেষ আদর করিয়া থাকে, ইহা প্রধানতঃ ছাতক হইতে রপ্তানী হয়।

তদ্ব্যতীত এখানে স্থানে স্থানে কয়লার খনিও আছে। সিলেট ও কাছাড় সীমায় পেট্রো-তৈল মিলে। এখানকার পাহাড়গুলিতে লবণের খনি আছে, পূর্ব্বে অনেক স্থলে ঐ খনির লবণ ব্যবহার করিত, কিন্তু এখন আর তাহা ব্যবহারে আসে না; কোন কোন খনি ইংরাজ-আমলের প্রথমেই পাথর চাপা দিয়া নষ্ট করা হয়।

বাণিজ্য।

সিলেট, বালাগঞ্জ, আজমীরগঞ্জ, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, মৌলবীবাজার, নবিগঞ্জ, ও বানিয়াচঙ্গে নৌকাযোগে অন্তর্ব্বাণিজ্য এবং রেলওয়ে ও ষ্টীমারযোগে বহির্ব্বাণিজ্য চলিয়া থাকে। মারায়ণগঞ্জ হইতে প্রত্যহ সিলেটের দিকে একখানি ষ্টীমার যাত্রা করিয়া থাকে। এখানকার লোকাল বোর্ডের অধীনে ১২০০ মাইল রাস্তা আছে, ইহার সাহায্যে প্রায় সর্ব্বত্র যাতায়াত করা যায়। পাব্লিকওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্টের অধীনেও প্রায় ১২০ মাইল পথ সংরক্ষিত।

এখানে প্রধানতঃ কাপড়, কাগজ, ঔষধ, চিনি, লবণ, মিছরি, সূতা প্রভৃতি, কড়াই, মদ, গাঁজা, আফিম, চিনা ও এনামেল বাসন, লবঙ্গ, এলাচ, তামাক, নারিকেল, সুপারি প্রভৃতি আমদানী হয়।

রপ্তানীর মধ্যে চাউল, মধু, চা, আতর, কমলালেবু, চুণ, গুড়, শীতলপাটী, দরমা (চাঁচ), শুষ্ক মৎস্য, মহিষের শিং, চর্ম্ম, ও হস্তী প্রধান।

পশুপক্ষী ও মৎস্যাদি—মৎস্যের মধ্যে রুই (রোহিত), বাউ (কাতল), চিতল, বোয়াল, বাঘট, লছিম প্রধান।

পক্ষীর মধ্যে বিহঙ্গরাজ পক্ষীর নাম আইন-ই-আকবরিতেও আছে, ইহারা নানাবিধ জীবজন্তুর শব্দের অনুকরণ করিতে সমর্থ। ময়না ও তোতাপাখী মনুষ্যের মত কথা কহিতে পারে। শেরগজ, শ্যামা, ও দৈয়েল সুন্দর গান করে। তদ্ব্যতীত কোকিল, বউকথা কও প্রভৃতি এবং ধনেশর, ঘুঘু, কুক্কুট, শালিক, তিতির, হংস প্রভৃতি বহুজাতীয় পক্ষী পাওয়া যায়।

পশুর মধ্যে হস্তীই প্রধান। তদ্ব্যতীত বিবিধ জাতীয় ব্যাঘ্র, ভল্লুক, গণ্ডার, হরিণ, বন গো, বনবিড়াল, নানা জাতীয় বানর ও বনমানুষ প্রভৃতি পাহাড়ে আছে।

অধিবাসী ও ধর্ম।

এখানকার অধিবাসীর মধ্যে প্রথমেই পার্ব্বত্যজাতির উল্লেখ করিতেছি। ইহাদের মধ্যে কোনও কোনও জাতি বনমানুষের দুই এক স্তর উপরের জীব। কুকাই জাতি এখনও কাচা মাংস ভক্ষণ করে। তদ্ব্যতীত কুকি, গারো, খাশিয়া ও সিণ্টেঙ্ এবং টিপরা পার্ব্বত্য জাতির মধ্যে পরিগণিত। ইহাদের সংখ্যা আট সহস্রের কম নহে।

কাছাড়জাতি একণে সমতলবাসী হইয়াছে এবং স্বভাবও অনেকটা সভ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাদের সংখ্যা সাড়ে ছয়শত মাত্র।

মণিপুরীজাতি বাঙ্গালীসংস্রবে অনেকটা সভ্য হইয়াছে, এই জেলার নানা স্থানে ইহাদের উপনিবেশ আছে। ইহাদের সংখ্যা ১৭০৫০ জন। হিন্দু অধিবাসীর মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, দাস, সাহু বা সাহা, বারুই, তেলি, নাপিত, গণক, জাট, কৈবর্ত্ত, কুমার, কুশিয়ারী বা রাঢ়, কেওয়ানী, গাড়ওয়ান, তাঁতি, ময়রা, মাহারা, মালো, মুচী, নমঃশূদ্র, শাঁখারি, শুঁড়ী, বারী, ঢোম, পাটনী, ধোপা ও কামার প্রভৃতি জাতিই সংখ্যায় অধিক।

কুশিয়ারী বা রাঢ় জাতি পূর্ব্বে পার্ব্বত্য জাতি ছিল; ইহারা বলবান্ ও পরিশ্রমী, শ্রীহট্টের জলডুব নামক স্থানেই ইহাদের বাস। এই জাতি বঙ্গের অন্য কোন জেলায় নাই।

মাহারা জাতিও অন্যত্র দুর্লভ। রাজা সুবিদনারায়ণ এই জাতির সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে।

সাহাগণ বৈশ্য জাতীয় বলিয়া প্রকাশ করেন। কিন্তু সিলেটের করিমগঞ্জ, দক্ষিণ সিলেট, ও উত্তর সিলেটের সাহগণ অন্য স্থান স্থিত সাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। রাজা সুবিদনারায়ণের সময়ে ইহারা কোন সামাজিক বিবাদে বৈদ্য ও কায়স্থজাতি হইতে ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

ইস্লাম ধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে এই কয়েক জাতীয় লোক সিলেটে আছে, যথা—কুরেশি, সৈয়দ, মোগল, পাঠান, শেখ, মাহিমাল, জোলা, গাইন, নাগারছি, মীরশিকারি, ও বেজ। খৃষ্টানধর্ম্মীদিগের মধ্যে রোমান কাথলিক চার্চ্চের খৃষ্টানগণের একটী বহুকালের উপনিবেশ আছে।

এখানে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী লোকের সংখ্যা ১০৪৯২৪৮, ইহার মধ্যে শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব সংখ্যাই অধিক।

শাক্তদের মধ্যে বামাচারী মতও আছে, এমতে মদ্যপানাদি দূষণীয় নহে।

কিশোরীভজন নামে এক ক্ষুদ্র উপসম্প্রদায়ী নিজ নিজকে বৈষ্ণবধর্মী বলিয়া পরিচিত করে। বিশুদ্ধ বৈষ্ণবমতের সহিত কিশোরী-ভজনের কোন প্রকার সামঞ্জস্য বা সাধারণ সাদৃশ্যও নাই, এই কল্পিত মতে একজন স্ত্রীলোককে সাধনের সহায় স্বরূপ গ্রহণ করিতে হয়, যাহা বিশুদ্ধ বৈষ্ণবমতে একান্ত বর্জ্জনীয়।

এই জেলায় জগন্মোহনী নামে আর একটী ধর্ম্ম সম্প্রদায় প্রচলিত আছে। এই ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণও আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত করে। এই ধর্ম্মের উৎপত্তিস্থান ও শ্রীহট্ট। মাছুলীয়া-গ্রামবাসী জগন্মোহন গোসাঞী এই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক বলিয়া ইহার নাম জগন্মোহনী সম্প্রদায়। এই ধর্ম্মে প্রতিমা পূজার পদ্ধতি নাই এবং ইহারা গুরুকেই মোক্ষদাতা রূপে ভজনা করে। ইহারা ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ ও সংসারত্যাগী। এই জেলার অন্তর্গত বিথঙ্গলের আখড়াই ইহাদের প্রধান গদি। জগন্মোহন গোসাঞির শিষ্যের প্রশিষ্য রামকৃষ্ণ গোসাঞি হইতেই এই ধর্ম্মের বিশেষ প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হয়। ৺অক্ষয়কুমার দত্তের "ভারত-বর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" গ্রন্থের ১ম ভাগে এই ধর্ম্মের কথা উল্লে-খিত হইয়াছে।

সিলেটে মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তির সংখ্যা ১১৮০৩২৪ জন। ইহাদের মধ্যে প্রায় সমস্তই সুন্নি সম্প্রদায়ভুক্ত, সিয়াদের সংখ্যা অতি সামান্য।

ধর্ম্মোৎসব—হিন্দুদের মধ্যে দোল, দুর্গোৎসব, ঝুলনযাত্রা, রথযাত্রা প্রভৃতিই বিশেষ আড়ম্বরে সম্পন্ন হয়। মনসা পূজা ও মাঘী সংক্রান্তি প্রতিপালন ইতর ভদ্র সকলেই করে। নৌকা-পূজা ও গোবিন্দকীর্ত্তন সিলেটের দুইটি বিশেষ ধর্ম্মোৎসব। নৌকাকারে সুবৃহৎ কাঠামে মনসামূর্ত্তির সহিত গোবিন্দকীর্ত্তন সন্ধ্যা হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত জলসংবাদ, রূপদেব, দূতীসংবাদ, অভিসার ও মিলন এই পর্য্যায়ে অবিচ্ছেদে গাইতে হয়।

মণিপুরীদের মধ্যে রাসগান বিশেষ বিখ্যাত। সিলেটের মণিপুরীরাস দর্শনযোগ্য। মণিপুরী ১০।১৫টি কুমারী সুসজ্জিতা হইয়া বঙ্গভাষায় কৃষ্ণলীলা গান করিয়া থাকে, তাহাতে সভ্যতার আভরণমুক্ত অনাবৃত মাধুরী ফুটিয়া উঠে।

সিলেটে অনেক তীর্থকর স্থান আছে, তাহাতে সময়ে সময়ে স্থানীয় ও প্রতিবেশী জেলাসমূহের বহুলোকের সমাগম ঘটে।

বামজঙ্ঘা মহাপীঠ—ইহা ফালজোরের কালীবাড়ী নামেই খ্যাত। জয়ন্তীয়ার বাউরভাগ পরগণায় এই পীঠ অবস্থিত; এখানে সতীর বামজঙ্ঘা পতিত হইয়াছিল। এই স্থানের ভৈরবীর নাম জয়ন্তী এবং ভৈরব ক্রমদীশ্বর। জয়ন্তীর নামানুসারে উক্ত অঞ্চল জয়ন্তীয়া নামে কথিত হয় এবং তদুত্তরবর্ত্তী পর্ব্বতও জয়ন্তীয়া পর্ব্বত নামে খ্যাত।

গ্রীবাপীঠ—সিলেট সহর হইতে অদূর (প্রায় দেড় মাইল মাত্র) দক্ষিণে গোটাটিকরের জৈনপুর নামক স্থানে দেবীর গ্রীবা পতিত হওয়ায় ঐ স্থান মহাপীঠরূপে খ্যাত হয়।

তন্ত্রে আছে—"গ্রীবা পপাত শ্রীহট্টে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী।
দেবী তত্র মহালক্ষ্মীঃ সর্ব্বানন্দশ্চ ভৈরবঃ॥"
অন্নদামঙ্গলে ইহার অনুবাদ স্বরূপ লিখিত হইয়াছে যে :—
"শ্রীহট্টে পড়িল গ্রীবা মহালক্ষ্মী দেবী।
সর্ব্বানন্দ ভৈরব বৈভব যাহা সেবি।"

মুসলমান অত্যাচারে যখন বহু দেবদেবী নানা স্থানে লাঞ্ছিত হইতেছিলেন, যখন শ্রীহট্টের সন্নিকটবর্ত্তী ঊনকোটি প্রভৃতি স্থানে সেই অত্যাচারের বহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তখন বোধ হয় এই গ্রীবাপীঠ সেবক ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক লুক্কায়িত হইয়াছিল। এই পীঠের পরিচয় ক্রমে লোকের স্মৃতিপথ হইতে চলিয়া গিয়াছিল। প্রায় শতাধিকবর্ষ হইল, ঐ স্থানের অধিবাসী বৈদ্যবংশীয় দেবীপ্রসাদ দাস একটী পথনির্ম্মাণে অনেক লোককে নিযুক্ত করিলে, সে পীঠস্থানে পুনঃপুনঃ আঘাত করায় এক দেবীমূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়া তাহাকে নিবারণ করেন ও রাত্রে প্রসাদকে স্বপ্নে সমস্তই জ্ঞাত করেন। সেই সময়ই শ্রীপীঠ প্রকাশিত হয়। তাহার পর আরও অনেক আধ্যাত্মিক প্রমাণে উহা মহাপীঠরূপেই সর্ব্বসাধারণে প্রকাশিত হইয়াছে, এই মহাপীঠের অদূরে ঈশানকোণে সর্ব্বানন্দ ভৈরব বিরাজিত। ইনিও প্রায় ৩০ বৎসর হইল স্বপ্নযোগে আপনার প্রকাশপথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ঠাকুরবাড়ী—এই স্থান সিলেটেই অন্তর্গত ঢাকা-দক্ষিণ পরগণায় অবস্থিত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পিতামহ উপেন্দ্র মিশ্রের বাড়ী এই স্থানে ছিল, এই স্থানেই জগন্নাথ মিশ্র প্রভৃতি জন্ম গ্রহণ করেন। এই স্থানেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আগমন করিয়াছিলেন।

পণাতীর্থ—এই স্থান সুনামগঞ্জের অন্তর্গত। অদ্বৈতপ্রকাশ গ্রন্থমতে শ্রীমৎ অদ্বৈত বাল্যকালে স্বীয় জননীর অভিপ্রায় মতে যোগবলে তীর্থসমূহকে এস্থানে আনয়ন করিয়াছিলেন। এই তীর্থে স্নান করিলে সর্ব্বতীর্থ স্নানের পূর্ণ ফল পাওয়া যায় বলিয়া ইহার নাম পণাতীর্থ বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করে। অদ্বৈতপ্রকাশে লিখিত আছে যে অদ্বৈত পণ করিয়া তীর্থসমূহকে আনয়ন করায় ইহা পণা নামে খ্যাত হয়।

নির্ম্মাই শিব—এই শিব ১৪৪৪ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মাই নাম্নী জনৈক ত্রিপুররাজকুমারী কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিলেন। ইহার নামে অনেক লোক মানসিক রক্ষা করিয়াও আশ্চর্য্য ফল প্রাপ্ত হয়। শিবরাত্রি-যোগে এখানে বৃহৎ মেলা হয়।

ঊনকোটী তীর্থ—ইহা ত্রিপুররাজ্যের অন্তর্গত। এখানে অনেক দেববিগ্রহ ছিল, কালাপাহাড়ের অত্যাচারে অনেক মূর্ত্তি বিকলাঙ্গ হইয়াছে।

সিদ্ধেশ্বর শিব—এ শিব সিদ্ধেশ্বর নামে খ্যাত ও শ্রীহট্ট-কাছাড় সীমায় বদরপুর নামক স্থানে কপিলমুনি কর্ত্তৃক স্থাপিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই স্থানেই কপিলের আশ্রম ছিল। যথা বায়ুপুরাণে
"যত্র তেপে তপঃ পূর্ব্বং সুমহৎ কপিলো মুনিঃ।
যত্র বৈ কপিলকতীর্থং তত্র সিদ্ধেশ্বরো হরঃ॥"

হাটকেশ্বর শিব—এই শিব শ্রীহট্টের শেষ হিন্দুনৃপতি গৌড়গোবিন্দ কর্ত্তৃক পরিপূজিত হইতেন।
"নকুলেশঃ কালীপীঠে শ্রীহট্টে হাটকেশ্বরঃ।"

মহালিঙ্গার্চ্চনতন্ত্রে শিবের অষ্টোত্তর শত নাম মধ্যে ইহারই নাম আছে। সিলেট হইতে এই শিব বরবক্রের তীরে নীত হন ও পরে তথা হইতে চুড়খাই নামক স্থানে স্থাপিত হন; অদ্যাপি চুড়খাইতে ইনি আছেন। বারুণী উপলক্ষে এই স্থানে একটি মেলা বসে।

বরবক্রতীর্থ—ইহা সিলেটে একটি প্রধান নদের নাম। এই নদ পুণ্যসলিল বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে সাম্প্রদায়িক বিপ্রবর্গ বরবক্রতীর্থযাত্রাপূর্ব্বক এখানে আগমন করিয়াছিলেন। বরবক্রমাহাত্ম্য নামে বায়ুপুরাণে একটি আধুনিক অধ্যায়ই আছে। ইহার বরবক্র নাম সম্বন্ধে উক্ত পুরাণে লিখিত আছে :—
"ধৃতৈবং নদরাজস্তু বক্রে বক্রে॥ পুণ্যদঃ।
তীর্থঃ প্রশস্তো বিখ্যাতো বরবক্রস্ততঃ স্মৃতঃ॥"

এ সকল ব্যতীত ভুবনেশ্বর মহাদেব, পঞ্চখণ্ডের ও জগন্নাথপুরের বাসুদেব, পাথারিয়ার মাধবতীর্থ, জয়ন্তীয়ার গুপ্তকুণ্ড প্রভৃতি তীর্থস্থানীয় বটে।

সিলেটে বহুতর আখড়া বা দেবস্থান আছে। বিথঙ্গলের আখড়া তন্মধ্যে প্রধান। তদ্ব্যতীত মুগলটিলার আখড়া, পানিশালির আখড়া প্রভৃতি খ্যাতনামা।

মুসলমান তীর্থের মধ্যে সহরস্থিত শাহজলালের দরগাই বিখ্যাত; ইহা ভারতবর্ষীয় মুসলমানতীর্থের মধ্যে একটি প্রধান স্থান। দূরদূরান্তর হইতেও যাত্রিগণ এ দরগা দর্শনে আগমন করেন। দিল্লীর শেষ সম্রাট্ মহম্মদ শাহের পুত্র ফিরোজ শাহ ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে এই মুসলমানতীর্থদর্শনে আগমন করিয়াছিলেন। সুদূর হায়দরাবাদ হইতে নিজামবাহাদুরের মন্ত্রী এই দরগা দর্শনার্থী হইয়া আসিয়াছিলেন। ইহা এত প্রসিদ্ধ!

ঐতিহাসিক কথা।

সিলেট অতি প্রাচীন দেশ। মহাপীঠপ্রতিষ্ঠা কত প্রাচীন কালে ঘটিয়াছিল, কে জানে? বায়ুপুরাণ, তীর্থচিন্তামণি, মহালিঙ্গার্চ্চনতন্ত্র, যোগিনীতন্ত্র প্রভৃতিতে শ্রীহট্টের নদনদী ও তীর্থাদির উল্লেখ আছে।

কামরূপ অতি প্রাচীন দেশ. কামরূপে জম্মাচল বলিয়া যে

স্থান আছে, কথিত হয় যে ধ্যাননিরত হরের কোপে তথায় কামদেব ভস্ম হইয়াছিলেন, পরে তিনি দেবকৃপায় রূপ ধারণ করায় ঐ দেশ কামরূপ নামে খ্যাত হয়। কামরূপের প্রাচীন নাম প্রাগ্জ্যোতিষপুর। এখানে নরকের পুত্র ভগদত্ত রাজত্ব করিতেন। পুরাকালে সিলেট প্রভৃতি পূর্ববঙ্গের অনেক স্থান এই কামরূপের অধীন ছিল। এখানকার লাউড় পর্ব্বতে ভগদত্তের এক বাড়ী ছিল, তিনি যোজনগামী গজারোহণে এখানে আসিয়া এদেশ শাসন করিতেন। অদ্যাপি লোকে লাউড় পর্ব্বতে এক উচ্চস্থান দেখাইয়া ভগদত্ত রাজার বাড়ীর পরিচয় দিয়া থাকে। ভগদত্ত রাজা মহাভারতের যুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ময়মনসিংহের মধুপুর জঙ্গলেও ভগদত্ত রাজার একটা বাসবাটীর পরিচয় পাওয়া যায়।

পূর্ব্ববঙ্গ পাণ্ডববর্জ্জিত বলিয়া খ্যাত। পূর্ব্ববঙ্গে পাণ্ডবগণ আগমন করেন নাই, কেন না তাঁহাদের সময়ে বঙ্গদেশের অনেক স্থল সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত হয় নাই, তাই তাঁহারা ঐ সকল দেশে যাইতে পারেন নাই। শ্রীহট্টের পশ্চিমাংশ, ময়মনসিংহ ও ত্রিপুরার কতকাংশ লইয়া তৎকালে একটা সাগরের অংশ বা হ্রদ ছিল, সুতরাং শ্রীহট্টেও পাণ্ডবাগমন ঘটে নাই। তবে শ্রীহট্টের পর্ব্বতসঙ্কুল উচ্চ ভূভাগে ভ্রমণের ঐ রূপ কোন বাধা ছিল না। জয়ন্তীয়ার পূর্ব্বনাম নারীদেশ বলিয়া কথিত। মহাভারতের সময়ে ঐ দেশের অধীশ্বরী প্রমীলা ছিলেন। জৈমিনিভারতে লিখিত আছে যে অর্জ্জুন এই নারীদেশ জয় করিয়া প্রমীলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তথা হইতে তৎসন্নিকটবর্ত্তী মণিপুর ও নাগরাজ্যে গমন করিয়াছিলেন। নাগরাজ্যই বর্ত্তমান নাগাপাহাড়, তথায় তিনি উলুপীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মণিপুরও সমুদ্রতীরে অবস্থিত বলিয়া উল্লিখিত আছে। এই সমুদ্রতীরবর্ত্তী মণিপুর কিন্তু মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সীর মধ্যে ছিল। [মণিপুর দেখ।]

ভাটেরার তাম্রশাসন—শ্রীহট্টের ভাটেরা নামক স্থানে এক তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়, উহাতে পাঁচ জন রাজার নাম ও গুণের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহাদের নাম—নবগীর্ব্বাণ, তৎপুত্র গোকুল দেব, তৎপুত্র নারায়ণ দেব, তৎপুত্র কেশব দেব, তাঁহার তৃতীয় পুত্র ঈশান দেব।

কেশব দেব বটেশ্বর নামক শিবের উদ্দেশে ৩৭৫ হাল ভূমি ও ২১৬ বাড়ী দান করিয়াছিলেন। এই ভূমিদান ২৩২৮ যুধিষ্ঠিরাব্দে হইয়াছিল। ঈশান দেবও মধুকৈটভারির জন্য এক প্রস্তরময় মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার ১৭শ রাজ্য-সংবতে ২ হাল ভূমি দান করেন। তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে এই নৃপতিগণ বিশেষ ক্ষমতাশালী ছিলেন; তাঁহাদের ভয়ে পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষুদ্র নরপতিবর্গ বিনিদ্র থাকিত। ইঁহাদের গজপতি, রণমাতঙ্গ, যুদ্ধরথ ও অগণ্য পদাতিসৈন্য যখন শত্রুবিমর্দ্দনে ধাবিত হইত, তখন বিপক্ষগণ ভয়ে আপনিই বশ্যতা স্বীকার করিত। এই নৃপতিবর্গ যে শ্রীহট্টের অংশবিশেষে বিশেষ ক্ষমতাপন্ন ছিলেন, তার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু ঈশানদেবের পরে আর কে কে তদ্বংশে আবির্ভূত হইয়া রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন, তাহা জ্ঞাত হওয়া যায় না। ইঁহারা অতি প্রাচীন কালেই শ্রীহট্ট শাসন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের নির্ম্মিত প্রস্তরমন্দির ইত্যাদির চিহ্নও এখন নাই, তাহা সুদূর কালগর্ভে লুক্কায়িত হইয়া গিয়াছে। প্রশস্তিতে যে সকল গ্রামের নাম পাওয়া যায়, তাহাও এক্ষণে বিলুপ্ত। একস্থলে সীমানির্দ্দেশে সাগরের উল্লেখ থাকায় শ্রীহট্টের একাংশ যে সাগর জলের তলে ছিল, তাহা বোধ হইয়া থাকে।

হিউএন্সাঙ্গের সিলেটদর্শন—খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীন-পরিব্রাজক হিউএন্সাঙ্গ ভারতবর্ষে আগমন করেন, তিনি কামরূপ গমনকালে সিলেট দিয়া গিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে, পূর্ব্বদিকে সাগরপার্শ্বে 'শিলিচটল' বা শ্রীচট্টল দেশে পঁহুছিয়াছিলেন। শিলহাট ও শ্রীচট্টলকে কেহ কেহ অভিন্ন মনে করেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, শ্রীচট্টলই বর্ত্তমান চট্টগ্রাম। পূর্ব্বে সিলেট হ্রদতীরে অবস্থিত ছিল। সেই সাগরের শেষ নিদর্শনই এক্ষণে হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জস্থ হাওরে পরিণত হইয়াছে। বরাক, সুরমা, প্রভৃতি নদীর পলিদ্বারা উহা ক্রমশঃ জমাট হইয়া এইরূপে রূপান্তরিত হইয়াছে। সাগর শব্দ হইতে সায়র ও তাহা হইতে হাওর ও ইহাই অবশেষে হাওর শব্দে পরিণত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। পরিব্রাজক হিউএন্সাঙ্গের সময় পর্য্যন্ত শ্রীহট্ট যে কামরূপের অধীন ছিল, তাহা তদীয় ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়।

ত্রৈপুর-রাজগণ—ত্রিপুরবংশীয় রাজগণের রাজধানী প্রাচীন কালে কপিলা নদীতীরে ছিল এবং উহা ত্রিবেগ নামে খ্যাত ছিল। বর্ত্তমান ত্রিপুরা জেলায় তৎকালে 'কামলঙ্কা' নামে এক রাজ্য ছিল, কাহারও বিশ্বাস, কামলঙ্কাই বর্ত্তমান কুমিল্লা সহররূপে খ্যাত হইয়াছে।

ত্রৈপুররাজগণ একস্থানে বহুদিন থাকেন নাই, ত্রিবেগ হইতে ক্রমশঃ দক্ষিণদিকে তাঁহাদের রাজধানী অগ্রসর হইয়াছিল; ত্রিবেগ হইতে ঐ রাজধানী বরবক্রতীরে খলংমা নামক স্থানে প্রথমে স্থানান্তরিত হয়। তৎপর কাছাড় জেলায় এবং তাহার পর সিলেটের নানাস্থানে ঐ রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল। মহারাজ প্রতীতের সময় বরবক্র নদ কাছাড় ও

ত্রৈপুররাজগণের রাজ্যের মধ্যসীমা ছিল, সুতরাং এই সময় হইতেই এই রাজবংশীয়দের বিবরণ শ্রীহট্ট ইতিহাসের অন্তর্গত।

প্রতীতের পঞ্চম পুরুষে দৃঢ়াফণা রাজা হইয়া রাঙ্গামাটী জয় করেন, এই বিজয়ের স্মৃতিরক্ষার্থ তিনি আদিপুরুষ ত্রিপুরের নামে ত্রিপুরাব্দের প্রচলন ও নবজিত রাজ্যের নাম ত্রিপুরা রাখেন। ইঁহার পুত্রের সময়ে রাজধানী কৈলাসহরে নীত হয়। কৈলাসহর পূর্ব্বে কৈলারগড় নামে খ্যাত ছিল, মুসলমানগণ ইহাকে আমি-নগর বলিতেন। কৈলারগড় রাজধানী স্থাপনের পূর্ব্বে শ্রীহট্টের পূর্ব্ব প্রান্তে নানা সময়ে ঐ রাজধানী নানা স্থানে ছিল বলিয়া জানা যায়, এখনও অনেক স্থলে তাহার নিদর্শন আছে।

শ্রীহট্টে সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণানয়নই ত্রৈপুর রাজবংশীয়ের এক প্রধান কীর্ত্তি। রাঙ্গামাটী বিজেতার পৌত্রের নাম ছুংফা (প্রথম) আর্য্য ভাষায় তিনিই আদি ধর্ম্মপা নামে কথিত হইয়াছেন। আদি ধর্ম্মপা একটি যজ্ঞ করিতে কৃত সঙ্কল্প হইয়া মিথিলা হইতে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আনয়নপূর্ব্বক সযত্নে যজ্ঞ সম্পাদন করেন * ও পরে উক্ত পাঁচজন ব্রাহ্মণকে কতক ভূমি দান করেন। উক্ত ভূখণ্ড পাঁচজন ব্রাহ্মণমধ্যে বিভক্ত হওয়ায় পঞ্চখণ্ড নামে খ্যাত হয়। যে পাঁচজন বিপ্র আগমন করেন তাহাদের নাম শ্রীনন্দ, আনন্দ, গোবিন্দ, শ্রীপতি ও পুরুষোত্তম। ইঁহাদের গোত্র যথাক্রমে বৎস, বাৎস্য, ভরদ্বাজ, কৃষ্ণাত্রেয় ও পরাশর। ইঁহারা এতদ্দেশে এক বৎসর বাসের পর, স্ব স্ব স্ত্রীপুত্রাদি আনয়নের জন্য দেশে গমন করেন। তাহারা প্রত্যাগমন কালে, বিশেষ অনুরোধ ক্রমে কাত্যায়ন, কাশ্যপ, মৌদ্গল্য, ঘৃতকৌশিক ও গৌতম গোত্রীয় আরও পাঁচজন বিপ্রকে আনয়ন করেন। এই দশ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ হইতেই শ্রীহট্টের সাম্প্রদায়িক বিপ্রবর্গের উদ্ভব ও বিস্তৃতি। আদি ধর্ম্মপার পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞ ৫১ ত্রিপুরাব্দে সম্পাদিত হইয়াছিল।

প্রথম ছুংফার ১৭শ পুরুষ পরে ঐ বংশে ধর্ম্মধর নামে এক রাজা হন, ইঁহার সময়ে পূর্ব্বোক্ত মিথিলাগত বাৎস্য গোত্রে নিধি-পতি নামে এক বিপ্র বিশেষ তপঃশক্তিসম্পন্ন ও সিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। ধর্ম্মধর তাঁহার গুণে বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে একখানি পত্রে 'সনকুল প্রদেশ' নামে শ্রীহট্টের এক সুবিস্তৃত ভূভাগ দান করেন (১১২০ খৃঃ)। এই দান প্রাপ্ত ভূমির বলে নিধিপতিবংশীয়-গণ বিশেষ শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠেন। ইঁহার পুত্র-পৌত্রাদি বিশেষ ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া অবশেষে তৎপ্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই সময়ের কিছু পরে ধর্ম্মধরের পুত্র কীর্ত্তিধরের সময়ে গিয়াসউদ্দীন্ কর্ত্তৃক সর্ব্ব প্রথম এদেশ আক্রান্ত হয়, কীর্ত্তিধর পরাজিত হইয়া এই প্রাচীন রাজধানী (কৈলারগড়) ত্যাগ করেন ও কসবাতে নূতন রাজপাট প্রতিষ্ঠা করেন। ইঁহার সময় পর্য্যন্তই ত্রৈপুর বংশীয় রাজগণের কথা শ্রীহট্ট ইতিহাসের অংশ-রূপে গণ্য করা কর্ত্তব্য।

খণ্ডরাজ্য—এই সময় শ্রীহট্ট অনেক খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল, তন্মধ্যে একটির নাম "হরষ," ইহা অধুনা বিলুপ্ত; কামাখ্যাতন্ত্রে ও বারাহর নামক প্রাচীন পাঁচালীগ্রন্থে ইহার নাম পাওয়া যায়। ২—'অসুই', ৩—'উর্দিস'; ওলন্দাজ গবর্ণর কৃত প্রাচীন মান-চিত্রে এই দুইটী দেশের নাম পাওয়া যায়। ৪—মুয়াজ্জমাবাদ (অর্থাৎ পুণ্য স্থান), একটি মসজিদের প্রস্তর লিপি হইতে এই নাম পাওয়া যায়। ৫—ভাটী, আইন-ই-আকবরিতে এই নাম আছে। কিন্তু এ সকল বিলুপ্ত খণ্ডরাজ্যের কোন বিবরণ জ্ঞাত হওয়া যায় না। তবে এ পর্য্যন্ত শ্রীহট্টে হবিগঞ্জ প্রভৃতি নিম্ন অঞ্চল ভাটি নামে কথিত হয়।

এতদ্ব্যতীত আজমর্দ্দন নামে আর একটি খণ্ড রাজ্য ছিল, আজমর্দ্দন বর্ত্তমান আজমীরগঞ্জ বলিয়া অনুমিত। ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে মালিক ইয়াজবেগ এই রাজ্য আক্রমণ করিয়া বহুধন লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

পরবর্ত্তী কালে সিলেটে তিনটি খণ্ডরাজ্য বিশেষ বিখ্যাত হইয়া উঠে;—১ গৌড়, ইহা উত্তর সিলেট সবডিভিশন লইয়া ছিল; ২ লাউড় বা বানিয়াচঙ্গ ইহা সুনামগঞ্জ হবিগঞ্জ সবডিভিশনে, এবং ৩ জয়ন্তীয়া, গৌড় রাজ্যের উত্তরপূর্ব্বাংশে বিস্তৃত ছিল। তদ্ব্যতীত তরফ ইটা, ও প্রতাপগড় প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য গৌড়ের অধীনে ছিল।

গৌড়রাজ্য—রাজা গোবিন্দ গৌড়রাজ্যের শেষ হিন্দু নরপতি। তিনি সাধারণতঃ গৌড় গোবিন্দ নামে কথিত হইয়া থাকেন। শ্রীহট্ট সহরের উত্তরের মজুমদারি নামক স্থানের সন্নিকটে গড়দুয়ার বলিয়া একটি স্থান আছে, এই স্থানে গৌড় গোবিন্দের গড় বা দুর্গ ছিল। ইহার আর একটি দুর্গ টীলার উপরে ছিল বলিয়া ঐ স্থান টিলাগড় নামে খ্যাত হইয়াছে।

সহরের উত্তরাংশে একটী উচ্চ টিলায় ইঁহার এক বাড়ী ছিল, সময় সময় তিনি এস্থানে অবস্থিতি করিতেন; ঐ টিলার নাম মিনারের (মনারায়ের) টিলা। এই গৌড়গোবিন্দের রাজ্য মধ্যে বুরহান্ উদ্দীন্ নামক একজন মুসলমান বাস করিত, একদা সে নিজ পুত্রের জন্মোপলক্ষে একটি গোহত্যা করে, দৈব বশতঃ একটা চিল একখণ্ড মাংস রাজপ্রাসাদে (মতান্তরে ব্রাহ্মণ গৃহে) নিক্ষেপ করে, তাহা পরে রাজার গোচর হইলে রাজাদেশে বুরহানউদ্দীনের হস্তচ্ছেদ করা হয়। বুরহানউদ্দীন্ এই

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের ২য় ভাঃ ৩য় অংশে ১৮০ পৃষ্ঠায় এই যজ্ঞবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে।

ঘটনায় প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া স্বর্ণগ্রামে (১ম) সমসে উপস্থিত হইয়া সামস্ উদ্দীনের নিকট ইহার সুবিচার চাহে; তখন গৌড় গোবিন্দের বিরুদ্ধে সিকন্দর শাহা প্রেরিত হন, কিন্তু তিনি সত্বরেই প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। বুরহান্ উদ্দীন্ তখন নিরুপায় হইয়া দিল্লীগমনপূর্ব্বক সম্রাট্ আলাউদ্দীন্ খিলজী শাহকে এই বিবরণ জানাইয়া বিচারপ্রার্থী হইলে, সম্রাট্ নিজ ভাগিনেয় সেকন্দর গাজীকে সিলেট জয়ার্থ প্রেরণ করেন। সিকন্দর সসৈন্যে সিলেটে আসিয়া কিছুই করিতে সমর্থ হন নাই, তাঁহার সকল সৈন্য গৌড়গোবিন্দের যাদুবিদ্যার বলে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল। এই সংবাদ সম্রাট্ অবগত হইয়া সৈন্যদের ভয়-নিবারণার্থে নাসিরুদ্দীন্ নামক জনৈক পীরকে সিলেটে পাঠাইলেন। এদিকে সিকন্দরের পরাজয়ে বুরহান্ উদ্দীন্ নিরাশ হইয়া দেশ ছাড়িয়া মদিনাতীর্থে গমন করিতে মনস্থ করিয়া দিল্লী উপস্থিত হয়, সেই সময় আরব হইতে শাহ জলাল নামক জনৈক সাধু বহুতর অনুগামী সহ ধর্ম্মপ্রচার জন্য এদেশে আগমন করেন। বুরহান্ উদ্দীন্ তাঁহাকে এ সকল ঘটনা বলিলে তিনি সিলেটে গিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিবেন ও গোবিন্দকে দমন করিবেন বলেন। বুরহান্ উদ্দীন্ তখন শাহ জলালের কথায় পথ-প্রদর্শক স্বরূপ সঙ্গে চলিল।

মুসলমানদের ইতিহাসে চারিজন শাহ জলালের কথা পাওয়া যায়; প্রথমের নিবাস বোখারা দেশে ছিল, ২য় শাহ জলাল তাব্রিজদেশবাসী, ৩য় শাহ জলাল য়েমেন দেশী এবং ৪র্থ গজেয়া দেশের লোক ছিলেন।

সিলেটে ৩য় শাহ জলালই আগমন করেন, আরবের য়েমেন দেশে তাঁহার জন্ম [illegible] এবং শৈশবেই তিনি পিতৃমাতৃহীন হইয়া পড়িলে তদীয় মাতুল সৈয়দ আহমদ কবীর তাঁহাকে পালন করেন। আহম্মদ কবীর একজন প্রসিদ্ধ সাধু পুরুষ ছিলেন, প্রথম শাহ জলাল পীর, বোখারা দেশে যাঁহার জন্ম, তিনিই ইঁহার গুরু। কবীর কালে নিজ ভাগিনের (৩য়) শাহ জলালকে নিজ শিষ্যরূপে সাধন ভজন শিক্ষা দিয়াছিলেন; একদা তাঁহার আশ্রমে একটা ব্যাঘ্র একটি হরিণকে তাড়াইয়া আনিলে গুরুর অভিপ্রায়ে শাহ জলাল বাঘটাকে চপেটাঘাত করিয়া তাড়াইয়া দেন। কবীর এই ঘটনায় নিজ শিষ্যের ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাকে স্বাধীনভাবে হিন্দুস্থানে গিয়া ধর্ম্মপ্রচারের আদেশ দিয়াছিলেন।

সেই আদেশ মত শাহ জলাল য়েমেনি ভারতবর্ষে আগমন করেন। সিলেট পর্য্যন্ত আসিতে তাঁহার অনুষঙ্গিবর্গের সংখ্যা ৩৬০জন হইয়াছিল। পথে প্রয়াগে তিনি যখন উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন সৈন্য সহ সিকন্দর শাহাও তথায় আসিয়াছিলেন, উভয়েই এক উদ্দেশ্যে একস্থানে যাইতেছেন, উভয়ের অকস্মাৎ সম্মিলন হইল, সিকন্দরও শাহ জলালের এক শিষ্যরূপে গণ্য হইলেন।

এইরূপে তাঁহারা সিলেটে পৌঁছিলে, গৌড়গোবিন্দ শাহ জলালের নিকট এক প্রকাণ্ড ধনু পাঠাইয়া বলিয়া দেন যে যদি তিনি বা তাঁহার সঙ্গী কেহ এই লৌহধনুতে গুণ যোজনা করিতে পারেন তবে তিনি বিনা যুদ্ধে দেশ ছাড়িয়া যাইবেন। শাহ জলাল স্বয়ং এই বলপ্রত্যাশী হইলেন না, তাঁহার আদেশে নসিরউদ্দীন্ শাহ অনায়াসে সেই প্রকাণ্ড লৌহধনুতে গুণ দিয়া ফিরাইয়া দিলেন।

গৌড়গোবিন্দ প্রকৃতই ভীত হইয়া পলায়নের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন ও নদীপারের উপায়-স্বরূপ নৌকায় চলাচল বন্ধ করিয়া দিলেন। কিন্তু উদ্যোগী সাধু পুরুষকে বাধা দিতে পারিলেন না, তাঁহারা স্ব স্ব উপাসনার জন্য আনীত চর্ম্মাসনসমূহ জলে ভাসাইয়া তদাশ্রয়ে একে একে পার হইয়া গেলেন।

গৌড় গোবিন্দ এ সংবাদে রাজবাটী ছাড়িয়া পেচাগড় নামক এক লুক্কায়িত আরণ্য দুর্গে পলায়ন করিলেন। শাহ জলাল সাহুচর সহরে উপস্থিত হইয়া তিনদিন ঈশ্বরারাধনা করিলেন, তৎপর মিনারের উচ্চস্থিত বাড়ী আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত করা হয়। তদবধি এইরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত হইয়াছে যে শাহ জলালের আজানের প্রতিধ্বনিতে সপ্ততল উচ্চবাড়ী ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল।

শাহ জলাল সম্রাট্ ভাগিনেয় সিকন্দরকে সিলেটের শাসনভার সমর্পণ করেন, সিকন্দরের মৃত্যুর পর তাঁহার আর এক অনুচর নাম হায়দরগাজী সিলেটের শাসনভার পাইয়াছিলেন; হায়দরগাজীর পরেও কয়েক বৎসর শাহ জলালের দরগার প্রধান খাদিমের উপরই এ দেশশাসনের ভার থাকিত; ইঁহাদের শাসন ক্ষমতা কিন্তু অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ নাই।

ইংরাজ ঐতিহাসিকদের মতে শাহ জলালের সিলেট আক্রমণ ১৩৮০ খৃষ্টাব্দে ঘটে। এই সময় ২য় সামস্উদ্দীন্ বঙ্গদেশের নবাব। কিন্তু বিশেষ প্রমাণ সহ কেহ আমাদিগকে লিখিয়াছেন যে ঘটনাটি ১ম সামস্ উদ্দীনের মৃত্যুর বৎসর অর্থাৎ ১৩৫৮ খৃষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল; কেহ বা তাহারও কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী বলেন; শাহ জলালের অনুষঙ্গিবর্গের বংশাবলীর পুরুষগণনায় এই বিজয় ব্যাপার ১ম সামসউদ্দীনের মৃত্যুর পরেই সংঘটিত হয় বলিয়া অনুমান করা যায়।

শাহ জলালের পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তৃগণ।—শাহ জলালের মৃত্যুর পর কে কে সিলেট শাসন করেন ঠিক জানা যায় না, সিকন্দর ও হায়দরগাজীর পরেই ইস্পেন্দিয়ার নামক একব্যক্তি শ্রীহট্টের

শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইনি শাহ জলালের দরগার সম্মুখস্থ অপূর্ব মসজিদটী নির্ম্মাণ করাইতেছিলেন, দৈব দুর্ঘটনায় উহা আর পূর্ণ হয় নাই।

যখন সৈয়দ হুসেন শাহ বাঙ্গালার অধীশ্বর, সেই সময়ে তাঁহার মন্ত্রী রুকন্ খাঁ নামক একব্যক্তি সিলেট শাসন জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন, তৎপর গহর খাঁ শ্রীহট্ট শাসন করেন, গহরপুর পরগণা ইহাঁর নামে স্থাপিত হয়। গহর খাঁর পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তা মহম্মদ খাঁ পরগণার মহম্মদাবাদ নাম করিয়াছেন। মহম্মদ খাঁর পরে খোজা ওসমান, বিয়াসত আলী, কেদার রায় প্রভৃতি শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানের অনেক জমিদার বিদ্রোহাবলম্বন করিলে, তৎপরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তা লোদী খাঁ এই বিদ্রোহ দমন করায় সম্রাট্ শের শাহ কর্তৃক বিশেষরূপে পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। শ্রীহট্টের প্রসিদ্ধ মজুমদার পরিবার ইহাঁরই বংশ সম্ভূত। লোদী খাঁর পরে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র জাহান খাঁ শ্রীহট্টের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন, জাহানপুর গ্রাম তাঁহার নামেই স্থাপিত হয়। এককাল পর্য্যন্ত শ্রীহট্টের শাসনকর্ত্তার পদের নাম কাহুনগো ছিল, সম্রাট্ আকবরের সময় হইতে কাহুনগো পদের ক্ষমতা অত্যন্ত হ্রাস প্রাপ্ত হয় ও কাহুনগোদের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব আদায়ের প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। সম্রাট্ আকবরের সময় হইতে শ্রীহট্টের শাসনকর্ত্তাগণ আমিন নামে খ্যাত হন। শ্রীহট্ট সহরে একজন প্রধান আমিন থাকিতেন, অবস্থাভেদে তাঁহার একাধিক সহকারী থাকিতেন, ইহারাও আমিন নামে খ্যাত ছিলেন।

আকবরের সময়ে শ্রীহট্ট—সম্রাট্ আকবরের সময়ে শ্রীহট্ট জেলা আট ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল, এক এক ভাগ এক একটি মহল নামে কথিত হইত, এই আটটি মহলের নাম যথা,—প্রতাপগড় (পঞ্চখণ্ড), লাউড়, হাবিলি সিলেট, জয়ন্তীয়া, সতর খণ্ডল (সরাইল), বাজুহা বা বাজুয়া সহর, বাণিয়াচঙ্গ, হরিনগর। এই আট মহলের রাজস্ব ১৬৭০৪০৲ টাকা নিরূপিত ছিল, দাম নামে একরূপ তাম্র মুদ্রার কর আদায় হইত। এই নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব ব্যতীত শ্রীহট্ট হইতে প্রতিবর্ষে ১১০০ অশ্বারোহী, ১৯০ হস্তী ও ৪২৯২০ পদাতি দিল্লীতে প্রেরিত হইত। ঐ সময় শ্রীহট্টে খোজা, ক্রীত দাসদাসী পাওয়া যাইত। কাষ্ঠ, কমলা, শেরগজ ও বিহঙ্গরাজ পক্ষী মিলিত।

আকবরের সময়ে যিনি আমিন পদে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহাকে কামরূপের রাজা নরনারায়ণের সেনাপতি বিলারায়ের সহিত ভীষণ যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল; পরে তাঁহাকে পরাজয় স্বীকার করিয়া কর দিতে হইয়াছিল। তাহার পর ১৫৯১ খৃঃ তাঁহাকে ত্রিপুরেরাজ অমর মাণিক্যের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হয়।

জাহাঙ্গীরের সময়ে মহম্মদ জমন শ্রীহট্টের আমিন ছিলেন, ইনি ইসলাম খাঁ সহ আসামবিজয়ে গমন করিয়া হাজো অধিকার করিয়াছিলেন। শাহজাহানের সমকালবর্ত্তী আমিনের নাম ইব্রাহিম খাঁ। সম্রাট্ আরঙ্গজেবের সময় লুৎফউল্লা খাঁ, জান মহম্মদ খাঁ, ফরহাদ খাঁ, মহাফেজ খাঁ, নুরউল্লা খাঁ, ও সৈয়দ মহম্মদ আলী খাঁ, আক্ মহেম খাঁ, দলাবর খাঁ, করতলব খাঁ, এবং কার গুজার খাঁ এই কয়েক আমিনের নাম পাওয়া যায়; ইহাদের অনেকেই নায়েব ফৌজদার ছিলেন। ফরহাদ খাঁ শ্রীহট্টের শাহ জলালের দরগার বড় মস্‌জিদটি প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন, এবং কয়েকটী সেতুও তিনি নির্ম্মাণ করেন।

সম্রাট্ বাহাদুর শাহের সময়ে মতিউল্লা খাঁ শ্রীহট্টের আমিন ছিলেন, তৎপরবর্ত্তী আমিনগণের নাম গফুরউল্লা খাঁ, হরেকৃষ্ণ দাস, সমসের খাঁ, সুজাউদ্দীন্ খাঁ, সৈয়দ মতিউল্লা খাঁ প্রভৃতি। নবাব হরেকৃষ্ণ দাস শ্রীহট্টের নন্দিনাক বংশীয় ছিলেন, গফুরউল্লাকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহাকে এই পদে নিয়োজিত করা হইয়াছিল। মাত্র তিন বৎসর শাসনের পর গফুরউল্লা কর্তৃক তিনি নিহত হন। তখন শ্রীহট্ট শাসনের ভার তিন ব্যক্তির উপর অর্পিত হয়, ইহাদেরই মুক্ত নাম শাসেকুলের মালিক, নায়েব উজা. হরদয়াল, ও মাণিকচন্দ দেওয়ান এই তিন জনে সমবেত ভাবে কার্য্য করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। মাণিকচন্দ্র দেওয়ান, শ্রীহট্টের স্বর্গীয় স্বনামখ্যাত জনহিতৈষী রাজা গিরিশচন্দ্রের পূর্ব্ব পুরুষ ছিলেন। ইহাদের পর আরও কয়েকজন আমিনের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহাদের বিষয়ে কোন ঘটনাই জানা যায় না। আমিনদের হস্ত হইতেই ■ ইণ্ডিয়া কোম্পানী শাসনভার গ্রহণ করেন।

তরফ—তরফ গৌড়ের অংশরূপে বিবেচিত হয়, কিন্তু পূর্ব্বে তরফ স্বাধীন ছিল, যে সময় এদেশ শাহজলাল কর্তৃক বিজিত হয়, তখন তরফে আচাক নারায়ণ নামে এক হিন্দু নরপতি ছিলেন। তিনি ত্রিপুররাজের অধীন রাজা ছিলেন বলিয়া জানা যায়। শাহজলাল কর্তৃক গৌড় (শ্রীহট্ট) বিজিত হইলে, তাঁহার অনুচর সৈয়দ নসিরুদ্দীন্ ঐ দেশ জয় করিতে ধাবিত হন। তাঁহাদের আগমনসংবাদ প্রাপ্তে আচাক নারায়ণ পলায়নপূর্ব্বক ত্রিপুরায় গমন করেন ও তথা হইতে মথুরাগমনপূর্ব্বক তথায় মৃত্যুমুখে পতিত হন।

এইরূপে তরফ বিজিত হইলে নসিরুদ্দীন্ ইহার রাজা হন। নসিরুদ্দীন বংশীয় সৈয়দগণ দীর্ঘকাল স্বাধীনভাবে তরফ শাসন করিয়াছিলেন, পরে তাঁহাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটায় তাঁহারা জমিদারের মত হইয়া পড়েন, কিন্তু অপরিমিত ব্যয় ও বৃথা আড়ম্বর প্রযুক্ত শীঘ্রই সমস্ত ভূসম্পত্তি চ্যুত হওয়ায়

নিতান্ত দীনদশা প্রাপ্ত হন। এই বংশীয় সৈয়দগণ এখনও তরফে আছেন, তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা হীন হইলেও তাঁহারা অতিশয় সম্মান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তরফে হিন্দুদের মধ্যে ভুবনেশ্বর, সুখড় ও কড়পুরের মজুমদারগণও বিশেষ সম্মানিত। পূর্ব্বে ইঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ উক্ত রাজকীয় পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ভুবনেশ্বরের হরিশরণ সেন এক জগদ্বন্দ্য মহাপুরুষ ছিলেন, তাঁহার বাক্য সিদ্ধ ছিল, এবং সাধনপ্রভাবে তিনি অপরের মনোগত কথা অবগত হইতে পারিতেন।

ইটা—তরফের ন্যায় ইটাও গৌড়রাজ্যের অংশবিশেষ ছিল। পূর্ব্বে সাম্প্রদায়িক বিপ্র নিধিপতির উল্লেখ করা হইয়াছে, এই নিধিপতির অষ্টম পুরুষে ভানুনারায়ণ জন্ম গ্রহণ করেন। চন্দ্র সিংহ নামে এক টিপরা জাতীয় সামন্তসর্দার বিদ্রোহী হইয়া ত্রিপুরাধিপতিকে উত্যক্ত করিতেছিল। ভানুনারায়ণ নিজ সৈন্য-সামন্ত সহ যুদ্ধে উহাকে পরাজিত করিয়া ত্রিপুরপতি হইতে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। ইঁহারই রাজ্যাংশ বর্ত্তমানে ভানুগাছ পর-গণায় পরিণত হইয়াছে, রাজা সুবিদনারায়ণ ইঁহারই জ্যেষ্ঠ পুত্র। সুবিদনারায়ণ বহলোল লোদীর সময়ে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার সময়ে সাম্প্রদায়িক সমাজে অনেকগুলি সামাজিক বিধি প্রবর্ত্তিত হয়। পাল্কী আরোহণে স্থানান্তরে গমনকালে শিবিকার থাকিয়া তাম্বূল ও তাম্রকূট সেবনের জন্য তিনি মাহিষ পরিবর্ত্তে যে জাতীয় পুরুষের দ্বারা শিবিকা বহাইতেন, এই শিবিকাবাহকগণ মাহারা জাতি নামে খ্যাত হয়।

একদা শাহজাতীয় কয়েক ব্যক্তিকে কোন ব্রাহ্মণ তর্পণ করাইতে ছিলেন, রাজমন্ত্রী উমানন্দ, ব্রহ্মানন্দ নামীয় পরাশর-গোত্রীয় অনেক ব্রাহ্মণ ও অপর কয়েক জন রাজকর্মচারী সহ ঐ স্থান দিয়া যাইতেছিলেন। তর্পণ যথাশাস্ত্র হইতেছে না দেখিয়া ব্রহ্মানন্দ মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুসারে সেই ব্রাহ্মণকে তর্পণের মন্ত্রাদি বলিয়া দেন। এই কথা শুচিব্রত রাজার কর্ণগোচর হইলে তিনি সামাজিক বিচারে মন্ত্রী প্রভৃতিকে দণ্ডিত করেন। এই সূত্রে মন্ত্রী সহ তাঁহার বিবাদ হয় এবং তিনি মন্ত্রী প্রভৃতিকে সমাজচ্যুত করেন। মন্ত্রী সদলে বহুদিন পৃথক্ থাকেন, পরে শ্রীহট্টের দেওয়ান সহ তিনি সম্মিলিত হন। দেওয়ানের উদ্যোগে রাজার বিরুদ্ধে খোজা ওসমান যুদ্ধার্থে প্রেরিত হন, ও ঘোরতর যুদ্ধের পর রাজাকে পরাভূত করেন। মন্ত্রী প্রভৃতি সেই হইতে সমাজে আর গৃহীত হইতে পারেন নাই এবং সাহু রূপেই গণ্য হইয়া থাকেন, উত্তর শ্রীহট্ট, করিমগঞ্জ ও দক্ষিণ শ্রীহট্টেই বর্ত্তমানে সেই সমাজচ্যুত মন্ত্রিদলস্থ ব্যক্তিবর্গের বংশীয়গণ বাস করিতেছে; মৌলিক সাহাদের সহ ইঁহাদের সম্বন্ধ নাই; বলিতে গেলে কায়স্থ ও মৌলিক সাহাদের মধ্যে ইঁহারা মধ্যবর্ত্তীরূপে অবস্থিতি করিতেছে; শ্রীহট্ট জেলার সামাজিক সম্মানও তাঁহাদের কম নহে; স্বর্গীয় রাজা গিরিশচন্দ্র এই বংশেই উজ্জ্বল করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, খোজা ওসমান রাজধানী দুর্গাদিতে বহু অর্থ লাভ করিয়া প্রবল হইয়া উঠেন; তখন শের শাহ দিল্লীর সিংহাসনে সমারূঢ়; খোজা ওসমান আরও কয়েকটি জমিদারের সহ ষড়যন্ত্রক্রমে তাঁহার বিরুদ্ধে উত্থিত হইলে, লোদি খাঁ তাঁহাকে দমনের জন্য আদিষ্ট হন ও কয়েকটা যুদ্ধের পর পরাজিত করেন। লোদি খাঁকে শ্রীহট্টের কাহুনগো পদ (শাসনকর্ত্তৃত্ব) প্রদত্ত হয়। তাঁহার বংশীয়গণও বর্ত্তমানে মজুমদার বংশ নামে খ্যাত হইয়াছেন।

প্রতাপগড়—ইহাও গৌড়ের অংশরূপে গণ্য ছিল। প্রাচীন কালে প্রতাপসিংহ নামে অনৈক হিন্দু নৃপতি এখানে রাজত্ব করি-তেন, তাঁহার নামানুসারেই এই স্থানের প্রতাপগড় নাম হয়। কিন্তু ইঁহাদের সম্বন্ধে কোন কথাই জানা যায় না।

খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মীর্জ্জামালিক মহম্মদ তোরাণী নামে অনৈক মুসলমান শ্রীহট্টে আসিয়া দেওয়ালীতে অবস্থিতি করেন, ইঁহার বৃদ্ধ প্রপৌত্র মালিক প্রতাব পত্ত শিকার উদ্দেশে এখানে আসিয়া এ প্রদেশের এক অধিবাসীর রূপবতী কন্যাকে বিবাহ করিয়া এখানকার অধিবাসিরূপে গণ্য হন। এস্থান পূর্ব্বে ত্রিপুররাজ্যের অন্তর্গত ছিল, মালিক প্রতাব এই স্থানে প্রাসাদাদি করায় মহারাজ প্রতাপ মাণিক্যের সহিত তাঁহার বিরোধ অনিবার্য্য হইয়া উঠে, তিনি কিন্তু বিবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করেন। তখন ত্রিপুররাজ্যে অন্তর্বিবাদ চলিতে ছিল বলিয়া তাঁহার প্রস্তাব গৃহীত হয়। অতঃপর ধন্য মাণিক্যের সহিত প্রতাপমাণিক্যের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে মালিক প্রতাব নিজ পুত্র বাজিদের সহিত প্রতাপ মাণিক্যের সহায়তা করেন; প্রতাপ মাণিক তাঁহাদের বীরত্বে তুষ্ট হইয়া বাজিদের সহিত রত্নাবতী নাম্নী কন্যার বিবাহ দেন ও প্রতাপগড় রাজ্য যৌতুক প্রদান করেন। বাজিদের সহিত কাছাড়রাজেরও এক যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে বাজিদ জয়লাভ করেন; সেই যুদ্ধে নিহত কাছাড় সৈন্যের মুণ্ডশ্রেণী মধ্যে বাজিদ এক দীঘী খোদাইয়া ছিলেন, অদ্যাপি উক্ত সুগভীর দীর্ঘিকা "মুণ্ডমালার দীঘী" নামে খ্যাত আছে। এই বাজিদই পূর্ব্বোক্ত কাহুনগো সহর খাঁর বিদ্রোহী কর্মচারীদ্বয়কে আশ্রয় দেওয়ায়, সম্রাট্ কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইয়া কর দিতে বাধ্য হন এবং প্রতাপগড় তদবধি দিল্লীর মুসলমানসাম্রাজ্যের অংশরূপে গৃহীত হইয়া গৌড়ের অধীন হয়।

লাউড়—খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বিজয়মাণিক্য নামে লাউড়ে এক রাজা ছিলেন বলিয়া জানা যায়, ইঁহার নামের একটা রৌপ্য-মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। তিনি বাসুদেববিগ্রহ স্থাপন করিয়া

বাসুদেবের পূজক ব্রাহ্মণকে অনেক ভূমি দান করিয়াছিলেন। পূজক ব্রাহ্মণ জগন্নাথের নামে উক্ত স্থান জগন্নাথপুর নামে খ্যাত হইয়াছে।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে লাউড় দেশে দিব্যসিংহ নামে এক ব্রাহ্মণ নৃপতি রাজত্ব করিতেন; প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য অদ্বৈতাচার্য্যের পিতা কুবেরাচার্য্য তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন। এই রাজা দিব্যসিংহ অবশেষে বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণদাস নামে খ্যাত হন, ইঁহার রচিত বাল্যলীলা-সূত্র, এবং বাঙ্গালা বিষ্ণু-ভক্তিরত্নাবলী অদ্যাপি তাঁহার মহিমা ঘোষণা করিতেছে।

বাণিয়াচঙ্গের কেশববংশীয় রাজগণ অনেক দিন লাউড় রাজ্য শাসন করেন। বাণিয়াচঙ্গে পূর্ব্বে জনবসতি ছিল না, কেশবমিশ্রই এস্থানে প্রজা বসাইয়া ছিলেন। তিনি কনোজী কাত্যায়নগোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন ও নৌকাযোগে এদেশে আগমন করেন; তাঁহার নৌকায় একটি বণিক্ ও নৌকাচালক তজ্জাতীয় লোকই সেই স্থানের প্রথম উপনিবেশকারী হওয়ায়, ঐ স্থান বাণিয়াচঙ্গ নামে খ্যাত হয়। কেশবমিশ্রের পুত্র দক্ষ, তৎপুত্র মকুল ও তাঁহার পুত্র কল্যাণ। কল্যাণের রাঘব ও পদ্মনাভ নামে দুই পুত্র হয়। পদ্মনাভ দিল্লী হইতে কর্ণখাঁ উপাধিলাভ করেন। কর্ণখাঁর পুত্র প্রসিদ্ধ গোবিন্দ খাঁ।

এই সময়ে জগন্নাথপুরে জয়সিংহ ও বিজয়সিংহ নামে দুই ভ্রাতা উক্ত অঞ্চলের রাজা ছিলেন, লাউড় প্রথমতঃ ইঁহাদের অধিকারে ছিল, পরে গোবিন্দ খাঁ লাউড় আক্রমণ করায় উঁহাদের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হয়। এই বিবাদের সংবাদ দিল্লীতে পৌঁছিয়াছিল এবং গোবিন্দ খাঁ দিল্লীতে নীত হইয়া মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হন; তাঁহার নাম তখন হবিব খাঁ হয়। এই হইতেই বাণিয়াচঙ্গের হিন্দুরাজগণ মুসলমান হন। মকুলের কল্যাণ ব্যতীত গণপতি নামে এক পুত্র ছিলেন, ইঁহার বংশীয়গণ বাণিয়াচঙ্গে অবস্থিতি করিতেছেন।

১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে লাউড় রাজ্য খাসিয়াজাতি কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয় ও রাজবাটী ধ্বংস হয় এবং লাউড় পরিত্যক্ত হয়। ঐ সময় হইতে বাণিয়াচঙ্গের বিশেষ সমৃদ্ধি হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে রাজগণ বাণিয়াচঙ্গ ও লাউড় উভয় স্থানেই বাস করিতেন।

লাউড়ে অদ্বৈতাচার্য্যের বাড়ী ছিল, লাউড়েই ঈশান নাগর কর্তৃক অদ্বৈতপ্রকাশ রচিত হয়। যে নারায়ণ দেব নামক কবিকে লইয়া ময়মনসিংহ গৌরব করে, সেই কবি এই বাণিয়াচঙ্গ রাজ্যের অন্তর্গত জলসুখা পরগণার নন্দর গ্রামে জন্মিয়াছিলেন ও তথা হইতেই ময়মনসিংহের বোর গ্রামে উঠিয়া যান; এই স্থানেই পরবর্ত্তীকালে কবি মঙ্গল, নরনারায়ণ প্রভৃতি কবিগণ কবিতা রচনায় বিশেষ চাতুর্য্য প্রদর্শন করেন।

জয়ন্তী,—জয়ন্তী শ্রীহট্টের গৌরবাস্পদ স্থান, ইংরাজ আগমনের পর অনেক কাল পর্য্যন্তও জয়ন্তী নিজ স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

জয়ন্তীই মহাভারতের প্রমীলার রাজ্য, ইহা যে পূর্ব্বে হিন্দু রাজ্য ছিল, তাহার বহু প্রমাণ আছে। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে এই স্থানে কামদেব নামক জনৈক হিন্দুরাজা ছিলেন, ভবিতাব নামে এক কবি তাঁহার সভায় থাকিতেন। তাঁহার পর ক্রমান্বয়ে ব্রাহ্মণবংশীয় কেদারেশ্বর, ধনেশ্বর, কন্দর্পরায় ও জয়ন্তীরায় রাজত্ব করেন বলিয়া জানা যায়।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে জয়ন্তীয়া পার্ব্বত্য সিন্টেং-জাতি কর্তৃক আক্রান্ত হয়, পর্ব্বতরায় তাহাদের প্রথম রাজা; পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া জয়ন্তীয়ায় রাজত্ব করেন বলিয়া তিনি পর্ব্বতরায় নামে খ্যাত হন। ইহার পর যিনি জয়ন্তীয়া শাসন করেন, তিনি বুড়াপর্ব্বত রায় নামে কথিত হন; তৎপরবর্ত্তী রাজা বড় গোসাঞি, ইঁহার সময়ে ৺বামজঙ্ঘা মহাপীঠ প্রকাশিত হয়। ইহার পরে বিজয়মাণিক রাজা হন, ত্রিপুরার মহারাজ বিজয়মাণিক্য জয়ন্তীয়ার বিজয়মাণিকের রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন, অবশেষে উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল। বিজয়মাণিকের সময়ে কামরূপের কোচনৃপতি নরনারায়ণের সেনাপতি বিলারায় জয়ন্তীয়া আক্রমণ ও ইঁহাকে বন্দী করিয়া লইয়াছিলেন; বিজয় মাণিকের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র প্রতাপ রায় ১৫৯৬খৃঃ পর্য্যন্ত জয়ন্তীয়া শাসন করেন, তৎপর ধন-মাণিক রাজা হন। ধন-মাণিকের সময় কাছাড়রাজ শত্রুদমন জয়ন্তীয়া [illegible] করিয়াছিলেন। ১৬১২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে পুত্র যশোমাণিক রাজা হন, ইনি আহোমরাজ প্রতাপের সহিত নিজ কন্যা বিবাহ দেন। ইনিই জয়ন্তেশ্বরী মূর্ত্তি স্থাপন করেন বলিয়া কথিত আছে। পরে সুন্দর রায় ও তৎপরে ছোটপর্ব্বত রায় জয়ন্তীয়ার রাজা হন। ইহার পরে যথাক্রমে যশোমন্ত রায়, বানসিংহ, প্রতাপ সিংহ, লক্ষ্মীনারায়ণ ও রাম সিংহ রাজা হন। রামসিংহের সময়ে কাছাড়ের সহিত জয়ন্তীয়ার বিষম বিরোধ উপস্থিত হয়, জয়ন্তীপতি কাছাড়রাজকে বন্দী করিলেন, কাছাড়ের রাজার প্রার্থনায় আহোমরাজ রুদ্রসিংহের সৈন্য জয়ন্তীয়ায় প্রবেশ করে, উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়, এই যুদ্ধে প্রজাগণও উত্তেজিত হইয়া স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণপণে করিয়াছিল। রামসিংহের পরে জয়নারায়ণ রাজা হন, তৎপরে দ্বিতীয় বড় গোসাঞি সিংহাসনারোহণ করেন, তিনি লীলাপুরী নামক এক সন্ন্যাসী হইতে সন্ন্যাসগ্রহণপূর্ব্বক রামপুরী নামে খ্যাত

হন, ইঁহার স্ত্রী রাণী কাশীশ্বরীর প্রদত্ত বহুতর দেবত্র ও ব্রহ্মত্র অদ্যাপি জয়ন্তীয়ার অনেকে ভোগ করিতেছে। তৎপরবর্ত্তী রাজা ছত্র সিংহ, এবং তাঁহার পরে যাত্রানারায়ণ রাজা হন; ইঁহার পরে দ্বিতীয় রামসিংহ জয়ন্তীয়ার সিংহাসন প্রাপ্ত হন; ইনি চুপী নামক স্থানে ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে রাজেশ্বর শিব স্থাপন এবং অনেকভূমি দেবত্র দান করেন। উক্ত মঠ চুপীর মঠ নামে অভিহিত। ইঁহার সময়ে জয়ন্তীয়ায় একটী বৃটীশ প্রজাকে বলি দেওয়া হয়, গবর্মেণ্ট ইহা জ্ঞাত হইয়াও প্রতিকারপরায়ণ হন নাই, তবে রাজাকে গবর্মেণ্ট এক তীব্র পত্রে ভবিষ্যতে তাঁহার রাজ্যে যাহাতে এরূপ না ঘটে, তজ্জন্য সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। ইঁহার পরে রাজেন্দ্র সিংহ জয়ন্তীয়ার রাজা হন. তাঁহার সময়েও দেবীর নিকট নরবলি দেওয়া হয়, এবার গবর্মেণ্ট জয়ন্তীয়ায় সৈন্য প্রেরণ করেন, কিন্তু রাজেন্দ্র সিংহ বিনাযুদ্ধেই আত্মসমর্পণ করেন; ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে এইরূপে জয়ন্তীয়া ইংরাজাধিকারভুক্ত হয়।

ইংরাজ-শাসন—১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী গ্রহণ করেন। শ্রীহট্টও ঐ সময়ে গৃহীত হয়। প্রসিদ্ধ ইংরাজ ঔপন্যাসিক থেকারের পিতামহ মিঃ থেকারে ঢাকাবোর্ড কর্ত্তৃক শ্রীহট্টের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন, তখন এই পদে যাহারা নিযুক্ত হইতেন, তাঁহাদিগকে "রেসিডেণ্ট" বলিত। তৎ-পরবর্ত্তী শাসনকর্তাদের নাম—মিঃ সমনার, মিঃ হলাণ্ড ও মিঃ লিণ্ডসে। ইনি তৎকালের অনেক কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন; তাহা পাঠে জানা যায় যে তখন ঢাকা হইতে শ্রীহট্টে নৌকা আসিতে অনেক বড় বড় হ্রদ (হাওর) অতিক্রম করিয়া আসিতে হইত, লিণ্ডসে একটী হ্রদ শত মাইল বিস্তারিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দিগ্দর্শন-যন্ত্রসাহায্যে তাঁহাকে দিক্‌নির্ণয় করিতে হইয়াছিল। শ্রীহট্টে পঁহুছিয়া প্রথমেই শাহজলালের দরগায় গিয়া তাঁহাকে সেলামি ৫টি স্বর্ণ-মুদ্রা দিতে হইয়াছিল, ইহাই রীতি ছিল। পূর্ব্বে আমিলগণও শ্রীহট্টে আসিয়া দরগায় গিয়া সেলামি দিতেন ও তথা হইতে শাসনের জন্য "টীকা" গ্রহণ করিতেন। তখন শ্রীহট্টে কড়ির প্রচলন ছিল, লিণ্ডসে সাহেব তাহা উঠাইয়া দিয়াছিলেন। শ্রীহট্টের রাজস্ব তখন ২৫০০০০ টাকা নির্দিষ্ট হইয়াছিল, এত টাকার কড়ি ঢাকায় নৌকা বোঝাই করিয়া প্রেরণ করা অতি অসুবিধাজনক ছিল। লিণ্ডসে সাহেব শ্রীহট্টবাসী দ্বারা একদল দেশীয় সৈন্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এই সৈন্যদলই পরে চেরাপুঞ্জীতে, তৎপরে শিলং-সহরে নীত হয়, এখনও "সিলেট লাইট ইন্‌ফেন্‌ট্রী" নামে অভিহিত।

তাঁহার সময়ে শ্রীহট্টের মুসলমানগণ ক্ষেপিয়া উঠিয়া "ইংরাজ রাজ্য" ধ্বংস করিতে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল, কিন্তু লিণ্ডসে সাহেব ৫০টি সিপাহী সহ যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া দলপতিকে নিহত করিলে এ-দল ছত্রভঙ্গ হইয়া কোথায় পলাইয়া যায়, আর ইংরাজরাজ্য ধ্বংস করিতে চেষ্টা করে নাই। এই হাঙ্গামা এক মহরম্ পর্ব্বে ঘটিয়াছিল।

লিণ্ডসের পরে জন উইলিস্ সাহেব শ্রীহট্টে আগমন করেন, তাঁহার সময়ে দশসালা বন্দোবস্ত হয়। তিনি শ্রীহট্টে ২৬৩২০টি মহালের ৩১৬৯১১৲ টাকা রাজস্ব স্থির করিয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন।

শ্রীহট্টে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে দশসালা মহালগুলি বিভক্ত, ঐ সকল মহালের নাম, যথা—বকিনা, চৌপথালা, বথলা, জায়-গীর, মোহরম, দিহোত্তর, দুর্গোত্তর, বিষ্ণু-উত্তর, খারিজ জমা, ইনাম, খাস মহাল, লাখি, মোরগাই, খুশবাস, নানকর, তসুম জামিনী, খোরপোষ, খানেবাড়ী, হক মহাল, তনখা মোবকাট, ছেপা, বক, নজর, পত্তন ইত্যাদি। এই সকল ভিন্ন, প্রায় ১১৭০টি নিষ্কর মহাল বাজে হইয়াছিল।

ইংরাজ শাসনকালে সময় সময় কুকি জাতি প্রজার উপর অত্যাচার করায় গবর্মেণ্টকে অস্ত্রসাহায্যে তাহা দমন করিতে হইয়াছে। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে এই অত্যাচারের সূত্রপাত হয়।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামের একদল বিদ্রোহী সিপাহী ত্রিপুরার মধ্য দিয়া শ্রীহট্টে উপস্থিত হইয়াছিল, লাতু নামক স্থানে কর্ণেল বিং একদল সৈন্য সহ তাহাদিগকে আক্রমণ করেন, কিন্তু একটি বিদ্রোহীর গুলিতে প্রথমেই তিনি রণস্থলে নিপতিত হন, তখন সুবেদার অযোধ্যাসিংহ বিশেষ পরাক্রমে ও কৌশলে উক্ত বিদ্রোহিগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া শ্রীহট্ট হইতে বিতাড়িত করেন।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে কুকিগণ শ্রীহট্টের কাছাড়িয়া পাড়া আক্রমণ করিয়া বহু নরহত্যা করে ও কাছাড়ের একটি বাগান আক্রমণ ও সাহেবকে নিহত করিয়া তাহার এক কুমারী কন্যাকে ধরিয়া লইয়া যায়। ইহার পর গবর্মেণ্ট বিশেষ উদ্যমে কুকিদিগকে আক্রমণ করেন ও তাহাদের অনেক স্থান করতলগত করিয়া লন, ইহাই এখন লুসাই ডিষ্ট্রিক্টরূপে পরিণত হইয়াছে; ইহার পর আর তাহারা কোনরূপ অত্যাচার করে নাই।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্টকে আসামপ্রদেশভুক্ত করা হয় ও এক জন ডিপুটী কমিশনারের উপর জেলার শাসনভার সমর্পিত হয়। ১৮৭৭ অব্দে শ্রীহট্ট জেলাকে চারি সবডিভিজনে বিভক্ত করা হয়, ১৮৮২ খৃঃ সদর ডিভিজন দ্বিধা বিভক্ত হইয়া ৫টি সবডিভিজন হইয়াছে।

শ্রীহট্টে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে একবার ভূকম্প হয়, ইহাতে শ্রীহট্টের বহু ক্ষতি হইয়াছিল, কিন্তু সে ভূকম্প ১৮৯৭ ইং ১২ই জুনের

প্রলয়ঙ্কর ভূকম্পের তুলনায় কিছুই নহে; এই ভূকম্পে শ্রীহট্ট সহর একবারে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল, একখানি দালানও শ্রীহট্টে ছিল না, প্রাচীন ও ঐতিহাসিক সমস্ত কীর্ত্তি বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং অনেক মনুষ্য প্রাণ হারায়; মৃত্যুসংখ্যা সরকারী গণনা মতেই ৫৪৫ জন হইয়াছিল।

শ্রীহট্টের প্রধান প্রধান গ্রন্থকার ও কবি।

বলভদ্র ভট্টাচার্য্য—শ্যামশর্ম্মার জীবনচরিত্রপ্রণেতা।
হরিহরাচার্য্য—জ্যোতিষচন্দ্রিকা।
কুবেরাচার্য্য—রত্নচন্দ্রিকা ইঁহার রচিত বলিয়া কথিত।
রঘুনাথ শিরোমণি—চিন্তামণিদীধিতি প্রভৃতি বহু গ্রন্থকৃৎ।
গোবিন্দাচার্য্য—দীপিকা প্রভা প্রভৃতি। (১৫০০ খৃঃ)
দিব্যসিংহ (কৃষ্ণদাস)—বাল্যলীলাসূত্রম, বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলীকৃৎ।
মোহাম উদ্দীন্—পারস্ত কবিতা।
পীর বাদশাহ—গজরাজ।
মুহম্মদ আরসাদ—জবর-উল্-মোকারক্।
মুরারিগুপ্ত—শ্রীচৈতন্যচরিতম্ ও বাঙ্গালা পদাবলী (১৫০৫ খৃঃ)
যদুনাথ কবিচন্দ্র—বাঙ্গালা পদাবলী।
মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার—অষ্টাবিংশতি প্রদীপ প্রণেতা। (স্মৃতিকার)
ঈশান নাগর—অদ্বৈতপ্রকাশ রচয়িতা (বাঙ্গালা গ্রন্থ)
রতিকান্ত সিদ্ধান্ত—দুর্গাসিংহ কৃত কলাপ টীকাব্যাখ্যা।
কাশীনাথ বিদ্যাসাগর—কাতন্ত্র ব্যাকরণের বিদ্যাসাগরী টীকা।
প্রজাপতি দাস—চণ্ডী-টীকা।
শ্যামকিশোর ঘোষ—বাঙ্গালা কয়েক, অসংখ্য পদাবলি।
রামশরণ দে—চৈতন্য বিলাস-রচয়িতা।
যোগজীবন মিশ্র—মনঃসন্তোষিণী-প্রণেতা।
রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—চৈতন্যরত্নাবলী-রচয়িতা।
নাসির উদ্দীন্ হায়দর—'সুহেলি এমন' নামক পারস্ত গ্রন্থ।
[চৈতন্যদেব, অদ্বৈত ও বাঙ্গালা ভাষা শব্দে বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

সিলেট নাগরী—খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে শাহ জলাল নামক এক শক্তিশালী সাধু পুরুষ আরবদেশের য়েমেন-প্রদেশ হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন; ঘটনাক্রমে তাঁহাকে সৈন্য-সামন্ত সহ শ্রীহট্টের তদানীন্তন হিন্দু ভূপতি গৌড়গোবিন্দের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে হইয়াছিল; এক প্রকার বিনা রক্তপাতেই শ্রীহট্ট মুসলমানের অধিকারভুক্ত হইল। শাহ জলালের সঙ্গে ৩৬০ জন মুসলমান আউলিয়া আগমন করেন; তাঁহারা এবং সৈন্য-সামন্তেরও অনেকে শ্রীহট্টের নানাস্থানে বসবাস করিতে লাগিলেন। [সিলেট দেখ।]

তাঁহাদের অধিকাংশই উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন। তখনও বোধ হয় আরবী অক্ষরে হিন্দী ভাষা লিখিত হইত না; উর্দ্দুরও সৃষ্টি হয় নাই। তাই এই সকল মুসলমান প্রধানতঃ হিন্দী-ভাষারই চর্চ্চা করিয়া দেবনাগরাক্ষরে লেখা পড়া করিতেন। তাঁহাদের অনুকরণে শ্রীহট্টের সাধারণ মুসলমানের মধ্যেও নাগরাক্ষর প্রচলিত হইয়াছিল। কালক্রমে যদিও পশ্চিমাঞ্চলে মুসলমান-সমাজে হিন্দী আরবী অক্ষরে লিখিত হইয়া আরবী-পারস্ত-শব্দ-বহুল উর্দ্দুতে পরিণত হইল, এবং সেই উর্দ্দু ক্রমশঃ সমগ্র মুসলমানাধিকৃত ভারতবর্ষে বিস্তৃত হইয়া শ্রীহট্টেও পৌঁছিয়াছিল, তথাপি এই অঞ্চলের মুসলমানেরা নাগরাক্ষর একবারে পরিত্যাগ করিল না। তবে এই নাগরাক্ষরের প্রসার অনেকটা খর্ব্ব হইল; এক দিকে স্থানীয় বঙ্গভাষা ও অন্যদিকে মুসলমানের আলোচ্য আরবী-পারস্ত ও উর্দ্দু ভাষা এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া নাগরাক্ষর বিকৃত ও বিরল প্রচার হইতে লাগিল। খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে ইহার এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল যে নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে যাহারা বঙ্গাক্ষর জানিত না তাহারা কেবল পরস্পরেই চিঠি পত্র লিখিতে এই নাগরাক্ষরের ব্যবহার করিত।

প্রায় চল্লিশ বৎসর হইল, মুন্সী আবদুল করিম্ * নামক জনৈক শ্রীহট্টবাসী এই বিকৃত নাগরাক্ষর "সিলেট নাগরী" নাম দিয়া ছাপার অক্ষর প্রস্তুত করাইয়া ছিলেন। পূর্ব্বেই আরবী পারস্ত পুস্তকের ন্যায়, এই অক্ষরে দুই এক খানি পুথি লিথোপ্রেসে মুদ্রিত হইয়াছিল, কিন্তু অক্ষর ঢালাই হওয়ার পর হইতেই এই অক্ষর মুদ্রাযন্ত্রের আশ্রয় পাইয়া বহু প্রচলন হইয়াছে, পূর্ব্বে এই অক্ষর শ্রীহট্ট সহরের আশে পাশে মাত্র প্রচলিত ছিল। ছাপার পর এখন শ্রীহট্ট জেলায় সর্ব্বত্র, কাছাড়, ত্রিপুরা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ও ঢাকা অর্থাৎ পদ্মার পূর্ব্বদিকে বঙ্গভূমির সর্ব্বত্র এই অক্ষর মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

সিলেট্ নাগরীতে ৩২টি মাত্র অক্ষর, পাঁচটি স্বর এবং ২৭টি ব্যঞ্জন। অনুস্বার এবং ৫টি মাত্র স্বর-চিহ্ন আছে; আকার, একটি, ইকার (ি), একটি উকার (ু), একার ও ঐকার।

অক্ষরগুলির প্রতি অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে যে আ, ও, খ, ঙ, ষ, ণ এবং হ এই গুলির আকৃতি নাগরাক্ষর হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। স্বর-চিহ্নগুলি ঠিক দেবনাগরের মত। সমস্ত অনুনাসিক বর্ণ মধ্যে ন এবং ঙ আছে। অথচ এত কাট-ছাটের মধ্যে অতিরিক্ত 'ড়' একটি নিতান্ত আবশ্যক ভাবে রাখা

* ইনি, আরব, মিসর ও য়ুরোপ প্রভৃতি নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া বহু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন এবং স্বদেশে আসিয়া নিজ সমাজের হিতানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় দৈবাৎ জাহাজ হইতে নদীগর্ভে পড়িয়া গিয়া অকালে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন।

গোরন্তলু বা তোমিনী ও কোডনা বা তোমৈকু এবং উত্তরে মটী পালোস্ নামে খ্যাত। এই উপসাগরচতুষ্টয় যে দেশভাগ দ্বারা বেষ্টিত তাহা চারিটী প্রায়োদ্বীপাকারে গঠিত। পূর্ব্বাংশের ন্যায় পশ্চিমাংশে কোন উপসাগর নাই, তবে দক্ষিণে মঙ্কার-প্রদেশের সমুদ্রকূলের জলভাগকে মঙ্কারোপসাগর বলে।

এই দ্বীপের পূর্ব্বাংশে উপসাগর ও বিস্তৃত সমুদ্র থাকিলেও এই অংশে ব্যবসা-বাণিজ্য না থাকায় পাশ্চাত্য বণিকগণের নিকট উহা আজিও অজ্ঞাত রহিয়াছে, পশ্চিম উপকূলদেশে সিলেবিস-বাসীর সহিত য়ুরোপীয়দিগের বাণিজ্যসম্পর্ক বিস্তৃত হইয়াছে। এই দ্বীপের মধ্যস্থলে একটী পর্ব্বতমালা দৃষ্ট হয়। উহার সর্ব্বোচ্চ শিখর লোম্পোবাত্তঙ্ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৮২০০ ফিট্ উচ্চ। বোনি উপসাগর ও বোর্ণিওর মধ্যবর্ত্তী সমুদ্রপ্রণালীর মধ্যগত প্রায়ো-দ্বীপখণ্ডে লবর বা তাপরবানো নামে একটী সুদীর্ঘ হ্রদ দৃষ্ট হয়। উহা দৈর্ঘ্যে ২৫ মাইল ও প্রস্থে ৮।১০ মাইল। জলের গভীরতা ৩০ ফিট্। এই হ্রদ হইতে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী বোনি উপ-সাগরে আসিয়া নিপতিত হইয়াছে। ঐ সকল নদীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকাযোগে লোকে যাতায়াত করে। এই প্রদেশ তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরভূমে পূর্ণ। বন্য অশ্ব ও গবাদি এই স্থানে সর্ব্বদা বিচরণ করিয়া থাকে।

সিলেবিস্ দ্বীপে আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী আছে। ঐ গুলির মধ্যে সদ্দ নদীই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। কিন্তু এখানে কোন রূপ বাণিজ্য না থাকায় উহাতে সাধারণের গতিবিধি নাই। এই নদী মাকেসর প্রণালীতে নিপতিত হইয়াছে। চিন্‌রণ নদী লবর হ্রদ হইতে উৎপন্ন হইয়া বোনি উপসাগরে নিপতিত। এই নদী বাণিজ্য-প্রধান এবং প্রায় ৪০ টন পণ্যবাহী নৌকাসকল এই নদীবক্ষে মালপত্র লইয়া নিরন্তর যাতায়াত করে।

এখানে তামা ও টিনের খনি পাওয়া গিয়াছে। স্বর্ণ ও লৌহ যথেষ্ট পরিমাণে আছে। পর্ব্বতগাত্রে যথেষ্ট বন, ঐ বনে গৃহো-পযোগী যথেষ্ট কাষ্ঠ জন্মে, কিন্তু শাল বা সেগুন কাষ্ঠ জন্মে না। সাগু, কোকো, মরিচ, লবঙ্গ, সুপারি, কর্পূর প্রভৃতি দ্রব্য এখানে উৎপন্ন হয় এবং ঐ সকল দ্রব্যের বাণিজ্যলোভে আকৃষ্ট হইয়া বৈদেশিক বণিক্‌গণ এদেশে আসিয়া উপস্থিত হন।

সুমাত্রা, যব ও বোর্ণিও দ্বীপে যে জাতীয় লোকের বাস আছে, এখানকার অধিবাসীরাও সেই জাতির অন্তর্গত। ইহাদের গাত্র-বর্ণ হরিদ্রাভ পিঙ্গল, শ্মশ্রুহীন ও দীর্ঘ কেশযুক্ত। অবস্থাভেদে ইহাদের মধ্যে অল্প শিক্ষিত এবং বন্য অসভ্য লোকও দেখা যায়। এমন কি, তাহাদিগকে নরমাংসলোলুপ রাক্ষস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বুগি, মঙ্কার, মাকেসর ও গোরন্তল দ্বীপবাসীরা অন্ত-র্দ্দেশে সভ্য হইয়া চাষবাস করিতেছে। ইহাদের মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রায়োদ্বীপাংশে যাহারা বাস করে, তাহারা অধিকতর সভ্য ও সুশিক্ষিত। ইহারা সকলেই বুগী জাতির উদ্ভাবিত অক্ষিণ বর্ণমালায় লেখাপড়া করে।

এখানকার পার্ব্বত্য প্রদেশে যে বন্য জাতির বসবাস আছে, মলয়বাসীরা তাহাদিগকে বাক্ (?) নামে অভিহিত করে। মধ্য সিলেবিসবাসী বন্য বর্ব্বরেরা সভ্যদিগের নিকট তুরাজা (পর্ব্বত) নামে অভিহিত। ইহারা নরমাংসভোজী। নরমুণ্ডের অন্বেষণে ইহারা বনে বনে ঘুরিয়া বেড়ায়। সিলেবিসের আদিম অধিবাসী ব্যতীত এখানকার উপকূলদেশে মলয় জাতিরা আসিয়া বাস করিয়াছে। ইহারা সকলেই প্রায় মৎস্যজীবী ধীবর।

উন্নত সিলেবিসবাসীরা মলয় ও যবদ্বীপবাসীর শিল্পকলা সম্যগ্‌রূপে শিক্ষা করিয়াছে। ইহারা স্ত্রীপুরুষে কার্য্য করে, তুলা হইতে সূক্ষ্ম কাটিয়া বস্ত্র বয়ন ও রঙ করিতে জানে। ঐ সকল বস্ত্র য়ুরোপের নানা স্থানে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়। দেশটী উচ্চপ্রধান এবং পর্ব্বতময় বলিয়া এখানে চাষবাসের বিশেষ সুবিধা হয় না। এই জন্য দেশবাসীরা নৌকাযোগেই সাধারণতঃ বৈদেশিক বাণিজ্য লইয়া ব্যাপৃত থাকে। ইহারা নিকটবর্ত্তী দ্বীপসমূহে কার্পাসবস্ত্র, স্বর্ণচূর্ণ, কাকোপথোপি-পক্ষীর বাসা, কচ্ছপের খোলা, চন্দনকাষ্ঠ, কড়ি, চাউল ও ত্রিপঙ্গ নামক দ্রব্য লইয়া গমন করে।

সিলেবিস দ্বীপের প্রাচীন কোন ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় না। য়ুরোপবাসী প্রাচীনগণ অথবা মধ্য যুগের উন্নত য়ুরোপীয় বণিক্‌গণ সিলেবিসের নামগন্ধও জানিতেন না। যব ও বালিদ্বীপের নাম প্রাচীন কাল হইতে যেরূপ প্রখ্যাত ছিল, এখানকার সেরূপ উল্লেখ নাই। আরব দেশীয় মুসলমান বণিক্‌গণ পূর্ব্বদ্বীপপুঞ্জে সমাগত হইয়া এতদ্দেশীয় বাণিজ্যকার্য্য সর্ব্বতোভাবে গ্রাস করিলেও সিলেবিস দ্বীপের বিশেষ ইতিবৃত্ত যে অবগত ছিলেন এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাঁহারা যে দ্বীপেই এলাচ-লবঙ্গাদি মসলা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অথবা যেখানে ঐ সকল মসলা পাওয়া যায় এরূপ সংবাদ পাইয়াছিলেন তদ্দেশেই পোত-যোগে যাত্রা করিয়াছিলেন। সিলেবিসদ্বীপে ঐ জাতীয় কোন প্রকার দ্রব্য উৎপন্ন না হওয়ায় তাঁহারা এই দ্বীপের দিকে লক্ষ্য রাখেন নাই। যে পাশ্চাত্য বণিক্‌সম্প্রদায় সুমাত্রা, যব, বোর্ণিও প্রভৃতি দ্বীপের নামগ্রহণ করেন তাঁহারাও সিলেবিস্ দ্বীপের কোন নাম দিয়া যান নাই। য়ুরোপীয় ভ্রমণকারীদিগের মধ্যে মার্কোপলো প্রথমে সিলেবিস দ্বীপের পরিচয় প্রদান করেন। তিনি লিখিয়াছেন, এদেশীয় লোকেরা সুগঠনাকৃতি, পত্র বা তৃণাদিগের দ্বারা নির্ম্মিত বস্ত্র পরিধান করে বটে, কিন্তু তাহাতে সমগ্র দেহ আবৃত করে না; কেবল লজ্জানিবারণের জন্য কোমর হইতে জানুর

নিয় পর্য্যন্ত আচ্ছাদিত রাখে। তাহারা আপনাদের ব্যবহারোপযোগী এক প্রকার নৌকা প্রস্তুত করে এবং তাহাতে চড়িয়া লবঙ্গ, পিপুল, তাম্র, টিন ও বঙ্গ্যৎপ্রদেশজাত কার্পাসবস্ত্র বিক্রয়ার্থ মলাক্কাদ্বীপে আসিয়া থাকে। ঐ সঙ্গে তাহারা এক প্রকার তরবারি ও অস্ত্রাদি লৌহাস্ত্র বা লৌহপাত এবং স্বর্ণ বিক্রয়ও করিত। তাহারা নরমাংসভুক্ ছিল। মলাক্কার নরপতি যদি প্রাণদণ্ডে কোন অপরাধীকে দণ্ডিত করিতেন, তাহা হইলে সিলেবিসবাসী বণিকেরা রাজার নিকট হইতে তাহাকে ভিক্ষা করিয়া আনিয়া কাটিয়া খাইয়া ফেলিত।

বার্কোসার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ডি বারোস্ লিখিয়াছেন যে সকল দ্বীপ হইতে ঐ জাতি বাণিজ্যার্থ মলাক্কা বা মাকেসর প্রভৃতি দ্বীপে সমাগত হইত, তাহা সিলেবী নামে খ্যাত। এই কারণে তিনি ঐ জাতির বাসভূমিকে The island of Celebes নামে আখ্যাত করেন। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে একজন পর্ত্তুগীজ নাবিক এই দ্বীপে সোনা পাওয়া যায় শুনিয়া একখানি দেশীয় নৌকায় চড়িয়া মলাক্কা হইতে এখানে আসেন। সুতরাং পর্ত্তুগীজদিগের মলাক্কার বাণিজ্যসম্পর্ক বিস্তৃত হইবার পরে সিলেবিস দ্বীপ আবিষ্কৃত হয় এবং উহার প্রায় ২৫ বৎসর পরে ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে ঐতিহাসিক ডি-কুটো এই স্থানের বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। দুঃখের বিষয় তাঁহার লিখিত বিবরণীতে অনেক গোলমাল ও অসামঞ্জস্য থাকিয়া যায়।

তিনি লিখিয়াছেন, সিলেবিস দ্বীপের দক্ষিণ পূর্ব্বদেশে বুগী জাতির বাস। ইহারা আপনাদের মধ্য হইতে এক জনকে রাজা নির্ব্বাচিত করে। সবিতোর নগরী ইহাদের রাজধানী, নগরটী কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহাবলীতে সুসজ্জিত। ইহারা শবদেহ দাহ করে এবং অস্থাদি একটী ভাণ্ডে রাখিয়া নিকটবর্ত্তী কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া প্রোথিত করে ও তদুপরি সমাধিমন্দির রচনা করিয়া রাখে এবং একবৎসর ধরিয়া মৃতের নিকটাত্মীয়েরা ঐ সমাধিস্থলে খাদ্যাদি রাখিয়া যায়। পক্ষী, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি ঐ সকল দ্রব্য খায়। দেবতাপূজার জন্য তাহাদের কোন মন্দিরাদি নাই, তবে জগদীশ্বরের অস্তিত্ব জ্ঞান করিয়া তাহারা আকাশ পানে চাহিয়া যোড় করে তাঁহার অর্চনা করিয়া থাকে। সাধারণে একটী মাত্র বিবাহ করে, কিন্তু রাজা ৩০ পত্নী গ্রহণ করিতে পারেন।

বুগীদিগের পর মকশ (মাকেসর) রাজ্য, গোয়া উহার রাজধানী, এখানকার অধিবাসীরা শবদেহ প্রোথিত করে। ইহার দক্ষিণে সিঙ্গপ রাজ্য। এখানকার রাজা তাহাদের আপনাদের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত। অধিবাসিবর্গের আচার-ব্যবহার বুগীদিগের মত, ইহারা অনেক উন্নত, রমণীরা রেশমী বস্ত্র ও স্বর্ণবলয়াদি অলঙ্কার ধারণ করে। পেলাঙ নামক পোতগুলি পালসির আকার। উহা যুদ্ধের সময় ডিঙ্গের কার্য্য করে। মালপত্র বহনের জন্য লোপি নামে এক প্রকার বড় নৌকা এবং কোলোপা নামে অপেক্ষা বৃহত্তর নৌকা তাহারা ব্যবহার করে। ডি-কুটো সিলেবিসের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় বুগী প্রভৃতি প্রাচীন সিলেবিস্‌বাসিগণ তখন হিন্দু-ধর্ম্মের ছায়া অবলম্বন করিয়া চলিয়াছিল। তখনও মুসলমানপ্রভাবে তাহারা ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত ■ নাই। যুক্তকরে ঊর্দ্ধমুখে ভগবদারাধনা এবং শবদেহ দাহ ও অস্থি-সমাধি-দান প্রভৃতি আচার হিন্দু-ধর্ম্মের আদর্শে সংকল্পিত হইয়াছে বলিয়া ধারণা হয়। এতদ্ভিন্ন তাহাদের ভাষাতেও ধর্ম্মবিষয়ের অনেক শব্দ সংস্কৃতমূলক দৃষ্ট হইয়া থাকে। উহাদের মধ্যে কতকগুলি মলয় ও যবদ্বীপীয় গৃহীত সংস্কৃত শব্দ সামান্য বিকৃতাকারে পঠিত হয় মাত্র।

১৫৫০ খৃষ্টাব্দে যখন পর্ত্তুগীজ নাবিকদল প্রথমে সিলেবিস পরিদর্শনে আগমন করেন, তখন তাহারা মাকেসর রাজ্যের রাজধানী গোয়ানগরে কএক ঘর ঔপনিবেশিক মুসলমান বণিক্ বাস করে দেখিয়াছিলেন। কিংবদন্তী এই যে, ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে উক্ত দেশের রাজা এবং ১৬১৬ খৃষ্টাব্দের পর তাঁহার অধীনস্থ প্রজাবৃন্দ সকলে ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তৎপরবর্ত্তিকাল হইতে এখানকার অধিবাসিবর্গের আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন হইতে থাকে।

১৬০৭ খৃষ্টাব্দে অতি সামান্যভাবে ওলন্দাজ বণিক্‌গণ সিলেবিসদ্বীপে বাণিজ্যার্থ আগমন করেন; কিন্তু তাঁহারা আপনাদের বাণিজ্যভিত্তি দৃঢ় করিবার জন্য মাকেসররাজ অথবা উপকূলদেশবাসী রাজগণের সহিত কোনরূপ বন্দোবস্ত করেন নাই। ইহার প্রায় ৩০ বৎসর পরে ওলন্দাজেরা গোয়ার মাকেসর জাতির অধিনায়কের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধে একটী সুমীমাংসাপূর্ণ সন্ধি করিয়া লন; ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা মাকেসর রাজ্য জয় করিয়া পর্ত্তুগীজদিগকে তাড়াইয়া দেন। এই সময় হইতে প্রায় দুই শতাব্দ কাল পর্য্যন্ত ওলন্দাজগণ এখানে আপনাদের আধিপত্য বিস্তারের জন্য অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইয়াছিলেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে মাকেসরে এবং ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে মেনাডো ও কেমা নামক স্থানে ওলন্দাজগণ বন্দর স্থাপন করিয়া স্থানীয় বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি করেন। ঐ বন্দরে বৈদেশিক বাণিজ্যের কোনরূপ শুল্ক গৃহীত হয় না।

সিল্লকী (স্ত্রী) শল্লকী বৃক্ষ। (ভরত)

সিল্লন (পুং) রাজভেদ। (রাজতর° ৭।১৮৩)

সিল্লরাজ (পুং) রাজভেদ। (রাজতর° ৭।১২৬৭)

সিল্‌বেরা (আন্টোনিও ডি,), একজন পর্ত্তুগীজ সেনাপতি। ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে গুজরাটরাজ ও মহম্মদ দীউ দুর্গ আক্রমণ

করিলে সেনাপতি সিংহেরা অসীম সাহসে যুদ্ধ করিয়া শত্রুসেনা বিমুখ করিয়াছেন। অবরাটসৈন্য তাঁহার তীব্রবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া অবরোধ উঠাইয়া লইয়া পলায়ন করে।

সিবন্ন (পুং) হস্তী। (জটাধর)

সিবান্, যুক্তপ্রদেশের বালিয়া জেলার বাঁশডিহা তহশীলের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ২৬°০১´৩৬´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৩°০৭´১৪´´ পূঃ। আবধরাজ্যের মহিমানগর হইতে সমাগত একজন শেখ বংশধর কর্ত্তৃক এই নগর স্থাপিত হয়। এখানে ১২টী চিনির কারখানা আছে।

সিবালিক (শৈলমালা), হিমালয়পাদ-মূলস্থ শৈলমালা। যুক্তপ্রদেশের ডেরাডুন জেলা, পঞ্জাবের হসিয়ারপুর জেলা এবং সির্ম্মুর রাজ্যে গঙ্গানদীতট হইতে বিপাশা নদীকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহা প্রায় ২০০ মাইল দীর্ঘ, ইহার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ ৩৫০০ ফিট্ এবং ডেরাডুন জেলায় এই পর্ব্বতের মোহন নামক সঙ্কট দিয়া সাহারাণপুর হইতে দেহরা ও মুসৌরী যাওয়া যায়। গঙ্গার পূর্ব্বাংশে প্রায় ৬০০ মাইল বিস্তৃত স্থানে সিবালিকের সমযুগের শৈলশ্রেণী দৃষ্টিগোচর হয়। এই পর্ব্বতের টার্সিয়ারি স্তিপজিট মধ্যে গণ্ডার অপেক্ষা বৃহদাকার জীবদেহাস্থি (Sivatherium) এবং অন্যান্য চতুষ্পদ জীবদেহ পাওয়া গিয়াছে।

সিষাধয়িষা (স্ত্রী) সাধয়িতুমিচ্ছা সাধ-সন্-অ, টাপ্। সাধনেচ্ছা, সাধন করিবার অভিলাষ।

"সিষাধয়িষয়া যুক্তা সিদ্ধির্জ্ঞ ॥ বিভতে।
স পণ্ডকত্র মুক্তিমজ্জানাদধুমিতি ধ্রুবং॥" (কাব্যাদর্শ° ৭০)

সিষাধয়িষু (ত্রি) সাধয়িতুমিচ্ছুঃ সাধি-সন্-উস্। সাধন করিতে অভিলাষী।

সিষাসতু (ত্রি) বিভাগ করিতে ইচ্ছুক, বিভাগ করিতে অভিলাষী। "সিষাসতু রয়ীণাং" (ঋক্ ৯।৪৭।৫) 'রয়ীণাং ধনানাং সিষাসতুঃ সংভক্তুমিচ্ছুঃ' (সায়ণ)

সিষাসনি (পুং) সম্ভজনশীল, সম্যক্ ভজনশীল। "সিষাসনি র্বর্ততে কারঃ" (ঋক্ ১০।৫৩।১১) 'সিষাসনিঃ সম্ভজনশীলঃ' (সায়ণ)

সিষাসু (ত্রি) ধনলাভ করিতে অভিলাষী।

"ধনা হি হুবেম সিষাসবঃ" (ঋক্ ১।১০০।৬) 'সিষাসবঃ ধনং লব্ধুকামাঃ, সনোতেঃ সনি রূপং। ইচ্ছা প্রত্যয়ঃ' (সায়ণ)

সিষেবয়িষু (ত্রি) সেবয়িতুমিচ্ছুঃ সেবি-সন্-উ। সেবা করাইতে ইচ্ছুক।

সিষ্ণাসু (ত্রি) স্নাতুমিচ্ছুঃ সন্, ষত্ব, ততঃ উ। স্নান করিতে অভিলাষী।

সিষ্ণু (ত্রি) সোম দ্বারা অভিষিচ্যমান।

"ইন্দ্রানঃ সিষ্ণ বা সদে" (ঋক্ ৮।১১।৩১)

'যে সিষ্ণো সিধি সেচনার্থঃ, সোমেনাভিষিচ্যমানঃ' (সায়ণ)

সিসংগ্রাময়িষু (ত্রি) সংগ্রাময়িতুমিচ্ছুঃ সংগ্রাম-সন্-উ। যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক, যুদ্ধার্থী।

সিসৃক্ষা (স্ত্রী) স্রষ্টুমিচ্ছা, সৃজ-সন্-অ, টাপ্। সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা।

সিসৃক্ষু (ত্রি) স্রষ্টুমিচ্ছুঃ সৃজ-সন্-উ। সৃষ্টি করিতে অভিলাষী।

সিস্নাসু (ত্রি) স্না-সন্ উ। স্নান করিতে ইচ্ছুক। স্না ধাতুর স বিকল্পে ষত্ব হইয়া 'সিষ্ণাসু' এইরূপ হয়।

সিস্‌বালী, রাজপুতনার কোটা রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। কোটা হইতে ৩৫ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত।

সিহুণ্ড (পুং) স্নুহীবৃক্ষ। (শব্দরত্না°)

সিহোন্দা, যুক্তপ্রদেশের বান্দা জেলার একটী প্রাচীন ক্ষুদ্র নগর। কেন নদীর দক্ষিণ-কূলে বান্দানগর হইতে ১১ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। স্থানীয় কিংবদন্তী হইতে জানা যায় যে, ভারতযুদ্ধের সময় এই নগর শ্রীসমৃদ্ধিতে ভূষিত ছিল। এখন এখানে যে সকল ধ্বস্ত কীর্ত্তি দৃষ্ট হয়, তাহার সমস্তই প্রায় মুসলমানপ্রভাবে নির্ম্মিত হইয়াছিল। মোগলশাসনসময়ে এই নগর একটী সরকারের প্রধান বিচারকেন্দ্র ছিল। ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে খাঁ জাহান বিদ্রোহী হইয়া এইখানে মোগলসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করেন। আরঙ্গজেবের পর হইতে এই স্থান শ্রীভ্রষ্ট হয়। মুসলমানের কীর্ত্তি-স্বরূপ এখানে ৭০০ মস্‌জিদ ও ২০০ ইদ্গাহ দৃষ্ট হয়। নিকটবর্ত্তী শৈলশৃঙ্গে একটী সুবৃহৎ দুর্গের ধ্বংস স্তূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। নগরের নিকটস্থ ঐরূপ আর একটী শৈলশৃঙ্গে দেবী অন্নলেশ্বরীর মন্দির বিদ্যমান। পূর্ব্বে এইখানে তহশীলের কাছারী ছিল, সিপাহীবিদ্রোহের পর উহা গীর্কান গ্রামে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

সিহোর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড় বিভাগের ভাউনগর-রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। সিহোর-শৈলের পাদমূলে ভব-নগর, হইতে ১৩ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ২১°৪২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২°১´৪৫´´ পূঃ। এই স্থান অতি প্রাচীনকালে সারস্বতপুর নামে খ্যাত ছিল, পরে সিংহপুরী নামে বিদিত হয়। ভবনগর প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে এই নগরেই উক্ত রাজবংশীয়েরা রাজত্ব করিতেন। বর্ত্তমান নগরের অর্দ্ধ মাইল দক্ষিণে প্রাচীন নগর অবস্থিত। এখানে তামা ও পিত্তলের বাসনাদির কারবার আছে। ভবনগরে গোণ্ডাল রেলপথের একটী ষ্টেশন থাকায় স্থানীয় বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

সিহোর, মধ্যভারত এজেন্সীর ভোপাল রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর সবেন নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৩°১১´৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°৭´১৩´´ পূঃ। এখান হইতে সাগর, আসীর-

পত্ত, মৌ, ইন্দোর, দেবাস ও সমেচ যাইবার বিস্তৃত রাস্তা থাকায় স্থানটী বাণিজ্য প্রধান হইয়াছে। ভোপাল পলিটিক্যাল এজেন্সীর ইহা সদর এবং এখানে সেনাবাস আছে।

সিহোরা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর রেবাকান্থাবিভাগের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। ভূপরিমাণ ১৩০ বর্গমাইল। এখানে মহী, মেস্ত্রী ও গোমা নদী প্রবাহিত। এখানকার সর্দার সদা-পরমার নরসিংহজি (১৮৮৭খৃঃ) গাইকোবাড়রাজকে বার্ষিক ৫৮০০৲ টাকা কর দিয়া থাকেন।

সিহোরা, মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর জেলার একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ১১৯৭ বর্গমাইল। গ্রাম ও নগরসংখ্যা ৭০৫।

২ উক্ত জেলার একটী নগর ও সিহোরা তহসীলের বিচার-সদর। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথের জব্বলপুর শাখার সিহোরা ষ্টেশন হইতে ২৯০ মাইল দূরে এবং হিরণনদী হইতে ৪ মাইল উত্তরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৩°২৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°৯´ পূঃ। স্থানটী বাণিজ্যকেন্দ্র।

সিহোরা, (জিরোরা) মধ্যপ্রদেশের ভাণ্ডারা জেলার অন্তর্গত একটী নগর। ভাণ্ডারা নগর হইতে ৩০ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ২১°২০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯°৫৮´ পূঃ। এখানে কার্পাসবস্ত্র বয়নের কারবার আছে।

সিহ্লল (পুং) সিহ্লতি মলো যয় সিহ-লঞ্‌, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। স্বনামখ্যাত গন্ধ দ্রব্য, শিলারস, পর্য্যায়-তুরুষ্ক, পিণ্ডক, যাবন, সিহ্লক, পিণ্যাক, কপি, চক্কল, তৈলাখ্য, বাব, যাবন, সরকীয়ব, পিষ্টক, তৈলপর্ণা, ধূপধূপ, (জটাধর) গুণ—কটু, স্বাদ, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, শুক্র ও কান্তিবর্দ্ধক, বৃষ্য, স্বরভঙ্গকারক, স্বেদ, কুষ্ঠ, জ্বর, দাহ ও গ্রহনাশক। (ভাবপ্র°)

সিহ্লক (পুং) সিহ্লল এব স্বার্থে কন্। সিহ্লল, শিলারস।

সিহ্লকী (স্ত্রী) সল্লকী। (শব্দরত্না°)

সিহ্লভূমিকা (স্ত্রী) সল্লকী। (শব্দরত্না°)

সীক সেক। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ সীকতে। লিট্ সীকিতা। লুট্ সীকিষ্যতি। লুঙ্ অসীকিষ্ট।

২ দীপ্তি। ৩ আমর্ষণ, স্পর্শ। চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ সীকয়তি। লুঙ্ অসিসীকৎ।

সীখা (স্ত্রী) শিখা।

সীচাপু (স্ত্রী) পক্ষিণী। "অশক্ততে ধাবে সীচাপুঃ" (ঋগ্বেদ° ৪।৩।২৫) 'সীচাপুঃ পক্ষিণীঃ' (মহীধর)

সীতা (স্ত্রী) সিনোতীতি সিঞ্ বন্ধে বাহুলকাৎ ক্ত, দীর্ঘশ্চ। (উণ ৩।৯০) ১ লাঙ্গলপদ্ধতি। অমরটীকায় ভরত এই শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ করিয়াছেন। "যে লাঙ্গলরেখায়াঃ সিনোতি বধ্নাতি ভূমিং সীতা, ষি ন গ এ বন্ধে নাদীতি ক্ত, নিপাতনাদীর্ঘঃ, সীতা সহ্যাপাদি, গেতি ভূমি ইতি সীতা তালব্যাদিঃ।" (ভরত) ২ জনকরাজনন্দিনী, রামচন্দ্রের পত্নী। পর্য্যায়—বৈদেহী, মৈথিলী, জানকী, ধরণীসুতা, ভূমিসম্ভবা। (জটাধর)

মিথিলারাজ রাজর্ষি জনকের দুহিতা ও ত্রিলোকবিশ্রুত রঘুকুলতিলক ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের মহিষী। ত্রিভুবনে-শ্বরী লক্ষ্মীদেবীর অংশে ইঁহার জন্ম। ইঁহারই অসামান্য পাতিব্রত্য ও সেই পাতিব্রত্যের অগ্নিপরীক্ষার উপর মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণ প্রতিষ্ঠিত, জগতের মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, কাব্য, উপন্যাস ও ইতিহাসে যদি কাহারও প্রকৃত চরিত্র অনন্ত মাহাত্ম্যে অনাড়ম্বর সাত্ত্বিক্যে ফুটিয়া উঠিয়া থাকে, তবে সে এই সীতারই চরিত্র; সীতার চরিত্র ঐতিহাসিক কি কাল্পনিক, তাহা লইয়া অনেক তর্কবিতর্ক চলিয়াছে ও চলিতেছে। মহাকবির মহাকাব্য ব্যতীত সে সময়ের যখন কোন ইতিহাস নাই, তখন এবিষয়ে 'চোখে আঙ্গুল দিয়া' প্রমাণ করিবার মত কিছুই পাওয়া যাইবে না। তবে একথা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন যে, বাস্তব জীবনে আদর্শ না পাইলে, অথবা আদর্শ গড়িয়া তুলিবার মত উপাদান না পাইলে, কবি কল্পনাও এমন কিছু সৃষ্টি করিতে পারে না, যাহা সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া কোটী কোটী লোকের চিত্তের উপর আপনাকে এমন প্রকৃষ্টভাবে অঙ্কিত করিয়া রাখিতে পারে। অন্ততঃ হিন্দুর ঘরে ঘরে সীতার মহাপ্রাণের একাংশসম্ভূতা যে সকল পুণ্যবতী রমণীর স্বামীপ্রেমোজ্জ্বল চিত্র ফুটিয়া উঠিয়া এখনও হিন্দুস্থানকে পবিত্র ও সঞ্জীবিত করিতেছে, তাহা দেখিয়া আমরাত সীতার চরিত্রকে সম্পূর্ণ কবি-কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি না।

মহাকবি বাল্মীকি সীতার জন্মসম্বন্ধে রাজর্ষি জনকের মুখ দিয়া বলিতেছেন—

"অথ মে কৃষতঃ ক্ষেত্রং লাঙ্গলাদুত্থিতা ততঃ।
ক্ষেত্রং শোধয়তা লব্ধা নাম্না সীতেতি বিশ্রুতা।
ভূতলাদুত্থিতা সা তু ব্যবর্দ্ধত মমাত্মজা।"

আবার লাঙ্গলদ্বারা ক্ষেত্র কর্ষণ করিবার সময় একটী কথা উত্থিত হয়। সীতা (লাঙ্গল-পদ্ধতি) হইতে পাইয়াছিলাম বলিয়া তাহার নাম সীতা রাখা হয়। ভূতল হইতে উত্থিতা আমার সেই আত্মজা ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল।—ভবিষ্যতে ভগবতী সীতাদেবীর যে সর্ব্বংসহামূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যাইবে, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শী ভগবান্ বাল্মীকি তাহা পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়া-ছিলেন। সীতা যাহা নীরবে নির্ব্বিবাদে সহিয়া গিয়াছেন, সর্ব্বংসহা বসুন্ধরা ব্যতীত অন্যের পক্ষে তাহা সহিয়া যাওয়া সুকঠিন। এই জন্যই বোধ হয় কবি তাঁহার এইরূপ জন্ম-বৃত্তান্তের অবতারণা করিয়াছেন। নতুবা কেমন করিয়া সত্য-

পরায়ণ রাজর্ষি জনক সীতাদেবীকে 'আত্মজা' বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন? যাহাই হউক, লাঙ্গলের মুখে কি জনকের ঔরসে, যে ভাবেই সীতা জন্মিয়া থাকুন, একথা ঠিক যে, জনকের ঘরে তিনি অপত্য-নির্বিশেষে লালিত, পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন।

রাজর্ষির পূর্ব্বপুরুষ দেবরাত, দক্ষযজ্ঞ সময়ে মহাদেব কর্ত্তৃক যে ধনু ব্যবহৃত হইয়াছিল, সেই ধনুর অধিকারী হইয়াছিলেন। ক্রমে উত্তরাধিকারসূত্রে সেই হরধনু জনক পাইলেন। সাধারণ লোকের পক্ষে এই ধনুতে জ্যারোপণাদি করা একেবারেই অসম্ভব। অলোকসামান্যা কন্যাকে অনন্যসাধারণ পতির হাতে সমর্পণ করিবার অভিপ্রায়ে, পিতা তাহাকে "বীর্য্যশুল্কা" করিয়া রাখিলেন, অর্থাৎ যিনি এই হরধনুতে জ্যারোপণাদি করিতে পারিবেন, তিনিই এই সুন্দরীললামভূতা কন্যারত্ন লাভ করিবেন, এইরূপ পণ করিয়া বসিলেন।

সীতার বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাঁহার সদ্‌গুণাবলীর ও মনোমোহন সৌন্দর্য্যের সৌগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া নানা দিগ্দেশ হইতে বড় বড় রাজচক্রবর্ত্তী ও পরশুরাম রাবণ প্রভৃতির ন্যায় মহামহা বীরগণও আসিয়া হরধনু উত্তোলনের ব্যর্থ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এদিকে অযোধ্যাপতি রঘুকুলতিলক রাজা দশরথের ঘরে চারি মহাপুরুষের জন্ম হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্র এবং তৃতীয় ভ্রাতা লক্ষ্মণের বীরত্ব-কাহিনী শুনিয়া শত্রুমিত্র সকলেই মুগ্ধ, রাক্ষসগণের অত্যাচার হইতে যজ্ঞরক্ষার জন্য মহর্ষি বিশ্বামিত্র আসিয়া একদিন দশরথের নিকট শ্রীরাম-লক্ষ্মণের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন।

যজ্ঞরক্ষা করিয়াও পথিমধ্যে তপোবন-দর্শন, দুরাচারিণী তাড়কা রাক্ষসীকে বিনাশ করিয়া বিশ্বামিত্রের সমভিব্যাহারে রাম-লক্ষ্মণ আসিয়া রাজর্ষি জনকের সকাশে উপস্থিত হইলেন। মহর্ষির অভিপ্রায়, রাজর্ষি শ্রীরামচন্দ্রের হাতে সীতাদেবীকে সমর্পণ করেন, জনকেরও ইহাই একান্ত ইচ্ছা—কিন্তু কন্যাকে তিনি "বীর্য্যশুল্কা" করিয়া রাখিয়াছেন।

যে ধনু দেখিয়াই ত্রিভুবনবিজয়ী মহা মহা বীরগণ পরাজয়-কলঙ্ক স্বীকার করিয়া গিয়াছেন; সেই বিরাট্ ধনু দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্র কহিলেন,— 'এই দিব্য ধনুর্ব্বর আমি হস্তদ্বারা স্পর্শ করিতেছি। (শুধু তাহাই নয়,) আমি ইহা উত্তোলন করিতে এবং ইহাতে টঙ্কার দিতেও যত্নবান্ হইব।'

বলিয়া সহস্র সহস্র বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষুর সমক্ষে বালক রাম সেই অতুলন ধনু অবলীলাক্রমে উত্তোলনপূর্ব্বক, তাহাতে গুণ যোজনা করিলেন ও টঙ্কার দিলেন। তৎপরে তাহা ভাঙ্গিয়া ভূমিখণ্ডতলে নিক্ষেপ করিলেন। পর্ব্বত বিদীর্ণ হইলে পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে যেমন ভীষণ ভূমিকম্প সমুৎপন্ন হয়, এই শব্দে সেখানেও তেমনই হইল।

রামচন্দ্রের বীর্য্যদর্শনে মুগ্ধ ও বিস্মিত জনক কহিলেন—

'দশরথাত্মজ যুবকে স্বামিরূপে পাইয়া আমার কন্যা সীতা জনককুলের কীর্ত্তি বৃদ্ধি করিবে, হে কৌশিক, "সীতা বীর্য্যশুল্কা" বলিয়া আমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, আমার সে প্রতিজ্ঞা সার্থক হইল। "প্রাণেভ্যোঽপি প্রিয়তরা" সীতাকে আমি রামচন্দ্রের হাতেই সমর্পণ করিব।'

রাজা দশরথকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিবার জন্য অযোধ্যায় লোক প্রেরিত হইল। পরমসন্তুষ্ট রাজা উপাধ্যায় ও পুরোহিত-সহকারে অবিলম্বে বিদেহ-নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহা সমারোহে, উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে, 'অযোনিসম্ভবা' 'সুরসুতোপমা, বীর্য্যশুল্কা' সীতাদেবী শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে অর্পিত হইলেন। 'সর্ব্বাভরণভূষিতা' সীতাকে আনয়ন করিয়া অগ্নির সম্মুখে রাজর্ষি রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,

"ইয়ং সীতা মম সুতা সহধর্ম্মচরী তব।
প্রতীচ্ছ চৈনাং ভদ্রং তে পাণিং গৃহ্ণীষ্ব পাণিনা।
পতিব্রতা মহাভাগা ছায়েবানুগতা সদা।"

তোমার মঙ্গল হউক, আমার দুহিতা এই সীতা তোমার সহধর্ম্মিণী হউক; তুমি হস্ত দ্বারা ইহার হস্ত গ্রহণ কর! এই মহাভাগা অতিশয় পতিব্রতা হইবেন ও সর্ব্বদা ছায়ার ন্যায় তোমার অনুগমন করিবেন।

আকাশে দেবতা ও মর্ত্ত্যে ঋষিমহাপুরুষদিগের মুখ হইতে "সাধু সাধু" শব্দ বিনির্গত হইল—দেব-দুন্দুভিধ্বনির সঙ্গে অন্তরীক্ষ হইতে অসংখ্য পুষ্পবৃষ্টি হইল।

রাত্রি প্রভাত হইলে জনকের নিকট বিদায় লইয়া মহারাজ দশরথ পুত্র ও বধূসমভিব্যাহারে অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পিতা, মাতা, আত্মীয় স্বজন, পৌরজন, প্রজাবর্গ সকলের যথাবিহিত প্রীতিসাধন করিয়া রামচন্দ্র, সীতার প্রণয়মন্দিরে অধিষ্ঠিত হইয়া, তদ্গতপ্রাণে বহুবর্ষ কাটাইয়া দিলেন; মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে দম্পতীর প্রেম ও প্রীতির আকর্ষণ অধিকতর বলবান্ হইয়া উঠিতে লাগিল। একেত 'সীতা' রামের বড় আদরের জিনিষ; তাহাতে আবার তাঁহার অনন্যসাধারণ রূপ ও গুণ—রাম একেবারে সীতাগতপ্রাণ হইয়া তাঁহাকে ভালবাসিতে লাগিলেন। উভয়ের হৃদয়েই দিন দিন প্রীতি বিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

জগতে যাঁহারা আদর্শপুরুষ, কেবল মহৎ সংস্কার সঙ্গে যাঁহারা একীভূত হইয়া পড়েন, তাঁহাদিগকে অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়। ইহা বিধাতার বিধান। সীতা রামগত-

প্রাণা—আদর্শ সাধ্বী। স্বামীতে তিনি একেবারে আত্মবিলোপ করিয়াছিলেন। ভগবান্ তাঁহার পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন।

রামের চরিত্রমাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইয়া রাজা দশরথ তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে সঙ্কল্প করিলেন। রাজ্যময় একটা আনন্দোল্লাসের হিল্লোল প্রবাহিত হইল—কিন্তু তাহাতে কৈকেয়ীসহচরী মন্থরার হৃদয়ে ঈর্ষ্যার তরঙ্গ সমুত্থিত হইল। দাসীর কুটিল পরামর্শে বিষাক্তহৃদয়ে কৈকেয়ী রামের অভিষেক বন্ধ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন, শুধু তাহাই নহে, রাজভোগ, রাজসুখ ত্যাগ করিয়া রামচন্দ্রকে সুদীর্ঘ চতুর্দ্দশ বৎসর বল্কল পরিধানপূর্ব্বক অরণ্যজীবন যাপন করিতে হইবে, নিষ্ঠুরা দশরথের নিকট এইরূপ প্রার্থনাও করিলেন।

চরিত্রগুণে সীতা শ্বশুর প্রভৃতি গুরুজনেরও চিত্তাকর্ষণে কিরূপ সমর্থ হইয়াছিলেন, রামবনবাসের পূর্ব্বে দশরথ কৈকেয়ীকে সম্বোধন করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, ইহা হইতেই তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। সীতা আদর্শপত্নী, আদর্শ কুলবধূ। স্বামীর সুখেই সীতা সুখী। রাজ্যাভিষেকের কি বনগমনের সংবাদে তিনি অল্প মাত্রও বিচলিত হন নাই—রাজাই হউন, আর বনবাসীই হউন, তাঁহার স্বামী তাঁহারই—সর্ব্বদা সকল অবস্থাতেই তিনি স্বামীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী।

রাম সীতার সঙ্গে সুখে বিশ্রম্ভালাপ করিতেছেন, এমন সময়ে সুমন্ত্র আসিয়া কৈকেয়ীর নির্ঘাতবাণী শুনাইবার জন্য, তাঁহাকে লইয়া গেলেন। যাইবার সময় শুভাকাঙ্ক্ষিণী পত্নী কহিলেন,—(তখনও সকলেই জানেন অভিষেক হইবে) "লোককর্ত্তা ব্রহ্মা যেমন বাসবের রাজ্যাভিষেক করিয়াছিলেন, রাজা দশরথও যেন ব্রাহ্মণনিষেবিত রাজ্যে তোমার সেইরূপ অভিষেক করেন। তোমাকে দীক্ষিত, ব্রতসম্পন্ন, শ্রেষ্ঠাজিনধারী, শুচি, কুরঙ্গশৃঙ্গপাণি দেখিয়া, আমি পরম প্রীতমনে তজনা করিব। বজ্রধর তোমার পূর্ব্ব দিক্, যম দক্ষিণ দিক্, বরুণ পশ্চিম দিক্ ও কুবের উত্তর দিক্ রক্ষা করুন।"

কৈকেয়ীর নিকট অরণ্যগমনে প্রতিশ্রুত হইয়া রামচন্দ্র ফিরিয়া আসিয়া জননীর নিকট বিদায় লইলেন। এদিকে তখনও "রাজ্যাভিষেক হইবে" সীতার মনে এইরূপই ধারণা ছিল—দেবকার্য্য সমাধা করিয়া তিনি হৃষ্টমনে, কৃতাঞ্জলিতে স্বামীর আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিয়াছেন। রামচন্দ্র আসিয়া যখন অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহার মুখচ্ছবি শোক-সন্তপ্ত, ইন্দ্রিয় সকল চিন্তা-ব্যাকুলিত—চিরপ্রফুল্ল স্বামীর ঈদৃশ ভাবান্তর দেখিয়া অমঙ্গল আশঙ্কায় জানকী সর্ব্বাঙ্গে কাঁপিয়া উঠিলেন, জননীর নিকট বিদায় লইবার সময় শ্রীরামচন্দ্র আত্ম-সংযম রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন—কিন্তু সদ্যোভিন্নযৌবনা একান্তানুরক্তা পত্নীকে এইরূপ একটা হৃদয়বিদারক সংবাদ জ্ঞাপন করিতে স্বভাবতঃই তিনি বড় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন,—মনে করিলেন, সাধারণ স্ত্রীজনসুলভ আশা-আকাঙ্ক্ষায় তাঁহারও হৃদয় উদ্বেলিত। আসন্নপ্রায় অভিষেকে—স্বামীর মুখে ঈদৃশ ভাবান্তর দেখিয়া বৈদেহী স্বভাবতঃই বিচলিত হইলেন—জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"তোমার অভিষেকের আয়োজন হইয়াছে। অথচ তোমার এ কেমন ভাব দেখিতেছি? আগে ত' কখনও তোমার মুখবর্ণ এমন মলিন, এমন অপ্রফুল্ল দেখি নাই।"

তখন রাম তাঁহার নিকট চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য ভরতের রাজ্যাভিষেকের ও আপনার অরণ্যপ্রবাসের কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন। সাধারণ স্ত্রীলোকের ন্যায়, এইরূপ অকুণ্ঠোন্মুখ আশাবিভব ও রাজসম্পদবিচ্যুতিতে সীতা কতই না বিলাপ করিবেন, অদৃষ্টকে কতই না ধিক্কার দিবেন, রামচন্দ্র বোধ হয় এইরূপই কোন আশঙ্কা করিয়া একটা সঙ্কোচ বোধ করিতে-ছিলেন। কিন্তু সীতা তাহার কিছুই করিলেন না।

শ্রীরামচন্দ্র একথা তখনও মনে করিতে পারেন নাই যে, পত্নী আবার তাঁহার সহগামিনী হইবেন; তাই তিনি সীতাকে তাঁহার বনবাসকালীন কর্ত্তব্য বিধিনিষেধ বুঝাইতে লাগিলেন, বলিলেন, "পিতা ভরতকে যৌবরাজ্য প্রদান করিয়াছেন, সুতরাং এক্ষণে তিনিই আমাদিগের রাজা, অতএব তাঁহাকে বিশেষরূপে প্রসন্ন করা তোমার উচিত। আমার জন্য ব্যাকুল না হইয়া তুমি ব্রতোপবাস ও দৌলিক কার্য্যাদিতে সময় অতিবাহিত করিও। তুমি ধর্ম্ম ও সত্যব্রতনিরতা হইয়া এখানেই বাস করিও—যে কার্য্যে কাহারও অনিষ্ট না হয়, এমন কার্য্যই করিও।"

অভিষেকভঙ্গে ও রাজ্যসুখবিচ্যুতিতে সীতা বিচলিত হইলেন না—কিন্তু স্বামীকে ভালবাসিতেন বলিয়াই স্বামীর এই প্রকার উক্তিতে সংক্ষুব্ধ হইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আমাকে লঘুপ্রকৃতির মনে করিয়া তুমি যাহা বলিলে তাহাতে আমি হাসি সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। আমি কি এতই নীচপ্রকৃতির যে তুমি বনে যাইবে, আর আমি রাজপ্রাসাদে রাজসুখ ভোগ করিতে থাকিব? আমি জানি, পত্নী স্বামীরই ভাগ্যানুবর্ত্তিনী; অতএব তোমার বনগমনের সঙ্গে আমিও বনগমনে আদিষ্টা হইয়াছি। "ন পিতা নাত্মজো নাত্মা ন মাতা ন সখীজনঃ। ইহ প্রেত্য চ নারীণাং পতিরেকো গতিঃ সদা।" পিতা, পুত্র, আত্মা, মাতা, সখীজন—কেহই স্ত্রীলোকের অবলম্বন নহেন,—ইহপরকালে স্বামীই তাঁহার একমাত্র গতি। অতএব আমিও তোমার সঙ্গে সঙ্গেই বনগমন করিব, কুশকণ্টকসকল মর্দ্দন

করিতে করিতে আমি তোমার অগ্রে অগ্রে চলিব। স্বামী সুখেই থাকুন আর দুঃখেই থাকুন, তাঁহার পদতলে থাকাই স্ত্রীলোকের সমস্ত স্বর্গীয় ও পার্থিব সুখ; তাঁহার পদসেবা করাই তাহার পক্ষে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি অপেক্ষাও সুখকর। অতএব তুমি আমাকে তোমার সঙ্গে গ্রহণ কর। স্বামীর প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে আমি পিতামাতা-কর্তৃক যথাসময় উপদিষ্ট হইয়াছি, তোমাকে আর এখন আমাকে এসম্বন্ধে উপদেশ দিতে হইবে না। তোমার সহগমন করা আমার কর্তব্য এবং আমি যাইব-ই। তোমাকে কোন প্রকারেই বিব্রত হইতে হইবে না। তোমার সহিত শত সহস্র বৎসর বনে বাস করিতে হইলেও আমার তিল পরিমাণ কষ্ট হইবে না। তোমা বিহনে স্বর্গও আমার নিকট সুখকর হইবে না। তুমি পরিত্যাগ করিয়া গেলে, নিশ্চয়ই আমি জীবন বিসর্জন করিব।"

সীতার ভক্তি ও দৃঢ়তা দেখিয়া রামচন্দ্র মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হইলেন; কিন্তু ভাবিলেন, বনবাসের দুঃখকষ্টাভিজ্ঞা পতিপরায়ণা উনি কল্পনাবলম্বে বনবাসকেও হয় ত পরম রমণীয় বলিয়া ভাবিয়া লইয়াছেন, এবং আরণ্য জীবনের দুঃখকষ্ট বিপদাপদ্ বুঝাইয়া বলিলে সংকল্প হইতে বিনিবৃত্ত হইতে পারেন। এই আশায় তিনি আবার বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন, বনবাস যে কি ভীষণ বিপদসঙ্কুল, তাহা অবগত নও বলিয়াই তুমি এখন দৃঢ়তা প্রকাশ করিতেছ। বনে প্রতিমুহূর্তে জীবন হাতে করিয়া বেড়াইতে হয়—সেখানে সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ মানুষ দেখিলেই হনন করিবার জন্য ধাবিত হয়। হাসিয়া সীতা উত্তর করিলেন, "পিতৃগৃহে বাস করিবার সময় ভিক্ষুকীদের মুখে আমি বনবাসের দোষগুণ সকলই শুনিয়াছি। তুমি যে সকল ভয় দেখাইলে, সে সকল ভয়ে আমি অণুমাত্রও ভীতা নহি। তোমার সঙ্গে থাকিলে, দেবাধিপতি মহেন্দ্রও আমাকে অপমান করিতে সাহস করিবেন না। ঠিক জানিয়া রাখ, তুমি যদি আমার সঙ্গে না লও, আমি তবে আত্মহত্যা করিবই করিব।"

তখনও স্বামীকে অবিচলিত দেখিয়া সাধ্বীর চক্ষু হইতে দরবিগলিতধারে অশ্রু পতিত হইতে লাগিল। রামচন্দ্র তাঁহাকে নানা ভাবে সান্ত্বনা দান করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তখন অভিমানিনী ক্রোধে, ক্ষোভে গর্জিয়া উঠিলেন, "তোমাকে পুরুষ বলিয়া জানিয়াই পিতা আমার তোমার হাতে সমর্পণ করিয়াছিলেন, তিনি কি জানিতেন যে শেষে তুমি এমন স্ত্রী-জনোচিত কাপুরুষতার বশবর্তী হইবে! আমাকে কি তুমি শুধু তোমার বিহারশয্যাসঙ্গিনী বলিয়া মনে কর? আমি তোমার সঙ্গে বনে যাইবই যাইব—আমাকে তুমি লজ্জাবানের বশবর্তিনী পত্নী সাংসারীর মত বলিয়া জানিও। সঙ্গে না লও, আমি অদ্যই বিষপান করিব—জীবিত থাকিয়া তোমার বিরহ-জনিত মরণ-যন্ত্রণা আমি সহ্য করিতে পারিব না।" এইরূপ বলিতে বলিতে তিনি যাইয়া স্বামীকে জড়াইয়া ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার অশ্রু মুছাইয়া সোহাগভরে স্বামী কহিলেন, "কাহারও ভয়ে ভীত হইয়া যে তোমাকে আমি সঙ্গে লইতে চাহি নাই, তাহা নহে, তোমাকে রক্ষা করিবার মত শক্তি আমার যথেষ্ট আছে। তোমার দুঃখ হইলে আমি স্বর্গেরও অভিলাষী নহি। তোমার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে জানিবার জন্যই আমি এত আপত্তি করিয়াছি।"

আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তিতে সীতার আর আনন্দের পরিসীমা নাই! ধনরত্ন বস্ত্রালঙ্কার যাহা কিছু ছিল, সমস্ত আনন্দে তাহা তিনি দুই হাতে বিলাইতে লাগিলেন।

জ্যেষ্ঠের একান্ত অনুরক্ত লক্ষ্মণ সহগমনের জন্য নির্বন্ধাতিশয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিছুতেই রাম তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিলেন না। তখন ভ্রাতা ও সহধর্মিণীকে সঙ্গে লইয়া শ্রীরামচন্দ্র বনগমনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। কৈকেয়ীর স্বহস্ত আনীত মুনিপরিচ্ছদ চীর গ্রহণ করিয়া রাম অক্ষুব্ধ হৃদয়ে রাজবসন পরিত্যাগ করিলে জ্যেষ্ঠের পদানুসরণকারী লক্ষ্মণও অবিলম্বে মুনিবেশে সজ্জিত হইলেন। কিন্তু চীর পরিধানে অনভিজ্ঞা জানকী কৈকেয়ীর প্রদত্ত চীরবাস গ্রহণ করিয়া বড় বিব্রত হইয়া পড়িলেন। অশ্রুপূর্ণলোচনে তিনি স্বামীকে কহিলেন কেমন করিয়া চীর পরিধান করিতে হয়, আমি যে তাহা জানিনা! তখন রামচন্দ্র অগ্রসর হইয়া স্বয়ং চীরবসন পরাইয়া দিলেন। তাঁহাকে এইরূপ করিতে দেখিয়া পৌরজনবর্গ দরবিগলিতধারে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। রাজগুরু বশিষ্ঠ কৈকেয়ীকে নানারূপে ভর্ৎসনা করিয়া বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়াই সীতাকে বনগমনের জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সর্বতোভাবে রামানুগজীবিতা সাধ্বী বল্কল পরিধান করিয়া স্বামীর অনুগমন করাই শ্রেয়ঃ মনে করিলেন।

তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া মস্তকের আঘ্রাণ লইয়া বৃদ্ধ কৌশল্যা দেবী কহিলেন, "পতিব্রতা সত্যবাদিনী রমণীদিগের দৃঢ় বিশ্বাস, একমাত্র স্বামীই স্ত্রীলোকদিগের সুখমোক্ষদাতা আরাধ্যদেবতা।"

কৃতাঞ্জলিপুটে সীতা উত্তর করিলেন "মা পিত্রালয় হইতেই আমি স্বামিসেবা শিক্ষা করিয়া আসিয়াছি। আপনার উপদেশ পালন করিতে আমি এক টুকুও পরাঙ্মুখ হইব না। আমি জানি স্বামীই নারীর একমাত্র দেবতা—আমি যে কখনও সেই স্বামীকে অবমাননা করিব এরূপ আশঙ্কা আপনি কখনও মনে স্থান দিবেন না।"

তখন গুরুজনের নিকট বিদায় লইয়া তিন জনে রথারোহণে

দণ্ডকারণ্যের দিকে প্রস্থান করিলেন, পথিমধ্যে যেখানে যাহা দেখিতে লাগিলেন তাহারই সম্বন্ধে স্বামীকে নানারূপ সরল স্বভাবসুলভ প্রশ্ন করিয়া ও দেবরকে তাহা আনয়ন করিয়া দিবার আদেশ প্রদান করিয়া সীতাদেবী পরম আনন্দে চলিতে লাগিলেন। অযোধ্যার সুখের কথা একটি বারও তাঁহার মনে হইল না।

ক্রমে তাঁহারা গঙ্গাতীরে আসিয়া উপনীত হইলেন। এখানে রথ বিদায় করিয়া রামচন্দ্র নৌকাযোগে গঙ্গাপার হইবার সংকল্প করিলেন। সারথি সুমন্ত্র অনেক আপত্তি করিলেন—রামচন্দ্র কিছুতেই তাহা কানে তুলিলেন না।

গঙ্গাপার হইয়া তাঁহারা পদব্রজে চলিতে লাগিলেন। যিনি কখনও কক্ষ হইতে কক্ষান্তর ব্যতীত অন্য কোথাও হাঁটিয়া যান নাই, যাঁহার পাদপদ্ম প্রফুল্ল কুসুম সদৃশ কোমল, আজ সেই জনক-নন্দিনী, দশরথ-পুত্রবধূ পরমানন্দে কণ্টক-কঙ্করাকীর্ণ পথে পদব্রজে চলিয়া যাইতেছেন!

চিত্রকূট পর্ব্বতে বাস করিবার সংকল্প করিয়া রাম সেই দিকে গমন করিতে লাগিলেন। যাঁহারা চিরকাল রাজভোগে অভ্যস্ত, আজ তাঁহাদের সকলে বনজাত ফল মূলই একমাত্র আহার্য্য। পথশ্রান্তি, দারুণ রৌদ্রভোগ, ফলমূলাহার—কিছুতেই সীতার ভ্রূক্ষেপ নাই—তাঁহার চিরপ্রফুল্ল মুখ কখনই অপ্রফুল্ল হয় না! রামলক্ষ্মণও সর্ব্ব প্রযত্নে তাঁহার চিত্ত বিনোদন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে তাঁহারা চিত্রকূট পর্ব্বতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে ফলমূল অপর্য্যাপ্ত; পর্ব্বতগাত্র বাহিয়া সুস্বাদু জলধারা অবিরল ঝর্ঝর্ করিয়া ঝরিতেছে। মধুর বিহগকূজনে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত। স্থানমাহাত্ম্যে সকলেই মুগ্ধ হইলেন। এইখানেই বাস করিবার সংকল্প করিয়া তাঁহারা যাইয়া মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। রামের আদেশে লক্ষ্মণ এক পর্ণ-কুটীর নির্ম্মাণ করিলেন। স্থান-মাধুর্য্যে তাঁহারা অযোধ্যা-পরিত্যাগের দুঃখও ভুলিয়া গেলেন। একদিন রাম সীতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "জানকি! এখানে তোমার ও লক্ষ্মণের সাহায্যে বহু বহু বৎসর বাস করিতে হইলেও শোকানল আমাকে দগ্ধ করিতে পারিবে না।" নানাভাবে তিনি অনেকাংশনির্ভর পত্নীর সুখস্বচ্ছন্দতা সাধনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সীতাও স্বামীর সোহাগআদরে চিত্রকূটের অতুলন শোভাসম্পদ্ সন্দর্শনে, কলকলনাদিনী মন্দাকিনীর পূতস্নিগ্ধ সলিলাবগাহনে, প্রবাসজনিত দুঃখ সম্পূর্ণ রূপেই বিস্মৃত হইলেন।

ইতিমধ্যে রাজা দশরথের মৃত্যু হইয়াছে; মাতুলালয় হইতে ভরতকে অযোধ্যায় আনা হইয়াছে। কিন্তু তিনি আসিয়া রামবিহীন অযোধ্যায় বাস করিতে সম্মত হইলেন না; পরিজনবর্গ সমভিব্যাহারে চিত্রকূট পর্ব্বতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নানা মিষ্টবাক্যে তাঁহাকে ফিরাইয়া দিয়া রামচন্দ্র চিত্রকূট পর্ব্বত পরিত্যাগ করিলেন।

তাঁহারা আসিয়া অত্রিমুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। অত্রি তাঁহাদিগকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিলেন, তাঁহার পত্নী, মহাভাগা ধর্ম্মনিরতা অনসূয়া সীতাকে অপত্য-নির্ব্বিশেষে যত্ন করিতে লাগিলেন।

সন্নিকটেই দণ্ডকারণ্য। রামচন্দ্র শুনিলেন, এখানে বহু রাক্ষসের বাস। মুনিঋষিগণ তাঁহাদিগকে রাক্ষসের অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য রামচন্দ্রকে সকাতরে অনুরোধ করিলেন, রামচন্দ্রও পত্নী ও ভ্রাতাকে সঙ্গে করিয়া দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলেন।

দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়া রাম তত্রত্য মুনিঋষিগণ কর্ত্তৃক বহু সম্মান সহকারে গৃহীত হইলেন। তাঁহাদিগেরই আশ্রমে রজনী যাপন করিয়া, প্রভাতে তিনি রাক্ষসদমনার্থ সীতা ও লক্ষ্মণকে লইয়া অরণ্যের নিবিড় অংশে প্রবেশ করিলেন। এইখানে পর্ব্বতশৃঙ্গ তুল্য এক রাক্ষসের সঙ্গে তাঁহাদের প্রথম সাক্ষাৎ হইল, তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র রাক্ষস অতিবেগে ধাবিত হইল এবং চক্ষুর নিমেষে সীতাদেবীকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া কহিল, "তুইজন তাপসের এক রমণীর সহিত বাস কিছুতেই সঙ্গত হইতে পারে না। তোরা নিতান্ত পাপী ও অধর্ম্মচারী, এই সুন্দরীকে আমি বিবাহ করিব। আমি বিরাধ রাক্ষস; হত্যা করিয়া তোদের দুইজনের রক্তপান করিব।" সীতাদেবী রাক্ষসের করকবলে পতিত হইয়া ঝটিকাবিতাড়িত কদলীবৃক্ষের ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন, তাঁহার অঙ্গে পরপুরুষের স্পর্শ দেখিয়া রামচন্দ্র বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া লক্ষ্মণ বিরাধের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলেন। রামও চুপ্ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, উভয় ভ্রাতার সঙ্গে রাক্ষসের বহুক্ষণ ভীষণ যুদ্ধ হইল। অবশেষে বিরাধকে নিহত করিয়া রামচন্দ্র যাইয়া পত্নীকে আলিঙ্গনদান করিয়া সান্ত্বনা করিলেন।

ক্রমে তাঁহারা নানা স্থান ঘুরিয়া, নানা মুনিঋষিগণ কর্ত্তৃক সংকৃত ও সম্মানিত হইয়া দণ্ডকারণ্যের নিবিড় প্রদেশে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। স্বামীকে রাক্ষসবধে প্রতিজ্ঞারূঢ় ও উদ্যত দেখিয়া, ধর্ম্মতত্ত্বাভিজ্ঞা জানকী একদিন তাঁহাকে কহিলেন "নাথ! সূক্ষ্ম বিচার করিয়া দেখিলে, মহাত্মা হইয়াও তুমি অধর্ম্ম সঞ্চয় করিতেছ! কামজাত ব্যসন ত্রিবিধ—মিথ্যাকথন, পরদারগমন এবং শত্রুর অবর্ত্তমানে হিংসা। প্রথম দুইটি তোমাতে অবর্ত্তমান এবং কখনও যে বর্ত্তিবে, সেরূপ সম্ভাবনাও নাই! কিন্তু তোমাকে এক মহামোহ আশ্রয় করিতেছে; অকারণে তুমি জীব-

হিংসায় লিপ্ত হইতেছ! ঋষিদিগের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া রাক্ষসবধার্থ তুমি দণ্ডকারণ্যের দিকে চলিয়াছ। কিন্তু আমার কথা শ্রবণ কর, তুমি এ অহেতু জীবহত্যার সংকল্প ত্যাগ কর। শাস্ত্রে বলে "শস্ত্রসংযোগ অগ্নিসংযোগের ন্যায় বিকার হেতু।" তুমি সকলই জান। তোমাকে উপদেশ দিবার মত ধৃষ্টতা আমার নাই; আমি তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি মাত্র। আর্তকে ত্রাণ করিবার জন্য ক্ষত্রিয়গণ অস্ত্রধারণ করিয়া থাকেন; কিন্তু এখন তুমি তাপস, অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিয়া ক্ষাত্রধর্ম পালন করিও, এখন যদি তুমি মুনিদিগের ধর্ম প্রতিপালন কর, তবেই আমার শ্বশুর ও শাশুড়ীর অক্ষয় আনন্দলাভ হইবে। কিন্তু আমি স্ত্রীলোক-স্বভাবসুলভ চপলতাবশতঃই এইরূপ বলিতেছি। দেবর লক্ষ্মণের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা ভাল মনে হয় কর।"

সাধ্বী পত্নীর মঙ্গলকামনাপ্রসূত কথা শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্র উত্তর করিলেন, "প্রিয়ে, এইমাত্র তুমিই ত আদর্শ নির্দেশ করিয়াছ, ক্ষত হইতে যে ত্রাণ করে, সে ক্ষত্রিয়। রাক্ষসোৎপাতে প্রপীড়িত, জীবনসংশয় মুনিঋষিগণ আমাকে পরিত্রাণের জন্য অনুরোধ করিয়াছেন করুণার বশবর্তী হইয়া আমিও স্বীকৃত হইয়াছি। প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রাণ থাকিতে আমি তাহার অন্যথা করিতে পারিব না, সত্য চিরকালই আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়। আবশ্যক হইলে আমি তোমাকে লক্ষ্মণকে, এমন কি নিজের প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু কখনই আমি সত্যভ্রষ্ট হইতে পারিব না।"

রাম আবার চলিতে লাগিলেন। ক্রমে এই ভাবে তাঁহার অরণ্যবাসের দশবৎসর কাটিয়া গেল।

অবশেষে সুতীক্ষ্ণ ঋষির নিকট পথসংক্রান্ত উপদেশ লইয়া রামচন্দ্র অগস্ত্যাশ্রমে যাইয়া উপনীত হইলেন। বিবিধ ফলফুল-শোভিত, বিহগকূজনমুখরিত নিস্তরঙ্গ তীরপথে আবৃত, মনোমুগ্ধকর বনাভ্যন্তরপ্রদেশে তাঁহার বাস। এখানে হিংসা-দ্বেষ নাই, আছে শুধু শান্তি ও মধুরতা।

অগস্ত্যের নির্দেশ অনুসারে তাঁহার আশ্রম হইতে দ্বিযোজন-দূরবর্তী বিবিধ ফলমূলাদিসম্পন্ন 'পঞ্চবটী' বনে যাইয়া শ্রীরামচন্দ্র কুটীর নির্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এখানে সীতা একেবারেই সঙ্গিনীশূন্যা হইলেন, ইতি পূর্বে যেখানে গিয়াছেন, সেখানেই মুনিপত্নী ও মুনিকন্যাগণের অকৃত্রিম স্নেহ ও যত্নে তিনি বনবাসের দুঃখ ভুলিয়া গিয়াছেন, সমস্ত দিন আকৃষ্ট হইয়া আসিয়া স্বামিসোহাগিনী তাঁহাদিগের শ্রবণ-লোলুপকর্ণে অতুল্য স্বামীর দেবোপম মহত্ত্বের কীর্তি গাইয়া আপনার প্রাণস্ফূর্তি অপনোদন ও চিত্ত বিনোদন করিয়াছেন। এখানে নিকটে কোন লোকালয় বা মুনিঋষির আশ্রম নাই।

এখানেই রামায়ণের মূলভিত্তি প্রোথিত হইল। রাক্ষস-রাজ-রাবণ-ভগিনী শূর্পণখার নাসাকর্ণচ্ছেদন করিয়া ও তাহার রক্ষক খরদূষণাদি চতুর্দশসহস্র রাক্ষসদিগকে বিনাশ করিয়া রাম সীতার অলৌকিক সৌন্দর্যের প্রতি মনোভাবক দ্রুত রাবণের লোভ ও দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। রামের কঠোর শাসনে রাক্ষসকুল তাঁহার ভীম মূর্তি সর্বত্র দেখিতে লাগিল, তাহারা যাইয়া রাবণের নিকট কাঁদিয়া পড়িল।

রাবণ সীতাহরণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, তাহার আদেশে মারীচ রাক্ষস বিচিত্র স্বর্ণ-মৃগের রূপ ধারণ করিয়া রামের আশ্রমের সান্নিধ্যে আসিয়া বিচরণ করিতে লাগিল। তাহাকে দেখিয়া পরম পুলকিত হইয়া সীতা স্বামী ও দেবরকে স্বর্ণমৃগ ধরিয়া দিবার জন্য নির্বন্ধাতিশয় সহকারে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। রাম, সীতার রক্ষার ভার লক্ষ্মণের উপর সমর্পণ করিয়া পলায়মান মৃগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন।

তাঁহার শরে আহত হইয়া মারীচ প্রাণত্যাগ করিবার সময়ও এক চাল চালিয়া গেল, সে রামের কণ্ঠ অনুকরণ করিয়া "হা সীতে! হা লক্ষ্মণ" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল।

স্বামীর কণ্ঠোত্থিতবৎ প্রতীয়মান আর্তস্বর শুনিয়া সীতা অস্থির হইয়া পড়িলেন, লক্ষ্মণকে বলিলেন "যাও তুমি অবিলম্বে তোমার ভ্রাতার সাহায্যার্থ অগ্রসর হও।" লক্ষ্মণ মায়াবী মারীচকে জানিতেন। সীতার অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁহাকে একা ফেলিয়া যাইতে তিনি সম্মত হইলেন না। তখন স্বামীর বিপদ্ আশঙ্কায় অভিভূত হইয়া সীতা লক্ষ্মণকে কঠোর দুর্বাক্যে তিরস্কার করিতে লাগিলেন, "ভাইকে বিপন্ন জানিয়াও তুমি তাঁহার রক্ষার্থ অগ্রসর হইতেছ না! আজ বুঝিলাম, মুখে পরম মিত্র হইলেও, অন্তরে অন্তরে তুমি তাঁহার ভীষণ শত্রু! আমার লোভেই তুমি তাঁহার অনুগমন করিতেছ না,—আমার লোভেই তুমি তাঁহার মৃত্যু দেখিতে চাহিতেছ!" তাঁহার দুর্বাক্য শুনিয়া লক্ষ্মণের চক্ষু দিয়া জল আসিল, তিনি শোকবিহ্বলা ভ্রাতৃজায়াকে সান্ত্বনা দানের চেষ্টা করিলেন, বলিলেন "দেবী, আপনার স্বামী দেবতা, যক্ষ, রক্ষ,গন্ধর্ব সকল লোকেরই অবধ্য, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, তিনি শীঘ্রই অনাহত দেহে ফিরিয়া আসিবেন। ঐ কণ্ঠস্বর তাঁহার নহে, মায়াবী রাক্ষসের।"

নিয়তি কেহই রোধ করিতে পারে না। লক্ষ্মণের আশ্বাস-বাক্যে আশ্বস্ত না হইয়া সীতা অধিকতর দুর্বাক্য বলিতে লাগিলেন, "নিশ্চয়ই তুই ভরতের অনুচর, আমাকে পাইবার অভিলাষে তুই রামের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছিস; কিন্তু জানিস্ তোদের সে আশায় ছাই; রামবিহীন হইয়া আমি এক মুহূর্তও জীবিত থাকিব না।"

তাঁহার ঈদৃশ তপ্তশলাকাতুল্য বাক্য-যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া লক্ষ্মণ কহিলেন, "আপনি আমার দেবতা, আপনাকে আমি যথাযথ উত্তর দিতে পারি না। রাম যেখানে আছেন, আমি সেখানেই যাইতেছি। কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া যে আপনাকে আর দেখিতে পাইব, আমার সে আশা নাই।" তারপরে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া ও বনদেবতাদিগের উপর তাঁহার রক্ষার ভার সংন্যস্ত করিয়া ক্ষুব্ধ লক্ষ্মণ শ্রীরামের অনুসন্ধানে চলিলেন।

সুযোগ বুঝিয়া, উত্তম গৈরিকবসনে দেহ বিভূষিত করিয়া লম্বমান শিখা দোলাইয়া, ছত্র, যষ্টি ও কমণ্ডলুধারী, পাদুকা-পরিহিত সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া দশানন আসিয়া ব্রহ্মনাম উচ্চারণ করিতে করিতে "ভিক্ষাং দেহি" বলিয়া অরক্ষিতা সীতার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন।

সীতার মনোহর দন্ত ও ওষ্ঠ, চন্দ্রতুল্য বদন, পদ্মপলাশ-নয়নযুগল, পদ্মাসনভ্রষ্টা লক্ষ্মীর ন্যায় দেহ-লাবণ্য দেখিয়া রাবণ একেবারে মোহিত হইলেন। শেষে নানাভাবে অব্রাহ্মণোচিত-ভাষায় তাঁহার রূপলাবণ্যের সুখ্যাতি করিয়া বলিলেন, "তোমার রূপে আমি পাগল হইয়াছি—রাক্ষস-সেবিত এই স্থান ত্যাগ করিয়া তুমি আমার সঙ্গে চলিয়া আইস।"

স্বামীর অমঙ্গলাশঙ্কায় বিমনা সীতাদেবীর কর্ণে রাবণের কুৎসিত প্রার্থনা প্রবিষ্ট হইল না। কিন্তু দ্বারে ব্রাহ্মণবেশী অতিথি উপস্থিত দেখিয়া তিনি তাঁহাকে পাদ্যাসন দিয়া অর্চনা করিলেন; পরে ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করিয়া বলিলেন, "এই সিদ্ধান্ন ভোজন করিয়া আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করুন।"

অরক্ষিতা সীতাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিবার মানসে রাবণ কৌশল খুঁজিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে? কাহার ভার্য্যা?" উত্তর না দিয়া অবমাননা করিলে অতিথি অভিসম্পাত করিতে পারেন, এই আশঙ্কায় জানকী আত্মপরিচয়, স্বামীর পরিচয়, রাজ্যাভিষেকের কথা, বনবাস প্রভৃতি সকলই যথাযথ বিবৃত করিলেন। শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে? কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? আপনার গোত্র কি? কি জন্যই বা এই বিজন অরণ্যে একাকী পরিভ্রমণ করিতেছেন?" এবার রাবণ যথার্থ আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন, "দেবাসুর, নর, যক্ষ, রক্ষঃ, গন্ধর্ব্ব যাহার ভয়ে ভীত, আমি সেই সমুদ্রপরিবেষ্টিত, পর্ব্বতশিখরস্থিত লঙ্কানগরীর অধীশ্বর রাক্ষসপতি রাবণ। অনিন্দিতাঙ্গি, তোমাকে দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি। এসো তুমি, আমার সঙ্গে এসো। নানা দিগ্দেশ হইতে যে সকল সুরসুন্দরীদিগকে আনিয়া আমি আমার অন্তঃপুর পূর্ণ করিয়াছি, তাহাদের সকলের শীর্ষস্থানীয়া মহিষী হইয়া, তুমি পরমসুখে কালযাপন করিবে। মনোহর উপবনে তুমি আমার সঙ্গে বিহার-সুখ উপভোগ করিবে, পাঁচসহস্র পরিচারিকা তোমার পরিচর্য্যা করিবে।"

ব্রীড়াবিনম্রা, কোমলাঙ্গী, সীতার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া সতীত্বের তীব্রজ্বালা বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। ত্রিভুবনজয়ী রাবণকে তৃণবৎ তুচ্ছ করিয়া তিনি গর্জ্জিয়া উঠিলেন, তুই "শৃগাল—আমি সিংহিনী। তুই আমাকে পাইবার লোভ করিয়াছিস্! ইহার অপেক্ষা তুই বরং বস্ত্রাগ্রে প্রজ্বলিত অগ্নি ধারণ করিবার চেষ্টা করিস্। সিংহে ও শৃগালে, সমুদ্রে ও গোষ্পদে, চন্দনে ও কর্দ্দমে, গজে ও মার্জ্জারে, স্বর্ণে ও লৌহে, গরুড়ে ও কাকে, হংসে ও শকুনীতে যে প্রভেদ, আমার স্বামী রঘুনন্দন রামে ও তোকে সেই প্রভেদ। মরিবার জন্যই আজ তোর এ লোভ হইয়াছে!" বলিয়া ক্রোধ, ঘৃণা ও ক্ষোভে তিনি উচ্চৈঃ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

ক্রুদ্ধ রাবণ ভ্রূভঙ্গিসহকারে আবার বলিতে লাগিল, "আমার ভয়ে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ বিকম্পিত, আমি যেখানে বাস করি, পবন তথায় শঙ্কিতভাবে প্রবাহিত হয়, ভয়ে সূর্য্য চন্দ্রের ন্যায় কোমল ও স্নিগ্ধ হয়, বৃক্ষপত্র কম্পিত হয় না, নদীর জলও স্তম্ভিত হয়। আর তোমার স্বামী নির্বীর্য্য, রাজ্যভ্রষ্ট, ফলমূলাহারী ব্রহ্মচারী। যুদ্ধে সে আমার এক অঙ্গুলিরও তুল্য হইবে না। আমাকে প্রত্যাখ্যান করিও না—শেষে অনুতাপ করিতে হইবে।"

ক্রোধে আরক্তলোচনা সীতা পরুষবাক্যে উত্তর করিলেন, তিনি যে নিঃসহায়, স্বামী-দেবর কেহই যে উপস্থিত নাই, সতীর সে দিকে লক্ষ্য নাই, "ইন্দ্রের শচীকে হরণ করিয়া বরং জীবিত থাকিতে পারিস্; কিন্তু রামের সীতাকে হরণ করিয়া, অমৃত পান করিলেও, তোর রক্ষা নাই।"

অনুনয়-বিনয়ে কার্য্যসিদ্ধি হইবার নহে দেখিয়া রাবণ তখন স্বকীয় আরক্তবিঘূর্ণিতনয়ন, বিংশতিবাহু, দশবদন, নীলমেঘবপুঃ কৃতান্ততুল্য ভয়ঙ্কর রাক্ষসমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। কিছুক্ষণ এই মূর্ত্তিতে বিকৃতদৃষ্টিতে সীতার দিকে চাহিয়া থাকিয়া "কোন্ গুণে তুমি রাজ্যচ্যুত বিফলমনোরথ অল্পায়ু রামের প্রতি এত অনুরক্ত রহিয়াছ? এসো, অনন্তশক্তিসম্পন্ন অতুল বৈভবশালী দেবদানবত্রাস ইচ্ছারূপী দশকন্ধরের সর্ব্বপ্রধানা মহিষী, সর্ব্বময়-কর্ত্রী হও আসিয়া" বলিতে বলিতে যাইয়া হঠাৎ পাপিষ্ঠ বামহস্তে রাম-প্রিয়ার আবেণী-লম্বিত অপর্য্যাপ্ত কেশরাশি ও দক্ষিণ হস্তে তাঁহার করিশুণ্ডোপম উরুদ্বয় চাপিয়া ধরিলেন। তাহার ভীষণ যমোপম মূর্ত্তি দেখিয়া বনদেবতারাও ভয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। অদূরে রাক্ষসাদিগের মায়াময় রথ নিযুক্ত

ছিল। সীতাকে ক্রোড়ে করিয়া তিনি যাইয়া সেই রথে আরোহণ করিলেন। লক্ষ্মীস্বরূপিণী সীতাকে এইভাবে অবমানিতা ও অপহৃতা হইতে দেখিয়া বনস্থলীও যেন শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িল।

প্রচণ্ড বেগে রথ চলিতে লাগিল। উদ্‌ভ্রান্তচিত্তা, উন্মাদিনী শোকাকুলা সীতা দেবর লক্ষ্মণ ও স্বামী রামকে স্মরণ করিয়া তারস্বরে আর্তনাদ করিতে লাগিলেন, "হায়! তোমরা জানিলে না যে দশানন রাবণ আমাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে!" পুষ্পিত কর্ণিকারতরুদিগকে, হংসসারসশোভিত গোদাবরীকে, বনদেবতাদিগকে সম্বোধন করিয়া তিনি চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "রামকে,—আমার স্বামীকে, দেখিলে বলিবেন, 'তোমার সীতা বিবশা হইয়া রাবণকর্তৃক অপহৃত হইয়াছে।' বৃক্ষোপরি নিদ্রিত, রামভক্ত বৃদ্ধ জটায়ুকে দেখিয়া বলিলেন, "রাম-লক্ষ্মণকে আমার দুরবস্থার কথা অবশ্য অবশ্য জানাইবেন।"

জটায়ু প্রাণপণ করিয়া সীতার রক্ষার জন্য চেষ্টা করিলেন, শেষে আহত হইয়া অর্দ্ধমৃত অবস্থায় রামের আগমন-প্রত্যাশায় পড়িয়া রহিলেন।

রাবণ-জটায়ুর যুদ্ধের অবসরে সীতা রথ হইতে অবতরণ করিয়া "হা রাম, হা লক্ষ্মণ, রক্ষা কর!" বলিতে বলিতে পলাইতে লাগিলেন। জটায়ুকে বিনাশ করিয়া রাবণ তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন; কেশাকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার রথে উঠাইয়া লইলেন। সীতা দুইহাতে অলঙ্কারগুলি ছুঁড়িয়া ফেলিতে লাগিলেন,—কোন্ পথে রাবণ তাঁহাকে লইয়া যাইতেছেন, রাম যেন তাহা জানিতে পারেন, এই উদ্দেশ্য।

রথ ক্রমাগত চলিতে লাগিল, পথি মধ্যে পর্ব্বতশৃঙ্গে উপবিষ্ট পাঁচটি বানর দেখিতে পাইয়া, ইহারা যদি রামকে সংবাদ দিতে পারে এই আশায় সীতাদেবী, রাবণের অলক্ষিতে, আপনার সুবর্ণপ্রভ উত্তরীয়, কৌশেয় বস্ত্র ও অলঙ্কারসকল তাহাদিগের দিকে নিক্ষেপ করিলেন।

রথ ক্রমে পম্পানদী পার হইয়া লঙ্কার দিকে চলিতে লাগিল। শেষে তিমিকুম্ভীরসমাকীর্ণ সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া একেবারে লঙ্কায় আসিয়া পৌঁছিল, তখন সীতাদেবীকে একেবারে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া রাবণ কতকগুলি বিকটদর্শনা পিশাচীকে কহিলেন, "আমার অনুমতি ব্যতীত পুরুষ বা স্ত্রী কেহই যেন কখনও ইহাকে দেখিতে না পায়। ধনরত্ন বস্ত্রালঙ্কার ইনি যখন যাহা চাহেন, তখনই ইঁহাকে তাহা আনিয়া দিবে। যে কেহ অপ্রিয় কথা বলিবে, তাহারই আমি প্রাণ বিনাশ করিব।" স্বামী হইতে সাধ্বীর মন বিচ্যুত করিবার জন্য মূর্খ দশানন প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল।

লঙ্কার অতুল ঐশ্বর্য্য, কল্পনাতীত বৈভব, অমরাবতীরও অধিক সৌন্দর্য্য দেখাইয়া রাবণ সীতার মনোহরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, বলিলেন, "বিশাললোচনে, আজ আমার রাজ্য, রাজপাট, জীবন সকলই তোমার অধীন, তুমি প্রসন্না হও। আমার কথায় অমত করিয়াই বা কি করিবে? রাজ্যচ্যুত, বনবাসী, দীনহীন রামের এমন কোনই ক্ষমতা নাই যাহাতে সে আসিয়া এই লঙ্কাপুরী হইতে তোমাকে উদ্ধার করিবে। অতএব তাহার আশা ছাড়িয়া দিয়া, তুমি আমাকে ভজনা কর। আর আমিই বাস্তবিক তোমার স্বামী হইবার উপযুক্ত, যৌবন কখনও চিরস্থায়ী নয়—মনের সুখে তুমি আমার সহিত বিহার কর।" ঘৃণায় ক্ষোভে ও রোষে বস্ত্রাঞ্চলে মুখ আবৃত করিয়া রামগতপ্রাণা সীতা অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

রাবণ আবার বলিতে লাগিলেন "সুন্দরি, ধর্ম্মনাশের ভয়ে তুমি ভীতা হইও না। আমি তোমাকে ঋষিদিগের সম্মত প্রথানুসারে বিবাহ করিব। এই দেখ যে রাবণ কখনও কোন স্ত্রীলোকের নিকট মস্তক অবনত করে নাই, আর সে তাঁহার দশ দশটি মস্তকই তোমার পদ-প্রান্তে লুটাইতেছে! চাও একবার তাঁহার দিকে প্রসন্ন নেত্রে চাও।" ঘৃণাব্যঞ্জক চক্ষুতে চাহিয়া এবার সীতা উত্তর করিলেন, "ওরে দুষ্ট রাক্ষসাধম, তুই যতই কেন না দর্প করিস্, তুই ঠিক জানিস্, দেবদানবগণের অবধ্য হইয়া থাকিলেও, রঘুকুলতিলক, সত্যপ্রতিজ্ঞ, ধর্ম্মপ্রাণ মহাবীর রামের সঙ্গে শত্রুতা করিয়া প্রাণ থাকিতে তুই পরিত্রাণ পাইবি না। মৃত্যু আসিয়া তোর মস্তকের নিকট দাঁড়াইয়াছে। সবংশে তোর নিধন প্রাপ্ত হইবার সময় আসিয়াছে বলিয়াই তুই এমন ধর্ম্ম-রহিত কার্য্য করিয়াছিস্। তুই ঠিক জানিস্, আমাকে তুই বন্ধন বা বধ করিতে পারিবি, কিন্তু আমি তোকে কখনই প্রীতির চক্ষুতে দেখিব না।"

তখন ক্রুদ্ধ স্বার্থপর রাবণ ভয়প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, "দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে যদি আমার অনুগতা না হও, তবে পাচকেরা আমার প্রাতর্ভোজনের জন্য তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিবে।" তারপর বিকটদর্শনা রাক্ষসীদিগকে কহিলেন, যা ইহাকে অশোককাননে লইয়া যা। মিষ্ট কথায়ই হউক, আর ভয় প্রদর্শন করিয়াই হউক, যাহাতে ইনি আমার বাধ্য হন, তাহার চেষ্টা করিবি।

তখন সেই রাক্ষসীরা তাঁহাকে অশোককাননে লইয়া গেল। লম্বোষ্ঠোদ্ধতনাসিকা পিঙ্গলনেত্রা লম্বিতোষ্ঠী সহচরীদিগের বীভৎস আকৃতি দর্শনে সীতার প্রাণ শুকাইয়া গেল, কিন্তু সতীত্ব যাহার জীবন, সতীধর্ম্ম যাঁহার ব্রত, প্রাণের মমতা যে তাঁহার একেবারেই অপরিজ্ঞাত। সীতা অনন্ত দুঃখ, অসহ্য তাড়না ও

নিদারুণ উৎপাতের মধ্যেও অচল অটল ভাবে রামের ধ্যানমূর্তি পূজা করিতে লাগিলেন।

রাক্ষসীদিগের তাড়নায়, অনিদ্রায় অনাহারে রাবণের মর্মদাহী প্রভাবে সীতার দেহ ক্রমে ক্রমে অস্থি-চর্মে পর্যবসিত হইতে লাগিল। ধূমজালসমাচ্ছন্না অনলশিখার ন্যায় তাঁহার কান্তি আজ ম্লান হইয়া পড়িয়াছে। শোকে দুঃখে তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে অনবরত অশ্রুধারা প্রতিনিয়ত বর্ষিত হইতেছে।

রাবণ তাঁহাকে এক বৎসর সময় দিয়াছেন; এই ভাবে তাহার দশমাস কাটিয়া গেল।

তাঁহার অন্বেষণে হনুমান্ আসিয়া যখন অশোককাননে লুক্কায়িত ভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন একদিন বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত দশানন আসিয়া সীতার সমীপে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই জানকী বাতাহত কদলীর ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন। পরিধানে জীর্ণবাস, কোন প্রকারে উরুদ্বয় দ্বারা উদর দেশ ও করদ্বয় দ্বারা স্তনযুগল আবরণ করিয়া তিনি দরবিগলিতধারে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার দেহ শ্রীভ্রষ্ট, আভরণ-বিহীন তথাপি তাঁহার সৌন্দর্যচ্ছটায় কামাতুর রাবণের চক্ষু ঝলসিয়া গেল। নানারূপ ইঙ্গিত করিয়া মধুরবচনে রাক্ষসরাজ বলিতে লাগিলেন, তুমি ভীরু, এ অবস্থায় থাকা তোমার উচিত নহে। তোমার যৌবন, তোমার রূপমাধুরী দেখিয়া কে না বিচলিত হয়। তোমার যে যে অঙ্গ দেখিতেছি, আমার চক্ষু সেই সেই অঙ্গেই নিবদ্ধ হইয়া থাকিতেছে! ত্রিভুবন মথিত করিয়া আমি যে সকল অমূল্য রত্নরাজী আহরণ করিয়াছি, সে সকলই তোমার পদপ্রান্তে! তুমি আজ্ঞা কর, উজ্জ্বল বসন-ভূষণে তোমার সুন্দর দেহ সজ্জিত হউক।

তাঁহার হীন কথা শুনিয়া সীতাদেবী প্রথমতঃ রোদন করিতে লাগিলেন। শেষে ঘৃণা ও ক্ষোভে রুদ্ধোচ্ছকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "আমি পতিব্রতা পরপত্নী। নিজ স্ত্রীর ধর্ম রক্ষা করা যেমন তোমার কর্তব্য, আমার ধর্ম রক্ষা করাও তোমার তেমনই কর্তব্য। ধন-সম্পদের প্রলোভন দেখাইয়া তুমি আমাকে প্রলুব্ধ করিতে পারিবে না। বাঁচিবার যদি ইচ্ছা থাকে, তবে এখনই যাইয়া আমার স্বামীর সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করা উচিত। বজ্রপাত হইতে মহাবৃক্ষের যেমন উদ্ধার নাই, রামের হাতেও তেমন তোমার উদ্ধার নাই।"

তাঁহার কথা শুনিয়া রাবণ পরুষ বাক্যে বলিতে লাগিলেন, "আর মাত্র দুই মাস বাকী আছে। তখন তোমাকে আমার শয্যাশায়িনী হইতেই হইবে, নতুবা আমার প্রাতর্ভোজনের জন্য তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটা হইবে।"

সীতা আর সহ্য করিতে পারিলেন না, গর্জিতস্বরে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন, "রে রাক্ষসাধম আমাকে যখন তুই পাপ কথা বলিয়াছিস্, তখন তোর আর মুক্তি নাই। রে অনার্য, যে পাপ-চক্ষুতে তুই আমাকে দেখিতেছিস্ কেন তোর সে পাপ চক্ষু উৎ-পাটিত হইয়া ভূতলে পতিত হইতেছে না! পাপ-কথা উচ্চারণ করিয়া তোর জিহ্বা কেন শীর্ণ হইতেছে না!"

ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া রাবণ সীতার দিকে বক্র দৃষ্টি-পাত করিলেন। দশানন চৈত্যবৃক্ষের ন্যায় তাঁহাকে ভয়ানক দেখা যাইতে লাগিল। তিনি ভীষণ স্বরে গর্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "রে রাঘবানুরাগিণি, আজই আমি তোকে বধ করিব।" এমন সময়ে ধান্যমালিনী রাক্ষসী আসিয়া আলিঙ্গন করিয়া রাবণকে স্থানান্তরে লইয়া গেল। যাইবার সময় দশানন রাক্ষসী-দিগকে বলিয়া গেলেন, সীতা যাহাতে অচিরেই আমার বশীভূতা হয়, তোমরা সকলে মিলিয়া তাহার চেষ্টা কর। দান, ভেদ, দণ্ডপ্রয়োগ, সান্ত্বনা, তিরস্কার যেমন করিয়াই হউক, ইহাকে বাধ্য ও বশীভূত কর।

এই রাক্ষসীদিগের মধ্যে কাহারও একনয়ন, এককর্ণ, কাহা-রও কর্ণ গোকর্ণ সদৃশ, কাহারও কর্ণ হস্তপরিমিত, কেহ নাসাহীন, কেহ সিংহমুখ, কেহ গোমুখ। রাবণের আদেশ পাইয়া ইহারা সীতাকে নানাভাবে উৎপীড়ন করিতে লাগিল, নীরবে অশ্রু বিস-র্জন করিয়া সীতা সকলই সহিতে লাগিলেন। একজটা, হরিজটা প্রভৃতি রাক্ষসীগণ রামের উপর হইতে তাঁহার মন ফিরাইবার জন্য রাবণের কতই না সুখ্যাতি ও রামচন্দ্রের কতই না নিন্দা ও অখ্যাতি করিতে লাগিল। কিন্তু সীতা এক কথা বই দুই কথা বলিলেন না, "আমায় খাইতে হয় খাও, আমার মন ফিরিবার নহে; সাবিত্রী যেমন সত্যবানের, দময়ন্তী যেমন নলের, শচী যেমন ইন্দ্রের, সুখে দুঃখে অবিচালিতা সহধর্মিণী, আমাকেও রামচন্দ্রের তেমনি অবিচালিতা সহধর্মিণী বলিয়াই জানিও।" তখন ক্রোধান্ধ হইয়া প্রলম্বিতগ্রীবা ওষ্ঠ লেহন করিতে করিতে রাক্ষসীরা চিৎকার করিয়া উঠিল "এসো আমরা ইহাকে ভক্ষণ করি।" বিনতা বক্ত্র বিস্তার করিয়া, চণ্ডোদরী শূল ঘূর্ণিত করিয়া, অজামুখী বিকট জিহ্বা লেলিহান করিয়া ও শূর্পণখা বিকট হাসি হাসিয়া, সীতার হৃৎপিণ্ড, প্লীহা, পাকস্থলী, যকৃৎ প্রভৃতি বিভাগ ও ভক্ষণ করিবার ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল।

অবমাননা সহিতে সহিতে শোকসন্তাপে কাতর হইয়া সীতা যাইয়া এক শিংশপা বৃক্ষের তলে উপবেশন করিলেন। এখানেও তাঁহার শান্তি হইল না, রাক্ষসীরা এখানে আসিয়াও তাঁহাকে উত্ত্যক্ত করিতে লাগিল, তখন সেই শিংশপাসন্নিহিত এক অশোকবৃক্ষের বিপুল কুসুমিত শাখা অবলম্বন করিয়া জানকী 'হা রাম, হা রাম' বলিয়া দরবিগলিতধারে অশ্রুবর্ষণ

করিতে লাগিলেন। কখনও প্রমত্তা ও ভ্রান্তচিত্তার ন্যায় ধূলা-বলুণ্ঠিতা হইতেছেন, কখনও আবার অধোমুখে বসিয়া কাতরে বিলাপ করিতেছেন। কখনও মনে হইতেছে বনবাসের চতুর্দশ বৎসরান্তে রামচন্দ্র যাইয়া অযোধ্যায় বিশালাক্ষী স্ত্রীদিগের সহিত ক্রীড়ায় রত হইবেন, আর তাঁহাকে চিরকাল এই প্রাণনাশক দুঃখ সহ্য করিতে হইবে!—না, তাহা তিনি পারিবেন না। তখন উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিবার সংকল্প করিয়া এক হাতে বেণী ও অপর হাতে অশোকের শাখা অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইলেন।

এমন সময়ে সমীপবর্ত্তী শিংশপাবৃক্ষের ঘন পত্রের মধ্যে লীন হইয়া তদবস্থগত মহাবীর হনুমান্ রামের মহিমা কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। চিরাভিলষিত রামনাম শুনিয়া সীতার দেহ পুলকিত হইয়া উঠিল, দেহপ্রান্তে শিশির বিন্দুর মত স্বেদবিন্দু ফুটিয়া উঠিল—এ শত্রু রাক্ষসপুরীতে কে আবার তাঁহাকে মধুর রামনাম শুনাইতে আসিল? বিস্ময়বিমূঢ়া জানকী বক্র কেশজাল-সমাচ্ছন্নমুখমণ্ডল উত্তোলিত করিয়া ঊর্দ্ধদিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিলেন, এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া শেষে পবনতনয় রামভক্ত হনুমান্‌কে দেখিতে পাইলেন, আর প্রাণত্যাগ করা হইল না।

কিন্তু প্রথম দর্শনে হনুমান্‌কে মায়াবী রাবণ মনে করিয়া ভয়ে সংজ্ঞাশূন্যা হইয়া একেবারে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলেন,—শেষে অনেকক্ষণ পরে, সংজ্ঞা লাভ করিয়া বিহ্বলভাবে চতুর্দ্দিকে চাহিতে লাগিলেন।

দূর হইতে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে হনুমান্ বৃক্ষাগ্রভাগ হইতে নামিয়া আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পদ্মপলাশলোচনে, কে তুমি দীন মলিন কৌশেয় বসন পরিধান করিয়া অশোকের শাখা অবলম্বনপূর্ব্বক দাঁড়াইয়া রহিয়াছ। সছিদ্র কলসীর ন্যায় তোমার কমলনেত্র হইতে অবিরল জলধারা বহিতেছে, কেন? বল তুমি কি রামমহিষী সীতাদেবী!" তখন সীতাদেবী সংক্ষেপে আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন, ইহাও বলিলেন যে রাবণ তাঁহাকে আর দুই মাস মাত্র সময় দিয়াছে, এই দুই মাসেও যদি তাঁহার রামদর্শন লাভ না হয়, তবে তিনি এ প্রাণ আর ধারণ করিবেন না। হনুমানের মুখে স্বামী ও দেবরের কুশলসংবাদ অবগত হইয়া জানকীর হৃদয় আনন্দ পরিপূর্ণ হইল, তাঁহার সকল দুঃখ, সকল কষ্টের যেন এক মুহূর্ত্তেই অবসান হইয়া গেল! বাঁচিয়া থাকিলে মানুষ, শত বৎসরের পরে হইলেও, এক দিন না একদিন সুখের মুখ দেখিতে পাইবেই পায়।

কিন্তু এদিকে হনুমান্ যতই নিকটে আসিতে লাগিলেন, ততই সীতার মনে "আবার মায়াবী রাবণ নয় ত!" এইরূপ আশঙ্কা ও উদ্বেগ হইতে লাগিল। ভয়ে তিনি বৃক্ষশাখা ত্যাগ করিয়া ভূতলে বসিয়া পড়িলেন। বানরশ্রেষ্ঠের অভিবাদনের উত্তরে মুখ তুলিয়া দেখিতে সাহস না করিয়া তিনি ধীর কাতরস্বরে বলিলেন, "যে মায়াবী রাবণ আমাকে ছলনা করিয়া লইয়া আসিয়াছে, তুমি কি সেই রাবণ! অনাহারে অনিদ্রায় শোকে-দুঃখে আমি অতি দীনভাবে কালযাপন করিতেছি, ইহার উপর ক্লেশ দেওয়া কি তোমার উচিত হইতেছে" তার পরে আবার ঈষৎ উৎফুল্লা হইয়া বলিলেন, "না না তুমি বোধ হয় সেই রাবণ নও। তোমাকে দেখিয়া তবে আমার মন উৎফুল্ল হইবে কেন? বল, বল সত্যই কি তুমি আমার জীবন সর্ব্বস্ব রামের কথা বলিবার জন্যই আমার কাছে আসিয়াছ!" ইহার উত্তরে রামের গুণানুকীর্ত্তন করিয়া ও আপনার যথাযথ পরিচয় দিয়া রামভক্ত হনুমান্ তাঁহার আশঙ্কা অপনোদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তখন কিয়ৎ পরিমাণে বিগতভয়া জানকী কহিলেন, "তোমার কেমন করিয়া রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় ও মিত্রতা হইল এবং তাঁহাদের দেহে যে সকল বিশেষ বিশেষ চিহ্ন আছে, তাহা বিশেষ করিয়া বল, তবেই আমার সন্দেহ দূর হইবে। সীতাদেবীর আদেশানুযায়ী কার্য্য করিয়া ও রামের প্রদত্ত অঙ্গুরীয় অভিজ্ঞান-স্বরূপ তাঁহার হস্তে প্রদান করিয়া মহাবীর তাঁহার সকল শঙ্কা, সকল সন্দেহ তিরোহিত করিলেন। রামনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় দর্শন করিয়া ভর্ত্তাকেই যেন পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন এইরূপ আনন্দাতিশয্যে সীতার তাম্র শুক্লায়তেক্ষণ বদনমণ্ডল রাহুবিমুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় আবার উজ্জ্বল ও প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। হনুমান্‌প্রমুখ বানর বীরদিগকে ধন্যবাদ দিয়া তিনি রামচন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার দেবতুল্য স্বামী দুঃখে বিমূঢ় হইয়া কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হন নাই ত, মিত্রবর্গের প্রতি সাম দান এবং শত্রুর প্রতি ভেদ দণ্ডনীতির অনুসরণ করিতেছেন ত? তিনি পুরুষকার অবলম্বন করিয়া আমার মুক্তির লাভের চেষ্টা করিতেছেন ত? দেবতাদিগের অনুগ্রহলাভের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন ত!" সর্ব্বশেষে প্রাণের অন্তস্তলোত্থিত প্রশ্নটি—যাহার উত্তর শুনিবার জন্য সমস্ত শক্তি যাইয়া তাঁহার শ্রবণদ্বয়ে কেন্দ্রীভূত হইল—সেই প্রশ্নটি করিলেন, "আমি নয়নের অন্তরাল বলিয়া আমার স্বামী আমায় ভুলিয়া যান নাই ত? আমাকে তিনি উদ্ধার করিবেন ত? আমার বিরহে তাঁহার কমকান্তি পদ্মসমানগন্ধি মুখমণ্ডল শুষ্ক হইয়াছে ত?" উত্তরে হনুমান্ বলিলেন, "দেবি আপনার অদর্শনজনিত শোকে আত্মহারা হইয়া রামচন্দ্রের আজ সিংহাক্রান্ত হস্তীর ন্যায় অবস্থা হইয়াছে। আপনি ব্যতীত তাঁহার অন্য ধ্যান, অন্য চিন্তা নাই। আপনার কথা ভাবিতে ভাবিতে গাত্র হইতে তিনি দংশনকারী মশক কীট প্রভৃতি তাড়াইয়া ফেলিতেও বিস্মৃত হন। অর্দ্ধাশন অনশনেই প্রায় তাঁহার দিন কাটিয়া যায়—মধু, মাংস

প্রভৃতি তিনি স্পর্শও করেন না। তাঁহার চোখে নিদ্রা নাই, একটু ঘুম আসিলেই "হা সীতে হা সীতে!" বলিয়া জাগরিত হন। স্ত্রীলোকের চিত্তবিনোদন পুষ্প প্রভৃতি দেখিলেই রামচন্দ্র পুনঃ পুনঃ "হা প্রিয়ে" বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে থাকেন। তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত আপনার উদ্ধার সাধন করা, আপনার সঙ্গে পুনর্মিলিত হওয়া।"

শুনিয়া সীতার নয়নযুগল হইতে দরবিগলিতধারে হর্ষ ও বিষাদের অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। হনুমানকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন, "তোমার কথাগুলি তুল্যভাবে অমৃতময় ও বিষসংপৃক্ত।" কিন্তু তাঁহার বদনমণ্ডল, মেঘবিমুক্ত শারদ চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। স্বামীর উৎসাহ, বল, বিক্রম, পৌরুষ, সকলই তাঁহার বিশেষরূপে জানা ছিল; আবার নিজের নিষ্পাপ হৃদয়ও তাঁহার অপরিজ্ঞাত ছিল না। ধর্মের অবশ্যম্ভাবী জয়েও তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।—তিনি বেশ বুঝিলেন, তাঁহার সিংহবিক্রম স্বামী নিশ্চয়ই তাঁহাকে রাক্ষসের হাত হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবেন। তাই যখন হনুমান্ তাঁহাকে পৃষ্ঠে করিয়া স্বামিসকাশে লইয়া যাইবার প্রার্থনা করিলেন, তখন তিনি এই বলিয়া আপত্তি করিলেন, "আমাকে পৃষ্ঠে করিয়া যখন তুমি বায়ুবেগে আকাশমার্গে চলিতে থাকিবে, আমি হয়ত তখন ভয়ে তোমার পৃষ্ঠদেশ হইতে পড়িয়া প্রাণ হারাইব। স্ত্রীলোক লইয়া পলায়ন করিতেছ দেখিলে, রাক্ষসেরা নিশ্চয়ই তোমার পশ্চাদ্ধাবন করিবে, তখন তোমার নিজের প্রাণ রক্ষা করাই সংশয় হইবে। বিশেষতঃ তুমি আমাকে উদ্ধার করিলে, রামচন্দ্র নিজে উদ্ধার করিতে পারিলেন না বলিয়া তাঁহার যশোহানি হইবে। ইহার উপর, স্বেচ্ছায় আমি পরপুরুষের দেহ স্পর্শ করিতে বিশেষ কুণ্ঠা বোধ করি।—যাও তুমি, যাহাতে রামচন্দ্র স্বয়ং আসিয়া আমাকে উদ্ধার করিতে পারেন, তাহারই চেষ্টা করিও," বলিয়া, বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একটি শিরোরত্ন বাহির করিয়া তিনি হনুমানের হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন "ইহা রামচন্দ্রকে প্রদান করিও, আর আমার এই অসহ্য শোকের কথা ও রাক্ষসদিগের হস্তে আমার লাঞ্ছনার কথা তাঁহাকে সবিশেষ বলিও। পথে তোমার মঙ্গল হউক।"

হনুমানের মুখে সীতার সংবাদ পাইয়া রাম আসিয়া সদলবলে লঙ্কার দ্বারে উপস্থিত হইলেন, সেই সময়ে রাবণ একদিন সীতার মনোমোহন করিবার জন্য নূতন এক চক্রান্তের অবতারণা করিলেন।

অশীমার্হা হইয়াও দীনা, শোকোদ্বিগ্নমানসা সীতা অশোকতরুমূলে অধোমুখে উপবিষ্টা, অদূরে ঘোরা রাক্ষসীর দল তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। এমন সময়ে কুচক্রী দশানন যাইয়া দুষ্টবাক্যে বলিলেন "আজ যুদ্ধে তোমার রাম নিহত হইয়াছে, এত দিনে আমার হাতে তোমার আশামূল সর্বথা ছিন্ন ও দর্প সর্বথা চূর্ণ হইল। অয়ি বিমূঢ়ে, এখন আর কি আশায় থাকিবে? এস, এক্ষণে বুদ্ধিমতীর মত আসিয়া আমাকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ কর।" এবং অদূরে আদেশানুচারী বিদ্যুজ্জিহ্বাকে দণ্ডায়মান দেখিয়া বলিলেন "রামের ছিন্ন মস্তক আনিয়া সীতার সম্মুখে রাখ।" আদেশানুসারে রামের মায়ামুণ্ড ও ধনুর্বাণ সীতার পুরোভাগে স্থাপিত হইল। রাবণ আবার বলিলেন "যাহা হইবার হইয়াছে, এখন আমার আত্মসমর্পণ কর।" ছিন্নমূল কদলীবৃক্ষের ন্যায় ভূপতিত হইয়া সীতা ক্রন্দন ও নানাভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন। হঠাৎ কোন বিশেষ রাজকার্য উপস্থিত হওয়াতে রাবণকে সেখান হইতে প্রস্থান করিতে হইল। তাঁহার প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই মায়ামুণ্ড এবং ধনুর্বাণ অন্তর্হিত হইল।

বিভীষণপ্রিয়া সরমা রাবণের আজ্ঞায় সীতার রক্ষাকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। ইহাকে এরূপ মোহিত ও শোকাকুল দেখিয়া তাঁহার দয়াকোমল প্রাণে বড় আঘাত লাগিল—তিনি প্রাণপণে সীতাকে সান্ত্বনা দান করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন "আমি অন্তরীক্ষ হইতে দেখিয়াছি সাগরতীর বানরসৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়াছে, রাম ও লক্ষ্মণ কুশলেই আছেন। মায়াবী রাক্ষস মায়া প্রকাশ করিয়া তোমাকে বিমোহিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। তুমি আশ্বস্তা হও, শীঘ্রই তুমি মুক্তিলাভ করিবে।" বারিপাতে দাবানলদগ্ধ ধরণীর ন্যায়, সরমার এই সকল আশ্বাস বচনে সীতার শোকদগ্ধ হৃদয় শান্ত ও শীতল হইল।

রামরাবণে ভীষণ যুদ্ধ হইল,—ক্রমে ক্রমে লঙ্কা বীরশূন্য হইল,—স্বয়ং রাবণ নিহত হইলেন। বিভীষণকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া রামচন্দ্র সসৈন্যে কুশলে আছেন, সেই সংবাদ জ্ঞাপন করিবার জন্য হনুমানকে সীতাসকাশে পাঠাইলেন।

হর্ষাতিশয্যে সীতা প্রথমতঃ কোন কথাই বলিতে পারিলেন না, তাঁহার গণ্ডদ্বয় বহিয়া প্রবলবেগে অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। শেষে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন "পৃথিবীতে এমন কোন ধনরত্ন আছে, যাহা দিয়া আমি এই আনন্দ প্রকাশ করিতে পারি।" হনুমান্ যখন তাঁহার উৎপীড়নকারিণী রাক্ষসীদিগকে তাড়না করিতে গেলেন, তখন বাধা দিয়া সীতা বলিলেন, "স্বেচ্ছায় নহে,—প্রভুর নিয়োগে ইহারা আমাকে কষ্ট দিয়াছে। ইহারা তোমার দণ্ডার্হ নহে।"—বুদ্ধিমতী ক্ষমা ও দয়া আবার কোথায়? যাইবার সময় হনুমানকে তিনি বলিয়াছিলেন "তোমার প্রভুকে বলিও, তাঁহার পূর্ণচন্দ্রানন দেখিবার জন্য আমি ব্যাকুল হইয়াছি।" হনুমানের কথা শুনিয়া রাম কিয়ৎকাল অধোমুখে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; তাঁহার রাজীবলোচন ঈষৎ আর্দ্র হইয়া উঠিল,

দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তিনি বিভীষণকে বলিলেন "বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত করিয়া সীতাকে এখানে আনয়ন কর।" বিভীষণের মুখে রামের আদেশ শুনিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে জানকী কহিলেন "না, এই ভাবেই, অস্নাত অবস্থায়ই, আমি তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করি।"

কিন্তু তাহা হইল না। তাঁহার বহুদিনের অমার্জিত কেশ-কলাপ তৈলসংসৃক্ত ও সুমার্জিত করা হইল। অবশেষে বস্ত্রা-লঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া সীতাদেবী শিবিকারোহণে বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত স্বামীর সন্দর্শনে চলিলেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য বানর সৈন্য কিল্ কিল্ করিতে লাগিল। তখন স্বামীর আদেশ-ক্রমে জানকী পদব্রজেই কম্পিত কলেবরে যাইয়া স্বামিসম্মুখে দাঁড়াইলেন।

কিন্তু কৈ সে আকাঙ্ক্ষিত আলিঙ্গন, সে সান্ত্বনার বাণী কৈ? সীতা শুনিলেন, তাঁহার স্বামী বলিতেছেন "তুমি রাক্ষসগৃহে বহু কাল বাস করিয়াছ; আমি তোমার চরিত্রের উপর সন্দিহান হইয়াছি। তুমি রাবণের অঙ্কস্পর্শদুষ্টা—আমার পরম প্রীতি-ভাজন হইলেও, আজ তুমি আমার চক্ষুর পীড়াদায়ক! তোমাকে উদ্ধার করিয়াছি, তোমার জন্য নহে, বংশের গৌরব রক্ষার জন্য। আমার কার্য শেষ হইয়াছে। তুমি যেখানে ইচ্ছা, যাইতে পার, যাহাকে ইচ্ছা আত্মসমর্পণ কর।"

দেবোপম স্বামীর এই মর্মভেদী কথা শুনিয়া পতিপরায়ণা সীতার মর্মে দারুণ আঘাত লাগিল—লজ্জায় ও দুঃখে তিনি মৃতপ্রায় হইলেন। গদ্গদকণ্ঠে, কিন্তু সাধ্বীরমণীজনোচিত তেজের সঙ্গে তিনি স্বামীকে কহিলেন, "স্ত্রীর প্রতি এরূপ কঠোর উক্তি শুধু ইতরজনের মুখেই শোভা পায়। এতই যদি মনে ছিল, তবে হনুমান্ যখন লঙ্কায় গিয়াছিল, তখন সে কথা বলিয়া পাঠাও নাই কেন? তাহা হইলে ত' তোমাকে আর এত লোকক্ষয় ও শ্রমস্বীকার করিতে হইত না।" তার পরে সজলনয়নে দেবর লক্ষ্মণের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ভাই লক্ষ্মণ, অবিলম্বে চিতা প্রজ্বালিত কর। এই লাঞ্ছিত দেহভার আর আমি বহন করিতে পারিব না।" রাম আপত্তি করিলেন না। চিতা প্রজ্বলিত হইল। প্রদক্ষিণ করিয়া ও "স্বামী ভিন্ন কখনও কাহারও চিন্তা আমি মনে স্থান দিই নাই। অথচ সেই স্বামী আমাকে দুষ্টা বলিয়া সন্দেহ করিতেছেন। হে সর্বসাক্ষী হুতাশন, আপনি জানেন আমি বিশুদ্ধচরিত্রা—আপনি আমাকে স্থানদান করুন" এইরূপ প্রার্থনা করিয়া সীতা অগ্নিপ্রবেশ করিলেন।

মুহূর্তের মধ্যে স্বর্ণপ্রতিমা অগ্নিতে বিলীন হইলেন। অকস্মাৎলোপিত যে স্নেহ ও প্রেমের উৎস শ্রীরামচন্দ্র এতক্ষণ সম্মানের কঠোরহস্তে চাপিয়াছিলেন, এখন শোকাবেগে তাহা শতমুখে ঊর্ধ্বদিকে ছুটিয়া উঠিল—আকুল হইয়া রাম জানকীকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য অগ্নিদেবের আবাহন করিতে লাগিলেন। অগ্নিদেব সীতাকে প্রত্যর্পণ করিলেন। স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়া দেবগণ সীতার মহিমা কীর্তন করিয়া রামকে মুগ্ধ ও পুলকিত করিলেন। অগ্নিপরীক্ষায় সীতার সতীত্ব উজ্জ্বলতর-রূপে ফুটিয়া উঠিল।

তখন বন্ধুবান্ধব ভক্ত ও অনুগতদিগকে সমভিব্যাহারে করিয়া সস্ত্রীক ও সভ্রাতৃক রামচন্দ্র পুষ্পকরথে চড়িয়া অযোধ্যার অভিমুখে রওনা হইলেন। পূর্বপরিচিত দণ্ডকারণ্যের নানা স্থান পরিদর্শন করিয়া দম্পতী সকল দুঃখ, সকল জ্বালা ভুলিয়া গেলেন।

রাম রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। কিন্তু বিধাতা তাঁহার ও জানকীর অদৃষ্টে সুখ লিখেন নাই। গুপ্তচর ভদ্রের মুখে পুরবাসিগণ কর্তৃক প্রচারিত সীতার মিথ্যাপবাদ শুনিয়া রাম আবার বিচলিত হইয়া উঠিলেন, বর্জন করিবার সংকল্প করিয়া লক্ষ্মণকে আদেশ করিলেন, "ইঁহাকে বাল্মীকির তপোবনে রাখিয়া আইস।" সীতা তখন পঞ্চম মাস গর্ভবতী, তপোবন দর্শনের ছল করিয়া লক্ষ্মণ তাঁহাকে রথে করিয়া গঙ্গাতীরে আনিয়া উপস্থিত হইলেন। পর পারেই মাতৃসমা জানকীকে জন্মের মত বিসর্জন করিয়া যাইতে হইবে, ভাবিয়া লক্ষ্মণ আর উদ্গত অশ্রু রোধ করিতে পারিলেন না। তাঁহাকে কাঁদিতে দেখিয়া সীতা কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন তাঁহার পাদমূলে নিপতিত হইয়া লক্ষ্মণ তাঁহাকে বিসর্জনের দারুণ সংবাদ অবগত করাইলেন।

বিশ্বাস হইল না; প্রথমতঃ পাষাণপ্রতিমার মত সীতা অচল অটলভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিন্তু শেষে আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না—শোকে বিহ্বল হইয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন, তাঁহার ললাটদেশ হইতে অজস্র ঘর্মস্রাব হইতে লাগিল। তিনি বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "রামবিহনে কেমন করিয়া আমি বনবাসদুঃখ সহ্য করি? জানিয়া শুনিয়া, দয়াময় হইয়াও, তুমি আমাকে এমন বিপদ্-সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলে? ঋষিকন্যাগণ যখন এই বিসর্জনের কারণ জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন আমি কি বলিব, প্রভো? তুমি যখন পরিত্যাগ করিলে, তখন গঙ্গাগর্ভই আমার উপযুক্ত স্থান। কিন্তু তোমার সন্তান যে আমার গর্ভে রহিয়াছে। তুমি আমার স্বামী, ইহপরকালের দেবতা। তোমার অভিপ্রায় সাধন আমার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়। যাও, লক্ষ্মণ, দুঃখিনীকে পরিত্যাগ করিয়া যাও, রাজার আদেশ প্রতিপালন কর। তোমার

অশ্রুজলে সান্ত্বনা করিও, আমার দুঃখে যাহাতে বিহ্বল না হন, তাহার চেষ্টা করিও।"

বাল্মীকি সীতাকে আশ্রমে লইয়া গেলেন। যথাসময়ে এইখানে তাঁহার কুশলব নামে যমজ পুত্র হইল।

ইহার দ্বাদশ বৎসর অতীত হইবার পরে শ্রীরামচন্দ্র রাজসূয়-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। লবকুশসমভিব্যাহারে মহর্ষি বাল্মীকি নিমন্ত্রিত হইয়া যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার রচিত রামায়ণ-গাথা বালক লবকুশ মুখে মুখে গাইয়া সভায় সকলকে মোহিত করিল। উৎসুক হইয়া রাম তাঁহাদের পরিচয় জানিলেন, শুনিলেন ইঁহারাই রামায়ণ-কথিত তাঁহার পুত্রদ্বয় লব ও কুশ। আবার সীতাকে গ্রহণ করিবার জন্য রামের মনে তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইল। ভাবিলেন, সর্ব্বসমক্ষে সীতার বিশুদ্ধচরিত্রতার পরীক্ষা করিয়া তাঁহাকে আবার অন্তঃপুরে স্থাপন করিবেন।

পর দিবস প্রাতে মহর্ষিগণ ও নিমন্ত্রিত রাজন্যবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া রামচন্দ্র যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়াছেন, এমন সময়ে সীতাদেবীকে সঙ্গে করিয়া মহর্ষি বাল্মীকি আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। আবার পরীক্ষা দিতে হইবে শুনিয়া, অগ্নিপরীক্ষার পরেও স্বামীর মনের সন্দেহ দূরীভূত হয় নাই বুঝিতে পারিয়া অভিমানিনী সাধ্বীর মনে দারুণ আঘাত লাগিল। সভামধ্যে যুক্তকরে দাঁড়াইয়া তিনি কাতরভাবে প্রার্থনা করিলেন, "মাতঃ বসুন্ধরে, আমাকে তুমি গর্ভে ধারণ করিয়াছিলে। তুমি জান, কায়মনোবাক্যে আমি স্বামীরই অর্চনা করিয়াছি, আর আমি দুঃখ সহিতে পারিতেছি না, মা; আমাকে তোমার গর্ভে স্থান দাও।" পলকমধ্যে বসুন্ধরা দ্বিধা বিভক্ত হইল, আদর্শসাধ্বী দুঃখের জীবন লইয়া পাতালে প্রবেশ করিলেন। (বাল্মীকিরামায়ণ)

মহাভারত ও সকল পুরাণেই অল্পবিস্তর সীতার পবিত্র চরিত্র কীর্ত্তিত হইয়াছে, তন্মধ্যে পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে ৫৫ হইতে ৬৭ অধ্যায়, ব্রহ্মপুরাণে ১৫৩-১৫৭ অঃ, অগ্নিপুরাণে ৭৫-১৭৭ অঃ, গরুড়পুরাণ পূর্ব্বখণ্ডে ১৫৭ অঃ, শিবপুরাণ ৩১অঃ, শ্রীমদ্ভাগবত ও দেবীভাগবতে ৯ম স্কন্ধে অপরাপর পুরাণাদি হইতে কিছু বিস্তৃতভাবে বিবৃত হইয়াছে। মূলতঃ সকল আখ্যায়িকাই একরূপ, অতি সামান্য যাহা প্রভেদ আছে, বাহুল্য-ভয়ে তাহা আর লিপিবদ্ধ করা হইল না।

বৌদ্ধজগতে রামসীতার কথা আছে, কিন্তু তথায় সীতা দশরথের কন্যা, অথচ রামের সহধর্ম্মিণী। জৈনদিগের নিকটও সীতা মন্দোদরীর কন্যা। রবিষেণরচিত জৈন পদ্মপুরাণে সীতাচরিত্র বর্ণিত আছে। [পুরাণ খণ্ড ৭০২-৩ পৃষ্ঠা ও রামচন্দ্র দ্রষ্টব্য।]

৩ নদীভেদ, সীতা নদী। কালিকাপুরাণে এই নদীর উৎপত্তিবিবরণ এইরূপ লিখিত আছে, যে হিমালয়ের যে সানুতে দেবগণের একটী বৃহতী সভা হইয়াছিল, তথায় বিধাতার বাক্যানুসারে সীতা নামে একটী দেবনদীর উৎপত্তি হয়। চন্দ্র যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইলে তাহাকে প্রথমে দেবগণ এই সীতাসলিলে স্নান করাইয়া ব্রহ্মার বাক্যানুসারে তাঁহাকে সেই জল পান করান। চন্দ্রের স্নান করার কারণ তখন সেই সীতাজল অমৃত হইয়া বৃহল্লোহিত সরোবরে নিপতিত হয়। সেই মানস সরোবরে উক্ত অমৃতজল পতিত হইয়া উহা অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মা ইহা দেখিতে থাকিলে সেই স্থান হইতে এক অমিতা সুন্দরী কন্যা উদ্ভূতা হয়। ব্রহ্মা তাঁহার চন্দ্রভাগা নাম রাখেন। (কালিকাপু°) [চন্দ্রভাগা দেখ]
৪ লক্ষ্মী। ৫ উমা। ৬ শস্যাধিদেবতা। (মার্কণ্ডেয়নিম°)
৭ মদিরা।। (রাজনি°) ৮ গঙ্গাস্রোতঃ।

"গঙ্গায়াস্তু ভবন্ত্যেতা মহাস্রোতাংসি পাটলা।
তত্রাঃ স্রোতাংসি সীতা চ বস্তুর্ভদ্রা চ কীর্ত্তিতা।
তত্রোহপ্যলকনন্দাপি দক্ষিণা দক্ষিণাপগা॥" (শব্দমালা)

সীতা, হিমবৎপ্রদেশপ্রবাহী একটী নদী। কালিকাপুরাণে লিখিত আছে, রাজা সুদর্শন ভূমি বিদারণপূর্ব্বক কমণ্ডলা নাম্নী গঙ্গার শাখাকে খাণ্ডবীপুরে আনয়ন করেন। খাণ্ডবীপুরের দক্ষিণে কমণ্ডলার সহিত সীতানদী সঙ্গতা হইয়াছে।

(কালিকাপু° ৮১।৫০-৫১)

২ যারকন্দপ্রবাহিত একটী নদী। বর্ত্তমানে আক্‌কারিন্ নামে পরিচিত। চীনপরিব্রাজক যুয়েনচুয়াং "সি-তো" শব্দে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

সীতা, একজন স্ত্রীকবি। স্তোত্রপ্রবন্ধে ইঁহার উল্লেখ পাওয়া যায়। বামনালঙ্কারবৃত্তিগ্রন্থে "মা ভৈঃ শশাঙ্ক" আরম্ভক যে শ্লোকটী বর্ণিত আছে, অলঙ্কারতিলকমতে তাহা সীতাদেবীর লিখিত।

সীতাকুণ্ড, বাঙ্গালায় ভাগলপুরজেলার মন্দরশৈলোপরিস্থ একটী পুণ্যতোয়া সরোবর। নিকটবর্ত্তী ভূমিভাগ হইতে ৫০০ ফিট্ উচ্চে উক্ত শৈলবক্ষে অবস্থিত। ইহা চতুষ্কোণ এবং দৈর্ঘ্যে ১০০ ফিট্ এবং প্রস্থে ৫০ ফিট্। পর্ব্বতবক্ষ কাটিয়া এই পুষ্করিণী খনিত হইয়াছে। স্থানীয় লোকের মুখে শুনা যায়, শ্রীরামচন্দ্র বনবাসকালে এই শৈলে পত্নীসহ কিছুকাল অবস্থান করেন। সীতাদেবী এই কুণ্ডে স্নান করিতেন বলিয়া উহার নাম সীতাকুণ্ড ও উহার এত মাহাত্ম্য। ঐ কুণ্ডের উত্তরপার্শ্বে রাজা চোল কর্তৃক মধুসূদনদেবের মন্দির প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। কালাপাহাড় ঐ মন্দির ধ্বংস করিতে আসিলে পাণ্ডাগণ দেবমূর্ত্তি কুণ্ডমধ্যে লুকাইয়া রাখে এবং পরে দ্বিতীয় মন্দিরটী মধুপুরের

অগ্নিহোত্রবর্গের দ্বারা কামরাণী সীবির খাড়ে নির্দ্দিষ্ট হয়। সীতাকুণ্ডের উত্তরে শম্ভুকুণ্ড নামক প্রস্রবণ।

সীতাকুণ্ড, বাঙ্গালার মুঙ্গের জেলার একটী উষ্ণ প্রস্রবণ ও কুণ্ড। মুঙ্গের নগর হইতে ৫ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। কুণ্ডটী ইট দিয়া গাঁথা। ইহার সন্নিকটে আরও চারিটী কুণ্ড আছে, উহাদের জল শীতল ও ময়লাপূর্ণ; কিন্তু সীতাকুণ্ডের জল উষ্ণ ও স্বচ্ছ। সীতাকুণ্ড তীর্থ হইবার পর ঐ চারিটী কুণ্ড নির্দ্মিত হয় এবং উহারা যথাক্রমে রামকুণ্ড, লক্ষ্মণকুণ্ড, ভরতকুণ্ড ও শত্রুঘ্নকুণ্ড নামে পরিচিত। রামচন্দ্র রাবণবধজনিত পাপক্ষালনের জন্য কষ্টহারিণীতে স্নান করিতে আইসেন। সেকালে এখানে সীতাদেবীর পূজা গ্রহণ করেন নাই। তাহাতে সীতাদেবী এখানে পুনরায় দেবগণসমক্ষে অগ্নিপরীক্ষা প্রদান করেন। সীতাদেবী অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিলে অগ্নি নির্ব্বাপিত হয় এবং তদভ্যন্তর হইতে জলধারা নির্গত হইয়া থাকে। ঐ জলধারা অগ্নি অবস্থানজনিত উষ্ণ হয়।

কষ্টহারিণীতে স্নান করিয়া সকল তীর্থযাত্রীই সীতাকুণ্ডে স্নান করিতে আইসে। মৈথিলব্রাহ্মণগণ উহাদের যাজকতা করে। ডাঃ বুকানন হামিল্টন কুণ্ডজলের তাপ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। তাহার দ্বারা জানা যায় যে বর্ষার প্রারম্ভে উক্ত জল অপেক্ষাকৃত শীতল থাকে এবং বর্ষাশমে অধিকতর তাপ বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাঁহার প্রদত্ত তালিকা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

তারিখ	সময়	বায়ুতাপ	জলতাপ	
৭ই এপ্রিল	সূর্য্যোদয়	৬৮° ফাঃ	১৩০°	জলগর্ভের যে স্থানে নিরন্তর বুদ্বুদ উঠে।
২০এ "	সূর্য্যাস্ত	৮৫° "	১২২°	
২৮এ "	"	৯০° "	১২°	এই সময়ে অনেকে স্নান করে।
২১এ জুলাই	"	৯০° "	১৩৫°	
২১এ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা		৮৮° "	১৩৮°	এই সময়ে জল ফুটিতে থাকে।

মুঙ্গের নগরের দক্ষিণে যে শৈলমালা দৃষ্ট হয়, তাহাতে আরও কতকগুলি উষ্ণপ্রস্রবণ দেখা যায়। তন্মধ্যে ঋষিকুণ্ড ও ভীমবাঁধ উল্লেখযোগ্য। ঋষিকুণ্ডের জলোত্তাপ ১১০° হইতে ১১৫° পর্য্যন্ত হয় এবং ভীমবাঁধের গর্ভস্থ জল ১৪৪° হইতে ১৫০° ডিগ্রী পর্য্যন্ত উত্তাপ হইতে দেখা যায়। [মুঙ্গের দেখ।]

সীতাকুণ্ড, বাঙ্গালার চম্পারণ্যজেলার একটী পুণ্যস্থান। মতিহারী হইতে ১২ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে প্রতিবৎসর বৈশাখ মাসে ত্রিদিনব্যাপী একটী মেলা বসে। যাত্রিগণ ঐ কুণ্ডতীরে রামলক্ষ্মণের মূর্ত্তি পূজা করিতে আইসে। এই কুণ্ডে সীতাদেবী বিবাহের পূর্ব্বে স্নান করিয়াছিলেন।

সীতাকুণ্ড, বাঙ্গালার চট্টগ্রামজেলার সীতাকুণ্ড শৈলের সর্ব্বোচ্চ শিখর। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১১৫৫ ফিট্ উচ্চ। অক্ষা° ২২° ৩৭´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯১° ৪১´ ৪০´ পূঃ। এই শৈলশিখর হিন্দুর নিকট পবিত্র তীর্থরূপে সমাদৃত। সীতাকুণ্ড শৈলশিরে দাঁড়াইয়া প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয় এবং সন্ধ্যায় সূর্য্যাস্ত সন্দর্শন বড়ই মনোরম। সূর্য্যাস্তের সময় সমুদ্রবক্ষে সূর্য্যকিরণ নিপতিত হওয়ায় মনে হয় সূর্য্যদেব রত্নাকরসাগরের অপর পারে নিমগ্ন হইতেছেন।

২ উক্ত শৈলোপরিস্থ একটী প্রস্রবণ ও কুণ্ড। ইহা একণে শুকাইয়া গিয়াছে অথবা তাহা ভরাট করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কারণ ঐ প্রস্রবণের জল বৈষ্ণাক্ত ও স্বাস্থ্যকর নহে। কিন্তু এখনও ঐ কুণ্ডস্থানের মাহাত্ম্য বিলুপ্ত হয় নাই। এই পর্ব্বতেই সুপ্রসিদ্ধ চন্দ্রনাথতীর্থ; এই কারণে সীতাকুণ্ড ও চন্দ্রনাথ সমপর্য্যায়বাচক হইয়া পড়িয়াছে। কিংবদন্তী এই যে, ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র ও দেবাদিদেব মহাদেব এই তীর্থকুণ্ডে বিহার করিয়াছিলেন। চন্দ্রনাথে ইহা মধ্য বিহারস্থান। প্রতিবৎসর ফাল্গুন মাসে শিবচতুর্দ্দশীপর্ব্বোপলক্ষে এখানে মহাসমারোহ হয় এবং প্রায় ২০ হাজার তীর্থযাত্রী সমাগত হইয়া থাকে। চৈত্রে ও কার্ত্তিকে এবং সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণসময়ে অনেকে স্নানার্থ সমাগত হয়। এই পর্ব্বতে পূর্ব্বে উঠিতে অনেক কষ্ট পাইতে হইত। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস সীতাকুণ্ড বা চন্দ্রনাথশৈলে একবার আরোহণ করিলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। এক্ষণে চন্দ্রনাথশৈলে উঠিবার জন্য পর্ব্বতগাত্র কাটিয়া সিঁড়ি প্রস্তুত হইয়াছে।

এখানে প্রতিবৎসর চৈত্রসংক্রান্তিতে পর্ব্বতবাসী বৌদ্ধদিগের একটী সভা হইয়া থাকে। তাঁহাদের বিশ্বাস তথাগতের, তিরোধানের পর এই শৈলপৃষ্ঠে গৌতম বুদ্ধের দেহাবশেষ ভস্মীভূত হইয়াছিল। বাঙ্গালার অন্যান্য স্থানবাসীরা যেরূপ মৃতের অস্থি গঙ্গাসলিলে অথবা কাশীতে স্থাপন পুণ্যজনক মনে করিয়া দেশান্তর হইতে গঙ্গাতীরে আনয়ন করে, সেইরূপ বৌদ্ধেরা দূরদেশ হইতে তাঁহাদের আত্মীয়গণের অস্থি ঐ বুদ্ধদেহদাহকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। তাঁহাদের বিশ্বাস, ইহাতেই প্রেতের পুণ্যলাভ হইবে এবং সে সুখে স্বর্গলোকে বাস করিবে।

ঐ শৈলে জ্বলকুণ্ড নামক স্থানে একটী প্রস্রবণ দৃষ্ট হয়। ইহার জলও বৈষ্ণাক্তযুক্ত, কিন্তু শীতল। এখানে একস্থানের মাটী দিয়া এক প্রকার দুর্গন্ধময় বাষ্প নির্গত হয়, উহাতে অগ্নিসংযোগ করিলে জ্বলিতে থাকে। [চন্দ্রনাথ দেখ।]

সীতাগৌরীব্রত, ব্রতবিশেষ।

সীতাতীর্থ, একটী তীর্থ। বায়ুপুরাণান্তর্গত সীতাতীর্থমাহাত্ম্যে ইহার উল্লেখ আছে।

সীতাধ্যক্ষ—প্রাচীন কালে ভারতে যখন হিন্দুরাজা ছিলেন, তখন সেই রাজা নিজের জন্য কতকগুলি খামার (খভূমি) জমি রাখিতেন এবং বেতনভোগী কর্মচারীর তত্ত্বাবধানে সেই জমিতে সর্ব্ব প্রকারের ধান্য, পুষ্প, ফল, মূল, শাক, পাট, কার্পাস প্রভৃতি যথাকালে বপন ও কর্ত্তন করাইতেন, রাজার এই খামার জমির নাম ছিল 'সীতা' এবং যাহার উপর এই 'সীতার' তত্ত্বাবধানের ভার ছিল, তাহাকে সীতাধ্যক্ষ বলা হইত। চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে লিখিত আছে—

যথাসময়ে বিবিধ প্রকারের বীজ ও সার সংগ্রহ করা, বীজ বপন, শস্যকর্ত্তন ও পর্য্যবেক্ষণ করা, এবং উৎপন্ন শস্যের রাজ-ভাগ আদায় করা এই সকল ছিল সীতাধ্যক্ষের কার্য্য।

উৎপন্ন শস্য-ভাগ আদায়ের জন্য নিম্নলিখিত নিয়ম ছিল—

যে জমিতে হস্ত দ্বারা জল সেচনের ব্যবস্থা আছে। (হস্তপ্রাবর্ত্তিম), তাহাতে উৎপন্ন শস্যের ১/৫ অংশ, কাঁধে করিয়া জল আনিয়া যে জমিতে জল সিঞ্চন করিতে হয় (স্কন্ধপ্রাবর্ত্তিম), তদুৎপন্ন শস্যের ১/৪ অংশ, যে জমিতে নদী হইতে যন্ত্র দ্বারা জল আনয়নের ব্যবস্থা আছে (স্রোতোযন্ত্রপ্রাবর্ত্তিম), তাহার শস্যের ১/৩ অংশ, এবং নদীহ্রদপুষ্করিণী কি কূপ হইতে উত্তোলিত জল দ্বারা যে জমি সেচনের ব্যবস্থা আছে (নদীসরস্তটাককূপোদ্ঘাট) তাহাতে উৎপন্ন শস্যের মোট ১/৪ অংশ—রাজার প্রাপ্য। ইহা-দিগকে "উদকভাগ" বলা হইত।

এতদ্ব্যতীত, যে সকল কৃষক নিজের জমিতে চাষআবাদ প্রভৃতি করিত (স্ববীর্য্যোপজীবী) তাহাদিগের নিকট হইতেও যে শস্য ভাগ পাওয়া হইত, তাহার ও আদায় ভার এই সীতা-ধ্যক্ষের উপর ন্যস্ত ছিল, এখানে সাধারণতঃ উৎপন্ন শস্যের ১/৬ হইতে ১/৪ অংশ পর্য্যন্ত রাজকর আদায় করা হইত।

সীতানগর, মধ্যপ্রদেশের দামোজেলার দামোতহসীলের অন্তর্গত একটী নগর।

সীতানগরম্, মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সীর কৃষ্ণাজেলার অন্তর্গত একটী শৈল প্রদেশ। অক্ষা° ১৬° ২৮′ হইতে ১৬° ২৯′ ৪০″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ৩৮′ হইতে ৮০° ৩৮′ ৪০ পূঃ মধ্য। কৃষ্ণানদীর দক্ষিণকূলে বেজবাড়ার অপর পারে অবস্থিত। এই শৈলমালার পার্শ্বদেশে উদয়গিরির ন্যায় খনিয়া পরিচিত কএকটী গুহা এবং পর্ব্বতগাত্রখোদিত একটী চারিতল মন্দির দৃষ্ট হয়। এই গুহামন্দির এক্ষণে বিষ্ণুপাসকদিগের অধিকৃত এবং মন্দিরমধ্যে বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপিত। পূর্ব্বে উহা কাহার দ্বারা কোন্ সময়ে ও কি উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার ঠিক কোন প্রমাণ নাই।

সীতানবমীব্রত, ব্রতবিশেষ।

সীতাপাহাড়, চট্টগ্রামপার্ব্বত্যপ্রদেশের অন্তর্গত একটী শৈল।

সীতাপুর, যুক্তপ্রদেশের অযোধ্যাবিভাগের অন্তর্গত একটী দেশভাগ (ডিভিসন)। উহা তথাকার ছোটলাটের শাসনাধীন এবং তত্রত্য কমিসনর বাহাদুরের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত। ভূপরিমাণ ৭৪৫৫ মাইল। অক্ষা° ২৬° ৫৩′ হইতে ২৮° ৪২′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ৪৪′ হইতে ৮১° ২৩′ পূঃ মধ্য। সীতাপুর, হার্দোই ও খেরী জেলা লইয়া ইহা গঠিত। ইহার উত্তরে নেপালরাজ্য, পূর্ব্বে বরাইচ জেলা, দক্ষিণে বারবাঙ্কী, লখ্নৌ ও উনাও জেলা এবং পশ্চিমে ফরক্কাবাদ, শাহজাহানপুর ও পিলিভিৎ জেলা, এই বিভাগে সর্ব্বসমেত ২১টী নগর ও ৪৮২৩টী গ্রাম আছে।

২ যুক্তপ্রদেশের সীতাপুর-বিভাগের অন্তর্গত একটী জেলা। তথাকার ছোটলাটের শাসনাধীন। অক্ষা° ২৭° ৭′ হইতে ২৭° ৫৩′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ২১′ হইতে ৮১° ২৬′ পূঃ মধ্য। ইহার উত্তরে খেরী-জেলা, পূর্ব্বে বরাইচ জেলার মধ্যবর্ত্তী ঘর্ঘরা নদী, দক্ষিণ ও পশ্চিমে বারবাঙ্কী, লখ্নৌ ও হার্দোই জেলার মধ্যবর্ত্তী গোমতী নদী। ভূপরিমাণ ২২৪১ মাইল। সীতাপুর নগর এখানকার বিচারসদর এবং খৈরাবাদ অন্যতম বাণিজ্য-প্রধান নগর।

সীতাপুর জেলা উত্তরপশ্চিম হইতে দক্ষিণপূর্ব্বে ৭০ মাইল বিস্তৃত। সমগ্র জেলাটীকে একটী বিস্তৃত প্রান্তরভূমি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার উত্তরপশ্চিমপ্রান্ত সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৫৩৫ ফিট্ উচ্চ এবং উহা ক্রমশঃ নিম্ন হইয়া দক্ষিণপূর্ব্বপ্রান্তে ৪০০ ফিট্ উচ্চতায় আসিয়াছে। সুতরাং উহা প্রতি মাইলে প্রায় ১॥০ ফুট ঢালু হইয়াছে বুঝা যায়। উত্তরপশ্চিমপ্রান্তের পার্ব্বত্যপ্রদেশ হইতে জলধারা ধীরে ধীরে দক্ষিণাভিমুখে অবতরণ করায় এখানে প্রায় সকল স্থানেই নদীনালার আবির্ভাব হইয়াছে। অনেক স্থলেই বর্ষার বারিপ্রবাহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্করিণী বা স্বাভাবিক জলখাতে সঞ্চিত হইয়া দীর্ঘ বাঁধের ন্যায় প্রতীয়মান হয়; কিন্তু ঐ সকল স্থলে গ্রীষ্মকালে আদৌ জল থাকে না, সমস্ত শুকাইয়া যায়।

এখানে বনজঙ্গল বা জলসমষ্টি নাই, তবে সর্ব্বত্রই আম্রাদি ফলবৃক্ষের উপবন দৃষ্ট হয়, কৃষিক্ষেত্রগুলি তাহার মাঝে মাঝে বিদ্যমান থাকায় মনে হয়, আতপতাপক্লিষ্ট পথিককে বিশ্রাম-দানার্থই যেন প্রকৃতিদেবী এইরূপে ছায়াদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভূ-পৃষ্ঠ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, এই জেলার পশ্চিমাংশ পর্ব্বতসমাকুলময়। উত্তর হইতে একটী শৈলশ্রেণী চৌকা ও ঘর্ঘরার উৎপত্তিস্থান হইতে কতকটা সমরেখায় আসিয়াছে। এই কারণে জেলার পশ্চিমাংশ পার্ব্বত্যপ্রদেশ-

দুমশ নীরস মৃত্তিকাবিশিষ্ট। ঐ মৃত্তিকা ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া অপেক্ষাকৃত পশ্চিমে গোমতীতীরে আরও শুষ্কতর বালুকাক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। জেলার পূর্ব্বাংশ উর্ব্বর ও বৃক্ষবাগানসমাকীর্ণ। ইহা সাধারণতঃ পলিময় মৃত্তিকাপূর্ণ, কেননা দেবানী ও চৌকা ও ঘর্ঘরার জলবর্ত্তী লইয়া ইহা গঠিত। এই কারণে এখানে ধান্যের চাষ অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। এই সকল উর্ব্বরক্ষেত্রের মধ্যে মধ্যে ঊষরভূমিও যথেষ্ট আছে। উহাতে লবণ ফুটিয়া থাকে। এই লোণাজমিতে বাবলাগাছ ভিন্ন আর কিছুই উৎপন্ন হয় না।

ঘর্ঘরা এখানকার প্রধান নদী। বর্ষার সময় এই নদী ৫ হইতে ৬ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। চৌকা নদী ঘর্ঘরার ৮ মাইল পশ্চিমে সমরেখায় প্রবাহিত হইয়া বারবাঁকী জেলার বহরামঘাট নামক স্থানে পরস্পরে মিলিত হইয়াছে। ঘর্ঘরা ব্যতীত এই জেলার অপর কোন নদীতে বড় বড় নৌকা সকল যাতায়াত করিতে পারে না। উৎপত্তিস্থান হইতে সঙ্গম পর্য্যন্ত উক্ত নদীর মধ্যে কতকগুলি জলখাত পরস্পরকে সংযোজিত করিয়াছে। ঘর্ঘরাসঙ্গম পরিত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইলে আমরা গোণ, ওয়েল, কেবানী, সরায়ণ ও গোমতীনদীর অববাহিকাভূমি দেখিতে পাই।

চূণের কাঁকর (nodular limestone) এখানকার প্রধান খনিজদ্রব্য, তদ্ভিন্ন আর কোন দ্রব্য দেখিতে পাওয়া যায় না। এখানে বৃহদাকার যে সকল বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে আম্র, অশ্বত্থ, বট, জলায়, পাকুড়, নিম, শিশু, তুণ, শিমুল, জাম, বিল্ব, কাঁঠাল, বাবলা, খয়ের, শাল, খেজুর, আওলা (আমলকী), তেঁতুল ও কাঞ্চনাই প্রধান। বংশও নানাপ্রকারের দেখা যায়। মুঞ্জ ঘাস ও শরপাট তৃণ হইতে এখানকার অধিবাসিগণ দড়ী প্রভৃতি প্রস্তুত করে।

জঙ্গলদেশে নানাজাতীয় হরিণ, নীলগাই, বনবরাহ, নেকড়ে বাঘ, শৃগাল, খাঁকশিয়াল ও খরগোস প্রভৃতি ক্ষুদ্রকায় পশু বিচরণ করিতে দেখা যায়। ঘর্ঘরার কুম্ভীর ও শিশুক যথেষ্ট।

অযোধ্যাপ্রদেশের ইতিহাস লইয়াই এই জেলার ইতিহাস। কিন্তু এই প্রদেশভাগে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতি কিরূপে ঔপনিবেশিকভাবে আসিয়া উপনিবেশস্থাপন সহকারে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, তাহার পূর্ব্বাপর ইতিহাস বিশেষভাবে আলোচনার বিষয়।

এই জেলার পূর্ব্বাংশে চৌকা ও কৌরিয়ালা নদীর মধ্যস্থলে রাইকবাড় নামে একটী প্রভাবশালী জাতির বাস আছে। ঐ দেশভাগ উত্তর ও দক্ষিণ ভুলসী নামে খ্যাত। রাইকবাড়গণ এই স্থানে প্রায় দুইশতাব্দকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। বারবাঁকী ও বহরাইচজেলার রামনগর ও চৌধী সম্পত্তির অধিকারীরা রাইকবাড়বংশের বড় ঘর। ঐ বংশের একটী শাখা সীতাপুর, মল্লাপুর, চাহলারী ও রামপুর নামক স্থানে আসিয়া বাস করে। উক্ত স্থানগুলি কৌরিয়ালা নদীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত। রাইকবাড়গণের মধ্যে যে ব্যক্তি পৈতৃক বাসস্থান ছাড়িয়া অপর একস্থানে বাস করিতে গেলেন, তিনিই পৈতৃক সম্পত্তির অংশস্বরূপ ৩ বা ৪ খানি গ্রাম পাইয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহারা একে একে বিশ্বাবুন্দি ও ভরখনে এবং চৌধী ও রামনগর-রাজবংশের সাহায্যে সকলেই কিছু কিছু স্থান অধিকার করিয়া শক্তি সঞ্চয় করেন। চাহলারীর সর্দ্দার সিপাহীবিদ্রোহের সময় বিদ্রোহীদলভুক্ত হওয়ায় ইংরাজগবমেণ্ট তাঁহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া লন।

জেলার উত্তরাংশে সীতাপুর, লাহারপুর, হরগ্রাম, চন্দ্রা ও তাম্বৌর পরগণায় প্রভাবশালী গৌড়ব্রাহ্মণগণের বাস। মোগলসম্রাট্ আলমগীর বাদশাহের রাজত্বকালের শেষ সময়ে ইহারা নার্কঞ্জাড়ী নামক স্থান হইতে এদেশে আসিয়া বাস করেন। তাঁহারা ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে দেবীবাসী কামবার ও অহবন জাতিকে তাড়াইয়া দিয়া বলপূর্ব্বক তৎপ্রদেশ অধিকার করিয়া লন। সীতাপুর ও লোহারপুরে আপনাদের শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গৌড়গণ ক্রমশঃ উত্তরপশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হন এবং কুচ্‌ড়া পর্য্যন্ত আপনাদের বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন করেন। অতঃপর বলদৃপ্ত গৌড়গণ মুহম্মদীর মুসলমানরাজাকে পরাস্ত করিয়া তৎপ্রদেশ অধিকার করিলে, রোহিলাগণ উক্ত মুসলমানরাজের সহায় হইয়া গৌড়দিগকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল। মুহম্মদী নগরের ২০ মাইল উত্তরে মৈলানি নামক স্থানে গৌড়গণ আফগানহস্তে পরাভব স্বীকার করেন। এই যুদ্ধে তাঁহাদের অনেক জনক্ষয় হইয়াছিল।

এই সময়ে অযোধ্যার নবাবগণের আদেশে নাজিম শীতল-প্রসাদ দেশলুণ্ঠনে বহির্গত হন। গৌড়গণ এই সময়ে দোয়াইয়ের নরপতির সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার গতিরোধ করিবার চেষ্টা পায়। দোয়াইরনগরসান্নিধ্যে উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হয় এবং এই যুদ্ধে গৌড়গণ সদলে পরাভূত হন। ঐ সময়ে বৈরীগডফ্ফুরের নিম্নবাহিনী নদীকূলে তাহাদের একজন বন্দীকৃত সর্দ্দারের শিরচ্ছেদ করা হইয়াছিল। তদবধি গৌড়ব্রাহ্মণগণ শান্তভাব অবলম্বন করিয়া নিরীহ ভূমিপালরূপে বিদ্যমান আছে।

দক্ষিণে বারবাঁকী জেলার বিলহরার খানজাদাবংশ বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহারা মাহমুদাবাদ ও সদরপুরের অন্তর্গত সমস্ত পরগণা ও বিস্বান নামক ভূসম্পত্তি বহুকীহারে প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন হন। এই বংশের অনেকে কর্ম্মজীবনে

বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। লখ্‌নৌর সেখজাদাবংশের সহিত কুটুম্বিতা-সূত্রে তাঁহারা পরস্পরে আবদ্ধ হওয়ায় তাহাদের প্রতাপ বর্দ্ধিত হয়। ঐ সময়ে উক্ত বাইস্‌বাড়গণ ইহাদের প্রবল প্রতাপে মস্তকোত্তোলন করিতে সমর্থ হন নাই।

সীতাপুর, সিধৌলী, মহোলী, খায়্‌রাবাদ, মিশরিখ্‌, বিশান, লহরপুর, তম্বোর, খানাগাঁও, হরগাঁও ও নিমখার নামক স্থানে পুলিসের থানা আছে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে নিমখারের মেলায় ওলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব হয় এবং তাহাতে বহুলোক কাল-কবলে নিপতিত হইয়াছিল। ১৮৬৯-৭০, ১৮৮৩-৮৪, ১৮৯৭-৯৮ ও ১৮৮০-৮১ খৃষ্টাব্দে জলাভাবনিবন্ধন এখানে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে এখানে ভীষণ বন্যা আইসে এবং জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত সমগ্র দেশভাগ জলময় থাকে। তাহাতে প্রায় জেলার ৮০ আনা শস্য নষ্ট হইয়া যায়; অসংখ্য গরুবাছুর জলস্রোতে নিমজ্জিত হইয়া অথবা অনাহারে মারা পড়ে।

৩ অযোধ্যাপ্রদেশের উক্ত জেলার একটী উপবিভাগ। ইহার উত্তরে লখিমপুর, পূর্ব্বে বিশান, দক্ষিণে সিধৌলী এবং পশ্চিমে মিস্রিখ্‌। ভূপরিমাণ ৫৩২ বর্গমাইল। সীতাপুর, হরগ্রাম, লহরপুর, খৈরাবাদ, পীরনগর ও রামকোট পরগণা লইয়া এই উপবিভাগ গঠিত।

৪ উক্ত জেলার উক্ত উপবিভাগের অন্তর্গত একটী পরগণা। ইহার পূর্ব্ব ও দক্ষিণপ্রান্তে সরায়ণ নদী প্রবাহিত। এখানকার ১৫৯ খানি গ্রামের মধ্যে ১১৫ খানি গ্রাম গৌড়রাজপুতদিগের অধিকৃত। কিংবদন্তী এই যে, দশরথতনয় রামচন্দ্র বনবাস-কালে সীতাসমভিব্যাহারে এখানে আসিয়া কিছুদিন বাস করেন। রাজা বিক্রমাদিত্য সীতারামের সেই পবিত্র বনবাসভূমির উপর একটী নগর স্থাপন করিয়া সীতাদেবীর সম্মানার্থ তাহার সীতাপুর নামকরণ করেন। খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দের শেষভাগে দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের আত্মীয় গোহেলদেব নামক জনৈক চৌহানরাজপুত এই দেশ আক্রমণপূর্ব্বক স্থানীয় কুর্ম্মী অধিবাসীদিগকে তাড়াইয়া দেন। গোহেলদেব এবং তাঁহার বংশধরেরা এখানে প্রায় ৫ শতাব্দকাল রাজত্ব করেন। মোগলসম্রাট্‌ আরঙ্গজেব বাদশাহের রাজত্ব-সময়ে চন্দ্রসেনপরিচালিত গৌড়রাজপুতগণ এদেশে আসিয়া চৌহানদিগকে রাজ্যচ্যুত করেন। তৎকালে কেবল সীতাপুর, সরায়ণনগর ও জেথার নামক গ্রাম চৌহান-দিগের অধিকারে ছিল।

চন্দ্রসেনের চারিপুত্র ছিল। তাঁহাদের বংশধরেরা এক্ষণে প্রায় সমস্ত পরগণার অধিকারী রহিয়াছেন। রাজা টোডরমল্ল প্রথমে সীতাপুরকে পরগণায় বিভক্ত করিয়াছিলেন।

৫ উক্ত জেলার উক্ত তহসীলের প্রধান নগর ও বিচার-সদর। এখানে ইংরাজসেনাদলের জন্য একটী সেনাবাস আছে। লখ্‌নৌ হইতে শাহজহানপুর যাইবার পথের ঠিক মধ্যস্থলে সরায়ণ নদীর কূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭° ৩৪′ ৫″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ৪২′ ৫৫″ পূঃ। নগর ও সেনাবাসটী আম্র-কাননের মধ্যস্থলে অবস্থিত। এখানে মিউনিসিপালিটী আছে।

সীতাপুর, যুক্তপ্রদেশের বান্দাজেলার অন্তর্গত একটী নগর। পবিত্র চিত্রকূটশৈলের পাদমূলের সন্নিকটে পৈশুনী নদীর বামকূলে অবস্থিত। এখানে অনেক প্রাচীন দেবমন্দির বিদ্যমান। স্থানীয় লোকে ঐ পবিত্র দেবতাকে বিশেষ ভক্তি করিয়া থাকে এবং তীর্থযাত্রা উদ্দেশে তথায় গমন করে।

তীর্থযাত্রিগণ এখানে আসিয়া নানাস্থে চিত্রকূটশৈলের পঞ্চক্রোশ প্রদক্ষিণ করে এবং ঐ সকল দেবমন্দিরে পূজাদি দেয়। যে সময়ে চিত্রকূট মহাপুণ্যক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত ছিল এবং বহু কোলজাতি ঐ স্থানে বাস করিত, তখন এই নগর জয়সিংহপুর নামে খ্যাত ছিল।

এই জেলার পূর্ব্বাংশে অহবন বা অহবংশ নামে একটী প্রতাপশালী ক্ষত্রিয় রাজবংশের উৎপত্তি হয়। ইহারা গুজরাটবাসী চাবড়ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত। কর্ম্মসূত্রে এতদ্দেশে আসিয়া ইহারা ক্রমে নিমখার, অওরাবাদ ও মহোলী পরগণা, খৈরাবাদের কতকাংশ এবং খেরী ও হর্দোই জেলার কতক গ্রাম অধিকার করিয়া আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। এই রাজবংশের ১০৩ পুরুষ পর্য্যন্ত একটী বংশলতা পাওয়া যায়। এই বংশের প্রধান মিতৌলীর রাজা লোণসিংহ ইংরাজের সহিত বিদ্রোহাচরণ করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহীযুদ্ধের অবসানে ইংরাজগবমেণ্ট তাঁহাকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দেন এবং তাঁহার রাজ্যও কএকজনের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। তাঁহার ভ্রাতা ইংরাজরাজের নিকট হইতে ঐ সম্পত্তি উদ্ধার করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার সমস্ত যত্নই বিফল হইয়া যায়। ঐ সময়ে লোণসিংহের অধিকৃত সম্পত্তি ২৭০০ গ্রামে বিভক্ত ছিল।

সীতাপুরে অহবন বা অহবংশের যে শাখা বিদ্যমান আছে, তাহাদের প্রভাব বা প্রতিপত্তি কিছুই নাই। তাঁহারা এখনও তুলার উপাধিতে সাধারণে সম্মানিত হইলেও ক্রমশঃই অবস্থা-হীন হইয়া পড়িয়াছেন। খেরীর বিচারালয়ে কোন মোকদ্দমা উপলক্ষে ইহাদের কতকগুলি প্রাচীন দলিল দাখিল করিতে হয়। ঐ সকল দলিলে মোগলসম্রাট্‌ অকবর ও তাহাদের বাদ-শাহ অহবংশসর্দারকে মহারাজ বলিয়া সম্মানিত করিয়াছেন। তাঁহাদের অধিকৃত পরগণাগুলি অযোধ্যার নবাবগণকর্তৃক

কতক মোগলকর্ম্মচারীদিগকে প্রদত্ত হয় এবং কতক অহবংশের অধীনস্থ কায়স্থকর্ম্মচারিগণ ভোগদখল করিতেছেন।

সীতাপুরের মধ্যাংশে ৭একটী ক্ষত্রিয়বংশ প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল, একদিকে চৌহানবংশ ও অন্যদিকে অযোধ্যা নগরে রঘুবংশীয়গণ রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন। বিস্বান্ ও খৈরাবাদ ব্যতীত প্রায় সকল পরগণাই একটী না একটী স্বতন্ত্র ক্ষত্রিয়-বংশের অধিকারে আবদ্ধ হইয়াছিল। এই সকল বংশের প্রধানেরা অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি ঠাকুর নামে খ্যাত হইতেন এবং তাঁহারাই আপনাপন দলের নেতা ছিলেন। স্থানীয় মুসলমান শাসনকর্ত্তৃগণ তাঁহাদের বলভঙ্গ করিয়া অধিকৃত পরগণা বিভিন্নরূপে বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা দক্ষিণ অযোধ্যায় কানকাপুরিয়া, সোমবংশীয় ও বাই জাতির ন্যায় প্রাধান্যসম্পন্ন গৌড়দিগের অধিকার খর্ব্ব করিতে সমর্থ হন নাই। ঐ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত্রিয়বংশের মধ্যে গুণ্ডলামৌ পরগণার বাছিল, বাড়ীর ও পীরনগরের বাই; মালবালের পমার; রামকোট ও কুরোনার জানবার এবং মাহ্মুদাবাদের কচ্ছবাহ, বাই, জানবার ও রাঠোরগণ প্রসিদ্ধ। জানবারগণ সরায়ণ নদীর পশ্চিমে ও বাইগণ পূর্ব্বদিকে বাস করিত। তাহারা এবং বাছিল ও রঘুবংশীগণ এখানকার পূর্ব্বতন অধিবাসী। পমার, কচ্ছবাহ ও গৌড়গণ রাজপুতনা হইতে এতদ্দেশে আসিয়া বাস করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে কেবলমাত্র মিতৌলীর অহবন-রাজ, ইটোঞ্জার পমাররাজ এবং মৌলীর রাইকবাড়-রাজ স্বাধীনভাবে কর্তৃত্ব করিতে সমর্থ এবং সামাজিকগণের দ্বারা বিশেষরূপে সম্মানিত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সকল রাজারা বংশপরম্পরাগত হইতেন না। স্বজাতি মধ্যে যিনিই বীর্য্যবান্ ও বিক্রমশালী তিনিই রাজা উপাধিতে সম্মানিত হইতেন। বর্ত্তমান সময়ে সে প্রথার লোপ হইয়াছে। এখন সকলেই নির্জ্জীব—উপাধিধারী মাত্র।

বিখ্যাত সিপাহীবিদ্রোহের সময় ১৮৫৭ খৃঃ এখানকার সেনাবাসস্থ দেশীয় সিপাহীর দল ৩রা জুন তারিখে বিদ্রোহী হইয়া ইংরাজদিগকে আক্রমণ করে। স্ত্রীপুত্র লইয়া পলায়মান ইংরাজগণ তাহাদের গুলির আঘাতে নিহত হয়। কতকগুলি মাত্র লখ্নৌ নগরে পলাইয়া রাজভক্ত জমিদারগণের নিকট আশ্রয় লাভ করে। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ১৩ই এপ্রিল তারিখে সরহোপ গ্রান্ট বিস্বান নগরের নিকট বিদ্রোহিদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করে। তদবধি এখানে শান্তি স্থাপিত হয়।

[সিপাহীবিদ্রোহ দেখ।]

সীতাপুর এখানকার প্রধাননগর ও বিচারসদর। খৈরাবাদ, লহরপুর বিস্বান্, আলম-নগর, টমলগঞ্জ, মাহ্মুদাবাদ ও পৈণ্টেপুর নগর এখানকার অন্যান্য স্থানের বাণিজ্য-ক্ষেত্র। এখানে জমিদার ব্যতীত ২৩ জন তালুকদার আছেন, তাঁহাদের মধ্যে রাজা আমীর হসন খাঁ, ঠাকুরাণী পৃথ্বীপাল কুমারী (ঠাকুর শিউবক্সসিংহের বিধবা পত্নী), ঠাকুর মহাবির সিংহ, ঠাকুর রুদ্রপ্রতাপ সিংহ ও মহম্মদ বকর আলী খাঁ প্রধান। মুসলমান তালুকদারগণ ৭০৪টী গ্রাম ও রাজপুত তালুকদারগণ ১৩৭৯টী গ্রামের অধিকারী।

উৎপন্ন নানা প্রকার শস্য ব্যতীত এখানে তামাকের বিস্তর চাষ হয়। ঐ লোকা হইতে এখানে যে তামাক প্রস্তুত হয়, তাহা উৎকৃষ্ট ও প্রসিদ্ধ। বিস্বানের তাজিয়া দেশবিখ্যাত। এতদ্ভিন্ন এখানে কার্পাসবস্ত্র-নির্ম্মাণ ও ছিট ছাপার কারবার আছে। সীতাপুর হইতে লখ্নৌ ও শাহজহানপুর যাইবার ■ দুইটী পাকারাস্তা আছে এবং লখিমপুর, হার্দোই, মাহ্মুদাবাদ, বহরাইচ, মহাপুর, মেহেন্দীঘাট, লাহিল, নীমখার, কাজা, মিতৌলী, সিহালী প্রভৃতি স্থানে গমনাগমনের সুবিধার্থ যে রাস্তা আছে, তাহাতে স্থানীয় উৎপন্নদ্রব্য বিভিন্ন স্থানে লইয়া যাইবার বিশেষ সুবিধা হয়।

সীতাবল্দী, মধ্যপ্রদেশের নাগপুরজেলার অন্তর্গত নাগপুর নগরের নিকটস্থ একটী বিখ্যাত রণক্ষেত্র এবং ইংরাজসৈন্যের সেনাবাস। অক্ষা° ২১° ১′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ৮′ পূঃ।

[নাগপুর দেখ।]

সীতামউ, মধ্যভারতের পশ্চিম মালব এজেন্সীর অন্তর্গত একটী দেশীয় সামন্তরাজ্য। ভূপরিমাণ ৩৫০ বর্গমাইল। এখানকার রাজা সিন্ধেরাজসরকারে বার্ষিক ৫৫০০০৲ টাকা কর দিয়া থাকেন। পূর্ব্বে ৬০০০০৲ টাকা কর দিতে হইত, ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগবর্ণমেণ্টের প্রার্থনানুসারে সিন্ধেরাজ ৫ হাজার টাকা রাজস্ব কম লইতে স্বীকৃত হন।

সৈলানার ন্যায় সীতামউও পূর্ব্বে রতলাম্ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৭০০ খৃষ্টাব্দে রতলাম-রাজ রামসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র কেশবদাস সীতামউ-সম্পত্তির অধিকারী হন। তদবধি ঐ রাজ্য পৃথগ্ভাবে গণিত হইতেছে। এখানকার সর্দারেরা রাঠোরবংশীয় রাজপুত। ইংরাজ-গবর্মেণ্টের নিকট ইনি সম্মানসূচক ১১টী তোপ পাইয়া থাকেন। নানাজাতীয় শস্য, অহিফেন ও তুলা এখানকার প্রধান পণ্য।

২ মধ্যভারতের সীতামউরাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা° ২৪° উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ২৫′ পূঃ। নগরটী পার্ব্বত্য অধিত্যকাপ্রদেশে স্থাপিত এবং সুদৃঢ় প্রাচীরপরিবেষ্টিত, রাজপুতনা-মালবরেলপথের মান্দশোর স্টেশন হইতে ১৫ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত।

সীতামাঢ়ি—ত্রিহুতপ্রদেশের মজঃফরপুর জেলার অন্তর্গত একটি মহকুমা। ইহার মোট ক্ষেত্রফল ৬৩৩১৬০ একর। তন্মধ্যে ২৮৭৪৪৪ একরে ধান্য, ১৪৮৩২৭ একরে ভাদই এবং ১২৮৭৫১ একরে রবিশস্য জন্মে। এখানে বিঘা প্রতি খাজনের নিম্নলিখিত নিয়ম বাঁধা আছে—আশু ধান্যোৎপাদক উচ্চ জমির জন্য বিঘাপ্রতি ২৲—৬৲ টাকা; হৈমন্তিক ধান্যোৎপাদক নিম্ন জমির জন্য বিঘা প্রতি ২৲—৫৲ টাকা, এতদ্ব্যতীত যে সকল 'ভিট্' জমিতে আলু, সর্ষপ, ইক্ষু, তামাক, তুলা, পাট, অহিফেন, কলাই, মুগ, মুসুরি প্রভৃতি জন্মে, তাহার জন্য উৎপন্ন শস্যের মূল্যানুসারে বিঘা প্রতি ॥০ আনা হইতে ৫৲ টাকা পর্য্যন্ত দিতে হয়।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে এই মহকুমা প্রথম স্থাপিত হয়। ইহাতে শেওহর, সীতামাঢ়ি, বেলাসোচ্, পকাউলী এবং বাজী নামক চারিটি থানা আছে।

মহকুমার প্রধান নগরের নামও সীতামাঢ়ি। ইহা অক্ষা° ২৬° ৩৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫° ৩২´ পূঃ। লক্ষণদাই নামক নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। এখানে প্রধানতঃ হিন্দু, মুসলমান্ এবং খৃষ্টানের বাস; তন্মধ্যে আবার সংখ্যায় হিন্দুই সর্ব্বাপেক্ষা বেশি। এই সহরে মিউনিসিপালিটির বন্দোবস্ত আছে। সুপরিচালিত একটি ডাক্তারখানা ও একটি স্কুল আছে। ফৌজদারী কাছারী, একটি মুন্সেফ কাছারী, একটি থানা এবং একটি ডাকঘরও এখানে প্রতিষ্ঠিত। পোষ্ট আফিস্ এবং বেশ বড় রকমের একটি বাজারও আছে। এই বাজার প্রত্যহই বসিয়া থাকে। চাউল, সর্ষপ, তিল, চামড়া এবং নেপালী জিনিষই এখানে অধিক পরিমাণে খরিদ-বিক্রয় হইয়া থাকে। সখোয়াকাষ্ঠ বর্ষাকালে নদীর জলে ভাসাইয়া আনিয়া মজুত ও বিক্রয় করা হয়। সোরা এবং পেড়া এখানে প্রচুরপরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের নবমী তিথিতে এখানে একটি বৃহৎ মেলা বসিয়া থাকে; ইহাকে রামনবমীর মেলা বলা হয়। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস যে এই তিথিতে শ্রীরামচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। নবমী তিথির তিন চারি দিন পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া এক পক্ষ পর্য্যন্ত এই মেলার অধিবেশন হইতে থাকে। এই উপলক্ষে দূর দূরান্তর হইতে এখানে বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে। সীতামাঢ়ির বলদ খুব প্রসিদ্ধ বলিয়া এই মেলায় তাহারই বেশি আমদানী হয়; ঘোড়া হাতীও বিক্রয়ার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। মেলা উপলক্ষে নানা স্থান হইতে নানা রকমের জিনিষ পত্রই আসিয়া থাকে; তন্মধ্যে শেওয়ানের সুন্দর বাসনপত্রই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখান হইতে তিনটি প্রশস্ত রাজবর্ত্ম দারবঙ্গ, মজঃফরপুর এবং প্রায় সীমার দিকে চলিয়া গিয়াছে। লক্ষণদাই নদীর উপরে একটি কাষ্ঠ নির্ম্মিত সেতুও আছে। এখানে নয়টি দেবমন্দির আছে; তন্মধ্যে পাঁচটি, এক আঙ্গিনায়ই অধিষ্ঠিত। এই মন্দিরগুলি সীতা, হনুমান্, শিব এবং শাহী নামক দেবতাগণের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত।

প্রবাদ—সীতা হইতে সীতামাঢ়ি নামের উৎপত্তি। একদিন রাজা জনক জমি চাষ করিতে করিতে লাঙ্গলের আঘাতে এক মৃন্ময় পাত্র ভাঙ্গিয়া ফেলেন, সেই পাত্রাভ্যন্তর হইতেই সীতাদেবী বাহির হন। একটি পুরাতন পুষ্করিণী দেখাইয়া এখনও লোকে বলিয়া থাকে, এই খানে প্রথম সীতাদেবীকে পাওয়া গিয়াছিল।

এখানে গোশকটের বিশেষ প্রচলন আছে। সীতামাঢ়ি, মেজর গঞ্জ, বৈরাগনিয়া, শেওহর, বলগাঁও, মতপুর এবং জানকুণ্ড এই কয়টি সীতামাঢ়ি মহকুমার প্রধান সহর। এখানে নদী পথে বাণিজ্যব্যাপারের সুবিধা নাই, বড় বর্ষার সময়েও মাত্র ২৫০ মণ বোঝাই নৌকা এ পর্য্যন্ত আসিতে পারে।

সীতামূর্ত্তী—গয়া জেলার পুনাবা হইতে ১৩ মাইল দূরে এবং নবাদা ও গয়া রাস্তার পার্শ্ববর্ত্তী সহুভা নামক গ্রাম হইতে মাইল খানেক দক্ষিণপূর্ব্ব-কোণে অবস্থিত একটি গ্রাম।

এখানে একটি উপযুক্ত ময়দানের মধ্যে প্রকাণ্ড এক খণ্ড গ্রেনাইট্ পাথরে খোদিত একটি বৃহৎ গুহা আছে। গুহাটি ইজিপ্সিয়ান্ ধরণে গঠিত, ঊর্দ্ধভাগে ১ ফুট্ ১০ ইঞ্চি ও অধোভাগে ২ ফিট্ এক ইঞ্চি প্রশস্ত, ৩ ফিট্ ৫ ইঞ্চি দীর্ঘ রাস্তা বাহিয়া চলিলে একেবারে গুহার অভ্যন্তর দেশে যাইয়া উপনীত হওয়া যায়। গুহাটি পাদদেশে ১৫ ফিট্ ৮ ইঞ্চি দীর্ঘ, ঊর্দ্ধদেশে ১৪ ফিট দীর্ঘ; মধ্যস্থলে ৬ ফিট ইঞ্চি উচ্চ, এবং ১১ ফিট ইঞ্চি প্রশস্ত। ছাদটি খিলান এবং একেবারে মেঝের উপর হইতে উত্থিত। গুহার অভ্যন্তর দেশের প্রাচীরগুলি সুমার্জ্জিত ও চাকচিক্যশালী। যে প্রস্তরখণ্ড খুদিয়া এই গুহাটি নির্ম্মাণ করা হইয়াছে, তাহা বেশ পুরু এবং ঘন। ইহার ভিতরে কি বাহিরে কোথাও কোন খোদিতলিপি নাই। বরাবর গুহাগুলি যে সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল, এটিও সম্ভবতঃ সেই সময়ের।

সীতাম্পেট্টা, মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সীর বিজাগাপাটম্ জেলার অন্তর্গত একটী গিরিপথ। অক্ষা° ১৮° ৪০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৩° ৫৫´ পূঃ। বিজাগাপাটম্ হইতে পর্ব্বত এবং জয়পুরে আসিবার ইহাই প্রধান রাস্তা। এই পথে শকটযোগে পণ্যাদি লইয়া যাতায়াত করা যায়।

সীতাযজ্ঞ (পুং) হলকর্ষণার্থ যজ্ঞ। (পার° গৃ°)

সীতারাম, ১ আর্য্যাবিজয়িকাব্য প্রণেতা। ২ জানকীপরিণয়-নাটকরচয়িতা। ৩ বৈরাগ্যশতক ও সাহিত্যবোধ নামক অলঙ্কার-গ্রন্থপ্রণেতা। ৪ সদাচারনিরূপণ নামক তন্ত্রশাস্ত্রপ্রণেতা।

সীতারামচন্দ্র (রাজাবাহাদুর), রামচন্দ্রচম্পূপ্রণেতা বিশ্বনাথ সিংহের প্রতিপালক জনৈক হিন্দুনরপতি।

সীতারামনগরম্, মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সীর বিশাখাপাটম্ জেলার বোবিলীতালুকের অন্তর্গত একটী প্রাচীননগর। বোবিলী হইতে ৬ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানে একটী প্রাচীন দুর্গ ও কতকগুলি শিলালিপি বিদ্যমান আছে।

সীতারাম পত্রলীকর, বেদসূত্র নামক গ্রন্থরচয়িতা।

সীতারামপল্লী, মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সীর গঞ্জামজেলার অন্তর্গত একটী নগর। ইহার প্রাচীন নাম সত্যপুরম। পরে হরঙ্গপুর নামে আখ্যাত হয়। [হরঙ্গপুর দেখ।]

সীতারামপুর, বাঙ্গালার বর্দ্ধমান জেলার রাণীগঞ্জ বিভাগের অন্তর্গত একটী কয়লার খাত। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে এখানে প্রথম একটী খাদ কাটা হয়। অতঃপর ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ঐ স্থানে আরও ৫টী খাদ কাটিয়া কয়লা তুলিবার ব্যবস্থা হয়; কিন্তু তাহাতে যে কয়লা উঠে তাহা উৎকৃষ্ট না হওয়ায় কোম্পানী ঐ খাদ ছাড়িয়া দেন। এখন ঐ স্থান একটী গণ্ডগ্রামে পরিণত হইয়াছে।

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলপথের হাবড়া (কলিকাতা) ষ্টেশন হইতে সীতারামপুর ষ্টেশন ১৩৮ মাইল। এখান হইতে উক্ত রেলপথের গ্রাণ্ডকর্ড লাইন বহির্গত হইয়া গয়াধামের নিকট দিয়া মোগলসরাই ষ্টেশনে মিশিয়াছে।

সীতারামরাজ, ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগরের রাজা আনন্দরাজ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, তদীয় নাবালক পোষ্যপুত্র বিজয়রাম রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু নাবালক ছিলেন বলিয়া তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সীতারামরাজই প্রকৃতপক্ষে রাজত্ব করিতে থাকেন। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে তিনি চিকাকোল্ নামক স্থানে মহারাষ্ট্রবলে বলীয়ান্ পর্লাকিমেডীর রাজাকে পরাভূত করিয়া বিজয়নগরের সীমা অনেক বর্দ্ধিত করেন; তৎপরে দক্ষিণদেশে রাজমহেন্দ্রী পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। এইভাবে তিনি জয়পুর, পালকোণ্ডা এবং আরও ১৩টি স্থানের জমিদারদিগকে বশ্যতায় আনয়ন করিয়া তাঁহাদিগের রাজা হইয়া বসেন।

সীতারাম বেশ চতুর ও দূরদর্শী পুরুষ ছিলেন। বৎসরে নিয়মিতরূপে ৩০০০০ পাউণ্ড পেসকাস্ দিয়া তিনি শুধু যে কোম্পানীকে বাধ্য ও সন্তুষ্ট রাখিয়াছিলেন, তাহা নহে। বিদ্রোহী পার্ব্বত্য রাজাদিগকে দমন করিবার সময় কোম্পানীর নিকট হইতে সৈন্যসাহায্যও যথেষ্ট পাইতেন।

এদিকে যতই তাঁহার ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ততই তাঁহার ভ্রাতা (প্রকৃত রাজা) এবং রাজ্যের অনেক প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট ও সন্দিহান হইতে লাগিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে সরাইবার জন্য নানা-প্রকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু মান্দ্রাজের গবর্ণর ও কৌন্সিলের মেম্বরগণ তাঁহার পক্ষসমর্থন করিতেছিলেন। রাজা না হইয়াও সীতারাম রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

কিন্তু ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে সার্কিট কমিটির রিপোর্ট অনুসারে সীতারামকে দেওয়ানী হইতে অপসৃত করা হয়। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে আর একবার তিনি রাজপ্রতিনিধির কার্য্য করিতে আহূত হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে মান্দ্রাজে অপসারিত করা হয়। ইহার পর আর বিজয়নগরের ইতিহাসের সঙ্গে তাঁহার কোন সম্বন্ধ ছিল না।

সীতারাম রায় (রাজা)—একজন প্রসিদ্ধ কায়স্থ নৃপতি। রাজা সীতারাম রায়ের বংশপরিচয় যতদূর অবগত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে ইঁহার ঊর্দ্ধতন দশপুরুষের সংবাদ পাওয়া যায়। যে সমাজ উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকুলে সীতারামের জন্ম, সেই উত্তর-রাঢ়ীয় কুলেই স্বাধীন হিন্দু নরপতি রাজা গণেশ সমুদ্ভূত হইয়া-ছিলেন; এবং এই রাজা গণেশের জামাতাই দিনাজপুরের বর্ত্ত-মান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা; যশোহরের নিকটবর্ত্তী রায়চৌধুরীউপাধি-ধারী চাঁচড়ার জমিদারবংশও এই কায়স্থশ্রেণি হইতেই সমুৎপন্ন।

সীতারামের পূর্ব্ব পুরুষগণ, বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদের কান্দী-গঞ্জ থানার এলাকাধীন মহিমা গ্রামে বাস করিতেন, তাঁহাদের উপাধি ছিল দাস, তাঁহারা কাশ্যপগোত্রীয়, নবাবদত্ত উপাধি বিশ্বাসখাস।

সীতারামের ঊর্দ্ধতন একাদশ পুরুষ রামদাস দাস, মাতৃশ্রাদ্ধো-পলক্ষে হস্তী দান করিয়াছিলেন বলিয়া 'গজদানী' উপাধি প্রাপ্ত হন। এই হস্তিদানব্যাপার হইতে বুঝা যায় যে তৎপূর্ব্বে না হইলেও তখন হইতেই এই বংশ শ্রীসম্পন্ন ছিল। গজদানী মহা-শয়ের পরে ছয় পুরুষ পর্য্যন্ত বিশেষ কোন সংবাদ জানা যায় নাই। কিন্তু তাঁহার অধস্তন সপ্তম পুরুষ ও রাজা সীতারাম রায়ের প্রপিতামহ রামদাস দাসই নবাবদের নিকট হইতে প্রথমে বিশ্বাসখাস উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার পুত্র হরিশ্চন্দ্র কর্মদক্ষতার পুরস্কার স্বরূপ নবাব কর্তৃক "রায়রায়ান্" উপাধিতে বিভূষিত হন। সীতারামের পিতা উদয়নারায়ণও পিতৃ-অর্জ্জিত এই উপাধি লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। সরকারী কার্য্যোপলক্ষে তিনি প্রথমে রাজমহল হইতে ঢাকায় গমন করেন, এবং পরে ভূষণার ফৌজদারের অধীনে রাজস্বসংক্রান্ত তহশীলদার নিযুক্ত হইয়া ভূষণায় গমন করেন। এই উপলক্ষে প্রথমে তিনি ইহার নিকট-বর্ত্তী গোপালপুর নামক স্থানে ও পরে হরিহরনগরে বাটী প্রস্তুত করেন ও সপরিবারে বাস করিতে থাকেন। ক্রমে এখানে তিনি

একটি তালুক ও পরগনা মহম্মদপুরের নিকটবর্তী শ্যামনগরের জোতসহ বন্দোবস্ত করিয়া লন।

বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অধীন মহীপতিপুর গ্রামের এক কুলীনকন্যার সঙ্গে ইঁহার বিবাহ হয়। ইঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। তবে তিনি যে একজন অসামান্যা রমণী ছিলেন, তাহা তাঁহার পুত্রের জীবন হইতেই অনেকটা জানা যায়। প্রবাদের মুখে প্রকাশ যে যখন ষোড়শবর্ষীয় বালিকা মাত্র, তখন তিনি খড়্গ হস্তে করিয়া একাকিনী একদল ভীষণ দস্যুর গতিরোধ করিয়াছিলেন। সীতারামের জননীর সম্বন্ধে ইহা একেবারে অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয় না। ইঁহার নাম সম্বন্ধে প্রবাদ মহম্মদপুরে যে বারদুয়ারী পুষ্করিণী আছে, তাহা ইঁহার নামানুসারেই এখনও দয়াময়ীতলা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সীতারামের এক কনিষ্ঠ সহোদর ছিলেন, তাঁহার নাম লক্ষ্মীনারায়ণ।

বংশাবলী পর্যালোচনা করিলে অনুমান করা যায় যে, সীতারাম ১৬৫৭ কি ৫৮ খৃষ্টাব্দে মাতুলালয়ে জন্ম গ্রহণ করেন, পিতা উদয়নারায়ণ তখন ভূষণায় ছিলেন। সেখানে বিদ্যাভ্যাসের তেমন সুবিধা ছিলনা বলিয়া, মাতুলবংশের কোন আত্মীয়ের আশ্রয়ে ঢাকায় থাকিয়া তিনি আরবী ও পারসী ভাষা শিক্ষা করেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অধিকতর উৎসাহ ও আগ্রহের সহিত তিনি সামরিক বিদ্যা অভ্যাস করিতে থাকেন। এখানে মহম্মদ আলী নামক জনৈক ফকির তাঁহার শিক্ষাগুরু ছিলেন। ইনি সীতারামের প্রতি এতই অনুরক্ত ছিলেন যে পরে চিরদিন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া প্রাণদাতার কার্য করিয়াছেন। তাঁহারই নামানুসারে মহম্মদপুর নগরের নামকরণ হয়।

সামরিক বিদ্যার প্রতি সমধিক শ্রদ্ধা থাকিলেও, সীতারাম ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের তর্ক শুনিতে ও তর্কে যোগদান করিতে আমোদ অনুভব করিতেন, জয়দেব ও চণ্ডীদাসের কবিতা তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। কোন ব্রাহ্মণের সঙ্গে তিনি ইঁহাদিগের আবৃত্তি-প্রতিযোগিতায় পরাজিত হইয়া তাঁহাকে আটখানি গ্রাম ব্রহ্মোত্তর দান করিয়াছিলেন।

সীতারাম যখন অজ্ঞাতনামা যুবকমাত্র, তখন শায়েস্তা খাঁ ঢাকার নবাব। পাঠান করিম খাঁ বিদ্রোহী হইয়া ফৌজদার ও নবাবের প্রেরিত সৈন্যদলকে কয়েকবার পরাজিত করিলেন। সীতারাম এই বিদ্রোহীকে দমন করিতে পারিবেন বলিয়া স্পর্ধা করেন। নবাব তাঁহাকে ৭ হাজার পদাতিক ঢালি সৈন্য ও ৩ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের নেতৃত্বে বরণ করিয়া বিদ্রোহদমনের জন্য প্রেরণ করেন।

সীতারামের উপর বিজয়-লক্ষ্মী প্রসন্না হইলেন, যুদ্ধে করিম খাঁ পরাজিত ও নিহত হইলে, তাহার দুর্গ ও ধনাগার লুণ্ঠন করিয়া বিজয়ী সীতারাম নবাব-সমীপে প্রত্যাগমন করিলেন, সন্তুষ্ট নবাব তাঁহাকে পুরস্কার স্বরূপ, চাকলা ভূষণার অন্তর্গত নলদী পরগণা জায়গীর ও রায় রায়াণ উপাধি প্রদান করিলেন।

এই পরগণায় তখন ডাকাতের ভয়ানক উপদ্রব, লোকসংখ্যা অতি অল্প, রাজস্বের অবস্থাও তেমন ভাল নহে।

জায়গীর পাইয়া সীতারাম, রামরূপ ঘোষ ও মুনিরাম নামক দুই জন কর্মচারীকে সঙ্গে করিয়া ভূষণায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ফকির মহম্মদ আলীও সঙ্গে আসিলেন। আসিবার সময় পথিমধ্যে একদল দস্যুকে পরাজিত করিয়া, সীতারাম দস্যুদল-পতি বক্তারকে তাহার সাহস ও যুদ্ধকৌশলে মুগ্ধ হইয়া, বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করেন। বক্তারও আর দস্যুতা করিবেন না এবং শীঘ্রই ভূষণায় আসিয়া তাহার সঙ্গে মিলিত হইবেন, এইরূপে প্রতিশ্রুত হইয়া চলিয়া যান।

উদয়নারায়ণ তখন সপরিবারে গোপালপুরের বাটীতে অবস্থান করিতেছিলেন। বাদশাহবংশের সহিত ঘনিষ্ট সম্পর্কিত আবু তোরাপ তখন ভূষণার ফৌজদার ছিলেন। সীতারামের সদ্গুণে মুগ্ধ হইয়া তিনি তাঁহাকে সবিশেষ স্নেহ ও সহায়তা করিতে লাগিলেন।

অবিলম্বে সীতারাম জায়গীরের চৌহদ্দী বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র, দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণী খনন ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্মাণ করাইয়া হরিহরনগর নাম দিয়া এক সুবৃহৎ নগর প্রতিষ্ঠা করিলেন। বহু সংখ্যক দেবালয়ও এখানে স্থাপন ও প্রতিষ্ঠা করা হইল।

মহম্মদপুরের অন্তর্গত সূর্যকুণ্ডে নলদী পরগণার কাছারিবাড়ী স্থাপন করিয়া, সীতারাম কনিষ্ঠ লক্ষ্মীনারায়ণকে রাজস্ব আদায় ও প্রজাপালনাদি করিবার জন্য দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। দস্যুর ভীষণ উৎপাতে এই অঞ্চলে বাস করা তখন সুকঠিন হইয়া পড়িয়াছিল, অনাহারে অনিদ্রায় থাকিয়া, বনে জঙ্গলে জলপথে নৌকায় নৌকায় ঘুরিয়া সীতারাম দস্যুদমনে প্রবৃত্ত হইলেন। ইঁহাদের মধ্যে রামা মল্লা হরে প্রভৃতি দ্বাদশ জন সুপ্রসিদ্ধ। দস্যুদমন করিয়া সীতারাম উচ্চচরিত্র ও যুদ্ধনিপুণ দলপতিদিগকে আপনার সৈন্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া লইলেন। এই কার্যে বক্তার তাঁহাকে অনেক সাহায্য করেন।

তিনি যখন এই ব্যাপারে ব্যাপৃত, তখন তাঁহার জনক ও জননী উভয়েই কালগ্রাসে পতিত হন। পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে সীতারাম স্বর্ণ হস্তী প্রভৃতি দান ও প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন; হরিহরনগরের ব্রাহ্মণ-কায়স্থ সমাজের অনুরোধে বিস্তর অর্থব্যয়ে "[illegible] দোহা" নামক এক সুবৃহৎ পুষ্করিণী খনন করেন;

এবং পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ শ্রাদ্ধের দিন কায়স্থের বাড়ীতে ভোজন করিতেন না, তাহা রহিত করিয়া ঐ দিনেই ব্রাহ্মণভোজনের প্রথা প্রবর্ত্তন করেন।

দস্যুদলন করিয়া সীতারাম তদ্দেশবাসীর হৃদয়ের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করেন। নিম্নলিখিত কবিতাটি এই প্রসঙ্গে রচিত হইয়াছিল—

"ধন্য রাজা সীতারাম বাঙ্গালা বাহাদুর।
যার বলেতে চুরি ডাকাতী হয়ে গেল দূর।
এখন বাঘে মানুষে একই ঘাটে সুখে জল খাবে।
এখন রামী শ্যামী পোঁটলা বেঁধে গঙ্গা স্নানে যাবে॥"

সীতারামের দানশক্তি যথেষ্ট ছিল। দীনদরিদ্রের পিতৃশ্রাদ্ধ, কন্যাদায়গ্রস্তের কন্যাবিবাহে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। অর্থ প্রাপ্তির জন্য এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ কয়েকটি শ্লোক রচনা করিয়া আনেন, তাহাতে সীতারামকে দিনানাথ ও তাঁহার সহচরগণকে মোচ্‌ড়াসিং, গাবুর-ভজন ইত্যাদি নাম প্রদান করা হয়। সীতারামও তদবধি ইহাদিগকে রহস্য করিয়া এই নামেই সম্বোধন করিতেন। তাহাতেই অনেকে এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াছেন যে, সীতারামের সৈন্যাধ্যক্ষদিগের প্রকৃত নামই এইরূপ ছিল।

দস্যুদমনে প্রবৃত্ত হইয়া সীতারাম দেখিলেন, কেবল দস্যুতার নহে বৈদেশিক লুণ্ঠনকারীদিগের উৎপাতে এবং স্থানীয় জমিদারগণের, ফৌজদারের ও নবাবের অত্যাচারে দেশের লোকের শান্তি-সুখ নাই,—কৃষি-বাণিজ্য-শিল্প সকলই শোচনীয় অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। দেশের এ দুরবস্থা দূর করিবার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন—সহচর রামরূপ, বক্তার, রূপচাঁদ ঢালী, ফকির মাছকাটা প্রভৃতিও জীবন উৎসর্গ করিয়া দেশের জন্য খাটিতে লাগিলেন।

সীতারামের দস্যুদলনে নবাব সন্তুষ্ট, তাঁহার শ্রীবৃদ্ধিতে ফৌজদার ক্ষুব্ধ। তাই বন্ধুবর্গের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তিনি স্থির করিলেন, কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে বাদশাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার প্রীতিভাজন হইয়া আসিবেন।

এই পরামর্শ মতে তিনি যাইয়া ফৌজদারকে জানাইলেন যে গয়া ও প্রয়াগধামে পিতৃপুরুষের পিণ্ডদান করিতে একবার যাওয়া নিতান্ত আবশ্যক, তিনি যতদূরে থাকেন, ততই মঙ্গল ভাবিয়া ফৌজদার আবু তোরাপও সহজেই সম্মতি প্রদান করিলেন। তখন ফকির মহম্মদ আলী, কুলগুরু রত্নেশ্বর বাচস্পতি, বক্তার, ফকির রূপচাঁদ ও লক্ষ্মীনারায়ণকে হরিহরনগরে রাখিয়া, তিনি রামরূপ ও মুনিরামকে সঙ্গে লইয়া সন্ন্যাসীর বেশে নানাতীর্থ পর্য্যটনপূর্ব্বক দিল্লীতে বাদশাহ আরঙ্গজেবের দরবারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

গুণগ্রাহী নবাব সায়েস্তা খাঁর পত্রে পূর্ব্বেই বাদশাহ সীতারামের গুণপনার কথা অবগত হইয়াছিলেন। এখন তাঁহার মুখে নিম্ন বঙ্গের দুরবস্থার কথা শুনিয়া সম্রাট্ তাঁহাকে "রাজা" উপাধির পাঞ্জাসহ ফরমান্, নিম্ন বঙ্গের সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খলা স্থাপন এবং প্রজাপালনের অধিকার দান করিলেন।

তখন তিনি প্রফুল্লমনে দিল্লী হইতে মুর্শিদাবাদে আসিয়া যথোপযুক্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে এবং সেলামী ও নজর দিয়া নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন; কুলী খাঁও তাঁহাকে দশবৎসরের নিষ্কর আবাদী সনন্দ প্রদান করিলেন। কথা রহিল জমির উন্নতি হইলে কিছু নজরান্ ও আব্‌ওয়াব্ আদায় করিয়া দিতে হইবে। ইহার উপর, গড়বেষ্টিত বাসস্থাননির্ম্মাণের এবং দেশের উপদ্রব দমনের জন্য সৈন্যরক্ষার অধিকারও তিনি প্রাপ্ত হইলেন।

দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সীতারাম গড়প্রাকারবেষ্টিত রাজধানী নির্ম্মাণ করিবার মত উপযুক্ত স্থানের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, অবশেষে ফকির মহম্মদ আলীর নির্ব্বাচনানুসারে নারায়ণপুরে রাজধানী নির্ম্মিত হইল, এবং ফকিরের নামানুসারে ইহার নাম মহম্মদপুর রাখা হইল। ইহার উত্তরে ছত্রাবতী ও বারাসিয়া নদী, পূর্ব্বে এলেংখালীর খাল; মধ্যদেশে কালীগঙ্গা এবং পশ্চিমে কতকগুলি বৃহৎ বৃহৎ বিল থাকাতে স্থানটি স্বভাবতঃই অনেকটা সুরক্ষিত। এই রাজধানী সম্ভবতঃ ১৬৯৭-৯৮ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। সীতারাম এখানে মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।

রাজবাড়ী দৈর্ঘ্যে এক মাইল ও প্রস্থে কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধ মাইল। দুর্গটি চতুষ্কোণ, ইহার পূর্ব্বে ও পশ্চিমে সুগভীর গড়, দক্ষিণে ৬০০ হাত ব্যাসের বৃত্তাকার পুষ্করিণী, এবং পূর্ব্বোত্তরে উদয়গঞ্জের খাল ও বাজার। এই বাড়ী ছাড়া সীতারাম আরও কয়েকটি বাড়ী নির্ম্মাণ করেন, যথা বিনোদপুরের গদীভবন, শ্রীপুরে কালীগঙ্গাতীরস্থ আড্ডাভবন এবং দুর্গাকুণ্ডের ও শ্যামগঞ্জের সুবৃহৎ ভবনদ্বয়।

তাঁহার গুণগ্রামের সৌরভে মুগ্ধ হইয়া নানা স্থান হইতে হিন্দু মুসলমান্ নির্ব্বিশেষে নানা শ্রেণীর গুণী ও শিল্পিগণ আসিয়া মহম্মদপুরে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন,—অল্পদিনের মধ্যেই মহম্মদপুর ধনেজনে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল—শেষে আর নগরে লোক ধরে না—বহুগ্রাম যুড়িয়া উপকণ্ঠ সৃষ্ট হইতে লাগিল।

এই প্রকারে আপনাকে সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া সীতারাম দেশের হিতার্থে আত্মসমর্পণ করিলেন। যে সকল বীরপুরুষেরা তাঁহার এই মহৎসংকল্পসাধনে প্রাণ দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহার মধ্যে তাঁহার প্রধান সেনাপতি মেনাহাতী, দ্বিতীয়

সেনাপতি আমিন বেগ বা হাম্লা বাবা, ঢালি সর্দ্দার মাছকাটা, রূপচাঁদ ঢালি প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভারার্থাঁ, মেতে মামুদ সর্দ্দার, সোনাগাজি সর্দ্দার, ও গোলামী সর্দ্দার এই চারিজন পাঠান সীতারামের শরীররক্ষক ছিলেন, এখনও ইহাদের বংশধরগণ মাগুরার ৯ মাইল দক্ষিণে কাতলি গ্রামে বাস করিতেছে। দেশীয় হিন্দু ও মুসলমান ছাড়া সীতারামের সৈন্যদলে ক্ষত্রিয়েরও অভাব ছিল না। এখনও মহম্মদপুরের অন্তর্গত কাটগড়াপাড়া, মহাটা, সিংহড়া, বিনোদ ও গন্ধখালী গ্রামে ক্ষত্রিয়পল্লী বর্ত্তমান আছে। তাঁহার কর্মচারিদিগের মধ্যে ভূষণের দত্তবংশের পূর্ব্বপুরুষ রূপনারায়ণ দত্ত অন্যতম, রাম-পাল-বিজয়ের সময় সুন্দররূপে রসদাদি সরবরাহ করিয়াছিলেন বলিয়া সীতারাম ইঁহাকে ১৮ পাখি জমি নিষ্কর দিয়াছিলেন।

তাঁহার জমিদারীসংক্রান্ত কর্মচারীদিগের মধ্যে কর্মদক্ষ বিশ্বস্ত দেওয়ান গোবিন্দরায়, অন্যতম দেওয়ান যদুনাথ মজুমদার, পেস্কার ভবানীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী, মুন্সী বলরাম দাস ও বাড়ীর তত্ত্বাবধায়ক গদাধর সরকারের নাম ও বিবরণ পাওয়া যায়। গোবিন্দ রায়ের বংশধরগণ এখনও নড়েলের আড়পাড়ায়, রাঢ়ী শ্রেণীয় ব্রাহ্মণ যদুনাথ মজুমদারের উত্তর পুরুষগণ কামুটিয়া গ্রাম, ভবানীপ্রসাদের বংশধরগণ ফরিদপুর জেলায় দলিয়া গ্রামে, বলরাম দাসের উত্তরাধিকারিগণ যশোর জেলায় কাদিরপাড়ায় এবং গদাধরের বংশধরগণ বোর্ণিআর গ্রামে বাস করিতেছেন। এতদ্ভিন্ন বঙ্গজ কায়স্থ কুলোদ্ভব মুনিরাম রায় সীতারামের পক্ষে প্রথমে ঢাকায় ও পরে মুর্শিদাবাদে বিশেষ প্রতিপত্তি সহকারে মোক্তারি করিতেন, ইঁহার বংশধরগণ মহম্মদপুরের অদূরবর্ত্তী ধুলজুড়ী গ্রামে বাস করিতেছেন।

কুলপঞ্জিকা ও ভক্তকুলপঞ্জীতে সীতারামের বিবাহ সম্বন্ধে তিনটির উল্লেখ আছে। কিন্তু বীরপুরে 'আড়কবাটী' বা 'নওয়া রাণীর' বাটী বলিয়া সীতারামের এক বাটী ছিল, তাহা হইতে মনে হয় তাঁহার আরও দুইটি পত্নী ছিলেন। মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত দাসপলসা গ্রামের সরল খাঁর (ঘোষ বংশীয় কুলীন) কন্যা কমলা তাঁহার প্রথমা পত্নী, অন্য পত্নীচতুষ্টয়ের নাম ধাম জানা যায় নাই।

দিল্লী হইতে ফিরিয়া আসিয়াই সীতারাম সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করেন, ক্রমে তাঁহার বেলদার সৈন্যের সংখ্যা দ্বাবিংশতি সহস্রে পরিণত হয়। অবসর সময়ে ইহারা পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি কার্য্যও করিত, এই বেলদার সৈন্যের অধিকাংশই নমঃ-শূদ্র জাতীয়; বৎসরে ১৫০ মাসের অধিক একজনকে কাজ করিতে হইত না। কাজেই ইহারা কৃষিকার্য্য প্রভৃতিও করিতে পারিত। যুদ্ধের সময় ইহারা সড়্কি, ধনুর্ব্বাণ, অসি ও গুলাল বাঁশ লইয়া যুদ্ধ করিত। প্রথমতঃ সীতারাম ইহাদিগকে বেতন দিতেন, শেষে লাঙ্গল গরু কিনিয়া দিয়া চাকরাণ জমি দান করিতেন। প্রত্যেক অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় তাহারা ছুটি পাইত।

জমিদার হিসাবে সীতারাম এক প্রকার আদর্শ স্বামীয় ছিলেন। তাঁহার রাজ্যে হিন্দু মুসলমান্ উভয় ধর্ম্মের লোক ছিল; নিরপেক্ষভাবে তিনি তাঁহাদিগকে শাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। হিন্দুর জন্য দেবালয় ও মুসল-মানের জন্য মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করাইয়া দিতেন, দীর্ঘি পুষ্করিণী খনন করাইয়া, গোলাগঞ্জ বাজার বসাইয়া এবং রাস্তাঘাট প্রস্তুত করাইয়া, তিনি প্রজার শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। পর্ত্তুগীজ, আসামী, মগ প্রভৃতি দস্যু-গণ আসিয়া যাহাতে প্রজাদিগকে উৎপীড়িত ও বিপদ্‌গ্রস্ত করিতে না পারে এজন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। মোট কথা, দেশের কৃষি-বাণিজ্য ও শিল্পবিষয়ক উন্নতি সাধন করিতে তিনি কোন কার্য্য করিতেই কষ্ট জ্ঞান করিতেন না। কখনও তিনি উচ্চহারে রাজস্ব কি আবওয়াব আদায় করেন নাই, বরং সার্ব্বজনীন দুঃসময় ও দুর্ব্বৎসরের সময় প্রজাদিগের কর অনেক পরিমাণে মাপ করিতেন এবং বিবাহ, শ্রাদ্ধ, উপনয়ন প্রভৃতি কার্য্যে আবশ্যক মত তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতেন, দেশের কৃষি-বাণিজ্য-শিল্পের উন্নতিকল্পে তিনি অকাতরে অর্থব্যয় করিতেন। তাঁহার মহত্ত্ব, উদারতা ও সুশাসন দেখিয়া চতুর্দ্দিকের জমিদারবর্গের প্রজাপুঞ্জ আসিয়া তাঁহার শান্তি-শীতল শাসন-ছত্রতলে সমবেত হইতে লাগিল। এই ভাবে ক্রমশঃই তাঁহার জমিদারীর আয়তন ও পরিমাণ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

ইহা ছাড়া অত্যাচারী জমিদারবর্গের উত্ত্যক্ত প্রজাপুঞ্জের কাতর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়াও তিনি যুদ্ধবিগ্রহাদি দ্বারা রাজ্যবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। ভূষণার মুকুন্দরায়ের বংশ-ধরগণ গৃহবিবাদে প্রবৃত্ত হইলে, দুর্ব্বল পক্ষ আসিয়া তাঁহার সাহায্য ভিক্ষা করেন। তিনি তাঁহাদিগের সঙ্গে যোগদান করিলে, প্রবল পক্ষের সঙ্গে তুমুল বিবাদ আরম্ভ হয়। কালে তাঁহাদের অনেকেই পলাইয়া যাইয়া ফৌজদারের আশ্রয় লন; অন্য কয়েক জন সীতারামের অধীনতা স্বীকার করিয়া মহম্মদপুরেই বাস করিতে থাকেন। এই কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ তিনি পোক্তানি, মোকনপুর, রূপাপাত ও নলদীপুর পরগণা প্রাপ্ত হয়েন। গৃহ-বিবাদ-সূত্রে, তিনি ঘোলজর্থাঁ পাঠানের বংশধরগণেরও চারি পরগণা জমিদারীর মালিক হইয়া বসেন। মুকুন্দ রায়েরই উত্তর পুরুষ সদানন্দের নিকট হইতে তিনি মকিমপুর পরগণা লাভ করেন। সমাদার উপাধিধারী জনৈক ব্রাহ্মণ সাহ উজিয়াল পর-গণার মালিক ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পরে গৃহবিবাদে উত্ত্যক্ত হইয়া

তদীয় পত্নী এই পরগণার শাসনভারও সীতারামের হস্তে সমর্পণ করেন। খড়েরা পরগণাও কালক্রমে তাঁহার এলাকাভুক্ত হয়। চিরুলিয়া পরগণার জমিদারগণ প্রজাপীড়ন আরম্ভ করিলে, সীতারাম তাঁহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া এই পরগণা আপনার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লয়েন। নলডাঙ্গার রাজবংশের মহমদশাহী পরগণারও কিয়দংশ তাঁহার হস্তগত হয়।

ইহার পরে সীতারাম সমুদ্রতীরবর্তী রামপাল নামক স্থান অধিকার করিবার জন্য বহির্গত হন। তখন চাঁচড়ার রাজা মনোহর রায় তাঁহার রাজধানী মহম্মদপুর আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি আসিয়া বুনাগাতি নামক স্থানে সৈন্যের শিবির সংস্থাপন করিয়া মহম্মদপুর আক্রমণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এদিকে সীতারামের দেওয়ান যদুনাথ মজুমদার কালে খাঁ ও ঝুমঝুম খাঁ নামক দুইটি বড় কামান, ৩০টি ছোট পুরাতন কামান ও বহু সৈন্যসামন্ত লইয়া তুকে পর্যন্ত গমন করেন। যোগাড়যন্ত্র দেখিয়াই মনোহর নিরাশ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

বিজিত পরগণার জমিদারদিগের মধ্যে যাঁহারা সীতারামের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে তিনি করদরাজার ন্যায় প্রতিপালন করিতেন। তাঁহার অধিকৃত পরগণাগুলির মধ্যে ২৯টি পরগণার নাম জানা যায়। এই সকল পরগণার অন্তর্ভুক্ত স্থানগুলি এখন যশোর, খুলনা, নদীয়া, ফরিদপুর ও বরিশাল জেলার মধ্যে পড়িয়াছে। তাঁহার জমিদারীর পরিমাণ সর্বসমেত ৭০০০ বর্গমাইল হইবে।

তদীয় দেওয়ান যদুনাথ মজুমদারের বংশধর ৺দুর্গাচরণ মজুমদার মহাশয়ের নিকট হইতে জানা গিয়াছিল যে বনকর ও জলকর ছয়লক্ষ টাকা ব্যতীত সীতারামের রাজস্ব ৭৮ লক্ষ টাকা ছিল। বর্তমান সময়ে সীতারামের জমিদারীর সীমানা মোটামুটি ভাবে নিম্নলিখিতরূপে নির্ধারণ করা যাইতে পারে। উত্তরে পাবনা জেলার দক্ষিণাংশ, পূর্বে আড়িয়াল খাঁ নদী ও বরিশাল জেলার অংশ, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে যশোর ও নদীয়া জেলার অংশ।

পরস্পরের সহায়তা-বন্ধনে স্বীকৃত হইয়া সীতারাম চাঁচড়া-রাজ মনোহর রায়, নদীয়ার রাজা রামচন্দ্র, নাটোরের রাজা রামজীবন এবং পুঁটিয়া ও তাহেরপুরের রাজা প্রভৃতির সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করেন।

কিন্তু সন্ধিবন্ধন হইলে কি হইবে? মনে মনে এই সকল রাজারাই তাঁহার শ্রীবৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত হইতেছিলেন, এবং কোথায় কোন সুযোগে তাঁহাকে অধঃপাতিত করিবেন, তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, গৃহবিবাদের সূত্রে কি অন্য কোন কারণে যে সকল জমিদারের সম্পত্তি তাঁহার করতলগত হইয়াছিল, সেই সকল জমিদারেরাও তাঁহাকে জব্দ করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। এক প্রকার ঢাকার রাস্তা হইতে কুড়াইয়া আনিয়া যাহাকে মুর্শিদাবাদ সদরে আপনার পক্ষে মোক্তারী করিবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সেই মুনিরামও তাঁহার সর্বনাশ সাধন করাই সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতজ্ঞতা বলিয়া মনে করিলেন, হত্যা করিয়া কন্যাকে সীতারামের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইয়াছিল, এই ধারণা তাঁহাকে শত্রুতাসাধনে আরও বদ্ধপরিকর করিয়া তুলিল। এদিকে ভূষণার ফৌজদার আবু তোরাপ প্রকাশ্যভাবে সীতারামের কোন অনিষ্ট চেষ্টা সাহস না পাইলেও, মনে তাঁহার উপর বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন— সীতারামকে তিনি তাঁহার যথেচ্ছাচারিতার বিঘ্নরূপ মনে করিতেন। নবাবগণের ফৌজদারও তাঁহাকে ভাল চক্ষুতে দেখিতেন না।

এদিকে নানা কারণে তাঁহার জমিদারী বাড়িয়া যাইতেছে, তাঁহার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, তাঁহার রাজ্যে নূতন নগর ও নূতন গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, এই সকল কথা বাড়িয়া প্রতিনিয়ত তাঁহার উচ্ছেদ-সাধনপর শত্রুপক্ষ ফৌজদার আবু তোরাপের কাণের নিকট ধ্বনিত হইতে লাগিল, ফৌজদারও মুর্শিদাবাদে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর নিকট, কর আদায়ের অনুমতির জন্য পুনঃপুনঃ পত্র লিখিতে লাগিলেন। বাদশাহী ও নিজামত সনন্দের কথা মনে করিয়া অনেকদিন পর্যন্ত নবাব এ সকল পত্রে মনোযোগই করিলেন না; কিন্তু শেষে, দাক্ষিণাত্য জয়ের জন্য সম্রাট্ আরঞ্জেবের পুনঃপুনঃ অর্থের তাগিদে উদ্ব্যস্ত হইয়া ও মুনিরামের মুখে ও তৎকর্তৃক কলুষিতবর্ণে ফৌজদারের পত্রে সীতারামের স্বাধীন হইবার অভিপ্রায় ও কৌশল অবগত হইয়া মুর্শিদকুলী খাঁ সনন্দের কথা বিস্মৃত হইয়া সীতারামের জমিদারী, সকল পরগণার যথারীতি কর আদায়ের জন্য আবু তোরাপের উপর আদেশ প্রচার করিলেন। আবু তোরাপ তদনুসারে কর চাহিয়া পাঠাইলেন। এদিকে পূর্ব হইতেই ফৌজদারের দুরভিসন্ধি অবগত হইয়া সীতারাম মোক্তার মুনিরামকে মুর্শিদকুলী খাঁর দরবারে সনন্দের কথা, এখনও কর প্রদান করিবার সময় আসিতে ছয়বৎসর বাকী আছে, ইত্যাদি কথা তুলিবার জন্য পুনঃপুনঃ পত্র লিখিতেছিলেন। আর মুখে তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া তাঁহারই শত্রুর পুষ্ট, অর্থে ক্রীত মুনিরাম তলে তলে তাঁহার বিরুদ্ধে নবাবকে উত্তেজিত করিয়া তুলিতেছিলেন। প্রথম যখন ফৌজদার কর চাহিয়া পাঠাইলেন, তখন মুনিরামের কথায় নির্ভর করিয়া সীতারাম বলিয়া পাঠাইলেন যে খড়েরা প্রভৃতি পরগণার কর, আবাদী সনন্দ অনুসারে, আরও ছয়বৎসর পরে

দিতে হইবে; নলদী পরগণা তিনি জায়গীর স্বরূপ পাইয়াছিলেন ইহার জন্ত ত কর দিতেই হইবে না। ঝমপাল প্রভৃতি কয়েকটি পরগণা তাঁহার যুদ্ধলব্ধ, অতএব নিষ্কর। বাকী পরগণাগুলি তাঁহার নিজের মতে শুধু সুশাসন ও সুশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্তই এগুলি তিনি কতকগুলি নাবালক ও বিধবার পক্ষ হইতে হাতে লইয়াছেন। এই সকল পরগণার শৃঙ্খলা বিধান করিতে তাঁহাকে অনেক অর্থব্যয় করিতে হইয়াছে, তাই, আরও কয়েকবৎসর অতীত না হইলে, রাজস্ব দেওয়া কঠিন।

দুর্বুদ্ধি পরচালিত ফৌজদার ক্রোধে অস্থির হইয়া উঠিলেন, একদিন সীতারাম সভা করিয়া বসিয়া আছেন—নানাদিগ্দেশ হইতে গুণী, জ্ঞানী, পণ্ডিত ও বণিকগণ তাঁহার সভায় উপস্থিত হইয়াছেন, এমন সময়ে ফৌজদারের লোক আসিয়া জানাইলেন যে "৭ দিনের মধ্যে কড়ায় গণ্ডায় রাজস্ব বুঝাইয়া না দিলে, বেঁধে পুরুষে সীতারামকে হাবুজখানায় পুরিয়া ধানে চালে মিশাইয়া খাওয়ান হইবে এবং তাঁহার জমিদারী বাজেয়াপ্ত করা হইবে।" এরূপ উক্তিতে সীতারামের মত পুরুষসিংহ বড়ই বিচলিত হইয়া উঠিলেন, ফৌজদারের লোক চলিয়া গেলে অশুভ মুহূর্ত্তে তাঁহার মুখদিয়া বাহির হইল, "আবু তোরাপের কাটামুণ্ডের দাম দশ হাজার টাকা।"

প্রধান সেনাপতি মেনাহাতী প্রভুর এককথা বই দুইকথা জানিতেন না, এবং চিরকাল প্রাণপণ করিয়া সেই এক কথাই প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছেন। তিনি একটুকুও ইতস্ততঃ না করিয়া দশসহস্র সৈন্য লইয়া যাইয়া ভূষণার কেল্লা অবরোধ করিলেন; উভয়পক্ষে সমস্ত দিনব্যাপী তুমুল সংগ্রাম চলিল। অবশেষে হিন্দুসৈন্য জয়লাভ করিল, সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময়ে মেনাহাতী ভীমবেগে মুসলমান সৈন্য আক্রমণ করিয়া আবু তোরাপের শিরশ্ছেদ করিলেন। এই যুদ্ধে বহুশত ফৌজদারী সৈন্য নিহত হইল। আবু তোরাপের কাটামুণ্ড রাজপদে উপহৃত হইল।

এই ভূষণার যুদ্ধের পরেই কালানল জ্বলিয়া উঠিল, নবাব জামাতা আবু তোরাপের মৃত্যুর সংবাদে মুর্শিদকুলী খাঁ সীতারামকে পরাজিত ও বন্দী করিবার জন্ত সৈন্য প্রেরণ করিলেন। অবস্থা বুঝিয়া সীতারামও পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তিনি আপনার সৈন্যসংখ্যা বর্দ্ধিত ও সৈন্যদিগকে সুশিক্ষিত করিতে লাগিলেন; কর্ম্মকারগণ দিবারাত্র খাটিয়া যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত করিতে লাগিল; অল্পদিনের মধ্যেই প্রভূত পরিমাণে গুলিবারুদ প্রভৃতি সংগৃহীত হইল। খাদ্য দ্রব্যেরও যাহাতে অপ্রতুলতা না ঘটে, তাহারও চেষ্টা করা হইল, যশোহরের অন্তর্গত লক্ষীপাশা গ্রামের সন্নিকটবর্ত্তী দিঘালিয়ার নূতন এক বাড়ী প্রস্তুত করাইলেন। আবশ্যক হইলে পরিবারবর্গকে এখানে স্থানান্তরিত করিবেন, এই উদ্দেশ্য ছিল। মুর্শিদকুলী খাঁর পত্রে আবু তোরাপের নিধনসংবাদ অবগত হইয়া দিল্লী হইতে বক্সআলি খাঁ নামক একজন সেনাপতিকে ভূষণার ফৌজদার নিযুক্ত করিয়া সসৈন্যে সীতারামের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হইল। ভূষণাবিজয়ের পরে স্বয়ং সীতারাম ভূষণায় ও মেনাহাতী মহম্মদপুরের দুর্গে সসৈন্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন। বক্সআলির আগমনবার্ত্তা শুনিয়া আমিন্ বেগকে মহম্মদপুরের এবং রূপচাঁদ ঢালিকে ভূষণার কেল্লা রক্ষায় নিযুক্ত করিয়া সীতারাম মেনাহাতী, বক্তার প্রভৃতিকে লইয়া বক্সআলির বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। পদ্মাবক্ষে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে সীতারাম দুই হাতে কালে খাঁ ও ঝুমঝুম খাঁ নামক দুইটি বড় বড় কামান দাগিয়াছিলেন। বহুসংখ্যক মুসলমান সৈন্য হত হইলে বক্সআলি পলায়ন করিলেন,ভূষণার উত্তরে আবার যুদ্ধ হইল…এবারও মুসলমানগণ পরাজিত হইল। বক্সআলি পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন।

সংবাদ মুর্শিদাবাদে পৌঁছিলে মুর্শিদকুলী সিংহরামের অধীনে বহুসংখ্যক সুবাদারী সৈন্য ও রাণীভবানীর বংশের প্রতিষ্ঠাতা রঘুনন্দনের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী দয়ারামের অধীনে একদল জমিদারী সৈন্য জল ও স্থল পথে সীতারামের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। এবার চতুষ্পার্শ্বস্থ সীতারামের পতনাকাঙ্ক্ষী জমিদারবর্গ দলে দলে তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন; শত্রুর গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখিবার জন্ত সীতারাম যে সকল চর নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহারাও ইহাদিগের উৎকোচে বাধ্য হইয়াছে। কাজেই সীতারাম সংবাদ পাইবার বহুপূর্ব্বেই নবাবী সৈন্য অপ্রতিহতভাবে একেবারে ভূষণা ও মহম্মদপুরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। সম্মুখসংগ্রামে প্রবৃত্ত না হইয়া নবাব পক্ষীয়েরা এবার সীতারামের সঙ্গে কূটনীতির পন্থা অবলম্বন করিলেন। কৌশলে তাহারা সন্ধ্যোপাসনারত মহাবীর মেনাহাতীকে হত্যা করিলেন। সীতারাম তখন ভূষণায়, বন্ধু, মন্ত্রী ও সেনাপতি মেনাহাতীর নিধনসংবাদে তিনি বড়ই বিচলিত হইয়া পড়িলেন, এখন আর কাহাকেও তিনি তেমন বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। মেনাহাতীর মৃত্যুর তিন দিন পরে তিনি সংকল্প করিলেন, সসৈন্যে ভূষণা ছাড়িয়া তিনি মহম্মদপুরে চলিয়া আসিবেন। কিন্তু যেমন করিয়াই হউক, সংবাদ নবাবসৈন্যের কর্ণে গেল, তাহারা প্রস্তুত হইয়া রহিল।

রাত্রিযোগে সীতারাম ভূষণার কেল্লা হইতে বহির্গত হইলেন, প্রায় এক মাইল পথ আসিয়াছেন, তাঁহার কতক সৈন্য পথমধ্যবর্ত্তী নদী পার হইয়া গিয়াছে, কতক বা পার হইবার আয়োজন করিতেছে, এমন সময়ে সম্মুখে ও পশ্চাতে যথাক্রমে

সুবেদারী সৈন্য ও জমিদারী সৈন্য আসিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। যে সকল সৈন্য নদীর অপর পারে ছিল, তাহাদিগের আসা পর্য্যন্ত সীতারাম যুদ্ধে বিরত রহিলেন। ক্রমশঃ তমসাচ্ছন্ন রজনী শত্রুমিত্র চিনিয়া উঠা কঠিন। রাত্রি প্রভাত না হওয়া পর্য্যন্ত যুদ্ধ স্থগিত রাখার জন্য সীতারাম দূত প্রেরণ করিলেন। সিংহরাম বলিয়া পাঠাইলেন, সীতারাম, বক্তার, আমিনবেগ ও রূপচাঁদ ঢালি প্রভৃতি তাঁহার প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ আত্মসমর্পণ করিলে, তিনি একেবারেই যুদ্ধ করিবেন না, বরং যাহাতে সীতারাম তাঁহার রাজ্য ফিরিয়া পাইতে পারেন, তাহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। ইতিমধ্যে সীতারামের বাকী সৈন্য ও সেনাপতিগণ আসিয়া তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইয়াছেন। যুদ্ধ করা কি আত্মসমর্পণ করা এই বিষয়ে পরামর্শ চলিতে লাগিল। শুকদেব রত্নেশ্বর, বেণুধার সৈন্যাধ্যক্ষ মদন বসু ও রূপচাঁদ ঢালি যুদ্ধ করার বিপক্ষে এবং বক্তার, আমিনবেগ প্রভৃতি অবশিষ্ট সকলেই যুদ্ধের স্বপক্ষে অভিমত প্রকাশ করিলেন। তখন যুদ্ধ করাই স্থিরীকৃত হইল, রাত্রিশেষের পর্য্যন্ত আর অপেক্ষা না করিয়া বক্তার ও আমিনবেগ, দক্ষিণ ও উত্তর দিক্ দিয়া সুবাদারী সৈন্য আক্রমণ করিলেন; কামান লইয়া স্বয়ং সীতারাম তাঁহাদের মধ্যদেশের উপর পতিত হইলেন। তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বক্তার, রূপচাঁদ, ফকির ও আমিনবেগের অসাধারণ রণকৌশলে এবং সীতারামের অতুল পরাক্রমে মুসলমানসৈন্য পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল, বিজয়ী সীতারাম যাইয়া মহম্মদপুরে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু এই যুদ্ধে তাঁহার প্রভূত বলক্ষয় ও যুদ্ধোপকরণ বিনষ্ট হইল।

চতুর্দ্দিকের জমিদারগণ তাঁহার বিনাশসাধনে দৃঢ় সঙ্কল্প, রসদ সংগ্রহের উপায় পর্য্যন্ত তাঁহার বন্ধ। সীতারাম কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। এমন সময়ে হঠাৎ মুসলমানসৈন্য আসিয়া মহম্মদপুর বেষ্টন করিয়া ফেলিল। ঢাকা ও মুর্শিদাবাদ্ হইতে নবাগতবলে তাহারা বলীয়ান্ হইয়া আসিয়াছে।

এইরূপ অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হইয়া সীতারাম সহোদরোপম বিশ্বস্ত সেনাপতিগণের সঙ্গে প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই যুদ্ধে কামান, বন্দুক, গুলাল, তীর, অসি, বল্লম, বর্শা প্রভৃতি সকলই ব্যবহৃত হইয়াছিল। জনশ্রুতি এইরূপ যে স্বয়ং রাণী কখনও গুরুদেবের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কামান দাগিয়াছিলেন। কিন্তু অগণিত নবাবসৈন্যের সম্মুখে এই মুষ্টিমেয় দল আর কতক্ষণ টিকিতে পারে? ধীরে ধীরে একটি একটি করিয়া সীতারামের সৈন্য ও সেনাপতি পড়িতে লাগিলেন; যতক্ষণ অস্ত্র ছিল, যতক্ষণ হাতের সম্মুখে একটা কিছু পাইয়াছিলেন, ততক্ষণ মহাবীর সীতারামের সম্মুখে কেহই অগ্রসর হইতে পারে নাই। অবশেষে তিনি দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, বহুসংখ্যক মুসলমানবীর আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল। এইভাবে রাজা সীতারাম বন্দী হইলেন।

বন্দী-অবস্থায় সীতারাম মুর্শিদাবাদে আনীত হইলেন। ইহার পরে তাঁহার পরিণাম সম্বন্ধে নানারূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। কিন্তু তাঁহার প্রাণোৎসর্গের পরে তদীয় পুত্র বলরাম দান যে সকল ভূমিদান করিয়াছিলেন, সেই সকলের সনন্দসূত্রে এইটুকু স্থির জানিতে পারা যায় যে, মহম্মদপুরে কি পথিমধ্যে নহে,—মুর্শিদাবাদেই সীতারাম দেহত্যাগ করেন। এখন এখানে লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ থাকিয়া লৌহশলাকার খোঁচায় জর্জ্জরিত হইয়া তাঁহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়াছিল, কি, দেহের কষ্ট সহিতে না পারিয়া ও রাজ্য পুনরুদ্ধারের কোন আশা না থাকায় তিনি পায়রা উড়াইয়া আত্মহত্যা করেন, অথবা দুর্দ্দান্ত খানওয়ালাদিগের আক্রমণ হইতে কোন বিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারীকে রক্ষা করিতে যাইয়া তিনি সাংঘাতিকরূপে আহত হন ও সেই আঘাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে, ইহার কোনটিই নিশ্চয়রূপে নির্দ্ধারিত করা যায় না। তবে জনশ্রুতি-অনুসারে শেষের অভিমতটিই বলবান্ বলিয়া বোধ হয়।

রাজ্যের আয়তন ও রাজস্ব বৃদ্ধি করাই সীতারামের একমাত্র লক্ষ্য ছিল না। প্রজাদিগকে বহিঃশত্রু ও অন্তঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করা তাঁহার প্রথম ও প্রধান কার্য্য ছিল। তখন আসামী ও পর্ত্তুগীজদস্যুদিগের অত্যাচার ও উপদ্রবে দেশে বাস করা সুকঠিন হইয়া পড়িয়াছিল, ঘরে স্ত্রীকন্যা লইয়া কেহ সুখে বা শান্তিতে নিদ্রা যাইতে পারিত না। বাহিরে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইতে হইলে দুর্গানাম জপ করিয়া যাইতে হইত। ইহাদিগকে দমন করিবার জন্য রাজা সীতারাম আধুনিক পাংশা ষ্টেশনের সন্নিকটবর্ত্তী চন্দনী নদীতীরস্থ নারায়ণপুরে ও রামকীরে, গড়খালী ও কালিকাপুরে এবং মহাটা, সিংহড়া ও মামাবিপুরে ফকির ও পাঠানসৈন্য সন্নিবেশিত করিয়া এই দস্যুদিগের উৎপাত নিবারণ করেন। আভ্যন্তরীণ শত্রুর উপদ্রবও বড় কম ছিল না; চোরডাকাতের ভয়ে লোকেরা সশঙ্কে দিন কাটাইত। দেশীয় দস্যুদিগকে সীতারাম কেমন করিয়া দমন করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। চোরের অত্যাচার কমাইবার জন্য তিনি দুইটি পন্থা অবলম্বন করেন। অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি উপলক্ষে প্রাপ্য চৌকিদারদিগের উপরি পাওনা নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট ও অধিকতর কর্ত্তব্যপরায়ণ করিয়া তোলেন এবং যাহাতে চোরেরাই চৌর্য্যবৃত্তি ত্যাগ করে, সেই উদ্দেশ্যে তিনি তাহাদিগকে নৌকা ও অর্থ দিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রবৃত্ত

করিবার চেষ্টা পান। এইভাবে দেশে শান্তিসংস্থাপন করিতে তিনি অনেকটা কৃতকার্য হইয়াছিলেন।

তাঁহার সময়, অর্থ ও চিন্তা নানাবিধ লোকহিতকর কার্যে ব্যয়িত হইত। তাঁহার রাজ্যমধ্যে তিনি বিস্তর দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণী খনন এবং যাতায়াতের সুবিধার জন্য অসংখ্য 'জাঙ্গাল' নামধেয় রাস্তা নির্মাণ করিয়াছিলেন। বহু বাজার-বন্দরও তিনি প্রতিষ্ঠা করিয়া যান, তন্মধ্যে খুলনা, বাগেরহাট, কলগ্রাম, মনোহরপুর, খোরাসগাছী, সৈদপুর, লক্ষ্মীপাশা, লোহাগড়া, বেলেকান্দি, মাধবপুর প্রভৃতি এখনও শ্রীসম্পন্ন রহিয়াছে। তাঁহার খনিত দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণীর মধ্যে বরিশাল, ফরিদপুর, পাবনা, যশোহর, খুলনা এবং নদীয়া জেলায় এখনও প্রায় পাঁচ লক্ষের উপর পুষ্করিণী কালের সর্ববিধ্বংসী হস্তের তাড়না অতিক্রম করিয়া সীতারামের কীর্তিবৈজয়ন্তীর কাজ করিতেছে।

সীতারাম আদর্শ জমিদার ছিলেন। হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতিই সুশাসনের গুণে ও চরিত্রের মাহাত্ম্যে তাঁহাকে সমানভাবে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত। লোকশিক্ষার দিকেও তাঁহার সবিশেষ দৃষ্টি ছিল। তাঁহার সভায় সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের সমধিক আদর ছিল; এবং তাঁহার রাজধানী মহম্মদপুরেই বাইশটি ব্যাকরণ, সাহিত্য প্রভৃতির এবং পাঁচটি আয়ুর্বেদশাস্ত্রের চতুষ্পাঠী ছিল। তাঁহার রাজ্যমধ্যে সর্বশুদ্ধ অন্যূন তিনশতাধিক টোল ছিল। আরবী এবং পারসীভাষার প্রতিও তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। একমাত্র মহম্মদপুরেই এই দুই ভাষায় শিক্ষাদানের জন্য ৩টি মোক্তাব ছিল। এতদ্ব্যতীত সাধারণ শিক্ষার জন্যও বহুসংখ্যক পাঠশালা ছিল।

হিন্দুধর্মের প্রতি রাজা সীতারাম সবিশেষ শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন, দেবমন্দির ও দেবতাপ্রতিষ্ঠা এবং যথারীতি দেবার্চনার জন্য দেবোত্তর দানে তিনি একেবারে মুক্তহস্ত ছিলেন। তাঁহার রাজধানীতে বহুলোকের দোল, দুর্গোৎসব, জন্মাষ্টমী ও ঝুলনোৎসব হইত। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহপূজার সেবাইত স্বরূপ নাটোরের বড় তরফ এখনও তাঁহার প্রদত্ত বহু দেবোত্তর ভূমি ভোগদখল করিয়া আসিতেছেন।

এদিকে মুসলমানধর্মে বিশ্বাসী না হইলেও মুসলমান প্রজাদিগের হিতের ও প্রীতির জন্য তিনি মসজিদাদি নির্মাণ করাইয়াছিলেন এবং তাহার রক্ষার জন্য কিছু কিছু লাখেরাজ জমিও নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন।

সীতারামের প্রকাণ্ড দুর্গ সিংহদ্বার, পুণ্যাহমঞ্চ, মালখানা, তোষাখানা, অন্তঃপুর, সেনানিবাস, তোপমঞ্চ, কাছারী-জেল, এবং কানন-গো-কাছারী, এই নয় অংশে বিভক্ত ছিল। ইহাদিগের ধ্বংসাবশেষ এখনও তাঁহার অসাধারণ কীর্তির এবং দেশের স্থাপত্য ও শিল্প-বিদ্যার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও সীতারামের আসন বড় অল্প উচ্চে প্রতিষ্ঠিত নহে। দেশ যখন মুসলমানের অত্যাচারে মর্মে মর্মে দারুণ যন্ত্রণা উপলব্ধি করিতেছিল, মুসলমানের ছায়া স্পর্শ করিলেও যখন হিন্দুকে স্নান করিতে হইত,—তখনও সীতারাম মুসলমানদিগকে প্রাণ দিয়া ভাল বাসিতেছিলেন এবং হিন্দুমুসলমানের ধর্মগত পার্থক্য ঠিক থাকিয়াও উভয়ের জাতিগত হিংসাদ্বেষ প্রভৃতি দোষগুলির নিরাকরণ করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন। শুধু ইহাই নহে, তিনি হিন্দুর বিভিন্ন ধর্মমতের, সাম্প্রদায়িকতাজাতিভেদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীগুলি অতিক্রম করিয়া অনেক ঊর্ধ্বে উঠিয়া ছিলেন, তাঁহার দেবালয়ে শিবমূর্তির পার্শ্বেই রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ স্থাপন, তাঁহার সৈন্যদলে ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, হাঁড়ি, ডোমের সমান অধিকার, তাঁহার দেবোত্তর জমিতে ব্রাহ্মণকায়স্থ শূদ্রের বিভিন্নতানাশ—স্পষ্টাক্ষরে তাঁহার সর্বত্র সমান দৃষ্টির পরিচয় দিতেছে।

কায়স্থসমাজের উন্নতি সাধন করিবার জন্যও সীতারাম চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। যশোহরের অন্তর্গত চাঁচড়া-রাজের প্রজা পীতাম্বর দত্তের পরিবারভুক্ত কোন রমণীকে মুসলমানধর্মে দীক্ষিত করে। চাঁচড়ারাজের সমাজস্থ লোক হইলেও চাঁচড়া-রাজ, এই অপরাধের জন্য পীতাম্বরকে সমাজে স্থানদান করিতে স্বীকৃত হইলেন না। নিরুপায় পীতাম্বর 'অগতির গতি' উদার হৃদয় রাজা সীতারামের শরণাপন্ন হইলেন। সীতারাম স্বসমাজ লইয়া তাহার বাড়ীতে আহার করিয়া তাহাকে সমাজে তুলিয়া নিলেন। উত্তররাঢ়ী ও বঙ্গজ কায়স্থের মধ্যে বৈবাহিক আদান-প্রদান স্থাপনের জন্যও সীতারাম যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভূষণার ফৌজদার মুনিরাম বঙ্গজ কায়স্থ ছিলেন; কূটবুদ্ধি কুটিল তাঁহার মত দুষ্টবুদ্ধি লোককে হাতে রাখিবার জন্য সীতারাম তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণের অভিলাষ প্রকাশ করেন। প্রকাশ্যে তাঁহাকে অসন্তুষ্ট করিতে সাহসী না হইয়া মুনিরামের পুত্র স্বীয় ভগিনীকে গোপনে হত্যা করেন। মুনিরাম ইহাতে 'রক্ষা পাইলাম' বলিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচেন। এস্থলে দেখা যায় সামাজিক সঙ্কীর্ণতা সন্তান-স্নেহের উপরও প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল।

বংশগত কৌলীন্য-সম্মান তিনি বড় শ্রদ্ধার চক্ষুতে দেখিতেন না। কোন কুলীনই কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া যাইয়া তাঁহার নিকট সাহায্য পান নাই। তাঁহার নিকট জ্ঞানী, গুণী ও বিদ্বান্ লোকের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। কুলীন ব্রাহ্মণের অনূঢ়া কন্যাদিগকে তিনি সৎস্বভাবান্বিত শ্রোত্রিয় বংশজ প্রভৃতি শ্রেণীর লোকের সঙ্গে বিবাহ দিতে বলিতেন। অনেক কুলীনকন্যাকে তিনি যাতুজাতে

আশ্রয় দান করিয়া গিয়াছেন। শ্রোত্রিয় ও বংশজ অনেক সময়ই অর্থাভাবে বিবাহ করিতে পারিতেন না,—বিবাহের জন্য সীতারাম তাঁহাদিগকে যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করিতেন।

তাঁহার সময়ে রাজ্যে শিল্প-বাণিজ্যেরও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। তখন ইংলণ্ডেও কাগজ প্রস্তুত করার কল আবিষ্কৃত হয় নাই; কিন্তু পাট, কাপড় ও পুরাতন কাগজ পচাইয়া তখন এখানে এক রকমের কাগজ প্রস্তুত করা হইত। ইহার নাম ছিল ভূষণাই কাগজ, এই কাগজ দৈর্ঘ্যে ২০।২২ ইঞ্চি ও প্রস্থে ১২।১৩ ইঞ্চি এবং শ্বেত ও হরিদ্রা বর্ণের হইত। সর্ব্ব প্রথমে ভূষণায় প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়া এই কাগজের নাম 'ভূষণাই' রাখা হইয়াছিল। বস্ত্রশিল্পেরও যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল; অলাবেকের ছিটি উত্তুনি এখনও প্রসিদ্ধ। সীতারামের আমলে তুঁতে ও কার্পাসের চাষ যথেষ্ট হইত এবং স্থানে স্থানে রেশমী বস্ত্র, কার্পাসবস্ত্র, রঙ্গিন শাড়ী ও ছিট প্রস্তুত হইত। তখন সুন্দর সুন্দর পাটি প্রস্তুত হইয়া নানা দেশে রপ্তানি হইত। সূত্রধর ও কর্ম্মকারের ব্যবসায়েরও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল; গাড়ী পাল্কী, নৌকা, বাক্স, সিন্দুক প্রভৃতি, কাটারি, গড়্গি, বল্লম, খড়্গ, খুর, ছুরি, কামান, বন্দুক প্রভৃতি এবং নানাবিধ কারুকার্য্যখচিত স্বর্ণরৌপ্যের গহনাপত্র প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইত। এখানকার কৃষ্ণবর্ণের কুড়ো, কাঁসা প্রভৃতি য়ুরোপেও রপ্তানী হইত। যুদ্ধের বারুদ-গোলা প্রভৃতি মহম্মদপুরেই প্রস্তুত হইত। পাট, তুলা, নানাবিধ তরীতরকারী, চাউল ডাইল প্রভৃতি এখানে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত।

সীতাবল্লভ (পুং) সীতায়া বল্লভঃ। সীতাপতি, শ্রীরামচন্দ্র।

সীতীলক (পুং) সতীলক, কলায়। (অমরটীকায় রায়°)

সীৎকার (পুং) সীৎ-কৃ-ভাবে-ঘঞ্। মানবদিগের রত্যনুরাগজ শব্দ।

"সেহিপ্যঃ চিকুরগ্রহণমনসীৎকারমীলিতদৃশাপি।
বালা কপোলপুলকং বিলোক্য নিহতোঽস্মি শিরসি পদা॥"
(আর্য্যাসপ্তশতী ২১৮)

সীৎকৃত (ক্লী) সীৎ-কৃ-ক্ত। মানবদিগের রত্যনুরাগজ শব্দ।
'শব্দো রত্যনুরাগোত্থঃ প্রলাপঃ সীৎকৃতং নৃণাং।' (হেম)

সীত্য (ক্লী) সীতয়া নির্ব্বৃত্তমিতি সীতা-যৎ। ১ ধান্য। (ত্রি) সীতয়া সমিতঃ (নৌ বয়োধর্ম্মেতি। পা ৪।৪।৯১) ইতি যৎ। ২ কৃষ্টক্ষেত্রাদি।

সীদন্তীয় (ক্লী) সামভেদ।

সীদ্য (ক্লী) আলস্য।

সীধু (পুং) সীধু পৃষোদরাদিত্বাৎ সস্য-দ। মদ্যবিশেষ। পক্ব ও অপক্ব ইক্ষুরসকৃত মদ্য। আসব, অরিষ্ট, সুরা প্রভৃতি ভেদে মদ্য বহুবিধ। বৈদ্যকে লিখিত আছে যে সীধু দুইপ্রকার, পক্বরসসীধু ও অপক্বরসসীধু। প্রস্তুতপ্রণালী—ইক্ষুরস সিদ্ধ করিয়া যে সীধু প্রস্তুত হয়, তাহাকে পক্বরসসীধু, অপক্ব ইক্ষুরস দ্বারা যে সীধু প্রস্তুত করা হয়, তাহাকে শীতরসসীধু কহে।

পক্বরসসীধু—শ্রেষ্ঠগুণদায়ক, স্বর ও বর্ণপ্রসাদক, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, বায়ু ও পিত্তবর্দ্ধক, সদ্যঃস্নিগ্ধকারক, রুচিজনক, বিবন্ধ, মেদ, শোথ, অর্শঃ, শোষ, উদর ও কফরোগনাশক। শীতরসসীধু—পক্বরসসীধু হইতে অল্পগুণদায়ক, বিশেষতঃ লেখন গুণযুক্ত।

"ইক্ষোঃ পক্বৈ রসৈঃ সিদ্ধঃ সীধুঃ পক্বরসশ্চ সঃ।
আমৈস্তৈরেব যঃ সীধুঃ স চ শীতরসঃ স্মৃতঃ॥
সীধুঃ পক্বরসঃ শ্রেষ্ঠঃ স্বরাগ্নিবলবর্ণকৃৎ।
বাতপিত্তকরো সদ্যঃ স্নেহনো রোচনো হরেৎ॥" (রাজনি°)

সীধুগন্ধ (পুং) সীধোরিব গন্ধো যস্য। বকুল। (শব্দরত্না°)

সীধুপুষ্প (পুং) সীধুবৎ গন্ধযুক্তং পুষ্পং যস্য। ১ কদম্ব। ২ বকুল। (রাজনি°)

সীধুপুষ্পী (স্ত্রী) সীধুবৎ-গন্ধযুক্তং পুষ্পং যস্যাঃ ঙীষ্। ধাতকী। (রাজনি°)

সীধুরস (পুং) সীধোরিব রসো যস্য। আম্রবৃক্ষ। (রাজনি°)

সীধুরাক্ষ (পুং) মাতুলুঙ্গবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

সীধুরাক্ষিক (ক্লী) কাসীস, চলিত হিরাকস। (বৈদ্যকনি°)

সীধুবৃক্ষ (পুং) স্নুহীবৃক্ষ, চলিত সীজগাছ। (বৈদ্যকনি°)

সীধুসংজ্ঞ (পুং) সীধোঃ সংজ্ঞা। বকুলবৃক্ষ। (রাজনি°)

সীধ্র (ক্লী) অপান, পায়ু, মলদ্বার।

সীপ (পুং) তর্পণার্থ জলপাত্র, দেবপূজা ও তর্পণাদি করিবার জন্য যাহাতে জল রাখা হয়। চলিত কোষা।

"বস্তুতস্তু মন্ত্রাদ্যুদ্ভূতত্ত্ব কোশাসত্ত্বাৎ উদ্ভূতপদং হস্তাদেস্তেন সীপাদিনোদ্ভূতপরং।" (বিচারনির্ণয়)

সীমক (ত্রি) সীমন্-স্বার্থে কন্। সীমা, অবধি।

সীমতস্ (অব্য°) সীমন্-তসিল্। সীমা পর্য্যন্ত, সীমা হইতে, সীমা বিষয়ে। পঞ্চমী ও সপ্তমীর অর্থে তসিল্ প্রত্যয় হয়।

সীমন্ (পুং) সীব্যতে ইতি সি-(নামন্‌সীমন্ ব্যোমন্নিতি। উণ্ ৪।১৫০) ইতি মনিন্ প্রত্যয়েন সাধুঃ। গ্রামাদির অবধারিত অবকাশ। চলিত সীমানা, পর্য্যায়—মর্য্যাদা, অবধি, আঘাট। (জটাধর) ২ স্থিতি। (মাঘ ৩।৫৭) ৩ ক্ষেত্র। ৪ অণ্ডকোষ। (মেদিনী) ৫ বেলা। (বিশ্ব)

সীমন্ত (পুং) সীম্নোঽন্তঃ, শকন্ধ্বাদিত্বাৎ সাধু। কেশের বর্ত্ম, চলিত সিঁথি। সীম-অন্ত সন্ধি হইয়া সীমান্ত হইতে পারিত, কিন্তু 'সীমন্তঃ কেশবেশেষু' এই গণসূত্রানুসারে কেশবিন্যাস অর্থে

নিপাতপ্রযুক্ত এই পদ সিদ্ধ হইল। ১ সংস্কারবিশেষ, সীমন্তোন্নয়নসংস্কার। [সীমন্তোন্নয়ন দেখ।]

২ প্রত্যঙ্গবিশেষ। বৈদ্যকে লিখিত আছে যে—

"চতুর্দ্দশৈব সীমন্তাঃ, তে চাস্থিসংঘাতবৎগণনীয়া যতস্তৈর্যুক্তা অস্থিসংঘাতাঃ" (সুশ্রুত শরীরস্থা°)

সীমন্ত ১৪টী, যতগুলি অস্থিসংঘাত সীমন্তও ততগুলি। কাহারও কাহার মত এই যে, অস্থিসংঘাত ১৮টী। কাহার কাহার মতে অস্থির সংখ্যা ৩০৬, কিন্তু শল্যতন্ত্রের মতে ৩০০। হস্ত ও পাদে ১২০ খণ্ড, শ্রোণী, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, উদর ও বক্ষ এই সকল স্থানে ১১৭, গ্রীবার উর্দ্ধে ৬৩, পাদাঙ্গুলিসমূহের প্রত্যেকে তিনটী করিয়া পঞ্চদশ, তলকূর্চ্চ ও গুল্ফদেশে সর্ব্বসমেত ১০টী, পার্ষ্ণীদেশে ১, জঙ্ঘায় ২, জানু ও উরু২দেশে একএকটী, এইরূপে প্রতি সক্থিতে ৩০টী করিয়া ৬০টী, বাহুদ্বয়েও ঐ রূপ ৬০টী, কটিদেশে ৫, তন্মধ্যে গুহ্য, যোনি ও নিতম্বদ্বয়ে ৪ এবং অবশিষ্ট একখানি কটিদেশের নিম্নভাগে ত্রিকস্থানে অবস্থিত, প্রত্যেক পার্শ্বে ৩৬, পৃষ্ঠে ৩০, বক্ষে ৮, অক্ষনামক ২ খণ্ড, গ্রীবাদেশে ৯ খণ্ড, কণ্ঠে ৪, হনুদ্বয়ে ২, দন্তে ৩২, নাসিকায় ৩, তালুতে ১, গণ্ড, কর্ণ ও শঙ্খে একএকখণ্ড এবং মস্তকে ৬ খণ্ড। এই সকল অস্থিসংঘাত সীমন্তক নামে অভিহিত। (সুশ্রুত শরীরস্থা°)

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে যে, অস্থির মিলনস্থান সীবিত অর্থাৎ সেলাই করা হয়, বলিয়া উহার নাম সীমন্ত হইয়াছে।

"চতুর্দ্দশৈব সীমন্তাঃ কথিতা মুনিপুঙ্গবৈঃ।
সংঘাতাঃ সীবিতা যৈস্ত সীমন্তা তে প্রকীর্ত্তিতাঃ।" (ভাবপ্র°)

এই সীমন্ত যথা—গুল্ফদেশে ১, জানুতে ১, এবং বঙ্ক্ষণে ১, এই প্রকার অপর পদে তিনটী ও বাহুদ্বয়ে ৩টী করিয়া ৬টী, ত্রিকদেশে ১, ও মস্তকে ১ এই চতুর্দ্দশটী সীমন্ত।

সীমন্তক (ক্লী) সীমন্তে কায়তি শোভতে ইতি কৈ-ক। সিন্দূর। (রাজনি°) (পুং) ২ নরকাবাস।

'লক্তপটৈব নরকাবাসা সীমন্তকাদয়ঃ।' (হেম)

সীমন্তিত (ত্রি) সীমন্তোঽস্য সঞ্জাতঃ তারকাদিত্বাদিতচ্। (পা ৫।২।৩৬) সীমন্তযুক্ত।

সীমন্তবৎ (ত্রি) সীমন্ত অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য-ব। সীমন্তযুক্ত, সীমন্তবিশিষ্ট।

সীমন্তিনী (স্ত্রী) সীমন্তোঽস্ত্যস্যা অস্তীতি ইনি-ঙীপ্। নারী, স্ত্রী। স্ত্রীগণ সীমন্ত অর্থাৎ কেশবিন্যাস করিয়া থাকে, এইজন্য উহাদিগকে সীমন্তিনী কহে।

সীমন্তোন্নয়ন (ক্লী) সীমন্তস্য উন্নয়নং উত্তোলনং যত্র। সংস্কারবিশেষ। দশবিধ সংস্কারের মধ্যে তৃতীয় সংস্কার। এই সংস্কার গর্ভাবস্থায় করিতে হয়। গর্ভাধান সংস্কারের পর গর্ভনিশ্চয় হইলে পুংসবন সংস্কার করিয়া তৎপরে সীমন্তোন্নয়ন সংস্কার করিতে হয়। এই সংস্কারে সীমন্ত অর্থাৎ বধূর সীঁতি উত্তোলন করা হয়, এই জন্য এই সংস্কারের নাম সীমন্তোন্নয়ন হইয়াছে। সংস্কারতত্ত্বে এই সংস্কারের বিধানাদির বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, অতি সংক্ষিপ্তভাবে ইহার বিষয় লিখিত হইল। ব্রাহ্মণাদিবর্ণের মধ্যে এই সংস্কার প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে, পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে এই সংস্কার হইতে দেখা যায়। কিন্তু হীনজাতীয় কোন কোন শ্রেণীর মধ্যে এই সংস্কার প্রচলিত আছে।

এই সংস্কার গর্ভের চতুর্থ, ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে বিধেয়। গর্ভের তৃতীয় মাসে পুংসবনসংস্কার করিয়া চতুর্থ মাসে এই সংস্কারকার্য্য করিবে, ইহাতে অসমর্থ হইলে ষষ্ঠ মাসে, তাহাতে অসমর্থ হইলে অষ্টম মাসে করিবে। চতুর্থ, ষষ্ঠ ও অষ্টম এই তিন মাসের মধ্যে এই সংস্কার অবশ্যকর্ত্তব্য। এই সংস্কারকার্য্য দ্বারাই জাতবালকের গর্ভবাসজনিত দোষের পরিহার হয়। সুতরাং এই সংস্কারকার্য্য না করিলে বিশেষ প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়। এই সংস্কার চতুর্থ, ষষ্ঠ ও অষ্টম মাসে কর্ত্তব্য, এই তিনটী বিধান থাকায়, কেহ কেহ বলেন যে ইহা মুখ্য ও গৌণবিধি। কিন্তু রঘুনন্দন ইহাতে মীমাংসা করিয়াছেন যে, এই তিনটী তুল্যবিধি, ইহার মধ্যে কেহ মুখ্য ও গৌণ নহে। অন্নপ্রাশন-স্থলে ষষ্ঠাষ্টম মাসের ন্যায় অর্থাৎ ষষ্ঠ মাস মুখ্য, অষ্টম মাস গৌণ, এইরূপ মুখ্য গৌণ বিধান নহে, তবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কাল প্রশস্ত। চতুর্থ মাসে এই সংস্কার করিতে পারিলে ভাল হয়, না করিলে যে দোষ হইবে, তাহা নহে। ইহাতে তিনি হেতু দিয়াছেন যে সমর্থের ক্ষেপাযোগ অর্থাৎ সমর্থ ব্যক্তি যদি কার্য্য উপেক্ষা করিয়া না করে এবং পরে করিব বলিয়া ফেলিয়া রাখে, তাহার সেই কর্ম্ম নাও হইতে পারে। কারণ মৃত্যুর যখন স্থিরতা নাই, তখন সমর্থ ব্যক্তি উপযুক্ত কাল পাইলেই তাহা করিবে, ফেলিয়া রাখিবে না।

যদি চতুর্থ, ষষ্ঠ কিম্বা অষ্টম মাসেও এই সীমন্তোন্নয়ন না করা হয়, তাহা হইলে নবম মাসে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া এই সংস্কার করিবে। এই সংস্কার না করিতে যদি বালক প্রসূত হয়, তাহা হইলে সেই বালককে ক্রোড়ে রাখিয়া এই সংস্কার করিবে। তাহাও যদি না করা হয়, তাহা হইলে নামকরণ ও অন্নপ্রাশনাদি সংস্কারকালে এই সংস্কার করিয়া তবে পরবর্ত্তী সংস্কার করিবে। পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্কার না করিয়া পরবর্ত্তী সংস্কার হইবে না। ফলতঃ যতদিন পর্য্যন্ত বালক প্রসূত না হয়, ততদিনই সীমন্তোন্নয়নের কাল। যদি কোন স্ত্রীর সীমন্তোন্নয়ন-

তৎপরে পতি দর্ভপিঞ্জলী তিনটী গ্রহণ করিয়া উক্ত মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক বধূর সীমন্ত উত্তোলন করিয়া দিবে। মন্ত্র—

"প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা দর্ভপিঞ্জলীভিঃ সীমন্তোন্নয়নে বিনিয়োগঃ।" "ওঁ ভূঃ" এই মন্ত্রে বধূর সীমন্ত উন্নয়ন করিয়া উক্ত দর্ভপিঞ্জলী কেশপাশে স্থাপন করিবে। তৎপরে পুনরায় আবার দর্ভপিঞ্জলী গ্রহণ করিয়া "প্রজাপতির্ঋষিরুষ্ণিক্ছন্দো বায়ুর্দেবতা দর্ভপিঞ্জলীভিঃ সীমন্তোন্নয়নে বিনিয়োগঃ। "ওঁ ভুবঃ" এই মন্ত্রে পূর্ব্বোক্তরূপে দর্ভপিঞ্জলী কেশপাশে স্থাপন করিবে। তৎপরে পুনরায় উক্ত প্রণালীতে দর্ভপিঞ্জলী দ্বারা নিম্নোক্ত মন্ত্রপাঠ করিয়া সীমন্তোন্নয়ন করিবে। মন্ত্র—

"প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা দর্ভপিঞ্জলীভিঃ সীমন্তোন্নয়নে বিনিয়োগঃ। "ওঁ স্বঃ।"

তৎপরে শর নামক তৃণ গ্রহণ করিয়া সীমন্ত উত্তোলন করিয়া দিবে। মন্ত্র—

"প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দঃ স্ত্রীদেবতা শরেণ সীমন্তোন্নয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ যেনাদিতেঃ সীমানং নয়তি প্রজাপতির্মহতে সৌভগায় তেনাহমস্যৈ সীমানং নয়ামি প্রজামস্যৈ জরদষ্টিং কৃণোমি।"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া শরদ্বারা কেশাগ্র হইতে আরম্ভ করিয়া সীমন্ত উত্তোলনপূর্ব্বক শর তথায় স্থাপন করিবে।

তৎপরে সূত্রপূর্ণ তর্কু গ্রহণ করিয়া কেশাগ্র হইতে আরম্ভ করিয়া সীমন্তোন্নয়ন করিবে। মন্ত্র—

"প্রজাপতির্ঋষির্জগতীচ্ছন্দো রাকাদেবতা সূত্রপূর্ণতর্কুণা সীমন্তোন্নয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ রাকামহং সুহবাং সুষ্টুতী হুবে শৃণোতু নঃ সুভগা বোধতু ত্মনা সীব্যত্বপঃ সূচ্যাচ্ছিদ্যমানয়া দদাতু বীরং শতদায়মুক্থ্যং।"

তৎপরে ত্রিশ্বেতা শললী গ্রহণ করিয়া কেশাগ্র হইতে আরম্ভ করিয়া উহা দ্বারা সীমন্তোন্নয়ন করিবে। মন্ত্র—

"প্রজাপতির্ঋষির্জগতীচ্ছন্দো রাকাদেবতা ত্রিশ্বেতয়া শললা সীমন্তোন্নয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ যাস্তে রাকে সুমতয়ঃ সুপেশসো যাভির্দদাসি দাশুষে বসূনি তাভির্নো অদ্য সুমনা উপাগহি সহস্রপোষং সুভগে ররাণা।"

তৎপরে একটী স্থালীতে তিলতণ্ডুল ও মাষ পাচিত কৃসর এবং তাহার উপরিভাগে ঘৃত প্রদান করিয়া বধূকে উহা দেখাইয়া মন্ত্র পাঠ করিবে—

"প্রজাপতির্ঋষি স্ত্রীদেবতা বধূপ্রশ্নে বিনিয়োগঃ। ওঁ কিং পশ্যসি।"

তৎপরে বধূ উক্ত স্থালী অবলোকন করিলে পতি বধূকে উক্ত মন্ত্রপাঠ করাইবে—

"প্রজাপতির্ঋষিঃ স্ত্রীদেবতা স্থালীপাকাবেক্ষণে বিনিয়োগঃ। ওঁ প্রজাং পশূন্ সৌভাগ্যং মহ্যং দীর্ঘায়ুষ্ট্বং পত্যুঃ।"

তৎপরে যথাবিধানে মহাব্যাহৃতিহোম ও ঘৃতাক্ত প্রাদেশ-প্রমাণ সমিধ্ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া প্রকৃত কর্ম্ম শেষ করিবে। অনন্তর সর্ব্বকর্ম্মসাধারণ শাট্যায়নহোমাদি বামদেব্যগানান্ত উদীচ্যকর্ম্ম শেষ করিয়া কর্ম্মকারয়িতা ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবে।

তাহার পর পতিপুত্রবতী নারী এই বধূকে লইয়া গিয়া শান্তিকলস জল দ্বারা স্নান করাইয়া মাঙ্গলিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে এবং তাহাকে বলিবে—

"ত্বাক বীরসূস্ত্বং ভব জীবসূস্ত্বং ভব, জীবপত্নী ত্বং ভব।"

উপাধ্যায়গণ দ্বারা প্রয়োগ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিবে। তৎপরে ঐ স্ত্রী পূর্ব্বপ্রস্তুত কৃসর ভোজন করিবে। (ভবদেবপদ্ধতি) যজুর্ব্বেদীয় ও ঋগ্বেদীয়দিগের সীমন্তোন্নয়নে মন্ত্রের কিছু কিছু বিভিন্নতা আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা এই স্থলে আর বলা হইল না। কেবল সামবেদীয়দিগের ক্রম লিখিত হইল। হোমাদি কার্য্যসকল পদ্ধতিতে যেরূপ লিখিত আছে, তদনুসারে করিতে হইবে।

সীমন্তস্বামিন্ (পুং) জৈনাচার্য্যভেদ। (শত্রুঞ্জয়মা°)

সীমলিঙ্গ (ক্লী) সীমঃ লিঙ্গং। সীমার চিহ্ন।

"গ্রামীয়ককুলাভাব সমস্তং সীম্নি সাক্ষিণঃ।

প্রষ্টব্যাঃ সীমলিঙ্গানি তথোভৈব বিবাদিনোঃ॥" (মনু ৮।২৫৪)

সীমা (স্ত্রী) সীয়তে ইতি সি (নাম্ সীমন্ ব্যোমন্নিতি। উণ্ ৪।১৫০) ইতি মনিন্ প্রত্যয়েন সাধু (ডাবুভাভ্যামন্যতরস্যাং। পা ৪।১।১৩) ইতি পাক্ষিকী ডাপ্। গ্রামাদির অবধারিত অন্তভাগ, অন্ত, অবধি, প্রান্তভাগ। চলিত সীমানা, যাহার যে অধিকৃত ভূমি, তাঁহার অন্তভাগকে সীমা কহে। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে সীমাহরণ করিতে নাই, সীমাহরণে সকল প্রকার পাতক হইয়া থাকে। [সীমাবিবাদ শব্দ দেখ] ২ স্থিতি। ৩ ক্ষেত্র। ৪ বেলা, সমুদ্রবেলা, তীর। ৫ মুক, অণ্ডকোষ। (মেদিনী)

সীমাকৃষাণ (ত্রি) ক্ষেত্রকর্ষক।

"গোপাঃ সীমাকৃষাণা যে সর্ব্বে চ বনগোচরাঃ॥" (যাজ্ঞবল্ক্য ২।১৫৩)

সীমাগিরি (পুং) সীমাপর্ব্বত। সীমার প্রদেশে যে সকল পর্ব্বত অবস্থিত, তাহাদিগকে সীমাপর্ব্বত কহে।

সীমাতিক্রম (পুং) সীমায়াঃ অতিক্রমঃ। সীমার অতিক্রম, সীমানা ছাড়াইয়া যাওয়া। যাহার যে সীমানা, তাহা অতিক্রম করিয়া অপরের সীমায় যাওয়া।

সীমাতিক্রমণোৎসব (পুং) আশ্বিন মাসের শুক্লা দশমী তিথিতে করণীয় উৎসববিশেষ, বিজয়োৎসব।

সীমানা (দেশজ) সীমা, অবধি, সীমান্ শব্দের অপভ্রংশ।

সীমাধিপ (পুং) সীমায়াঃ অধিপঃ। সীমাধ্যক্ষ, যাহার উপর সীমান্তের রক্ষার ভার থাকে।

সীমান্ত (পুং) সীমায়াঃ অন্তঃ। সীমার অন্ত, সীমার শেষ।

সীমান্তর (ক্লী) অপর সীমা, ভিন্ন সীমানা।

সীমাপহারিন্ (ত্রি) সীমামপহর্ত্তুং শীলমস্য অপ-হৃ-ণিনি। সীমা অপহরণকারী, যিনি সীমা অপহরণ করেন। সীমাপহর্ত্তা ইহকালে রাজদ্বারে দণ্ড এবং পরকালে নরক ভোগ করিয়া থাকেন। এই জন্য লোভের বশবর্ত্তী হইয়া সীমাপহরণ করা বিধেয় নহে।

সীমাপাল (পুং) সীমাং পালয়তি পাল-অচ্। সীমা-রক্ষক, সীমা-পালক।

সীমালিঙ্গ (ক্লী) সীমাধিক চিহ্ন, সীমা স্থলে যে সকল চিহ্ন থাকে, তাহাকে সীমালিঙ্গ কহে। (মনু ৮।২৫২)

সীমাবিবাদ (পুং) সীমায়া বিবাদঃ। সীমাবিষয়ক বিবাদ, অষ্টাদশ প্রকার ব্যবহারের মধ্যে ব্যবহারভেদ। পরস্পরের মধ্যে যদি সীমানা লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে রাজার নিকট নালিশ করিলে, রাজা বা রাজপ্রতিনিধি বিবাদ ভঞ্জন করিয়া সীমা নির্ণয় করিয়া দিবেন। ব্যবহারতত্ত্ব, মিতাক্ষরা ও মন্বাদি সংহিতায় ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। সংক্ষেপে তাহা লিখিত হইতেছে,—দুইটী গ্রামের সীমা লইয়া যদি বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে রাজা জ্যৈষ্ঠ মাসে উক্ত বিবাদ ভঞ্জন করিয়া সীমা নির্দেশ করিয়া দিবেন। কারণ জ্যৈষ্ঠ মাসে সূর্য্যের কিরণ অতি প্রখর থাকে, এবং ঐ প্রখরালোকে সীমাচিহ্ন স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্য উক্ত সময়েই সীমাবিবাদের মীমাংসা করাই প্রশস্ত। সীমাস্থলে বট, অশ্বত্থ, কিংশুক, শাল্মলি, শাল, তাল, উডুম্বর, অথবা যে সকল বৃক্ষ ক্ষীরশালী ও দীর্ঘকালস্থায়ী এইরূপ বৃক্ষ রোপণ করা বিধেয়। গুল্ম, বাঁশ, নানাবিধ শমী বৃক্ষ, বল্লীলতা, মাটির ঢিবি, শর, কুব্জক, ও শাখোটক প্রভৃতি বৃক্ষকে সীমাচিহ্ন করিলে কখনই সীমা বিনষ্ট হয় না। সীমাদ্বয়ের সন্ধিস্থলে তড়াগ, কূপ, জলপ্রণালী, দেবায়তন এই সকল চিহ্ন করিলে তথায় বহু জনের সমাগম হয়, এই জন্য ইহাতে সীমা চিরকাল ঠিক থাকে। এই সকল সীমার প্রকাশ্য চিহ্ন, ইহা ভিন্ন আরও কতকগুলি অপ্রকাশ্য চিহ্ন রাখা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। কারণ সীমা লইয়া প্রায়ই পরস্পরের মধ্যে বিবাদ হইয়া থাকে। এই জন্য যাহাতে সীমাবিবাদ না হইতে পারে, তাহার প্রতি যত্নশীল থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য।

পাষাণ, অস্থি, গরুর বালাধি, তুষ, ছাই, খাপরা, ঘুটে, ইষ্টক, অঙ্গার, খোলা, বালুকা এবং অন্য প্রকার দ্রব্য, যাহা শীঘ্র বিনষ্ট হয় না, এই প্রকার দ্রব্য সীমাসন্ধিস্থানে অপ্রকাশ ভাবে রাখিবে। কারণ বিবাদকাল উপস্থিত হইলে ইহা দ্বারা বিবাদ মীমাংসার বিশেষ সুবিধা হয়। রাজা উক্ত রূপ প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য চিহ্ন, দীর্ঘকাল ভোগ, ও নদী দেখিয়া সীমা নির্ণয় করিয়া দিবেন।

এই সকল চিহ্ন দ্বারাও যদি বিবাদের মীমাংসা না হয়, তাহা হইলে সাক্ষী দ্বারা সীমাবিবাদ মীমাংসা করিবে। রাজা গ্রামস্থ লোকদিগের সাক্ষাতে বাদী ও প্রতিবাদীর সমক্ষে সীমাচিহ্নসকলের বিষয় সাক্ষীদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন। সাক্ষিগণ উক্তরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া সীমালিঙ্গ সম্বন্ধে যাহা বলিবে তাহা এবং সাক্ষীদিগের নাম সীমাপত্রে লিখিয়া দিবেন। সাক্ষিগণ রক্ত বস্ত্র পরিধান, রক্ত মালা ধারণ ও মস্তকোপরি মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া তাহাদের নিজ নিজ সুকৃতি দ্বারা সীমাসম্বন্ধে শপথ করিবে। সাক্ষিগণ সত্য কথা কহিলে নিষ্পাপ হইবে, আর তাহারা যদি মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, তাহা হইলে রাজা তাহাদের প্রত্যেককে দুই শতপণ করিয়া দণ্ড বিধান করিবেন। উক্তরূপে সাক্ষী দ্বারা সীমা নিরূপণ ও তাহার মীমাংসা করা কর্ত্তব্য।

যে স্থলে কোন সাক্ষী না থাকে, তথায় সীমান্তের চতুর্দ্দিকস্থ ধার্ম্মিক চারিজন লোক সংযতভাবে রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া প্রমাণ করিয়া দিবে। এইরূপ লোকের অভাবে গ্রামবাসী মৌল অর্থাৎ অনেক পুরুষ ধরিয়া গ্রামে যাহাদের বাস এইরূপ লোক ধরিয়া তাহাদের দ্বারা সীমা নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। এই সকল লোকের অভাবে বনচারী পুরুষ, ব্যাধ, শাকুনিক অর্থাৎ পাখমারা, গোপ, জেলে, বনমধ্যে ঔষধিখননকারী, সাপুড়ে, উঞ্ছবৃত্তিশীল এবং ফলপুষ্পকাষ্ঠাদি আহরণ জন্য যাহারা সর্ব্বদা বনে যাতায়াত করে, তাহাদিগকে সীমার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তাহারা যেরূপ বলিবে, রাজা সেইরূপ সীমাই নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন।

ক্ষেত্র, কূপ, তড়াগ, উদ্যান, অথবা গৃহ এই সকলের সীমা লইয়া যদি বিবাদ হয়, তাহা হইলে প্রতিবেশীর সাক্ষ্য লইয়া উক্ত বিবাদ নিবারণ করা কর্ত্তব্য। ঐ সকল সাক্ষীরা যদি মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, তাহা হইলে রাজা তাহাদের প্রত্যেককে পাঁচ শতপণ দণ্ড বিধান করিবেন। ভয় দেখাইয়া যদি কেহ গৃহ, তড়াগ, আরাম বা ক্ষেত্রের সীমা হরণ করে, তাহা হইলেও রাজা তাহার পাঁচ শতপণ দণ্ড করিবেন। অজ্ঞানাবস্থায় করিলে তাহার দুইশতপণ দণ্ড হইবে।

যদি এই সকল উপায় অবলম্বন করিলেও সীমার মীমাংসা না হয়, এবং যদি অন্য কোন উপায়ও না থাকে, তাহা হইলে রাজা স্বয়ং যেরূপ সীমানির্দ্দেশে অধিক উপকারের সম্ভাবনা, সেইরূপ সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। (মনু ৮ অ°)

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে সীমাবিবাদপ্রকরণেও ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। অলুক্ত ব্যবস্থাই উহাতে সমর্থিত হইয়াছে। জ্ঞানপূর্ব্বক কখনও সীমা হরণ করিতে নাই। যিনি সীমা হরণ করেন, তাহার বংশলোপ হয়, তিনি ইহলোকে নিন্দিত ও পরলোকে নিরয়ভাগী হইয়া থাকেন।

সুতরাং সকলেরই নিজের নিজের সীমা সিলপা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া ঠিক রাখা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

সীমাবৃক্ষ (পুং) সীমাপ্রদেশে অবস্থিত বৃক্ষ। চলিত সীমানার গাছ। সীমাসন্ধিস্থলে শাল প্রভৃতি দীর্ঘকালস্থায়ী বৃক্ষ রোপণের বিধান আছে। অনেক স্থলে সীমানার গাছ দেখিয়া সীমা-বিবাদ মীমাংসিত হইয়া থাকে। (মনু ৮।২৪৬)

সীমাসন্ধি (পুং) সীমায়াঃ সন্ধিঃ। সীমাসন্ধি, সীমানার সংযোগ স্থান, পরস্পরের সীমানা যে স্থলে একত্র মিলিত হইয়াছে।

সীমাসেতু (পুং) সীমায়াঃ সেতুঃ। সীমানাদির আইল, সীমা ঠিক রাখিবার জন্য মাটি দিয়া যে আইল প্রস্তুত হয়।

সীমিক (পুং) স্যমতি শব্দায়তে ইতি স্যম্ শব্দে (স্যমেঃ সম্প্রসারণঞ্চ। উণ্ ২।৪৫) ইতি কিকন্, ধাতোঃ সম্প্রসারণং দীর্ঘশ্চ। ১ বৃক্ষভেদ। ২ বল্মীক। ৩ সূক্ষ্ম কৃমি জাতি। (সংক্ষিপ্তসার উণা°)

সীমীক (পুং) সীমিকশব্দার্থ।

সীর (পুং) সীনোতি সীয়তে ইতি বা সি বন্ধে (শুসি চি মিঞাং দীর্ঘশ্চ। উণ ২।২৫) ইতি ক্রন্ দীর্ঘশ্চ। ১ সূর্য্য। (মেদিনী) ২ অর্কবৃক্ষ। ৩ হল।

"সদ্যঃ সীরোৎকষণসুরভিক্ষেত্রমারুহ্য মালং।" (মেঘদূত ১৬)

সীরক (পুং) সীর সংজ্ঞায়াং কন্। শিশুমার। (শব্দমালা) সীর স্বার্থে কন্। সীরশব্দার্থ।

সীরদেব (পুং) একজন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ। পরিভাষাবৃত্তি নামক ব্যাকরণ-রচয়িতা। মাধবীয়ধাতুবৃত্তিতে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

সীরধ্বজ (ত্রি) সীরঃ ধ্বজে যস্য। চন্দ্র বংশীয় রাজবিশেষ, জনক রাজা। বিষ্ণুপুরাণ মতে ইহার পিতার নাম হ্রস্বরোম ও পুত্র ভানুমান্। ইনি অপত্যের জন্য যজ্ঞভূমি কর্ষণ করিতে থাকিলে সীরে সীতা নামক দুহিতা উৎপন্ন হইয়াছিল।

ভাগবত মতে ইঁহার পুত্র কুশধ্বজ। ইহার নাম নিরুক্তি এইরূপ লিখিত আছে যে, ইনি যজ্ঞার্থভূমি কর্ষণ করিতেছিলেন, সেই ভূমি কর্ষণকালে সীরাগ্র হইতে সীতা দেবী উৎপন্না হন, এই জন্য ইহার নাম সীরধ্বজ হইয়াছে।

"ততঃ সীরধ্বজো যজ্ঞে যজ্ঞার্থং কর্ষতো মহীং।
সীতা সীরাগ্রতো জাতা তস্মাৎ সীরধ্বজঃ স্মৃতঃ॥"
(ভাগবত ৯।১৩।১৮) [জনক দেখ]

সীরপতি (পুং) হলাধিষ্ঠাতা বা স্বামী। কৃষক। (অথর্ব° ৬।৩০।১)

সীরপাণি (পুং) সীরঃ পাণৌ যস্য। বলদেব।

সীরভৃৎ (পুং) সীরং বিভর্ত্তি ভৃ-ক্বিপ্-তুক্চ। হলধর, বলদেব। (ত্রি) ২ হলধারী মাত্র।

সীরবাহ (ত্রি) সীর বহ-অণ্। হলবাহনকারী।

সীরবাহক (পুং) হলবাহক, কৃষক।

সীরা (স্ত্রী) নদীভেদ। "সীরা ন স্রবন্তীঃ" (ঋক্ ৯।১১৭।৩৯) 'সীরা নদীনামৈতৎ সরস্বতী ন সীরিব' (সায়ণ)

সীরিন্ (পুং) সীরোঽস্ত্যস্যেতি ইনি। হলধর, বলদেব।

সীলন্ধ (পুং) মৎস্যবিশেষ, চলিত সিলিন্দা মাছ। গুণ—শ্লেষ্মবর্দ্ধক, বৃষ্য, পাকে মধুর ও গুরু, বাতপিত্তহর, হৃদ্য ও আমবাতকর।

"সীলন্ধঃ শ্লেষ্মলো বৃষ্যো বিপাকে মধুরো গুরুঃ।
বাতপিত্তহরো হৃদ্য আমবাতকরশ্চ সঃ॥" (ভাবপ্রকাশ)

সীলমাবৎ (ত্রি) যদ্দ্বারা ওষধি যাহা বাঞ্ছিত হয়, তাহাকে সীলমা কহে, তাদৃশ ওষধিযুক্ত। "উর্ণাবতী যুবতিঃ সীলমাবতী" (ঋক্ ১০।৭৫।৮) 'সীলমাবতী সীরাণিবন্ধোষধ্যা রজ্জুরূপা যথাতে সা সীলমেতি নিগদ্যতে স্ত্রীবত্যৈঃ, তাদৃশোষধ্যুপেতা' (সায়ণ)

সীব্, তন্তুসন্তান, সীবন, সেলাই। দিবাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ সীব্যতি। লিট্ সিষেব। লুট্ সেবিতা। লৃট্ সেবিষ্যতি। লুঙ্ অসেবীৎ, অসেবিষ্টাং অসেবিষুঃ। সন্ সিসেবিষতি। যঙ্ সেষীব্যতে। ণিচ্ সেবয়তি। লুঙ্ অসীষিবৎ। সিব্ সিব ধাতু স্থলে পরে ইকার দীর্ঘ হয়।

সীবক (ত্রি) সীবনকারী, সেলাই কর্ম্মকারী।

সীবন (ক্লী) সিব্ তন্তুসন্তানে ল্যুট্। সিবুসিব্যোল্যু'টি বা দীর্ঘঃ। ইতি স্বামী। মুগ্ধবোধ মতে 'ষ্টিবন সীবনে বা' ইতি সূত্রাৎ নিপাতিতঃ। তন্তুসন্তান, সূচীকর্ম্ম, চলিত সেলাই, পর্য্যায়—সেবন, স্যূতি, উতি, স্যূতি। (শব্দরত্না°)

সীবনী (স্ত্রী) সিব ল্যুট্, স্ত্রিয়াং ঙীষ্। লিঙ্গমণ্যাধঃসূত্র, লিঙ্গের অগ্র হইতে গুহ্য পর্য্যন্তকে সীবনী কহে। ইহা চারিপ্রকার বেল্লিত, গোফণিকা, তুন্নসীবনী ও ঋজুগ্রন্থি। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ২৫ অ°)

সীস্ (দেশজ) তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা নিম্নোষ্ঠাগ্র চাপিয়া বায়ু গ্রহণ দ্বারা তীক্ষ্ণ শব্দকরণ। সিটি, ইংরাজী Whistle।

সীস (ক্লী) সীসক। (দেখ)

সীসক (ক্লী) সীসমেব স্বার্থে কন্। ধাতুবিশেষ, সপ্তধাতুর মধ্যে একটী ধাতু। চলিত—সীসা। হিন্দী—সীসক, সীসা। তৈলঙ্গ—সিসমু। পর্য্যায়—সীস, সীসপত্রক, নাগ, পদ্মরুক, সিন্দূরকারণ, বর্দ্ধ, স্বর্ণারি, যবনেষ্ট, সুবর্ণক, বপ্র, পিচ্চট, সুবর্ণারি, জপ্ত, বপ্রক, মহাবল, যবনেষ্টক, বহুমল, চীন, পিষ্ট, জড়, ভুজঙ্গম, উরগ, কুবঙ্গ, পরিপিষ্টক, মৃদুকৃষ্ণায়স, পদ্ম, তারশুদ্ধিকর, সিরাবৃত্ত, যোগেষ্ট, চীনপিষ্ট।

"দৃষ্ট্বা ভোগিসুতাং রম্যাং বাসুকিস্তু মুমোচ যৎ।
বীর্য্যং জাতস্ততো নাগঃ সর্ব্বরোগাপহো নৃণাং।
সীসং বঙ্গঞ্চ বপ্রঞ্চ যোগেষ্টং নাগনামকং॥" (ভাবপ্রকাশ)
ভাবপ্রকাশে এই ধাতুর উৎপত্তিবিবরণ এইরূপ লিখিত

শরীরে বিঁধিয়া থাকিলে ঐ স্থান চুল্‌কাইতে থাকে এবং ফুলিয়া উঠে, এমন কি অনেক সময় ঐ স্থান অস্ত্র না করিলে ভাল হয় না। ঐ কীট বিষাক্ত, এই জন্য ঐ কীট শরীরের যে কোন স্থানে লাগে, তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিকার করা বিধেয়।

সুইগাঁম, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর গুজরাট বিভাগের পালনপুরের অন্তর্গত একটী দেশীয় সামন্তরাজ্য। ইহার উত্তর ও পূর্ব্বে থাও রাজ্য, দক্ষিণে চাড়চাত রাজ্য এবং পশ্চিমে লবণময় রণপ্রদেশ। ভূপরিমাণ ২২০ মাইল। এখানকার রাজবংশ এবং থাও রাজ্যের রাণারা জ্ঞাতি-সম্পর্ক। অনুমান ৫ শত বৎসর পূর্ব্বে রাণা সন্ধাজি স্বীয় কনিষ্ঠ পুত্র পঞ্চাজিকে এই প্রদেশের রাজ্যভার অর্পণ করেন। থাও প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী রাজ্যগুলি ইঁহার "ভায়াদ" অর্থাৎ রাজ্যাধিকারী জ্যেষ্ঠ রাজা ব্যতীত অপর ভ্রাতৃগণের লব্ধ সম্পত্তি। সুইগাঁমের ঠাকুরেরা বিখ্যাত দস্যুসর্দ্দার ছিলেন। খৃষ্টীয় ১৯শ শতাব্দীর প্রারম্ভে খোসা নামক দস্যুব্যক্তির সহিত মিলিত হইয়া সুইগাঁমের সর্দ্দারেরা বিশেষ উপদ্রব ও অত্যাচার আরম্ভ করেন। তাহার প্রতিবিধান জন্য ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল মাইলস্ তথায় সদলে অগ্রসর হইয়া সর্দ্দার ঠাকুরকে কতকগুলি সর্ত্তে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। তদবধি এই সিরীহ চৌহান রাজপুতগণ শান্তিপ্রিয় কৃষকের ন্যায় ভূমি-কর্ষণ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন। ইঁহাদের দত্তকগ্রহণের অধিকার নাই, জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজ্যাধিকারী হন।

২ উক্ত সুইগাঁম রাজ্যের প্রধাননগর। অক্ষা° ২৪°৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১°২১´ পূঃ। উত্তর গুজরাটে ইংরাজ-শক্তি প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে সুইগাঁম রাজকীয় কার্য্যের উদ্দেশ্য সাধনোদ্দেশক একটী দপ্তরস্থল হইয়াছিল। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে এখানে ভয়ানক ভূমিকম্প হয়। তদবধি নগর ও তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তীস্থান লবণময় হইয়া যায় এবং কূপাদি খনন ব্যর্থ হয়। প্রায় ১৫ ফিট্ মাটির নিম্নে সর্ব্বত্রই লবণাস্বাদ-যুক্ত জল বাহির হইতে দেখা যায়। পালনপুরের পলিটিক্যাল সুপারিন্টেণ্ডেন্টের তত্ত্বাবধানে এই রাজ্য শাসিত।

সুঁচ (দেশজ) সূচী, সূচী শব্দের অপভ্রংশ।

সুঁচের ছেঁদা (দেশজ) সূচীছিদ্র, সূচীর অগ্রভাগে যে ছিদ্র থাকে, এই ছিদ্রে সূতা পরাইয়া সেলাইকার্য্য করা হইয়া থাকে।

সুঁড়ি (দেশজ) অপ্রশস্তপথ, গলিপথ, সুঁড়িপথ, সুঁড়িরাস্তা। যে সকল পথ খুব ছোট, তাহাকে সুঁড়িপথ কহে। অপ্রশস্ত পয়ঃপ্রণালীকেও সুঁড়ি কহে, যথা—সুঁড়িখাল। ২ শৌণ্ডিকজাতি।

সুঁতি (দেশজ) ক্ষুদ্র খাল, নালা, ক্ষুদ্র জলপথ স্রোতঃশব্দের অপভ্রংশ। ২ সূত্র-নির্ম্মিত পদার্থ, সূতার জিনিষ।

সুঁদী (দেশজ) শ্বেতোৎপল, কুমুদ, যাহা মালদহে সুঁদীনাল কহে। কোন কোন স্থলে নীলোৎপল, বা নীলনালও সুঁদীনাল নামে কথিত হয়।

সুঁদর (দেশজ) ১ কাষ্ঠবৃক্ষবিশেষ। সুঁদরীকাঠ। সুন্দরশব্দের অপভ্রংশ। সাধারণে রূপবান্ মূর্খ বালকদিগকে 'সুঁদর বাঁদর' বলিয়া বিদ্রূপ করে।

সুঁদরী (দেশজ) কাষ্ঠবৃক্ষবিশেষ। এই বৃক্ষ অতি বৃহৎ হয়। জ্বালানীকাঠের মধ্যে সুঁদরী কাঠ উত্তম। এই কাষ্ঠ অতিশয় দৃঢ়। এই বৃক্ষের বড় বড় গুঁড়ি তক্তা করিয়া তাহাতে নৌকা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। লবণাম্বুপ্রদেশে এই বৃক্ষ জন্মে। মিঠাজল পাইলে এই গাছ মরিয়া যায়।

সুউক্তি (স্ত্রী) শোভনবচন, উত্তমবচনরচনা।

"বক্তৃতয়ঃ সুউক্তয়ো বক্তৃতয়ঃ" (ঋক্ ৮।৬।৭১)

'সুউক্তয়ঃ শোভনবচনানি' (সায়ণ)

সুকচর, বাঙ্গালার নোয়াখালী জেলার হাতীয়া থানার অন্তর্গত একটী মৌজা বা গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ২০°২৫´০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯১°৭´৫০´´ পূঃ।

সুকচর, কলিকাতা নগরের উত্তরে পাণিহাটী গ্রামের সন্নিকটে গঙ্গাতীরে অবস্থিত একটী গণ্ডগ্রাম।

সুকক্ষ (পুং) অঙ্গিরাবংশোদ্ভূত ঋক্‌মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি।

সুকক্ষবৎ (পুং) পর্ব্বতভেদ। মার্কণ্ডেয়পুরাণে লিখিত আছে যে এই পর্ব্বত মেরুর দক্ষিণপার্শ্বে প্রতিষ্ঠিত। (মার্ক° পু° ৫৫।৪)

সুকটু (পুং) ১ শিরীষবৃক্ষ। ২ অতিশয় কটু, অত্যন্ত ঝাল।

সুকণ্টকা (স্ত্রী) সুষ্ঠু কণ্টকোঽস্ত্যাঃ। ১ ঘৃতকুমারী। ২ পিণ্ডীখর্জ্জূরবৃক্ষ।

সুকণ্ঠ (ত্রি) সু সুন্দরঃ কণ্ঠো যস্য। উত্তমকণ্ঠযুক্ত, যাহার কণ্ঠস্বর অতিমধুর, সুগায়ক। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। সুকণ্ঠী গন্ধর্ব্বী। গন্ধর্ব্বদিগের কণ্ঠস্বর অতি মধুর। (ভাগবত ১০।৬৭।৪৬)

সুকণ্ডু (পুং) সু শোভনা কণ্ডূ র্যত্র। কণ্ডূরোগ, চলিত চুল্‌কনা।

সুকথা (স্ত্রী) সু শোভনা কথা। উত্তম কথা, সুবাক্য।

সুকন্দ (পুং) সু সুন্দরঃ কন্দো যস্য। ১ কশেরু, চলিত কেশুর।

সুকন্দক (পুং) সু সুন্দরঃ কন্দো যস্য কপ্। ১ পলাণ্ডু, পেয়াজ। (অমর) ২ বারাহীকন্দ। ৩ মুখালু। ৪ ধরণীকন্দ। ৫ কেশভেদ ও কন্দেশবারী।

(মহাভারত ভীষ্মপর্ব্ব ৯।৫২)

সুকন্দনকরণ (পুং) শ্বেতপলাণ্ডু। (বৈদ্যকনি°)

সুকন্দন (পুং) বৈজয়ন্তীতুলসী। (বৈদ্যকনি°) ২ বর্ব্বরক। বাবুই।

সুকন্দা (স্ত্রী) ১ লক্ষণাকন্দ। (রাজনি°) ২ বন্ধ্যাকর্কোটকী।

সুকন্দিন্ (পুং) সুকন্দোঽস্ত্যস্যেতি ইনি। শূরণ, চলিত [illegible]।

সুকন্টক (ত্রি) সু শোভনা কণ্টকা যস্য। শোভনা কন্টাযুক্ত, যাহার সুন্দরী কন্টা আছে।

সুকন্যা (স্ত্রী) সু শোভনা কন্যা। শর্য্যাতিরাজকন্যা। (ভাগবত ৯।৩ অ°) ২ শোভনা কন্যা, সুন্দরী কন্যা।

সুকন্ধক (ত্রি) শোভনা কন্ধা যস্য। সুকন্ধাযুক্ত। (মুগ্ধবোধব্যা°)

সুকপর্দা (স্ত্রী) শোভনকবরীযুক্তা স্ত্রী, যে স্ত্রীগণ উত্তমরূপে কেশবন্ধন করিয়াছেন।

"সিনীবালী সুকপর্দা সুকুরীরা" (শুক্লযজু° ১১। ৫৬)
'সুকপর্দা কপর্দেইত্র স্ত্রীণামুচিতঃ কেশবন্ধবিশেষঃ শোভনঃ কপর্দো যস্যাঃ সা' (মহীধর)

সুকপোল (ত্রি) শোভন কপোলবিশিষ্ট, স্ত্রিয়াং টাপ্। সুকপোলা।

"সুনাসাং সুদতীং বালাং সুকপোলাং বরাননাং।
সমবিভক্তকর্ণাভ্যাং বিভ্রতীং কুণ্ডলশ্রিয়ং॥" (ভাগবত ৪।২৫।২০)

সুকমল (স্ত্রী) উত্তম কমল, উত্তম পদ্ম।

সুকর (ত্রি) সুখেন ক্রিয়তে ইতি সু-কৃ (ঈষদ্‌ঃসুষু কৃচ্ছ্রা-কৃচ্ছ্রার্থেষু খল্। পা ৩।৩।১২৬) ইতি খল্। ১ সুখকর, অক্লেশসাধ্য, যাহা অনায়াসে করা যায়, সুসাধ্য।

"ক্রিয়মাণস্তু যৎকর্ম্ম স্বয়মেব প্রসিধ্যতি।
সুকরৈঃ সৈন্ধবৈঃ কর্ত্তুঃ কর্ম্মকর্ত্তেতি ভণ্যতে॥"
(মুগ্ধবোধব্যা°)

সুকরত্ব (ক্লী) সুকরস্য ভাবঃ ত্ব। সুকরের ভাব বা ধর্ম্ম, সৌকর্য্য, সুখে কার্য্যসাধন।

সুকরা (স্ত্রী) সু সুখং করোতীতি কৃ-অচ্-টাপ্। সুশীলা গাভী। (অমর)

সুকর্ণ (ত্রি) সু শোভনৌ কর্ণৌ যস্য। শোভনকর্ণবিশিষ্ট, সুন্দরকর্ণযুক্ত।

সুকর্ণক (পুং) সুন্দরঃ কর্ণ ইব কন্দো যস্য। ১ হস্তিকন্দ। (রাজনি°) (ত্রি) ২ সুন্দরকর্ণবিশিষ্ট।

সুকর্ণরাজ, মহাভিষনিক রাজভেদ। (মহা° ৩।১৩২)

সুকর্ণিকা (স্ত্রী) সুন্দরঃ কর্ণ ইব পর্ণমস্যাঃ কাপি অত ইত্বঃ। ১ মূষিককর্ণী, চলিত মুষাকাণী। (শব্দরত্না°) ২ মহাবলা।

সুকর্ণী (স্ত্রী) শোভনঃ কর্ণ ইব পত্রমস্যাঃ ঙীষ্। ইন্দ্রবারুণী।

সুকর্ম্মন্ (পুং) সু শোভনং কর্ম্ম যস্মাৎ। যোগভেদ, বিষ্কম্ভ প্রভৃতি সপ্তবিংশ যোগের অন্তর্গত সপ্তমযোগ। জ্যোতিষ মতে এই যোগে কর্ম্ম করিলে শুভ হইয়া থাকে এই জন্য ইহার নাম সুকর্ম্মন্ হইয়াছে। কোষ্ঠীপ্রদীপে লিখিত আছে যে, জাতক এই যোগে জন্মগ্রহণ করিলে পরোপকারী, কলাকুশল, হর্ষযুক্ত, যশস্বী, এবং সুকর্ম্মা বলিয়া জগতে বিখ্যাত হয়।

"পরোপকারী কুশলঃ কলাসু
হর্ষেণ যুক্তো নিতরাং যশস্বী।
প্রসূতিকালে যদি চেৎ সুকর্ম্মা
নরঃ সুকর্ম্মা ভবতি প্রসিদ্ধঃ॥" (কোষ্ঠীপ্র°)

২ বিশ্বামিত্র। (মেদিনী) (ত্রি) সু শোভনং কর্ম্ম যস্য। ৩ শোভন কর্ম্মশীল, উত্তম কর্ম্মকারী, সৎক্রিয়াশীল, যিনি সর্ব্বদা সৎকর্ম্মনিরত থাকেন।

সুকল (ত্রি) সুষ্ঠু কলয়তে ইতি সু-কল-অচ্। দাতা ও ভোক্তা, যিনি দান ও ভোজনে সমর্থ। (অমর) ভরত ইহার ব্যুৎপত্তি এইরূপ করিয়াছেন যে যিনি একাই দান ও ভোজন এই দুই কর্ম্ম করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন, তিনিই সুকল নামে খ্যাত।

"য এক এব দত্তে ভুঙ্‌ক্তে চ তস্য, বিখ্যাতত্বাৎ সুষ্ঠু অতিশয়েন বা কলাতে শব্দ্যতে অসৌ সুকলঃ।" (ভরত)

২ মধুরাস্ফুট শব্দকারক। ৩ অবিকল।

সুকল্প (ত্রি) অতি নিপুণ।

"কালেন হৈর্ণা বিবিক্তাঃ সুকল্পৈঃ
তৃণাংশবঃ যে বিহিতা হ্রাকারাঃ।" (ভাগ° ১০।১৩।৭)

'সুকল্পৈঃ অতিনিপুণৈঃ' (স্বামী) (পুং) ২ উত্তম কল্প।

সুকল্পিত (ত্রি) উত্তমরূপে কল্পিত, অর্থাৎ যাহা উত্তমরূপে কল্পনা করা হইয়াছে।

সুকবি (পুং) সু শোভনঃ কবিঃ। উত্তম কবি, যাহারা উত্তম কবিতা লিখিতে পারেন। কালিদাস প্রভৃতি সুকবি।

সুকবিতা (স্ত্রী) সু শোভনা কবিতা। উত্তম কবিতা, সুকবি যে সকল কবিতা লেখেন।

সুকষ্ট (ত্রি) অতিশয় কষ্টযুক্ত ব্যাধি। (পুং) ২ অতিশয় কষ্ট।

সুকাণ্ড (ত্রি) সু শোভনঃ কাণ্ডো যস্য। কারবেল্ললতা, করলা-গাছ। (রাজনি°) ২ সুন্দর কাণ্ডযুক্ত বৃক্ষাদি।

সুকাণ্ডিকা (স্ত্রী) সুন্দরঃ কাণ্ডো যস্যাঃ কন্ টাপি অত ইত্বং। কাণ্ডীরলতা, কারবেল্ললতা। (রাজনি°)

সুকাণ্ডিন্ (পুং) সুন্দরাঃ কাণ্ডা ইব চরণানি সন্ত্যস্যেতি ইনি। ১ ভ্রমর। (রাজনি°) ২ সুন্দর কাণ্ডযুক্ত।

সুকান্তি (ত্রি) সু শোভনা কান্তি র্যস্য। উত্তম কান্তিবিশিষ্ট, সুন্দর কান্তিযুক্ত।

সুকামব্রত (ক্লী) ব্রতভেদ, কাম্যব্রত, উত্তমরূপ কামনা করিয়া যে ব্রতানুষ্ঠান করা হয়, কামনা করিয়া ক্রিয়মাণ ব্রত।

সুকামা (স্ত্রী) সুষ্ঠু কাম্যতে হসৌ সুকাম-কর্ম্মণি ঘঞ্। ১ ত্রায়মাণালতা, চলিত বলাললতা। (রাজনি°) সুষ্ঠু কামো যস্যাঃ। শোভন কামযুক্তা।

সুকার (পুং) কুঙ্কুমশালি। (রাজনি°)

সুকাল (পুং) সু শোভনঃ কালঃ। সুসময়, উত্তমকাল, শুভ সময়।

সুকালিন (পুং) শূদ্রদিগের পিতৃগণ।

"সোমপানাম বিপ্রাণাং ক্ষত্রিয়াণাং হবির্ভুজঃ।
বৈশ্যানামাজ্যপানাম শূদ্রাণান্ত সুকালিনঃ॥" (মনু ৩।১৯৭)
'কালবৃত্তি অপবর্গমত্তি কর্ণেতি সুকালিনঃ' (মেধাতিথি)

সুকালুকা (স্ত্রী) জোড়ীফুল। (রাজনি°)

সুকাশন (ত্রি) অতিশয় দীপ্তিশালী, সুন্দর দীপ্তিবিশিষ্ট।

সুকাষ্ঠক (স্ত্রী) সু শোভনং কাষ্ঠমস্যেতি কন্। ১ দেবকাষ্ঠ। (রাজনি°) ২ সুন্দর কাষ্ঠ, উত্তম দারু।

সুকাষ্ঠা (স্ত্রী) সু শোভনং কাষ্ঠমস্যাঃ। কটুকী, চলিত কটকী। ২ কাষ্ঠকদলী। (রাজনি°)

সুকিয়া, হুগলী জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। এখানকার মৃৎপাত্র প্রসিদ্ধ।

সুকিংশুক (ত্রি) উত্তম কিংশুক বৃক্ষনির্মিত রথ। "সু কিংশুকং শল্মলিং বিশ্বরূপং" (ঋক্ ১০।৮৫।২০) 'সুকিংশুকং শোভনকিংশুকবৃক্ষনির্মিতং' (সায়ণ)

সুকীর্ত্তি (স্ত্রী) ১ শোভনা স্তুতি, উত্তমরূপে কীর্ত্তিত হয়, এই জন্য শোভনা স্তুতিকে সুকীর্ত্তি কহে।

"দেবঃ সুকীর্ত্তিং ভিক্ষে" (ঋক্ ২।২৮।১) 'সুকীর্ত্তিং শোভনা স্তুতিং' (সায়ণ) (ত্রি) সু শোভনা কীর্ত্তি যস্য। ২ শোভনকীর্ত্তিবিশিষ্ট, উত্তম কীর্ত্তিযুক্ত। "যো বরুণঃ সুকীর্ত্তি মিয়ন্ত" (ঋক্ ১।১২৮।৩) 'সুকীর্ত্তিঃ শোভনকীর্ত্তিমান্' (সায়ণ)

সুকুচা (স্ত্রী) সুন্দর স্তনবিশিষ্টা। (ভারত বনপ°)

সুকুট্ট (পুং) জনপদভেদ। (ভারত সভাপ°)

সুকুণ্ডল (পুং) ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত আদিপ°)

সুকুন্দ (পুং) সল্লকীনির্যাস, সরল আটা। (বৈদ্যকনি°)

সুকুন্দক (পুং) পলাণ্ডু, পেঁয়াজ। (শব্দরত্না°)

সুকুন্দন (পুং) বর্ব্বর, বাবুই। (রাজনি°)

সুকুমার (ত্রি) সুষ্ঠু কুমারয়ত্যনেনেতি সুকুমারকে কেন্দৌ অচ্। ১ কোমল, অতিমৃদু, অতি কোমল। (অমর) (পুং) ২ উত্তম বালক। ৩ পুণ্ড্রেক্ষু। ৪ বনচম্পক। ৫ কঙ্গু। ৬ শ্যামাক। ৭ রাজধান্য, কদ্‌লী ধান্য, চলিত কাদ্‌নী ধান। (রাজনি°) ৮ দৈত্যবিশেষ। ৯ মোদকৌষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—অর্দ্ধপল পরিমাণ কেউটী, ইক্ষুচিনি ও মধু একপল, এলাচি ও মরিচ এক সিকি এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া মৃদু অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া দুই কর্ষ পরিমাণ ভোজন করিবে। এই মোদক সেবনে অম্ল বিরেচন, রক্তপিত্ত ও বায়ুরোগ প্রশমিত হয়।

"ত্রিবৃৎকর্ষং পলং চূর্ণং সিতা ক্ষৌদ্রং পলং পলং।
এলাত্বক্‌মরিচানাঞ্চ সিকং প্রতি বিমিশ্রয়েৎ।
কিঞ্চিদ্‌মৃদ্বগ্নিনা তপ্তং কর্ষমাত্রং ভক্ষয়েৎ।
বিরেকঃ সুকুমারাণাং রক্ত-পিত্তানিলাপহঃ॥" (বৈদ্যকসংগ্রহ)

(স্ত্রী) ১০ শ্যামা-শিম্বল। (বৈদ্যকনি°) ১০ তমালপত্র। ১১ অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত গুণভেদ।

"অনিষ্ঠুরাক্ষরপ্রায়ং সুকুমারমিহেষ্যতে।
বন্ধশৈথিল্যদোষস্তু দর্শিতঃ সর্ব্বকোমলে॥" (কাব্যাদর্শ ১।৬৯)

যে স্থলে শব্দবিন্যাস প্রায়ই অনিষ্ঠুরাক্ষর অর্থাৎ শ্রুতিকটুরহিত হয়, তথায় সুকুমারগুণ হয়। কোমলাক্ষরসকল বহলরূপে বিযুক্ত হইলে এই গুণ হইয়া থাকে।

"কোমলাক্ষরবাহুল্যং বদন্তি সুকুমারতাং।" (রুদ্রাটিক)

শব্দ ও অর্থভেদে এই গুণ দুই প্রকার, যে স্থলে শব্দের কাঠিন্য বিরত হয়, তথায় শব্দসুকুমার এবং যে স্থলে অর্থের অনায়াসে, অর্থাৎ অর্থ বোধে কোনরূপ জটিলতা থাকে না, তথায় অর্থগুণ হয়। উদাহরণ—

"মধুরয়া মধুবোধিতমাধবী মধুসমৃদ্ধিসমেধিতমেধয়া।
মধুকরাঙ্গনয়া মুহুরুন্মদধ্বনিভৃতা নিভৃতাক্ষরমুজ্জগে॥"

সুকুমারক (স্ত্রী) সুকুমারমিব কন্। ১ তমাল পত্র। ২ তেজপত্র। (রাজনি°) (পুং) সুকুমার এব স্বার্থে কন্। ৩ শালিভেদ। শ্যামাধান। ৪ সুন্দর বালক।

সুকুমারতা (স্ত্রী) সুকুমারস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সৌকুমার্য্য, মাধুর্য্য গুণ।

"অগিনী-কুমারত্বাদি সর্বত্রৈবাহুমন্যতে।
বিতর্কমিতি মাধুর্য্যমুচ্যতে সুকুমারতা॥" (কাব্যাদর্শ ১।৬৮)

সুকুমারবন (স্ত্রী) মেরুর অধোদেশে অবস্থিত বন। অনেক সময় এই বনে ভগবান্ মহেশ্বর উমার সহিত ক্রীড়া করেন।

"সুকুমারবনং মেরোরধস্তাৎ প্রবিবেশ হ।
যত্রাস্তে ভগবান্ শর্ব্বো রমমাণঃ সহোময়া॥"
(ভাগবত ৯।১।২৫)

সুকুমারা (স্ত্রী) সু-কুমার-টাপ্। ১ জাতী। ২ নবমালিকা। ৩ কদলী। ৪ স্পৃক্কা। ৫ মালতী। (রাজনি°)

সুকুমারিকা (স্ত্রী) কদলী বৃক্ষ। (রাজনি°)

সুকুমারী (স্ত্রী) সুকুমার-ঙীষ্। ১ নবমালিকা। ২ শঙ্খিনী। (শব্দকল্প° ২০৮ পৃ°) ৩ স্পৃক্কানামক গন্ধদ্রব্য, চলিত পেঁড়েলা। ৪ শিরীষভেদ। (পর্য্যায়মুক্তা°) ৫ বনমল্লিকা। ৬ মহাকারবেল্লক, বড় করলা। ৭ ইক্ষু। (বৈদ্যকনি°) ৮ কদলী বৃক্ষ। ৯ ত্রিসন্ধি পুষ্পবৃক্ষ। (রাজনি°)

সুকুমারীক (ত্রি) সু-শোভনা কুমারী যস্য, কপ্, নদ্যৃতশ্চেতি

অত্যোদাত্তং (পা ৬।২।১৭৩) উত্তমকুমারীযুক্ত, যাহার উত্তম-কুমারী আছে।

সুকুরীরা (স্ত্রী) স্ত্রীগণ শৃঙ্গারার্থ শিরোদেশে যে সুবর্ণজাল ধারণ করে, তাহাকে কুরীর কহে। শোভনকুরীরবিশিষ্টা স্ত্রী, যে সকল স্ত্রী মস্তকে সুন্দর সুবর্ণজাল ধারণ করিয়াছে। উত্তম মুকুটধারিণী।

"সিনিবালী সুকপর্দা সুকুরীরা" (শুক্লযজু° ১১।৫৬) 'সুকুরীরা স্ত্রীভিঃ শৃঙ্গারার্থং শিরসি ধার্য্যমাণং কনকজালকং কুরীরঃ শোভনঃ কুরীরো যস্যাঃ সা সুকুরীরা সুমুকুটা' (মহীধর)

সুকুল (ক্লী) সু উত্তমং কুলং। উত্তমকুল, সৎকুল। (ত্রি) সু শোভনং কুলং যস্য। ২ উত্তমকুলোৎপন্ন, সদ্বংশজ।

সুকূল (দেশজ) ব্রাহ্মণাদি বর্ণের উপাধিবিশেষ। শুক্লশব্দের অপভ্রংশ।

সুকুলতা (স্ত্রী) সুকুলস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সুকুলের ভাব বা ধর্ম।

সুকুলীন (ত্রি) উত্তমকুলোৎপন্ন, সদ্বংশজাত। উত্তম কুলীন।

সুকুসুমা (স্ত্রী) স্কন্দমাতৃভেদ। (ভারত শল্যপ°)

সুকুর্দ্দ (পুং) রাজভেদ। (পাণি° পূ° ১।৯৬)

সুকৃৎ (ত্রি) সুষ্ঠু করোতীতি কৃ ক্বিপ্ (সুকর্ম্মপাপমন্ত্রপুণ্যেষু কৃঞঃ। পা ৩।২।৮৯) ইতি ক্বিপ্, তুগাগমঃ। পুণ্যবান্, ধার্ম্মিক, পুণ্য কর্ম্মকারী।

"সন্ত এব সুকৃতাং হি পচ্যতে
কল্পবৃক্ষফলধর্ম্মি কাঙ্ক্ষিতং।" (রঘু ১১।৫০)

সুকৃত (ক্লী) সু-কৃ-ক্ত। পুণ্য। পুণ্যজনক কার্য্যকে সুকৃত কহে। দৈব, পৈত্র্য, বা মানুষ বিষয়ে যে কিছু শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাকেই সুকৃত কহে।

"ক্রিয়মাণে কর্ম্মণীদং দৈবে পিত্র্যেঽথ মানুষে।
যত্র যত্রানুকীর্ত্তেত তত্তেষাং সুকৃতং বিদুঃ।" (ভাগ° ৮।২৩।৩১)

যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে শুভাদৃষ্ট সঞ্চিত হয়, তাহাই সুকৃত, আর অশুভাদৃষ্টের জনক কর্ম্ম দুষ্কৃত। এক মাত্র সুকৃত দ্বারাই ঐহিক ও পারত্রিক সুখ হইয়া থাকে। এই জন্য সকলেরই সুকৃত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। শুক্ল, কৃষ্ণ ও শুক্লাকৃষ্ণ ভেদে কর্ম্ম তিন প্রকার, তন্মধ্যে একমাত্র শুক্ল কর্ম্মই সুকৃত। জাতি ও ভোগ একমাত্র কর্ম্মের দ্বারাই হইয়া থাকে। অতএব জন্মগ্রহণ করিয়া আয়ুষ্কালে সুকৃত কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিবে, এবং তাহার ফলে সুখ ভোগ হইয়া থাকে। (ত্রি) ২ সুবিহিত, যাহা উত্তমরূপে করা হইয়াছে। ৩ শুভ, দান, পুরস্কার, দয়া, বদান্যতা ইত্যাদি। ৪ পুণ্যবান্, ধার্ম্মিক। ৫ ভাগ্যবান্। সফল।

"অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ, ততো বৈ সদজায়ত, তদাত্মানং স্বয়মকুরুত। তস্মাৎ তৎ সুকৃতমুচ্যত ইতি যদ্বৈতৎ সুকৃতং"
(তৈত্তিরীয় উপ° ২।৭)

এই উৎপত্তির পূর্ব্বে ইহা অসৎ ছিল, এই অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হইয়াছে, আত্মা স্বয়ংই ইহা করিয়াছেন, এই জন্য ইহা সুকৃত।

সুকৃতকর্ম্মন্ (ক্লী) সুকৃতং কর্ম্ম। পুণ্য কর্ম্ম, পুণ্যজনক কর্ম্ম। (ত্রি) সুকৃতং কর্ম্ম যস্য। পুণ্যকর্ম্মকারী, পুণ্যাত্মা, ধার্ম্মিক।

সুকৃতদ্বাদশী (স্ত্রী) ব্রতবিশেষ। এই ব্রত দ্বাদশী তিথিতে কর্ত্তব্য।

সুকৃতব্রত (ক্লী) ব্রতবিশেষ।

সুকৃতাত্মন্ (ত্রি) সুকৃত কর্ম্মকারী, পুণ্যাত্মা।

সুকৃতি (স্ত্রী) সু-কৃ-ক্তিন্। ১ পুণ্য। সৎকর্ম্ম, ধর্ম্ম, অদৃষ্ট, ভাগ্য, শুভ।

সুকৃতিত্ব (ক্লী) সুকৃতিনো ভাবঃ ত্ব। সুকৃতির ভাব বা ধর্ম্ম, সৎকর্ম্ম, সুকৃতি।

সুকৃতিন্ (ত্রি) সুকৃতমস্ত্যস্যেতি ইনি। পুণ্যবান্, ধার্ম্মিক, ভাগ্যযুক্ত।

"চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ।" (গীতা ৭।১৬)

সুকৃতি না থাকিলে কেহই ভগবদারাধনা করিতে পারে না। এই জন্য ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন, আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী এই চারিজন সুকৃত কর্ম্মকারীই আমার উপাসনা করিয়া থাকে।

সুকৃত্য (ক্লী) সুকৃত, পুণ্য। "তাবৎ বিধত্তো নিভৃতং মহাত্মন্ কিং ব্যবসিতং সুহৃদোঃ সুকৃত্যং।" (ভাগবত ১০।৪৮।৩৩)
(পুং) ২ ঋষিভেদ। (পা ৪।১।৯৯)

সুকৃত্যা (স্ত্রী) শোভনকর্ম্মা, উত্তমকর্ম্মা।

"শচীভিঃ সুকৃতঃ সুকৃত্যয়া" (ঋক্ ৭।৬০।৩)
'সুকৃত্যয়া শোভনেন কর্ম্মণা' (সায়ণ)

সুকৃত্বন্ (ত্রি) সু-কৃ-ক্বনিপ্ সুকৃত। শোভনকর্ম্মা, শুভ কর্ম্ম-কারী। "যজে যজে যজ্ঞিয়া সুকৃত্বনে" (ঋক্ ৮।১৩।১৭) 'সুকৃত্বনে শোভনকর্ম্মণে যজমানায়' (সায়ণ)

সুকৃষ্ট (ত্রি) ভালরূপে কর্ষিত।

সুকৃষ্ণ (ত্রি) অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ, গাঢ় কৃষ্ণ।

সুকেত, পঞ্জাব গবর্মেণ্টের পলিটিকাল এজেণ্টের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত একটি পার্ব্বত্য রাজ্য। শতদ্রুর নদীর উত্তর তীরে, অক্ষা° ৩১°১৩′৫৫″ ও ৩১° ১৫′ ২৫″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৫২′ ও ৭৭°২৩′ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ক্ষেত্রফল ৩৭০ বর্গ মাইল। এখানে একটি সহর ও ২১১টি গ্রাম আছে। অধিবাসীদিগের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই বেশি, সামান্য সংখ্যক মুসলমান এবং খৃষ্টানও আছে। রাজার আয় এক লক্ষ টাকার উপর।

১২০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সুকেত মণ্ডি রাজ্যের সঙ্গে

সংযুক্ত ছিল। কিন্তু এই উভয় রাজ্য মধ্যে মোটেই সম্প্রীতি ছিল না, বরং অনবরত যুদ্ধবিগ্রহই চলিতেছিল, ইহার ফলে উক্ত বৎসর দুইটি রাজ্য বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল, কালক্রমে শিখশক্তিই এখানে প্রবল হইয়া উঠিল, কিন্তু ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে লাহোরে ইংরাজ গবর্মেণ্টের সঙ্গে শিখদিগের যে সন্ধি বন্ধন হয়, সেই সন্ধি অনুসারে সুকেত ইংরাজরাজের হাতে আসে এবং সেই বৎসরই পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে ভোগ দখল করিবার স্বত্ব সহ এই রাজ্য রাজপুতরাজ উগ্রসিংহকে প্রদান করা হয়। উগ্রসিংহের মৃত্যুর পরে তদীয় পুত্র রুদ্রসেন সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তদীয় পুত্র দন্ত নিকন্দন সেনকে রাজপদ প্রদান করা হয়। ইনি সম্মানসূচক ১১টী তোপধ্বনির অধিকারী। ৪০ জন অশ্বারোহী ও ৩৭৫ জন পদাতিক রাখিবার ইঁহার অধিকার আছে। এখানকার রাজবংশ গৌড়ের সেনরাজবংশীয় বলিয়া পরিচিত।

সুকেত—পঞ্জাবের কাঙ্গড়া জেলার একটী পর্ব্বত শ্রেণী।

সুকেত (ত্রি) হর্ষা। (তৈত্তিরীয় স° ৫।৩।৩)

সুকেতন (পুং) সুনীথরাজপুত্র। এই শব্দের পাঠান্তর নিকেতন এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। (ভাগবত ৯।১৮।৮)

সুকেতু (ত্রি) মনুষ্য ও পক্ষীদিগের শব্দজ্ঞাতা।

"সুধাতঃ সুকেতব উষসো রেব দূযুঃ" (ঋক্ ৩।৭।১০)

'সুকেতবঃ বয়সাং মনুষ্যাণাঞ্চ শব্দৈঃ সুপ্রজ্ঞানাঃ' (সায়ণ)

২ চিত্রকেতুর পুত্র। (ভারত ৮ প°) ৩ তাড়কা রাক্ষসীর পিতা। ৪ সাগরের পুত্র। ৫ নন্দিবর্দ্ধনের পুত্র। ৬ কেতুমন্তের পুত্র। ৭ সুনীথ রাজপুত্র। (ত্রি) উত্তম কেশযুক্ত।

সুকেশ (পুং) রাক্ষসভেদ। [সুকেশি দেখ]

সুকেশা (স্ত্রী) শোভনঃ কেশো যস্যাঃ। সুন্দর কেশযুক্তা, সুন্দর কেশবিশিষ্টা।

"সুকেশী সুকেশা স্মৃতা" (মুগ্ধবোধব্যা°)

সুকেশি (পুং) স্বনামখ্যাত রাক্ষসভেদ। সুকেশ রাক্ষস। রামায়ণে লিখিত আছে, সুকেশি বিদ্যুৎকেশের পুত্র। সন্ধ্যার কন্যা শালকটঙ্কটার সহিত বিদ্যুৎকেশের বিবাহ হয়। কিছু দিন পরে এই কন্যা বিদ্যুৎকেশ হইতে গর্ভ ধারণ করে। এই রাক্ষসী গর্ভবতী হইয়াই মন্দরপর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক তথায় মেঘতুল্য গর্ভ পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যুৎকেশের সহিত বিহার করিবার জন্য সেই স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করে।

এদিকে ঐ শিশু মাতাপিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া কাঁদিতেছিল। এমন সময়ে মহাদেব পার্ব্বতীর সহিত বৃষে চড়িয়া আকাশপথে যাইতে যাইতে ঐ শিশুর ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পান, পরে পার্ব্বতীর অনুরোধে মহাদেব ঐ শিশুকে তাহার মাতার মত চিরজীবী এবং তাহাকে আকাশগমনের শক্তি প্রদান করেন। পার্ব্বতী তদবধি রাক্ষসদিগকে এই বর দেন যে তাহারা সদ্যই গর্ভ ধারণ করিবে, এবং সদ্যই তাহা প্রসব করিবে। ঐ প্রসূত সন্তান মাতার তুল্য বয়ঃ প্রাপ্ত হইবে। সুকেশ এইরূপ বর লাভ করিয়া অতিশয় গর্ব্বিত হইয়া উঠিল। সুকেশ গ্রামণী নামক গন্ধর্ব্বের দেববতী নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করে। এই কন্যার গর্ভে মাল্যবান্, সুমালী ও মালী নামক পুত্র হয়। ইহারাই রাক্ষসগণের পূর্ব্ব-পুরুষ। ইহাদের পুত্রপৌত্রে রাক্ষসবংশ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। (রামায়ণ ৭।৪-৬ স°)

সুকেশিন্ (ত্রি) সুকেশ অস্ত্যর্থে ইনি। সুন্দর কেশবিশিষ্ট। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। সুকেশিনী, উত্তম কেশবিশিষ্টা স্ত্রী।

সুকেশী (স্ত্রী) শোভনঃ কেশো যস্যাঃ ঙীষ্। ১ স্বর্গবেশ্যাভেদ। (ভারত ১৩।১৯।৪৫) ২ উত্তম কেশযুক্তা নারী।

সুকেশীভার্য্য (ত্রি) সুকেশী ভার্য্যাযস্য। যাহার পত্নী সুকেশী, সুকেশী ভার্য্যাযুক্ত।

সুকেসর (পুং) ১ সিংহ। (ত্রি) ২ সুন্দর কেশরযুক্ত।

সুকোমল (ত্রি) অতিশয় কোমল।

সুকোলী (স্ত্রী) সু শোভনা কোলী। ১ ক্ষীরকাকোলী। (রত্নমালা) ২ শোভনবদরী।

সুকোশা (স্ত্রী) কোশাতকী, চলিত ঝিঙ্গা। (রাজনি°)

সুক্ত (স্ত্রী) কন্দাদিকৃত সন্ধানবিশেষ। লক্ষণ—

"কন্দমূলফলাদীনি সস্নেহলবণানি চ।
যত্র দ্রবেঽভিষূয়ন্তে তৎশুক্তমভিধীয়তে॥" (শার্ঙ্গধর)

কন্দ, মূল, ফলাদি ও স্নেহ অর্থাৎ ঘৃততৈলাদিযুক্ত লবণ যেই দ্রবে অর্থাৎ জলাদিতে অভিষুত হয় মিলিয়া যায়, তাহাকে শুক্ত কহে। চুক্রাপর নামক ভক্তেদ, চুক্রশুক্ত।

"যন্মস্বাদি শুচৌ ভাণ্ডে সগুড়ক্ষৌদ্রকাঞ্জিকং।
ধান্যরাশৌ ত্রিরাত্রস্থং শুক্তং চুক্রং তদুচ্যতে॥"

(বাভট সূত্রস্থা°)

এই শুক্ত গুড়াদি ভেদে চারি প্রকার, গুড়শুক্ত, ইক্ষুরসশুক্ত, মদ্যশুক্ত ও মাধ্বীকশুক্ত। মধু প্রভৃতি একটী বিশুদ্ধ নূতন ভাণ্ডে গুড়, ক্ষৌদ্র ও কাঞ্জিক প্রভৃতির সহিত রাখিয়া ধান্যরাশির মধ্যে তিন দিন রাখিলে এই চুক্রশুক্ত হয়। গুণ—রক্তপিত্ত ও কফ নাশক, বায়ুর অনুলোমকারী, অত্যুষ্ণ, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, অম্ল, রুচিকর, দীপন, পাণ্ডু ও কৃমিনাশক। ইহা এক প্রকার অম্ল আচারবিশেষ। (বাভট সূত্র°)

চলিত শুক্ত—এক প্রকার ব্যঞ্জনভেদ। কন্দ, মূল ও ফল, অর্থাৎ ডুমুর, কাচকলা, মূলা প্রভৃতি দ্রব্য তিক্ত দ্রব্যের সহিত পাক করা হইলে তাহাকে শুক্ত কহে।

সুক্তা (স্ত্রী) শুক্তিকা, তিন্তিড়ী, তেঁতুল। (বৈদ্যকনি°)

সুক্রতু (ত্রি) সু শোভনঃ ক্রতু র্যস্য। শোভনকর্ম্মা। "সাহ্বাস্যায় সুক্রতুঃ" (ঋক্ ১।২৫।১০) 'সুক্রতু শোভনকর্ম্মা' (সায়ণ)

সুক্রতূয়া (স্ত্রী) আপনার শোভনকর্ম্মেচ্ছা, আপনার শুভ কর্ম্মেচ্ছা। "আবির্ত্তিষ সুক্রতূয়া বিবস্বতে" (ঋক্ ১।৩১।৩) 'সুক্রতূয়া শোভনকর্ম্মেচ্ছয়া, সুক্রতূমাত্মন ইচ্ছতি, সুপ আত্মনঃ ক্যচ্, অকৃৎসার্ব্বধাতুকয়োরিতি দীর্ঘঃ, পা ৭।৪।২৫, ক্যজন্তত্ ধাতু সংজ্ঞায়াং অ প্রত্যয়ঃ, ততষ্টাপ্' (সায়ণ)

আপনার শুভ কর্ম্ম ইচ্ছা করিতেছে, এই অর্থে ক্যচ্ প্রত্যয় এবং ক্রতুর উকার দীর্ঘ হইয়া সুক্রতূয়, এই নামধাতু হইল, পরে এই ধাতুর উত্তর অ টাপ্ করিয়া সুক্রতূয়া এই পদ সিদ্ধ হইয়াছে।

সুক্রুদ্ধ (ত্রি) অতিশয় ক্রুদ্ধ।

সুক্লেশ (ত্রি) সু অতিশয়ঃ ক্লেশো যস্য। অতিশয় ক্লেশবিশিষ্ট, যাহাতে অতিশয় ক্লেশ হয়। (কথাসরিৎসা° ৫১।২০১)

সুক্বণ (পুং) সু শোভনঃ ক্বণঃ শব্দঃ। সুশব্দ, উত্তম ধ্বনি। (অমর)

সুক্বড়িচন্দন (স্ত্রী) স্বনামখ্যাত শ্রীখণ্ড চন্দনের অন্যতম চন্দন। গুণ—তিক্ত, রুক্ষ, রক্তপিত্ত ও দাহনাশক, শীতল, সুগন্ধি। ২ রক্তচন্দন।

সুক্ষত (ত্রি) অতিশয় ক্ষত।

সুক্ষত্র (ত্রি) শোভন ধনোপেত, অতিশয় ধনী। "সুক্ষত্রাসো রিশাদসঃ" (ঋক্ ১।১৯।৫) 'সুক্ষত্রাসঃ শোভন ধনোপেতাঃ, ধনলাভস্য কর্ত্তারঃ' (সায়ণ)

সুক্ষত্রিয় (পুং) উত্তমক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়ের গুণসম্পন্ন। "পতিং প্রবীরমুপলভ্য তাবন্ সুক্ষত্রিয়ে গতে।" (রাজতর° ১।৬৪)

সুক্ষয় (পুং) শোভন যজ্ঞগৃহ। "অবেহি সুক্ষয়ঃ সুতে" (ঋক্ ১০।২৩।৪) 'সুক্ষয়ং শোভনং যজ্ঞগৃহং' (সায়ণ)

সুক্ষিতি (ত্রি) ১ শোভননিবাস, উত্তমনিবাসবিশিষ্ট। ২ উত্তমপুত্র-পৌত্রাদিবিশিষ্ট। "ইবমূর্জ্জং সুক্ষিতিং বিশ্বমাভাঃ" (ঋক্ ১০।২০।১০)

'সুক্ষিতিং শোভননিবাসং যদ্বা ক্ষিতয়ো মনুষ্যাঃ শোভনপুত্র-পৌত্রাদিকং' (সায়ণ) (স্ত্রী) ২ শোভনাক্ষিতি। "চিৎসুক্ষিতিং নমোঃ" (ঋক্ ১।৪০।৮) 'সুক্ষিতিং, শোভনা ক্ষিতিঃ সুক্ষিতিং' (সায়ণ)

সুক্ষুব্ধ (ত্রি) অতিশয় ক্ষুব্ধ, অত্যন্ত ক্ষোভযুক্ত।

সুক্ষেত্র (ক্লী) সু শোভনং ক্ষেত্রং। শোভন ক্ষেত্র, উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র, সুক্ষেত্রে সুবীজ রোপিত হইলে সুফল হইয়া থাকে।

"সুবীজঞ্চৈব সুক্ষেত্রে জাতং সম্পদ্যতে যথা।" (মনু ১০।৬৯)

(পুং) ২ দশম মনুর পুত্রভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৯৪।১৪) ৩ বাস্তুভেদ। যে বাস্তুর পূর্ব্বদিকে শালা থাকে না, তাহাকে সুক্ষেত্র বাস্তু কহে। এই বাস্তু শুভ ফলদায়ক।

"প্রাক্শালয়া বিযুক্তং সুক্ষেত্রং বৃদ্ধিদং বাস্তু।"

(বৃহৎসংহিতা ৫৩।৩৭)

সুক্ষেত্রিয়া (স্ত্রী) আত্মনঃ শুভক্ষেত্রমিচ্ছা সুক্ষেত্র-ক্যচ্, সুক্ষেত্রিয় নামধাতু অ-টাপ্। আপনার শুভক্ষেত্রবিষয়ক ইচ্ছা। "সুক্ষেত্রিয়া সুগাতুয়া বসূয়া চ যজামহে" (ঋক্ ১।৯৭।২) 'সুক্ষেত্রিয়া, শোভনং ক্ষেত্রং সুক্ষেত্রং তদিচ্ছয়া, সুপ আত্মনঃ ক্যচ্' (সায়ণ)

সুক্ষ্মেল (স্ত্রী) সূক্ষ্মৈলা। (বৃহৎস° ১০।২)

সুক্ষোভ্য (ত্রি) অতি ক্ষোভণীয়।

সুখ, সুখ, আনন্দ। অদন্ত চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ সুখয়তি। লোট্ সুখয়তু। লিট্ সুখয়াঞ্চকার। লিট্ ক, অস ও ভূধ, অনুপ্রয়োগ হইয়া থাকে। লুঙ্ অসুসুখৎ।

সুখ (ক্লী) সুখয়তীতি সুখ-অচ্। আত্ম বা মনোবৃত্তিগুণবিশেষ। পর্য্যায়—সুৎ, প্রীতি, প্রমদ, হর্ষ, প্রমোদ, আমোদ, সম্মোদ, আনন্দথু, আনন্দ, শর্ম্ম, শাত, শম, ভোগ, রঞ্জন, নির্বৃতি, ধৃতি, হ্রীতি, সমেদ, মোদ, নন্দথু, নন্দ, মুদা, সৌখ্য, উপভোগ, আনন্দ, ভোষ। (শব্দরত্না°)

সুখ আত্মার ধর্ম্ম কি মনের ধর্ম্ম এই বিষয় লইয়া দার্শনিক-দিগের মধ্যে মতভেদ আছে, কেহ বলেন ইহা আত্মবৃত্তি-গুণবিশেষ, আবার কেহ বলেন, তাহা নহে সুখদুঃখ মনের ধর্ম্ম। ন্যায় ও বৈশেষিকদর্শনমতে সুখ আত্মার গুণ, ২০টী আত্মার গুণ আছে, তাহার মধ্যে সুখ একটী। এই সুখ দুইপ্রকার নিত্য ও জন্য। তাহার মধ্যে নিত্যসুখ পরমাত্মার বিশেষ সুখের অন্তর্বর্ত্তী। আর জন্যসুখ জীবাত্মার বিশেষ সুখের অন্তর্গত। এই সুখ শুভ-অদৃষ্টজন্য, এই শুভ অদৃষ্ট-জন্য ধন, মিত্রলাভ, আরোগ্য, মিষ্টান্নপান, পুত্রাদিলাভ, তৎ-পাণ্ডিত্যলাভ ও কান্তাসম্ভোগাদি সুখ হইয়া থাকে। কারণ থাকিলে কার্য্য থাকিবেই, সুখের কারণ শুভ অদৃষ্ট, শুভ অদৃষ্ট থাকিলে তজ্জন্য সুখ হইবেই হইবে।

"সুখঞ্চ জগতামেব কাম্যং ধর্ম্মেণ জায়তে।
অধর্ম্মজন্যং দুঃখং স্যাৎ প্রতিকূলং সচেতসাং।" (ভাষাপরিচ্ছেদ)

জগতের কাম্য যে সুখ তাহা ধর্ম্মদ্বারা জন্মে, এবং অধর্ম্ম জন্য দুঃখ হইয়া থাকে। সুখ আত্মার গুণ হইলেও মনোগ্রাহ্য অর্থাৎ মনঃদ্বারাই সুখদুঃখের গ্রহণ হয়।

"মনোগ্রাহ্যং সুখং দুঃখমিচ্ছাদ্বেষো মতিঃ কৃতিঃ।" (ভাষাপ°)

সাংখ্য ও পাতঞ্জলমতে ইহা প্রকৃতির ধর্ম্ম। সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম সুখ। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি, প্রকৃতি হইতেই এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং এই জগৎ সুখ, দুঃখ ও মোহময়। জাগতিক সকল পদার্থেই সুখ, দুঃখ ও মোহ

আছে। যাহাতে সত্ত্বগুণের ভাগ অধিক তাহা সুখময়, যাহাতে রজোগুণ অধিক তাহা দুঃখময়।

যাহা অনুকূলবেদনীয় বলিয়া জানা যায়, তাহাই সুখ। এবং যাহা প্রতিকূলবেদনীয় বলিয়া জানা যায় তাহাকে দুঃখ কহে। সুখসম্পাদনে প্রাণিমাত্রেরই প্রবৃত্তি স্বাভাবিক। সকলেরই চেষ্টা হয় 'দুঃখং মাভূৎ সুখং মে ভূয়াৎ' যেন আমার দুঃখভোগ না হয়, সর্ব্বদাই সুখ হয়। অভিলষিত শব্দাদির বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইলে সুখের উৎপত্তি হইয়া থাকে। অভিমতবিষয়ে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ ইন্দ্রিয়পরিচালনাসাপেক্ষ, অনেক স্থলে অভিমতবিষয়ের সম্বন্ধসম্পাদন চেষ্টাসাপেক্ষ। যাহারা অভিনয় দর্শন বা গীতশ্রবণজন্য সুখানুভব করেন, তাঁহারা নাট্যশালাদিতে যাইয়া অভিমতবিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ-সম্পাদনপূর্ব্বক সুখানুভব করিয়া থাকেন।

নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, প্রত্যেক সুখসাধনের সহিত অন্ততঃ কিঞ্চিন্মাত্র দুঃখভোগ অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। সুখভোগ করিব, দুঃখভোগ করিব না, ইহা হইতে পারে না। সুখভোগের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখভোগ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। নিশ্চেষ্টভাবে থাকিয়া কখনই বিষয়-গ্রহণ করা যায় না। অন্ততঃ শারীরিক শক্তিগুলির পরিচালনাও আবশ্যক হয়। ইষ্টসাধনতাজ্ঞানই প্রবৃত্তির কারণ, অর্থাৎ আমার ইহাতে ইষ্টসাধন হইবে, এই জ্ঞান না হইলে প্রবৃত্তি হয় না, অতএব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইলে ইষ্টসাধনতাজ্ঞান হইবেই হইবে। আমার সুখ হউক এই ইষ্টসাধনতা-জ্ঞানেই লোক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু কার্য্য করিতে যাইয়া দুঃখভোগ করিয়া থাকে। মনুষ্য রজঃপ্রধান, দুঃখ রজোগুণের পরিণামবিশেষ। সুতরাং মনুষ্য দুঃখে জড়িত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুখ সত্ত্বগুণের কার্য্য। মনুষ্যের সত্ত্বগুণ থাকিলেও তাহা প্রধান নহে। মানবের দুঃখ যেরূপ সুলভ, সুখ সেরূপ নহে। কিন্তু সুখের মোহিনীশক্তি অতুলনীয়া। তৃষ্ণাবিষ্টের ন্যায় দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া লোক সুখসম্পাদনের জন্য ব্যাকুল হয়। সামান্য সেতু যেমন প্রখর স্রোতের গতিরোধ করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ বাধা-বিঘ্ন তাৎকালিক উৎসাহ ও উদ্যমের গতিরোধ করিতে পারে না। তখন কষ্টকে কষ্ট বলিয়া বোধ হয় না, অক্লান্তমনে অধ্যবসায়ের সহিত পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্তি হয়। কবি বলিয়াছেন—"নহি সুখং দুঃখৈর্বিনা লভ্যতে" সুখ-ভোগ করিতে হইলে অনেক দুঃখভোগ করিতে হয়। ধন লাভ করিতে পারিলে সুখ হইবে, এই আশায় মুগ্ধ হইয়া ধনার্জ্জনের জন্য লোকে কতই না কষ্ট করিয়া থাকে। অধিক কি যে শরীরের বা জীবনের সুখের জন্য ধনার্জ্জনে প্রবৃত্ত হয়, ধনার্জ্জনব্যাসক্ত ব্যক্তি তৎকালে সেই শরীর বা জীবনের প্রতিও লক্ষ্য করে না। ধনার্জ্জনের জন্য শরীর বা জীবন বিসর্জ্জনেও কুণ্ঠিত হয় না। ইহা মোহের সাধনের অনুরূপ কার্য্য, সুখের মোহিনী শক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সাধারণ জীব ইহার জন্য লালায়িত।

গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই সুখের তিন প্রকার বিভাগ করিয়াছেন, সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। ইহার লক্ষণ—

"যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ॥
বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥
যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥" (গীতা ১৮।৩৮-৪০)

যে সুখ প্রথমে বিষের ন্যায়, এবং পরিণামে অমৃত তুল্য বোধ হয় ও যে সুখ দ্বারা আত্মবিষয়িণী বুদ্ধির প্রসন্নতা জন্মে, তাহাই সাত্ত্বিক সুখ। এই সুখ জ্ঞান, বৈরাগ্য, ধ্যান ও সমাধি দ্বারা সাধিত হয়। জ্ঞানাদির সাধন করিতে হইলে প্রথমে বিষের ন্যায় কষ্টকর বোধ হয়, কারণ উহা মনের স্বাভাবিক গতির বিরুদ্ধ, মন যাহা চায়, তাহার বিরুদ্ধ অনুষ্ঠান করিলে প্রথমে মনের পক্ষে উহা অতিশয় ক্লেশকর হয়। বিধিপূর্ব্বক যমনিয়মাদি সাধন করিলে পরে পরমানন্দদায়ক বলিয়া বোধ হয়, নিদ্রালস্যাদি দোষবর্জ্জিত হইয়া অন্তঃকরণ সমভাবে সংশুদ্ধির নাম আত্মবুদ্ধিপ্রসাদ। সাত্ত্বিক সুখ এই আত্মজ্ঞানের নিতান্ত অনুগত। অন্যান্য বৃত্তির নিবৃত্তি হইলে যে সমাধি-সুখের উদয় হয়, তাহাই সাত্ত্বিক সুখ।

বিষয় ও ইন্দ্রিয় সংযোগে যে সুখের উৎপত্তি হয়, এবং যে সুখ প্রথমে অমৃত তুল্য, ও পরিণামে বিষবৎ বোধ হয়, তাহা রাজস সুখ। শব্দাদি বিষয় ও শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ বশতঃ যে সুখের উৎপত্তি হয়, অর্থাৎ সুশব্দশ্রবণে, সুরূপদর্শনে, সুমধুর-আস্বাদনে, সুগন্ধ আঘ্রাণে, সুকোমল-স্পর্শে বা স্ত্রী সম্ভোগাদিতে যে সুখোৎপত্তি হয়, তাহার নাম রাজস সুখ। এই সুখ লাভে মন ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সংযত করিতে হয় না বলিয়া প্রথমে অমৃতের ন্যায় সুখকর হয়। এই সুখের বিচ্ছেদকালে ইহপারলৌকিক বহু দুঃখ ভোগ করিতে হয়, এই জন্য ইহাকে পরিণামে বিষতুল্য বলা হইয়াছে।

যে সুখ প্রারম্ভে ও পরিণামে বুদ্ধিকে মোহযুক্ত করে, এবং নিদ্রা ও আলস্যাদি হইতে উৎপন্ন হয় তাহাই তামস সুখ। সুখ আত্মজ্ঞান হইতে বা বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগ হইতে উৎপন্ন না হইয়া কেবল তন্দ্রা, আলস্য ও উন্মাদ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাই তামস সুখ বলিয়া কথিত হয়।

এই তিন প্রকার সুখের মধ্যে যাহাতে সাত্ত্বিক সুখ লাভ হয় তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। সংসারে বিষয়েন্দ্রিয়সম্পর্কজনিত যে সুখ লাভ হয়, শাস্ত্র তাহাকে সুখ নামক দুঃখ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জগতে সুখ এত কম, যে তাহাকে সুখ না বলাই উচিত। একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানেই যথার্থ সুখ লাভ হয়। পাতঞ্জলদর্শনে লিখিত আছে যে—

"সন্তোষাদনুত্তমঃ সুখলাভঃ।" (পাতঞ্জল ২।৪২) 'তথাচোক্তং—
যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখং।
তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাং ॥" (ব্যাসভাষ্য)

একমাত্র সন্তোষ হইতেই অনুত্তম সুখ লাভ হয়। সন্তোষ শব্দের অর্থ তৃষ্ণাক্ষয়, বাসনার নাশ। শাস্ত্রে কথিত আছে যে কাম অর্থাৎ লৌকিক বিষয়জনিত যে সমস্ত সুখ এবং দিব্য অর্থাৎ স্বর্গাদি হইতে লব্ধ যে সমস্ত সুখ ইহার কোনটীই তৃষ্ণাক্ষয় সুখের ষোড়শ ভাগের এক ভাগেরও তুল্য নহে।

অভাববোধই দুঃখের কারণ। তাদৃশ বোধ না থাকিলে আত্মার পরিপূর্ণতা অনুভব হয়। ইহাকেই আত্মারাম কহে। মহাভারতে লিখিত আছে যে, রাজা যযাতি বৃদ্ধাবস্থায়ও ভোগতৃষ্ণা দূর করিতে না পারিয়া নিজের পুত্র পুরুর যৌবন গ্রহণ করিয়া বিষয় ভোগ করেন, নিজের যৌবন ও পুত্রের যৌবন এই উভয় কাল ধরিয়া বিষয়ভোগ করিয়া দেখিলেন, ভোগতৃষ্ণা যাইবার নহে, বরং অনলে ঘৃতাহুতির ন্যায় প্রতিদিন তাহা বাড়িতেছে, তখন তিনি বলিলেন—

"যা দুস্ত্যজা দুর্ম্মতিভির্যা ন জীর্য্যতি জীর্য্যতঃ।
তাং তৃষ্ণাং সন্ত্যজন্ প্রাজ্ঞঃ সুখেনৈবাভিপূর্য্যতে ॥" (ভারত)

পামরগণ যে তৃষ্ণাকে ত্যাগ করিতে পারে না, বৃদ্ধ হইলেও যাহা ক্ষীণ হয় না, পণ্ডিতগণ সেই তৃষ্ণাকে পরিত্যাগ করিয়া সুখে অবস্থান করিয়া থাকেন। ভোগে বিষয়তৃষ্ণা দূর হয় না, বরং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সাংখ্যদর্শনে লিখিত আছে যে

"নিরাশঃ সুখী পিঙ্গলাবৎ" (সাংখ্য ৪।১১)

'আশাং ত্যক্ত্বা পুরুষঃ সন্তোষাখ্যসুখবান্ স্যাৎ, পিঙ্গলাবৎ। পিঙ্গলা নাম বেশ্যা কান্তার্থিনী কান্তমলব্ধ্বা নির্ব্বিণ্ণা সতী বিরাগাৎ সুখিনী বভূব।

আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখং।
যথা সংছিদ্য কান্তাশাং সুখং সুষ্বাপ পিঙ্গলা ॥" (ভাষ্য)

আশাশূন্যতাই সুখের কারণ, যতক্ষণ আশা ততক্ষণ দুঃখ, যিনি আশা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই যথার্থ সুখী। ভাগবতে পিঙ্গলা নামক এক বেশ্যার উপাখ্যানে বর্ণিত আছে যে, এই বেশ্যা কান্তার্থিনী হইয়া সমস্ত রাত্রি কান্তাগমের আশায় অতিবাহিত করিল, কিন্তু কান্তসমাগম হইল না, তখন সে আশা পরিত্যাগ করিয়া সুখে নিদ্রিতা হইল। অতএব আশাই দুঃখের কারণ। আশাত্যাগেই সুখ। যিনি আশা ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই সুখী। যম, নিয়ম, প্রাণায়াম প্রভৃতি যোগানুষ্ঠান বা তত্ত্বজ্ঞানসাধনা দ্বারা এই সুখ লাভ হইয়া থাকে।

এই যে সুখের বিষয় কথিত হইল, এই সুখ সংসারে বিরল। সংসারবিরাগে এই সুখ লাভ হইয়া থাকে। শাস্ত্রের মতে সংসারে সুখ নাই। কিন্তু অজ্ঞানী ইহজগতে পুণ্যাদৃষ্ট বলে যে সুখ ভোগ করেন, ঐ সুখ ক্ষণভঙ্গুর, স্থায়ী নহে। তাহারা সংসারে অশেষবিধ সুখ ভোগ করিলেও জরামরণাদি দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় না। সুতরাং সংসার স্বভাবতঃ দুঃখ স্বরূপ, ইহা অস্বীকার করা যাইতে পারে না। কারণ জরা মরণাদি দুঃখ স্বাভাবিক! সুখ স্বাভাবিক নহে, আগন্তুক উপায়সাধ্য। জরা মরণাদির জন্য যেরূপ কোন চেষ্টা বা যত্ন করিতে হয় না, উহা আপনিই উপস্থিত হয়। সুখের জন্য কিন্তু বিস্তর চেষ্টা করিতে হয়। এক জন দার্শনিক কুপিত ফণিফণার ছায়ার সহিত সাংসারিক সুখের উপমা দিয়াছেন। উপরি ভাগে শাণিত কৃপাণ সূক্ষ্মসূত্রে ঝুলিতেছে, তাহার নিম্ন ভাগে উপবেশন করিয়া বিশ্রাম সুখ অনুভব করার ন্যায় সাংসারিক সুখ দুঃখাত্মক ও বিপদসঙ্কুল।

সংসার প্রকৃতির কার্য্য। প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মক, সুতরাং সংসার যে দুঃখাত্মক হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। সত্ত্বগুণ সুখাত্মক বটে, সত্ত্ব প্রকৃতির মধ্যে একটী, সুতরাং সংসারে সুখও আছে, দুঃখও আছে। কিন্তু দুঃখের তুলনায় সুখ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সাংসারিক সুখ কুপিত ফণিফণাচ্ছায়ার তুল্য, এই উপমার প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইতে পারে যে সুখলেশ সংসারে, দুঃখরাশির অবধি নাই। প্রগাঢ় অন্ধকারের মত দুঃখরাশি সুবিস্তীর্ণ, মধ্যে খদ্যোতিকার ন্যায় সুখের আবির্ভাব ও তিরোভাব হয় মাত্র।

সাংখ্যদর্শনের মতে দ্যুলোক হইতে সত্যলোক পর্য্যন্ত সত্ত্ব বহুল, এই জন্য ঐ স্থানবাসী লোকসকল সুখী। ভূলোক বা মনুষ্যলোক রজোবহুল, এই জন্য এই স্থানস্থিত লোকসকল স্বভাবতঃ দুঃখী।

জগতের মানব সুখের জন্য লালায়িত। শাস্ত্রে সুখের নানা উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যাগ, যজ্ঞ, দান প্রভৃতি শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে সংসারে সুখ লাভ হইয়া থাকে। এই সুখ স্থায়ী নহে। ভোগদ্বারা এই সুখের নিবৃত্তি হয়। যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। স্বর্গ শব্দের অর্থ এক প্রকার সুখবিশেষ। স্বর্গে যতদিন অবস্থান করা যায়, ততদিন নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগ হয় সত্য, কিন্তু শুভ কর্ম্মের ক্ষয় হইলে স্বর্গেরও ক্ষয় হইয়া থাকে।

জীবের জাতি, আয়ু ও ভোগ পুণ্য দ্বারা সাধিত হইলে সুখের জনক এবং পাপ দ্বারা সাধিত হইলে দুঃখের জনক হয়; সর্বজনপ্রসিদ্ধ দুঃখ যেমন প্রতিকূলস্বভাব, এইরূপ বৈষয়িক সুখে কালে যোগিগণেরও দুঃখ অনুভব হয়। তাঁহারা বিষয়সুখকে দুঃখ বলিয়া বোধ করেন।

"পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্বং বিবেকিনঃ।" (পাতঞ্জল° ২।১৫)

বিবেকী যোগীর পক্ষে বিষয়মাত্রই দুঃখকর। কারণ ভোগের পরিণাম শুভ নহে, ক্রমশঃ তৃষ্ণা বৃদ্ধি হয়, ভোগকালেও বিরোধীর প্রতি বিদ্বেষ হয় এবং ক্রমশঃ ভোগসংস্কার বৃদ্ধি হইতে থাকে। চিত্তের সুখ-দুঃখ-মোহস্বরূপ বৃত্তিসকলও পরস্পর বিরোধী, সুতরাং কিছুতেই শান্তি নাই। অতএব বিবেকীর পক্ষে সুখদুঃখ, ও মোহ এই সকলই দুঃখময়।

সুখ লাভ করিব, এইরূপ চেষ্টা সকলেরই হইয়া থাকে। এই চেষ্টার ফলে প্রতিক্ষণ বিষয়জালে আবদ্ধ হইতে হয়, কিন্তু বিষয় ভোগে সুখ কোথায়? অভাব জ্ঞানই দুঃখের কারণ, তাহার না অভাবজ্ঞান আছে,—

"ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ" (কঠোপ°)

ধন দ্বারা মানবের আশার নিবৃত্তি হয় না,

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।

হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥" (মনু)

কামনার শান্তি কিছুতেই [illegible] না, যতই পূরণ করিবার চেষ্টা করা যায়, ততই উহার বিশাল উদর ক্রমশঃ বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে। সুখের ইচ্ছা থাকিলে বিষয়সুখ হইতে পৃথক্ হইবার চেষ্টা করাই কর্তব্য। অভাবজ্ঞানকে চিত্ত হইতে দূর করিয়া আত্মারাম (যাহার আপনার আপনাতেই আনন্দ) হইবার চেষ্টা করা উচিত।

সাংখ্যদর্শনে অত্যুত্তম সুখের লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে যে—

"যন্ন দুঃখেন সম্ভিন্নং ন চ গ্রস্তমনন্তরং।

অভিলাষোপনীতঞ্চ তৎসুখং স্বঃ পদাস্পদং॥" (তত্ত্বকৌমুদী)

যে সুখ দুঃখ দ্বারা মিশ্রিত নহে, এবং যাহা পরেও দুঃখের সহিত মিশ্রিত হয় না, এবং যাহা অভিলাষ মাত্রই উপনীত হয়, সেই সুখই স্বর্গস্থানীয় অর্থাৎ তাহাই শ্রেষ্ঠ সুখ। মনুতে সুখের লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে যে—

"সর্বং পরবশং দুঃখং সর্বমাত্মবশং সুখং।

এতদ্বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখদুঃখয়োঃ॥" (মনু ৪।১৬০)

যে সকল কর্ম পরবশ তাহাই দুঃখ এবং যাহা আত্মবশ, তাহাই সুখ, পরাধীনতাই দুঃখ এবং স্বাধীনতাই সুখ, সুখদুঃখের ইহাই সংক্ষেপ-লক্ষণ জানিবে। এই শরীর সুখ ও দুঃখের ভাজন অর্থাৎ এই শরীরেই সুখ ও দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে। সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ এইরূপে সুখদুঃখ চক্রবৎ পরিভ্রমণ করিতেছে।

"সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখং।

সুখং দুঃখং মনুষ্যাণাং চক্রবৎ পরিবর্ত্ততে॥"

(গরুড়পু° ১১৩অ°)

জীবের সুখে গর্বিত এবং দুঃখে ম্রিয়মাণ হওয়া উচিত নহে। সুখদুঃখ চিরকাল থাকে না, কর্মবশে আসে যায়। এই জন্য শাস্ত্রে বিবেকীর প্রতি সুখ ও দুঃখে সমান জ্ঞান করিবার উপদেশ আছে।

সুখের বৈদিক পর্য্যায়—শিমাতা, শতরা, শাতপন্তা, শিল্প, ভূমক, শেবৃধ, ময়, সুম্না, সুবিন, শুন, শগ্ম, শেবম, অনাম, ভোম, স্যূম্ন, শেব, শিব, শং, কং। (বেদনি° ৩।৬) ২ আরোগ্য। ৩ স্বর্গ। (মেদিনী) ৪ বৃদ্ধিমাদ্যৌষধ। (রাজনি°) ৫ জল। (ত্রি) ৬ সুখবিশিষ্ট, সুখী।

সুখকর (ত্রি) সুখং কর্তুং শীলমস্যেতি সুখ-কৃ-ট। সুকর, যে কর্ম সুখে করা যায়।

সুখকৃৎ (ত্রি) সুখং করোতি কৃ-ক্বিপ্ তুক্। সুকর, সুখে যাহা করা যায়।

সুখক্রিয়া (স্ত্রী) সুখস্য ক্রিয়া। সুখজনক ক্রিয়া, যে ক্রিয়া করিলে সুখ হয়।

সুখগ (ত্রি) সুখেন গচ্ছতীতি সুখ-গম-ড। সুখে গমনকারী। যিনি বিনা ক্লেশে গমন করেন।

সুখগন্ধ (ত্রি) সুখঃ সুখকরো গন্ধো যস্য। সুগন্ধযুক্ত, সুগন্ধ, যাহার গন্ধ সুখকর।

সুখগম (ত্রি) সুখ-গম-খচ্। সুগম।

সুখগম্য (ত্রি) সুখেন গম্যঃ। সুখ দ্বারা গমনযোগ্য।

সুখগ্রাহ্য (ত্রি) সুখেন গ্রাহ্যঃ। যাহা সুখদ্বারা গ্রহণ করা যায়।

সুখঙ্কর (ত্রি) সুখং করোতীতি কৃ-খচ্-মুম্। সুখকর, সুকর। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। সুখঙ্করী জীবন্তীবৃক্ষ। (রাজনি°) ২ সুখকরী।

সুখজ্জ্বণ (পুং) শিবমল্লীক। (ত্রিকা°)

সুখচর (ত্রি) সুখেন চরতি চর-ট। সুখগামী, সুখে বিচরণকারী। (পুং) ২ গ্রামবিশেষ। [সুকচর দেখ।]

সুখচার (পুং) সুখেন চরত্যনেনেতি চর-ঘঞ্। উৎকৃষ্টাশ্ব, সুন্দর ঘোটক। ইহাতে আরোহণ করিয়া সুখে বিচরণ করা যায়, এই জন্য ইহাকে সুখচার কহে।

সুখচ্ছায় (ত্রি) সুখা সুখকরী ছায়া যস্য। সুখকর ছায়াযুক্ত, সুখকর ছায়াবিশিষ্ট।

সুখচ্ছেদ্য (ত্রি) সুখেন ছেদ্যঃ। সুখদ্বারা ছেদনযোগ্য, সুখে ছেদনের উপযুক্ত।

সুখজাত (ত্রি) সুখেন জাতঃ, যদ্বা জাতং সুখং যস্যেতি। জাত-সুখ, সুখযুক্ত, সুখী, আমোদী।

"সুখজাতঃ সুখালীকো নৃশংসো মাল্যধারকঃ।" (ভট্টি ৫।৬৮)

(ক্লী) ২ সুখের জনম, সুখের উৎপত্তি।

"বচিত ভুজবন্ধনং জনয় রদখণ্ডনং

যেন বা ভবতি সুখজাতং।" (গীতগো° ১০।৩)

সুখড়, বর্ণগন্ধবণিকভেদ। [বণিক দেখ।]

সুখতস্ (অব্য°) সুখ-তসিল্। সুখ হিসাবে, সুখ হইতে। পঞ্চমী ও সপ্তমীর অর্থে তসিল্ প্রত্যয় হয়।

সুখতা (স্ত্রী) সুখস্য ভাবঃ তল্ টাপ্। সুখের ভাব বা ধর্ম, সুখত্ব।

সুখদ (ক্লী) সুখং দদাতীতি দা-ক। ১ বিষ্ণুর স্থান। ২ বিষ্ণুর আসন। (পুং) ৩ বিষ্ণু। (বিষ্ণুর সহস্রনাম) ৪ তালভেদ।

"বিংশত্যক্ষরসংযুক্তো একঃ সুখদসংজ্ঞকঃ।

শৃঙ্গারবীরয়োর্জ্ঞেয়ো গুরুণৈকেন মণ্ডিতঃ॥" (সঙ্গীতদামোদর)

ইহা একতাল, ইহাতে ২০ অক্ষর থাকে, এই অক্ষরের মধ্যে একটী গুরু, শৃঙ্গার ও বীররসে এই তাল দেয়। (ত্রি) ৫ সুখদাতা, যিনি সুখ দান করেন।

সুখদা (স্ত্রী) সুখদ-টাপ্। ১ সুখদায়িনী, সুখদাত্রী। ২ গঙ্গা।

"সদ্যঃপাতকসংহন্ত্রী সদ্যোদুঃখবিনাশিনী।

সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ॥" (গঙ্গার প্রণাম)

৩ স্বর্গবেশ্যা। (শব্দরত্না°) ৪ শমীবৃক্ষ। (রাজনি°)

সুখদায়ক (ত্রি) সুখস্য দায়কঃ। সুখদ, সুখদানকারী।

সুখদায়িন্ (ত্রি) সুখং দদাতি দা-ণিনি 'আতো যুক্চিণ্কৃতোঃ' ইতি যুগাগমঃ। সুখদ, সুখদানকারী। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। সুখদায়িনী রোহিণী, মাংসরোহিণী। (বৈদ্যকনি°)

সুখদুঃখময় (ত্রি) সুখদুঃখস্বরূপে ময়ট্। সুখ ও দুঃখস্বরূপ, সুখদুঃখরূপ।

সুখদুঃখিন্ (ত্রি) সুখদুঃখ অস্ত্যর্থে ইনি। সুখ ও দুঃখযুক্ত, সুখ ও দুঃখবিশিষ্ট। (ভাগবত ১০।৬০।৩৮)

সুখদৃশ্য (ত্রি) সুখেন দৃশ্যঃ। সুখদ্বারা দৃশ্য, সুখে দর্শনযোগ্য।

সুখদেবমিশ্র শৃঙ্গারলতা নামে অলঙ্কারগ্রন্থরচয়িতা।

সুখদোহ্যা (স্ত্রী) সুখেন দোহ্যা দোহনযোগ্যা। সুখসংদোহ্যা গাভী, যে গাভী দোহন করিতে কোনরূপ ক্লেশ হয় না। (হেম)

সুখন (ক্লী) সুখ।

সুখনাথ (পুং) মথুরাস্থিত দেবমূর্তিবিশেষ।

সুখনিবিষ্ট (ত্রি) সুখেন নিবিষ্টঃ। সুখদ্বারা নিবিষ্ট, সুখযুক্ত, সুখী।

সুখপর (ত্রি) সুখং পরং প্রধানং যস্য। সুখী।

সুখপেয় (ত্রি) সুখেন পেয়ঃ। সুখে পেয়, যাহা পান করিতে সুখ হয়, সুপেয়।

সুখপ্রকাশমুনি, সুপ্রসিদ্ধ চিৎসুখ মুনির শিষ্য, ইনি তত্ত্বপ্রদীপিকাব্যাখ্যা, ভাবদীপাবলিকাভাবপদটীকা, ন্যায়মকরন্দবিবেচনী, প্রত্যক্তত্ত্বদীপিকাটীকা, ভাবতোতনিকা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

সুখপ্রণাদ (পুং) সুখকর ধ্বনি। (ত্রি) ২ সুখকর ধ্বনিযুক্ত।

সুখপ্রদ (ত্রি) সুখং প্রদদাতি দা-ক। সুখদ, সুখপ্রদানকারী, সুখদাতা। (মার্কণ্ডেয়পু° ১০৮।৫৮)

সুখপ্রবোধক (ত্রি) সুখ-প্র-বুধ-ণিচ্-ণ্বুল্। সুখে প্রবোধনকারী, যিনি সুখে প্রবোধন করেন, যিনি বিনাক্লেশে নিদ্রাভঙ্গ করান।

সুখপ্রবেপ (ত্রি) সুখকর কম্পনবিশিষ্ট। মৃদু কম্পনযুক্ত।

সুখপ্রশ্ন (পুং) সুখবিষয়ক প্রশ্ন, সুখের কথাজিজ্ঞাসা।

সুখপ্রসব (পুং) সুখে প্রসব, বিনাক্লেশে প্রসব।

সুখপ্রসবন (ক্লী) সুখ-প্র-সূ-ল্যুট্। সুখপ্রসব।

সুখপ্রসবা (স্ত্রী) সুখেন প্রসবো যস্যাঃ। বিনাক্লেশে প্রসবকারিণী স্ত্রী।

সুখপ্রসুপ্ত (ত্রি) সুখেন প্রসুপ্তঃ। সুখসুপ্ত, যাহারা সুখে গাঢ় নিদ্রিত হইয়াছেন।

সুখপ্রাপ্তধন (ত্রি) সুখেন প্রাপ্তং ধনং যেন। যিনি সুখে ধন লাভ করিয়াছেন, অনায়াসে যিনি ধন পাইয়াছেন।

সুখপ্রাপ্য (ত্রি) সুখেন প্রাপ্যঃ। অনায়াসলভ্য, সুখদ্বারা প্রাপ্তির যোগ্য।

সুখবদ্ধ (ত্রি) প্রীতিকর, আনন্দদায়ক।

সুখবুদ্ধি (স্ত্রী) সুখা সুখকরী বুদ্ধিঃ। সুবুদ্ধি, সুখকরী বুদ্ধি, যে বুদ্ধিতে সুখ হয়।

সুখবোধ (পুং) সুখেন বোধঃ। সুখদ্বারা বোধ। অনায়াসে যাহা বুঝা যায়। ২ সুখে জাগরণ।

সুখবোধন (ক্লী) সুখেন বোধনং। সুখবোধ।

সুখভক্ষ (পুং) ১ শ্বেতশিগ্রু, সাদা সজিনা। (রাজনি°), সুখেন ভক্ষতীতি ভক্ষ-অচ্। (ত্রি) ২ সুখদ্বারা ভক্ষণকারী, বিনাক্লেশে ভোজনকারী।

সুখভক্ষ্য (পুং) শ্বেত মরিচ।

সুখভাগিন্ (ত্রি) সুখং ভজতে ভজ-ঘিনুণ্। সুখভোগী, সুখী, যিনি সুখভোগ করেন।

সুখভাজ্ (ত্রি) সুখং ভজতে ভজ-ণ্বি। সুখভোগী, সুখী।

সুখভুজ্ (ত্রি) সুখং ভুঙ্‌ক্তে ভুজ-ক্বিপ্। সুখভোগকারী, সুখী।

সুখভূ (ত্রি) সুখদ।

সুখভেদ্য (ত্রি) সুখেন ভেদ্যঃ। সুখে ভেদযোগ্য, যাহা অক্লেশে ভেদ করা যায়। মৃৎঘট, চর্ম ও অস্থি ইহারা সুখভেদ্য।

সুখভোগ (পুং) সুখস্য ভোগঃ। সুখের ভোগ, সুখলাভ, সুখ-

ক্রান্তি, যে সকল বিষয় লাভ করিলে আনন্দ বোধ হয় তাহাকে সুখভোগ কহে।

সুখভোজন (স্ত্রী) সুখে ভোজন, আয়াসে খাওয়া।

সুখময় (ত্রি) সুখ স্বরূপে ময়ট্। সুখস্বরূপ। যাহার সমস্তই সুখ। সজ্জন সুখময়, কারণ তাহার সমস্তই সুখ। স্ত্রিয়াং ঙীপ্, সুখময়ী।

সুখমানিন্ (ত্রি) আত্মানং সুখং মন্যতে মন-ণিনি। সুখবিবেচনাকারী, যে অবস্থায় থাকুন না কেন তাহাতে সুখ এইরূপ বিবেচনাকারী।

"রজোঽধিকাঃ কর্মপরা দুঃখে চ সুখমানিনঃ।" (ভাগ° ৩।১০।২৬)

সুখমুখ (পুং) যক্ষ। (তারনাথ)

সুখমোদ (পুং) শোভাঞ্জন বৃক্ষ, লাল সজিনা। (রাজনি°)

সুখমোদা (স্ত্রী) সুখং সুখকরো মোদো যস্যাঃ। শল্লকীবৃক্ষ।

সুখয়িতৃ (ত্রি) সুখ-ণিচ্ তৃচ্। সুখকারক, সুখদায়ক। স্ত্রিয়াং ঙীপ্, সুখয়িত্রী।

সুখরথ (ত্রি) শোভন অশ্বাদযুক্ত রথবিশিষ্ট।

"ইন্দ্রং সুখরথং দীয়মানং" (ঋক্ ৩।৩০।১) 'সুখরথং শোভনাক্ষাদ্যো রথো যস্য সুখরথং, সুষ্ঠু খনতি লিখতি ভূমিমিতি বা সুখং, তাদৃশরথং' (সায়ণ)

সুখরাজ (পুং) রাজভেদ। (রাজতর° ৫।২০৬)

সুখরাত্রি (কা) (স্ত্রী) সুখা সুখকরা রাত্রিঃ কর্মধারয় ইতি পক্ষে কপ্। দীপান্বিতা অমাবস্যার রাত্রি। কার্ত্তিকমাসের অমাবস্যার রাত্রিকে সুখরাত্রি কহে। এই অমাবস্যা তিথিতে স্নান, পিতৃগণের উদ্দেশে তর্পণ, পার্ব্বণশ্রাদ্ধ, সায়ংকালে উল্কাদান এবং প্রদোষে লক্ষ্মীপূজা করিতে হয়।

"তুলারাশিগতে ভানৌ অমাবস্যাং নরাধিপঃ।
স্নাত্বা দেবান্ পিতৄন্ ভক্ত্যা সম্পূজ্যাথ প্রণম্য চ॥
কৃত্বা তু পার্ব্বণশ্রাদ্ধং দধিক্ষীরগুড়াদিভিঃ।
ততোঽপরাহ্নসময়ে ঘোষয়েন্নগরে নৃপঃ॥
লক্ষ্মীঃ সংপূজ্যতাং লোকা উল্কাভিশ্চাপি বেষ্ট্যতাং॥" (তিথিতত্ত্ব)

অমাবস্যা তিথিতে এই সকলের অনুষ্ঠান করিবে, যদি অমাবস্যার দুই দিন প্রাপ্তি হয় তাহা হইলে কোন্‌-দিন এই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবে, তাহার ব্যবস্থা শাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে যে, যে স্থলে দর্শদ্বৈধ অর্থাৎ অমাবস্যা দুইদিন প্রাপ্তি হয়, তথায় প্রদোষব্যাপ্তি দ্বারা উহা নির্ণয় করিবে। যে দিন অমাবস্যা প্রদোষকাল পাইবে, সেই দিনই সুখরাত্রিকা হইবে। সেই প্রদোষকাল যদি আবার দুইদিনই পায়, তাহা হইলে যুগাদ্যা বশতঃ পরদিনেই প্রদোষকালে সুখরাত্রি হইবে এবং উভয় দিনই যদি প্রদোষকাল না পায়, তাহা হইলে পার্ব্বণশ্রাদ্ধের অনুরোধে উল্কাদান পরদিনে এবং লক্ষ্মীপূজা পূর্ব্বদিনে হইবে। পার্ব্বণশ্রাদ্ধের অনুরোধে ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শাস্ত্রে লিখিত আছে যে দিবাভাগে পার্ব্বণশ্রাদ্ধ করিয়া সায়ংকালে তবে উল্কাদান করিবে, সুতরাং পার্ব্বণশ্রাদ্ধ যখন পরদিন হইবে, তখন উল্কাদানও যে সেইদিনে কর্ত্তব্য ইহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এইরূপ স্থলে লক্ষ্মীপূজা পূর্ব্বদিন হইবে। কিন্তু পরদিন যদি একদণ্ড রাত্রিকাল অমাবস্যা পায় তাহা হইলে পরদিনেই সকল কৃত্য হইবে, পূর্ব্বদিন কিছুই হইবে না। অমাবস্যা রাত্রিকাল যদি মোটেও না পায়, তাহা হইলে পূর্ব্বদিন সুখরাত্রি হইবে।

"দর্শদ্বৈধে প্রদোষব্যাপ্ত্যা নির্ণয়ঃ।
তুলাসংস্থে সহস্রাংশৌ প্রদোষে ভূতদর্শয়োঃ।
উল্কাহস্তা নরাঃ কুর্য্যুঃ পিতৄণাং মার্গদর্শনং॥
উভয়তঃ প্রদোষব্যাপ্তৌ পরদিন এব যুগ্মাৎ—
দণ্ডৈকরজনীযোগো দর্শস্য স্যাৎ পরেঽহনি।
তদা বিহায় পূর্ব্বেদ্যুঃ পরেঽহ্নি সুখরাত্রিকা॥
উভয়ত্র প্রদোষাব্যাপ্তাবপি উল্কাদানং
পরদিনে পূর্ব্বোক্তপার্ব্বণানুরোধাৎ—
ভূতাহে যে প্রকুর্ব্বন্তি উল্কাগ্রহণচেতনাঃ।
নিরাশাঃ পিতরো যান্তি শাপং দত্ত্বা সুদারুণং॥
অত্রৈব লক্ষ্মীঃ পূর্ব্বাহ্নে রাত্রৌ পূজ্যা—
অমাবস্যা যদা রাত্রৌ দিবাভাগে চতুর্দ্দশী।
পূজনীয়া তদা লক্ষ্মীর্বিজ্ঞেয়া সুখরাত্রিকা॥" (তিথিতত্ত্ব)

এই তিথির সুখরাত্রি নাম হইবার কারণ ব্রহ্মপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে যে কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে ভগবান্ কেশব দেবগণকে অভয় দেন, দেবগণ অভয় পাইয়া ক্ষীরোদার্ণবশায়ীতে সুখে সুপ্ত এবং লক্ষ্মীও দৈত্যভয় হইতে মুক্ত হইয়া অম্বুজোদরে সুখে সুপ্তা হইয়াছিলেন, এইজন্য তদবধি এই রাত্রিকে সুখরাত্রিকা কহে। এই সুখরাত্রিপ্রদোষে দিবাভাগে বাল, বৃদ্ধ ও আতুর ব্যতীত কেহই ভোজন করিবে না। এইদিন প্রদোষকালে লক্ষ্মীপূজা করিয়া চারিদিক্ দীপাবলিদ্বারা সুশোভিত করিতে হয়। প্রদোষকালে লক্ষ্মীপূজা করিয়া ব্রাহ্মণ, জাতি ও বন্ধুবান্ধবকে ভোজন করাইয়া স্বয়ং ভোজন করিতে হয়।

"অমাবস্যাং যদা দেবাঃ কার্ত্তিকে মাসি কেশবাৎ।
অভয়ং প্রাপ্য সুপ্তাশ্চ ক্ষীরোদার্ণবসানুষু॥
লক্ষ্মী দৈত্যভয়ান্মুক্তা সুখং সুপ্তাম্বুজোদরে।
চতুর্যুগসহস্রান্তে ব্রহ্মা স্বপিতি পঙ্কজে॥
অতোঽত্র বিধিবৎ কার্য্যা মনুজৈঃ সুখরাত্রিকা।
দিবা তত্র ন ভোক্তব্যমৃতে বালাতুরাজ্জনাৎ॥"

প্রদোষসময়ে লক্ষ্মীং পূজয়িত্বা যথাক্রমং।
দীপবৃক্ষাস্তথা কার্য্যা শক্ত্যা দেবগৃহেষপি॥" (ব্রহ্মপু°)

সুখরাত্রিতে যথাবিধানে লক্ষ্মীপূজা করিয়া সুখে নিদ্রিত হইবে, তৎপরে প্রাতঃকালে অভিযোক্ত কর্ম্ম করিতে হয়। এই দিন সমস্ত রাত্রি প্রদীপ জ্বালিয়া রাখিতে হয়। প্রাতঃকালে বন্ধুবান্ধব ও শত্রু সকলকেই বাক্য দ্বারা কুশলপ্রশ্ন এবং উক্ত প্রদীপবন্দন করিয়া অঙ্গে গোরোচনা ও অলক্ত লেপন করিয়া লক্ষ্মীপূজা করিতে হয়।

'সুখরাত্রেঃ প্রভাতে প্রদীপোজ্জ্বলিতালয়ে।
বন্ধুর্বন্ধুজনেভ্যশ্চ বাচা কুশলমর্চ্চয়েৎ॥
প্রদীপবন্দনং কার্য্যং লক্ষ্মীমঙ্গলহেতবে।
গোরোচনালক্তকৈশ্চ মণ্ডয়েদ্বৃ সর্ব্বতঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

সুখরাত্রির প্রভাতকালে নিম্নোক্ত মন্ত্রপাঠ করিয়া লক্ষ্মীপূজা করিতে হয়।

"বিশ্বরূপস্য ভার্য্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে।
মহালক্ষ্মি নমস্তুভ্যং সুখরাত্রিং কুরুষ্ব মে॥
বর্ষাকালে মহাঘোরে যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতং।
সুখরাত্রিপ্রভাতেঽদ্য তন্মে লক্ষ্মীর্ব্যপোহতু॥
যা রাত্রিঃ সর্ব্বভূতানাং যা চ দেবেষ্ববস্থিতা।
সংবৎসরপ্রিয়া যা চ সা মমাস্তু সুমঙ্গলা॥
মাতা ত্বং সর্ব্বভূতানাং দেবানাং সৃষ্টিসম্ভবা।
আখ্যাতা ভূতলে দেবি সুখরাত্রি নমোঽস্তু তে॥" (তিথিতত্ত্ব)

সুখলক্ষ্য (ত্রি) সুখেন লক্ষ্যঃ। সৌম্যমূর্ত্তি।

সুখবৎ (ত্রি) সুখমস্যাস্তীতি মতুপ্ মস্য ব। সুখযুক্ত, সুখবিশিষ্ট, সুখী। (অব্য°) সুখমিব ইত্যর্থে বতি। ২ সুখতুল্য, সুখের ন্যায়।

সুখবত্তা (স্ত্রী) সুখবতো ভাবঃ তল্-টাপ্। সুখীর ভাব বা ধর্ম্ম, সুখ, আনন্দ।

সুখবর্দ্ধক (পুং) সুখং বর্দ্ধয়তি উদ্দীপয়তীতি বর্দ্ধ-ণিচ্-ণ্বুল্। সর্জ্জিকাক্ষার, চলিত সাজিমাটী। (অমর)

সুখবর্চ্চস্ (পুং) সুখং বর্চ্চয়তীতি বর্চ্চ-অসুন্। সর্জ্জিকাক্ষার।

সুখবর্ম্মন্ (পুং) রাজভেদ। (রাজতর° ৪।৭০৭) ২ সুক্তাবিতাবলীধৃত প্রাচীন কবি।

সুখবহ (ত্রি) বহতীতি বহ-অচ্, সুখস্য বহঃ। সুখদাতা।

সুখবাস (পুং) সুখং সুখকরো বাসো যস্য। ১ ফলবিশেষ, চলিত তরমুজ, পর্য্যায় শীর্ণবৃন্ত। (রত্নমালা) (ত্রি) ২ সুখে অবস্থানকারী, যাহার বাস অর্থাৎ অবস্থান সুখকর।

সুখবাসন (পুং) সুখং বাসয়তীতি বস-ণিচ্-ল্যু। সুখবাসন গন্ধদ্রব্য।

'সুখবাসকরো গন্ধ আমোদো সুখবাসনঃ।
সুখবাসন ইত্যেকে শুভবাসন ইত্যপি॥' (শব্দরত্না°)

সুখবিষ্ণু, সুক্তাবিতাবলীধৃত একজন প্রাচীন কবি।

সুখবীক্ষ্য (ত্রি) সুখবীক্ষণযোগ্য, সুদৃশ্যদর্শনযোগ্য।

সুখশয়ন (ক্লী) সুখং সুখকরং শয়নং শয্যা। সুখজনক শয্যা।

সুখশয়া (স্ত্রী) সুখে শেতে শয়নং যস্যাঃ। সুখে শয়নকারিণী স্ত্রী।

সুখশয্যা (স্ত্রী) সুখজনক শয্যা, সুকোমল দুগ্ধফেননিভশয্যা।

সুখশর্ম্মন্, সুক্তাবিতাবলীধৃত প্রাচীন কবি।

সুখশায়িন্ (ত্রি) সুখং শেতে শী-ণিনি। সুখশয়নকারী, যিনি সুখে শয়ন করেন। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। সুখশায়িনী, সুখে শয়নকারিণী।

সুখশীত (ত্রি) সুখকর অথচ শীতল। (রামায়ণ ৩।৭৮।১৩)

সুখশ্রব (ত্রি) শ্রুতিসুখকর, সুখশ্রবণযুক্ত।

সুখশ্রাব্য (ত্রি) সুখশ্রবণযোগ্য।

সুখসংযুক্ত (ত্রি) সুখেন সংযুক্তঃ। সুখদ্বারা সংযুক্ত, যাহারা সুখে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। (রামায়ণ ২।৬১।৩)

সুখসংবেদ্য (ত্রি) শ্রুতিসুখকর।

সুখসংসুপ্ত (ত্রি) সুখেন সংসুপ্তঃ। সুখসুপ্ত, যিনি সুখে নিদ্রিত হইয়াছেন।

সুখসংস্থ (ত্রি) সুখে সংস্থা স্থিতি র্যস্য। সুখে অবস্থানকারী।

সুখসংস্পর্শ (পুং) সুখজনক সংস্পর্শ, সুখস্পর্শ, যে স্পর্শ সুখকর।

সুখসঞ্চার (ত্রি) সুখে সঞ্চরণযুক্ত। (পুং) সুখে বিচরণ।

সুখসঞ্চারিন্ (ত্রি) সুখে সঞ্চরতি চর-ণিনি। সুখে সঞ্চরণশীল, যাহারা সুখে বিচরণ করেন।

সুখসন্দুহ্যা (স্ত্রী) সুশীলা গাভী, যে গাভী সুখে দোহন করা যায়। (অমর)

সুখসন্দোহ্যা (স্ত্রী) সুখেন সন্দোহ্যা। সুশীলা গাভী, পর্য্যায় সুব্রতা, সুখদুহ্যা, সুখদোহ্যা। (হেম)

সুখসম্বোধ্য (ত্রি) সুখেন সম্বোধ্যঃ। সুখবোধ্য, সুখদ্বারা যাহার বোধ হয়, অনায়াসবোধ্য।

সুখসলিল (ক্লী) সুখজনকং সলিলং। উষ্ণোদক, উষ্ণজল, সুখাম্বু, সুখোদক। জল উষ্ণ করিয়া সেবন করিলে তাহার আর কোন দোষ থাকে না। বিশুদ্ধ বলিয়া বৈদ্যকে ঐ জলকে সুখসলিল বলা হইয়াছে। (চক্রদ°)

সুখসাধ্য (ত্রি) সুখেন সাধ্যঃ। সুখদ্বারা সাধ্য, যাহা অক্লেশে সাধন করা যায়।

সুখসুপ্ত (ত্রি) সুখেন সুপ্তঃ। সুখে নিদ্রিত।

সুখসুপ্তি (স্ত্রী) সুখেন সুপ্তিঃ। সুখনিদ্রা।

সুখসেচক (ত্রি) সুখে সেচনকারী।

সুখসেব্য (ত্রি) সুখেন সেব্যঃ। সুখে সেবনযোগ্য।

সুখস্থ (ত্রি) সুখে তিষ্ঠতীতি স্থা ক। সুখে অবস্থানকারী, সুখী।

সুখস্পর্শ (পুং) সুখজনক স্পর্শ, যাহার সংস্পর্শে সুখ বোধ হয়।

সুখস্বাপ (পুং) ১ সুখে নিদ্রা। (ত্রি) সুখঃ স্বাপো যস্য। ২ সুখসুপ্ত।

সুখহস্ত (ত্রি) সুখকর।

সুখা (স্ত্রী) সুখমস্ত্যস্যামিতি অচ্-টাপ্। ১ বরুণপুরী।

সুখাকর, কাব্যগীতিকারচয়িতা।

সুখাগত (ক্লী) সুখ-আ-গম-ভাবে ক্ত, সুখং আগতং। সুখে আগমন। "স্বাগতং তে হরিশ্রেষ্ঠ সুখাগতমরিন্দম।"(রামায়ণ ৬।৮৫।৭)

সুখাজাত (পুং) শিব। 'সুখেন আজাতঃ বুদ্ধিবিশয়ে সতি আবির্ভূতঃ' (ভারতটীকায় নীলকণ্ঠ)

সুখাদি (ত্রি) শোভন হবির্ভক্ষয়িতা, যিনি শোভন হবির্ভক্ষণ করেন। "তে স্বশিতাত্ত বক্ষিঃ খাদুরঃ" (ঋক্ ১।৮৭।৬) 'সুখাদয়ঃ শোভনস্য হবিষো ভক্ষয়িতারঃ, সুখাদ্‌রূপে ঔপাদিক ই, শোভনা খাদির্ভক্ষণং যেষাং' (সায়ণ)

সুখাদি (পুং) সুখশব্দ আদি করিয়া পাণিন্যুক্ত শব্দগণ।

সুখাদিত (ত্রি) সু খাদ-ক্ত। সুভক্ষিত, সুষ্ঠুরূপে ভক্ষিত।

"খান সুখাদিতান্" (শুক্লযজুঃ ১১।৭৮)

'সুখাদিতান্ সুষ্ঠু খাদিতান্ ভক্ষিতান্' (মহীধর)

সুখাধার (পুং) সুখানামাধারঃ। স্বর্গ, স্বর্গলোক সুখের আধারস্বরূপ, এখানে সকলই সুখী। (শব্দরত্না°) (ত্রি) ২ সুখের আধারমাত্র।

সুখানন্দ (পুং) ১ শাক্ত আচার্য্যভেদ। ২ বসুমোহমচন্দ্রিকা। ৩ একজন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবভক্ত। ভবিষ্যভক্তিমাহাত্ম্যে এই ভক্তের চরিত্র বর্ণিত আছে।

সুখাপ (ত্রি) সুখেন আপ্যোতি সুখ-আপ-খল্। সুখেনাপ্রাপণীয়, যাহা সুখে লাভ করা যায়।

"নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ॥"

(ভাগবত ১০।৯।২১)

সুখাপ্লব (ত্রি) সুখে অবগাহন।

সুখাভ্যুদয়িক (ত্রি) সুখ ও অভ্যুদয়যুক্ত।

"সুখাভ্যুদয়িকঞ্চৈব নৈঃশ্রেয়সিকমেব চ।
প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ দ্বিবিধং কর্ম বৈদিকং॥" (মনু ১২।৮৮)

বৈদিক কর্মসকল দুই শ্রেণীতে বিভক্ত প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত। প্রবৃত্তিমূলক যে সকল কর্ম তাহার অনুষ্ঠানে সুখ ও অভ্যুদয় লাভ এবং নিবৃত্তিমূলক কর্মে নিঃশ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে।

সুখাম্বু (ক্লী) সুখজনকং অম্বু। উষ্ণজল। (সুশ্রুত)

সুখায়ত (পুং) সুখেন আযম্যতে ইতি আ-যম-ক্ত। সুশিক্ষিত অশ্ব।

'সুখায়তঃ শুভমুখঃ সুখচারঃ সুখাসনঃ।' (শব্দমালা)

সুখায়ন (পুং) সুখেন অয়তি গচ্ছতি অনেনেতি অয়-ল্যুট্।

সুখারাধ্য (ত্রি) সুখেন আরাধ্যঃ। সুখে আরাধনীয়, যাঁহাকে আরাধনা করা যায়।

"তং সুখারাধ্যমৃজুভিরনন্যশরণৈর্নৃভিঃ।
কৃতজ্ঞঃ কো ন সেবেত দুরারাধ্যমসাধুভিঃ॥"

(ভাগবত ৩।১৯।৩৪)

সুখারোহণ (ত্রি) সোপান, সহজে যাহাতে উঠা যায়।

সুখার্থ (পুং) সুখায় অর্থঃ। সুখের নিমিত্ত, সুখের জন্য।

সুখার্থিন্ (ত্রি) সুখমর্থয়িতুং শীলমস্য অর্থি-ণিনি। সুখকামী, যাহারা সুখ প্রার্থনা করে। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। সুখার্থিনী।

সুখালুকা (স্ত্রী) জীবন্তীভেদ। (রাজনি°)

সুখাবগম (পুং) সুখস্য অবগমঃ। সুখপ্রাপ্তি, সুখলাভ।

সুখাবৎ (ত্রি) সুখবৎ।

সুখাবতী (স্ত্রী) বৌদ্ধদিগের মতে স্বর্গবিশেষ।

সুখাবতীদেব (পুং) সুখাবত্যাঃ দেবঃ। বুদ্ধ।

সুখাবতীশ্বর (পুং) সুখাবত্যা ঈশ্বরঃ। ১ বুদ্ধভেদ। (হেম) ২ বৌদ্ধমতে দেবভেদ।

সুখাববোধ (পুং) সুখস্য অববোধঃ জ্ঞানং। সুখের অববোধ, সুখজ্ঞান।

সুখাবল (পুং) রাজভেদ, নৃচক্ষুর পুত্র। (বিষ্ণুপু° ৪।২১।৩)

সুখাবহ (পুং) আবহতীতি আ-বহ-অচ্। সুখস্য আবহঃ। সুখদাতা, সুখ প্রদানকারী।

সুখাবৃত (ত্রি) সুখেন আবৃতঃ ব্যাপ্তঃ। সুখদ্বারা আবৃত, যিনি সকল সুখে ব্যাপ্ত।

"সুখায় দুঃখমোক্ষায় সংকল্প ইহ কর্ম্মিণঃ।
সদাপ্নোতীহয়া দুঃখমনীহায়াঃ সুখাবৃতঃ॥"

(ভাগবত ৭।৭।৪২)

সুখাশ (পুং) সুখা সুখযুক্তা আশা যস্য, যদ্বা সুখাৎ পুণ্যাৎ শেতে ইতি শী-ড। ১ বরুণ। সুখেন অশ্যতে ইতি অশ-ঘঞ্। ২ রাজতিনিশ। অশ ভোজনে ভাবে ঘঞ্, সুখেন আশঃ। ৩ সুখভোজন। (ত্রি) সুখে সুখভোগে আশা যস্য। ৪ সুখভোগের আশাযুক্ত।

সুখাশক (পুং) সুখাশ এব স্বার্থে কন্। রাজতিনিশ।

সুখাশা (স্ত্রী) সুখস্য আশা। সুখের আশা, সুখের অভিলাষ।

সুখাশ্রয় (ত্রি) সুখস্য আশ্রয়ঃ। সুখাধার।

সুখাসন ১ (ক্লী) সুখজনক আসন। ২ নৌকায় বসিবার শ্রেষ্ঠ আসন।

সুখাসিকা (স্ত্রী) স্বাস্থ্য।

সুখাসীন (ত্রি) সুখং আসীনঃ। সুখে উপবিষ্ট।

সুখাসুখ (ক্লী) সুখমসুখং। সুখ ও অসুখ, সুখদুঃখ।

সুখিতা (স্ত্রী) সুখিনো ভাবঃ তল্‌ টাপ্‌। সুখিত, সুখীর ভাব বা ধর্ম, সুখ, আনন্দ।

সুখিন্‌ (ত্রি) সুখমস্ত্যস্যেতি সুখ-ইন্‌। সুখবিশিষ্ট, সুখযুক্ত।

সুখীনল (পুং) রাজভেদ, সুচক্ষুর পুত্র। (ভাগ° ৯।২২।৪০) বিষ্ণুপুরাণে ইহার পাঠান্তর সুখীবল এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

সুখেতর (ক্লী) সুখাদিতরঃ। সুখ হইতে ভিন্ন, দুঃখ।

সুখেষ্ঠ (পুং) সুখে তিষ্ঠতীতি স্থা-ক, অলুক্‌ সমাসঃ। শিব, মহাদেব।

সুখৈষিত (ত্রি) সুখাবিষ্ট।

সুখোচ্ছেদ্য (ত্রি) সুখেন উচ্ছেদ্যঃ। সুখদ্বারা উচ্ছেদযোগ্য, যাহা অনায়াসে উচ্ছেদ করা যায়।

সুখোৎসব (পুং) সুখকরঃ উৎসবো যস্মাৎ। পতি। (ত্রিকা°) ২ সুখজনক উৎসব, আনন্দোৎসব।

সুখোদক (ক্লী) সুখজনকমুদকং। সুখোষ্ণজল, সুখজনক উষ্ণজল, সুখসলিল। (রত্নমালা)

সুখোদয় (ত্রি) সুখস্য উদয়ো যস্মিন্‌। সুসময়, যে সময়ে সুখ হয়। (পুং) ২ সুখের উদয়, সুখের আগম।

সুখোদর্ক (ত্রি) সুখঃ সুখকর উদর্কো যস্য। যাহার উত্তরকাল সুখকর, যাহার ভাবিকাল শুভ।

"প্রেত্যেহ চ সুখোদর্কান্‌ প্রজাবেক্ষান্‌ নিবোধত" (মনু ১।২৫)

'উদর্কঃ আগামীকালঃ স সুখো যেষাং' (মেধাতিথি)

সুখোদ্য (ত্রি) সুখেন উদ্যতে বদ-ক্যপ্‌। সুখোচ্চার্য, যাহা সুখে উচ্চারণ করিতে পারা যায়, যাহা উচ্চারণ করিতে কোন রূপ কষ্ট হয় না, স্ত্রীদিগের নামকরণকালে সুখোচ্চারণীয় নাম রাখিবে।

"স্ত্রীণাং সুখোদ্যমক্রূরং বিস্পষ্টার্থং মনোহরং।
মাঙ্গল্যং দীর্ঘবর্ণান্তমাশীর্বাদাভিধানবৎ ॥" (মনু ২।৩৩)

'সুখোদ্যং সুখেন উদ্যতে সুখোদ্যং স্ত্রীবালৈরপি যৎসুখেন উচ্চারয়িতুং শক্যতে তৎস্ত্রীণাং নামকর্তব্যং' (মেধাতিথি)

সুখোপগম্য (ত্রি) সুখেন উপগম্যঃ। সুখদ্বারা উপগমনীয়, সুখে উপগমনযোগ্য।

সুখোপবিষ্ট (ত্রি) সুখেন উপবিষ্টঃ। সুখদ্বারা উপবিষ্ট, যিনি সুখে উপবেশন করিয়াছেন।

সুখোপায় (পুং) সুখস্য উপায়ঃ। সুখের উপায়, যে উপায় অবলম্বন করিলে সুখ হয়, তাহাকে সুখোপায় কহে। ধর্মই একমাত্র সুখের উপায়, ধর্মপথে চলিলে সুখ হইবেই হইবে। (ত্রি) সুখঃ উপায়ঃ যস্য। ২ সুখকর উপায়বিশিষ্ট।

সুখোজ্জিক (পুং) সর্জিকাক্ষার, সাজিমাটি। (রাজনি°)

সুখোষিত (ত্রি) সুখ-বস ক্ত। যিনি সুখে বাস করিয়াছেন, যিনি সুখে কালযাপন করিয়াছেন।

সুখোষ্ণ (ত্রি) সুখ ও উষ্ণ, সুখজনক অথচ উষ্ণ।

সুখ্যাতি (স্ত্রী) সু শোভনা খ্যাতিঃ। প্রশংসা, যশঃ, প্রসিদ্ধি।

সুগ (ক্লী) সুখেন গচ্ছতি নির্যাতীতি গম-ড। ১ বিষ্ঠা। (শব্দচ°) সুখেন গচ্ছত্যনিরিতি (সুদুরোরধিকরণে। পা ৩।২।৪৮) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা ড। ২ সুখগম্য দেশাদি, যে সকল স্থানে সুখে গমন করা যায়। (ত্রি) ৩ সুন্দরগামী, উত্তমরূপে যিনি গমন করেন। সুষ্ঠু গায়তীতি গৈ-ক। সুগায়ক, শোভনগীতশালী। (ভাগবত ১০।১২২।৩৪)

সুগণ্‌ (ত্রি) সু গণয়তীতি গণ-কিপ্‌। সুন্দর গণক।

সুগণক (পুং) সু শোভনঃ গণকঃ। উত্তম গণক, যাহারা উত্তমরূপে গণনা করিতে পারেন।

সুগত (পুং) সু শোভনং গতং গমনং জ্ঞানং বা অস্যেতি। ১ বুদ্ধ। (অমর) ২ তন্মতাবলম্বী, যাহারা বুদ্ধমতগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদিগকেও সুগত কহে। (ত্রি) ৩ সুন্দরগমনবিশিষ্ট।

সুগতাবদান (ক্লী) বৌদ্ধদিগের গ্রন্থবিশেষ।

সুগতি (পুং) শোভনা গতি র্যস্য। অতীতকল্পীয় অর্হৎবিশেষ। (হেম) ২ গ্রন্থকর্তৃভেদ। স্মার্ত রঘুনন্দন ইহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ৩ গয়ের পুত্রবিশেষ। (ভাগবত ৫।১৫।১৩) (ত্রি) শোভনা গতি র্যস্য। ৪ শোভন গতিশীল। (স্ত্রী) ৫ সদ্গতি, উত্তম গতি। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে কন্যা পরিগ্রহ করিয়া যাঁহারা পাপাচরণ করেন না, এক মাত্র তাঁহারাই সুগতিলাভ করিয়া থাকেন। সুগতি লাভকামী ব্যক্তিগণের পাপ পরিহার করা সর্বতোভাবে বিধেয়।

সুগন্ধ (ক্লী) শোভনো গন্ধো যস্য। ১ গন্ধতৃণবিশেষ, চলিত নাগরমুথা, রামকর্পূর। ২ ক্ষুদ্র জীরক। ৩ এলবালুক। ৪ বৃহৎ গন্ধতৃণ। ৫ নীলোৎপল, নীলশুঁদি। ৬ শ্রীখণ্ডচন্দন, শ্বেতচন্দন। ৭ রক্তচন্দন। ৮ গন্ধবাজ। ৯ গ্রন্থিপর্ণ, গেঁঠেলা। (পুং) ১০ রক্ত শিগ্রু, লাল সজিনা। ১১ গন্ধক। ১২ চণক। ১৩ ক্ষুদ্রক। ১৪ কুন্দপাদ। ১৫ কুন্দুরু। ১৬ সুগন্ধগন্ধশালীনির্যাস। ১৭ কুম্ভভেদ। (ভাবপ্র°) (ত্রি) ১৮ উত্তম গন্ধবিশিষ্ট। যে স্থলে সমবায় ভিন্ন অন্য সম্বন্ধে গন্ধ বর্তমান থাকে, তথায় সুগন্ধ এইরূপ পদ হয়, নচেৎ সুগন্ধি হইয়া থাকে।

সুগন্ধ গন্ধবহ, বায়ু উত্তম গন্ধ বহন করিতেছে, বায়ু গন্ধ বহন করিতেছে, এই স্থলে সংযোগসম্বন্ধে গন্ধ আছে, এই জন্য উহা সুগন্ধ হইয়াছে, সুগন্ধি পুষ্প, পুষ্প সুগন্ধযুক্ত এই স্থলে পুষ্পে যে গন্ধ, তাহা সমবায়সম্বন্ধে আছে, এই জন্য উহা সুগন্ধ না হইয়া সুগন্ধি এইরূপ হইল। সমবায়সম্বন্ধে গন্ধযুক্ত হইলে সুগন্ধি, এবং সমবায় ভিন্ন অন্য সম্বন্ধবিশিষ্ট হইলে সুগন্ধ এই পদ হইবে।

২০ শালিধান্যবিশেষ, দেবশালি। ২১ মরুবক। ২২ শিলারস। ২৩ শ্বেতকেতকী। ২৪ অতিমুক্তক। ২৫ কশেরু, কেশুর। ২৬ বনবর্বরিকা, শ্বেতবর্বর। ২৭ কুন্দবৃক্ষ। (রাজনি°)

সুগন্ধক (পুং) শোভনো গন্ধো যস্য, কন্। ১ রক্ততুলসী। ২ গন্ধক। ৩ কর্কোটক। ৪ শালিধান্যভেদ। রক্তশালি।

"রক্তশালিঃ সকলমঃ পাণ্ডুকঃ শকুনাহৃতঃ।
সুগন্ধকঃ কর্দমকো মহাশালিশ্চ দূষকঃ॥" (ভাবপ্রকাশ)

৫ গন্ধতুলসী, চলিত দুলালতুলসী। (পর্য্যায়মুক্তা°) ৬ ধরণীকন্দ। (বৈদ্যকনি°) ৭ বৃহৎ গন্ধতৃণ, চলিত বড়গন্ধতৃণ। ৮ দ্রোণপুষ্পী। চলিত ঘলঘসা। ৯ নাগরঙ্গবৃক্ষ।

সুগন্ধকেশর (পুং) রক্ত শিগ্রু, চলিত লালসজিনা। (বৈদ্যকনি°)

সুগন্ধগন্ধক (পুং) গন্ধক। (বৈদ্যকনি°)

সুগন্ধগন্ধা (স্ত্রী) সুগন্ধো গন্ধো যস্যাঃ। দারুহরিদ্রা।

সুগন্ধচন্দ্রী (স্ত্রী) সুগন্ধ শঠী। (বৈদ্যকনি°)

সুগন্ধতৃণ (ক্লী) সুগন্ধং তৃণং। তৃণভেদ, পুদিনা, গন্ধতৃণ।

সুগন্ধতৈলনির্য্যাস (ক্লী) সুগন্ধঃ তৈলস্য নির্য্যাসো যত্র। জবাদি নামক গন্ধ দ্রব্য। (রাজনি°)

সুগন্ধত্রয় (ক্লী) সুগন্ধদ্রব্যাণাং ত্রয়ং। চন্দন, বালক ও নাগকেশর। (বৈদ্যকনি°)

সুগন্ধত্রিফলা (স্ত্রী) জাতীফল, লবঙ্গ ও এলাচি। (বৈদ্যকনি°) রাজনির্ঘণ্টমতে জাতীফল, পূগফল ও লবঙ্গকলিকাফল।

"জাতীফলং পূগফলং লবঙ্গকলিকাফলং।" (রাজনি°)

সুগন্ধন (ক্লী) জীরক। (বৈদ্যকনি°)

সুগন্ধপত্রা (স্ত্রী) সুগন্ধানি পত্রাণি যস্যাঃ। রুদ্রজটা। (রাজনি°)

সুগন্ধপত্রী (স্ত্রী) জাতীপত্রী, জয়িত্রী। (বৈদ্যকনি°)

সুগন্ধফল (ক্লী) কক্কোল, কাঁকলা। (বৈদ্যকনি°)

সুগন্ধভূতৃণ (ক্লী) সুগন্ধো ভূতৃণং। গন্ধতৃণ, চলিত পুদিনা, গুণ— সুগন্ধি, দীপক, রসায়ন, স্নিগ্ধ, মধুর, শীতল, কফনাশক, পিত্তঘ্ন, ও শ্রমনাশক।

সুগন্ধমুখ্যা (স্ত্রী) সুগন্ধেষু সুগন্ধদ্রব্যেষু মুখ্যা শ্রেষ্ঠা। কস্তুরিকা, মৃগনাভি। (বৈদ্যকনি°)

সুগন্ধমূত্রপতন (পুং) সুগন্ধমূত্রং পতনং যস্য। সুগন্ধমার্জ্জার, গন্ধ গকুল, ইহাদের মূত্র গন্ধযুক্ত, এই জন্য ইহাদের এই নাম হইয়াছে।

সুগন্ধমূলা (স্ত্রী) সুগন্ধং মূলং যস্যাঃ। ১ স্থলপদ্মিনী, স্থলপদ্ম। ২ রাস্না। (রাজনি°) ৩ আমলকী। (বৈদ্যকনি°) ৪ লবলী-বৃক্ষ। চলিত নোয়াড় বা নড় গাছ। (ভাবপ্র°)

সুগন্ধমূলী (স্ত্রী) সুগন্ধশঠী। (বৈদ্যকনি°)

সুগন্ধমূষিকা (স্ত্রী) সুগন্ধা মূষিকা। ছুছুন্দরী, চলিত ছুঁচা, ইহার গাত্র অতি দুর্গন্ধ এই জন্য ইহার এই নাম হইয়াছে। (বৈদ্যকনি°)

সুগন্ধবল্কল (ক্লী) ত্বক্, গুড়ত্বক্। (বৈদ্যকনি°)

সুগন্ধবৈরজাত্য (ক্লী) রোহিষতৃণ। সুগন্ধতৃণ।

সুগন্ধশালি (পুং) স্বনামখ্যাত শালিধান্যবিশেষ, দাউদ খানি, কামিনী, সরু, বাঁশকাঠি প্রভৃতি সুগন্ধশালির অন্তর্গত, এই সকল শালি অতি সুগন্ধ, এবং এই তণ্ডুলের অন্ন পাককালে গন্ধে চারিদিক্ আমোদিত হয়। তণ্ডুলের মধ্যে সুগন্ধশালি সকলের শ্রেষ্ঠ। ইহা যেমন সরু তেমনি সুগন্ধ। গুণ—রুচ্য, কফ, পিত্ত ও অস্র-নাশক। (রাজনি°)

সুগন্ধষট্ক (ক্লী) সুগন্ধানাং সুগন্ধদ্রব্যাণাং ষট্কং। বৈদ্যকোক্ত ৬টী সুগন্ধ দ্রব্য, যথা জায়ফল, কাঁকলা, লবঙ্গ, বালা, কর্পূর ও সুপারি এই ৬টী ফল।

সুগন্ধসার (পুং) শালবৃক্ষ, সেগুণগাছ। (বৈদ্যকনি°)

সুগন্ধা (স্ত্রী) শোভনো গন্ধো যস্যাঃ। ১ রাস্না। ২ স্পৃক্কা, চলিত পিড়িংশাক। ৩ কৃষ্ণজীরক। ৪ তিলবাসিনীশালি। ৫ শল্লকীবৃক্ষ। ৬ গন্ধরাস। ৭ বন্ধ্যাকর্কোটকী। ৮ নীল সিন্ধুবার, চলিত নীল নিসিন্দা। ৯ শঠী। ১০ রুদ্রজটা। ১১ এলবালুক। শতপুষ্পী, চলিত শুল্‌ফা। ১৩ নাকুলী নামক কন্দশাক। ১৪ বনমল্লিকা, সেউতী। ১৫ স্বর্ণযূথিকা। ১৬ মাধবীলতা। (রাজনি°) ১৭ অনন্তা, অনন্তমূল। ১৮ মাতুলুঙ্গ লেবুগাছ। (পর্য্যায়মুক্তা°) ১৯ গন্ধপত্রীতৃণ। ২০ তুলসী। (রত্নমালা) ২১ হুগলী জেলাস্থিত এক প্রসিদ্ধ গ্রাম। ২২ পীঠস্থানস্থিত দেবীভেদ। দেবীভাগবতমতে মাধববনে সুগন্ধা-দেবী বিরাজিতা আছেন।

"কোটবী কোটতীর্থে তু সুগন্ধা মাধবে বনে।" (৭।৩০।৬৮)

সুগন্ধাঢ্য (ত্রি) সুগন্ধেন আঢ্যঃ। সুগন্ধবিশিষ্ট, সুগন্ধবিশিষ্ট দ্রব্য।

সুগন্ধাঢ্যা (স্ত্রী) ১ কুব্জমল্লিকা। ২ বটপত্রমল্লিকা। ৩ সুগন্ধ শালিধান্যবিশেষ। (রাজনি°)

সুগন্ধামালক (ক্লী) সুগন্ধমামলকং। মিলিত ঔষধবিশেষ। আমলকী চূর্ণ করিয়া উহার সহ সর্ব্বৌষধিগণের সহিত যোগ করিতে হয়।

"সর্ব্বৌষধিসমাযুক্তাঃ শুক্রামলকসম্ভবঃ।
যদা তদায়ং যোগঃ স্যাৎ সুগন্ধামলকাভিধঃ॥" (রাজনি°)

'সুগাৰ্হপত্যাঃ শোভনগাৰ্হপত্যযুক্তাঃ' (সায়ণ)

সুগালি—বেদিয়া ও য়ুরোপীয় জিপ্‌সীর মত এক ভ্রমণশীল জাতি। সাধারণতঃ মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর আর্কট জেলার নানা স্থানে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা বিচিত্র বেশভূষা করিয়া বেড়ায় ও সুবিধা পাইলেই সামান্য সামান্য দ্রব্য চুরি করিয়া থাকে। বৃহৎ চুরি কি ডাকাতিতে ইহাদিগের প্রায়শঃই কোন সংস্রব দেখা যায় না।

সুগীত (ক্লী) সুষ্ঠু গীতং। ১ সুন্দরগান। (ভাগবত ৪।১৪।২৯) ২ শোভনরূপে গীত।

সুগীতি (স্ত্রী) সু শোভনা গীতি র্যানঃ। অতি মনোরম গীত। শোভন গান।

সুগু (ত্রি) শোভন গাভীযুক্ত। যাহার সুন্দর গাভী আছে। "সুগুরসৎ সুহিরণ্যঃ" (ঋক্ ১।১২৫।২) 'সুগুঃ শোভনৈর্গোভি র্গোভিরুপেতবান্' (সায়ণ)

সুগুণিন্ (ত্রি) সুগুণ মস্ত্যস্যেতি সুগুণ-ইনি। শোভনগুণবিশিষ্ট, উত্তমগুণযুক্ত। যাহার সুগুণসকল আছে।

সুগুন্দা (স্ত্রী) ভদ্রদন্তী বৃক্ষ। (রাজনি°)

সুগুপ্ত (ত্রি) সু শোভনঃ অতিশয়া গুপ্তঃ। অতিশয় গুপ্তঃ। যাহা খুব গোপন করা হইয়াছে। অপূর্বরূপে ক্ত, গুপ্ত, ২ সুন্দররূপে রক্ষিত।

সুগুপ্তা (স্ত্রী) কপিকচ্ছু, চলিত আলকুশী। (রাজনি°)

সুগুরু (ত্রি) অতিশয় গুরু। ব্রাহ্মণ এক বৎসর যদি শাকল হোমাদির অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে সুগুরু পাপ হইতেও মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন।

> "মন্ত্রৈঃ শাকলহোমীয়ৈরব্দং হুত্বা ঘৃতং দ্বিজঃ।
> সুগুর্বপ্যপহন্ত্যেনো জপ্ত্বা বা নম ইত্যৃচং॥"

(মনু ১১।২৫৮) সু শোভন, গুরু যস্য। ২ উত্তম গুরুযুক্ত, যাহার গুরু সাধু। (পুং) ৩ উত্তম গুরু, উত্তম শিক্ষক।

সুগূঢ় (ত্রি) গুহ-ক্ত গূঢ়, সু-গূঢ়। অতিশয় গুপ্ত।

সুগৃহ (পুং) সুন্দরং গৃহং যস্য। চটক চুটিক পক্ষী। (হেম) (ক্লী) সুন্দরং গৃহং। ২ সুন্দর আলয়, সুন্দর ঘর। (ত্রি) ৩ সুন্দর গৃহবিশিষ্ট।

সুগৃহপতি (পুং) শোভন গৃহপালক অগ্নি।

"অগ্নে গৃহপতে সুগৃহপতিঃ" (শুক্লযজু° ২।২৭) 'সুগৃহপতিঃ শোভনঃ গৃহপালকঃ।' (মহীধর)

সুগৃহিন্ (ত্রি) সুগৃহ অস্ত্যর্থে ইনি। সুন্দর গৃহবিশিষ্ট, শোভন গৃহবিশিষ্ট। ২ সুন্দরী স্ত্রীবিশিষ্ট। গৃহশব্দের অর্থ স্ত্রী, সুন্দর গৃহ অর্থাৎ স্ত্রী যাহার আছে। (পুং) ৩ চটক জাতীয় পক্ষিবিশেষ। (সুশ্রুত সূত্র° ৪৬ অ°)

সুগৃহীত (ত্রি) সু-গ্রহ-ক্ত। সুন্দররূপে গৃহীত, যাহা সুন্দররূপে গ্রহণ করা হইয়াছে।

সুগৃহীতনামন্ (পুং) সুগৃহীতং নাম যস্য। যাঁহার নাম লোকে সুখে গ্রহণ করে, শুভকামনা করিয়া যাহার নাম স্মরণ করে। যুধিষ্ঠিরাদি সুগৃহীতনামা। যে সকল লোক অতিধর্মশীল, লোকে যাঁহাদের আগ্রহ করিয়া নাম করে। প্রাতঃস্মরণীয়, পুণ্যশ্লোক।

সুগেবৃধ (ত্রি) সুখবিষয়ে বর্দ্ধক, সুখবিষয়ে বর্দ্ধনশীল। "সন্তি পায়বঃ সুগেবৃধঃ" (ঋক্ ৮।১৮।২) 'সুগেবৃধঃ সুগমে সুখে বিষয়ে বার্দ্ধকাঃ (সায়ণ)

সুগো (স্ত্রী) সু-শোভনা গৌঃ (ন পূজনাৎ। পা ৫।৪।৬৯) ইতি পূজনার্থে সমাসান্তাভাবঃ। পূজনীয়া গাভী।

সুগোপ (ত্রি) সুষ্ঠু রক্ষিতা, সুন্দররূপে রক্ষাকর্ত্তা। "তা মে বহ সুগোপা" (ঋক্ ১।১২০।৭) 'সুগোপা সুষ্ঠু গোপয়িতারৌ রক্ষিতারৌ' (সায়ণ)

সুগোপ্য (ত্রি) সুখেন গোপ্যঃ। অতিশয় গোপ্য, অত্যন্ত গোপনযোগ্য।

সুগোতম (পুং) গৌতম, শাক্যমুনি। (ললিতবি°)

সুগ্ম্য (ত্রি) সুখে গমন করিতে সমর্থ।

> "নাসত্যোর সুগ্ম্যো রথেষ্ঠাঃ" (ঋক্ ১।১৭৩।৩৪)
> 'সুগ্ম্যো সুগমাঃ সুখেন গন্তুং সমর্থঃ' (সায়ণ)
> ২ সুখ। (নির্ঘণ্টু ৩।৬)

সুগ্রথিত (ত্রি) সুন্দররূপে গ্রথিত, যাহা সুন্দররূপে গ্রথন অর্থাৎ গাঁথা হইয়াছে। ২ সুষ্ঠু সক্ত।

> "যযোজো দিবম্পরি সুগ্রথিতং তদাদঃ" (ঋক্ ১।১২১।১০)
> 'সুগ্রথিতং সুষ্ঠু গ্রন্থে সক্তং' (সায়ণ)

সুগ্রন্থি (পুং) শোভনা গ্রন্থো যস্য। ১ চোরক নামক গন্ধ দ্রব্য। (রাজনি°) (ত্রি) ২ সুন্দর গ্রন্থিযুক্ত। (স্ত্রী) ৩ পিপ্পলীমূল।

সুগ্রহ (পুং) সু শোভনঃ গ্রহঃ। শুভগ্রহ, বৃহস্পতি শুক্র প্রভৃতি শুভগ্রহ। মানবের গ্রহ সুগ্রহ থাকিলে শুভ হয়, এবং কুগ্রহ থাকিলে নানা বিপদ্ হয়।

সুগ্রহণ (ক্লী) সুন্দররূপে গ্রহণ।

সুগ্রীব (পুং) শোভনা গ্রীবা যস্য। ১ বিষ্ণুর অশ্ব। (ভারত ২।২।১৪) ২ শাখামৃগেশ্বর, বানরপতি, রামচন্দ্রের সখা। বালীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীবের সহিত সখ্যতা স্থাপন করিয়া রাবণকে সংহার করেন। রামায়ণে লিখিত আছে,—রাক্ষসপতি রাবণ ব্রহ্মার বরে অতি গর্বিত হইয়া ত্রিলোকের পীড়া উৎপাদন করিলে দেবগণ অতি কাতর হইয়া বিষ্ণুর শরণাগত হন। বিষ্ণু নরবানর হইতে ইহার নিধন হইবে জানিয়া নিজে দশরথের গৃহে নররূপে এবং অমরগণ

দেবগণ বানররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। দেবপতি ইন্দ্র হইতে বালীর এবং প্রভাকর সূর্য্যদেব হইতে সুগ্রীবের জন্ম হয়। ভগবান্ ব্রহ্মা একদা মেরুশৃঙ্গে যোগাসনে যোগাবলম্বন করিয়া আছেন, হঠাৎ তাঁহার নয়নযুগল হইতে অশ্রু নিপতিত এবং ঐ অশ্রু হইতে তৎক্ষণাৎ এক দিব্য বানরের উৎপত্তি হইল। এই বানর উৎপন্ন হইবামাত্রই ব্রহ্মা তাহাকে কহিলেন, তুমি এই পর্ব্বতে ফলমূল ভোজন করিয়া সুখে অবস্থান কর। ইহার নাম ঋক্ষরাজ। এই বানর এই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিল, কিছুকাল পরে এই বানর তৃষ্ণায় কাতর হইয়া উত্তর মেরুশিখরে গমন করিল। তথায় মনোহর এক সরোবর ছিল। বানর এই সরোবরে জল পান করিতে যাইয়া নিজের মুখচ্ছায়া দেখিতে পাইল। বানর এই ছায়ামূর্ত্তি দেখিতে পাইয়া অতি ক্রুদ্ধভাবে বলিল, আমার শত্রু তুই কে? এখনই তোকে সংহার করিব। ইহা বলিয়া বানর স্বভাবসুলভ চপলতাবশতঃ সেই হ্রদমধ্যে লাফ দিয়া পড়িল। যখন এই বানর হ্রদ হইতে উঠিল, তখন আর তাহার পুংরূপ নাই, অপূর্ব্ব স্ত্রীমূর্ত্তি। ঐ বানর লক্ষ্মী অপেক্ষাও সৌন্দর্য্যশালিনী হইয়া সৌন্দর্য্য-বিকাশ দ্বারা দশদিক্ প্রকাশিত করিয়া ঐ স্থানে বিরাজ করিতে লাগিল। ঐ সময় দেবরাজ ইন্দ্র ব্রহ্মার চরণ বন্দনা করিয়া সেই পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, এবং সূর্য্যও পরিভ্রমণ করিতে করিতে সেই কামিনীর সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন। ইন্দ্র ও সূর্য্য এই দুই জনই ইহাকে দেখিয়া কামের বশবর্ত্তী হইলেন। রমণীর রমণীয় রূপ দেখিয়া সুরেন্দ্র-যুগলের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষুব্ধ হইল। তাঁহারা একেবারে অধৈর্য্য হইলেন। তখন ইন্দ্রের বীর্য্য স্খলিত হইয়া ইহার মস্তকে পতিত এবং এই বীর্য্য হইতে তৎক্ষণাৎ এক বানরের উৎপত্তি হইল, এই বীর্য্য বালে অর্থাৎ কেশে নিপতিত হইয়াছে বলিয়া ঐ বানরের নাম বালী হইল। সূর্য্যও মদনের বশীভূত হইয়া ঐ ললনার গ্রীবা-দেশে বীজ নিষিক্ত করিলেন। গ্রীবাদেশে নিষিক্ত বীজ হইতে ইহার উৎপত্তি হয় বলিয়া ইহার নাম সুগ্রীব হইল। ইন্দ্র ও সূর্য্য হইতে বালী ও সুগ্রীবের এইরূপে উৎপত্তি হইল, তখন ঋক্ষরাজ পুনর্ব্বার আবার পুংভাব ধারণ করিল। এই ঋক্ষরাজ বালী ও সুগ্রীবের পিতা ও মাতা এই উভয়ই ছিল। পরে ঐ বানর উক্ত পুত্রদ্বয়কে লইয়া ব্রহ্মার নিকটে গমন করিলে তিনি উহাদিগকে কিষ্কিন্ধ্যায় গমন করিতে আদেশ করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা ব্রহ্মার আদেশে রমণীয় কিষ্কিন্ধ্যাপুরী নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। বালী জ্যেষ্ঠ এবং সুগ্রীব কনিষ্ঠ, এই জন্য বালী এই স্থানে আসিয়া বানরদিগের রাজা, সুগ্রীব তাহার অনুগামী এবং নল, নীল, গয়, গবাক্ষ, হনুমান্ প্রভৃতি ইহাদের সহচর হইল।

বালী অতিশয় বলবান্ এবং সকলেরই প্রায় অপরাজেয়, তিনি এক অসুরের সহিত বহুকাল ধরিয়া যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায়, বালী নিহত হইয়াছেন মনে করিয়া সুগ্রীব রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। এদিকে বালী বহুকাল পরে ঐ অসুরকে বধ করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হন এবং সুগ্রীবের এই আচরণ দেখিয়া তাঁহাকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দেন। সুগ্রীব বালীর ভয়ে ভীত হইয়া ঋষ্যমূক পর্ব্বতে অতি কষ্টে কালযাপন করিতে থাকেন।

রামচন্দ্র পিতৃসত্যপালনের জন্য বনগমন করিলে রাবণ সীতাকে হরণ করেন। সীতা রাবণ কর্ত্তৃক অপহৃতা হইলে সীতার অন্বেষণে রাম-লক্ষ্মণ চারিদিক্ ঘুরিতেছিলেন, এমন সময় ঋষ্যমূক পর্ব্বতে হনুমানের সহিত রাম-লক্ষ্মণের সাক্ষাৎ হয়। হনুমান্ সুগ্রীবের সহিত রামের মিত্রতা করাইয়া দেন, রামচন্দ্র বালীকে বধ করিয়া সুগ্রীবকে রাজ্য প্রদান করিবেন এই প্রতিজ্ঞা করেন। সুগ্রীব ও বানরগণের সাহায্যে সীতাকে অন্বেষণ করিয়া দিবেন এবং সকলরূপে রামচন্দ্রের সহায় থাকিবেন। উভয়ে এইরূপে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইয়া সখ্য স্থাপন করিলে রামচন্দ্র বালীকে বধ করিয়া সুগ্রীবকে রাজ্য প্রদান করেন। পরে সুগ্রীব বানর-গণকে চারিদিকে প্রেরণ করিলে বানরগণ সমস্ত পৃথিবী সীতাকে খুঁজিতে লাগিল। পরে হনুমান্ সমুদ্রলঙ্ঘন করিয়া সীতার বৃত্তান্ত জানিয়া আসে। অতঃপর রামচন্দ্র এই সুগ্রীবের সাহায্যে বানরগণ দ্বারা সমুদ্র বন্ধন করিয়া সবংশে রাবণকে সংহার করিয়া সীতা উদ্ধার করেন। সীতা উদ্ধার হইলে রামচন্দ্র সুগ্রীব, অঙ্গদ, বিভী-ষণ ও বানরগণের সহিত অযোধ্যায় গমন করিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করেন। রাম রাজা হইলে সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যারাজ্যের অধীশ্বর হইয়া রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। (রামায়ণ)

[বালী ও রামচন্দ্র-দেখ।]

ও শুম্ভ ও নিশুম্ভের দূত। চণ্ডীতে ইহার বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে—যখন যোগমায়া ভগবতী অপূর্ব্ব রূপ ধারণ করিয়া হিমালয়পৃষ্ঠে অবস্থিতা ছিলেন, তখন চণ্ড ও মুণ্ড ভগবতীর অপূর্ব্ব রূপ দেখিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিবার জন্য শুম্ভ-নিশুম্ভকে বলেন। শুম্ভনিশুম্ভ তখন সুগ্রীবকে ডাকিয়া ভগ-বতীকে লইয়া আসিতে বলিয়া দেন। সুগ্রীব দেবী ভগবতীর নিকট আসিয়া বলেন যে "দেবি! ত্রৈলোক্যের ঈশ্বর শুম্ভ ও নিশুম্ভ,জগতে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে, তাহা সমস্তই তাঁহাদের অধিকৃত, দেবগণ তাঁহাদের সতত সেবা করিয়া থাকেন। অতএব আপনি কালবিলম্ব না করিয়া আমার সঙ্গে গমন করুন।"

দেবী ভগবতী সুগ্রীবের এই কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা সত্য, কিন্তু আমিও একটি প্রতিজ্ঞা করি-য়াছি যে, যে ব্যক্তি যুদ্ধে আমাকে জয় বা আমার দর্প বিনষ্ট করিতে পারিবে, অথবা আমার তুল্যবল হইবে, সেই আমার ভর্তা হইবে

তত ও নিশুম্ভ জগতের মধ্যে একমাত্র বীর, সুতরাং আমাকে অনায়াসে লইয়া যাইতে পারেন। সুগ্রীব দেবীর এই কথা শুনিয়া শুম্ভনিশুম্ভকে তাহা জ্ঞাপন করে। শুম্ভনিশুম্ভ তাঁহাকে আনিবার জন্য ধূম্রলোচন, চণ্ড, মুণ্ড, রক্তবীজ, নিশুম্ভ এবং শুম্ভকে পাঠাইয়া দিয়া যুদ্ধ করিয়া তাঁহার হস্তে নিহত হন।

(মার্কণ্ডেয়পু° সুগ্রীবদৌত্য নামক ৮৫ অ°)

৩ অর্হৎপিতা, ইনি বর্তমান যুগের নবম জিনের পিতা। (হেম) ৫ শিব। ৬ ইন্দ্র। ৭ রাজহংস। ৮ অসুর। ৯ পর্বতবিশেষ। ১০ অস্ত্রবিশেষ। ১১ নাগভেদ। (ত্রি) ১২ শোভনগ্রীবাযুক্ত, সুন্দর গ্রীবাবিশিষ্ট।

সুগ্রীবী (স্ত্রী) শোভনা গ্রীবা যস্যাঃ ঙীষ্। তাম্রপর্ণজাতা কশ্যপদুহিতা। (গরুড়পু° ৬ অ°)

সুগ্রীবেশ (পুং) সুগ্রীবস্য ঈশঃ। রামচন্দ্র।

সুঘ্র (ত্রি) সুষ্ঠু আঘ্রাতীতি সু-ঘ্রৈ (আতশ্চোপসর্গে) পা ৩।১।১৩৬। ইতি ক। অত্যন্ত ঘ্রাণকবিশিষ্ট।

সুঘট (ত্রি) সুখেন ঘটতে খল্। যাহা সুখে হয়, অনায়াসে যাহা ঘটিয়া থাকে।

সুঘোর (ত্রি) অতিশয় ঘোর, অতি গাঢ়।

"তমঃ সুঘোরং গহনং কৃতং মহৎ" (ভাগব° ১০।৮।২৫১)

সুঘোষ (পুং) নকুলের শঙ্খ। (গীতা ১ অ°) ২ বুদ্ধভেদ। ৩ বহ্নিভেদ। (বিশ্ব°) (ত্রি) ৪ সুস্বর। ৫ সুস্বরযুক্ত।

সুঘোষবৎ (ত্রি) সুঘোষ অস্ত্যর্থে মতুপ্, মস্য ব। সুঘোষবিশিষ্ট।

সুঙ্গবংশ, খৃঃ পূ ১৮৪ অব্দে মৌর্যবংশের শেষ রাজা বৃহদ্রথকে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক বিনাশ করিয়া তদীয় প্রধান সেনাপতি পুষ্পমিত্র (কাহারও মতে পুষ্যমিত্র) সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। পুষ্যমিত্র কর্তৃক এইরূপে প্রতিষ্ঠিত রাজবংশই ইতিহাসে সুঙ্গবংশ নামে পরিচিত।

মৌর্যবংশের অধীন প্রায় সকল দেশেই সুঙ্গরাজগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পঞ্চনদীদেশে মৌর্যদিগের কি সুঙ্গদিগের কখনও কোন আধিপত্য ছিল কিনা, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। পুষ্যমিত্র যখন সিংহাসন অধিকার করেন, তখন এই রাজ্য দক্ষিণে নর্মদাতীরী (ঐতিহাসিকগণের মতে) বর্তমান নর্মদা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এবং গঙ্গাতটস্থ দেশগুলি (বর্তমান বিহার, ত্রিহুৎ এবং আগ্রা ও অযোধ্যাপ্রদেশ) ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। মৌর্যদিগের সময়ে যেমন, সুঙ্গদিগের সময়েও তেমন, পাটলিপুত্রই এই প্রদেশের রাজধানী ছিল।

বঙ্গোপসাগরের কূলস্থ কলিঙ্গাধিপতি খারবেল এবং পঞ্জাব ও কাবুলের রাজা মেনান্দার, বিভিন্ন সময়ে সুঙ্গরাজ্য আক্রমণ করেন, কিন্তু বিশেষ কোন স্থায়ী ফললাভ করিতে পারেন নাই। রাজ্যের দক্ষিণাংশের (নর্মদাতটস্থ পর্যন্ত) শাসনভার পুষ্যমিত্রের পুত্র অগ্নিমিত্রের উপর ন্যস্ত ছিল। যুদ্ধে বিদর্ভ (বর্তমান বেরার) রাজকে পরাজিত করিয়া অগ্নিমিত্র দক্ষিণে বরদানদী পর্যন্ত পিতৃরাজ্যের বিস্তৃতি সাধন করেন।

এই সময়ে রাজচক্রবর্তী উপাধিলোলুপ হইয়া পুষ্যমিত্র অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিবার সংকল্প করেন।

অশ্বরক্ষার ভার পৌত্র (অগ্নিমিত্রের পুত্র) বসুমিত্রের উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। সিন্ধুকূলে একদল যবন অশ্ব ধরিয়া রাখিতে সাহস করিয়াছিল, বসুমিত্র তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া অশ্বের উদ্ধার সাধন করেন। অন্য যাহারা প্রতিবন্ধী হইয়াছিলেন, তাহাদিগকেও পরাজিত করিয়া বিজয়ী বসুমিত্র অশ্ব লইয়া সগৌরবে পাটলিপুত্রে প্রত্যাগমন করিলেন। মহা-আড়ম্বরে যজ্ঞ সুসম্পন্ন করিয়া পুষ্যমিত্র রাজচক্রবর্তী উপাধি গ্রহণ করিলেন। যে ভাবে সুপ্রসিদ্ধ মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি এই যজ্ঞের কথা উল্লেখ করিতে দেখা যায়, তাহাতে বোধ হয় যে, তিনি ইহার সমসাময়িক লোক ছিলেন।

এইভাবে পুষ্যমিত্র আবার ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আচার অনুষ্ঠানের পুনঃ প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। বৌদ্ধদিগের লিখিত বিবরণে দেখা যায়, তিনি তাহাদিগের উপর ভয়ানক অত্যাচার করিতেও আরম্ভ করিয়াছিলেন; অনেক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী নির্যাতন সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার রাজ্য ছাড়িয়া পলাইয়া যায়। সুঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠাতা, অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা, রাজচক্রবর্তী পুষ্যমিত্র খৃঃ পূ ১৪৮ অব্দে মানবলীলা সংবরণ করেন, এবং তাঁহার পুত্র, যুবরাজ অগ্নিমিত্র সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। অল্প কয়েকবৎসর রাজত্ব করিবার পরে ইহার মৃত্যু হয় ও ভ্রাতা সুজ্যেষ্ঠ রাজপদ লাভ করেন, ৭ বৎসর পরে ইহার মৃত্যু হইলে অগ্নিমিত্রের পুত্র, বসুমিত্র সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার পরে আরও ছয়জন সুঙ্গরাজের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু নবমরাজা ভাগবত ব্যতীত কেহই অধিক দিন রাজত্ব কি কোন উল্লেখযোগ্য কার্য্য করিয়া যাইতে পারেন নাই। ভাগবত ২৬ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, এরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু তাঁহার এই সুদীর্ঘ রাজত্বের উল্লেখ ভিন্ন কোন কিছুই জানা যায় না। দশম রাজা দেবভূতি (অথবা দেবভূমি) বড় চরিত্রহীন লোক ছিলেন। রাজকার্য দিকে কিছুই দেখিতেন না, ব্রাহ্মণমন্ত্রী বসুদেবই সর্বেসর্বা ছিলেন, কালক্রমে বসুদেবের মনে রাজ্যলাভের ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিল। দেবভূতির একজন ক্রীতদাসীর কন্যার সঙ্গে তিনি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। এই দাসীকন্যা রাণীর ছদ্মবেশ পরিধান করিয়া, কামান্ধ রাজার প্রাণ বিনাশ করে (খৃঃ পূঃ ৭২ অব্দে)। এইভাবে ১১২ বৎসর রাজত্বের পরে

সাহায্যার্থ লক্ষ্ণৌ হইতে বহির্গত হইলেন। কিন্তু পথঘাট তখন এতই দুর্গম হইয়া পড়িয়াছে যে অধিক দূর অগ্রসর হইতে না পারিয়া তিনি আসিয়া শাহাবাদে শিবির সন্নিবেশ করিয়া বর্ষা কাটাইবার বন্দোবস্ত করিলেন।

এদিকে বর্ষা শেষ হইতে না হইতেই গোবিন্দপণ্ডিত নামক একজন মহারাষ্ট্র সৈন্যাধ্যক্ষ নাজীব উদ্দৌলার সহকারীদিগকে পরাস্ত করিয়া বহুদূরে বিতাড়িত করিয়া দিলেন, এই সংবাদ পাইয়া ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের শেষ ভাগে কি নবেম্বর মাসের প্রথম ভাগে সুজা উদ্দৌলা মহারাষ্ট্রদিগের বিরুদ্ধে বিরাট্ দুইটী অভিযান প্রেরণ করিলেন,তুমুল যুদ্ধে মহারাষ্ট্র-সৈন্য পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। তাহাদিগের ধনসম্পত্তি অস্ত্র-শস্ত্র প্রভূতপরিমাণে বিজেতাদিগের হস্তগত হইল। তখন সকল রোহিলা সর্দারেরা আসিয়া সুজা উদ্দৌলার সমীপে উপস্থিত হইলেন। প্রবলপরাক্রান্ত মহারাষ্ট্রদিগের সঙ্গে কিছুতেই পারা যাইবে না,সুজা উদ্দৌলা এইরূপ বলিয়া রোহিলাদিগকে তাহাদের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করিবার পরামর্শ দিলেন। এই পরামর্শ অনুসারে উভয় পক্ষে সন্ধির প্রস্তাব চলিতেছিল, এমন সময়ে সংবাদ আসিল যে, আহম্মদ শা আব্দালী লাহোরের সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, আর সন্ধিবন্ধন হইল না। মহারাষ্ট্রীয়া সসৈন্যে দিল্লীর পথে আব্দালীর বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। রোহিলারা যাইয়া আব্দালীর সঙ্গে যোগদান করিল। ক্রমে অনুরোধে আমন্ত্রিত হইয়া সুজা উদ্দৌলাও যাইয়া তাঁহার দলপুষ্ট করিলেন। পথে ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হইল, মহারাষ্ট্রগণ পরাজিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। (তারিখসাদি ১৭৬১ খৃঃ)

১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে বাদশাহ শাহ আলম্ ও সুজা উদ্দৌলা, বুন্দেলা-রাজের অধীনস্থ ঝান্সী, ও মহারাষ্ট্রদিগের অধীনস্থ কালিঞ্জর দুর্গ, আক্রমণ করিবার জন্য বহির্গত হইলেন। কালিঞ্জরের রাজা অনেক নগদ টাকা দিয়া ও বার্ষিক কর প্রদানের অঙ্গীকার করিয়া সুজা উদ্দৌলার সঙ্গে সন্ধিবন্ধন করেন। ক্রমে ক্রমে ঝান্সী, কাল্পী প্রভৃতি জেলাগুলি শাহ আলম্ ও সুজা উদ্দৌলার রাজ্যভুক্ত হইল।

এদিকে বাঙ্গালার নবাবী লইয়া অনেক দিন হইতেই বড় গোলযোগ চলিতেছিল। নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ইংরাজগণ মীরজাফরকে নবাবী দান করেন; আবার তাঁহার সঙ্গেও বনিবনাও না হওয়াতে তাঁহারা মীর কাসিম্ আলীকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু মীরই কাসিম আলী তাঁহাদিগের অধীনতা পাশ হইতে আপনাকে বিমুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পাটনায় ইংরাজ বন্দীদিগকে জহুরে সমরুর হাতে দিয়া নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়া কাসিম আলী দিল্লীর সম্রাট্ ও অযোধ্যার নবাবের সাহায্য প্রাপ্তির জন্য বারাণসীর দিকে পলায়ন করিলেন।

যখন তিনি আসিয়া বারাণসীর সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন, তখন কালিঞ্জর দুর্গ সম্বন্ধে বন্দোবস্ত করিবার জন্য সম্রাট্ ও সুজা উদ্দৌলা যমুনাতীরবর্ত্তী বিবিপুর ঘাটে অবস্থান করিতেছিলেন। ভবিষ্যতে ইহার উপযুক্ত প্রতিদান দিবেন, এইরূপ আশ্বাস দিয়া কাসিম আলী ইংরাজের বিরুদ্ধে তাঁহাদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। সম্রাট্ ও নবাব সম্মতিজ্ঞাপন করিলে, তিনি যাইয়া বিবিপুর ঘাটে তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। তখন বুন্দেলখণ্ডের রাজা হিন্দুপতের সঙ্গে তাঁহাদের বিবাদ চলিতেছিল; তাহার মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা বঙ্গদেশের দিকে অগ্রসর হইতে পারেন না দেখিয়া মীরকাসিম নিজে মধ্যবর্ত্তী হইয়া এই বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিলেন। রাজার দেনার কতক অংশ তখনই আদায় হইল, বাকী অংশের জন্য মীরকাসিম জামিন থাকিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ইহাও অঙ্গীকার করিলেন যে, সম্রাট্ ও নবাব যে সৈন্য দিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিবেন, সেই সৈন্যের সমস্ত ব্যয়ভার তিনিই বহন করিবেন।

তখন সম্রাট্ ও নবাব সুজা উদ্দৌলা সসৈন্যে ইংরাজের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। শুনিতে পাওয়া যায় সম্রাটের নিজের তেমন ইচ্ছা ছিল না—সুজা উদ্দৌলাই তাঁহাকে বাধ্য করেন। যাহাই হউক, তাঁহাদিগের আগমনসংবাদ অবগত হইয়া পাটনার ইংরাজগণ সিতাব রায়কে পাঠাইয়া তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু যখন দেখিলেন যে, ইঁহারা প্রতিনিবৃত্ত হইবার নহেন, তখন তাঁহারা পাটনা পরিত্যাগ করিয়া ১২ মাইল দূরবর্ত্তী বাড়্পাহাড়ী নামক স্থানে যাইয়া যুদ্ধ দান করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিলেন। তিন দিন পর্য্যন্ত সুজাউদ্দৌলার সৈন্যগণের সঙ্গে ইংরাজদিগের তুমুল যুদ্ধ হইল।

এদিকে বর্ষারম্ভ হওয়াতে সম্রাট্ ও সুজা উদ্দৌলা যেখানে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন, সেখানে প্রভূত জল আসিয়া সঞ্চিত হইতে লাগিল। তখন বাধ্য হইয়া তাঁহারা বারাণসীর ৬০ মাইল পূর্ব্ববর্ত্তী বক্সার নামক স্থানে যাইয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন। এই ভাবে যুদ্ধের আয়োজন করিতেই অনেক দিন কাটিয়া গেল ও প্রভূত অর্থ ব্যয় হইল। সৈন্যগণ বেতনের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। তখন সুজা উদ্দৌলা প্রতিশ্রুতিমত সৈন্যের ব্যয় ভার বহন করিবার জন্য মীরকাসিমকে জেদ করিতে লাগিলেন, এবং যখন দেখিলেন যে মীরকাসিম প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে প্রস্তুত নহেন, তখন তাঁহাকে বন্দী করিয়া তাঁহার হাতী, ঘোড়া, দ্রব্যজাত প্রভৃতি যাহা পাওয়া গেল, তাহাই বিক্রয় করিয়া সৈন্যদিগের খরচ চালাইতে লাগিলেন।

বর্ষাকে মেজর হেক্টর মনরোর অধীনে ইংরাজসৈন্যও আসিয়া বক্সারে উপস্থিত হইল (২২শে অক্টোবর ১৭৬৪ খৃঃ অঃ) দুই পক্ষে ভয়ানক রক্তারক্তি হইল। প্রথমতঃ বিজয়লক্ষ্মী যেন সুজা উদ্দৌলাকেই বরণ করিতে প্রস্তুত হইলেন; তাঁহার রণকৌশল ও সৈন্যচালন ক্ষমতায় বীরত্ব ও উৎসাহে উত্তেজিত হইয়া মুসলমান্ সৈন্যগণ অতুল বেগে যুদ্ধ করিতে লাগিল। তিষ্ঠিতে না পারিয়া ইংরাজসৈন্য হতাশ হইয়া পড়িল; সুজা উদ্দৌলা আদেশ প্রচার করিলেন, এক জন বিপক্ষও যেন প্রাণ লইয়া না পলাইতে পারে। হঠাৎ শত্রুপক্ষ বিনাশ করিতে করিতে মহাবীর ঈশা কাহার বক্ষে আহত হইয়া ভূপতিত হইলেন—সুজা উদ্দৌলার সৈন্যগণ হতোৎসাহ ও বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল; ইংরাজগণের হৃদয়ে নূতন উৎসাহ ও বাহুতে নূতন বলের সঞ্চার হইল। উপায়ান্তর না দেখিয়া সুজা উদ্দৌলা ও সম্রাট্ কর্মনাশা পার হইয়া অপর পারে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। কর্মনাশার উপরে একটী সেতু ছিল, সুজা উদ্দৌলার আদেশে সেই সেতু ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল। পরাজিত হইয়াও হতাবশিষ্ট মুসলমানগণ নির্ব্বিঘ্নে পলায়ন করিল। নবাবের পরিত্যক্ত শিবির, কামান বন্দুক প্রভৃতি ইংরাজদিগের হস্তগত হইল। (২৩শে অক্টোবর ১৭৬৪)

সুজা উদ্দৌলা ও সম্রাট্ পলায়ন করিয়া বারাণসীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন; সেখান হইতে নবাব আবার আলাহাবাদ অভিমুখে রওনা হইলেন এবং কিয়ৎকাল এখানে থাকিয়া নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

এদিকে সম্রাট্ প্রকাশ্যে কিছু বলিতে না পারিলেও সুজা উদ্দৌলার কর্তৃত্বপরিচালনায় মনে মনে ভারি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বক্সারের যুদ্ধের পরে সুজা উদ্দৌলার হস্ত হইতে বিমুক্ত হইবার জন্য তিনি ইংরাজদিগের সঙ্গে সন্ধি বন্ধন করিলেন। চুনার দুর্গ অধিকার করিয়া ইংরাজগণ সম্রাট্কে লইয়া জৌনপুরের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন—নূতন বলে বলীয়ান্ হইয়া সুজা উদ্দৌলাও সেই দিকে চলিলেন।

কিন্তু তাঁহার মোগল সৈন্যগণ ইংরাজদিগের সঙ্গে সন্ধিবন্ধন করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিল। বেণী বাহাদুর প্রভৃতি কয়েকজন স্বার্থান্ধ কর্মচারীর পরামর্শে নবাব ইংরাজ ও মোগলদিগের প্রস্তাবানুযায়ী সন্ধি স্থাপন করিতে স্বীকৃত হইলেন না। তখন তাঁহার মোগল সৈন্যগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। নিরুপায় হইয়া নবাব জৌনপুর হইতে লক্ষ্ণৌ অভিমুখে পলায়ন করিলেন

এখানে তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচর সমরু, গোঁসাই অনুপগিরি, আলিবেগ্ খাঁ, নিস্তার জঙ্গ ও আগা বাকির প্রভৃতি সৈন্যসামন্ত লইয়া আসিয়া তাঁহার সঙ্গে যোগদান করিলেন।

ইহাদিগের সদভিপ্রায়ে নবাব সপরিবারে হাফিজ রহমৎ রোহিলার অধীন বেরিলির অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এখানে পৌঁছিবার পরে সমরুর অধীনে পরিজনদিগকে রক্ষা করিয়া তিনি গড়-মুক্তেশ্বরের দিকে রওনা হইলেন। সেখানে মহারাষ্ট্রদলপতিদিগের সঙ্গে পরস্পরের সাহায্যার্থ এক নূতন সন্ধিবন্ধন করিয়া তিনি ফরখাবাদে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ফরখাবাদে আহম্মদ খাঁ, মহম্মদ খাঁ, হাফিজ রহমৎ, দুন্দি খাঁ প্রভৃতি রোহিলা ও আফ্গান সর্দারদিগের নিকট সুজা উদ্দৌলা সাহায্য প্রার্থনা করিলেন—কিন্তু ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে সাহায্য করিতে কেহ সম্মত হইলেন না। তখন সুজা উদ্দৌলা মহারাষ্ট্রদিগকে লইয়া গঙ্গাতীরবর্ত্তী খাজমৌ নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আলাহাবাদ হইতে ইংরাজেরাও আসিয়া এখানে উপনীত হইলেন।

বহুক্ষণ ধরিয়া যুদ্ধ চলিল। অবশেষে মহারাষ্ট্রগণ ও অন্যান্য সাহায্যকারীরা পলাইতে আরম্ভ করিল। নিরুপায় হইয়া নবাব তখন ইংরাজদিগের সঙ্গে সন্ধিবন্ধনের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। ইহাতে তিনি যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ ২৫ লক্ষ, সৈন্যদিগের পারিতোষিকস্বরূপ ২৫ লক্ষ ও সেনাপতিকে ৮ লক্ষ টাকা প্রদান করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। অনুচর সমরুকে লইয়া প্রথমতঃ সন্ধিস্থাপনের পক্ষে কিছু গোলযোগ হইয়াছিল; শেষে নবাব তাঁহাকে কর্মচ্যুত করিতে বাধ্য হন। তখন সন্ধি হইয়া গেল। নবাবের নিকট হইতে আলাহাবাদ ও নিকটবর্ত্তী ১২ লক্ষ টাকার [illegible] এবং কোরা জেলা গ্রহণ করিয়া সম্রাট্ শাহ আলমকে প্রদান করা হইল। অযোধ্যা-প্রদেশে আবার নবাবের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার পরে কয়েকটী বৎসর এক রকম স্বচ্ছন্দে কাটিয়া গেল।

আবার মহারাষ্ট্রদিগের লুণ্ঠনলিপ্সা বলবতী হইয়া উঠিল। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে তাহারা রোহিলা-সর্দার নাজীব উদ্দৌলার পুত্র জাবিতা খাঁকে যাইয়া আক্রমণ করিল। কাটিহার পর্য্যন্ত তাহাদিগের আগমনসংবাদ অবগত হইয়া, সুজা উদ্দৌলা অগ্রসর হইয়া শাহাবাদে যাইয়া শিবির সন্নিবেশ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। জাবিতা খাঁর পরিবার ও পরিজনবর্গ মহারাষ্ট্রদিগের হাতে পড়িয়াছে; তিনি নিজে পলাইয়া যাইয়া শাহাবাদে সুজা উদ্দৌলার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। নবাব কহিলেন, অন্যতম সর্দার হাফিজ্ রহমতের সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া তিনি কিছু বলিতে পারেন না। তখন জাবিতা খাঁ হাফিজ্ রহমৎকে আসিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। হাফিজ আসিলে নবাবের সঙ্গে তাঁহার বহুক্ষণব্যাপী পরামর্শ হইল, অবশেষে, মহারাষ্ট্রদিগের কাটিহার পরিত্যাগ করিবার ও জাবিতা-খাঁর পরিবারকে মুক্তি দিবার কথা উল্লেখ করিয়া তাহারা অর্থের

বন্দীকৃত মহারাষ্ট্রদলপতিদিগের নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। উত্তরে তাঁহারা বলিয়া পাঠাইলেন যে যুদ্ধে তাঁহাদের পঞ্চাশলক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। সে টাকা না পাইলে তাঁহারা ইহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন না। অনেক অনুরোধ উপরোধের পরে তাঁহারা ৪০ লক্ষ টাকা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন বটে, কিন্তু এই টাকা পরিশোধের জামিন-স্বরূপ, সুজা উদ্দৌলাকে স্বীয় মোহরাঙ্কিত ও স্বাক্ষরযুক্ত এক দলিল লিখিয়া দিতে হইবে, এইরূপ জেদ করিতে লাগিলেন। তখন সুজা উদ্দৌলা বলিয়া পাঠাইলেন যে হাফিজ রহমৎ যদি তাঁহাকেও এই মর্ম্মের একটি দলিল লিখিয়া দেন, তবেই তিনি মহারাষ্ট্রদিগের প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য করিতে পারেন। ইহা শুনিয়া কাটিহারের সকল সর্দারই হাফিজকে দলিল লিখিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন এবং ইহাও বলিলেন যে, তাঁহারা তাঁহাকে এই ঋণ পরিশোধে সাহায্য করিবেন। তখন হাফিজ আবশ্যক মত দলিল লিখিয়া ও স্বাক্ষর করিয়া সুজা উদ্দৌলার নিকট প্রেরণ করিলেন; এবং তিনি তাঁহার নিজের স্বাক্ষরিত দলিল মহারাষ্ট্রপ্রধানদিগের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। ইহাতে লেখা থাকিল যে, জাবিতা খাঁর পরিবারকে মুক্তি দিয়া ও কাটিহার পরিত্যাগ করিয়া যমুনা উত্তরণপূর্ব্বক তাঁহারা শাহজাহানাবাদে প্রবেশ করিলেই নবাব তাহাদিগকে ৪০ লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন।

মহারাষ্ট্রগণ চলিয়া গেলে, হাফিজ রহমৎ তাঁহাদিগের টাকার জন্য কাটিহারের সর্দারদিগকে ধরিলেন। কিন্তু মুখে স্বীকৃত হইয়া থাকিলেও কার্য্যে ইহারা একটি পয়সা দিয়াও সাহায্য করিল না। তখন নিরুপায় হাফিজ নিজ কোষাগার হইতে যে পাঁচলক্ষ টাকা সংগ্রহ করিতে পারিলেন, তাহাই নবাবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

এদিকে কাটিহার পরিত্যাগ করিয়া যাইয়া মহারাষ্ট্রগণ নবাবের রাজ্য আক্রমণ করিবার ইচ্ছা করিল। হাফিজ রহমতের নিকট তাহারা দুই রকমের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইল। (১ম) যুদ্ধে লোকজন দিয়া সাহায্য করিলে, তিনি এইভাবে অর্জ্জিত সম্পত্তির অর্দ্ধাংশের অধিকারী হইবেন, অথবা (২য়) যোগদান না করিয়াও তিনি যদি তাহাদিগকে তাঁহার রাজ্যের মধ্য দিয়া নির্ব্বিঘ্নে ও অপ্রতিহত ভাবে চলিয়া যাইতে দেন, তাহা হইলে, তাহারা তাঁহার রাজ্য রক্ষা করিবেন ও সুজা উদ্দৌলার প্রদত্ত দলিল খানা তাঁহাকে সকল দাবি পরিত্যাগপূর্ব্বক দান করিবেন।—

বিবেচনার সময় লইয়া হাফিজ সুজা উদ্দৌলাকে সকল কথা লিখিয়া পাঠাইলেন, এবং উপসংহারে বলিলেন "আমার দলিল আমাকে ফেরত দিয়া তুমি যদি ইহাদিগের বিরুদ্ধে অগ্রসর হও, তাহা হইলে আমি তোমারই সঙ্গে যোগদান করিব ও তুমি না থাকা পর্য্যন্ত গঙ্গার খেওয়াঘাটগুলি রক্ষা করিব। এক সঙ্গে হইলে সহজেই আমরা মহারাষ্ট্রদিগকে পরাজিত করিয়া বিতাড়িত করিতে পারিব।" ইহার উত্তরে সৈয়দ শাহ মদন নামক এক ব্যক্তিকে আপনার প্রতিনিধি স্বরূপ পাঠাইয়া, হাফিজের আচরণে পরম পরিতুষ্ট নবাব লিখিয়া পাঠাইলেন, "এই মদন যেরূপ বন্দোবস্ত করিবে, আমি তাহাতেই বাধ্য হইব" মদন আসিয়া হাফিজকে বলিলেন যে মহারাষ্ট্রদিগকে বিতাড়িত করিবার পূর্ব্বেই দলিলখানা তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করা হইবে। এবিষয়ে তিনি যেন কোনই সন্দেহ কি অবিশ্বাস মনে স্থান না দেন। নবাব এই কথা বলিয়া দিয়াছেন।

বিশ্বাস করিয়া, হাফিজ রহমৎ মহারাষ্ট্রদিগের কোন প্রস্তাবই গ্রহণ করিলেন না, বরং রামঘাটের খেওয়া রক্ষা করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিলেন ও মহারাষ্ট্রদিগের আগমনসংবাদ পাইয়া নিজেও সেইদিকে অগ্রসর হইলেন। তখন তাঁহার সঙ্গে অশ্বারোহী ও পদাতিকে, মাত্র ৩৫ হাজার লোক হইবে; তাঁহার সাহায্যার্থ তখনও নবাব কোন সৈন্য প্রেরণ করেন নাই। চরমুখে তাঁহার এই অবস্থার কথা পরিজ্ঞাত হইয়া মহারাষ্ট্রগণ তাঁহাকে আক্রমণ করিবার সংকল্প করিয়া অন্ধকার রাত্রে নদী পার হইয়া আসিল। কিন্তু অন্ধকারে পথ ঠিক করিতে না পারাতে তাহারা যাইয়া রামঘাটে উপস্থিত হইল। এখানে হাফিজ রহমতের প্রেরিত আহম্মদ খাঁ অল্পসংখ্যক আফগানসৈন্য লইয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। যুদ্ধে অনেক হতাহত হইবার পরে তিনি যাইয়া মহারাষ্ট্রসৈন্যের নেতা হোল্কর ও সিন্ধিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিলেন।

আহম্মদ খাঁ আক্রান্ত হইয়াছেন শুনিয়া হাফিজ, তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইতেছিলেন, এমন সময়ে তিনি সংবাদ পাইলেন যে, আহম্মদ খাঁ মহারাষ্ট্রদলপতিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন। তখন আর তাহাদিগের বিরুদ্ধে অগ্রসর না হইয়া তিনি নিজের বলবৃদ্ধির চেষ্টা করিতে লাগিলেন; ক্রমে তাঁহার অধীনে দশ বারহাজার লোক হইল। এইভাবে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তিনি মহারাষ্ট্রদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিলেন এবং যেই সংবাদ পাইলেন যে, সুজা উদ্দৌলারও আসিয়া পৌঁছিতে বড় বিলম্ব নাই, তখন, আর বৃথা কালক্ষেপ করিতে ইচ্ছা না করিয়া, তিনি মহারাষ্ট্রদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য বহির্গত হইলেন। অবিলম্বে সুজা উদ্দৌলার অগ্রগামী সৈন্যদল আসিয়াও তাঁহার সঙ্গে যোগদান করিল।

তুমুল যুদ্ধে পরাজিত হইয়া হোল্কার পলায়ন করিলেন। নবাবসৈন্যের অধিনেতা জেনারেল চাম্পিয়ন ও মহাম্মদ আলি খাঁ নদীপার হইয়া যাইয়া সিন্ধিয়াকে আক্রমণ ও পরাজিত

করিলেন। জিনিষপত্র সমেত শিবির ইত্যাদি ফেলিয়া সিন্ধিয়া পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইলেন। ঐ সকল দ্রব্যাদি জেনারেল চ্যাম্পিয়নের হস্তগত হইল।

হাফিজ রহমৎ বহদূর পর্য্যন্ত হোল্‌করকে বিতাড়িত করিয়া লইয়া গেলেন। সত্বরে গঙ্গা পার হইয়া হোল্‌কর যাইয়া সিন্ধিয়ার সঙ্গে মিলিত হইলেন, তখন হাফিজ যাইয়া মীর সেনাপতি আহম্মদ খাঁর উদ্ধারের জন্য সুজা উদ্দৌলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। অনেক কথাবার্ত্তার পরে সিন্ধিয়াকে দুইলক্ষ টাকা প্রদান করিয়া আহম্মদকে মুক্ত করা হইল।

এই ভাবে মহারাষ্ট্রসৈন্য বিতাড়িত হইবার পরে হাফিজ রহমৎ শাহ মদনের মৌখিক অঙ্গীকার অনুসারে সুজা উদ্দৌলার নিকট দলিলখানা ফেরত চাহিয়া পাঠাইলেন। সুজা উদ্দৌলা বলিয়া বসিলেন যে, তিনি নিজে কখনই দলিল প্রত্যর্পণ করিবেন বলিয়া কোন অঙ্গীকার করেন নাই, এবং শাহ মদনও একরূপ প্রস্তাব কিছুতেই করিতে পারেন না। তখন হাফিজের প্রেরিত ব্যক্তিগণ শাহ মদনকে দরবারে উপস্থিত করাইবার জন্য নবাবকে অনুরোধ করিলেন। শাহ মদন স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিলেন "জাহাপনার আদেশ ও উপদেশ অনুসারেই আমি হাফিজ রহমৎকে বলিয়াছিলাম যে দলিল প্রত্যর্পণ করা হইবে।" ব্যাপার বুঝিয়া মনে মনে বিশেষ অসন্তুষ্ট হইলেও মুখে তখন আর রহমৎ এ সম্বন্ধে কোন কথাই উত্থাপন করিলেন না। সুজা উদ্দৌলাও মনে মনে রহমতের উপর খুব চটিয়া রহিলেন।

১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে নানাভাবে প্রলুব্ধ করিয়া সুজা উদ্দৌলা কাটিহারের ছোটবড় সকল লোককেই বাধ্য করিয়া ফেলিলেন। ইহার পরে পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকটি স্থানের প্রধানদিগকে ও কর্মচারিবর্গকেও তিনি আপনার পক্ষ করিয়া লইলেন। এইভাবে আপনার বলবৃদ্ধি করিয়া তিনি এতাবাবিজয়ের জন্য বহির্গত হইলেন। এখানে যে অল্পসংখ্যক মহারাষ্ট্রসৈন্য ছিল, তাহারা তাঁহার আগমনের সংবাদ পাইয়া পলাইয়া গেল; নির্ব্বিরোধেই এতাবা নবাবের হস্তগত হইল এ তিনি ইহার শাসন-সংরক্ষণের বন্দোবস্তে প্রবৃত্ত হইলেন। বাধা দিয়া হাফিজ রহমৎ লিখিয়া পাঠাইলেন "নবাবের অজ্ঞাত নাই যে পাণিপথের যুদ্ধের পরে আহম্মদ শা দুরানি এই প্রদেশ আমাকে দান করিয়াছিলেন। ঐ যুদ্ধের পরে পার্শ্ববর্ত্তী আরও অনেক স্থান আমি দখল করিয়াছিলাম। সম্প্রতি যদিও অবস্থাবিপর্য্যয়ে এই স্থান আমার হস্তচ্যুত হইয়া মহারাষ্ট্রদিগের হস্তগত হইয়া থাকে, তথাপি শীঘ্রই আমি ইহার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিতে যাইতেছি।" সুজা উদ্দৌলা লিখিয়া পাঠাইলেন যে মহারাষ্ট্রদিগের নিকট হইতে তিনি এই দেশ অধিকার করিয়াছেন, অতএব রহমতের তাহাতে আপত্তি বা অসন্তোষ প্রকাশ করিবার কোনই কারণ নাই। কাটিহারের লোকদিগের সাহায্য পাইয়া তিনি বিনাযুদ্ধে এ বিষয়ের মীমাংসা করিতে প্রস্তুত হইলেন না। তাই তাড়াতাড়ি করিয়া যুদ্ধ সংঘটন করিবার অভিপ্রায়ে, ৪০ লক্ষ টাকার যে ৩৫ লক্ষ বাকী রহিয়াছে, তাহা প্রদান করিবার জন্য রহমৎকে তিনি পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন—বলিলেন, ইহার পরে এতাবার বিষয় বিবেচনা করা যাইবে।

নবাবের অভিপ্রায় বুঝিতে রহমতের বিলম্ব হইল না। তিনিও লিখিয়া পাঠাইলেন, "যে টাকা আপনি মহারাষ্ট্রদিগকে দিয়াছেন, তাহা আমি পূর্ব্বেই আপনাকে পাঠাইয়াছি। যে টাকা তাহাদিগকে এখনও দেওয়া হয় নাই, কি তাহারা চাহিতেছে না, সেই টাকা উপলক্ষ করিয়া আমার সঙ্গে যুদ্ধবিবাদ করা নবাবের উপযুক্ত কাজ নহে। তবে, নবাব যদি যুদ্ধই চাহেন, আমিও প্রস্তুত আছি।" এই পত্র পাইয়া সুজা উদ্দৌলা সদলবলে কোরিয়াগঞ্জের নিকট গঙ্গাপার হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন; হাফিজ রহমৎও নগরের বাহিরে আসিয়া শিবির সমাবেশ করিলেন।

সুজা উদ্দৌলার সহকারী ইংরাজসৈন্যের অধিনায়ক চ্যাম্পিয়ান্ এবং কাটিহারের দেওয়ান পাহাড়সিংহও রহমৎকে টাকা প্রত্যর্পণ করিয়া, কি, দুই তিন মাসের মধ্যে প্রদান করিবার অঙ্গীকার করিয়া নবাবের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। উত্তরে রহমৎ বলিয়া পাঠাইলেন, "হাতে টাকা নাই; থাকিলে দিতাম। কিন্তু এই টাকার জন্য কাহাকেও উৎপীড়ন করা, কাহারও নিকট সাহায্য চাওয়া কি সুজা উদ্দৌলার নিকট মাথা হেঁট করিয়া থাকা আমি নিতান্তই ঘৃণার কার্য্য বলিয়া মনে করি। ভগবানের বিচারের উপর নির্ভর করিয়া আমি প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতেও প্রস্তুত আছি।" ইহার পরে তিনি আপনার কর্মচারী ও সৈন্যবৃন্দের মধ্যে এইরূপ আদেশ প্রচার করিলেন, "যাহার ইচ্ছা, আমার সঙ্গে যুদ্ধে যাইতে পারে। যাহার ইচ্ছা নাই, সে প্রস্থান করিতে পারে। আমার শত্রুর সংখ্যা অনেক, বন্ধুর সংখ্যা খুবই অল্প। কিন্তু আমি এ সকল গ্রাহ্য করি না।"

১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের ২৮এ মার্চ তারিখে অনতিসংখ্যক সৈন্য লইয়া তিনি বেরিলি হইতে আনুলের দিকে যাত্রা করিলেন। যুদ্ধের সংবাদ পাইয়া মৌ এবং ফরখাবাদনিবাসী বহুসংখ্যক আফগান আসিয়া তাঁহার দলবলে সমবেত হইল। তাঁহার অধীনে সুখে থাকিতে ছিল বলিয়া অনাহূত ভাবেও বহু রাজপুত জমিদার আসিয়া তাঁহার দল পুষ্ট করিতে লাগিলেন। এইভাবে দিন দিন তাঁহার সৈন্যসংখ্যা বাড়িতে

লাগিল। তাণ্ডা হইতে যাত্রা করিয়া কিয়ারঘাটের নিকট রাজমহল পার হইয়া তিনি যাইয়া বেরিলির ৭ ক্রোশ পূর্ববর্তী করিমপুর নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। ইহার পরে কমল নদী পার হইয়া তিনি যাইয়া কড়া নামক স্থানের চতুষ্পার্শ্বস্থ সমভূমিতে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। এদিকে সুজা উদ্দৌলাও আসিয়া তিলহরে উপস্থিত হইয়াছেন। উভয় পক্ষের মধ্যে এখন মাত্র ৭।৮ ক্রোশ ব্যবধান। দুই তিন দিন পরে নবাব যাইয়া শিশিতির নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। রহমৎও এখানে আসিয়া যুদ্ধপ্রাঙ্গণে শত্রুর সম্মুখে শিবির সন্নিবেশ করিলেন।

অবিলম্বে যুদ্ধারম্ভ হইল। বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহার দলস্থ অধিকাংশ লোকই যুদ্ধক্ষেত্রে সুজা উদ্দৌলার পক্ষে যাইয়া যোগদান করিল। মাত্র যে অল্পসংখ্যক লোক তাঁহার ছিল, তাহাদিগকে লইয়াই রহমৎ অতুল বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া সম্মুখ সমরে প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার পুত্রদ্বয় নবাবহস্তে বন্দী হইয়াছিলেন; নবাব যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে খিলাৎ দান করিলেন। ইহার পরে রুহেলখণ্ডে যাইয়া তিনি রোহিলাখণ্ডের শাসনভার নীষী বসির খাঁর উপর সংন্যস্ত করিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে নবাব সুজা উদ্দৌলা পীড়িত হইয়া শয্যাগত হইলেন; এবং একমাস তেরদিন পরে রোগযন্ত্রণার হাত হইতে চিরমুক্তি লাভ করিলেন (২৮এ জানুয়ারী ১৭৭৫ খৃঃঅঃ)।

সুজা খাঁ। (সুজাউদ্দীন্ খাঁ), মুর্শিদকুলী খাঁর জামাতা ও উত্তরাধিকারী। খোরাসানের প্রসিদ্ধ তুর্কবংশে ইঁহার উৎপত্তি। ঘটনাচক্রে ইঁহার জনকজননী ভারতবর্ষে দক্ষিণাপথে আসিয়া পড়েন এবং সেখানেই বুর্হানপুর নামক স্থানে সুজাউদ্দীন্ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার বাল্যজীবন সম্বন্ধে শুধু এই টুকু জানা গিয়াছে যে, বাঙ্গালার নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর সুনজরে পড়িয়া ইনি তাঁহার একমাত্র কন্যা, জিন্নেতুন্নিসা বেগমের পাণিগ্রহণ করেন এবং তদবধি শ্বশুরের আশ্রয়েই আসিয়া প্রতিপালিত হইতে থাকেন। বাঙ্গালার দেওয়ানীপদে সমারূঢ় হওয়াই মুর্শী খাঁ জামাতাকে প্রথমে উড়িষ্যারনায়েব দেওয়ানীতে ও পরে নাজিমীতে প্রতিষ্ঠিত করেন। কোমল প্রকৃতি এবং ন্যায়পরায়ণ হইলেও, দুর্দ্দম কামলালসায় ইঁহার চরিত্র কলঙ্কিত হয়। ধার্ম্মিক জিন্নেতুন্নিসা স্বামীর এই ব্যবহারে উদ্ব্যস্ত হইয়া মুর্শিদাবাদে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। মুর্শী খাঁ জামাতার উপর বীতশ্রদ্ধ হইলেন। বালক অবস্থাই দৌহিত্রকে তিনি বাদশাহী দেওয়ানের পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছিলেন; মৃত্যুর সময় জামাতাকে বঞ্চিত করিয়া তাঁহাকেই সুবাদারীর জন্য মনোনীত করিয়া গেলেন।

এদিকে সুজা খাঁও উড়িষ্যায় বসিয়া বাঙ্গালার নবাবীপদে সমারূঢ় হইবার জন্য দিল্লীর দরবার হইতে সনন্দ আনাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই সনন্দপ্রাপ্তির পূর্ব্বেই শ্বশুরের মৃত্যু হইল এবং পুত্র সরফরাজ খাঁ বাঙ্গালার মস্নদে আরোহণ করিলেন। প্রথমতঃ ইতস্ততঃ করিলেও শেষে সুজা খাঁ পুত্র তকি খাঁর উপর উড়িষ্যার শাসনভার ন্যস্ত করিয়া সরফরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে মেদিনীপুরে বাদশাহী সনন্দ পাইয়া তাঁহার উৎসাহ আরও বর্দ্ধিত হইল। পুত্র সরফরাজ কিন্তু যুদ্ধ করিলেন না, ধার্ম্মিক মাতা ও মাতামহীর পরামর্শে, অগ্রসর হইয়া পিতাকে নবাব বলিয়া অভিবাদন করিলেন। সুজা খাঁর চিত্ত পরিষ্কার হইল। (১৭২৫ খৃষ্টাব্দে)

নবাবী মস্নদে আরোহণ করিয়া সুজা বেশ ধীর ও গম্ভীরভাবে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। উড়িষ্যা হইতে বাছিয়া বাছিয়া উপযুক্ত লোক আনিয়া উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। মুর্শী খাঁর আমলে কতকগুলি জমিদার বন্দী ও নজরবন্দী হইয়াছিলেন, নিয়মিতরূপে রাজস্ব প্রেরণ করিবে, তাহাদিগের নিকট হইতে এইরূপ প্রতিশ্রুতি লইয়া তাহাদিগকে তিনি মুক্তিপ্রদান করিলেন। তারপরে বাদশাহের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য তিনি প্রভূত মহামূল্য উপঢৌকন দরবারে প্রেরণ করিলেন। সন্তুষ্ট হইয়া বাদশাহ তাঁহাকে 'মোতোমন্ উল্মুল্ক সুজাউদ্দীন্ বাহাদুর আসদ্জঙ্গ' উপাধিদান করিয়া কৃতার্থ করিলেন।

সুজা খাঁ প্রজাবৎসল ও ন্যায়পরায়ণ নবাব ছিলেন। তাঁহার বিচারে হিন্দুমুসলমান, ধনী-নির্ধন প্রভেদ ছিল না। এই গুণে অচিরেই তিনি সকল লোকের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন।

বাঙ্গালার সিংহাসনপ্রাপ্তির অল্পকাল পরেই বাদশাহ তাঁহাকে আবার ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে পাটনার সুবাদারের পদেও নিযুক্ত করিলেন। তখন আলিবর্দী খাঁকে তিনি নায়েব-সুবাদার করিয়া পাটনায় প্রেরণ করিলেন। ইহার সুশাসনে এই অঞ্চলের বেশ শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। অবাধ্য জমিদারগণও বাধ্য এবং বশীভূত হইল।

কর্ম্মচারীদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হইলে, সুজা খাঁ স্বয়ং তাহার অনুসন্ধান ও বিচার করিতেন। মুর্শী খাঁর আমলে নাজির আহম্মদ নামক একব্যক্তি ক্রোক্ খাঁজোয়ানের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তখন জমিদারদিগকে উৎপীড়িত করিয়া ইনি বিপুল সম্পত্তি অর্জ্জন ও মুর্শিদাবাদের অনতিদূরে ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে সুবৃহৎ এক বৃক্ষবাটিকা ও প্রকাণ্ড এক মস্জিদ্ নির্ম্মাণ করেন। তৎকৃত অত্যাচারের বিচারে, নবাব

অনুসন্ধান করিয়া সুজা খাঁ তাঁহার প্রাণদণ্ডের ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রদান করেন। সুখস্বচ্ছন্দতার দিকে চিরকালই তাঁহার সমান দৃষ্টি ছিল; মুর্শী খাঁর প্রাসাদ ভাঙিয়া সেইস্থলে তিনি সুশোভন ও সুবৃহৎ এক অট্টালিকা নির্মাণ করেন। বঙ্গবিহারের জন্য নাজির আহমদের উদ্যান ও মসজিদ্ তাঁহার প্রয়োজনমতে পরিণত হইয়াছিল। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ভোগবিলাস উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে, শেষে নিজে আর রাজকার্য পরিদর্শন করিবার অবসরই পাইতেন না। মন্ত্রীরা রাজ্যশাসন করিতেন, আর তিনি বেগমমহলে আমোদ-প্রমোদে ডুবিয়া থাকিতেন। পানভোজনে, নৃত্যগীতে, ইয়ারবন্ধুগণের মনস্তুষ্টিসাধনে ও উৎসবাদিব্যাপারে তিনি জলের মত অর্থব্যয় করিতেন, তবে দয়াও তাঁহার যথেষ্ট ছিল। তাঁহার জন্মদিন উপলক্ষে দরিদ্রদিগকে নিজের ওজনে স্বর্ণরৌপ্য বিতরণ করা হইত। পণ্ডিত এবং ফকিরগণের প্রতিও তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা এবং দয়া ছিল। প্রতিদিন শয়ন করিবার পূর্বে গজদন্তনির্মিত এক স্মারকলিপিতে তিনি পরবর্তী দিবসে কাহাকে কাহাকে পুরস্কার প্রদান করিবেন, তাহা লিখিয়া রাখিতেন।

তাঁহার কর্মচারী মীর হবিব্ ত্রিপুরার নির্বাসিত রাজপুত্র জগৎরামের সঙ্গে মিলিত হইয়া ত্রিপুরার কতক অংশ অধিকার করেন।

ঢাকায় নায়েব-নাজিমের মেওয়াজ্ বন্দোবস্তের সুশাসনগুণে এ অঞ্চলেরও বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হয়। নবাব সায়েস্তা খাঁর আমলে টাকায় আটমণ করিয়া চাউল বিক্রয় হইয়াছিল, ইঁহার সময়েও আবার সেইরূপ হয়।

জমিদারগণ সকলেই সুজার নিরপেক্ষবিচার ও সুশাসনের গুণে আকৃষ্ট ছিলেন; একমাত্র বীরভূমের জমিদারই একবার বিদ্রোহী হন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া লক্ষটাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

মুর্শী খাঁ জমিদারী সম্বন্ধে যে সকল সুবন্দোবস্তের অনুষ্ঠান করেন, সুজা তাহা কার্যে পরিণত করেন। এই সময়ে কয়েকটাকার অতিরিক্ত আব্ওয়াব্ স্থাপিত করা হয়। ইহাতে উনিশ লক্ষ টাকা বেশী আয় হইয়াছিল। বাণিজ্যের শুল্ক আদায়ের জন্যও কয়েকটি নূতন চৌকী স্থাপন করা হয়। ইহাতেও রাজস্ব বৃদ্ধি হইয়াছিল।

১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন। মৃত্যু সন্নিকট জানিয়া তিনি নিজেই নিজের সমাধিমন্দির ও তৎসংলগ্ন মসজিদ্ নির্মাণ করাইয়া রাখেন এবং কর্মচারী ও অনুচরবর্গকে নিকটে ডাকিয়া তাঁহাকে ক্ষমা করিতে বলেন ও সকলকেই দুই মাসের বেতন পুরস্কারস্বরূপ দান করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তদীয় পুত্র সরফরাজ খাঁ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

সুজাত (ত্রি) সু-জন-ক্ত। উত্তমরূপে জাত, যাহার জন্ম উত্তম-ভাবে হইয়াছে, বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভে স্বামীর ঔরসজাত। সৎকুলোৎপন্ন, সুন্দর।

সুজাতকা (স্ত্রী) সুন্দরশালি, হৈমন্তিক শালিধান্যবিশেষ।

সুজাতা (স্ত্রী) সুজাত-টাপ্। সুন্দরী, গৌরাঙ্গীকন্যা। (রাজনি°)

২ বুদ্ধদেবের সমসাময়িক এক গ্রামিকদুহিতা। শাক্যসিংহের বুদ্ধত্বলাভের পর ইনি তাঁহাকে পায়স খাওয়াইয়া ছিলেন। [বুদ্ধ দেখ]

সুজাততা (স্ত্রী) সুজাতস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। আপনার উত্তম প্রজাতত্ব, নিজের উত্তম জন্ম।

"বর্ধয়তি বর্তমং সুজাততা" (ঋক্ ১০।১৭২।৪)

'সুজাততয়া আত্মনঃ সুপ্রজাতত্বং' (সায়ণ)

সুজাতবক্ত্র (পুং) বৈদিক আচার্যভেদ। (আশ্ব° গৃ°)

সুজানগড়—রাজপুতানার অন্তর্গত বিকানীর রাজ্যের একটি সহর—বিকানীর নগর হইতে ৮০ মাইল দক্ষিণপূর্ব কোণে অবস্থিত।

সুজানপুর—পঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার একটি সহর। গুরুদাসপুর নগর হইতে ২৩ মাইল পূর্বোত্তর কোণে এবং পাঠান-কোট হইতে ৪ মাইল পশ্চিমোত্তর কোণে, বারিদোয়াবের এক নিভৃত প্রান্তে অবস্থিত। এখানে হিন্দুর অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যাই বেশি—প্রায় দ্বিগুণ, এখান হইতে রাচিমনী দিয়া চাউল, পাট ও হরিদ্রা নৌকাযোগে অমৃতসহরে রপ্তানী করা হয়।

সুজাবাল—বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত করাচী জেলার শাহবন্দর মহকুমার অধীন একটি তালুক। ক্ষেত্রফল ২৭৭ বর্গ-মাইল। এখানে মুসলমানের সংখ্যাই বেশি, এখানে ১টি ফৌজদারী আদালত ও কয়েকটি থানা আছে। রাজস্ব ৫০০০০ হাজার টাকার উপর।

সুজামি (ত্রি) ভগিনীভ্রাতাদি আত্মীয়স্বজনযুক্ত।

সুজামুটা, বাঙ্গালার মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম। এই গ্রামের সম্মুখে ইদ্‌জিয়ারপুরখালের বামতীর দিয়া যে ১৫ মাইল বিস্তৃত বাঁধ গিয়াছে তাহা সুজামুটা-জালামুটা বাঁধ নামে খ্যাত। রামচকগ্রামের নিকট এই খালের আরম্ভ, তৎপরে সুজামুটা হইয়া ইদ্‌জিয়ারপুরখালের বামকূল দিয়া মাদাখালি খালের সঙ্গমস্থান পর্যন্ত আসিয়া শেষোক্ত খালের বামতীর দিয়া বরাবর রসুলপুর ও কুকপুর (খালপাটী) খালের সঙ্গমস্থলে চৌমুহনী পর্যন্ত আসিয়া খালপাটী খালের বামভাগ দিয়া গোজাসুরি বঙ্গোপসাগরতীর পর্যন্ত গিয়াছে। তদনন্তর উহা সমুদ্রোপকূল দিয়া হুগলী নদীর মোহানা পর্যন্ত বিস্তৃত

ক্রমে তাঁহারা বাঙ্গালায় অবাধবাণিজ্য চালাইবার অভিপ্রায়ে ইংলণ্ডের অনুগ্রহপ্রার্থী হন এবং ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে সাহজাদা আজিম উস্বান ১৬ হাজার টাকা দিয়া কলিকাতা, গোবিন্দপুর ও সুতানুটী গ্রাম ক্রয় করেন। সুতানুটী গ্রাম বর্ত্তমানে কলিকাতার অন্তর্গত হইয়াছে। উক্ত মৌজে কলিকাতা ও মৌজে সুতানুটী মূল সুতানুটী পরগণার অন্তর্গত, দলিলপত্রে তাহার প্রভূত নিদর্শন পাওয়া যায়। ইংরাজরাজত্বে যে ২৪টী পরগণা লইয়া জেলা ২৪ পরগণা গঠিত হয়, পরগণে সুতানুটী তাহারই একটী। [কলিকাতা দেখ।]

সুতাত্মজা (স্ত্রী) সুতস্য সুতায়া বা আত্মজা। পৌত্রী বা দৌহিত্রী।

সুতান (ত্রি) উত্তম তানযুক্ত (গীত,) উত্তম তানবিশিষ্ট।

সুতাপতি (পুং) সুতায়াঃ পতিঃ। কন্যার স্বামী, জামাতা। (কাত্যা° শ্রৌ° ৪।৪।৩)

সুতাভাব (পুং) সুতস্য সুতায়াঃ অভাবঃ। পুত্রকন্যার অভাব, পুত্রকন্যা না থাকা।

সুতার (ত্রি) ১ সুন্দর তারাযুক্ত, শোভন তারকাযুক্ত। (পুং) ২ সাংখ্যদর্শনোক্ত সিদ্ধিবিশেষ। ইহা গৌণসিদ্ধি। এই গৌণসিদ্ধি পাঁচপ্রকার। গুরুর নিকট অধ্যাত্মশাস্ত্রের যথাবৎ অক্ষর গ্রহণের নাম অধ্যয়ন, এইরূপ অধ্যয়নের নাম তারসিদ্ধি, যে অধ্যাত্মশাস্ত্র যথাবিধানে গুরুর নিকট অধীত হয়, তাহার অর্থাববোধের নাম শব্দ, এই শব্দকেই সুতার কহে। এই দুইটী সিদ্ধি অর্থাৎ তার ও সুতার সিদ্ধি আত্মার শ্রবণ নামে অভিহিত।

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ" (শ্রুতি)

বিবেকসাক্ষাৎকার করিতে হইলে আত্মার শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে হয়। সুতরাং আত্মার শ্রবণরূপই সুতার সিদ্ধি। শ্রবণের পর মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে হয়। এই মনন সিদ্ধির নাম তারতার। (সাংখ্যতত্ত্বকৌ°)

সুতার (দেশজ) ছুতার।

সুতার কাপড় (দেশজ) সূত্রনির্ম্মিতবস্ত্র, সূতাদ্বারা যে কাপড় প্রস্তুত হয়।

সুতারকা (স্ত্রী) শোভনে তারকে যস্যাঃ। চতুর্বিংশতি বুদ্ধ-শাসন দেবতার অন্তর্গত দেবতাবিশেষ। (হেম) (ত্রি) ২ শোভন-তারকাযুক্ত।

সুতার্থিন্ (ত্রি) সুতমর্থয়িতুং শীলমস্য অর্থ-ণিনি। পুত্রার্থী, পুত্রপ্রার্থনাকারী, যিনি পুত্রকামনা করেন।

"পতিব্রতা ধর্ম্মপত্নী পিতৃপূজনতৎপরা।
যথাযুক্ত ততঃ পিতৃযজ্ঞাৎ মধ্যমপুত্রার্থিনী॥" (মনু ৩।২৬২)

সুতাল (ত্রি) শোভন তালবিশিষ্ট।

সুতাবৎ (ত্রি) অভিযুক্ত সোমযুক্ত।

"বিশ্রমুতঃ সুতাবতঃ। উপ ব্রহ্মাণি যাবতঃ" (ঋক্ ১।৩।৪)
'সুতাবতঃ অভিযুতসোমযুক্তস্য, যজুষ্…ছান্দসঃ দীর্ঘঃ' (সায়ণ)
২ সুতাযুক্ত, কন্যাবিশিষ্ট।

সুতিক্ত (পুং) সুষ্ঠু তিক্তঃ। ১ পর্পটক, ক্ষেত্রপাপড়া। (রাজনি°) ২ অতিশয় তিক্ত, যাহা অত্যন্ত তিক্ত।

সুতিক্তক (পুং) সুষ্ঠু তিক্তঃ স্বার্থে কন্। পারিভদ্র, পালিধামাদার। (অটাধর) ২ ভূনিম্ববৃক্ষ, চিরতা। ৩ পর্পটক।

সুতিক্তা (স্ত্রী) সুষ্ঠু তিক্তা। কোষাতকী লতা, চলিত ঘোষলতা। (রাজনি°)

সুতিন্ (ত্রি) সুতমস্যাস্তীতি ইনি। সুতবিশিষ্ট, পুত্রযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্, সুতিনী, পুত্রবতী।

"কলিলগলসমানরেত্তে ন পততি কামিনী গর্ভাৎ যদ্য।
তেনাথা যদি সুতিনী বা বন্ধ্যা কীদৃশী ভবতি॥" (হিতোপদেশ)

সুতী (ত্রি) পুত্রেচ্ছু, পুত্রাভিলাষী। ২ পুত্রবধ্যাচরণকর্ত্তা।

সুতী (দেশজ) সূত্রনির্ম্মিত বস্ত্র, সূতা দ্বারা যে সকল গাত্রবস্ত্রাদি প্রস্তুত হয়।

সুতীক্ষ্ণ (পুং) সুষ্ঠু তীক্ষ্ণঃ। ১ শোভাঞ্জন, সজিনা। (জটাধর) ২ শ্বেতশিগ্রু, শ্বেতসজিনা। (রাজনি°) ৩ মুনি-বিশেষ। (ভক্তি ৪ স°) (ত্রি) অতিশয় তীক্ষ্ণ, অতিশয় খর, অতি ধারাল।

"উদুপ্তিভির সুতীক্ষ্ণৈর্নিকরং মানিনীনাং
কুবতিকুসুমবাণো মন্মথোদ্দীপনায়॥" (ঋতুসংহার ৬।২৮)

সুতীক্ষ্ণক (পুং) সুতীক্ষ্ণ-কন্। সুতীক্ষ্ণশার্থ। ২ মুষ্কক-বৃক্ষ, চলিত ঘণ্টাপারুল, স্ত্রিয়াং টাপ্। সুতীক্ষ্ণকা সর্ষপবৃক্ষ।

সুতীর্থ (ত্রি) শোভন তীর্থযুক্ত, উত্তম সোপানযুক্ত। ২ উত্তমতীর্থ।

সুতীর্থক (স্ত্রী) শোভন তীর্থ।

সুতীর্থরাজ (পুং) পর্ব্বতভেদ। (শত্রুঞ্জয় ১।৩৩২)

সুতুক (ত্রি) শোভনপুত্র।

"যো অশ্বৈঃ সুতুকো রথাসঃ" (ঋক্ ১।১৫৮।৩)
'সুতুকঃ শোভনপুত্রঃ' (সায়ণ)

সুতুকন (ত্রি) সুতুক, উত্তম পুত্রবিশিষ্ট। (নিরুক্ত)

সুতুঙ্গ (পুং) সুষ্ঠু তুঙ্গঃ। ১ নারিকেলবৃক্ষ। (হারাবলী) ২ গ্রহদিগের উচ্চাংশবিশেষ। গ্রহগণ রাশিবিশেষে অবস্থান করিলে তাহাকে তুঙ্গ কহে। ত্রিংশ অংশের মধ্যে অংশবিশেষ সুতুঙ্গ নামে অভিহিত, গ্রহগণ সুতুঙ্গে অবস্থান করিলে বিশেষ শুভ ফল হয়। কোন কোন রাশির কত অংশ সুতুঙ্গ, তাহার বিষয় জ্যোতিষে এইরূপ লিখিত আছে,—

"সূর্য্যাচ্চন্দ্রাৎ ক্রিয়ঞ্চবৃষমৃগঝষকুলীরাঙ্গনাযুকে
দিক্বহ্নীন্দ্রবতিথিশরান্ সপ্তবিংশাংশ্চ বিংশান্।
অংশমানেষ্বতান্ বদন্তি জবনস্ত্বাঙ্গকুলান্ সুতুঙ্গান্
তানেবাংশান্ মদনভবনেষ্বাহু নীচান্ সুনীচান্॥"

(শব্দকল্পদ্রু°)

রবির মেষরাশি তুঙ্গস্থানে, মেষে রবি থাকিলে তুঙ্গস্থ হন, মেষরাশি ৩০ অংশ, এই ত্রিশঅংশের মধ্যে প্রথম ১০ অংশ সুতুঙ্গ, এই দশঅংশের মধ্যে থাকিলে সুতুঙ্গস্থ হইয়া থাকেন এবং ইহার ফল অতিশয় শুভ হইয়া থাকে। বৃষরাশি চন্দ্রের তুঙ্গস্থান, এই বৃষরাশির প্রথম ৩ অংশে চন্দ্র থাকিলে সুতুঙ্গ, এইরূপ মঙ্গলের মকররাশি তুঙ্গ এবং এই মকরের ২৮ অংশ সুতুঙ্গ। কন্যারাশি বুধের তুঙ্গস্থান, ঐ কন্যার ১৫ অংশ সুতুঙ্গ। বৃহস্পতির কর্কট তুঙ্গ এবং ঐ কর্কটের ৫ অংশ সুতুঙ্গ, শুক্রের মীন তুঙ্গস্থান, ঐ মীনের ২৭ অংশ সুতুঙ্গ, শনির তুলা তুঙ্গস্থান, ঐ তুলার ২০ অংশ সুতুঙ্গ। গ্রহগণ উক্ত রাশির উক্ত অংশে অবস্থান করিলে শুভফল হইয়া থাকে। তুঙ্গস্থগ্রহ শুভফলদ, সুতুঙ্গস্থগ্রহ বিশেষ শুভফলদ। গ্রহগণ সুতুঙ্গভাগ ত্যাগ করিলে ফলেরও ন্যূনতা হইয়া থাকে।

গ্রহগণের রাশিবিশেষের স্থানবিশেষ যেমন সুতুঙ্গ তদ্রূপ আবার রাশিবিশেষের অংশবিশেষকে সুনীচ কহে। এই সুনীচ যথা—রবির তুলারাশি নীচস্থান, তুলার ১০ অংশ সুনীচ, এইরূপ চন্দ্রের বৃশ্চিক, বৃশ্চিকের ৩ অংশ, মঙ্গলের কর্কট এবং উহার ২৮ অংশ, বুধের মীন, মীনের ১৫ অংশ, বৃহস্পতির মকর, মকরের ৫ অংশ, শুক্রের কন্যা এবং ইহার ২৭ অংশ, শনির তুলা, ঐ তুলার ২০ অংশ সুনীচ। উক্ত গ্রহসকল ঐ সকল অংশে থাকিলে সুনীচস্থ হন, ইহারা অতি অশুভ। যদি গ্রহগণ সুনীচাংশ ত্যাগ করিয়া অন্য অংশে অবস্থিত থাকেন, তাহা হইলে প্রথমে মন্দ হইয়া পরে ভাল হয়। গ্রহগণ সুতুঙ্গচ্যুত হইলে প্রথমে ভাল হইয়া শেষে মন্দ হয়।

"পরিপূর্ণবলং তুঙ্গে নীচে নীলবলগ্রহঃ।" (জ্যোতিস্তত্ত্ব°)

সুতুঙ্গে গ্রহদিগের বল পরিপূর্ণ এবং নীচস্থানে গ্রহগণ হীনবলী। গ্রহগণের ফলনির্ণয় করিতে হইলে গ্রহগণ সুতুঙ্গ কি সুনীচ তাহা স্থির করিয়া ফল নিরূপণ করিবে। (শব্দকল্পদ্রু°) (ত্রি) ২ অতিশয় উচ্চ।

সুতুলিকা (স্ত্রী) ১ শোভনতুলিকা।

সুতৃপ (ত্রি) সু-তৃপ্-ক্বিপ্। সুন্দররূপে তর্পক।

সুতেকর (ত্রি) ঋত্বিক্, যজ্ঞকারী। "ব্রাহ্মণাসো ন সুতেকরাসঃ" (ঋক্ ১০।৭১।৯) 'সুতেকরাসঃ সোমং সুতং অভিষুতং কুর্ব্বন্তীতি সুতেকরা ঋত্বিজঃ' (সায়ণ)

সুতেগৃভ্ (ত্রি) অভিষুত রস দ্বারা গৃহীত, যজ্ঞাংশনিষ্ট সোমরস দ্বারা গৃহীত। "তরুভিঃ সুতেগৃভং বয়াকিনং" (ঋক্ ৫।৩৪।৩)
'সুতেগৃভং অভিষুতেন রসেন গৃহীতং' (সায়ণ)

সুতেঞ্জন (পুং) সুতেজয়তীতি সু-তিজ-ল্যু। ধবনবৃক্ষ।

সুতেজস্ (পুং) সুষ্ঠু তেজো যস্য, যদ্বা সুতেজয়তীতি সু-তিজ (পতিকাষকলোভিতি। উণ্ ৪।২২৬) ইতি অসি। ১ অতীত ৯ম অর্হদ্ভেদ। (হেম) ২ আদিত্যভক্তা, চলিত হুড়্‌হুড়িয়া। (রাজনি°) (ত্রি) ৩ শোভনতেজোযুক্ত।

"এষ বৈ সুতেজা আত্মা বৈশ্বানরো যং ত্বমাত্মানমুপাস্তে।"

(ছান্দোগ্য° উপ° ৫।১২।১)

সুতেজিত (ত্রি) সুতীক্ষ্ণ।

সুতেমনস্ (পুং) বৈদিক আচার্য্যভেদ।

সুতেরণ (ত্রি) সোমে রমমাণ। "সুতেরণং মঘবানং সুবৃক্তিং" (ঋক্ ১০।১০০।৪৭) 'সুতেরণং অভিষুতে সোমে রমমাণং' (সায়ণ)

সুতৈলা (স্ত্রী) সুষ্ঠু তৈলমস্যা ইতি। মহাজ্যোতিষ্মতী, চলিত লতাকট্কী। (রাজনি°)

সুতোয় (ত্রি) সুন্দর তোয়বিশিষ্ট, উত্তম জলযুক্ত। (বৃহৎস° ১৬।১৩) (পুং) ২ উত্তম জল।

সুতোষ (পুং) ১ অতি সন্তোষ। (ত্রি) ২ সন্তুষ্ট।

সুত্যা (স্ত্রী) সোমাভিষবক্রিয়া, সবনাভিষিক্ত।

"অতি তে বেদ সোমসুত্যা মহীয়" (অমরটী° ৪।৭)
'সুত্যাং সোমাভিষবক্রিয়াং সবনাভিষিক্তং' (মহীধর)

সুত্রাত (ত্রি) সু-ত্রৈ-ক্ত। সুন্দররূপে ত্রাত, রক্ষিত।

সুত্রাত্র (ত্রি) শোভন ত্রাণ, সুন্দর রক্ষণ।

"পাহ্যস্মিন্ত ত্রাতেত্যাং সুত্রাত্রা" (ঋক্ ৪।৭০।৩)
'সুত্রাত্রা শোভনেন ত্রাণেন ত্রাতেত্যাং' (সায়ণ)

সুত্রামন্ (পুং) সু-ত্রৈ-মনিন্। ১ ইন্দ্র। (অমর) অমরটীকায় ভরত এই শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ লিখিয়াছেন যে, 'সুষ্ঠু ত্রায়তে কুশলং সুত্রামা আতুমিতি মন্ সোঃ পক্ষে দীর্ঘত্বং' (ভরত) ২ শোভনত্রাণকর্তা, উত্তমরূপে যিনি রক্ষা করেন। "ইন্দ্রায় সুত্রাম্নে পচাৰ" (শুক্লযজু° ১০।৩১) 'সুত্রাম্নে শোভনত্রাণকর্ত্রে' (মহীধর) ৩ মহাদেব। (বিষ্ণুপু° ৩।১।৫৬)

সুত্বন্ (পুং) সু (সুষঃ কৃঞ্বনিপ্। পা ৩।২।১০৩) ইতি ক্বনিপ্। যজ্ঞমানী, অভিষবে কৃতী, যিনি যজ্ঞাঙ্গে যজ্ঞস্নান করিয়াছেন। 'অভিষবঃ স্নানমাত্রং ইহ তু প্রত্যয়াৎ যজ্ঞস্নানং তৎকৃতবান্ যঃ স সুত্বা কথ্যতে" (ভরত) ২ সোমপায়ী।

সুদ (পারসী) কুসীদ। টাকা কর্জ দিলে যাহা বৃদ্ধি পাওয়া যায়।

সুদখোর (পারসী) যাহারা টাকার সুদগ্রহণ করে।

সুদংশিত (ত্রি) সু দংশ-ক্ত। শোভনরূপে দংশিত, অতিশয় দংশিত।

সুদংষ্ট্র (ত্রি) শোভনদংষ্ট্রাবিশিষ্ট। (পুং) ২ কৃষ্ণের একপুত্র। ৩ শম্বরের একপুত্র। ৪ রাক্ষসভেদ।

সুদংসস্ (ত্রি) শোভনকর্ম্মা।

"অধারয়ন্ রোদসী সুদংসাঃ" (ঋক্ ১।৮২।৭) 'সুদংসাঃ শোভনকর্ম্মা ইন্দ্রঃ, দংস ইতি কর্ম্মনাম, ততোঽসুন্' (সায়ণ)

সুদক্ষ (ত্রি) অতিশয় দক্ষ, নিপুণ, কার্য্যকুশল। শোভনবল।

"দক্ষৈঃ সুদক্ষো বিশ্ববেদাঃ" (ঋক্ ১।৯১।২)

'সুদক্ষঃ শোভনবলঃ' (সায়ণ)

সুদক্ষিণ (ত্রি) সুশোভনা দক্ষিণা যত্র। শোভনদক্ষিণাবিশিষ্ট যজ্ঞাদি, যে যজ্ঞাদিতে প্রভূত দক্ষিণা দেওয়া হয়। ২ শোভনদান।

"রায়স্কামো বজ্রহস্তং সুদক্ষিণং" (ঋক্ ৭।৩২।৩)

'সুদক্ষিণং শোভনদানং' (সায়ণ)

(পুং) ৩ রাজভেদ। পৌণ্ড্রকের পুত্র। (ভাগবত ১০।৬৬।২৮)

৪, বিদর্ভরাজাত্মজ।

সুদক্ষিণা (স্ত্রী) সু শোভনা দক্ষিণা। প্রচুর দক্ষিণা। ২ রঘুবংশে বর্ণিত দিলীপের পত্নী। রঘুবংশে বর্ণিত আছে যে রাজা দিলীপ বশিষ্ঠাশ্রমে সুদক্ষিণার সহিত সুভক্তিভাবে নন্দিনীর সেবা করিয়া পুত্রলাভ করেন। (রঘুবংশ ১ স°)

সুদগ্ধিকা (স্ত্রী) সুষ্ঠু দগ্ধং দাহো যস্যাঃ ইতি সুদগ্ধ-ঠন্। দগ্ধা নামক তৃণ। (রাজনি°)

সুদণ্ড (পুং) শোভনো দণ্ডো যস্মাৎ। বেত্র, বেত। (রাজনি°)

সুদণ্ডিকা (স্ত্রী) গোরক্ষী। (রাজনি°)

সুদৎ (ত্রি) শোভনা দন্তা যস্য (বয়সি দন্তস্য দতৃ। পা ৫।৪।১৪১) ইতি দতৃ। শোভন দন্তবিশিষ্ট, উত্তম দন্তযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। সুদতী, শোভন দন্তযুক্তা।

"বিহায় সর্ব্বং গমিতাং বিবাহু
অগায় ভূয়ঃ সুদতীং সুনন্দা।" (রঘু ৬।৩৭)

(পুং) শোভনো দৎ দন্তঃ ইতি বিগ্রহে সুদৎ ইত্যেব স্যাৎ। ২ শোভনদন্ত। (ভাগবত ৩।২৩।৩২)

সুদত্ত (ত্রি) উত্তমরূপে দত্ত।

সুদত্র (ত্রি) শোভন দান, কল্যাণ দান। "বহুবিধঃ সুদত্রঃ সরবতি" (ঋক্ ১।১৬৪।৪৯) 'সুদত্রঃ শোভনদানঃ, কল্যাণদান ইতি নিরুক্তং' (সায়ণ)

সুদন্ত (পুং) শোভনো দন্তো যস্য বয়োগম্যমানাভাবাৎ ন দত্রাদেশঃ। ১ নট। ২ শোভনদন্ত, সুন্দর দন্ত।

সুদন্তী (স্ত্রী) শোভনো দন্তো যস্যাঃ ঙীষ্। দিগ্ করিণীবিশেষ। ২ গুরুমরী।

সুদমন (পুং) আম্রবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

সুদরিদ্র (ত্রি) সু অতিশয়ঃ দরিদ্রঃ। অতিদরিদ্র, অর্থহীন।

সুদর্ভা (স্ত্রী) সুষ্ঠু দর্ভো যস্যাঃ। ইক্ষুদর্ভাতৃণ। (রাজনি°) (ত্রি) ২ শোভনকুশযুক্ত।

সুদর্শন, বিন্ধ্যপার্শ্বস্থিত একখানি গ্রাম। (ভবিষ্যব্র° খ° ৮।২৯)

২ দেশভেদ। এই দেশ মেরুর দক্ষিণে এবং নিষধের উত্তরে অবস্থিত। (ব্রহ্মাণ্ডপু° ৪৫।২৩)

সুদর্শন (স্ত্রী) সুষ্ঠু দৃশ্যতে ইতি সু-দৃশ-যুচ্। শোভনং দর্শনমস্যেতি বা। ইন্দ্রনগর। (মেদিনী) (পুং স্ত্রী) ২ বিষ্ণুর চক্র, ভগবান্ বিষ্ণু যে চক্র ধারণ করেন, তাহার নাম সুদর্শন। এই চক্র অতিতেজস্কর। মৎস্যপুরাণে এই চক্রের উৎপত্তি-বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে—

"অস্মাৎ প্রসাদং কুরু মে যদ্যনুগ্রহভাগহং।
অপনেষ্যামি তে তেজঃ কৃত্বা যন্ত্রে দিবাকর।
রূপং তব করিষ্যামি লোকানন্দকরং প্রভো।
তথেত্যুক্তঃ স রবিণা ভ্রমৌ কৃত্বা দিবাকরং ॥
পৃথক্ চকার তত্তেজশ্চক্রং বিষ্ণোরকল্পয়ৎ।
ত্রিশূলঞ্চাপি রুদ্রস্য বজ্রমিন্দ্রস্য চাধিকং।
দৈত্যদানবসংহর্ত্তৃ সহস্রকিরণাত্মকং।"

(মৎস্যপু° ১১ অ°)

দিবাকর বলিয়াছিলেন যে যদি আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ হয়, তাহা হইলে আমার তেজ কিছুকাল হ্রাস করিয়া দিন। ইহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, তোমার তেজ অপনয়ন করিয়া লোকানন্দকর করিয়া দিতেছি, এই কথা বলিয়া বিশ্বকর্ম্মাদ্বারা দিবাকরকে চক্র ভ্রমিতে আরোহণ করাইয়া তাঁহার তেজ পৃথক্ করিয়াছিলেন, পরে এই তেজ বিষ্ণুর চক্ররূপে এবং শিবের ত্রিশূল ও ইন্দ্রের বজ্ররূপে পরিণত হইল, ইহা দৈত্যদানব প্রভৃতিকে সংহার করিতে সমর্থ ও সহস্রকিরণ স্বরূপ। সুতরাং মৎস্যপুরাণমতে দিবাকরের তেজ হইতে এই সুদর্শন চক্রের উৎপত্তি।

বামনপুরাণে এই চক্রের উৎপত্তি বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে যে, ভগবান্ বিষ্ণু বলিয়াছিলেন, যে অস্ত্র আছে ইহাদ্বারা অসুরদিগকে বধ করা যাইবে না। অতএব অস্ত্রের জন্য তোমরা সকলে নিজের নিজের তেজ প্রদান কর। এই কথায় বিষ্ণুসহ দেবগণ নিজ নিজ তেজ প্রদান করেন। এই সকল তেজ একত্র হইলে বিষ্ণু নিজের তেজ যোজন করেন। মহাদেব এই সকল তেজোদ্বারা এক অনুত্তম অস্ত্র প্রস্তুত করেন, এই অস্ত্রের নাম সুদর্শনচক্র। এই চক্র অতি ভয়ানকতেজস্কর। পরে মহাদেব উহার অবশিষ্ট তেজোদ্বারা অস্ত্র নির্ম্মাণ করেন।

সুদাঁড় (বেগম) উত্তম নিয়মপ্রণালী।

সুদান (স্ত্রী) সু শোভনং দানং। শোভন দান, উত্তম দান।

সুদানু (ত্রি) শোভনদানোপেত, শোভনদানযুক্ত। "অস্ত সুক্ষণঃ সুদানবঃ" (ঋক্ ৪।৪।৭ 'সুদানবঃ শোভনদানোপেতাঃ' (সায়ণ)

সুদান্ত (পুং) সুষ্ঠু দান্তঃ। শাক্যমুনি শিষ্যবিশেষ। (ত্রি) ২ অতিশান্ত।

"সুদান্তানপি চৈবাহং মহামতীঃশমপরান্।" (ভারত ১।৯৬।১২)

সুদান্তসেন (পুং) একজন প্রসিদ্ধ শিল্পী।

সুদামড়া ধান্দুলপুর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড়বিভাগের ঝালাবাড় প্রান্তস্থিত একটি ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। ২৭খানি গ্রাম লইয়া গঠিত। ভূপরিমাণ ১৩৫ বর্গমাইল। এখানকার সর্দারেরা কম অংশে বিভক্ত। ইঁহারা জুনাগড়ের নবাবকে বার্ষিক ৭৪৫৲ টাকা এবং ইংরাজগবর্মেণ্টকে ২৩৮১ টাকা কর দিয়া থাকে।

সুদামনপুর, যুক্তপ্রদেশের অযোধ্যাবিভাগের রায়বরেলী জেলার দালমৌ তহসীলের অন্তর্গত একটী গণ্ড গ্রাম। গঙ্গানদীর উত্তর তীর হইতে দুই ক্রোশ দূরে অবস্থিত। সুদামন সিংহ নামক জনৈক মানবার রাজপুত কর্তৃক এই গ্রাম অনুমান ৫২৫ বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত হয়।

সুদামন্ (পুং) সুষ্ঠু দদাতীতি দা (আতো মনিন্ ক্বনিপ্ বনিপশ্চ। পা ৩।২।৭৪) ইতি মনিন্। ১ মেঘ। ২ পর্ব্বত। (মেদিনী) ৩ গোপভেদ। শ্রীকৃষ্ণের বাল্য সহচর গোপবিশেষ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজলীলাকালে শ্রীদাম ও সুদাম প্রভৃতি গোপগণের সহিত গোচারণ করিতেন।

৪ ব্রাহ্মণভেদ। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে যে এই ব্রাহ্মণ দারিদ্র্যে বিশেষ কাতর হইয়া দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হন। ভগবান্ কৃষ্ণ সদ্যঃ তাঁহার দুঃখ বিনাশ করেন।

"সদ্যো জহার দারিদ্র্যং সুদাম্নো ব্রাহ্মণস্য চ।
সমাগতস্য স্বগৃহাৎ দ্বারকাং শরণার্থিনঃ॥" (কৃষ্ণজন্ম° ১১২ অ°)

৫ সমুদ্র। (শব্দরত্না°) ৬ ঐরাবত। (ত্রিকা°) (ত্রি) সুষ্ঠু দদাতীতি সু-দা-মন্। ৭ সুষ্ঠু দাতা, যিনি শোভনরূপে দান করেন।

সুদামন্, প্রাচীন জনপদভেদ। (ভারত ভীষ্ম° ৯।৫৩)

সুদামন (পুং) জনকের মন্ত্রিভেদ। (রামায়ণ) ২ দৈত্যভেদ।

সুদামা (স্ত্রী) নদীবিশেষ। (রামায়ণ ২।৭১।১) ২ স্কন্দমাতৃভেদ।

সুদামিনী (স্ত্রী) শমীককন্যা। (ভাগবত ৯।২৪।৫৩)

সুদায় (পুং) সুষ্ঠু দীয়তে ইতি সু-দা-ঘঞ্, যুগাগমঃ। দেবকৌতুকাদি। উপনয়নকালে ভিক্ষালব্ধ ধন, বিবাহকালে জামাতৃ প্রভৃতিকে দেয় যে ধন, তাহাকে সুদায় কহে। বিবাহাদিকালে কৌতুকরূপে দেয় যে ধনাদি, তাহাকেই সুদায় কহে। ২ পিতৃমাতৃ ও ভর্তৃকুল দত্তী।

"সুদায়েভ্যঃ পিতৃমাতৃভর্তৃকুলসম্বন্ধিভ্যো লব্ধং সৌদায়িকং"(দায়ভাগ)

সুদারু (পুং) সুষ্ঠু দারুঃ যত্র। পারিপাত্রপর্ব্বত। পর্য্যায় পারিপাত্রিক। (হেম) ২ শোভন দারু, উত্তম কাষ্ঠ। (ত্রি) ৩ উত্তম কাষ্ঠযুক্ত। (স্ত্রী) ৪ দেবদারুকাষ্ঠ। (বৈদ্যকনি°)

সুদারুণ (ত্রি) অতি ভয়ানক, অতি ভীষণ।

সুদাবন্ (ত্রি) শোভন ফলদাতা। "আতিথ্যমৈশ্চ চক্রথ সুদাবে" (ঋক্ ১।১১৬) 'সুদাবে শোভনস্য ফলস্য দাত্রে' (সায়ণ)

সুদাস (ত্রি) সুষ্ঠু দদাতীতি সু-দা- অসুন, অসুনি কত্বাত্রপদ প্রকৃতিস্বরং। শোভনদানযুক্ত, শোভনদানবিশিষ্ট।

"সুদাসে দস্রা বসু বিভ্রতা" (ঋক ১।৪৭।৭) সুদাসে শোভনদানযুক্তায়' (সায়ণ) (পুং) ২ বৈদিকরাজভেদ। "বধির্ব ইৎসুদাসেবৃধা" (ঋক্ ১।৬৩।৭) 'সুদাসে এতৎসংজ্ঞায় রাজ্ঞে' (সায়ণ) ৩ যবনরাজভেদ। মনুতে লিখিত আছে রাজা নহুষ বেন এবং যবনরাজ সুদাস ইহারা সকলেই বিনয় অভাবে বিনষ্ট হইয়াছিলেন।

"বেনো বিনষ্টোঽবিনয়ান্নহুষশ্চৈব পার্থিবঃ।
সুদাসো যাবনিশ্চৈব সুমুখো নিমিরেব চ॥" (মনু ৭।৪১)

সুদাসনা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর মহীকাণ্ঠা পলিটিকাল এজেন্সীর অন্তর্গত একটী দেশীয় রাজ্য। মহীকাণ্ঠার নানীমারবাড় বিভাগের মধ্যে স্থাপিত এবং পশ্চিমে পালনপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এখানে গম, মক্কা (ভুট্টা), ধান্য, ছোলা, ইক্ষু, ও বাজ্রা প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

এখানকার সর্দারগণ আপনাদিগকে মহারাজ রাণা পত্তার পুত্র উমার সিংহের বংশধর বলিয়া পরিচিত করেন। তাঁহারা সুদাসনা ও অন্যান্য ৬৩খানি গ্রাম উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অম্বা-ভবানীর দেবমন্দিরে তীর্থযাত্রীগণ পূজার্থোপলক্ষে যে অর্থ দান করিয়া থাকেন এই রাজগণ তাহার চতুর্থাংশ গ্রহণ করেন। এখানকার সামন্তঠাকুর পর্ব্বতসিংহ (১৮৮৩ খৃঃ) প্রমার কুলের বংশধর রাজপুত। ইনি সুশিক্ষিত ও সাধুচরিত্র ছিলেন। স্বয়ং রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। ইঁহাদিগকে বরোদার গাইকবাড়কে বার্ষিক ১০৩৯৲ টাকা এবং ইদরের রাজাকে ৩৬১৲ টাকা কর দিতে হয়।

২ উক্ত সামন্তরাজ্যের প্রধান নগর। সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত। এই নগর হইতে ৪১০মাইল উত্তরপূর্ব্বে কোটেশ্বর মহাদেবের অধিষ্ঠান মন্দির এবং ইষ্টক ও বেলেপাথরে নির্ম্মিত একটী কুণ্ড সর্ব্বাদায় দৃষ্ট হয়। এখানে একটী অক্ষয়বটও আছে। হিন্দুগণ তীর্থযাত্রা উদ্দেশে এখানে আসিয়া মহাদেবের শিরে ও অশ্বত্থবৃক্ষ মূলে সরস্বতীর পবিত্র বারি ঢালিয়া থাকেন। প্রতি বৎসর দেবোদ্দেশে এখানে একটী মেলা বসে।

সুদাস্তর (ত্রি) অতিশয় শোভন হবির্দানকারী। "দিবো ন পান্তা সুদাস্তরায়" (ঋক্ ১।১৮৪।১) 'সুদাস্তরায় অত্যর্থং শোভন-হবির্দাত্রে।' (সায়ণ)

সুদি (হিন্দী) শুক্লপক্ষ, পশ্চিম প্রদেশে শুক্লকে সুদি ও কৃষ্ণ পক্ষকে বদি বলে।

সুদিন (ক্লী) সুষ্ঠু দিনং। শুভদিন, শুভ সময়, জীবের সুদিন ও দুর্দিন কর্মবশে হইয়া থাকে, এই কথা অপোগাথা। সুদিনের পর দুর্দিন, এবং দুর্দিনের পর সুদিন হইয়া থাকে। সুদিন বা দুর্দিন চিরকাল থাকে না।

"সুদিনং দুর্দিনং শশ্বৎ ভ্রমতোব ভবে ভব।
সর্ব্বেষাং প্রাকৃতানাঞ্চ ■ বীজে সুখদুঃখয়োঃ॥
সুদিনং দুর্দিনঞ্চৈব সর্ব্বং কর্ম্মোদ্ভবং ভব।
তৎকর্ম্ম তপসা সাধ্যং কর্ম্মণাঞ্চ শুভাশুভং॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ৬৩।৭৮-৯)

সুদিনতা (স্ত্রী) সুদিনস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সুদিনত্ব, সুদিনের ভাব বা ধর্ম্ম, সুসময়ের কার্য্য।

সুদিনাহ (ক্লী) সুদিনেষু শুভদিনেষু অহঃ শুভদিনং, যদ্বা সুদিনং প্রশস্তমহঃ টচ্। প্রশস্তদিন, পুণ্যদিন, পুণ্যাহ।

"উত্তমৈকাজ্জাক, আত্মায়মাহ্বয়েশো ন, অত্যর্থঃ পুণ্যশব্দাহ। পুংলোকাত্মান্নিত্যেব শুভমিতুমুচিতং, পুণ্যাহং সুদিনাহং, সুদিন শব্দঃ প্রশস্তবাচী।" (সিদ্ধান্তকৌ°)

সুদিব (ত্রি) শোভনদীপ্তিবিশিষ্ট। "রোচমানস্য বৃহতঃ সুদিবঃ" (ঋক্ ১০।৩।৫) সুদিবঃ শোভনদীপ্তের্বা হত অগ্নেঃ' (সায়ণ) এই স্থলে এই শব্দ অগ্নির বিশেষণ।

সুদিবস (ক্লী) সুষ্ঠু দিবসং। সুদিন, শোভন দিবস।

সুদিবাতন্তি (পুং) ঋষিভেদ। (ভারত)

সুদিহ (ত্রি) সুতীক্ষ্ণ, সুচিক্কণ।

সুদীতি (স্ত্রী) সু শোভনা দীতি দীপ্তিঃ। শোভনা দীপ্তি, উজ্জ্বল দীপ্তি।

"সুদীতী সূনো সহসো দিদীহি" (ঋক্ ৫।১।২১) 'সুদীতী শোভনয়া দীপ্ত্যা' (সায়ণ) (ত্রি) ২ শোভন দীপ্তিবিশিষ্ট। (ঋক্ ৩।২।১৩) (পুং) ৩ আঙ্গিরস গোত্রাপত্য মুনিভেদ।

সুদীধিতি (ত্রি) সুদীপ্তি, শোভনদীপ্তিযুক্ত। উজ্জ্বল দীপ্তিবিশিষ্ট। (ঋক্ ৩।৯।১)

সুদীর্ঘ (ত্রি) সুষ্ঠু দীর্ঘঃ। অতিবিস্তার, অতিশয় দীর্ঘ, অত্যধিক।

"বিবাহং প্রোষিতেষ্ণু ভৎ স্বাজায়াঙ্কোত্তবৈব চ।
সুদীর্ঘেণাপি কালেন তেষাং জন্ম ন সিধ্যতি।" (ব্যবহারতত্ত্ব)

২ চিচিণ্ডক, চলিত চিচিঙ্গা। (ভাবপ্র°) ইহা খুব লম্বা লম্বা হয় বলিয়া ইহার এই নাম হইয়াছে।

সুদীর্ঘধর্ম্মা (স্ত্রী) সুদীর্ঘঃ অতিশয়ো ধর্ম্মো যস্যাঃ। অনন্তপর্ণী, চলিত অপরাজিতা। (রাজনি°)

সুদীর্ঘফলিকা (স্ত্রী) সুদীর্ঘং ফলং যস্যাঃ কপ্, টাপি অত ইত্ব। সুদীর্ঘফলা। বার্ত্তাকুবিশেষ, এক প্রকার বেগুন, চলিত শিঙা বেগুন।

সুদীর্ঘরাজীবফলা (স্ত্রী) কর্কটিকাভেদ, এক প্রকার কাঁকুড়।

সুদীর্ঘা (স্ত্রী) সুষ্ঠু দীর্ঘা। ১ চীনা কর্কটী। (রাজনি°) ২ অতিশয় দীর্ঘা, সুদীর্ঘা রজনী।

সুদুঃখ (ত্রি) অতিশয় দুঃখযুক্ত।

সুদুঃখিত (ত্রি) সু দুঃখিতঃ। অতিশয় ব্যথিত, অতিশয় দুঃখবিশিষ্ট।

"বিদুরাত্তে দিবে চিত্তে কোউদাতং মনসে মনে।
প্রতির্বিবাহিতা কন্যা ভবত্যেব সুদুঃখিতা॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

সুদুকূল (ত্রি) সুদুকূল বিশিষ্ট, সুন্দর দুকূলযুক্ত।

সুদুঘ (ত্রি) সুষ্ঠু দোহনকারী। স্ত্রিয়াং টাপ্। সুদুঘা, সুষ্ঠু দোহনকারিণী গাভী।

"সুদুঘা মিব গোদুহে" (ঋক্ ১।৪।১) 'সুদুঘাং সুষ্ঠু দোগ্ধ্রীং গামিব সুষ্ঠু দুহে দুহেঃ কপ্, ঘকারস্য চ ঘকারঃ' (সায়ণ)

সুদুরাধর্ষ (পুং) সু-দুর-আ-ধৃষ্-খল্। অতি দুর্দ্ধর্ষ।

সুদুরাসদ (ত্রি) অতিশয় দুষ্প্রাপ্য।

সুদুরুক্তি (ত্রি) অতি দুরুক্তি, অতি দুর্ব্বাক্যকথন।

সুদুর্গম (ত্রি) সুষ্ঠু দুঃখেন গম্যতে ইতি গম-খল্। অতি দুর্গম, যে স্থানে অতি কষ্টে গমন করা যায়।

সুদুর্জয় (ত্রি) সু-দুর-জি-খল্। অতি কষ্টে জেয়, যাহাকে অতি কষ্টে জয় করা যায়।

সুদুর্জ্ঞেয় (ত্রি) সুষ্ঠু দুঃখেন জ্ঞায়তে জ্ঞা-যৎ। অতি দুর্জ্ঞেয়, যাহা অতি কষ্টে জানা যায়।

সুদুর্দর্শ (ত্রি) সু-দুর-দৃশ-খল্। অতি দুর্দর্শ, যাহা অতি কষ্টে দেখা যায়।

"সুদুর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ॥" (গীতা ১১।৫২)
'সুদুর্দর্শং কেনাপি দ্রষ্টুমশক্যং' (স্বামী)

ভগবান্ অর্জ্জুনকে বিরাট্ রূপ দেখাইয়া বলিয়াছিলেন যে আমার এই রূপ অতি দুর্দর্শ, দেবগণ সর্ব্বদা এইরূপ দর্শন করিতে অভিলাষ করিয়া থাকেন।

সুদুর্দৃশ (ত্রি) সু-দুর-দৃশ্-ক। অতি দুর্দর্শ।

সুদুর্ব্বল (ত্রি) অতি দুর্ব্বল, একেবারে বলহীন।

সুদুর্ব্বুদ্ধি (ত্রি) অতি দুর্ব্বুদ্ধি, মন্দবুদ্ধি।

সুদুর্ভগ (ত্রি) অতি মন্দ ভাগ্য, অতিশয় হতভাগ্য। স্ত্রিয়াং

টাপ্। সুদুর্দর্শা—অতিশয় লজ্জাশীলা নারী, স্বামী যে স্ত্রীকে একেবারেই দেখিতে পারে না, তাহাকে সুদুর্দর্শা বলে। শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে, যে নারী অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণপক্ষে পুংসবন ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা সুদুর্দর্শা হইলেও সুদর্শা হইয়া থাকেন। (ভাগবত ৬।১৯ অ°)

সুদুর্ভাগ্য (ক্লী) অতিশয় দুর্ভাগ্য, দুরদৃষ্ট। (ত্রি) ২ অতি দুর্ভাগ্যযুক্ত, যাহার অদৃষ্ট অতি মন্দ।

সুদুর্মতি (ত্রি) অতি দুর্বুদ্ধি, অতি মন্দ বুদ্ধিবিশিষ্ট। (স্ত্রী) ২ অতি দুষ্টা বুদ্ধি।

সুদুর্মনস্ (ত্রি) সুদুর্মনো যস্য। অতি দুর্মনা, যাহার অতিশয় দুর্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে, উদ্বিগ্নচিত্ত।

সুদুর্মূল্য (ত্রি) অতিশয় দুর্মূল্য, অতি মহার্ঘ, অতি মহামূল্য।

সুদুর্লভ (ত্রি) সু-দুর্-লভ-খল্। অতি দুষ্প্রাপ্য, যাহা অতি কষ্টে লাভ করা যায়।

"ব্রহ্মত্বাদপি দেবত্বাদিন্দ্রত্বাদমরাদপি।
অমৃতাৎ সিদ্ধিলাভাচ্চ হরিদাস্যং সুদুর্লভম্॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত কৃষ্ণজন্মখ° ৮৭ অ°)

বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণবগণ বলেন যে ব্রহ্মত্ব, দেবত্ব ও ইন্দ্রত্ব প্রভৃতি হইতেও একমাত্র ভগবান্ অতি দুর্লভ।

সুদুর্বহ (ত্রি) সু-দুর্-বহ-খল্। অতিশয় দুর্বহ, যাহা অতি কষ্টে বহন করা যায়, অতিশয় ভার।

সুদুর্বিদ (ত্রি) সু-দুর্ বিদ-খল্। যাহা অতি ক্লেশে জানা যায়।

সুদুর্বিনীত (ত্রি) অতি দুর্বিনীত, দুষ্ট, অশিষ্ট, যাহারা অতি দুর্বিনয় ব্যবহার করে।

সুদুশ্চর (ত্রি) সু-দুর্-চর-খল্। অতিশয় দুঃখে আচরণীয়। তপোহনুষ্ঠান অতি সুদুশ্চর।

সুদুষ্কর (ত্রি) সুদুঃখেন ক্রিয়তে সু-দুর্-কৃ-খল্। অত্যন্ত ক্লেশকর, যাহা করিতে অতি ক্লেশ হয়।

"সুদুষ্করং কর্ম্ম কৃত্বা লোকপালৈরপি প্রভুঃ।" (ভাগ° ৪।৮।৩৩)

সুদুষ্কৃত (ক্লী) সু-দুর্-কৃ-ক্ত। অতিশয় দুষ্কৃত, পাপ (ত্রি) ২ অতিশয় পাপযুক্ত। ৩ অতিশয় অন্যায়রূপে অনুষ্ঠিত।

সুদুষ্ট (ত্রি) অতিশয় দুষ্ট, অতিশয় দোষযুক্ত।

সুদুষ্প্রসাধ্য (ত্রি) সু-দুর্-প্র-সাধ-যৎ। অতিশয় কষ্টে প্রসাধ্য, যাহা অতি কষ্টে সাধন করা যায়।

সুদুষ্প্রেক্ষ (ত্রি) সু-দুর্-প্র-ঈক্ষ-যৎ। অতিশয় দুষ্প্রেক্ষ্য, অতি কষ্টে দর্শনীয়, যাহা দেখিতে অতিশয় ক্লেশ হয়।

সুদুস্তর (ত্রি) সুদুঃখেন তীর্য্যতে সু-দুর্ তৃ-খল্। অতি দুস্তর, অতি দুরতিক্রম, যাহা তরণ করা যায় না, যাহা পার হওয়া যায় না, অপার।

"তত্তপস্ তু লোকেন মহঃ পরে সুদুস্তরে।
বৃষবাহেণ সংপ্রাপ্তঃ পথিকঃ সংবৃতো যথা॥" (পঞ্চতন্ত্র)

সুদুস্তার (ত্রি) অতি দুস্তর, যাহা অতি দুঃখে তরণ করা যায়।

সুদুস্ত্যজ (ত্রি) সুদুঃখেন ত্যজ্যতে ত্যজ-খল্। অতি দুঃখে ত্যাজ্য, যাহা অতি ক্লেশে ত্যাগ করা হয়।

"ত্যক্তা সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যং।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দং॥"
(আহ্নিকতত্ত্বধৃত বিষ্ণুর প্রণামমন্ত্র)

সুদুঃসহ ([illegible]) সুদুঃখেন সহ্যতে সহ-খল্। অতি দুঃসহ, যাহা অতি কষ্টে সহ্য করা যায়।

সুদুঃস্পর্শ (ত্রি) সু-দুঃ স্পৃশ-খল্। অতি দুঃস্পর্শ, যাহা স্পর্শ করা অতিশয় কঠিন

সুদূর (ত্রি) সুষ্ঠু দূরঃ। অতিশয় দূর। পর্য্যায়—দবীয়ান্, দবিষ্ঠ অতিদূরবর্তী, বহু দূরস্থ। (ক্লী) বহুদূর, অতিশয় দূর।

সুদূরপরাহত (ত্রি) সুদূরে পরাহতঃ নিরাকৃতঃ। অতি দূরনিরাকৃত, একান্ত নিরস্ত; চিরহত।

সুদৃঢ় (ক্লী) সুষ্ঠু দৃঢ়ং। ১ গাঢ়। (ত্রি) ২ অতিশয় দৃঢ়তাবিশিষ্ট; অতি দৃঢ়, অতি কঠিন।

সুদৃঢ়ত্বচা (স্ত্রী) গাম্ভারীবৃক্ষ। (রাজনি°)

সুদৃশ্ (ত্রি) সুষ্ঠু দৃক্ নেত্রং যস্য। ১ সুন্দর চক্ষুর্যুক্ত। (স্ত্রী) ২ শোভনচক্ষুঃ।

সুদৃশীক (ত্রি) সুষ্ঠু দর্শনীয়। "সুদৃশীকমর্কৈর্হি জ্যোতিঃ" (ঋক্ ৪।১।৬৪) 'সুদৃশীকং সুষ্ঠু দর্শনীয়ং' (সায়ণ)

সুদৃশীকরূপ (ত্রি) সুদৃশীকং রূপং যস্য। সুষ্ঠু দর্শনীয় রূপবিশিষ্ট।

"সুদৃশীকরূপঃ ক্ষিতির্ন রায়া" (ঋক্ ৪।৫।১৫)
'সুদৃশীকরূপঃ সুষ্ঠু দর্শনীয়রূপঃ' (সায়ণ)

সুদৃশীকসংদৃশ্ (ত্রি) সুষ্ঠু দর্শনীয় তেজোযুক্ত।

"সুদৃশীকসংদৃগশ্বং ন বাজী" (ঋক্ ৭।৭৭।২)
'সুদৃশীকসংদৃক্ সমদর্শয়তীতি সংদৃক্ তেজঃ সুষ্ঠু দর্শনীয়ং সংদৃক্ তেজো যস্যাঃ সা তাদৃশী' (সায়ণ)

সুদৃশ্য (ত্রি) সু শোভনো দৃশ্যঃ। সুন্দর, দেখিতে সুশ্রী, উত্তম দর্শনযোগ্য, যে সকল বস্তু নয়নমনোরম।

সুদৃষ্ট (ত্রি) সু-দৃশ্-ক্ত। শোভনরূপে দৃষ্ট, যাহা ভালরূপে দেখা যায়।

সুদৃষ্টি (স্ত্রী) সু শোভনা দৃষ্টিঃ। শোভনদৃষ্টি, শুভদৃষ্টি, উত্তমদৃষ্টি। (ত্রি) সু-দৃষ্টি যস্য। ২ উত্তম দৃষ্টিযুক্ত।

সুদেক্ষ (পুং) পর্ব্বতবিশেষ। (ভারত) ইহার পাঠান্তর সুদেক।

সুদেব (পুং) সুক্রীড়, উত্তম ক্রীড়াবিশিষ্ট। "সুদেবো অদ্য প্রপতেৎ" (ঋক্ ১০।৯৫।১৪) 'সুদেবঃ সুষ্ঠু দেবনঃ সুক্রীড়ঃ' (সায়ণ) (পুং) ২ রাজভেদ। ৩ চম্পরাজপুত্র। রাজা চম্প যে পুরী নির্ম্মাণ করেন, তাহার নাম চম্পা।

"হরিতো রোহিতসুতশ্চম্পস্তস্মাদ্বিনির্ম্মিতা।
চম্পাপুরী সুদেবোঽতো বিজয়ো যস্য চাত্মজঃ॥"

(ভাগবত ৯।৮।১) ৪ বিদুর নামভেদ। (ভাগবত ৪।১।৭) ৫ অমরীষ। (ভারত) ৬ পদ্যাবলীধৃত একজন প্রাচীন কবি।

সুদেবন (ক্লী) সুষ্ঠু দেবনং। শোভন ক্রীড়া।

সুদেবী (স্ত্রী) নাভির ভার্য্যা এবং ঋষভদেবের মাতা।

"নাভেরসাবৃষভ আস সুদেবিসূনু-
র্যো বৈ চচার সমদৃগ্ জড়যোগচর্য্যাং।" (ভাগবত ২।৭।১০)

সুদেব্য (ক্লী) শোভন দেবার্হ। "ইদং ন উম্না অধ্বরা সুদেব্যং" (ঋক্ ১০।১৩।৪) 'সুদেব্যং শোভনদেবার্হং' (সায়ণ) ২ শোভন ধন। "সুবাস উভয়ুঃ সুদেব্যং" (ঋক্ ১।১১২।১৯) 'সুদেব্যং প্রশস্ত ধনং' (সায়ণ)

সুদেশ (পুং) সু শোভনো দেশঃ। শোভন দেশ, উত্তম দেশ। সুস্থান।

সুদেষ্ণ (পুং) শ্রীকৃষ্ণের পুত্রভেদ। (ভাগবত ১০।৬১।৮)

সুদেষ্ণা (স্ত্রী) বিরাটরাজমহিষী, কীচকের ভগিনী।

সুদেষ্ণু (স্ত্রী) সুদেষ্ণা, বিরাটমহিষী।

সুদেহ (পুং) সু শোভনঃ দেহঃ। অতি কমনীয় শরীর

"সুদেহোঽয়ং পতত্যত্র দেহি পুংসঃ স্বকর্ম্মণা।
আত্মন্যেবং বুধা পুংসাং প্রণামস্তু নান্যথা॥"

(ভাগবত ৯।১৪।৩৫)

সুদোঘ (ত্রি) সুষ্ঠু দোহনকারী। "অধে ধং রোদসী নঃ সুদোঘে" (ঋক্ ৩।১৮।৬) 'সুদোঘে বৃষ্ট্যাখ্যক্ষীরপ্রদানেন সুষ্ঠু দোগ্ধ্র্যৌ' (সায়ণ)

সুদোহ (ত্রি) সুখে দোহনযোগ্য।

সুদোহন (স্ত্রী) শোভন দোহনযুক্তা গাভী।

সুদ্যু (পুং) পুরুবংশীয় রাজা চারুপদের পুত্র। (ভাগবত ৯।২০।৩)

সুদ্যুৎ (ত্রি) শোভন দ্যোতনযুক্ত অগ্নি।

"বেদিষদে প্রিয়ধামায় সুদ্যুতে" (ঋক্ ১।১৪০।১)
'সুদ্যুতে শোভনদ্যোতনায়াগ্নয়ে' (সায়ণ)

সুদ্যুম্ন (পুং) বৈবস্বত মনুর পুত্র। ইনি ইলা নামে খ্যাত। অগ্নিপুরাণে সাগরোপাখ্যান মাহাত্ম্যে ইহার বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে যে হিমালয়ের একটি প্রদেশে মহাদেব পার্ব্বতীর সহিত রমণ ক্রীড়া করিতেছিলেন, এমন সময় বৈবস্বতপুত্র ইনি মৃগয়া করিতে সেই স্থানে উপস্থিত হন। রাজা সেই বনে আসিয়া মহাদেবের শাপে স্ত্রীরূপ প্রাপ্ত হন। তিনি স্ত্রীরূপ প্রাপ্ত হইয়া সেই কাননে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সোমপুত্র বুধ তাঁহাকে দেখিয়া কামভাবাপন্ন হইয়া তাঁহার সহিত সঙ্গত হন। তাঁহার গর্ভে পুরূরবার জন্ম হয়। তৎপরে বুধ মহাদেবকে আরাধনা করিলে শঙ্করের প্রসাদে পুনরায় এই রাজা পুরুষত্ব প্রাপ্ত হন। (অগ্নিপু° সাগরোপাখ্যানমাহাত্ম্য°)

সুদ্যোত্মন্ (ত্রি) অতিশয় দ্যোতমান।

"উত নঃ সুদ্যোত্মা জীরাশ্বঃ" (ঋক্ ১।১৪১।১২)
'সুদ্যোত্মা সুদ্যোতমানঃ, স্বার্চিষো,
অগ্নেস্তোতোঽপি দুহক ইতি মণিন্' (সায়ণ)
অতিশয় দীপ্যমান, অতিশয় প্রকাশমান।

সুদ্রবিণস্ (ত্রি) শোভন ধনাদি, যাহার শোভন ধনাদি আছে। "মহৈব বঃ সুদ্রবিণো মদাম" (ঋক্ ১।৯৪।১৫), 'সুদ্রবিণঃ শোভনানি দ্রবিণানি ধনানি যস্য, তৎসম্বোধনম্, ছান্দসো রুত্বাভাবঃ' (সায়ণ)

সুদ্রু (পুং) শোভন দারু, শোভন কাষ্ঠ। "বেষি সুদ্রুং" (ঋক্ ৭।৩৪।২০) 'সুদ্রুং শোভনদারুং' (সায়ণ)

সুদ্বিজ (পুং) সু শোভনো দ্বিজঃ। উত্তম দ্বিজ, সাধু ব্রাহ্মণ।

সুধন (ত্রি) সু শোভনং ধনং যস্য। ১ শোভন ধনযুক্ত, উত্তম ধনবিশিষ্ট। (ক্লী) ২ শোভন ধন, প্রচুর ধন।

সুধনুস্ (পুং) রাজভেদ। কুরুক্ষেত্রপতি রাজা কুরুর সূর্য্যকন্যা তপতীর গর্ভজাত পুত্র। (ভাগবত ৯।২২।৪)

সুধন্বন্ (ত্রি) সুষ্ঠু ধনুর্যস্য ধন্বন্শেষণানঙ্। শ্রেষ্ঠ ধানুষ্ক, উত্তম ধনুর্দ্ধারী। (পুং) ২ বিশ্বকর্ম্মা। (মেদিনী) ৩ রাজবিশেষ। (হরিবংশ ১২।১০) ৪ বিদুর। (ভাগবত ৩।২১।৩৫)

সুধন্বা, মূল মহাভারতে এই রাজা সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা উল্লেখ নাই। শুধু দ্রোণপর্ব্বে অর্জ্জুনের হাতে ইহার নিধন সংবাদ পাওয়া যায়। কাশীরাম দাসের মহাভারতে ইহার সম্বন্ধে নিম্ন লিখিত রূপ বিবরণ পাওয়া যায়—

চম্পাবতীপুরে হংসধ্বজ নামে এক রাজা ছিলেন। যেমন তিনি নিজে পরম বৈষ্ণব, তাঁহার পুত্রদ্বয় সুরথ এবং সুধন্বাও তেমনই বিষ্ণুভক্ত ছিলেন।

যুধিষ্ঠিরের সংকল্পিত অশ্বমেধযজ্ঞের অর্জ্জুনরক্ষিত অশ্ব নানাদেশ পরিভ্রমণ করিয়া এই চম্পাবতীপুরে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিষ্ণুভক্ত হংসধ্বজ, কৃষ্ণদর্শন লাভের মহাসুযোগ উপস্থিত দেখিয়া; অশ্ব বন্ধন করিলেন, শুধু তাহাই নহে কৃষ্ণসখা অর্জ্জুনকেও ধরিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। যুদ্ধের বিপুল আয়োজন চলিতে লাগিল। রাজা ঘোষণা করিলেন, যে অর্জ্জুনের

বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান না করিবে, নিকট আত্মীয় হইলেও তাহাকে তপ্ততৈলপূর্ণ কটাহে নিক্ষেপ করা হইবে।

হরিভক্ত মহাবীর সুধন্বাও যুদ্ধের জন্য সমুৎসুক, যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইয়া তিনি ভার্য্যা, ভগিনী ও জননীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। পত্নীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া আসিতে একটু দেরী হইল।

এদিকে যথাসময়ে পুত্রকে উপস্থিত না দেখিয়া হংসধ্বজের ক্রোধের পরিসীমা রহিল না। পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞানুসারে সুধন্বাকে তিনি তপ্ত তৈলপূর্ণ কটাহে নিক্ষেপ করিবার আদেশ প্রদান করিলেন।

কৃষ্ণভক্ত সুধন্বা পিতার আদেশ শুনিয়া একটুকুও বিচলিত হইলেন না। ভগবানে চিত্ত স্থাপন করিয়া, ধীর গম্ভীর পাদক্ষেপে তিনি যাইয়া কটাহের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন, পাত্র সুমতি তাঁহাকে ধরিয়া তপ্ত তৈলের মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন।

কিন্তু ভক্তকে বিষ্ণু রক্ষা করিলেন। তপ্ত তৈলে সুধন্বার মৃত্যু হইল না—একটু পরেই মুখে কৃষ্ণনাম করিতে করিতে তিনি ভাসিয়া উঠিলেন। সকলেই বিস্মিত ও চমকিত হইলেন।

তখন রাজাদেশে তাঁহাকে তৈল হইতে উত্তোলিত করা হইল। পিতাকে প্রণাম করিয়া তিনি যুদ্ধার্থে বহির্গত হইলেন।

এদিকে অশ্ব ধৃত হওয়াতে অর্জ্জুনপরিচালিত পাণ্ডবসৈন্য আসিয়া চম্পাবতীপুর আক্রমণ করিয়াছে। তুমুল যুদ্ধ হইল। উভয় পক্ষে বহু সৈন্য হতাহত হইল—অনেক ক্ষণ ধরিয়া অর্জ্জুন ও সুধন্বার সম্মুখ সমর চলিল। অর্জ্জুন আর কিছুতেই পারিয়া উঠিতেছেন না—সুধন্বার বাণাঘাতে তাঁহার রথ বহুযোজন দূরে উড়িয়া গেল। তখন তিনি কাতরভাবে কৃষ্ণের নিকট বিজয়লাভের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অবশেষে, অর্জ্জুনের আপনার ক্ষমতায় নহে, কৃষ্ণের সুদর্শনের কৌশলে সুধন্বার শির দেহচ্যুত হইয়া কৃষ্ণপদতলে পড়িয়া হরিনাম করিতে লাগিল।

২ সুধন্বা নামে আর একজন ব্রাহ্মণভক্ত ক্ষত্রিয় নরপতির নাম শুনা যায়। আনন্দগিরির শঙ্করদিগ্বিজয়ে লিখিত আছে যে ইনি দারুণ বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন। তাঁহার প্রকোপে বৌদ্ধরক্তে মেদিনী সুরঞ্জিত হইয়াছিল।

সুধন্বাচার্য্য (পুং) জাতিবিশেষ। ব্রাত্য বৈশ্য হইতে সবর্ণা স্ত্রীতে জাত জাতি বিশেষ।

"বৈশ্যাত্তু জায়তে ব্রাত্যাৎ সুধন্বাচার্য্য এব চ।
কারুষশ্চ বিজন্মা চ মৈত্রঃ সাত্বত এব চ॥" (মনু ১০।২৩)

ব্রাত্য বৈশ্য হইতে সবর্ণা স্ত্রীতে জাত পুত্র সকল সুধন্বাচার্য্য, কারুষ, বিজন্মা, মৈত্র ও সাত্বত এই সকল আখ্যা প্রাপ্ত হন।

সুধন্বর (পুং) অর্হদ্ভেদ। (তারনাথ)

সুধর্ম্ম (পুং)—১ জিনগণের অধিপতি বিশেষ। (হেম) ২ শোভন ধর্ম্ম, উত্তম ধর্ম্ম। (ত্রি) ৩ শোভন ধর্ম্মযুক্ত, উত্তম ধর্ম্মবিশিষ্ট।

সুধর্ম্মন্ (পুং) সুষ্ঠু ধর্ম্মো যস্য। (ধর্ম্মাদনিচ্ কেবলাৎ। পা ৫।৪।১২৪) ইতি অনিচ্। ১ দেবসভা। ২ কুটুম্বী। (উজ্জ্বল) ৩ ক্ষত্রিয়। (ত্রি) ৪ সদ্ধর্ম্মবিশিষ্ট, উত্তম ধর্ম্মযুক্ত।

"সুধর্ম্মণে সুধর্ম্মাং তাং কুকাম্রাজ্জিকারিণে।
দেবী দেবসভাং দত্বা বায়ুস্তত্রাবীয়ত॥"
(হরিবংশ ১১৫।১৪)

৫ সুহৃৎ। ৫ বর্দ্ধমান কালের শেষ জৈন তীর্থঙ্করের এক জন প্রধান শিষ্য।

সুধর্ম্মা (স্ত্রী) শোভনো ধর্ম্মো যস্যামিতি অনিচ্, ততঃ (ডাবুভাভ্যা-মন্যতরস্যাং। পা ৪।১।১৩) ইতি পক্ষে ডাপ্। দেবসভা।
(রঘু ১৭।২৭)

সুধর্ম্মিন্ (ত্রি) সুধর্ম্মন্, শোভন ধর্ম্মযুক্ত।

সুধর্ম্মিষ্ঠ (ত্রি) শোভন ধর্ম্মিষ্ঠ, অতিশয় ধার্ম্মিক।

সুধর্ম্মী (স্ত্রী) দেবসভা। (অমরটীকা)

সুধা (স্ত্রী) সুখেন ধীয়তে পীয়তে ইতি ধেট্ পানে (আতশ্চোপ-সর্গে। পা ৩।৩।১০৬) ইত্যঙ্। টাপ্। ১ অমৃত। (অমর)

পুরাণে বর্ণিত আছে যে, দেবদানব একত্র মিলিত হইয়া সুধার জন্য সমুদ্র মন্থন করেন। ধন্বন্তরি সুধা ভাণ্ড লইয়া সমুদ্র হইতে উৎপন্ন হন। দেবগণ দৈত্যগণকে সুধার ভাগ দেন নাই, এবং তাঁহারা এই সুধা পান করিয়া অমর হইয়াছেন। মহাভারতে আদিপর্ব্বে ১৭, ১৮ অধ্যায়ে অমৃতমন্থনের বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা এই স্থানে কথিত হইল না।

[অমৃত শব্দ দেখ।]

"সেলাসুধাক্ষালিতসৌধসম্পদাং
পুরাং বহুনাং পরভাগমাপ সা।" (মাঘ ১২।৬২।)

৩ মূর্ব্বা। ৪ স্নুহী। ৫ গঙ্গা। ৬ ইষ্টকা। (মেদিনী) ৭ বিদ্যুৎ। ৮ রস। ৯ তোর। ১০ ধাত্রী আমলকী। ১১ হরীতকী। ১২ শালপর্ণী। ১৩ বেদনকার। ১৪ বিষ। ১৫ মধু।

সুধাংশু (পুং) সুধাযুক্তা অংশবো যস্য। ১ চন্দ্র। (অমর) ২ কর্পূর।

সুধাংশুতৈল (ক্লী) সুধাংশোঃ কর্পূরস্য তৈলং। কর্পূর তৈল।

সুধাংশুরত্ন (ক্লী) সুধাংশুপ্রিয়ং রত্নং। মৌক্তিক। (রাজনি°)

সুধাকণ্ঠ (পুং) সুধা কণ্ঠে যস্য। কোকিল। (হেম)

সুধাকর (পুং) সুধাযুক্তা করা যস্য। চন্দ্র। (শব্দরত্না°)

সুধাকার (পুং) যাহারা চুণকাম করে।

সুধাম (পুং) সুধাময়ং অমৃতাত্মকমস্য যস্য, সুখেন অমৃতং অস্য যস্যেতি বা। চন্দ্র। (ত্রিকা°)

সুধাজীবিন্ (পুং) সুধা-জীব-ণিনি। সুধা অর্থাৎ চূর্ণ, যাহারা চূণ লেপন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, চলিত রাজমিস্ত্রী, পর্য্যায়—পলগণ্ড, লেপক। (ত্রিকা°)

সুধাত (ত্রি) সুধৌত, উত্তমরূপে ধৌত।

সুধাতু (ত্রি) সুষ্ঠু দক্ষিণাদি দ্বারা যজ্ঞপোষক, প্রচুর দক্ষিণাদি দ্বারা যিনি যজ্ঞ পোষণ করেন। "সুধাতুং যজ্ঞপতিং দেবযুবং" (শুক্লযজু° ১।১২) 'সুধাতুং সুষ্ঠু দক্ষিণাদিনা দধাতি যজ্ঞং পুষ্ণাতীতি সুধাতুস্তং' (মহীধর) (পুং) ২ শোভনো ধাতুঃ। ২ স্বর্ণ। (শুক্লযজু° ১।১২)

সুধাতুদক্ষিণ (ত্রি) স্বর্ণদক্ষিণ, যিনি যজ্ঞাদিতে স্বর্ণদক্ষিণা প্রদান করেন।

"দৈবক্রতাবৃষিমার্ষেয় সুধাতুদক্ষিণং" (শুক্লযজু° ১।১৩)

'সুধাতুর্দক্ষিণঃ শোভনো ধাতুঃ সুবর্ণং দক্ষিণা যস্য তং' (মহীধর)

সুধাভৃ (ত্রি) সু-ধা-কৃচ্। সুন্দররূপে বিধানকারী।

সুধাদীধিতি (পুং) সুধাযুক্তাঃ দীধিতয়োঽংশবো যস্য। সুধাংশু, চন্দ্র।

সুধাদ্রব (পুং) একপ্রকার চাট্‌নী। (মৃচ্ছকটিক)

সুধাধার (পুং) সুধায়া আধারঃ। ১ চন্দ্র। (শব্দরত্না°) ২ সুধার আধার, অমৃতপাত্র।

সুধাধারা (স্ত্রী) অমৃতধারা।

সুধানিধি (পুং) সুধায়া নিধিঃ। চন্দ্র। (শব্দরত্না°)

সুধানিধিরস (পুং) রক্তপিত্তরোগাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—পারদ, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক ও লৌহ সমভাগে লইয়া ত্রিফলার জলে মর্দ্দন করিয়া মূষামধ্যে ভূধরযন্ত্রে পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে নামাইয়া ১ রতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিতে হয়। অনুপান, ত্রিফলার জল ও লৌহপাত্র সিদ্ধ পথ্য দুগ্ধ। এই ঔষধ রাত্রিকালে সেবন করিতে হয়। এই ঔষধ সেবন করিলে রক্তপিত্তরোগ আশু প্রশমিত হয়।

(ভৈষজ্যরত্না° রক্তপিত্তরোগাধি°)

সুধাপয়স্ (স্ত্রী) সুধেব শুভ্রং পয়ঃ নির্য্যাসঃ। স্নুহীক্ষীর।

সুধাপাণি (পুং) সুধা পাণৌ যস্য। ধন্বন্তরি। সমুদ্রমন্থন সময়ে ধন্বন্তরি সুধাহস্তে করিয়া সমুদ্র হইতে উঠিয়াছিলেন, এইজন্য ইহার নাম সুধাপাণি হইয়াছে।

সুধাভুজ্ (পুং) সুধাং ভুঙ্‌ক্তে ভুজ্-ক্বিপ্। দেবতা, দেবগণ সুধা ভোজন করিয়াছিলেন, এইজন্য উঁহাদিগকে সুধাভুজ্ বলে।

সুধাভৃতি (পুং) সুধায়া ভৃতি র্যস্য। ১ চন্দ্র। ২ যজ্ঞ। (মেদিনী)

ইহার পাঠান্তর সুধাহৃতি এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

সুধামন্ (পুং) সু শোভনং ধাম তেজো যস্য। ১ ঋষিভেদ। (হরিবংশ) ২ রৈবতক মন্বন্তরীয় দেবগণবিশেষ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৭৫ অ°) ৩ ক্রৌঞ্চদ্বীপে বর্ষপতি রাজভেদ। (ভাগবত ৫।২০।২১)

সুধাময় (ত্রি) সুধা-স্বরূপে ময়ট্। ১ অমৃতাত্মক, সুধাস্বরূপ। ২ সুধালেপিত, রাজাদিগের গৃহ। (শব্দরত্না°)

সুধামিত্র (পুং) পাণিনির শুভ্রাদিগণোক্ত একটী শব্দ।

সুধামুখী (স্ত্রী) সুধাতুল্যং মুখং যস্যাঃ। অপ্সরোভেদ।

সুধামোদক (পুং) সুধেব মোদয়তীতি মুদ-ণিচ্-ণ্বুল্। যবাস-শর্করা। (রাজনি°)

সুধামোদকজ (পুং) সুধামোদকাৎ জায়তে ইতি জন-ড। গুড়াদোদ্ভবখণ্ড, চলিত খাণ্ডশর্করাবিশেষ। (রাজনি°)

সুধায় (পুং) সুধা। (তৈত্তিরীয়স° ৫।৫।১০।৭)

সুধাযোনি (পুং) সুধা যোনি র্যস্য। চন্দ্র।

সুধার (ত্রি) সু শোভনা ধারা যস্য। শোভন ধারাযুক্ত, শোভন ধারাবিশিষ্ট।

"সুহবাঃ সুধারা অভি স্বেন" (ঋক্ ৭।৩৬।৬)

'সুধারাঃ শোভনধারোপেতাশ্চ নদ্যঃ' (সায়ণ)

(ক্লেশজ) ২ অতিশয় ধারাল, তীক্ষ্ণধারবিশিষ্ট অস্ত্রাদি।

সুধারশ্মি (পুং) সুধাযুক্তাঃ রশ্ময়ো যস্য। সুধাংশু, চন্দ্র।

সুধারস (পুং) সুধা এব রসঃ। সুধারূপ রস। যে রস সুধার ন্যায় উপকারী।

সুধারসময় (ত্রি) সুধারস-স্বরূপে ময়ট্। সুধারসস্বরূপ, সুধা-রসাত্মক।

সুধারাম, বাঙ্গালার নোয়াখালী জেলার প্রধান নগর ও বিচারসদর, নোয়াখালী খাল নামক একটী শাখা নদীর দক্ষিণ কূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২২° ৪৮´ ১৫´´উঃ এবং দ্রাঘি° ৯১° ৮´ ৪৫´´ পূঃ। পূর্ব্বে এখানে সুধারাম মজুমদার নামে একজন বিখ্যাত ধনাঢ্য ভূম্যধিকারী ছিলেন। তখন এই স্থান সমুদ্রতীরবর্ত্তী ছিল। সমুদ্র-তীরের লবণাক্তযুক্ত জল গ্রামবাসীর পানোপযোগী হইবে না জানিয়া তিনি এখানে একটী দীর্ঘিকা খনন করান। উহার জল সুমিষ্ট। তাঁহারই নামানুসারে কালে দীঘি হইতে নগরের নামও সুধারাম হয়। এক্ষণে নগরটী সমুদ্রতীর হইতে প্রায় ১০ মাইল দূরে সরিয়া গিয়াছে, নগর হইতে সমুদ্রতীরভূমি পর্য্যন্ত দেশভাগ যে কালে চর হইতে জাগিয়া উঠিয়াছে তাহা সহজেই বুঝা যায়। বর্ষাকালে সমুদ্র হইতে বানের জল নোয়াখালীতে প্রবেশ করিয়া সুধারাম নগরের আরও উত্তর পর্য্যন্ত যায়। এখান হইতে পাকা রাস্তা ফেনী নদীর তীর রায়পুর ও বেগমগঞ্জ গিয়াছে। পর্ত্তুগীজ-আধিপত্যকালে এবং তৎপরে এখানে বহু মুসলমানের সমাগম হয়। তাহার নিদর্শনস্বরূপ এখানে অনেক মস্‌জিদ দেখা যায়।

[নোয়াখালী ও পর্ত্তুগীজ দেখ।]

সুধাবৎ (পুং) পাণিনির বংশাদিগণোক্ত শব্দভেদ। সুধাতুল্য।

সুধাবর্ষিন্ (পুং) সুধাং বর্ষতীতি বৃষ-ণিনি। ১ ব্রহ্মা। ২ বুদ্ধভেদ। (ত্রি) ৩ সুধাবর্ষণকারী, যিনি সুধাবর্ষণ করেন।

সুধাবাস (পুং) সুধায়া আবাসঃ। চন্দ্র।
"জ্যোৎস্নায়াঃ পতয়ে তুভ্যং জ্যোতিষাং পতয়ে নমঃ।
নমস্তে রোহিণীকান্ত সুধাবাস নমোহস্তু তে॥" (তিথিতত্ত্ব)
২ ত্রপুষ। (ভাবপ্র°)

সুধাবাসা (স্ত্রী) সুধায়া বাসো যত্র। ত্রপুষী। (রাজনি°)

সুধাসিত (ত্রি) সুধয়া সিতঃ শুক্লঃ। চুণকাম করা বাটী।

সুধাসিন্ধু (পুং) সুধায়াঃ সিন্ধুঃ। অমৃতসমুদ্র।
"সুধাসিন্ধোর্মধ্যে সুরবিটপিবাটীপরিবৃতে
মণিদ্বীপে নীপোপবনবতি চিন্তামণিগৃহে।
শিবাকারে মঞ্চে পরমশিবপর্যঙ্কনিলয়াং
ভজন্তি ত্বাং ধন্যাঃ কতিচন চিদানন্দলহরীং॥" (আনন্দলহরী)

সুধাসূ (পুং) সুধাং সূতে সূ-কিপ্। অমৃতক, অমৃত-প্রসবকারী।

সুধাসূত (পুং) সুধায়া সূতিরুৎপত্তি র্যত্র। ১ যজ্ঞ। ২ চন্দ্র। ৩ পদ্ম।

সুধাস্রবা (স্ত্রী) স্রবতীতি স্রু-অচ্, টাপ্, সুধায়াঃ স্রবা। ১ প্রতিজিহ্বা, অলিজিহ্বিকা। (ত্রিকা°) ২ রুদন্তীবৃক্ষ।

সুধাহর (পুং) সুধাং হরতীতি হৃ-অচ্, সুধায়া হর ইতি বা। গরুড়।

সুধাহৃৎ (পুং) সুধাং হরতীতি হৃ-কিপ্। গরুড়। (হেম)

সুধিত (ত্রি) সু-ধা-ক্ত। সুনিহিত।
"প্রাচীনো যজ্ঞঃ সুধিতঃ হি" (ঋক্ ৭।৭।৩)
'সুধিতং সুনিহিতং' (সায়ণ)

সুধিতি (পুং, স্ত্রী) স্বধিতি, কুঠার। (রায়মু°)

সুধী (পুং) সু শোভনা ধীর্যস্য। ১ পণ্ডিত। (ত্রি) ২ শোভন বুদ্ধিযুক্ত, উত্তম বুদ্ধিবিশিষ্ট। (স্ত্রী) শোভনা ধীঃ। ৩ সুন্দরবুদ্ধি।

সুধীর (ত্রি) সু শোভনো ধীরঃ। অতিশয় ধীর।

সুধুর (ত্রি) সুষ্ঠুরূপে নির্বাহক, বা অতিশয় দারিদ্র্যনাশক।
"নবেন বায়ঃ সুধুরো বহং" (ঋক্ ১০।৩।১০) 'সুধুরঃ সুষ্ঠু নির্বাহকস্য যদ্বা শোভনং ধূর্বতি দারিদ্র্যং হিনস্তীতি সুধুঃ' (সায়ণ)

সুধূপক (পুং) শ্রীবেষ্ট, চলিত সরলকাঁ আঠা। (রাজনি°)

সুধূম্য (পুং) ব্যাঘ্র নামক গন্ধদ্রব্য। (রাজনি°)

সুধূম্রবর্ণা (স্ত্রী) অগ্নির সপ্তজিহ্বার মধ্যে একটী জিহ্বা।

সুধৃৎ (ত্রি) মিথিলাপতি মহাবীর্য্যের পুত্র। (ভাগ° ৯।১৩।১৪)

সুধৃত (ত্রি) সু-ধৃ-ক্ত। দৃঢ়রূপে ধৃত।

সুধৃতি (পুং) ১ মহাবীর্য্যের পুত্র, রাজভেদ। ২ রাজ্যবর্দ্ধনের পুত্র। (বিষ্ণুপু°)

সুধৃষ্টম (ত্রি) অতিশয় ধৃষ্ট, ধৃষ্টতম। "সুধৃষ্টমে বপুষ্যে ন রোদসী" (ঋক্ ১।১৬০।২). 'সুধৃষ্টমে অতিশয়েন ধৃষ্টে ভ্রমণ-শুন্যাস্মলোপঃ' (সায়ণ)

সুধোদ্ভব (পুং) সুধয়া সহ উদ্ভবো যস্য। ধন্বন্তরি। সমুদ্র-মন্থনে ইনি সুধার সহিত উদ্ভূত হইয়াছিলেন, এইজন্য ইঁহাকে সুধোদ্ভব কহে।

সুধোদ্ভবা (স্ত্রী) সুধায়া উদ্ভবো যস্যাঃ। হরীতকী। (ত্রিকাণ্ড)

সুধৌত (ত্রি) সু-ধাব-ক্ত। উত্তমরূপে ধৌত, যাহা উত্তম-রূপে ধুইয়া ফেলা হইয়াছে।

সুনক্ষত্র (স্ত্রী) ১ শুভনক্ষত্র। (পুং) ২ রাজভেদ। মরু-দেবের পুত্র। (বিষ্ণুপু°) ৩ নিরমিত্রের পুত্র। (ভাগবত) (ত্রি) শুভ নক্ষত্রবিশিষ্ট। স্ত্রিয়াং টাপ্। সুনক্ষত্রা—কার্ত্তিকের দ্বিতীয় নক্ষত্র। ২ স্কন্দমাতৃভেদ। (ভারত)

সুনন্দ (স্ত্রী) সুষ্ঠু নন্দতীতি নন্দ-অচ্। বলভদ্রের মুষল। (শব্দমালা) ২ কুশদ্বীপের মুষল। বিশ্বকর্মা এই মুষল নির্মাণ করেন।
"সুনন্দং নাম মুষলং ত্বষ্টা বিনির্মিতং পুরা।
তদাহার স দুষ্টাত্মা তেন হন্তি রণে রিপূন্॥"
(মার্কণ্ডেয়পুরাণ ১১।১৮)
(ত্রি) ২ সুন্দর আনন্দজনক। (পুং) ৪ শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদ-বিশেষ। (ভাগবত ১০।৮৯।৫৭)
৫ ষোড়শবিধ রাজগৃহের অন্তর্গত গৃহবিশেষ। এই সুনন্দ নামক গৃহ রাজাদিগের বিশেষ শুভজনক। রাজগণ এই গৃহে অবস্থান করিলে সুচিরকাল রাজ্যশাসন করিতে পারেন। কেহ তাঁহাদিগকে পরাভব করিতে সমর্থ হয় না। যুক্তিকল্পতরুতে এই গৃহ-প্রস্তুতপ্রণালী বিশেষরূপে লিখিত হইয়াছে। এই গৃহ রাজার হস্তের পরিমাণানুসারে ৫১ হাত দীর্ঘ এবং প্রায় ৫০ হাত হইবে। এই গৃহের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা ভৌম। এই গৃহে ২০টী দ্বার এবং ইহা রক্তবর্ণচিত্রদ্বারা অঙ্কিত রক্তবর্ণপট্টবস্ত্রদ্বারা আবৃত করিতে হইবে।
"একপঞ্চাশতো মানং হস্ত তেনৈব কল্পনা।
রাজ্ঞঃ বহুহস্তকেন দীর্ঘে সর্বত্র নিঃক্ষিপেৎ॥
আয়ামেন সুনন্দঃ স্যাত্তাবংহস্তৈশ্চ পঞ্চভিঃ।
পরিণাহে চতুর্ভিশ্চ রাজহস্তৈঃ প্রতিষ্ঠিতঃ॥
অস্যাধিদেবতা ভৌমো রক্তবীর্যং বসুন্ধরা।
দ্বারাণি বিংশতিশ্চাস্য রক্তচিত্রাবৃতানি চ॥
রক্তপট্টাবৃতো গেহঃ সর্ব্বকার্য্যপ্রসাধকঃ।
অত্র স্থিত্বা মহীপালঃ সুচিরং পাতি মেদিনীম্॥ (যুক্তিকল্পতরু)

সুনন্দন (পুং) রাজভেদ। (ভাগবত ১০।১৩০।২৪)

সুনন্দা (স্ত্রী) সুষ্ঠু নন্দয়তি যা নন্দ অচ্-টাপ্। ১ উমা। ২ গোরোচনা। (মেদিনী) ৩ নারী। (বিশ্ব) ৪ উমাসখীভেদ। (শব্দমালা) ৫ অরুণপত্নী ইন্দুমতীর সখী বারপালিকা। (রঘু ৬।২০) ৬ অর্কপত্রীবৃক্ষ। চলিত ইষের মূল। (রত্নমালা) ৭ পুরুবংশীয় সার্ব্বভৌম নৃপতির পত্নী। (ভারত ১।৯৫।১৬) ৮ দুষ্মন্তপুত্র ভরতের পত্নী। (ভারত ১।৯১।৩২) ৯ চেদিরাজকন্যা। (ভারত ৩।৬৫।৫০)

সুনন্দিনী (স্ত্রী) আরামশীতলা, সুগন্ধপত্রশাকবিশেষ। (রাজনি°) ২ ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিচরণে ১৩টী করিয়া অক্ষর থাকিবে। তন্মধ্যে ৩, ৫, ৯, ১১, ও ১৩ অক্ষর লঘু, তদ্ভিন্ন অক্ষর সকল গুরু।

সুনফা (স্ত্রী) জ্যোতিষোক্ত যোগভেদ।

সুনয় (পুং) সু শোভনো নয়ঃ নীতিঃ। ১ সুনীতি। ২ পরিপ্লবরাজপুত্র। (ভাগবত ৯।২২।৪২)

সুনয়কশ্রী (পুং) বৌদ্ধাচার্য্যভেদ।

সুনয়ন (পুং) সু শোভনে নয়নে যস্য। ১ মৃগ। (শব্দচ°) (ত্রি) ২ শোভন নয়নবিশিষ্ট। স্ত্রিয়াং টাপ্। সুনয়না—নারী।

সুনস (ত্রি) সু শোভনা নাসা যস্য, নাসা শব্দস্য নসাদেশঃ। সুন্দর নাসিকাবিশিষ্ট।

"শোণাবিক্তে নাথরবিবক্তানা
প্রভার্থবতঃ সুনসেন ঘুচ্ভ্রা॥" (ভাগ° ৩।৮।২৭)

সুনহ (পুং) জহ্নুর পুত্রভেদ। (হরিব°)

সুনাকৃত (পুং) কর্ণ্যূরক। (শব্দচ°)

সুনাদ (পুং) সু শোভনো নাদো যস্য। ১ শঙ্খ, শাঁখ। (ত্রি) ২ উত্তম শব্দযুক্ত।

সুনাভ (পুং) সুষ্ঠু নাভির্যস্য, অচ্ সমাসান্তঃ। ১ মৈনাক পর্ব্বত। (ত্রিকা°) ২ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১।১১৭।৫) সুষ্ঠু নাভিস্তম্ভযস্যেতি। (স্ত্রী) ৩ সুদর্শনচক্র। (ভাগবত ৩।৩।৬) (ত্রি) শোভন নাভিবিশিষ্ট।

সুনাভক (পুং) সুনাভ স্বার্থে কন্। সুনাভশব্দার্থ।

সুনাভি (ত্রি) সুন্দর নাভিযুক্ত।

সুনামদ্বাদশী (স্ত্রী) সুনাম্না দ্বাদশী যথা সুনামপ্রিয়া দ্বাদশী। দ্বাদশী তিথিতে কর্ত্তব্য ব্রতবিশেষ। এই ব্রত ১২ মাসের ১২টী দ্বাদশী তিথিতে করিতে হয়। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে প্রথমে এই ব্রত আরম্ভ করিয়া, তৎপরে প্রতি মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়। অগ্নিপুরাণের সুনামদ্বাদশী নামাধ্যায়ে এই ব্রতের বিশেষ বিবরণ কথিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে তাহা এইস্থলে আর উক্ত হইল না। বিধিপূর্ব্বক যিনি এই ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, তিনি রাজসূয়যজ্ঞের ফললাভ করেন। এই ব্রত সকল ব্রতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সকল প্রকার দানে এবং সকল তীর্থে গমন করিলে যে পুণ্য কথিত হইয়াছে, সেই সকল পুণ্য কেবল এই ব্রতাচরণ করিলেই হয়।

"এবং যঃ কুরুতে রাজন্ সুনামদ্বাদশীং নরঃ।
রাজসূয়স্য যজ্ঞস্য ফলং সমধিকং লভেৎ॥
সর্ব্বদানেষু যৎপুণ্যং যচ্চ পুণ্যং তপোধনে।
সর্ব্বতীর্থেষু যৎপুণ্যং তৎপুণ্যং সমুপাগতঃ॥" ইত্যাদি।
(অগ্নিপু° সুনামদ্বাদশীনামা°)

সুনামন্ (ত্রি) বিখ্যাতনামা, সুন্দর নামবিশিষ্ট। (পুং) ২ সুকেতুর পুত্রভেদ। (ভারত) ৩ উগ্রসেনের পুত্রভেদ। (হরিবংশ)

সুনায়ক (পুং) ১ স্কন্দানুচরভেদ। (ভারত) ২ দৈত্যভেদ। (হরিবংশ) ৩ বৈনতেয়ের পুত্রভেদ।

সুনাম্না (স্ত্রী) দেবকের কন্যা। বসুদেবের পত্নী। (হরিবংশ)

সুনার (পুং) সুষ্ঠু নারমস্য শত্রু হঃ। ১ শুনীস্তন। ২ সর্পাণ্ড। ৩ চটকবিশেষ। (মেদিনী)

সুনালক (পুং) সুষ্ঠু নালমস্য কপ্। বকপুষ্পবৃক্ষ, বকফুলের গাছ। (শব্দচ°) (ত্রি) ২ সুন্দর নালযুক্ত।

সুনাস (ত্রি) সু শোভনা নাসা যস্য। সুন্দর নাসিকাযুক্ত।

সুনাসিক (ত্রি) সু শোভনা নাসিকা যস্য। সুন্দর নাসিকাযুক্ত।

সুনাসিকা (স্ত্রী) সুষ্ঠু নাসিকা যস্যাঃ। ১ কাকনাসা। (রাজনি°) ২ শোভন নাসিকা, উত্তম নাসিকা।

সুনাসীর (পুং) সুষ্ঠু নাসীরং অগ্রগামিসৈন্যং যস্য। ১ ইন্দ্র। (অমর) ২ দেবতা। (ভাগবত ৩।৭।৭)

সুনিক (পুং) রিপুঞ্জয়ের মন্ত্রিভেদ।

সুনিকৃষ্ট (ত্রি) সু-নি-কৃষ-ক্ত। অতি নিকৃষ্ট, অতিশয় নিন্দিত।

সুনিধাত (ত্রি) সু-নি-ধম-ক্ত। যাহা সুষ্ঠুরূপে নিধাত হইয়াছে, উৎকৃষ্টরূপে শোধিত।

সুনিতম্বিনী (স্ত্রী) সুনিতম্ব অস্ত্যর্থে ইনি, স্ত্রিয়াং ঙীপ্। শোভন নিতম্ববিশিষ্টা নারী।

সুনিদ্র (ত্রি) সু শোভনা নিদ্রা যস্য। উত্তম নিদ্রাযুক্ত, যাহার উত্তমরূপ নিদ্রা হইয়াছে।

সুনিদ্রা (স্ত্রী) সু শোভনা নিদ্রা। উত্তমরূপ নিদ্রা।

সুনিধা (স্ত্রী) শোভন নিধান। "সুনিধা নিধিতঃ কবিঃ" (ঋক্ ৫।২৯।১২) 'সুনিধা শোভনেন নিধানেন, নিপূর্ব্বস্য দধাতেরিদং আতশ্চোপসর্গ ইত্যঙ্' (সায়ণ)

সুনিনদ (পুং) উচ্চনাদবিশিষ্ট। (ভারত) শোভন শব্দ।

সুনিভৃত (অব্য°) অতিশয় নিভৃত।

সুনিয়ত (ত্রি) সু-নি-যম-ক্ত। অতিশয় নিয়ত।

সুনিরজ (ত্রি) অনায়াসে সমগ্র প্রাপ্য, যাহা অনায়াসে সমগ্র পাইবার যোগ্য। "সুবিদুত্রং সুনিরজমিন্দ্র" (ঋক্ ১।১০।৭) 'সুনিরজং অনায়াসেন নিরবশেষং প্রাপ্যং'। (সায়ণ)

সুনিরূপিত (ত্রি) সু-নি-রূপ-ক্ত। উত্তমরূপে নিরূপিত, যাহা উত্তমরূপে নিরূপিত হইয়াছে।

সুনিরূহন (স্ত্রী) বস্তিভেদ।

সুনির্মথ (পুং) শোভন মন্থন, অতিশয় মন্থন।

"সুনির্মথা নির্মথিতঃ" (ঋক্ ৩।২৯।১২)

'সুনির্মথা শোভনেন মন্থনেন' (সায়ণ)

সুনির্মল (ত্রি) অতিশয় নির্মল, যাহাতে কিছুমাত্র ময়লা নাই, সুবিমল।

সুনির্মিত (পুং) দেবপুত্রভেদ। (ললিতবি°) (ত্রি) ২ যাহা অতি সুন্দররূপে নির্মিত।

সুনির্যাসা (স্ত্রী) শোভনো নির্যাসো যস্যাঃ। জিঙ্গিনীবৃক্ষ।

সুনিশিত (ত্রি) সুতীক্ষ্ণ, উত্তমরূপ শাণিত।

সুনিশ্চয় (পুং) সু-নির্ চি-অচ্। দৃঢ়নিশ্চয়।

সুনিশ্চল (ত্রি) অতি নিশ্চল, স্থির, দৃঢ়।

সুনিশ্চিত (ত্রি) দৃঢ়নিশ্চিত, যাহা দৃঢ়রূপে নিশ্চয় করা হইয়াছে। (পুং) সুষ্ঠু নিশ্চিতং নিশ্চয়ো যস্য। ২ বুদ্ধবিশেষ।

সুনিশ্চিতপুর (স্ত্রী) কাশ্মীরের একটী প্রাচীন নগর।

সুনিষণ্ণ (ত্রি) সু নি-সদ-ক্ত। সুখপ্রকারে উপবিষ্ট। (স্ত্রী) সুষ্ঠু নিষণ্ণং নিদ্রা যস্মাৎ। সুনিষণ্ণক শাক, চলিত সুষুনী শাক। এই শাক ভোজনে উত্তম নিদ্রা হয় এইজন্য ইহার এই নাম হইয়াছে।

হিন্দী—চৎপত্তী, শিরীআরী। মহারাষ্ট্র—কুরডাইক, খড়-কড়িয়া। তৈলঙ্গ—সুনিষণ্ণমনে শাকমু। উৎকল—সুনুসুনিয়া। সংস্কৃত পর্য্যায়—সুনিষণ্ণক, চুচু, বিতুন্ন, শিতিবার, শিতিবর, স্বস্তিক, শ্রীবারক, সূচিপত্র, পর্ণক, কুক্কুট, শিখী। গুণ—অবিদাহী, লঘু, স্বাদু, কষায়, রুক্ষ, শীতল, বৃষ্য, রুচিকর, অগ্নি, বাত, মেহ, কুষ্ঠ ও ভ্রমনাশক, নিদ্রাকারক। (ভাবপ্র°) রাজবল্লভমতে ইহা ত্রিদোষনাশক, অবিদাহী ও সংগ্রাহক।

'অবিদাহী ত্রিদোষঘ্নঃ সংগ্রাহী সুনিষণ্ণকঃ।' (রাজব°)

এই শব্দ পুংলিঙ্গও দেখিতে পাওয়া যায়। ২ শৈবাল।

সুনিষণ্ণক (পুং) সুনিষণ্ণ স্বার্থে কন্। শাকবিশেষ, সুনিষণ্ণশাক।

সুনিষ্ক (ত্রি) শোভনালঙ্কারযুক্ত, সুন্দর অলঙ্কারবিশিষ্ট।

"সুনিষ্কা উত বয়ং স্যাম" (ঋক্ ৭।৫৬।১১)

'সুনিষ্কাঃ শোভনালঙ্কারযুক্তাঃ' (সায়ণ)

সুনিষ্টপ্ত (ত্রি) সু-নিস্-তপ-ক্ত। অতিশয় উত্তপ্ত, অত্যুষ্ণ।

সুনিষ্ঠুর (ত্রি) অতিশয় নিষ্ঠুর, অতিনির্দয়।

সুনিস্ত্রিংশ (পুং) সুতীক্ষ্ণ তরবারি।

সুনীচ (পুং) অতিশয় নীচ। গ্রহগণের রাশিবিশেষে অবস্থান-বিশেষ। জ্যোতিষে লিখিত আছে যে, গ্রহগণ রাশিভেদে অবস্থান করিলে তাহাকে উচ্চ বা নীচ কহে। রবি মেষরাশিতে থাকিলে উচ্চস্থ এবং তুলায় থাকিলে নীচস্থ হন। এই তুলা রাশির অংশবিশেষে অবস্থান করিলে সুনীচস্থ হন। এইরূপ প্রত্যেক গ্রহেরই সুনীচাংশ আছে। এই সুনীচাংশ যথা— তুলারাশির ১০ অংশ রবির সুনীচ, রবিগ্রহ তুলারাশির দশ অংশের মধ্যে অবস্থান করিলে সুনীচস্থ হন, এইরূপ বৃশ্চিক রাশির ৩ অংশ চন্দ্রের, কর্কটের ২৮ অংশ মঙ্গলের, মীনের ১৫ অংশ বুধের, মকরের ৫ অংশ বৃহস্পতির, কন্যার ২৭ অংশ শুক্রের এবং মেষের ২০ অংশ শনির সুনীচ। উক্ত রাশি সকল রবি প্রভৃতি গ্রহের নীচস্থান এবং উক্ত অংশ সকল সুনীচ। গ্রহগণ উক্ত সুনীচস্থানে থাকিলে বলহীন হন এবং এই সুনীচস্থ গ্রহ অনিষ্ট ফলপ্রদ হইয়া থাকেন। উঁহাদের দশা, অন্তর্দশা বা প্রত্যন্তর্দশায় নানা প্রকার অনিষ্ট ফল হয়।

"সূর্য্যাদ্যুচ্চান্ ক্রিয়বৃষমৃগস্ত্রীকুলীরাঙ্গনোক্ষে
দিগ্বহ্ন্যষ্টাবিংশতিতিথিশরান্ নক্ষত্রিংশাংশকৈ বিদ্যাৎ।
অংশানেতান্ বদতি পরমতাত্তুঙ্গান্ প্রতুঙ্গান্
তানেবাংশান্ মদনভবনেষ্বাহ নীচান্ সুনীচান্।" (সংস্কৃতার্থমুক্তা°)

সুনীত ১ (ত্রি) সুনীতিসহিত, সুনীতিযুক্ত। ২ (পুং) সুবলের পুত্র রাজভেদ। (বিষ্ণুপু°) (স্ত্রী) ৩ সদ্গুণ।

সুনীতি (স্ত্রী) শোভনা নীতিঃ। শোভন নয়, উত্তম নীতি, সদাচরণ, উত্তম আচরণ। ২ উত্তানপাদ রাজার পত্নী, ধ্রুবের মাতা। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে রাজা উত্তানপাদের সুনীতি ও সুরুচি নামে দুইটী পত্নী ছিল। উত্তানপাদ সুনীতিকে দেখিতে পারিতেন না। সুরুচি প্রিয়তমা মহিষী ছিল। সুনীতির ধ্রুব নামে এক পুত্র হয়। এই ধ্রুব ভগবানের উপাসনাদ্বারা পিতৃসিংহাসন লাভ করেন। [বিশেষ বিবরণ ধ্রুব শব্দে দেখ।] (ত্রি) সু নীতিযুক্ত। ৩ উত্তম নীতিবিশিষ্ট।

সুনীথ (ত্রি) সুষ্ঠু নয়তি ধর্ম্মমিতি সু-নী (হনিকুষিনীরমি কাশিভ্যঃ ক্থন্। উণ্ ২।২) ইতি ক্থন্। ১ ধর্ম্মশীল। (উজ্জ্বল) (পুং) ২ ব্রাহ্মণ। (সংক্ষিপ্তসার উণাদি) ৩ চন্দ্র-বংশীয় অলর্করাজপৌত্র। (ভাগবত ৯।১৭।৮) ৪ রাজভেদ। হরিবংশে ১০৬ অধ্যায়ে ইহার বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা এইস্থলে লিখিত হইল না।

সুনীল (স্ত্রী) সুষ্ঠু নীলঃ। ১ লামজ্জক। (রাজনি°) (পুং) সু অতিশয়ো নীলঃ। ২ সুন্দর নীলবর্ণ। ৩ দাড়িম।

তিন লক্ষ জপ করিতে পারে, তাহা হইলে স্বর্গমর্ত্ত্যের সমস্ত নারী সকলই তাহার বশীভূত হয়।

কোন রমণীকে বশীকরণ করিতে হইলে গোরোচনা প্রভৃতি দ্বারা একটী চক্র করিবে, ঐ চক্র উক্ত রমণীর নামের সহিত অঙ্কিত করিয়া তাহাকে সুন্দরীস্বরূপ চিন্তা করিয়া মন্ত্র জপ করিবে, তাহাতে উক্ত রমণী লজ্জাভয়বিবর্জ্জিত হইয়া মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় সেই স্থানে আগমন করিয়া বশীভূতা হইবে। সাধক উক্ত রূপে চক্র করিয়া আপনাকে অর্দ্ধোদিত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় লোহিত বর্ণ এবং সাধ্য ব্যক্তিকে রক্তবর্ণরূপে চিন্তা করিবে, এই রূপে পূজা করিলে সাধক স্বয়ং কামদেবের ন্যায় রূপবান্, সর্ব্ব সৌভাগ্যসম্পন্ন, ও সর্ব্ব লোকবশকারী হয়।

সাধক যে রমণীকে কখনও দেখেন নাই, যদি তাহারও নাম চক্রের মধ্যে লিখিয়া যোনিমুদ্রা ধারণ করেন, তাহা হইলে সেই কন্যা রাজকন্যা, যক্ষিণী, অপ্সরা, দেবকন্যা প্রভৃতি যিনিই হউন না কেন, তিনি তৎক্ষণাৎ মদনবাণে পীড়িতা হইয়া সাধকসকাশে সমুপস্থিতা হন।

সাধক উক্ত চক্রে এক ভাগ গোরোচনা, এক ভাগ কুঙ্কুম, দুই ভাগ চন্দন একত্র মর্দ্দন করিয়া তদ্দ্বারা তিলক ধারণ করিয়া যাহাকে দেখিবেন সেই ব্যক্তি বশীভূত হয়। তাম্বুল, ধূপ, জল, পত্র, পুষ্প, ফল, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, চূর্ণ, বস্ত্র, কর্পূর, কস্তূরী কুঙ্কুম, গুরুল, জাতী, তেজপত্র বা অন্য কোন অশনীয় বস্তুর উপরি সুন্দরী মন্ত্র অষ্টোত্তর শত জপ করিয়া যে ব্যক্তিকে প্রদান করা যায়, সেই ব্যক্তি বশীভূত হয়। এই প্রয়োগ দ্বারা সকল রমণী বশীভূত হইয়া দাসীবৎ অবস্থিতি করে।

যে সাধক সুগন্ধ পুষ্প দ্বারা সুন্দরীর অর্চ্চনা করেন, তিনি মহাপাপী হইলেও আশু পবিত্র, শমীপত্র, দূর্ব্বাঙ্কুর, অশ্বত্থপত্র বা অর্ক পুষ্প দ্বারা দেবীর পূজা করেন, তাহার সপ্ত জন্মার্জ্জিত পাপ নাশ হয়। ফলে স্ত্রীগণ বশীভূত করিতে হইলে একমাত্র সুন্দরীসাধন করাই বিধেয়।

পাঁচ প্রকার সুন্দরীমন্ত্র কথিত হইয়াছে। এই মন্ত্র ইহা পঞ্চ সুন্দরীমন্ত্র নামে কথিত হইয়াছে। এই পঞ্চ সুন্দরীর নাম যথা—তারা, পুষ্টি, স্থিতি, সংহতি ও নিরাখ্যা ইহাদের প্রত্যেকের মন্ত্রও ভিন্ন প্রকার।

"তারা পুষ্টিঃ স্থিতিশ্চৈব নিরাখ্যা পঞ্চসুন্দরী।

কথয়ন্ প্রত্যেকং দেব যদি তে মেহক মতিঃ।" (কল্পদ্রুম)

ইহাদের মন্ত্র যথা হ ক ল স হ্রীঁ; ক হ ল স হ্রীঁ ক ল স হ হ্রীঁ ইহার নাম তারাসুন্দরীমন্ত্র। পুষ্টিসুন্দরীমন্ত্র—হ স ক ল হ্রীঁ হ স ক ল হ্রীঁ হ ল ক হ স হ্রীঁ, স ক ল হ্রীঁ স্থিতিসুন্দরীমন্ত্র—হ ল ক স হ্রীঁ ক স হ হ ল স হ্রীঁ, ক হ স ল হ্রীঁ। সংহতি সুন্দরী-মন্ত্র—হ ল, ক স হ্রীঁ, হ স ক ল হ্রীঁ, হ স ক ল হ্রীঁ। নিরাখ্যা সুন্দরী-মন্ত্র—স ক ল হ্রীঁ, স হ ক ল হ্রীঁ, হ স স হ ক হ্রীঁ। এই পঞ্চ সুন্দরী-মন্ত্র।

এই সকল মন্ত্রের সাধনপ্রণালী তন্ত্রে বিশেষরূপে লিখিত হইয়াছে কিন্তু তন্ত্রোক্ত সকল সাধন গুরুর উপদেশসাধ্য। গুরুর উপদেশ ও কৃপা ব্যতীত তন্ত্রোক্ত কোন সাধনই করা যায় না। ইহা ভিন্ন আরও এক প্রকার ত্রিপুরসুন্দরীসাধন আছে। তন্ত্রসারে এই সকল সাধনের বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

সুন্দরেশ্বর (পুং) শিবমূর্ত্তিভেদ।

সুন্দ (পুং) রাজভেদ। (রাজতর° ৭।৮৯৫)

সুন্নি—মুসলমানগণ প্রধানতঃ দুই ভাগে বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত তাহাদেরই একের নাম সুন্নি। সুন্নৎ (সুন্না) শব্দে মহম্মদের সম্বন্ধে প্রচলিত প্রবাদের যে গ্রন্থ আছে, ইহারা সেই গ্রন্থকে কোরাণের ন্যায় প্রামাণিক বলিয়া মনে করে, ইহাদের সমাজে এই গ্রন্থবিধির রূপে প্রচলিত ও সমাদৃত। অপর সম্প্রদায় (সিয়া) কিন্তু প্রামাণিকতা আদৌ স্বীকার করে না। মহম্মদের অব্যবহিত পরবর্ত্তী আবুবকর, উমার, ওসমান্ ও আলী নামধের চারি জন খালিফের উত্তরাধিকারসূত্রে ঐ পদে আরূঢ় হওয়ার সম্বন্ধেও এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ মতদ্বৈধ আছে। সুন্নিদিগের মতে ইহারা চারি জনেই মহম্মদের ন্যায় উত্তরাধিকারী; সিয়াদের কিন্তু বিশ্বাস, মহম্মদের জামাতা আলীকে প্রথমে বঞ্চিত করিয়াই প্রথম তিন ব্যক্তি খালিফের পদ অধিকার করিয়াছিলেন, ইমামের নিয়োগ কি নির্ব্বাচন সম্বন্ধে সুন্নিদিগের এইরূপ ধারণা সর্ব্ব-সাধারণের হিত পালনের জন্য যখন এই পদ আবশ্যক, তখন এই পদের অধিকারীকে মহম্মদের বংশধর হইতেই হইবে, এইরূপ নিয়মের অধীন না করিয়া, সাধারণের নির্ব্বাচনাধীন করাই যুক্তিসঙ্গত। ইহাদের বিশ্বাস, সর্ব্বশেষ ইমামের এখনও জন্ম [illegible] নাই, যীশুর পুনরুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে হইবে। সাধু মহাপুরুষ, ইমাম ও পিরদের উপর ইহাদের বিশেষ শ্রদ্ধা আছে। মহম্মদ কোরাণের যে সকল বিধি ব্যবস্থার ও প্রথার অসমর্থিত পরিষ্কার মীমাংসা করিয়া দিয়া ছিলেন না, চারিজন খালিফ (আবু হানিফা, মেলিক, সেফী ও ইবনুই হম্বল্) সেই সকল বিষয়ের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ইহাদের মত অনুসারে সুন্নিসম্প্রদায় আবার চারি উপ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে। ভারতবর্ষ, তুর্কিস্থান, তুরস্ক ও আরব দেশে সুন্নিদেরই ও পারস্যে সিয়াদের বিশেষ প্রাদুর্ভাব। যদিও উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই সৈয়দ, সেখ, মোগল পাঠান সকলই আছে, তথাপি কখনও এই উভয় দলের লোক এক সঙ্গে বসিয়া উপাসনা করে না। আবুবেকর ওমার ওসমান্ ও আলী এই

সুপর্ণক (পুং) সু শোভনানি পর্ণানি যস্য, কন্। ১ আরগ্বধ বৃক্ষ, চলিত সোঁদাল গাছ। (রত্নমালা) ২ সপ্তচ্ছদ বৃক্ষ, ছাতিম গাছ। (জটাধর) ৩ পোক। (হেম)

সুপর্ণকুমার (পুং) জৈনমতে দেবযোনিভেদ। (হেম)

সুপর্ণকেতু (পুং) সুপর্ণঃ কেতৌ যস্য। বিষ্ণু, ভগবান্ বিষ্ণুর ধ্বজে গরুড় অবস্থান করেন, এই জন্য বিষ্ণুর সুপর্ণকেতু নাম হইয়াছে। (হলায়ুধ)

সুপর্ণযাতু (পুং) জৈনাকার রাক্ষস। "সুবর্ণযাতুমুত গৃধ্রযাতুং দৃষদেব প্র মৃণ" (ঋক্ ৭।১০৪।২২) 'সুপর্ণযাতুং সুপর্ণঃ শ্যেনঃ তদাকারং যাতুধানং' (সায়ণ)

সুপর্ণরাজ (পুং) সুপর্ণানাং রাজা। পক্ষিরাজ, গরুড়।

সুপর্ণসদ্ (ত্রি) সুপর্ণ-সদ-কিপ্। সুপর্ণে অবস্থিত। (তৈত্তি°)

সুপর্ণসুবন (ত্রি) পক্ষীর বাসা।

সুপর্ণা (স্ত্রী) সু শোভনানি পর্ণানি পত্রাণি যস্যাঃ। পদ্মিনী।

সুপর্ণাখ্য (পুং) সুপর্ণ ইতি আখ্যা যস্য। নাগকেশর। (বৈদ্যক°)

সুপর্ণিকা (স্ত্রী) শোভনানি পর্ণানি যস্যাঃ কপ্, টাপি অত ইত্বং। ১ স্বর্ণজীবন্তী। ২ পলাশী। ৩ শালপর্ণী। ৪ রেণুকা। ৫ বাকুচী। (রাজনি°)

সুপর্ণী (স্ত্রী) সুষ্ঠু পর্ণান্যস্যাঃ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ কমলিনী। ২ গরুড়মাতা। (মেদিনী) ৩ পক্ষিণীমাত্র।

সুপর্ণীতনয় (স্ত্রী) সুপর্ণ্যা তনয়ঃ। গরুড়। (হলায়ুধ)

সুপর্ণেয় (পুং) সুপর্ণার অপত্য, গরুড়।

সুপর্য্যবসিত (ত্রি) সু-পরি-অব-সো-ক্ত। শোভনরূপে পর্য্যবসিত, উত্তমরূপে সমাপ্ত। যাহা উত্তমরূপে শেষ হইয়াছে।

সুপর্য্যাপ্ত (ত্রি) অতিশয় পর্য্যাপ্ত, প্রচুর, অনেক।

"তত্র মধ্যে সুপর্য্যাপ্তং কারয়েদন্নমাসনং।
তত্তং সর্ব্বর্ত্তুকং শুভ্রং জলবৃক্ষসমন্বিতং॥" (মনু ৭।৭৬)

সুপর্ব্বণ (ত্রি) সুপর্ব্বন্‌শব্দার্থ।

সুপর্ব্বত (পুং) ১ সাধ্যগণভেদ। (হরিবংশ) ২ উত্তম পর্ব্বত।

সুপর্ব্বন্ (পুং) সুষ্ঠু পর্ব্ব যস্য। ১ দেবতা। (অমর) ২ বাণ। ৩ বংশ। ৪ পর্ব্ব। ৫ ধূম। (মেদিনী) (ত্রি) ৬ উত্তম পর্ব্ববিশিষ্ট।

সুপর্ব্বা (স্ত্রী) শোভনং পর্ব্ব যস্যাঃ। ১ শ্বেতদূর্ব্বা। (রাজনি) ২ সুন্দর পর্ব্ববিশিষ্ট।

সুপলায়িত (ত্রি) উত্তমরূপে পলায়িত, যিনি অতি দ্রুতভাবে পলায়ন করিয়াছেন।

সুপলাশ (ত্রি) সু শোভনং পলাশং পর্ণং যস্য। উত্তম পর্ণবিশিষ্ট, শোভন পত্রযুক্ত।

'ন বৃক্ষং সুপলাশমাসদন্" (ঋক্ ১০।৪।৪০)

'সুপলাশং শোভনপর্ণং' (সায়ণ)

সুপবিত্র (স্ত্রী) ১ অতিশয় পবিত্র। ২ চতুর্দ্দশাক্ষরপাদক ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রথম ১২টী অক্ষর গুরু, শেষ দুইটী লঘু, এবং এই ছন্দের ৮, ও ৬ অক্ষরে যতি।

সুপাকিনী (স্ত্রী) গান্ধকচিরা। (বৈদ্যকনি°)

সুপাক্য (স্ত্রী) সু পাকায় হিতং, সু পাক-যৎ। বিড়্‌লবণ, চলিত বিট্‌লবণ। (রাজনি°)

সুপাণি (ত্রি) সু শোভনৌ পাণী যস্য। শোভন হস্তবিশিষ্ট।

সুপাত্র (ক্লী) সুষ্ঠু পাত্রং। যোগ্য ব্যক্তি। বিদ্যা ও তপস্যাদি গুণযুক্ত ব্যক্তি। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে সুপাত্রে দান করিবে। কুপাত্রে দান করিলে সেই দান নিষ্ফল হয়। বিদ্যাতপস্যাদি গুণযুক্ত ব্যক্তিই সুপাত্র নামে অভিহিত।

"কন্যাং সর্ব্বাঙ্গনা পাত্রে দত্ত্বা কনকভূষণং।
অপাত্রে পাতয়েদ্যস্তু সুবর্ণং নরকার্ণবে॥" (তন্ত্রিতত্ত্ব)

কন্যাসম্প্রদান স্থলে ও সুপাত্রে কন্যাদান করা বিধেয়। কুপাত্রে কন্যাদান করিলে ইহলোকে বিবিধ ক্লেশ এবং পরলোকে নরক হইয়া থাকে।

২ শোভন ভাজন। (ত্রি) ৩ উত্তম পাত্রযুক্ত, উত্তম পাত্রবিশিষ্ট।

সুপান (ত্রি) সুখেন পীয়তে ইতি সু-পা (আতো যুচ্। পা ৩।৩।১২৮) ইতি যুচ্, পানযোগ্য, যাহা সুখে পান করা যায়।

সুপানান্ন (ক্লী) উত্তম পান ও অন্ন।

"সুপানান্নং মাতো অথ ইহ গৌতৈর্নত্তিঃ।"
(বৃহৎসংহিতা ৫।৭৬)

সুপার (ত্রি) শোভন পার, শক্তি যাহা অতিক্রম করিতে সমর্থ। "দধিরে সুপারমিদং (ঋক্ ৩।৭০।৩) 'সুপারং শোভনপারং অতিতিরস্কিভূর্নীকর্ত্তুং শক্যমিত্যর্থঃ' (সায়ণ)

সুপারক্ষত্র (ত্রি) অতি দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ ধন ও বলযুক্ত। "সুপারক্ষত্রঃ সত্যো অস্য রাজা" (ঋক্ ৭।৮৭।৬) 'সুপারক্ষত্রঃ সুষ্ঠু দুঃখাৎ পারকং ক্ষত্রং বলং ধনং বা যস্য' (সায়ণ)

সুপারগ (ত্রি) অতিশয় পারগ। (পুং) ২ শাক্যমুনি।

সুপারণ (ত্রি) সুপাঠ্য। (ক্লী) উত্তম পারণ। উত্তম ভোজন।

সুপার্শ্ব (পুং) সুষ্ঠু পার্শ্বোহস্য। চতুর্বিংশতিতীর্থঙ্করের অন্তর্গত তীর্থঙ্করবিশেষ। (হেম) ২ প্লক্ষ বৃক্ষ। (রাজনি°) ৩ পক্ষিবিশেষ, সম্পাতিপুত্র। (রামায়ণ কিষ্কিন্ধ্যাকা° ৫৯ স°) ৪ পীঠস্থানবিশেষ। এই স্থানের দেবীর নাম নারায়ণী।

"নারায়ণী সুপার্শ্বে তু ত্রিকূটে ভদ্রসুন্দরী।"
(দেবী ভাগবত ৭।৩০।৬৬)

৫ ইলাবৃত বর্ষের পর্ব্বতবিশেষ। (বিষ্ণুপু° ২।২।১৭)

সুপুষ্পক (পুং) শিরীষ বৃক্ষ। সুপুষ্পশব্দার্থ।

সুপুষ্পা (স্ত্রী) সুপুষ্প-টাপ্‌। কোশাতকী, চলিত ঘোষালতা। ২ দ্রোণপুষ্পী, চলিত বলফসা। ৩ শতপুষ্পা, চলিত শুল্‌ফা। ৪ শতাবরী, বনসেউতী। (বৈদ্যকনি°)

সুপুষ্পিকা (স্ত্রী) শোভনানি পুষ্পাদি যস্যাঃ ঙীষ্‌, ততঃ কন্‌। পাটলা বৃক্ষ, চলিত পারুল গাছ। ২ ক্ষুদ্রারকবিশেষ। চলিত ফাগলবেটে। (রাজনি°) ৩ কৃষ্ণমহিষবল্লী। ৪ মমশপ। (বৈদ্যকনি°)

সুপুষ্পী (স্ত্রী) সুষ্ঠু পুষ্পং যস্যাঃ ঙীষ্‌। ১ শ্বেতাপরাজিতা। ২ কীর্ণকজী। ৩ শতপুষ্পী। ৪ মিশ্রেয়া। ৫ দ্রোণপুষ্পী। (রাজনি°) ৬ কদলী। (শব্দচ°)

সুপুষ্য (পুং) বৃক্ষ। (শব্দরত্না°)

সুপূজিত (ত্রি) সু-পূজ-ক্ত। উত্তমরূপে পূজিত, সুষ্ঠুরূপে সংকৃত।

সুপূত (ক্লী) সু-পূ-ভাবে-ক্ত। অতিশয় পূত, অতি পবিত্র।

সুপূর (পুং) বীজপূর। (রাজনি°)

সুপূরক (পুং) সুষ্ঠু পূরয়তীতি পূর-ণ্বুল্‌। ১ চূর্ণকবিশেষ, একপ্রকার চূর্ণ। ২ মাতুলুঙ্গবৃক্ষ। চলিত টাবালেবুর গাছ। ৩ বকপুষ্পবৃক্ষ। (রত্নমা°)

সুপূর্ণ (ত্রি) সু-পূর-ক্ত। অতিশয় পূর্ণ, সুষ্ঠু পূর্ণ।

"সুপূর্ণা পুনরাপত" (শুক্লযজু° ৩।৪৯)

'সুপূর্ণা কর্ম্মফলেন সুষ্ঠু পূর্ণা' (মহীধর)

সুপৃক্ষ্‌ (ত্রি) শোভন অন্নযুক্ত, শোভনান্নবিশিষ্ট।

"ইন্দ্রং নরঃ সুপৃক্ষঃ" (ঋক্‌ ৭।৩৭।৭)

'সুপৃক্ষঃ শোভনান্নৈরুপেতাঃ' (সায়ণ)

সুপেশ (পুং) শোভনরূপ, সুন্দর।

"আনীয়তাং কর্ণকষায়শোবান্‌

বহুক্রমিব্যো ক ইমান্‌ সুপেশান্‌।" (কাশখণ্ড)

'সুপেশান্‌ সুন্দরান্‌' (স্বামী)

সুপেশস্‌ (ত্রি) সুপেশ (মিথুনেঽসিঃ পূর্ব্ববচ্চ সর্ব্বং। উণ্‌ ৪।২২১) ইতি অসি। শোভন রূপযুক্ত, সুন্দর রূপবিশিষ্ট।

"শা নো রক্ষি বিশ্ববারং সুপেশসং" (ঋক্‌ ১।৪৮।১৩)

'সুপেশসং শোভনরূপোপেতং' (সায়ণ)

সুপোষ (ত্রি) শোভন পোষণযুক্ত, বহুমূল্যার্হ হিরণ্যাদিযুক্ত। "সুবীরো বীরৈঃ সুপোষঃ পোষৈঃ" (শুক্লযজুঃ ৩।৩৭) 'সুপোষঃ স্যাং বহুমূল্যার্হহিরণ্যাদিযুক্তো ভবেয়ং' (মহীধর)

সুপ্‌ (স্ত্রী) শিকোক্ত নধুরাথান প্রত্যয়বিশেষ। পাণিন্যাদি ব্যাকরণমতে একবিংশতি বিভক্তির নাম সুপ্‌। শব্দের উত্তর তিলিঙ্গে অর্থাৎ স্ত্রী, পুং ও ক্লীবলিঙ্গে সুপ্‌ প্রত্যয় হইয়া থাকে। এই বিভক্তি প্রথমার একবচনে সু এবং সপ্তমীর বহুবচনে সুপ্‌ হইয়া শেষ অক্ষর প্‌ লইয়া সুপ্‌ এই নাম হইয়াছে। সুপ্‌ প্রত্যয় হইলে তদুত্তরে বিহিত যে সকল কার্য্য হয়, তাহা ব্যাকরণের সুবন্ত প্রকরণে অভিহিত হইয়াছে। এই বিভক্তি প্রথমা হইতে সপ্তমী পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, আবার ইহা একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচনভেদে তিনপ্রকার, এই বিভক্তি একবচন হইলে একের বোধক, দ্বিবচন হইলে দুয়ের বোধক ও বহুবচন হইলে বহুর বোধক হইয়া থাকে। এক, দুই বা বহু এই সুপ্‌ বিভক্তি দ্বারাই জানা যায়। এই বিভক্তি যথা—

১মা। সু, ঔ, জস্‌। ২য়া অম্‌, ঔট্‌, শস্‌। ৩য়া টা, ভ্যাং, ভিস্‌। ৪র্থী ঙে, ভ্যাং, ভ্যস্‌। ৫মী ঙসি, ভ্যাং, ভ্যস্‌। ৬ষ্ঠী ঙস্‌, ওস্‌, আম্‌। ৭মী ঙি, ওস্‌, সুপ্‌। এই ৭ সাতে ২১টী বিভক্তি সুপ্‌। শব্দের উত্তরই এই বিভক্তি হইয়া থাকে। শব্দের উত্তর সুপ্‌ প্রত্যয় না হইলে তাহা পদ হয় না। 'নর' একটী শব্দ কিন্তু এই নরশব্দের উত্তর প্রথমার একবচনে সু বিভক্তি হইলে তবে ইহা পদ বলিয়া গণ্য হইবে, এবং উহা দ্বারা একটী মনুষ্য এই অর্থবোধ হইবে। 'সুপ্‌তিঙন্তযোর্ষিতাং' (ব্যাক°) যতক্ষণ শব্দের উত্তর সুপ্‌ এবং ধাতুর উত্তর তিঙ্‌ প্রত্যয় না হইবে, ততক্ষণ তাহা বাক্যমধ্যে পরিগণিত হইবে না, যখনই শব্দ বা ধাতু সুপ্‌তিঙন্তযুক্ত হইবে, তখনই তাহা পদ হইবে।

সুপ্ত (ত্রি) স্বপ-ক্ত। নিদ্রিত, পর্য্যায়—নিদ্রাণ, শয়িত। (হেম) নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগাইতে নাই, কিন্তু ইহাতেও বিধিনিষেধ শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা ক্ষুধিত, ভূষিত, কামী, বিদ্যার্থী, কৃষিকারক, ভাণ্ডারী, ও প্রবাসী এই ৭ জন ব্যক্তি সুপ্ত হইলে, তাহাদিগকে জাগরিত করিলে তাহাতে দোষ হয় না। কিন্তু মক্ষিকা, ভ্রমরী, সর্প, রাজা, বালক, পরকার্য্যে বিমুখ ও মূর্খ এই ৭ জনকে কখনও সুপ্ত অবস্থা হইতে জাগরিত করিবে না।

"ক্ষুধিতস্তৃষিতঃ কামী বিদ্যার্থী কৃষিকারকঃ।

ভাণ্ডারী চ প্রবাসী চ সপ্ত সুপ্তান্‌ প্রবোধয়েৎ॥

মক্ষিকা ভ্রমরী সর্পো রাজা বৈ বালকস্তথা।

পরবাণি চ মূর্খশ্চ সপ্ত সুপ্তান্‌ ন বোধয়েৎ॥" (স্মৃতি)

যে স্থলে অধিক লোক নিদ্রিত আছে, সেইস্থলে একব্যক্তি জাগরণ করিয়া থাকিবে না। কারণ নিদ্রাবস্থায় নানাপ্রকার স্বপ্ন দেখে এবং নানারূপ শব্দাদি করে, তাহার মধ্যে একজন লোক জাগিয়া থাকিলে তাহার ভয় পাইবার সম্ভাবনা, ইত্যাদি কারণে বহুসুপ্তের মধ্যে একের জাগরণ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

"একঃ স্বাদু ন ভুঞ্জীত নৈকঃ সুপ্তেষু জাগৃয়াৎ।" (চাণক্যশ্লোক)

২ স্পর্শাজ্ঞান।

"স্বপ্নরক্তা স্ফুটিতা স্বপ্না কৃশা কৃষ্ণা চ তুষ্যতে।
আত্তজতে সদাগা চ সর্ব্বরূপ স্বপ্ন গতেহনিলে॥"
(নিদান মাধবব্যাধি°)

(স্ত্রী) ২ সুষুপ্তি। পর্য্যায়—সাধিকা। (হেম)

সুপ্তক (স্ত্রী) সুপ্ত-স্বার্থে কন্। সুপ্ত, নিদ্রিত।

সুপ্তঘাতক (ত্রি) সুপ্তমপি হন্তীতি হন-ণ্বুল্। হিংস্র। পর্য্যায়—দশের। (ত্রিকা°) নিদ্রিত অবস্থায় হননকারী, ঘুমাইয়া থাকিলে যাহারা হনন করে।

সুপ্তঘ্ন (ত্রি) সুপ্তং হন্তি হন-টক্। ১ সুপ্তঘাতক। (পুং) ২ রাক্ষস। (গোঃ রামায়ণ ১।৩।১০৭)

সুপ্তচ্যুত (ত্রি) সুপ্তঃ চ্যুতঃ। যাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে।

সুপ্তজন (পুং) সুপ্তা জনা যত্র। অর্দ্ধরাত্র, এই সময় প্রায় সকল লোকই সুপ্ত থাকে। সুপ্তো জনঃ। ২ নিদ্রিত লোক, নিদ্রিত মানব।

সুপ্তজ্ঞান (স্ত্রী) সুপ্তে নিদ্রাবস্থায়াং যৎ জ্ঞানং। স্বপ্ন, নিদ্রাবস্থায় যে স্বপ্ন দেখা যায়, তাহা জাগরণকালের ন্যায় বোধ হয়, এইজন্য উহার নাম সুপ্তজ্ঞান। (জটাধর)

সুপ্ততা (স্ত্রী) সুপ্তস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সুপ্তত্ব, সুপ্তের ভাব বা ধর্ম্ম, নিদ্রা।

সুপ্তপ্রবুদ্ধ (ত্রি) আদৌ সুপ্তঃ পশ্চাৎ প্রবুদ্ধঃ। প্রথমে নিদ্রিত ও পরে জাগরিত, নিদ্রোত্থিত।

সুপ্তপ্রলপিত (স্ত্রী) সুপ্তে প্রলপিতং। নিদ্রাবস্থায় প্রলাপ।

সুপ্তমালিন্ (পুং) ত্রয়োবিংশ কল্প।

সুপ্তবাক্য (স্ত্রী) সুপ্তে যৎ বাক্যং। নিদ্রাবস্থায় বাক্যপ্রয়োগ। নিদ্রাবস্থায় কথন।

সুপ্তবিগ্রহ (ত্রি) নিদ্রিত।

সুপ্তবিজ্ঞান (স্ত্রী) সুপ্তে নিদ্রাবস্থায়াং যৎ বিজ্ঞানং। স্বপ্ন।

সুপ্তস্থ (ত্রি) সুপ্ত-স্থা-ক। নিদ্রিত। (কথাসরিৎসা°)

সুপ্তাঙ্গতা (স্ত্রী) সুপ্তং স্পর্শাজ্ঞাক্ষমং অঙ্গং যস্য স সুপ্তাঙ্গস্তস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সুপ্তাঙ্গের ভাব বা ধর্ম্ম, অসাড় অঙ্গ।

সুপ্তি (স্ত্রী) স্বপ-ক্তিন্। ১ স্পর্শতা। ২ নিদ্রা। ৩ বিশ্রম্ভ। ৪ শয়ন। (মেদিনী)

সুপ্তোত্থিত (ত্রি) আদৌ সুপ্তঃ পশ্চাদুত্থিতঃ। নিদ্রোত্থিত। নিদ্রা হইতে জাগরিত।

সুপ্রকাশ (ত্রি) সুপ্রকাশো যস্য। উত্তম প্রকাশযুক্ত, উত্তম-প্রকাশবিশিষ্ট, উত্তম দীপ্তিযুক্ত।

"সুপ্রকাশো মহাদীপঃ সর্ব্বতস্তিমিরাপহঃ।
সবাহ্যাভ্যন্তরজ্যোতির্দীপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাং॥"
(পূজাপ° দীপদান°)

সুপ্রকেত (ত্রি) সু প্রজ্ঞান, উত্তম জ্ঞানবিশিষ্ট।

"সু প্রকেতৈর্দ্যুভিরগ্নির্বিতিষ্ঠন্" (ঋক্ ১০।৩।৩)

'সু প্রকেতৈঃ সু প্রজ্ঞানৈঃ' (সায়ণ)

সুপ্রগমন (ত্রি) সুপ্র-গম-ল্যুট্। শোভন-গমন।

সুপ্রগুপ্ত (ত্রি) সম্যক্‌গুপ্ত।

সুপ্রচেতস্ (ত্রি) সুষ্ঠুরূপ জ্ঞানোৎপাদনে সমর্থ।

"তে মাদিনো মদিরে সুপ্রচেতসঃ" (ঋক্ ১।১৬০।৩)

'সুপ্রচেতসঃ সুষ্ঠু প্রকর্ষেণ চেতয়িতুং শক্তাঃ' (সায়ণ)

সুপ্রচ্ছন্ন (ত্রি) সু-প্র-ছদ-ক্ত। অতিপ্রচ্ছন্ন, অতিশয় গুপ্ত।

সুপ্রজ (ত্রি) সু-শোভনা প্রজা সন্ততির্যস্য। উত্তম সন্ততি-বিশিষ্ট, শোভন পুত্রযুক্ত।

"তথা সাধয় ভদ্রং তে আত্মানং সুপ্রজং নৃপ।
ইষ্টেন পুত্রকামস্য পুত্রং যাজয়ি যজ্ঞভুক্॥" (ভাগ° ৪।১৩।৩২)

সুপ্রজস্ (ত্রি) সুপ্রজ-অসি (পা ৫।৪।১২২) উত্তম সন্ততিবিশিষ্ট।

সুপ্রজস্ত্ব (স্ত্রী) সু প্রজসো ভাবঃ ত্ব। সুপ্রজের ভাব বা ধর্ম্ম, উত্তম সন্তান লাভ, সু সন্তান প্রাপ্তি।

সুপ্রজাত (ত্রি) সুজাত, সুজন্মা। ২ বহু সন্ততিবিশিষ্ট।

সুপ্রজাবনি (ত্রি) পুত্রপৌত্রাদিরূপ শোভন প্রজায় সম্পাদন-কারী। "সু প্রজাবনী রায়স্পোষবনিঃ স্বাহা" (শুক্লযজুঃ ৪।১২)

"সু প্রজাবনিঃ পুত্রপৌত্রাদিরূপায়াঃ শোভনপ্রজায়াঃ সম্পাদয়িত্রী"
(মহীধর)

সুপ্রজা (স্ত্রী) সু শোভনা প্রজা। সুসন্তান, শোভন প্রজা। ২ উত্তম লোক।

সুপ্রজাবৎ (ত্রি) সুপ্রজা অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। উত্তম প্রজা-বিশিষ্ট, পুত্রপৌত্রাদিলক্ষণ প্রজাবিশিষ্ট। "জনে বস্যে সুপ্রজাবতীং" (ঋক্ ১।১১৩।১৯) 'সুপ্রজাবতীং শোভনাভিঃ পুত্রপৌত্রাদিলক্ষণাভিঃ প্রজাভির্যুক্তাং' (সায়ণ)

সুপ্রজ্ঞ (ত্রি) সু শোভনা প্রজ্ঞা যস্য। উত্তম প্রজ্ঞাবিশিষ্ট, উত্তম প্রজ্ঞাযুক্ত।

(একবিংশ ভাগ সম্পূর্ণ)